পদ্মপুরাণ

উত্তর খণ্ড

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্।

ভট্টপল্লী নিবাসী

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত।

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

পদ্মপুরাণম্।

উত্তর খণ্ডম্।

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্।

ভট্টপল্লী নিবাসী
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
সম্পাদিত।

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড পাদ্মোত্তর নামে প্রসিদ্ধ। অনুষ্ঠানগত পরমভক্ত বৈষ্ণবগণের এই গ্রন্থ পরমাদরণীয়। হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি পরম সম্মাননীয় বৈষ্ণব নিবন্ধসমূহে এই পাদ্মোত্তরের ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের মহোপদেশক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ সাধারণে দুর্লভ। যোগ্য ব্যক্তিগণ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। সুতরাং অনুবাদ ভাল হইবার কথা। যাহাই হউক, এই গ্রন্থপাঠ যিনি করিবেন, এবং ইহার অনুবাদ আলোচনা যিনি করিবেন, তাঁহারা যে বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া মানব জন্মের সফলতা লাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। ইহা অনুবাদের গুণ নহে, বৈষ্ণবধর্ম্মের গুণ। কিমধিকমিতি—

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা।

সূচি-পত্রম্

সূচিপত্র সমাপ্ত।

পদ্মপুরাণম্।

উত্তরখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২

ঋষয় উচুঃ।

শ্রুতং পাতালখণ্ডঞ্চ ত্বয়াখ্যাতং বিদাং বর।
নানাখ্যানসমাযুক্তং পরমানন্দদায়কম্॥ ৩
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামো ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনম্।
পাদ্মে যচ্ছেষমস্তীহ তদ্‌ব্রূহি কৃপয়া গুরো॥৪

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে। অজ্ঞান-তিমিরান্ধজনের নেত্র যিনি, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। ঋষি-গণ কহিলেন,—হে গুরো বিজ্ঞবর! ইতি-পূর্ব্বে আমরা ভবৎকথিত নানাখ্যানময় পরমানন্দপ্রদ পাতালখণ্ড শুনিয়াছি, অধুনা ভগবদ্‌ভক্তিবর্দ্ধক পদ্মপুরাণের শেষাংশ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলুন। ১—৪।

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে যদুক্তং শঙ্করেণ হি।
পৃচ্ছতে নারদায়ৈব বিজ্ঞানং পাপনাশনম্॥ ৫
একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
গতোঽদ্রিং মন্দরং শম্ভুং প্রষ্টুং কিঞ্চিন্মনোগতম্
তত্রাসীনমুমানাথং প্রণিপত্য শিবাজ্ঞয়া।
উপবিষ্টঃ সমাদিষ্ট আসনেঽভিমুখো বিভোঃ।
পপ্রচ্ছ ইদমেবেশং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ॥ ৭

সূত কহিলেন,—মুনিগণ! মহর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর দেব যে পাপহর বিজ্ঞানবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। একদা ভগবৎপ্রিয় নারদ নানা লোক পরিভ্রমণপূর্ব্বক দেব শম্ভুকে আপনার কোন মনোগত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত মন্দরাচলে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া উপবিষ্ট উমাপতিকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তদীয় আদেশে তদভিমুখে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। হে সত্তমগণ! আপ-নারা আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিলেন

নারদ উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ পার্ব্বতীশ জগদ্গুরো।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং যেন স্যাৎ তন্মমাদিশ ॥ ৮

শিব উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৯
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
প্রথমোত্তরকীর্ত্তিঃ স্যাৎ পর্ব্বতাখ্যানমেব চ ॥১০
জালন্ধরং তথাখ্যানং শ্রীশৈলাখ্যং ততঃ পরম্।
হরিদ্বারস্য ব্যাখ্যানং বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং তথা ॥১১
প্রয়াগতীর্থং তে বক্ষ্যে দশাশ্বমেধিকং চ তৎ।
তুলসীমহিমা চৈব শঙ্খচক্রগদাদিকম্ ॥ ১২
দ্বারকায়াস্তথাখ্যানং মহোৎসববিধিস্ততঃ।
তড়াগজং তথা পুণ্যং বাপীকূপপ্রপাদিকম্ ॥১৩
গাণপত্যং ততো বক্ষ্যে বৈষ্ণবাগমমেব চ।
জীর্ণোদ্ধারস্য মাহাত্ম্যং মন্দাকিনীসমাগমম্ ॥১৪
সাভ্রমত্যাস্ত মাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং তীরজং তথা।
স্ত্রীশূদ্রাণাং তথা ধর্ম্মং তথা ত্যাজ্যেশ্চ ধারণম্।
উমামহেশসংবাদে প্রোক্তং নাম সহস্রকম্।
কৈলাসাৎ তৎ সমানীতং নারদেনাগ্রজন্মনা ॥
লোকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীশূদ্রাণাং বিশেষেণ পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥
ইদং পবিত্রং পরমং পুণ্যমায়ুষ্যবর্দ্ধনম্।
পঠিতব্যং বিশেষেণ বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
বিষ্ণোর্নামসহস্রং তৎ পাবনং ভুবি বিশ্রুতম্।
চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তীনাং স্থানকানীহ সংবদেৎ ॥১৯
তেষাঞ্চ মাতাপিতরাবন্তরং চ ব্রবীম্যহম্।
গোত্রং বেদাংশ্চ তেষাং বৈ কর্ম্মাণীহ তথৈব চ
স্ত্রিয়স্তেষাং প্রবক্ষ্যামি যথা বিজ্ঞানদর্শনাৎ।
চতুর্ব্বিংশত্যেকাদশীনাং দ্বাদশীনাং প্রভাবতাম্
গোদাবর্য্যাশ্চ মাহাত্ম্যং শঙ্খচক্রাদিধারণম্।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ ধারণং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥২২
যমুনায়াশ্চ মাহাত্ম্যং গণ্ডিকায়াস্তথা মুনে।
বেত্রবত্যাস্ত মাহাত্ম্যং বচম্যহং তে ন সংশয়ঃ ॥
গিল্লিতীর্থোদ্ভবং পুণ্যং শিলাক্ষেত্রং মহচ্চ যৎ
তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি খণ্ডে উত্তরসংজ্ঞকে ॥
অর্ব্বুদেশ্বরমাহাত্ম্যং তত্র তীর্থাদিকঞ্চ যৎ।
সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং সিদ্ধক্ষেত্রাদিকঞ্চ যৎ ॥২৫

আসনোপবিষ্ট নারদও তৎকালে ঈশান-দেবকে ইহাই জিজ্ঞাসা করেন। নারদ বলিলেন,—হে পার্ব্বতীপতে! হে ভগবন্ জগদ্গুরো দেবদেব! যাহাতে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হয় তাহাই আমায় উপদেশ করুন। শিব কহিলেন,—হে নারদ! যাহা শুনিয়া নিশ্চয় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, আমি সেই বেদসম্মিত পুরাণ প্রস্তাব করিতেছি। প্রথমে নর-নারায়ণকীর্ত্তি, পরে পর্ব্বতাখ্যান, জালন্ধরাখ্যান, শ্রীশৈলাখ্যান, হরিদ্বার গঙ্গা প্রয়াগ ও দশাশ্বমেধ তীর্থের বিবরণ, তুলসীমাহাত্ম্য, শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতির বিবরণ, দ্বারকাখ্যান, মহোৎসব বিধান, জলাশয় বাপী কূপ ও প্রপাদি প্রতিষ্ঠার পুণ্যাখ্যান, গাণপত্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্র, জীর্ণোদ্ধারমাহাত্ম্য, মন্দাকিনীসমাগম, সাভ্রমতী ও তদীয় তীর-মাহাত্ম্য এবং স্ত্রী-শূদ্র-ধর্ম্ম আমি বলিব। অতঃপর বিষ্ণুর বিশ্ববিশ্রুত পবিত্র সহস্র নাম কীর্ত্তিত হইবে, এই সহস্র নাম উমা-মহেশ্বর-সংবাদে কীর্ত্তিত হইয়াছিল; অগ্রজন্মা নারদ কৈলাস হইতে ইহা আনয়ন করেন।১৫—১৬। এই পরম পুণ্যজনক আয়ুষ্য-বর্দ্ধন সহস্র নাম স্তোত্র সর্ব্বলোকের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের তথা স্ত্রী-শূদ্রের বিশেষরূপেই পঠিতব্য। এই স্তোত্র সমাহিতভাবে পাঠ করিলে বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয়। অনন্তর আমি বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির স্থান মাতা পিতা গোত্র বেদ কর্ম্ম ও সহধর্ম্মিণীর কথা যথামতি বর্ণন করিব। পরে চতুর্ব্বিংশতি একাদশী ও চতুর্ব্বিংশতি দ্বাদশীর মহিমা, গোদাবরীমাহাত্ম্য, শঙ্খ চক্রাদি ধারণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে বিধিপূর্ব্বক ঐ সকল ধারণের ফল, যমুনা গণ্ডিকা ও বেত্রবতীর মাহাত্ম্য এবং গিল্লিতীর্থোদ্ভব পুণ্য শিলাক্ষেত্রবৃত্তান্ত আমি এই উত্তর খণ্ডে বলিব। অর্ব্বুদেশ্বরের মাহাত্ম্য এবং তথায় যে সকল তীর্থ আছে তাহার বৃত্তান্ত,

পদ্মনাভসমুৎপত্তিং তুলস্যাশ্চৈব ধারণম্।
গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং পট্টপূজাং তথৈব চ॥ ২৬
নিরঞ্জনস্য মাহাত্ম্যং তথা বিজ্ঞানদর্শনম্।
তত্র দীপপ্রদানঞ্চ ধূপদানং বিশেষতঃ॥ ২৭
কার্ত্তিকস্যাথ মাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং মাঘজং তথা।
সর্ব্বেষাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ মাহাত্ম্যং বিধিপূর্ব্বকম্॥২৮
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি জগন্নাথাখ্যমুত্তমম্।
যং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে লোকো ব্রহ্মহত্যাদিপাতকাৎ॥
যত্র সিদ্ধং তথা ভুক্তং পারলৌকিকদায়কম্।
ব্রাহ্মণা যত্র ভুঞ্জন্তি বেদশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৩০
অন্যেষাং চৈব লোকানাং কা কথা চৈব সুব্রত
পঞ্চবিংশত্যত্র নাগা নর্ত্তক্যো বিবিধাস্তথা॥৩১
ব্রহ্মহত্যা বালহত্যা গবাং হত্যা তথৈব চ।
তাঃ সর্ব্বা বিলয়ং যান্তি জগন্নাথস্য দর্শনাৎ॥৩২
জগন্নাথেত্যুচ্চরন্ জন্তুর্মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
বিষ্ণোঃ পূজনকং পুষ্পৈস্তন্মাহাত্ম্যমপি ব্রুবে॥
পর্ব্বতানাং বর্ণনঞ্চ দেশানাং বর্ণনং তথা।
গোপূজনাদিমাহাত্ম্যং সিদ্ধানাং চৈব পূজনম্॥

সিকথে দত্তে তু যৎ পুণ্য তৎ সর্ব্বং প্রবদাম্যহম্।
কদলীগর্ভদানঞ্চ বৃক্ষদানং ততঃ পরম্॥ ৩৫
অশ্বদানং হস্তিদানং জপমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
মন্ত্রদীক্ষাগমং চৈব গুরোর্লক্ষণমেব চ॥ ৩৬
শিষ্যস্য লক্ষণং প্রোক্তং যৎ পৌরাণিকা বিদুঃ
চরণোদকমাহাত্ম্যং পিতৃশ্রাদ্ধাদিকঞ্চ যৎ॥ ৩৭
পিতৃক্ষয়াহদানঞ্চ নীলোৎসর্গবিধিস্ততঃ।
গ্রহণং চন্দ্র-সূর্য্যস্য তত্র দানঞ্চ যদ্ভবেৎ॥ ৩৮
শালগ্রামস্য দানস্য মাহাত্ম্যং মাল্যগন্ধয়োঃ।
দশম্যেকাদশীবেধং দ্বাদশী হরিবাসরম্॥ ৩৯
তেষাং চৈব তু মাহাত্ম্যং রুদ্রনামাদিকঞ্চ যৎ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কুরুক্ষেত্রাদিকং তথা॥ ৪০
সেতুবন্ধস্য চাখ্যানং শ্রীরামেশ্বরজং তথা।
ত্র্যম্বকস্য চ মাহাত্ম্যং পঞ্চবট্যাশ্চ যৎ ফলম্॥৪১
দণ্ডকারণ্যমাহাত্ম্যং শৃণু বাড়বসত্তম।
দণ্ডকারণ্যমাহাত্ম্যং নৃসিংহোৎপত্তিকারণম্॥
গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং তথা ভাগবতস্য চ।
কালিন্দ্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং ইন্দ্রপ্রস্থস্য বর্ণনম্॥৪৩
রুক্মাঙ্গদচরিত্রঞ্চ মহিমা বৈষ্ণবস্য চ।

সরস্বতীর মাহাত্ম্য, পদ্মনাভের উৎপত্তি, তুলসীধারণ, গোপীচন্দন-মাহাত্ম্য, পট্টপূজা নিরঞ্জনমাহাত্ম্য, তথায় দীপ দান, ধূপ দান, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসমাহাত্ম্য, এবং নিখিল বৈধ ব্রতের মাহাত্ম্য, আমি কীর্ত্তন করিব। হে নারদ! শ্রবণ কর, আমি উত্তম জগন্নাথক্ষেত্রের কথাও কহিব। ঐ ক্ষেত্র দর্শনে লোক ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানের সিদ্ধান্ন পারলৌকিক মঙ্গলদায়ক, অন্যের কথা কি বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণগণও ঐ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে পঞ্চবিংশতি নাগ এবং বিবিধ নর্ত্তকী বিদ্যমান। ব্রহ্মহত্যা, বালহত্যা ও গোহত্যাদি পাপ জগন্নাথদর্শনে বিলয় প্রাপ্ত হয়। জীব 'জগন্নাথ' এই নাম উচ্চারণ করিলে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা এবং সেই পূজার মাহাত্ম্যও আমি কীর্ত্তন করিব। ২৭—৩৩। ইহা ভিন্ন পর্ব্বত বর্ণন, দেশ বর্ণন,

গো-পূজাদির মাহাত্ম্য, সিদ্ধগণের পূজা, সিকথ দানের পুণ্য, কদলীগর্ভদান, বৃক্ষদান, অশ্বদান, হস্তিদান, জপমাহাত্ম্য, মন্ত্রদীক্ষাবিধি, গুরুলক্ষণ, পৌরাণিক জনসম্মত শিষ্যলক্ষণ, পাদোদকমাহাত্ম্য, পিতৃশ্রাদ্ধাদি বিবরণ, পিতৃমৃত্যুদিবসীয় দান, নীল বৃষোৎসর্গবিধি, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালীন দান, শালগ্রাম মাল্য ও গন্ধদানের মাহাত্ম্য, দশমী ও একাদশীর বেধ, দ্বাদশীযুক্ত হরিবাসর, এবং ঐ সমুদয়ের মাহাত্ম্য, যে কিছু রুদ্রনামাদি, মথুরা ও কুরুক্ষেত্রাদির মাহাত্ম্য, সেতুবন্ধ ও শ্রীরামেশ্বর লিঙ্গের উপাখ্যান, ত্র্যম্বকের মাহাত্ম্য, পঞ্চবটী ও দণ্ডকারণ্যের মাহাত্ম্য, নৃসিংহোৎপত্তির কারণ, গীতা ও ভাগবত-মাহাত্ম্য, কালিন্দীমাহাত্ম্য, ইন্দ্রপ্রস্থ বর্ণন, রুক্মাঙ্গদ-চরিত্র, বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, এবং

বৈষ্ণবে হ্যেকভুক্তে তু শৃণু পাণ্ডবসত্তম ॥ ৪৪
সসাগরাঞ্চ পৃথিবীং দত্বা চৈব তু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি ভুক্তে হ্যেকে তু বৈষ্ণবে ॥ ৪৫
সাত্ত্বিকাঃ স্বত্ত্বসম্পন্না রাজসাঃ কামুকাঃ স্মৃতাঃ।
তামসা অধমাঃ প্রোক্তা বৈষ্ণবানান্ত লক্ষণম্
ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবা যে তু বেদধর্ম্মপরায়ণাঃ।
তেষাং মাহাত্ম্যং বক্ষ্যামি যথোক্তং চৈব নারদ
বিষ্ণুনিন্দারতা যে বৈ দ্রব্যলোভেন সত্তম।
তেষাং পাপঞ্চ বক্ষ্যামি সাম্প্রতং ঋষিসত্তম ॥৪৮
জ্বালামুখ্যাস্তথাখ্যানং হিমশৈলেক্ষণং তথা।
ব্রহ্মোৎপত্তিঞ্চ বৈ যত্র তং প্রদেশং বদাম্যহম্
কায়স্থানাং সমুৎপত্তির্গয়াব্যাখ্যানমেব চ।
গদাধরস্বরূপঞ্চ ফল্গুবর্ণনমেব চ ॥ ৮০
এতেষাং চৈব মাহাত্ম্যং পাদ্মে দৃষ্টং তথা শ্রুতম্
[illegible] এব চ ॥ ৫১
রামগয়ায়া মাহাত্ম্যং তথা প্রেতশিলাভবম্।
[illegible] তথাখ্যানং শিলাখ্যানং বদাম্যহম্ ॥

ব্রহ্মযোনেস্তথাখ্যানমক্ষয়াখ্যবটস্য চ।
শ্রাদ্ধে তত্র মহৎপুণ্যং যত্তৎ সর্ব্বং বদাম্যহম্ ॥
মহেশ্বরকৃতাং ভক্তিং বিষ্ণুনা চ মহাত্মনা।
অদ্যাপি কাশ্যাং জপতি মহারুদ্রো হ্যনাময়ম্ ॥
মাহাত্ম্যং চ ততো বক্ষ্যে সাগরস্য হি নারদ।
তিলতর্পণজং পুণ্যং যবজং পুণ্যমেব চ ॥ ৫৫
তুলসীদলসংযুক্তং তর্পণং দেবজং তথা।
তন্মাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তং ব্রহ্মণা মম ॥
শঙ্খনাদস্য মাহাত্ম্যং পুণ্যঞ্চাসঙ্খ্যসংজ্ঞকম্ ॥ ৫৭
রবের্ব্বারস্য মাহাত্ম্যং যোগস্য বিষ্ণুসংজ্ঞিনঃ।
বৈধৃতস্য চ মাহাত্ম্যং ব্যতীপাতস্য বৈ তথা ॥৫৮
এতৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তং চৈব নারদ।
অন্নদানং বস্ত্রদানং ভূমিদানং তথৈব চ ॥ ৫৯
শয্যাদানং চ গোদানং তথা বৃষভমেব চ।
জন্মাষ্টম্যাশ্চ মাহাত্ম্যং মৎস্যমাহাত্ম্যমেব চ ॥ ৬০
কূর্ম্মমাহাত্ম্যং তৎ প্রোক্তং বরাহস্য তথৈব চ।
মাহাত্ম্যং চ গবাদীনাং দানানাং প্রবদাম্যহম্ ॥
প্রহ্লাদমুখভক্তা যে যে কেচিদ্ভুবি বিশ্রুতাঃ।
তন্মাহাত্ম্যং ততো বক্ষ্যে শৃণু দেবর্ষিসত্তম ॥ ৬২

একটী মাত্র বৈষ্ণবভোজনের ফল শ্রবণ কর। সসাগরা ধরাদানে যে ফল হয় একটী মাত্র বৈষ্ণব ভোজন করাইলে মানব সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া [illegible] বৈষ্ণব-গণের মধ্যে যাঁহারা [illegible] তাঁহারা সত্ত্ব-সম্পন্ন যাহারা রাজস তাঁহারা কামুক আর যাহারা তামস তাহারা [illegible] কীর্ত্তিত। [illegible] ধর্ম্ম[illegible] ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-গণের মাহাত্ম্য আমি কীর্ত্তন করিব। হে সত্তম! যাহারা দ্রব্যলোভে বিষ্ণুনিন্দায় [illegible] আমি কহিব। জ্বালামুখীর আখ্যান, হিমালয় দর্শন, এবং ব্রহ্মোৎপত্তির স্থান আমি বর্ণন করিব। কায়স্থগণের উৎপত্তি এবং গয়াক্ষেত্র ব্যাখ্যা, গদাধরের স্বরূপ, ফল্গু বর্ণন, ও ঐ গয়া-ক্ষেত্রাদির মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে যেরূপ দৃষ্ট এবং শ্রুত হইয়াছে তাহা আমি বলিব। মহাবোধস্বরূপ, কপিলের কীর্ত্তি, রামগয়ার মাহাত্ম্য, প্রেতশিলার মাহাত্ম্য, এবং ব্রহ্মা-[illegible]খ্যান, শিলাখ্যান, ব্রহ্মযোনির আখ্যান, অক্ষয়বটের বিবরণ, অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ করণের মহাপুণ্যফল এবং মহেশ্বরকৃত বিষ্ণুভক্তি আমি কীর্ত্তন করিব। মহারুদ্র অদ্যাপি কাশীধামে থাকিয়া অনাময় বিষ্ণুনাম জপ করিয়া থাকেন। হে নারদ! অনন্তর আমি সাগরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। অতঃ-পর তিলতর্পণ ও যবতর্পণের পুণ্যফল, তুলসীদলযুক্ত তর্পণ বিবরণ এবং ব্রহ্মোক্ত তর্পণমাহাত্ম্য আমি ব্যক্ত করিব। শঙ্খ-নাদের মাহাত্ম্য ও অসংখ্য পুণ্য কথা, রবিবার ও বৈধৃতি-ব্যতিপাতযোগমাহাত্ম্য, অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, শয্যাদান, গোদান, বৃষভদান, জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্য, মৎস্য-মাহাত্ম্য, কূর্ম্মমাহাত্ম্য, বরাহমাহাত্ম্য, এবং গবাদিদান-মাহাত্ম্য, আমি কীর্ত্তন করিব। ৪৪—৬১। প্রহ্লাদপ্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত ভক্ত-গণের মাহাত্ম্য আমি বলিব। হে ঋষিসত্তম

জাগরে মহিমা চৈব দীপদানে কৃতে চ যৎ।
প্রহরেষু পৃথক্ পূজাফলং দেবর্ষিসত্তম ॥ ৬৩
পরশুরামস্য চাখ্যানং রেণুকায়া বধস্তথা।
ব্রাহ্মণানাং ভূমিদানং রামেণৈব চ যৎ কৃতম্ ॥
রামস্যাশ্রমজং পুণ্যং বদাম্যহমশেষতঃ।
নর্ম্মদায়াস্তথাখ্যানং পুণ্যপূজনয়োস্তথা ॥ ৬৫
দানং বেদপুরাণানামাশ্রমাণাং নিরূপণম্।
হিরণ্যদানপুণ্যঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডদানমেব চ ॥ ৬৬
পদ্মপুরাণদানঞ্চ খণ্ডানাং ব্যক্তয়স্তথা।
প্রথমং সৃষ্টিখণ্ডং চ দ্বিতীয়ং ভূমিখণ্ডকম্ ॥ ৬৭
স্বর্গখণ্ডং তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং পাতালসংজ্ঞকম্।
উত্তরং পঞ্চমং প্রোক্তং খণ্ডান্যনুক্রমেণ বৈ ॥
এতৎ পদ্মপুরাণং তু ব্যাসেন তু মহাত্মনা।
কৃতং লোকহিতার্থায় ব্রাহ্মণশ্রেয়সে তথা ॥ ৬৯
শূদ্রাণাং পুণ্যজননং তীব্রদারিদ্র্যনাশনম্।
মোক্ষদং সুখদঞ্চাশুকল্যাণপ্রদমব্যয়ম্।
শ্রুত্বা দানং তথা কুর্য্যাদ্বিধিনা তত্র নারদ ॥ ৭০

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎ-সাহস্র্যাং সংহিতায়ামুত্তরখণ্ডে মহেশ-নারদসংবাদে বীজসমুচ্চয়ো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহেশ উবাচ।

একলক্ষ-পঞ্চবিংশৎসহস্রাঃ পর্ব্বতাস্তথা।
তেষাং মধ্যে মহৎপুণ্যং বদ্রিকাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ১
নরনারায়ণৌ দেবৌ যত্র তিষ্ঠতি নারদ।
তস্য স্বরূপং তেজশ্চ বক্ষ্যামীহ চ সাম্প্রতম্ ॥ ২
হিমপর্ব্বতশৃঙ্গে চ কৃষ্ণাকারতয়া দ্বিজ।
দ্বৌ পুরুষৌ তত্র বর্ত্তেতে নরনারায়ণাবুভৌ ॥ ৩
শ্বেত একস্তু পুরুষঃ কৃষ্ণো হ্যেকতমঃ পুনঃ।
তেন মার্গেণ যে যান্তি হিমাচলকৃতোদ্যমাঃ ॥ ৪
পিঙ্গলশ্বেতবর্ণশ্চ জটাধারী মহাপ্রভুঃ।
কৃষ্ণো নারায়ণো হ্যেষ জগদাদির্মহাপ্রভুঃ ॥ ৫
চতুর্বাহুর্মহান্ শ্রীমান্ ব্যক্তোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ
উত্তরায়ণে মহাপূজা জায়তে তত্র সুব্রত ॥ ৬

শ্রবণ করুন। জাগরণমহিমা, দীপদান-ফল, প্রহরে প্রহরে পৃথক্ পূজাফল, পরশুরামের উপাখ্যান, রেণুকার বধবৃত্তান্ত, রামকৃত ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান, রামাশ্রমের পুণ্যকথা, নর্ম্মদার আখ্যান ও পুণ্যপূজা বিবরণ, বেদপুরাণ দান, আশ্রমনিরূপণ, হিরণ্যদানপুণ্য, ব্রহ্মাণ্ডদান কথা, পদ্মপুরাণ-দানফল এবং প্রথম সৃষ্টিখণ্ড, দ্বিতীয় ভূমি-খণ্ড, তৃতীয় স্বর্গখণ্ড, চতুর্থ পাতালখণ্ড এবং পঞ্চম উত্তরখণ্ড, এই অনুক্রমে পদ্মপুরাণ-খণ্ডসমূহের অভিব্যক্তি ইত্যাদি সমস্তই আমি কীর্ত্তন করিব। মহাত্মা বেদব্যাস লোকহিতার্থ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলার্থ এই পদ্মপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা শূদ্রগণের পুণ্যজনক এবং তীব্র দারিদ্র্যহর, এই পুরাণ মোক্ষদ, সুখদ, এবং আশু কল্যাণপ্রদ। হে নারদ! ইহা বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পরে দান করিবে। ৬২—৭০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহেশ কহিলেন,—এক লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে বদরিকাশ্রম মহৎ পুণ্যজনক। হে নারদ! তথায় নর-নারায়ণ দেব অবস্থিত, তাঁহার স্বরূপ এবং তেজ সংপ্রতি ব্যক্ত করিতেছি। হে দ্বিজ! হিমগিরিশৃঙ্গে কৃষ্ণেরই মূর্ত্তিভেদ নর ও নারায়ণ নামে দুই পুরুষ বিদ্যমান। তন্মধ্যে একজন শ্বেতবর্ণ এবং অন্যজন কৃষ্ণবর্ণ। যাহারা উদ্যম সহকারে হিমাচলপথে গমন করে ঐ আশ্রম তাহাদেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঐ আশ্রমস্থ মহাপ্রভু নর পিঙ্গল-শ্বেতবর্ণ এবং জটাধারী। মহাপ্রভু নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ।১—৫। তিনিই জগদাদি, চতুর্ব্বাহু, মহান্, শ্রীমান্, ব্যক্তাব্যক্ত ও সনাতন। হে সুব্রত! ঐ

ষণ্মাসাদিকপর্য্যন্তং পূজা নৈব চ জায়তে।
হিমব্যাপ্তং তদা জাতং যাবদ্বৈ দক্ষিণং ভবেৎ
অতএতাদৃশো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
তত্র দেবো বসন্তীহ ঋষীণাঞ্চাশ্রমাস্তথা॥ ৮
অগ্নিহোত্রাণি বেদাশ্চ ধ্বনিঃ প্রশ্রূয়তে সদা।
তস্য বৈ দর্শনং কার্য্যং কোটিহত্যাবিনাশনম্॥
অলকনন্দা যত্র গঙ্গা তত্র স্নানং সমাচরেৎ।
কৃত্বা স্নানন্তু বৈ তত্র মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১০
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবস্তিষ্ঠত্যেব ন সংশয়ঃ।
একস্মিন্নবসরে ব্রহ্মন্ সুতপস্তপ্তবানহম্॥ ১১
তদা নারায়ণো দেবো ভক্তানাং হি কৃপাকরঃ।
অব্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরো গরুড়ধ্বজঃ।
সুপ্রসন্নোঽব্রবীন্মাং বৈ বরং বরয় সুব্রত॥ ১২

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যদ্‌যদীপ্সসি দেব ত্বং তত্তং কামং দদাম্যহম্।
ত্বং কৈলাসবিভুঃ সাক্ষাদ্রুদ্রো বৈ বিশ্বপালকঃ॥

রুদ্র উবাচ।

অলং গৃহ্লামি ভো দেব সুপ্রসন্নো জনার্দ্দন।
দ্বৌ বরৌ মম দীয়েতাং যদি দাতুং ত্বমিচ্ছসি
তব ভক্তিঃ সদৈবাস্তু ভক্তরাজো ভবাম্যহম্।
সর্ব্বে লোকা ব্রুবন্ত্বেবময়ং ভক্তঃ সদৈব হি॥১৫
তব প্রসাদাদ্দেবেশ মুক্তিদাতা ভবাম্যহম্।
যে লোকা মাং ভজিষ্যন্তি তেষাং দাতা ন সংশয়ঃ॥ ১৬
বিষ্ণুভক্ত ইতি খ্যাতো লোকে চৈব ভবাম্যহম্
যস্যাহং বরদাতা তু তস্য মুক্তির্ভবেৎ প্রভো॥
জটিলো ভস্মলিপ্তাঙ্গো হ্যহং বৈ তব সন্নিধৌ
তব চরণপ্রসাদেন লোকে খ্যাতো ভবাম্যহম্॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে রুদ্রপ্রসাদো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

আশ্রমে উত্তরায়ণে মহাপূজা হইয়া থাকে, দক্ষিণায়নে ঐ স্থান হিমব্যাপ্ত থাকে। তাই বণ্মাস পর্য্যন্ত তথায় আর পূজা হয় না। অতএব এতাদৃশ দেব হন নাই এবং হইবেনও না। ঐ স্থানে দেবগণ বাস করেন এবং ঋষিগণেরও বহু আশ্রম ও অগ্নিহোত্র সকল বিদ্যমান। ঐ আশ্রম হইতে সর্ব্বদা বেদধ্বনি শুনা যায়, উহার দর্শনে কোটী কোটী প্রাণিহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়। ঐ স্থানে অলকনন্দা গঙ্গা প্রবাহিত। তথায় স্নানাচরণ কর্ত্তব্য। ঐ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া মানব মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। তথায় দেব বিশ্বেশ্বর নিশ্চয়ই অবস্থিত। হে ব্রহ্মন্! একদা আমি ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তখন ভক্তকৃপাকর অব্যয় পুরুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর গরুড়বাহন নারায়ণ মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে সুব্রত! তুমি বর গ্রহণ কর। হে দেব! তোমার কাম্যবস্তু সমস্তই আমি দান করিব। তুমি কৈলাসপতি সাক্ষাৎ বিশ্বপালক রুদ্র।

রুদ্র কহিলেন,—হে দেব জনার্দ্দন! আপনি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, আমি যথেষ্ট বরগ্রহণ করিতেছি। আপনি যদি বরদানে উদ্যত হইয়া থাকেন তবে আমায় দুইটীমাত্র বরপ্রদান করুন; আমি যেন আপনার ভক্তশ্রেষ্ঠ হই, আপনার প্রতি আমার নিত্য ভক্তি থাকুক। সর্ব্বলোক যেন এই কথা বলে যে, এই রুদ্র সদা বিষ্ণুভক্ত। হে দেবেশ! যে সকল লোক আমার ভজনা করিবে ভবৎপ্রসাদে আমি তাহাদের মুক্তিদাতা হইব জগতে আমার বিষ্ণুভক্ত বলিয়া খ্যাতি হইবে। আমি যাহাকে বরদান করিব, তাহার মুক্তি হইবে। ভবৎসন্নিধানে আমি জটাধারী ও ভস্মভূষিতাঙ্গ হইয়া রহিব। আপনার পাদপ্রসাদে জগতে আমি বিখ্যাত হইব। ৬—১৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ।

একদা নারদো দ্রষ্টুং পাণ্ডবান্ দুঃখকর্শিতান্।
যযৌ কাম্যবনং বিপ্রঃ সৎকৃতস্তৈর্যথাবিধি ॥ ১
অথ নত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং যুধিষ্ঠির উবাচ হ।
ভগবন্ কর্ম্মণা কেন দুঃখাব্ধৌ পতিতা বয়ম্ ॥ ২
তমুবাচ ঋষির্দুঃখং ত্যজ ত্বং পাণ্ডুনন্দন।
সুখদুঃখসমাহারে সংসারে কঃ সুখী নরঃ ॥ ৩
ঈশ্বরোঽপি হি ন স্থায়ী পীড্যতে দেহসঞ্চয়ৈঃ।
ন দুঃখরহিতঃ কশ্চিদ্দেহী দুঃখসহো যতঃ ॥ ৪
শরীরং সবিতুর্গ্রাহো রাহুস্তদ্‌গ্রসতে বলী।
রাহোরপি শিরশ্ছিন্নং শৌরিণামৃতভোজনে ॥ ৫
সোঽপি শার্ঙ্গধরো দেবঃ ক্ষিপ্তঃ সাগরগহ্বরে
জালন্ধরেণ বীরেণ নিহতঃ সোঽপি শম্ভুনা ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কোঽসৌ জালন্ধরো বীরঃ কস্য পুত্রঃ কুতো বলী
কথং জালন্ধরং সংখ্যে হতবান্ বৃষভধ্বজঃ ॥ ৭
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ তপোধন।
রাজ্ঞা স এবমুক্তস্তু কথয়ামাস নারদঃ ॥ ৮

নারদ উবাচ।

শৃণু ভূপ কথাং দিব্যামশেষাঘৌঘনাশিনীম্।
ঈশানসিন্ধুপুত্রোশ্চ সংগ্রামং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৯
একদা গিরিশং স্তোতুং প্রযযৌ পাকশাসনঃ।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণো দেবৈর্বহুভিরাবৃতঃ ॥ ১০
গন্ধর্ব্বৈরাবৃতো দেবস্তন্ত্রীশিক্ষাসু কোবিদৈঃ।
রম্ভা তিলোত্তমা রামা কর্পূরা কদলী তথা ॥ ১১
মদনা ভারতী কামা সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
নর্ত্তক্যশ্চ তথা চান্যাঃ সমাজগ্মুঃ সুরান্তিকম্ ॥
গন্ধর্ব্বযক্ষসিদ্ধাস্ত নারদস্তুম্বুরুস্তথা।
কিন্নরা মুহুরাজগ্মুস্তথা কিন্নরযোষিতঃ ॥ ১৩
বায়ুশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরো ধনদস্তথা।
যমশ্চাগ্নির্নির্ঋতিশ্চ যে চান্যে দেবতাগণাঃ ॥ ১৪
বিমানসংস্থো মঘবা বিমানস্থাঃ সুরাঙ্গনাঃ।
স্ববাহনগতা দেবাঃ কৈলাসং প্রযযুর্জবাৎ ॥ ১৫

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—একদা নারদমুনি দুঃখপীড়িত পাণ্ডবগণকে দেখিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে গমন করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মুনিবরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! কোন্ কর্ম্মফলে আমরা দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি? নারদ ঋষি কহিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দন! দুঃখ পরিত্যাগ কর। এই সংসার সুখদুঃখের সমাহার। এখানে সুখী মানব কে আছে? ঈশ্বর যিনি, তিনিও স্থায়ী নহেন, দেহসঞ্চয়ে তিনিও পীড়িত হইয়া থাকেন। যে হেতু দেহধারী মাত্রেই দুঃখসহ, সুতরাং সংসারে দুঃখরহিত কেহই নাই। দেখ, বলবান্ রাহু সূর্য্যের শরীর গ্রাস করে। ভগবান্ শৌরি অমৃতভোজনে সেই রাহুর শিরশ্ছেদ করেন। দেব শার্ঙ্গধরও বীর জালন্ধর কর্ত্তৃক সাগরগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। দেব শম্ভু সেই জালন্ধরকে নিহত করেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—কে সেই জালন্ধর বীর? কাহার পুত্র? কিরূপে সে এক বলশালী হইল? বৃষধ্বজ কিরূপে জালন্ধরকে যুদ্ধে নিহত করিলেন? হে তপোধন! এতৎ সমস্ত আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, নারদ তাঁহাকে কহিলেন,—হে ভূপ! অশেষ পাপরাশিনাশিনী দিব্য কথা শ্রবণ করুন। শম্ভু এবং সিন্ধুনন্দনের সংগ্রাম এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার।১—৯। একদা পাকশাসন তন্ত্রীশিক্ষাসুনিপুণ গন্ধর্ব্বগণ দেবগণ ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া দেবদেব গিরিশকে স্তব করিবার নিমিত্ত গমন করেন। রম্ভা, তিলোত্তমা, রামা, কর্পূরা, কদলী, মদনা, ভারতী, ও কামা প্রভৃতি নর্ত্তকীগণ সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া সুরগণ সহ প্রস্থান করিল। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ও সিদ্ধগণ, নারদ, তুম্বুরু, কিন্নর ও কিন্নরকামিনীগণ, সমাগত হইলেন। বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, অগ্নি ও নির্ঋতি প্রভৃতি স্ব স্ব বাহনগত দেবগণ, বিমানস্থ ইন্দ্র, এবং

দদৃশুস্তে ততো দেবাঃ কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্।
মহীধরাণাং সর্ব্বেষাং পৃথিব্যা ইব মণ্ডনম্ ॥১৬
সর্ব্বতঃ সুখদং শুদ্ধং সিদ্ধিরাশিমিব স্থিতম্।
যত্র বৃক্ষাঃ কল্পবৃক্ষাঃ পাষাণাশ্চিন্তিতপ্রদাঃ ॥১৭
পুন্নাগৈর্নাগচম্পৈশ্চ তিলকৈর্দ্দেবদারুভিঃ।
অশোকৈঃ পাটলৈশ্চ তৈর্মন্দারৈঃ শোভিতো গিরিঃ ॥ ১৮
পর্য্যন্তকবনামোদ-বাহকা যত্র বায়বঃ।
পঙ্গুত্বং বহুচারেণ যান্তি তে মলয়ানিলাঃ ॥ ১৯
বাপ্যঃ স্ফটিকসোপানা হ্যগাধবিমলোদকাঃ।
বৈদূর্য্যনালসংসক্তসৌবর্ণাভপঙ্কজাঃ ॥ ২০
কুমুদানাং দ্যুতির্যত্র রাজতে সর্ব্বতোদিশম্।
কহ্লারৈঃ শোভিতা বাপ্যঃ পিনদ্ধাঃ পদ্মরাগবৎ
হরিন্মণিনিবদ্ধাশ্চ গোমেদৈঃ সর্ব্বতো বৃতাঃ ॥
পদ্মরাগশিলাবদ্ধা নানাধাতুবিচিত্রিতাঃ ॥ ২২
দদৃশুঃ সুন্দরতরং নাকাধিকবিনির্ম্মিতম্।
কৈলাসং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা তে বিস্ময়ং গতাঃ ॥
বিমানাদবতীর্ণাশ্চ মঘবা দেবতাশ্চ তাঃ।
দ্বারপালমথাগম্য নন্দিনং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ২৪
ভোভো গণবরশ্রেষ্ঠ শৃণু মে বাক্যমুত্তমম্।
সমাজ্ঞাপয় শীঘ্রং ত্বং নুত্যর্থমিহ চাগতম্ ॥২৫
ঈশ্বরং প্রতি দেবেশং সর্ব্বদেবৈঃ সমাবৃতম্।
ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা গিরিশং নন্দিরব্রবীৎ ॥ ২৬
প্রভোঽয়মাগতঃ সর্ব্বৈর্দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
নুত্যর্থমথ তং প্রাহানয় শীঘ্রং শচীপতিম্ ॥ ২৭
প্রবেশয়ামাস তদা নন্দী তৈঃ সহ বাসবম্।
স দৃষ্ট্বা গিরিশং দেবং তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৮
রম্ভাদ্যাস্তাস্তদা সর্ব্বা নর্ত্তক্যো হরসন্নিধৌ।
মৃদঙ্গবীণাবাদিত্রৈর্মুদা নাট্যং প্রচক্রিরে ॥ ২৯
কাংস্যবাদ্যান্ প্রগৃহ্যান্যা বংশতালান্ সকাহলান্
চক্রুস্তা নৃত্যসংরম্ভং স্বয়ং দেবঃ পুরন্দরঃ ॥ ৩০

বিমানস্থ সুরাঙ্গনাগণ সকলেই সত্বর কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ পর্ব্বতবর কৈলাস দর্শন করিলেন। দেখিলেন, কৈলাসগিরি যেন সমস্ত ভূধরের এবং পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ বিরাজিত। উহা সর্ব্বথা সুখদ, শুদ্ধ, এবং সিদ্ধিরাশির ন্যায় অবস্থিত। ঐ স্থানের সমস্ত বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ এবং সমস্ত পাষাণই ইষ্টফলপ্রদ। পুন্নাগ, নাগ, চম্পক, তিলক, দেবদারু, অশোক, পাটল ও মন্দারাদি তরুগণ দ্বারা ঐ গিরি পরিশোভিত। সমীরণ উহার বনান্তপর্য্যন্ত আমোদবাহী। মলয়ানিল সকল বহুপথ পর্য্যটনে ঐ স্থানে আসিয়া যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। উহার বাপী সকল স্ফটিকসোপানময় এবং অগাধ স্বচ্ছজলপূর্ণ। ঐ সকল বাপীজলে বৈদূর্য্যনালযুক্ত সুবর্ণপঙ্কজাবলী বিরাজমান। উহার সর্ব্বত্র কুমুদদ্যুতি বিচ্ছুরিত। ঐ স্থানের সকল দীর্ঘিকাই কহ্লারদলে শোভিত, হরিন্মণি দ্বারা নিবদ্ধ, গোমেদ মণিদ্বারা সর্ব্বদিকে আবৃত, পদ্মরাগ শিলায় নিবদ্ধ, এবং বিবিধ ধাতুদ্বারা বিচিত্রিত। দেবগণ স্বর্গাপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যময়, গিরিবর কৈলাস দর্শন করিলেন, দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সুরগণ ও সুরাঙ্গনাগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক দ্বাররক্ষী নন্দীর নিকট আসিয়া বলিলেন,—ভো গণশ্রেষ্ঠ। আমাদের উত্তম বাক্য শ্রবণ কর; দেবদেব ঈশানের নিকট গিয়া তুমি সত্বর বল যে, দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া স্তুতি করিবার নিমিত্তএই স্থানে আসিয়াছেন। ১০—২৫। নন্দী ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া গিরিশনিকটে গিয়া বলিলেন, প্রভো! দেবরাজ পুরন্দর দেবগণ সহ আপনাকে স্তব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। দেবদেব গিরিশ তৎশ্রবণে বলিলেন,—শীঘ্র শচীপতিকে আনয়ন কর। নন্দী আদেশমাত্র তৎক্ষণাৎ দেবগণ সহ বাসবকে শিবপুরে প্রবেশ করাইলেন। দেবরাজ বৃষধ্বজকে দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। রম্ভাদি নর্ত্তকীগণ মৃদঙ্গ বীণাদি বাদ্য সহযোগে সহর্ষে হরসন্নিধানে নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ কাংস্যবাদ্য এবং

অতীব নর্ত্তনং চক্রে সুন্দরং দেবদুর্লভম্ ।
ঈশ্বরস্তোষমাপন্নো বাসবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১
প্রসন্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ জাতস্তে ব্রিয়তাং বরঃ ।
ইত্যুক্তবতি দেবেশে স্ববাহুবলগর্ব্বিতঃ ॥ ৩২
প্রত্যুবাচ হরং বাক্যং সংগ্রামঃ স বৃতো ময়া ।
যত্র ত্বৎসদৃশো যোদ্ধা তদ্যুদ্ধং দেহি মে প্রভো
ইত্যুক্তা নির্গতো জিষ্ণুর্লব্ধা শম্ভোর্বরং প্রভো
তস্মিন্ গতে তদা শক্রে গিরিশো বাক্যমব্রবীৎ
গণা মে শ্রূয়তাং বাক্যং দেবরাজোঽতিগর্ব্বিতঃ
ইত্যুক্তা ক্রোধসংযুক্তো বভূব চ ততো হরঃ ॥
আবিরাসীত্ততঃ ক্রোধো মূর্ত্তিমান্ পুরতঃ স্থিতঃ
ঘনান্ধকারসদৃশো মৃড়ং ক্রোধস্ততোঽব্রবীৎ ॥৩৬
দেহি মে ত্বং হি সন্দেশং কিং করোমি তব
প্রভো ।
উমাপতিস্তদোবাচ গচ্ছ ত্বং বাসবং জয় ॥ ৩৭
স্বর্গসিন্ধুং সমাসাদ্য সাগরস্থ চ বীর্য্যবান্ ।
ইত্যুক্তোঽন্তর্দধে ক্রোধো গণাস্তে বিস্ময়ং যযুঃ
ঈশানকল্পে জাতে তু কামেনার্ণবসঙ্গমে ।
নাকসিন্ধুস্তদা মত্তা স্বযৌবনভরোত্থণা ॥ ৩৯
তাং দৃষ্ট্বা সিন্ধুরাজশ্চ জলকল্লোলবানভূৎ ।
তদা বভূব রাজেন্দ্র গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৪০
মহানদীং তদা প্রাপ্য রেমে চাম্ববলেন চ ।
অত্রান্তরে সমুদ্রস্থ বভূব সুভটস্ততঃ ॥ ৪১
সূনুস্তস্যাং মহানদ্যাং সমুদ্রাদভবদ্বলী ।
মহার্ণবতনূজেন জাতমাত্রেণ পার্থিব ॥ ৪২
রুদতোৎকম্পিতা পৃথ্বী ত্রিলোকী নাদিতা-
ভবৎ ।
সমাধিবদ্ধমুদ্রাং স সন্ত্যাজ চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৪৩
অত্রান্তরে পরিত্রস্তাং তাং সংবীক্ষ্য জগত্রয়ীম্
ধাতা সুরেন্দ্রবাক্যেন প্রজগাম মহার্ণবম্ ॥৪৪
আশ্চর্য্যমিতি সঞ্চিন্ত্য হংসারূঢ়ো জবাদ্ যযৌ ।

কেহ কেহ বংশ ও কাহলবাদ্যযোগে নৃত্যারম্ভ করিল। স্বয়ং পুরন্দর অতি সুন্দরভাবে বহুক্ষণ নৃত্য করিলেন। ঈশান তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া বাসবকে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। দেবদেব এই কথা কহিলে, স্বীয় বাহুবলগর্ব্বিত ইন্দ্র হরকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমার সহিত আপনি সংগ্রাম করুন, এই বর আমি গ্রহণ করিতেছি। হে প্রভো! যথায় ভবাদৃশ যোদ্ধা আছেন, তথায় তাহার সহিত আমার যুদ্ধ ঘটনা করিয়া দিউন। ইন্দ্র এই কথা কহিয়া প্রভু শম্ভুর নিকট ইষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া সেস্থান হইতে নির্গত হইলেন। ইন্দ্র প্রস্থান করিলে গিরিশ বলিলেন,—হে প্রমথগণ! আমার কথা শুন, দেবরাজ একান্তই গর্ব্বিত হইয়াছেন। হর এই কথা কহিয়া ক্রোধযুক্ত হইলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন ঘনান্ধকারতুল্য হরক্রোধ হরকে বলিল,—হে প্রভো! আমায় আদেশ করুন, আমি আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? অনন্তর উমাপতি কহিলেন,—যাও ক্রোধ! তুমি গিয়া সিন্ধুসাগর-সঙ্গমে সাগর-বীর্য্যে উৎপন্ন হইয়া বাসবকে জয় কর। হর এই কথা কহিলে ক্রোধ অন্তর্ধান করিল এবং প্রমথগণ বিস্ময়াপন্ন হইল। ঈশানকল্পে স্বর্গগঙ্গার সহিত সাগরসঙ্গম হইয়াছিল। স্বর্গগঙ্গা স্বীয় যৌবনভরে মত্ত হইয়াছিলেন। সিন্ধুরাজ তাঁহাকে দেখিয়া জলকল্লোলশালী হইয়া উঠেন। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে গঙ্গসাগরসঙ্গম ঘটিল। ২৬—৪০। মহানদী গঙ্গাকে পাইয়া সাগর স্বীয় বলে রমণ করিলেন। অনন্তর সেই মহানদীর গর্ভে সমুদ্রের এক সুভট সবল সন্তান উৎপন্ন হইল। হে পার্থিব! মহার্ণবনন্দন জন্মিবামাত্র রোদন করিতে লাগিল। তাহাতে পৃথিবী কম্পিতা হইলেন, ত্রিভুবন নাদিত হইল। চতুরানন সমাধিবদ্ধ মুদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে বিধাতা এই ত্রিজগৎ পরিত্রস্ত দেখিয়া সুরেন্দ্রের বাক্যানুসারে মহার্ণবে গমন করিলেন। বিধাতার নিকট এই ব্যাপার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল। তিনি হংসারোহণে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মাণমাগতং বীক্ষ্য সপর্য্যাং বিদধেঽর্ণবঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা কিং গর্জ্জসি বৃথাম্বুধে ॥ ৪৫
সমুদ্র উবাচ।
নাহং গর্জ্জামি দেবেশ মৎসুতো বলবান্ প্রভো
শিশোর্বৈ কুরু রক্ষাঞ্চ দুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৪৬
সন্দৃশ্যতাঞ্চ তনয়ো ভার্য্যাং প্রাহাতিশোভনাম্।
যযৌ সা ভর্ত্তুরাদেশাৎ সপুত্রা ব্রহ্মণোঽন্তিকে ॥
উৎসঙ্গদেশে চতুরাননস্য
বিধায় পুত্রং চরণৌ ননাম।
তদা সমুদ্রাত্মজমদ্ভুতং তং
দৃষ্ট্বা বিধাতুঃ কিল বিস্ময়োঽভূৎ ॥ ৪৮
গৃহীতকূর্চ্চস্য শিশোঃ করঞ্চ
যদা বিরিঞ্চির্ন শশাক মোচিতুম্।
তদা সমুদ্রঃ প্রহসন্ প্রযাতঃ
কূর্চ্চং প্রগৃহ্যার্ভকরং বিমোচয়ন্ ॥ ৪৯
তাদৃশং তস্য বালস্য দৃষ্ট্বা বিক্রমমাত্মভূঃ।
প্রীত্যা জালন্ধরেত্যাহ নাম্না জালন্ধরোঽভবৎ
বরং দদাবথো তস্য প্রণয়েন প্রজাপতিঃ।
অয়ং জালন্ধরো দেবৈরজেয়শ্চ ভবিষ্যতি ॥৫১
পাতালসহিতং নাকং মৎপ্রসাদেন মোক্ষ্যতি
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ব্রহ্মা হংসমারুহ্য সত্বরঃ ॥ ৫২
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরোৎপত্তৌ ব্রহ্মাগম্যা নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

ব্রহ্মাকে আসিতে দেখিয়া সমুদ্র তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—হে অম্বুধে! তুমি কেন বৃথা গর্জ্জন করিতেছ? সমুদ্র কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি গর্জ্জন করিতেছি না। প্রভো! আমার এক বলবান্ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সেই শিশু পুত্রের আপনি রক্ষা বিধান করুন। সংসারে আপনার দর্শন সুদুর্লভ। সমুদ্র ব্রহ্মাকে এই বলিয়া স্বীয় সুন্দরী ভার্য্যাকে বলিলেন,—বিধাতাকে পুত্র প্রদর্শন কর। সাগর-পত্নী ভর্ত্তার আদেশে পুত্র লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল এবং ব্রহ্মার উৎসঙ্গে পুত্রটি রক্ষা করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল। তখন অপূর্ব্ব সমুদ্রপুত্র দর্শনে বিধাতার বিস্ময় জন্মিল। বিরিঞ্চি শিশুর অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির উপরিভাগ ধারণ করিয়া যৎকালে তাহার করমোচনে সমর্থ হইলেন না, তখন সমুদ্র সহাস্য বদনে শিশুর কূর্চ্চ গ্রহণ ও করমোচন করিয়া দিলেন। আত্মযোনি ব্রহ্মা সেই বালকের তাদৃশ বিক্রম দর্শনে প্রীতিপূর্ব্বক তাহার জালন্ধর নাম রাখিলেন এবং স্নেহভরে প্রজাপতি তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই জালন্ধর দেবগণের অজেয় হইবে এবং আমার প্রসাদে স্বর্গ ও পাতাল ভোগ করিবে। ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া হংসারোহণে সত্বর অন্তর্ধান করিলেন। ৪১—৫২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ক্রমেণ বর্দ্ধমানোঽসৌ বাল্যভাবে স বালকঃ।
নিপত্য মাতুরুৎসঙ্গে সাগরং প্রতি ধাবতি ॥
আনীয় চক্রে স চ পঞ্জরস্থান্
ক্রীড়াপরঃ কেশরিণাং কিশোরান্।
সিংহাদিনেভাদিনিযুদ্ধমেবং
যুধোপযোগীব তদীয়বীর্য্যম্ ॥ ২

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—সাগরনন্দন বালক জালন্ধরের বয়স ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে এক একবার মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় আবার পিতা সাগরের দিকে ধাবিত হয়। বালক জালন্ধর ক্রীড়ানিরত হইয়া সিংহশাবক সকল আনয়ন করত পঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। সিংহাদি জন্তুর সহিত মাতঙ্গাদির যেমন ঘোর যুদ্ধ

তস্মাদাকাশমুৎপত্য খেচরান্ পাতয়েদ্ভুবি।
গর্জ্জিতৈর্ভীষয়ামাস স্বর্গং হি সহসাগরম্॥ ৩
সমুদ্রান্তর্গতং সর্ব্বং সত্ত্বজাতন্ত পার্থিব।
গ্রস্তং সিন্ধুসুতেনেতি তত্তযাচ্ছন্নতাং গতম্॥৪
দৃষ্টা নিঃসত্ত্বকং তোয়ং তত্তয়াদ্বড়বানলঃ।
নিজদেশং পরিত্যজ্য প্রবিবেশ হিমালয়ম্॥৫
স বালত্বং পরিত্যজ্য ক্রমেণার্ণবনন্দনঃ।
ততো নবং বয়ঃ প্রাপ্য বিক্রমেণাক্রমদ্দিবম্॥৬
একদা পিতরং প্রাহ সমুদ্রং সিন্ধুনন্দনঃ।
মন্নিবাসোচিতং স্থানং দেহি তাতাতিবিস্তৃতম্॥
সম্বুধ্য বচনং সূনোঃ স জগাদ মহার্ণবঃ।
পুত্র দাস্যাম্যহং রাজ্যং তব বা ভুবি দুর্লভম্॥৮
অনন্তরং দৈত্যগুরুঃ সমুদ্রং ভার্গবো গতঃ।
তমাগতং বিলোক্যাব্ধির্বিধিনা সমপূজয়ৎ॥ ৯
অথ নদীপতিদত্তে প্রাপ্তসৌন্দর্য্যনির্দ্ধ্য-
মণিমহসি স তস্মিন্নাসনে সন্নিবিষ্টঃ।
চিররুচি সুমেরোঃ সুন্দরে শৃঙ্গভাগে
কমলজ ইব কান্তিং কিঞ্চিদুচ্চৈর্জহার॥১০
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাজহারার্ণবঃ কবিম্।
দিষ্ট্যা তবাত্রাগমনং বদ কিং করবাণ্যহম্॥ ১১
তদা দৈত্যকুলাচার্য্যঃ প্রাহ তং সাগরং কবিঃ।
কিং তেন জাতু জাতেন মাতুর্যৌবনহারিণা॥১২
প্ররোহতি ন যঃ স্বস্য বংশস্যাগ্রে ধ্বজো যথা।
তবাত্মজো বিক্রমেণ ত্রৈলোক্যং ভোক্ষ্যতি ধ্রুবম্॥ ১৩
জম্বুদ্বীপে মহাপীঠং যোগিনীগণসেবিতম্।
আপ্লাবিতং ত্বয়েদানীং মুঞ্চ জালন্ধরালয়ম্॥
তত্র রাজ্যং প্রয়চ্ছাস্মৈ তনয়ায় মহার্ণব।
অজয়শ্চাপ্যবধ্যশ্চ তত্রস্থোঽয়ং ভবিষ্যতি॥ ১৫
এবমুক্তোঽর্ণবঃ প্রীত্যা ভার্গবেণাথ লীলয়া।
অপাসর্পৎ সুতপ্রীত্যৈ জলে স্থলমদর্শয়ৎ॥ ১৬

হয়, বালক জালন্ধরের বীর্য্য তাদৃশ যুদ্ধের উপযোগী হইয়া উঠিল। তাই সে আকাশে উঠিয়া খেচরদিগকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিল এবং ঘোর গর্জ্জনে সাগর সহ স্বর্গ পর্য্যন্ত ভীত-ত্রস্ত করিয়া তুলিল। হে পার্থিব! সমুদ্রান্তর্গত প্রাণিবর্গ সিন্ধুনন্দন কর্তৃক গ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। সাগরজল প্রাণিবর্জ্জিত হইয়াছে দেখিয়া বাড়বানল ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিল। সাগরনন্দন ক্রমশঃ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক স্বর্গ আক্রমণ করিল। একদা সিন্ধুনন্দন পিতা সমুদ্রকে বলিল,—হে পিতঃ! আমার বাসযোগ্য বিস্তৃত স্থান প্রদান করুন। সমুদ্র পুত্রের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমায় ভূতলদুর্লভ রাজ্য প্রদান করিব। ইত্যবসরে দৈত্যগুরু ভার্গব সমুদ্রসমীপে আসিলেন। সমুদ্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর নদীপতির প্রদত্ত, মণিপ্রভাবিচ্ছুরিত সুন্দর আসনে দৈত্যগুরু উপবিষ্ট হইয়া সুন্দর সুমেরুর সুন্দর শৃঙ্গে সমাসীন কমলাসনের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। তখন সমুদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে দৈত্যগুরুকে বলিলেন,—প্রভো! ভাগ্যক্রমে আপনার হেথায় আগমন হইয়াছে; বলুন, আপনার আমি কোন কার্য্য সাধন করিব? ১—১১। তৎশ্রবণে দৈত্যগুরু সাগরকে বলিলেন,—যে ব্যক্তি বংশাগ্রগত ধ্বজের ন্যায় স্বীয় বংশাগ্রে না আরোহণ করিতে পারে, তাদৃশ জননীযৌবনহারী জাতক দ্বারা কি ফল হইয়া থাকে? তোমার পুত্র নিশ্চয়ই স্বীয় বিক্রমে এই ত্রৈলোক্য ভোগ করিবে। হে মহার্ণব! জম্বুদ্বীপে যোগিনীগণ-সেবিত এক মহাপীঠ আছে। উহাই জালন্ধরের যোগ্য আলয়। তুমি তাহা জলপ্লাবিত করিয়াছ; এক্ষণে তাহা জলমুক্ত করিয়া দাও এবং ঐ স্থানেই তোমার পুত্রকে রাজ্য প্রদান কর। জালন্ধর ঐ স্থানে থাকিয়াই অজেয় এবং অবধ্য হইবে। ভৃগুনন্দন প্রীতিভরে এই কথা কহিলে, সমুদ্র সুতস্নেহ বশতঃ লীলাক্রমে পূর্ব্বোক্ত মহাপীঠ-

শতযোজনবিস্তীর্ণমায়তঞ্চ শতত্রয়ম্।
দেশং জালন্ধরং পুণ্যং তস্য নাম্নৈব বিশ্রুতম্॥
দৈত্যবর্য্যং সমাহূয় ময়ং প্রোবাচ সাগরঃ।
পুরং জালন্ধরে পীঠে কুরু জালন্ধরায় বৈ॥১৮
অম্ভোধিনৈবমুক্তস্তু চক্রে রত্নময়ং পুরম্।
প্রাকারগোপুরদ্বারং সোপানগৃহভূমিকম্॥১৯
যত্রেন্দ্রনীলসম্বদ্ধপ্রাসাদতলসংস্থিতাঃ।
মেনিরে জলদোদযোগং তাণ্ডবস্থাঃ শিখণ্ডিনঃ
যত্র প্রবালমাণিক্য-ভবনোত্থা মরীচয়ঃ।
সেব্যন্তে শকুনৈশ্চূতরুচিরাঙ্কুরশঙ্কয়া॥ ২১
যত্র কাঞ্চনহর্ম্ম্যেষু ত্বিষো বহ্নিষু কাতরাঃ।
বিলোক্য প্রপলায়ন্তে দাবশঙ্কাঃ শিখণ্ডিনঃ॥
যত্র স্ফটিকশালোত্থপ্রভাসম্মিশ্রিতা দিশঃ।
বিভান্তি মন্দরোদ্ভ্রান্তাঃ সফেনার্ণবসন্নিভাঃ॥
যত্র মোহং স্বহর্ম্ম্যেষু বিভাতালোকসংস্থিতাঃ।
চক্রিরে ললনাঃ পূর্ণসান্ধ্যচন্দ্রোপমাননাঃ॥ ২৪

যত্রেন্দ্রনীপকাদম্বপবনোদ্যানমোদিতাঃ।
চিত্তং বিশন্ত্যো নারীণাং চক্রিরে মোহনজ্বরম্
যত্র লেখ্যগতং নৃণাং বিলোক্য স্মরতং জনঃ।
সংযাতি দ্বিগুণং নূনং নিজকান্তারতোদ্যমঃ॥
যত্র বাতায়নোদ্ধূত-ধূপধূমস্য লেখয়া।
নভো বভূব তদ্গঙ্গাকালিন্দীসঙ্গমোপমম্॥২৭
যত্রানেকগৃহোদ্ভূতপ্রভয়া সকলং নভঃ।
বিভাতীন্দ্রায়ুধাকীর্ণং শরন্মেঘ ইবোন্নতঃ॥ ২৮
যত্রানিশং ভ্রমভ্রান্তাঃ সূর্য্যবাহাঃ প্রপীড়িতাঃ।
বিশ্রামং যান্তি মধ্যাহ্নে প্রাসাদশিরসি স্থিতাঃ
যত্র কুত্র চ হর্ম্ম্যেষু বিভ্রত্যো মালতীস্রজঃ।
রাত্রৌ সম্ভূতনক্ষত্রা ইব রেজুর্বরাঙ্গনাঃ॥ ৩০
যত্র হাটকহিন্দোল-শৃঙ্খলাঘর্ষণোত্তবঃ।
চকার সুন্দরীং শব্দঃ স্ফুটং মেরুভুবো ভুবম্॥৩১

স্থান হইতে সরিয়া গেলেন এবং জলে স্থল প্রদর্শন করিলেন। ঐ স্থলভাগ শত যোজন বিস্তীর্ণ এবং তিন শত যোজন আয়ত। ঐ পুণ্যদেশ জালন্ধর নামেই বিখ্যাত। সাগর, দৈত্যবর ময়কে আহ্বান করিয়া নিয়া বলিলেন,—এই জালন্ধর পীঠে মৎপুত্র জালন্ধরের নিমিত্ত পুরী নির্ম্মাণ কর। সমুদ্র এই কথা কহিলে ময়দানব তথায় এক রত্নময় পুরী নির্ম্মাণ করিল। পুরীর প্রাকার, গোপুর, অন্যান্য দ্বার, সোপানশ্রেণী এবং গৃহাদি সমস্তই নির্ম্মিত হইল। ঐ স্থানের ইন্দ্রনীলবদ্ধ প্রাসাদতলে থাকিয়া ময়ূরগণ মেঘোদয়ভ্রমে নৃত্য করিতে লাগিল। বহঙ্গমগণ ঐ পুরীর প্রবাল-মাণিক্যময় ভবনোত্থিত মরীচিনিচয় সুন্দর চূতাঙ্কুর শঙ্কায় ভোগ করিতে লাগিল। ঐ পুরীস্থিত ময়ূরগণ তত্রত্য কাঞ্চনহর্ম্ম্যরাজির কান্তিচ্ছটা দর্শনে দাবানল ভ্রমে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। উহার স্ফটিকগৃহোত্থিত প্রভাপুঞ্জে মিশ্রিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল মন্দরোদ্ভ্রান্ত সফেন অর্ণববৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। ঐ পুরীর পূর্ণসান্ধ্যচন্দ্রাননা ললনাগণ বিভাত আলোকে অবস্থিত হইয়া স্ব স্ব হর্ম্ম্যমধ্যে জনগণের চন্দ্রভ্রম উৎপাদন করিতে লাগিল। ঐ পুরীমধ্যস্থ কুটজ, নীপ ও কদম্ব প্রভৃতি তরুসংপৃক্ত সমীরণের উদ্যানবিলাস নারীগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মোহনজ্বর উৎপাদন করিতে লাগিল। পুরবাসী জনগণ আলেখ্য গত সুরত ব্যাপার অবলোকন করিয়া স্বীয় কান্তা-রমণে দ্বিগুণ উদ্যম প্রকাশ করিতে লাগিল। পুরীমধ্যস্থ গৃহ সকলের বাতায়নপথ হইতে ধূপ-ধূমপুঞ্জ নির্গত হইয়া নভোমণ্ডলে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমশোভা বিস্তার করিতে লাগিল।১৯—২৭। ঐ পুরীর গৃহরাজি হইতে নির্গত প্রভাপটলে সমস্ত নভোমণ্ডল যেন ইন্দ্রায়ুধ দ্বারা পরিকীর্ণ হইয়া উন্নত শর্ৎ-মেঘবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভ্রমভ্রান্ত সূর্য্যাশ্বগণ খিন্ন হইয়া ঐ পুরীর প্রাসাদ-শিখরে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতে লাগিল। পুরবাসিনী প্রমদাগণ রাত্রিকালে মালতীমালা ধারণ করিয়া হর্ম্ম্যে হর্ম্ম্যে বিচরণ করায় সম্ভূতনক্ষত্রবৎ শোভা পাইতে লাগিল। ঐ পুরীস্থিত হাটক-হিন্দোল ও শৃঙ্খলার

সাকং সরিদ্ভিঃ পুত্রস্যোশনসা সহ সাগরঃ ।
তত্রাভিষেকমকরোদ্বাদিত্রৈর্নিজগর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩২
যাঃ স্কন্দস্য জগাদ তারক জয়ে
দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ স্বয়ং,
স্বঃসাম্রাজ্যমহোৎসবেপি চ শচী-
কান্তস্য বাচস্পতিঃ ।
তাভিশ্চিত্রবিরিঞ্চিবক্ত্রসরসী-
হংসীভিরাশাস্মহে,
বাণীভির্বসুধাবিবাহসময়ে
মন্ত্রোৎসবৈর্মঙ্গলম্ ॥ ৩৩
মহাপদ্মসহস্রন্তু সৈন্যমাত্মোদরোদ্ভবম্ ।
জালন্ধরায় পুত্রায় দদৌ ভীমং মহোদধিঃ ॥ ৩৪
জালন্ধরায় শুক্রোঽপি প্রীত্যা বিদ্যাং
নিজাং দদৌ ।
মৃতসঞ্জীবনীং নাম্না মায়াং রুদ্রবিমোহিনীম্ ॥৩৫
শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা অন্যাশ্চ বিধিনা অব্ধিসূনবে ।
যদন্যৎ সকলং তস্মৈ ব্যাখ্যাতং কবিনা তদা ॥
ততো জালন্ধরং পুত্রমভিষিচ্যার্ণবো যযৌ ।

স্বস্থানং দিব্যদেহেন নদীভিঃ পরিবারিতঃ ॥৩৭
দৃষ্ট্বা জালন্ধরো দিব্য-পুরং গোপুরমণ্ডিতম্ ।
ব্যচরৎ সহ শুক্রেণ দ্বিজসঙ্ঘৈঃ সুপূজিতঃ ॥৩৮
এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যাঃ পাতালস্থা মহাবলাঃ ।
প্রাপ্তা জালন্ধরং সর্ব্বে কালনেমিপুরোগমাঃ ॥
ততো মহাবলা বীরা বলং ক্ষীরোদসন্নিভম্ ।
তস্য শুম্ভাসুরং দৈত্যং সেনাপতিমকল্পয়ন্ ॥ ৪০
বলং স্ববশগং কৃত্বা কৃত্বা ভুবি স্থিরং স্থলম্ ।
জালন্ধরস্তদা রাজ্যং পিতৃদত্তং চকার সঃ ॥ ৪১
অত্রান্তরেঽপ্সরাঃ কাচিৎ স্বর্ণেত্যাসীৎ পুরা দিবি
তস্যাঃ ক্রৌঞ্চপ্রসাদেন বৃন্দা নাম সুতাভবৎ ॥
ধাত্রা বিভবসংযুক্তং সৌন্দর্য্যং যৎকৃতং পৃথক্ ।
তত্তদেকগতং দ্রষ্টুং বৃন্দাগাত্রং বিনির্ম্মিতম্ ॥৪৩
তাং বৃন্দামতিচার্ব্বঙ্গীং প্রমদাং জনমোহিনীম্
স্বর্ণা জালন্ধরস্যার্থে দদৌ শুক্রায় যাচতে ॥ ৪৪

ঘর্ষণজনিত শব্দ সুন্দরী সুমেরুভূমির স্পষ্ট অনুকরণ করিতে লাগিল। সিন্ধুপতি সাগর, এ হেন পুরে সরিদগণ ও শুক্রাচার্য্যসহ নিজ গর্জ্জনরূপ বাদিত্রধ্বনি করিয়া পুত্র জালন্ধরের অভিষেক কার্য্য সমাধা করিলেন। অভিষেককারিগণ বলিলেন,—স্বয়ং স্বয়ম্ভু তারকাসুরজয়ে স্কন্দের প্রতি যাহা বলিয়াছিলেন এবং স্বর্গসাম্রাজ্যের মহোৎসবে স্বয়ং বাচস্পতি শচীপতিকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমরা সেই সকল বিচিত্র বিধিবক্ত্ররূপ সরসীর হংসীরূপিণী বাণীসমূহ দ্বারা এই বসুধাবিবাহকালীন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করি। অনন্তর সমুদ্র স্বীয় কুক্ষিজাত মহাপদ্মসহস্র সৈন্য পুত্র জালন্ধরকে অর্পণ করিলেন। শুক্রাচার্য্য স্নেহভরে তাহাকে মৃতসঞ্জীবনীনাম্নী রুদ্রমোহিনী মায়াবিদ্যা শিখাইলেন। অন্য যে কিছু শস্ত্রাস্ত্র বিদ্যা শুক্রাচার্য্যের বিদিত ছিল তৎ সমস্ত তিনি জালন্ধরের নিকট ব্যাখ্যা করিলেন। অনন্তর সমুদ্রপুত্র জালন্ধরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া নদীগণ সমভিব্যাহারে দিব্য দেহে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। জালন্ধর গোপুরমণ্ডিত স্বীয় দিব্যপুরী দর্শন করিয়া দৈত্যগুরুসহ তন্মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দ্বিজবৃন্দ তাহার সমাদর করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কালনেমিপ্রমুখ পাতালস্থ মহাবল দৈত্যগণ জালন্ধরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৮—৩৯। অনন্তর মহাবল বীরগণ এবং ক্ষীরোদপ্রতিম সৈন্যগণ সকলেই শুম্ভাসুরকে জালন্ধরের সেনাপতি মনোনীত করিল। জালন্ধর স্বীয় সৈন্যদিগকে আপনার বশীভূত এবং ভূতলে জলস্থৈর্য্যবিধান করিয়া পিতৃদত্ত রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। স্বর্গে স্বর্ণা নামে পূর্ব্বে এক অপ্সরা ছিল। ক্রৌঞ্চপ্রসাদে তাহার বৃন্দা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। বিধাতা বিভবান্বিত নানা সৌন্দর্য্য পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল সৌন্দর্য্য একত্র দেখিবার নিমিত্তই যেন সেই বৃন্দার গাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই অতি সুন্দরী জনমোহিনী প্রমদা

শুক্র উবাচ ।

কন্দর্পস্য জগন্নেত্র-শস্ত্রেণাশ্চর্য্যকারিণা ।
রূপেণানেন রম্ভোরু দীর্ঘায়ুঃ সুখিনী ভব ॥৪৫
নির্ম্মায় স্বয়মেব বিস্মিতমনাঃ
সৌন্দর্য্যসারেণ যং,
স্বব্যাপারপরিশ্রমস্য কলশং
বেধাঃ সমারোপয়ৎ ।
কন্দর্পং পুরুষং স্ত্রিয়ো বিদধতে
যস্মিন্নদৃষ্টে সতি,
দ্রষ্টব্যাবধিরূপমাপ্নুহি পতিং
তং দীর্ঘনেত্রং ভটম্ ॥ ৪৬
উপযেমে বিবাহেন গান্ধর্ব্বেণার্ণবাত্মজঃ ।
বৃন্দাং তৌ দম্পতী জাতৌ জনানন্দকরৌ নৃপ
চঞ্চলত্বং পরিত্যক্তং তয়া জালন্ধরেঽপি হি ।
বৃত্তেন বৃদ্ধকার্য্যেণ চকমে ন পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৪৮
কদাচিৎ স সভাসীনো দৃষ্ট্বা রাহুং শিরোহৃতম্
কস্মাৎ কায়ার্দ্ধশেষোঽয়মিতি পপ্রচ্ছ ভার্গবম্

স তস্য কথয়ামাস পূর্ব্ববৃত্তান্তমাদিতঃ ।
যথা নির্ম্মথিতো দেবৈঃ ক্ষীরোদোঽমৃতকারণাৎ
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো বাক্যং প্রাহ জালন্ধরোঽসুরঃ
প্রসাদসুমুখো রাহুং কামরূপো ভবাধুনা ॥ ৫১
ইতি শুক্রস্য মন্ত্রেণ সিন্ধুসূনুঃ প্রতাপবান্ ।
পিতৃব্যং সংস্মরন্ বীরবিগ্রহং হ্যকরোৎ সুরৈঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বৃন্দাবিবাহ-জালন্ধরাভিষেকো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কঃ পিতৃব্যঃ সিন্ধুসূনোঃ কিং বৃত্তং তস্য বিগ্রহে
যুযুধে স কথং দৈত্যস্তন্মে কথয় নারদ ॥ ১

নারদ উবাচ ।

শৃণু ত্বং নৃপশার্দ্দূল পিতৃব্যঃ ক্ষীরসাগরঃ ।
জালন্ধরস্য তং দেবৈঃ প্রমথ্য ধনমাহৃতম্ ॥ ২

বৃন্দাকে অপ্সরা স্বর্ণা জালন্ধরের নিমিত্ত দৈত্যগুরুনিকটে অর্পণ করিল। শুক্র কহিলেন,—হে রম্ভোরু! তোমার এই রূপ কন্দর্পের বিশ্ববিজয়ী চমৎকার শস্ত্রস্বরূপ; তুমি এই রূপ লইয়াই দীর্ঘায়ু ও সুখিনী হও। বিধাতা সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসার দ্বারা যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়া নিজেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন এবং যাহাকে তিনি স্বীয় কর্ম্মশ্রমের সীমারূপে নিরূপণ করিয়াছেন, নারীগণ যাহার অদর্শনে যে-কোন পুরুষকে কন্দর্পরূপে কল্পনা করিয়া থাকে, সেই দ্রষ্টব্য সামগ্রীর সীমাস্বরূপ বিশালনয়ন বীরপুরুষকে তুমি পতি প্রাপ্ত হও। হে নৃপ! অনন্তর অর্ণবনন্দন জালন্ধর গান্ধর্ব্ব বিধানে বৃন্দাকে বিবাহ করিল। ক্রমে দম্পতী জনগণের আনন্দজনক হইয়া উঠিল। জালন্ধর বৃন্দাকে পাইয়া স্বীয় যৌবনচাঞ্চল্য পরিহার করিল, পরনারী কামনা করিল না। একদা সভাসমাসীন জালন্ধর শিরোহীন রাহুকে দেখিয়া ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিল,—এই ব্যক্তি অর্দ্ধদেহাবশিষ্ট হইল কেন? ভার্গব সেই কথার উত্তরে সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিলেন,—দেবগণ যেরূপে অমৃতনিমিত্ত ক্ষীরাব্ধি মন্থন করিয়াছিলেন; সে সব কথা কহিলেন। অসুর জালন্ধর তৎশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইল এবং রাহুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিল,—তুমি অধুনা কামরূপী হও। প্রতাপবান্ সিন্ধুনন্দন এইরূপে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণাগুণে পিতৃব্যকে স্মরণ করত সুরগণসহ ঘোর বিগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিল। ৪৫—৫২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে নারদ! সিন্ধুনন্দনের পিতৃব্য কে? তাহার যুদ্ধবৃত্তান্ত কিরূপ? কিরূপে সেই দৈত্য যুদ্ধ করিল, তাহা আমার নিকট বলুন। নারদ কহিলেন,—নৃপবর! শ্রবণ কর; ক্ষীরসাগর জালন্ধরের

শ্রীচন্দ্রামৃতনাগাশ্ব-পূর্ব্বং তস্য সুরাসুরৈঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা বিগ্রহং চক্রে দেবৈর্জ্জালন্ধরোঽসুরঃ ॥৩
কদাচিৎ প্রেষয়ামাস দূতং দুর্ব্বারণং বলী ।
শিক্ষয়িত্বা তু বক্তব্যং দেবেন্দ্রভবনং প্রতি ॥৪
অথ স্যন্দনমারুহ্য যযৌ দুর্ব্বারণো দিবি ।
প্রবেষ্টুকামো ভবনং দ্বাস্থৈর্দ্বারি নিবারিতঃ ॥৫

দূত উবাচ ।

জালন্ধরস্য দূতোঽহমাগতঃ শক্রসন্নিধৌ ।
গত্বা তত্র ভবন্তো মাং বিজ্ঞাপয়িতুমর্হথ ॥ ৬
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তত্রৈব তু শচীপতিম্ ।
গত্বা চ প্রণিপত্যাহ দূতো দেবাগতো ভুবঃ ॥৭
দৌবারিকো মহেন্দ্রেণ প্রত্যুক্তো দূতমানয় ।
হস্তে গৃহীত্বা তং দূতং বাসবান্তিকমানয়ৎ ॥ ৮
দুর্ব্বারণো দেবসভাং প্রবিষ্টঃ প্রব্যলোকয়ৎ ।
হরিং দেবৈস্ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥
স্বর্ণসিংহাসনং দিব্যং চামরানিলসেবিতম্ ।
শচীপ্রেমরসোৎফুল্ল-নয়নাব্জসহস্রকম্ ॥ ১০
দুর্ব্বারণোঽথ দেবেশং বিলোক্য গুরুণা সহ ।
প্রণনামাত্মগর্ব্বেণ প্রহসন্ নয়নপ্রিয়ম্ ॥ ১১
নির্দ্দিষ্টমাসনং ভেজে দূতো জালন্ধরস্য সঃ ।
কস্য ত্বং কেন কার্য্যেণ প্রাপ্তঃ প্রাহেতি তং হরিঃ ॥ ১২
দূতো জালন্ধরস্যাহং স জগাদ পুরন্দরম্ ।
স রাজা সর্ব্বলোকানাং তস্যাজ্ঞাং শৃণু মন্মুখাৎ
পিতৃব্যো মম দুগ্ধাব্ধিস্ত্বয়া কস্মাদ্বিলোড়িতঃ ।
মন্দরাদ্রিবিধানেন হৃতং কোশং মহাধনম্ ॥ ১৪
শ্রীচন্দ্রামৃতনাগাশ্বং তন্মণিং বিক্রমাদিকম্ ।
দেহি সর্ব্বং তথা স্বর্গং শীঘ্রং ত্যজ পুরন্দর ॥১৫
স ত্বং মদ্বচনাৎ তূর্ণং কুরু সর্ব্বং যথোচিতম্ ।
তং ক্ষমাপয় ভূপালং যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥১৬
অথ প্রহস্য মঘবা প্রাহ দুর্ব্বারণং প্রতি ।

পিতৃব্য। দেবগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া জালন্ধরের ধনরত্ন—শ্রী, চন্দ্র, অমৃত, হস্তী ও অশ্ব পূর্ব্বে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। জালন্ধর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া দেবগণসহ বিগ্রহ আরম্ভ করে। একদা বলবান্ জালন্ধর দুর্ব্বারণ নামক দূতকে বক্তব্য শিখাইয়া দেবেন্দ্রের ভবনে প্রেরণ করিল। দুর্ব্বারণ রথারোহণে স্বর্গে গিয়া দেবেন্দ্রভবনে প্রবেশোদ্যত হইলে, দ্বাররক্ষীরা তাহাকে নিবারণ করিল। দূত কহিল,—আমি জালন্ধরের দূত—ইন্দ্রসন্নিধানে আসিতেছি। তোমরা গিয়া তাঁহার নিকট আমার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন কর। দূতের বাক্য শুনিয়া দ্বাররক্ষী তৎক্ষণাৎ শচীপতিকে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল—দেব! ভূতল হইতে এক দূত আসিয়াছে। মহেন্দ্র দ্বাররক্ষীকে বলিলেন,—দূতকে আনয়ন কর। দ্বাররক্ষী দূতের হস্ত ধরিয়া ইন্দ্রসন্নিধানে আনয়ন করিল। দুর্ব্বারণ দেবসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিল,—ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ-কোটি দেবে পরিবৃত; দিব্য স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন; তিনি চামর-মারুতে সেবিত হইতেছেন। তাঁহার সহস্র নয়নপদ্ম শচীপ্রেমরসে সমুৎফুল্ল। দুর্ব্বারণ দেবরাজকে বাচস্পতি-সহ সমাসীন দেখিয়া প্রণাম করিল এবং আত্মগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল। ইন্দ্র তাহাকে কহিলেন,—তুমি কাহার কোন্ কার্য্যোপলক্ষে এখানে আগমন করিলে? ১—১২। দুর্ব্বারণ বলিল,—আমি জালন্ধরের দূত। তিনি সর্ব্বলোকের রাজা; মদীয় মুখে তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ করুন। তিনি আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—আমার পিতৃব্য দুগ্ধাব্ধিকে কি নিমিত্ত আপনি মন্দরাচলসাহায্যে মন্থন করিয়াছেন? আমার মহাধন-পূর্ণ কোষাগার কেন হরণ করিয়াছেন? হে পুরন্দর! আমার শ্রী, চন্দ্র, অমৃত, হস্তী, অশ্ব ও বিক্রমাদি মণি সকল প্রদান করুন এবং শীঘ্র স্বর্গভূমি ছাড়িয়া দিউন। দুর্ব্বারণ এই বলিয়া অবশেষে বলিল,—আমার এই কথা শুনিয়া যাহা উচিত হয় সত্বর করুন; যদি বাঁচিতে চাহেন তবে, ভূপতি জালন্ধরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এই কথার পর ইন্দ্র হাস্য করিয়া দুর্ব্বারণকে বলিলেন,—হে

শৃণু দূত সমাসেন সিন্ধোর্ম্মথনকারণম্ ॥ ১৭
পুরা হিমবতঃ সূনুর্মৈনাকো নাম মে রিপুঃ।
স কুক্ষৌ বিধৃতস্তেন সাগরেণ জড়েন চ ॥ ১৮
দগ্ধং চরাচরং যেন বহ্নিনা হয়রূপিণা।
স চাপি বিধৃতস্তেন সাগরেণ দুরাত্মনা ॥ ১৯
ধর্ম্মদ্বিষাং দানবানামসৌ বৈ আশ্রয়ঃ প্রভুঃ।
নিত্যং দধি ঘৃতং ক্ষীরং দানবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি
অতএবায়মস্মাভিঃ দুর্ব্বারণ বিলোড়িতঃ।
দণ্ডিতশ্চ গতশ্রীকো দেবৈরথ পুরাতনৈঃ ॥ ২১
শৃণু দূত সবন্ধেন মম বিপ্রেণ শোষিতঃ।
কুম্ভোদ্ভবেন কিঞ্চৈষ দুঃসঙ্গেনৈব বাধ্যতে ॥২৩
সোঽপি যুদ্ধার্থমস্মাভিঃ সর্ব্বসৈন্যেন সংবৃতঃ।
আগমিষ্যতি বৈ নাশং গমিষ্যতি তদৈব হি ॥
ইতীরয়িত্বা বিররাম বৃত্রহা,
সরিৎপতেরাত্মজদূতমুচ্চকৈঃ।
শশংস চাগত্য সমুদ্রসূনো-
র্দ্দেবেশ্বরেণোক্তমশেষমাদিতঃ ॥ ২৪

দূত! সংক্ষেপে সাগরমথনকারণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে জড়রূপী সাগর আমার শত্রু হিমালয়নন্দন মৈনাককে স্বীয় কুক্ষিমধ্যে স্থান দিয়াছিল। যে হয়রূপী বহ্নি এই চরাচর জগৎ দগ্ধ করিয়াছে, দুরাত্মা সাগর তাহাকেও ধারণ করিয়াছে, ধর্ম্মদ্বেষী দানবদিগের সাগরই আশ্রয় এবং প্রভু; সাগরই দানবদিগকে নিত্য দধি ঘৃত ক্ষীর দান করিয়া থাকে, এই কারণেই প্রবীণ দেবগণ সহ আমরা উহাকে মথিত দণ্ডিত এবং শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছি। হে দূত! বিপ্র কুম্ভযোনি উহাকে শোষণ করিয়াছেন, অপিচ ঐ সাগর দুষ্টসংসর্গে আবদ্ধ। সেই জালন্ধর ও সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে যদি আমাদের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করে তবে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্র জালন্ধরের দূতকে এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। দূত দুর্ব্বারণ সমুদ্রনন্দন জালন্ধরের নিকট আসিয়া সেই কথা আদ্যন্ত

নারদ উবাচ।
মহেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা নিজদূতমুখেন চ।
সমুদ্রসূনুঃ সংক্রুদ্ধঃ সর্ব্বং সৈন্যং সমাহ্বয়ৎ ॥২৫
রসাতলস্থিতা দৈত্যাঃ যে চ ভূতলবাসিনঃ
আযযুঃ সবলাস্তত্র জালন্ধরমথাজ্ঞয়া ॥২৬
প্রয়াণপ্রক্রমে সিন্ধুসূনোঃ সৈন্যস্য গর্জ্জিতৈঃ।
স্ফুটন্তি নভসো রাজন্ পাতালমখিলা দিশঃ ॥২৭
হয়নাগোষ্ট্রবদনা বিড়ালমুখভীষণাঃ।
ব্যাঘ্রসিংহাখুবদনা বিদ্যুৎসদৃশলোচনাঃ ॥ ২৮
সর্পকেশা মহাদেহাঃ কেচিৎ খড়্গাতনূরুহাঃ।
অন্যে চ পরিধাবন্তি গর্জ্জন্তি জলদস্বনৈঃ ॥ ২৯
রথগজহয়পত্তিসঙ্কুলং,
সমরবিনোদকদম্বভাস্বরম্।
অজশতসহস্রকোটিনায়কং,
বলমখিলঞ্চ তদা ররাজ রাজন্ ॥৩০
শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমানং হংসকোটিভিঃ।

বর্ণন করিল। নারদ কহিলেন,—নিজ দূতের মুখে মহেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদ্রসুত সক্রোধে সর্ব্ব সৈন্য আহ্বান করিল। রসাতল ও ভূতলস্থ সমস্ত দৈত্য তৎক্ষণাৎ জালন্ধরের আজ্ঞায় সমবেত হইল। অনন্তর সিন্ধুনন্দনের সৈন্যগণ যুদ্ধাভিযানে উদ্যত হইলে, তাহাদের গর্জ্জনে নভোমণ্ডল, পাতাল ও অখিল দিঙ্নিচয় স্ফুটিত হইল। এই সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অশ্ব, হস্তী ও উষ্ট্রবদন, কেহ কেহ ভীষণ বিড়ালাস্য, কেহ কেহ ব্যাঘ্র, সিংহ ও আখুবদন; কাহারও কাহারও নেত্র বিদ্যুৎসদৃশ, কেহ সর্পকেশ, কেহ মহাদেহ, এবং কেহ কেহ খড়্গবৎ তনূরুহশালী। ইহা ভিন্ন আরও বহুসৈন্য ধাবিত হইল এবং জলদনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ১৩—২৯। হে রাজন্! রথ-গজ-হয়-পত্তি-সমাকুল অখিল দানববল শত-সহস্র কোটি পদ্মসংখ্য সৈন্যের নায়ক-রূপে রণবিনোদন পুলকাবলীদ্বারা প্রোজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। জালন্ধর স্বয়ং এক বৃহৎ বিমানে আরোহণ করিয়া চলিল। ঐ

যুক্তং ভূতিসহস্রৌঘং সর্ব্ববস্তুপ্রপূরিতম্ ॥ ৩১
তদ্বিমানং সমারুহ্য সদ্যো জালন্ধরো যযৌ।
মধ্যাহ্নে মন্দরং প্রাপ্তঃ প্রথমেঽহ্নি বলৈঃ সহ
খণ্ডিতং শিবিকাবাহৈর্দলিতং ভূরিকুঞ্জরৈঃ।
দ্বিতীয়ে দিবসে মেরুং সম্প্রাপ্তো বলসংযুতঃ ॥
ইলাবৃতে তু শিখরে তস্থৌ সৈন্যকটকং মহৎ।
অথ দৈত্যাধিপৈর্ভগ্নং খাণ্ডবং নন্দনং বনম্ ॥৩৪
শিখরাণি বিশীর্ণানি মেরোর্দানবপুঙ্গবৈঃ।
সন্তানকেষু বৃক্ষেষু বদ্ধা হিন্দোলমঞ্চকান্ ॥ ৩৫
সিদ্ধাঙ্গনাভিঃ সহিতা রেমিরে দৈত্যপুঙ্গবাঃ।
কুচকুঙ্কুম-তাম্বূল-চন্দনাগুরু-ভূষণৈঃ ॥ ৩৬
কেশপাশচ্যুতৈঃ পুষ্পৈর্মেরোঃ সম্পূরিতা নদী
সুমেরোঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগো গজৈস্তস্য বিঘট্টিতঃ
দক্ষিণঞ্চ রথৈশ্চেরুরুত্তরং পশ্চিমং ভটৈঃ।
অথ প্রস্থাপয়ামাস দৈত্যান্ জালন্ধরোঽসুরঃ ॥

বিমান শতযোজন-বিস্তীর্ণ, কোটি কোটি হংসযুক্ত সর্ব্ববিধ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ এবং সহস্র সহস্র ঐশ্বর্য্যঘটায় অলঙ্কৃত। জালন্ধর প্রথম দিনের মধ্যাহ্নে স্বীয় সেনাগণ সহ মন্দরাচলে উপস্থিত হইল। সৈন্যদলের শিবিকাবাহকগণ কর্ত্তৃক মন্দর গিরি খণ্ডিত এবং অসংখ্য কুঞ্জরপদভরে দলিত হইল। দ্বিতীয় দিনে জালন্ধর সসৈন্যে সুমেরু শৈলে উপস্থিত হইল। ইলাবৃত শিখরে তাহার বিপুল বাহিনী অবস্থান করিল। অনন্তর দানবশ্রেষ্ঠগণ সুমেরুর খাণ্ডব এবং নন্দন বন ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দানবেন্দ্রগণের উপদ্রবে উহার শিখরসমূহ বিশীর্ণ হইল। বড় বড় দৈত্যগণ সন্তানক বৃক্ষসমূহে হিন্দোল-মঞ্চ সকল বন্ধন করিয়া সিদ্ধাঙ্গনাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিল। সুমেরুস্থ নদী সকল সিদ্ধাঙ্গনাগণের কুচকুঙ্কুম, তাম্বূল, চন্দন, অগুরুভূষণ ও কেশপাশচ্যুত পুষ্পপুঞ্জে পরি-পূরিত হইল। সুমেরুর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ জালন্ধর-সেনার গজগণ কর্ত্তৃক বিঘট্টিত হইল। দক্ষিণ দিকে রথিগণ এবং উত্তর ও পশ্চিম দিগ্‌ভাগে পদাতি সৈন্যগণ বিচরণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রশিখরপ্রান্তে যযুর্দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
রাজরাজপুরীং ভঙ্ক্ত্বা যমস্য বরুণস্য চ ॥ ৩৯
অন্যেষাং লোকপালানামার্যযুস্তেঽমরাবতীম্।
অথোৎপাতাভবন্নাকে দিব্যভৌমান্তরিক্ষগাঃ ॥
রজঃ পপাত বহুলং তমস্তোমো বিজৃম্ভতে।
তদা পপাত কুলিশং করাদিন্দ্রস্য নিষ্প্রভম্ ॥৪১
দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি ভয়াবহানি,
নাকে মহেন্দ্রো গুরুমিত্যুবাচ।,
কিং কুর্ম্মহে কং শরণঞ্চ যাম-
স্তং পশ্য যুদ্ধং সমুপস্থিতঞ্চ ॥ ৪২
ততো বাচস্পতির্বাক্যমুবাচ ত্রিদশাধিপম্।
চরণৌ যাহি শরণং বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠবাসিনঃ ॥ ৪৩
ইত্যুক্তো গুরুণা দেবৈঃ সাকং বৈকুণ্ঠমন্দিরম্
জগামাখণ্ডলঃ শীঘ্রং শরণং কৈটভদ্বিষঃ ॥ ৪৪
শশংস বাসুদেবায় বিজয়ো দ্বারপালকঃ।
জালন্ধরভয়ত্রস্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ ॥৪৫

অনন্তর অসুর জালন্ধর স্বীয়সেনাদিগকে পরি-চালিত করিল। কতকগুলি অসুর সৈন্য দুন্দুভিধ্বনি করিতে করিতে মহেন্দ্রশিখরে প্রস্থান করিল। তাহারা কুবের, যম, বরুণ এবং অন্যান্য লোকপালগণের পুরী বিধ্বস্ত করিয়া অমরাবতী অভিমুখে ধাবিত হইল। এই সময় স্বর্গে দিব্য ভৌম এবং আন্তরীক্ষ উৎপাত সকল হইতে লাগিল। তখন প্রচুর ধূলিবৃষ্টি হইল, অন্ধকারপুঞ্জ প্রসারিত হইল এবং ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র নিষ্প্রভ হইয়া পতিত হইল। ৩০—৪১। অনন্তর মহেন্দ্র ঈদৃশ ভয়াবহ নিমিত্ত সকল দেখিয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—গুরো! কি করিব? কাহার শরণ লইব? দেখুন, ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইতে চলিল! অনন্তর বাচস্পতি ইন্দ্রকে বলিলেন,—বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর চরণযুগলে শরণ লও। বৃহস্পতি এই কথা কহিলে ইন্দ্র দেবগণ সহ সত্বর বৈকুণ্ঠ-মন্দিরে গিয়া কৈটভারির শরণ লইলেন। বিজয় নামক দ্বারপাল বাসুদেবের নিকট গিয়া বলিল,—দেব! জালন্ধর-ভয়ভীত

শ্রীরুবাচ ।

ন বধ্যোঽসৌ মম ভ্রাতা দেবার্থে যুধ্যতা ত্বয়া ।
শাপিতো দেব মৎপ্রীত্যা বধার্হো ন ভবিষ্যতি
ইতি শ্রীবচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যপালকঃ ।
অথারুরোহ গরুড়ং পক্ষক্ষেপাবৃতাম্বরম্ ॥ ৪৭
বৈকুণ্ঠভবনাত্তূর্ণং নির্গতস্ত্রিদশান্ হরিঃ ।
জালন্ধরভয়ত্রস্তান্ গতকান্তীনথৈক্ষত ॥ ৪৮
দদৃশুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হরিং সান্দ্রঘনোপমম্ ।
শার্ঙ্গশঙ্খগদাপদ্ম-বিভূষিতচতুর্ভুজম্ ॥ ৪৯
স্তোত্রং পঠিত্বা পুরতঃ প্রাহেন্দ্রঃ সরিতাম্পতেঃ
জালন্ধরেণাত্মজেন ভগ্নং দেব ত্রিবিষ্টপম্ ॥৫০
তদিন্দ্রবচনং শ্রুত্বাভয়ং দত্বা দিবৌকসাম্ ।
বিজেতুমসুরং দেবৈঃ সহ রেজেঽসুরান্তকৃৎ ॥
অথানীতং মাতলিনা রথমারুহ্য বাসবঃ ।
বাসুদেবস্য পুরতঃ প্রযযৌ বিধৃতাশনিঃ ॥ ৫২
বামতস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে সব্যতশ্চ সমাযযুঃ ।
স্বাহাপ্রিয়ো দক্ষিণতঃ স চ মেষং সমাশ্রিতঃ ॥
আরুহ্যৈরাবতং নাগং জয়ন্তঃ শক্রনন্দনঃ ।
উচ্চৈঃশ্রবসমিন্দ্রশ্চ উভৌ ভগবতঃ পুরঃ ॥৫৪
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা ।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ পর্জ্জন্যো দশমঃ স্মৃতঃ ॥
ততস্ত্বষ্টা ততো বিষ্ণু রেজে ধন্যো জঘন্যজঃ ।
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যা ইন্দ্রস্য পুরতঃ স্থিতাঃ
বীরভদ্রশ্চ শম্ভুশ্চ গিরিশশ্চ মহাযশাঃ ।
অজৈকপাদহির্বুধ্নঃ পিনাকী চাপরাজিতঃ ॥ ৫৭
ভুবনাধীশ্বরশ্চৈব কপালী চ বিশাম্পতে ।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥৫৮
শ্বসনঃ স্পর্শনো বায়ুরনিলো মারুতস্তথা ।
প্রাণাপানৌ সজীবৌ চ মরুতোঽষ্টৌ তদগ্রতঃ
বিবস্বানপি তন্মধ্যে যযৌ দ্বাদশমূর্ত্তিভিঃ ।
ধনদঃ শিবিকারূঢ়ঃ কিন্নরেশো যযৌ তদা ॥৬০
রুদ্রাশ্চ বৃষভারূঢ়া মারুতো মৃগবাহনঃ ।
যযুঃ সৈন্যস্য পুরতস্ত্রিশূলপরিঘায়ুধাঃ ॥ ৬১
গন্ধর্ব্বাশ্চারণা যক্ষাঃ পিশাচোরগগুহ্যকাঃ ।

দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রী কহিলেন,—প্রভো! আপনি যুদ্ধ করিয়া আমার ঐ ভ্রাতা জালন্ধরকে বধ করিবেন না। ত্রিলোক-পালক বিষ্ণু শ্রীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড়ে আরোহণ করিলেন। গরুড় পক্ষ-বিস্তারে অম্বরতল অবৃত করিয়া চলিল। হরি অতিদ্রুত বৈকুণ্ঠভবন হইতে নির্গত হইয়া জালন্ধর-ভয়ভীত নিষ্প্রভ ত্রিদশগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। ত্রিদশগণও সেই ঘন নীরদনিভ, শঙ্খ-শার্ঙ্গ-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ হরিকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর ইন্দ্র স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রে বলিলেন,—হে দেব! সরিৎপতির পুত্র জালন্ধর স্বর্গ-ভূমি ভগ্ন করিয়াছে। সুরান্তকারী শৌরি ইন্দ্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণকে অভয় দিলেন এবং অসুরজয়ের নিমিত্ত দেবগণ সহ বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্র মাতলি কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্র লইয়া বাসুদেবসমক্ষেই প্রস্থান করিলেন। বাম দক্ষিণ উভয় দিক্ হইতেই দেবগণ আসিয়া সেই অভিযানে যোগ দিলেন। স্বাহাপতি অগ্নি মেষারোহণে দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিলেন। ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত ঐরাবত গজে এবং ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বে আরোহণ করিয়া উভয়েই ভগবান্ হরির অগ্রে আসিলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু, এই দ্বাদশাদিত্য, ইন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪২—৫৬। বীরভদ্র, শম্ভু, গিরিশ, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্ন, পিনাকী, ভুবনাধীশ্বর, কপালী, স্থাণু, ও ভগ এই দ্বাদশ রুদ্র এবং শ্বসন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মারুত, প্রাণ, অপান, ও জীব এই অষ্ট মারুত ইন্দ্রাগ্রে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ মূর্ত্তি সহ বিবস্বান্ চলিলেন। কিন্নরপতি ধনদ শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন। রুদ্রগণ ত্রিশূল ও পরিঘ ধারণ করিয়া বৃষভারোহণে এবং মারুত মৃগবাহনে সমগ্র দেবসৈন্যের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। গন্ধর্ব্ব, চারণ, যক্ষ, পিশাচ, উরগ ও গুহ্যকগণ সর্ব্ব

সর্ব্বসৈন্যস্য পুরতঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতো যযুঃ॥ ৬২
পূর্ব্বাপরৌ তোয়রাশী সমাক্রান্তৌ চ সৈনিকৈঃ।
তস্মিন্ সসারভূমীরাড়ুবরাহবপুষা হরিঃ॥ ৬৩
স্বর্গাদাগত্য বেগেন দৈত্যসৈন্যজিঘাংসয়া।
সুমেরোরুত্তরো ভাগঃ সুরসৈন্যেন সংবৃতঃ॥৬৪
সেনাভারোহস্তুতকরস্তস্থৌ জালন্ধরস্য চ।
আশ্রিত্য দক্ষিণং ভাগং তূর্ণং কনকশৃঙ্গতঃ॥৬৫
অহোরাত্রেণ বিহিতা বর্ষে তস্মিন্নিলাবৃতে।
মেরুমন্দরয়োর্মধ্যে যুদ্ধভূমিঃ প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৬
তত্রাত্মজয়দাং ভূমিং কবিপ্রোক্তাং মুদা যুতাঃ।
জম্মুস্তে দানবাস্তূর্ণং গুরুপ্রোক্তাং যযুঃ সুরাঃ॥

রথপ্রবীরৈঃ পরিতশ্চ সংপ্রবৈ,-
র্গজৈর্ঘনাকারমদপ্রবাহিভিঃ।
অশ্বৈরনন্তৈর্গরুড়াগ্রগামিভিঃ,
পদাতিভিঃ সা রণভূর্ব্বভৌ॥ ৬৮

ততো বাদিত্রনির্ঘোষঃ সেনয়োরুভয়োরভূৎ।
কোলাহলশ্চ বীরাণামন্যোন্যমভিগর্জ্জতাম্॥ ৬৯

অথ দানবদেবানাং সংগ্রামোঽভূত্তয়াবহঃ।
সর্ব্বসৈন্যস্য সম্মর্দ্দো যথা ত্রিভুবনক্ষয়ঃ॥ ৭০
ভয়াক্রান্তা মহাশ্রান্তা শ্রুতির্বিলপতী মুহুঃ।
স্বরথাশ্বরহিতং শরৈঃ সম্পূরিতং তদা॥ ৭১
রোমাঞ্চিতা বভৌ দ্যৌশ্চ রজোবস্ত্রং বিধুন্বতী
রৌদ্রৈর্বিহঙ্গমারাবৈস্ত্রাসাদাক্রন্দতীব হি॥ ৭২
দেবেন্দ্রেণ তদাজ্ঞপ্তা মেঘাঃ সংবর্ত্তকাদয়ঃ।
গজানুচ্চৈঃ সমারুহ্য তেঽসুরান্ যুযুধুর্মৃধে॥৭৩
দেবানামশ্বরোহাশ্চ জাতা গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
রথিনঃ সাধ্যসিদ্ধাশ্চ গজিনো যক্ষচারণাঃ॥৭৪
পদাতিনঃ কিম্পুরুষাঃ পন্নগাঃ পবনাশনাঃ।
রোগাণামধিপো রাজন্ যক্ষ্মা চ যমনায়কঃ॥ ৭৫
তত্র দানবরোগাণাং সংগ্রামোঽভূৎ সুদারুণঃ।
পতিতা লুলুঠুর্ভূমৌ দৈত্যাঃ শূলজ্বরাময়ৈঃ॥৭৬

শস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব্বসৈন্যের অগ্রসর হইলেন। দেবসৈন্যগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর আক্রান্ত হইল। তৎকালে হরি বরাহদেহে প্রধাবিত হইলেন। দেবসৈন্য, দৈত্যসৈন্য-হননেচ্ছায় বেগে স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া সুমেরুর সমগ্র উত্তর ভাগ ঘেরিয়া ফেলিল। জালন্ধরের সৈন্যগণ সুমেরুর দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া অবস্থান করিল। সেই ইলাবৃত বর্ষে মেরু-মন্দরের মধ্যভাগে এক অহোরাত্র মধ্যেই যুদ্ধভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল। শুক্রাচার্য্য যে ভূমি আত্মপক্ষের জয়কারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, দৈত্যগণ মুদান্বিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিল। সুরগণ বৃহস্পতিনির্দ্দিষ্ট ভূভাগে উপনীত হইলেন। সেই রণভূমি তখন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রথ, ঘন মদপ্রবাহী গজগণ, গরুড় অপেক্ষাও বেগগামী অশ্ব সকল এবং অসংখ্য পদাতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর উভয় সৈন্য মধ্যে বাদিত্র-নির্ঘোষ হইতে লাগিল এবং পরস্পর গর্জ্জনকারী বীরগণের কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। ক্রমে দেব-দানবগণের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় সর্ব্বসৈন্যের সেই সংঘর্ষণে যেন ত্রিভুবন বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল। শ্রুতি ভয়াক্রান্ত হইয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। শর-জালে নভোমণ্ডল পরিপূরিত হইল। তাহাতে না সারথি, না রথ, কিছুই তখন দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল না। আকাশস্থলী ধূলিপটলরূপ বসন বিধূনন করিয়া ভয়ে রোমাঞ্চিত গাত্রে ভীষণ বিহঙ্গমরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ৫৭—৭২। দেবেন্দ্র তখন সম্বর্ত্তকাদি মেঘবৃন্দকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। তাহারা উচ্চ উচ্চ গজোপরি আরোহণ করিয়া সংগ্রামে অসুরগণ সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ দেবগণের অশ্বসাদি হইলেন। সাধ্য ও সিদ্ধগণ রথী হইলেন। যক্ষ ও চারণগণ গজারোহী হইলেন। কিম্পুরুষ, পন্নগ ও পবনাশনগণ পদাতি সৈন্য হইলেন। হে রাজন্! যমাধীন রোগাধিপতি যক্ষ্মা তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। দানবগণের রোগসমূহের সহিত দারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। দৈত্যগণ শূল ও জ্বররোগে

দানবৈর্নিহতা রোগাঃ পেতুঃ সমরমূর্দ্ধনি।
পলায়াঞ্চক্রিরে কেচিদ্ ব্যাধয়ো ভূধরান্ প্রতি
ঔষধ্যস্তত্র সহজা বৈশল্যকরণীমুখাঃ।
তাভির্বিশল্যাঃ সৈন্যেষু যুযুধুর্যমকিঙ্করাঃ॥ ৭৮
দানবৈর্নিহতাঃ সর্ব্বে শরমুদ্গরপট্টিশৈঃ।
পদাতয়ঃ পত্তিগণৈঃ খড়্গৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরশ্বধৈঃ॥৭৯
কোটিশো জঘ্নুরন্যোন্যং রুধিরারুণবিগ্রহাঃ।
অশ্ববারা হয়ৈস্তূর্ণৈশ্চিক্ষিপুর্গগনে তদা॥ ৮০
সংশ্লিষ্যং জঘ্নুরন্যোন্যং রুধিরারুণবিগ্রহাঃ।
সমূহা রথিনাং ভীমা রথৌঘৈশ্ছাদ্য মেদিনীম্॥
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈর্ধনুর্মুক্তৈর্মহারথান্।
মদক্ষীণকপোলাঙ্গাঃ করৈর্বদ্ধা করান্ দৃঢ়ম্॥৮২
গজান্ প্রতিগজাঃ ক্রুদ্ধাঃ পাতয়ন্তি মহীতলে।
কোঽপি দৈত্যো রথং দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্যো-
থায় খং যযৌ॥ ৮৩

অশ্ববারান্ হয়ান্ নাগান্ পাতয়ামাস ভূতলে
স্কন্ধে গৃহীত্বা তরসা যযৌ জালন্ধরং প্রতি॥৮৪
কক্ষয়োর্দ্বৈ গজৌ গৃহ্য তৃতীয়ং জঠরোপরি।
চতুর্থং মস্তকে গৃহ্য রণে ধাবতি কশ্চন॥ ৮৫
উৎপাট্য কোশতঃ খড়্গং বিধূয় বিমলাম্বরম্
যযৌ সহস্রশো দেবান্ পাতয়িত্বা রণেঽসুরঃ॥৮৬
কাচিৎ পীনস্তনী তন্বী খেচরী রতিলম্পটা।
আগত্য গগনাত্তূর্ণং নিন্যে দৈত্যং রণাঙ্গ ৭৫
চুচুম্ব সা তদ্বদনং তীক্ষ্ণনারাচকীলিতম্।
দেবসৈন্যং ততো বদ্ধা কালনেমির্ননর্ত্ত হ॥৮৮
ততো জনার্দ্দনঃ ক্রুদ্ধো নির্যযৌ কালনেমিনম্
যমো দুর্বারণং বীরং স্বর্ভানুশ্চন্দ্রভাস্করৌ॥৮৯
কেতুং বৈশ্বানরো দেবো যযৌ শুক্রং বৃহস্পতিঃ
অশ্বিনৌ সংযতৌ তত্র দৈত্যমঙ্গারপর্ণকম্॥৯০
সংহ্লাদং শক্রপুত্রশ্চ নিহ্লাদং ধনদো যযৌ।
নিশুম্ভশ্চারুতো রুদ্রৈঃ শুম্ভো বসুভিরাহবে॥৯১

আক্রান্ত হইয়া ভূপতিত ও লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বহুরোগ দানবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণ-ক্ষেত্রে নিপতিত হইল। অনেক ব্যাধি পর্ব্বতমধ্যে পলায়ন করিল। বিশল্য-করণী প্রভৃতি ঔষধি সকল পর্ব্বতান্তরে স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যমকিঙ্করগণ সেই সকল ঔষধির গুণে শল্যহীন হইয়া স্বপক্ষে যোগদানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। শর মুদ্গর ও পট্টিশ দ্বারা দানবগণ বহুসৈন্য বিনাশ করিল। পত্তিগণ তীক্ষ্ণ খড়্গ ও পরশ্বধ দ্বারা পদাতিগণকে নিহত করিল। রুধির-রঞ্জিতদেহ কোটি কোটি সৈন্য পরস্পর হতাহত হইল। তৎকালে দ্রুতগামী অশ্বারোহিগণ বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগকে শূন্যমার্গে ফেলিয়া দিতে লাগিল। রুধিরারুণদেহ বহু সৈন্য পরস্পর পরস্পরকে আপীড়িত করিয়া নিহত করিল। ভীষণ রথিগণ রথসমূহ দ্বারা মেদিনীমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ধনুর্ম্মুক্ত নিশিত শরসমূহ দ্বারা মহারথদিগকে বিনাশ করিল। মদলিপ্ত-কপোল করিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শুণ্ড দ্বারা সুদৃঢ়-রূপে শুণ্ডাকর্ষণ করত প্রতিপক্ষের করিনিকরকে ভূপাতিত করিতে লাগিল। কোন দৈত্য বাহুযুগল দ্বারা রথ উত্তোলন করিয়া আকাশে উৎপতিত হইল এবং অশ্বসাদী, অশ্ব ও গজগণকে ভূতলে পাতিত করিয়া সবেগে জালন্ধরের নিকট গমন করিল। কোন দানব দুই কক্ষে দুইটা হস্তী, জঠরে একটা হস্তী এবং মস্তকোপরি আর একটা হস্তী লইয়া সমরে ধাবিত হইল। কোন দৈত্য কোশ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া বিমল অম্বরে পরিচালিত করত সমরে সহস্র সহস্র দেবসৈন্য পাতিত করিয়া ধাবিত হইল।৭৩—৮৬। কোন পীনস্তনী রতিলম্পটা খেচরী সত্বর গগনতল হইতে আগমন করিয়া কোন দৈত্যকে রণা-ঙ্গন হইতে লইয়া চলিল এবং তাহার তীক্ষ্ণ শরবিদ্ধ বদন চুম্বন করিতে লাগিল। অনন্তর কালনেমি দেবসৈন্যদিগকে বন্ধন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন জনার্দ্দন ক্রুদ্ধ হইয়া কালনেমির অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যম বীর দুর্ব্বারণকে, চন্দ্র-সূর্য্য রাহুকে, বৈশ্বা-নর দেব কেতুকে, বৃহস্পতি শুক্রকে, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় দৈত্য অঙ্গারপর্ণকে, ইন্দ্র-পুত্র

মেঘাকারং স্থিতং জম্ভং বিশ্বে দেবাঃ সমাযযুঃ।
বায়বো বজ্ররোমাণমথ মৃত্যুর্ময়ং যযৌ॥ ৯২
নমুচিং বাসবো ব্যগ্রঃ শক্তিহস্তোঽভ্যধাবত।
অন্যৈরপি সুরৈর্দৈত্যাঃ স্বস্ববীর্য্যসমৈর্বৃতাঃ ॥৯৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দেবদানবযুদ্ধং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

এবং দ্বন্দ্বেষু যুদ্ধেষু সম্প্রবৃত্তেষ্বনেকশঃ।
জঘানাথ হরিঃ ক্রুদ্ধো গদয়া কালনেমিনম্॥ ১
বিহায় মূর্চ্ছাং সঞ্চিন্ত্য বিষ্ণুং বাণৈর্জঘান সঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধেন হরিণা স ক্ষিতৌ পাতিতো ব্যসুঃ
রাজন্ জঘান সঞ্চিন্ত্য রাহুং খড়্গেন চন্দ্রমাঃ।
রাহুস্তু তং পরিত্যজ্য তদা সূর্য্যমধাবত॥ ৩
সহস্রাংশুং রণে জিত্বা রাহুশ্চন্দ্রমধাবত।
জঘান তঞ্চ খড়্গেন সমরে রজনীপতিঃ॥ ৪
সৈংহিকেয়াঙ্গকাঠিন্যাৎ খড়্গং চূর্ণমভূত্তদা।
জঘান মুষ্টিনা গাঢ়ং কঠিনেন বিধুন্তুদঃ॥ ৫
চন্দ্রমুত্থাপ্য তং কণ্ঠে ধৃত্বা বেগান্মহামৃধে।
গিলিত্বা রাহুণা চন্দ্রোঽপ্যুদ্গীর্ণশ্চ ততঃ পুনঃ॥৬
মৃগং স্বচিহ্নমুরসি নিধায় বিসসর্জ্জ হ।
স উচ্চৈঃশ্রবসং গৃহ্য হয়রত্নং বিধুন্তুদঃ॥ ৭
জালন্ধরান্তিকং নীত্বা ভক্ত্যা তস্মৈ, ন্যবেদয়ৎ
দুর্ব্বারণো রণে ক্রুদ্ধস্তং যমং গদয়াহনৎ॥ ৮
নিশিতৈর্মার্গণৈর্ভিন্নঃ শক্রপুত্রেণ চাহবে।
ধৃত্বা জয়ন্তং সংহ্রাদঃ পরিঘাঘাতমূর্চ্ছিতম্॥ ৯
ঐরাবতং সমারুহ্য যযৌ জালন্ধরং প্রতি।
হতবাংশ্চৈব গদয়া নিহ্রাদং ধনদো রণে॥ ১০
রুদ্রাস্ত্রিশূলনির্ঘাতৈর্নিশুম্ভং জঘ্নুরোজসা।
নিশুম্ভো বাণজালৈশ্চ পীড়য়ামাস তানতি॥১১
শুম্ভাসুরো দেবগণান্ পূরয়ামাস মার্গণৈঃ।
মৃত্যুং মায়াময়মথো বদ্ধা পাশৈর্নিনায় তম্॥১২

সংহ্রাদকে, ধনদ নিহ্রাদকে, রুদ্রগণ নিশুম্ভকে, বসুগণ শুম্ভকে, বিশ্বদেবগণ মেঘাকার জম্ভকে, বায়ুগণ বজ্ররোমা নামক অসুরকে, মৃত্যু ময়দানবকে এবং শক্তিহস্ত শক্র নমুচি দানবকে আক্রমণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সুরগণ কর্ত্তৃক অপরাপর অসুরেরাও আক্রান্ত হইল। ৮৭—৯৩।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—এইরূপে ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, হরি ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে কালনেমিকে আহত করিলেন। কালনেমি সংজ্ঞালাভ করিয়া বিষ্ণুকে বাণাঘাত করিল। অনন্তর হরি ক্রুদ্ধ হইয়া কালনেমিকে প্রাণ-হীন অবস্থায় ক্ষিতিতলে পাতিত করিলেন। হে রাজন্! চন্দ্রমা রাহুকে খড়্গ দ্বারা আহত করিলে রাহু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত হইল এবং সহস্ররশ্মি সূর্য্যকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার চন্দ্রকে আক্রমণ করিল। নিশাপতি সমরে রাহুকে খড়্গাঘাত করিলেন; কিন্তু রাহুর কঠিনাঙ্গে ব্যাহত হইয়া ঐ খড়্গ চূর্ণ হইয়া গেল। রাহু চন্দ্রকে সুদৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং সেই মহাসমরে সবেগে তাঁহাকে কণ্ঠ ধরিয়া তুলিয়া গলাধঃকরণ করত পুনরায় বাহির করিয়া দিল এবং মৃগচিহ্ন স্বীয় বক্ষে ধরিয়া পরিত্যাগ করিল। অনন্তর রাহু অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাকে লইয়া গিয়া ভক্তির সহিত জালন্ধরসমীপে নিবেদন করিল। বীর দুর্ব্বারণ ক্রুদ্ধ হইয়া গদা দ্বারা যমকে প্রহার করিল। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দুর্ব্বারণকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। জয়ন্ত পরিঘাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংহ্রাদ তাঁহাকে লইয়া ঐরাবতারোহণে জাল-ন্ধরসমীপে গমন করিল। ধনদ গদা-প্রহারে নিহ্রাদকে নিহত করিলেন। ১—১০। রুদ্রগণ শূলাঘাতে নিশুম্ভকে আহত করিলেন, নিশুম্ভ বাণজাল দ্বারা রুদ্রগণকে বিদ্ধ করিল। শুম্ভাসুর শরনিকর বর্ষণে দেবগণকে আচ্ছা-

দদৌ জালন্ধরায়াসৌ পৌলোম্নে সোঽপি সিন্ধবে।
অব্ধিনা চ মুখে ক্ষিপ্তো লোকো জীবতু নির্ভয়ঃ
বদ্ধ্বা চ নমুচিং পাশৈর্বাসবোঽপি রসাতলম্।
নিন্যে বিশ্বস্য হন্তারমথ জালন্ধরো যযৌ॥ ১৪
অথেন্দ্রবলয়োর্যুদ্ধমভূদ্রাজন্ সুদারুণম্।
বলাঙ্গরোচিষো ভান্তি দিশো দশ রবেরিব॥১৫
সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণি শক্রস্য শীর্ণান্যঙ্গে বলস্য চ।
বলীয়সা বলেনেন্দ্রো মুদ্গরেণ হতো হৃদি॥১৬
ননাদেন্দ্রস্ততো ভীমং তচ্ছ্রুত্বা স বলোঽহসৎ
হসতঽস্য নিশ্চেরুর্মুখতো মৌক্তিকানি চ॥১৭
তস্যাঙ্গস্যাভিলাষেণ ন যুদ্ধমকরোত্তদা।
তুষ্টাব বাসবোঽত্যর্থং তং বলং বলসাগরম্॥
বরং বৃণু সুরশ্রেষ্ঠেত্যুক্তঃ প্রাহ বলং প্রতি।

দিতে করিল। মায়াময় ময়দানব মৃত্যুকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া জালন্ধরকে অর্পণ করিলে, জালন্ধর তাহাকে সিন্ধুর করে সমর্পণ করিল। লোক নির্ভয়ে জীবন ধারণ করুক, এই মনে করিয়া সিন্ধু মৃত্যুকে মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। বাসব পাশ দ্বারা বিশ্বহন্তা নমুচিকে বন্ধন করিয়া রসাতলে লইয়া গেলেন। অনন্তর জালন্ধর সমরে প্রবেশ করিল। তখন ইন্দ্র ও বলদানবের দারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রবির প্রভার ন্যায় বলাসুরের দেহপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র যত অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সমস্তই বলাসুরের অঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। বলবান্ বল সুর ইন্দ্রের বক্ষস্থলে মুদ্গরাঘাত করিল। ইন্দ্র তখন ভীষণ সিংহনাদ করিলেন। বল, তৎশ্রবণে হাস্য করিতে লাগিল। তাহার হাস্যকালে মুখ হইতে মৌক্তিক সকল নির্গত হইল। ইন্দ্র বলাসুরের দেহ-লিপ্সায় তাহার সহিত আর যুদ্ধ করিলেন না। তখন তিনি সেই বলনিধান বলাসুরকে অত্যধিক স্তব করিলেন। স্তবতুষ্ট বলাসুর ইন্দ্রকে বলিল,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি বর

যদি তুষ্টোঽসি দৈত্যেশ স্বং বপুর্দাতুমর্হসি॥১৯
তদিন্দ্রবচনং শ্রুত্বা ভিত্ত্বা শস্ত্রৈর্গৃহাণ মাম্।
ইত্যুবাচ বলঃ সোঽপি কিমদেয়ং মহাত্মনাম্॥*
তথেত্যুক্ত্বা সহস্রাক্ষো মুদ্গরেণাহনদ্বলম্।
ন বিভেদ তদা দেহঃ শক্রশ্চিন্তামবাপ হ॥২১
স স্মারিতো মাতলিনা বজ্রেণাঙ্গং জঘান তৎ

গ্রহণ কর। ইন্দ্র সেই কথার উত্তরে বলকে বলিলেন,—হে দৈত্যপতে! তুমি যদি তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে তোমার স্বীয় দেহ দান কর। বলাসুর ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া শস্ত্রপ্রহারে স্বীয় দেহ ভেদ করত বলিল—,এই আমায় গ্রহণ কর। ইন্দ্র বলাসুরকে বলিলেন,—মহাত্মগণের অদেয় বস্তু কি আছে? ১১—২০। অনন্তর সহস্রাক্ষ 'তথাস্ত' বলিয়া মুদ্গর দ্বারা বলাসুরকে আহত করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার দেহ ভিন্ন হইল না। ইন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মাতলি ইন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

* অতঃপরমেতেঽধিকাঃ শ্লোকঃ পুস্তকান্তরসম্মতাঃ ;—
গীরিব শ্রোত্রহীনস্য লোলাক্ষীব বিচক্ষুষঃ।
পরেষু পুষ্পমালেব শ্রীঃ কদর্য্যস্য নিষ্ফলা॥
মহাত্মানো ন গৃহ্ণন্তি হিংসমানান্ রিপূনপি।
সপত্নীঃ প্রাপয়ন্ত্যব্ধিং সিন্ধবো নগনিম্নগাঃ॥
সুজনো যাতি বিকৃতিং
পরহিতনিরতো বিনাশকালেঽপি।
ছিন্নোঽপি চন্দনতরুঃ
সুরভয়তি মুখং কুঠারস্য॥
দেবং পরং বিনশ্যতি
তন্বরপি ন শ্রীর্নিবেদিতা সৎসু।
অবশিষ্যতে হিমাংশোঃ
সৈব কলা শিরসি যা শম্ভোঃ॥
তে সাধবো ভুবনমণ্ডলমৌলিভূতা,
যে সাধুতামনুপকারিষু দর্শয়ন্তি।
আত্মপ্রয়োজনবশাৎ কৃতছিন্নদেহাঃ,
পূর্ব্বাপকারিষু খলোঽপি হিতানুরক্তঃ॥

তেন বজ্রপ্রহারেণ বলাঙ্গং তদ্ব্যশীর্য্যত ॥ ২২
বলাঙ্গস্যৈকভাগস্তু পপাত কনকাচলে।
তুহিনাদ্রৌ দ্বিতীয়স্তু তৃতীয়ো গোনগেঽপতৎ
চতুর্থো দেবনদ্যাঞ্চ পঞ্চমো মন্দরে তথা।
বজ্রাকরে পপাতাংশঃ ষষ্ঠশ্চ বিজয়াঙ্গজঃ ॥ ২৪
তস্য জাতিবিশুদ্ধস্য পরিশুদ্ধেন কর্ম্মণা।
কায়স্থাবয়বাঃ সর্ব্বে রত্নবীজত্বমাগতাঃ ॥ ২৫
বজ্রাদস্থিকণাঃ কীর্ণাঃ ষট্‌কোণা মণয়োঽভবন্
অক্ষিভ্যামিন্দ্রনীলা বৈ মাণিক্যং শ্রুতিসম্ভবম্ ॥
ক্ষতজাৎ পদ্মরাগাঃ স্যুর্ম্মেদসো মরকতাস্তথা।
প্রবালানি চ জিহ্বাতো দন্তা মুক্তাস্তথাভবন্ ॥
মজ্জোদ্ভবং মরকতং গারুত্মতমভূন্নসা।
কাংস্যং পুরীষং রজতং বীর্য্যং তাম্রঞ্চ মূত্রজম্
অঙ্গস্যোদ্বর্ত্তনাজ্জাতং পিত্তলং ব্রহ্মবীতিকাঃ।
নাদাদ্বৈদূর্য্যমুৎপন্নং রত্নং চারুতরং তথা ॥ ২৯
নখেভ্যঃ কনকোৎপত্তী রুধিরাচ্চ রসোদ্ভবঃ।
মেদসঃ স্ফটিকং জাতং প্রবালং মাংসসম্ভবম্ ॥
বলদেহোদ্ভবান্যাসন্ রত্নানি পৃথিবীতলে।
পুণ্যোপচয়সম্পত্ত্যা ভোক্ষ্যন্তে বিমলৈর্জনৈঃ ॥
অত্রান্তরে হতং শ্রুত্বা বলং মঘবতা মৃধে।
প্রভাবতী নাম রাজ্ঞী যযৌ তচ্চরণান্তিকম্ ॥৩২
বিললাপ পতিং দৃষ্ট্বা বিকীর্ণাবয়বং রণে।
প্রভাবত্যশ্রুপূর্ণাক্ষী মুক্তকেশী ঘনস্তনী ॥ ৩৩
হা নাথ বল বিক্রান্ত কান্তদেহ জগৎপ্রিয়।
মাং ত্বং বিহায় কিঞ্চাত্র কৈবল্যং গতবানসি ॥
জরাকুষ্ঠাদিভির্ব্যাপ্তং বুদ্ধা দেহং ত্যজন্তি ন।
দেহিনোঽন্যে পরং কান্ত ত্বয়া দেহো বৃথোজ্‌ঝিতঃ ॥ ৩৫
তব দেহেন দিব্যেন হারকং ভূষ্যতে প্রিয়।
রণোৎসুকেন ভবতা যা বেণী গ্রথিতা মম ॥৩৬
তামুদ্‌গ্রথয় বৈধব্য-দুঃখার্ত্তায়াঃ স্বয়ং প্রিয়।
এবং বিলপতীং বীক্ষ্য বলরাজ্ঞীং সমুদ্রজঃ।

ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বলাঙ্গ বি। করিলেন। বজ্রপ্রহারে তাহার অঙ্গ বিশীর্ণ হইল। বলাঙ্গের একাংশ কনকাচলে, দ্বিতীয় ভাগ হিমাচলে, তৃতীয় অংশ গোনগে, চতুর্থ ভাগ দেবনদীতে, পঞ্চম অংশ মন্দরে এবং ষষ্ঠ বজ্রাকরে পতিত হইল। বলাসুরের জাতি-বিশুদ্ধ কলেবরের অংশ সকল রত্নবীজরূপে পরিণত হইল। বজ্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি-খণ্ড সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া ষট্‌কোণাকার মণি-রূপ ধারণ করিল। বলাসুরের অক্ষিযুগ হইতে ইন্দ্রনীল, কর্ণ হইতে মাণিক্য, রক্ত হইতে পদ্মরাগ, মেদ হইতে মরকত, জিহ্বা হইতে প্রবালদল, দন্ত হইতে মুক্তা সকল, মজ্জা হইতে মরকত, এবং নাসিকা হইতে গারুত্মত উৎপন্ন হইল। তাহার পুরীষ কাংস্য, বীর্য্য রজত, এবং মূত্র তাম্র হইল। বলের অঙ্গোদ্বর্ত্তন হইতে পিত্তল, নাদ হইতে বৈদূর্য্য ও চারুতর রত্ন সকল, নখরাজি হইতে কনক, রুধির হইতে রস, মেদ হইতে স্ফটিক এবং মাংস হইতে প্রবাল উৎপন্ন হইল। পৃথিবীতে সমস্ত রত্নই বলদেহ হইতে সমুৎপন্ন। নির্ম্মল জনগণ পুণ্যরাশি সঞ্চয়পূর্ব্বক ঐ সকল রত্ন ভোগ করিয়া থাকেন। ২১—৩০। ইত্যবসরে রাজ্ঞী প্রভাবতী স্বীয় পতি বলাসুর সমরে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন শুনিয়া তাহার চরণ-প্রান্তে গমন করিলেন এবং রণক্ষেত্রে নিজ পতিকে বিকীর্ণ-দেহে পতিত দেখিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলুলায়িত কেশে বিলাপ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হা নাথ! হা বল বিক্রান্ত, জগৎপ্রিয়, কান্তদেহ! আপনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে কি কৈবল্য লাভ করিলেন? অন্যান্য দেহিগণ স্ব স্ব দেহ জরাকুষ্ঠাদিব্যাপ্ত হইয়াছে বুঝিয়াও পরিত্যাগ করে না; কিন্তু আপনি আপনার কমনীয় দেহ বৃথাই পরিত্যাগ করিলেন। হে প্রিয়! তোমার দিব্য দেহ দ্বারা হারেরও শোভা হইত। তুমি রণোৎসুক হইয়া যে বেণী আমার বাঁধিয়া দিয়াছিলে, হে প্রিয়! বৈধব্যদুঃখপাতিতা আমার সেই বেণী এখন তুমি স্বহস্তে উন্মোচন করিয়া দাও। সমুদ্র-

দুঃখিতঃ শুক্রমিত্যাহ বলং জীবয় ভার্গব ॥ ৩৭
শুক্র উবাচ।
ইচ্ছয়া মরণং প্রাপ্তং তং কথং জীবয়াম্যহম্।
তথাপি মন্ত্রসামর্থ্যাদ্বাচমুচ্চারয়িষ্যতি ॥ ৩৮
জালন্ধর উবাচ।
বলস্য রূপবচনং শ্রোতুমিচ্ছামি ভার্গব।
জালন্ধরেণৈবমুক্তঃ ক্ষণধ্যানপরোঽভবৎ ॥৩৯
অথোদতিষ্ঠদ্বদনাৎ স্বনঃ শ্রোত্রমনোরমঃ।
প্রভাবতীং প্রতি ব্যক্তং বাদ্যভাণ্ডাদিবোত্থিতঃ
প্রভাবতি স্বদেহং ত্বং মমাঙ্গেষু লয়ং নয়।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নদী জাতা প্রভাবতী
বলাঙ্গেষেব লীনা সা সুমেরোঃ পূর্ববাহিনী।
যস্যাস্তোয়েন সঞ্জাতা রত্নানাং কান্তিরুত্তমা ॥৪১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বলদৈত্যস্বর্গারোহণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ততো জালন্ধরঃ ক্রুদ্ধঃ প্রাহ তং দৈত্যসূদনম্।
কপটেন বলং হত্বা ক্ব যাস্যসি বলাধম ॥ ১
ইত্যুক্ত্বা তং শতমখং সিন্ধুসূনুঃ প্রতাপবান্।
সসূতাশ্বধ্বজরথং ছাদয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ২
পপাত মূর্চ্ছিতঃ শক্রো রথোপরি শরৈঃ ক্ষতঃ।
দৃষ্ট্বা তং পতিতং শক্রং জগর্জ্জার্ণবনন্দন ॥ ৩
মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বা মুমোচেন্দ্রো বজ্রং জালন্ধরং প্রতি
তদাদ্রিদলনং হস্তে গৃহীত্বা সিন্ধুসম্ভব ॥ ৪
বজ্রং কক্ষাপুটে ধৃত্বা রথাদুত্তীর্য্য সত্বরম্।
অভ্যধাবত দৈত্যেন্দ্রো দেবেন্দ্রং ধর্ত্তুমাহবে ॥৫
ততো দুদ্রাব মঘবা রথং ত্যক্ত্বা হরিং স্মরন্।
রথমিন্দ্রস্য মদবানারুহ্যার্ণবনন্দনঃ ॥ ৬

নন্দন জালন্ধর বলমহিষীকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া দুঃখিতভাবে বলিল,—হে ভার্গব! আপনি বলাসুরকে উজ্জীবিত করুন। শুক্র কহিলেন,—যে ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক মরণপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে আমি কিরূপে উজ্জীবিত করিব? একার্য্য যদিও অসম্ভব, তথাপি আমি মন্ত্রবলে এরূপ করিব, যাহাতে এই বলাসুর স্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিবে। জালন্ধর কহিল,—হে ভার্গব! আমি বলাসুরের রূপ এবং বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি। জালন্ধর এই কথা কহিলে শুক্র ক্ষণকাল ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া রহিলেন। অনন্তর বলাসুরের বদন হইতে এক শ্রবণ-মনোরম শব্দ উত্থিত হইল। উহা যেন বাদ্য-ভাণ্ড হইতে উত্থিত শব্দের ন্যায় প্রভাবতীর প্রতি কহিল,—প্রভাবতি! তুমি স্বীয় দেহ আমার অঙ্গে লয় করিয়া ফেল। প্রভাবতী তাহার এই বাক্য শুনিয়া নদীর আকার ধারণ করিলেন, তিনি বলাঙ্গে লীন হইয়া সুমেরু শৈলের পূর্ব্ববাহিনী হইলেন। তাঁহারই জলে রত্নসমূহের কান্তি উত্তম হইতে লাগিল। ৩১—৪১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর জালন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যসূদন ইন্দ্রকে বলিল,—রে বলাধম! তুই কপটতার সহিত বলাসুরকে নিহত করিয়া কোথায় যাইতেছিস্? প্রতাপ-বান্ সিন্ধুনন্দন ইন্দ্রকে এই কথা কহিয়া শরনিকর দ্বারা সূত অশ্ব ধ্বজ ও রথ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ইন্দ্র শরবিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় রথোপরি পতিত হইলেন। জালন্ধর ইন্দ্রকে পতিত দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ইন্দ্র মূর্চ্ছা পরিত্যাগ করিয়া জালন্ধরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন সিন্ধুনন্দন কক্ষাপুটে পর্ব্বতভেদী বজ্র লইয়া, সত্বর রথ হইতে নামিয়া দেবেন্দ্রকে ধরিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল।১—৫। অনন্তর দেবেন্দ্র রথ পরিত্যাগ করিয়া হরিস্মরণ করিতে করিতে পলায়ন

যন্তারং মাতলিং কৃত্বা যযৌ প্রাপ্তমনোরথঃ ॥
রথমিন্দ্রস্য তরসা যত্র যত্র যযৌ বলে।
জালন্ধরো মহাবাহুঃ স্বয়ং চাম্বুধরো যথা ॥ ৮
ততঃ স কোপাৎ পুরুষোত্তমঃ স্বয়ং,
খড়্গং সমুদ্যম্য চ নন্দকং রণে।
সম্প্রেরয়িত্বা গরুড়ং মনোজবং,
জঘান কোপেন চ দৈত্যবাহিনীম্।
রথান্ হয়ান্ কুঞ্জরপত্তিসঙ্ঘান্
স পাতয়ামাস বলাৎ সহস্রশঃ ॥ ৯
জনার্দ্দনঃ কশ্যপসূনুসংবৃত-
শ্চকার সংখ্যে চরিতং ভয়াবহম্।
কেশাস্থিমজ্জারুধিরৌঘবাহিনীং
পিশাচবেতালবিহঙ্গসেবিতাম্ ॥ ১০
করোরুজঙ্ঘায়ুধশস্ত্রপূরিতাং
সুদুস্তরাং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতাম্।
বস্ত্রাম্বহারাঙ্গদভূষিতাং তাং
বিঘূর্ণনেত্রোৎসবকান্তিবাসসম্ ॥ ১১

বিষ্ণুনা নিহতং সৈন্যং দৃষ্ট্বা দানবপুঙ্গবাঃ।
জালন্ধরাজ্ঞয়া সর্ব্বে রুরুধুঃ পরিতো হরিম্ ॥ ১২
দৈত্যাস্তে তত্র বাণৌঘান্ বর্ষমাণা যথাম্বুদাঃ।
যথা দ্বিরেফাঃ কমলং পর্ব্বতং জলদা ইব ॥ ১৩
চূতং যথা পক্ষিগণা গগনং ধূপসঞ্চয়ঃ।
ন দৃশ্যোঽভূত্তদা বিষ্ণুর্ন তার্ক্ষ্যো রণসঙ্কটে ॥ ১৪
সর্ব্বে তে রথমারূঢ়া সর্ব্বশস্ত্রৈর্মহাসুরাঃ।
বৈকুণ্ঠাধিপতিং জঘ্নু গর্জ্জন্তো ভীমনিস্বনৈঃ ॥ ১৫
তান্ সর্ব্বান্ ভীমরূপেণ দৈত্যারিঃ কুপিতস্তদা।
রণে নিপাতয়ামাস বায়ুঃ পর্ণচয়ং যথা ॥ ১৬
শৈলরোমা ততো বিষ্ণুং দৈত্যঃ কোপাদধাবত
হরেরপি শরাস্তস্য শরীরে শীর্ণতাং গতাঃ ॥ ১৭
শৈলরোমা চ দৈত্যারিশরীরং চাহনচ্ছরৈঃ।
হরিঃ খড়্গং বিনির্ধূয় শিরস্তস্য জহার হ ॥ ১৮

করিলেন। সিন্ধুনন্দন ইন্দ্রের রথে আরোহণ ও মাতলিকে সারথ্যকর্ম্মে নিয়োগ করিয়া গমন করিল। তাহার মনোরথ-প্রাপ্তি হইল। মহাবাহু জালন্ধর ইন্দ্ররথে আরোহণ করিয়া অম্বুধরবৎ বেগে যত্র তত্র গমন করিতে লাগিল। অনন্তর পুরুষোত্তম হরি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় করে নন্দক নামক খড়্গ গ্রহণ করিয়া মনোজব গরুড়কে পরিচালন-পূর্ব্বক কোপভরে দৈত্যবাহিনী সংহার করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র রথ অশ্ব কুঞ্জর ও পদাতিক সৈন্য তাঁহার হস্তে নিহত হইল। জনার্দ্দন গরুড়ারূঢ় হইয়া সমরে ভয়াবহ কাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তখন রণক্ষেত্র কেশ, অস্থি, মজ্জা ও রুধির-ধারায় পরিব্যাপ্ত হইল। পিশাচ, বেতাল ও বিহঙ্গসমূহ তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। হস্ত জানু জঙ্ঘা আয়ুধ ও শস্ত্রসমূহে রণস্থল পূরিত হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। নানা স্থানে ব্যাঘ্র ও গজেন্দ্রগণ বিচরণ করিতে লাগিল। রক্ত, অস্ত্র, হার ও অঙ্গদরাজি দ্বারা রণস্থলীর প্রান্তভাগ বিভূষিত হইল। উহার স্থানে স্থানে মরণোন্মুখ সৈন্যসমূহের নেত্রপংক্তি ও রম্য রম্য বসনরাজি ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান দৈত্যগণ স্বীয় সৈন্যদিগকে বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া জালন্ধরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সর্ব্বদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। যেমন দ্বিরেফমালা কমলকে, জলদগণ পর্ব্বতকে, বিহঙ্গগণ চূতবৃক্ষকে এবং ধূমরাশি অম্বরকে আবৃত করে, দৈত্যগণ বাণবর্ষণ করিয়া তেমনি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সেই রণ-সঙ্কটে বিষ্ণু বা বিষ্ণু-বাহন গরুড় কাহাকেই দেখা যাইতে লাগিল না। মহাসুরগণ সকলেই রথারূঢ় হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৬—১৫। বায়ু যেমন পর্ণরাশি উড়াইয়া দেয় দৈত্যারি বিষ্ণু তেমনি কুপিত হইয়া ভীষণরূপে দৈত্যদিগকে রণে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর শৈলরোমা নামক এক দৈত্য বিষ্ণুর প্রতি সকোপে ধাবিত হইল। হরি তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহার অঙ্গে সমস্ত শরই শীর্ণ হইয়া গেল। দৈত্য

ছিন্নে শিরসি দৈত্যস্য কবন্ধো বিক্রমন্ রণে।
শৈলরোমা ভুজাভ্যাঞ্চ তার্ক্ষ্যং জগ্রাহ পক্ষয়োঃ
শিরশ্চোৎপত্য তরসা বিলগ্নং স্কন্ধয়োর্দৃঢ়ম্।
ততস্তত্রাস্য যুদ্ধেন হৃষীকেশোঽপি বিস্মিতঃ॥
শিরঃ সংলগ্নমালোক্য গরুড়ো ন্যপতদ্ভুবি।
পুনশ্চোৎপত্য বেগেন শিরঃস্থানং সমাশ্রয়ৎ॥২১
শৈলরোমা ততো বিষ্ণুং জহার গরুড়াদ্বলী।
হরির্জঘ্নে তলেনাশু গতাসুশ্চাপতদ্ভুবি॥ ২২
ততো জালন্ধরঃ সূতং খড়্গরোমাণমব্রবীৎ।
সম্প্রেষয় রথং তত্র যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ॥ ২৩
জালন্ধরস্য বচনাৎ খড়্গরোমানয়দ্রথম্।
দৃষ্ট্বা তং পুরতো বিষ্ণুমুবাচার্ণবনন্দনঃ॥ ২৪
নিঃশঙ্কং জহি মাং বিষ্ণো নাহং ত্বা হন্মি মাধব
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
নারায়ণঃ প্রাণহরৈঃ শরৈরেনমপূরয়ৎ।
বিষ্ণুনা চ বিভিন্নাঙ্গোঽর্ণবসূনুঃ প্রতাপবান্॥
হরিং সম্পূরয়ামাস মার্গণৌঘৈর্নিরন্তরম্।
অস্য বাণশতৈর্ভিন্নো গরুড়ো মূর্চ্ছিতোঽপতৎ
গরুড়ং পতিতং দৃষ্ট্বা সিন্ধুসূনোঃ শরৈর্ভুবি।
রথং সংস্মারয়ামাস বৈকুণ্ঠস্থং জনার্দ্দনঃ॥ ২৮
স রথস্তস্য সম্প্রাপ্তঃ সূতহীনো হয়ৈর্বৃতঃ।
অশ্বৈর্বৃতং রথং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ভগবান্ রণে॥
সম্বোধয়িত্বা গরুড়ং সারথ্যে সমযোজয়ৎ।
স ধৃত্বা মুকুটং মূর্দ্ধ্নি কৌস্তুভং হৃদয়ে মণিম্॥৩০
পুরুষার্থান্ হয়ান্ কৃত্বা যযৌ জালন্ধরং হরিঃ।
মেদিনীং রথচক্রেণ দারয়ংশ্চ সুরৈঃ সহ॥৩১
জঘান তরসা বাণৈর্দানবানাঞ্চ বাহিনীম্।
দেবরাজেন সন্দিষ্টো বীতিহোত্রো রণাঙ্গনে॥

শৈলরোমা শরাঘাতে বিষ্ণুদেহ জর্জ্জরিত করিল। হরি তখন নিজ খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। দৈত্যের মস্তক ছিন্ন হইলেও সে কবন্ধ হইয়া রণে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সে স্বীয় ভুজযুগ দ্বারা বিষ্ণুবাহন গরুড়ের পক্ষযুগ ধরিয়া ফেলিল। তখন তাহার মস্তকও বেগে উত্থিত হইয়া তদীয় স্কন্ধদেশে দৃঢ় সংলগ্ন হইল। অনন্তর হৃষীকেশ ঐ অসুরের যুদ্ধে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শৈলরোমার মস্তক সংলগ্ন হইল দেখিয়া গরুড় ভূপতিত হইলেন এবং পুনরায় উৎপতিত হইয়া বেগে তদীয় শিরোদেশে আশ্রয় লইলেন। অনন্তর শৈলরোমা গরুড়ের পৃষ্ঠ হইতে বেগে বিষ্ণুকে হরণ করিল। হরি তাহাকে তল-প্রহার করিলেন। সে আশু গতাসু হইয়া ভূপতিত হইল। অনন্তর জালন্ধর সারথি খড়্গরোমাকে বলিল,—হে সূত! দেব জনার্দ্দন যেখানে আছেন, সেইস্থানে রথ পরিচালন কর। জালন্ধরের আদেশে খড়্গ-রোমা রথচালন করিল, সিন্ধুনন্দন বিষ্ণুকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল,—হে বিষ্ণো! তুমি নির্ভয়ে আমায় হনন কর, আমি তোমায় হনন করিব না। তাহার সেই বাক্য শুনিয়া ক্রোধ-রক্তনেত্র নারায়ণ প্রাণহর শরনিকর দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। প্রতাপবান্ অর্ণবনন্দন বিষ্ণু কর্ত্তৃক ভিন্নগাত্র হইয়া শর-নিকর দ্বারা তাঁহাকে নিরন্তর প্রপীড়িত করিল। জালন্ধরের শত শত বাণে বিদ্ধ হইয়া গরুড় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। জনার্দ্দন স্বীয়বাহন গরুড়কে সিন্ধুনন্দনের শরাঘাতে ভূ-পতিত দেখিয়া বৈকুণ্ঠস্থ নিজ রথ স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র তাঁহার রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলেন, সে রথে সারথি নাই, কেবল অশ্বগণ আছে। তাদৃশ রথ দর্শনে ভগবান্ রণমধ্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া গরুড়ের চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকেই সারথ্য কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন। তিনি মস্তকে মুকুট পরিলেন, হৃদয়ে কৌস্তভ মণি ধারণ করিলেন। ১৬—৩০। হরি এইরূপে সাক্ষাৎ পুরুষকারস্বরূপ স্বীয় অশ্বদিগকে নিয়োগ করিয়া জালন্ধর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার রথচক্রে মেদিনী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি সুরগণকে সঙ্গে লইয়া বেগে বাণাঘাতে দানববাহিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন। দেবরাজাদিষ্ট অগ্নিদেব সমীর-

দদাহ দানবানীকং সমীরণসমন্বিতঃ ।
তদা হতং ভগবতা দৈত্যসৈন্যং সুরৈঃ সহ ॥৩৩
জালন্ধরঃ স্বল্পশেষং দধ্যৌ দৃষ্ট্বা বলং স্বকম্ ।
অথাহ ভার্গবং রাজা মৎসৈন্যং নিহতং সুরৈঃ ॥
ত্বয়ি তিষ্ঠতি মন্ত্রজ্ঞে বিখ্যাতো বিদ্যয়া ভবান্
কিং তয়া বিদ্যয়া ব্রহ্মন্ ক্ষাত্রেণাথ বলেন চ ॥
যা ন রক্ষতি রোগার্ত্তান্ যদ্বলং শরণাগতান্ ।
জালন্ধরবচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্তমভাষত ॥ ৩৬
পশ্য রাজন্ মম বলং ব্রাহ্মণস্য রণাঙ্গনে ।
ইত্যুক্ত্বা বারিণা স্পৃষ্টা হুঙ্কারেণ প্রবোধিতাঃ ॥
উত্থাপিতাস্তে কবিনা শরৌঘৈঃ প্রাণহারকৈঃ ।
দেবা হতা রণে পেতুঃ সমন্তাৎ সিন্ধুসূনুনা ॥ ৩৮
বাণৈর্জ্জর্জ্জরদেহাস্তে ধৃতপ্রাণা নরাধিপ ।
ন মৃতাস্ত্বমরত্বাচ্চ বাণৈর্ভিন্নাশ্চ সত্তম ॥ ৩৯

ততো নারায়ণো দেবো বৃহস্পতিমভাষত ।
ধিগ্বলং দৈবতং গুরো যো ন জীবয়সে সুরান্ ॥
ধিষণস্তু জগন্নাথমুবাচ স্বরিতং তদা ।
ঔষধীভিরহং স্বামিন্ জীবয়িষ্যামি নির্জ্জরান্ ॥৪১
ইত্যুক্ত্বা ধিষণঃ সোঽপি যযৌ ক্ষীরার্ণবস্থিতম্ ।
দ্রোণমদ্রিং তদা গত্বা সুখং গৃহ্যৌষধীঃ স্বয়ম্ ॥
গুরুস্তাসাঞ্চ যোগেন জীবয়ামাস নির্জ্জরান্ ।
উত্থিতাস্তে ততো দেবা জঘ্নুর্দানববাহিনীম্ ॥
দেবান্ সমুত্থিতান্ দৃষ্ট্বা ক্ষভাষে সিন্ধুজঃ কবিম্
বিনা ত্বদ্বিদ্যয়া কাব্য কথমেতে সমুত্থিতাঃ ॥৪৪
ইতি দৈত্যোক্তমাকর্ণ্য শুক্রঃ প্রাহার্ণবাত্মজম্ ।
ক্ষীরসাগরমধ্যস্থো দ্রোণো নাম মহাগিরিঃ ॥৪৫
ঔষধ্যস্তত্র তিষ্ঠন্তি জীবয়ন্তি চ যা মৃতান্ ।
তত্র গত্বা সুরাচার্য্যো গৃহীত্বৌষধিসঞ্চয়ম্ ॥৪৬

সহ সমরে দানবসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু সুরগণসহ সম্মিলিত হইয়া প্রায় সমস্ত দৈত্যসৈন্য বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে জালন্ধর স্বীয় অল্পাবশিষ্ট সৈন্য দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইল এবং গুরু শুক্রাচার্য্যকে কহিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনার ন্যায় মন্ত্রজ্ঞ থাকিতে সুরগণ আমার সৈন্য নিঃশেষিত করিল! আপনি বিদ্যাবলে বিখ্যাত; কিন্তু যে বিদ্যা রোগার্ত্তকে রক্ষা করে না, বা যে বল শরণাগত রক্ষায় অক্ষম, তাহার বিদ্যা বা ক্ষাত্রবল দ্বারা কি হইবে? জালন্ধরের বাক্য শুনিয়া ভার্গব কহিলেন,—রাজন্! মাদৃশ ব্রাহ্মণের বল অবলোকন করুন। এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য মৃত দানবদিগের উপরে বারি নিক্ষেপ করিয়া হুঙ্কার করিলেন। দানবগণ তৎকর্ত্তৃক প্রবোধিত ও উত্থাপিত হইয়া প্রাণঘাতী শরনিকরনিক্ষেপে দেবগণকে নিহত করিতে লাগিল। দেবগণ শরাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! এই সময় জালন্ধরও দেবগণোপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে দেবতারা জর্জ্জরদেহ হইয়া অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন। হে সত্তম! দেবগণ বাণ দ্বারা ভিন্নগাত্র হইয়াও অমরত্ব হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না। অনন্তর নারায়ণদেব বৃহস্পতিকে বলিলেন,—হে দেবগুরো! আপনার বল অকিঞ্চিৎকর; যেহেতু আপনি সুরগণকে সঞ্জীবিত করিতেছেন না। তখন বৃহস্পতি জগন্নাথকে বলিলেন,—প্রভো! আমি ঔষধি দ্বারা দেবগণকে সঞ্জীবিত করিব। বৃহস্পতি এই বলিয়া ক্ষীরার্ণবস্থ দ্রোণাচলে গমন করিলেন এবং তথা হইতে অনায়াসে ঔষধি লইয়া আসিয়া তৎসাহায্যে সুরগণকে সঞ্জীবিত করিলেন। অনন্তর সেই সকল দেব উত্থিত হইয়া দানব-বাহিনীকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৩১—৪৩। দেবগণকে উত্থিত দেখিয়া জালন্ধর শুক্রাচার্য্যকে কহিল,—হে কাব্য! ভবদীয় বিদ্যা ব্যতীত কিরূপে এই দেবগণ উত্থিত হইল? শুক্রাচার্য্য দৈত্যরাজের এই কথা শুনিয়া জালন্ধরকে কহিলেন,—ক্ষীরসাগর মধ্যে দ্রোণাচল নামে এক মহাগিরি আছে। তাহাতে বহু ঔষধি অবস্থিত। সেই সকল ঔষধিই মৃতসঞ্জীবনী।

রণে বিনিহতান্ দেবানুত্থাপয়তি মন্ত্রতঃ।
ভার্গবোক্তমথাকর্ণ্য সৈন্যভারং মহাবলঃ ॥ ৪৭
শুম্ভে নিক্ষিপ্য তরসা যযৌ জালন্ধরোঽর্ণবম্।
অথ প্রবিষ্টঃ ক্ষীরাব্ধৌ বেশ্ম দিব্যং মহাপ্রভম্
প্রবিশ্য তত্র ক্ষীরাব্ধেঃ ক্রীড়াস্থানং দদর্শ সঃ।
নোষ্ণো ন শীতলো বায়ুর্ন তমো যত্র দৃশ্যতে ॥
যত্র গায়ন্তি নৃত্যন্তি ক্রীড়ন্তি চ বরস্ত্রিয়ঃ।
সুপীনস্তনভারাঢ্যাঃ কৃশোদর্য্যঃ সুদন্তিকাঃ ॥৫০
নেত্রবিভ্রমবিক্ষেপৈর্নিতম্বপরিবর্ত্তনৈঃ।
অঙ্গৈঃ সম্মোহনৈ রম্যৈর্ব্বাহুবল্লীবিচালনৈঃ ॥ ৫১
পাদবিন্যাসরণিতৈর্মধুরৈর্ব্বচনস্তবৈঃ।
সৌগন্ধ্যসৌখ্যদৈর্ব্বাসৈর্নেত্রভ্রমরহুঙ্কৃতৈঃ ॥ ৫২
চামরান্দোললীলাভিঃ স্রগ্‌ভিঃ স্মিতবিলো-
কিতৈঃ।
সেবাঞ্চক্রুর্ব্বিলাসিন্যস্তত্র গম্ভোদধেঃ সুতঃ ॥৫৩
ক্রীড়ন্তং তত্র দুগ্ধাব্ধিং সংবীক্ষ্য সমরোৎসুকঃ
অথাহ প্রণিপত্যাসৌ ক্ষীরাব্ধিং তাত হংসি মাম্
দ্রোণাচলৌষধীর্ব্যাজাদম্বুভিঃ প্লাবয়াশ্বতঃ ॥ ৫৪

ক্ষীরসাগর উবাচ।

তং প্রাপ্তং শরণং পুত্র প্লাবয়াম্যূর্ম্মিভিঃ কথম্।
মুনীন্দ্রাস্তং ন শংসন্তি যস্ত্যজেচ্ছরণাগতম্ ॥৫৫
পিতৃব্যবচনং শ্রুত্বা সংক্রোধাৎ সন্ততং গিরিম্।
তলপ্রহরণেনৈব তাড়য়ামাস দৈত্যরাট্ ॥ ৫৬
ততো দ্রোণগিরী রাজন্ ভীতো জালন্ধরাদ্-
ভৃশম্।
অথাজগাম রূপেণ প্রাহ জালন্ধরং প্রতি ॥৫৭
তবাহমভবং দাসো রক্ষ মাং শরণাগতম্।
রসাতলং মহাবাহো যাস্যামি তব শাসনাৎ ॥৫৮
যাবত্ত্বং কুরুষে রাজ্যং তাবৎ স্থাস্যাম্যহং
প্রভো।
ওষধীনাং বিরাবেণ সিদ্ধানাং রোদনেন চ ॥৫৯
রসাতলং জগামাদ্রিঃ সিন্ধুসূনোঃ প্রপশ্যতঃ।

সুরাচার্য্য দ্রোণাচলে গিয়া সেই ওষধি আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্রবলে নিহত দেবগণকে উত্থাপিত করিয়াছেন। ভার্গবের বাক্য শুনিয়া মহাবল জালন্ধর শুম্ভাসুরের উপর সৈন্যভার অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং সাগরসমীপে গমন করিল। অনন্তর ক্ষীরাব্ধিমধ্যস্থ এক মহোজ্জ্বল দিব্য গৃহে প্রবেশ করিয়া জালন্ধর তথায় ক্ষীরাব্ধির ক্রীড়াস্থান দেখিল। ঐ ক্রীড়াস্থানের বায়ু না উষ্ণ না শীতল; সেখানে তমঃপ্রসার পরিদৃষ্ট হয় না। বর স্ত্রীগণ তথায় নৃত্য গান ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় নেত্রবিভ্রম, নিতম্ব-পরিবর্ত্তন, সুরম্য সম্মোহন অঙ্গচালন, বাহুবল্লী-বিক্ষেপণ, পাদন্যাস-রণন, সুমধুর সুবচন, সৌগন্ধ্য-সৌখ্যপ্রদ গন্ধ, নয়ন-ভ্রমরঝঙ্কার, চামরান্দোলন-লীলা, মাল্যদাম ও স্মিত-বিলোকন প্রভৃতি দ্বারা পীনস্তনী কৃশোদরী সুদতী বিলাসিনীগণ দুগ্ধাব্ধিকে সেবা করিয়া থাকে। সমরোৎসুক সাগরনন্দন জালন্ধর তথায় গিয়া দুগ্ধাব্ধিকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল,—হে তাত! আপনি আমার ক্ষতি করিতেছেন। অতএব, ছলক্রমে জলরাশি দ্বারা অবিলম্বে দ্রোণাচলস্থ ওষধিসমূহ প্লাবিত করুন। ক্ষীরসাগর কহিলেন,—পুত্র! আমি শরণাগত ব্যক্তিকে কি প্রকারে ঊর্ম্মি দ্বারা প্লাবিত করিব। যে জন শরণাগতকে পরিত্যাগ করে, মুনীন্দ্রগণ তাহার প্রশংসা করেন না। পিতৃব্যের বাক্য শুনিয়া দৈত্যরাজ সক্রোধে গিরিকে তলপ্রহারে তাড়িত করিল। ৪৪—৫৬। অনন্তর দ্রোণাচল জালন্ধর হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহার নিকট আগমন করিল এবং বলিল,—হে মহাবাহো! তোমার আমি দাস; শরণাগত আমি, আমায় রক্ষা কর। তোমার আদেশে আমি রসাতলে গমন করিব। হে প্রভো! যতকাল তোমার রাজ্য চলিবে, ততকাল আমি রসাতলে অবস্থান করিব। এই বলিয়া দ্রোণাচল সিন্ধুনন্দনের সমক্ষেই রসাতলে গমন করিল। দ্রোণাচলের গমনে ঔষধি সকল চীৎকার করিতে লাগিল এবং

ততো জালন্ধরো বীর আজগাম মহারণম্ ॥৬০
পূর্ব্বকল্পিতমারুহ্য রথস্থং কেশবং যযৌ।
রথস্থং মাধবং দৃষ্ট্বা জহাসোচ্চৈর্নদীসুতঃ ॥ ৬১
তাবত্ত্বং তিষ্ঠ শকটে যাবদ্ধন্যামরীনহম্।
এবমুক্ত্বা জঘানাশু শরৈস্তাং দেববাহিনীম্ ॥৬২
বাণৈর্বিদারিতা দেবাস্ত্রাহীত্যুচুর্বৃহস্পতিম্।
ততো বৃহস্পতিঃ শীঘ্রমগমৎ ক্ষীরসাগরম্ ॥ ৬৩
অদৃষ্ট্বা তং ততো দ্রোণমভূচ্চিন্তাপরো নৃপ।
অথাগত্য রণস্তূর্ণমমরান্ প্রাহ গীষ্পতিঃ ॥ ৬৪
পলায়ধ্বং সুরাঃ সর্ব্বে দ্রোণাদ্রিঃ ক্ষয়মাগতঃ।
এবমুক্তবতস্তস্য গুরোশ্চিচ্ছেদ সিন্ধুজঃ ॥ ৬৫
যজ্ঞোপবীতং কেশাংশ্চ বাণৈস্তীক্ষ্ণৈর্হসন্ সুরান্
ততো দুদ্রাব বেগেন গুরুঃ প্রাণভয়ার্দ্দিতঃ ॥৬৬
দেবাঃ সর্ব্বে রণং হিত্বা পলায়াঞ্চক্রিরে নৃপ।
এবং বিদ্রাব্য দেবান্ বৈ জনার্দ্দনমধাবত ॥ ৬৭
হৃষীকেশোঽপি দৈত্যেশমভ্যধাবদ্রণোৎসুকঃ।
ততো যুদ্ধমভূদ্ঘোরং বিষ্ণোর্জালন্ধরস্য চ ॥৬৮
দুর্দ্ধর্ষণো বাণজালৈঃ প্রাবৃয়ামাস কেশবম্।
তান্ বাণান্ খণ্ডশঃ কৃত্বা পূরয়িত্বা শরৈর্মহান্ ॥
বাসুদেবোঽসুরং বাণৈর্জালন্ধরমপীড়য়ৎ।
জালন্ধরো রথং ত্যক্ত্বা শরপীড়িতবিগ্রহঃ ॥ ৭০
বিষ্ণুং বিজেতুং দুদ্রাব সংযতিস্থমথ দ্রুতম্।
তমায়ান্তং রণে দৃষ্ট্বা হরির্বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৭১
বাণানঙ্গেঽসহদ্বিষ্ণোঃ প্রাপ্তোঽসৌ রথসন্নিধৌ
হস্তেনৈকেন গরুড়ং দ্বিতীয়েন রথং হরেঃ ॥৭২
ভ্রাময়িত্বাম্বরে শশ্বৎ শ্বেতদ্বীপে ন্যপাতয়ৎ।
জালন্ধরকরক্ষিপ্তো গরুড়োঽপি পপাত হ ॥৭৩
ক্রৌঞ্চদ্বীপে স তত্রৈব বিশ্রামমকরোচ্চিরম্।
অচ্যুতঃ প্রচ্যুতস্তস্মাদ্ভ্রমতো রথমণ্ডলাৎ ॥৭৪

সিন্ধুগণ রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বীর জালন্ধর মহারণে প্রবেশ করিল এবং রথস্থ কেশবসমীপে উপস্থিত হইল। নদী-নন্দন জালন্ধর রথস্থ মাধবকে দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিল এবং বলিল,—যাবৎ আমি অরি-কুল সংহার করি, তাবৎ তুমি রণক্ষেত্রে অবস্থান কর। এই বলিয়া জালন্ধর দেব-বাহিনী বিনাশ করিতে লাগিল। বাণ-বিদারিত দেবগণ বৃহস্পতির নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। বৃহস্পতি সত্বর ক্ষীরসাগরে গেলেন; কিন্তু সেখানে গিয়া দ্রোণাচলের অদর্শনে চিন্তান্বিত হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে রণক্ষেত্রে আসিয়া দেব-গণকে বলিলেন,—হে সুরগণ! দ্রোণাচল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তোমরা সকলে পলায়ন কর। বৃহস্পতি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে জালন্ধর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার যজ্ঞো-পবীত ও কেশপাশ ছেদন করিল। তখন বৃহস্পতি প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। হে নৃপ! দেবগণও সমর পরিত্যাগ করিয়া তৎকালে পলায়নপর হইলেন। জালন্ধর এইরূপে দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া জনা-র্দ্দনের দিকে ধাবিত হইল। রণোৎসুক জনার্দ্দনও দৈত্যপতির প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন বিষ্ণু ও জালন্ধরের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্দ্ধর্ষ জালন্ধর কেশবকে শরজালে আচ্ছাদিত করিল। মহাত্মা বাসুদেব সেই সকল বাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া শরজালে আবৃত করত জালন্ধরাসুরকে পরিপীড়িত করিলেন। তখন জালন্ধর রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরার্ত্ত গাত্রে সমরক্ষেত্রস্থ বিষ্ণুকে জয় করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবিত হইল। হরি জালন্ধরকে আসিতে দেখিয়া বাণবর্ষণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৫৭—৭১। বিষ্ণুর সমস্ত বাণাঘাত জালন্ধর নিজাঙ্গে সহ্য করিয়া লইল এবং বিষ্ণুর রথসন্নিধানে ছুটিয়া আসিল। জাল-ন্ধর এক হস্তে বিষ্ণুর গরুড় ও অন্য হস্তে তাঁহার রথ ধারণপূর্ব্বক শূন্য পথে ঘুরাইয়া শ্বেতদ্বীপে নিক্ষেপ করিল। জালন্ধর-কর-নিক্ষিপ্ত গরুড় ভূপতিত হইল এবং ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অভ্যন্তরে গিয়া দীর্ঘদিন বিশ্রাম লইল। ভগবান্ অচ্যুত সেই ঘূর্ণমান রথ-মণ্ডল হইতে প্রচ্যুত হইলেন এবং রণক্ষেত্রে

রণাদাগত্য দৈত্যেশং তিষ্ঠতিষ্ঠেত্যভাষত।
দৃষ্ট্বা তমাগতং ভূয়ঃ কেশবং সমরপ্রিয়ঃ ॥ ৭৫
পূরয়ন্মার্গণৈর্ভূমিং জগর্জ্জার্ণবনন্দনঃ ॥ ৭৬

বিব্যাধ দৈত্যং হরিরাশু শক্ত্যা
হৃদি স্ফুরন্ত্যা স ততঃ পপাত।
সূতোঽনয়ত্তং সমরান্নিবাসং
তং প্রাহ রে কেন কৃতোঽস্ম্যলজ্জ' ॥ ৭৭
দৈত্যারিজালন্ধরয়োর্মহত্তদা
বভূবঠ্যুদ্ধং ধরণীতলস্থয়োঃ।
প্রেম্ণা শ্রিয়স্তং ন জঘান দানবং
স্বয়ং হরিস্তস্য শরৈঃ পপাত ॥ ৭৮

ততো নিরীক্ষ্য গোবিন্দং পতিতং ধরণীতলে।
প্রগৃহ্যার্ণবজো দৈত্য আরুরোহ নিজং রথম্।
ততস্তমিন্দিরা প্রাপ্তা রুদন্তী বিষ্ণুবল্লভা ॥ ৭৯
সংস্থিতা কমলা তত্র পতিং কমললোচনম্।
পতিতস্তু পতিং বীক্ষ্য লক্ষ্মীঃ প্রাহার্ণবাত্মজম্ ॥
শৃণুষ্ব বচনং ভ্রাতর্জ্জিতো বিষ্ণুর্ত্বয়া।
ভগিন্যা ন চ বৈধব্যং দাতুং যুক্তং মহাবল ॥৮১
শ্রুত্বা তু বচনং তস্যা মুমোচ জগতঃ পতিম্।
জালন্ধরো মহাবাহুঃ স্বস্রে ভক্ত্যা ননাম চ ॥৮২
ববন্দে চরণৌ বিষ্ণোঃ স্বসুঃ স্নেহাত্তদাগ্রসং।
বিষ্ণুর্জ্জালন্ধরং প্রাহ তুষ্টোঽস্মি তব কর্ম্মণা।
বরং বরয় দৈত্যেশ কিং প্রয়চ্ছামি তে বরম্ ॥

জালন্ধর উবাচ।

যদি ত্বং মম তুষ্টোঽসি শৌর্য্যেণানেন কেশব।
স্থাতব্যং মৎপিতুঃ স্থানে ত্বয়া কমলয়া সহ ॥৮৪
তথেত্যুক্তা চ সংস্মৃত্য গরুড়ং ধরণীধরঃ।
আরুহ্য চ জগন্নাথঃ ক্ষীরাব্ধিং প্রিয়য়া সহ ॥৮৫
তদা প্রভৃতি কৃষ্ণস্য বাসঃ শ্বশুরমন্দিরে।
অব্ধৌ বসতি দেবেশো লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে
বিষ্ণোঃ ক্ষীরসাগরবাসো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আসিয়া দৈত্যরাজকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। রণপ্রিয় অর্ণবনন্দন কেশবকে পুনরায় সমরে সমাগত দেখিয়া শরনিকরনিক্ষেপে ভূতল পরিপূরিত করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। হরি তখন তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে দৈত্যরাজ পতিত হইল। সারথি তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শিবিরে লইয়া গেল। দৈত্যপতি সচৈতন্য হইয়া বলিল—রে সারথি! তুই কেন আমায় নির্লজ্জ করিয়া তুলিলি। এই কথার পর ভূমিতলেই দৈত্যারি ও জালন্ধরের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হরি লক্ষ্মীর প্রেমে জালন্ধরকে বিনাশ করিলেন না, পরন্তু নিজেই তাহার শরে নিপতিত হইলেন। অনন্তর গোবিন্দকে ধরাপৃষ্ঠে পতিত দেখিয়া অর্ণবনন্দন তাঁহাকে লইয়া নিজ রথে আরোহণ করিল। অনন্তর বিষ্ণুবল্লভা ইন্দিরা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় কমলনেত্র পতিকে পতিত দেখিয়া জালন্ধরকে বলিলেন,—হে ভ্রাতঃ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি বিষ্ণুকে বন্দী করিয়া জয় করিয়াছ। হে মহাবল! ভগিনীর বৈধব্যসম্পাদন উচিত নহে। মহাবল জালন্ধর লক্ষ্মীর বাক্য শুনিয়া জগৎপতি বিষ্ণুকে ছাড়িয়া দিল এবং ভক্তিভরে ভগিনীকে প্রণাম করিল। তখন ভগিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ জালন্ধর বিষ্ণুর পাদদ্বয়ও বন্দনা করিল। বিষ্ণু জালন্ধরকে বলিলেন,—তোমার ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছি। হে দৈত্যেশ! তোমায় কোন্ বর প্রদান করিব? প্রার্থনা কর। জালন্ধর কহিল,—হে কেশব! যদি আমার এই শৌর্য্য দর্শনে তুমি তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, তুমি কমলার সহিত মদীয় পিত্রালয়ে বাস কর। জগন্নাথ বিষ্ণু বলিলেন—'তথাস্তু'। এই বলিয়া তিনি প্রিয়াসহ গরুড়ারোহণে ক্ষীরাব্ধিতে গমন করিলেন। সেই হইতেই বিষ্ণু শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর প্রিয়চিকীর্ষায় দেবেশ্বর অব্ধিমধ্যে বাস করিলেন। ৭২—৮৬

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবান্‌ বিদ্রাব্য সমরে বিষ্ণুং স্থাপ্যাত্মমন্দিরে।
জালন্ধরেণাব্ধিজেন যৎকৃতং ব্রূহি নারদ ॥ ১

নারদ উবাচ।

শুম্ভাদীনান্তু বীরাণাং দত্বা দানং প্রসাদজম্‌।
জালন্ধরো জগামাথ স্বর্গং প্রাপ্যাবলোকয়ৎ ॥২
হিরণ্যবর্ষেণ জনান্‌ ভূষয়ন্তি দিনে দিনে।
ফলন্তি তরবোঽজস্রং বাজিমেধক্রতোঃ ফলম্‌
গজবস্ত্রসুবর্ণানি ধেনুকন্যাতিলানি চ।
পুষ্পকর্পূরতাম্বুল-কস্তুরীকুঙ্কুমানি চ ॥ ৪
যে যচ্ছন্তি মহাত্মানস্তে পশ্যন্ত্যমরাবতীম্‌।
বর্ষাসু গৃহদানেন শিশিরেঽগ্নিপ্রদানতঃ ॥৫
বাদিত্রাণি চ সর্ব্বাণি বাদয়ন্তি শিবালয়ে।
প্রপাং কুর্ব্বন্তি যে চৈত্রে দধ্যোদনসমন্বিতাম্‌ ॥৬
যত্র হিন্দোলপর্য্যঙ্কং স্বয়মান্দোলয়ন্তি চ।
সারিকাশুকহংসাশ্চ ভ্রমদ্‌ভ্রমরকোকিলাঃ ॥ ৭
কুর্ব্বন্তো দূতকার্য্যাণি যচ্ছন্তে প্রিয়সঙ্গমম্‌।
রম্ভা যত্র পুরে রামা মেনকা চ তিলোত্তমা ॥ ৮
সুষমা সুন্দরী যত্র ঘৃতাচী পুঞ্জিকস্থলী।
সুকেশী সুমুখী রামা মঞ্জুঘোষা চ মালিনী ॥ ৯
মৃগোদ্ভবা চ সুখদা ঘনদংষ্ট্রা তিলপ্রভা।
বাজিমেধফলগ্রাহ্য রাজসূয়ং ফলন্তি যাঃ ॥১০
কোটিশো যত্র নিষ্পাপাঃ ক্রীড়ন্ত্যপ্সরসো নৃপ।
এবং ভূরিসুখে স্বর্গে স্থাপয়ামাস সিন্ধুজঃ ॥ ১১
শুম্ভং প্রাণসমং দৈত্যং নিশুম্ভং যুবরাজকে।
স্বয়ং জালন্ধরে পীঠে স্বর্গাদাগত্য সিন্ধুরাট্‌।
বর্ষার্ব্বুদদ্বয়ং রাজ্যং চকারাত্মবলেন চ ॥ ১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুযুধেঽসুরসংগ্রামে স সুরৈরপরাজিতঃ ॥ ১৩
ততঃ কিমকরোদ্রাজা সিন্ধুসূনুঃ প্রতাপবান্‌।
তন্মমাচক্ষ্ব দেবর্ষে শ্রোতুকামস্য বিস্তরাৎ ॥ ১৪

নারদ উবাচ।

শৃণু রাজন্‌ যথাতথ্যং কৃতং সাগরসূনুনা।
স দেবান্‌ সমরে জিত্বা রাজ্যং চক্রে হ্যকণ্টকম্‌

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে নারদ! সাগর-নন্দন জালন্ধর দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া এবং বিষ্ণুকে নিজ মন্দিরে বাস করাইয়া পরে যে কর্ম্ম করিল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। নারদ কহিলেন,—জালন্ধর শুম্ভাদি বীরবৃন্দকে স্বীয় প্রসাদানুরূপ দান করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং স্বর্গে গিয়া দেখিল—তত্রত্য তরুগণ অজস্র অশ্বমেধফল বিতরণ করিতেছে এবং স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া প্রতিদিন জনগণকে বিভূষিত করিতেছে। যে সকল মহাত্মা হস্তী, বস্ত্র, সুবর্ণ, ধেনু, কন্যা, তিল, পুষ্প, কর্পূর, তাম্বুল, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দান করেন, এবং বর্ষায় গৃহদান, শীতে অগ্নিদান, শিবমন্দিরে সর্ব্ববিধ বাদিত্র বাদন এবং চৈত্রে দধ্যোদনসমন্বিত প্রপা দান করেন, তাঁহারাই অমরাবতী দর্শন করিতে পারেন। স্বর্গে হিন্দোলপর্য্যঙ্ক সকল আপনা-হইতেই আন্দোলিত হয়; শুক, সারিকা, হংস এবং ভ্রমণশীল ভ্রমর ও কোকিলকুল দূতকার্য্য করিয়া প্রিয়সম্মিলন ঘটাইয়া থাকে; রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা, সুষমা, সুন্দরী, ঘৃতাচী, পুঞ্জিকস্থলী, সুকেশা, সুমুখী, রামা, মঞ্জুঘোষা, মালিনী, মৃগোদ্ভবা, সুখদা, ঘনদংষ্ট্রা এবং তিলপ্রভা প্রভৃতি কোটি কোটি নিষ্পাপ অপ্সরা স্বর্গে ক্রীড়া করে। এহেন প্রভূত সুখপূর্ণ স্বর্গে সিন্ধুনন্দন জালন্ধর প্রাণসম শম্ভু দৈত্যকে রাজপদে এবং নিশুম্ভকে যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং স্বর্গ হইতে আগমনপূর্ব্বক দুই অর্ব্বুদ বর্ষ যাবৎ জালন্ধর পীঠে আত্মবলে রাজত্ব করিতে লাগিল।১—১২। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—জালন্ধর সুরগণসহ যুদ্ধ করিল; যুদ্ধে সুরগণ তাহাকে জয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই প্রতাপবান্‌ সিন্ধুনন্দন কি করিল? তাহা আমার নিকট বলুন। হে দেবর্ষে! আমি উহা বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্‌! সাগরনন্দন যাহা

গন্ধর্ব্বাশ্চিত্রসেনাদ্যাঃ সেবন্তে চাসুরেশ্বরম্।
যজ্ঞভাগাংশ্চ যো ভুঙ্ক্তে সর্ব্বেষামসুরেশ্বরঃ॥
ক্ষীরসাগরতো দেবৈর্হৃতং রত্নাদিকঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বঞ্চ তথান্যচ্চ নির্জ্জিত্য হৃতবান্ বলী॥১৭
সমুদ্রতনয়ে রাজ্যং ভুবো রাজন্ প্রশাসতি।
ন কশ্চিন্ম্রিয়তে মর্ত্ত্যো নরকং কোঽপি ন ব্রজেৎ
ন কলিঃ প্রণয়াদন্যো ন ভোগাদপরঃ ক্ষয়ঃ।
ন বন্ধ্যা দুর্ভগা নারী নালঙ্কারৈর্বিবর্জ্জিতা॥ ১৯
কুরূপা দুর্গতা দুষ্টাযশস্যা ন চ দৃশ্যতে।
ন তত্র বিধবা নারী ন কশ্চিন্নির্দ্ধনো জনঃ॥ ২০
দাতারঃ সন্তি সর্ব্বত্র ন প্রতিগ্রাহিণঃ ক্বচিৎ।
পুণ্যা জনাঃ প্রযচ্ছন্তি দ্বিজেভ্যো হ্যাত্মনো ধনম্
রূপযৌবনশালিন্যঃ সীমন্তিন্যো গৃহে গৃহে।
গোক্ষীরং দধি সর্পিশ্চ যত্র নির্জ্জরসো জনাঃ॥২২
মঙ্গলং তত্র সর্ব্বেষাং ন ক্বচিদ্বধবন্ধনম্।
শরেণ ন চ হিংসাস্তি ন কশ্চিৎ কেন বাধ্যতে॥
ঋণং ন দৃশ্যতে রাজন্ ধনিনঃ সন্তি সর্ব্বতঃ।
সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যাঃ প্রজাঃ সর্ব্বত্র পার্থিব॥২৪
কেলীক্ষুদণ্ডপ্রভবশ্চ দুগ্ধ-
রসোঽতি সুস্বাদুতরো গৃহে নৃণাম্।
শুশ্রাব নারীনরয়োর্হিতং বচো
ন চাপহর্ত্তাধ্বনি গচ্ছতাং সদা॥ ২৫
পতন্ত্যখণ্ডা নভসো যতস্ততো
ধারাশ্চ কর্ম্মারবিমিশ্রসর্পিষঃ।
সম্মিশ্রিতাঃ শর্করয়া পরিশ্রুতাঃ
সমুদ্রসূনোঃ স্মরণান্মুখে নৃণাম্॥ ২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরসৌরাজ্য-
বর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

করিয়াছিল, তাহা আপনি যথাযথ শ্রবণ করুন। জালন্ধর সমরে দেবগণকে জয় করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্বগণ তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। অসুরপতি জালন্ধর সমস্ত যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ ক্ষীরসাগর হইতে যে সকল রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, সে সমুদায় এবং অন্যান্য আরও বহু রত্ন বলবান্ জালন্ধর জয় করিয়া লইল। হে রাজন্! সমুদ্রনন্দন জালন্ধর এই পৃথ্বীরাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, কোন মানবই মৃত্যুগ্রস্ত বা নরক-নিমগ্ন হইতে লাগিল না; সংসারে প্রণয়-কলহ ব্যতীত কলহান্তর ছিল না এবং ভোগ ব্যতীত অন্য কোনরূপে দ্রব্যক্ষয় ঘটিত না। তৎকালে কোন নারীই বন্ধ্যা, দুর্ভগা, বা অলঙ্কারহীনা ছিল না; এবং কোন রমণীকেই কুরূপা, দুর্গতিগ্রস্তা, দুষ্টা বা অযশোভাগিনী দেখা যাইত না। তখন কোন নারীই বিধবা বা কোন জনই নির্দ্ধন ছিল না। সর্ব্বত্রই দানশীল লোক বিরাজ করিতে লাগিল। কুত্রাপি প্রতিগ্রহকারী রহিল না। পুণ্যবান্ জনগণ দ্বিজগণকে নিজ ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। রূপ-যৌবন-শালিনী সীমন্তিনীগণ গৃহে গৃহে বিরাজ করিতে লাগিল; গৃহে গৃহে দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত পরিপূর্ণ রহিল এবং সর্ব্বগৃহে জরামুক্ত জনগণ অবস্থান করিতে লাগিল। কুত্রাপি কাহারও বধবন্ধনভয় রহিল না; সর্ব্বত্রই সকলের মঙ্গল হইতে লাগিল। তৎকালে, শর-প্রহারে হিংসা রহিল না; কেহই কাহারও বিঘ্নাচরণ করিতে লাগিল না। হে রাজন্! তখন কেহই ঋণগ্রস্ত দৃষ্ট হইত না; সর্ব্বত্রই ধনিগণ বিরাজ করিতে লাগিল। হে পার্থিব! প্রজাগণ সর্ব্বত্রই সন্তুষ্ট ও সর্ব্ব শস্যাঢ্য হইয়া রহিল। তখন প্রজাগণের গৃহে গৃহে কেলিবশত ধৃত ইক্ষুদণ্ডজাত অতি সুস্বাদু দুগ্ধরস ক্ষরিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই নরনারীর হিত বাক্য শুনা যাইতে লাগিল; পথে অসহায় পথিকদিগের কোন দ্রব্যই কেহ অপহরণ করিতে লাগিল না। আকাশ হইতে বিচিত্রবর্ণ অখণ্ড ঘৃতধারা পতিত হইতে লাগিল। দৈত্যপতি জালন্ধরের স্মরণ মাত্র শর্করামিশ্রিত ঘৃতধারা নরগণের মুখে পড়িতে লাগিল। ১৩—২৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ইন্দ্রাদিভিস্তদা দেবৈঃ কিং কৃতং দ্বিজসত্তম।
জালন্ধরেণ বিজিতৈঃ স্বর্গরাজ্যে হৃতে সতি ॥১
নারদ উবাচ।
অথ ত্যক্ত্বা দিবং দেবাঃ প্রাপুস্তে দুর্দ্দশাং চিরম্
ন পীযুষং নৈব যজ্ঞা যযুঃ স্থানং স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২
দদৃশুর্ব্রহ্মভুবনে ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
প্রাণায়ামেন যুঞ্জানং মনঃ স্বং পরমাত্মনি ॥ ৩
তে তুষ্টুবুঃ সুরাঃ সর্ব্বে বাগ্‌ভিস্তথ্যাভিরাদৃতাঃ
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ কিং করোমীতি চাব্রবীৎ
ততো নিবেদয়াঞ্চক্রুর্ব্রহ্মণে বিবুধাঃ পুনঃ।
জালন্ধরস্য সকলং তথা নিজপরাভবম্ ॥ ৫
ক্ষণং ধ্যাত্বা যযৌ ব্রহ্মা কৈলাসং ত্রিদশৈঃ সহ
তস্য শৈলস্য পার্শ্বে তে বৈচিত্র্যেণ সমাকুলাঃ।
স্থিতাঃ সন্তুষ্টুবুর্দেবা ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ ॥ ৬
নমো ভবায় শর্ব্বায় নীলগ্রীবায় তে নমঃ।
নমঃ স্থূলায় সূক্ষ্মায় বহুরূপায় তে নমঃ ॥ ৭
ইতি সর্ব্বমুখো ভূত্বা বাণীমাকর্ণ্য শঙ্করঃ।
প্রোবাচ নন্দিনং দেবানানয়স্বেতি সত্বরম্ ॥ ৮
শ্রুত্বা শম্ভোর্বচো দেবা আহূতা নন্দিনা দ্রুতম্
প্রবিশ্যান্তঃপুরে দেবা দদৃশুর্বিস্মিতেক্ষণাঃ ॥ ৯
তত্রাসনে সমাসীনং শঙ্করং লোকশঙ্করম্।
গণৈঃ কোটিসহস্রৈস্তু সেবিতং ভক্তিশালিভিঃ
নগ্নৈর্বিরূপৈঃ কুটিলৈর্জটিলৈর্ধূলিধূসরৈঃ ॥ ১০
প্রণিপত্যাগ্রতঃ প্রাহ সহদেবৈঃ পিতামহঃ ॥১১
সুখরোগো যথাস্যাসীচ্ছক্রঃ সোঽয়ং বৃথাগতঃ
কৃপাং কুরু মহাদেব শরণাগতবৎসল ॥ ১২
তত উচ্চৈর্বিভোর্হাস্যং শ্রুত্বা ব্রহ্মা পিনাকিনঃ।
উবাচ দেবদেবেশং পশ্চাবস্থাং দিবৌকসাম্ ॥

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দ্বিজবর! জালন্ধর কর্ত্তৃক দেবগণ বিজিত ও স্বর্গরাজ্য হৃত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন কি করিলেন? নারদ কহিলেন,—অনন্তর দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া চির দুর্দ্দশা ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সুধাভোগে বঞ্চিত হইলেন, ভূতলে আর যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে লাগিল না; সুতরাং দেবগণ স্বয়ম্ভু সদনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া তাঁহারা ব্রহ্মভবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, তিনি প্রাণায়ামযোগে পরমাত্মায় স্বীয় মন নিয়োজিত করিতেছেন। তখন সুরগণ সমাদর সহকারে তথ্যবাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—আমি তোমাদের কি করিব? তখন বিবুধগণ পুনরায় ব্রহ্মার নিকট জালন্ধরের কার্য্যকলাপ এবং আপনাদের পরাভববার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তৎশ্রবণে ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া ত্রিদশগণসহ কৈলাস পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ পর্ব্বত পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল বিস্মিতচিত্তে রহিয়া স্তব করিতে লাগিলেন; কহিলেন,—বিভো! আপনি ভব, শর্ব্ব, নীলগ্রীব; আপনাকে নমস্কার! আপনি স্থূল সূক্ষ্ম; বহুরূপ; আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ভগবান্ শঙ্কর দেবগণের মুখ নিরীক্ষণ এবং এই স্তুতি বাণী শ্রবণ করিয়া নন্দীকে বলিলেন, সত্বর দেবগণকে আনয়ন কর। নন্দী শম্ভুবাক্য শ্রবণানন্তরদেবগণকে অবিলম্বে ডাকিয়া আনিলেন। দেবগণ কৈলাসপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, লোকশঙ্কর শঙ্কর তথায় আসনে সমাসীন রহিয়াছেন। ভক্তিযুক্ত, নগ্ন, বিরূপ, কুটিল, জটিল, ধূলিধূসর কোটিসহস্র প্রমথ তাঁহার সেবা করিতেছে। ১—১০। দেবগণসহ পিতামহ তাঁহার অগ্রে প্রণিপাত পুরঃসর বলিলেন,—হে শরণাগতবৎসল মহাদেব! এই ইন্দ্র অজ দুর্গতিগ্রস্ত; ইহার যে কিছু সুখভোগ ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি ইহার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। তখন ব্রহ্মা ভগবান্ পিনাকপাণির উচ্চ হাস্য

ততঃ সর্ব্বেশ্বরো জ্ঞাত্বা ব্রহ্মণো মনসেপ্সিতম্।
শক্রস্য মানভঙ্গঞ্চ দেবার্থে পরমেশ্বরঃ॥ ১৪
প্রেম্না ভবান্যা বিজ্ঞপ্তো নৃপ প্রাহ বচো হরঃ।
বিষ্ণুনা ন হতো যোঽহরিঃ স কথং হন্যতে ময়া
পূর্ব্বসৃষ্টান্যায়ুধানি বজ্রাদীনি পিতামহ।
তৈঃ শস্ত্রৈর্নৈব বধ্যোঽসৌ বলী জালন্ধরো,সুর
হেতিভিঃ পূর্ব্বসংসৃষ্টৈঃ স ময়াপি ন হন্যতে।
দেবাঃ কুর্ব্বন্তু শস্ত্রং হি মমপ্রাণসহং দৃঢ়ম্॥১৭
শম্ভোরিত্যুত্তরং শ্রুত্বা ব্রহ্মোবাচাথ শঙ্করম্।
স্বয়ং কুরু মহাশস্ত্রং ত্বং বেত্থ স্বাত্মনো বলম্॥১,
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মন্ বিমুঞ্চ তেজস্ত্বং ক্রোধযুক্তং সুরৈঃ সহ॥
ততস্তেজো মুমোচাথ ব্রহ্মা ব্রহ্মাস্ত্রসূচকঃ।
রুদ্রস্ত্রিনেত্রজং তেজস্ততো নির্ম্মুক্তবান্ স্বয়ম্॥
দেবাশ্চ মুমুচুঃ সর্ব্বে সক্রোধং তেজসাং চয়ম্।
অত্রান্তরে স্মৃতঃ প্রাপ্তো হরেণ মধুসূদনঃ॥২১
কিং করোমীতি তেনোক্তঃ শিবঃ প্রাহ জনার্দ্দনম্।
বিষ্ণো জালন্ধরঃ কস্মান্ন হতঃ সঙ্গরে ত্বয়া।
কথং সুরান্ পরিত্যজ্য ক্ষীরাব্ধিং শয়িতুং গতঃ
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।
যদি তং হন্মি দেবেশ শ্রীঃ কথং মম বল্লভা।
তস্মাত্ত্বং পার্ব্বতীকান্ত জহি জালন্ধরং রণে॥২৪
তেজস্ত্বং ক্রোধজং মুঞ্চেত্যুক্তঃ শর্ব্বেণ কেশবঃ
মুমোচ বৈষ্ণবং তেজস্তৎ সর্ব্বং সমবর্দ্ধত।
তেজঃ প্রবৃদ্ধং তদ্দৃষ্ট্বা ব্যাপকং প্রাহ কেশবম্॥
শঙ্কর উবাচ।
এতেন তেজসা শীঘ্রং মমাস্ত্রং কর্ত্তুমর্হথ।
বিশ্বকর্ম্মাদয়স্তচ্চ শ্রুত্বা শঙ্করভাষিতম্॥ ২৬

শ্রবণ করিয়া দেবদেবকে বলিলেন, হে দেব! আপনি দেবগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করুন। অনন্তর সর্ব্বেশ্বর ঈশান ব্রহ্মার মনোভাব অবগত হইলেন। দেবদেব ইন্দ্র যে অসম্মানিত হইয়াছেন, তাহার মান সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে; তাহাও তিনি বুঝিলেন। হে নৃপ! এই সময় ভবানী প্রেমভরে দেবদেবকে প্রকৃত বিবরণ বুঝাইলেন। তখন দেবদেব হর বলিলেন, বিষ্ণুর হস্তে যে শক্রর নিধন সাধন হয় নাই, আমি তাহাকে কিরূপে বিনাশ করিব? হে পিতামহ! বজ্রাদি আয়ুধ সকল পূর্ব্বকালে সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং সেই সকল শস্ত্র দ্বারা বলবান্ জালন্ধর অসুর বিনষ্ট হইবে না। প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে আমিও তাহাকে বিনাশ করিতে পারিব না। অতএব দেবগণ দৃঢ় অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করুন। ব্রহ্মা শম্ভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আপনি নিজের বল অবগত আছেন; সুতরাং আপনি মহাশস্ত্র প্রস্তুত করুন। ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া মহেশ্বর বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সুরগণসহ ক্রোধযুক্ত তেজ নিঃসারণ করুন। অনন্তর ব্রহ্মা ব্রহ্মাস্ত্রসূচক স্বীয়তেজ মোচন করিলেন। স্বয়ং রুদ্র স্বীয় ত্রিনেত্রজাত তেজ পরিত্যাগ করিলেন। পরে অন্যান্য দেবগণও ক্রোধযুক্ত তেজোরাশি মোচন করিলেন। ইত্যবসরে হরের স্মরণে স্বয়ং হরি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমি কি করিব বলুন। শিব জনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে বিষ্ণো! কিজন্য আপনি সমরে জালন্ধরকে বিনাশ করেন নাই এবং কি নিমিত্তই বা আপনি সুরগণকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর সাগরে শয়ন করিতে গিয়াছেন? বিষ্ণু বলিলেন,—হে পার্ব্বতীপতে! আমি যদি জালন্ধরকে বিনাশ করিতাম, তাহা হইলে লক্ষ্মী আমার প্রিয়া থাকিতেন কিরূপে? অতএব আপনিই সমরে জালন্ধরকে বিনাশ করুন।১১-২৪। তখন মহেশ্বর বিষ্ণুকে বলিলেন, আপনি ক্রোধজনিত তেজ মোচন করুন। কেশব এই কথা শুনিয়া স্বীয় বৈষ্ণব তেজমোচন করিলেন। তখন সর্ব্ব তেজ একত্র হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শঙ্কর সেই প্রবৃদ্ধ পরিব্যাপ্ত তেজোদর্শনে কেশবকে কহিলেন, হে কেশব! এই তেজোরাশি

নিরীক্ষ্য চ তদান্যোন্যং কিং কুর্ম্ম ইতি শঙ্কিতাঃ
দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং স্থিতাংস্তাংশ্চ জ্ঞাত্বা তন্মনসি
স্থিতম্ ॥ ২৭
তদাহ ভগবান্ ব্রহ্মা অনালোক্যং হি দৈবতৈঃ
সোঢ়ুং ন শক্যাস্তে তেজো ধর্ত্তুং কেন চ
শক্যতে ॥ ২৮
ততঃ প্রহস্য ভগবানুৎপত্যোপরি তেজসঃ।
বামাঙ্ঘ্রি পার্ষ্ণিনা শম্ভুর্ননর্ত্ত ভ্রমরীচয়ম্ ॥ ২৯
ততো দেবা মহেন্দ্রাদ্যাস্তেজসোপরি শঙ্করম্।
নৃত্যমানং তদা দৃষ্ট্বা মুদা বাদ্যান্যবাদয়ন্ ॥ ৩০
তদা প্রভৃতি নৃত্যেষু ভ্রাম্যতে ভ্রমরীচয়ম্।
অথ চক্রং সমুৎপন্নং শম্ভোর্নর্ত্তনমর্দ্দনাৎ ॥ ৩১
অরলক্ষত্রয়োপেতমগ্নিকোটিসমাকুলম্।
শর্ব্বাঙ্ঘ্রি কষণাত্তস্য তেজসো নিঃসৃতাঃ কণাঃ
বিশ্বকর্ম্মা চ তেনাস্ত্রং বিমানানি চ নির্ম্মমে।
ততস্তে নির্জ্জরা ভীত্যা দৃষ্ট্বা চক্রং সুদর্শনম্ ॥
ত্রাহি ত্রাহীতি দেবেশং প্রত্যূচুস্তে সুরান্ নৃপ
পৃথ্বীকাঠিন্যমাদায় লোহানামপি তেজসাম্ ॥
যদ্বিশ্বকর্ম্মণা কোশং কৃতং ভস্মীকৃতঞ্চ তৎ।
সৃষ্টেন তেন চক্রেণ দগ্ধঃ কালোঽপতৎক্ষিতৌ
ততস্তদ্ব্রহ্মণো হস্তে দদৌ চক্রং স ধূর্জ্জটিঃ।
চক্রার্চ্চির্নিচয়ৈঃ কূর্চ্চং দৃষ্ট্বা দগ্ধমুমাপতিঃ ॥ ৩৬
হসিত্বা ব্রহ্মণো হস্তাদ্গৃহীত্বা সত্বরং শিবঃ।
দধৌ কক্ষাপুটে চক্রং নিধানং নির্দ্ধনো যথা ॥৩৭
ততো ন দৃশ্যতে চক্রং শিবকক্ষাপুটে স্থিতম্।
মহামূর্খস্য যদ্দত্তং দানং তস্য ফলং যথা ॥ ৩৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সর্ব্বদেবতেজোময়-
চক্রোৎপত্তির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দ্বারা শীঘ্র আমার অস্ত্র প্রস্তুত করুন। বিশ্বকর্ম্মাদি দেববৃন্দ সেই শঙ্করোক্তি শ্রবণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কি করিবেন ভাবিয়া সকলেই শঙ্কিত হইলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে মৌনী দেখিয়া এবং তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, হে শঙ্কর! আপনার তেজ সহ্য করিতে বা ধরিয়া রাখিতে কেহই সমর্থ নহেন। তখন ভগবান্ শম্ভু হাস্য করিয়া সেই তেজের উপর উৎপতিত হইলেন এবং বামাঙ্ঘ্রি পার্ষ্ণি দ্বারা ভ্রমরীচয় নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেন্দ্রাদি দেবগণ তেজোরাশির উপর শঙ্করকে নৃত্য করিতে দেখিয়া সহর্ষে বাদ্যধ্বনি করিলেন। তখন হইতে নৃত্যসমূহ মধ্যে ভ্রমরীচয় নৃত্য স্থান লাভ করিল। অনন্তর শম্ভুর নর্ত্তন মর্দ্দনে এক চক্র উৎপন্ন হইল। এই চক্র তিন লক্ষ অরযুক্ত এবং কোটি অগ্নিসমাকুলিত। মহেশের চরণঘর্ষণে সেই তেজোরাশি হইতে অসংখ্য কণা নিঃসৃত হইল। বিশ্বকর্ম্মা তাহা দ্বারা নানা অস্ত্র ও বহু বিমান প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর দেবগণ সভয়ে সেই সুদর্শন চক্র দর্শন করিয়া দেবদেবকে বলিলেন, পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন। বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবীর, লৌহের এবং তেজের কাঠিন্যাংশ লইয়া ঐ চক্রের যে কোষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভস্মীকৃত হইল এবং নির্ম্মিত চক্র দ্বারা দগ্ধ হইয়া কাল ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর ধূর্জ্জটি ঐ চক্র ব্রহ্মার হস্তে প্রদান করিলেন। উমাপতি দেখিলেন, চক্রের দীপ্তিচ্ছটায় ব্রহ্মার মস্তক দগ্ধ হইয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি হাস্য পূর্ব্বক ব্রহ্মার হস্ত হইতে ঐ চক্র লইয়া, নির্দ্ধন যেমন নিধি রক্ষা করে, সেইরূপ স্বীয় কক্ষপুটে উহা রক্ষা করিলেন। অনন্তর শিবকক্ষপুটস্থ চক্র আর দৃষ্টিগোচর হইল না, মহামূর্খদত্ত দান ফলের ন্যায় উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ২৫—৩৮।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অত্রোত্তরে ময়া গত্বা কথিতং সিন্ধুসূনবে ।
ত্বাং হন্তুং সর্ব্ববীরেশ প্রতিজ্ঞা শম্ভুনা কৃতা ॥
শ্রুত্বেত্থং মদ্বচো রাজংস্ততঃপপ্রচ্ছ সোঽসুরঃ ॥

জালন্ধর উবাচ ।

কিমস্তি শূলিনো গেহে রত্নজাতং মহামুনে ।
তন্মমাচক্ষ্ব সকলং নাস্তি যুদ্ধং নিরামিষম্ ॥ ২

নারদ উবাচ ।

ভূতির্গাত্রে বৃষো জীর্ণঃ ফণিনোঽঙ্গে গলে বিষম্
ভিক্ষাপাত্রং করে পুত্রৌ গজানন-ষড়াননৌ ॥৩
ইত্যাদি বিভবস্তস্য যদন্যত্তন্নিবোধ মে ।
তনয়া গিরিরাজস্য বিশালা হ্যুন্নতস্তনী ॥ ৪
দগ্ধস্মরোঽপি ভগবান্ যস্যা রূপেণ মোহিতঃ ।
মহেশো যদ্বিনোদায় কুরুতে নিত্যকৌতুকম্ ॥৫
নৃত্যন্ গায়ংশ্চ তান্ শম্ভুঃ স্বয়ং ভবতি হাসকঃ ।
সা পার্ব্বতীতি বিখ্যাতা সৌন্দর্য্যাবধিদৈবতম্ ॥
বৃন্দা বরাঙ্গনা রাজন্নিমাশ্চাপ্সরসঃ শুভাঃ ।
ন চাপ্নুবন্তি পার্ব্বত্যাঃ ষোড়শীমপি তাং কলাম্ ॥
ইত্যুক্ত্বাহং মহীপাল জালন্ধরমমর্ষণম্ ।
পশ্যতাং সর্ব্বদৈত্যানামন্তর্দ্ধানং গতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৮
অথ স প্রেষয়দ্দূতং সিন্ধুজঃ সিংহিকাসুতম্ ।
ক্ষণেনাসাদ্য কৈলাসং দেবাবাসমপশ্যত ॥ ৯
অত্রান্তরে হরির্ভীমমাপৃচ্ছ্য তু তদা হরম্ ।
জগামালক্ষিতস্তূর্ণং ক্ষীরাব্ধিং ভেদশঙ্কয়া ॥১০
দদর্শ রাহুর্ভবনং শঙ্করস্যাতিদীপ্তিমৎ ।
আত্মানমাত্মনা বীক্ষ্য কিমিত্যাহ সুবিস্মিতঃ ॥১১
প্রবেষ্টুকামো বলিভির্দ্বারি দ্বাস্থৈর্নিরোধিতঃ ।
যত্নবান্ স নিষিদ্ধোঽপি তদা তে প্রোদ্যতায়ুধাঃ
তান্নিবার্য্য গণান্নন্দী ব্যাজহার বিধুন্তুদম্ ।
কস্ত্বং কস্মাদিহায়াতঃ কিং কার্য্যং তব বর্ব্বর ।
ব্রূহি কার্য্যং গণা যাবত্ত্বাং ন হন্যুর্ভয়াবহাঃ ॥১৩

দশম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর আমি গিয়া সিন্ধুনন্দনকে কহিলাম, হে সর্ব্ববীরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বধ করিবার জন্য শম্ভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। হে রাজন্! আমার এই কথা শুনিয়া সেই অসুর জিজ্ঞাসা করিল,—হে মহামুনে! শূলপাণির গৃহে কি কি রত্ন আছে, তৎসমুদয় আমার নিকট ব্যক্ত করুন। নিরামিষ যুদ্ধ কখন সম্ভব নহে। নারদ কহিলেন,—গাত্রে বিভূতি, বাহনে বৃদ্ধ বৃষ, অঙ্গে সর্প সকল, গলে বিষ, করে ভিক্ষা পাত্র, পুত্রযুগল —গজানন ও ষড়ানন। তাঁহার এই সকল বৈভব। আমার নিকট এ সম্বন্ধে আরও কিছু শ্রবণ কর। গিরিরাজনন্দিনী উন্নতস্তনী ভগবতী গৌরী; ভগবান্ মহেশ্বর মদনকে দগ্ধ করিয়াও তাঁহারি রূপে মোহিত। তাই তিনি পার্ব্বতীর বিনোদনের নিমিত্ত নিত্য কৌতুক করিয়া থাকেন। মহাদেব নিজেই নৃত্য করেন, গান করেন, এবং হাস্য করিতে থাকেন। তাঁহার প্রেয়সী পার্ব্বতীনামে বিখ্যাতা; তিনিই সৌন্দর্য্যের অধিদেবতা। হে রাজন্! বরবর্ণিনী বৃন্দা বা এই সকল সুন্দরী অপ্সরা পার্ব্বতীর কলামাত্র রূপ সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় না। হে মহীপাল! আমি জালন্ধরকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বদৈত্য সমক্ষে তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলাম। অনন্তর সিন্ধুনন্দন জালন্ধর রাহুকে দূত প্রেরণ করিল। রাহু ক্ষণমধ্যে দেবাবাস কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে হরি, হরের অভিমত লইয়া মন্ত্রণাভেদ শঙ্কায় সত্বর অলক্ষিতভাবে ক্ষীরসাগরে গমন করিলেন। ১—১১।

রাহু শঙ্করের অত্যুজ্জ্বল ভবন অবলোকন করিল এবং নিজে নিজেকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিল,—ইহা কি? এই বলিয়া সে সেই ভবন মধ্যে প্রবেশোদ্যত হইল; কিন্তু বলবান্ দৌবারিকেরা তাহাকে নিবারণ করিল। রাহু নিষিদ্ধ হইয়াও ভবনপ্রবেশে উদ্যত হইলে দৌবারিকগণ অস্ত্রোত্তোলন করিল। তখন নন্দী প্রমথগণকে নিবৃত্ত করিয়া রাহুকে বলিলেন,—রে বর্ব্বর! কে তুই? কিজন্য এখায় আসিয়াছিস্? এখানে তোর প্রয়োজন কি? এই ভীষণ দৌবারিক-

রাহুরুবাচ।
দূতো জালন্ধরস্যাহং ত্বং মাং শর্ব্বান্তিকে নয়।
ন বাচ্যমন্তরে দ্বাস্থ মহারাজপ্রয়োজনম্॥ ১৪
নন্দী দূতোক্তমাকর্ণ্য নীললোহিতমাযযৌ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাগ্রে স্থিত্বা শঙ্করমব্রবীৎ॥ ১৫
সৈংহিকেয়ো মহারাজ দ্বারে তিষ্ঠতি কার্য্যতঃ।
স প্রয়াত্বথবা যাতু ভবানাজ্ঞপ্তুমর্হতি॥ ১৬
নন্দিনোক্তমথাকর্ণ্য ত্বরন্নিব মহেশ্বরঃ।
সুপ্তামন্তঃপুরাদ্দেবীং প্রস্থাপ্য চ সখীবৃতাম্॥ ১৭
পশ্চাদ্দ্বাস্থং জগাদাথ নন্দিন্ দূতং প্রবেশয়।
ততো হস্তে প্রগৃহ্যামুং দূতং নন্দী মহাবলঃ॥
আনয়ামাস দেবানাং মধ্যে শম্ভুমদর্শয়ৎ॥ ১৮
তং দদর্শ তদা রাহুর্জটিলং নীলমাত্মনি॥ ১৯
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
দেবীবিরহিতং মূর্দ্ধ্নি চন্দ্রলেখাবিভূষিতম্॥ ২০
উচ্ছ্বাসোচ্ছ্বাসনির্ম্মুক্তৎপৃদাকুগণসেবিতম্।
সর্ব্বদেবগণোপেতং সেবিতং গণকোটিভিঃ॥ ২১
প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ততো দূতং শম্ভুরালোক্য চাগ্রতঃ
প্রাহ ব্রূহি তদা রাহুর্বক্তুং সমুপচক্রমে॥ ২২

রাহুরুবাচ।
দেব জালন্ধরেণাহং প্রেষিতস্তব সন্নিধৌ।
তস্য শিববচঃ শ্রুত্বা মন্মুখেন দ্রুতং কুরু॥ ২৩
গিরিশ ত্বং তপোনিষ্ঠো নির্গুণো ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
তব নাস্তি পিতা মাতা বন্ধুগোত্রাদিবর্জ্জিতঃ॥ ২৪
জালন্ধরো মহাবাহুর্ভুঙ্ক্তেঽসৌ ভুবনত্রয়ম্।
তস্যৈব বশ্যস্ত্বমপি ততশ্চোক্তং সমাচর॥ ২৫
পুরাণপুরুষঃ কামী বৃষারূঢ়ঃ কথং ভবান্।
এবং বদতি সম্প্রাপ্তৌ সুতৌ স্কন্দবিনায়কৌ॥
তস্মিন্ কালে দেবদেবো যতবাগঙ্গমর্দ্দনম্।
চকার চ করৈর্ব্যস্তৈর্বাসুকির্ভূতলেঽপতৎ॥ ২৭

গণ যাবৎ তোকে বিনাশ না করে তাবৎ তোর আগমন প্রয়োজন ব্যক্ত কর্। রাহু কহিল,—আমি অসুরপতি জালন্ধরের দূত; আমাকে শিবান্তিকে লইয়া চল। আমি মহারাজের প্রয়োজনীয় বিষয় অন্যত্র প্রকাশ করিব না। নন্দী দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া নীললোহিত-সকাশে প্রয়াণ করিলেন এবং তাঁহার অগ্রে গিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—মহারাজ! কোন কার্য্যবশতঃ রাহু আপনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। তিনি হেথায় আসিবেন কি না, আপনি তাহার আদেশ প্রদান করুন। মহেশ্বর নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরসুপ্তা দেবীকে সখীগণ সঙ্গে অন্যত্র প্রেরণ করিয়া পরে দ্বারস্থ নন্দীকে বলিলেন, জালন্ধরের দূতকে লইয়া আইস। তখন মহাবল নন্দী দূতকে হস্তে ধরিয়া দেবগণ মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক দেবদেব শম্ভুকে দেখাইয়া দিলেন। রাহু দেখিলেন, মহাদেব জটাজূটশালী, নীলবর্ণ, পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ ও নাগযজ্ঞোপবীতী। দেবী পার্ব্বতী তথায় অনবস্থিতা, তাঁহার মস্তকে চন্দ্রলেখা উদ্ভাসিত। তাঁহার উচ্ছ্বাস এবং শ্বাসবশতঃ তদীয় অঙ্গাভরণ সর্পগণ এক একবার অঙ্গ-চ্যুত ও অঙ্গলগ্ন হইতেছে। সর্ব্বদেব তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কোটী কোটি প্রমথ তাঁহার সেবা করিতেছে। শম্ভু দৈত্যপতির দূতকে সমাগত দেখিয়া তাহাকে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। তখন রাহু তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—হে দেব! দৈত্যপতি জালন্ধর আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি আমার মুখে তাঁহার শিষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর যথা কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। হে গিরিশ! তুমি তপোনিষ্ঠ, নির্গুণ, ধর্ম্মবর্জ্জিত; তোমার পিতা মাতা নাই; কোন প্রশস্ত গোত্রেও তোমার জন্ম হয় নাই। মহাবাহু জালন্ধর ভুবনত্রয়ের অধিপতি; সুতরাং তাঁহারই তুমি বশ্য। তাই বলি তাঁহার কথানুসারে কার্য্য কর। ১১—২৫। তুমি পুরাণ-পুরুষ বৃষারূঢ়, কেন তুমি কামাসক্ত? রাহু এই কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে মহাদেবের দুই পুত্র স্কন্দ এবং বিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবদেব বাক্য সংযমপূর্ব্বক ব্যস্ত হস্তে

হেরম্ববাহনস্তাখোঃ পুচ্ছং গ্রস্তমথাহিনা ।
স্বপত্রং গ্রস্তমালোক্য মুহুর্মুহুশ্চুক্রোবাচ হ ॥২৮
অত্রান্তরে স্কন্দবাহং দৃষ্ট্বা বীক্ষ্য মহাস্বরম্ ।
তদ্ভয়াদ্বাসুকিগ্রস্তমাখুপুচ্ছমথোদ্গিরৎ ॥ ২৯
অথারুহ্য হরস্যাঙ্গং গলমাবেষ্ট্য সংস্থিতঃ ।
তস্য নিশ্বাসপবনৈরথ জাতো হুতাশনঃ ॥ ৩০
তস্যোষ্মণা চন্দ্রলেখা জটাজূটাটবীস্থিতা ।
সার্দ্রভাস্ত তদা সাম্যাৎ প্লাবিতং তদ্বপুর্যথা ॥ ৩১
তস্যা হ্যমৃতধারাভির্ব্রহ্মমস্তকমালিকা ।
হরমৌলিকপালানামভূৎ সঞ্জীবিতা তদা ॥ ৩২
পপাঠ পূর্ব্বমভ্যস্তং সর্ব্বযোগশ্রুতিক্রমম্ ।
শ্রুত্বা পরস্পরাধীতং বিবদন্তি শিরাংস্যথ ॥ ৩৩
অহমাদিরহং পূর্ব্বমহমেব পরাৎপরঃ ।
অহং স্রষ্টা অহং পাতেত্যুৎসুকানি পরস্পরম্ ॥
শোচন্ত্যেতানি নো দত্তং নো ভুক্তং ন হুতং ময়
লোভগ্রস্তেন মনসা নো বিত্তং ব্রহ্মণেঽর্পিতম্ ॥
অথেশ্বরজটাজূটাদাবিরাসীদ্গণো মহান্ ।
ত্রিগ্নাননস্ত্রিচরণস্ত্রিপুচ্ছঃ সপ্তহস্তবান্ ॥ ২৬
স চ কীর্ত্তিমুখো নাম পিঙ্গলো জটিলো মহান্ ।
তং দৃষ্ট্বা সা কপালালী ভয়াত্তস্থৌ মৃতেব সা ॥
পুরতঃ প্রাহ স গণস্ততঃ কীর্ত্তিমুখঃ প্রভুম্ ।
প্রণিপত্য শিবং দেবমত্যর্থং ক্ষুধিতঃ প্রভো ॥৩৮
তদোক্তঃ শঙ্করেণাহো ভক্ষয় ত্বং রণেহতান্ ।
ক্ষণং বিচার্য্য স গণঃ ক্বাপ্য দৃষ্ট্বা রণং তদা ॥৩৯
ব্রহ্মাণং ভক্ষিতুং প্রাপ্তঃ শঙ্করেণ নিবারিতঃ ।
ততঃ কীর্ত্তিমুখেনাথ স্বাঙ্গং সর্ব্বং ভক্ষিতম্ ॥৪০
বুভুক্ষিতেন চাত্যন্তং নিষিদ্ধেন চ সর্ব্বতঃ ।
তৎসাহসং তদা দৃষ্ট্বা ভক্তিং কীর্ত্তিমুখস্য চ ॥৪১

অঙ্গ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন ; তাহাতে বাসুকি ভূতলে পতিত হইল। গণেশবাহন মূষিকের পুচ্ছ শিবসর্প গ্রাস করিল। তাহা দেখিয়া গজানন বারম্বার "ছাড়-ছাড়" বলিতে লাগিলেন। ঐ সময় স্কন্দবাহন মহারব ময়ূরকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া বাসুকি তাহার ভয়ে কবলিত মূষিকপুচ্ছ উদ্গিরণ করিল এবং পরে হর-গাত্রে আরোহণ করিয়া তদীয় গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিল। অনন্তর বাসুকির নিশ্বাসপবনে অগ্নি উৎপন্ন হইল। সেই অগ্নির উষ্মায় শিবের জটাজূটাটবীস্থিত চন্দ্র-লেখা আর্দ্র হইয়া সকল দেহ প্লাবিত করিল। তাহার আর্দ্রতাপ্রাপ্ত অমৃত-ধারায় মস্তকস্থ ব্রহ্মার মস্তক সকলও হরমৌলিকপালসমূহরূপে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা সকলেই পূর্ব্বাভ্যস্ত নিখিল যোগ ও শ্রুতিক্রম পাঠ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরে পরস্পরের অধীত যোগশ্রুতি শ্রবণ করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। সকলেই কহিল,—আমি আদি, আমিই পূর্ব্ববর্ত্তী, আমিই পরাৎপর, আমিই স্রষ্টা, আমিই পাতা। ব্রহ্মার মস্তকপরম্পরা উৎসুক হইয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল। পরে আবার তাহারাই পরস্পর এই বলিয়া শোক করিতে লাগিল যে, আহা, আমি দান করি নাই। কেহ কহিল, আমি ভোগ করি নাই। কেহ কহিল, আমি হোম করি নাই। কেহ কহিল আমি লোভা-কৃষ্টমনে বিত্ত রক্ষাই করিয়াছি ; ব্রাহ্মণকে দান করি নাই। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইত্যবসরে মহেশ্বরের জটাজূট হইতে এক মহান্ প্রমথ প্রাদুর্ভূত হইল। সে ত্রিনয়ন ত্রিচরণ, ত্রিপুচ্ছ, এবং সপ্তহস্ত। তাহার নাম কীর্ত্তিমুখ, দেহ পিঙ্গলবর্ণ, মস্তক জটাজূটময় ; তাহাকে দেখিয়া সেই কপাল সকল ভয়ে মৃত-বৎ অবস্থান করিল। ২৬—৩৭। অনন্তর সেই প্রমথ কীর্ত্তিমুখ শিবাগ্রে প্রণাম করিয়া কহিল, —প্রভো! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি। শঙ্কর কহিলেন,—তুমি যুদ্ধে মৃত বীরদিগকে ভক্ষণ কর। কীর্ত্তিমুখ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুত্রাপি যুদ্ধ দেখিতে না পাইয়া ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। শঙ্কর তাহাকে সে কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। তখন কীর্ত্তিমুখ নিজের সর্ব্বাঙ্গই ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বুভুক্ষিত কীর্ত্তিমুখকে শঙ্কর সে কার্য্য করিতেও নিষেধ করিলেন ; পরন্তু কীর্ত্তিমুখের সাহস এবং ভক্তি দর্শনে

তমুবাচেশ্বরঃ প্রীতঃ প্রাসাদে তিষ্ঠ মে সদা।
ত্বচ্চিত্তরহিতো যশ্চ ভবিষ্যতি মমালয়ে॥ ৪২
স পতিষ্যতি শীঘ্রংহীত্যুক্তং সোঽন্তর্হিতোঽভবৎ
শম্ভোর্মূর্দ্ধ্নি তদা দেবা বব্রষুঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ॥ ৪২
এবমত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা সভায়াং তু ত্রিশূলিনঃ।
স্বর্ভানুরপি দেবেশং পুনঃ প্রোবাচ বিস্মিতঃ॥
স্পৃশন্তি ত্বাং কথং ভাবাঃ স্বাধীনং যোগিনং বলাৎ।
ইন্দ্রিয়ৈঃ পূজ্যসে ত্বং হি প্রাপ্যোঽয়ং বিষয়ৈঃ কথম্॥৪৫
ব্রহ্মাদিলোকপালানাং পূজাং গৃহ্ণাসি সর্ব্বতঃ
ন ত্বং পশ্যসি কং দেবং ত্বং পূজয়সি কঞ্চন॥৪৬
ঈশ্বরোঽসি কথং লোকে ভিক্ষাভোজী প্রতিষ্ঠিত
সঙ্গোপয়সি যোগীন্দ্র গৌরীং রম্যাং প্রযচ্ছ মে
স্কন্দলম্বোদরাভ্যাং ত্বং পুত্রাভ্যাং সহিতোঽধুনা
ভিক্ষাপাত্রং গৃহীত্বা তু ভ্রম নিত্যং গৃহে গৃহে॥
এবং বহুবিধং তত্র রাহু র্মহেশ্বরং প্রতি।
ভগবানপি তচ্ছ্রুত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ॥ ৪৯
অথেশং মৌনিনং ত্যক্ত্বা রাহুর্নন্দিনমব্রবীৎ।
ত্বং মন্ত্রী হ্যসি সেনানীর্বিকটাননবিগ্রহক্॥ ৫০
এবমাচরিতভ্রষ্টং ত্বং শিক্ষয়িতুমর্হসি।
নোচেদ্রোষেণেন্দ্র ইব পতিষ্যতি রণে হতঃ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য নন্দী বিজ্ঞাপ্য চেশ্বরম্।
ভ্রূসংজ্ঞয়ৈব স তদা মতমাজ্ঞায় শূলিনঃ॥ ৫২
সম্পূজ্য প্রেষয়ামাস রাহুং নন্দী গণাগ্রণীঃ।
অথ জালন্ধরং গত্বা কথয়ামাস বিস্তরাৎ।
স্বর্ভানুস্তস্য বৃত্তান্তং গৌরীরূপং মনোহরম্॥৫৩
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কৈলাসাদ্রাহুপ্রত্যাগমনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

প্রীত হইয়া বলিলেন, তুমি সর্ব্বদা আমার প্রাসাদে অবস্থান কর। আমার আলয়ে যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে না, তাহার সত্বর পতন হইবে। শম্ভু এই কথা কহিলে কীর্ত্তিমুখ অন্তর্হিত হইল। তখন দেবগণ শম্ভুর শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। শূলপাণির সভায় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া রাহু সবিস্ময়ে পুনরায় দেবদেবকে বলিল,—বিভো! আপনি স্বাধীন যোগিপুরুষ; ভাব সকল আপনাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? আপনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পূজিত; বিষয় সকল আপনাকে বশ্য করিবে কিরূপে? আপনি ব্রহ্মাদি লোকপালগণের পূজা গ্রহণ করেন; কিন্তু আপনার চক্ষে কোন পূজ্যদেব নাই; সুতরাং কাহাকেই বা আপনি পূজা করিবেন? আপনি ঈশ্বর; অথচ লোকে আপনি ভিক্ষাভোজী কেন? হে যোগীন্দ্র! আপনি গিরীন্দ্রনন্দিনী সুন্দরী গৌরীকে গোপনে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে প্রদান করুন। স্কন্দ এবং লম্বোদর আপনার এই দুই পুত্র; আপনি উক্ত পুত্রদ্বয়সহ অধুনা ভিক্ষাপাত্র লইয়া নিত্য নিত্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে থাকুন। রাহু এইরূপ বহুবিধ বাক্য মহেশ্বরকে বলিল, কিন্তু ভগবান্ মহেশ্বর তাহার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। অনন্তর রাহু মৌনী মহেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দীকে বলিলেন,—নন্দিন্! তুমি বিকটাননধারী মন্ত্রী এবং সেনাপতি, সুতরাং এই আচারভ্রষ্ট শিবকে তুমি শিক্ষা প্রদান কর, নচেৎ আমাদের প্রভুর ক্রোধে ইনি যুদ্ধে হত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় পতিত হইবেন। গণসত্তম নন্দী এই কথা শুনিয়া মহেশ্বরকে জানাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তদীয় ভ্রূসঙ্কেতে তাঁহার মত অবগত হইয়া জালন্ধরের দূত রাহুকে সৎকারপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অনন্তর রাহু জালন্ধরের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত এবং গৌরীর মনোহর রূপের কথা সবিস্তরে বর্ণন করিল। ৩৮—৫৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অথ জালন্ধরো দূতবচঃ শ্রুত্বা প্রতাপবান্।
সর্ব্বসৈন্যং সমাহূয় প্রয়াণমকরোত্তদা।
ততস্ততঃ সমেতানাং সৈন্যানাং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ॥
স ত্রীন্ মন্দরকন্দরেষু শয়িতানুত্থাপয়ন্ কিন্নরান্
মেরোর্মন্দরকন্দরে প্রতিরবানুত্থাপয়ন্ বারণান্
সিংহানাঞ্চ ততীর্য্যমুক্ত পুরঃ পস্থানমেবংবিধ-
স্ত্রৈলোক্যং বধিরীচকার মহতঃ সৈন্যস্য
কোলাহলঃ॥২
ততো দুন্দুভিনাদোঽভূৎ পীঠে জালন্ধরে নৃপ।
তন্নিনাদেন শূরাণাং প্রিয়েণ মহতা তদা॥ ৩
কম্পন্তি গিরিয়স্তুঙ্গাঃ প্রাসাদা বিচলন্তি চ।
সপ্তসাগরগর্ভেভ্যো নিঃসৃতা দৈত্যদানবাঃ॥৪
সন্নদ্ধাশ্চাতিগর্জ্জন্তি নানাবাহনসংযুতাঃ।
হেষা যযৌ মহানাদা বাজিনাং বাহ্যতঃ পুরঃ॥৫
রথাঙ্গেনাথ সংঘৃষ্টা ধরা সঙ্কুলতেঽথবা।
চালিতৈর্গজযূথৈশ্চ পৃথ্বী রুদ্ধা সকাননা॥ ৬
জালন্ধরেরিরিতৈর্ভীমৈরযুতৈঃ স্যন্দনস্থিতৈঃ।
অশ্বার্ব্বুদসহস্রে দ্বে অর্ব্বুদং দন্তিনামপি॥ ৭
ররাজ সৈন্যলক্ষৈকং রথিনাং সপতাকিনাম্।
পরার্দ্ধনবতিঃ কোট্যো দৃশ্যন্তে মুখ্যনায়কাঃ।
নির্জ্জগাম মহাসৈন্যং ছত্রৈঃ সঙ্ছাদ্য ভাস্করম্॥
আসীৎ পিঙ্গরপাণ্ডুপঙ্কজবনং-
শ্বেতাতপত্রৈঃ ক্বচিৎ
মায়ূরাতপবারণৈঃ ক্বচিদভূদ্-
উন্নীলনীলোৎপলম্।
উন্মেঘং ক্বচিদূর্দ্ধধূলিপটলৈ-
র্যস্য প্রয়াণেঽভবৎ,
সবীচি ক্বচিদম্বরং সর ইবোৎ-
সর্পৎপতাকাপটৈঃ॥ ৯
গজবাগজীজিময়ী ভূমির্ধ্বজচ্ছত্রময়ং নভঃ।
দিক্চক্রং চামরময়ং দৈত্যসৈন্যে প্রসর্পতি॥১০
ততো জালন্ধরো দৈত্যঃ প্রযাণায় সমুৎসুকঃ।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর প্রতাপবান্ জালন্ধর দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় সমস্ত সৈন্য আহ্বানপূর্ব্বক তৎকালে প্রয়াণ করিল। তখন সম্মিলিত সর্ব্ব সৈন্যের সিংহনাদ শ্রুতি-গোচর হইল। সেই সুবিপুল সৈন্যকোলাহলে মন্দরকন্দর-শয়িত, কিন্নরত্রয় উত্থাপিত, সমগ্র মেরু ও মন্দরকন্দর প্রতিধ্বনিত, গিরিকুঞ্জর-গণ জাগরিত এবং সিংহসমূহ পথের অগ্রে অগ্রে প্রচলিত হইতে লাগিল। বলিতে কি, সেই মহাকোলাহলে এই ত্রৈলোক্যই বধিরী-কৃত হইল। হে নৃপ! অনন্তর জালন্ধর পীঠে দুন্দুভিনাদ হইতে লাগিল। সেই শূর-প্রিয় মহানাদে তুঙ্গ গিরি সকল কম্পিত এবং প্রাসাদসমূহ বিচলিত হইল। দৈত্য-দানব-গণ সপ্ত সাগরগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইল। উহারা সুসজ্জিত হইয়া নানা বাহনে অবস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। অশ্বগণের হেষা মহারবে অগ্রপশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। রথাঙ্গসংঘৃষ্ট ধরা যেন সঙ্কুলিত হইতে লাগি-লেন। জালন্ধরপ্রেরিত রথস্থিত অযুত অযুত ভীমকায় বীরবৃন্দ ও গজযূথ কর্ত্তৃক সকানন। ধরিত্রী যেন রুদ্ধ হইয়া উঠিল। দুই সহস্র অর্ব্বুদ অশ্ব, এক অর্ব্বুদ গজ ও এক লক্ষ রথিসৈন্য এই যুদ্ধে সমবেত হইল। পরার্দ্ধ নবতি কোটি প্রধান নায়ক পরিদৃষ্ট হইল। ছত্রসমূহে রবিমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া মহা-সৈন্য যাত্রা করিল। সেই সৈন্যসমূহের প্রয়াণকালে অম্বরতল কোথাও শ্বেতাতপত্র-সমূহে পিঙ্গরপাণ্ডু পঙ্কজবনশ্রী ধারণ করিল কোথাও ময়ূরপুচ্ছময় আতপত্রে উন্নীল নীলোৎপলবৎ প্রতিভাত হইল; কোথাও ঊর্দ্ধ প্রসারিত ধূলিপটলে নবোদিত মেঘ-প্রতিমা ধারণ করিল, এবং কোথাও বা প্রসর্পিত পতাকাপটে বীচিবিরাজিত সরো-বরবৎ প্রতিভাত হইল। দৈত্যসৈন্য প্রয়াণ করিলে পৃথিবী গজবাজিময়ী, আকাশ ধ্বজ-ছত্রময় এবং দিক্চক্র চামরময় হইয়া উঠিল। ১—১০। অনন্তর জালন্ধর দৈত্য স্বয়ং যুদ্ধ-

স্কন্ধে চারোপয়ন্ শক্তিং নানারত্নবিভূষিতাম্ ॥১১
আজগাম মহাবিষ্ণুং প্রষ্টুং সাগরবাসিনম্।
অভিবাদ্য জগন্নাথং হরিং জালন্ধরস্ত্বিদম্ ॥ ১২
ভোগার্থং কিং প্রযচ্ছামি তুভ্যং ভাবুক কথ্যতাম্
শ্রুত্বা নারায়ণো বাক্যমব্ধিজস্য মুদান্বিতঃ ॥
উবাচ কিং করোমীতি প্রিয়ং সিন্ধুসুতেপ্সিতম্
ইত্যুক্তঃ সপ্রহৃষ্টোঽথ হরিংপ্রোবাচ সত্বরঃ ॥১৪
যামি যোদ্ধুং রণেঽহং ত্বং সুখী তিষ্ঠেহ সাগরে
লক্ষ্ম্যা দত্তাক্ষতস্তত্র কেশবেনাথ পূজিতঃ ॥১৫
স নির্গত্য হরেঃ স্থানাৎ সমুদ্রং প্রষ্টুমাগতঃ।
সোঽর্ণবং প্রণিপত্যাহ তাতযাস্যামি দূরতঃ ॥১৬
নীলকণ্ঠং রণে জেতুমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি।
পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা যিযাসোঃ শঙ্করং প্রতি ॥১৭
সিন্ধুরাজেন সোঽপ্যুক্তঃ পুত্র তং তাপসং ত্যজ
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং ময়া দত্তং তাপসং ত্যজ দূরতঃ ॥
অত্যদ্ভুতঃ প্রতাপস্তে ত্বত্তুল্যো নাস্তি ভূমিপঃ
স্বর্গাদাধিক্যতাং নীতং ত্বয়া বৎস ধরাতলম্ ॥১৯
তব রাজ্যে বসুমতী বৈকুণ্ঠ ইব রাজতে ॥২০
যো দেবো দুর্জ্জয়ো দৈত্যৈরানীতঃ সহ স শ্রিয়া
মমান্তিকং বৎস বস শঙ্করং ভিক্ষুকং ত্যজ ॥২১
এবমুক্তো হ্যর্ণবেন গিরিজাং প্রতি রাগবান্ ॥
পিতৃবাক্যমবিজ্ঞায় আগত্য সভটান্ স্বকান্।
সজ্জীভূতস্তু যুদ্ধায় বৃন্দা জালন্ধরং জগৌ ॥

বৃন্দোবাচ।

নাথ যুদ্ধং ন কর্ত্তব্যং রাজেন্দ্র কুৎসয়োগিনা।
মনো নিবর্ত্ত্যতাং পশ্য প্রবৃত্তং পার্ব্বতীং প্রতি
গৌরীং ত্বং বাঞ্ছসে কস্মাৎ পার্ব্বতী কিং মমাধিকা।
তপস্বিনী নিরালম্বা সংসক্তা স্থাণবে সদা ॥ ২৪

যাত্রায় সমুৎসুক হইল। সে স্কন্ধে নানারত্নরাজিতা শক্তি আরোপণ করিয়া অগ্রে সাগরবাসী মহাবিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। অসুর জালন্ধর হরিকে অভিবাদন করিয়া কহিল, ওহে ভাবুক! তোমার ভোগের নিমিত্ত তোমাকে আমি কি প্রদান করিব বল? নারায়ণ সাগরনন্দনের বাক্য শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন,—হে সিন্ধুসুত! তোমার আমি কোন্ প্রিয়কার্য্য করিব? হরি এই কথা কহিলে জালন্ধর তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিল,—আমি যুদ্ধে যাইতেছি, তুমি যথাসুখে এই সাগরেই অবস্থান কর। জালন্ধরের কথাবসানে লক্ষ্মী তাহাকে অক্ষত প্রদান করিলেন; কেশব তাহার সৎকার করিলেন। জালন্ধর সৎকৃত হইয়া হরির আবাসস্থান হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক তাহাকে বলিল,—হে তাত! আমি দূরদেশে গমন করিতেছি, নীলকণ্ঠ দেবকে যাহাতে জয় করিতে পারি এরূপ অনুজ্ঞা আপনি প্রদান করুন। পুত্রের বাক্য শুনিয়া সিন্ধুরাজ শঙ্করাভিমুখে গমনোদ্যত পুত্রকে বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি তাপস ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কর, মৎপ্রদত্ত রাজ্যভোগ করিতে থাক, তাপসজনকে দূরে পরিহার কর। তোমার প্রতাপ অতি অদ্ভুত; তোমার ন্যায় ভূমিপতি নাই। হে বৎস! এই ধরাতলকে তুমি স্বর্গ হইতেও উন্নত করিয়াছ। তোমার রাজ্যে বসুমতী বৈকুণ্ঠবৎ বিরাজ করেন। যিনি দৈত্যগণের দুর্জ্জেয়, সেই দেবকেও তুমি লক্ষ্মীর সহিত আনয়ন করিয়াছ। তাই বলি হে বৎস! আমার নিকট বাস কর, ভিক্ষুক শঙ্করকে পরিত্যাগ কর।১১-২২। সাগর এই কথা কহিলেন, কিন্তু গিরিজার প্রতি রাগযুক্ত জালন্ধর পিতৃবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় সৈন্যদলের নিকট আগমন করিল। জালন্ধরপত্নী বৃন্দা স্বামীকে যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত জানিয়া তৎপার্শ্বে আসিলেন এবং বলিলেন,—হে নাথ! হে রাজেন্দ্র! একটা কুযোগীর সহিত আপনি যুদ্ধ করিবেন না। পার্ব্বতীর প্রতি আপনার যে মন নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আপনি নিবর্ত্তিত করুন। গৌরীকে আপনি কামনা করিতেছেন কেন? তিনি কি আমা অপেক্ষা গরীয়সী? গৌরী তপস্বিনী, নিরাশ্রয়া, সর্ব্বদা স্থাণুর প্রতি

সুতানুরাগিণী বন্ধ্যা ততঃ কৃত্রিমপুত্রিকা।
বৃথা স্তুতা নারদেন তাং ত্যজস্ব ভজস্ব মাম্ ॥২৫
ইতি বৃন্দাবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচার্ণবাত্মজঃ।
অদৃষ্ট্বা পার্ব্বতীরূপং মচ্চেতো ন নিবর্ত্ততে ॥ ২৬
বৃন্দে ত্বয়া জনপদো রাজধানী প্রপাল্যতাম্।
স্মর্ত্তব্যোঽহং সদা চণ্ডি যদি মাং হন্তি শঙ্করঃ ॥২৭
ইতি ভর্ত্তৃবচঃ শ্রুত্বা বৃন্দা হাসসমন্বিতা।
জগাম শিবিকারূঢ়া পীঠং জালন্ধরং তদা ॥ ২৮

নারদ উবাচ।

অথ প্রতস্থে কৈলাসং সিন্ধুসূনুর্মহাবলঃ।
মহাপদ্মসহস্রাণাং ষষ্ট্যা সৈন্যেন সংবৃতঃ ॥ ২৯
অত্রান্তরে পরিত্যজ্য কৈলাসং শঙ্করো গতঃ।
গণপুত্রপ্রিয়াযুক্তঃ কৈলাসং মানসোত্তরম্ ॥ ৩০
জালন্ধরস্ততঃ প্রাপ্তঃ কৈলাসং প্রথমেঽহনি।
সেনাঃ সংস্থাপ্য কৈলাস আলোকনকুতূহলী ॥

দিব্যকেসরমন্দাররজঃপুঞ্জপরিশ্রিতাঃ।
শীতাম্বুশীকরাসারৈঃ প্রভুগ্না বান্তি বায়বঃ ॥৩২
যত্র সিদ্ধাঙ্গনা-পীনস্তনোত্তুঙ্গতরঙ্গিণঃ।
মন্দারমকরন্দাঢ্যাঃ সুন্দরা বান্তি বায়বঃ ॥ ৩৩
যত্রাশোকরুচি-স্নিগ্ধপাদন্যাসং চ যোষিতাম্।
বিলোক্য দানবেন্দ্রোঽভূন্মনোরথসমাকুলঃ ॥৩৪
প্রাপ্নুবন্তি সুরাঃ প্রীতিং স্ববিম্বালোকহর্ষিতাঃ
যত্র কিন্নরকান্তানাং সুরতব্যঞ্জিতপ্রভাঃ ॥ ৩৫
বিভান্তি সর্ব্বতস্তত্র মন্দারাঃ শীর্ণপল্লবাঃ।
যত্র শম্ভুগণাক্রান্তা নানাবেলাকুলদ্রুমাঃ ॥ ৩৬
ভান্তি মন্মথভূপাল-যশসা সুধৃতা ইব।
যত্র চন্দনকস্তুরী-গন্ধোন্মত্তালিসঙ্ঘাঃ।
বিভান্তি দগ্ধকন্দর্প-নির্ব্বাণাঙ্গারসন্নিভাঃ ॥ ৩৭
যত্রাঙ্গনানাং সকলং বিলোক্য,
সৌরভ্যমত্যুত্তমকান্তিমিত্রম্।
মন্যে পরিষক্তমনোবিনোদা
কস্তুরিকা গাহতি কালিমানম্ ॥ ৩৮

আসক্তা, সুতানুরাগিণী, বন্ধ্যা, সুতরাং কৃত্রিমপুত্রিকা। নারদ আপনার নিকট তাহার বৃথা সুখ্যাতি করিয়াছেন। আপনি তাহাকে ত্যাগ করুন, আমাকে ভজনা করুন। বৃন্দার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্ণবনন্দন প্রত্যুত্তরে বলিল,—পার্ব্বতীর রূপ না দেখিয়া আমার চিত্ত নিবৃত্ত হইতেছে না। হে বৃন্দে! তুমি এই রাজধানী জনপদ পরিপালন কর। হে চণ্ডি! যদি আমাকে শঙ্কর নিহত করেন, তাহা হইলে সর্ব্বদা তুমি আমায় স্মরণ করিও। ভর্ত্তার এই বাক্য শুনিয়া বৃন্দা সহাস্যমুখে শিবিকারোহণপূর্ব্বক জালন্ধর-পীঠে গমন করিলেন। নারদ কহিলেন,—অনন্তর মহাবল সিন্ধুনন্দন ষষ্টি মহাপদ্ম সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিল ইত্যবসরে, শঙ্কর পুত্র প্রিয়া ও প্রমথগণ সহ কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া মানসোত্তরে গমন করিলেন। এদিকে জালন্ধর প্রথম দিবসেই কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কৈলাস দর্শনে কুতূহলী হইয়া স্বীয় সেনাদল সংস্থাপন করিল। কৈলাসে

দিব্যবায়ু বহিতে লাগিল; ঐ বায়ু সুন্দর কেশরযুত মন্দার পুষ্পের রজঃপুঞ্জময় এবং শীতল অম্বুকণাধারায় মিশ্রিত। উহা সিদ্ধাঙ্গনাগণের পীনস্তনে তরঙ্গিত এবং মন্দার-মকরন্দযুক্ত হইয়া প্রবাহিত। তথায় যোষিদ্-গণের অশোককান্তিবৎ স্নিগ্ধ চরণবিন্যাস অবলোকন করিয়া দানবেন্দ্রের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুরগণ তথায় স্বীয় বিম্বা-লোকনে হৃষ্ট হইয়া প্রীতি অনুভব করিতে-ছিলেন। তথাকার নানাস্থানে শীর্ণপল্লব মন্দার সকল কিন্নরকামিনীগণের সুরত ক্রিয়ার সাক্ষিরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। তথায় বেলাভূমিস্থ বিবিধ কুলদ্রুম সকল প্রমথসমূহে সমাক্রান্ত হইয়াও মন্মথ ভূপতির প্রভাবেই যেন সুরক্ষিত রহিয়াছে। তথায় অলিকুল চন্দন ও কস্তূরীগন্ধে উন্মত্ত হইয়া দগ্ধ কন্দর্প-দেহের নির্ব্বাণাঙ্গারবৎ প্রতিভাত হইতেছিল। ২২—৩৭। তথাকার অঙ্গনাগণের অত্যুত্তম কান্তি ও সৌরভ্য অবলোকন করি-

ক্বচিৎ প্রবরগৈরিকাসমসমুল্লসৎপঙ্কজং,
লবঙ্গদলসন্নিভাসনচলচ্চকোরং ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্‌গিরিসরিত্তটীতরণিবৎস্ফুরৎকুণ্ডলং,
চলন্নিচুলমঞ্জরীবিনয়নম্রভৃঙ্গং ক্বচিৎ ॥ ৩৯
ক্বচিদ্দলিতকোকিলাকুলিতনূত্নচূতাঙ্কুরং,
কুরঙ্গকুলসেবিতং প্রবলশালিমূলং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ প্রবর সুন্দরৈঃ সুরবধূপপদৈঃ পাবনং,
বনং নয়তি বিক্রিয়ামিহ মনো মুনীনামপি ॥ ৪০
এবং গুণসমাযুক্তং বিলোক্য হরমন্দিরম্।
বিচিত্রং চাপি কৈলাসং সর্ব্বরত্নসমাশ্রয়ম্ ॥ ৪১
অত্যন্তবিস্মিতো দৈত্যঃ প্রোবাচ ভৃগুনন্দনম্
কস্মাত্তং তাপসং তাত প্রবদন্তি ভবাদৃশাঃ ॥৪২
তাদৃশী যস্য সা ভার্য্যা গৃহমীদৃঙ্‌মনোহরম্।
তত্রাদৃষ্টাদ্য দৃষ্টং হরঃ কুত্র গতঃ কবে ॥ ৪৩
কথং মম ভয়াচ্চেতি পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভার্গবঃ।
দেব শম্ভুর্মহাশৈলমগমাং মানসোত্তরম্ ॥ ৪৪

যযৌ তত্র মহাদেবো গন্তুং চান্যৈর্ন শক্যতে।
ইতি কাব্যবচঃ শ্রুত্বা প্রাহ দৈত্যো মহাবলঃ ॥
জালন্ধর উবাচ।
অহং যাস্যামি দেবেশং ত্বং পুরা গচ্ছ ভার্গব।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তত্র যত্রাস্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥৪৬
অপশ্যত্তং গিরিবরং সিন্ধুজো মানসোত্তরম্।
তস্য ষষ্টিসহস্রাণি যোজনানাং সমুচ্ছ্রয়ঃ ॥ ৪৩
স শৈলো মানসো রাজন্ দৈত্যসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ
বহবো দৈত্যরাজানঃ শৈলমারুরুহুর্দ্রুতম্ ॥ ৪৮
ছত্রান্ধকারং পর্য্যাসীৎ বাদ্যনাদেন বেপথুঃ।
সৈন্যকোলাহলস্তেষাং পূরয়ামাস রোদসী ॥ ৪৯
নারদ উবাচ।
অথৈবমাগতং দৃষ্ট্বা দৈত্যসৈন্যং মহত্তদা।
অত্যুচ্চে স গিরেঃশৃঙ্গে স্থাপ্য গৌরীংসখীবৃতাম্
ভগবাংশ্চ গণৈঃ সর্ব্বৈঃ সন্নদ্ধৈর্যুদ্ধদুর্ম্মদৈঃ।
ত্রিংশন্মাহাজসাহস্রৈঃ প্রমথানাং বৃতঃ শিবঃ ॥৫১

যাই মনে হয় কস্তুরিকা কালিমা ধারণ করিয়াছে। কৈলাসের কোথাও উত্তম গৈরিকাভ পঙ্কজদল শোভা পাইতেছে; কোথাও লবঙ্গদলবৎ আসনপত্রে চকোর সকল খেলিতেছে, কোথাও গিরিনদীতটের তরঙ্গ তরণিবৎ কুণ্ডলকুল স্ফুরিত হইতেছে; কোথাও ভৃঙ্গাবলী চলিত নিচুলমঞ্জরীবৎ বিনয়নম্র রহিয়াছে, কোথাও দলিত কোকিলাকুলিত নূতন চূতাঙ্কুর, কোথাও কুরঙ্গকুলসেবিত প্রবল শালিমূল, কোথাও সুরবধূগণের প্রবল সুন্দর পদন্যাসে কৈলাস কানন পরিপাবন; এহেন কানন মুনিমনেরও বিকারজনন। দানবরাজ হরনিবাস সমস্ত রত্নাকর বিচিত্র কৈলাস গিরিকে এহেন গুণসম্পন্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত ভৃগুনন্দনকে বলিল,—এমন মনোহর যাহার বাসস্থান, পার্ব্বতী হেন তেমন [illegible] যাহার ভার্য্যা, তাদৃশ পুরুষকে [illegible] তাপস বলেন কেন? এই বলিয়া দানবপতি [illegible] না [illegible] পাইয়া [illegible], — হে কবে! হর আমার ভয়ে কোথায় গিয়াছেন? ভার্গব এই কথার উত্তরে বলিলেন, শম্ভুদেব মানসোত্তর নামক দুর্গম মহাপর্ব্বতে গিয়াছেন, তথায় অন্য কাহারও যাইবার ক্ষমতা নাই। মহাবল দৈত্য, কাব্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, হে ভার্গব! আমি সেই দেবদেবের নিকট গমন করিব, আপনি অগ্রে অগ্রে চলুন। দৈত্যপতি এই বলিয়া যথায় স্বয়ং শঙ্কর অবস্থিত, সেই স্থানে গমন করিল এবং মানসোত্তর গিরি অবলোকন করিল; দেখিল, ঐ গিরি ষষ্টিসহস্র যোজন উন্নত। হে রাজন্! তখন অসংখ্য দৈত্যসৈন্যে সেই মানসাচল বেষ্টিত হইল, বহুসংখ্যক দৈত্য-ভূপতি সত্বর মানসাচলে আরোহণ করিতে লাগিল। অসংখ্য ছত্রে ঐ স্থান অন্ধকার হইল, বাদ্যনাদে কম্প হইতে লাগিল। সৈন্যগণের কোলাহলে ভূতল এবং নভস্তল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। [illegible]—৪৯। নারদ কহিলেন,—অনন্তর সেই সুবিপুল দৈত্যসৈন্য সমাগত [illegible] ভগবান্ শঙ্কর গৌরীকে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে সখীজনসঙ্গে রাখিয়া সুসজ্জিত যুদ্ধদুর্ম্মদ ত্রিংশৎ সহস্র মহাশঙ্খ পরিমিত প্রমথ সৈন্যে পরিবৃত

উবাচ নন্দিনং শম্ভুর্গণানামধিপং ত্বয়া ।
প্রহর্তব্যো মহাদৈত্যো বীরো জালন্ধরো রণে
মহাকালাদিভিঃ শূরৈর্যাহি ত্বং পরিবারিতঃ ।
তাবদাজৌ ত্বয়া তস্মাদ্যোদ্ধব্যমতিপৌরুষাৎ
যাবদ্যুদ্ধে নারিজয়ো মম বীর ভবিষ্যতি ।
ইতি শম্ভোর্ব্বচঃ শ্রুত্বা স চ সারথিমব্রবীৎ ॥৫৫
কাকতুণ্ডরথং মেঽদ্য সমানয় মহামতে ।
নন্দিনো বচনং শ্রুত্বা সোঽপি স্যন্দনমাহরৎ ॥
দ্বাত্রিংশদশ্বসংযুক্তং চক্রষোড়শসংযুতম্ ।
ষষ্টিধ্বজসমোপেতং দ্বাত্রিংশদ্যোজনায়তম্ ॥
সর্ব্বশস্ত্রৈশ্চ সম্পূর্ণং প্রাপ্তং সাংগ্রামিকং রথম্ ।
নন্দিনশ্চক্ররক্ষার্থং পুত্রৌ স্কন্দবিনায়কৌ ॥ ৫৭
সমাদিষ্টৌ শঙ্করেণ সন্নদ্ধৌ তৌ সবাহনৌ ।
গণৈঃ পরিবৃতো নন্দী বাগ্ভিঃ সম্পূজ্য চেশ্বরম্
নন্দী রথং সমারুহ্য নির্যযৌ দানবান্ প্রতি ।
বিরাজতে তস্য মূর্দ্ধিচ্ছত্রং দ্বাদশযোজনম্ ॥ ৫৯

যাবৎ স নির্যযৌ নন্দী তাবত্তে দানবাঃ পুরঃ ।
শৈলোপরি সমারূঢ়া দানবা ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৬০
গণানামাযুধৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিহতাঃ পতিতা ভুবি ।
হন্যমানা গণৈর্দৈত্যাস্তত্যজুর্দূরতো গিরিম্ ॥৬১
ততো ধূমসমং তস্মাদবরুহ্য শিলোচ্চয়াৎ ।
জঘ্নুর্দৈত্যান্ শিতৈঃ শস্ত্রৈর্গণা রাজন্ মহাবলান্
অমরৈরাচিতং দৃষ্ট্বা রুরুধুর্দৈত্যসৈনিকাঃ ।
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং গণানাং দানবৈঃ সহ ॥৬৩
শরবর্ষমথাত্যুগ্রং দানবানাং দিবৌকসাম্ ।
ততঃ সমস্তান্ মাতঙ্গান্ জঘ্নুঃ শিখিমুখা রণে ॥
রথান্ হয়ান্ পদাতীংশ্চ কাকতুণ্ডা মহাবলাঃ ।
হতানাং দৈত্যসঙ্ঘানাং সঙ্গরে ভৃশমায়িনাম্ ॥
শিরোভির্গগনং ব্যাপ্তং প্রহসদ্ভির্ভয়াবহৈঃ ।
মুক্তকেশারুণমুখৈর্ভীমদংষ্ট্রাবিলোচনৈঃ ॥ ৬৬
সিংহৈঃ কবন্ধজঙ্ঘোরু-কটিপৃষ্ঠনিকৃন্তনৈঃ ।
চিতা সর্ব্বত্র বসুধা কবন্ধৈ রুধিরারুণৈঃ ॥ ৬৭

হইলেন, এবং গণাধিপতি নন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে গণাধিপ! তুমি সমরে মহাদৈত্য জালন্ধরকে প্রহার করিবে; অতএব মহাকালাদি শূরবীরগণের সহিত মিলিত হইয়া সমরক্ষেত্রে গমন কর। হে বীর! যতকাল মধ্যে আমার না সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়, তাবৎ তুমি সাতিশয় বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করিবে। শম্ভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দী সারথিকে বলিলেন,—হে মহামতে! তুমি আমার জন্য কাকতুণ্ড রথ আনয়ন কর। নন্দীর আদেশে সারথি সত্বর রথ আনয়ন করিল। এই রথ দ্বাত্রিংশৎ অশ্ব ও ষোড়শ চক্রযুক্ত। উহাতে ষষ্টিসংখ্যক পতাকা শোভিত এবং উহা দ্বাত্রিংশৎ যোজন আয়ত। এইরূপ সর্ব্বশস্ত্রপূর্ণ সাংগ্রামিক রথ উপস্থিত হইলে শঙ্কর নন্দীর চক্র রক্ষার্থ নিমিত্ত সুসন্নদ্ধ স্কন্দ এবং বিনায়ককে আদেশ করিলেন। অনন্তর প্রমথপরিবৃত নন্দী বিবিধ বাগ্‌বিন্যাসে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক দানবগণোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নন্দীর মস্তকোপরি দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত ছত্র বিরাজিত হইল। নন্দী যৎকালে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন, ঘোরদর্শন দানবেরাও তখন সম্মুখস্থ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল। অনন্তর প্রমথগণের তীক্ষ্ণ বাণে নিহত হইয়া বহু দানব ভূপতিত হইল। অনেকে হন্যমান হইয়া দূর হইতেই পর্ব্বত পরিত্যাগ করিল। অনন্তর প্রমথগণ সেই শিলোচ্চয় হইতে অবতরণ করিয়া নিশিত শস্ত্র দ্বারা দৈত্যগণকে নিহত করিতে লাগিল। দৈত্যসৈন্যগণ যুদ্ধস্থল দেবসৈন্য কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত দেখিয়া অবরোধ করিল। তখন দানব ও প্রমথগণমধ্যে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ৫০—৬৩। দেব ও দানব পক্ষ হইতে অতি ভীষণ শরবর্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবল দেবগণ দানবদিগের সমস্ত গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে বিনাশ করিলেন। যুদ্ধহত অতি মায়াবী দৈত্যসমূহের হাস্যযুক্ত ভীষণ মস্তকসমূহ দ্বারা গগনপথ পরিব্যাপ্ত হইল। মুক্তকেশর অরুণানন ভীষণ দশন-নয়নশালী সিংহগণ কবন্ধগণের জঙ্ঘা, ঊরু, কটি ও পৃষ্ঠ নিকৃন্তন করিতে লাগিল। রুধিরারুণিত

ততো বিরাবঃ সুমহান্ বভূব
দৈত্যেশ্বরাণাং ধ্বজিনীষু ধাবতাম্।
শস্ত্রোগণৈঃ পাতিতসৈনিকানাং
যথার্ণবানাং নদতাং যুগক্ষয়ে॥ ৬৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দৈত্যসৈন্যপরাজয়ো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

দৈত্যসৈন্যং হতং দৃষ্ট্বা গণৈর্নন্দিপুরোগমৈঃ।
ক্রুদ্ধাঃ শুম্ভাদয়ো দৈত্যাঃ সমাজগ্মুর্গণান্ প্রতি
ততঃ শুম্ভো মহাদৈত্যো নন্দিনং প্রত্যযুধ্যত।
মহাকালং নিশুম্ভোঽথ কালো লোকেশ্বরং রণে
পুষ্পদন্তং শৈলরোমা মাল্যবন্তং মহাবলঃ।
কোলাহলো রণে রাজন্ প্রাপ্তো মায়াবলেন চ
চণ্ডং ভয়ানকো নাম রাহুঃ স্কন্দমধাবত।
কুষ্মাণ্ডং সর্পরোমা চ ঘর্ঘরো মদনং তথা॥৪
শুভং কেতুমুখো হন্তং যযৌ জন্তো বিনায়কম্।
হাসং পাতালকেতুশ্চ ভৃঙ্গীশং রোমকণ্টকঃ॥ ৫
যুযুধুঃ কোটিশো রুদ্রগণা দৈত্যাঃ পরস্পরম্।
পশ্যতোরুভয়োস্তত্র স্বামিনোরিতি তে যুধি॥ ৬
দৃঢ়প্রহারিণো জঘ্নুর্গণা দৈত্যাঃ শরৈরথ।
নন্দী মুমোচ তান্ বাণান্ মহাসারো যথা নগে
ততঃ সম্পূরয়ামাস মুখং শুম্ভস্য পত্রিভিঃ।
যথা প চয়ৈর্বাতো মন্দরস্যেব কন্দরম্॥৮
শুম্ভোঽথ কার্ম্মুকং ত্যক্ত্বা রথাত্তং প্রত্যধাবত।
উৎপাট্য চ গিরিং তেন জঘান হৃদি নন্দিনঃ॥ ৯
নন্দিনো হৃদয়ং ভিত্ত্বা চূর্ণয়িত্বা রথং রণে।
পপাত ভূমৌ স গিরির্বজ্রং প্রাপ্য গিরিং যথা॥
মূর্চ্ছাং প্রাপ্য ক্ষণাৎ সংজ্ঞাং বেগবান্ স পলায়িতঃ।
মহাকালো নিশুম্ভেন মুদ্গরেণ হতো হৃদি॥ ১১

কবন্ধগণে বসুধা পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর দৈত্যপতিগণের পলায়িত ও শত্রুগণ কর্তৃক পাতিত সৈন্যসমূহের এক মহারব উত্থিত হইল। মনে হইল যেন যুগান্তে অর্ণবসমূহ ঘোর রব করিতে লাগিল। ৬৪—৬৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—নন্দিপ্রমুখ প্রমথগণ কর্তৃক দৈত্যসৈন্য নিহত হইল দেখিয়া শুম্ভাদি দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ হইল এবং প্রমথগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন মহাদৈত্য শুম্ভ নন্দীর, নিশুম্ভ মহাকালের, কাল লোকেশ্বরের, শৈলরোমা পুষ্পদণ্ডের, মায়াবী মহাবল কোলাহল মাল্যবানের, ভয়ানক চণ্ডের, রাহু কার্ত্তিকেয়ের, সর্পরোম কুষ্মাণ্ডের, ঘর্ঘর মদনের, কেতুমুখ শুভের, জম্ভ বিনায়কের, পাতালকেতু হাসের এবং রোমকণ্টক ভৃঙ্গীশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কোটি কোটি রুদ্রগণ ও দানবগণের মধ্যে পরস্পর ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের সেনাপতিই উভয় পক্ষের যুদ্ধ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। দৃঢ়প্রহারী প্রমথগণ ও দৈত্যগণ শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আহত করিতে লাগিল। পর্ব্বতোপরি ভীষণ বারিধারা পাতের ন্যায় নন্দী শত্রুর প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন পত্রপুঞ্জ দ্বারা মন্দরাদ্রির কন্দর পূরণ করে, শরসমূহ ক্ষেপণ করিয়া নন্দী সেইরূপ শুম্ভাসুরের মুখগহ্বর পূরণ করিলেন।১-৮। অনন্তর শুম্ভাসুর কার্ম্মুক পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নন্দীর প্রতি ধাবিত হইল এবং একটা পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া নন্দীর হৃদয়ে নিক্ষেপ করিল। পর্ব্বতোপরি পতিত বজ্রের ন্যায় সেই পর্ব্বত নন্দীর হৃদয় ভেদ করিয়া এবং তদীয় রথ চূর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত নন্দী ক্ষণপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সবেগে পলায়ন করিলেন। তখন নিশুম্ভ

আগত্য দৈত্যং গদয়া জঘান মুকুটোপরি।
তৎপ্রহারমচিন্ত্যাথ নিশুম্ভোঽপি মহাবলঃ॥ ১২
তং গৃহীত্বা চরণয়োর্মহাকালং মহাবলঃ।
ভ্রাময়িত্বা করতলাচ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥ ১৩
স তদ্‌বক্ত্রানিলং পীত্বা ননাদ রুধিরারুণঃ।
পুষ্পদন্তঃ শৈলরোম্না চাহতো মুষ্টিনা মুখে॥ ১৪
গদয়া শৈলরোমাণং হত্বা ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ।
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ গিরিকেতুর্মহাবলঃ॥
পুষ্পদন্তং মহাভীমং মুদ্গরেণ ব্যপোথয়ৎ।
পুষ্পদন্তোঽথ খড়্গেন গিরিকেতোঃ
শিরোঽচ্ছিনৎ॥
গৃহীত্বা চর্ম্ম খড়্গঞ্চ গিরিকেতোরধাবত।
শিরস্তং প্রাহ কিং যাসি মাং ত্যক্ত্বা সমরার্থিনম্
শিরোহীনে চ কায়েঽস্মিন্ কিন্নু ধাবন লজ্জসে
ইত্যুক্তে শিরসা তেন কবন্ধেন তু পাদয়োঃ॥
বিধৃতঃ পুষ্পদন্তশ্চ কুক্ষৌ তীক্ষ্ণাসিনাচ্ছিনৎ।
নিশ্চক্রামাসুরঃ কুক্ষেঃ শতশীর্ষো মহাবলঃ॥১৯
দ্বিশতাক্ষ-সমাযুক্তঃ শতদ্বয়ভুজাকুলঃ।
ভ্রমতস্তু শিরো রাজন্ কবন্ধোপান্তমাগমৎ॥২০
তচ্ছিরঃ প্রাপ্তমালোক্য পুষ্পদন্তোঽসিনাচ্ছিনৎ
ততো ভূকম্পনো নাম জ্বরো দৈত্যো ভয়াবহঃ
পুষ্পদন্তস্তদা তত্র দ্বাভ্যাং রাজন্ বিমর্দ্দিতঃ।
জ্বরেণ তেন চ ক্লিষ্টো দুঃসহেনাতিবেগিনা॥ ২১
ত্যক্ত্বা শিবগণং সংখ্যং কম্পমানো গিরিং যযৌ
কোলাহলো মহাধন্বী মাল্যবন্তং শরৈস্ত্রিভিঃ॥
বিব্যাধ স্কন্ধয়োর্ভালে মাল্যবাংশ্চ ততোঽসুরম্
বাণাহতো মাল্যবতা শস্ত্রৈর্নানাবিধৈঃ শিতৈঃ॥
কোলাহলঃ প্রহৃতবান্ দর্শয়ন্নাত্মলাঘবম্।
সোঽপি হেতিব্যথাং ত্যক্ত্বা মাল্যবাংশ্চ
গণাগ্রণীঃ॥ ২৫

মুদ্গর দ্বারা মহাকালের হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিল। মহাকাল আক্রমণ করিয়া গদা দ্বারা নিশুম্ভের মুকুটোপরি প্রহার করিলেন। মহাবল নিশুম্ভ সেই গদাপ্রহার অগ্রাহ্য করিয়া মহাকালের উভয় চরণ গ্রহণপূর্ব্বক ঘূর্ণন করাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মহাকাল তদীয় মুখমারুত পান করিয়া রক্তারুণিতগাত্রে সিংহনাদ করিলেন। শৈলরোমা পুষ্পদন্তের মুখে মুষ্টি প্রহার করিল। পুষ্পদন্ত গদাপ্রহারে শৈলরোমাকে ভূপাতিত করিলেন। মহাবল গিরিকেতু শৈলরোমাকে ভূপতিত দেখিয়া ভয়ঙ্কর পুষ্পদন্তকে মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিল। অনন্তর পুষ্পদন্ত খড়্গ দ্বারা গিরিকেতুর মস্তক ছেদন করিলেন এবং তদীয় খড়্গচর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধাবিত হইলেন। তখন গিরিকেতুর ছিন্ন মস্তক পুষ্পদন্তকে কহিল,—আমি যুদ্ধার্থী, আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় পলাইতেছ? এই দেহ মস্তকহীন হইয়াছে মাত্র, পরন্তু তুমি পলাইতে গিয়া কি লজ্জিত হইতেছ না? মস্তক এই কথা কহিবামাত্র কবন্ধ গিয়া পুষ্পদন্তের পাদদ্বয় ধরিল। পুষ্পদন্ত তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাহার কুক্ষিদেশ ছেদন করিলেন। তখন সেই ছিন্ন কুক্ষি হইতে এক মহাবল অসুর নিষ্ক্রান্ত হইল। এই অসুর শতশীর্ষ, দ্বিশত অক্ষিযুক্ত এবং দ্বিশত-ভুজ-পরিব্যাপ্ত। হে রাজন্! ঐ সময় গিরিকেতুর সেই ছিন্নমস্তক গড়াইয়া গড়াইয়া কবন্ধের নিকট আসিল। পুষ্পদন্ত সেই শত্রুমস্তক উপস্থিত দেখিয়া অসি দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। অনন্তর ভূকম্পন নামক ভীষণ জ্বর দৈত্য উপস্থিত হইল।১৯—২১। হে রাজন্! পুষ্পদন্ত তখন উভয় দৈত্যকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিলেন। অতিবেগশালী দুঃসহ জ্বর দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া শিবানুচরগণ কম্পিতগাত্রে রণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আবাসশৈলে গমন করিল। মহাধনুর্দ্ধারী কোলাহল দৈত্য তিনটি শরে মাল্যবানের উভয় স্কন্ধ এবং ললাট বিদ্ধ করিল। অনন্তর মাল্যবানও অসুরের ঐ তিন স্থান শরবিদ্ধ করিলেন। মাল্যবানের বাণাঘাতে আহত হইয়া কোলাহল স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ নিশিত শস্ত্র দ্বারা মাল্যবান্‌কে প্রহার করিল।

গিরিং গৃহীত্বা তেনাজৌ কোলাহলমথাহনৎ।
নিশ্চক্রাম জ্বরস্তস্মাজ্জ্বলনো নাম ভীষণঃ॥ ২৬
ত্রিশীর্ষো নবহস্তশ্চ নবপাদোঽতিপিঙ্গলঃ।
স জ্বরো মোহয়ামাস মাল্যবন্তং স্বতেজসা॥ ২৭
মাল্যবান্ সমরং ত্যক্ত্বা পরাক্রান্তো গিরিং যযৌ
চণ্ডো ভয়ানকেনাজৌ পাশেন হৃদয়ে হতঃ॥ ২৮
হয়ো বিনির্গতস্তস্মাৎ ক্ষিপ্তঃ সোঽপি চ সাগরে
কার্ত্তিকেয়ো রণে রাহুং শিতৈর্বাণৈঃ সমাহনৎ॥
আচ্ছাদ্য শরজালৈশ্চ শীঘ্রং শক্তিং মুমোচ হ।
আপতন্তীং মহাশক্তিং জ্বলন্তীমিব তেজসা॥৩০
দৃষ্ট্বা রাহুঃ খমুৎপত্য করাভ্যাং জগৃহে দ্রুতম্।
স তাং শক্তিং গৃহীত্বা তু বিনদ্যোচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ
স্বর্ভানুঃ শিরসো নোঽপি তস্য শক্ত্যা
জঘান তম্।
বক্ষস্থভিঽতে শক্ত্যা তদ্দেহান্নির্গতা সরিৎ॥
তয়া সম্প্লাবিতঃ পুত্রো মহাদেবস্য সংযুগে।
কথঞ্চিৎ সা নদী রুদ্ধা সমং পূরো গিরিং যযৌ
শ্রুত্বার্ণবজো জ্বরতঃ কটককদম্বস্য কর্কশং
বিরুতম্।
সুস্বরবচনবিদগ্ধং তমপি চ কোকিলাপতিং
ন সস্মার॥ ৩৪
শরৈঃ কিরন্তং দহনমসিনা বর্ব্বরোঽবধীৎ।
কুষ্মাণ্ডো নিহতো মূর্দ্ধ্নি সর্পরোমাথ মুষ্টিনা॥৩৫
পাতালকেতুনা হাসো মুদ্গরেণ সমাহতঃ।
তস্য দেহাদ্বিনিক্রম্য হস্তী মুদ্গরমাভনক্।
শুণ্ডায়াং মুষ্টিঘাতেন হতঃ পাতালকেতুনা॥ ৩৬
আয়ুধৈর্জ্জর্জরং চক্রে ভৃঙ্গীশং রোমকণ্টকঃ॥৩৭
ভৃঙ্গীশোঽপি রণাদ্ভীতস্ত্বরন্নেব গিরিং যযৌ।
সহসা ধূম্রবর্ণশ্চ শুভ্রঃ কেতুমুখেঽপতৎ॥ ৩৮
গণং গিলিতবান্ দৈত্যো মহাকায়ো মহাননঃ।
হাহাকারো মহানাসীদ্গিলিতে কেতুনা রণে॥

প্রমথপতি মাল্যবান্ও বাণব্যথা পরিত্যাগ করিয়া একটা গিরি গ্রহণান্তে তদ্দ্বারা কোলাহলকে আহত করিলেন; তখন জ্বলন নামক ভীষণ জ্বর তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ জ্বর ত্রিশীর্ষ নবহস্ত, নবপাদ, ও অতি পিঙ্গলবর্ণ। উহা নিষ্ক্রান্ত হইয়া তদ্দণ্ডেই স্বীয় তেজে মাল্যবান্কে মোহাপন্ন করিল। পরাক্রান্ত মাল্যমান্ এইবার সমর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বাসশৈলে প্রস্থান করিলেন। ভয়ানকাসুর চণ্ডকে পাশদ্বারা হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিল, আহত স্থান হইতে এক অশ্ব নির্গত ও সাগরে নিক্ষিপ্ত হইল। কার্ত্তিকেয় সমরে নিশিত শরে রাহুকে আহত করিলেন, এবং শরজাল দ্বারা আবৃত করিয়া সত্বর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। রাহু সেই মহাশক্তিকে যেন তেজে প্রজ্বলিত হইয়াই আপতিত হইতে দেখিয়া আকাশে উল্লম্ফনপূর্ব্বক করযুগল দ্বারা সত্বর তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং বারম্বার উচ্চ সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর রাহু কার্ত্তিকেয়ের সেই শক্তি দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের বক্ষে আঘাত করিল। তাহাতে তাঁহার দেহ হইতে এক নদী নির্গত হইল। মহাদেবনন্দন নিজেও তাহাতে প্লাবিত হইলেন। অতিকষ্টে সেই নদী রুদ্ধ হইলেও তাহার জলবেগ পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হইল। অর্ণবনন্দন জালন্ধর জ্বরের আক্রমণে সৈন্যসমূহের কর্কশ চীৎকার শ্রবণ করিয়া মধুরালাপপণ্ডিত কোকিলাপতিকে আর স্মরণ করিল না। এদিকে দহন শরবর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু বর্ব্বর অসির আঘাতে তাহাকে বধ করিল। সর্পরোমা মুষ্ট্যাঘাতে কুষ্মাণ্ডের মস্তক আহত করিল। পাতালকেতু মুদ্গরপ্রহারে হাসকে সমাহত করিল। তাহাতে তাহার দেহ হইতে এক হস্তী নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুদ্গর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পাতালকেতু হস্তীর শুণ্ডে মুষ্ট্যাঘাত করিলে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।২২—৩৬। অসুর রোমকণ্টক ভৃঙ্গীশকে শরপ্রহারে জর্জ্জর করিল, ভৃঙ্গীশ ভীত হইয়া সমর হইতে সবেগে স্বীয় আবাসশৈলে প্রস্থান করিলেন। সহসা ধূম্রবর্ণ কেতুমুখ সমরে আপতিত হইল। সেই মহাকাল মহাবক্ত্র দৈত্য প্রমথ-সৈন্য

জৃম্ভস্য নিশিতৈর্বাণৈশ্ছিন্নাঙ্গোঽথ বিনায়কঃ।
শুণ্ডাদণ্ডং পরশুনা তস্য চিচ্ছেদ দন্তিনঃ॥ ৪০
জৃম্ভাসুরো জঘানাথ শক্ত্যা লম্বোদরোদরম্।
মূষকোঽপি শরৈর্ভিন্নঃ প্রবিবেশ গুহামুখম্॥৪১
বিনায়কঃ প্রহারার্ত্তো বিললাপাকুলো রণে।
হা মাতস্তাত হা ভ্রাতর্হা মূষক মম প্রিয়॥৪২
গণেশক্রন্দিতং শ্রুত্বা ভগবত্যা তয়া তদা।
সমেত্য কূটাদস্মাৎ পার্ব্বত্যোক্তঃ শিবস্তদা॥
হেরম্বো বধ্যতে দৈত্যৈঃ স্কন্দোঽপি বিনিপাতিতঃ।
শিব কিং ক্রীড়সে শৈলে রক্ষ পুত্রৌ গণানপি
সদা শূলাদিশস্ত্রাণাং ধৃতানামদ্য বৈ ক্ষণঃ।
অথ গৌর্য্যা বচঃ শ্রুত্বা বীরভদ্রং শিবোঽব্রবীৎ
বৃষঃ সজ্জীয়তাং শীঘ্রমিত্যুক্তে স তদাকরোৎ।
ববন্ধ মুকুটং তস্য শৃঙ্গয়োর্ভাস্করপ্রভম্॥ ৪৬

কণ্ঠে ঘণ্টাশতং বদ্ধা কর্ণয়োর্দর্পণৌ ধৃতৌ।
স্কন্ধে চ কিঙ্কিণীজালং চরণে নূপুরং মহৎ॥৪৭
পুচ্ছে চামরসাহস্রং তস্য পাশাষ্টকং মুখে।
কল্যাণী চ তদা দেবী শর্ব্বপার্শ্বে ব্যবস্থিতা॥ ৪৮
পাশাষ্টকেন সংযুক্তা তত্র খড়্গধরাম্বিকা।
ন্যস্তানি সর্ব্বশস্ত্রাণি স বৃষঃ সজ্জিতো বভৌ।
পার্ব্বত্যা ভূষিতঃ সোঽথ নিজয়া ঘণ্টমালয়া।
কৃতং চ তিলকং দেব্যা প্রোক্তঃ সৎকৃতিপূর্ব্বকম্॥ ৫০
হরস্ত্বয়া ন মোক্তব্যো বৃষেন্দ্র রণসঙ্কটে।
আগন্তব্যমরীন্ জিত্বা শম্ভুনা সহ সঙ্গরে॥
ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা হরো বৃষমথারুহৎ॥ ৫১
ধৃত্বায়ুধসহস্রন্তু নিজালঙ্কারভূষিতঃ।
রণং গচ্ছামি তাং প্রাহ পার্ব্বতীং প্রতি সাদর

ঈশ্বর উবাচ।

ত্বং তিষ্ঠসি স্মরপাণি একাকিন্যপি সস্পৃহা

গিলিতে লাগিল। কেতুমুখ গিলিতে আরম্ভ করিলে সমরক্ষেত্রে ঘোর হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। অনন্তর জৃম্ভাসুরের নিশিত বাণে বিনায়ক ছিন্নাঙ্গ হইলেন, তদীয় দন্তীর শুণ্ডাদণ্ড অসুরের পরশুপ্রহারে ছিন্ন হইল। অনন্তর জৃম্ভাসুর শক্তি দ্বারা লম্বোদরের উদরে আঘাত করিল। তাঁহার বাহন মূষিক শর দ্বারা ভিন্ন হইয়া গুহামুখে প্রবেশ করিল। বিনায়ক সমরে প্রহারার্ত্ত হইয়া ব্যাকুলভাবে হা তাত, হা মাত, হা ভ্রাতঃ, হা অমার প্রিয় মূষক! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। গণেশের ক্রন্দন শুনিয়া তৎকালে ভগবতী পার্ব্বতী অন্য গিরিশৃঙ্গ হইতে আগমনপূর্ব্বক শিবকে বলিলেন,—হে শিব! দৈত্যগণ হেরম্বকে বধ করিতেছে, স্কন্দ নিপাতিত হইয়াছে, আপনি কিরূপে শৈলে ক্রীড়া করিতেছেন? সত্বর পুত্রদ্বয় ও প্রমথগণকে রক্ষা করুন। হস্তে সর্ব্বদাই আপনি শূলাদি শস্ত্র ধারণ করেন, আপনার সেই সকল শস্ত্রের প্রভাব দেখাইবার অদ্যই অবসর উপস্থিত। গৌরীর বাক্য শুনিয়া শিব বীরভদ্রকে বলিলেন,—শীঘ্র বৃষ সজ্জিত কর। শিবাদেশে বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিল। বৃষের উভয় শৃঙ্গে ভাস্করাভ মুকুট, কণ্ঠে শতশঙ্খ ঘণ্টা, উভয় কর্ণে দর্পণ, স্কন্ধে কিঙ্কিণীজাল, চরণে নূপুর, পুচ্ছে চামর এবং মুখে পাশাষ্টক যোজিত হইল। দেবী কল্যাণী শিবপার্শ্বে অবস্থিত ছিলেন, তিনি পাশাষ্টকযুক্ত হইয়া খড়্গ ধারণ করিলেন। বৃষোপরি সর্ব্ব শস্ত্র ন্যস্ত হইল। এইরূপে শিববৃষ সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। নিজ ঘণ্টামালা দ্বারা পার্ব্বতীও তাহাকে অলঙ্কৃত করিলেন। পরে ললাটে তিলক করিয়া পার্ব্বতী তাহাকে সৎকারপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৃষেন্দ্র! তুমি সমরসঙ্কটে হরকে কখনও মোচন করিবে না। শত্রু জয় করিয়া সত্বর শম্ভুর সহিত আগমন করিবে।৩৭—৫১। দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর বৃষে আরোহণ করিলেন, এবং সহস্র সহস্র আয়ুধ ধারণ করিয়া আপনার অলঙ্কার-নিকরে ভূষিত হইলেন। অনন্তর 'আমি যুদ্ধযাত্রা করিতেছি' এই বলিয়া সাদরে পার্ব্বতীকে বলিলেন,—দেবি! তুমি একাকিনী

ভামিনী দুরভিপ্রায়া দানবা হি সমাগতাঃ ॥ ৫৩
তস্মাত্ত্বযাত্মনৈবাত্মা রক্ষণীয়ো বরাননে ।
ইত্যুক্ত্বা বৃষভারূঢ়ো যযৌ রুদ্রো রণাঙ্গনম্ ॥৫৪
ত্রিংশন্মহাশুসাহস্রৈঃ প্রমথানাং বৃতঃ শিবঃ ।
বীরভদ্রো রথেনাশু সিংহযুক্তেন সত্বরঃ ॥ ৫৫
বামপার্শ্বং মহেশস্য শূরো রক্ষতি পার্থিব ।
মণিভদ্রোঽশ্বযুক্তেন রথেন পরবীরহা ॥৫৬
দক্ষিণং ধূর্জ্জটেঃ পার্শ্বং সংরক্ষতি ধনুর্দ্ধরঃ ।
তুঙ্গাদুত্তীর্য্য শৈলেন্দ্রাদ্রণং প্রাপ্তো গণৈঃ সহ ॥
দৃষ্ট্বা জগর্জ্জুস্তে দৈত্যা মহেশানং বৃষস্থিতম্ ।
ততো মহান্নিনাদোঽভূদ্দৈত্যপ্রমথসেনয়োঃ ॥
তয়োরভূন্মিথো রাজন্ সম্প্রমর্দ্দোঽথ দারুণঃ ।
ততো নন্দী মহাকালঃ কালস্কন্দৌ মহাবলঃ ॥৫৭
মাল্যবান্ পুষ্পদন্তশ্চ বৃষলী স্বর্ণদন্তিকঃ ।
চণ্ডীশো মদনশ্চণ্ডঃ কুষ্মাণ্ডো গুপ্তলোমকঃ ।
যে যে পূর্ব্বং রণে ভগ্নাঃ প্রাপ্তাস্তে রণসঙ্কটম্ ।
শিবস্য পুরতো দৈত্যা যুযুধুস্তে মহাবলাঃ ॥ ৬১
গণদানবযোধানাং সংগ্রামোঽভূদ্ভয়াবহঃ ।
ততো গণানাং বিদ্রাব্য সৈন্যং তে চ মহাবলাঃ
রণে সংবেষ্টয়ামাসুঃ শরৌঘৈঃ সর্ব্বতঃ শিবম্ ।
শূলৈঃ কুন্তৈর্গদাভিশ্চ মুদ্গরৈঃ পরিঘৈরপি ॥ ৬৩
ইন্দ্রিয়াণি যথাত্মানং বিষয়ৈঃ পঞ্চপঞ্চভিঃ ।
জঘানাথ রণে দৈত্যান্ শম্ভুর্ব্বাণৈঃ সুদারুণৈঃ ।
যথাশু মাঘঃ পাপানি হন্তি স্নানেন তৎক্ষণাৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরোপাখ্যানে শ্রীমহাদেবরণসমাগমনং নাম দ্বাদশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

হইয়াও স্বীয় বিবিধ রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক সকৌতুকে এখানে অবস্থান করিতে পার। হে ভামিনি! দুষ্টাভিসন্ধি দানবেরা আগমন করিয়াছে, অতএব তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করিবে। রুদ্র এই কথা কহিয়া বৃষা-রোহণে রণাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। ত্রিংশৎ সহস্র মহাশঙ্খ পরিমিত প্রমথসৈন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বীর বীরভদ্র সিংহযুক্ত রথে সত্বর গমন করিয়া মহাদেবের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরবীরঘাতী ধনুর্দ্ধারী মণিভদ্র অশ্বযুক্ত রথে গমন করিয়া ধূর্জ্জটির দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তুঙ্গ গিরীন্দ্র হইতে অবতরণ করিয়া প্রমথগণ সহ রণক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তখন দৈত্যগণ বৃষোপরিস্থিত মহেশকে দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনন্তর দৈত্য ও প্রমথসেনা মধ্যে মহা নিনাদ উত্থিত হইল। হে রাজন্! উভয় সৈন্যদলে তখন পরস্পর দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। অনন্তর নন্দী, মহাকাল, কাল, স্কন্দ, মহাবল মাল্যবান্, পুষ্পদন্ত, বৃষলী, স্বর্ণদন্তিক, চণ্ডীশ, মদন, চণ্ড, কুষ্মাণ্ড ও গুপ্তলোমক প্রভৃতি যে যে প্রমথ পূর্ব্বে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, বর্ত্তমান রণসঙ্কটে তাহারা আসিয়া পুনরায় যোগদান করিল। মহাবল দৈত্যগণ শিবসম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রমথসৈন্য ও দানবসৈন্যের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর মহাবল দৈত্যগণ প্রমথ-সৈন্য বিদারিত করিয়া সমরে সর্ব্বদিক্ হইতে শর-বর্ষণ করত শিবকে আসিয়া বেষ্টন করিল। শূল, কুন্ত, গদা, মুদ্গর ও পরিঘ বৃষ্টি হইতে লাগিল। মনে হইল যেন পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়পঞ্চক দ্বারা আক্রান্ত হইল। অনন্তর শম্ভুও সুদারুণ শর বর্ষণে সমরে দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।—যেন মাঘ মাস তীর্থস্নানে তৎক্ষণাৎ পাপ-রাশি বিনাশ করিল। ৫২—৬৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ততো জালন্ধরঃ শ্রুত্বা দৈত্যকোলাহলং রণে।
আজগাম রথারূঢ়ো যত্র দেবঃ সদাশিবঃ॥ ১
সারথিং খড়্গরোমাণং কোপাৎ সত্বরমব্রবীৎ।
সম্প্রেষয় রথং শীঘ্রং সহস্রহয়যোজিতম্॥ ২
হন্মি তং তাপসং শৌর্য্যাজ্জটাভস্মাস্থিভূষিতম্।
বৃষারূঢ়স্য কা শক্তিঃ পঙ্গোর্যুদ্ধে ময়া সহ॥ ৩

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তা খড়্গরোমাণমাভাষ্য চ তথোদ্ধতঃ।
গৃহীত্বা কার্ম্মুকং ঘোরং রথেনাধাবত দ্রুতম্॥ ৪
তং রুরোধ তদায়ান্তং বীরভদ্রঃ শিতৈঃ শরৈঃ
নিরুচ্ছ্বাসীকৃতেনাপি স কায়েন শরৈর্বৃতঃ॥ ৫
দেবৈর্যদ্যপি তুল্যোঽভূদ্ভূতেশস্য পরিগ্রহঃ।
তথাপি কিং কপালানি তুলাং যান্তি কলানিধেঃ
বিব্যাধ মণিভদ্রোঽপি শরৈঃ সাগরনন্দনম্।
পাশেন মণিভদ্রস্ত হত্বোবাচেশ্বরং বচঃ॥ ৭
এহি যোদ্ধুং মহাদেব শস্ত্রাভ্যাসোঽস্তি তে যদি
ত্বং মাং প্রহর ন ত্বাহমাদৌ হন্মি জটাধরম্॥ ৮
ইতি ব্রুবন্তং তং গর্ব্বাদ্বীরভদ্রোঽথ সায়কৈঃ।
পূরয়ামাস সংক্রুদ্ধো যথা পদ্মং রবিঃ করৈঃ॥৯
মণিভদ্রোঽথ গদয়া সৈন্যং তস্য সমাহনৎ।
রথোপরি রথং বীর তুরঙ্গং তুরগোপরি॥ ১০
গজোপরি গজং হত্বা পাতয়ামাস ভূতলে।
রক্তপঙ্কারুণা ভূমিঃ সঞ্জাতা দুর্গমা ক্ষণাৎ॥ ১১
শৈলাচ্চ গণমুখ্যাশ্চ দানবান্ জঘ্নুরাহবে।
পতন্তি দানবাঃ শূরা গতপ্রাণা মহীতলে॥ ১২
রুণ্ডদোর্দ্দণ্ডমুণ্ডৈশ্চ করিপৃষ্ঠকরোরুভিঃ।
পতন্তি দানবাঃ শূরাঃ পূরিতা বসুধা নৃপ॥১৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর জালন্ধর সমরে দৈত্যগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া রথারোহণে শিবসন্নিহিত স্থানে আসিতে লাগিল এবং খড়্গরোমা নামক স্বীয় সারথিকে সকোপে কহিল, সত্বর আমার সহস্রাশ্ব-যোজিত রথ পরিচালন কর। আমি জটাভস্মাস্থিভূষিত সেই তাপসকে সবলে বিনাশ করিব। বৃষারূঢ় পঙ্গুব্যক্তির আমার সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি কি? নারদ কহিলেন,—সারথি খড়্গরোমাকে এই কথা কহিয়া উদ্ধত জালন্ধর ঘোর কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রথারোহণে যুদ্ধযাত্রা করিল। তখন বীরভদ্র তাহাকে আসিতে দেখিয়া নিশিত শরবর্ষণে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে জালন্ধরের দেহ নিরুচ্ছ্বাসীকৃত হইলেও সে শরবর্ষণে বীরভদ্রকে আচ্ছাদিত করিল। ভূতপতির অনুচরেরা দেবতুল্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কপালখণ্ড সকল কি কলানিধির তুল্য হইতে পারে? যাহা হউক, এদিকে মণিভদ্রও শরপ্রহারে জালন্ধরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। জালন্ধর পাশপ্রহারে মণিভদ্রকে আহত করিয়া মহেশ্বরকে বলিল,—ওহে মহাদেব! যদি তুমি শস্ত্র-বিদ্যায় অভ্যস্ত হইয়া থাক, তবে যুদ্ধার্থ আগমন কর। হয় তুমি আমাকে অগ্রে প্রহার কর, না-হয় আমি তোমাকে অগ্রে প্রহার করি। জালন্ধর গর্ব্বভরে এইরূপ উক্তি করিতেছিল, ইতি মধ্যে বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণে তাহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। যেন করনিকর দ্বারা কমলকে রবি আবৃত করিলেন। ১—৯। এদিকে মণিভদ্রও গদাপ্রহারে জালন্ধরের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি রথের উপর রথ, অশ্বের উপর অশ্ব এবং গজের উপর গজ সংহার করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ক্ষণমধ্যে রণভূমি রক্তপঙ্কে অরুণিত হইয়া দুর্গম হইল। প্রধান প্রধান প্রমথগণ পর্ব্বতোপরি হইতে দানবগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। শূর দানবগণ গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। হে নৃপ! পতিত দানবগণের রুণ্ড, দোর্দ্দণ্ড ও মুণ্ড এবং কর্ত্তিতাঙ্গ করিগণের পৃষ্ঠ, কর ও উরু-

নারদ উবাচ ।
এবংবিধং রণে দৃষ্ট্বা হরমত্যন্তদুর্জ্জয়ম্ ।
ভুবনে চ তথান্যানি দৃষ্টবাল্লক্ষণানি সঃ ॥ ১৪
তেজোঽন্যদেবনক্ষত্রশশাঙ্কসকলাদিষু ।
উদ্‌ঘাটিতজগৎকোশমন্যদেব রবেঃর্মহঃ ॥ ১৫
ভগ্নঃ পুনশ্চিন্তিতবাংস্ততো জালন্ধরো নৃপ ।
ন দৃষ্টা সা ময়া গৌরী যাং মামাহাতি নারদঃ ॥১৬
সাম্প্রতং শাশ্বতে স্থানে কথং দ্রক্ষ্যাম্যুমাং স্থিতাম্ ।
তাং হি দ্রষ্টুং ব্রজাম্যাদৌ পশ্চাদ্‌যোৎস্যামি শম্ভুনা ।
চিন্তয়িত্বেতি মনসা দৈত্যং প্রাহার্ণবাত্মজঃ ।
শুম্ভং চণ্ডজয়ে বীর মম তুল্যপরাক্রম ॥ ১৮
ধৃত্বা মৎসদৃশং রূপং সংগ্রামং কর্ত্তুমর্হসি ।
তব যুদ্ধস্য ভারোঽয়ং শিবিরস্য বলস্য চ ॥ ১৯
অহং যাস্যামি তাং দ্রষ্টুং গৌরীং মচ্চিত্তহারিণীন্

ইত্যুক্ত্বাথ দদৌ তস্মৈ স্বাঙ্গাদুত্তার্য্য মণ্ডনম্ ॥২
বর্ম্মশস্ত্রাদিকং দত্ত্বা রথং সারথিসংযুতম্ ।
দুর্ব্বারণেন সহিতঃ সৈন্যং মুক্ত্বোদধেঃ সুতঃ ।
অলক্ষিতস্ততো গত্বা গুহাং গুপ্তাস্ত পার্থিব ।
মানসোত্তরশৈলস্য হররূপং দধার সঃ ॥ ২২
ধৃত্বা দুর্ব্বারণো রূপং নন্দিনঃ সদৃশং তথা ।
অথারুরুহতুঃ শৈলং ছদ্মশঙ্কর-নন্দিনৌ ॥ ২৩
যত্রাস্তি শিখরে গৌরী সখীভিঃ সহিতা নৃপ ।
তমায়ান্তং শরৈর্ভিন্নং স্কন্ধমালম্ব্য নন্দিনঃ ॥২৪
রক্তাক্তমম্বরং দৃষ্ট্বা ভবানী বিস্মিতাভবৎ ।
সখ্যস্তস্যা জয়াদ্যাস্তা জগ্মুস্তং সম্ভ্রমান্বিতাঃ ॥২৫
শঙ্করস্যান্তিকং গত্বা পপ্রচ্ছুস্তং সুদুঃখিতাঃ ।
কিং জাতং তব দেবেশ কেন ত্বং সঙ্গরে জিতঃ
সশল্যস্ত্বং কথং নাথ সংসারীব প্ররোদিষি ।
ইত্যুক্তঃ প্রদদৌ তাভ্যো ভূষণানি পৃথক্ পৃথক্
উত্তার্য্য শনকৈরঙ্গাদ্ বাসুকিপ্রভৃতীনি চ ।

সমূহ দ্বারা বসুধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নারদ কহিলেন,—জালন্ধর সমরে হরকে এইরূপ অত্যন্ত দুর্জ্জয় দেখিল এবং ভুবন মধ্যেও অন্য লক্ষণ সকল দেখিতে পাইল। জালন্ধর দেখিল, নক্ষত্র ও চন্দ্র প্রভৃতির তেজ যেন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে, রবির তেজ যেন জগৎকোষ উদ্ঘাটিত করিয়া অন্য প্রকারে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা দেখিয়া জালন্ধর ভগ্নমনে চিন্তা করিতে লাগিল,—নারদ আমাকে যে গৌরীর সৌন্দর্য্যাতিশয়ের কথা কহিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সম্প্রতি নিত্য স্থানস্থিতা উমাকে আমি কেমন করিয়া দেখিব? অগ্রে আমি তাহাকে দেখিতে যাই, পশ্চাৎ আসিয়া শম্ভুর সহিত যুদ্ধ করিব। অর্ণবনন্দন এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্য শুম্ভকে বলিল,—হে বীর! তুমি আমারই ন্যায় পরাক্রমশালী; অতএব মৎসদৃশ রূপ ধারণ করিয়া তুমি সংগ্রাম করিতে থাক। আমার সৈন্য সৈন্যাবাস ও যুদ্ধের ভার তোমার উপর রহিল। আমি আমার মনোহারিণী গৌরীকে দেখি-

বার নিমিত্ত গমন করিব। জালন্ধর এই বলিয়া নিজগাত্র হইতে আভরণ উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাকে প্রদান করিল এবং বর্ম্ম শস্ত্র ও রথ সারথি প্রভৃতিও তাহাকে অর্পণ করিয়া দূত দুর্ব্বারণের সহিত গৌরীদর্শনে যাত্রা করিল। হে পার্থিব! জালন্ধর অলক্ষিতভাবে মানসোত্তরশৈলের সুরক্ষিত গুহায় গমন করিয়া হররূপ ধারণ করিল। ১০—২২। দূত দুর্ব্বারণ নন্দীর রূপ ধরিল। অনন্তর কপট শঙ্কর এবং নন্দী শৈলারোহণ করিয়া যে শৃঙ্গে গৌরী সখীগণ সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ভবানী দেখিলেন,—শরভিন্নগাত্র শঙ্কর নন্দীর স্কন্ধাবলম্বন করিয়া আসিতেছেন; তাঁহার পরিধান রক্তাক্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে ভবানী বিস্মিতা হইলেন। জয়াদি সখীগণ তখন সসম্ভ্রমে শঙ্করসমীপে গমন করিল এবং অতি দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, হে দেবেশ! কি হইয়াছে? কে আপনাকে সমরে জয় করিয়াছে? হে নাথ! আপনি শল্যযুক্ত হইয়া সংসারী ব্যক্তির ন্যায় কি জন্য রোদন করিতেছেন?

গণেশস্কন্দশিরসী ছিন্নে কুক্ষৌ বিলোক্য চ ॥
হা স্কন্দ হা গণেশেতি হা রুদ্রেত্যম্বিকারুদৎ।
তস্যাঃ সখ্যস্ততঃ সর্ব্বা রুরুদুঃ শোককর্শিতাঃ ॥২৯
অত্রাব্রবীজ্জয়াং নন্দী ত্বমেনং পরিপালয়।
মণিভদ্রো বীরভদ্রঃ পুষ্পদন্তশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩০
দম্ভনো ধূমতিমিরঃ কুষ্মাণ্ডাদ্যা রণে হতাঃ।
চণ্ডী ভৃঙ্গী কিরীটিশ্চ মহাকালশ্চ শৃঙ্খলী ॥৩১
চণ্ডীশো গুপ্তনেত্রশ্চ কালাদ্যাশ্চ হতা রণে।
বিনায়কস্য স্কন্দস্য শিরসী ভ্রমতা ময়া ॥ ৩২
দৃষ্টে মহারণে দেবি ইত্যুক্তাথ পুরোঽক্ষিপৎ।
তচ্ছ্রুত্বা নন্দিনো বাক্যং শিরসী গৃহ্য পুত্রয়োঃ ॥
পার্ব্বতী বিললাপোচ্চৈঃ পুত্রপুত্রেতি জল্পতী।
তারকারে কথং যুদ্ধে হতস্ত্বং সিন্ধুনন্দন ॥ ৩৪
ত্বং হি ত্রিবাসরো দেবৈঃ সৈনাপত্যেঽভিষেচিতঃ।
তদা ত্বয়া কথং বীর তারকাখ্যো নিপাতিতঃ ॥
নীলকণ্ঠেন কিং ত্যক্তো যতস্ত্বং পতিতো ভুবি
স্নুষামুখং ন দৃষ্টং চ ময়া পুত্রাবভাগ্যয়া ॥ ৩৬
ন ভোগা বৎস তে ভুক্তা সংসারস্থাপিযেঽভবন্
তাত হেরম্ব বিঘ্নেশ লম্বোদর গজানন ॥ ৩৭
রণাঙ্গনে কেন পুত্র সিদ্ধৈঃ পূজ্যো নিপাতিতঃ
বাহনোঽসৌ কুতো বৎস মূষকঃ কেন হিংসিতঃ
এবং বিলপতী গৌরী শিবং প্রাহ সুদুঃখিতম্
সাক্ষাদ্ রুদ্রোঽসি দেবেশ হরস্ত্বং মা ভয়ং কুরু
বৃষভঃ ক্ব গতো দেব হতো জালন্ধরেণ বৈ।
শরজর্জ্জরদেহস্য কিং করোমি প্রিয়ং তব ॥ ৪০
ততঃ শ্রুত্বা বচো দেব্যা নিশ্বস্যোবাচ শঙ্করঃ।
দীর্ঘং বিনিহতৌ পুত্রৌ বৃথা শোচসি কিং প্রিয়ে
অমুনা তেঽঙ্গসঙ্গেন দেবি মাং ত্রাতুমর্হসি।

গৌরীর সখীগণ এই কথা কহিলে শঙ্কর নিজগাত্র হইতে বাসুকি প্রভৃতি বিভিন্নভূষণ সকল শনৈঃ শনৈঃ উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। অনন্তর অম্বিকা যখন তাঁহার উভয় কুক্ষিতে গণেশ এবং স্কন্দের ছিন্নমুণ্ড দেখিলেন, তখন হা স্কন্দ, হা গণেশ, হা রুদ্র, বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সখীগণও শোকক্লিষ্ট হইয়া সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কপট নন্দী জয়াকে বলিলেন,—শঙ্করের শুশ্রূষা করুন। মণিভদ্র, বীরভদ্র, পুষ্পদন্ত, দম্ভন, ধূমতিমির, কুষ্মাণ্ড, চণ্ডী, ভৃঙ্গী, কিরীটী, মহাকাল, শৃঙ্খলী, চণ্ডীশ, গুপ্তনেত্র ও কালাদি প্রমথগণ সকলেই রণে নিহত হইয়াছে। হে দেবি! আমি সেই মহাসমরে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে স্কন্দ এবং বিনায়কের ছিন্নমুণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলাম, এই বলিয়া কপট নন্দী গৌরীর সম্মুখে সেই মুণ্ডযুগল নিক্ষেপ করিল। গৌরী নন্দীর কথা শুনিয়া এবং পুত্রযুগলের ছিন্নমুণ্ড লইয়া 'হা পুত্র, হা পুত্র' রবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হা পুত্র তারকারে! সিন্ধুনন্দন কিরূপে সমরে তোমায় নিহত করিল? তোমার বয়স যখন তিন দিবস দেবগণ তখনই তোমায় সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হা বীর! তখন তুমি কিরূপে তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলে? হা পুত্র! নীলকণ্ঠ কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন? তাই তুমি ভূপতিত হইয়াছিলে। হা পুত্র! আমি মন্দভাগিনী, তাই এখনও স্নুষামুখ দেখিতে পাই নাই। বৎস! সংসারের যে কিছু সুখভোগ, তাহাও তুমি ভোগ কর নাই। আর হে পুত্র হেরম্ব, বিঘ্নেশ্বর, লম্বোদর গজানন তুমি সিদ্ধগণের পূজ্য। কে তোমায় সমরে পাতিত করিল? বৎস! মূষক তোমার বাহন, তাহাকেই বা কে সংহার করিল? গৌরী এইরূপ বিলাপ করিয়া সুদুঃখিত শিবকে বলিলেন,—হে দেবেশ! তুমি সাক্ষাৎ রুদ্র, তুমি ত কাহাকেও ভয় কর না; তবে জালন্ধর কর্ত্তৃক নিহত হইয়া তোমার বৃষভ কোথায় গেল? তোমার দেহ শরাঘাতে জর্জ্জর হইয়াছে, আমি তোমার কি প্রিয়াচরণ করিব? ২৯—৪০। দেবীর বাক্য শুনিয়া কপট শঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক

শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বাসময়োচিতমাতুরম্ ।
প্রত্যুবাচাম্বিকা দেবং বভাষে নোচিতং বচঃ ॥
মহাবিষাদে পতিতে ভয়ে চ,
কৃতে সমাধৌ বমনে মহাজ্বরে ।
শ্রাদ্ধে প্রয়াণে গুরুবৃদ্ধসন্নিধৌ,
রতিং বুধাঃ শঙ্কর বর্জ্জয়ন্তি ॥ ৪৩
কথং মাং দুঃখদুঃখার্ত্তাং পুত্রশোকেন পীড়িতাম্
ম্লানাং বাষ্পপরিম্লানাং সম্প্রার্থয়সি চাতুরাম্ ॥৪৪
ভবান্যা ইতি বাক্যানি শ্রুত্বা মায়ামহেশ্বরঃ ।
উবাচ স্বার্থসন্দিশ্য গৌর্য্যা রূপেণ মোহিতঃ ॥৪৫
পুরুষস্যার্ত্তিযুক্তস্য ন যচ্ছন্তি রতিং স্ত্রিয়ঃ ।
তথৈব রৌরবে ঘোরে পতিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
গণশূন্যঃ পুত্রশূন্যো ধীশূন্যোঽহং বরাননে ।
সাম্প্রতং গৃহশূন্যোঽহং সর্ব্বশূন্যোঽস্মি ভামিনি
সুজীবিতং বিহীনোঽহং ত্বাং প্রষ্টুমিহ চাগতঃ ।
স্বং গৃহস্তু প্রবিশ্যাশু ত্যজামি প্রকৃতিং স্বকাম্ ॥

উত্তিষ্ঠ নন্দিন্ সংযাবন্তীর্থে ভব পুরঃসরঃ ।
ত্বং যাহি স্বেচ্ছয়া কান্তে প্রকৃতিং স্বাং পরিত্যজ
ইতি মায়ামহেশস্য বচঃ শ্রুত্বাম্বিকা ততঃ ।
দীর্ঘং দধ্যৌ মহাশ্বাসং শোকেন চ জড়ীকৃতা ॥
তস্মৈবং পরমে ক্ষোভে কিঞ্চিন্নোবাচ সা ক্ষণম্
যয়া সম্মোহিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
সৈব সম্মোহিতা তেন ন জানে দুঃখমাত্মনঃ ॥৫১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মায়ামহেশগমনং
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
ইতি মায়ামহেশেন মোহিতা গিরিজা যদা
অতঃ কিং সমভূদ্ ব্রহ্মন্ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
নারদ উবাচ ।
ক্ষীরাব্ধৌ তু শয়ানস্য চুক্ষোভ হৃদয়ং হরেঃ ।

বলিলেন,—প্রিয়ে! পুত্রদ্বয় নিহত হইয়াছে, সে জন্য আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে? অধুনা তোমার সঙ্গদানে আমায় পরিত্রাণ কর। দেবী অম্বিকা শঙ্করের অসময়োচিত আতুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে শঙ্কর! অত্যন্ত বিষাদে, ভয়ে, সমাধি অবস্থায়, বমনে, মহাজ্বরে, শ্রাদ্ধে যাত্রাকালে, এবং গুরু ও বৃদ্ধজনসন্নিধানে রতিক্রিয়া বুধগণের মতে নিষিদ্ধ; সুতরাং অত্যন্ত দুঃখার্ত্তা পুত্রশোকপীড়িতা বাষ্পপরিম্লানা—আমাকে কেন এ সময় প্রার্থনা করিতেছেন? কপট শঙ্কর ভবানীর এহেন বাণী শ্রবণ করিয়া এবং তাহার রূপে মোহিত হইয়া স্বার্থসাধনোদ্দেশে বলিল, যে সকল স্ত্রী আর্ত্তিযুক্ত পুরুষকে রতি প্রদান না করে, তাহারা ঘোর রৌরব নরকে নিশ্চয় নিপতিত হইয়া থাকে। অয়ি বরাননে! আমি পুত্র ও প্রমথ শূন্য হইয়া ধনশূন্য হইয়াছিলাম; সম্প্রতি গৃহশূন্য হইয়া সর্ব্বশূন্য হইয়া পড়িলাম। হে ভামিনি! এই অবস্থায় তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আমি সত্বরই স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিব। নন্দিন্! গাত্রোত্থান কর, আমরা তীর্থে যাইব, তুমি আমার অগ্রবর্ত্তী হও। হে কান্তে! তুমি স্বেচ্ছায় গমন কর, গিয়া স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ কর। মায়া-মহেশের এই বাক্য শুনিয়া দেবী অম্বিকা শোকে একেবারে অভিভূত হইলেন। কিন্তু শঙ্করের এই দারুণ ক্ষোভে তিনি কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। আহা, যিনি এই স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জগৎ সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই মায়া-মহেশ কর্ত্তৃক মোহিত হইলেন। ৪১—৫১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মায়া-মহেশ এইরূপে গিরিজাকে মোহিত করিবার পর কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন। নারদ কহিলেন,—ক্ষীরাব্ধি-

অকস্মাদেব রাজেন্দ্র নয়নেঽশ্রুপরিপ্লুতে ॥ ২
দৃষ্ট্বা তন্মহদুৎপাত-লক্ষণং ভগবাংস্ততঃ।
উত্থায় শেষপর্য্যঙ্কান্মাঞ্চ বায়ুং বিলোক্য চ
কিং কার্য্যমিতি গোবিন্দস্তম্নাগারিমথাস্মরৎ।
স চাগ্রে স্মৃতিমাত্রেণ তস্থৌ বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রভোঃ
বিনতানন্দনং দৃষ্ট্বা পুরতঃ প্রাহ কেশবঃ।
সুপর্ণ তত্র গচ্ছ ত্বং যত্র যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে ॥ ৫
হতো জালন্ধরো বীরো হরো বা তেন
মোহিতঃ
দৃষ্ট্বা তং শীঘ্রমাগত্য কথয়স্ব মমাখিলম্ ॥ ৬
জালন্ধরেশয়োর্যুদ্ধং দ্রষ্টুং শক্তস্ত্বমেব হি।
কোঽন্যো মহাহবে তস্মিন্ জ্ঞাত্বার্ত্তিশরীরবান্
কদাচিদ্দুর্গমং তত্র যুদ্ধং শস্ত্রাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ।
অথ ত্বং বাণসঞ্চারং গত্বা পিহিতবিগ্রহঃ ॥ ৮
সন্দৃষ্ট্বা পার্ব্বতীবৃত্তিং শীঘ্রমায়াতুমর্হসি।
দৈত্যমায়ানিরাসার্থং বিচিন্ত্য ভগবাংস্বর ন্ ॥ ৯
গুটিকাং সর্ব্বসিদ্ধাঞ্চ গরুড়ায় দদৌ হরিঃ।
অনয়া ন ভ্রমো বীর তথেত্যুক্তা মুখেঽক্ষিপৎ ॥
এবং সম্প্রেরিতঃ পক্ষী হরিং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
নিশ্চক্রাম যথাবিশ্চ জগামাদ্ভুতবেগবান্ ॥ ১১
তত্র গত্বা রণং ঘোরং দৈত্যসৈন্যৈঃ স দুঃসহম্।
দৃষ্টবানখিলেনাস্মৌ ন কিঞ্চিজ্ জ্ঞাতবান্ কিল
তস্মাদুৎপত্য বেগেন গতোঽসৌ মানসোত্তরম্
শৈলং তুঙ্গতরং দুর্গমগম্যং মরুতামপি ॥ ১৩
বিলোকয়ন্ দদৃশে গৌরীস্থানং পতঙ্গরাট্।
তত্রাগত্য ভুজঙ্গারিধ্বনিং সংশ্রুতবান্ কিল ॥১৪
গত্বা সমীপে দদৃশে মায়াপশুপতিং ততঃ।
গরুড়ো গুটিকাং ক্ষিপ্য মুখে ন ভ্রমমাপ সঃ ॥১৫
জ্ঞাত্বা বুদ্ধাথ দৈত্যোঽয়মিতি নায়ং বৃষধ্বজঃ।
হা কষ্টমিতি চোক্ত্বা চ রুদন্নাগত্য চার্ণবম্ ॥ ১৬

শায়ী হরির হৃদয় অকস্মাৎ ক্ষুব্ধ হইল; তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপরিলিপ্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্ সেই বিষম উৎপাত-লক্ষণ দেখিয়া আমার এবং বায়ুর প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করত কি যেন কার্য্য আছে, ইহা বুঝিয়া শেষ-পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র গরুড় আসিয়া যুক্তকরে প্রভুর অগ্রে উপস্থিত হইল। কেশব বিনতানন্দনকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন,—সুপর্ণ! যেখানে যুদ্ধ হইতেছে, তুমি সেই স্থানে যাও। অসুর জালন্ধর নিহত হইল, কি হরকেই সেই অসুর মোহিত করিল, ইহা দেখিয়া আসিয়া সত্বর তুমি আমার নিকট সর্ব্ব বৃত্তান্ত বিবৃত কর। জালন্ধর ও মহেশের যুদ্ধদর্শনে তুমিই একমাত্র সমর্থ; তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি সেই মহা সমরের বিবরণ জানিয়া সশরীরে ফিরিয়া আসিতে পারে? সে যুদ্ধক্ষেত্র শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণে সুদুর্গম। কিন্তু আবৃতদেহে তুমিই সে বাণ-বৃষ্টিময় সমরে গিয়া পরে পার্ব্বতীরও অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া সত্বরই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পার। ভগবান্ এই বলিয়া পরে দৈত্য-মায়ার বিষয় চিন্তা করিলেন এবং সে মায়া নিবারণের জন্য সত্বর এক সর্ব্বসিদ্ধিগুটিকা প্রস্তুত করিয়া গরুড়কে প্রদান করিলেন; বলিলেন, বীর! এই গুটিকার প্রভাবে তোমার ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। গরুড় তথাস্ত বলিয়া তাহা মুখে নিক্ষেপ করিল। এইরূপে হরিপ্রেরিত গরুড় হরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশে উঠিয়া অদ্ভুতবেগে গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল। গরুড় তথায় গিয়া দৈত্য-সৈন্য-দুঃসহ ঘোর সমর দেখিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন সে স্থান হইতে বেগে উৎপতিত হইয়া অত্যুচ্চ মানসোত্তর শৈলে গমন করিল। এই শৈল মরুৎ-সমূহেরও দুর্গম। ১—১৩। পক্ষিরাজ তথায় গিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি চালন করিয়াও কুত্রাপি গৌরীস্থান দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু সেই স্থানে আরও অগ্রসর হইয়া একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন, তৎশ্রবণে, নিকটে গিয়া গরুড় সেই মায়া-মহেশকে দেখিলেন। গরুড় মুখে গুটিকা নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিলেন; তাই তাঁহার ভ্রম জন্মিল না! তিনি তাহাকে দৈত্য বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন; সে যে

কথয়ামাস বৃত্তান্তং পুরতঃ কৈটভদ্বিষঃ ।
দেব জালন্ধরেণায়ং হরো দেবো বিড়ম্বিতঃ ॥১৭
উমা প্রতারিতা তেন পাপেন ছদ্মরূপিণা ।
স্মরস্ত্বং যদি গোবিন্দ সমরং প্রতি যাহ্যতঃ ॥১৮
মায়াযুদ্ধন্তু দেবেশ কুরু জালন্ধরং প্রতি ।
তস্য রাজ্ঞী ময়া দৃষ্টা পীঠে জালন্ধরে শুভে ॥১৯
প্রাসাদভূম্যাং ক্রীড়ন্তী বাদ্যগীতাদিবর্ত্তনৈঃ ।
সা সুন্দরতরা গৌর্য্যা রম্ভোর্ব্বশ্যোঃ শতাদপি ॥
নেদানীং মানুষে লোকে ন পাতালেষু তৎসমা
ভার্য্যাত্বেন সমাবেশ্যা নারীণাং কা কথা হরে ॥
যস্যাং স্পৃশতি দেহেন স কৃতার্থঃ পুমান্ ভবেৎ
তব শ্যালকপত্নী চ হর ত্বং তাং রম প্রিয়াম্ ।
শঙ্করস্যোপকারঞ্চ কুরু চৈবাত্মনঃ সুখম্ ॥ ২২

নারদ উবাচ ।
শ্রুত্বা তার্ক্ষ্যস্য বচনং তং নির্ভর্ৎস্য রমাপ্রিয়ঃ ।
সম্যগ্ব্যবস্য চোপায়ং বিসসর্জ্জ দ্রুতং দ্বিজম্ ॥২৩
শ্রিয়ং প্রতার্য্য সঙ্খাদ্য মঞ্চকে পীতবাসসা ।
নির্গতোঽন্যেন রূপেণ যোগমায়াবলেন চ ॥ ২৪
বৃন্দারিকানুরাগেণ মোহিতো মধুসূদনঃ ।
দৃষ্টা হরিন্তু গচ্ছন্তং প্রতিচ্ছন্নং যুধিষ্ঠির ॥ ২৫
শেষোঽপ্যন্যতমেনাসৌ রূপেণাগত্য কেশবম্
জগাদ ভক্ত্যা ত্বং তিষ্ঠ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২৬
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ব্রূহি কার্য্যং জনার্দ্দন
সদা তব মুখং দৃষ্টা ভোক্ষ্যামীতি ভবেৎ সুখম্
শ্রীভগবানুবাচ ।
জালন্ধরস্ত্রিয়ং রম্যাং হরিষ্যে হরকারণাৎ ।
পার্ব্বত্যাশ্চোপকারায় সঙ্খাদ্য স্বাত্মনস্তনুম্ ॥
এহি যামো বয়ং বন্ধো কান্তারং দুরতিক্রমম্ ।
বৃন্দাকর্ষণসিদ্ধ্যর্থমিত্যুক্ত্বা তৌ বনং গতৌ ॥ ২৯

বৃষধ্বজ, তাহা তাঁহার কিছুতেই ধারণা হইল না। তখন গরুড় 'হা কি কষ্ট!' এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে সমুদ্র মধ্যে আসিয়া কৈটভারির নিকট সর্ব্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বলিলেন,—হে দেব! জালন্ধর কর্ত্তৃক হরদেব বিড়ম্বিত হইয়াছেন। সেই পাপিষ্ঠ কপটবেশে উমাদেবীকে প্রতারিত করিয়াছে। হে গোবিন্দ! আপনি যদি এই নিমিত্ত সমরে প্রয়াণ করেন, তবে জালন্ধরের সহিত গিয়া মায়াযুদ্ধই করুন। সুন্দর জালন্ধর পীঠে আমি তাহার রাজ্ঞীকে দেখিয়াছি, রাজ্ঞী গীতবাদ্যাদি সহযোগে প্রাসাদোপরি ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি গৌরী কিম্বা শত শত রম্ভা বা উর্ব্বশী হইতেও অধিক সুন্দরী; বর্ত্তমান কালে এই মানুষ-লোকে কিম্বা পাতালেও তাঁহার তুল্য নারী কেহ নাই। আপনি তাহাকে ভার্য্যারূপে পরিগ্রহ করুন। হে হরে! সাধারণ নারীর সহিত তাঁহার আর কি তুলনা দিব? যে পুরুষ তাহাকে স্পর্শ করে, সে-ই কৃতার্থ হইয়া থাকে। সে নারী আপনার শ্যালক-পত্নী; আপনি তাহাকে হরণ করিয়া রমণ করুন। এইরূপ করিয়া শঙ্করের উপকার এবং আত্ম-সুখ সম্পাদন করুন। নারদ কহিলেন,—রমাপতি গরুড়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং সম্যক্ উপায় উদ্ভাবন করিয়া সত্বর গরুড়কে বিদায় দিলেন। অনন্তর মধুসূদন লক্ষ্মীদেবীকে প্রতারিত করিলেন; তিনি মঞ্চকোপরি পীত বসনে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া যোগমায়া-বলে অন্যরূপে নির্গত হইলেন। মধুসূদন বৃন্দারিকার অনুরাগে মোহিত হইয়া পড়িলেন। হে যুধিষ্ঠির! হরিকে প্রচ্ছন্নরূপে যাইতে দেখিয়া শেষ দেবও রূপান্তরে কেশবসমীপে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! আপনি থাকুন, আমায় আদেশ করুন; আমি কি করিব? কোথায় যাইব? বলুন। আমি সর্ব্বদা আপনার মুখাবলোকন করিয়া ভোগ করিব, তাহাতেই আমার সুখ হইবে। ১৪—২৭। ভগবান্ কহিলেন,—আমি হরের কারণে জালন্ধরের রম্য রমণীকে হরণ করিব, পার্ব্বতীরও ইহাতে উপকার হইবে; অতএব আত্মদেহ আবৃত করিয়া তুমি আমার সহিত আইস। বন্ধো! আমরা বৃন্দাকে

ততো বিষ্ণুশ্চ শেষশ্চ জটাবল্কলধারিণৌ।
আশ্রমং চক্রতুঃ পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩০
তয়োঃ শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বভূবুঃ কামরূপিণঃ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ ঋক্ষবানরমর্কটাঃ ॥ ৩১
অথ তস্মিন্ বনে বৃন্দাং মন্ত্রেণাকর্ষয়দ্ধরিঃ।
তস্যা হৃদয়সন্তাপং চকার মধুসূদনঃ ॥ ৩২
এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞী তাপমুগ্রমুপাগতা।
চামরাংশ্চালয়ামাস দিব্যস্ত্রীকরচালিতান্ ॥ ৩৩
প্রিয়স্যাগমনং তন্বী চিন্তয়ন্তী মুহুর্ম্মুহুঃ।
চন্দনাগুরুলিপ্তাঙ্গী মূর্চ্ছাং যাতি হি সত্বরম্ ॥ ৩৪
তূর্য্যযামে বিভাবর্য্যাশ্চতুর্দ্দশ্যাং নৃপাঙ্গনা।
স্বপ্নং দদর্শ ভয়দং বৈধব্যভয়সূচকম্ ॥ ৩৫
জালন্ধরশিরঃ শুষ্কং মর্দ্দিতং পাণ্ডুভস্মনা।
গৃধ্রেণ কৃষ্টনয়নং ছিন্নকর্ণাগ্রনাসিকম্ ॥ ৩৬
মুক্তকেশী করালাস্যা কৃষ্ণবর্ণারুণাম্বরা।
চখাদ কালী রক্তাস্যা হস্তে বিধৃতখর্পরা ॥ ৩৭
ঈদৃশং দদৃশে স্বপ্নং তথাত্মানং বিড়ম্বিতম্।
দৈত্যক্ষয়গুণোপেতং সা দদর্শ নৃপাঙ্গনা ॥ ৩৮
ততঃ প্রবুদ্ধাসুররাজপত্নী
গীতেন বাদ্যেন চ মাগধানাম্।
গেয়প্রবন্ধৈঃ স্তবনৈর্বচোভি-
র্বংশস্তবৈঃ কিম্পুরুষপ্রপাঠিতৈঃ ॥ ৩৯
ততস্তান্ সকলান্ শ্রান্তান্ ধনং দত্ত্বা প্রসাদজম্
নিবার্য্য বিপ্রানাহূয় স্বপ্নং দৃষ্টং ন্যবেদয়ৎ।
তং স্বপ্নং ব্রাহ্মণাঃ শ্রুত্বা তামূচুঃ শাস্ত্রপারগাঃ ॥৪০
দ্বিজা ঊচুঃ।
দেবি দুঃস্বপ্নমত্যুগ্রমচিন্ত্যং ভয়দায়কম্।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো হ্যচিন্ত্যভয়নাশকম্ ॥৪১
ধেনূর্বাসাংসি রত্নানি গজাংশ্চাভরণানি চ।
ব্রাহ্মণাঃ পরিসন্তুষ্টাঃ সিষিচুস্তাং নৃপস্ত্রিয়ম্ ॥ ৪২
অভিষিক্তাপি সা বৃন্দা জ্বরেণ পরিতপ্যতে।
বিসৃজ্য বিপ্রপ্রবরান্ প্রাসাদমগমত্তদা ॥ ৪৩

আকর্ষণ করিবার জন্য যাইব বটে, কিন্তু পথ অতি দুর্গম। অনন্তর বিষ্ণু এবং শেষ উভয়ে জটাবল্কল ধারণ করিয়া সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ পুণ্যাশ্রম প্রস্তুত করিলেন। তাঁহাদের সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ঋক্ষ বানর প্রভৃতি বহু-সংখ্যক কামরূপী শিষ্য প্রশিষ্য হইল। তখন হরি সেই বনে মন্ত্রবলে বৃন্দাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বৃন্দার হৃদয়ে সন্তাপ জন্মিল। ক্রমে রাজ্ঞী সাতিশয় তাপানুভব করিতে লাগিলেন, তখন দিব্য স্ত্রীকর-চালিত চামরনিচয় সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রিয়-সমাগমচিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি চন্দন এবং অগুরুলিপ্তগাত্রে সত্বর মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর নৃপাঙ্গনা চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রির চতুর্থ যামে এক ভয়াবহ বৈধব্যসূচক স্বপ্ন দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—জালন্ধরের মস্তক শুষ্ক; উহা পাণ্ডুবর্ণ ভস্মদ্বারা মর্দ্দিত। উহার কর্ণাগ্র এবং নাসা ছিন্ন হইয়াছে; একটা গৃধ্র নয়নাকর্ষণ করিতেছে। মুক্তকেশী, করাল-বদনা, কৃষ্ণবর্ণা, অরুণবসনা, কালী—হস্তে খর্পর লইয়া উহা ভক্ষণ করিতেছেন। নৃপাঙ্গনা বৃন্দা দৈত্যক্ষয়সূচক ঈদৃশ স্বপ্ন এবং আত্মবিড়ম্বনা অবলোকন করিলেন। অনন্তর অসুররাজমহিষী মাগধগণের গীত-বাদ্যে এবং কিম্পুরুষগণের স্তুতি-গীতি-প্রবন্ধে প্রবুদ্ধ হইলেন। পরে তিনি শ্রান্ত মাগধ প্রভৃতিকে আপন প্রসাদজনিত ধন বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে স্তুতিগীতি হইতে নিবারিত করিলেন। তদনন্তর বৃন্দা ব্রাহ্মণ-দিগকে আহ্বান করিয়া রাত্রিদৃষ্ট স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন। শাস্ত্রপারগ ব্রাহ্মণেরা সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—দেবি! আপনার দৃষ্ট এই স্বপ্ন অতীব দারুণ এবং ইহা অত্যন্ত ভয়প্রদ। অতএব সেই অভাব্য-ভয়-নাশের জন্য দ্বিজাতিদিগকে গো, বস্ত্র, রত্ন, গজ ও নানা আভরণ প্রদান করুন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সসন্তোষে রাজ-মহিষীকে অভিষেক করিয়া দিলেন। ২৮ - ৪২। বৃন্দা অভিষিক্তা হইয়াও সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বিপ্রগণকে বিদায়

তত্র স্থিতাপি স্বপুরং দদৃশে দীপ্তমঙ্গলা।
ততঃ স্বকর্ম্মণা রাজন্নাকৃষ্টা হরিণা তু সা॥ ৪৪
ন শশাক গৃহে স্থাতুং ততো রাজ্ঞী বনং যযৌ
রথমশ্বতরীযুক্তং স্মরদূতীসখী বহন্॥ ৪৫
সমারুহ্য ক্ষণাত্তন্বী প্রাপ্তা সৌভাগ্যকাননম্।
নানাবৃক্ষসমাযুক্তং নানাপক্ষিগণান্বিতম্॥ ৪৬
পুষ্পপ্রস্রবণোপেতং স্বর্গনারীবিভূষিতম্।
মন্দানিলপ্রবেশোঽস্তি যত্র নান্যস্য কস্যচিৎ॥৪৭
বনং বৃন্দারিকা দৃষ্ট্বা সস্মার পতিমাত্মনঃ।
কথং জালন্ধরং বীরং দ্রক্ষ্যামি প্রাপ্তমগ্রতঃ॥৪৮
সা তত্র ন সুখং লেভে বিবেশান্যতমং বনম্।
সখীরথসমাযুক্তা বিষ্ণুমায়াবিমোহিতা॥ ৪৯
ততো বিলোকয়ামাস বিপিনং তরুসঙ্কুলম্।
উরুপাষাণসংরুদ্ধং কুরঙ্গাক্ষীভয়াবহম্॥ ৫০
সিংহব্যাঘ্রভয়াকীর্ণং শৃগালব্যালসেবিতম্।
দ্রুমৈঃ স্পৃশচ্ছিখাকাশৈর্গুহান্ধধ্বান্তপূরিতম্॥ ৫১
বনং বিলোক্য সা ভীমং চকিতা চপলেক্ষণা।
স্মরদূতীং সখীং বৃন্দা জগাদ রথবাহিনীম্।
রথং প্রেষয় মে শীঘ্রং স্মরদূতি গৃহং প্রতি॥৫২
স্মরদূত্যুবাচ।
নাহং জানামি দিগ্‌ভাগং নয়ামি ক্ব রথং সখি।
শ্রান্তা অশ্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে মার্গশ্চাত্র ন বিদ্যতে॥৫৩
প্রেরিতো দৈবকেনাপি স্যন্দনো যাতু যত্র চ
অত্র কোঽপি চ মাংসাদো ভক্ষয়িষ্যতি নান্যথা
ইত্যুক্তা সা দ্রুততরা রথং শীঘ্রমবাহয়ৎ।
স রথো বেগতঃ প্রাপ্তো যত্র সিদ্ধা মুদান্বিতাঃ॥
তত্র সিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কাননঞ্চ ভয়াবহম্।
ন যত্র প্রবলো বায়ুর্ন শব্দঃ পক্ষিণামপি॥৫৬
ন চ তেজঃপ্রকাশোঽস্তি ন জলং প্রদিশো দিশঃ
তত্র প্রাপ্তরথস্যাপি লক্ষণেঽভূদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ৫৭

দিয়া স্বীয় প্রাসাদে গেলেন; সেখানে থাকিয়া স্বীয় প্রদীপ্ত পুরী অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর রাজ্ঞী স্বীয় কর্ম্মবশে হরি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গৃহে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি বনগমনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার অশ্বতরীযুক্ত রথ তদীয় সখী স্মরদূতী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইল। তিনি সেই রথে আরোহণ করিয়া ক্ষণমধ্যে সৌভাগ্য-কাননে উপস্থিত হইলেন। ঐ কানন নানা তরুবিরাজিত, নানা বিহঙ্গগণযুত, বিবিধ পুষ্প ও প্রস্রবণসমন্বিত এবং স্বর্গনারীগণে বিভূষিত। ঐ স্থানে মন্দ মারুতেরই প্রবেশাধিকার ছিল, অন্য কাহারও ছিল না। রাজ্ঞী বৃন্দা এহেন কানন অবলোকন করিয়া স্বীয় পতিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—আমি কোন উপায়ে বীর জালন্ধরকে অগ্রে উপস্থিত দেখিব? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজ্ঞী তথায় সুখ লাভ করিতে পারিলেন না, তাই তিনি বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দা সখীপরিচালিত রথে সমারূঢ়া এবং বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিতা। তিনি পরে অপর এক তরুগণপরিব্যাপ্ত বন অবলোকন করিলেন। ঐ বন বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ দ্বারা সংরুদ্ধ, হরিণাক্ষীগণের ভয়াবহ, সিংহ-ব্যাঘ্র-ভয়াকুল, শৃগাল-ব্যালপরিসেবিত, সমুন্নত দ্রুমরাজি দ্বারা আকাশস্পর্শী এবং উহার গুহাসমূহ অন্ধকারপুঞ্জময়। চঞ্চলনয়না বৃন্দা সেই ভীষণ বন অবলোকন করিয়া চকিতচিত্তে রথবাহিনী সখী স্মরদূতীকে কহিলেন,—অয়ি স্মরদূতি! শীঘ্র গৃহাভিমুখে রথ পরিচালন কর।৪৩—৫২। স্মরদূতি কহিল,—সখি! আমি দিগ্বিভাগ জানিতেছি না; সুতরাং কোথায় রথ লইয়া যাইব? অশ্বীগণ শ্রান্ত হইয়াছে; এখানে পথও বিদ্যমান নাই। সুতরাং দৈবপ্রেরিত হইয়া রথ যে দিকে হয় যাউক, এখানে কোন মাংসাশী রাক্ষস হয়ত আমাকে ভক্ষণ করিবে। স্মরদূতী এই বলিয়া সত্বর রথ চালন করিল। রথ বেগে গিয়া সানন্দ সিদ্ধগণের নিকট উপস্থিত হইল। তথায় কতিপয় সিদ্ধপুরুষ দৃষ্ট হইলেন। অরণ্যস্থলী ভীষণ দেখা যাইতে লাগিল। তথায় প্রবল বায়ুপ্রবাহ নাই, পক্ষিকুলের শব্দ নাই; কোনরূপ তেজঃপ্রকাশ নাই, জল নাই বা দিকবিদিক

অশ্বতর্য্যো ন হেষং তে ন চ শব্দশ্চ নেমিজঃ।
ন চলন্তি পতাকাস্তা ঘণ্টিকা ন ক্বণন্তি চ ॥৫৮
ন স্বনন্তি মহাঘণ্টা ধ্বজস্তম্ভে নিবেশিতাঃ।
বিলোক্যৈবংবিধং প্রাহ তত্র বৃন্দা সখীং প্রতি
স্মরদূতি ক যাস্যামো ব্যাঘ্রসিংহভয়ং বনম্।
ন গৃহে ন সুখং রাজ্যে মম জাতং বনে সখি॥৬০

স্মরদূত্যুবাচ।

শৃণুষ দেবি পশ্য ত্বং পুরঃ শৈলোঽতিদারুণঃ।
দৃষ্ট্বাগ্রতো ন গচ্ছন্তি তুরঙ্গ্যো ভয়বিহ্বলাঃ ॥৬১
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সন্ত্রস্তা সা নৃপাঙ্গনা।
দৃষ্ট্বা হারং স্বকণ্ঠস্থং স্যন্দনাচ্ছীঘ্রমুত্থিতা ॥ ৬২
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো রাক্ষসো ভীষণাকৃতিঃ।
ত্রিপাদঃ পঞ্চহস্তশ্চ সপ্তনেত্রোঽতিদারুণঃ ॥৬৩
পিঙ্গলো ব্যাঘ্রকর্ণশ্চ সিংহস্কন্ধস্তথাননঃ।
বিহঙ্গেশসমাঃ কেশা লম্বন্তে রুধিরারুণাঃ ॥৬৪
তং দৃষ্ট্বা পদ্মকোশাঙ্গী সহসা সভয়াভবম্।
নেত্রে করাভ্যামাচ্ছাদ্য চকম্পে কদলীব সা ॥৬৫
প্রতিহারী প্রতোদন্ত ত্যক্ত্বা রাজ্ঞীমভাষত।
ভীতাং মাং ত্রাহি দেবি ত্বময়ংধাবতি ভক্ষিতুম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো রাক্ষসো রথসন্নিধৌ।
রথমুৎক্ষিপ্য হস্তেন ভ্রাময়ংশ্চাশ্বিনীযুতম্ ॥ ৬৭
সা রাজ্ঞী পতিতা ভূমৌ মৃগী ব্যাঘ্রভয়াদিব।
স্মরদূতী তরোর্মূলেচ্ছিন্নাশোকলতা যথা ॥ ৬৮
ততস্তাশ্চাশ্বিনীঃ সর্ব্বাঃ ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ।
তেন রাজ্ঞী ধৃতা হস্তে সিংহেনৈণবধূরিব ॥ ৬৯
তামুবাচ ততো রক্ষঃ প্রাণৈস্তে কারণং যদি।
তব ভর্ত্তা হতঃ সংখ্যে হরেণেতি শ্রুতং ময়া ॥
মামাসাদ্যাদ্য ভর্ত্তারং চিরং জীবাকুতোভয়া।

ভাগ নাই। তথায় রথ উপস্থিত হইতে আরও লক্ষণ-বিপর্য্যয় হইল। অশ্বতরীগণ হ্রেষারব করিতে লাগিল না; রথের নেমি-শব্দ বন্ধ হইল। পতাকাসকল চলিতে লাগিল না; ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাগুলি নীরব হইল। ধ্বজস্তম্ভে নিবেশিত মহাঘণ্টা সকল ধ্বনি করিতে লাগিল না। বৃন্দা এইরূপ লক্ষণ-বিপর্য্যয় দেখিয়া সখীকে কহিলেন—স্মরদূতি! কোথায় যাইব? অরণ্য সিংহ-ব্যাঘ্র-ভয়াকুল। সখি! গৃহে বা রাজ্যে আমার সুখ হয় নাই; বনেই আমার সুখ। স্মরদূতী কহিল,—শুন দেবি! ঐ দেখ সম্মুখে ঐ দারুণ গিরি। উহা দেখিয়া তুরঙ্গীগণ ভয়-বিহ্বল মনে অগ্রসর হইতেছে না। স্মর-দূতীর সেই কথা শুনিয়া নৃপবালা সন্ত্রস্ত হইলেন এবং স্বীয় কণ্ঠস্থ হার দেখিয়া সত্বর রথ হইতে উঠিলেন। ইত্যবসরে এক ভীষণ রাক্ষস উপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষস ত্রিপাদ, পঞ্চহস্ত, সপ্তনেত্র, অতি দারুণ, পিঙ্গল, ব্যাঘ্রকর্ণ, সিংহস্কন্ধ ও সিংহানন। উহার কেশরাশি বিহঙ্গরাজের কেশবৎ রুধিরারুণপ্রভ হইয়া লম্বমান। পদ্মোদর-গাত্রী বৃন্দা সহসা তাহাকে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং করযুগ দ্বারা নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কদলীদলবৎ কাঁপিতে লাগি-লেন। তখন প্রতীহারী প্রতোদ পরিত্যাগ করিয়া রাজ্ঞীকে কহিল,—হে দেবি! ভীতা আমি—আমায় পরিত্রাণ কর; এই রাক্ষস আমায় ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছে। এই কথা বলিতে না-বলিতে রাক্ষস সেই রথসন্নিকটে উপস্থিত হইল এবং হস্ত দ্বারা রথ উত্তোলন করিয়া অশ্বীগণ সহ ঘুরাইতে লাগিল। তাহাতে ব্যাঘ্রভীতা মৃগীর ন্যায় রাজ্ঞী ভূপতিতা হইলেন এবং স্মরদূতী ছিন্ন অশোকলতার ন্যায় তরুমূলে পড়িয়া গেলেন।৫৩—৬৮। তখন রাক্ষস অশ্বী-দিগকে ভক্ষণ করিল এবং সিংহধৃত মৃগবধূর ন্যায় সে রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিল। অনন্তর রাক্ষস তাহাকে কহিল,—যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে বলি, আমি শুনিয়াছি তোমার ভর্ত্তা হর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সুতরাং আমাকেই তুমি ভর্ত্তৃত্বে বরণ কর; তাহা হইলেই অকুতোভয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবে, তুমি আমার সঙ্গে

পিবাথ বারুণীং স্বাদ্বীং মহামাংসসমন্বিতাম্‌।
শৃণ্বন্তীতি বচো রাজ্ঞী গতসত্বা ইবাভবৎ॥ ৭১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীমন্মাধবমায়াকথনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
নারায়ণস্তদা দেবো জটাবল্কলধার্য্যথ।
দ্বিতীয়োঽনুচরস্তস্য হ্যাযযৌ ফলহস্তবান্‌॥ ১
তৌ দৃষ্ট্বা স্মরদূতী সা বিললাপ মৃগেক্ষণা।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ প্রোচতুস্তাঞ্চ তাবুভৌ॥
ভয়ং মা গচ্ছ কল্যাণি ত্বামাবাং ত্রাতুমাগতৌ।
বনে ঘোরে প্রবিষ্টাসি কথং দুষ্টনিষেবিতে॥৩
এবমাশ্বাস্য তাং তন্বীং রাক্ষসং প্রাহ মাধবঃ।
মুঞ্চেমামধমাচার মৃদ্বঙ্গীং চারুহাসিনীম্‌॥ ৪
রে রে মূর্খ দুরাচার কিং কর্ত্তুং ত্বং ব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বস্বং লোকনেত্রাণামাহারং কর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ৫
ভবপুণ্যপ্রভাবেয়ং হংস্যেতাং মণ্ডনং ভুবঃ।
অদ্য লোকং নিরালোকং কন্দর্পং দর্পবর্জ্জিতম্‌
করিষ্যস্যধুনা ত্বঞ্চ হত্বা বৃন্দারিকাং বনে।
তস্মাদিমাং বিমুঞ্চাশু সুখপ্রাসাদদেবতাম্‌॥ ৭
ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং রাক্ষসঃ কুপিতোঽব্রবীৎ
সমর্থস্ত্বং যদি তদা মোচয়াদ্যৈব মৎকরাৎ॥ ৮
ইত্যুক্তমাত্রে বচনে মাধবেন ক্রুধেক্ষিতঃ।
পপাত ভস্মসাদ্ভূতস্ত্যক্ত্বা বৃন্দাং সুদূরতঃ॥ ৯
অথোবাচ প্রমুগ্ধা সা মায়য়া জগদীশিতুঃ।
কস্ত্বং কারুণ্যজলধির্যেনাহমিহ রক্ষিতা॥ ১০
শারীরং মানসং দুঃখং সন্তাপং তপসাং নিধে।
ত্বয়া মধুরয়া বাচা হৃতং রাক্ষসনাশনাৎ॥ ১১
তবাশ্রমে তপঃ সৌম্য করিষ্যামি তপোধন॥১২
তাপস উবাচ।
ভরদ্বাজাত্মজশ্চাহং দেবশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ।

মহামাংস-যোগে স্বাদু বারুণী পান কর। রাজ্ঞী এই কথা শুনিবামাত্রই যেন গতপ্রাণা হইয়া পড়িলেন। ৬১—৭১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—তখন দেব নারায়ণ জটাবল্কল ধারণ করিয়া সেই স্থানে আসিলেন এবং তাঁহার অনুচর হস্তে ফল লইয়া উপস্থিত হইল। হরিণাক্ষী স্মরদূতী তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহার বিলাপ শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন—অয়ি কল্যাণি! ভয় করিও না, আমরা তোমাকে ত্রাণ করিতে আসিয়াছি। এই দুষ্টসেবিত ঘোর বন; এখানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, এইরূপে সেই তনুগাত্রী রমণীকে আশ্বাস দিয়া মাধব রাক্ষসকে বলিলেন, ওরে নীচবৃত্তে! এই চারুহাসিনী কোমলাঙ্গীকে পরিত্রাণ কর্‌। রে রে মূর্খ দুরাচার! তুই কি করিতেছিস্‌? লোকলোচনের সর্ব্বস্বকে তুই আহার করিতে উদ্যত হইয়াছিস্‌? সংসারের যাহা পুণ্য-প্রভা,—পৃথিবীর যাহা ভূষণভূত, তাহাই তুই বিনাশ করিতেছিস্‌! আজ এ বনে বৃন্দাকে তুই বিনাশ করিয়া লোকসকল নিরালোক ও কন্দর্পকে দর্পহীন করিয়া তুলিবি। অতএব সুখপ্রাসাদের দেবতা—এ বালাকে তুই পরিত্যাগ কর্‌। ১—৭। হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষস কুপিতভাবে বলিল,—যদি সমর্থ হও, তবে মদীয় হস্ত হইতে ইহাকে মোচন কর। রাক্ষস এই কথা বলিবামাত্র মাধব সক্রোধে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে রাক্ষস বৃন্দাকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মসাৎ হইয়া ভূপতিত হইল। অনন্তর জগদীশ্বরের মায়ামুগ্ধ বৃন্দা বলিল,—কে আপনি করুণার সাগর, আমায় রক্ষা করিলেন? হে তপোনিধে! আপনি রাক্ষসকে নাশ করিয়া মধুর বাক্যে মদীয় শারীরিক ও মানসিক দুঃখতাপ হরণ করিয়াছেন। হে সৌম্য তপোধন! আমি আপনারই আশ্রমে

বিহায় ভোগানখিলান্ বনং ঘোরমুপাগতঃ ॥১৩
অনেন বটুনা সার্দ্ধং মম শিষ্যেণ কামগা।
বহুশঃ সন্তি চান্যেঽপি মচ্ছিষ্যাঃ কামরূপিণঃ ॥
ত্বং চেন্মমাশ্রমে স্থিত্বা চিকীর্ষসি তপঃ শুভে।
এহি রাজ্ঞ্যপরং যামো বনং দূরস্থিতং যতঃ ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা রাজপত্নীং তাং যযৌ প্রাচীং দিশং হরিঃ।
বনং প্রেতপিশাচাঢ্যং মন্দগত্যা নরাধিপ ॥ ১৬
বৃন্দারিকাশ্রুপূর্ণাক্ষী তস্য পৃষ্ঠানুগা যযৌ।
স্মরদূতী চ তৎপৃষ্ঠে মাং প্রতীক্ষেতিবাদিনী ॥
অত্রান্তরে দুরাচারঃ কোঽপি পাপাকৃতির্বনে।
জালং প্রসারয়ামাস তদ্‌যদা জীবপূরিতম্ ॥১৮
ততঃ সঙ্কোচয়ামাস তজ্জালং পাপনায়কঃ।
জালস্থাংস্তু তদা জীবানুপাহৃত্য মুমোচ হ ॥১৯
স চ ব্যাধঃ স্ত্রিয়ৌ দৃষ্ট্বা স্মরদূতী জগাদ তাম্।
দেবি মামত্তুমায়াতি করে গৃহ্ণাতু মাং সখী ॥২০
বৃন্দা তয়োক্তং শ্রুত্বৈনং বিকৃতাস্যং ব্যলোকয়ৎ
বীক্ষ্য তং ভয়বাতেন নির্দ্ধূতা সিন্ধুজাপ্রিয়া ॥২১
দুদ্রাব বিকলং শুভ্রং স্মরদূত্যা সমং বনে।
বিদ্রবন্তী সমং সখ্যা তাপসাশ্রমমাগতা ॥ ২২
সা তাপসবনে তস্মিন্ দদর্শাত্যন্তমদ্ভুতম্।
পক্ষিণঃ কাঞ্চনীয়াঙ্গান্নানাশব্দসমাকুলান্ ॥ ২৩
সাপশ্চদ্বৈমপদ্মাঢ্যাং বাপীস্ত স্বর্ণভূমিকাম্।
ক্ষীরং বহন্তি সরিতঃ স্রবন্তি মধু ভূরুহঃ ॥ ২৪
শর্করারাশয়স্তত্র মোদকানাঞ্চ সঞ্চয়াঃ।
ভক্ষ্যাণি স্বাদু সর্ব্বাণি বহুন্যাভরণানি চ ॥ ২৫
বহুশস্ত্রাণি দিব্যানি নভসঃ সম্পতন্তি চ।
ক্রীড়ন্তি হরয়স্তৃপ্তা উৎপতন্তি পতন্তি চ ॥২৬
মঠেঽতিসুন্দরং বৃন্দা তং দদর্শ তপস্বিনম্।

থাকিয়া তপস্যা করিব। তাপস কহিলেন—আমি ভরদ্বাজাত্মজ দেবশর্ম্মা নামে বিখ্যাত। আমি সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ করিয়া মদীয় শিষ্য এই বালকের সহিত ঘোর অরণ্যে আসিয়াছি। আমার আরও অনেক কামরূপী শিষ্য আছে। হে শুভে! তুমি যদি আমার আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে ইচ্ছা কর, তবে হে রাজ্ঞি! এস, আমরা দূরস্থ অপর বনে গমন করি। হরি সেই রাজপত্নীকে এই কথা কহিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। হে নরাধিপ! বৃন্দা অশ্রুপূর্ণনয়নে মন্দ মন্দ গমনে প্রেত-পিশাচময় বনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। স্মরদূতী বৃন্দাকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ইত্যবসরে কোন এক পাপাকৃতি দুরাচার সেই বনে জাল বিস্তার করিয়াছিল, এক্ষণে সে তাহার সেই জাল গুটাইতে লাগিল। ব্যাধ দেখিল, তাহার জাল-বেষ্টনের মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক রহিয়াছে; তদ্দর্শনে সে জালস্থ অন্য জীবদিগকে ধরিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তখন স্মরদূতী বৃন্দাকে বলিল,—হে দেবি! রাক্ষস আমায় খাইতে আসিতেছে। সখি! তুমি আমার হস্ত ধারণ কর। বৃন্দা তাহার উক্তি শ্রবণ করিয়া সেই বিকৃতাস্য রাক্ষসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তর ভীতি-কম্পিত হইয়া পড়িল। সিন্ধুনন্দনপ্রিয়া স্মরদূতীর সহিত ভয়ব্যাকুলভাবে বনমধ্যে দৌড়িতে লাগিলেন। তিনি সখীর সহিত দৌড়িতে দৌড়িতে আবার সেই তাপসাশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ৮—২২। বৃন্দা তাপসাশ্রমে আসিয়া এবার অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—কাঞ্চনবর্ণ পক্ষি সকল বিবিধ শব্দ করিতেছে; সুবর্ণ-তটশোভী বাপীকুল হৈমপদ্মদলে শোভা পাইতেছে; নদীনিচয়ে ক্ষীরধারা বহিতেছে, ভূরুহ সকল মধুক্ষরণ করিতেছে; তথায় কোথাও রাশি রাশি শর্করা, কোথাও রাশি রাশি মোদক, কোথাও স্বাদু রসযুত বহুবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী, কোথাও বা রাশি রাশি আভরণ। দেখিলেন,—কোন স্থানে দিব্য দিব্য বহু শস্ত্র আকাশ হইতে পতিত হইতেছে; সিংহগণ মহাস্ফূর্ত্তির সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কচিৎ উৎপতিত, কচিৎ নিপ-

ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনগতং ভাসয়ন্তং জগত্রয়ম্॥ ২৭
তমুবাচ বিভো পাহি পাহি পাপৰ্দ্ধিকাদথ।
তপসা কিঞ্চ ধর্ম্মেণ মৌনেন চ জপেন চ॥ ২৮
ভীতত্রাণাৎ পরং নান্যৎ পুণ্যমস্তি তপোধন।
এবমুক্তবতী ভীতা সালসাঙ্গী তপস্বিনম্॥ ২৯
তাবৎ প্রাপ্তঃ স দুষ্টাত্মা সর্ব্বজীবপ্রবন্ধকঃ।
বৃন্দাদেবী ভয়ত্রস্তা হরিং কণ্ঠে সমাশ্লিষৎ॥ ৩০
সুখস্পর্শং ভুজাভ্যাং সাশোকবল্লীব লিঙ্গিতা।
তবালিঙ্গনভাবেন পুনরেব ভবিষ্যতি॥ ৩১
শিরঃ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নং ত্বদ্ভর্ত্তুরধিকং গুণৈঃ।
অথ ত্বং প্রমদে গচ্ছ পত্যর্থে চিত্রশালিকাম্॥
সা চিত্রশালামিত্যুক্তা বিবেশ মুনিনা তদা।
দিব্যপর্য্যঙ্কমারূঢ়া গৃহ কান্তস্য তচ্ছিরঃ॥ ৩৩
চকারাধরপানং সা মীলিতাক্ষ্যতিলোলুপা।

যাবত্তাবদভূদ্রাজন্ রূপং জালন্ধরাকৃতি॥ ৩৪
তৎকান্তসদৃশাকারস্তদ্বক্ষস্তদ্বদুন্নতিঃ।
তদ্বাক্যস্তন্মনোভাবস্তদাসীজ্জগদীশ্বরঃ॥ ৩৫
অথ সম্পূর্ণকায়ং তং প্রিয়ং বীক্ষ্য জগাদ সা।
তব কুর্ব্বে প্রিয়ং স্বামিন্ ব্রূহি ত্বং শরণঞ্চ মে॥
বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য প্রাহ মায়াসমুদ্রজঃ।
শৃণু দেবি যথা যুদ্ধং বৃত্তং শম্ভোর্ম্ময়া সহ॥ ৩৭
প্রিয়ে রুদ্রেণ রৌদ্রেণ ছিন্নং চক্রেণ মে শিরঃ
তাবৎ ত্বৎসিদ্ধিযোগাচ্চ হৃদ্গতেন মমাত্মনা॥
ছিন্নং তদত্র চানীতং জীবিতং তেঽঙ্গসঙ্গতঃ।
প্রিয়ে ত্বং মদ্বিয়োগেন বালে জাতাসি দুঃখিতা
ক্ষন্তব্যং বিপ্রিয়ং মহ্যং যত্ত্বাং ত্যক্ত্বা রণং গতঃ
ইত্যাদিবচনৈস্তেন বৃন্দা সংস্মারিতা তদা॥ ৪০
তাম্বূলৈশ্চ বিনোদৈশ্চ বস্ত্রালঙ্করণৈঃ শুভৈঃ।

তিত হইতেছে। বৃন্দা এই সকল দেখিয়া পরে মঠ মধ্যে এক অতি সুন্দর তাপস দর্শন করিলেন; দেখিলেন, তাপস ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে সমাসীন হইয়া ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছেন। বৃন্দা তাঁহাকে দেখিয়া বলি-লেন,—হে বিভো! আমায় পাপপ্রাবল্য হইতে রক্ষা করুন। হে তপোধন! তপস্যা, ধর্ম্ম, মুনিবৃত্তি বা জপ দ্বারা কি হইবে? ভীত ব্যক্তির পরিত্রাণ হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ পুণ্য নাই। বৃন্দা ভীত হইয়া অবশ-দেহে এই সকল কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই সর্ব্বজীবঘাতী দুষ্টাত্মা রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবী বৃন্দা তখন ভয়ত্রস্ত হইয়া হরির কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। অশোকবল্লী যেমন বৃক্ষ বেষ্টন করে, তেমনি তিনি সুখ-স্পর্শ ভুজযুগল দ্বারা তাপসকে আলিঙ্গন করিলেন। তাপস কহিলেন,—তোমার আলিঙ্গনেই পুনরায় তোমার ভর্ত্তৃমস্তক সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইবে; তাই বলি, হে প্রমদে! তুমি পতি নিমিত্ত চিত্রশালায় যাও! বৃন্দা মুনির নিকট চিত্রশালার কথা শুনিয়া তৎকালে সেইস্থানে প্রবেশ করিলেন এবং দিব্য পর্য্যঙ্কে আরোহন করিয়া পতির মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক নিমীলিত নয়নে সাদরে অধরপান করিতে লাগিলেন। বৃন্দা যেমন এই কার্য্য করিলেন, অমনি জালন্ধরের আকৃতি প্রকট হইল। হে রাজন্! জগদীশ্বর বৃন্দারই পতির তুল্যাকার ধারণ করিলেন। সেই বক্ষ, বক্ষের সেই ঔন্নত্য, সেই বাক্য, সেই মনোভাব, সকলই হইল। ২৩—৩৫। বৃন্দা তখন তাঁহার সেই সম্পন্নদেহ ভর্ত্তাকে দেখিয়া বলিলেন,—হে স্বামিন্! আমি তোমার প্রিয়া-চরণ করিব, তুমি আমার নিকট সমরসংবাদ ব্যক্ত কর। বৃন্দার বাক্য শুনিয়া মায়া-জালন্ধর বলিলেন,—দেবি! আমার সহিত শম্ভুর যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, শ্রবণ কর। অয়ি প্রিয়ে! রুদ্রদেব রৌদ্র চক্র দ্বারা যেমন আমার মস্তক ছেদন করিলেন, অমনি তোমার সাধনাযোগে আমার সেই ছিন্ন মস্তক ত্বদ্গত-চিত্তে এই স্থানে আনীত এবং তোমার অঙ্গসঙ্গে জীবিত হইল। প্রেয়সি! তুমি আমার বিরহে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছ। আমি যে তোমাকে ফেলিয়া রণক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, মৎকৃত সেই বিপ্রিয়া-চরণ ক্ষমা কর। মায়া-জালন্ধরের এই সকল বাক্যে বৃন্দার হৃদয়ে পূর্ব্বভাব জাগরিত

অথ বৃন্দারিকা দেবী সর্ব্বভোগসমন্বিতা ॥ ৪১
প্রিয়ং গাঢ়ং সমালিঙ্গ্য চুচুম্ব রতিলোলুপা।
মোক্ষাদপ্যধিকং সৌখ্যং বৃন্দামোহনসম্ভবম্‌ ॥
মেনে নারায়ণো দেবো লক্ষ্মীপ্রেমরসাধিকম্‌
বৃন্দাং বিয়োগজং দুঃখং বিনোদয়তি মাধবে ॥
তৎক্রীড়াচারুবিলসদ্বাপিকা-রাজহংসকে। .
তদ্রূপভাবাৎ কৃষ্ণোঽসৌ পদ্মায়াং বিগতস্পৃহঃ
অভূদ্‌বৃন্দাবনে তস্মিংস্তুলসীরূপধারিণী।
বৃন্দাঙ্গস্বেদতো ভূম্যাং প্রাদুর্ভূতাতিপাবনী ॥৪৫
বৃন্দাঙ্গসঙ্গজং চেদমনুভূয় সুখং হরিঃ।
দিনানি কতিচিন্মেনে শিবকার্য্যং জগৎপতিঃ ॥
একদা সুরতস্যান্তে সা স্বকণ্ঠে তপস্বিনম্‌।
বৃন্দা দদর্শ সংলগ্নং দ্বিভুজং পুরুষোত্তমম্‌ ॥ ৪৭
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ সা কণ্ঠাদ্‌ বিমুচ্য ভুজবন্ধনম্‌।
কথং তাপসরূপেণ ত্বং মাং মোহয়িতুমাগতঃ ॥ ৪৮
নিশম্য বচনং তস্যাঃ সান্ত্বয়ন্‌ প্রাহ তাং হরিঃ।
শৃণু বৃন্দারিকে ত্বং মাং বিদ্ধি লক্ষ্মীমনোহরম্‌ ॥
তব ভর্ত্তা হরং জেতুং গৌরীমানয়িতুং গতঃ।
অহং শিবঃ শিবশ্চাহং পৃথক্তেন ব্যবস্থিতৌ।
জালন্ধরো হতঃ সংখ্যে ভজ মামধুনানঘে ॥৫০

নারদ উবাচ।

ইতি বিষ্ণোর্ব্বচঃ শ্রুত্বা বিষণ্ণবদনাভবৎ।
ততো বৃন্দারিকা রাজন্‌ কুপিতা প্রত্যুবাচ হ ॥
রণে বদ্ধোঽসি যেন ত্বং জীবন্‌ মুক্তঃ পিতুর্গিরা
বিবিধৈঃ সৎকৃতো রত্নৈর্ভুক্তং তস্য হৃতা বধূঃ ॥
পতির্ধর্ম্মস্য যো নিত্যং পরদাররতঃ কথম্‌।
ঈশ্বরোঽপি কৃতং ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ
অহং মোহং যথা নীতা ত্বয়া মায়াতপস্বিনা।
তথা তব বধূং মায়াতপস্বী কোঽপি নেষ্যতি ॥
ইতি শপ্তস্তথা বিষ্ণুর্জগামাদৃশ্যতাং ক্ষণাৎ। .

হইল। বৃন্দা তাম্বূলাস্বাদনে, সুন্দর বিনোদনে এবং দিব্য দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে সর্ব্বভোগে অন্বিত হইয়া প্রিয়তমকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক রতিলালসায় চুম্বন করিতে লাগিলেন। নারায়ণদেব বৃন্দার মোহ - জনিত সুখ, লক্ষ্মীর প্রেমরসাপেক্ষা এমন কি মোক্ষ হইতেও অধিক সুখদায়ক বলিয়া মনে করিলেন। বৃন্দার রতিক্রীড়ারূপ স্বচ্ছ সৌম্য বাপিকার রাজহংসস্বরূপ মাধব, বিনোদ ব্যাপারে নিরত হইলে তদীয় বিরহ দুঃখ দূরীভূত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তদ্ভাবভাবনায় পদ্মাতে বীতস্পৃহ হইলেন। বৃন্দা সেইবনে তুলসীরূপ ধারণ করিলেন। অতিপাবনী তুলসী বৃন্দার গাত্রস্বেদ হইতে উৎপন্ন হইল। বিশ্বপতি হরি বৃন্দার অঙ্গসঙ্গজনিত এহেন সুখ কিয়দ্দিন অনুভব করিয়া শিব-কার্য্য স্মরণ করিলেন। একদা সুরতান্তে বৃন্দা দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষোত্তম দ্বিভুজ তাপস তদীয়, কণ্ঠলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। বৃন্দা তাঁহাকে দেখিয়া কণ্ঠ হইতে ভুজবন্ধন উন্মোচনপূর্ব্বক বলিলেন,—কে আপনি তাপসরূপে আমায় মোহিত করিতে আসিয়াছেন? বৃন্দার বাক্য শুনিয়া হরি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—বৃন্দা জানিবে, আমি লক্ষ্মীদেবীর মনোহর; শ্রবণ কর, তোমার পতি গৌরীকে আনিবার নিমিত্ত কৈলাস শৈলে গিয়াছেন। কিন্তু যে শিব সেই আমি; আমরা মূলতঃ অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাকারে অবস্থিত। তাই বলিতেছি, হে অনঘে! জালন্ধর সমরে নিহত হইয়াছে। সুতরাং অধুনা আমাকেই ভজনা কর।৩৮—৫০। নারদ কহিলেন,—বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণে বৃন্দার বদন বিষণ্ণ হইল। হে রাজন্‌! অনন্তর বৃন্দা কুপিতা হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তুমি রণক্ষেত্রে যাহার হস্তে বন্দী হইয়া যাহারই পিতার অনুরোধে আবার জীবন্মুক্ত ও বিবিধ রত্নে সৎকৃত হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে তাহারই বধূ হরণ করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ। নিত্য যিনি ধর্ম্মের পতি, তিনি কেন পরদাররত? অহো মনীষিগণ বলিয়া থাকেন,—ঈশ্বরকেও কৃত কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। তাই বলি, আমায় যেমন তুমি মায়াতপস্বি-

সা চিত্রশালা পর্য্যঙ্কঃ স চ তেহথ প্লবঙ্গমাঃ ॥
নষ্টং সর্ব্বং হরৌ যাতে বনং শূন্যং বিলোক্য সা
বৃন্দা প্রাহ সখীং প্রাপ্য জিহ্মং তদ্বিষ্ণুনা কৃতম্
ত্যক্তং পুরং গতং রাজ্যং কান্তঃ সন্দেহতাং
গতঃ ।
অহং বনে বিদিত্বৈতৎ ক যামি বিধিনির্ম্মিতা ॥
মনোরথানাং বিষয়মভূন্মে প্রিয়দর্শনম্ ।
প্রাহ নিশ্বস্য চৈবোক্তং রাজ্ঞী বৃন্দাতিদুঃখিতা
মম প্রাপ্তং হি মরণং ত্বয়া হি স্মরদূতিকে ।
ইত্যুক্তা সা তয়া প্রাহ মম ত্বং প্রাণরূপিণী ॥ ৫৯
তস্যাস্তথোক্তমাকর্ণ্য ইতিকর্ত্তব্যতাং ততঃ ।
বনে নিশ্চিত্য সা বৃন্দা গত্বা তত্র মহৎসরঃ ॥ ৬০
বিহায় দুঃখমকরোদ্গাত্রক্ষালনমম্বুনা ।
তীরে পদ্মাসনং বদ্ধা কৃত্বা নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ৬১
শোষয়ামাস দেহং স্বয়ং বিষ্ণুসঙ্গেন দূষিতম্ ।

রূপে মোহাপন্ন করিলে, এইরূপে তোমার বধূকেও কোন মায়াতপস্বী হরণ করিবে। বিষ্ণু বৃন্দাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। হরির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্রশালার পর্য্যঙ্ক বা সেই সকল প্লবঙ্গম, সমস্তই অদৃশ্য হইল। বৃন্দা তখন শূন্য বন অবলোকন করিয়া স্বীয় সখীকে বলিলেন,—সখি! এই সকল কাপট্যই বিষ্ণুর কার্য্য। আমি পুরত্যাগ করিয়াছি; রাজ্য গিয়াছে, কান্তের আমার জীবন-সংশয়। আমি বনমধ্যে এ সকল জানিয়া শুনিয়া কোথায় যাইব? রাজ্ঞী বৃন্দা উষ্ণ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতি দুঃখে বলিলেন,—প্রিয় দর্শনই আমার অভীষ্ট ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমার মরণ উপস্থিত। সখি স্মরদূতি! তুমি,—এই কথা বলিবামাত্র স্মরদূতী কহিল,—সখি! তুমি আমার প্রাণরূপিণী, স্মরদূতীর এই কথা শুনিয়া বৃন্দা তখন ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া লইলেন, এবং সেই বনমধ্যস্থ এক মহাসরোবরে গিয়া মনের দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক জলে গাত্রক্ষালন করিলেন। পরে সরোবরতীরে বদ্ধ-

তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিরাহারা সখীসমম্ ॥ ৬২
গন্ধর্ব্বলোকতো বৃন্দামথাগত্যাপ্সরোগণঃ ।
প্রাহ যাহীতি কল্যাণি স্বর্গং মা ত্যজ বিগ্রহম্
গান্ধর্ব্বং শস্ত্রমেতৎ ত্রিভুবনবিজয়ং
শ্রীপতিস্তোষমগ্র্যং,
নীতো যেনেহ বৃন্দে ত্যজসি কথমিদং
তদ্বপুঃ প্রাপ্তকামম্।
কান্তং তে বিদ্ধি শূলিপ্রবরশরহতঃ
পুণ্যলাভস্য ভূষা,
স্বর্গস্থা ত্বং ভবাদ্য দ্রুতমমরবনং
চণ্ডি ভদ্রে ভজ ত্বম্ ॥ ৬৪
শ্রুত্বা শাস্ত্রং বধূনাং জলধিজদয়িতা
বাক্যমাহ প্রহস্য,
স্বর্গাদাহৃত্য মুক্তা ত্রিদশপতিবধূ-
শ্চাতিবীরেণ পত্যা ।
আদৌ পাত্রং সুখানামহমমরজিতা
প্রেয়সাতদ্বিযুক্তা,

পদ্মাসন হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বিষ্ণুসঙ্গদূষিত স্বীয় দেহ শোষণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দা নিরাহারে থাকিয়া সখীসহ ঘোর তপস্যাচরণ করিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্ব লোক হইতে অপ্সরোগণ আসিয়া বৃন্দাকে বলিলেন,—হে কল্যাণি! দেহ ক্ষয় করিও না, স্বর্গে গমন কর। হে বৃন্দে! যাহা দ্বারা তুমি শ্রীপতির পরম প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ, তোমার সেই দেহ ত্রিভুবনবিজয়ী গন্ধর্ব্বাস্ত্র স্বরূপ; তুমি সেই প্রাপ্তকাম দেহ পরিত্যাগ করিতেছ কেন? জানিবে তোমার প্রিয়পতি শূলপাণির প্রখর শরে নিহত হইয়াছেন। তুমি এক্ষণে পুণ্যলব্ধ স্বর্গের ভূষণরূপে বিরাজ কর, হে চণ্ডি! নন্দনবন সেবা কর। ৫১—৬৪। জালন্ধরপ্রিয়া অপ্সরাদিগের বাক্য শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—আমার অতি বীর্য্যশালী পতি স্বর্গ হইতে দেবরাজবধূকে হরণ করিয়া আনিয়া পরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমিই একমাত্র তাঁহার সুখের পাত্র ছিলাম। আমার সেই অমরজয়ী প্রিয়

নির্দ্দুষ্টা তদ্‌যতিষ্যে প্রিয়মমৃতগতং
প্রাপ্নুয়াং যেন চৈব ॥ ৬৫
ইত্যুক্তা সসখী বৃন্দা বিসর্জ্জাপ্সরোগণান্।
তৎপ্রীতিপাশবদ্ধাস্তা নিত্যমায়ান্তি যান্তি চ॥
যোগাভ্যাসেন বৃন্দাথ দগ্ধা জ্ঞানাগ্নিনা গুণান্।
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য মনঃ প্রাপ ততঃ পরম্ ॥৬৭
দৃষ্ট্বা বৃন্দারিকাং তত্র মহান্তশ্চাপ্সরোগণাঃ।
তুষ্টুবুর্নভসস্তুষ্টা বরৃষুঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ॥ ৬৮
শুষ্ককাষ্ঠচয়ং কৃত্বা তত্র বৃন্দাকলেবরম্।
নিধায়াগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য স্মরদূতী বিবেশ তম্ ॥৬৯
দগ্ধবৃন্দাঙ্গরজসা বিম্বং তদ্গোলকাত্মকম্।
কৃত্বা তদ্ভস্মনঃ শেষং মন্দাকিন্যাং বিচিক্ষিপুঃ॥
যত্র বৃন্দা পরিত্যজ্য দেহং ব্রহ্মপথং গতা।
আসীদ্‌বৃন্দাবনং তত্র গোবর্দ্ধনসমীপতঃ ॥৭১

জন কর্ত্তৃক বিযুক্ত আমি যাহাতে নির্দ্দোষ হইয়া সেই মুক্তিপ্রাপ্ত প্রিয় পতিকে আবার পাইতে পারি, তাহারই জন্য যত্ন করিব। সখীসহিতা বৃন্দা এই কথা কহিয়া অপ্সরোগণকে বিদায় দিলেন। কিন্তু বৃন্দার প্রতি প্রীতিপাশবদ্ধ অপ্সরারা প্রত্যহই যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বৃন্দা যোগাভ্যাসে জ্ঞানানলে গুণরাশি দগ্ধ করিলেন এবং বিষয়সমূহ হইতে মন আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। অপ্সরোগণ বৃন্দাকে তদবস্থা দেখিয়া প্রশংসা করিতে করিতে আকাশ হইতে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। অনন্তর শুষ্ক কাষ্ঠরাশি স্তূপীকৃত করিয়া বৃন্দার দেহ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন, বৃন্দার সখী স্মরদূতীও সেই চিতানলে প্রবেশ করিলেন। বৃন্দার দগ্ধ অঙ্গের রজোরাশি একত্র গোলাকার করিয়া তাঁহার ভস্মশেষ অপ্সরারা মন্দাকিনীজলে নিক্ষেপ করিল। বৃন্দা যেখানে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনগিরির সমীপস্থ সেই স্থানই বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হইল। অন-

দেবেভ্যোঽথ স্বর্গমেত্য ত্রিদশপতিবধূ-
সত্ত্বসম্পত্তিমাহু,-
র্দেবীভ্যস্তন্নিশম্য প্রমুদিতমনসো
নির্জ্জরাদ্যাশ্চ সর্ব্বে।
শক্রোর্দৈত্যস্য হিত্বা প্রবলতরভয়ং
ভীমভের্য্যো নিজঘ্নুঃ,
শ্রুত্বা তত্রাসনস্থঃ পরিজননিবহো
বাপ শোভাং শুভস্য॥ ৭২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বৃন্দায়াব্রহ্মপদ-
প্রাপ্তির্নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথং জালন্ধরো গৌরীং হররূপধরো মুনে।
দৃষ্ট্বা চকার কিং তত্র তন্মে কথয় বিস্তরাৎ॥ ১
নারদ উবাচ।
যদা মায়াশিবস্তত্র প্রার্থয়দ্‌গিরিজাং প্রতি।
ততঃ সা চুক্ষুভে রাজন্ কিঞ্চিন্নোবাচ তং প্রতি

ন্তর অপ্সরোগণ স্বর্গে আসিয়া দেবরাজ-বধূর সত্ত্বসম্পদ্ বর্ণন করিলেন। দেবগণ তাঁহাদের মুখে সেই সংবাদ শুনিয়া প্রীতচিত্ত হইলেন এবং শত্রু দৈত্যপতির প্রবল ভয় বিসর্জ্জন দিয়া ভীষণ ভেরীধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে আসনস্থ পরিজন-বর্গ সকলেই শুভশ্রী ধারণ করিলেন।৬১—৭২

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মুনে! হররূপধর জালন্ধর গৌরীকে দেখিয়া কিরূপে কি করিয়াছিল, তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! যৎকালে মায়াশিব গিরিজাকে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন, পরন্তু কোনই

অনাতুরস্য দেবস্য প্রাপ্তস্য তপসা ময়া।
ন যুক্তমিতি নিশ্চিত্য পার্ব্বতী নাহ তং নৃপ ॥৩
সা ন তত্র প্রতীকারং দৃষ্ট্বা তস্য চ পশ্যতঃ।
নির্গতা তত উত্থায় দদর্শাকাশবাহিনীম্ ॥৪
গঙ্গাং বাসোচিতাং মত্বা ভবানী তপসে যযৌ।
পুরাপি তপসা লব্ধো ময়েশঃ সাম্প্রতং তথা ॥৫
ইত্যব্রজচ্চিন্তয়ন্তী সখীভিঃ সহিতা ততঃ।
পুরঃ ক্ষীরনিভাং রাজন্ পার্ব্বতী গগনাৎপরম্ ॥
মন্দাকিনীং দদর্শাথ পতন্তীং মানসোত্তরে।
হারমালামিবায়ান্তীং বিবিক্তাং গগনস্রজঃ ॥ ৭
মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃপূরো হ্যাকৃষ্টঃ স্বর্গতো যথা।
শ্রুতীনাং পূরধারেব ব্রহ্মণো বদনচ্যুতা ॥ ৮
দৃষ্ট্বা মুমোদ তাং গঙ্গাং স্নাত্বা চালিসমন্বিতা।

প্রত্যুত্তর তাঁহাকে প্রদান করেন না। পার্ব্বতী মনে করিলেন, মদীয় তপোলব্ধ দেবদেব কখনও আতুর নহেন; তাঁহার প ক্ষ এরূপ প্রার্থনা শোভনও নহে। ইহা নিশ্চয় করিয়া পার্ব্বতী কোন কথাই তাহাকে কহিলেন না এবং কোনও প্রতীকারের উপায়ও দেখিলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া মায়াশিবকে উপেক্ষা করিয়াই সে স্থান হইতে বহির্গত হইলেন এবং সম্মুখে আকাশবাহিনী গঙ্গা দর্শন করিলেন। পার্ব্বতী তাহাই বাসোচিত বলিয়া বুঝিয়া সেই স্থানেই তপস্যা করিতে গেলেন; মনে মনে চিন্তা করিলেন,—পূর্ব্বে আমি তপস্যা করিয়া এই স্থানেই ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিলাম; সম্প্রতিও এই স্থানেই তাঁহাকে আবার আমি প্রাপ্ত হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবসীমন্তিনী সখী সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। হে রাজন্! পার্ব্বতী দেখিলেন,—ক্ষীরপ্রতিমা মন্দাকিনী গগনতল হইতে সম্মুখস্থ মানসোত্তর শৈলে পতিত হইতেছেন। মনে হইল যেন গগনদাম হইতে স্বচ্ছ হারমালা আপতিত হইতেছে, যেন ব্রহ্মবদনচ্যুতা শ্রুতিধারার ন্যায় মন্দাকিনীর জলপ্রবাহ স্বর্গ হইতে আকৃষ্ট

সম্পূজ্য স্বতনুং পশ্চান্নিবিষ্টা স্বর্নদীতটে ॥ ৯
পরস্পরমথালোক্য গৌরী প্রাহ সখীং জয়াম্।
ত্বং গচ্ছ মদ্বপুঃ কৃত্বা তৎসমীপং সখী ত্বরা ॥ ১০
জানীহি তত্ত্বং কিং শম্ভুর্ব্বিবান্যো ভবিষ্যতি।
যদ্যসৌ ত্বাং সমালিঙ্গ্য কুরুতে চুম্বনাদিকম্ ॥
তদা মায়াং সমাস্থায় জানীহ্যসুরমাগতম্।
যদি চেত্ত্বাং প্রতিক্রয়ান্মন্নিমিত্তং শুভাশুভম্ ॥১২
অসংশয়ং পিনাকী স্যাদত্রাগত্য ব্রবীহি মাম্।
ইত্যাদিষ্টা জয়া দেব্যা গতা গঙ্গাধরান্তিকম্ ॥১৩
তামায়ান্তীং স দৃষ্ট্বা চ ভৃশং মন্মথপীড়িতঃ।
চকারালিঙ্গনং তস্যা গৌরীরূপেণ ভাবয়ন্ ॥ ১৪
ততো জালন্ধরঃ সদ্যো বীর্য্যং স্বপ্রমুমোচ হ।
অশ্লেন্দ্রিয়শ্চ সঞ্জাতো বেগতঃ কুরুনন্দন ॥ ১৫
তয়া স প্রোদিতো দৈত্য ন ত্বং রুদ্রো ভবিষ্যসি

হইতেছে। পার্ব্বতী গঙ্গা দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং সখীসহ তাহাতে স্নান করিয়া স্বদেহ সংস্কারান্তে স্বর্গনদী-তটে উপবেশন করিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইয়া পার্ব্বতী স্বীয় সখী জয়াকে কহিলেন,—সখি! তুমি আমার আকৃতি ধারণ করিয়া সেই ব্যক্তির নিকট গমন কর এবং গিয়া জানিয়া আইস,—ঐ ব্যক্তি প্রকৃতই শম্ভু বা অন্য কোন জন কি না? যদি সে তোমায় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বনাদি করে, তাহা হইলেই জানিবে মায়াবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই কোন অসুর আসিয়াছে। আর যদি তোমাকে দেখিয়া সে আমার নিমিত্ত শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে জানিবে নিশ্চয়ই তিনি পিনাক-পাণি। তুমি ইহা জানিয়া আসিয়া আমার নিকট প্রকৃত সংবাদ প্রদান কর। জয়া পার্ব্বতীর এই আদেশ পাইয়া গঙ্গাধরসমীপে গমন করিল।১—১৩। মায়া-শিব মন্মথশরে পীড়িত ছিল। জয়াকে আসিতে দেখিয়া সে গৌরী-জ্ঞানে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। অনন্তর জালন্ধর সদ্যই বীর্য্য মোচন করিয়া অচিরাৎ হ্রস্মেন্দ্রিয় হইল। তখন জয়া কহিল,—দৈত্য!

অল্পবীর্য্যোঽধমাচারো নাহং গৌরী হি তৎসখী
ইত্যুক্তা নিজমাস্থায় রূপং সা প্রাহ তং পুনঃ।
অনেন বত পাপেন হতস্ত্বং হি পিনাকিনা॥ ১৭
ইতি জ্ঞাত্বা চ সা প্রাপ্তা তত্র গত্বাব্রবীদুমাম্।
দেবি জালন্ধরো জ্ঞেয় ন শম্ভুস্তব বল্লভঃ॥ ১৮
ততো ভয়ার্ত্তা হরবল্লভা দ্রুত্,
দ্রুতং বিবেশাথ সরোজমধ্যে।
সখ্যো ভ্রমর্য্যঃ কমলেষু জাতা,
ভয়েন জালন্ধরজেন রাজন্॥ ১৯
অত্রান্তরে বনগতামদৃষ্ট্বা তাং নৃপাঙ্গনাম্।
ভীতাস্ত রক্ষকাস্তস্যাঃ সত্বরং রণমাযযুঃ॥ ২০
ততঃ শুম্ভেন তে পৃষ্টাস্তং নত্বোচুঃ সমাধ্বসাঃ।
আত্মনঃ পরিহারার্থে বিষ্ণুমিত্যসুরেশ্বরম্॥ ২১
শ্রুত্বা বৃন্দাং হৃতাং ত্রস্তো রুদ্রাত্যক্তাথ সঙ্গরম্
শুম্ভেন প্রেষিতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ জালন্ধরং প্রতি॥
মানসোত্তরমাগত্য দানবৌ বেগবত্তরৌ।
হররূপধরং দৈত্যমূচতুর্বিটপান্তরে॥ ২৩
কিং তয়া নৃপশার্দ্দুল বিদেশগতয়া শ্রিয়া
অরয়ো যাং ন পশ্যন্তি বন্ধুভির্যা ন ভুজ্যতে॥২৪
জিতঃ শুম্ভো হতং সৈন্যং দেব রুদ্রেণ তে রণে
এহ্যেহি কুরু সংগ্রামং ন ত্বং প্রাপ্স্যেসি
পার্ব্বতীম্॥ ২৫
পঞ্চাননস্য মহিষীং কথং প্রাপ্নোতি জম্বুকঃ।
অন্ধকারঃ কথং রাজন্ প্রাপ্নোতি সবিতুঃ
প্রভাম্॥২৬
তব জালন্ধরাৎ পীঠাদ্ধৃতা রাজ্ঞী মুরারিণা।
ইতি সংশ্রূয়তে বার্ত্তা তস্মাত্বং কুরু সঙ্গরম্॥ ২৭
রণে শর্ব্বং বিজিত্যাশু ভব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
অথবা শিবনারাচৈঃ খণ্ডিতো যাসি তৎপদম্॥
ইতি জালন্ধরঃ শ্রুত্বা ভাষিতং চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
নিঃসসার গিরেস্তস্মাৎ সক্রোধং রক্তলোচনঃ॥
চণ্ডমুণ্ডৌ সমাশ্বাস্য ত্যক্তা রূপং হরস্য চ।

তুমি রুদ্র নহ; আমিও গৌরী নহি। তুই অধমাচার অল্পবীর্য্য; আমি গৌরী দেবীর সখী। এই বলিয়া জয়া নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহাকে বলিল,—অসুর! এই পাপেই পিনাকীর করে তোর বিনাশ হইবে। জয়া এইরূপে সকল ঘটনা জানিয়া আসিয়া উমার নিকট ব্যক্ত করিলেন; বলিলেন—সেই ব্যক্তি অসুর জালন্ধর; তোমার প্রিয়তম শম্ভু নহে। এই সংবাদে হরপ্রিয়া ভীত হইয়া সরোজমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সখীগণ জালন্ধরভয়ে কমলদলে ভ্রমরী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে বনগতা নৃপাঙ্গনা বৃন্দাকে না দেখিয়া রক্ষকেরা ভীত-ত্রস্তভাবে সত্বর রণক্ষেত্রে আগমন করিল। তখন শুম্ভ দৈত্য তাহাদিগকে সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসিলে, তাহারা ভীত হইয়া আত্মপরিহারার্থ অসুরপতির নিকট বিষ্ণুর কীর্ত্তি কহিল। রাজ্ঞী বৃন্দা হৃত হইয়াছেন শুনিয়া দৈত্যপতি ত্রস্তমনে শম্ভুসহ সমর পরিত্যাগ করিল এবং চণ্ড ও মুণ্ড নামক দানব দ্বয়কে জালন্ধরের নিকট পাঠাইয়া দিল। বেগশালী দানবযুগল মানসোত্তরে আগমনপূর্ব্বক হররূপধারী দৈত্যকে বৃক্ষান্তরালে বলিল,—নৃপবর! অরিগণ যাহা না দেখিল বা বন্ধুগণ যাহা না সেবা করিল, তাদৃশ বিদেশগত শ্রী দ্বারা কি হইবে? সমরে রুদ্রকরে শুম্ভ দৈত্য পরাজিত এবং অসুরসৈন্য নিহত হইয়াছে। আপনি সত্বর আসুন, আসিয়া যুদ্ধ করুন। পার্ব্বতীকে আপনি পাইবেন না। জম্বুক কিরূপে পঞ্চাননের মহিষীকে লাভ করিবে? হে রাজন্! অন্ধকারই বা কিরূপে সৌরপ্রভা প্রাপ্ত হইবে? সম্প্রতি শুনিতে পাইলাম জালন্ধর পীঠ হইতে মুরারি আপনার মহিষীকে হরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি আসিয়া যুদ্ধে যোগাদান করুন। সমরে রুদ্রদেবকে জয় করিয়া সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বর হউন। অন্যথা, শিবশরে খণ্ডিত হইয়া তাহারই পদে লীন হউন।১৪—২৮। জালন্ধর চণ্ডমুণ্ডের এহেন বাণী শ্রবণ করিয়া সক্রোধে রক্তনেত্রে সেই গিরিপথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং চণ্ডমুণ্ডকে আশ্বাস দিয়া হররূপ

গচ্ছন্‌ জালন্ধরো মার্গে দুর্ব্বারণমুবাচ হ ॥ ৩০
পশ্য দুর্ব্বারণেদানীং তত্র যদ্বিষ্ণুনা কৃতম্‌ ।
মায়ামাশ্রিত্য সা রাজ্ঞী বৃন্দা নীতাত্মনঃ পদম্‌ ॥
গৃহে স্থিতস্য জামাতুর্বিশ্বসেন্নৈব বুদ্ধিমান্‌ ।
নূনং তস্মৈ প্রদত্ত্বা চ কন্যকাং বিসৃজেদ্‌ বুধঃ ॥
জামাতরং গৃহে নৈব স্থাপয়েৎ সর্ব্বথা নরঃ ।
ধনদারাদিকং সর্ব্বং স গৃহ্ণাতি শনৈঃশনৈঃ ॥ ৩৩

দুর্ব্বারণ উবাচ ।

রাজন্‌ যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তত্তথৈব তু ভুজ্যতে ।
ত্বং হর্ত্তুমাগতো গৌরীং হরিণা তে হৃতা বধূঃ ॥
তস্য স্পষ্টং বচঃ শ্রুত্বা ক্ষণং মৌনী ব্যচিন্তয়ৎ ॥

জালন্ধর উবাচ

কিং প্রয়ামি হরং জেতুমথবা হরিমুল্বণম্‌ ।
কার্য্যদ্বয়ে সমুৎপন্নে যৎপরং তৎপ্রকথ্যতাম্‌ ॥৩৫

দুর্ব্বারণ উবাচ ।

যদি যাসি হরিং জেতুং হরঃ পৃষ্ঠে হনিষ্যতি ।
হনিষ্যন্তি রণে শূরা যাতুং রুদ্রো ন দাস্যতি ॥
তস্মাৎ পশুপতিং জিত্বা কৃত্বা তং বশ্যমাত্মনঃ ।
পশ্চাৎ প্রয়াহি গোবিন্দং যদি জানাসি তৎপদম্‌
অধুনা সত্বরং বীর যাহি দৈত্যান্‌ মহাবলান্‌ ।
রণং কুরু মহাঘোরং যথা স্বর্গে সুপচ্যতে ॥ ৩৮
দেশকালোচিতং শ্রুত্বা দুর্ব্বারণবচস্তদা ।
যযৌ জালন্ধরো যোদ্ধুং সহ রুদ্রেণ যোগিনা ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরস্য মায়াপরিত্যাগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অথ জালন্ধরোঽপশ্যৎ কবন্ধচয়ভীষণম্‌ ।
রণং রুধিরমাংসৌঘ-মজ্জমেদোঽস্থিদুর্গমম্‌ ॥ ১

পরিহারপূর্ব্বক পথে যাইতে যাইতে সহচর দুর্ব্বারণকে বলিল,—দেখ দুর্ব্বারণ, বিষ্ণু কর্তৃক কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল ! বিষ্ণু মায়া আশ্রয় করিয়া রাজ্ঞী বৃন্দাকে স্বস্থানে লইয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি গৃহস্থিত জামাতাকে কখনও বিশ্বাস করিবেন না, কন্যাদান করিয়া জামাতাকে বিদায় দেওয়াই বিজ্ঞ জনের কর্ত্তব্য। নর কোনক্রমেই জামাতাকে স্বগৃহে বাস করাইবে না। কারণ, জামাতা গৃহে থাকিয়া ধনদারাদি সমস্তই শনৈঃশনৈঃ গ্রহণ করিয়া থাকে। দুর্ব্বারণ কহিল,—রাজন্‌! যে যেমন কর্ম্ম করে, সেইরূপ কর্ম্মই তাহাকে ভোগ করিতে হয়, আপনি গৌরীকে হরণ করিতে গিয়াছিলেন, হরি আপনারই বধূ হরণ করিয়াছেন। জালন্ধর দুর্ব্বারণের স্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; পরে বলিল,—আমি কি অগ্রে হর অথবা হরিকেই জয় করিতে যাইব? দুই কার্য্যই একসঙ্গে উপস্থিত; অতএব যেটী প্রধান কার্য্য, তাহাই তুমি বল। দুর্ব্বারণ বলিল,—যদি হরিকে জয় করিতে যাওয়া হয়, তবে হর পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া সংহার করিবেন। বহু শূর বীর রণে নিহত হইবে; রুদ্র কিছুতেই আপনাকে যাইতে দিবেন না। অতএব অগ্রে আপনি পশুপতিকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া পরে যদি গোবিন্দের বাসস্থান জানা থাকে, তবে সেই স্থানে যাইবেন। হে বীর! অধুনা সত্বর মহাবল দৈত্যগণের নিকট গমন করুন এবং এমন যুদ্ধ করিতে থাকুন, যাহাতে স্বর্গবাসীরাও ব্যথিত হয়। জালন্ধর দুর্ব্বারণের দেশকালোচিত বাক্য শুনিয়া অগ্রে রুদ্রের সহিতই যুদ্ধ করিতে গমন করিল।২৯—৩৮।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর জালন্ধর দেখিল, কবন্ধসমূহে রণস্থল ভীষণ এবং রুধির, মাংস, মজ্জা ও মেদোরাশি দ্বারা দুর্গম হইয়াছে।

ততো জালন্ধরো দৈত্যঃ প্রিয়াহরণদুঃখিতঃ ।
রণে বিলোকয়ামাস বৃষস্থং পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ২
ঘোরাহিভোগেন বিভূষিতাঙ্গং
জটাকলাপে শশিভূষণাঙ্কিতম্ ।
নেত্রাগ্নিকীলোপরি শোভিতাঙ্গং
বিনা রণং সম্প্রদদর্শ সিন্ধুজঃ ॥ ৩
শীঘ্রং স্বরথমারুহ্য সমুদ্রতনয়স্তদা ।
সংক্রুষ্টঃ প্রাহ তং শুম্ভং তাপসো ন হতস্ত্বয়া ॥ ৪
প্রাহ জালন্ধরং শুম্ভস্তপস্তেন মহৎ কৃতম্ ।
হন্তুং ন শক্যতেঽস্মাভির্হরঃ সংগ্রামদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৫
ইতি শুম্ভোক্তমাকর্ণ্য সিন্ধুজঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
হরং পদ্মসহস্রেণ দৈত্যসৈন্যেন সংবৃতঃ ॥ ৬
গৃহীত্বা কালকেদারং ধনুর্জালন্ধরো যযৌ ।
বাণাংস্তীক্ষ্ণানতিস্থূলান্ লোহস্তম্ভাংস্তথা বহূন্ ॥
মুমোচ যুধি দুর্দ্ধর্ষো বর্ষন্মেঘ ইবাগমে ।
আয়াস্তং রুরুধুঃ সিন্ধু-সূনুং শম্ভুগণা যুধি ॥ ৮
ততো রুদ্রেণ রৌদ্রৈশ্চ শরৌঘৈস্তাড়িতো রুষা
রুদ্রবাণৈস্তদা তস্য কবচং ভুবি পাতিতম্ ॥ ৯
বিবর্ম্মাপি বভৌ সোঽথ মেঘমুক্তো যথাচলঃ ।
পুনর্জালন্ধরস্যাঙ্গং শম্ভুনা কীলিতং শরৈঃ ॥ ১০
রুধিরং বহু সুস্রাব জালন্ধরশরীরতঃ ।
তেনাশু রুধিরৌঘেণাপ্লাবিতা সকলা মহী ॥ ১১
ততো দেবা ভয়ং জগ্মুর্দানবাশ্চ চকম্পিরে ।
ত্যক্ত্বা তে প্রমথা বীরা রণভূমিং প্রদুদ্রুবুঃ ॥১২
নদ্যা ইব পরা মূর্ত্তিঃ প্রসৃতা সর্ব্বতোঽপি চ ।
অথাহার্ণবজো রুদ্রং ধনুর্দ্ধরবরো হ্যসি ।
ইদানীং তৎকরিষ্যামি যেন গচ্ছসি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥১৩
ইত্যুক্ত্বা কালকেদারং সশরং প্রতিগৃহ্য তৎ ।
শীঘ্রং সম্পূরয়ামাস শরৈর্নানাবিধৈঃ শিবম্ ॥
শিবঃ সহস্রকোটীভিঃ পূরিতাঙ্গো রণে বভৌ ॥
বিহঙ্গৈর্যথাকাশং বৃক্ষৈরিব মহাগিরিঃ ।
দৈত্যমুক্তৈস্তু তৈর্বাণৈর্দৃষ্ট্বা ব্যাপ্তং মহেশ্বরম্ ॥

প্রিয়াহরণে দুঃখিত জালন্ধর অতঃপর দেখিল, পার্ব্বতীপতি বৃষপৃষ্ঠে সমাসীন; তাঁহার দেহ ভীষণ ভোগি-ভোগে বিভূষিত; জটাকলাপে শশাঙ্কখণ্ড সুশোভিত এবং নেত্রাগ্নি-শিখায় তদীয় সর্ব্বগাত্র উদ্ভাসিত। সিন্ধুনন্দন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই এহেন রুদ্রদেবকে দর্শন করিল এবং সত্বর স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া সক্রোধে সেনাপতি শুম্ভকে বলিল,—তাপসকে তুমি এখনও বিনাশ কর নাই! শুম্ভ কহিল,—এই তাপস মহা তপস্যা করিয়াছে, তাই ইহাকে আমরা বিনাশ করিতে পারিতেছি না; হর বস্তুতই সমরদুর্জ্জয়। জালন্ধর শুম্ভের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত হইল এবং পঞ্চ সহস্র দৈত্যসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া কালকেদার নামক ধনুর্ধারণপূর্ব্বক হরের অভিমুখে প্রয়াণ করিল। অনন্তর বর্ষাগমে বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ জালন্ধর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ এবং অতি স্থূলাকার বহুসংখ্যক লৌহস্তম্ভ সমরে বর্ষণ করিতে লাগিল। শম্ভুগণেরা সমাগত সিন্ধুনন্দনকে সমরে আক্রমণ করিল। অনন্তর রুদ্র রৌদ্র শরনিকরে সরোষে তাহাকে তাড়িত করিলেন। রুদ্রবাণে ছিন্ন হইয়া জালন্ধরের কবচ ভূতলে পতিত হইল। জালন্ধর বর্ম্মহীন হইয়া মেঘমুক্ত পর্ব্বতবৎ বিরাজ করিতে লাগিল। শম্ভু শরপ্রহারে পুনরায় জালন্ধরের গাত্র বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে তাহার গাত্র হইতে বহুশোণিত ক্ষরিত হইল। সেই শোণিতপ্রবাহে সমস্ত পৃথ্বী প্লাবিত হইয়া গেল। অনন্তর দেবগণ ভীত হইলেন, দানবেরা কম্পিত হইতে লাগিল। প্রমথ বীরগণ রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, যেন প্রবল প্রবাহ সর্ব্বদিকে ধাবিত হইল। অনন্তর অর্ণবনন্দন রুদ্রকে বলিল,- দেব! তুমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, কিন্তু আমি অধুনা যাহা করিব, তাহাতে অচিরেই তুমি ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। জালন্ধর এই বলিয়া স্বীয় কালকেদার-ধনু গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর বিবিধ শরে শিবকে আচ্ছাদিত করিল। ১—১৪। শিব সহস্রকোটি শরে পূরিতাঙ্গ হইয়া বিহঙ্গমাকীর্ণ আকাশের ন্যায় কিম্বা বৃক্ষব্যাপ্ত মহাগিরির ন্যায় সমরে

বীরভদ্রস্তথা কোপাজ্জালন্ধরমধাবত।
অপীড়য়দমেয়াত্মা সমুদ্রতনয়ং বলী॥ ১৭
জালন্ধরোঽথ সংক্রুদ্ধো বিধ্যন্ বাণৈঃ সহস্রশঃ
ধনুঃ শরান্ রথং ছত্রং সারথিং তিলশঃ শরৈঃ॥
চকার বীরভদ্রস্য সিন্ধুসূনুঃ প্রতাপবান্।
বীরভদ্রোঽথ বিরথো হতবান্ গদয়াব্ধিজম্॥১৯
তথৈব গদয়া সোঽপি তং হত্বাপাতয়দ্ভুবি।
গদাপ্রহারপতিতমালোক্যাতিবিমূর্চ্ছিতম্॥২০
মণিভদ্রোঽথ সমরে জালন্ধরমধাবত।
অতিক্রুদ্ধং তমায়ান্ত দৃষ্ট্বা দৈত্যো মহারণে॥ ২১
শরৈর্ব্যস্তোপকরণং স চকার নদীসুতঃ।
অথ মূর্চ্ছাং পরিত্যজ্য উত্তস্থৌ সিংহবন্নদন্॥২২
বীরভদ্রস্ততঃ কোপান্মণিভদ্রঃ প্রতাপবান্।
জহ্নতুঃ পর্ব্বতাভ্যাস্তৌ ব্যোমস্থং তটিনীসুতম্॥
তদঙ্গে পতিতৌ দৃষ্ট্বা পর্ব্বতৌ বিনিনদ্য চ।

প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। বলবান্ বীরভদ্র সেই সকল দৈত্যমুক্ত বাণ দ্বারা মহেশ্বরকে পরিব্যাপ্ত দেখিয়া সকোপে জালন্ধরাভিমুখে ধাবিত হইল এবং জালন্ধরকে পীড়িত করিতে লাগিল। জালন্ধর ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র বাণে বীরভদ্রকে বিদ্ধ করিল এবং শরনিকর বর্ষণে বীরভদ্রের ধনু, শর, রথ, ছত্র তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিল। অনন্তর বীরভদ্র রথহীন হইয়া গদা দ্বারা সমুদ্রনন্দনকে আহত করিল। এদিকে জালন্ধরও গদাঘাতে বীরভদ্রকে ভূপাতিত করিল। বীরভদ্রকে গদাপ্রহারে ভূপতিত ও অতিমাত্র মূর্চ্ছিত দেখিয়া মণিভদ্র যুদ্ধে জালন্ধরাভিমুখে ধাবিত হইল। জালন্ধর মণিভদ্রকে অত্যন্ত ক্রোধের সহিত আসিতে দেখিয়া শরপ্রহারে তদীয় সমরসাধন অস্ত্র-শস্ত্র চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে বীরভদ্র মূর্চ্ছামুক্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে উত্থিত হইল। তখন প্রতাপবান্ বীরভদ্র এবং মণিভদ্র উভয়েই সকোপে শৈলযুগল দ্বারা আকাশস্থ জালন্ধরকে আহত করিল। শৈলদ্বয় জালন্ধরের অঙ্গে পতিত

জঘান মুষ্টিপাতেন বীরভদ্রো নদীসুতম্॥ ২৪
মণিভদ্রশ্চরণয়োর্ধৃত্বা সাগরনন্দনম্।
স্যন্দনাদ্ ভ্রাময়ামাস তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ২৫
মণিভদ্রগৃহীতোঽপি দৈত্যরাট্ স মহাবলঃ।
হত্বা চরণঘাতেন মণিভদ্রমপাতয়ৎ॥ ২৬
জালন্ধরো মহাবাহুর্বীরভদ্রঞ্চ মুষ্টিনা।
অথাগতঃ পরিবৃতো গণৈর্বৈ নন্দিকেশ্বরঃ॥ ২৭
শুম্ভস্তমাগতং দৃষ্ট্বা রুরোধ সহ সৈনিকৈঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধৈরথাজগ্মুর্গণা দৈত্যাঃ পরস্পরম্॥ ২৮
শুম্ভঃ শিলাদজং রাহুর্মহাকালং রণে যযৌ।
কোলাহলং নিশুম্ভোঽথ কেতুঃ কালমধাবত॥২৯
শৈলোদরো গুহং জম্ভো মাল্যবন্তং মহাবলঃ।
মহাপার্শ্বো যযৌ চণ্ডং চণ্ডীশো রোমকণ্টকম্॥
বিকটাস্থোঽথ বৈ ভৃঙ্গিমুরুনেত্রো বিনায়কম্।
এবং দৈত্যেশ্বরৈঃ সার্দ্ধং গণানামধিপা যযুঃ॥৩১
অথ শুম্ভায়ুধৈর্বাণৈঃ প্রহতশ্চ শিলাদজঃ।
চূর্ণীচকারাদ্রিশৃঙ্গৈঃ কপিতুণ্ডো মহত্তরৈঃ॥৩২

হইল দেখিয়া বীরভদ্র সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং সাগরনন্দনের গাত্রে মুষ্ট্যাঘাত করিল। মণিভদ্র জালন্ধরের পদদ্বয় ধরিয়া রথের উপরিভাগে থাকিয়াই ঘুরাইতে লাগিল। সমরক্ষেত্রে সে এক অদ্ভুত ব্যাপারই হইল। এদিকে মহাবল মহাবাহু জালন্ধর মণিভদ্র কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও চরণাঘাতে মণিভদ্রকে এবং মুষ্ট্যাঘাতে বীরভদ্রকে পাতিত করিল। অনন্তর প্রমথ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বয়ং নন্দিকেশ্বর আগমন করিলেন। শুম্ভাসুর তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সসৈন্যে অবরোধ করিল। প্রমথগণ দৈত্যগণের সহিত পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।১৫-২৮। তখন সেই মহাসমরে শুম্ভ শিলাদজের, রাহু মহাকালের, নিশুম্ভ কোলাহলের, কেতু কালের, শৈলোদর গুহের, জম্ভ মাল্যবানের, মহাপার্শ্ব চণ্ডের, চণ্ডীশ, রোমকণ্টকের, বিকটাস্থ ভৃঙ্গীর এবং উরুনেত্র বিনায়কের অভিমুখে ধাবিত হইল। এইরূপে দৈত্য-পতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে

শুম্ভস্তেনার্দ্দিতঃ শক্ত্যা শিলাদঞ্চ জঘান তম্।
মহাকালো জঘানাথ তং রাহুং রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩৩
শক্ত্যাথ তস্য হতবান্ স্যন্দনং স মহাদ্রিণা।
কোলাহলো হতঃ শক্ত্যা নিশুম্ভেন প্রতাপবান্
শক্তিং গৃহীত্বা হ্যহনদ্রথং সারথিনা সহ।
বিরথেনাথ দৈত্যেন ভৃশং ক্রুদ্ধেন সংযুগে ॥৩৫
কোলাহলোঽসুরেন্দ্রেণ সহস্রফণিনা হতঃ।
তং হত্বা চাতি বেগেন রথং চান্যমুপাগতঃ ॥৩৬
ফণিচক্রহতঃ সংখ্যে ক্ষণান্মূর্চ্ছাং বিহায় চ।
স্বরথাৎ শীঘ্রমুত্তীর্য্য গৃহীত্বা খড়্গচর্ম্মণী ॥ ৩৭
সর্ব্বং চক্রে নিশুম্ভস্য স রথাদ্যসিনা পৃথক্।
পুনঃ স্বরথমারুহ্য দৈত্যং বাণৈরতাড়য়ৎ ॥ ৩৮
নিশুম্ভোঽপ্যতি রোষাচ্চ তৎপরাক্রমবিস্মিতঃ।
শক্ত্যা মহাবলস্তস্য রথং সাশ্বং ন্যসূদয়ৎ ॥৩৯
কোলাহলো রণে ধাবন্নিশুম্ভং বিরথো বলী।
গতঃ স সরথং চক্রে বিরথং ভুজবন্ধনাৎ ॥ ৪০
কেতুপুচ্ছং গৃহীত্বা চ ভ্রাময়ামাস চাম্বরে।
কালশ্চিক্ষেপ সোঽপ্যদ্রিং স চিচ্ছেদ গিরিং জবাৎ ॥ ৪১
তং নগং চূর্ণিতং দৃষ্ট্বা তাড়য়ামাস মুষ্টিনা।
কালশ্চূর্ণিতসর্ব্বাঙ্গঃ কেতুনা প্রাদ্রবত্তয়াৎ ॥৪২
শৈলোদরস্তথা স্কন্দং জঘান গদয়োরসি।
ষড়াননোঽপি তং শক্ত্যা হত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥
শক্তিপ্রহারেণ মৃতং দানবং বীক্ষ্য ষণ্মুখঃ।
জগর্জ্জ তত্র বৈচিত্র্যং যথা ক্রৌঞ্চে বিদারিতে।
মাল্যবানথ বাণৌঘৈর্জম্ভমভ্যর্দ্দয়দ্দ্রণে।
জম্ভোঽপি সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিত্বা তং মূর্চ্ছিতং জহৌ ॥ ৪৫
মহাপার্শ্বো রথং ধৃত্বা বাণৌঘৈর্বাজিবর্জ্জিতম্।
লীলয়ৈব চ খে নীত্বা ব্যশ্বং চণ্ডমপাতয়ৎ ॥ ৪৬

প্রমথাধিপগণ সমরে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর শুম্ভের শরে শিলাদজ প্রহৃত হইলে নন্দিকেশ্বর বিশাল অদ্রিশৃঙ্গ দ্বারা শুম্ভাসুরকে চূর্ণ করিলেন। শুম্ভ গিরিশৃঙ্গপ্রহারে অর্দ্দিত হইয়া শক্তি দ্বারা শিলাদকে আহত করিল। মহাকাল মহাসমরে শক্তি নিক্ষেপ করিয়া রাহুকে পীড়িত করিলেন এবং প্রকাণ্ড পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া তাহার রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রতাপবান্ কোলাহল নিশুম্ভের শক্তিপ্রহারে আহত হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা সারথিসহ নিশুম্ভের রথ চূর্ণ করিলেন। দৈত্যেন্দ্র রথহীন হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং সহস্রফণি চক্র দ্বারা কোলাহলকে আহত করিল। অতঃপর নিশুম্ভ অতিবেগে অন্য রথে আরোহণ করিল। ফণিচক্রাহত কোলাহল ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছামুক্ত হইয়া সত্বর স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং খড়্গ-চর্ম্ম ধারণ করিয়া অসির আঘাতে নিশুম্ভের রথাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর পুনর্ব্বার স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া নিশুম্ভকে বাণপ্রহারে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল নিশুম্ভ তাহার পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অতি ক্রোধে শক্তি নিক্ষেপে তদীয় অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণ করিল। বলবান্ কোলাহল বিরথ হইয়া নিশুম্ভের দিকে ধাবিত হইলেন এবং রথস্থ নিশুম্ভকে ভুজবলে রথহীন করিলেন। কেতুর পুচ্ছ ধরিয়া কাল আকাশে ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক পর্ব্বতোপরি নিক্ষেপ করিলেন। কেতুও কালের প্রতি একটা পর্ব্বত নিক্ষেপ করিল। কাল সত্বরতা সহকারে সেই পর্ব্বতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। কেতু তাহা দেখিয়া কালের গাত্রে মুষ্ট্যাঘাত করিল। কেতুর করাঘাতে কাল চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন।২৯—৪২। শৈলোদর গদা দ্বারা স্কন্দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ষড়ানন তাহাকে শক্তিপ্রহারে ভূপাতিত করিলেন। যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদারিত হইলে কার্ত্তিকেয় গর্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি তদীয় শক্তিপ্রহারে দানব মৃত্যুগ্রস্ত হইল দেখিয়া তিনি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মাল্যবান্ বাণ-জালে জম্ভাসুরকে পীড়ন করিতে লাগিল। জম্ভাসুরও তাহাকে তীক্ষ্ণশরে

ব্যশ্বং রথং বিলোক্যাথ ততশ্চণ্ডোঽগ্রহীদ্গদাম্
আপতন্তং মহাপার্শ্বং চণ্ডস্তং গদয়াহনৎ ॥ ৪৭
অচিন্ত্যৈব গদাপাতং সোঽসুরো ভৃশদারুণঃ।
প্রহৃত্য মুষ্টিনা চণ্ডং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৮
চণ্ডীশশস্ত্রাভিহতো রোমকণ্টো মহাসুরঃ।
চণ্ডীশং পাদয়োর্ধৃত্বা রথমূর্দ্ধ্নি ন্যপাতয়ৎ ॥ ৪৯
পপাত সহসা ভূমৌ যযৌ তং ভীষণেক্ষণঃ।
উরুনেত্রেণ সমরে হতো লম্বোদরঃ শরৈঃ ॥৫০
দন্তেনোরসি তং হত্বা পাতয়ামাস ভূতলে।
উরুনেত্রঃ ক্ষণাচ্ছান্তিমাগত্যাশু রথং ক্ষণাৎ ॥৫১
জঘান মুদ্গরেণাসৌ মূর্দ্ধ্নি সিন্দুরমণ্ডিতে।
গণেশ্বরঃ পট্টিশেন জঘানোরসি দানবম্ ॥ ৫২
তন্মুখাদথ নিষ্ক্রান্তো নবশীর্ষোঽসুরো মহান্।
অষ্টাদশভুজো রাজন্ সোঽপ্যধাবত শাঙ্করিম্
নবশীর্ষোরুনেত্রাভ্যাং রণে রুদ্ধো বিনায়কঃ।
জর্জ্জরীকৃতদেহোঽপি জগ্রাহ পরশুং রুষা ॥৫৪
তেন চিচ্ছেদ শস্ত্রাণি তয়োরাজৌ গণেশ্বরঃ।
রুদ্ধং গণেশ্বরং দৃষ্ট্বা তাভ্যাং সংখ্যেঽথ ষণ্মুখঃ
শীঘ্রমাগত্য সেনানীর্জঘান নবশীর্ষকম্।
নবশীর্ষং রণে হত্বা উরুনেত্রমধাবত ॥ ৫৬
স্কন্দঃ স্বশক্তিঘাতেন পাতয়ামাস তং নৃপ।
পশ্যন্ জালন্ধরঃ স্কন্দং যযৌ সৈন্যেন সংবৃতঃ॥
পুত্রপ্রীত্যাসুরান্ হন্তুং সগণঃ শঙ্করোঽপি চ।
ততো ঘোরতরং যুদ্ধমভূদদ্ভুতসৈন্যয়োঃ ॥৫৮
হরসিন্ধুজয়োর্যুদ্ধে গতপ্রাণেব রোদসী।
অথ জালন্ধরঃ ক্রুদ্ধো বাণং সন্ধায় দারুণম্ ॥ ৫৯
সহস্রশতসংখ্যাকৈঃ পত্রৈঃ সর্ব্বত্র ভূষিতম্।
দৈত্যেন্দ্রস্তেন বাণেন ললাটেঽতাড়য়চ্ছিবম্ ॥
মমজ্জাপুঙ্খমর্য্যাদং ললাটে শঙ্করস্য চ।
ভালে শশাঙ্কবচ্ছম্ভোঃ স ররাজ মহাপ্রভঃ ॥ ৬১

বিদ্ধ করিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় ফেলিয়া গেল। মহাপার্শ্ব চণ্ডের রথ ধরিয়া বাণজাল বর্ষণে তাহা অশ্ববিহীন করিল এবং লীলাক্রমে আকাশে তুলিয়া তাহা নিম্নে ফেলিয়া দিল। অনন্তর চণ্ড স্বীয় রথ অশ্বহীন হইয়াছে দেখিয়া একটা গদা গ্রহণ করিলেন। এই সময় মহাপার্শ্ব আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিল। চণ্ড মহাপার্শ্বের প্রতি গদা প্রহার করিলেন। অতি দারুণ অসুর সেই গদাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া মুষ্টিপ্রহারে চণ্ডকে ভূপাতিত করিল। মহাসুর রোমকণ্টক চণ্ডীশের অস্ত্রাঘাতে অভিহত হইয়া তাহার পাদযুগল ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে রথোপরি নিক্ষেপ করিল। তাহাতে সে ভূতলে পড়িয়া গেল। উরুনেত্র সমরে শরজাল দ্বারা লম্বোদরকে প্রহার করিল। লম্বোদর দন্ত দ্বারা তাহার বক্ষে আঘাত করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। উরুনেত্র ক্ষণকালের পর শান্তি লাভ করিয়া সত্বরই মুদ্গর দ্বারা বিপক্ষের রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। গণেশ্বর পট্টিশ দ্বারা দানবের বক্ষে আঘাত করিলেন। অনন্তর সেই দানবের মুখ হইতে এক নবশীর্ষশালী প্রবল অসুর উৎপন্ন হইল। হে রাজন্! নবজাত অসুরের বাহুর সংখ্যা অষ্টাদশ। অসুর জাতমাত্রই শঙ্করনন্দনকে আক্রমণ করিল। বিনায়ক নবশীর্ষ ও উরুনেত্র এই উভয় অসুর দ্বারা রুদ্ধ ও জর্জ্জরীকৃতাঙ্গ হইয়া ক্রোধে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাদের সর্ব্বশস্ত্র ছেদন করিলেন। ষড়ানন সমরে অসুরদ্বয় কর্তৃক বিনায়ককে রুদ্ধ দেখিয়া সত্বর আগমনপূর্ব্বক নবশীর্ষকে বিনাশ করিলেন। নবশীর্ষকে বিনাশ করিয়া তিনি উরুনেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন এবং স্বীয় শক্তিপ্রহারে তাহাকে ভূপাতিত করিলেন। জালন্ধর স্কন্দের বিক্রম দেখিয়া সসৈন্যে তদভিমুখে ধাবিত হইল।৪৩—৫৭। এদিকে শঙ্করও পুত্রস্নেহবশতঃ অসুরদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রমথগণসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়পক্ষের অদ্ভুতকর্ম্মা সৈন্যসমূহের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হর এবং সিন্ধুনন্দনের সেই যুদ্ধে স্বর্গ মর্ত্ত্য যেন হতচেতন হইয়া পড়িল। অনন্তর ক্রুদ্ধ দৈত্যেন্দ্র সহস্রশতসংখ্য পত্রভূষিত ভীষণ বাণ সন্ধান করিয়া সেই বাণে শিবের ললাট-দেশ

যথাদিত্যো হি ঘর্ম্মান্তে সন্ধ্যাকালেঽম্বুদাগমে।
অথ রুদ্রো মহাবাণং জগ্রাহ জ্বলনোপমম্ ॥ ৬২
যস্য বেগে তু পবনঃ ফলে যস্যাগ্নিভাস্করৌ।
কালো গ্রন্থিষু সর্ব্বেষু শরে দেবী ধরা স্থিতা ॥
হরস্তেন শরেণাশু বিব্যাধ হৃদি সিন্ধুজম্।
তেন বাণপ্রহারেণ রুধিরৌঘপরিপ্লুতঃ ॥ ৬৪
পপাত শরভিন্নাঙ্গো বজ্রাহত ইবাচলঃ।
তদা দৈত্যাঃ সমাক্রন্দন্ জগর্জ্জুঃ প্রমথাস্তথা ॥
সিন্ধুজং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা রুরুধুর্দানবাঃ শিবম্।
রক্ষার্থমুদ্যতাঃ কেচিৎ কেচিত্তং পরিতঃ স্থিতাঃ
যাবজ্জালন্ধরো মূর্চ্ছাং প্রাপ্তো বারিধিনন্দনঃ।
তাবদ্রুদ্রেণ নারাচৈর্হতা জালন্ধরী চমূঃ ॥৬৭
চিরাজ্জালন্ধরস্ত্যক্ত্বা মূর্চ্ছাং সৈন্যং হতং নৃপ।
দৃষ্ট্বা ভয়ান্বিতঃ সেনাং বিকীর্ণাঞ্চ তথা রণে ॥৬৮

ততঃ কাব্যং স সস্মার মনসা পরমং গুরুম্।
স্মৃতস্তেন ত্বরন্ প্রাপ্তঃ কবির্জালন্ধরং প্রতি ॥৬৯
স্বস্তি কৃত্বা জগাদাথ ভার্গবঃ সিন্ধুনন্দনম্ ।
কিং করোমি মহারাজ তব কার্য্যং মহাবল ॥৭০

নারদ উবাচ।

ইতি কাব্যবচঃ শ্রুত্বা ভার্গবং বহু মানয়ন্।
নত্বা গুরুমুবাচাথ রাজা জালন্ধরস্তথা ॥৭১

রাজোবাচ।

জীবয়ৈতান্ মৃতান্ শুক্র দৈত্যান্ সর্ব্বান্ সমন্ততঃ
ইত্যুক্তঃ সিন্ধুজেনাজৌ সৈন্যং তত্র ব্যলোকয়ৎ
পঞ্চবিংশৎসহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
দৈত্যাঙ্গরথসঙ্কীর্ণমুপর্য্যুপরি পার্থিব ॥ ৭৩
উচ্ছ্রয়ে পঞ্চনবতির্যোজনানাং মহীং চিতাম্।
যোধবাহনদেহাদ্যৈরিব পূর্ণাং ধরাং ততঃ ॥ ৭৪
মন্ত্রোদকেন চাভ্যুক্ষ্য দৈত্যানুত্থাপয়ৎ কবিঃ।

বিদ্ধ করিল। শঙ্করললাটে আপুঙ্খ মগ্ন হইয়া ঐ মহোজ্জ্বল বাণ তদীয় ভালভূষণ শশাঙ্কবৎ বিরাজ করিতে লাগিল। যেমন গ্রীষ্মাবশেষের দিনাবসানে অম্বুদাগমে সূর্য্যের শোভা হয়, জালন্ধর-ক্ষিপ্ত বাণ শিবললাটে তেমনি শোভা ধারণ করিল। অনন্তর রুদ্র জ্বলনতুল্য এক মহাবাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ বাণের বেগে পবন, ফলে অগ্নি ও সূর্য্য, গ্রন্থিসমূহে কাল এবং শরে ধরা দেবী অবস্থান করিতে লাগিলেন। হর সেই বাণে সিন্ধুনন্দনের হৃদয় ভেদ করিলেন। বাণ-প্রহারে ভিন্নগাত্র জালন্ধর শোণিতপ্লুত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় পতিত হইল। তখন দৈত্যগণ রোদন করিতে লাগিল, প্রমথগণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দানবগণ সিন্ধুনন্দনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সকলেই একযোগে শিবকে আক্রমণ করিল। কতকগুলি দানব জালন্ধরকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইল; কেহ কেহ তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিল। জালন্ধর যতকাল মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিল, রুদ্র তাবৎকাল মধ্যে অসংখ্য জালন্ধর-সৈন্য বিনাশ করিলেন। বহুক্ষণ পরে জালন্ধরের চৈতন্য সঞ্চার হইল। জালন্ধর দেখিল,—তাহার বহু সৈন্য নিহত এবং অবশিষ্ট সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। তদ্দর্শনে সে ভীত হইয়া পরম গুরু শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করিল। শুক্র স্মরণমাত্র সত্বর জালন্ধরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'স্বস্তি' বাক্য বলিয়া সিন্ধু-নন্দনকে বলিলেন,—হে মহাবল মহারাজ! আমি তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? নারদ কহিলেন,—রাজা জালন্ধর গুরু ভার্গবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বহু মান-পুরঃসর তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে গুরো! এই সকল মৃত দৈত্যসৈন্যকে আপনি সঞ্জীবিত করুন। সিন্ধুনন্দন এই কথা কহিলে, শুক্রাচার্য্য সমরক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন,—দৈত্য-গণের মৃতদেহ ও বিধ্বস্ত রথসমূহ উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পঞ্চনবতি যোজন উহার উচ্চতা হইয়াছে! সৈন্য এবং বাহনসমূহের দেহাদি দ্বারা ধরা যেন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ৫৮—৭৪। ইহা দেখিয়া দৈত্যগুরু মন্ত্রোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া দৈত্যগণকে উজ্জীবিত

যাবদ্রুদ্রো জটাজূটং ববন্ধ ভুজগৈর্দৃঢম্॥ ৭৫
তাবৎ কাব্যেন তৎ সৈন্যং মন্ত্রেণোত্থাপিতং নৃপ
ব্যাঘ্রান্ যথা কেসরিণো গজেন্দ্রাঃ শূকরান্ যথা
আগতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস শঙ্করঃ।
কিমেতদিহ সঞ্জাতং মৃতান্ সৃজতি কুত্রচিৎ॥ ৭৭
দদর্শ চিন্তয়ন্ কাব্যমিতি তস্মিন রণে ভবঃ।
জীবয়ন্তং রণে দৈত্যান্ ধাবন্তং বেগবত্তরম্॥৭৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবঃ শুক্রং হন্তুং মনো দধে।
ত্রিশূলিনমনুজ্ঞায় রহশ্চোবাচ তং কবিঃ॥৭৯
ব্রাহ্মণোঽহং কথং হংসি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদম্।
ব্রহ্মহত্যা ময়ি হতে তব রুদ্র ভবিষ্যতি॥৮০
ইতি শ্রুত্বা কবের্বাক্যং শূলং তত্যাজ শঙ্করঃ।
স্মৃত্বা তৎপূর্ব্ববৃত্তান্তং যল্লগ্নং ব্রহ্মণঃ শিরঃ॥ ৮১
ব্রাহ্মণো ন হি হন্তব্যো হরন্ প্রাণানপি প্রিয়ান্
অয়ন্তু জীবয়ন্ দৈত্যান্ নিগ্রাহ্যঃ সর্ব্বথা ময়া॥৮২
তস্মাদেনং ক্ষিপাম্যাশু স্ত্রীযোনৌ দৈত্যজীবনম্
এবমুক্তবতঃ শম্ভোস্তৃতীয়নয়নাদ্ দ্রুতম্॥ ৮৩
কৃত্যা বিবাসা চাত্যুগ্রা মুক্তকেশী মহোদরা।
স্থূললম্বস্তনী যোনি-দংষ্ট্রা লোচনভীষণা॥ ৮৪
আজ্ঞাপয়েতি স তয়া প্রোক্তস্তামব্রবীচ্ছিবঃ।
কৃত্যে ত্বং দানবাচার্য্যং স্বযোনৌ ক্ষিপ দুর্ম্মতিম্
যাবজ্জালন্ধরং হন্মি তাবদেনং ভগে বহ।
হতে জালন্ধরে দৈত্যে পশ্চান্নিস্তীর্য্য মোচয়॥
হরেণোক্তেতি সা কৃত্যা ভার্গবং সমধাবত।
পপাত ভূমৌ তাং দৃষ্ট্বা কবির্দৈত্যাঃ প্রদুদ্রুবুঃ॥
কেশেষ্বাকৃষ্য ধৃত্বা নগ্নমালিঙ্গ্য ভার্গবম্।
যোনৌ দধার সা কৃত্যা হসন্তী জয়নন্দন॥ ৮৮
ভগে ক্ষিপ্তং গুরুং দৃষ্ট্বা যাবজ্জালন্ধরোঽসুরঃ
সন্দধে মার্গণাংস্তাবৎ সা কৃত্যাদৃশ্যতাং গতা॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শুক্রযোনিপ্রবেশো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

করিলেন। রুদ্রদেব যৎকালে ভুজগসমূহ দ্বারা স্বীয় জটাজূট বন্ধন করিতেছিলেন, দৈত্যগুরু সেই সময়ের মধ্যেই মন্ত্রবলে দৈত্যসৈন্য উত্থাপিত করিলেন। সিংহগণ যেমন ব্যাঘ্রদিগকে এবং গজেন্দ্রগণ যেমন শূকরদিগকে দেখিয়া চিন্তা করে, তেমনি আগত দানবদিগকে দেখিয়া শঙ্কর চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন—কি হইল, মৃতদিগকে কোথায় কে সঞ্জীবিত করিতেছে? শিব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রণক্ষেত্রে কাব্যকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,—তিনি বেগে ধাবিত হইতেছেন, আর দৈত্যগণকে উজ্জীবিত করিতেছেন। তদ্দর্শনে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্যকেই বধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তখন শুক্রাচার্য্য তাহা জানিতে পারিয়া গোপনে শঙ্করকে বলিলেন,—আমি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ; আমাকে কিরূপে হনন করিবেন? হে রুদ্র! আমায় বিনাশ করিলে তোমার ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইবে। শঙ্কর শুক্রের এই বাক্য শুনিয়া এবং ব্রহ্মার শিরঃসংলগ্ন হইবার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শূল পরিত্যাগ করিলেন; মনে মনে বলিলেন,—প্রিয় প্রাণ হরণে উদ্যত হইলেও ব্রাহ্মণ বধ্য নহে; কিন্তু এই ব্রাহ্মণ দৈত্যদিগকে উজ্জীবিত করিতেছে, অতএব ইহাকে নিগৃহীত করা সর্ব্বথা আমার কর্ত্তব্য। এইজন্য ইহাকে আমি শীঘ্রই স্ত্রীযোনিতে নিক্ষেপ করিতেছি। শম্ভু এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে সত্বর এক ভীষণ কৃত্যা প্রাদুর্ভূত হইল; ঐ কৃত্যা বিবাসা, অত্যুগ্রা, মুক্তকেশী, মহোদরা, স্থূললম্বস্তনী এবং যোনিদংষ্ট্রা ও লোচন দ্বারা ভীষণাকৃতি। কৃত্যা বলিল,—আজ্ঞা করুন। রুদ্র কহিলেন,—হে কৃত্যে! তুমি দুর্ম্মতি দানবাচার্য্যকে স্বীয় যোনিতে নিক্ষেপ কর। আমি যাবৎ জালন্ধরকে বিনাশ করি, তাবৎ তুমি ইহাকে ভগমধ্যে বহন কর। পরে জালন্ধর নিহত হইলে ইহাকে মুক্ত করিয়া দিবে। হর এই কথা কহিলে, কৃত্যা ভার্গবের দিকে ধাবিত হইল। শুক্র তাঁহাকে দেখিয়া ভূপতিত হইলেন, দৈত্যগণ পলায়ন করিল। তখন কৃত্যা ভার্গবকে কেশে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে স্বীয় যোনিমধ্যে পূরিয়া রাখিল। গুরু শুক্র

अष्टादशोऽध्यायः ।

श्रीनारद उवाच ।

अथ जालन्धरः प्राह रक्षात्मानमितः शिव ।
शिवाद्य त्वां क्षिपाम्याशु यत्रास्ते मधुसूदनः ॥१
पश्चाद्ब्रह्माणमाकृष्य पातयिष्यामि सागरे ।
धृतेषु युष्मासु यदा तदा सर्वेश्वरो ह्यहम् ॥ २
इत्युक्त्वा सैन्यसम्भारं न्यस्य शुम्भासुरादिषु ।
भटैर्गुप्तं निशुम्भाद्यैश्चतुरङ्गमनन्तकम् ॥ ३
शुम्भो निशुम्भः फेस्कारो फेरुण्डो धूम्रलोचनः
केतुर्विडालजङ्घश्च राहुर्दुर्वारणो यमः ॥ ४
कालासुरोऽथ लवणो भूमिरेतोऽन्धकासुरः ।
रक्तबीजादयश्चण्डो मुण्डो वै दैत्यपुङ्गवाः ॥ ५

ভগমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন দেখিয়া জালন্ধর যেইমাত্র বাণ সন্ধান করিল, কৃত্যা অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। ৭৫—৮৯।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীনারদ কহিলেন,—অনন্তর জালন্ধর শিবকে বলিল,—হে শিব! যথায় মধুসূদন আছেন, আমি সেই স্থানে তোমায় নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি এক্ষণে নিজেকে রক্ষা কর। আমি পরে ব্রহ্মাকেও আকর্ষণ করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিব। তোমাদের দেবত্রয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই আমি সর্ব্বেশ্বর হইতে পারি। এই বলিয়া জালন্ধর শুম্ভ প্রভৃতি অসুর দলপতিদিগের উপর স্বীয় সৈন্যভার অর্পণ করিল। নিশুম্ভাদি অসুরগণ জালন্ধরের অগণিত চতুরঙ্গ বল রক্ষা করিতে লাগিল। শুম্ভ, নিশুম্ভ, ফেস্কার, ফেরুণ্ড, ধূম্রলোচন, কেতু, বিড়ালজঙ্ঘ, রাহু, দুর্ব্বারণ, যম, কালাসুর, লবণ, ভূমিরেতা, অন্ধক, রক্তবীজাদি, চণ্ড ও মুণ্ড প্রভৃতি অসুরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই যুদ্ধোদ্যত হইল

सर्व्वानेवोद्यतान् दृष्ट्वा संख्ये दानवपुङ्गवान् ।
रुरुधुः समरे राजन् वीरभद्रादयो गणाः ॥ ६
ततो युद्धमभूद्घोरं तुमुलं लोमहर्षणम् ।
पतन्ति प्रमथा यत्र दैत्याश्चापि क्षतातुराः ॥७
अथ शुम्भादिभिर्दैत्यैः सर्व्वशस्त्रैर्महामृधे ।
हताः पेतुर्गणाश्चान्ये पलायाञ्चक्रिरे नृप ॥ ८
गणान् विजित्य समरे रुरुधुर्दानवाः शिवम् ।
वर्षन्तः शरधाराभिर्घना मेरुगिरिं यथा ॥ ९
ततः पिनाकमाकृष्य वृषभोपरि भैरवः ।
जघान बाणनिवहैर्दानवान् समराङ्गने ।
तीक्ष्णाग्रैस्तु क्षुरप्रौघैर्दानवानहनद्बली ॥ १०
केचिन्नन्दिप्रहारेण पेतुः संग्राममूर्द्धनि ।
बाणैश्च जर्ज्जरान् कृत्वा शुम्भादीन् वृषभध्वजः ॥
शेषं सैन्यं जघानाशु शस्त्रास्त्रैः समराङ्गने ।
गजैर्नरैर्हयैर्व्याप्तं पतितैः समराङ्गनम् ॥ १२
बभूव वज्रनिर्भिन्नैः पर्व्वतैरिव भूतलम् ।

দেখিয়া বীরভদ্রাদি প্রমথপতিগণ তাহাদিগকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তুমুল ঘোর লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে ক্ষতাতুর হইয়া প্রমথগণ এবং দৈত্যগণ পতিত হইতে লাগিল। হে নৃপ! তখন শুম্ভাদি দৈত্যগণের নিক্ষিপ্ত শস্ত্রাঘাতে হত হইয়া অনেক প্রমথ পতিত হইল এবং অনেকে পলায়ন করিল। দানবেরা প্রমথগণকে জয় করিয়া শরধারা বর্ষণে শিবকে আবৃত করিল। যেন মেঘদল মেরুগিরিকে আক্রমণ করিল। ১—৯। অনন্তর ভৈরব দেব বৃষভোপরি আরোহণ করিয়া সমরে শরসমূহ দ্বারা দানবগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বলবান্ রুদ্রদেব তীক্ষ্ণাগ্র ক্ষুরপ্র অস্ত্রে দানবদিগকে সংহার করিলেন। কতকগুলি দানব নন্দীর প্রহারে ধরাশায়ী হইল। বৃষধ্বজ বাণ বর্ষণে শুম্ভাদি অসুরকে জর্জ্জরীভূত করিয়া অবশিষ্ট দানব সৈন্যসমূহকে শস্ত্রাস্ত্র প্রহারে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই সমরক্ষেত্র পতিত গজ, নর ও অশ্বসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া বজ্রনির্ভিন্ন পর্ব্বতাকীর্ণ

অথ মায়াময়ীং গৌরীং বিদধে সিন্ধুনন্দনঃ॥ ১৩
সৌন্দর্য্যগুণসম্পন্নাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
জয়াং মায়াময়ীং কৃত্বা সমুবাচাব্ধিনন্দনঃ॥ ১৪
গচ্ছ ত্বং পুরতো রুদ্রং বিমোহয় রণে দ্রুতম্।
ইত্যুক্তা দৈত্যপতিনা যযৌ মায়াময়ী জয়া॥ ১৫
রণে গত্বা শিবস্যাগ্রে মুক্তকেশী রুরোদ হ।
পৃষ্টা হরেণ সা প্রাহ মানসোত্তরপর্ব্বতাৎ॥ ১৬
হৃতা তব প্রিয়া দেব পার্ব্বতী সিন্ধুসূনুনা।
শ্রুত্বেতি বচনং তস্যাস্তামুবাচ বৃষধ্বজঃ॥ ১৭
জয়ে ত্বমেহি বৃষভং ত্বাং হরিষ্যন্তি দানবাঃ।
ততো বৃষভমারুহ্য জয়া চালিঙ্গ্য শঙ্করম্॥ ১৮
প্রাহ প্রয়ামি পার্ব্বত্যা ন জীবামি বিনা হর।
চন্দ্রং শম্ভুজটাবিষ্টং গৃহীত্বা বৃষভাদ্ দ্রুতম্॥ ১৯
অবারোহত সা মায়া মায়াযুক্তো রণং যযৌ।
ততো গৌরীং হৃতাং শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস শঙ্করঃ॥
দৈত্যমায়াপরিষক্তো নাত্মানং বুবুধে নৃপ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ সৈন্যেন মহতাবৃতঃ॥ ২১
মায়াম্মৃড়ানীং স্বরথে নিধায়ার্ণবজঃ শিবম্।
জালন্ধরজয়ে তত্রাসীদ্বাদিত্রনিস্বনঃ॥ ২২
চচাল বসুধা যেন প্রতিনেদুর্মহীধ্রাঃ।
হরস্য দর্শয়ামাস পার্ব্বতীং সিন্ধুনন্দনঃ॥ ২৩
রুদ্রোঽপ্যরিরথস্থাং তাং দদর্শ নিজবল্লভাম্।
বিয়োগবিধুরাং দীনাং তন্বীমাতুরলোচনাম্॥ ২৪
হা নাথ প্রিয় রুদ্রেতি প্রজল্পন্তীং পুনঃপুনঃ।
প্রোঢ়বৈরিরথে দৃষ্ট্বা পাষণ্ডিস্থাং যথা শ্রুতিম্
গৌরীং দধ্যৌ তথা স্থাণুঃ কথং প্রাপ্যা প্রিয়া ময়া।
বিললাপ ততঃ শম্ভুর্দৈত্যমায়াবিমোহিতঃ॥ ২৬
মোহো মে দানবৈঃ কান্তে হৃতাসি ত্বং কথং প্রিয়ে।

ভূতলবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর সিন্ধুনন্দন মায়াবলে সুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার-শালিনী গৌরী এবং তৎসখী জয়াকে প্রস্তুত করিল। পরে জয়াকে ডাকিয়া বলিল,—তুমি রণে রুদ্রের নিকট যাও, গিয়া সত্বর তাহাকে মোহিত কর। দৈত্যপতি এই কথা কহিলে মায়াময়ী জয়া রণক্ষেত্রে গিয়া শিব-সন্নিধানে মুক্তকেশে রোদন করিতে লাগিল। হর তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিল,—হে দেব! সিন্ধুনন্দন ভবৎপ্রিয়া পার্ব্বতীকে মানসোত্তর শৈল হইতে অপহরণ করিয়াছে। জয়ার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া বৃষধ্বজ তাহাকে বলিলেন,—জয়ে! তুমি আমার বৃষভে আইস, নতুবা দানবেরা তোমাকে হরণ করিবে। অনন্তর বৃষারোহণান্তে জয়া শঙ্করকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—হে হর! আমি আপনার সঙ্গে যাইব; কিন্তু পার্ব্বতী বিনা জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। জয়া এই বলিয়া শম্ভুর জটাবিষ্ট চন্দ্রকে লইয়া বৃষভ হইতে সত্বর অবতরণ করিল। অনন্তর গৌরীর হরণবার্ত্তা শ্রবণে মায়াক্রান্ত শঙ্কর চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি দৈত্যমায়ায় আবৃত হইয়া নিজ স্বরূপ বুঝিলেন না। ইত্যবসরে মহা-সৈন্য-পরিবৃত জালন্ধর মায়া-গৌরীকে স্বীয় রথে স্থাপন করিয়া শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইল। জালন্ধরের জয় ব্যাপারে তৎকালে বাদিত্রধ্বনি হইতে লাগিল। তাহাতে বসুধা কম্পিতা হইলেন। মহীধরসমূহে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। সিন্ধুনন্দন হরকে মায়া-পার্ব্বতী প্রদর্শন করিল। রুদ্র শত্রুরথস্থিতা নিজদায়িতা গৌরীকে অবলোকন করিলেন, দেখিলেন—গৌরী পতি-বিরহে কাতরা, দীনা, ক্ষীণা, তথা আতুর-নয়না। তিনি 'হা নাথ! হা প্রিয় রুদ্র!' এই বলিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতেছিলেন। পাষণ্ডজনস্থ শ্রুতির ন্যায় পার্ব্বতীকে উদ্ধত শত্রুরথে অবস্থিত দেখিয়া স্থাণুদেব চিন্তা করিলেন,—কিরূপে আমি প্রিয়সীকে প্রাপ্ত হইব? এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যমায়া-মোহিত শম্ভু বিলাপ করিতে লাগিলেন।১০-২৬। বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! অয়ি কান্তে! দানবেরা তোমায় কিরূপে হরণ করিল? এই

শোকমোহপ্লুতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং সাগরাত্মজঃ॥ ২৭
জগাদ প্রহসন্ বাক্যং কশ্চিৎ কারুণ্যবান্ যথা
সর্ব্বপ্রমাণশূন্যোঽসি স্মরশৃঙ্গারবর্জ্জিতঃ॥ ২৮
ঈশ্বরোঽপি বরাকস্ত্বং সঞ্জাতোঽম্বিকয়া বিনা।
মা রোদীর্হি বিরূপাক্ষ দদামি তব বল্লভাম্॥২৯
রক্ষিতোঽসি ময়া রুদ্র গৃহীত্বা পার্ব্বতীং রণাৎ
ইত্যুক্ত্বা গিরিশং তূর্ণমুত্তার্য্য স্বরথাদুমাম্॥ ৩০
সৈন্যং সম্প্রেষয়ামাস শঙ্করাভিমুখং কিল।
হরোঽপি বৃষভেণাশু তৎ সৈন্যং সমধাবত॥ ৩১
গৃহীতুং পার্ব্বতীং পাহি ত্রাহি ত্রাহীতি জল্পতীম্
যাবদ্গৃহ্লাতি তাং গৌরীং করেণ বৃষভধ্বজঃ॥
তাবচ্ছুম্ভাসুরঃ শীঘ্রং গৃহীত্বা চাম্বরে স্থিতঃ।
শূলং মুমোচ বলবান্ হন্তুং শুম্ভাসুরং হরঃ॥৩৩
শুম্ভেন সা পরিত্যক্তা শূলোপরি পপাত হ।
রুদন্তী চারুসর্ব্বাঙ্গী ত্যক্তা শূলেন সংযুতা॥৩৪
পতিতা শঙ্করস্যাগ্রে তথেত্যুক্ত্বা মমার চ।
মায়াগৌরীং মৃতাং দৃষ্ট্বা শোকমোহপরিপ্লুতঃ
হা প্রিয়েতি রুদন্ রুদ্রঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
ক্ষণং সংজ্ঞামবাপ্যাথ রণভূমাবুমাপতিঃ।
শশাপ শুম্ভপ্রমুখান্ গৌরী যুষ্মান্ হনিষ্যতি॥ ৩৬

নারদ উবাচ।

অথ শুম্ভাদয়ো দৈত্যা রণে দেব্যা নিপাতিতাঃ
মহেশ্বরস্য শাপেন গতে মন্বন্তরে নৃপ॥৩৭
শপিত্বা তান্ রুরোদাথ জল্পন্নির্গত্যস্য শঙ্করঃ।
ক্ব গতাসি প্রিয়ে ত্যক্ত্বা দুঃখিতং মাং রণাঙ্গনে
রতিং ত্যক্ত্বা বিয়োগার্ত্তঃ শ্রীকণ্ঠোঽহং ত্বয়া কৃতঃ।
বাসুদেবোঽপি মাং ত্যক্তুং ন জানাতি ত্বয়া প্রিয়ে॥ ৩৯
যজ্ঞে দক্ষস্যাগ্নিকুণ্ডে শিরো দেবি হুতং ত্বয়া।

ভাবিয়াই আমার মোহ উপস্থিত! সাগরনন্দন শঙ্করকে শোকমোহ-প্লুত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে যেন কোন করুণাপরবশ ব্যক্তির ন্যায় বলিল,—হে রুদ্র! তুমি সকল প্রমাণের অতীত; তোমার কাজ নাই, কোন বিলাস-বেশ নাই; তুমি ঈশ্বর হইয়াও অম্বিকা বিনা দীনভাবাপন্ন। হে বিরূপাক্ষ! তুমি রোদন করিও না; আমি তোমায় অম্বিকা দান করিতেছি। হে রুদ্র! আমি সমরক্ষেত্র হইতে পার্ব্বতীকে গ্রহণ করায় তুমি রক্ষিত হইয়াছ। জালন্ধর গিরিশকে এই কথা কহিয়া সত্বর উমাকে স্বীয় রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক শঙ্করাভিমুখে স্বীয় সৈন্য পরিচালন করিল। হরও বৃষারোহণে সেই সৈন্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পার্ব্বতী 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে চিৎকার করিতেছিলেন, রুদ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। বৃষধ্বজ যেমন তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কর প্রসারণ করিলেন, অমনি শুম্ভাসুর উমাকে লইয়া আকাশে উঠিল। হর শুম্ভাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত শূল নিক্ষেপ করিলেন। তখন শুম্ভাসুর পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া দিলে পার্ব্বতী শম্ভুর নিক্ষিপ্ত শূলের উপরই পতিত হইলেন। শূলবিদ্ধা সুন্দরী পার্ব্বতী রোদন করিতে করিতে শঙ্করের অগ্রে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। মায়া-গৌরী মৃত দেখিয়া শঙ্কর শোকে মোহে আচ্ছন্ন হইলেন এবং 'হা প্রিয়ে!' বলিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অনন্তর উমাপতি ক্ষণপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শুম্ভপ্রমুখ অসুরদিগকে এইরূপ অভিশাপ করিলেন যে, গৌরী দেবীই তোম দিগকে বিনাশ করিবেন।২৭—৩৬। নারদ কহিলেন,—শম্ভুর সেই অভিশাপ-ফলেই গত মন্বন্তরে শুম্ভাদি অসুরগণ দেবীর হস্তে নিহত হইয়াছে। যাহা হউক, এদিকে শঙ্কর তখন তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—হা প্রিয়ে! দুঃখিত আমি, রণ-ক্ষেত্রে আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? শ্রীকণ্ঠ আমি, তুমি অনুরাগহীন হইয়া আমায় বিয়োগবিধুর করিলে? অয়ি প্রিয়ে! তুমি যে আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, বাসুদেবও ইহা জানিলেন না! হে দেবি! যজ্ঞস্থলে দক্ষের অগ্নিকুণ্ডে তুমি

ভূয়ো হি ভবতী লব্ধা কথং ত্যজসি মাং পুনঃ
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ চার্ব্বঙ্গি গিরিজে মাং প্রবোধয় ॥
অত্রান্তরে শিবং জ্ঞাত্বা দৈত্যমায়াবিমোহিতম্
দেবতাগণমধ্যস্থো হ্যন্তরিক্ষাদুপাগমৎ।
বিলপন্তমুবাচেদমদৃশ্যঃ কমলাসনঃ ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বং শোকমোহপিতৃমাতৃবিবর্জ্জিতোঽসি
দুঃখং সুখং সুতকলত্ররিপুর্ন চাস্তি।
জাতোঽসি নৈব জনকো ন জনিষ্যমাণ-
স্ত্বং মন্যসে ঋষিগণৈশ্চ কুতো বিমোহঃ ॥
একোঽসি নাথ বহুধা কৃতবিগ্রহোঽসি
সূর্য্যো যথা জলধিবীচিষু দৃশ্যমানঃ।
ধ্যানেন যান্তি যমিনস্তব পাদমূলং
রূপং পরং দুরববোধমবাচ্যমেব ॥ ৪৩
নৈষা প্রিয়া তব সমানতয়া বিপন্না
জালন্ধরেণ রচিতং জহি দেব মায়াম্।

তোমার মস্তক আহুতি দিয়াছিলে, আমি আবার তোমায় পাইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে পুনরায় আমায় কেন পরিত্যাগ করিলে? অয়ি চারুগাত্রি! তুমি উঠ, উঠ; গিরিজে! আমায় সান্ত্বনা দান কর। এই সময় দেবগণমধ্যস্থ ব্রহ্মা শিবকে দৈত্যমায়া-মোহিত অবগত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং অদৃশ্য থাকিয়া বিলাপকারী শিবকে বলিলেন,—প্রভো! তোমার শোক-মোহ নাই, পিতা-মাতা নাই, সুখ দুঃখ, পুত্র কলত্র, শত্রু মিত্র কিছুই নাই। ঋষিগণ অবগত আছেন,—তুমি না জাত, না জনক, না জনিষ্যমাণ; সুতরাং তোমার এ মোহ কেন? হে নাথ! সাগরবীচিমালায় পরিদৃশ্যমান সূর্য্যবিম্বের ন্যায় আপনি বহু ভিন্ন বিগ্রহে বিরাজমান। যতিগণ ধ্যান করিয়া আপনারই পাদমূলে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। আপনার পরমরূপ দুরববোধ এবং বর্ণনাতীত। ভবৎপ্রিয়া পার্ব্বতী আপনারই অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী; সুতরাং তিনি কখনও বিপন্না হন নাই। হে দেব!

না পার্ব্বতী কমলকোশগতা হি শম্ভো
যুধ্যস্ব বৈরিনিবহং জহি পাহি চাস্মান্ ॥৪৫
শ্রুত্বেতি ব্রহ্মণো বাক্যমববুদ্ধো মহেশ্বরঃ।
জ্ঞাত্বা তাং দানবীং মায়াংমুমোচ মহতীং শিলাম্
তয়া জঘান সমরে দৈত্যকোটিশতত্রয়ম্।
ততো বৃষভমারুহ্য ক্রোধেন মহতা নৃপ ॥ ৪৭
ধনুঃ পিনাকং যুদ্ধায় ধূর্জ্জটির্জগৃহে শরান্।
অথ মায়াপরিত্যক্তং শর্ব্বমালোক্য সিন্ধুজঃ ॥৪
সুরেশমোহনং মায়াজালমত্যদ্ভুতং নৃপ।
অন্যদাবিশ্চকারাশু ভৃশং মায়ামহাবলঃ ॥ ৪৯
জালন্ধরঃ কোটিভুজো বভূব
বৃক্ষাস্ত্রশস্ত্রৈর্যুযধে বৃষাঙ্কম্।
অথান্তরালে পৃথিবীং চকার
সমুদ্রসদ্দুর্গিরিধাতুমণ্ডিতাম্ ॥ ৫০
দেবতায়তনৈ রম্যৈর্নানাপুষ্পসমাকুলৈঃ।

ইহা জালন্ধররচিত মায়া মাত্র; আপনি এ মায়া ধ্বংস করুন। হে শম্ভো! আপনার প্রণয়িনী প্রকৃত পার্ব্বতী কমলকোশ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। অতএব আপনি নির্ভাবনায় যুদ্ধ করুন। আমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া মহেশ্বর প্রবুদ্ধ হইলেন। তিনি সেই ব্যাপারটা দানবী মায়া বলিয়া বুঝিয়া তৎকালে এক মহাশিলা নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলা-ঘাতে তিন শত কোটি দৈত্য সৈন্য বিনষ্ট হইল। হে নৃপ! অনন্তর ধূর্জ্জটি মহা ক্রোধে বৃষভারোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ স্বীয় পিনাক ধনু ও শর সকল গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহাবল সিন্ধুনন্দন শম্ভুকে মায়ামুক্ত দেখিয়া সত্বর সুরেশমোহন অন্য এক অত্যদ্ভুত মায়া আবিষ্কার করিল। ৩৭—৫৯। সে মায়ায় সহসা জালন্ধরের কোটি ভুজ হইল। সেই সকল ভুজে বৃক্ষ এবং অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া জালন্ধর বৃষধ্বজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর সিন্ধুনন্দন আর এক মায়া বিস্তার করিল। সে অন্তরালে থাকিয়া পৃথিবীকে গৈরিক ধাতুমণ্ডিত ও নানা পুষ্পযুত রম্য

মণ্ডিতাং নৃপ ভূমিঞ্চ চকারোদ ধিনন্দনঃ।
নৃত্যন্তি যত্রাপ্সরসো মেনকাদ্যা মনোহরাঃ॥ ৫১
বিস্মৃত্য শম্ভুস্তদপাস্য কার্ম্মুকং
সদ্যঃ প্রতস্থে বৃষভোপরি স্থিতঃ।
বাদিত্রগীতৈর্ভুবি মোহিতো ভৃশং
দৈত্যেন্দ্রমায়াময়তাণ্ডবেন সঃ॥৫২
বিমোহিতং বীক্ষ্য বৃষস্থিতং হরং
নিত্যং সমুদ্রঃ সহ তাণ্ডবেন।
গীতেন বাদ্যেন চ নৃত্যলীলয়া
ননাদ রূপী তরসা বিমোহিতুম্॥ ৫৩
জন্তূন্ ক্ষিপ্ত্বোদধৌ তাংশ্চ জহাস সততোৎসবঃ
ক্ব চ তা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ক্ব নন্দিপ্রমুখা গণাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অপি ত্বং মাননীয়োঽসি মোহিতো দৈত্যমায়য়া
কিমদ্য শম্ভো ভগবন্নুপেক্ষ্যতে
উদীর্য্য চক্রং জঠরস্থিতঞ্চ।
বধায় চাস্যৈব কৃতং মহেশ
জালন্ধরং সংহর তেন চাজৌ॥৫৬

ইতি কৃষ্ণস্য বচনাত্তৎ স্মৃত্বাত্মানমীশ্বরঃ।
আরুহ্য বৃষভং শীঘ্রমাজগাম মহারণম্॥ ৫৭
তমাগতং শিবং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসৈন্যসমাবৃতঃ।
রুরোধ সমরে রাজন্ ক্রুদ্ধো জালন্ধরোঽসুরঃ
হরস্য কুপিতস্যাসীৎ সৃষ্টিসংহারকারকম্॥ ৫৮
রূপং তৃতীয়নেত্রাগ্নৌ দানবাঃ শলভা যথা।
রূপং দৃষ্ট্বা ভগবতো রৌদ্রজ্বালাময়ং নৃপ॥ ৫৯
শুম্ভাদয়স্তদা দৈত্যা রাহুপ্রভৃতয়শ্চ যে।
রুদ্রং নিরীক্ষ্য সন্ত্রস্তাঃ পাতালং বিবিশুর্ভয়াৎ
সেনাভটাননেকাংশ্চ হতান্ দৃষ্ট্বা মহামৃধে।
শুম্ভাদীন্ হতশেষাংস্তান্ দৃষ্ট্বাত্মানং পলায়িতান্
তদা জালন্ধরঃ সংখ্যে একো গিরিরিব স্থিতঃ।
পরমার্থং রুদ্ররূপং হৃষ্টঃ সাক্ষাদ্বিলোকয়ন্॥ ৬২
ততো জালন্ধরঃ প্রাহ মহাদেবং প্রহস্য চ।
রূপং সংহর যেন ত্বং দহসে সচরাচরম্॥ ৬৩

রম্য দেবায়তনে অলঙ্কৃত করিল। মেনকা-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল। বৃষারূঢ় শম্ভু এই ব্যাপার দর্শনে আত্মবিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দৈত্যেন্দ্র জালন্ধরের মায়াময় তাণ্ডবে বাদিত্ররবে এবং গীতঝঙ্কারে শম্ভু একান্ত মোহিত হইয়া পড়িলেন। মায়ারূপী সমুদ্রসুত, বৃষারূঢ় হরকে তাণ্ডব ব্যাপারে বিমোহিত দেখিয়া গীত বাদ্য এবং নৃত্যলীলায় তাঁহাকে আরও বিমোহিত করিতে উদ্যত হইল। তখন সর্ব্বদাই দানবীয় উৎসব চলিতে লাগিল। সমুদ্রনন্দন তখন মায়াবিমূঢ় প্রমথাদি সৈন্যগণকে ও সেই সকল সৈন্যের বাহননিচয়কে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া এক একবার হাস্য করিতে লাগিল; বলিল,—হর! কোথায় তোমার দেবগণ? কোথায়ই বা নন্দিপ্রমুখ প্রমথগণ? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে শম্ভো! আপনি মাননীয় হইয়াও অধুনা দৈত্যমায়ায় কেন মোহিত হইয়াছেন? হে ভগবন্! কেন উপেক্ষা করিতেছেন? হে মহেশ! দৈত্যের বধের জন্য যে চক্র আপনি জঠরস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা উদ্গীর্ণ করিয়া জালন্ধরকে সংহার করুন। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে ঈশান নিজ স্বরূপ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ বৃষারোহণে মহারণে অবতরণ করিলেন। হে রাজন্! শিবকে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ জালন্ধর তখন সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হর কুপিত হইয়া তৎকালে সৃষ্টিসংহারকর রূপ ধারণ করিলেন। ভগবান্ রুদ্র দেবের রৌদ্রজ্বালাময় রূপ দর্শনে দানবেরা তদীয় তৃতীয় নয়নানলে শলভদশা প্রাপ্ত হইল। তখন শুম্ভ রাহু প্রভৃতি দৈত্যগণ রুদ্রকে দেখিয়া ভীত-ত্রস্তভাবে পাতালে প্রবেশ করিল।৫০—৬০। জালন্ধর দেখিল,—সেই মহাসমরে বহু সেনা নিহত হইয়াছে, হতাবশিষ্ট শুম্ভাদি দানবগণ পলায়ন করিয়াছে; তখন সে একাকী পরমার্থভূত সাক্ষাৎ রুদ্ররূপ দেখিতে দেখিতে হৃষ্টচিত্তে সমরে গিরিবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর জালন্ধর হাস্যপূর্ব্বক মহাদেবকে বলিল,—দেব! যেরূপে আপনি চরাচর

শস্ত্রেণ কুরু সংগ্রামং ত্যক্ত্বা যোগবলং নিজম্‌।
ইতি জালন্ধরবচঃ শ্রুত্বোবাচ ততঃ শিবঃ ॥ ৬৪
বরং বরয় দৈত্যেশ প্রীতোঽস্মি তব কর্ম্মণা।
ঈদৃক্ষমপি মদ্রূপং দৃষ্ট্বা যন্নির্ভয়োঽধুনা ॥ ৬৫
অপি ব্রহ্মাণ্ডমখিলং মদ্রূপস্যাস্য দানব।
তেজসো বীক্ষণে নালং তত্র ত্বমসি নির্ভয়ঃ ॥৬৬

নারদ উবাচ।

ইতি শম্ভোঃ প্রসাদঞ্চ মত্বা সংসারনিস্পৃহঃ।
জালন্ধরো হরাদ্বব্রে মুক্তিং সাযুজ্যতাং পরাম্‌ ॥

মহাদেব উবাচ।

দিব্যং দেহমিদং দৈত্য ভোগসিদ্ধ্যুতং তব।
বৃন্দামনোহরং রম্যমিহস্থং কালমশ্নুতে ॥ ৬৮
মুহূর্ত্তং পরমাত্মানং তমেকাকিনমব্যয়ম্‌।
অবুদ্ধা ত্যজসে মূর্খ কথং ত্বং মুক্তিমিচ্ছসি ॥৬৯
বৃন্দা তব প্রিয়া রাজ্ঞী হৃতা সা যোগমায়য়া।
ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞায় প্রাপ্তা তৎপরমং পদম্‌ ॥৭০
ইদানীং দুর্লভা সা চ তৎপদঞ্চৈব দুর্লভম্‌।
স্বর্গাপবর্গয়োর্মধ্যে সংসারে বরমাপ্নু হি ॥ ৭১

জালন্ধর উবাচ।

দেব মুক্তিপদং লভ্যং কৃতকৃত্যেন কেনচিৎ।
ইদানীং কৃতকৃত্যোঽস্মি যত্ত্বাং পশ্যে স্বয়া হতঃ

শিব উবাচ।

মৎস্থানং পরমং ক্ষেত্রং যদি ত্বং গন্তুমুৎসুকঃ।
তর্হি মাং কোপয়স্বাশু দৈত্য হত্বা দৃঢ়ৈঃ শরৈঃ ॥
ততোঽহং ত্বাং হনিষ্যামি মৎস্থানং যাস্যসেঽনঘ
মহেশ্বরবচঃ শ্রুত্বা প্রাহ জালন্ধরঃ শিবম্‌ ॥ ৭৪

জালন্ধর উবাচ।

ত্বয়ি সর্ব্বজগৎপূজ্যে পূর্ব্বং ন প্রহরাম্যহম্‌ ॥ ৭৫

নারদ উবাচ।

এবমুক্তো জঘানাশু সিন্ধুজং বিশিখৈঃ শিবঃ।
তে শরাঃ সিন্ধুপুত্রস্য দেহলগ্না বিভান্তি চ ॥৭৬
যথা লোহগিরিপ্রান্তে বেণবো বহ্নিদীপিতাঃ।
জালন্ধরো হরস্যাঙ্গং পূরয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ৭৭

সংহার করেন, আপনার সেই রূপ এক্ষণে সংহারপূর্ব্বক যোগবল ছাড়িয়া শস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করুন। অনন্তর শিব জালন্ধরের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে দৈত্যরাজ! তুমি আমার ঈদৃশ রূপ দেখিয়াও নির্ভয়ে রহিয়াছ, এজন্য তোমার কর্ম্মে আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। হে দানব! এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও আমার এ রূপের তেজোদর্শনে অসমর্থ; এ অবস্থায় তুমিই মাত্র ইহা দেখিয়া নির্ভয় রহিয়াছ। নারদ কহিলেন,—শম্ভু প্রসন্ন হইয়াছেন বুঝিয়া সংসারনিস্পৃহ জালন্ধর তখন উত্তম সাযুজ্য মুক্তি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল। মহাদেব কহিলেন,—হে দৈত্য! তোমার এই ভোগসিদ্ধিযুত দিব্য দেহ বৃন্দার মনোহরণ করিয়াছে, সেই এক অব্যয় পরমাত্মাকে অবিদিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। মূর্খ তুমি, কিরূপে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? তোমার প্রেয়সী রাজ্ঞী বৃন্দা যোগমায়ায় অপহৃত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞানে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সেই বৃন্দা তোমার পক্ষে দুর্লভ এবং পরম পদও দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং স্বর্গাপবর্গের অন্তরালে সংসারে তুমি বর লাভ কর। জালন্ধর কহিল,—ক্বচিৎ কোন কৃতকৃত্য ব্যক্তির মুক্তি পদ লভ্য হইয়া থাকে। আমি আপনা কর্ত্তৃক হত হইয়া আপনাকে যে দেখিতেছি, ইহাতেই এখন আমার কৃতকৃত্যতা। শিব কহিলেন,—দৈত্য! যদি আমার পরম পদ লাভে সমুৎসুক হইয়া থাক তবে দৃঢ় শরে আঘাত করিয়া আমার কোপোৎপাদন কর। তাহা হইলেই আমি তোমাকে নিহত করিব, তুমি আমার আলয়ে যাইতে পারিবে! মহেশ্বরের বাক্য শুনিয়া জালন্ধর কহিল,—আপনি সর্ব্বজগৎপূজ্য, আপনাকে আমি প্রহার করিব না। ৬১—৭৫। নারদ কহিলেন,—সিন্ধুনন্দন এই কথা কহিলে শিব শরসমূহ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শিবপ্রেরিত সেই সকল শর সিন্ধুপুত্রের দেহলগ্ন হইয়া লৌহগিরিপ্রান্তস্থ বহ্নিদীপিত বেণুরাজির ন্যায় প্রতিভাত হইল। তখন জালন্ধরও শরসমূহ দ্বারা হর-গাত্র আচ্ছাদিত করিল। রুদ্র সেই সকল

তৈঃ শরৈঃ শুশুভে রুদ্রো যথা খং খেচরাকুলম্
জালন্ধরেশয়োর্যুদ্ধং তথা দ্বন্দ্বমভূন্নৃপ ॥ ৭৮
হরাদন্যো ন হন্তাস্তি ন সোঢ়ান্যোঽর্ণবাত্মজাৎ
গিরিকোটিসহস্রৈস্তু তদা পৃথ্বীপুটোদ্ধৃতৈঃ ॥ ৭৯
পূরয়ামাস সমরে সিন্ধুজঃ পার্ব্বতীপতিম্ ।
ততঃ শূলেন নিহতো রুদ্রেণোরসি দানবঃ ॥৮০
নিঃসসার মুখাত্তস্য জ্বরো জৃম্ভো ভয়ঙ্করঃ ।
স চ বীরজ্বরো নাম সিংহবক্ত্রো নরাকৃতিঃ ॥৮১
দৈত্যদেহাদ্বিনিষ্ক্রান্তং দৃষ্ট্বা সিংহমুখং জ্বরম্ ।
হুঙ্কারমকরোদ্‌ঘোরং শরভস্তত্র নির্যযৌ ॥ ৮২
শিবস্য নিঃসৃতেনাসৌ শরভেণ নিপাতিতঃ ।
অজেয়ং শঙ্করং দৃষ্ট্বা বৃষভেন্দ্রেণ সংযুতম্ ॥ ৮৩
আযযৌ বৃষভাভ্যাশে তরসা সাগরাত্মজঃ ।
বৃষং পুচ্ছে গৃহীত্বা চ ভ্রাময়ামাস চাম্বরে ॥ ৮৪
জালন্ধরো মহাবাহুশ্চিক্ষেপ হিমবদ্‌গিরৌ ।
ততস্ত্রিশূলমত্যুগ্রং মুমোচ গিরিজাপতিঃ ॥ ৮৫
তদ্ধস্তেন গৃহীত্বা চ দৈত্যেশঃ শিবসন্নিধৌ ।
রথারূঢ়ো ধনুর্গৃহ্য কালকেদারমব্ধিজঃ ॥ ৮৬
পূরয়ামাস বিশিখৈঃ শিবমুর্ব্বীতলে স্থিতম্ ।
উগ্রঃ শস্ত্রান্ শরান্ ছিত্ত্বা বাণৈ রথমচূর্ণয়ৎ ॥৮৭
দশযোজনবিস্তীর্ণং সারথ্যশ্বসমন্বিতম্ ।
জালন্ধরোঽপি বিরথো ব্যভ্যধাবন্মৃধে শিবম্
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ।
তদ্দৃষ্ট্বাকাণ্ডকল্পান্তশঙ্কয়া তত্রসুঃ সুরাঃ ॥ ৮৯
সর্ব্বাস্ত্রৈস্তাবদন্যোন্যং জঘ্নতুর্ভীমবিক্রমৌ ।
পদ্ভিঃ পৃথ্বীং চালয়ন্তৌ কম্পয়ন্তৌ নভঃ স্বনৈঃ
অথোৎকটং বলং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রস্য শঙ্করঃ ।
শস্ত্রজালং জহারাশু যোগমায়াবলেন সঃ ॥ ৯১
ততঃ কোটিভুজো দৈত্যো দংষ্ট্রাভীষণলোচনঃ
শস্ত্রহীনোঽপি তরসা ধাবমানো হরং যযৌ ॥৯২
বিশালকরবন্ধেন ববন্ধ সমরে শিবম্ ।

শরে সমাবৃত হইয়া খেচরাকুলিত নভস্থলবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। হে নৃপ! তখন জালন্ধর এবং মহেশ্বরের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হর অপেক্ষা অন্য হন্তা নাই এবং সিন্ধুনন্দন হইতেও অধিক সহিষ্ণু কেহ নাই। সিন্ধুনন্দন তৎকালে পৃথ্বীপুটোদ্ধৃত কোটিসহস্র গিরি দ্বারা পার্ব্বতীপতিকে আচ্ছাদিত করিল। অনন্তর দানব রুদ্র কর্তৃক শূলাঘাতে আহত হইলে তদীয় মুখবিবর হইতে তখন ভয়ঙ্কর জৃম্ভাজনক জ্বর প্রাদুর্ভূত হইল। জ্বরের নাম বীরজ্বর। জ্বরের মুখ সিংহাকৃতি; দেহ নরাকৃতি। শঙ্কর দৈত্য-দেহ হইতে সিংহবক্ত্র জ্বর নিষ্ক্রান্ত হইল দেখিয়া এক ঘোরতর হুঙ্কার করিলেন। সেই হুঙ্কারে এক শরভ নিঃসৃত হইল। হর-হুঙ্কারজাত শরভ তখন সেই সিংহবক্ত্র জ্বরকে নিপাতিত করিল। জালন্ধর বৃষভরাজারূঢ় শঙ্করকে সমরে অজেয় দেখিয়া সবেগে বৃষ-সন্নিকটে আগমন করিল এবং বৃষকে পুচ্ছে ধরিয়া আকাশে ঘুরাইতে ঘুরাইতে হিমশৈলে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর গিরিজাপতি স্বীয় অত্যুগ্র ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলেন। রথারূঢ় সাগরনন্দন তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া স্বীয় কালকেদার নামক ধনু ধারণপূর্ব্বক ভূতলস্থ শিবকে শরসমূহে সমাচ্ছাদিত করিল। শম্ভু দৈত্যপতির শস্ত্র শর সমস্তই বাণাঘাতে ছেদন করিয়া জালন্ধরের দশ যোজন বিস্তীর্ণ অশ্বসারথিযুত রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলি-লেন। জালন্ধর রথবিরহিত হইয়াও সমরে শিবাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন জালন্ধর ও হর উভয়ের লোমহর্ষণ ঘোর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধ দর্শনে সুরগণ আকালিক প্রলয়-শঙ্কায় ত্রাসান্বিত হইলেন। দৈত্যপতি ও ভূতপতি উভয়েই ভীমবিক্রমশালী, উভয়েই পাদচারে পৃথ্বীচালিত এবং সিংহনাদে নভস্তল কম্পিত করিয়া সর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগে পরস্পর পর-স্পরকে আহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শঙ্কর দানবরাজের উৎকট বল অবলোকন করিয়া যোগমায়াবলে শস্ত্রসমূহ সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন দশন-ভীষণনয়ন কোটি-ভুজশালী দৈত্যপতি শস্ত্রহীন হইয়াও সবেগে হরাভিমুখে ধাবিত হইল এবং সুবিশাল ভুজ-বন্ধনে শিবকে সমরে বাঁধিয়া ফেলিল।

ততস্তস্য কৃপাণেন চিচ্ছেদ করকাননম্ ॥ ৯৩
সিন্ধুজেন ভুজাক্রান্তো রুদ্রোঽভূন্নীললোহিতঃ
লীলয়া যোধয়ামাস রণেঽসৌ সিন্ধুনন্দনঃ ॥ ৯৪
ছিন্নহস্তোঽপি যুযুধে স্বর্ভানুঃ শিরসা যথা।
নিযুদ্ধেন নদীসূনুস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৯৫
পরিতুষ্টোঽব্রবীচ্ছম্ভুর্বরং বরয় দুর্লভম্ ।
জালন্ধরেণ সোঽপ্যুক্তস্ত্বং মে দেহ্যাত্মনঃ পদম্
মম দোঃশস্ত্রহীনস্য নাবজ্ঞাং কর্তুমর্হসি ।
শীঘ্রং প্রয়চ্ছ মে সিদ্ধিং নোচেত্ত্বাং সংহরাম্যহম্
ইত্যুক্ত্বা সভুজো ভূত্বা জঘ্নে তং মুষ্টিনোরসি ।
ততঃ সুদর্শনং চক্রং পুরা যন্নির্মিতং স্বয়ম্ ॥৯৮
মুখাদুদকীর্য্য তদ্ধস্তে গৃহীত্বাতোলয়দ্রুষা ।
সূর্য্যকোটিসহস্রাভং গ্রসন্তং সচরাচরম্ ॥ ৯৯
তেন চক্রেণ চিচ্ছেদ শিরো জালন্ধরস্য চ ।
তৎতস্যশীর্ষমুৎপ্লুত্য গগনে শতযোজনম্ ॥১০০
দংষ্ট্রাশতকরালাস্যং স্বর্ভূমিনয়নঞ্চ যৎ ।
ব্যাঘ্রগত্যা ততো যাতং সদনং ব্রহ্মণো নৃপ ॥
ভূয়ঃ স্বর্গে ততো দৃষ্ট্বা মৃড়ঃ শীর্ষমধাবত ।
স্রবত্তদ্রুধিরং ভূরি প্রকুর্ব্বদ্ভৈরবস্বনম্ ॥ ১০২
ততো দিশঃ প্রনষ্টাস্তা গগনং বিলয়ং গতম্ ।
ন তেজসাং প্রকাশোঽস্তি চচাল বসুধা ভয়াৎ
আপতন্তং জঘানাশু রুদ্রশ্চক্রেণ তচ্ছিরঃ ।
দ্বিধা ভূত্বাথ রাজেন্দ্র পপাত হিমবদ্গিরৌ ॥
ততো জালন্ধরস্যাশু শিরসঃ শকলে কিল ।
বিশতঃ সর্ব্বভূতানাং পশ্যতাং স্ম বৃষাকপৌ ॥
তস্য কণ্ঠাৎ সমুদ্ভূতা দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ ।
তে হতাস্তেন চক্রেণ কপর্দ্দিকরশালিনা ॥ ১০৬
জালন্ধরকবন্ধং তন্ননর্ত্ত রুধিরারুণম্ ।
পুনঃপুনঃ সমুদ্ভূতাস্তস্য কণ্ঠাত্তু দানবাঃ ॥ ১০৭
পুনঃপুনর্বলবতা ছিন্নাশ্চক্রেণ শম্ভুনা ।

অনন্তর শঙ্কর কৃপাণাঘাতে দানবের ভুজবন ছেদন করিলেন। রুদ্র সিন্ধুনন্দনের ভুজাক্রান্ত হইয়া নীললোহিত হইয়াছিলেন। সিন্ধুসুত তাঁহার সহিত লীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। জালন্ধর ছিন্নহস্ত হইয়াও মস্তকমাত্রাবশিষ্ট রাহুর ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার নিযুদ্ধবলে সে শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিল। তিনি প্রীত হইয়া দানবেন্দ্রকে বলিলেন,—তুমি দুর্লভ বরপ্রার্থনা কর। জালন্ধর শম্ভুকে কহিল,—আমার ভুজ নাই এবং শস্ত্র নাই বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না; আমাকে আত্মপদ প্রদান করুন, অন্যথা আপনাকে আমি সংহার করিব। এই বলিয়া দানব আবার ভুজসম্পন্ন হইয়া শঙ্করের বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিল। অনন্তর শঙ্কর পূর্ব্বে যে সুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মুখ হইতে বাহির করিয়া হস্তে ধারণপূর্ব্বক সক্রোধে ঘুরাইতে লাগিলেন। ঐ চক্র কোটিসহস্র সূর্য্যসন্নিভ, এবং চরাচর বিশ্বগ্রাসে উদ্যত। শঙ্কর সেই চক্র দ্বারা জালন্ধরের শিরশ্ছেদ করিলেন। অনন্তর তাহার শতযোজন বিস্তৃত শীর্ষ আকাশে উৎপতিত হইল। ঐ শীর্ষের মুখভাগ শত দংষ্ট্রাসমন্বিত, ভীষণ এবং উহার নয়ন স্বর্গস্থান। হে নৃপ! ঐ শীর্ষ ব্যাঘ্রগমনে ব্রহ্মসদনে উপস্থিত হইল। রুদ্র সেই দৈত্যশীর্ষ স্বর্গে দেখিয়া পুনরায় তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। ঘোররবে প্রচুরতর দৈত্যরুধির ক্ষরিত হইতে লাগিল। অনন্তর দিক্ সকল প্রনষ্ট এবং আকাশ অদৃশ্য হইল। তেজঃপ্রকাশ একেবারেই রহিল না। ভয়ে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিলেন। রুদ্র চক্র দ্বারা ক্ষিপ্রহস্তে দৈত্যের সেই শীর্ষ আবার ছেদন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সেই দৈত্যমস্তক দ্বিধা ভিন্ন হইয়া হিমাচলে পতিত হইল। তখন সর্ব্ব প্রাণী দেখিল, জালন্ধরের সেই দুই মস্তকখণ্ড রুদ্রদেহে প্রবেশ করিল। তৎকালে তাহার কণ্ঠ হইতে যে শত সহস্র দৈত্য উৎপন্ন হইয়াছিল, কপর্দ্দিকর-শোভি-চক্রাঘাতে তাহারাও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ৭৬—১০৬। অনন্তর জালন্ধরের রুধিরারুণিত কবন্ধ নৃত্য করিতে লাগিল এবং তাহার কণ্ঠ হইতে পুনঃপুনঃ দানবদল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তাহাদের

মেদসা সিন্ধুপুত্রস্য পূরিতা সকলা মহী ॥ ১০৮
মেদিনী মেদসৈবৈষা খ্যাতিং প্রাপ্তা তু পার্থিব
যত্র দৈত্যবরস্যাস্য শোণিতং শৈলতাং গতম্ ॥
কৈলাসস্যোত্তরে ভাগে তত্রাভূচ্ছোণিতং পুরম্
অথ মাংসচয়ান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বতো ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ ॥
তদা সস্মার দেবেশশ্চতুঃষষ্টিগণং রণে।
বিজ্ঞানস্মরণাদ্দেব্যঃ সম্প্রাপ্তাঃ শঙ্করান্তিকম্ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ প্রোচুঃ শিব কিং করবামহে ॥

মহাদেব উবাচ।

য এতে দৈত্যমাংসস্য রাশয়ো গিরিসন্নিভাঃ।
ভক্ষয়ধ্বং যুতাঃ শীঘ্রং দত্তানুজ্ঞা ময়া তু বঃ ॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী চৈব মাহেন্দ্রী সর্ব্বাঃ স্বগণশোভিতাঃ ॥
এবং শঙ্করনির্দ্দিষ্টা দেব্যস্তা মাংসসঞ্চয়ান্।
ক্রূরেণ চক্ষুষালোক্য নিন্যুশ্চাদর্শনং ক্ষণাৎ ॥
অথ জালন্ধরবপুঃ ক্ষীণং ক্রান্তঞ্চ শক্তিভিঃ।
তাভির্গ্রস্তে শরীরে তু তস্য দেহাদ্বিনিঃসৃতা ॥
প্রভা সা শঙ্করং প্রাপ্তা জগামাদর্শনং ক্ষণাৎ।
তত্তেজঃ সূর্য্যসঙ্কাশং লয়ং প্রাপ্তং মহেশ্বরে ॥
এবং স বিলয়ং প্রাপ্তস্ত্রিদশারিস্ত্রিলোচনাৎ।
বৃণুধ্বঞ্চ বরং সর্ব্বাঃ প্রীতঃ প্রাহ মহেশ্বরঃ ॥ ১১৮
তদা তাঃ সর্ব্বযোগিন্যঃ পপ্রচ্ছুর্জগদীশ্বরম্।
মর্ত্ত্যলোকেষু যে লোকা ভোগমোক্ষ-
বরেপ্সবঃ ॥ ১১৯
পূজয়িষ্যন্তি তে নিত্যং স্বগৃহে যোগিনীগণম্।
তত্তেষাং বাঞ্ছিতং সর্ব্বং সিধ্যতাং ত্বৎপ্রসাদতঃ

মহাদেব উবাচ।

যঃ কশ্চিৎ পূজয়েন্নিত্যং ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
যুষ্মদ্গণঞ্চ তস্যাহং বরদোঽস্মি ধরাতলে ॥১২১
মদ্ভক্তঃ কেশবস্যাপি দ্বেষ্টি যো যোগিনীগণম্।
ভৈরবোঽহং তদা তস্য হরিষ্যে সুকৃতং কৃতম্
ইতি দত্তবরা হৃষ্টা যোগিন্যো বিভুনা মৃধে।

আবির্ভাবমাত্র বলবান্ শম্ভু চক্রাঘাতে পুনঃ-পুনঃ তাহাদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। সিন্ধুনন্দনের মেদোরাশি দ্বারা সমস্ত মহী পরিপূরিত হইল। হে পার্থিব! মহী মেদোদ্বারাই 'মেদিনী' খ্যাতি লাভ করিলেন। এই দৈত্যরাজের শোণিতরাশি কৈলাসের উত্তরভাগে যথায় শৈলাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানেই শোণিতপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। দৈত্যের বধাবসানে দেবদেব দেখিলেন, উহার মাংসরাশি সর্ব্ব স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি চতুঃষষ্টি যোগিনীকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র তাঁহারা শঙ্করসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে দেব! আমরা কি কার্য্য করিব? মহাদেব বলিলেন,—এই যে পর্ব্বতপ্রমাণ দৈত্যমাংসরাশি রহিয়াছে, আমি আদেশ করিতেছি, তোমরা ইহা ভক্ষণ কর। তখন ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী এবং মাহেন্দ্রী প্রভৃতি শঙ্করাদিষ্ট দেবীগণ ক্রূর নয়নে সেই মাংসরাশি অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। যোগিনীগণ কর্ত্তৃক দৈত্যদেহ সম্যক্ আক্রান্ত হইয়া ক্ষীণ হইল। যোগিনীগণ দৈত্যদেহ গ্রাস করিলে তাহা হইতে এক প্রভা নিঃসৃত হইয়া শঙ্করে বিলয় প্রাপ্ত এবং ক্ষণমধ্যে অদৃশ্য হইল। দৈত্যের সেই সূর্য্যসন্নিভ তেজ মহেশ্বরে লীন হইয়া গেল। এইরূপে দেবশত্রু ত্রিলোচনে লয় প্রাপ্ত হইলে মহেশ্বর প্রীত হইয়া যোগিনীগণকে বলিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর। তখন সেই সকল যোগিনী জগৎ-পতি মহেশকে আপনাদের অভীষ্ট জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, মর্ত্ত্যলোকে যে সকল লোক ভোগ-মোক্ষ-কামনায় স্বগৃহে যোগিনীগণকে নিত্য পূজা করিবে, আপনার প্রসাদে তাহাদের যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।১০৭—১২০। মহাদেব কহিলেন,—যে কোন ব্যক্তি নিত্য ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমাদের অর্চ্চনা করিবে, আমি স্বয়ং তাহাদের বরপ্রদ হইব। মদ্ভক্ত বা কেশবভক্ত যে কোন ব্যক্তি যোগিনী গণকে দ্বেষ করিবে আমি ভৈরবরূপে তাহার অর্জ্জিত পুণ্য হরণ করিব। ভগবান্ শম্ভু

অত্রান্তরে ভবানীং তাং সস্মার বৃষভং হরঃ।
স্মৃতমাত্রা পার্ব্বতী সা বৃষভশ্চাগমৎ ক্ষণাৎ।
সখীগণসমাযুক্তা সম্প্রাপ্তা হরবল্লভা॥ ১২৪
সন্ত্যক্ত্বা ভ্রামরীং মূর্ত্তিং হরস্যার্দ্ধং সমারুহৎ।
গিরিজাসহিতো রাজন্ মহেশো মুমুদে ততঃ॥
যোগিনীঃ প্রত্যুবাচেদং পিবধ্বং রুধিরং নৃপ।
জালন্ধরকবন্ধস্থং তাঃ শ্রুত্বা জহৃষুর্ভৃশম্॥ ১২৬
মাংসমেদো হ্যসৃক্ পীত্বা যোগিন্যো ননৃতুর্মুদা
ততো হরঃ প্রসন্নোঽভূত্তাসাং ক্রীড়নবীক্ষণাৎ
স্বয়ঞ্চ ভৈরবং রূপং কৃত্বা তন্মধ্যগঃ পপৌ।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মহাকায়াস্তদাসন্ যোগিনীগণাঃ॥
গ্রসন্তোঽদ্যাপি মাংসানি কালে চাপি পিবন্ত্যসৃক্।
তেন জালন্ধরো দৈত্যো নোত্তিষ্ঠতি রণে হতঃ

ততস্তত্র সমাজগ্মুর্ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ।
ঋষয়ো মরুতো দেবা স্তুবন্তি স্ম মহেশ্বরম্॥১৩০
দিশঃ প্রসেদুঃ সুরভির্ববৌ মরুদ্-
দিবঃ প্রপেতুর্ভুবি পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
কৃতাভিষেকস্য চ তস্য নিঃস্বনান্
সন্নাদিতা দুন্দুভয়োঽপি চক্রিরে॥১৩১
উপরি পরিমলাঢ্যৈঃ সুস্বরং সম্পতন্তি-
মধুকরনিকুরবৈরুহ্যমানা ভরেণ।
অবিরলমধুধারা সারসং সিক্তভূমিঃ
সদসি সুরবিমুক্তা প্রাপ তৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ॥
হতে তদা সিন্ধুসুতে হরেণ
নারাচঘাতৈস্ত্রিজগত্তদা বভৌ।
প্রসূনবৃষ্ট্যা ননৃতুস্তদাঙ্গনা
জগুশ্চ যক্ষাঃ সুরকিন্নরাদ্যাঃ॥ ১৩৩
শম্ভুর্বৈরিজয়োত্থিতেন যশসা
স্ফারাঙ্গকীর্ত্তির্গিরিঃ, স্বস্তেজে সুর-
সিদ্ধচারণগণৈঃ সংস্তূয়মানঃ সদা।
গৌরী চাপি জগাম চাশু গিরিতঃ
শ্বেতং সখীসংবৃতা, সঞ্চক্রুস্ত্বভিসেবনং
সুমনসাং বর্ষেণ দেবাঙ্গনাঃ॥ ১৩৪

এইরূপ বর দান করিলে যোগিনীগণ সকলেই প্রীতি লাভ করিল। ইত্যবসরে ভগবান্ হর ভগবতী ভবানী এবং স্বীয় বাহন বৃষভকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র পার্ব্বতী এবং বৃষভ উভয়েই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। হরবল্লভা গৌরী ভ্রামরী মূর্ত্তি পরিহার করিয়া সখীগণ সঙ্গে হরসমীপে আসিয়া স্বয়ং তাঁহার দেহার্দ্ধ আশ্রয় করিলেন। হে রাজন্! তখন মহেশ গিরিজার সহিত মিলিত হইয়া প্রীত হইলেন এবং যোগিনীদিগকে বলিলেন,—তোমরা জালন্ধরের কবন্ধস্থ রুধির পান কর। তৎশ্রবণে তাহারা অতিমাত্র আনন্দিত হইল এবং জালন্ধরের মাংস মেদ ও রুধির পান করিয়া সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন হর তাহাদের ক্রীড়া দর্শনে প্রসন্ন হইলেন এবং স্বয়ং ভৈরবরূপে তাহাদের মধ্যে গিয়া রুধির পান করিতে লাগিলেন। তৎকালে যোগিনীগণ তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা শালিনী হইয়া বিরাট দেহ ধারণ করিল। সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা জালন্ধরের মাংস ভক্ষণ করিতেছে এবং যথাকালে রুধির পান করিতেছে। সেই নিমিত্ত যুদ্ধনিহত জালন্ধর দৈত্য আর উত্থিত হইতে পারিল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, মরুদ্গণ ও ঋষিগণ আসিয়া মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, সুগন্ধ গন্ধবহ বহিয়া চলিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুন্দুভি সকল বাদিত হইল। কৃতাভিষেক শিবের উপর সুরগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহা হইতে অবিরল মধুধারা ক্ষরিত হওয়ায় ভূতল সিক্ত হইল। পরিমলান্ধ মধুকর-নিকর সেই সকল পুষ্পোপরি পতিত হইতে লাগিল। ১২০—১৩২। ভগবান্ হর কর্ত্তৃক সিন্ধুসুত নিহত হইলে ত্রিভুবন প্রসূনবর্ষণে সুশোভিত হইল। অপ্সরা, যক্ষ, সুর, ও কিন্নর প্রভৃতি নৃত্য করিতে লাগিলেন। বৈরিবিজয়ে শম্ভুর কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি সুর-সিদ্ধ-চারণ কর্ত্তৃক অনবরত স্তুত হইয়া স্বীয় কৈলাস

দেবোঽসৌ করুণাময়ঃ সুরগণান্
স্বে স্বে পদে স্থাপয়ন্, প্রাদাদন্তদপি
স্বকং বসু ততো জ্ঞাত্বা পতিঃ শঙ্করঃ ।
কিং বক্তব্যমতঃপরং যদি ভবে-
দীশানুকম্পা পরা, কোঽয়ং বা ত্রিদিবো
ধরাতলমিদং স্যাদাত্মসাৎ সর্ব্বতঃ ॥ ১৩৫
দেবাঃ স্বরাজ্যমাসাদ্য যথাপূর্ব্বং চকাশিরে ।
বুভুজুর্যজ্ঞভাগাংস্তে লোকপালত্বমাশ্রিতাঃ ॥ ১৩৬

নারদ উবাচ ।

ইতি জালন্ধরস্যোক্তং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ।
চরিতং লোকবীরস্য রাজন্নত্যদ্ভুতং তব ॥ ১৩৭
বিষ্ণুস্ত্যজতি নাদ্যাপি ক্ষীরাব্ধিং যদ্বশো নৃপ ।
সর্ব্বোঽপি ভুঙ্‌ক্তে স্বং কর্ম্ম কর্ম্ম তদ্বিদ্ধ্যসংশয়ম্
তুভ্যং দুঃখনিরাসায় প্রোক্তমাখ্যানমুত্তমম্ ।
যাবদ্দেহোঽস্তি কর্ম্মাণি সুখদুঃখানি কর্ম্মতঃ ॥
দেহী ভুঙ্‌ক্তেঽবশো রাজন্ ত্রাণং ন জ্ঞানতঃ
পরম্ ।
কৃষ্ণাদীনাং দেহবন্ধে সুখদুঃখাদি বর্ত্ততে ॥১৪০
তত্রেতরেষাং কিং বাচ্যং যে বৈরাগ্যপরাঙ্মুখাঃ
জ্ঞাত্বেদৃশীং কর্ম্মগতিং সর্ব্বেভ্যো বলবত্তমাম্॥
ধীরো ভব প্রতীক্ষস্ব শুভকর্ম্মাগমং পুনঃ ।
শত্রূন্ জিত্বা তু সময়ে স্বং রাজ্যং পুনরাপ্স্যসি
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা ন দুঃখৈঃ পরিভূয়তে ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ যথাবচ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ ॥১৪৩
স্বর্গ্যং পাপহরং পুণ্যং শোকমোহবিনাশনম্ ।
ব্রাহ্মণো জ্ঞানমাপ্নোতি রাজ্যং প্রাপ্নোতি
ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ১৪৪
বৈশ্যশ্চ বহ্বীং সম্পত্তিং শ্রুত্বা শূদ্রঃ সুখং
লভেৎ ।
যো রাজা ভ্রষ্টরাজ্যোঽপি রতঃ সন্নেব সৎপথি
স রাজ্যং পুনরাপ্নোতি শ্রবণান্নিত্যমস্য তু ।

শৈলে গমন করিলেন । দেবী গৌরীও সখীগণ-সঙ্গে কৈলাসে যাত্রা করিলেন । সুরাঙ্গনাগণ পুষ্পবর্ষণে তাঁহাকে সম্মানিত করিতে লাগিলেন । করুণাময় শঙ্করদেব অতঃপর দেবগণকে স্ব স্ব পদে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের ধন এবং অন্য ধনও প্রদান করিলেন । ইহার পর আর বক্তব্য কি আছে ? যদি ঈশানের পরম অনুকম্পা হয়, তাহা হইলে এই ত্রিদিবই কি, আর ধরাতলই কি, সমস্তই সর্ব্বপ্রকারে আত্মসাৎ হইতে পারে । দেবগণ স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং লোকপাল-পদে সমাসীন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞ-ভাগভোজী হইলেন । নারদ কহিলেন,—রাজন্ ! লোকবীর জালন্ধরের এই অত্যদ্ভুত চরিত আপনার নিকট আমি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম । হে নৃপ ! জালন্ধরের বশ্য হইয়া বিষ্ণু অদ্যাপি ক্ষীরাব্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না । সুতরাং স্বকৃত কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয় । জানিবে,—কর্ম্ম সকলেরই অবশ্য ভোগ্য । দুঃখনিরাসার্থ তোমার নিকট এই উত্তম আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম । যাবৎ দেহ, তাবৎই কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতেই সুখ-দুঃখ ; দেহী অবশভাবে এই সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । রাজন্ ! জ্ঞান ভিন্ন এই কর্ম্মভোগ হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই । কৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবদবতারেরও দেহ ধারণে সুখ-দুঃখাদি ঘটিয়া থাকে । সুতরাং যাহারা বৈরাগ্য-পরাঙ্মুখ, তাহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? কর্ম্মের গতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবতী ; ইহা জানিয়া তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং শুভ কর্ম্মাগমের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাক । সময়ে শত্রু জয় করিয়া পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইবে । ১৩৩—১৪২ । এই ইতিহাস শ্রবণে দুঃখাভিভূত হইতে হয় না । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমস্তই ইহাতে যথাবৎ কীর্ত্তিত হইয়াছে । এই ইতিহাস স্বর্গ্য, পুণ্য, পাপহর, এবং শোকমোহ-নাশন । ইহা শ্রবণে ব্রাহ্মণ জ্ঞান, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বৈশ্য বহু সম্পত্তি এবং শূদ্র সুখলাভ করে । যে রাজা ভ্রষ্টরাজ্য হইয়াও সৎপথে

শ্রাকর্ণ্যৈতৎ সতাং রাজন্ শ্রাব্যমন্তন্ন রোচতে
কলঞ্চ কোকিলালাপং রুক্ষং ধ্বাঙ্ক্ষরুতং যথা
আখ্যানমেতদনঘং শ্রুত্বা সজ্জনহৃৎপ্রিয়ম্ ॥ ১৪৭
হিরণ্যতিলবস্ত্রাদ্যৈর্ধেনুভূমিপ্রদানতঃ।
সন্তোষয়েদ্বাচকন্ত তস্মিংস্তুষ্টে ফলং লভেৎ ॥
দেবতাশ্চ প্রসীদেয়ুরর্চ্চিতে বাচকে গুরৌ।
অন্নদানানি দদ্যাচ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রপূজয়েৎ ॥
জায়তে বিজয়ী নিত্যং পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিমান্।
জায়তে বিষ্ণুলোকে যঃ শৃণোত্যাখ্যানমুত্তমম্ ॥
ইতি ব্যাজেন ভো ভূপ তুলস্যুৎপত্তিকারণম্।
যে শৃণ্বন্তি নরশ্রেষ্ঠা ন তেষাং পাতকং ক্বচিৎ ॥
তুলসীমাহাত্ম্যমিদং পবিত্রং পাপনাশনম্।
শ্রুত্বা তু লভতে মোক্ষমুক্তা চৈব ন সংশয়ঃ ॥
স্বগৃহে রোপিতা চৈব তুলসী পাপনাশিনী।
দর্শনাদ্ ব্রহ্মহত্যাপি নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫৩

নিরত থাকেন, তিনি নিত্য ইহা শ্রবণে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! ইহা শ্রবণানন্তর অন্য কোন শ্রাব্যই সৎলোকের রুচিকর হয় না। কাকরবের ন্যায় কোকিলালাপও ইহার নিকট কর্কশ হইয়া থাকে। সাধুজনের হৃদয়প্রিয় এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিয়া হিরণ্য, তিল, বস্ত্র, ধেনু ও ভূমিদানে বাচককে তুষ্ট করিবে। বাচক তুষ্ট হইলেই ফল লাভ হইবে। বাচক এবং গুরু অর্চ্চিত হইলে দেবগণও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই ইতিহাস পাঠান্তে অন্নদান করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি এই উত্তমাখ্যান শ্রবণ করে, সে নিত্য পুত্রপৌত্র-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বিজয়ী হইয়া থাকে এবং বিষ্ণুলোকে তাহার স্থান হয়। হে নৃপ! এই ইতিহাস শ্রবণ-চ্ছলে যাহারা তুলসীর উৎপত্তি-নিদান শ্রবণ করেন, তাঁহাদের কখনও পাতক সঞ্চয় হয় না। এই পবিত্র পাপনাশন তুলসীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মানব মোক্ষ লাভ করে, সন্দেহ নাই। পাপহারিণী তুলসী স্বগৃহে রোপিত হইলে তাহার দর্শনে ব্রহ্মহত্যাও নিশ্চয় নষ্ট

কার্ত্তিকে চৈব মাঘে তু তুলস্যা পূজয়েদ্ধরিম্।
বৈশাখে তু বিশেষেণ পূজনঞ্চ হরেঃ স্মৃতম্ ॥
একেনৈব প্রদক্ষিণেন সকলং
পাপং গতং বৈ সদা, যে শূদ্রা ভুবি সন্তি
দাননিরতাঃ কালেন শুদ্ধিং গতাঃ।
তেঽপি স্যুঃ সুরপূজনার্হতনবঃ
পাপাচ্চ দূরং গতা, যে বৈ বিষ্ণুজনাশ্চ
দুর্লভতরা হ্যস্মিন্ কলৌ সাম্প্রতম্ ॥১৫৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরবধ-মহোৎসবো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রীশৈলঃ পর্ব্বতো রম্যঃ কুত্র তিষ্ঠতি নারদ।
কিং তত্র বর্ত্ততে তীর্থং কস্য দেবস্য পূজনম্।
কস্যাং দিশি সমাখ্যাতো লোকেষু চ বদাধুনা ॥১

নারদ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি শ্রীশৈলং পর্ব্বতোত্তমম্

হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে, মাঘে, বিশেষতঃ বৈশাখে তুলসীদল দ্বারা হরিপূজা করিবে। ভূতলে যে সকল শূদ্র সদা দাননিরত হইয়া কালে শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যে সকল বৈষ্ণব জন জগতে দুর্লভদর্শন, এ কলিকালে তাঁহারা সকলেই একটীবার মাত্র তুলসীপ্রদক্ষিণ দ্বারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবপূজ্য দেহ লাভ করিয়া থাকেন। ১৪৩—১৫৫।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে নারদ! সুরম্য শ্রীশৈল পর্ব্বত কোথায় অবস্থিত? সেখানে কি তীর্থ আছে? কোন্ দেবতাকে তথায় পূজা করিতে হয়? কোন্ দিকে ঐ পর্ব্বত বিরাজিত? ইহা আমার নিকট অধুনা ব্যক্ত করুন। নারদ কহিলেন,—রাজন্! শ্রবণ

যং শ্রুত্বা মুচ্যতে লোকো বালহত্যাদিপাতকাৎ
তৎ পর্ব্বতবনং রম্যং মুনিভিশ্চোপসেবিতম্ ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ॥৩
হংসকোকিলনাদৈশ্চ ময়ূরধ্বনিনাদিতম্ ।
শ্রীবৃক্ষৈশ্চ কপিত্থৈশ্চ শিরীষৈ রাজবৃক্ষকৈঃ ॥৪
পারিজাতকপুষ্পৈশ্চ কদম্বোড়ুম্বরৈস্তথা ।
নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধাঢ্যৈর্বাসিতং তদ্বনং গিরৌ ॥
সর্ব্বাভির্ঋষিপত্নীভিঃ সশিষ্যাভিঃ সুসেবিতম্ ।
কেচিদভ্যাসযুক্তাশ্চ কেচিদ্ব্যাখ্যানতৎপরাঃ ॥ ৬
কেচিদূর্দ্ধভুজাস্তত্র অঙ্গুষ্ঠাগ্রেঃ স্থিতাঃ পরে ।
শিবধ্যানরতাঃ কেচিৎ কেচিদ্বিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥ ৭
নিরাহারাশ্চ কেহপ্যত্র কেচিৎ পর্ণাশনে রতাঃ ।
কন্দমূলফলাহারাঃ কেচিন্মৌনব্রতাঃ স্থিতাঃ ॥ ৮
একপাদা. স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পদ্মাসনে স্থিতাঃ ।
কেচিচ্চৈব নিরাহারাস্তপস্তেপুঃ সুদুষ্করম্ ॥ ৯
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি নদ্যশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ ।
দেবখাতান্যনেকানি তড়াগানি বহূনি চ ॥ ১০
পর্ব্বতোহয়ং মহারাজ দৃশ্যতে কিল সর্ব্বতঃ ।
মল্লিকার্জ্জুনকো রাজন্ যত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ ১১
তচ্চৈব শিখরং রম্যং পর্ব্বতোপরি সেবিতম্ ।
শৃঙ্গদর্শনমাত্রেণ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১২
দক্ষিণাং দিশমাশ্রিত্য বর্ত্ততে পর্ব্বতোত্তমঃ ।
অত্র গঙ্গা মহদ্রম্যা পাতালেহপি সমাশ্রিতা ॥১৩
তত্র চ স্নানমাত্রেণ মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
শ্রীশৈলশিখরং দৃষ্ট্বা বারাণস্যাং মৃতো ধ্রুবম্ ॥১
কেদারে হ্যুদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।
তাপসানাং মহৎস্থানং যোগিনাঞ্চ তথৈব চ ॥১৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দর্শনং তস্য কারয়েৎ ।
অয়ং বিজ্ঞানদেবোহসৌ মহাপাতকনাশনঃ ॥১৬
সিদ্ধপুরঞ্চ নগরং রম্যং স্বর্গসুখাবহম্ ।
নিত্যমপ্সরসো যত্র গায়ন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১৭
অতঃ পর্ব্বতরাজোহয়ং দর্শনে সৌখ্যকারকঃ ।
তস্য তৈর্দর্শনং কার্য্যং মুক্তিমিচ্ছন্তি যে নরাঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীশৈলোপাখ্যানে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

করুন, উত্তম শ্রীশৈল পর্ব্বতের বিবরণ বলিতেছি ; ইহা শ্রবণে লোক বাল-হত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ পর্ব্বত বনরমণীয়, মুনিজনসেবিত, নানা দ্রুমলতাকীর্ণ, নানা পুষ্পপরিশোভিত এবং হংস কোকিল ও ময়ূরধ্বনিনিনাদিত। শ্রীবৃক্ষ, কপিত্থ, শিরীষ, রাজবৃক্ষ, পারিজাত পুষ্প, কদম্ব এবং উড়ুম্বর প্রভৃতি তথায় বিরাজিত। নানাজাতীয় সুগন্ধ পুষ্পে ঐ পর্ব্বত-বন সর্ব্বদা সুবাসিত। সশিষ্য ঋষিপত্নীগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। সেখানে যে সকল কঠোরতপা তাপস আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রাভ্যাসরত, কেহ কেহ ব্যাখ্যান-তৎপর, কেহ ঊর্দ্ধবাহু, কেহ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থিত, কেহ শিবধ্যানরত, কেহ বিষ্ণুসেবা-রত, কেহ নিরাহার, কেহ পর্ণমাত্রভোজী, কেহ কন্দমূলফলাহারী, কেহ মৌনব্রতী, কেহ একপাদে অবস্থিত এবং কেহ কেহ পদ্মাসনে সমাসীন। ঐ পর্ব্বতে বহু পুণ্যাশ্রম, বিবিধ পুণ্যতোয়া নদী, বহু দেবখাত এবং অনেকানেক তড়াগ অবস্থিত। হে মহারাজ ! এই পর্ব্বত সর্ব্বদিক্ হইতেই পরিদৃশ্যমান ; নিত্য হেথায় মল্লিকার্জ্জুন বিরাজমান। ১—১১। ঐ রম্য-শিখর পর্ব্বতোপরি অবস্থিত, এই শৃঙ্গদর্শন মাত্রেই মানবের মুক্তি নিঃসন্দেহ। পর্ব্বতোত্তম শ্রীশৈল দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। সুরম্যা গঙ্গা এখানে পাতাল আশ্রয় করিয়াছেন। তথায় স্নানমাত্রে মহাপাপ হইতেও মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রীশৈলশিখর দর্শনে, বারাণসীধামে মরণে এবং কেদার তীর্থের উদকপানে মানবের পুনর্জন্ম লাভ হয় না। ঐ পর্ব্বত তাপসগণের মহা তপস্থান এবং যোগিগণের আবাসভূমি। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে এই পর্ব্বত দর্শন কর্ত্তব্য। এই সেই বিজ্ঞানদেব মহাপাতকনাশন। এখানে সিদ্ধপুর এবং সর্ব্বসুখাবহ রম্য নগর বিরাজমান; ঐ সকল পুরমধ্যে অপ্সরোগণ নিত্য গান ও

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

হরিদ্বারং মহাপুণ্যং শৃণু দেবর্ষিসত্তম।
যত্র গঙ্গা বহত্যেব তত্রোক্তং তীর্থমুত্তমম্ ॥১
যত্র দেবা বসন্তীহ ঋষয়ো মনবস্তথা।
যত্র দেবঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ কেশবো নিত্যমাশ্রিতঃ
পুরা পর্ব্বস্ত ভো বৎস তীর্থং জাতং মহত্তদা।
যস্য দর্শনমাত্রেণ দূরতো যাতি পাতকম্ ॥ ৩
যত্র গঙ্গা মহারম্যা জাতা পুণ্যবিশেষতঃ।
বিষ্ণুপাদোদকী জাতা তচ্চরণস্পর্শনাত্ততঃ ॥ ৪
ভগীরথেন ভো বিদ্বন্নানীতা তত্র মার্গতঃ।
উদ্ধারঃ পূর্ব্বজানাস্তু কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ৫

নারদ উবাচ।

কোঽয়ং দেব সমাখ্যাতো ভগীরথ-মহাতপাঃ।
যেন তীর্থং সমানীতং লোকানাং হিতকারণাৎ
গঙ্গাতীর্থং মহৎ পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
লোকাঃ সর্ব্বে বদন্ত্যেবমেতত্তীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥
গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
কথং তেন সমানীতা কিং কার্য্যং বদ সুব্রত ॥৯

মহাদেব উবাচ।

যেন গঙ্গা যথানীতা গঙ্গাদ্বারেঽতিশোভনে।
তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি ক্রমানুক্রমযোগতঃ ॥১০
পূর্ব্বমাসীদ্ধরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈলোক্যে সত্যপালকঃ।
রোহিতস্তস্য পুত্রোঽভূদেকো বিষ্ণুপরায়ণঃ।
তস্যাপি চ বৃকঃ পুত্রো ধর্ম্মিষ্ঠঃ সৎপথি স্থিতঃ ॥
তস্য পুত্রঃ সুবাহুশ্চ জাতোঽস্মিন্ বৈ কুলে তদা।
তস্য পুত্রো গরো নাম নাত্যন্তং ধার্ম্মিকোঽভবৎ
কদাচিৎ কালযোগেন দুঃখী জাতোঽত্রকারণাৎ

বিহার করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি এই পর্ব্বতরাজ দর্শনমাত্রেই সুখাবহ; মুমুক্ষু নরগণের এই পর্ব্বত দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য।১২-১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে দেবর্ষিবর! মহাপুণ্য হরিদ্বার-বিবরণ শ্রবণ করুন। এই হরিদ্বার দিয়া গঙ্গা নিত্য প্রবহমাণ, তাই ইহা উত্তম তীর্থ। এই পবিত্র তীর্থে দেবগণ, ঋষিগণ এবং মনুগণ বাস করেন। অন্যে-পরে কা কথা, স্বয়ং সাক্ষাৎ কেশবদেবও এখানে নিত্য অবস্থিত। ভো বৎস! বহু পূর্ব্বকালে এই মহাতীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দর্শন মাত্রেই পাতক সকল দূরীভূত হয়। যথায় অতি রমণীয়া গঙ্গা পুণ্যবিশেষে ভগবচ্চরণস্পর্শনে বিষ্ণুপাদোদকীভূত হইয়াছিলেন, সেই স্থান ঐ হরিদ্বার। হে বিদ্বন্! এই হরিদ্বার-পথেই ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন। সেই মহাত্মা গঙ্গাকে আনিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। নারদ কহিলেন,—যিনি লোকহিতার্থ ভূতলে তীর্থানয়ন করেন, সেই দেবপ্রতিম মহাতপা ভগীরথ কে? গঙ্গাতীর্থ মহাপুণ্যজনক এবং সর্ব্বপাপহর। সমস্ত লোকেই গঙ্গাতীর্থকে সর্ব্বোত্তম তীর্থ বলিয়া থাকে। শতযোজন দূর হইতে যে জন 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া ডাকে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে সুব্রত! কিরূপে ভগীরথ গঙ্গানয়ন করেন, কি কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন।১—৮। মহাদেব কহিলেন,—অতি শোভন গঙ্গাদ্বারে যিনি যেরূপে গঙ্গানয়ন করিয়াছিলেন যথাক্রমে আমি সে সকল বলিতেছি। পুরাকালে ভূতলে হরিশ্চন্দ্র নামে এক সত্যপালক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রোহিত। রোহিত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার পুত্র সৎপথানুবর্ত্তী ধর্ম্মিষ্ঠ বৃক। বৃকের পুত্র সুবাহু। সুবাহুর পুত্র গর। গর অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। গর রাজা হইয়া কোন এক সময় ধর্ম্মনির্মিত দেশ-

রাজা তু তত্র দেশেন তর্জ্জিতো ধর্ম্মকারণাৎ ॥
স্বকুটুম্বং গৃহীত্বা তু গতোঽসৌ ভার্গবাশ্রমে।
রক্ষিতো ভার্গবেণাথ কৃপয়া তত্র বৈ তদা ॥১৪
তত্র পুত্রো হ্যভূত্তস্য সগরো নাম বৈ দ্বিজ।
ববৃধে চাশ্রমে পুণ্যে ভার্গবেণাভিরক্ষিতঃ ॥১৫
উপবীতাদিকং সর্ব্বং ক্ষত্রিয়স্য তদা কৃতম্।
শস্ত্রাণাঞ্চ তথাভ্যাসো বেদানাস্তু তথৈব চ ॥১৬
আগ্নেয়াস্ত্রং ততো লব্ধা ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ
জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্।
সশকান্ পারদাংশ্চৈব জঘান স মহাতপাঃ ॥১৭

নারদ উবাচ।

মাহাত্ম্যং সগরস্যাথ বদ শঙ্কর বিস্তরাৎ।
সূর্য্যবংশী মহারাজো বিখ্যাতঃ স মহাবলী ॥ ১৮

মহাদেব উবাচ।

গরস্য ব্যসনে তাত হৃতং রাজ্যমভূৎ কিল ॥১৯
হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘাদ্যৈঃ শকৈঃ সার্দ্ধঞ্চ নারদ।
যবনাঃ পারদাশ্চৈব কাম্বোজাঃ পহ্লবাস্তথা ॥২০
এতে পঞ্চগণা ব্রহ্মন্ হৈহয়ার্থে পরাক্রমান্।
হৃতরাজ্যস্ততো রাজা স গরোঽথ বনং যযৌ ॥
পত্ন্যা চানুগতো দুঃখী স বৈ প্রাণানবাসৃজৎ।
তস্য পত্নী তু কল্যাণী সগর্ভা চ ব্রতান্বিতা ॥ ২২
স পত্ন্যা ভার্গবস্তস্য বৃতঃ পূর্ব্বং সুতেপ্সয়া।
সা তু ভর্ত্তৃচিতাং কৃত্বা বনে তং প্ররুরোদ হ ॥
ঔর্ব্বস্তাং বারয়িত্বা চ গরপত্নীন্তু নারদ।
ন্যবেদয়ত তৎপুত্রং ধর্ম্মিষ্ঠং সাত্ত্বিকং প্রিয়ম্ ॥২৪
নিবেদিতে ততো বালে মরণাৎ সা ন্যবর্ত্তত।
ততো মাসদ্বয়ে জাতে ববৃধেঽস্য চাশ্রমে ॥ ২৫
জাতকর্ম্মাদি যোগশ্চ ঔর্ব্বেণ চ তথা কৃতঃ।
উপবীতাদিকং সর্ব্বং জাতং তত্র মহামুনে ॥ ২৬
তত্র বেদাদিকং সর্ব্বং পঠিতং চৌর্ব্বযোগতঃ।
অধ্যাপ্য বেদশাস্ত্রাণি ততো সম্প্রত্যপাদয়ৎ ॥২৭
আগ্নেয়ং তং মহাভাগ অমরৈরপি দুঃসহম্।
স তেনাস্ত্রবলেনাজৌ বলেন চ সমন্বিতঃ ॥ ২৮

বাসিগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি দুঃখিত হইয়া স্বীয় কুটুম্ব পরিজনসহ ভার্গবাশ্রমে গমন করেন। ভার্গব কৃপা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে রক্ষা করিলেন। হে দ্বিজ! সেই স্থানে গর সগর নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ভার্গব কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ঐ পুত্র পুণ্যাশ্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সগরের ক্ষত্রিয়োচিত উপবীতাদি ধারণ এবং শস্ত্র ও বেদাভ্যাস সমস্তই স্বয়ং ভার্গব করাইলেন। রাজা সগর অনন্তর ভার্গব হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করিয়া পৃথিবীতলে বিচরণপূর্ব্বক সমস্ত হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শক, ও পারদদিগকে বিনাশ করিলেন। নারদ কহিলেন,—হে শঙ্কর! সেই সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ মহারাজ মহাবল সগরের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। মহাদেব কহিলেন,—গররাজের ব্যসনাবস্থায় হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শকগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! যবন পারদ, কাম্বোজ ও পহ্লবগণ ঐ সময় হৈহয়দিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা গর হৃতরাজ্য হইয়া দুঃখিতচিত্তে পত্নীসহ বনগমন করেন এবং বনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপত্নী কল্যাণী গর্ভবতী ছিলেন। তিনিই পূর্ব্বে পুত্রকামনায় ভার্গবের নিকট বর লইয়াছিলেন। কল্যাণী তখন ভর্ত্তৃচিতা রচনা করিয়া ভর্ত্তার জন্য শোক করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন ঔর্ব্ব তাঁহাকে চিতারোহণে বারণ করিয়া বলিলেন,—তোমার গর্ভে এক ধর্ম্মিষ্ঠ সত্ত্বগুণসম্পন্ন সুন্দর পুত্র আছে।৯—২৫। ঔর্ব্ব এই কথা কহিলে রাজপত্নী কল্যাণী মরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মাসদ্বয় অতীত হইলে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। পুত্র ঔর্ব্বাশ্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হে মহামুনে! মহর্ষি ঔর্ব্ব ঐ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি এবং উপবীতাদি সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিলেন। গরপুত্র ঔর্ব্বাশ্রমে থাকিয়াই সমস্ত বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তিনি বেদ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া পরে অস্ত্রাভ্যাস করিলেন। মহাভাগ সগর দেবদুঃসহ আগ্নে-

হৈহয়ান্ বৈ জঘানাশু সংক্রুদ্ধঃ স্ববলেন চ।
আজহার চ লোকেষু স চ কীর্ত্তিমবাপ সঃ ॥২৯
ততঃ শকাঃ সযবনাঃ কাম্বোজাঃ পহ্লবাস্তথা।
হন্যমানাস্তদা তে তু বসিষ্ঠং শরণং যযুঃ ॥ ৩০
বসিষ্ঠোঽপি চ তান্ কৃত্বা সময়েন মহাদ্যুতিঃ।
সগরং বারয়ামাস তেষাং দত্বাভয়ং নৃপঃ ॥ ৩১
সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞান্তু গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মের্জঘান তাংশ্চৈষাং বিকৃতত্বং চকার হ ॥ ৩২
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডং কৃত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ ॥
পারদা মুণ্ডকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুরক্ষকাঃ।
এবং বিজিত্য সর্ব্বান্ বৈ কৃতবান্ ধর্ম্মসংগ্রহম্
সর্ব্বধর্ম্মজয়ী রাজা বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্।
আশু সংস্কারয়ামাস বাজিমেধায় পার্থিবঃ ॥ ৩৫
তস্য চারয়তঃ সোঽশ্বঃ সমুদ্রে পূর্ব্বদক্ষিণে।
বেলাসমীপেঽপহৃতো ভূমিশ্চৈব প্রবেশিতঃ ॥
স তং দেশং তদা পুত্রৈঃ খানয়ামাস সর্ব্বতঃ।
নাশ্বং প্রাপুস্তদা তে বৈ খন্যমানে মহার্ণবে ॥ ৩৭
তত্রৈকমাদিপুরুষং দদৃশুস্তে ত্বরান্বিতাঃ।
তমাদিপুরুষং দেবং কপিলং জগতাং প্রভুম্ ॥
তস্য চক্ষুঃসমুৎপন্ন-বহ্নিনা প্রতিবুধ্যতঃ।
দগ্ধাঃ ষষ্টিসহস্রাণি চত্বারস্তেঽবশেষিতাঃ ॥৩৯
হৃষীকেতুঃ সুকেতুশ্চ তথা ধর্ম্মরথোঽপরঃ।
শূরঃ পঞ্চজনশ্চৈব তস্য বংশকরা দ্বিজ ॥ ৪০
প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভগবান্ হরিঃ পঞ্চ বরান্ স্বয়ম্
বংশং মোক্ষং সুকীর্ত্তিঞ্চ সমুদ্রং তনয়ং বিভুঃ।
সাগরত্বঞ্চ লেভেঽথ কর্ম্মণা তেন তস্য বৈ ॥৪১
তমাশ্বমেধিকং সোঽশ্বং সমুদ্রাদুপলব্ধবান্।
আজহারাশ্বমেধানাং শতং স চ মহাযশাঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সগরচরিতং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

যাস্ত্র প্রয়োগও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মনোবল এবং দৈহিক বলে অন্বিত হইয়া সক্রোধে ক্ষিপ্রতার সহিত হৈহয়দিগকে বিনাশ করেন এবং হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর শক, যবন, কাম্বোজ ও পহ্লবগণ সগর কর্তৃক হন্যমান হইয়া বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। মহাতেজা বশিষ্ঠ তাহাদিগকে শপথ করাইয়া অভয়দানপূর্ব্বক সগরকে বারণ করিলেন। সগর গুরুবাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলেন। তিনি শকদিগের অর্দ্ধ শির, যবন ও কাম্বোজগণের সর্ব্ব শির এবং পারদগণের কেশমাত্র মুণ্ডন করাইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। পহ্লবগণ তাঁহার শাসনে মাত্র শ্মশ্রুরক্ষা করিতে লাগিল; এইরূপে সকলকে জয় করিয়া সগর রাজা ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন, সর্ব্বধর্ম্মজয়ী রাজা পৃথিবী জয় করিয়া সত্বর অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেন। আশ্বমেধিক অশ্ব পরিচালিত হইল। কিন্তু সমুদ্রের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে বেলানিকটে উহা অপহৃত এবং ভূমিতলভাগে প্রবেশিত হইল।২৫—৩৬। সগর পুত্রগণ দ্বারা সেই দেশের সর্ব্বস্থান খনন করাইলেন। মহার্ণব খনিত হইল; কিন্তু কুত্রাপি সেই অশ্ব মিলিল না। সগরনন্দনেরা আদি পুরুষ জগৎপ্রভু কপিল দেবকে সন্ত্রস্তভাবে নিরীক্ষণ করিল। ধ্যান-ভঙ্গে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি যেইমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি তাঁহার নেত্রাগ্নি দ্বারা ষষ্টি-সহস্র সগরসুত ভস্মীভূত হইল। হে দ্বিজ! ঐ সকল সগরনন্দনের চারিজনমাত্র অবশিষ্ট রহিল; তাহাদের নাম হৃষীকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ এবং পঞ্চজন, এই চারিজনই সগরের বংশধর। ভগবান্ হরি সগরকে পঞ্চবর প্রদান করেন যথা—সদ্বংশ, মোক্ষ, সুকীর্ত্তি, সুসন্তান এবং সমুদ্রকে পুত্ররূপে প্রাপ্তি। তাঁহার সেই কর্ম্ম দ্বারাই সরিৎপতির সাগরত্ব লাভ হইয়াছিল। তিনি সেই আশ্বমেধিক অশ্ব সমুদ্রগর্ভ হইতেই লাভ করেন। অনন্তর মহাযশা সগর শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন।৩৭—৪২।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সগরস্যাত্মজা বীরাঃ কথং জাতা মহাবলাঃ।
বিক্রান্তাঃ ষষ্টিসাহস্রা বিজ্ঞানেশ্বর তদ্বদ ॥ ১

মহাদেব উবাচ।

দ্বে পত্ন্যৌ সগরস্যাস্তাং তপসা দগ্ধকিল্বিষে।
ঔর্ব্বস্তাভ্যাং বরং প্রাদাত্তোষিতো মুনিসত্তমঃ ॥
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি একা বব্রে তরস্বিনাম্।
একা বংশধরং ত্বেকং যথেষ্টং বরশালিনী ॥ ৩
তত্রৈকা সুষুবে তুম্বাং পুত্রান্ শূরান্ বহূনথ।
তে তু সর্ব্বেঽপি ধাত্রীভির্বর্দ্ধিতাস্তু যথাক্রমম্ ॥ ৪
ঘৃতপূর্ণেষু কুণ্ডেষু কুমারাঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ।
কপিলানান্তু দুগ্ধানাং তেষাং তত্র মহাত্মনাম্ ॥ ৫
তেনৈব দুগ্ধযোগেন ববৃধুস্তে মহাত্মনঃ।
একঃ পঞ্চজনো নাম পুত্রো রাজা বভূব হ ॥ ৬
ততঃ পঞ্চজনস্যাসীদংশুমান্নাম বীর্য্যবান্।
দিলীপস্তনয়স্তস্য পুত্রো যস্য ভগীরথঃ ॥ ৭
যস্তু গঙ্গাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠামানয়ামাস সুব্রতঃ।
সমুদ্রমানয়িত্বৈনাং দুহিতৃত্বমকল্পয়ৎ ॥ ৮

নারদ উবাচ।

কথং গঙ্গা সমানীতা কিং তপস্তেন বৈ কৃতম্।
তৎসর্ব্বং মে সমাচক্ষ্ব সুব্রতোঽসি দয়ানিধে ॥৯

মহাদেব উবাচ।

পূর্ব্বজানাং হিতার্থায় গতোঽসৌ হৈমকে গিরে
তত্র গত্বা তপস্তপ্তং বর্ষাণাময়ুতং তদা ॥ ১০
আদিদেবঃ প্রসন্নোঽভূদ্যোঽসৌ দেবো নিরঞ্জনঃ।
তেন দত্তা ইয়ং গঙ্গা আকাশাৎ সমুপস্থিতা ॥ ১১
তত্র বিশ্বেশ্বরো দেবো যত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ।
গঙ্গাং দৃষ্ট্বাগতাং তেন গৃহীতা জাহ্নবী তদা ॥
জটাজূটে চ সন্ধার্য্য বর্ষাণাময়ুতং স্থিতম্।
ন নিঃসৃতা তদা গঙ্গা ঈশস্যৈব প্রভাবতঃ ॥১৩
বিচারিতং তদা তেন ক্ব গতা মম মাতৃকা।
স ধ্যানেন বিচার্য্যৈবং গৃহীতা চেশ্বরেণ তু ॥ ১৪

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে বিজ্ঞানেশ্বর! মহাবল পরাক্রান্ত ষষ্টিসহস্র বীর সগরনন্দন কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—রাজা সগরের দুই পত্নী ছিলেন; দুইজনই তপঃপূত। মুনিসত্তম ঔর্ব্ব তোষিত হইয়া দুই পত্নীকেই বর প্রদান করেন। এক পত্নী ষষ্টি সহস্র পুত্রলাভের বর লইলেন; অন্য পত্নী একমাত্র বংশধর পুত্রই যথেষ্ট মনে করিয়া সেইরূপ বর গ্রহণ করিলেন। অতঃপর এক পত্নী তুম্বীমধ্যে বহু বীরপুত্র প্রসব করিলেন। ঐ সকল পুত্র যথাক্রমে ধাত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজকুমারগণ ঘৃতপূর্ণ কুণ্ডে অবস্থান করিত এবং কপিলার দুগ্ধপানে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে পঞ্চজন নামক রাজপুত্র রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চজনের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্। অংশুমানের পুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথই সরিদ্বরা গঙ্গাকে আনিয়াছিলেন এবং সমুদ্রে আনিয়া গঙ্গাকে তাহার দুহিতারূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। নারদ কহিলেন,—ভগীরথ কিরূপে গঙ্গাকে আনিয়াছিলেন? তিনি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন? হে দয়ানিধে! আপনি সুব্রত; আমার নিকট সে সকল বিবরণ আপনি কীর্ত্তন করুন।১-৯। মহাদেব কহিলেন,—ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ হিমালয় শৈলে গমন করেন। তথায় গিয়া তিনি অযুতবর্ষ যাবৎ কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় নিরঞ্জন আদিদেব, প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গঙ্গা প্রদান করিয়াছিলেন। গঙ্গা আকাশ হইতে আসিয়া যথায় বিশ্বেশ্বর দেব বিরাজমান, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে জটাজূটে ধারণপূর্ব্বক অযুতবর্ষ পর্য্যন্ত রাখিলেন। ঈশানের প্রভাবে গঙ্গা আর নিঃসৃত হইতে পারিলেন না। তখন ভগীরথ চিন্তা করিলেন, কোথায় আমার গঙ্গা মাতা রহিলেন ধ্যান-

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তু ভগীরথো নৃপঃ।
তত্র গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ হ্যকরোত্তূল্বণং তপঃ॥ ১৫
আরাধিতস্তদা তেন দত্তবানহমাপগাম্।
একং কেশং পরিত্যজ্য দত্তা ত্রিপথগা তদা॥১৬
স গৃহীত্বা গতো গঙ্গাং পাতালে যত্র পূর্ব্বজাঃ।
অলকনন্দা তদা নাম গঙ্গায়াঃ প্রথমং স্মৃতম্॥
হরিদ্বারে যদায়াতা বিষ্ণুপাদোদকী তদা।
তদেব তীর্থং প্রবরং দেবানামপি দুর্ল্লভম্॥ ১৮
তত্তীর্থে চ নরঃ স্নাত্বা হরিং দৃষ্ট্বা বিশেষতঃ।
প্রদক্ষিণং যে কুর্ব্বন্তি ন চৈতে দুঃখভাগিনঃ॥
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং রাশয়ঃ সন্ত্যনেকশঃ।
বিলয়ং যান্তি তে সর্ব্বে হরের্দর্শনতঃ সদা॥ ২০
একদা কেশবস্থানে হরিদ্বারে হ্যহং গতঃ।
তস্মাত্তীর্থপ্রভাবাচ্চ জাতোহহং বিষ্ণুরূপবান্॥
যে গচ্ছন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে বৈ যান্তি হ্যনাময়ম্।
চতুর্ভুজাস্ত তে লোকাঃ নরা নার্য্যশ্চ সর্ব্বশঃ॥২২
বৈকুণ্ঠং যান্তি তে সর্ব্বে হরের্দর্শনমাত্রতঃ।
মমাপ্যধিকতীর্থন্তু হরিদ্বারং সুশোভনম্॥ ২৩
তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্।
কলৌ ধর্ম্মকরং পুংসাং মোক্ষদং চার্থদং তথা॥২৪
যত্র গঙ্গা মহারম্যা নিত্যং বহতি নির্ম্মলা।
এতৎকথানকং পুণ্যং হরিদ্বারাখ্যমুত্তমম্॥ ২৫
উক্তঞ্চ শৃণ্বতাং পুংসাং ফলং ভবতি শাশ্বতম্
অশ্বমেধে কৃতে যাগে গোসহস্রে তথৈব চ॥ ২৬
তৎপুণ্যং লভতে বিদ্বান্ হরের্দর্শনমাত্রতঃ।
গোহন্তা ব্রহ্মহা চৈব যে চান্যে পিতৃঘাতকাঃ॥
এবংবিধানি পাপানি বহূন্যপি চ বৈ দ্বিজ।
বিলয়ং যান্তি সর্ব্বাণি হরের্দর্শনমাত্রতঃ॥ ২৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে হরিদ্বারমাহাত্ম্যং
নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

যোগে জানিলেন—ঈশ্বর গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তিনি কৈলাসে গেলেন। হে মুনিবর! তথায় গিয়া ভগীরথ কঠোর তপস্যা করিলেন। ঈশান আরাধিত হইয়া বলিলেন,—আমি গঙ্গাকে অর্পণ করিলাম। এই বলিয়া তিনি একগাছি কেশ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাকে দান করিলেন ভগীরথ গঙ্গা লইয়া পাতালে পূর্ব্বপুরুষগণের দেহান্তস্থানে যাত্রা করিলেন। তখন হইতে গঙ্গার প্রথম নাম হইল অলকনন্দা। বিষ্ণুপাদোদকী গঙ্গা যখন হরিদ্বারে গেলেন, তখন সেইস্থানই সুদুর্লভ শ্রেষ্ঠ তীর্থ হইল। যে সকল নর এই তীর্থে স্নান করিয়া হরিদর্শনানন্তর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করে, তাহারা আর কদাচ দুঃখভাগী হয় না। ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ আছে তৎসমস্তই হরির দর্শন মাত্র বিলয় প্রাপ্ত হয়। আমি একদা কেশবস্থান হরিদ্বারে গিয়াছিলাম, তথায় গমন মাত্র সেই তীর্থ-প্রভাবে আমার বিষ্ণুরূপপ্রাপ্তি হইয়াছিল। যে সকল নর তথায় গমন করে, তাহারা অনাময় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হরিদ্বার-গত নরনারী হরির দর্শনমাত্র চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হয়। সুশোভন হরিদ্বার আমার আত্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; উহা তীর্থ-সমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। কলিকালে হরিদ্বারই নরগণের ধর্ম্ম, মোক্ষ ও অর্থ-প্রদ তীর্থ। তথায় নিত্য নির্ম্মলজলা অতি রম্যা গঙ্গা প্রবহমাণা। এই হরি-দ্বারাখ্য উক্ত পুণ্য কথা কীর্ত্তিত হইল। ইহা শ্রবণে নরগণের শাশ্বত ফললাভ হইয়া থাকে। অশ্বমেধ যজ্ঞ বা গোসহস্র দান করিলে যে ফল হয়, হরিদ্বারে হরির দর্শন মাত্রেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা বা পিতৃহত্যা প্রভৃতি যে কিছু পাপ আছে, তৎসমস্তই হরির দর্শন মাত্রে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ১০—২৮।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

গাঙ্গং বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং যথোক্তং মুনিসত্তম।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ অঘং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ॥ ১
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
চরণাব্জসমুদ্ভূতা গঙ্গা নামেতি বিশ্রুতা।
পাপানাং স্থূলরাশীনাং নাশিনী চেতি নারদ॥ ৩
নর্ম্মদা সরযূশ্চৈব তথা বেত্রবতী নদী।
তাপী পয়োষ্ণী চন্দ্রা চ বিপাশা কর্ম্মনাশিনী॥৪
পুষ্যা পূর্ণা তথা দীপা বিদীপা সূর্য্যতেজসা।
সহস্রবৃষদানাত্তু যৎফলং লভতে ধ্রুবম্॥ ৫
তৎফলং সমবাপ্নোতি গঙ্গাদর্শনতঃ ক্ষণাৎ।
ইয়ং গঙ্গা মহাপুণ্যা ব্রহ্মঘ্নানাং বিশেষতঃ॥ ৬
তেষাং নিরয়যুক্তানাং গঙ্গা পাপপ্রহারিণী।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ যৎফলং বিদ্যতেঽনঘ॥৭
তৎফলং সমবাপ্নোতি গঙ্গাদর্শনমাত্রতঃ।
যথা সূর্য্যোদয়ে তাত তমো গচ্ছতি দূরতঃ॥৮
তথা গঙ্গাপ্রভাবেন বিলয়ং যাতি পাতকম্।
মান্যেয়ং সর্ব্বদা লোকে পবিত্রা পাপনাশিনী॥
কল্যাণরূপা সততং বিষ্ণুনা নির্ম্মিতা পুরা।
দিব্যরূপা তু জননী দীনানাং পাবনী স্মৃতা॥১০
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুস্তথা গঙ্গোত্তমা নদী।
যে কুর্ব্বন্তি নরাঃ স্নানং মাঘমাসে নিরন্তরম্॥১১
ন তেষাং বিদ্যতে দুঃখং কল্পানাঞ্চ শতত্রয়ম্।
যত্র গঙ্গা চ যমুনা যত্র চৈব সরস্বতী।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ॥১২

মহাদেব উবাচ।

ত্বদ্বার্ত্তাং প্রিয়তো ব্রবীমি যদহং
সাস্তু স্তুতিস্তে প্রভো,যদ্ভুঞ্জে তব,
তন্নিবেদনমথো যদ্যামি সা প্রেষ্যতা।
যচ্ছান্তঃ স্বপিমি ত্বদঙ্‌ঘ্রি যুগলে
দণ্ডপ্রণামোঽস্তু নঃ, স্বামিন্ যচ্চ করোমি
তেন স ভবান্ বিশ্বেশ্বরঃ প্রীয়তাম্॥ ১৩
দৃষ্টেন বন্দিতেনাপি স্পৃষ্টেন চ ধৃতেন বে।
নরা যেন বিমুচ্যন্তে তদেতদ্‌যামুনং জলম্॥১৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে মুনিবর! গঙ্গার যথোক্ত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে জন শত যোজন দূর হইতেও 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া ডাকে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করে। হে নারদ! গঙ্গা ভগবানের চরণপদ্ম হইতে সমুদ্ভূতা। নর্ম্মদা, সরযু, বেত্রবতী, তাপী, পয়োষ্ণী, চন্দ্রা, বিপাশা, কর্ম্মনাশা, পুষ্যা, দুর্গা, দীপা, বিদীপা এই সকল নদী স্থূল স্থূল পাপ সকল নাশ করিয়া থাকে। সহস্র বৃষদানে যে ফল লাভ হয়, গঙ্গার দর্শনমাত্র ক্ষণ-মধ্যেই তাহা লাভ হইয়া থাকে। এই গঙ্গা মহা পুণ্যজনিকা; নিরয়গত ব্রহ্মঘ্নদিগের গঙ্গা বিশেষরূপেই পাপনাশিনী। হে অনঘ! চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে যে ফল হয়, গঙ্গার দর্শন মাত্রেই সেই ফল হইয়া থাকে। হে তাত! সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়, গঙ্গার প্রভাবে পাতকরাশি তেমনি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই গঙ্গা জগতে নিত্য মান্যা, পবিত্রা, পাপহরা, এবং সতত কল্যাণরূপা। পুরাকালে বিষ্ণু ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি দিব্যরূপা জননী, দীনগণের পাপহারিণী পাবনী; দেবগণ মধ্যে যেমন বিষ্ণু, তেমনি গঙ্গাই নদীমধ্যে উত্তমা নদী। তথায় স্নান-পানে মানব নিশ্চয় মুক্তিভাগী হয়। ১—১২। মহাদেব কহিলেন,—হে প্রভো! প্রিয় জ্ঞানে আমি যে আপনার বৃত্তান্ত বলি, তাহা আপনার স্তুতি হউক, যাহা ভোগ করি, তাহা আপনার নৈবেদ্য হউক, আমার গতি আপনার প্রেষ্যতা হউক। আমি যে শান্তভাবে নিদ্রা যাই, তাহা আপনার অঙ্‌ঘ্রি যুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম হউক। হে স্বামিন্! আমি যাহা করি, তাহাতে সেই আপনি বিশ্বেশ্বর প্রীত হউন। যাহা দৃষ্ট, বন্দিত, স্পৃষ্ট বা গৃহীত হইলে নরগণ মুক্তি

তাবদ্ভ্রমন্তি ভুবনে মনুজা ভবোত্থ-
দারিদ্ররোগমরণব্যসনাভিভূতাঃ।
যাবজ্জলং তব মহানদি নীলনীলং
পশ্যন্তি নো দধতি মূর্দ্ধসু সূর্য্যপুত্রি॥ ১৫
যৎসংস্মৃতিঃ সপদি কৃতন্তি-হৃষ্কৃতৌঘং
পাপাবলীং জয়তি যোজনলক্ষতোঽপি।
যন্নাম নাম জগদুচ্চরিতং পুনাতি
দিষ্ট্যা হি সা পথি দৃশোর্ভবিতাদ্য গঙ্গা॥১৬
আলোকোৎকণ্ঠিতেন প্রমুদিত মনসা
বর্ত্ম যস্যাঃ প্রয়াতং, সদ্‌যস্মিন্ কৃত্যমেতা-
মথ প্রথমকৃতী জজ্ঞিবান্ স্বর্গসিন্ধুম্।
স্নানং সন্ধ্যা নিবাপঃ সুরযজনমপি
শ্রাদ্ধবিপ্রাশনাদ্যং, সর্ব্বং সম্পূর্ণমেতৎ
ভবতি ভগবতঃ প্রীতিদং নাতিচিত্রম্॥ ১৭
দ্রবীভূতপরংব্রহ্ম পরমানন্দদায়িনী।
অর্ঘং গৃহাণ মে গঙ্গে পাপং হর নমোঽস্তু তে॥

লাভ করে, এই সেই যমুনাজল। হে মহা-নদি, সূর্য্যনন্দিনি! নরগণ যে পর্য্যন্ত না তোমার এই নীল জল দেখে বা মস্তকে স্পর্শ করে, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহারা সংসারোত্থিত দারিদ্র রোগ মৃত্যু ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ভুবনে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যাহার স্মরণ মাত্র পাপরাশি বিনষ্ট হয়, লক্ষ যোজন দূর হই-তেও পাপসমূহ বিজিত হইয়া থাকে এবং যে নাম উচ্চারণ মাত্র এই জগৎ পবিত্র হয়, ভাগ্যক্রমে সেই গঙ্গা আমার নয়নপথে পতিত হইবেন। মানব দর্শনোৎসুক হইয়া প্রমুদিত মনে যাহার উদ্দেশে গমন করিয়া থাকে, যে স্থানে বৈধকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, আদি সৃষ্টিকর্তা বিধাতা যাহাকে অগ্রে উৎ-পাদন করিয়াছিলেন স্নান, সন্ধ্যা, নিবাপ, দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণভোজাদি সমস্ত ব্যাপারই যে তাহাতে সুসম্পূর্ণ হইবে, এবং তাহাই যে ভগবানের প্রীতিপ্রদ, ইহা অতি বিচিত্র নহে। হে গঙ্গে! আপনি পরমানন্দ-দায়িনী, দ্রবীভূত পরমব্রহ্ম। আপনাকে নম-

সাক্ষাদ্ধর্ম্মদ্রবৌঘং মুররিপুচরণা-
ম্ভোজপীযূষসারং, দুঃখস্যাদ্ধেস্তরিত্রং
সুরমনুজনুতং স্বর্গসোপানমার্গম্।
সর্ব্বাংহোহারিবারি প্রবরগুণগণং
ভাসি যা সংবহন্তী, তস্যৈ ভাগীরথি শ্রী-
মতি মুদিতমনা দেবি কুর্ব্বে নমস্তে॥ ১৯
স্বঃসিন্ধো দুরিতাব্ধিমগ্নজনতা-
সন্তারণি প্রোল্লসৎ-কল্লোলামল-
কান্তিনাশিততমস্তোমে জগৎপাবনি।
গঙ্গে দেবি পুনীহি দুষ্কৃতভয়-
ক্রান্তং কৃপাভাজনং, মাতর্নাং শরণা-
গতংশরণদে রক্ষার্থ ভো ভীষিতম্॥ ২০
হংহো মানস কম্পসে কিমু সখে
ত্রস্তো ভয়ান্নারকাৎ, কিং তে ভীতিরিতি
শ্রুতির্দুরিতকৃৎ সঞ্জায়তে নারকী।
মা ভৈষীঃ শৃণু মে গতিং যদি ময়া
পাপাচলম্পর্দ্ধিনী, প্রাপ্তা তে নিরয়ং
কথং কিমপরঃ কিং মে ন ধর্ম্মং ধনম্॥ ২১

স্কার করি, আপনি অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আমার পাপ হরণ করুন। হে শ্রীমতি ভাগীরথি! তোমার জল সাক্ষাৎ ধর্ম্মদ্রবস্বরূপ, মুরারি-পাদপদ্মের সুধাসার, দুঃখসাগরের তরণী, দেব-নর-স্তুত স্বর্গসোপানমার্গ, সর্ব্বপাপহারী এবং প্রবর গুণসম্পন্ন; এহেন জল যে তুমি বহন করিতেছ, আমি প্রমুদিত মনে সেই তোমাকে প্রণাম করি। হে জগৎপাবনি, স্বর্গসিন্ধো! তুমি দুরিতাব্ধিনিমগ্ন জনসমূহের উদ্ধারকারিণী এবং উল্লসৎকল্লোলাবলীর অমলকান্তিচ্ছটায় তমস্তোমনাশিনী; হে দেবি গঙ্গে! আমি দুষ্কৃতভয়াক্রান্ত কৃপাভাজন; আমাকে পবিত্র কর, হে মাতঃ শরণপ্রদে ভীত আমি, আমাকে রক্ষা কর। ১৩—২০। হে চিত্ত! কেন তুমি কম্পিত হইতেছ? সখে! তুমি কি নারকীয় ভয়ে ভীত হইয়াছ? দুরিতকারী ব্যক্তি নারকী হইয়া থাকে, এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়াই কি তুমি ভীত হইয়াছ? যদি তাহাই হয়,

সর্ব্বেশাদিপ্রশংসামুদমনুভবনং
মজ্জনং যত্র চোক্তং, স্বর্নার্য্যো বীক্ষ্য হৃষ্টা
বিবুধসুরপতিঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনেন।
নীরে শ্রীজহ্নুকন্তে যমনিয়মরতাঃ
স্নান্তি যে তাবকীনে, দেবত্বং তে লভন্তে
স্ফুটমশুভকৃতোঽপ্যত্র বেদাঃ প্রমাণম্ ॥২২
বুদ্ধে সদ্বুদ্ধিরেবং ভবতু তব সখে
মানস স্বস্তি তেঽস্তু, আস্তাং পাদৌ পদস্থে
সততমিহ যুবাং সাধুদৃষ্টী চ দৃষ্টী।
বাণি প্রাণপ্রিয়েধি প্রকটগুণ বপুঃ
প্রাপ্নুহি প্রাণিপুষ্টিং, যস্মাৎ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিঃ
সুখমতুলমহং প্রাপ্নুবং তীর্থপুণ্যম্ ॥ ২৩
শ্রীজাহ্নবী-রবিসুতা-পরমেষ্ঠিপুত্রী-
সিন্ধুত্রয়াভরণ তীর্থবর প্রয়াগ।
সর্ব্বেশ মামনুগৃহাণ নয়স্ব চোর্দ্ধ-
মন্তস্তমো দশবিধং দলয় স্বধাম্না ॥ ২৪

বাগীশ-বিষ্ণীশ-পুরন্দরাদ্যাঃ
পাপপ্রণাশায় বিদাং বিদোঽপি।
ভজন্তি যত্তীরমনীলনীলং
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥২৫
কলিন্দজাসঙ্গমবাপ্য যত্র
প্রত্যগ্‌গতা স্বর্গধুনী ধুনোতি।
অধ্যাত্মতাপত্রিতয়ং জনস্য
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ২৬
শ্যামো বটঃ শ্যামগুণো বৃণোতি
স্বচ্ছায়য়া শ্যামলয়া জনানাম্।
শ্যামশ্রমং কৃন্ততি যত্র দৃষ্টঃ
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ২৭
ব্রহ্মাদয়োঽপ্যাত্মকৃতিং বিহায়
ভজন্তি পুণ্যাত্মকভাগধেয়ম্।
যত্রোজ্‌ঝিতা দণ্ডধরঃ স্বদণ্ডং
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ২৮
যৎসেবয়া দেব-নৃদেবতাদি-
দেবর্ষয়ঃ প্রত্যহমামনন্তি।

তবে বলি, তুমি ভীত হইও না; আমার কি গতি হইবে, শ্রবণ কর। যদি আমি পাপাচল-স্পর্দ্ধিনী গঙ্গাকে প্রাপ্ত হই, তবে আর তোমার নরক কোথায়? ধর্ম্মই কি আমার সহল নহে? হে গঙ্গে! উক্ত আছে গঙ্গাজলে মজ্জন করিলে সর্ব্বেশাদির প্রীতি-প্রশংসা লাভ করা যায়। তাই সুরসুন্দরী ও বিজ্ঞ সুরপতি তাহা দেখিয়া নবাগত জনের প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় প্রীত হইয়া থাকেন; কেন না, যে সকল যম-নিয়মরত নর তোমার জলে স্নান করে, তাহারা অশুভকারী হইয়াও নিঃসংশয়ে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে; বেদই এবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ। বুদ্ধে! তুমি সদ্বুদ্ধি হও, মানস তোমার স্বস্তি হউক, পদদ্বয় তুমি সদা পদস্থ হও, দৃষ্টিযুগল! তোমাদের সাধু দৃষ্টি হউক, বাণি! তুমি প্রাণপ্রিয়া হও, আর হে গুণযুক্ত বপু! তুমি প্রাণপুষ্টি প্রাপ্ত হও, যেহেতু তোমাদের সকলের সহিত আমি অতুল সুখাস্পদ পুণ্যতীর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয়রূপ আভরণশালী তীর্থবর প্রয়াগ! তুমি সর্ব্বেশ্বর; আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, আমাকে স্বর্গে লইয়া চল, আর স্বীয় তেজে আমার অন্তরের দশ-বিধ তমঃ বিনাশ কর। বাগীশ বিষ্ণু শিব পুরন্দরাদি দেবগণ পাপপ্রণাশার্থ যাঁহার অনীল নীল তীর আশ্রয় করেন, সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন। যথায় স্বর্ধুনী কলিন্দ-নন্দিনীর সঙ্গলাভে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ত্রিবিধ তাপ হরণ করেন, সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন। ২১—২৬। যথায় সুবিখ্যাত শ্যামগুণসম্পন্ন শ্যাম বট স্বীয় শ্যামল ছায়ায় জনগনের সন্তাপ হরণ করে এবং দৃষ্ট হইয়া শ্যাম শ্রম অপনয়ন করিয়া থাকে, সেই তীর্থ-রাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন। যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণও আত্মকৃত কলুষ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পুণ্যাত্মক অদৃষ্ট ভজনা করেন, যথায় স্বয়ং দণ্ডধর স্বীয়দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন।

স্বর্গঞ্চ সর্ব্বোত্তমভূমিরাজ্যং
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ২৯
এনাংসি হন্তীতি প্রসিদ্ধবার্ত্তা
নামপ্রতাপেন সুশোভয়ন্তি ।
যস্য ত্রিলোকীং প্রততাপগাভিঃ
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৩০
ধত্তেঽভিতশ্চামরচারুকান্তিং
সিতাসিতে যত্র সরিদ্বরেণ্যে ।
আদ্যো বটশ্ছত্রমিবাতি ভাতি
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৩১
ব্রাহ্মীনপুত্রীত্রিপথাস্ত্রিবেণী-
সমাগমে সাক্ষতযাগমাত্রাৎ ।
যত্রাপ্লুতান্ ব্রহ্মপদং নয়ন্তি
স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥ ৩২
কেষাঞ্চিজ্জন্মকোটির্ব্রজতি সুবচসাং
যামিযামীতি যস্মিন্, কেষাঞ্চিৎপ্রেপ্সতাং যৎ
নিয়তমতিপতেদ্বর্ষবৃন্দং বরিষ্ঠম্ ।

যাহার সেবায় দেব ব্রাহ্মণ ও দেবর্ষিগণ প্রত্যহ সর্ব্বোত্তম স্বর্গ কামনা করেন, সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন। যিনি নাম-মহিমায়ই পাপরাশি নাশ করেন এবং সুপ্রবাহিত নদীনিচয় দ্বারা এই ত্রিলোক সুশোভিত করিতেছেন, সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন। যেখানে গঙ্গা যমুনা এই দুই সরিদ্বরা উভয়পার্শ্বস্থ সিতাসিত চামর-শোভা ধারণ করিতেছেন এবং আদিভূত শ্যাম বট ছত্রবৎ প্রতিভাত হইতেছেন, সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন। যথায় ত্রিবেণী সমাগমে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী তীর্থস্নায়ীদিগকে ব্রহ্মপদে উপনীত করিয়া থাকেন, সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ জয়যুক্ত হউন। যথায় 'যাইব যাইব' বলিয়া বহু বিজ্ঞ জনের কোটি কোটি জন্ম চলিয়া যায়, অনেকে যে স্থানে নিয়ত যাইতে ইচ্ছা করিলেও বহু বর্ষ অতীত হয়, যাহা লক্ষ গুণ ভাগ্য-বলেই লব্ধ হইয়া থাকে, আবার কাহারও বা ভাগ্যে লব্ধ হয় না, সেই বাক্যাতীত

যৎ প্রাপ্তং ভাগ্যলক্ষৈর্ভবতি ভবতি নো
বা স বাচামবাচ্যো, দিষ্ট্যা বেণীবিশিষ্টো
ভবতি দৃগতিথিঃ কং প্রয়াগপ্রয়াগঃ ॥ ৩৩
লোকানামক্ষমাণাং মখকৃতিষু কলৌ
স্বর্গকামৈর্জয়স্ত-ত্যাদিস্তোত্রৈর্বচোভিঃ
কথমমরপদপ্রাপ্তিচিন্তাতুরাণাম্ ।
অগ্নিষ্টোমাশ্বমেধপ্রমুখমখফলং
সম্যগালোচ্য সাঙ্গং, ব্রহ্মাদ্যৈস্তীর্থরাজো-
ঽভিমতদ উপদিষ্টোঽয়মেব প্রয়াগঃ ॥ ৩৪
ময়া প্রমাদাতুরতাদিদোষতঃ
সন্ধ্যাবিধির্নো সমুপাসিতোঽভূৎ ।
চেদত্র সন্ধ্যাং চরতে প্রসাদতঃ
সন্ধ্যাস্তু পূর্ণাখিলজন্মনোঽপি মে ॥ ৩৫
অন্যত্রাপি প্রগর্জ্জন্মহিমনি তপসি
প্রেমভির্বিপ্রকৃষ্টৈ-র্ধ্যাতঃ সঙ্কীর্ত্তিতো যো-
ঽভিমতপদবিধাতানিশং নির্ব্যপেক্ষম্ ।
শ্রীমৎপাংশু ত্রিবেণীপরিবৃঢ়মতুলং
তীর্থরাজং প্রয়াগং, গোলহস্কারপ্রকাশং
স্বয়মমরবরং চেতনং তং নমামি ॥ ৩৬

বেণীবিশিষ্ট প্রধান তীর্থ প্রয়াগ অদৃষ্টক্রমেই নয়নগোচর হয়। কলিকালে যজ্ঞানুষ্ঠানে অক্ষম জনগণ স্বর্গকামনা করিয়া জয়গীতি ও স্তবস্তুতি দ্বারা কিরূপে অমরপদ প্রাপ্ত হইব, ভাবিয়া ব্যাকুল হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ অগ্নিষ্টোম ও অশ্বমেধপ্রমুখ যজ্ঞফল সম্যক্ আলোচনা করিয়া এই তীর্থরাজ প্রয়াগকেই অভীষ্টপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যদি মদীয় প্রমাদ-রোগাদি দোষবশতঃ সন্ধ্যাবিধি সম্যক্ উপাসিত না হইয়া থাকে তবে এই প্রয়াগে আমি প্রসন্ন চিত্তে সন্ধ্যোপ-সনা করি, তাহাতেই আমার নিখিল জন্মের অননুষ্ঠিত সন্ধ্যাও পূর্ণ হইবে। ২৭—৩৫। অন্যত্র সুবিপুল তপস্যার্জ্জনে নিবিষ্ট রহিলেও শ্রদ্ধাকৃষ্ট হইয়া দূরস্থ জনেরাও যাঁহার ধ্যান ও কীর্ত্তন করিলে, যিনি নিয়ত অভিমত পদ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার রজোরাজি শ্রীসম্পন্ন, যিনি ত্রিবেণীপ্রভু

অস্মাভিঃ সুতপোঽস্বতপ্ত কিমহো
ঐজ্যন্ত কিং বাধ্বরাঃ, পাত্রে দানমদায়ি
কিং বহুবিধং কিং বা সুরাশ্চার্চ্চিতাঃ।
কিং সত্তীর্থমসেবি কিং দ্বিজকুলং
পূজাদিভিঃ সৎকৃতং, যেনাপ্রাপি সদা-
শিবস্য শিবদা সা রাজধানী স্বয়ম্ ॥ ৩৭
ভাগ্যৈর্মেঽধিগতা হ্যনেকজনুষাং
সর্ব্বাঘবিধ্বংসিনী, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী
ময়া শিবপুরী সংসারসিন্ধোস্তরী।
লব্ধং সজ্জনুষঃ ফলং কুলমল-
ঙ্কৃত্বে পবিত্রীকৃতঃ, স্বাত্মা চাপ্যখিলং
কৃতং কিমপরং সর্ব্বোপরিষ্টাৎ স্থিতম্ ॥ ৩৮
জীবন্নরঃ পশ্যতি ভদ্রলক্ষ-
মেবং বদন্তীতি মৃষা ন যস্মাৎ।
তস্মান্ময়া বৈ বপুষেদৃশেন
প্রাপ্তাপি কাশী ক্ষণভঙ্গুরেণ ॥৩৯
কাশ্যাং বিধাতুমমরৈরপি দিব্যভূমৌ
সত্তীর্থলিঙ্গগণনার্চ্চনতা ন শক্যা।
যানীহ গুপ্তবিবৃতানি পুরাতনানি
সিদ্ধানি যোজিতকরঃ প্রণমামি তেভ্যঃ ॥৪০
কিং ভীত্যা দুরিতব্রজাৎ কিমু মুদা
পুণ্যৈরগণ্যৈঃ কৃতৈঃ, কিং বিদ্যাভ্যসনা-
ন্মদেন জড়তাদোষাদ্বিষাদেন কিম্।
কিং গর্ব্বেণ ধনোদয়াদধনতা-
তাপেন কিং ভো জনাঃ, স্নাত্বা শ্রীমণি-
কর্ণিকা পয়সি চেদ্বিশ্বেশ্বরো দৃশ্যতে ॥ ৪১
অল্পস্ফীতিনিরাময়াপি তনুতা-
প্রব্যক্তশক্যাত্মতা, প্রোৎসাহাঢ্যবলেন
কেবলমনোরাগদ্বিতীয়েন যৎ।
অপ্রাপ্যাপি মনোরথৈরবিষয়া
স্বপ্নপ্রবৃত্তেরপি, প্রাপ্তা সাপি গদা-
ধরস্য নগরী সদ্যোঽপবর্গপ্রদা ॥ ৪২
মন্যে নাত্মকৃতির্ন পূর্ব্বপুরুষ-
প্রাপ্তের্বলং চাত্র য-ন্নাপীদং স্বজন
প্রমাণ-মচলং কিং স্বাপতাপাদিকম্।

ভুবনালঙ্কার, সেই সাক্ষাৎ অমরবর অতুলনীয় তীর্থরাজ প্রয়াগকে আমি নমস্কার করি। সম্যক্ তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান, সৎপাত্রে বহুবিধ দান, দেবার্চ্চন, সৎতীর্থসেবা, বা পূজাদি দ্বারা দ্বিজকুলের সৎকার এই সমুদায়ের মধ্যে আমরা এমন কোন্ কার্য্য করিয়াছি, যাহা দ্বারা সদাশিবের সেই শিবদায়িনী রাজধানী প্রাপ্ত হইতে পারিব? আজ আমি বহু জন্মের ভাগ্যফলে সংসারসিন্ধুর তরণী, পাপ-রাশিনাশিনী, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী শিবপুরী প্রাপ্ত হইলাম। এ পুরীলাভে আমার সু-জন্ম-ফল লব্ধ হইল, কুল অলঙ্কৃত, আত্মা পবিত্রী-কৃত এমন কি সমস্তই অনুষ্ঠিত এবং সমস্তই উপরিস্থিত হইল। নর জীবিত থাকিলে বহু শুভ অবলোকন করিয়া থাকে, এই কিম্বদন্তী মিথ্যা নহে সেই কারণেই আমি আমার ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুরদেহে কাশীপুরী প্রাপ্ত হইলাম। দিব্যভূমি কাশীধামে যে সকল সৎতীর্থ ও লিঙ্গ আছে তাহার গণনা বা অর্চ্চনা করিতে অমরগণও অক্ষম, সুতরাং এখানে যে কিছু গুপ্ত, বিবৃত, পুরাতন সিদ্ধপীঠ আছে আমি যুক্ত করে তাহাদিগকে প্রণাম করি। হে জনগণ! শ্রীমণিকর্ণিকা-জলে স্নান করিয়া একবার যদি বিশ্বেশ্বর-দেবকে দর্শন করা যায় তাহা হইলে কৃত পাপরাশি হইতে, অগণ্য পুণ্য করিয়া হর্ষ, বিদ্যাভ্যাস জনিত মত্ততা, জড়তা-দোষে বিষণ্ণতা, ধন-সম্পদে গর্ব্ব, কিম্বা ধন-হীনতায় অনুতাপ, এ সকল করিয়া কি হইবে? যাহা স্বল্পসমৃদ্ধিশালিনী হইয়াও নিরাময়া এবং স্বীয় স্বল্পতা দ্বারাই আপন মাহাত্ম্য প্রকাশে সক্ষমা, উৎসাহযুক্ত বল ও কেবল মনের অনুরাগ হেতুই যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা মাত্র মানসকল্পনা বা স্বপ্নপ্রবৃত্তিরও অবিষয়ীভূত, সেই সদ্য অপবর্গপ্রদ গদাধর-নগরী আমি প্রাপ্ত হইলাম। ৩৫—৪২। গয়া প্রয়াগ যমুনা ও কাশী প্রভৃতি দুর্লভ তীর্থস্থিত দেবতার সান্নিধ্যে যে লাভ হয়, সে বিষয়ে

যা দুষ্প্রাপগয়াপ্রয়াগযমুনা-
কাশীসুপর্ব্বাগমাৎ, প্রাপ্তিস্তত্র মহা-
ফলো বিজয়তে শ্রীশারদানুগ্রহঃ॥ ৪৩
যঃ শ্রাদ্ধসময়ে দূরাৎ স্মৃতোঽপি পিতৃমুক্তিদঃ।
তং গয়ায়াং স্থিতং সাক্ষান্নমামি শ্রীগদাধরম্॥
পন্থানং সমতীত্য দুস্তরমিমং
দূরাদ্দবীয়স্তরং, ক্ষুদ্রব্যাঘ্রতরক্ষ্-
কণ্টকফণিপ্রত্যর্থিভিঃ সঙ্কুলম্।
আগত্য প্রথমব্যয়ং কৃপণবাগ্-
যাচেজ্জনঃ কর্পরী, শ্রীমন্বারিগদাধর
প্রতিদিনং ত্বাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠতে॥ ৪৫
সর্ব্বাত্মন্নিজদর্শনেন চ গয়া-
শ্রাদ্ধেন ত্বং দেবতাঃ, প্রীণন্ বিশ্ব-
মনীহবৎ কথন্মিহোদাসীন্যমালম্বসে।
কিং তে সর্ব্বদ নির্দ্দয়ত্বমধুনা
কিংবা প্রভুত্বং কলেঃ, কিংবা সত্ত্বনিরী-
ক্ষণং নৃষু চিরং কিংবাস্য সেবারুচিঃ॥ ৪৬

গদাধর ময়া শ্রাদ্ধং সঙ্কীর্ণং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
অনুজানীহি মাং দেব গমনায় গৃহং প্রতি॥৪৭
চতুর্ণাং দেবতানাঞ্চ স্তোত্রং স্বর্গার্থদায়কম্।
শ্রাদ্ধকালে পঠেন্নিত্যং স্নানকা ল তু যঃ পঠেৎ
সর্ব্বতীর্থসমং স্নানং শ্রবণাৎ পঠনাজ্জপাৎ।
প্রয়াগস্য চ গঙ্গায়া যমুনায়াঃ স্তবেদ্দ্বিজ।
শ্রবণেন বিনশ্যন্তি দোষাশ্চৈব তু কর্ম্মজাঃ॥৪৯
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গঙ্গাপ্রয়াগযমুনা-
স্তুতির্নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং তুলসীভবম্।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে পাপাৎ আজন্মমরণান্তিকাৎ॥১
পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং শাখাত্বকস্কন্ধসংজ্ঞিতম্।
তুলসীসম্ভবং সর্ব্বং পাবনং মৃত্তিকাদিকম্॥২

মহাফলজনক শ্রীশারদানুগ্রহই জয়যুক্ত। নিজের কৃতিত্ব, এ অনুগ্রহ লাভের কারণ নহে, পূর্ব্ব পুরুষগণের পুণ্যবলও নহে, বা স্বজনবর্গের সাহায্যও নহে; ইহার নিকট অবিচল শাপ-তাপাদিও নিষ্ফল। শ্রাদ্ধকালে দূর হইতে স্মরণ করিলেও যিনি মুক্তি প্রদান করেন, গয়াস্থিত সেই সাক্ষাৎ গদাধরকে আমি নমস্কার করি। হে গদাধর! দূর হইতে দূরান্তর পথ অতিক্রম করিয়া ব্যাঘ্র তরক্ষু কণ্টক ও ফণী প্রভৃতিপরিব্যাপ্ত কৌপীনমাত্রসম্বল মানব প্রথমে এই স্থানে আসিয়া দীন বাক্যে অত্রত্য নির্ম্মল বারি প্রার্থনা করে এবং প্রতিদিন আপনাকেই দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়। হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি গয়াশ্রাদ্ধ এবং স্বীয় দর্শনদানে দেবগণকে এমন কি এই সমগ্র বিশ্বকেই নিরীহবৎ প্রীণন করিয়া থাকেন; কিন্তু মাদৃশজনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন কেন? হে সর্ব্বদ! ইহা কি আপনার নির্দ্দয়ত্ব অথবা কলির প্রভুত্ব? কিম্বা মানবের ধৈর্য্যসীমা কতদূর বা তাহার সেবারুচি কিরূপ, তাহাই আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন? হে গদাধর! আমি ভবৎপ্রসাদে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলাম। হে দেব! এক্ষণে আমায় গৃহগমনে অনুমোদন করুন। যে ব্যক্তি নিত্য শ্রাদ্ধকালে বা স্নানকালে এই দেবতাচতুষ্টয়ের স্তোত্র পাঠ করে, তাহার পক্ষে ইহা স্বর্গ ও অর্থপ্রদ হয়। ইহা শ্রবণে পঠনে এবং জপে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! প্রয়াগ, গঙ্গা এবং যমুনার স্তুতি শ্রবণে কর্ম্মজনিত সমস্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪৩—৪৯।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে নারদ! তুলসী-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণে জন্মাবধি মরণান্ত পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত পাপ হইতে মানব মুক্ত হইয়া থাকে। তুলসী সম্বন্ধীয়

শরীরং দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ।
দত্বা চ তুলসীকাষ্ঠং সর্ব্বাঙ্গেষু মৃতস্য বৈ ॥ ৩
পশ্চাদ্যঃ কুরুতে দাহং সোঽপি পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
মরণে যস্য সম্প্রাপ্তং কীর্ত্তনং স্মরণং হরেঃ ॥ ৪
তুলসীদারুণা দাহো ন তস্য পুনরাবৃত্তিঃ ।
যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠশতস্য হি ॥ ৫
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ কোটিপাপযুতস্য চ ।
গঙ্গাম্ভসাভিবেকেণ যান্তি পুণ্যানি পুণ্যতাম্ ॥ ৬
তুলসীকাষ্ঠমিশ্রাণি যান্তি দারূণি পুণ্যতাম্ ।
তুলসীকাষ্ঠসম্মিশ্রা যাবৎ প্রজ্বলতে চিতা ॥ ৭
দহ্যন্তি তস্য পাপানি কল্পকোটিকৃতানি বৈ ।
দহ্যমানং নরং দৃষ্ট্বা তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ॥ ৮
নয়ন্তি তং বিষ্ণুদূতা ন চ বৈ যমকিঙ্করাঃ ।
জন্মকোটিসহস্রৈস্তু মুক্তো যাতি জনার্দ্দনম্ ॥ ৯
দহ্যন্তে যে নরা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ।
তান্ বিমানস্থিতান্ দেবাঃ ক্ষিপন্তি কুসুমাঞ্জলিম্
নৃত্যন্ত্যপ্সরসঃ সর্ব্বা গীতং গায়ন্তি গায়কাঃ ।
জায়তে বীক্ষ্য তং বিষ্ণুঃ সন্তুষ্টঃ শম্ভুনা সহ ॥১১
গৃহীত্বা তং করে শৌরির্গৃহং নীত্বাস্য চাঙ্গতঃ ।
মার্জ্জয়েৎ সর্ব্বপাপানি পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্
মহোৎসবং কারয়িত্বা জয়শব্দপুরঃসরম্ ।
জ্বলতে যত্র চাজ্যেন তুলসীকাষ্ঠপাবকঃ ॥ ১৩
অগ্ন্যগারে শ্মশানে বা দহ্যতে পাতকং নৃণাম্ ।
হোমং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ।
সিক্থে সিক্থে তিলে বাপি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ১৪
যো দদাতি হরের্ধূপং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবম্ ।
শতক্রতুসমং পুণ্যং লভতে গোশতং ফলম্ ॥
নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ।
মেরুতুল্যং ভবেদ্দত্তং তদন্নং কেশবস্য হি ॥ ১৬
তুলসীপাবকেনাথ যো দীপং কুরুতে হরেঃ
দীপলক্ষসহস্রাণাং পুণ্যং স লভতে ফলম্ ॥ ১৭

পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, শাখা, ত্বক্, স্কন্ধ এবং মৃত্তিকাদি সমস্তই পবিত্র। তুলসীকাষ্ঠানলে যাহাদের দেহ দগ্ধ হয় এবং মৃতব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ দিয়া পশ্চাৎ যে ব্যক্তি তাহাকে দাহ করে, তাহারা সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহার মরণে হরি-কীর্ত্তন হরিস্মরণ এবং তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা দেহ দগ্ধ হয়, তাহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে না। মানব যদি কোটি পাপযুক্তও হয়, তথাচ মরণে দাহকালে শত কাষ্ঠমধ্যে একটী মাত্র তুলসীকাষ্ঠ থাকিলেই তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। গঙ্গাজলস্নানে পুণ্যরাশিও পুণ্য প্রাপ্ত হয় আর তুলসী-কাষ্ঠমিশ্রিত হইয়া কাষ্ঠরাশিও পবিত্রতা লাভ করে। তুলসীকাষ্ঠমিশ্রিত চিতা যতকাল প্রজ্বলিত হইতে থাকে ততকাল মধ্যে দহ্যমান ব্যক্তির কোটিকল্পসঞ্চিত পাপও দগ্ধ হইয়া যায়। তুলসীকাষ্ঠানলে নরকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে লইয়া যায়; যমদূতগণ তাহাকে লইতে পারে না। ঐ ব্যক্তি কোটি সহস্র জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া জনার্দ্দনসমীপে গমন করে। যে সকল নর তুলসীকাষ্ঠানলে দগ্ধ হইতে থাকে, বিমানস্থ দেবগণ তাহাদের উপর পুষ্প বর্ষণ করেন; সমস্ত অপ্সরা নৃত্য করিতে থাকে এবং গায়কদল গান করে। শম্ভু সহ বিষ্ণু তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং সকল দেবগণসমক্ষে তাহাকে করে ধরিয়া তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত পাপ মুছিয়া ফেলেন।১—১২। যথায় মহোৎসব ও জয় শব্দ সহকারে তুলসীকাষ্ঠানল ঘৃত দ্বারা প্রজ্বলিত হইতে থাকে, অগ্নিগৃহে বা শ্মশানে যেখানেই হউক, নরগণের সমস্ত পাতক নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল বিপ্র তুলসী-কাষ্ঠানলে হোম করেন, তাঁহাদের প্রতিসিক্থে বা প্রতিতিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি হরিকে তুলসীকাষ্ঠের ধূপ প্রদান করে, সে শতযজ্ঞ ও শত গো-দান জন্য পুণ্যলাভ করে। যে ব্যক্তি তুলসী-কাষ্ঠানলে নৈবেদ্য পাক করে, কেশবোদ্দেশে

ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো ভুবি দৃশ্যতে
যঃ প্রয়চ্ছতি কৃষ্ণস্য তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্॥ ১৮
স জায়তে কৃপাপাত্রং বিষ্ণোর্বাড়বসত্তম॥ ১৯
তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন কলৌ হরিম্।
বিলিপ্য ভক্তিতো নিত্যং রমতে হরিসন্নিধৌ॥
তুলসীপঙ্কলিপ্তাঙ্গঃ কুরুতে বিষ্ণুপূজনম্।
পূজাশতদিনেনাহ্না লভতে গোশতং ফলম্।
বিলেপার্থে তু কৃষ্ণস্য তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
মন্দিরে তিষ্ঠতে যাবত্তাবৎ পুণ্যফলং শৃণু॥২২
তিলপ্রস্থাষ্টকং দত্বা যৎপুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
তৎফলং জায়তে পুংসাং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥
যো দদাতি পিতৃণান্তু পিণ্ডে তুলসিসম্ভবম্।
দলং সঞ্জায়তে তৃপ্তিঃ পত্রে পত্রে শতাব্দিকা॥
তুলসীমূলমৃৎস্নৈব স্নানং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
তেন তীর্থে কৃতং স্নানং যাবচ্চাঙ্গে চ মৃত্তিকা॥

তদীয়য়া তু মঞ্জর্য্যা পূজনঞ্চ করোতি যঃ।
নানাপুষ্পৈঃ কৃতা পূজা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ২৬
যস্মিন্ গৃহেঽবতিষ্ঠেত তুলসীবৃক্ষবাটিকা।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যান্তি দর্শনেনৈব নারদ॥ ২৭

মহাদেব উবাচ।

অথান্যত্তে প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।
ন কস্যাপি চ কথিতং শৃণু দেবর্ষিসত্তম॥ ২৮
যত্র যত্র গৃহে গ্রামে বনে বা তুলসী ভবেৎ।
তত্র তত্র জগৎস্বামী প্রীতাত্মা চ বসেদ্ধরিঃ॥২৯
গৃহে তস্মিন্ ন দারিদ্র্যং নাযোগো বন্ধুসম্ভবঃ
ন দুঃখং ন ভয়ং রোগস্তুলসী যত্র তিষ্ঠতি॥৩০
সর্ব্বত্র তুলসী পুণ্যা পুণ্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ।
সন্নিধৌ তস্য দেবস্য রোপণাৎ পৃথিবীতলে॥
তেষাং বিষ্ণুপদং নিত্যং তুলস্যারোপণে কৃতে
উৎপাতান্ দারুণান্ রোগান্ দুর্নিমিত্তান্যনেকশঃ

প্রদত্ত সেই অন্ন মেরুতুল্য হইয়া থাকে। যে নর তুলসীকাষ্ঠানলে হরিগৃহের প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়, লক্ষ সহস্র দীপদানের পুণ্য তাহার লাভ হইয়া থাকে এবং তৎসদৃশ বৈষ্ণব ভূতলে আর দৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে তুলসীকাষ্ঠচন্দন প্রদান করেন, হে ব্রাহ্মণবর! তিনিই বিষ্ণুর কৃপাপাত্র হইয়া থাকেন। কলিকালে তুলসীকাষ্ঠজাত চন্দন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক হরির দেহ বিলেপিত করিয়া মানব নিয়ত হরিসন্নিধানে বিহার করিয়া থাকে। যে নর তুলসীপঙ্কলিপ্ত হইয়া বিষ্ণুপূজা করে, তাহার পক্ষে, এক দিনেই শত দিবসীয় পূজার ও শত গো-দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। কৃষ্ণের বিলেপনার্থ যাবৎকাল মন্দিরে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন থাকে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। মানব অষ্ট তিল-প্রস্থ দান করিয়া যে পুণ্য লাভ করে, চক্রপাণির প্রসাদে নরগণের সেই পুণ্যফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতৃগণের পিণ্ডোপরি তুলসীদল দান করে, পত্রে পত্রে তাহার পিতৃগণের শতাব্দিকী তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। তুলসী বৃক্ষের মূল-মৃত্তিকায় বিশেষরূপে স্নান করিবে। এইরূপ স্নানে তীর্থকৃত স্নান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুলসী-মঞ্জরী দ্বারা বিষ্ণুপূজা করে আচন্দ্রদিবাকর তাহার নানাপুষ্প দ্বারা পূজা করা হয়। হে নারদ! যে গৃহে তুলসী-বৃক্ষবাটিকা অবস্থিত তাহার দর্শন স্পর্শনেই ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়।১৩-২৭। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবর্ষিবর! একাগ্রমনে শ্রবণ কর; আমি অন্য এক বিষয় বলিতেছি, ইতি পূর্ব্বে ইহা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। যে যে গৃহে গ্রামে বা বনে তুলসীবৃক্ষ বিরাজ করে, জগৎপতি হরি প্রীতচিত্তে সেই সেই ক্ষেত্রে বাস করেন; যথায় তুলসী বৃক্ষ আছে, সে গৃহে দারিদ্র, বন্ধুবিয়োগ, দুঃখ, ভয় বা রোগ কিছুই থাকিতে পারে না। তুলসী বৃক্ষ সর্ব্বত্রই পবিত্র; তবে পুণ্যক্ষেত্রে দেবসন্নিধানে তুলসী-রোপণে বিশেষ পবিত্রতা হইয়া থাকে। যাহারা তুলসী রোপণ করে, তাহাদের নিত্য বিষ্ণুপদ লাভ হয়। ভক্তিপূর্ব্বক তুলসী দ্বারা হরির অর্চ্চনা

তুলস্যামর্চ্চিতে ভক্ত্যা হন্ত শান্তিকরো হরিঃ।
তুলসীগন্ধমাত্রায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশো দশ চ তাঃ পূতা ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ ৩৩
যস্মিন্ গৃহে মুনিশ্রেষ্ঠ তুলসীমূলমৃত্তিকা।
সর্ব্বদা তত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাশ্চ শিবো হরিঃ॥৩৪
তুলসীবনজা ছায়া যত্র যত্র ভবেদ্দ্বিজ।
তর্পণং কুরুতে তত্র পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্॥ ৩৫
তস্যা মূলে স্থিতো ব্রহ্মা মধ্যে দেবো জনার্দ্দনঃ
মঞ্জর্য্যাং বসতে রুদ্রস্তুলসী তেন পাবনী॥৩৬
বিনা যস্তুলসীং কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাকালে তু মার্জ্জনম্
তৎসর্ব্বং রাক্ষসহৃতং নরকঞ্চ প্রযচ্ছতি॥ ৩৭
তুলসীপত্রগলিতং তোয়ং যঃ শিরসা বহেৎ।
গঙ্গাফলমবাপ্নোতি শতধেনুফলং লভেৎ॥
শিবালয়ে বিশেষেণ রোপয়েত্তুলসীং যদি।
বীজসংখ্যাং বসেৎ স্বর্গে প্রত্যেকং যুগসংখ্যয়া
উময়া তু পুরা দেবি শঙ্করার্থং হিমালয়ে।
রোপিতাঃ শতবৃক্ষাস্ত তুলস্যাঃ প্রণতোঽস্ম্যহম্
পর্ব্বণ্যবসরে যস্ত শ্রাবণে চাথ রোপয়েৎ।
সংক্রান্তিদিবসে চৈব তুলসী চাতিপুণ্যদা॥৪১
তুলসীং পূজয়েন্নিত্যং দরিদ্র ঈশ্বরো ভবেৎ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরা মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণকীর্ত্তিং দদাতি চ॥ ৪২
শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ বারাণস্যাঃ শতাধিকম্॥৪৩
কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঞ্চ নৈমিষারণ্যমেব চ।
তস্য কোটিগুণং পুণ্যং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ॥
শালগ্রামময়ী মুদ্রা সংস্থিতা যত্র হি কচিৎ।
বারাণস্যাঞ্চ যৎপুণ্যং সর্ব্বং তত্রৈব তদ্ভবেৎ॥
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
তৎসর্ব্বং নাশয়েদাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ॥ ৪৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে তুলসী-শালগ্রাম মাহাত্ম্যং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৩॥

করিলে, দারুণ উৎপাত সকল, রোগ-সমূহ ও নানা দুর্নিমিত্ত সকল দূরীভূত হয়; স্বয়ং হরি শান্তিকর হইয়া থাকেন। তুলসীর গন্ধ লইয়া বায়ু যে দিকেই প্রবাহিত হয়, তাহাতে দশদিক্ ও চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামই পূত হইয়া থাকে। হে মুনিবর! যে গৃহে তুলসীমূলমৃত্তিকা অবস্থিত, তথায় শিব হরি ও অন্য সর্ব্বদেবতা অবস্থান করেন। হে দ্বিজ! যে যেখানে তুলসীবনজাত ছায়া আছে, সেই সেইখানে তর্পণ করিলে পিতৃগণের অক্ষয়া তৃপ্তি হয়। তুলসীর মূলে ব্রহ্মা, মধ্যে দেব জনার্দ্দন এবং মঞ্জরীতে রুদ্রদেব অবস্থিত, তাই তুলসী পাবনী। যে ব্যক্তি তুলসী ব্যতীত সন্ধ্যাকালে আপোমার্জ্জন করে, তাহার সমস্ত ক্রিয়াই রাক্ষসহৃত হয় এবং সে ব্যক্তি নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি তুলীপত্রগলিত জল মস্তকে বহন করে, সে গঙ্গাবারি স্পর্শের ও ধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হয়। যদি শিবালয়ে বিশেষরূপে তুলসীরোপণ করা হয়, তবে প্রতিযুগে বীজসমসংখ্যক বর্ষ স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। পুরাকালে উমা দেবী শঙ্করের নিমিত্ত এই স্থানে শত তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আমি সেই সকল বৃক্ষকে প্রণাম করি। পর্ব্বাবসরে, শ্রাবণে অথবা সংক্রান্তিদিনে তুলসী রোপণ করিলে, তাহা অতিপুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে। নিত্য নিত্য তুলসীপূজা করিয়া দরিদ্র জনও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। সর্ব্বসিদ্ধকরী তুলসীমূর্ত্তি কৃষ্ণকীর্ত্তি-দায়িনী। যথায় শালগ্রামশিলা, সেই স্থানেই হরির সন্নিধান। তথায় স্নানদান করিলে বারাণসীক্ষেত্র অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফল দান করে। কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ বা নৈমিষারণ্যে যে পুণ্যোদয় হয়, শালগ্রাম শিলার্চ্চনে তদপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। শালগ্রামময়ী মুদ্রা যে, কোন স্থানে থাকুক, বারাণসীতে যে পুণ্য হয়, সেইরূপ পুণ্যই হইয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপ করে, শালগ্রাম শিলার্চ্চনে তৎসমস্তই সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৮—৪৬।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।
প্রয়াগতীর্থমাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যামি যথাশ্রুতম্‌ ।
মহাদানপরাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো যত্র সন্তি হি ॥ ১
যত্র গঙ্গা চ যমুনা যত্র চৈব সরস্বতী ।
তদেব তীর্থপ্রবরং দেবানামপি দুর্লভম্‌ ॥ ২
ঈদৃশং ত্রিলোকেষু ভূতং ন চ ভবিষ্যতি ।
গ্রহাণাঞ্চ যথা সূর্য্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী ॥ ৩
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং প্রয়াগাখ্যমনুত্তমম্‌ ।
প্রাতঃকালে তু ভো বিদ্বন্‌ প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ
মহাপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদম্‌ ।
দেয়ং কিঞ্চিদ্‌যথাশক্তি দারিদ্র্যাভাবমিচ্ছতা ॥৫
যো নরস্তত্র গত্বা বৈ প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ ।
ধনিকো দীর্ঘজীবী চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬
যত্র বটস্যাক্ষয়স্য দর্শনং কুরুতে নরঃ ।
তেন দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি ॥ ৭
স চাক্ষয়বটঃ খ্যাতঃ কল্পান্তেঽপি চ দৃশ্যতে ।
শেতে বিষ্ণুর্যস্য পত্রে অতোঽয়মব্যয়ঃ স্মৃতঃ ॥৯
তত্র পূজাং প্রকুর্ব্বন্তি মানবা বিষ্ণুবল্লভাঃ ।
সূত্রেণাচ্ছাদিতং কৃত্বা পূজাঞ্চৈব তু কারয়েৎ
মাধবাখ্যস্তত্র দেবঃ সুখং তিষ্ঠতি নিত্যশঃ ।
তস্য বৈ দর্শনং কার্য্যং মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
যত্র দেবাশ্চ ঋষয়ো মনুষ্যাশ্চাপি সর্ব্বশঃ ।
স্বস্বস্থানং সমাশ্রিত্য তত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥ ১১
গোঘ্নো বাপি চ চাণ্ডালো দুষ্টো বা দুষ্টচেতনঃ
বালঘাতী তথাবিদ্বান্‌ ম্রিয়তে তত্র বৈ তদা ॥
স বৈ চতুর্ভুজো ভূত্বা বৈকুণ্ঠে বসতে চিরম্‌ ।
প্রয়াগে তু নরো যস্তু মাঘস্নানং করোতি চ ॥
ন তস্য ফলসংখ্যাস্তি শৃণু দেবর্ষিসত্তম ।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা সর্ব্বলোকেষু শুশ্রুম
তেন নারায়ণঃ প্রোক্তঃ স্নাতানাং ভুক্তিমুক্তিদঃ
গ্রহাণাঞ্চ যথা সূর্য্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী ॥১৫

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন,—আমার যেরূপ শুনা আছে, সেই অনুসারে আমি প্রয়াগ তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। মহা-দানরত পুণ্যকারী ব্যক্তিগণ ঐ তীর্থে অবস্থান করিয়া থাকেন। গঙ্গা যমুনা সর-স্বতী এই তিন পুণ্যনদী প্রয়াগে বিরাজ-মানা। তীর্থপ্রবর প্রয়াগ দেবগণেরও সুদুর্লভ। এরূপ তীর্থ ত্রিভুবনে হয় নাই, হইবে না। গ্রহগণ মধ্যে যেমন সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ মধ্যে যেমন শশী, তেমনি তীর্থ-সমূহে প্রয়াগ তীর্থই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। হে বিদ্বন্‌! প্রাতঃকালে প্রয়াগে স্নান করিবে; এইরূপ স্নানকারী ব্যক্তি মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি স্বীয় ধনাভাব ঘুচাইতে চাহেন, তিনি স্নানান্তে যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ দান করিবেন। যে নর প্রয়াগে গিয়া স্নান আচরণ করে, সে নিঃসন্দেহ ধনী ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। যে মানব প্রয়াগে অক্ষয় বটের দর্শন করে, সেই দর্শন মাত্রে তাহার ব্রহ্মহত্যা পাপ ও বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেই বিখ্যাত অক্ষয় বট কল্পান্ত কালেও পরিদৃশ্যমান। উহার পত্রোপরি বিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্ত উহা অব্যয় বৃক্ষ। বিষ্ণুবল্লভ মানবগণ তথায় পূজা করিয়া থাকেন। ঐ বৃক্ষ সূত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পূজা করিতে হয়। তথায় মাধবদেব নিত্য নিত্য সুখে অবস্থান করেন। সুতরাং সেই বৃক্ষ দর্শনে মহাপাতক হইতেও মুক্ত হওয়া যায়।১—১০। ঐ বৃক্ষে দেব ঋষি ও নরগণ স্ব স্ব স্থান আশ্রয় করিয়া নিত্য নিত্য তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। গোঘ্ন, চণ্ডাল, দুষ্টচেতা, বালঘাতী বা মূর্খ যে কোন ব্যক্তি তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে-ই চতুর্ভুজ হইয়া চিরকাল বৈকুণ্ঠে বাস করে। যে নর প্রয়াগে মাঘ-স্নান করে, হে দেবর্ষি-বর! তাহার ফলের ইয়ত্তা করা যায় না। নার অর্থে জল, ইহাই সর্ব্বলোকে পরিশ্রুত; তাই বিষ্ণু নারায়ণ নামে অভিহিত। নারায়ণ প্রয়াগ স্নানকারীদিগের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। গ্রহ-গণমধ্যে যেমন সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ মধ্যে

মাসানাং হি তথা মাঘঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ।
মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রাতঃকালে তথামলে ॥
গোষ্পদেঽপি জলে স্নানং স্বর্গদং পাপিনামপি
যোগোঽয়ং দুর্লভো বিদ্বন্‌ ত্রৈলোক্যে সচরাচরে
অস্মিন্‌ যো যত্নমাপন্নঃ স্নায়াদপি দিনত্রয়ম্‌ ।
পঞ্চ বা সপ্তবাপ্যত্র স্নানং কুর্ব্বন্‌ প্রয়াগজম্‌ ॥১৮
চন্দ্রবদ্বর্দ্ধতে সোঽপি কুলে বাড়বসত্তম ।
চরাচরাশ্চ যে জীবাস্তথৈব মনুজাদয়ঃ ॥ ১৯
প্রয়াগং তীর্থমাশ্রিত্য বৈকুণ্ঠং যান্তি তেঽচিরাৎ
যে বসিষ্ঠাদয়স্তত্র ঋষয়ঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২০
তেঽপি প্রয়াগজং তীর্থং সেবন্তে চ পুনঃপুনঃ ।
যত্র বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যত্রেন্দ্রশ্চ তথা পুনঃ ॥ ২১
তেঽপি সর্ব্বে বসন্তীহ প্রয়াগে তীর্থসত্তমে ।
দানং তত্র প্রশংসন্তি নিয়মাংশ্চ তথৈব চ ॥ ২২
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥২৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে প্রয়াগমাহাত্ম্যে
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যেমন শশী তেমনই মাসসমূহ মধ্যে মাঘ মাসই শ্রেষ্ঠ। মাঘে মকরস্থ দিবাকরে বিমল প্রাতঃকালে গোষ্পদপরিমিত জলে স্নান করিলেও পাপিগণের স্বর্গলাভ হয়। হে বিদ্বন্‌! চরাচর ত্রৈলোক্যে এই যোগই সুদুর্লভ। এই যোগে যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক তিন দিন, পাঁচ দিন বা সাত দিন এইস্থানে স্নান করে, হে ব্রাহ্মণবর! সে স্বীয় কুলে চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চরাচর সমস্ত জীবই প্রয়াগ তীর্থ আশ্রয় করিয়া চিরদিনের জন্য বৈকুণ্ঠ লাভ করে। বশিষ্ঠ এবং সনকাদি ঋষিগণও পুনঃপুনঃ প্রয়াগ তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু রুদ্র এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই তীর্থবর প্রয়াগে বাস করিয়া থাকেন। তথায় দান ও নিয়মাদি সমস্তই প্রশংসনীয়। প্রয়াগে স্নান-পান করিলে কাহারও আর পুনর্জ্জন্ম ঘটে না। ১১—২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

এবং তুলস্যা মাহাত্ম্যং ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং ময়া ।
সাম্প্রতন্তু সমাচক্ষ ত্রিরাত্রং তুলসীব্রতম্‌ ॥১

মহাদেব উবাচ ।

শৃণু বিপ্র মহাবুদ্ধে ব্রতমেতৎ পুরাতনম্‌ ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২
পুরা রৈভ্যান্তরে কল্পে রাজা হ্যাসীৎ প্রজাপতিঃ
তস্য ভার্য্যা চ বিখ্যাতা চন্দ্ররূপা মহাসতী ॥ ৩
সা বৈ ব্রতমিদং চক্রে সর্ব্বকামফলপ্রদম্‌ ।
ত্রিরাত্রন্তু ব্রতং তস্যা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্‌ ॥৪
সফলং জীবিতং তেষাং যৈঃ শ্রুতং তুলসীব্রতম্‌
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু নবম্যাঞ্চৈব নারদ ॥ ৫
নিয়মস্থো ব্রতী তিষ্ঠেদ্‌ভূমিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য শুচিঃ সংযতমানসঃ ॥ ৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—ভবৎপ্রসাদে আমি এই তুলসীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে ত্রিরাত্র-তুলসীব্রত বিবরণ ব্যক্ত করুন। সদাশিব কহিলেন,—হে বিপ্র! ঐ পুরাতন ব্রতবিবরণ শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রৈভ্য মনুর অধিকারকালে প্রজাপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা বিখ্যাতা সতী চন্দ্ররূপা। রাজপত্নী চন্দ্ররূপা এই সর্ব্বকামফলপ্রদ ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ব্রতের নাম ত্রিরাত্র-তুলসীব্রত; উহা ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষপ্রদ। যাহারা তুলসী ব্রত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনই সফল। হে নারদ! কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে নিয়মস্থ হইয়া জিতেন্দ্রিয় হইবে। ব্রতী ব্যক্তি ভূতলে শয়ন করিবে। শুচি ও সংযত মনে ত্রিরাত্র যাবৎ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে।১-৬।

স্বপেন্নিয়মপূর্ব্বন্তু তুলসীবনসন্নিধৌ।
ততো মধ্যাহ্নসময়ে নদ্যাদৌ বিমলে জলে ॥৭
স্নানং কৃত্বা পিতৄন্ দেবাংস্তর্পয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
সুবর্ণং কারয়েদ্দেবং লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনম্ ॥ ৮
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যমাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা।
বস্ত্রযুগ্মং ততঃ কার্য্যং পীতে শুক্লেঽপি বাসসী।
নবগ্রহাণামারম্ভং শান্তিকং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯
শ্রপয়িত্বা চরুং তত্র বৈষ্ণবং হোমমাচরেৎ।
দ্বাদশ্যাং দেবদেবেশং পূজয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ১০
অব্রণং শুদ্ধকলশং স্থাপয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
পঞ্চরত্নসমোপেতং পল্লবৈশ্চৌষধীযুতম্ ॥ ১১
তস্যোপরি ন্যসেৎপাত্রে লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনম্।
স্থাপয়েত্তুলসীমূলে মন্ত্রৈর্বেদপুরাণকৈঃ ॥ ১২
পয়সা কেবলেনৈব সিঞ্চয়েত্তুলসীবনম্।
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ॥১৩

প্রার্থনামন্ত্রঃ—

যোঽনন্তরূপোঽখিলবিশ্বরূপো
গর্ভোদকে লোকবিধিং বিভর্ত্তি।
প্রসীদতামেষ স দেবদেবো
যো মায়য়া বিশ্বসৃদেষ দেবী ॥ ১৪

আবাহনমন্ত্রঃ—

আগচ্ছাচ্যুত দেবেশ তেজোরাশে জগৎপতে
সদৈব তিমিরধ্বংসী পাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥১৫

স্নানমন্ত্রঃ—

পঞ্চামৃতেন সুস্নানং তথা গন্ধোদকেন চ।
গঙ্গাদীনাঞ্চ তোয়েন স্নাতোঽনন্তঃ প্রসীদতু ॥

বিলেপনমন্ত্রঃ—

শ্রীখণ্ডাগুরুকর্পূরং কুঙ্কুমাদি বিলেপনম্।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেব লক্ষ্ম্যা সহ গৃহাণ বৈ ॥১৭

বস্ত্রমন্ত্রঃ—

নারায়ণ নমস্তেঽস্তু নরকার্ণবতারণ।
ত্রৈলোক্যাধিপতে তুভ্যং দদামি বসনে শুভে ॥

উপবীতমন্ত্রঃ—

দামোদর নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ।
ব্রহ্মসূত্রং ময়া দত্তং গৃহাণ পুরুষোত্তম ॥ ১৯

ব্রতী ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক তুলসীবন-সন্নিধানে নিদ্রা যাইবে। মধ্যাহ্নে নদী প্রভৃতির বিমল-জলে স্নান করিয়া যথাবিধি দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। এই ব্রতে সলক্ষ্মীক জনার্দ্দনের সুবর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। মঙ্গলকামী ব্যক্তি এ ব্যাপারে বিত্তশাঠ্য করিবেন না। পীত ও শুক্ল বস্ত্র-যুগ্ম প্রদান করিবে। কার্য্যারম্ভে বিধিপূর্ব্বক নবগ্রহশান্তি করিতে হইবে। পরে চরু পাক করিয়া বৈষ্ণব হোম করিবে। দ্বাদশীতে দেবদেবেশকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিয়া বিধিপূর্ব্বক অক্ষত শুদ্ধ কলশ স্থাপন করিবে। ঐ কলশ পঞ্চরত্ন সর্ব্বৌষধিযুক্ত হইবে। উহার উপর একটী পাত্রে লক্ষ্মীসহ জনার্দ্দন-মূর্ত্তি রাখিয়া বেদপুরাণোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক তুলসীমূলে তাহা স্থাপন করিবে। পরে পঞ্চামৃত দ্বারা জগদ্গুরু দেবদেবকে স্নান করাইয়া কেবল জল দ্বারা তুলসীবন সেচন করিবে। প্রার্থনামন্ত্র যথা—যিনি অনন্তরূপী, এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রূপ, যিনি গর্ভোদকে লোকবিধি বিধান করেন এবং যিনি মায়াবলে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, এই সেই দেবদেব প্রসন্ন হউন। আবাহনমন্ত্র যথা,—হে অচ্যুত! হে দেবেশ! হে তেজোরাশে, জগৎপতে! আপনি সর্ব্বদা তিমিরধ্বংসী, আমাকে ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন। স্নানমন্ত্র যথা,—পঞ্চামৃত গন্ধোদক, এবং গঙ্গাদিতীর্থোদকে স্নাত হইয়া অনন্তদেব প্রসন্ন হউন। বিলেপন-মন্ত্র যথা,—হে দেব! শ্রীখণ্ড অগুরু কর্পূর এবং কুঙ্কুমাদি বিলেপন আমি ভক্তিসহকারে দান করিতেছি, আপনি লক্ষ্মীসহ ইহা গ্রহণ করুন! ৭—১৭। বস্ত্রমন্ত্র যথা,—হে নরকার্ণবতারণ নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার করি। হে ত্রৈলোক্যাধিপতে! আপনাকে শুভ বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিতেছি। উপবীতমন্ত্র যথা,—হে দামোদর! আপনাকে নমস্কার; আমায় ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন। হে পুরুষোত্তম!

পুষ্পমন্ত্রঃ—

পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি মালত্যাদীনি বৈ প্রভো।
ময়া দত্তানি দেবেশ প্রীতিতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২০

নৈবেদ্যমন্ত্রঃ—

নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং নাথ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সমন্বিতম্
সর্ব্বৈ রসৈঃ সুসম্পন্নং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ২১

তাম্বুলমন্ত্রঃ—

পূগানি নাগপত্রাণি কর্পূরসহিতানি চ।
ময়া দত্তানি দেবেশ তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২২
ধূপং দত্ত্বাগুরুং ভক্ত্যা গুগ্গুলং ঘৃতমিশ্রিতম্
এবং পূজা প্রকর্ত্তব্যা ঘৃতেন দীপমাচরেৎ ॥ ২৩
বিবিধং মুনিশার্দ্দুল দীপং কৃত্বা সমাহিতঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণস্যাগ্রে তুলসীবনসন্নিধৌ ॥ ২৪
অর্ঘং তত্র প্রদাতব্যং দেবদেবায় চক্রিণে।
নবম্যাং নারিকেলেন পুত্রার্থমর্ঘ্যমুত্তমম্ ॥ ২৫
দশম্যাং বীজপূরন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
একাদশ্যাং দাড়িমেন দারিদ্র্যং নাশয়েৎ সদা ॥
সপ্তধান্যেন সংযুক্তং বংশপাত্রেণ নারদ।
ফলসপ্তকসংযুক্তং পত্রং পূগসমন্বিতম্ ॥ ২৭
বস্ত্রেণাচ্ছাদিতং কৃত্বা দেবস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ।
মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ২৮

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ—

তুলসীসহিতো দেব সদা শঙ্খেন সংযুতম্।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেবদেব নমোঽস্তু তে ॥
এবং সম্পূজ্য দেবেশং লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনম্।
প্রার্থয়েদ্দেবদেবেশং ব্রতসম্পূর্ত্তিসিদ্ধয়ে ॥ ৩০
উপোষিতোঽহং দেবেশ কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ
ব্রতেনানেন দেবেশ ত্বমেব শরণং মম ॥ ৩১
গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদপূর্ণং কৃতং ময়া।
সর্ব্বং তদস্তু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩২
নমঃ কমলপত্রাক্ষ নমস্তে জলশায়িনে।
ইদং ব্রতং ময়া চীর্ণং প্রসাদাত্তব কেশব ॥৩৩
অজ্ঞানতিমিরধ্বংসিন্ ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসাদসুমুখো ভূত্বা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ৩৪

মৎপ্রদত্ত এই ব্রহ্মসূত্র গ্রহণ করুন। পুষ্পমন্ত্র যথা—হে প্রভো! মৎপ্রদত্ত মালতী প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রীতচিত্তে পরিগ্রহ করুন। নৈবেদ্যমন্ত্র যথা,—হে নাথ! হে পরমেশ্বর! এই নৈবেদ্য ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সর্ব্বরসযুত, আপনি ইহা গ্রহণ করুন। তাম্বুলমন্ত্র যথা,—হে দেবেশ! আমি এই কর্পূরযুক্ত পূগ ও নাগপত্র সকল প্রদান করিতেছি,আপনি তাম্বুল গ্রহণ করুন। অনন্তর ধূপ অগুরু ও ঘৃতমিশ্র গুগ্গুল প্রদান করিয়া ঘৃত দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে। এইরূপে পূজা কার্য্য সমাধা করিবে। হে মুনিশার্দ্দুল! ব্রতী সমাহিত ভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের অগ্রে এবং তুলসীবনের সন্নিকটে বিবিধ দীপ প্রদানপূর্ব্বক দেবদেব চক্র-পাণিকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। নবমীতে পুত্রলাভার্থ নারিকেল দ্বারা, দশমীতে ধর্ম্ম কামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বীজপূর দ্বারা এবং একাদশীতে দারিদ্র্যনাশার্থ দাড়িম দ্বারা উত্তম অর্ঘ্য প্রদান করিবে। হে নারদ! সপ্তধান্য বংশপাত্র ও ফলসপ্তকযুক্ত পূগা-ন্বিত পত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বক্ষ্য-মাণ মন্ত্রে দেবদেবের অগ্রে নিবেদন করিবে। উক্ত নিবেদনমন্ত্র একাগ্র মনে শ্রবণ কর। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা,—হে দেব! আপনি তুলসীর সহিত এই মৎপ্রদত্ত শঙ্খ-যুক্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। হে দেবদেব! আপ-নাকে নমস্কার করি। ১৮—২৯। এইরূপে লক্ষ্মীসহ জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া ব্রত পূরণার্থ দেবদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে দেবেশ! আমি কাম-ক্রোধবিরহিত হইয়া উপবাস করিয়া আছি, আমার এই ব্রত দ্বারা আপনি আমার শরণ হউন। হে দেব! এই ব্রত গ্রহণে মৎকর্ত্তৃক ইহার যে অপূর্ণতা সাধিত হইয়াছে, হে জনার্দ্দন! আপনার প্রসাদে তৎসমস্ত সুসম্পন্ন হউক। হে কমলপত্রাক্ষ! তোমাকে নমস্কার করি। হে কেশব! আপনার প্রসাদে আমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলাম। হে অজ্ঞান-

ততো জাগরণং রাত্রৌ গীতপুস্তকবাচনম্‌ ।
নাদনৃত্যকলাভিজ্ঞৈঃ পুণ্যাখ্যানৈঃ সুশোভনৈঃ
বিভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যামুদিতে বিমলে রবৌ ।
নিমন্ত্র্য ব্রাহ্মণান্‌ ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাচ্চ বৈষ্ণবম্‌
ভোজয়িত্বা যথাকামং পায়সেন ঘৃতেন চ ।
তাম্বূলপুষ্পগন্ধাদি-দক্ষিণাভিঃ সমন্বিতম্‌ ॥৩৭
উপবীতানি বাসাংসি দত্ত্বা মালাঞ্চ চন্দনম্‌ ।
দাম্পত্যত্রিতয়ং ভোজ্যং বস্ত্রভূষণকুঙ্কুমৈঃ ॥৩৮
বংশপাত্রাণি শক্ত্যা চ বিরূঢ়ৈঃ পরিপূরয়েৎ ।
নারিকেলৈশ্চ পক্কান্নৈর্বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ ফলৈঃ॥৬৯
সপত্নীকং গুরুং তত্র বস্ত্রাণি পরিধাপয়েৎ ।
বিভূষণানি দিব্যানি গন্ধমাল্যৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥
সর্ব্বোপস্করসংযুক্তাং গাং দদ্যাচ্চ পয়স্বিনীম্‌ ।
সদক্ষিণাং সবস্ত্রাঞ্চ তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৪১
সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং স্নাতানাং জায়তে নৃণাম্‌ ।
তৎফলং স লভেৎ সর্ব্বং দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥
ভুক্ত্বা চ বিপুলান্‌ ভোগান্‌ সর্ব্বকামান্‌ মনোরমান্‌ ।
বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতি অন্তে বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে তুলসীত্রিরাত্রব্রত-বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

তিমিরহারিন্‌, কেশবদেব ! আমার এই ব্রত দ্বারা প্রসাদসুমুখ হইয়া জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ হউন। অনন্তর নাদ, নৃত্য ও কলাভিজ্ঞ গণের সহিত পুণ্যাখ্যান শ্রবণ এবং গীত ও পুস্তকবাচনপূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিবে। পরে প্রভাতে বিমল দিবাকর সমুদিত হইলে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর ঘৃত-পায়স দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাম্বূল, পুষ্প, গন্ধ, দক্ষিণা, উপবীত, বস্ত্র, মালা, এবং চন্দন দান করিবে। বস্ত্র ভূষণ ও কুঙ্কুম দানপূর্ব্বক দম্পতিত্রয় ভোজন করাইবে। নারিকেল পক্কান্ন বস্ত্র ও বিবিধ ফল দ্বারা অনেকগুলি বংশপাত্র পরিপূরণ করিবে। গুরুপত্নী ও গুরুদেবকে বস্ত্র পরিধান করাইবে এবং দিব্য দিব্য ভূষণ ও গন্ধ মাল্য দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। সর্ব্বালঙ্কারযুক্ত দক্ষিণান্বিত সবস্ত্র দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। এইরূপ দানে যে ফল হয় তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে নরগণের যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, দেবদেবের প্রসাদে এই ব্রতে সেই পুণ্যফললাভ হইয়া থাকে। ব্রতকারী ব্যক্তি ইহকালে মনোরম বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুর প্রসাদে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। ৩০—৪৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
গুণাধিকেভ্যো বিপ্রেভ্যো দাতুকামোঽপি মানবঃ ।
কানি কানি চ লোকেঽস্মিন্‌ দদ্যাৎসর্ব্বংতথা বদ
মহাদেব উবাচ ।
লোকে তত্ত্বং হি সংজ্ঞায় শৃণু দেবর্ষিসত্তম ।
অন্নমেব প্রশংসন্তি সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ২
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতুমিচ্ছন্তি মানবাঃ ।
অন্নেন সদৃশং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৩
অন্নেন ধার্য্যতে বিশ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌ ।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—গুণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে অভিলাষী হইয়া মানব কি কি বস্তু দান করিবে, তাহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবর্ষিবর ! শ্রবণ করুন, পণ্ডিতগণ অন্নদানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অন্নেতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানবগণ অন্নদান করিতেই বিশেষ-রূপে ইচ্ছা করিয়া থাকে। অন্নদানতুল্য দান হয় নাই হইবে না। অন্ন দ্বারাই চরাচর

অন্নমূর্জ্জস্করং লোকে প্রাণা হ্যন্নে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৪
দাতব্যং ভক্ষ্যমেবান্নং ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে।
কুটুম্বং পীড়য়িত্বাপি আত্মনো ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৫
নারদাসৌ বিদাং শ্রেষ্ঠো যো দদ্যাদন্নমর্থিনে।
ব্রাহ্মণায়ার্ত্তরূপায় পারলৌকিকমাত্মনঃ ॥ ৬
আত্মীয়ভূতিমন্বিচ্ছন্ কালে দ্বিজমুপস্থিতম্।
শ্রান্তমধ্বনি বর্ত্তন্তং গৃহস্থো গৃহমাগতম্ ॥ ৭
অন্নদঃ প্রাপ্নুতে বিদ্বান্ সুশীলো বীতমৎসরঃ।
ক্রোধমুৎপতিতং হিত্বা দিবি চেহ চ যৎসুখম্ ॥
নাভিনিন্দেচ্চ অতিথিং ন দ্রুহ্যাচ্চ কথঞ্চন।
ব্রহ্মবিদেহর্পয়েদন্নং তচ্চ দানং বিশিষ্যতে ॥ ৯
শ্রান্তায়াদৃষ্টপূর্ব্বায় অন্নমধ্বনিবর্ত্তিনে।
যো দদ্যাচ্চ পরিক্লিষ্টং সর্ব্বধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০
পিতৃদেবাংস্তথা বিপ্রানতিথীংশ্চ মহামুনে।
যো নরঃ প্রীণয়েতান্নৈস্তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥১১
কৃত্বাপি সুমহৎ পাপং যো দদ্যাদন্নমর্থিনে।
ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ স তু পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১২
ব্রাহ্মণেষ্বক্ষয়ং দানমন্নং শূদ্রে মহৎ ফলম্।
অন্নদানঞ্চ শূদ্রে চ ব্রাহ্মণে চ বিশিষ্যতে ॥ ১৩
ন পৃচ্ছেদ্ গোত্রচরণং ন চ স্বাধ্যায়মেব চ।
ভিক্ষুকো ব্রাহ্মণো হ্যত্র দদ্যাদন্নং প্রযাচিতঃ ॥
অন্নদস্য শুভা বৃক্ষাঃ সর্ব্বকামফলান্বিতাঃ।
সম্ভবন্তীহ লোকে চ হর্ষযুক্তাস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৫
অন্নদানেন যে লোকাস্তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে।
বিমানানি প্রকাশন্তে দিবি তেষাং মহাত্মনাম্
নানাসংস্থানরূপাণি নানাকামান্বিতানি চ।
সর্ব্বকামফলাশ্চাপি বৃক্ষা ভুবনসংস্থিতাঃ ॥১৭
হেমবাপ্যঃ শুভাঃ সর্ব্বা দীর্ঘিকাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ঘোষবন্তি চ যানানি মুক্তান্যথ সহস্রশঃ ॥ ১৮
ভক্ষ্যভোজ্যময়াঃ শৈলা বাসাংস্যাভরণানি চ।
ক্ষীরং স্রবন্ত্যঃ সরিতস্তথৈবাজ্যস্য পর্ব্বতাঃ ॥
প্রাসাদাঃ শুভ্রবর্ণাভাঃ শয্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ।

বিশ্ব প্রতিপালিত। অন্ন বলকর এবং অন্নেতেই প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত। আত্মহিত-কামী ব্যক্তি কুটুম্বপীড়ন করিয়াও মহাত্মা ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য অন্ন প্রদান করিবেন। হে নারদ! তিনিই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, যিনি অন্নার্থী আর্ত্ত ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্নদানেই ঐহিক পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতে হয়। যথাকালে উপস্থিত পথ-শ্রান্ত গৃহাগত অতিথি ব্রাহ্মণকে সুশীল মাৎ-সর্য্যহীন বিজ্ঞ গৃহস্থ স্বীয় অভ্যুদয় কামনায় অন্ন দান করিবেন। অতিথিদর্শনে গৃহস্থ ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। অতিথিসেবায় ঐহিক পারত্রিক সমস্ত সুখ হইয়া থাকে। অতিথিকে নিন্দা করিতে নাই এবং তৎপ্রতি কোনরূপ দ্রোহাচরণ করিবে না। ব্রহ্মজ্ঞ অতিথিকে অন্নদান করিবে। এইরূপ অন্নদানই বিশিষ্ট দান। যিনি শ্রান্ত ক্লান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে অন্ন দান্ করেন, তিনি সর্ব্বধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মহামুনে! যিনি পিতৃ, দেব, বিপ্র, অতিথিবর্গকে অন্ন দ্বারা প্রীণন করেন; তাঁহার অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে। মানব মহা পাপ করিয়াও যদি অর্থীকে, বিশেষত ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করে, তাহা হইলে সে সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয়। ১—১২। ব্রাহ্মণকে অন্ন দানে অক্ষয় ফল, পরন্তু শূদ্রজনকেও অন্ন দান করিলে মহাফল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র সকল পাত্রেই অন্ন দান প্রশস্ত। অতি-থিকে তাহার গোত্র, শাখা বা স্বাধ্যায় কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে নাই। প্রার্থিত হইয়া ভিক্ষুককেও ব্রাহ্মণজ্ঞানে অন্ন-দান করিবে। অন্নদাতার শুভ বৃক্ষ সকল সমস্ত কামফলেই অন্বিত হইয়া থাকে। কি মর্ত্ত্যে কি স্বর্গে উভয়ত্রই অন্নদাতগণ প্রহর্ষযুক্ত হইয়া থাকেন। হে মহামুনে! অন্নদানে যেরূপ লোক লাভ হয় তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। অন্নদাতা মহাত্মগণের জন্য স্বর্গে নানা সংস্থান, নানারূপ ও নানা কামযুক্ত বিমান সকল বিরাজ করিতে থাকে। ভুবনস্থ বৃক্ষগণ সমস্ত কামফলপ্রদ হয়। সুন্দর সুন্দর হেমবাপী, দীর্ঘিকা, শব্দায়মান যানগণ, ভক্ষ্যভোজ্যপরিপূর্ণ পর্ব্বত সকল, প্রভৃত বস্ত্র-আভরণ, ক্ষীরবাহিনী নদী সকল

তদন্নং দাতুমিচ্ছন্তি তস্মাদন্নপ্রদো ভবেৎ ॥২০
এতে লোকাঃ পুণ্যকৃতামন্নদানং মহৎফলম্।
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতব্যং মানবৈর্ভুবি ॥২১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে অন্নদানপ্রশংসানাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

পানীয়দানং পরমং দানানামুত্তমং সদা।
তস্মাদ্বাপীশ্চ কূপাংশ্চ তড়াগানি চ কারয়েৎ ॥১
অৰ্দ্ধং পাপং সংহরন্তি পুরুষস্য বিকর্ম্মণঃ।
কূপাঃ প্রবৃত্তপানীয়াঃ সুপ্রবৃত্তস্য নিত্যশঃ ॥২
স চ তারয়তে বংশং যস্য খাতজলাশয়ে।
গাবঃ পিবন্তি বিপ্রাশ্চ সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ৩

বহুতর স্তম্ভপরিবৃত, শুভ্রবর্ণ প্রাসাদ সকল এবং কনকোজ্জ্বল বহু শয্যা অন্নদাতা ভোগ করিয়া থাকেন। মানবগণ এই নিমিত্তই অন্নদানে অভিলাষী হয়। অন্নদানে উল্লিখিত ফল সকল ঘটে বলিয়া আমিও বলি, মানব অন্নদাতা হউক। পুণ্যকারীদিগের ঐ সকল শুভ লোক লাভ হয়। অতএব অন্নদানই মহাফলজনক। তাই বলি, ভূতলে মানবগণের পক্ষে অন্নদানই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। ১৩—২১।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—দানের মধ্যে পানীয় দানই উত্তম দান। সুতরাং বাপী, কূপ, ও তড়াগ সকল খনন করাইবে। কুকর্ম্মাসক্ত পুরুষ পরে নিয়ত সৎকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া জলপূর্ণ কূপ সকল খনন করাইবামাত্র তাহার কৃত পাপের অর্দ্ধাংশ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে তাহার বংশের উদ্ধারসাধন করে। যাহার খাত জলাশয়ে গো সকল, বিপ্রগণ এবং

নিদাঘকালে পানীয়ং যস্য তিষ্ঠতি নারদ।
দুর্গে বিষমকৃচ্ছ্রে চ ন কদাচিদবাপ্যতে ॥ ৪
তড়াগানাঞ্চ বক্ষ্যামি কৃতানাং যে গুণাঃ স্মৃতাঃ
ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বত্র পূজিতো যস্তড়াগবান্ ॥৫
অথবা মিত্রসদনং মিত্রমৈত্রীবিবর্দ্ধনম্।
কীর্ত্তিসঞ্জননং শ্রেষ্ঠং তড়াগানাং নিবেশনম্ ॥৬
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তড়াগং সুকৃতং দেশে ক্ষেত্রমধ্যে মহাশ্রয়ম্ ॥ ৭
চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং তড়াগস্থোপলক্ষয়েৎ।
তড়াগানি চ সর্ব্বাণি দিশন্তি শ্রেয় উত্তমম্ ॥ ৮
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো নাগরাক্ষসাঃ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি সংশ্রয়ন্তি জলাশয়ম্ ॥ ৯
বর্ষাঋতৌ তড়াগে তু সলিলং যত্র তিষ্ঠতি।
অগ্নিহোত্রফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০
হেমন্তে শিশিরে চৈব সলিলং যস্য তিষ্ঠতি।
গোসহস্রফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
বসন্তেঽপি তথা গ্রীষ্মে সলিলং তিষ্ঠতে যদি।

সাধুগণ ও অন্যান্য নরগণ সর্ব্বদা জলপান করে এবং নিদাঘকালেও যাহার খাত জলাশয়ে পানীয় পূর্ণ থাকে, হে নারদ! অতি বিষম ব্যসনেও কদাচ সে ক্লান্ত হয় না। এক্ষণে তড়াগসমূহের গুণরাশি বিবৃত করিতেছি। তড়াগকর্ত্তা ত্রিভুবনের সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া থাকেন। উত্তম তড়াগ সংস্থানে অমিত্রতা নাশ পায়, মিত্রমৈত্রী বর্দ্ধিত হয় এবং কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। মনীষিগণ বলেন, সুসম্পাদিত তড়াগ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম ফলের জনক। ক্ষেত্র মধ্যে তড়াগসংস্থান চতুর্বিধ ভূতজাতির মহাশ্রয়। সমস্ত তড়াগই উত্তম মঙ্গলদায়ক। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, নাগ, রাক্ষস, ও যে কিছু স্থাবর প্রাণী, সমস্তই জলাশয় আশ্রয় করিয়া থাকে। যাহার তড়াগে বর্ষাকালে জল থাকে, তাহারও অগ্নিহোত্র-ফল হইয়া থাকে। হেমন্তে এবং শিশিরে যাহার জলাধারে জল অবস্থান করে, তাহার গোসহস্রফললাভ হইয়া থাকে। বসন্তে বা গ্রীষ্মকালে জলাশয়ে জল থাকিলে জলা-

অতিরাত্রাশ্বমেধাভ্যাং ফলমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১২
অথৈতেষান্তু বৃক্ষাণাং রোপণে চ গুণান্ শৃণু
অতীতানাগতৌ চোভৌ পিতৃবংশৌ মহাঋষে
তারয়েদ্বৃক্ষরোপী চ তস্মাদ্ বৃক্ষাংস্তু রোপয়েৎ
পুত্রপৌত্রা ভবন্ত্যেতে পাদপা নাত্র সংশয়ঃ॥১৪
পরলোকং গতঃ সোঽপি লোকানাপ্নোতি চাক্ষয়ান্।
পুষ্পৈঃ সুরগণান্ সর্ব্বান্ পত্রৈশ্চাপি তথা পিতৃন্
ছায়য়া চাতিথীন্ সর্ব্বান্ পূজয়ন্তি মহীরুহাঃ।
কিন্নরোরগরক্ষাংসি দেবগন্ধর্ব্বমানবাঃ॥ ১৬
তথা ঋষিগণাশ্চৈব সংশ্রয়ন্তি মহীরুহান্।
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ তর্পয়ন্তীহ মানবান্॥ ১৭
ইহ লোকে পরে চৈব পুত্রাস্তে ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ।
তড়াগবৃক্ষরোপাশ্চ ইষ্টযজ্ঞাশ্চ যে দ্বিজাঃ॥ ১৮
এতে স্বর্গান্ন হীয়ন্তে যে চান্যে সত্যবাদিনঃ।
সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরন্তপঃ॥ ১৯
সত্যমেব পরো যজ্ঞঃ সত্যঞ্চ পরং শ্রুতম্।
সত্য দেবেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদম্॥২০
তপো যজ্ঞাশ্চ পুণ্যঞ্চ তথা দেবর্ষিপূজনম্।
আদ্যো বিধিশ্চ বিদ্যা চ সর্ব্বংসত্যে প্রতিষ্ঠিতম্
সত্যং যজ্ঞস্তপো দানং মন্ত্রা দেবী সরস্বতী।
ব্রতচর্য্যা তথা সত্যমোঙ্কারঃ সত্যমেব চ॥ ২২
সত্যেন বায়ুরভ্যেতি সত্যেন তপতে রবিঃ।
সত্যেন চাগ্নির্দহতি স্বর্গঃ সত্যেন তিষ্ঠতি॥ ২৩
পূজনং সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সত্যঞ্চ বদতে লোকে সর্ব্বমাপ্নোত্যসংশয়ঃ॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বযজ্ঞানাং সত্যমেব বিশিষ্যতে॥২৫
সত্যেন দেবাঃ প্রীয়ন্তে পিতরো ঋষয়স্তথা।
সত্যমাহুঃ পরং ধর্ম্মং সত্যমাহুঃ পরং পদম্॥ ২৬
সত্যমাহুঃ পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সত্যং বদামি তে।
মুনয়ঃ সত্যনিরতাঃ তপস্তপ্ত্বা সুদুষ্করম্॥ ২৭

শয়কর্ত্তার অতিরাত্র ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ইহা মনীষিগণের অভিমত। অনন্তর শ্রবণ কর, তড়াগতীরে বৃক্ষরোপণে যে ফললাভ হয় তাহা এক্ষণে বলিতেছি। হে মহর্ষে! তড়াগতীরে বৃক্ষরোপণকারী ব্যক্তি অতীত অনাগত উভয় পিতৃবংশকেই উদ্ধার করিয়া থাকে। অতএব এরূপ বৃক্ষ-রোপণ অবশ্য কর্ত্তব্য। রোপিত পাদপ সকলই পুত্র-পৌত্ররূপে উৎপন্ন হয়, একথা নিঃসন্দেহ। বৃক্ষরোপণকারী ব্যক্তি পর-লোক প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় লোক সকল লাভ করিয়া থাকে। রোপিত মহীরুহগন পুষ্প দ্বারা দেবগণকে, পত্র দ্বারা পিতৃগণকে এবং ছায়া দ্বারা অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত করিয়া থাকে। কিন্নর, উগর, রাক্ষস, দেব, গন্ধর্ব্ব, মানব ও ঋষি সকলেই মহীরুহের আশ্রয় লইয়া থাকেন। মহীরুহগণ পুষ্পিত ও ফলসম্পন্ন হইয়া মানবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। ইহলোকে এবং পরলোকে রোপিত বৃক্ষগণই মানবগণের ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। যাঁহারা ইষ্টযজ্ঞপরায়ণ, যাঁহারা তড়াগতীরে বৃক্ষরোপণকারী এবং যাঁহারা সত্যবাদী, এই ত্রিবিধ দ্বিজাতি কদাচ স্বর্গচ্যুত হন না। সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সত্যই পরম যজ্ঞ, এবং সত্যই পরম শ্রুত। সত্য দেবগণে জাগরূক এবং সত্যই পরমপদ। কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি পুণ্যার্জ্জন, কি দেবর্ষিপূজা, কি আদ্য বিধি, কি বিদ্যা, সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যই যজ্ঞ, সত্যই দান, সত্যই মন্ত্র, সত্যই সরস্বতী, সত্যই ব্রহ্মচর্য্য, এবং সত্যই ওঙ্কার। সত্যবলেই বায়ু প্রবহমাণ, সত্যবলেই রবি তপনশীল, সত্যবলেই অগ্নি দহনপর, এবং সত্যবলেই স্বর্গের অবস্থান। ১—২৩। সত্যবাদী লোক সর্ব্বদেবপূজা, এবং সর্ব্ব-তীর্থাবগাহনের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য তুলাদণ্ডে ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত যজ্ঞ হইতে সত্যই গৌরব লাভ করে। দেব পিতৃ ও ঋষিগণ সত্যেই প্রীত হইয়া থাকেন, সত্যই পরম ধর্ম্ম এবং সত্যই পরমপদ বলিয়া অভিহিত। তত্ত্বজ্ঞগণ সত্যকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ

সত্যধর্ম্মরতাঃ সিদ্ধাস্ততঃ স্বর্গমিতোগতাঃ।
অপ্সরোগণসঙ্ঘুষ্টৈর্বিমানৈঃ পরিতো বৃতাঃ ॥২৮
বক্তব্যঞ্চ সদা সত্যং ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
অগাধে বিপুলে সিদ্ধে সত্তীর্থে চ শুচৌ হৃদি ॥
স্নাতব্যং মনসা যুক্তৈঃ স্নানং তৎ পরমং স্মৃতম্।
আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবাঃ।
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥
বেদা যজ্ঞাস্তথা মন্ত্রাঃ সন্তি বিপ্রেষু নিত্যশঃ।
ন ভান্ত্যজ্ঝিতসত্যেষু তস্মাৎ সত্যং সমাচরেৎ
নারদ উবাচ।
তপসাং মে ফলং ব্রূহি পুনরেব বিশেষতঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং তপোবলম্ ॥
মহাদেব উবাচ
প্রবক্ষ্যামি তপো ধ্যানং সর্ব্বকামার্থসাধকম্।
সুদুশ্চরং দ্বিজাতীনাং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৩৩

তপো হি পরমং প্রোক্তং তপসা বিন্দতে ফলম্
তপোরতো হি যো নিত্যং মোদতে সহ দৈবতৈঃ
তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ।
তপসা মোক্ষমাপ্নোতি তপসা বিন্দতে মহৎ॥৩৫
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পত্তিঃ সৌভাগ্যং রূপমেব চ।
তপসা লভতে সর্ব্বং মনসা যদ্যদিচ্ছতি ॥৩৬
নাতপ্ততপসো যান্তি ব্রহ্মলোকং কদাচন।
যৎ কার্য্যং কিঞ্চিদাস্থায় পুরুষস্তপ্যতে তপঃ ॥৩৭
তৎ সর্ব্বং সমবাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ।
সুরাপঃ পরদারী চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
তপসা তরতে সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ বিমুচ্যতে ॥ ৩৮
অপি সর্ব্বেশ্বরঃ স্থাণুর্ব্বিষ্ণুশ্চৈব সনাতনঃ।
ব্রহ্মা হুতাশনঃ শক্রো যে চান্যে তপসান্বিতাঃ ॥
ষড়শীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
তপসা দিবি মোদন্তে সমেতা দৈবতৈঃ সহ ॥
তপসা প্রাপ্যতে রাজ্যংশক্রঃ সর্ব্বে পুরা সুরাঃ*

করেন। অতএব আমি তোমায় সেই সত্যের কথাই কহিতেছি। সত্যনিষ্ঠ মুনিগণ এবং সত্যধর্ম্মরত সিদ্ধগণ কঠোর তপস্যা করিয়া পশ্চাৎ অপ্সরোগণের সঙ্গীত-মুখরিত বিমানশ্রেণীদ্বারা পরিবৃত হইয়া ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করেন। সর্ব্বদা সত্য বলিবে; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। অগাধ বিপুল স্বভাব সিদ্ধ সত্তীর্থময় শুদ্ধ হৃদয়ে মনোযোগের সহিত স্নান করিবে; এই স্নানই পরম স্নান বলিয়া অভিহিত। যে সকল মানব আত্মার্থেই কি পরার্থেই কি, আর পুত্রার্থেই কি, কোন কিছুতেই কদাচ মিথ্যা বাক্য বলেন না, তাঁহারাই স্বর্গগামী হইয়া থাকেন। বেদ, যজ্ঞ, মন্ত্র, এই সকল নিত্য বিপ্রবর্গে বিদ্যমান; কিন্তু যাঁহারা সত্যভ্রষ্ট, তাদৃশ বিপ্রে ঐ সকল বিরাজ করে না। অতএব, সত্যানুশীলনই কর্ত্তব্য। নারদ কহিলেন,—সর্ব্ব বর্ণের তপঃফল বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের তপোবল আমার নিকট বর্ণন করুন। মহাদেব কহিলেন,—দ্বিজাতিগণের সর্ব্বকর্ম্মার্থসাধক তপোধ্যান আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আমার নিকট উহা

শ্রবণ কর। তপস্যাই পরম বস্তু; তপস্যা দ্বারাই প্রকৃত ফল লাভ করা যায়। তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিই নিত্য দেবগণসহ বিহার করিয়া থাকেন। স্বর্গ, যশ এবং মোক্ষ বা পরম পদ একমাত্র তপস্যা দ্বারাই লাভ করা যায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সম্পত্তি, সৌভাগ্য, রূপ এবং অন্য যে কিছু মনোভীষ্ট, সমস্তই একমাত্র তপোবলে লব্ধ হইয়া থাকে। তপস্যা না করিয়া কেহই কখনও ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতে পারে না। মানব যে কোন কার্য্যোদ্দেশে তপস্যা করে, ইহকালে কিম্বা পরকালে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুরাপায়ী, পরদাররত, ব্রহ্মঘ্ন বা গুরুতল্পগামী ব্যক্তি তপস্যাবলেই উদ্ধার লাভ করে এবং তপস্যাগুণেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।২৪—৩৮। সর্ব্বেশ্বর স্থাণু, সনাতন বিষ্ণু, ব্রহ্মা, হুতাশন, ইন্দ্র এবং অন্য যে সকল তপস্বী তাঁহারা এবং ষড়শীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনি, সকলেই তপোবলেই স্বর্গে বিহার করিয়া থাকেন। দেবাধিপতি

* সর্ব্বেশ্বরঃ পুরা ইতি চ পাঠঃ।

তপসাপালয়ন্ সর্ব্বানহন্যহনি বৃত্তিদাঃ ॥ ৪১
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ দেবৌ সর্ব্বলোকহিতে রতৌ।
তপসৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥ ৪২
সর্ব্বঞ্চ তপসাপ্নোতি সর্ব্বঞ্চ সুখমশ্নুতে।
তপস্তপতি যোঽরণ্যে বন্যমূলফলাশনঃ ॥ ৪৩
যোঽধীতে শ্রুতিমেবাদৌ সমং স্যাত্তপসা মুনে
শ্রুতেরধ্যাপনাৎ পুণ্যং যদাপ্নোতি দ্বিজোত্তমঃ
তদধ্যাযস্য জপ্যাচ্চদ্বিগুণং ফলমশ্নুতে।
জগদ্যথা নিরালোকং জায়তে শশিভাস্করৌ॥২৫
বিনা তথা পুরাণং হি ধ্যেয়মস্মান্মহামুনে।
তপ্যমানস্তপো জ্ঞানং যো ধারয়তি শাস্ত্রতঃ ॥৪৬
সম্বোধয়তি লোকঞ্চ তস্মাৎ পূজ্যতমো গুরুঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব পাত্রাণাং শ্রেষ্ঠং পাত্রং পুরাণবিৎ ॥
পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মাৎ পাত্রমুদাহৃতম্।
ধনং ধান্যং হিরণ্যংবা বাসাংসি বিবিধানি চ ॥৪৭
যে যচ্ছন্তি সুপাত্রায় তে যান্তি চ পরাং গতিম্
গাশ্চৈব মহিষীশ্চাপি গজানশ্বাংশ্চ শোভনান্॥৪৯
যঃ প্রযচ্ছতি মুখ্যায় তৎ পুণ্যস্য ফলং শৃণু।
অক্ষয়ং সর্ব্বলোকানাং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
মহীং যদাতি যস্তস্মৈ কৃষ্টাং ফলবতীং শুভাম্
স তারয়তি বৈ, বংশান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্।
বিমানেন চ দিব্যেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
ন যজ্ঞৈস্তুষ্টিমায়ান্তি দেবাঃ প্রোক্ষণকৈরপি ॥
বলিভিঃ পুষ্পপূজাভির্যথা পুস্তকবাচনৈঃ।
বিষ্ণোরায়তনে যস্তু কারয়েদ্ধর্ম্মপুস্তকম্ ॥ ৫৩
দেব্যাঃ শম্ভোর্গণেশস্য অর্কস্য চ তথা পুনঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং পুণ্যং পুস্তকবাচনম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সূর্য্যলোকং ভিনত্তি সঃ
সূর্য্যলোকঞ্চ ভিত্বাসৌ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি।

ইন্দ্র তপস্যা দ্বারাই রাজ্য লাভ করেন এবং তপোবলেই সকলকে অহরহ পালন করিয়া থাকেন। তপোবলেই সূর্য্য এবং চন্দ্রমা সর্ব্বলোকের হিতনিরত, নক্ষত্র এবং গ্রহগণ তপস্যা দ্বারাই প্রকাশমান। তপোবলে সমস্তই লাভ করা যায় এবং তপোবলেই সর্ব্বসুখ লভ্য হইয়া থাকে। বনজাত ফল-মূল খাইয়া যিনি অরণ্যমধ্যে তপস্যা করেন এবং যিনি যথাকালে শ্রুতি অধ্যয়ন করেন, উক্ত উভয়েরই তুল্য ফল হইয়া থাকে। দ্বিজোত্তম বেদাধ্যাপনায় যে পুণ্য লাভ করেন, জপকার্য্য হইতে তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্য ব্যতীত জগৎ যেমন আলোকহীন হইয়া পড়ে, তেমনি পুরাণ ব্যতিরেকেও জগৎ জ্ঞানহীন হইয়া থাকে; অতএব হে মহামুনে! পুরাণই এক-মাত্র ধ্যেয়। গুরু শাস্ত্রানুসারে তপস্যা করিয়া জ্ঞান লাভ করেন এবং নিজে জ্ঞানী হইয়া অন্য সকলকেও প্রবোধিত করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই তিনি পূজ্যতম। সকল পাত্র অপেক্ষা পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ পাত্র। যেহেতু পতন হইতে ত্রাণ করেন, এইজন্যই তিনি পাত্র নামে অভিহিত। ধন, ধান্য, হিরণ্য এবং বিবিধ বস্ত্র যাঁহারা সুপাত্রকে দান করেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গো, মহিষী, গজ ও সুন্দর অশ্ব সকল যিনি মুখ্য জনকে দান করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ দানকারী ব্যক্তি অক্ষয় অশ্ব-মেধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি উক্ত সৎপাত্রে সুকৃষ্ট সুফলযুক্ত মহী দান করেন, তিনি পূর্ব্বতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকেন। অধিকন্তু অন্তে তিনি দিব্য বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করেন। পুস্তকবাচনে দেবগণ যেমন পরিতুষ্ট হন, যজ্ঞ অভিষেক বলি বা পুষ্প-পূজা দ্বারা তাঁহারা সেরূপ প্রীতি লাভ করেন না। যে ব্যক্তি বিষ্ণু, পার্ব্বতী, শম্ভু, গণেশ ও সূর্য্যের মন্দিরে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করায় তাহার রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে।৩৯—৫৪। ইতিহাস-পুরাণাত্মক পুস্তক-বাচনই পুণ্যজনক। এইরূপ পুস্তকবাচক ব্যক্তি সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হয় এবং সূর্য্যলোক ভেদ করিয়া গমন করে। পরে

স্থিত্বা কল্পশতান্যত্র রাজা ভবতি ভূতলে॥ ৫৬
অশ্বমেধসহস্রস্য যৎ ফলং সমুদাহৃতম্‌।
তৎ ফলংসমবাপ্নোতি দেবাগ্রে যো জয়ং পঠেৎ
তস্মাৎ সর্ব্বযত্নেন কার্য্যং পুস্তকবাচনম্‌।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বিষ্ণোরায়তনে শুভম্‌।
নান্যৎপ্রীতিকরং বিষ্ণোস্তথান্যেষাং দিবৌকসাম্‌

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বৃক্ষ-প্রপা-সরোবর-তপোহধ্যয়ন-পুরাণবাচন-মাহাত্ম্যং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌।
পুরাণং পরমং পুণ্যং সর্ব্বপাপহরং শুভম্‌॥ ১
কুমারেণ চ লোকানাং নমস্কৃত্য পিতামহম্‌।
প্রোক্ত ব্রহ্মেদং মমাখ্যানং দেবর্ষের্ব্রহ্মসূনুনা॥ ২

সনৎকুমার উবাচ।
গতোঽহং ধর্ম্মরাজানং দ্রষ্টুং সম্পূজিতো মুদা।
শ্রুতিভিঃ পরয়া ভক্ত্যা তেনোক্তোঽস্মি সুখাসনে
ময়া তত্রোপবিষ্টেন দৃষ্টং কিঞ্চিন্মহাদ্ভুতম্‌।
কাঞ্চনেন বিমানেন বৈদূর্য্যকৃতবেদিনা॥ ৪
মণিমুক্তাবিচিত্রেণ কিঙ্কিণীজালশোভিনা।
আগতং পুরুষং তত্র আসনাদ্দেবসত্তম॥ ৫
সসম্ভ্রমং সমুত্থায় দৃষ্ট্বা ধর্ম্মঃ স্বয়ংবিভুঃ।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌ পূজিতোঽর্ঘ্যেণ বৈ ততঃ
শিরস্যাঘ্রায় দেবেশঃ পুরঃ স্থাপ্য ততঃ পরম্‌।
পূজয়িত্বা তু তং ধর্ম্ম ইদং বাক্যমুবাচ হ॥ ৭
স্বাগতং ধর্ম্মদর্শিন্‌ প্রীতোঽস্মি দর্শনাত্তব।
সমীপে মম তিষ্ঠস্ব কিঞ্চিজ্‌জ্ঞানং বদস্ব মে॥ ৮
পুনর্যাস্যসি তৎস্থানং যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ।
ইত্যুক্তে চ ততস্তস্মো বিমানবরমাস্থিতঃ॥ ৯

সূর্য্যলোক হইতে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া থাকে। সেস্থানে শতকল্প কাল থাকিয়া পরে ভূতলে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সহস্র অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে যে ফল হইয়া থাকে, দেবতার অগ্রে জয়গ্রন্থ পাঠে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বিষ্ণুর আয়তনে ইতিহাসপুরাণাত্মক পুণ্য পুস্তক বাচন কর্ত্তব্য। এই পুস্তক বাচন ব্যতীত বিষ্ণুর এবং অন্যান্য দেবগণের প্রীতিকর অন্য কিছুই নাই। ১—৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—এ বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ ইতিহাস পরম পুণ্য সর্ব্ব পাপহর এবং শুভাবহ। ব্রহ্মনন্দন সনৎকুমার একদা পিতামহকে নমস্কার করিয়া আমার নিকট লোকহিতার্থ উক্ত আখ্যান কীর্ত্তন করেন। সনৎকুমার কহিলেন;—আমি একদিন ধর্ম্মরাজকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ধর্ম্মরাজ প্রীতি ও ভক্তিভরে যথাশাস্ত্র আমার পূজা করিলেন এবং সুখাসনে উপবেশনার্থ আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি সেই আসনে বসিয়া তথায় এক অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলাম। দেখিলাম, তথায় এক পুরুষ আসিলেন। তিনি মণিমুক্তাবিচিত্র, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত বৈদূর্য্যমণির বেদীযুক্ত এক কাঞ্চন বিমানে উপবিষ্ট। হে দেবসত্তম! সেই পুরুষ দর্শনে স্বয়ং প্রভু ধর্ম্মরাজ সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক অর্ঘ্যদানে তাহাকে পূজা করিলেন এবং তদীয় মস্তক আঘ্রাণান্তে তাহাকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া সসম্মানে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ধর্ম্মদর্শিন্‌! আপনার শুভাগমন হউক। আপনাকে দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। আপনি আমার নিকটে অবস্থান করুন এবং আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন। ১—৮। পরে এ স্থান হইতে আপনি পুনরায় ব্রহ্মার নিকট গমন

আগতঃ পুরুষো দেবো যত্র তিষ্ঠতি ধর্ম্মরাট্ ।
স পূজিতো বিমানস্থঃ প্রশ্রয়াবনতেন চ ॥ ১০
সামপূর্ব্বং তথোক্তা তু যথাপূর্ব্বং নরঃ স্বয়ম্ ।
কিমনেন কৃতং কর্ম্ম যস্য তুষ্টো ভবান্ ভৃশম্ ॥
অত্র মে কৌতুকং জাতং কৃতা হি স্বয়মেব তু ।
যদস্য ভবতা পূজা সবিস্ময়মনন্তরম্ ॥ ১২
তথৈবাস্য কৃতা পূজা দ্বিতীয়স্য নরস্য তু ।
মেনেঽহং শুভকর্ম্মাণৌ বিমানং বরসত্তমৌ ॥১৩
যস্মাভ্যাং স্বয়ং পূজাং কুরুষে ধর্ম্মকারণাৎ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈস্ত পূজ্যসে ত্বং সদানিশম্ ॥
যস্যেদৃক্ পরমং পুণ্যং কিমেতৌ কর্ম্ম চক্রতুঃ
কথ্যতাং মম সর্ব্বজ্ঞ ফলং দিব্যমবাপতুঃ ॥ ১৫

তচ্ছ্রুত্বা স তু মাং প্রাহ শৃণু কর্ম্মানয়োঃ কৃতম্ ।
যৎ কৃত্বাঽমিহায়াতৌ তচ্ছৃণুষ মহামতে ॥ ১৬

ধর্ম্ম উবাচ ।

বৈদিশং নাম নগরং পৃথিব্যামস্তি বিশ্রুতম্ ।
তত্রাভূৎ পৃথিবীপালো ধরাপাল ইতি শ্রুতঃ॥১৭
কস্মিন্ কালে পুরা দেবী শশাপ স্বগণং ক্রুধা ।
মদৃতেনা পরা নারী ভর্ত্তুর্যস্মে নিবেশিতা ॥ ১৮
তস্মাদ্দ্বাদশবর্ষাণি জম্বুকস্ত্বং ভবিষ্যসি ।
ইত্যুক্তঃ স চ বভ্রাম জম্বুকো মেদিনীতলম্ ॥১৯
বেতসীবেত্রবত্যোস্ত সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
শাপান্তো ভবিতা পুত্র ইত্যুক্তং গিরিকন্যয়া ॥২০
তত্র চানশনং কৃত্বা ক্ষেত্রে প্রাণাংস্ততোঽত্যজৎ
দিব্যরূপবপুর্ভূত্বা জগাম বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ২১

করিবেন। ধর্ম্মরাজ এই সকল কথা কহিতে-ছেন, ইতিমধ্যে উত্তম বিমানারূঢ় অন্য এক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেখানে ধর্ম্মরাজ ছিলেন, এই নবাগত পুরুষও সেই-স্থানেই আসিলেন। পূর্ব্বাগত পুরুষকে ধর্ম্মরাজ যেরূপ পূজা করিয়াছিলেন, এই বিমানারূঢ় নবাগত পুরুষও বিনয়াবনত ধর্ম্ম-রাজের নিকট সেইরূপই পূজিত হইলেন। আমি তখন ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এই যাঁহার প্রতি এত অধিক তুষ্ট হইয়াছেন, ইনি কিরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন? আপনি প্রথমাগত পুরুষকে যে পূজা করিয়া-ছিলেন, তাহাতেই বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মি-য়াছিল। পরে এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসি-লেন, ইহাকেও আপনি পূজা করিলেন। অতএব এই দুই বিমানারূঢ় পুরুষপ্রবরকে কোন বিশিষ্ট শুভকর্ম্মকারী বলিয়াই আমি মনে করিতেছি। কেন না, আপনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ হইয়াও ধর্ম্মের জন্য এই পুরুষদ্বয়কে পূজা করিলেন। আপনি এত দূর পরম পুণ্যভাজন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেববৃন্দও আপনার পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনি যাহাদের পূজক, সেই এই পুরুষদ্বয় কিরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, কিরূপে দিব্য ফল পাইয়াছেন? হে সর্ব্বজ্ঞ! তাহা আমার নিকট বলুন। ধর্ম্ম এই কথা শুনিয়া আমায় বলিলেন,—হে মহামতে! ইঁহাদের কর্ম্মকথা শ্রবণ করুন। যে কর্ম্ম করিয়া ইঁহারা এখানে উপস্থিত, তাহাও বলিতেছি, শুনুন। ৯—১৬। ধর্ম্ম বলিলেন,—এই পৃথিবীতে বৈদিশ নামে এক বিখ্যাত নগর আছে। তথায় ধরাপাল নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি তৎপূর্ব্ব-জন্মে শিবের গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি শিবের অন্য নারীসংযোগের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবী গিরিজা ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। দেবী বলিলেন,—যেহেতু আমা ব্যতীত ভর্ত্তার অপর নারী সংযোগের সহায়তা করিয়াছ, এ নিমিত্ত দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ তোমাকে জম্বুক হইয়া থাকিতে হইবে। দেবী এই কথা বলিবামাত্র রাজা জম্বুক হইয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে শাপান্ত নিমিত্ত গিরিনন্দিনী বলিয়াছিলেন,—পুত্র! বেতসী এবং বেত্রবতীর লোকবিশ্রুত সঙ্গমে তোমার শাপান্ত হইবে। দেবীর এই ভবিষ্য বাণী অনুসারে রাজা অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া সেই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে দিব্য দেহ ধারণ

তত্রাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা ধরাপালো মহীপতিঃ।
বিষ্ণোরায়তনং কৃত্বা ক্ষেত্রে প্রাণাংস্ততো-
ঽত্যজৎ ॥ ২২
দিব্যরূপবপুর্ভূত্বা স্থাপয়ামাস তং প্রভুম্।
তস্মিন্ পুরে নরান্ সর্ব্বান্ সন্নিযোজ্যাস্য বীক্ষণে
শুভমায়তনং বিষ্ণোস্তস্মিন্ গ্রামে সদা জনৈঃ।
পূর্ণন্তু ব্রাহ্মণাদীনাং পূজয়িত্বা কদম্বকম্ ॥ ২৪
ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বাচকন্তু বিশেষতঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠং বিদ্যাশ্রেষ্ঠং মহামতিঃ ॥ ২৫
পুস্তকাণ্যপি সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ।
ততস্তমাহ রাজাসৌ বাচকং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২৬
এতদায়তনং বিষ্ণোঃ কারিতঞ্চ তবাগ্রতঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদঞ্চাপি শ্রোতুকামং কদম্বকম্ ॥ ২৭
তিষ্ঠতীহ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুরু পুস্তকবাচনম্।
যাবৎ সংবৎসরং বিপ্র গৃহ্য বৃত্তিং ত্বমুত্তমাম্ ॥ ২৮
স্বর্ণনিষ্কশতঞ্চাত্র ততো দাস্যে তথাপরম্।
পূর্ণে বর্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রেয়োঽর্থমহমাত্মনঃ ॥ ২৯
এবং প্রবর্ত্তিতং তত্র পুণ্যং পুস্তকবাচনম্।
বর্ষসঙ্গতমাত্রে তু তথা চ মুনিসত্তম ॥ ৩০
অথায়ুষঃ ক্ষয়াচ্ছায়ং কালধর্ম্মমুপেয়িবান্।
ময়া চাস্য বিমানং হি বিষ্ণুনা প্রেরিতং দিবঃ ॥
ইত্যেষা কর্ম্মণাং ব্যুষ্টিঃ পুণ্যমাখ্যানসংজ্ঞকম্।
শ্রুতং পাদ্মং মহৎপুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈস্তু ন তুষ্টির্জায়তে তথা।
দেবানামিহ সর্ব্বেষাং পুরাণশ্রবণাদ্‌যথা ॥ ৩৩
স্বর্ণরত্নাদিবস্তূনাং বস্ত্রাণাঞ্চাপি কৃৎস্নশঃ।
গ্রামাণাং নগরাণাঞ্চ দানাত্তুষ্টির্ভবেন্ন হি ॥ ৩৪
যথা স্যাদ্ধর্ম্মশ্রবণাৎ প্রীতিঃ সর্ব্বদিবৌকসাম্।
ইতিহাসপুরাণানাং শ্রবণে মুনিসত্তম ॥ ৩৫
তথা স্যান্মে মহাপ্রীতিঃ সাধ্যে সর্ব্বার্থকামিকে।
কন্যাদানে মহাপ্রীতির্মম স্যান্মুনিসত্তম ॥ ৩৬
ন তথা রোচতে সা চ যথা পুস্তকবাচনাৎ।

করিয়া তিনি বিষ্ণুসমীপে উপনীত হন। মহীপতি ধরাপাল তথায় মহদাশ্চর্য্য অবলোকন করিয়া পুনরায় ধরাতলে আগমনপূর্ব্বক সেই ক্ষেত্রে এক বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং শেষে সেই ক্ষেত্রেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। দিব্যদেহ রাজা তত্রত্য মন্দিরে প্রভু বিষ্ণুর বিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক পুরবাসী সর্ব্বজনকে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রামবাসী জনগণ দ্বারা শুভ বিষ্ণুমন্দির সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিল। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষতঃ ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ বিদ্যাবরিষ্ঠ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাচককে এবং বাচ্য ধর্ম্মপুস্তককে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ক্রমশঃ পূজা করিয়া সবিনয়ে বাচককে বলিলেন—আমি আপনার অগ্রে এই বিষ্ণুর আয়তন নির্ম্মাণ করাইলাম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণস্থ জনমণ্ডলীই এখানে ধর্ম্ম পুস্তক শ্রবণার্থ অবস্থিত। অতএব, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সংবৎসর যাবৎ উত্তম বৃত্তি গ্রহণ করিয়া পুস্তক বাচন করিতে থাকুন। হে দ্বিজবর! বৎসর পূর্ণ হইলে, নিজ মঙ্গলের জন্য আমি আরও স্বর্ণনিষ্কশত দান করিব। এইরূপে রাজা ধরাপাল তথায় সংবৎসর যাবৎ পুণ্য পুস্তক বাচন করাইয়াছিলেন। অনন্তর আয়ুঃক্ষয় হওয়ায় তিনি কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তখন আমি এবং বিষ্ণু আমরা উভয়েই স্বর্গ হইতে তাঁহার নিমিত্ত বিমান প্রেরণ করিয়াছিলাম। ইহাই হইল প্রথমাগত ব্যক্তির কর্ম্মবিবৃতি। এই আখ্যান পুণ্যজনক। পবিত্র পদ্মপুরাণ শ্রবণে মহাপুণ্য হয় এবং পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। ১৭—৩২। পুরাণ শ্রবণে দেবগণের যেরূপ প্রীতি হয়, গন্ধ পুষ্পাদি উপহারযোগে সেরূপ প্রীতি হয় না। ধর্ম্ম প্রস্তাব শ্রবণে দেবগণের যেরূপ প্রীতি হয়, স্বর্ণ রত্নাদি বস্তু, রাশি রাশি বস্ত্র এবং বহুসংখ্যক গ্রাম নগর দানেও দেবগণের তাদৃশ তুষ্টি হয় না। হে মুনিবর! ইতিহাস পুরাণ শ্রবণে সেইরূপ মহাপ্রীতি আমারও হইয়া থাকে। হে মুনিসত্তম! কন্যা দানে আমার মহাপ্রীতি হয়, কিন্তু পুস্তকবাচনে যেরূপ হয়, সেরূপ তাহাতেও হয় না। বহু

অথ কিং বহুনোক্তেন নান্যৎ প্রীতিকরং মম ॥
পুণ্যাখ্যানমৃতে বিপ্র গুহ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
যশ্চায়মপরো বিপ্র ইহায়াতো নরোত্তমঃ ॥৩৮
সঙ্গত্যানুগতশ্চায়ং ধর্ম্মশ্রবণমুত্তমম্ ।
শ্রুত্বা ভক্তিরভূদস্য শ্রদ্ধয়া পরমাত্মনঃ ॥ ৩৯
কৃত্বা প্রদক্ষিণং তস্য বাচকস্য মহাত্মনঃ ।
এষ বিপ্রো মুনিশ্রেষ্ঠ দদৌ স্বর্ণস্য মাষকম্ ॥৪০
নান্যদ্দানং কদা চক্রে লোভাবিষ্টেন চেতসা ।
পাত্রদানাৎ ফলপ্রাপ্তিস্তস্য জাতা ন সংশয়ঃ ॥৪১
ইত্যেতৎ কথিতং কর্ম্ম আভ্যাঞ্চৈব মহামুনে ॥

মহাদেব উবাচ ।

এতৎপুণ্যস্য মাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি মনীষিণঃ ।
ন তেষাং দুর্গতিঃ কচ্চিজ্জন্মজন্মনি জায়তে ॥৪৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শাস্ত্রব্যাখ্যামহিম-
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবর্ষিসত্তম ।
গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং যথা দৃষ্টং শ্রুতং ময়া ॥ ১
ব্রাহ্মণো বাথ বৈশ্যো বা শূদ্রো বাপ্যথবা দ্বিজঃ
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২
তিলকং কুরুতে যস্তু গোপীচন্দনসম্ভবম্ ।
মদ্যপানাদিদোষৈস্তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো বৈষ্ণবো বিষ্ণুতৎপরঃ ।
সর্ব্বদোষৈঃ প্রমুচ্যেত যথা গঙ্গাম্ভসা পুনঃ ॥ ৪
ব্রহ্মহা মদ্যপায়ী চ স্বর্ণস্তেয়ী তথৈব চ ।
গুরুতল্পগমো বাথ শূদ্রো বাপ্যথ বৈ দ্বিজঃ ॥ ৫
স সদ্যো মুচ্যতে পাপাদাজন্মশতকারণাৎ ।
তিলকং দ্বাদশ প্রোক্তং সর্ব্বেষাং বৈ বিশেষতঃ
বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতাম্
দণ্ডাকারং ললাটে স্যাৎ পদ্মাকারন্তু বক্ষসি ।

বলিয়া কি হইবে, পুণ্যাখ্যান ব্যতীত আমার আর কিছুই প্রীতিকর নহে। হে বিপ্র! এই রহস্য তোমারই নিকট প্রকাশ করিলাম। এই যে অন্য নর-শ্রেষ্ঠ বিপ্র আসিয়াছেন, ইনি প্রসঙ্গক্রমে উত্তম ধর্ম্ম প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াছেন। ধর্ম্মকথা শ্রবণে ইহাঁর ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়াছিল। ইনি পরম শ্রদ্ধার সহিত মহাত্মা পুস্তকবাচক বিপ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া এক মাষা স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! এই ব্রাহ্মণ লোভাকৃষ্ট মনে আর কখনও কিছুই দান করেন নাই। কিন্তু উল্লিখিত দান সৎপাত্রে হইয়াছিল বলিয়া ইহাঁর নিঃসন্দেহ ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে। হে মহামুনে! এই আমি ইহাঁদের কর্ম্মকাহিনী কহিলাম। মহাদেব কহিলেন,—যে সকল মনীষী এই পুণ্য মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, জন্ম-জন্মান্তরেও তাঁহাদের কখনও কোন দুর্গতি ঘটে না। ৩৩—৪৩।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবর্ষিসত্তম! শ্রবণ করুন, আমি যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত গোপী-চন্দনমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন ব্যক্তিই গোপীচন্দনে লিপ্তগাত্র হইয়া ব্রহ্মহত্যা হইতেও মুক্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি গোপীচন্দনের তিলক রচনা করে, সে মদ্য-পানাদি দোষ হইতে নিঃসন্দেহ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। গঙ্গাজলস্পর্শে যেমন সর্ব্বদোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, গোপী-চন্দনে লিপ্তগাত্র বিষ্ণুতৎপর বৈষ্ণবও তেমনি সকল দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ব্রহ্মহা মদ্যপায়ী, স্বর্ণস্তেয়ী, গুরুতল্পগামী, শূদ্র বা দ্বিজ যে কোন ব্যক্তি গোপীচন্দন ব্যবহারে সদ্যঃ শতজন্মার্জ্জিত পাতক হইতেও মুক্তিলাভ করে। গোপীচন্দনের দ্বাদশ তিলক ধারণ সকলের পক্ষেই বিহিত। মঙ্গলেচ্ছু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের দ্বাদশ তিলক ধারণ বিশেষরূপেই কর্ত্তব্য। ললাটে দণ্ডা-

বেণুপত্রনিভং বাহুমূলেঽন্যদ্দীপকাকৃতি।
উচ্চৈশ্চক্রাণি চত্বারি বাহুমূলে তু দক্ষিণে॥ ৮
নামমুদ্রাদ্বয়ং নীচৈঃ শঙ্খমেকং তয়োরপি।
মধ্যে ততঃ পার্শ্বয়োস্তু দ্বে দ্বে পদ্মে চ ধারয়েৎ
বামেঽপি চতুরঃ শঙ্খান্নামমুদ্রে চ পূর্ব্ববৎ।
চক্রমেকং গদে দ্বে দ্বে তয়োরিতি বিভেদতঃ॥
ললাটে চ গদামেকাং নামমুদ্রাং তথা হৃদি।
ত্রীণি ত্রীণি চ চক্রাণি মধ্যে শঙ্খাবুভাবুভৌ॥
হৃদি পার্শ্বে স্তনাদূর্দ্ধং গদাপদ্মানি বাহুবৎ।
ত্রীণি চত্বারি চক্রাণি কর্ণমূলদ্বয়োরধঃ॥ ১২
একমেকং তদন্যেষু তিলকেষু চ ধারয়েৎ।
সম্প্রদায়জমুদ্রাস্তু ধার্য্যাঃ শিষ্টানুসারতঃ॥ ১৩
যথারুচ্যথবা ধার্য্যা ন তত্র নিয়মো যতঃ।
আচাণ্ডালাদ্বিশুধ্যন্তি তিলকস্যৈব ধারণাৎ॥১৪
চাণ্ডালাদধিকং মন্যে বৈষ্ণবানাং হি নিন্দকম্।
স চ বিষ্ণুসমো জ্ঞেয়ো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

বৈষ্ণবো ব্রাহ্মণো যস্তু বিষ্ণুধ্যানেষু তৎপরঃ।
নান্তরস্তস্য বৈ জ্ঞেয়ঃ স বৈ বিষ্ণুর্ভবেদিহ॥১৬
শঙ্খচক্রধরো বিপ্রো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ।
স বৈ নারায়ণ ইতি বেদে চৈব তু পঠ্যতে॥ ১৭
তপ্তচক্রধরো বিপ্রঃ পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ।
তস্য ভক্তিযুতো ব্রহ্মন্ মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
তুলসীপত্রমালাং বা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
ধৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণো ভূয়ান্ মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ॥
বিষ্ণুরূপো যতো বিপ্রো বৈষ্ণবঃ স ইহ স্মৃতঃ।
পঞ্চত্বে যস্য তিলকং গোপীচন্দনসম্ভবম্॥ ২০
বিমানং স সমারুহ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
কলৌ নারদ বক্ষ্যামি তিলকং গোপিচন্দনম্॥
যে কুর্ব্বন্তি নরশ্রেষ্ঠা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ।
শঙ্খঞ্চৈব তথা চক্রং দক্ষিণে চাপি সব্যকে॥২২
হস্তে ধৃত্বা বিশেষেণ মহাপাপৈ প্রমুচ্যতে।

কার, বক্ষে পদ্মাকার, বাহুমূলে বেণুপত্রনিভ, এবং অন্যত্র দীপাকৃতি, তিলক কর্ত্তব্য। দক্ষিণ বাহুমূলের উপরি চারি চক্র, নিম্নে নামমুদ্রাদ্বয়, তন্নিম্নে শঙ্খ এবং মধ্যে তাহার উভয় পার্শ্বে দুই দুই পদ্ম ধারণীয়। বাম বাহুমূলের উপরি চারি শঙ্খ, নিম্নে নাম-মুদ্রাদ্বয় এবং তন্নিম্নে একটী চক্র, দক্ষিণ হস্তের সর্ব্বনিম্নে ও বাম হস্তের সর্ব্বনিম্নে দুই দুই গদা, ললাটে এক গদা ও নামমুদ্রা, হৃদয়ে তিন তিনটী চক্র, মধ্যে দুই দুই শঙ্খ, হৃদয়ে এবং উভয় স্তনের পার্শ্বে গদা পদ্ম প্রভৃতি তিন তিনটী, উভয় কর্ণমূলের নিম্নে চারি চারিটী চক্র, অঙ্কিত করিবে। এতভিন্ন অন্যান্য তিলকস্থলে শঙ্খচক্রাদির এক একটী মাত্র অঙ্কন করিতে হইবে। শিষ্টজন-পরম্পরার ব্যবহার অনুসারে সাম্প্রদায়িক মুদ্রা ধারণীয়, অথবা যথারুচি মুদ্রা ধারণ করিবে, সে পক্ষে কোনই নিয়মবন্ধন নাই। তিলকধারণে আচণ্ডাল সকলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবনিন্দক, তাহাকে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক অধম বলিয়া মনে

করি; এমন ব্যক্তিও তিলক ধারণে বিষ্ণু-তুল্য, এ কথা নিঃসন্দেহ। যিনি বিষ্ণুধ্যান-পরায়ণ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুর সহিত তাঁহার ভেদ নাই; সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়াই তাঁহাকে জানিবে। ১—১৬। শঙ্খচক্রধর বেদপাঠরত ব্রাহ্মণই স্বয়ং নারায়ণ, ইহা বেদবাক্যেও উল্লি-খিত। তপ্তচক্রধর ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি-পাবনগণেরও পবিত্রতাজনক; হে ব্রহ্মন্! তাদৃশ ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিযুক্ত নর মহাপাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তুলসী-পত্র বা তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করিয়া মুক্তিভাগী, হয় সংশয় নাই। বিষ্ণুরূপ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বলিয়া বিদিত। যাঁহার মৃত্যুকালে গোপীচন্দনজাত তিলক থাকে, তিনি বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে উপনীত হইয়া থাকেন। হে নারদ! আমি গোপীচন্দন দ্বারা তিলক ধারণের কথা কহিতেছি, কলিকালে যে সকল নরবর এই তিলক রচনা করেন, কদাচ তাঁহাদের দুর্গতি ঘটে না। বিশেষতঃ দক্ষিণ ও বাম হস্তে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিয়া নর মহাপাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। হে

মদ্যপানরতা যে চ যে চ স্ত্রীবালঘাতকাঃ ॥ ২৩
অগম্যাগমকা যে বৈ দৃশ্যন্তে ভুবি বাড়ব।
ভক্তানাং দর্শনাদেব মুক্তিস্তেষাং ন সংশয়ঃ ॥২৪
সংসারে তুচ্ছসারেঽস্মিন্ কুতো বৈ
বৈষ্ণবা জনাঃ।
অহংহি বৈষ্ণবো জাতো বিষ্ণোর্ভক্তিপ্রসাদতঃ
কাশ্যাং নিবসতাং হ্যত্র রামরামেতি সঞ্জপন্।
তেন পুণ্যাদিযোগেন শিবো বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
ব্রহ্মন সংবৎসরাখ্যস্য দীপস্য বিধিমুত্তমম্।
সর্ব্বব্রতপ্রধানস্য মাহাত্ম্যং প্রবদস্ব মে ॥ ১
যেন ব্রতানি সর্ব্বাণি কৃতান্যেব ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধিশ্চ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২

মহাদেব উবাচ।
বদামি তব দেবর্ষে রহস্যং পাপনাশনম্।
যচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মহা গোঘ্নো মিত্রঘ্নো গুরুতল্পগঃ ॥ ৩
বিশ্বাসঘাতী ক্রূরাত্মা মুক্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্
শতং কুলানামুদ্ধৃত্য বিষ্ণোর্লোকং স গচ্ছতি ॥
তদহং কথয়িষ্যামি দীপব্রতমনুত্তমম্।
সংবৎসরপ্রমাণস্য বিধিং মাহাত্ম্যমেব চ ॥ ৫
হেমন্তে প্রথমে মাসি প্রাপ্য হ্যেকাদশীং শুভাম্
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কামক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥৬
নদীসঙ্গমতীর্থেষু তড়াগেষু সরিৎসু চ।
স্নানং সমাচরেত্তত্র গৃহে বা নিয়তাত্মবান্ ॥ ৭
স্নানমন্ত্রঃ—
স্নাতোঽহং সর্ব্বতীর্থেষু তৎস্নানং দেহি মে সদা
দেবান্ পিতৃংশ্চ সন্তর্প্য কৃতজপ্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ
ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং লক্ষ্মীনারায়ণং প্রভুম্।
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য ততো গঙ্গোদকেন চ ॥৯
প্রার্থনামন্ত্রঃ—
স্নাতোঽসি লক্ষ্ম্যা সহিতো দেবদেব জগৎপতে
মাং সমুদ্ধর দেবেশ ঘোরাৎ সংসারবন্ধনাৎ ॥১০

নারদ! এ জগতে যে সকল মদ্যপানরত বালস্ত্রীঘাতক বা অগম্যাগমক নর দেখা যায়, বিষ্ণুভক্তগণের দর্শনমাত্রই তাহাদের মুক্তি হইয়া থাকে। এই অসার সংসারে বৈষ্ণব জনের অস্তিত্ব কোথায়? বিষ্ণুভক্তি-প্রসাদে আমিই একমাত্র বৈষ্ণব হইয়াছি এবং অহরহ রাম নাম জপ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছি। এই পুণ্যযোগেই আমি শিব, সন্দেহ নাই। ১৭—২৬।

উনত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যাহা করিলে সমস্ত ব্রত করা হয়, যাহার অনুষ্ঠানে সর্ব্ব কামসমৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়া যায়, সেই সর্ব্ব প্রধান 'সম্বৎসর দীপদান' ব্রতের উত্তম বিধি ও মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবর্ষে! তোমার নিকট সেই পাপহর রহস্য প্রকাশ করিতেছি। ইহা শ্রবণে ব্রহ্মঘ্ন, গোঘ্ন, মিত্রঘ্ন, গুরুতল্পগামী, বিশ্বাসঘাতী, ও ক্রূরাত্মা ব্যক্তি নিত্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং শত কুল উদ্ধার করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করে! আমি এক্ষণে সেই সংবৎসর-দীপদান ব্রতের উত্তম বিধি ও মাহাত্ম্য বলিতেছি। হেমন্তকালের প্রথম মাসে শুভ একাদশীদিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কাম-ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া নদীসমঙ্গমে, তীর্থে, তড়াগে, সরিৎসমূহে বা গৃহে নিয়তচিত্তে স্নানাচরণ করিবে। স্নানমন্ত্র —আমি সর্ব্ব তীর্থে স্নাত হইয়াছি; অতএব আমাকে সর্ব্বদা স্নান দান করুন। দেব ও পিতৃগণকে তর্পণ এবং জপ সমাধা করিয়া জিতেন্দ্রিয় মানব অনন্তর লক্ষ্মীনারায়ণকে পূজা করিবে; পরে পঞ্চামৃত এবং গঙ্গোদক দ্বারা স্নান করাইয়া প্রার্থনা করিবে,—হে, দেবদেব,

ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনম্‌।
মন্ত্রৈস্তু বৈদিকৈর্ভক্ত্যা তথা পৌরাণিকৈরপি॥
অতো দেবেতি গন্ধাদি পৌরুষেণাপি বা পুনঃ
নমো মৎস্যায় দেবায় কূর্ম্মদেবায় বৈ নমঃ॥১২
নমো বারাহদেবায় নরসিংহায় বৈ নমঃ।
নমোঽস্তু বুদ্ধদেবায় কল্কিনে চ নমো নমঃ॥১৩
নমোঽস্তু রামদেবায় বিষ্ণুদেবায় তে নমঃ।
নমঃ সর্ব্বাত্মনে তুভ্যং শির ইত্যভিপূজয়েৎ!
কেশবাদীনি নামানি তৈর্বা সম্পূজয়েদ্ধরিম্‌॥১৪

ধূপমন্ত্রঃ –
বনস্পতিরসো দিব্যঃ সুরভির্গন্ধবান্‌ শুচিঃ।
ধূপোঽয়ং দেবদেবেশ নমস্তে প্রতিগৃহ্যতাম্‌॥

দীপমন্ত্রঃ—
দীপস্তমো নাশয়তি দীপঃ কান্তিং প্রযচ্ছতি।
তস্মাদ্দীপপ্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥১৬

নৈবেদ্যমন্ত্রঃ—
নৈবেদ্যমিদমন্নাদ্যং দেবদেব জগৎপতে।
লক্ষ্ম্যা সহ গৃহাণ ত্বং পরমামৃতমুত্তমম্‌॥ ১৭

অর্ঘ্যং দদ্যাত্ততো ভক্ত্যা এবং ধ্যাত্বা জনার্দ্দনম্‌
ফলেন চৈব হস্তেন শঙ্খেনাদায় চোদকম্‌॥ ১৮

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ—
জন্মান্তরসহস্রেণ যন্ময়া পাতকং কৃতম্‌।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতু প্রসাদাত্তব কেশব॥ ১৯
ততঃ কুম্ভং নবং শুভ্রং ঘৃতপূর্ণং সমানয়েৎ।
লক্ষ্মীনারায়ণস্যাগ্রে তৈলপূর্ণমথাপি বা॥ ২০
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং তাম্রং মৃন্ময়মেব চ।
নবতন্তুসমাং বর্ত্তিং তস্মিন্‌ পাত্রে চ নির্ব্বপেৎ
ততঃ প্রবোধয়েদ্দীপং স্থাপ্য কুম্ভং সুনিশ্চলম্‌
পুষ্পগন্ধাদিভিঃ পূজ্য ততঃ সঙ্কল্পয়েৎ শুচিঃ॥২২
মন্ত্রেণানেন দেবর্ষে অসমীরেষু ধামসু।
কামো ভূতস্য ভব্যস্য সম্রাড়েকো বিরাজতে॥
দীপঃ সংবৎসরং যাবৎ ময়ায়ং পরিকল্পিতঃ।
অগ্নিহোত্রমবিচ্ছিন্নং প্রীয়তাং মম কেশব॥ ২৪
ততো জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা শ্রুতিজ্ঞানপরায়ণঃ।
নালপেৎ পতিতান্‌ পাপাংস্তথা পাষণ্ডিনো নরান

জগৎপতে! আপনি লক্ষ্মীসহ প্রীত হইলেন, এক্ষণে ঘোর সংসারবন্ধন হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। অনন্তর লক্ষ্মীসহ দেব জনার্দ্দনকে ভক্তিপূর্ব্বক বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রে অথবা 'দেব' ইত্যাদি মন্ত্রে বা পুরুষসুক্তে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে। মৎস্যদেবকে নমস্কার, কূর্ম্মদেবকে নমস্কার, বরাহদেবকে নমস্কার, বুদ্ধদেবকে নমস্কার, কল্কিদেবকে নমস্কার, রামদেবকে নমস্কার, বিষ্ণুদেবকে নমস্কার, অথবা সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার, এই বলিয়া পূজা করিবে। অথবা কেশবাদি যে সকল প্রসিদ্ধ নাম আছে, তাহা দ্বারা হরিকে পূজা করিবে। ধূপমন্ত্র যথা—হে দেবদেব! এই দিব্য সুরভি শুচি বনস্পতিরস—ধূপ আপনি প্রতিগ্রহ করুন, আপনাকে নমস্কার। দীপমন্ত্র যথা—দীপ অন্ধকারনাশক, দীপ কান্তিবর্দ্ধক; অতএব এই দীপদানে জনার্দ্দন মৎপ্রতি প্রীত হউন। নৈবেদ্যমন্ত্র যথা—হে দেবদেব জগৎপতে! এই অন্নাদিময় নৈবেদ্য—এই উত্তম পরমামৃত লক্ষ্মীসহ আপনি গ্রহণ করুন। অনন্তর জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া শঙ্খপাত্রে জল লইয়া ফল হস্তে ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিবে। অর্ঘ্যদানমন্ত্র যথা—হে কেশব! আমার সহস্র সহস্র জন্মের কৃত পাপরাশিও ভবৎপ্রসাদে প্রনষ্ট হউক। অনন্তর লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মুখে ঘৃতপূর্ণ বা তৈলপূর্ণ নূতন শুভ্র কুম্ভ আনয়ন করিবে, পরে তদুপরি তাম্র বা মৃন্ময় পাত্র বিন্যাস করিয়া তাহাতে নবতন্তুসমা বর্ত্তি দান করিবে।১—২১। অনন্তর কুম্ভটী নিশ্চলরূপে স্থাপন করিয়া, নির্ব্বাত প্রদেশে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিবে। পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে যথা—এই ভূত-ভবিষ্যতের কাম্য দীপ সম্রাট্‌রূপে চিরার্জ্জিত; এই দীপ আমি সংবৎসর পর্য্যন্ত কল্পনা করিলাম। এই অবিচ্ছিন্ন অগ্নিহোত্র; হে কেশব! ইহা দ্বারা আপনি প্রীত হউন। অনন্তর শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রতী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পতিত, পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ডি-

রাত্রৌ জাগরণং গীতং নৃত্যবাদ্যাদিকৈস্তথা।
পুণ্যপাঠৈশ্চ বিবিধৈর্ধর্ম্মাখ্যানৈরুপোষণৈঃ ॥১৬
ততঃ প্রভাতসময়ে কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা যথাশক্ত্যা প্রপূজয়েৎ
স্বয়ঞ্চ পারণং কৃত্বা প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।
এবং সংবৎসরং যাবদহোরাত্রং দৃঢ়ব্রতঃ ॥২৮
দীপং পলসুবর্ণেন তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা পুনঃ।
বর্ত্তিস্তু রাজতী প্রোক্তা দ্বিপলর্দ্ধার্দ্ধিকাপি বা॥২৯
ঘৃতপূর্ণং তথা কুণ্ডং তাম্রপাত্রসমন্বিতম্।
লক্ষ্মীনারায়ণো দেবো যথাশক্ত্যা হিরণ্ময়ঃ ॥৩০
কার্য্যো ভক্তিমতা পুংসা মুক্তিদ্বারমভীপ্সতা।
ততো নিমন্ত্রয়েদ্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণান্ সাধুসত্তমান্ ॥৩১
দ্বাদশোত্তমপক্ষেষু বিপ্রান্ ষণ্মধ্যমে তথা।
অন্যথা কারয়েৎ ত্রীন্ বা একং কর্ম্মকরং দ্বিজম্
সপত্নীকং দ্বিজং শান্তং ক্রিয়াবন্তং বিশেষতঃ।
ইতিহাসপুরাণজ্ঞং ধর্ম্মজ্ঞং মৃদুমেব চ ॥ ৩৩
পিতৃভক্তং গুরুপরং দেবব্রাহ্মণপূজকম্।
পাদ্যার্ঘ্যদানবিধিনা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৩৪
সম্পূজ্য পত্ন্যা সহিতমেকং ভক্ত্যা চ পূর্ব্ববৎ।
লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং দীপবর্ত্তিযুতং তথা ॥ ৩৫
তাম্রপাত্রোপরি স্থাপ্য ঘৃতকুম্ভেন সংযুতম্।
ব্রাহ্মণায় ততো দদ্যাদ্ধ্যাত্বা নারায়ণং পরম্।
মন্ত্রেণানেন দেবর্ষে তমহং কথয়ামি তে ॥ ৩৬
দীপমন্ত্রঃ—
অবিদ্যাতমসা ব্যাপ্তে সংসারে পাপনাশনঃ।
জ্ঞানপ্রদো মোক্ষদশ্চ তস্মাদ্দত্তো ময়ানঘ ॥৩৭
দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্ত্যা দত্বা বিপ্রায় ভক্তিতঃ।
ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ পশ্চাদ্ঘৃতপায়সমোদকৈঃ ॥
বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েৎ পশ্চাৎ সপত্নীকং তথা দ্বিজম্
শয্যাং সোপস্করাং দদ্যাদ্ধেনুঞ্চৈব সবৎসকাম্
তেভ্যস্তু দক্ষিণাং দদ্যাদ্যথা বিত্তানুসারতঃ।
সুহৃৎস্বজনবন্ধুংশ্চ ভোজয়েৎ পূজয়েত্তথা ॥৪০

জনগণের সহিত আলাপ করিবেন না; গীত, নৃত্য, বাদ্য, বিবিধ পুণ্য পাঠ, ধর্ম্মাখ্যান ও উপবাসাদি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিবে। অনন্তর প্রভাতে পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া ভক্তিভরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে নিজে পারণ করিয়া পূজান্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে। এইরূপে সংবৎসর যাবৎ অহোরাত্র দৃঢ়ব্রত হইবে। পলপরিমিত সুবর্ণ অথবা তাহার অর্দ্ধার্দ্ধ পরিমাণ সুবর্ণ দ্বারা দীপ এবং দ্বিপল বা তদর্দ্ধার্দ্ধ পরিমিত রজত দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। কুণ্ড তাম্রপাত্রান্বিত ও ঘৃতপূর্ণ হইবে। মুক্তিপথাভিলাষী ভক্তিমান্ নর লক্ষ্মীনারায়ণ দেবকে যথাশক্তি হিরণ্ময় করিয়া প্রস্তুত করিবে। বিদ্বান্ ব্রতাচারী ব্যক্তি সাধুশীল বরেণ্য ব্রাহ্মণ-দিগকে এই ব্রতে নিমন্ত্রণ করিবে। এই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা উত্তম কল্প দ্বাদশ জন, মধ্যম কল্প ছয় জন অথবা ন্যূনপক্ষে তিনজন বা একজন মাত্র ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ। শেষোক্ত একজন মাত্র ব্রাহ্মণ সপত্নীক শান্ত, ক্রিয়ারত, ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, কোমলস্বভাব, পিতৃভক্ত, গুরুপরায়ণ এবং দেবব্রাহ্মণপূজক হওয়া আবশ্যক। ব্রতা-চারী নর পাদ্য অর্ঘ্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ঐ সপত্নীক ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া দীপবর্ত্তিযুত লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের মূর্ত্তি তাম্রপাত্রোপরি স্থাপনান্তে পরমদেব নারায়ণকে ধ্যান করত ঘৃতকুম্ভসহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে দেবর্ষে! যে মন্ত্রদ্বারা উক্ত দান ক্রিয়া করিতে হইবে, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি।২২-৩৬। মন্ত্র যথা— হে অনঘ! এই অবিদ্যান্ধকারে পরিব্যাপ্ত সংসারে আপনিই একমাত্র পাপনাশন, জ্ঞান-প্রদ ও মোক্ষপ্রদ। সুতরাং আপনাকেই এই প্রদীপ প্রদান করিলাম। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া পরে ঘৃত পায়স ও মোদক দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ইহার পর সপত্নীক ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং উপস্কারান্বিত শয্যা ও সবৎসা ধেনু দান করিবে। বিভবানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা

এবং মহোৎসবং কুর্য্যাদ্দীপব্রতসমাপনে।
ততো বিসর্জ্জয়েৎ পশ্চাৎ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ
এবং কৃতে তু যৎপুণ্যং তথা সাংক্রান্তিকৈশ্চ যৎ
সংবৎসরাখ্যদীপস্য তৎফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ॥
মাসব্রতৈশ্চ যৎপুণ্যং তৎপুণ্যং প্রাপ্যতে নরৈঃ
সংবৎসরস্য দীপস্য ব্রতেন চরিতেন চ॥ ৪৩
দানব্রতৈর্যথাসংখ্যৈর্য যোচ্চগব্রতৈস্তথা।
তৎফলং সমবাপ্নোতি দীপে সাংবৎসরে কৃতে
গোভূহিরণ্যদানানি গৃহাদীনাং বিশেষতঃ।
যৎফলং লভতে বিদ্বান্ তৎফলং দীপদো
লভেৎ॥ ৪৫
দীপদঃ কান্তিমাপ্নোতি দীপদো ধনমক্ষয়ম্।
দীপদো জ্ঞানমাপ্নোতি দীপদঃ পরমং সুখম্॥
দীপদানাচ্চ সৌভাগ্যং বিদ্যামত্যন্তনির্ম্মলাম্।
আরোগ্যং পরমামৃদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥৪৭
দীপদঃ সুভগাং ভার্য্যাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্।
পুত্রান্ পৌত্রান্ প্রপৌত্রাংশ্চ সন্ততিঞ্চাক্ষয়াং
লভেৎ॥ ৪৮
ব্রাহ্মণঃ পরমং জ্ঞানং ক্ষত্রিয়ো রাজ্যমুত্তমম্।
বৈশ্যো ধনপশূন্ সর্ব্বান্ শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ॥৪৯
কুমারী চাপি ভর্ত্তারং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
প্রাপ্নোতি পৎমায়ুশ্চ পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ পুষ্কলান্
বৈধব্যং নৈব যুবতী কদাচিদপি পশ্যতি।
ন বিয়োগমবাপ্নোতি দীপদানপ্রভাবতঃ॥ ৫১
নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব জায়তে দীপদস্যতঃ।
ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ভীতো বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্দীপব্রতপরায়ণঃ।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ব্রহ্মণো বচনং যথা॥৫৪
চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রাণি চরিতানি ন সংশয়ঃ।
যেন সাংবৎসরো দীপো বোধিতঃ শাশ্বতো
হরেঃ॥ ৫৫

দিবে। অনন্তর সুহৃৎ স্বজন ও বন্ধুবান্ধব-দিগকে ভোজন করাইয়া সৎকার করিবে। দীপদান ব্রত সমাপনে এইরূপই মহোৎসব অনুষ্ঠান করিবে। পরে বিসর্জ্জনান্তে প্রণি-পাতপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এইরূপ ভাবে ব্রতানুষ্ঠানে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা বলিতেছি। বিবিধ সংক্রান্তিকৃত্য সমাধা করিলে যে পুণ্যফল লাভ হয়,নরগণ 'সংবৎসর দীপদান' ব্রতে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাসব্রতে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, সংবৎসর দীপদান ব্রতাচরণে নরগণের তাদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। যত কিছু দানব্রত ও যোগব্রত আছে, তাহার যথাযথ অনু-ষ্ঠানে যে ফল হয়, সংবৎসর যাবৎ দীপদানেও নর সেই ফল পাইয়া থাকে। গো, ভূ, হিরণ্য.—বিশেষতঃ গৃহাদিদানে বিজ্ঞজন যে ফল লাভ করে, সংবৎসর দীপদানকর্ত্তা সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দীপদাতা কান্তি লাভ করে, অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান লাভ করে, এবং পমর সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দীপ দানে সৌভাগ্য, সুবিমল বিদ্যা, আরোগ্য এবং পরম ঋদ্ধি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। দীপ-দাতা সর্ব্ব সুলক্ষণযুতা সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে এবং তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি অক্ষয় সন্ততি লাভ হয়। দীপ-দাতা ব্রাহ্মণ পরম জ্ঞান, ক্ষত্রিয় উত্তম রাজ্য, বৈশ্য প্রভূত ধন ও পশু এবং শূদ্র সুখলাভ করে। কুমারী জন এই ব্রতের আচরণে সর্ব্বলক্ষণযুত ভর্ত্তা, দীর্ঘ আয়ু ও বহুল পুত্র পৌত্র প্রাপ্ত হয়। দীপদানপ্রভাবে যুবতী রমণী কদাচ বৈধব্য ভোগ করে না এবং ভর্ত্তার সহিত কখনও তাহার বিচ্ছেদ ঘটে না। দীপদান ফলে আধি-ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার প্রভাবে ভীত ব্যক্তি ভয়মুক্ত এবং বদ্ধ-ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে।৩৭-৫২। দীপ-ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে নিশ্চয় মুক্তি লাভ করে। ইহা ব্রহ্মার উক্তি, মিথ্যা হইবার নহে। যিনি সংবৎসর যাবৎ হরিগৃহে নিত্য প্রদীপ দান করেন তাঁহার সমস্ত কৃচ্ছ্র,চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠিত

তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তৈঃ প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলম্
যৈঃ সম্পূজ্য হরিং ভক্ত্যা দীপঃ সাংবৎসরঃ
কৃতঃ ॥ ৫৯
যেঽপি সংবর্ত্তয়ন্তীহ দীপবর্ত্তিবিলোকনাঃ।
তে যান্তি পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ ॥
যে চ তৈলঞ্চ বর্ত্তিঞ্চ যথাশক্ত্যা প্রদীপকে।
প্রক্ষেপয়ন্তি সততং তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
গচ্ছন্তং দীপকং শান্তিং ন শক্নোতি প্রবোধিতুম্
কথয়ত্যন্যলোকানাং তেঽপি তৎফলভাগিনঃ ॥
স্তোকং স্তোকঞ্চ ভিক্ষিত্বা তৈলং দীপার্থমেব চ
করোতি দীপকং বিষ্ণোঃ পুণ্যং তেনাপি
লভ্যতে ॥ ৬০
দীপং প্রজ্বাল্যমানন্তু য পশ্যত্যধমো নরঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো বিষ্ণোর্বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৬১
দীপপ্রজ্বালনে বুদ্ধিং যো দদ্যাৎ কুরুতে স্বয়ম্
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৬৩
সরস্বত্যাস্তটে রম্যে সিদ্ধাশ্রম ইতি শ্রুতঃ।
তত্রোবাস দ্বিজঃ পূর্ব্বং কপিলো নাম বেদবিৎ
ব্রতোপবাসনিরতো দরিদ্রঃ শ্রোত্রিয়স্তথা।
ভিক্ষাবৃত্ত্যা চ কুরুতে কুটুম্বপরিপালনম্ ॥ ৬৫
ব্রতোপবাসনিয়মৈর্ব্বিষ্ণুমারাধয়ত্যসৌ।
বিষ্ণুং সম্পূজ্য বিধিবদ্দীপং বোধয়তে সদা ॥৬৬
সমাদায় চ তত্তৈলং স্বগৃহে পূজ্য কেশবম্।
দীপং ভক্ত্যা চ পরয়া বোধয়েদ্ধরিতুষ্টয়ে ॥ ৬৭
এবং প্রবর্ত্তমানস্য কপিলস্য মহাত্মনঃ।
মার্জ্জারস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্তু মূষকান্ ভক্ষয়েৎ সদা ॥৬৮
তত্রাগচ্ছতি ভক্ষ্যার্থং মূষকানামহর্নিশম্।
কৃত্বা ধ্যানং স ভক্ষ্যার্থং নিত্যং নারায়ণাগ্রতঃ ॥
ভক্ষিতা বহবস্তেন মূষকা দ্বিজবেশ্মনি।
যে যে তৈলার্থমায়ান্তি বর্ত্ত্যপাহরণায় চ ॥৭০

হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই মহাত্মা, এবং তাঁহারাই জন্মসাফল্য-ভাগী, যাঁহারা ভক্তিভরে হরিপূজা করিয়া সংবৎসর যাবৎ দীপদান ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। যাঁহারা হরিগৃহস্থ সেই দীপবর্ত্তি অবলোকন করেন তাঁহারাও দেবদুর্লভ পরম স্থানে উপনীত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সেই প্রদীপে যথাশক্তি তৈল ও বর্ত্তি প্রক্ষেপ করেন, তাঁহারাও পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে তাহা পুনর্ব্বার প্রজ্বালিত করিয়া দিতে না পারিয়া যিনি অন্য লোকদিগকে সেই সংবাদ প্রদান করেন, তিনিও পূর্ব্বোক্ত ফলভাগী হইয়া থাকেন। যিনি অল্প অল্প তৈল ভিক্ষা করিয়া হরিগৃহে প্রদীপ দান করেন, তাঁহারও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। যে কোন অধম ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে হরিগৃহে উক্ত দীপ প্রজ্বলিত হইতে দেখে, তাহারও বিষ্ণুলোক লাভ হয়। যিনি হরিগৃহে দীপদানের বুদ্ধি জন্মাইয়া দেন অথবা যিনি স্বয়ং ঐ কার্য্য করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস উল্লিখিত হইয়া থাকে। উহা শ্রবণ মাত্র মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। সরস্বতীর রম্য তটে বিখ্যাত সিদ্ধাশ্রম। পুরাকালে কপিল নামে এক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ দরিদ্র, ব্রতোপবাস-নিরত, শ্রোত্রিয়। তিনি ভিক্ষা করিয়া কুটুম্ব প্রতিপালন করিতেন, ব্রত-উপবাস-নিয়ম দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন, বিষ্ণুকে পূজা করিয়া সর্ব্বদাবিধিমত দীপ জ্বালিয়া দিতেন এবং দীপতৈল আহরণ করিয়া স্বগৃহে কেশবপূজানন্তর পরম ভক্তির সহিত হরি-তোষণার্থ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিতেন।৫৩-৬৭। মহাত্মা কপিল এইভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মার্জ্জার সর্ব্বদা মূষিক ভক্ষণ করে, সে মূষিককুল ভক্ষণের নিমিত্ত রাত্রিদিন তথায় যাতায়াত করিতে লাগিল। মার্জ্জার মূষিকভক্ষণার্থ নিত্য নারায়ণাগ্রে একমনে থাকিয়া দ্বিজ-গৃহের বহু মূষিক ভক্ষণ করিল। তৈলপান ও বর্ত্তি অপহরণের নিমিত্ত যে যে মূষিক দেব-

তাংস্তাংস্তু ভক্ষয়ত্যেব মূষকান্ ধ্যানতৎপরঃ।
এবং প্রবর্ত্তমানস্য কদাচিৎ কালপর্য্যয়াৎ ॥ ৭১
একাদশ্যাং স কপিলো ব্রাহ্মণঃ স্বগৃহে শুচিঃ।
সোপবাসঃ সপত্নীকঃ পূজয়ামাস চাচ্যুতম্ ॥ ৭২
ততো জাগরণং চক্রে স্তুতিনৃত্যপরায়ণঃ।
অর্দ্ধরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে নিদ্রয়া মোহিতো দ্বিজঃ
মার্জ্জারশ্চাগতস্তত্র তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো লঘুক্রমঃ।
ভক্ষয়ামাস নৈবেদ্যং গৃহকোণে স্থিতঃ সদা ॥৭৪
অদ্রাক্ষীন্মূষিকাং ক্ষুদ্রাং তৈলপানার্থমাগতাম্।
মন্দতেজসি দীপে তু বর্ত্ত্যাপাহরণোচিতাম্ ॥৭৫
সমুৎপত্য পরাক্রম্য তদা সা বিলমাবিশৎ।
তস্যাঃ পাদেন বৈ বর্ত্ত্যা দীপঃ সন্বোধিতো ভৃশম্
তৈলপাত্রঞ্চ নমিতং সুপ্রকাশোঽভবত্তদা।
ব্রাহ্মণোঽপি জজাগার ত্যক্ত্বা নিদ্রাং বিমোহিনাম্ ॥ ৭৭
মার্জ্জারোঽপি চ তাং রাত্রীমজাগ্রচ্ছাখুভক্ষকঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা নিত্যক্রিয়াং দ্বিজঃ
ততশ্চ পারণং চক্রে বিপ্রো বন্ধুজনৈঃ সহ।
এবং প্রবর্ত্তমানস্য কপিলস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৯
বভূবুঃ পুত্রপৌত্রাশ্চ ধনধান্যমনুত্তমম্।
আরোগ্যং পরমামৃদ্ধিমবাপ মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৮০
দীপব্রতপ্রভাবেন কপিলো মোক্ষমাগতঃ।
সম্ভেদ্য মণ্ডলং পুণ্যং সবিতুঃ শশিনস্তথা ॥ ৮১
দীপজ্যোতিঃস্বরূপেণ পরমাত্মনি যুক্তবান্।
মূষিকাপি চ কালেন মমার বিলমধ্যতঃ ॥ ৮২
বিমানবরমাসাদ্য বিষ্ণুলোকং জগাম সা।
মার্জ্জারোঽপি চ কালান্তে মৃতঃ স্বর্গং জগাম সঃ
বিমানবরমারুহ্য দেবগন্ধর্ব্বসেবিতম্।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতো বিদ্যাধরগণৈর্বৃতঃ ॥ ৮৩
স্তূয়মানো মহাতেজা জয়শব্দাদিমঙ্গলৈঃ।
স্তূয়মানঃ স বৈ নাগৈর্বিষ্ণুলোকং জগাম সঃ ॥৮৪

গৃহে আসিতে লাগিল, ধ্যানতৎপর মার্জ্জার তাহাদের সকলকেই খাইয়া ফেলিল। এই-ভাবে কিয়ৎদিন অতীত হইলে কালক্রমে একাদশী তিথি উপস্থিত হইল। ঐদিন ব্রাহ্মণ কপিল শুদ্ধভাবে সপত্নীক উপবাসী থাকিয়া অচ্যুতদেবের পূজা করিলেন এবং স্তুতি ও নিত্য নিরত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রে ব্রাহ্মণ নিদ্রায় মোহিত হইয়া পড়িলেন। সেই তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র মার্জ্জার ব্রাহ্মণের গৃহকোণে ছিল। সে এই সময় আসিয়া বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিল এবং দেখিল—হরিমন্দি-রের দীপ মন্দতেজ হইয়া গিয়াছে; এক ক্ষুদ্র মূষিক তৈলপান ও বর্ত্তিহরণার্থ আসিয়াছে। তদ্দর্শনে মার্জ্জার তাহাকে লম্ফ দিয়া আক্রমণ করিলে মূষিক তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পাদক্ষেপে বর্ত্তি অগ্রসর হওয়ায় দীপ জলিয়া উঠিল এবং তৈলপাত্র নমিত হওয়ায় সুপ্রকাশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বিমোহিনী নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সে রাত্রি জাগিয়া রহিলেন, সেই মার্জ্জারও মূষিকভক্ষণার্থ রাত্রি জাগিয়া রহিল। অনন্তর বিমল প্রভাতে নিত্যক্রিয়া করিয়া বন্ধুজন সহ পারণ করিলেন। এইভাবে মহাত্মা কপিলের কাল কাটিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার পুত্র-পৌত্র জন্মিল, তিনি বিপুল ধন-ধান্য, আরোগ্য, পরম ঋদ্ধি এবং মহতী শ্রী প্রাপ্ত হইলেন।৬৮-৮০। দীপব্রতের ফলেই কপিল শেষে মোক্ষ লাভ করিলেন। তিনি পবিত্র রবি-শশি-মণ্ডল ভেদ করিয়া দীপ-জ্যোতিঃস্বরূপে পরমাত্মায় যুক্ত হইলেন। কালক্রমে সেই মূষিকও বিল মধ্যে মৃত্যুগ্রস্ত হইল এবং উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিল। সেই যে তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র মার্জ্জার, কালক্রমে সেও মরণ প্রাপ্ত হইয়া দেবগন্ধর্ব্বসেবিত উত্তম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গধামে উপনীত হইল। অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ তাহাকে ঘিরিয়া চলিল এবং জয়শব্দাদি মঙ্গলবাক্যে মহাতেজা মার্জ্জার স্তূয়মান হইতে লাগিল। নাগগণ তাহার স্তব করিতে লাগিল। এইভাবে স্তূয়মান হইয়া মার্জ্জার বিষ্ণুলোকে গমন

কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগান্ ততো রাজাভবদ্ভুবি
সুধর্ম্মা নাম ধর্ম্মাত্মা দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
রূপবান্ সুভগশ্চৈব মহাবলপরাক্রমঃ॥ ৮৬
তস্য প্রিয়তমা ভার্য্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
ভর্ত্তৃভক্তা তথা শীলা নাম্না সা রূপসুন্দরী॥ ৮৭
সর্ব্বাসাঞ্চৈব নারীণাং মধ্যে সা সুভগাভবৎ।
পুত্রাশ্চ বহবো জাতাস্তথা দুহিতরো ঘনাঃ॥ ৮৮
এবং বিহরতোস্তদ্বদ্দম্পত্যোঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্।
আগতঃ কার্ত্তিকো মাসো হরিনেত্রাববোধকৃৎ॥
তস্মিন্ দীপাঃ প্রবোধ্যন্তে নারায়ণপরায়ণৈঃ।
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি ব্রতানি নিয়মাস্তথা॥ ৯০
ক্রিয়ন্তে বিষ্ণুভক্তৈশ্চ সংসারভয়ভীরুভিঃ।
অথ প্রবোধিনীং প্রাপ্য রাজা রাজ্ঞীমথাব্রবীৎ
ভদ্রে প্রবোধিনী পুণ্যা বিষ্ণোর্নাভিসরোরুহে
করিষ্যাম্যদ্য পূজাঞ্চ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ
স্নাত্বা চ পুষ্করে তীর্থে পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্।

পূজয়িষ্যামি দেবেশং লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনম্॥৯
ইতি সা বাঞ্ছিতং শ্রুত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।
উবাচ বচনং গুহ্যং ভর্ত্তারং চারুহাসিনী॥ ৯৪

রূপসুন্দর্য্যুবাচ।

মমাপি হৃদয়ে কামঃ সমুৎপন্নো নরাধিপ।
রূপসৌন্দর্য্যবাঞ্ছা চ হৃদয়ে মম বর্ত্ততে॥ ৯৫
পুষ্করং প্রথমং তীর্থং গন্তুমিচ্ছে ত্বয়া সহ।
ততো রাজা তয়া সার্দ্ধমাগতঃ পুষ্করং তদা॥৯৬
হস্ত্যশ্বরথবৃন্দৈশ্চ সমাগত্য পুরোহিতৈঃ।
ততঃ স্নাত্বা তথা ধ্যায়ন্ তর্পয়ন্ পিতৃদেবতাঃ॥
পূজয়ামাস দেবেশং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্।
দীপমালাকুলে তত্র সর্ব্বতঃ সুমনোহরে॥ ৯৮
দদর্শ লিখিতং তত্র মার্জ্জারং দেবতালয়ে।
তং দৃষ্ট্বা প্রাকৃতং কর্ম্ম জন্ম স্মৃত্বা নৃপস্তদা।
মুখপঙ্কজমালোক্য প্রিয়ায়াঃ প্রজহাস চ॥৯৯

রূপসুন্দর্য্যুবাচ।

মম সম্মুখমালোক্য ভর্ত্তঃ কিং স্মিতকারণম্।

করিল। তথায় শতসহস্র কল্পকোটি কাল বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া ভূতলে সুধর্ম্মা নামে রাজা হইল। রাজা সুধর্ম্মা ধর্ম্মাত্মা, দেবব্রাহ্মণপূজক, রূপবান্, সৌভাগ্যশালী ও মহাবলপরাক্রম। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর নাম রূপসুন্দরী। রাজপত্নী রূপসুন্দরী সর্ব্বলক্ষণযুতা, ভর্ত্তৃভক্তা ও সৎশীলা। সমস্ত নারী মধ্যে তিনিই একমাত্র সুভগা। রাজদম্পতী প্রীতিপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বহু পুত্র এবং বহু কন্যা উৎপন্ন হইল। ক্রমে একদা হরির উত্থানকালে কার্ত্তিক মাস উপস্থিত। ঐ সময় নারায়ন-পরায়ণ জনগণ হরিতোষণার্থ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিতে লাগিল। ভবভয় ভীরু বিষ্ণুভক্তগণ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং নানা নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিল। রাজা সুধর্ম্মা প্রবোধিনী তিথি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন,—ভদ্রে! পুণ্যা প্রবোধিনী তিথি উপস্থিত; আমি সংযতভাবে উপবাসী থাকিয়া বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অদ্য পূজা করিব।

পুষ্কর তীর্থে স্নান করিয়া লক্ষ্মী সহ পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত জনার্দ্দন দেবকে আজ আমি অর্চ্চনা করিব। ভর্ত্তার প্রিয়হিতরতা চারুহাসিনী রূপসুন্দরী রাজার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া গোপনে বলিলেন,—হে নরাধিপ! আমার অন্তরেও এইরূপ বাসনা জন্মিয়াছে। আমি আপনার সহিত আদি তীর্থ পুষ্করে যাইতে ইচ্ছা করি। অনন্তর রাজা হস্তী, অশ্ব ও রথাদি বাহনযোগে পত্নী পুরোহিত সহ পুষ্কর তীর্থে আগমন করিলেন। অনন্তর তথায় স্নান ও ধ্যান করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণান্তে পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত দেবের পূজা করিলেন। কার্ত্তিক মাস, পুষ্কর তীর্থের সর্ব্বত্রই দীপমালাকুলে মনোহর। ৮১—৯৮। রাজা তথাকার এক দেবালয়ে লিখিত মার্জ্জারমূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ স্মরণ হইল। তিনি তাঁহার প্রেয়সীর মুখপঙ্কজে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন। রূপসুন্দরী কহিলেন,—স্বামিন্! আপনি

কথয়ামাস হৃষ্টাত্মা প্রাক্তনং কর্ম্মণঃ ফলম্‌ ॥১০০
রাজোবাচ।
অহমাসং পুরা দেবি মার্জ্জারো ব্রাহ্মণালয়ে।
ভক্ষিতা মূষকাস্তত্র ময়া শতসহস্রশঃ ॥ ১০১
ততো নারায়ণস্যাগ্রে দীপঃ সংরক্ষিতো যতঃ।
ব্যাজেনাপি ময়া দেবি প্রাপ্তং তৎকর্ম্মণঃ ফলম্‌
বিষ্ণুলোকমনুপ্রাপ্য রাজ্যং প্রাপ্তং ময়াধুনা ॥
রূপসুন্দর্য্যুবাচ।
মমাপি স্মরণং জাতং প্রাকৃতস্য চ জন্মনঃ।
মূষিকা চাহমপ্যাসং ক্ষুদ্রা ব্রাহ্মণবেশ্মনি ॥১০৪
কার্ত্তিকে চ প্রবোধিন্যাং মন্দীভূতে চ দীপকে
বর্ত্ত্যগ্রাহরণার্থায় নির্গতাহং তদা বিলাৎ ॥১০৫
দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং পূজিতং কুসুমৈস্তথা।
নিদ্রাভিভূতং বিপ্রঞ্চ বর্ত্তিঃ কৃষ্টা ময়া তদা ॥
উত্থিতস্ত্বং যদা তত্র মাং গ্রহীতুং কৃতক্ষণঃ।
দৃষ্ট্বা ত্বাঞ্চ প্রনষ্টাহং প্রবিষ্টা বিলমধ্যতঃ ॥১০৭
বিশস্ত্যা মম পাদেন দীপবর্ত্তির্বিজৃম্ভিতা।
তৈলপাত্রঞ্চ নমিতং তেনাহং সুখভাগিনী ॥
তস্ময়া রাজরাজেন্দ্র দীপঞ্চৈব প্রকাশিতম্‌।
ইদানীঞ্চ ময়া প্রাপ্তং রূপলাবণ্যমুত্তমম্‌ ॥ ১০৯
ত্বঞ্চ ভর্ত্তা তথা রাজ্যং পুত্রাশ্চৈবংবিধং সুখম্‌
দীপপ্রবোধনাজ্জাতং জ্ঞানমত্যন্তদুর্ল্লভম্‌ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীপব্রতমনুত্তমম্‌।
আবাং হি পরয়া ভক্ত্যা কুর্ব্বশ্চৈব বিশেষতঃ ॥
তদেতৎ কর্ম্মণঃ প্রাপ্তং ফলং রাজ্যাদি সম্পদঃ
পূর্ব্বজন্ম স্মৃতঞ্চাপি সর্ব্বপাপক্ষয়স্তথা ॥ ১১০
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিধিমন্ত্রাদিপূর্ব্বকম্‌।
দীপব্রতং কৃতং পুম্ভিঃ পুণ্যং চন্দ্রার্কতারকম্‌ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচো রাজা চক্রে দীপব্রতং তদা।
প্রিয়য়া সহ দেবর্ষে সম্যক্‌ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥১১২
তস্মিংস্তু পুষ্করে তীর্থে কৃত্বা দীপব্রতন্তু তৌ।

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাস্য করিলেন কেন? এই কথা শুনিয়া রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার প্রাক্তন কর্ম্মফলের কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন,—দেবি! পূর্ব্বকালে আমি এক ব্রাহ্মণের গৃহে মার্জ্জার ছিলাম। তথায় শতসহস্র মূষিক আমি ভক্ষণ করিয়াছি। একদা নারায়ণের সম্মুখস্থ দীপ প্রকারান্তরে আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। সেই জন্য আমার এই কর্ম্মফলপ্রাপ্তি হইয়াছে। হে দেবি! আমি অগ্রে বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া অধুনা এই ভৌম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। রূপসুন্দরী কহিলেন,—আমারও পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইতেছে। আমিও সেই ব্রাহ্মণালয়ে ক্ষুদ্র মূষিকা ছিলাম। একদা কার্ত্তিক মাসের প্রবোধিনী একাদশীতে হরিগৃহের প্রদীপ মন্দীভূত হইলে আমি উহার বর্ত্তিহরণের নিমিত্ত গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম,—নারায়ণ দেব কুসুমসমূহ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন। পূজক ব্রাহ্মণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমি তখন দীপবর্ত্তি আকর্ষণ করিলাম, তখন তুমি আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে। আমি তোমাকে দেখিয়া পলাইয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার পলায়নকালে মদীয় পদচালনায় দীপবর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তৈলপাত্র নত হইয়া গেল। তাই আমি সুখভাগিনী হইয়াছি। হে রাজরাজেন্দ্র! সেই দীপ প্রকাশিত করিয়াছিলাম বলিয়া এক্ষণে আমি উত্তম রূপলাবণ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি আমার ভর্ত্তা হইয়াছ, বিপুল রাজ্য লাভ হইয়াছে, বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবংবিধ নানা শুভ সংঘটন এবং একান্ত দুর্লভ জ্ঞান একমাত্র সেই দীপপ্রকাশনেই হইয়াছে। অতএব আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে বিশেষ ভক্তিসহকারে উত্তম দীপব্রতেরই অনুষ্ঠান করিব।৯৯—১০৯। এই রাজ্যাদি সম্পদ্‌ সেই ব্রতাচরণেরই ফল। পূর্ব্বজন্ম স্মরণ এবং সর্ব্বপাপক্ষয় সেই ব্রতানুষ্ঠানেই হইয়াছে। এই নিমিত্তই মানবগণ সর্ব্বপ্রযত্নে বিধি-মন্ত্রাদিপূর্ব্বক পুণ্য দীপব্রত করিয়া থাকে। হে দেবর্ষে! রাজা এই কথা শুনিয়া তৎকালে সম্যক্‌ শ্রদ্ধাসহকারে প্রিয়ার সহিত দীপব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজ-

অবাপতুঃ পরাং মুক্তিং দেবদানবদুর্লভাম্ ॥১১
এতদ্দীপস্য মাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি নরা ভুবি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাঃ প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥১১
যে চ কুর্ব্বন্তি পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা ভক্তিতৎপরাঃ
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥
দীপব্রতমিদং বিদ্বন্ কথিতং তে বিমুক্তিদম্।
সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং ধন্যং মহাব্রতমিদং তব ॥ ১১৬
নেত্ররোগা বিনশ্যন্তি যথা পাপপ্রভাবজাঃ।
আধয়ো ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে নশ্যন্তে হি কৃতে ক্ষণাৎ
ন দারিদ্র্যং ন শোকশ্চ ন মোহো ন চ বিভ্রমঃ।
গৃহে লক্ষ্মীঃ সমায়াতি জন্মজন্মনি বাড়ব ॥ ১১৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দীপব্রতমাহাত্ম্যং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানামভয়প্রদ।
ব্রতং ব্রূহি মহাদেব কৃপাং কৃত্বা মমোপরি ॥ ১

মহাদেব উবাচ।

সার্ব্বভৌমঃ পুরা হ্যাসীদ্ধরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
তস্য তুষ্টোঽদদদ্ব্রহ্মা পুরীং কামদুঘাং শুভাম্।
সর্ব্বরত্নময়ীং দিব্যাং বালার্কসদৃশপ্রভাম্।
তত্র স্থিতো মহীপালো সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্ ॥৩
পালয়ামাস ধর্ম্মেণ পিতা পুত্রমিবৌরসম্।
প্রভূতধনধান্যস্তু: পুত্রদৌহিত্রবান্নৃপঃ ॥ ৪
স পালয়ন্ শুভং রাজ্যং পরং বিস্ময়মাগতঃ।
ন তাদৃশমভূৎ পূর্ব্বং রাজ্যং কস্য হি কর্হিচিৎ
ন চেদৃশং নরৈরন্যৈর্বিমানমধিরোহিতম্।
কস্যেহ কর্ম্মণো ব্যুষ্টির্যেনাহং সুররাড়িব ॥ ৬

দম্পতী পুষ্কর তীর্থে উক্ত দীপব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া দেবদানবদুর্লভা পরা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল নর এই দীপব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে সকল নর কিংবা নারী ভক্তিযুক্ত হইয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে তাহারা পাপমুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! তোমার নিকট এই মুক্তিপ্রদ দীপব্রতের কথা কহিলাম। ইহা সর্ব্ব-সুখদায়ক, ধন্য, এবং মহাব্রতস্বরূপ। এই ব্রতের ফলে পাপজন্য নেত্ররোগ সকল বিনষ্ট হয়; সমস্ত আধি-ব্যাধি বিলয় পাইয়া থাকে। দারিদ্র, শোক, মোহ, বা বিভ্রম কিছুই থাকে না। এই ব্রতের ফলে জন্মে জন্মে স্থিরা লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে।১১০—১১৮।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে ভক্তগণের অভয়প্রদ, দেবদেব জগৎপতি, মহাদেব! আপনি মৎপ্রতি কৃপা করিয়া ব্রতবিধি বলুন। মহাদেব কহিলেন,—পুরাকালে হরিশ্চন্দ্র নামে এক সার্ব্বভৌম মহীপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া কামপ্রসবিনী এক শুভপুরী প্রদান করেন। ঐ দিব্য পুরী সর্ব্বরত্নময়ী এবং বালার্কবৎ প্রভাপটলশালিনী। মহীপাল হরিশ্চন্দ্র তথায় থাকিয়া সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ধর্ম্মানুসারে পালন করিতে লাগিলেন; পিতা যেমন পুত্র পালন করেন, তিনিও তেমনি প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। মহীপতি হরিশ্চন্দ্রের ধনধান্য সুপ্রচুর; পুত্র-দৌহিত্রাদি দ্বারা সর্ব্বদা তিনি অন্বিত।১—৪। এই অবস্থায় স্বীয় শুভ রাজ্য পরিপালন করিতে করিতে একদা একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—এরূপ রাজ্য ইতিপূর্ব্বে কখন কাহারও হয় নাই, এমন বিমানে অন্য কোন নর আরোহণ করিতে পারে নাই। আমার এ কোন্

ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা বিমানবরমাস্থিতঃ।
দদর্শ পার্থিববরো মেরুং শিখরিণাং বরম্॥ ৭
তত্রাস্তে চ মহাত্মাসৌ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
আসীনং পর্ব্বতবরে শৈলপট্টে হিরণ্ময়ে।
সনৎকুমারং ব্রহ্মর্ষিং জ্ঞান-যোগপরায়ণম্।
দৃষ্ট্বা হ্যবাতরদ্রাজা প্রষ্টুকামোঽথ বিস্ময়ম্॥ ৯
ববন্দে চরণৌ হৃষ্টস্তেনাপি স চ নন্দিতঃ।
সুখোপবিষ্টস্তু নৃপঃ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্॥ ১০
ভগবন্ দুর্লভা লোকে সম্পচ্চেয়ং যথা মম।
কর্ম্মণা কেন লভ্যেত কশ্চাহং পূর্ব্বজন্মনি॥ ১১
তত্ত্বং কথয় মে সর্ব্বমনুগ্রাহ্যোঽস্মি তে যদি॥ ১২

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্ববৃত্তস্য কারণম্।
যেন কৃত্বা বিশেষেণ তব চানুগ্রহোঽভবৎ।
ত্বমাসীঃ পূর্ব্বজন্মনি সুবৈশ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥
স্বং কর্ম্ম তে পরিত্যক্তং ততস্ত্যক্তস্তু বান্ধবৈঃ
স ত্বং বৃত্তিপরিক্ষীণো ভার্য্যয়ানুগতস্তথা॥ ১৪
নির্গতঃ স্বজনাংস্ত্যক্ত্বা পরপ্রেষণলিপ্সয়া।
ন চ প্রেষণদো হ্যাসীৎ কালে দুর্ভিক্ষপীড়িতঃ।
ততঃ কদাচিদ্গহনে সরশ্চোৎফুল্লপঙ্কজম্।
দৃষ্ট্বা তত্র কৃতো ভাবো গৃহ্নীবঃ পঙ্কজানি বৈ॥
এতাবদুক্ত্বা পুষ্পাণি তান্যাদায় পদে পদে।
আস্থিতৌ নগরীং পুণ্যাং নাম্না বারাণসীং শুভাম্
ততো বিক্রয়তঃ কশ্চিন্নৈব গৃহ্নাতি পঙ্কজম্।
তন্মঠান্নির্গতঃ কশ্চিত্তত্রৈব প্রাঙ্গণে স্থিতঃ॥১৮
তত্র স্থানে প্রবিশতা শ্রুতো বাদিত্রনিস্বনঃ।
কস্মিংশ্চ শ্রূয়তে হ্যেষ বাদিত্রস্য চ নিস্বনঃ॥১৯
ইতি পৃষ্টে তদা তূর্য্যে তেনোক্তে
প্রস্থিতোঽনন্তরম্।

কর্ম্মের পরিণাম, যাহাতে আমি সুররাজবৎ বিরাজমান। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নৃপবর তাঁহার দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গিরিবর সুমেরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তথায় দ্বিতীয় ভাস্করবৎ মহাত্মা সনৎকুমার বাস করেন। গিরিবর সুমেরুর হিরণ্ময় শিলাপট্টে তিনি সমাসীন। রাজা সেই জ্ঞানযোগপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারকে দেখিয়া স্বীয় বিস্ময়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলে, তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আমি যে সম্পদের অধিকারী হইয়াছি, এরূপ সম্পদ্ জগতে সুদুর্লভ। সুতরাং পূর্ব্ব জন্মে আমি কে ছিলাম, কোন্ কর্ম্মফলে এমন সম্পদ্ প্রাপ্ত হইলাম, যদি আমি অনুগ্রহযোগ্য হই তবে এ তত্ত্ব সমুদায় আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—রাজন্! আমি আপনার পূর্ব্ব জন্মবিবরণ বলিতেছি, আপনি যে বিশেষ কর্ম্ম করিয়া অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বজন্মে আপনি একজন সত্যবাদী শুদ্ধাচার শ্রেষ্ঠ বৈশ্য ছিলেন। কিন্তু স্বীয় জাত্যুচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় আপনার বান্ধবগণ আপনাকে পরিত্যাগ করে। বৃত্তিপরিক্ষীণ হইয়া আপনি স্বজনগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্য্যা সহ পরের প্রেষ্য কর্ম্ম করিবার জন্য নিজালয় হইতে বহির্গত হন। কিন্তু কাহারও নিকট আপনি কর্ম্ম না পাইয়া কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া পড়েন। অনন্তর একদা অরণ্য মধ্যে কোন এক উৎফুল্ল পঙ্কজময় সরোবর দর্শনে আপনাদের মনে ভাবোদয় হয়। "আমরা এই সকল পদ্ম গ্রহণ করিব।" এই অভিপ্রায়ে আপনারা পতিপত্নী তথা হইয়া প্রচুর পদ্ম তুলিয়া লইয়া পদব্রজে পুণ্যা নগরী বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন।৫—১৭। অনন্তর সেখানে আপনারা পদ্ম বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে কেহই আপনাদের পদ্ম গ্রহণ করে না। তখন তত্রত্য কোন ব্যক্তি মঠ হইতে নির্গত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিতে করিতে এক বাদিত্রধ্বনি শ্রবণ করিল। এই বাদিত্ররব কোথায় হইতেছে, কোন্ স্থান হইতে শুনা যাইতেছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে 'ইহা তূর্য্যধ্বনি'

কাশিরাজস্তু বিখ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্নস্তু পার্থিবঃ॥ ২০
তস্যাস্তি দুহিতা খ্যাতা নাম্না চন্দ্রাবতী সতী।
উপোষিতা মহাভাগা জয়ন্তীমষ্টমীং শুভাম্ ॥২১
তত্রাগতোঽসৌ বৈশ্যস্তু যত্র তিষ্ঠতি সা শুভা।
সন্তুষ্টচিত্তঃ স তদা হর্ষস্তত্রাগতো মহান্॥ ২২
তত্র স্থানে ত্বয়া দৃষ্টৌ দেববৈতানিকো বিধিঃ।
আদিত্যসহিতো যত্র পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥
তদ্ভক্ত্যা চ ত্বয়া পত্ন্যা সহ পুষ্পার্চ্চনং কৃতম্।
শেষৈস্তু প্রকরস্তত্র কৃতঃ পুষ্পময়স্তথা॥ ২৪
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা সাহ কেনেহাভ্যর্চ্চনং কৃতম্
জ্ঞাত্বা তৎকর্ম্ম তৎসর্ব্বং কৃতং সংরক্ষণং তথা॥
ততস্তুষ্টা তু সা তুভ্যং দদৌ বিত্তং বহু স্বয়ম্।
ত্বয়া বিত্তং নো গৃহীতং ভোজনায়ানুমন্ত্রিতঃ॥
ন গৃহীতং ভোজনঞ্চ ন চ বিত্তং ত্বয়া তদা।
আদিত্যো বিষ্ণুসংযুক্তঃ পূজিতোঽসৌ যথাবিধি

ততঃ প্রভাতসময়ে রক্ষ্যমাণস্তয়া সদা।
বিশ্রম্ভয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্নির্গতোঽসি যথেচ্ছয়া॥
তদেতদন্যজন্মনি সুকৃতং চার্জ্জিতং ত্বয়া।
পঞ্চত্বঞ্চ ত্বয়া প্রাপ্তং স্বীয়কর্ম্মানুযোগতঃ॥ ২৯
তেন পুণ্যেন মহতা বিমানমাগমত্তদা।
তৎফলং ভুজ্যতে ভূপ পূর্ব্বজন্মকৃতঞ্চ যৎ॥৩০

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

কেনৈব চ বিধানেন কস্মিন্মাসে চ সা তিথিঃ
কর্ত্তব্যা তন্মমাচক্ষ্ব অনুগ্রাহ্যোঽস্মি তে যদি॥৩১

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ কথ্যমানং ময়া তব।
শ্রাবণস্য তু মাসস্য কৃষ্ণাষ্টম্যাং নরাধিপ॥ ৩২
রোহিণী যদি লভ্যেত জয়ন্তী নাম সা তিথিঃ।
ভূয়ো ভূয়ো মহারাজ ভবেজ্জন্মনি কারণম্॥ ৩৩
বিধানমস্যা বক্ষ্যামি যথোক্তং ব্রহ্মণা মম।

এইমাত্র বলিয়া মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সুপ্রসিদ্ধ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন কাশীপুরীর অধীশ্বর। তাঁহার দুহিতার নাম চন্দ্রাবতী। সৌভাগ্যবতী সতী চন্দ্রাবতী শুভ জয়ন্তী অষ্টমীতে উপবাস করিয়াছিলেন। বৈশ্য তাঁহার বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিত্ত তখন সন্তুষ্ট, তিনি তথায় মহা-হর্ষে আবিষ্ট। সেই বৈশ্য আপনি, তথায় দেববৈতানিক বিধি অবলোকন করেন। আদিত্যসহ ভগবান হরি তথায় পূজিত হইতেছিলেন। তৎপ্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া আপনারা পতিপত্নী পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করেন এবং শেষে প্রচুর পুষ্পসজ্জা করিয়া রাখেন। তাহা দেখিয়া রাজকন্যা সবিস্ময়ে বলিলেন, কে এখানে অর্চ্চনা করিল? পরে তিনি সেই পূজাকার্য্য আপনারই কৃত জানিতে পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে বহু ধন প্রদান করেন। কিন্তু আপনি সে ধন গ্রহণ করেন না; শেষে আপনাকে ভোজনার্থ অভ্যর্থনা করা হয়, আপনি তাহাতেও সম্মত হন না। এইরূপে ধন এবং ভোজন কিছুই আপনি গ্রহণ করিলেন না। ঐদিন আদিত্য এবং বিষ্ণু যথাবিধি পূজিত হইলেন। চন্দ্রাবতী আপনাকে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাতে আপনি তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া সেস্থান হইতে যথেচ্ছ বহির্গত হন। এইরূপে পূর্ব্বজন্মে আপনার সুকৃত অর্জ্জিত হয়। আপনি স্বীয় কর্ম্মানুসারে শেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তখন আপনার অর্জ্জিত মহাপুণ্যপ্রভাবে অবিলম্বে বিমান আসিয়া উপস্থিত হয়। হে ভূপ! ইহজন্মে আপনি সেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলই ভোগ করিতেছেন। ১৮—৩০

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—যদি আপনার অনুগ্রহ যোগ্য হই, তবে কোন্ মাসে কি বিধানে সেই তিথিকৃত্য সমাধা করিতে হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। সনৎকুমার কহিলেন—রাজন্! অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যদি রোহিণী নক্ষত্র লভ্য হয়, তবে সেই তিথি জয়ন্তী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! ইহা বর্ষে বর্ষে ভগবজ্জন্মের কারণ বলিয়া কথিত হয়। এই তিথিকৃত্য ব্রহ্মা আমায় যেমন বলিয়াছিলেন, সেইরূপই বলিতেছি। ইহার অনুষ্ঠানে মানব

যৎ কৃত্বা মুক্তপাপস্তু বিষ্ণুলোকং প্রগচ্ছতি ॥৩৪
উপোষিতস্ততঃ কৃত্বা স্নানং কৃষ্ণতিলৈঃ সহ।
স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্ ॥ ৩৫
বজ্রমৌক্তিকবৈদূর্য্যপুষ্পরাগেন্দ্রনীলকম্।
পঞ্চরত্নং প্রশস্তন্তু ইতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ ॥৩৬
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং সৌবর্ণং লক্ষণান্বিতম্
সৌবর্ণাং বিন্যসেত্তত্র যশোদানন্দগেহিনীম্ ॥
দদমানান্ত পুত্রস্য স্তনং বৈ বিস্মিতাননাম্।
পিবমানং স্তনং মাতুরপরং পাণিনাস্পৃশৎ ॥৩৮
আলোক্য মাতরং প্রেম্না স্থবন্তং মুহুর্মুহুঃ।
সৌবর্ণং কারয়েদ্দেবং যাবচ্ছক্তিশ্চ বিদ্যতে ॥
দ্বিনিষ্কমাত্রং কর্ত্তব্যং যদি শক্তিশ্চ বিদ্যতে।
ত্রিলোহেনৈব কর্ত্তব্যং সৌবর্ণেনাথ বা পুনঃ ॥
তদ্বচ্চ রোহিণীং কুর্য্যাৎ সৌবর্ণীং রাজতঃ শশী
অঙ্গুষ্ঠমাত্রস্তু শশী রোহিণী চতুরঙ্গুলা ॥ ৪১

মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে। উপবাসী মানব কৃষ্ণতিল তৈল সহ স্নান করিয়া একটী পঞ্চরত্নান্বিত অক্ষত কুম্ভ স্থাপন করিবে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—হীরক, মৌক্তিক, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ এবং ইন্দ্রনীল এই পাঁচটীই পঞ্চরত্ন বলিয়া প্রশস্ত। ঐ স্থাপিত কুম্ভোপরি সুলক্ষণান্বিত সৌবর্ণ পাত্র রাখিয়া তাহাতে স্থবর্ণময়ী যশোদা-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ঐ মূর্ত্তির গঠন এইরূপ হইবে যেন যশোদা সবিস্ময়ে পুত্রকে স্তন দান করিতেছেন; দেব শ্রীকৃষ্ণেরও সৌবর্ণ মূর্ত্তি করিতে হইবে, উহার গঠন-প্রণালী—যেন শ্রীকৃষ্ণ মাতার স্তন পান করিতেছেন, অপর স্তন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছেন; আর প্রেমভরে মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বারবার তাঁহার সুখোৎপাদন করিতেছেন। যদি শক্তিতে কুলায়, তবে দ্বিনিষ্কপরিমাণ স্থবর্ণ দ্বারা ঐ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবে। অথবা ত্রিলোহ দ্বারা মূর্ত্তি করিয়া লইবে। এইরূপে রোহিণীর এবং শশীরও যথাক্রমে সৌবর্ণী এবং রাজতী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

কর্ণয়োঃ কুণ্ডলে দদ্যাৎ কণ্ঠাভরণকং গলে।
এবং কৃত্বা তু গোবিন্দং মাত্রা সার্দ্ধং জগৎপতিম্
ক্ষীরাদিস্নপনং কৃত্বা চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
শ্বেতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং পুষ্পমালোপশোভিতম্ ॥ ৪৩
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্ভক্ষ্যৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈরপি।
দীপঞ্চ কারয়েত্তত্র পুষ্পমণ্ডপশোভিতম্ ॥ ৪৪
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ কারয়েদ্ভক্তিমান্ বুধৈঃ।
এবং কৃত্বা বিধানন্তু যথা বিভবসারতঃ।
গুরুং সম্পূজয়েৎ পশ্চাৎ পূজাং তত্র সমাপয়েৎ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জন্মাষ্টমীব্রতং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
দৃষ্ট্বা শতক্রতুং সিদ্ধং সমাপ্তবরদক্ষিণম্।
মঘবা জাতসঙ্কল্পঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্বৃহস্পতিম্ ॥ ১

শশী অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং রোহিণী চতুরঙ্গুল-পরিমিতা, গোবিন্দের কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল এবং গলে কণ্ঠাভরণ প্রদান করিবে। মাতার সহিত জগৎপতি গোবিন্দকে এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়া পরে ক্ষীরাদি দ্বারা স্নান করাইবে, চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত, শ্বেত বস্ত্রযুগল দ্বারা আচ্ছাদিত এবং পুষ্পমালায় মণ্ডিত করিবে। নানাবিধ নৈবেদ্য, বিবিধ ফল ও ও ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করিবে। পুষ্পমণ্ডপ-শোভিত প্রদীপ দিবে। ভক্তিমান্ জন এইরূপে পূজা করিয়া গীত নৃত্য ও বাদ্যানুষ্ঠান করাইবে। এইরূপ বিধির অনুষ্ঠানান্তে বিভবানুসারে পরে গুরুপূজা করিবে। অনন্তর উক্ত পূজা কার্য্য সমাপন করিবে। ৩১—৪৫।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—কৃতসঙ্কল্প ইন্দ্র স্বীয় আরব্ধ শত ক্রতু উত্তম দক্ষিণান্তে সুসম্পন্ন

ভগবন্ কেন দানেন সর্ব্বতঃ সুখমেধতে।
যদক্ষয়ং মহার্ঘঞ্চ তন্মে ব্রূহি মহাতপঃ॥ ২
এবমিন্দ্রেণ চোক্তোঽসৌ দেবদেবঃ পুরোহিতঃ
প্রহস্য তং মহাপ্রাজ্ঞো বৃহস্পতিরুবাচ হ॥ ৩
হিরণ্যদানং গোদানং ভূমিদানঞ্চ বাসব।
এতৎ প্রযচ্ছমানস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং মণিরত্নঞ্চ বাসব।
সর্ব্বমেব ভবেদ্দত্তং বসুধাং যঃ প্রযচ্ছতি॥ ৫
ফালকৃষ্টাং মহীং দত্ত্বা সবীজাং শস্যমালিনীম্।
যাবৎ সূর্য্যকৃতালোকস্তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে॥
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্ষিতঃ
অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি॥ ৭
দশহস্তেন দণ্ডোঽত্র ত্রিংশদ্দণ্ডা নিবর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব গোচর্ম্ম ব্রহ্মগোচর্ম্মলক্ষণম্।
সবৃষং গোসহস্রন্তু যত্র তিষ্ঠত্যযন্ত্রিতম্।
বালবৎসপ্রসূতানাং তদ্গোচর্ম্ম ইতি স্মৃতম্॥৯
বিপ্রায়দদ্যাচ্চ গুণান্বিতায়
তপোযুতায় প্রজিতেন্দ্রিয়ায়।
যাবন্মহী তিষ্ঠতি সাগরান্তা
তাবৎ ফলং তস্য ভবেদনন্তম্॥ ১০
যথাপ্সু পতিতঃ শক্র তৈলবিন্দুঃ প্রসর্পতি।
এবং ভূমিকৃতং দানং শস্যে শস্যে প্রসর্পতি॥১১
যথা বীজানি রোহন্তি প্রকীর্ণানি মহীতলে।
এবং কামান্ প্ররোহন্তি ভূমিদানসমন্বিতাঃ॥১২
অন্নদাঃ সুখিনো নিত্যং বস্ত্রদো রূপবান্ ভবেৎ
স নরঃ সর্ব্বদো ভূয়ো যো দদাতি বসুন্ধরাম্॥১৩
যথা গৌর্ভরতে বৎসং ক্ষীরমুৎসৃজ্য ক্ষারিণী।
এবং দত্তা সহস্রাক্ষ ভূমির্ভরতি ভূমিদম্॥ ১৪
শঙ্খো ভদ্রাসনং ছত্রং বরাশ্ববরবারণাঃ।
ভূমিদানস্য পুণ্যস্য ফলং স্বর্গঃ পুরন্দর॥ ১৫
আদিত্যো বরুণো বহ্নির্ব্রহ্মা সোমো হুতাশনঃ
শূলপাণিশ্চ ভগবানভিনন্দন্তি ভূমিদম্॥ ১৬
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ।

হইল দেখিয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কিরূপ দান করিলে সর্ব্বথা নর সুখ লাভ করে, এবং যে দান অক্ষয় অমূল্য ও মহাতপঃস্বরূপ, আপনি আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। ইন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে বাসব! হিরণ্য গো ও ভূমিদানকারী ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বসুধা দান করে, সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণিরত্ন প্রভৃতি সমস্তই তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। ফালকৃষ্ট সবীজ, শস্যসম্পন্ন মহী দান করিয়া সূর্য্যালোকের বিকাশ কাল পর্য্যন্ত মানব স্বর্গলোকে বিহার করে। পুরুষ বৃত্তিক্ষীণ হইয়া যে কিছু পাপ করে, মাত্র গোচর্ম্মপরিমিত ভূমিদানেই সে পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। দশ হস্তে এক দণ্ড, দশ দণ্ডে এক নিবর্ত্তন, এবং দশ নিবর্ত্তনে এক গোচর্ম্ম; ইহা ব্রহ্ম-গোচর্ম্মের লক্ষণ। বাল বৎস নবপ্রসূত ও বৃষযুক্ত গোসহস্র যে স্থানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অবস্থান করিতে পারে, তত পরিমাণ স্থান গোচর্ম্ম বলিয়া কথিত। গুণান্বিত তপোযুত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে মহী দান করিতে হয়। এরূপ দানে যাবৎ মহী-স্থিতি, তাবৎ তাঁহার অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হে শক্র! যেমন জলে তৈলবিন্দু প্রসর্পিত হয়, সেইরূপ ভূমিকৃত দান শস্যে শস্যে ছড়াইয়া পড়ে। যেমন মহীতলে রোপিত বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ভূমিদানযুক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্ব কামনাই সফল করিয়া লয়। অন্নদাতা নর নিত্য সুখী হয়, বস্ত্রদাতা রূপবান্ হইয়া থাকে। যে নর বসুধা দান করে, তাহার সমস্ত বস্তুই দান করা হয়। ১—১৩। যেমন ক্ষীরস্রাবিণী গাভী ক্ষীর ক্ষরণ করিয়া বৎস পোষণ করে, তেমনি প্রদত্ত ভূমি দাতাকেই ভরণ করিয়া থাকে। হে পুরন্দর! শঙ্খ, ভদ্রাসন, ছত্র, উত্তম অশ্ব, উত্তম হস্তী ও স্বর্গ এই সমস্তই ভূমিদানপুণ্যের ফল। আদিত্য, বরুণ, বহ্নি, ব্রহ্মা, চন্দ্র, হুতাশন এবং ভগবান্ শূলপাণি ইঁহারা সকলেই ভূমিদাতাকে অভিনন্দিত

ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী।
নরকাদুদ্ধরন্ত্যেতে জপবাপনদোহনাৎ॥১৮
দুর্গতিং তারয়ন্ত্যেতে বিধিবদ্বিপ্র ধারণৈঃ।
প্রাবৃতা বস্ত্রদা যান্তি নগ্না যান্তি ত্ববস্ত্রদাঃ॥ ১৯
তৃপ্তা যান্ত্যন্নদাতারঃ ক্ষুধিতা যান্ত্যনন্নদাঃ।
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নরকান্তয়ভীরবঃ॥ ২০
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
লোহিতো যস্তু বর্ণেন পুচ্ছাগ্রে যস্তু পাণ্ডুরঃ॥২২
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে।
নীলঃ পাণ্ডুরলাঙ্গূলস্তোয়মুদ্ধরতে তু যঃ॥ ২৩
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ।
যস্য শৃঙ্গগতং পঙ্কং কূলে তিষ্ঠতি চোদ্ধৃতম্॥ ২৪
পিতরস্তস্য চাশ্নন্তি সোমলোকং মহাদ্যুতিম্।
আসীদ্রাজ্ঞো দিলীপস্য নৃগস্য নহুষস্য চ॥ ২৫
অন্যেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং পুনরন্যেষু গচ্ছতি।
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ॥২৬
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্।
ব্রহ্মঘ্নো বাথ স্ত্রীহন্তা বালঘ্নঃ পতিতোঽথবা॥২৭
গবাং শতসহস্রাণি হন্তা তত্তস্য দুষ্কৃতম্।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্তু বসুন্ধরাং॥২৮
স চ বিষ্ঠাকৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ॥ ২৯
প্রহর্ত্তা চানুমন্তা চ তাবদ্বৈ নরকং ব্রজেৎ।
ভূমিদাদ্ভূমিহর্ত্তুশ্চ নাপরঃ পুণ্যপাপবান্॥ ৩০
ঊর্দ্ধাধস্তৌ চ তিষ্ঠেতে যাবদাভূতসম্প্লবম্॥৩১
অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণং,
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।

করেন। পিতৃগণ গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং পিতামহগণ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, আমাদের কুলে যে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা হইবে। গো, পৃথ্বী এবং সরস্বতী এই তিনটী অতিদান বলিয়া বর্ণিত। ইহারা দোহনে, বাপনে এবং জপে নরগণকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে ইহারা দুর্গতি হইতে ত্রাণ করে। বস্ত্রদাতৃগণ আচ্ছাদিত হইয়া, অবস্ত্রদাতৃগণ নগ্ন হইয়া, অন্নদাতৃগণ তৃপ্ত হইয়া এবং যাহারা অন্ন দান করে নাই, তাহারা ক্ষুধিত হইয়া প্রয়াণ করে। নরকভয়ভীরু পিতৃগণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন যে, আমাদের যে পুত্র গয়ায় যাইবে, সেই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা হইবে। বহুপুত্র প্রার্থনীয়, কেননা যদি তাহাদের একজনও গয়ায় যায়, বা অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করে অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিয়া দেয়। যাহার বর্ণ লোহিত, পুচ্ছাগ্র পাণ্ডুর এবং খুর ও বিষাণ শ্বেত, সেই বৃষই নীলবৃষ নামে অভিহিত। পাণ্ডুরবর্ণ লাঙ্গুলশালী যে নীল বৃষ জল উত্তোলন করে, তাহাকে দান করিলে পিতৃগণ ষষ্টিসহস্র বর্ষ তৃপ্তিলাভ করেন। যে বৃষ শৃঙ্গদ্বারা নদীকূলের মৃত্তিকা উৎখাত করিয়া থাকে, তাহার দানে পিতৃগণ মহাপ্রভ সোমলোক ভোগ করিয়া থাকেন। এই বসুধা রাজা দিলীপ,নৃগ, নহুষ ও অন্যান্য নরেন্দ্রগণের অধিকৃত হইয়াছিল; পুনরায় অন্য রাজগণের অধিকারভুক্ত হইবে। সগরাদি বহু রাজা বসুধা দান করিয়াছেন। যে যে যখন ভূমির অধিকারী, ভূমিদানফল তখন তাঁহার তাঁহারই। ব্রহ্মঘ্ন, স্ত্রীঘাতী, বালঘ্ন, পতিত অথবা শতসহস্র গোবধকারীর যে পাতক হয়, ভূমিহর্ত্তার সেই পাতক হইয়া থাকে। বসুধা স্বদত্তাই হউক, আর পরদত্তাই হউক, যে ব্যক্তি তাহা হরণ করে, সে বিষ্ঠামধ্যে কৃমি হইয়া তাহার পিতৃগণসহ পচিতে থাকে। ভূমিদাতা ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করে। ১৪—২৯। কিন্তু হরণকর্ত্তা এবং অনুমোদনকর্ত্তা তাবৎকাল নরকে বাস করিয়া থাকে। ভূমিদাতা এবং ভূমিহর্ত্তা হইতে অপর কেহই পুণ্যবান্ বা পাপবান্ নাই। আপ্রলয় তাহারা উভয়ে যথাক্রমে ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকে বাস করিয়া থাকে।

তেষামনন্তং ফলমশ্নবীত,
যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৩২
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি ।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ ॥
অন্যা যেন.কৃতা ভূমির্যৈর্নরৈরপহারিতা ।
হরন্তে হারয়ন্তশ্চ হন্যুস্তে সপ্তমং কুলম্ ॥ ৩৪
হরেদ্ধারয়তে যস্তু মন্দবুদ্ধিস্তমোবৃতঃ ।
স বদ্ধো বারুণৈঃ পাশৈস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে
অশ্রুভিঃ পতিতৈস্তেষাং দানানামবকর্ত্তনম্ ।
ব্রাহ্মণস্য হৃতে ক্ষেত্রে হতং ত্রিপুরুষং কুলম্ ॥
বাপীকূপসহস্রেণ অশ্বমেধশতেন চ ।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি ॥ ৩৭
কৃতং দত্তং তপোঽধীতং যৎকিঞ্চিদ্ধর্ম্মসংস্থিতম্
অর্দ্ধাঙ্গুলস্য সীমায়া হরণেন প্রণশ্যতি ॥ ৩৮
গোতীর্থং গ্রামরথ্যাঞ্চ শ্মশানগ্রামমেব চ ।
সম্পীড্য নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩৯
পঞ্চ কন্যানৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে ।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে ॥ ৪০
হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদন্ ।
সর্ব্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাস্ম ভূম্যনৃতং বদ ॥ ৪১
ব্রহ্মস্বে মা রতিং কুর্য্যাৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি
অগ্নিদগ্ধাঃ প্ররোহন্তি ব্রহ্মদগ্ধো ন রোহতি ॥ ৪২
অগ্নিদগ্ধাঃ প্ররোহন্তি সূর্য্যদগ্ধাস্তথৈব চ ।
রাজদণ্ডহতাশ্চৈব ব্রহ্মশাপহতা হতাঃ ॥ ৪৩
ব্রহ্মস্বেন চ পুষ্টানি অঙ্গানি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ।
কার্য্যকালে বিশীর্য্যন্তে সিকতাভিত্তয়ো যথা ॥৪৪
ব্রহ্মস্বহরণং কুর্ব্বন্নরো যাতীহ রৌরবম্ ।
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে ॥ ৪৫
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রিকম্ ।

অগ্নির প্রথম অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর ভূমি এবং সূর্য্যের গোগণ; অতএব যে ব্যক্তি সুবর্ণ মহী ও গোদান করে, তাহার অনন্ত ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভূমি গ্রহণ করে এবং যে ভূমিদান করে, তাদৃশ দাতা প্রতিগৃহীতা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা; নিশ্চয়ই তাহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক ভূমি হরণ করে বা করায়, তাদৃশ হর্ত্তা এবং হারয়িতা উভয়েই স্বীয় সপ্তম কুল পর্য্যন্ত নাশ করিয়া থাকে। যে তমসাচ্ছন্ন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি ভূমি হরণ করে বা করায়, সে বারুণ পাশে বদ্ধ হইয়া তির্য্যগ্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। পতিত অশ্রু-বর্ষণে তাহাদের দান-পুণ্য ধৌত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র হরণে ত্রিপুরুষ কুল নষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র বাপী-কূপ নির্ম্মাণে, শত অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে কিংবা কোটি গোপ্রদানেও ভূমিহর্ত্তা শুদ্ধিলাভ করে না। যে কিছু সুকৃত, দত্ত বা অধীত, অথবা তপোধর্ম্মনুষ্ঠান থাকুক, অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণ সীমাহরণেই তৎসমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। গোতীর্থ, গ্রাম্যপথ, শ্মশান বা গ্রাম পরিপীড়ন করিয়া নর আপ্রলয় নরকে বাস করে। কন্যানৃতে পঞ্চ, গবানৃতে দশ, অশ্বানৃতে শত এবং পুরুষানৃতে সহস্র পুরুষ নরকস্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হিরণ্য নিমিত্ত অনৃতবাদী হয়, তাহার জাত অজাত সমস্ত পুরুষই নষ্ট হইয়া থাকে, ভূমি নিমিত্ত অনৃত-বাদীর সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব ভূমি নিমিত্ত অনৃত বাক্য বলিও না। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও ব্রহ্মস্ব হরণে যেন কাহারও মতি না হয়। কারণ অগ্নিদগ্ধ হইলে পুনঃ প্ররূঢ় হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মদগ্ধ হইলে কদাচ প্ররূঢ় হইবার নহে। অগ্নিদগ্ধ ও সূর্য্যদগ্ধ পুনঃ প্ররূঢ় হয়, কিন্তু রাজদণ্ডহত বা ব্রহ্মশাপহত ব্যক্তি একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে সকল অঙ্গ মুহুর্ম্মুহু ব্রহ্মস্ব দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তাহারা কার্য্যকালে সিকতা-ভিত্তির ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া যায়। ৩০—৪৪। নর ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়া রৌরব নরকে প্রয়াণ করে। বিষকে বিষ বলা হয় না; ব্রহ্মস্ব-কেই প্রকৃত বিষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিষ একমাত্র পুরুষকে বিনাশ করে কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্র-পৌত্র সমস্তই নাশ করিয়া থাকে।

লৌহচূর্ণং চাশ্মচূর্ণং বিষং সঞ্জরয়েন্নরঃ॥ ৪৬
ব্রহ্মস্বং ত্রিষু লাকেষু কঃ পুমান্ জরয়িষ্যতি।
ব্রহ্মস্বেন তু যৎসৌখ্যং দেবস্বেন তু যা রতিঃ॥
তদ্ধনং কুলনাশায় ভবত্যাত্মবিনাশনম্।
ব্রহ্মস্বং ব্রহ্মহত্যা চ দরিদ্রস্য তু যদ্ধনম্॥ ৪৮
গুরুমিত্রহিরণ্যঞ্চ স্বর্গস্থমপি পীড়য়েৎ।
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব॥ ৪৯
সন্তুষ্টায় বিনীতায় সর্ব্বস্বসহিতায় চ।
বেদাভ্যাসতপোজ্ঞানেন্দ্রিয়সংযমশালিনে॥ ৫০
ঈদৃশায় সুরশ্রেষ্ঠ যদ্দত্তং হি তদক্ষয়ম্।
আমপাত্রে যথা ন্যস্তং ক্ষীরং দধি ঘৃতং মধু॥৫১
ভিনত্তি পাত্রং দৌর্ব্বল্যান্ন চ পাত্রং বিনশ্যতি।
এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমন্নং মহীং তিলান্॥৫৩
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্নাতি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ।
যস্তড়াগং নবং কুর্য্যাৎ পুরাণং বাপি খানয়েৎ॥
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য স্বর্গলোকে মহীয়তে।
বাপীকূপতড়াগানি উদ্যানপ্রভবানি চ॥ ৫৪
পুনর্নবীকৃতানি সংস্কৃত্য প্রদত্তে মৌক্তিকং ফলম্।
নিদাঘকালে পানীয়ং যস্য তিষ্ঠতি বাসব॥ ৫৫
স দুর্গং বিষমং কৃচ্ছ্রং ন কদাচিদবাপ্নুয়াৎ।
একাহন্ত স্থিতং তোয়ং পৃথিব্যাং দেবসত্তম॥ ৫৬
কুলানি তারয়েত্তস্য সপ্ত সপ্ত পরানপি।
দীপালোকপ্রদানেন বপুষ্মান্ স ভবেন্নরঃ॥৫৭
দক্ষিণায়াঃ প্রদানেন স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি।
কৃত্বাপি পাতকং কর্ম্ম যো দদ্যাদন্নমর্থিনে॥ ৫৮
ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ ন স পাপৈর্হি লিপ্যতে।
ভূমির্গাবস্তথা দাসঃ প্রসহ্য প্রহৃতা যদা॥ ৫৯
ন নিবেদয়তে যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্।
উপস্থিতে বিবাহে চ যজ্ঞে দানে চ বাসব॥ ৬০
মোহাচ্চরতি বিঘ্নং যঃ স মৃতো জায়তে কৃমিঃ।
ধনং ফলতি দানেন জীবিতং জীবরক্ষণাৎ॥৬১
রূপমৈশ্বর্য্যমারোগ্যমহিংসাফলমশ্নুতে।
ফলমূলাশনাৎ পূজ্যং স্বর্গঃ সত্যেন লভ্যতে॥

নর লোহচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ এবং বিষও জারিত করে, কিন্তু এ ত্রিলোকে কোন্ পুরুষ ব্রহ্মস্বকে জারিত করিতে পারে? ব্রহ্মস্ব-দেবস্ব হরণে যাহার সুখ হয়, তাহার ধন-সম্পদ কুল ও আত্মনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্ব, ব্রহ্মহত্যা, দরিদ্রের অপহৃত ধন এবং গুরু ও মিত্রজনের হৃত হিরণ্য স্বর্গস্থ-ব্যক্তিকেও পরিপীড়িত করিয়া থাকে। হে বাসব! যিনি শ্রোত্রিয়, কুলীন, দরিদ্র, সন্তুষ্ট, বিনীত, এবং বেদাভ্যাস তপস্যা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সংযমশালী, তাদৃশ ব্যক্তিকে যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যেমন আমপাত্রে রক্ষিত ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও মধু পাত্রের দৌর্ব্বল্য হেতু তাহা ভেদ করিয়া যায়; পরন্তু পাত্র নাশ পায় না, তেমনি গো, হিরণ্য, বস্ত্র, অন্ন, মহী ও তিল এ সকল অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি নূতন তড়াগ প্রস্তুত করে বা পুরাণ পুষ্করিণী খনন করায়, সে সমস্ত কুলের উদ্ধার সাধন করিয়া স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। বাপী, কূপ তড়াগ ও উদ্যানাদির পুনঃসংস্কার করাইলে মুক্তিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে বাসব! যাহার কৃত তড়াগাদিতে গ্রীষ্মকালেও পানীয় থাকে, সে কদাচ বিষম কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হয় না। হে দেবরাজ! একদিনও যদি খনিত ভূমিতে জল থাকে তাহা হইলে তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। নর দীপালোক দানে বপুষ্মান্ হয়। ৪৫—৫৭। দক্ষিণা দানে স্মৃতি এবং মেধা লাভ করে। পাপ কর্ম্ম করিয়াও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বিশেষরূপে দান করে, সে আর পাপলিপ্ত হয় না। ভূমি গো, ও দাস এই তিনটী যখন বলপূর্ব্বক অপহৃত হয়, তখন যে ব্যক্তি তাহা প্রকাশ না করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অভিহিত করা হয়। হে বাসব! উপস্থিত বিবাহ, যজ্ঞ ও দান কার্য্যে যে ব্যক্তি মোহক্রমে বিঘ্নাচরণ করে, সে মরিয়া কৃমিরূপে জন্ম লয়। দানে ধন ও জীবরক্ষণে জীবন সফল হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য—অহিংসার

প্রায়োপবেশনাদ্রাজ্যং সর্ব্বত্র সুখমশ্নুতে।
সুখাঢ্যঃ শক্রদীক্ষায়াং স্বর্গামী চ তৃণাশনঃ ॥ ৬৩
রূপী ত্রিষবণস্নায়ী বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ।
নিত্যস্নায়ী ভবেদ্দক্ষঃ সন্ধ্যাবেদজপান্বিতঃ ॥৬৪
অহিংস্রো যাতি বৈরাজ্যং নাকপৃষ্ঠমনাশকঃ।
অগ্নিপ্রবেশী নিয়তং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৬৫
রসানাং প্রতিসংহারে পশূন্ পুত্রাংশ্চ বিন্দতি।
নাকে চিরং স বসতি উপবাসী চ যো ভবেৎ ॥
সততং ভূমিশায়ী যঃ স লভেদীপ্সিতাং গতিম্
বীরাসনং বীরশয্যং বীরস্থানমুপাসতঃ ॥ ৬৭
অক্ষয়াস্তস্য লোকাঃ স্যুঃ সর্ব্বকামগমাস্তথা।
উপবাসঞ্চ দীক্ষাঞ্চ অভিষেকঞ্চ বাসব ॥ ৬৮
কৃত্বা দ্বাদশবর্ষাণি বীরস্থানাদ্বিশিষ্যতে।
পাবনং চরতে ধর্ম্মং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৬৯
বৃহস্পতিমতং পুণ্যং যে পঠন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
তেষাং চত্বারি বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্ ॥

নারদ উবাচ।
ইতীন্দ্রায় বৃহস্পতিপ্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রকম্।
মহ্যং ভক্তায় সম্প্রোক্তং মহেশেনাখিলং নৃপ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ধর্ম্মকথনে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
শনিপীড়া কথং যাতি তন্মে বদ সুরোত্তম।
ত্বন্মুখাৎ শ্রূয়তে যদ্বৈ তেন জন্তুঃ প্রমুচ্যতে ॥১
মহাদেব উবাচ।
দেবর্ষে শৃণু বৃত্তান্তং তেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
গ্রহাণাং গ্রহরাজোঽয়ং সৌরিঃ সর্ব্বমহেশ্বরঃ ॥২
অয়ন্তু দেবো বিখ্যাতঃ কালরূপী মহাগ্রহঃ।
জটিলো বজ্ররোমা চ দানবানাং ভয়ঙ্করঃ ॥৩

ফলেই অধিগত হইয়া থাকে। ফল-মূল ভক্ষণে পূজা এবং সত্যবলে স্বর্গলাভ হয়। প্রায়োপবেশনে রাজ্য এবং সর্ব্বত্র সুখ ভোগ হইয়া থাকে; হে শক্র! দীক্ষিত ব্যক্তি সুখাঢ্য, তৃণাশন ব্যক্তি স্বর্গামী, এবং ত্রিধাস্নায়ী নর রূপবান্ হয়। বায়ুপানে মানব ক্রতুফল লাভ করে, সন্ধ্যা বেদ ও জপান্বিত নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি দক্ষ হইয়া থাকে। অহিংস্র ব্যক্তি রাজ্য ও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। অগ্নিপ্রবেশী ব্যক্তি নিয়ত ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। নর রসসমূহের বর্দ্ধনে পশু ও পুত্র সকল লাভ করে। যে ব্যক্তি উপবাসপরায়ণ, চিরদিন তাহার স্বর্গে বাস হয়। সর্ব্বদা ভূমি-শায়ী জন ঈপ্সিত গতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বীরাসন বীরশয়ন ও বীরস্থানের উপাসনা করে, তাহার অক্ষয় লোক সকল লাভ হয়। হে বাসব! উপবাস দীক্ষা ও অভিষেক করিলে দ্বাদশবর্ষ বীরস্থান উপাসনা হইতেও অধিক ফল হইয়া থাকে। নর পবিত্র ধর্ম্মাচরণে স্বর্গলোকে বিহার করে। যে সকল দ্বিজোত্তম বৃহস্পতির এই পুণ্য উপদেশ পাঠ করেন, তাঁহাদের আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল এই চারিটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নারদ কহিলেন,—ইন্দ্রের নিমিত্ত বৃহস্পতি এই যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ভক্ত আমি, আমার নিকট মহেশ দেব ইহা সমগ্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৫৮—৭১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে সুরোত্তম! কিরূপে শনিপীড়া অপগত হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। যাহা আপনার মুখ হইতে শুনা যায়, জীব তাহাতেই মুক্তিলাভ করে। মহাদেব কহিলেন,—দেবর্ষে! সে বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণেই বন্ধনমুক্তি হইয়া থাকে। গ্রহগণ মধ্যে এই সূর্য্যসুত শনিগ্রহই শ্রেষ্ঠ গ্রহ। এই দেব কালরূপী মহাগ্রহ বলিয়া বিখ্যাত। ইনি জটিল, বজ্র-

তস্যাখ্যানঞ্চ লোকেঽস্মিন্ প্রথিতং নাস্তি বৈ প্রভো।
ময়া গুপ্তং বিশেষেণ নোক্তং হি কস্যচিৎ কদা
রঘুবংশেঽতিবিখ্যাতো রাজা দশরথঃ পুরা।
চক্রবর্ত্তী মহাবীরঃ সপ্তদ্বীপাধিপোঽভবৎ॥ ৫
কৃত্তিকান্তে শনিং জ্ঞাত্বা দৈবজ্ঞৈর্জ্ঞাপিতো হি সঃ
রোহিণীং ভেদয়িত্বা চ শনির্যাস্যতি সাম্প্রতম্॥৬
শাকটং ভেদমত্যুগ্রং সুরাসুরভয়ঙ্করম্।
দ্বাদশাব্দন্তু দুর্ভিক্ষং ভবিষ্যতি সুদারুণম্॥ ৭
এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং মন্ত্রিভিঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রয়ামাস কিমিদং ভয়ঙ্করমুপস্থিতম্॥ ৮
আকুলঞ্চ জগদ্ দৃষ্ট্বা পৌরজানপদাদিকম্।
ব্রুবন্তি সর্ব্বতো লোকাঃ ক্ষয় এষ সমন্ততঃ॥ ৯
দেশাঃ নগরা গ্রামা ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ।
পপ্রচ্ছ প্রয়তো রাজা বসিষ্ঠপ্রমুখান্ দ্বিজান্।
সংবিধানং কিমত্রাস্তি ব্রূত মাং হি দ্বিজোত্তমাঃ

বসিষ্ঠ উবাচ।

প্রাজাপত্যমৃক্ষমিদং তস্মিন্ ভিন্নে কুতঃ প্রজাঃ
অয়ং যোগো হ্যসাধ্যস্তু ব্রহ্মশক্রাদিভিস্তথা॥ ১২
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা সাহসং পরমং মহৎ।
সমাদায় ধনুর্দিব্যং দিব্যায়ুধসমন্বিতম্॥ ১৩
রথমারুহ্য বেগেন গতো নক্ষত্রমণ্ডলম্।
সপাদং যোজনং লক্ষং সূর্য্যস্যোপরি সংস্থিতম্
রোহিণীপৃষ্ঠমাস্থায় রাজা দশরথঃ পুরা।
রথে তু কাঞ্চনে দিব্যে মণিরত্নবিভূষিতে॥
হংসবর্ণহয়ৈর্যুক্তে মহাকেতুসমুচ্ছ্রয়ে।
দীপ্যমানো মহারত্নৈঃ কিরীটমুকুটোজ্জ্বলঃ॥১৬
বভ্রাজ স তদাকাশে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
আকর্ণপূর্ণচাপে তু সংহারাস্ত্রং ন্যযোজয়ৎ॥১৭
সংহারাস্ত্রং শনির্দৃষ্ট্বা সুরাসুরভয়ঙ্করম্।
হসিত্বা তদ্ভয়াৎ সৌরিরিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৮

শনিরুবাচ।

পৌরুষং তব রাজেন্দ্র পরং রিপুভয়ঙ্করম্।
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ॥১৯

রোমা ও দানবগণের ভয়ঙ্কর। ইঁহার আখ্যান এজগতে প্রথিত নাই, আমি তাহা বিশেষরূপে গোপন রাখিয়াছি, কখনও কাহার নিকট প্রকাশ করি নাই। পুরাকালে সূর্য্য-বংশে দশরথ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তিনি চক্রবর্ত্তী, মহাবীর ও সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর। একদা দৈবজ্ঞগণের মুখে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সম্প্রতি শনিগ্রহ কৃত্তিকান্তে রোহিণী ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবেন। এই অত্যুগ্র শকট-ভেদ সুরাসুর-গণেরও ভীতিপ্রদ। ইহাতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণসহ এই উপস্থিত মহাভয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। পৌর জানপদাদি সমগ্র জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; দেখিয়া সমস্ত লোক বলিতে লাগিল,—আর রক্ষা নাই, এইবার প্রলয় উপস্থিত। এই বলিয়া দেশ, নগর, গ্রাম সকলেই ভয়ভীত। তখন রাজা বশিষ্ঠপ্রমুখ দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি? তাহা আমায় বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রোহিণী প্রাজাপত্য নক্ষত্র, উহা ভিন্ন হইলে প্রজার আর অস্তিত্ব থাকিবে কোথায়? এই যোগ ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসাধ্য। রাজা এই সকল চিন্তা করিয়া অত্যন্ত সাহসের সহিত দিব্যায়ুধ-সমন্বিত দিব্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে বেগে নক্ষত্রমণ্ডলে যাত্রা করিলেন। সপাদ লক্ষ যোজন দূরে সূর্য্যোপরি রোহিণীপৃষ্ঠ অবস্থিত; রাজা দশরথ তথায় মণিরত্নভূষিত শ্বেতহয়যুত মহাকেতুসমুচ্ছ্রিত দিব্য কাঞ্চন-কিরীট-মুকুটোজ্জ্বল রূপে দীপ্যমান হইয়া আকাশে দ্বিতীয় ভাস্করবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং আকর্ণপূর্ণ ধনুকে সংহারাস্ত্র যোজনা করিলেন।১—১৭। শনি সেই সুরা-সুরভয়ঙ্কর সংহারাস্ত্র অবলোকন করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক সভয়ে রাজাকে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তোমার শত্রুভয়ঙ্কর পুরুষকার প্রশংসনীয়; পরন্তু হে রাজন্! আমি

ময়া বিলোকিতা রাজন্ ভস্মসাচ্চ ভবন্তি তে।
তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র তপসা পৌরুষেণ চ।
বরং ব্রূহি প্রদাস্যামি মনসা যৎকিমিচ্ছসি॥২০

দশরথ উবাচ।

রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু ন গন্তব্যং কদাচন।
সরিতঃ সাগরা যাবৎ যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী॥২১
যাচিতস্তু ময়া সৌরে নান্যমিচ্ছামি তে বরম্।
এবমস্তু শনিঃ প্রাহ বরং দত্ত্বা তু শাশ্বতম্॥২২
পুনরেবাব্রবীত্তুষ্টো বরং বরয় সুব্রত।
প্রার্থয়ামাস হৃষ্টাত্মা বরমন্যং শনেস্তদা॥ ২৩
ন ভেত্তব্যং হি শকটং ত্বয়া ভাস্করনন্দন।
দ্বাদশাব্দস্তু দুর্ভিক্ষং ন কর্ত্তব্যং কদাচন॥ ২৪

শনিরুবাচ।

দ্বাদশাব্দস্তু দুর্ভিক্ষং ন কদাচিদ্ ভবিষ্যতি।
কীর্ত্তিরেষা ত্বদীয়া চ ত্রৈলোক্যে বিচরিষ্যতি॥
বরদ্বয়ন্তু সম্প্রাপ্য হৃষ্টরোমা চ পার্থিবঃ।
রথোপরি ধনুর্মুক্তা ভূত্বা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৬
ধ্যাত্বা সরস্বতীং দেবীং গণনাথং বিনায়কম্।
রাজা দশরথঃ স্তোত্রং সৌরেরিদমথাব্রবীৎ॥২৭

দশরথ উবাচ।

নমঃ কৃষ্ণায় নীলায় শিতিকণ্ঠনিভায় চ।
নমঃ কালাগ্নিরূপায় কৃতান্তায় চ বৈ নমঃ॥ ২৮
নমো নির্মাংসদেহায় দীর্ঘশ্মশ্রুজটায় চ।
নমো বিশালনেত্রায় শুষ্কোদরভয়াকৃতে॥ ২৯
নমঃ পুষ্কলগাত্রায় স্থূলরোম্নেঽথ বৈ নমঃ।
নমো দীর্ঘায় শুষ্কায় কালদংষ্ট্র নমোঽস্তু তে॥৩০
নমস্তে কোটরাক্ষায় দুর্নিরীক্ষ্যায় বৈ নমঃ।
নমো ঘোরায় রৌদ্রায় ভীষণায় কপালিনে॥ *
নমস্তে সর্ব্বভক্ষায় বলীমুখ নমোঽস্তু তে।
সূর্য্যপুত্র নমস্তেঽস্তু ভাস্করে ভয়দায় চ॥ ৩২
অধোদৃষ্টে নমস্তেঽস্তু সংবর্ত্তক নমোঽস্তু তে।
নমো মন্দগতে তুভ্যং নিস্ত্রিংশায় নমোঽস্তু তে

দৃষ্টিপাত করিলেই দেব, অসুর, মনুষ্য, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ সকলেই ভস্মসাৎ হইয়া যায়। কিন্তু হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার তপস্যা ও পৌরুষবলে তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার যাহা মনোভীষ্ট সে বর তুমি প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব। দশরথ কহিলেন,—যতদিন সরিৎসাগর চন্দ্রার্ক ও মেদিনীমণ্ডলের অবস্থিতি, ততদিন মধ্যে আপনি রোহিণী ভেদ করিয়া যাইবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনীয়; অন্য বর আমি চাহি না। শনি বলিলেন,—'তাহাই হউক', এই বলিয়া চিরকালের জন্য বর প্রদানান্তে তিনি পুনরায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে সুব্রত! তুমি আরও কোন বর প্রার্থনা কর। তখন দশরথ হৃষ্ট হইয়া শনির নিকট অন্য আরও একটী বর প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন,—হে সৌরে! আপনি শকট ভেদ করিবেন না; এবং কখনও যেন দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় না। শনি বলিলেন,—কদাচ দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটিবে না; ত্রিভুবনে তোমার এই কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। রাজা দশরথ শনির নিকট দুইটি বর প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হইলেন এবং রথোপরি ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী সরস্বতী, ও গণনাথ বিনায়কের ধ্যানপূর্ব্বক শনির স্তব করিতে লাগিলেন।১৮-২৭। দশরথ কহিলেন,—যিনি কৃষ্ণ, নীল, শিতিকণ্ঠনিভ, সেই শনি গ্রহকে আমার নমস্কার। যাঁহার দেহ নির্মাংস, যিনি দীর্ঘশ্মশ্রু ও জটাধারী, যিনি বিশালনেত্র, শুষ্কোদর ও ভয়ঙ্করাকৃতি, সেই শনি গ্রহকে আমার নমস্কার। হে শনে! আপনি পুষ্কলগাত্র, স্থূলরোমা, দীর্ঘ ও শুষ্ক, আপনাকে নমস্কার। হে কালদংষ্ট্র! আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি কোটরাক্ষ, দুর্নিরীক্ষ্য, আপনাকে নমস্কার। আপনি ঘোর, রৌদ্র, ভীষণ, কপালী, আপনাকে নমস্কার করি। হে বলীমুখ! আপনি সর্ব্বভক্ষ্য, আপনাকে নমস্কার। হে সূর্য্যসুত! হে ভাস্করে! আপনি ভয়প্রদ; হে অধোদৃষ্টে! হে সম্বর্ত্তক! আপনাকে বার বার নমস্কার

* 'কঙ্কালিনে' ইতি চ পাঠঃ।

তপসা দগ্ধদেহায় নিত্যং যোগরতায় চ।
নমো নিত্যং ক্ষুধার্ত্তায় অতৃপ্তায় চ বৈ নমঃ ॥৩৪
জ্ঞানচক্ষুর্নমস্তেহস্ত কশ্যপাত্মজসূনবে।
তুষ্টো দদাসি বৈ রাজ্যং রুষ্টো হরসি তৎক্ষণাৎ
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ।
ত্বয়া বিলোকিতাঃ সর্ব্বে নাশং যান্তি সমূলতঃ॥
প্রসাদং কুরু মে দেব বরার্হোহহমুপাগতঃ।
এবং স্তুতস্তদা সৌরির্গ্রহরাজো মহাবলঃ॥৩৭
অব্রবীচ্চ পুনর্বাক্যং হৃষ্টরোমা তু ভাস্করিঃ।
তুষ্টোহহং তব রাজেন্দ্র স্তবেনানেন সুব্রত।
বরং ব্রূহি প্রদাস্যামি স্বেচ্ছয়া রঘুনন্দন॥ ৩৮
দশরথ উবাচ।
অদ্য প্রভৃতি তে সৌরে পীড়া কার্য্যা ন কস্যচিৎ
দেবাসুরমনুষ্যাণাং পশু-পক্ষি-সরীসৃপাম্ ॥৩৯
শনিরুবাচ।
গৃহ্ণন্তীতি গ্রহাঃ সর্ব্বে গ্রহাঃ পীড়াকরাঃ স্মৃতাঃ।
অদেয়ং যাচিতং রাজন্ কিঞ্চিদ্যুক্তং বদাম্যহম্
ত্বয়া প্রোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠিষ্যতি মানবঃ।
এককালং দ্বিকালং বা পীড়ামুক্তো ভবেৎ ক্ষণাৎ
দেবাসুরমনুষ্যাণাং সিদ্ধবিদ্যাধররক্ষসাম্।
মৃত্যুং মৃত্যুগতো দদ্যাং জন্মস্থস্তে চতুর্থকে॥
যঃ পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
শমীপত্রৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য প্রতিমাং লোহজাং মম॥
মাষৌদনতিলৈর্মিশ্রং দদ্যাল্লোহঞ্চ দক্ষিণাম্।
কৃষ্ণাংগাং বৃষভংবাপি যো বৈ দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে
মদ্দিনে তু বিশেষেণ স্তোত্রেণানেন পূজয়েৎ।
পূজয়িত্বা জপেৎ স্তোত্রং ভূত্বা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ
তস্য পীড়া ন চৈবাহং করিষ্যামি কদাচন।
গোচরে জন্মলগ্নে বা দশাস্বন্তর্দশাসু চ॥ ৪৬
রক্ষামি সততং তস্য পীড়াঞ্চাপি গ্রহস্য চ।
অনেনৈব বিধানেন পীড়ামুক্তং জগদ্ভবেৎ॥৪৭
এবং যুক্ত্যা ময়া দত্তো বরস্তে রঘুনন্দন।

নিস্ত্রিংশস্বরূপ; তুমি তপস্যা দ্বারা দগ্ধদেহ, নিত্য যোগরত, নিত্য ক্ষুধার্ত্ত, নিত্য অতৃপ্ত; তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে জ্ঞানচক্ষু! তুমি কশ্যপাত্মজনন্দন, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি তুষ্ট হইলে রাজ্যদান কর, রুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা হরণ করিয়া থাক। সুর অসুর নর সিদ্ধ বিদ্যাধর উরগ, তোমা কর্ত্তৃক বিলোকিত হইয়া সকলেই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমি তোমার বরলাভযোগ্য হইয়া হেথায় উপস্থিত হইয়াছি, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। মহাবল গ্রহরাজ সৌরি এইরূপে স্তুত হইয়া পুলকিত গাত্রে পুনরায় দশরথকে বলিলেন,—হে সুব্রত রাজেন্দ্র! তোমার এই স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি। হে রঘুনন্দন! তুমি যথেচ্ছ বর গ্রহণ কর, আমি তোমায় প্রদান করিব। দশরথ কহিলেন,—হে সৌরে! অদ্য হইতে দেব,, অসুর, নর, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ কাহারও তুমি পীড়া জন্মাইবে না। শনি কহিলেন,—গ্রহণ করে, এই অর্থেই 'গ্রহ'শব্দ নিষ্পন্ন, সুতরাং গ্রহগণ সকলেই পীড়াকর; তাই বলিতেছি, হে রাজন্! তুমি অদেয় বর প্রার্থনা করিয়াছ! তবে এ সম্বন্ধে আমি তোমায় যুক্তিযুক্ত কিঞ্চিৎ বলিতেছি।২৮—৪০। তোমার উচ্চারিত এই স্তোত্র যে মানব এককাল বা দ্বিকাল পাঠ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ পীড়ামুক্ত হইবে। সুর, অসুর, নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, রাক্ষস সকলেরই আমি লগ্নস্থ, চতুর্থস্থ বা অষ্টমস্থ হইয়া তাহাদের মৃত্যু প্রদান করিয়া থাকি; কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্, শুচি ও সমাহিত হইয়া আমার লৌহজাত প্রতিমা শমীপত্র দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক মাষ, ওদন ও তিলমিশ্র লৌহ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ গো বা বৃষভ দ্বিজাতিকে দক্ষিণা দান করে, বিশেষতঃ মদীয় দিনে উক্ত স্তোত্র পাঠ করিয়া আমার অর্চ্চনা করে, পূজান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তোত্র জপ করে, তাহার আমি কদাচ পীড়া উৎপাদন করিব না। গোচরে, জন্মলগ্নে, দশায় বা অন্তর্দশায় সর্ব্বদা আমি তাহাকে রক্ষা করিব, তাহার গ্রহান্তর-পীড়াও আমি নিবারণ করিব। এইরূ

বরত্রয়ন্তু সম্প্রাপ্য রাজা দশরথস্তদা ॥ ৪৮
মেনে কৃতার্থমাত্মানং নমস্কৃত্য শনৈশ্চরম্।
শনিনা চাভ্যনুজ্ঞাতো রথমারুহ্য বেগবান্ ॥ ৪৯
স্বস্থানং গতবান্ রাজা প্রাপ্তশ্রেয়োঽভবত্তদা
য ইদং প্রাতরুত্থায় শনিবারে স্তবং পঠেৎ ॥ ৫০
পঠ্যমানমিদং স্তোত্রং শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোতি চ।
নরঃ স মুচ্যতে পাপাৎ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৫১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দশরথকৃতশনি-
স্তোত্রং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ত্রিস্পৃশাখ্যং ব্রতং ব্রূহি সর্ব্বেশ্বর বিশেষতঃ।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে লোকঃ কর্ম্মবন্ধনতঃ ক্ষণাৎ ॥ ১
মহাদেব উবাচ।
সর্ব্বপাপৌঘশমনং মহাদুঃখবিনাশনম্।
শৃণু কৃষ্ণাবতারং ত্বং ত্রিস্পৃশাখ্যং মহাব্রতম্ ॥২
কামদং স স্পৃহাণান্তু নিস্পৃহাণান্তু মোক্ষদম্।
ত্রিস্পৃশাখ্যং ব্রতং বিপ্র শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ৩
প্রত্যক্ষমর্চ্চিতস্তেন কলিকালে চ কেশবঃ।
ত্রিস্পৃশাকীর্ত্তনং নিত্যং যঃ করোতি মহামুনে ॥
ন পুরশ্চরণে চীর্ণে সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
ত্রিস্পৃশানামমাত্রেণ ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
নাগমৈর্ন পুরাণাদ্যৈর্ন মখৈস্তীর্থকোটিভিঃ।
বহুভির্ব্রতসঙ্ঘৈশ্চ পূজিতৈস্ত্রিদশৈরপি ॥ ৬
মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশা ন কৃতা যদি
মোক্ষার্থে দেবদেবেন দৃষ্টা বৈ বৈষ্ণবী তিথিঃ
দ্বিজানাং দুর্ব্বিদং সাঙ্খ্যং কলিকালে বিশেষতঃ
অনিগ্রহশ্চেন্দ্রিয়াণাং স্থিরত্বং মনসো ন হি ॥ ৮
বিষয়ৈর্বিপ্রযুক্তানাং ধ্যানধারণবর্জ্জিনাম্।
কামভোগপ্রসক্তানাং ত্রিস্পৃশা মোক্ষদায়িনী,
মহ্যং চৈব পুরা প্রোক্তা চতুর্বক্ত্রস্থ সাগরে।

বিধানেই জগৎ পীড়ামুক্ত হইবে। হে রঘু-নন্দন! আমিএইরূপ যুক্তি অনুসারেই তোমায় বর দান করিলাম। রাজা দশরথ তখন তিনটী বর প্রাপ্ত হইয়া শনৈশ্চরকে নমস্কার-পূর্ব্বক আত্মাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিলেন এবং শনির অনুজ্ঞা লইয়া রথারোহণে বেগে স্বস্থানে আগমন করিলেন। যে ব্যক্তি শনিবার প্রভাতে উঠিয়া এই শনিস্তোত্র পাঠ করে, অথবা অন্যে পড়িতে লাগিলে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে।৪১—৫১।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি ত্রিস্পৃশাখ্য ব্রত কীর্ত্তন করুন,—যাহা শুনিয়া লোক ক্ষণমধ্যেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মহাদেব কহিলেন—হে বিপ্র! ত্রিস্পৃশাখ্য মহাব্রত আমার নিকট শ্রবণ কর। ইহা সর্ব্বপাপহর ও মহাদুঃখনাশন। কৃষ্ণাবতারে এই ব্রত বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। এই ব্রত সস্পৃহগণের কামপ্রদ এবং নিস্পৃহগণের, মোক্ষদায়ক। হে মহামুনে! নিত্য যিনি ত্রিস্পৃশা কীর্ত্তন করেন, কলিকালে সাক্ষাৎ কেশব দেব তৎ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। পুরশ্চরণ করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় না, একমাত্র ত্রিস্পৃশার নামোচ্চারণেই ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই।১—৫। হে বিপ্রেন্দ্র! যদি ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করা না হয়, তবে আগম, পুরাণ, যজ্ঞ, অন্য কোটি কোটি তীর্থ, অন্য বহুবিধ ব্রত বা সমস্ত দেব-পূজনেও মোক্ষ লাভ হয় না। কলিকালে দ্বিজগণের সাংখ্য জ্ঞান একেবারেই দুর্লভ; তাই মোক্ষ নিমিত্ত দেবদেব এই বৈষ্ণবী তিথি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিতে যাহাদের ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নাই, চিত্তস্থৈর্য্য নাই, যাহারা বিষয়াকৃষ্ট, ধ্যান-ধারণাবর্জ্জিত ও কামভোগে প্রসক্ত, এই ত্রিস্পৃশা তিথি তাহাদের মোক্ষ-দায়িনী। পুরাকালে মৎস্যরূপধারী চক্রপাণি

ক্ষীরোদে প্রণতানাঞ্চ মৎস্বরূপেণ চক্রিণা ॥ ১০
ত্রিস্পৃশাং যে করিষ্যন্তি বিষয়ৈরপি সংযুতাঃ।
তেষামপি ময়া দত্তো মোক্ষঃ সাঙ্খ্যবিবর্জ্জিনাম্
কামভোগপ্রসক্তানাং ত্রিস্পৃশা মোক্ষদায়িনী।
বহুভির্মুনিসংঘৈশ্চ কৃতেয়ঞ্চ মহামুনে ॥ ১২
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রিস্পৃশা জায়তে যদি।
সোমেন সোমজেনাপি পাপকোটিবিনাশিনী ॥
যস্যা উপোষণকৃতো হত্যাযুক্তমহেশিতুঃ।
হস্তাদ্‌ব্রহ্মকপালস্তু তৎক্ষণাৎ পতিতং ভুবি ॥
কলিকল্মষকোট্যৌঘৈর্মুক্তা দেবী ত্রিমার্গগা।
উপদেশান্মাধবস্য ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥ ১৫
হত্যাষ্টৌ বাহুবীর্য্যস্য পূর্ব্বজাতা মহামুনে।
গতা ভৃগূপদেশেন ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥১৬
শতায়ুধেন বিপ্রেন্দ্র নিহতো ব্রাহ্মণো বনে।
ব্রহ্মহত্যাবিনির্ম্মুক্তস্ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥১৭
জীবোপদেশাচ্ছক্রস্য হত্যা নমুচিসম্ভবা।
বিনষ্টা মুনিমুখ্যেন্দ্র ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ ॥১৮
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ।
বিলয়ং যান্তি বিপ্রেন্দ্র পাপেষন্যেষু কা কথা ॥
ন প্রয়াগে ন কাশ্যাঞ্চ গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মোক্ষো ভবতি বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশা যদি নো কৃতা
মরণাচ্চ প্রয়াগে তু গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মুক্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥
গৃহেঽপি জায়তে মুক্তিস্ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ।
বিষয়ে বর্ত্তমানস্য কামভোগান্বিতস্য চ ॥ ২২
নিবৃত্তবিষয়স্যাপি মুক্তিঃ সাংখ্যেন দুর্লভা।
তস্মাৎ কুরুষ বিপ্রেন্দ্র ত্রিস্পৃশাং মোক্ষদায়িনীম্

নারদ উবাচ।

কীদৃশং তৎ সুরশ্রেষ্ঠ ত্রিস্পৃশাখ্যং মহাব্রতম্।
মুক্তিদং যদ্‌দ্বিজাতীনাং ত্বয়া প্রোক্তং মমাধুনা

মহাদেব উবাচ।

জাহ্নব্যৈ সা পুরা বিপ্র ত্রিস্পৃশা মাধবেন তু।

ক্ষীরোদ সাগরে চতুরানন ও প্রণত ভক্তগণ-সমক্ষে আমার নিকটে এই ত্রিস্পৃশা তিথির কথা কহিয়াছিলেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণও যদি ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও আমি মোক্ষ প্রদান করি, যাহারা, কামভোগাসক্ত জ্ঞানবর্জ্জিত, ত্রিস্পৃশা তাহাদেরও মোক্ষদায়িনী। হে মহামুনে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে বহু মুনি এই ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষে সোম বা বুধবারে যদি এই ত্রিস্পৃশা তিথি ঘটে, তবে তাহা কোটি কোটি পাপনাশিনী হইয়া থাকে। এই তিথিতে উপবাস করিয়া ব্রহ্মহত্যাযুত মহেশের হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মকপাল ভূতলে পতিত হইয়াছিল। মাধবের উপদেশে দেবী ত্রিপথগামিনী ত্রিস্পৃশা তিথিতে উপবাস করিয়া কোটি কোটি কলিকল্মষ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। হে মহামুনে! পূর্ব্বে রাজা বাহুবীর্য্যের আটটী হত্যাপাতক জন্মিয়াছিল, ভৃগুর উপদেশে ত্রিস্পৃশা তিথিতে উপবাস করায় তাঁহার সে পাতক অপগত হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্র! শতায়ুধ অরণ্যে ব্রাহ্মণবধ করিয়াছিলেন, ত্রিস্পৃশায় উপবাস করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হন। হে মুনিপ্রবর! বৃহস্পতির উপদেশে ইন্দ্র ত্রিস্পৃশা তিথিতে উপবাস করায় তাঁহার নমুচিহত্যাপাপ নষ্ট হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্র! অন্যান্য পাপের কথা কি, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সকলও ত্রিস্পৃশা-উপবাসে বিলয় প্রাপ্ত হয়। যদি ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করা না হয়, তবে প্রয়াগে, কাশীতে, গোমতীতে বা কৃষ্ণ-সন্নিধানে কোথাও মোক্ষলাভ হয় না, প্রয়াগ-মরণে এবং গোমতীতে কৃষ্ণসন্নিধানে স্নান-মাত্রে নিত্য মুক্তি হয়। ত্রিস্পৃশায় উপবাস করিয়া বিষয়ৈষী কামভোগান্বিত ব্যক্তিরও নিজগৃহে মুক্তি হইয়া থাকে। পরন্তু বিষয়-নিস্পৃহ ব্যক্তির মুক্তি সাংখ্যযোগেও সুদুর্লভ। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি মোক্ষ-দায়িকী ত্রিস্পৃশাব্রতের অনুষ্ঠান কর।৯—২৩। নারদ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহাকে দ্বিজাতিগণের মুক্তিপ্রদ বলিয়া আমার নিকট উল্লেখ করিয়াছেন, সেই

প্রাচীসরস্বতীতীরে কথিতা ত্বনুকম্পয়া ॥ ২৫
জাহ্নব্যুবাচ।
কলিকল্মষকোট্যৌঘৈর্ব্রহ্মহত্যাদিকৈর্যুতাঃ।
কলিকালে হৃষীকেশ স্নানং কুর্ব্বন্তি মজ্জলে ॥২৬
তেষাং পাপশতৈর্দোষৈর্দেহো মে কলুষীকৃতঃ
কথং যাস্যতি মে দেব পাতকং গরুড়ধ্বজ ॥ ২৭
প্রাচীমাধব উবাচ।
কথয়ামি ন সন্দেহো মা পুত্রি রোদনং কুরু।
শ্যামো বটস্তু মে স্থানং প্রাচী দেবী মমাগ্রতঃ ॥
বহতে ব্রহ্মতনয়া দৃষ্ট্বাগ্রে চ সুরেশ্বরীম্।
স্নানং কুরুষ নিত্যং ত্বং ত্বত্র পূতা ভবিষ্যসি ॥
যত্র ব্রহ্মসুতা প্রাচী তত্রাহং নাত্র সংশয়ঃ।
তীর্থকোটিশতৈর্যুক্তঃ সুরৈঃ সহ বসাম্যহম্ ॥৩০
পবিত্রং মৎপ্রিয়ং স্থানং হত্যাকোটিবিনাশনম্।
সন্তুষ্টেন ময়া দত্তং যস্মাৎ প্রাণাধিকাসি মে ॥৩১

করি। হে মন্দগতে! তোমায় নমস্কার, তুমি ত্রিস্পৃশা নামক মহাব্রত কীদৃশ? মহাদেব কহিলেন,—হে বিপ্র! পুরাকালে মাধব প্রাচী সরস্বতীতীরে জাহ্নবীর নিকট কৃপা করিয়া এই ত্রিস্পৃশা তিথির বিষয় বলিয়াছিলেন। জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃষীকেশ! ব্রহ্মহত্যাদি কোটি কোটি কলি-কল্মষযুত মানব কলিকালে মদীয় জলে স্নান করিয়া থাকে, তাহাদের শত শত পাপ-দোষে আমার দেহ কলুষীকৃত হইতেছে। হে দেব, গরুড়ধ্বজ! আমার এ পাতক কিরূপে অপগতহইবে? প্রাচীমাধব কহিলেন,—পুত্রি! রোদন করিও না, তোমার নিকট আমি নিশ্চয়ই এ বিষয় বলিব। শ্যাম বট আমার বাসস্থান, ব্রহ্মনন্দিনী প্রাচী দেবী আমার অগ্রে প্রবহমাণা, এই সুরেশ্বরীকে দর্শন করিয়া নিত্য তুমি এখানে স্নান কর; তাহা হইলেই পূত হইতে পারিবে। যেখানে ব্রহ্মসুতা প্রাচী, সেইখানেই আমি শত কোটি তীর্থ পরিবৃত হইয়া দেবগণসহ বাস করি। তুমি আমার প্রাণাধিকা; তাই সন্তুষ্ট হইয়া তোমায় আমি হত্যাকোটিনাশন মদীয়

তীর্থকোটিসহস্রাণি নিত্যং তিষ্ঠন্তি জাহ্নবি।
প্রাচীসরস্বতীতোয়ে সর্ব্বদৈব মমাজ্ঞয়া ॥ ৩২
ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ গোবধাদ্বৃষলীবধাৎ।
ব্রহ্মস্বহরণাদেব মাতাপিত্রোস্ত্বপূজনাৎ ॥ ৩৩
চক্রিযানাদ্‌গুরুদ্রোহাদভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ।
সর্ব্বপাপস্য করণাৎ প্রাচীব্রহ্মসুতা সুতে ॥ ৩৪
ব্যপোহয়তি পাপানি সকৃৎস্নানেন মেঽগ্রতঃ।
কুরু স্নানং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে বিপাপা ত্বং ভবিষ্যসি ॥
জাহ্নব্যুবাচ।
নাহং শক্নোমি দেবেশ আগন্তুং নিত্যমেব হি।
কথং নশ্যন্তি পাপানি কথয়স্বেহ মাধব ॥ ৩৬
প্রাচীমাধব উবাচ।
ন শক্নোষি যদাগন্তুং নিত্যমেব হি জাহ্নবি।
তদান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি যস্মান্নিষ্পাপতা ভবেৎ ॥ ৩৭
সরস্বত্যধিকা যা চ তীর্থকোটিশতাধিকা।
মখকোট্যধিকা বাপি ব্রতদানাধিকা চ যা ॥৩৮
জপহোমাধিকা যা চ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।

প্রিয় পবিত্র স্থান প্রদান করিতেছি। হে জাহ্নবি! মদীয় আজ্ঞায় প্রাচী সরস্বতীতীরে সর্ব্বদাই সহস্র কোটি তীর্থ নিত্য অবস্থিত। হে সুতে! ব্রহ্মবধ, সুরাপান, গোবধ, বৃষলীবধ, ব্রহ্মস্বহরণ, মাতাপিতার অপূজন, গুরুদ্রোহ ও অভক্ষ্য-ভক্ষণাদিজনিত সমস্ত পাপ আমার অগ্রে স্থিতা ব্রহ্মসুতা প্রাচী সরস্বতীতে একবার স্নানেই অপগত হইয়া থাকে। অতএব হে সরিদ্বরে! তুমি হেথায় স্নান কর, তাহা হইলেই নিষ্পাপা হইবে।২২—৩৫। জাহ্নবী কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি নিত্য হেথায় আগমনে অক্ষমা; সুতরাং কিরূপে আমার পাপক্ষয় হইবে? মাধব! তাহা আমায় বলিয়া দিন। প্রাচীমাধব কহিলেন,—হে জাহ্নবী! যখন তুমি নিত্য নিত্য যাইতে পারিবে না, তখন তোমায় আমি অন্য উপায় বলিয়া দিতেছি। যাহা সরস্বতী হইতে, শত কোটি তীর্থ হইতে, কোটি কোটি যজ্ঞ হইতে, ব্রত ও দানসমূহ হইতে, জপহোম হইতে, এবং সাংখ্যযোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই

সাংখ্যযোগাধিকা যা চ ত্রিস্পৃশা ক্রিয়তাং শুভা।
যস্মিন্ মাসে সমায়াতি সিতা চ যদি বাসিতা।
কর্ত্তব্যা সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠে কৃতে পাপাৎ প্রমুচ্যতে
জাহ্নব্যুবাচ।
কীদৃশী ত্রিস্পৃশা দেব মমাখ্যাহি সুমাধব।
ঈদৃশো মহিমা যস্যাস্ত্বয়া প্রোক্তো মমাধুনা॥ ৪১
দশম্যেকাদশী ভদ্রা দিনৈকস্মিন্ যদা ভবেৎ।
ত্রিস্পৃশা সা ভবেদ্দেব বান্যথা বদ মে প্রভো
প্রাচীমাধব উবাচ।
আসুরী ত্রিস্পৃশা দেবী যা ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতা।
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন বৃত্তিহীনো যথা পতিঃ॥ ৪৩
অসুরাণান্তু সা প্রোক্তা আয়ুর্বলবিবর্দ্ধিনী।
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন যথা নারী রজস্বলা॥ ৪৪
স্বজাতিঞ্চ পরিত্যজ্য যা গতাধমজাতিষু।
নৈব ত্যাজ্যং বিশেষেণ দশমীযুক্তং হি মদ্দিনম্
যথা রজস্বলাসঙ্গাদ্ দূষ্যন্তে জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।
তথৈব দশমীযুক্তং মদ্দিনং দূষিতং নৃণাম্॥ ৪৬

হত্যাযুতশতং হন্তি ত্রিস্পৃশা সমুপোষিতা।
একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী॥ ৪৭
ত্রিস্পৃশা সা তু বিজ্ঞেয়া দশমীসহিতা ন হি।
কৃত্বাপরাধং মুচ্যেত প্রায়শ্চিত্তে কৃতে নরঃ॥৪৮
দশমীবেধজং দোষং ন ক্ষমামি সুরাপগে।
ভুক্তং হালাহলং তেন বিষস্য ভক্ষণং কৃতম্॥
দশমীমিশ্রিতং যেন কৃতমেকাদশীব্রতম্।
ইতি মত্বা ন কর্ত্তব্যং মদ্দিনং দশমীযুতম্॥ ৫০
জন্মকোটিকৃতং পুণ্যং সন্তানং যাতি সঙ্ক্ষয়ম্
পাতয়েৎ স্বকুলং স্বর্গান্নয়তে রৌরবাদিকম্॥৫১
স্বদেহং শোধয়িত্বা তু কর্ত্তব্যো মম বাসরঃ।
বৃদ্ধৌ ত্যাজ্যা বিনা বেধাচ্ছ্রবণাদিষু সংযুতা॥৫২
জন্মপুণ্যং ক্ষয়ং যাতি একাদশ্যুপবাসিনাম্।
সংবৃদ্ধৌ তু বিশেষেণ সন্দেহে সমুপস্থিতে॥৫৩
মমাজ্ঞয়া চ কর্ত্তব্যা দ্বাদশী বল্লভা মম॥ ৫৪

চতুর্বর্গফলপ্রদ শুভদায়ক ত্রিস্পৃশাব্রতের অনুষ্ঠান কর। হে সরিদ্বরে! সিতা বা অসিতা ত্রিস্পৃশা তিথি যে মাসেই ঘটুক, তুমি সেই মাসেই তাহা আচরণ করিবে। এইরূপ করিলে তোমার পাপ হইতে মুক্তি হইবে। জাহ্নবী কহিলেন,—হে দেব মাধব! আপনি আমার নিকট যাহার ঈদৃশ মহিমার কথা কীর্ত্তন করিলেন, সেই ত্রিস্পৃশা তিথি কীদৃশী? তাহা আমার নিকট বলুন। দশমী একাদশী এবং দ্বাদশী, এই তিনটী তিথি যদি একদিনে ঘটে, তাহা হইলেই কি ত্রিস্পৃশা হইবে অথবা অন্য প্রকারে উহা ঘটিবে? হে প্রভো! ইহা আমায় বলুন। প্রাচী মাধব কহিলেন,—তুমি যে ত্রিস্পৃশা তিথির উল্লেখ করিলে, উহা আসুরী ত্রিস্পৃশা। এই তিথি যত্নের সহিত বর্জ্জনীয়। কেননা ইহা অসুরগণেরই আয়ু ও বলবর্দ্ধনকরী; সুতরাং রজস্বলা নারীর ন্যায় ইহাকে ত্যাগ করিতে হয়। স্বজাতি পরিত্যাগ করিয়া যে নারী অধম জাতিতে উপগত হয়, তাহার ন্যায় দশমীযুক্তা একাদশী পরিত্যাজ্যা। মূর্খগণ যেমন রজস্বলাসঙ্গে দূষিত হয়, দশমীযুক্তা একাদশী তেমনি দূষিত হইয়া থাকে। ত্রিস্পৃশায় উপবাস করিলে অযুতশত হত্যাপাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। একাদশী, দ্বাদশী এবং রাত্রিশেষে উপস্থিত ত্রয়োদশীই ত্রিস্পৃশা; দশমীযুতা হইলে ত্রিস্পৃশা হইবে না। হে সুরনদি! অপরাধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে নর পাপমুক্ত হইতে পারে, পরন্তু দশমী-বেধজন্য দোষ আমার কিছুতেই সহনীয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দশমীমিশ্র একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার পক্ষে স্বহস্তে তুলিয়াই হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। ইহা বুঝিয়া দশমীযুত একাদশী কদাচ কর্ত্তব্য নহে।৩৬-৫০। ঐরূপ একাদশী করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয়, স্বীয় কুল পাতিত এবং স্বর্গ হইতে রৌরবাদি নরকে নীত হইয়া থাকে। স্বদেহ সংশোধন করিয়া একাদশী ব্রত করিবে। বেধ বিনা বর্দ্ধিতা একাদশী পরিত্যাজ্যা; ঐ তিথিতে উপবাস করিলে জন্মপুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একাদশীর বিশেষ বৃদ্ধিতে যখন সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তখন আমার আজ্ঞায় মৎ-

জাহ্নব্যুবাচ।
করিষ্যেঽহং জগন্নাথ ত্রিস্পৃশাং বচনাত্তব।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবিষ্যামি তবাজ্ঞয়া॥ ৫৫
প্রাচীমাধব উবাচ।
স্বস্থানং গচ্ছ ভদ্রং তে ন ভীঃ কার্য্যা কদাচন।
তব দেবি সরিচ্ছ্রেষ্ঠে ন পাপং সংক্রমিষ্যতি॥
স্নাত্বা সরস্বতীতোয়ে যেঽর্চ্চয়িত্বা চ মাধবম্।
প্রণমন্তি জগন্নাথং তে যান্তি পরমাং গতিম্॥
জাহ্নব্যুবাচ।
বিধানং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ সর্ব্বস্বেন করোম্যহম্।
প্রসাদয়ামি দেবেশং দামোদরমনাময়ম্॥ ৫৮
প্রাচীমাধব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ত্রিস্পৃশায়া বিধানকম্।
যং শ্রুত্বাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠে মুচ্যতে পাতকৈর্নরঃ॥৫৯
পলেন চ পলার্দ্ধেন তদর্দ্ধেনাপি বাপগে।
প্রতিমা মম সৌবর্ণী কার্য্যা বিভবসারতঃ॥ ৬০
পাত্রং তাম্রময়ং কার্য্যং তিলৈস্তু পরিপূরিতম্।

প্রিয় দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। জাহ্নবী কহিলেন,—জগন্নাথ! আমি আপনার বাক্যে ত্রিস্পৃশা ব্রত করিব এবং ভবদীয় আদেশে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইব। প্রাচীমাধব কহিলেন—হে সরিদ্বরে! তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক, কখনও ভয় করিও না; তোমাতে কিছুতেই পাপ সংক্রামিত হইবে না। সরস্বতীজলে স্নান করিয়া জগন্নাথ মাধবকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক যাহারা প্রণাম করে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাহ্নবী কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি ইহার বিধান বলুন, আমি সর্ব্বস্ব ব্যয়েও ইহার অনুষ্ঠান করিব—এবং অনাময় দামোদরের প্রসন্নতা জন্মাইব। প্রাচীমাধব কহিলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর, আমি ত্রিস্পৃশার বিধান বলিতেছি, যাহা শুনিয়া নর সর্ব্ব পাপ, হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে গঙ্গে! বিভবানুসারে পল, পলার্দ্ধ বা তদর্দ্ধ-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা মদীয় মূর্ত্তির নির্ম্মাণ করিবে। তিলপরিপূরিত তাম্রময় পাত্র ও

সজলন্তু ঘটং শুভ্রং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্॥ ৬১
বেষ্টিতং পুষ্পমালাভিঃ কর্পূরাগুরুবাসিতম্।
ন্যসেদ্দামোদরং পশ্চাদ্ স্নাপয়িত্বা বিলিপ্য চ॥
পরিধানং ততঃ কার্য্যং বস্ত্রযুগ্মেন চান্বিতম্।
মন্ত্রৈস্তু পূজনং কার্য্যং পুরাণৈঃ সমুদীরিতৈঃ।
পুষ্পৈঃ কালোদ্ভবৈঃশুভ্রৈস্তুলসীপত্রৈশ্চ কোমলৈঃ
ছত্রন্তু বিষ্ণবে দদ্যাৎ পাদুকাভ্যাং সুসংযুতম্।
নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি ফলানি সুবহূন্যপি॥৬৪
উপবীতন্তু দাতব্যং সোত্তরীয়ং নবং দৃঢ়ম্।
বৈণবং দাপয়েদ্দণ্ডং সুরূপং সোন্নতং দৃঢ়ম্॥৬৫
দামোদরায় বৈ পাদৌ জানুনী মাধবায় চ।
গুহ্যং কামপ্রদায়েতি কটিং বামনমূর্ত্তয়ে॥ ৬৬
পদ্মনাভায় নাভিন্তু জঠরং বিশ্বযোনয়ে।
হৃদয়ং জ্ঞানগম্যায় কণ্ঠং বৈকুণ্ঠগামিনে॥ ৬৭
সহস্রবাহবে বাহূ চক্ষুষী যোগরূপিণে।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ॥৬৮
শুভ্রেণ নারিকেলেন শঙ্খোপরিস্থিতেন হি।
সূত্রৈরাবেষ্টিতেনৈব হস্তয়োরুভয়োরপি॥৬৯
স্মৃতো হরসি পাপানি যদি নিত্যং জনার্দ্দন।

জলপূর্ণ, কর্পূরাগুরুবাসিত, পুষ্পমাল্য-বেষ্টিত পঞ্চরত্নযুত ঘট স্থাপন করিবে। পরে স্নান করাইয়া বিলেপনান্তে বস্ত্রযুগ্ম পরাইয়া দামোদরের মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পৌরাণিক মন্ত্রোচ্চারণ করত তাৎকালিক শুভ্র পুষ্পরাশি ও কোমল তুলসীদল দ্বারা পূজা করিবে। ছত্র, পাদুকাযুগল, মনোজ্ঞ নৈবেদ্য, সুপ্রচুর ফল, উত্তরীয়যুত নূতন দৃঢ় যজ্ঞোপবীত,এবং সুন্দর উন্নত ও দৃঢ় বৈণবদণ্ড বিষ্ণুকে প্রদান করিবে। ৫২—৬৫। পরে পাদে দামোদর, জানুতে মাধব, গুহ্যে কামপ্রদ, কটিতে বামন, নাভিতে পদ্মনাভ, জঠরে বিশ্বযোনি, হৃদয়ে জ্ঞানগম্য,কণ্ঠে বৈকুণ্ঠগামী, বাহুতে সহস্রবাহু, এবং চক্ষুতে যোগরূপীকে পূজা করিয়া ভক্তিভাবে যথাবিধি অর্ঘ্য দান করিবে। শঙ্খোপরিস্থিত শুভ্র নারিকেল সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া উভয় হস্তে ধারণপূর্ব্বক বলিবে,—হে জনার্দ্দন! আপনি যদি নিত্য স্মরণমাত্র পাপরাশি হরণ

দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তানি মনসা দুর্বিচিন্তিতম্॥ ৭০
নারকন্তু ভয়ং দেব ভয়দুর্গতিসম্ভবম্।
যন্মম স্যান্মহাদেব ঐহিকং পারলৌকিকম্॥ ৭১
তেন দেবেশ মাং রক্ষ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে
কৃপাদৃষ্টিঃ সদৈবাস্তু দামোদর মমোপরি॥ ৭২
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং কুর্য্যান্নীরাজনং ততঃ।
শীর্ষোপরি সরিচ্ছত্রৈ ভ্রাময়েদ্বারিজং হরেঃ॥৭৩
কৃত্বা বিধানমেতদ্ধি পূজয়েৎ স্বগুরুং ততঃ।
দদ্যাৎ সুবর্ণং বস্ত্রাণি সোষ্ণীষঞ্চৈব কঞ্চুকম্॥
উপানহোঽপি ছত্রঞ্চ মুদ্রিকাঞ্চ কমণ্ডলুম্।
ভোজনঞ্চৈব তাম্বুলং সপ্তধান্যঞ্চ দক্ষিণাম্॥ ৭৫
গুরুং সম্পূজ্য দেবেশং কুর্য্যাজ্জাগরণং হরেঃ।
গীতনৃত্যসমাযুক্তং তথা শাস্ত্রসমন্বিতম্॥ ৭৬
নিশান্তে চৈব দেবায় দত্ত্বা চার্ঘ্যং বিধানতঃ।
স্নানাদিকাং ক্রিয়াং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্বাড়বৈঃ সহ॥

মহাদেব উবাচ।

দ্বিজৈতত্রিস্পৃশাখ্যানমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
শ্রুত্বা তু লভতে পুণ্যং গঙ্গাস্নানসমুদ্ভবম্॥৭৮
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ॥
পিতৃপক্ষো মাতৃপক্ষস্তথা চৈবাত্মপক্ষকঃ।
তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ সম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে
তীর্থকোটিষু যৎপুণ্যং ক্ষেত্রকোটিষু যৎফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ত্রিস্পৃশাসমুপোষণাৎ॥
ব্রাহ্মণা যেঽপি কুর্ব্বন্তি ক্ষত্রিয়াঃ কৃষ্ণমানসাঃ।
বৈশ্যা বা শূদ্রজন্মানো যে তথা চান্যজাতয়ঃ॥৮২
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি ভুবং ত্যক্ত্বা দ্বিজোত্তম
মন্ত্রাণাং মন্ত্ররাজোঽথ যথা স্যাদ্দ্বাদশাক্ষরঃ॥৮৩
ব্রতানাঞ্চ যথা চৈষা যেন বৈ ত্রিস্পৃশা কৃতা।
ব্রহ্মণা চ কৃতা পূর্ব্বং পশ্চাদ্রাজর্ষিভিঃ কৃতা॥৮৪
অন্যেষাং কা কথা বৎস ত্রিস্পৃশা মুক্তিদায়িনী
অনেন বিধিনা ব্রহ্মংস্ত্রিস্পৃশাসম্ভবং ব্রতম্॥ ৮৫
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা শৃণু বক্ষ্যামি তৎফলম্

করেন, দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত, মনের দুশ্চিন্তা, নরক, ভয়, দৈবভয়, দুর্গতিভয় এবং ইহপরকালের যে কিছু ভয় থাকে, তাহা প্রশমিত করেন; হে দেবেশ! তাহা হইলে আমায় রক্ষা করুন,—এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার করি। হে দামোদর! সর্ব্বদা মৎ-প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি হউক। অনন্তর ধূপ দীপ দান ও নীরাজন করিবে এবং হরিশীর্ষোপরি একটী পদ্ম ভ্রমণ করাইবে। এইরূপ বিধানে পূজা করিয়া পরে স্বীয় গুরুর অর্চ্চনা করিবে এবং গুরুকে সুবর্ণ, বস্ত্র, উষ্ণীষ ও কঞ্চুক দান করিবে আর উপানহ, ছত্র, মুদ্রিকা, কমণ্ডলু, ভোজ্য, তাম্বুল ও সপ্তধান্য প্রদান করিয়া দক্ষিণা দিবে। অনন্তর দেবেশ গুরুর অর্চ্চনা করিয়া নৃত্য-গীতসহকারে হরির প্রীত্যর্থ যথাবিধি জাগরণ করিবে। পরে নিশাবসানে দেবেশকে যথাবিধি অর্ঘ্যদান করিয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণসহ ভোজন করিবে।

মহাদেব কহিলেন,—হে দ্বিজ! এই ত্রিস্পৃশা ব্রত অদ্ভুত রোমহর্ষণ; ইহা শ্রবণে গঙ্গাস্নান-জনিত পুণ্য লাভ হয়। ত্রিস্পৃশায় উপবাস করিলে, সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। পিতৃপক্ষ, মাতৃপক্ষ এবং আত্মপক্ষের সহিত মুক্ত হইয়া ত্রিস্পৃশা-উপবাসী ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে বিহার করে। কোটি তীর্থে এবং কোটি ক্ষেত্রে যে পুণ্যফল হয়, ত্রিস্পৃশায় উপবাস করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজবর! কৃষ্ণগতচিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য যে কোন জাতিই হউক, ত্রিস্পৃশায় উপ-বাসে সকলেই ভূতল ত্যাগ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। মন্ত্রসমূহ মধ্যে যেমন দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ, তেমনি ব্রতসমূহ মধ্যেও এই ত্রিস্পৃশা ব্রত উত্তম। এই ব্রত পূর্ব্বে ব্রহ্মা করিয়া-ছেন, পরে বহু রাজর্ষি কর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্য লোকের কথা আর কি কহিব? এই ত্রিস্পৃশা সাক্ষাৎ মুক্তিদায়িনী। হে ব্রহ্মন্! এই বিধানক্রমে যে নর ভক্তি-পূর্ব্বক ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার

গঙ্গাবগাহনে ব্রহ্মন্ বারাণস্যন্তু যৎফলম্॥
মন্বন্তরসহস্রৈস্তু ত্রিস্পৃশাকারকো হি তৎ।
স প্রাচীযমুনাস্নানে বর্ষৈষৎকোটিভিঃ ফলম্॥
তৎফলং সমবাপ্নোতি ত্রিস্পৃশাব্রতকৃন্নরঃ।
যৎফলন্তু কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকোটিভিঃ॥৮৮
হেমভারশতৈর্দানৈস্ত্রিস্পৃশাকরণেন তৎ।
পাপকোটিসহস্রাণি হত্যাকোটিশতানি চ॥৮৯
একেনৈবোপবাসেন ক্রিয়তে ভস্মসাদ্ দ্রুতম্।
ত্রিস্পৃশায়া ব্রতং যত্তু অগতীনাং গতিপ্রদম্॥
গতিমিচ্ছন্তি বিপ্রর্ষে মহাপাপশতানি চ।
স্বয়ং কৃষ্ণেন কথিতং পারাশর্য্যস্য চাগ্রতঃ॥৯১
প্রকাশয়তি যশ্চেদং লিখিত্বা বৈষ্ণবং দ্বিজে।
পাপৌঘৈগ্রথিতস্যাপি তস্য মুক্তির্ভবিষ্যতি॥৯২
পুণ্যৈরবাপ্যতে বিদ্বন্ মন্বন্তরশতৈরপি।
ত্রিস্পৃশা দুর্ল্লভা লোকে প্রাপ্যতে নৈব মানবৈঃ

কলৌ যে ত্রিস্পৃশাং লব্ধা ন কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
তেষাং জন্মফলঞ্চৈব জীবিতং বিফলং ভবেৎ
প্রেতত্বং তৈঃ সমুত্তীর্ণং বিনা শ্রাদ্ধৈর্বিনা সুতৈঃ
কৃতা যৈস্ত্রিস্পৃশা বিদ্বন্ সকৃৎ প্রাপ্য কলৌ যুগে

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ত্রিস্পৃশাখ্যানং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অতস্তাং সম্প্রবক্ষ্যামি উন্মীলনীমনুত্তমাম্।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥ ১
পাপাত্মা মুচ্যতে পাপৈঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
দেবতাঃ পিতরশ্চৈব তস্যাগতিমবাপ্নুয়ুঃ॥ ২
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
তস্যা ব্রতান্ন সন্দেহঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৩

ফল বলিতেছি শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মন্! বারাণসীতে সহস্র সহস্র মন্বন্তরে গঙ্গাবগাহনে যে ফল হয়, একমাত্র ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠাতা সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাচী সরস্বতী এবং যমুনায় কোটি বর্ষ স্নান করিলে যে ফল হয়, ত্রিস্পৃশাব্রতকর্ত্তা মানব সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রে কোটিসূর্য্যগ্রহণে শত শত হেমভারদানে যে ফল হয়, একমাত্র ত্রিস্পৃশা-করণেই সেই ফল হইয়া থাকে। ঐ দিনে একমাত্র উপবাস দ্বারাই সহস্রকোটি পাপ ও শতকোটি হত্যা অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। হে বিপ্রর্ষে! ত্রিস্পৃশাব্রত অগতিদিগের গতিপ্রদ; শত শত মহাপাপী ব্যক্তিও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শুভগতি লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসের নিকট এই ব্রতের কথা ব্যক্ত করেন। এই বৈষ্ণবব্রত লিখিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বিতরণ করে, সে পাপসমূহে জড়ীভূত হইলেও তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত। হে বিদ্বন্! মানব শত শত মন্বন্তরকৃত পুণ্যফলেই এই ত্রিস্পৃশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ ত্রিস্পৃশা জগতে দুর্লভা,সাধারণ মানবগণ ইহা প্রাপ্ত হয় না। কলিতে ত্রিস্পৃশা লাভ করিয়া যে সকল নরাধম তাহার অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের জন্ম এবং জীবন উভয়ই বিফল। হে বিদ্বন্! কলিযুগে যাহারা একবারমাত্র ত্রিস্পৃশা-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, শ্রাদ্ধ এবং পুত্র ব্যতীত তাহারা প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬৬—৯৫।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অতঃপর তোমার নিকট উন্মীলনী দ্বাদশী ব্রতের বিষয় বলিতেছি। এই ব্রতের অনুষ্ঠান মাত্র পাপাত্মা নর সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। দেবতারা তৎপ্রতি সন্তুষ্ট ও পিতৃগণ সুগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উন্মীলনী ব্রতের ফলে বিদ্যার্থী বিদ্যা এবং সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইয়া স্বর্গলোকে, পরে শিবলোকে বিহার করে, সন্দেহ নাই।

স্বস্থানং তত্র বৈ প্রাপ্তঃ শিবলোকে মহীয়তে।
অতস্ত্বং কুরুষে রাজন্ বৈষ্ণবানান্ত পূজনম্॥৪
বৈষ্ণবানান্ত যে রাজন্ সেবাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ
তেষাং দণ্ডঞ্চ কুরুষে নো বা তেষাং নরাধিপ
ভোজনানন্তরং তেষাং ভোজনং কুরুতে নৃপ।
তৈরেব পূজিতো বিষ্ণুর্বৈষ্ণবৈর্ভক্ত্যা তু প্রপূজিতঃ
শালগ্রামং শিলাভূতং দত্ত্বা মূর্দ্ধনি প্রত্যহম্।
ত্বং ধারয়সি ভূপাল কণ্ঠে নিত্যং সুভক্তিতঃ॥৭
ধূপশেষন্ত বৈ বিষ্ণোর্ভক্ত্যা ভজসি ভূপতে।
আরাত্রিকং সদা কৃত্বা ভক্তানাং বেদয়েন্নৃপ॥৮
শঙ্খোদকং হরের্মূর্দ্ধ্নি ভ্রাময়িত্বা তু ভক্তিতঃ।
নিত্যং বিভর্ষি শিরসি শেষং যচ্ছসি বৈষ্ণবান্॥
নৈবেদ্যং প্রত্যহং কৃত্বা সর্ব্বোপস্করসংযুতম্।
বিষ্ণবেহন্নায় দত্ত্বা বৈ স্বয়ং ভুনক্ষি বাড়ব॥১০
বিষ্ণোর্নিবেদিতঞ্চান্নং বৈষ্ণবৈঃ সহ ভুজ্যতে।
নিত্যং নামসহস্রেণ ভক্ত্যা স্তৌষি জনার্দ্দনম্॥
দীপার্ঘ্যদানং বৈ বিষ্ণোঃ কুরুষে গীতনর্ত্তনম্।
শ্যামাঙ্কুরৈঃ পূজয়সে পূজ্যং তে নৃপসত্তম॥১২
শ্যামাঙ্কুরৈঃ সদা বৎস পূজনঞ্চাতিদুর্ল্লভম্।
পৃথ্বীদানসমং পুণ্যং দূর্ব্বয়া পূজনে কৃতে॥১৩
অতো বৈ নাস্তি লোকেঽস্মিন্ দূর্ব্বায়াঃ সদৃশং ভুবি।
তয়া বৈ পূজনং কার্য্যং বিষ্ণুসাযুজ্যমিচ্ছতা॥
অতস্ত্বং কুরুষে নিত্যং পূজনং দূর্ব্বয়া সহ।
যবাক্ষতৈর্ব্বিশেষেণ পূজনং কুরুষে ন বা॥১৫
পক্ষে পক্ষে নৃপশ্রেষ্ঠ বিধিবদ্দ্বাদশীব্রতম্।
যৎ কৃতন্ত মহারাজ মহাপাপপ্রণাশনম্॥১৬
মোক্ষদং সুখদঞ্চৈব তথায়ুষ্যপ্রদং সদা।
এতদ্বিষ্ণুব্রতং প্রোক্তং বৈষ্ণবানান্ত মোক্ষদম্
গৃহস্থানান্ত সুখদং যতীনাং মুক্তিদায়কম্।
সর্ব্বরোগাদিশমনং পবিত্রং কায়শোধনম্॥১৮
ব্রতমেতচ্চ কুরুষে নো বা চৈব নরাধিপ।
দশমীবেধরহিতং কুরুষে জাগরান্বিতম্॥১৯
তুলসীপত্রনিকরৈর্নিত্যং পূজয়সে হরিম্।
গোপীচন্দনজং পত্রং ভালে বা নৃপসত্তম॥২০

অতএব হে রাজন্! আপনি বৈষ্ণবপূজা করুন। যাহারা নিত্য বৈষ্ণব সেবা করে, তাহাদের আপনি দণ্ডবিধান করিবেন না। হে নৃপ! যাহারা বৈষ্ণবগণকে পুনঃপুনঃ ভোজন দান করে, বিষ্ণু তাহাদের দ্বারাই পূজিত হইয়া থাকেন। হে ভূপতে! আপনি ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য মস্তকে এবং কণ্ঠে শালগ্রাম শিলা ধারণ করেন, ধূপশেষ সেবা করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা বিষ্ণুর আরতি করিয়া ভক্তগণকে সংবাদ দেন, হরির মস্তকে শঙ্খোদক ভ্রমণ করাইয়া নিত্য নিত্য নিজ মস্তকে ধারণ করেন, অবশিষ্ট বৈষ্ণবদিগকে বিলাইয়া দেন, প্রত্যহ সর্ব্বোপকরণান্বিত নৈবেদ্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করেন, বিষ্ণুকে অন্ন নিবেদন করিয়া বৈষ্ণবগণসহ ভোজন করিয়া থাকেন, নিত্য নিত্য সহস্র নাম পাঠ করিয়া জনার্দ্দনের স্তব করেন, বিষ্ণুকে দীপ ও অর্ঘ্য দান করিয়া তাঁহার সমক্ষে গীত ও নৃত্য করিয়া থাকেন এবং শ্যামাঙ্কুর দ্বারা নিত্য বিষ্ণুর পূজা করেন। হে বৎস! শ্যামাঙ্কুর দ্বারা নিত্য পূজা অতীত দুর্লভ। দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করিলে পৃথ্বীদান তুল্য পুণ্য হইয়া থাকে; সুতরাং দূর্ব্বার তুল্য পূজোপকরণ ভূতলে নাই। বিষ্ণুসাযুজ্যকামী দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করিবেন। ১—১৪। এই জন্যই আপনি যব ও অক্ষত দ্বারা বিশেষভাবে পূজা করুন আর নাই করুন; দূর্ব্বা সহযোগে নিত্যই আপনি পূজা করিয়া থাকেন। হে নৃপবর! আপনি যে পক্ষে পক্ষে মহাপাপহর দ্বাদশীব্রত যথাবিধি করিয়া থাকেন, উহা মোক্ষদ, সুখদ, এবং সদা আয়ুষ্যপ্রদ। এই বিষ্ণুব্রত বৈষ্ণবগণের মোক্ষদায়ক। ইহা গৃহস্থগণের সুখদ, ও যতিগণের মুক্তিপ্রদ, ইহার অনুষ্ঠানে সর্ব্বরোগ প্রশমিত হয়। এই ব্রত পবিত্র এবং কায়শোধন। আপনি রাত্রিতে জাগরণ করিয়া দশমীবেধরহিত এই ব্রত করিয়া থাকেন। তুলসীদলরাজি দ্বারা নিত্য আপনি হরিপূজা করেন। ললাটে গোপীচন্দন

ধারিতং সর্ব্বলোকানাং পবিত্রীকরণং নৃপ।
অতস্ত্বঞ্চ ধারয়সে গোপীচন্দনসম্ভবম্॥ ২১
ব্রহ্মহা. হেমহারী চ মদ্যপানী তথৈব চ।
অগম্যগো-মহাপাপী তথা হ্যনৃতভাষিতঃ॥ ২২
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি তিলকাধারণাদৃতাঃ।
বিভর্ষি কণ্ঠে নিত্যং ত্বং ধাত্রীফলসমুদ্ভবাম্॥
মালাং মুখ্যাযুতসমাং তুলসীপত্রসম্ভবাম্।
শালগ্রামশিলাযুক্তাং দ্বারকায়াং সমুদ্ভবাম্॥৩৪
নিত্যং পূজয়সে ভূপ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্।
পদ্মসংজ্ঞং পুরাণং বৈ পঠসে পুরতো হরেঃ॥২৫
চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্য চ ভূপতেঃ।
বাসরং বাসুদেবস্য সবেধং কুর্ব্বতো নরান্॥
নিবারয়সি ভূপাল শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা প্রযত্নতঃ।
সবেধং বাসরং বিষ্ণোর্যস্মিন্ রাষ্ট্রে প্রবর্ত্ততে॥
লিপ্যতে তেন পাপেন রাজা ভবতী নারকী।
বেধং চতুর্ব্বিধং ত্যক্তা সমুপোষ্য হরের্দ্দিনম্।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥২৮

গোতম উবাচ।
শৃণু ভূপাল বক্ষ্যামি বৈষ্ণবাখ্যং মহাব্রতম্।
যং শ্রুত্বা পাপিনঃ সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ
দ্বাদশীসম্ভবং পুণ্যং ময়াখ্যাতং ন কস্যচিৎ॥ ৩০
বৈষ্ণবোঽসি মহারাজ ভক্তো ভাগবতো নৃণাম্
বৈষ্ণবন্তু মহাগুহ্যং তদ্‌ব্রতং ত্বং নিশাময়॥ ৩১
উন্মীলনী নাম পুরা ভক্ত্যা মে মাধবেন তু।
কথিতা সুপ্রসন্নেন তাং তে ভূপ বদাম্যহম্॥ ৩২
একাদশী অহোরাত্রং প্রভাতে ঘটিকা ভবেৎ
উন্মীলনী তু সা জ্ঞেয়া বিশেষেণ হরিপ্রিয়া॥
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ
কোটাংশেনৈব তুল্যানি যথা বেদাস্তপাংসি চ॥
উন্মীলনীসমং কিঞ্চিৎ ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
প্রয়াগো ন কুরুক্ষেত্রং ন কাশী ন চ পুষ্করঃ॥৩৫
শৈলো হিমাচলো নৈব ন মেরুর্গন্ধমাদনঃ।

দ্বারা পত্র রচনা করিয়া ধারণ করেন। গোপী-চন্দন সর্ব্বলোকের পবিত্রতাজনক; তাই আপনি উহা ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-হত্যাকারী, স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী, অগম্যগামী, ও অনৃতবাদী প্রভৃতি মহাপাপিগণ সকলেই তিলক ধারণে মুক্তিলাভ করে। আপনি ধাত্রীফলজাত ও তুলসীপত্রজাত মালা নিত্য কণ্ঠে ধারণ করেন। দ্বারকাজাত ভুক্তিমুক্তি-প্রদ শালগ্রামশিলা নিত্য আপনার পূজনীয়। আপনি হরির অগ্রে পদ্মপুরাণ পাঠ করেন এবং দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে ভূপাল! আপনি শাস্ত্রালোচনা করিয়া যাহারা বাসুদেবের বাসর বেধযুক্ত করে তাহাদিগকে সযত্নে নিবারণ করেন। যে রাজ্যে বিষ্ণুবাসর বেধ-যুক্ত হয় সেই রাজ্যের রাজা ঐ পাপে লিপ্ত হন এবং নারকী হইয়া থাকেন। মানব চতুর্ব্বিধ বেধ পরিত্যাগ করিয়া হরিবাসরে উপবাসপূর্ব্বক কোটিকুলের উদ্ধার-সাধনান্তে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে।১৫—২৮

গোতম কহিলেন,—হে ভূপাল! শ্রবণ করুন, আমি বৈষ্ণব মহাব্রত বলিতেছি। ইহা শ্রবণে পাপিগণ সকলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে। আমি দ্বাদশীর পুণ্য কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই।' মহারাজ! আপনি ভাগবত ভক্ত বৈষ্ণব, তাই আপনার নিকট এই মহাগুহ্য বৈষ্ণবব্রত বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে ভূপ! পুরাকালে মাধব আমার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া উন্মীলনী নামক দ্বাদশী ব্রতের কথা কহিয়াছিলেন, আমি তাহাই আপনাকে বলিব। অহোরাত্র একা-দশী থাকিয়া পরদিন প্রভাতে যদি ঘটিকা-মাত্র থাকে তবে এই তিথি উন্মী-লনী বলিয়া জানিবে। ঐ তিথি হরির একান্ত প্রিয়া। ত্রৈলোক্যে যে সকল পুণ্যতীর্থ, পুণ্যায়তন, এবং পুণ্য যজ্ঞ, বেদ ও তপস্যা আছে, তাহারা এই তিথির কোটি অংশেরও তুল্য নহে। ফলে উন্মী-লনীর তুল্য পুণ্যদিন হয় নাই এবং হইবেও না। হে ভূপ! এ সম্বন্ধে বহু বলিয়া কি হইবে? প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, কাশী, পুষ্কর, হিমাচল, সুমেরু, গন্ধমাদন,নীলাচল, নিষধ,

শৈলৌ ন নীলনিষধৌ ন বিন্ধ্যো নৈব নৈমিষম্।
গোদাবরী ন কাবেরী চন্দ্রভাগা ন দেবিকা।
ন তাপী ন পয়োষ্ণী চ ন ক্ষিপ্রা নৈব চন্দনা॥
চর্ম্মণ্বতী চ সরযূশ্চন্দ্রভাগা ন গণ্ডিকা।
গোমতী চ বিপাশা চ শোণাখ্যশ্চ মহানদঃ॥৩৮
কিমত্র বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো নরাধিপ।
উন্মীলনীসমং কিঞ্চিন্ন দেবঃ কেশবাৎপরঃ॥৩৯
উন্মীলনীমনুপ্রাপ্য যৈঃ কৃতং কেশবার্চ্চনম্।
পাপচক্রসমূহস্য রাশয়ঃ পতিতাঃ ক্ষণাৎ॥ ৪০॥
যস্মিন্ মাসে মহীপাল তিথিরুন্মীলনী ভবেৎ।
তন্মাসনাম্না গোবিন্দঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ৪১
জাতরূপময়ঃ কার্য্যো মাসনাম্না তু মাধবঃ।
স্বশক্ত্যা বিশ্বরূপস্তু শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৪২
পবিত্রোদকসংযুক্তং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যুক্তং কুম্ভং স্রগ্দামভূষিতম্॥৪৩
পাত্রঞ্চ সোদকং কার্য্যং গোধূমৈশ্চাপি পূরিতম্
নানারত্নৈশ্চ সংযুক্তং নানাগন্ধৈঃ প্রপূজিতম্॥
মল্লিকামোদসংযুক্তং জাতীপুষ্পৈঃ প্রপূজিতম্
শ্বেতাখ্যৈস্তণ্ডুলৈশ্চৈব পূরণীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥ ৪৫
প্রদদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মঞ্চ উপবীতন্তু সোত্তরম্।
উপানহৌ তু রাজর্ষে আতপত্রং শিরোপরি॥
ভোজনং জলপাত্রঞ্চ সপ্তধান্যং তিলৈঃ সহ।
রূপ্যঞ্চৈব তু কার্পাসং পায়সং মুদ্রিকা হ্রদঃ॥৪৭
ধেনুর্ব্বাত্র তু দাতব্যা বৎসালঙ্কারসংযুতা।
স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যখুরী তাম্রপৃষ্ঠী তথৈব চ॥ ৪৮
কাংস্যদোহীং রত্নপুচ্ছীং দদ্যাদ্বৈ গুরবে তদা।
শয্যাং সোপস্করাং দদ্যাৎ সাধবে ভক্তিপূর্ব্বকম্
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং ফলপত্রং নিবেদয়েৎ।
পূজনীয়ো মহাভক্তৈর্মন্ত্রৈরেভিস্তু কেশবঃ॥ ৫০
তুলসীপত্রসংযুক্তৈঃ পুষ্পৈঃ কালোদ্ভবৈস্তথা।
মাসনাম্নৈব চরণৌ জানুনী বিষ্ণুরূপিণে॥ ৫১
গুহ্যে তু গুহ্যপতয়ে কটৌ বৈ পীতবাসসে।
ব্রহ্মমূর্ত্তিভৃতে নাভাবুদরে বিশ্বযোনয়ে॥ ৫২
হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায় কণ্ঠে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ে।
ঊর্দ্ধগায় ললাটে তু বাহৌ দক্ষান্তকারিণে॥ ৫৩

বিন্ধ্য, নৈমিষারণ্য, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, দেবিকা, তাপী, পয়োষ্ণী, ক্ষিপ্রা, চন্দনা, চর্ম্মণ্বতী, সরযূ, চন্দ্রভাগা, গণ্ডিকা, গোমতী, বিপাশা, বা মহানদ শোণ, ইহাদের কেহই উন্মীলনীর সমান নহে। ফলে উন্মীলনীর তুল্য ব্রত নাই, কেশব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেব নাই। উন্মীলনী প্রাপ্ত হইয়া যাহারা কেশবার্চ্চনা করে তাহাদের পাপচক্র খণ্ডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পতিত হইয়া থাকে। হে মহীপাল! যে মাসে উন্মীলনী হইবে গোবিন্দের সেই মাসীয় নামে সযত্নে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে।' মানব শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত যথাশক্তি স্বর্ণাসন ও মাধবের স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করিবে। সম্মুখে কুম্ভ স্থাপন করিতে হইবে। উহা পবিত্র-জলপূর্ণ, পঞ্চরত্ন, গন্ধ পুষ্প ও অক্ষতযুত এবং মাল্যদামমণ্ডিত করিবে। গোধূমপূরিত একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিবে। উহা নানা রত্নযুত, নানা গন্ধার্চ্চিত, মল্লিকামোদসংযুত এবং জাতি পুষ্প দ্বারা অর্চ্চিত হইবে। পরে শ্বেত তণ্ডুল দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিবে।২৯—৪৫। উত্তরীয়, উপবীত, উপানহ ও বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিবে এবং মস্তকোপরি ছত্র দিবে। ভোজন, জলপাত্র, তিলসহ সপ্তধান্য, রূপ্য, কার্পাস এবং পায়সাদি প্রদান করিবে। বৎসালঙ্কারযুক্ত ধেনু দান কর্ত্তব্য। সুবর্ণশৃঙ্গ, রজতক্ষুর, তাম্রপৃষ্ঠ, কাংস্যক্রোড়, রত্নপুচ্ছ, ধেনু গুরুকে দান করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক সাধুকে বিচিত্র শয্যা দিবে এবং ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফল, পত্র, নিবেদন করিবে। মহাভক্তগণ এই সকল মন্ত্র দ্বারা কেশবকে পূজা করিবে। তুলসীদলযুত কালজাত পুষ্পাবলী দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। বিষ্ণুর সেই মাসীয় নামে চরণদ্বয় পূজা এবং বিষ্ণুরূপিণে বলিয়া তদীয় জানুযুগ্ম পূজা করিবে। গুহ্যে গুহ্যবান্, কটীতে পীতবাসা, নাভিতে ব্রহ্মমূর্ত্তিধারী, উদরে বিশ্বযোনি, হৃদয়ে জ্ঞানগম্য, কণ্ঠে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি, ললাটে ঊর্দ্ধগ, বাহুতে দক্ষান্তকারী, উত্তমাঙ্গে

উত্তমাঙ্গে সুরেশায় সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বমূর্ত্তয়ে।
স্বনাম্না চায়ুধাদীনি পূজনীয়ানি ভক্তিতঃ ॥ ৫৪
অর্ঘ্যদানং প্রকর্ত্তব্যং নারিকেলাদিভিঃ সমম্।
শঙ্খোপরি জলে কৃত্বা গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতম্ ॥
সূত্রেণাবেষ্টিতং কৃত্বা দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ।
দেবদেব মহাদেব শ্রীকেশব জনার্দ্দন ॥ ৫৬
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু পুণ্যরাশিবিবর্দ্ধন।
শোকমোহমহাপাপান্মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ৫৭
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিজ্জন্মকোটিশতৈরপি।
তথাপি মাং মহাস্বামিন্ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ৫৮
ব্রতেনানেন দেবেশ যে চান্যে মম পূর্ব্বজাঃ।
বিযোনিঞ্চ গতাশ্চান্যে পাপমৃত্যুবশং গতাঃ ॥
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতাঃ প্রেতলোকাৎ সমুদ্ধর
শ্রান্তোঽস্ম্যহমধীনস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ৬০
দত্তমর্ঘ্যং ময়া তুভ্যং ভক্ত্যা গৃহ্ণ গদাধর।
দত্ত্বার্ঘ্যং ধূপদীপা দ্যর্নৈবেদ্যৈর্বিষ্ণুসস্তবৈঃ ॥৬১

সুরেশ, এবং সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বমূর্ত্তিকে পূজা করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক স্ব স্ব নামে আয়ুধাদির পূজা করিবে। পরে নারিকেলোদকাদি দ্বারা অর্ঘ্য দান করিবে। শঙ্খোপরি জল দানান্তে তদুপরি গন্ধপুষ্পাক্ষত প্রদানপূর্ব্বক সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া যথাবিধি অর্ঘ্য দান করিবে; বলিবে,—হে দেবদেব, মহাদেব, শ্রীকেশব, জনার্দ্দন! হে পুণ্যরাশিবর্দ্ধন সুব্রহ্মণ্য! তোমাকে নমস্কার। শোক মোহ-মহাপাপময় ভবার্ণব হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। হে মহাপ্রভো! কোটিশত জন্মেও আমি কিঞ্চিৎ সুকৃত অর্জ্জন করি নাই; তথাপি এই ভবার্ণব হইতে আমায় উদ্ধার কর। হে দেবেশ! আমার যে সকল পূর্ব্বপুরুষ—যাঁহারা কুযোনিগত বা পাপমৃত্যু-গ্রস্ত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে হইবেন বা হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে আপনি প্রেতলোক হইতে উদ্ধার করুন। আমি শ্রান্ত হইয়াছি; এ অধীন জনের ভক্তি অব্যভিচারিণী। হে গদাধর! আমি আপনাকে অর্ঘ্য অর্পণ করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। এইরূপে অর্ঘ্য

স্তোত্রৈর্নীরাজনৈর্গীতৈর্নৃত্যৈঃ সন্তোষয়েদ্ধরিম্
বস্ত্রৈর্দ্দানৈশ্চ গোদানৈর্ভোজনৈস্তোষয়েদ্ গুরুম্
তথা যথা বিধাতব্যং গুরুর্ব্বৈ প্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
লোকানাং তারণার্থায় ধাত্রা সৃষ্টো গুরুর্যতঃ ॥
অতো বৈ গুরুপূজা চ কর্ত্তব্যা বৈ প্রযত্নতঃ।
অহিতং যো নাশয়তি স্বহিতং দর্শয়েৎ সদা ॥ ৬৪
স গুরুঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মার্থকোবিদঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যন্তু গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ॥
গুরোর্নিবেদিতে ভূপ পরিপূর্ণং ভবেদ্ ব্রতম্।
কৃত্বা দিবাতনং কর্ম্ম ভোজনং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥
কর্ত্তব্যং নৃপশার্দ্দূল দিনং নেয়ং কথানকৈঃ।
অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাদুন্মীলনীব্রতম্ ॥ ৬৭
কল্পকোটিসহস্রাণি বসতে বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ৬৮,

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে উন্মীলনীব্রতাখ্যানং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

দান করিয়া ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদনান্তে বিষ্ণুস্তোত্র, নীরাজন, গীত ও নৃত্য দ্বারা হরির প্রীতি জন্মাইবে। বস্ত্র গো ও ভোজন দানে গুরুর তুষ্টিসাধন করিবে। ৪৬—৬২। যাহাতে যাহাতে গুরুর প্রীতি হয় সেই সেই কার্য্য করিবে। লোকগণের উদ্ধারার্থ বিধাতা গুরু সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যত্নের সহিত গুরুপূজা কর্ত্তব্য। যিনি সর্ব্বদা অহিত নাশ করেন ও হিত দেখাইয়া দেন, তাঁহাকেই সর্ব্বধর্ম্মার্থকোবিদ গুরু বলিয়া জানিবে। বিত্তশাঠ্য না করিয়া গুরুর দেয় বস্তু গুরুকে নিবেদন করিয়া দিবে। হে ভূপ! গুরুকে নিবেদন করিয়া দিলেই ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। হে নৃপবর! দিবসের কর্ম্ম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণ সহ ভোজন করিবে। অবশিষ্ট দিবস ধর্ম্মকথায় অতিবাহিত করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি উন্মীলনী ব্রত করে সে কোটি সহস্র কল্পকাল বিষ্ণুসমীপে বাস করিয়া থাকে। ৬৩—৬৮।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কীদৃশী স্যান্মহাদেব পক্ষবর্দ্ধনিসংজ্ঞকা।
যয়া বৈ কৃতয়া জন্তুর্মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১

মহাদেব উবাচ।

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে তদা।
ভূত্বা বৈ নাড়িকা ষষ্টির্জায়তে প্রতিপদ্দিনে।
অশ্বমেধাযুতৈস্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী॥ ২

নারদ উবাচ।

পূজাবিধিস্ত পৃচ্ছামি সাম্প্রতং দেবসত্তম।
যৎকৃতে তু মহাদেব মহাফলমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩

মহাদেব উবাচ।

পূজাবিধিং প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং দ্বিজনন্দন।
পূজিতে চার্চ্চিতে বিষ্ণৌ ফলং প্রাপ্নোত্য-
সংশয়ঃ॥ ৪

যেন পূজাবিধানেন তুষ্টিং প্রাপ্নোতি মাধবঃ।
অব্রণং জলপূর্ণঞ্চ কুম্ভং চন্দনচর্চ্চিতম্॥ ৫
পঞ্চরত্নসমাযুক্তং পুষ্পমালাভিবেষ্টিতম্।
স্থাপ্যং তাম্রময়ং পাত্রং সগোধুমং ঘটোপরি॥৬
সৌবর্ণং কারয়েদ্দেবং মাসসংজ্ঞাভিনামকম্।
পঞ্চামৃতেন বিধিনা স্নপনং সুমনোরমম্॥ ৭
কারয়েদ্দেবদেবেশং জগন্নাথং জগৎপতিম্।
বিলেপনন্তু কর্ত্তব্যং কুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ॥ ৮
বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দাতব্যং ছত্রোপানহসংযুতম্।
পূজয়েদ্দেবতাধীশং কুম্ভপাত্রোপরিস্থিতম্॥ ৯
পদ্মনাভায় বৈ পাদৌ জানুনী বিশ্বমূর্ত্তয়ে।
উরূ বৈ জ্ঞানগম্যায় কটী জ্ঞানপ্রদায় চ॥ ১০
উদরং বিশ্বনাথায় হৃদয়ং শ্রীধরায় চ।
কণ্ঠং কৌস্তুভকণ্ঠায় বাহূ ক্ষত্রান্তকারিণে॥ ১১
ললাটং ব্যোমমূর্দ্ধ্নে তু শিরো বৈ সর্ব্বরূপিণে।
স্বনাম্না চৈব কমলাং সর্ব্বাঙ্গীং দিব্যরূপিণীম্॥১২
এবং বিধিবৎসম্পূজ্য ততোঽর্ঘ্যং দাপয়েৎ।
সুধীঃ।
নারিকেলেন শুভ্রেণ দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥ ১৩
অনেনৈবার্ঘ্যদানেন সম্পূর্ণং জায়তে ব্রতম্।
সংসারার্ণবমগ্নং মাং সমুদ্ধর জগৎপতে॥ ১৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে মহাদেব! পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী কীদৃশী?—যাহার অনুষ্ঠানে জীব মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মহাদেব কহিলেন,—যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণ হইয়া প্রতিপৎদিনে ষষ্টিনাড়িকা পর্য্যন্ত থাকে তবে তাহা পক্ষবর্দ্ধিনী নামে অযুত অশ্বমেধের তুল্য হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—হে দেববর মহাদেব! যাহা করিয়া নর মহাফল প্রাপ্ত হয় সেই পূজাবিধি সম্প্রতি আমি জিজ্ঞাস্য করিতেছি। মহাদেব কহিলেন,—দ্বিজনন্দন! এক্ষণে আমি পূজাবিধি বলিতেছি। বিষ্ণুর পূজা বা অর্চ্চনায় মানব মহাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পূজাবিধান দ্বারাই মাধব পরিতোষ প্রাপ্ত হন। একটি অক্ষত জলপূর্ণ চন্দনচর্চ্চিত কুম্ভ পঞ্চরত্নযুত ও পুষ্পমালাবেষ্টিত করিয়া স্থাপন করিবে। সেই কুম্ভের উপর গোধূমপূর্ণ একটি তাম্রপাত্র রাখিবে। যে মাসে এই ব্রত হইবে সেই মাসীয় বিষ্ণুনামে দেবদেবের সুবর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি উহার স্নান করাইবে। অনন্তর কুঙ্কুম অগুরু ও চন্দন দ্বারা দেবদেব জগন্নাথের বিলেপন-ক্রিয়া করিয়া ছত্র ও উপানহ সহ বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিবে। পরে কুম্ভপাত্রোপরিস্থিত দেবাধিপতিকে বক্ষ্যমাণরূপে পূজা করিবে।১—৯। যথা—পদযুগে পদ্মনাভ, জানুতে বিশ্বমূর্ত্তি, উরুতে জ্ঞানগম্য, কটীতে জ্ঞানপ্রদ, উদরে বিশ্বনাথ, হৃদয়ে শ্রীধর, কণ্ঠে কৌস্তুভকণ্ঠ, বাহুতে ক্ষত্রান্তকারী, ললাটে ব্যোমমূর্দ্ধা এবং মস্তকে সর্ব্বরূপীকে পূজা করিবে। পরে দিব্যরূপিণী কমলাকে স্বীয় নামে অর্চ্চনা করিতে হইবে। বিজ্ঞ পূজক এই বিধি অনুসারে পূজা করিয়া পরে, শুভ্র নারিকেল ফল দ্বারা দেবদেব চক্রপাণিকে অর্ঘ্য দান করিবে। এইরূপ অর্ঘ্যদানে ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। হে

ত্বমীশঃ সর্ব্বলোকানাং ত্বং সাক্ষাচ্চ জগৎপতিঃ
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে ॥১৫
নৈবেদ্যানি সুহৃদ্যানি ষড়্রসানি বিশেষতঃ।
দেয়ানি তু বিশেষেণ কেশবায় সুভক্তিতঃ ॥১৬
নাগপত্রং সকর্পূরং দদ্যাদ্দেবস্য ভক্তিতঃ।
ঘৃতেন দীপকং কুর্য্যাত্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥১৭
কৃত্বা সম্যগ্ বিধানেন গুরোঃ পূজাং প্রকারয়েৎ
বস্ত্রাণি চৈব চোষ্ণীষং কঞ্চুকঞ্চ প্রদাপয়েৎ ॥১৮
দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্ত্যা গুরবে সম্প্রদাপয়েৎ।
ভোজনঞ্চৈব তাম্বুলং দত্বা চার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥
স্ববিত্তস্যানুমানেন যথাশক্ত্যা তু নির্দ্ধনৈঃ।
কার্য্যা সম্যক্ প্রযত্নেন দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী ॥ ২০
ততো জাগরণং কুর্য্যাদ্গীতনৃত্যসমন্বিতম্।
পুরাণপাঠসহিতং হাস্যাহ্লাদসমন্বিতম্ ॥ ২১
স্তুবন্তি চ প্রশংসন্তি জাগরং চক্রপাণিনঃ।
নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং গৃহে বৈ দশজন্মসু
অতো ধন্যতমা চেয়ং কর্ত্তব্যা পক্ষবর্দ্ধিনী।

কৃত্বা তু সকলং পুণ্যং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্
পক্ষবর্দ্ধিনীমাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি মনীষিণঃ।
তৈঃ কৃতং সৎকৃতং সর্ব্বং যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥
পঞ্চাগ্নিসাধনে পুণ্যং যচ্চ স্যাত্তীর্থসাধনে।
তৎপুণ্যং সমবাপ্নোতি বিষ্ণোর্জাগরকারণাৎ ॥
পক্ষবর্দ্ধিনিকা পুণ্যা পবিত্রা পাপনাশিনী।
উপবাসিতা বিপ্র হত্যাকোটিবিনাশিনী ॥ ২৬
বসিষ্ঠেন কৃতা পূর্ব্বং ভারদ্বাজেন বৈ মুনে।
ধ্রুবেণ চাম্বরীষেণ কৃতেয়ং বিষ্ণুবল্লভা ॥ ২৭
ইয়ং কাশীসমা পুণ্যা ইয়ং বৈ দ্বারকাসমা।
উপোষিতা চ ভক্তেন বাঞ্ছিতঞ্চ দদাত্যসৌ ॥
ইয়ং ধন্যা ধন্যতমা হত্যাযুতবিনাশিনী।
কর্ত্তব্যা তু বিশেষেণ বৈষ্ণবৈর্জ্ঞানতৎপরৈঃ ॥২৯
অহো সর্ব্বেশ্বরো দেবঃ সংসেব্যো ব্রততৎপরৈঃ
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন কর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩০
যথা চ বর্দ্ধতে চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে বিশেষতঃ।

জগৎপতে! আমি সংসারার্ণবমগ্ন, আমাকে উদ্ধার কর। তুমি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সাক্ষাৎ জগৎপতি, মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর; হে পদ্মনাভ! তোমাকে নমস্কার করি। সুহৃদ্য ষড়রসান্বিত নৈবেদ্য, ও কর্পূরযুক্ত তাম্বুল বিশেষ ভক্তিসহকারে কেশবকে প্রদান করিবে। ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ প্রস্তুত করিবে। বিধি অনুসারে এইরূপ করিয়া পরে গুরুপূজা কর্ত্তব্য। যথাশক্তি বস্ত্র, উষ্ণীষ, কঞ্চুক এবং দক্ষিণা গুরুকে প্রদান করিবে। পরে ভোজ্য এবং তাম্বুল দানান্তে অর্ঘ্যদান করিতে হইবে। ধনসম্পত্তিহীন ব্যক্তিগণ স্বীয় বিত্তানুসারে যথাশক্তি পক্ষবর্দ্ধিনি দ্বাদশীকৃত্য সম্পাদন করিবে। অনন্তর নৃত্যগীত, পুরাণপাঠ, হাস্য ও আহ্লাদসহকারে রাত্রিজাগরণ করিবে। চক্রপাণির উদ্দেশ্যে জাগরণ সকলেরই স্তবার্হ এবং প্রশংসনীয়। এইরূপ জাগরণকারীদিগের গৃহে দশ জন্ম যাবৎ নিত্য উৎসব হইয়া থাকে। অতএব এই ধন্যা পক্ষবর্দ্ধিনী সকলেরই কর্ত্তব্য। মানব এই কৃত্য সম্পাদন করিয়া সমস্ত পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল মনীষী এই পক্ষবর্দ্ধিনী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহাদের দ্বারা আপ্রলয় সমস্ত সৎকার্য্যই অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চাগ্নিসাধনে বা তীর্থসেবায় যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, একমাত্র বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ জাগরণে সেই পুণ্য লাভ করা যায়। হে বিপ্র! পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী পবিত্রা পাপহারিণী; ইহাতে উপবাস করিলে কোটি কোটি হত্যাপাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে মুনে! পূর্ব্বে বশিষ্ঠ, ভারদ্বাজ, ধ্রুব ও অম্বরীষ এই পক্ষবর্দ্ধিনী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পক্ষবর্দ্ধিনী বিষ্ণুর একান্ত প্রিয়তমা। ইহা কাশী, ও দ্বারকার ন্যায় পুণ্যতমা। ভক্তজন ইহাতে উপবাস করিয়া ইহার প্রসাদে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ধন্যা ধন্যতমা, এবং অযুত হত্যাবিনাশিনী। জ্ঞানী বৈষ্ণবগণের ইহা বিশেষরূপেই কর্ত্তব্য। অহো! যে দেব সকলেরই ঈশ্বর, এই ব্রত করণে তাঁহারই

তথা বৈ বর্দ্ধতে ভক্তকারণাৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥৩১
সূর্য্যোদয়ে যথা ধ্বান্তং নশ্যতে তৎক্ষণাদপি।
তথাঘং নাশমাপ্নোতি করণাৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥৩২
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পক্ষবর্দ্ধিনীমাহাত্ম্যং
নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং জাগরস্য চ।
যচ্ছ্রুত্বা মুক্তিমাপ্নোতি মহাপাপী ন সংশয়ঃ ॥১
নারদ উবাচ।
অহো বিশ্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ পবিত্রীকরণঃ সদা।
তস্যোপবাসমাহাত্ম্যং শ্রুতং হি ত্বন্মুখাচ্ছিব ॥২
তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং জাগরস্য তু।
কীদৃক্ জাগরমাহাত্ম্যং রাত্রৌ ভক্তিস্তু কীদৃশী
প্রহরেষু চ যা পূজা বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো ॥ ৩
ত্বং লোকেষু সদা পূজ্যস্ত্বং হি দেবো জনার্দ্দনঃ
ত্বং হি বিশ্বেশ্বরো দেবো যতো ভক্তির্জনার্দ্দনে
সর্ব্বেষামেব ভক্তানাং ত্বঞ্চ শ্রেষ্ঠ উমাপতিঃ ॥৫
লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বদা ভক্ত্যা তবাখ্যা
বর্ত্ততে সদা।
অতো যেন প্রকারেণ লোকানাং মুক্তিরেব চ।
বিশ্বেশ্বর বদ ত্বত্ত মাহাত্ম্যং জাগরস্য তু ॥ ৬
মহাদেব উবাচ।
একাদশ্যাং জনো বিষ্ণুং রাত্রৌ সম্পূজ্য ভক্তিতঃ
কুর্য্যাজ্জাগরণং বিষ্ণোঃ পুরতো বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং পুরাণপঠনং তথা।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পং গন্ধানুলেপনম্ ॥৮
ফলমর্ঘ্যং তথা শ্রদ্ধাদানমিন্দ্রিয়সংযমম্।
সত্যান্বিতঞ্চ বিপ্রেন্দ্র বচোযুক্তং ক্রিয়ান্বিতম্ ॥৯
বিনিদ্রশ্চ মুদা যুক্তো যঃ করোতি নরঃ সদা।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো জায়তে বিষ্ণুবল্লভঃ ॥১০

সেবা করিতে হয়। অন্য বহু বলিয়া কি হইবে? যেমন চন্দ্র শুক্লপক্ষে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন তেমনি ভক্তকারণে পক্ষবর্দ্ধিনী বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ক্ষণমধ্যে নাশ পায়, তেমনি পক্ষবর্দ্ধিনী করণে পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়। ১০—৩২।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে নারদ! শ্রবণ কর, আমি জাগরমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা শুনিয়া মহাপাপী ব্যক্তিও মুক্তি প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। নারদ কহিলেন,—অহো, বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু সর্ব্বদাই সুপবিত্র। হে শিব! তাঁহার প্রীত্যর্থ উপবাস-মাহাত্ম্য পূর্ব্বে আপনার মুখে শুনিয়াছি; এক্ষণে তাঁহার জাগরণ-মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি। জাগর-মাহাত্ম্য কি প্রকার? রাত্রিকালে ভক্তিই বা কীদৃশী? এবং প্রহরে প্রহরে যে পূজা করিতে হয়, তাহাই বা কি প্রকার? হে প্রভো বিশ্বেশ্বর! তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি এ জগতে সদা পূজ্য এবং আপনিই দেব জনার্দ্দন। জনার্দ্দনে আপনার যখন ভক্তি আছে, তখন আপনিই দেব বিশ্বেশ্বর, সমস্ত ভক্তমধ্যে আপনি উমাপতিই জনার্দ্দনের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এ জগতে ভক্ত বলিয়া আপনারই নাম প্রসিদ্ধ। অতএব যে প্রকারে লোকসমূহের মুক্তি হইতে পারে, হে বিশ্বেশ্বর! আপনি সেই জাগর-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বলুন।১—৬।
মহাদেব কহিলেন,—একাদশীতে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া পরে রাত্রিতে বৈষ্ণবগণসহ বিষ্ণুর সমক্ষে জাগরণ করিবে। গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণ পাঠ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধানুলেপন, ফল ও অর্ঘ্য শ্রদ্ধাসহকারে প্রদান, ইন্দ্রিয়সংযম এবং সত্য বাক্যোচ্চারণ—এই সকল যে ব্যক্তি সহর্ষে জাগিয়া থাকিয়া নিয়ত অনুষ্ঠান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে

রাত্রৌ জাগরণে প্রাপ্তে নিদ্রাং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ
হারিতস্তেপবাসং তৈর্ব্রতং বৈ বিষ্ণুসংজ্ঞকম্
যে কুর্ব্বন্তি নরাঃ প্রাজ্ঞ জাগরে বিষ্ণুসংজ্ঞকে।
জাগরং কৃষ্ণভাবেন ন স্বপন্তি কদাচন ॥ ১২
কৃষ্ণস্য নাম মনসা বদন্তি চ পুনঃপুনঃ।
তে তু ধন্যতমা জ্ঞেয়া অস্যাং রাত্রৌ বিশেষতঃ
ক্ষণে ক্ষণে তু গোদানং ঘট্যাঞ্চৈব চতুর্গুণম্।
প্রহরে কোটিগুণিতং চতুর্যামেষ্বসংখ্যকম্ ॥ ১৪
জাগরে নিমিষার্দ্ধে তু কেশবাগ্রে বিশেষতঃ।
তৎফলং কোটিগুণিতং তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে
নর্ত্তনং কুরুতে যস্তু কেশবাগ্রে নরোত্তমঃ।
ন ফলং হীয়তে তস্য আজন্ম-মরণান্তিকম্ ॥১৬
সাশ্চর্য্যঞ্চৈব সোৎসাহং পাপালাপাদিবর্জ্জিতম্।
প্রদক্ষিণসমাযুক্তং নমস্কারপুরঃসরম্ ॥ ১৭
নীরাজনসমাযুক্তমনির্ব্বিণ্নেন চেতসা।
যামে যামে মহাভাগ কুর্য্যাদারাত্রিকং হরেঃ ॥
ষড়্‌বিংশগুণসংযুক্তমেকাদশ্যাঞ্চ জাগরম্।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা ন পুনর্জায়তে ভুবি
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
জাগরং বাসরে বিষ্ণোর্লীয়তে পরমাত্মনি ॥২১
ধনবান্ বিত্তশাঠ্যেন যঃ করোতি প্রজাগরম্।
তেনাত্মা হারিতো নূনং কিতবেন দুরাত্মনা ॥ ২১
বিষ্ণুজাগরণে প্রাপ্তে উপহাসং করোতি যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ২২
বেদবিদ্ ব্রাহ্মণো যস্তু নর্ত্তনেন বিশেষতঃ।
উপহাসপরঃ প্রাপ্তঃ স বৈ চাণ্ডাল উচ্যতে ॥২৩
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যঃ করোতি প্রজাগরম্
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্নোতি পদমব্যয়ম্ ॥২৪
বেদশাস্ত্ররতো নিত্যং নিত্যং বৈ যজ্ঞযাজকঃ।
রাত্রৌ জাগরণে প্রাপ্তে নিন্দাং কুর্ব্বন্ ব্রজত্যধঃ
মম পূজাং প্রকুর্ব্বাণো বিষ্ণুনিন্দাসু তৎপরঃ।
একবিংশৎকুলেনৈব নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬
বিষ্ণুঃ শিবঃ শিবো বিষ্ণুরেকমূর্ত্তির্দ্বিধা স্থিতঃ।

মুক্ত হইয়া বিষ্ণুবল্লভ হয়। যে সকল বৈষ্ণব রাত্রিতে জাগরণ করিতে গিয়া নিদ্রাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের বৈষ্ণব ব্রতের উপবাস-ফলও নষ্ট হইয়া যায়। হে প্রাজ্ঞ! যে সকল নর বিষ্ণুজাগরণে বিষ্ণুভাবে জাগরণ করে, কদাচ নিদ্রাক্রান্ত হয় না, মনে মনে পুনঃপুনঃ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, এই জাগরণ-রাত্রিতে তাহারাই ধন্যতম। বিশেষতঃ এই জাগরণে প্রতিক্ষণে গোদানফল, ঘটিকায় চতুর্গুণ ফল, প্রহরে কোটিগুণ এবং চতুর্যামে অসংখ্য ফল হইয়া থাকে। অধিক কি, কেশবাগ্রে নিমেষার্দ্ধ কাল জাগরণ করিলেও কোটিগুণ ফল হয়। যে নরশ্রেষ্ঠ কেশব-সম্মুখে নর্ত্তন করে, আমরণ তাহার পুণ্যফল কিছুতেই নষ্ট হয় না। অনির্ব্বিণ্ন চিত্তে আশ্চর্য্য ও উৎসাহ সহকারে পাপালাপাদি বর্জ্জন করিয়া প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও নীরাজন করিবে। 'হে মহাভাগ!' যামে যামে হরির আরাত্রিক করিবে। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক একাদশীতে ষড়্‌বিংশ গুণযুক্ত জাগরণ করে, ভূতলে তাহার আর জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুবাসরে জাগরণ করে, সে পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে। যে ধনবান্ ব্যক্তি বিত্ত-শাঠ্য করিয়া জাগরণ করে, সেই দুরাত্মা শঠ নিশ্চয়ই নিজ আত্মাকে হারাইয়া থাকে। বিষ্ণুর জাগরণ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি উপহাস করে, ষষ্টিসহস্র বর্ষ যাবৎ তাহাকে বিষ্ঠামধ্যে কৃমি হইয়া থাকিতে হয়। বিষ্ণু-সমক্ষে নর্ত্তন ব্যাপারে যদি কোন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণও উপহাস করেন, তথাপি তিনি চাণ্ডালমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।৭—২৩। নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধ কাল যে ব্যক্তি এই জাগরণ করে, সে অব্যয় ধর্ম্মময় কাম ও মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্য বেদ-শাস্ত্ররত ও নিত্য যজ্ঞযাজক ব্যক্তিও বৈষ্ণব-জাগরণে নিন্দা করিলে, অধোগামী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আমার পূজায় রত অথচ বিষ্ণুনিন্দায় তৎপর, সে একবিংশ কুলের সহিত নরক প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুই শিব, শিবই বিষ্ণু, একই মূর্ত্তি দ্বিধা অবস্থিত। অত-

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রকারেণ নৈব নিন্দাং প্রকারয়েৎ।
দষ্টাঃ কলিভুজঙ্গেন স্বপন্তি মধুহাহনি ॥ ২৭
কুর্ব্বন্তি জাগরং নৈব মায়য়া তে চ মোহিতাঃ।
প্রাপ্তা একাদশী যেষাং কলৌ জাগরণং বিনা
তে বিনষ্টা ন সন্দেহো যস্মাজ্জীবিতমধ্রুবম্।
উদ্ধৃতং নেত্রযুগ্মন্তু দত্ত্বা বৈ বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২৯
কৃতং যে নৈব পশ্যন্তি পাপিনো হরিজাগরম্।
অভাবে বাচকস্যাথ গীতং নৃত্যন্ত কারয়েৎ ॥ ৩০
বাচকে সতি দেবর্ষে পুরাণং প্রথমং পঠেৎ।
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়াযুতস্য চ ॥ ৩১
পুণ্যং কোটিগুণং বৎস বিষ্ণোর্জাগরণে কৃতে
পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে ভার্য্যাপক্ষে তু বাড়ব ॥
কুলান্যুদ্ধরতে চৈতান্ কৃত্বা জাগরণং হরেঃ।
উপোষণদিনে বিদ্ধে জাগরং পূজনং হরেঃ ॥
বৃথা দানাদিকং সর্ব্বং কৃতঘ্নেষু কৃতং যথা।
উপোষণ দিনে বিদ্ধে প্রারব্ধে জাগরে স্থিতিম্

এব সর্ব্বপ্রকারে বিষ্ণু নিন্দা হইতে বিরত থাকিবে। কলি-ভুজঙ্গ কর্তৃক দষ্ট হইয়াই জনগণ বিষ্ণুবাসরে জাগরণ করে না। তাহারা মায়ামোহিত হইয়া জাগরণ হইতে বিরত হয়। কলিতে জাগরণ বিনা যাহাদের একাদশীব্রত নিষ্পন্ন হয়, তাহারা আপনা হইতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে; যেহেতু এ জীবন অনিত্য। পাপী জনেরাও যদি হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ দর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও নেত্র সফল হয় এবং তাহারা বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাচকের অভাব হইলে, ঐ দিনে মাত্র নৃত্য-গীত করাইবে। হে দেবর্ষে! যদি বাচক উপস্থিত থাকেন, তবে সর্ব্ব প্রথমে পুরাণ পাঠ করাইবে। হে বৎস! বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ জাগরণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ ও অযুত বাজপেয় যজ্ঞের কোটি-গুণ ফল হইয়া থাকে। হরি-জাগরণফলে পিতা, মাতা ও ভার্য্যাপক্ষীয় সকল কুলের উদ্ধার সাধন হয়। উপবাসদিন বিদ্ধ হইলে হরির পূজা, জাগরণ ও দানাদি সমস্তই কৃতঘ্ন জনে কৃতের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়। বেধযুক্ত

বিহায় স্থানং তদ্বিষ্ণুঃ শাপং দত্ত্বা প্রগচ্ছতি।
অবিদ্ধে বাসরে বিষ্ণোর্যে কুর্ব্বন্তি প্রজাগরম্
তেষাং মধ্যে তু তুষ্টঃ সন্নৃত্যন্ত কুরুতে হরিঃ।
যাবদ্দিনানি কুরুতে জাগরং কেশবাগ্রতঃ ॥ ৩৬
যুগানি তানি তাবন্তি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
যাবদ্দিনানি বসতে বিনা জাগরণং হরেঃ ॥ ৩৭
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রৌরবান্ন নিবর্ত্ততে।
একদশ্যাং শয়ানস্তু বিনা জাগরণং হরেঃ ॥ ৩৮
মূকবত্তিষ্ঠতে যো বৈ গানং পাঠং ন বা চরেৎ
সপ্তজন্মানি মূকত্বং জায়তেহজাগরে হরেঃ ॥৩৯
যো ন নৃত্যতি মূঢ়াত্মা পুরতো জাগরে হরেঃ।
পঙ্গুত্বং তস্য জানীয়াৎ সপ্তজন্মানি বাড়ব ॥ ৪০
যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং নৃত্যং জাগরণং হরেঃ।
ব্রাহ্মং পদং মদীয়ঞ্চ সত্যং বৈ তস্য বৈষ্ণবম্ ॥
যঃ প্রবোধয়তে লোকান্ বিষ্ণোর্জাগরণে রতঃ
বসেচ্চিরন্তু বৈকুণ্ঠে পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥
মতিং প্রযচ্ছতে যস্তু হরের্জাগরণং প্রতি।

উপবাসদিনে জাগরণ করিলে বিষ্ণু সেস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিশাপ দিয়া চলিয়া যান। অবিদ্ধ বিষ্ণুবাসরে যাহারা জাগরণ করে, হরি তুষ্ট হইয়া তাহাদের মধ্যে নৃত্য করিয়া থাকেন। যতদিন কেশবাগ্রে জাগরণ করা হয়, ততযুগ যাবৎ জাগরণকারী বিষ্ণুলোকে বিহার করে। হরিজাগরণ বিনা যতদিন অতি-বাহিত হয়, তত সহস্র বর্ষ রৌরবে বাস হইয়া থাকে। আর একাদশীদিনে হরিজাগরণ না করিয়া যাহারা শয়ন করিয়া থাকে, গান এবং পাঠ না করিয়া মূকবৎ অবস্থান করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহাদের মূকত্ব হইয়া থাকে।২৪—৩৯। হে দ্বিজ! যে মূঢ়াত্মা নর হরিবাসরে হরি-সমক্ষে নৃত্য না করে, সপ্ত জন্ম যাবৎ তাহার পঙ্গুত্ব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরি জাগ-রণে নৃত্য-গীত করে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম, শৈব এবং বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরিজাগরণে নিয়ত থাকিয়া অন্যান্য লোকদিগকে জাগরিত করে, সেই বৈষ্ণব, পিতৃগণ সহ চিরকাল বৈকুণ্ঠে বাস করে।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ ॥ ৪৩
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং কোটিজন্মনি মানবৈঃ।
শ্রীকৃষ্ণজাগরে সর্ব্বং রাত্রৌ নশ্যতি বাড়ব ॥ ৪৪
শালগ্রামশিলাগ্রে যে কুর্ব্বন্তি প্রতিজাগরম্।
যামে যামে ফলং প্রোক্তং কোট্যৈন্দবসমুদ্ভবম্
সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্
বৃথা স্যাত্তৎকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া ॥
কামার্থৌ সম্পদঃ পুত্রাঃ কীর্ত্তির্লোকাশ্চ শাশ্বতাঃ
যজ্ঞাযুতৈর্ন লভ্যন্তে দ্বাদশীজাগরং বিনা ॥ ৪৭
মতির্ন জায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি।
ন হি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি ॥
যাবৎ পদানি চলতি কেশবায়তনং প্রতি।
অশ্বমেধসমানি স্যুর্জ্জাগরার্থং প্রগচ্ছত ॥ ৪৯
পাদয়োঃ পতিতং যাবদ্ধরণ্যাং পাংশু গচ্ছতাম্
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি জাগরো বসতে দিবি ॥ ৫০
তস্মাদ্ গৃহাৎ প্রগন্তব্যং জাগরে কেশবালয়ে।
কলৌ মলবিনাশায় দ্বাদশীদ্বাদশীষু চ ॥ ৫১
পরাপবাদসংযুক্তং মনঃ প্রাসাদবর্জ্জিতম্।
শাস্ত্রহীনমগান্ধর্ব্বং তথা দীপবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫২
শক্ত্যোপচাররহিতমুদাসীনং সনিন্দনম্।
কলিযুক্তং বিশেষেণ জাগরং নবধা মতম্ ॥৫৩
সশাস্ত্রং জাগরং যচ্চ নৃত্যগান্ধর্ব্বসংযুতম্।
সবাদ্যং তালসংযুক্তং সদীপং মধুভির্যুতম্ ॥৫৪
উচ্চারৈশ্চ সমাযুক্তং যথোক্তৈর্ভক্তিভাবিতৈঃ।
প্রসন্নং তুষ্টিজননং সমূঢ়লোকরঞ্জনম্ ॥ ৫৫
গুণৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং জাগরং মাধবপ্রিয়ম্।
কর্ত্তব্যং তৎপ্রযত্নেন পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥৫৬
কিং ব্রতৈর্বহুভিশ্চীর্ণৈস্তীর্থবাসেন তস্য কিম্।
দ্বাদশীবাসরে প্রাপ্তে ন কুর্য্যাজ্জাগরং হরেঃ॥
প্রবাসে ন ত্যজেদ্যস্তু পথি খিন্নোঽপি বাড়ব।
জাগরং বাসুদেবস্য দ্বাদশ্যাস্তু স মে প্রিয়ঃ ॥ ৫৮
মদ্ভক্তো ন হরেঃ কুর্য্যাজ্জাগরং পাপমোহিতঃ।
ব্যর্থং মৎপূজনং তস্য মৎপূজ্যং যো ন পূজয়েৎ

যে ব্যক্তি হরিজাগরণে মতি জন্মাইয়া দেয়, সে ব্যক্তি ষষ্টি সহস্রবর্ষ যাবৎ শ্বেতদ্বীপে বাস করে, হে দ্বিজ! মানব কোটী কোটি জন্মে যে কিছু পাপ অর্জ্জন করুক, হরিজাগরনিশায় তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। শালগ্রাম শিলার অগ্রে যাহারা জাগরণ করে, তাহাদের প্রহরে প্রহরে কোটি চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল লাভ হইয়া থাকে। বিষ্ণুবাসর উপস্থিত হইলে যাহারা জাগরণ করে না, বৈষ্ণবগণের নিন্দায় তাহার সমস্ত কৃত কর্ম্মই বৃথা হইয়া যায়। কাম, অর্থ, সম্পৎ, পুত্র,কীর্ত্তি ও নিত্য লোক-সকল দ্বাদশীজাগরণ ব্যতীত অযুত যজ্ঞ দ্বারাও লাভ করা যায় না। দ্বাদশী-জাগরণে যাহার মতি হয় না, কেশবপূজায় তাহার অধিকার নাই। নর জাগরণার্থ যত পদ কেশবালয়ের দিকে অগ্রসর হয়, তত অশ্বমেধসম পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। জাগ-রণার্থ ভূতল দিয়া যাইবার সময় যতসংখ্যক ধূলিকণা তাহার পদে পতিত হয়, তাবৎ সহস্র বর্ষ সে স্বর্গে বাস করে। অতএব কলিতে কল্মষনাশের জন্য প্রতি দ্বাদশীতে জাগরণার্থ কেশবালয়ে গমন করা কর্ত্তব্য। অশাস্ত্রীয় জাগরণ নববিধ; যথা—পরাপ-বাদযুক্ত, মনের প্রসন্নতাশূন্য, শাস্ত্রলক্ষ্যহীন, গীতবাদ্যহীন, দীপবর্জ্জিত, শক্তি ও উপচার-রহিত, উদাসীন, নিন্দাযুক্ত ও বিবাদমিশ্রিত। শাস্ত্রানুযায়ী জাগরণ দ্বাদশবিধ, যথা—শাস্ত্র-সঙ্গত, নৃত্য ও গীতযুত, বাদ্যসমন্বিত, তিল-মিশ্রিত দীপযুক্ত, মধুসমন্বিত, সদালাপসম্পন্ন, ভক্তিভাবিত, প্রসন্ন, তুষ্টি-প্রদ ও মূঢ়-লোকের চিত্তরঞ্জন। এই দ্বাদশ গুণযুক্ত জাগরণই মাধবের প্রিয়। কৃষ্ণ ও শুক্ল-পক্ষে প্রযত্ন সহকারে এই জাগরণ কর্ত্তব্য। দ্বাদশী দিনে যে ব্যক্তি জাগরণ করে না, বহু ব্রত বা বহু তীর্থসেবায় তাহার কি ফল হইবে? হে দ্বিজ! পথে ক্লান্ত হইয়াও যে ব্যক্তি প্রবাসে দ্বাদশীতে জাগরণ পরিত্যাগ না করে, সেআমার প্রিয় হইয়া থাকে।৪০-৫৮। যে মদ্ভক্ত পাপমোহিত হইয়া হরিজাগরণ বা মৎপূজ্য দেবের পূজা না করে, তৎকৃত আমার পূজা ব্যর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি

ন শৈবো ন চ সৌরো২সৌ ন শাক্তো গণ-
সেবকঃ।
যো ভুঙ্‌ক্তে বাসরে বিষ্ণোর্জ্জেয়ঃ
পশ্বধিকো হি সঃ॥ ৬০
বিপ্রিয়ঞ্চ কৃতং তেন দুষ্টেনৈব চ পাপিনা।
মদ্ভক্তিবলমাশ্রিত্য যো ভুঙ্‌ক্তে বৈ হরের্দিনে
স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহং বেষ্টিতং পাপকোটিভিঃ
মুচ্যতে বাসরে বিষ্ণোর্যে কুর্বন্তি প্রজাগরম্‌॥
কূর্পরং যমদূতানাং দত্তং তেন যমস্য চ।
কৃত্বা জাগরণং বিষ্ণোরবিদ্ধং দ্বাদশীব্রতম্‌॥ ৬৩
স্বর্গাপেক্ষা মুনিশ্রেষ্ঠ মুক্তা তে নৈব সংশয়ঃ।
বাঞ্ছিতং নারকং সৌখ্যং বিদ্ধং কৃত্বা হরের্দিনম্‌
নিহতাঃ পিতরস্তেন দেবানাং বৈ বধঃ কৃতঃ।
দত্তং রাজ্যন্তু দৈত্যানাং কৃত্বা বিদ্ধং হরের্দিনম্‌
যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা কৃত্বা বৈ করতাড়নম্‌।
গীতং কুর্ব্বন্‌ মুখেনাপি দর্শয়ন্‌ কৌতুকান্‌ বহূন্‌
পুরতো বাসুদেবস্য রাত্রৌ জাগরণে স্থিতঃ।
পঠন্‌ কৃষ্ণচরিত্রাণি রঞ্জয়ন্‌ বৈষ্ণবান্‌ গণান্‌॥৬৭
মুখেন কুরুতে বাদ্যং সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
দর্শয়ন্‌ বিবিধান্‌ ভৃত্যান্‌ স্বেচ্ছালাপান্‌
প্রকারয়ন্‌॥ ৬৮
ভাবৈরেতৈর্নরো যস্তু কুরুতে জাগরং হরেঃ।
নিমিষে নিমিষে পুণ্যং তীর্থকোটিফলং স্মৃতম্‌
অনুদ্বিগ্নমনা যস্তু ধূপনীরাজনং হরেঃ।
কুরুতে জাগরে রাত্রৌ সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
কৃষ্ণাহজাগরাত্তানি বিলয়ং যান্তি খণ্ডশঃ॥ ৭১
একতঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে সমাপ্তবরদক্ষিণাঃ।
একতো দেবদেবস্য জাগরঃ কৃষ্ণবল্লভঃ॥ ৭২
তত্র কাশী পুষ্করঞ্চ প্রয়াগং নৈমিষং গয়া।
শালগ্রামমহাক্ষেত্রমর্ব্বুদারণ্যমেব চ॥ ৭৩
পৌষ্করং মথুরা তত্র সর্ব্বতীর্থানি চৈব হি।
যজ্ঞা বেদাশ্চ চত্বারো ব্রজন্তি হরিজাগরম্‌॥৭৪
গঙ্গা সরস্বতী তাপী যমুনা চ শতদ্রুকা।
চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নদ্যঃ সর্ব্বাস্তু তত্র বৈ॥৭৫
সরাংসি চ হ্রদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
একাদশ্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ গচ্ছন্তি কৃষ্ণজাগরম্‌॥৭৬

বিষ্ণুবাসরে ভোজন করে, সে না শৈব, না সৌর, না শাক্ত, না গাণপত্য কিছুই নহে; তাহাকে পশু অপেক্ষাও অধম বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি মৎপ্রতি ভক্তিবল আশ্রয় করিয়া হরিবাসরে ভোজন করে, সেই দুষ্ট পাপাত্মা আমারই বিপ্রিয়াচরণ করিয়া থাকে। অন্তরে-বাহিরে কোটি কোটি পাপে পরিবেষ্টিত হইলেও বিষ্ণুবাসরে জাগরণ করিয়া নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অবিদ্ধ দ্বাদশী ব্রত হরিজাগরণ করিলে নর যম ও যমদূতদিগকে কূর্পর দানে সমর্থ হইয়া থাকে। দশমীবিদ্ধ হরিবাসর করিয়া নর নারকীয় সুখ বাঞ্ছা করে; তাহার আর স্বর্গলাভাশা থাকে না, ইহা নিশ্চিত। যে ব্যক্তি দশমীবিদ্ধ হরিবাসর করে, তাহার হস্তে পিতৃ ও দেবগণ নিহত হন এবং তৎকর্ত্তৃক দৈত্যদিগকে রাজ্য প্রদান করা হয়। নর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া বিষ্ণুর সমক্ষে হৃষ্টচিত্তে নৃত্য, করতাল দিয়া মুখে গান, বহু কৌতুক প্রদর্শন, কৃষ্ণচরিত্র সকল পাঠ, বৈষ্ণবগণের চিত্তরঞ্জন, পুলকিত দেহে মুখবাদ্য এবং নানাবিধ স্বেচ্ছালাপ করিতে হয়। যে নর হরিজাগরকালে এই সকল ভাব প্রকটন করে, নিমেষে নিমেষে তাহার তীর্থকোটিসেবার ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একাগ্রমনে জাগরণনিশায় হরির ধূপ নীরাজন করে, সে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া থাকে।৫৯—৭০। ব্রহ্মহত্যাতুল্য যে কোন পাপই থাকুক,হরিবাসরীয় জাগরণে তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। এক দিকে সমাপ্তবরদক্ষিণ যজ্ঞসকল, অন্যদিকে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় জাগরণ; ফলে উভয়ই তুল্যগুণ। হে দ্বিজবর! কাশী, পুষ্কর, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, শালগ্রাম মহাক্ষেত্র, অর্ব্বুদারণ্য, মথুরা, অন্যান্য সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বযজ্ঞ, চতুর্ব্বেদ, গঙ্গা, সরস্বতী, তাপী, যমুনা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, সমস্ত সরোবর, হ্রদ সকল ও সমস্ত সমুদ্র একাদশীতে কৃষ্ণজাগরণে

স্পৃহণীয়া হি দেবানাং যে নরাঃ কৃষ্ণজাগরে।
নৃত্যন্তি গীতং কুর্ব্বন্তি বীণাবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ ॥৭৭
এবং জাগরণং কৃত্বা সম্পূজ্য চ মহাহরিম্।
দ্বাদশ্যাং পারণং কৃত্বা স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥
মহাদেব উবাচ।
শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি দ্বাদশীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
দ্বাদশী তু সদা জ্ঞেয়া পুত্রদা মোক্ষদায়িনী ॥৭৯
প্রাতঃ স্নাত্বা হরিং পূজ্য উপবাসং সমর্পয়েৎ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব ॥ ৮০
প্রসাদসুমুখো ভূত্বা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব।
পারণঞ্চ ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাসম্ভবমগ্রতঃ ॥ ৮১
অত ঊর্দ্ধং যথেষ্টন্তু কারয়েচ্চ যথাবিধি।
যদা তু দ্বাদশী স্বল্পা পারণে ন ভবেদ্দ্বিজ ॥ ৮২
তদা রাত্রৌ তু কর্ত্তব্যং পারণং মুক্তিমিচ্ছতা।
তদা ন রাত্রিদোষঃ স্যান্নিষিদ্ধং ন ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ৮৩
যদুক্তং নিশি ন স্নায়ান্মহানিশি ন ভোজয়েৎ।
তৎপূর্ব্বপরযামাভ্যাং দিনবৎ কর্ম্ম কারয়েৎ ॥৮৪
যদা ভবতি স্বল্পা তু দ্বাদশী পারণে দিনে।
উষঃকালে দ্বয়ং কুর্য্যাৎ প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নিকন্তথা ॥
দ্বাদশী সাধিতা যেন নরেণ ভুবি সর্ব্বদা।
তস্য পুণ্যমহং বক্তুং ন সমর্থো বিশেষতঃ ॥ ৮৬
সাধয়িত্বাখিলান্ কামান্ প্রাপ্নুয়ুশ্চ মহাজনাঃ।
অম্বরীষাদয়ঃ সর্ব্বে যে ভক্তা ভুবি বিশ্রুতাঃ॥৮৭
দ্বাদশীং সাধয়িত্বা তু তে গতা বিষ্ণুসদ্মনি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং যদুক্তন্তু ময়া তব ॥৮৮
নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো ন তিথির্দ্বাদশীসমা।
অত্র দত্তঞ্চ ভুক্তঞ্চ তথা পূজাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৮৯
তৎ সর্ব্বং পূর্ণতাং যাতি পূজিতে মাধবে সতি
কিং পুনর্ব্বহুনোক্তেন ভক্তানাং বল্লভো হরিঃ ॥
প্রদদাত্যখিলান্ কামান্ যাবদাভূতসম্প্লবম্।
দ্বাদশ্যাঞ্চৈব যদ্দত্তং তৎ সর্ব্বং সফলং ভবেৎ

গমন করিয়া থাকেন। যে সকল নর হরিজাগরণে বীণা বাদনে হৃষ্ট হইয়া নৃত্যগীত করে, তাহারা সমস্ত দেবের স্পৃহণীয় হইয়া থাকে। এইরূপে জাগরণ ও হরিপূজন করিয়া দ্বাদশীতে বৈষ্ণবগণ সহ যথাশক্তি ধারণ করিবে। মহাদেব কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ করুন, উত্তম দ্বাদশীমাহাত্ম্য বলিতেছি। দ্বাদশীকে পুত্র ও মোক্ষদায়িনী বলিয়া জানিবে। এই তিথিতে প্রাতঃস্নানানন্তর হরিপূজা করিয়া উপবাস অর্পণ করিবে। বলিবে,—হে কেশব! আমি অজ্ঞানতিমিরান্ধ; আমার এই ব্রত দ্বারা আপনি প্রসাদসুমুখ হইয়া জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ হউন। অনন্তর যথাসম্ভব পারণ করিবে, পরে যথাবিধি যথেষ্ট কার্য্য করিবে। হে দ্বিজ! দ্বাদশী যখন স্বল্পকাল থাকায় পারণ হওয়া অসম্ভব হইবে, তখন মুক্তিকামী ব্যক্তি রাত্রিতেই পারণ করিবেন। সে সময় রাত্রিদোষ থাকিবে না বা সে পারণ কখন অবৈধ হইবে না। তবে যে বলা হইয়াছে নিশাকালে স্নান করিবে না, বা মহানিশায় ভোজন করিবে না, এজন্য পূর্ব্ব ও পর যামেই দিনবৎ কর্ম্ম করিবে। যে কালে পারণদিনে দ্বাদশী স্বল্পকাল থাকিবে, তখন উষঃকালেই প্রাতঃ ও মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করিবে। ভূতলে যে নর সর্ব্বদা দ্বাদশী সাধনা করে, আমি তাহার পুণ্য বলিতে অসমর্থ। মহাজনগণ দ্বাদশী সাধনা করিয়া নিখিল কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অম্বরীষাদি যে সকল ভূতলবিশ্রুত ভক্ত, তাঁহারা দ্বাদশী সাধনা করিয়া সকলেই বিষ্ণুভবনে গমন করিয়াছেন। আমি তোমার নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা ত্রিসত্য; বিষ্ণুতুল্য দেবতা নাই, দ্বাদশীতুল্য তিথি নাই। এ তিথিতে মাধবকে পূজা করিয়া যাহা কিছু দান, ভোজন ও পূজনাদি করা যায়, তৎসমস্তই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। অধিক আর কি কহিব, হরি ভক্তগণের প্রিয় পাত্র; তিনি তাহাদিগকে সর্ব্ব কাম প্রদান করিয়া থাকেন। দ্বাদশীতে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই সফল হইয়া থাকে। হে

কুরুক্ষেত্রেষু যদ্দত্তং নিষ্ফলং নৈব জায়তে।
তদ্বচ্চ দ্বাদশীদত্তং ভবেদ্দেবর্ষিসত্তম ॥ ৯২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দ্বাদশ্যেকাদশীজাগর-
মহিমা নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
একস্মিন্ সময়ে পুত্র গতোঽহং বিষ্ণুসন্নিধৌ।
তত্র পৃষ্টং ময়া পূর্ব্বং মাহাত্ম্যং দ্বাদশীভবম্‌।
যং শ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে ভুক্ত্বা ভোগান্ দিবং যযুঃ
নারদ উবাচ।
কীদৃশী স্যান্মহাদেব মহাদ্বাদশিকা পরা।
তস্যা ব্রতে ফলং কীদৃগ্ বদ সর্ব্বেশ্বর প্রভো।
শিব উবাচ।
ইয়মেকাদশী ব্রহ্মন্ মহাপুণ্যফলপ্রদা।
ঋক্ষযোগৈশ্চ সংযুক্তা কর্ত্তব্যা মুনিসত্তম ॥ ৩

জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।
সর্ব্বপাপহরাশ্চৈতাঃ কর্ত্তব্যাঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৪
একাদশ্যাং যদা ঋক্ষং শুক্লপক্ষে পুনর্ব্বসুঃ।
নাম্না সা চ জয়া খ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥৫
তামুপোষ্য নরঃ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
যদা চ শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ ॥ ৬
বিজয়া সা সমাখ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ।
সহস্রগুণিতং দানং যস্যাং বৈ বিপ্রভোজনম্‌ ॥৭
হোমস্তথোপবাসশ্চ সহস্রাধিকফলপ্রদঃ।
যদা চ শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং হি জায়তে ॥৮
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু ॥ ৯
প্রক্ষালয়তি গোবিন্দস্তস্যামভ্যর্চ্চিতো ধ্রুবম্‌।
যদা বৈ শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যং ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা তু সা মহাপুণ্যা ভবিতা পাপনাশিনী ॥১০
যো দদাতি তিলপ্রস্থং নিত্যং সংবৎসরং প্রতি

দেবর্ষিবর! যেমন কুরুক্ষেত্রে যে কোন বস্তু দান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না, তেমনি এই দ্বাদশীতে দানও সফল হইয়া থাকে। ৭১—৯২।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—বৎস! আমি একদা বিষ্ণুসমীপে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দ্বাদশীমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উহা শুনিতে পাইয়া মুনিগণ বিবিধ ভোগ উপভোগান্তে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। নারদ কহিলেন,—মহাদেব! মহাদ্বাদশী কিদৃশী? হে প্রভো, সর্ব্বেশ্বর! দ্বাদশী ব্রতের ফল কিরূপ হয় বলুন। শিব কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই একাদশী মহাপুণ্যফলদায়িনী। হে মুনিবর! নক্ষত্র বিশেষের যোগে উহা জয়া বিজয়া জয়ন্তী প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ঐ সকল একাদশী অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা পাপনাশিনী; ফলাকাঙ্ক্ষিগণ ঐ সকল একাদশী ব্রত করিবেন। যে শুক্লপক্ষের একাদশীতে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের যোগ হয়, ঐ একাদশী তিথি জয়া নামে অভিহিতা। উহা তিথিগণ মধ্যে উত্তমা তিথি। এই তিথিতে উপবাস করিয়া নর পাপমুক্ত হয়। যে শুক্লদ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ ঘটে, ঐ তিথি বিজয়া নামে অভিহিত। উহা তিথিসমূহের মধ্যে উত্তমা তিথি। ঐ তিথিতে দান ও ব্রাহ্মণভোজন সহস্রগুণ ফলপ্রদ এবং হোম ও উপবাস সহস্রগুণাধিক ফলজনক। যে শুক্লদ্বাদশীতে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ ঘটে, ঐ তিথি জয়ন্তী নামে অভিহিত। উহা সর্ব্বপাপবারিণী। ঐ তিথিতে গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিলে তিনি সপ্তজন্মকৃত পাপ—স্বল্পই হউক, আর বহুই হউক, সমস্তই প্রক্ষালিত করিয়া থাকেন। যখন শুক্লদ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইবে, তখন সে তিথি মহাপুণ্যদায়িনী ও পাপনাশিনী হয়। যে ব্যক্তি সংবৎসরাবধি নিত্য তিলপ্রস্থ দান

উপবাসশ্চ যস্তস্যাঃ করোত্যেতৎ সমং স্মৃতম্।
তস্যাঃ জগৎপতির্দেবস্তুষ্টঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ॥১২
প্রত্যক্ষতাং প্রয়াত্যেব তত্রানন্তফলং স্মৃতম্।
সগরেণ ককুৎস্থেন নহুষেণ চ সাধিতঃ॥ ১৩
তস্যামারাধিতঃ কৃষ্ণো দত্তবানখিলং ভুবি।
বাচিকান্মানসাদ্বাপি কায়জাচ্চ বিশেষতঃ॥ ১৪
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
তামেকাং সমুপোষ্যাথ পুণ্যনক্ষত্রসংযুতাম্॥১৫
একাদশীসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্
যত্তস্যাঃ ক্রিয়তে কিঞ্চিত্তদক্ষয়ফলং স্মৃতম্।
তস্মাদেষা প্রকর্ত্তব্যা যত্নেন ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ॥১৭
পঞ্চমেনাশ্বমেধেন যদি স্নাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
পর্য্যপৃচ্ছত ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণং যদুকুলোদ্বহম্॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপবাসস্য নক্তস্য হ্যেকভুক্তস্য মে প্রভো।
কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্য ব্রূহি সর্ব্বং জনার্দ্দন

শ্রীভগবানুবাচ

হেমন্তে চৈব সম্প্রাপ্তে মাসে মার্গে চ শোভনে
কৃষ্ণপক্ষে চ যা পার্থ দ্বাদশী তামুপোষয়েৎ।
দশম্যাঞ্চৈকভক্তশ্চ শুদ্ধচিত্তো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২০
নক্তঞ্চৈব তথা জ্ঞাত্বা দশম্যাং নিয়তঃ সদা।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দীভূতে দিবাকরে॥২১
নক্তঞ্চ তদ্বিজানীয়ান্ন নক্তং নিশিভোজনম্।
নক্ষত্রদর্শনান্নক্তং গৃহস্থস্য বিধীয়তে॥ ২২
যতের্দিনাষ্টমে ভাগে রাত্রৌ তস্য নিষেধনম্।
ততঃ প্রভাতসময়ে কৃত্বা চ নিয়মং ব্রতী॥২৩
মধ্যাহ্নে চ তথা পার্থ স্নানং শুচিঃ সমাচরেৎ।
অধমং কূপকে স্নানং বাপ্যাং স্নানঞ্চ মধ্যমম্॥
তড়াগে চোত্তমং স্নানং নদ্যাং স্নানং ততঃ পরম্
পীড্যন্তে জন্তবো যত্র জলমধ্যে ব্যবস্থিতে॥
তত্র স্নানে কৃতে পার্থ পাপং পুণ্যং সমং ভবেৎ
গৃহে চৈবোত্তমং স্নানং জলঞ্চৈব বিশোধয়েৎ

করেন, আর যে জন উক্ত তিথিতে উপবাস করে, তাহাদের উভয়ের ফল তুল্য হইয়া থাকে। ঐ তিথিতে সর্ব্বেশ্বর জগৎপতি হরি তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। উহাতে অনন্ত ফল ফলে। পূর্ব্বকালে সগর, ককুৎস্থ, নহুষ, এই তিথিতে কৃষ্ণারাধনা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ আরাধিত হইয়া নিখিল কামনা প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ আরাধনায় সপ্তজন্মকৃত কায়িক বাচিক ও মানসিক পাপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হওয়া যায়। মানব সেই পুণ্য নক্ষত্রযুত একমাত্র তিথিতে উপবাস করিয়া সহস্র একাদশী ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় বা দেবতার্চ্চনা যে কিছু কার্য্য ঐ তিথিতে করা হয়, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষিগণের উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যখন পঞ্চম অশ্বমেধযজ্ঞে স্নাত হইয়াছিলেন, তখন তিনি যদুকুলোদ্বহ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন —হে প্রভো! হে জনার্দ্দন! উপবাস, নক্তাসন ও একাহার কি পুণ্য? কি ফল? তাহা আমার নিকট বল। ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! হেমন্তে মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। শুদ্ধচিত্ত দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি দশমীতে একাহার করিবে। সতত নিয়তভাবে দশমীতে নক্তাশনও ঐরূপ জানিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে দিবাকর মন্দীভূত হইলে নক্ত কাল জানিতে হইবে। নিশাকালের ভোজন নক্তাশন নহে। গৃহস্থের পক্ষে নক্ষত্র দর্শনেই নক্ত কাল বিহিত।১৯—২২। দিবসের অষ্টম ভাগে যতির ভোজন করিতে হয়। রাত্রিতে তাহার ভোজন নিষেধ। হে পার্থ! ব্রতী ব্যক্তি প্রভাতে নিয়মাচরণ করিয়া মধ্যাহ্নস্নান করিবে। কূপস্নান অধম, বাপীস্নান মধ্যম, তড়াগস্নান উত্তম, এবং নদীস্নান তাহা অপেক্ষাও উত্তম। যে জলে অবগাহন করিলে জন্তুগণ পীড়িত হয়, হে পার্থ! তথায় স্নান করিলে পাপ পুণ্য তুল্য হইয়া থাকে। গৃহে স্নানই উত্তম স্নান। এই স্নানে

তস্মাৎ তু পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ গৃহে স্নানং সমাচরেৎ॥
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে॥২৭
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
ক্রোধলোভৌ পরিত্যজ্য চৈকচিত্তো দৃঢ়ব্রতঃ॥
নালপেতান্ত্যজৈশ্চৈব তথা পাষণ্ডিনো নরান্।
মিথ্যাবাদরতাংশ্চৈব তথা ব্রাহ্মণনিন্দকান্॥২৯
অন্যাংশ্চৈব দুরাচারানগম্যাগমনে রতান্।
পরদ্রব্যাপহারাংশ্চ পরদারাভিগামিনঃ॥ ৩০
কেশবং পূজয়িত্বা তু নৈবেদ্যং তত্র কারয়েৎ।
দীপং দদ্যাদ্ গৃহে তত্র ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
তদ্দিনে বর্জ্জয়েৎ পার্থ নিদ্রাঞ্চৈব তু মৈথুনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রবিনোদেন দিনং সর্ব্বং নিবারয়েৎ॥৩২
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা ভক্তিযুক্তো নৃপোত্তম।
বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রণিপত্য
ক্ষমাপয়েৎ॥ ৩৩
যথা কৃষ্ণা তথা শুক্লা বিধিনৈবং প্রকারয়েৎ।
একাদশীং দ্বিজঃ পার্থ বিভেদং নৈব কারয়েৎ॥
এবং হি কুরুতে যস্তু শৃণু তস্য হি যৎফলম্।

জল শোধন করিয়া লইতে হয়। সুতরাং গৃহেতেই স্নান করিবে। হে অশ্বক্রান্তে, রথ-ক্রান্তে, বিষ্ণুক্রান্তে, বসুন্ধরে! হে মৃত্তিকে! তুমি আমার পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপহরণ কর। এইরূপ প্রার্থনান্তে স্নান করিয়া ক্রোধলোভ পরিহারপূর্ব্বক দৃঢ়চিত্ত ও দৃঢ়ব্রত হইবে; অন্ত্যজ, পাষণ্ডী, মিথ্যাবাদরত, ব্রাহ্মণনিন্দক ও অন্যান্য দুরাচার, অগম্যগামী, পরদ্রব্যহারী ও পরদারাভিগামী নরগণের সহিত আলাপ করিবে না। মানব ভক্তিযুক্তচিত্তে কেশবের অর্চ্চনা করিয়া নৈবেদ্য ও দীপ দান করিবে। হে পার্থ! ঐ দিনে নিদ্রা এবং মৈথুন পরি-ত্যাগ করিবে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় সমস্ত দিন অতিবাহন, রাত্রিতে জাগরণ, ব্রাহ্মণ-দিগকে দক্ষিণাদান, ও প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কৃষ্ণা এবং শুক্লা উভয় তিথিতেই বিধি অনুসারে এইরূপ করিবে। হে পার্থ! ব্রাহ্মণ একাদশীর পার্থক্য কল্পনা করিবেন না। যে ব্যক্তি

শঙ্খোদ্ধারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্॥
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।
সংক্রান্তিষু চতুর্লক্ষং যো দদাতি নৃপোত্তম॥ ৩৬
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।
প্রভাসক্ষেত্রে যৎপুণ্যং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥৩৭
তৎফলং জায়তে নূনমেকাদশ্যুপবাসিনঃ।
কেদারে চোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
তথা চৈকাদশী পার্থ গর্ভবাসক্ষয়ঙ্করী।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য পৃথিব্যাং তৎফলং লভেৎ॥
তস্মাৎ শতগুণং পুণ্যমেকাদশ্যুপবাসিনঃ।
তপস্বিনো গৃহে যস্য ভুঞ্জতে ১ দ্বিজোত্তমাঃ॥
তৎফলং জায়তে নূনমেকাদশ্যুপবাসিনঃ।
গোসহস্রেণ যৎপুণ্যং দত্ত্বা বেদান্তপারগে॥৪১
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যমেকাদশ্যুপবাসিনঃ॥৪০
যেষাং দেহে ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বসন্তি তেষাং তে তুল্যা একাদশ্যুপবাসিনঃ।

এইরূপে ব্রতাচরণ করে। তাহার ফল শ্রবণ কর। নর শঙ্খোদ্ধারে স্নান ও গদা-ধর দেবকে দর্শন করিয়া একাদশী উপবাসফলের এক কলারও যোগ্য হয় না। হে নৃপোত্তম! সংক্রান্তিতে চতুর্লক্ষ দানেও একাদশী-উপবাসের এক কলার সমান হয় না। প্রভাস ক্ষেত্রে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে যে পুণ্য হয়, একাদশীতে উপবাস করিলে নিশ্চয়ই তাদৃশ পুণ্য হইয়া থাকে। কেদারতীর্থে জল-পান করিলে, পুনর্জ্জন্ম হয় না; হে পার্থ! একাদশী-উপবাসেও গর্ভ-বাস-যাতনা থাকে না। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে ভূতলে যে ফল লাভ হয়, একাদশীতে উপবাস করিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। গৃহে তপস্বী দ্বিজোত্তমগণ ভোজন করিলে যে ফল হয়, একাদশীতে উপবাসে সেই ফল হইয়া থাকে। বেদান্তপারগ ব্যক্তিকে গোসহস্রদানে যে পুণ্য হয়, একা-দশীতে উপবাস করিলে তাহা অপেক্ষা শত গুণ পুণ্য হইয়া থাকে।২৩-৫০। যাঁহাদের দেহে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয় বাস

তে নরাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো যে ভক্তা হরিপূজকাঃ॥
একাদশীব্রতস্যাপি পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে।
এতৎপুণ্যং ভবেত্তস্য যৎসুরৈরপি দুর্ল্লভম্॥
এতস্মাদর্দ্ধপুণ্যস্তু প্রাপ্যতে নক্তভোজনাৎ।
নক্তস্যার্দ্ধং ভবেৎ পুণ্যমেকভক্তেন দেহিনাম্
তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি দানানি নিয়মানি চ।
যাবন্নোপোষয়েজ্জন্তুর্বাসরং বিষ্ণুবল্লভম্॥ ৪৬
তস্মাত্ত্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ব্রতমেতৎ সমাচর।
পুণ্যসংখ্যাং ন জানামি যত্ত্বং পৃচ্ছসি পাণ্ডব॥৪৭
এতদ্ধি কথিতং পার্থ যদ্গোপ্যং ব্রতমুত্তমম্।
একাদশীসমং নাস্তি কৃত্বা যজ্ঞসহস্রকম্॥ ৪৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উৎপন্না সা কথং দেব পুণ্যা চৈকাদশী তিথিঃ।
কথং পবিত্রা বিশ্বেঽস্মিন্ কথং বৈ দেবতাপ্রিয়া

শ্রীভগবানুবাচ।

পুরা কৃতযুগে পার্থ মুরনামেতি দানবঃ।
অত্যদ্ভুতো মহারৌদ্রঃ সর্ব্বদেবভয়ঙ্করঃ॥ ৫০
ইন্দ্রোঽপি নির্জ্জিতস্তেন সর্ব্বদেবাস্তথা নৃপ।
মহাসুরেণ তেনৈব মৃত্যুনা চ দুরাত্মনা॥ ৫১
স্বর্গান্নিরাকৃতাস্তেন বিচরন্তি মহীতলে।
সশঙ্কা ভয়ভীতাশ্চ সর্ব্বে গত্বা মহেশ্বরম্॥ ৫২
ইন্দ্রেণ কথিতং সর্ব্বমীশ্বরস্যাপি চাগ্রতঃ।
স্বর্গলোকপরিভ্রষ্টা বিচরন্তি মহীতলে॥ ৫৩
মর্ত্ত্যেষু সংস্থিতা দেবা ন শোভন্তে মহেশ্বর।
উপায়ং ব্রূহি মে দেব হ্যমরা যান্তি কাং গতিম্॥

মহাদেব উবাচ।

দেবরাজ সুরশ্রেষ্ঠ যত্রাস্তে গরুড়ধ্বজঃ।
শরণ্যশ্চ জগন্নাথঃ পরিত্রাতা পরায়ণঃ॥ ৫৫
তত্র গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ স বো রক্ষাং বিধাস্যতি।
ঈশ্বরস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবরাজো মহামতিঃ॥ ৫৬
ত্রিদশৈঃ সহিতো যত্র গতস্তত্র যুধিষ্ঠির।
জলমধ্যে প্রসুপ্তং তং দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্॥৫৭

করেন, একাদশীতে উপবাসকারী ব্যক্তিগণ তাহাদের তুল্য হইয়া থাকে। যাহারা ভক্ত এবং হরিপূজনরত, সেই সকল নরই পুণ্য-কর্ম্ম-কারী। একাদশী ব্রতের পুণ্যসংখ্যা হয় না। এই ব্রতকারীর এরূপ পুণ্য হয়, যাহা সুরগণের পক্ষেও সুদুর্লভ। নক্ত-ভোজনে ইহা অপেক্ষা অর্দ্ধ পুণ্য হয়। নক্তভোজনে যে পুণ্য হয়, একাহারে তাহার অর্দ্ধ পুণ্য হইয়া থাকে। তীর্থ, দান ও নিয়ম সকল তত কালই গর্জ্জন করে, যতকাল না জীব বিষ্ণুর প্রিয়বাসরে উপবাস করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে পাণ্ডববর! তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ইহার পুণ্য-সংখ্যা আমি জানি না। হে পাণ্ডব! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি সেই গোপ্য একাদশীব্রতের বিষয় বলিলাম। সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও একাদশী ব্রতের তুল্য হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দেব! পুণ্য একাদশী তিথি কিরূপে উৎপন্ন হইল? কিরূপে এ বিশ্বে উহা পবিত্র ও দেবতাপ্রিয় হইল? শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! পূর্ব্বে কৃতযুগে 'অত্যদ্ভুত মহারৌদ্র সর্ব্বদেব-ভয়ঙ্কর মুর নামে এক দানব উৎপন্ন হইয়াছিল। ইন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত দেব তাহার নিকট নির্জ্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহাসুর মুর ও দুরাত্মা মৃত্যু কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মহীতলে বিচরণ করিতে থাকেন। দেবগণ শঙ্কিত ও ভীত হইয়া মহেশ্বরের নিকট গমন করিলে, ইন্দ্র ঈশ্বরের নিকট সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন, বলিলেন—হে মহেশ্বর; দেবগণ স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহীতলে বিচরণ করিতেছেন। দেবগণের মর্ত্ত্যে অবস্থান কখনই শোভন হয় না। অতএব হে দেব! উপায় বলুন, অমরগণের কোন্ গতি হইবে? ৩১—৫৪। মহাদেব কহিলেন,—হে সুরবর দেবরাজ! যথায় শরণ্য সুপবিত্র জগন্নাথ গরুড়ধ্বজ আছেন, আপনি সেই স্থানে গমন করুন তিনি আপনাদের রক্ষা বিধান করিবেন। ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া মহামতি দেবরাজ দেবগণ সহ তাঁহার নিকট

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ইন্দ্রঃ স্তোত্রমুদৈরয়ৎ ॥৫৮
ইন্দ্র উবাচ।
ওঁ নমো দেবদেবেশ দেবদানববন্দিত।
দৈত্যারে পুণ্ডরীকাক্ষ ত্রাহি নো মধুসূদন ॥৫৯
সুরাঃ সর্ব্বে সমায়াতা ভয়ভীতাশ্চ দানবাৎ।
শরণং ত্বাং জগন্নাথ ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল ॥৬০
ত্রাহি নো দেবদেবেশ ত্রাহি ত্রাহি জনার্দ্দন।
ত্রাহি বৈ পুণ্ডরীকাক্ষ দানবানাং বিনাশক ॥৬১
ত্বৎসমীপং গতাঃ সর্ব্বে ত্বমেব শরণং প্রভো।
শরণাগতানাং দেবানাং সহায়ং কুরু বৈ প্রভো
ত্বং পতিস্ত্বং মতির্দেবস্ত্বং কর্ত্তা ত্বঞ্চ কারণম্।
ত্বং মাতা সর্ব্বলোকানাং ত্বমেব জগতঃ পিতা ॥
ভগবন্ দেবদেবেশ শরণাগতবৎসল।
শরণং তব চায়াতা ভয়ভীতাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৬৪
দেবতা নির্জ্জিতাঃ সর্ব্বাঃ স্বর্গভ্রষ্টাঃ কৃতাঃ প্রভো
অত্যুগ্রেণ হি দৈত্যেন মুরনাম্না মহৌজসা।
ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৫
শ্রীভগবানুবাচ।
কীদৃশো দানবঃ শক্র কিং রূপং কীদৃশং বলম্
ক্ব স্থানং তস্য দুষ্টস্য কিং বীর্য্যং কঃ পরাক্রমঃ।
কিং বরং তস্য দুষ্টস্য মমাখ্যাহি মহামতে ॥ ৬৬
ইন্দ্র উবাচ।
পূর্ব্বং বভূব দেবেশ ব্রহ্মবংশসমুদ্ভবঃ।
তালজঙ্ঘস্তু নাম্না চ অত্যুগ্রোঽপি মহাসুরঃ ॥
তস্য পুত্রো হি বিখ্যাতো মুরনামেতি দানবঃ।
অত্যুৎকটো মহাবীর্য্যো দেবতানাং ভয়ঙ্করঃ ॥
পুরী চন্দ্রাবতী নাম্না তত্র স্থানে বসত্যসৌ।
নির্জ্জিতা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বর্গাত্তেন বিবাসিতাঃ
ইন্দ্রোঽন্যো রোপিতস্তেন বাতশ্চৈব হুতাশনঃ
চন্দ্রসূর্য্যৌ কৃতৌ চান্যৌ বায়ুর্বরুণ এব চ ॥ ৭০
সর্ব্বমাত্মকৃতং তেন সত্যং সত্যং জনার্দ্দন।
দেবলোকঃ কৃতস্তেন সর্ব্বস্থানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কোপমানো জনার্দ্দনঃ।

গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! গদাধর দেবকে জলমধ্যে প্রসুপ্ত দেখিয়া ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেবদেবেশ, দেব-দানববন্দিত দৈত্যারে পুণ্ডরীকাক্ষ মধুসূদন! আমাদিগকে ত্রাণ কর। ভক্তবৎসল! সুরগণ সকলেই দানবভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে জগন্নাথ! আমাকে পরিত্রাণ করুন! হে দেবদেবেশ! হে জনার্দ্দন! আমাদিগকে ত্রাণ করুন; ত্রাণ করুন। হে দানবনাশন, পুণ্ডরীকাক্ষ! পরিত্রাণ করুন। আপনার নিকট আমরা সকলেই উপস্থিত হইয়াছি। হে প্রভো! আপনিই আমাদের আশ্রয়। আপনি শরণাগত দেবগণের সাহায্য করুন। হে দেব! আপনি পতি, আপনি মতি, আপনি কর্ত্তা, আপনি কারণ, আপনি মাতা এবং আপনিই সর্ব্বলোকের পিতা। হে ভগবন্! শরণাগতবৎসল! দেবদেব! দেবগণ ভয়ভীত হইয়া আপনার, শরণাপন্ন হইয়াছেন। অত্যুগ্র মুর দৈত্য সমস্ত দেবকে নির্জ্জিত ও স্বর্গভ্রষ্ট করিয়াছে। ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—হে শক্র! সে দানব কীদৃশ ও তাহার রূপ কি এবং বলই বা কি প্রকার ও সে দুষ্ট কোথায় থাকে? তাহার বীর্য্য এবং পরাক্রম কি প্রকার? হে মহামতে! সেই দুষ্ট দানব কিরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছে? ৫৫—৬৬। ইন্দ্র কহিলেন,—হে দেবেশ! পূর্ব্বে তালজঙ্ঘ নামে ব্রহ্মবংশজাত এক অতি ভীষণ মহাসুর ছিল। তাহার পুত্র বিখ্যাত মুর দানব অতি উৎকট, মহাবীর্য্যশালী ও দেবগণের ভয়ঙ্কর। সে চন্দ্রাবতী নামক পুরে বাস করে। তৎকর্ত্তৃক সমস্ত দেব নির্জ্জিত ও স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। মুর দানব ইন্দ্র, হুতাশন, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতির পদ অন্যান্য ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! সে নিজেই সমস্ত করিয়াছে। নিজেই দেবগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে তাড়াইয়া অপর এক দেবলোক নির্ম্মাণ করিয়াছে। জনার্দ্দন ইন্দ্রের এই বাক্য

হনিষ্যে দানবং দুষ্টং দেবতানাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ৭২
ত্রিদশৈঃ সহিতো দেবো গতশ্চন্দ্রাবতীং পুরীম্
দৃষ্টৌ দেবৈস্ত দৈত্যেন্দ্রো গর্জ্জমানঃ পুনঃপুনঃ
তেন সর্ব্বে জিতা দেবা গতাশ্চৈব দিশো দশ
হরিং নিরীক্ষ্য প্রোবাচ তিষ্ঠতিষ্ঠেতি দানবঃ ॥
ভগবানব্রবীত্তঞ্চ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৭৫
শ্রীভগবানুবাচ ।
রে দানব দুরাচার মম বাহুং নিরীক্ষয় ।
ততস্তে সম্মুখাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা দুষ্টদানবাঃ ।
হতা বাণৈঃ পুনর্দিব্যৈর্জাতাশ্চ ভয়বিহ্বলাঃ ॥৭৬
চক্রং মুক্তঞ্চ কৃষ্ণেন দৈত্যসৈন্যেষু পাণ্ডব ।
তেন ছিন্নাস্ত শতশো বহবো নিধনং গতাঃ ॥
একোঽপি দানবস্তত্র যুধ্যমানো মুহুর্মুহুঃ ।
নষ্টাঃ সর্ব্বে সুরাস্তেন নির্জ্জিতো মধুসূদনঃ ॥৭৮
নির্জ্জিতং তেন দৈত্যেন বাহুযুদ্ধমজায়ত ।
বাহুযুদ্ধং কৃতং তেন দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৭৯
বিষ্ণুশ্চিন্তাং প্রপন্নশ্চ নষ্টাঃ সর্বাশ্চ দেবতাঃ ।
বিষ্ণুশ্চ নির্জ্জিতস্তেন গতো বদরিকাশ্রমম্ ॥৮০
গুহা সিংহাবতী নাম তত্র সুপ্তো জনার্দ্দনঃ ।
যোজনদ্বাদশবতী একদ্বারা চ পাণ্ডব ॥ ৮১
তস্যাং বিষ্টঃ প্রসুপ্তশ্চ দানবো হন্তুমুদ্যতঃ ।
মহাযুদ্ধেন তেনৈব শ্রান্তোঽসৌ যোগমায়য়া ॥৮২
দানবঃ পৃষ্ঠতো লগ্নো প্রবিষ্টঃ স তদা গুহাম্ ।
প্রসুপ্তং তত্র মাং দৃষ্ট্বা দানবো হর্ষমাগতঃ ॥৮৩
ইত্থং মাং নির্জ্জিতং মত্বা প্রবিষ্টং শঙ্কয়া হরিম্
নিঃসন্দেহং হনিষ্যামি দানবানাং ভয়ঙ্করম্ ॥৮৪
নির্গতা কন্যকা তত্র বিষ্ণুদেহাদ্যুধিষ্ঠির ।
রূপবতী সুসৌভাগ্যা দিব্যপ্রহরণায়ুধা ॥ ৮৫
তস্য তেজোংশসম্ভূতা মহাবলপরাক্রমা ।
দৃষ্টা সা দানবেন্দ্রেণ মুরনাম্না ধনঞ্জয় ॥ ৮৬

শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন ; বলিলেন—দেব-ভয়ঙ্কর দুষ্ট দানবকে হনন করিব। এই বলিয়া দেব জনার্দ্দন দেবগণ সহ চন্দ্রাবতীপুরে গমন করিলেন। দেবগণ দেখিলেন,—দৈত্যরাজ পুনঃপুনঃ গর্জ্জন করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র দেবগণ দশ দিকে পলায়ন করিলেন। সমস্ত দেব তৎকর্তৃক নির্জ্জিত হইলে, হরিকে দেখিয়া দানব বলিল,—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ', তৎশ্রবণে ভগবান্ ক্রোধরক্তনয়নে বলিলেন,—রে দুরাচার দুষ্ট দানব! আমার এই বাহু নিরীক্ষণ কর্। তদ্দর্শনে দুষ্ট দানবদল বিষ্ণুর অভিমুখে ধাবিত হইল। বিষ্ণু দিব্য দিব্য বাণাঘাতে তাহাদিগকে নিহত করিলেন, অবশিষ্ট দৈত্যদল ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। হে পাণ্ডব! বিষ্ণু দৈত্যসৈন্য মধ্যে স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে বহুশত দৈত্য ছিন্ন হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। একমাত্র মুরদানব অক্ষত রহিল। সে হরির সহিত মুহুর্মুহুঃ যুদ্ধ করিতে লাগিল। এ সময় সুরগণ পলায়িত, একমাত্র যোদ্ধা মধুসূদন, তিনি তখন সেই অসুরের হস্তে নির্জ্জিত হইলেন। তখন দৈত্যসহ তাঁহার বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত চলিল। বিষ্ণু চিন্তিত হইলেন,—দেবগণ পলায়ন করিয়াছেন ভাবিয়া তিনিও তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে পলায়ন করিলেন। তথায় সিংহাবতী নামে গুহা আছে। বিষ্ণু সেই গুহায় গিয়া শয়ন করিলেন। ঐ গুহা দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত ; উহার দ্বার একটী মাত্র। হে পাণ্ডব! দানব সেখানেও তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। বিষ্ণু মহাযুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া যোগমায়াবলম্বনে সেই গুহামধ্যে সুপ্ত ছিলেন। দানব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করে। দানব তথায় আমায় প্রসুপ্ত দেখিয়া সহর্ষে বলিল—আমায় নির্জ্জিত মনে করিয়া শঙ্কায় হরি এই গুহায় প্রবেশ করিয়াছে। আমি দানবদিগের ভয়াবহ হরিকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। ৬১—৮৪। হে যুধিষ্ঠির! দানব এইরূপ কল্পনা করিলে, বিষ্ণুদেহ হইতে তৎক্ষণাৎ এক রূপসৌভাগ্যশালিনী নানাপ্রহরণধারিণী কন্যা প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ কন্যা বিষ্ণুর তেজোংশ-

যুদ্ধং সমাহিতং তেন স্ত্রিয়া চৈব প্রযাচিতম্।
কন্যকা যুধ্যতে তত্র সর্ব্বযুদ্ধবিশারদা ॥ ৮৭
হুঙ্কারৈর্ভস্মসাজ্জাতো মুরনামা মহাসুরঃ।
নিহতে দানবে তস্মিংস্তত্র দেবস্ত্ববুধ্যত ॥ ৮৮
পতিতং দানবং দৃষ্ট্বা ততো বিস্ময়মাগতঃ।
কেনায়ঞ্চ হতো রৌদ্রো হ্যত্যুগ্রো মম শাত্রবঃ
অত্যুগ্রঞ্চ কৃতং কর্ম্ম মম কারুণ্যতঃ কৃতম্ ॥৮৯

কন্যোবাচ।

তেন দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা যক্ষোরগরাক্ষসাঃ ॥৯০
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা জিত্বা স্বর্গাচ্চৈব নিরাকৃতাঃ।
হরিঃ সুপ্তো ময়া দৃষ্টো মুরঃ পৃষ্ঠে সমাগতঃ ॥
সংহরিষ্যতি ত্রৈলোক্যং সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্ব্বচনমব্রবীৎ।
অহঞ্চ নির্জ্জিতো যেন কথং সোঽপি ত্বয়া জিতঃ

একাদশ্যুবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাচ্চ ভো স্বামিন্ মহাদৈত্যো ময়া হতঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

আনন্দং ত্রিষু লোকেষু মুনয়ো দেবতা গতাঃ।
ব্রূহি ত্বঞ্চ ময়া ভদ্রে যত্তে মনসি রোচতে।
দদামি চ ন সন্দেহো যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ ॥৯৪

একাদশ্যুবাচ।

যদি তুষ্টোঽসি মে দেব সত্যমুক্তং জনার্দ্দন।
বরমেকন্তু বাঞ্ছামি হৃদয়ে চ জগৎপতে ॥ ৯৫
প্রার্থয়ামি চ দেবেশ ঈপ্সিতঞ্চ ময়া প্রভো।
যদি সত্যং জগন্নাথ ত্রিস্রো বাচো দদাসি মে

শ্রীভগবানুবাচ।

সত্যং সত্যং ময়া প্রোক্তমবশ্যং তব সুব্রতে।
তিস্রো বাচো ময়া দত্তা ন চাবাক্যং ভবেদিহ ॥

একাদশ্যুবাচ।

ভুবনেষু চ দেবেশ চতুর্যুগেষু সাম্প্রতম্।
ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বত্র তাদৃশং কুরু মে প্রভো ॥

সম্ভবা; সুতরাং মহাবল-পরাক্রমা। হে ধনঞ্জয়! দানবেন্দ্র মুর সেই কন্যাকে দেখিল। কন্যা তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তখন যুদ্ধারম্ভ হইল, নিখিল রণপণ্ডিতা কন্যা তথায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাসুর মুর তাঁহার হুঙ্কারে ভস্মীভূত হইল। দানব নিহত হইলে হরিদেব জাগরিত হইলেন এবং দানবকে পতিত দেখিয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিলেন,—আমার এই অতি উৎকট শত্রু ঘোর মুর দানবকে কে নিহত করিল? যিনি ইহাকে নিহত করিলেন, তিনি আমার প্রতি করুণা করিয়া অতি কঠোর কর্ম্মই করিয়াছেন। কন্যা কহিলেন,—সেই দানব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ ও রাক্ষসদিগকে জয় করিয়াছিল এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবকে জয় করিয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়াছিল। আমি দেখিলাম, হরি সুপ্ত রহিয়াছেন। দানব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। জনার্দ্দন সুপ্ত হওয়ায় দানব সমস্ত ত্রৈলোক্যই সংহার করিবে। কন্যার এই পর্য্যন্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন,—যে দানব আমাকে জয় করিল, তাহাকে তুমি কিরূপে পরাজিত করিলে? একাদশী কহিলেন,—হে প্রভো! তোমার প্রসাদে আমি মহাদৈত্য বিনাশ করিয়াছি। ভগবান্ কহিলেন,—হে ভদ্রে! তোমার এই কার্য্যে ত্রিভুবনস্থ দেব-মুনিগণ সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। অতএব তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, দেবদুর্লভ হইলেও আমি তাহা তোমায় দান করিব। একাদশী কহিলেন,—হে দেব জনার্দ্দন! যদি সত্যই বলিতেছেন যে, আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন। তাহা হইলে আমি আমার মনোবাঞ্ছিত একটি মাত্র বর প্রার্থনা করিতেছি। হে দেবেশ! হে প্রভো, জগন্নাথ! যদি ত্রিসত্য করিয়া বলিতে পারেন, তবে আমার ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করি। ৮৫—৯৬। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুব্রতে! আমি ত্রিসত্য করিয়াই বলিতেছি, আমার বাক্য বিফল হইবে না। একাদশী কহিলেন,—হে দেবেশ! ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র চারি যুগে আমায় এরূপ করিয়া দিন, যাহাতে

সর্ব্বতীর্থপ্রধানং হি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী ত্বৎপ্রসাদাস্তবাম্যহম্॥ ৯৯
যামুপোষ্যন্তি যে ভক্ত্যা তব ভক্ত্যা জনার্দ্দন।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তেষাং যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো
উপবাসঞ্চ নক্তঞ্চ একভক্তং করোতি চ।
তস্য বিত্তঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ মোক্ষং বৈ দেহি মাধব॥১০১
বিষ্ণুরুবাচ।
যত্ত্বং বদসি কল্যাণি তৎসর্ব্বঞ্চ ভবিষ্যতি।
সর্ব্বান্ মনোরথান্ ভদ্রে দাস্যসি ত্বঞ্চ নান্যথা॥
একাদশ্যুবাচ।
মম ভক্তাশ্চ যে লোকে যে চ ভক্তাস্ত্ব কার্ত্তিকে
চতুর্যুগেষু বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বৈ প্রভো
শ্রীভগবানুবাচ।
ত্বাঞ্চ শক্তিমহং মন্যে একাদশীব্রতস্থিতাঃ।
মম পূজাং করিষ্যন্তি মোক্ষগাস্তে ন সংশয়ঃ॥
তৃতীয়া চাষ্টমী চৈব নবমী চ চতুর্দ্দশী।
একাদশী বিশেষেণ তিথিরেষা হরিপ্রিয়া॥১০৫
সর্ব্বতীর্থাধিকং পুণ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ইদং দত্ত্বা বরং তস্যৈ তিস্রো বাচো ন সংশয়ঃ।
হৃষ্টা পুষ্টা চ সঞ্জাতা একাদশী মহাব্রতা॥ ১০৬
শ্রীভগবানুবাচ।
শত্রুং হংসি পরাং তস্য দদাসি পরমাং গতিম্।
ত্বং হংসি সর্ব্ববিঘ্নানি সর্ব্বসিদ্ধিবরপ্রদা॥ ১০৭
উভয়োঃ পক্ষয়োঃ পার্থ তুল্যা একাদশী শুভা।
ন শুক্লা নৈব কৃষ্ণা চ বিভেদং নৈব কারয়েৎ॥
বিভেদো নৈব কর্ত্তব্যঃ সমস্তব্রতকারিভিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শৃণোতি ভক্তিতৎপরঃ
তিথিরেকা ভবেৎ সর্ব্বা পক্ষয়োরুভয়োরপি।
উদয়ৈকাদশী স্বল্পা হ্যন্তে চৈব ত্রয়োদশী॥ ১১০
মধ্যে তু দ্বাদশী পূর্ণা ত্রিস্পৃশা সা হরিপ্রিয়া।
একামুপোষয়েত্তাং বৈ সহস্রৈকাদশীফলম্॥
সহস্রগুণিতং হ্যেবং দ্বাদশ্যাং পারণে কৃতে।
অষ্টম্যেকাদশী ষষ্ঠী তৃতীয়া চ চতুর্দ্দশী॥ ১১২
পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা পরবিদ্ধামুপোষয়েৎ।

আমি যেন আপনার প্রসাদে সর্ব্ব তীর্থ মধ্যে প্রধান সর্ব্ববিঘ্ননিবারিণী ও সর্ব্বসিদ্ধিকরী হইতে পারি। হে জনার্দ্দন! আপনার প্রতি ভক্তি করিয়া যাহারা আমার দিনে উপবাস করিবে, আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহাদের যেন সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি উপবাস, নক্তাশন বা একাহার করিবে, হে মাধব! তাহাকে আপনি বিত্ত ধর্ম্ম ও মোক্ষ দান করিবেন। বিষ্ণু কহিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি যাহা যাহা বলিলে তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে। হে ভদ্রে! ভক্তজনের সমস্ত মনোরথই তুমি দান করিবে, সন্দেহ নাই। একাদশী কহিলেন,—হে প্রভো! আমার ভক্তগণ ত্রিভুবনে চারি যুগে বিখ্যাত হইবে। ভগবান্ কহিলেন,—আমি তোমায় শক্তি বলিয়া মনে করি। যাহারা একাদশীব্রত এবং আমার পূজা করিবে, তাহারা মোক্ষভাজন হইবে সন্দেহ নাই। তৃতীয়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশী এই কয়টি তিথি হরির বিশেষ প্রিয় এবং সর্ব্ব তীর্থ হইতে অধিক পুণ্য, একথা ধ্রুব সত্য সন্দেহ নাই। হরি একাদশীকে ত্রিসত্য করিয়া এই বর প্রদান করিলে, মহাব্রতা একাদশী হৃষ্ট ও পুষ্ট হইলেন। ৯৭—১০৬। হরি বলিলেন,—তুমি একাদশীব্রতকারী ব্যক্তির শত্রুনাশ করিবে, তাহাকে পরম গতি প্রদান করিবে, তুমি সর্ব্বসিদ্ধিবরদায়িনী হইয়া সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ করিবে। হে পার্থ! শুভা একাদশী উভয় পক্ষেই সমান। একাদশী শুক্লা বা কৃষ্ণা এরূপ বিভেদ করিবে না। সমস্ত ব্রতকারীর পক্ষেই ঈদৃশ ভেদজ্ঞান বর্জ্জনীয়। উভয় পক্ষে একই একাদশী তিথি জানিবে। উদয়ে একাদশী অল্প, অন্তে ত্রয়োদশী এবং মধ্যে পূর্ণ দ্বাদশী; এই হরিপ্রিয়া তিথি ত্রিস্পৃশা নামে বিখ্যাত। একমাত্র ত্রিস্পৃশা তিথিতে উপবাস করিলে সহস্র একাদশীব্রতের ফল লাভ হয়। দ্বাদশীতে পারণ করিলে সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। অষ্টমী, একাদশী, ষষ্ঠী, তৃতীয়া এবং চতুর্দ্দশী, পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে

একাদশী হ্যহোরাত্রং প্রভাতে ঘটিকা ভবেৎ॥
সা তিথিঃ পরিহর্ত্তব্যা উপোষ্যা দ্বাদশীযুতা।
এবংবিধা ময়া প্রোক্তা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥১১৪
একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত হ্যুপবাসং ন সংশয়ঃ।
তে যান্তি বৈষ্ণবং স্থানং যত্রাস্তে গরুড়ধ্বজঃ॥
ধন্যাস্তে মানবা লোকে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ।
একাদশ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্বকালেষু যঃ পঠেৎ॥
গোসহস্রফলং সোঽপি পুণ্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ যে বৈ শৃণ্বন্তি ভক্তিতঃ
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মসমং নাস্তি গীতার্থঞ্চ নৃপোত্তম।
একাদশীসমং নাস্তি ব্রতং পাপপ্রণাশনম্॥১১৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে একাদশ্যুৎপত্তি-
মুরবধো নাম অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু পরবিদ্ধা হইলে এই সকল তিথিতে উপবাস করিবে। অহোরাত্র একাদশী থাকিয়া পরদিন প্রভাতে ঘটিকামাত্র আছে, এক্ষেত্রে অহোরাত্রব্যাপিনী একাদশী পরিহার করিয়া দ্বাদশীযুত একাদশীতেই উপবাস করিবে। উভয়পক্ষীয় একাদশী সম্বন্ধেই আমি এই বিধি বলিলাম। একাদশীতে উপবাস করিবে; এই তিথিতে উপবাসকারী ব্যক্তি গরুড়ধ্বজাধিষ্ঠিত বৈষ্ণব স্থান প্রাপ্ত হইবে। জগতে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণই ধন্য। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা একাদশীমাহাত্ম্য পাঠ করে, সে গোসহস্রদানপুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা দিনে বা রাত্রিকালে ভক্তির সহিত উহা শ্রবণ করে, তাহারা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে নৃপোত্তম! বিষ্ণুধর্ম্মসম গীতার্থ নাই, আর একাদশীর সমান পাপপ্রণাশন ব্রত নাই। ১০৭—১১৮।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বন্দে বিষ্ণুং বিভুং সাক্ষাল্লোকত্রয়সুখাবহম্।
বিশ্বেশং বিশ্বকর্ত্তারং পুরাণং পুরুষোত্তমম্॥ ১
পৃচ্ছামি দেবদেবেশ সংশয়োঽস্তি মহান্ মম।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় পাপানাং ক্ষয়হেতবে॥ ২
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ভবেদেকাদশী তু যা।
কিং নাম কো বিধিস্তস্যাঃ কো দেবস্তত্র পূজ্যতে
এতদাচক্ষ্ব মে স্বামিন্ বিস্তরেণ যথাতথম্॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ সাধু তে বিমলং যশঃ।
কথয়িষ্যামি রাজেন্দ্র হরিবাসরমুত্তমম্॥ ৪
উৎপন্না চাসিতে পক্ষে দ্বাদশী মম বল্লভা।
মার্গশীর্ষোৎপত্তিরিতি মম দেহসমুদ্ভবা॥ ৫
সুরাসুরজয়ার্থায় হ্যুৎপন্না ভরতর্ষভ।
কথিতা চ ময়া সা বৈ তবাগ্রে রাজসত্তম॥ ৬
পূর্ব্বা চৈকাদশী রাজংস্ত্রৈলোক্য সচরাচরে।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে উৎপত্তিরিতি নামতঃ॥৭

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—যিনি ত্রিলোকের মঙ্গলকর, বিশ্বেশ, বিশ্বকর্ত্তা, সেই পুরাণপুরুষোত্তম বিভু বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি। হে দেবদেবেশ! আমার মহা সন্দেহ আছে, আমি লোকগণের হিতার্থ ও পাপক্ষয়ার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি। মার্গশীর্ষের শুক্লপক্ষে যে একাদশী তিথি, তাহার বিশেষ নাম কি? সে তিথিতে কোন্ বিধি পালনীয় এবং কোন্ দেব পূজনীয়? হে প্রভো! ইহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। ১—৩। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! তুমি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সাধু তোমার বিমল যশ। হে রাজেন্দ্র! আমি উত্তম হরিবাসরকথা কহিব। অসিত পক্ষে মৎপ্রিয়া দ্বাদশীর উৎপত্তি। হে ভরতর্ষভ! সুরাসুরের জয়ের নিমিত্ত আমার দেহ হইতে মার্গশীর্ষে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল। হে রাজসত্তম! এই দ্বাদশীর কথা পূর্ব্বেই

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মার্গশীর্ষে সিতা তু যা।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ বাজপেয়ং ফলং লভেৎ ॥৮
মোক্ষা নামেতি সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা পরা
দেবং দামোদরং রাজন্ পূজয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৯
তুলস্যা মঞ্জরীভিশ্চ ধূপৈর্দীপৈঃ প্রযত্নতঃ।
পূর্ব্বেণ বিধিনা চৈব দশম্যেকাদশী তথা ॥ ১০
মোক্ষা চৈকাদশী নাম্না মহাপাতকনাশিনী।
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং নৃত্যগীতস্তবৈর্ণৃপ ॥ ১১
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি দিব্যাং পৌরাণিকীং কথাম্।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১২
অধোযোনিগতাশ্চৈব পিতরো যস্য পাপতঃ।
অস্যাশ্চ পুণ্যদানেন মোক্ষং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥
চম্পকে নগরে রম্যে বৈষ্ণবৈশ্চ বিভূষিতে।
বৈখানসো নাম নৃপঃ পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ
বসন্তি বহবো বিপ্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
ঋদ্ধিমত্যঃ প্রজাস্তস্য রাজ্ঞো বৈখানসস্য হি ॥
এবং রাজ্যং প্রকুর্ব্বাণো রাত্রৌ স্বপ্নস্য মধ্যতঃ
স্বকীয়পিতরো দৃষ্টা অধোযোনিগতা নৃপ ॥১৬
এবং দৃষ্টা চ তান্ সর্ব্বান্ বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং স্বপ্নজাতং দ্বিজান্ প্রতি ॥১৭

রাজোবাচ।

ময়া স্বপিতরো দৃষ্টা নরকোপগতা দ্বিজাঃ।
তারয়েতি তনূজ ত্বমস্মান্নিরয়সাগরাৎ ॥ ১৮
এবং ব্রুবাণাস্তে নূনং রোদমানা মুহুর্মুহুঃ।
ময়া দৃষ্টা দ্বিজশ্রেষ্ঠা এতস্মাচ্চ ন মে সুখম্ ॥১৯
এতদ্রাজ্যং মম মহৎ সুখদায়ি ন বিদ্যতে।
অশ্বা গজাস্তথা সর্ব্বে রোচন্তে মে ন ভোদ্বিজাঃ
ন দারা ন সুতা মহ্যং রোচন্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি হৃদয়ং মেঽবরুধ্যতে ॥
তদ্ব্রতং তং তপোযোগং যেনৈব মম পূর্ব্বজাঃ

তোমায় আমি বলিয়াছি। এই দ্বাদশীর পূর্ব্বে মার্গশীর্ষমাসীয় শুক্লপক্ষে জগতে একাদশীর উৎপত্তি হইয়াছিল। অতঃপর আমি সেই মার্গশীর্ষমাসীয় শুক্লা একাদশীর কথা কহিব। ইহা শ্রবণ মাত্রেই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই একাদশীর নাম মোক্ষা, ইহা সর্ব্বপাপহরা। তুলসী, তুলসীমঞ্জরী, ধূপ ও দীপ দ্বারা এই তিথিতে দেব দামোদরের পূজা করিতে হয়। মোক্ষানাম্নী একাদশী মহাপাতকনাশিনী। এই দিন রাত্রিতে নৃত্য, গীত ও স্তব পাঠ দ্বারা জাগরণ করিবে। হে রাজন্! শ্রবণ করুন, দিব্য পৌরাণিক কথা কহিতেছি। ইহা শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। যাহার পিতৃপুরুষেরা পাপহেতু নিকৃষ্ট যোনিগত হইয়াছে, এই তিথির পুণ্যদানে তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে বৈষ্ণবমণ্ডিত রম্য চম্পকনগরে বৈখানস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতেন। বহু বেদবেদাঙ্গপারগ বিপ্র তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। রাজা বৈখানসের প্রজাবর্গ সকলেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন। এইরূপে রাজ্য করিতে করিতে একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন,—তাঁহার পিতৃপুরুষেরা নিকৃষ্ট যোনিগত হইয়া রহিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিলেন। ১—১৭। রাজা বলিলেন,—দ্বিজগণ! আমি স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে নরকস্থ দেখিয়াছি। তাঁহারা বলিতেছেন, হে পুত্র! তুমি আমাদিগকে এই নরকসাগর হইতে উদ্ধার কর। এই বলিয়া মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি এই ব্যাপার দেখিয়াছি। এইজন্য আমার অন্তরে শান্তি নাই। আমার এই বিপুল রাজ্য আমার সুখকর হইতেছে না। হে দ্বিজগণ! গজ, অশ্ব, স্ত্রী, পুত্র কিছুই আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি কি করিব, কোথায় যাইব, আমার হৃদয় রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! যদি এমন কোন ব্রত, তপস্যা বা যোগ থাকে, যাহাতে আমার

মোক্ষং প্রয়ান্তি সদ্যো বৈ কথ্যতাঞ্চ
দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২২
পুত্রে তু জীবিতপ্রায়ে বলীয়সি মহাত্মনি।
পিতাস্তি নরকে ঘোরে তস্য পুত্রস্য কিং ফলম্
ব্রাহ্মণা উচুঃ।
পর্ব্বতস্য মুনে রাজন্ নিকটে চাশ্রমো মহান্।
গম্যতাং রাজশার্দ্দূল ভূতং ভব্যং বিজানতঃ॥২৪
তেষাং শ্রুত্বা ততো বাক্যং রাজা বৈখানসো
মহান্।
জগাম চাশু তত্রৈব চাশ্রমং পর্ব্বতস্য চ॥ ২৫
ব্রাহ্মণৈর্বেষ্টিতো রাজা রাজভিশ্চ সমন্বিতঃ।
আশ্রমং বিপুলং তস্য সম্প্রাপ্তো রাজসত্তমঃ॥২৬
তত্রগ্‌র্বেদযজুর্ব্বেদসামাধ্যয়নকোবিদৈঃ।
বেষ্টিতং মুনিভিশ্চৈব দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণো যথা॥ ২৭
দৃষ্ট্বা তং মুনিশার্দ্দূলং রাজা বৈখানসস্তথা।
দণ্ডবৎ প্রণতিং কৃত্বা পস্পর্শ চরণৌ মুনেঃ॥২৮
পপ্রচ্ছ কুশলং তস্য সপ্তস্বঙ্গেষসৌ মুনিঃ।
রাজ্যে নিষ্কণ্টকত্বঞ্চ রাজ্ঞঃ সৌখ্যসমন্বিতম্॥

পিতৃপুরুষেরা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, তাহা এখনই আমায় বলুন। বলবান্ মহাত্মা পুত্র জীবিত থাকিতে পিতা যদি ঘোর নরকে বাস করেন, তবে আর পুত্র থাকিবার ফল কি? ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে রাজন্! ভূত-ভবিষ্যবেত্তা পর্ব্বত মুনির মহান্ আশ্রম নিকটে রহিয়াছে, আপনি সেস্থানে গমন করুন। মহারাজ বৈখানস তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সত্বর ব্রাহ্মণ ও রাজগণে পরিবৃত হইয়া পর্ব্বত মুনির আশ্রমে যাত্রা করিলেন। পর্ব্বত মুনির বিপুল আশ্রম; রাজা সঙ্গিগণসহ উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,—সেখানে ঋক্ যজু ও সামবেদাধ্যয়ন-কোবিদ মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় মুনিবর বিরাজ করিতেছেন। রাজা বৈখানস তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক মুনির চরণযুগল স্পর্শ করিলেন। মুনিবর রাজার সপ্তাঙ্গ রাজ্যের কুশল, শত্রুহীনতা ও অন্যান্য রাজগণের

রাজোবাচ।
তব প্রসাদাদ্ ভো স্বামিন্ কুশলং মেঽঙ্গসপ্তসু
ভক্তা যে বিষ্ণুবিপ্রেষু কথং তেষাঞ্চ বিঘ্নতা॥
ময়া স্বপিতরো দৃষ্টাঃ স্বপ্নে চ নরকে স্থিতাঃ।
কস্য পুণ্যস্য সামর্থ্যান্মোক্ষং যান্তি দ্বিজোত্তম॥
অয়ং মে সংশয়ঃ স্বামিন্ প্রষ্টুং তং ত্বামুপাগতঃ
উপায়ঃ কশ্চিদেবাত্র কর্ত্তব্যো মুনিসত্তম॥ ৩২
এতদ্বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা পর্ব্বতো মুনিসত্তমঃ।
ধ্যানস্তিমিতনেত্রোঽভূত্তপস্বী ব্রহ্মসন্নিভঃ॥৩৩
মুহূর্ত্তমেকং ধ্যানস্থো ভূপতিং প্রত্যুবাচ হ।
জ্ঞাতং হি তব রাজেন্দ্র পিতৃণাং পূর্ব্বচেষ্টিতম্॥
পূর্ব্বজন্মনি তাতস্তে ক্ষত্রিয়ো রাজ্যগর্ব্বিতঃ।
স পত্ন্যা ঋতুকালে তু রাজধর্ম্মপ্রবর্ত্তিতঃ॥ ৩৫
গতো গ্রামে তুতাংত্যক্তা কার্য্যার্থী নিজযোষিতম্
তব পিত্রা তু তস্যাশ্চ ন দত্তমৃতুদানকম্॥ ৩৬

সহিত সৌখ্যবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কহিলেন,—প্রভো! আপনার প্রসাদে রাজ্যের সর্ব্বত্রই কুশল। যাহারা বিষ্ণু ও বিপ্রচরণের ভক্ত, তাহাদের বিঘ্ন কোথায়? কিন্তু আমি স্বপ্নে স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে নরকস্থ দেখিয়াছি। তাঁহারা কোন্ পুণ্যে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন? হে দ্বিজোত্তম! ইহাই আমার বিতর্ক। হে প্রভো! এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেই আপনার নিকট আমার আগমন। হে মুনিবর! এ বিষয়ে আপনি কোন উপায় নিরূপণ করুন।১৮-৩২। মুনিসত্তম পর্ব্বত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ধ্যানস্তিমিত-নেত্রে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। ব্রহ্ম-সন্নিভ তপস্বী মুনি মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যানস্থ রহিয়া ভূপতিকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার পিতৃগণের পূর্ব্বকর্ম্ম অবগত হইয়াছি। পূর্ব্বজন্মে তোমার পিতা জনৈক রাজ্যগর্ব্বিত ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি রাজধর্ম্ম লইয়াই থাকিতেন। তাই স্বীয় পত্নীর ঋতু-কাল উপস্থিত জানিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে এক গ্রামে গমন করেন। তোমার পিতা পত্নীর ঋতুরক্ষা

তেন পাপপ্রভাবেন নরকে পিতৃভিঃ সহ।
পতিতো রাজশার্দ্দূল তব তাতঃ সুদারুণে ॥৩৭
ততঃ পুনরুবাচেদং রাজা বৈখানসো মুনিম্।
কেন ব্রতপ্রভাবেন মোক্ষস্তেষাং ভবেন্মুনে॥
মুনিরুবাচ।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে মোক্ষা নামেতি নামতঃ
সর্ব্বৈশ্চৈতদ্‌ব্রতং কার্য্যং পিত্রে পুণ্যং প্রদীয়তাম্
তেন পুণ্যপ্রভাবেন মোক্ষস্তেষাং ভবিষ্যতি
সত্যমেতন্মহাভাগ ব্রহ্মণো বচনং যথা॥ ৪০
মুনের্বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা স্বগৃহং পুনরাগতঃ।
মার্গশীর্ষস্তথা মাসঃ প্রাপ্তঃ কষ্টেন তেন বৈ॥৪১
মুনের্বাক্যেন তৎকৃত্বা ব্রতং বৈখানসো নৃপঃ।
অদদৎ পুণ্যমখিলৈঃ [illegible] পিত্রে স ভূমিপঃ॥৪২
দত্তে পুণ্যে ক্ষণেনৈব পুষ্পবৃষ্টিরভূদ্দিবি।
বৈখানসস্য তাতো বৈ পিতৃভির্মোক্ষমাবিশৎ
রাজানঞ্চান্তরিক্ষে স গিরং পুণ্যামুবাচ হ।
স্বস্তি স্বস্তীতি তে পুত্র প্রোচ্য চৈবং দিবং গতঃ
এবং যঃ কুরুতে রাজন্ মোক্ষামেকাদশীং [illegible]
তস্য পাপানি নশ্যন্তি মৃতো মো[illegible] ॥৪৪
নাতঃ পরতরা কাচিৎ [illegible]কাদশী ভবেৎ।
পুণ্যসংখ্যাং ন জানামি রাজন্নস্মে প্রিয়ঙ্করং ব্রতম্
চিন্তামণি[illegible], হ্যেষা নৃণাং মোক্ষপ্রদায়িনী।
পঠনাচ্ছ্রবণাদস্যা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥৪৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মার্গশীর্ষশুক্লমোক্ষদৈ[illegible] নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ
কিংনাম কো বিধিস্তস্যা এতদ্বিস্তরতো বদ।
এতদাখ্যাহি ভো স্বামিন্ কোদেবস্তত্র পূজ্যতে

করেন না। সেই পাপপ্রভাবে পিতা তোমার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণসহ সুদারুণ নরকে নিপতিত হইয়াছেন। রাজা বৈখানস তখন মুনিকে বলিলেন,—হে মুনে! কোন্ ব্রতপ্রভাবে তাঁহাদের মোক্ষ হইতে পারে? মুনি বলিলেন,—মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশী মোক্ষা নামে অভিহিত; [illegible] একাদশী সকলেরই কর্ত্তব্য। ঐ ব্রত করিয়া পিতৃগণকে তুমি পুণ্য প্রদান কর। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহাদের মোক্ষলাভ হইবে। হে মহাভাগ! ব্রহ্মবাক্যের ন্যায় আমার এই বাক্য সত্য। রাজা মুনির এই উপদেশ শুনিয়া গৃহে আসিলেন। অতি কষ্টে মার্গশীর্ষমাস উপস্থিত হইল। মুনির উপদেশ মত রাজা বৈখানস উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সমস্ত ব্রতপুণ্য পিতৃপুরুষদিগকে দান করিলেন। ব্রতপুণ্য প্রদান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বৈখানসের পিতা পিতামহাদি [illegible] মোক্ষ লাভ করিলেন। বৈখানসের [illegible] শূন্যে থাকিয়া পুত্রকে এই পুণ্যবাণী বলিলেন যে, হে পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, এইকথা কহিতে কহিতে তিনি স্বর্গে গমন করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে যে শুভ মোক্ষা একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার পাপ সকল নষ্ট হয়, সে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোক্ষ দায়িনী একাদশী নাই। হে রাজন্! এই ব্রতের পুণ্যসংখ্যা আমি জানি না। এই ব্রত আমার প্রিয়ঙ্কর। ইহা নরগণের চিন্তামণিসম মোক্ষদায়িনী। ইহার পঠনে এবং শ্রবণে মানব বাজপেয়ফল লাভ করিয়া থাকে। ৩৩—৪৭

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—পৌষ মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় একাদশীর বিশেষ নাম কি, এবং বিধিই বা কি? কোন্ দেব ঐদিনে পূজিত হইয়া থাকেন? হে প্রভো! ইহা আমার

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কথয়িষ্যামি রাজেন্দ্র ভবতঃ স্নেহবন্ধনাৎ ।
তুষ্টির্মে ন তথা রাজন্ যজ্ঞৈর্বহুলদক্ষিণৈঃ ॥ ২
যথা মে তুষ্টিরায়াতি হ্যেকাদশীব্রতেন বৈ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো হরিবাসরঃ ॥ ৩
সত্যমেতন্ন বৈ মিথ্যা ধর্ম্মিষ্ঠানাং বি[illegible] ।
পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষে যা সফলা নাম নামতঃ ॥ ৪
তস্যাং নারায়ণং দেবং পূজয়েচ্চ যথাবিধি ।
পূর্ব্বৈণেব বিধানেন কর্ত্তব্যৈকাদশী শুভা ॥ ৫
নাগানাঞ্চ যথা শেষঃ পক্ষিণাং পন্নগাশনঃ ।
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুর্দ্বিপদানাং যথা দ্বিজঃ ॥ ৬
ব্রতানাঞ্চ যথা রাজন্ শ্রেষ্ঠা চৈকাদিশী তিথিঃ ।
তে জ[illegible] পূজ্যা বৈ সর্ব্বদা মম
হরিবাসরস[illegible]একাদশীব্রতম্ ।
ইহৈব ধনসংযুক্তা [illegible] মোক্ষং লভন্তি তে ॥ ৮
সফলায়াং [illegible] পূজয়েন্নামতো হরিম্
নারিকেলফলৈশ্চৈব ক্রমুকৈর্বীজপূরকৈঃ ॥ ৯
জম্বীরৈর্দাড়িমৈশ্চৈব তথা ধাত্রীফলৈঃ শুভৈঃ ।
লবঙ্গৈর্বদরীভিশ্চ তথাম্রৈশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১০
পূজয়েদ্ দেবদেবেশং ধূপদীপৈস্তথৈব চ ।
সফলায়াং বিশেষেণ দীপদানন্তু কারয়েৎ ॥১১
রাত্রৌ জা[illegible]শ্চৈব কর্ত্তব্যং সহ বৈষ্ণবৈঃ ।
যাবন্নিমেষো নেত্রে[illegible] তাবজ্জাগর্ত্তি যো নিশি॥১২
একাগ্রমনসো রাজংস্ত[illegible] পুণ্যং শৃণুষ হি ।
তৎ [illegible] নাস্তি [illegible]জ্ঞো বৈ তীর্থংবা তৎসমংন হি
সর্ব্বব্রতানি রাজেন্দ্র কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।
এবং বর্ষসহস্রাণি তপসা নৈব যৎ ফলম্ ॥১৪
তৎফলং সমবাপ্নোতি যঃ করোতি হি জাগরম্
শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল সফলায়াঃ কথা শুভা ॥১৫
চম্পাবতীতি বিখ্যাতা পুরী মাহিষ্মতস্য চ ।
বভূবুস্তস্য রাজর্ষেঃ পুত্রাঃ পঞ্চ কুমারকাঃ ॥ ১৬
তেষাং মধ্যে তু জ্যেষ্ঠো বৈ মহাপাপরতঃ সদা
পরদারাভিচারী চ বেশ্যাসক্তশ্চ মদ্যপঃ ॥ ১৭
পিতুর্দ্রব্যন্তু তেনৈব গমিতং পাপকর্ম্মণা ।

[illegible] করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার স্নেহে পড়িয়া আমি ইহা তোমায় বলিব। হে রাজন্! একাদশীব্রতে আমার যেরূপ তুষ্টি হয়, সেরূপ তুষ্টি বহুলদক্ষিণান্বিত যজ্ঞ দ্বারাও হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে হরিবাসর কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মিষ্ঠগণের অগ্রণী! তোমায় ইহা সত্যই বলিতেছি, ইহাতে মিথ্যা কিছুই নাই। পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম সফলা। সফলায় নারায়ণ দেবকে যথাবিধি পূজা করিতে হয়। এই শুভ একাদশী পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারেই কর্ত্তব্য। যেমন নাগগণ মধ্যে শেষ, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, দেবগণ মধ্যে বিষ্ণু এবং দ্বিপদগণের মধ্যে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, তেমনি ব্রতসমূহ মধ্যে একাদশী ব্রতই প্রশস্ত। হে রাজন্! যাহারা হরিবাসরে একাদশী ব্রত করে, সেই সকল লোক আমারও নিয়ত সম্মানভাজন। তাহারা ইহকালে ধনাঢ্য থাকিয়া অন্তে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। হে রাজন্! সফলা একাদশীতে নানা ফল দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিতে হয়। নারিকেল, ক্রমুক, বীজপূরক, জম্বীর, দাড়িম, ধাত্রীফল, বদরী এবং আম্র সকল, বিশেষতঃ ধূপ-দীপ দ্বারা দেবদেবের পূজা করিতে হয়। সফলাদিনে দীপদান বিশেষ কর্ত্তব্য। রাত্রিতে বৈষ্ণবগণ সহ জাগরণ করিবে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি একাগ্র মনে রাত্রিতে নেত্রনিমেষ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। তাহার সমান যজ্ঞ, তীর্থ বা ব্রত নাই। হে রাজেন্দ্র! কোন ব্রতই এ জাগরণের এক কলারও যোগ্য নহে। সহস্রবর্ষ যাবৎ তপস্যায় যে ফল না হয়, জাগরণকারী সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজবর! সফলা তিথির শুভ কথা শ্রবণ কর।১—১৪। পুরাকালে চম্পাবতী নামে এক বিখ্যাত পুরী ছিল। তথায় মাহিষ্মত নামে এক রাজর্ষি রাজ্য করিতেন। রাজর্ষির পঞ্চ পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অত্যন্ত পাপরত। সে পরদারগামী, বেশ্যাসক্ত এবং মদ্যপায়ী। পাপ-

অসদ্‌বৃত্তিরতো নিত্যং ভূসুরাণান্ত নিন্দকঃ ॥১৮
বৈষ্ণবানাঞ্চ দেবানাংনিত্যং নিন্দাংকরোতি সঃ
ঈদৃশন্তু ততো দৃষ্ট্বা পুত্রং মাহিষ্মতো নৃপঃ ॥১৯
নাম্না তু লুম্পক ইতি রাজপুত্রেষু চাপঠৎ ।
রাজ্যান্নিষ্কাসিতস্তেন পিত্রা চৈব তু বন্ধুভিঃ ॥২
স চৈবং পরিবারৈস্তু ত্যক্তশ্চ পরিপন্থিবৎ ।
লুম্পকোঽপি তথা ত্যক্তশ্চিন্তায়ামাস বৈ তদা
ত্যক্তোঽহং বান্ধবৈঃ পিত্রা রাজ্যান্নিষ্কাসিতঃ
কিল ।
ইতি সঞ্চিন্তমানোঽসৌ মতিং পাপে তদাকরোৎ
ময়া গন্তব্যমেবাস্ত দারুণে গহনে বনে ।
তস্মাচ্চৈব পুরং সর্ব্বং লুম্পয়িষ্যামি বৈ পিতুঃ
ইত্যেবং স মতিং কৃত্বা লুম্পকো দৈবযোগতঃ
নির্জ্জগাম পুরাত্তস্মাদ্গতোঽসৌ গহনে বনে ॥২৪
জীবঘাতরতো নিত্যং স্তেয়দ্যূতকলানিধিঃ ।
সর্ব্বঞ্চ নগরং তেন মুষিতং পাপকর্ম্মণা ॥ ২৫

স্তেয়াভিগামী নগরে গৃহীতঃ স নিশাচরৈঃ ।
উবাচ তান্ সুতোঽহং বৈ রাজ্ঞো মাহিষ্মতস্য চ
স তৈর্মুক্তঃ পাপকর্ম্মা চাগতো বিপিনং পুনঃ ।
আমিষাভিরতো নিত্যং তরোর্বৈ ফলভক্ষণে ॥
আশ্রমস্তস্য দুষ্টস্য বাসুদেবস্য সন্নিধৌ ।
অশ্বত্থো বর্ত্ততে তত্র জীর্ণশ্চ বহুবার্ষিকঃ ॥২৮
দেবত্বং তস্য বৃক্ষস্য বিপিনে বর্ত্ততে মহৎ ।
তত্রৈব নিবসংশ্চৈব লুম্পকঃ পাপবুদ্ধিমান্ ॥২৯
গতে বহুতিথে কালে কস্যচিৎ পুণ্যসঞ্চয়াৎ ।
পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষে তু দশম্যাং দিবসে তথা ॥৩০
ফলানি ভুক্ত্বা বৃক্ষাণাং রাত্রৌ শীতেন পীড়িতঃ
লুম্পকো নাম পাপিষ্ঠো বস্ত্রহীনো গতেক্ষণঃ ॥
পীড্যমানোঽতিশীতেন হরিবৃক্ষসমীপতঃ ।
ন নিদ্রা ন সুখং তস্য গতপ্রাণ ইবাভবৎ ॥৩২
আচ্ছাদ্য দশনৈরাস্যমেবং নীতা নিশাখিলা ।
ভানূদয়েঽপি পাপিষ্ঠো ন লেভে চেতনাং তদা
লুম্পকো গতসংজ্ঞস্তু সফলায়া দিনে তথা ।

কর্ম্মী জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার বহু দ্রব্য নষ্ট করিয়াছিল। সে সর্ব্বদাই অসদ্‌ব্যবহারে নিরত থাকিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবতাগণের নিন্দা করিত। রাজর্ষি মাহিষ্মত পুত্রকে এইরূপ দেখিয়া রাজপুত্রগণ মধ্যে তাহাকে লুম্পক নামে অভিহিত করিলেন। লুম্পক পিতা ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত হইল। তাহার স্বীয় পরিজনবর্গও তাহাকে শত্রুবৎ পরিত্যাগ করিল। লুম্পক সর্ব্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চিন্তা করিল,—পিতা ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক আমি রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলাম। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পাপপথেই মনোনিবেশ করিল। ভাবিল, —আমি দারুণ গহন বনেই গমন করিব। পিতার এই সমস্ত পুরী নাশ করিয়া ফেলিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া লুম্পক সেই পুরী হইতে বহির্গত হইল এবং গহন বনে প্রবেশ করিল। লুম্পক তথায় থাকিয়া নিত্য জীব হত্যা করিতে লাগিল এবং চৌর্য্য ও দ্যূত কার্য্যে নিপুণ হইয়া উঠিল। ক্রমে সেই পাপকর্ম্মা রাজপুত্র কর্ত্তৃক সমস্ত নগর মুষিত হইল।

একদিন চুরি করিতে গিয়া লুম্পক নিশাচরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া বলিল,—আমি রাজর্ষি মাহিষ্মতের পুত্র। তাহা শুনিয়া নিশাচরেরা তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সে পুনরায় অরণ্যে আসিল এবং নিত্য নিত্য আমিষ ও বৃক্ষফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। বাসুদেবের সন্নিধানে সেই দুষ্ট রাজপুত্রের আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমে এক বহু বৎসরের পুরাতন জীর্ণ অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। ঐ বনে সেই বৃক্ষের দেবত্ব জন্মিয়াছিল। পাপবুদ্ধি লুম্পক সেইখানেই বাস করিতে লাগিল।১৫—২৯। বহুদিন অতীত হইলে,কোন পুণ্য-যোগে পৌষের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীদিনে পাপিষ্ঠ লুম্পক বৃক্ষফল ভক্ষণপূর্ব্বক বস্ত্রহীন অবস্থায় শীতার্ত্ত হইয়া রাত্রিতে হরিবৃক্ষসমীপে শীতে পীড্যমান হইতে লাগিল। সে রাত্রি তাহার নিদ্রাসুখ রহিত হইল। সে, দন্তপংক্তি দ্বারা অধরোষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া গতপ্রাণবৎ সমস্ত রাত্রি যাপন করিল। সূর্য্যোদয় হইলেই সেই পাপিষ্ঠের চৈতন্য হইল না। সফলা-দিনে

রবৌ মধ্যং গতে চৈব সংজ্ঞাং লেভে স লুম্পকঃ
ইতস্ততো বিলোক্যাথ ব্যথিতশ্চ তদাসনাৎ।
স্খলৎপদ্ভ্যাং প্রচলিতঃ খঞ্জন্নিব মুহুর্ম্মুহুঃ ॥৩৫
বনমধ্যে গতস্তত্র ক্ষুৎক্ষামঃ পীড়িতোঽভবৎ।
ন শক্তির্জীবঘাতে তু লুম্পকস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৩৬
ফলানি চ তদা রাজন্নাজহার স লুম্পকঃ।
যাবৎ সমাগতস্তত্র তাবদস্তং গতো রবিঃ ॥৩৭
কিং ভবিষ্যতি তাতেতি স বিলাপং চকার হ।
ফলানি তত্র ভূরীণি বৃক্ষমূলে ন্যবেশয়ৎ ॥৩৮
ইত্যুবাচ ফলৈরেভিঃ শ্রীপতিস্তুষ্যতাং হরিঃ।
ইত্যুক্তা লুম্পকশ্চৈব নিদ্রাং লেভে ন বৈ নিশি
রাত্রৌ জাগরণং মেনে বিষ্ণুস্তস্য দুরাত্মনঃ।
ফলৈস্তু পূজনং মেনে সফলায়াস্তথানঘ ॥ ৪০
অকস্মাদ্ব্রতমেবৈতৎ কৃতবান্ বৈ স লুম্পকঃ
তেন পুণ্যপ্রভাবেন প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥

লুম্পক অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ক্রমে রবি যখন মধ্য গগনে আসিলেন, তখন তাহার সংজ্ঞা হইল। সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ব্যথিতভাবে আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল; স্খলিত পদে খঞ্জের ন্যায় বার,বার বন মধ্যে প্রবেশোদ্যত হইল। লুম্পক ক্ষুৎক্ষাম ও পীড়িত হইয়াছিল, কোন প্রাণিহত্যায় সে দুরাত্মার সামর্থ্য ছিল না। সে কষ্টে স্বষ্টে, বন হইতে কয়েকটি ফল আহরণ করিয়া যেমন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, অমনি সূর্য্যদেব অস্তাচল অবলম্বন করিলেন। তখন "হায় কি হইবে" বলিয়া লুম্পক বিলাপ করিতে লাগিল এবং সংগৃহীত ফলগুলি সেই বৃক্ষমূলে রাখিয়া বলিল,—এই সকল ফল দ্বারা শ্রীপতি হরি পরিতুষ্ট হউন। এই বলিয়া লুম্পক রাত্রিতে আর নিদ্রাসুখ লাভ করিল না। বিষ্ণু দুরাত্মা লুম্পকের সেই অনিদ্রাকে জাগরণ বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং ফল সকল দ্বারা সফলা তিথির পূজা বলিয়া মনে করিলেন। দৈবক্রমে লুম্পকের সেদিন সফলা-ব্রত সম্পাদিত হইল। সেই পুণ্য-প্রভাবে লুম্পক অকণ্টক রাজ্য লাভ করিল।

সূর্য্যস্যোদয়নং যাবত্তাবদ্বিষ্ণুর্জগাম হ।
দিবি তৎকালমুৎপন্না বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৪২
রাজ্যং প্রাপ্স্যসি পুত্র ত্বং সফলায়াঃ প্রসাদতঃ
তথেত্যুক্তে তু বচসি দিব্যরূপধরোঽভবৎ ॥৪৩
মতিরাসীত্ততস্তস্য পরমা বৈষ্ণবী নৃপ।
দিব্যাভরণশোভাঢ্যো লেভে রাজ্যমকণ্টকম্ ॥
কৃতং রাজ্যন্তু তেনৈবং বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ।
মনোজ্ঞাস্তস্য পুত্রাস্তু দারাঃ কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥৪৫
আশু রাজ্যং পরিত্যজ্য পুত্রে চৈব সমর্প্য চ।
গতঃ কৃষ্ণস্য সান্নিধ্যং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৪৬
এবং যঃ কুরুতে রাজন্ সফলাব্রতমুত্তমম্।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ
ধন্যাস্তে মানবা লোকে সফলায়াঞ্চ যে রতাঃ।
তেষাঞ্চ সফলং জন্ম নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৪৮
পঠনাৎ শ্রবণাচ্চৈব করণাচ্চ বিশাম্পতে।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পৌষকৃষ্ণাসফলৈ-
কাদশী নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০॥

প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র বিষ্ণু তাহার নিকটে গমন করিলেন। তখন আকাশে এক অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া লুম্পককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—পুত্র! তুমি সফলার প্রসাদে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র লুম্পক দিব্য রূপ ধারণ করিল। তখন তাহার পরম-বৈষ্ণবী মতি উৎপন্ন হইল। সে দিব্য আভ-রণ-ভূষায় ভূষিত হইয়া অকণ্টক রাজ্য লাভ করিল। এইরূপে সেই রাজপুত্র পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে তাঁহার মনোজ্ঞ স্ত্রী পুত্র পরিজন হইয়াছিল। লুম্পক শীঘ্রই রাজ্যভার পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া যেখানে গেলে আর শোক করিতে হয় না, সেই কৃষ্ণসন্নিধানে গমন করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে যে ব্যক্তি উত্তম সফলা-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে ইহলোকে সুখ লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতে যাহারা সফলাব্রতে নিরত, তাহারাই

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
কথিতা বৈ ত্বয়া কৃষ্ণ সফলৈকাদশী শুভা ।
কথয়স্ব প্রসাদেন শুক্লপক্ষস্য যা ভবেৎ ॥ ১
কিন্নাম কো বিধিস্তস্যাঃ কো দেবস্তত্র পূজ্যতে
কস্মৈ তুষ্টো হৃষীকেশস্ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ ॥ ২
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি শুক্লা পৌষস্য যা ভবেৎ
কথয়ামি মহারাজ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩
পূর্ব্বেণ বিধিনা রাজন্ কর্ত্তব্যেষা প্রযত্নতঃ ।
পুত্রদা নাম নাম্না সা সর্ব্বপাপহরা পরা ॥ ৪
নারায়ণোঽধিদেবোঽস্যাঃ কামদঃ সিদ্ধিদায়কঃ ।
নাতঃ পরতরা কাচিত্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৫

ধন্য, এবং তাহাদের জন্মই সফল। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই ব্রতকথা পাঠে, শ্রবণে এবং এ ব্রতের অনুষ্ঠানে মানব রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৩০—৪৯।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনি শুভা সফলা একাদশীর কথা কহিলেন; এক্ষণে উক্ত মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর বিষয় ব্যক্ত করুন। ঐ একাদশীর বিশেষ নাম কি? বিধি কি? এবং কোন্ দেব ঐ তিথিতে পূজনীয়? এই তিথিতে ব্রত করায় কোন্ লোকের প্রতিই বা আপনি পুরুষোত্তম হৃষীকেশ তুষ্ট হইয়া থাকেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন, পৌষ মাসের শুক্লা একাদশীর বিবরণ লোকহিতার্থ ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারেই এই একাদশী ব্রত কর্ত্তব্য। ইহার নাম পুত্রদা; ইহা সর্ব্বপাপহরা। ইহার অধিদেবতা কামপ্রদ সিদ্ধিদাতা নারায়ণ। এই চরাচর ত্রৈলোক্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিথি আর

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং করোতি চ নরং হরিঃ ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপহরাং পরাম্ ॥
ভদ্রাবত্যাং পুরা হ্যাসীৎ পুর্য্যাং রাজা
সুকেতুমান্ ।
তস্য রাজ্ঞস্তথা রাজ্ঞী চম্পকা নাম বর্ত্ততে ॥ ৭
পুত্রহীনেন রাজ্ঞা চ কালো নীতো মনোরথৈঃ
নৈবাত্মজং নৃপো লেভে বংশকর্ত্তারমেব চ ॥ ৮
তেনৈব রাজ্ঞা ধর্ম্মেণ চিন্তিতং বহুকালতঃ ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি সুতপ্রাপ্তিঃ কথং ভবেৎ
ন রাষ্ট্রে ন পুরে সৌখ্যং লেভে রাজা
সুকেতুমান্ ।
সাধ্ব্যা স্বকান্তয়া সার্দ্ধং প্রত্যহং দুঃখিতোঽভবৎ
তাবুভৌ দম্পতী নিত্যং চিন্তাশোকপরায়ণৌ ।
পিতরোঽস্য জলং দত্তং কবোষ্ণমুপভুঞ্জতে ॥ ১১
রাজ্ঞঃ পশ্চান্ন পশ্যামো যোঽস্মান্ সন্তর্পয়িষ্যতি
ইত্যেবং সংস্মরন্তোঽস্য দুঃখিতাঃ পিতরো-
ঽভবন্ ॥১২

নাই। হরি এই তিথিব্রতসেবী নরকে বিদ্বান্ ও যশস্বী করিয়া থাকেন। রাজন্! শ্রবণ করুন, পাপহারী পরম কথা কহিতেছি। পুরাকালে ভদ্রাবতী পুরীতে সুকেতুমান্ নামে জনৈক রাজা ছিলেন; তাহার রাজ্ঞীর নাম ছিল চম্পকা।৬-৭। রাজা অপুত্রক অবস্থায় বহু কাল চিন্তায় চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার একটীও বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইল না। রাজা বহুদিন ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কিরূপে আমার পুত্রপ্রাপ্তি হইবে? এইরূপ চিন্তা করত রাজা সুকেতুমান্ রাজ্যে বা নগরে কোথাও সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় সাধ্বী কান্তার সহিত প্রত্যহ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন।১-১০। রাজ-দম্পতী নিত্য শোকপরায়ণ হইয়া রহিলেন। রাজার প্রদত্ত জল তদীয় পিতৃপুরুষেরা নেত্রাশ্রু-সহ পান করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, —এই রাজার পর আর আমাদিগকে

ন বান্ধবা ন মিত্রাণি নামাত্যাঃ সুহৃদস্তথা।
রোচয়ন্ত্যস্য ভূপস্য ন গজাশ্বাঃ পদাতয়ঃ ॥ ১৩
নৈরাশ্যং ভূপতেস্তস্য নিত্যং মনসি বর্ত্ততে।
নরস্য পুত্রহীনস্য নাস্তি বৈ জন্মনঃ ফলম্ ॥ ১৪
অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং হৃদয়ং দুঃখিতং সদা।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং নানৃণত্বং সুতং বিনা ॥ ১৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সুতমুৎপাদয়েন্নরঃ।
ইহ লোকে যশস্তেষাং পরলোকে শুভা গতিঃ
যেষান্ত পুণ্যকর্ত্তৃণাং পুত্রজন্ম গৃহে ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পত্তিস্তেষাং গেহে প্রবর্ত্ততে ॥
পুত্রজন্ম গৃহে যেষাং লোকানাং পুণ্যকারিণাম্।
পুণ্যং [illegible] বিনা নৃপ ॥
পুত্রাশ্চ সম্পদো বাপি নিশ্চয়াদিতি মে মতিঃ।
এবং বিচিন্ত্যমানোঽসৌ ন শর্ম্ম লভতে নৃপঃ ॥
প্রত্যূষেঽচিন্তয়দ্রাজা নিশীথেঽচিন্তয়ত্ততঃ।
স্বয়মাত্মবিনাশঞ্চ চিন্তয়ামাস কেতুমান্ ॥ ২০

আত্মঘাতে দুর্গতিঞ্চ চিন্তয়িত্বা তদা নৃপঃ।
দৃষ্ট্বাত্মদেহং পতিতমপুত্রত্বং তথৈব চ ॥ ২১
পুনর্বিচার্য্যাত্মবুদ্ধ্যা আত্মনো হিতকারণম্।
অশ্বারূঢ়স্ততো রাজা জগাম গহনং বনম্ ॥ ২২
পুরোহিতাদয়ঃ সর্ব্বে ন জানন্তি গতং নৃপম্।
গম্ভীরে বিপিনে রাজা মৃগপক্ষিনিষেবিতে।
বিচচার তদা রাজা বনবৃক্ষান্ বিলোকয়ন্ ॥২৩
বটানশ্বত্থবিল্বাংশ্চ খর্জ্জুরান্ পনসাংস্তথা ॥ ২৪
বকুলান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ তিন্দুকাংস্তিলকানপি।
শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ দদর্শ সরলান্নৃপঃ ॥২৫
ইঙ্গুদীককুভাংশ্চৈব শ্লেষ্মাতকনগাংস্তথা।
শল্লকান্ করমর্দ্দাংশ্চ পাটলান্ বদরানপি ॥ ২৬
[illegible] শৃগালান শশকানপি।
বনমার্জ্জারমহিষান্ শল্লকাংশ্চমরানপি ॥ ২৭
দদর্শ ভুজগান্ রাজা বল্মীকাদর্দ্ধনিঃসৃতান্।
[illegible] মত্তান্ কলভৈঃ সহ সঙ্গতান্ ॥
যূথপাংশ্চ চতুর্দন্তান্ করিণীযূথমধ্যগান্।
তান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস আত্মনঃ স গজান্নৃপঃ ॥ ২৯

তর্পণ করিবার কেহই রহিল না। পিতৃগণ ইহা স্মরণ করিয়াই দুঃখিত হইতে লাগিলেন। বন্ধু বান্ধব, মিত্র সুহৃৎ, অমাত্য, গজ, অশ্ব, কোন কিছুই অপুত্রক রাজার রুচিকর হইতে লাগিল না। নিত্যই ভূপতির অন্তরে নৈরাশ্য আসিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—পুত্রহীন মানবের বৃথা জন্ম। অপুত্রকের গৃহ শূন্য এবং হৃদয় সর্ব্বদা দুঃখময়। পুত্র বিনা দেব পিতৃ ও মনুষ্যঋণ হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারেন না। অতএব নর সর্ব্ব প্রযত্নে পুত্র উৎপাদন করিবে। পুত্রবান্ জন ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শুভ গতি লাভ করে। যে সকল পুণ্যকারীর গৃহে পুত্র জন্মে, আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি, এই সকলও তাহাদের হইয়া থাকে। পুণ্য এবং বিষ্ণুভক্তি বিনা পুত্রপ্রাপ্তি হয় না। পুত্র এবং সম্পদ্ এ সকলই বিষ্ণুভক্তি ও কৃত পুণ্যের ফল, ইহাই আমার মত। রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কোন সময়ের জন্যই সুখ লাভ করিতে পারিলেন [illegible] তিনি প্রত্যূষে [illegible] চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা একবার ভাবিলেন,—আমি আত্মঘাতী হইব, আবার ভাবিলেন,—আত্মহত্যায় দুর্গতি হয়। এইরূপ পুনঃপুন বিচার-আলোচনা করিয়া আত্মহিত নিমিত্ত রাজা স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে অশ্বারূঢ় হইয়া নিবিড় বনে প্রস্থান করিলেন। রাজার পুরোহিত প্রভৃতি কেহই তাঁহার এই বনগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিলেন না। রাজা মৃগ-পক্ষি-নিষেবিত গভীর বনে বনবৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১১-২৩। বনে বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, খর্জ্জূর, পনস, বকুল, সপ্তপর্ণ, তিন্দুক, তিলক, শাল, তাল, তমাল, সরল, ইঙ্গুদী, ককুভ, শ্লেষ্মাতক, শল্লক, করমর্দ্দ, পাটল, বদর, অশোক, ও পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ এবং শৃগাল, সশক, বনমার্জ্জার, মহিষ, শল্লক, চমর, বল্মীকার্দ্ধনিঃসৃত ভুজগ, কলভ-যুত মত্ত হস্তী, এবং কারণীযুথমধ্যগত [illegible] যুথপ প্রভৃতি তিনি দেখিতে পাইলেন। রাজা এই সকল দেখিয়া স্বীয় গজ-

তেষাং স বিচরন্মধ্যে রাজা শোভামবাপ হ।
মহদাশ্চর্য্যসংযুক্তং দদৃশে বিপিনং নৃপঃ॥ ৩০
মার্গে শিবারুতান্ শৃণ্বন্ লূকবিরুতং তথা।
তাংস্তানৃক্ষমৃগান্ পশ্যন্ বভ্রাম বনমধ্যতঃ॥ ৩১
এবং দদর্শ গহনং নৃপো মধ্যগতে রবৌ।
ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং পীড়িতো রাজা ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি
নৃপতিশ্চিন্তয়ামাস সংশুষ্কগলকন্ধরঃ।
ময়া তু কিং কৃতং কর্ম্ম প্রাপ্তং দুঃখং যদীদৃশম্
ময়া বৈ তোষিতা দেবা যজ্ঞৈঃ পূজাভিরেব চ।
তথৈব ব্রাহ্মণা দানৈস্তোষিতা মিষ্টভোজনৈঃ॥
প্রজাশ্চৈব সদাকালং পুত্রবৎপালিতা ভৃশম্।
কস্মাদ্দুঃখং ময়া প্রাপ্তমীদৃশং দারুণং মহৎ॥৩৫
ইতি চিন্তাপরো রাজা জগামৈবাগ্রতো বনম্।
সুকৃতস্য প্রভাবেন সরো দৃষ্টমনুত্তমম্॥ ৩৬
মীনসংস্পর্শমানঞ্চ পদ্মৈশ্চ পরিশোভিতম্।
কারণ্ডবৈশ্চক্রবাকৈ রাজহংসৈশ্চ শোভিতম্॥
নক্রৈর্বহুভির্মৎস্যৈরন্যৈর্জ্জলচরৈর্যুতম্।
সমীপে সরসস্তস্য মুনীনামাশ্রমান্ বহূন্॥ ৩৮
দদর্শ রাজা লক্ষ্মীবান্ শকুনৈঃ শুভ শংসিভিঃ।
দক্ষিণং প্রাস্ফুরন্নেত্রমথ সব্যেতরঃ করঃ॥ ৩৯
প্রাস্ফুরন্নৃপতেস্তস্য কথয়ন্ শোভনং ফলম্।
তস্য তীরে মুনীন্ দৃষ্ট্বা কুর্ব্বাণান্নৈগমং জপম্॥
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বভূব নৃপনন্দনঃ।
অবতীর্য্য হয়াত্তস্মান্মুনীনামগ্রতঃ স্থিতঃ॥ ৪১
পৃথক্ পৃথগ্ ববন্দেঽসৌ মুনীংস্তান্ শংসিতব্রতান্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দণ্ডবচ্চ পুনঃপুনঃ।
প্রত্যূচুস্তেঽপি মুনয়ঃ প্রসন্না নৃপতে বয়ম্॥ ৪২
রাজোবাচ।
কে ভবন্তোঽত্র কথ্যন্তাং কা চাখ্যা ভবতামপি
কিমর্থং সঙ্গতা যূয়ং সত্যং বদত মেঽগ্রতঃ॥ ৪৩
মুনয় ঊচুঃ।
বিশ্বে দেবা বয়ং রাজন্ স্নানার্থমিহ চাগতাঃ।

গণের বিষয় চিন্তা করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজার পক্ষে সেই অরণ্য মহাশ্চর্য্যময় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তিনি পথে শিবার ও উলূকের স্বর শুনিতে শুনিতে এবং সেই মৃগ-পক্ষীদিগকে দেখিতে দেখিতে বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যদেব মধ্য গগনে উদিত হইলেন। রাজা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত ও শুষ্ককণ্ঠে চিন্তিত। তিনি ভাবিলেন,—আমি কি কর্ম্ম করিয়াছি, কেন এরূপ দুঃখভোগ উপস্থিত হইল? আমি যজ্ঞ ও পূজাদি দ্বারা দেবগণকে তোষিত এবং দান ও ইষ্ট ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি। প্রজাগণ আমার রাজ্যে নিত্য পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতেছে। সুতরাং কেন আমি এ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আরও দূর বনে গমন করিলেন। রাজার পুণ্যবল আছে; তাই সম্মুখে এক উত্তম সরোবর দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, উহা মীনস্পন্দিত, পদ্মপরিশোভিত, পরন্তু চক্রবাক রাজহংস মকর ও অন্যান্য বহু জলচরে পরিপূর্ণ। ঐ সরোবরের সমীপে শুভশংসী বিহঙ্গগণের সাহায্যে লক্ষ্মীবান্ রাজা মুনিগণের বহু আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দক্ষিণ নেত্র ও দক্ষিণ কর শুভ ঘটনার সূচনা করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা সরোবরতীরে নৈগমজপনিরত বহু মুনিকে দেখিতে পাইয়া মহাহর্ষাবিষ্ট হইলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং মুনিগণের অগ্রে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎপাতে তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পুনঃপুনঃ বন্দনা করিলেন। মুনিগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—নৃপতে! আমরা সকলেই আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ২৪—৪২। রাজা কহিলেন,—আপনারা এখানে কে? আপনাদের নাম কি? কি জন্য আপনারা হেথায় আগমন করিয়াছেন? তাহা যথাবৎ আমার নিকট বলুন। মুনিগণ কহিলেন,—রাজন্! আমরা বিশ্বদেব, স্নানার্থ হেথায়

মাঘো নিকটমায়াত এতস্মাৎ পঞ্চমেঽহনি ॥ ৪৪
অদ্য চৈকাদশী রাজন্ পুত্রদা নাম নামতঃ।
পুত্রং দদাত্যসৌ বিষ্ণুঃ পুত্রদাকারিণাং নৃণাম্॥

রাজোবাচ।

এষ বৈ সংশয়ো মহ্যং পুত্রস্যোৎপাদনে মহান্
যদি তুষ্টা ভবন্তো বৈ পুত্রং মে দীয়তাং তদা॥

মুনিরুবাচ।

অদ্যৈব দিবসে রাজন্ পুত্রদা নাম বর্ত্ততে।
একাদশীতি বিখ্যাতং ক্রিয়তাং ব্রতমুত্তমম্ ॥৪৭
অভিষেকাত্ততোঽস্মাকং কেশবস্য প্রসাদতঃ।
অবশ্যং তব রাজেন্দ্র পুত্রপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি॥ ৪৮
ইত্যেবং বচনাত্তেষাং কৃতং রাজ্ঞা ব্রতোত্তমম্
মুনীনামুপদেশেন পুত্রদায়া বিধানতঃ॥ ৪৯
দ্বাদশ্যাং পারণং কৃত্বা মুনীন্ নত্বা পুনঃপুনঃ।
আগজাম গৃহং রাজা রাজ্ঞী গর্ভমথাদধৌ॥ ৫০
পুত্রো জাতঃ স্থতিকালে তেজস্বী পুণ্যকর্ম্মণা।
পিতরং তোষয়ামাস প্রজাপালো বভূব সঃ ॥৫১
তস্মাদ্রাজন্ প্রকর্ত্তব্যং পুত্রদাব্রতমুত্তমম্।
লোকানান্ত হিতার্থায় তবাগ্রে কথিতং ময়া ॥৫২
একচিত্তাস্ত যে মর্ত্ত্যাঃ কুর্ব্বন্তি পুত্রদাব্রতম্।
পুত্রান্ প্রাপ্যেহ লোকে তু মৃতান্তে স্বর্গগামিনঃ
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ৫৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পৌষশুক্লপুত্রদৈকাদশী নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সাধু কৃষ্ণ জগন্নাথ আদিদেব জগৎপতে।
কথয়স্ব প্রসাদেন কৃপাং কুরু মমোপরি॥ ১
মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষে তু কা বা চৈকাদশী ভবেৎ।
কিন্নাম কো বিধিস্তস্যা এতদ্বিস্তরতো বদ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু ত্বং নৃপশার্দ্দুল কৃষ্ণমাঘস্য যা ভবেৎ।

আগমন করিয়াছি। মাঘ মাস উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে হে রাজন্! পুত্রদানাম্নী একাদশী; এই একাদশী ব্রতকারী ব্যক্তিকে বিষ্ণু পুত্র দান করিয়া থাকেন। রাজা কহিলেন,—পুত্রোৎপাদনে আমারও বিশেষ বিতর্ক জন্মিয়াছে। অতএব আপনারা যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমায় পুত্র দান করুন। মুনিগণ বলিলেন,—রাজন্! অদ্য পুত্রদানাম্নী বিখ্যাতা একাদশী। এই উত্তম একাদশীব্রত আপনি সম্পাদন করুন। আমাদের এবং ভগবান্ কেশবের প্রসাদে অবশ্যই আপনার পুত্রলাভ হইবে। মুনিগণের উপদেশে রাজা যথাবিধি পুত্রদা একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। দ্বাদশীতে পারণ করিয়া মুনিগণকে পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক গৃহে আসিলেন। অনন্তর রাজ্ঞী গর্ভধারণ করিলেন। রাজার পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে তাঁহার এক তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পিতার পরিতোষ জন্মাইলেন এবং প্রজাপালক হইলেন। অতএব হে রাজন্! পুত্রদাব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকহিতার্থ এই ব্রতকথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে সকল মর্ত্ত্য একাগ্রচিত্তে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ইহলোকে পুত্রলাভ করিয়া অন্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকে। হে রাজন্! ইহা পঠনে এবং শ্রবণে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ৪৩—৫৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে আদিদেব, জগৎপতে! সাধু সাধু; আমার উপর কৃপা করিয়া প্রসন্ন মনে মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীর তত্ত্ব বলুন। ঐ একাদশীর বিশেষ নাম কি? এবং বিধি কি? তাহা বিস্তৃতরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।১।২। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—নৃপবর!

ষট্তিলা নাম বিখ্যাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১
ষট্তিলায়াঃ শৃণুষ্ব ত্বং কথাং পাপহরাং শুভাম্
যাং পুলস্ত্যো মুনিশ্রেষ্ঠো দালভ্যং প্রতি চোক্তবান্ ॥ ২

দালভ্য উবাচ।

মর্ত্ত্যলোকমনুপ্রাপ্তাঃ পাপং কুর্ব্বন্তি জন্তবঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপৈশ্চ যুক্তা যে বিবিধাদিভিঃ ॥
পরদ্রব্যাপহারাশ্চ পরব্যসনমোহিতাঃ।
কথং ন যান্তি নরকং ব্রহ্মংস্তদ্ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪
অনায়াসেন ভগবন্ দানেনাল্পেন কেনচিৎ।
পাপং প্রশমনং যাতি এতন্মে বক্তুমর্হসি ॥ ৫

পুলস্ত্য উবাচ।

সাধু সাধু মহাভাগ গুহ্যমেতৎ সুদুর্লভম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রদৈবতৈঃ ॥ ৬
তদহং কথয়িষ্যামি ত্বয়া পৃষ্টো দ্বিজোত্তম।
মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুচিঃ স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ
কামক্রোধাভিমানের্ষ্যালোভপৈশুন্যবর্জ্জিতঃ।
দেবদেবঞ্চ সংস্মৃত্য পাদৌ প্রক্ষাল্য বারিভিঃ
ভূমাবপতিতং গৃহ্য গোময়ং তত্র মানবঃ।
তিলান্ প্রক্ষিপ্য কার্পাসংপিণ্ডিকাংশ্চৈব কারয়েৎ
অষ্টোত্তরশতঞ্চৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ততো মাঘে চ সম্প্রাপ্তে হ্যাষাঢ়র্ক্ষং ভবেদ্যদি
মূলং বা কৃষ্ণপক্ষস্যৈকাদশীনিয়মাংস্ততঃ।
গৃহ্নীয়াৎ পুণ্যকালে চ বিধানং তত্র মে শৃণু ॥ ১১
দেবদেবং সমভ্যর্চ্চ্য সুস্নাতঃ প্রযতঃ শুচিঃ।
কৃষ্ণনামানি সঙ্কীর্ত্ত্য পুনঃ প্রস্খলিতাদিষু ॥ ১২
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদাদৌ হোমঞ্চ কারয়েৎ
অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং দ্বিতীয়েঽহ্নি পুনর্হরিম্ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্নৈবেদ্যং কৃসরং তথা।
সংস্মৃত্য নাম্না চ ততঃ কৃষ্ণাখ্যেন পুনঃপুনঃ ॥
কুষ্মাণ্ডৈর্নারিকেলৈশ্চ হ্যথবা বীজপূরকৈঃ।
সর্ব্বাভাবেঽপি বিপ্রেন্দ্র শস্তপূগফলৈর্ত্তম্।
অর্ঘ্যং দদ্যাদ্বিধানেন পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ॥ ১৫

শ্রবণ কর, মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীর কথা কহিতেছি। এই নিখিল পাপহারিণী একাদশী ষট্তিলা নামে বিখ্যাত। এই ষট্তিলা একাদশীর পাপহারিণী শুভ কথা শ্রবণ করুন। মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য দালভ্য ঋষির নিকট এই কথা কহিয়াছিলেন। দালভ্য বলিলেন,—মর্ত্ত্যলোকগত মানবগণ বিবিধ পাপাচরণ করে। তাহারা ব্রহ্মহত্যাদি নানা পাপে লিপ্ত হয়, পরদ্রব্য অপহরণ করে, পরব্যসনে মোহিত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! এই সকল মানব যাহাতে নরকগামী না হয়, এরূপ বিষয় আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। হে ভগবন্! যাহাতে অল্প দানে অনায়াসে তাহা ঐ সকল মানবের পাপ প্রশমিত হইয়া যায়, তাহা আমায় বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে মহাভাগ! সাধু সাধু! ইহা গোপনীয় এবং অতি দুর্লভ বিষয়। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ইহাঁরাও যে এ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই. হে দ্বিজোত্তম! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তন করিব। মাঘ মাস উপস্থিত হইলে মানব শুদ্ধভাবে স্নান করিয়া জিতেন্দ্রিয় এবং কাম ক্রোধ অভিমান ঈর্ষ্যা লোভ ও পৈশুন্যবর্জ্জিত হইয়া দেবদেবকে স্মরণ করত জল দ্বারা পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই গোময় গ্রহণানন্তর তাহাতে তিল ও কার্পাস নিক্ষেপ করিয়া অষ্টোত্তর-শত তিলমিশ্র গোময়পিণ্ড রচনা করিবে। অনন্তর মাঘ মাসে আষাঢ় নক্ষত্র বা মূলা নক্ষত্র-যোগে কৃষ্ণা একাদশীতে পুণ্যকালে নিয়ম সকল গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে যেরূপ বিধান আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর।৩—১১। ব্রতী ব্যক্তি সুস্নাত প্রযত ও শুচি হইয়া দেবদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক কৃষ্ণ নাম সকল কীর্ত্তন করিবে এবং রাত্রিতে জাগরণ করিবে। প্রথম পূজান্তে হোম করিবে, পরে দ্বিতীয় প্রহরে কৃসর নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া চন্দন অগুরু ও কর্পূরাদি দ্বারা পুনরায় হরির অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর যথাবিধি জনার্দ্দনের পূজা ও পুনঃপুনঃ কৃষ্ণ-নাম স্মরণ করিয়া কুষ্মাণ্ড, নারিকেল অথবা বীজপূর কিম্বা সর্ব্বাবস্থায় প্রশস্ত পূগ ফল-

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম॥ ১৬
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু মহাপুরুষপূর্ব্বজ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে॥ ১৭
ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ।
ততস্তু পূজয়েদ্বিপ্রমুদকুম্ভং প্রদাপয়েৎ।
ছত্রোপানহবস্ত্রৈশ্চ কৃষ্ণো মে প্রীয়তামিতি॥১৮
কৃষ্ণা ধেনুঃ প্রদাতব্যা যথাশক্তি দ্বিজোত্তমে।
তিলপাত্রং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দদ্যাৎ পাত্রবিচক্ষণঃ॥১৯
স্নানে প্রাশনকে শস্তাস্তথা কৃষ্ণতিলা মুনে।
তান্ প্রদদ্যাৎ প্রযত্নেন যথাশক্তি দ্বিজোত্তমে
তিলপ্ররোহজাঃ ক্ষেত্রে যাবৎসংখ্যাস্তিলা দ্বিজ
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২০
তিলস্নায়ী তিলোদ্বর্ত্তী তিলহোমী তিলোদকী।
তিলস্য দাতা ভোক্তা চ ষট্তিলাঃ পাপনাশনাঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ।*
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো নমস্তে বিশ্বভাবন।
ষট্তিলৈকাদশীভূতং কীদৃশং ফলমস্তি বৈ।
সোপাখ্যানং মম ব্রূহি যদি তুষ্টোঽসি যাদব॥২২
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং দৃষ্টং তৎকথয়ামি তে।
মর্ত্ত্যলোকে পুরা হ্যাসীদ্ব্রাহ্মণ্যেকা চ ভারত।
ব্রতচর্য্যারতা নিত্যং দেবপূজারতা সদা॥ ২৩
মাসোপবাসনিরতা মম ভক্তা চ সর্ব্বদা।
কৃষ্ণোপবাসসংযুক্তা মম পূজাপরায়ণা॥ ২৪
শরীরং ক্লেশিতং চৈব উপবাসৈর্দ্বিজোত্তমে।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কুমারীণাঞ্চ ভক্তিতঃ॥২৫
গৃহাদিকং প্রযচ্ছন্তী সর্ব্বকালং মহাসতী।
অতিকৃচ্ছ্ররতা সা তু সর্ব্বকালন্তু পার্থিব॥ ২৬
ন দত্তা ভিক্ষুকে ভিক্ষা ব্রাহ্মণা ন চ তর্পিতাঃ॥
ততঃ কালেন মহতা ময়া বৈ চিন্তিতং প্রভো।

রাজি দ্বারা অর্ঘ্য, প্রদান করিবে। বলিবে,—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আপনি কৃপালু হইয়া অগতির গতি হউন। হে পুরুষোত্তম! আপনি সংসারার্ণবমগ্ন জনগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনাকে নমস্কার। হে বিশ্বভাবন! আপনাকে নমস্কার। হে সুব্রহ্মণ্য! হে মহাপুরুষপূর্ব্বজ! হে জগৎপতে! মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন। অনন্তর ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া তাঁহাকে জলপূর্ণ কুম্ভ প্রদান করিবে এবং ছত্র উপানহ ও বস্ত্র দান করিয়া বলিবে,—কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হউন। ইহার পর ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণা ধেনু ও তিলপাত্র যথাশক্তি প্রদান করিবে! হে মুনে! স্নানে এবং প্রাশনে কৃষ্ণতিল প্রশস্ত। সুতরাং ঐ তিল যত্নের সহিত ব্রাহ্মণকে যথাসাধ্য দান করিবে। হে দ্বিজ! ক্ষেত্রে তিলপ্ররোহজাত তিল সকল যাবৎ পরিমাণ থাকে, তাবৎ সহস্রবর্ষ তিলদাতা স্বর্গলোকে বিহার করে। তিল-স্নায়ী, তিলোদ্বর্ত্তী, তিলহোমী, তিলোদকী, তিলদাতা এবং তিলভোক্তা, এই ষট্-তিল পাপহরণ করে। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে বিশ্বভাবন! তোমায় নমস্কার। ষট্তিলৈকাদশীর ফল কি প্রকার? যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার নিকট তাহা উপাখ্যান সহ কীর্ত্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন, এ বিষয়ে যথাবৃত্তান্ত বলিতেছি। হে পার্থিব! পুরাকালে মর্ত্ত্যলোকে ব্রতচর্য্যানিরতা, নিত্য দেবপূজা পরায়ণা এক ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি আমার নিত্যভক্তা, মাসোপবাসে নিয়তা, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ উপবাসপরা এবং মদীয় পূজায় একান্ত অনুরক্তা। হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণী উপবাসে উপবাসে আপনার দেহ ক্লিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই মহাসতী দেব, ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের প্রীত্যর্থ গৃহাদি সমস্তই দান করিয়াছিলেন। হে প্রভো! তিনি সর্ব্বদাই অতিকৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন; কিন্তু তিনি ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান বা কোন ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্ত করেন নাই।১২—২৭। অনন্তর বহু-

---

* 'নারদ উবাচেতি, 'দাল্ভ্য উবাচেতি চ পাঠান্তরম্।

শুদ্ধমস্যাঃ শরীরং হি ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥২৮
অর্চ্চিতো বৈষ্ণবো লোকঃ কায়ক্লেশেনবৈ তয়া
ন দত্তমন্নদানং হি যেন তৃপ্তিঃ পরা ভবেৎ ॥২৯
এবং জ্ঞাত্বা অহং রাজন্ মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ।
কাপালং রূপমাস্থায় ভিক্ষাপাত্রে চ যাচিতা ॥ ৩০
কস্মাত্ত্বমাগতো ব্রহ্মন্ ক যাসি বদ মেহগ্রতঃ।
পুনরেব ময়া প্রোক্তং দেহি ভিক্ষাঞ্চ সুন্দরি॥
তয়া কোপেন মহতা মৃৎপিণ্ডস্তাম্রভাজনে।
ক্ষিপ্তো যাবদহং রাজন্ পুনঃ স্বর্গমিগতো গতঃ
ততঃ কালেন মহতা তাপসী সুমহাব্রতা।
সদেহা স্বর্গমায়াতা ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৩
মৃৎপিণ্ডিকাপ্রদানেন গৃহং প্রাপ্তং মনোরমম্।
সপ্রাতঞ্চৈব রাজর্ষে ধান্যরাশিবিবর্জ্জিতম্ ॥৩৪
গৃহং যাবন্নিরীক্ষেত ন কিঞ্চিত্তত্র পশ্যতি।
তাবদ্গৃহাদ্বিনিষ্ক্রান্তা মমান্তে চাগতা প্রভো ॥৩৫

ক্রোধেন মহতাবিষ্টা ইদং বচনমব্রবীৎ।
ময়া ব্রতৈশ্চ কৃচ্ছ্রৈশ্চ উপবাসৈরনেকশঃ ॥ ৩৬
পূজয়ারাধিতো দেবঃ সর্ব্বলোকস্য পালকঃ।
ন তত্র দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্গৃহে মম জনার্দ্দন ॥ ৩৭
ততশ্চোক্তং ময়া তস্যৈ গৃহং গচ্ছ মহাব্রতে।
আগমিষ্যন্তি সুতরাং কৌতূহলসমন্বিতাঃ ॥ ৩৮
দেবপত্ন্যো হি দ্রষ্টুং ত্বাং বিস্ময়াভিসমন্বিতাঃ।
দ্বারং নোদ্ঘাটয় বিনা ষট্‌তিলাপুণ্যবাচনাৎ ॥৩৯
এবমুক্তা ময়া সা তু গতা বৈ মানুষী তদা।
অত্রান্তরে সমায়াতা দেবপত্ন্যশ্চ পার্থিব ॥ ৪০
তাভিশ্চ কথিতং তত্র ত্বাং দ্রষ্টুং হি সমাগতাঃ।
দ্বারমুদ্ঘাটয়স্বাদ্য ত্বাং প্রপশ্যাম শোভনে ॥ ৪১

মানুষ্যুবাচ।

যদি মদ্দর্শনং কার্য্যং সত্যং বাচ্যং বিশেষতঃ।
ষট্‌তিলায়া ব্রতং পুণ্যং দ্বারোদ্ঘাটনকারণাৎ

কাল পরে আমি চিন্তা করিলাম,—এই ব্রাহ্মণীর দেহ কৃচ্ছ্র ব্রতে শুদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণী কায়ক্লেশে বৈষ্ণবদিগকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। কিন্তু ইনি কাহাকেও অন্ন দান করেন নাই,—যে দানে পরম তৃপ্তি হয়। হে রাজন্! আমি ইহা জানিতে পারিয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিলাম এবং কাপালিক রূপ অবলম্বন করিয়া ভিক্ষাপাত্রহস্তে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলাম। ব্রাহ্মণী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? কোথায় যাইবেন? তাহা অগ্রে বলুন। আমি পুনরায় বলিলাম,—হে সুন্দরি! তুমি ভিক্ষা দান কর। তখন সে কোপের সহিত তাম্রপাত্রে করিয়া মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। হে রাজন্! আমি সেইক্ষণেই স্বর্গে চলিয়া আসিলাম। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সেই মহাব্রতা তাপসী ব্রতাচরণের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে আগমন করিল। ব্রাহ্মণী স্বর্গে আসিয়া মৃৎপিণ্ডদানের ফলে মনোহর গৃহ প্রাপ্ত হইল; কিন্তু সে গৃহ নহে, তাহাতে ধন-ধান্যাদি কিছুই নাই। ব্রাহ্মণী গৃহ দর্শনান্তে যখন দেখিল, তাহার মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই, তখন সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আমার নিকট আসিল,—এবং মহা ক্রোধের সহিত কহিল,—আমি কৃচ্ছ্র ব্রত, বহু উপবাস ও পূজা দ্বারা সর্ব্বলোকপালক দেবেশের আরাধনা করিয়াছি; কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমার গৃহে কোনই দ্রব্যসামগ্রী দেখা যাইতেছে না। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—হে মহাব্রতে! আপনি গৃহে গমন করুন; কেননা, দেবপত্নীগণ বিস্ময় ও কৌতূহলান্বিত হইয়া আপনার দর্শনার্থ আগমন করিবেন। আপনি ষট্‌তিলা একাদশীর পুণ্যাখ্যান ব্যতীত দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন না।২৮-৩৯। আমি এই কথা কহিলে, সেই মানুষী তখন স্বগৃহে গমন করিলেন। হে রাজন্! ইত্যবসরে দেবপত্নীগণ তাঁহার গৃহপ্রান্তে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া বলিলেন,—আমরা আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। হে শোভনে! দ্বার উদ্ঘাটন করুন, আপনাকে আমরা দেখিব। মানুষী তাপসী কহিলেন,—সত্যই যদি আমাকে দেখিতে আসিয়া থাকেন, তবে ষট্‌তিলা ব্রতের পুণ্যাখ্যান কীর্ত্তন করুন, তাহা হইলেই আমি দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
একাপি নাবদত্তত্র ষট্‌তিলৈকাদশীব্রতম্।
অন্যয়া কথিতং তত্র দ্রষ্টব্যা মানুষী ময়া॥ ৪৩
ততো দ্বারং সমুদ্ঘাট্য দৃষ্টা তাভিশ্চ মানুষী।
ন দেবী ন চ গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ পন্নগী॥ ৪৪
দৃষ্টা পূর্ব্বং তথা নারী যাদৃশীয়ং নরর্ষভ।
দেবীনামুপদেশেন ষট্‌তিলায়া ব্রতং কৃতম্॥
মানুষ্যা সত্যব্রতয়া ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
রূপকান্তিসমাযুক্তা ক্ষণেন সমবাপ সা॥ ৪৬
ধনং ধান্যঞ্চ বস্ত্রাদি সুবর্ণং রৌপ্যমেব চ।
ভবনং সর্ব্বসম্পন্নং ষট্‌তিলায়াঃ প্রভাবতঃ॥৪৭
রূপকান্তিসমাযুক্তা ক্ষণেন সমপদ্যত॥ ৪৮
অতি তৃষ্ণা ন কর্ত্তব্যা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
আত্মবিত্তানুসারেণ তিলান্ বস্ত্রাণি দাপয়েৎ॥
লভতে চৈবমারোগ্যং নরো জন্মনি জন্মনি।
ন দারিদ্র্যং ন কষ্টত্বং ন চ দৌর্ভাগ্যমেব চ॥৫০
সম্ভবেৎ বৈ নরশ্রেষ্ঠ ষট্‌তিলাসমুপোষণাৎ।
অনেন বিধিনা ভূপ তিলদাতা ন সংশয়ঃ॥ ৫১
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈরনায়াসেন মানবঃ।
দানঞ্চ বিধিবৎ পাত্রে সর্ব্বপাতকনাশনম্।
নানর্থঃ কশ্চিন্নায়াসঃ শরীরে নৃপসত্তম॥ ৫২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাঘকৃষ্ণষট্‌তিলৈকাদশী নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২॥

করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—একজন রমণী তখন ষট্‌তিলা ব্রতের কথা কহিল না; অন্যজন তাহা কহিল এবং মানুষী দর্শন করিল, একথাও ব্যক্ত করিল। তখন দ্বারোদ্ঘাটন করিলে, দেবপত্নীগণ মানুষীকে দেখিতে পাইলেন। হে নরর্ষভ! সেই নারীকে তাঁহারা যেরূপ দেখিলেন, কোন দেবী, গন্ধর্ব্বী, আসুরী বা পন্নগী পূর্ব্বে সেরূপ কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তখন দেবপত্নীগণের উপদেশে তাপসী মানুষী ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ ষট্‌তিলা ব্রত সম্পাদন করিলেন। তাহাতে সেই তাপসী ক্ষণমধ্যে রূপলাবণ্যবতী হইয়া ধন, ধান্য, বস্ত্র, সুবর্ণ ও রৌপ্য প্রাপ্ত হইলেন। ষট্‌তিলার প্রভাবে তাপসীর ভবন সর্ব্বসম্পন্ন হইল। অতি তৃষ্ণা করিতে নাই। বিত্তশাঠ্য বর্জ্জন করিবে, আত্মবিত্তানুসারে তিল ও বস্ত্ররাশি দান করিবে। এইরূপ দানে নর জন্মে জন্মে আরোগ্য লাভ করে। ষট্‌তিলায় উপবাস করিলে, দারিদ্র্য কষ্ট বা দৌর্ভাগ্য কিছুই হয় না। হে ভূপ! এইরূপ বিধি অনুসারে যে তিল দান করে, সে মানব অনায়াসেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। পাত্রে বিধিপূর্ব্বক দান করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া যায়। হে নৃপসত্তম! তাহাতে কোনও অনর্থ বা কায়ক্লেশ কখনও ঘটে না। ৪০—৫২।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
সাধু কৃষ্ণ ত্বয়া প্রোক্তামদিদেবো ভবান্ প্রভো।
স্বেদজা অণ্ডজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ॥১
তেষাং কর্ত্তা বিকর্ত্তা ত্বং পালকঃ ক্ষয়কারকঃ।
মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষে তু ষট্‌তিলা কথিতা ত্বয়া॥২
শুক্লে চ কা ভবেদ্দেব কথয়স্ব প্রসাদতঃ।
কিন্নাম কো বিধিস্তস্যাঃ কো দেবস্তত্র পূজ্যতে॥ ৩

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে কৃষ্ণ! হে প্রভো! আপনি আদিদেব; আপনি উত্তম বিষয় বলিয়াছেন। স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজদিগের আপনিই একমাত্র কর্ত্তা, বিকর্ত্তা, পালক এবং সংহারক। আপনি মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া ষট্‌তিলা একাদশীর কথা কহিয়াছেন। ঐ মাসের শুক্লা একাদশীর বিষয় ব্যক্ত করুন। ঐ একাদশীর নাম কি?

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
কথয়িষ্যামি রাজেন্দ্র শুক্লে মাঘস্য যা ভবেৎ।
জয়া নামেতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপহরা পরা ॥ ৪
পবিত্রা পাপহন্ত্রী চ কামদা মোক্ষদা নৃণাম্।
ব্রহ্মহত্যাপহন্ত্রী চ পিশাচত্ববিনাশিনী ॥ ৫
নৈব তস্যা ব্রতে চীর্ণে প্রেতত্বং জায়তে নৃণাম্
নাতঃ পরতরা কাচিৎ পাপঘ্নী মোক্ষদায়িনী ॥৬
এতস্মাৎ কারণাৎ রাজন্ কর্ত্তব্যা সা প্রযত্নতঃ
শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল কথা পৌরাণিকী শুভা ॥ ৭
পঙ্কজে চ পুরাণেঽস্যা মহিমা কথিতো ময়া।
একদা নাকলোকে বৈ ইন্দ্রো রাজ্যং চকার হ ॥
দেবাস্তত্র সুখেনৈব নিবসন্তি মনোরমে।
পীযূষপাননিরতা অপ্সরোগণসেবিতাঃ ॥ ৯
নন্দনন্তু বনং তত্র পারিজাতোপসেবিতম্।
রমন্তি রমন্তেঽত্র অপ্সরোভির্দিবৌকসঃ ॥১০
একদা রমমাণোঽসৌ দেবেন্দ্রঃ স্বেচ্ছয়া নৃপ।
নর্ত্তয়ামাস বৈ হর্ষাৎ পঞ্চাশৎকোটিনায়কঃ ॥ ১১
গন্ধর্ব্বাস্তত্র গায়ন্তি গন্ধর্ব্বঃ পুষ্পদন্তকঃ।
চিত্রসেনস্তু তত্রৈব চিত্রসেনসুতা তথা ॥ ১২
মালিনীতি চ নাম্না তু চিত্রসেনস্য যোষিতা।
মালিন্যাস্তু সমুৎপন্না পুষ্পদন্তী চ নামতঃ ॥১৩
পুষ্পদন্তস্য পুত্রোঽসৌ মাল্যবান্ নাম নামতঃ।
পুষ্পদন্ত্যাশ্চ রূপেণ মাল্যবানতি মোহিতঃ ॥
তয়া হেবং কটাক্ষৈশ্চ মাল্যবাংশ্চ বশীকৃতঃ।
লাবণ্যং রূপসম্পন্নং তস্যা রূপং নিশাময় ॥ ১৫
বাহূ তস্যাশ্চ কামেন কণ্ঠপাশৌ কৃতাবিব।
কর্ণায়তে তু নয়নে রক্তান্তে ঘূর্ণিতে তথা ॥ ১৬
কর্ণৌ তু শোভনৌ তস্যাঃ কুণ্ডলাভ্যাং নৃপোত্তম
কম্বুগ্রীবাযুতা সৈব দিব্যাভরণভূষিতা ॥ ১৭
পীনোন্নতৌ কুচৌ তস্যাস্তৌ হেমকলশাবিব।
মধ্যং ক্ষামঞ্চ চার্ব্বঙ্গ্যা মুষ্টিগ্রাহ্যমনুত্তমম্ ॥ ১৮
নিতম্বৌ বিস্তৃতৌ চাস্যা বিস্তীর্ণা জঘনস্থলী।
চরণৌ শোভমানৌ চ রক্তোৎপলসমদ্যুতী ॥ ১৯
ঈদৃশ্যা পুষ্পদন্ত্যা স মাল্যবানতিমোহিতঃ।
শক্রস্য পরিতোষায় নৃত্যার্থং তৌ সমাগতৌ ॥২০
গায়মানৌ তু তৌ তত্র অপ্সরোগণসেবিতৌ।

বিধি কি? কোন্ দেব উহাতে পূজনীয়? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! বলিতেছি, মাঘমাসের শুক্লা একাদশীর নাম জয়া; ইহা সর্ব্বপাপহরা, পবিত্রা, নরগণের কাম ও মোক্ষপ্রদা, ব্রহ্মহত্যানাশিনী এবং পিশাচত্বহারিণী! এই জয়াব্রত আচরণে নরগণের প্রেতত্ব হয় না। ইহা অপেক্ষা পাপঘ্নী ও মোক্ষদায়িনী শ্রেষ্ঠ তিথি আর নাই। হে রাজন্! এই কারণেই উক্ত জয়া একাদশী সকলেরই কর্ত্তব্য। হে রাজপ্রবর! শ্রবণ করুন, পৌরাণিকী শুভ কথা কহিতেছি। এই পদ্মপুরাণে ঐ জয়াতিথির মহিমা আমি কীর্ত্তন করিয়াছি। একদা নরলোকে ইন্দ্র সুখে রাজ্য করিতেছেন। পীযুষপানতৃপ্ত দেবগণ অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া তথায় সুখে বাস করিতেছেন। স্বর্গের পারিজাতময় নন্দন বনে, অপ্সরোগণ সহ দেবগণ নিত্য রমণরত। একদা স্বয়ং দেবেন্দ্র স্বেচ্ছায় ক্রীড়া করিতে উদ্যত হইয়া সহর্ষে অপ্সরোগণকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্তক, চিত্রসেন চিত্রসেনসুতা ও চিত্রসেনপত্নী মালিনী তথায় উপস্থিত। মালিনী হইতে পুষ্পদন্তী নামে কন্যা উৎপন্ন হয়। পুষ্পদন্তের পুত্রের নাম মাল্যবান্। মাল্যমান পুষ্পদন্তীর রূপে মোহিত; পুষ্পদন্তীর কটাক্ষপাতে মাল্যবানের মন বশীকৃত। রাজন্! পুষ্পদন্তীর রূপলাবণ্যের বিষয় শ্রবণ করুন। ১—১৫। তাহার বাহুদ্বয় যেন কাম কর্ত্তৃক কণ্ঠপাশরূপে সম্পাদিত; রক্তান্ত ঘূর্ণিত নয়নযুগল কর্ণায়ত; কর্ণদ্বয় কুণ্ডলযুগলে সুশোভিত; কম্বুকণ্ঠ দিব্যাভরণে ভূষিত; কুচদ্বয় পীনোন্নত, ও হেমকলসবৎ বিরাজিত; ক্ষীণ ও উত্তম মধ্যদেশ মুষ্টিগ্রাহ্য, নিতম্ব বিস্তৃত; জঘন স্থূল বিস্তীর্ণ; রক্তোৎপলসমপ্রভ চরণদ্বয় সুশোভন। ইহা দেখিয়া মাল্যবান্ অতীব মোহিত; ইন্দ্রের পরিতোষার্থ মাল্যবান্ এবং পুষ্পদন্তী উভয়েই নৃত্যার্থ সমাগত। অপ্সরোগণে

মদনাভিপরীতাঙ্গৌ পুষ্পদন্তী চ মাল্যবান্ ॥২১
পরস্পরানুরাগেণ ব্যামোহবশমাগতৌ।
ন শুদ্ধগানং গায়েতাং চিত্তভ্রমসমন্বিতৌ ॥ ২২
বদ্ধদৃষ্টী তথান্যোন্যং কামবাণবশং গতৌ।
জ্ঞাত্বা লেখর্ষভস্তত্র সঙ্গতং মানসং তয়োঃ ॥২৩
তালক্রিয়ামানলোপাত্তথা গীতবিসর্জ্জনাৎ।
চিন্তয়িত্বা তু মঘবা হবমানং তথাত্মনঃ ॥ ২৪
কুপিতশ্চ তয়োরর্থে শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ।
ধিগ্ধিগ্বাং পতিতৌ মূঢ়াবাজ্ঞাভঙ্গকৃতৌ মম॥
যুবাং পিশাচৌ ভবতাং দম্পতিভাবধারিণৌ।
মর্ত্ত্যলোকমনুপ্রাপ্তৌ ভুঞ্জানৌ কর্ম্মণঃ ফলম্॥
এবং মঘবতা শপ্তাবুভৌ দুঃখিতমানসৌ।
হিমবন্তং গিরিং প্রাপ্তাবিন্দ্রশাপাদ্বিমোহিতৌ॥
উভৌ পিশাচতাং প্রাপ্তৌ দারুণং দুঃখমেব চ
সন্তপ্তমানসৌ তত্র হিমকৃচ্ছ্রগতাবুভৌ ॥ ২৮
গন্ধর্ব্বত্বমপ্সরস্ত্বং ন জানীতো বিমোহিতৌ।
পীড্যমানৌ নিদাঘেন দেহপাতকজেন চ ॥২৯
ন নিশায়াং সুখং শান্তিং লভেতে কর্ম্মপীড়িতৌ
পরস্পরং বাদমানৌ চেরতুর্গিরিগহ্বরে ॥ ৩০
পীড্যমানৌ তু শীতেন তুষারপ্রভবেন তৌ।
দন্তঘর্ষং প্রকুর্ব্বাণৌ রোমাঞ্চিতবপুর্দ্ধরৌ ॥ ৩১
উচে পিশাচঃ স তদা তাং পত্নীং স্বাং পিশাচিকাম্।
কিমনল্পকৃতং পাপং দারুণং রোমহর্ষণম্ ॥ ৩২
যেন প্রাপ্তং পিশাচত্বং স্বেন দুষ্কৃতকর্ম্মণা।
নরকং দারুণং মত্বা পিশাচত্বঞ্চ দুঃখদম্ ॥ ৩৩
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পাতকং ন সমাচরেৎ।
ইতি চিন্তাপরৌ তত্র তাবাস্তাং দুঃখকর্ষিতৌ॥
দৈবযোগাত্তয়োঃ প্রাপ্তা মাঘস্যৈকাদশী তিথিঃ
জয়া নামেতি বিখ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥
তস্মিন্ দিনে তু সম্প্রাপ্তে তাবাহারবিবর্জ্জিতৌ

পরিবৃত হইয়া তাহারা গান করিতে লাগিল। পরন্ত মদনাক্রান্ত হইয়া মাল্যবান্ ও পুষ্পদন্তী পরস্পর অনুরাগভরে মোহাপন্ন হইল। তাহারা চিত্তভ্রংবশে বিশুদ্ধ গান করিতে পারিল না। পরস্পর কামবাণে বশীভূত হইয়া পরস্পরের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। দেবেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন,—তাহাদের পরস্পরের মন মিলিয়া গিয়াছে। গানের তাল-ক্রিয়া মান লুপ্ত হইয়াছে। তাহারা সঙ্গীত হইতে বিরত রহিয়াছে। ইন্দ্র ইহাতে নিজের অপমান মনে করিলেন এবং কুপিত হইয়া তাহাদিগকে শাপ দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—ধিক্ ধিক্! তোরা পতিত, মূঢ়, আজ্ঞাভঙ্গকারী, তোরা উভয়েই দম্পতি-ভাবে পিশাচ হইবি, এবং মর্ত্ত্যলোকে গিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবি। ইন্দ্র এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে তাহারা উভয়েই দুঃখিত চিত্তে শাপবিমোহিত হইয়া হিমালয় শৈলে গমন করিল। সেখানে গিয়া তাহারা পিশাচরূপে দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের উভয়েরই চিত্ত সন্তপ্ত, উভয়েই হিমজন্য কষ্টপ্রাপ্ত; তাহাদের নিজেদের গন্ধর্ব্ব বা অপ্সরোভাব মোহবশে ভুলিয়া গেল। তাহারা নিদাঘ-নিপীড়িত ও কর্ম্মপীড়িত হইয়া রাত্রিতেও সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারিল না। পিশাচদম্পতী পরস্পর কথোপকথন করিয়া গিরিগহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা তুষারজনিত ভীষণ শীতে পীড়িত হইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত দেহে কাল কাটাইতে লাগিল। ১৬—৩১। একদা পিশাচ পিশাচিকাকে কহিল,—আমরা এমন কি কঠোর পাপ করিয়াছি, যাহার ফলে এই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি? পিশাচত্ব এক দুঃখপ্রদ দারুণ নরক; ইহা বুঝিয়া কেহ যেন আর পাপাচরণ করে না। এইরূপ চিন্তাক্রান্ত হইয়া সেই পিশাচ দম্পতী দুঃখিত ভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। দৈবক্রমে মাঘ মাসের জয়া-নাম্নী সর্ব্বোত্তমা একাদশী তিথি উপস্থিত হইল। ঐ দিন পিশাচ দম্পতী অনাহারে ছিল। সূর্য্য অস্ত গেলেন। তথাচ তাহারা সেই ভাবেই রহিল। ঘোরা দারুণা প্রাণ-

আসাতে তত্র নৃপতে জলপানবিবর্জ্জিতৌ ॥৩৬
ন কৃতো জীবঘাতশ্চ ন পত্রফলভক্ষণম্।
অশ্বত্থস্য সমীপে তৌ সর্ব্বদা দুঃখসংযুতৌ ॥৩৭
রবিরস্তং গতো রাজংস্তথৈব স্থিতয়োস্তয়োঃ।
প্রাপ্তা চৈব নিশা ঘোরা দারুণা প্রাণহারিণী ॥
বেপমানৌ ততস্তৌ তু ততঃ সুষুপতুঃ ক্ষিতৌ
পরস্পরেণ সংলগ্নৌ গাত্রয়োর্ভুজয়োরপি ॥ ৩৯
ন নিদ্রা ন রতং তত্র ন তৌ সৌখ্যমবিন্দতাম্
এবং তৌ রাজশার্দ্দূল শাপেনেন্দ্রস্য পীড়িতৌ ॥
ইত্থং তয়োর্দুঃখিতয়োর্নির্জগাম নিশীথিনী।
মার্ত্তণ্ড উদয়ং প্রাপ্তো দ্বাদশীদিবসাগমে ॥ ৪১
ময়া তু রাজশার্দ্দূল তয়োর্মুক্তির্ধৃতা হৃদি।
জয়ায়াঃ সুব্রতং চীর্ণং রাত্রৌ জাগরণং কৃতম্ ॥
তস্মাদ্ব্রতপ্রভাবাচ্চ যথা জাতং তথা শৃণু।
দ্বাদশীদিবসে প্রাপ্তে তথা চীর্ণে জয়াব্রতে ॥৪৩
বিষ্ণোঃ প্রভাবান্নৃপতে পিশাচত্বং তয়োর্গতম্।
পুষ্পদন্তীমাল্যবন্তৌ পূর্ব্বরূপৌ বভূবতুঃ ॥ ৪৪

পুরাতনস্নেহযুতৌ পূর্ব্বালঙ্কারধারিণৌ।
বিমানমধিরূঢ়ৌ তৌ গতৌ নাকে মনোরমে ॥
দেবেন্দ্রস্যাগ্রতো গত্বা প্রণামং চক্রতুর্মুদা।
তথাবিধৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা মঘবা বিস্মিতো-
হব্রবীৎ ॥ ৪৬

ইন্দ্র উবাচ।

বদতং কেন পুণ্যেন পিশাচত্বং হি বাং গতো।
মম শাপঞ্চ সম্প্রাপ্তৌ কেন দেবেন মোচিতৌ

মাল্যবানুবাচ।

বাসুদেবপ্রসাদেন জয়ায়াস্ত ব্রতেন চ।
পিশাচত্বং গতং স্বামিংস্তব ভক্তিপ্রভাবতঃ ॥৪৮
ইতি শ্রুত্বা তু মঘবা প্রত্যুবাচ পুনস্তথা।
পবিত্রৌ পাবনৌ জাতৌ বন্দনীয়ৌ মমাপি চ ॥
হরিবাসরকর্ত্তারৌ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণৌ।
হরিবাসরসংলীনা যে চ কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥ ৫০
অস্মাকমপি মর্ত্ত্যাস্তে পূজ্যাশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
বিহরস্ব যথাসৌখ্যং পুষ্পদন্ত্যা সুরালয়ে ॥ ৫১

হারিণী নিশা উপস্থিত হইল। তাহারা ঐ দিন পানীয় জল পর্য্যন্ত পায় নাই। পত্র ফলও ভক্ষণ করে নাই; তাহারা জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত কায়ে এক অশ্বত্থ-সমীপে ভূশয্যায় শয়ন করিল। তাহাদের পরস্পরের গাত্র ও বাহু পরস্পর সংলগ্ন ছিল। কিন্তু তাহারা নিদ্রান্বিত হয় নাই, রতিক্রীড়া করে নাই, কোন সুখই ভোগ করে নাই। হে রাজবর! এইরূপে তাহারা ইন্দ্রশাপে নিপীড়িত ও দুঃখিত ছিল। তাহাদের নিশীথিনী ঐ ভাবেই কাটিল। দ্বাদশীদিবসাগমে মার্ত্তণ্ড উদিত হইলেন। আমি হৃদয়ে তাহাদের মুক্তি অবধারণ করিলাম। তাহারা জয়াব্রত করিয়াছে, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে; অত-এব ব্রতপ্রভাবে তাহাদের যাহা ঘটিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জয়াব্রত আচরণের ফলে দ্বাদশীদিবসে বিষ্ণুর প্রসাদে তাহাদের পিশাচত্ব অপগত হইল। পুষ্পদন্তী ও মাল্যবান্ উভয়েই পুন-রায় পূর্ব্বরূপ ধারণ করিল।৩২—৪৪। তাহারা পূর্ব্ববৎ স্নেহযুক্ত, অলঙ্কারধারী ও বিমানারূঢ় হইয়া মনোরম নাকলোকে উপস্থিত হইল এবং দেবেন্দ্রের অগ্রে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন,—তোমরা কোন্ পুণ্যে পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইলে? আমি তোমাদিগকে শাপ দিয়াছিলাম, কোন্ দেব তোমাদিগকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করি-লেন? মাল্যবান্ কহিল,—হে প্রভো! বাসু-দেবের প্রসাদে জয়াব্রতের অনুষ্ঠানে এবং আপনার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠায় আমাদের পিশা-চত্ব গিয়াছে। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া পুনরায় প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তোমরা বিষ্ণুভক্তি-নিরত হইয়া হরিবাসর করিয়াছ, সুতরাং পবিত্র ও পাবন হইয়া আমারও তোমরা বন্দনীয় হইয়াছ। যে সকল কৃষ্ণভক্তিরত ব্যক্তি হরিবাসরে অনুরক্ত, তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসী হই-লেও আমাদেরও পূজনীয়। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে প্রণয়িনী পুষ্পদন্তীর সহিত মনের

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজন্ কর্ত্তব্যো হরিবাসরঃ
জয়া তু রাজশার্দ্দূল ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ৫২
সর্ব্বদানানি তেনৈব সর্ব্বযজ্ঞা অশেষতঃ।
দত্তানি কারিতাশ্চৈব জয়ায়াস্তু ব্রতং কৃতম্ ॥৫৩
কল্পকোটির্ভবেত্তাবদ্ বৈকুণ্ঠে মোদতে ধ্রুবম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাঘশুক্লজয়ৈকাদশী-মাহাত্ম্যংনাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ফাল্গুনস্যাসিতে পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ
কথয়স্ব প্রসাদেন বাসুদেব মমাগ্রতঃ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
নারদঃ পরিপপ্রচ্ছ ব্রহ্মাণং কমলাসনম্।
ফাল্গুনস্যাসিতে পক্ষে বিজয়া নাম নামতঃ।
তস্যাঃ পুণ্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ২
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কথাং পাপহরাং পরাম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং ময়ৈতদ্বিজয়াব্রতম্ ॥ ৩
পুরাতনং ব্রতং হ্যেতৎ পবিত্রং পাপনাশনম্।
জয়ং দদাতি বিজয়া নৃপাণাং বৈ ন সংশয়ঃ ॥৪
পুরা রামো বনং যাতো বর্ষাণ্যেব চতুর্দ্দশ।
ন্যবসৎ পঞ্চবট্যান্তু সহসীতঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫
তত্রৈব বসতস্তস্য রামস্য বিজয়াত্মনঃ।
রাবণেন হৃতা লৌল্যাৎ ভার্য্যা সীতা যশস্বিনী
তেন দুঃখেন রামোঽপি মোহমভ্যাগতস্তদা।
ভ্রমন্ জটায়ুষমথো দদর্শ বিগতায়ুষম্ ॥ ৭
কবন্ধো নিহতঃ পশ্চাদ্ভ্রমতারণ্যমধ্যতঃ।
সুগ্রীবেণ সমং তস্য সখিত্বং সমপদ্যত ॥ ৮
বানরাণামনীকানি রামার্থং সঙ্গতানি চ।
ততো হনুমতা দৃষ্টা লঙ্কোদ্যানে তু জানকী ॥ ৯
রামসংজ্ঞাপনং তস্যৈ দত্তং কর্ম্ম মহৎ কৃতম্।

সুখে স্বর্গে বিহার কর। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! এই কারণেই হরিবাসর কর্ত্তব্য। জয়া একাদশী ব্রহ্মহত্যানিবারিণী। যিনি জয়াব্রত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব দান এবং সর্ব্ব যজ্ঞই করা হইয়াছে। এই ব্রতানুষ্ঠানে মানব কোটিকল্পকাল বৈকুণ্ঠে বিহার করে। ইহা পঠনে এবং শ্রবণে অগ্নিষ্টোম-ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪৫—৫৪।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? হে বাসুদেব! প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট ইহা বলুন! শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—পূর্ব্বে এই কথা নারদ কমলাসন ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম বিজয়া। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিজয়ার পুণ্যকথা প্রসন্ন হইয়া প্রকাশ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! শ্রবণ কর, পাপহারিণী পরম কথা কহিতেছি। এই বিজয়াব্রতকথা আর কাহারও নিকট পূর্ব্বে প্রকাশ করি নাই। এই ব্রত পুরাতন, পবিত্র ও পাপহর। বিজয়া নরগণের জয়দায়িনী সন্দেহ নাই। পুরাকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনগমন করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চবটীতে বাস করেন। সেইখানে বাস করিতে করিতে রাবণ যশস্বিনী সীতাদেবীকে হরণ করে। সীতাবিরহ দুঃখে রামচন্দ্র মোহিত হইয়া পড়েন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে গতাসু জটায়ুকে দেখিলেন। পরে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কবন্ধকে নিহত করিলেন। সুগ্রীবসহ রামচন্দ্রের সখ্য হইল। অসংখ্য বানরসৈন্য রামের সাহায্যার্থ সমবেত হইল। অনন্তর লঙ্কার উদ্যানে হনুমান্ জানকীকে দেখিল।১—৯। রাম জানকীকে যে অভিজ্ঞান

পুনঃ সমেত্য রামেণ সর্ব্বং তত্র নিবেদিতম্ ॥১০
অথ শ্রুত্বা রামচন্দ্রো বাক্যঞ্চৈব হনূমতঃ।
সুগ্রীবানুমতেনৈব প্রস্থানং সমরোচয়ৎ ॥ ১১
সৌমিত্রে কেন পুণ্যেন তীর্য্যতে বরুণালয়ঃ।
অগাধো নিতরামেষ যাদোভিশ্চ সমাকুলঃ।
উপায়ং নৈব পশ্যামি যেনাসৌ সুতরো ভবেৎ

লক্ষ্মণ উবাচ।

আদিদেবস্ত্বমেবাসি পুরাণপুরুষোত্তমঃ।
বকদাল্‌ভ্যো মুনিশ্চাত্র বর্ত্ততে দ্বীপমধ্যতঃ ॥ ১৩
অস্মাৎ স্থানাদ্‌যোজনার্দ্ধমাশ্রমস্তস্য রাঘব।
অন্যে চ ব্রাহ্মণাস্তত্র বহবো রঘুনন্দন ॥ ১৪
তং পৃচ্ছ গত্বা রাজেন্দ্র পুরাণমৃষিপুঙ্গবম্।
ইতি বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্যাতিশোভনম্
জগাম রাঘবো দ্রষ্টুং বকদাল্‌ভ্যং মহামুনিম্।
প্রণনাম মুনিং মূর্দ্ধ্না রামো বিষ্ণুমিবামরঃ ॥ ১৬
জ্ঞাত্বা মুনিস্ততো রামং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
কেনাপি কারণেনৈব প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্ ॥
উবাচ স ঋষিস্তুষ্টঃ কুতো রাম তবাগমঃ ॥১৮

রাম উবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাদহং বিপ্র তীরং নদনদীপতেঃ।
আগতোঽস্মি সসৈন্যোঽত্র লঙ্কাং জেতুং সরাক্ষসাম্ ॥ ১৯
ভবতশ্চানুকূলত্বাত্তীর্য্যতেঽব্ধির্যথা ময়া।
তমুপায়ং বদ মুনে প্রসাদং কুরু সাম্প্রতম্ ॥২০
এতস্মাৎ কারণাদেব দ্রষ্টুং ত্বাহমিহাগতঃ।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বকদাল্‌ভ্যো মহামুনিঃ ॥২১
উবাচ সুপ্রসন্নাত্মা রামং রাজীবলোচনম্।
কর্ত্তব্যমদ্য তে রাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ২২
কৃতেন যেন সহসা বিজয়স্তে ভবিষ্যতি।
লঙ্কাং জিত্বা রাক্ষসাংশ্চ স্বচ্ছাং কীর্ত্তিমবাপ্স্যসি
একাগ্রমানসো ভূত্বা ব্রতমেতৎ সমাচর।
ফাল্গুনস্যাসিতে পক্ষে বিজয়ৈকাদশী ভবেৎ ॥

দিয়াছিলেন, হনূমান্ তাঁহাকে তাহা অর্পণ করিল এবং পুনরায় রামের নিকট আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিল। অনন্তর রামচন্দ্র হনূমানের বাক্য শুনিয়া সুগ্রীবের অনুমোদনে প্রস্থান করিলেন, বলিলেন,—সৌমিত্রে! কোন্ পুণ্যবলে আমরা সাগর উত্তীর্ণ হইব? ইহা নিতান্ত অগাধ ও জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ। এই সাগর যাহাতে সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহার উপায় কিছুই দেখি না। লক্ষ্মণ কহিলেন,—আপনি আদিদেব, শ্রেষ্ঠ পুরাণপুরুষ। এখানে দ্বীপমধ্যে বকদাল্‌ভ্য মুনি বিদ্যমান। হে রাঘব! এই স্থান হইতে অর্দ্ধ যোজন দূরে তাঁহার আশ্রম আছে। সেখানে আরও বহু ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! আপনি গিয়া সেই পুরাতন ঋষিপুঙ্গবকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করুন। লক্ষ্মণের এই অতি সুন্দর পরামর্শ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র মহামুনি বকদাল্‌ভ্যকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং দেবলোক যেমন বিষ্ণুকে প্রণাম করেন, তেমনি তাঁহাকে গিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। অনন্তর মুনি রামচন্দ্রকে পুরাণ পুরুষোত্তম এবং কোনও কারণে মানুষী তনু গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া সসন্তোষে বলিলেন,—হে রাম! কি নিমিত্ত আপনার আগমন হইয়াছে। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনার প্রসাদে আমি নদনদীপতির তীরে সসৈন্যে লঙ্কাজয় নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আপনার আনুকূল্যে যাহাতে আমি জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহার উপায় আপনি বলুন। হে মুনে! আপনি প্রসন্ন হউন। এই কারণেই আপনার সাক্ষাৎ লাভার্থ এস্থানে আমি আসিয়াছি। মহামুনি বকদাল্‌ভ্য রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রাম! ব্রতসমূহ মধ্যে একটী উত্তম ব্রত আছে। সেই ব্রত অদ্য তোমার কর্ত্তব্য। ইহা করিলে, সদ্য তোমার বিজয় লাভ হইবে। আপনি লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসদিগকে জয় করিয়া নির্ম্মল কীর্ত্তি লাভ করিবেন। ১০—২৩। আপনি একাগ্রমনে এই ব্রত আচরণ করুন। ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয়

তস্যা ব্রতেন হে রাজন্ বিজয়স্তে ভবিষ্যতি।
নিঃসংশয়ং সমুদ্রং ত্বং তরিষ্যসি সবানরঃ॥ ২৫
বিধিস্তু শ্রূয়তাং রাজন্ ব্রতস্যাস্য ফলপ্রদঃ।
দশম্যাং দিবসে প্রাপ্তে কুম্ভমেকন্তু কারয়েৎ॥
হৈমং বা রাজতং বাপি তাম্রং বাপ্যথ মৃন্ময়ম্।
স্থাপয়েচ্ছোভিতঞ্চৈব জলপূর্ণং সপল্লবম্॥ ২৩
সপ্তধান্যান্যধস্তস্য যবান্যুপরি বিন্যসেৎ।
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং হৈমং নারায়ণং প্রভুম্
একাদশীদিনে প্রাপ্তে প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
নিশ্চলং স্থাপয়েৎ কুম্ভং কণ্ঠমাল্যানুলেপনৈঃ॥
পূগীফলৈর্নারিকেলৈঃ পূজয়েচ্চ বিশেষতঃ।
গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি॥৩০
কুম্ভাগ্রে তদ্দিনং রাম নীয়তে সৎকথাদিভিঃ।
রাত্রৌ জাগরণঞ্চৈব তস্যাগ্রে কারয়েদ্বুধঃ॥ ৩১
প্রকাশয়েদ্ঘৃতদীপমখণ্ডব্রতহেতবে।
দ্বাদশীদিবসে প্রাপ্তে মার্ত্তণ্ডস্যোদয়ে সতি॥ ৩২
নীত্বা কুম্ভং জলোদ্দেশে নদ্যাঃ প্রস্রবণে তথা
তড়াগে স্থাপয়িত্বা তং পূজয়িত্বা যথাবিধি॥৩৩
দদ্যাৎ সদেবং তং কুম্ভং ব্রাহ্মণে বেদপারগে
কুম্ভেন সহ রাজেন্দ্র মহাদানাদি দাপয়েৎ॥ ৩৪
অনেন বিধিনা রাম যূথপৈঃ সহ সঙ্গতঃ।
কুরু ব্রতং প্রযত্নেন বিজয়স্তে ভবিষ্যতি॥ ৩৫
ইতি শ্রুত্বা ততো রামো যথোক্তমকরোত্তদা॥
কৃতে ব্রতে স বিজয়ী বভূব রঘুনন্দনঃ॥ ৩৬
প্রাপ্তা সীতা জিতা লঙ্কা পৌলস্ত্যো
নিহতো রণে।
অনেন বিধিনা পুত্র যে কুর্ব্বন্তি নরা ব্রতম্॥ ৩৭
ইহ লোকে জয়প্রাপ্তিঃ পরলোকস্তথাক্ষয়ঃ।
এতস্মাৎ কারণাৎ পুত্র কর্ত্তব্যং বিজয়াব্রতম্॥
বিজয়ায়াশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাচ্চৈব বাজপেয়ফলং লভেৎ॥ ৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ফাল্গুনকৃষ্ণাবিজয়া-
মাহাত্ম্যং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪৪

একাদশীর নাম বিজয়া। হে রাম! এই বিজয়া ব্রতে আপনার বিজয় লাভ হইবে। আপনি নিঃসন্দেহে বানরসৈন্যসহ সমুদ্র পার হইবেন। হে রাজন্! এই ব্রতের ফলপ্রদ বিধি শ্রবণ করুন। দশমীদিবসে একটী হৈম, রাজত, তাম্র বা মৃন্ময় জলপূর্ণ পল্লবান্বিত সুন্দর কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভের নীচে সপ্ত ধান্য এবং তদুপরি যব সকল বিন্যাস করিবে। তাহার উপর হেমময় নারায়ণ দেবকে রাখিবে। একাদশীর দিনে প্রভাতে স্নানাচরণ করিবে। পরে কুম্ভের গলে মাল্য ও অনুলেপন দিয়া নিশ্চলভাবে কুম্ভটী রাখিয়া দিবে। পরে পূগীফল, নারিকেল, , গন্ধ, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা বিশেষরূপে দেবেশের পূজা করিবে! হে রাম! সৎকর্ম্মাদি দ্বারা ঐ দিন কুম্ভাগ্রে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিতে তদগ্রে জাগরণ করিবে এবং অখণ্ড ব্রত হেতু ঘৃতদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিবে। দ্বাদশীদিবসে সূর্য্যোদয় হইলে জলোদ্দেশে, নদী প্রস্রবণে বা তড়াগে কুম্ভটী লইয়া গিয়া তাহাকে যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক বেদপারগ ব্রাহ্মণকে উহা অর্পণ করিবে। হে রাজেন্দ্র! কুম্ভ সহ মহাদান সকলও প্রদান করিবে। হে রাম! এইরূপ বিধানে দলবল সহ মিলিত হইয়া আপনি এই ব্রতাচরণ করুন। তাহা হইলেই আপনার জয় হইবে। রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া যথোক্ত ব্রত সম্পাদন করিলেন। ব্রতাচরণের ফলে রঘুনন্দন বিজয়ী হইলেন। তিনি সীতা পাইলেন, লঙ্কা জয় করিলেন, এবং রাবণকে নিহত করিলেন। হে পুত্র! এই বিধান অনুসারে যে সকল নর ব্রতাচরণ করে, ইহলোকে তাহাদের জয়লাভ এবং অন্তে অক্ষয়লোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পুত্র! এই কারণে বিজয়াব্রত কর্ত্তব্য। বিজয়ার মাহাত্ম্য সমস্ত পাপহর। ইহা পঠনে এবং শ্রবণে বাজপেয়ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৪—৩৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মাহাত্ম্যং বিজয়ায়াশ্চ শ্রুতং কৃষ্ণ মহৎফলম্‌ ।
ফাল্গুনস্যার্জ্জুনে পক্ষে যন্নাম্নীং তাং বদাধুনা ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
ধর্ম্মপুত্র মহাভাগ শৃণু বক্ষ্যামি তেঽধুনা ।
যোক্তা পৃষ্টেন মান্ধাত্রা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ২
ফাল্গুনস্য বিশেষেণ বিশেষঃ কথিতো নৃপ ।
আমলকীব্রতং পুণ্যং বিষ্ণুলোকফলপ্রদম্‌ ॥৩
আমলক্যাস্তলে গত্বা জাগরং তত্র কারয়েৎ ।
কৃত্বা জাগরণং রাত্রৌ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
মান্ধাতোবাচ ।
আমলকী কদা হ্যেষা উৎপন্না দ্বিজসত্তম ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ পরং কৌতূহলং হি মে ॥৫
কস্মাদিয়ং পবিত্রা চ কস্মাৎ পাপপ্রণাশিনী ।
কস্মাজ্জাগরণং কৃত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৬

বসিষ্ঠ উবাচ ।
কথয়ামি মহাভাগ যথেয়মভবৎ ক্ষিতৌ ।
আমলকীমহাবৃক্ষঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ৭
একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
নষ্টে দেবাসুরগণে প্রকৃষ্টোরগরাক্ষসে ॥ ৮
তত্র দেবাদিদেবেশঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
জগাম ব্রহ্ম পরমমাত্মনঃ পদমব্যয়ম্‌ ॥ ৯
ততোঽস্য জাগ্রতো ব্রহ্মমুখাচ্ছশিসমপ্রভঃ ।
ষ্ঠীবনাদ্বিন্দুরুৎপন্নঃ স ভূমৌ নিপপাত হ ॥১০
তস্মাদ্বিন্দোঃ সমুৎপন্নঃ স্বয়ং ধাত্রীনগো মহান্‌
শাখাপ্রশাখাবহুলঃ ফলভারেণ নামিতঃ ॥১১
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বৃক্ষাণামাদিরোহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
ব্রহ্মণাথ ততঃ পশ্চাৎ সংসৃষ্টাশ্চ ইমাঃ প্রজাঃ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্ব-যক্ষরাক্ষসপন্নগান্‌ ।
অসৃজদ্ভগবান্‌ দেবো মহর্ষীংশ্চ তথামলান্‌ ॥১৩
আজগ্মুস্তত্র দেবাস্তে যত্র ধাত্রী হরিপ্রিয়া ।
তাং দৃষ্ট্বা তে মহাভাগ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! মহাফলদায়ক বিজয়া-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কি ? তাহা এক্ষণে আমায় বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহাভাগ ধর্ম্মপুত্র ! মান্ধাতা মহাত্মা বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অধুনা তোমায় বলিতেছি। ফাল্গুনের বিশেষ বিধি বিশেষরূপে বলিতেছি। পবিত্র আমলকীব্রত বিষ্ণুলোকফলপ্রদ। আমলকীর তলে গিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে ; রাত্রিতে জাগরণ করিলে, গো-সহস্র দানের ফল হইয়া থাকে। মান্ধাতা কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম ! এই আমলকী কবে কোথায় উৎপন্ন হইল ? ইহা আমার নিকট বলুন। শ্রবণার্থ বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। কি জন্য এই আমলকী পবিত্রা ? কি নিমিত্ত ইহা পাপহারিণী ? কেনইবা ইহাতে জাগরণে গোসহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে ? বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ ! যেরূপে ক্ষিতিতলে এই আমলকী উৎপন্ন হইল, তাহা তোমার নিকট কহিতেছি ! আমলকী মহাবৃক্ষ, সর্ব্বপাপহর। পুরাকালে চরাচর জগৎ যখন নষ্ট হইয়া একার্ণবীকৃত হইয়াছিল, দেব অসুর উরগ রাক্ষস কিছুই যখন ছিল না, তখন দেবাদিদেব সনাতন পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম স্বীয় অব্যয় পদে গমন করিলেন। অনন্তর জাগ্রদবস্থাগত ব্রহ্মার বদনবিনির্গত ষ্ঠীবন হইতে একটী শশিসমপ্রভ বিন্দু উৎপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পরে সেই বিন্দু হইতে মহান্‌ ধাত্রীবৃক্ষ উৎপত্তি লাভ করিল। ঐ বৃক্ষ শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত এবং ফলভারে নত হইয়া পড়িল। উহা সমস্ত বৃক্ষের আদি অঙ্কুর বলিয়া অভিহিত। অনন্তর ব্রহ্মা এই সকল প্রজা দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও মহর্ষিদিগকে উৎপাদন করিলেন।১—১৩। সেখানে হরিপ্রিয়া ধাত্রী ছিলেন, দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। হে মহাভাগ !

ন জানীম ইমং বৃক্ষং চিন্তয়ন্তোঽভিসংস্থিতাঃ।
এবং চিন্তয়তাং তেষাং বাগুবাচাশরীরিণী ॥১৫
আমলকীনগো হ্যেষ প্রবরো বৈষ্ণবো মতঃ।
অস্য সংস্মরণাদেব লভেদ্‌গোদানজং ফলম্
স্পর্শনাদ্দ্বিগুণং পুণ্যং ত্রিগুণং ধারণাত্তথা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেব্যা আমলকী সদা ॥ ১৭
সর্ব্বপাপহরা প্রোক্তা বৈষ্ণবী পাপনাশিনী।
তস্যা মূলে স্থিতো বিষ্ণুস্তদূর্দ্ধে চ পিতামহঃ ॥১৮
স্কন্ধে চ ভগবান্ রুদ্রঃ সংস্থিতঃ পরমেশ্বরঃ।
শাখাসু মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রশাখাসু চ দেবতাঃ ॥১৯
পর্ণেষু বসতে দেবাঃ পুষ্পেষু মরুতস্তথা।
প্রজানাং পতয়ঃ সর্ব্বে ফলেষ্বেব ব্যবস্থিতাঃ॥
সর্ব্বদেবময়ী হ্যেষা ধাত্রী চ কথিতা ময়া।
তস্মাৎ পূজ্যতমা হ্যেষা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণৈঃ ॥২১
ঋষয় উচুঃ।
কো ভবান্নহি জানীমঃ কস্মাৎ কারণতাং গতঃ
দেবো বা যদি বা চান্যঃ কথয়স্ব যথাতথম্ ॥২২

বাগুবাচ।
যঃ কর্ত্তা সর্ব্বভূতানাং ভুবনানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বিস্মিতান্ বিহুষঃ প্রেক্ষ্য সোঽহংবিষ্ণুঃসনাতনঃ
তচ্ছ্রুত্বা দেবদেবস্য ভাষিতং ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অনাদিনিধনং দেবং স্তোতুং তত্র প্রচক্রমুঃ ॥২৪
নমো ভূতাত্মভূতায় আত্মনে পরমাত্মনে।
অচ্যুতায় নমো নিত্যমনন্তায় নমো নমঃ ॥ ২৫
দামোদরায় কবয়ে যজ্ঞেশায় নমো নমঃ।
এবং স্তুতস্তু ঋষিভিস্তুতোষ ভগবান্ হরিঃ।
প্রত্যুবাচ মহর্ষীংস্তানভীষ্টং কিং দদামি বঃ ॥ ২৬
ঋষয় উচুঃ।
যদি তুষ্টোঽসি ভগবন্নস্মাকং হিতকাম্যয়া ॥ ২৭
ব্রতং কিঞ্চিৎ সমাখ্যাহি স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্।
ধন্যধান্যপ্রদং পুণ্যমাত্মনস্তুষ্টিকারকম্ ॥ ২৮
অল্পায়াসং বহুফলং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
কৃতেন যেন দেবেশ বিষ্ণুলোক মহীয়তে ॥ ২৯
বিষ্ণুরুবাচ।
ফাল্গুনে শুক্লপক্ষে তু পুষ্যেণ দ্বাদশী যদি।

তাঁহারা সেই বৃক্ষ দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং এ কোন্ বৃক্ষ, ইহা আমরা জানি না, বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহাদের মধ্যে এক আকাশবাণী উৎপন্ন হইয়া কহিল,—এই আমলকী শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বৃক্ষ। ইহার সংস্মরণমাত্রেই মানব গোদানজন্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা স্পর্শনে দ্বিগুণ পুণ্য এবং ধারণে ত্রিগুণ পুণ্য হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা আমলকী বৃক্ষ সেবনীয়। এই আমলকী সর্ব্বপাপহারিণী, পাপহারিণী বৈষ্ণবী বলিয়া অভিহিত। ইহার মূলে বিষ্ণু, উর্দ্ধে ব্রহ্মা, স্কন্ধে ভগবান্ রুদ্র, শাখাসমূহে মুনিগণ, প্রশাখানিচয়ে দেবগণ, পর্ণসমূহে দেবতা, পুষ্পসমূহে মরুদ্গণ, ফলনিচয়ে প্রজাপতি সকল বিরাজমান। ধাত্রী সর্ব্বদেবময়ী বলিয়া কথিত। অতএব বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণের ইহা পূজ্যতমা। ঋষিগণ কহিলেন,—কে আপনি কোন্ কারণে প্রাদুর্ভূত? আপনি দেব বা অন্য যে কেহ হউন, তাহা যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন। বাণী কহিল,—যিনি সর্ব্বভূতের এবং সর্ব্বভুবনের কর্ত্তা, সেই সনাতন বিষ্ণু আমি। ব্রহ্মসুতগণ দেবদেবের সেই বাক্য শুনিয়া অনাদিনিধন সনাতন দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—যিনি ভূতাত্মভূত, আত্মা, পরমাত্মা, অচ্যুত, অনন্ত, যিনি কবি এবং যজ্ঞপতি, সেই দামোদরকে আমি বারংবার নমস্কার করি। ভগবান্ হরি ঋষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং সেই সকল মহর্ষিকে বলিলেন,—আপনাদিগের কি অভীষ্ট আমি প্রদান করিব? ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাদের হিতকামনায় স্বর্গ-মোক্ষফলপ্রদ ধন-ধান্যদায়ক আত্মতুষ্টিকর কোন এক ব্রত-বিবরণ ব্যক্ত করুন। ঐ ব্রত যেন অল্পায়াসসাধ্য, বহু ফলপ্রদ ও ব্রতসমূহ মধ্যে উত্তম ব্রত হয় এবং উহার অনুষ্ঠানে যেন বিষ্ণুলোকে বিহার করা যায়। বিষ্ণু কহি-

ভবেৎ সা চ মহাপুণ্যা মহাপাতকনাশিনী ॥৩০
বিশেষস্তত্র কর্ত্তব্যঃ শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ।
আমলকীঞ্চ সম্প্রাপ্য জাগরং তত্র কারয়েৎ ॥৩১
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো গোসহস্রফলং লভেৎ ।
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ ।
অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং তস্যাং বিষ্ণুলোকান্ন মুচ্যতে ॥

ঋষয় উচুঃ ।

ব্রতস্যাস্য বিধিং ব্রূহি পরিপূর্ণং কথং ভবেৎ ।
কে মন্ত্রাঃ কে নমস্কারা দেবতা কা প্রকীর্ত্তিতা ॥
কথং দানং কথং স্নানং কশ্চ পূজাবিধিঃ স্মৃতঃ ।
অর্ঘ্যার্চ্চনস্য মন্ত্রন্তু কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ৩৪

বিষ্ণুরুবাচ ।

শ্রূয়তাং যো বিধিঃ সম্যগ্ ব্রতস্যাস্য দ্বিজর্ষভাঃ
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈব পরেঽহনি ॥৩৫
ভোক্ষ্যেঽহং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ।
ইতি কৃত্বা তু নিয়মং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৬।
নালেপেৎ পতিতাংশ্চৌরাংস্তথা পাষণ্ডিনো নরান্ ।
দুর্ব্বৃত্তান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ গুরুদারপ্রধর্ষকান্ ॥৩৭
অপরাহ্ণে ততঃ স্নানং বিধিনা কারয়েদ্বুধঃ ।
নদ্যাং তড়াগে কূপে বা গৃহে বা নিয়তাত্মবান্
মৃত্তিকালম্ভনং পূর্ব্বং ততঃ স্নানঞ্চ কারয়েৎ ॥৩৯
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৪০

ইতি মৃত্তিকালম্ভনমন্ত্রঃ ।

ত্বমম্বু সর্ব্বভূতানাং জীবনং তনুরক্ষকম্ ।
স্বেদজোদ্ভিজ্জজাতীনাং রসানাং পতয়ে নমঃ ॥
স্নাতোঽহং সর্ব্বতীর্থেষু হ্রদপ্রস্রবণেষু চ ।
নদীষু দেবখাতেষু ইদং স্নানন্তু মে ভবেৎ ॥৪২

ইতি স্নানমন্ত্রঃ ।

জামদগ্ন্যং মুনিঞ্চৈব কারয়িত্বা হিরণ্ময়ম্ ।
মাষকস্য সুবর্ণস্য তদর্দ্ধার্দ্ধেন বা পুনঃ ॥ ৪৩
গৃহমাগত্য পূজায়াঃ পূজাহোমন্তু কারয়েৎ ।
ততশ্চামলকীং গচ্ছেৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতঃ ॥৪৪

লেন—ফাল্গুনের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথি যদি পুষ্যানক্ষত্রের সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা মহাপুণ্যদায়িনী হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এ বিষয়ের বিশেষ কর্ত্তব্য শ্রবণ করুন। যে জন আমলকী প্রাপ্ত হইয়া জাগরণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গোসহস্রদানের ফল লাভ করে। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট উত্তম ব্রতবিবরণ বলিলাম, এই তিথিতে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে বিষ্ণুলোক হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না। ঋষিগণ কহিলেন,—এই ব্রতের বিধি এবং ইহা কিরূপে সম্পূর্ণ হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। ইহার মন্ত্র নমস্কার ও দেবতা এবং কিরূপ ইহার স্নান, দান, পূজাবিধি ও অর্ঘ্যার্পণের মন্ত্র, তাহা আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে দ্বিজর্ষভগণ! এই ব্রতের বিধি শ্রবণ করুন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পর দিবস ভোজন করিবে; হে অচ্যুত! আপনি আমার শরণ হউন। এইরূপ নিয়ম করিয়া দন্তধাবন করিবে। পতিত, চোর, পাষণ্ডী, দুর্বৃত্ত, মর্য্যাদাহীন ও গুরুপত্নীপ্রধর্ষক ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না। অনন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তি অপরাহ্ণে বিধিপূর্ব্বক নদী, তড়াগ, কূপ বা গৃহে সংযত মনে স্নান করিবে। অগ্রে মৃত্তিকালম্ভন করিয়া পরে স্নান কর্ত্তব্য। মৃত্তিকালম্ভনের মন্ত্র যথা—হে অশ্বক্রান্তে, রথক্রান্তে, বিষ্ণুক্রান্তে, বসুন্ধরে! মৃত্তিকে! আপনি মৎকৃত যে কিছু দুষ্কৃত পাপ হরণ করুন। স্নানমন্ত্র যথা—হে অম্বু! তুমি সর্ব্বভূতের জীবনরক্ষক, এবং স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জাতির রসপতি, তোমাকে আমার নমস্কার। আমি স্নান করিতেছি, আমার এই স্নান যেন সর্ব্ব তীর্থ হ্রদ প্রস্রবণ নদী ও দেবখাতসমূহে কৃত স্নান হয়।১৪—৪২। অনন্তর এক মাষা বা তাহার অর্দ্ধার্দ্ধ পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা জামদগ্ন্য মুনি প্রস্তুত করিয়া পূজাগৃহে গমনপূর্ব্বক পূজা ও হোম করিবে। পরে সর্ব্ব

আমলকীং ততো গত্বা পরিশোধ্য সমন্ততঃ।
স্থাপয়েৎ সতত্ং কুম্ভমব্রণং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৫
পঞ্চরত্নসমোপেতং দিব্যগন্ধাধিবাসিতম্।
ছত্রোপানদ্যুগোপেতং সিতচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥৪৬
স্রগ্দামলম্বিতগ্রীবং সর্ব্বধূপবিধূপিতম্।
দীপমালাকুলং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতঃ সুমনোহরম্ ॥
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং দিব্যলাজৈঃ প্রপূরিতম্
পাত্রোপরি ন্যসেদ্দেবং জামদগ্ন্যং মহাপ্রভম্ ॥
বিশোকায় নমঃ পাদৌ জানুনী বিশ্বরূপিণে।
উগ্রায় চ ততোহপ্যূরূ কটী দামোদরায় চ ॥ ৪৯
উদরং পদ্মনাভায় উরঃ শ্রীবৎসধারিণে।
চক্রিণো বামবাহুঞ্চ দক্ষিণং গদিনে নমঃ ॥ ৫০
বৈকুণ্ঠায় নমঃ কণ্ঠমাস্যং যজ্ঞমুখায় বৈ।
নাসাং বিশোকনিধয়ে বাসুদেবায় চাক্ষিণী ॥৫১
ললাটং বামনায়েতি রামায়েতি ভ্রুবৌ নমঃ।
সর্ব্বাত্মনে তু তচ্ছীর্ষং নম ইত্যভিপূজয়েৎ ॥৫২
ইতি পূজামন্ত্রঃ।
ততো দেবাধিদেবায় অর্ঘ্যঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ।
ফলেন চৈব শুভ্রেণ ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৫৩
ততো জাগরণং কুর্য্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদিত্রৈর্ধর্ম্মাখ্যানৈঃ স্তবৈরপি ॥
বৈষ্ণবৈশ্চ তথাখ্যানৈঃ ক্ষপয়েৎ সর্ব্বশর্ব্বরীম্।
প্রদক্ষিণাং ততঃ কুর্য্যাদ্ধাত্র্যা বৈ বিষ্ণুনামভিঃ
অষ্টাধিকং শতঞ্চৈব অষ্টাবিংশতিরেব বা।
ততঃ প্রভাতসময়ে কৃত্বা নীরাজনং হরেঃ ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা তু সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
জামদগ্ন্যঘটে তত্র বস্ত্রযুগ্মমুপানহৌ ॥ ৫৭
জামদগ্ন্যস্বরূপেণ প্রীয়তাং মম কেশবঃ।
ততশ্চামলকীং স্পৃষ্ট্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণাম্ ॥
স্নানং কৃত্বা বিধানেন ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
ততশ্চ স্বয়মশ্নীয়াৎ কুটুম্বেন সমাবৃতঃ ॥ ৫৯
এবং কৃতেন যৎপুণ্যং তৎসর্ব্বং কথয়ামি তে।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বদানে তু যৎফলম্ ॥৬০
সর্ব্বযজ্ঞাধিকঞ্চৈব লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ॥ ৬১

উপকরণ লইয়া আমলকী সমীপে গমন করিবে। আমলকীর নিকট গিয়া স্থান-পরিশোধনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অক্ষত কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভ পঞ্চরত্নযুত, দিব্যগন্ধবাসিত, ছত্র ও উপানহযুগল-যুক্ত, সিতচন্দনচর্চ্চিত, স্রগ্দামলম্বিত, সর্ব্ববিধধূপধূপিত, দীপমালাকুলিত এবং সর্ব্বতোভাবে মনোহর করা কর্ত্তব্য। ঐ কুম্ভের উপর দিব্য লাজপরিপূরিত পাত্র-বিন্যাস করিবে এবং ঐ পাত্রের উপর মহাপ্রভ জামদগ্ন্য দেবকে রাখিবে। অন-ন্তর পদযুগলে বিশোক, জানুযুগে বিশ্বরূপ, উরুদ্বয়ে উগ্র, কটিতে দামোদর, উদরে পদ্মনাভ, বক্ষে শ্রীবৎসধারী, বামবাহুতে চক্রী, দক্ষিণ বাহুতে গদাধারী, কণ্ঠে বৈকুণ্ঠ, মুখে যজ্ঞমুখ, নাসায় বিশোকনিধি, নেত্রযুগলে বাসুদেব, ললাটে বামন, ভ্রূযুগলে রাম এবং শীর্ষে সর্ব্বাত্মাকে প্রণবাদি নমঃ অন্তে পূজা করিবে। অনন্তর ভক্তিযুক্ত চিত্তে শুভ্রফল দ্বারা দেবাধিদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর ভক্তিযুক্ত মনে জাগরণ করিবে এবং নৃত্য, গীত, বাদিত্র, ধর্ম্মাখ্যান, স্তব ও বৈষ্ণব আখ্যান করিয়া সর্ব্ব শর্ব্বরী অতিবাহিত করিবে। অনন্তর বিষ্ণুনাম সকল উচ্চারণ করিতে করিতে অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তর শতবার ধাত্রীর প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর প্রভাতে হরির নীরা-জনা ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া সমস্ত পূজা-দ্রব্য তাঁহাকে অর্পণ করিবে। জামদগ্ন্যঘটে বস্ত্রযুগ্ম ও উপানহ দিয়া বলিবে,—কেশব জামদগ্ন্যরূপে সংপ্রতি প্রীত হউন। অনন্তর আমলকীস্পর্শান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া স্নানান্তে যথাবিধি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে কুটুম্বগণপরিবৃত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে; ৩৩—৫৯। এইরূপ করিলে যে পুণ্য হয়, সে সকল তোমায় কহিতেছি। সর্ব্বতীর্থে, সর্ব্ব-দানে এবং সর্ব্বযজ্ঞে যে পুণ্য হয়, এই কার্য্যে তাহা অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হইয়া থাকে। এই আমি আপনাদের নিকট ব্রতসমূহের

এতাবদুক্ত্বা দেবেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
তে চাপি ঋষয়ঃ সর্ব্বে চক্রুঃ সর্ব্বমশেষতঃ ॥৬২
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র কর্ত্তুমর্হসি সত্তম।
ব্রতমেতদ্দুরাধর্ষং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ফাল্গুনশুক্লামলক্যেকাদশী নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ফাল্গুনস্য সিতে পক্ষে শ্রুতা চামলকী তথা।
চৈত্রস্য কৃষ্ণপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ ॥১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু রাজেন্দ্র বক্ষ্যামি আখ্যানং পাপনাশনম্।
যল্লোমশোঽব্রবীৎ পৃষ্টো মান্ধাত্রা চক্রবর্ত্তিনা
মান্ধাতোবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি লোকানাং হিতকাম্যয়া
চৈত্রস্য প্রথমে পক্ষে কা নামৈকাদশী ভবেৎ।
কো বিধিঃ কিং ফলং তস্যাঃ কথয়স্ব প্রসাদতঃ
লোমশ উবাচ।
চৈত্রমাস্যসিতে পক্ষে নাম্না বৈ পাপমোচনী।
একাদশী সমাখ্যাতা পিশাচত্ববিনাশিনী ॥ ৪
শৃণু তস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি কামদাং সিদ্ধিদাং নৃপ।
কথাং বিচিত্রাং শুভদাং পাপঘ্নীং ধর্ম্মদায়িনীম্ ॥
পুরা চৈত্ররথোদ্দেশে অপ্সরোগণসেবিতে।
বসন্তসময়ে প্রাপ্তে ষট্পদাকুলিতে বনে ॥৬
গন্ধর্ব্বকন্যা বাদিত্রৈ রমন্তি সহ কিন্নরৈঃ।
পাকশাসনমুখ্যাশ্চ ক্রীড়ন্তে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৭
নাপরং সুখদং কিঞ্চিদ্বিনা চৈত্ররথাদ্বনম্।
তস্মিন্ বনে তু মুনয়স্তপন্তি বহুলং তপঃ ॥ ৮
মেধাবিনামানমৃষিং তত্রস্থং ব্রহ্মচারিণম্।
অপ্সরাস্তং মুনিবরং মোহনায়োপচক্রমে ॥ ৯
মঞ্জুঘোষেতি বিখ্যাতা ভাবং তস্য বিতন্বতী।
ক্রোশমাত্রং স্থিতা তস্য ভয়াদাশ্রমসন্নিধৌ ॥১০
গায়ন্তী মধুরং সাধু পীড়য়ন্তী বিপঞ্চিকাম্।

মধ্যে যাহা উত্তম ব্রত, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। দেবেশ এইমাত্র বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ঋষি উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেইরূপে আপনিও এই পাপহর দুর্লভ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ৬০—৬৩।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ফাল্গুনের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর কথা শুনিলাম, এক্ষণে চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণ একাদশীর নাম কি? তাহা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি পাপহর আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। চক্রবর্ত্তী মান্ধাতা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া লোমশ মুনি ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মান্ধাতা কহিলেন,—ভগবন্! লোকহিতকামনায় শুনিতে ইচ্ছা করি, চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? বিধি কি এবং তাহার ফলই বা কি? অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমায় বলুন। লোমশ কহিলেন,—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম পাপমোচনী; ইহা পিশাচত্ব-নাশিনী। হে নৃপ! উহার কামপ্রদ সিদ্ধিদায়িনী কথা কহিতেছি; ইহা বিচিত্র, শুভদ, পাপঘ্নী ও ধর্ম্মদায়িনী। পূর্ব্বে একদা বসন্ত কাল, অপ্সরোগণসেবিত চৈত্ররথের ভ্রমরাকুলিত বনস্থলী; সেখানে কিন্নরগণসহ গন্ধর্ব্বকন্যাগণ বাদিত্র বাদনপূর্ব্বক আমোদ উপভোগ করিতেছেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ক্রীড়া করিতেছেন। চৈত্ররথ বন ব্যতীত অপর কোনই সুখদ বন নাই। ঐ বনে মুনিগণ বহু তপস্যা করিয়া থাকেন।১-৮। উহাদের মধ্যে মেধাবী নামে এক ঋষি ছিলেন। মঞ্জুঘোষানাম্নী এক অপ্সরা হাবভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ভয়ে সে ঋষির আশ্রমের একক্রোশ দূরে থাকিয়া সুমধুর গান ও বিপঞ্চীবাদন

গায়ন্তীং তামথালোক্য পুষ্পচন্দনসেবিতাম্ ॥ ১১
কামোঽপি বিজয়াকাঙ্ক্ষী শিবভক্তান্মুনীশ্বরান্
তস্যাঃ শরীরে সংবাসমকরোন্মনসঃ সুতঃ ॥ ১৩
কৃত্বা ভ্রুবৌ ধনুষ্কোটিং গুণং কৃত্বা কটাক্ষকম্।
মার্গণৌ নয়নে কৃত্বা পক্ষযুক্তে যথাক্রমম্ ॥১২
কুচৌ কৃত্বা পটকুটীং বিজয়ায়োপচক্রমে।
মঞ্জুঘোষাভবত্তস্য কামস্যৈব বরূথিনী ॥ ১৪
মেধাবিনং মুনিং দৃষ্ট্বা সাপি কামেন পীড়িতা।
যৌবনোদ্ভিন্নদেহোঽসৌ মেধাব্যপি বিরাজতে
সিতোপবীতসহিতো দৃষ্টঃ স্মর ইবাপরঃ।
মেধাবী বসতে চাসৌ চ্যবনস্যাশ্রমে শুভে ॥১৬
মঞ্জুঘোষা স্থিতং তত্র দৃষ্ট্বা সা মুনিপুঙ্গবম্।
মদনস্য বশং প্রাপ্তা মন্দং মন্দমগায়ত ॥ ১৭
রণদ্বলয়সংযুক্তাং শিঞ্জন্নূপুরমেখলাম্।
গায়ন্তীং তাং তথাভূতাং বিলোক্য মুনিপুঙ্গবঃ
মদনেন সসৈন্যেন নীতো মোহবশং বলাৎ।

মঞ্জুঘোষা সমাগম্য মুনিং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্ ॥ ১৯
হাবভাবকটাক্ষৈস্তং মোহয়ামাস চাঙ্গনা।
অধঃ সংস্থাপ্য বীণাং সা সস্বজে তং মুনীশ্বরম্ ॥
বলিতেব লতা বৃক্ষং বাতবেগেন কম্পিতম্।
সোঽপি রেমে তয়া সার্দ্ধং মেধাবী মুনিপুঙ্গবঃ ॥
তস্মিন্নেব ততো দৃষ্ট্বা তস্যাস্তং দেহমুত্তমম্।
শিবতত্ত্বং গতং তস্য কামতত্ত্ববশং গতঃ ॥ ২২
ন নিশাং ন দিনং সোঽপি রমন্ জানাতি কামুকঃ
বহুবর্ষং গতঃ কালো মুনেরাচারলোপতঃ ॥২৩
মঞ্জুঘোষা দেবলোকগমনায়োপচক্রমে।
গচ্ছন্তী তং প্রত্যুবাচ রমন্তং মুনিসত্তমম্।
আদেশো দীয়তাং ব্রহ্মন্ স্বদেশগমনায় মে ॥

মেধাব্যুবাচ।

অদ্যৈব ত্বং সমায়াতা প্রদোষাদৌ বরাননে।
যাবৎ প্রভাতসন্ধ্যা স্যাত্তাবত্তিষ্ঠ মমান্তিকে।
ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং ভয়ভীতা বভূব সা ॥২৫

করিতে লাগিল। পুষ্পচন্দনযুতা মঞ্জুঘোষাকে গান করিতে দেখিয়া কামদেবও বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন এবং শিবভক্ত মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে জয় করিবার জন্য মঞ্জুঘোষার দেহে বাস করিলেন। অপ্সরার ভ্রূযুগল কামের ধনুষ্কোটি, কটাক্ষ গুণ, নয়নদ্বয় পক্ষযুক্ত শরযুগল এবং কুচদ্বয় পটকুটী হইল। কাম এইরূপ সজ্জা রচনা করিয়া বিজয়ার্থ উদ্যত হইলেন। মঞ্জুঘোষা কামের বরূথিনী হইয়া দাঁড়াইল। মেধাবী মুনিকে দেখিবামাত্র মঞ্জুঘোষা কামপীড়িত হইল। মেধাবী মুনিও যৌবনোদ্ভিন্নদেহে বিরাজমান। তাঁহার গলে শুভ্র যজ্ঞোপবীত; যেন অপর কামদেববৎ তিনি পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। চ্যবন মুনির শুভ আশ্রমে মেধাবী বাস করিতেন। মঞ্জুঘোষা মুনিপুঙ্গব মেধাবীকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া কামদেবের বশীভূত হইল এবং ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। মুনিপুঙ্গব মেধাবী রণিতবলয় ও শিঞ্জিতনূপুর মেখলান্বিত মঞ্জুঘোষাকে দেখিবামাত্র সসৈন্য মদন কর্ত্তৃক সবলে মোহের বশে নীত হইলেন। মঞ্জুঘোষা মুনিকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া হাব-ভাব-কটাক্ষ-বিস্তারে তাঁহাকে মোহিত করিয়া ফেলিল এবং স্বীয় বীণা ভূতলে রাখিয়া মুনিবরকে আলিঙ্গন করিল। বাতবেগবিকম্পিত তরুকে যেন ব্রততী বেষ্টন করিয়া ধরিল। তখন মুনিবর মেধাবীও তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সেই বনপ্রদেশে অপ্সরার সেই উত্তম দেহ দর্শনে তাঁহার শিবতত্ত্ব অপগত হইল; তিনি কামতত্ত্বের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। রমণরত মেধাবী মুনির দিবারাত্র জ্ঞান রহিল না। মুনিজনোচিত আচার পরিত্যাগ করিয়া তিনি বহু বর্ষ অতিবাহিত করিলেন। মঞ্জুঘোষা দেবলোক গমনে উদ্যত হইল। সে যাইবার সময় রমণশীল মুনিকে বলিল—ব্রহ্মন্! আমায় স্বস্থানে গমনে আদেশ প্রদান করুন।৯—২৪। মেধাবী কহিলেন;—হে বরাননে! মাত্র আজই তুমি প্রদোষকালে আসিয়াছ। যাবৎ প্রভাত হয়, তাবৎ তুমি আমার নিকট অবস্থান কর। মুনির এই কথা শুনিয়া ভয়ভীতা মঞ্জুঘোষা পুনরায়

পুনর্বৈ রময়ামাস তমৃষিং নৃপসত্তম ।
মুনেঃ শাপভয়াভীতা বহুলান্ পরিবৎসরান্ ॥ ২
বর্ষাণাং পঞ্চপঞ্চাশন্নবমাসদিনত্রয়ম্ ।
সা রেমে মুনিনা তস্য নিশার্দ্ধমিব চাভবৎ ॥২৭
সা তং পুনরুবাচাথ তস্মিন্ কালে গতে মুনিম্
আদেশো দীয়তাং ব্রহ্মন্ গন্তব্যং স্বগৃহে ময়া

মেধাব্যুবাচ ।

প্রভাতমধুনা চাস্তে শ্রূয়তাং বচনং মম ।
সন্ধ্যা যাবচ্চ কুর্ব্বেঽহং তাবত্ত্বং বৈ স্থিরা ভব
ইতি বাক্যং মুনেঃ শ্রুত্বা জাতানন্দসমাকুলা ।
স্মিতং কৃত্বা তু সা কিঞ্চিৎ প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতে

অপ্সরা উবাচ ।

কিয়ৎপ্রমাণা বিপ্রেন্দ্র তব সন্ধ্যা গতানঘ ।
ময়ি প্রসাদং কৃত্বা তু গতকালো বিচার্য্যতাম্
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ।
গতকালস্য বিপ্রেন্দ্রঃ প্রমাণমকরোত্তদা ॥ ৩:

সমাশ্চ সপ্তপঞ্চাশদ্গতাস্তস্য তয়া সহ ।
চুক্রোধ স ততস্তস্থৈ জ্বালামালী বভূব হ ॥৩৩
নেত্রাভ্যাং বিস্ফুলিঙ্গান্ স মুঞ্চমানোঽতিকোপনঃ
কালরূপান্তু তাং দৃষ্ট্বা তপসঃ ক্ষয়কারিণীম্ ॥ ৩৪
দুঃখার্জ্জিতং ক্ষয়ং নীতং তপো দৃষ্ট্বা তয়া সহ ।
সকম্পোষ্ঠো মুনিস্তত্র প্রত্যুবাচাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৫
তাং শশাপাথ মেধাবী ত্বং পিশাচী ভবেতি চ
ধিক্ ত্বাং পাপে দুরাচারে কুলটে পাতকপ্রিয়ে
তস্য শাপেন সা দগ্ধা বিনয়াবনতা স্থিতা ।
উবাচ বচনং সুভ্রূঃ প্রসাদং বাঞ্ছতী মুনিম্ ।
প্রসাদং কুরু বিপ্রেন্দ্র শাপস্যানুগ্রহং কুরু ॥৩৭
সতাং সঙ্গো হি ভবতি বচোভিঃ সপ্তভিঃ পদৈঃ
ত্বয়া সহ মম ব্রহ্মন্নীতা বৈ বহুবৎসরাঃ ।
এতস্মাৎ কারণাৎ স্বামিন্ প্রসাদং কুরু সুব্রত

মুনিরুবাচ ।

শৃণু মে বচনং ভদ্রে শাপানুগ্রহকারকম্ ।

সেই ঋষির সহিত রমণ করিতে লাগিল। মুনির শাপভয়ে ভীত হইয়া সে বহু বৎসর রমণ করিল। পঞ্চাশৎ বর্ষ নয় মাস তিন দিন পর্য্যন্ত মঞ্জুঘোষা মুনির সহিত রমণ করিল; কিন্তু এই দীর্ঘকাল যেন তাঁহার নিশার্দ্ধের ন্যায় অতীত হইল। সেইকাল অতিবাহিত হইলে মঞ্জুঘোষা পুনরায় মুনিবর মেধাবীকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আমায় আদেশ প্রদান করুন, আমি স্বীয় গৃহে গমন করিব। মেধাবী কহিলেন,—এক্ষণে প্রভাতকাল উপস্থিত; আমার কথা শুন; যাবৎ আমি সন্ধ্যা করিব, তাবৎ এই স্থানে তুমি স্থির হইয়া থাক। মুনির এই কথা শুনিয়া মঞ্জুঘোষা আনন্দিত হইল,—এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া সবিস্ময়ে মুনিকে কিঞ্চিৎ বলিল। অপ্সরা কহিল,—হে বিপেন্দ্র! আপনার কিয়ৎ পরিমিত সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; মৎপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি একবার অতীত কালের বিচার করুন। অপ্সরার এই বাক্য শুনিয়া বিপ্রবর তখন বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে অতীত কালের পরিমাণ করিলেন; দেখিলেন,—অপ্সরার সহিত থাকিয়া তাঁহার সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। তখন মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। অতিকোপন মুনি সেই তপঃক্ষয়কারিণী কালরূপা অপ্সরাকে দেখিয়া এবং স্বীয় দুঃখার্জ্জিত তপস্যা তাহার সহিত অবস্থানে ক্ষয় পাইয়াছে বুঝিয়া কোপকম্পিতাধরে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন,—এবং "তুই পিশাচী হইবি" বলিয়া অপ্সরাকে অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন,—রে দুরাচারে কুলটে, পাতকপ্রিয়ে! তোকে ধিক্! অপ্সরা মুনির শাপে দগ্ধ হইয়া বিনয়াবনত-দেহে অবস্থানপূর্ব্বক মুনির প্রসাদ-আকাঙ্ক্ষায় কহিল,—হে বিপ্রেন্দ্র! মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন! অভিশাপ সম্বন্ধে অনুগ্রহ বিতরণ করুন। ২৫—৩৭। সাধুদিগের কথোপকথনে সাতটী পদের উচ্চারণ হইলেই বন্ধুতা হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার সহিত বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি! অতএব হে প্রভো! হে সুব্রত!

কিং করোমি ত্বয়া পাপে ক্ষয়ং নীতং মহত্তপঃ।
চৈত্রস্য কৃষ্ণপক্ষে তু ভবেদেকাদশী শুভা।
পাপমোচনিকা নাম সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করী ॥ ৪০
তস্যা ব্রতে কৃতে শুভ্রে পিশাচত্বং প্রয়াস্যতি।
ইত্যুক্তা সোঽপি মেধাবী জগাম পিতুরাশ্রমম্
তমাগতং সমালোক্য চ্যবনঃ প্রত্যুবাচ তম্।
কিমেতদ্বিহিতং পুত্র ত্বয়া পুণ্যং ক্ষয়ং কৃতম্ ॥৪২

মেধাব্যুবাচ।

পাতকং বৈ কৃতং তাত রমিতা চাপ্সরা ময়া।
প্রায়শ্চিত্তং ব্রূহি তাত যেন পাপক্ষয়ো ভবেৎ

চ্যবন উবাচ।

চৈত্রস্য চাসিতে পক্ষে নাম্না বৈ পাপমোচনী।
অস্যা ব্রতে কৃতে পুত্র পাপরাশিঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ
ইতি শ্রুত্বা পিতুর্বাক্যং কৃতং তেন ব্রতোত্তমম্
গতং পাপং ক্ষয়ং তস্য তপোযুক্তো বভূব সঃ॥

সাপ্যেবং মঞ্জুঘোষা চ কৃত্বৈতদ্‌ব্রতমুত্তমম্।
পিশাচত্বাদ্বিনির্ম্মুক্তা পাপমোচনিকাব্রতাৎ।
দিব্যরূপধরা সা বৈ গতা নাকে বরাপ্সরাঃ॥৩৬

লোমশ উবাচ।

পাপমোচনিকাং রাজন্ যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
তেষাং পাপঞ্চ যৎকিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বঞ্চ ক্ষয়ং ব্রজেৎ
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ।
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ ॥ ৪৮
ব্রতস্য চাস্য করণাৎ পাপমুক্তা ভবন্তি তে।
বহুপুণ্যপ্রদং হ্যেতৎকরণাদ্‌ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কৃষ্ণৈকাদশীপমোচনী নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বাসুদেব নমস্তুভ্যং কথয়স্ব মমাগ্রতঃ।
চৈত্রস্য শুক্লপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ ॥১

মৎপ্রতি অনুগ্রহ করুন! মুনি, বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমার শাপানুগ্রহকারক বচন শ্রবণ কর। হে পাপে! আমি কি করিব! তুমি আমার বিপুল তপস্যা ক্ষয় করিয়াছ। যাহা হউক, চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের শুভা একাদশী পাপমোচনিকা নামে প্রসিদ্ধা; উহা সর্ব্ব-পাপক্ষয়করী। সুতরাং সেই ব্রত আচরণ করিলে তোমার পিশাচত্ব নষ্ট হইবে। এই কথা কহিয়া সেই মেধাবী মুনি পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। চ্যবন তাহাকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন,—পুত্র! তুমি কি করিলে? পুণ্যক্ষয় করিয়া ফেলিলে! মেধাবী কহিলেন,—তাত! আমি পাপ করি-করিয়াছি; অপ্সরার সহিত রমণ করিয়াছি। অতএব পিতঃ! ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি বলুন,—যাহাতে পাপক্ষয় হইবে। চ্যবন কহিলেন, —চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম পাপ-মোচনী। এই একাদশী ব্রত করিলে, তোমার পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মেধাবী সেই উত্তম ব্রত আচরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার পাপ নষ্ট হইল, তিনি পুনরায় তপস্যাযুক্ত হইলেন। সেই

অপ্সরা মঞ্জুঘোষাও উক্ত উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠানে পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইল। পাপমোচনী একাদশী ব্রতের প্রভাবে সে দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। লোমশ কহিলেন,—যে সকল নর পাপমোচ-নিকা ব্রত আচরণ করে, তাহাদের নিখিল পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। হে রাজন্! ইহা পঠনে এবং শ্রবণে গোসহস্রদানের ফললাভ করা যায়। ব্রহ্মহত্যাকারী, হেম-হারী, সুরাপায়ী বা গুরুতল্পগামী যে কোন পাপী এই ব্রত করণে পাপমুক্ত হইয়া থাকে। এই ব্রতানুষ্ঠান বহু পুণ্যপ্রদ; ইহা উত্তম ব্রত। ৩৮—৪৯।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে বাসুদেব। আপনাকে নমস্কার। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় একা-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণুষ্বৈকমনা রাজন্ কথাং পুণ্যাং পুরাতনীম্।
বশিষ্ঠো যামকথয়ৎ প্রাগ্দিলীপায় পৃচ্ছতে॥ ২
দিলীপ উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব প্রসাদতঃ।
চৈত্রমাসি সিতে পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
চৈত্রস্য শুক্লপক্ষে তু কামদা নাম নামতঃ॥ ৪
একাদশী পুণ্যতমা পাপেন্ধনদবানলঃ।
শৃণু রাজন্ কথামেতাং পাপঘ্নীং পুণ্যদায়িনীম্॥
পুরা নাগপুরে রম্যে হেমরত্নবিভূষিতে।
পুণ্ডরীকমুখা নাগা নিবসন্তি মহোৎকটাঃ॥ ৬
তস্মিন্ পুরে পুণ্ডরীকো রাজা রাজ্যং চকার সঃ।
গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈশ্চৈব অপ্সরোভিশ্চ সেব্যতে॥৭
বরাপ্সরাস্তু ললিতা গন্ধর্বো ললিতস্তথা।
উভৌ রাগেণ সংরক্তৌ দম্পতী কামপীড়িতৌ
রেমাতে স্বগৃহে রম্যে ধনধান্যযুতে তদা।
ললিতায়াশ্চ হৃদয়ে পতির্বসতি সর্বদা॥ ৯
হৃদয়ে তস্য ললিতা নিত্যং বসতি ভামিনী।
একদা পুণ্ডরীকোঽথ ক্রীড়তে সদসি স্থিতঃ॥
গীতং গানং প্রকুরুতে ললিতো দয়িতাং বিনা।
পদবন্ধস্খলজ্জিহ্বো বভূব ললিতাং স্মরন্॥ ১১
মনোভাবং বিদিত্বাস্য কর্কটো নাগসত্তমঃ।
পদবন্ধচ্যুতিং তস্য পুণ্ডরীকে ন্যবেদয়ৎ॥ ১২
শ্রুত্বা কর্কোটকবচঃ পুণ্ডরীকো ভুজঙ্গরাট্।
ক্রোধসংরক্তনয়নো বভূবাতিভয়ঙ্করঃ॥ ১৩
শশাপ ললিতং তত্র গায়ন্তং মদনাতুরম্।
রাক্ষসো ভব দুর্বুদ্ধে ক্রব্যাদঃ পুরুষাদকঃ॥১৪
যতঃ পত্নীবশোপেতো গায়মানো মমাগ্রতঃ।
বচনাত্তস্য রাজেন্দ্র রক্ষোরূপো বভূব সঃ॥১৫
রৌদ্রাননো বিরূপাক্ষো দৃষ্টমাত্রো ভয়ঙ্করঃ।
বাহুযোজনবিস্তীর্ণৌ মুখং কন্দরসন্নিভম্॥১৬

দশীর নাম কি? তাহা আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! পূর্ব্বে দিলীপ রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বশিষ্ঠ যাহা কহিয়াছিলেন,—সেই পুণ্য পুরাতনী কথা একমনে শ্রবণ করুন। দিলীপ কহিলেন,—হে ভগবন্! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আপনার নিকট বলিতেছি, চৈত্রী শুক্লা একাদশীর নাম কামদা। এই একাদশী পুণ্যতমা; ইহা পাপরূপ ইন্ধনের দাবানলস্বরূপ। হে রাজন্! এই পাপঘ্নী পুণ্যদায়িনী কথা শ্রবণ করুন। পুরাকালে হেমরত্নভূষিত রম্য নাগপুরে পুণ্ডরীকপ্রমুখ বহু উৎকট নাগ বাস করিত। ঐ পুরে পুণ্ডরীক নামক নাগরাজ রাজ্য করিতেন। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরাগণ তাঁহার সেবা করিত। শ্রেষ্ঠ অপ্সরা ললিতা ও গন্ধর্ব্ব ললিত উভয়েই অনুরাগবদ্ধ ও কামপীড়িত হইয়া ধনধান্যসম্পন্ন রম্য স্বগৃহে দাম্পত্যভাবে বিহার করিত। ললিতার হৃদয়ে নিত্য পতি ললিত, আর ললিতের হৃদয়ে নিত্য ললিতা বিরাজমান। একদা পুণ্ডরীক সভায় থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ললিত, দয়িতা ললিতা বিনা একাকী গান করিতেছেন—গান করিতে করিতে ললিতাকে স্মরণ করিয়া পদবন্ধ উচ্চারণে তদীয় জিহ্বা স্খলিত হইল। নাগসত্তম কর্কোটক তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পুণ্ডরীকের নিকট তদীয় বন্ধচ্যুতির বিষয় নিবেদন করিলেন।১—১২। ভুজঙ্গরাজ পুণ্ডরীক কর্কোটকের বাক্য শুনিয়া ক্রোধরক্তনেত্রে অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং মদনাতুর অবস্থায় গীতনিরত ললিতকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন,—রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই 'শবভোজী রাক্ষস হ' যেহেতু পত্নীর বশতাপন্ন হইয়া আমার সমক্ষে তুই গান করিতেছিস্। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার বাক্যমাত্র ললিত ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণ করিল; রাক্ষস বিকটবদন, বিরূপাক্ষ, দৃষ্টিমাত্র ভয়ঙ্কর; তাহার বাহুযুগল যোজনায়ত এবং মুখ কন্দরসন্নিভ, নেত্র-

চন্দ্রসূর্য্যনিভে নেত্রে গ্রীবা পর্ব্বতসন্নিভা।
নাসারন্ধ্রে তু বিবরে অধরৌ যোজনায়তৌ ॥১৭
শরীরং তস্য রাজেন্দ্র উত্থিতং যোজনাষ্টকম্।
ঈদৃশো রাক্ষসো ভূত্বা ভুঞ্জানঃ কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥
ললিতা তু তথালোক্য স্বপতিং বিকৃতাকৃতিম্।
চিন্তয়ামাস মনসা দুঃখেন মহতার্দ্দিতা ॥ ১৯
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি পতিঃ শাপেন পীড়িতঃ
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মনসা শর্ম্ম নালভৎ ॥ ২০
চচার পতিনা সার্দ্ধং ললিতা গহনে বনে।
বভ্রাম বিপিনে দুর্গে কামরূপী স রাক্ষসঃ ॥ ২১
নির্ঘৃণঃ পাপনিরতো বিরূপঃ পুরুষাদকঃ।
ন সুখং লভতে রাত্রৌ ন দিবা পাপপীড়িতঃ ॥
ললিতা দুঃখিতাতীব পতিং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
বভ্রাম তেন সার্দ্ধং সা রুদতী গহনে বনে ॥ ২৩
দৃষ্ট্বাশ্রমপদং রম্যং মুনিং সংশান্তবিগ্রহম্।
শীঘ্রং জগাম ললিতা নমস্কৃত্যাগ্রতঃ স্থিতা ॥২৫

তাং দৃষ্ট্বা স মুনিঃ প্রাহ দুঃখিতাং হি দয়াপরঃ।
কা ত্বং কস্মাদিহায়াতা সত্যং বদ মমাগ্রতঃ ॥৩৫

ললিতোবাচ।

বীরধন্বেতি গন্ধর্ব্বঃ সুতা তস্য মহাত্মনঃ।
ললিতা নাম মাং বিদ্ধি পত্যর্থমিহ চাগতাম্ ॥২৬
ভর্ত্তা মে পাপদোষেণ রাক্ষসোঽভূন্মহামুনে।
রৌদ্ররূপো দুরাচারস্তং দৃষ্ট্বা নাস্তি মে সুখম্ ॥
সাম্প্রতং শাধি মাং ব্রহ্মন্ যৎকৃত্যং তদ্বদ প্রভো।
যেন পুণ্যেন বিপ্রেন্দ্র রাক্ষসত্বাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৮

ঋষিরুবাচ।

চৈত্রমাসস্য রম্ভোরু শুক্লপক্ষোঽস্তি সাম্প্রতম্।
কামদৈকাদশী নাম পাপঘ্নী ললিতে পরা ॥ ২৯
কুরুষ তদ্ব্রতং ভদ্রে বিধিপূর্ব্বং ময়োদিতম্।
অস্য ব্রতস্য যৎপুণ্যং তৎ স্বভর্ত্রে প্রদীয়তাম্
দত্তে পুণ্যে ক্ষণাত্তস্য শাপদোষঃ প্রয়াস্যতি।

যুগল চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ, গ্রীবা পর্ব্বত প্রায়, নাসারন্ধ্রদ্বয় গভীর গর্ত্ত তুল্য এবং অধরযুগ্ম যোজনায়ত। হে রাজেন্দ্র! সেই রাক্ষসের দেহ অষ্ট যোজন উচ্ছ্রিত। গন্ধর্ব্ব ললিত এইরূপে রাক্ষস হইয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে লাগিল। ললিতা স্বীয় পতিকে তাদৃশ বিকৃতাকার দেখিয়া মহাদুঃখে পীড়িত হইল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—আমি কি করি, কোথায় যাই, পতি আমার শাপপীড়িত হইয়াছেন। ললিতা এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে মনে আর কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিল না। সে পতির সহিত গভীর বনে বিচরণ করিতে লাগিল। কামরূপী রাক্ষস নির্ঘৃণ, পাপ-নিরত, বিকৃত-দেহ ও পুরুষাদক; সে, দুর্গম বিপিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু কি দিবা কি রাত্রি, কখনই তাহার সুখ নাই। ললিতা অতি দুঃখিতা হইয়া স্বামীকে তদবস্থ দর্শনে রোদন করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গভীর বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদিন এক রমণীয় আশ্রম পদ দেখিয়া ললিতা সত্বর তথায় গমন করিল এবং তন্মধ্যস্থ প্রশান্তদেহ মুনিকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে গিয়া দাঁড়াইল। মুনি তাহাকে দুঃখিতা দেখিয়া দয়াপরবশচিত্তে বলিলেন, কে তুমি, কেন এখানে আসিয়াছ? আমার নিকট সত্য করিয়া বল। ললিতা কহিল—আমি মহাত্মা বীরধন্বা গন্ধর্ব্বের কন্যা; আমার নাম ললিতা, জানিবেন—আমি পতিনিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছি। হে মুনে! আমার ভর্ত্তা পাপদোষে রুদ্রমূর্ত্তি দুরাচার রাক্ষস হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। হে বিপ্রেন্দ্র! যেরূপ পুণ্যাচরণে পতি আমার রাক্ষসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন, সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ১৩—২৮। ঋষি কহিলেন,—সুন্দরি! সম্প্রতি চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ চলিতেছে। এই পক্ষের একাদশীর নাম কামদা; ললিতে! এই তিথি প্রধানতঃ পাপঘ্নী। ভদ্রে! এই তিথিতে তুমি বিধিপূর্ব্বক ব্রতাচরণ কর এবং সেই ব্রতের

ইতি শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং ললিতা হর্ষিতাভবৎ ॥
উপোষ্যৈকাদশীং রাজন্ দ্বাদশীদিবসে তথা ।
বিপ্রস্যৈব সমীপে তস্যাসুদেবস্য চাগ্রতঃ ॥ ৩২
বাক্যমুবাচ ললিতা স্বপত্যুদ্ধারণায় বৈ ।
ময়া তু তদ্‌ব্রতঞ্চীর্ণং কামদায়া উপোষণম্ ॥ ৩৩
তস্য পুণ্যপ্রভাবেন গচ্ছত্বস্য পিশাচতা ।
ললিতাবচনাদেব বর্ত্তমানোঽপি তৎক্ষণে ॥ ৩৪
গতপাপঃ সললিতো দিব্যদেহো বভূব হ ।
রাক্ষসত্বং গতং তস্য প্রাপ্তা গন্ধর্ব্বতা পুনঃ ॥
হেমরত্নসমাকীর্ণো রেমে ললিতয়া সহ ।
বিমানবরমারূঢ়ৌ পূর্ব্বরূপাধিকৌ চ তৌ ॥ ৩৬
দম্পতী অত্যশোভেতাং কামদায়াঃ প্রভাবতঃ
ইতি জ্ঞাত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যৈষা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৭
লোকানান্তু হিতার্থায় তবাগ্রে কথিতা ময়া ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপঘ্নী পিশাচত্ববিনাশনী ॥ ৩৮
নাতঃ পরতরা কাচিৎত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে চৈত্রশুক্লাকো মদৈকাদশী নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

পুণ্যফল পতিকে অর্পণ কর। এইরূপ পুণ্যদানে ক্ষণমধ্যেই তোমার ভর্ত্তার পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে। মুনির এই বাক্য শুনিয়া ললিতা হর্ষিতা হইল এবং একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণ ও বাসুদেবের সমীপে স্বীয় পতির উদ্ধারের নিমিত্ত বলিল,—আমি যে কামদা একাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করিলাম, এই ব্রতপুণ্যফলে পতির পিশাচত্ব দূরীভূত হউক। ললিতা এই কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্ব ললিত নিষ্পাপ হইয়া দিব্যদেহ ধারণ করিল। তাহার রাক্ষসত্ব ঘুচিয়া গেল। সে পুনরায় গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিল। তাহার দেহ হেমরত্নাভরণে ভূষিত হইল। সে ললিতার সহিত রমণ করিতে লাগিল। কামদা একাদশীর প্রভাবে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপসম্পন্ন হইয়া শ্রেষ্ঠ বিমানারোহণে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। হে নৃপবর! ইহা জানিয়া এই একাদশী যত্নের সহিত কর্ত্তব্য। লোকসমূহের হিতের নিমিত্ত তোমার নিকট আমি ইহা কহিলাম। এই একাদশী ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশিনী এবং পিশাচত্ববিমোচনী। চরাচর ত্রৈলোক্যে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিথি আর নাই। এই বিবরণ পঠনে এবং শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ২৯—৩৯।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বৈশাখস্যাসিতে পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ।
মহিমানং কথয় মে বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সৌভাগ্যদায়িনী রাজন্নিহ লোকে পরত্র চ।
বৈশাখকৃষ্ণপক্ষে তু নাম্না চৈব বরূথিনী ॥ ২
বরূথিন্যা ব্রতেনৈব সৌখ্যং ভবতি সর্ব্বদা।
পাপহানিশ্চ ভবতি সৌভাগ্যপ্রাপ্তিরেব চ ॥৩
দুর্ভগা যা করোত্যেনাং সা স্ত্রী সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ
লোকানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥৪

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—বাসুদেব! বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? মাহাত্ম্য কি? তাহা আমার নিকট বলুন, আপনাকে নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, —রাজন্! এই একাদশী ইহপরকালে সৌভাগ্যদায়িনী। ইহার নাম বরূথিনী। বরূথিনী একাদশীব্রতের ফলে সর্ব্বদা সৌখ্য লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে পাপহানি ও সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। যে দুর্ভগা নারী এই ব্রত আচরণ করে, সে সৌভাগ্য লাভ করে। ইহা সর্ব্বলোকের ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী,

সর্ব্বপাপহরা নৃণাং গর্ভবাসনিকৃন্তনী।
বরূথিন্যা ব্রতেনৈব মান্ধাতা স্বর্গতিং গতঃ॥ ৫
ধুন্ধুমারাদয়শ্চান্যে রাজানো বহবস্তথা।
ব্রহ্মকপালনির্ম্মুক্তো বভূব ভগবান্ ভবঃ॥ ৬
দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্যতি যো নরঃ।
রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে স্বর্ণভারং দদাতি যঃ।
তত্তুল্যং ফলমাপ্নোতি বরূথিন্যা ব্রতং চরন্॥ ৭
শ্রদ্ধাবান্ যস্তু কুরুতে বরূথিন্যা ব্রতং নরঃ।
বাঞ্ছিতং লভতে সোঽপি ইহ লোকে পরত্র চ॥
পবিত্রা পাবনী হ্যেষা মহাপাতকনাশিনী।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব কর্ত্তৃণাং নৃপসত্তম॥ ৯
অশ্বদানান্নৃপশ্রেষ্ঠ গজদানং বিশিষ্যতে।
গজদানাদ্ ভূমিদানং তিলদানং ততোঽধিকম্
তস্মাচ্চ স্বর্ণদানং বৈ অন্নদানং ততোঽধিকম্।
অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং তৃপ্তিরন্নেন জায়তে।
তৎ সমং কবিভিঃ প্রোক্তং কন্যাদানং নৃপোত্তম
ধেনুদানঞ্চ তত্তুল্যমিত্যাহ ভগবান্ স্বয়ম্।
প্রোক্তেভ্যঃ সর্ব্বদানেভ্যো বিদ্যাদানং
বিশিষ্যতে॥ ১৩॥
তৎফলং সমবাপ্নোতি নরঃ কৃত্বা বরূথিনীম্।
কন্যাবিত্তেন জীবন্তি যে নরাঃ পাপমোহিতাঃ॥
পুণ্যক্ষয়ং তে গচ্ছন্তি নিরয়ং যাতনাময়ম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ন গ্রাহ্যং কন্যকাধনম্॥১৫
যশ্চ গৃহ্নাতি লোভেন কন্যাং ক্রীত্বা চ তদ্ধনম্
সোঽন্যজন্মনি রাজেন্দ্র ওতুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥
কন্যাং পুণ্যেন যো দদ্যাদ্‌যথাশক্তি স্বলঙ্কৃতাম্
তৎপুণ্যসংখ্যাং নৃপতে চিত্রগুপ্তো ন শক্নুয়াৎ
তত্তুল্যং ফলমাপ্নোতি নরঃ কৃত্বা বরূথিনীম্।
কাংস্যং মাষং মসূরাংশ্চ চণকান্ কোদ্রবাংস্তথা
শাকং মধু পরান্নঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনে।
বৈষ্ণবো ব্রতকর্ত্তা চ দশম্যাং দশ বর্জ্জয়েৎ॥১৯
দ্যূতং ক্রীড়াঞ্চ নিদ্রাঞ্চ তাম্বূলং দন্তধাবনম্।

সর্ব্বপাপহারিণী ও গর্ভবাসনিবারিণী। বরূথিনীব্রতের প্রভাবেই মান্ধাতা স্বর্গগতি লাভ করিয়াছিলেন। ধুন্ধুমারাদি অন্যান্য বহু রাজাও ইহার মাহাত্ম্যে স্বর্গলাভ করেন। ভগবান্ ভব এই ব্রত করিয়াই ব্রহ্মকপাল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। দশ সহস্র বর্ষ তপস্যা করিলে এবং কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে স্বর্ণভার প্রদানে যে ফল হয়, বরূথিনী ব্রত আচরণেও তত্তুল্য ফল হইয়া থাকে। যে শ্রদ্ধাবান্ নর বরূথিনী ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে ইহপরকালে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই একাদশী পবিত্রা, পাবনী, মহাপাতকনাশিনী এবং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। হে নৃপবর! অশ্বদান হইতে গজদান, গজদান হইতে ভূমিদান, ভূমিদান হইতে তিল দান, তাহা হইতে সুবর্ণদান এবং সুবর্ণদান হইতে অন্নদান প্রশস্ত। এই দানের তুল্য দান কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। অন্ন দ্বারাই পিতৃ দেব ও মনুষ্যগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। হে নৃপোত্তম! পণ্ডিতগণ কন্যাদানকে অন্নদানের তুল্য বলিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—ধেনুদানও অন্নদানের তুল্য হইতে পারে। অপিচ, উল্লিখিত সমস্ত দান অপেক্ষা বিদ্যাদানই প্রশস্ত। মানব যদি বরূথিনীব্রত করে, তবে উক্ত বিদ্যাদানেরও তুল্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা পাপমোহিত হইয়া কন্যাবিত্ত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের পুণ্যক্ষয় হয়; তাহারা যাতনাময় নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব কন্যাধন কোনক্রমেই গ্রহণ করিবে না। ১—১৪। যে ব্যক্তি লোভবশে কন্যা বিক্রয় করিয়া সেই ধন গ্রহণ করে, হে রাজেন্দ্র! সে জন্মান্তরে নিশ্চয় বিড়াল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যা পুণ্যার্জ্জনার্থ প্রদান করে, হে নৃপতে! তাহার পুণ্যসংখ্যা চিত্রগুপ্তও করিতে পারেন না। বরূথিনীব্রত করিলে নর ঐ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবজন দশমীদিনে কাংস্য, মাষ, মসূর, চণক, কোদ্রব, শাক, মধু, পরমান্ন, পুনর্ভোজন ও

পরাপবাদং পৈশুন্যং স্তেয়ং হিংসাং তথা রতিম্
ক্রোধঞ্চৈবানৃতং বাক্যমেকাদশ্যাং বিবর্জ্জয়েৎ ।
কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং তৈলং পতিত-ভাষণম্ ॥ ২১
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনম্ ।
বৃষপৃষ্ঠং মসূরান্নং দ্বাদশ্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২২
অনেন বিধিনা রাজন্ বিহিতা যৈর্ব্বরূথিনী ।
সর্ব্বপাপক্ষয়ং কৃত্বা দদ্যাৎ প্রান্তেঽক্ষয়াং গতিম্
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা পূজিতো মধুসূদনঃ ॥২৩
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যা পাপভীরুভিঃ ॥ ২৪
ক্ষপারিতনয়াদ্ভীতো নরঃ কুর্য্যাদ্বরূথিনীম্ ।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥২৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বৈশাখকৃষ্ণবরূথিন্যেকাদশী নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

মৈথুন এই দশটী বর্জ্জন করিবে। একাদশীতে দ্যূত, ক্রীড়া, নিদ্রা, তাম্বুল, দন্তধাবন, পরাপবাদ, পৈশুন্য, স্তেয়, হিংসা, রতি, ক্রোধ, ও অনৃত বাক্য বর্জ্জনীয়। দ্বাদশীতে কাংস্য, মাংস, সুরা, মধু, তৈল, পতিত-সম্ভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, পুনর্ভোজন, মৈথুন, বৃষপৃষ্ঠারোহণ, ও মসূরান্ন পরিত্যাজ্য। এইরূপ বিধান অনুসারে যাহারা বরূথিনীব্রত করে, তাহাদের সর্ব্বপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তাহারা অন্তে অক্ষয় গতি লাভ করিয়া থাকে। এইদিন রাত্রিতে জাগরণ করিয়া যাহারা মধুসূদনকে পূজা করে, তাহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপভীরু ব্যক্তিগণ সর্ব্ব প্রযত্নে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। যমভয়ভীত মানবের পক্ষে এই ব্রত কর্ত্তব্য। ইহা পঠনে এবং শ্রবণে গোসহস্রদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রতকর্ত্তা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বিহার করে। ১৫—২৫।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
বৈশাখশুক্লপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ ।
কিং ফলং কো বিধিস্তত্র কথয়স্ব জনার্দ্দন ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
ইদমেব পুরা পৃষ্টং রামচন্দ্রেণ ধীমতা ।
বসিষ্ঠং প্রতি রাজেন্দ্র যত্ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥ ২
রাম উবাচ ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বদুঃখনিকৃন্তনম্ ॥ ৩
ময়া দুঃখানি ভুক্তানি সীতাবিরহজানি তু ।
ততোঽহং ভয়ভীতোঽস্মি পৃচ্ছামি ত্বাং মহামুনে
বসিষ্ঠ উবাচ ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাম তবৈষা নৈষ্ঠিকী মতিঃ ।
ত্বন্নামগ্রহণেনৈব পূতো ভবতি মানবঃ ॥ ৫

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে জনার্দ্দন! বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? উহার অনুষ্ঠানের ফল কি? এবং বিধি কি? তাহা আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরাকালে ধীমান্ রামচন্দ্র বশিষ্ঠ মুনির নিকট ইহাই জিজ্ঞাসা করেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বপাপক্ষয়কর সর্ব্বদুঃখনাশন কোন উত্তম ব্রতের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহামুনে! আমি সীতাবিরহজনিত বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছি; তাই ভয়ভীত হইয়া আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এ তোমার নৈষ্ঠিকী মতি, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। মানব তোমার নাম স্মরণ মাত্রেই

তথাপি কথয়িষ্যামি লোকানাং হিতকাম্যয়া।
পবিত্রং পাবনানাঞ্চ ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্‌॥ ৬
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে রাম চৈকাদশী ভবেৎ।
মোহিনী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা পরা॥৭
মোহজালাৎ প্রমুচ্যন্তে পাতকানাং সমূহতঃ।
অস্যা ব্রতপ্রভাবেন সত্যং সত্যং বদাম্যহম্‌॥৮
অতঃ কারণতো রাম কর্ত্তব্যেষা ভবাদৃশৈঃ।
পাতকানাং ক্ষয়করী মহাদুঃখবিনাশিনী॥ ৯
শৃণুষ্বৈকমনা রাম কথাং পাপহরাং পরাম্‌।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ মহাপাপং প্রণশ্যতি॥ ১০
সরস্বত্যাস্তটে রম্যে পুরী ভদ্রাবতী শুভা।
দ্যুতিমান্নাম নৃপতিস্তত্র রাজ্যং করোতি বৈ॥১১
চন্দ্রবংশোদ্ভবো নাম ধৃতিমান্‌ সত্যসঙ্গরঃ।
তত্র বৈশ্যো নিবসতি ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্‌॥ ১২
ধনপাল ইতি খ্যাতঃ পুণ্যকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ।
প্রপাকূপমঠারামতড়াগগৃহকারকঃ॥ ১৩
বিষ্ণুভক্তিরতঃ শান্তস্তস্যাসন্‌ পঞ্চ পুত্রকাঃ।
সুমনা দ্যুতিমাংশ্চৈব মেধাবী সুকৃতস্তথা॥ ১৪
পঞ্চমো ধৃষ্টবুদ্ধিশ্চ মহাপাপরতঃ সদা।
পরস্ত্রীসঙ্গনিরতো বিটগোষ্ঠীবিশারদঃ॥ ১৫
দ্যূতাদিব্যসনাসক্তঃ পরস্ত্রীরতিলালসঃ।
ন চ দেবার্চ্চনে বুদ্ধির্ন পিতৃন্‌ ন দ্বিজান্‌ প্রতি
অন্যায়বর্ত্তী দুষ্টাত্মা পিতুর্দ্রব্যক্ষয়ঙ্করঃ।
অভক্ষ্যভক্ষকঃ পাপী সুরাপানে রতঃ সদা॥ ১৭
বেশ্যাকণ্ঠে ক্ষিপ্তবাহুর্ভ্রমন্‌ দুষ্টশ্চতুষ্পথে।
পিত্রা নিষ্কাসিতো গেহাৎ পরিত্যক্তশ্চ বান্ধবৈঃ
স্বদেহভূষণান্যেব ক্ষয়ং নীতানি তেন বৈ।
গণিকাভিঃ পরিত্যক্তো নিন্দিতশ্চ ধনক্ষয়াৎ॥
ততশ্চিন্তাপরো জাতো বস্ত্রহীনঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কেনোপায়েন জীব্যতে
তস্করত্বং সমারব্ধং তত্রৈব নগরে পিতুঃ।
গৃহীতো রাজপুরুষৈর্মুক্তশ্চ পিতৃগৌরবাৎ॥২১

পূত হইয়া থাকে। তথাপি লোকহিত-কামনায় পবিত্র হইতেও পবিত্র, ব্রত মধ্যে উত্তম ব্রত তোমার নিকট বলিতেছি। হে রাম! বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম মোহিনী; মোহিনী সর্ব্বপাপনাশিনী। এই মোহিনীব্রতের ফলে নর পাতকসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করে। ইহা তোমার নিকট সত্য সত্যই বলিতেছি। হে রাম! এই কারণেই ভবাদৃশ জনগণের ইহা কর্ত্তব্য। ইহা পাতকসমূহের ক্ষয়করী ও মহাদুঃখ-বিনাশিনী। হে রাম! একমনে পাপহর পরম কথা শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণমাত্র মহা পাপ প্রনষ্ট হইয়া থাকে। সরস্বতীর রম্য তটে ভদ্রাবতীপুরে দ্যুতিমান্‌ নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। রাজা চন্দ্রবংশে উৎপন্ন; তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধৃতিমান্‌ ছিলেন। তাঁহার নগরে ধন-ধান্য-সমৃদ্ধি-শালী ধনপাল নামে এক পুণ্যকর্ম্মা বৈশ্য বাস করিত। বৈশ্য স্থানে স্থানে প্রপা, কূপ, মঠ, আরাম, তড়াগ ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া-ছিল। সে বিষ্ণুভক্তিরত ও শান্তচিত্ত ছিল। তাহার পাঁচ পুত্র; তাহাদের নাম সুমনা, দ্যুতিমান্‌, মেধাবী, সুকৃত ও ধৃষ্ট-বুদ্ধি। শেষোক্ত পুত্র সর্ব্বদা পাপ নিরত, পরস্ত্রী-প্রসক্ত, বিটগোষ্ঠী-বিশারদ, দ্যূতাদি ব্যসনা-সক্ত, ও পরস্ত্রীরতিলম্পট; তাহার দেব ব্রাহ্মণ বা পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল না। ধৃষ্টবুদ্ধি সর্ব্বদাই অন্যায়বর্ত্তী, দুষ্টাত্মা, পিতৃদ্রব্যক্ষয়কারী, অভক্ষ্য-ভক্ষক, পাপিষ্ঠ ও সুরাপান-রত। সে প্রায়শই বাহু দ্বারা বেশ্যার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া চতু-ষ্পথে ভ্রমণ করিত। পিতা তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন; তাহার বান্ধব-গণ তাহাকে পরিত্যাগ করিল। নিজের যে কিছু বসনভূষণ ছিল, তাহা সে ব্যসনে বিলাসে অপচয় করিয়া ফেলিল। ধনক্ষয়ে গণিকাগণের নিকট সে নিন্দিত হইল, অব-শেষে তাহাকে তাহারা তাড়াইয়া দিল। তখন সে বিবস্ত্র ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—অহো, আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কি উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।১—২০। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পিতার

পুনর্বদ্ধঃ পুনস্ত্যক্তঃ পুনর্বদ্ধঃ সসত্রমৈঃ।
ধৃষ্টবুদ্ধির্দুরাচারো নিবধ্য নিগড়ৈর্দৃঢ়ৈঃ॥ ২২
কশাঘাতৈস্তাড়িতশ্চ পীড়িতশ্চ পুনঃপুনঃ।
ন স্থাতব্যং হি মন্দাত্মংস্ত্বয়া মদ্দেশগোচরে॥ ২৩
এবমুক্তা ততো রাজ্ঞা মোচিতো দৃঢ়বন্ধনাৎ।
নির্জগাম ভয়াত্তস্য গতোঽসৌ গহনং বনম্‌॥২৪
ক্ষুত্তৃষাপীড়িতশ্চায়মিতশ্চেতশ্চ ধাবতি।
সিংহবন্নিজঘানাসৌ মৃগশূকরচিত্রলান্‌॥ ২৫
আমিষাহারনিরতো বনে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
করে শরাসনং কৃত্বা নিষঙ্গং পৃষ্ঠসঙ্গতম্‌॥ ২৬
অরণ্যচারিণো হন্তি পক্ষিণশ্চ পদা চরন্‌।
চকোরাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ কঙ্কতিত্তিরমূষিকান্‌॥ ২৭
এতানন্যান্‌ হিনস্ত্যন্ধো ধৃষ্টবুদ্ধিস্তু নির্ঘৃণঃ।
পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্নিমগ্নঃ পাপকর্দমে॥ ২৮

দুঃখশোকসমাবিষ্টঃ পীড্যমানো দিবানিশম্‌।
কৌণ্ডিন্যস্যাশ্রমপদং প্রাপ্তঃ পুণ্যাগমাৎ ক্বচিৎ
মাধবে মাসি জাহ্নব্যাং কৃতস্নানং তপোধনম্‌।
আসসাদ ধৃষ্টবুদ্ধিঃ শোকভারেণ পীড়িতঃ॥ ৩০
তদ্বস্ত্রবিন্দুস্পর্শেন গতপাপো হতাশুভঃ।
কৌণ্ডিন্যস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥

ধৃষ্টবুদ্ধিরুবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মন্‌ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দয়াং কৃত্বা মমোপরি
যেন পুণ্যপ্রভাবেন মুক্তির্ভবতি তদ্বদ॥ ৩২

কৌণ্ডিন্য উবাচ।

শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা যেন পাপক্ষয়স্তব।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে মোহিনী নাম বিশ্রুতা॥
একাদশী ব্রতং তস্যাঃ কুরু মদ্বাক্যনোদিতঃ।
মেরুতুল্যানি পাপানি ক্ষয়ং গচ্ছন্তি দেহিনাম্‌
বহুজন্মার্জ্জিতান্যেষা মোহিনী সমুপোষিতা।
ইতি বাক্যং মুনেঃ শ্রুত্বা ধৃষ্টবুদ্ধিঃ প্রসন্নধীঃ॥৩৫
ব্রতং চকার বিধিবৎ কৌণ্ডিন্যস্যোপদেশতঃ।
কৃতে ব্রতে নৃপশ্রেষ্ঠ গতপাপো বভূব সঃ॥ ৩৬

নগরে চৌর্য্য আরম্ভ করিল। রাজপুরুষগণ চৌর্য্যাপরাধে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু ধনপালের পুত্র বলিয়া তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এইরূপে সে পুনঃপুনঃ বদ্ধ ও পুনঃপুনঃ মুক্তি প্রাপ্ত হইল। এক একবার দৃঢ় নিগড় বন্ধনে নিবদ্ধ হইয়া কশা-ঘাতে তাড়িত ও পীড়িত হইতে লাগিল। অবশেষে তত্রত্য রাজা তাহাকে বলিলেন,—রে মন্দাত্মন্‌! আর আমার অধিকারে থাকিতে পারিবে না, এই বলিয়া দৃঢ় বন্ধন হইতে তাহাকে মোচন করিয়া দিলেন। রাজার ভয়ে সে, নিবিড় বনে পলায়ন করিল এবং বনমধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বনমধ্যে অনন্যোপায় হইয়া সে আমিষাহার আরম্ভ করিল; সিংহের ন্যায় মৃগ, শূকর ও চিত্রলদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এই ভাবে সর্ব্বদা বনে বাস করিয়া করে শরাসন ও পৃষ্ঠে নিষঙ্গ ধারণপূর্ব্বক অরণ্যচারী মৃগ-পক্ষীদিগকে ধৃষ্টবুদ্ধি সতত, বিনাশ করিতে থাকিল। চকোর, ময়ূর, কঙ্ক, তিত্তির ও মূষিক এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক পক্ষী নির্ঘৃণ ধৃষ্টবুদ্ধির হস্তে নিহত হইল। পূর্ব্বজন্মকৃত ঘোর পাপে ধৃষ্টবুদ্ধি ইহজন্মেও পাপপঙ্কে মগ্ন হইয়, দুঃখশোকে সমাবিষ্ট ও অহোরাত্র পীড্যমান হইতে লাগিল। একদা পুণ্যযোগে সে কৌণ্ডিন্য মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মুনির অগ্রে যুক্তকরে অবস্থিত হইয়া কহিল,—ভো ভো! ব্রহ্মন্‌! আপনি আমার উপর দয়া করিয়া যেরূপ পুণ্যপ্রকর্ষে আমি মুক্ত হইতে পারি, তাহা আমায় বলুন।২১—৩২। কৌণ্ডিন্য কহিলেন,—যাহাতে তোমার পাপক্ষয় হইবে, একমনে তাহা শ্রবণ কর। বৈশাখের শুক্ল-পক্ষে মোহিনী নামে একাদশী বিখ্যাত। আমার উপদেশে তুমি ঐ একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান কর। মোহিনীতে উপবাস করিলে বহুজন্ম সঞ্চিত মেরুতুল্য পাপরাশিও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। মুনির এই বাক্য শুনিয়া ধৃষ্টবুদ্ধি প্রসন্নমনে যথাবিধি ব্রতাচরণ করিল। হে নৃপসত্তম রাম! ব্রত সুসম্পা-দিত হইলে তাহার পাপ অপগত

দিব্যদেহস্ততো ভূত্বা গরুড়োপরি সংস্থিতঃ।
জগাম বৈষ্ণবং লোকং সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতম্ ॥৩৭
ইতীদৃশং রামচন্দ্র উত্তমং মোহিনীব্রতম্।
নাতঃপরতরং কিঞ্চিত্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥৩৮
যজ্ঞাদিতীর্থদানানি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বৈশাখশুক্লমোহিন্যেকাদশী নাম একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জ্যৈষ্ঠস্য কৃষ্ণপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ।
শ্রোতুমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং তদ্বদস্ব জনার্দ্দন ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ লোকানাং হিতকাম্যয়া।
বহুপুণ্যপ্রদা হ্যেষা মহাপাতকনাশিনী ॥ ২

অপরা নাম রাজেন্দ্র অপরা পুত্রদায়িনী।
লোকে প্রসিদ্ধিতাং যাতি অপরাং যস্তু সেবতে
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোঽপি গোত্রহা ভ্রূণহা তথা। ৩
পরাপবাদবাদী চ পরস্ত্রীরসিকোঽপি চ ॥ ৪
অপরাসেবনাদ্রাজন্ বিপাপ্মা ভবতি ধ্রুবম্।
কূটসাক্ষ্যং কূটমানং তুলাকূটং করোতি যঃ ॥৫
কূটবেদং পঠেদ্যস্তু কূটশাস্ত্রং তথৈব চ।
জ্যোতিষী গণকঃ কূটঃ কূটায়ুর্ব্বেদিকো ভিষক্
কূটসাক্ষ্যসমাযুক্তো বিজ্ঞেয়া নরকৌকসঃ।
অপরাসেবনাদ্রাজন্ পাপৈর্মুক্তা ভবন্তি তে ॥ ৭
ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষাত্রধর্ম্মং যস্ত্যক্ত্বা যুদ্ধাৎ পলায়তে।
স যাতি নরকং ঘোরং স্বীয়ধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৮
অপরাসেবনাৎ সোঽপি পাপং ত্যক্ত্বা দিবং ব্রজেৎ।
বিদ্যাবান্ যঃ স্বয়ং শিষ্যো গুরুনিন্দাং করোতি চ ॥ ৯
স মহাপাতকৈর্যুক্তো নিরয়ং যাতি দারুণম্।

হইল। সে দিব্যদেহে গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া সর্ব্বোপদ্রবহীন বৈষ্ণবলোকে প্রয়াণ করিল। হে রামচন্দ্র! উত্তম মোহিনী-ব্রত এই প্রকার। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্রত চরাচর ত্রৈলোক্যে আর নাই। যজ্ঞ বা তীর্থ সকল এই ব্রতের ষোড়ষাংশের একাংশের ন্যায়ও মাহাত্ম্যময় নহে। হে রাজন্! ইহা পঠনে এবং শ্রবণে গোসহস্র-দানজন্য ফললাভ হইয়া থাকে। ৩৩—৩৯।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।৪৯।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি? হে জনার্দ্দন! উহার মাহাত্ম্য আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্! লোকগণের হিতকামনায় আপনি সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন। এই একাদশী বহু পুণ্যদায়িনী ও মহাপাতক-নাশিনী। হে রাজেন্দ্র! এই একাদশীর অপর নাম অপরা। অপরা পুত্রপ্রদায়িনী। যে ব্যক্তি অপরার সেবা করে, জগতে সে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। হে রাজন্! ব্রহ্ম-হত্যাকারী, গোত্রহা, ভ্রূণহা, পরাপবাদী বা পরস্ত্রীগামী ব্যক্তিও এই অপরা সেবনে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। যাহারা কূটসাক্ষ্য, কূটমান ও তুলাকূটকারী, কূটবেদ ও কূটশাস্ত্র-পাঠক, জ্যোতিষী, গণক, কূটকার, কূটায়ু-র্ব্বেদাভিজ্ঞ চিকিৎসক ও কূটসাক্ষ্যদাতা, তাহাদের সকলেরই নরকবাস নিশ্চিত। কিন্তু হে রাজন্! এই অপরা-সেবনে তাহারাও পাপমুক্ত হইয়া থাকে।১—৭। যে ক্ষত্রিয় ক্ষাত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে পলায়ন করে, সে স্বীয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই অপরা-সেবনে তাদৃশ পাপীও পাপ-ক্ষালন করিয়া স্বর্গে গমন করে। ৮। ব্যক্তি লব্ধবিদ্য হইয়া গুরু নিন্দা করে, সেই

অপরাসেবনাৎ সোঽপি সদ্গতিং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
মহিমানমপরায়াঃ শৃণু রাজন্ বদাম্যহম্।
মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রয়াগে যৎফলং নৃণাম্॥
কাশ্যাং যৎ প্রাপ্যতে পুণ্যমুপরাগে নিমজ্জনাৎ
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন পিতৃণাং তৃপ্তিদো যথা॥১২
সিংহস্থিতে দেবগুরৌ গোতম্যাং স্নাতকো নরঃ
কন্যাগতে গুরৌ রাজন্ কৃষ্ণবেণীনিমজ্জনাৎ॥
যৎফলং সমবাপ্নোতি কুম্ভকেদারদর্শনাৎ।
বদর্য্যাশ্রমযাত্রায়াং তত্তীর্থসেবনাদপি॥ ১৪
যৎফলং সমবাপ্নোতি কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে।
গজাশ্বহেমদানেন যজ্ঞং কৃত্বা সদক্ষিণম্॥ ১৫
তাদৃশং ফলমাপ্নোতি অপরাব্রতসেবনাৎ।
অর্দ্ধপ্রসূতাং গাং দত্বা সুবর্ণং বসুধাং তথা॥১৬
নরো যৎফলমাপ্নোতি অপরায়া ব্রতেন তৎ।
পাপদ্রুমকুঠারীয়ং পাপেন্ধনদবানলঃ॥ ১৭
পাপান্ধকারতরণিঃ পাপসারঙ্গকেশরী।
বুদ্বুদা ইব তোয়েষু পুত্তিকা ইব জন্তুষু॥ ১৮
জায়ন্তে মরণায়ৈব একাদশ্যা ব্রতং বিনা।
অপরাং সমুপোষ্যৈব পূজয়িত্বা ত্রিবিক্রমম্॥ ১৯
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় তবাগ্রে কথিতং ময়া।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ২০
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণাপরৈকাদশী নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অপরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং শ্রুতং সর্ব্বং জনার্দ্দন।
জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লপক্ষে তু স্যাদ্যা তাং বদ মানদ
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
এনাং বক্ষ্যতি ধর্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ২

মহাপাতকযুক্ত হয় এবং দারুণ নরকে গমন করিয়া থাকে। এই অপরা-সেবনে তাদৃশ পাপীও সদ্গতি লাভ করে। হে রাজন্! অপরার মহিমা শ্রবণ করুন, বলিতেছি। মাঘে মকরগত-দিবাকরে প্রয়াগে যে পুণ্য ফল হয়, গ্রহণে গঙ্গা-স্নানে কাশীতে যে পুণ্য পাওয়া যায়, গয়ায় পিণ্ডদানে পিতৃপুরুষগণের যেরূপ তৃপ্তিফল হয়, বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে গোদাবরী স্নানে নর যে ফল লাভ করে, বৃহস্পতি কন্যারাশিস্থ হইলে কৃষ্ণবেণী-স্নানে—ও কুম্ভকেদার-দর্শনে নর যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়—এবং বদরিকাশ্রম-যাত্রায়, তীর্থসেবায় এবং কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে গজাশ্বদানে ও সদক্ষিণ যজ্ঞ করণে যেরূপ ফল লাভ হয়, অপরা-সেবনে নর তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ প্রসূত গোদান, সুবর্ণদান ও বসুন্ধরা দানে নর যে ফল লাভ করে, অপরা ব্রত দ্বারাই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। এই একাদশী পাপতরুর কুঠার, পাপেন্ধনের দাবানল, পাপান্ধকার সূর্য্য এবং পাপমৃগের সিংহ স্বরূপ। ব্রতবিরহিত ব্যক্তিগণ জলগত বুদ্বুদাবলী ও জন্তুমধ্যস্থ পুত্তিকাশ্রেণীর ন্যায় মরণের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করে। অপরার উপবাস করিয়া ত্রিবিক্রমের অর্চ্চনা করিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে বিহার করে। হে রাজন্! লোক-সমূহের হিতের নিমিত্ত আমি এই একাদশী-ব্রতের বিষয় তোমার নিকট কহিলাম। ইহা পঠনে এবং শ্রবণে মানব গো-সহস্র-দান-ফল লাভ করিয়া থাকে। ৮—২০।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জনার্দ্দন! অপরার সমস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-পক্ষীয় একাদশীর কথা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এই একাদশীর কথা সত্যবতী নন্দন, নিখিল বেদ-বেদাঙ্গপারগ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাসিষ্ঠাশ্চ শ্রুতা ময়া।
দ্বৈপায়ন যথাবত্তং বৈষ্ণবান্ বক্তুমর্হসি॥ ৩
শ্রীব্যাস উবাচ।
শ্রুতাস্তু মানবা ধর্ম্মা বৈদিকাশ্চ শ্রুতাস্ত্বয়া।
কলৌ যুগে ন শক্যন্তে তে বৈ কর্ত্তুং নরাধিপ
সুখোপায়মল্পধনমল্পক্লেশং মহাফলম্।
পুরাণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং সারভূতং মহামতে॥ ৫
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
দ্বাদশ্যাস্তু শুচির্ভূত্বা পুষ্পৈঃ সম্পূজ্য কেশবম্॥৬
অন্নং ভুঞ্জীত সংকৃত্য পশ্চাদ্বিপ্রপুরঃসরম্।
সূতকেঽপি ন ভোক্তব্যং নাশৌচে চ জনাধিপ।
যাবজ্জীবং ব্রতমিদং কর্ত্তব্যং পুরুষর্ষভ।
স্বর্গতিং প্রাপ্তুমিচ্ছদ্ভিরত্র নৈবাস্তি সংশয়ঃ॥ ৮
অপি পাপা দুরাচারাঃ পাপিষ্ঠা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জানা ন তে যান্তি যমান্তিকম্॥৯
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা কম্পিতোঽশ্বত্থপত্রবৎ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্নত্বোবাচ গুরুং প্রতি॥
ভীমসেন উবাচ।
পিতামহ মহাবুদ্ধে শৃণু মে পরমং বচঃ।
যুধিষ্ঠিরশ্চ কুন্তী চ তথা দ্রুপদনন্দিনী॥ ১১
অর্জ্জুনো নকুলশ্চৈব সহদেবস্তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জন্তি কদাচিদপি সুব্রতাঃ॥ ১২
তে মাংব্রুবন্তি বৈ নিত্যং মা ভুঙ্ক্ষ ত্বং বৃকোদর
অহং তানব্রুবং তাত বুভুক্ষা দুঃসহা মম॥১৩
দানং দাস্যামি বিধিবৎ পূজয়িষ্যামি কেশবম্।
ভীমসেনবচঃ শ্রুত্বা ব্যাসো বচনমব্রবীৎ॥১৪
ব্যাস উবাচ।
যদি স্বর্গমভীষ্টং তে নরকং দুষ্টমেব চ।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
ভীমসেন উবাচ।
পিতামহ মহাবুদ্ধে কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
একভক্তে ন শক্নোমি উপবাসে কুতঃ প্রভো॥
বৃকোঽপি নাম যো বহ্নিঃ স সদা জঠরে মম।

দশী ব্যাসদেব কীর্ত্তন করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আমি মানব ধর্ম্ম ও বাশিষ্ঠ ধর্ম্ম শুনিয়াছি, হে দ্বৈপায়ন! আপনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করুন। বেদব্যাস কহিলেন,—হে নরাধিপ! তুমি মানব ধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম সকল শুনিয়াছ; কিন্তু কলিযুগে ঐ সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অসাধ্য; সুতরাং হে মহামতে! যাহা সুখোপায়ে, অল্প ধন ব্যয়ে, অল্প ক্লেশে সাধ্য হইয়া মহা ফল প্রদান করে, সেই সর্ব্ব পুরাণের সার বিষয় শ্রবণ কর। উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই আহার করিবে না। দ্বাদশীতে শুচি হইয়া পুষ্প-পুঞ্জ দ্বারা কেশবের অর্চ্চনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং অন্ন আহার করিবে। হে নরাধিপ! জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচেও একাদশীতে ভোজন করিবে না। স্বর্গ-লিপ্সু ব্যক্তিগণ আমরণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। লোক যতই পাপী, যতই দুরাচার বা যতই ধর্ম্মবর্জ্জিত হউক, একাদশীতে ভোজনত্যাগী হইলে কদাচ যম-সমীপে গমন করে না। ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবাহু ভীমসেন অশ্বত্থ-পত্রবৎ কম্পিত গাত্রে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে পিতামহ! আমার পরমবাক্য শ্রবণ করুন; যুধিষ্ঠির, কুন্তী, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, ইঁহারা কেহই একাদশীতে আহার করেন না। অধিকন্তু আমাকে ইঁহারা বলিয়া থাকেন,—হে বৃকোদর! তুমিও আহার করিও না। আমি উঁহাদিগকে বলি—আমার ক্ষুধা দুঃসহ; আমি ভোজন বিনা থাকিতে পারি না, তবে এই দিনে বিধিপূর্ব্বক দান ও কেশবার্চ্চন করিব। ব্যাসদেব ভীমসেনের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—যদি স্বর্গকে অভীষ্ট ও নরককে দুষ্ট বলিয়া মনে কর, তবে উভয়পক্ষের কোন একাদশীতেই আহার করিও না। ১—১৫। ভীমসেন কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধে, পিতামহ! আপনার নিকট বলিতেছি, আমি একাহারী হইয়াও থাকিতে পারি না; এ অবস্থায় একেবারে উপবাসী থাকিব কিরূপে? বৃক নামক-

অতিবেলং যদাশ্নামি তদা সমুপশাম্যতি ॥ ১৭
নৈকং শক্নোম্যহং কর্ত্তুমুপবাসং মহামুনে ।
যেনৈব প্রাপ্যতে স্বর্গস্তৎকর্ত্তাস্মি যথাতথম্
তদেকংবদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥১৮

ব্যাস উবাচ ।

বৃষস্থে মিথুনস্থে বা যদা চৈকাদশী ভবেৎ ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রযত্নেন সোপোষ্যোদকবর্জ্জিতা ॥
গণ্ডূষাচমনং বারি বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ ।
উপভুঞ্জীত নৈবেহ ব্রতভঙ্গোঽন্যথাভবেৎ ॥ ২০
উদয়াদুদয়ং যাবদ্বর্জ্জয়িত্বোদকং নরঃ ।
অযত্নাৎ সমবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্ ॥ ২১
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ ।
জলং সুবর্ণং দত্বা চ দ্বিজাতিভ্যো যথাবিধি ॥
ভুঞ্জীত কৃতকৃত্যস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো বশী ।
এবং কৃতে চ যৎপুণ্যং ভীমসেন শৃণুষ্ব তৎ ॥২৩
সংবৎসরে তু যাশ্চৈব একাদশ্যো ভবন্তি হি ।
তাসাং ফলমবাপ্নোতি হ্যত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥'
ইতি মাং কেশবঃ প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
সর্ব্বান্ পরিত্যজ্য পুমান্ মামেকং শরণং ব্রজেৎ
একাদশ্যাং নিরাহারস্ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ।
দ্রব্যশুদ্ধিঃ কলৌ নাস্তি সংস্কারঃ স্মার্ত্ত এব চ ।
বৈদিকস্তু কুতশ্চাপি প্রাপ্তে দুষ্টে কলৌ যুগে ।
কিন্নু তে বহুনোক্তেন বায়ুপুত্র পুনঃপুনঃ ॥ ২৭
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ।
একাদশ্যাং সিতে পক্ষে জ্যৈষ্ঠে মাস্যুদকংবিনা
পুণ্যং ফলমবাপ্নোতি তচ্ছৃণুষ্ব বৃকোদর ।
সংবৎসরে তু যাঃপ্রোক্তাঃশুক্লাঃ কৃষ্ণা বৃকোদর
উপোষিতা হি সর্ব্বাঃ স্যুরেকাদশ্যো ন সংশয়ঃ
ধনধান্য প্রদা পুণ্যা পুত্রারোগ্য শুভপ্রদা ॥ ৩০
উপোষিতা নরব্যাঘ্র ইতি সত্যং ব্রবীমি তে ।
যমদূতা মহাকায়াঃ করালাঃ কৃষ্ণরূপিণঃ ॥ ৩১
দণ্ডপাশধরা রৌদ্রা নোপসর্পন্তি তং নরম্ ।

বহ্নি সর্ব্বদা আমার জঠরে অবস্থিত, আমি যদি অতিমাত্র আহার করি, তাহা হইলেই উহা প্রশমিত হইয়া যায়। হে মহামুনে! আমি একটী মাত্র উপবাস করিতেও অক্ষম। অন্য যে প্রকারে স্বর্গলাভ হয়, আমি তাহা যথাযথ করিব। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, আপনি নিশ্চয় করিয়া তাহা আমায় বলুন। ব্যাস বলিলেন,—মিথুনস্থ দিবাকরে বা বৃষস্থ সূর্য্যে জ্যৈষ্ঠমাসে যে একাদশী হইবে, সেই একাদশীতে নির্জ্জল উপবাস কর্ত্তব্য। গণ্ডূষ মাত্র আচমনজলও বর্জ্জন করিবে, ভোজন করিবে না, অন্যথা ব্রতভঙ্গ হইবে। এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য উদয় পর্য্যন্ত নর উদক বর্জ্জনপূর্ব্বক দ্বাদশ দ্বাদ ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বিমল প্রভাতে দ্বাদশী তিথিতে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি জল ও সুবর্ণ দানান্তে কৃতকৃত্য হইয়া ব্রাহ্মণগণসহ ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে যে পুণ্য হয়, হে ভীমসেন! তাহা শ্রবণ কর। সংবৎসরে যে কয়টী একাদশী হয়, মানব এইরূপ করিলে, সেই সমস্ত একাদশীব্রতেরই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। শঙ্খ-চক্র-গদাধর কেশব ইহা আমাকে বলিয়াছেন যে, পুরুষ অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইবে।১৬-১৫। একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কলিতে দ্রব্যশুদ্ধি নাই; স্মার্ত্তসংস্কার নাই। সুতরাং এ দুষ্ট কলিযুগে বৈদিক সংস্কারের সম্ভাবনা কোথায়? হে বায়ুপুত্র! তোমাকে আর পুনঃপুনঃ বহু বাক্য বলিয়া কি হইবে? উভয় পক্ষের একাদশীতেই আহার করিবে না। জ্যৈষ্ঠশুক্লপক্ষীয় একাদশীতে নিরুদক উপবাসে যে পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা শ্রবণ কর। সম্বৎসরে শুক্ল ও কৃষ্ণ-পক্ষের যত একাদশী আছে, এই একা-দশীতে উপবাসে সেই সমস্ত একাদশীতে উপবাস করা হয়। এই একাদশী ধনধান্য-প্রদা, পবিত্রা ও পুত্রারোগ্যপ্রদা। হে নরব্যাঘ্র! আমি তোমাকে ইহা সত্যই বলিতেছি যে, এই তিথিতে উপবাস করিলে কৃষ্ণবর্ণ বিপুলদেহ দণ্ডপাশধারী ভীষণ

পীতাম্বরধরাঃ সৌম্যাশ্চক্রহস্তা মনোজবাঃ ॥ ৩২
অন্তকালে নয়ন্ত্যেতে বৈষ্ণবান্ বৈষ্ণবীং পুরীম্
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন উপোষ্যোদকবর্জ্জিতা ।
জলধেনুং ততো দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
ততস্ত্বমপি কৌন্তেয় উপবাসোঽর্চ্চনং হরেঃ
কুরু সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে ।
স্বপ্নে ন মেঽপরাধোঽস্তি দন্তরাগস্তথাপি বা ॥
ভোক্ষ্যে পরেঽহ্নি দেবেশ দ্বাদশ্যাং বাসরান্তরে
ইত্যুচ্চার্য্য ততো মন্ত্রমুপবাসপরো ভবেৎ ॥৩৬
সর্ব্বপাপবিনাশায় শ্রদ্ধাদমসমন্বিতঃ ।
মেরুমন্দরমাত্রাঘং স্ত্রিয়া পুংসা চ যৎ কৃতম্ ॥
সর্ব্বং তদ্ভস্মতাং যাতি একাদশ্যাঃ প্রভাবতঃ ।
ন শক্নুবন্তি যে দাতুং জলধেনুং নরাধিপ ॥ ৩৮
সকাঞ্চনঃ প্রদাতব্যো ঘটকো বস্ত্রসংযুতঃ ।
তোয়স্য নিয়মং যোঽস্যাং কুরুতে বৈ স পুণ্যভাক্
ফলং কোটিসুবর্ণস্য যামে যামে শ্রুতং ফলম্
স্নানং দানং জপং হোমং যদস্যাং কুরুতে নরঃ
তৎ সর্ব্বং চাক্ষয়ং প্রাপ্নুয়েৎ কৃষ্ণপ্রভাষিতম্
কিংবাপরেণ ধর্ম্মেণ নির্জ্জলৈকাদশীং বিনা ॥৪১
উপোষ্য সম্যক্ বিধিবৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ।
সুবর্ণমন্নং বাসো বা যদস্যাং সম্প্রদীয়তে ॥৪২
তদস্য কুরু শার্দ্দূল সর্ব্বকামাক্ষয়ং ভবেৎ ॥
একাদশ্যাং দিনে যোঽন্নং ভুঙ্ক্তে পাপং
ভুনক্তি সঃ ॥ ৪৩
ইহলোকে স চণ্ডালো মৃতঃ প্রাপ্নোতি দুর্গতিম্
যে চ দাস্যন্তি দানানি দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতাঃ ।
জ্যৈষ্ঠমাসে সিতে পক্ষে প্রাপ্স্যন্তি পরমং পদম্
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুদ্বেষী সদানৃতী ॥ ৪৫
মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্নির্জ্জলা যৈরুপোষিতা ।
বিশেষং শৃণু কৌন্তেয় নির্জ্জলৈকাদশীদিনে ॥৪৬
যৎ কর্ত্তব্যং নরৈঃ স্ত্রীভির্দানং শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ ॥
জলশায়ী চ সম্পূজ্যো দেয়া ধেনুস্তথাম্বয়ী ॥ ৪৭

যমদূতগণ তাহার নিকট যাইতে পারে না। পীতাম্বরধারী চক্রহস্ত সুন্দর বিষ্ণুদূতগণ বৈষ্ণবদিগকে অন্তে বৈষ্ণবী পুরীতে লইয়া যায়। অতএব, সর্ব্বপ্রযত্নে একাদশীতে নির্জ্জল উপবাস করিবে। জলধেনু দান করিয়া উপবাসী ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি এই একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া সর্ব্বপাপ-শান্তির নিমিত্ত হরির অর্চ্চনা কর। "হে দেবেশ! স্বপ্নে বা দন্তধাবনাদি ব্যাপারে আমার অপরাধ নাই; আমি হরিবাসরের পরদিবস ভোজন করিব।" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বপাপ শান্তির নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও দমসহকারে উপবাসী হইয়া থাকিবে। মেরু-মন্দর-পরিমিত পাপরাশি—নর বা নারী যাহা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক, একাদশীর প্রভাবে সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়। হে নরাধিপ! যাহারা জলধেনুদানে অসমর্থ, তাহারা বস্ত্রকাঞ্চনযুক্ত ঘট দান করিবে। যে ব্যক্তি এই দিনে জলদানের নিয়ম করে, সে পুণ্যভাজন হইয়া থাকে। যামে যামে তাহার কোটি সুবর্ণদানের ফল হয়। নর এই তিথিতে স্নান, দান, জপ, হোম যে কিছু কার্য্য করে, তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই কৃষ্ণের উক্তি। নির্জ্জলা একাদশী না করিয়া অন্য ধর্ম্মার্জ্জনে কি ফল হইবে? এ তিথিতে যথাবিধি সম্যক্ উপবাস করিয়া নর বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, অন্ন বা বস্ত্র যে কিছু দান এ তিথিতে করা যায়, হে কুরুবর! তৎসমস্তই দাতার অক্ষয় হইয়া থাকে। একাদশীদিনে যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার সে ভোজন পাপ-ভোজন হয়। ইহলোকে সে চণ্ডাল হইয়া মরণান্তে দুর্গতি লাভ করে।২৬-৪২। যাহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে দানকার্য্য করে, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, চোর, গুরুদ্বেষী বা, নিত্য অনৃতভাষী ব্যক্তিও নির্জ্জলা উপবাসে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত নরনারীগণ নির্জ্জলা একাদশীদিনে যেরূপ দান করিবে,

প্রত্যক্ষা বা নৃপশ্রেষ্ঠ ঘৃতধেনুরথাপি বা।
দক্ষিণাভিঃ সুপুষ্টাভির্মিষ্টান্নৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ॥ ৪৮
তোষণীয়াঃ প্রযত্নেন দ্বিজা ধর্ম্মভৃতাং বর।
তুষ্টা ভবন্তি বৈ বিপ্রাস্তৈস্তুষ্টৈর্মোক্ষদো হরিঃ
আত্মদ্রোহঃ কৃতস্তৈর্হি যৈরষা ন হ্যুপোষিতা।
পাপাত্মানো দুরাচারা দুষ্টাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥৫০
কুলানাং শতমাগামি অতীতানাং তথাশতম্।
আত্মনা সহ তৈর্নীতং বাসুদেবস্য মন্দিরম্॥ ৫১
শান্তৈর্দান্তৈর্দানপরৈরর্চ্চয়দ্ভিস্তথা হরিম্।
কুর্ব্বদ্ভির্জ্জাগরং রাত্রৌ যৈরেষা সমুপোষিতা॥৫২
অন্নং বস্ত্রং তথা গাবো জলং শয্যাসনং শুভম্
কমণ্ডলুং তথাচ্ছত্রং দাতব্যং নির্জ্জলাদিনে॥৫৩
উপানহৌ যো দদাতি পাত্রভূতে দ্বিজোত্তমে।
স সৌবর্ণেন যানেন স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৫৪
যশ্চেমাং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ।
উভৌ তৌ স্বর্গমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
যৎ ফলং সন্নিহত্যায়াং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং লভেন্মর্ত্ত্যস্তদস্যাঃ শ্রবণাদপি॥ ৫৬
নিয়মশ্চ প্রকর্ত্তব্যং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জ্জয়িষ্যামি বৈ জলম্॥
কেশবপ্রীণনার্থায় অন্যদাচমনাদৃতে।
দ্বাদশ্যাং দেবদেবেশঃ পূজনীয়স্ত্রিবিক্রমঃ॥৫৮
গন্ধৈর্ধূপৈস্তথা পুষ্পৈর্ব্বাসোভিঃ প্রিয়দর্শনৈঃ।
পূজয়িত্বা বিধানেন মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ॥ ৫৯
দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক।
উদকুম্ভপ্রদানেন নয় মাং পরমাং গতিম্॥ ৬০
জ্যৈষ্ঠে মাসি তু বৈ ভীম যা শুক্লৈকাদশী শুভা
নির্জ্জলা সমুপোষ্যাত্র জলকুম্ভান্ সশর্করান্॥৬১
প্রদায় বিপ্রমুখ্যেভ্যো মোদতে বিষ্ণুসন্নিধৌ।
ততঃ কুম্ভাঃ প্রদাতব্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভক্তিতঃ॥
ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ স্বয়ং ভুঞ্জীত তৎপরঃ
এবং যঃ কুরুতে পূর্ণাং দ্বাদশীং পাপনাশিনীম্।

তাহা শ্রবণ কর। জলশায়ী দেবকে পূজা করিয়া জলময়ী ধেনু দান করিবে। বাস্তব ধেনু বা ঘৃতধেনু বিপুল দক্ষিণা ও বিবিধ মিষ্টান্ন সহ দান করিবে। হে ধর্ম্মধারি-শ্রেষ্ঠ! এই কার্য্যে দ্বিজগণের পরিতোষ জন্মাইবে। দ্বিজগণ পরিতুষ্ট হইলেই হরি মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকেন। যাহারা এ তিথিতে উপবাস না করে, তাহাদের পক্ষে আত্মদ্রোহই করা হয়। তাহারা যে পাপাত্মা এবং দুরাচার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহারা এ দিনে শান্ত দান্তভাবে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণ হরিপূজন ও দানানুষ্ঠান করে, তাহারা নিজের সহিত অতীত অনা-গত শত কুলকে বাসুদেবমন্দিরে উপনীত করিয়া থাকে। নির্জ্জলাদিনে অন্ন, বস্ত্র, গো, জল, শয্যা, আসন, কমণ্ডলু ও ছত্র দান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠকে উপা-নহযুগল দান করে, সে সুবর্ণযানে আরো-হণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা ভক্তিভরে শ্রবণ করে বা যে ইহা কীর্ত্তন করে, তাহারা উভয়েই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয় সন্দেহ নাই। সূর্য্য-গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল হয়, এই তিথিবিবরণ শ্রবণে মানব সেই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪০—৫৬। মানব দন্ত ধাবনপূর্ব্বক নিয়ম করিবে,—"আমি একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া কেশবপ্রীত্যর্থ আচমন বিনা অন্য জলও বর্জ্জন করিব।" দ্বাদশীতে দেবদেব ত্রিবিক্রমকে পূজা করিতে হইবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও প্রিয়দর্শন বস্ত্র দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—"হে সংসারার্ণবতারক দেবদেব হৃষীকেশ! জল-পূর্ণ কুম্ভ প্রদানফলে আমাকে পরম স্থানে উপনীত করুন।" হে ভীম! জ্যৈষ্ঠ মাসের শুভ শুক্লা নির্জ্জলা একাদশীতে উপবাস করিয়া শর্করাসমন্বিত জলকুম্ভ সকল ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠদিগকে প্রদানপূর্ব্বক মানব বিষ্ণুসন্নি-ধানে বিহার করিয়া থাকে। অনন্তর ভক্তিভরে ব্রাহ্মণদিগকে কুম্ভ সকল প্রদান করিবে। পরে বিপ্রদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি পাপহারিণী দ্বাদশীতে পারণ করে,

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো পদং গচ্ছত্যনাময়ম্‌ ॥৬৩
ততঃ প্রভৃতি ভীমেন কৃতা হ্যেকাদশী শুভা।
পাণ্ডবদ্বাদশী নাম্না লোকে খ্যাতা বভূব হ ॥৬৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জ্যৈষ্ঠশুক্লনির্জ্জলৈ-
কাদশী নামৈকপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
আষাঢ়কৃষ্ণপক্ষে তু কিন্নাম্নৈকাদশী ভবেৎ।
কথয়স্ব প্রসাদেন বাসুদেব মমাগ্রতঃ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ব্রতানামুত্তমং রাজন্‌ কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বমুক্তিপ্রদায়কম্‌ ॥ ২
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে যোগিনী নাম নামতঃ।
একাদশী নৃপশ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশিনী ॥ ৩
সংসারার্ণবমগ্নানাং পোতভূতা সনাতনী।
জগত্রয়ে সারভূতা যোগিনী ব্রতকারিণাম্‌ ॥ ৪
কথয়ামি তবাগ্রেঽহং কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্‌
অলকায়াং রাজরাজঃ শিবভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৫
তস্যাসীৎ পুষ্পবটুকো হেমমালীতি নামতঃ।
তস্য পত্নী সুরূপা চ বিশালাক্ষীতি নামতঃ ॥ ৬
স তস্যাং সক্তমনাঃ কামপাশবশং গতঃ।
মানসাৎ পুষ্পনিচয়মানীয় স্বগৃহে স্থিতঃ ॥ ৭
পত্নীপ্রেমরসাসক্তো ন কুবেরালয়ং গতঃ।
কুবেরো দেবসদনে করোতি শিবপূজনম্‌ ॥ ৮
মধ্যাহ্নসময়ে রাজন্‌ পুষ্পাগমসমীক্ষকঃ।
হেমমালী স্বভবনে রমতে কান্তয়া সহ ॥ ৯
যক্ষরাট্‌ প্রত্যুবাচাথ কালাতিক্রমকোপিতঃ।
কস্মান্নায়াতি ভো যক্ষা হেমমালী দুরাত্মবান্‌।
নিশ্চয়ঃ ক্রিয়তামস্য ইত্যুবাচ পুনঃপুনঃ ॥ ১০
যক্ষা ঊচুঃ।
বনিতাকামুকো গেহে রমতে স্বেচ্ছয়া নৃপ।
তেষাং বাক্যং সমাকর্ণ্য কুবেরঃ কোপপূরিতঃ ॥

সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদবধি ভীম কর্ত্তৃক শুভ একাদশী ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আর দ্বাদশী পাণ্ডবদ্বাদশী নামে লোকে বিখ্যাত হইয়াছে। ৫৭—৬৪।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে বাসুদেব! আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম কি? তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্‌! আমি ব্রত সমূহের মধ্যে যাহা উত্তম ব্রত, তাহা তোমার অগ্রে কহিতেছি। এই ব্রত সর্ব্বপাপক্ষয়কর এবং ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম যোগিনী; উহা মহাপাতকনাশিনী। এই একাদশী সংসারার্ণবনিমগ্ন জনগণের নিত্য পোতস্বরূপ। ত্রিলোকে যোগিনী একাদশী ব্রতকারীদিগের সারভূত। এ সম্বন্ধে আমি পৌরাণিকী শুভ-কথা তোমার অগ্রে কহিতেছি। শিবভক্তিরত যক্ষরাজ কুবের অলকার অধীশ্বর। হেমমালী নামে তাঁহার এক পুষ্পচায়ক ছিল। তাহার সুন্দরী পত্নীর নাম বিশালাক্ষী। হেমমালীর চিত্ত তাহাতেই আসক্ত। হেমমালী মানস হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া একদা স্বীয় গৃহেই অবস্থান করিল; পত্নীর প্রেমরসে আসক্ত হইয়া সে আর কুবেরালয়ে গমন করিল না। কুবের দেবগৃহে গিয়া শিবপূজা করিতেছিলেন। মধ্যাহ্নে পুষ্প আসিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হেমমালী স্বীয় ভবনে কান্তার সহিত বিহার করিতে লাগিল। যক্ষরাজ কালাতিক্রমে কুপিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে যক্ষগণ! দুরাত্মা হেমমালী কেন আসিতেছে না! ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান কর। ১—১০। যক্ষগণ কহিল,—হে নৃপ! হেমমালী বনিতায় কামাসক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় গৃহে রমণ করিতেছে।

আহ্বয়ামাস তং তূর্ণং বটুকং হেমমালিনম্।
জ্ঞাত্বা কালাত্যয়ং সোঽপি ভয়ব্যাকুললোচনঃ॥
অস্নাত এব আগত্য কুবেরস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা ধনদঃ ক্রুদ্ধঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥১৩
প্রত্যুবাচ রুষাবিষ্টঃ কোপপ্রস্ফুরিতাধরঃ।
ধনদ উবাচ।
আঃ পাপ দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত কৃতবান্ দেবহেলনম্॥১৪
অষ্টাদশকুষ্ঠবৃত্তো বিযুক্তঃ কান্তয়া তয়া।
অস্মাৎ স্থানাদপধ্বস্তো গচ্ছস্ব প্রমথাধম॥১৫
ইত্যুক্তে বচনে তস্য তস্মাৎ স্থানাৎ পপাত সঃ
মহাদুঃখাভিভূতশ্চ কুষ্ঠৈঃ পীড়িতবিগ্রহঃ॥১৬
ন সুখং দিবসে তস্য ন নিদ্রাং লভতে নিশি।
ছায়ায়াং পীড়িততনুর্নিদাঘেঽত্যন্তপীড়িতঃ॥১৭
শিবপূজাপ্রভাবেন স্মৃতিস্তস্য ন লুপ্যতে।
পাতকেনাভিভূতোঽপি পূর্ব্বং কর্ম্ম স্মরত্যসৌ॥
ভ্রমমাণস্ততো গচ্ছন্ হিমাদ্রিং পর্ব্বতোত্তমম্।
তত্রাপশ্যন্মুনিবরং মার্কণ্ডেয়ং তপোনিধিম্॥১৯
যস্যায়ুর্ব্বিদ্যতে রাজন্ ব্রহ্মণো বয়সা সমম্।
ববন্দে চরণৌ তস্য দূরতঃ পাপকর্ম্মকৃৎ॥২০
মার্কণ্ডেয়ো মুনিবরো দৃষ্ট্বা তং কম্পিতং তথা।
পরোপকরণার্থায় সমাহূয়েদমব্রবীৎ॥২১
কস্মাৎ কুষ্ঠাভিভূতস্ত্বং কুতো নিন্দ্যতমো হ্যসি
ইত্যুক্তঃ স প্রত্যুবাচ মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্॥২২
হেমমাল্যুবাচ।
রাজরাজস্যানুচরো হেমমালীতি নামতঃ।
মানসাৎ পদ্মনিচয়মানীয় প্রত্যহং মুনে॥২৩
শিবপূজনবেলায়াং কুবেরায় সমর্পয়ে।
একস্মিন্ দিবসে চৈব কালশ্চাবিদিতো ময়া॥
পত্নীসৌখ্যপ্রসক্তেন মোহব্যাকুলচেতসা।
ততঃ ক্রুদ্ধেন শপ্তোঽস্মি রাজরাজেন বৈ মুনে
কুষ্ঠাভিভূতঃ সঞ্জাতো বিযুক্তঃ কান্তয়া তয়া।
অধুনা তব সান্নিধ্যং প্রাপ্তোঽস্মি শুভকর্ম্মণা॥

কুবের তাহাদের বাক্য শুনিয়া সকোপে সত্বর সেই বটুক হেমমালীকে ডাকাইলেন। হেমমালী কালাতিক্রম অবগত হইয়া ভয়-ব্যাকুল নেত্রে অস্নাত অবস্থায়ই কুবের-নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধনপতি তাহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধ-রক্তনেত্রে কোপস্ফুরিতাধরে কহিলেন,—ওরে দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত পাপিষ্ঠ! তুই দেবাবহেলন করিয়াছিস, অতএব তুই অষ্টাদশ কুষ্ঠে আক্রান্ত, কান্তা কর্ত্তৃক বিযুক্ত ও এই স্থান হইতে অপধ্বস্ত হইয়া চলিয়া যা। কুবের এই কথা কহিলে হেমমালী সেই স্থান হইতে পতিত হইল এবং মহাদুঃখে অভিভূত ও কুষ্ঠরোগে পীড়িতদেহ হইয়া দিবসে সুখ বা রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারিল না। তাঁহার দেহ ছায়ায় পীড়িত এবং নিদাঘেও নিতান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিল। কিন্তু শিব-পূজার মাহাত্ম্যে তাহার স্মৃতি কিছুতেই লুপ্ত হইল না। পাতকাভিভূত হইয়াও সে পূর্ব্বকর্ম্ম স্মরণ করিতে লাগিল। হেমমালী ভ্রমণ করিতে করিতে একদা হিমালয়ে গমন করিল। সেখানে গিয়া সে মুনিশ্রেষ্ঠ তপো-নিধি মার্কণ্ডেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। হে রাজন! এই মার্কণ্ডেয়ের আয়ুষ্কাল ব্রহ্মার বয়সের সমান। পাপকর্ম্মা হেমমালী তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে তদীয় চরণ বন্দন করিল। ১১—২০। মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাহাকে কম্পিত দেখিয়া পরোপকারার্থ আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন,—কেন তুমি কুষ্ঠাভিভূত এবং কেনই বা নিন্দার্হ হইয়াছ? মহামুনি মার্ক-ণ্ডেয় এই কথা কহিলে, হেমমালী তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিল,—আমি রাজরাজের অনুচর; আমার নাম হেমমালী। হে মুনে! আমি প্রত্যহ মানস হইতে পদ্মসমূহ চয়ন করিয়া আনিয়া শিবপূজাকালে কুবেরকে অর্পণ করিতাম। একদা আমি পত্নীসহ সুখে প্রসক্ত ছিলাম; আমার চিত্ত মোহ-ব্যাকুল ছিল; তাই রাজরাজের পূজা-কাল আমার স্মরণ ছিল না। হে মুনে সেইজন্য তিনি আমায় অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতেই আমি কুষ্ঠাভিভূত ও কান্তাবিরহিত হইয়া রহিয়াছি। এক্ষণে

সতাং স্বভাবতশ্চিত্তং পরোপকরণে ক্ষমম্‌।
ইতি জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ মাং প্রশাধি কৃতাগসম্‌॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ত্বয়া সত্যমিহ প্রোক্তং না সত্যং ভাষিতং যতঃ
অতো ব্রতোপদেশং তে কথয়ামি শুভপ্রদম্‌॥
আষাঢ়ে কৃষ্ণপক্ষে তু যোগিনীব্রতমাচর।
অস্য ব্রতস্য পুণ্যেন কুষ্ঠং যাস্যতি বৈ ধ্রুবম্‌॥
ইতি বাক্যমৃষেঃ শ্রুত্বা দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি।
উত্থাপিতঃ স মুনিনা বভূবাতীবহর্ষিতঃ॥ ৩০
মার্কণ্ডেয়োপদেশেন ব্রতং তেন কৃতং যথা।
অষ্টাদশৈব কুষ্ঠানি গতানি তস্য সর্ব্বশঃ॥ ৩১
মুনের্বাচা ততঃ সম্যগ্‌ ব্রতে চীর্ণেঽভবৎ সুখী
ঈদৃগ্বিধং নৃপশ্রেষ্ঠ কথিতং যোগিনীব্রতম্‌॥ ৩২
অষ্টাশীতিসহস্রাণি দ্বিজান্‌ ভোজয়তে তু যঃ।
তৎসমং ফলমাপ্নোতি যোগিনীব্রতকৃন্নরঃ॥৩৩

শুভ কর্ম্মযোগে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইলাম। সাধুগণের চিত্ত স্বভাবতই পরোপকারে আসক্ত; ইহা বুঝিয়া হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃতাপরাধ আমাকে ক্ষমা করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তুমি সত্য কথা প্রকাশ করিয়াছ, অসত্য কিছুই বল নাই; অতএব তোমাকে আমি এক শুভপ্রদ ব্রতের কথা বলিতেছি। তুমি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে যোগিনীব্রত আচরণ কর। এই ব্রতের প্রভাবে তোমার কুষ্ঠরোগ নষ্ট হইবে। ঋষির এই বাক্য শুনিয়া হেমমালী দণ্ডবৎ ভূপতিত হইল। মুনি তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইলেন। সে অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইল। পরে মার্কণ্ডেয়ের উপদেশে যেমন তৎকর্ত্তৃক যোগিনীব্রত অনুষ্ঠিত হইল, অমনি তাহার অষ্টাদশ কুষ্ঠ সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া গেল। মুনির বাক্যে সম্যক্‌ ব্রতাচরণের ফলে হেমমালী সুখী হইল। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এবংবিধ যোগিনী ব্রত তোমার নিকট কহিলাম। যে ব্যক্তি অষ্টাশীতিসহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, যোগিনীব্রতকারী নর তাহার তুল্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাপাপপ্রশমং মহাপুণ্যফলপ্রদম্‌।
পঠনাৎ শ্রবণান্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে আষাঢ়কৃষ্ণযোগিন্যেকাদশীমাহাত্ম্যং নাম দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫২॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে কা চ একাদশী ভবেৎ।
কিং নাম কো বিধিস্তস্য এতদ্বিস্তরতো বদ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
কথয়ামি মহাপুণ্যাং স্বর্গমোক্ষপ্রদায়িনীম্‌।
শয়নীং নাম নাম্নেতি সর্ব্বপাপহরাং পরাম্‌॥ ২
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং লভেৎ।
সত্যং সত্যং ময়া প্রোক্তং নাতঃ পরতরং নৃণাম্‌॥ ৩
পাপিনাং পাপনাশায় সৃষ্টা ধাত্রা মহোত্তমা।
অতঃপরা ন রাজেন্দ্র বর্ত্ততে মোক্ষদায়িনী॥ ৪

এই ব্রত মহাপাপনাশন এবং মহাপুণ্য ফলপ্রদ। মানব ইহা পঠনে এবং শ্রবণে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২১—৩৪।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? বিধি কি? তাহা বিস্তৃতরূপে আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—মহাপাবনী স্বর্গমোক্ষদায়িনী, সর্ব্বপাপহারিণী শয়নীনাম্নী একাদশীর কথা কহিতেছি। ইহা শ্রবণমাত্র নর বাজপেয়ফল লাভ করিয়া থাকে। আমি বারবার সত্য করিয়া বলিতেছি, নরগণের ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ব্রত নাই। বিধাতা পাপিগণের পাপনাশার্থ এই মহোত্তম একাদশী সৃষ্টি করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র

এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ শ্রূয়তাং গতিরুত্তমা।
ভবেন্নরাণাং শ্রোতৃণাং কথায়াঃ শ্রবণাদপি॥ ৫
তে সদা বৈষ্ণবা রাজন্ মম ভক্তিপরায়ণাঃ।
আষাঢ়ে বামনশ্চৈব পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ॥ ৬
বামনঃ পূজিতো যেন কমলৈঃ কমলেক্ষণঃ।
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে কামিকায়া দিনে তথা॥৭
তেনার্চ্চিতং জগৎ সর্ব্বং ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ।
কৃতা চৈকাদশী যেন হরিবাসরমুত্তমম্॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সংশয়োঽস্তি মহান্ মেঽত্র শ্রূয়তাং পুরুষোত্তম
কথং স্বপ্তোঽসি দেবেশ কথঞ্চ বলিমাশ্রিতঃ॥৯
কথঞ্চ ভূমৌ সংবেশঃ কিং কুর্ব্বন্তি জনাঃ পরে।
এতন্মে মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়োঽস্তি মহান্ মম॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল কথাং পাপহরাং পরাম্।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ১১
বলিনামা পূর্ব্বমাসীদ্দৈত্যস্ত্রেতাযুগে নৃপ।
পূজয়ংশ্চৈব মাং নিত্যং মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ॥
যজ্ঞৈস্তু বিবিধৈর্দ্দৈত্যো যজতে মাং সনাতনম্।
ভক্ত্যা চ পরয়া রাজন্ যজ্ঞকৃদ্‌ব্রতকৃত্তথা॥১৩
পরং বিচার্য্য বহুধা মঘোনা চৈব স্বক্তিভিঃ।
গুরুণা দৈবতৈঃ সার্দ্ধং বহুধা পূজিতোঽপ্যহম্॥
ততো বামনরূপেণ অবতারে চ পঞ্চমে।
অত্যুগ্ররূপেণ তদা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডরূপিণা॥ ১৫
বাক্‌ছলেন জিতা দৈত্যাঃ সত্যমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ।
শুক্রস্তং বারয়ামাস যন্নারায়ণ ইত্যয়ম্॥ ১৬
যাচিতা বসুধা রাজন্ সার্দ্ধত্রয়পদী ময়া।
সঙ্কল্পোদকমাত্রে তু করে তেনৈব চার্পিতে॥১৭
রূপমীদৃগ্বিধং রাজংস্তদা পুনু ময়া কৃতম্।
ভূর্লোকে চরণৌ ন্যস্য ভুবর্লোকে তু জানুনী॥
স্বর্লোকে চ কটিং ন্যস্য মহর্লোকে তথোদরম্।

ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোক্ষকারিণী তিথি আর নাই। হে রাজন্! এই জন্যই ইহা শ্রবণেও নরগণের উত্তম গতি হইয়া থাকে। এই কথার শ্রোতা বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই আমাতে ভক্তিনিরত। আষাঢ়ে পরমেশ্বর বামনকে পূজা করিতে হয়। আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে যে ব্যক্তি কমলদল দ্বারা কমলানন বামনকে পূজা করে, এবং যে ব্যক্তি উত্তম হরিবাসর একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের দ্বারা সমস্ত জগৎ এবং সমস্ত সনাতন দেব অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! শ্রবণ করুন, এ বিষয়ে আমার মহা সংশয় হইয়াছে। হে দেবেশ! আপনি কিরূপে সুপ্ত হন? কিরূপে বলিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হন? এবং কিরূপেই বা আপনার ভূতলবাস হয়? জনগণ কিরূপে আপনাকে উপাসনা করিবে? হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহা আমার নিকট বলুন, আমার মহা সংশয় উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজশ্রেষ্ঠ! পাপহরা কথা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে বলি নামে এক দৈত্য ছিল। সে আমার ভক্ত, নিত্য আমার পূজা করিত। আমি সনাতন দেব, বলি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আমারই অর্চ্চনা করিত। হে রাজন্! সে পরম ভক্তি সহকারে যজ্ঞ এবং ব্রতাচরণ করিত। আমি বলি কর্ত্তৃক বহুধা পূজিত হইয়াও ইন্দ্র বৃহস্পতি এবং অন্যান্য দেবসমাজ সহ অনেক বিচারালোচনা করিলাম। অনন্তর পঞ্চম অবতারে বামনরূপে আবির্ভূত হইয়া সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাক্‌চাতুর্য্যে দৈত্যগণকে জয় করিলাম। তখন আমার সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অত্যুগ্র রূপ হইল। শুক্র আমাকে নারায়ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।১—১৬। হে রাজন্! আমি মাত্র সার্দ্ধ ত্রিপদ ভূমি চাহিয়াছিলাম। যেমন মাত্র বলি সঙ্কল্পোদক করে অর্পণ করিল, অমনি আমি সে কালে যেরূপ আকার ধরিলাম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ভূর্লোকে চরণযুগল, ভুবর্লোকে জানুযুগ, স্বর্লোকে কটি, মহর্লোকে

জনলোকে চ হৃদয়ং তপোলোকে তু কণ্ঠকম্
সত্যলোকে মুখং স্থাপ্য মস্তকঞ্চ তদূর্দ্ধকম্।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চৈব নক্ষত্রাণি তথৈব চ ॥ ২০
দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চ নাগাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
স্তবন্তো বেদসম্ভূতৈঃ সূক্তৈশ্চ বিবিধৈস্তথা
করে গৃহীত্বা চ বলিং ত্রিপদৈঃ পূরিতা মহী।
অর্দ্ধঞ্চ তস্য পৃষ্ঠে চ পদং ন্যস্তং ময়া তদা ॥২২
গতো রসাতলং রাজন্ দানবো মম পূজকঃ।
ক্ষিপ্তোঽধো দানবশ্চৈব কিমকুর্ব্বং ততঃ পরম্।
বিনয়েনানতোঽসৌ বৈ সুপ্রসন্নো জনার্দ্দনঃ।
আষাঢ়শুক্লপক্ষে তু কামিকা হরিবাসরঃ ॥ ২৪
তস্যামেকা চ মূর্ত্তির্মে বলিমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
দ্বিতীয়া শেষপৃষ্ঠে বৈ ক্ষীরসাগরমধ্যতঃ ॥২৫
স্বপিত্যেব মহারাজ যাবদাগামিকার্ত্তিকী।
তাবত্তবেং সুধর্ম্মাত্মা সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমঃ ॥২৬
ব্রতঞ্চ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ কর্ত্তব্যা চ প্রযত্নতঃ ॥২৭

নাতঃ পরতরা কাচিৎ পবিত্রা পাপনাশিনী।
যস্যাং স্বপিতি দেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৮
তস্যাঞ্চ পূজয়েদ্দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা ভক্ত্যা চৈব বিশেষতঃ ॥
নাস্যাঃ পুণ্যস্য সংখ্যানং কর্ত্তুং শক্তশ্চতুর্ম্মুখঃ।
এবং যঃ কুরুতে রাজন্নেকাদশ্যা ব্রতোত্তমম্ ॥
সর্ব্বপাপহরঞ্চৈব ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
স চ লোকে মম সদা শ্বপচোঽপি প্রিয়ঙ্করঃ ॥৩১
দীপদানেন পালাশপত্রে ভুক্ত্যা ব্রতেন চ।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়ন্তীহ তে নরা মম বল্লভাঃ ॥ ৩২
চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে ভূমিশায়ী ভবেন্নরঃ।
শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা ॥ ৩৩
দুগ্ধমাশ্বযুজি ত্যাজ্যং কার্ত্তিকে দ্বিদলং ত্যজেৎ
অথবা ব্রহ্মচর্য্যস্থঃ স যাতি পরমাং গতিম্।
একাদশ্যা ব্রতেনৈব পুমান্ পাপৈর্বিমুচ্যতে।
কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা রাজন্ বিস্মর্ত্তব্যা ন কর্হিচিৎ ॥৩৫

উপর জনলোকে হৃদয়, তপোলোকে কণ্ঠ, সত্যলোকে মুখ এবং তদূর্দ্ধে মস্তক স্থাপন করিলাম। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ইন্দ্রাদি দেব, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ বেদোক্ত বিবিধ স্তোত্রে আমার স্তব করিতে লাগিলেন। আমি বলিকে হস্তে ধরিয়া ত্রিপদ দ্বারা মহীমণ্ডল পরিপূরিত করিলাম। তাহার পৃষ্ঠে আমার অর্দ্ধ পদ বিন্যস্ত হইল। মৎপূজাপরায়ণ দানব রসাতলে গমন করিল। আমি তাহাকে অধোলোকে নিক্ষেপ করিলাম। অতঃপর কি করিলাম, শ্রবণ কর। বলি বিনয়ে আনত হইল। আমি জনার্দ্দন প্রসন্ন হইলাম। আষাঢ়শুক্লপক্ষে কামিকা নামে হরিবাসর, তাহাতে আমার এক মূর্ত্তি বলিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। হে মহারাজ! আমার দ্বিতীয়া মূর্ত্তি আগামী কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ক্ষীরসাগরমধ্যে শেষপৃষ্ঠে শয়ান। যে সুধর্ম্মাত্মা মানব তাবৎ কাল এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই কারণেই সর্ব্ব প্রযত্নে এই একাদশী কর্ত্তব্য।

শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ যাহাতে শয়ন করেন, তাহা অপেক্ষা পবিত্রা পাপাহারিণী শ্রেষ্ঠ তিথি আর নাই। ঐ তিথিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া বিশেষ ভক্তি সহকারে শঙ্খচক্রগদাধরদেবকে অর্চ্চনা করিতে হয়। এই তিথিতে ব্রত করিলে যে পুণ্য হয়, তাহার সংখ্যা স্বয়ং চতুর্ম্মুখও করিতে পারেন না। হে রাজন! এই সর্ব্বপাপহর ভুক্তিমুক্তিপ্রদ উত্তম ব্রত এইরূপে যে অনুষ্ঠান করে, সে শ্বপচ হইলেও সর্ব্বদা আমার প্রিয়ঙ্কর হইয়া থাকে।১৭-৩১। যে সকল নর দীপদান, পলাশ পত্রে ভোজন ও একাদশীব্রত আচরণ দ্বারা চাতুর্ম্মাস্য যাপন করে, তাহারা আমার প্রিয় হইয়া থাকে। চাতুর্ম্মাস্যে হরি শয়ন করিলে নর ভূমিশায়ী হইবে। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রপদে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে দ্বিদল পরিত্যাগ করিবে। অথবা যদি ঐ কয়মাস ব্রহ্মচারী হইয়া থাকে তবে সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। পুরুষ একাদশীব্রতফলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। হে রাজন্! এই ব্রত

শয়নী-বোধিনী-মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থস্য নান্যা কৃষ্ণা কদাচন ॥৩৬
শৃণুয়াচ্চৈব যো রাজন্ কথাং পাপহরাং পরাম্।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দেবশয়ন্যেকাদশী নাম ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ।
তন্মঃ কথয় গোবিন্দ বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি আখ্যানং পাপনাশনম্।
যৎ প্রোক্তং ব্রহ্মণা পূর্বং পৃচ্ছতে নারদায় বৈ
নারদ উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তোঽহং কমলাসন।
শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ ॥৩
কো দেবঃ কো বিধিস্তস্যাঃ কিং পুণ্যং কথয় প্রভো
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥৪
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণু নারদ তে বচ্মি লোকানাং হিতকাম্যয়া।
শ্রাবণৈকাদশী কৃষ্ণা কামিকা নাম নামতঃ ॥ ৫
অস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং লভেৎ।
অস্যাং যজতি দেবেশং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৬
শ্রীধরাখ্যং হরিং বিষ্ণুং মাধবং মধুসূদনম্।
পূজয়েদ্ধ্যায়তে যো বৈ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৭
ন গঙ্গায়াং ন কাশ্যাঞ্চ নৈমিষে ন চ পুষ্করে
তৎফলং সমবাপ্নোতি যৎফলং কৃষ্ণপূজনাৎ ॥৮
গোদাবর্য্যাং গুরৌ সিংহে ব্যতীপাতে চ দণ্ডকে
যৎফলং সমবাপ্নোতি তৎফলং কৃষ্ণপূজনাৎ ॥৯
সসাগরবনোপেতাং যো দদাতি বসুন্ধরাম্।

সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; ইহা কখন ভুলিয়া যাইবে না। শয়নী এবং বোধনী একাদশীর মধ্যে যে কৃষ্ণা একাদশী, তাহাতেই গৃহস্থগণের উপবাস করিতে হয়। অন্য কোন কৃষ্ণা একাদশীতে কদাচ উপবাস করিবে না। হে রাজন্! এই পাপহর কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৩২—৩৭।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে গোবিন্দ! শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? তাহা আমার নিকট বলুন। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! শ্রবণ করুন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পাপহর আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্, কমলাসন! শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম কি? বিধি কি? উহাতে কোন্ দেব অর্চ্চনীয়? ঐ তিথিতে উপবাস করিলে, কিরূপ পুণ্য-ফলই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়? হে প্রভো! আমার নিকট তাহা বলুন, আমি, আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা নারদের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে নারদ! শ্রবণ কর, লোকগণের হিতকামনায় তোমার নিকট বলিতেছি; শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম কামিকা। ইহা শ্রবণে নর বাজপেয়ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তিথিতে যে ব্যক্তি শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীধর বিষ্ণু মাধব মধুসূদন দেবকে পূজন ও ধ্যান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ১—৭। শ্রীকৃষ্ণপূজায় যে ফল পাওয়া যায়, গঙ্গা, কাশী নৈমিষারণ্য বা পুষ্করে সে ফল পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থিত হইলে ব্যতীপাত যোগে গোদাবরীতে স্নান-দানে যে ফল হয় শ্রীকৃষ্ণপূজনেও সেই ফলই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সসাগরবনা ধরা দান করে, আর যে ব্যক্তি কামিকাব্রত আচরণ করে, তাহাদের উভয়েরই তুল্য ফল হইয়া থাকে। যে

কামিকাব্রতকারী চ হ্যভৌ সমফলৌ স্মৃতৌ॥১০
প্রসূয়মানাং যো ধেনুং দদ্যাৎ সোপস্করাং নরঃ
তৎফলং সমবাপ্নোতি কামিকাব্রতকারকঃ॥১১
শ্রাবণে শ্রীধরং দেবং পূজয়েদ্যো নরোত্তমঃ।
তেনৈব পূজিতা দেবা গন্ধর্বোরগপন্নগাঃ॥১২
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কামিকাদিবসে হরিঃ।
পূজনীয়ো যথাশক্তি মানুবৈঃ পাপভীরুভিঃ॥
যে সংসারার্ণবে মগ্নাঃ পাপপঙ্কসমাকুলে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় কামিকাব্রতমুত্তমম্॥ ১৪
নাতঃ পরতরা কাচিৎ পবিত্রা পাপহারিণী।
এবং নারদ জানীহি স্বয়মাহ পরো হরিঃ॥ ১৫
অধ্যাত্মবিদ্যানিরতৈর্যৎফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ
ততো বহুতরং বিদ্ধি কামিকাব্রতসেবিনাম্॥ ৬
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা কামিকাব্রতকৃন্নরঃ।
ন পশ্যতি যমং রৌদ্রং নৈব গচ্ছতি দুর্গতিম্॥
ন পশ্যতি কুযোনিঞ্চ কামিকাব্রতসেবনাৎ।
কামিকাখ্য ব্রতে চীর্ণে কৈবল্যংযোগিনো গতাঃ

নর অলঙ্কারসহ প্রসূয়মানা ধেনু দান করে, কামিকাব্রতকারী ব্যক্তি সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নরবর শ্রাবণে শ্রীধর দেবের অর্চ্চনা করে, তৎকর্তৃক দেব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণও অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব কামিকাদিবসে সর্ব্বপ্রযত্নে পাপভীরু মনুষ্যগণ যথাশক্তি হরিদেবের অর্চ্চনা করিবে। যাহারা পাপপঙ্কসমাকুল সংসারার্ণবে মগ্ন রহিয়াছে, তাহাদেরই উদ্ধারার্থ এই উত্তম কামিকাব্রত বিহিত। হে নারদ! ইহা অপেক্ষা পবিত্রা পাপহারিণী তিথি আর নাই, জানিবে,—স্বয়ং হরি ইহা কহিয়াছেন। অধ্যাত্মবিদ্যানিরত নরগণ যে ফল প্রাপ্ত হয়, কামিকাব্রতসেবী মানবগণের ফল তাহা অপেক্ষাও বহুতর জানিবে। কামিকাব্রতকারী নর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া কখনও ভীষণ যম দর্শন করে না বা কোন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। কামিকাব্রত সেবনে কদাচ কুযোনিদর্শন ঘটে না। যোগিগণ কামিকাব্রত আচরণ করিয়া কৈবল্য লাভ করিয়া-

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যা নিয়তাত্মভিঃ।
তুলসীপ্রভবৈঃ পত্রৈর্যো নরঃ পূজয়েদ্ধরিম্॥
ন লিপ্যতে স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।
সুবর্ণভারমেকন্তু রজতঞ্চ চতুর্গুণম্॥ ২০
তৎফলং সমবাপ্নোতি তুলসীদলপূজনাৎ।
রত্নমৌক্তিকবৈদূর্য্যপ্রবালাদিভির্চ্চিতঃ।
ন তুষ্যতি তথা বিষ্ণুস্তুলসীদলতো যথা॥ ২১
তুলসীমঞ্জরীভিশ্চ পূজিতো যেন কেশবঃ।
আজন্মপাতকং তস্য নিশ্চয়ংযাতি সঙ্ক্ষয়ম্॥২২
যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা
বপুঃপাবনীরোগাণামভিবন্দিতা-
নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য
সংরোপিতা ন্যস্তা, তচ্চরণে বিমুক্তি-
ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥ ২৩
দীপং দদাতি যো মর্ত্ত্যো দিবারাত্রং হরের্দিনে

ছেন। অতএব নিয়তাত্মা ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। যে নর তুলসীপত্র দ্বারা হরির পূজা করে, পদ্মপত্র যেমন জল-স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি তাহাকে পাপলিপ্ত হইতে হয় না। এক ভার সুবর্ণ এবং তাহার চতুর্গুণ রজত দ্বারা অর্চ্চনায় যে ফল হয়, তুলসীদল দ্বারা পূজা করিলেও সেই ফল পাওয়া যায়। তুলসীদলে অর্চ্চনা করিলে, বিষ্ণু যেরূপ তুষ্ট হইয়া থাকেন, রত্ন, মৌক্তিক, বৈদূর্য্য ও প্রবালাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে বিষ্ণু সেরূপ তুষ্ট হন না। যে ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা কেশবকে অর্চ্চনা করে, তাহার আজন্ম সঞ্চিত পাতক নিশ্চয় লয় প্রাপ্ত হয়।৮—২২। যাহাকে দর্শন করিলে নিখিল পাতক প্রশমিত হয়, স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হইয়া থাকে; যাহার সেবায় সর্ব্ব রোগ দূরে যায়, যম ত্রাসান্বিত হয়, এবং যাহা রোপণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য হইয়া থাকে, অপিচ ভগবানের চরণে অর্পিত হইলে যাহা বিমুক্তি-ফল প্রদান করে, সেই তুলসীকে আমার

তস্য পুণ্যস্য সংখ্যা তু চিত্রগুপ্তো ন বেত্ত্যলম্ ॥
কৃষ্ণাগ্রে দীপকো যস্য জ্বলত্যেকাদশীদিনে ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি অমৃতেন দিবি স্থিতাঃ ॥ ২৫
ঘৃতেন দীপং প্রজ্বাল্য তিলতৈলেন বা পুনঃ ।
প্রয়াতি সূর্য্যলোকঞ্চ দীপকোটিশতার্চ্চিতঃ ॥২৫
অয়ং তবাগ্রে কথিতঃ কামিকামহিমা ময়া ।
অতো নরৈঃ প্রকর্ত্তব্যা সর্ব্বপাতকহারিণী ॥২৭
ব্রহ্মহত্যাপহরণী ভ্রূণহত্যাবিনাশিনী ।
বৈকুণ্ঠস্থানদাত্রী চ মহাপুণ্যফলপ্রদা ॥ ২৮
শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমেতস্যা নরঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রাবণকৃষ্ণৈকা-
দশী নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

নমস্কার। যে মানব হরিবাসরে দিবারাত্র দীপ দান করে, তাহার পুণ্য-সংখ্যা করিতে চিত্রগুপ্তও অজ্ঞ হইয়া থাকেন। একাদশী-দিনে যাহার প্রদত্ত দীপ কৃষ্ণাগ্রে-প্রজ্বলিত হয়, অমৃত দ্বারা দেবগণের ন্যায় তাহার পিতৃগণ স্বর্গস্থ হইয় তৃপ্তি লাভ করেন। ঘৃত কিংবা তিল তৈল দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া মানব শতকোটি দীপে অর্চ্চিত হইয়া সূর্য্যলোকে প্রয়াণ করে। এই আমি তোমার নিকট কামিকার মহিমা কীর্ত্তন করিলাম; অতএব নরগণ এই সর্ব্বপাতকহারিণী কামিকা একাদশীর অনুষ্ঠান করিবে। ইহা ব্রহ্মহত্যাবারিণী, ভ্রূণহত্যানাশিনী, বৈকুণ্ঠস্থানদায়িনী এবং মহাপুণ্যফলপ্রদা। শ্রদ্ধান্বিত নর ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২৩—২৯।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ ॥
কথয়স্ব প্রসাদেন মমাগ্রে মধুসূদন ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ কথাং পাপহরাং পরাম্।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥২
দ্বাপরস্য যুগস্যাদৌ পুরা মাহিষ্মতীপুরে ।
রাজা মহীজিদাখ্যাতো রাজ্যং পালয়তি স্বকম্
পুত্রহীনস্য তস্যৈব ন তদ্রাজ্যং সুখপ্রদম্ ।
অপুত্রস্য সুখং নাস্তি ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৪
চিন্তয়াস্য সুতস্যৈবং কালো বহুতরো গতঃ ।
ন প্রাপ্তশ্চ সুতো রাজ্ঞা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো নৃণাম্
দৃষ্ট্বাত্মানং প্রবয়সং রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ ।
তদা গতঃ প্রজামধ্যে ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬
ইহ জন্মনি ভো লোকা ন ময়া পাতকং কৃতম্।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মধুসূদন! শ্রাবণের শুক্লা একাদশীর নাম কি? অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্! অবহিত হইয়া পাপ-হর পরম কথা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ মাত্রেই মানব বাজপেয়ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে মাহিষ্মতী-পুরে মহীজিৎ নামে এক রাজা রাজ্যপালন করিতেন। তিনি পুত্রহীন ছিলেন, তাই তাঁহার নিকট রাজ্য সুখপ্রদ বলিয়া মনে হইত না। কি ইহলোকে কি পরলোকে, পুত্রহীন ব্যক্তির সুখ কোথাও নাই। পুত্র নিমিত্ত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজার বহুকাল অতীত হইল। তথাচ রাজা সর্ব্ব সৌখ্যপ্রদ পুত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বয়স এক্ষণে অনেক হইয়াছে; তাই তাঁহার চিন্তা হইল।১-৫। তিনি প্রজামণ্ডলী মধ্যে গিয়া বলিলেন,—প্রজাগণ! আমি ইহজন্মে কোন পাতক করি

অন্যায়োপার্জ্জিতং বিত্তং ক্ষিপ্তং কোশে ময়া নহি
ব্রহ্মস্বং দেবদ্রবিণং ন গৃহীতং ময়া কচিৎ।
ন্যাসাপহারো ন কৃতঃ পরস্য বহুপাপদঃ॥ ৮
পুত্রবৎ পালিতো লোকো ধর্ম্মেণ বিজিতা মহী
দুষ্টেষু পাতিতো দণ্ডো বন্ধুপুত্রোপমেষ্বপি॥৯
শিষ্টাশ্চ পূজিতা নিত্যং ন দ্বেষ্যাশ্চ মম জনাঃ
ইত্যেবং ব্রুবতো মার্গং ধর্ম্মযুক্তং দ্বিজোত্তমাঃ।
কস্মান্ মম গৃহে পুত্রো ন জাতস্তদ্বিমৃশ্যতাম্॥১০
ইতি বাক্যং দ্বিজাঃ শ্রুত্বা সপ্রজাঃ সপুরোহিতাঃ
মন্ত্রয়িত্বা নৃপহিতং জগ্মুস্তে গহনং বনম্॥ ১১
ইতস্ততশ্চ পশ্যন্ত আশ্রমান্ ঋষিসেবিতান্।
নৃপতের্হিতমিচ্ছন্তো দদৃশুর্মুনিসত্তমম্॥ ১২
তপ্যমানং তপো ঘোরং নিরালম্বং নিরাময়ম্।
নিরাহারং জিতাত্মানং জিতক্রোধং সনাতনম্॥
লোমশং ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
দীর্ঘায়ুষং মহাত্মানং সকেশং ব্রহ্মসম্মিতম্॥ ১৪
কল্পে কল্পে গতে তস্য একং লোম বিশীর্য্যতে
অতো লোমশনামায়ং ত্রিকালজ্ঞো মহামুনিঃ॥
তং দৃষ্ট্বা হর্ষিতাঃ সর্ব্বে আজগ্মুস্তস্য সন্নিধিম্।
যথান্যায়ং যথার্হন্তে নমশ্চক্রুর্যথোদিতম্॥ ১৬
বিনয়াবনতাঃ সর্ব্বে উচুস্তে চ পরস্পরম্।
অস্মদ্ভাগ্যবশাদেব প্রাপ্তোঽয়ং মুনিসত্তমঃ।
তাংস্তথা স প্রজা বীক্ষ্য উবাচ ঋষিসত্তমঃ॥১৭

লোমশ উবাচ।

কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তাঃ কথয়ধ্বং সকারণম্।
দর্শনাদ্ হৃষ্টমনসঃ স্তবন্তশ্চৈব মাং কিমু॥ ১৮
অসংশয়ং করিষ্যামি ভবতাং যদ্ধিতং ভবেৎ।
পরোপকৃতয়ে জন্ম মাদৃশা‍াং ন সংশয়ঃ॥ ১৯

জনা উচুঃ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামো বয়ং স্বাগমকারণম্।
সংশয়চ্ছেদনার্থায় তব সান্নিধ্যমাগতাঃ॥ ২০

নাই, কদাচ অন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত কোশে স্থাপন করি নাই, কোন দিন কোন দেবস্ব বা ব্রহ্মস্ব হরণ করি নাই, কিংবা পরের ন্যাসাপহরণও আমি কখনও করি নাই। পুত্রের ন্যায় প্রজা পালন করিতেছি এবং ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী জয় করিয়াছি; বন্ধু বা পুত্র স্থানীয় ব্যক্তিও দোষী হইলে তাহার যথোচিত দণ্ড করিয়াছি। শিষ্টজন আমার নিকট নিত্য সম্মানিত হইয়াছেন। আমি জনগণের প্রতি কখনও দ্বেষ প্রকাশ করি নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি আমার ধর্ম্মপথ আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলাম; এক্ষণে আপনারা বিচার করিয়া বলুন, কেন আমার গৃহে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না? পুরোহিত সহ দ্বিজগণ ও প্রজাগণ রাজার এই বাক্য শুনিয়া নরপতির হিতমন্ত্রণাপূর্ব্বক নিবিড় বনে গমন করিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ ঋষিসেবিত আশ্রমসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নৃপতির হিত কামনায় যাইতে যাইতে ঘোর তপস্যামগ্ন জনৈক ঋষিসত্তমকে দেখিতে পাইলেন। এই ঋষির নাম লোমশ; ইনি নিরালম্ব, নিরাময়, নিরাহার, জিতাত্মা, জিতক্রোধ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, কেশসম্পন্ন ও ব্রহ্মতুল্য। কল্পে কল্পে এই ঋষির একটী লোম বিনাশ হইয়া থাকে, এইজন্য এই ত্রিকালজ্ঞ মুনি লোমশ নামে বিখ্যাত। এই ঋষিকে দর্শনপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া তাঁহারা তৎসমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে যথারীতি যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন তারপর তাঁহারা বিনয় সহকারে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের ভাগ্যবশেই এই ঋষির দর্শনলাভ হইয়াছে। ঋষিসত্তম লোমশ ঐ সকল লোক অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন। লোমশ কহিলেন,—আপনারা কিজন্য হেথায় আগমন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বলুন। আপনার আমার দর্শন মাত্রেই হৃষ্টচিত্ত হইয়া কিজন্য আমার স্তব করিতেছেন। আপনাদের যাহা হিত হয়, অবশ্যই আমি তাহা করিব। পরোপকারার্থই আমাদিগের জন্ম, একথা নিঃসন্দেহ।৬—১৯। জনগণ কহিল,—আমরা আমাদের আগমনকারণ বলিব, শ্রবণ করুন। আমরা একটা সন্দেহচ্ছেদনের জন্য আপনার

পদ্মযোনেঃ পরতরস্ত্বত্তঃ শ্রেষ্ঠো ন বিদ্যতে।
অতঃ কার্য্যবশাৎ প্রাপ্তাঃ সমীপং ভবতো বয়ম্
মহীজিন্নাম রাজাসৌ পুত্রহীনোঽস্তি সাম্প্রতম্
বয়ং তস্য প্রজা ব্রহ্মন্ পুত্রবত্তেন পালিতা॥ ২২
তং পুত্ররহিতং দৃষ্ট্বা তস্য দুঃখেন দুঃখিতা।
তপঃ কর্ত্তুমিহায়াতা মতিং কৃত্বা তু নৈষ্ঠিকীম্॥২৩
তস্য ভাগ্যেন দৃষ্টোঽসি ত্বমাভিস্ত্বং দ্বিজোত্তম
মহতাং দর্শনেনৈব কার্য্যসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥ ২৪
উপদেশং বদ মুনে রাজ্ঞঃ পুত্রো যথা ভবেৎ।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।
প্রত্যুবাচ মুনির্জ্ঞাত্বা তস্য জন্ম পুরাতনম্॥ ২৫

লোমশ উবাচ।

পুরা জন্মনি বৈশ্যোঽয়ং ধনহীনো নৃশংসকৃৎ।
বাণিজ্যকর্ম্মনিরতো গ্রামাদ্‌গ্রামান্তরং ভ্রমন্॥২৬
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশমীদিবসে তথা।
মধ্যগে দ্যুমণৌ প্রাপ্তে গ্রামসীম্নি জলাশয়ম্॥২৭
কূপিকাং সজলাং দৃষ্ট্বা জলপানে মনো দধে।
সদ্যস্তত্র সবৎসা চ ধেনুস্তত্র সমাগতা॥ ২৮
তৃষ্ণাতুরা নিদাঘার্ত্তা তস্মাদেব পপৌ তু সা।
পিবন্তীং বারয়িত্বা তামসৌ তোয়ং পপৌ স্বয়ম্
কর্ম্মণা তেন পাপেন পুত্রহীনো নৃপো ঽভবৎ।
কস্মাপি জন্মনঃ পুণ্যাৎ প্রাপ্তঃ রাজ্যমকণ্টকম্

লোকা উচুঃ।

পুণ্যাৎ পাপং ক্ষয়ং যাতি পুরাণে শ্রূয়তে মুনে
পুণ্যোপদেশং কথয় যেন পাপক্ষয়ো ভবেৎ।
যথা ভবৎপ্রসাদেন পুত্রো ভবতি ভূপতেঃ॥ ৩১

লোমশ উবাচ।

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু পুত্রদা নাম বিশ্রুতা।
একাদশী বাঞ্ছিতদা কুরুধ্বং তদ্‌ব্রতং জনাঃ॥ ৩২
ইতি শ্রুত্বা নমস্কৃত্য মুনিমেত্য পুরং ব্রতম্।
যথাবিধি যথান্যায়ং কৃতং তৈর্জ্জাগরান্বিতম্॥ ৩৩

নিকট আসিয়াছি। পদ্মযোনির পর আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। অতএব কোন কার্য্য বশতঃ আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ব্রহ্মন্! রাজা মহীজিৎ পুত্রহীন অবস্থায় আছেন। আমরা তাঁহার প্রজা; তাঁহা কর্ত্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতেছি। তাঁহাকে অপুত্রক দর্শনে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমরা এস্থানে নৈষ্ঠিকী মতি অবলম্বনে তপস্যা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! রাজার ভাগ্যগুণেই আমরা আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। মহৎ-লোকের দর্শনমাত্রেই নরগণের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে মুনে! রাজার যাহাতে পুত্র হয় সেরূপ উপদেশ প্রদান করুন। তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি মুহূর্ত্ত মাত্র ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন এবং রাজার পুরাতন জন্ম অবগত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এই রাজা পূর্ব্বজন্মে এক ধনহীন নৃশংস বৈশ্য ছিলেন। বৈশ্য বাণিজ্য কর্ম্মে নিরত হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমীদিবসে দিবাকর মধ্য গগনে সমুদিত হইলে গ্রামপ্রান্তে এক জলপূর্ণ কূপ দেখিয়া জলপানে উদ্যত হইল। অনন্তর সেই ক্ষণেই এক নিদাঘার্ত্তা তৃষ্ণাতুরা সবৎসা ধেনু আসিয়া সেই কূপে জল পান করিতে লাগিল। কিন্তু বৈশ্য সেই জলপানোদ্যতা ধেনুকে তাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং সেই কূপজল পান করিয়াছিল। তোমাদের রাজা সেই পাপকর্ম্ম-হেতু পুত্রহীন হইয়াছেন। তবে কোন এক অতীত জন্মের পুণ্যবলে এই অকণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন।২০—৩০। লোক-গণ কহিল,—হে মুনে! পুরাণে শুনিতে পাই, পুণ্যবলে পাপক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব পুণ্যোপদেশ করুন, যাহাতে পাপক্ষয় হইয়া যায় এবং রাজা ভবৎপ্রসাদে পুত্রলাভ করিতে পারেন। লোমশ কহিলেন,—শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশীর নাম পুত্রদা, তোমরা এই ইষ্টফলপ্রদা একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান কর। এই কথা শুনিয়া জনগণ মুনিকে নমস্কার-পূর্ব্বক স্বপুরে আসিয়া যথাবিধি যথান্যায় জাগরণ করতঃ উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিল।

তস্য পুণ্যং সুবিমলং দত্তং নৃপতয়ে জনৈঃ।
দত্তে পুণ্যেঽথ স রাজ্ঞী গর্ভমাধত্ত শোভনম্॥
প্রাপ্তে প্রসবকালে সা সুষুবে পুত্রমূর্জ্জিতম্।
শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে কর্কটস্থে দিবাকরে॥ ৩৫
দ্বাদশ্যাং বাসুদেবায় পবিত্রারোপণং স্মৃতম্।
হৈমরৌপ্যতাম্রক্ষৌমৈঃ সূত্রৈঃ কৌশেয়পদ্মজৈঃ
কুশৈঃ কাশৈশ্চ কার্পাসৈর্ব্রাহ্মণ্যা কর্ত্তিতৈঃ শুভৈঃ
স্নাত্বা ত্রিগুণিতং সূত্রং ত্রিগুণীকৃত্যশোধয়েৎ॥
গোদোহান্তরিতে কালে পূর্ব্বেহ্যুরধিবাসনম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য গুরুপাদৌ প্রণম্য চ॥
গীতমঙ্গলনির্ঘোষৈঃ কুর্য্যাজ্জাগরণং ততঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভিন্নাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
স্বধর্ম্মাবস্থিতাঃ সর্ব্বে ভক্ত্যা কুর্য্যুঃ পবিত্রকম্।
ততঃ পবিত্রং গুরবে দদ্যাদ্বৈ বিধিপূর্ব্বকম্॥৪০
ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবাংশ্চৈব গন্ধপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ।
অতো দেবেতি মন্ত্রেণ দ্বিজো বিষ্ণৌ
নিবেদয়েৎ॥

শূদ্রস্তু মূলমন্ত্রেণ যথা বিষ্ণৌ তথা শিবে।
বর্ষে বর্ষে প্রকর্ত্তব্যং পবিত্রারোপণং নরৈঃ॥ ৪২
ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ ইচ্ছদ্ভিঃ সংসারে শোকসাগরে,
ন করোতি বিধানেন পবিত্রারোপণন্তু যঃ॥ ৪৩
তস্য সাংবৎসরী পূজা নিষ্ফলা বৈষ্ণবস্য তু।
শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমেতস্যা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে
ইহ পুত্রসুখং প্রাপ্য পরত্র স্বর্গতিং লভেৎ॥৪৪
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রাবণশুক্লপবিত্রা-
রোপণী-পুত্রদৈকাদশী নাম পঞ্চপঞ্চা-
শোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভাদ্রস্য কৃষ্ণপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কথয়স্ব জনার্দ্দন॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণুষ্বৈকমনা রাজন্ কথয়িষ্যামি বিস্তরাৎ।

অনন্তর উক্ত ব্রতজন্য যে নির্ম্মল পুণ্য হইল, তাহা তাহারা রাজাকে প্রদান করিল। জনগণ কর্ত্তৃক পুণ্য প্রদত্ত হইবামাত্র রাজ্ঞী গর্ভ ধারণ করিলেন। অনন্তর প্রসবকাল উপস্থিত হইল। রাজ্ঞী এক তেজস্বী পুত্র প্রসব করিলেন। শ্রাবণের শুক্লপক্ষে দিবাকর কর্কটরাশিগত হইলে দ্বাদশীতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ক্ষৌমসূত্র, কুশ, কাশ বা ব্রাহ্মণীকর্ত্তিত কার্পাস দ্বারা বাসুদেবের পবিত্রারোপণ কর্ত্তব্য। স্নানান্তে ত্রিগুণ সূত্র ত্রিগুণ করিয়া শোধন করিবে। পূর্ব্বদিন গোদোহান্তরিত কালে অধিবাস করিতে হইবে। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার ও গুরুপদে প্রণাম করিয়া গীত ও মঙ্গলধ্বনি-পূর্ব্বক জাগরণ করিবে। স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভিন্ন বা শূদ্র সকলেই ভক্তি-পূর্ব্বক পবিত্রারোপণ করিবে। অনন্তর গুরুকে বিধিপূর্ব্বক পবিত্র প্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে 'দেবেতি' মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকে পবিত্র নিবেদন করিয়া দিবে। শূদ্র জন মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যেমন বিষ্ণুর সেইরূপ শিবেরও পবিত্রা-রোপণ করিবে। ভুক্তিমুক্তিকামী নরগণ বর্ষে বর্ষে পবিত্রারোপণ করিবে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক পবিত্রারোপণ করে না, তাদৃশ বৈষ্ণবের সংবৎসরব্যাপিনী পূজাও নিষ্ফল হইয়া থাকে। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নর পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ইহকালে তাহার পুত্রপ্রাপ্তি এবং অন্তে স্বর্গগতি হইয়া থাকে। ৩১—৪৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—জনার্দ্দন! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম কি? ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্! একমনে শ্রবণ করুন।

অজেতি নামতঃ প্রোক্তা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥
পূজয়িত্বা হৃষীকেশং ব্রতমস্যাঃ করোতি যঃ।
পাপানি তস্য নশ্যন্তি ব্রতস্য শ্রবণাদপি॥ ৩
নাতঃ পরতরা রাজন্ লোকদ্বয়হিতায় বৈ।
সত্যমুক্তং ময়া হ্যেতন্নাসত্যং মম ভাষিতম্॥ ৪
হরিশ্চন্দ্র ইতি খ্যাতো বভূব নৃপতিঃ পুরা।
চক্রবর্ত্তী সত্যসন্ধঃ সমস্তায়া ভুবঃ পতিঃ॥ ৫
কস্যাপি কর্ম্মণঃ প্রাপ্তৌ রাজ্যভ্রষ্টো বভূব সঃ।
বিক্রীতৌ বনিতাপুত্রৌ স চকারাত্মবিক্রয়ম্॥
পুক্কসস্য চ দাসত্বং গতো রাজা স পুণ্যকৃৎ।
সত্যমালম্ব্য রাজেন্দ্র মৃতচৈলাপহারকঃ॥ ৭
সে হভবন্নৃপতি শ্রেষ্ঠো ন সত্যাচ্চলিতস্তথা।
এবঞ্চ তস্য নৃপতের্ব্বহবো বৎসরাগতাঃ॥ ৮
ততশ্চিন্তাপরো রাজা স বভূবাতিদুঃখিতঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি নিষ্কৃতির্মে কথং ভবেৎ
ইতি চিন্তয়তস্তস্য মগ্নস্য বৃজিনার্ণবে।
আজগাম মুনিঃ কশ্চিজ্ জ্ঞাত্বা রাজানমাতুরম্
পরোপকরণার্থায় নির্ম্মিতা ব্রহ্মণা, দ্বিজাঃ।
স তং দৃষ্ট্বা দ্বিজবরং ননাম নৃপসত্তমঃ॥১১
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা গৌতমস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং আত্মনো দুঃখসংযুতম্॥ ১২
শ্রুত্বা নৃপাতবাক্যানি গৌতমো বিস্ময়ান্বিতঃ।
উপদেশং নৃপতয়ে ব্রতাস্যাস্য দদৌ মুনিঃ॥১৩
মাসি ভাদ্রপদে রাজন্ কৃষ্ণপক্ষেহতিশোভনা
একাদশী সমায়াতা অজা নামেতি পুণ্যদা॥ ১৪
অস্যাঃ কুরু ব্রতং রাজন্ পাপস্যান্তো ভবিষ্যতি
তব ভাগ্যবশাদেষ, সপ্তমেহহ্নি সমাগতা॥১৫
উপবাসপরো ভূত্বা রাত্রৌ জাগরণং কুরু।
এবমস্যা ব্রতে চীর্ণে তব পাপক্ষয়ো ধ্রুবম্॥১৬
তব পুণ্যপ্রভাবেণ চাগতোহহং নৃপোত্তম।
ইত্যেবং কথয়িত্বা চ মুনিরন্তরধীয়ত॥ ১৭

আমি বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। এই একাদশী অজা নামে বিখ্যাত; ইহা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী একাদশী। যে ব্যক্তি এ দিনে হৃষীকেশকে পূজা করিয়া ব্রতবিবরণ শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। রাজন্! উভয় লোকের হিতসাধক ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত আর নাই। আমি ইহা সত্যই বলিলাম, আমার বাক্য কখনও অসত্য নহে। পুরাকালে হরিশ্চন্দ্র নামে এক বিখ্যাত সত্যসন্ধ রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্ব ভূমির অধিপতি চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াও কোন কর্ম্মফলে রাজ্যভ্রষ্ট হন। তাঁহার স্ত্রীপুত্র বিক্রীত হইয়া যায়। অবশেষে তিনি আত্মবিক্রয় করেন। পুণ্যকারী রাজা পুক্কসের দাস হইয়া মৃতের বস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সত্য পরিত্যাগ করিলেন না। যিনি সত্যপথ হইতে বিচলিত না হন, তিনিই নৃপতিশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় সেই নৃপতির বহু বৎসর অতীত হইল। অনন্তর রাজা অতি দুঃখিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিব? কোথায় যাইব? কিরূপে আমার নিষ্কৃতি হইবে? রাজা এইরূপে পাপার্ণবে মগ্ন থাকিয়া চিন্তা করিতে থাকিলে কোন এক মুনি রাজার দুঃখ বুঝিয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন। ১—১০। ব্রহ্মা দ্বিজগণকে পরোপকারের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা সেই দ্বিজবরকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বয়ং গৌতম। রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিলেন এবং স্বীয় দুঃখময় বৃত্তান্ত বলিলেন। নৃপতির বাক্য শুনিয়া গৌতম মুনি বিস্মিত হইলেন এবং এই একাদশী ব্রত করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। বলিলেন,—রাজন্! ভাদ্রমাসের শোভনা কৃষ্ণা একাদশী আসিয়াছে। ইহার নাম অজা; ইহা পুণ্যপ্রদা। আপনি এই ব্রত করুন; ইহাতেই আপনার পাপাবসান হইবে। ভবদীয় ভাগ্যবশেই সপ্তম দিবসে এই একাদশী উপস্থিত হইবে। ঐ দিনে আপনি উপবাসনিরত হইয়া রাত্রিতে জাগরণ করুন। এইরূপে উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠানে আপনার পাপক্ষয় হইবে। হে নৃপোত্তম! আপনার পুণ্যবলেই

মুনিবাক্যং নৃপঃ শ্রুত্বা চকার ব্রতমুত্তমম্।
কৃতে তস্মিন্ ব্রতে রাজ্ঞঃ পাপস্যান্তোঽভবৎ
ক্ষণাৎ ॥ ১৮
শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল প্রভাবোঽস্য ব্রতস্য চ।
যদ্দুঃখং বহুভির্বর্ষৈর্ভোক্তব্যং তৎক্ষয়ো ভবেৎ
নিস্তীর্ণদুঃখো রাজাসীদ্ ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ
পত্ন্যা সহ সমাযোগং পুত্রজীবনমাপ সঃ ॥ ২০
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবর্ষমভূদ্দিবঃ।
একাদশ্যাঃ প্রভাবেন প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্ ॥
স্বর্গং লেভে হরিশ্চন্দ্রঃ সপুরঃ সপরিচ্ছদঃ।
ঈদৃগ্বিধং ব্রতং রাজন্ যে কুর্ব্বন্তি চ মানবাঃ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্ত্রিদিবং যান্তি তে নৃপ।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি অশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ভাদ্রপদকৃষ্ণৈকা-
দশী নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

আমি এস্থানে আসিয়াছি। গৌতম মুনি এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা মুনির বাক্য শুনিয়া উক্ত উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রত সম্পাদিত হইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ রাজার পাপান্ত হইল। হে রাজপ্রবর! এই ব্রতের মাহাত্ম্য এক্ষণে শ্রবণ করুন। ইহার অনুষ্ঠানে বহুবর্ষ-ভোগ্য দুঃখ ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই ব্রতের প্রভাবেই রাজা হরিশ্চন্দ্র দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর সহিত সম্মিলন ঘটে এবং পুত্র জীবনপ্রাপ্ত হয়। স্বর্গে দুন্দুভি সকল বাদিত হইতে থাকে, আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হয়। একাদশীর প্রভাবে তিনি অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পৌর জনগণ সহ স্বর্গ লাভ করেন। হে রাজন্! যে সকল মানব এইরূপ ব্রত আচ-রণ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ইহা পঠনে এবং শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। ১১—২৩।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
নভস্যস্য সিতে পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ ॥
কো দেবঃ কো বিধিস্তস্য এতদাখ্যাহি কেশব
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
কথয়ামি মহীপাল কথামাশ্চর্য্যকারিণীম্।
কথয়ামাস যাং ব্রহ্মা নারদায় মহাত্মনে ॥২
নারদ উবাচ।
কথয়স্ব প্রসাদেন চতুর্ম্মুখ নমোঽস্তু তে।
নভস্যশুক্লপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিষ্ণোরারাধনায় বৈ ॥৩
ব্রহ্মোবাচ।
বৈষ্ণবোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ সাধু পৃষ্টং কিল ত্বয়া।
নাতঃ পরতরা লোকে পবিত্রা হরিবাসরাৎ ॥৪
পদ্মা নামেতি বিখ্যাতা নভস্যৈকাদশী সিতা।
হৃষীকেশঃ পূজ্যতেঽস্যাং কর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমম্ ॥৫
কথয়ামি তবাগ্রেঽহং কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে কেশব! শ্রাবণ মাসের একাদশীর নাম কি? কোন্ দেব? তাঁহার পূজাবিধি কি? ইহা আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—মহীপাল! আমি এক আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি; মহাত্মা নার-দের নিকট ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছিলেন। নারদ কহিলেন,—চতুরানন! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি শ্রাবণী কৃষ্ণা একাদশীর নাম কি? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আমি বিষ্ণুর আরাধনার্থ ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিবর! আপনি বৈষ্ণব; সুতরাং উত্তম প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই হরিবাসর হইতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র একাদশী জগতে আর নাই। ইহার নাম পদ্মা। এই পদ্মা একাদশীতে হৃষীকেশ দেবকে পূজা করিতে হয় এবং ইহাতে উত্তম ব্রত কর্ত্তব্য। আমি এ সম্বন্ধে তোমার নিকট শুভ পৌরাণিকী কথা কহি-

যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ মহাপাপং প্রণশ্যতি ॥ ৬
মান্ধাতা নাম রাজর্ষির্বিবস্বদ্বংশসম্ভবঃ।
বভূব চক্রবর্ত্তী স সত্যসন্ধঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
ধর্ম্মতঃ পালয়ামাস প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
ন তস্য রাজ্যে দুর্ভিক্ষং নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা ॥৮
নিরাতঙ্কাঃ প্রজাস্তস্য ধনধান্যসমেধিতাঃ।
ন্যায়েনোপার্জ্জিতং বিত্তং তস্য কোশে মহীপতেঃ ॥
স্বস্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন্তে সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা।
কামধেনুসমা ভূমিস্তস্য রাজ্যে মহীপতেঃ ॥ ১০
তস্যৈবং কুর্ব্বতো রাজ্যং বহুবর্ষগণা গতাঃ।
অথৈকস্মিংশ্চ সম্প্রাপ্তো বিপাকঃ কর্ম্মণঃ খলু ॥
বর্ষত্রয়ং তদ্বিষয়ে ন ববর্ষ বলাহকঃ।
তেন ভগ্নাঃ প্রজাস্তস্য বভূবুঃ ক্ষুধয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১২
স্বাহাস্বধাবষট্কার-বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিতাঃ।
বভূব বিষয়স্তস্যাভাগ্যেন দৈবপীড়িতঃ।
অথ প্রজাঃ সমাগম্য রাজানমিদমব্রুবন্ ॥ ১৩

প্রজা উচুঃ।

শ্রোতব্যং নৃপশার্দ্দূল প্রজানাং বচনং ত্বয়া।
অপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ পুরাণেষু মনীষিভি
অয়নং ভগবতস্তস্মান্নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ।
পর্জ্জন্যরূপো ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতঃ স্থিতঃ ॥১
স এবং কুরুতে বৃষ্টিং বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।
তদভাবে নৃপশ্রেষ্ঠ ক্ষয়ং গচ্ছন্তি বৈ প্রজাঃ।
তথা কুরু নৃপশ্রেষ্ঠ যোগঃ ক্ষেমো যথা ভবেৎ

রাজোবাচ।

সত্যমুক্তং ভবদ্ভিশ্চ ন মিথ্যাভিহিতং ক্বচিৎ।
অন্নং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমন্নে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি জগদন্নেন বর্ত্ততে।
ইত্যেবং শ্রূয়তে লোকে পুরাণে বহুবিস্তরে,॥
নৃপাণামপচারেণ প্রজানাং পীড়নং ভবেৎ।
নাহং পশ্যাম্যাত্মকৃতমেবং বুদ্ধ্যা বিচারয়ন্ ॥ ১৯

তেছি। ইহা শ্রবণ মাত্রেই মহাপাতকও নষ্ট হইয়া থাকে। পুরাকালে সূর্য্যবংশে মান্ধাতা নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি প্রতাপবান্ সত্যসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা আধিব্যাধি কিছুই ছিল না। তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে ঔরস পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। ধনধান্য-সমৃদ্ধ প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যে নির্ভয়ে বাস করিত। সেই মহীপতির ধনাগারে ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত থাকিত। সর্ব্ব বর্ণের সকল লোক স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিত। ঐ রাজার রাজ্যে ভূমি কামধেনুর ন্যায় ফলপ্রসূ ছিল। এই ভাবে রাজ্য করিতে করিতে রাজর্ষি মান্ধাতার বহু বর্ষ অতীত হইল। একদা কর্ম্মবিপাকবশতঃ পর্জ্জন্য দেব বর্ষত্রয় যাবৎ তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ করিলেন না। তাহাতে প্রজাগণ পীড়িত হইয়া ক্ষুধায় কাতর হইল। তাহাদের মধ্যে স্বাহা, স্বধা, বষট্কার বা বেদাধ্যয়ন রহিত হইয়া গেল। রাজার দুর্ভাগ্যে সমস্ত রাজ্য দৈবপীড়িত হইল। ১—১৩। তখন প্রজাগণ রাজার নিকট আসিয়া কহিল,—হে নৃপবর! আপনি প্রজাগণের নিবেদন শ্রবণ করুন। পুরাণে মনীষিগণ অপ্ সকলকে নারা নামে অভিহিত করিয়াছেন। নারা ভগবানের অয়ন বলিয়া তিনি নারায়ণ নামে নিরূপিত হইয়াছেন। সর্ব্বগত ভগবান্ বিষ্ণু পর্জ্জন্যরূপে অবস্থিত। তিনিই বৃষ্টি করিয়া থাকেন। বৃষ্টি হইতেই অন্ন হয় এবং অন্ন হইতেই প্রজাগণের জীবনরক্ষা। সুতরাং হে নৃপবর! যদি অন্নাভাব ঘটে, তাহা হইলেই প্রজাগণের ক্ষয় হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, রাজবর! আপনি তাহাই করুন, যাহাতে প্রজাগণের যোগ-ক্ষেম সাধন হইবে। রাজা কহিলেন,—তোমরা সত্যই বলিয়াছ; তোমাদের বাক্য কখনও মিথ্যা নহে। অন্নই ব্রহ্ম; অন্নেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। অন্ন হইতেই ভূতসমূহের প্রাদুর্ভাব; অন্ন দ্বারাই জগৎ প্রবর্ত্তিত। বহু পুরাণাখ্যানে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, নৃপগণের অপচারফলেই প্রজাপুঞ্জের পীড়ন হইয়া থাকে।

তথাপি প্রযতিষ্যামি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
ইতি কৃত্বা মতিং রাজাপরিমেয়পরিচ্ছদঃ ॥২০
নমস্কৃত্য বিধাতারং জগাম গহনং বনম্।
চচার মুনিমুখ্যাংশ্চ আশ্রমান্ তাপসৈঃ শ্রিতান্॥
দদর্শাথ ব্রহ্মসুতমৃষিমাঙ্গিরসং নৃপঃ।
তেজসা দ্যোতিতদিশং দ্বিতীয়মিব পদ্মজম্ ॥২২
তং দৃষ্ট্বা হর্ষিতো রাজা অবতীর্য্য স্ববাহনাৎ
নমশ্চক্রেঽস্য চরণৌ কৃতাঞ্জলিপুটো বশী ॥২৩
মুনিস্তমভিনন্দ্যাথ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্।
প্রপচ্ছ কুশলং রাজ্যে সপ্তস্বঙ্গেষু ভূপতেঃ ॥২৪
নিবেদয়িত্বা কুশলং পপ্রচ্ছানাময়ং নৃপঃ।
দত্তাসনো গৃহীতার্ঘ্য উপবিষ্টোঽস্য সন্নিধৌ ॥২
প্রত্যুবাচ মুনিং রাজা পৃষ্টো হ্যাগমকারণম্ ॥ ২৬

রাজোবাচ।

ভগবন্ ধর্ম্মবিধিনা মম পালয়তো মহীম্।
অনাবৃষ্টিশ্চ সংবৃত্তা নাহং বেদ্মত্র কারণম্ ॥ ২৭
সংশয়চ্ছেদনায়াত্র আগতোঽহং তবান্তিকে।
যোগক্ষেমবিধানেন প্রজানাং কুরু নির্বৃতিম্॥২

ঋষিরুবাচ।

এতৎ কৃতযুগং রাজন্ যুগানামুত্তমং মতম্।
অত্র ব্রহ্মপরা লোকা ধর্ম্মশ্চাত্র চতুষ্পদঃ॥ ২৯
অস্মিন্ যুগে তপোযুক্তা ব্রাহ্মণা নেতরেজনাঃ
বিষয়ে তব রাজেন্দ্র বৃষলোঽয়ং তপস্যতি ॥ ৩০
এতস্মাৎ কারণাচ্চৈব ন বর্ষতি বলাহকঃ।
কুরু তস্য বধে যত্নং যেন দোষঃ প্রশাম্যতি ॥৩১

রাজোবাচ।

নাহমেনং বধিষ্যামি তপস্যন্তমনাগসম্।
ধর্ম্মোপদেশং কথয় উপসর্গবিনাশনম্ ॥ ৩২

ঋষিরুবাচ।

যদ্যেবং তর্হি নৃপতে কুরুষ্বৈকাদশীব্রতম্।

কিন্তু আমি বিচারালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আমার আত্মকৃত অপচার কিছুই নাই। তথাপি প্রজাগণের হিতার্থে আমি যত্ন করিব। রাজা মান্ধাতা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিধাতাকে নমস্কার করত নিবিড় বনে গমন করিলেন। বনে গিয়া তিনি তাপসগণাশ্রিত বহু আশ্রমে ভ্রমণ করত বহু মুনিপ্রবরকে দেখিলেন। অনন্তর রাজার দৃষ্টি ব্রহ্মসুত ঋষি অঙ্গিরার উপর পতিত হইল। রাজা দেখিলেন,—ঋষি অঙ্গিরা দ্বিতীয় পদ্মজন্মার ন্যায় তেজে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা হৃষ্ট হইলেন এবং স্বীয় বাহন হইতে অবতরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণযুগলে নমস্কার করিলেন। ঋষি অঙ্গিরা রাজাকে অভিনন্দিত করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক তাঁহার ও তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা স্বীয় কুশল জ্ঞাপন করিয়া অনাময় প্রশ্ন করিলেন। মুনি রাজাকে আসন ও অর্ঘ্য দিলেন; রাজা অর্ঘ্য লইয়া আসনে উপবেশনান্তে মুনিকে প্রত্যুত্তর দিলেন। মুনি তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসিলেন। ১৪—২৬। রাজা কহিলেন,—ভগবন্! আমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতেছিলাম; কিন্তু রাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে; ইহার কারণ কি? কিছুই জানি না। সংশয়চ্ছেদনার্থ আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি যোগ-ক্ষেম বিধান করিয়া প্রজাগণের নির্বৃতি সাধন করুন। ঋষি কহিলেন,—রাজন্! এক্ষণে এই সত্যযুগ চলিতেছে। ইহা যুগসমূহের মধ্যে উত্তম যুগ। এ যুগে লোক সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ; ধর্ম্ম চতুষ্পাদ। এ কালে ব্রাহ্মণগণই তপোযুক্ত; ইতরজন তপস্যাযোগ্য নহে। কিন্তু রাজেন্দ্র! আপনার রাজ্যে এক শূদ্র তপস্যা করিতেছে! এই কারণেই পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করিতেছেন না। আপনি তাহার বিনাশে সযত্ন হউন, তাহা হইলেই দোষ প্রশমিত হইয়া যাইবে। রাজা কহিলেন,—তপোনিরত নিরপরাধ ব্যক্তিকে আমি বধ করিতে পারিব না; উপস্থিত উপসর্গ নাশের জন্য আপনি কোন ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করুন। ঋষি কহিলেন,—নরপতে!

নভস্যস্য সিতে পক্ষে পদ্মা নামেতি বিশ্রুতা॥৩৩
তস্যা ব্রতপ্রভাবেন সুবৃষ্টির্ভবিতা ধ্রুবম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা হ্যেষা সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী॥ ৩৪
অস্যা ব্রতং কুরু নৃপ সপ্রজঃ সপরিচ্ছদঃ।
ইতি বাক্যমৃষেঃ শ্রুত্বা রাজা স্বগৃহমাগতঃ॥ ৩৬
ভাদ্রমাসে সিতে পক্ষে পদ্মাব্রতমথাকরোৎ।
প্রজাভিঃ সহ সর্ব্বাভিশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমন্বিতঃ॥ ৩৬
এবং ব্রতে কৃতে রাজন্ প্রববর্ষ বলাহকঃ।
জলেন প্লাবিতা ভূমিরভবৎ শস্যশালিনী॥ ৩৭
ঋষীশ্বরপ্রভাবেন লোকাঃ সৌখ্যং প্রপেদিরে
এতস্মাৎ কারণাদেবং কর্ত্তব্যং ব্রতমুত্তমম্॥ ৩৮
দধ্যোদনযুতং তস্যাং জলপূর্ণং ঘটং দ্বিজে।
বস্ত্রসংবেষ্টিতং দত্ত্বা ছত্রোপানহমেব চ॥ ৩৯
নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধ শ্রবণসংজ্ঞক।
অঘৌঘসঙ্ক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব॥ ৪০

যদি এইরূপই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। শ্রাবণের শুক্লা একাদশী পদ্মা নামে বিখ্যাত। উক্ত ব্রতের প্রভাবে আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই সুবৃষ্টি হইবে। পদ্মা একাদশী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা এবং সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী। আপনি প্রজা-পরিজনগণ সমভিব্যাহারে এই একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করুন। ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা স্বীয় গৃহে আগমন করিলেন এবং ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাগণের সহিত পদ্মাব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপ ব্রতাচরণের ফলে পর্জ্জন্য দেব বারিবর্ষণ করিলেন। জলে ভূতল প্লাবিত হইয়া গেল। ধরিত্রী প্রচুর শস্যশালিনী হইলেন। ঋষিবরের প্রসাদে সর্ব্বলোক সুখ লাভ করিল। এই কারণেই এই উত্তম পদ্মাব্রত কর্ত্তব্য। এই ব্রতে বস্ত্রবেষ্টিত দধ্যোদনযুক্ত জলপূর্ণ ঘট ও ছত্রোপানহ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া বলিবে,—"হে শ্রবণসংজ্ঞক, বুধ গোবিন্দ! তোমায় নমস্কার, নমস্কার; তুমি

ভুক্তিমুক্তিপ্রদশ্চৈব লোকানাং সুখদায়কঃ।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ভাদ্রপদশুক্লাপদ্মৈকাদশী নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথয়স্ব প্রসাদেন মমাগ্রে মধুসূদন।
ইষস্য কৃষ্ণপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
আশ্বিনে কৃষ্ণপক্ষে তু ইন্দিরা নাম নামতঃ।
তস্যা ব্রতপ্রভাবেন মহাপাপং প্রণশ্যতি॥ ২
অধোযোনিগতানাঞ্চ পিতৃণাং গতিদায়িনী।
শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ কথাং পাপহরাং পরাম্॥৩
যস্যাঃ শ্রাবণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং লভেৎ।
পুরা কৃতযুগে রাজন্ বভূব নৃপনন্দনঃ॥ ৪
ইন্দ্রসেন ইতি খ্যাতঃ পুরা মাহিষ্মতীপতিঃ।

পাপরাশি বিনাশিত করিয়া লোকসমূহের সর্ব্ব সৌখ্য ও ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ হও। হে রাজন্! ইহা পঠনে এবং শ্রবণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২৭—৪১।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মধুসূদন! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আশ্বিনের কৃষ্ণা একাদশীর নাম কি? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আশ্বিনের কৃষ্ণা একাদশীর নাম ইন্দিরা। এই ইন্দিরা-ব্রতের প্রভাবে মহাপাতকও বিলয় পাইয়া থাকে। ইহা অধম যোনিগত পিতৃগণের গতিদায়িনী। হে রাজন্! অবহিত হইয়া এই বিষয়ের পাপহারিণী কথা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ মাত্রেই বাজপেয়ফল লাভ করা যায়। পুরাকালে সত্যযুগে মাহিষ্মতীপুরে ইন্দ্রসেন নামে

স রাজা পালয়ামাস ধর্ম্মেণ যশসান্বিতঃ॥ ৫
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
মাহিষ্মত্যধিপো রাজা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ॥ ৬
জপন্ গোবিন্দনামানি মুক্তিদানি নরাধিপঃ।
কালং নয়তি বিধিবদধ্যাত্মধ্যানচিন্তকঃ॥ ৭
একস্মিন্ দিবসে রাজ্ঞি সুখাসীনে সদোগতে।
অবতীর্য্যাগমত্তত্র স্বম্বরান্নারদো মুনিঃ॥ ৮
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পূজয়িত্বাথ বিধিনা চাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ॥ ৯
সুখোপবিষ্টং স মুনিং প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমঃ॥১০

রাজোবাচ।

ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র কুশলং মম।
অদ্য ক্রতুক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সফলাস্তব দর্শনাৎ।
প্রসাদং কুরু দেবর্ষে ত্বহ্যাগমনকারণম্॥ ১১

নারদ উবাচ।

শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল মদ্বচো বিস্ময়প্রদম্।
ব্রহ্মলোকাদহং প্রাপ্তো যমলোকং নৃপোত্তম॥
শমনেনার্চ্চিতো ভক্ত্যা উপবিষ্টো বরাসনে।
ধর্ম্মশীলঃ সত্যবাংস্ত ভাস্করিং সমুপাসতে॥ ১৩
বহুপুণ্যপ্রকর্ত্তা চ ব্রতবৈকল্যদোষতঃ।
সভায়াং শ্রাদ্ধদেবস্য ময়া দৃষ্টঃ পিতা তব॥ ১৪
কথিতস্তেন সন্দেশস্তং নিবোধ জনেশ্বর।
ইন্দ্রসেন ইতি খ্যাতো রাজা মাহিষ্মতীপতিঃ॥
তস্যাগ্রে কথয় ব্রহ্মন্ স্থিতং মাং যমসন্নিধৌ।
কেনাপি চান্তরায়েণ পূর্ব্বজন্মোদ্ভবেন চ॥ ১৬
স্বর্গং প্রেষয় মাং পুত্র ইন্দিরাপুণ্যদানতঃ।
ইত্যুক্তোঽহং সমায়াতঃ সমীপং তব পার্থিব॥১৭
পিতুঃ স্বর্গকৃতে রাজন্নিন্দিরাব্রতমাচর।
তেন ব্রতপ্রভাবেন স্বর্গং যাস্যতি তে পিতা॥

রাজোবাচ।

কথয়স্ব প্রসাদেন ভগবন্নিন্দিরাব্রতম্।

এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। ধন ধান্য, পুত্র পৌত্র, ও যশস্বিতায় তিনি অন্বিত ছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তি ছিল। তিনি মুক্তিপ্রদ 'গোবিন্দ' নাম জপ করিতে করিতে অধ্যাত্ম জ্ঞানচিন্তনেই কালাতিপাত করিতেন। একদিন রাজা ইন্দ্রসেন সভামধ্যে সুখোপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তথায় অম্বর হইতে নারদমুনি অবতরণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া যুক্তকরে অভিবাদনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া যোগাসনে বসাইলেন। মুনি সুখোপবিষ্ট হইলে নৃপবর তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—মুনিবর! আপনার প্রসাদে আমার সমস্তই কুশল। আমার যে কিছু ক্রতুক্রিয়া আপনার দর্শনলাভে সে সকলই সফল হইল। হে দেবর্ষে! অনুগ্রহ করিয়া আগমন-কারণ বলুন। নারদ কহিলেন,—হে নৃপবর! মদীয় বিস্ময়প্রদ বাক্য শ্রবণ করুন। আমি ব্রহ্মলোক হইতে যমলোকে গিয়াছিলাম। যম আমাকে ভক্তি করিয়া পূজা করিলেন। আমি বরাসনে উপবেশন করিলাম। দেখিলাম,—সত্যযুক্ত ধর্ম্মিষ্ঠগণ যমরাজের উপাসনা করিতেছেন। হে জনেশ্বর! আপনার পিতা বহু পুণ্যকার্য্য করিয়াও ব্রতবৈকল্য-দোষে শ্রাদ্ধদেবের সভায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি আমার নিকট একটা সংবাদ বলিয়া দিয়াছেন, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। তিনি আমায় বলিয়া দিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! রাজা ইন্দ্রসেন মাহিষ্মতীপুরীর পতি। আপনি তাঁহার নিকট বলিবেন যে, আমি যমসন্নিধানে অবস্থান করিতেছি। পূর্ব্বজন্মের কোন একটা অন্তরায় বশেই আমার এইরূপ অবস্থান ঘটিয়াছে। সুতরাং হে পুত্র! তুমি ইন্দিরা-একাদশীতে পুণ্যদানকার্য্য করিয়া আমায় স্বর্গে প্রেরণ কর।" হে পার্থিব! আপনার পিতা এই কথা কহিলে আমি আপনার নিকট চলিয়া আসিয়াছি। হে রাজন্! আপনি পিতার স্বর্গলাভার্থ ইন্দিরাব্রতের অনুষ্ঠান করুন। সেই ব্রতের ফলে আপনার পিতা স্বর্গ গমন করিবেন। ১—১৮। রাজা কহিলেন,—ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া ইন্দিরা

বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং কস্মিন্ পক্ষে তিথৌ তথা।
নারদ উবাচ।
শৃণু রাজেন্দ্র তে বচ্মি ব্রতস্যাস্য বিধিং শুভম্
আশ্বিনস্যাসিতে পক্ষে দশমীদিবসে শুভে ॥২০
প্রাতঃস্নানং প্রকুর্ব্বীত শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা।
ততো মধ্যাহ্নসময়ে স্নানং কৃত্বা সমাহিতঃ ॥২১
পিতৃণাং প্রীতয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
একভক্তং ততঃ কৃত্বা রাত্রৌ ভূমৌ শয়ীত চ।
প্রভাতে বিমলে জাতে প্রাপ্তে চৈকাদশীদিনে
মুখপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদ্দন্তধাবনবর্জ্জিতম্।
উপবাসস্য নিয়মং গৃহ্নীয়াদ্ভক্তিভাবতঃ ॥ ২৩
অদ্য স্থিত্বা নিরাহারঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ।
শ্বো ভোক্ষ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত
ইত্যেবং নিয়মং কৃত্বা মধ্যাহ্নসময়ে তথা।
শালগ্রামশিলাগ্রে তু স্নানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি
পূজয়িত্বা হৃষীকেশং ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ কেশবস্য সমীপতঃ ॥

ততঃ প্রভাতসময়ে প্রাপ্তে বৈ দ্বাদশীদিনে।
অর্চ্চয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি
পিতৃণাং প্রীতয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
গোধূমচূর্ণৈর্যচ্ছ্রাদ্ধং কৃতং মেধ্যকৃতং ভবেৎ ॥২৮
যবৈর্ব্রীহিতিলৈর্মাষৈর্গোধূমৈশ্চণকৈস্তথা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্রাজন্ দক্ষিণাভিঃ
প্রপূজিতান্ ॥ ২৯
বন্ধুদৌহিত্রপুত্রাদ্যৈঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ।
অনেন বিধিনা রাজন্ কুরু ব্রতমতন্দ্রিতঃ ॥ ৩০
বিষ্ণুলোকং প্রয়াস্যন্তি পিতরস্তব ভূপতে।
ইত্যুক্ত্বা নৃপতিং রাজন্ মুনিরন্তরধীয়ত ॥ ৩১
যথোক্তবিধিনা রাজা চকার ব্রতমুত্তমম্।
অন্তঃপুরেণ সহিতঃ পুত্রভৃত্যসমন্বিতঃ ॥ ৩২
কৃতে ব্রতে তু কৌন্তেয় পুষ্পবৃষ্টিরভূদ্দিবঃ।
তৎপিতা গরুড়ারূঢ়ো জগাম হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৩
ইন্দ্রসেনোঽপি রাজর্ষিঃ কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্।

ব্রতের বিবরণ বলুন। কোন্ পক্ষের কোন্ তিথিতে কিরূপ বিধানে উহা করিতে হয়?

নারদ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! শ্রবণ করুন, আপনার নিকট এই শুভ ব্রতবিধি বলিতেছি। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে শুভ দশমী-দিনে শ্রদ্ধাযুক্ত মনে প্রাতঃস্নান করিবে। অনন্তর মধ্যাহ্নে সমাহিতভাবে স্নান করিয়া পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করিবে। পরে একাহার করিয়া রাত্রিতে ভূতলে শয়ন করিবে। অনন্তর একাদশী-দিনের বিমল প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দন্তধাবন বিনা মুখপ্রক্ষালন করিবে এবং ভক্তিভাবে উপবাস-নিয়ম গ্রহণ করিবে। বলিবে—"হে পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত! অদ্য আমি সর্ব্বভোগবর্জ্জিত ও নিরাহার থাকিয়া পরদিন আহার করিব; আপনি আমার শরণ হউন।" এইরূপ নিয়ম করিয়া মধ্যাহ্নে শালগ্রামশিলাগ্রে যথাবিধি স্নান করিবে। অনন্তর ধূপগন্ধাদি দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া কেশবসমীপে রাত্রিজাগরণ করিবে। পরে দ্বাদশীদিনের প্রভাতে ভক্তি সহকারে হরির অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃগণের প্রীতির জন্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। গোধূমচূর্ণ দ্বারা যে শ্রাদ্ধ হয়, সেই শ্রাদ্ধই পবিত্র। যব, ব্রীহি, তিল, মাষ, গোধূম ও চণক দ্বারাও শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধান্তে দক্ষিণা-পূজিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। অনন্তর বন্ধু, দৌহিত্র ও পুত্রাদির সহিত স্বয়ং বাগ্‌যত হইয়া আহার করিবে। হে রাজন্! এইরূপ বিধি অনুসারে তুমি ব্রতাচরণ কর; এই ব্রত করিলেই তোমার পিতৃ-পুরুষগণ বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিবেন। নারদ মুনি রাজাকে এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা তখন যথোক্ত বিধি অনুসারে অন্তঃপুরিকা ও পুত্র-ভৃত্যগণ সহ উক্ত উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন।।২৯-৩২।। হে কৌন্তেয়! রাজা ব্রতাচরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। রাজার পিতা গরুড়ে আরোহণ করিয়া হরিমন্দিরে

রাজ্যে নিবেশ্য তনয়ং জগাম ত্রিদিবং স্বয়ম্॥৩৪
ইন্দিরাব্রতমাহাত্ম্যং তবাগ্রে কথিতং ময়া।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩৫
ভুক্তেহ নিখিলান্ ভোগান্ বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরম্॥ ৩৬
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে আশ্বিনকৃষ্ণেন্দিরৈকাদশী নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৮॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথয়স্ব প্রসাদেন মমাগ্রে মধুসূদন।
ইষস্য শুক্লপক্ষে তু কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু রাজেন্দ্র বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
শুক্লপক্ষে চাশ্বিনস্য ভবেদেকাদশী তু যা॥ ২
পাপাঙ্কুশেতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপহরা পরা।
প...নাভাভিধানং মাং পূজয়েত্তত্র মানবঃ॥ ৩
সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রাপ্তৌ স্বর্গমোক্ষপ্রদং নৃণাম্।
তপস্তপ্ত্বা পুনস্তীব্রং চিরং সুনিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তন্নত্বা গরুড়ধ্বজম্।
কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহসমন্বিতঃ॥ ৫
ন যাতি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ॥৬
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ।
দেবং শার্ঙ্গধরং বিষ্ণুং যে প্রপন্না জনার্দ্দনম্।
ন তেষাং যমলোকস্য যাতনা জায়তে ক্বচিৎ॥৭
উপোষ্যৈকাদশীমেকাং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ।
ন যাতি যাতনাং যামীং পাপং কৃত্বাপি দারুণম্
বৈষ্ণবঃ পুরুষো ভূত্বা শিবনিন্দাং করোতি যঃ
ন বিন্দেদ্বৈষ্ণবং লোকং স যাতি নরকং ধ্রুবম্
শৈবঃ পাশুপতো ভূত্বা বিষ্ণুনিন্দাং করোতি চেৎ
রৌরবে পচ্যতে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১০
নেদৃশং পাবনং কিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।

গমন করিলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রসেন নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিয়া স্বীয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং যথাকালে স্বর্গে উপনীত হইলেন। এই আমি তোমার নিকট ইন্দিরাব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। হে রাজন্! মানব ইহা পঠনে এবং শ্রবণে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ইহকালে নিখিল ভোগ উভোগ করিয়া অন্তে চিরকাল বিষ্ণুলোকে বাস করে। ৩৩—৩৬।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

উনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—মধুসূদন! অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট বলুন, আশ্বিনের শুক্লা একাদশীর নাম কি? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! একাদশীর পাপহর মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। আশ্বিনের শুক্লপক্ষের একাদশী পাপাঙ্কুশা নামে বিখ্যাত। এই একাদশী সর্ব্ব-পাপহারিণী। ইহাতে মানব আমাকে পদ্মনাভ নামে পূজা করিয়া থাকে। ইহা নরগণের স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ। দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া তীব্র তপস্যা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র গরুড়ধ্বজকে নমস্কার করিয়াই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। নর মোহে পড়িয়া বহু পাপ করিলেও সর্ব্বপাপহর হরিকে নমস্কার করত কদাচ নরকে গমন করে না। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, বিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তনে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা শার্ঙ্গধর জনার্দ্দন দেবের শরণাপন্ন হয়, তাহাদের কখনও যমলোক-যাতনা হয় না। মানব প্রসঙ্গক্রমে একটী মাত্র একাদশীতে উপবাস করিলেও দারুণ পাপাচরণেও যমযাতনা প্রাপ্ত হয় না।১—৮। যে বৈষ্ণব হইয়া শিবনিন্দা করে, তাহার বৈষ্ণব লোক লাভ হয় না, সে নিশ্চয়ই নরকে নিমগ্ন হইয়াও থাকে। শৈব বা পাশুপাত হইয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুনিন্দা করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ

যাদৃশং পদ্মনাভস্য ব্রতং পাতকনাশনম্ ॥ ১১
তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্ তিষ্ঠন্তি মনুজাধিপ
যাবন্নোপবসেজ্জন্তুঃ পদ্মনাভদিনং শুভম্ ॥ ১২
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১৩
একাদশীসমং কিঞ্চিদ্ ব্রতং লোকে ন বিদ্যতে
ব্যাজেনাপি কৃতা যৈশ্চ ন তে যান্তি হি ভাস্করিম্
স্বর্গমোক্ষপ্রদা হ্যেষা শরীরারোগ্যদায়িনী।
কলত্রসুতদা হ্যেষা ধনমিত্রপ্রদায়িনী ॥ ১৫
ন গঙ্গা ন গয়া রাজন্ন চ কাশী চ পুষ্করম্।
ন চাপি কৌরবং ক্ষেত্রং পুণ্যং ভূপ হরের্দ্দিনাৎ
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা সমুপোষ্য হরের্দ্দিনম্।
অনায়াসেন ভূপাল প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥
দশৈব মাতৃকে পক্ষে রাজেন্দ্র দশ পৈতৃকে।
প্রিয়ায়া দশপক্ষে তু পুরুষানুদ্ধরেন্নরঃ ॥ ১৮
চতুর্ভুজা দিব্যরূপা নাগারিকৃতকেতনাঃ।
স্রগ্বিণঃ পীতবস্ত্রাশ্চ প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ১৯
বালত্বে যৌবনত্বে চ বৃদ্ধত্বে চ নৃপোত্তম।
উপোষ্যৈকাদশীং নূনং নৈব প্রাপ্নোতি দুর্গতিম্
পাপাঙ্কুশামুপোষ্যৈব আশ্বিনস্য সিতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো হরিলোকং স গচ্ছতি ॥
দত্ত্বা হেম তিলান্ ভূমিং গামন্নমুদকং তথা।
উপানচ্ছত্রবস্ত্রাদীন্ন পশ্যতি যমং নরঃ ॥ ২২
যস্য পুণ্যবিহীনানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ২৩
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্দরিদ্রোঽপি নৃপোত্তম।
সমাচরন্ যথাশক্তি স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৪
হোমস্নানজপধ্যান-সত্রাদিপুণ্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারো নৈব পশ্যন্তি ঘোরাং তাং যমযাতনাম্
দীর্ঘায়ুষো ধনাঢ্যাশ্চ কুলীনা রোগবর্জ্জিতাঃ।
দৃশ্যন্তে মানবা লোকে পুণ্যকর্ত্তার ঈদৃশাঃ ॥২৬

তাহাকে ঘোর রৌরব নরকে পচিতে হয়। পদ্মনাভের ব্রত যেরূপ পাতকহর এরূপ পবিত্র ব্রত লোকত্রয়ে আর নাই। পাপসকল তাবৎ কালই এদেহে অবস্থান করে, যতদিন না জীব পদ্মনাভের শুভদিনে উপবাস করিয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ বা শত রাজসূয় যজ্ঞও একাদশী-উপবাসের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। একাদশীর সমান কোন ব্রতই ভূতলে নাই। যাহারা প্রকারান্তরেও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কখনও যমভবনে গমন করে না। এই একাদশী স্বর্গমোক্ষপ্রদা ও আরোগ্যদায়িনী। এই ব্রতের ফলে মানবের স্ত্রীপুত্র ও ধন মিত্র লাভ হইয়া থাকে। হে রাজন্! গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর বা কুরুক্ষেত্রও হরিবাসর হইতে পুণ্য নহে! হরিবাসরে উপবাস ও রাত্রিতে জাগরণ করিয়া নর অনায়াসে বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! মাতৃপক্ষীয় দশ, পিতৃপক্ষীয় দশ এবং শ্বশুরকুলের দশ পুরুষকে মানব এই ব্রতাচরণে উদ্ধার করিয়া থাকে। এই ব্রত করিয়া নরগণ চতুর্ভুজ, দিব্যরূপ, গরুড়ধ্বজ, মালামণ্ডিত ও পীতপটপরিহিত হইয়া হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ৯—১৯। হে নৃপোত্তম! বালক, বৃদ্ধ, বা যুবক, কেহই একাদশীব্রত করিয়া দুর্গতি লাভ করে না। নর আশ্বিনের শুক্লপক্ষে পাপাঙ্কুশা একাদশীতে উপবাস করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভান্তে হরিলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। মানব হেম, তিল, ভূমি, গো, অন্ন, জল, উপানহ, ছত্র ও বস্ত্রাদি দান করিয়া কদাচ যমদর্শন করে না। যাহার দিন সকল পুণ্যবিহীন অবস্থায় আসে আর যায়, কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় সে শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও জীবন ধারণ করে না। হে নৃপোত্তম! দরিদ্র ব্যক্তিও নিত্য যথাশক্তি স্নানদানাদি ক্রিয়া করিয়া দিবসের সাফল্য সম্পাদন করিবে। যাহারা হোম, স্নান, জপ, ধ্যান ও যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কদাচ ঘোর যমযাতনা অবলোকন করে না। যাহারা, দীর্ঘায়ু ধনাঢ্য কুলীন ও রোগহীন, সংসারে তাহারাই পুণ্যকারিরূপে

কিমত্র বহুনোক্তেন যান্ত্যধর্ম্মেণ দুর্গতিম্।
আরোহন্তি দিবং ধর্ম্মৈর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৭
ইতি তে কথিতং রাজন্ যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
পাপাঙ্কুশায়া মাহাত্ম্যং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে আশ্বিনশুক্লপাপা-
ঙ্কুশৈকাদশী নামৈকোনষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথয়স্ব প্র... ময়ি স্নেহাজ্জনার্দ্দন।
কার্ত্তিকস্যাসি... পক্ষে কিন্নামৈকাদশী ভবেৎ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু রমা নাম সুশোভনা॥২
একাদশী সমাখ্যাতা মহাপাপহরা পরা।
অস্যাঃ প্রসঙ্গতো রাজন্ মাহাত্ম্যং প্রবদামি তে

মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো বভূব নৃপতিঃ পুরা।
দেবেন্দ্রেণ সমং তস্য মিত্রত্বমভবন্নৃপ॥ ৪
যমেন বরুণেনৈব কুবেরেণাপি সর্ব্বথা।
বিভীষণেন যস্যৈব সখিত্বমভবন্নৃপ॥ ৫
বিষ্ণুভক্তঃ সত্যসন্ধো বভূব নৃপতিঃ পরঃ।
তস্যৈবং শাসতো রাজন্ রাজ্যং নিহতকণ্টকম্
বভূব দুহিতা গেহে চন্দ্রভাগা সরিদ্বরা।
শোভনায় চ সা দত্তা চন্দ্রসেনসুতায় বৈ॥ ৭
স কদাচিৎ সমায়াতঃ শ্বশুরস্য গৃহে নৃপ।
একাদশীব্রতদিনং সমায়াতং সুপুণ্যদম্॥ ৮
সমাগতে ব্রতদিনে চন্দ্রভাগা হ্যচিন্তয়ৎ।
কিং ভবিষ্যতি দেবেশ মম ভর্ত্তাতি দুর্ব্বলঃ॥৯
ক্ষুধাং ন ক্ষমতে সোঢুং পিতা চৈবোগ্রশাসনঃ।
পটহস্তাড্যতে যস্য সম্প্রাপ্তে দশমীদিনে॥ ১০
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং
হরের্দ্দিনে।

পরিদৃশ্যমান। এ সম্বন্ধে বহু বলিয়া কি হইবে? জানিবে, অধর্ম্মেই মানব দুর্গতি প্রাপ্ত হয় আর ধর্ম্মবলেই স্বর্গগতি লাভ করে। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। হে অনঘ রাজন্! এই আমি আপনার জিজ্ঞাসিত পাপাঙ্কুশার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, আপনি অন্য আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ২০—২৮।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলুন—কার্ত্তিকের কৃষ্ণা একাদশীর নাম কি? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজবর! শ্রবণ করুন; আমি আপনার নিকট বলিতেছি, কার্ত্তিকের সুশোভনা কৃষ্ণা একাদশী রমা নামে অভিহিত। উহা মহাপাপহরা, পরম তিথি। হে রাজন্! প্রসঙ্গক্রমে ইহার মাহাত্ম্য তোমায় বলিতেছি। পুরাকালে মুচুকুন্দ নামে এক নরপতি ছিলেন। দেবেন্দ্রের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইয়াছিল। যম, বরুণ, কুবের ও বিভীষণের সহিতও তাঁহার সখ্য স্থাপন হয়। তিনি বিষ্ণুভক্ত, সত্যসন্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহার সর্বশত্রু নিহত হইয়াছিল। তিনি নির্ভাবনায় রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে সরিদ্বরা চন্দ্রভাগা তদীয় গৃহে দুহিতৃরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রসেনসুত শোভনের করে তাঁহাকে সম্প্রদান করা হয়। একদা শোভন শ্বশুরগৃহে আগমন করিলেন। ঐ সময় সুপুণ্য একাদশীব্রত-দিন সমাগত হইল। তখন চন্দ্রভাগা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—দেবেশ! কি হইবে? আমার ভর্ত্তা অতি দুর্ব্বল; তিনি ক্ষুধা সহ্য করিতে পারেন না; এদিকে আমার পিতার শাসন অতি কঠোর। তাঁহার শাসনে 'হরিবাসরে কেহই ভোজন করিও না, ভোজন করিও না' বলিয়া দশমীদিবসেই পটহ উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। চন্দ্রভাগা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন

শ্রুত্বা পটহনির্ঘোষং শোভনস্ত্বব্রবীৎ প্রিয়াম্ ॥১১
কিং কর্ত্তব্যং ময়া কান্তে দেহি শিক্ষাং বরাননে
চন্দ্রভাগোবাচ।
মৎপিতুর্ব্বেশ্মনি প্রভো ভোক্তব্যং নাদ্য কেনচিৎ ॥ ১২
গজৈরশ্বৈশ্চ কলভৈরন্যৈঃ পশুভিরেব চ।
তৃণমন্নন্তথা বারি ন ভোক্তব্যং হরের্দ্দিনে ॥ ১৩
মানবৈশ্চ কুতঃ কান্ত ভুজ্যতে হরিবাসরে।
যদি ত্বং ভোক্ষ্যসে কান্ত ততো গর্হাং প্রযাস্যসি
এবং বিচার্য্য মনসা সুদৃঢ়ং মানসং কুরু ॥ ১৪
শোভন উবাচ।
সত্যমেতৎ প্রিয়ে বাক্যং করিষ্যেহমুপোষণম্ ॥
দৈবেন বিহিতং যদ্ধি তত্তথৈব ভবিষ্যতি।
ইতি দৃঢ়াং মতিং কৃত্বা চকার নিয়মং ব্রতে ॥১৬
ক্ষুধয়া পীড়িততনুঃ স বভূবাতিদুঃখিতঃ।
ইতি চিন্তয়তস্তস্য আদিত্যোঽস্তমগাদ্গিরিম্ ॥
বৈষ্ণবানাং নরাণাং সা নিশা হর্ষবিবর্দ্ধন.।
হরিপূজারতানাঞ্চ জাগরাসক্তচেতসাম্ ॥ ১৮
বভূব নৃপশার্দ্দূল শোভনস্যাতিদুঃখদা।
রবেরুদয়বেলায়াং শোভনঃ পঞ্চতাং গতঃ ॥১৯
দাহয়ামাস রাজা তং রাজযোগ্যৈশ্চ দারুভিঃ।
চন্দ্রভাগা নাত্মদেহং দদাহ পতিনা সহ ॥ ২০
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং তস্য তস্থৌ জনকবেশ্মনি।
শোভনশ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ রমাব্রতপ্রভাবতঃ ॥ ২১
প্রাপ্তো দেবপুরং রম্যং মন্দরাচলসানুনি।
অনুত্তমমনাধৃষ্যমসংখ্যেয়গুণান্বিতম্ ॥ ২২
হেমস্তম্ভময়ৈঃ সৌধৈ রত্নবৈদূর্য্যমণ্ডিতৈঃ।
স্ফাটিকৈর্বিবিধাকারৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতৈঃ ॥
সিংহাসনসমারূঢ়ঃ সুশ্বেতচ্ছত্রচামরঃ।
কিরীটকুণ্ডলযুতো হারকেয়ূরভূষিতঃ।
স্তূয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ২৪
শোভনঃ শোভতে যত্র রাজরাজোঽপরো যথা

ইতিমধ্যে শোভন পটহধ্বনি শুনিয়া প্রিয়াকে বলিলেন,—কান্তে! আমার এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান কর। চন্দ্রভাগা কহিলেন,—প্রভো! অদ্য আমার পিতৃগৃহের কেহই আহার করিবে না। গজ, অশ্ব, কলভ কি অন্যান্য পশুগণও হরিবাসরে তৃণ অন্ন বা জল কিছুই ভোজন করে না; এ অবস্থায় এদিনে মানবগণের আহারের সম্ভাবনা কোথায়? হে কান্ত! যদি আপনি এদিনে আহার করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিন্দনীয় হইবেন। ইহা বুঝিয়া আপনি চিত্ত দৃঢ় করুন।১—১৪। শোভন কহিলেন,—প্রিয়ে! তোমার কথা সত্য; আমিও উপবাস করিয়া থাকিব। দৈব বিধান যেরূপ যাহা আছে, তাহা সেইরূপই হইবে। শোভন এই বলিয়া চিত্ত স্থির করিলেন এবং একাদশীব্রতাচরণে নিয়ম অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ ক্ষুধায় পীড়িত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার দিনাবসান হইল, আদিত্য অস্তাচল আশ্রয় করিলেন। বৈষ্ণবগণের—হরিপূজারত,—হরিবাসরে জাগরাসক্ত মানবগণের হর্ষবর্দ্ধিনী নিশা সমাগত হইল। কিন্তু হে নৃপবর! শোভনের পক্ষে ঐ নিশা অতি দুঃখদায়িনী হইয়া আসিয়াছিল। তাই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শোভনের দেহাবসান হইল। রাজা রাজোচিত কাষ্ঠসংযোগে তাহার দেহ দাহ করাইলেন। কিন্তু চন্দ্রভাগা পতিদেহ সহ আত্মদেহ দাহ করিলেন না। তিনি স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! এদিকে শোভন রমাব্রতের প্রভাবে মন্দরাচলের সানুস্থ রম্য দেবপুরী প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পুরী অত উত্তম, অনাধৃষ্য, ও অসংখ্য গুণযুত; উহা হেমস্তম্ভশোভিত রত্নবৈদূর্য্যরাজিত স্ফটিকময় বিবিধ বিচিত্র সৌধমালায় সমালঙ্কৃত। শোভন দ্বিতীয় রাজরাজের ন্যায় সুন্দর শ্বেতচ্ছত্র ও চামর দ্বারা শোভিত। তিনি কিরীট-কুণ্ডল ও হার-কেয়ূরে মণ্ডিত। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। অপ্সরো-

সোমশর্ম্মেতি বিখ্যাতো মুচুকুন্দপুরেঽভবৎ ॥২৫
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন ভ্রমন্ বিপ্রো দদর্শ তম্।
নৃপজামাতরং জ্ঞাত্বা তৎসমীপং জগাম সঃ ॥২৬
শোভনোঽপি তদা জ্ঞাত্বা সোমশর্ম্মাণমাগতম্।
আসানাদুত্থিতঃ শীঘ্রং নমশ্চক্রে দ্বিজোত্তমম্॥
চকার কুশলপ্রশ্নং শ্বশুরস্য নৃপস্য চ।
কান্তায়াশ্চন্দ্রভাগায়াস্তথৈব নগরস্য চ॥ ২৮

সোমশর্ম্মোবাচ।

কুশলং বর্ত্ততে রাজন্ শ্বশুরস্য গৃহে তব।
চন্দ্রভাগা কুশলিনী সর্ব্বতঃ কুশলং পুরে॥ ২৯
স্ববৃত্তং কথ্যতাং রাজন্নাশ্চর্য্যং বিদ্যতেঽদ্ভুতম্।
পুরং বিচিত্রং রুচিরং ন দৃষ্টং কেনচিৎ ক্বচিৎ॥
এতদাচক্ষ নৃপতে কুতঃ প্রাপ্তমিদং ত্বয়া॥ ৩০

শোভন উবাচ।

কার্ত্তিকস্যাসিতে পক্ষে যা নাম্নৈকাদশী রমা॥৩১
তামুপোষ্য ময়া প্রাপ্তং দ্বিজেন্দ্রপুরমধ্রুবম্।
ধ্রুবং ভবতি যেনৈব তৎ কুরুষ দ্বিজোত্তম॥৩২

দ্বিজ উবাচ।

কথমধ্রুবমেতদ্ধি কথং হি ভবতি ধ্রুবম্।
তত্ত্বং কথয় রাজেন্দ্র তৎ করিষ্যামি নান্যথা॥৩৩

শোভন উবাচ।

ময়ৈতদ্বিহিতং বিপ্র শ্রদ্ধাহীনং ব্রতোত্তমম্।
তেনাহমধ্রুবং মন্যে ধ্রুবং ভবতি তচ্ছৃণু॥ ৩৪
মুচুকুন্দস্য দুহিতা চন্দ্রভাগা সুশোভনা।
তস্যৈ কথয় বৃত্তান্তং ধ্রুবমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ৩৫

কৃষ্ণ উবাচ।

স শ্রুত্বা বচনং তস্য মুচুকুন্দপুরং গতঃ।
উবাচ সর্ব্ববৃত্তান্তং চন্দ্রভাগাগ্রতো দ্বিজঃ॥ ৩৬

সোমশর্ম্মোবাচ।

প্রত্যক্ষং দয়িতঃ কান্তস্তব দৃষ্টো ময়া শুভে।

গণ তাঁহাকে সেবা করিতেছে। এই অবস্থায় তিনি সিংহাসনে সমাসীন। মুচুকুন্দপুরে সোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে গিয়া মন্দরাচলে শোভনকে দেখিলেন। সোমশর্ম্মা তাঁহাকে মুচুকুন্দ-রাজের জামাতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। শোভনও সোমশর্ম্মাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সত্বর নমস্কার করিলেন। অনন্তর শোভন সোমশর্ম্মার নিকট শ্বশুর মুচুকুন্দরাজের, প্রেয়সী চন্দ্রভাগার এবং নগরস্থ অন্যান্য সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—রাজন্! আপনার শ্বশুরগৃহস্থ সকলেরই মঙ্গল। চন্দ্রভাগা কুশলে আছেন এবং নগরস্থ অন্য সকলেরও কুশল। এক্ষণে আপনি নিজের বৃত্তান্ত বলুন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই রম্য বিচিত্র নগর পূর্ব্বে কেহই কখন দেখে নাই। হে নৃপতে! এ নগর আপনি কিরূপে পাইলেন? তাহা ব্যক্ত করুন। ১৫—৩০। শোভন কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র! কার্ত্তিক মাসের রমানাম্নী কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিয়া আমি এই রম্য অধ্রুব পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! ইহা যাহাতে ধ্রুব হইতে পারে, আপনি তাহাই করুন। দ্বিজ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! ইহা অধ্রুব হইল কিরূপে এবং কিরূপেই বা ইহা ধ্রুব হইতে পারে, তাহা যথাযথ বলুন, আমি তাহাই করিব, ইহার অন্যথা হইবে না। শোভন কহিলেন,—বিপ্র! আমি ঐ একাদশীব্রত অশ্রদ্ধার সহিত করিয়াছি। তাই ইহা আমি অধ্রুব বলিয়া মনে করিতেছি। ইহা যাহাতে ধ্রুব হইতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন। মুচুকুন্দরাজের দুহিতা সুশোভনা চন্দ্রভাগা; তাঁহার নিকট গিয়া আপনি এই বৃত্তান্ত বলুন, তাহা হইলেই ইহা ধ্রুব হইবে। কৃষ্ণ কহিলেন,—সোমশর্ম্মা শোভনের সেই কথা শুনিয়া মুচুকুন্দপুরে গমন করিলেন এবং চন্দ্রভাগার নিকটে গিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। সোমশর্ম্মা কহিলেন,—হে শুভে। আমি তোমার প্রিয়-

ইন্দ্রতুল্যমনাধৃষ্যং দৃষ্টং তস্য পুরং ময়া।
অধ্রুবং তেন তৎপ্রোক্তং ধ্রুবং ভবতি তৎকুরু
চন্দ্রভাগোবাচ।
তত্র মাং নয় বিপ্রর্ষে পতিদর্শনলালসাম্।
আত্মনো ব্রতপুণ্যেন করিষ্যামি পুরং ধ্রুবম্ ॥৩৮
আবয়োর্দ্বিজসংযোগো যথা ভবতি তৎ কুরু।
প্রাপ্যতে হি মহৎ পুণ্যং কৃত্বা যোগং বিযুক্তয়োঃ
ইতি শ্রুত্বা সহ তয়া সোমশর্ম্মা জগাম হ।
আশ্রমং বামদেবস্য মন্দরাচলসন্নিধৌ ॥ ৪০
বামদেবোঽশৃণোৎ সর্ব্বং বৃত্তান্তং কথিতং তয়োঃ
অভ্যষিঞ্চচ্চন্দ্রভাগাং বেদমন্ত্রৈরথোজ্জ্বলাম্ ॥৪১
ঋষিমন্ত্রপ্রভাবেন বিষ্ণুবাসরসেবনাৎ।
দিব্যদেহা বভূবাসৌ দিব্যাং গতিমবাপ হ ॥৪২
পত্যুঃ সমীপমগমৎ প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনা।
জহর্ষ শোভনোঽতীব দৃষ্ট্বা কান্তাং সমাগতাম্

সমাহূয় স্বকে বামে পার্শ্বে তাং সন্ন্যবেশয়ৎ।
অথোবাচ প্রিয়ং হর্ষাচ্চন্দ্রভাগা প্রিয়ং বচঃ ॥
শৃণু কান্ত হিতং বাক্যং যৎ পুণ্যং বিদ্যতে ময়ি
অষ্টবর্ষাধিকা জাতা যদাহং পিতৃবেশ্মনি ॥ ৪৫
ততঃপ্রভৃতি যচ্চীর্ণং ময়া চৈকাদশীব্রতম্।
যথোক্তবিধিসংযুক্তং শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা।
তেন পুণ্যপ্রভাবেন ভবিষ্যতি পুরং ধ্রুবম্ ॥৪৬
সর্ব্বকামসমৃদ্ধঞ্চ যাবদাভূতসংপ্লবম্।
এবং সা নৃপশার্দ্দূল রমতে পতিনা সহ ॥ ৪৭
দিব্যভোগা দিব্যরূপা দিব্যাভরণভূষিতা।
শোভনোঽপি তয়া সার্দ্ধং রমতে দিব্যবিগ্রহঃ।
রমাব্রতপ্রভাবেন মন্দরাচলসানুনি।
চিন্তামণিসমা হ্যেষা কামধেনুসমাথবা ॥ ৪৯
রমাভিধানা নৃপতে তবাগ্রে কথিতা ময়া।
তস্যা মাহাত্ম্যমনঘ শ্রুতং সর্ব্বং ত্বয়া নৃপ ॥ ৫০
ময়া তবাগ্রে কথিতং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।

তমকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। দেখিয়াছি তাঁহার পুরী ইন্দ্রপুরীর ন্যায় অধৃষ্য; কিন্তু তিনিবলিলেন,—ইহা অধ্রুব; যাহাতে ইহা ধ্রুব হইতে পারে, তাহা করুন। চন্দ্রভাগা কহিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! আমায় সেখানে লইয়া চলুন; আমি পতিদর্শনে একান্ত অভিলাষিণী হইয়াছি। আমার স্বীয় ব্রতপুণ্যফলে সেই অধ্রুব পুরী আমি ধ্রুব করিয়া লইব। হে দ্বিজ! আমাদের পতিপত্নীর যাহাতে মিলন ঘটে, আপনি তাহাই করিয়া দিউন। বিযুক্ত-দিগের যোগ ঘটাইলে মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে। সোমশর্ম্মা এই কথা শুনিয়া চন্দ্রভাগাকে লইয়া মন্দরাচলসন্নিহিত বাম-দেবাশ্রমে গমন করিলেন। বামদেব তাঁহা-দের কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং চন্দ্রভাগাকে বেদমন্ত্র দ্বারা অভিষেক করিয়া দিলেন। ঋষির মন্ত্রবলে এবং হরি-বাসরসেবার ফলে চন্দ্রভাগা তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ ধারণ করিয়া দিব্য গতি প্রাপ্ত হইল এবং হর্ষোৎফুল্লনয়নে পতির সমীপে গমন করিল। পতি শোভন প্রিয়াকে আসিতে দেখিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং প্রিয়াকে

সম্ভাষণ করিয়া নিজের বামপার্শ্বে বসাইলো। অনন্তর চন্দ্রভাগা প্রিয়তমকে সহর্ষে বলি-লেন,—অয়ি কান্ত! আমার যতটুকু পুণ্য আছে, তাহা শ্রবণ কর। পিতৃগৃহে আমার যখন অষ্টাধিক বর্ষ বয়ঃক্রম, তখন হইতেই আমি শ্রদ্ধাযুক্ত মনে যথাবিধি একাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছি। আমার সেই ব্রতপুণ্যবলে এই পুরী ধ্রুব হইবে এবং আপ্রলয় সর্ব্বকামসমৃদ্ধ হইয়া রহিবে। হে নৃপবর! এইরূপে সেই চন্দ্রভাগা দিব্য-ভোগা, দিব্যদেহা ও দিব্যাভরণভূষিতা হইয়া পতির সহিত বিহার করিতে লাগি-লেন। শোভনও রমাব্রতপ্রভাবে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া মন্দরাচলসানুতে চন্দ্র-ভাগার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। হে নৃপতে! চিন্তামণিতুল্যা, কামধেনুসমা রমানাম্নী একাদশীর কথা আপনার নিকট কহিলাম। হে অনঘ! উক্ত একাদশীর মাহাত্ম্য সমস্তই আপনি শুনিলেন। আমি উভয়পক্ষীয় একাদশীব্রতের পাপহর মাহাত্ম্যবৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিলাম।

একাদশীব্রতানাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ ৫১
যথা কৃষ্ণা তথা শুক্লা বিভেদং নৈব কারয়েৎ।
সেবিতৈকাদশী নৃণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥৫২
ধেনুঃ শ্বেতা যথা কৃষ্ণা উভয়োঃ সদৃশং পয়ঃ।
তথৈব তুল্যফলদং স্মৃতমেকাদশীদ্বয়ম্ ॥ ৫৩
একাদশীব্রতানাং যো মাহাত্ম্যং শৃণুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিককৃষ্ণারমৈকাদশী নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতং রমায়া মাহাত্ম্যং ত্বত্তঃ কৃষ্ণ যথাতথম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে যা তাং মে কথয় মানদ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি শুক্লে চোর্জ্জদলে তু যা।
সা যথা নারদে প্রোক্তা ব্রহ্মণা লোককারিণা ॥২

নারদ উবাচ।
প্রবোধিন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বদ বিস্তরতো মম।
যস্যাং জাগর্ত্তি গোবিন্দো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ ॥৩
ব্রহ্মোবাচ।
প্রবোধিন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
মুক্তিপ্রদং সুবুদ্ধীনাং শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥ ৪
তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
যাবৎ প্রবোধিনী বিষ্ণোস্তিথির্নায়াতি কার্ত্তিকে
তাবদ্‌গর্জ্জন্তি বিপ্রেন্দ্র গঙ্গা ভাগীরথী ক্ষিতৌ
যাবন্নায়াতি পাপঘ্নী কার্ত্তিকে হরিবোধিনী ॥ ৬
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
একেনৈবোপবাসেন প্রবোধিন্যা লভেন্নরঃ ॥৭
যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং ত্রৈলোক্যস্য ন গোচরম্।
তদপ্যপ্রার্থিতং পুত্র দদাতি হরিবোধিনী ॥ ৮
ঐশ্বর্য্যং সম্পদং প্রজ্ঞাং রাজ্যঞ্চ সুখসম্পদঃ।
দদাত্যুপোষিতা ভক্ত্যা জনেভ্যো হরিবোধিনী
মেরুমন্দরমাত্রাণি পাপান্যুক্তানি যানি চ।

যেমন কৃষ্ণা, তেমনি শুক্লা একাদশী, উভয় একাদশীর পার্থক্য কিছুই নাই। ইহা সেবনে নরগণের ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়। শ্বেতা এবং কৃষ্ণা উভয় ধেনুরই দুগ্ধ যেমন তুল্য, তেমনি উভয় একাদশীব্রতের তুল্য ফল। যে নর একাদশীব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে।৩১—৫৪

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মানদ, কৃষ্ণ! আপনার মুখে রমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীর কথা আমার নিকট বলুন! শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীর বিষয় লোক বিধাতা নারদকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেইরূপই আপনার নিকট বলিতেছি। নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ধর্ম্মকর্ম্মপ্রবর্ত্তক গোবিন্দ যাহাতে জাগরিত থাকেন, সেই প্রবোধিনী একাদশীব্রতের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে আমার নিকট বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—মুনিবর! প্রবোধিনীর পুণ্যবর্দ্ধন, পাপঘ্ন, তথা সুবুদ্ধিগণের মুক্তিপ্রদ মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। আসমুদ্র সরোবর তীর্থ সকল তাবৎ কালই গর্জ্জন করিয়া থাকে, যাবৎ না কার্ত্তিকের প্রবোধিনীনাম্নী বিষ্ণুতিথি আগমন করে। হে বিপ্রেন্দ্র! ভাগীরথী গঙ্গা তাবৎকালই ক্ষিতিতলে গর্জ্জনশীলা, যাবৎ না কার্ত্তিকের হরিবোধিনী একাদশী আসিয়া উপস্থিত হয়। ১—৬। নর প্রবোধিনী তিথিতে একবার মাত্র উপবাস করিয়াই সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। হে পুত্র! যাহা দুর্লভ, যাহা অপ্রাপ্য এবং যাহা ত্রিলোকের নয়নগোচর নহে, হরিবোধিনী তাদৃশ অপ্রার্থিত ফলও প্রদান

একেনৈবোপবাসেন দহতে পাপনাশিনী ॥ ১০
পূর্ব্বজন্মসহস্রেষু যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
নিশিজাগরণঞ্চাস্যা দহতে তূলরাশিবৎ ॥ ১১
উপবাসং প্রবোধিন্যাং যঃ করোতি স্বভাবতঃ।
বিধিবন্মুনিশার্দ্দূল যথোক্তং লভতে ফলম্ ॥১২
যথোক্তং কুরুতে যস্তু বিধিবৎ সুকৃতং নরঃ।
স্বল্পং মুনিবরশ্রেষ্ঠ মেরুতুল্যং ভবেৎ ফলম্ ॥১৩
বিধিহীনস্তু যঃ কুর্য্যাৎ সুকৃতং মেরুমাত্রকম্।
অণুমাত্রং তদাপ্নোতি ফলং ধর্ম্মস্য নারদ ॥ ১৪
যে ধ্যায়ন্তি মনোবৃত্ত্যা যে করিষ্যন্তি বোধিনীম্
বসন্তি পিতরো হৃষ্টা বিষ্ণুলোকে চ তস্য বৈ ॥
বিমুক্তা নারকৈর্দুঃখৈর্যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
কৃত্বা তু পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ ॥১৬
কৃত্বা তু জাগরং বিষ্ণোর্দ্ধৌতপাপো ভবেন্নরঃ
দুষ্প্রাপ্যং যৎফলং বিপ্র অশ্বমেধাদিকৈর্ম্মখৈঃ

প্রাপ্যতে তৎসুখেনৈব প্রবোধিন্যাস্তু জাগরে
আপ্লুত্য সর্ব্বতীর্থেষু প্রদত্ত্বা কাঞ্চনং মহীম্ ॥১৮
তৎফলং সমবাপ্নোতি যৎ কৃত্বা জাগরং হরেঃ
জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতম্ ॥
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কৃতা যেন প্রবোধিনী।
যথা ধ্রুবং নৃণাং মৃত্যুর্ধনং গাত্রং তথাধ্রুবম্ ॥২০
ইতি জ্ঞাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবং দিনম্।
যানি কানি চ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি চ ॥
তানি তস্য গৃহে সম্যগ্যঃ করোতি প্রবোধিনীম্
কিং তস্য বহুভিঃ পুণ্যৈঃ কৃতা যেন প্রবোধিনী
পুত্রপৌত্রপ্রদা হ্যেষা কার্ত্তিকে হরিবোধিনী।
স জ্ঞানী চ স যোগী চ স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
ভোগো মোক্ষশ্চ তস্যাস্তি উপাস্তে হরিবোধিনীম্।
বিষ্ণোঃ প্রিয়তরা হ্যেষা ধর্ম্মসারসহায়িনী ॥ ২৪

করিয়া থাকে। হরিবোধিনী তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিলে, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্ প্রজ্ঞা, রাজ্য ও সুখসম্পদ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাপনাশিনী হরিবোধিনী একবার মাত্র উপবাসেই মেরুমন্দর-পরিমিত পাপ সকলও দগ্ধ করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র অতীত জন্মে যে সকল পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, প্রবোধিনীতে রাত্রিজাগরণে সেই সমস্ত পাপই তূলরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। মুনিবর! যে ব্যক্তি প্রবোধিনীতে স্বভাবতঃ যথাবিধি উপবাস করে, সে যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। যে নর বিধিবৎ সুকৃত অনুষ্ঠান করে, তাহা স্বল্প হইলেও মেরুতুল্য ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অবৈধক্রমে মেরুতুল্য সুকৃত অনুষ্ঠান করে, তাহার অণুমাত্র ধর্ম্মফল লাভ হইয়া থাকে। যে জন মনোযোগ সহকারে প্রবোধিনীব্রত করে, তাহার পিতৃগণ হৃষ্ট হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। তাহারা নারকীয় দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় এবং বিষ্ণুর পরম পদে আশ্রয় লাভ করে। নর ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাতক করিলেও বিষ্ণুবাসরে জাগরণ করিয়া

ধৌতপাপ হইয়া থাকে। হে বিপ্র! অশ্বমেধাদি মখ দ্বারা নর যে দুষ্প্রাপ্য ফল প্রাপ্ত হয়, প্রবোধিনীতে জাগরণে তাহা অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া কাঞ্চন ও মহী দান করিলে যে ফল হয়, হরিবাসর-জাগরণে সেই ফল হইয়া থাকে। হে মুনিবর! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে প্রবোধিনীব্রত করে, সেই পুরুষই পুণ্যজন্মা—তাঁহার দ্বারাই কুল পবিত্র হইয়া থাকে। মুনিবর! নরগণের মৃত্যু যেমন ধ্রুব, তেমনি তাহাদের ধন ও গাত্র অধ্রুব। ইহা বুঝিয়া হরিবাসর অবশ্যকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রবোধিনীব্রত করে, ত্রৈলোক্যের নিখিল তীর্থই তদীয় গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে জন প্রবোধিনীব্রত করে, তাহার আর বহু পুণ্য সঞ্চয়ে প্রয়োজন কি? এই কার্ত্তিকী হরিবোধিনী পুত্রপৌত্রপ্রদা। যে ব্যক্তি হরিবোধিনীতে উপবাস করে, সেই জনই জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়; ভোগমোক্ষ তাহারই হইয়া থাকে। এই তিথিই বিষ্ণুর প্রিয়তরা।৭—২৪। যে ব্যক্তি ভক্তি-

যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা মুক্তিভাক্ স ভবেন্নরঃ।
প্রবোধিনীমুপোষিত্বা গর্ভে ন বিশতে নরঃ ॥২৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুর্ব্বীত নারদ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা পাপং যৎ সমুপার্জ্জিতম্ ॥২৬
তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দঃ প্রবোধিন্যাস্তু জাগরে
স্নানং দানং জপং পূজাং সমুদ্দিশ্য জনার্দ্দনম্ ॥২৭
নরো যৎ কুরুতে বৎস প্রবোধিন্যাং তদক্ষয়ম্
যেঽর্চ্চয়ন্তি নরাস্তস্যাং ভক্ত্যা দেবঞ্চ মাধবম্ ॥
সমুপোষ্য প্রমুচ্যন্তে পাপৈস্তৈঃ শতজন্মজৈঃ।
মহাব্রতমিদং পুত্র মহাপাপৌঘনাশনম্ ॥ ২৯
প্রবোধবাসরং বিষ্ণোর্বিধিবৎ সমুপোষয়েৎ।
ব্রতেনানেন দেবেশংপরিতোষ্য জনার্দ্দনম্ ॥৩০
বিরাজয়ন্ দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রয়াতি হরিমন্দিরম্।
কর্ত্তব্যেবা প্রযত্নেন নরৈঃ কান্তিধনার্থিভিঃ ॥৩১
বাল্যে যৎ সঞ্চিতং পাপং যৌবনে বার্দ্ধকে তথা
শতজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদিবা বহু ॥ ৩২
তৎ, ক্ষালয়তি গোবিন্দশ্চাস্যামভ্যর্চ্চিতো নৃণাম্
ধনধান্যবহা পুণ্যা সর্ব্বপাপহরা পরা ॥ ৩৩
তামুপোষ্য হরের্ভক্ত্যা দুর্ল্লভং ন ভবেৎ ক্বচিৎ
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৩৪
তৎসহস্রগুণং প্রোক্তং প্রবোধিন্যাং প্রজাগরে
স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়োঽভ্যর্চ্চনং
হরেঃ ॥ ৩৫
তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং প্রবোধিন্যাং কৃতন্তু যৎ
জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভবেৎ
বৃথা ভবতি তৎসর্ব্বমকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্।
অকৃত্বা নিয়মং বিষ্ণোঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ
ন জন্মার্জ্জিতপুণ্যস্য ফলং প্রাপ্নোতি নারদ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥৩৮
উপসেবেত বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
পরান্নং বর্জ্জয়েদ্যস্তু কার্ত্তিকে বিষ্ণুতৎপরঃ ॥৩৯
পরান্নবর্জ্জনাদ্বৎস চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ।
নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ

পূর্ব্বক এই তিথিতে ব্রতাচরণ করে, সে মোক্ষভাজন হয়। নর প্রবোধিনীতে উপবাস করিয়া আর কখনও গর্ভে প্রবেশ করে না। অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও প্রবোধিনী ব্রত কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যে পাপ অর্জ্জিত হয়, প্রবোধিনীতে জাগরণে গোবিন্দ সেই পাপ ক্ষালন করিয়া থাকেন। বৎস! নর প্রবোধিনীতে জনার্দ্দনের উদ্দেশে যে কিছু স্নান, দান, জপ, ও পূজা করে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। যে সকল নর ভক্তিভরে ঐ তিথিতে উপবাস ও মাধব দেবের অর্চ্চনা করে, তাহারা শতজন্মজনিত সেই সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। পুত্র! এই মহাব্রত মহাপাপরাশিনাশক। সুতরাং বিষ্ণুর প্রবোধবাসরে যথাবিধি উপবাস করিবে। নর এই ব্রত দ্বারা দেবেশ জনার্দ্দনের পরিতোষ সাধনান্তে সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া হরিমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। কান্তি ও ধনপ্রার্থী নরগণের এই একাদশীব্রত যত্নের সহিত কর্ত্তব্য। বাল্যে যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে জন্মান্তর-শতকৃত স্বল্প বা বহু যে কিছু পাপ সঞ্চিত থাকুক, এই তিথিতে অর্চ্চিত হইয়া গোবিন্দ সেই সমস্ত পাপই ক্ষালন করিয়া থাকেন। এই তিথি ধনধান্যদায়িনী, পুণ্যা এবং পাপহরা। ২৫-৩০ ভক্তিপূর্ব্বক ইহাতে উপবাস করিলে কখনও কিছুই দুর্লভ হয় না। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে ধর্ম্মকর্ম্মে যে ফল বিহিত আছে, প্রবোধিনীতে জাগরণে তদপেক্ষা সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। স্নান, দান, জপ, হোম স্বাধ্যায় ও হরিপূজন—প্রবোধিনীতে করিলে সমস্তই কোটিগুণিত হইয়া থাকে। নর আজন্ম যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করে, কার্ত্তিকব্রত না করিলে তৎসমস্তই বৃথা হইয়া যায়। যে নর বিষ্ণুবাসরে নিয়ম না করিয়া কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, সে তাহার জন্মার্জ্জিত অন্য পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হয় না। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বকামফলপ্রদ দেবদেব জনার্দ্দনের উপাসনা করিবে। কার্ত্তিকে বিষ্ণুভক্তিরত হইয়া যে ব্যক্তি পরান্ন বর্জ্জন করে, তাহার চান্দ্রায়ণ ফললাভ

দহেত সর্ব্বপাপানি যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ।
ন তথা তুষ্যতে যজ্ঞৈর্ন দানৈর্ব্বা জপাদিভিঃ॥
যথাশাস্ত্রকথালাপৈঃ কার্ত্তিকে মধুসূদনঃ।
যে কুর্ব্বন্তি কথাং বিষ্ণোর্যে শৃণ্বন্তি শুভান্বিতাঃ"
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা কার্ত্তিকে গোশতং ফলম্
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ॥৪৩
শাস্ত্রাবধারণং কার্য্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে।
শ্রেয়সা লোভবুদ্ধ্যা চ যঃ করোতি হরেঃ কথাম্
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥৪৫
নিয়মেন না যস্তু শৃণুতে বৈষ্ণবীং করোথম্।
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ গোসহস্রফলং লভেৎ।
প্রবোধবাসরে বিষ্ণোঃ শৃণুতে যো হরেঃ কথাম্
সপ্তদ্বীপবতীদানে তৎফলং লভতে মুনে।
শ্রুত্বা বিষ্ণুকথাং দিব্যং যেঽর্চ্চয়ন্তি কথাবিদম্॥
স্বশক্ত্যা মুনিশার্দ্দূল তেষাং লোকক্ষয়ঃ স্মৃতঃ।

গীতশাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যো নয়েন্নরঃ॥৪৮
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ম্ময়া দৃষ্টা কলিপ্রিয়।
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ ভব্যাং বিষ্ণুকথাং মুনে॥
যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যোপরিসংস্থিতঃ
বহুপুষ্পৈর্বহুফলৈঃ কর্পূরাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥ ৫০
হরেঃ পূজা বিধাতব্যা কার্ত্তিকেবোধবাসরে।
যস্মাৎ পুণ্যমসংখ্যাতং প্রাপ্যতে মুনিসত্তম॥৫১
ফলৈর্নানাবিধৈর্দ্দিব্যৈঃ প্রবোধিন্যান্তু জাগরে।
শঙ্খে তোয়ং সমা য় অর্ঘ্যো দেয়ো জনার্দ্দনে
যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বদানেষু যৎফলম্।
তৎফলং কোটিগুণিতং দত্ত্বার্ঘ্যং বোধবাসরে॥
গুরুপূজা ততঃ কার্য্যা ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ।
দক্ষিণাভিশ্চ দেবর্ষে তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ॥ ৫৪
ভাগবতং শৃণুতে যস্তু পুরাণঞ্চ পঠেন্নরঃ।
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্॥৫৫
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবং ব্রতম্।
যঃ করোতি যথোক্তন্তু মুক্তিস্তস্য মুনিশ্চলা॥৫৬

হয়। যে নর নিত্য শাস্ত্রালোচনায় কার্ত্তিক মাস কাটায়, সে তাহার সর্ব্বপাপ দগ্ধ করে এবং যজ্ঞাযুত-ফল লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে মধুসূদন শাস্ত্রকথালাপে যেরূপ তুষ্ট হন, দান বা বাজপেয়াদি যজ্ঞদ্বারা সেরূপ তুষ্ট হন না। যে সকল পুণ্যবান্ জন কার্ত্তিকে বিষ্ণুকথার অবতারণা করেন বা শ্রবণ করেন, যাঁহারা ইহাঁর শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের গোশত-দানের ফললাভ হইয়া থাকে। হে মুনে! সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে কেশবাগ্রে শাস্ত্রাবধারণ ও শাস্ত্র শ্রবণ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মঙ্গলহেতু লোভবুদ্ধিতেও কার্ত্তিকে হরিকথার অবতারণ করে, তাহার শত কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। যে নর বিনীতভাবে বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবী কথা শ্রবণ করে, তাহার গোসহস্রদানফল লাভ হইয়া থাকে। বিষ্ণুর প্রবোধবাসরে যে জন হরি-কথা শ্রবণ করে, সে সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী-দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে মুনিবর! দিব্য বিষ্ণুকথা শ্রবণ করিয়া যাহারা কথাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করে, তাহাদের অক্ষয় লোক লাভ হয়। যে নর গীতশাস্ত্র-বিনোদনে কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, সংসারে তাহার আর পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। হে নারদ! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে গীত, নৃত্য, বাদ্য বা শুভ বিষ্ণুকথার অবতারণা করে, ত্রৈলোক্য মধ্যে সে-ই একমাত্র পুণ্যাত্মা। কার্ত্তিকে হরিবাসরে বহু পুষ্প, বহু ফল, কর্পূর ও অগুরু কুঙ্কুম দ্বারা হরিপূজা কর্ত্তব্য। নানাবিধ ফলে পূজা করিয়া প্রবোধিনীতে জাগরণ করিলে নর অসংখ্য পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শঙ্খমধ্যে জল লইয়া জনার্দ্দনকে অর্ঘ্য দান করিবে। সর্ব্বতীর্থে বা সর্ব্বদানে যে ফল হয়, প্রবোধিনীদিনে বিষ্ণুকে অর্ঘ্য দিয়া তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। ৩৪-৫৫। অনন্তর চক্রপাণির তুষ্টিনিমিত্ত ভোজন, আচ্ছাদন ও দক্ষিণাদি দ্বারা গুরুপূজা করিবে। যে ব্যক্তি এই সময়ে ভাগবত শুনে, বা পুরাণ পাঠ করে, প্রতি অক্ষরে তাহার কপিলাদানফল হইয়া থাকে। হে মুনিবর! কার্ত্তিক মাসে যে

কেতক্যা একপত্রেণ পূজিতো গ ড়ধ্বজঃ।
সমাঃ সহস্রং সুপ্রীতো ভবতি মধুসূদনঃ॥ ৫৭
অগস্তিকুসুমৈর্দ্দেবং পূজয়েদ্যো জনার্দ্দনম্।
দর্শনাত্তস্য দেবর্ষে নরকাগ্নিঃ প্রণশ্যতি॥ ৫৮
মুনিপুষ্পার্চ্চিতো বিষ্ণুঃ কার্ত্তিকে পুরুষোত্তমঃ।
দদাত্যভিমতান্ কামান্ শশিসূর্য্যগ্রহে যথা॥৫৯
বিহায় সর্ব্বপুষ্পাণি মুনিপুষ্পেণ কেশবম্।
কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বাজিমেধ-
ফলং লভেৎ॥৬০
তুলসীদলানি পুষ্পাণি যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে।
কার্ত্তিকে সকলং বৎস পাপং জন্মাযুতং দহেৎ॥
দৃষ্টা স্পৃষ্টাথবা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নামতস্তুতা।
রোপিতা সিক্তা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা
নবধা তুলসীভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটিসহস্রাণি তন্বন্তি সুকৃতং মুনে॥ ৭৩

যাবচ্ছাখাপ্রশাখাভির্ব্বীজপুষ্পদলৈর্ম্মুনে।
রোপিতা তুলসী পুংভির্ব্বর্দ্ধতে বসুধাতলে॥৬৪
তেষাং বংশে তু যে জাতা যে ভবিষ্যন্তি যে
গতাঃ।
আকল্পবর্ষসাহস্রং তেষাং বাসো হরের্গৃহে॥৬৫
যৎ ফলং সর্ব্বপুষ্পেষু সর্ব্বপত্রেষু নারদ।
তুলসীদলেন চৈকেন কার্ত্তিকে প্রাপ্যতে তু তৎ
সম্প্রাপ্তং কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা নিয়মেন জনার্দ্দনঃ।
পূজনীয়ো মহাবিষ্ণুঃ কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ॥৬৩
ইষ্ট্বা ক্রতুশতৈর্দ্দেবান্ দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
তুলসীদলৈস্তু তৎপুণ্যং কার্ত্তিকে কেশবার্চ্চনে

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকশুক্লৈকাদশী-
মাহাত্ম্যং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১

ব্যক্তি যথাশক্তি যথোক্ত বৈষ্ণব ব্রত করে, তাহার নিশ্চয় মুক্তিলাভ হয়। কেতকীর একটী মাত্র পত্র দ্বারাও এদিনে গরুড়ধ্বজকে পূজা করিলে মধুসূদন সহস্র বর্ষ যাবৎ প্রীত হইয়া থাকেন। যে জন অগস্তি কুসুম দ্বারা জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করে, হে দেবর্ষে! তাঁহার দর্শনে নরকাগ্নি প্রশমিত হইয়া থাকে। পুরুষোত্তম বিষ্ণু কার্ত্তিকে মুনিপুষ্প দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে অর্চ্চনায় যেরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, সেইরূপই ফল দান করিয়া থাকেন। অন্য সর্ব্ব পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকে কেবল মুনিপুষ্প দ্বারাই যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে কেশবের অর্চ্চনা করে, তাহার বাজিমেধ-ফললাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা জনার্দ্দনকে তুলসীদান ও পুষ্পসকল প্রদান করেন, তাঁহাদের জন্মাযুতসঞ্চিত সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া থাকে। শুভদায়িনী তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, নামকীর্ত্তন, স্তবন, রোপণ, সিঞ্চন ও নিত্য পূজন করিতে হয়। যাহারা তুলসীর প্রতি প্রত্যহ এই নবধা ভক্তি প্রকাশ করে, হে মুনে! কোটি সহস্র যুগ, তাহাদের সুকৃত সঞ্চিত থাকে। মানবগণ কর্তৃক ভূতলরোপিতা তুলসী শাখা, প্রশাখা, বীজ ও পুষ্পদলাদি দ্বারা যতকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই কাল মধ্যে রোপণকারী-দিগের বংশে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে করিবে, আকল্পসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত হরিগৃহে তাহাদের বাস হইয়া থাকে। হে নারদ! সর্ব্বপুষ্পে এবং সর্ব্বপত্রে যে ফল হয়, কার্ত্তিকে একমাত্র তুলসীদল দ্বারাই সেই ফললাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাস উপস্থিত দেখিয়া নিয়ম সহকারে কোমল তুলসী দল দ্বারা মহাবিষ্ণুর পূজা করিবে। শত যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনায় ও বহুবিধ দানীয় দ্রব্য দানে যত পুণ্য হয়, কার্ত্তিকে তুলসীদল দ্বারা কেশবার্চ্চনেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে। ৫৬—৬৪।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
সর্ব্বপাপহরং বিষ্ণোঃ ফলদং ব্রতিনাঞ্চ যৎ॥ ১
পুরুষোত্তমমাসস্য কথাং ব্রূহি জনার্দ্দন।
কো বিধিঃ কিং ফলং তস্য কো দেবস্তত্র পূজ্যতে॥ ২
অধিমাসে চ সম্প্রাপ্তে ব্রতং ব্রূহি জনার্দ্দন।
কস্য দানস্য কিং পুণ্যং কিং কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো॥৩
কথং স্নানঞ্চ কিং জাপ্যং কথং পূজাবিধিঃ স্মৃতঃ
কিং ভোজ্যমুত্তমঞ্চান্নং মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কথয়িষ্যামি রাজেন্দ্র ভবতঃ স্নেহকারণাৎ।
পুরুষোত্তমমাসস্য মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্॥ ৫
অধিমাসে তু সম্প্রাপ্তে ভবেদেকাদশী তু যা।
কমলা নাম সা নাম্না তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥ ৬
তস্যা ব্রতপ্রভাবেন কমলাভিমুখী ভবেৎ।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় সংস্মৃত্য পুরুষোত্তমম্॥ ৭
স্নাত্বা চৈব বিধানেন নিয়মং কারয়েদ্ব্রতী।
গৃহে ত্বেকগুণং জাপ্যং নদ্যান্তু দ্বিগুণং স্মৃতম্।
গবাং গোষ্ঠে সহস্রোর্দ্ধমগ্ন্যাগারে শতাধিকম্।
শিবক্ষেত্রেষু তীর্থেষু দেবতানাঞ্চ সন্নিধৌ॥ ৯
লক্ষং তুলস্যাঃ সান্নিধ্যে হ্যনন্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ।
অবন্ত্যামভবৎ কশ্চিচ্ছিবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ॥ ১
তস্যাত্মজাস্তু পঞ্চাসন্ কনিষ্ঠো দোষবানভূৎ।
তদা পিত্রা পরিত্যক্তস্ত্যক্তঃ স্বজনবান্ধবৈঃ॥
কুকর্ম্মণঃ প্রভাবেন গতো দূরতরং বনম্।
একদা দৈবযোগেন তীর্থরাজং সমাগতঃ॥ ১২
ক্ষুৎক্ষামো দীনবদনাস্ত্রিবেণ্যাং স্নানমাচরৎ।
মুনীনামাশ্রমাংস্তত্র বিচিন্বন্ ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ॥ ১৩
হরিমিত্রমুনেস্তত্র দদর্শাশ্রমমুত্তমম্।
পুরুষোত্তমমাসে বৈ জনানাঞ্চ সমাগমে॥ ১৪

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ভগবন্! ব্রতসমূহের মধ্যে যাহা উত্তম, বিষ্ণুর যাহা প্রীতিকর, সর্ব্বপাপহর ও ব্রতকারীদিগের ফলপ্রদ, আমি সেই ব্রতই আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে জনার্দ্দন! পুরুষোত্তম মাসের কথা কীর্ত্তন করুন, ঐ মাসে কোন্ দেবের পূজা করিতে হয়, পূজাবিধি কি, পূজার ফলই বা কি? অধিমাস উপস্থিত হইলে, কিরূপ ব্রত করিতে হয়? এ সময়ে কোন্ দানের কি পুণ্য? নরগণের এ মাসে কিই বা কর্ত্তব্য? এবং স্নান, জপ, পূজাবিধি ও উত্তম ভোজ্য অন্নই বা এই মাসে কি প্রকার? তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! ভবৎপ্রতি স্নেহবশতঃ পুরুষোত্তম মাসের পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। অধিমাসের উপস্থিতিতে যে একাদশী তিথি আসিবে, উহা তিথিসমূহের মধ্যে উত্তম তিথি; উহার নাম কমলা। কমলাব্রতের প্রভাবে সাক্ষাৎ কমলা প্রসন্না হইয়া থাকেন। ব্রতকারী ব্যক্তি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুরুষোত্তমকে স্মরণান্তে গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান ও নিয়মাবলম্বন করিবে। গৃহে জপ করিলে একগুণ, নদীতীরে দ্বিগুণ, গোগোষ্ঠে সহস্র গুণ, অগ্ন্যাগারে শতাধিক সহস্র গুণ, শিব-ক্ষেত্রে, তীর্থে, দেবসমীপে ও তুলসী নিকটে লক্ষগুণ এবং বিষ্ণুসন্নিধানে অনন্ত গুণ ফল হইয়া থাকে। অবন্তীক্ষেত্রে শিবশর্ম্মা নামে এক দ্বিজোত্তম ছিলেন, তাঁহার পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে কনিষ্ঠই দোষদুষ্ট। তাহার নাম জয়শর্ম্মা। জয়শর্ম্মার কৃত কুকর্ম্মের ফলে পিতা এবং তদীয় স্বজনবান্ধবগণ তাহাকে ত্যাগ করেন। সে দূরতর বনপ্রদেশে গিয়া আশ্রয় লয়। একদা দৈবক্রমে জয়শর্ম্মা এক শ্রেষ্ঠ তীর্থে উপনীত হইল। ১—১২। এই তীর্থ ত্রিবেণী; ক্ষুধাক্ষীণ দীনবদন জয়শর্ম্মা ত্রিবেণীতে স্নান করিল; স্নানান্তে ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া সে তথায় মুনিগণের আশ্রম অন্বেষণ করিতে লাগিল। সেখানে হরিমিত্র নামে

তত্রাশ্রমে কথ্যতাং কথাং কল্মষনাশিনীম্।
ব্রাহ্মণানাং মুখাত্তেন শ্রদ্ধয়া কমলা শ্রুতা ॥১৫
একাদশী পুণ্যতমা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
জয়শর্ম্মা বিধানেন শুশ্রূষেমাং কমলাতিথিম্ ॥১৬
ব্রতং কৃতঞ্চ তৈঃ সার্দ্ধং স্থিত্বা শূন্যালয়ে তদা॥
নিশীথে সমনুপ্রাপ্তে লক্ষ্মীস্তত্র সমাগতা।
বরং দদামি ভোবিপ্র কমলায়াঃ প্রভাবতঃ ॥১৮
জয়শর্ম্মোবাচ।
কা ত্বং কস্যাসি রম্ভোরু প্রসন্না চ কথং মম।
ইন্দ্রাণী সুরনাথস্য ভবানী শঙ্করস্য বা॥ ১৯
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী বাথ বধূর্বা চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
ত্বৎসদৃক্ষা ন দৃষ্টা চ ন শ্রুতা চ শুভাননে ॥২০
লক্ষ্মীরুবাচ।
প্রসন্না সাম্প্রতং জাতা বৈকুণ্ঠাদহমাগতা।
প্রেরিতা দেবদেবেন কমলায়াঃ প্রভাবতঃ ॥২১

পুরুষোত্তমমাসস্য যা পক্ষে প্রথমে ভবেৎ।
তস্যা ব্রতং ত্বয়া চীর্ণং প্রয়াগে মুনিসন্নিধৌ ॥২২
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন বশগাহং ন সংশয়ঃ।
তব বংশে ভবিষ্যন্তি মানবা দ্বিজসত্তম ॥ ২৩
যৎপ্রসাদাদবাপ্স্যন্তি সত্যং তে ব্যাহৃতং ময়া॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
প্রসন্না যদি মে পদ্মে ব্রতং বিস্তরতো বদ।
যৎকথাসু প্রবর্ত্তন্তে সাধবো যে জনা দ্বিজাঃ॥
লক্ষ্মীরুবাচ।
শ্রোতৃণাং পরমং শ্রাব্যং পবিত্রাণামনুত্তমম্।
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং শ্রোতব্যং যত্নতস্ততঃ।
উত্তমঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা ॥২৬
পঠিত্বা মুচ্যতে সদ্যো মহাপাতককোটিভিঃ।
মাসানাং পরমো মাসঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা॥
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা তিথীনাং দ্বাদশী তিথিঃ।
অদ্যাপি নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ভারতে জন্মলিপ্সবঃ॥

এক মুনি ছিলেন। জয়শর্ম্মা তাঁহার উত্তম আশ্রম দেখিতে পাইল। পুরুষোত্তম মাসে ঐ আশ্রমে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ তথায় বিবিধ পাপহারিণী পুরাণ-কথা কহিতেছিলেন। জয়শর্ম্মা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের মুখে ভুক্তিমুক্তিদায়িনী পুণ্যতমা কমলা একাদশীর কথা শ্রবণ করিল। উহা শ্রবণ করিয়া সে তখন শূন্যালয়ে অবস্থান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ সহ উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী আসিয়া বলিলেন,—ভো বিপ্র! কমলা একাদশীর প্রভাবে আমি তোমাকে বরদান করিতেছি। জয়শর্ম্মা কহিল,—হে শুভে! কে আপনি, কাহার রমণী, কেন আমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন? আপনি কি সুরপতির সীমন্তিনী, অথবা শঙ্করের সহধর্ম্মিণী? কিম্বা আপনি গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী, চন্দ্রপ্রিয়া বা সূর্য্য-বধূ? অয়ি শুভাননে! আপনার তুল্য রমণী আমি কখন দেখি নাই বা আছে বলি-য়াও শুনি নাই। লক্ষ্মী কহিলেন, আমি লক্ষ্মী, প্রসন্ন হইয়া সম্প্রতি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছি। কমলাব্রতের ফলে দেবদেব আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ১৩—২১। পুরুষোত্তম মাসের প্রথম পক্ষে যে কমলা তিথি উপস্থিত হইয়াছে, তুমি প্রয়াগে মুনিজনসকাশে সেই কমলাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছ; এই ব্রতের প্রভাবে আমি নিশ্চয় তোমার বশীভূত হইয়াছি। তোমার বংশধর-গণ সকলেই দ্বিজসত্তম হইবেন। আমার প্রসাদে তাঁহারাও লক্ষ্মীলাভ করিবেন, ইহা আমি সত্যই বলিলাম। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে পদ্মে! আপনি যদি আমার প্রতি সত্যই প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে সাধু দ্বিজগণ যে কথায় তন্ময় হইয়া থাকেন, আপনি বিস্তৃতরূপে আমার নিকট সেই ব্রতকথা বলুন। লক্ষ্মী কহিলেন,—এই পরম শ্রব্য, পবিত্র হইতেও পবিত্রতম, দুঃস্বপ্নহর, পুণ্য আখ্যান শ্রোতৃগণের সযত্নে শ্রবণীয়। শ্রদ্ধাযুক্ত নর ইহার শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়াও সদ্য কোটি কোটি মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যেমন পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, নদীগণ মধ্যে গঙ্গা এবং তিথিসমূহ মধ্যে দ্বাদশী তিথি শ্রেষ্ঠ,

তমর্চ্চয়ন্তি বিবিধা নারায়ণমনাময়ম্।
যে যজন্তি সদা ভক্ত্যা দেবং নারায়ণং প্রভুম্॥
তানর্চ্চয়ন্তি সততং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ।
যেঽপি নামপরা যে চ হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ॥ ৩০
হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে ভবেদেকাদশীদ্বয়ম্॥৩১
গৃহস্থানাং ভবেৎ পূর্ব্বা যতীনামুত্তরা স্মৃতা।
একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণে॥ ৩২
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥
অমুং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
ভক্তিভাবেন তুষ্টাত্মা উপবাসং সমাচরেৎ॥৩৪
কুর্য্যাদ্দেবস্য পুরতো জাগরং নিয়তো ব্রতী।
গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পুরাণপঠনাদিভিঃ॥ ৩৫

ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় দ্বাদশীদিবসে ব্রতী।
স্নাত্বা বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ॥
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য একাদশ্যাং জনার্দ্দনম্।
দ্বাদশ্যাঞ্চ পয়ঃস্নানাদ্ধরেঃ সারূপ্যমশ্নুতে॥৩৭
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সম্মুখো ভূত্বা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥৩৮
এবং বিজ্ঞাপ্য দেবেশং দেবদেবং গদাধরম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্॥ ৩৯
ততঃ স্ববন্ধুভিঃ সার্দ্ধং নারায়ণপরায়ণঃ।
কৃত্বা পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ॥ ৪০
এবং যঃ প্রযতঃ কুর্য্যাৎ পুণ্যমেকাদশীব্রতম্।
স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা কমলা তস্মৈ বরং দত্ত্বা তিরোদধে।
সোঽপি বিপ্রো ধনী ভূত্বা পিতুর্গেহং সমাগতঃ

তেমনি মাসসমূহ মধ্যে এই পুরুষোত্তম মাসই পরমোত্তম। নির্জ্জরগণ অদ্যাপি ভারতে জন্মলিপ্সু হইয়া অনাময় নারায়ণদেবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিত্য ভক্তিযোগে ভগবান্ নারায়ণদেবকে অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাদিগকেই নিত্য অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যাহারা ভগবানের নাম-জপ-রত, যাহারা হরিকীর্ত্তনতৎপর এবং যাহারা হরিপূজাপরায়ণ, এই কলিযুগে তাহারাই প্রকৃত কৃতার্থ। একাদশী দ্বিবিধ; শুক্লা ও কৃষ্ণা। তন্মধ্যে গৃহস্থগণের শুক্লা এবং যতিগণের পক্ষে কৃষ্ণা একাদশী প্রশস্ত। অগ্রে একাদশী, পরে দ্বাদশী, রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী—এই ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে, শত যজ্ঞ-জনিত পুণ্য সঞ্চয় হয়। "আমি একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পরদিন আহার করিব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি আমার শরণ হউন।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবদেব চক্রপাণির উদ্দেশে ভক্তিভাবে সসন্তোষচিত্তে উপবাস করিবে। পরে নিয়মনিষ্ঠ ব্রতী দেবদেবের সমক্ষে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও পুরাণ-পাঠাদি করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে।২২—৩৫। অনন্তর প্রভাতে দ্বাদশী দিবসে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিবে। একাদশী দিনে পঞ্চামৃত দ্বারা জনার্দ্দনকে স্নান করাইতে হয়। দ্বাদশীতে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। এইরূপ স্নানে ব্রতী ব্যক্তি হরির সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। "হে কেশব! এই ব্রতাচরণে আপনি প্রসন্ন হইয়া অজ্ঞানতিমিরান্ধজনের জ্ঞান-দৃষ্টিদাতা হউন।" দেবদেব গদাধরকে এইরূপ জানাইয়া পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন ও দক্ষিণা দান করিবে। অনন্তর নারায়ণ-পরায়ণ ব্রতী পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিয়া বান্ধবগণ সহ বাগ্‌যতভাবে আহার করিবেন। এইরূপে সংযম সহকারে যে ব্যক্তি এই পুণ্য একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে বিষ্ণুভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকে; ঐ স্থান হইতে তাহার আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। কমলা জয়শর্ম্মাকে এই কথা কহিয়া বরদানান্তে তিরোধান করিলেন। ব্রাহ্মণ জয়শর্ম্মাও ধনী হইয়া গৃহে আগমন করি-

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
এবং যঃ কুরুতে রাজন্‌ কমলাব্রতমুত্তমম্‌।
শৃণুয়াদ্বাসরে বিষ্ণোঃ স সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পুরুষোত্তমমাসস্থ কৃষ্ণাকমলানামৈকাদশীনাম ষষ্টিতমো-হধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতানি বহুধর্ম্মাণি ব্রতানি চ জগৎপ্রভো।
একাদশীসমং কিঞ্চিচ্ছ্রুতং নৈব জনার্দ্দন॥ ১
পুনস্ত্বেকাদশীং ব্রূহি পাপঘ্নীং পুণ্যদায়িনীম্‌।
যাং কৃত্বা মনুজো লোকে প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদম্‌॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে যদা চৈকাদশী ভবেৎ।
ন ত্যাজ্যা জগতীপাল মোক্ষসৌখ্যাবিবর্দ্ধনী ॥৩
একাদশী কলৌ রাজন্‌ ভববন্ধবিমোচনী।
কাম।। সর্ব্বকামানাং পাপানাং পাপহা ভুবি ॥৪
রবিবারেহথ মাঙ্গল্যে সংক্রমে বা নৃপোত্তম।
একাদশী সদোপোষ্যা পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনী ॥ ৫
একাদশীব্রতং ক্বাপি ন ত্যাজ্যং বিষ্ণুবল্লভৈঃ।
আয়ুঃকীর্ত্তিপ্রদং নিত্যং সন্তানারোগ্যবিত্তদম্‌
মোক্ষদং রূপদং রাজ্যং নিত্যমেকাদশীব্রতম্‌।
যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥ ৭
যথোক্তবিধিনা লোকে তে নরা বিষ্ণুরূপিণঃ।
জীবন্মুক্তাস্তু ভূপাল দৃশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
যুধিষ্ঠির উবাচ।
জীবন্মুক্তাঃ কথং কৃষ্ণ বিষ্ণুরূপাঃ কথং পুনঃ।
পাপরূপাশ্চ দৃশ্যন্তে পরং কৌতূহলং হি মে ॥৯
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
যে চ রাজন্‌ কলৌ ভক্ত্যা নির্জ্জলং ব্রতমুত্তমম্‌
একাদশ্যাঃ প্রকুর্ব্বন্তি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১০
ন কথং বিষ্ণুরূপাস্তে জীবন্মুক্তাঃ কথং ন হি।

লেন; শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্‌! এইরূপে যে ব্যক্তি উত্তম কমলা ব্রত করে বা হরি-বাসরে উক্ত ব্রত কথা শুনে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।৩৬—৪৩।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে জগৎপ্রভো! আপনার মুখে আমি বহু ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিলাম। পরন্তু হে জনার্দ্দন! একাদশীর তুল্য ধর্ম্ম প্রস্তাব আমি অন্য কোন কিছুই শুনি নাই। অতএব আপনি পুনরায় পুণ্যদায়িনী পাপঘ্নী একাদশীর কথা কীর্ত্তন করুন।—যাহার অনুষ্ঠান করিয়া মানব পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—রাজন্‌! শুক্লাই কি, কৃষ্ণাই কি, যখন যে একাদশী উপস্থিত হইবে, তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না; কারণ উহা মোক্ষ এবং সৌখ্য প্রদান করে। কলিকালে একাদশী ভববন্ধন-মোচনী, কামদা ও পাপহা। রবি ও মঙ্গল-বারে এবং সংক্রান্তি দিনে একাদশী হইলে তাহাতে নরগণ অবশ্য উপবাস করিবে; কেননা, উহা পুত্র পৌত্র প্রদান করিয়া থাকে। বিষ্ণুবল্লভগণ একাদশী ব্রত কখন পরিত্যাগ করিবেন না। এই ব্রত নিত্য আয়ু, কীর্ত্তি, আরোগ্য ও বিত্তপ্রদ। ইহাতে মোক্ষ, সৌন্দর্য্য ও রাজ্য লাভ হয়। হে মহীপাল! যাহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে যথোক্তবিধানে এই ব্রত আচরণ করে, এ জগতে তাহারাই বিষ্ণুরূপী জীবন্মুক্ত মানব-রূপে পরিদৃশ্যমান।১—৮। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—জীবন্মুক্ত কিরূপ? বিষ্ণুরূপী কিরূপ এবং পাপরূপী নরই বা কিরূপ? ইহারা কিরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে বলুন, শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কহি-লেন,—রাজন্‌! কলিকালে যাহারা ভক্তি-ভরে যথাবিধি নির্জ্জল একাদশীব্রতের অনু-

সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ব্রতমেকাদশীসমম্॥ ১১
ন কিঞ্চিদ্বিদ্যতে রাজন্ সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্।
একাশনং দশম্যাঞ্চ নন্দায়াং নির্জ্জলং ব্রতম্॥১২
পারণঞ্চৈব ভদ্রায়াং কৃত্বা বিষ্ণুসমা নরাঃ।
শ্রদ্ধাবান্ যস্তু কুরুতে কামদায়া ব্রতং শুভম্॥১৩
বাঞ্ছিতং লভতে সোঽপি ইহ লোকে পরত্র চ।
পবিত্রা পাবনী হ্যেষা মহাপাতকনাশিনী॥১৪
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব কর্ত্তৃণাং নৃপসত্তম।
কামদায়াং বিধানেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্॥১৫
পুষ্পধূপাদিভিশ্চৈব নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা।
কাংস্যং মাংসং মসূরাংশ্চ চণকান্ কোদ্রবাং স্তথা
শাকং মধু পরান্নঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনম্।
বৈষ্ণবো ব্রতকর্ত্তা চ দশম্যাং দশ বর্জ্জয়েৎ॥১৭
দ্যূতক্রীড়াং তথা নিদ্রাং তাম্বুলং দন্তধাবনম্।
পরাপবাদং পৈশূন্যং স্তেয়ং হিংসাং তথা রতিম্
ক্রোধঞ্চ বিতথং বাক্যমেকাদশ্যাং বিবর্জ্জয়েৎ।
কাংস্যং মাংসং মসূরাংশ্চ তৈলং বিতথভাষণম্
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনে।
বৃষপৃষ্ঠং পরান্নঞ্চ শাকঞ্চ দ্বাদশীদিনে॥ ২০
অনেন বিধিনা রাজন্ বিহিতা যৈশ্চ কামদা।
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা পূজিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥২১
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ॥২২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পুরুষোত্তম-
মাসস্য শুক্লাকামদানামৈকাদশী নাম
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

চাতুর্ম্মাস্যাস্তু নিয়মা যে কেচিদ্ ভুবি বিশ্রুতাঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহেশ্বর॥ ১
চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে কর্ত্তব্যং কিং জনার্দ্দনে
ষড্রসানাং পরিত্যাগে নখকেশবিধারণে।
অন্যৈশ্চ নিয়মৈঃ স্বামিন্ যৎফলং তদ্‌ব্রবীহি মে

ষ্ঠান করে, তাহারা কেন না জীবন্মুক্ত এবং কেনই বা না বিষ্ণুরূপী হইবে? একাদশীর ন্যায় সর্ব্বপাপহর, সর্ব্বকামপ্রদ, পুণ্য ব্রত একটীও নাই। দশমীতে একাহার, নন্দায় নির্জ্জল ব্রত এবং ভদ্রায় পারণ করিয়া নরগণ বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকে। যে শ্রদ্ধাবান্ নর শুভ কামদা একাদশী ব্রত আচরণ করে, সে ইহ-পরলোকে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকে। হে নৃপবর! এই একাদশী পবিত্রা, পাবনী, মহাপাতকনাশিনী ও ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী। কামদা-একাদশীতে পুষ্প, ধূপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা যথাবিধি পুরুষোত্তম দেবকে পূজা করিতে হয়। কাংস্য, মাষ, মসূর, চণক, কোদ্রব, শাক, মধু, পরান্ন, পুনর্ভোজন ও মৈথুন, এই দশটী বৈষ্ণব ব্রতকর্ত্তা দশমীদিনে বর্জ্জন করিবেন। দ্যূত-ক্রীড়া, নিদ্রা, তাম্বুল, দন্তধাবন, পরাপবাদ, পৈশুন্য, স্তেয়, হিংসা, রতি, ক্রোধ ও অসত্য বাক্য এই কয়টী—একাদশীতে বর্জ্জনীয়, কাংস্য, মাংস, মসূর, তৈল, অসত্যভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, পুনর্ভোজন, মৈথুন, বৃষপৃষ্ঠারোহণ, পরান্ন ও শাক এই কয়টী দ্বাদশী দিনে পরিত্যাজ্য। হে রাজন্! এইরূপ বিধান অনুসারে যে ব্যক্তি কামদা ব্রত করে এবং রাত্রিতে জাগরণ করিয়া পুরুষোত্তমকে পূজা করিয়া থাকে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ইহা পঠনে এবং শ্রবণে গোসহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে। ৯—২২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে মহেশ্বর! চাতুর্ম্মাস্যে যে কিছু নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। হে প্রভো! চাতুর্ম্মাস্যে হরি সুপ্ত হইলে কি করিতে হয়? ষড়্‌রস পরিবর্জ্জন, নখকেশধারণ এবং অন্যান্য নিয়ম পালন

সূত উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা স্বসৌ দেবঃ প্রহস্যোৎফুল্ললোচনঃ।
প্রোবাচ তং দ্বিজবরং নারদং তপসাং নিধিম্॥
মহাদেব উবাচ
শৃণু ত্বমিহ দেবর্ষে কথয়ামি সবিস্তরম্।
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ॥৪
চাতুর্মাস্যব্রতানীহ গৃহ্লীয়াদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।
ভূমিশয্যাসমারূঢ়ো যোগনিদ্রাং গতে হরৌ॥৫
নয়েত চতুরো মাসান্ যাবদ্ভবতি কার্ত্তিকী।
প্রতিষ্ঠা ন প্রবর্ত্তন্তে তথা যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥৬
বিবাহব্রতসম্বন্ধা অন্যন্মাঙ্গল্যকর্ম্ম চ।
ভূপযানং তথা যাত্রা অন্যাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥
প্রসুপ্তে চ জগন্নাথে অচ্যুতে গরুড়ধ্বজে।
ব্রতক্রিয়াং চরেদ্ যস্তু তস্য ব্রতফলং শৃণু॥৮
অশ্বমেধসহস্রৈস্তু যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
চাতুর্মাস্যব্রতৈশ্চীর্ণৈস্তৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ॥৯
মিথুনস্থে সহস্রাংশৌ স্বাপয়েন্মধুসূদনম্।
তুলারাশৌ গতে সূর্য্যে পুনরুত্থাপয়েদ্ধরিম্॥১০
অধিমাসে তু পতিতে তদা চৈব বিধিক্রমঃ।
স্থাপয়েৎ প্রতিমাং বিষ্ণোঃ শঙ্খচক্রগদাধরীম্
পীতাম্বরধরাং সৌম্যাং পর্য্যঙ্কে স্থাপয়েৎ শুচৌ
শ্বেতবস্ত্রসমাচ্ছন্নে সোপধানে তু নারদ॥১২
ইতিহাসপুরাণজ্ঞো বিষ্ণুভক্তোঽথবা পুনঃ।
স্নাপয়িত্বা দধিক্ষীরমধুলাজঘৃতৈস্তথা॥১৩
সমালভ্য শুভৈর্গন্ধৈর্ধূপৈঃ পুষ্পৈর্মনোরমৈঃ।
পূজিতাং কুসুমৈঃ শুভ্রৈর্মন্ত্রেণানেন বাড়ব॥১৪
সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
বিবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥১৫
এবং তাং প্রতিমাং বিষ্ণোঃ স্থাপয়িত্বা তু নারদ
তস্যৈবাগ্রে স্বয়ংবাচা গৃহ্লীয়ান্নিয়মং ততঃ॥১৬
স্ত্রী বা নরো বা তদ্ভক্তো ধর্ম্মাধর্ম্মবিভাগতঃ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি
গৃহ্লীয়ান্নিয়মানেতান্ দন্তধাবনপূর্ব্বকম্।
উপবাসং ততঃ কৃত্বা প্রভাতে বিমলে সতি॥
নিত্যং কর্ম্ম চরিত্বা তু বিষ্ণোরগ্রে জিতাত্মবান্

করিলে যে ফল হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। সূত কহিলেন,—মহাদেব এই কথা শুনিয়া হাসিলেন এবং উৎফুল্লনয়নে তপোনিধি দ্বিজবর নারদকে বলিলেন—হে দেবর্ষে! শ্রবণ কর, আমি ইহা সবিস্তরে বলিতেছি। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক চাতুর্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিবে। হরি যোগনিদ্রাগত হইলে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারিমাস ভূশয়নে যাপন করিবে। চাতুর্মাস্যে জগন্নাথ অচ্যুত শয়ন করিলে প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, বিবাহ অন্য মাঙ্গল্য কর্ম্ম, রাজযাত্রা, অন্যান্য যাত্রা এবং অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এই চাতুর্মাস্য ব্রত আচরণ করে, তাহার ব্রত ফল শ্রবণ কর। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ করিয়া নর যে ফল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র চাতুর্মাস্য ব্রতাচরণে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দিবাকর মিথুনস্থ হইলে মধুসূদনকে স্থাপনপূর্ব্বক তুলারাশিগত হইলে পুনর্ব্বার উত্থাপন করিবে। অধিমাস আপতিত হইলে, এইরূপ বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। শঙ্খচক্রগদাধারিণী বিষ্ণুপ্রতিমা স্থাপনপূর্ব্বক পীত পট পরিধান করাইয়া সুসজ্জিতভাবে শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত উপাধানযুক্ত পর্য্যঙ্কে স্থাপন করিবে। ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি দধি, ক্ষীর, মধু, লাজ ও ঘৃত দ্বারা বিষ্ণুপ্রতিমা স্নান করাইবে। পরে শুভ গন্ধাদি দ্বারা প্রতিমা সমালভনান্তে রম্য শুভ্র কুসুমসমূহ দ্বারা পূজা ও বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ১—১৪। মন্ত্র যথা—হে "জগন্নাথ! আপনি সুপ্ত হইলে, এই সর্ব্ব জগৎ সুপ্ত হইবে এবং প্রবুদ্ধ হইলে, চরাচর সমস্ত জগৎ প্রবুদ্ধ হইবে।" হে নারদ! এই মন্ত্রে প্রতিমা স্থাপনান্তে তদগ্রে স্বয়ং নিয়মাবলম্বন করিবে। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন বিষ্ণুভক্ত স্ব স্ব ধর্ম্মাধর্ম্মবিভাগক্রমে দেবদেবের উত্থান পর্য্যন্ত বর্ষার চারিমাস দন্তধাবনপূর্ব্বক এই সকল নিয়ম গ্রহণ করিবে। অনন্তর উপবাস করিয়া বিমল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে

তেষাং ফলানি বক্ষ্যামি তৎকর্ত্তৃণাং পৃথক্‌ পৃথক্‌॥ ১৯
মধুরত্বং লভেদ্বিদ্বান্‌ পুরুষো গুড়বর্জ্জনাৎ।
তথৈব সন্ততিং দীর্ঘাং তৈলস্য বর্জ্জনাদ্যতঃ॥২০
ঘৃতস্য বর্জ্জনাদ্বিপ্র সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে।
কটুতৈলপরিত্যাগী শত্রুনাশমবাপ্নুয়াৎ॥ ২১
সুগন্ধতৈলত্যাগেন সৌভাগ্যমতুলং লভেৎ।
পুষ্পভোগপরিত্যাগী স্বর্গে বিদ্যাধরো ভবেৎ॥
যোগাভ্যাসী নরো যস্তু স ব্রহ্মপদমাপ্নুয়াৎ।
কটুম্লমধুরক্ষারতীক্ষ্ণকাষায়ষড়্‌রসান্‌॥ ২৩
বর্জ্জয়েদ্‌ যস্তু বৈরূপ্যং দৌর্গন্ধ্যং নাপ্নুয়ান্নরঃ।
তাম্বূলবর্জ্জনাদ্ভোগী রক্তকণ্ঠস্তু জায়তে॥ ২৪
ঘৃতত্যাগাচ্চ লাবণ্যং সদা স্নিগ্ধতনুর্ভবেৎ।
ফলত্যাগাচ্চ বিপ্রেন্দ্র বহুপুত্রশ্চ জায়তে॥ ২৫
পলাশপত্রাশনকৃদ্রূপবান্‌ ভোগবান্‌ ভবেৎ।
দীপ্তিমান্‌ দীপ্তিকরণঃ সাক্ষাদ্দ্রব্যপতির্ভবেৎ॥
দধিদুগ্ধপরিত্যাগী গোলোকং লভতে নরঃ।
মৌনব্রতী ভবেদ্‌ যস্তু তস্যাজ্ঞাস্খলিতা ভবেৎ
ইন্দ্রাসনমবাপ্নোতিস্থালীপাকস্য বর্জ্জনাৎ।
এবমাদিপরিত্যাগাদ্ধর্ম্মস্থো ধর্ম্মনন্দনঃ॥ ২৮
নমো নারায়ণায়েতি জপ্ত্বা শতগুণং ফলম্‌।
একএব সর্ব্বে স্বর্গে বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ॥ ২৯
পুষ্করস্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াঃ স্নানজং ফলম্‌॥৩০
ভূমৌ ভুঙ্‌ক্তে সদা যস্তু স পৃথিব্যধিপো ভবেৎ
বিষ্ণোশ্চৈব গৃহে কুর্য্যাদুপলেপনমার্জ্জনম্‌॥৩১
কল্পস্থায়ী ভবেদ্বিদ্বন্‌, বৈকুণ্ঠে নাত্রসংশয়ঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাচ্ছতমষ্টোত্তরং নরঃ॥ ৩২
হংসযুক্তবিমানেন দিব্যেন সহ গচ্ছতি।
গীতবাদ্যকরো বিষ্ণোর্গান্ধর্ব্বং লোকমাপ্নুয়াৎ॥
পঞ্চগব্যাশনো বিদ্বন্‌ চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ।
নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন লোকান্‌ যস্তু প্রবোধয়েৎ
স ব্যাসরূপী বিষ্ণোরগ্রে ততো বিষ্ণুপদং লভেৎ।
তুলসীদলপূজান্তু কৃত্বা বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥৩৬

জিতেন্দ্রিয়ভাবে বিষ্ণুর সমীপে নিত্যকর্ম্ম সকল সমাধা করিবে। যাহারা উল্লিখিত সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে তাহাদের ফল সকল বলিতেছি। বিদ্বান্‌ ব্যক্তি গুড়বর্জ্জনে মধুরত্ব ও তৈল-বর্জ্জনে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি লাভ করেন। ঘৃতবর্জ্জনে সুন্দর দেহ হয়। কটুতৈল পরিত্যাগে শত্রুনাশ হইয়া থাকে। সুগন্ধ তৈলত্যাগে অতুল সৌভাগ্যলাভ হয়। পুষ্পভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে বিদ্যাধর হইয়া থাকে। যোগাভ্যাসী নর ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। কটু, অম্ল, মধুর, ক্ষার, তীক্ষ্ণ ও কাষায় এই ষড়্‌রস পরিত্যাগ করিলে নর বৈরূপ্য বা দৌর্গন্ধ্য লাভ করে না। তাম্বূল বর্জ্জনে নর ভোগী ও রক্তকণ্ঠ হইয়া থাকে। ঘৃতত্যাগে লাবণ্য হয় এবং সর্ব্বদা স্নিগ্ধগাত্র হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! এই সময়ে ফল ত্যাগে বহু পুত্র লাভ হয়। যে ব্যক্তি পলাশপত্রে ভোজন করে, সে রূপবান্‌ এবং ভোগবান্‌ হইয়া থাকে। নর দধি দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া গোলোকপদ লাভ করে। যে ব্যক্তি মৌনব্রতী হয়, তাহার আজ্ঞা অস্খলিত হইয়া থাকে। স্থালীপাক বর্জ্জন করিলে নর ইন্দ্রাসন লাভ করে। ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি ইত্যাদি সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র জপ করিলে শতগুণ ফললাভ করে এবং সেই একই ব্যক্তি স্বর্গে বিদ্যাধরপতি হইয়া থাকে। ১৫—২৯। যেজন পুষ্করস্নানমাত্র সর্ব্বদা গঙ্গা-স্নানজন্য ফল ভোগ করে, সে পৃথিবীর অধি-পতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুগৃহে উপলেপন-মার্জ্জন করে, সে বৈকুণ্ঠে কল্পকাল-স্থায়ী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অষ্টোত্তর শত বার প্রদক্ষিণ করে, সে হংসযুক্ত দিব্য বিমানে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর গায়ক ও বাদক হইয়া গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্‌! পঞ্চগব্যাশী ব্যক্তি চান্দ্রায়ণ-ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুর অগ্রে ব্যাস-রূপে বসিয়া শাস্ত্রবিনোদন দ্বারা নিত্য লোক-সকলের জ্ঞানোন্মেষণ করেন, তিনি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নর তুলসীদল দ্বারা

কৃত্বা প্রোক্ষণকং দিব্যং স্থানমপ্সরসাং লভেৎ
শীতাম্বুনা গৃহে স্নানাৎ নির্ম্মলং দেহমাপ্নুয়াৎ ॥৩৬
উক্ষোদকং পরিত্যজ্য স্নানং বৈ পৌষ্করং লভেৎ।
পত্রেষু যো নরো ভুঙ্‌ক্তে কুরুক্ষেত্রফলং লভেৎ
ভুঙ্‌ক্তে শিলায়াং যো নিত্যং তস্য পুণ্যং প্রয়াগজম্।
দিনত্রয়জলত্যাগী ন রোগৈঃ পরিভূয়তে॥ ৩৮
তাম্রপাত্রেষু ভুঞ্জানো নৈমিষং ফলমাপ্নুয়াৎ।
কাংস্যপাত্রং পরিত্যজ্য শেষপাত্রমুপাচরেৎ॥ ৩৯
অলাভে সর্ব্বপাত্রাণাং মৃন্ময়ং পাত্রমুত্তমম্।
স্বগৃহীতৈঃ কৃতৈর্বাপি পাত্রৈঃ পালাশসম্ভবৈঃ॥
যস্তু সংবৎসরং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
পাত্রৈর্বা ভোজনং বিদ্বান্ সেবতে তৎসমং স্মৃতম্॥
চান্দ্রায়ণসমং প্রোক্তং ব্রহ্মপাত্রেষু ভোজনে।
একৈকং ভোজনং বিদ্বন্ ব্রহ্মপত্রেষু ভুঞ্জতঃ॥
ত্রিরাত্রেণ সমং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্।
একাদশ্যুপবাসেন যৎপুণ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪৩
সর্ব্বদানফলঞ্চৈব সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।
ন চাপি নরকং পশ্যেৎ পদ্মপত্রেষু ভোজনাৎ॥
ব্রাহ্মণো যাতি বৈকুণ্ঠেঽন্যো জনঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ
এষ ব্রহ্ম মহাবৃক্ষঃ পাপহা সর্ব্বকামদঃ॥ ৪৫
মধ্যমং বর্জ্জিতং পত্রং শূদ্রজাতের্নৃপোত্তম।
ভুঞ্জন্নরকমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৪৬
বর্জ্জয়েন্মধ্যমং পত্রং শেষপত্রেষু ভোজনম্।
মধ্যপত্রে চ যঃ শূদ্রো ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ
কপিলাং ব্রহ্মণে দত্ত্বা শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
কপিলাং দোহয়েদ্যস্তু শূদ্রো ভুঙ্‌ক্তে নিজে গৃহে
দশবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।
কৃমিযোনিবিনির্ম্মুক্তঃ পশুযোনিমবাপ্নুয়াৎ॥৪৯

পূজা করিয়া বিষ্ণুপুরে প্রয়াণ করে এবং দিব্য প্রোক্ষণ করিয়া অপ্সরোলোক প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে শীতল জল দ্বারা গৃহে স্নান করিলে নর নির্ম্মল দেহ লাভ করে। এ সময়ে উষ্ণোদক পরিত্যাগ করিয়া পৌষ্কর স্নান করিতে হয়। যে নর পত্রে রাখিয়া আহার করে, তাহার কুরুক্ষেত্রসেবার ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শিলার উপর রাখিয়া আহার করে, তাহার প্রয়াগ-সেবন-পুণ্য লাভ হয়। তিন তিন দিন পর্য্যন্ত জল ত্যাগ করিলে রোগাক্রান্ত হইতে হয় না। তাম্রপাত্রে আহার করিলে নৈমিষারণ্যসেবন জন্য পুণ্য লাভ হয়। এ সময়ে কাংস্য পাত্র বর্জ্জন করিয়া অন্য সমস্ত পাত্রই ব্যবহার করিবে। অন্যান্য পাত্র না মিলিলে মৃন্ময়-পাত্র ব্যবহার করিবে। ইহাই উত্তম পাত্র। সংগৃহীত বা স্বয়ং কৃত পালাশ পাত্র দ্বারা যে ব্যক্তি বনে সম্বৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র উপাসনা করে, আর যে বিদ্বান ব্যক্তি উক্ত পাত্রে ভোজন করে, তাহাদের উভয়েরই ফল তুল্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম পাত্রে ভোজনে চান্দ্রায়ণাচরণের তুল্য ফল লাভ হয়। ব্রহ্মপাত্রে এক একবার ভোজনে ভোক্তার ত্রিরাত্র ভোজনের সমান ফল হয়। এইরূপ ভোজন মহাপাতকনাশন। একাদশীতে উপবাসে যে পুণ্য উক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বস্বদানে ও সর্ব্বতীর্থসেবায় যে ফললাভ করা যায়, ইহাতেও সেই পুণ্য এবং সেই ফল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পদ্মপত্রে ভোজনে নরক দর্শন করেন না, তাঁহার বৈকুণ্ঠ লাভ হয়; ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্ম মহাবৃক্ষ পাপহ ও সর্ব্বকামপ্রদ। শূদ্রজাতি ইহার মধ্যপত্র বর্জ্জন করিবে। হে নৃপোত্তম! শূদ্র মধ্যপত্রে ভোজন করিলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্য্যন্ত তাহার নরক-ভোগ করিতে হয়; সুতরাং মধ্যপত্র বর্জ্জন করিয়া শূদ্র শেষপত্রে ভোজন করিবে। হে দ্বিজ! যে শূদ্র মধ্যপত্রে ভোজন করে, ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করিয়া তবে তাহার শুদ্ধিলাভ করিতে হয়। যে শূদ্র কপিলা-দোহন করে এবং নিজগৃহে ভোজন করে, সে দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ বিষ্ঠামধ্যে কৃমি

কপিলং যো হ্যনড্‌াহং শূদ্রো ভূত্বাত্র বাহয়েৎ।
যাবন্তি তস্য রোমাণি তাবদ্বর্ষাণি নারক॥ ৫০
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত স নরো নাত্র সংশয়ঃ।
অজা চৈব গৃহে তস্য শূদ্রস্য চ বিশেষতঃ॥ ৫১
তস্যা বৈ দুগ্ধপানেন শূদ্রো যাতীহ রৌরবম্।
ব্রাহ্মণৈঃ সহ ব্যাপারো যস্য শূদ্রস্য দৃশ্যতে॥৫২
স বিপ্রো বেদবাহ্যঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ কৌলিক উচ্যতে
ব্যাপারে প্রেরিতো বিপ্রঃ শূদ্রাজ্ঞাঞ্চ করোতি যঃ
যাবৎপদানি চলতে তাবত্তবতি নারকী।
উদকার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রেণ প্রেষিতো গৃহে॥৫৪
তদুদকং মদ্যতুল্যং পীত্বা বৈ নরকং ব্রজেৎ।
শূদ্রেণ সর্ব্বদা নিত্যং দানং দেয়ং দ্বিজন্মনে॥৫৫
তেষাঞ্চৈব তু বৈ ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা চ বিশেষতঃ
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা পরলোকঞ্চ গচ্ছতি॥৫৬
পাঞ্চভৌতিকমেতদ্ধি অনর্থকমুদাহৃতম্।
অতো দেয়ং হি গুরবে যতোঽনন্তফলং লভেৎ
অস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে পাপাচারে দুরাত্মনঃ।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি বিপ্রেন্দ্র জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্
নিন্দয়া লভতে দুঃখং যাবদাভূতসংপ্লবম্।
নানাধর্ম্মাঃ প্রবর্ত্তন্তে কলৌ চৈব মহামতে॥
ধর্ম্মোঽয়ং দুর্ল্লভো লোকে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ।
ভূমিশায়ী ভবেদ্যস্তু নরঃ কোঽপি মহীতলে।
দশবর্ষসহস্রাণি ন রোগৈঃ পরিপীড্যতে।
বহুপুত্রো ধনৈর্যুক্তো হ্যকুষ্ঠী জায়তে নরঃ॥ ৬১
নক্তভোজী নরো যস্তু তীর্থযাত্রাফলং লভেৎ
অযাচিতেন চাপ্নোতি বাপীকূপক্রিয়াফলম্॥৬২
বর্জ্জয়েদ্যস্তু বৈ দ্রোহং প্রাণিহিংসাপরাঙ্মুখঃ।
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইতি বেদেষু গীয়তে॥৬৩
দানং দয়া দম ইতি সর্ব্বত্র হি শ্রুতং ময়া।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কার্য্যং বৈ মহতামপি॥৬৪
গুরবে যে প্রযচ্ছন্তি শরীরং পুত্রপৌত্রকম্।
তত্র দানপ্রভাবেন বিষ্ণোর্বল্লভতামিয়াৎ॥ ৬৫
শূদ্রেণ দীক্ষিতো যস্তু শূদ্রঃ শূদ্রেণ দীক্ষিতঃ।

হইয়া থাকে। পরে কৃমিযোনি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। যে শূদ্র কপিল বৃষ বাহন করে, তাহার রোমসমসংখ্যক বর্ষ যাবৎ সে কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। গৃহে অজা থাকিলে, শূদ্র সেই অজাদুগ্ধপানে রৌরব নরকে প্রয়াণ করে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের সম্বন্ধ ঘটিলে, ব্রাহ্মণ বেদবাহ্য হয় এবং শূদ্র কৌলিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে বিপ্র কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শূদ্রাজ্ঞা পালন করে, সে যত পদ অগ্রসর হয়, তৎসমসংখ্যক বর্ষ তাহার নরক ভোগ হইয়া থাকে। যে বিপ্র শূদ্রপ্রেরিত হইয়া জলানয়নার্থ গমন করে, তাহার আনীত জল মদ্যতুল্য হয়; সে জল পান করিয়া নর নরকগামী হইয়া থাকে। শূদ্র নিত্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববিধ দান প্রদান এবং তাঁহাদের প্রতি বিশেষভাবে ভক্তি প্রকাশ করিবে। এইরূপ করণে শূদ্র ইহলোকে সুখভোগ করিয়া পরলোক গমন করে। পাঞ্চভৌতিক দ্রব্য অনর্থক বলিয়া অভিহিত, সুতরাং গুরুকে উহা দান করিবে; কেননা, এরূপ দানে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। এই ঘোর কলিযুগে পাপাত্মগণ পুণ্যকর্ম্মা জনগণের নিন্দা প্রচার করে। এরূপ নিন্দায় আপ্রলয় দুঃখভোগ করিতে হয়। হে মহামতে! কলিতে নানা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত; তন্মধ্যে এই ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম জগতে দুর্লভ। এ সময়ে যে কোন নর মহীতলে শয়ন করে, দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ তাহাকে আর রোগপীড়িত হইতে হয় না। ঐ নর বহু পুত্র ও বহু ধনযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে কখন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি এ সময়ে নক্তভোজী হয়, তাহার তীর্থযাত্রাফল লাভ হইয়া থাকে। অযাচিত ভোজনে বাপী, কূপ ও তড়াগ-করণের ফললাভ হয়। চাতুর্মাস্যে প্রাণিদ্রোহ ও প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবে। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, ইহাই বেদে গীত হইয়াছে।৫০-৬৩। সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই; দান, দয়া ও দম পরম ধর্ম্ম; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মহৎ লোকদিগেরও ঐ সকল আচরণ কর্ত্তব্য। যাহারা পুত্রপৌত্র সহ স্বীয় দেহই গুরুকে দান করে, সেই দান-প্রভাবে তাহারা বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র হইয়া

উভৌ তৌ পাপিনৌ প্রোক্তৌ যাবদাভূত-
সংপ্লবম্॥ ৬৬
হিংসামতিং যদাদত্তে শূদ্রো বৈ পাপসত্তমঃ।
একবিংশতিকুলং তেন নরকং প্রতিপাদ্যতে॥
কলৌপাখণ্ডিনঃ শূদ্রা দৃশ্যন্তে বহবো ভুবি।
তেষাং সম্ভাষণাদেব নরকো ভবতি দ্বিজ॥৬৮
ব্রহ্মজ্ঞানরতা যে চ গায়ত্রীজাপিনো দ্বিজ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে॥৬৯
শঙ্খচক্রধরা বিপ্রা বিষ্ণুধর্ম্মেষু সম্মতাঃ।
দেবধর্ম্মরতা নিত্যং পংক্তিপাবনপাবনাঃ॥ ৭০
চাতুর্ম্মাস্যমিদং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তৈঃ সদা নরৈঃ।
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন ভূয়োভূয়শ্চ বাড়ব॥৭১
তে ধন্যাঃ পৃথিবীমধ্যে নরা যে বৈষ্ণবা ভুবি।
তেষাং কুলং ধন্যতমং জাতির্ধন্যতমা স্মৃতা॥৭২
মধু ভক্ষয়তে যস্তু সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে।
মহৎ পাপং ভবেত্তস্য বর্জ্জনে যচ্ছৃণুষ তৎ॥৭৩
সর্ব্বযজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈর্যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ।
দাড়িমং মাতুলিঙ্গঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥৭৪
দেবো বৈমানিকো ভূত্বাহন্তে বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ
বিত্তবান্ সুভগশ্চৈব কুলে শ্রীমতি জায়তে॥৭৫
যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন নরো মাসচতুষ্টয়ম্।
যাবন্তি চ মুহূর্ত্তানি উদিতোদিতভাস্করে॥ ৭৬
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
ব্রীহীংশ্চ যবগোধূমান্ বর্জ্জয়েদ্যস্তু মানবঃ॥৭৭
অশ্বমেধাদিকে কৃতে বিধিবদ্বৈ সদক্ষিণে।
যৎ ফলং মুনিভিঃ প্রোক্তং তৎফলং লভতে
নরঃ॥ ৭৮
ধনধান্যসমাযুক্তো বহুপুত্রশ্চ জায়তে।
তুলসীতিলদর্ভৈশ্চ যে কুর্ব্বন্তি চ তর্পণম্॥ ৭৯
তৎফলং কোটিগুণিতং চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষতঃ।
যদা সুপ্তে হৃষীকেশে কুর্য্যাচ্চৈতত্রয়াবিধম্॥৮০
তেঽপি যুগসহস্রাণি মোদন্তে বিষ্ণুসন্নিধৌ।
পদং বা পদমর্দ্ধং বা ঋচাঞ্চার্দ্ধঋচাং তথা॥ ৮১

থাকে। যে বিপ্র বা শূদ্র শূদ্র কর্ত্তৃক দীক্ষিত, আ-প্রলয় তাহারা উভয়েই পাপী বলিয়া অভিহিত। যে পাপী শূদ্র হিংসাবুদ্ধি পোষণ করে, সে তাহার একবিংশতি কুল নরকে পাতিত করিয়া থাকে। কলিতে বহু পাষণ্ড শূদ্র পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের সম্ভাষণ মাত্রেই নরক হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! যে সকল শূদ্র ব্রহ্মজ্ঞানরত ও গায়ত্রীজপনিষ্ঠ, তাহাদের দর্শন মাত্রেই দিনে দিনে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। যে সকল শঙ্খ-চক্র-চিহ্ন-ধারী বৈষ্ণব বিপ্র নিত্য বেদধর্ম্মরত ও পংক্তিপাবন, এই চতুর্ম্মাস্য কর্ম্ম তাঁহাদেরই সদা কর্ত্তব্য। হে বিপ্র! পুনঃপুনঃ অধিক বলিয়া আর কি হইবে? যাঁহারা বৈষ্ণব জন, পৃথিবী মধ্যে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদের কুল ধন্যতম এবং তাঁহাদেরই জাতি ধন্যতমা। জনার্দ্দন দেব সুপ্ত হইলে যে ব্যক্তি মধু ভোজন করে, তাহার মহাপাপ হয়। ঐ সময়ে মধুবর্জ্জনে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল হয়, মধুবর্জ্জনে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চতুর্ম্মাস্যে দাড়িম, মাতুলুঙ্গ ও নারিকেল বর্জ্জনীয়। ৬৪—৭৫। ইহা বর্জ্জনে মানব বিমানচারী দেব হইয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় এবং পরে বিত্তশালী ও সৌম্যাকৃতি হইয়া শ্রীসম্পন্ন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি একাহারে মাস-চতুষ্টয় যাপন করে, চারি মাসে দিবাকরের প্রতি উদয়ে যত মুহূর্ত্ত, তত সহস্রবর্ষ সে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে মানব চাতুর্ম্মাস্যে ব্রীহি যব ও গোধূম বর্জ্জন করে, যথাবিধি দক্ষিণান্বিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল অভিহিত হইয়াছে, ঐ মানব সেইরূপ ফলই লাভ করিয়া থাকে এবং ধন ধান্য ও পুত্র পৌত্রসম্পন্ন হইয়া জন্মলাভ করে। যাহারা তুলসী, তিল ও দর্ভযোগে তর্পণ করে, চাতুর্ম্মাস্যে সেই তর্পণের কোটিগুণ অধিক ফল লাভ হয়। হৃষীকেশ তুষ্ট হইলে যাহারা উক্ত ত্রিবিধ নিয়ম পালন করে, তাহারাও যুগসহস্র যাবৎ বিষ্ণুসমীপে বিহার করিয়া থাকে। যাহারা বিষ্ণুর সমক্ষে ঋকের একটী পদ বা অর্দ্ধপদও

বিষ্ণ্বগ্রে যে প্রগায়ন্তি মুক্তাস্তে বৈ ন সংশয়ঃ ।
মৈথুনং বর্জ্জয়েদ্‌যস্তু সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে ॥৮২
একমন্বন্তরং সোঽপি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ।
দধি দুগ্ধং তথা তক্রং গুড়ং শাকং তথৈব চ ॥৮৩
বর্জ্জনাদেব ভো বিপ্র মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ।
স্নানমামলকেনৈব যে কুর্ব্বন্তি চ মানবাঃ ॥ ৮৪
দিনে দিনে মহৎপুণ্যং প্রাপ্নুবন্তি চ তে মুনে ।
ধাত্রীফলং পাপহরং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৮৫
ত্রৈলোক্যতারণার্থায় নির্ম্মিতা ব্রহ্মণা পুরা ।
সন্ধ্যামৌনং চরেদ্‌যস্তু ভুঙ্‌ক্তে মাসচতুষ্টয়ম্‌ ॥৮৬
মন্বন্তরাণি চত্বারি বৈকুণ্ঠেমোদতে পুনঃ ।
স্বয়ংপাকীনরো যস্তু ভুংক্তে মাসচতুষ্টয়ম্‌ ॥ ৮৭
দশবর্ষসহস্রাণি ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ।
চতুরো বার্ষিকান্‌ মাসান্‌ মৌনশ্চৈব সমাচরেৎ
স চ বিষ্ণুপুরং গচ্ছেদ্‌ব্রাহ্মঞ্চ তদনন্তরম্‌ ।
মৌনভোজী নরো যস্তু কদাচিন্নাবসীদতি ॥৮৯
মৌনেন ভুঞ্জমানাস্তু রাক্ষসাস্ত্রিদিবং গতাঃ ।
কৃমিকীটসমাযুক্তং পক্বান্নমশুচীভবেৎ ॥ ৯০
গবাং মাংসসমং জ্ঞেয়মন্নঞ্চাপি দ্বিজোত্তম ।
তদন্নমশুচি জ্ঞেয়ং গ্রসতে মানুষো যদি ॥৯১
এতদ্বৈ ভোজনং প্রোক্তং রাক্ষসানাং প্রিয়ং সদা ।
তোষিতো হি পুরা ব্রহ্মা তেন দত্তং মহাত্মনা ॥
মৌনেন ভোজয়িত্বা তু স্বর্গং প্রাপ্তা ন সংশয়ঃ ।
সঞ্জল্পন্‌ ভুঞ্জতে যস্তু তেনান্নমশুচীভবেৎ ॥ ৯৩
পাপং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে তস্মান্মৌনং সমাচরেৎ ।
উপবাসসমং ভোজ্যং জ্ঞেয়ং মৌনেন নারদ ॥৯৪
পঞ্চপ্রাণাহুতীর্যস্তু মৌনভোজী নরোত্তমঃ ।
পঞ্চ বৈ পাতকান্যস্য নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥৯৫
ন কুর্য্যাৎ সঞ্চিতং বস্ত্রং পিতৃকর্ম্মণি বাড়ব ।
অশুচ্যঙ্গে স্থিতং চৈব বস্ত্রং তদশুচীভবেৎ ॥ ৯৬
কটিপৃষ্ঠস্থিতে বস্ত্রে পুরীষং কুরুতে তু যঃ ।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৯৭

গান করে, তাহারা মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। জনার্দ্দন দেব সুপ্ত হইলে যে ব্যক্তি মৈথুন বর্জ্জন করে, এক মন্বন্তর পর্য্যন্ত সে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। চতুর্মাস্যে দধি, দুগ্ধ, তক্র, গুড় ও শাক এই সকল বর্জ্জনে মানব মুক্তিভাগী হয়, সংশয় নাই। যে সকল মানব আমলক দ্বারা স্নানাচরণ করে, হে মুনে! দিনে দিনে তাহাদের মহাপুণ্য লাভ হয়। মনীষিগণ বলেন—ধাত্রীফল পাপহর; পুরাকালে ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যতারণার্থ ধাত্রী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে নর সন্ধ্যায় মৌনী হইয়া মাসচতুষ্টয় যাবৎ ভোজন করে, সে চারি মন্বন্তর যাবৎ বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকে। যে নর নিজে পাক করিয়া মাসচতুষ্টয় যাবৎ ভোজন করে, সে দশ সহস্র বর্ষ কাল ইন্দ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বর্ষার চারিমাস মৌনাবলম্বনে অবস্থান করে, সে প্রথমে বিষ্ণুপুরে পরে ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে। মৌনভোজী নর কদাচ অবসন্ন হয় না। মৌনভোজন করিয়া রাক্ষসগণও স্বর্গে গমন করিয়াছে। কৃমিকীটযুক্ত পক্বান্ন অশুচি হইয়া থাকে এবং সে অন্ন গোমাংস তুল্য হয়। এইরূপ ভোজন রাক্ষসগণের সর্ব্বদা প্রিয় বলিয়া অভিহিত। পুরাকালে মহাত্মা ব্রহ্মা তোষিত হইয়া তাহাদিগকে এই ভোজন দান করিয়াছিলেন। মৌনভোজন করাইয়া অনেকে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে ভোজন করিলে, সে অন্ন অশুচি হইয়া থাকে। যে ঐ ভাবে ভোজন করে, তাহার কেবল পাপই ভোজন করা হয়। অতএব মৌনাবলম্বন করিবে। হে নারদ! মৌনভোজন উপবাস তুল্য হয়। যে মৌনভোজী নর পঞ্চ প্রাণাহুতি প্রদান করে, তাহার পঞ্চ পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃকর্ম্মে সঞ্চিত বস্ত্র ব্যবহার করিবে না, অশুচি অঙ্গে স্থিত বস্ত্রও অশুচি হইয়া থাকে।৭৬-৯৬। বস্ত্র কটি ও পৃষ্ঠস্থ থাকিতে যে জন পুরীষ বা মূত্রোৎসর্গ করে, কিম্বা মৈথুনাসক্ত হয়, তাহার ঐ বস্ত্র বর্জ্জনীয়।

পিতৃকর্ম্মবিশেষেণ বর্জ্জনীয়ঞ্চ বাড়ব।
সর্ব্বদা চ মুনে প্রাজ্ঞৈর্দেবার্চ্চা চক্রপাণিনঃ॥৯৮
কর্ত্তব্যা চ বিশেষেণ শুচিভির্বিজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
সম্প্রসুপ্তে হৃষীকেশে তৃণশাককুসুম্ভিকা॥৯৯
সন্ধিতানি চ বস্ত্রাণি বর্জ্জিতানি প্রযত্নতঃ।
চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে যস্ত এতানি বর্জ্জয়েৎ॥
নরকং ন তু সংগচ্ছেৎ যাবদাভূতসংপ্লবম্।
মদ্যং মাংসং ন ভক্ষেত শাশকং সৌকরং তথা
চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষেণ সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে।
সোঽপি দেবত্বমাপ্নোতি অহিংসানিরতো নরঃ
মিথ্যাক্রোধং তথা রৌক্ষ্যং তথা পর্ব্বসু মৈথুনম্
বর্জ্জিতং যেন বিপ্রেন্দ্র সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
ব্রহ্মচর্য্যে প্রজাবৃদ্ধিরায়ুর্বৃদ্ধিস্তথৈব চ।
পুষ্পং পত্রং ফলং শয্যা অভ্যঙ্গঞ্চ বিলেপনম্॥
বৃথা দুগ্ধানি মাংসঞ্চ মদ্যঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ।
চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে নিয়তং যদ্বিবর্জ্জিতম্॥
প্রথমং তত্তু দাতব্যং ব্রাহ্মণায় ন সংশয়ঃ।
তদ্ধনঞ্চাক্ষয়ং বিদ্বন্ প্রদত্তং যদ্দ্বিজাতয়ে॥১০৬
কোটিকোটিগুণং বিপ্র লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
যেন কেনাপি বিপ্রেন্দ্র নিয়মেনার্চ্চিতো হরিঃ
দদাতি বিষ্ণুভবনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
চাতুর্ম্মাস্যে হরৌ সুপ্তে নিয়মং যো ন কারয়েৎ
সোঽপি নরকমাপ্নোতি তস্য জন্ম বৃথাগতম্
যৎ পুমান্ কারয়েন্নিত্যং দ্বিজোক্তং বিধি-
মুত্তমম্॥ ১০৯
তথোক্তান্নিয়মাংশ্চৈব স যাতি পরমং পদম্।
ত্রিবর্গরহিতং দানং দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্॥১১০
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
তোষয়েন্নিয়মৈর্দানৈর্যথাশক্ত্যা নরোত্তমঃ॥ ১১১
অকৃতস্নানদানঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্।
বৃথাগতন্তু তৎসর্ব্বং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১১২
নারদ উবাচ।
কীদৃশং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো।
যেন চীর্ণেন গোবিন্দঃ পরিতুষ্টো ভবেন্নৃণাম্॥

প্রাজ্ঞ পবিত্র জিতেন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা বিশেষরূপে চক্রপাণির অর্চ্চনা করিবেন। হৃষীকেশ প্রসুপ্ত হইলে তৃণ, শাক, কুসুম্ভিকা এবং সন্ধিত বস্ত্র সকল সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে ঐ সকল বর্জ্জন বিশেষরূপেই কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্যে হরিশয়নে যে ব্যক্তি ঐ সকল বর্জ্জন করে, আকল্প তাহাকে কখন নরকে যাইতে হয় না। মদ্য, মাংস, বিশেষতঃ শশক ও শূকর মাংস, চাতুর্ম্মাস্যে হরিশয়নে অভক্ষ্য। চাতুর্ম্মাস্যে অহিংসানিরত নর দেবত্ব লাভ করে। হে বিপ্রেন্দ্র! যিনি বৃথা ক্রোধ, রুক্ষ ভাব ও পর্ব্বমৈথুন বর্জ্জন করেন, তাঁহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যে প্রজাবৃদ্ধি এবং আয়ু বৃদ্ধি হয়। পুষ্প, পত্র, ফল, শয্যা, অভ্যঙ্গ, বিলেপন, বৃথা দুগ্ধ, মাংস এবং মদ্য চাতুর্ম্মাস্যে এ সকল বর্জ্জন করিবে। চাতুর্ম্মাস্যে হরিশয়নে যাহা বর্জ্জন করা হয়, তাহা প্রথমে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে বিদ্বন্! দ্বিজাতিকে যে ধন দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। দাতা তাহার কোটি কোটিগুণ লাভ করে, সন্দেহ নাই। হে বিপ্রবর! যে কোন নিয়মেই হরিকে অর্চ্চনা করা হউক, তিনি অর্চ্চক ব্যক্তিকে স্বীয় ভবন প্রদান করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চাতুর্ম্মাস্যে হরিশয়নে যে নর নিয়মাবলম্বন না করে, তাহাকেও নরক ভোগ করিতে হয়। তাহার জন্ম বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। যে পুরুষ দ্বিজোক্ত উত্তম বিধি ও সমস্ত নিয়ম নিত্য পালন করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিবর্গহীন দান নিষ্ফল হইয়া থাকে, অতএব যথাশক্তি নিয়ম ও দানানুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে দেবদেব জনার্দ্দনের সন্তোষ সাধন করিবে। যাহাতে স্নান দান বা ব্রাহ্মণপূজন নাই, এরূপ অনুষ্ঠান চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন, হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকার, যাহা আচরণ করিলে নরগণের প্রতি গোবিন্দ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ৯৮—১১৩।

মহাদেব উবাচ।

স্বদারনিরতশ্চৈব ব্রহ্মচারী স্মৃতো বুধৈঃ।
চাণ্ডালাদধিকো বিদ্বন্ যঃ স্বভার্য্যাং পরিত্যজেৎ
ঋতাবভিগমং কৃত্বা ব্রহ্মচর্য্যং বিধীয়তে।
পরিত্যজতি যো ভার্য্যাং ভক্তাং দোষবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১১৫
পাপকর্ম্মা নরো লোকে ভ্রূণহত্যামবাপ্নুয়াৎ।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ॥ ১১৬
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ং দেবতার্চ্চনম্
চাতুর্ম্মাস্যকৃতং যচ্চ সর্ব্বং হি চাক্ষয়ং ভবেৎ।
এককালং দ্বিকালং বা পুরাণং শৃণুতে তু যঃ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
হরৌ সুপ্তে বিশেষেণ হরের্নাম পঠন্ জপন্ ॥
তৎফলং কোটিগুণিতং লভতে দ্বিজসত্তম।
বৈষ্ণবো ব্রাহ্মণো যস্তু পূজনং যঃ করোতি হি
স এব সর্ব্বধর্ম্মাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ।
চাতুর্ম্মাস্যমিদং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
শ্রুত্বা তু লভতে পুণ্যং গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে চাতুর্ম্মাস্যমহিমা নাম চতুঃষষ্টিতমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

চাতুর্ম্মাস্যব্রতানাঞ্চ প্রব্রূহ্যুদ্যাপনং বিভো।
উদ্যাপনে কৃতে সর্ব্বং সম্পূর্ণং ভবতি ধ্রুবম্ ॥১

মহাদেব উবাচ।

ব্রতং কৃত্বা মহাভাগ যদি নোদ্যাপনং চরেৎ ;
যস্তু কর্ত্তা কর্ম্মণাং স ন সম্যক্ ফলভাক্ ভবেৎ
ব্রতবৈকল্যমাসাদ্য কুষ্ঠী চান্ধঃ প্রজায়তে।
এতস্মাৎ কারণাচ্চৈব কুর্য্যাদুদ্যাপনং দ্বিজ ॥৩
গৃহীত্বা নিয়মানেতান্ পালয়িত্বা যথাবিধি।
সুপ্তোত্থিতে জগন্নাথে গত্বা ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৪
ক্ষমাপয়েদ্দেবদেবং যথাবিধি চ বিস্তরাৎ।

মহাদেব কহিলেন—বুধগণের মতে স্বদারনিরত ব্যক্তিরাই ব্রহ্মচারী। হে বিদ্বন্! যে জন স্বীয় ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে, সে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যায় অভিগমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। যে ব্যক্তি দোষবিহীন ভক্তিমতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে, সেই পাপকর্ম্মা নর জগতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ একাদশী-উপবাসের ষোড়শ অংশের একাংশেরও তুল্য নহে। চাতুর্ম্মাস্যকৃত স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় এবং দেবার্চ্চন, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এককাল বা দ্বিকাল যাবৎ পুরাণ শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায়। হরিশয়নে যে জন হরিনাম পাঠ বা জপ করে, তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে পূজা করে, সেই নিশ্চয় ধর্ম্মাত্মা এবং পূজনীয়। এই চাতুর্ম্মাস্য পুণ্য, পবিত্র, পাপহর; ইহা শ্রবণে নর পুণ্য প্রাপ্ত হয় এবং তাহার গঙ্গাস্নান জন্য ফল লাভ হইয়া থাকে। ১১৪—১২১।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে বিভো! চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের উদ্যাপন বিধি বলুন। ব্রতের উদ্যাপন করিলেই সমস্ত সুসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। মহাদেব কহিলেন—মহাভাগ! ব্রত করিয়া যদি উদ্যাপন করা না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তা সম্যক্ ফলভাজন হইতে পারে না। ব্রতবৈকল্যহেতু তাহাকে কুষ্ঠী বা অন্ধ হইতে হয়। হে দ্বিজ! এই কারণেই উদ্যাপন কর্ত্তব্য। এই সকল নিয়ম গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পালন করিবে। জগন্নাথ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে ব্রতীব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ

তৈলত্যাগে ঘৃতং দদ্যাদ্‌ঘৃতত্যাগে পয়ঃ স্মৃতম্‌
মৌনে পিণ্ডাস্তিলা দেয়াঃ সহিরণ্যা দ্বিজাতয়ে
ভোজনে ভোজনং দদ্যাৎ দধ্যোদনসমন্বিতম্‌॥
অন্নং দদ্যাদ্বিশেষেণ হিরণ্যেন সমন্বিতম্‌।
অন্নদানান্মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৭
পালাশপাত্রে যোভুঙ্‌ক্তে নরো মাসচতুষ্টয়ম্‌।
ভাজনং ঘৃতপূর্ণন্তু দদ্যাদুদ্‌যাপনে দ্বিজ॥ ৮
ষড়্‌রসং ভোজনং দদ্যাদ্‌ ব্রাহ্মণে নক্তভোজনে
অযাচিতে ত্বনড়্‌বাহং সহিরণ্যং প্রদাপয়েৎ॥ ৯
মাংসং ত্যজন্মুনিশ্রেষ্ঠ গাঞ্চ দদ্যাৎ সবৎসকাম্‌
ধাত্রীস্নানে নরো দদ্যাৎ স্বর্ণং মাসিকমেব চ॥১০
ফলানাং নিয়মে চৈব ফলানি চ প্রদাপয়েৎ।
ধান্যানাং নিয়মে ধান্যমথবা শালয়ঃ স্মৃতাঃ॥১১
তদ্বদ্ভূশয়নে শয্যাং স তুলাঙ্গেন্দুকান্বিতাম্‌।
ব্রহ্মচর্য্যং কৃতং যেন চাতুর্ম্মাস্যে দ্বিজোত্তম॥ ১২

দম্পত্যোর্ভোজনং দেয়মুভয়োর্ভক্তিপূর্ব্বকম্‌।
সভোগং দক্ষিণোপেতং সশাকং লবণং তথা॥
নিত্যস্নানে নরো দদ্যান্নিষ্পেহে সর্পিসক্তবঃ।
নখকেশব্রতে চৈব প্রাদেশং পরিকল্পয়েৎ॥১৪
উপানহৌ প্রদাতব্যৌ উপানহবিবর্জ্জনাৎ।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ সবৎসা কপিলা স্মৃতা॥
নিত্যং দীপপ্রদো যস্তু সৌবর্ণং দীপমাবহেৎ।
তং দীপং ঘৃতসংযুক্তং দদ্যাচ্চৈব দ্বিজন্মনে॥১৬
বিষ্ণুভক্তায় বিপ্রায় পরিপূর্ণব্রতেপ্সয়া।
শাকস্য নিয়মে শাকং মাষে সৌবর্ণমাষকম্‌॥ ১৭
মৈথুনান্তু নিয়মে রৌপ্যং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
নাগবল্ল্যাস্তু নিয়মে কর্পূরং সহিরণ্যকম্‌॥ ১৮
কালে কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যৎকৃতং নিয়মেন তু।
তত্তদ্দেয়ং বিশেষেন পরলোকগতীপ্সয়া॥ ১৯
আদৌ স্নানাদিকং কৃত্বা বিষ্ণোরগ্রে প্রকারয়েৎ
অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খ-চক্রগদাধরঃ।
তস্যাগ্রে কেন কুর্ব্বন্তি যতো বিষ্ণুস্তু পাপহা॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে চাতুর্ম্মাস্যোদ্‌যাপনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৫

সমীপে গমন করিয়া যথাবিধি দেবদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তৈলত্যাগে ঘৃত ও ঘৃতত্যাগে দুগ্ধ দিবে। মাসচতুষ্টয় যিনি মৌনাবলম্বনে রহিয়াছেন, উদ্‌যাপনে তিনি ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ ও তিলপিণ্ড প্রদান করিবেন। যিনি ভোজন করিয়াছেন, তিনি দধ্যোদনযুত ভোজন দান করিবেন। ব্রতী ব্যক্তি বিশেষভাবে হিরণ্যযুক্ত অন্নদান করিবেন। মুনিবর! অন্নদানে বিষ্ণুলোকে বিহার করা যায়। যে নর মাসচতুষ্টয় পলাশপত্রে ভোজন করিয়াছেন, উদ্‌যাপনে তিনি ঘৃতপূর্ণ পাত্র প্রদান করিবেন। যিনি নক্তভোজন করিয়াছেন, তিনি ষড়্‌রসময় ভোজন ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। অযাচিত ভোজনে সহিরণ্য বৃষ দান করিতে হয়। মাংসত্যাগী ব্রতী সবৎসা ধেনু দান করিবে। নর ধাত্রীস্নানে এক মাষা পরিমিত স্বর্ণ দান করিবে। মাসচতুষ্টয় ফলনিয়মে ফলসমূহ এবং ধান্যনিয়মে ধান্য কিম্বা শালি দান করিবে। এইরূপ যিনি মাসচতুষ্টয় ভূশয়ন করিয়াছেন, তিনি গেন্দুকান্বিত সতূল শয্যা এবং যিনি ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন, তিনি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদম্পতিকে শাক, লবণ, বিবিধ ভোগ ও দক্ষিণাসহ ভোজন দান করিবেন। ১—১৩। নর মাসচতুষ্টয় নিত্য স্নানে ঘৃত এবং শক্তু দান করিবে। নখ ও কেশ ধারণে তচ্ছেদনের আদেশ লইবে। উপানহ বর্জ্জনে উপানহ যুগল প্রদান করিবে। আমিষ পরিত্যাগে সবৎসা কপিলা দান করিবে। যিনি মাসচতুষ্টয় নিত্য দীপদান করিয়া আসিয়াছেন, তিনি স্বর্ণ দীপসংগ্রহ করিয়া ঘৃতসহ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। ব্রতপূরণকামনায় ব্রতী ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে শাকনিয়মে শাক, মাষনিয়মে সৌবর্ণ মাষ, মৈথুননিয়মে রৌপ্য এবং নাগবল্লীনিয়মে সহিরণ্য কর্পূর দান করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কালে কালে নিয়ম করিয়া যাহা কিছু বর্জ্জন করা হইয়াছে, পরলোকে গতিলাভার্থ সেই সেই বস্তু ব্রাহ্মণকে বিশেষরূপেই প্রদেয়। প্রথমে

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

যমস্যারাধনং ব্রূহি মদ্বিতার্থং সুরোত্তম।
কথং ন গম্যতে দেব নরেণ নরকান্তরে॥ ১
শ্রূয়তে যমলোকে তু সদা বৈতরণী নদী।
অনাধৃষ্যা ত্বপারা চ দুস্তরা বহুশোণিতা॥ ২
দুস্তরা সর্ব্বভূতানাং সা কথং সুতরা ভবেৎ।
ভয়মেতন্মহাদেব যমলোকং প্রতি প্রভো॥ ৩
তস্য নির্ম্মোচনার্থায় ব্রূহি কৃত্যমশেষতঃ।
ভগবন্ দেবদেবেশ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি॥ ৪

মহাদেব উবাচ॥

দ্বারবত্যাং পুরা বিপ্র স্নাতোঽহং লবণাম্ভসি।
দদৃশে মুনিমায়ান্তং মুদ্গলং নাম বাড়ব॥৫
জ্বলন্তমিব চাদিত্যং তপসাদ্যোতিতাঙ্গকম্।
মাং প্রণম্য মুনিঃ প্রাহ মুদ্গলো বিস্ময়ান্বিতঃ॥৬

মুদ্গল উবাচ।

অকস্মান্মূর্চ্ছিতো দেব পতিতোঽস্মি ধরাতলে
প্রজ্বলন্তি মমাঙ্গানি গৃহীতো যমকিঙ্করৈঃ॥ ৭
বলাদাকৃষ্যমাণোঽহং পুরুষাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ।
বদ্ধো যমভটৈর্গাঢ়ং নীতোঽস্মি শমনান্তিকম্॥ ৮
ক্ষণাৎ সভায়াং পশ্যামি যমং পিঙ্গললোচনম্।
কৃষ্ণমুখং মহারৌদ্রং মৃত্যুব্যাধিশতান্বিতম্॥ ৯
বাতপিত্তশ্লেষ্মদোষৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিস্ত সেবিতম্।
কায়শোষজ্বরাতঙ্কস্ফোটিকালূতকাদিভিঃ॥ ১০
জালাঙ্গমর্দ্দশীর্ষার্ত্তিভগন্দরবলক্ষয়ৈঃ।
কণ্ঠমালাক্ষিরোগৈশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রজ্বরব্রণৈঃ॥ ১১
বিমূর্চ্ছিকগলগ্রাহহৃদ্রোগৈর্ভূততস্করৈঃ।
ইত্থং বহুবিধৈ রৌদ্রৈর্নানারূপৈর্ভয়ঙ্করৈঃ॥ ১২
কপালশিরোহস্তৈশ্চ সংগ্রামে নরকে তথা।

স্নানাদি করিয়া বিষ্ণুর সমীপে এই সকল কার্য্য করিবে। বিষ্ণু অনাদিনিধন, শঙ্খ-গদাধর; তাঁহার অগ্রে কে না সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া থাকে, যেহেতু বিষ্ণুই একমাত্র পাপহারী। ১৪—২০।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে সুরোত্তম! যমের আরাধনা প্রকার কি এবং কিরূপেই বা নর নরকান্তরে গমন করে না, তাহা আমার নিকট বলুন। শুনিতে পাই, যমলোকে বৈতরণী নামে এক নদী আছে। উহা অনাধৃষ্য, দুষ্পার, দুস্তর ও বহু শোণিতপূর্ণ। কোন প্রাণীই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এ হেন ভীষণ নদী কিরূপে সহজে পার হওয়া যায়? হে মহাদেব! যমলোকে যাইবার পথে ঐ নদীই আমাদের ভয়ের কারণ। যাহাতে সে ভয় আমাদের দূর হইয়া যায়, হে দেবদেবেশ! আমার উপর কৃপা করিয়া সে বিধি আপনি বলুন। মহাদেব কহিলেন,—বিপ্র। পূর্ব্বে দ্বারাবতী পুরে লবণ জলে আমি স্নান করিতেছিলাম। সেই সময় দেখিলাম, তপঃপ্রদীপ্তদেহ মুদ্গল মুনি জ্বলিত আদিত্যবৎ আগমন করিতেছেন। তিনি আসিয়া আমাকে প্রণামপূর্ব্বক সবিস্ময়ে বলিলেন, হে দেব! আমি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলাম। আমার অঙ্গ সকল প্রজ্বলিত হইতেছিল। যমকিঙ্করেরা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপী আমাকে সবলে গ্রহণ করিয়া দৃঢ়ভাবে বন্ধনপূর্ব্বক শমনসমীপে লইয়া গেল। আমি ক্ষণমধ্যে সভাস্থলে যমকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম—যম পিঙ্গলাক্ষ, কৃষ্ণবদন, মহারৌদ্র এবং মৃত্যু ও শত শত ব্যাধি-পরিবৃত। বাতশ্লেষ্ম, ও পিত্ত শ্লেষ্ম প্রভৃতি দোষ, কায়শোষ, জ্বর, স্ফোটক, লূতক জ্বালা, অঙ্গমর্দ্দ, শিরঃপীড়া, ভগন্দর, বলক্ষয়, কণ্ঠমালা, অক্ষিরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বরব্রণ, বিমূর্চ্ছিকা, গলগ্রহ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি নানারূপ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাধি মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে সেবা করিতেছে।১—১২। কপালে এবং মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া যাহারা

রাক্ষসৈর্দানবৈর্ঘোরৈরুপবিষ্টৈঃ পুরস্থিতৈঃ ॥ ১৩
ধর্ম্মাধিকারিভিশ্চাত্র চিত্রগুপ্তাদিলেখকৈঃ।
ব্যাঘ্রসিংহবরাহৈশ্চ শিখাসর্পৈঃ সুহুর্দ্ধরৈঃ ॥ ১৪
বৃশ্চিকৈর্দংষ্ট্রিভির্ভূতৈঃ কীটৈর্ম্মৎকুণাদিভিঃ।
বৃকচিত্রাদিশুনকৈঃ কঙ্কৈর্গৃধ্রৈশ্চ জম্বুকৈঃ ॥ ১৫
তস্করৈর্ভূতদারিদ্রৈর্ম্মারিভির্ডাকিনীগ্রহৈঃ।
মুক্তকেশৈঃ শ্বাসকাসৈর্ভ্রূকুটীকুটিলাননৈঃ ॥ ১৬
বৃহৎপ্রতাপৈর্নো ভীতৈঃ শাসকৈঃ পাপকর্ম্মণাম্
যমঃ সভায়াং শুশুভে সেব্যমানঃ পরিগ্রহৈঃ ॥ ১৭
ভীমাটবিকজীবৈশ্চ যথা ব্যালাঞ্জনো গিরিঃ।
ততো বিশ্বেশ্বরঃ প্রাহ স যমঃ কিঙ্করান্ প্রতি ॥
নামভ্রান্তৈর্ভবদ্ভিশ্চ সমানীতঃ কথং মুনিঃ।
ভীমকস্যাত্মজো গ্রামে কৌণ্ডিন্যে মুদ্গলাভিধঃ
ক্ষীণায়ুঃ ক্ষত্রিয়ঃ সোঽস্তি আনেয়ো মুচ্যতামসৌ
শ্রুত্বৈতত্তে গতাস্তস্মাদায়াতাঃ পুনরেব তে ॥ ২০
ধর্ম্মরাজং পুনঃ প্রাহুঃ সর্ব্বে তে যমকিঙ্করাঃ।
তত্রাস্মাভির্গতৈর্দ্দেহী ক্ষীণায়ুর্নোপলক্ষিতঃ।
ভানুসূনো ন জানীমঃ কথঞ্চিদ্ভ্রান্তচেতসঃ ॥

যম উবাচ।

কিং কারণমদৃশ্যাস্তে প্রায়েণ ভবতাং নরাঃ।
সুকৃতা দ্বাদশী যৈস্তু খ্যাতা বৈতরণী নদী ॥ ২২
উজ্জয়িন্যাং প্রয়াগে বা যমুনায়াঞ্চ যে মৃতাঃ।
তিলহস্তিহিরণ্যাদি দত্তং যৈস্তু গবাহ্নিকম্ ॥২৩

দূতা উচুঃ।

তদ্ব্রতং কীদৃশং ব্রহ্মন্ ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
কিং তত্র দেব কর্ত্তব্যং পুরুষৈস্তব তোষদম্ ॥২৪
যেন কৃতা নরশ্রেষ্ঠ দ্বাদশীকৃষ্ণপক্ষজা।
উপবাসে চ তেনৈব কথং পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥২৫
তদ্ব্রতং কেন বিধিনা কর্ত্তব্যঞ্চ যথা বদ।
সুপ্রসন্নেন বক্তব্যং দয়াং কৃত্বা দয়ানিধে ॥ ২৬

নরকে এবং সংগ্রামে অবস্থান করে, তাদৃশ ঘোররূপী বহু দানব ও রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট; চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি ধর্ম্মাধিকারী লেখকগণ তাঁহার সভাস্থলে সমাসীন। ব্যাঘ্র, সিংহ, শিখাযুক্ত ভীষণ সর্প, বৃশ্চিক, দংষ্ট্রাশালী জন্তু, মৎকুণাদি কীট, বৃক, চিত্রক, কঙ্ক, গৃধ্র, জম্বুক, প্রাণিগণের সর্ব্বস্বহারী তস্কর, ডাকিনী, গ্রহ, শ্বাস, কাস এবং পাপিগণের শাসক বহু প্রতাপশালী ভ্রূকুটীকুটিলানন ভীষণ যমদূতগণ তাঁহাকে সেবা করিতেছে। যেমন ব্যালাঞ্জন পর্ব্বত ভীষণ আরণ্য জীবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পায়, তেমনি সেই যমরাজ স্বীয় পরিচারকবর্গে পরিবৃত হইয়া সভাস্থলে সুশোভিত হইতেছেন। অতঃপর বিশ্বপতি যমরাজ কিঙ্করদিগকে কহিলেন—ওরে, তোরা নামভ্রমে একজন মুনিকে কেন আনয়ন করিয়াছিস্? কৌণ্ডিন্য গ্রামে মুদ্গল নামে ভীমকের এক পুত্র আছে, সে জাতিতে ক্ষত্রিয়; তাহার আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে, তাহাকেই আনিতে হইবে। এই মুনিকে ছাড়িয়া দে। যমদূতগণ এই কথা শুনিয়া কৌণ্ডিন্য গ্রামে গমন করিল এবং সেস্থান হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মরাজকে বলিল—হে ভানুসূনো! আমরা সেই গ্রামে গিয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে কোন ক্ষীণায়ু ব্যক্তি দেখিলাম না। আমরা ভ্রান্তচিত্ত হইতে পারি, তাই কোনরূপেই তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। যম কহিলেন,—প্রায়শঃ কি কারণে নরগণ তোমাদের অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। দ্বাদশীব্রত সুসমাধা করিলেই বৈতরিণী ব্রত করা হয়, যাহারা এই দ্বাদশীব্রত করে, কিম্বা উজ্জয়িনী, প্রয়াগ বা যমুনায় দেহত্যাগ করে অথবা তিল, হস্তী, হিরণ্যাদি ও গোগ্রাস প্রদান করে, তাহারাই উক্ত পুণ্যবলে তোমাদের অদৃশ্য হইয়া থাকে। ১৩—২৩। দূতগণ কহিল—হে ব্রহ্মন্! দ্বাদশীব্রত কি প্রকার, উহাতে মানবগণের কি করিতে হয়, কি করিলে আপনার তুষ্টি হইয়া থাকে? যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করে, কিরূপে সে পাপমুক্ত হয়? হে দয়ানিধে! ঐ ব্রত কিরূপ বিধি অনুসারে সমাধা করিতে হয়, আপনি দয়া করিয়া

শ্রীমুদ্গল উবাচ।
দূতানাং বচনং শ্রুত্বা উবাচ মধুরং তদা।
সর্ব্বং বদামি ভো দূতা যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্॥
যম উবাচ।
মার্গশীর্ষাদিমাসে তু যা ইমাঃ কৃষ্ণপক্ষজাঃ।
তাসু পূর্ব্বাসু বিধিবদ্দূতা বৈতরণীব্রতম্॥ ২৮
প্রতিমাসঞ্চ কর্ত্তব্যং যাবদ্বর্ষং ভবেদ্ধ্রুবম্।
যাস্তু কৃত্বা তু ভো দূতা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১৯
উপবাসস্য নিয়মঃ কর্ত্তব্যো বিষ্ণুতুষ্টিদঃ।
অদ্য মে দেবদেবেশ উপবাসো ভবিষ্যতি॥৩০
দ্বাদশ্যাং পূজ্য গোবিন্দং ভক্তিভাবসমন্বিতম্।
স্বপ্নেন্দ্রিয়স্য বৈকল্যাদ্ভোজনং যচ্চ মৈথুনম্॥ ৩১
তৎ সর্ব্বং ক্ষম মে দেব কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
এবং বৈ নিয়মং কৃত্বা মধ্যাহ্নে তীর্থমাব্রজেৎ॥
মৃদ্গোময়তিলান্নীত্বা গন্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্।
স্নানং তত্র প্রকর্ত্তব্যং ব্রতসম্পূর্ণহেতবে॥ ৩৩

অশ্বক্রান্তেতি মন্ত্রেণ স্নানং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ।
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে॥৩৪
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
তয়া হতেন পাপেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩৫
কাশ্যাঞ্চৈব তু সম্ভূতাস্তিলা বৈ বিষ্ণুরূপিণঃ।
তিলস্নানেন গোবিন্দঃ সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি
বিষ্ণুদেহোদ্ভবা দেবি মহাপাপাপহারিণী।
সর্ব্বং পাপং হর ত্বং বৈ সর্ব্বেষাং হি
নমোঽস্তু তে॥৩৭
তুলসীপত্রকং ধৃত্বা নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
স্নানং সুকৃতিভিঃ প্রোক্তং কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্
এবং স্নাত্বা সমুত্তীর্য্য পরিধায় সুবাসসী।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবাংস্ততো বিষ্ণোস্তু পূজনম্
সংস্থাপ্য চাব্রণং কুম্ভং পঞ্চপল্লবসংযুতম্।
পঞ্চরত্নসমোপেতং দিব্যস্রগ্গন্ধবাসিতম্॥ ৪০
জলপূর্ণং সদ্রব্যঞ্চ তাম্রপাত্রসমন্বিতম্।
তত্রস্থং শ্রীধরং দেবং দেবদেবং তপোনিধিম্॥

সুপ্রসন্নচিত্তে বলুন। মুদ্গল কহিলেন—যম দূতগণের বাক্য শুনিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন,—ওহে দূতগণ! আমি তোমাদের নিকট যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট সমস্তই বলিব। এই বলিয়া যম বলিতে লাগিলেন—মার্গশীর্ষাদি মাসে যে সকল কৃষ্ণা দ্বাদশী উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ব্ব কৃষ্ণা দ্বাদশীতেই যথাবিধি বৈতরণী ব্রত কর্ত্তব্য। সম্বৎসর যাবৎ প্রতি মাসে এই ব্রত করিতে হয়। হে দূতগণ! এই ব্রত করিয়া নরগণ মুক্তি লাভ করে, সন্দেহ নাই। ইহাতে উপবাস নিয়ম পালনীয়; এই নিয়ম বিষ্ণুর তুষ্টিপ্রদ। হে দেবদেবেশ! অদ্য আমি উপবাস করিব। এইরূপ নিয়ম করিয়া ঐ দ্বাদশী দিনেই ভক্তিভাবে গোবিন্দদেবের অর্চ্চনা করিবে। পরে বলিবে—হে দেব! স্বপ্নে ইন্দ্রিয়বৈকল্যে আমার যদি ভোজন বা মৈথুন করা হয়, তবে আমার উপর কৃপা করিয়া সে সকল ক্ষমা করিবেন। এইরূপ নিয়ম করিয়া মধ্যাহ্নে মৃত্তিকা, গোময় ও তিল লইয়া যথাবিধি তীর্থে যাইবে। সেখানে ব্রত সম্পূরণার্থ স্নান করিবে। 'অশ্বক্রান্তে' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করিতে হইবে। হে অশ্বক্রান্তে, রথক্রান্তে, বিষ্ণুক্রান্তে, বসুন্ধরে, মৃত্তিকে! আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ তুমি হরণ কর। পাপ তোমা কর্ত্তৃক হত হইলে, মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণুরূপী তিল সকল কাশীতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তিল স্নান হেতু গোবিন্দ আমার পাপাপনোদন করুন। হে দেবি তুলসি! তুমি বিষ্ণুদেহোদ্ভবা মহাপাপহারিণী; তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সর্ব্বলোকের সর্ব্বপাপ হরণ কর। সুকৃতিগণ বলিয়াছেন,—তুলসীপত্র ধারণ করিয়া নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিতে হয়। এইরূপ স্নান করিয়া উঠিয়া পরে শুদ্ধ বসন পরিধানান্তে পিতৃ ও দেবিগণের তর্পণ করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে। ২৪—৩৯। প্রথমে পঞ্চপল্লবযুত একটী অচ্ছিদ্র কুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভ পঞ্চরত্নযুত, দিব্য মাল্য ও গন্ধবাসিত, জলপূর্ণ সদ্রব্য ও তাম্র পাত্র

পূর্ব্বেণ বিধিনা রাজন্ কুর্য্যাৎ পূজাং গরীয়সীম্
মৃদ্গোময়াদিরচিতং মণ্ডলং কারয়েৎ শুভম্ ॥ ৪২
তণ্ডুলৈঃ শুক্লধৌতৈশ্চ অশ্মপিষ্টৈশ্চ কারয়েৎ।
ধর্ম্মরাজঃ প্রকর্ত্তব্যো হস্তাদ্যবয়বান্বিতঃ ॥ ৪৩
নদীং বৈতরণীং তাম্রং স্থাপয়িত্বা তদগ্রতঃ।
পূজয়েচ্চ পৃথক্ সম্যক্ সমাবাহনপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪
আবাহয়ামি দেবেশং যমং বৈ বিশ্বরূপিণম্।
ইহাভ্যেহি মহাভাগ সান্নিধ্যং কুরু কেশব ॥ ৪৫
ইদং পাদ্যং শ্রিয়ঃ কান্ত সোপবিষ্টং হরে প্রভো
বিশ্বোদ্যানরতো নিত্যং কৃপাং কুরু মমোপরি ॥
ভূতিদায় নমঃ পাদাবশোকায় চ জানুনী।
উরূ নমঃ শিবায়েতি বিশ্বমূর্ত্তে নমঃ কটিম্ ॥ ৪৭
কন্দর্পায় নমো মেঢ্রমাদিত্যায় ফলং তথা।
দামোদরায় জঠরং বাসুদেবায় বৈ স্তনৌ ॥ ৪৮
শ্রীধরায় মুখং কেশান্ কেশবায়েতি বৈ নমঃ।
পৃষ্ঠং শার্ঙ্গধরায়েতি চরণৌ বরদায় চ ॥ ৪৯

স্বনাম্না শঙ্খচক্রাসিগদাপরশুপাণয়ে।
সর্ব্বাত্মনে নমস্তভ্যং শির ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫০
মৎস্যং কূর্ম্মঞ্চ বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনন্।
রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ বুধং কল্কিং নমোঽস্তু তে ॥
সর্ব্বপাপৌঘনাশার্থং পূজয়ামি নমো নমঃ।
এভিশ্চ সর্ব্বশোমন্ত্রৈর্ব্বিষ্ণুং ধ্যাত্বা প্রপূজয়েৎ ॥
ধর্ম্মরাজ নমস্তেঽস্তু ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তু তে।
দক্ষিণাশাপতে তুভ্যং নমো মহিষবাহন ॥ ৫৩
চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং বিচিত্রায় নমোনমঃ।
নরকার্ত্তিপ্রশান্ত্যর্থং কামান্ যচ্ছ মমেপ্সিতান্ ॥
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ৫৫
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।
নীলায় চৈব দধ্নায় নিত্যং কুর্য্যান্নমোনমঃ ॥ ৫৬
এবং দ্বাদশভিঃ পূজ্যো নামভির্ধর্ম্মরাট্ প্রভুঃ।
বৈতরণি সুদুস্পারে পাপঘ্নি সর্ব্বকামদে ॥ ৫৭
ইহাভ্যেহি মহাভাগে গৃহাণার্ঘ্যং ময়া কৃতম্।

যুক্ত হইবে। উহাতে দেবদেব তপোনিধি শ্রীধরকে স্থাপন করিয়া পূর্ণ উপচারে মহতী পূজা করিবে। অনন্তর মৃত্তিকা ও গোময়-রচিত এক সুন্দর মণ্ডল করিয়া প্রস্তরপিষ্ট শুক্ল তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা তাহা অঙ্কিত করিবে। হস্তাদি অবয়বযুক্ত ধর্ম্মরাজমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহার সম্মুখে তাম্রাভা বৈতরণী নদী স্থাপন-পূর্ব্বক সম্যক্ আবাহনান্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের পূজা করিবে। আমি দেবেশ বিশ্বরূপী যমকে আবাহন করিতেছি; এই বলিয়া পরে আবাহন করিবে—হে মহাভাগ কেশব! আপনি আগমন করুন, এই স্থানে সন্নিহিত হউন। হে শ্রীকান্ত, হে হরে! হে প্রভো! আপনি বিশ্বরূপ উদ্যানরচনায় নিরত; মৎপ্রতি কৃপা করিয়া এই পাদ্য আপনি গ্রহণ করুন, পরে পদে ভূতিদ, জানুতে অশোক, উরুতে শিব, কটিতে বিশ্ব-মূর্ত্তি, মেঢ্রে কন্দর্প, বলে আদিত্য, জঠরে দামোদর, স্তনযুগলে বাসুদেব, মুখে শ্রীধর, কেশকলাপে কেশব, পৃষ্ঠে শার্ঙ্গধর, চরণযুগলে বরদ এবং মস্তকে শঙ্খ, চক্র গদা অসি ও পরশুধারী সর্ব্বাত্মাকে 'নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কিকে আমি নিখিল পাপরাশিনাশার্থ পূজা করিতেছি, এই বলিয়া প্রত্যেকতঃ নমস্কার করিবে। এইরূপে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সর্ব্ববিধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিবে। পরে হে ধর্ম্মরাজ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে দক্ষিণাশাপতে! হে মহিষবাহন! তোমাকে নমস্কার। হে চিত্রগুপ্ত! তোমায় নমস্কার, বিচিত্রকে নমস্কার,—নমস্কার। আপনি নরকপীড়াপ্রশমনার্থ আমার অভীপ্সিত বিষয় সকল প্রদান করুন। আমি যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্তকে নমস্কার করি। নীল এবং দধ্নকে আমার নিত্য নমস্কার নমস্কার। এই দ্বাদশ নাম দ্বারা ধর্ম্মরাজকে পূজা করিতে হয়। পরে আবাহন করিবে—হে বৈতরণি! হে

যমদ্বারপথে ঘোরে খ্যাতা বৈতরণী নদী ॥৫৮
তস্যামুদ্ধরণার্থায় জন্মমৃত্যুজরাতিগা।
যা দুস্তরা দুষ্কৃতিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়াপহা॥ ৫৯
যস্যাং ভয়াৎ প্রমজ্জন্তি প্রাণিনো যাতনাপরাঃ
তর্ত্তুকামস্ত তাং ঘোরাং জয়া দেবি নমোনমঃ ॥
তস্যাং দেবাধিতিষ্ঠন্তি যা সা বৈতরণী নদী।
সা চাপি পূজিতা ভক্ত্যা প্রীত্যর্থং কেশবস্য চ
যস্যাস্তটে প্রবিশন্তি ঋষয়ঃ পিতরস্তথা।
সা চাপি সিন্ধুরূপেণ পূজিতা পাপহারিকা॥ ৬২
তরীতুং তাং প্রদাস্যামি সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে।
পুণ্যার্থং সম্প্রবক্ষ্যামি তুভ্যং বৈতরণীনদীম্ ॥
ময়াসি পূজিতা ভক্ত্যা প্রীত্যর্থং কেশবস্য চ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ সংসারাদুদ্ধরস্ব মাম্ ॥ ৬৪
নামগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বং পাপং হরস্ব মে।
যজ্ঞোপবীতং পরমং কারিতং নবতন্তুভিঃ ॥ ৬৫
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব দেবেশ প্রীতো যচ্ছ মমেপ্সিতম্।
ইদং তব চ তাম্বুলং যথাশক্ত্যা সুশোভনম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব দেবেশ মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।
পঞ্চবর্ত্তিঃ প্রদীপোঽয়ং দেবেশারাত্রিকং তব ॥
মোহান্ধকারত্যমণে ভক্তিযুক্তো ভবার্ত্তিহৃৎ।
পরমান্নং সুপক্কান্নং সমস্তরসসংযুতম্ ॥ ৬৮
নিবেদিতং ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ প্রতিগৃহ্যতাম্।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ যথাসংখ্যজপেন চ॥ ৬৯
প্রীয়তাং মে শ্রিয়ঃ কান্তঃ প্রীতো যচ্ছতু বাঞ্ছিতম্।
পঞ্চ গাবঃ সমুৎপন্না মথ্যমানে মহোদধৌ ॥৭০
তাসাং মধ্যে তু য নন্দা তস্যৈ ধেন্বৈ নমোনমঃ
গাং সম্পূজ্য বিধানেন অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সমাহিতঃ
সর্ব্বকামদুঘে দেবি সর্ব্বান্তকনিবারিণী।
আরোগ্যং সন্ততিং দীর্ঘাং দেহি নন্দিনি মে সদ

সুদুস্পার! হে পাপহারিণি, হে সর্ব্বকামপ্রদে, হে মহাভাগে! এই স্থানে অভিগমন করুন, মৎকৃত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। ঘোর যমদ্বার-পথে বিখ্যাত বৈতরণী নদী—জনন-মরণ-জরাতিগা, দুষ্কৃতিগণের সুদুস্তরা ও সর্ব্ব-প্রাণিগণের ভয়াপহা। যাতনাগ্রস্ত প্রাণিগণ উহাতে ভয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আমি সেই ঘোর নদী পার হইতে সমুৎসুক; হে জয়াদেবি! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। দেবগণ যাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি সেই বৈতরণী নদী। কেশবের প্রীত্যর্থ তাঁহাকেও আমি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি। যাঁহার তটে ঋষি ও পিতৃগণ প্রবেশ করেন, সেই সিন্ধুরূপিণী পাপহারিণী নদীকে আমি পূজা করিয়াছি। সেই নদী পার হইবার নিমিত্ত দানকার্য্য করিব। আমি সর্ব্বপাপ ক্ষালন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের নিমিত্ত বৈতরণী সন্তরণ করিব। আমি কেশবের প্রীতি-নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক তোমাকে পূজা করিয়াছি। হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে জগন্নাথ! এ সংসার হইতে আমায় উদ্ধার কর। তোমার নাম গ্রহণ-মাত্রেই আমার সর্ব্বপাপ তুমি লয় করিয়া দাও। হে দেবেশ! এই নবতন্তুকারিত পরম যজ্ঞোপবীত তুমি গ্রহণ কর এবং প্রীত হইয়া আমায় ঈপ্সিত বস্তু প্রদান কর। হে দেবেশ! এই যথাশক্তি সুসজ্জিত তাম্বুল প্রতিগ্রহ করুন, আমাকে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।৪০—৬৭। হে দেবেশ! এই পঞ্চ বর্ত্তিযুক্ত প্রদীপ; ইহা দ্বারা তোমার আরত্রিক হউক। হে মোহান্ধকার-তরণে! আমি আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত; আপনি আমার আর্ত্তি হরণ করুন। এই সুপক্ক পরমান্ন সর্ব্বরসযুত; আমি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা নিবেদন করিলাম। হে ভগবন্! আপনি ইহা গ্রহণ করুন। হে শ্রীকান্ত! আপনার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র যথাসংখ্য জপ করিয়াছি; আপনি প্রীত হউন; প্রীত হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন। মহোদধি মন্থন কালে পঞ্চ ধেনু উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নন্দা নাম্নী যে ধেনু, তাহাকে আমার নমস্কার, নমস্কার। বিধিপূর্ব্বক ধেনু পূজা করিয়া সমাহিতভাবে অর্ঘ্য দান করিবে। হে নন্দিনি, সর্ব্বকাম-দুঘে দেবি! তুমি সর্ব্বান্তকনিবারিণী; তুমি আরোগ্য এবং

পূজিতা চ বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
কপিলে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্‌॥ ৭৩
গাবো মমাগ্রতঃ সন্তু গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ।
নাকে মামুপতিষ্ঠন্তু হেমশৃঙ্গী পয়োমুচঃ॥ ৭৪
সুরভ্যঃ সৌরভেয়াশ্চ সরিতঃ সাগরা যথা।
সর্ব্বদেবময়ে দেবি সুভদ্রে ভক্তবৎসলে॥ ৭৫
এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্দদ্যাদ্গোগ্রাসং গবাহ্নিকম্‌।
সৌরভেয়াঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পাপনাশনাঃ॥
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ।
গদাযৈ নমোভূতৈা সর্ব্বপাপপ্রহাণয়ে॥ ৭৭
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ গদাং বৈ ধারয়েদ্বুধঃ।
পং নমঃ পদ্মনাভায় পদ্মং বৈ ধারয়েৎ সুধীঃ॥
চং চক্ররূপিণে বিষ্ণো ধারণং চক্রজং স্মৃতম্‌।
শং শঙ্খরূপিণে তুভ্যং নমোঽস্তু সুখকারিণে॥
মন্ত্রেণানেন বৈ দূতা ধারণং শঙ্খজং স্মৃতম্‌।
চতুর্ণামায়ুধানান্তু ধারণং মুনিভিঃ স্মৃতম্‌॥ ৮০

অগ্নিহোত্রং যথা নিত্যং বেদস্যাধ্যয়নং তথা।
ব্রাহ্মণস্য তথৈবেদং তপ্তমুদ্রাদিধারণম্‌॥ ৮১
চন্দনেন সুগন্ধেন গোপিকাচন্দনেন তু।
ধারণঞ্চ বিশেষেণ ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ॥ ৮২
চাণ্ডালোঽপি ভবেচ্ছুদ্ধো ধারণাচ্চ ন সংশয়ঃ
ঊর্দ্ধং পুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং সচিহ্নং ধারয়েদ্যদি॥
স চাণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব সদা দ্বিজৈ
চাণ্ডালানাং গৃহে দূতাস্তুলসী যত্র দৃশ্যতে॥ ৮৪
তত্রত্যা তুলসী গ্রাহ্যা ভক্তিভাবেন চেতসা॥৮৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে যমারাধনং নাম
ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহেশ্বর উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা ধর্ম্মমুখান্ মুদ্গলো দ্বিজসত্তমঃ।
কথয়িত্বা মমাগ্রে বৈ গতো যাদৃচ্ছিকো মুনে॥

অবিচ্ছিন্ন সন্ততি আমায় প্রদান কর। ধীমান্ বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র তোমায় পূজা করিয়াছেন। হে কপিলে! আমার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ তুমি হরণ কর। গোগণ আমার অগ্রে এবং গোগণ আমার পৃষ্ঠে বিরাজ করুন। হেমশৃঙ্গী দুগ্ধস্রবিণী গোগণ স্বর্গে আমায় প্রীত করুন। সরিৎ ও সাগরগণবৎ সুরভী ও সৌরভেয়গণ বিরাজমান। হে দেবি সর্ব্বদেবময়ে, ভক্তবৎসলে, সুভদ্রে! তোমায় নমস্কার। এইরূপ বিধিবৎ পূজা করিয়া গোগ্রাস প্রদান করিবে। বলিবে—হে সর্ব্বহিত, পবিত্র, পাপহর সৌরভেয়গণ! হে ত্রিলোকজননী গোগণ! আপনারা মৎপ্রদত্ত গ্রাস প্রতিগ্রহ করুন। ভূতি নিমিত্ত এবং সর্ব্ব পাপপ্রশমনের নিমিত্ত 'গং গদায় নমঃ' এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বুধজন গদা ধারণ করিবে। 'পং পদ্মায় নমঃ' বলিয়া সুধীজন পদ্ম ধারণ করিবে। 'চং চক্ররূপিণে নমঃ' এই বলিয়া চক্র ধারণ কর্ত্তব্য। 'শং শঙ্খরূপিণে সুখকারিণে নমঃ' এই মন্ত্রে শঙ্খ ধারণ করিবে। মুনিগণ এই চতুর্ব্বিধ আয়ুধধারণের উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নিহোত্র এবং বেদাধ্যয়ন যেমন ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্য, এই তপ্ত মুদ্রাদিধারণও সেইরূপ নিত্য অনুষ্ঠান। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সুগন্ধ চন্দন ও গোপীচন্দন দ্বারা বিশেষভাবে তিলক ধারণ করিবেন। এইরূপ তিলক ধারণে চণ্ডালও শুদ্ধ হইয়া থাকে, সংশয় নাই। যদি চণ্ডাল জনও সৌম্য সরল সচিহ্ন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করে, তবে সে সদা শুদ্ধাত্মা ও দ্বিজগণের সম্মানাস্পদ হইয়া থাকে। হে দূতগণ! তুলসীবৃক্ষ চণ্ডালগণের গৃহে পরিদৃষ্ট হইলেও ভক্তিযুক্তচিত্তে তত্রত্য তুলসী গ্রহণ করিবে।৬৮—৮৫।

ষটষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

মহেশ্বর কহিলেন—দ্বিজসত্তম মুদ্গল ধর্ম্মরাজের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন;

গোপিকাচন্দনং যত্র তিষ্ঠতে বৈ দ্বিজোত্তম।
তদ্‌গৃহং তীর্থরূপঞ্চ বিষ্ণুনা ভাষিতং কিল ॥২
শোকমোহৌ ন তত্রাস্তাং ন ভবত্যশুভং ক্বচিৎ
গোপিকাচন্দনং যস্য তিষ্ঠতি দ্বিজসদ্মনি ॥ ৩
সুখিনঃ পূর্ব্বজাস্তেষাং সন্ততির্বর্দ্ধতে সদা।
গোপিকাচন্দনং যস্য বর্ত্ততেঽহর্নিশং গৃহে ॥ ৪
গোপীপুষ্করজা মৃৎস্না পবিত্রাকায়শোধিনী।
উদ্বর্ত্তনাদ্বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো হ্যাধয়শ্চ যে ॥ ৫
অতোদেহেধৃতং পুংভির্মুক্তিদং সর্ব্বকামিকম্।
তাবদ্‌গর্জ্জন্তি তীর্থানি তাবৎ ক্ষেত্রাণি সর্ব্বদা
গোপিকাচন্দনং যাবন্ন দৃষ্টং ন শ্রুতং দ্বিজ।
ইদং ধ্যেয়মিদং পূজ্যং মলদোষবিনাশনম্ ॥ ৭
যস্য সংস্পর্শনাদেব পূতো ভবতি মানবঃ।
অন্তকালে তু মর্ত্ত্যানাং মুক্তিদং পাবনং পরম্
কিং বদামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুক্তিদং গোপীচন্দনম্।
বিষ্ণোস্তু তুলসীকাষ্ঠং তথা বৈ মূলমৃত্তিকা ॥ ৯
গোপিকাচন্দনঞ্চৈব তথা বৈ হরিচন্দনম্।
চত্বারি হ্যেতানি সম্মীল্য অঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েৎ সুধীঃ ॥
তেন তীর্থকৃতং সর্ব্বং জম্বুদ্বীপেষু সর্ব্বদা।
তিলকং কুরুতে যস্তু গোপিকাচন্দনদ্রবৈঃ ॥১১
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
পিতুঃ শ্রাদ্ধাদিকং তেন গয়াং গত্বা তু বৈ কৃতম্
যেন বা পুরুষেণাপি বিধৃতং গোপিচন্দনম্।
মদ্যপো ব্রহ্মহা চৈব গোঘ্নো বা বালহা তথা।
মুচ্যতে তৎক্ষণাদেব গোপীচন্দনধারণাৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহেশ্বর উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি বৈষ্ণবানাঞ্চ লক্ষণম্ ॥ ১
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে লোকো ব্রহ্মহত্যাদিপাতকাৎ।

পরে আমার নিকট ইহা ব্যক্ত করিয়া তিনি যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু বলিয়াছেন,—যে গৃহে গোপীচন্দন থাকে, সে গৃহ তীর্থস্বরূপ হয়। তথায় শোক-মোহ থাকে না, এবং কদাচ কোন অশুভ ঘটনা ঘটে না। যাহার গৃহে অহর্নিশ গোপীচন্দন থাকে, তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ সুখী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার সন্ততি সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হয়। গোপী-পুষ্কর-জাত মৃত্তিকা পবিত্রা ও কায়শোধনী। এই মৃত্তিকা উদ্বর্ত্তনে আধি ব্যাধি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঐ সর্ব্বকামপ্রদ মুক্তিজনক মৃত্তিকা সকল মানবেরই দেহে ধারণ করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজ! যে পর্য্যন্ত না গোপীচন্দন দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, তাবৎ কালই তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র সকল গর্জ্জন করিয়া থাকে। এই মলদোষনাশন গোপী-চন্দনই ধ্যেয় এবং পূজ্য। ইহার সংস্পর্শ মাত্রেই মানব পূত হইয়া থাকে। ইহা অন্তকালে মানবগণের মুক্তিপ্রদ ও পরম পাবন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মুক্তিপ্রদ গোপী-চন্দনের কথা আর কি বলিব? বিষ্ণুর প্রিয় তুলসীর কাষ্ঠ, তুলসীর মূলমৃত্তিকা, গোপী-চন্দন ও হরিচন্দন এই চারিটী বস্তু একত্র করিয়া সুধীজন গাত্রোদ্বর্ত্তন করিবেন। যিনি ইহা করেন, তৎকর্ত্তৃক জম্বুদ্বীপের সমস্ত তীর্থ সর্ব্বদা সেবিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গোপীচন্দনদ্রবে তিলক রচনা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ গোপীচন্দন ধারণ করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্যই করা হইয়া থাকে। গোপীচন্দন ধারণে মদ্যপ, ব্রহ্মঘ্ন, গোঘ্ন বা বালঘাতী ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করে। ১—১৩।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

মহেশ্বর কহিলেন,—হে নারদ! বৈষ্ণব-গণের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা

তেষাং বৈ লক্ষণং যাদৃক্‌ স্বরূপং যাদৃশং ভবেৎ
তাদৃশং মুনিশার্দ্দূল শৃণু ত্বং বচ্মি সাম্প্রতম্‌।
বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ৩
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
যেষাং পুণ্যতমাহারস্তেষাং বংশে তু বৈষ্ণবঃ॥৪
ক্ষমা দয়া তপঃ সত্যং যেষাং বৈ তিষ্ঠতি দ্বিজ
তেষাং দর্শনমাত্রেণ পাপং নশ্যতি তূলবৎ॥৫
হিংসাধর্ম্মাদ্বিনির্মুক্তা যস্য বিষ্ণৌ স্থিতা মতিঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মং নিত্যং বৈ ধারয়েত্তু যঃ॥ ৬
তুলসীকাষ্ঠজাং মালাং কণ্ঠে বৈ ধারয়েদ্যতঃ।
তিলকানি দ্বাদশধা নিত্যং বৈ ধারয়েদ্বুধঃ॥৭
ধর্ম্মাধর্ম্মন্তু জানাতি যঃ স বৈষ্ণব উচ্যতে।
বেদশাস্ত্ররতো নিত্যং নিত্যং বৈ যজ্ঞযাজকঃ॥৮
উৎসবাংশ্চ চতুর্ব্বিংশৎ কুর্ব্বন্তি চ পুনঃপুনঃ।
তেষাং কুলং ধন্যতমং তেষাং বৈ যশ উচ্যতে॥
তে বৈ লোকে ধন্যতমা জাতা ভাগবতো নরঃ
এক এব কুলে যস্য জাতো ভাগবতো নরঃ॥১০
তৎকুলং তারিতং তেন ভূয়োভূয়শ্চ বাড়ব।
অণ্ডজা উদ্ভিজ্জাশ্চৈব যে জরায়ুজযোনয়ঃ॥ ১১
তে তু সর্ব্বেঽপি বিজ্ঞেয়াঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ।
যেষাং দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহা শুধ্যতে সদা॥ ১২
কিন্তু বক্ষ্যামি দেবর্ষে তেভ্যো ধন্যতমা ভুবি।
বৈষ্ণবা যে তু দৃশ্যন্তে ভুবনেঽস্মিন্‌ মহামুনে॥
তে বৈ বিষ্ণুসমাশ্চৈব জ্ঞাতব্যাস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।
কলৌ ধন্যতমা লোকে শ্রুতা মে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিষ্ণোঃ পূজা কৃতা তেন সর্ব্বেষাং পূজনং কৃতম্‌
মহাদানং কৃতং তেন পূজিতা যেন বৈষ্ণবাঃ॥১৫
ফলং পত্রং তথা শাকমন্নং বা বস্ত্রমেব চ।
বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি তে ধন্যা ভুবি সর্ব্বদা॥১৬
অর্চ্চিতো বৈষ্ণবো যৈস্তু সর্ব্বেষাঞ্চৈব পূজনম্‌।
কৃতং যৈরর্চ্চিতো বিষ্ণুস্তে বৈ ধন্যতমা মতাঃ॥
তেষাং দর্শনমাত্রেণ শুধ্যতে পাতকান্নরঃ।
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন ভূয়োভূয়শ্চ বাড়ব॥ ১৮
অতো বৈ দর্শনং তেষাং স্পর্শনে সুখদায়কম্‌।

শ্রবণে লোক ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে মুনিবর! বৈষ্ণবগণের লক্ষণ এবং স্বরূপ যে প্রকার, তাহা সম্প্রতি তোমায় বলিতেছি। 'বিষ্ণুর ইহা' এই অর্থে বৈষ্ণব শব্দ অভিহিত। সর্ব্ব বর্ণমধ্যে বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। যাহাদের আহার পুণ্যতম, তাহাদের বংশেই বৈষ্ণব জন্ম গ্রহণ করেন। হে দ্বিজ! ক্ষমা, দয়া, তপস্যা ও সত্য এই সকল যাহাদের আছে, তাহাদের দর্শনমাত্রেই পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাহার মতি হিংসাধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুতেই অবস্থিত; যিনি নিত্য শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন, যাঁহার কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠজাত মালা রহিয়াছে, যিনি নিত্য দ্বাদশ তিলক ধারণ করেন, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত আছেন, তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। নিত্য যিনি বেদশাস্ত্র রত, নিত্য যজ্ঞযাজক, এবং পুনঃ পুনঃ যাঁহারা চতুর্বিংশতি উৎসবের অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদের কুলই ধন্যতম, এবং তাঁহাদেরই যশ প্রথিত —এবং তাঁহারাই লোকে ধন্যতম ভাগবত নররূপে উৎপন্ন। যাহার কুলে একজনও ভাগবত নর জন্ম গ্রহণ করে, তৎকর্ত্তৃক স্বীয় কুল পুনঃপুনঃ তারিত হইয়া থাকে। সে কুলে অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, বা জরায়ুজ যে কেহ হউক, সকলকেই শঙ্খ চক্র গদাধর বলিয়া জানিবে। যাঁহাদের দর্শনমাত্রেই ব্রহ্ম-হত্যাকারীও শুদ্ধ হয়, দেবর্ষে! কি বলিব, তাঁহাদের অপেক্ষা ধন্যতম ব্যক্তি ভূতলে কে আছে? হে মহামুনে! এ ভুবনে যে সকল বৈষ্ণব দৃষ্ট হন, তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুতুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন। আমি শুনিয়াছি, কলিতে তাঁহারাই ধন্যতম। যিনি বিষ্ণু পূজা করেন, তৎকর্ত্তৃক সকলেরই পূজা করা হয়। যিনি বৈষ্ণবগণকে পূজা করেন, তৎকর্ত্তৃক মহাদান কৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণু পূজা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধন্যতম। তাঁহাদের দর্শনমাত্রেই মানব পাতক-মুক্ত হয়। হে বিপ্র! বার বার আর অধিক বলিয়া কি হইবে?

যথা বিষ্ণুস্তথাচায়ং নান্তরং বর্ত্ততে ক্বচিৎ॥ ১৯
ইতি জ্ঞাত্বা তু ভো বৎস সর্ব্বদা পূজয়েদ্বুধঃ।
এক এব তু যৈর্ব্বিপ্রো বৈষ্ণবো ভুবি ভোজ্যতে
সহস্রং ভোজিতং তেন দ্বিজানাং নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যং নাম অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
উপবাসাসমর্থানাং সদেবামরসত্তম।
একা যাদ্বাদশী পুণ্যা তাং বদস্ব মমানঘ॥১
শিব উবাচ।
মাসিভাদ্রপদেশুক্লে দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
সা বৈ সর্ব্বপ্রদাপুণ্যাহ্যুপবাসে মহাফলা॥ ২
সঙ্গমে সরিতঃ স্নাত্বা দ্বাদশীং হ্যুপোষিতঃ।
অযত্নাৎ সমবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্॥ ৩
বুধশ্রবণসংযুক্তা যা চ বৈ দ্বাদশী ভবেৎ।
অতীবমহতী তস্যাং কৃতং সর্ব্বমথাক্ষয়ম্॥ ৫
দ্বাদশীশ্রবণোপেতা যদা ভবতি নারদ।
সঙ্গমে সরিতাং স্নাত্বা লভেদ্‌গোদানজং ফলম্
জলপূর্ণং তদা কুম্ভং স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
তস্যোপরিন্যসেৎ পাত্রং স্থাপয়িত্বা জনার্দ্দনম্॥৬
ততস্তস্যাগ্রতোদেয়ং নৈবেদ্যং ঘৃতপাচিতম্।
মোদকাংশ্চ নবান্ কুম্ভান্ দদ্যাচ্ছক্ত্যা বিচক্ষণঃ
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং জাগরং তত্র কারয়েৎ
প্রভাতে বিমলে স্নাত্বা সম্পূজ্য গরুড়ধ্বজম্॥৮
পুষ্পধূপাদিনৈবেদ্যৈঃ ফলৈর্বস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ।
পুষ্পাঞ্জলিং ততো দদ্যান্মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ॥ ৯
নমো নমস্তে গোবিন্দ বুধশ্রবণসংযুত।
অঘৌঘসঙ্ক্ষয়ং কৃত্বা সর্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব॥১০
অন্নন্তু ব্রাহ্মণে পূতং বেদবেদাঙ্গপারগে।
পুরাণজ্ঞে বিশেষেণ বিধিবৎ সম্প্রদাপয়েৎ॥১১

বৈষ্ণব জনগণের দর্শনে এবং স্পর্শনেও সুখ উৎপন্ন হয়। যেমন বিষ্ণু, তেমনই বৈষ্ণব, উভয়ের ভেদ কোথাও নাই। বৎস! ইহা বুঝিয়া বুধজন সর্ব্বদা বৈষ্ণবের পূজা করিবেন। ভূতলে যাঁহারা একটী মাত্র বৈষ্ণবকেও ভোজন করান, তাঁহাদের সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়া থাকে। ১—২১।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে অমরবর! উপবাসে যাহারা নিত্য অসমর্থ আছে, তাহাদের পক্ষে যে একটী দ্বাদশী ব্রত বিহিত আছে, তাহা আমার নিকট বলুন। শিব কহিলেন, —ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিই সর্ব্বপ্রদা, পুণ্যা এবং উপবাসে মহাফলজনিকা। নদ নদীসঙ্গমে স্নান করিয়া উক্ত দ্বাদশীতে উপবাস করিলে অনায়াসেই দ্বাদশ দ্বাদশী ব্রতের ফল প্রাপ্ত হয়। বুধবারে শ্রবণযুক্তা দ্বাদশী এক অতীব মহাতিথি; তাহাতে কৃত সমস্ত কার্য্যই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নারদ! যৎকালে শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী তিথি হয়, তখন সরিৎসঙ্গমে স্নান করিয়া নর গোদানজনিত ফল লাভ করিয়া থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি পাত্র এবং পাত্রোপরি জনার্দ্দন দেবকে স্থাপনান্তে তাঁহার সমক্ষে ঘৃত-পাচিত নৈবেদ্য এবং নবটী জলপূর্ণ কুম্ভ শক্তি অনুসারে দান করিবে। এইরূপে গোবিন্দকে পূজা করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিবে। পরে বিমল প্রভাতে স্নান করিয়া পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, ফল ও সুশোভন বস্ত্র দ্বারা গরুড়ধ্বজের পূজা করিবে। অনন্তর এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, যথা—হে বুধশ্রবণযুত গোবিন্দ! তোমায় নমস্কার নমস্কার; তুমি পাপরাশি নাশ করিয়া সমস্ত সৌখ্যদাতা হও।১—১০। অনন্তর বেদ-বেদাঙ্গপারগ বিশেষতঃ পুরাণাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে

অনেন বিধিনা চৈব নদ্যাস্তীরে নরোত্তমঃ।
সর্ব্বং নির্ব্বর্ত্তয়েৎ সম্যগেকচিত্তরতোঽপি সন্॥
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মহত্যরণ্যে যদ্বৃত্তং ভূমিদেব শৃণুষ্ব তৎ॥ ১৩
যং শ্রুত্বা মানবো লোকে মহাদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে
দেশো দাসরকো নাম তস্য ভাগে চ পশ্চিমে॥
তত্র বিদ্বন্ মরুর্দ্দেশঃ সর্ব্বসত্বভয়ঙ্করঃ।
সুতপ্তসিকতাভূমির্যত্র দুষ্টা মহোরগাঃ॥ ১৫
অল্পচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণা মৃতপ্রাণিসমাকুলা।
শমীখদিরপালাশকরীরৈঃ পীলুভিঃ সহ॥ ১৬
তত্র ভীমা দ্রুমগণাঃ কণ্টকৈ রচিতা দৃঢ়ৈঃ।
জন্তুপ্রাণজনাকীর্ণা যত্র ভূর্দৃশ্যতে ক্বচিৎ॥১৭
তথাপি জীবা জীবন্তি সর্ব্বে কর্ম্মনিবন্ধনাৎ।
নোদকং নোদকাধারা বিদ্বংস্তত্র বলাহকাঃ॥১৮
পক্ষান্তরাশ্রিতৈঃ কৈশ্চিচ্ছিশুভিস্তৃষিতৈঃ সমম্।

উৎক্রান্তজীবিনো বিপ্র দৃশ্যন্তেঽহনু খগোত্তমাঃ
তস্মিংস্তথাবিধে দেশে কশ্চিদ্দৈববশাদ্বণিক্।
নিজসার্থপরিভ্রষ্টঃ প্রবিষ্টো মরুজাঙ্গলে॥ ২০
বভ্রামোদ্ভ্রান্তহৃদয়ঃ ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং শ্রমপীড়িতঃ।
ক্ব গ্রামঃ ক্ব জলং ক্বাহং যাস্যামি ন বুবোধ হ॥
অথ প্রেতান্ দদর্শাসৌ ক্ষুত্তৃষাব্যাকুলেন্দ্রিয়ান্
উৎকটান্ খলিনোভীমান্নির্ম্মাংসান্ রৌদ্রদর্শনান্
প্রেতস্কন্ধসমারূঢ়মেকং বিকৃতদর্শনম্।
দদর্শ বহুভিঃ প্রেতৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥২৩
অগচ্ছমানমত্যুগ্রং প্রেতশব্দপুরঃসরম্।
প্রেতোঽপি দৃষ্ট্বা তং ঘোরামটবীমাগতং নরম্
প্রেতস্কন্ধান্মহীং গত্বা তস্যান্তিকমুপাগমৎ।
প্রণিপত্য বণিক্‌শ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৫
অস্মিন্ ঘোরতরে দেশে প্রবেশো ভবতঃ কথম্
তমুবাচ বণিক্ ধীমান্ সার্থভ্রষ্টস্য মে বনে॥ ২৬

যথাবিধি পবিত্র অন্নপ্রদান করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে নরশ্রেষ্ঠ একচিত্ত হইয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। হে ভূমিদেব! মহারণ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে মানব মহাদুঃখ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! দাসরক দেশের পশ্চিমভাগে সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর মরুদেশ অবস্থিত। তাহার সিকতাভূমি সুতপ্ত; দুষ্ট মহোরগগণ সর্ব্বদা তথায় অবস্থিত। সেখানে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহারা অল্পমাত্র ছায়াবিশিষ্ট। মৃত প্রাণিগণ দ্বারা তাহার বহু স্থান পরিব্যাপ্ত। উক্ত মরুদেশে শমীর খদির, পালাশ, করীর ও পীলু প্রভৃতি বৃক্ষ এবং ইহা ভিন্ন দৃঢ় কণ্টকরচিত ভীষণাকার আরও বহু বৃক্ষ বিদ্যমান। উহার স্থানে স্থানে প্রাণহীন মনুষ্য পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি জীবগণ ঐ স্থানে কর্ম্মনিবন্ধন জীবন ধারণ করে। হে বিদ্বন্! সেখানে জল নাই, জলাধার নাই। বলাহক তথায় বারিবর্ষণ করে না। দেখা যায়, অনেক বড় বড়

বিহঙ্গ তৃষিত শিশুগুলিকে স্বীয় পক্ষান্তরে লইয়া প্রাণহীণ অবস্থায় সেখানে পড়িয়া আছে। এহেন ভীষণ মরুজাঙ্গলে একদা দৈববশতঃ কোন এক বণিক্ দলভ্রষ্ট হইয়া প্রবিষ্ট হইল। বণিক্ পথশ্রমে কাতর হইয়াছিল; ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোথায় গ্রাম, কোথায় জল, কোথায় যাইতেছি, ইহার কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।১১—২১। এই সময় বণিক্ কতকগুলি প্রেত দর্শন করিল। উহারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুলেন্দ্রিয়, উৎকটাকার, ভীষণ, মাংসহীন ও ঘোর দর্শন। ইহা ভিন্ন আরও একটা প্রেতস্কন্ধারূঢ় বিকৃতাকার প্রেত বণিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ প্রেত অন্য বহু প্রেতে পরিবৃত; তাহার আকৃতি অতি ভীষণ; সে একস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে বহু প্রেত চীৎকার করিতেছে। সেই ঘোর অরণ্যে একজন মনুষ্যকে আসিতে দেখিয়া ঐ প্রেত প্রেতস্কন্ধ হইতে ভূতলে নামিয়া বণিকের নিকট আসিয়া এবং তাহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল,—এই ঘোরতর দেশে কি নিমিত্ত

প্রবেশো দৈবযোগেন পূর্ব্বকর্ম্মকৃতেন চ।
তৃষা মে বাধতেহত্যর্থং ক্ষুধা চৈব ভৃশং তথা ॥২৭
প্রাণাস্তিকমনুপ্রাপ্তং বচনং ভ্রমতীব মে।
অত্রোপায়ং ন পশ্যামি জীবেয়ং যেন কেনচিৎ॥
ইত্যেবমুক্তে প্রেতস্তং বণিজং বাক্যমব্রবীৎ।
ফুল্লাং শমীং সমাশ্রিত্য প্রতীক্ষ ত্বং মুহূর্ত্তকম্॥
কৃতাতিথ্যো ময়া পশ্চাদ্গামিষ্যসি যথাসুখম্।
এবমুক্তস্তথা চক্রে স বণিক্ তৃষ্ণয়ার্দ্দিতঃ ॥ ৩০
মধ্যাহ্নসময়ে প্রাপ্তে প্রেতস্তং দেশমাগতঃ।
ফুল্লাং সবৃক্ষাং শীতোদাং বারিধানীং মনোরমাম্
দধ্যোদনসমাযুক্তবর্দ্ধমানেন সংযুতাম্।
বারিধারাং ততঃ স্বন্নং প্রাদাদতিথয়ে তদা ॥৩২
স তত্রাশনমাত্রেণ পরং তৃপ্তিত্বমাগতঃ।
বিতৃষ্ণো বিজ্বরশ্চৈব ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ৩৩
ততশ্চ প্রেতাঃ সম্প্রাপ্তাঃ সোহস্মাদ্ভাগং ক্রমাদ্দদৌ।
দধ্যোদনাৎ সপানীয়াৎ প্রেতাস্তৃপ্তিং পরাং গতাঃ ॥ ৩৪
অতিথিং তর্পয়িত্বা তু প্রেতলোকঞ্চ সর্ব্বতঃ।
ততঃ স্বয়ং স বুভুজে ভুক্তশেষং যথাসুখম্॥ ৩৫
তস্য ভুক্তবতঃ স্বন্নং পানীয়ঞ্চ ক্ষয়ং যযৌ।
প্রেতাধিপং ততস্তং বৈ বণিগ্বচনমব্রবীৎ॥ ৩৬
আশ্চর্য্যমেতৎ পরমং বনেহস্মিন্ প্রতিভাতি মে
অন্নং পানঞ্চ পরমং সাম্প্রাপ্তঞ্চ কুতস্তব ॥ ৩৭
স্বল্পেনৈব তথান্নেন ত্বমেতাংশ্চ বহূনপি।
অতর্পয়ঃ কথং হ্যেতে নির্ম্মাংসা ভিন্নকুক্ষয়ঃ॥ ৩৮
কথমস্যাং সুঘোরায়ামটব্যাঞ্চ কৃতালয়াঃ।
তদেতৎ সংশয়ং ছিন্ধি পরং কৌতূহলং মম ॥৩৯
এবমুক্তঃ স বণিজা প্রেতো বচনমব্রবীৎ।
বাণিজ্যসক্তস্য পুরা জন্মাতীতে মমানঘ॥ ৪০
সকলে নগরে নাস্তি মমান্যো হি দুরাত্মকঃ।
ধনলোভান্ন কস্যাপি দত্তা ভিক্ষা ময়া তদা॥ ৪১

আপনি প্রবেশ করিয়াছেন? বণিক্ কহিল—আমি দলভ্রষ্ট হইয়া দৈববশতঃ এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে; আমার বাক্য যেন স্খলিত হইতেছে। এস্থানে কিরূপে যে জীবনধারণ করিব, তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না। বণিক্ এই কথা কহিলে, প্রেতপুরুষ তাহাকে কহিল,—এই ফুল্ল শমীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তুমি মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর; আমার আতিথ্য লাভ করিয়া পরে যথেচ্ছ গমন করিবে। প্রেতপুরুষ এই কথা কহিলে তৃষ্ণার্ত্ত বণিক্ তাহাই করিল। অনন্তর মধ্যাহ্ন-কালে প্রেতপুরুষ সেই স্থানে আসিল। সেখানে এক দধ্যোদন সমন্বিত একখানি শরাব সহ শীতল জলবাহিনী মনোরম বারি-ধানী এবং ফুল্ল শমীবৃক্ষ প্রকাশ পাইল। তখন প্রেতপুরুষ অতিথিকে বারিধারা ও উত্তম অন্ন প্রদান করিল। বণিক্ তাহা ভোজন করিবামাত্র পরম পরিতৃপ্ত হইল এবং ক্ষণ-মধ্যেই বিজ্বর ও বিতৃষ্ণ হইয়া গেল। অনন্তর অন্য প্রেতগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রেতপুরুষ তাহাদিগকেও অন্নভাগ প্রদান করিল। তখন দধ্যোদন ও পানীয় পানে প্রেতগণ পরম পরিতৃপ্ত হইল। প্রেত-পুরুষ অতিথিকে ও অন্যান্য প্রেতদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া পরে তাহাদের ভুক্তশেষ অন্ন স্বয়ং ভোজন করিল। তাহার ভোজন মাত্র উত্তম অন্ন ও পানীয় নিঃশেষ হইয়া গেল। অনন্তর বণিক্ সেই প্রেতপতিকে বলিল,—এ বনে ইহা আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এখানে এই পরমোত্তম অন্ন পান কোথা হইতে আসিল। স্বল্প অন্ন দ্বারা এই বহু সংখ্যক ভিন্নকুক্ষিযুত, নির্মাংস প্রেতকে আপনি কি রূপেই বা পরিতৃপ্ত করিলেন? এবং এই ঘোর অটবী মধ্যে কিরূপেই বা আপনারা বাস করিতেছেন? আমার এই সংশয় আপনি ছেদন করুন। আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। ২২—৩৯। বণিক্ এই কথা কহিলে, প্রেতাধিপ কহিল,—আমি জন্মান্তরে বাণিজ্যাসক্ত ছিলাম। সমগ্র নগরে আমার ন্যায় দুরাত্মা কেহই ছিল না। আমি ধনলোভে কাহাকে

সখা চৈব ততশ্চাসীদ্ব্রাহ্মণো গুণবান্ মম ।
শ্রবণদ্বাদশীযোগে মাসি ভাদ্রপদে ততঃ ॥ ৪২
স কদাচিন্ময়া সার্দ্ধং তাপীং নাম নদী যযৌ ।
তস্যাশ্চ সঙ্গমঃ পুণ্যো যত্রাসীচ্চন্দ্রভাগয়া ॥ ৪৩
চন্দ্রভাগা চন্দ্রসুতা তাপী চৈবার্কনন্দিনী ।
তয়োঃ শীতোষ্ণসলিলে প্রবিবেশ সহ দ্বিজঃ ॥
শ্রবণদ্বাদশীযোগে নরাশ্চ সমুপোষিতাঃ ।
চন্দ্রভাগাসুতো যেন বারিধানীং দদুর্দ্বিজে ॥৪৫
দধ্যোদনযুতাং সার্দ্ধং সম্পূর্ণৈর্বর্দ্ধমানকৈঃ ।
ছত্রোপানদ্যুগং বস্ত্রং প্রতিমাঞ্চ তথা হরেঃ ॥৪৬
প্রদদৌ বিপ্রমুখ্যেভ্যো হরস্যাগ্রে মহামতে ।
বিত্তসংরক্ষণার্থায় তস্যাস্তীরে ব্রতে ময়া ॥ ৪৭
সোপবাসেন দত্তৈকা বারিধানী মনোরমা ।
তৎ কৃত্বাহং গৃহং প্রাপ্তস্ততঃ কালেন কেনচিৎ
পঞ্চত্বমহমাসাদ্য নাস্তিক্যাৎ প্রেততাং গতঃ ।

অস্যামটব্যাং ঘোরায়াং যথা হ্যহিকুলং তথা ॥
শ্রবণদ্বাদশীযোগে বারিধান্যর্পিতা ময়া ।
সেয়ং মধ্যাহ্নসময়ে লভ্যতে চ দিনে দিনে ॥ ৫০
ব্রহ্মস্বরূপিণঃ সর্ব্বে পাপাঃ প্রেতত্বমাগতাঃ ।
পরদারগতাঃ কেচিৎ স্বামিদ্রোহরতাশ্চ যে ॥ ৫১
ভূতপ্রেতজরূপেণ তে জাতা হ্যত্র মানবাঃ ।
দেশে মরুস্থলে ত্বস্মিন্নমীতে মিত্রতাং গতাঃ ॥
অক্ষয়ো ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
দীয়তে যৎ সমুদ্দিশ্য হ্যক্ষয়ং তৎপ্রকীর্ত্তনম্ ॥৫৩
অক্ষয়েণাপি চান্নেন তৃপ্তা এতে পুনঃপুনঃ ।
প্রেতত্বভাবং দৌর্ব্বল্যং ন বিমুঞ্চন্তি কর্হিচিৎ
পূজয়িত্বাহমন্নৈস্ত্বামতিথিং সমুপস্থিতম্ ।
প্রেতভাবাদ্বিনির্ম্মুক্তো যাস্যামি পরমাং গতিম্
ময়া বিহীনাঃ কিন্ত্বেতে বনেঽস্মিন্ ভৃশদারুণে
পীড়ামনুভবিষ্যন্তি দারুণাং কর্ম্মযোনিজাম্ ॥৫৬
এতেষান্তু মহাভাগ মমানুগ্রহকাম্যয়া ।

ভিক্ষা মাত্র দান করিতাম না। সেকালে এক গুণবান্ ব্রাহ্মণ আমার সখা হইয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের শ্রাবণ দ্বাদশী তিথিতে তিনি একদা আমার সহিত তাপী নদীতে গমন করেন। তাপীর সহিত চন্দ্রভাগা নদীর পুণ্য সঙ্গম ঘটিয়াছিল। চন্দ্রভাগা চন্দ্রনন্দিনী এবং তাপী সূর্য্যনন্দিনী। তাহাদের শীতোষ্ণ জলে তখন আমার সেই সখা ব্রাহ্মণ প্রবেশ করেন। শ্রাবণদ্বাদশী যোগে সেইকালে নরগণ উপবাস করিয়াছিল। তাহারা চন্দ্রভাগার বারিপূর্ণ ও দধ্যোদনযুত পাত্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছিল। হে মহামতে! ছত্র, উপানহযুগ্ম, বস্ত্র এবং হরিপ্রতিমা এই সকলও তাহারা তথায় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিতেছিল। আমি উপবাসী থাকিয়া সেইকালে বিত্তরক্ষার্থ চন্দ্রভাগার তীরে ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক এক মনোরম বারিধানী প্রদান করিয়াছিলাম। ঐ কার্য্য করিয়া আমি গৃহে আগমন করি। কিয়ৎকাল পরে আমার মৃত্যু হয়। আমি নাস্তিক ছিলাম, তাই মৃত্যুর পর আমাকে প্রেত হইতে হইল। এই অটবীতে যথায় ঘোর অহিকুল বিরাজ করে, সেই স্থানে আমি শ্রাবণদ্বাদশীযোগে বারিধানী অর্পণ করিয়াছিলাম, তাই প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে আমি উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।৪০--৫০। ব্রহ্মস্ব-রূপী পাপ সকল প্রেতত্ব লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরদারগত, এবং কেহ কেহ স্বামি-দ্রোহরত। মানবগণ ভূত-প্রেতরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মরুদেশে আমার মিত্র হইয়াছে। ভগবান্ সনাতন পরমাত্মা বিষ্ণু অক্ষয় অব্যয় পুরুষ; তাঁহার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু দান করা যায়, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। অক্ষয় অন্ন দ্বারা এই প্রেতগণ পরিতৃপ্ত আছে; কিন্তু প্রেতভাবও দৌর্ব্বল্য ইহারা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তুমি আগন্তুক অতিথি, তোমাকে অন্ন দ্বারা পূজা করিয়া আমি প্রেতভাব হইতে মুক্ত ও পরম গতি প্রাপ্ত হইব। কিন্তু মদ্বিরহিত হইয়া এই প্রেতগণ এই অতি দারুণ বন প্রদেশে কর্ম্মযোনিজাত বিষম দুঃখ ভোগ করিবে। হে মহাভাগ! মৎ-

প্রত্যেকং নামগোত্রাণি গৃহীত্ব লিখিতানি চ॥
অস্তি কক্ষাগতা চৈব তব সম্পুটিকা শুভা।
হিমবন্তমথাসাদ্য তত্র ত্বং লপ্স্যসে নিধিম্॥ ৫৮
গয়াশীর্ষং ততো গত্বা শ্রাদ্ধং কুরু মহামতে।
ইত্যাজ্ঞাপ্য স বৈ প্রেতো বণিজঞ্চ যথাসুখম্
বিসর্জ্জয়ামাস তদা স বৈ প্রায়াৎ সমুৎসুকঃ।
সমাসাদ্য গৃহং তত্র পশ্চাৎ প্রায়াদ্ধিমালয়ম্॥৬০
ততো দৃষ্টং নিধিং তত্র গৃহীত্বা স সমাগতঃ।
যষ্ঠাংশং প্রতিগৃহ্যাথ গয়াশীর্ষং ততোঽভ্যগাৎ॥
তত্র গত্বা গয়ায়াং স শ্রাদ্ধং কৃত্বা মহামতিঃ।
প্রেতানান্তু যথোদ্দিষ্টং শ্রাদ্ধং সম্যগ্বিধানতঃ॥৬২
প্রত্যেকং নামগোত্রাণি গৃহীত্বা পিণ্ডমুৎসৃজৎ
যস্য যস্য ভবেচ্ছ্রাদ্ধং স করোতি দিনে বণিক্॥
স স তস্য তদা স্বপ্নে দর্শয়িত্বাত্মনস্তনুম্।
ব্রবীতি চ মহাভাগ প্রসাদাত্তবতোঽনঘ॥৬৪
প্রেতভাবং ময়া ত্যক্তং প্রাপ্তোঽস্মি পরমাং গতিম্।
এবং কৃত্বা বিধানেন গয়াশীর্ষং মহামনাঃ॥৬৫

পশ্চাজ্জগাম স্বগৃহং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ পুনঃপুনঃ।
মাসি ভাদ্রপদে প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে তথা সুধীঃ
শ্রবণদ্বাদশীযোগে সঙ্গমে সরিতাং পুনঃ।
জগাম স মহাবুদ্ধিঃ সর্ব্বোপস্করসংবৃতঃ॥ ৬৭
সঙ্গমে সরিতাং স্নাত্বা দ্বাদশীং তামুপোষিতঃ।
তত্র স্নাত্বাপি দত্বা তু পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্॥ ৬৮
অনন্তরং ব্রাহ্মণস্য হ্যুপহারাংস্তদা দদৌ।
শাস্ত্রোক্তেনাপি বিধিনা হ্যেকচিত্তরতোঽপি সঃ
নিবর্ত্তয়ামাস তদা বণিজো বুদ্ধিমান্ স বৈ॥ ৬৯
বর্ষে বর্ষে তু সম্প্রাপ্তে মাসি ভাদ্রপদে তথা॥
শ্রবণদ্বাদশীযোগে সঙ্গমে সরিতাং পুনঃ।
এবং বৈ কৃতবান্ সর্ব্বং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য সত্বরম্॥৭১
কালেন চাতিমহতা পঞ্চত্বং সমুপাগতঃ।
অবাপ পরমং স্থানং দুর্লভং সর্ব্বমানবৈঃ॥ ৭২
ক্রীড়তেঽদ্যাপি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুদূতৈঃ স সেবিতঃ

প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি ইহাদিগের প্রত্যেকের নাম গোত্র লিখিয়া লউন। আপনার কক্ষায় এক সুন্দর সম্পুটিকা আছে। হিমালয়ে গিয়া আপনি তথায় নিধি লাভ করিবেন। হে মহামতে! অনন্তর গয়া তীর্থে গিয়া ইহাদের গয়াশ্রাদ্ধ করিবেন। সেই প্রেতাধিপ বণিক্‌কে এইরূপ উপদেশ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। বণিক্ সমুৎসুক চিত্তে প্রয়াণ করিল। সে প্রথমে গৃহে আসিল; পরে হিমালয়ে প্রস্থান করিল। সেখানে নিধি পাইয়া আবার গৃহে আসিল এবং ঐ নিধির ষষ্ঠাংশ লইয়া বণিক্ গয়াক্ষেত্রে গমন করিল এবং গয়ায় গিয়া প্রেতগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধ ও প্রত্যেকের নাম-গোত্র-উল্লেখে পিণ্ড বিসর্জ্জন করিল। বণিক্ যাহার যাহার শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল, সে সে স্বপ্নে স্বীয় দেহ দেখাইয়া বণিক্‌কে বলিতে লাগিল—হে মহাভাগ! ভবৎপ্রসাদে আমি প্রেতভাব পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাত্মা বণিক্ এইরূপে প্রেতগণের গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া বিষ্ণুধ্যান করিতে করিতে পশ্চাৎ স্বীয় গৃহে গমন করিল।৫১—৬৯। অনন্তর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে যখন শ্রবণদ্বাদশীযোগ উপস্থিত হইল, তখন সেই মহাবুদ্ধি বণিক্ বিবিধ সামগ্রী-সম্ভার লইয়া সরিৎসঙ্গমে গমন করিলেন এবং সেখানে স্নান করিয়া দ্বাদশীর দিন উপবাস করিয়া রহিলেন। সেখানে স্নান দান ও জনার্দ্দনের পূজা করিয়া পরে ব্রাহ্মণদিগকে উপহার সকল দান করিলেন। বুদ্ধিমান্ বণিক্ অনন্যচিত্তে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তখন সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। এইরূপে প্রতিবর্ষেই ভাদ্র মাসে শ্রবণদ্বাদশী যোগে সরিৎ-সঙ্গমে স্নান করিয়া বণিক্ বিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশে এই ভাবে সমস্ত ব্রত ব্যাপার সমাধা করিতে লাগিলেন, বহুকাল পরে বণিকের মৃত্যু হইল। যাহা সর্ব্ব মানবের সুদুর্লভ, মৃত্যুর পর বণিক্ সেই স্থান প্রাপ্ত হইল। ঐ বণিক্ অদ্যাপি বিষ্ণুদূতগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া বৈকুণ্ঠে

এবং কুরু ত্বং ভো ব্রহ্মন্ শ্রবণদ্বাদশীব্রতম্ ॥
সর্ব্বসৌভাগ্যদঞ্চৈব ইহলোকে পরত্র চ।
সুবুদ্ধিজননঞ্চৈব সর্ব্বপাপহরং পরম্ ॥ ৭৪
শ্রবণদ্বাদশীযোগে যঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রতমীদৃশম্।
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৭৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রবণদ্বাদশীব্রত-নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
দেবদেব জগন্নাথ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক।
কথয়স্ব সুরশ্রেষ্ঠ যেন দুঃখং ন পশ্যতি ॥ ১
মহেশ উবাচ।
শৃণু বাড়ব বক্ষ্যামি ত্রিরাত্রং সরিতঃ শুভম্।
যেন চীর্ণেন নরকো মানবানাং ন জায়তে ॥ ২
আয়ুরারোগ্যমতুলং সৌভাগ্যং সুখসম্পদম্।
সন্তানঞ্চাক্ষয়ং প্রাপ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩
আষাঢ়মাসি সম্প্রাপ্তে নদীপূরেণ সংযুতা।
সততং তোয়সংস্থানে পুরাণে সা চ বিশ্রুতা ॥ ৪
বর্ষর্ত্তৌ ঘনসম্পূর্ণে কর্ত্তব্যা সা ব্রতেন বা।
তোয়োঘৈঃ পরিপূর্ণা সা সকলৈঃ স্যান্নদী যদা ॥৫
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য তদা কার্য্যং প্রযত্নতঃ।
কৃতং প্রতিপদাচ্ছন্দঃ দর্শনন্তু দিনত্রয়ম্ ॥ ৬
যথাপ্রাপ্তং নদীপূরং স্ত্রীভিস্তীরজলস্থ তু।
অথবা তজ্জলং কুম্ভে কৃষ্ণে কৃত্বা গৃহং নয়েৎ ॥৬
প্রাতঃস্নায়ী তথা নদ্যাং গত্বা অভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ
ত্রিরাত্রস্যোপবাসস্য যথাশক্তো ভবেদ্দ্বিজ।
অশক্তশ্চৈকভক্তেন কুর্য্যাচ্চৈবাপ্যুপোষণম্ ॥৮
দীপং দদ্যাদবিচ্ছিন্নং প্রাতঃ সায়ঞ্চ পূজনম্ ॥৯
মহানদীং সমুচ্চার্য্য নাম্না চ বরুণং তথা।
জলমূলে তু সংস্থাপ্য কেশবং জলশায়িনম্ ॥ ১০
নমো দেব্যৈ চ গঙ্গেতি গৌতমীতি নদীতি চ

ক্রীড়া করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনিও এইরূপে শ্রবণদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। ঐ ব্রত ইহ-পরকালে সর্ব্ব সৌভাগ্য প্রদ। ইহা সুবুদ্ধিজনক ও সর্ব্বপাপহর। শ্রবণদ্বাদশী যোগে যে ব্যক্তি এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে এতৎ প্রভাবে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে।৭০—৭৫।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে দেবদেব! হে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক জগন্নাথ! আপনি এমন আর একটী ব্রত বলুন, যাহাতে কখনও দুঃস্বপ্নদর্শন না হয়। মহেশ কহিলেন,—হে বিপ্র! শ্রবণ করুন, শুভ নদী-ত্রিরাত্র ব্রত বলিতেছি। এই ব্রত করিলে মানবগণের নরকবাস হয় না। ইহার অনুষ্ঠানে আয়ু, আরোগ্য, অতুল সৌভাগ্য, সুখ সম্পদ এবং অক্ষয় সন্ততি লাভ করিয়া মানব স্বর্গ-লোকে বিহার করিয়া থাকে। আষাঢ় মাস উপস্থিত হইলে নদীজল বেগে স্ফীত হয়। সর্ব্বদা তোয়সংস্থান হেতু পুরাণে উহা খ্যাতি লাভ করে। উক্ত নদীব্রত মেঘপূর্ণ বর্ষা ঋতুতে কর্ত্তব্য। নদী যখন জলরাশি দ্বারা বারি-পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন সযত্নে ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রীগণ জলতীরে প্রতিপদে এই ব্রতারম্ভ করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত উহার অনুষ্ঠান ও যথাপ্রাপ্ত নদীপুর দর্শন করিবে; অথবা কৃষ্ণবর্ণ কুম্ভে করিয়া ঐ নদীজল গৃহে লইয়া যাইবে। প্রাতঃ-স্নায়ী সুধীজন নদীতে স্নানানন্তর পূজা করি-বেন এবং যথাশক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া থাকিবেন। অশক্ত পক্ষে একাহার করি-য়াই উপবাস রক্ষা করিবে।১—৮। এই ব্রতে অবিচ্ছিন্ন দীপ এবং মহানদী ও বরুণের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রাতে এবং সায়ংকালে পূজা করিবে। জলমূলে জলশায়ী কেশ-বকে স্থাপন করিতে হইবে। পরে বলিবে —হে দেবি গঙ্গে! হে দেবি গৌতমী নদি

সিন্ধো চৈব চ কাবেরি সরস্বতি নমোঽস্ত তে ॥
তাপী পয়োষ্ণী পূর্ণেতি মহেন্দ্রসুখদেতি চ ।
কাশ্যপী গণ্ডকী চৈব সিন্ধুনদ্যৈ নমোনমঃ ॥ ১২
বরুণায় নমস্তেঽস্ত জলবাসংহরিপ্রিয় ।
যাদোনাথ রসেশান কল্যাণং দেহি মে সদা ॥
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দেহি মে বাঞ্ছিতং ফলম্
কুষ্মাণ্ডৈর্নালিকেরৈশ্চ ফলৈঃ কালোদ্ভবৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৪
নৈবেদ্যং ঘৃতপক্কন্ত সরিতঃ সম্প্রকল্পয়েৎ ।
নমস্তে কেশবানন্ত জলশায়িন্নমোঽস্ত তে ॥ ১৫
পরিপালয় মামীশ গোবিন্দ বরদো ভব ।
এবং পূজা প্রকর্ত্তব্যা যথাকালং ক্রমেণ তু ॥১৬
প্রার্থনা চোপচারৈস্ত ত্রিরাত্রনিয়মঃ শুচিঃ ।
পারণেন তু সম্পূজ্য জলপাত্রং সমাচরেৎ ॥১৭
ফলপুষ্পৈস্তথা বিদ্বন্ স্ত্রীভির্বালৈর্নরৈরপি ।
গীতবাদিত্রসহিতৈর্নদীকুম্ভপরিপ্লুতৈঃ ॥ ১৮
জলেজলে সমাস্থাপ্য ফলপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
ধান্যৈর্নানাবিধৈশ্চৈব জলপ্রক্ষেপণৈরপি ॥ ১৯
হাস্যৈর্গীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ গৃহমাগত্য যত্নতঃ ।
সপ্তধান্যৈঃ প্রপূরিতানি বংশপাত্রাণি পূজয়েৎ ॥২০
সপ্ত বা পঞ্চ বা ত্রীণি যথাশক্ত্যা প্রপূরয়েৎ ।
ত্রিরাত্রঞ্চ নদীতোয়ং ন পিবেদ্ধি তমুল্লসন্ ॥২১
পারণে তু হবিষ্যান্নং হুতং বা হ্যন্যথা ভবেৎ ।
কৃতেস্নানার্চ্চনে চৈব নোপযোজ্যং নদীজলম্
শুচ্যন্নানি চ ভোজ্যানি দাপয়েদ্দ্বিতয়ং তথা ।
সপ্তৈব বংশপাত্রাণি সপ্ত বৈ মণিকাস্তথা ॥ ২৩
হবিষ্যান্নঞ্চ ভুঞ্জীত কট্বম্লমধুবর্জ্জিতম্ ।
মাষান্নঞ্চ শিলাপিষ্টং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৪
এবং বর্ষত্রয়ং কুর্য্যাদ্ব্রতমেতদ্দ্বিজোত্তম ।
বর্ষত্রয়ে সমাপ্যৈবং তস্যোদ্যাপনমাচরেৎ ॥ ২৫
কৃষ্ণাং গাং কৃষ্ণবস্ত্রাঞ্চ তিলান্ দদ্যাচ্চ নারদ ।
দম্পতী পরিদাপ্যৈবং সুবর্ণঞ্চাপি শক্তিতঃ ॥ ২

তোমাদিগকে নমস্কার। হে সিন্ধো! হে কাবেরি! হে সরস্বতি! তোমাদিগকে নমস্কার করি। তাপী, পয়োষ্ণী, পূর্ণা, মহেন্দ্র-সুখদা, কাশ্যপী, গণ্ডকী ও সিন্ধু নদীকে আমার নমস্কার। হে জলবাস হরিপ্রিয়, বরুণ! তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে যাদোনাথ! হে রসপতে! আমাকে সর্ব্বদা কল্যাণ প্রদান করুন। আমি কুষ্মাণ্ড, নারিকেল ও কালোৎপন্ন অন্যান্য শুভ ফল দ্বারা অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং আমায় বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন। পরে নদীর উদ্দেশে ঘৃতপক্ক নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে। বলিবে— হে কেশব! হে অনন্ত! হে জলশায়িন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে ঈশ, গোবিন্দ! আমায় রক্ষা করুন, মৎপ্রতি বরপ্রদ হউন। এইরূপে, যথাকালে প্রার্থনা করিয়া উপচার দ্বারা ক্রমশঃ পূজা করিবে এবং ত্রিরাত্র শুদ্ধ-ভাবে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকিবে। পারণ-দিনেও পূজা করিয়া ফল-পুষ্প দ্বারা জল-পাত্র সুসজ্জিত করিবে। হে বিদ্বন্! পরে গীতবাদিত্রকারী স্ত্রী, বালক ও যুবজন সহ নদীর জলে কুম্ভ সাজাইবে এবং ফল-পুষ্প দ্বারা উহার পূজা করিবে। জলে নানাবিধ ধান্য ফেলিয়া দিবে এবং বিশেষরূপ হাস্য, গীত ও নৃত্য করিবে। পরে গৃহে আসিয়া সপ্ত কি পঞ্চসংখ্যক বংশপাত্র যথাশক্তি সপ্তধান্য দ্বারা পূরণ করিয়া পূজা করিবে, হিতেচ্ছু ব্যক্তি ত্রিরাত্র নদীজল পান করিবে না। পারণদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে; অন্যথা ব্রতভঙ্গ হইবে। স্নান ও পূজানুষ্ঠানে নদীজল উপযোজ্য নহে। সপ্ত বংশপাত্র ও সপ্ত মণিকা দান করিয়া বিশুদ্ধ অন্ন সকল ভোজন করিবে। কটু, অম্ল ও মধুবর্জ্জিত হবি-ষ্যান্ন ভোজন করিতে হইবে। শিলাপিষ্ট মাষান্ন সযত্নে পরিত্যাগ করিবে ।৯—২৪। হে দ্বিজোত্তম! এইরূপে বর্ষত্রয় যাবৎ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তৃতীয় বৎসরে ব্রত সমাধা করিয়া পরে তাহার উদ্যাপন করিবে। হে নারদ! উদ্যাপনে কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছিত গো এবং কৃষ্ণতিল সকল দান করিবে। ব্রতকারী পতি-পত্নী যথাশক্তি সুবর্ণ দান

হৈমঞ্চ বরুণং কুর্য্যান্নদীরূপেণ নারদ।
মণ্ডলং বারুণঞ্চৈব সর্ব্বতোভদ্রমেব চ॥ ২৭
কুম্ভং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য সোপহারং প্রতিষ্ঠিতম্‌।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা ততো বিপ্রায় দাপয়েৎ॥
ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা যথাবিত্তানুসারতঃ।
গুরবেঽর্চ্চিতশীলায় সর্ব্বশাস্ত্ররতায় চ॥ ২৯
এবং কৃতে তদা বিদ্বন্‌ পরিপূর্ণং ব্রতং ভবেৎ।
সৌভাগ্যসুখসম্পত্তিঃ সন্ততিশ্চাক্ষয়া ভবেৎ॥
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি চিরং স্বর্গে মহীয়তে।
দেবপত্নীভিরাচীর্ণমৃষিপত্নীভিরেব চ॥ ৩১
নাগসিদ্ধাঙ্গনাভিশ্চ ব্রতমেতৎ পুরাকৃতম্‌।
নদীত্রিরাত্রমতুলং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।
সৌভাগ্যং সন্ততিঞ্চৈব নিশ্চয়ং প্রাপ্নুতে সদা॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে নদীত্রিরাত্রব্রতং নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭০॥

করিয়া নদীর আকারে হৈম বরুণ নির্ম্মাণ করিবে, পরে বারুণ মণ্ডল অথবা সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তথায় উপহারযুক্ত কুম্ভ স্থাপন করিবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে উহা দান করিবে। অতঃপর বিভবানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং সচ্চরিত্র সর্ব্বশাস্ত্ররত গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে। হে বিদ্বন্‌! এইরূপ করিলে ব্রত পরিপূর্ণ হইবে। ইহাতে সৌভাগ্য সুখ সম্পত্তি এবং অক্ষয় সন্ততি লাভ হইবে। ব্রতকর্ত্তা কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না এবং চিরদিন স্বর্গে বিহার করিবে। পুরাকালে দেব-ঋষি-নাগ ও সিদ্ধপত্নীগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই নদীত্রিরাত্র ব্রত অতুলনীয়। এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ? মানব এই ব্রতাচরণে নিশ্চয় সৌভাগ্য ও সন্ততি লাভ করে। ২৫—৩২।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
সূত জীব চিরং সাধো ত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
সংবাদো হ্যদ্ভুতঃ প্রোক্তো যশ্চাসীন্নারদেশয়োঃ
ভগবন্নামমহিমা নারদেন মহাত্মনা।
কীদৃক্‌ শ্রুতঃ সমাখ্যাহি শ্রদ্ধয়া শৃণ্বতাং গুরো॥২

সূত উবাচ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে পুরাবৃত্তং বদাম্যহম্‌।
যস্মিন্‌ শ্রুতে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণে ভক্তির্বিবর্দ্ধতে
একদা নারদো দ্রষ্টুং পিতরং সুসমাহিতঃ।
জগাম মেরুশিখরং সিদ্ধচারণসেবিতম্‌॥ ৪
তত্র দেবং সমাসীনং ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্‌।
নমস্কৃত্যাব্রবীদ্বিপ্রা নারদো মুনিসত্তমঃ॥ ৫

নারদ উবাচ।
নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তির্বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো।
কীদৃক্‌ তু নামমহিমা অব্যয়স্য মহাত্মনঃ॥ ৬
যোঽয়ং বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাদয়ং নারায়ণো হরিঃ।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সাধো সূত! চিরজীবী হও, তুমি অতি করুণ চিত্তে নারদ ও মহাদেবের এই অদ্ভুত সংবাদ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলে। মহাত্মা নারদ ভগবানের নামমহিমা কিরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বল; আমরা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—মুনিগণ! শ্রবণ করুন, আমি পুরাবৃত্ত বলিতেছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ইহা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! একদা নারদ মুনি পিতা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সিদ্ধ-চারণ-সেবিত মেরুশিখরে গমন করেন। সেখানে গিয়া মুনিসত্তম নারদ জগৎপতি ব্রহ্মাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ১—৫। নারদ বলিলেন,—হে প্রভো! বিশ্বপতে! মহাত্মা অব্যয় পুরুষের নামের যাবতী শক্তি আছে, আপনি তাহা বলুন, উঁহার নামমহিমা কি প্রকার? যিনি সেই অব্যয় পুরুষ, তিনিই

পরমাত্মা হৃষীকেশঃ সর্ব্বজীবেষু সঙ্গতঃ॥ ৭
মায়াবিমোহিতাঃ সর্ব্বে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
নৈব জানন্ত্যসারেঽস্মিন্ নরা মূঢ়াঃ কলৌ যুগে
ব্রহ্মোবাচ।
অস্মিন্ কলৌ বিশেষেণ নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
ভক্তিঃ কার্য্যা যথা বৎস তথা ত্বং শ্রোতুমর্হসি॥
দৃষ্টং পরেষাং পাপানামনুক্তানাং বিশোধনম্।
বিষ্ণোর্জিষ্ণোঃ প্রযত্নেন স্মরণং পাপনাশনম্॥
মিথ্যা জ্ঞাত্বা ততঃ সর্ব্বং হরের্নাম পঠন্ জপন্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্
যে বদন্তি নরা নিত্যং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তস্যোচ্চারণমাত্রেণ বিমুক্তাস্তে ন সংশয়ঃ॥১২
প্রায়শ্চিত্তানি সর্ব্বাণি কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্।
প্রাতর্নিশি তথা সায়ং মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্॥১৩
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ।
বিষ্ণুসংস্মরণাদেব সমস্তক্লেশসঙ্ক্ষয়ে॥ ১৪
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিষ্ণোস্তু কীর্ত্তনাৎ
বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু॥ ১৫
তদক্ষয়ং বিজানীয়াদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্॥ ১৬
ক্ব জপো বাসুদেবস্য মুক্তিবীজমনুত্তমম্।
তন্মুখং পরমং তীর্থং যত্রাবর্ত্তং বিতন্বতী॥ ১৭
নমো নারায়ণায়েতি ভাতি প্রাচী সরস্বতী।
তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুস্মরণাৎ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮
ন যাতি নরকং পুত্র সঙ্ক্ষীণকলিকল্মষঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভাষিতং মম সুব্রত॥
নামোচ্চারণমাত্রেণ মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাম রামেতি রামেতি রামেতি চ পুনর্জপন্॥২০
স চাণ্ডালোঽপি পূতাত্মা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ
কুরুক্ষেত্রং তথা কাশী গয়া বৈ দ্বারকা তথা॥
সর্ব্বং তীর্থং কৃতং তেন নামোচ্চারণমাত্রতঃ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি ইতি বা যো জপন্ পঠন্
ইহ লোকং পরিত্যজ্য মোদতে বিষ্ণুসন্নিধৌ।
নৃসিংহেতি মুদা বিপ্র সততং প্রজপন্ পঠন্॥২৩

সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর নারায়ণ হরি পরমাত্মা ও সর্ব্ব জীবন্তর্যামী হৃষীকেশ। এই অসার কলিযুগে মূঢ় নরগণ মায়ামোহিত হইয়াই ভগবান্ অধোক্ষজকে জানিতে পারে না। ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! এই কলিযুগে নামোচ্চারণপূর্ব্বক ভগবনে যাহাতে বিশেষ ভাবে ভক্তি স্থাপন করিতে হয়, তুমি তাহাই এক্ষণে শ্রবণ কর। দেখা যায়, যত্নপূর্ব্বক জিষ্ণু বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রেই অন্য অনুক্ত পাপসকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা বুঝিয়াও হরির নাম পাঠ ও জপ করে, সেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে উপনীত হইয়া থাকে। যে সকল নর 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় নিত্য উচ্চারণ করে, সেই উচ্চারণ মাত্রেই সে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণানুস্মরণই পরম প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। নর প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে এবং রাত্রিতে নারায়ণ স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রেই সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়। বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনে স্বর্গপ্রাপ্তি এবং মুক্তিপ্রাপ্তিও হইয়া থাকে। জপ হোম ও অর্চ্চনাদি ব্যাপারে বাসুদেবেই যাহার মন নিবিষ্ট, তাহার অনুষ্ঠিত জপাদি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত অক্ষয় বলিয়াই জানিবে। কোথায় পুনরাবৃত্তি-লক্ষণ স্বর্গগমন আর কোথায়ই বা মুক্তিমূলক বাসুদেবনাম-জপ? যথায় 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া আবর্ত্তবিস্তারপূর্ব্বক প্রাচী স্বরস্বতী প্রতিভাত হইতেছেন, সেই মুখই পরম তীর্থ। অতএব বৎস! দিবারাত্র বিষ্ণুস্মরণেই নর ক্ষীণকলিকল্মষ হইয়া নরকে প্রয়াণ করে না। হে সুব্রত! ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়াই বলিতেছি।৬—১৯। নর নামোচ্চারণ মাত্রেই মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। বারম্বার রাম রাম জপ করিলে চণ্ডাল ব্যক্তিও নিশ্চয়ই পূতচিত্ত হইয়া থাকে। নামোচ্চারণ মাত্রেই মানবের কুরুক্ষেত্র, গয়া, কাশী, ও দ্বারকা প্রভৃতি সর্ব্ব তীর্থের সেবা করা হয়। যে জন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম জপ ও পাঠ করে, সে অন্তে ইহলোক পরিহারপূর্ব্বক

মহাপাপাৎ প্রমুচ্যেত কলৌ ভাগবতো নরঃ।
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্
এতজ্‌জ্ঞাত্বা নিমগ্নাশ্চ জগদাত্মনি কেশবে ॥ ২৫
সর্ব্বপাপপরিক্ষীণা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা ॥২৬
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী ততঃ স্মৃতঃ;
এতে দশাবতারাশ্চ পৃথিব্যাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এতেষাং নামমাত্রেণ ব্রহ্মহা শুধ্যতে সদা ॥ ২৭
প্রাতঃ পঠন্ জপন্ ধ্যায়ন্ বিষ্ণোর্নাম যথা তথা
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ স বৈ নারায়ণো ভবেৎ ॥

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা বৈ নারদো হ্যেতদ্বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ২৯
উবাচ পিতরং তত্র কিমুক্তং দেবসত্তম।
দেবাঃ সহস্রশঃ সন্তি রুদ্রাঃ সন্তি সহস্রশঃ ॥ ৩০
পিতরঃ সন্তি শতশো যক্ষাশ্চ কিন্নরাস্তথা।
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে কেচিদ্দেবযোনয়ঃ
তেষাং নাম্না চ মাহাত্ম্যং শ্রুতং দৃষ্টং তথা ন চ
শ্রীবিষ্ণোর্নামমাহাত্ম্যং যাদৃশঞ্চ শ্রুতং ময়া।
যস্য বৈ নামমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২
কিং বৈ তীর্থে কৃতে দেব পৃথিব্যামটনে কৃতে
যস্য বৈ নামমহিমা শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩
তন্মুখন্তু মহত্তীর্থং তন্মুখং ক্ষেত্রমেব চ ॥ ৩৪
যন্মুখে রামরামেতি তন্মুখং সর্ব্বকামিকম্।
কানি বৈ তস্য নামানি কতি বীর্য্যাণি সুব্রত।
তৎসর্ব্বঞ্চ বিশেষেণ মম ব্রূহি পিতামহ ॥ ৩৫

ব্রহ্মোবাচ।

ব্যাপকোঽয়ং সদা বিষ্ণুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
অনাদিনিধনঃ শ্রীমান্ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
যস্মাদহং হি সঞ্জাতো সোঽয়ং বিষ্ণুঃ সদাবতু ॥
সোঽয়ং কালস্য কালো বৈ সোঽয়ং মম তু পূর্ব্বজঃ।

কৃষ্ণসন্নিধানে বিহার করিয়া থাকে। হে বিপ্র! যে জন সর্ব্বদা সহর্ষে 'নৃসিংহ' এই নাম জপ ও পাঠ করে, সেই মহাভাগবত পুরুষ মহাপাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকেন। সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে অর্চ্চনা করিয়া নর যে ফল প্রাপ্ত হয়, কলিকালে কেবল কেশবনামোচ্চারণেই সেই ফল হইয়া থাকে। ইহা বুঝিয়া জনগণ বিশ্বাত্মা কেশবে চিত্ত নিবেশ করিবে; ইহাতেই তাহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে উপনীত হইবে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কী, পৃথিবীতে ভগবানের এই দশাবতার কীর্ত্তিত, ইঁহাদের নামোচ্চারণ মাত্র ব্রহ্মহত্যাকারীও শুদ্ধিলাভ করে। প্রভাতে যে কোনরূপে বিষ্ণুর নাম পাঠ, জপ ও ধ্যান করিলে নর মুক্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অধিকন্তু ঐ নর নারায়ণরূপ হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—নারদ এই কথা শুনিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং পিতাকে বলিলেন,—দেববর! আপনি এ কি কহিলেন? সহস্র সহস্র দেব, সহস্র সহস্র রুদ্র এবং শত শত পিতৃ, যক্ষ, কিন্নর, ভূত, প্রেত, পিশাচ ও অন্যান্য দেবযোনি আছেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নামমাহাত্ম্য যেরূপ শুনিলাম, তাঁহাদের নামমাহাত্ম্য যেরূপ শুনি নাই এবং দেখিও নাই। শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ মাত্রেই নর মুক্তি লাভ করে; সুতরাং হে হে দেব! তীর্থসেবন বা পৃথিবীপর্য্যটন এ উভয় দ্বারা কি ফল হইবে? বিষ্ণুর নাম মাহাত্ম্যশ্রবণেই মোক্ষলাভ নিশ্চিত। এ সংসারে তাহার মুখই মহাতীর্থ এবং তাহার মুখই পুণ্যক্ষেত্র, যাহার মুখে 'রাম রাম' এই নাম নিত্য উচ্চারিত হয়। হে সুব্রত! পিতামহ! বিষ্ণুর কি কি নাম এবং সেই সেই নামের শক্তি কি পরিমাণ, তৎসমস্ত আমার নিকট বিশেষরূপে বলুন।২০--৩৫। ব্রহ্মা কহিলেন,—বিষ্ণু সর্ব্বদা ব্যাপক, পরমাত্মা সনাতন, অনাদিনিধন, শ্রীমান্, ভূতাত্মা ও ভূতভাবন। আমি যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, ইনিই সেই বিষ্ণু, ইনিই সদা রক্ষা করুন। ইনিই

অক্ষয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষো মতিমানব্যয়ঃ পুমান্ ॥৩৮
শেষশায়ী সদা বিষ্ণুঃ সহস্রশীর্ষা মহৎপ্রভুঃ।
সর্ব্বভূতময়ঃ সাক্ষাদ্বিশ্বরূপো জনার্দ্দনঃ॥ ৩৯
কৈটভারিরয়ং বিষ্ণুর্ধাতা দেবো জগৎপতিঃ।
তস্যাহং নাম গোত্রঞ্চ ন বেদ্মি পুরুষর্ষভ॥ ৪০
বেদবাদ্যপ্যহং তাত নাহং জ্ঞাতা কদাচন।
অতস্ত্বং গচ্ছ দেবর্ষে যত্রাস্তি কিল বিশ্বরাট্॥
স চ তত্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং তে কথয়িষ্যতি।
স এব পুরুষঃ শ্রীমান্ কৈলাসাধিপতিঃ সদা ॥৪২
সর্ব্বেষাং বিষ্ণুভক্তানাময়ং শ্রেষ্ঠঃ পরাৎপরঃ।
পঞ্চবক্ত্রো হ্যুমাকান্তঃ সর্ব্বদুঃখনিবর্হণঃ ॥৪৩
বিশ্বেশ্বরো বিশ্বনাথঃ সর্ব্বদা ভক্তবৎসলঃ।
তত্র গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যতি॥ ৪৪
পিতুর্বচনমাকর্ণ্য তত্র গন্তুং প্রচক্রমে।
বিজ্ঞাতুং নামমাহাত্ম্যং কৈলাসভবনং প্রতি ॥৪৫
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবো নিত্যং তিষ্ঠতি ভূতিদঃ
দদর্শ নারদস্তত্র দেবং তং সুরপূজিতম্॥ ৪৬
কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং ত্রিনেত্রং শূলপাণিনম্॥ ৪৭
কপালিনং সখট্বাঙ্গং তীক্ষ্ণশূলাসিধারিণম্।
পিনাকধারিণং ভীমং বরদং বৃষবাহনম্॥ ৪৮
ভস্মাঙ্গং ব্যালশোভাঢ্যং শশাঙ্ককৃতশেখরম্।
নীলজীমূতসঙ্কাশং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥ ৪৯
ক্রীড়ন্তং তত্র দেবেশং সাষ্টাঙ্গং দণ্ডবৎ পুনঃ।
তং দৃষ্ট্বা তু মহাদেবে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥
বৈষ্ণবানাং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রাহ বান্ধবসত্তমম্।
কস্মাদিহ সমায়াতো বদ দেবর্ষিসত্তম॥ ৫১

নারদ উবাচ।

একস্মিন্নেব কালে তু গতোঽহং ব্রহ্মণো-
হন্তিকম্।
শ্রুতং তত্র ময়া দেব বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥৫২
ব্রহ্মণা কথিতং তত্র মমাগ্রে দেবসত্তম।
নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ সা শ্রুতা ব্রহ্মণো
মুখাৎ।

কালের কাল, আমরাও পূর্ব্বজাত, অক্ষয়, পুণ্ডরীকাক্ষ, মতিমান্, অব্যয় পুরুষ। এই বিষ্ণুই সদা শেষশায়ী, সহস্রশীর্ষ, মহাপ্রভু, সর্ব্বভূতময়, সাক্ষাৎ বিশ্বরূপী, জনার্দ্দন, কৈটভারি, ধাতা, জগৎপতি! হে পুরুষর্ষভ! তাঁহার নাম গোত্র আমি জানি না। হে তাত! আমি বেদবাদী হইয়াও তাঁহাকে কখন জানি না। অতএব হে দেবর্ষে! যথায় বিশ্বরাট্ বিরাজ করেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তিনিই তোমায় ইহার সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিবেন। সেই শ্রীমান্ পুরুষ কৈলাসাধিপতি সমস্ত বিষ্ণুভক্তের মধ্যে তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। তিনি পঞ্চবক্ত্র, উমাকান্ত, সর্ব্বদুঃখহারী, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ, সর্ব্বদা ভক্তবৎসল। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহার নিকট যাও; তিনিই তোমায় সমস্ত বিষয় বলিবেন। দেবর্ষি নারদ পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া নামমাহাত্ম্য জানিবার নিমিত্ত কৈলাস গমনোদ্যত হইলেন। এই কৈলাসভবনেই ভূতিপ্রদ বিশ্বেশ্বর দেব নিত্য বিরাজমান। নারদ কৈলাসে গিয়া সেই সুরপূজিত দেবকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—তিনি কৈলাসশিখরবাসী, দেবদেব, জগদ্গুরু, পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, ত্রিনেত্র, শূলপাণি, কপালী, খট্বাঙ্গ ও তীক্ষ্ণশূলাসিধারী, পিনাকপাণি, ভীষণ, বরদ, বৃষবাহন, ভস্মভূষিতাঙ্গ, সর্পশোভিত, চন্দ্রশেখর, নীলজীমূতনিভ এবং কোটিসূর্য্যসমপ্রভ সেই দেবদেব তথায় ক্রীড়া করিতেছেন। নারদ তাঁহাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। মহাদেব নারদকে দেখিয়া প্রথমে বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্র হইলেন।৩৬—৫০। পরে সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেবদেব নারদকে কহিলেন,—হে দেবর্ষিবর! কিজন্য হেথায় আগমন করিয়াছেন! নারদ কহিলেন—আমি একদা ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম। সেখানে ব্রহ্মোক্ত বিষ্ণুর উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। বিষ্ণুনামের যাবতী শক্তি আছে, তাহাও ব্রহ্মার মুখে শুনিলাম। পরে তাঁহার

ততঃ পৃষ্টং ময়া পূর্ব্বং বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
তদাহং ব্রহ্মা প্রোক্তো নাহং জানামি নারদ ॥
জানাত্যেষঃ মহারুদ্রস্তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যতি।
মহাশ্চর্য্যেস্ত সম্প্রাপ্য হ্যাগতস্তব সন্নিধৌ ॥ ৫৫
অস্মিন্ কলিযুগে ঘোরেঽল্পায়ুষশ্চৈব মানবাঃ।
বিধর্ম্মে রতা নিত্যং নামনিষ্ঠা ন বৈ পুনঃ ॥৫৬
পাষণ্ডিনস্তথা বিপ্রা ধর্ম্মেষু বিরতাঃ সদা।
সন্ধ্যাহীনা ব্রতভ্রষ্টা দুষ্টা মলিনরূপিণঃ। ৫৭
যথা বিপ্রাস্তথা ক্ষত্রা বৈশ্যাশ্চৈব পুনঃপুনঃ।
এবং শূদ্রাস্তথান্যে চ ন বৈ ভাগবতা নরাঃ ॥৫৮
শূদ্রা দ্বিজাতিবাহ্যাশ্চ কলৌ বিশ্বেশ্বর প্রভো।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন জানন্তি হিতং বাহিতমেব বা ॥ ৫৯
এবং জ্ঞাত্বা হ্যহং স্বামিন্নাগতঃ সন্নিধৌ তব।
পুনশ্চ নামমাহাত্ম্যং শ্রুতং বৈ ব্রহ্মণো মুখাৎ ॥
ত্বং দেবঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বং নাথো মম সর্ব্বদা।
ত্রিপুরারিশ্চ বিশ্বাত্মা ধাতা ত্বঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৬১
কথয়স্ব প্রসাদেন বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
সৌভাগ্যজননং পুংসাং পরং ভক্তিকরং সদা ॥
ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মদঞ্চ ক্ষত্রিয়াণাং জয়প্রদম্।
বৈশ্যানাং ধনদং নিত্যং শূদ্রাণাং সুখদায়কম্ ॥
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বৎসকাশান্মহেশ্বর।
ত্বং সমর্থোঽসি ভক্তানাং সর্ব্বদা কেশবং প্রতি
কথয়স্ব প্রসাদেন যদি গোপ্যং ন সুব্রত।
ইদং পবিত্রং পরমং সর্ব্বতীর্থময়ং সদা ॥ ৬৫
অতো বৈ শ্রোতুমিচ্ছামি বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো
শ্রুত্বা নারদবাক্যানি বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
রোমাঞ্চিতস্ততো জাতো বিষ্ণোর্নামানি সংস্মরন্ ॥ ৬৭

ঈশ্বর উবাচ।

এতদ্গোপ্যং পরং ব্রহ্মন্ বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
এতচ্ছ্রুত্বা নরো বৎস ন লভেদ্দুর্গতিং ক্বচিৎ।
কদাচিচ্চ গতে কালে পার্ব্বতী মামুবাচ হ ॥৬৮

পার্ব্বত্যুবাচ।

কৈলাসাধিপতে ত্বং কথয়স্ব যথাতথম্।

নিকট আমি বিষ্ণুর সহস্র নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—নারদ! আমি তাহা জানি না। একমাত্র মহারুদ্রই জানেন; তিনিই তোমাকে ঐ সকল নাম বলিবেন। ইহা শ্রবণে আমি অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনার নিকট আসিলাম। এই ঘোর কলিযুগে মানবগণ অল্পায়ু, নিত্য বিধর্ম্মরত, ভগবানের নামে নিষ্ঠাহীন, পাষণ্ডী, ধর্ম্মকর্ম্মবিমুখ, সন্ধ্যাহীন, ব্রতভ্রষ্ট, দুষ্ট ও মলিনস্বভাব; ইহাদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণগণ, তেমনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য মানব—কেহই ভগবদ্ভক্ত নহে। হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! এই কলিতে কি শূদ্রগণ, কি ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতি, কাহারও ধর্ম্মাধর্ম্ম বা হিতাহিত জ্ঞান নাই। হে স্বামিন্! ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। ভগবানের নামমাহাত্ম্য ব্রহ্মার মুখে শুনিয়াছি। আপনি দেব, আমার এবং সমস্ত দেবতার নাথ; আপনি ত্রিপুরারি বিশ্বাত্মা ও ধাতা; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট বিষ্ণুর সহস্র নাম ব্যক্ত করুন। উহা সৌভাগ্যজনক নরগণের পরম ভক্তিকর, ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মপ্রদ, ক্ষত্রিয়গণের জয়প্রদ, বৈশ্যগণের ধনপ্রদ এবং শূদ্রগণের নিত্য সুখদায়ক। হে মহেশ্বর! আমি উহা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি সমর্থ এবং সর্ব্বদা কেশব ভক্ত। হে সুব্রত! যদি উহা গোপ্য না হয়, তবে প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট বলুন। উক্ত নামসহস্র পরম পবিত্র এবং সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থময়। সুতরাং আমার উহা শুনিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! আপনি উহা ব্যক্ত করুন।৫১—৬৬। মহাদেব নারদের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্র হইলেন। বিষ্ণুর নামনিচয়স্মরণে তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। তিনি কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! এই বিষ্ণুনামসহস্র পরম গোপ্য। বৎস! ইহা শ্রবণ করিয়া নর কখন দুর্গতি লাভ করে না। একদা পার্ব্বতী আমায় বলিয়াছিলেন, হে কৈলাসাধিপতে!

ত্বং কিং জপসি দেবেশ পরৈশ্বর্য্যসমাহিতঃ ॥ ৬৯
সদা ত্বং ভস্মলিপ্তাঙ্গঃ কৃত্তিবাসাঃ সদা কথম্।
জটাধরঃ কথং জাতো বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো ॥৭০
ত্বং দেবঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বং গুরুঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ত্বং পতির্মম বিশ্বেশ বিশ্বনাথ জগৎপ্রভো ॥৭১
মহাদেব উবাচ।
ইতি পৃষ্টং মম ব্রহ্মন্ পার্ব্বত্যা চ পুনঃপুনঃ।
তদা সর্ব্বং ময়াখ্যাতং তস্যাশ্চাগ্রে বিশেষতঃ॥
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি যদুক্তং পার্ব্বতীং প্রতি।
যেন প্রসন্নো ভগবান্ মুক্তিদাতা ন সংশয়ঃ ॥৭৩
মমায়স্তু পিতা সাক্ষাদ্বন্ধুশ্চৈব তু সর্ব্বদা।
তস্যাহং সর্ব্বদা ভক্তো হ্যয়ং মম পতিঃ সদা ॥৭৪
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ৭৫
সূত উবাচ।
এবমুক্ত্বা নারদায় কথয়ামাস বৈ দ্বিজাঃ।
উমায়ৈ যৎপুরা প্রোক্তং বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
মহেশাচ্চৈব তৎপ্রাপ্তং কৈলাসে নারদেন বৈ
কদাচিদ্দৈবযোগেন কৈলাসাৎ স সমাগতঃ।
নৈমিষারণ্যসংজ্ঞন্তু তীর্থং বৈ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৭৭
তত্রস্থা ঋষয়ঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তমৃষিসত্তমম্।
পূজাং চক্রুর্বিশেষেণ নারদায় মহাত্মনে ॥ ৭৮
আগতং নারদং জ্ঞাত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিং প্রচক্রুস্তে বৈষ্ণবা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৯
পাদ্যমর্ঘ্যং ততঃ কৃত্বা কৃত্বা চারাত্রিকং ততঃ।
নিবেদ্য ফলমূলানি দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥৮০
উচুশ্চ কৃতকৃত্যাঃ স্ম দেশে হ্যস্মিন্ মহামুনে।
ভবতো দর্শনং জাতং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥৮১
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশ পুরাণানি শ্রুতানি চ।
ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥৮২
বিনা দানেন তপসা বিনা তীর্থতপোমখৈঃ।
বিনা দানৈর্বিনা ধ্যানৈর্বিনা চেন্দ্রিয়নিগ্রহৈঃ।

আমার নিকট যথাযথ বৃত্তান্ত বলুন। হে হে দেবেশ! আপনি পরম ঐশ্বর্য্যে সমাহিত হইয়া সর্ব্বদা কি জপ করিয়া থাকেন? কেন আপনি সদা ভস্মলিপ্তাঙ্গ? কিজন্য আপনি কৃত্তিবাস? কেন আপনি জটাধর? হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! ইহা আমার নিকট বলুন। হে জগৎপ্রভো, বিশ্বনাথ! আপনি আমার পতি। আপনি সর্ব্বদেবের দেব এবং সর্ব্ব কর্ম্মের গুরু! মহাদেব কহিলেন, —হে ব্রহ্মন্! পার্ব্বতী পুনঃপুনঃ আমায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তখন তাঁহার নিকট সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিলাম। হে নারদ! শ্রবণ কর, পর্ব্বতীর নিকট যাহা বলিয়াছিলাম, ইহা শ্রবণে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া নিশ্চয় মুক্তি প্রদান করেন। আমি বলিয়াছিলাম,—সেই ভগবান্ই আমার সাক্ষাৎ পিতা এবং তিনিই আমার নিত্য বন্ধু। তাঁহার আমি সদা ভক্ত এবং তিনিই আমার পতি। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। সূত কহিলেন— হে দ্বিজগণ! মহাদেব নারদকে এই কথা কহিয়া উমার নিকট পূর্ব্বে যে বিষ্ণুনামসহস্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। নারদ কৈলাসবাসে মহেশের নিকট উহা লাভ করেন। একদা দৈব ঘটনায় তিনি কৈলাস হইতে পরমাদ্ভুত নৈমিষারণ্য তীর্থে আগমন করিলে, তত্রত্য ঋষিগণ সকলেই সেই ঋষিপ্রবর নারদকে দেখিয়া পূজা করিলেন। মহাত্মা নারদ নৈমিষীয় ঋষিগণের নিকট বিশেষভাবেই পূজিত হইলেন। তত্রত্য দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ নারদ আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নারদকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আরাত্রিক করিলেন এবং ফলমূল নিবেদন করিয়া দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন। ৬৯-৮০। অনন্তর তাঁহারা বলিলেন,—হে মহামুনে! আমরা এ স্থানে থাকিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। আপনি পবিত্র এবং পাপহর। হে দেবেশ! ভবৎপ্রসাদে আমরা বহু পুরাণ শ্রবণ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! কোন্ উপায় অবলম্বনে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়? দান, তপস্যা, তীর্থসেবা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-

বিনা শাস্ত্রসমূহৈশ্চ কথং মুক্তিরবাপ্যতে ॥ ৮৩
নারদ উবাচ ।
কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্ ।
প্রণিপত্য মহাদেবং পর্য্যপৃচ্ছদুমা প্রিয়ম্ ॥ ৮৪
পার্ব্বত্যুবাচ ।
ভগবংস্ত্বং পরো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ ।
স ত্বমভ্যর্চ্চ্যতে দেবৈরিন্দ্রসূর্য্যাদিকৈরপি ॥৮৫
লভন্তেঽভিমতাং সিদ্ধিং সর্ব্বেঽভ্যর্চ্চ্য বরপ্রদম্
ত্বং জন্মমৃত্যুরহিতঃ স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥ ৮৬
সদা ধ্যায়সি কিং স্বামিন্ দিগ্‌বাসা মদনান্তকঃ
তপশ্চরসি কস্মাত্ত্বং জটিলো ভস্মধূসরঃ ॥ ৮৭
কিং বা জপসি দেবেশ পরং কৌতূহলং হি মে
অনুগ্রাহ্যা যদা তেঽস্মি তত্ত্বং কথয় সুব্রত ॥৮৮
মহাদেব উবাচ ।
নেদং কস্যাপি কথিতং গোপনীয়মিদং মম ।
কিন্তু বক্ষ্যামি তে ভদ্রে ত্বং ভক্তাসি
প্রিয়াসি মে ॥ ৮৯

পুরা সত্যযুগে দেবি বিশুদ্ধমতয়োঽখিলাঃ ।
যজন্তি বিষ্ণুমেবৈকং জ্ঞাত্বা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥৯০
প্রয়ান্তি পরমামৃদ্ধিমৈহিকামুষ্মিকীং প্রিয়ে ।
যাং ন প্রাপ্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ ক্লেশসংযুতাঃ
তে তাং গতিং প্রপদ্যন্তে যে নামকৃতনিশ্চয়াঃ
মন্মুখাদপি সংশ্রুত্য দেবা বিষ্ণুবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৯২
বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বিভ্রান্তচেতসঃ ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিং পরং পদম্
তুলাপুরুষদানাদ্যৈরশ্বমেধাদিভির্মখৈঃ ।
বারাণসীপ্রয়াগাদিতীর্থস্নানাদিভিঃ প্রিয়ে ॥ ৯৪
গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিত্র্যৈর্বেদপাঠাদিভির্জপৈঃ ।
তপোঽভিরুগ্রৈর্নিয়মৈর্যমৈর্ভূতদয়াদিভিঃ ।
গুরুশুশ্রূষণৈঃ সেব্যৈর্ধর্ম্মৈর্বর্ণাশ্রমান্বিতৈঃ ॥ ৯৫
জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক্ চরিতৈর্জন্মকোটিভিঃ
ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্
সর্ব্বভাবৈঃ সমাশ্রিত্য পুরাণপুরুষোত্তমম্ ॥ ৯৭

সংযম, শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত কিরূপে মুক্তি লাভ করা যায়? নারদ কহিলেন,—কৈলাস-শিখরাসীন দেবদেব জগদ্‌গুরু মহাদেবকে পূর্ব্বে উমাদেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আপনি পরম দেব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-পূজিত; ইন্দ্র সূর্য্যাদি দেবগণ আপনাকে অতি মাত্র অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আপনি বরপ্রদ, আপনাকে অর্চ্চনা করিয়া সকলেই অভিমত সিদ্ধি লাভ করেন। আপনি জন্ম-মরণবর্জ্জিত, স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও কামদমনান্তে দিগ্‌বসনে সর্ব্বদা কাহার ধ্যান করেন? আপনি জটাধর ও ভস্মধূসর হইয়া কিসের জন্য তপস্যা করেন? কাহার নাম জপ করিয়া থাকেন? হে দেবেশ! আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে, আমি যদি আপনার অনুগ্রহযোগ্যা হই, তবে আমার নিকট উহা প্রকাশ করিয়া বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে শুভে! ইহা অতি গোপ-নীয়; কাহারও নিকট পূর্ব্বে আমি বলি নাই। কিন্তু তুমি আমার ভক্তা এবং প্রিয়-তমা, তাই তোমার নিকট ইহা বলিব। হে দেবি! পূর্ব্বে সত্যযুগে নিখিল মানব বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া ঐহিক পারত্রিক পরম ঋদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সমস্তদেব ও সমস্ত ঋষি অতিক্লেশেও যে গতি প্রাপ্ত হন না, আমার মুখে বিষ্ণুর নাম শ্রবণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই গতিই প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। বিষ্ণুভক্তিবিমুখ দেবগণ বেদ, পুরাণ ও বিভিন্ন দর্শনাদির আলোচনায় বিভ্রান্ত-চিত্ত জনগণ কি তত্ত্ব, কি পরম পদ কিছু নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে পারে না; হে প্রিয়ে! তুলাপুরুষাদি মহাদান, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, বারাণসী ও প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে স্নান, গয়ায় কৃত পিতৃশ্রাদ্ধ, বেদপাঠ, জপ, অত্যুগ্র তপস্যা, যম, নিয়ম, ভূতদয়া, গুরুশুশ্রূষা, বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মাচরণ এবং কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত জ্ঞান ও ধ্যানাদি দ্বারাও সেই পরমমঙ্গলনিলয় বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৮১—৯৬। যে সকল মানব ভোগাসক্ত, জ্ঞান-বৈরাগ্যবিরহিত, ব্রহ্মচর্য্যাদি হীন ও সর্ব্বধর্ম্ম-

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপে।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯৮
সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পিনঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৯৯
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতস্যৈব বিধিঙ্করাঃ ॥
কিন্তু ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ নিরংহসঃ।
নির্ভয়ং বিষ্ণুনাম্নৈব যথেষ্টং পদমাগতাঃ ॥ ১০১
অলব্ধ্বা চাত্মনঃ পূজাং সম্যগারাধিতো হরিঃ।
ময়াস্মাদপি চ শ্রেষ্ঠং বাঞ্ছতাহঙ্কৃতাত্মনা ॥ ১০২
ততঃ সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ প্রসন্নো ভক্তবৎসলঃ।
অংশাংশেনাত্মনৈবৈতান্ পূজয়ামাস কেশবঃ ॥
দেবান্ পিতৄন্ দ্বিজান্ হব্যকব্যাদ্যৈঃ করুণাময়ঃ
ততঃ প্রভৃতি পূজ্যন্তে ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে প্রসাদাচ্ছার্ঙ্গধন্বনঃ।
মাঞ্চোবাচ যথা মত্তঃ পূজ্যঃ শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যসি
ত্বামারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহীষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥১০৬
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥
এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয় ॥ ১০৮
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু ॥১০৯
ততস্তং প্রণিপত্যাহমবোচং পরমেশ্বরম্।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রস্য পাপং শাম্যেৎ কথং কুরু ॥১১০
ন পুনস্ত্বদবিজ্ঞানং কল্পকোটিশতৈরপি।
তস্মান্ময় কৃতা স্পর্দ্ধা পবিত্রঃ স্যাং কথং হরে ॥
তন্মে কথয় গোবিন্দ প্রায়শ্চিত্তং যদিচ্ছসি।
ততঃ প্রসন্নো ভগবানবোচত্তমমাত্মনঃ ॥ ১১২

বর্জ্জিত, যদি অনন্যমনে তাহারাও সর্ব্বতোভাবে সেই পুরাণপুরুষবরকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জনান্তে একমাত্র বিষ্ণুর নামোচ্চারণেই নিরত হয়, তবে তাহাদের অনায়াসে যে গতি লাভ হইয়া থাকে, সে গতি ধার্ম্মিকদিগেরও ঘটে না। অতএব সর্ব্বদা বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য; কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। যে কিছু বিধি নিষেধ, সমস্তই তাঁহার অধীন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং নিষ্পাপ ঋষিগণ সকলেই বিষ্ণুনামে নির্ভয়ে যথেষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমি নিজের যোগ্য পূজা প্রাপ্ত না হইয়া অহঙ্কৃত চিত্তে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদকামনায় সম্যক্ হরিসাধনা করিলাম। তখন ভক্তবৎসল সাক্ষাৎ করুণাময় জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া নিজেই অংশাংশ ক্রমে হব্যকব্যাদি দ্বারা দেব, পিতৃ ও দ্বিজগণকে পূজা করিলেন। তখন হইতে ব্রহ্মাদি সুরগণ শার্ঙ্গধন্বার প্রসাদে চরাচরে পূজিত হইতে লাগিলেন। কেশব আমাকে কহিলেন,—হে শম্ভো! তুমি আমা অপেক্ষাও পূজ্য এবং শ্রেষ্ঠ হইবে। আমি তোমাকে আরাধনা করিয়াই সর্ব্বদা ইষ্ট বর গ্রহণ করিব। তুমি দ্বাপরাদি যুগে অংশক্রমে মানুষাদি যোনিতে জন্ম লইয়া কল্পিত আগম শাস্ত্রাদি দ্বারা জনগণকে মৎপ্রতি ভক্তিহীন করিয়া তুলিবে। আমাকে এরূপ গোপনে রাখিবে, যাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই আমি মোহ সৃষ্টি করিতেছি, ইহা দ্বারা জনগণকে মোহিত করিয়া রাখিবে। হে মহাবাহো, রুদ্র! তুমিও মোহ শাস্ত্র সকল রচনা কর। হে মহাভুজ! তুমি অসত্যকে সত্য করিয়া দেখাইয়া দাও! তুমি আপনি আত্ম প্রকাশ করিবে এবং আমাকে অপ্রকাশ রাখিবে। ৯৭—১০৯। অনন্তর আমি সেই পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া কহিলাম, প্রভো! সহস্র ব্রহ্মহত্যা পাপ কোনরূপে প্রকাশিত হইতে পারে; পরন্তু ভবদ্‌জ্ঞানের অভাব কোটি শত কল্পেও হইবার নহে। অতএব হে হরে! আমি স্পর্দ্ধা করিয়াছি, কিরূপে পবিত্র হইব, তাহা আমায় বলুন। হে গোবিন্দ! যদি আমার প্রায়শ্চিত্ত ইচ্ছা করেন, তবে তাহাও ব্যক্ত করুন। তখন

যেনাহমধিকস্তস্মাদভবং নগনন্দিনি।
তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে॥
পরমো বিষ্ণুরেবৈকস্তজ্জ্ঞানং মুক্তিসাধনম্।
শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষস্তদন্যন্মোহনায় চ॥ ১১৪
জ্ঞানং বিনা চ যা মুক্তিঃ সাম্যঞ্চ মম বিষ্ণুনা।
তীর্থাদিমাত্রতো জ্ঞানং মমাধিক্যঞ্চ বিষ্ণুতঃ॥
অভেদশ্চাস্মদাদীনাং মুক্তানাং হরিণা তথা।
ইত্যাদি সর্ব্বমোহায় কথ্যতে সতি নান্যথা।
তেনাদ্বিতীয়মহিমো জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি

পার্ব্বত্যুবাচ।

তন্মে কথয় দেবেশ যথাহমপি শঙ্কর।
সর্ব্বেশ্বরী নিরুপমা তব স্যাং সদৃশী প্রভো॥১১৭

মহাদেব উবাচ।

সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টঃ বিষ্ণোর্ভগবতঃ প্রিয়ে।
নাম্নাং সহস্রং বক্ষ্যামি মুখ্যং ত্রৈলোক্যমুক্তিদম্
অস্য শ্রীবিষ্ণোর্নামসহস্রস্তোত্রস্য শ্রীমহা-

ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। হে নগনন্দিনি! তাহাতেই আমি তাঁহা অপেক্ষা অধিক হইলাম। তখন হইতে তাঁহাকেই আমি নিত্য তপস্যা করিয়া ভজনা করি, স্তব করি এবং চিন্তা করিয়া থাকি! একমাত্র বিষ্ণুই পরম বস্তু; বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিসাধন। ইহাই শাস্ত্রসমূহের নির্ণয়; এতদ্ব্যতীত অন্য সকলেই মোহমূলক। হে সতি! জ্ঞান বিনা মুক্তি আমার বিষ্ণুর সহিত সাম্য, তীর্থাদি সেবনমাত্র জ্ঞানলাভ, বিষ্ণু হইতে আমার আধিক্য এবং অস্মদাদি মুক্ত পুরুষদিগের হরির সহিত ভেদরাহিত্য, এই সমস্তই মোহমূলক বলিয়া কথিত। সুতরাং আমিই অদ্বিতীয় মহিম এবং জগৎপূজ্য। পার্ব্বতী কহিলেন, দেবেশ! হে শঙ্কর! যাহাতে আমি আপনার সদৃশ নিরুপমা সর্ব্বেশ্বরী হইতে পারি, তাহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—প্রিয়ে! সাধু সাধু, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ্য, ত্রৈলোক্যমুক্তিপ্রদ সহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি। শ্রীবিষ্ণুর নাম সহস্র-

দেব ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ হ্রীং বীজং শ্রীং শক্তিঃ ক্লীং কীলকং চতুর্বর্গধর্ম্মকামার্থমোক্ষার্থজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ বাসুদেবায় বিদ্মহে মহাহংসায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ বিধিপূর্ব্বং যদা পঠেৎ।
তৎফলং কোটিগুণিতং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥

শ্রীবাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম ইতি হৃদয়ে, মূলপ্রকৃতিরিতি শিরঃ, মহাবরাহ ইতি শিখা, সূর্য্যবংশধ্বজ ইতি কবচম্,ব্রহ্মাদিকাম্যললিতজগদাশ্চর্য্যশৈশব ইতি নেত্রম্, যথার্থখণ্ডিতাশেষ ইত্যস্ত্রম্।
নমো নারায়ণায়েতি ন্যাসং সর্ব্বত্র কারয়েৎ।

ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণায় মহাহংসায় ধীমহি॥
ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ।

ক্লীং কৃষ্ণায় বিষ্ণবে হ্রীং রামায় ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ।

ক্ষ্রৌং নৃসিংহায় বিদ্মহে শ্রীং শ্রীকণ্ঠায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ বাসুদেবায় বিদ্মহে দেবকীসুতায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ।
ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য জপেদ্ বা বিষ্ণুমব্যয়ম্।

স্তোত্রের ঋষি মহাদেব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, হ্রীং শ্রীং ক্লীং বীজ, শক্তি ও কীলক, চতুর্ব্বর্গধর্ম্ম, কাম,অর্থ ও মোক্ষার্থ জপে ইহার বিনিয়োগ। * অতঃপর 'বাসুদেবায়' ইত্যাদি গায়ত্রী পাঠ করিয়া যথাবিধি অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে। এরূপ করিলে উহা পাঠে কোটিগুণ অধিক ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। 'শ্রীবাসুদেব' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিবে। পরে, 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস

* অতঃপর গায়ত্রী, অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও বীজমন্ত্রাদি মূলে দ্রষ্টব্য।

শ্রীনিবাসং জগন্নাথং তস্য স্তোত্রং পঠেৎসুধীঃ
ওঁ বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরঃ।
পরং ধাম পরং জ্যোতিঃ পরন্তত্ত্বং পরং পদম্॥
পরঃ শিবঃ পরো ধ্যেয়ঃ পরং জ্ঞানং পরা গতিঃ
পরমার্থঃ পরং শ্রেয়ঃ পরানন্দঃ পরোদয়ঃ॥১২২
পরোঽব্যক্তাৎ পরং ব্যোম পরমর্দ্ধিঃ পরেশ্বরঃ
নিরাময়ো নির্ব্বিকারো নির্ব্বিকল্পো নিরাশ্রয়ঃ॥
নিরঞ্জনো নিরাতঙ্কো নির্লেপো নিরবগ্রহঃ।
নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽভয়োঽচিন্ত্যো-
ঽবলোচিতঃ॥ ১২৪
অতীন্দ্রিয়োঽমিতোঽপারোঽনীশোঽনীহোঽ-
ব্যয়োঽক্ষয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বদঃ সর্ব্বভাবনঃ॥ ১২৫
সর্ব্বশাস্তা সর্ব্বসাক্ষী পূজ্যঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বদৃক্।
সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বসারঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ॥১২৬
সর্ব্বাবাসঃ সর্ব্বরূপঃ সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বদুঃখহা।
সর্ব্বার্থঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ১২৭
সর্ব্বাতিশয়িতঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বসুরেশ্বরঃ।
ষড়্‌বিংশকো মহাবিষ্ণুর্মহাগুহ্যো মহাবিভুঃ॥
নিত্যোদিতো নিত্যযুক্তো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ
মায়াপতির্যোগপতিঃ কৈবল্যপতিরাত্মভূঃ॥১২৯
জন্মমৃত্যুজরাতীতঃ কালাতীতো ভবাতিগঃ।
পূর্ণঃ সত্যঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপো নিত্যচিন্ময়ঃ॥ ১৩০
যোগপ্রিয়ো যোগগম্যো ভববন্ধৈকমোচকঃ।
পুরাণপুরুষঃ প্রত্যক্‌চৈতন্যঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৩১
বেদান্তবেদ্যো দুর্জ্ঞেয়স্তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়োঽনাদ্যঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ম্প্রভুঃ॥
সর্ব্বোপেয় উদাসীনঃ প্রণবঃ সর্ব্বতঃ সমঃ।
সর্ব্বানবদ্যো দুষ্প্রাপ্যস্তুরীয়স্তমসঃ পরঃ॥ ১৩৩
কূটস্থঃ সর্ব্বসংশ্লিষ্টো বাঙ্মনোগোচরাতিগঃ।
সঙ্কর্ষণঃ সর্ব্বহরঃ কালঃ সর্ব্বভয়ঙ্করঃ॥ ১৩৪
অনুল্লঙ্ঘ্যশ্চিত্রগতির্মহারুদ্রো দুরাসদঃ।
মূলপ্রকৃতিরানন্দঃ প্রদ্যুম্নো বিশ্বমোহনঃ॥ ১৩৫
মহামায়ো বিশ্ববীজং পরশক্তিঃ সুখৈকভূঃ।
সর্ব্বকাম্যোঽনন্তলীলঃ সর্ব্বভূতবশঙ্করঃ॥ ১৩৬
অনিরুদ্ধঃ সর্ব্বজীবো হৃষীকেশো মনঃপতিঃ।
নিরুপাধিপ্রিয়ো হংসোঽক্ষরঃ সর্ব্বনিয়োজকঃ॥
ব্রহ্মপ্রাণেশ্বরঃ সর্ব্বভূতভৃদ্দেহনায়কঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতিঃ স্বামী পুরুষো বিশ্বসূত্রধৃক্॥

করিবে। তার পর 'ক্লীং কৃষ্ণায়' ইত্যাদি গায়ত্রী পাঠ করিয়া শ্রীনিবাস, জগন্নাথ অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। পরে সুধী ব্যক্তি তদীয় স্তোত্র পাঠ করিবে।১১০—১২০। যথা—বাসুদেব, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাৎপর, পরমধাম, পরজ্যোতি, পরতত্ত্ব, পরপদ, পরশিব, পরধ্যেয়, পরজ্ঞান, পরাগতি, পরমার্থ, পরমশ্রেয়, পরানন্দ, পরোদয়, ব্যক্তাতীত, পরমব্যোম, পরমর্দ্ধি, পরেশ্বর, নিরাময়, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, নিরাশ্রয়, নিরঞ্জন, নিরাতঙ্ক, নির্লেপ, নিরবগ্রহ, নির্গুণ, নিষ্কল, অনন্ত, অভয়, অচিন্ত্য, অবলোচিত, অতীন্দ্রিয়, অমিত, অপার, অনীশ, অনীহ, অব্যয়, অক্ষয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বশাস্তা, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বদৃক্, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসার, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বাবাস, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাদি, সর্ব্বদুঃখহা, সর্ব্বার্থ, সর্ব্বতোভদ্র, সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাতিশয়িত, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসুরেশ্বর, ষড়্‌বিংশক, মহাবিষ্ণু, মহাগুহ্য, মহাবিভু, নিত্যোদিত, নিত্যযুক্ত, নিত্যানন্দ, সনাতন, মায়াপতি, যোগপতি, কৈবল্যপতি, আত্মভূ, জন্মমৃত্যুজরাতীত, কালাতীত, ভবাতিগ, পূর্ণ, সত্য, শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ, নিত্যচিন্ময়, যোগপ্রিয়, যোগগম্য, ভববন্ধৈকমোচক, পুরাণপুরুষ, প্রত্যক্‌চৈতন্য, পুরুষোত্তম, বেদান্তবেদ্য, দুর্জ্ঞেয়, তাপত্রয়-বিবর্জ্জিত, ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়, অনাদ্য, স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্প্রভু, সর্ব্বোপেয়, উদাসীন, প্রণব, সর্ব্বতঃসম, সর্ব্বানবদ্য, দুষ্প্রাপ্য, তুরীয়, তমসঃপর; কূটস্থ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, বাঙ্মনোগোচরাতিগ, সঙ্কর্ষণ, সর্ব্বহর, কাল, সর্ব্বভয়ঙ্কর, অনুল্লঙ্ঘ্য, চিত্রগতি, মহারুদ্র, দুরাসদ, মূলপ্রকৃতি, আনন্দ, প্রদ্যুম্ন, বিশ্বমোহন, মহামায়, বিশ্ববীজ, পরশক্তি, সুখৈকভূ, সর্ব্বকামী, অনন্তলীল, সর্ব্বভূত-বশঙ্কর, অনিরুদ্ধ, সর্ব্বজীব, হৃষীকেশ, মনঃপতি, নিরুপাধিপ্রিয়, হংস, অক্ষর, সর্ব্বনিয়োজক, ব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর, সর্ব্বভূতভৃৎ, দেহ-

অন্তর্যামী ত্রিধামান্তঃসাক্ষী ত্রিগুণ ঈশ্বরঃ।
যোগিগম্যঃ পদ্মনাভঃ শেষশায়ী শ্রিয়ঃ পতিঃ॥
শ্রীসদোপাস্যপাদাব্জো নিত্যশ্রীঃ শ্রীনিকেতনঃ
নিত্যং বক্ষঃস্থলস্থশ্রীঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীধরো হরিঃ॥
বশ্যশ্রীর্নিশ্চলঃ শ্রীদো বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধিমন্দিরঃ।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কো মাধবো জগদার্ত্তিহা॥
শ্রীবৎসবক্ষা নিঃসীমকল্যাণগুণভাজনঃ।
পীতাম্বরো জগন্নাথো জগৎত্রাতা জগৎপিতা॥
জগদ্বন্ধুর্জগৎস্রষ্টা জগদ্ধাতা জগন্নিধিঃ।
জগদেকস্ফুরদ্বীর্য্যোঽনহংবাদী জগন্ময়ঃ॥ ১৪৩
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থঃ সর্ব্বরঞ্জিতঃ।
সর্ব্বামোঘোদ্যমো ব্রহ্মরুদ্রাদ্যুৎকৃষ্টচেতনঃ॥১৪৪
শম্ভোঃ পিতামহো ব্রহ্মপিতা শক্রাদ্যধীশ্বরঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ঃ সর্ব্বদেবমূর্ত্তিরনুত্তমঃ॥ ১৪৫
সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতম্‌।
যজ্ঞভুগ্‌যজ্ঞফলদো যজ্ঞেশো যজ্ঞভাবনঃ॥১৪৬
যজ্ঞত্রাতা যজ্ঞপুমান্‌ বনমালী দ্বিজপ্রিয়ঃ।
দ্বিজৈকমানদো বিপ্রকুলদেবোঽসুরান্তকঃ॥
সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ সর্ব্বসজ্জনানন্যপালকঃ।
সপ্তলোকৈকজঠরঃ সপ্তলোকৈকমণ্ডনঃ॥ ১৪৮
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃচ্চক্রী শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ।
শঙ্খভৃন্নন্দকী পদ্মপাণির্গরুড়বাহনঃ॥ ১৪৯
অনির্দ্দেশ্যবপুঃ সর্ব্বপূজ্যস্ত্রৈলোক্যপাবনঃ।
অনন্তকীর্ত্তির্নিঃসীমপৌরুষঃ সর্ব্বমঙ্গলঃ॥ ১৫০
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো যমকোটিদুরাসদঃ।
ময়কোটিজগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ॥ ১৫১
কোটীন্দুজগদানন্দী শম্ভুকোটিমহেশ্বরঃ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যো দুর্গকোট্যরিমর্দ্দনঃ॥১৫২
সমুদ্রকোটিগম্ভীরস্তীর্থকোটিসমাহ্বয়ঃ।
কুবেরকোটিলক্ষ্মীবান্‌ শক্রকোটিবিলাসবান্‌॥
হিমবৎকোটিনিষ্কম্পঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
কোট্যশ্বমেধপাপঘ্নো যজ্ঞকোটিসমার্চ্চনঃ॥১৫৪
সুধাকোটিস্বাস্থ্যহেতুঃ কামধুক্কোটিকামদঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাকোটিরূপঃ শিপিবিষ্টঃ শুচিশ্রবাঃ॥১৫৫
বিশ্বম্ভরস্তীর্থপাদঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
আদিদেবো জগজ্জৈত্রো মুকুন্দঃ কালনেমিহা॥
বৈকুণ্ঠোঽনন্তমাহাত্ম্যো মহাযোগেশ্বরোৎসবঃ
নিত্যতৃপ্তো লসদ্ভাবো নিঃশঙ্কো নরকান্তকঃ॥

নায়ক, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি, স্বামী, পুরুষ, বিশ্বসূত্রধৃক্‌, অন্তর্যামী, ত্রিধামা, অন্তঃসাক্ষী, ত্রিগুণ, ঈশ্বর, যোগিগম্য, পদ্মনাভ, শেষশায়ী, শ্রীপতি, শ্রীকর্ত্তৃক সদা উপাস্যপাদাব্জ, নিত্যশ্রী, শ্রীনিকেতন, নিত্য বক্ষঃ স্থলস্থশ্রী, শ্রীনিধি, শ্রীধর, হরি, বশ্যশ্রী, নিশ্চল, শ্রীদ, বিষ্ণু, ক্ষীরাব্ধিমন্দির, কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্ক, মাধব, জগদার্ত্তিহা, শ্রীবৎসবক্ষা, নিঃসীম, কল্যাণগুণ-ভাজন, পীতাম্বর, জগন্নাথ, জগৎত্রাতা, জগৎপিতা, জগদ্বন্ধু, জগৎস্রষ্টা, জগদ্ধাতা, জগন্নিধি, জগদেকস্ফুরদ্বীর্য্য, অনহংবাদী, জগন্ময়, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বসিদ্ধার্থ, সর্ব্বরঞ্জিত, সর্ব্বামোঘোদ্যম, ব্রহ্মরুদ্রাদ্যুৎকৃষ্টচেতন, শম্ভু, পিতামহ, ব্রহ্ম-পিতা, শক্রাদ্যধীশ্বর, সর্ব্বদেবপ্রিয়, সর্ব্বদেবমূর্ত্তি, অনুত্তম, সর্ব্বদেবৈকশরণ, সর্ব্বদেবৈকদৈবত, যজ্ঞভুক্‌, যজ্ঞফলদ, যজ্ঞেশ, যজ্ঞভাবন, যজ্ঞত্রাতা, যজ্ঞপুমান্‌, বনমালী, দ্বিজপ্রিয়, দ্বিজৈকমানদ, বিপ্রকুলদেব, অসুরান্তক, সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ, সর্ব্বসজ্জন, অনন্যপালক, সপ্তলোকৈকজঠর, সপ্তলোকৈকমণ্ডন, সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃৎ, চক্রী, শার্ঙ্গধন্বা, গদাধর, শঙ্খভৃৎ, নন্দকী, পদ্মপাণি, গরুড়বাহন, অনির্দ্দেশ্যবপুঃ, সর্ব্বপূজ্য, ত্রৈলোক্যপাবন, অনন্তকীর্ত্তি, নিঃসীমপৌরুষ, সর্ব্বমঙ্গল, সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশ, যমকোটি-দুরাসদ, ময়কোটিজগৎস্রষ্টা, বায়ুকোটি-মহাবল, কোটীন্দু জগদানন্দী, শম্ভুকোটি মহেশ্বর, কন্দর্পকোটিলাবণ্য, দুর্গ-কোট্যরিমর্দ্দন, সমুদ্র-কোটি-গম্ভীর, তীর্থ-কোটিসমাহ্বয়, কুবের কোটি-লক্ষ্মীবান্‌, শক্রকোটি-বিলাসবান্‌, হিমবৎকোটিনিষ্কম্প, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, কোট্যশ্বমেধপাপঘ্ন, যজ্ঞকোটিসমার্চ্চন, সুধা-কোটি স্বাস্থ্যহেতু, কামধুক্‌, কোটিকামদ, ব্রহ্মবিদ্যাকোটিরূপ, শিপিবিষ্ট, শুচিশ্রবাঃ, বিশ্বম্ভর, তীর্থপাদ, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, আদি-দেব, জগজ্জৈত্র, মুকুন্দ, কালনেমিহর, বৈকুণ্ঠ, অনন্তমাহাত্ম্য, মহাযোগেশ্বরোৎসব, নিত্য-

দীননাথৈকশরণং বিশ্বৈকব্যসনাপহঃ ।
জগৎক্বপাক্ষমো নিত্যং কৃপালুঃ সজ্জনাশ্রয়ঃ ॥
যোগেশ্বরঃ সদোদীর্ণো বৃদ্ধিক্ষয়বিবর্জ্জিতঃ ।
অধোক্ষজো বিশ্বরেতাঃ প্রজাপতিশতাধিপঃ ॥
শক্রব্রহ্মার্চ্চিতপদঃ শম্ভুব্রহ্মোর্দ্ধধামগঃ ।
সূর্য্যসোমেক্ষণো বিশ্বভোক্তা সর্ব্বস্য পারগঃ ॥
জগৎসেতুর্ধর্ম্মসেতুধরো বিশ্বধুরন্ধরঃ ।
নির্ম্মমোঽখিললোকেশোনিঃসঙ্গোঽদ্ভুতভোগবান্
বশ্যমায়ো বশ্যবিশ্বো বিষ্বক্সেনঃ সুরোত্তমঃ ।
সর্ব্বশ্রেয়ঃপতির্দিব্যানর্ঘ্যভূষণভূষিতঃ ॥ ১৬২
সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যঃ সর্ব্বদৈত্যেন্দ্রদর্পহা ।
সমস্তদেবসর্ব্বস্বং সর্ব্বদৈবতনায়কঃ ॥ ১৬৩
সমস্তদেবকবচং সর্ব্বদেবশিরোমণিঃ ।
সমস্তদেবতাদুর্গঃ প্রপন্নাশনিপঞ্জরঃ ॥ ১৬৪
সমস্তভয়হন্নামা ভগবান্ বিষ্টরশ্রবাঃ ।
বিভুঃ সর্ব্বহিতোদর্কো হতারিঃ স্বর্গতিপ্রদঃ ॥
সর্ব্বদৈবতজীবেশো ব্রাহ্মণাদিনিয়োজকঃ ।
ব্রহ্মশম্ভুঃপরার্দ্ধায়ুর্ব্রহ্মজ্যেষ্ঠঃ শিশুঃ স্বরাট্ ॥১৬৬
বিরাড্ভক্তপরাধীনঃ স্তুত্যঃ স্তোত্রার্থসাধকঃ ।
পরার্থকর্ত্তা কৃতজ্ঞঃ স্বার্থং কৃত্যসদোজ্ঝিতঃ ॥
সদানন্দঃ সদাভদ্রঃ সদাশান্তঃ সদাশিবঃ ।
সদাপ্রিয়ঃ সদাতুষ্টঃ সদাপুষ্টঃ সদার্চ্চিতঃ ॥১৬৮
সদাপূতো পাবনাগ্র্যো বেদগুহ্যো বৃষাকপিঃ ।
সহস্রনামা ত্রিযুগশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৬৯
ভূতভব্যভবন্নাথো মহাপুরুষপূর্ব্বজঃ ।
নারায়ণো মুঞ্জকেশঃ সর্ব্বযোগবিনিঃসৃতঃ ॥১৭০
বেদসারো যজ্ঞসারঃ সামসারস্তপোনিধিঃ ।
সাধ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরাণর্ষিঃ নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥
শিবত্রিশূলবিধ্বংসী শ্রীকণ্ঠৈকবরপ্রদঃ ।
নরঃ কৃষ্ণো হরির্ধর্ম্মনন্দনো ধর্ম্মজীবনঃ ॥ ১৭২
আদিকর্ত্তা সর্ব্বসত্যঃ সর্ব্বস্ত্রীরত্নদর্পহা ।
ত্রিকালজিতকন্দর্প উর্ব্বশীসৃঙ্মুনীশ্বরঃ ॥ ১৭৩
আদ্যঃ কবির্হয়গ্রীবঃ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ ।
সর্ব্বদেবময়ো ব্রহ্মা গু বাগীশ্বরীপতিঃ ॥ ১৭৪
অনন্তবিদ্যাপ্রভবো মূলাবিদ্যাবিনাশকঃ ।
সর্ব্বজ্ঞদো জগজ্জাড্যনাশকো মধুসূদনঃ ॥ ১৭৫
অনেকমন্ত্রকোটীশঃ শব্দব্রহ্মৈকপারগঃ ।
আদিবিদ্বান্ বেদকর্ত্তা বেদাত্মা শ্রুতিসাগরঃ ॥

ভগুপ্ত, নসদ্ভাব, নিঃশঙ্ক, নরকান্তক, দীননাথৈকশরণ, বিশ্বৈকব্যসনাপহ, জগৎক্বপাক্ষম, নিত্যকৃপালু, সজ্জনাশ্রয়, যোগেশ্বর, সদোদীর্ণ, বৃদ্ধিক্ষয়বিবর্জ্জিত, অধোক্ষজ, বিশ্বরেতা, প্রজাপতি, শতাধিপ, শক্রব্রহ্মার্চ্চিতপদ, শম্ভু-ব্রহ্মোর্দ্ধধামগ, সূর্য্যসোমেক্ষণ, বিশ্বভোক্তা, সর্ব্বপারগ, জগৎসেতু, ধর্ম্মসেতুধর, বিশ্বধুরন্ধর, নির্ম্মম, অখিললোকেশ, নিঃসঙ্গ, অদ্ভুতভোগবান্, বশ্যমায়, বশ্যবিশ্ব, বিষ্বক্সেন, সুরোত্তম, সর্ব্বশ্রেয়ঃপতি, দিব্যানর্ঘ্যভূষণভূষিত, সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, সর্ব্বদৈত্যেন্দ্রদর্পহর, সমস্তদেবসর্ব্বস্ব, সর্ব্বদৈবতনায়ক, সমস্তদেবকবচ, সর্ব্বদেবশিরোমণি, সমস্তদেবতাদুর্গ, প্রপন্নাশনিপঞ্জর, সমস্তভয়হৃৎ, ভগবান্, বিষ্টরশ্রবা, বিভু, সর্ব্বহিতোদর্কহতারি, স্বর্গতিপ্রদ, সর্ব্বদৈবতজীবেশ, ব্রাহ্মণাদিনিয়োজক, ব্রহ্মশম্ভু, পরার্দ্ধায়ু, ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ, শিশু, স্বরাট্, বিরাট্, ভক্তপরাধীন, স্তুত্য, স্তোত্রার্থসাধক, পরার্থকর্ত্তা, কৃতজ্ঞ, স্বার্থকৃত্যসদোজ্ঝিত, সদানন্দ, সদাভদ্র, সদাশান্ত, সদাশিব, সদাপ্রিয়, সদাতুষ্ট, সদাপুষ্ট, সদার্চ্চিত, সদাপূত, পাবনাগ্র্য, বেদগুহ্য, বৃষাকপি, সহস্রনামা, ত্রিযুগ, চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ, ভূতভব্যভবন্নাথ, মহাপুরুষপূর্ব্বজ, নারায়ণ, মুঞ্জকেশ, সর্ব্বযোগবিনিঃসৃত, বেদসার, যজ্ঞসার, সামসার, তপোনিধি, সাধ্যশ্রেষ্ঠ, পুরাণর্ষি, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ, শিবত্রিশূলবিধ্বংসী, শ্রীকণ্ঠৈকবরপ্রদ, নর, কৃষ্ণ, হরি, ধর্ম্মনন্দন, ধর্ম্মজীবন, আদিকর্ত্তা, সর্ব্বসত্য, সর্ব্বস্ত্রীরত্নদর্পহর, ত্রিকালজিতকন্দর্প, উর্ব্বশীসৃক্, মুনীশ্বর, আদ্য, কবি, হয়গ্রীব, সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর, সর্ব্বদেবময়, ব্রহ্মা, গুরু, বাগীশ্বরীপতি, অনন্তবিদ্যাপ্রভব, মূলাবিদ্যাবিনাশক, সর্ব্বজ্ঞদ, জগজ্জাড্যনাশক, মধুসূদন, অনেকমন্ত্রকোটীশ, শব্দব্রহ্মৈকপারগ, আদিবিদ্বান্,

ব্রহ্মার্থবেদহরণঃ সর্ববিজ্ঞানজন্মভূঃ।
বিদ্যারাজো জ্ঞানমূর্ত্তির্জ্ঞানসিন্ধুরখণ্ডধীঃ॥১৭৭
মৎস্যদেবো মহাশৃঙ্গো জগদ্বীজবহিত্রদৃক্।
লীলাব্যাপ্তাখিলাম্ভোধিশ্চতুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ॥
আদিকূর্ম্মোঽখিলাধারস্তৃণীকৃতজগস্তরঃ।
অমরীকৃতদেবৌঘঃ পীযূষোৎপত্তিকারণম্॥
আত্মাধারো ধরাধারো যজ্ঞাঙ্গো ধরণীধরঃ।
হিরণ্যাক্ষহরঃ পৃথ্বীপতিঃ শ্রাদ্ধাদিকল্পকঃ॥১৮০
সমস্তপিতৃভীতিঘ্নঃ সমস্তপিতৃজীবনম্।
হব্যকব্যৈকভুক্ হব্যকব্যৈকফলদায়কঃ॥ ১৮১
রোমান্তর্লীনজলধিঃ ক্ষোভিতাশেষসাগরঃ।
মহাবরাহো যজ্ঞঘ্নধ্বংসকো যজ্ঞিকাশ্রয়ঃ॥ ১৮২
শ্রীনৃসিংহো দিব্যসিংহঃ সর্ব্বানিষ্টার্থদুঃখহা।
একবীরোঽদ্ভুতবলো যন্ত্রমন্ত্রৈকভঞ্জনঃ॥ ১৮৩
ব্রহ্মাদিদুঃসহজ্যোতির্যুগান্তাগ্ন্যতিভীষণঃ।
কোটিবজ্রাধিকনখো জগদ্দুষ্প্রেক্ষ্যমূর্ত্তিধৃক্॥
মাতৃচক্রপ্রমথনো মহামাতৃগণেশ্বরঃ।
অচিন্ত্যামোঘবীর্য্যাঢ্যঃ সমস্তাসুরঘস্মরঃ॥
হিরণ্যকশিপুচ্ছেদী কালঃ সঙ্কর্ষণীপতিঃ।
কৃতান্তবাহনাসহ্যঃ সমস্তভয়নাশনঃ॥ ১৮৬
সর্ব্ববিঘ্নান্তকঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ সর্ব্বপূরকঃ।
সমস্তপাতকধ্বংসী সিদ্ধমন্ত্রাধিকাহ্বয়ঃ॥ ১৮৭
ভৈরবেশো হরার্ত্তিঘ্নঃ কালকোটিদুরাসদঃ।
দৈত্যগর্ভস্রাবিনামা স্ফুটদ্ব্রহ্মাণ্ডগর্জ্জিতঃ॥
স্মৃতমাত্রাখিলত্রাতাঽদ্ভুতরূপো মহাহরিঃ।
ব্রহ্মচর্য্যশিরঃপিণ্ডী দিক্পালোঽর্দ্ধাঙ্গভূষণঃ॥
দ্বাদশার্কশিরোদামা রুদ্রশীর্ষৈকনূপুরঃ।
যোগিনীগ্রস্তগিরিজাত্রাতা ভৈরবতর্জ্জকঃ॥ ১৯০
বীরচক্রেশ্বরোঽত্যুগ্রোঽপমারিঃ কালশম্বরঃ।
ক্রোধেশ্বরো রুদ্রচণ্ডী-পরিবারাদিদুষ্টভুক্॥ ১৯১
সর্ব্বাক্ষোভ্যো মৃত্যুমৃত্যুঃ কালমৃত্যুনিবর্ত্তকঃ।
অসাধ্যসর্ব্বরোগঘ্নঃ সর্ব্বদুর্গ্রহসৌম্যকৃৎ॥১৯২
গণেশকোটিদর্পঘ্নো দুঃসহাশেষগোত্রহা।
দেবদানবদুর্দ্দর্শো জগদ্ভয়দভীষণঃ॥ ১৯৩
সমস্তদুর্গতিত্রাতা জগদ্ভক্ষকভক্ষকঃ।
উগ্রশোঽম্বরমার্জ্জারঃ কালমূষকভক্ষকঃ।
অনন্তায়ুধদোর্দ্দণ্ডী নৃসিংহো বীরভদ্রজিৎ॥
যোগিনীচক্রগুহ্যেশঃ শক্রারিপশুমাংসভুক্।

বেদকর্ত্তা, বেদাত্মা, শ্রুতিসাগর, ব্রহ্মার্থবেদহরণ, সর্ব্ববিজ্ঞানজন্মভূ, বিদ্যারাজ, জ্ঞানমূর্ত্তি, জ্ঞানসিন্ধু, অখণ্ডধী, মৎস্যদেব, মহাশৃঙ্গ, জগদ্বীজবহিত্রদৃক্, লীলাব্যাপ্তাখিলাম্ভোধি, চতুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক, আদিকূর্ম্ম, অখিলাধার, তৃণীকৃতজগস্তর, অমরীকৃতদেবৌঘ, পীযূষোৎপত্তিকারণ, আত্মাধার, ধরাধার, যজ্ঞাঙ্গ, ধরণীধর, হিরণ্যাক্ষহর, পৃথ্বীপতি, শ্রাদ্ধাদিকল্পক, সমস্তপিতৃভীতিঘ্ন, সমস্তপিতৃজীবন, হব্যকব্যৈকভুক্, হব্যকব্যৈকফলদায়ক, রোমান্তর্লীনজলধি, ক্ষোভিতাশেষসাগর, মহাবরাহ, যজ্ঞঘ্নধ্বংসকর, যজ্ঞিকাশ্রয়, শ্রীনৃসিংহ, দিব্যসিংহ, সর্ব্বানিষ্টার্থদুঃখহা, একবীর, অদ্ভুতবল, যন্ত্রমন্ত্রৈকভঞ্জন, ব্রহ্মাদিদুঃসহজ্যোতিঃ, যুগান্তাগ্ন্যতিভীষণ, কোটিবজ্রাধিকনখ, জগদ্দুষ্প্রেক্ষ্যমূর্ত্তিধৃক্, মাতৃচক্রপ্রমথন, মহামাতৃগণেশ্বর, অচিন্ত্যামোঘবীর্য্যাঢ্য, সমস্তাসুরঘস্মর, হিরণ্যকশিপুচ্ছেদী, কাল, সঙ্কর্ষণীপতি, কৃতান্তবাহনাসহ্য, সমস্তভয়নাশন, সর্ব্ববিঘ্নান্তক, সর্ব্বসিদ্ধিদ, সর্ব্বপূরক, সমস্তপাতকধ্বংসী, সিদ্ধমন্ত্রাধিকাহ্বয়, ভৈরবেশ, হরার্ত্তিঘ্ন, কালকোটিদুরাসদ, দৈত্যগর্ভস্রাবিনামা, স্ফুটব্রহ্মাণ্ডগর্জ্জিত, স্মৃতমাত্রাখিলত্রাতা, অদ্ভুতরূপ, মহাহরি, ব্রহ্মচর্য্যাশিরঃপিণ্ডী, দিক্পালোর্দ্ধাঙ্গভূষণ, দ্বাদশার্কশিরোদামা, রুদ্রশীর্ষৈকনূপুর, যোগিনীগ্রস্ত, গিরিজাত্রাতা, ভৈরবতর্জ্জক, বীরবক্রেশ্বর, অত্যুগ্র, অপমারি, কালশম্বর, ক্রোধেশ্বর, রুদ্রচণ্ডী, পরিবারাদি দুষ্টভুক্, সর্ব্বাক্ষোভ্য, মৃত্যুমৃত্যু, কালমৃত্যুনিবর্ত্তক, অসাধ্যসর্ব্বরোগঘ্ন, সর্ব্বদুর্গ্রহসৌম্যকৃৎ, গণেশকোটিদর্পঘ্ন, দুঃসহাশেষগোত্রহা, দেবদানবদুর্দ্দর্শ, জগদ্ভয়দভীষণ, সমস্তদুর্গতিত্রাতা, জগদ্ভক্ষকভক্ষক, উগ্রশ, অম্বরমার্জ্জার, কালমূষকভক্ষক, অনন্তায়ুধদোর্দ্দণ্ডী, নৃসিংহ, বীরভদ্রজিৎ, যোগিনী-

রুদ্রো নারায়ণো মেষরূপশঙ্করবাহনঃ ॥ ১৯৫
মেষরূপশিবত্রাতা দুষ্টশক্তিসহস্রভুক্।
তুলসীবল্লভো বীরো চারো বামাঽখিলেষ্টদঃ ॥
মহাশিবঃ শিবারূঢ়ো ভৈরবৈককপালধৃক্।
কিল্লী চক্রেশ্বরঃ শক্রদিব্যমোহনরূপদঃ ॥ ১৯৭
গৌরীসৌভাগ্যদো মায়ানিধির্মায়াভয়াপহঃ।
ব্রহ্মতেজোময়ো ব্রহ্ম শ্রীময়শ্চ ত্রয়ীময়ঃ ॥ ১৯৮
সুব্রহ্মণ্যো বলিধ্বংসী বামনোঽদিতিদুঃখহা।
উপেন্দ্রো নৃপতির্বিষ্ণুঃ কশ্যপান্বয়মণ্ডনঃ ॥১৯৯
বলিস্বরাজ্যদঃ সর্ব্বদেববিপ্রান্নদোঽচ্যুতঃ।
উরুক্রমস্তীর্থপাদস্ত্রিপদস্থস্ত্রিবিক্রমঃ ॥ ২০০
ব্যোমপাদঃ স্বপাদাম্ভঃপবিত্রিতজগত্রয়ঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রির্দ্রুতধর্ম্মাঙ্ঘ্রিধাবনঃ ॥
অচিন্ত্যাদ্ভুতবিস্তারো বিশ্ববৃক্ষো মহাবলঃ।
রাহুমূর্দ্ধা পরাঙ্গচ্ছিদ্ ভৃগুপত্নীশিরোহরঃ ॥ ২০২
পাপত্রস্তঃ সদা পুণ্যো দৈত্যাশানিত্যখণ্ডনঃ।
পূরিতাখিলদেবাশো বিশ্বার্থৈকাবতারকৃৎ ॥
স্বমায়ানিত্যগুপ্তাত্মা ভক্তচিন্তামণিঃ সদা।
বরদঃ কার্ত্তবীর্য্যাদি-রাজরাজ্যপ্রদোঽনঘঃ ॥

বিশ্বশ্লাঘ্যামিতাচারো দত্তাত্রেয়ো মুনীশ্বরঃ।
পরাশক্তিসদাশ্লিষ্টো যোগানন্দঃ সদোন্মদঃ ॥
সমস্তেন্দ্রারিতেজোহৃৎ পরমামৃতপদ্মপঃ।
অনুসূয়াগর্ভরত্নং ভোগমোক্ষসুখপ্রদঃ ॥২০৬
জমদগ্নিকুলাদিত্যো রেণুকাদ্ভুতশক্তিকৃৎ।
মাতৃহত্যাদিনির্লেপঃ স্কন্দজিদ্বিপ্ররাজ্যদঃ ॥
সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃদ্বীর-দর্পহা কার্ত্তবীর্য্যজিৎ।
সপ্তদ্বীপাবতীদাতা শিবার্চ্চকযশপ্রদঃ ॥ ২০৮
ভীমঃ পরশুরামশ্চ শিবাচার্য্যৈকবিশ্বভুক্।
শিবাখিলজ্ঞানকোশো ভীষ্মাচার্য্যোঽগ্নিদৈবতঃ ॥
দ্রোণাচার্য্যগুরুর্বিশ্বজৈত্রধন্বা কৃতান্তজিৎ।
অদ্বিতীয়তপোমূর্ত্তির্ব্রহ্মচর্য্যৈকদক্ষিণঃ ॥ ২১০
মনুঃ শ্রেষ্ঠঃ সতাং সেতুর্মহীয়ান্ বৃষভো বিরাট্
আদিরাজঃ ক্ষিতিপিতা সর্ব্বরত্নৈকদোহকৃৎ ॥
পৃথুর্জন্মাদ্যেকদক্ষো গীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ স্বয়ংবৃতঃ
জগদ্বৃত্তিপ্রদশ্চক্রবর্ত্তি-শ্রেষ্ঠোঽদ্বয়াস্ত্রধৃক্ ॥২১২
সনকাদিমুনিপ্রাপ্য-ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনঃ।
বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাণাং কর্ত্তা বক্তা প্রবর্ত্তকঃ ॥ ২১৩
সূর্য্যবংশধ্বজো রামো রাঘবঃ সদ্গুণার্ণবঃ।

চক্রগুহেশ, শক্রারিপশুমাংসভুক্, রুদ্র, নারায়ণ, মেষরূপশঙ্করবাহন, মেষরাগশিবত্রাতা, দুষ্টশক্তিসহস্রভুক্, তুলসীবল্লভ, বীর, বামাচার, অখিলেষ্টদ, মহাশিব, শিবারূঢ়, ভৈরবৈককপালধৃক্, কিল্লী, চক্রেশ্বর, শক্রদিব্যমোহনরূপদ, গৌরীসৌভাগ্যদ, মায়ানিধি, মায়াভয়াপহ, ব্রহ্মতেজোময়, ব্রহ্মশ্রীময়, ত্রয়ীময়, সুব্রহ্মণ্য, বলিধ্বংসী, বামন, অদিতিদুঃখহা, উপেন্দ্র, নৃপতি, বিষ্ণু, কশ্যপান্বয়মণ্ডন, বলিস্বরাজ্যদ, সর্ব্বদেববিপ্রান্নদ, অচ্যুত, উরুক্রম, তীর্থপাদ, ত্রিপদস্থ, ত্রিবিক্রম, ব্যোমপাদ, স্বপাদাম্ভঃ পবিত্রিত, জগত্রয়, ব্রহ্মেশাদ্যভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রি, দ্রুতধর্ম্মাঙ্ঘ্রিধাবন, অচিন্ত্যাদ্ভুতবিস্তার, বিশ্ববৃক্ষ, মহাবল, বহুমূর্দ্ধাপরাঙ্গচ্ছিদ, ভৃগুপত্নী-শিরোহর, পাপত্রস্ত, সদাপুণ্য, দৈত্যাশানিত্যখণ্ডন, পূরিতাখিলদেবাশ, বিশ্বার্থৈকাবতারকৃৎ, স্বমায়ানিত্যগুপ্তাত্মা, ভক্তচিন্তামণি, বরদ, কার্ত্তবীর্য্যাদি-রাজরাজ্যপ্রদ, অনঘ, বিশ্বশ্লাঘ্যামিতাচার, দত্তাত্রেয়, মুনীশ্বর, পরাশক্তিসদাশ্লিষ্ট যোগানন্দ, সদোন্মদ, সমস্তেন্দ্রারিতেজোহৃৎ, পরমামৃতপদ্মপ, অনুসূয়াগর্ভরত্ন, ভোগমোক্ষ সুখপ্রদ, জমদগ্নিকুলাদিত্য, রেণুকাস্তুতশক্তিকৃৎ, মাতৃহত্যাদিনির্লেপ, স্কন্দজিৎ, বিপ্ররাজ্যদ, সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃৎ, বীরদর্পহা, কার্ত্তবীর্য্যজিৎ, সপ্তদ্বীপাবনীদাতা, শিবার্চ্চক, যশঃপ্রদ, ভীম, পরশুরাম, শিবাচার্য্যৈকবিশ্বভুক্, শিবাখিলজ্ঞানকোশ, ভীষ্মাচার্য্য, অগ্নিদৈবত, দ্রোণাচার্য্যগুরু, বিশ্বজৈত্রধন্বা, কৃতান্তজিৎ, অদ্বিতীয়-তপোমূর্ত্তি, ব্রহ্মচর্য্যৈকদক্ষিণ, মনুশ্রেষ্ঠ, সৎসেতু, মহীয়ান্, বৃষভ, বিরাট্, আদিরাজ, ক্ষিতিপিতা, সর্ব্বরত্নৈকদোহকৃৎ পৃথু, জন্মাদ্যেকদক্ষ, গী, শ্রী, কীর্ত্তি, স্বয়ংবৃত, জগদ্বৃত্তিপ্রদ, চক্রবর্ত্তি-শ্রেষ্ঠ, অদ্বয়াস্ত্রধৃক্, সনকাদিমুনিপ্রাপ্য, ভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধন, বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মকর্ত্তা, বক্তা,

কাকুৎস্থো বীররাড্‌রাজা রাজধর্ম্মধুরন্ধরঃ ॥
নিত্যস্বস্থাশ্রয়ঃ সর্ব্বভদ্রগ্রাহী শুভৈকদৃক্‌।
নররত্নং রত্নগর্ভো ধর্ম্মাধ্যক্ষো মহানিধিঃ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থগ্রামবীর্য্যবান্‌ ॥ ২১৫
জগদ্বশো দাশরথিঃ সর্ব্বরত্নাশ্রয়ো নৃপঃ।
সমস্তধর্ম্মসূঃ সর্ব্বধর্ম্মদ্রষ্টাখিলাঘহা ॥ ২১৬
অতীন্দ্রো জ্ঞানবিজ্ঞানপারদশ্চ ক্ষমাম্বুধিঃ।
সর্ব্বপ্রকৃষ্টশিষ্টেষ্টো হর্ষশোকাদ্যনাকুলঃ।
পিত্রাজ্ঞাত্যক্তসাম্রাজ্যঃ সম্পন্নোদয়নির্ভয়ঃ ॥
গুহদেশার্পিতৈশ্বর্য্যঃ শিবস্পর্দ্ধাজটাধরঃ।
চিত্রকূটাপ্তরত্নাদ্রির্জগদীশো বনেচরঃ ॥ ২১৮
যথেষ্টামোঘসর্ব্বাস্ত্রো দেবেন্দ্রতনয়াক্ষিহা।
ব্র[illegible]াদিনৈষিকো মারীচঘ্নো বিরাধহা ॥
ব্রহ্মশাপহতাশেষদণ্ডকারণ্যপাবনঃ।
চতুর্দ্দশসহস্রোগ্র-রক্ষোঘ্নৈকশরৈকধৃক্‌ ॥ ২২০
খরারিস্ত্রিশিরোহন্ত দূষণঘ্নো জনার্দ্দনঃ।
জটায়ুষোঽগ্নিগতিদোঽগস্ত্যসর্ব্বস্বমন্ত্ররাট্‌ ॥ ২২১
লীলাধনুঃকোট্যপাস্ত-দুন্দুভ্যস্থিমহাচয়ঃ।
সপ্ততালব্যধাকৃষ্টধ্বস্তপাতালদানবঃ ॥ ২২২

সুগ্রীবরাজ্যদো হীনমনসৈবাভয়প্রদঃ।
হনূমদ্রুদ্রমুখ্যেশ-সমস্তকপিদেহভৃৎ ॥ ২২৩
সনাগদৈত্যবাণৈক-ব্যাকুলীকৃতসাগরঃ।
সম্লেচ্ছকোটিবাণৈক-শুষ্কনির্দগ্ধসাগরঃ ॥ ২২৪
সমুদ্রাদ্ভুতপূর্ব্বৈকবন্ধ-সেতুর্যশোনিধিঃ।
অসাধ্যসাধকো লঙ্কাসমূলোৎকর্ষদক্ষিণঃ ॥২২৫
বরদৃপ্তজগচ্ছল্য-পৌলস্ত্যকুলকৃন্তনঃ।
রাবণিঘ্নঃ প্রহস্তচ্ছিৎ কুম্ভকর্ণভিদুগ্রহা ॥ ২২৬
রাবণৈকশিরশ্ছেত্তা নিঃশঙ্কেন্দ্রৈকরাজ্যদঃ।
স্বর্গাস্বর্গত্ববিচ্ছেদী দেবেন্দ্রানিন্দ্রতাহরঃ ॥ ২২৭
রক্ষোদেবত্বহৃদ্ধর্ম্মাধর্ম্মঘ্নঃ পুরুষ্টুতঃ।
নতিমাত্রদশাস্যারির্দত্তরাজ্যবিভীষণঃ ॥ ২২৮
সুধাবৃষ্টিমৃতাশেষ-স্বসৈন্যোজ্জীবনৈককৃৎ।
দেবব্রাহ্মণনামৈকধাতা সর্ব্বামরার্চ্চিতঃ ॥ ২২৯
ব্রহ্মসূর্য্যেন্দ্ররুদ্রাদি-বৃন্দার্পিতসতীপ্রিয়ঃ।
অযোধ্যাখিলরাজন্যঃ সর্ব্বভূতমনোহরঃ ॥ ২৩০
স্বামিতুল্যকৃপা[illegible]ণ্ডো হীনোৎকৃষ্টৈকসৎপ্রিয়ঃ।
স্বপক্ষাদিন্যায়দর্শী হীনার্থাধিকসাধকঃ ॥ ২৩১
ব্যাধব্যাজানুচিতকৃত্তারকোঽখিলতুল্যকৃৎ।

প্রবর্ত্তক, সূর্য্যবংশধ্বজ, রাম, রাঘব, সদ্গুণার্ণব, কাকুৎস্থ, বীররাট্‌, রাজা, রাজধর্ম্মধুরন্ধর, নিত্যস্বস্থাশ্রয়, সর্ব্বভদ্রগ্রাহী, শুভৈকদৃক্‌, নররত্ন, রত্নগর্ভ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহানিধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রয়, সর্ব্বশাস্ত্রার্থগ্রামবীর্য্যবান্‌, জগদ্বশ, দাশরথি, সর্ব্বরত্নাশ্রয়, নৃপ, সমস্তধর্ম্মসূ, সর্ব্বধর্ম্মদ্রষ্টা, অখিলাঘহা, অতীন্দ্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান-পারদ, ক্ষমাম্বুধি, সর্ব্বপ্রকৃষ্ট, শিষ্টেষ্ট, হর্ষশোকাদ্যনাকুল, পিত্রাজ্ঞাত্যক্তসাম্রাজ্য, সম্পন্নোদয়নির্ভর, গুহদেশার্পিতৈশ্বর্য্য, শিবস্পর্দ্ধাজটাধর, চিত্রকূটাপ্তরত্নাদ্রি, জগদীশ, বনেচর, যথেষ্টামোঘসর্ব্বাস্ত্র, দেবেন্দ্রতনয়াক্ষিহা, ব্রহ্মেন্দ্রাদিনৈষিক, মারীচঘ্ন, বিরাধহা, ব্রহ্মশাপহতাশেষদণ্ডকারণ্যপাবন, চতুর্দ্দশ সহস্রোগ্ররক্ষোঘ্নৈকশরৈকধৃক্‌, খরারি, ত্রিশিরোহন্তা, দূষণঘ্ন, জনার্দ্দন, জটায়ুর অগ্নি-গতিদাতা, অগস্ত্যসর্ব্বস্ব, মন্ত্ররাট্‌, লীলাধনুঃকোট্যপাস্তদুন্দুভ্যাস্থমহাচয়, সপ্ততালব্যধাকৃষ্ট, ধ্বস্তপাতালদানব, সুগ্রীবরাজ্যদ, অহীনমনাঃ, অভয়প্রদ, হনূমদ্রুদ্রমুখ্যেশ, সমস্তকপিদেহভৃৎ, সনাগদৈত্যবাণৈক-ব্যাকুলীকৃতসাগর, সম্লেচ্ছকোটিবাণৈক শুষ্ক-নির্দগ্ধসাগর, সমুদ্রাদ্ভুতপূর্ব্বৈক বন্ধসেতু, যশোনিধি, অসাধ্যসাধক, লঙ্কা-সমূলোৎকর্ষ-দক্ষিণ, বরদৃপ্ত-জগচ্ছল্য, পৌলস্ত্যকুলকৃন্তন, রাবণিঘ্ন, প্রহস্তচ্ছিৎ, কুম্ভকর্ণভিৎ, উগ্রহা, রাবণৈকশিরশ্ছেত্তা, নিঃশঙ্কেন্দ্রৈকরাজ্যদ, স্বর্গাস্বর্গত্ববিচ্ছেদী, দেবেন্দ্রানিন্দ্রতাহর, রক্ষোদেবত্বহৃদ্ধর্ম্মা, ধর্ম্মঘ্ন, পুরুষ্টুত, নতিমাত্রদশাস্যারি, দত্তরাজ্যবিভীষণ, সুধাবৃষ্টিমৃতাশেষস্বসৈন্যোজ্জীবনৈককৃৎ, দেবব্রাহ্মণনামৈকধাতা, সর্ব্বামরার্চ্চিত, ব্রহ্ম-সূর্য্যেন্দ্র-রুদ্রাদি বৃন্দার্পিতসতীপ্রিয়, অযোধ্যাখিলরাজন্য, সর্ব্বভূতমনোহর, স্বামিতুল্যকৃপাদণ্ড, হীনোৎকৃষ্টৈকসৎপ্রিয়, স্বপক্ষাদিন্যায়দর্শী, হীনার্থাধিকসাধক, ব্যাধব্যাজানুচিতকৃৎ, তারক, অখিল-

পার্ব্বত্যাধিক্যমুক্তাত্মা প্রিয়াত্যক্তঃ স্মরারিজিৎ
সাক্ষাৎ কুশলবচ্ছদ্মেন্দ্রাদিতাতোঽপরাজিতঃ।
কোশলেন্দ্রো বীরবাহুঃ সত্যার্থত্যক্তসোদরঃ॥
শরসন্ধাননির্ধূত-ধরণীমণ্ডলোদয়ঃ।
ব্রহ্মাদিকাম্যসান্নিধ্যসনাথীকৃতদৈবতঃ॥ ২৩৪
ব্রহ্মলোকাপ্তচাণ্ডালাদ্যশেষপ্রাণিসার্থকঃ।
স্বর্নীতগর্দ্দভাশ্বাদিশ্চিরায়োধ্যাবনৈককৃৎ॥ ২৩৫
রামদ্বিতীয়ঃ সৌমিত্রির্লক্ষ্মণঃ প্রহতেন্দ্রজিৎ।
বিষ্ণুভক্তাপ্তরামাঙ্ঘ্রি-পাদুকারাজ্যনির্বৃতঃ॥
ভরতোঽসহ্যগন্ধর্ব্বকোটিঘ্নো লবণান্তকঃ।
শত্রুঘ্নো বৈদ্যরাজায়ুর্ব্বেদগর্ভৌষধীপতিঃ॥২৩৭
নিত্যামৃতকরো ধন্বন্তরির্যজ্ঞো জগদ্ধরঃ।
সূর্য্যারিঘ্নঃ সুরাজীবো দক্ষিণেশো দ্বিজপ্রিয়ঃ
ছিন্নমূর্দ্ধা যদেশার্কঃ শেষাঙ্গস্থাপিতামরঃ।
বিশ্বার্থাশেষরুদ্রাস্ত্র-শিরচ্ছেদাঙ্কতাকৃতিঃ॥২৩৯
বাজপেয়াদিনামাগ্নির্বেদধর্ম্মপরায়ণঃ।
শ্বেতদ্বীপপতিঃ সাংখ্যপ্রণেতা সর্ব্বসিদ্ধিরাট্॥
বিশ্বপ্রকাশিতজ্ঞানযোগমোহতমিস্রহা।
দেবহূত্যাত্মজঃ সিদ্ধঃ কপিলঃ কর্দ্দমাত্মজঃ॥২৪১
যোগস্বামী ধ্যানভঙ্গ-সগরাত্মজভস্মকৃৎ।
ধর্ম্মো বৃষেন্দ্রঃ সুরভীপতিঃশুদ্ধাত্মভাবিতঃ॥
শম্ভুস্ত্রিপুরদাহৈকস্থৈর্য্যবিশ্বরথোদ্বহঃ।
ভক্তশম্ভুজিতো দৈত্যামৃতবাপীসমস্তপঃ॥২৪৩
মহাপ্রলয়বিশ্বৈকদ্বিতীয়াখিলনাগরাট্।
শেষদেবঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাস্যশিরোভুজঃ॥২৪৪
ফণামণিকণাকারযোজিতাব্ধ্যম্বুদক্ষিতিঃ।
কালাগ্নিরুদ্রজনকো মুষলাস্ত্রো হলায়ুধঃ॥ ২৪৫
নীলাম্বরো বারুণীশো মনোবাক্কায়দোষহা।
অসন্তোষো দৃষ্টিমাত্রপাতিতৈকদশাননঃ॥ ২৪৬
বলিসংযমনো ঘোরো রৌহিণেয়ঃ প্রলম্বহা।
মুষ্টিকঘ্নো দ্বিবিদহা কালিন্দীকর্ষণো বলঃ॥২৪৭
রেবতীরমণঃ পূর্ব্বভক্তিখেদাচ্যুতাগ্রজঃ।
দেবকীবসুদেবাহ্বকশ্যপাদিতিনন্দনঃ॥ ২৪৮
বার্ষ্ণেয়ঃ সাত্বতাং শ্রেষ্ঠঃ শৌরির্যদুকুলোদ্বহঃ।
নরাকৃতিঃ পরং ব্রহ্ম সব্যসাচী বরপ্রদঃ॥ ২৪৯
ব্রহ্মাদিকাম্যলালিত্যজগদাশ্চর্য্যশৈশবঃ।
পূতনাঘ্নঃ শকটভিদ্‌যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ॥ ২৫০
বাতাসুরারিঃ কেশিঘ্নো ধেনুকারির্গবীশ্বরঃ।

তুল্যকৃৎ, পার্ব্বত্যাধিক্য-মুক্তাত্মা, প্রিয়াত্যক্ত, স্মরারিজিৎ, সাক্ষাৎকুশলবচ্ছদ্মা, ইন্দ্রাদিতাত, অপরাজিত, কোশলেন্দ্র, বীরবাহু, সত্যার্থত্যক্তসোদর, শরসন্ধাননির্ধূতধরণীমণ্ডলোদয়, ব্রহ্মাদি-কাম্য-সান্নিধ্য-সনাথীকৃত-দৈবত, ব্রহ্মলোকাপ্ত-চাণ্ডালাদ্যশেষপ্রাণিসার্থক, স্বর্নীতগর্দ্দভাশ্বাদি, চিরাযোধ্যাবনৈককৃৎ, রামদ্বিতীয়, সৌমিত্রি, লক্ষ্মণ, প্রহতেন্দ্রজিৎ, বিষ্ণুভক্তাপ্তরামাঙ্ঘ্রি-পাদুকারাজ্য-নির্বৃত, ভরত, অসহ্য, গন্ধর্ব্বকোটিঘ্ন, লবণান্তক, শত্রুঘ্ন, বৈদ্যরাজায়ু, বেদগর্ভ, ওষধিপতি, নিত্যামৃতকর, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, জগদ্ধর, সূর্য্যারিঘ্ন, সুরাজীব, দক্ষিণেশ, দ্বিজপ্রিয়, ছিন্নমূর্দ্ধা, যদেশার্ক, শেষাঙ্গস্থাপিতামর, বিশ্বার্থাশেষ-রুদ্রাস্ত্র-শিরশ্ছেদাঙ্কতাকৃতি, বাজপেয়াদিনামাগ্নি, বেদধর্ম্মপরায়ণ, শ্বেতদ্বীপপতি, সাংখ্যপ্রণেতা, সর্ব্বসিদ্ধিরাট্, বিশ্বপ্রকাশিতজ্ঞানযোগ, মোহতমিস্রহা, দেবহূত্যাত্মজ, সিদ্ধ, কপিল, কর্দ্দমাত্মজ, যোগস্বামী ধ্যানভঙ্গসগরাত্মজভস্মকৃৎ, ধর্ম্ম, বৃষেন্দ্র, সুরভীপতি, শুদ্ধাত্মভাবিত, শম্ভু, ত্রিপুরদাহৈকস্থৈর্য্যবিশ্বরথোদ্বহ, ভক্তশম্ভুজিত, দৈত্যামৃতবাপী, সমস্তপ, মহাপ্রলয়বিশ্বৈক-দ্বিতীয়াখিল-নাগরাট্, শেষদেব, সহস্রাক্ষ, সহস্রাস্যশিরোভুজ, ফণামণিকণাকারযোজিতাব্ধ্যম্বুদক্ষিতি, কালাগ্নিরুদ্রজনক, মুষলাস্ত্র, হলায়ুধ, নীলাম্বর, বারুণীশ, মনোবাক্কায়-দোষহা, অসন্তোষ, দৃষ্টিমাত্রপাতিতৈকদশানন, বলিসংযমন, ঘোর, রৌহিণেয়, প্রলম্বহা, মুষ্টিকঘ্ন, দ্বিবিদহা কালিন্দীকর্ষণ, বল, রেবতীরমণ, পূর্ব্বভক্তিখেদাচ্যুতাগ্রজ, দেবকীবসুদেবাহ্ব, কশ্যপাদিতিনন্দন, বার্ষ্ণেয়, সাত্বতশ্রেষ্ঠ, শৌরি, যদুকুলোদ্বহ, নরাকৃতি, পরংব্রহ্ম, সব্যসাচী, বরপ্রদ, ব্রহ্মাদিকাম্যলালিত্য, জগদাশ্চর্য্যশৈশব, পূতনাঘ্ন, শকটভিদ্, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, বাতাসুরারি, কেশিঘ্ন, ধেনুকারি, গবীশ্বর,

দামোদরো গোপদেবো যশোদানন্দদায়কঃ ॥
কালীয়মর্দ্দনঃ সর্ব্বগোপগোপীজনপ্রিয়ঃ।
লীলাগোবর্দ্ধনধরো গোবিন্দো গোকুলোৎসবঃ ॥ ২৫২
অরিষ্টমথনঃ কামোন্মত্তগোপীবিমুক্তিদঃ।
সদ্যঃকুবলয়াপীড়ঘাতী চাণূরমর্দ্দনঃ ॥ ২৫৩
কংসারিরুগ্রসেনাদিরাজ্যব্যাপারিতাপরঃ।
সুধর্ম্মাঙ্কিতভূর্লোকো জরাসন্ধবলান্তকঃ ॥ ২৫৪
ত্যক্তভগ্নজরাসন্ধো ভীমসেনযশঃপ্রদঃ।
সান্দীপনমৃতাপত্যদাতা কালান্তকাদিজিৎ॥২৫৫
সমস্তনারকিত্রাতা সর্ব্বভূপতিকোটিজিৎ।
রুক্মিণীরমণো রুক্মিশাসনো নরকান্তকঃ ॥ ২৫৬
সমস্তসুন্দরীকান্তো মুরারির্গরুড়ধ্বজঃ।
একাকিজিতরুদ্রার্ক-মরুদাদ্যখিলেশ্বরঃ ॥ ২৫৭
দেবেন্দ্র দর্পহা কল্পদ্রুমালঙ্কৃতভূতলঃ।
বাণবাহুসহস্রচ্ছিন্নন্দ্যাদিগণকোটিজিৎ ॥ ২৫৮
লীলাজিতমহাদেবো মহাদেবৈকপূজিতঃ।
ইন্দ্রার্থার্জ্জুননির্ভঙ্গজয়দঃ পাণ্ডবৈকধৃক্ ॥ ২৫৯
কাশিরাজশিরশ্ছেত্তা রুদ্রশক্ত্যেকমর্দ্দনঃ।
বিশ্বেশ্বরপ্রসাদাক্ষঃ কাশীরাজসুতার্দ্দনঃ ॥২৬০
শম্ভুপ্রতিজ্ঞাবিধ্বংসী কাশীনির্দ্দগ্ধনায়কঃ।
কাশীশগণকোটিঘ্নো লোকশিক্ষাদ্বিজার্চ্চকঃ ॥
যুবতীব্রতীবশ্যঃ পুরা শিববরপ্রদঃ।
শঙ্করৈকপ্রতিষ্ঠাধৃক্ স্বাংশশঙ্করপূজকঃ ॥ ২৬২
শিবকন্যাব্রতপতিঃ কৃষ্ণরূপশিবারিহা।
মহালক্ষ্মীবপুর্গৌরীত্রাতা বৈ দলবৃত্রহা ॥ ২৬৩
স্বধামমুচুকুন্দৈকনিষ্কালয়বনেষ্টকৃৎ।
যমুনাপতিরানীত-পরিলীনদ্বিজাত্মজঃ ॥ ২৬৪
শ্রীদামরঙ্কভক্তার্থভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ।
দুর্বৃত্তশিশুপালৈক-মুক্তিদো দ্বারকেশ্বরঃ ॥ ২৬৫
আচাণ্ডালাদিকপ্রাপ্যো দ্বারকানিধিকোটিকৃৎ।
অক্রূরোদ্ধবমুখ্যৈক ভক্তস্ব চ্ছন্দমুক্তিদঃ ॥২৬৬
সবালস্ত্রীজলক্রীড়ামৃতবাপীকৃতার্ণবঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধগর্ভস্থপরীক্ষিজ্জীবনৈককৃৎ ॥ ২৬৭
পরিলীনদ্বিজসুতানেতার্জ্জুনমদাপহঃ।
গূঢ়মুদ্রাকৃতিগ্রস্তভীষ্মাদ্যখিলকৌরবঃ ॥ ২৬৮
যথার্থখণ্ডিতাশেষ-দিব্যাস্ত্রপার্থমোহহৃৎ।
গর্ভশাপচ্ছলধ্বস্তযাদবোর্বীভয়াপহঃ ॥ ২৬৯
জরাব্যাধারিগতিদঃ স্মৃতিমাত্রাখিলেষ্টদঃ।
কামদেবো রতিপতির্ম্মন্মথঃ শম্বরান্তকঃ ॥ ২৭০

দামোদর, গোপদেব, যশোদানন্দদায়ক, কালীয়মর্দ্দন, সর্ব্বগোপগোপীজনপ্রিয়, লীলাগোবর্দ্ধনধর, গোবিন্দ, গোকুলোৎসব, অরিষ্টমথন, কামোন্মত্ত-গোপীবিমুক্তিদ, সদ্যঃকুবলয়াপীড়ঘাতী; চাণূরমর্দ্দন, কংসারি, উগ্রসেনাদি-রাজ্যব্যাপারিতাপর, সুধর্ম্মাঙ্কিতভূর্লোক, জরাসন্ধবলান্তক, ত্যক্তভগ্নজরাসন্ধ, ভীমসেনযশঃপ্রদ, সান্দীপনমৃতাপত্যদাতা, কালান্তকাদিজিৎ, সমস্ত নারকিত্রাতা, সর্ব্বভূপতি-কোটিজিৎ, রুক্মিণীরমণ, রুক্মিশাসন, নরকান্তক, সমস্তসুন্দরী কান্ত, মুরারি, গরুড়ধ্বজ, একাকী, জিতরুদ্রার্ক, মরুদাদ্যাখিলেশ্বর, দেবেন্দ্রদর্পহা, কল্পদ্রুমালঙ্কৃতভূতল, বাণবাহুসহস্রচ্ছিৎ, নন্দ্যাদিগণকোটিজিৎ, লীলাজিতমহাদেব, মহাদেবৈকপূজিত, ইন্দ্রার্থার্জ্জুননির্ভঙ্গজয়দ, পাণ্ডবৈকধৃক্, কাশিরাজশিরশ্ছেত্তা রুদ্রশক্ত্যেকমর্দ্দন, বিশ্বেশ্বর, প্রসাদাক্ষ, কাশীরাজসুতার্দ্দন, শম্ভুপ্রতিজ্ঞাবিধ্বংসী, কাশীনির্দ্দগ্ধনায়ক, কাশীশগণকোটিঘ্ন, লোকশিক্ষাদ্বিজার্চ্চক, যুবতীব্রততীবশ্য, শিববরপ্রদ, শঙ্করৈকপ্রতিষ্ঠাধৃক্, স্বাংশশঙ্করপূজক, শিবকন্যাব্রতপতি, কৃষ্ণরূপ, শিবারিহা, মহালক্ষ্মীবপুর্গৌরীত্রাতা, দেবলবৃত্রহা, স্বধামমুচুকুন্দৈক-নিষ্কালযবনেষ্টকৃৎ, যমুনাপতি, আনীতপটলানদ্বিজাত্মজ, শ্রীদামরঙ্কভক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্দ্রবৈভব, দুর্বৃত্তশিশুপালৈকমুক্তিদ, দ্বারকেশ্বর, আচাণ্ডালাদিকপ্রাপ্য, দ্বারকানিধিকোটিকৃৎ, অক্রূরোদ্ধবমুখ্যৈকভক্তস্বচ্ছন্দমুক্তিদ, সবালস্ত্রীজলক্রীড়ামৃতবাপীকৃতার্ণব, ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধগর্ভস্থপরীক্ষিজ্জীবনৈককৃৎ, পরিলীনদ্বিজসুতানেতা, অর্জ্জুনমদাপহ, গূঢ়মুদ্রাকৃতিগ্রস্তভীষ্মাদ্যখিলকৌরব, যথার্থ-খণ্ডিতাশেষদিব্যাস্ত্র, পার্থমোহহৃৎ, গর্ভশাপচ্ছলধ্বস্তযাদবোর্বীভয়াপহ, জরাব্যাধারিগতিদ, স্মৃতিমাত্রাখিলেষ্টদ, কাম

অনঙ্গো জিতগৌরীশো রতিকান্তঃ সদেপ্সিতঃ
পুষ্পেষুর্বিশ্ববিজয়িস্মরঃ কামেশ্বরীপ্রিয়ঃ ॥ ২৭১
উষাপতির্বিশ্বকেতুর্বিশ্বদৃপ্তোঽধিপুরুষঃ ।
চতুরাত্মা চতুর্ব্যূহশ্চতুর্যুগবিধায়কঃ ॥ ২৭২
চতুর্বেদৈকবিশ্বাত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশকোটিশঃ ।
আশ্রমাত্মা পুরাণর্ষির্ব্যাসঃ শাখাসহস্রকৃৎ ॥ ২৭৩
মহাভারতনির্ম্মাতা কবীন্দ্রো বাদরায়ণঃ ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সর্ব্বপুরুষার্থৈকবোধকঃ ॥ ২৭৪
বেদান্তকর্ত্তা ব্রহ্মৈকব্যঞ্জকঃ পুরুবংশকৃৎ ।
বুদ্ধো ধ্যানজিতাশেষ-দেবদেবো জগৎপ্রিয়ঃ ॥
নিরায়ুধো জগজ্জৈত্রঃ শ্রীধরো দুষ্টমোহনঃ ।
দৈত্যবেদবহিষ্কর্ত্তা বেদার্থশ্রুতিগোপকঃ ॥ ২৭৬
শৌদ্ধোদনির্দষ্টদৃষ্টিঃ সুখদঃ সদসস্পতিঃ ।
যথাযোগ্যাখিলকৃপঃ সর্ব্বশূন্যোঽখিলেষ্টদঃ ॥২৭৭
চতুষ্কোটিপৃথক্ তত্ত্বং প্রজ্ঞাপারমিতেশ্বরঃ ।
পাষণ্ডবেদমার্গেশঃ পাষণ্ডশ্রুতিগোপকঃ ॥২৭৮
কল্কী বিষ্ণুযশঃপুত্রঃ কলিকালবিলোপকঃ ।
সমস্তম্লেচ্ছদুষ্টঘ্নঃ সর্ব্বশিষ্টদ্বিজাতিকৃৎ ॥ ২৭৯
সত্যপ্রবর্ত্তকো দেবদ্বিজ-দীর্ঘক্ষুধাপহঃ ।
অশ্ববারাদিরেবন্তঃ পৃথ্বীদুর্গতিনাশনঃ ॥ ২৮০
সদ্যঃক্ষ্মানন্তলক্ষ্মীকৃন্নষ্টনিঃশেষধর্ম্মবিৎ ।
অনন্তস্বর্ণযোগৈক-হেমপূর্ণাখিলদ্বিজঃ ॥ ২৮১
অসাধ্যৈকজগচ্ছাস্তা বিশ্ববন্দ্যো জয়ধ্বজঃ ।
আত্মতত্ত্বাধিপঃ কর্ত্তৃশ্রেষ্ঠো বিধিরুমাপতিঃ ॥২৮২
ভর্ত্তৃশ্রেষ্ঠঃ প্রজেশাগ্র্যো মরীচির্জনকাগ্রণীঃ ।
কশ্যপো দেবরাজেন্দ্রঃ প্রহ্লাদো দৈত্যরাট্ শশী
নক্ষত্রেশো রবিস্তেজঃশ্রেষ্ঠঃ শুক্রঃ কবীশ্বরঃ ।
মহর্ষিরাট্ ভৃগুর্বিষ্ণুরাদিত্যেশো বলিঃ স্বরাট্ ॥
বায়ুর্বহ্নিঃ শুচিঃ শ্রেষ্ঠঃ শঙ্করো রুদ্ররাট্ গুরুঃ
বিদ্বত্তমশ্চিত্ররথো গন্ধর্ব্বাগ্র্যো ক্ষরোত্তমঃ ॥২৮৫
বর্ণাদিরগ্র্যস্ত্রীগৌরী শক্ত্যাগ্র্যাশীশ্চ নারদঃ ।
দেবর্ষিরাট্ পাণ্ডবাগ্র্যোঽর্জ্জুনো বাদঃ প্রবাদরাট্
পবনঃ পবনেশানো বরুণো যাদসাং পতিঃ ।
গঙ্গাতীর্থোত্তমোদ্যূতং ছলকাগ্র্যং বরৌষধম্ ।
অন্নং সুদর্শনোঽস্ত্রাগ্র্যং বজ্রং প্রহরণোত্তমম্ ।
উচ্চৈঃশ্রবা বাজিরাজ ঐরাবত ইভেশ্বরঃ ॥২৮৮
অরুন্ধত্যেকপত্নীশো হ্যশ্বত্থোঽশেষবৃক্ষরাট্ ।
অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যাগ্র্যঃ প্রণবশ্ছন্দসাং বরঃ ॥
মেরুর্গিরিপতির্মার্গো মাসাগ্র্যঃ কালসত্তমঃ ।

দেব, রতিপতি, মন্মথ, শম্বরান্তক, অনঙ্গ, জিত-গৌরীশ, রতিকান্ত, সদেপ্সিত, পুষ্পেষু, বিশ্ব-বিজয়িস্মর, কামেশ্বরীপ্রিয়, উষাপতি, বিশ্ব-কেতু, বিশ্বদৃপ্ত, অধিপুরুষ, চতুরাত্মা, চতুর্ব্যূহ, চতুর্যুগবিধায়ক, চতুর্ব্বেদৈক বিশ্বাত্মা, সর্ব্বোৎ-কৃষ্টাংশকোটীশ, আশ্রমাত্মা, পুরাণর্ষি, ব্যাস, শাখাসহস্রকৃৎ, মহাভারতনির্ম্মাতা, কবীন্দ্র, বাদরায়ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সর্ব্বপুরুষার্থৈকবোধক, বেদান্তকর্ত্তা, ব্রহ্মৈকব্যঞ্জক, পুরুবংশকৃৎ, বুদ্ধ, ধ্যানজিতাশেষদেবদেব, জগৎপ্রিয়, নিরায়ুধ, জগজ্জৈত্র, শ্রীধর, দুষ্টমোহন, দৈত্যবেদ-বহিষ্কর্ত্তা, বেদার্থশ্রুতিগোপক, শৌদ্ধোদনী, দষ্টদৃষ্টি, সুখদ, সদসস্পতি, যথাযোগ্যাখিল-কৃপ, সর্ব্বশূন্য, অখিলেষ্টদ, চতুষ্কোটিপৃথক্-তত্ত্ব, প্রজ্ঞাপারমিতেশ্বর, পাষণ্ডবেদমার্গেশ, পাষণ্ডশ্রুতিগোপক, কল্কী, বিষ্ণুযশঃপুত্র, কলিকালবিলোপক, সমস্তম্লেচ্ছদুষ্টঘ্ন, সর্ব্ব-শিষ্ট্যদ্বিজাতিকৃৎ, সত্যপ্রবর্ত্তক, দেবদ্বিজদীর্ঘ-ক্ষুধাপহ, অশ্ববারাদি-রেবন্ত, পৃথ্বী দুর্গতিনাশন, সদ্যঃক্ষ্মানন্তলক্ষ্মীকৃৎ, নষ্টনিঃশেষধর্ম্মবিৎ, অনন্তস্বর্ণযোগৈকহেমপূর্ণাখিলদ্বিজ, অসাধ্যৈক-জগচ্ছাস্তা, বিশ্ববন্দ্য, জয়ধ্বজ, আত্মতত্ত্বাধিপ, কর্ত্তৃশ্রেষ্ঠ, বিধি, উমাপতি, ভর্ত্তৃশ্রেষ্ঠ, প্রজে-শাগ্র্য, মরীচি, জনকাগ্রণী, কশ্যপ, দেব-রাজেন্দ্র, প্রহ্লাদ, দৈত্যরাট্, শশী, নক্ষত্রেশ, রবি, তেজঃশ্রেষ্ঠ, শুক্র, কবীশ্বর, মহর্ষিরাট্, ভৃগু, বিষ্ণু, আদিত্যেশ, বলি, স্বরাট্, বায়ু, বহ্নি, শুচি, শ্রেষ্ঠ, শঙ্কর, রুদ্ররাট্, গুরু, বিদ্বত্তম, চিত্ররথ, গন্ধর্ব্বাগ্র্য, ক্ষরোত্তম, বর্ণাদি, অগ্র্য, স্ত্রীগৌরী, শক্ত্যাগ্র্যাশী, নারদ, দেবর্ষিরাট্, পাণ্ডবাগ্র্য, অর্জ্জুন, বাদ, প্রবাদ-রাট্, পবন, পবনেশান, বরুণ, যাদসাংপতি, গঙ্গা, তীর্থোত্তম, দ্যূত, ছলাকাগ্র্য, বরৌষধ, অন্ন, সুদর্শন, অস্ত্রাগ্র্য, বজ্র, প্রহরণোত্তম, উচ্চৈঃশ্রবা, বাজিরাজ, ঐরাবত, ইভেশ্বর, অরুন্ধত্যেকপতীশ, অশ্বত্থ, অশেষবৃক্ষরাট্, অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যাগ্র্য, প্রণব, ছন্দোবর, মেরু,

দিনাদ্যাত্মা পূর্ব্বসিদ্ধঃ কপিলঃ সামবেদরাট্॥
তার্ক্ষ্যঃ খগেন্দ্র ঋত্বগ্র্যো বসন্তঃ কল্পপাদপঃ।
দাতৃশ্রেষ্ঠঃ কামধেনুরার্ত্তিঘ্নাগ্র্যঃ সুহৃত্তমঃ॥২৯২
চিন্তামণির্গুরুশ্রেষ্ঠো মাতা হিততমঃ পিতা।
সিংহো মৃগেন্দ্রো নাগেন্দ্রো বাসুকির্নৃবরো নৃপঃ
বর্ণেশো ব্রাহ্মণশ্চেতঃকরুণাগ্র্যং নমো নমঃ।
ইত্যেতদ্বাসুদেবস্য বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্॥ ২৯৩
সর্ব্বাপরাধশমনং পরং ভক্তিবিবর্দ্ধনম্।
অক্ষয়ং ব্রহ্মলোকাদি সর্ব্বস্বর্গৈকসাধনম্॥ ২৯৪
বিষ্ণুলোকৈকসোপানং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্।
সমস্তসুখদং সদ্যঃ পরং নির্ব্বাণদায়কম্॥ ২৯৫
কামক্রোধাদিনিঃশেষমনোমলবিশোধনম্।
শান্তিদং পাবনং নৃণাং মহাপাতকিনামপি॥২৯৬
সর্ব্বেষাং প্রাণিনামাশু সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্।
সমস্তবিঘ্নশমনং সর্ব্বারিষ্টবিনাশনম্॥ ২৯৭
ঘোরদুঃখপ্রশমনং তীব্রদারিদ্র্যনাশনম্।
ঋণত্রয়াপহং গুহ্যং ধনধান্যযশস্করম্॥ ২৯৮
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্ব্বসিদ্ধিদং সর্ব্বধর্ম্মদম্।
তীর্থযজ্ঞতপোদানব্রতকোটিফলপ্রদম্॥ ২৯৯

গিরিপতি, মার্গ, মাসাগ্র্য, কালসত্তম, দিনাদ্যাত্মা, পূর্ব্বসিদ্ধ,কপিল, সামবেদরাট্, তার্ক্ষ্য, খগেন্দ্র, ঋত্বগ্র্য, বসন্ত, কল্পপাদপ, দাতৃশ্রেষ্ঠ, কামধেনু, আর্ত্তিঘ্নাগ্র্য, সুহৃত্তম, চিন্তামণি, গুরুশ্রেষ্ঠ, মাতা, হিততম, পিতা, সিংহ, মৃগেন্দ্র, নাগেন্দ্র, বাসুকি, নৃবর, বর্ণেশ, ব্রাহ্মণচেতঃ ও করুণাগ্র্য। বাসুদেব বিষ্ণুর এই নামসহস্র সর্ব্বাপরাধ শমন ও পরম ভক্তিবর্দ্ধন। ইহা ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তির একমাত্র সোপান, সর্ব্বদুঃখবিনাশন, সমস্তসুখপ্রদ, সদ্যঃপরমনির্ব্বাণদায়ক, কামক্রোধাদি অশেষ মনোমলের বিশোধক, শান্তিপ্রদ, মহাপাতকী জনের পবিত্রতাজনক, সর্ব্ব প্রাণীর আশু সর্ব্বাভীষ্টফলদায়ক, সমস্ত বিঘ্ননাশন, সর্ব্বারিষ্টহর, ঘোরদুঃখপ্রশমন, তীব্র দারিদ্র্যনাশন, ঋণত্রয়াপহ, গোপনীয়, ধন ধান্য ও যশস্কর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ, সর্ব্বসিদ্ধিদ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদ,

জগজ্জাড্যপ্রশমনং সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকম্।
রাজ্যদং ভ্রষ্টরাজ্যানাং রোগিণাং সর্ব্বরোগহৃৎ
বন্ধ্যানাং সুতদং চায়ুঃক্ষীণানাং জীবিতপ্রদম্
ভূতগ্রহবিষধ্বংসি গ্রহপীড়াবিনাশনম্॥ ৩০১
মাঙ্গল্যং পুণ্যমায়ুষ্যং শ্রবণাৎ পঠনাজ্জপাৎ।
সকৃদস্যাখিলা বেদাঃ সাঙ্গা মন্ত্রাশ্চ কোটিশঃ॥
পুরাণশাস্ত্রস্মৃতয়ঃ শ্রুতাঃ স্যুঃ পঠিতাস্তথা।
জপ্ত্বা চৈকাক্ষরং শ্লোকং পাদং বা পঠতি প্রিয়ে
নিত্যং সিধ্যতি সর্ব্বেষ্টমচিরাৎ কিমুতাখিলম্।
নানেন সদৃশং সদ্যঃপ্রত্যয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু॥৩০৪
ইদং ভদ্রে ত্বয়া গোপ্যং পাঠ্যং স্বার্থৈকসিদ্ধয়ে
নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে॥৩০৫
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে।
দেয়ং পুত্রায় শিষ্যায় সুহৃদে হিতকাম্যয়া॥ ৩০৬
মৎপ্রসাদাদৃতে নেদং গ্রহীষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ।
কলৌ সদ্যঃফলং কল্পগ্রামং নেষ্যতি নারদঃ॥

তীর্থ যজ্ঞ তপস্যা দান ও ব্রতকোটিফলপ্রদ, জগজ্জাড্যহর, সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তক, ভ্রষ্টরাজ্যদিগের রাজ্যপ্রদ, রোগীদিগের সর্ব্বরোগহর, বন্ধ্যাগণের সুতপ্রদ, ক্ষীণায়ুদিগের জীবনপ্রদ, ভূত-গ্রহবিষধ্বংসী, গ্রহপীড়াবিনাশন, মাঙ্গল্য, পুণ্য এবং আয়ুষ্য। ইহা একবার মাত্র শ্রবণে, পঠনে ও জপে সাঙ্গ অখিলবেদ, কোটি কোটি মন্ত্র, সর্ব্ব পুরাণ ও সমস্ত স্মৃতি পঠিত হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি ইহার একটী অক্ষর জপ করিয়া শ্লোক কিম্বা শ্লোকাংশ পাঠ করে, অচিরকাল মধ্যেই তাহার সর্ব্ব ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। হে ভদ্রে! তুমি এই স্তোত্র গোপনে রাখিবে, এবং একমাত্র স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই পাঠ করিবে। বিকল্পহতচিত্ত ভক্তিশ্রদ্ধাহীন অবৈষ্ণব ব্যক্তিকে ইহা দান করিবে না। পুত্র, শিষ্য ও সুহৃৎজনকে হিতকামনায় ইহা দান করিবে।১২১—৩০৬। আমার প্রসন্নতা ব্যতীত অল্পমেধা জনগণ এই স্তোত্র আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এই সদ্যঃফলজনক স্তব কলিযুগে নারদমুনি কল্পগ্রামে লইয়া যাই-

লোকানাং ভাগ্যহীনানাং যেন দুঃখং বিনশ্যতি
দ্বিত্রেষু বৈষ্ণবেষেতদার্য্যাবর্ত্তে ভবিষ্যতি ॥৩০৮
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরংধাম নাস্তি বিষ্ণোঃ পরংতপঃ
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরো ধর্ম্মো নাস্তি মন্ত্রো হ্যবৈষ্ণবঃ ॥ ৩০৯
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং সত্যং নাস্তি বিষ্ণোঃ পরো মখঃ।
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং ধ্যানং নাস্তি বিষ্ণোঃ পরা গতিঃ ॥ ৩১০
কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈর্বা বহুবিস্তরৈঃ।
বাজপেয়সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥ ৩১১
সর্ব্বতীর্থময়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বশাস্ত্রময়ঃ প্রভুঃ।
সর্ব্বক্রতুময়ো বিষ্ণুঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
আব্রহ্মসারসর্ব্বস্বং সর্ব্বমেতন্ময়োদিতম্ ॥ ৩১২

পার্ব্বত্যুবাচ।

ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি কৃতার্থাস্মি জগৎপতে।
যন্ময়েদং শ্রুতং স্তোত্রং ত্বদ্রহস্যং সুদুর্ল্লভম্ ॥
অহোবত মহৎ কষ্টং সমস্তদুঃখহে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি দেবেশ মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংস্থতৌ
যমুদ্দিশ্য সদা নাথং মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটিলো ভস্মলিপ্তাঙ্গো তপস্বী বীক্ষ্যতে জনৈ
ততোঽধিকোঽস্তি দেবঃ কো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষ
যত্তত্ত্বং চিন্ত্যতে নিত্যং ত্বয়া যোগেশ্বরেণ হি।
ততঃ পরং কিমধিকং পদং শ্রীপুরুষোত্তমাৎ।
তমবিজ্ঞায়কং মূঢ়া যজন্তে জ্ঞানমানিনঃ ॥ ৩১৭
মুষিতাস্মি ত্বয়া নাথ চিরং যদয়মীশ্বরঃ।
প্রকাশিতো ন মে যস্মাৎ ত্বদাদ্যা দিব্যশক্তয়ঃ
অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
ভবদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে ॥৩১৯
মহীয়সাং হি মাহাত্ম্যং ভজমানান্ ভজন্তি তে।
দ্বিষতোঽপি বৃথা পাপান্ ক্ষমন্তে ক্ষমান্বিতাঃ।
ময়াপি বাল্যে স্বপিতুঃ প্রজা দৃষ্টা বুভুক্ষিতাঃ
দুঃখাদশক্তয়া পোষ্টুং শ্রিয়মারাধ্য বৈ ভৃতাঃ।
তয়া সন্নিহিতাভ্যশ্চ প্রজাভ্যো ভবদাদয়ঃ।

বেন। ইহাতে ভাগ্যহীন জনগণের দুঃখনাশ হইবে। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে দুই জন কি তিন জন মাত্র বৈষ্ণব ইহা অবগত হইবেন। বিষ্ণু অপেক্ষা পরম ধাম, পরম তপ, পরম ধর্ম্ম, পরম মন্ত্র, পরম সত্য, পরম যজ্ঞ, পরম ধ্যান, বা পরম গতি নাই। জনার্দ্দনে যাহার ভক্তি আছে, বহু মন্ত্র, বহু বিস্তর শাস্ত্রালোচনা, কিম্বা বহু সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা তাহার প্রয়োজন কি? একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বতীর্থময়, সর্ব্বশাস্ত্রময় এবং সর্ব্বযজ্ঞময়। ইহা একান্ত সত্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছি। এই আব্রহ্ম সারসর্ব্বস্ব সমস্তই আমি কহিলাম। পার্ব্বতী কহিলেন,—জগৎপতে! আমি ধন্যা, অনুগৃহীতা ও কৃতার্থা হইয়াছি। এই যে, স্তোত্র আমি শুনিলাম, এই স্তোত্ররহস্য সুদুর্লভ। আহা কি কষ্ট, নিখিল দুঃখহারী হরি বিদ্যমানে মূঢ়গণ কিজন্য সংসারে ক্লেশ ভোগ করে? যাঁহার উদ্দেশে আপনি মহেশ—নগ্ন, জটিল, ভস্মলিপ্তাঙ্গ ও তপস্বী হইয়াছেন, সেই মধুহন্তা লক্ষ্মীকান্ত হইতে আর কোন্ দেব শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন? আপনি যোগেশ্বর হইয়া নিত্য যে তত্ত্ব চিন্তা করিতেছেন, সেই পুরুষোত্তম হইতে শ্রেষ্ঠ পরম পদ আর কি আছে? মূঢ়গণ তাঁহার তত্ত্ব না জানিয়া নিজেকে জ্ঞানী বোধে কাহার অর্চ্চনা করে? হে নাথ! আপনি এই ঈশ্বরতত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই; ইহাতে আমি দীর্ঘকাল প্রতারিত হইয়া আছি। অহো! আপনারও আদি গুরু সেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুকে মূঢ় জনগণ সামান্যবৎ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। মহীয়ান্ ব্যক্তিগণ ভজমান জনকে ভজনা করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের মাহাত্ম্য। ক্ষমান্বিত ব্যক্তিগণ পাপকর্ম্মা শত্রুকেও ক্ষমা করিয়া থাকেন। আমি বাল্যে পিতার প্রজাগণকে বুভুক্ষিত দেখিয়া অতি দুঃখেও তাহাদের পোষণ করিতে পারি নাই। অবশেষে লক্ষ্মীর অরাধনা করিয়া তাহাদিগকে পালন করি-

বিলসন্তি সশক্রাদ্যাঃ সসুহৃন্মিত্রবান্ধবাঃ ॥৩২২
তয়া বিনা ক দেবত্বং কৈশ্বর্য্যং ক পরিগ্রহঃ।
সর্ব্বে ভবন্তি জীবন্তো যাতনাস্বেব সংস্থিতাঃ॥
তামৃতে নৈব ধর্ম্মোঽর্থকামৌ মোক্ষোঽপিদূরতঃ
ক্ষুধিতানাং দুর্গতানাং কুতো যোগসমাধয়ঃ॥
স চ সংসারসারৈকঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
বশগা কমলা যস্য ত্যক্তা তামপি শঙ্করঃ ॥৩২৫
অনৌদ্ধত্যেন শৌচেন রূপেণার্জ্জবসম্পদা।
সর্ব্বাতিশয়বীর্য্যেণ সম্পূর্ণস্য মহাত্মনঃ॥ ৩২৬
কস্তেন তুল্যতামেতি দেবদেবেন বিষ্ণুনা।
যস্যাংশাংশাবতারেণ বিনা সর্ব্বং বিলীয়তে॥
জগদেতত্তথাপ্যাহুর্দোষবত্তদ্বিমোহিতাঃ।
নাস্য জন্ম ন বা মৃত্যুর্নাপ্রাপ্যং স্বার্থমেব চ ॥৩২৮
কামাদ্যাসক্তচিত্তত্বাৎ কিন্তু সর্ব্বেশ্বর প্রভো।
ত্বন্ময়ত্বাৎ প্রমাদাদ্বা শক্নোমি পঠিতুং ন চেৎ
বিষ্ণোঃ সহস্রনামৈতৎ প্রত্যহং বৃষভধ্বজ।

নাম্নৈকেন তু যেন স্যাত্তৎফলংব্রূহি মে প্রভো
মহাদেব উবাচ।
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৩৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিষ্ণোর্নামসহস্রকথনং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭১॥

য়াছিলাম। সেই লক্ষ্মীসন্নিহিত প্রজাগণের জন্যই ভবদাদি ও সমিত্রবান্ধব শক্রাদি দেব প্রতিভাত হইতেছেন। সেই লক্ষ্মী ব্যতীত কোথায় দেবত্ব, কোথায় ঐশ্বর্য্য, আর কোথায়ই বা পরিগ্রহ? যাতনাবস্থিত জনগণও তাঁহার অবলম্বনে জীবন ধারণ করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কোন কিছুই তাঁহা ভিন্ন হইবার নহে। ক্ষুধিত দুর্গত জীবগণের যোগসমাধি কোথায়? দেবী কমলা যাঁহার বশীভূতা, তিনিই সংসারের একমাত্র সার এবং তিনিই সর্ব্বলোকের নায়ক। সেই দেবীকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র শঙ্করই অনৌদ্ধত্য শৌচ রূপ সারল্য ও সর্ব্বাতিশায়ী বীর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা; কিন্তু যাঁহার অংশাংশাবতার বিনা এই সর্ব্ব বিশ্ব বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই দেবদেব বিষ্ণুর তুল্য কে আছে? তথাপি সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিমোহিত জনগণ এ জগৎ দোষকর বলিয়া কীর্ত্তন করে। সেই বিষ্ণুর জন্ম মৃত্যু বা অপ্রাপ্য স্বার্থ কিছুই নাই। কিন্তু হে প্রভো, সর্ব্বেশ্বর! কামাদিতে আসক্তচিত্ততা ভবৎপ্রতি তন্ময়তা বা প্রমাদ বশতঃ আমি যদি প্রত্যহ এই বিষ্ণুনামসহস্র পাঠ করিতে না পারি, তাহা হইলে একটী নামোচ্চারণেও যাহাতে আমার ফল হইতে পারে, তাহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে মনোরমে, বরাননে! রাম রাম রাম এই নামই সহস্রনাম তুল্য। ৩০৭—৩৩১।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ব্রাহ্মণা বা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা বা গিরিকন্যকে।
শূদ্রা বাথ বিশেষেণ পঠন্ত্যনুদিনং যদি॥ ১
ধনধান্যসমাযুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
শ্লোকং বা শ্লোকমর্দ্ধং বা পাদং পাদার্দ্ধমেব বা
পঠনান্মোক্ষমাপ্নোতি বিদাভূতসমপ্লবম্।
বিন্যাসেন যুতং দেবি বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্॥ ৩
যে পঠন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে যান্তি পদমব্যয়ম্।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে গিরিনন্দিনি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র জন যদি ইহা বিশেষভাবে পাঠ করেন, তবে ধনধান্যসম্পন্ন হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্তোত্রের শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ, পাদ বা পাদার্দ্ধ পাঠেও মানব মোক্ষ লাভ করে। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ পদবিন্যাসপূর্ব্বক বিষ্ণুর নামসহস্র সম্পূর্ণরূপে পাঠ করেন, তাঁহারা অব্যয় পাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বাথ যঃ পঠেৎ
ধনায়ুর্বর্দ্ধতে তস্য যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা লক্ষ্মীং সম্পদং বিপুলাং লভেৎ॥ ৫
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
বিষ্ণোর্নামসহস্রন্তু পরং নির্ব্বাণদায়কম্॥ ৬
পূজনং প্রথমং তস্য কৃতং যেন নরেণ তু।
সম্পূর্ণং পূজিতে বিষ্ণৌ তস্য পূজা চ বার্ষিকী॥
ব্যগ্রত্বঞ্চ ন কর্ত্তব্যং পঠনে তু বিশেষতঃ।
যদি চেৎ ক্রিয়তে পাঠে হ্যায়ুর্বিত্তঞ্চ নশ্যতি॥ ৮
যাবন্তি ভুবি তীর্থানি জম্বূদ্বীপেষু সর্ব্বদা।
তানি তীর্থানি তত্রৈব বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্॥ ৯
তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী,
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র,
যত্র স্থিতং নামসহস্রকং তৎ॥ ১০
ইদং পবিত্রং পরমং ভক্তানাং বল্লভং সদা।
ধ্যেয়ং হি দাসভাবেন ভক্তিভাবেন চেতসা॥ ১১
পরং সহস্রনামাখ্যং যে পঠন্তি মনীষিণঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি হরিসন্নিধৌ॥ ১২
অরুণোদয়কালে তু যে পঠন্তি জপন্তি চ।
আয়ুর্বলঞ্চ তেষাং শ্রীর্বর্দ্ধতে চ দিনেদিনে॥ ১৩
রাত্রৌ জাগরণে প্রাপ্তে কলৌ ভাগবতো নরঃ
পঠনান্মুক্তিমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১৪
একৈকেন তু নাম্না বৈ হরৌ তুলসিকারণাৎ।
পূজা সা চৈব বিজ্ঞেয়া কোটিযজ্ঞফলাধিকা॥ ১৫
মার্গে চ গচ্ছমানাস্তু যে পঠন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
ন দোষা মার্গজাস্তেষাং ভবন্তি কিল পার্ব্বতি।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং কেশবস্য তু।
যে শৃণ্বন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে পুণ্যাঃ পুণ্যরূপিণঃ॥ ১৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সহস্রনামমহিমা নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭২॥

যে ব্যক্তি এককাল, দ্বিকাল বা ত্রিকাল ইহা পাঠ করেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত তাঁহার ধন ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তিনি পুত্র পৌত্র ও বিপুল লক্ষ্মী লাভ করেন। অয়ি বরাননে! বার বার অধিক বলিয়া কি হইবে? বিষ্ণুর এই সহস্র নাম পরম নির্ব্বাণদায়ক। যে নর প্রথমে উহার পূজা করে, সংবৎসর যাবৎ বিষ্ণুপূজার সম্পূর্ণ ফল তাহার হইয়া থাকে। ইহা পাঠ-কালে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবে না, করিলে আয়ু এবং বিত্ত নাশ হয়। যথায় বিষ্ণুনাম-সহস্র পঠিত হয়, তথায় জম্বুদ্বীপস্থ যাবতীয় তীর্থ সন্নিহিত হইয়া থাকে। যেখানে বিষ্ণুর নামসহস্র অবস্থিত, সেখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী প্রভৃতি সর্ব্বতীর্থ বিরাজিত। এই স্তোত্র পরম পবিত্র ও ভক্তজনপ্রিয়। ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ইহা ধ্যান করা কর্ত্তব্য। যে সকল মনীষী এই সহস্রনামাখ্য পরম স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসমীপে বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা অরুণোদয়কালে ইহা পাঠ ও জপ করেন, তাঁহাদের আয়ু, বল ও শ্রী দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কলিকালে ভগবদ্ভক্ত নর রাত্রিজাগরণ করিয়া ইহা পাঠ করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই সহস্রনামের এক একটী নামে তুলসী দ্বারা ভগবানের পূজা করিলে, উহা কোটিযজ্ঞ হইতেও অধিক ফলদায়ক হয়। যে সকল দ্বিজাতি পথে যাইতে যাইতে এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের পথদোষ ঘটে না! হে দেবি! শ্রবণ কর; আমি কেশবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই ধন্য এবং পুণ্যমূর্ত্তি।১—১৭।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

ও রামরক্ষাস্তোত্রস্য শ্রীবিশ্বামিত্রঋষিঃ, শ্রীরামো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥ ১
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।
ধ্যাত্বা বৈ পুণ্ডরীকাক্ষং শ্রীরামং বিষ্ণুমব্যয়ম্॥২
পাতু বো হৃদয়ং রামঃ শ্রীকণ্ঠঃ কণ্ঠমেব চ।
নাভিং পাতু মখত্রাতা কটিং মে বিশ্বরক্ষকঃ॥৩
করৌ পাতু দাশরথিঃ পাদৌ মে বিশ্বরূপধৃক্।
চক্ষুষী পাতু বৈ দেবঃ সীতাপতিরনুত্তমঃ॥ ৪
শিখাং মে পাতু বিশ্বাত্মা কর্ণৌ মে পাতু কামদঃ
পার্শ্বয়োস্তু সুরত্রাতা কালকোটিদুরাসদঃ॥ ৫
অনন্তঃ সর্ব্বদা পাতু শরীরং বিশ্বনায়কঃ।
জিহ্বাং মে পাতু পাপঘ্নো লোকশিক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ
রাঘবঃ পাতু মে দন্তান্ কেশান্ রক্ষতু কেশবঃ
সক্থিনী পাতু মে দত্তবিজয়ো নাম বিশ্বসৃক্
এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যো বৈ পুমান্ পঠেৎ।
স চিরায়ুঃ সুখী বিদ্বান্ লভতে দিব্যসম্পদম্॥
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যঃ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী
রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি যঃ স্মরেৎ।
বিমুক্তঃ স নরঃ পাপান্মুক্তিংপ্রাপ্নোতি শাশ্বতীম্
বসিষ্ঠেন ইদং প্রোক্তং গুরবে বিষ্ণুরূপিণে॥১০
ততো মে ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তং ময়োক্তং নারদং প্রতি
নারদেন তু ভূর্লোকে প্রাপিতং সুজনেম্বিহ॥
সুপ্ত্বা বাথ গৃহে বাপি মার্গে গচ্ছন্ত এব বা।
যে পঠন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে নরাঃ পুণ্যভাগিনঃ॥১২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে রামরক্ষাস্তোত্রং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
যচ্ছ্রুত্বা ন পুনর্জন্ম জায়তে ভুবি কর্হিচিৎ॥ ১
ধর্ম্মাদর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চৈতত্ত্রয়ং লভেৎ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—শ্রীমহর্ষি বিশ্বামিত্র রামরক্ষাস্তোত্রের ঋষি; শ্রীরাম দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ জপে ইহার বিনিয়োগ। অতসীপুষ্পসঙ্কাশ, পীতবাসা, অচ্যুত অব্যয় পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু শ্রীরামকে অগ্রে ধ্যান করিয়া বলিবে—শ্রীরাম তোমাদের হৃদয়, শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠ, যজ্ঞরক্ষক নাভি, বিশ্বরক্ষক কটি, দাশরথি করযুগল, বিশ্বরূপধারী পদযুগল, সীতাপতি নেত্রযুগল, বিশ্বাত্মা শিখা, কামদ কর্ণদ্বয়, সুরত্রাতা পার্শ্বদ্বয়, বিশ্বনেতা অনন্ত শরীর, লোকশিক্ষাপ্রবর্ত্তক পাপঘ্ন জিহ্বা, রাঘব দন্ত সকল, কেশব কেশরাশি এবং বিশ্বস্রষ্টা দত্তবিজয় সক্থি রক্ষা করুন। যে পুরুষ এই রামবলোপেত রক্ষা পাঠ করে, সে চিরায়ু, সুখী ও বিদ্বান্ হইয়া দিব্য পদ লাভ করিয়া থাকে। এই সনাতনী বৈষ্ণবী রক্ষা ভূতগণকে রক্ষা করুন। রাম, রামভদ্র ও রামচন্দ্র এই নাম যে স্মরণ করে, সে নর পাপমুক্ত হইয়া শাশ্বতী মুক্তি প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠ ইহা বিষ্ণুরূপী গুরুকে বলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি ইহা ব্রহ্মা সন্নিধানে প্রাপ্ত হই। পরে নারদের নিকট প্রকাশ করি। নারদ ভূর্লোকে সজ্জনদিগের নিকট ইহা ব্যক্ত করেন। যে সকল নরবর গৃহে শয়ন করিয়া অথবা পথে যাইতে যাইতে ইহা পাঠ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যভাজন। ১—১২।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর, উত্তম ধর্ম্মমাহাত্ম্য বলিতেছি। ইহা শ্রবণে ভূতলের কোথাও পুনর্জ্জন্ম হয় না। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই ত্রিবর্গ

তস্মাদ্ধর্ম্মং সমীহেত বিদ্বান্ যঃ স বুধঃ স্মৃতঃ ॥
তপসা চৈব দানেন ব্রতেন নিয়মেন চ।
তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গঃ সাত্ত্বিকেন তথৈব চ ॥ ৩
ইহয়াতো লভেদ্রাজ্যং ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ
জন্মান্তরেণ মুক্তিঃ স্যাৎ পদং বিন্দতি বৈষ্ণবম্
তপসা রাজসেনেহ রাজসশ্চৈব জায়তে।
তপ্ত্বা তামসভাবেন ক্রূরকর্ম্মা হি নিষ্ঠুরঃ ॥ ৫
তপস্তদ্রক্ষসাঞ্চোক্তং ভুক্তিদং তামসাত্মনাম্।
যত্তপ্তং সাত্ত্বিকঞ্চৈব তত্তপো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬
রজস্তমোভ্যাং নিয়তং তপস্যতাং,
বনে সতাং বায়ুভুজাং সুনির্জ্জনে।
তপস্বিনাঞ্চৈব ধনাদিবাঞ্ছতাং
বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্ ॥ ৭
গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপ-
স্ত্বকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে।
নিবৃত্তরাগস্য তপোবনং গৃহং
গৃহাশ্রমো তো গদিতং স্বধর্ম্মঃ ॥ ৮

সুদুস্তরঃ স ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
সংহন্যতে শ্রেষ্ঠতমঃ শুভাশ্রমঃ।
গৃহস্থ ধর্ম্মঃ প্রবরো মনীষিণাং
ব্রহ্মাদিভিশ্চাভিহিতো নগা জে ॥ ৯
তপ্ত্বা তপস্বী বিপিনে ক্ষুধার্ত্তো
গৃহং সমায়াতি সদান্নদাতুঃ।
ভক্ত্যা স চান্নং প্রদদাতি তস্মৈ
তপোবিভাগং ভজতে হিতস্য ॥ ১০
গৃহাশ্রমং জ্যেষ্ঠমিহাশ্রমাণাং
সম্যক্ চ য পালয়তে মনুষ্যঃ।
ইহৈব ভুঞ্জন্ স মনুষ্যভোগান্
স্বর্গং প্রয়াতীতি ন সংশয়োহত্র।
গৃহং সদা পালয়তাং নরাণাং
পাপং সমায়াতি কথং হি দেবি ॥ ১১
গৃহাশ্রমঃ পুণ্যতমঃ সর্ব্বদা তীর্থবদ্‌গৃহম্।
অস্মিন্ গৃহাশ্রমে পুণ্যে দানং দেয়ং বিশেষতঃ
দেবানাং পূজনং যত্র অতিথীনাঞ্চ ভোজনম্।

লাভ হয়; অতএব বিদ্বান্ জন তপস্যা, দান, ব্রত ও নিয়ম দ্বারা ধর্ম্মাচরণ করিবেন। সাত্ত্বিক তপস্যায় ধর্ম্ম লাভ হয়, স্বর্গান্তে ইহলোকে আসিয়া রাজ্য লাভ করে। তাহার ক্রোধ-লোভ দূরীভূত হইয়া যায়। জন্মান্তরে মুক্তি লাভ করে, বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজস তপস্যা। মানব রাজস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তামসভাবে তপস্যা করিয়া নর ক্রূর ও নিষ্ঠুর হইয়া থাকে। এইরূপ তপস্যা তামসাত্মা রাক্ষসগণের ভোগপ্রদ। যাহা সাত্ত্বিক তপস্যা, তাহাই সনাতন তপঃ। রাজস ও তামসভাবে নির্জ্জনবনে অনেক সাধুপুরুষ বায়ু ভোজন করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন। তাদৃশ তপস্বিগণ বিষয়ী হইয়া ধনাদি কামনা করিলে বনেও তাঁহাদের দোষ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি অকুৎসিত-কর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাদৃশ ব্যক্তির গৃহেও পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ তপ হইয়া থাকে। নিবৃত্তরাগ ব্যক্তির গৃহই তপোবন; অতএব গৃহাশ্রমই তাঁহার স্বধর্ম্ম।

হে নগনন্দিনি! সেই শুভাশ্রম শ্রেষ্ঠতম হইলেও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের সুদুস্তর; উহা তাহাদের দ্বারা ব্যাহতই হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা মনীষী, তাঁহাদের পক্ষে গৃহই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, ইহাই ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন। তপস্বী জন অরণ্যে তপস্যা করেন; কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সর্ব্বদা অন্নদাতার গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। অন্নদাতা ভক্তির সহিত তাঁহাকে অন্ন দান করিয়া তদীয় তপস্যার ভাগ গ্রহণ করেন। আশ্রমসমূহ মধ্যে গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ; যে মনুষ্য সম্যক্‌রূপে আশ্রম পালন করেন, তিনি ইহকালে ভোগ সকল উপভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে প্রয়াণ করিয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। হে দেবি! যাঁহারা সর্ব্বদা গৃহাশ্রম পালন করেন, তাঁহাদের আর কিরূপে পাপাগম হইতে পারে? ১—১১। গৃহাশ্রমই পুণ্যতম; উহা সর্ব্বদাই সর্ব্বতীর্থযুত। এই পুণ্য গৃহাশ্রমে থাকিয়া বিশেষভাবে দান করা কর্ত্তব্য। গৃহাশ্রমে দেবগণের পূজা ও অতিথিগণের

পথিকানাঞ্চ শরণমতো ধন্যতমো মতঃ॥ ১৩
তদ্গৃহস্থ সমাশ্রিত্য যেঽর্চ্চয়ন্তি দ্বিজান্নরাঃ।
আয়ুর্লক্ষ্মীস্তথা পুত্রা ন হীয়ন্তে কদাচন॥ ১৪
শৃণু সুন্দরি বক্ষ্যামি মহাপাপবিশোধনম্।
সর্ব্বসম্পৎকরং দানমিহামুত্রফলপ্রদম্॥ ১৫
শুভে কালে সমায়াতে সমভ্যর্চ্চ্য স্বদৈবতম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কৃত্বা দদ্যাদ্দানং স্বশক্তিতঃ
গৃহীত্বা পরদ্রব্যঞ্চ দ্বিজদেবেভ্য এব হি।
দদ্যাৎ স নিরয়ং দৃষ্ট্বা পশ্চাদ্যাতি পরাং গতিম্
শতানীকো যথা দানাৎ সপুত্রশ্চৈব তারিতঃ।
দত্ত্বান্যে চ দ্বিজেভ্যশ্চ সঙ্গতা ধর্ম্মতো দিবম্॥
ধর্ম্মস্থানেষু যৈর্দত্তং তেষাং ধর্ম্মমুদাহৃতম্।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বিত্তদানং সমাসতঃ॥ ১৯
দেহশুদ্ধিকরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
পাপহীনো যেন পুমান্ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

ভোগান্ ভুক্ত্বা ততশ্চান্তং যাতি বিষ্ণুং সনাতনম্
পুরা বৈ ব্রহ্মণা প্রোক্তং ভার্গবায় মহাত্মনে॥
পাপযুক্তায় রামায় তুলাবৃষভমেব চ।
পাপকর্ম্মরতশ্চৈব বধবন্ধক্রিয়ো নৃপঃ॥ ২২
অভক্ষ্যভক্ষণরতো ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
এতেঽপ্যনৃতবাদী চ প্রসূয়ন্তে বিযোনিষু॥২৩
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা যাচয়িত্বা তু নিন্দিতান্।
সদা কোপসমাযুক্তাঃ সাধূনাং পীড়নে রতাঃ॥
বিশ্বাসোপহতাশ্চৈবামসুভির্ধর্ম্মনিন্দকাঃ।
পাপৈরেভিঃ সমাযুক্তা জ্ঞাত্বাত্মানং গতায়ুষম্।
ইতি জ্ঞাত্বা তু দেবি দানং দেয়ং বিশেষতঃ
বহবো ধর্ম্মকর্ত্তারো বৈষ্ণবা ভুবি বিশ্রুতাঃ॥২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দানধর্ম্মো নাম
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৪॥

ভোজন হইয়া থাকে। উহা পথিকগণের আশ্রয়স্বরূপ, এই সকল কারণে গৃহাশ্রমই ধন্যতম। যে সকল নর গৃহাশ্রমে থাকিয়া দ্বিজগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের আয়ু, লক্ষ্মী ও সন্ততি কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। সুন্দরি! শ্রবণ কর, মহাপাপ-শোধন, ইহামুত্র ফলপ্রদ ও সর্ব্বসম্পত্তিকর দানের বিষয় বলিতেছি। শুভকাল উপস্থিত হইলে, স্বেষ্ট দেবের অর্চনা ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দান কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি পরদ্রব্য গ্রহণ করিয়া দেব-দ্বিজকে দান করে, সে অগ্রে নিরয় দর্শন করিয়া পশ্চাৎ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ—শতানক দান করিয়া সপুত্র স্বর্গে গিয়াছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিও দ্বিজগণকে দান করিয়া ধর্ম্মবলে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মস্থানে দান করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম উদাহৃত হইয়াছে। হে দেবি! এক্ষণে শ্রবণ কর, সংক্ষেপে বিত্তদানের কথা কহিতেছি। দান দেহশুদ্ধিকর; ইহার ন্যায় সৎকর্ম্ম হয় নাই, হইবে না। ইহার অনুষ্ঠানে নর পাপহীন হইয়া থাকে। পরে সর্ব্বভোগ উপভোগ করিয়া সনাতন বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয়। পুরাকালে ব্রহ্মা পাপযুক্ত মহাত্মা ভৃগুরামকে তুলাবৃষভ দানের উপদেশ দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মরত, বধবন্ধন অনুরক্ত, অভক্ষ্যভক্ষণকারী, গুরুতল্পগামী, ভ্রূণহত্যাকারী ও অনৃতবাদী, ইহারা সকলেই কুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা অযাজ্য যাজন করিয়াছে, যাহারা নিন্দিত জনের নিকট ধন প্রার্থনা করিয়াছে, যাহারা সদা ক্রোধী, সদা সাধুগণের পীড়নরত, যাহারা বিশ্বাসঘাতী ও ধর্ম্মনিন্দক, তাহারা নিজেদের সেই সেই পাপ জানিতে পারিয়া জীবনের শেষ ভাগে বিশেষরূপে দান কার্য্য করিবে। ভূতলে বহু বৈষ্ণবই ধর্ম্মানুষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত।১২—২৬।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

গণ্ডিকায়াস্তু মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে দেবি বিধানতঃ।
যথা গঙ্গা তথা সা চ কথিতা নগনন্দিনি॥ ১
শালগ্রামশিলা যত্র জায়তে বহুধা তথা।
মাহাত্ম্যঞ্চৈব তস্যাশ্চ কথিতং মুনিসত্তমৈঃ॥ ২
অণ্ডজা উদ্ভিজা যত্র স্বেদজাশ্চ জরায়ুজাঃ।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ পুণ্যরূপাস্তু পার্ব্বতি॥ ৩
উত্তরে সা তু সম্ভূতা গণ্ডিকা তু মহানদী।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা নূনং পাপং হন্ত্যগনন্দিনি॥৪
যত্র নারায়ণো দেবো নিত্যং তিষ্ঠতি ভূতিদঃ।
শঙ্খচক্রধরাস্তস্য সমীপে নিবসন্তি যে॥ ৫
তে মৃত্যুং সমনুপ্রাপ্য দিব্যরূপাশ্চতুর্ভুজাঃ।
ঋষয়স্তত্র তিষ্ঠন্তি দেবাশ্চৈবং বিশেষতঃ॥ ৬
রুদ্রা নাগাস্তথা যক্ষা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
তস্যাঃ সমীপে হ্যেকোঽস্তং স্থলো বৈ বিষ্ণুরূপধৃক্
স্থলেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মূর্ত্তির্বহুরূপাতিমুক্তিদা।
চতুর্ব্বিংশতিভূতানাং জাতয়ঃ সন্তি তত্র বৈ॥ ৮
একা বৈ মৎস্যরূপা চ কৃষ্ণরূপাতিমুক্তিদা।
অন্যা চ যা বুধৈঃ প্রোক্তা স্থলে বৈ বিষ্ণু-
সংজ্ঞকে॥ ৯
কল্কিনাম্নী তথা পুণ্যা কপিলা যা ময়োদিতা।
অন্যাস্তু বিবিধাকারা দৃশ্যন্তে বহুধা অপি॥ ১০
তিষ্ঠন্তি মূর্ত্তয়ঃ সর্ব্বা নানারূপা হ্যনেকশঃ।
সা গঙ্গা মহতী পুণ্যা ধর্ম্মকামার্থমুক্তিদা॥ ১১
যস্যাং ভূমৌ হৃষীকেশো নিয়মেন নমন্বিতঃ।
বর্ত্ততেঽদ্যাপি তত্রৈব ময়া সহ ন সংশয়ঃ॥ ১২
ভ্রূণহত্যা বালহত্যা গোহত্যা চ বিশেষতঃ।
যস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈবান্যজাতয়ঃ।
সর্ব্বে তে বৈ বিমুচ্যন্তে দর্শনাৎ গণ্ডিকাম্ভসঃ।
ইয়ং বেণীসমা পুণ্যা পাপিনাস্তু বিশেষতঃ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহা যত্র ইতরেষাস্তু কা কথা॥
সর্ব্বদা সর্ব্বকালে তু অহং গচ্ছামি পার্ব্বতি।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—দেবি! যথাবিধি গণ্ডিকামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। যেমন গঙ্গা তেমনই গণ্ডিকা। গণ্ডিকায় শালগ্রাম শিলা উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহার মাহাত্ম্য মুনিসত্তমগণই কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে পার্ব্বতি! অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ ও জরায়ুজগণ যাহার দর্শনমাত্র পুণ্যমূর্ত্তি ধারণ করে, সেই মহানদী গণ্ডিকা উত্তরদিকে সমুদ্ভূতা। এই নদীর স্মরণে পাপনাশ হইয়া থাকে। এই গণ্ডিকার তীরে ভূতিপ্রদ নারায়ণ দেব নিত্য অবস্থিত; যাহারা শঙ্খচক্রচিহ্নাঙ্কিত হইয়া তাঁহার সমীপে বাস করে, তাহারা মৃত্যুর পর চতুর্ভুজ হইয়া দিব্যরূপ ধারণ করিয়া থাকে। সেখানে ঋষি, দেব, রুদ্র, নাগ ও যক্ষগণ নিশ্চয় অবস্থান করেন। উহার সমীপে বিষ্ণুরূপধারী এক স্থল আছে। ঐ স্থলে একান্ত মুক্তিপ্রদ বহুরূপ মূর্ত্তি এবং চতুর্ব্বিংশতি ভূতজাতি বিদ্যমান। ইহার মধ্যে একমূর্ত্তি মৎস্যরূপা অপর মূর্ত্তি মুক্তিপ্রদা কৃষ্ণরূপা। বুধগণ বলেন, ঐ বিষ্ণুসংজ্ঞক স্থলে আরও এক মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তি কল্কিনাম্নী পুণ্যা কপিলা; ইহার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা ভিন্ন অন্য বিবিধাকার বহু মূর্ত্তি তথায় দৃশ্যমান। ঐ সকল মূর্ত্তি নানারূপে তথায় অবস্থিত। সেই গণ্ডিকা নদীই গঙ্গা; তিনি মহা পবিত্রা এবং ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মুক্তি-প্রদা। ঐ গণ্ডিকাতীরে হৃষীকেশ নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক অদ্যাপি আমার সহিত বাস করিতেছেন।১—১২। উহার বারি স্পর্শমাত্র ভ্রূণহত্যা, বালহত্যা ও গোহত্যাজনিত পাপ এবং অন্যান্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্য সমস্ত জাতিই গণ্ডিকা নদীর বারি দর্শনে মুক্ত হয়। ইহা ত্রিবেণীর সমান পবিত্রা; পাপিগণের পক্ষে ইহা আরও পুণ্যতমা। অন্যের কথা কি, এস্থানে ব্রহ্মহত্যাকারীও মুক্তি পাইয়া

তীর্থানাং তীর্থরাজোঽয়ং ব্রহ্মণা ভাষিতঃ কিল
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ মুনিভিঃ পরিকল্পিতম্।
আষাঢ়ে পুণ্যকালে তু তত্র গচ্ছামি সুন্দরি॥
মাসৈকবিধিনা চৈব স্নানং তত্র করোম্যহম্।
তারকং তত্র বিশদং জপামি তু নিরন্তরম্॥১৮
অতোঽহং বৈষ্ণবো জাতো বিষ্ণুক্ষেত্রে যতো গতঃ।
বিষ্ণুনা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং ক্ষেত্রং তত্তু মহত্তরম্॥১৯
বৈষ্ণবানাঞ্চ গতিদং পাবনং পরমং স্মৃতম্।
ভবেঽস্মিন্ মানুষে জন্ম দুর্লভং দেবি সর্ব্বদা॥
দুর্লভং গণ্ডিকাতীর্থং বিষ্ণুক্ষেত্রন্তু দুর্লভম্।
অতো হ্যাষাঢ়মাসে তু গন্তব্যং দ্বিজসত্তমৈঃ॥
তত্র গত্বা বিশেষেণ শঙ্খচক্রাদিধারণম্।
কর্ত্তব্যন্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতম্॥
শঙ্খতীর্থন্তু বামে বৈ দক্ষিণে চক্রচিহ্নিতম্।
দ্বিজানাং মুক্তিদং প্রোক্তং ধারিতব্যং প্রযত্নতঃ
ব্রাহ্মণৈশ্চ বিশেষেণ শঙ্খচক্রাদিধারণম্।
ধৃতে সতি মহাদেবি বৈষ্ণবাস্তে হি মানবাঃ॥২৪
ন গণ্ডিকাসমং তীর্থং ন ব্রতং দ্বাদশীসমম্।
ন দেবঃ কেশবাদন্যো ভূয়ো ভূয়ো বরাননে॥২৫
গণ্ডিকায়াস্তু মাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা বিষ্ণুলোকে হি যান্তি তে॥ ২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গণ্ডিকাতীর্থ-মাহাত্ম্যং নাম পঞ্চসপ্ততিতমো-ঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫॥

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

শৃণু সুন্দরি বক্ষ্যামি স্তোত্রঞ্চাভ্যুদয়ন্ততঃ।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে পাপী ব্রহ্মহা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১
ধাতা বৈ নারদং প্রাহ তদহন্ত ব্রবীমি তে।
তমুবাচ ততো দেবঃ স্বয়ম্ভূরমিতদ্যুতিঃ॥ ২

থাকে। হে পার্ব্বতি! আমি পর্ব্বকালে গণ্ডিকাতীরে গমন করিয়া থাকি। ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—এই গণ্ডিকা তীর্থসমূহের রাজা; এখানে স্নান-দান মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত। হে সুন্দরি! আষাঢ়ে পুণ্যকালে আমি তথায় গমন করিয়া বিধি অনুসারে এক মাস কাল স্নান করি এবং নিরন্তর তারকব্রহ্ম নাম জপ করিয়া থাকি। বিষ্ণুক্ষেত্রে যাই বলিয়া আমি বৈষ্ণব হইয়াছি। ঐ মহত্তর ক্ষেত্র বিষ্ণু নিজেই পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বৈষ্ণবগণের গতিপ্রদ ও পরম পবিত্র। হে দেবি! এ সংসারে মানুষজন্ম দুর্লভ; মানবজন্মে বিষ্ণুক্ষেত্র গণ্ডিকাতীর্থ সুদুর্লভ। অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আষাঢ় মাসে গণ্ডিকা-তীর্থে গমন করিবেন। তথায় গিয়া দ্বিজ-সত্তমগণ শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন বিশেষরূপেই ধারণ করিবেন। কারণ ঐরূপ চিহ্নধারণই পরম পবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া অভিহিত। বামে শঙ্খ তীর্থ এবং দক্ষিণে চক্রচিহ্নিত তীর্থ সযত্নে ধারণ করিবে, এই চিহ্নধারণ দ্বিজগণের মুক্তিপ্রদ বলিয়া অভিহিত। ব্রাহ্মণগণ শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন বিশেষভাবেই ধারণ করিবেন। হে মহাদেবি! ইহা ধারণে মানবগণ বৈষ্ণব হইয়া থাকে। গণ্ডিকার সমান তীর্থ, দ্বাদশীর সমান ব্রত এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেব আর নাই। ইহা আমি পুনঃপুন বলিতেছি। হে বরাননে। যে সকল নরোত্তম গণ্ডিকামাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহারা ইহ-লোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকেন। ১৩—২৬।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অয়ি সুন্দরি! শ্রবণ কর, স্তোত্রাভ্যুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা শ্রবণে ব্রহ্মহত্যাকারী পাপী ব্যক্তিও মুক্ত হইয়া থাকে। বিধাতা নারদের নিকট ইহা বলিয়াছিলেন; আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। অমিতপ্রভ স্বয়ম্ভূদেব

প্রগৃহ্য রুচিরং বাহুং স্মারয়েচ্চোর্দ্ধদেহিকম্ ।
ভগবান্নারায়ণঃ শ্রীমান্ দেবশ্চক্রায়ুধো হরিঃ ॥৩
শার্ঙ্গধারী হৃষীকেশঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ ।
অজিতঃ খড়্গভৃজ্জিষ্ণু কৃষ্ণশ্চৈব সনাতনঃ ॥ ৪
একশৃঙ্গো বরাহস্ত্বং ভূতভব্যভবাত্মকঃ ।
অক্ষরং ব্রহ্ম সত্যন্তু আদৌ চান্তে চ রাঘবঃ ॥৫
লোকানান্ত পরো ধর্ম্মো বিষ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ ।
সেনানী রক্ষণস্ত্বঞ্চ বৈকুণ্ঠস্ত্বং জগৎপ্রভুঃ ॥ ৬
প্রভবশ্চাব্যয়স্ত্বঞ্চ উপেন্দ্রো মধুসূদনঃ ।
পৃশ্নিগর্ভো ধৃতার্চ্চিস্ত্বং পদ্মনাভো রণান্তকৃৎ ॥ ৭
শরণ্যং শরণঞ্চ ত্বামাহুঃ সেন্দ্রা মহর্ষয়ঃ ।
ঋক্ সাম শ্রেষ্ঠো বেদাত্মা শতজিহ্বো মহর্ষয়ঃ
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ পরন্তপঃ ।
শতধন্বা বসুঃ পূর্ব্বং বসূনাং ত্বং প্রজাপতিঃ ॥ ৯
ত্রয়াণামপি লোকানামাদিকর্ত্তা স্বয়ম্প্রভুঃ ।
রুদ্রাণামষ্টমো রুদ্রঃ সাধ্যানামপি পঞ্চমঃ ॥ ১০
আশ্বিনৌ চাপি কর্ণৌ তে সূর্য্যচন্দ্রৌ চ চক্ষুষী ।
অন্তে চাদৌ চ মধ্যে চ দৃশ্যসে ত্বং পরন্তপঃ ॥১১
প্রভবো নিধনঞ্চাস্য ন বিদুঃ কো ভবানিতি ।
দৃশ্যসে সর্ব্বলোকেষু গোষু চ ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ১২
দিক্ষু সর্ব্বাসু গগনে পর্ব্বতেষু গুহাসু চ ।
সহস্রনয়নঃ শ্রীমাঞ্ছতশীর্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ১৩
ত্বং ধারয়সি ভূতানি বসুধাঞ্চ সপর্ব্বতাম্ ।
অন্তঃ পৃথিব্যাং সলিলে সর্ব্বসত্ত্বমহোরগঃ ॥১৪
ত্রীঁল্লোকান্ ধারয়ন্নাস্তে দেবগন্ধর্ব্বদানবান্ ।
অহন্তে হৃদয়ং রাম জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥ ১৫
দেবা রোমাণি গাত্রেষু নির্ম্মিতাস্তে স্বমায়য়া ।
নিমিষস্তে স্মৃতা রাত্রিরুন্মেষো দিবসস্তথা ॥ ১৬
সংস্কারস্তে ভবেদ্দেহো ন তদস্তি বিনা ত্বয়া ।
জগৎসর্ব্বং শরীরে তৎ স্থৈর্য্যঞ্চ বসুধাতলম্ ॥
অগ্নিঃ কোপঃ প্রসাদস্তে শেষঃ শ্রীমাংশ্চ লক্ষ্মণঃ
ত্বয়া লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাঃ পুরাণৈর্বিক্রমৈস্ত্রিভিঃ ॥
ত্বয়েন্দ্রশ্চ কৃতো রাজা বলির্ব্বদ্ধো মহাসুরঃ ।
লোকান্ সংহৃত্য কালস্ত্বং নিবেশ্যাত্মনি কেবলম্

স্বীয় সুন্দর বাহু উত্তোলন করিয়া নারদকে ইহা বলিয়াছিলেন। যথা—আপনি ভগবান্, নারায়ণ, শ্রীমান্, দেব, চক্রায়ুধ, হরি, শার্ঙ্গধারী, হৃষীকশ, পুরাণপুরুষোত্তম, অজিত, খড়্গভৃৎ, জিষ্ণু, কৃষ্ণ, সনাতন, একশৃঙ্গ বরাহ, ভূতভব্যভবাত্মক, অক্ষর, সত্য, ব্রহ্ম, রাঘব, লোকসমূহের পরমধর্ম্ম, বিষ্বক্সেন চতুর্ভুজ, সেনানী-রক্ষণ, বৈকুণ্ঠ, জগৎপ্রভু, প্রভব, অব্যয়, উপেন্দ্র, মধুসূদন, পৃশ্নিগর্ভ, ধৃতার্চ্চি, পদ্মনাভ, রণান্তকৃৎ, শরণ্য এবং শরণ; ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন—আপনি ঋক্, সাম, শ্রেষ্ঠ বেদাত্মা, শতজিহ্ব, যজ্ঞ, বষট্কার, ওঙ্কার ও পরম তপ। আপনি শতধন্বা, বসু, প্রজাপতি ও লোকত্রয়েরই আদিকর্ত্তা, স্বয়ম্ভূ। আপনি রুদ্রগণের অষ্টম ও সাধ্যগণের পঞ্চম। অশ্বিনীযুগল আপনার কর্ণদ্বয়, সূর্য্য-চন্দ্র উভয় চক্ষু; আদি অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই আপনি পরিদৃশ্যমান; আপনি পরম তপ, এবং এ বিশ্বের প্রভব ও নিধন। আপনি কে, তাহা কেহই জানেন না। সর্ব্বলোকে, সর্ব্ব ধেনুতে, সর্ব্ব ব্রাহ্মণে, সর্ব্বদিকে, গগনে, পর্ব্বতসমূহে, গুহানিচয়ে সর্ব্বত্রই আপনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন। আপনি শ্রীমান্ সহস্র-নয়ন শতশীর্ষ ও সহস্রপাৎ। ১—১৩। আপনি পর্ব্বত সহ বসুধা ও ভূতসমূহ ধারণ করেন। আপনি পৃথিবী ও জলান্তরে সর্ব্বসত্ত্বময় মহোরগরূপে বিরাজমান। দেব গন্ধর্ব্ব ও দানব, এই লোকত্রয় আপনি ধারণ করিয়া আছেন। হে রাম! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বা; দেবগণ তোমার স্বীয় মায়ায় গাত্ররোমরূপে নির্ম্মিত। তোমার নিমেষ রাত্রি, উন্মেষ দিবস এবং সংস্কার সকল দেহ। তুমি বিনা কিছুই নাই। সর্ব্ব জগৎ তোমার শরীর; বসুধা-তল তোমার স্থৈর্য্য। অগ্নি তোমার কোপ, শেষমূর্ত্তি শ্রীমান্ লক্ষ্মণ তোমার প্রসাদ; আপনি পুরাতন ত্রিবিক্রম দ্বারা লোকত্রয় আক্রমণ করিয়াছিলেন। আপনি ইন্দ্রকে রাজা ও মহাসুর বলিকে বদ্ধ করিয়াছেন।

করোষ্যেকার্ণবং ঘোরং দৃশ্যাদৃশ্যে চ নান্যথা।
ত্বয়া সিংহবপুঃ কৃত্বা পরমং দিব্যমুত্তমম্॥ ২০
ভয়দঃ সর্বভূতানাং হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
ত্বমশ্ববদনো ভূত্বা পাতালতলমাশ্রিতঃ॥ ২১
সংহৃতং পরমং হব্যং রহস্যং বৈ পুনঃপুনঃ।
যৎপরং শ্রূয়তে জ্যোতির্যৎপরং শ্রূয়তে পরঃ॥
যৎপরং পরতশ্চৈব পরমাত্মেতি কথ্যতে।
পরো মন্ত্রঃ পরং তেজস্তমেব হি নিগদ্যসে॥২৩
হব্যং কব্যং পবিত্রঞ্চ প্রাপ্তিঃ স্বর্গাপবর্গয়োঃ।
স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশাংস্তে ত্বামাহুঃ প্রকৃতেঃ পরম্
যজ্ঞশ্চ যজমানশ্চ হোতা চাধ্বর্য্যুরেব চ।
ভোক্তা যজ্ঞফলানাঞ্চ ত্বং বৈ বেদৈশ্চ গীয়সে॥
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥
তদিদঞ্চ ত্বয়া কার্য্যং কৃতং ধর্ম্মভৃতাং বর।
নিহতো রাবণো রাম প্রহৃষ্টা দেবতাঃ কৃতাঃ॥

অমোঘং দেব বীর্য্যন্তে ন তে মোঘঃ পরাক্রমঃ
অমোঘদর্শনং রাম ন চ মোঘস্তব স্তবঃ॥ ২৮
অমোঘাস্তে ভবিষ্যন্তি ভক্তিমন্তো নরা ভুবি।
যে চ ত্বাং দেব সম্ভক্তাঃ পুরাণং পুরুষোত্তমম্
ইমমার্ষস্তবং পুণ্যমিতিহাসং পুরাতনম্।
যে নরাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ॥
কথমিহ হি পরাভবং ব্রজেয়ুঃ
পুরুষবরাঃ পুরুষোত্তমে হি ভক্তাঃ।
ন হি জগতি চতুর্ভুজপ্রিয়াণাং
ত্রিদশ ইহাস্তি বরপ্রদো বিশিষ্টঃ॥ ৩১
স্তোত্রাণাং প্রবরং স্তোত্রং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
ত্রিকালে যঃ পঠেন্নিত্যং মহাপাতকবানপি॥৩২
সন্ধ্যাকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ
পঠনীয়ং প্রযত্নেন ভক্তিভাবেন চেতসা॥ ৩৩
ইদং গোপ্যং হি পরমং নাখ্যেয়ং কর্হিচিৎ ক্বচিৎ
পঠনান্মুক্তিমাপ্নোতি সাহৃতঃ স ভবেদ্ধ্রুবম্॥

আপনি কালরূপে দৃশ্যাদৃশ্য লোকসমূহ সংহার করিয়া কেবল আত্মাতেই স্থাপনপূর্ব্বক ঘোর একার্ণব সৃষ্টি করেন। আপনি পরমোত্তম সিংহবপু ধারণ করিয়া সর্ব্বভূতের ভয়প্রদ, হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন। আপনি হয়গ্রীব হইয়া পাতালতল আশ্রয় করেন, এবং গোপ্য পরম হব্য পুনঃপুন হরণ করিয়া থাকেন। যাহা পরম জ্যোতি ও পরম পুরুষ বলিয়া শ্রুত হয়, যাহা পর হইতেও পরম, এবং পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত, অপিচ যাহা পরম মন্ত্র ও পরম তেজ, তাহা একমাত্র আপনাকেই বলা হইয়া থাকে। পবিত্র, হব্য কব্য, স্বর্গাপবর্গপ্রাপ্তি, স্থিতি, উৎপত্তি, বিনাশ সমস্তই আপনি;— আপনাকেই প্রকৃতির পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যজ্ঞ, যজমান, হোতা, অধ্বর্য্যু, যজ্ঞফলভোক্তা, সকলই আপনি। বেদগণ আপনাকেই এই সকল নামে গান করিয়া থাকেন। আপনিই সীতা, লক্ষ্মী, বিষ্ণুদেব, কৃষ্ণ ও প্রজাপতি। রাবণবধার্থ আপনি মানুষী তনুতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ! আপনি সমস্ত কার্য্যই করিয়াছেন। হে রাম! রাবণ আপনার হস্তে নিহত হইয়াছে, দেবগণকে আপনি হৃষ্ট করিয়াছেন। হে দেব! আপনার বীর্য্য, পরাক্রম দর্শন ও স্তব সমস্তই অমোঘ। আপনি পুরাতন পুরুষোত্তম, আপনার প্রতি যাহারা ভক্তিমান্, তাহারাও অমোঘ শক্তি। এই আর্ষ স্তব পুণ্য পুরাতন ইতিহাস যাহারা কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের কখনও পরাভব ঘটিবে না।১৪-৩০। পুরুষোত্তম-ভক্ত পুরুষপ্রবরেরা কেনই বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন? এ জগতে বিষ্ণুপ্রিয়গণের বরদান-কর্ত্তা বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোনই বিশিষ্ট দেব নাই। মহাত্মা রাঘবের স্তোত্রসমূহের মধ্যে ইহা পরম স্তোত্র। মহাপাতকী ব্যক্তিও নিত্য ত্রিকালে ইহা পাঠ করিলে পাতকমুক্ত হয়। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সন্ধ্যাকালে বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকালে ভক্তিযুক্ত চিত্তে সযত্নে ইহা পাঠ করিবেন। এই স্তোত্র পরম গোপ্য, কুত্রাপি ইহা প্রকাশ করিবে না। ইহার পাঠ মাত্রেই মানব

প্রথমং পিণ্ডপূজান্তে ব্রাহ্মণৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ ।
পঠিতব্যমিদং স্তোত্রং শ্রাদ্ধমক্ষয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫
ইদং পবিত্রং পরমং জনানাং মুক্তিদায়কম্ ।
লিখিত্বা বৈ গৃহে যস্তু ধারয়েৎ সুসমাধিনা ॥৩৬
আয়ুঃ শ্রীশ্চ বলং তস্য বৃদ্ধিং যাতি দিনে দিনে
লিখিত্বা ব্রাহ্মণে দদ্যাদ্ধীমান্ যো বৈ কদাচন ॥
বিমুক্তাঃ পূর্ব্বজাস্তস্য যান্তি বিষ্ণোঃ
পরং পদম্ ।
চতুর্ণাঞ্চৈব বেদানাং পাঠে চৈব তু যৎ ফলম্ ॥
সমবাপ্নোতি জাপেন নরঃ স্তোত্রং পঠন্ জপন্
ধৃত্বা বৈ শঙ্খচক্রাদি ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদতৎপরৈঃ ॥৩৯
শ্রাদ্ধকালে মহাদেবি অক্ষয়ন্তদ্ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
কণ্ঠে পদ্মাক্ষমালাঞ্চ শঙ্খচক্রাদিধারণম্ ॥ ৪০
ততঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত ইদং স্তোত্রং পঠন্ জপন্
বিধিনা ভক্তিভাবেন পূর্ণং ভবতি নান্যথা ॥৪১
অতো ভক্তিমতা পুংসা পঠনীয়ং প্রযত্নতঃ ।
পঠনাৎ সর্ব্বমাপ্নোতি স নরঃ সুখমেধতে ॥৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে আভ্যুদয়িকমৌর্দ্ধ-দেহিকস্তোত্রং নাম ষট্সপ্ততিতমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

পপ্রচ্ছাহং জগন্নাথং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ।
পুত্রপৌত্রবিবৃদ্ধ্যর্থং সুখসৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ১
তবাগ্রে সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু সুন্দরি সাম্প্রতম্ ।
ইদং কথানকং দিব্যমৃষীণাং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ২
রজস্বলা তু যা নারী সহসা পাপরূপিণী ।
কৃতেন চ ব্রতেনৈব মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
পিতৃণামক্ষয়ং দেব ধর্ম্মকামার্থসাধনম্ * ॥ ৩
পূর্ব্বমাসীন্মহাবাহুর্ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ।
সদাধ্যয়নশীলস্তু দেবশর্ম্মা ইতি দ্বিজঃ ॥ ৪

মুক্তি লাভ করে—এবং নিশ্চয়ই বিষ্ণু স্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ প্রথমে এবং পিণ্ড পূজান্তে এই স্তোত্র পাঠ করিবেন। ইহা পাঠে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। এই পরম পবিত্র স্তোত্র জনগণের মুক্তিপ্রদ। যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়া গৃহে ধারণ করে, তাহার আয়ু, শ্রী, বল, দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি কোন বুদ্ধিমান্ এই স্তোত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করেন, তবে তাঁহার পূর্ব্বজগণ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চতুর্ব্বেদ পাঠে যে ফল হয়, নর এই স্তোত্র জপ বা পাঠ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ করিয়া শ্রাদ্ধকালে ইহা পাঠ করিলে সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। কণ্ঠে পদ্মাক্ষমালা এবং দক্ষিণে বামে শঙ্খ-চক্রাদি ধারণ করিয়া পরে যথাবিধি ভক্তিভাবে এই স্তোত্র পাঠ বা জপ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে তাহার শ্রাদ্ধ পূর্ণাঙ্গ হইবে। অতএব ভক্তিমান্ পুরুষ সযত্নে এই স্তোত্র পাঠ করিবেন। ইহা পাঠে নর সর্ব্ব সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১—৪২।

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—আমি জগন্নাথ জনার্দ্দনের নিকট পুত্র-পৌত্র-বৃদ্ধি নিমিত্ত সুখ-সৌভাগ্য-দায়ক উত্তম ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। হে সুন্দরি! শ্রবণ কর, সম্প্রতি তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতেছি। এই দিব্য কথাময় উত্তম ব্রত ঋষিগণের অনুষ্ঠিত। নারীজন সহসা পাপ-রূপিণী রজস্বলা হইয়াও এই ব্রতাচরণে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! এই ব্রত পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিজনক ও ধর্ম্মকামার্থসাধক। পুরাকালে দেবশর্ম্মা নামে

* অতঃপরঃ 'শ্রীবিষ্ণুরুবাচ' ইত্যাধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরসম্মতঃ।

অগ্নিহোত্রক্রিয়াযুক্তঃ ষট্‌কর্ম্মনিরতঃ সদা।
সর্ব্ববর্ণেষু সম্পূজ্যঃ সপুত্রপশুবান্ধবঃ ॥ ৫
তস্য ব্রাহ্মণমুখ্যস্য ভগ্না চ গৃহবাহিনী।
প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসে শুক্লপক্ষে তু পঞ্চমী ॥
পিতুঃ ক্ষয়াহং কুরুতে যতাত্মা চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাত্রৌ নিমন্ত্রয়েদ্বিপ্রান্ সুখসৌভাগ্যদায়কান্ ॥
প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে ভাণ্ডান্যানি কারয়েৎ
পাকং সর্ব্বেষু পাত্রেষু স কারয়তি জায়য়া ॥ ৮
অষ্টাদশরসোপেতং পিতৄণাং প্রীতিদায়কম্।
আকারণং ততো দত্বা বিপ্রাণাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্
সর্ব্বে বিপ্রাস্ত সম্প্রাপ্তা মধ্যাহ্নে বেদপাঠকাঃ।
অর্ঘ্যপাদ্যাদি বিধিবৎ কৃতবান্ দ্বিজসত্তমঃ ॥১০
রজসা দূষিতঃ শ্রাদ্ধে প্রক্ষাল্য বিধিবৎ তদা।
গৃহমধ্যে গতাঃ সর্ব্বে আসনে তে নিরূপিতাঃ ॥
প্রদত্তং ভোজনং তেন মিষ্টান্নেন বিশেষতঃ।
বিধিনা চ কৃতং শ্রাদ্ধং পিণ্ডদানপ্রপূর্ব্বকম্ ॥১২
তাম্বূলং দক্ষিণাং চৈব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
সর্ব্বং দদৌ দ্বিজেভ্যো বৈ পিতৃধ্যানপরায়ণঃ ॥
বিপ্রা বিসর্জ্জিতাঃ সর্ব্বে আশীর্ব্বাদপরায়ণাঃ।
গোত্রিণাং বান্ধবানাঞ্চ অন্যেষাঞ্চ বুভুক্ষতাম্।
দত্তমন্নং তদা তেন ভোজনে বিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৪
নিশায়ান্ত কুটীদ্বারে উপবিষ্টৌ যদা তদা ॥১৫
ব্রাহ্মণ্যা বারি সংগৃহ্য পাদপ্রক্ষালনং কৃতম্।
তদা শুনীবলীবর্দ্দৌ পরস্পরমভাষতাম্ ॥ ১৬
শৃণু কান্ত বচো মহ্যং যাদৃক্ কৃতবতী বধূঃ।
তাদৃশং সম্প্রবক্ষ্যামি নান্যথা প্রব্রবীম্যহম্ ॥ ১৭
কদাচিদ্দৈবযোগেন গতাহং পুত্রসদ্মনি।
তত্র স্থিতং পয়ঃ পাতুং বধ্বা দৃষ্টং ন তৎপুনঃ ॥
পীতং পয়স্তু সর্পেণ তদ্দৃষ্টন্তু ময়া পুনঃ।
পশ্চাৎ পীতং ময়া সম্যক্ দৃষ্টং বধ্বা তদা পুনঃ
তেন সম্পর্কদোষেণ কটির্ভগ্না চ মে সদা।

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদপারগ, দীর্ঘবাহু, সর্ব্বদা অধ্যয়নশীল, অগ্নিহোত্রক্রিয়াযুক্ত, ষট্‌কর্ম্মরত, সর্ব্ববর্ণপূজ্য, সপুত্র ও পশুসমূহের বান্ধব। তাঁহার এক গৃহকুক্কুরীর কটি ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি যতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভাদ্রমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে সুখ-সৌভাগ্যদায়ক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিমল প্রভাতকালে শ্রাদ্ধীয় পাত্র সকল প্রস্তুত করিলেন। ব্রাহ্মণের পত্নী পাক করিয়া প্রতিপাত্রে রাখিয়া দিলেন। ঐ সকল পক্ক দ্রব্য অষ্টাদশ রসযুক্ত ও পিতৃগণের প্রীতিদায়ক হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আহ্বান করা হইলে, মধ্যাহ্নকালে বেদপাঠক ব্রাহ্মণগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিজসত্তম তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্ঘ্য পাদ্যাদি প্রদান করিলেন, ধূলিভূষিত ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি পাদপ্রক্ষালন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবশর্ম্মা তাঁহাদের সকলকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন সহ ভোজন দান করিলেন। তিনি পিণ্ড দানপূর্ব্বক যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃপুরুষের ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণদিগকে তাম্বুল দক্ষিণা ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দেবশর্ম্মা তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া স্বগোত্রীয় অন্যান্য বান্ধবদিগকে যথাবিধি ভোজন করাইলেন।১—১৪। অনন্তর রাত্রিকালে দেবশর্ম্মা যখন পত্নীর নিকট হইতে জল লইয়া কুটীরদ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, তখন তত্রত্য শুনী এবং বলীবর্দ্দ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। শুনী কহিল,—হে কান্ত! শ্রবণ কর, পুত্রবধূ আমার প্রতি যাহা করিয়াছে, তাহাই বলিতেছি,অন্যে করিলে ইহা আমি প্রকাশ করিতাম না। একদা ঘটনাক্রমে আমি পুত্রের গৃহে গিয়াছিলাম, সেখানে দুগ্ধ দেখিয়া উহা আমি পান করিতে উদ্যত হই। বধূ আমায় দেখিতে পাইল না। ইতিমধ্যে একটা সর্প ঐ দুগ্ধ পান করিল, আমি তাহা দেখিলাম। পরে আমি গিয়া অবশিষ্ট দুগ্ধ টুকু পান করিলাম। এইবার বধূ আমায়

ভাগিনী
ভগ্না কটিশ্চ সঞ্জাতা হ্যাহারো নৈব রোচতে ॥২০
বলীবর্দ্ধ উবাচ ।
শৃণু ত্বং শুনি বক্ষ্যামি মম দুঃখস্য কারণম্ ।
অস্মিন্ বৈ দিবসে প্রাপ্তে ব্রাহ্মণানান্তু ভোজনম্ ॥ ২১
কারিতং মম পুত্রেণ মম চিন্তা তু নো কৃতা ।
নোদকং ন তৃণঞ্চৈব ন দত্তং কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥
অনাহারো হ্যহং পাপী বদ্ধোঽস্মিন্ পাপভাবিতঃ
পূর্ব্বপাপবিশেষেণ জাতং শুনি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
তদ্বাক্যন্তু তদা দেবি শ্রুতং পুত্রেণ ধীমতা ।
মমায়ন্তু পিতা সাক্ষাৎ জাতো মম গৃহে পশুঃ ॥
ইয়ন্তু জননী সাক্ষাৎ মম চৈব ন সংশয়ঃ ।
দৈবযোগাচ্ছুনী জাতা কিং করোমি সুনিশ্চয়ম্
এবং বিচার্য্যাসৌ বিপ্রো নৈব নিদ্রামবাপ সঃ ।
রাত্রৌ চিন্তাপরো ভূত্বা স্মরন্ বিশ্বেশ্বরং পরম্
নানাধর্ম্মপরোঽহঞ্চ মমৈবঞ্চ কথং শুভম্ ।
বিচারয়িত্বা চ ততো রাত্রৌ সুপ্তস্তদা পুনঃ ॥ ২৭
প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তে ঋষীণাং পুরতো গতঃ
তেষাং মধ্যে বসিষ্ঠেন তস্য সুস্বাগতং কৃতম্ ।
ব্রূহি ত্বং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তবাগমনকারণম্ ॥ ২৮
ইতি পৃষ্টস্তদা বিপ্রঃ প্রণামমকরোত্তদা ॥ ২৯
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া ।
অদ্য মে পিতরস্তৃপ্তা দুর্ল্লভাত্তব দর্শনাৎ ॥৩০
যথোক্তঞ্চ কৃতং শ্রাদ্ধং দ্বিজাশ্চৈব সুভোজিতাঃ
কুটুম্বিনান্তু সর্ব্বেষাং ভোজনং কারিতং তথা ॥
ভোজনানন্তরং প্রাপ্তা শুনী তত্র উবাচ হ ।
অস্মাকন্তু গৃহে হ্যেকো বলীবর্দ্দস্তু বর্ত্ততে ॥৩২
তং পতিং প্রতি বাক্যং যদ্দ্বিজ মত্তঃ শৃণুষ তৎ
গৃহে স্থিতং দুগ্ধভাণ্ডমহিনা দূষিতং ময়া ॥ ৩৩

দেখিতে পাইলেন। সেই বিষ সম্পর্কদোষে আমার কটি ভগ্ন হইয়া গেল। হে স্বামিন্! সেই দুঃখে সর্ব্বদাই আমি দুঃখভাগিনী। আমার কটি ভগ্ন হইয়াছে। আহারে আর আমার রুচি নাই। বলীবর্দ্দ কহিল,—হে শুনি! শ্রবণ কর, আমার দুঃখ কাহিনীও কহিতেছি। আমার পুত্র অদ্য ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন-করাইল। কিন্তু আমার জন্য এক-টুও চিন্তা করিল না। জল বা তৃণ, কোন বস্তুই অদ্য আমায় এক সময়ের জন্যও প্রদান করিল না। আমি অনাহারক্লিষ্ট পাপী, পাপভাবে বদ্ধ হইয়া আছি। হে শুনি! আমার জন্মান্তরীয় পাপের ফলেই এ দুর্গতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। হে দেবি! তখন ধীমান্ দেবশর্ম্মা তাহার সেই বাক্য স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। ভাবিলেন, ইনি আমার সাক্ষাৎ পিতা, মদ্গৃহে পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর এই শুনী আমার সাক্ষাৎ জননী। ইনি দৈবক্রমে শুনী হইয়া জন্মিয়াছেন। এক্ষণে আমি কি করিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া বিপ্র রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না। রাত্রিতে অনেক চিন্তা করিলেন আর বিশ্বেশ্বর দেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। আমি নানা ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, কিরূপে আমার এ বিষয়ে শুভ হইবে? এইরূপ বিচার করিয়া শেষ রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর বিমল প্রভাতে দেবশর্ম্মা ঋষিগণের অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, —হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনকারণ কি? তাহা প্রকাশ করিয়া বল।১৫-২৮। বশিষ্ঠ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিপ্র দেবশর্ম্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—ঋষে! অদ্য আমার জন্ম-কর্ম্ম সকলই সফল; আপনার দর্শনে আমার পিতৃগণও অদ্য নিশ্চয় পরিতৃপ্ত হইলেন। আমি যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন ও কুটুম্ব-ভোজন করাইয়াছি। ভোজনের পর এক কুক্কুরী আসিল। আমাদের গৃহে এক বলীবর্দ্দ আছে। কুক্কুরী আসিয়া তাহাকে পতি সম্ভাষণান্তে যাহা কহিল,—তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। শুনী কহিল,—গৃহস্থিত দুগ্ধভাণ্ড সর্প দ্বারা দূষিত হইল। আমি

দৃষ্টং মে মহতী চিন্তা তদা জাতা ন সংশয়ঃ।
অনেন পয়সা চৈব পক্বমন্নং যদা ভবেৎ॥ ৩৪
তদাত্র সর্ব্বে বিপ্রাশ্চ ম্রিয়ন্তে ভোজনাত্ততঃ।
এবং বিচার্য্য তৎ স্বামিন্ দুগ্ধং পীতং তদা ময়া
তদা দৃষ্টস্তু বধ্বা বৈ তয়া মে তাড়নং কৃতম্।
চরামি তেন সন্তপ্তা কিং করোমি সুদুঃখিতা॥
তস্যা দুঃখন্তু সংস্মৃত্য বৃষঃ প্রাহ শুনীং প্রতি।
শৃণু শুনি প্রবক্ষ্যামি মম দুঃখস্য কারণম্॥ ৩৭
অস্যাহন্তু পিতা সাক্ষাৎ পূর্ব্বজন্মনি বৈ শুনি।
অদ্য বৈ ভোজিতা বিপ্রা দত্তমন্নন্তু ভূরিশঃ॥
ন তৃণং নোদকঞ্চৈব মমাগ্রে সন্নিবেদিতম্।
তেন দুঃখেন মে দুঃখং জাতং বহুতরং তদা॥
এতৎ কথানকং শ্রুত্বা রাত্রৌ নিদ্রামবাপ ন।
মম চিন্তা তু তত্রৈব জাতা বৈ ঋষিসত্তম॥ ৪০
বেদাধ্যয়নশীলোহহং কুশলো বেদকর্ম্মণি।
অনয়োশ্চ মহদ্দুঃখং কিং করোমীতি চিন্তয়ন্।
আগতস্ত্বৎসমীপে তু মম কষ্টং নিবারয়॥ ৪১

ঋষিরুবাচ।

অগ্রজন্মন্ শৃণুষ ত্বং পূর্ব্বজন্মনি যৎকৃতম্।
অয়ং বৈ তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কুণ্ডিনে নগরে শুভে॥
মাসে ভাদ্রপদে চৈব পঞ্চমী যা সমাগতা।
তদ্‌ব্রতং তেন নাজ্ঞাতং পিতুঃ শ্রাদ্ধাদিকারণাৎ
স্ত্রীধর্ম্মেণ তু সম্প্রাপ্তা ক্ষয়াহে তু তদানঘ।
তয়া চৈব কৃতং সর্ব্বং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্॥৪৪
ন জ্ঞাতঞ্চ কৃতং তেন পাপিষ্ঠেন দুরাত্মনা।
প্রথমেহহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী॥৪৫
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেহহনি শুধ্যতি।
তেন পাপেন সা জাতা শুনী স্বগৃহচারিণী।
বলীবর্দ্দস্ত্বয়ং জাতঃ কর্ম্মণানেন সুব্রত॥ ৪৬

অগ্রজন্মোবাচ।

ব্রতং দানং তথা যজ্ঞং তীর্থং বা মম সুব্রত।

তাহা দেখিতে পাইলাম। আমার তখন মহা চিন্তা হইল। ভাবিলাম,—এই দুগ্ধ দ্বারা অন্ন পাক হইলে, তাহা খাইয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত সমস্ত ব্রাহ্মণই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। হে স্বামিন্! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সেই ভাণ্ডস্থ অবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিলাম। তখন পুত্রবধূ আমায় দেখিয়া প্রহার করিলেন। আমি ভগ্নাঙ্গ হইলাম। সেই অবস্থায় অতি দুঃখে বিচরণ করিতেছি, শুনীর দুঃখ শ্রবণ করিয়া বৃষ তাহার প্রতি কহিল,—শুনি! শ্রবণ কর, আমার দুঃখ কাহিনীও কহিতেছি। আমি পূর্ব্ব জন্মে এই দেবশর্ম্মার সাক্ষাৎ পিতা ছিলাম। দেবশর্ম্মা অদ্য বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল, বহু অন্ন দান করিল; কিন্তু তৃণ বা জল কিছুই আমায় প্রদান করিল না। এই দুঃখে আমার পূর্ব্বদুঃখ আরও অধিক হইয়াছে। হে ঋষিপ্রবর! আমি এই কথা শুনিয়া রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারিলাম না। আমার চিন্তা হইল। আমি বেদাধ্যয়নশীল ও বেদোক্ত কর্ম্মে সুনিপুণ; কিন্তু ইহাদের এই মহাদুঃখ মোচনের উপায় আমি কি করিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে আপনার সমীপে আসিলাম। আপনি আমার কষ্ট নিবারণ করুন।২৯—৪১। বশিষ্ঠ ঋষি কহিলেন,—হে অগ্রজন্মন্! আপনি আপনার পিতার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম শ্রবণ করুন। আপনার পিতা শুভ কুণ্ডিন নগরে পূর্ব্বে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধাদি হেতু তিনি ভাদ্রমাসের ঋষিপঞ্চমী ব্রত জানিতে পারেন না। হে অনঘ! তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধদিনে তৎপত্নী রজস্বলা হইয়াও শ্রাদ্ধের যাবতীয় কর্ম্ম—ব্রাহ্মণভোজন পর্য্যন্তও নির্ব্বাহ করিলেন। দুরাত্মা পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কিছুই জানিলেন না। রজস্বলা নারী প্রথম দিনে চাণ্ডালী, দ্বিতীয়াহে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয়দিনে রজকী এবং চতুর্থাহে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী সেই পাপের ফলে গৃহচারিণী শুনী হইয়াছেন। হে সুব্রত! আপনার পিতা সেই ব্রাহ্মণ উক্ত কর্ম্মফলে বলীবর্দ্দ হইয়া জন্মিয়াছেন। দেবশর্ম্মা কহিলেন;—হে সুব্রত! এমন কোন ব্রত, দান, যজ্ঞ, বা তীর্থের কথা বলুন,

ব্রূহি যেন বিশেষেণ মুক্তিঃ পিত্রোর্ভবেন্মম ॥
ঋষিরুবাচ।
মাসে ভাদ্রপদে শুক্লে জায়তে ঋষিপঞ্চমী
রজসা বিকৃতং পাপং নশ্যতে করণাদ্ যতঃ ॥৪৮
পত্রপৌত্রপ্রদাত্রী চ পিতৃণাং মুক্তিদায়িনী।
নদ্যাং কূপে তড়াগে বা ব্রাহ্মণস্য গৃহে তথা ॥
গোময়ং মণ্ডলং কুর্য্যাৎ কুম্ভং তত্রৈব বিন্যসেৎ
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রমৃষিধান্যেন পূরিতম্ ॥
যজ্ঞোপবীতসূত্রঞ্চ সহিরণ্যং ফলং তথা।
স্থাপ্যাশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত সুখসৌভাগ্যদায়কাঃ ॥৫১
আবাহয়িত্বা তে সর্ব্বে পূজনীয়া ব্রতস্থিতৈঃ।
নৈবেদ্যমৃষিধান্যঞ্চ ঋষিধান্যন্তু ভোজনম্ ॥ ৫২
একভক্তেন কর্ত্তব্যমৃষীণামর্চ্চনং তদা।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৫৩
নির্ব্বাপং সঘৃতং দেয়ং দক্ষিণাসংযুতং তদা।
দেয়ং বিপ্রায় বিধিবদৃষীণাং প্রীয়তাং প্রতি
কথাং শ্রুত্বা বিধানেন কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণাম্।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যমর্ঘ্যং দদ্যাৎ পৃথক্
পৃথক্ ॥ ৫৫

ঋষয়ঃ সন্তু মে নিত্যং ব্রতসম্পূর্ণকারিণঃ।
পূজাং গৃহ্ণন্তু মদ্দত্তামৃষিভ্যোঽস্তু নমো নমঃ ॥
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুঃ প্রাচেতসস্তথা।
বসিষ্ঠমরিচাত্রেয়া অর্ঘ্যং গৃহ্নন্ত বো নমঃ ॥ ৫৭
এবং পূজা প্রকর্ত্তব্যা ধূপৈর্দীপৈর্মনোরমৈঃ।
পিতৃণাং জায়তে মুক্তিঃ কৃতস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥
পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন রজসা দোষভাবতঃ।
কৃতং হ্যেবন্তু ভো বৎস মুক্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥৫৯
তদ্‌ব্রতঞ্চ কৃতং তেন মুক্ত্যর্থং পিতৃহেতবে।
তে গতা মুক্তিমার্গেণ আশীর্ব্বাদপরায়ণাঃ ॥ ৬০
ঋষিপঞ্চমীব্রতং পুণ্যং বিপ্রায় পরিকীর্ত্তিতম্।
যে কুর্ব্বন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে জ্ঞেয়াঃ পুণ্যভাগিনঃ ॥
যে কুর্ব্বন্তি নরশ্রেষ্ঠা ঋষিব্রতমনুত্তমম্।
ভুক্তাত্র ভোগান্ বিপুলান্ যান্তি বিষ্ণোঃ
পদন্তু তে ॥ ৬২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ঋষিপঞ্চমীব্রতং
নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

যাহাতে আমার পিতা-মাতার বিশেষরূপে মুক্তি হইতে পারে। ঋষি কহিলেন,—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় ঋষিপঞ্চমী তিথি রজোবিকৃত পাপ নাশ করিয়া থাকে। এই ঋষিপঞ্চমী পুত্র-পৌত্রপ্রদা, ও পিতৃগণের মুক্তিদায়িনী। নদী, কূপ, তড়াগ বা ব্রাহ্মণগৃহে গোময় দ্বারা মণ্ডল করিয়া তদুপরি কুম্ভ বিন্যাস করিবে। পরে ঐ কুম্ভোপরি ঋষিধান্যপূরিত পাত্র, যজ্ঞোপবীত সূত্র, হিরণ্য ও ফল রাখিবে। অনন্তর সুখ সৌভাগ্যদায়ক সপ্তর্ষিকে আবাহনান্তে স্থাপন করিয়া ব্রতস্থ ব্যক্তি পূজা করিবেন। এই পূজায় ঋষিধান্যের নৈবেদ্য এবং ঋষিধান্য ভোজ্য হইবে। বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া একভক্ত ব্যক্তি ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবেন। এই পূজাকার্য্যে ঋষিগণের প্রীত্যর্থ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাযুত সঘৃত নির্ব্বাপ প্রদান করিতে হয়, পরে বিধিপূর্ব্বক কথা শ্রবণ ও প্রদক্ষিণান্তে ধূপ দীপ, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য, পৃথক পৃথক্‌ভাবে প্রদান করিবে। বলিবে,—ঋষিগণ নিত্য আমার ব্রতপূরণকারী হউন এবং মৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করুন, আমি ঋষিগণকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি। পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, মরীচি ও অত্রি, আপনারা আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আপনাদিগকে নমস্কার। মনোরম ধূপ দীপ দ্বারা এইরূপে পূজা করিবে। এই পূজার ফলে পিতৃগণের মুক্তি হইয়া থাকে।৪২—৫৮। বৎস! পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে রজোদোষ-ভাবেও যদি এইরূপ কর্ম্ম করা হয়,তথাপি তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত। এই কথার পর দেবশর্ম্মা পিতৃ-মুক্তি-হেতু সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন, ব্রতপ্রভাবে পিতৃগণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মুক্তিমার্গে প্রস্থান করিলেন। এই পুণ্য ঋষিপঞ্চমীব্রত বিপ্র দেবশর্ম্মার নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছিল। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, জানিবে,— তাহারা সকলেই পুণ্যভাজন। যে সকল নরবর এই উত্তম ঋষিব্রতের অনুষ্ঠান করেন,

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি আপোমার্জ্জনমুত্তমম্।
পুলস্ত্যেন যথোক্তন্তু দালভ্যায় মহাত্মনে॥ ১
সর্ব্বেষাং রোগদোষাণাং নাশনং মঙ্গলপ্রদম্।
তত্তেঽহন্তু প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বং নগনন্দিনি॥ ২
শ্রীদালভ্য উবাচ।
ভগবন্ প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিষরোগাদ্যুপদ্রবৈঃ।
কুষ্ঠগ্রহাভিভূতাশ্চ সর্ব্বকালে হ্যুপদ্রুতাঃ॥ ৩
আভিচারিককৃত্যাদ্যা বহুরোগাশ্চ দারুণাঃ।
ন ভবন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ৪
শ্রীপুলস্ত্য উবাচ।
ব্রতোপবাসনিয়মৈর্বিষ্ণুর্ব্বৈ তোষিতস্তু যৈঃ।
তে নরা নৈব রোগার্ত্তা জায়ন্তে মুনিসত্তম॥৫
যৈর্ন কৃতং ব্রতং পুণ্যং ন দানং ন তপস্তথা।
ন তীর্থং দেবপূজা চ নান্নং দত্তন্তু ভূরিশঃ॥৬
তে বৈ লোকাস্তদা জ্ঞেয়া রোগদোষৈঃ প্রপীড়িতাঃ।
আরোগ্যং পরমামৃদ্ধিং মনসা যদ্যদিচ্ছতি॥ ৭
তত্তদাপ্নোত্যসন্দিগ্ধং বিষ্ণোঃসেবী বিশেষতঃ।
নাধিং প্রাপ্নোতি ন ব্যাধিং ন বিষগ্রহবন্ধনম্।
কৃত্যাস্পর্শভয়ং নাপি তোষিতে মধুসূদনে॥ ৮
সমস্তদোষনাশশ্চ সর্ব্বদা চ শুভা গ্রহাঃ॥ ৯
দেবানামপ্যধৃষ্যোঽসৌ তোষিতে চ জনার্দ্দনে
যঃ সর্ব্বেষু চ ভূতেষু যথাত্মনি তথাপরে॥ ১০
উপবাসাদিনা তেন তোষিতো মধুসূদনঃ।
তোষিতে তত্র জায়ন্তে নরাঃ পূর্ণমনোরথাঃ॥১১
অরোগাঃ সুখিনো ভোগভোক্তারো মুনিসত্তম
তেষাঞ্চ শত্রবো নৈব ন চ রোগাভিচারিকম্।
গ্রহরোগাদিকঞ্চৈব পাপকার্য্যং ন জায়তে॥১২
অব্যাহতানি কৃষ্ণস্য চক্রাদীন্যায়ুধানি বৈ।

তাঁহারা ইহকালে বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৯—৬২।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর উত্তম অপামার্জ্জন বলিতেছি। ইহা মহাত্মা দালভ্যের নিকট পুলস্ত্য বলিয়াছিলেন। এই অপামার্জ্জন সর্ব্বরোগহর ও মঙ্গলপ্রদ। হে নগনন্দিনি! শ্রবণ কর, তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিতেছি। দালভ্য কহিলেন,—ভগবন্ মুনিবর। প্রাণিগণ বিষরোগাদি উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া থাকে, অনেকে কুষ্ঠরোগাদি দ্বারা অভিভূত হয়, সর্ব্বকালেই উপদ্রব উৎপাত ঘটিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অনেক আভিচারিক ক্রিয়া ও বহু দারুণ রোগ আছে, এই সকল যাহাতে না হইতে পারে, আপনি আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন—হে মুনিবর! ব্রত উপবাস ও নিয়মনিষ্ঠা দ্বারা যাঁহারা বিষ্ণুর সন্তোষ বিধান করেন, সেই সকল নর কখন রোগার্ত্ত হয় না। যাহারা পুণ্য ব্রত, দান, তপস্যা, তীর্থসেবা, দেবপূজা বা ভূরি অন্ন দান করে না, জানিবে—সেই সকল লোকই নানা রোগদোষে নিপতিত হইয়া থাকে। আরোগ্য পরমঋদ্ধি, এমন কি, মনের যে কোন অভিলাষই বিষ্ণুসেবী নর অসন্দিগ্ধরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মধুসূদন তোষিত হইলে, আধি ব্যাধি, বিষজ্বালা, গ্রহপীড়া, বন্ধন বা কৃত্যাস্পর্শ ভয়,কোন কিছুই নর প্রাপ্ত হয় না। ১—৮। জনার্দ্দন তোষিত হইলে, সমস্ত দোষ নাশ হয়, গ্রহগণ প্রসন্ন হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি দেবগণেরও অধৃষ্য হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বভূতে যেমন,আত্মায় ও অন্যে তেমনি সমানদর্শী হন, উপবাসাদি দ্বারা তিনিই মধুসূদনকে তোষিত করিয়া থাকেন। মধুসূদন তোষিত হইলে, নরগণ পূর্ণমনোরথ হয়। তাহাদের রোগ থাকে না; তাহারা সুখী এবং ভোগভোক্তা হইয়া থাকে। হে মুনিবর! তাহাদের শত্রু, রোগ, আভিচারিকভয়, গ্রহপীড়া বা কোনই পাপক্রিয়া থাকে না,

রক্ষন্তি সকলাপদ্ভ্যো যেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ ॥১৩
শ্রীদালভ্য উবাচ।
অনারাধিতগোবিন্দা যে নরা দুঃখভাগিনঃ।
তেষাং দুঃখাভিভূতানাং যৎ কর্ত্তব্যং দয়ালুভিঃ
পশ্যদ্ভিঃ সর্ব্বভূতস্থং বাসুদেবং সনাতনম্।
সমদৃষ্টিভিরপ্যত্র তন্মে ব্রূহি বিশেষতঃ ॥ ১৫
শ্রীপুলস্ত্য উবাচ।
তদ্বক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ সমাহিতমনাঃ শৃণু।
রোগদোষাশুভহরং বিশ্ববাদিবিনাশনম্ ॥ ১৬
শিখায়াং শ্রীধরং ন্যস্য শিখাধঃ শ্রীকরস্তথা।
হৃষীকেশস্তু কেশেষু মূর্দ্ধ্নি নারায়ণং পরম্ ॥ ১৭
উর্দ্ধশ্রোত্রে ন্যসেদ্বিষ্ণুং ললাটে জলশায়িনম্।
বিভুং বৈ ভ্রূযুগে ন্যস্য ভ্রূমধ্যে হরিমেব চ ॥১৮
নরসিংহং নাসিকাগ্রে কর্ণয়োরর্ণবেশয়ম্।
চক্ষুষোঃ পুণ্ডরীকাক্ষন্তদধো ভূধরং ন্যসেৎ ॥১৯
কপোলয়োঃ কল্কিনাথং বামনং কর্ণমূলয়োঃ।
শঙ্খিনং শঙ্খয়োর্ন্যস্য গোবিন্দং বদনে তথা ॥২০
মুকুন্দং দন্তপঙ্ক্তৌ তু জিহ্বায়াং বাক্‌পতিং তথা।
রামং হনৌ তু বিন্যস্য কণ্ঠে বৈকুণ্ঠমেব চ ॥২১
বলঘ্নং বাহুমূলাধশ্চাংসয়োঃ কংসঘাতিনম্।
অজং ভুজদ্বয়ে ন্যস্য শার্ঙ্গপাণিং করদ্বয়ে ॥২২
সঙ্কর্ষণং করাঙ্গুষ্ঠে গোপমঙ্গুলিপঙ্‌ক্তিষু।
বক্ষস্যধোক্ষজং ন্যস্য শ্রীবৎসং তস্য মধ্যতঃ ॥
স্তনয়োস্ত্বনিরুদ্ধঞ্চ দামোদরমথোদরে।
পদ্মনাভস্তথা নাভৌ নাভ্যধশ্চাপি কেশবম্ ॥২৪
মেঢ্রে ধরাধরং দেবং গুহ্যে চৈব গদাগ্রজম্।
পীতাম্বরধরং কট্যামূরুযুগ্মে মধোদ্বিষম্ ॥ ২৫
মুরদ্বিষং পিণ্ডকয়োর্জানুযুগ্মে জনার্দ্দনম্।
ফণীশং গুল্‌ফয়োর্ন্যস্য ক্রমযোশ্চ ত্রিবিক্রমম্ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠে শ্রীপতিঞ্চ পাদাধো ধরণীধরম্।
রোমকূপেষু সর্ব্বেষু বিষ্বক্‌সেনং ন্যসেদ্বুধঃ ॥২৭
মৎস্যং মাংসে তু বিন্যস্য কূর্ম্মং মেদসি বিন্যসেৎ
বারাহন্তু বসামধ্যে সর্ব্বাস্থিষু তথাচ্যুতম্ ॥ ২৮
দ্বিজপ্রিয়ন্তু মজ্জায়াং শুক্রে শ্বেতপতিস্তথা।
সর্ব্বাঙ্গে যজ্ঞপুরুষং পরমাত্মানমাত্মনি ॥২৯
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ।
যাবন্ন ব্যাহরেৎ কিঞ্চিত্তাবদ্বিষ্ণুময়ঃ স্থিতঃ ॥৩০

শ্রীকৃষ্ণের চক্রাদি আয়ুধ অব্যাহত হইয়া বিষ্ণু-উপাসক ব্যক্তিকে নিত্য সর্ব্ব আপদ্ হইতে রক্ষা করে। দালভ্য কহিলেন,—যাহারা গোবিন্দারাধনা করে না, তাদৃশ দুঃখ-ভাজন জনগণের জন্য সনাতন বাসুদেবকে সর্ব্বভূতে অবলোকনকারী সমদর্শী দয়ালু-গণের যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষভাবে বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি তাহা বলিতেছি, সমাহিত মনে শ্রবণ করুন। শ্রবণে আশু রোগ-দোষ নাশ প্রাপ্ত হয় এবং জ্বরাদি রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে। শিখায় শ্রীধর, শিখানিম্নে শ্রীকর, কেশসমূহে হৃষীকেশ, মস্তকে নারায়ণ, উর্দ্ধশ্রোত্রে বিষ্ণু, ললাটে জলশায়ী, ভ্রূযুগে বিভু, ভ্রূমধ্যে হরি, নাসি-কাগ্রে নরসিংহ, কর্ণযুগলে অর্ণবেশয়, চক্ষুর্দ্বয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ, তন্নিম্নে ভূধর, কপোলযুগলে কল্কিনাথ, কর্ণমূলদ্বয়ে বামন, শঙ্খ দ্বয়ে শঙ্খী, বদনে গোবিন্দ, দন্তপঙ্‌ক্তিতে মুকুন্দ, জিহ্বায় বাক্‌পতি, হনুতে রাম, কণ্ঠে বৈকুণ্ঠ, বাহুমূলনিম্নে বলঘ্ন, অংসদ্বয়ে কংসঘাতী, ভুজযুগে অজ, করযুগে শার্ঙ্গপাণি, করাঙ্গুষ্ঠে সঙ্কর্ষণ, অঙ্গুলিপঙ্‌ক্তিতে গোপ, বক্ষে অধো-ক্ষজ, হৃন্মধ্যে শ্রীবৎস, স্তনদ্বয়ে অনিরুদ্ধ, উদরে দামোদর, নাভিতে পদ্মনাভ, নাভি-নিম্নে কেশব, মেঢ্রে ধরাধর, গুহ্যে দেব গদা-গ্রজ, কটিতে পীতাম্বরধর, উরুযুগ্মে মধুদ্বিট্, পিণ্ডিকায় মুরারি, জানুযুগ্মে জনার্দ্দন, গুল্‌ফ-দ্বয়ে ফণীশ, ক্রমদ্বয়ে ত্রিবিক্রম, পাদাঙ্গুষ্ঠে শ্রীপতি, পাদনিম্নে ধরণীধর, সমস্ত রোমকূপে বিষ্বক্‌সেন, মাংসে মৎস্য, মেদে কূর্ম্ম, বসা-মধ্যে বরাহ, সর্ব্বাস্থিতে অচ্যুত, মজ্জায় দ্বিজ-প্রিয়, শুক্রে শ্বেতপতি, সর্ব্বাঙ্গে যজ্ঞপুরুষ এবং আত্মায় পরমাত্মাকে বিন্যাস করিবে।১৩—২৯। এইরূপ ন্যাসবিধি করিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ হইবে, এবং যাবৎ কোন কথা না কহিবে,

গৃহীত্বা তু সমূলাগ্রান্ কুশান্ শুদ্ধান্ সমাহিতঃ
মার্জ্জয়েৎ সর্ব্বগাত্রাণি কুশাগ্রৈরিহ শান্তিকৃৎ ॥৩১
বিষ্ণুভক্তো বিশেষেণ রোগগ্রহবিষার্দ্দিতে।
বিষার্ত্তানাং রোগিণাঞ্চ কুর্য্যাচ্ছান্তিমিমাং শুভাম্
জায়তে তেন ভো বিপ্র সর্ব্বরোগপ্রণাশনম্।
নমঃ শ্রীপরমার্থায় পুরুষায় মহাত্মনে ॥ ৩৩
অরূপ-বহুরূপায় ব্যাপিনে পরমাত্মনে।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ৩৪
ধ্যাত্বা কৃত্বা নমো বিষ্ণোর্নামাঙ্গেষু বিন্যসেৎ
নিষ্কল্মষায় শুদ্ধায় ব্যাধিপাপহরায় বৈ ॥ ৩৫
গোবিন্দ-পদ্মনাভায় বাসুদেবায় ভূভৃতে।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি যত্তৎ সিধ্যতু মে বচঃ ॥৩৬
ত্রিবিক্রমায় রামায় বৈকুণ্ঠায় নরায় চ।
শ্রীবরাহ-নৃসিংহায় বামনায় মহাত্মনে ॥ ৩৭
হয়গ্রীবায় শুভ্রায় হৃষীকেশ হরাশুভম্।
পরোপতাপমহিতং প্রযুক্তঞ্চাভিচারিকম্ ॥ ৩৮
পরস্পর্শমহ রোগপ্রয়োগং জরয় জর।

নমোঽস্তু বাসুদেবায় নমঃ কৃষ্ণায় খড়্গিনে ॥৩৯
নমঃ পুষ্করনেত্রায় কেশবায়াদিচক্রিণে।
নমঃ কিঞ্জল্কবর্ণাগ্র্য পীতনির্ম্মলবাসসে ॥ ৪০
মহাদেববপুস্কন্ধ-ধৃতচক্রায় চক্রিণে।
দংষ্ট্রোদ্ধৃতক্ষিতিতলত্রিমূর্ত্তিপতয়ে নমঃ ॥ ৪১
মহাযজ্ঞবরাহায় শ্রীবল্লভ নমোঽস্তু তে।
তপ্তহাটককেশান্তজ্জ্বলৎপাবকলোচনঃ ॥ ৪২
বজ্রাধিকনখস্পর্শ দিব্যসিংহ নমোঽস্তু তে।
কশ্যপায়াতিহ্রস্বায় ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণ ॥ ৪৩
তুভ্যং বামনরূপায় ক্রমতে গাং নমো নমঃ।
বারাহাশেষদুঃখানি সর্ব্বপাপফলানি চ ॥ ৪৪
মর্দ্দ মর্দ্দ মহাদংষ্ট্র মর্দ্দ মর্দ্দ চ তৎফলম্।
নৃসিংহ কুলিশস্পর্শ-দন্তপ্রান্ত নখোজ্জ্বল ॥ ৪৫
ভঞ্জ ভঞ্জ নিনাদেন দুঃখান্যস্যার্ত্তিনাশন।
ঋগ্‌যজুঃসামভির্বাগ্‌ভিঃ কামরূপধরাদিধৃক্ ॥ ৪৬

তাব বিষ্ণুময় হইয়া থাকিবে। অনন্তর শান্তিবিধানে উদ্যত হইয়া নর সমাহিতভাবে সমূলাগ্র শুদ্ধ কুশসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক কুশাগ্র দ্বারা সর্ব্ব গাত্র মার্জ্জন করিবে। বিষ্ণুভক্ত নর বিষার্ত্ত ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের এইরূপে শুভশান্তি সমাধা করিবেন। হে বিপ্র! ইহাতে সর্ব্বরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। "শ্রীপরমার্থ, পুরুষ, মহাত্মা, অরূপ, বহুরূপ, ব্যাপী, পরমাত্মাকে নমস্কার।" এই বলিয়া সুখপ্রদ বরাহ, নারসিংহ ও বামনদেবকে ধ্যান করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক অঙ্গসমূহে বিষ্ণুর নাম সকল বিন্যাস করিবে। বলিবে,—নিষ্কল্মষ, শুদ্ধ ব্যাধিপাপহর, গোবিন্দ, পদ্মনাভ, বাসুদেব ও ভূভৃৎকে নমস্কার করিয়া আমি যে বাক্য বলিব, তাহাই সিদ্ধ হউক। ত্রিবিক্রম, রাম, বৈকুণ্ঠ, নর, শ্রীবরাহ, নৃসিংহ, মহাত্মা বামন, হয়গ্রীব, শুভ্র ও হৃষীকেশকে নমস্কার করি। হে হৃষীকেশ! আমার অশুভ হরণ করুন। পরোপতাপ, অহিত আভিচারিক কর্ম্ম, বিষস্পর্শ কিম্বা মহারোগ এ সকল আপনি জরার সহিত অপনীত করিয়া দিউন। বাসুদেবকে নমস্কার, খড়্গধারী কৃষ্ণকে নমস্কার, পুষ্করনেত্র কেশব আদিচক্রী কিঞ্জল্কবর্ণাগ্র্য পীত নির্ম্মলবাসা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।৩০—৪০। যাঁহার চক্র মহাদেবের দেহে ও স্কন্ধে ঘৃষ্ট হইয়াছিল, যিনি দংষ্ট্রা দ্বারা ধরণীর উদ্ধার সাধন করেন, সেই চক্রী ও ত্রিমূর্ত্তিপতিকে নমস্কার। হে শ্রীবল্লভ! আপনি মহাযজ্ঞবরাহ, আপনাকে নমস্কার; হে দিব্যসিংহ! আপনার নখস্পর্শ বজ্রপেক্ষাও অধিক; আপনি তপ্ত হাটকনিভ কেশসমূহের প্রান্তস্থ পাবকবৎ দীপ্ত লোচনশালী; আপনাকে নমস্কার। হে ঋগ্‌যজুঃসামরূপ। আপনি কাশ্যপ, অতিহ্রস্ব, বামনরূপে ভূতল-নভস্তল আক্রমণকারী; আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে বরাহ! আপনি সর্ব্বপাপফল অশেষ দুঃখ মর্দ্দন করুন; হে মহাদংষ্ট্র! আপনি পাপফল মর্দ্দন করুন! মর্দ্দন করুন। হে নৃসিংহ! হে কুলিশস্পর্শ দন্তপ্রান্তনখোজ্জ্বল! হে আর্ত্তিনাশন! আপনি নিনাদ দ্বারা দুঃখ সকল ভঞ্জন করুন, ভঞ্জন করুন। হে কামরূপ! আপনি ধরাদিধর, জনার্দ্দন; আপনি ঋক্

প্রশমং সর্ব্বদুঃখানি নয়ত্বস্য জনার্দ্দনঃ।
একাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবসজ্বরম্ ॥৪৭
চাতুর্থিকং তথাত্যুগ্রং তথা বৈ সততজ্বরম্।
দোষোত্থং সন্নিপাতোত্থং তথৈবাগন্তুকং জ্বরম্ ॥
শমং নয়তু গোবিন্দো ভিত্ত্বা ছিত্ত্বাস্য বেদনাম্
নেত্রদুঃখং শিরোদুঃখং দুঃখঞ্চোদরসম্ভবম্ ॥ ৪৯
অনুচ্ছ্বাসং মহাশ্বাসং পরিতাপং সবেপথুম্।
গুদঘ্রাণাঙ্ঘ্রিরোগাংশ্চ কুষ্ঠরোগং তথা ক্ষয়ম্ ॥
কামলাদীংস্তথা রোগান্ প্রমেহাদীংশ্চ দারুণান্
যে বাতপ্রভবা রোগা লূতাবিস্ফোটকাদয়ঃ ॥৫১
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তু বাসুদেবাপমার্জ্জিতাঃ।
বিলয়ং যান্তি তে সর্ব্বে বিষ্ণোরুচ্চারণেন বা ॥
ক্ষয়ং গচ্ছন্তু চাশেষাস্তে চক্রাভিহতা হরেঃ।
অচ্যুতানন্তগোবিন্দ-নামোচ্চারণভেষজাৎ ॥ ৫৩
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ কৃত্রিমঞ্চাপি যদ্বিষম্ ॥ ৫৪
দন্তোদ্ভবং নখোদ্ভূতং আকাশপ্রভবঞ্চ যৎ।
ভূতাদিপ্রভবং যচ্চ বিষমত্যন্তদুঃসহম্ ॥ ৫৫
শমং নয়তু তৎসর্ব্বং কীর্ত্তিতোঽস্য জনার্দ্দনঃ।
গ্রহান্ প্রেতগ্রহাংশ্চৈব তথান্যাঞ্শাকিনীগ্রহান্ ॥
মুখমণ্ডলিকান্ ক্রূরান্ রেবতীং বৃদ্ধিরেবতীম্।
বৃদ্ধিকাখ্যান্ গ্রহাংশ্চোগ্রাংস্তথা মাতৃগ্রহানপি ॥
বালস্য বিষ্ণোশ্চরিতং হন্তু বালগ্রহানপি।
বৃদ্ধানাং যে গ্রহাঃ কেচিৎ বালানাঞ্চাপি যে গ্রহাঃ ॥
নৃসিংহদর্শনাদেব নশ্যন্তে তৎক্ষণাদপি ॥ ৫৮
দংষ্ট্রাকরালবদনো নৃসিংহো দৈত্যভীষণঃ ॥ ৫৯
তং দৃষ্ট্বা তে গ্রহাঃ সর্ব্বে দূরং যান্তি বিশেষতঃ
শ্রীনৃসিংহ মহাসিংহ জ্বালামালোজ্জ্বলানন ॥ ৬০
গ্রহানশেষান্ সর্ব্বেশ নুদস্যাস্যবিলোচন।
যে রোগা যে মহোৎপাতা যে দ্বিষো যে মহাগ্রহাঃ ॥ ৬১
যানি চ ক্রূরভূতানি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
শস্ত্রক্ষতেষু যে রোগা জ্বালগর্দ্দভিকাদয়ঃ ॥ ৬২
বিস্ফোটকাদয়ো যে চ গ্রহা গাত্রেষু সংস্থিতাঃ

যজুঃ ও সাম বাক্যে ইহার সর্ব্বদুঃখ প্রশমিত করুন। দেব গোবিন্দ ইহার বেদনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর, নিরন্তর জ্বর, দোষোত্থ, সন্নিপাতোত্থ কিম্বা আগন্তুক জ্বর সমস্তই প্রশমিত করুন। নেত্রদুঃখ, শিরোদুঃখ, উদরদুঃখ, অনুচ্ছ্বাস, মহাশ্বাস সকম্প পরিতাপ, গুদঘ্রাণ ও অঙ্ঘ্রিরোগ, ক্ষয়, কুষ্ঠরোগ, কামলাদি ও প্রমেহাদি দারুণ রোগ, বায়ুজন্য রোগ, এবং লূতা ও বিস্ফোটকাদি রোগ, সমস্তই বাসুদেবাপমার্জ্জিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হউক। অথবা বিষ্ণুর নামোচ্চারণে সকল রোগ প্রশমিত হইয়া যাউক। কিম্বা বিষ্ণুচক্রে অভিহত হইয়া নিখিল রোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হউক। অচ্যুত অনন্ত ও গোবিন্দ নামোচ্চারণরূপ ঔষধ দ্বারা সর্ব্ব রোগই নাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। স্থাবর, জঙ্গম, কৃত্রিম, দন্তোদ্ভব, নখোদ্ভব আকাশজ ভূতাদিজনিত, কিম্বা অত্যন্ত দুঃসহ যে কিছু বিষ, সমস্তই জনার্দ্দন-নামোচ্চারণে নাশ প্রাপ্ত হউক। গ্রহ, প্রেতগ্রহ, অন্য শাকিনী গ্রহ, ক্রূর মুখমণ্ডলিক, রেবতী, বৃদ্ধিরেবতী, উগ্র বৃদ্ধিকগ্রহ, মাতৃগ্রহ এবং বালগ্রহ সমস্তই বিষ্ণুর বাল্যচরিত পাঠে বিনষ্ট হউক। বৃদ্ধগণের এবং বালকগণের যে কিছু গ্রহ, সমস্তই নৃসিংহদর্শনে তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৪১—৫৮। দৈত্যভীষণ নৃসিংহ দংষ্ট্রাকরালবদন; তাঁহাকে দেখিয়া সমস্ত গ্রহই দূরে পলায়ন করে। হে আস্যনেত্র, জ্বালামালামহোজ্জ্বলানন, মহাসিংহ শ্রীনৃসিংহ! আপনি অশেষ গ্রহ অপনোদন করুন। যে কিছু রোগ, যে কিছু মহোৎপাত, যে কিছু শত্রু, যে সকল মহাগ্রহ, যত কিছু ক্রূর ভূত, দারুণ গ্রহপীড়া, যে কিছু শস্ত্রক্ষতজনিত জ্বালগর্দ্দভিকাদি রোগ, যে কিছু গাত্রস্থ বিস্ফোটকাদি,—হে

ত্রৈলোক্যরক্ষাকর্ত্তস্ত্বং দুষ্টদানববারণ ॥ ৬৩
সুদর্শন মহাতেজশ্ছিন্ধি ছিন্ধি মহাজ্বরম্ ।
ছিন্ধি বাতঞ্চ লূতাঞ্চ ছিন্ধি ঘোরং মহাবিষম্ ॥
উদ্দণ্ডামরশূলঞ্চ বিষজ্বালা স গর্দ্দভম্ ।
হাং হাং হুং হুং প্রধারেণ কুঠারেণ হন দ্বিষঃ
নমো ভগবতে সুদর্শনায় দুঃখদারণবিগ্রহ ।
যানি চান্যানি দুষ্টানি প্রাণিপীড়াকরাণি বৈ ॥ ৬৬
তানি সর্ব্বাণি সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ ।
কিঞ্চিদ্রূপং সমাস্থায় বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥
ক্ষিপ্ত্বা সুদর্শনং চক্রং জ্বালামালাবিভীষণম্ ।
সর্ব্বদুষ্টোপশমনং কুরু দেববরাচ্যুত ॥ ৬৮
সুদর্শন মহাচক্র গোবিন্দস্য বরায়ুধ ।
তীক্ষ্ণধার মহাবেগ সূর্য্যকোটিসমদ্যুতে ॥ ৬৯
সুদর্শন মহাজ্বাল ছিন্ধি ছিন্ধি মহারব ।
সর্ব্বদুঃখানি রক্ষাংসি পাপানি চ বিভীষণ ॥ ৭০
দুরিতং হন চারোগ্যং কুরু ত্বং ভো সুদর্শন ।
প্রাচ্যাঞ্চৈব প্রতীচ্যাঞ্চ দক্ষিণোত্তরতস্তথা ॥ ৭১
রক্ষাং করোতু বিশ্বাত্মা নরসিংহঃ স্বগর্জ্জিতৈঃ ।
ভূম্যান্তরিক্ষে চ তথা পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ ।
রক্ষাং করোতু ভগবান্ বহুরূপী জনার্দ্দনঃ ॥৭২
যথা বিষ্ণুময়ং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ।
তেন সত্যেন সকলং দুঃখমস্য প্রণশ্যতু ॥ ৭৩
যথা যোগেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবেষু গীয়তে ।
তেন সত্যেন সকলং দুঃখমস্য প্রণশ্যতু ॥ ৭৪
পরমাত্মা যথা বিষ্ণুর্বেদাঙ্গেষু চ গীয়তে ।
তেন সত্যেন বিশ্বাত্মা সুখদোঽস্বস্য কেশবঃ ॥
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু প্রণশ্যত্বশুভঞ্চ যৎ ।
বাসুদেবশরীরোত্থৈঃ কুশৈঃ সম্মার্জ্জিতং ময়া ॥
অপামার্জ্জিতগোবিন্দ নমো নারায়ণস্তথা ।
তথাপি সর্ব্বদুঃখানাং প্রশমো বচনাদ্ধরেঃ ॥ ৭৭
শান্তাঃ সমস্তদোষাস্তে গ্রহাঃ সর্ব্বে বিষাণি চ ।
ভূতানি চ প্রশাম্যন্তি সংস্মৃতে মধুসূদনে ॥ ৭৮
এতে কুশা বিষ্ণুশরীরসম্ভবা
জনার্দ্দনোঽহং স্বয়মেব চাগ্রতঃ ।
হতং ময়া দুঃখমশেষমস্য বৈ
স্বস্থো ভবত্বেষ বচো যথা হরেঃ ॥৭৯

ত্রৈলোক্যরক্ষক, দুষ্টদানববারণ ! আপনি সুদর্শনের মহাতেজে তৎসমস্তই ছেদন করুন, ছেদন করুন । বাত, লূতা, ঘোর মহাবিষ, উদ্দণ্ডামর শূল, বিষজ্বালা এবং সমস্ত শত্রু তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা আপনি হনন করুন । হে দুঃখদারণবিগ্রহ ! আমি ভগবান্ সুদর্শনকে নমস্কার করি । যে কিছু প্রাণিপীড়াকর দুষ্ট গ্রহ, তৎসমস্তই সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা জনার্দ্দন কিঞ্চিৎ রূপাবলম্বন করিয়া বিনাশ করুন । হে বাসুদেব ! আপনাকে নমস্কার করি । হে দেববর অচ্যুত ! জ্বালা-মালাতিভীষণ সুদর্শনচক্র ক্ষেপণ করিয়া সর্ব্ব-দুষ্ট দমন করুন ! হে গোবিন্দবরায়ুধ, মহাচক্র, সুদর্শন ! হে তীক্ষ্ণধার ! হে সূর্য্য-কোটিসমপ্রভ ! হে মহাজ্বাল ! হে মহারব ! হে বিভীষণ ! তুমি সর্ব্বদুঃখ,রাক্ষসগণ ও পাপ সমূহকে ছেদন কর, ছেদন কর । হে সুদর্শন ! তুমি দুরিত নাশ কর এবং আরোগ্য প্রদান কর । প্রাচী, প্রতীচী, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে বিশ্বাত্মা নরসিংহ স্বীয়গর্জ্জন দ্বারা রক্ষা করুন ! ভূতলে, অন্তরীক্ষে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, অগ্রে বহুরূপী ভগবান্ জনার্দ্দন রক্ষা করুন । এই সুরাসুর নর সমস্ত বিষ্ণুময়, ইহাই সত্য ; এই সত্যবলেই ইহার সকল দুঃখ বিনষ্ট হউক । সর্ব্বদেব মধ্যে যোগেশ্বর বিষ্ণুই গতি হইয়া থাকেন ; ইহাই সত্য ; এই সত্যবলেই ইহার সকল দুঃখ বিনাশ প্রাপ্ত হউক ! যেমন বেদাঙ্গসমূহে বিষ্ণু পরমাত্মরূপে গীত হইয়া থাকেন, সেই সত্যবলে বিশ্বাত্মা কেশব ইহার সুখপ্রদ হইন । শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, অশুভ প্রশমিত হউক । আমি বাসু-দেবের শরীরোত্থ কুশলসমূহ দ্বারা সম্মার্জ্জন করিয়াছি । যদিও গোবিন্দ, নারায়ণ নামে সমস্ত বিঘ্ন অপমার্জ্জিত হইয়া যায়, তথাপি হরি-চরণেই সর্ব্বদুঃখ প্রশমিত হইয়া থাকে । মধুসূদন স্মরণে সমস্ত দোষ শান্তি হয়, এবং সর্ব্বগ্রহ, সর্ব্ববিষ এবং সর্ব্বভূত প্রশমিত হইয়া থাকে ।৫৯—৭৮। এই সকল কুশ বিষ্ণু শরীর-

শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু প্রণশ্যত্বশুভঞ্চ যৎ ।
যদস্য দুরিতং কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্তং তল্লবণাম্ভসি ॥৮০
স্বাস্থ্যমস্য সদৈবাস্তু হৃষীকেশস্য কীর্ত্তনাৎ ।
যদ্‌যতোঽত্রাগতং পাপং তত্তু তত্র প্রগচ্ছতু ॥
এতদ্রোগেষু পীড়াসু জন্তুনাং হিতমিচ্ছুভিঃ ।
বিষ্ণুভক্তৈশ্চ কর্ত্তব্যং অপা মার্জ্জনকং পরম্ ॥৮২
অনেন সর্ব্বদুঃখানি বিলয়ং যান্ত্যশেষতঃ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং বিষ্ণোশ্চৈবাপমার্জ্জনম্ ॥ ৮৩
আর্দ্রং শুষ্কং লঘু স্থূলং ব্রহ্মহত্যাদিকন্তু যৎ ।
তৎসর্ব্বং নশ্যতে তূর্ণং তমোবদ্রবিদর্শনাৎ ॥৮৪
নশ্যন্তি রোগা দোষাশ্চ সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগা যথা
গ্রহভূতপিশাচাদি শ্রবণাদেব নশ্যতু ॥ ৮৫
দ্রব্যার্থং লোভপরমৈর্ন কর্ত্তব্যং কদাচন ।
কৃতেঽপামার্জ্জনে কিঞ্চিন্ন গ্রাহ্যং হিতকাম্যয়া ॥
নিরপেক্ষৈঃ প্রকর্ত্তব্যমাদিমধ্যান্তবোধকৈঃ ।

বিষ্ণুভক্তৈঃ সদা শান্তৈরন্যথা সিদ্ধিদং ভবেৎ
অতুলেয়ং নৃণাং সিদ্ধিরিয়ং রক্ষা পরা নৃণাম্ ।
ভেষজং পরমং হ্যেতদ্ বিষ্ণোর্যদপমার্জ্জনম্ ॥ ৮৮
উক্তং হি ব্রহ্মণা পূর্ব্বং পুলস্ত্যায় সুতায় বৈ ।
এতৎ পুলস্ত্যমুনিনা দালভ্যায়োদিতং স্বয়ম্ ॥
সর্ব্বভূতহিতার্থায় দালভ্যেন প্রকাশিতম্ ।
ত্রৈলোক্যে তদিদং বিষ্ণোঃ সমাপ্তঞ্চাপমার্জ্জনম্
তবাগ্রে কথিতং দেবি যতো ভক্তাসি সে সদা
শ্রুত্বা তু সততং ভক্ত্যা চ রোগান্ দোষান্
ব্যপোহতি ॥ ৯১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে অপামার্জ্জনস্তোত্রং নাম অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।
অপামার্জ্জনকং দিব্যং পরমাদ্ভুতমেব চ ।
পঠিতব্যং বিশেষেণ পুত্রকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১

জাত ; আর আমি স্বয়ং জনার্দ্দন অগ্রস্থিত। আমা কর্ত্তৃক ইহার অশেষ দুঃখ হত হইল। হরির কথার সত্যতায় এই ব্যক্তি সুস্থ হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, অশুভ দূরে পলায়ন করুক। ইহার যে কিছু দুষ্কৃতি, সমস্তই লবণাম্বুধি মধ্যে ক্ষিপ্ত হউক, হৃষীকেশের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বদা ইহার স্বাস্থ্য লাভ হউক। যে স্থান হইতে পাপ হেথায় আসিয়াছে, সেইস্থানেই চলিয়া যাউক। প্রাণিগণের হিতেচ্ছু বিষ্ণুভক্তগণ রোগে এবং পীড়াসমূহে এই অপামার্জ্জন করিবেন। ইহা করিলে সর্ব্বদুঃখ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধির নিমিত্ত বিষ্ণুর অপামার্জ্জন কর্ত্তব্য। আর্দ্র, শুষ্ক, লঘু, স্থূল, ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ, সকলই রবিদর্শনে অন্ধকারবৎ সত্বর ইহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সিংহ হইতে ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় যাবতীয় রোগ, দোষ, গ্রহ, ভূত ও পিশাচাদি ইহা শ্রবণেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। দ্রব্যার্থ লোভ-পরতন্ত্র হইয়া এই অপামার্জ্জন কখন করিবে না। অপামার্জ্জন করিয়া হিত কামনায় সে স্থান হইতে কিছুই গ্রহণ করিতে নাই। যাহারা নিরপেক্ষ, আদি, মধ্য ও অন্তবোদ্ধা, এবং সদা শান্ত, তাদৃশ বিষ্ণুভক্তগণই এই অপামার্জ্জন করিবেন। নরগণের এই সিদ্ধি অতুলনীয় এবং ইহা তাহাদের পরমরক্ষা। বিষ্ণুর এই অপামার্জ্জন পরম ভেষজস্বরূপ। পুত্র পুলস্ত্যের নিকট পূর্ব্বে ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছিলেন। পুলস্ত্যমুনি স্বয়ং দালভ্যের নিকট ইহা ব্যক্ত করেন। দালভ্য সর্ব্বভূতহিত নিমিত্ত ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। হে দেবি! তুমি আমার ভক্ত, তাই তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিলাম। ভক্তিপূর্ব্বক অপামার্জ্জন শ্রবণে সমস্ত রোগ দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।৭৯-৯১।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—এই দিব্য অপূর্ব্ব অপামার্জ্জন পুত্রকামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ-

এতৎ স্তোত্রং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে
এককালং দ্বিকালং বা যে পঠন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥২
আয়ুশ্চ শ্রীর্বলং তস্য বর্দ্ধয়ন্তি দিনে দিনে।
ব্রাহ্মণো লভতে বিদ্যাং ক্ষত্রিয়ো রাজ্যমেব বা
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধিঞ্চ শূদ্রো ভক্তিঞ্চ বিন্দতি।
অন্যেশ্চ লভতে ভক্তিং পঠনাচ্ছ্রবণাজ্জপাৎ ॥৪
সামবেদফলং তস্য জায়তে নগনন্দিনি।
অখিলং পাপসঙ্ঘাতং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৫
ইতি জ্ঞাত্বা তু ভো দেবি পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ
পুত্রাশ্চৈব তথা লক্ষ্মীঃ সম্পূর্ণা ভবতি ধ্রুবম্ ॥৬
লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রে তু যো ধারয়তি বৈষ্ণবঃ।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরং
পদম্ ॥ ৭
পঠিত্বা শ্লোকমেকন্তু তুলসী যঃ সমর্পয়েৎ।
সর্ব্বতীর্থং কৃতং তেন তুলস্যাঃ পূজনে কৃতে ॥৮
এতৎ স্তোত্রন্তু পরমং বৈষ্ণবং মুক্তিদায়কম্।
পৃথ্বীদানসমং পাঠাৎ বিষ্ণুলোকন্তু গচ্ছতি ॥ ৯
জপেৎ স্তোত্রং বিশেষেণ বিষ্ণুলোকস্য বাঞ্ছয়া
বালানাং জীবনার্থায় পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥১০
রোগগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
ভূতগ্রহবিষঞ্চৈব পঠনাদেব নশ্যতি ॥ ১১
কণ্ঠে তুলসিজাং মালাং ধৃত্বা বিপ্রো হি যঃ
পঠেৎ।
স চ বৈ বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
কণ্ঠে মালা ধৃতা যেন শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ।
বৈষ্ণবঃ প্রোচ্যতে বিপ্রঃ স্তোত্রঞ্চৈতৎ
পঠন্ সদা ॥ ১৩
ইহ লোকং পরিত্যজ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
মোহমায়াপরিত্যক্তো দম্ভতৃষ্ণাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪
এতৎ স্তোত্রং পঠেদ্দিব্যং পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ
তে ধন্যাঃ সন্তি ভূর্লোকে যে বিপ্রা বৈষ্ণবাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ১৫
স্বাত্মা বৈ তারিতস্তৈস্তু সকুলং নাত্র সংশয়ঃ।

রূপে পাঠ করিবে। সর্ব্ব কামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাজ্ঞ জনের ইহা পঠনীয়। যে দ্বিজাতি এককাল বা দ্বিকাল ইহা পাঠ করেন, দিনে দিনে তাঁহার আয়ু, শ্রী ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা পঠনে শ্রবণে এবং জপে ব্রাহ্মণ বিদ্যা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বৈশ্য ধন-সমৃদ্ধি এবং শূদ্র ও অন্যান্য জাতি ভক্তি লাভ করে। হে নগনন্দিনি! ইহা পাঠে সামবেদপাঠের ফল হয় এবং অখিল পাপ-রাশি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে। হে দেবি! ইহা বুঝিয়া সমাহিতভাবে এই স্তোত্র পাঠ করিবে। ইহা পাঠে পুত্র এবং পূর্ণ লক্ষ্মী লাভ হয়। যে বৈষ্ণব ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ইহা ধারণ করে, সে ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ইহার এক একটী শ্লোক পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি নারায়ণে তুলসী অর্পণ করে, তাহার সর্ব্ব তীর্থসেবার ফল লাভ হয়। এই পরম বৈষ্ণব স্তোত্র মুক্তিদায়ক। ইহা পাঠে পৃথ্বীদানের সমান পুণ্য হয় এবং সে, বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে, বিষ্ণুলোক কামনায় এই স্তোত্র বিশেষরূপে জপ করিবে এবং বালকদিগের জীবন রক্ষার্থ ইহা সমাহিতভাবে পাঠ করিবে। এই স্তোত্র রোগগ্রহাভিভূত বালকগণের শান্তিদায়ক। ইহা পাঠ করি-লেই ভূত গ্রহ ও বিষদোষ প্রশমিত হইয়া থাকে।১—১১। যে বিপ্র কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিয়া ইহা পাঠ করেন,জানিবে তিনিই বৈষ্ণব এবং তিনিই বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যে বিপ্র কণ্ঠে তুলসী মালা ধারণ করেন, শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নে চিহ্নিত হন এবং এই স্তোত্র সর্ব্বদা পাঠ করেন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত। তাদৃশ বৈষ্ণব বিপ্র ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। যাঁহার মোহ নাই, মায়া নাই, দম্ভ বা তৃষ্ণা নাই, তাদৃশ বিপ্র এই দিব্য স্তোত্র পাঠ করিয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত, এই ভূলোকে তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারাই নিজেকে এবং নিজের কুলকে উদ্ধার

তে বৈ ধন্যতমা লোকে নারায়ণপরায়ণাঃ।
তৈর্ভক্তিশ্চ সদা কার্য্যা তে বৈ ভাগবতা নরাঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে অপামার্জ্জনমহিমা নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।
অহো বিষ্ণোশ্চ মাহাত্ম্যং বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো
যন্মাহাত্ম্যং পুনঃ শ্রুত্বা ন ভবে জায়তে ক্বচিৎ।
মহাদেব উবাচ ।
শৃণু সুন্দরি বক্ষ্যামি বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
শ্রুত্বা তু লভতে পুণ্যং হ্যন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥২
দেবব্রতং মহাপ্রাজ্ঞং ধ্যানযোগপরায়ণম্ ।
আশ্রয়ং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং যতেন্দ্রিয়মকল্মষম্ ॥ ৩
অপ্রধৃষ্যং মহাভাগং দেবৈরপি সবাসবৈঃ ।
সত্যসন্ধং জিতক্রোধং সমত্বে পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৪
নারায়ণে জগন্নাথে শরণ্যে ভক্তবৎসলে ।
পরাং নিষ্ঠামনুপ্রাপ্তং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ ॥ ৫
গুণানামাশ্রয়ং শান্তং ভীষ্মং কুরুপিতামহম্ ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬
যুধিষ্ঠির উবাচ ।
কেচিদাহুঃ পরং ধর্ম্মং কেচিদাহুঃ পরং ধনম্ ।
কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি সমুদায়ং তথাপরে ॥ ৭
সাঙ্খ্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি যোগমন্যে তথাপরম্
কেচিজ্জ্ঞানং প্রশংসন্তি কেচিদাহুঃ পরং শ্রুতম্
সম্যক্ ধ্যানং পরং কেচিৎ কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমম্
অগ্নিষ্টোমাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ।
আত্মজ্ঞানং পরং কেচিৎ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ।
যমাংশ্চ নিয়মাংশ্চৈব কেচিৎ প্রোচুর্মনীষণঃ।
কারুণ্যঞ্চ পরে কেচিদহিংসাঞ্চ তপস্বিনঃ ॥ ১০
শৌচং কেচিৎ পরং প্রাহুঃ কেচিদ্দেবার্চ্চনং নরাঃ
ব্যামোহকাত্র গচ্ছন্তি ব্যামূঢ়াঃ পাপকর্ম্মভিঃ।
যদেতেষু পরং কৃত্যমনুষ্ঠেয়ং মহাত্মভিঃ।
বক্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রভৃতাং বর ॥ ১২

করিয়া থাকেন। এ জগতে যাঁহারা নারায়ণপরায়ণ, ও সর্ব্বদা ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই ধন্যতম এবং তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত নর। ১২—১৬।

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৯।

অশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! অহো আপনি বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন, ইহা পুনঃপুন শ্রবণে ভবে আর কখন জন্ম লইতে হয় না। মহাদেব কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! শ্রবণ কর, বিষ্ণুর উত্তম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা শ্রবণে পুণ্য হয় এবং অন্তে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। মহাপ্রাজ্ঞ কুরুপিতামহ দেবব্রত ভীষ্ম—ধ্যানযোগ-পরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রের আশ্রয়, যতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ, বাসবাদি দেবসমূহের অপ্রধৃষ্য, মহাভাগ, সত্যসন্ধ, জিতক্রোধ, সমত্বে পরিনিষ্ঠিত, বাক্য,মন ও কায়কর্ম্ম দ্বারা শরণ্য, ভক্তবৎসল জগৎপতি নারায়ণে পরম নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, শান্ত এবং গুণগণের আশ্রয় স্থান। একদা যুধিষ্ঠির ভূতলে মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণামান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতামহ! এ সংসারে কেহ ধর্ম্মকে এবং কেহ বা ধনকেই পরম বস্তু বলেন। কেহ দানের প্রশংসা করেন, অপরে ধর্ম্ম, ধন ও দান এই সমুদায়েরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ সাংখ্য, কেহ যোগ, কেহ জ্ঞান, কেহ উত্তম শাস্ত্রবিদ্যা, কেহ সম্যক্ ধ্যান, কেহ উত্তম বৈরাগ্য, কেহ অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্ম, কেহ আত্মজ্ঞান, কেহ যম-নিয়ম, কেহ করুণা, কেহ অহিংসা, কেহ শৌচ এবং কেহ কেহ বা দেবার্চ্চনার প্রশংসা করিয়া থাকেন। পাপকর্ম্ম মোহিত জনগণ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত দর্শনে ব্যামোহাপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল মতের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ কৃত্য মহাত্মগণের অনুষ্ঠেয়, হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! তাহা আমার নিকট আপনি বলুন। ১—১২।

মহাদেব উবাচ ।
ভূর্লোকে যা কথা জাতা ভৈষ্মী যৌধিষ্ঠিরী সতি
তামহং সংপ্রবক্ষ্যামি লোকানাঞ্চ হিতায় বৈ ।
এতান্ প্রশ্নাংস্তদা শ্রুত্বা প্রাহ ভীষ্মো যুধিষ্ঠিরম্
ভীষ্ম উবাচ ।
শ্রূয়তামিদমত্যন্তং গূঢ়ং সংসারমোচনম্ ।
শ্রোতব্যং যত্বয়া সম্যগ্ জ্ঞাতব্যং ধর্ম্মনন্দন ॥ ১৪
অত্রৈবোদাহরন্তীমং পুণ্যঞ্চৈব পুরাতনম্ ।
পুণ্ডরীকস্য সংবাদং মহর্ষের্নারদস্য চ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ পু ণ্ডরীকো মহামতিঃ ।
আশ্রমে প্রথমে তিষ্ঠন্ গুরূণাং বশগঃ সদা ॥ ১৬
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ
বেদবেদাঙ্গনিপুণঃ শাস্ত্রেষু চ বিচক্ষণঃ ॥ ১৭
সমিদ্ভিঃ সাধুহব্যেন সায়ংপ্রাতর্হুতানলঃ ।
ধ্যাত্বা জগৎপতিং বিষ্ণুং সম্যগারা ধয়দ্বিভুম্ ॥ ১৮
তপঃস্বাধ্যায়নিরতঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মসুতো যথা ।
উদকেন্ধনপুষ্পাদ্যৈরসকৃৎ পূজয়ন্ গুরুম্ ॥ ১৯
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষুর্ভিক্ষাহারী বিমৎসরঃ ।
ব্রহ্মবিদ্যামধীয়ানঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥ ২০
তস্য সর্ব্বাত্মভূতস্য সংসারে নিস্পৃহস্য চ ।
মহাত্মনো বুদ্ধিরাসীৎ সংসারার্ণবতারিণী ॥ ২১
মাতরং পিতরঞ্চৈব ভ্রাতৄনথ সুহৃজ্জনান্ ।
মিত্রাণি মাতুলাংশ্চৈব সখীন্ সম্বন্ধিবান্ধবান্ ॥
ধনধান্যসমৃদ্ধঞ্চ গৃহং বা শক্রসন্নিভম্ ।
ক্ষেত্রাণি সুমহার্হাণি সর্ব্বশস্যোদ্ভবানি চ ॥ ২৩
পরিত্যজ্য মহাসত্ত্বস্তৃণানীব মহাসুখী ।
বিচচার মহীং রম্যাং শাকমূলফলাশনঃ ॥ ২৪
গঙ্গা চ যমুনাঞ্চৈব গোমতীমথ গণ্ডিকাম্ ।
শতদ্রুঞ্চ পয়োষ্ণীঞ্চ সরযূঞ্চ সরস্বতীম্ ॥ ২৫
প্রয়াগং নর্ম্মদাঞ্চৈব শোণঞ্চৈব মহানদম্ ।
প্রভাসং বিন্ধ্যতীর্থানি হিমবৎপ্রভবানি চ ॥ ২৬
আশ্রমেষু চ যানি স্যুর্নৈমিষে পুষ্করাদিষু ।
কুরুক্ষেত্রে চ যানি স্যুস্তথা গোবর্দ্ধনাদিষু ॥ ২৭
অন্যানি সুমহাতেজাস্তীর্থানি সুসমাহিতঃ ।

মহাদেব কহিলেন,—হে সতি! ভূলোকে ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের যে কথোপকথন হইয়াছিল, লোকসমূহের হিতের নিমিত্ত তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের ঐ সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্মনন্দন! এই অতি গোপনীয় সংসারমোচন কথা শ্রবণ কর। ইহা তোমারই সম্যক্ শ্রোতব্য এবং জ্ঞাতব্য। এ সম্বন্ধে পুণ্ডরীক ও মহর্ষি নারদের পুণ্য পুরাতন সংবাদ উদাহৃত হইয়া থাকে। মহামতি পুণ্ডরীক শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমাশ্রমে থাকিয়া নিত্য গুরুর বশীভূত ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় জয় হইয়াছিল। তিনি জিতক্রোধ, সন্ধ্যোপাসনায় তৎপর, বেদ-বেদাঙ্গ-নিপুণ ও শাস্ত্রালোচনায় বিচক্ষণ হইয়াছিলেন। তিনি সায়ং প্রাতঃ সঘৃত সমিৎসমূহ দ্বারা অনলে সম্যক্ হোম করিতেন। এবং জগৎপতি বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া নিত্য আরাধনা করিতেন। তপস্যা এবং স্বাধ্যায়ে তাঁহার একান্ত অনুরক্তি ছিল। জল, ইন্ধন ও পুষ্পাদি দ্বারা তিনি বহুদিন গুরু পূজা করিয়াছিলেন। তিনি মাতা-পিতার শুশ্রূষা ও ভিক্ষা আহরণ করিতেন। তাঁহার মাৎসর্য্য ছিল না। তিনি ব্রহ্ম বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং নিত্য তিনি প্রাণায়াম করিতেন।১৩—২০। ক্রমে সেই সর্ব্বাত্মভূত মহাত্মা পুণ্ডরীক সংসারে নিস্পৃহ হইলেন। তাঁহার সংসারার্ণবতারিণী বুদ্ধি উপস্থিত হইল। তিনি মাতা,পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ, স্বজন, মিত্র, মাতুল, সখা, সম্বন্ধী, বান্ধব, ধনধান্যসমৃদ্ধ ইন্দ্রপুরী তুল্য গৃহ এবং সর্ব্বশস্যোৎপাদক উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাসুখী হইলেন। এবং শাক মূল ও ফলাশন করিয়া সমস্ত মহী বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাযোগী পুণ্ডরীক গঙ্গা, যমুনা, গোমতী, গণ্ডকী, শতদ্রু, পয়োষ্ণী, সরযূ, সরস্বতী, প্রয়াগ, নর্ম্মদা, শোণ, মহানদ, প্রভাস, বিন্ধ্য ও হিমালয়োৎপন্ন তীর্থ এবং নৈমিষ পুষ্করাদি আশ্রমসমূহ, কুরুক্ষেত্র ও

বিচচার মহাযোগী যথাকালে যথাবিধি ॥ ২৮
কদাচিদাত্মবান্ ধীরঃ শালগ্রামং তপোধনঃ।
পুণ্ডরীকো মহাভাগঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগঃ ॥ ২৯
সংসেব্যমানং মুনিভিস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তপোধনৈঃ।
মুনীনামাস্পদং রম্যং পুরাণেষ্বপি বিশ্রুতম্ ॥৩০
ভূষিতঞ্চৈব চক্রাদ্যৈশ্চক্রাঙ্কিতশিলাতলম্।
রম্যং বিবিক্তবিস্তীর্ণং সদা বিষ্ণুপ্রসাদকম্ ॥ ৩১
কিঞ্চ চক্রাঙ্কিতাস্তত্র প্রাণিনঃ পুণ্যদর্শনাঃ।
বিচরন্তি যথাকামং পুণ্যতীর্থপ্রদর্শিনঃ ॥ ৩২
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাপুণ্যে শালিগ্রামে মহামতিঃ
স্নাত্বা দেবহ্রদে তীর্থে সরস্বত্যাঞ্চ সুব্রতঃ ॥৩৩
জাতিস্মর্য্যাং চক্রকুণ্ডে চক্রনদ্যাশ্রিতেষু চ।
তথান্যান্যপি তীর্থানি তস্মিন্নেব চচার সঃ ॥ ৩৪
ততঃ ক্ষেত্রপ্রভাবেন তীর্থানাঞ্চৈব তেজসা।
মনঃপ্রসাদমভজত্তস্মিন্নেব মহামনাঃ ॥ ৩৫
সোঽপি তীর্থবিশুদ্ধাত্মা পুণ্ডরীকস্তপোধনঃ।
তত্রৈব বসতিং চক্রে ধ্যানযোগপরায়ণঃ ॥ ৩৬

তত্রৈব সিদ্ধিমাকাঙ্ক্ষন্নারাধ্য গরুড়ধ্বজম্।
শাস্ত্রোক্তেন বিধানেন ভক্ত্যা পরময়া পুনঃ ॥৩৭
উবাস চিরমেকাকী নির্দ্বন্দ্বঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শাকমূলফলাহারঃ সন্তুষ্টঃ সমদর্শনঃ ॥ ৩৮
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব তথৈবাসনবন্ধনৈঃ।
প্রাণায়ামৈশ্চ তীর্থৈশ্চ প্রত্যাহারৈশ্চ সন্ততৈঃ।
ধারণাভিস্তথা ধ্যানৈঃ সমাধিভিরতন্দ্রিতঃ।
যোগাভ্যাসং সদা সম্যক্ চক্রে বিগতকিল্বিষঃ
বৈদিকৈশ্চাঙ্গিকৈশ্চৈব তথা পৌরাণিকৈরপি।
আরাধয়তি সর্ব্বেশং ততঃ শুদ্ধিমবাপ সঃ ॥ ৪১
রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তঃ স্বধর্ম্ম ইব রূপবান্।
আরাধয়ামাস দেবং তদ্গতেনান্তরাত্মনা ॥ ৪২
তুতোষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকায়তেক্ষণঃ।
ভগবান্নারদমিতি প্রসন্নোঽস্ম্যস্য ধীমতঃ ॥ ৪৩
ততঃ কদাচিত্তং দেশং নারদঃ পরমার্থবিৎ।
জগাম সুমহাতেজাঃ সাক্ষাদাদিত্যসন্নিভঃ ॥ ৪৪
তং দ্রষ্টুকামো ভগবান্ পুণ্ডরীকং তপোনিধিম্

গোবর্দ্ধনাদি গিরিস্থিত তীর্থ, সর্ব্বত্রই সমাহিত ভাবে যথাকালে যথাবিধি বিচরণ করিলেন। একদা আত্মবান্ তপোধন পুণ্ডরীক পূর্ব্ব কর্ম্মের বশতাপন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক সংসেবিত শালিগ্রামে গমন করিলেন। ঐ গ্রাম পুরাণপ্রসিদ্ধ রম্য মুনিজনাস্পদ; উহা চক্রাদি দ্বারা ভূষিত; উহার শিলাতল সকল চক্রাঙ্কিত; উহা রম্য, বিবিক্ত, বিস্তীর্ণ—ও সর্ব্বদা বিষ্ণুর প্রসাদস্থান। তত্রত্য প্রাণি-গণ সকলেই চক্রাঙ্কিত ও পুণ্যদর্শন। তাঁহারা তথায় পুণ্য তীর্থ দর্শন করিতে করিতে যথেচ্ছ বিচরণ করেন। সেই মহা-পুণ্য ক্ষেত্র শালিগ্রামে মহামতি পুণ্ডরীক দেবহ্রদ তীর্থে, এবং সরস্বতী, জাতিস্মরী, চক্র কুণ্ড ও চক্র নদ্যাশ্রিত বিবিধ তীর্থে স্নান করিয়া তথাকার অন্যান্য সমস্ত তীর্থে বিচরণ করিলেন। অনন্তর সেই সকল তীর্থ ও ক্ষেত্রপ্রভাবে তাঁহার আত্মপ্রসাদ জন্মিল। সেই তীর্থে বিশুদ্ধাত্মা তপোধন পুণ্ডরীক তখন ধ্যানযোগে নিরত হইয়া

সেই স্থানেই সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রোক্ত বিধানে পরম ভক্তি সহকারে গরুড়ধ্বজের আরাধনা করত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী নির্দ্বন্দ্ব জিতেন্দ্রিয় সুসন্তুষ্ট ও সমদর্শী হইয়া শাক-মূল-ফলাহারে তথায় দীর্ঘকাল বাস করিলেন—এবং যম, নিয়ম, আসন বন্ধন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, নিয়ত তীর্থসেবন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা সর্ব্বদা অতন্দ্রিতভাবে সম্যক্ যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।২১—৩০। পুণ্ডরীক বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রে সর্ব্বেশ্বরকে আরাধনা করিয়া পরে শুদ্ধি লাভ করিলেন। তাঁহার রাগ-দ্বেষ দূরীভূত হইল। তিনি মূর্ত্তিমান্ স্বধর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হইয়া তদ্গতমনে ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরাধনায় পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বিষ্ণু তুষ্ট হইলেন এবং ভক্ত নারদকে তিনি জানাইলেন যে, আমি এই ধীমান্ সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অনন্তর পরমার্থবিৎ, সাক্ষাৎ আদিত্যপ্রতিম মহা-

বিষ্ণুভক্তিপরীতাত্মা বৈষ্ণবানাং হিতে রতঃ ॥
স দৃষ্ট্বা নারদং প্রাপ্তং তেজোমণ্ডলমণ্ডিতম্‌।
মহামতির্মহোদারঃ সর্ব্ববেদৈকভাজনম্‌ ॥ ৪৬
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা বিধানেন প্রণামমকরোৎ পুনঃ ॥ ৪৭
কোঽয়মত্যদ্ভুতাকারস্তেজস্বী হৃদ্যবেশধৃক্‌।
আতোদ্যহস্তঃ সুমুখো জয়মণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৪৮
বিবস্বানথবা বহ্নিরিন্দ্রো বরুণ এব বা।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্‌ স্থিত্বা জগাদ পরমদ্যুতিম্‌ ॥৪৯

পুণ্ডরীক উবাচ।

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তঃ কুতো বা পরমদ্যুতিঃ।
ত্বদ্দর্শনং হি ভগবন্‌ প্রায়েণ ভুবি দুর্ল্লভম্‌ ॥ ৫০
নৈব দৃষ্টঃ পুমান্‌ বাপি ময়া তব সমঃ প্রভো।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ যৎপ্রদিষ্টং ময়ানঘ ॥ ৫১

নারদ উবাচ।

নারদোঽহমনুপ্রাপ্তস্ত্বদ্দর্শনকুতূহলাৎ।
প্রভাবং ভগবদ্ভক্তং ত্বাদৃশং সততং দ্বিজ ॥৫২
স্মৃতঃ সন্তোষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥ ৫৩
দাসোঽহং বাসুদেবস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণেস্ত্রৈলোক্যস্যৈকচক্ষুষঃ ॥ ৫৪
ইত্যুক্তো নারদেনাসৌ ভক্তিপর্য্যাকুলাত্মনা।
প্রোবাচ মধুরং বিপ্রং তদ্দর্শনসুবিস্মিতঃ ॥ ৫৫

পুণ্ডরীক উবাচ।

ধন্যোঽহং দেহিনাং মধ্যে সুপূজ্যোঽহং সুরৈরপি।
কৃতার্থাঃ পিতরো মেঽদ্য সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলম্‌
অনুগৃহ্ণীষ দেবর্ষে ত্বদ্ভক্তস্য বিশেষতঃ।
তং করিষ্যাম্যহং বিদ্বন্‌ ভ্রাম্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥
কর্ত্তব্যং পরমং গুহ্যমুপদেষ্টুং ত্বমর্হসি।
ত্বং গতিঃ সর্ব্বভূতানাং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ

তেজা ভগবান্‌ নারদ তপোনিধি পুণ্ডরীককে দেখিবার নিমিত্ত একদা সেই প্রদেশে গমন করিলেন। নারদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিরসে পরিপ্লুত; তিনি সর্ব্বদাই বৈষ্ণবগণের হিত-সাধনে নিরত; মহামতি পুণ্ডরীক সেই তেজো-মণ্ডলমণ্ডিত, সর্ব্ববেদনিধান নারদ মুনিকে উপস্থিত দেখিয়া পুলকিত চিত্তে প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া অর্ঘ্যদানান্তে পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন,—কে এই মনোজ্ঞ বেশধারী অদ্ভুতাকার তপস্বী? ইঁহার হস্তে আতোদ্য; ইনি প্রসন্নাস্য, জয়মণ্ডলমণ্ডিত, কে ইনি? ইনি কি সাক্ষাৎ বিবস্বান্‌ বহ্নি অথবা বরুণ? এইরূপ চিন্তা করিয়া পুণ্ডরীক কিঞ্চিৎ পরে সেই পরম দ্যুতিশালী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে আপনি অমিতাভ? কোথা হইতে হেথায় শুভাগমন করিলেন? হে ভগবন্‌! ভবদ্বিধজনের দর্শন ভূতলে প্রায় সুদুর্ল্লভ। হে প্রভো! আপনার ন্যায় পুরুষ আমি কখনও দেখি নাই। হে অনঘ! আপনি আপনার পরিচয় যথাযথ বলুন।

নারদ কহিলেন,—তোমাকে দর্শন করিব, এই কৌতূহলবশেই আমি এখানে আসি-য়াছি। হে দ্বিজ! ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্তের সহিত সর্ব্বদাই আমি সাক্ষাৎ করিয়া থাকি। স্মৃত, সন্তোষিত কিম্বা পূজিত হইয়া ভগবদ্-ভক্ত দ্বিজোত্তম এমন কি চণ্ডালজনও জীবের পবিত্রতা সাধন করিয়া থাকেন। শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী, ত্রিলোকের একমাত্র সাক্ষী, দেব-দেব বাসুদেবের আমি দাস। ইহাই আমার পরিচয়। ৪০—৫৪। নারদ এই কথা কহিলে, তদীয় দর্শনে বিস্মিত পুণ্ডরীক ভক্তিপর্য্যাকুল চিত্তে মধুর বাক্যে সেই বিপ্রকে বলিলেন,—অদ্য দেহিগণমধ্যে আমি ধন্য, এবং সুরগণ-পূজ্য হইলাম। আমার পিতৃগণ কৃতার্থ হইলেন। আমি জন্মসাফল্য প্রাপ্ত হই-লাম। হে দেবর্ষে! আপনার ভক্তের প্রতি আপনি বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব। হে বিদ্বন্‌! আমি ভক্তিকর্ম্ম-বশে সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছি, আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরমগুহ্য হইলেও আপনি উপদেশ করুন। আপনিই সর্ব্বভূতের বিশে-

নারদ উবাচ।
অনেকানীহ শাস্ত্রাণি কর্ম্মাণি চ তথা দ্বিজ।
ধর্ম্মবর্গং বহুবিধং তথৈব ভুবি মানসম্ ॥ ৫৯
বৈলক্ষণ্যঞ্চ জগতস্তস্মাদেব দ্বিজোত্তম।
অন্যথা সর্ব্বসত্ত্বানাং সুখং বা দুঃখমেব চ ॥ ৬০
বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকং নিরাত্মকমিদং জগৎ।
ইতি কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতং বাহ্যার্থনিরপেক্ষকম্
অব্যক্তাজ্জায়তে নিত্যং নিত্যান্নিত্যমিদং জগৎ
ইত্যেবং প্রাহুরপরে তত্রৈব লয়মেতি চ ॥৬২
আত্মানো বহবঃ প্রোক্তা নিত্যাঃ সর্ব্বগতাস্তথা
অন্যে মতিমতাং শ্রেষ্ঠাস্তত্ত্বালোকনতৎপরাঃ ॥
যাবচ্ছরীরমাত্মানং প্রতিপন্নাস্তথাপরে।
হস্তিকীটাদিদেহেহপি মহান্তমণ্ডমেব চ ॥ ৬৪
যথাদ্যজগতো বৃত্তিস্তথা কালান্তরেষ্বপি।
প্রবাহে নিত্যমেবৈষ কঃ কর্ত্তেতি চ কেচন ॥৬৫
যদ্‌যৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং তত্তদত্র ন বিদ্যতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে বিজিতমানসাঃ ॥ ৬৬
নিরীশ্বরমিদং প্রাহুঃ সেশ্বরঞ্চ তথাপরে।
অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৬৭
এবমন্যেহপি কুহকা যথামতি যথাশ্রুতম্।
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ স্বযুক্তিস্থিতিকারকাঃ ॥৬৮
তর্কৈর্ব্বহিতো ভূত্বা কথয়ামি তপোধন।
পরমার্থমিমং পুণ্যং ঘোরং সংসারনাশনম্ ॥ ৬৯
তন্মূলমনু জানন্তি ততো দেবাদয়ো নরাঃ।
প্রমাণেনোপলভ্যন্তে ন প্রমাণং বিমোহিতৈঃ ॥
অনাগতমতীতঞ্চ বিপ্রকৃষ্টমতীব যৎ।
ন গৃহীতং যথাশক্ত্যা বর্ত্তমানার্থনিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১
আগমো মুনিভিঃ প্রোক্তো পূর্ব্বরূপক্রমাগতঃ।
প্রমাণং স তু বিজ্ঞেয়ঃ পরমার্থপ্রসাধকঃ ॥ ৭২
যদভ্যাসবলাজ্‌জ্ঞানং রাগদ্বেষমলাপহম্।
উৎপদ্যতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোহয়মাগমসংজ্ঞকঃ ॥ ৭৩
ফলং কর্ম্ম চ যত্তত্ত্বং বিজ্ঞানং দর্শনং বিভুম্।
জাত্যাদিকল্পনাহীনং দ্বিতীয়াগমলক্ষণম্ ॥ ৭৪

যতঃ বৈষ্ণবগণের একমাত্র গতি। নারদ কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! ইহ লোকে বহু শাস্ত্র, বহু কর্ম্ম, ধর্ম্মবর্গ ও বহুবিধ এবং লোকের চিত্তও ভিন্ন ভিন্ন; তাই এই জগতের বৈলক্ষণ্য। অন্যথা, সর্ব্বপ্রাণীরই কেবল সুখ বা কেবল দুঃখই বিজ্ঞানমাত্র থাকিত। অনেকের মতে এই জগৎ ক্ষণিক, নিরাত্মক এবং বাহ্যার্থ-নিরপেক্ষ। আবার অনেকে বলেন,—এজগৎ নিত্য অব্যক্ত হইতে নিত্যজাত, তাই ইহা নিত্য হইয়াও নিত্যেই বিলয়-প্রাপ্ত। অন্য মতিমৎশ্রেষ্ঠ তত্ত্বালোকন-তৎপর ব্যক্তিগণ নিত্য সর্ব্বগত বহু আত্মার উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন,—যত দেহ, তত আত্মা; এই মতে হস্তি-কীটাদি-দেহে এবং মহান্ অণ্ডেও আত্মার অধিষ্ঠান অঙ্গীকৃত। কেহ কেহ বলেন,—জগতের বৃত্তি অদ্য যেরূপ, কালান্তরেও সেই রূপই। এজগৎপ্রবাহ নিত্য একই প্রকার, ইহার আবার কর্ত্তা কে? যে যে কিছু প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহা এখানে নাই। অন্য বিজিতচিত্ত ব্যক্তিগণ বলেন,—স্বর্গাদি লোক কোথায় আছে? এজগৎ নিরীশ্বর। অপরে বলেন,—ইহা সেশ্বর। এইরূপে অন্য আরও অনেক মায়াবী লোক ভিন্নমতি হইয়া একান্ত পরমার্থ জ্ঞানে পরাঙ্মুখ হইয়া বিবিধ বিভিন্ন কথায় স্ব স্ব যুক্তি স্থির রাখিবার জন্য যথামতি তথাশ্রুত মত প্রকাশ করিয়া থাকে। হে তপোধন! আমি সকলের তর্কেই অবহিত হইয়া তোমার নিকট এই সংসারনাশক পরম-পুণ্য পরমার্থতত্ত্ব বলিতেছি। দেব হইতে নর পর্য্যন্ত সকলেই এই বিশ্ব পরমার্থমূলক বলিয়া অবগত আছেন। ঐ পরমার্থ প্রমাণ দ্বারাই উপলব্ধ হয়; কিন্তু যাহারা বিমোহিত, তাহারা মাত্র বর্ত্তমান প্রমাণই যথাশক্তি স্বীকার করে, যাহা অনাগত, অতীত বা বহু দূরবর্ত্তী, সে প্রমাণ তাহারা স্বীকার করে না। মুনিগণ বলেন, যাহা পূর্ব্বরূপ-পরম্পরায় আগম, তাহাই আগম; এই আগমই প্রমাণ, ইহাই পরমার্থ-সাধক বলিয়া জানিবে। ৫৯—৭২। যাহার অভ্যাসে জ্ঞান হয়, রাগ দ্বেষ মল দূরীভূত হইয়া যায়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহাই আগম নামে অভিহিত। যাহা কর্ম্ম, কর্ম্মফল, তত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, ও বিভু, যাহাতে জাত্যাদি কোন

আত্মসংবেদনং নিত্যং সনাতনমতীন্দ্রিয়ম্।
চিন্মাত্রমমৃতং জ্ঞেয়মনন্তমজমব্যয়ম্॥ ৭৫
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ ব্যক্তস্থিতমনঞ্জনম্।
ব্যাপ্তা বিষ্ণুরিতি খ্যাতং খ্যাতভিন্নমবস্থিতম্॥
যোগিধ্যেয়মবিজ্ঞেয়ং পরমার্থপরাঙ্মুখৈঃ।
লক্ষ্যতে বুদ্ধিভির্ভিন্নমভিভিন্নং ন চাত্মনি॥ ৭৭
শৃণুষ্বাবহিতস্তাত কথয়ামি তবানঘ।
যৎ প্রোক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং পৃচ্ছতো মম সুব্রত
কদাচিদ্ ব্রহ্মলোকস্থং ব্রহ্মাণঞ্চ পিতামহম্।
প্রণিপত্য যথান্যায়মপৃচ্ছমজমব্যয়ম্॥ ৭৯
কিন্নু জ্ঞানং পরং প্রোক্তং কশ্চযোগঃ পরো মতঃ
এতন্মে তত্ত্বতো ব্রহ্মন্ সমাচক্ষ্ব পিতামহ॥ ৮০

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতস্তাত জ্ঞানযোগমনুত্তমম্।
অল্পগ্রন্থং প্রভূতার্থমক্লেশোপাসনক্রিয়ম্॥ ৮১
যঃ পরম্পরয়া প্রোক্তঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
স এব সর্ব্বভূতাত্মা তেন ইত্যভিধীয়তে॥ ৮২
নারায়ণো জগদ্ধাম পরমাত্মা সনাতনঃ।
জগতঃ সৃষ্টিসংহারপরিপালনতৎপরঃ॥ ৮৩
ত্রয়াণামাত্মনামেকো দেবদেবঃ সনাতনঃ।
আরাধ্যঃ সর্ব্বদা ব্রহ্মন্ তে পশ্যন্তি জগৎপতিম্
যথা জগদবস্থানং যথা কালান্তরে পুনঃ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বিপ্রকৃষ্টং তথৈব চ॥ ৮৫
স্থূলং সূক্ষ্মং তথা চান্যৎ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা।
তচ্চিত্তাস্তদ্গতপ্রাণা নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৮৬
অন্যথা মন্দবুদ্ধীনাং প্রতিভাতি দুরাত্মনাম্।
কুতর্কজ্ঞানদুষ্টানাং বিভক্তেন্দ্রিয়বাদিনাম্॥ ৮৭

নারদ উবাচ।

শ্রূয়তামন্যদপি বৈ কথ্যমানং ময়ানঘ।
ব্রহ্মণৈব পুরা প্রোক্তং জগতঃ কারণাত্মনা॥ ৮৮
দেবানামিন্দ্রমুখ্যানামৃষীণাঞ্চৈব সুব্রত।
হিতানি কথয়ামাস পৃচ্ছতাং কমলাসনঃ॥ ৮৯

কল্পনাই নাই, যাহা নিত্য আত্মসংবেদন মাত্র, সনাতন, অতীন্দ্রিয়, চিন্মাত্র, অমৃত, অজ্ঞেয়, অনন্ত, অজ, অব্যয়, ব্যক্তাব্যক্ত, ব্যক্তস্থিত ও নিরঞ্জন, তাহাই দ্বিতীয় আগম; ইহাই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবহিত বলিয়া বিষ্ণু নামে খ্যাত; এবং ইহাই আবার খ্যাতিভিন্নরূপে অবহিত। ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, কেবল বুদ্ধ দ্বারা তাহার উপপত্তি হয় না; পরন্তু পরমার্থ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ যোগিধ্যেয় বস্তু অবিজ্ঞেয়। হে অনঘ তাত! এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা আমায় যাহা বলিয়াছিলেন, হে সুব্রত! তোমায় আমি এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। আমি একদা ব্রহ্মলোকস্থ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণতিপাতপূর্ব্বক যথারীতি জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে পিতামহ! পরম জ্ঞান কি এবং পরম যোগই বা কাহাকে বলা হয়? ইহা আমার নিকট যথাযথ বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে তাত! অবহিত হইয়া উত্তম জ্ঞানযোগ শ্রবণ কর। উহা স্বল্পবাক্য, প্রভূতার্থযুক্ত এবং অনায়াসে উপাস্য। যিনি পরম্পরপ্রোক্ত পঞ্চবিংশক পুরুষ, তিনি সর্ব্বভূতাত্মা, জগদাধার পরমাত্মা সনাতন নারায়ণ নামে অভিহিত। জগতের সৃষ্টি, সংহার ও পরিপালন ব্যাপারে এই নারায়ণদেবই নিরত। ইনিই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রিবিধ আত্মার অধীশ্বর একমাত্র সনাতন দেবদেব। হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বদা আরাধনা করিয়া জ্ঞানযোগিগণ সেই জগৎপতি নারায়ণদেবকে অবলোকন করিয়া থাকেন। ৭৩—৮৪। নারায়ণগতচিত্ত, নারায়ণগতপ্রাণ, নারায়ণপরায়ণ জনগণ জগৎ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে, আবার কালান্তরে ইহা যেরূপ হইবে, সমস্তই জ্ঞান-নেত্রে অবলোকন করিতে পারেন। এজগতের ভূত, ভব্য ভবিষ্য, সন্নিহিত, বিপ্রকৃষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম বা অন্য কোন অবস্থাই তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। বিভক্তেন্দ্রিয়বাদী দুরাত্মা মন্দবুদ্ধি কুতর্কজ্ঞান দুষ্টগণের দৃষ্টিতে ইহার কিছুই প্রতিভাত হয় না। নারদ কহিলেন,—একদা ইন্দ্রপ্রমুখ দেব ও ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে জগৎকারণাত্মা কমলাসন ব্রহ্মা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যে সকল হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, হে সুব্রতে! তোমায় আমি তাহা বলিতেছি।

ব্রহ্মোবাচ।

নারায়ণপরো ধর্ম্মস্তথা লোকাশ্চ শাশ্বতাঃ।
নারায়ণপরা যজ্ঞাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৯০
বেদাঃ সাঙ্গাস্তথা চান্যে বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরো হরিঃ।
পৃথিব্যাদীনি বিবুধাঃ পঞ্চভূতানি সোঽব্যয়ঃ॥৯১
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জ্ঞেয়ং বিবুধৈঃ সকলং জগৎ।
তথাপি মনুষাঃ পাপা ন জানন্তি বিমোহিতাঃ॥
তস্যৈব মায়য়া ব্যাপ্তং চরাচরমিদং জগৎ।
তন্মনাস্তদ্গতপ্রাণো জানাতি পরমার্থবিৎ॥৯৩
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যপালকঃ।
তস্মিন্নেতজ্জগৎ সর্ব্বং তিষ্ঠতি প্রভবত্যপি॥৯৪
জগৎ সংহরতে রুদ্রঃ পালনে বিষ্ণুরুচ্যতে।
উৎপত্তৌ চাহমেবাত্র তথান্যে লোকপালকঃ॥
সর্ব্বাধারো নিরাধারঃ সকলো নিষ্কলস্তথা।
অণুর্ব্বহাংস্তথাপ্যন্তস্মাচ্চ পরতঃ পরঃ॥ ৯৬
তমেব শরণং যাত সর্ব্বসংসারকর্ম্মগম্।
স পিতা জনিতাস্মাকং কীর্ত্তিতো মধুসূদনঃ॥৯৭
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা পদ্মযোনিনা।
প্রণেমুঃ সর্ব্বলোকেশং দেবং বিষ্ণুং জনার্দ্দনম্
তস্মাত্ত্বমপি বিপ্রর্ষে নারায়ণপরো ভব।
তদন্যঃ কো মহোদারঃ প্রার্থিতং দাতুমর্হতি॥৯৯
পিতরং মাতরঞ্চৈব তমেব পুরুষোত্তমম্।
পরিগৃহ্ণীষ লোকেশং দেবদেবং জগৎপতিম্।
অগ্নিকার্য্যেণ বৈ তেন তপসাধ্যয়নেন বৈ।
তোষয়েদ্দেবদেবেশং গুরুং নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥
স্বর্গে ক্ষয়ং তথা, ভোগমনুষ্ঠেয়ং তথৈব চ।
পরিগৃহ্ণীষ বিপ্রর্ষে তমেব পুরুষোত্তমম্॥ ১০২
কিং তেন মন্ত্রৈর্বহুভিঃ কিং তেন বহুভির্ব্রতৈঃ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ॥ ১০৩
চীরবাসা জটী বিপ্র দণ্ডী মুণ্ডিত এব বা।
বিভূষিতো বা বিপ্রেন্দ্র ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥
যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচারপরাঃ সদা।

ব্রহ্মা কহিলেন,—ধর্ম্ম নারায়ণপর; সমস্ত সনাতন লোক, সর্ব যজ্ঞ, বিবিধ শাস্ত্র, সাঙ্গ বেদসমূহ এবং অন্য যে কিছু সকলই নারায়ণপর; সেই নারায়ণই বিষ্ণু, তিনিই বিশ্বেশ্বর হরি। হে বিবুধগণ! সেই অব্যয় পুরুষই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত। এই সর্ব জগৎই বিষ্ণুময় বলিয়া বিবুধগণের বিজ্ঞেয়। কিন্তু পাপিষ্ঠ মানবেরা বিমোহিত হইয়া এ তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারে না। সেই নারায়ণেরই মায়ায় এই চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। তদ্গতচিত্ত তদ্গতপ্রাণ পরমার্থবিৎ ব্যক্তিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। তিনি সর্বভূতের ঈশ্বর, এই ত্রৈলোক্যের পরিপালক। তাঁহাতেই সর্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত সমুদ্ভূত। এ জগতের সংহারে রুদ্র, পালনে বিষ্ণু এবং সৃষ্টিব্যাপারে আমি এবং অন্যান্য লোকপালগণ নিযুক্ত। সেই পরাৎপর পুরুষই সর্বাধার, নিরাধার, সকল, নিষ্কল, অণু এবং মহান্। তোমারা সেই নিখিল সংসার-কর্ম্মগামী দেবেরই শরণাপন্ন হও। সেই মধুসূদনই আমাদের জনিতা বলিয়া কীর্ত্তিত। পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, সুরগণ সেই সর্বলোকেশ্বর বিষ্ণু দেবকে প্রণাম করিলেন। তাই বলিতেছি, হে বিপ্রর্ষে! তুমিও নারায়ণপরায়ণ হও। তাঁহা ভিন্ন কোন্ মহোদার্য্যশালী দেব প্রার্থিত দানে সমর্থ? সেই পুরুষোত্তম দেবই পিতা মাতা; তিনি লোকেশ, দেবদেব, জগৎপতি; তাঁহারই শরণাপন্ন হও। হোম, তপস্যা বা অধ্যয়ন—সকল কর্ম্ম দ্বারাই সেই দেবদেবকে নিত্য অতন্দ্রিতভাবে পরিতুষ্ট করিতে হয়। তাঁহার তুষ্টিতেই স্বর্গে অক্ষয় ভোগসুখ লাভ করা যায়। তাই বলিতেছি, হে বিপ্রর্ষে! আপনি সেই পুরুষোত্তমেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন! তাঁহার শরণ লইলে বহু মন্ত্র বা বহুব্রত দ্বারা আর প্রয়োজন কি আছে? 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রই সর্বার্থসাধক।৮৫—১০৩। হে বিপ্রেন্দ্র! সাধক চীর পরিধায়ী, জটাধারী, দণ্ডী, মুণ্ডিত বা বিভূষিত, যাহাই হউন, তাহাতে বিশেষ কিছুই হয় না; কেননা চিহ্নই ধর্ম্মের কারণ নহে। যাহারা নৃশংস, দুরাত্মা ও সদা পাপাচারপরায়ণ, তাহা-

তেঽপি যান্তি পরং স্থানং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১০৫
লিপ্যন্তে ন চ পাপৌঘৈর্বৈষ্ণবা বীতকিল্বিষাঃ
পুনন্তি সকলং লোকমহিংসাজিতমানসাঃ ॥
ক্ষত্রবন্ধুরিতি খ্যাতো রাজা প্রাণিবিহিংসকঃ।
প্রাপ্তবান্ পরমং ধাম বৈষ্ণবং কেশবালয়াৎ ॥
অম্বরীষো মহাসত্ত্বো রাজা পরমতত্ত্ববিৎ।
হৃষীকেশং সমারাধ্য বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্ ॥১০৮
অন্যে ব্রহ্মর্ষয়ঃ শান্তা বহবঃ সংশিতব্রতাঃ।
ধ্যাত্বা চ পরমাত্মানং সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥
প্রহ্লাদঃ পরমাহ্লাদঃ পুরা নারায়ণং হরিম্।
সেবিতোঽভ্যর্চ্চিতো ধ্যাতস্তেনৈব পরিরক্ষিতঃ
ভরতো নাম তেজস্বী রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
উপাস্যৈনং চিরং কালং পরাং মুক্তিমবাপ্তবান্ ॥
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
কেশবারাধনং হিত্বা নৈব যান্তি পরাং গতিম্ ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বিষ্ণুভক্তানামিতি সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥
অনন্যমানসৈর্নিত্যং ধ্যাতব্যস্তত্ত্বচিন্তকৈঃ।
নারায়ণো জগদ্ব্যাপী পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১১৬

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা দেবর্ষিস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
পরোপকারনিরতো নারদঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১১৭
পুণ্ডরীকোঽপি ধর্ম্মাত্মা নারায়ণপরায়ণঃ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রমষ্টাক্ষরং জপন্ ॥ ১১৮
প্রসীদ মম বিশ্বাত্মন্নিতি বাচং বদন্ সদা।
হৃৎপুণ্ডরীকে গোবিন্দং প্রতিষ্ঠাপ্যামৃতাত্মকম্
তপস্বী বিমলে সৌম্যে শালগ্রামে তপোধনঃ।
উবাস চিরমেকাকী নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥১২০
স্বপ্নেঽপি কেশবান্নান্যৎ পশ্যতীতি মহামতিঃ।
নিদ্রাপি নৈব তস্যাসীৎ পুরুষার্থবিরোধিনী ॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শৌচেন চ বিশেষতঃ।
জন্মজন্মান্তরারূঢ়ে সংস্কারে চ যথা তথা ॥ ১২২

রাও নারায়ণপরায়ণ হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণ কখনই পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হন না। অহিংসাজিতচিত্ত মানবগণ সর্ব্ব লোকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। ক্ষত্রবন্ধু নামে এক প্রাণিহিংসক রাজা ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণবধাম লাভ করেন। পরম তত্ত্বজ্ঞ রাজা অম্বরীষ হৃষীকেশকে আরাধনা করিয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শান্ত সংশিতব্রত অন্যান্য বহু ব্রহ্মর্ষি পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পুরাকালে প্রহ্লাদ পরমাহ্লাদ সহকারে নারায়ণ হরিদেবকে সেবা অর্চ্চনা ও ধ্যান করিয় ছিলেন, তাই সেই হরিই তাঁহাকে রক্ষা করেন। তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা ভরত চিরকাল হরির উপাসনা করিয়া অবশেষে পরম মুক্তি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু যিনিই হউন, হরির আরাধনা বিনা কেহই পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সহস্র জন্মান্তরেও যাহার এরূপ মতি হয় যে, আমি বিষ্ণু-ভক্তগণের দাস, সেই সর্ব্বার্থসাধক পুরুষই বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নিত্য অনন্যচিত্ত, সংশিতব্রত পুরুষ, তাঁহাদের কথা আর কি কহিব? অতএব তত্ত্বচিন্তকগণ নিত্য অনন্যচিত্তে সেই জগদ্ব্যাপী পরমাত্মা সনাতন দেবকে ধ্যান করিবেন। ১০৪—১১৬। ভীষ্ম কহিলেন,—পরোপকার-নিরত পরমার্থজ্ঞ দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীকও নারায়ণপরায়ণ হইয়া রহিলেন। তিনি "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র অষ্টবার জপ করিতে লাগিলেন, মুখে সর্ব্বদা বলিতে লাগিলেন, হে বিশ্বাত্মন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। তাঁহার হৃদয়পুণ্ডরীকে অমৃতাত্মক গোবিন্দদেব প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি তপস্বী, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ হইয়া একাকী সুন্দর সুপবিত্র শালগ্রামে দীর্ঘকাল বাস করিলেন। সেই মহামতি স্বপ্নেও কেশবাতিরিক্ত অন্য কিছুই অবলোকন করিতেন না। পুরুষার্থবিরোধিনী নিদ্রাও তাঁহার ছিল না।

প্রসাদাদ্দেবদেবস্য সর্ব্বলোকস্য সাক্ষিণঃ।
অবাপ পরমাং সিদ্ধিং বৈষ্ণবীং বীতকিল্বিষঃ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্যামলং পুণ্ডরীকাক্ষং স দদর্শ সদাকৃতিম্॥১২৪
সিংহব্যাঘ্রাস্তথা চান্যে মৃগাঃ প্রাণিবিহিংসকাঃ
বিরোধং সহজং হিত্বা সমেতাস্তস্য সন্নিধৌ॥
বিচরন্তি যথাকামং প্রসন্নেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
পরস্পরহিতং রম্যং সম্প্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দন॥ ১২৬
তথাপ্রসন্নং সলিলং সরসাং সরিতামপি।
ঋতবঃ সুপ্রসন্নাশ্চ বিমলেন্দ্রিয়সংবৃতাঃ॥ ১২৭
মারুতাশ্চ সুখস্পর্শা বৃক্ষাঃ পুষ্পফলান্বিতাঃ।
আনুকূল্যং যযুঃ সর্ব্বে পদার্থাস্তস্য ধীমতঃ॥১২৮
প্রসন্নমভবত্তস্মৈ প্রসন্নং সচরাচরম্।
প্রসন্নে দেবদেবেশে গোবিন্দে ভক্তবৎসলে॥
ততঃ কদাচিদ্ভগবান্ পুণ্ডরীকস্য ধীমতঃ।
আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পুণ্ডরীকায়তেক্ষণঃ॥ ১৩০

শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসাঃ সমুজ্জ্বলঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষশ্চন্দ্রবিম্বনিভাননঃ॥ ১৩১
কিঙ্কিণীকুণ্ডলী হারী কেয়ূরী কটিসূত্রবান্।
শ্রীবৎসাঙ্কঃ পীতবাসা কৌস্তভেন বিভূষিতঃ।
বনমালাপরীতাঙ্গঃ স্ফুরন্মুকুটকুণ্ডলঃ।
স্ফুরতা ব্রহ্মসূত্রেণ মুক্তাদামবিলম্বিনা॥ ১৩৩
বিরাজমানো দেবেশশ্চামরব্যজনাদিভিঃ।
দেবৈঃ সিদ্ধৈঃ সদেবেন্দ্রৈর্গন্ধর্ব্বৈর্মুনিভির্বরৈঃ॥
যক্ষৈর্নাগবরৈশ্চৈব সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ।
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং পুণ্ডরীকোঽনঘঃ স্বয়ম্॥
ততো বুদ্ধ্যা মহাত্মানং তুষ্টাব চ জনার্দ্দনম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥

পুণ্ডরীক উবাচ।

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকচক্ষুষে।
নিরঞ্জনায় নিত্যায় নির্গুণায় মহাত্মনে॥১৩৭
স্বমীশঃ সর্ব্বভূতানাং তথৈব চ নিরীশ্বরঃ।
তথা ভয়ার্ত্তিনাশায় গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ॥
অনুগ্রহেণ ভূতানামনেকাকারধারিণে।
ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রাহুস্ত্বয়্যেব কেবলম্॥ ১৩৯

তিনি যেন জন্মজন্মান্তরীয় সংস্কারবশেই তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শৌচানুষ্ঠানবলে সর্ব্বলোকৈক-সাক্ষী দেবদেবের প্রসাদাৎ নিষ্পাপ দেহে পরমা বৈষ্ণবী সিদ্ধি লাভ করিলেন। পুণ্ডরীক দেখিলেন,—তাঁহার আকৃতি শ্যামল হইয়াছে। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতবাসা অচ্যুত ও পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়াছেন। তৎকালে সিংহ ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য প্রাণি-হিংসক মৃগেরাও সহজ বিরোধ পরিহার করিয়া তাঁহার নিকট সমবেত হইল এবং প্রসন্ন মনে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে পাণ্ডুনন্দন! তখন ঐ সকল পরস্পর বিরোধী প্রাণী পরস্পরের হিতপ্রাপ্ত হইল। সরিৎ ও সরোবরের জল প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঋতু সকল প্রসন্ন, মারুতগণ সুখ-স্পর্শ এবং বৃক্ষসমূহ পুষ্পফলান্বিত হইল। তৎকালে সমস্ত পদার্থই সেই ধীমান্ পুণ্ডরীকের অনুকূল হইয়া উঠিল। ভক্তবৎসল দেবদেবেশ গোবিন্দ প্রসন্ন হইলে সচরাচর জগৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইল। অনন্তর একদা ধীমান্ পুণ্ডরীকসন্নিধানে ভগবান্ পদ্মায়তনেত্র জগন্নাথ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা; পরিধানে পীত বসন; তিনি উজ্জ্বলাঙ্গ; পুণ্ডরীকাক্ষ, চন্দ্রবিম্বনিভানন, কুণ্ডলী, কিঙ্কিণীশালী, হারী, কেয়ূরী, কটিসূত্রযুক্ত, শ্রীবৎসাঙ্ক, কৌস্তভ-মণ্ডিত, বনমালাধারী, স্ফুরন্মুকুটকুণ্ডল, মুক্তাদাম-বিলম্বী, স্ফুরিত ব্রহ্মসূত্র দ্বারা বিরাজিত, চামরব্যজনাদি দ্বারা বীজিত এবং দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, শ্রেষ্ঠমুনি, যক্ষ, নাগ ও অপ্সরোগণকর্ত্তৃক সেব্যমান। পবিত্রাত্মা পুণ্ডরীক তখন সেই দেবদেবকে দেখিয়া প্রহৃষ্ট-চিত্তে যুক্তকরে প্রণত হইলেন এবং মহাত্মা জনার্দ্দনকে সজ্ঞানে স্তব করিতে লাগিলেন। ১১৭—১৩৬। পুণ্ডরীক কহিলেন,—আপনি সর্ব্বলোকৈকচক্ষু বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার। আপনি নিত্যনিরঞ্জন, নির্গুণ মহাত্মা, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, স্বয়ং নিরীশ্বর, ভয়ার্ত্তিনাশার্থ, গোবিন্দ, গরুড়-ধ্বজ; আপনি ভূতগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনেক রূপ ধারণ করেন। প্রাজ্ঞ-

ত্বমস্মাজ্জগতো ভিন্নো নির্ম্মিতঞ্চ জগত্ত্বয়া।
নমোঽস্তু নাভিপ্রসবনলিনায় নমো নমঃ ॥১৪০
নমঃ সমস্তবেদান্ত-বিশ্রুতাত্মবিভূতয়ে।
ত্বমেব সর্ব্বদেবেশ কারণং কৈটভার্দ্দন ॥ ১৪১
প্রসীদ হৃদয়াবাস শঙ্খচক্রগদাধর।
নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতায় ভূভৃতে ॥ ১৪২
অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা ন বিদন্তি সুরেশ্বরাঃ ॥১৪৩
মহিমানং তপোমেয়ং তস্মৈ তুভ্যং নমাম্যহম্।
বাচামগোচরো যস্য মহিমা তব নাপ্যতে ॥১৪৪
জাত্যাদিভিরসংস্পৃষ্টঃ সদা ধ্যেয়োঽসি তত্ত্বতঃ
তথা বিভেদরূপেণ ভক্তানামনুকম্পয়া ॥ ১৪৫
মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপেণ দৃশ্যসে পুরুষোত্তম ॥ ১৪৬
ভীষ্ম উবাচ।
পুণ্ডরীকো জগন্নাথং সংস্তবন্ পুরুষোত্তমম্।
তমেবালোকয়ন্বীর চিরপ্রার্থিতদর্শনম্ ॥ ১৪৭

তমাহ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পদ্মনাভস্ত্রিবিক্রমঃ।
পুণ্ডরীকং মহাভাগং তথা গম্ভীরয়া গিরা ॥১৪৮
শ্রীভগবানুবাচ।
প্রীতোঽস্মি বৎস ভদ্রন্তে পুণ্ডরীক মহামতে।
বরং বৃণীষ দাস্যামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৪৯
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং দেবদেবস্য ভাষিতম্।
এবং বিজ্ঞাপয়ামাস পুণ্ডরীকো মহামতিঃ ॥১৫০
পুণ্ডরীক উবাচ।
ক্বাহমত্যন্তদুর্ব্বুদ্ধিঃ ক্ব ভবন্তো হিতৈষিণঃ।
যদ্ধিতং মম দেবেশ তদাজ্ঞাপয় মাধব ॥ ১৫১
এবমুক্তঃ স ভগবান্ সুপ্রীতশ্চ ততোঽব্রবীৎ।
পুণ্ডরীকং মহাভাগং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥ ১৫২
আগচ্ছ কুশলং তেঽস্তু ময়ৈব সহ সুব্রত।
উপকারী চ নিত্যাত্মা ময়া ত্বং সর্ব্বদা সহ ॥ ১৫৩
ভীষ্ম উবাচ।
এবমুক্তবতি প্রীত্যা শ্রীধরে ভক্তবৎসলে।
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবর্ষং পপাত হ ॥ ১৫৪
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবাঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্।

গণের মতে আপনাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত; এ বিশ্বের সর্ব্বত্র কেবল আপনিই বিরাজিত। অপিচ এজগৎ হইতে আপনি ভিন্ন, অথচ আপনা কর্ত্তৃক এজগৎ নির্ম্মিত। আপনাকে নমস্কার; আপনি নাভিপ্রসবপদ্ম; আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। আপনি বেদান্তবিশ্রুত আত্মবিভূতিশালী, আপনাকে নমস্কার। হে কৈটভার্দ্দন! আপনি সর্ব্বদেবেশ্বরের কারণ; হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর, অন্তর্যামিন্! প্রসন্ন হউন। আপনি সমস্তভূতের আদিভূত, ভূভৃৎ, আপনাকে নমস্কার। আপনি অনেক রূপী, প্রভবিষ্ণু, বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণ যাঁহার মহিমা অবগত নহেন, সেই আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনার মহিমা বাক্যাতীত, আপনি জাত্যাদির অসংস্পৃষ্ট সদা, ধ্যেয়! হে পুরুষোত্তম! ভক্তানুকম্পায় আপনি মৎস্য কূর্ম্মাদি বিভিন্ন রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন। ভীষ্ম কহিলেন,—পুণ্ডরীক পুরুষোত্তম জগন্নাথকে স্তব করিয়া সেই চিরপ্রার্থিতদর্শন ভগবানকেই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।

পদ্মনাভ ভগবান্ বিষ্ণু তখন মহাভাগ পুণ্ডরীককে গম্ভীরবাক্যে বলিলেন,—হে মহামতে, বৎস পুণ্ডরীক! আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ১৩৭—১৪৯। দেবদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি পুণ্ডরীক উচ্চস্বরে বলিলেন,—কোথায় মাদৃশ অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি, আর কোথায়ই বা ভবাদৃশ হিতৈষী! হলধর! আমার যাহা হিত হয় সে বিষয়ে আজ্ঞা করুন। পুণ্ডরীক এই কথা কহিলে, ভগবান্ সুপ্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে অবস্থিত মহাভাগ পুণ্ডরীককে বলিলেন,—হে সুব্রত! তোমার কুশল হউক, তুমি আমার সহিত আগমন কর, এবং উপকারী ও নিত্যাত্মা হইয়া সর্ব্বদা আমার সহিত অবস্থান করিতে থাক। ভীষ্ম কহিলেন,—ভক্তবৎসল শ্রীধর প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা কহিলে, স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইল, পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, ব্রহ্মাদি দেবগণ 'সাধু সাধু' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগি-

জগুঃ সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চ বিশেষতঃ ॥
তত্রৈব তমুপাদায় দেবদেবো জগৎপতিঃ।
জগাম গরুড়ারূঢ়ঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১৫৬
ত্বমপি রাজেন্দ্র বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতঃ।
তচ্চিত্তস্তদ্গতপ্রাণস্তদ্ভক্তানাং হিতে রতঃ ॥
অর্চ্চয়িত্বা যথাযোগ্যং ভজস্ব পুরুষোত্তমম্।
শৃণুষ্ব তৎকথাং পুণ্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥
যেনোপায়েন রাজেন্দ্র বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতঃ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা তং কুরুষ্ব সুবিস্তরম্ ॥
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা বাজপেয়শতৈরপি।
প্রাপ্নুবন্তি নরা নৈব নারায়ণপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৬০
সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ১৬১
লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৬২
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বাপি সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

ঈশ্বর উবাচ।

এতদ্বৈ নামমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা বৈ নগনন্দিনি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাস্তু ভবন্তি চ ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৪
শুক্রে কুলেহবতীর্ণো যো ব্রাহ্মণো বেদতৎপরঃ
বৈষ্ণবো বিষ্ণুরূপোঽসৌ নান্যো বিপ্রস্তু কর্হিচিৎ ॥ ১৬৫
মুখে নামোচ্চরন্ বিষ্ণোর্হৃদয়ে ধ্যানতৎপরঃ।
শঙ্খচক্রধরো বিদ্বন্ মালাং তুলসিজাং দধৎ ॥
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্ত্বা ভোগাংস্ত্বনেকশ
একবিংশতিকুলৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুলোকে স মোদতে ॥ ১৬৭
পুণ্ডরীকো যথাশক্ত্যা মুক্তো হ্যত্র ন সংশয়ঃ।
ভক্তিভাবেন গোবিন্দস্তুষ্টিং প্রাপ্নোতি শাশ্বতীম্
কলৌ বৈ হরিগীতন্তু স্বগৃহে বা বিশেষতঃ।
সামগামসমং প্রোক্তং দেবার্চ্চনসমাধিষু ॥ ১৬৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুমহিমা নামা-
শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

লেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল। তখন সর্ব্বলোক-নমস্কৃত দেবদেব জগৎপতি তাঁহাকে লইয়া গরুড়ারোহণে গমন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অতএব তুমিও বিষ্ণুভক্তিসমন্বিত হইয়া তচ্চিত্ত ও তদ্গতপ্রাণে বিষ্ণুভক্তগণের হিতে নিরত হও এবং যথারীতি অর্চ্চনা করিয়া পুরুষোত্তমকে সেবা কর; পুণ্য, পাপ-হারিণী তদীয় কথা শ্রবণ কর এবং যে উপায়ে বিষ্ণুভক্তিযুক্ত হইতে পার ও যাহাতে বিশ্বাত্মা ভগবান্ প্রীত থাকেন, তাহাই বিশেষরূপে করিতে থাক; নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণ শত অশ্বমেধ বা শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। 'হরি' এই দুইটী অক্ষর একবার মাত্র যে ব্যক্তি উচ্চারণ করে, সেও মোক্ষগমনে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে। ইন্দী-বরশ্যাম জনার্দ্দন যাঁহাদের হৃদয়স্থ, লাভ কিম্বা জয় তাঁহাদেরই হয়, তাঁহাদের পরাজয় কোথায়? যে ব্যক্তি ইহা নিত্য শ্রবণ করে, বা সমাহিত হইয়া পাঠ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে।১৫০--১৬১। ঈশ্বর কহিলেন,—হে নগ-নন্দিনি! এই নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, ধর্ম্ম কাম ও মোক্ষ লাভ হয়, সংশয় নাই। যে ব্রাহ্মণ শুদ্ধকুলে উৎপন্ন হইয়া বেদনিষ্ঠ ও বৈষ্ণব হন, তিনিই বিষ্ণুরূপী হইয়া থাকেন। অন্যে তাহা হইতে পারে না। যিনি মুখে বিষ্ণু-নাম উচ্চারণ করেন, হৃদয়ে বিষ্ণুকে ধ্যান করেন এবং শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নে অন্বিত হইয়া কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে। তাদৃশ বৈষ্ণব-জন ইহকালে বহুভোগ উপভোগ করিয়া একবিংশতি কুলের সহিত বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ পুণ্ডরীক যথাশক্তি বিষ্ণু-আরাধনা করিয়া নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়াছেন। গোবিন্দ ভক্তিযোগেই নিত্য তুষ্টি-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কলিকালে হরিগান—বিশেষতঃ স্বগৃহে হরিকীর্ত্তন দেবার্চ্চন,

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
গঙ্গায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং পুনর্বদ মহামতে।
যচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বীতরাগাঃ পুনঃপুনঃ॥ ১
মাহাত্ম্যং কীদৃশঞ্চৈব তস্যাঃ সর্ব্বেশ্বর প্রভো।
উৎপত্তিশ্চ শ্রুতা পূর্ব্বং মহিমা ন শ্রুতো ময়া।
ত্বমাদ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বং দেবশ্চ সনাতনঃ॥ ২
মহাদেব উবাচ।
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা শক্রতুল্যপরাক্রমম্‌।
শরতল্পগতং ভীষ্মমৃষয়ো দ্রষ্টুমাযযুঃ॥ ৩
অত্রির্বসিষ্ঠশ্চ ভৃগুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
অঙ্গিরা গৌতমোঽগস্ত্যঃ সুমতিস্ত্বাপুরাত্মবান্‌॥
বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ প্রথমাধিপঃ।
রৈভ্যো বৃহস্পতির্ব্যাসঃ পাবনঃ কশ্যপো ধ্রুবঃ॥

সমাধি ব্যাপার সামগান তুল্য হইয়া থাকে। ১৬২—১৬৮।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮০।

একাশীতিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে মহামতে। যাহা শ্রবণে মুনিগণ পুনঃপুনঃ বীতরাগ হইয়া থাকেন, আপনি পুনরায় সেই গঙ্গামাহাত্ম্য ব্যক্ত করুন। হে প্রভো, সর্ব্বেশ্বর! তাঁহার মাহাত্ম্য কি প্রকার? আমি পূর্ব্বে তদীয় উৎপত্তি-বার্ত্তা শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মহিমা আমি শুনি নাই। হে দেব! আপনি সর্ব্বভূতের আদি এবং আপনিই দেব সনাতন। অতএব উহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—ভীষ্ম বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য এবং পরাক্রমে ইন্দ্রপ্রতিম। তিনি যখন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গোতম, অগস্ত্য, আত্মবান্‌ সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা, সর্ব্বজ্ঞ, প্রমথাধিপ, রৈভ্য, বৃহস্পতি, ব্যাস,

দুর্ব্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
উশনাথ ভরদ্বাজঃ ক্রতুরাস্তীক এব চ॥ ৬
স্থূলাক্ষঃ সর্ব্বলোকাক্ষঃ কণ্বো মেধাতিথিঃ কুশঃ
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব সুধন্বা চ্যবনো দ্বিজঃ॥ ৭
মতিভূর্ভুবনো ধৌম্যঃ শতানন্দোঽকৃতব্রণঃ।
জামদগ্ন্যোঽথ রামশ্চ ঋচীকশ্চৈবমাদয়ঃ॥ ৮
তান্‌ প্রণম্য যথান্যায়ং ধর্ম্মপুত্রঃ সহানুজঃ।
পূজয়ামাস বিধিবজ্জগৎপূজ্যাংস্ত তেজসঃ॥ ৯
তে পূজিতা মহাত্মানঃ সুখাসীনাস্তপোধনাঃ।
ভীষ্মাশ্রিতাঃ কথাশ্চক্রুর্দিব্যধর্ম্মাশ্রিতাস্তথা॥১০
কথান্তে তু ততস্তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্‌
প্রণম্য শিরসা ভীষ্মং পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১১
যুধিষ্ঠির উবাচ।
কে দেশাস্ত মহাপুণ্যাঃ কে শৈলাঃ
কেঽপি চাশ্রমাঃ।
সেব্যা ধর্ম্মার্থিভির্নিত্যং তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥
ভীষ্ম উবাচ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং নরোত্তম।

পাবন, কশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, উশনা, ভরদ্বাজ, ক্রতু, আস্তীক, স্থূলাক্ষ, সর্ব্বলোকাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কুশ, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, চ্যবন, মতিভূ, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, জামদগ্ন্য, ও ঋচীকপ্রমুখ ঋষিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন।১—৮। তৎকালে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অনুজগণ সহ সেই সকল জগৎপূজ্য ঋষিকে যথাযোগ্য প্রণিপাতপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন। সেই মহাত্মা তপোধনগণ পূজিত হইয়া সুখে সমাসীন হইলেন এবং ভীষ্ম সম্বন্ধীয় নানা দিব্য ধর্ম্মাশ্রিত কথার অবতারণ করিলেন। ভাবিতাত্মা ঋষিগণের কথাবসানে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা প্রণপাতপূর্ব্বক কহিলেন,—পিতামহ! কোন্‌ কোন্‌ মহাপুণ্য দেশ, পর্ব্বত, আশ্রম ধর্ম্মার্থিগণের নিত্য সেব্য, তাহা আমার নিকট বলুন। ভীষ্ম কহিলেন,—হে নরোত্তম! এ বিষয়ে শিলোঞ্ছবৃত্তি শিখি

শিলোঞ্ছবৃত্তেঃ সংবাদং সিদ্ধস্য চ যুধিষ্ঠির ॥১৩
কশ্চিৎ সিদ্ধঃ পরিক্রম্য সমন্তাৎ পৃথিবীমিমাম্।
উঞ্ছবৃত্তেঃ শিবে রাজন্ গৃহং প্রাপ্তো মহাত্মনঃ।
আত্মবিদ্যাসু তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বদা স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাগদ্বেষপরিত্যক্তঃ কুশলী জ্ঞানকর্ম্মসু ॥ ১৫
বৈষ্ণবেষু সদা শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণঃ।
অনিন্দকো বৈষ্ণবানাং সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৬
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং শঙ্খচক্রবিধারকঃ।
ত্রিকালপূজাতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীকণ্ঠেঽনুরতঃ সদা ॥ ১৭
বেদবিদ্যাসু বিদ্বযো ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারকঃ।
বেদপাঠব্রতো নিত্যং নিত্যঞ্চাতিথিপূজকঃ ॥
স তীর্থমতিযুক্তস্তু শিলোঞ্ছেষু স্থিতঃ সদা।
চতুর্ব্বেদেষু যদ্‌জ্ঞানং গীতং যদ্‌যৎ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৯
তৎসর্ব্বং স চ জানাতি দ্বিজো বিষ্ণুস্বরূপধৃক্।
নানাধর্ম্মার্থবিশদো হ্যব্যয়েষ্টমতিঃ সদা ॥ ২০
একস্মিন্নেব কালে তু গতোঽসৌ বৈ শিবের্গৃহম্
তং দৃষ্ট্বা বিধিবচ্চৈব কৃত্বাতিথ্যং মহামনাঃ ॥ ২১
শিবিঃ সম্প্রচ্ছয়ামাস দেশানাং হিতকারণম্ ॥২২

উঞ্ছবৃত্তিরুবাচ।

কে দেশাঃ কে জনপদাঃ কে শৈলাঃ কে-
ঽপি চাশ্রমাঃ।
পুণ্যা দ্বিজবর প্রীত্যা মহ্যং নির্দ্দেষ্টুমর্হসি ॥ ২৩

সিদ্ধ উবাচ।

তে দেশাস্তে জনপদাস্তে শৈলাস্তেঽপি চাশ্রমাঃ
পুণ্যাস্ত্রিপথগা যেষাং মধ্যে নিত্যং সরিদ্বরা ॥২৪
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈস্ত্যাগেন বা পুনঃ।
গতিং তাং ন লভেজ্জন্তুর্গঙ্গাং সংসেব্য যাং
লভেৎ ॥
স্নাতানাং তত্র পয়সি গাঙ্গেয়ে নিয়তাত্মনাম্।
তুষ্টির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি ॥২৬
অপহৃত্য তমস্তীব্রং যথা ভাত্যুদয়ে রবিঃ।
তথাপহৃত্য পাপ্মানং ভাতি গঙ্গাজলপ্লুতঃ ॥২৭
অগ্নিং প্রাপ্য যথা বিপ্র তুলরাশির্বিনশ্যতি।
তথা গঙ্গাবগাহশ্চ সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি ॥ ২৮

ও সিদ্ধ পুরুষের সংবাদ উদাহরণরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কোন সিদ্ধ পুরুষ এই সমস্ত পৃথিবী পরিক্রম করিয়া উঞ্ছবৃত্তি-পরায়ণ মহাত্মা শিবির গৃহে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধ পুরুষ আত্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ, নিত্য জিতেন্দ্রিয়, রাগদ্বেষ-হীন, জ্ঞান-কর্ম্মে কুশলী, বৈষ্ণব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুধর্ম্মপরায়ণ, বৈষ্ণবগণের অনি-ন্দক, সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, যোগাভ্যাসরত, শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নধারক, ত্রৈকালিক পূজাতত্ত্বজ্ঞ, শ্রীকণ্ঠদেবে অনুরক্ত, বেদবিদ্যাভিজ্ঞ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারক, নিত্য বেদপাঠব্রত, নিত্য অতিথিপূজক, তীর্থপর্য্যটনে শ্রদ্ধাবান্, এবং নিত্য শিলোঞ্ছবৃত্তিতে অবস্থিত। স্বয়ং স্বয়ম্ভু চতুর্ব্বেদে যে যে তত্ত্বগান করিয়াছেন বিষ্ণুস্বরূপধারী সেই দ্বিজবরের তৎসমস্তই বিদিত ছিল। তিনি নানা ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। একদা ঐ বিপ্র উঞ্ছবৃত্তি শিবির গৃহে উপনীত হইলেন। মহামানা শিবি তাঁহাকে দেখিয়া যথাবিধি আতিথ্য সম্পাদনান্তে দেশসমূহের হিত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উঞ্ছবৃত্তি কহি-লেন,—হে দ্বিজবর! কোন্ কোন্ দেশ, জন-পদ, পর্ব্বত ও আশ্রম পুণ্যতম? তাহা আমার নিকট সসন্তোষে নির্দ্দেশ করিয়া বলুন।১-২৩। সিদ্ধ পুরুষ কহিলেন,—যে সকল দেশ, জন-পদ, পর্ব্বত ও আশ্রমের মধ্য দিয়া সরিদ্বরা ত্রিপথগা নিত্য প্রবাহিতা, সেই সেই দেশ জনপদ, পর্ব্বত ও আশ্রম সকলই পুণ্যতম। গঙ্গাসেবা করিয়া মানব যে গতি লাভ করে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ বা দান দ্বারা সে গতি-লাভ করিতে পারে না। গঙ্গাজলে স্নানে নিয়তাত্মা জনগণের যে তুষ্টি হইয়া থাকে, শত যজ্ঞ দ্বারাও সেরূপ তুষ্টি হয় না। উদয়কালে রবি যেমন তীব্র অন্ধকার অপ-হরণ করিয়া প্রতিভাত হন, গঙ্গাজলাপ্লুত ব্যক্তিও তেমনি পাপ নাশ করিয়া বিরাজ করিতে থাকেন। হে বিপ্র! তুলারাশি যেমন অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট হয়, তেমনি গঙ্গাবগাহনে সর্ব্ব পাপ নাশ হইয়া থাকে।

যস্তু সূর্য্যাংশুসন্তপ্তং গাঙ্গেয়ং সলিলং পিবেৎ
স সর্ব্বরোগনির্ম্মুক্তঃ পাবকাদ্ধি বিশিষ্যতে ॥২৯
চান্দ্রায়ণসহস্রস্ত পাদেনৈকেন যঃ পুমান্।
সম্প্লুতশ্চাপি গঙ্গায়াং যো নরঃ স বিশিষ্যতে ॥
লম্বেদধঃশিরা যস্তু বর্ষাণামযুতং নরঃ।
মাসমেকন্তু গঙ্গাম্ভঃ সেবতে যো নরোত্তমঃ ॥
ব্রহ্মহত্যাবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোরনাময়ম্।
ইয়ং বেণীসমা পুণ্যা পবিত্রা পাপনাশিনী ॥ ৩২
যস্যাঃ স্মরমাত্রেণ বালহা মুচ্যতে ক্ষণাৎ।
স প্রয়াগস্তীর্থরাজো বৈষ্ণবানাং হি দুর্লভঃ ॥৩৩
স্নাত্বা যত্র নরশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠে সত্বরং ব্রজেৎ।
প্রিয়াপ্রিয়ে ন জানাতি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন বিন্দতি ॥
স্নাত্বা চৈব তু গঙ্গায়াং মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
ব্রহ্মহা চৈব গোঘ্নো বা সুরাপী বালঘাতকঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো দিবং যাতি চ সত্বরম্ ॥
দর্শনং মাধবস্থাথ হরস্য দর্শনং তথা।
বেণ্যাং স্নানং প্রকুর্ব্বাণো বৈকুণ্ঠং প্রতি গচ্ছতি
উদিতে চ যথা সূর্য্যে বিলয়ং যাতি বৈ তমঃ।
তথৈব তস্যাং পাপানি নশ্যন্তি স্নানমাত্রতঃ ॥৩৯
গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
স্নাত্বা কনখলে তীর্থে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৪০
এবং জ্ঞাত্বা নরশ্রেষ্ঠো গঙ্গাস্নায়ী পুনঃপুনঃ।
স্নানমাত্রেণ ভো রাজন্ মুচ্যতে কিল্বিষাদতঃ ॥
দেবানাং প্রবরো বিষ্ণুর্যজ্ঞানাঞ্চাশ্বমেধকঃ।
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং নদী ভাগীরথী সদা ॥ ৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্যং নামৈ-
কাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

যে ব্যক্তি সূর্য্যাংশু-সন্তপ্ত গঙ্গাজল পান করে, সে সর্ব্ব রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অগ্নি হইতেও বিশিষ্টতা লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সহস্র চান্দ্রায়ণ করিয়াছে, গঙ্গা-জলাপ্লুত মানব তাহা অপেক্ষাও বিশিষ্ট। যে নর অযুত বর্ষ যাবৎ অধোমস্তকে লম্বমান হইয়া তপস্যা করে, আর যে নর এক মাস যাবৎ গঙ্গাজল সেবা করে, উক্ত উভয়বিধ নরই ব্রহ্মহত্যা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর অনাময় পদে প্রয়াণ করিয়া থাকে। এই গঙ্গা ত্রিবেণীসমান পুণ্যা, পবিত্রা, পাপ-হারিণী। ইহার স্মরণমাত্র বালহত্যা-কারী ব্যক্তিও ক্ষণমধ্যে পাপমুক্ত হয়। সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ প্রয়াগ বৈষ্ণবগণের দুর্লভ তীর্থ। হে নরশ্রেষ্ঠ! তথায় স্নান করিয়া নর সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন করে। যে ব্যক্তি প্রিয়াপ্রিয় বা ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে না, সে গঙ্গাস্নান করিয়া মহাপাপ হইতেও মুক্ত হয়। শতযোজন দূরে থাকিয়াও যে ব্যক্তি 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া ডাকে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করে। ব্রহ্মঘ্ন গোঘ্ন, সুরাপী ও বালঘাতক ব্যক্তিও সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সত্বর স্বর্গারোহণ করিয়া থাকে। মাধব দর্শন, হর দর্শন? এবং ত্রিবেণীতে স্নান, এই তিনটী কার্য্যেই নর বৈকুণ্ঠে গমন করে। সূর্য্যোদয়ে অন্ধ-কার যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি তথায় স্নান মাত্র পাপ সকল নষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গাদ্বারে, কুশাবর্ত্তে, বিল্বকে, নীলপর্ব্বতে, বা কনখলতীর্থে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না। উত্তম নর এই তত্ত্ব অবগত হইয়া পুনঃপুনঃ গঙ্গাস্নান করিবেন। ইহাতে স্নানমাত্রেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দেবগণ মধ্যে বিষ্ণু, যজ্ঞসমূহে অশ্বমেধ, সর্ব্ব-বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ এবং নদীনিচয় মধ্যে ভাগীরথীই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রধান। ২৯—৪২।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।
বৈষ্ণবানাং লক্ষণঞ্চ কীদৃশং প্রতিপাদিতম্ ।
মহিমা কীদৃশশ্চৈব বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো ॥ ১
মহাদেব উবাচ ।
বিষ্ণোরয়ং যতঃ প্রোক্তো হ্যতো
বৈ বৈষ্ণবো মতঃ ।
সর্ব্বস্মাদিস্ত বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মা রূপধরস্ততঃ ॥ ২
যতঃ সকাশাৎ সঞ্জাতা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
তে বৈষ্ণবাস্তু বিজ্ঞেয়া নৈবান্যে তু কদাচন ॥ ৩
শৌচসত্যক্ষান্তিযুক্তো রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ ।
বেদবিদ্যাবিচারজ্ঞো যঃ স বৈষ্ণব উচ্যতে ॥৪
অগ্নিহোত্ররতো নিত্যং নিত্যঞ্চাতিথিপূজকঃ ।
পিতৃভক্তো মাতৃভক্তঃ স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥
দয়াধর্ম্মেণ সংযুক্তস্তথা পাপপরাঙ্মুখঃ ।
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো যো বৈ স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে
কণ্ঠে মালাধরো যস্তু মুখে রামং সদোচ্চরেৎ ।
গানং কুর্য্যাৎ সদা ভক্ত্যা স নরো বৈষ্ণবঃ
স্মৃতঃ ॥৭
পুরাণেষু রতা নিত্যং যজ্ঞেষু চ রতাঃ সদা ।
তে নরা বৈষ্ণবা জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু সম্মতাঃ ॥ ৮
তেষাং নিন্দাং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরাঃ পাপকারিণঃ
তে মৃতাস্তু কুযোনিং বৈ গচ্ছন্তি চ পুনঃপুনঃ ॥৯
গোপালনাম্নীং মূর্ত্তিঞ্চ যেঽর্চ্চয়ন্তি দ্বিজাঃ সদা ।
ধাতুমাত্রময়ীং কৃত্বা চতুর্হস্তাং সুশোভিতাম্ ॥
পূজাং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তে জ্ঞেয়াঃ পুণ্যভাগিনঃ
কৃত্বা পাষাণজাং মূর্ত্তিং কৃষ্ণাখ্যাং রূপসুন্দরীম্
পূজাং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তে জ্ঞেয়াঃ পুণ্যমূর্ত্তয়ঃ
শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারবতী শিলা ॥ ২
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ।
মূর্ত্তিং মন্ত্রেণ সংস্থাপ্য পূজনং ক্রিয়তে যদি ॥
তদর্চ্চনং কোটিগুণং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ১৩
তত্রৈব নবধা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা চ জনার্দ্দনে ।
অতঃ পাষাণজা মূর্ত্তিস্তথা ধাতুময়ী স্বয়া ॥ ১৪
তস্যাং ভক্তৈঃ প্রকর্ত্তব্যং ধ্যানং পূজনমেব চ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে প্রভো,বিশ্বেশ্বর ! বৈষ্ণবগণের লক্ষণ কি ? এবং তাঁহাদের মহিমা কি ? তাহা আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—বিষ্ণুর ইহা,এই অর্থে বৈষ্ণব পদ নিষ্পন্ন। সর্ব্বাদিভূত মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে আবির্ভূত, আর ঐ ব্রহ্মা হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সমুৎপন্ন। সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মসন্তানই বৈষ্ণব; তদ্ভিন্ন অন্য কেহই বৈষ্ণব নহে। যিনি শৌচ সত্য ও ক্ষমাযুক্ত, রাগ-দ্বেষবিবর্জ্জিত এবং বেদ-বিদ্যাবিচারজ্ঞ, তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। যিনি নিত্য অগ্নিহোত্ররত, অতিথি-পূজক ও পিতৃমাতৃভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব নামে নিরূপিত। যিনি দয়াধর্ম্ম যুক্ত, পাপ-পরাঙ্মুখ ও শঙ্খ-চক্রাঙ্কিত, তিনিই বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত। যিনি কণ্ঠে মালাধারণ করেন, মুখে সদা রাম নাম উচ্চারণ করেন, এবং ভক্তিভরে সর্ব্বদা গান করেন, তিনিই বৈষ্ণব নামে কীর্ত্তিত। যাঁহারা সর্ব্বদা পুরাণে যজ্ঞে এবং সর্ব্বধর্ম্মে অনুরক্ত, জানিবে তাঁহারাই বৈষ্ণবলক্ষণে লক্ষিত। যে সকল পাপী নর উক্ত বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা মরণানন্তর পুনঃপুন কুযোনি প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্বিজ ধাতুময়ী চতুর্ভুজা চতুর্হস্ত-পরিমিতা গোপালমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যভাজন। যে সকল বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের পাষাণময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করেন, জানিবে—তাঁহারাই পুণ্যমূর্ত্তিশালী। যেখানে শাল-গ্রামশিলা আর যথায় দ্বারবতীশিলা, এই উভয় শিলার সঙ্গমস্থান মুক্তিপ্রদ, সন্দেহ নাই। মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যদি পূজা করা হয়, তবে সেই পূজা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষপ্রদ ও কোটিগুণ ফলজনক হইয়া থাকে। ১—১৩। ঐ মূর্ত্তিতেই জনার্দ্দনে নবধা ভক্তি কর্ত্তব্য ; অতএব পাষাণমূর্ত্তি বা ধাতুময়ীমূর্ত্তি যাহাই হউক, তাহাতেই ভক্তগণ

রাজোপচারিকীং পূজাং মূর্ত্তৌ তত্র প্রকল্পয়েৎ
সর্ব্বাত্মানং স্মরেন্নিত্যং ভগবন্তমধোক্ষজম্।
দীনানাথৈকশরণং লোকানাং বৃত্তিকারণম্ ॥১৬
মূর্ত্তৌ তত্র স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।
গোপালোঽয়ং তথা কৃষ্ণো রামোঽয়মিতি চ
ব্রুবন্॥ ১৭
পূজাং করোতি যঃ সম্যক্ স বৈ ভাগবতো নরঃ
গোকুলে তু যথা রূপং ধৃতং বৈ কেশবেন তু॥
তাদৃগ্রূপং প্রকর্ত্তব্যং বৈষ্ণবৈর্নরসত্তমৈঃ।
আত্মসন্তোষণার্থায় স্বরূপং কারয়েদ্বুধঃ॥ ১৯
যতো ভক্তিস্তু বহুলা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শঙ্খচক্রগদাদীনি বিষ্ণোশ্চৈবায়ুধানি চ॥ ২০
তস্যাং মূর্ত্তৌ বিশেষেণ কর্ত্তব্যানি প্রমাণতঃ।
চতুর্ভুজাং দ্বিনেত্রাঞ্চ শঙ্খচক্রগদাধরাম্ ॥২১
পীতবাসঃপরীধানাং শোভমানাং গরীয়সীম্।
বনমালাং দধানান্তাং লসদ্বৈদূর্য্যকুণ্ডলাম্ ॥২২
মুকুটে মণিসংযুক্তাং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাং সদা।
সৌবর্ণীঞ্চাথ রৌপ্যাং বা তাম্রজাঞ্চাথ পৈত্তলীম্
কারয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
আগমোক্তৈর্বেদমন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠাপ্য বিশেষতঃ॥
পশ্চাদ্বৈ অর্চ্চনং কার্য্যং যথা শাস্ত্রানুসারতঃ।
ষোড়শোপচারৈর্মন্ত্রৈঃ পূজনং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৫
পূজিতে তু জগন্নাথে সর্ব্বে দেবাশ্চ পূজিতাঃ।
অতো যেন প্রকারেণ পূজনীয়ো মহাপ্রভুঃ॥
অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ২৬
সর্ব্বং দদাতি সর্ব্বেশো বৈষ্ণবান্ পুণ্যরূপিণঃ॥
যথা বিষ্ণুস্তথা শর্ব্বো নান্তরং বর্ত্ততে ক্বচিৎ।
এবং জ্ঞাত্বা তু ভো দেবি হ্যুভয়োর্মূর্ত্তিকল্পনম্॥
শিবপূজাং প্রকুর্ব্বাণো বিষ্ণুনিন্দাসু তৎপরঃ।
রৌরবেষু নরকেষু বসতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৯
অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো হ্যহং ব্রহ্মা পিতামহঃ।
সর্ব্বভূতেষু সততং সংবসামি পুনঃপুনঃ॥ ৩০
পার্ব্বত্যুবাচ।
কে দাসা বৈষ্ণবাঃ কে তু কে ভক্তা ভুবি
কীর্ত্তিতাঃ।

ধ্যান ও পূজা করিবেন। সেই মূর্ত্তিতেই রাজোপচারিকী পূজা এবং সর্ব্বাত্মা ভগবান্ অধোক্ষজকে স্মরণ করিবে। দীন ও অনাথজনের একমাত্র শরণ, লোকসমূহের বৃত্তিকারণ ভগবান্‌কে সেই মূর্ত্তিতে নিত্য স্মরণ করিবে। ইহাতে মহাপাতকও নাশ হইয়া থাকে। যে নর "ইনি গোপাল, ইনি কৃষ্ণ, ইনি রাম এইরূপ বলিয়া সম্যক্ পূজা করে, সেই নরই ভগবদ্ভক্ত। কেশব গোকুলে যে যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, নরশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর তাদৃশ রূপই প্রস্তুত করিবেন। বুধজন আত্মসন্তোষার্থ তাঁহার মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবেন। ইহাতে বহুল ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি আয়ুধ সকল প্রমাণানুসারে সেই মূর্ত্তিতে সংযোজিত করা কর্ত্তব্য। চতুর্ভুজ, দ্বিনেত্র, শঙ্খ চক্রগদাধর, পীতবসনপরিহিত,সুন্দরশ্রেষ্ঠ, বনমালামণ্ডিত, বৈদূর্য্যকুণ্ডলোজ্জ্বল, মণিখচিত, মুকুটযুত, কৌস্তুভোদ্ভাসিত শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা পিত্তল দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ প্রস্তুত করিবেন এবং আগমোক্ত বিধি অনুসারে বিশেষরূপে সেই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে যথাশাস্ত্র তাহার অর্চ্চনা করিবেন। প্রত্যেকতঃ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ষোড়শোপচারে যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে হয়। জগন্নাথকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বদেবেই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব যে কোনরূপে অনাদিনিধন শঙ্খচক্র-গদাধর দেবকে পূজা করিতে হয়। ১৪—২৬। সর্ব্বেশ বিষ্ণু পূজিত হইয়া পুণ্যরূপী বৈষ্ণবদিগকে সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন বিষ্ণু, তেমনি শিব উভয়ের ভেদ কখনও নাই। হে দেবি! ইহা জানিয়া উভয়েরই মূর্ত্তি কল্পনা কর্ত্তব্য। যিনি শিবপূজা করিতে বলিয়া বিষ্ণুনিন্দায় তৎপর হন, নিশ্চিতই তাঁহার ঘোর রৌরব নরকে বাস হইয়া থাকে। আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা পিতামহ সতত সর্ব্বভূতে পুনঃপুনঃ বাস করিয়া থাকি। পার্ব্বতী কহিলেন—

তেষাং বৈ লক্ষণং ব্রূহি যথার্থং বৈ মহেশ্বর ॥৩১
মহাদেব উবাচ।
শূদ্রা ভবন্তি বৈ দাসা বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষাদ্যা ভক্তাস্তে নগনন্দিনি ॥৩২
ব্রহ্মক্রিয়ারতো নিত্যং বেদবেদাঙ্গপাঠকঃ।
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ৩৩
দ্বিজসেবারতো নিত্যং নিত্যং বিষ্ণুপ্রপূজকঃ।
শৃণোতি বহুধা চৈব পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৩৪
স শূদ্রো হরিদাসস্তু ইত্যুক্তো নগনন্দিনি।
পঞ্চবর্ষস্তমাশ্রিত্য কৃতা ভক্তিরনেকধা ॥ ৩৫
স বৈ ভক্ত ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বসাধুষু সম্মতঃ।
ধ্রুবাদয়স্তে বিজ্ঞেয়া অম্বরীষাদয়শ্চ যে ॥ ৩৬
ভক্তাশ্চ মুনিভিঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বকালেষু ভামিনি
কলৌ ধন্যতমাঃ শূদ্রা বিষ্ণুধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩৭
ইহ লোকে সুখং ভুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো যস্তু বিষ্ণুভক্তিপ্রকারকঃ ॥ ৩৮
চতুর্ব্বিধ-মহোৎসাহকর্ত্তা চৈব বিশেষতঃ।
স শূদ্রো বিষ্ণুদাসস্তু যথা দৃষ্টং যথা শ্রুতম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দাস-বৈষ্ণবানাং মহিমা নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব মাসানাং বিধিং ব্রূহি মহেশ্বর।
মহোৎসবঃ প্রকর্ত্তব্যঃ কো বিধিস্তত্র সম্মতঃ ॥১
কো দেবঃ পূজনং কস্য মহিমা কীদৃশো ভবেৎ
কস্যান্তিথৌ প্রকর্ত্তব্যং তন্মে বদ সুরেশ্বর ॥২
মাসং প্রতি কিমুক্তঞ্চ বৈষ্ণবান্ পুণ্যকর্ম্মণঃ।
ধন্যাহং কৃতকৃত্যাহং সুভগাহং ধরাতলে।
বিষ্ণোঃ কথাং শৃণোমীতি দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তব
শিব উবাচ।
উৎসবানাং বিধিং ক্রমো মাসং প্রতি তবানঘে

হে মহেশ্বর! এ ভূতলে কাহারা দাস, কাহারা বৈষ্ণব এবং কাহারাই বা ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত? তাঁহাদের লক্ষণ আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে নগনন্দিনি! শূদ্রগণ দাস, নারদাদি ভক্ত এবং প্রহ্লাদ ও অম্বরীষাদি ভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যিনি নিত্য বেদক্রিয়ারত, বেদ-বেদাঙ্গপাঠক এবং শঙ্খচক্রাঙ্কিত, তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। যে শূদ্র নিত্য দ্বিজসেবারত ও নিত্য বিষ্ণুপূজাসক্ত হইয়া নিত্য বেদসম্মিত পুরাণাখ্যান শ্রবণ করেন সেই শূদ্র হরিদাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যিনি পঞ্চবর্ষ বয়স হইতে ভগবানে বহুবিধ ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনিই সর্ব্ব সাধুসম্মত ভক্ত বলিয়া অভিহিত। মুনিগণ ধ্রুব এবং অম্বরীষ প্রভৃতিকেই তাদৃশ ভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিতে বিষ্ণুধ্যান-পরায়ণ শূদ্রগণ ধন্যতম; তাহারা ইহকালে সুখভোগ করিয়া অন্তে সনাতন বিষ্ণুপদে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে শূদ্র শঙ্খচক্রাঙ্কিত, বিষ্ণুভক্তিপ্রচারক, এবং বিশেষরূপে চতুর্ব্বিধ মহোৎসবকর্ত্তা, তিনিই বিষ্ণুদাস, ইহা যথাশ্রুত, যথাদৃষ্ট তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ২৭—৩৯।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে মহেশ্বর! সমুদায় মাসবিধি কীর্ত্তন করুন। যে যে মাসে যেরূপ মহোৎসব করিতে হয়, তাহার বিধি কি? কোন্ মাসে কোন্ দেবের পূজা করিতে হয়, তাহার মহিমা কিপ্রকার? কোন্ তিথিতে কি অনুষ্ঠান বিধেয়? হে সুরেশ্বর! তাহা আমার নিকট বলুন। পুণ্যকারী বৈষ্ণব-গণের প্রতি মাসে মাসে কিরূপ অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে? ধরাতলে আমি ধন্যা, কৃতকৃত্যা এবং সুভগা, যেহেতু আপনাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুকথা শ্রবণ করিতেছি।১—৩। শিব কহিলেন,—হে অনঘে!

শ্রুত্বা কর্ণ্য পুনর্দ্দেবি গীতবাদিত্রহর্ষিতাঃ ॥ ৪
তত্রাদৌ চ সিতে পক্ষে চৈত্রমাসে সুশোভনে
একাদশ্যাং বিশেষেণ দোলারূঢ়ং প্রপূজয়েৎ ॥৫
কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা সদা দেবি উৎসবং বিধিপূর্ব্বকম্ ।
দোলারূঢ়ং প্রপশ্যন্তি কৃষ্ণং কলিমলাপহম্ ॥ ৬
অপরাধসহস্রৈস্তু মুক্তাস্তে নগনন্দিনি ।
তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি কোটিজন্মকৃতান্যপি ॥ ৭
যাবন্নান্দোলয়েদ্দেবং বিশ্বেশং বিশ্বনায়কম্ ।
কলৌ বৈ যে প্রপশ্যন্তি দোলারূঢ়ং জনার্দ্দনম্ ॥
গোঘ্নাদিকাঃ প্রমুচ্যন্তে কা কথা ইতরেষ্বপি ।
দোলোৎসবে প্রহৃষ্টাস্তু রুদ্রেণ সহিতাঃ সুরাঃ
কুর্ব্বন্তি প্রাঙ্গণে নৃত্যং গীতবাদ্যঞ্চ হর্ষিতাঃ ।
ঋষয়ো গণগন্ধর্ব্বা রম্ভাদ্যপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১০
বাসুকিপ্রমুখা নাগাস্তথা দেবাঃ সুরেশ্বরাঃ ।
দোলায়াঞ্চ সমায়ান্তি বিষ্ণুদর্শনলালসাঃ ॥১১

যে যে মাসে যেরূপ উৎসব কর্ত্তব্য, তাহার বিধি আমি বলিতেছি। এই সকল উৎসব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ পুনরায় গীত-বাদিত্রাদে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ সুশোভন চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে বিষ্ণুকে দোলারূঢ় করিয়া পূজা করিবে। হে দেবি! এই দোলারোহণোৎসব যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক সমাধা করিতে হয়। যাহারা কলিমলাপহ শ্রীকৃষ্ণকে দোলারূঢ় অবলোকন করে, তাহারা সহস্র অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কোটিজন্মকৃত পাপ সকল ততকালই অবস্থান করে, যাবৎ না বিশ্বনেতা বিশ্বেশ দেবকে নরগণ আন্দোলিত করিয়া থাকে। কলিতে যাহারা জনার্দ্দনকে দোলারূঢ় দর্শন করে, তাহারা গোঘ্নাদি পাপিষ্ঠ হইলেও মুক্ত হইয়া থাকে; অন্যের কথা আর কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসবে রুদ্র সহ সুরগণ হর্ষিত হইয়া প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত-বাদ্য করিয়া থাকেন। ঋষি, প্রমথ, গন্ধর্ব্ব, রম্ভাদি অপ্সরোগণ, বাসুকিপ্রমুখ নাগগণ, দেবগণ ও সুরেশ্বরগণ সকলেই বিষ্ণুদর্শনলালসায় দোলায় আগমন

দোলাযাত্রানিমিত্তস্তু দোলাহে মধুমাধবে ।
ভূতানি সন্তি ভূপৃষ্ঠে যে কেচিদ্দেবযোনয়ঃ ॥ ১২
সমায়ান্তি মহাদেবি কৃষ্ণে দোলাস্থিতে ধ্রুবম্ ।
বিষ্ণুং দোলাস্থিতং দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্যস্যোৎসবো
ভবেৎ ॥ ১৩
তস্মাৎ কার্য্যশতং ত্যক্ত্বা দোলাহে উৎসবং
কুরু ।
প্রহ্লাদস্তু সমায়াতি বিষ্ণোর্দ্দোলাধিরোহণম্ ॥
কুরুতে চ মহাদেবি বরদং তমনুস্মরন্ ।
দোলাস্থিতস্য কৃষ্ণস্য যে কুর্ব্বন্তি প্রজাগরম্ ॥১৫
সর্ব্বপুণ্যফলপ্রাপ্তির্নিমেষৈকেন জায়তে ।
দোলায়াং সংস্থিতং বিষ্ণুং পশ্যন্তি মধুমাধবে ॥
ক্রীড়ন্তি বিষ্ণুনা সার্দ্ধং দেবদেবেন বন্দিতাঃ ।
দক্ষিণাভিমুখং দেবং দোলারূঢ়ং সুরেশ্বরি ।
সকৃদ্দৃষ্ট্বা তু গোবিন্দং মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ১৭
দোলারূঢ়ায় বিদ্মহে মাধবায় চ ধীমহি ।
তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৮
ইতি গায়ত্র্যা পূজনম্ ।

করেন। হে মহাদেবি! মধুমাধবে দোলা-যাত্রা নিমিত্ত দোলাদিবসে শ্রীকৃষ্ণ দোলা-রোহণ করিলে ভূপৃষ্ঠস্থ সমস্ত ভূত-দেব-যোনিই সমাগত হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে দোলাস্থ দর্শনে ত্রৈলোক্যেরই উৎসব উপ-স্থিত হয়। অতএব শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও দোলা-দিবসোৎসবের অনুষ্ঠান কর। ঐ দিবস প্রহ্লাদ আগমন করেন এবং বরদাতা বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া তদীয় দোলাধিরোহণোৎসব সমাধা করিয়া থাকেন। দোলাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যাহারা রাত্রি-জাগরণ করে, এক এক নিমিষেই তাহাদের সর্ব্ব পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা মধুমাধবে দোলাস্থিত বিষ্ণুকে সন্দর্শন করে, তাহারা দেবদেব কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া বিষ্ণু সহ ক্রীড়া করিয়া থাকে। ৪—১৬। হে সুরে-শ্বরি! দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে একবার মাত্র অবলোকন করিয়াও নর ব্রহ্ম-হত্যা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। 'দোলারূঢ়ায়

মাধবায় গোবিন্দায় শ্রীকণ্ঠায় নমো নমঃ ।
পূজনং মন্ত্রপূর্ব্বক কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্যথাশক্ত্যা সমাহিতঃ ।
গায়ন্ বিষ্ণোঃ সদা ভক্ত্যা পরিপূর্ণংততো ভবেৎ
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো বরাননে ।
দোলায়াং সংস্থিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বপাপাপহারকঃ ॥
পূজিতো যৈর্নরৈঃ সম্যক্ সদা সর্ব্বং দদাতি চ ।
যত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা ঋষয়স্তথা ॥ ২২
আয়ান্তি বহুধা তত্র দোলারূঢ়ে ন সংশয়ঃ ।
নমো ভগবতে বাসুদেবায়েতি মন্ত্রেণ
পূজনং তত্র কারয়েৎ ।
যোড়শোপচারৈঃ পূজা চ কর্ত্তব্যা বিধিপূর্ব্বকম্ ।
ধর্ম্মার্থমুখ্যা যে কামাস্তে সর্ব্বে প্রাপ্নুযুর্ধ্রুবম্ ॥২৪
অঙ্গন্যাসং করন্যাসং ন্যাসং শারীরকঞ্চ যৎ ।
তৎসর্ব্বন্তু প্রকর্ত্তব্যং মন্ত্রেণানেন সুব্রত ॥ ২৫
আগমোক্তেন মন্ত্রেণ কর্ত্তব্যো হি মহোৎসবঃ
শ্রীলক্ষ্ম্যা সহিতং দেবং দোলায়াঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥
দেবাগ্রে বৈষ্ণবাঃ স্থাপ্যা নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ ।
বিষ্বক্‌সেনাদিকা ভক্তা স্থাপ্যাস্তে হ্যগ্রতঃ সদা
পঞ্চবাদিত্রনির্ঘোষৈঃ কুর্য্যাদারাত্রিকং বুধঃ ।
যামে যামে তথা দেবি পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৮
নারিকেলৈস্তথা শুভ্রৈঃ কদলৈর্বা তথা পুনঃ ।
অর্ঘ্যং দদ্যাত্ততো দেবি পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥২৯
দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ।
অর্ঘ্যং গৃহাণ মে দেব কৃপাং কুরু মমোপরি ॥ ৩০
তচ্ছেষং বৈষ্ণবানান্তু দদ্যাৎ প্রাচ্ছাদিকং পুনঃ
বাদনং নর্ত্তনং তত্র কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবৈর্নরৈঃ ॥ ৩১
আন্দোলনং ততঃ সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যঞ্চ বিশেষতঃ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি চ সুরেশ্বরি ॥
সর্ব্বাণ্যেতানি বৈ তত্র দ্রষ্টুমায়ান্তি তদ্দিনে ।
এবং জ্ঞাত্বা সদা দেবি কর্ত্তব্যঃ সোৎসবো মহা
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যাশ্চান্যজাতয়ঃ ।
শঙ্খচক্রগদাধারা জ্ঞাতব্যা নগনন্দিনি ॥ ৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দোলামহোৎসবো
নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

ইত্যাদি গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক 'মাধব গোবিন্দ শ্রীকণ্ঠকে নমস্কার নমস্কার' এই বলিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। অনন্তর যথাশক্তি সমাহিতভাবে গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক ভক্তির সহিত বিষ্ণুনাম সকল গান করিবে। এইরূপ করিলেই দোলারোহণোৎসব সম্পূর্ণ হইবে। হে বরাননে! বারংবার আর অধিক বলিয়া কি হইবে? দোলাস্থ বিষ্ণু সর্ব্বপাপহর; তিনি তদবস্থায় পূজিত হইয়া সদা সর্ব্ব ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও ঋষিগণ সকলেই সেই উৎসবস্থলে দোলারোহণে আগমন করেন। 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রে যোড়শোপচারে যথাবিধি পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজায় ধর্ম্মার্থকাম সকলই নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্গন্যাস, করন্যাস, বা অন্যান্য শারীরিক ন্যাস সমস্তই উল্লিখিত মন্ত্রে করিতে হইবে এবং আগমোক্ত মন্ত্রে মহোৎসব করিবে। দোলায় লক্ষ্মীসহ জনা-র্দ্দনকে স্থাপন করিয়া পরে দেবাগ্রে নারদাদি দেবর্ষি বৈষ্ণব এবং বিষ্বক্‌সেনাদি ভক্তবৃন্দকে সর্ব্বদা স্থাপন করিয়া পঞ্চবিধ বাদিত্ররবে দেবতার আরাত্রিক কার্য্য সমাধা করিবে। হে দেবি! প্রহরে প্রহরে পূজা করিতে হয়। শুভ্র নারিকেল কিংবা কদলীসমূহ দ্বারা এই সকল পূজায় অর্ঘ্য কল্পনা করিবে; বলিবে, হে শঙ্খচক্রগদাধর জগন্নাথ দেব-দেব! মৎপ্রতি কৃপা করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।১৭—৩০। ইহার পরে বৈষ্ণবদিগকে বহির্বাস বিতরণ করিবে। পরে বৈষ্ণবগণ নৃত্য বা বাদ্য করিয়া সকলে মিলিয়া দোলা আন্দো-লন করিবেন। হে সুরেশ্বরি! পৃথিবীতে যে কিছু তীর্থ বা ক্ষেত্র আছে, তৎসমস্তই ঐ দিনে দোলাস্থ গোবিন্দদর্শনার্থ আগমন করে। হে দেবি! ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল জাতিই সর্ব্বদা ঐ মহোৎসব করিবে। উক্ত মহোৎসবকারী

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অস্মিন্ বৈ চৈত্রমাসে তু কার্য্যো দমনকোৎসবঃ
দ্বাদশ্যান্তু তথা সম্যগ্বিধিঃ কার্য্যো বিশেষতঃ॥ ১
বৈষ্ণবৈঃ শ্রদ্ধয়া পুণ্যো জনতানন্দবর্দ্ধনঃ।
দেবানন্দসমুদ্ভূতা দিব্যা দমনমঞ্জরী॥ ২
নিবেদ্যা বৈষ্ণবৈর্ভক্তৈঃ সর্ব্বপূজাফলেপ্সুভিঃ।
চৈত্রে তু শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং নগনন্দিনি॥ ৩
কারয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মহোৎসবমনাস্তথা।
তত্রাদৌ চ স্বয়ং গত্বা আরামং প্রতি চানঘে॥৪
গুর্ব্বাজ্ঞয়া প্রকর্ত্তব্যং পূজনং রতিনা সহ।
কামদেব নমস্তেঽস্তু বিশ্বমোহনকারক॥ ৫
বিষ্ণোরর্থে বিচেষ্যামি কৃপাং কুরু মমোপরি।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈরানেতব্যো গৃহং প্রতি॥৬
একাদশ্যাং সুরশ্রেষ্ঠি হ্যধিবাসনপূর্ব্বকম্।
কর্ত্তব্যং পূজনং তত্র রাত্রৌ ভক্ত্যা তু বৈষ্ণবৈঃ
কর্ত্তব্যমগ্রতস্তস্য সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্।
স্থাপয়িত্বা তু দেবেশং রতিনা সহ তত্র বৈ॥ ৮
আচ্ছাদ্য শ্বেতবস্ত্রেণ দমনং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
তত্রৈব পূজনং কার্য্যং বৈষ্ণবৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ॥ ৯
ক্লীং কামদেবায় নমো হ্রীং রত্যৈ চ তথা নমঃ
ঐন্দ্র্যাদিদিশি সংস্থাপ্য কন্দর্পং পূজয়েদ্বুধঃ॥
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমারাত্রিকং তথা।
রাত্রৌ ভক্ত্যা প্রকর্ত্তব্যং বিধিনাত্র সুরেশ্বরি॥
মদনায় নম ইতি প্রাচ্যাম্।
মন্মথায় নম ইতি আগ্নেয্যাম্।
কন্দর্পায় নম ইতি যাম্যে।
অনঙ্গায় নম ইতি রক্ষোদিশি।
ভস্মশরীরায় নমঃ ইতি বারুণ্যাম্।
স্মরায় নম ইতি বায়ব্যাম্।
ঈশ্বরায় নম ইতি কৌবের্য্যাম্।
পুষ্পবাণায় নমঃ ইতি ঐশান্যাম্।
চতুর্দিক্ষু চ সর্ব্বাসু পূজনং তত্র কারয়েৎ।
পূজিতে কেশবে চাত্র সর্ব্বে দেবাঃ সুপূজিতাঃ
অক্ষতগন্ধধূপদীপৈর্নৈবেদ্যৈস্তাম্বুলৈশ্চ

সর্ব্বজাতিই শঙ্খচক্রগদাধর বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। ৩১—৩৪।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—চৈত্রমাসে দমনকোৎসব করিবে। দ্বাদশীতে উহার সম্যক্ বিধি বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধার সহিত এই জনানন্দবর্দ্ধন পুণ্য অনুষ্ঠান করিবেন। দিব্য মদনমঞ্জরী দেবানন্দ হইতে সমুদ্ভূত; নিখিল পূজাফলাকাঙ্ক্ষী ভক্ত বৈষ্ণবগণ উহা নিবেদন করিবেন। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীদিনে পরম ভক্তির সহিত এই মহোৎসব উৎসাহপূর্ণমনে অনুষ্ঠান করিবে। হে অনঘে! উক্ত উৎসবের প্রথমে স্বয়ং আরাম সমীপে গমন করিয়া গুরুর আজ্ঞায় রতিসহ মদনের পূজা করিবে। বলিবে—হে বিশ্ববিমোহনকারক কামদেব! আপনাকে নমস্কার; আমি বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ এই উৎসব করিতেছি। আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। এই বলিয়া গীত ও বাদিত্রধ্বনি করিতে করিতে দেবেশকে গৃহে আনয়ন করিবে। হে সুরেশি! একাদশীতে অধিবাস করিয়া বৈষ্ণবগণ ভক্তির সহিত রাত্রিতে পূজা করিবেন। দেবাগ্রে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল করিতে হইবে। তাহাতে রতি সহ দেবেশকে স্থাপন করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ পূজা করিবেন। মদনদেবকে শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর 'ক্লীং' ইত্যাদি কামদেব ও রতির পূজামন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ করিয়া ইন্দ্রাদিদিকে কন্দর্পকে স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দ্বারা পূজা করিবে এবং রাত্রিতে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি আরাত্রিক করিবে।১—১১। ক্রমে 'মদনায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বদিকে মদনের পূজা করিয়া পরে সর্ব্বদিকে কেশবের পূজা করিতে হইবে। কেশব পূজিত হইলে সর্ব্বদেবই পূজিত হইয়া থাকেন। অক্ষত গন্ধ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য

দমনকং পূজয়িত্বা তু। তৎপুরুষায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি। তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি বৈ কামগায়ত্র্যা অষ্টোত্তরশতবারং তং দমনকমভিমন্ত্র্য নমস্কুর্য্যাৎ।
নমোঽস্তু পুষ্পবাণায় জগদাহ্লাদকারিণে।
মন্মথায় জগন্নেত্রে রতিপ্রীতিকরায় চ॥ ১৩
দেবদেব নমস্তেঽস্তু শ্রীবিশ্বেশ নমোঽস্তু তে।
রতিপতে নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বমণ্ডন॥ ১৪
নমস্তেঽস্তু জগন্নাথ সর্ব্ববীজ নমোঽস্তু তে।
এতৈর্নানাবিধৈর্ম্মন্ত্রৈরাগমোক্তৈর্বিশেষতঃ॥১৫
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনঃ।
ততো নিবেদ্য তৎকর্ম্ম জাগরং কারয়েদ্বুধঃ॥
দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক।
হৃৎস্থান্ পূরয় মে বিষ্ণো কামান্ কামেশ্বরীপ্রিয়
ইত্যেতৈর্বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
শ্রীনিবাসো জগন্নাথো ভক্তানাং শমভীপ্সকঃ॥
ততো দমনকমুষ্টিং গৃহীত্বা তত্র মূলমন্ত্রেণ শ্রীশ্রীবিষ্ণ্বাদিদেবেভ্যো দমনকং নিবেদয়েৎ॥

ততো গন্ধাদিভির্ম্মহতী পূজা গীতবাদ্যনৃত্যৈশ্চ মহোৎসবঃ কার্য্যঃ। দেবাগ্রে স্থাপিতকলশোদকং দেবস্য পাদয়োর্নিক্ষিপ্য জলক্রীড়া তস্মিন্ দিনে কর্ত্তব্যা।
ততঃ স্বগুরুং বস্ত্রালঙ্কারদ্রবিণৈঃ শ্রদ্ধয়া প্রপূজয়েৎ।
ততঃ স্বয়ং বৈষ্ণবৈর্বন্ধুভিঃ সহ অশ্নীয়াৎ॥ ১৯
মহাদেব উবাচ।
ততো দমনকমঞ্জর্য্যা যো বৈ বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ।
পূজিতে ... জগন্নাথেঽহং বৈ পূজিতঃ সদা॥
ব্রহ্মহা হেমহারী চ মদ্যপো মাংসভক্ষকঃ।
মুচ্যতে পাতকাদ্দেবি দৃষ্ট্বা দমনকোৎসবম্॥২১
এবং দমনকো দেবি পূজিতো যৈঃ সুবৈষ্ণবৈঃ
সর্ব্বং তীর্থং কৃতং তৈস্তু মঞ্জর্য্যা পূজনং কৃতম্॥
বেদাধ্যয়নং কৃতং তেন শাস্ত্রাধ্যয়নমেব চ।
অগ্নিহোত্রং কৃতং তেন মঞ্জর্য্যা পূজিতো হরিঃ
তৎকুলন্তু মহজ্জ্ঞেয়ং ব্রাহ্মং বা চাথ ক্ষাত্রিয়ম্

ও তাম্বুল দ্বারা দমনকের পূজা করিয়া তৎপুরুষায়, ইত্যাদি কামগায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতবার দমনকে অভিমন্ত্রণান্তে নমস্কার করিবে। বলিবে—জগদাহ্লাকারী জগৎপতি রতিপ্রীতিকর, পুষ্পায়ুধ মন্মথকে নমস্কার করি। হে দেবদেব শ্রীবিশ্বেশ, রতিপতে! বিশ্বমণ্ডল, সর্ব্ববীজ, জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। এই সকল আগমোক্ত বিবিধ মন্ত্রে সযত্নে লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। অনন্তর সেই কর্ম্ম নিবেদন করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে; বলিবে—হে ইষ্টার্থপ্রদ, কামেশ্বরীপ্রিয়, দেবদেব জগন্নাথ! আপনি আমার হৃদয়স্থ কামনা সকল পূরণ করুন। ইত্যাতি বহুবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তাভীষ্ট শ্রীনিবাস, জগন্নাথকে সযত্নে পূজা করিবে। অনন্তর দমনকমুষ্টি গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্রে শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি দেববৃন্দকে দমনক নিবেদন করিবে।

পরে গন্ধাদি দ্বারা মহাপূজা করিয়া গীত বাদ্য ও নৃত্য সহকারে মহোৎসব অনুষ্ঠান করিবে। দেবাগ্রে স্থাপিত কলশের জল দেবপদযুগে নিক্ষেপ করিয়া উক্ত দিনে জলক্রীড়া করিবে। অনন্তর বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধন দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত নিজ গুরুদেবকে অর্চ্চনা করিবে। পরে স্বয়ং বৈষ্ণব বন্ধুগণ সহ ভোজন করিবে।১২—১৯। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর দমনমঞ্জরী দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। জগন্নাথ পূজিত হইলে, আমিও নিত্য পূজিত হইয়া থাকি। হে দেবি! ব্রহ্মঘাতী, স্বর্ণস্তেয়ী, মদ্যপায়ী কিংবা মাংসভোজী ব্যক্তিও দমনকোৎসব দেখিয়া পাতকমুক্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! দমনক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সমাদৃত। উহার মঞ্জরী দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিলে তাদৃশ পূজকের সর্ব্বতীর্থই সেবিত হইয়া থাকে। যিনি মঞ্জরী দ্বারা হরি পূজা করেন, তাঁহার সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয় এবং তৎকর্ত্তৃক অগ্নিহোত্রও অনুষ্ঠিত হইয়া

শৌদ্রং বৈশ্যঞ্চ যচ্চান্যদ্বন্যং ধন্যতরং স্মৃতম্‌ ॥২৩
যস্মিন্‌ কুলেঽবতীর্য্যাথোৎসবো দমনকঃ কৃতঃ।
স চ ধন্যস্তু ধন্যো বৈ যেন বিষ্ণুঃ প্রপূজিতঃ॥
দমনকেন তু তথা সম্প্রাপ্তে মধুমাধবে।
সম্পূজ্য গোসহস্রস্য দেবি সংলভতে ফলম্‌॥
মল্লিকাকুসুমৈর্দেবং বসন্তে, গরুড়ধ্বজম্‌।
যোঽর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মুক্তিভাগী ভবেত্তু সঃ
মরুকো দমনকশ্চৈব সদ্যস্তুষ্টিকরো হরেঃ।
অতঃ পূজা প্রকর্ত্তব্যা বৈষ্ণবৈর্নরসত্তমৈঃ॥ ২৭
গোসহস্রং কৃতং তেন কন্যাদানং তথৈব চ।
পৃথ্বীদানং কৃতং তেন বিষ্ণোর্বৈ পূজনে কৃতে॥
একামেকাং গৃহীত্বা তু মঞ্জরীং দমনস্য তু।
যঃ পূজয়তি দেবেশং সম্প্রাপ্তে মধুমাধবে॥ ২৯
পুণ্যসংখ্যাং ন জানে বৈ তস্যাহং নগনন্দিনি
স বৈ চতুর্ভুজো ভূত্বা ইহ লোকে পরত্র চ।
ধর্ম্মার্থাংশ্চ কামাংশ্চ প্রভুঙ্‌ক্তে বৈষ্ণবং পদম্‌

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দমনকমহোৎসবো নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
বৈশাখ্যাং পূর্ণমাস্যাং বৈ জলস্থং জগদীশ্বরম্‌।
পূজয়েদ্বৈষ্ণবো ভক্ত্যা কৃতোৎসাহো মুদান্বিতঃ
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং কৃত্বা পুণ্যং মহোৎসবম্‌
একাদশ্যাং সুরশ্রেষ্ঠং পশ্যেদ্বাথ প্রহর্ষিতঃ॥ ২
গীতং গায়ন্‌ হরের্ভক্ত্যা কর্ত্তব্যঃসোৎসবঃ শুভঃ
শয়নং কুরু দেবেশ জলেঽস্মিন্‌ বৈ সুরেশ্বর।৩
ত্বয়ি সুপ্তে জগৎ সুপ্তং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ঘনাগমে প্রকুর্ব্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দ্দনম্‌। ৪
যে নরাস্তু সুরশ্রেষ্ঠে ন দাহো নরকে ভবেৎ।
স্বর্ণপাত্রে তথা রৌপ্যে তাম্রে বা চ সুরেশ্বরি।৫
মৃন্ময়ে বাথ কর্ত্তব্যং শয়নং বিষ্ণুসংজ্ঞকম্‌।
তত্র তোয়ঞ্চ সংস্থাপ্য শীতলং গন্ধবাসিতম্‌।৬

থাকে। এইরূপ পূজাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন কুলেই উৎপন্ন হউন। সেই কুলই ধন্য, ধন্যতর বলিয়া জানিবে। যে কুলে জন্মিয়া মানব এই দমনকোৎসব ও বিষ্ণু পূজা করে, সেই কুল ধন্য এবং পূজকর্ত্তাও ধন্য হইয়া থাকে। মধু মাধব মাসে দমনক দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মানব গোসহস্র দানের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি বসন্তকালে মল্লিকাপুষ্প দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করে, সে মুক্তিভাগী হয়, সন্দেহ নাই। মরুক এবং দমনক হরির সদ্য তুষ্টিকর। অতএব নরসত্তম বৈষ্ণবগণ উহা দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিবেন। এইভাবে বিষ্ণু পূজা করিলে গোসহস্র দান, কন্যা দান, এমন কি পৃথ্বী দানেরও ফল লাভ হইয়া থাকে। এক একটী দমনমঞ্জরী গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মধুমাধবে মাধবের পূজা করে, হে নগ-নন্দিনি! তাহার পুণ্য সংখ্যা করিতে আমি অপারগ। ঐ ব্যক্তি ইহকালে ধর্ম্মার্থ কাম ও পরকালে চতুর্ভুজ হইয়া বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০—ক্ষ০।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৪।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—বৈশাখমাসের পূর্ণিমায় কৃতোৎসাহ হৃষ্ট বৈষ্ণব জন ভক্তির সহিত জলস্থ জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করিবেন। অথবা একাদশীতে গীত বাদ্য ও নৃত্য সহকারে পুণ্য মহোৎসব অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সহর্ষে সুরবরকে সন্দর্শন করিবেন। হরিভক্ত ব্যক্তি হরি নাম গান করিয়া এই উৎসবের সূচনা করিবেন, বলিবেন—হে দেবেশ, সুরেশ্বর! আপনি এই জলে শয়ন করুন। আপনি সুপ্ত হইলে এই জগৎও সুপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।১—৩। যাহারা বর্ষাগমে জনার্দ্দনকে জলস্থ করে, তাহাদের কখন নরক যাতনা হয় না। হে সুরেশ্বরি! স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র কিংবা মৃন্ময় পাত্রে বিষ্ণুকে শয়ন করাইতে হয়। উক্ত পাত্রসমূহের যে কোন

তস্মিংস্তোয়ে ততো বিষ্ণোঃ স্থাপনং কারয়েদ্-
বুধঃ।
গোপালনাম্নী মূর্ত্তিশ্চ রামনাম্নী তথাপি বা॥ ৭
শালগ্রামশিলা বাপি স্থাপনীয়া বিশেষতঃ।
প্রতিমাং বা মহাভাগ তস্য পুণ্যমনন্তকম্॥ ৮
যাবদ্ধরা ধরালোকা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
তাবত্তস্য কুলে কশ্চিন্ন ভবেদ্দেবি নারকী॥ ৯
তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠে মহাদেবি তোয়স্থং পূজয়েদ্ধরিম্।
বীততাপো নরস্তিষ্ঠেদ্যাবদাভূতসম্প্লবম্॥ ১০
সুশীতলে তথা তোয়ে তুলসীদলবাসিতে।
শুচিশুক্রগতে কালে পূজয়েদ্ধরণীধরম্॥ ১১
শুচিশুক্রগতে কালে যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্।
জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমপীড়নাৎ॥১২
জলপ্রেষ্ঠো যতো বিষ্ণুর্জ্জলশায়ী জলপ্রিয়ঃ।
তস্মাদ্গ্রীষ্মে বিশেষেণ জলস্থং পূজয়েদ্ধরিম্॥
নীরমধ্যে স্থিতং কৃত্বা শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
যেনার্চ্চিতো মহাভক্ত্যা স ভবেৎ কুলপাবনঃ॥

কর্করাশিগতে সূর্য্যে মিথুনস্থে বিশেষতঃ।
যেনার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা জলমধ্যে তু সুন্দরি।
দ্বাদশ্যান্তু বিশেষেণ জলস্থ-জলশায়িনঃ।
যেনার্চ্চনং কৃতং তেন কোটিযজ্ঞশতং কৃতম্॥
নিক্ষিপ্য জলপাত্রে তু মাসে মাধবসংজ্ঞকে।
মাধবং যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি দেবাস্তে তু নরা ভুবি।
পাত্রে গন্ধোদকং কৃত্বা যঃ ক্ষিপেদ্গরুড়ধ্বজম্
দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্রাত্রৌ মুক্তিভাগী ভবেত্তু সঃ।
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন পূজাফলভাগিনঃ॥ ১৯
তথা প্রভুং মহাদেবি জলস্থং জগদীশ্বরম্।
পূজয়েদ্যো নরো নিত্যং মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
ওঁ হ্রীং হ্রীং রামায় নমঃ।
ইতি মন্ত্রেণ দেবেশি পূজনং তত্র বৈ স্মৃতম্।
ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায়
নমঃ।
ইতি মন্ত্রেণ গিরিজে উদকঞ্চাভিমন্ত্রয়েৎ।
দেবদেব মহাভাগ শ্রীবৎসকৃতলাঞ্ছন॥ ২১
মহাদেব নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বভাবন।

পাত্রে গন্ধবাসিত শীতল জল রাখিয়া তন্মধ্যে বিষ্ণুকে স্থাপন করিতে হইবে। বিষ্ণুর গোপাল নাম্নী বা রাম নাম্নী মূর্ত্তি অথবা শালগ্রাম শিলা কিংবা অন্য কোন বিষ্ণুপ্রতিমা জল মধ্যে স্থাপন করিবে। এই কার্য্যে অনন্ত পুণ্য হয়। ধরাধর, সমলোক ও চন্দ্র সূর্য্য যতকাল বিরাজমান থাকিবে, তাবৎকাল মধ্যে তাহার কুলে কেহই নারকী হইবে না। অতএব হে দেবি! জ্যৈষ্ঠমাসে জলস্থ জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। এইরূপ পূজায় মানব তাপহীন হইয়া আপ্রলয় অবস্থান করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে তুলসীদল-বাসিত সুশীতল জলে ধরণীধরকে পূজা করিবে। এইকালে যে সকল মানব জলস্থ কেশবকে বিবিধ পুষ্পে পূজা করে, তাহারা যমযাতনা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণু জলশায়ী, জলপ্রিয়, সুতরাং গ্রীষ্মকালে তাঁহাকে জলস্থ করিয়া বিশেষরূপেই পূজা করিবে। শালগ্রাম শিলা জল মধ্যে রাখিয়া যে ব্যক্তি অত্যন্ত ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনা করে, সে কুলপাবন হইয়া থাকে। হে সুন্দরি! সূর্য্য কর্কট কিংবা মিথুনরাশিস্থ হইলে বিশেষতঃ দ্বাদশী তিথিতে যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত জল মধ্যে হরির অর্চ্চনা করে, তাহার কোটি যজ্ঞজনিত ফল লাভ হইয়া থাকে।৪—১৬। যাহারা মাধব মাসে মাধবকে জলপাত্রে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করে, তাহারা ভূতলে নরজন্ম লইয়াও দেবরূপে বিরাজমান। যে ব্যক্তি পাত্রে গন্ধোদক রাখিয়া তন্মধ্যে গরুড়ধ্বজকে স্থাপন ও দ্বাদশী রাত্রে অর্চ্চন করে, সে মুক্তিভাগী হয়। অশ্রদ্ধধান, পাপাত্মা, নাস্তিক, অচ্ছিন্নসংশয় ও হেতুনিষ্ঠ,—এই পঞ্চ ব্যক্তি পূজাফল ভাজন হয় না। হে মহাদেবি! জলস্থ প্রভু জগদীশ্বরকে যে ব্যক্তি নিত্য পূজা করে, সে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা ও

অর্ঘ্যং গৃহাণ ভো দেব মুক্তিং মে দেহি সর্ব্বদা
নানাবিধৈঃ সুপুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্‌গরুড়াসনম্ ।
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণোঃ সাযুজ্যতামিয়াৎ ॥
রাত্রৌ জাগরণং তত্র দ্বাদশ্যাং সুসমাহিতঃ ।
ভক্তিপূর্ব্বং ভজেদ্দেবং বিষ্ণুমব্যয়মক্ষয়ম্ ॥ ২৪
এবং বৈশাখসম্বন্ধী ভক্তিভাবেন তৎপরৈঃ ।
উৎসবো বিষ্ণুসংক্রান্ত কর্ত্তব্যো ভক্তিমিচ্ছুভিঃ
আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বিধিং তত্র প্রকারয়েৎ ॥
কৃতে সতি মহাদেবি কোটিযজ্ঞসমং ফলম্ ॥২৬
রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তো মহামোহনিবর্ত্তকঃ ।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ সনাতনম্
ব্রাহ্মণো ভক্তিভাবেন যঃ করোত্যুৎসবং ভুবি
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বৈকুণ্ঠং গচ্ছতে ধ্রুবম্ ॥২৮

উদক অভিমন্ত্রণ করিবে। * পরে বলিবে—হে শ্রীবৎসকৃতলাঞ্ছন, দেবদেব, মহাভাগ, মহাদেব! আপনাকে নমস্কার; হে বিশ্ব-ভাবন! আপনাকে নমস্কার, হে দেব! আপনি অর্ঘ্য গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। অর্ঘ্য দানের পর নানাবিধ সুন্দর পুষ্প দ্বারা গরুড়ধ্বজকে পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিলে, মানব সর্ব্ব বাধা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করে। নর দ্বাদশীতে সুসমাহিত হইয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে অক্ষয় অব্যয় বিষ্ণুদেবকে ভজনা করিবে। বিষ্ণুভক্তিকামী মানবগণ এইরূপে ভক্তি-ভাবে তৎপর হইয়া বৈশাখ মাসের বৈষ্ণব উৎসব অনুষ্ঠান করিবে। এই উৎসববিধি আগমোক্ত মন্ত্রে কর্ত্তব্য। হে মহাদেবি! ইহা অনুষ্ঠান করিলে, কোটি যজ্ঞের সমান ফল লাভ হইয়া থাকে। উক্ত উৎসবানু-ষ্ঠাতা রাগ-দ্বেষমুক্ত ও মহামোহ-বর্জ্জিত হইয়া ইহলোকে সুখভোগান্তে সনাতন বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ ভক্তিভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠান করেন,

* মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য।

বেদাধ্যয়নহীনোঽপি শাস্ত্রাধ্যয়নবর্জ্জিতঃ ।
হরিভক্তিন্তু সম্প্রাপ্য লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥২৯
আত্মারামঃ সদামুক্তো বিজিতাত্মা ভবেত্তু সঃ ।
স বৈ বিষ্ণুপদং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শয়নমহোৎসবো নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে পবিত্রারোপণো বিধিঃ
যস্মিন্ কৃতে তু দেবেশি দিব্যভক্তিঃ প্রজায়তে
পবিত্রারোপণং বিষ্ণোঃ কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বুধৈঃ ।
সম্পূর্ণা জায়তে তস্য পূজা পার্ব্বতি বার্ষিকী ॥২
পবিত্রারোপণে বিষ্ণোর্জায়তে সুখমাত্মনঃ ।
সম্পূজিতে সদা বিষ্ণৌ নানাসুখমবাপ্নুয়াৎ ॥৩
সূত্রং বাসঃ সমানীয় ব্রাহ্মণ্যা কর্ত্তিতং তথা ।

তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠধামে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বেদ কিংবা অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলেও একমাত্র হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। তিনি আত্মারাম, জিতচিত্ত ও সদা-মুক্ত হইয়া আচন্দ্র-দিবাকর বৈষ্ণবপদ পাইয়া থাকেন। ১৭—৩০।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৫।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—শ্রাবণমাসে শ্রীবিষ্ণুর পবিত্রারোপণ বিধির অনুষ্ঠেয়। হে দেবেশি! উক্ত বিধি অনুষ্ঠানে দিব্য ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুধগণ শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুর এই পবিত্রারোপণ ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। হে পার্ব্বতি! ইহার অনুষ্ঠানে বার্ষিকী বৈষ্ণবী পূজা সুসম্পন্ন হয়। পবিত্রারোপণ কার্য্যে আত্মসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে নিত্য পূজা করিলে নানা সুখ প্রাপ্ত

স্বেনৈব কর্ত্তিতং সূত্রং তেনৈব চ প্রকারয়েৎ ॥
সচ্ছূদ্র্যা কর্ত্তিতং সূত্রং তদ্‌গ্রাহ্যং বা তথৈব চ।
অন্যথা বিক্রয়েণাপি গ্রাহ্যঞ্চাপি যথাতথম্ ॥ ৫
ক্ষৌমেণৈব প্রকর্ত্তব্যঃ পবিত্রারোপণো বিধিঃ
রূপ্যেণ বা তথা কার্য্যং পবিত্রং বিষ্ণুদৈবতম্ ॥
সৌবর্ণেনাপি দেবেশি কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্।
অভাবে সর্ব্বধাতূনাং গ্রাহ্যং সূত্রং তথা বুধৈঃ ॥
কৃত্বা তু ত্রিবৃতং সূত্রং প্রক্ষাল্যমুদকেন তু।
লিঙ্গে লিঙ্গপ্রমাণঞ্চ প্রতিমায়াং যথাবিধি ॥ ৮
পাদৌ বৈ জানুপর্য্যন্তং তথা নাভিসমং স্মৃতম্।
জ্যেষ্ঠং মধ্যং কনিষ্ঠঞ্চ পবিত্রং কারয়েদ্‌বুধঃ ॥৯
সংবৎসরদিনৈস্তদ্বত্তদর্দ্ধার্দ্ধেন সংখ্যয়া।
সূত্রেণৈব প্রকর্ত্তব্যং গ্রন্থিনাষ্টোত্তরং শতম্ ॥১০
তদর্দ্ধসংখ্যকেনাপি যুক্তং বা তত্র পার্ব্বতি।
লিঙ্গে বৈ লিঙ্গসংজ্ঞন্তু গঙ্গানাগৈশ্চ সংযুতম্ ॥
প্রতিমায়াং তথা দেবি পবিত্রং বনমালকম্।
যথা শোভা তথা কার্য্যং যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি

একং বৈ সুপবিত্রন্তু গন্ধাঢ্যং কারয়েৎ সদা।
তন্তুনা যচ্চ সংযুক্তং কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবৈর্নরৈঃ ॥১৩
দেবানাঞ্চ তথা প্রোক্তং পবিত্রং বিষ্ণুদৈবতম্
অম্বরীষাদ্যা ভক্তাশ্চ অন্যেঽপি চ ধ্রুবাদয়ঃ ॥১৪
পবিত্রাণি ততঃ পশ্চাদ্দাতব্যানীহ পার্ব্বতি।
প্রতিপদ্ধনদস্যোক্তা পবিত্রারোপণে তিথিঃ ॥১৫
লক্ষ্ম্যা দেব্যা দ্বিতীয়া তু তিথীনামুত্তমা তিথিঃ।
তৃতীয়া তু তব প্রোক্তা চতুর্থী গণপস্য চ ॥ ১৬
পঞ্চমী চন্দ্রমসশ্চৈব ষষ্ঠী বৈ কার্ত্তিকস্য চ।
সপ্তমী চ রবেঃ প্রোক্তা দুর্গায়াশ্চাষ্টমী স্মৃতা॥১৭
নবমী চৈব মাতৄণাং যমস্য দশমী তথা।
একাদশী তু সর্ব্বেষাং দ্বাদশী মাধবস্য চ ॥ ১৮
ত্রয়োদশী তু কামস্য শর্ব্বস্যোক্তা চতুর্দ্দশী।
তদ্বৎ পঞ্চদশী খ্যাতা ধাতুর্ব্বৈ হ্যর্চ্চনে পুনঃ ॥১৯
এতা বৈ তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পবিত্রারোপণোচিতাঃ
কনিষ্ঠে দ্বাদশ প্রোক্তা মধ্যমে দ্বিগুণা স্মৃতাঃ
ত্রিগুণাশ্চোত্তমে চৈব গ্রন্থয়শ্চ পবিত্রকে।

হওয়া যায়। সূত্র এবং বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এই বিধির অনুষ্ঠান করিবে। উক্ত সূত্র ব্রাহ্মণী-কর্ত্তিত, স্বয়ং কর্ত্তিত, কিংবা তদভাবে সৎশূদ্রী-কর্ত্তিত হইলেও গ্রাহ্য, অন্যথা যথাযথ ক্রয়লব্ধ সূত্রও গ্রহণীয়। পবিত্রারোপণ বিধি ক্ষৌম বসন দ্বারা সম্পাদন করিবে। অথবা রৌপ্য কিংবা স্বর্ণ দ্বারা বিষ্ণুদৈবত পবিত্র যথাবিধি প্রস্তুত করিবে। সমস্ত ধাতুর অভাবে বুধগণ মাত্র সূত্র গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পবিত্র প্রস্তুত করিয়া লইবেন। সূত্র ত্রিবৃত করিয়া জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। উহা লিঙ্গে লিঙ্গপ্রমাণ হইবে এবং প্রতিমায় যথাবিধি পাদ জানু ও নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত করিয়া জ্যেষ্ঠ মধ্য ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ পবিত্র প্রস্তুত করাইবে। হে পার্ব্বতি! সংবৎসরে যত দিন, তত পরিমাণ কিংবা তাহার অর্দ্ধার্দ্ধ অথবা অষ্টোত্তর শত, কিংবা তাহারও অর্দ্ধ সংখ্যক গ্রন্থিযুক্ত পবিত্র করিতে হইবে। লিঙ্গে গঙ্গা এবং নাগ-চিহ্নযুক্ত পবিত্র তৎপরিমাণে প্রস্তুত করিবে।

হে দেবি! প্রতিমায় পবিত্র বনমালার ন্যায় করিয়া দিবে! যাহাতে শোভা হয় যাহাতে বিষ্ণু প্রসন্ন হন, তাহাই করিবে। এইরূপে গন্ধযুক্ত সুন্দর পবিত্র নিত্য প্রস্তুত করিয়া দিবে। তন্তুযুক্ত পবিত্র বৈষ্ণবগণেরই কর্ত্তব্য। ১—১৩। অন্যান্য দেবগণকেও বিষ্ণুদৈবত পবিত্র প্রদান করিতে হয়। অম্বরীষ ধ্রুব ও অন্যান্য যে সকল ভক্ত, তাঁহাদিগকে পরে পবিত্র দান করিতে হয়। ধনদের পবিত্রারোপণ তিথি প্রতিপদ, লক্ষ্মীর উত্তম তিথি দ্বিতীয়া, তোমার তৃতীয়া, গণপতির চতুর্থী, চন্দ্রের পঞ্চমী, কার্ত্তিকেয়ের ষষ্ঠী, রবির সপ্তমী, দুর্গার অষ্টমী, মাতৃগণের নবমী, যমের দশমী, সমস্ত দেবতার একাদশী, মাধবের দ্বাদশী, কামের ত্রয়োদশী, শিবের চতুর্দ্দশী এবং বিধাতার পঞ্চদশী। এই সকল পবিত্রারোপণোচিত তিথি উক্ত হইল। কনিষ্ঠ পবিত্রে দ্বাদশ, মধ্যমে তাহার দ্বিগুণ এবং উত্তমে ত্রিগুণ গ্রন্থি কর্ত্তব্য। এই ত্রিবিধ পবিত্র কর্পূর, কেসর,

কর্পূরকেসরাভ্যাং বা চন্দনেন হরিদ্রয়া ॥ ২১
রঞ্জয়িত্বা তু তৎসর্ব্বং স্থাপ্যং নবকরণ্ডকে।
দেবস্য যজনং যত্র স্থাপ্যানি দেববত্তদা ॥ ২২
আদৌ দেবার্চ্চনং কৃত্বা বাসনং সপবিত্রকম্‌।
অধিবাসিতে পবিত্রে তু ততো বৈ পূজনং স্মৃতম্‌ ॥ ২৩
পবিত্রেষু চ যদ্দেবাস্তেষাং নিকটমাচরেৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্ত্রয়ো বৈ সূত্রদেবতাঃ ॥ ২৪
ক্রিয়া চ পৌরুষী বীরা চতুর্থী চাপরাজিতা।
জয়া চ বিজয়া চৈব মুক্তিদা চ সদাশিবা ॥ ২৫
মনোন্মনী তু নবমী দশমী সর্ব্বতোমুখী।
গ্রন্থীনাং দেবতাশ্চৈব সূত্রেষু বিনিবেশয়েৎ ॥২৬
আবাহনমুদ্রায়া বৈ শাস্ত্রোক্তবিধিনা ততঃ।
আবাহ্য তত্র তাঃ সম্যক্‌ সন্নিধীকরণং স্মৃতম্‌ ॥

সন্নিধীকরণমুদ্রয়া সন্নিধীকরণম্‌। রক্ষামুদ্রয়া সংরক্ষ্য ধেনুমুদ্রয় অমৃতীকৃত্য আনীয় দেবস্যাগ্রে কলশোদকং গৃহীত্বা আগমোক্তেন মন্ত্রেণ প্রোক্ষণং বিধায় ক্লীংকৃষ্ণায় ইতি মন্ত্রেণ প্রোক্ষণং গন্ধধূপদীপনৈবেদ্যাদিকং দত্ত্বা তাম্বুলাদিকং দত্ত্বা ষোড়শোপচারাদিনা পবিত্র-দেবতা অভ্যর্চ্চ্য গন্ধপবিত্রং ধূপিতং কৃত্বা দেবাভিমুখঃ সন্‌ নমস্কারমুদ্রয়া দেবমভি-মন্ত্রয়ীত।

আমন্ত্রিতো মহাদেব সার্দ্ধং দেব্যা গণাদিভিঃ।
মন্ত্রৈর্ব্বা লোকপালৈশ্চ সহিতঃ পরিবারকৈঃ ॥২৮
আগচ্ছ ভগবন্‌ বিষ্ণো বিধিসম্পূর্ণহেতবে।
প্রাতস্ত্বৎপূজনং কুর্ম্মঃ সান্নিধ্যং নিয়তং কুরু ॥২৯

তদ্গন্ধঞ্চ পবিত্রঞ্চ দেবস্য রাঘবস্য চ শ্রীবিষ্ণোশ্চরণে তৎ নিক্ষিপ্য প্রাতঃ স্বক্রিয়াং বিধায় পুণ্যাহ-স্বস্তিবাচন-জয়-জয়শব্দৈর্ঘণ্টাদি-বাদিত্রনির্ঘোষতূর্য্যাদিশব্দৈঃ পবিত্রৈঃ পূজাং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রথমং জ্যেষ্ঠং ততো মধ্যমং কনিষ্ঠঞ্চ, এভিঃ সর্ব্বৈর্যথাক্রমেণ পূজাং কুর্য্যাৎ।

ওঁ বাসুদেবায় বিদ্মহে বিষ্ণুদেবায় ধীমহি।

চন্দন ও হরিদ্রা দ্বারা রঞ্জিত করিয়া নবকণ্ডকে স্থাপন করিবে। যথায় দেবতার পূজা করা হয়, সেই স্থানে উহা দেববৎ স্থাপন করিবে। অগ্রে দেবার্চ্চন করিয়া পবিত্রাধিবাস করিতে হইবে। পবিত্রের অধিবাস করিয়া পরে তাহার পূজা করিবে। পবিত্রে যে যে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে তাহাতে সন্নিহিত করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র এই তিন সূত্রদেবতা; ক্রিয়া, পৌরুষী, ধীরা, অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া, মুক্তিদা, সদাশিবা, মনোন্মনী ও সর্ব্বতোমুখা, এই সকল গ্রন্থি-দেবতা; ইঁহাদিগকে সূত্রসমূহে সন্নিবেশিত করিবে। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে আবাহন-মুদ্রায় ঐ সকল দেবতার আবাহন করিয়া সম্যক্‌ সন্নিধীকরণ কর্ত্তব্য। এই সন্নিধীকরণ সন্নিধীকরণ-মুদ্রায়ই করিতে হইবে। অনন্তর রক্ষা মুদ্রায় রক্ষণ ও ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া দেবাগ্রে পবিত্রানয়নপূর্ব্বক কলশোদক লইয়া আগমোক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও মূল মন্ত্রে প্রোক্ষণ, গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুলাদি নিবেদন করিয়া ষোড়শ উপচারাদি দ্বারা পবিত্র দেবতা সকলের অভ্যর্চ্চন এবং গন্ধ ও পবিত্র ধূপনান্তে দেবাভিমুখ হইয়া নমস্কার মুদ্রায় দেবতার অভিমন্ত্রণ করিবে। বলিবে—হে মহাদেব! আপনি আমন্ত্রিত হইয়া দেবী, গণাদি লোকপাল ও অন্যান্য পরিবারবর্গ সহ আগমন করুন। হে ভগবন্‌ বিষ্ণো! এই পবিত্রারোপণ বিধি সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য আপনাকে আমরা প্রভাতে পূজা করিতেছি। আপনি সন্নিহিত হউন। ১৪—২৯। পরে গন্ধ ও পবিত্র রাঘবদেব বা শ্রীবিষ্ণুর চরণে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় ক্রিয়া সম্পাদনান্তে পুণ্যাহ, স্বস্তিবাচন, জয় জয় শব্দ, ঘণ্টাদি বাদিত্র রব, তূর্য্যাদিশব্দ এবং পবিত্র দ্বারা পূজা করিবে। জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ পবিত্র দ্বারা যথাক্রমে পূজা

তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি পবিত্রদানম্ ।
অথবা স্বমন্ত্রৈঃ ।
ততো বৈ মহতীং পূজাং বিষ্ণোঃ কুর্য্যাৎ প্রসাদিনীম্ ।
যয়া বৈ কৃতয়া দেবি বিষ্ণুরাত্মা প্রসীদতি ॥
সমন্তাদ্দীপমালা চ কর্ত্তব্যা চ বিধানতঃ ।
চতুর্ব্বিধং তথা চান্নং নৈবেদ্যং কারয়েদ্বুধঃ ॥
পবিত্রাণি ততো দদ্যাৎ পূজিতানি তু শোভনে
ভক্ত্যা চৈব বিশেষেণ শ্রীগুরুং পূজয়েত্ততঃ ॥৩২
বস্ত্রালঙ্কারবিধিনা পূজনীয়ো গুরুর্ম্মহান্ ।
পূজয়িত্বা গুরুং তত্র পবিত্রং ধারয়েত্ততঃ ॥ ৩৩
অথ যে বৈষ্ণবাঃ সন্তি তেভ্যস্তাম্বূলাদিকং
দত্ত্বা পূর্ণাহুতিমগ্নৌ দত্ত্বা শ্রীনিবাসায় শ্রীকৃষ্ণায়-কর্ম্ম নিবেদয়েৎ ।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনন্তু কেশব ।
যৎপূজিতো ময়া সম্যক্ সম্পূর্ণং যাতু মে ধ্রুবম্
ততঃ উদ্যাপ্য ইষ্টবন্ধুভিস্তথা বৈষ্ণবৈ-র্বিপ্রৈর্বা সহিতঃ সন্মৃষ্টমন্নং স্বয়ং ভুঞ্জীত ।

এতৎ পূজনকং দিব্যং যে শৃণ্বন্তি দ্বিজোত্তমাঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥
যাবত্তপতি বৈ চন্দ্রো যাবত্তপতি বৈ রবিঃ ।
পবিত্রারোপকস্তদ্বত্তপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬
পৃথিব্যাং যানি দানানি নিয়মাশ্চ তথা পুনঃ ।
সর্ব্বে বৈ পূর্ণতাং যান্তি পবিত্রারোপণে কৃতে ॥
উৎসবানাঞ্চ রাজায়ং পবিত্রারোপণো বিধিঃ ।
ব্রহ্মহা শুধ্যতে তত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৮
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং যদুক্তং নগনন্দিনি ।
পবিত্রারোপণে পুণ্যং দর্শনে তু তথা স্মৃতম্ ॥
শূদ্রৈর্বাথ মহাভাগে পবিত্রারোপণো বিধিঃ ।
কৃতো যৈর্ভক্তিভাবেন তে বৈ ধন্যতমাঃ স্মৃতাঃ
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সৌভাগ্যো ধরণীতলে ।
ময়া তু যা কৃতা ভক্তি র্বৈষ্ণবী মুক্তিদায়িনী ॥৪১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পবিত্রারোপণং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

করিতে হয়। পরে গায়ত্রী * কিংবা স্বমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পবিত্র দান করিবে। অনন্তর বিষ্ণুর প্রসন্নতাজনক মহতী পূজা কর্ত্তব্য। হে দেবি! ঐরূপ পূজা করিলে পরমাত্মা বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া থাকেন। চতুর্দ্দিকে যথাবিধি দীপমালা চতুর্ব্বিধ অন্ন, নৈবেদ্য, এবং অর্চ্চিত পবিত্র সকল প্রদান করিতে হয়। হে শোভনে! অনন্তর বিশেষ ভক্তিসহকারে, গুরুপূজা কর্ত্তব্য। বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা গুরুপূজা করিয়া পরে পবিত্র ধারণ করিবে। অনন্তর তথায় উপস্থিত বৈষ্ণবদিগকে তাম্বূলাদি এবং অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণকে কর্ম্মার্পণ করিবে। বলিবে—হে কেশব! আমি মন্ত্র ক্রিয়া ও ভক্তিহীন ভাবে আপনাকে যে পূজা করিয়াছি, তাহা সম্যক্ সম্পূর্ণ হউক। অনন্তর পবিত্রারোপণ-বিধির উদ্‌যাপন করিয়া ইষ্টবন্ধু বা বৈষ্ণব বিপ্রগণ সহ মৃষ্ট অন্ন স্বয়ং ভোজন করিবে। যে সকল দ্বিজোত্তম এই দিব্য পূজা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগতে চন্দ্র সূর্য্য যতদিন বিরাজ করেন, পবিত্রারোপণকর্ত্তা ততকাল এ সংসারে সগৌরবে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে যে কিছু দান ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, পবিত্রারোপণ করিলে, সেই সকলই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই পবিত্রারোপণ-বিধি উৎসবসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ উৎসব অনুষ্ঠানে ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও শুদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে নগনন্দিনি! পবিত্রারোপণে, কিংবা উহা দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইহা তোমায় ত্রিসত্য করিয়া কহিলাম। হে মহাভাগে! যে সকল শূদ্র ভক্তিভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠান করে, জানিবে—তাহারাও ধন্যতম হইয়া থাকে। আমি মুক্তি-দায়িনী বৈষ্ণবী ভক্তি করিয়াছি; অতএব

* গায়ত্রী মূলে দ্রষ্টব্য।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মহেশ্বর উবাচ।

চৈত্রে তু চম্পকেনৈব জাতীপুষ্পেণ বা পুনঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥ ১
দমনকৈর্মরুকৈশ্চৈব বিল্বপুষ্পৈরথাপি বা।
পূজয়েজ্জগতামীশং বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্॥ ২
শতপত্রৈস্তথা দিব্যৈ রক্তৈর্ব্বা সুসমাহিতঃ।
পূজয়ন্তি নরা বিষ্ণুং চৈত্রে মাসি সুরেশ্বরি॥ ৩
বৈশাখে তু সদা দেবি হ্যর্চ্চনীয়ো মহৎপ্রভুঃ।
কেতকীপত্রমাদায় বৃষস্থে চ দিবাকরে॥ ৪
যেনার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা প্রীতো মন্বন্তরং শতম্
জ্যৈষ্ঠে মাসে তু সম্প্রাপ্তে নানাপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ॥
পূজিতে দেবদেবেশে সর্ব্বে দেবাঃ সুপূজিতাঃ
কৃত্বা পাপসহস্রাণি মহাপাপশতানি চ॥ ৬
তেঽপি যাস্যন্তি ভো দেবি যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ
আষাঢ়ে মাসি সম্প্রাপ্তে পূজাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ
করবীরৈ রক্তপুষ্পৈস্তথাব্জৈর্ব্বা সদা নরাঃ।
পূজাং কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোস্তে জ্ঞেয়াঃ পুণ্যভাগিনঃ॥
জাতরূপনিভৈর্ব্বিষ্ণুং কদম্বকুসুমৈস্তথা।
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং শৌরিজং ভয়ম্॥ ৯
ঘনাগমে ঘনশ্যামঃ কদম্বকুসুমার্চ্চিতঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥১০
যথা পদ্মালয়াং প্রাপ্য প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
কদম্বকুসুমং লব্ধ্বা প্রীতো ভবতি লোকধৃক্॥
তুলসী-কৃষ্ণতুলসী-বঞ্জুলৈর্ব্বা সুরেশ্বরি।
সর্ব্বদা পূজিতো বিষ্ণুঃ কষ্টং হরতি নিত্যশঃ॥
শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
অতসীপুষ্পমাদায় তথা দূর্ব্বাদলেন তু॥ ১৩
নানাপুষ্পৈর্বিশেষেণ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
দদাতি বিপুলান্ কামান্ যাবদাভূতসম্প্লবম্॥১৪

এ ধরাতলে আমি ধন্য, কৃতকৃত্য এবং সৌভাগ্য-সম্পন্ন। ৩০—৪১।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

মহেশ্বর কহিলেন,—চৈত্র মাসে ক্লেশ-নাশন কেশবকে চম্পক ও জাতী পুষ্প দ্বারা প্রযত্নে পূজা করিতে হয়। এই মাসে জগদীশ বিষ্ণুকে দমনক, মরুক, বিল্বপুষ্প ও দিব্য রক্তপদ্ম দ্বারা সুসমাহিতভাবে পূজা করা কর্ত্তব্য। হে সুরেশ্বরি! নরগণ চৈত্র মাসে ঐ সকল পুষ্পোপহারে বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। হে দেবি! বৈশাখে বৃষস্থ দিবাকরে কেতকী পত্র লইয়া নিত্য মহা-প্রভুর অর্চ্চনা করিতে হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে উক্ত পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, হরি তাহার প্রতি শত মন্বন্তর যাবৎ প্রীত হইয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে নানা পুষ্প দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিবে। এই মাসে দেবদেব বিষ্ণু পূজিত হইলে সর্ব্বদেবই সুপূজিত হইয়া থাকেন। হে দেবি! যাহারা বিষ্ণু পূজা করে, তাহারা সহস্র পাপ ও শত শত মহাপাপ করিয়াও সলক্ষ্মীক শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করে। আষাঢ় মাস উপস্থিত হইলে বিশেষরূপ বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য। এই মাসে যে সকল নর করবীর, রক্ত পুষ্প ও পদ্ম দ্বারা সর্ব্বদা বিষ্ণুপূজা করে, তাহারা পুণ্যভাগী হইয়া থাকে। যাহারা রৌপ্যনিভ কদম্ব কুসুম দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করে, তাহাদের আর শনিভয় থাকে না। ১—৯। ঘনাগমে ঘনশ্যাম কৃষ্ণ কদম্ব কুসুমার্চ্চিত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করেন। মাধব লক্ষ্মীকে পাইয়া যেমন প্রীত হন, কদম্ব কুসুম লাভেও তেমনি প্রীত হইয়া থাকেন। হে সুরেশ্বরি! তুলসী কৃষ্ণতুলসী কিংবা বঞ্জুল দ্বারা সদা পূজিত হইয়া বিষ্ণু নিত্য কষ্ট হরণ করেন। শ্রাবণ মাসে যাহারা অতসী পুষ্প, দূর্ব্বাদল বা অন্য নানা পুষ্প দ্বারা বিশেষরূপে জনার্দ্দনের পূজা করে, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে চিরকাল বিপুল

ভাদ্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে শৃণু ত্বং নগনন্দিনি।
চম্পকৈর্বা শ্বেতপুষ্পৈরক্তসিন্দুরকৈস্তথা ॥১৫
কহ্লারৈর্বা মহাদেবি সর্ব্বকামফলং লভেৎ।
আশ্বিনে বৈ শুভে মাসে কর্ত্তব্যং বিষ্ণুপূজনম্
যূথিকা-নবজাতীভিস্তথা নানাবিধৈঃ শুভৈঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন ভক্তিপূর্ব্বং সদা জনৈঃ ॥১৭
পদ্মান্যেব সমানীয় যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংস্তে লভন্তে মানবা ভুবি ॥১৮
কার্ত্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে পূজনীয়ো মহেশ্বরঃ।
যাবন্তি ঋতুপুষ্পাণি দেয়ানি মাধবস্য চ ॥ ১৯
তিলানি তিলপুষ্পাণি তৈর্বা হ্যর্চ্চনকং চরেৎ।
পূজিতে সতি দেবেশি অনন্তফলমশ্নুতে ॥ ২০
বকুলপুষ্পৈঃ পুন্নাগৈশ্চম্পকৈর্বা জনার্দ্দনম্।
কার্ত্তিকে পূজয়িষ্যন্তি তে দেবা ন হি মানবাঃ ॥
মার্গশীর্ষে প্রযত্নেন পূজনীয়ঃ সদা প্রভুঃ।
নানাপুষ্পৈঃ সনৈবেদ্যৈর্ধূপৈর্নীরাজনৈস্তথা ॥
মার্গশীর্ষে বিশেষেণ দিব্যৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ
পৌষমাসে মহাদেবি হ্যর্চ্চনং শুভদং স্মৃতম্ ॥
নানাতুলসীপত্রৈশ্চ মৃগনাভিজলৈস্তথা।
মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে নানাপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ
পূজিতে দেবদেবেশে বাঞ্ছিতং লভতে ধ্রুবম্।
কর্পূরজা তথা পূজা নানানৈবেদ্যমোদকৈঃ ॥২৫
ফাল্গুনে চৈব সম্প্রাপ্তে হ্যর্চ্চনং মাধবস্য চ।
কৃত্বা বাসন্তিকীং পূজাং পুষ্পাণ্যাদায় সর্ব্বশঃ ॥
নবীনৈর্ব্বাথ দেবেশি সর্ব্বৈর্বা পূজয়েত্ততঃ।
পূজিতে তু জগন্নাথে বৈকুণ্ঠপদমব্যয়ম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং শ্রীবিষ্ণোশ্চ
প্রসাদতঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাসিকপুষ্পার্চ্চনং নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

কাম প্রদান করিয়া থাকেন। হে নগনন্দিনি! শ্রবণ কর, ভাদ্র মাসে চম্পক, শ্বেত পুষ্প, রক্ত সিন্দূরক বা কহ্লার দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিয়া মানব সর্ব্বকামফল প্রাপ্ত হয়। শুভ আশ্বিন মাসে যূথিকা, নবজাতী ও নানাবিধ শুভ কুসুম দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিবে। ভক্তিভরে সর্ব্বদা সযত্নে এই মাসে জনগণের বিষ্ণু পূজা কর্ত্তব্য। যে সকল মানব পদ্মসমূহ আনয়ন করিয়া জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে মহেশ্বরের পূজা করিতে হয়। যাবতীয় ঋতুপুষ্প এ মাসে মাধবকে প্রদান করিবে। অথবা তিল কিংবা তিলকুসুম দ্বারা কার্ত্তিকে কেশবার্চ্চনা কর্ত্তব্য। হে দেবেশি! কেশব এ সময়ে পূজিত হইলে, পূজক অনন্ত ফল ভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা কার্ত্তিক মাসে বকুল, পুন্নাগ ও চম্পক দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করে, তাহারা মানব নহে—দেবতা। মার্গশীর্ষে অতি যত্ন সহকারে নানাবিধ পুষ্প, নৈবেদ্য, ধূপ, নীরাজন ও অন্যান্য দিব্য কুসুম দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিবে। হে মহাদেবি! পৌষ মাসে নানা তুলসীপত্র ও মৃগনাভিজল দ্বারা কেশবের সম্যক্ অর্চ্চন শুভপ্রদ। মাঘ মাসে নানা পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। নানা নৈবেদ্য, মোদক ও কর্পূর দ্বারা মাঘে দেবদেব পূজিত হইলে নিশ্চয় বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফাল্গুন মাসে মাধবের অর্চ্চনা করিতে হয়। সর্ব্ব প্রকার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া এ মাসে বসন্তকালীন পূজা করিবে। হে দেবেশি! নব নব বিবিধ কুসুমে মাধবের অর্চ্চনা করিতে হয়। জগন্নাথ এ সময়ে পূজিত হইলে মানব শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদে নিত্য অব্যয় বৈকুণ্ঠপদ লাভ করে। ১০—২৭।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৭।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

একদা দ্বারকামাগাদৃষিঃ কৃষ্ণদিদৃক্ষয়া।
পুষ্পাণ্যাদায় দিব্যানি কল্পবৃক্ষোত্থিতানি চ॥
নারদং স্বাগতেনাসৌ কৃষ্ণঃ সৎকর্তুমাচরৎ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিত্যুবাচাসনং দদৎ॥ ২
নারদস্তানি পুষ্পাণি কৃষ্ণায়োপাজহার চ।
কৃষ্ণঃ ষোড়শসাহস্রস্ত্রীভ্যস্তানি ব্যভজ্যত॥ ৩
বিস্মৃত্য সত্যভামান্ত সর্বাভ্যস্তান্যদাৎ প্রভুঃ।
সত্যভামা ততঃ ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারং সমাবিশৎ॥
সমাজ্ঞায় ততঃ কৃষ্ণস্তত্র গত্বা সমাহিতঃ।
সত্যভামাং মানয়িত্বা গরুড়ং মনসা স্মরন্॥ ৫
স্মৃতমাত্রস্থ গরুড়স্তদাগত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
আরুহ্য বেগাৎ পত্রন্তমিত্যুবাচ প্রিয়াং প্রভুঃ॥
সত্যে ত্বং মা কৃথাঃক্রোধস্ত্বৎকৃতে দৈবতৈঃ সহ
বিরুধ্য দেবরাজানং রোপয়িষ্যে তবাঙ্গনে॥৭
কল্পদ্রুমং মহাভাগেঽপরাধং মে ক্ষমাং কুরু।
ইতি কৃত্বা প্রতিজ্ঞান্ত কৃষ্ণঃ স সত্যভাময়া॥ ৮
দেবলোকমগাত্তূর্ণং যত্র দেবঃ স বৃত্রহা।
যাচিতঃ কল্পবৃক্ষার্থমুত্তরং দত্তবান্ প্রভুম্॥ ৯
নায়ং দেবদ্রুমো ভূম্যাং প্রাপ্তুং যোগ্যস্ত্বয়া
প্রভো।
তদা ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্বৃক্ষমুৎপাট্য মূলতঃ॥১০
বাহমারোপয়ামাস বেগেন বলবত্তরঃ।
তদা বজ্রধরো বেগাদ্বজ্রমুদ্যম্য বীর্য্যবান্॥ ১১
গরুড়ং তাড়য়ামাস কল্পবৃক্ষং ত্যজেরিতি।
তদা পত্ররথঃ পত্রং কুলিশস্যাপি গৌরবাৎ॥১২
একং বিসর্জ্জয়ামাস ত্বরয়া প্রজগাম চ।
তেন বজ্রপ্রহারেণ ত্রয়োঽভূবন্ পতত্রিণঃ॥ ১৩
ময়ূরো নকুলশ্চাষঃ কৃষ্ণো দ্বারবতীমগাৎ।
আগত্য সত্যভামায়া গৃহে চৈনমরোপয়ৎ।
তদৈব নারদোঽভ্যাগাৎ সত্যয়া মানিতো বহু॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—একদা নারদ ঋষি কল্প তরুজাত দিব্য দিব্য পুষ্প লইয়া কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকা গমন করেন। কৃষ্ণ স্বাগত-সম্ভাষণে নারদের সৎকার করিয়া আসন দানান্তে বলিলেন,—ঋষে! এই আপনার পাদ্য-অর্ঘ্য লউন। নারদ তখন সেই সকল পুষ্প কৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই পুষ্পসমূহ তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে বণ্টন করিয়া দিলেন। বণ্টনকালে তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামাকে ভুলিয়া যান, পরন্তু অন্যান্য সকল স্ত্রীকেই উহা প্রদান করেন। তাহাতে সত্যভামা ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া সাবধানে সত্যভামার নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া মনে মনে গরুড়কে স্মরণ করিলেন। স্মৃত-মাত্র গরুড় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ সত্বর গরুড়ে আরোহণ করিয়া প্রিয়া সত্যভামাকে বলিলেন,—অয়ি সত্যে, মহাভাগে! ক্রোধ করিও না; আমি তোমার জন্য দেবরাজ সহ বিরোধ করিয়া কল্পদ্রুম আনয়নপূর্ব্বক তোমার অঙ্গনে রোপণ করিব। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। কৃষ্ণ সত্যভামার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবলোকে দেবরাজনিকটে সত্বর গমনপূর্ব্বক কল্পবৃক্ষার্থ প্রার্থনা জানাই-লেন। ১—৯। দেবরাজ প্রত্যুত্তরে বলি-লেন,—প্রভো! এই দেবদ্রুম ভূলোকে আপনি পাইতে পারেন না। তখন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কল্পবৃক্ষ আমূলে উৎ-পাটনপূর্ব্বক সবেগে গরুড়োপরি উঠাইয়া লইলেন। তখন বজ্রধর বেগে বজ্রোত্তোলন করিয়া গরুড়কে তাড়ন করিলেন। গরুড় ইন্দ্রবজ্রের গৌরব রক্ষার্থ একটী মাত্র পত্র পরিত্যাগ করিয়া সত্বর ধাবিত হইলেন। সেই বজ্র প্রহারে ময়ূর, নকুল এবং চাষ এই তিনটী পক্ষী উৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীতে গিয়া পৌছিলেন এবং সত্যভামার গৃহে গিয়া উহা রোপণ করিলেন। সেই সময়েই নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। সত্যভামা

সত্যভামোবাচ।

ঈদৃশঃ কল্পবৃক্ষোঽয়ং পতিরেতাদৃশঃ প্রভুঃ।
ভবে ভবে কথং প্রাপ্যস্তদাখ্যাতু ভবান্ মম
ইতি পৃষ্টস্তদা প্রাহ নারদো মুনিসত্তমঃ।
প্রাপ্যতে সত্যভামেঽয়ন্তুলাপুরুষদানতঃ ॥১৬
সত্যভামা তদা কৃষ্ণং কল্পবৃক্ষসমন্বিতম্।
নারদায়ৈব সা প্রাদাত্তোলয়িত্বা বিধানতঃ।
সর্ব্বোপস্করমাকৃষ্য নারদাস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ১৭

সূত উবাচ।

স্ত্রিয়ঃ পতিমথামন্ত্র্য গতে দেবর্ষিসত্তমে।
হর্ষোৎফুল্লাননা সত্যা বাসুদেবমথাব্রবীৎ ॥১৮

সত্যভামোবাচ।

ধন্যাস্মি কৃতকৃত্যাস্মি সফলং জীবিতঞ্চ মে।
মজ্জননি নিদানে চ ধন্যৌ তৌ পিতরৌ মম ॥
যৌ মাং ত্রৈলোক্যসুভগাং জনয়ামাসতুর্ধ্রুবম্
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণাং বল্লভাহং যতস্তব ॥ ২০
যস্মান্ময়াদিপুরুষঃ কল্পবৃক্ষসমন্বিতঃ।
যথোক্তবিধিনা সম্যঙ্নারদায় সমর্পিতঃ ॥২১

যদ্বার্ত্তামপি জানন্তি ভূমিসংস্থা ন জন্তবঃ।
সোঽয়ং কল্পদ্রুমো গেহে মম তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্
ত্রৈলোক্যাধিপতেশ্চাহং শ্রীপতেস্ত্যতিবল্লভা।
অতোঽহং প্রষ্টুমিচ্ছামি কিঞ্চিত্ত্বাং মধুসূদন ॥২৩
যদি ত্বং মৎপ্রিয়করঃ কথয়স্বাত্র বিস্তরাৎ।
শ্রুত্বা তচ্চ পুনস্তাহং করোমি হিতমাত্মনঃ। ২৪
যথা কল্পস্ত্বয়া দেব বিযুক্তা স্যাং ন কর্হিচিৎ ॥ ২৫

সূত উবাচ।

ইতি প্রিয়াবচঃ শ্রুত্বা স্মেরাস্যোঽয়ং গদাগ্রজঃ
সত্যাকরে করং কৃত্বাগমৎ কল্পতরোস্তলম্।
নিষিধ্যানুচরং লোকং সবিলাসং প্রিয়ান্বিতঃ ॥২৬
প্রহস্য সত্যামামন্ত্র্য প্রোবাচ জগতাং পতিঃ।
তৎপ্রীতিপরিতোষার্থং লসৎপুলকিতাঙ্গজঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ন মে ত্বত্তঃ প্রিয়তমা কাচিদন্যা নিতম্বিনী।
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণাং প্রিয়ে প্রাণসমা হ্যসি ॥ ২৮

তাঁহাকে বহু সম্মান করিলেন এবং বলিলেন —ঋষে! এইরূপ কল্পবৃক্ষ আর এতাদৃশ পতি প্রতিজন্মে কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট বলুন। সত্যভামা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিসত্তম নারদ তখন বলিলেন,—সত্যভামে! তুলাপুরুষ দান করিলে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণকে কল্পবৃক্ষ সহ যথাবিধি তোলিত করিয়া নারদকে প্রদান করিলেন। নারদ সর্ব্বদ্রব্য গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রয়াণ করিলেন। সূত কহিলেন,—দেবর্ষিপ্রবর প্রস্থান করিলে সত্যভামা হর্ষোৎফুল্ল মনে শ্রীপতি বাসুদেবকে কহিলেন,—আমি ধন্যা, কৃতকৃত্যা; আমার জীবন সফল; আমার জন্ম হেতু মদীয় পিতা-মাতাও ধন্য। তাঁহারা আমাকে ত্রিলোকসুন্দরী করিয়া উৎপাদন করিয়াছেন; তাই ষোড়শ সহস্র স্ত্রীমধ্যে আমিই আপনার প্রিয়তমা। আমি কল্পবৃক্ষ সহ আদি পুরুষকে যথোক্ত বিধানে নারদের হস্তে সম্যক্ সমর্পণ করিয়াছি। ভূতলস্থ জীবগণ যাহার সংবাদমাত্র জানে না; সেই কল্পদ্রুম সম্প্রতি আমার গৃহে অবস্থিত। ত্রৈলোক্যাধিপতি শ্রীপতির আমি অতি প্রিয়া; অতএব হে মধুসূদন! আমি আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি আমার প্রিয়কারক হন, তাহা হইলে বিস্তৃতরূপে তাহার উত্তর প্রদান করুন। উহা শুনিয়া যাহাতে আপনার সহিত আমি আকল্প অবিমুক্ত থাকি, তাহার নিমিত্ত আত্মহিত আচরণ করিবে।১—২৫। সূত কহিলেন,—প্রিয়ার এই বাক্য শুনিয়া গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য বদনে তদীয় করে কর স্থাপনপূর্ব্বক কল্পতরুর তলে গমন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোনই অনুচর গমন করিল না। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিয়া সবিলাসে প্রিয়ার সহিত চলিলেন। প্রিয়ার প্রীতি পরিতোষার্থ তদীয় অঙ্গ পুলকিত হইল। জগৎপতি হাস্য করিয়া সত্যভামাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! তোমা অপেক্ষা অন্য কোন নারীই

ত্বদর্থং দেবরাজেন বিরোধো দৈবতৈঃ সহ।
ত্বয় যৎপ্রার্থিতং কান্তে শৃণু যচ্চ মহত্তবেৎ ॥২৯
অদেয়মথবাকার্য্যমকথ্যমপি যৎ পুনঃ।
ত্বৎকৃতস্ত কথং প্রশ্নং কথয়ামি ন তু প্রিয়ে।
পৃচ্ছস্ব সর্ধং কথয়ে যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩০

সত্যোবাচ।

দানং ব্রতং তপো বাপি কিন্নু পূর্ব্বং ময়া কৃতম্
যেনাহং মর্ত্ত্যজা মর্ত্ত্যে ভবানীবাভবং কিল॥
তবাঙ্গার্দ্ধহরা নিত্যং গরুড়োপরিগামিনী।
ইন্দ্রাদিদেবতাবাসমগমঞ্চ ত্বয়া সহ॥ ৩২
অতস্থাং প্রষ্টুমিচ্ছামি কিং কৃতস্ত ময়া শুভম্।
জন্মান্তরে চ কিংশীলা কা চাহং কস্য কন্যকা॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণুষ্বৈকমনাঃ কান্তে যত্ত্বং বৈ পূর্ব্বজন্মনি।
পুণ্যং ব্রতং কৃতবতী তৎসর্ব্বং কথয়ামি তে ॥৩
আসীৎ কৃতযুগস্যান্তে মায়াপুর্য্যাং দ্বিজোত্তমঃ।
আত্রেয়ো দেবশর্ম্মেতি বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥৩৫
আতিথেয়োঽগ্নিশুশ্রূষুঃ সৌরব্রতপরায়ণঃ।
সূর্য্যমারাধয়ন্নিত্যং সাক্ষাৎ সূর্য্য ইবাপরঃ ॥৩৬
তস্যাতিবয়সশ্চাসীন্নাম্না গুণবতী সুতা।
অপুত্রঃ স স্বশিষ্যায় চন্দ্রনাম্নে দদৌ সুতাম্ ॥৩৭
তমেব পুত্রবন্মেনে স চ তং পিতৃবদ্বশী।
তৌ কদাচিদ্বনং যাতৌ কুশেধ্মহরণার্থিনৌ ॥ ৩৮
হিমাদ্রিপাদজবনে চেরতুস্তৌ যতস্ততঃ।
তৌ ততো রাক্ষসং ঘোরমায়ান্তং সমপশ্যতাম্
ভয়বিহ্বলসর্ব্বাঙ্গাবসমর্থৌ পলায়িতুম্।
নিহতৌ রক্ষসা তেন কৃতান্তসমরূপিণা॥ ৪০
তৌ তু ক্ষেত্রপ্রভাবেণ ধর্ম্মশীলতয়া পুনঃ।

আমার প্রিয়তমা নহে। ষোড়শ সহস্র স্ত্রী-মধ্যে তুমিই আমার প্রাণসমা। তোমার নিমিত্তই দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণ সহ আমার বিরোধ ঘটিয়াছে। হে কান্তে! তোমার প্রার্থিত বিষয়ে আমার চরম কথা শ্রবণ কর। তোমাকে আমার অদেয়, তোমার জন্য অকার্য্য এবং তোমার নিকট অনাখ্যেয় কিছুই আমার নাই। সুতরাং হে প্রিয়ে! তোমার কৃত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আমি কেন না প্রদান করিব? তোমার মনে মনে যাহা আছে, তাহা তুমি সমস্তই আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পার। সত্যভামা কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে এমন কি দান, ব্রত বা তপস্যা করিয়াছি, যাহার ফলে মর্ত্ত্যবাসিনী-দিগের মধ্যে আমি ভবানীর ন্যায় সৌভাগ্য-শালিনী হইয়াছি। আমি ভবদীয় অর্দ্ধাঙ্গ-হারিণী হইয়া গরুড়োপরি গমন করত আপনার সহিত অনায়াসে ইন্দ্রাদি দেবতার আবাসে গমন করিয়া থাকি। এই নিমিত্ত আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জন্মান্তরে আমি কিরূপ শুভ কর্ম্ম করিয়াছি? সেখানে আমার কিরূপ স্বভাব ছিল? আমি কাহার কন্যা ছিলাম? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে কান্তে! তুমি পূর্ব্বজন্মে যাহা ছিলে, একমনে শ্রবণ কর; তৎকালে তোমা কর্ত্তৃক যে পুণ্যব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সমুদায়ও বলিব। ২৬—৩৪। কৃতযুগের অবসানে মায়াপুরীতে দেবশর্ম্মা নামে এক অত্রিগোত্রীয় দ্বিজোত্তম ছিলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারগ, আতিথেয়, অগ্নি-সেবক, সৌরব্রতরত, সূর্য্যারাধনাকারী এবং সাক্ষাৎ দ্বিতীয় সূর্য্যবৎ বিরাজমান। তাঁহার প্রবীণ বয়সে গুণবতীনাম্নী এক কন্যা-সন্তান উৎপন্ন হয়। অপুত্রক দেবশর্ম্মা চন্দ্র নামক স্বীয় শিষ্যকে সেই কন্যা সম্প্রদান করেন। চন্দ্র তাঁহাকে পিতার ন্যায় এবং তিনি চন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতে-ছিলেন। একদা তাঁহারা কুশ কাষ্ঠ আহ-রণার্থে বনে গমন করিলেন, এবং যাইতে যাইতে হিমাদ্রির পাদদেশস্থ বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেখানে এক ঘোর-রূপী রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রাক্ষস দর্শনে তাঁহারা ভয়বিহ্বল হইলেন, পালাইবার সামর্থ্য তাঁহাদের রহিল না। তখন কৃতান্তোপম রাক্ষস তাঁহাদি-গকে নিহত করিল। তাঁহারা অত্যন্ত ধর্ম্মশীল ছিলেন, এবং তাঁহাদের মৃত্যুস্থানও

বৈকুণ্ঠভবনং নীতৌ মৎপার্ষদৈর্মৎসমীপগৈঃ ॥৪১
যাবজ্জীবন্তু যত্তাভ্যাং সূর্য্যপূজাদিকং কৃতম্ ।
তেন বৈ কর্ম্মণা তাভ্যাং সুপ্রীতোঽহং কিলা-
ভবম্ ॥ ৪২
শৈবাঃ সৌরাশ্চ গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ
মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা ॥ ৪৩
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়ন্নামভিঃ কিল ।
দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদ্যাহ্বাননামভিঃ ॥
ততশ্চ তৌ মদ্ভবনাধিবাসিনৌ
বিমানযানৌ রবিবর্চ্চসাবুভৌ ।
মত্তুল্যরূপৌ মম সন্নিধানগৌ
দিব্যাঙ্গনাচন্দনভোগভোগিনৌ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সত্যভামায়াস্তুলা-
পুরুষদানং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮॥

মাহাত্ম্যমণ্ডিত ছিল, তাই মৎসন্নিধিস্থ মদীয় অনুচরগণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠভবনে লইয়া গেল। তাঁহারা যাবজ্জীবন সূর্য্যপূজাদি করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মফলে আমি তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হই। বর্ষাজল যেমন সাগর প্রাপ্ত হয়, শৈব সৌর গাণপত্য বৈষ্ণব ও শক্তিপূজকগণও সেইরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন একই দেবদত্ত পুত্রাদি বিবিধ আহ্বান-নামে কীর্ত্তিত, তেমনি একই আমি বহু নামে ক্রীড়া করত পঞ্চধা সমুৎপন্ন। অনন্তর তাঁহারা বিমানারোহণে গিয়া আমার ভবনেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আমার ন্যায় রূপ হইল। তাঁহারা দিব্যাঙ্গনা ও চন্দন-ভোগভোগী হইয়া আমার নিকটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৫—৪৫।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।৮৮।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
ততো গুণবতী শ্রুত্বা রক্ষসা নিহতাবুভৌ।
পিতৃভর্তৃজদুঃখার্ত্তা করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ১
গুণবত্যুবাচ ।
হা নাথ হা পিতস্ত্যক্ত্বা গচ্ছতং ক্ব ময়া বিনা।
বালাহং কিং করোম্যদ্য হ্যনাথা ভবতা বিনা ॥২
কোঽনু মামাশ্রিতাং গেহে ভোজনাচ্ছাদনা-
দিভিঃ।
অকিঞ্চিৎকুশলাং স্নেহাৎ পালয়িষ্যতি দুঃখিতাম্
হতভাগ্যা হতসুখা হতাশা হতজীবিতা।
শরণং কং ব্রজাম্যদ্য ত্বন্নাথা বত বালিশা ॥ ৪
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
এবং বহু বিলপ্যাথ কুররীব ভৃশাতুরা।
পপাত ভূমৌ বিকলা রম্ভা বাতহতা যথা ॥ ৫
চিরাদাশ্বস্য সা ভূমৌ বিলপ্য করুণং বহু।
নিমগ্না দুঃখজলধৌ শোকার্ত্তা সমবর্ত্তত ॥ ৬
সা গৃহোপস্করান্ সর্ব্বান্ বিক্রীয় শুভকর্ম্মকৃৎ।

ঊননবতিতম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—অনন্তর গুণবতী রাক্ষসহস্তে পিতা ও পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক শোকার্ত্ত হইয়া করুণ ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গুণবতী কহিলেন,—হা নাথ, হা পিতঃ। আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনারা কোথায় গেলেন? আমি অনাথা অবলাভর্তৃবিনা কি করিব? দুঃখিনী অক্ষমা আমি কে, আমায় গৃহে ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা প্রতিপালন করিবে? আমি হতভাগ্যা, হতসুখা, হতাশা, হতজীবিতা, কাহার আশ্রয় লইব? হে নাথ! আমি অবোধ বালা, আমায় রক্ষা কর। ১—৪। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—অতি দুঃখিতা গুণবতী কুররীর ন্যায় এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া বাতহতা রম্ভার ন্যায় ভূপতিত হইল এবং বহুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া বহু করুণ বিলাপ করত দুঃখসাগরে নিমগ্না ও শোকার্ত্তা হইয়া পড়িল। অনন্তর

তয়োশ্চক্রে যথাশক্তি পারলৌকিকসৎক্রিয়াম্
তস্মিন্নেব পুরে বাসং চক্রে প্রভৃতি জীবিতম্
বিষ্ণুভক্তিপরা শান্তা সত্যশৌচা জিতেন্দ্রিয়া ॥
ব্রতদ্বয়ং তয়া সম্যগা জন্মমরণাৎ কৃতম্।
একাদশীব্রতং সম্যক্ সেবনং কার্ত্তিকস্য চ ॥ ৯
এতদ্‌ব্রতদ্বয়ং কান্তে মমাতীব প্রিয়ঙ্করম্।
ভুক্তিমুক্তিকরং সম্যক্ পুত্রসম্পত্তিকারকম্ ॥১০
কার্ত্তিকে মাসি যে নিত্যং তুলাসংস্থে দিবাকরে
প্রাতঃস্নাস্যন্তি তে মুক্তা মহাপাতকিনোঽপি চ
সম্মার্জ্জনং গৃহে বিষ্ণোঃ স্বস্তিকাদিনিবেদনম্।
বিষ্ণুপূজাং প্রকুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥
স্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনসেবনম্।
কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বন্তি তে নরা বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৩
ইত্থং দিনত্রয়মপি কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বতে।
দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্মতঃ কৃতম্

শুভ কর্ম্মকারিণী গুণবতী গৃহের দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যথাশক্তি তাঁহাদের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা করিল এবং সেই পুরেই আজীবন বাস করিতে লাগিল। গুণবতী বিষ্ণুভক্তিপরা, শান্তা, সত্য-শৌচযুতা ও জিতেন্দ্রিয়া হইল। সে আজীবন দুইটী ব্রত সম্যক্ আচরণ করিতে লাগিল। উক্ত ব্রতদ্বয়ের একটীর নাম একাদশী এবং অপরটী কার্ত্তিকব্রত। অয়ি! এই দুইটী ব্রতই আমার অত্যন্ত প্রিয়ঙ্কর। উহা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ এবং পুত্রসম্পত্তিকারক। তুলাস্থ দিবাকারে কার্ত্তিক মাসে যাহারা নিত্য প্রাতঃস্নান করে, তাহারা মহাপাতকী হইলেও মুক্ত হইয়া থাকে। এই মাসে বিষ্ণু-গৃহ মার্জ্জন, বিষ্ণুগৃহে স্বস্তিকাদি নিবেদন এবং বিষ্ণুপূজন, এই সকল যাহারা করে, তাহারাই জীবন্মুক্ত নর। কার্ত্তিকে যাহারা স্নান, জাগরণ, দীপদান ও তুলসী-বন সেবন করে, সেই সকল নর বিষ্ণুস্বরূপ। এইরূপ অনুষ্ঠান যাহারা মাত্র তিন দিন কালও করে, তাহারাও দেবগণের বাঞ্ছনীয়; যাহারা আজন্ম উহা করে, তাহাদের আর

ইত্থং গুণবতী সম্যক্ প্রত্যব্দং প্রতিনীয়তে।
নিত্যং বিষ্ণোঃ পরিকরে ভক্তা তৎপরমানসা
কদাচিজ্জ্বরসা সাথ কৃশাঙ্গী জ্বরপীড়িতা।
স্নাতুং গঙ্গাং গতা কান্তে কথঞ্চিচ্ছনকৈস্তথা ॥
যাবজ্জলান্তরগতা কম্পিতা শীতপীড়িতা।
তাবৎ সা বিহ্বলাপশ্যদ্বিমানং প্রাপ্তমম্বরাৎ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-হস্তৈরাসন্নমম্বরাৎ।
বিষ্ণুরূপধরৈঃ সম্যগ্ বৈনতেয়ধ্বজাঙ্কিতৈঃ ॥১৮
আরোহয়ন্ বিমানং তমপ্সরোগণসেবিতম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাং তাং বৈকুণ্ঠমনয়ন্ গণাঃ ॥১৯
অথ সা তদ্বিমানস্থা জ্বলদগ্নিশিখোপমা।
কার্ত্তিকব্রতপুণ্যেন মৎসান্নিধ্যগতাভবৎ ॥২০
অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং যথা প্রার্থনয়া ভুবম্।
আগচ্ছতা গণাঃ সর্ব্বে যাতাস্তেঽপি ময়া সহ ॥
এতেঽপি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণাএব ভামিনি।
পিতা তে দেবশর্ম্মাভূৎ সত্রাজিদধিপো হ্যয়ম্ ॥

কথা কি? যাহা হউক, গুণবতী এইরূপে নিত্য বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুর প্রীতি আচরণে তৎপর চিত্ত হইয়া এক এক বৎসর অতিবাহিত করিতে লাগিল। একদা জরাতুরা জ্বরপ্রপীড়িতা কৃশাঙ্গী গুণবতী ধীরে ধীরে গঙ্গাস্নানে গমন করিল এবং জলে অবতরণ করিবামাত্র শীতার্ত্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। এই সময় গুণবতী বিহ্বল হইয়া দেখিল অম্বর হইতে এক বিমান আসিয়াছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পাণি, গরুড়ধ্বজলাঞ্ছিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধর বিষ্ণুকিঙ্করগণ তাহাতে উপবিষ্ট। তাঁহারা আসিয়া গুণবতীকে অপ্সরোগণ-সেবিত বিমানে আরোহণ করাইল এবং চামর ধরিয়া তাঁহাকে বীজন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। ৫—১৯। বিমানস্থিতা জ্বলদগ্নিশিখোপমা গুণবতী কার্ত্তিকব্রত-পুণ্য-ফলে আমার সন্নিধানে আগমন করিল। অনন্তর ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় আমি ভূতলে আসিতে উদ্যত হইলে আমার সহিত মদীয় অনুচরগণও আগমন করিল। হে ভাবিনি! এই যাদবগণ সকলেই আমার অনুচর।

যশ্চন্দ্রশর্ম্মা সোঽক্রূরস্ত্বং সা গুণবতী শুভে ।
কার্ত্তিকব্রতপুণ্যেন বহু মৎপ্রীতিবর্দ্ধনী ॥ ২৩
মম দ্বারে ত্বয়া পূর্ব্বং তুলসীবাটিকা কৃতা ।
তস্মাদয়ং কল্পবৃক্ষস্তবাঙ্গনগতঃ শুভে ॥ ২৪
কার্ত্তিকে দীপদানঞ্চ যত্ত্বয়া তু কৃতং পুরা ।
ত্বদ্দেহগেহসংস্থেয়ং তস্মাল্লক্ষ্মী স্থিরাভবৎ ॥২৫
যচ্চ ব্রতাদিকং সর্ব্বং বিষ্ণবে ভর্তৃরূপিণে ।
নিবেদিতবতী তস্মান্মম ভার্য্যাত্বমাগতা ॥ ২৬
আজন্মমরণাৎ পূর্ব্বং কার্ত্তিকে যদ্‌ব্রতং কৃতম্ ।
কদাচিদপি তেনৈব মদ্বিয়োগং ন পশ্যসি ॥ ২৭
এবং যে কার্ত্তিকে মাসি নরা ব্রতপরায়ণাঃ ।
মৎসান্নিধ্যং গতাস্তেঽপি প্রীতিদা ত্বং যথা মম
যজ্ঞদানব্রততপঃকারিণো মানবাঃ খলু ।
কার্ত্তিকব্রতপুণ্যস্য নাপ্নুবন্তি কলামপি ॥ ২৯
ইত্থং নিশম্য ভুবনাধিপতেস্তদানীং
প্রাক্‌পুণ্যজন্মভববৈভবজাতহর্ষা ।
বিশ্বেশ্বরং ত্রিভুবনৈকনিদানভূতং
কৃষ্ণং প্রণম্য বচনং নিজগাদ সত্যা ॥ ৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সত্যভামা-পূর্ব্বজন্ম-বর্ণনং নামৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সত্যোবাচ ।
সর্ব্বেঽপি কালাবয়বাস্তব কালস্বরূপিণঃ ।
সমানাস্তু কথং নাথ মাসানাং কার্ত্তিকো বরঃ ॥১
একাদশী তিথীনাঞ্চ মাসানাং কার্ত্তিকঃ প্রিয়ঃ ।
কথন্তে দেবদেবেশ কারণং কিঞ্চ কথ্যতাম্ ॥২
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সত্যে শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসা ।
পৃথোর্বৈণ্যস্য সংবাদং দেবর্ষের্নারদস্য চ ॥ ৩
এবমেব পুরা পৃষ্টো নারদঃ পৃথুনা প্রিয়ে ।
উবাচ কার্ত্তিকাধিক্যে কারণং সর্ব্ববিন্মুনিঃ ॥ ৪

হে শুভে! সেই দেবশর্ম্মা তোমার পিতা সত্রাজিৎ, চন্দ্রশর্ম্মা অক্রূর, আর সেই গুণবতীই তুমি। কার্ত্তিক ব্রতের পুণ্যফলে তুমি আমার যথেষ্ট প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছ। আমার দ্বারে পূর্ব্বে তুমি তুলসীবাটিকা প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই নিমিত্ত তোমার অঙ্গনে আজ কল্পবৃক্ষ বিরাজমান। পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসে তুমি যে দীপ দান করিয়াছিলে, তাহারই ফলে তোমার দেহে গৃহে এই স্থিরা লক্ষ্মী বিরাজিতা। তুমি যেহেতু ভর্তৃরূপী বিষ্ণুকে ব্রতাদি সমস্ত নিবেদন করিয়াছিলে, তাহারই জন্য আমার ভার্য্যা হইয়াছ। পূর্ব্বে জন্মাবধি মরণান্ত তুমি যে কার্ত্তিক ব্রত করিয়াছিলে, তাই কদাচ আমার বিয়োগ দর্শন করিতেছ না। এইরূপে যে সকল নর কার্ত্তিক মাসে ব্রতপরায়ণ হয়, তাহারা আমারই সমীপে আগমন করে এবং তোমারই ন্যায় তাহারা মদীয় প্রীতিপ্রদ হয়। যজ্ঞ, দান, ব্রত ও তপস্যাকারী মানবেরা কার্ত্তিকব্রত পুণ্যের কলামাত্রও প্রাপ্ত হয় না। সত্যভামা ভুবনাধিপতির এহেন বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাগ্-জন্ম সঞ্চিত পুণ্য বৈভবে হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং ত্রিভুবনৈক-নিদানভূত বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন। ২০—৩০।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

নবতিতম অধ্যায়।

সত্যভামা কহিলেন,—আপনি কালস্বরূপী, সমস্ত কালাবয়বই আপনার সমান; কিন্তু হে নাথ! মাসমধ্যে কার্ত্তিক মাসই ভবন্মতে প্রধান হইল কেন? হে দেবদেবেশ! তিথিসমূহে একাদশী এবং মাসসমূহে কার্ত্তিক আপনার প্রিয় হইবার কারণ কি? তাহা আমার নিকট বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—অয়ি সত্যে! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, এ বিষয়ে একাগ্রমনে পৃথু বৈন্য এবং দেবর্ষি নারদের সংবাদ শ্রবণ কর। প্রিয়ে! পূর্ব্বে পৃথু এই কথাই

নারদ উবাচ।
শঙ্খনামাভবৎ পূর্ব্বমসুরঃ সাগরাত্মজঃ।
ত্রিলোকীমথনে শক্তো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫
জিত্বা দেবান্নিরাকৃত্য স্বর্গলোকান্মহাসুরঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানামধিকারাংস্তথাহরৎ ॥ ৬
তদ্ভয়াদথ তে দেবাঃ সুবর্ণাদ্রিগুহাং গতাঃ।
ন্যবসন্ বহুবর্ষাণি সাবরোধাঃ সবাসবাঃ ॥ ৭
সুবর্ণাদ্রিগুহাদুর্গসংস্থিতাস্ত্রিদশা যদা।
তদ্বশ্যা ন বভূবুস্তে তদা দৈত্যো ব্যচারয়ৎ ॥৮
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশা ময়া যদ্যপি নির্জ্জিতাঃ।
ভবন্তি বলযুক্তাস্তে করণীয়ং মমাত্র কিম্ ॥ ৯
অদ্য জ্ঞাতং ময়া দেবা বেদমন্ত্রবলান্বিতাঃ।
তান্ হরিষ্যে ততঃ সর্ব্বে বলহীনা ভবন্তি হি ॥
ইতি মত্বা ততো দৈত্যো বিষ্ণুমালক্ষ্য নিদ্রিতম্
সত্যলোকাজ্জহারাশু বেদানাঞ্চ গণং প্রভুঃ ॥১১
নীতাস্তু তেন তে বেদাস্তদ্ভয়াত্তে নিরাক্রমন্।
তোয়ে নির্বিবিশুস্তেহত্র যজ্ঞমন্ত্রসমন্বিতাঃ ॥ ১২
তান্ মার্গমাণঃ শঙ্খোহপি সমুদ্রান্তর্গতো ভ্রমন্,
ন দদর্শ ততো দৈত্যঃ কচিদেকত্র সংস্থিতান্ ॥
অথ ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুং শরণমন্বয়াৎ।
পূজোপকরণং গৃহ্য বৈকুণ্ঠভবনং গতঃ ॥ ১৪
তত্র তস্য প্রবোধায় গীতবাদ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
চক্রুর্দেবা গন্ধপুষ্পধূপদীপান্ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৫
অথ প্রবুদ্ধো ভগবাংস্তদ্ভক্তিপরিতোষিতঃ।
দদৃশে তৈঃ সুরৈস্তত্র সহস্রার্কসমদ্যুতিঃ ॥ ১৬
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ সম্পূজ্য ত্রিদশাস্তদা।
দণ্ডবৎ পতিতা ভূমৌ তানুবাচাথ কেশবঃ ॥১৭
বিষ্ণুরুবাচ।
বরদোহহং সুরগণা গীতবাদ্যাদিমঙ্গলৈঃ।
মনোঽভিলষিতান্ কামান্ সর্ব্বানেব দদামি বঃ
ইযস্য শুক্লৈকাদশ্যা যাবদুদ্বোধিনী ভবেৎ।

নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে সর্ব্ববেত্তা মুনি কার্ত্তিক মাসেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। নারদ কহিলেন,—পূর্ব্বে শঙ্খ নামে এক অসুর ছিল। শঙ্খ সাগরের আত্মজ। সেই মহাবলপরাক্রম একাকী ত্রিলোক মথনে সমর্থ। সেই মহাসুর দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সকল অধিকার হরণ করিল। তাহার ভয়ে দেবগণ সুমেরুগুহায় আশ্রয় লইলেন এবং বহু বর্ষ তথায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিলেন। দেবগণ সুমেরুর গুহাদুর্গে অবস্থিত হইয়া যৎকালে কোনরূপেই দৈত্যের বশীভূত হইলেন না, তখন দৈত্য চিন্তা করিল, যদিও আমি দেবগণকে নির্জ্জিত করিয়া তাহাদের সর্ব্বাধিকার হরণ করিয়াছি, তথাপি তাহারা এক্ষণে বলসম্পন্ন আছে। সুতরাং আমার অধুনা কি করা কর্ত্তব্য? অদ্য আমি সংবাদ পাইলাম, দেবগণ বেদমন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়াছে। অতএব আমি বেদ সকল হরণ করিব, তাহা হইলেই দেবগণ হীনবল হইয়া পড়িবে। দৈত্য এইরূপ স্থির করিয়া বিষ্ণুকে নিদ্রিত দর্শনে সত্যলোক হইতে বেদসমূহ হরণ করিল। বেদগণ হৃত হইয়া অসুরের ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক যজ্ঞমন্ত্র সহ জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শঙ্খ বেদান্বেষণার্থ সমুদ্রগর্ভে ভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না।১-১৩। এদিকে ব্রহ্মা সুরগণ সহ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন এবং নানা পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিলেন। সেখানে দেবগণ বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গার্থ গীত-বাদ্যাদি ক্রিয়া করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্ম্মুহু গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ প্রদান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ তাঁহাদের ভক্তিপরিতোষিত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। দেবগণ তখন সেই সহস্রার্ক সমপ্রভ বিষ্ণুদেবকে দর্শন করিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। কেশব দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরগণ! আপনাদের কৃত গীত বাদ্যাদি মঙ্গল ক্রিয়ায় আমি প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছি আপনাদের মনোভিলষিত সর্ব্বকাম আমি

নিশা তুর্য্যাংশশেষেণ গীতবাদ্যাদিমঙ্গলৈঃ ॥১৯
কুর্ব্বন্তি মনুজা নিত্যং ভবদ্ভির্যদ্‌যথা কৃতম্।
তে মৎপ্রিয়করা নিত্যং মৎসান্নিধ্যং ব্রজন্তি হি
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈর্ভবদ্ভির্যদ্‌যথা কৃতম্।
তদদ্ভুতগুণং যস্মাজ্জাতবঃ সুখকারণম্ ॥ ২১
বেদাঃ শঙ্খহৃতাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্ত্যুদকসংস্থিতাঃ।
তানানয়াম্যহং দেবা হত্বা সাগরনন্দনম্ ॥ ২২
অদ্য প্রভৃতি বেদাস্তু মন্ত্রবীজমখান্বিতাঃ।
প্রত্যব্দং কার্ত্তিকে মাসি বিশ্রমং ত্বপ্সু সর্ব্বদা ॥
অদ্য প্রভৃত্যহমপি ভবামি জলমধ্যগঃ।
ভবন্তোঽপি ময়া সার্দ্ধমায়ান্তু সমুনীশ্বরাঃ ॥ ২৪
কালেঽস্মিন্নেব কুর্ব্বন্তি প্রাতঃস্নানং দ্বিজোত্তমাঃ
তে সর্ব্বযজ্ঞাবভৃথৈঃ সুস্নাতাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥২৫
যে কার্ত্তিকে ব্রতং সম্যঙ্ নিত্যং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ
তে দেহান্তে ত্বয়া শক্র প্রাপ্য মদ্ভবনং সদা ॥২৬

বিঘ্নেভ্যো রক্ষণং তেষাং ত্বয়া কার্য্যং মমাজ্ঞয়া
দেয়া ত্বয়া চ বরুণ পুত্রপৌত্রাদি-সন্ততিঃ ॥ ২৭
ধনবৃদ্ধির্ধনাধ্যক্ষ ত্বয়া কার্য্যা মমাজ্ঞয়া।
মম রূপধরাঃ সাক্ষাজ্জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥ ২৮
আজন্মমরণাদ্যৈশ্চ কৃতমেতদ্‌ব্রতোত্তমম্।
যথোক্তবিধিনা সম্যক্ তে মান্যা ভবতামপি ॥
একাদশ্যাং যতশ্চাহং ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ।
অতশ্চৈষা তিথির্মান্যা সদৈব প্রীতিদা মম ॥৩০
ব্রতদ্বয়ং সম্যগিদং নরৈঃ কৃতং
কৃষ্ণস্য সান্নিধ্যদমস্তি নান্যৎ।
দানানি তীর্থানি তপাংসি যজ্ঞাঃ
স্বর্লোকদানেন সদা সুরোত্তমাঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শঙ্খাসুরবধোদ্যমো নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

প্রদান করিব। আশ্বিন মাসের শুক্রপক্ষীয় একাদশীর নাম উদ্‌বোধিনী; এই উদ্‌বোধিনী তিথির নিশাশেষে আপনারা যে গীত-বাদ্যাদি মঙ্গল ক্রিয়া করিলেন, মানবগণ নিত্য ঐরূপ করিয়া আমার প্রিয় হইবে এবং নিত্য মৎসন্নিধানে গমন করিবে। পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দ্বারা আপনারা আমার যে অর্চ্চনা করিলেন, জীবগণ এইরূপ করিলে ইহা তাহাদের সুখের কারণ হইবে। শঙ্খাপহৃত বেদ সকল জল গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। আমি সাগরনন্দন শঙ্খকে বিনাশ করিয়া সেই সকল আনয়ন করিব। অদ্য হইতে মন্ত্র-বীজমখান্বিত বেদগণ প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকমাসে জলমধ্যে বিশ্রাম লাভ করিবেন, এবং আমিও অদ্য হইতে জল-মধ্যগামী হইব। অতএব আপনারাও আমার সহিত আগমন করুন। এই কালে যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রাতঃস্নান করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সর্ব্বযজ্ঞাবভৃথে সুস্নাত হইবেন। যে সকল মানব কার্ত্তিকে নিত্য ব্রতানুষ্ঠান করে, হে শক্র! তাহারা দেহান্তে আপনার সহিত মদ্‌ভবনে উপনীত হইবে। হে বরুণ! আমার আদেশে তুমি তাহাদের বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবে এবং তাহাদিগকে পুত্রপৌত্রাদি প্রদান করিবে। হে ধনাধ্যক্ষ! তুমি তাহাদের ধনবৃদ্ধি করিয়া দিবে। সেই সকল নর মম মূর্ত্তিধর সাক্ষাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষ হইবে। হে দেবগণ! যাহারা জন্মাবধি মরণান্ত যথোক্ত বিধানে এই উত্তম ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহারা আপনাদেরও মান্য। আপনারা আমাকে একাদশীতে প্রবোধিত করিলেন, এইহেতু এ তিথি মান্যা এবং সর্ব্বদাই আমার প্রীতিপ্রদা। হে সুরোত্তমগণ! এই দুই ব্রত শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধিপ্রদ; দান, তীর্থ-পর্য্যটন, তপস্যা, যজ্ঞ বা স্বর্গলোক দান কিছুই ইহার তুল্য নহে। ১৪—৩১।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা ভগবান্ বিষ্ণুঃ শফরীতুল্যরূপধৃক্।
স পপাতাঞ্জলৌ বিন্ধ্যে নিবাসে কশ্যপস্য চ ॥১
স তং কমণ্ডলৌ ক্ষিপ্রং কৃপয়া ক্ষিপ্তবান্ মুনিঃ
তাবৎ স ন মমৌ তত্র ততঃ কূপে ন্যবেশয়ৎ ॥২
তত্রাপি ন মমৌ তাবৎ কাসারে প্রাক্ষিপৎ স তম্।
এবং স সাগরে ক্ষিপ্তস্তত্র সোঽপ্যববর্দ্ধত ॥ ৩
ততোঽবধীৎ স তং শঙ্খং বিষ্ণুর্বৈ মৎস্যরূপধৃক্
অথ তং স্বকরে ধৃত্বা বদরীবনমাগতঃ ॥ ৪
তত্রাহূয় ঋষীন্ সর্ব্বানিদমাজ্ঞাপয়দ্বিভুঃ ॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
জলান্তরে বিশীর্ণাংস্তু যূয়ং বেদান্ প্রমার্গথ।
আনয়ধ্বঞ্চ ত্বরিতাঃ সরহস্যং জলান্তরাৎ।
তাবৎ প্রয়াগে তিষ্ঠামি দেবতাগণসংযুতঃ ॥ ৬

নারদ উবাচ।
ততস্তৈঃ সর্ব্বমুনিভিস্তপোবলসমন্বিতৈঃ।
উদ্ধারিতাঃ ষড়ঙ্গাস্তে বেদা যজ্ঞসমন্বিতাঃ ॥ ৭
তেষু যাবন্মিতং যেন লব্ধং তাবন্মিতস্য হি।
স স এব ঋষির্জাতস্তদা প্রভৃতি পার্থিব ॥ ৮
অথ সর্ব্বেঽপি সঙ্গম্য প্রয়াগং মুনয়ো যযুঃ।
বিষ্ণবে স বিধাত্রে তে লব্ধান্ বেদান্ ন্যবেদয়ন্
লব্ধা বেদান্ সযজ্ঞাংস্তু ব্রহ্মা হর্ষসমন্বিতঃ।
অযজচ্চাশ্বমেধেন দেবর্ষিগণসংবৃতঃ ॥ ১০
যজ্ঞান্তে দেবদেবেশং সিদ্ধপন্নগগুহ্যকাঃ।
নিপত্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ বিজ্ঞপ্তিং তত্র চক্রিরে ॥
দেবা ঊচুঃ।
দেবদেব জগন্নাথ বিজ্ঞপ্তিং শৃণু নঃ প্রভো।
হর্ষকালোঽয়মস্মাকং তস্মাত্ত্বং বরদো ভব ॥ ১২
স্থানেঽস্মিন্নৃষয়ো বেদান্নষ্টান্ প্রাপুঃ পুনঃ স্বয়ম্
যজ্ঞভাগান্ বয়ং প্রাপ্তাস্ত্বৎপ্রসাদাদ্রমাপতে ॥১৩
স্থানমেতদপি শ্রেষ্ঠং পৃথিব্যাং পুণ্যবর্দ্ধনম্।

একনবতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু এই বলিয়া শফরীতুল্য মূর্ত্তি ধারণ করত বিন্ধ্যাচলে কশ্যপ মুনির অঞ্জলিমধ্যে পতিত হইলেন। মুনি কৃপা করিয়া তাহাকে স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কমণ্ডলুতে শফরীর দেহ মানাইল না; তিনি তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিলেন। সেখানে মানাইল না; দীর্ঘিকায় নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ক্রমে সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া শফরী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর মৎস্যরূপী বিষ্ণু শঙ্খাসুরকে বধ করিলেন এবং তাহাকে স্বকরে গ্রহণ করিয়া বদরীবনে আসিলেন। সেস্থানে প্রভু বিষ্ণু ঋষিগণকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—আপনারা জলান্তরে বিশীর্ণ বেদসমূহ মার্জ্জিত করুন এবং রহস্যসহ উহাদিগকে জলান্তর হইতে সত্বর আনয়ন করুন। আমি দেবগণসহ প্রয়াগে গিয়া অবস্থান করি। নারদ কহিলেন,—অনন্তর তপোবলসমন্বিত সমস্ত মুনি যজ্ঞসহ সমুদয় ষড়ঙ্গ বেদ উদ্ধার করিলেন। তাঁহার মধ্যে যে ঋষি যত পরিমাণ বেদ লাভ করিলেন, তাবৎ পরিমিত বেদেরই তিনি তখন হইতে ঋষি হইলেন। ১—৮। অনন্তর মুনিগণ সকলেই মিলিত হইয়া প্রয়াগে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট উদ্ধৃত বেদ সকল অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞসহ বেদ সকল লাভ করিয়া হর্ষান্বিত হইলেন এবং দেবর্ষিগণে অন্বিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞান্তে দেব, দেবেশ, সিদ্ধ, পন্নগ, ও গুহ্যকগণ ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বিজ্ঞাপন করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ! আমাদের বিজ্ঞপ্তি শ্রবণ করুন, এই আমাদের হর্ষকাল উপস্থিত; অতএব আপনি আমাদের প্রতি বরপ্রদ হউন। হে রমাপতে! আপনার প্রসাদে ঋষিগণ এইস্থানে নষ্ট বেদ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আমরাও

ভুক্তিমুক্তিপ্রদশ্চাস্তু প্রসাদস্তবতঃ সদা ॥ ১৪
কালোঽপ্যয়ং মহাপুণ্যো ব্রহ্মঘ্নাদিবিশুদ্ধিকৃৎ ।
দত্তাক্ষয়করশ্চাস্তু বরমেতদ্দদস্বনঃ ॥ ১৫
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।
মমাপ্যেতন্মতং দেবা যত্তবদ্ভিরুদাহৃতম্ ।
ততথাস্তু লভত্বেতদ্‌ব্রহ্মক্ষেত্রমিতি প্রথাম্ ॥১৬
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা গঙ্গামত্রানয়িষ্যতি ।
সা সূর্য্যকন্যয়া চাত্র কালিন্দ্যা সঙ্গমিষ্যতি ॥১৭
যুয়ঞ্চ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা নিবসধ্বং ময়া সহ ।
তীর্থরাজেতি বিখ্যাতং তীর্থমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১৮
দানং তপো ব্রতং হোমো জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
অনন্তফলদাঃ সন্তু মৎসান্নিধ্যপ্রদাঃ সদা ॥১৯
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বহুজন্মকৃতান্যপি ।
দর্শনাদস্য তীর্থস্য বিনাশং যান্তু তৎক্ষণাৎ ॥২০
দেহত্যাগং তথা ধীরাঃ কুর্ব্বন্তি মম সন্নিধৌ ।
মত্তনুং প্রবিশন্ত্যেব পুনর্জন্মনি নো নরাঃ ॥ ২১
পিতৃনুদ্দিশ্য যে শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্ত্যত্র সমাগতাঃ ।
তেষাং পিতৃগণাঃ সর্ব্বে যান্তু তে মৎসলোকতাম্
কালোঽপ্যেষ মহাপুণ্যং ফলদোঽস্তু সদা নৃণাম্
সূর্য্যে মকরগে প্রাতঃস্নায়িনাং পাপনাশনম্ ॥২৩
মকরস্থরবৌ মাঘে প্রাতঃস্নানং প্রকুর্ব্বতাম্ ।
দর্শনাদেব পাপানি যান্তি সূর্য্যাদ্‌যথাতমঃ ॥ ২৪
সলোকত্বং সরূপত্বং সমীপত্বং ত্রয়ং ক্রমাৎ ।
নৃণাং দদাম্যহং স্নানান্মাঘে মকরগে রবৌ ॥
যূয়ং মুনীশ্বরাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং বরদোঽস্মি বঃ ।
বদরীবনমধ্যেঽহং সদা তিষ্ঠামি সর্ব্বগঃ ॥ ২৬
অন্যত্র দশভির্বর্ষৈস্তপসাবাপ্যতে ফলম্ ।
তদত্র দিবসেনৈকেন ভবদ্ভিঃ প্রাপ্যতে সদা ॥ ২৭
স্থানস্য দর্শনং তস্য যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ ।
জীবন্মুক্তাস্তদা তেষু পাপং নৈবাবতিষ্ঠতে ॥

যজ্ঞভাগ সকল লাভ করিয়াছি। অতএব ভবৎপ্রসাদে এই স্থান পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যবর্দ্ধন ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ হউক। এই কালও ব্রহ্মঘ্নাদির বিশুদ্ধিকর মহাপুণ্যজনক এবং দত্ত বস্তুর অক্ষয়কর হউক, এই বরই আমাদিগকে প্রদান করুন। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—দেবগণ! আপনারা যাহা বলিলেন, আমারও মত ইহাই। সুতরাং এই স্থান ব্রহ্মক্ষেত্র নামে প্রথিত হউক। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ এই স্থানে গঙ্গানয়ন করিবেন, যমুনার সহিত এইখানেই গঙ্গার মিলন হইবে। আপনারা ব্রহ্মাদি সমস্ত দেব এই স্থানে আমার সহিত বাস করুন। এই তীর্থ তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত হইবে। এখানে দান তপস্যা ব্রত হোম জপ ও পূজাদি যে কিছু ক্রিয়া করা হইবে, তৎসমস্তই মৎসান্নিধ্যকর ও অনন্ত ফলপ্রদ হইবে। বহুজন্মকৃত ব্রহ্মহত্যাদি পাপও এই তীর্থদর্শনে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এখানে মৎসন্নিধানে যে সকল বিজ্ঞ লোক দেহ ত্যাগ করিবেন, তাঁহারা মৎশরীরে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। এখানে আসিয়া যাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন, তাঁহাদের পিতৃগণ মৎসালোক্য প্রাপ্ত হইবেন। এই কাল সর্ব্বদা নরগণের মহাপুণ্যফলদাতা হউক। সূর্য্য মকররাশিগত হইলে, এই স্থানে প্রাতঃস্নানকারিগণের পাপনাশ হয়। রবি মকরস্থ হইলে এখানে যাহারা প্রাতঃস্নান করে, সূর্য্যদর্শনে অন্ধকারের ন্যায় তাহাদের দর্শনমাত্রেই পাপ সকল পলায়ন করিয়া থাকে।৯—২৪। মাঘে মকরগতদিবাকরে এই তীর্থে স্নান করিলে, নরগণকে আমি আমার সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য মুক্তি প্রদান করি। হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, আমি আপনাদের প্রতি বরপ্রদ হইয়াছি। আমি সর্ব্বগ হইয়াও বদরীবনমধ্যে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি। অন্যত্র দশবর্ষ তপস্যায় যে ফল পাওয়া যায়, এখানে একদিন মাত্র তপস্যায় আপনারা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে সকল নরোত্তম সেই স্থান দর্শন করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত হন; তাঁহাদের দেহে পাপ

সূত উবাচ।
এবং দেবান্ দেবদেবস্তদুক্ত্বা
তত্রৈবান্তর্দ্ধানমাগাৎ সবেধাঃ।
দেবাঃ সর্ব্বেঽপ্যংশকৈস্তত্র তস্থু-
শ্চান্তর্দ্ধানং প্রাপুরিন্দ্রাদয়স্তে॥ ২৯
ইমাঞ্চ গাথাং শৃণুয়ান্নরোত্তমো
যঃ শ্রাবয়েদ্বাপি বিশুদ্ধচিত্তঃ।
স তীর্থরাজং বদরীবনং যৎ
কৃত্বা ফলং মাং সমবাপ্নুয়াচ্চ॥ ৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শঙ্খাসুরবধে বেদাগমে প্রয়াগমাহাত্ম্যং নামৈকনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯১॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পৃথুরুবাচ।
মহাফলং ত্বয়া প্রোক্তং মুনে কার্ত্তিকমাঘয়োঃ
তয়োঃ স্নানবিধিং সম্যগ্ নিয়মানপি নারদ।
উদ্যাপনবিধিঞ্চৈব যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ ১

নারদ উবাচ।
ত্বং বিষ্ণোরংশসঞ্জাতো নাজ্ঞাতং বিদ্যতে তব
তথাপি বদতঃ সম্যঙ্মাহাত্ম্যং শৃণু বেনজ॥ ২
আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকব্রতনিয়মং তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥ ৩
রাত্র্যাং তুর্য্যাংশশেষায়াং মুদোত্তিষ্ঠেৎ সদা ব্রতী
নৈর্ঋত্যাং সংব্রজেদ্বাসাদ্বহিঃ সোদকভাজনঃ॥
দিবাসন্ধ্যাসু কর্ণস্থব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ।
অন্তর্দ্ধায় তৃণং ভূমৌ শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা॥৫
বক্ত্রং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনশ্বাসবর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে চ রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ॥ ৬
গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় গৃহীত্বা শুচিমৃত্তিকাম্।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥ ৭
একা লিঙ্গে গুদে পঞ্চ তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যাস্তথা তিস্রস্তু পাদয়োঃ॥৮

তিষ্ঠিতে পারে না। সূত কহিলেন,—দেবদেব দেবগণকে এই কথা কহিয়া ব্রহ্মার সহিত সেই স্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবগণ অংশক্রমে সকলেই তথায় অবস্থিত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। যে নরোত্তম শুদ্ধচিত্তে এই গাথা শ্রবণ করে, বা করায়, সে তীর্থরাজ প্রয়াগ ও বদরীবনসেবার ফল এবং আমাকেও প্রাপ্ত হয়। ২৫—৩০।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯১।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

পৃথু কহিলেন,—মুনে! কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের মহাফল কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে উক্ত উভয় মাসের সম্যক্ স্নানবিধি ও নিয়মনিচয় বলুন। হে নারদ! উহার উদ্যাপনবিধিই বা কি প্রকার? তাহও আপনি যথাযথ কীর্ত্তন করুন। নারদ কহিলেন,—রাজন্! আপনি বিষ্ণুর অংশজাত; আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তথাপি হে বেননন্দন! আমি সম্যক্ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীতে কার্ত্তিকব্রতনিয়ম অতন্দ্রিতভাবে পালন করিতে হয়। ব্রতী ব্যক্তি রাত্রির তুর্য্যাংশশেষে সোৎসাহে গাত্রোত্থান করিয়া জলপাত্রহস্তে গৃহের বহির্ভাগে নৈর্ঋত দিকে গমন করিবে। দিবসে এবং সন্ধ্যায় কর্ণে যজ্ঞসূত্র রাখিয়া মৃত্তিকায় তৃণাচ্ছাদন দিয়া মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে থাকিয়া মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে।১—৫। ঐ সময়ে যত্নপূর্ব্বক বক্ত্রনিয়মন ও ষ্ঠীবন ও শ্বাসরোধ করিয়া রাখিবে। রাত্রিকালে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। পরে শিশ্ন ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া শুদ্ধ মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক এক মনে গন্ধ ও লেপক্ষয়কর শৌচ বিধান করিবে। লিঙ্গে এক, গুদে পাঁচ, বামকরে দশ, দুই হস্তে সপ্ত, এবং উভয় পদে তিনবার

এতদ্দ্বিত্রিগুণং প্রোক্তং ব্রহ্মচারিবনস্থয়োঃ।
যতেশ্চতুর্গুণং রাত্রৌ তদর্দ্ধং শৌচমাচরেৎ॥ ৯
তদর্দ্ধমপি মার্গস্থঃ স্ত্রীশূদ্রাণাং তদর্দ্ধকম্।
শৌচকর্ম্মবিহীনস্য সকলা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥১০
মুখশুদ্ধিবিহীনস্য নো মন্ত্রাঃ ফলদাঃ স্মৃতাঃ।
দন্তজিহ্বাবিশুদ্ধিঞ্চ তস্মাৎ কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥১১
আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো দেহি বনস্পতে॥১২
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য দ্বাদশাঙ্গুলকং সদা।
সমিধা ক্ষীরবৃক্ষস্য কুর্য্যাদ্দোপোষণং বিনা॥ ১৩
প্রতিপদ্দর্শনবমীষষ্ঠীশ্চার্কদিনং বিনা।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্॥ ১৪
কণ্টকীবৃক্ষকার্পাস-নির্গুণ্ডীব্রহ্মবৃক্ষজম্।
বিল্বৈরণ্ডবিগন্ধাঢ্যং বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্॥ ১৫
ততো বিষ্ণোঃ শিবস্যাপি গৃহং গচ্ছেৎ প্রসন্নধীঃ
গন্ধপুষ্পসুতাম্বূলান্ গৃহীত্বা ভক্তিতৎপরঃ॥ ১৬
তত্র দেবস্য পাদ্যার্ঘ্যাদ্যুপচারান্ পৃথক্ পৃথক্।
কৃত্বা স্তুত্বা পুনর্নত্বা কুর্য্যাদ্গীতাদিমঙ্গলম্॥ ১৭
তালবেণুমৃদঙ্গাদিধ্বনিযুক্তান্ সনৃত্যকান্।
পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ সতাম্বূলৈর্গায়নানপি চার্চ্চয়েৎ॥১৮
দেবালয়ে গানপরা যতস্তে বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তপাংসি যজ্ঞদানানি কৃতানি চ জগদ্গুরোঃ।
তুষ্টিদানি কলৌ নিত্যং ভক্ত্যা দেবস্য সৎপতে
ক্ব ত্বং বসসি দেবেশ ময়া পৃষ্টস্তু পার্থিব॥ ২০
বিষ্ণুরেবং তদা প্রাহ মদ্‌ভক্তিপরিতোষিতঃ।
নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগি াং হৃদয়ে ন চ॥
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।
সৎপুরাণকথাং শ্রুত্বা মদ্ভক্তানাঞ্চ গায়নম্॥২২
নেচ্ছন্তি যে নরা মূঢ়া মদ্দ্বেষাস্তে ভবন্তি হি।
তেষাং পূজাদিকং গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ
তেন প্রীতিং যথা যামি ন তথা মৎপ্রপূজনাৎ।
শিরীষোন্মত্তগিরিজামল্লিকাশাল্মলীভবৈঃ॥ ২৪

শৌচ করিবে। ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থগণের পক্ষে ইহার দ্বিগুণ, যতির চতুর্গুণ, এবং রাত্রিতে উহার অর্দ্ধ শৌচ বিধেয়। মার্গস্থ ব্যক্তি অর্দ্ধার্দ্ধ এবং স্ত্রী-শূদ্র তদর্দ্ধ শৌচ করিবে। শৌচকর্ম্মহীন ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্মই নিষ্ফল। যে ব্যক্তি মুখশুদ্ধিহীন, তাহার মন্ত্র সকল ফলপ্রদ নহে। এই নিমিত্ত শৌচান্তে দন্ত ও জিহ্বাশোধন কর্ত্তব্য। হে বনস্পতে! আয়ু, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু; বসু, ব্রহ্ম, প্রজ্ঞা, এবং মেধা আমাদিগকে প্রদান করুন। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্ষীরিবৃক্ষোদ্ভব দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। শ্রাদ্ধদিন, উপবাসদিন, প্রতিপৎ, অমাবস্যা, নবমী, ষষ্ঠী, রবিবার, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দিনে, দন্তধাবন নিষিদ্ধ। কণ্টকী, কার্পাস, নির্গুণ্ডী, ব্রহ্মবৃক্ষ, বিল্ব, এরণ্ড এবং, গন্ধহীন যে কোন বৃক্ষ দন্তধাবনে বর্জ্জন করিবে। অনন্তর প্রসন্নমনে বিষ্ণু বা শিবের মন্দিরে গন্ধ, পুষ্প ও উত্তম তাম্বূল, লইয়া ভক্তিভাবে গমন করিবে। তথায় অর্ঘ্যাদি উপচার সকল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দেবতাকে অর্পণ করিয়া স্তুতি-নতি করণানন্তর গীতাদি মঙ্গল-ক্রিয়া করিবে। তাল-বেণু-মৃদঙ্গাদিধ্বনিযুক্ত নৃত্যনিরত গায়কদিগকেও পুষ্প গন্ধ ও তাম্বূল দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। কেননা, দেবালয়ে গাননিরত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুরই মূর্ত্তিধারী; কলিকালে নিত্য ভক্তিযুক্ত হইয়া দান, যজ্ঞ, তপস্যা যে কিছু কার্য্য করা হয়, তৎসমস্তই জগদ্গুরুর তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে।৬—১৯। হে পার্থিব! আমি বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে দেবেশ! আপনি কোথায় বাস করেন? মদ্‌ভক্তিপরিতোষিত বিষ্ণু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিজন হৃদয়ে বাস করি না, আমার ভক্তগণ যথায় গান করে, আমি সেইখানেই বাস করিয়া থাকি। উত্তম পৌরাণিক-কথা শ্রবণ করিয়া যে সকল মূঢ়নর মদ্‌ভক্তগণের গান শ্রবণে সমুৎসুক হয় না, তাহারা আমার দ্বেষ্য হইয়া থাকে। নরগণ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সেই সকল গায়কের যে পূজা করে, তাহাতে আমি এরূপ প্রীতিলাভ করি যে, আমার

অর্কজৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বিষ্ণুর্নার্চ্চ্যস্তথাক্ষতৈঃ।
জবাকুন্দশিরীষৈশ্চ যূথিকামালতীভবৈঃ॥ ২৫
কেতকীভবপুষ্পৈশ্চ নৈবার্চ্চ্যঃ শঙ্করস্তথা।
গণেশং তুলসীপত্রৈর্দুর্গাং নৈব চ দূর্ব্বয়া॥ ২৬
মুনিপুষ্পৈস্তথা সূর্য্যং লক্ষ্মীকামো ন চার্চ্চয়েৎ।
সুগন্ধীনি প্রশস্তানি পূজায়াং সর্ব্বদৈব তু॥২৭
এবং পূজাবিধিং কৃত্বা দেবদেবং ক্ষমাপয়েৎ।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বর।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥২৮
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ।
পুনঃ ক্ষমাপয়েদ্দেবং গায়নাদ্যং ক্ষমাপয়েৎ॥২৯
বিষ্ণোঃ শিবস্যাপি চ পূজনাদিকং
কুর্ব্বন্তি সম্যঙ্‌নিশি কার্ত্তিকেয়ে।
নির্ধূতপাপাঃ সহ পূর্ব্বজৈস্তে
প্রয়ান্তি বিষ্ণোর্ভবনং মনুষ্যাঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে নিয়মবর্ণনং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯২॥

নিজের পূজায়ও সেরূপ প্রীতি আমার হয় না। শিরীষ, উন্মত্ত গিরিজা, মল্লিকা, শাল্মলী, অর্ক, বা কর্ণিকার কুসুম ও অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে নাই। জবা, কুন্দ, শিরীষ, যূথিকা, মালতী বা কেতকী পুষ্প দ্বারা শঙ্করকে অর্চ্চনা করিবে না। লক্ষ্মীকামী ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা গণেশকে, দূর্ব্বা দ্বারা দুর্গাকে এবং বক কুসুম দ্বারা সূর্য্যকে পূজা করিবে না। পূজাকার্য্যে সুগন্ধযুক্ত কুসুম সকল সর্ব্বদাই প্রশস্ত। এইরূপ পূজাবিধি সমাধা করিয়া দেবদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। বলিবে—হে সুরেশ্বর! হে দেব! আমি মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন ভাবে আপনার যে অর্চ্চনা করিয়াছি, তাহা পরিপূর্ণ হউক। অনন্তর প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক দেবতাকে ক্ষমস্ব বলিবে এবং গায়ক প্রভৃতিকে বিদায় দিবে। যাহারা কার্ত্তিক মাসের রাত্রিকালে বিষ্ণু ও শিবের সম্যক্ পূজাদি কার্য্য করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণ সহ বিষ্ণুর ভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকে। ২০—৩০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯২।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
নাড়ীদ্বয়াবশিষ্টায়াং রাত্রৌ গচ্ছেজ্জলাশয়ম্।
তিলগন্ধাক্ষতৈঃ পুষ্পৈর্দীপাদ্যৈঃ সহিতঃ শুচিঃ
মানুষে দেবখাতে চ নদ্যাং নদ্যোশ্চ সঙ্গমে।
ক্রমাদ্দশগুণং স্নানং তীর্থেঽনন্তফলং স্মৃতম্॥ ২
বিষ্ণুং স্মৃত্বা ততঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পং সবনস্য তু।
তীর্থাদিদেবতাদিভ্যঃ ক্রমাদর্ঘ্যাদি দাপয়েৎ॥৩
নমঃ কমলনাভায় নমস্তে জলশায়িনে।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে
বৈকুণ্ঠে চ প্রয়াগে চ তথা বদরিকাশ্রমে।
যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা স নিদধে পদম্॥ ৫
অতো দেবা মামবন্তু যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
তৈরেব সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্মুনিদেবসমন্বিতৈঃ॥ ৬
কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং সুরোত্তম

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—নর রাত্রির নাড়ীদ্বয় অবশিষ্ট থাকিতে তিল, গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প ও দীপাদির সহিত শুচি ভাবে জলাশয়ে যাইবে। মানুষখাতে দেবখাতে নদীতে বা নদীসঙ্গমে স্নান করিলে পর পর দশগুণ পুণ্য হয়, তীর্থস্নানে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক স্নানের সঙ্কল্প করিবে এবং তীর্থাদি দেবতাদিগকে ক্রমশঃ অর্ঘ্যাদি দান করিবে। বলিবে—হে হৃষীকেশ! আপনি কমলনিভ, জলশায়ী, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার; আপনি অর্ঘ্য গ্রহণ করুন আপনাকে নমস্কার। ১—৪। বৈকুণ্ঠে, প্রয়াগে তথা বদরিকাশ্রমে বিষ্ণু বিশিষ্টরূপে ক্রম প্রকাশ করেন, ত্রিধা পদক্ষেপ করেন, অতএব সেই সেই স্থানের দেব ও মুনিগণ আমায় রক্ষা

প্রীত্যর্থং দেবদেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥ ৭
ধ্যাত্বাহং ত্বাঞ্চ দেবেশ জলেঽস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ
তব প্রসাদাৎ পাপং মে দামোদর বিনশ্যতু ॥ ৮
নিত্যনৈমিত্তিকে কৃষ্ণে কার্ত্তিকে পাপনাশনে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে ॥ ৯
ব্রতিনা কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে ॥ ১০
স্মৃত্বা ভাগীরথীং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং জলে বিশেৎ।
নাভিমাত্রে জলে তিষ্ঠন্ ব্রতী স্নায়াদ্যথাবিধি॥
তিলামলকচূর্ণেন গৃহী স্নানং সমাচরেৎ।
বনস্থানাং যতীনাঞ্চ তুলসীমূলমৃত্তিকা ॥ ১২
সপ্তমীদর্শনবমী দ্বিতীয়া-দশমীষু চ।
ত্রয়োদশ্যাঞ্চ ন স্নায়াদ্ধাত্রীফলতিলৈঃ সহ ॥ ১৩
আদৌ কুর্য্যান্মলস্নানং মন্ত্রস্নানং ততঃপরম্।
স্ত্রীশূদ্রাণাং ন বেদোক্তৈর্মন্ত্রৈস্তেষাং পুরাণজৈঃ

স্নানমন্ত্রাঃ,—
ত্রিধাভূদ্দেবকার্য্যায় যঃ পুরা ভক্তিভাবতঃ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ পুনাতু কৃপয়াত্র মাম্ ॥ ১৫
বিষ্ণোরাজ্ঞামনুপ্রাপ্য কার্ত্তিকব্রতকারণাৎ।
রক্ষন্তু দেবাস্তে সর্ব্বে মাং পুনন্তু সদৈব তে ॥১৬
বেদমন্ত্রাঃ সবীজাস্তু সরহস্যাঃ সবীর্য্যকাঃ।
কশ্যপাদ্যাশ্চ মুনয়ো মাং পুনন্তু সদৈব তে ॥১৭
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
সসপ্তসাগরাঃ সর্ব্বে মাং পুনন্তু জলাশয়াঃ ॥ ১৮
পতিব্রতাস্ত্বদিত্যাদ্যা যক্ষাঃ সিদ্ধাঃ সপন্নগাঃ।
ওষধ্যঃ পর্ব্বতাশ্চাপি মাং পুনন্তু ত্রিলোকজাঃ ॥
এভিঃ স্নাত্বা ব্রতী মন্ত্রৈর্হস্তন্যস্তপবিত্রকঃ।
দেবর্ষীন্মানবপিতৄংস্তর্পয়েচ্চ যথাবিধি ॥ ২০
যাবন্তঃ কার্ত্তিকে মাসি বর্ত্তন্তে পিতৃতর্পণে।
তিলাস্তৎসংখ্যকাব্দানি পিতরঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥২১
ততো জলাদ্বিনিষ্ক্রম্য শুচিবস্ত্রাবৃতো ব্রতী।
প্রাতঃকালোদিতং কর্ম্ম সমাপ্যার্চ্চেদ্ধরিং পুনঃ

করুন। হে দেবদেবেশ! আমি লক্ষ্মীর সহিত আপনার প্রীতিবিধানার্থ কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান করিব, হে দেবেশ! আমি আপনাকে ধ্যান করিয়া এই জলে স্নানার্থ উদ্যত হইয়াছি; হে দামোদর! তোমার প্রসাদে আমার পাপ বিনষ্ট হউক। হে হরে! পাপহর কার্ত্তিক মাসে রাধার সহিত মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন। হে হরে! আমি কার্ত্তিক মাসে ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক বিধিবৎ স্নান করিয়াছি, আপনি রাধা সহ মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। অনন্তর ভাগীরথী, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যকে স্মরণ করিয়া জলে প্রবেশ করিবে। পরে নাভি-মাত্র জলে অবস্থান করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে। গৃহী ব্যক্তি তিল ও আমলকচূর্ণ দ্বারা স্নানাচরণ করিবেন। যতিগণের পক্ষে তুলসীমূল-মৃত্তিকা প্রশস্ত। সপ্তমী, অমা-বাস্যা, নবমী, দ্বিতীয়া, দশমী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে ধাত্রীফল ও তিলসহ স্নান করিবে না। অগ্রে মলস্নান, পরে মন্ত্রস্নান কর্ত্তব্য। স্ত্রী শূদ্রগণের পক্ষে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চার্য্য নহে, পৌরাণিক মন্ত্রই তাহাদের পক্ষে বিহিত। স্নানমন্ত্র যথা,—যিনি পূর্ব্বে দেব-কার্য্যার্থ ত্রিবিধ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বপাপঘ্ন বিষ্ণু কৃপা করিয়া আমায় পবিত্র করুন। কার্ত্তিকব্রতের অনুষ্ঠান-ফলে দেবগণ বিষ্ণুর অনুজ্ঞা লইয়া আমায় পবিত্র করুন, সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সবীজ, সরহস্য, সবীর্য্য বেদমন্ত্র সকল এবং কশ্যপাদি মুনিগণ আমায় সর্ব্বদা পবিত্র করুন। গঙ্গাদি সমস্ত সরিৎ, তীর্থ, জলদ, নদ, সপ্তসাগর ও সর্ব্ব জলাশয় আমায় পবিত্র করুন। অদিতি প্রভৃতি পতিব্রতাগণ, যক্ষ, সিদ্ধ, পন্নগ, ওষধি ও পর্ব্বত সকল সত্বর আমায় পবিত্র করুন। ৫—১৯। ব্রতী ব্যক্তি এই সকল মন্ত্রে স্নান করিয়া হস্তে পবিত্র ধারণপূর্ব্বক দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে যথাবিধি তর্পণ করিবে। কার্ত্তিক মাসে পিতৃতর্পণে যতপরিমাণ তিল দেওয়া হয়, পিতৃগণ তাবৎ সংখ্যক বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। অনন্তর ব্রতী ব্যক্তি জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শুদ্ধ বসন পরিধানান্তে প্রাতঃ-

তীর্থাদিদেবান্ সংস্মৃত্য পুনরর্চ্চা প্রদাপয়েৎ
গন্ধপুষ্পফলৈর্যুক্তো ভক্তিতৎপরমানসঃ ॥ ২৩
অর্ঘ্যমন্ত্রঃ,—
ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং দনুজেন্দ্রনিষূদন ॥ ২৪
ততশ্চ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা ভোজয়েদ্বেদপারগান্
গন্ধপুষ্পৈঃ সতাম্বূলৈঃ প্রণমেচ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৫
তীর্থানি দক্ষিণে পাদে বেদাশ্চ মুখমাশ্রিতাঃ।
সর্ব্বাঙ্গে সংস্থিতা দেবাঃ পূজিতাঃ স্যুর্দ্বিজার্চ্চনাৎ ॥ ২৬
অব্যক্তরূপিণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং ব্রাহ্মণা ভুবি।
নাবমান্যা নো বিরোধ্যাঃ কদাচিচ্ছুভমিচ্ছতা ॥
তাং বৈ হরিপ্রিয়াং দেবি তুলসীমর্চ্চয়েদ্ব্রতী
প্রদক্ষিণনমস্কারান্ কুর্য্যাদেকাগ্রমানসঃ ॥ ২৮
দেবৈস্ত্বং নির্ম্মিতা পূর্ব্বমর্চ্চিতাসি মুনীশ্বরৈঃ।
নমো নমস্তে তুলসি পাপং হর হরিপ্রিয়ে ॥ ২৯
ততো বিষ্ণুকথাং শ্রুত্বা পৌরাণীং স্নিগ্ধমানসঃ।
তং ব্রাহ্মণং মুনিং বিপ্রং পূজয়েদ্ভক্তিমান্ ব্রতী
এবং পূর্ণবিধিং সম্যক্ পূর্ব্বোক্তং ভক্তিমান্নরঃ
করোতি যঃ স লভতে নারায়ণসলোকতাম্ ॥৩১
রোগাপহং পাপবিনাশকৃৎ পরং
সদ্বুদ্ধিদং পুত্রধনাদিসাধনম্।
মুক্তের্নিদানং ন হি কার্ত্তিকব্রতা-
দ্বিষ্ণুপ্রিয়াদন্যতমং হি ভূতলে ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে স্নানবিধিবর্ণনো নাম ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
কার্ত্তিকব্রতিনাং পুংসাং নিয়মা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ
তান্ শৃণুষ্ব ময়া রাজন্ কথ্যমানান্ সমস্ততঃ ॥ ১
সর্ব্বামিষাণি মাংসানি ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা

কালোচিত যাবতীয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া পুনরায় হরিকে অর্চ্চনা করিবেন এবং ভক্তিযুক্ত চিত্তে তীর্থাদি দেবগণকে পুনরায় স্মরণ করিয়া গন্ধ-পুষ্প-ফল দ্বারা পূজা প্রদান করিবেন। অর্ঘ্য-মন্ত্র যথা—আমি কার্ত্তিক মাসে ব্রতাবলম্বনে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়াছি। হে দনুজেন্দ্রনিষূদন! মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন! অনন্তর গন্ধ পুষ্প ও তাম্বুল উপহার প্রদানান্তে ভক্তির সহিত বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিবে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণপাদে তীর্থ সকল, মুখে বেদ সকল এবং সর্ব্বাঙ্গে দেবগণ অবস্থিত; ব্রাহ্মণার্চ্চনে উঁহারা সকলেই অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ভূতলে ব্রাহ্মণগণ অব্যক্তরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ। শুভেচ্ছু ব্যক্তি কদাচ তাঁহাদিগকে অবমাননা করিবেন না, বা তাঁহাদের সহিত বিরোধ ঘটাইবেন না। পরে ব্রতী ব্যক্তি হরিপ্রিয়া তুলসী দেবীকে অর্চ্চনা করিবে এবং একাগ্রমনে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে। বলিবে;—হে হরিপ্রিয়ে তুলসি! দেবগণ তোমায় পুরাকালে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মুনীশ্বরগণ অর্চ্চনা করিয়াছেন, তোমায় আমি নমস্কার করি, তুমি আমার পাপহরণ কর। অনন্তর অনুরক্ত চিত্তে পৌরাণিক বিষ্ণুকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে মুনি ও বিপ্রগণকে পূজা করিবে। এইরূপে যে ভক্তিমান্ নর পূর্ব্বোক্ত পূর্ণ বিধি সম্যক্ অনুষ্ঠান করে, তাহার নারায়ণসালোক্য লাভ হয়। এ ভূতলে বিষ্ণুপ্রিয় কার্ত্তিকব্রত অপেক্ষা পাপ-রোগহর সদ্বুদ্ধিপ্রদ, পুত্রধনাদি-জনক, মুক্তিনিদান অন্যতম নাই। ২০—৩২।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! কার্ত্তিকব্রতী পুরুষগণের জন্য যে সকল নিয়ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

রাজমাষাদিকঞ্চাপি নৈবাদ্যাৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥২
দ্বিদলং তিলতৈলঞ্চ তথান্নমশ্রুদূষিতম্।
ভাবদুষ্টং শব্দদুষ্টং বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥ ৩
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পরদারাগমং তথা।
তীর্থে প্রতিগ্রহং নাপি গৃহ্লীয়াৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥৪
দেবদেবদ্বিজানাঞ্চ গুরোশ্চ ব্রতিনস্তথা।
স্ত্রীরাজমহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী
প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা চান্নং পর্য্যুষিতং তথা
অজাগোমহিষীক্ষীরাদন্যদুগ্ধাদি চামিষম্।
দ্বিজক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা ॥ ৭
তাম্রপাত্রস্থিতং গব্যং জলং পল্বলসংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতঞ্চান্নমামিষং তৎস্মৃতং বুধৈঃ ॥৮
ব্রহ্মচর্য্যমধঃসুপ্তিঃ পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুঞ্জীত কুর্য্যাদেবং সদা ব্রতী ॥ ৯
নরকস্য চতুর্দ্দশ্যাং তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ কারয়েৎ।
অন্যত্র কার্ত্তিকস্নায়ী তৈলাভ্যঙ্গং ন কারয়েৎ ॥
পলাণ্ডুং লশুনং শিগ্রু ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকাং মূলকং হিঙ্গুং বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী
অলাবুঞ্চাপি বৃন্তাকং কুষ্মাণ্ডং বৃহতীফলম্।
শ্লেষ্মাতকং কপিত্থঞ্চ বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবব্রতী ॥ ১২
রজস্বলান্ত্যজম্লেচ্ছপতিতব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজাতিবেদবাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥
শ্বভির্দৃষ্টঞ্চ কাকৈশ্চ সূতকান্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
দ্বিঃপাচিতঞ্চ দগ্ধান্নং বর্জ্জয়েৎ কার্ত্তিকব্রতী ॥ ১৪
তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্য-
ভোজনম্।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্যস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ ॥
এতানি বর্জ্জয়েন্নিত্যং ব্রতী সর্ব্বব্রতেষ্বপি।
কৃচ্ছ্রাদ্যাঞ্চাপি কুর্ব্বীত স্বশক্ত্যা বিষ্ণুতুষ্টয়ে ॥১৫
ক্রমাৎ কুষ্মাণ্ডবৃন্তাকং বৃহতীমূলকং তথা।
শ্রীফলঞ্চ কলিঙ্গঞ্চ ফলং ধাত্রীভবং তথা ॥ ১৬
নারিকেলং মহালাবুং পটোলং বদরীফলম্।
চর্ম্ম বৈকতকঞ্চাপি বিসং বৈ কটুফলং তথা ॥১৭
শাকান্যেতানি বর্জ্জ্যানি ক্রমাৎ প্রতিপদাদিষু
ধাত্রীফলং রবৌ তদ্বদ্বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বদা গৃহী ॥ ১৮
এভ্যোঽপি বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিদ্যদ্বিষ্ণুপ্রীতয়ে নরঃ

কার্ত্তিকব্রতী সর্ব্ববিধ আমিষ, মাংস, মধু, সৌবীরক ও রাজমাষাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। দ্বিদল, তিল তৈল, অশ্রুদূষিত ভাবদুষ্ট ও শব্দদুষ্ট অন্ন, পরান্ন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, এবং তীর্থপ্রতিগ্রহ, এই সমুদায় কার্ত্তিক-ব্রতীর বর্জ্জনীয়। এতদ্ভিন্ন দেব, দ্বিজ, গুরু, ব্রতী, স্ত্রী, রাজা ও মহৎ ব্যক্তিগণের নিন্দা কার্ত্তিকব্রতী বর্জ্জন করিবে। প্রাণ্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন চূর্ণ, ফলের মধ্যে জম্বীর, ধান্যে মসূরিকা, পর্য্যুষিত অন্ন, অজা গো ও মহিষীভিন্ন অন্য দুগ্ধ, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ক্রীত সর্ব্ববিধ রস, ভূমিজ লবণ, তাম্রপাত্রস্থ গব্য, পল্বলস্থ জল এবং আত্মার্থ পাচিত অন্ন, এই সকলই বুধগণের মতে আমিষ দ্রব্য। ব্রহ্মচর্য্য ভূশয়ন ও চতুর্থকালে পত্রাবলীতে ভোজন—কার্ত্তিকব্রতী জন সর্ব্বদা এইরূপ করিবে। কার্ত্তিকস্নায়ী ব্যক্তি নরক চতুর্দ্দশীতে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে, তদন্যত্র করিবে না। পলাণ্ডু, লশুন, শিগ্রু, ছত্রাক, গৃঞ্জন, নালিকা, মূলক, ও হিঙ্গু কার্ত্তিকব্রতী এই সকল বর্জ্জন করিবে। অলাবু, বৃন্তাক, কুষ্মাণ্ড, বৃহতীফল, শ্লেষ্মাত্মক ও কপিত্থ-, বৈষ্ণব ব্রতীর পক্ষে এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। রজস্বলা, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য দ্বিজাতি ও বেদবাহ্য ব্যক্তিবর্গের সহিত কার্ত্তিকব্রতী বাক্যালাপ করিবেন না। কুক্কুর ও কাকদৃষ্ট অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত অন্ন ও দগ্ধান্ন কার্ত্তিকব্রতীর বর্জ্জনীয়। ব্রতী ব্যক্তি সমস্ত ব্রতেই নিত্য এই সকল পরিহার করিবেন। বিষ্ণুপরিতোষণার্থ যথাশক্তি এই মাসে কৃচ্ছ্রাদিও কর্ত্তব্য।১—১৫। ব্রতী ব্যক্তির প্রতিপদাদি তিথিক্রমে পর পর কুষ্মাণ্ড, বৃন্তাক, বৃহতী, মূলক, শ্রীফল, কলিঙ্গ, ধাত্রী-ফল, নারিকেল, মহালাবু, পটোল, বদরীফল, চর্ম্মবৈকতক, বিষ ও কটুফল—এই সকল শাক পরিত্যাজ্য। গৃহী ব্যক্তি রবিবারে ধাত্রীফল বর্জ্জন করিবে। মানব বিষ্ণুর

তৎ পুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদৈব হি ॥১৯
এবমেব হি মাঘেঽপি কুর্য্যাদ্বৈ নিয়মান্ ব্রতী
হরিজাগরণং তত্র বিধিপ্রোক্তঞ্চ কারয়েৎ ॥২০
যথোক্তকারিণং দৃষ্ট্বা কার্ত্তিকব্রতিনং নরম্।
যমদূতাঃ পলায়ন্তে গজাঃ সিংহার্দ্দিতা যথা ॥২১
বরং বিষ্ণুব্রতং হ্যেতদথ যজ্ঞশতাধিকম্।
যজ্ঞকৃৎ প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং বৈকুণ্ঠং কার্ত্তিকব্রতী ॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদানীহ যানি ক্ষেত্রাণি ভূতলে।
বসন্তি তানি তদ্গেহে কার্ত্তিকব্রতচারিণঃ ॥ ২৩
দুঃস্বপ্নং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্মনোবাক্কায়কর্ম্মজম্।
কার্ত্তিকব্রতিনং দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥
কার্ত্তিকব্রতিনঃ পুংসো বিষ্ণুবাক্যপ্রণোদিতাঃ
রক্ষাং কুর্ব্বন্তি শক্রাদ্যা রাজ্ঞো বৈ কিঙ্করা যথা
বিষ্ণুব্রতকরা নিত্যং যত্র তিষ্ঠন্তি পূজিতাঃ।
গ্রহভূতপিশাচাদ্যা নৈব তিষ্ঠন্তি তত্র বৈ ॥ ২৬
কার্ত্তিকব্রতিনঃ পুণ্যং যথোক্তব্রতকারিণঃ।
ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং ব্রহ্মাপীহ চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৭
বিষ্ণুপ্রিয়ং সকলকল্মষনাশনঞ্চ
সর্ব্বত্র পুত্রধনধান্যসমৃদ্ধিকারি।
ঊর্জ্জে ব্রতং সনিয়মং কুরুতে মনুষ্যঃ
কিং তস্য তীর্থপরিশীলনসেবয়া চ ॥ ২৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকব্রতিনিয়ম-
বর্ণনং নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৪॥

প্রীত্যর্থ ইহা অপেক্ষা অধিক আরও কিছু বর্দ্ধন করিবে। পরে তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিবে। ব্রতী ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের ন্যায় মাঘমাসেও নিয়মনিচয় পালন করিবে। মাঘে বিধিপ্রোক্ত হরি-জাগরণ কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকব্রতী মানবকে যথাশাস্ত্র কর্ম্ম করিতে দেখিয়া যমদূতগণ সিংহার্দ্দিত গজসমূহবৎ পলায়ন করে। এই শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুব্রত শত যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক। যজ্ঞকারী ব্যক্তি স্বর্গলাভ করেন; পরন্তু কার্ত্তিকব্রতী বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ভূতলে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ যে সকল ক্ষেত্র আছে, কার্ত্তিকব্রতকারীর গৃহে সে সমস্তই বাস করে। যে কিছু দুঃস্বপ্ন এবং মন বাক্য কায় ও কর্ম্মজনিত যে কিছু দুষ্কৃত, তৎসমস্তই কার্ত্তিকব্রতীকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুবাক্যে পরিচালিত হইয়া কিঙ্কর যেমন রাজাকে রক্ষা করে, সেইরূপ কার্ত্তিকব্রতী পুরুষকে রক্ষা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুব্রতকারিগণ যথায় নিত্য সসম্মানে অবস্থিত, গ্রহ ভূত বা পিশাচাদি তথায় অবস্থান করিতে পারে না। যথাশাস্ত্র ব্রতকারী কার্ত্তিকব্রতীর পুণ্য-সংখ্যা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখেও করিতে পারেন না। যে মনুষ্য কার্ত্তিকে সকল পাপহর, পুত্রধনধান্যসমৃদ্ধি-কর এই বিষ্ণুপ্রিয় ব্রত যথানিয়মে অনুষ্ঠান করে, তীর্থযাত্রায় বা তীর্থসেবায় তাহার আর প্রয়োজন কি? ১৬—২৮।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৪।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
অথোর্জ্জব্রতিনঃ সম্যগুদ্যাপনবিধিং নৃপ।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং কিং বিধানং সমাসতঃ ॥ ১
ঊর্জ্জশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং কুর্য্যাদুদ্যাপনং ব্রতী
ব্রতসম্পূর্ণতার্থায় বিষ্ণুপ্রীত্যর্থমেব চ ॥ ২
তুলস্যা উপরিষ্টাত্তু কুর্য্যান্মণ্ডপিকাং শুভাম্।
সুতোরণাং চতুর্দ্বারাং পুষ্পচামরশোভিতাম্ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর কার্ত্তিকব্রতের সম্যক্ উদ্যাপনবিধি শ্রবণ করুন, কিরূপ বিধানে উহা সমাধা করিতে হয়, সংক্ষেপে তাহা কহিতেছি। ব্রত-সম্পূর্ণতা ও বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ শুক্লচতুর্দ্দশীতে ব্রতী ব্যক্তি ব্রতোদ্যাপন করিবে। তুলসীর উপর চতুর্দ্বারযুতা সুতোরণা পুষ্প-চামর-শোভিতা শুভ মণ্ডপিকা প্রস্তুত করিবে।

দ্বারেষু দ্বারপালাংশ্চ পূজয়েন্মৃন্ময়ান্ পৃথক্।
পুণ্যশীলং সুশীলঞ্চ জয়ং বিজয়মেব চ॥ ৪
তুলসীমূলদেশে চ সর্ব্বতোভদ্রমালিখেৎ।
চতুর্ভির্বর্ণকৈঃ সম্যক্ শোভাঢ্যং সমলঙ্কৃতম্॥ ৫
তস্যোপরি সপিধানং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্।
মহাফলেন সংযুক্তং কুম্ভং তত্র বিধায় চ॥ ৬
পূজয়েত্তত্র দেবেশং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
কৌশেয়পীতবসনং যুক্তং জলধিকন্যয়া॥ ৭
ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ পূজয়েন্মণ্ডলে ব্রতী।
দ্বাদশ্যাং প্রতিবুদ্ধঃ স ত্রয়োদশ্যাং যতঃ সুরৈঃ॥
দৃষ্টোঽর্চ্চিতশ্চতুর্দ্দশ্যাং তস্মাৎ পূজ্যস্তথাধিকম্
তস্যামুপবসেদ্ভক্ত্যা শান্তঃ প্রযতমানসঃ॥ ৯
পূজয়েদ্দেবদেবেশং সৌবর্ণং গুর্ব্বনুজ্ঞয়া।
উপচারৈঃ ষোড়শভির্নানাভক্ষ্যসমন্বিতৈঃ॥ ১০
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্গীতবাদ্যাদিমঙ্গলৈঃ।
গীতং কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা জাগরে চক্রপাণিনঃ॥
জন্মান্তরশতোদ্ভূতৈস্তে মুক্তাঃ পাপসঙ্কয়ৈঃ।
জাগরে বাসরে বিষ্ণোর্গীতং নৃত্যঞ্চ কুর্ব্বতাম্।
গোসহস্রঞ্চ দদতাং তৎফলং সমুদাহৃতম্।
গীতনৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্ দর্শয়েৎ কৌতুকানি চ।
পুরতো বাসুদেবস্য রাত্রৌ যো হরিজাগরে।
পঠন্ বিষ্ণুচরিত্রাণি যো রঞ্জয়তি বৈষ্ণবান্॥১৪
মুখেন কুরুতে বাদ্যং স্বেচ্ছালাপাংশ্চ দর্শয়ন্।
ভাবৈরেতৈর্নরো যস্তু কুরুতে হরিজাগরম্॥১৫
দিনে দিনে তস্য পুণ্যং তীর্থকোটিসমং স্মৃতম্
ততস্তু পৌর্ণমাস্যাং বৈ সপত্নীকান্ দ্বিজোত্তমান্
ত্রিংশন্মিতাননেকান্ বা স্বশক্ত্যা বা নিমন্ত্রয়েৎ
বরান্ দত্ত্বা যতো বিষ্ণুর্মৎস্যরূপী অভূত্তদা॥১৭
তস্যাং দত্তং হুতং জপ্তং তদক্ষয়ফলং স্মৃতম্।
অতস্তান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সান্নাদিনা ব্রতী
অতো দেবা ইতি দ্বাভ্যাং জুহুয়াত্তিলপায়সম্।
প্রীত্যর্থং দেবদেবস্য দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥

মণ্ডপের দ্বারসমূহে মৃন্ময় দ্বারপাল—পুণ্যশীল, সুশীল, জয় ও বিজয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূজা করিবে। তুলসীর মূলদেশে চারিবর্ণ দ্বারা সম্যক্ শোভান্বিত সমলঙ্কৃত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পঞ্চরত্নযুত মহাফলান্বিত সাচ্ছাদন কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে শঙ্খ-চক্র-গদাধর কৌশেয় পীতপট সলক্ষ্মীক দেবেশকে পূজা করিবে। ব্রতী ব্যক্তি মণ্ডলে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দেবেশ বাসুদেব দ্বাদশীতে প্রতিবুদ্ধ হইয়া ত্রয়োদশীতে সুরগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও চতুর্দ্দশীতে পূজিত হইয়াছিলেন, এইজন্য সেই তিথিতেই তাঁহাকে সমধিক পূজা করিতে হয়। মানব শান্ত প্রযতমনে ভক্তির সহিত সেই তিথিতে উপবাস করিবে এবং গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া সুবর্ণময় দেবেশকে নানাভক্ষ্যযুত ষোড়শ উপচারে অর্চ্চনা করিবে। পরে গীত বাদ্যাদি মঙ্গল-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া রাত্রিতে জাগারণ করিবে। বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ জাগরণে যাহারা ভক্তির সহিত গীত-বাদ্য করে, তাহারা শত জন্মান্তর-সঞ্চিত পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর জাগরবাসরে যাহারা নৃত্য-গীত করে, গোসহস্রদানে যে ফল হয়, তাহাদেরও সেই ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরি-জাগর-নিশায় বাসুদেবের অগ্রে নৃত্য-গীতাদি করিয়া কৌতুক প্রদর্শন করে, যে জন বিষ্ণুচরিত পাঠ করিয়া বৈষ্ণবদিগের চিত্তরঞ্জন করে, মুখে বাদ্যধ্বনি করিয়া স্বেচ্ছা-লাপ প্রদর্শন করে এবং যে ব্যক্তি উক্ত সমস্ত ভাবেই হরিজাগরণ করে, তাহার দিনে দিনে কোটিতীর্থতুল্য পুণ্য হইয়া থাকে। অতঃপর পূর্ণিমার দিন ত্রিংশৎপরিমিত অথবা তদধিক সপত্নীক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকে স্বীয় শক্তি অনুসারে নিমন্ত্রণ করিবে।১-১৬। বিষ্ণু বরদান করিয়া যে তিথিতে মৎস্যমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, সেই তিথিতে কৃত দান, হোম, জপ, সমস্তই অক্ষয় ফলজনক। অতএব ব্রতী ব্যক্তি সেই সকল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে পায়সান্নাদি দ্বারা ভোজন করাইবে। 'অতো দেবা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা দেবদেবের এবং বিভিন্ন দেবগণের প্রীতিনিমিত্ত তিলপায়স হোম

দক্ষিণাঞ্চ যথাশক্তি প্রদদ্যাৎ প্রণমেচ্চ তান্।
পুনর্দ্দেবং সমভ্যর্চ্চ্য দেবাংশ্চ তুলসীং তথা ॥২
ততো গাং কপিলাং তত্র পূজয়েদ্বিধিবদ্ ব্রতী।
গুরুং ব্রতোপদেষ্টারং বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ ॥ ২১
স্বপত্নীকং সমভ্যর্চ্চ্য গাঞ্চ তস্মৈ প্রদাপয়েৎ।
যুষ্মৎপ্রসাদাদ্দেবেশঃ প্রসন্নো মে ভবেত্তদা ॥
ব্রতাদস্মাচ্চ যৎ পাপং সপ্তজন্মকৃতং ময়া।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতু স্থিরা মে চাস্ত সন্ততিঃ ॥২৩
মনোরথাশ্চ সফলাঃ সন্তু নিত্যং মমার্চ্চনাৎ।
দেহান্তে বৈষ্ণবং স্থানং প্রাপ্নুয়ামতিদুর্লভম্ ॥২৪
ইতি ক্ষমাপ্যতান্ বিপ্রান্ প্রসাদ্য চ বিসর্জ্জয়েৎ
তামর্চ্চাং গুরবে দদ্যাদ্রত্নযুক্তাং তদা ব্রতী ॥২৫
তদাসুহৃদ্গুরুযুতঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত ভক্তিমান্।
কার্ত্তিকে বাথ তপসি বিধিরেবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥২৬
এবং যঃ কুরুতে সম্যক্কার্ত্তিকস্য ব্রতং নরঃ।
বিপাপ্মা স বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসান্নিধ্যগো ভবেৎ
সর্ব্বব্রতৈঃ সর্ব্বতীর্থৈঃ সর্ব্বদানৈশ্চ যৎ ফলম্।
তৎকোটিগুণিতং জ্ঞেয়ং সম্যগস্য বিধানতঃ ॥২৭
তে ধন্যাস্তে মহাপুণ্যাস্তেষাং সর্ব্বফলোদয়ঃ।
বিষ্ণুভক্তিরতা যে স্যুঃ কার্ত্তিকে ব্রতকারিণঃ
দেহস্থিতানি পাপানি বিতর্কং যান্তি তদ্ভয়াৎ।
ক্ব যাস্যামো বদন্ত্যেবং যদ্যয়ং ব্রতকৃন্নরঃ ॥৩০
ইত্যূর্জ্জব্রতনিয়মান্ শৃণোতি ভক্ত্যা
যে চৈতৎ কথয়ন্তি চৈব বৈষ্ণবাগ্রে।
তে সম্যগ্ব্রতকরণাৎ ফলং লভেরন্
তৎসর্ব্বং কলুষবিনাশনং লভন্তে ॥৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকব্রতোদ্যাপনং নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

করিবে। পরে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। পুনর্ব্বার দেবেশ, দেবগণ ও তুলসীকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রতী ব্যক্তি যথাবিধি কপিলা ধেনুর অর্চ্চনা করিবে। পরে ব্রতোপদেষ্টা সপত্নীক গুরুকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকেই ধেনু অর্পণ করিবে। বলিবে—আপনার প্রসাদে দেবেশ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি সপ্ত জন্ম যাবৎ যে পাপ করিয়াছি, এই ব্রতপ্রভাবে তৎসমস্ত নাশ প্রাপ্ত হউক, আমার সন্ততি সুস্থির হউক। আমার অর্চ্চনে সর্ব্বমনোরথ সফল হউক। আমি যেন দেহান্তে অতি দুর্লভ বৈষ্ণব স্থান প্রাপ্ত হই। এইরূপ ক্ষমাপ্রার্থনান্তে সেই সকল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে প্রসাদিত করত বিদায় দিবে। পরে ব্রতী ব্যক্তি রত্নযুত দেব-প্রতিমা গুরুকে দান করিয়া সুহৃৎ ও গুরুসহ স্বয়ং ভক্তিযুক্তচিত্তে আহার করিবে। কার্ত্তিকে বা মাঘে এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট। এইরূপে যে নর সম্যক্ কার্ত্তিকব্রত করে, সে নিষ্পাপদেহে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। সর্ব্ব ব্রত, সর্ব্ব তীর্থ এবং সর্ব্ব দানে যে ফল হইয়া থাকে, ইহার অনুষ্ঠানে তাহা কোটিগুণ ফল প্রসব করে। বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ কার্ত্তিকব্রতকারিগণই ধন্য এবং মহাপুণ্য; তাঁহারা সর্ব্ব ফলই লাভ করেন। এই ব্রতানুষ্ঠানে নর কৃতসঙ্কল্প হইলে তদীয় দেহস্থ পাপ সকল তাহার ভয়ে এইরূপ বিতর্ক করিতে থাকে যে, যদি এই ব্যক্তি ব্রতানুষ্ঠান করে, তবে আমরা কোথায় যাইব? যে সকল ভক্ত এই কার্ত্তিকব্রত-নিয়মসমূহ শ্রবণ করে বা বৈষ্ণবজনসমক্ষে কীর্ত্তন করে, তাহারাও সম্যক্ ব্রতাচরণ-জনিত ফলপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের নিখিল পাপরাশি বিলয় পাইয়া যায়। ১৭—৩১।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পৃথুরুবাচ।

ষত্বয়া কথিতং ব্রহ্মন্ ব্রতমূর্জ্জস্য বিস্তরাৎ।
তত্র যা তুলসীমূলে বিষ্ণোঃ পূজা ত্বয়োদিতা ॥১
তেনাহং প্রষ্টুমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং তুলসীভবম্।
কথং সাতিপ্রিয়া বিষ্ণোর্দ্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥২
কথমেষা সমুৎপন্না কস্মিন্ স্থানে চ নারদ।
এতদ্ব্রূহি সমাসেন সর্ব্বজ্ঞোঽসি মতো হি মে

নারদ উবাচ।

পুরা রুদ্রেণ দৈত্যেন্দ্রেসিন্ধুস্বনৌ নিপাতিতে।
প্রণম্য শিরসা রুদ্রং দেবা ব্রহ্মাদয়োঽব্রুবন্।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং তুলসীভবম্ ॥
সেতিহাসং পুরাবৃত্তং তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে।
পুরা শক্রঃ শিবং দ্রষ্টুমগাৎ কৈলাসপর্ব্বতম্।
সর্ব্বদেবৈঃ পরিবৃতস্ত্বপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ৫
যাবদ্গতঃ শিবগৃহং তাবত্তত্রাশু দৃষ্টবান্।
পুরুষং ভীমকর্ম্মাণং দংষ্ট্রানয়নভীষণম্ ॥ ৬
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো ক্ব গতো জগদীশ্বরঃ।
এবং পুনঃপুনঃ পৃষ্টঃ স যদা নোচিবান্ নৃপ ॥ ৭
ততঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিস্তং নির্ভর্ৎস্য বচোঽব্রবীৎ
রে ময়া পৃচ্ছমানোঽপি নোত্তরং দত্তবানসি ॥৮
অতস্ত্বাং হন্মি বজ্রেণ কস্তে ত্রাতাস্তি দুর্ম্মতে।
ইত্যুদীর্য্য ততো বজ্রী বজ্রেণ চাহনদ্দৃঢ়ম্।
তেনাস্য কণ্ঠে নীলত্বমগাদ্বজ্রঞ্চ ভস্মতাম্ ॥ ৯
ততো রুদ্রঃ প্রজজ্বাল তেজসা প্রদহন্নিব ॥১০
দৃষ্ট্বা বৃহস্পতিস্তূর্ণং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ।
ইন্দ্রশ্চ দণ্ডবদ্ভূমৌ কৃত্বা স্তোতুং প্রচক্রমে ॥ ১১

বৃহস্পতিরুবাচ।

নমো দেবাধিদেবায় ত্র্যম্বকায় কপর্দ্দিনে।
ত্রিপুরঘ্নায় শর্ব্বায় নমোঽন্ধকনিবৃদিনে ॥ ১২

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

পৃথু কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যে কার্ত্তিকব্রত বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলেন,—তাহাতে তুলসীমূলে বিষ্ণুপূজার কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ উক্তি শ্রবণে আমি তুলসী-মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিরূপে সেই তুলসী দেবদেব বিষ্ণুর অতি প্রিয় হইল? কোন্ স্থানে কিরূপে উহার উৎপত্তি হয়? হে নারদ! আপনি তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন; কেননা আমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই মনে করি। নারদ কহিলেন,—পুরাকালে দৈত্যেন্দ্র সিন্ধুনন্দন, রুদ্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ মস্তক দ্বারা রুদ্রদেবকে প্রণামপূর্ব্বক এই কথাই কহিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজন্! আমি আপনার নিকট তুলসীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ইতিহাস সহ পুরাবৃত্ত সমস্তই বলিয়া যাইতেছি। পূর্ব্বে ইন্দ্র একদা শিব-সন্দর্শনার্থ কৈলাস শৈলে গমন করেন। সর্ব্বদেব ও সমস্ত অপ্সরা কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তিনি তথায় গিয়াছিলেন। যেমন তিনি শিবালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি তথায় এক দংষ্ট্রানয়নভীষণ ভীমকর্ম্মা পুরুষ তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন ইন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—কে তুমি? জগদীশ্বর কোথায় আছেন? এইরূপ পুনঃ-পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও সে যখন কোনই উত্তর প্রদান করিল না, তখন বজ্রপাণি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—রে দুর্ম্মতে! আমি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করি-লেও তুই যখন কোনই উত্তর প্রদান করিতে-ছিস্ না, অতএব তোকে আমি বজ্রপ্রহারে বিনাশ করিব। কে তোর্ ত্রাণ কর্ত্তা আছে? এই বলিয়া বজ্রধারী ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাকে দৃঢ় প্রহার করিলেন। তাহাতে ঐ ভীষণ পুরুষের কণ্ঠে নীলত্ব হইল; পরন্তু বজ্র ভস্ম-সাৎ হইয়া গেল।১—৯। তখন রুদ্র স্বীয় তেজে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াই প্রজ্বলিত হইলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে দেখিয়া সত্বর অঞ্জলিবন্ধন করিলেন। ইন্দ্র ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন,—যিনি দেবাধিদেব, ত্র্যম্বক কপর্দ্দী, ত্রিপুরঘ্ন, শর্ব্ব, অন্ধকারি, বিরূপ

বিরূপায়াতিরূপায় বহুরূপায় শম্ভবে।
যজ্ঞবিধ্বংসকর্ত্রে চ যজ্ঞানাং ফলদায়িনে ॥ ১৩
কালান্তকায় কালায় কালভোগধরায় চ।
নমো ব্রহ্মশিরোহন্ত্রে ব্রাহ্মণায় নমো নমঃ ॥১৪
নারদ উবাচ।
এবং স্তুতস্তদা শম্ভুর্দ্বিজর্ষভং জগাদ হ।
সংহরন্নয়নজ্বালাং ত্রিলোকীদহনক্ষমাম্ ॥ ১৫
বরং বরয় ভো ব্রহ্মন্ প্রীতঃ স্তুত্যানয়া তব।
ইন্দ্রস্য জীবদানেন জীবেতি ত্বং প্রথাং ব্রজ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ।
যদি তুষ্টোঽসি দেব ত্বং পাহীন্দ্রং শরণাগতম্।
অগ্নিরেষ শমং যাতু ভালনেত্রসমুদ্ভবঃ ॥ ১৭
ঈশ্বর উবাচ।
পুনঃ প্রবেশমায়াতি ভালনেত্রে কথং স্বয়ম্।
এনং ত্যক্ষ্যাম্যহং দূরে যথেন্দ্রং নৈব পীড়য়েৎ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তং করে ধৃত্বা প্রাক্ষিপল্লবণাম্ভসি।
সোঽপতৎ সিন্ধুগঙ্গায়াঃ সাগরস্য চ সঙ্গমে ॥

তদা স বালরূপত্বমগাত্তত্র রুরোদ চ।
রুদতস্তস্য শব্দেন প্রাকম্পদ্ধরণী মুহুঃ ॥ ২০
স্বর্গশ্চ সত্যলোকশ্চ তৎস্বনাদ্বধিরীকৃতৌ।
শ্রুত্বা ব্রহ্মা যযৌ তত্র কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥
তাবৎসমুদ্রস্যোৎসঙ্গে তং বালং স দদর্শ হ।
দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণমায়ান্তং সমুদ্রোঽপি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২২
প্রণম্য শিরসা বালং তস্যোৎসঙ্গে ন্যবেশয়ৎ।
ততো ব্রহ্মাব্রবীদ্বাক্যং কস্যায়ং শিশুরদ্ভুতঃ।
নিশম্যেতি বচো ধাতুর্বাক্যন্তু সাগরোঽব্রবীৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
সরিৎপতে কুতো লব্ধো বালো হ্যেষ মহাবলঃ
যস্য নাদেন সন্ত্রস্তা দেবাসুরমহোরগাঃ ॥ ২৪
সমুদ্র উবাচ।
ভো ব্রহ্মন্ সিন্ধুগঙ্গায়াং জাতোঽয়ং মম পুত্রকঃ
জাতকর্ম্মাদিসংস্কারান্ কুরুষ্বাস্য জগদ্গুরো ॥২৫

অতিরূপ, বহুরূপ, শম্ভু, যজ্ঞধ্বংসী, যজ্ঞফল-দায়ী, কালান্তক, কাল, কালভোগধর, ব্রহ্ম-শিরোহন্তা ও ব্রাহ্মণ; তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। নারদ কহিলেন,—শম্ভু তৎকালে এইরূপে স্তুত হইয়া ত্রিলোকী-দহন-ক্ষমা নয়নজ্বালা সংবরণ করিয়া দ্বিজ-প্রবর বৃহস্পতিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি তোমার স্তবে প্রীত হইয়াছি। তুমি বর গ্রহণ কর। ইন্দ্রের জীবন দান করায় লোকে তুমি জীব নামে প্রথিত হও। বৃহ-স্পতি কহিলেন,—হে দেব! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে শরণাগত ইন্দ্রকে রক্ষা করুন, ভবদীয় ভালনেত্রজাত অগ্নি প্রশমিত করিয়া লউন। ঈশ্বর কহিলেন,—এই অগ্নি পুনরায় কিরূপে ভালনেত্রে প্রবেশ করিবে? ইহাকে আমি দূরে নিক্ষেপ করিতেছি, তাহা হইলেই ইন্দ্রের পীড়ন হইবে না। নারদ কহিলেন,—ঈশ্বর এই কথা কহিয়া তাহাকে করে ধারণপূর্ব্বক লবণাম্বুরাশি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই নিক্ষিপ্ত অগ্নি গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে নিপ-তিত হইল এবং তথায় পতিত হইয়া বালক-রূপে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদনরবে ধরিত্রী মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। স্বর্গ এবং সত্যলোক সে রবে বধির হইয়া উঠিল। ব্রহ্মা তৎশ্রবণে ইহা কি? বলিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সমুদ্রের উৎসঙ্গে ঐ বালককে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মাকে আসিতে দেখিয়া সমুদ্র কৃতাঞ্জলিকরে মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপুরঃসর সেই বাল-ককে ব্রহ্মার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—এই অদ্ভুত বালক কাহার পুত্র? ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া সাগর সে কথার উত্তর প্রদান করিলেন। ১০—২৩। ব্রহ্মা কহিলেন,—সরিৎপতে! কোথায় এই মহাবল বালককে প্রাপ্ত হইলে? ইহার নিনাদে দেবাসুর মহোরগ সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। সমুদ্র কহিলেন—ব্রহ্মন্! সিন্ধু-গঙ্গায় সমুৎপন্ন এইটী আমার পুত্র। হে জগদ্গুরো! আপনি ইহার জাতকর্ম্মাদি সর্ব্ব সংস্কার সম্পাদন করুন। নারদ কহি-

নারদ উবাচ।
ইত্থং বদতি পাথোধৌ স বালঃ সাগরাত্মজঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রহীৎ কূর্চ্চে বিধুন্বন্তং মুহুর্মুহুঃ॥ ২৬
ধুন্বতস্তস্য কূর্চ্চস্তু নেত্রাভ্যামাগমজ্জলম্।
কথঞ্চিন্মুক্তকূর্চ্চোঽথ ব্রহ্মা প্রোবাচ সাগরম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
নেত্রাভ্যাং বিসৃতং যস্মাদনেনৈতজ্জলং মম।
তস্মাজ্জালন্ধর ইতি খ্যাতো নাম্না ভবত্যসৌ॥
অধুনৈবৈষ তরুণঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বিনারুদ্রং ভবিষ্যতি॥ ২৯
যাতি যত্র সমুদ্ভূতস্তত্রেদানীং গমিষ্যতি॥ ৩০
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা শুক্রমাহূয় রাজ্যে তঞ্চাভ্যষেচয়ৎ।
আমন্ত্র্য সরিতাং নাথং ব্রহ্মান্তর্দ্ধানমন্বগাৎ॥৩১
অথ তদ্দর্শনোৎফুল্লনয়নঃ সাগরস্তদা।
কালনেমিসুতাং বৃন্দাং তস্তার্থ্যার্থমযাচত॥ ৩২
তে কালনেমিপ্রমুখাস্ততোঽসুরা-
স্তস্মৈ সুতাং তাং প্রদদুঃ প্রহর্ষিতাঃ।
স চাপি তান্ প্রাপ্য সুহৃদ্বরান্ বশী
শশাস গাং শুক্রসহায়বান্ বলী॥৩৩
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরোৎপত্তি-
বর্ণনং নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৬॥

লেন,—সমুদ্র এই কথা কহিলে, সাগরাত্মজ বালক ব্রহ্মাকে কূর্চ্চে ধরিয়া মুহুর্মুহুঃ ঘুরাইতে লাগিল। কূর্চ্চঘূর্ণনে ব্রহ্মার নেত্রদ্বয় হইতে জল গলিত হইল। অনন্তর কোনওরূপে মুক্তকূর্চ্চ হইয়া ব্রহ্মা সাগরকে কহিলেন,—যেহেতু এই বালকের কূর্চ্চচাপে আমার নেত্র হইতে জল ক্ষরিত হইয়াছে, এ কারণ বালক জালন্ধর নামে অভিহিত হইবে। সম্প্রতি এই যুবা সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্র পারগ ও রুদ্র ব্যতীত সর্ব্বভূতের অবধ্য হইবে এবং যেস্থানে ইহার উৎপত্তি, সম্প্রতি সেই স্থানে গমন করিবে। নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিয়া শুক্রাচার্য্যকে আহ্বানপূর্ব্বক সেই বালকের রাজ্যাভিষেক করাইলেন এবং সরিৎপতিকে সম্ভাষণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর তদ্দর্শনে উৎফুল্লনেত্র সাগর কালনেমিনন্দিনী বৃন্দাকে পুত্রবধূ করিবার জন্ম প্রার্থনা করিলেন। তখন কালনেমি-প্রমুখ অসুরগণ সহর্ষে জালন্ধরের করে কন্যাদান করিল। অনন্তর বলবান্ জিতেন্দ্রিয় জালন্ধর সেই সকল সুহৃৎ প্রাপ্ত হইয়া শুক্রাচার্য্যের সহায়তায় পৃথ্বী শাসন করিতে লাগিল। ২৪—৩৩।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।৯৬।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
যে দেবৈর্নির্জ্জিতাঃ পূর্ব্বং দৈত্যাঃ পাতাল-
সংস্থিতাঃ।
তে হি ভূমণ্ডলং যাতা নির্ভয়াস্তমুপাসিতুম্॥১
কদাচিচ্ছিন্নশিরসং রাহুং দৃষ্ট্বা স দৈত্যরাট্।
পপ্রচ্ছ ভার্গবং বিপ্রঃ কেনেদং বিহিতং প্রভো।
ভার্গবস্তস্য শিরসশ্ছেদং রাহোঃ শশংস হ।
অমৃতার্থং সমুদ্রস্য মথনং দেবকারিতম্॥ ৩
রত্নাপহরণঞ্চৈব দৈত্যানাঞ্চ পরাভবম্।
তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধরক্তাক্ষঃ স্বপিতুর্মথনং তদা॥ ৪
সদূতং প্রেষয়ামাস ঘস্মরং শক্রসন্নিধৌ।

নারদ কহিলেন,—পূর্ব্বে দেবগণ কর্তৃক নির্জ্জিত হইয়া যে সকল দৈত্য পাতালতল আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারা ভূমণ্ডলে উৎপন্ন হইয়া নির্ভয়ে জালন্ধরের উপাসনা করিতে লাগিল। একদা দৈত্যপতি রাহুকে ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিল,—গুরো! কে রাহুর এরূপ দশা করিয়াছে? ভার্গব তখন রাহুর শিরশ্ছেদনবিবরণ কহিলেন, জালন্ধর সেই প্রসঙ্গে দেবগণের চেষ্টায় অমৃতার্থ সমুদ্রমথন, রত্নাপহরণ ও দৈত্যগণের পরাভববার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধরক্তনেত্রে ঘস্মর নামক স্বীয় দূতকে ইন্দ্রসন্নিধানে

দূতস্ত্রিবিষ্টপং গত্বা সুধর্ম্মাং প্রাপ্য সত্বরম্।
গর্ব্বাদথর্ব্বমৌলিস্তু দেবেন্দ্রং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৫

দূত উবাচ।

জলন্ধরোঽব্ধিতনয়ঃ সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ॥৬
কস্মাত্ত্বয়া মম পিতা মথিতঃ সাগরোঽদ্রিণা।
নীতানি সর্ব্বরত্নানি তানি শীঘ্রং প্রযচ্ছ মে॥ ৭
ইতি দূতবচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতস্ত্রিদশাধিপঃ।
উবাচ ঘস্মরং ঘোরং ভয়রোষসমন্বিতঃ॥ ৮

ইন্দ্র উবাচ।

শৃণু দূত ময়া পূর্ব্বং মথিতঃ সাগরো যথা।
অদ্রয়ো মদ্ভয়াদ্ভীতাঃ স্বকুক্ষিস্থাস্তথা কৃতাঃ॥ ৯
অন্যেঽপি মদ্দ্বিষস্তেন রক্ষিতা দিতিজাস্তথা।
তস্মাত্তদ্রত্নজাতন্তু ময়াপ্যপহৃতং কিল॥ ১০
শঙ্খোঽপ্যেবং পুরা দেবানদ্বিষৎ সাগরাত্মজঃ।
মমানুজেন নিহতঃ প্রবিষ্টঃ সাগরোদরম্॥ ১১
তদ্গচ্ছ কথয়স্বাস্য সর্ব্বং মথনকারণম্॥ ১২

নারদ উবাচ।

ইত্থং বিসর্জ্জিতো দূতস্তদেন্দ্রেণাগমদ্গৃহম্।
তদিন্দ্রবচনং দৈত্যরাজায়াকথয়ত্তদা॥ ১৩
তন্নিশম্য তদা দৈত্যো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ
উদ্যোগমকরোত্তূর্ণং সর্ব্বদেবজিগীষয়া॥ ১৪
তদোদ্যোগে সুরেন্দ্রস্য দিগ্ভ্যঃ পাতালতস্তথা
দিতিজাঃ প্রত্যপদ্যন্ত শতশঃ কোটিশস্তথা॥১৫
অথ শুম্ভনিশুম্ভাদ্যৈর্বলাধিপতিকোটিভিঃ।
গত্বা ত্রিবিষ্টপং দৈত্যো যুদ্ধায়াধিষ্ঠিতোঽভবৎ॥
নির্যযুস্ত্বমরাবত্যা দেবা যুদ্ধায় দংশিতাঃ।
পুরমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি দৃষ্ট্বা দৈত্যবলং মহৎ॥ ১৭
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দেবদানবসেনয়োঃ।
মুষলৈঃ পরিঘৈর্বাণৈর্গদাপরশুশক্তিভিঃ॥ ১৮
তেঽন্যোন্যং সমধাবেতাং জঘ্নতুশ্চ পরস্পরম্
ক্ষণেনাভবতাং সেনে রুধিরৌঘপরিপ্লুতে॥ ১৯

প্রেরণ করিল। দূত স্বর্গস্থ দেবসভায় উপস্থিত হইয়া গর্ব্বোন্নতমস্তকে দেবেন্দ্রকে বলিল,—জলধিনন্দন জালন্ধর সমস্ত দৈত্যসমাজের ঈশ্বর; আমি তাঁহার প্রেরিত দূত; তিনি যাহা বলিয়া দিয়াছেন, আমার মুখে শ্রবণ করুন। তাঁহার কথা এই যে,—কেন তুমি আমার পিতাকে মন্দরাদ্রি দ্বারা মথিত করিয়াছ? সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সকল রত্ন লইয়া গিয়াছ, তাহা শীঘ্র আমায় প্রদান কর। দূতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিদশাধিপতি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ভয়-রোষ সহকারে ঘোরতর ঘস্মর দূতকে বলিলেন,—হে দূত! যেজন্য পূর্ব্বে আমি সাগর মন্থন করিয়াছি, শ্রবণ কর। অদ্রিগণ আমার ভয়ে ভীত হইয়া সাগরের কুক্ষিগত হইয়াছিল। আমার অন্যান্য শত্রুবর্গকেও সাগর আশ্রয় দিয়াছিল, তাই তাহার সর্ব্বরত্ন আমি অপহরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে সাগরাত্মজ শঙ্খাসুরও দেবদ্বেষী হইয়াছিল। আমার অনুজ উপেন্দ্র সাগরোদরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছেন। অতএব তুমি চলিয়া যাও, কেন তাহাকে মন্থন করিয়াছি, এই তোমার নিকট তাহা সমস্তই বলিলাম, ইহাও তাহাকে বল। ১—১২। নারদ কহিলেন,—ইন্দ্র এই বলিয়া দূতকে বিদায় দিলে দূত গৃহে আসিয়া ইন্দ্রোক্ত সমস্ত কথা দৈত্যরাজের নিকট ব্যক্ত করিল। দৈত্যরাজ সেই কথা শুনিয়া রুষ্ট হইল। রোষভরে তাহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল। সে সর্ব্বদেবজিগীষার্থ সত্বর উদ্যোগ আয়োজন করিল। তাহার উদ্যোগে নানাদিক্ ও পাতালতল হইতে শত শত কোটি দৈত্য সমাগত হইল। অনন্তর শুম্ভ নিশুম্ভাদি কোটি কোটি বলাধ্যক্ষ সহ দৈত্যরাজ জালন্ধর স্বর্গে গিয়া যুদ্ধোদ্যম করিল। দেবগণ সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ অমরাবতী হইতে নির্গত হইলেন;—দেখিলেন—প্রবল দৈত্যবল স্বর্গপুরী অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর দেব ও দানবসেনা মধ্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুষল, পরিঘ, বাণ, গদা, পরশু ও শক্তিপ্রহারে উভয় পক্ষ পরস্পরকে বাধা প্রদান করিল।

পতিতৈঃ পাত্যমানৈশ্চ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ।
ব্যরাজত রণে ভূমিঃ সন্ধ্যাভ্রপটলৈরিব ॥ ২০
তত্র যুদ্ধে হতান্ দৈত্যান্ ভার্গবস্ত্বদতিষ্ঠয়ৎ।
বিদ্যয়া মৃতজীবিন্যা মন্ত্রিতৈস্তোয়বিন্দুভিঃ ॥২১
দেবাংস্তত্র তথা যুদ্ধে জীবয়েদঙ্গিরঃসুতঃ।
দিব্যৌষধীঃ সমানীয় দ্রোণাদ্রেঃ স পুনঃপুনঃ ॥
দৃষ্ট্বা দেবাংস্তথা যুদ্ধে পুনরেব সমুত্থিতান্।
জালন্ধরঃ ক্রোধবশো ভার্গবং বাক্যমব্রবীৎ ॥২৩

জালন্ধর উবাচ।

ময়া দেবা হতা যুদ্ধে উত্তিষ্ঠন্তি কথং পুনঃ।
তব সঞ্জীবনীবিদ্যা নৈবান্যত্রেতি বিশ্রুতম্ ॥২৪

ভৃগুরুবাচ।

দিব্যৌষধীঃ সমানীয় দ্রোণাদ্রেরঙ্গিরাঃ সুরান্
জীবয়ত্যেষ বৈ শীঘ্রং দ্রোণাদ্রিং সমপাহর ॥২৫

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু দৈত্যেন্দ্রো নীত্বা দ্রোণাচলং তদা
প্রাক্ষিপৎ সাগরে তূর্ণং পুনরাগান্মহাহবম্ ॥ ২৬
অথ দেবান্ হতান্ দৃষ্ট্বা দ্রোণাদ্রিমগমদ্গুরুঃ।
তাবত্তত্র গিরীন্দ্রং তং ন দদর্শ সুরার্চ্চিতঃ ॥ ২৭
জ্ঞাত্বা দৈত্যহৃতং দ্রোণং বিষণ্ণো ভয়বিহ্বলঃ
আগত্য দূরাদ্ব্যাজহ্রে শ্বাসাকুলিতবিগ্রহঃ ॥ ২৮
পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং নায়ং জেতুং হি শক্যতে।
রুদ্রাংশসম্ভবো হ্যেষ স্মরধ্বং শক্রচেষ্টিতম্ ॥২৯
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবা ভয়বিহ্বলিতাস্তদা।
দৈত্যৈস্তৈর্বধ্যমানাস্তেহপলায়ন্ত দিশো দশ ॥৩০
দেবান্ বিদারিতান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যঃ সাগরনন্দনঃ।
শঙ্খভেরীজয়রবৈঃ প্রবিবেশামরাবতীম্ ॥ ৩১
প্রবিষ্টে নগরং দৈত্যে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
সুবর্ণাদ্রিগুহাঃ প্রাপ্য ন্যবসন্ দৈত্যতাপিতাঃ ॥
ততশ্চ সর্ব্বেষ্বসুরাধিকারে-
ষিন্দ্রাদিকানাং বিনিবেশয়ত্তদা।

ক্ষণমধ্যেই উভয় পক্ষ রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইল। সন্ধ্যাভ্রপটলবৎ পতিত পাত্যমান গজাশ্বরথপত্তি দ্বারা রণভূমি পরিপূরিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। তখন যুদ্ধহত দৈত্যসৈন্যদিগকে ভার্গব মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যায় মন্ত্রিত তোয়বিন্দু দ্বারা উজ্জীবিত করিতে লাগিলেন। এদিকে বৃহস্পতিও দ্রোণাচলস্থ দিব্যৌষধি আনিয়া নিহত দেবগণকে পুনঃপুনঃ জীবিত করিতে লাগিলেন। জালন্ধর যুদ্ধহত দেবগণকে পুনরুত্থিত দেখিয়া সক্রোধে ভার্গবকে বলিল,—আমি দেবগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলাম, তাহারা কিরূপে পুনরুজ্জীবিত হইল? আপনার সঞ্জীবনী বিদ্যা অন্যত্র নাই, ইহাই ত আমি শুনিয়াছিলাম। ভৃগু কহিলেন—বৃহস্পতি দ্রোণাচল হইতে দিব্যৌষধি সকল আনিয়া দেবগণকে সঞ্জীবিত করিতেছেন। অতএব শীঘ্র দ্রোণাচল উৎপাটন কর। নারদ কহিলেন,—ভার্গব এই কথা কহিলে দৈত্যেন্দ্র দ্রোণাচল উৎপাটনপূর্ব্বক সাগরজলে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মহাসমরে প্রবেশ করিল। অনন্তর দেবগণকে নিহত দেখিয়া বৃহস্পতি পুনরায় দ্রোণাচলে গমন করিলেন; কিন্তু সেখানে গিয়া দ্রোণাচল দেখিতে পাইলেন না। জানিলেন—দৈত্যগণ দ্রোণাচল হরণ করিয়াছে। বৃহস্পতি এই ব্যাপারে বিষণ্ণ এবং ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি দূর হইতে আসিয়া শ্বাসাকুলিত দেহে বলিলেন,—দেবগণ, পলায়ন কর, পলায়ন কর, এ অসুরকে জয় করিতে পারিবে না। এই অসুর রুদ্রাংশজাত। ইন্দ্রের কার্য্য স্মরণ কর।১৩—২৯। বৃহস্পতির বাক্য শুনিয়া দেবগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিলেন। দৈত্যগণ তাঁহাদের পশ্চাৎদিক্ হইতে প্রহার করিতে লাগিল। দেবগণকে বিদ্রাবিত দেখিয়া দৈত্য সাগরাত্মজ শঙ্খ ও ভেরীর জয়নাদ করিতে করিতে অমরাবতীপুরে প্রবেশ করিল। দৈত্য স্বর্গপুরী অধিকার করিলে দৈত্যতাপিত দেবগণ সুমেরুগুহায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈত্যরাজ জালন্ধর সমস্ত স্বর্গ অধিকার করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের ভিন্ন ভিন্ন ভবনে শুম্ভাদি

শুম্ভাদিকান্ দৈত্যবরান্ পৃথক্ পৃথক্
স্বয়ং সুবর্ণাদ্রিগুহামগাৎ পুনঃ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে
অমরাবতীবিজয়ো নাম সপ্তনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
পুনর্দৈত্যং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ ।
ভয়প্রকম্পিতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুং স্তোতুং প্রচক্রমুঃ
দেবা উচুঃ ।
নমো মৎস্যকূর্ম্মাদিনানাস্বরূপৈঃ
সদা ভক্তকার্য্যোদ্যতায়ার্ত্তিহন্ত্রে ।
বিধাত্রাদিসর্গস্থিতিধ্বংসকর্ত্রে
গদাশঙ্খপদ্মারিহস্তায় তেঽস্তু ॥ ২
রমাবল্লভায়াসুরাণাং নিহন্ত্রে
ভুজঙ্গারিনাথায় পীতাম্বরায় ।
মখাদিক্রিয়াপাককর্ত্রে বিকর্ত্রে
শরণ্যায় তস্মৈ নতাঃ স্মো নতাঃ স্মঃ ॥৩

নমো দৈত্যসন্তাপিতামর্ত্ত্যদুঃখা-
চলধ্বংসদম্ভো লয়ে বিষ্ণবে তে ।
ভুজঙ্গেশতল্পে শয়ায়ার্কচন্দ্র-
দ্বিনেত্রায় তস্মৈ নতা স্মো নতাঃ স্মঃ ॥ ৪
নারদ উবাচ ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং নিত্যং যস্তু পঠেন্নরঃ ।
স কদাচিন্ন সঙ্কটৈঃ পীড্যতে কৃপয়া হরেঃ ॥ ৫
ইতি দেবাঃ স্তুতিং যাবৎ কুর্ব্বন্তি দনুজদ্বিষঃ ।
তাবৎ সুরাণামাপত্তির্বিজ্ঞাতা বিষ্ণুনা তদা ॥ ৬
সহসোত্থায় দৈত্যারিঃ কৃপয়া খিন্নমানসঃ ।
আরুহ্য গরুড়ং বেগাল্লক্ষ্মীং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭
বিষ্ণুরুবাচ ।
জালন্ধরেণ তে ভ্রাত্রা দেবানাং কদনং কৃতম্ ।
তৈরাহূতো গমিষ্যামি যুদ্ধায়াদ্য ত্বরান্বিতঃ ॥ ৮
লক্ষ্মীরুবাচ ।
অহং তে বল্লভা নাথ ভক্তা চ যদি সর্ব্বদা ।
তৎকথন্তে মম ভ্রাতা যুদ্ধে বধ্যঃ কৃপানিধে ॥ ৯

দৈত্যেন্দ্রদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাস করাইল এবং নিজে সুবর্ণাদ্রিগুহায় যাত্রা করিল। ২৯—৩৩।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৭।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনর্ব্বার দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া ভীতিকম্পিত দেহে সকলেই বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—যিনি মৎস্যকূর্ম্মাদি নানারূপে সর্ব্বদা ভক্তকার্য্যসাধনে সমুদ্যত, যাঁহার হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, যিনি সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসকারী, রমাপতি, অসুরঘাতী, গরুড়বাহন, পীতবসন ও আর্ত্তিনাশন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। যিনি যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফলদাতা, বিকর্ত্তা ও শরণ্য, তাঁহাকে আমাদের নমস্কার নমস্কার। যিনি দৈত্য-সন্তাপিত অমরগণের দুঃখাচল-ধ্বংসনে বজ্রস্বরূপ, অর্ক ও চন্দ্র যাঁহার নয়নদ্বয়, যিনি ভুজগপতিশয্যায় শয়ান, সেই বিষ্ণুদেবকে আমাদের নমস্কার নমস্কার। নারদ কহিলেন,—যে নর এই বিপদ্নাশন স্তোত্র নিত্য পাঠ করে, হরির কৃপায় সে কখনও দুঃখপীড়িত হয় না। দেবগণ যেমন দনুজদ্বেষী বিষ্ণুর এইরূপ স্তব করিলেন, বিষ্ণু অমনি তাঁহাদের বিপদ্ বুঝিতে পারিলেন। তিনি কৃপাকুলমনে সহসা উত্থিত হইয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক লক্ষ্মীকে কহিলেন,—তোমার ভ্রাতা জালন্ধর দেবগণের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছে; সেইজন্য দেবগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমি সত্বর যুদ্ধার্থ গমন করিতেছি। ১—৮। লক্ষ্মী কহিলেন,—হে নাথ! হে কৃপানিধে! আমি যদি যথার্থই আপনার ভক্তা ও বল্লভা হই, তবে কিরূপে আপনি আমার ভ্রাতাকে যুদ্ধে বধ করিবেন?

শ্রীভগবানুবাচ।
রুদ্রাংশসম্ভবত্বাচ্চ ব্রহ্মণো বচনাদপি।
প্রীত্যা চ তব নৈবায়ং মম বধ্যো জলন্ধরঃ ॥১০
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা গরুড়ারূঢ়ঃ শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ।
বিষ্ণুর্বেগাদ্যযৌ যোদ্ধুং যত্র দেবাঃ স্তবন্তি তে
অথারুণানুজাত্যুগ্র-পক্ষবাতপ্রপীড়িতাঃ।
বাত্যাবিবর্ত্তিতা দৈত্যা বভ্রমুঃ খে যথা ঘনাঃ ॥১২
ততোজালন্ধরো দৃষ্টা দৈত্যান্ বাত্যাপ্রপীড়িতান্
নোবাচ বচনং ক্রোধাত্ততো বিষ্ণুং সমভ্যয়াৎ ॥
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং বিষ্ণুদৈত্যেন্দ্রয়োর্ম্মহৎ।
আকাশং কুর্ব্বতোর্বাণৈরন্তে নিরবকাশবৎ ॥১৪
বিষ্ণুর্দৈত্যস্য বাণৌঘৈর্ধ্বজং ছত্রং ধনুর্হয়ান্।
চিচ্ছেদ স্বঞ্চ হৃদয়ে বাণেনৈকেন তাড়য়ন্ ॥১৫
ততো দৈত্যঃ সমুৎপত্য গদাপাণিস্ত্বরান্বিতঃ।
আহত্য গরুড়ং মূর্দ্ধ্নি পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৬
বিষ্ণুর্গদাঞ্চ খড়্গেন চিচ্ছেদ প্রহসন্নিব।৺
তাবৎ স সুহৃদে বিষ্ণুং জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ॥ ১৭
ততস্তৌ বাহুযুদ্ধেন যুযুধাতে মহাবলৌ।
বাহুভির্মুষ্টিভিশ্চৈব জানুভির্নাদয়ন্ মহীম্ ॥১৮
এবং সুরুচিরং যুদ্ধং কৃত্বা বিষ্ণুঃ প্রতাপবান্।
উবাচ দৈত্যরাজানং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১৯
বিষ্ণুরুবাচ।
বরং বরয় দৈত্যেন্দ্র প্রীতোঽস্মি তব বিক্রমাৎ
অদেয়মপি তে দদ্মি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ২০
জালন্ধর উবাচ।
যদি ভাবুক তুষ্টোঽসি বরমেতং দদস্ব মে।
মদ্ভগিন্যা সহ ত্বয়া মদ্গৃহে সগণো বস ॥ ২১
নারদ উবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা স ভগবান্ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ।
জালন্ধরং নাম পুরমগমদ্রময়া সহ ॥ ২২
জালন্ধরশ্চ দেবানামধিকারেষু দানবান্।
স্থাপয়িত্বা সহর্ষঃ সন্ পুনরাগান্মহীতলে ॥২৩

ভগবান্ কহিলেন,—জালন্ধর রুদ্রাংশে উৎপন্ন হইয়াছে, এই কারণে এবং ব্রহ্মার বাক্যে ও তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি উহাকে বধ করিব না। নারদ কহিলেন,—শঙ্খচক্রগদাদিধারী বিষ্ণু এই কথা কহিয়া যথায় দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছিলেন, সেই স্থানে গরুড়ারোহণে বেগে গমন করিলেন। অনন্তর গরুড়ের অত্যুগ্র পক্ষবাতে প্রপীড়িত দৈত্যগণ আকাশস্থ বাত্যাবিবর্ত্তিত মেঘবৃন্দবৎ বিচলিত হইল। তখন জালন্ধর দৈত্যগণকে বাত্যাপীড়িত দেখিয়া কোন বাঙ্‌নিস্পত্তি করিল না, সে ক্রোধভরে একমাত্র বিষ্ণুর অভিমুখেই ধাবিত হইল। অনন্তর বিষ্ণু ও দৈত্যেন্দ্র জালন্ধরের মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। বাণজালে আকাশতল নিরবকাশবৎ প্রতিভাত হইল। বিষ্ণু বাণজালবর্ষণে দৈত্যপতির ধ্বজ, ছত্র, ধনু ও অশ্বদিগকে ছেদন করিলেন এবং এক বাণে তদীয় বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন দৈত্যরাজ গদাহস্তে সত্বর উৎপতিত হইল এবং গরুড়কে মস্তকে আহত করিয়া ভূপাতিত করিল। বিষ্ণু যেন হাসিতে হাসিতেই খড়্গ দ্বারা তাহার গদা ছেদন করিলেন। তখন দৈত্য বিষ্ণুর সুন্দর হৃদয়ে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিল। পরে মহাবল বিষ্ণু ও জালন্ধরের পরস্পর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের বাহু মুষ্টি ও জানুর আঘাতে মহীমণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। প্রতাপবান্ বিষ্ণু এইরূপে বিচিত্র যুদ্ধ করিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে দৈত্যরাজকে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার বিক্রম দর্শনে প্রীত হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। তোমার মনোভীষ্ট অদেয় হইলেও আমি তাহা দান করিব। জালন্ধর কহিল,—হে ভাবুক। যদি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে আমায় এইরূপ বর প্রদান কর যে, তুমি আমার ভগিনীর সহিত সপরিবারে আমারই গৃহে বাস কর।৯—২১। নারদ কহিলেন,—ভগবান্ জালন্ধরের প্রার্থনায় তথাস্ত বলিয়া দেবগণ সহ জালন্ধরনামক পুরে গমন করিলেন; রমাদেবীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দৈত্যপতি জালন্ধর দেবগণের

দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধেষু যৎ কিঞ্চিদ্রত্নসংস্থিতম্।
তদাত্মবশগং কৃত্বাতিষ্ঠৎ সাগরনন্দনঃ॥ ২৪
পাতালভবনে দৈত্যং নিশুম্ভঞ্চ মহাবলম্।
স্থাপয়িত্বা স শেষাদীননয়দ্ভূতলং বলী॥ ২৫
দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধৌঘান্ যক্ষরাক্ষসমানুষান্।
স্বপুরে নাগরান্ কৃত্বা শশাস ভুবনত্রয়ম্॥ ২৬
এবং জালন্ধরঃ কৃত্বা দেবাংশ্চ বশবর্ত্তিনঃ।
ধর্ম্মেণ পালয়ামাস প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্॥২৭
ন কশ্চিৎ ব্যাধিতো নৈব দুঃখিতো ন কৃশস্তথা
ন দীনো দৃশ্যতে তস্মিন্ ধর্ম্মাদ্রাজ্যং প্রশাসতি
এবং মহীং শাসতি দানবেন্দ্রে
ধর্ম্মেণ সম্যক্ চ যদৃচ্ছয়াহম্।
কদাচিদাগামথ তস্য লক্ষ্মীং
বিলোকিতুং শ্রীরমণঞ্চ সেবিতুম্॥ ২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরবিজয়ো নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৮॥

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
স মাং সম্পূজ্যবিধিবদ্দানবেন্দ্রোঽতিভক্তিতঃ
সম্প্রহস্য তদা বাক্যং জগাদ নৃপসত্তম॥১
জালন্ধর উবাচ।
কুতস্ত্বাগম্যতে ব্রহ্মন্ কিঞ্চ দৃষ্টং ত্বয়া ক্বচিৎ।
যদর্থমিহ চাযাতস্তদাজ্ঞাপয় মাং মুনে॥ ২
নারদ উবাচ।
গতঃ কৈলাসশিখরং দৈত্যেন্দ্রাহং যদৃচ্ছয়া।
তত্রোময়া সহাসীনং দৃষ্টবানস্মি শঙ্করম্॥ ৩
যোজনাযুতবিস্তীর্ণে কল্পদ্রুমমহাবনে।
কামধেনুশতাকীর্ণে চিন্তামণিসুদীপিতে॥ ৪
তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বিতর্কো মেঽভবত্তদা
কাপীদৃশী ভবেদ্দৃদ্ধিস্ত্রিলোক্যাং বা ন বেত্তি চ॥
তাবত্তবাপি দৈত্যেন্দ্র সমৃদ্ধিঃ সংস্মৃতা ময়া।

অধিকারসমূহে দানবগণকে স্থাপন করিয়া সহর্ষে পুনরায় মহীমণ্ডলে আগমন করিল। দেব গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধসমাজে রত্ন নামে যে কিছু বস্তু প্রথিত ছিল সে সমুদয় আত্মবশীভূত করিয়া সাগরনন্দন অবস্থান করিতে লাগিল। বলবান্ জালন্ধর অনন্তর পাতালপুরে মহাবল নিশুম্ভকে স্থাপন করিয়া পাতালস্থ শেষনাগ প্রভৃতিকে ভূতলে লইয়া আসিল। সে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস ও মানুষদিগকে স্বীয় পুরে নাগরিক পদ প্রদান করিয়া ত্রিভুবন শাসন করিতে লাগিল। এইরূপে জালন্ধর দেবতাদিগকে স্বীয় বশবর্ত্তী করিয়া প্রজাদিগকে স্বীয় ঔরস পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিল। জালন্ধর রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলে সে রাজ্যে কেহ ব্যাধিত, দুঃখিত, কৃশাঙ্গ, বা দীন ব্যক্তি রহিল না। এইরূপে দানবেন্দ্র ধর্ম্মানুসারে সম্যক্ রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে একদা আমি যদৃচ্ছা-ক্রমে লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীপতিকে দেখিবার এবং সেবা করিবার নিমিত্ত জালন্ধরপুরে আগমন করিয়াছিলাম। ২২—২৯।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৮।

নবনবতিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে নৃপবর! সেই দানবনন্দন আমাকে ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিল,—ব্রহ্মন্! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? এবং কোথায় কি নূতন দেখিয়াছেন? হে মুনে! যে জন্য আপনার আগমন হইয়াছে, তাহা আমাকে আদেশ করুন। নারদ কহিলেন,—দৈত্যেন্দ্র! আমি যদৃচ্ছাক্রমে কৈলাস-শিখরে গিয়াছিলাম। তথায় উমার সহিত শঙ্করকে আমি যোজনাযুত বিস্তৃত চিন্তামণিরাজিত কামধেনুশতাকীর্ণ কল্পদ্রুমমহাবনে সমাসীন দেখিলাম। সেই মহাশ্চর্য্য দর্শনে আমার মনে তখন এই তর্ক উপস্থিত হইল যে, এরূপ সমৃদ্ধি ত্রিভুবনে আর কোথাও আছে কি না। হে দৈত্যেন্দ্র? সেই সময়

তদ্বিলোকনকামোঽহং ত্বৎসান্নিধ্যমিহাগতঃ ॥ ৬
ত্বৎসমৃদ্ধিমিমাং পশ্যন্ স্ত্রীরত্নরহিতাং ধ্রুবম্ ।
তর্কয়ামি শিবাদন্যস্ত্রিলোক্যাং ন সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৭
অপ্সরো নাগকন্যাশ্চ যদ্যপি ত্বদ্বশে স্থিতাঃ ।
তথাপি তা ন পার্ব্বত্যা রূপেণ সদৃশা ধ্রুবম্ ॥ ৮
যস্যা লাবণ্যজলধৌ মগ্নশ্চতুরাননঃ ।
স্বধৈর্য্যমমুচৎ পূর্ব্বং তয়া কান্যোপমীয়তে ॥ ৯
বীতরাগোঽপি হি যদা মদনারিঃ স্বলীলয়া ।
বিশ্বতন্ত্রোঽপি তপসা সচাত্মবশগঃ কৃতঃ ॥ ১০
সৌন্দর্য্যগহনে ভ্রামন্ শবরীরূপয়া পুরা ।
যস্যাঃ পুনঃপুনঃ পশ্যন্ রূপং ধাতা বিসর্জ্জনে ॥ ১১
সসর্জ্জাপ্সরসস্তাস্তৎসমৈকাঽপি নাভবৎ ।
অতঃ স্ত্রীরত্নসম্ভোক্তুঃ সমৃদ্ধিস্তস্য সা বরা ॥ ১২
তথা ন তব দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বরত্নাধিপস্য চ ।
এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য গতে ময়ি স দৈত্যরাট্ ॥ ১৩

তদ্রূপশ্রবণাদাসীদনঙ্গজ্বরপীড়িতঃ ।
অথ সম্প্রেষয়ামাস দূতঞ্চ সিংহিকাসুতম্ ॥ ১৪
ত্র্যম্বকায় তদা কিঞ্চিদ্বিষ্ণুমায়াবিমোহিতঃ ।
কৈলাসমগমদ্রাহুঃ সর্ব্বশুক্লেন্দুবর্চ্চসম্ ॥ ১৫
কার্ষ্ণ্যেন কৃষ্ণপক্ষেন্দুবর্চ্চসং স্বাঙ্গজেন তু ।
নিবেদিতস্তদাদ্দেশান্নন্দিনা চ প্রবেশিতঃ ।
ত্র্যম্বকাভ্রূলতাসংজ্ঞাপ্ররিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥

রাহুরুবাচ ।

দেবপন্নগসেব্যস্য ত্রৈলোক্যাধিপতেঃ প্রভোঃ ।
সর্ব্বরত্নেশ্বরস্য ত্বমাজ্ঞাং শৃণু বৃষধ্বজ ॥ ১৭
শ্মশানবাসিনো নিত্যং মুণ্ডমালাধরস্য চ ।
দিগম্বরস্য তে ভার্য্যা কথং হৈমবতী শুভা ॥১৮
অহং রত্নাধিনাথোঽস্মি সা চ স্ত্রীরত্নসংজ্ঞক ।
তস্মান্মমৈব সা যোগ্যা নৈব ভিক্ষাশিনস্তব ॥১৯

তোমার সমৃদ্ধির কথাও আমার মনে পড়িল। তাই তাহা দেখিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিলাম। তোমার এই সমৃদ্ধি একমাত্র স্ত্রীরত্নবিরহিত সন্দর্শন করিয়া মনে করি, ত্রিভুবনে বুঝি শিব অপেক্ষা অন্য কেহই সমৃদ্ধিশালী নাই। যদিও অপ্সরা ও নাগকন্যাগণ তোমার বশীভূতা, তথাপি রূপে তাহারা পার্ব্বতীর তুল্য নহে। যাঁহার লাবণ্যসাগরে মগ্ন হইয়া পূর্ব্বে চতুরানন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অন্য কোন্ নারীর উপমা হইতে পারে? মদনারি মহাদেব বীতরাগ ও বিশ্বতন্ত্র হইলেও সেই পার্ব্বতী স্বীয় লীলায় তপস্যায় তাঁহাকে আত্ম-বশীভূত করিয়াছেন। পার্ব্বতী পূর্ব্বে শবরী-রূপ ধরিয়াছিলেন। সেই শবরীর সৌন্দর্য্য-গহনেও শিবকে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। বিধাতা পুনঃপুনঃ যাঁহার রূপ দেখিয়া সৃষ্টি-ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন এবং সেই সেই প্রসিদ্ধ সুন্দরী অপ্সরাদিগকে সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বলিতে কি, তাঁহার সৃষ্ট অপ্সরা একটীও পার্ব্বতীর সমান হয় নাই। অতএব স্ত্রীরত্নভোগী সেই শিবের সমৃদ্ধিই গরীয়সী। হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি সর্ব্বরত্নের অধীশ্বর হইলেও সেরূপ সমৃদ্ধি তোমার নাই। আমি এই কথা কহিয়া দৈত্যেন্দ্রকে সম্ভাষ-ণান্তে প্রস্থান করিলে দৈত্যরাজ পার্ব্বতীর রূপ শ্রবণে মদনজ্বরে পীড়িত হইল। অন-ন্তর বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া জালন্ধর মহাদেবের নিকট সিংহিকাসুত রাহুকে দূত প্রেরণ করিল। রাহু স্বীয় দেহক্লিমায় সর্ব্বশুক্লেন্দুকান্তি কৈলাসশৈলকে কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের প্রভাময় করিয়া তদুপরি আরোহণ করিল। নন্দী শিবসমীপে তাহার আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। শিব দূতানয়নে আদেশ দিলেন। নন্দী রাহুকে প্রবেশ করাইলেন। রাহু মহাদেবের ভ্রূভঙ্গীসংজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া কহিল,—হে বৃষধ্বজ! দেবপন্নগ-সেবিত ত্রিলোকাধিপতি অস্মৎপ্রভু সর্ব্ব-রত্নের অধীশ্বর, তিনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।১-১৭। তিনি বলিয়াছেন, তুমি শ্মশানবাসী মুণ্ডমালাধারী দিগম্বর; সুন্দরী হৈমবতী তোমার ভার্য্যা হইবে কিরূপে? আমি রত্নাধিনাথ, পার্ব্বতী স্ত্রীসমাজে রত্ন-স্বরূপ। সুতরাং সে আমারই যোগ্যা; তুমি ভিক্ষাশী, পার্ব্বতী তোমার ভার্য্যা হই-

নারদ উবাচ।
বদত্যেবং তদা রাহৌ ভ্রূমধ্যাচ্ছূলপাণিনঃ।
অভবৎ পুরুষো রৌদ্রস্তীব্রাশনিসমস্বনঃ॥ ২০
সিংহাস্যঃ প্রচলজ্জিহ্বঃ স জ্বলন্নয়নো মহান্‌।
ঊর্দ্ধকেশঃ শুষ্কতনুর্নৃসিংহ ইব চাপরঃ॥ ২১
স তং খাদিতুমারেভে দৃষ্ট্বা রাহুর্ভয়াতুরঃ।
অধাবদতিবেগেন বহিঃ স চ দধার তম্‌॥২২
স চ রাহুর্মহাবাহুর্মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
উবাচ দেবদেবেশং পাহি মাং শরণাগতম্‌॥২৩
ব্রাহ্মণং মাং মহাদেব খাদিতুং সমুপাগতঃ।
এতস্মাদ্রক্ষ দেবেশ শরণাগতবৎসল॥ ২৪
মহাদেবো বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্য তদাব্রবীৎ।
নৈবাসৌ বধ্যতামেতি দূতোঽয়ং পরবান্ যতঃ
মুঞ্চেতি পুরুষঃ শ্রুত্বা রাহুং তত্যাজ সোঽম্বরে
রাহুং ত্যক্ত্বা স পুরুষো মহাদেবং ব্যজিজ্ঞপৎ
পুরুষ উবাচ।
ক্ষুধা মাং বাধতে স্বামিন্ ক্ষুৎক্ষামশ্চাস্মি সর্ব্বথা
কিং ভক্ষ্যং মম দেবেশ তদাজ্ঞাপয় মাং প্রভো
ঈশ্বর উবাচ।
সত্ত্বক্ষয়াত্মনঃ শীঘ্রং মাংসং ত্বং হস্তপাদয়োঃ॥২৮
নারদ উবাচ।
স শিবেনৈবমাজ্ঞপ্তশ্চখাদ পুরুষঃ স্বয়ম্‌।
হস্তপাদোদ্ভবং মাংসং শিরঃশেষো যদাভবৎ॥
দৃষ্ট্বা শিরোঽবশেষন্তু সুপ্রসন্নঃ সদাশিবঃ।
পুরুষং ভীমকর্ম্মাণং তমুবাচ সবিস্ময়ঃ॥ ৩০
ঈশ্বর উবাচ।
ত্বং কীর্ত্তিমুখসংজ্ঞো হি ভব মদ্দ্বারগঃ সদা।
ত্বদর্চ্চাং নৈব কুর্ব্বন্তি নৈব তে মৎপ্রিয়ঙ্করাঃ॥
নারদ উবাচ।
তদা প্রভৃতি দেবস্য দ্বারে কীর্ত্তিমুখঃ স্থিতঃ।
নার্চ্চয়ন্তীহ যে পূর্ব্বন্তেষামর্চ্চাবৃথা ভবেৎ॥৩২
রাহুর্বিমুক্তো যস্তেন সোঽপতদ্বর্ব্বরস্থলে।
অতঃ স বর্ব্বরোদ্ভূত ইতি ভূমৌ প্রথাং গতঃ॥

বার অযোগ্য। নারদ কহিলেন,—রাহু এই কথা বলিতে লাগিলেন, শূলপাণির ভ্রূমধ্য হইতে এক তীব্রাশনিসমস্বন রৌদ্র পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পুরুষ সিংহাস্য, লোলজিহ্ব, জ্বলিতনেত্র, ঊর্দ্ধকেশ, শুষ্কতনু এবং দ্বিতীয় নৃসিংহবৎ প্রতিভাত; পুরুষ রাহুকে খাইতে উদ্যত হইল। রাহু তাহা দেখিয়া ভয়ার্ত্তচিত্তে অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল। রৌদ্র পুরুষ শিবপুরীর বাহিরে রাহুকে ধরিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু রাহু মেঘগম্ভীর বাক্যে দেবদেবকে বলিল,—মহাদেব! আমি শরণাগত; আমায় রক্ষা কর। ব্রাহ্মণ আমি, এই রৌদ্র পুরুষ আমায় ভক্ষণ করিতে উদ্যত। হে দেবেশ! হে শরণাগতবৎসল! আমাকে ইহার হস্ত হইতে রক্ষা কর। মহাদেব ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—এই ব্যক্তি পরবশ দূত, বধ্য নহে। ইহাকে ছাড়িয়া দাও। রৌদ্র পুরুষ তৎশ্রবণে রাহুকে ছাড়িয়া দিল। এবং মহাদেবকে জ্ঞাপন করিল, প্রভো! আমি অত্যন্ত ক্ষুৎক্ষাম হইয়াছি। সুতরাং ক্ষুধা আমায় পীড়িত করিতেছে। এক্ষণে আমি কি খাইব? আদেশ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—তুমি সত্বর স্বীয় হস্তপদের মাংস ভক্ষণ কর। নারদ কহিলেন,—শিবাজ্ঞায় সেই রৌদ্র পুরুষ স্বীয় হস্তপদের মাংস ভক্ষণ করিল। যখন তাহার মস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন সদাশিব তদ্দর্শনে প্রসন্ন হইলেন, এবং সবিস্ময়ে সেই ভীমকর্ম্মা পুরুষকে কহিলেন,—তুমি কীর্ত্তিমুখ নামে অভিহিত হইয়া নিত্য আমার দ্বারপাল হও। যাহারা তোমার অর্চ্চনা করিবে না, তাহারা আমার প্রিয় কার্য্যকারী হইতে পারিবে না।১৮-৩১। নারদ কহিলেন,—তখন হইতে দেবদেবের দ্বারে কীর্ত্তিমুখ অবস্থিত হইল। যাহারা প্রথমে ইহাকে অর্চ্চনা করিবে না, তাহাদের কৃত পূজা বিফল হইবে। এই রৌদ্র পুরুষ রাহুকে ছাড়িয়া দিল, রাহু বর্ব্বর স্থলে পতিত হইয়াছিল। এইজন্য সে ভূতল বর্ব্বরোদ্ভূত নামে প্রসিদ্ধি

ততশ্চ রাহুঃ পুনরেব জাত-
মাত্মানমস্মিন্নিতি মন্যমানঃ।
সমেত্য সর্ব্বং কথয়াম্বভূব
জালন্ধরায়েশবিচেষ্টিতং তৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরোপাখ্যানে জালন্ধরস্য দূতপ্রেরণং নাম নবনবতি-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

জালন্ধরস্তু তচ্ছ্রুত্বা কোপাকুলিতবিগ্রহঃ ।
নির্জগামাশু দৈত্যানাং কোটিভিঃ পরিবারিতঃ
গতস্তস্যাগ্রতঃ শুক্রো রাহুর্দৃষ্টিস্থিতোঽভবৎ ।
মুকুটশ্চাপতদ্ভূমৌ বেগাৎ প্রস্খলিতস্তদা ॥ ২
দৈত্যসৈন্যাবৃতৈস্তত্র বিমানানাং শতৈস্তদা ।
ব্যরাজত নভঃ পূর্ণং প্রাবৃষীব বলাহকৈঃ ॥ ৩
তস্যোদ্যোগস্তদা দৃষ্ট্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ
অলক্ষিতত্বরা জগ্মুঃ শূলিনস্তে ব্যজিজ্ঞপন ॥ ৪

দেবা ঊচুঃ ।

ন জানাসি কথং স্বামিন্ দেবা বিজ্ঞাপয়ন্তি ভো
তদস্মদ্রক্ষণার্থায় জহি সাগরনন্দনম্ ॥ ৫

নারদ উবাচ ।

ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য বৃষভধ্বজঃ ।
মহাবিষ্ণুং সমাহূয় বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৬

ঈশ্বর উবাচ ।

জালন্ধরঃ কথং বিষ্ণো ন হতঃ সঙ্গরে ত্বয়া ।
তদ্ভয়াচ্চাপযাতোঽসি ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাত্মনঃ ॥ ৭

ভগবানুবাচ ।

তবাংশসম্ভবত্বাচ্চ ভ্রাতৃত্বাচ্চ তথা শ্রিয়ঃ ।
ন ময়া নিহতঃ সংখ্যে ত্বমেনং জহি দানবম্ ॥ ৮

ঈশ্বর উবাচ ।

নায়মেভির্মহাতেজাঃ শস্ত্রৈঃ সর্ব্বৈর্বধ্যতে ময়া ।
দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বতেজোঽংশঃ শস্ত্রার্থে
দীয়তাং মম ॥ ৯

নারদ উবাচ ।

অথ বিষ্ণুমুখা দেবাঃ স্বতেজাংসি দদুস্তদা ।

লাভ করিল। অনন্তর রাহু রৌদ্র পুরুষ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মাকে পুনর্জাতবৎ অবধারণ করিল এবং জালন্ধরের নিকট আসিয়া সমস্ত শিবচেষ্টা বলিল। ৩২—৩৪।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৯।

শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—জালন্ধর তৎশ্রবণে কোপাকুলিত গাত্রে সত্বর কোটি কোটি দৈত্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। শুক্র তাহার অগ্রে উদিত হইলেন। রাহু দৃষ্টিপথস্থ হইল। তাহার মস্তকমুকুট ভূতলে খসিয়া পড়িল। বর্ষাকালীন বলাহক-বৃন্দের ন্যায় দৈত্যসৈন্যাবৃত শত শত বিমান দ্বারা তৎকালে নভোমণ্ডল বিরাজিত হইল। তখন জালন্ধরের উদযোগ-আয়োজন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অব্যগ্রভাবে শূলপাণির নিকট গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—প্রভো! আপনি কি বর্ত্তমান ঘটনা জানেন না? দেবগণ আপনার নিকট নিবেদন করিতেছেন। অতএব আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আপনি সাগরনন্দকে বিনাশ করুন। নারদ কহিলেন,—বৃষধ্বজ দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক মহাবিষ্ণুকে আহ্বান করত বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আপনি সমরে জালন্ধরকে কেন বিনাশ করিলেন না? আপনি তাহার ভয়ে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। ১—৭। ভগবান্ কহিলেন,—জালন্ধর আমার অংশজাত এবং মৎপত্নী লক্ষ্মীর সহোদর, এই দুই কারণে আমি তাহাকে সমরে সংহার করি নাই। আপনিই উহাকে বিনাশ করুন। ঈশ্বর কহি-লেন,—এই মহাতেজা দানবকে আমি এই সকল শস্ত্রাস্ত্র দ্বারা বধ করিতে পারিব না; অতএব সর্ব্বদেব স্ব স্ব তেজের অংশ মদীয়

তান্যেকত্বং গতানীশো দৃষ্ট্বা তেজো মহাংস্তদা
তেনাকরোন্মহাদেবঃ সহসা শস্ত্রমুত্তমম্।
চক্রং সুদর্শনং নাম জ্বালামালাতিভীষণম্ ॥ ১১
তেজঃশেষেণ চ তদা বজ্রঞ্চ কৃতবান্ হরঃ।
তাবজ্জালন্ধরো দৃষ্টঃ কৈলাসতলভূমিষু ॥ ১২
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং কোটীভিঃ পরিবারিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা হর্ষিতাঃ সর্ব্বে দেবা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৩
গণাশ্চ সমনহ্যন্ত যুদ্ধায়াতিত্বরান্বিতাঃ।
নন্দীভবক্ত্রসেনানীমুখাঃ সর্ব্বে শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৪
অবতেরুর্গণাঃ সর্ব্বে কৈলাসাদ্‌যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং কৈলাসোপত্যকাভুবি ॥ ১৫
প্রমথাধিপদৈত্যানাং ঘোরং শস্ত্রাস্ত্রসঙ্কুলম্।
ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খৌঘনিস্বনৈর্বীরহর্ষণৈঃ ॥ ১৬
গজাশ্বরথশব্দৈশ্চ নাদিতা ভূর্ব্যকম্পত।
শক্তিতোমরবাণৌঘৈর্মুষলপ্রাসপট্টিশৈঃ ॥ ১৭
ব্যাভ্রাজত নভঃ পূর্ণমুল্কাভিরিব সংবৃতম্।
নিহতৈরথনাগাশ্বৈঃ সর্ব্বা ভূমির্ব্যরাজত ॥ ১৮
বজ্রাহতৈশ্চলশিরঃশকলৈরিব সংবৃতা।
প্রমথাহতদৈত্যৌঘৈর্দৈত্যাহতগণৈস্তথা ॥ ১৯
বসাসৃঙ্‌মাংসপঙ্কাদ্যৈর্ভূরগম্যাভবত্তদা।
প্রমথাহতদৈত্যৌঘান্ ভার্গবঃ সমজীবয়ৎ ॥ ২০
যুদ্ধে পুনঃপুনশ্চৈব মৃতসঞ্জীবনীবলাৎ।
তং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলীভূত্বা গণাঃ সর্ব্বে ভয়ার্দ্দিতাঃ
শশংসুর্দেবদেবেশং তৎ সর্ব্বং শুক্রচেষ্টিতম্।
অথ রুদ্রমুখাৎ কৃত্যা বভূবাতীবভীষণা ॥ ২২
তালজঙ্ঘা দরীবক্ত্রা স্তনাপীড়িতভূরুহা।
সা যুদ্ধভূমিমাসাদ্য ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্ ॥ ২৩
ভার্গবং স্বকরে ধৃত্বা জগামান্তর্হিতাভবৎ।
বিধৃতং ভার্গবং দৃষ্ট্বা দৈত্যসৈন্যগণাস্তদা ॥ ২৪
প্রম্লানবদনা দর্পাৎ নিজগ্মুর্যুদ্ধদুর্মদাঃ।

শস্ত্রনিমিত্ত প্রদান করুন। নারদ কহিলেন,—অনন্তর বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ স্ব স্ব তেজোরাশি দান করিলেন। মহেশ্বর সেই সকল তেজ একীভূত করিয়া তাহা দ্বারা সহসা উত্তম শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেন। এই শস্ত্রের নাম সুদর্শন চক্র। এই চক্র জ্বালা-মালায় অতীব ভয়াবহ। পরে অবশিষ্ট তেজ দ্বারা শম্ভু তখন বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। ইত্যবসরে কৈলাসতল ভূমিতে কোটি কোটি হস্ত্যশ্বরথপত্তি দ্বারা পরিবৃত জালন্ধর পরিদৃষ্ট হইল। দেবগণ তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং সকলেই যথাযথ স্থানে গমন করিলেন। এদিকে প্রমথগণ যুদ্ধার্থ সত্বর সুসজ্জিত হইল। নন্দী, গজানন এবং ষড়ানন প্রমুখ রণদুর্ম্মদ প্রমথপতিগণ শিবাজ্ঞায় কৈলাস হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর কৈলাস গিরির উপত্যকাতটে প্রমথাধিপ ও দৈত্যাধিপগণের শস্ত্রাস্ত্রসঙ্কুল ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খসমূহের শব্দে বীরবৃন্দের হর্ষণে এবং গজ, অশ্ব ও রথনিচয়ের নিনাদে ধরণী নিনাদিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। শক্তি, তোমর, বাণসঙ্ঘ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ-পূর্ণ নভোমণ্ডল উল্কাজালাচ্ছন্নবৎ প্রতিভাত হইল। নিহত গজ, অশ্ব ও রথ দ্বারা সর্ব্বভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। ৮—১৮। বজ্রাহত চঞ্চল শিরঃখণ্ডসমূহ দ্বারাই ধরিত্রী যেন আবৃত হইল। প্রমথাহত দৈত্যদল ও দৈত্যাহত প্রমথদল এবং বসা রক্ত মাংস ও পঙ্কাদি দ্বারা ভূতল তখন অগম্য হইয়া উঠিল। প্রমথহস্তে যে সকল দৈত্য নিহত হইতে লাগিল, ভার্গব তাহাদিগকে মৃতসঞ্জীবনীবলে পুনঃপুনঃ বাঁচাইতে লাগিলেন। প্রমথগণ সকলেই তদ্দর্শনে ভয়ার্দ্দিত ও ব্যাকুলীভূত হইয়া শুক্রাচার্য্যের সমস্ত চেষ্টা দেবদেবকে নিবেদন করিল। অনন্তর রুদ্রের মুখবিবর হইতে এক অতি ভীষণ কৃত্যা প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ কৃত্যা তালজঙ্ঘা ও দরীবক্ত্রা। ইহার স্তনভারে ভূরুহশ্রেণী আমর্দ্দিত হইতে লাগিল। ভীষণ কৃত্যা যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করত ভার্গবকে হস্তে ধরিয়া অন্তর্হিত হইল। তৎকালে দৈত্যসৈন্যগণ ভার্গবকে বিধৃত দেখিয়া ম্লান বদনে

অথাভজ্যত দৈত্যানাং সেনা গণভয়ার্দ্দিতা ॥২৫
বায়ুবেগহতা যদ্বৎ প্রকীর্ণতৃণসংহতিঃ।
ভগ্নাং গণভয়াৎ সেনাং দৃষ্ট্বা হর্ষং গণা যযুঃ ॥ ২৬
নিশুম্ভশুম্ভসেনান্যৌ কালনেমিশ্চ বীর্য্যবান্।
ত্রয়স্তে বারয়ামাসুর্গণসেনাং মহাবলাঃ ॥ ২৭
মুমুচুস্তঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃষীব বলাহকাঃ।
ততো দৈত্যশরৌঘাস্তে শলভানামিব ব্রজাঃ ॥
রুরুধুঃ খং দিশঃ সর্ব্বা গণসেনামকম্পয়ন্।
গণাঃ শরশতৈর্ভিন্না রুধিরাসারবর্ষিণঃ ॥ ২৯
বসন্তে কিংশুকাভাসা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ ছিন্না ভিন্নাস্তদা গণাঃ।
ত্যক্ত্বা সংগ্রামভূমিং তে সর্ব্বেঽপি বিমুখাভবন্
ততঃ প্রভগ্নং স্ববলং বিলোক্য
গজাস্যনন্দীশ্বরকার্ত্তিকেয়াঃ।
চিরাবিতা দৈত্যবরান্ প্রসহ্য
নিবারয়ামাসুরমর্ষণাস্তে ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরযুদ্ধে দৈত্যসেনাবধো নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

অথচ দর্পভরে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই গণ-ভয়ার্দ্দিত দৈত্য-সেনা রণে ভঙ্গ দিল। মনে হইল, যেন প্রবীণ তৃণ-শ্রেণী বায়ুবেগে ব্যাহত হইল। দৈত্য সেনা ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল, দেখিয়া [প্রমথগণ হর্ষাবিষ্ট হইলেন। সেনাপতি নিশুম্ভ শুম্ভ এবং বীর্য্যবান্ কালনেমি এই তিন মহাবল দৈত্য শরজাল বর্ষণ করত প্রমথ সেনাকে নিবারিত করিল। অনন্তর দৈত্যনিক্ষিপ্ত শরবৃন্দ শলভসমূহবৎ আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল রুদ্ধ করিয়া সমস্ত প্রমথ সেনা কম্পিত করিয়া তুলিল। প্রমথগণ শত শত শরে ভিন্নগাত্র হইয়া রুধির ধারা বর্ষণ করত বসন্তকালীন কিংশুক দলবৎ প্রতিভাত হইল। তৎকালে তাঁহারা পতিত, পাত্যমান ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সকলেই সংগ্রামস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। তখন গজানন, ষড়ানন ও নন্দীশ্বর স্বীয় বলপ্রভগ্ন দেখিয়া অমর্ষভরে তৎক্ষণাৎ দৈত্যগণকে বাধা প্রদান করিলেন। ১৯—৩২।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০০।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
তে গণাধিপতীন্ দৃষ্ট্বা নন্দীভমুখষণ্মুখান্।
অমর্ষাদভ্যধাবন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধায় দানবাঃ ॥ ১
নন্দিনং কালনেমিশ্চ শুম্ভো লম্বোদরং তথা।
নিশুম্ভঃ ষণ্মুখং বেগাদভ্যধাবত দংশিতঃ ॥ ২
নিশুম্ভঃ কার্ত্তিকেয়স্য ময়ূরং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
হৃদি বিব্যাধ বেগেন মূর্চ্ছিতঃ স পপাত চ ॥ ৩
ততঃ শক্তিধরঃ শক্তিং যাবজ্জগ্রাহ রোষিতঃ।
তাবন্নিশুম্ভো বেগেন স্বশক্ত্যা তমপাতয়ৎ ॥ ৪
ততো নন্দীশ্বরো বাণৈঃ কালনেমিমবিধ্যত।
সপ্তভিশ্চ হয়ান্ কেতুং ত্রিভিঃ সারথিমচ্ছিনৎ ॥৫
কালনেমিস্তু সংক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ নন্দিনঃ ॥
তদপাস্য স শূলেন তং বক্ষস্যহনদ্দৃঢ়ম্ ॥ ৬

একাধিক শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—দানবগণ তখন গণাধিপতি নন্দীশ্বর, কার্ত্তিকেয় ও গজাননকে দেখিয়া অমর্ষভরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। সুসজ্জিত কালনেমি নন্দীশ্বরের, শুম্ভ লম্বোদরের এবং নিশুম্ভ ষড়াননের দিকে অভিযান করিল। নিশুম্ভ পঞ্চ শরে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূরকে হৃদয়ে বিদ্ধ করিলে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া বেগে ভূপতিত হইল। অনন্তর শক্তিধর যেমন রোষাবিষ্ট হইয়া শক্তি গ্রহণ করিলেন, অমনি সেই মুহূর্ত্তে স্বীয় শক্তি-প্রহারে তাহাকে পাতিত করিলেন। অনন্তর নন্দীশ্বর বাণসমূহ দ্বারা কালনেমিকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার সপ্ত বাণে কালনেমির অশ্বগণ, এবং তিন বাণে কেতু এবং সারথির দেহ ছিন্ন হইল। ১—৫। কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দীর ধনুশ্ছেদন করিল। নন্দী কালনেমির অস্ত্র ব্যাহত করিয়া

স শূলভিন্নহৃদয়ো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অদ্রেঃ শিখরমামুচ্য শৈলাদিং সোঽপ্যপাতয়ৎ ॥ ৭
অথ শুম্ভো গণেশশ্চ রথমূষকবাহনৌ।
যুধ্যমানৌ শরব্রাতৈঃ পরস্পরমবিধ্যতাম্‌ ॥ ৮
অথ শুম্ভং গণাধ্যক্ষো হৃদি বিব্যাধ পত্রিণা।
সারথিং পঞ্চভির্বাণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৯
ততঃ শুম্ভোঽতিক্রুদ্ধোঽপি বাণষষ্ট্যা গণাধিপম্‌
মূষকঞ্চ ত্রিভির্বিদ্ধা ননাদ জলদস্বনঃ ॥ ১০
মূষকঃ শরভিন্নাঙ্গশ্চচাল কৃতবেদনঃ।
লম্বোদরঃ সমুত্তীর্য্য পদাতিরভবন্নৃপ ॥ ১১
ততো লম্বোদরঃ শুম্ভং হত্বা পরশুনা হৃদি।
অপাতয়ত্তদা ভূমৌ মূষকঞ্চারুহৎ পুনঃ ॥ ১২
কালনেমির্নিশুম্ভশ্চ উভৌ লম্বোদরং শরৈঃ।
যুগপজ্জঘ্নতুঃ কোপাত্তোত্রেণেব মহাদ্বিপম্‌ ॥ ১৩
তং পীড্যমানমালোক্য বীরভদ্রো মহাবলঃ।
অভ্যধাবত বেগেন ভূতকোটিযুতস্তদা ॥ ১৪

কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাশ্চাপি বেতালা যোগিনীগণাঃ
পিশাচা যোগিনীসঙ্ঘা গণাশ্চাপি তমন্বয়ুঃ ॥ ১৫
ততঃ কিলকিলাশব্দৈঃ সিংহনাদৈঃ সঘুর্ঘুরৈঃ।
বিনাদিতা ডমরুকৈঃ পৃথিবী সমকম্পত ॥ ১৬
ততো ভূতানি ধাবন্তি ভক্ষয়ন্তি স্ম দানবান্‌।
উৎপতন্তি পতন্তি স্ম ননৃতুশ্চ রণাঙ্গনে ॥ ১৭
নন্দী চ কার্ত্তিকেয়শ্চ সমায়াতৌ ত্বরান্বিতৌ।
নিজঘ্নতু রণে দৈত্যান্নিরন্তরশরব্রজৈঃ ॥ ১৮
ছিন্নভিন্নাহতৈর্দৈত্যৈঃ পাতিতৈর্ভর্ৎসিতৈস্তথা
ব্যাকুলা সাভবৎ সেনা বিষণ্ণবদনা তদা ॥ ১৯
প্রবিধ্বস্তাং ততঃ সেনাং দৃষ্ট্বা সাগরনন্দনঃ।
রথেনাতিপতাকেন গণানভিযযৌ বলী ॥ ২০
হস্ত্যশ্বরথসংহ্রাদঃ শঙ্খভেরীরবস্তদা।
অভবৎ সিংহনাদশ্চ সেনয়োরুভয়োস্তদা ॥ ২১
জালন্ধরশরব্রাতৈর্নীহারপটলৈরিব।
দ্যাবাপৃথিব্যোরাচ্ছন্নমন্তরং সমপদ্যত ॥ ২২

তদীয় বক্ষে শূলাঘাত করিলেন। হতাশ্ব হতসারথি কালনেমি শূলভিন্ন হৃদয়ে অদ্রি-শিখর পরিত্যাগ করিয়া শিলাদ-নন্দন নন্দীকে প্রহার করিল, নন্দী পাতিত হইল। অনন্তর শুম্ভ এবং গণেশ উভয়ে যুদ্ধ করিয়া উভয়ের বাহন রথ ও মূষিককে শরসমূহ দ্বারা পরস্পর আহত করিলেন। তখন গণাধ্যক্ষ শর দ্বারা শুম্ভকে হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া পঞ্চ বাণে তাহার সারথিকে ভূপাতিত করিলেন। অনন্তর শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টিসংখ্যক বাণে গণাধিপকে এবং তিন বাণে মূষিককে বিদ্ধ করিয়া জলদনাদে নিনাদ করিয়া উঠিল। শরভিন্নগাত্র মূষিক বেদনায় বিচলিত হইল। লম্বোদর তাহার পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পাদচারী হইলেন। অনন্তর লম্বোদর পরশু দ্বারা শুম্ভকে হৃদয়ে আহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন এবং পুনরায় মূষিকে আরোহণ করিলেন। যেমন তোত্র দ্বারা মহাগজকে আহত করে, তেমনি নিশুম্ভ এবং কালনেমি উভয়েই যুগপৎ শরাঘাতে লম্বোদরকে আহত করিল। মহাবল বীরভদ্র তাঁহাকে পীড়িত দেখিয়া কোটি কোটি ভূত সমভিব্যাহারে বেগে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। কুষ্মাণ্ড, ভৈরব, বেতাল, যোগিনীগণ, পিশাচ ও প্রমথবৃন্দ—ইহারাও বীরভদ্রের অনুগামী হইল। তখন কিল কিলাশব্দে, সঘুর্ঘুর সিংহনাদে ও ডমরু-রবে পৃথ্বী নিনাদিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। ৭-১৬। অনন্তর ভূতগণ ধাবিত হইল, দানবগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল, উৎপতিত হইল, পতিত হইতে লাগিল এবং রণাঙ্গনে নৃত্যারম্ভ করিল। এই সময় নন্দী এবং কার্ত্তিকেয় উভয়ে ত্বরান্বিত হইয়া আগমন-পূর্ব্বক সমরে দৈত্যসমূহকে শরবর্ষণে নিরন্তর নিহত করিতে লাগিলেন। হত, পাতিত, ভর্ৎসিত দৈত্যসমূহ দ্বারা সমগ্র দানবী সেনা ছিন্ন ভিন্ন ব্যাকুল ও বিষণ্ণবদন হইয়া পড়িল। তখন বলবান্‌ সাগরনন্দন স্বীয় সেনাদিগকে বিধ্বস্ত দেখিয়া সুদীর্ঘ পতাকা-মণ্ডিত রথারোহণে ধাবিত হইল। তৎকালে উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যেই হস্তী, অশ্ব ও রথধ্বনি, শঙ্খ ও ভেরীনাদ এবং ভীষণ সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। জাল-

গণেশং পঞ্চভির্বিদ্ধা শৈলাদিমপি পঞ্চভিঃ।
বীরভদ্রঞ্চ বিংশত্যা ননাদ জলদস্বনঃ॥২৬
কার্ত্তিকেয়স্ততো দৈত্যং শক্ত্যা বিব্যাধ সত্বরঃ
ব্যাঘূর্ণঃ শক্তির্নির্ভিন্নঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ॥২৪
ততঃ ক্রোধপরীতাক্ষঃ কার্ত্তিকেয়ং জলন্ধরঃ।
গদয়া তাড়য়ামাস স চ ভূমিতলেঽপতৎ॥২৫
তথৈব নন্দনং বেগাদপাতয়ত ভূতলে।
ততো গণেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো গদাং পরশুনাচ্ছিনৎ॥
বীরভদ্রস্ত্রিভির্বাণৈর্হৃদি বিব্যাধ দানবম্।
সপ্তভিশ্চ হয়ান্ কেতূন্ ধনুশ্ছন্নঞ্চ চিচ্ছিদে॥২৭
ততোঽতিক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রঃ শক্তিমুদ্যম্য দারুণাম্।
গণেশং পাতয়ামাস রথমন্যং সমারুহৎ॥২৮
অভ্যয়াদশ্ববেগেন বীরভদ্রং রুষান্বিতঃ।
ততস্তৌ সূর্য্যসঙ্কাশৌ যুযুধাতে পরস্পরম্॥২৯
বীরভদ্রস্তস্য হয়াং স্তথা বাণৈরপাতয়ৎ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ দৈত্যেন্দ্রো যুযুধে পরিঘায়ুধঃ॥৩০
স বীরভদ্রং ত্বরয়াভিগম্য
জঘান দৈত্যঃ পরিঘেন মূর্দ্ধি।
স চাপি দৈত্যঃ প্রবিভিন্নমূর্দ্ধা
পপাত ভূমৌ রুধিরং সমুদ্গিরন্॥৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরোপাখ্যানে দৈত্যসেনাপরাভবো নাম একাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥১০১॥

স্বরের নীহারজালবৎ শরসমূহে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। জালন্ধর পঞ্চ বাণে গণেশকে, পঞ্চ বাণে নন্দীকে এবং বিংশতি বাণে বীরভদ্রকে বিদ্ধ করিয়া জলদনাদে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। অনন্তর কার্ত্তিকেয় শক্তিপ্রহারে সত্বর দৈত্যকে বিদ্ধ করিলেন। শক্তি-নির্ভিন্ন হইয়া জালন্ধর ব্যাঘূর্ণ ও কিঞ্চিৎ ব্যাকুলচিত্ত হইল। পরে ক্রোধাকুল নেত্রে কার্ত্তিকেয়কে গদাপ্রহার করিয়া ভূপাতিত করিল। দৈত্যের প্রহারে নন্দীও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। অনন্তর গণপতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরশু দ্বারা গদা ছেদন করিলেন। বীরভদ্র তিন বাণে দানবকে হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া সপ্ত বাণে তাহার অশ্ব, কেতু ও ধনুশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ দৈত্যেন্দ্র দারুণ শক্তি উত্তোলনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা গণেশকে পাতিত করিয়া অন্য রথে আরোহণ করিল—এবং রোষভরে বীরভদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন সেই সূর্য্যপ্রতিম দৈত্য ও বীরভদ্র পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। বীরভদ্র বাণাঘাতে দৈত্যাশ্ব পাতিত করিলেন। দৈত্যরাজ পরিঘহস্তে যুদ্ধ করিয়া বীরভদ্রের ধনুশ্ছেদন করিল। অনন্তর বীরভদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়া পরিঘ দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। তখন দৈত্যরাজও নির্ভিন্ন মস্তকে রুধির বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ১৭-৩১।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১০১।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
পতিতং বীরভদ্রন্তু দৃষ্ট্বা রুদ্রগণা ভয়াৎ।
আগতাস্তে রণং হিত্বা ক্রোশমানা মহেশ্বরম্॥১
অথ কোলাহলং শ্রুত্বা গণানাং চন্দ্রশেখরঃ॥২
অভ্যয়াদ্বৃষমারূঢ়ঃ সংগ্রামং প্রহসন্নিব।
রুদ্রমায়ান্তমালোক্য সিংহনাদৈর্গণাঃ পুনঃ॥৩
নিবৃত্তাঃ সঙ্গরে দৈত্যান্ নিজঘ্নুঃ শরবৃষ্টিভিঃ।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—বীরভদ্রকে পতিত দেখিয়া রুদ্রগণেরা ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিৎকার করিতে করিতে মহেশ্বর-সমীপে আগমন করিল। চন্দ্রশেখর প্রমথ-গণের কোলাহল শুনিয়া বৃষারোহণে হাসিতে হাসিতে সংগ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। সাক্ষাৎ রুদ্রদেবকে আসিতে দেখিয়া প্রমথ-

দৈত্যাশ্চ ভীষণং রুদ্রং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বিদুদ্রুবুঃ ॥৪
কার্ত্তিকব্রতিনং দৃষ্ট্বা পাতকানীব তদ্ভয়াৎ।
অথ জালন্ধরো দৈত্যান্ বিদ্রুতান্ প্রেক্ষ্য সঙ্গরে
রোষাদধাবচ্চণ্ডীশং মুঞ্চন্ বাণান্ সহস্রশঃ।
শুম্ভো নিশুম্ভোঽশ্বমুখঃ কালনেমির্বলাহকঃ ॥৬
খড়্গরোমা প্রচণ্ডশ্চ ঘস্মরশ্চ শিবং যযুঃ।
বাণান্ধকারসঞ্ছন্নং দৃষ্ট্বা গণবলং শিবঃ ॥ ৭
তদ্বাণজালং বিচ্ছিদ্য স্ববাণৈরাবৃণোন্নভঃ।
দৈত্যাংশ্চ বাণবাত্যাভিঃ পীড়িতানকরোত্তদা ॥
প্রচণ্ডম্বালবাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে।
খড়্গরোম্নঃ শিরঃ কোপাৎ তথা পরশুনাচ্ছিনৎ
বলাহকস্য চ শিরঃ খট্বাঙ্গেনাকরোদ্দ্বিধা।
বদ্ধা চ ঘস্মরং দৈত্যং পাশেনাভ্যহনদ্ভুবি ॥১০
বৃষভেণ হতাঃ কেচিৎ কেচিদ্বাণৈর্নিরাকৃতাঃ।
ন শেকুরসুরাঃ স্থাতুং গজাঃ সিংহার্দ্দিতা যথা

ততঃ কোপপরীতাত্মা বেগাক্রন্দং জলন্ধরঃ।
আহ্বয়ামাস সমরে তীব্রাশনিসমস্বনঃ ॥ ১২

জালন্ধর উবাচ।

যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্দ্ধং কিমেভির্নিহতৈস্তব।
যচ্চ কিঞ্চিদ্বলস্তেঽস্তি তদ্দর্শয় জটাধর ॥ ১৩

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাণসপ্তত্যা জঘান বৃষভধ্বজম্।
তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ প্রহসন্নিব ॥
ততো হয়ান্ ধ্বজং ছত্রং ধনুশ্চিচ্ছেদ সপ্তভিঃ
স ছিন্নধন্বা বিরথো গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ১৫
অভ্যধাবচ্ছিবস্তাবদ্গদাং বাণৈর্দ্বিধাকরোৎ।
তথা প মুষ্টিমুদ্যম্য যযৌ রুদ্রজিঘাংসয়া ॥ ১৬
তাবচ্ছিবেন বাণৌঘৈঃ ক্রোশমাত্রমপাকৃতঃ।
ততো জালন্ধরো দৈত্যো মত্বা রুদ্রং বলাধিকং
সসর্জ্জ মায়াং গান্ধর্বীমদ্ভুতাং রুদ্রমোহিনীম্।
ততো জগুশ্চ নন্বৃতুর্গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গনাঃ ॥ ১৮

গণ সিংহনাদ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং শরবর্ষণ করিয়া সমরে দৈত্যগণকে নিহত করিতে লাগিল। দৈত্যগণ ভীষণ রুদ্রদেবকে দেখিয়া সকলেই ভয়ে পলায়ন করিল—যেন কার্ত্তিকব্রতীকে দেখিয়া পাতকরাশি পলাইয়া গেল। অনন্তর জালন্ধর দৈত্যদিগকে পলাইতে দেখিয়া রোষভরে সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করত চণ্ডীশের দিকে ধাবিত হইল। শুম্ভ, নিশুম্ভ, অশ্বমুখ, কালনেমি, বলাহক, খড়্গরোমা, প্রচণ্ড এবং ঘস্মর ইহারা শিবকে আক্রমণ করিল। শিব স্বীয় সৈন্যদলকে বাণান্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিয়া স্বীয় বাণে দৈত্যবাণজাল ছেদনপূর্ব্বক নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন এবং দৈত্যগণকে বাণবাত্যায় পীড়িত করিয়া ফেলিলেন। তিনি বাণৌঘবর্ষণে প্রচণ্ডকে ভূপাতিত করিলেন এবং কোপভরে পরশুপ্রহারে খড়্গরোমার মস্তক ছেদন করিলেন। তদীয় খড়্গাঘাতে বলাহকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। তিনি ঘস্মর দৈত্যকে পাশবদ্ধ করিয়া ভূতলে আহত করিলেন। কতকগুলি দৈত্য বৃষভ কর্ত্তৃক নিহত হইল। বহু অসুর বাণ দ্বারা নিরাকৃত হইয়া সিংহার্দ্দিত গজগণের ন্যায় সমরে অবস্থান করিতে পারিল না। অনন্তর কোপপূর্ণচেতা জালন্ধর তীব্র অশনিসম নিনাদে সমরে রুদ্রকে আহ্বান করিল। ১—১২। জালন্ধর কহিল,—হে জটাধর! এই সকলকে নিহত করিয়া কি হইবে? তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। তোমার যে কিছু বল আছে, তাহা আমাকে দেখাও। নারদ কহিলেন,—জালন্ধর এই কথা কহিয়া সপ্ততি বাণে বৃষধ্বজকে আহত করিল। বৃষধ্বজ সেই সকল বাণ আসিতে না-আসিতেই হাস্যপূর্ব্বক নিশিত শরবর্ষণে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সপ্তবাণে অসুরপতির অশ্ব, ধ্বজ, ছত্র ও ধনু, ছিন্ন হইল। বীর্য্যবান্ জালন্ধর ছিন্নধনু ও ছিন্নরথ হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক শিবাভিমুখে ধাবিত হইলে, শিব শরপ্রহারে সেই গদা দ্বিখণ্ড করিলেন। জালন্ধর তথাপি মুষ্টি উদ্যত করিয়া রুদ্রবধার্থে ধাবিত হইল। শিব সেই সময় বাণজালবর্ষণে জালন্ধরকে

তালবেণুমৃদঙ্গাংশ্চ বাদয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং রুদ্রো নাদবিমোহিতঃ ॥১৯
পতিতান্যপি শস্ত্রাণি করেভ্যো ন বিবেদ সঃ ।
একাগ্রভূতমালোক্য রুদ্রং দৈত্যো জলন্ধরঃ ॥
কামার্ত্তঃ সঞ্চগামাশু যত্র গৌরী স্থিতাভবৎ ।
যুদ্ধে শুম্ভনিশুম্ভাখ্যৌ স্থাপয়িত্বা মহাবলৌ ॥২১
দশদোর্দণ্ডপঞ্চাস্যস্ত্রিনেত্রশ্চ জটাধরঃ ।
মহাবৃষভমারূঢ়ঃ স বভূব জলন্ধরঃ ॥ ২২
অথ রুদ্রং সমায়ান্তমালোক্য ভববল্লভা ।
অভ্যাযযৌ সখীমধ্যাত্তদ্দর্শনপথেঽভবৎ ॥ ২৩
যাবদ্দদর্শ চার্ব্বঙ্গীং পার্ব্বতীং দনুজেশ্বরঃ ।
তাবৎ স বীর্য্যং মুমুচে জড়াঙ্গশ্চাভবত্তদা ॥২৪
অথ জ্ঞাত্বা তদা গৌরী দানবং ভয়বিহ্বলা ।
জগামান্তর্হিতা তাবৎ সা তদোত্তরমানসম্ ॥২৫
তামদৃষ্ট্বা তদা দৈত্যঃ ক্ষণাদ্বিদ্যুল্লতামিব ।
জবেনায়াৎ পুনর্যুদ্ধং যত্র দেবো বৃষধ্বজঃ ॥২৬
পার্ব্বত্যাপি মহাবিষ্ণুং সস্মার মনসা তদা ।
তাবদ্দদর্শ তং দেবী সোপবিষ্টং সমীপগম্ ॥২৭
পার্ব্বত্যুবাচ ।
বিষ্ণো জালন্ধরো দৈত্যঃ কৃতবান্ পরমাদ্ভুতম্
তৎ কিন্ন বিদিতন্তেঽস্তি চেষ্টিতং তস্য দুর্ম্মতেঃ
শ্রীভগবানুবাচ ।
তেনৈব দর্শিতঃ পন্থা বয়মপ্যন্বয়ামহে ।
নান্যথা স ভবেদ্বধ্যঃ পাতিব্রত্যাৎ সুরক্ষিতঃ ॥
নারদ উবাচ ।
জগাম বিষ্ণুরিত্যুক্ত্বা পুনর্জালন্ধরং পুরম্ ।
অথ রুদ্রশ্চ গন্ধর্ব্বানুগতঃ সঙ্গরে স্থিতঃ ॥ ৩০
অন্তর্দ্ধানগতাং মায়াং দৃষ্ট্বা তু বুবুধে তদা ॥ ৩১

এক ক্রোশ দূরে অপসারিত করিলেন। তখন দৈত্য জালন্ধর রুদ্রকে বলাধিক বিবেচনা করিয়া রুদ্রমোহিনী অপূর্ব্ব গান্ধর্ব্বী-মায়া সৃষ্টি করিল। তাহাতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নৃত্য ও গান করিতে লাগিল এবং পরস্পর তাল বেণু ও মৃদঙ্গধ্বনি করিতে লাগিল। রুদ্র সেই মহাশ্চর্য্য দর্শনে নাদমোহিত হইয়া স্বীয় হস্ত হইতে শস্ত্র-পতনও বুঝিতে পারিলেন না। দৈত্য জালন্ধর রুদ্রকে সেই নৃত্য-গীতে একাগ্রচিত্ত দেখিয়া যথায় গৌরী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে কামার্ত্ত হইয়া গমন করিল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই মহাবল সেনাপতি জালন্ধরের ব্যবস্থায় সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল। জালন্ধর দশহস্ত, ত্রিনেত্র, পঞ্চবক্ত্র ও জটাজূটধর হইয়া মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিল। ভবভাবিনী পার্ব্বতী দূর হইতে রুদ্রকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ সখীজনমধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই কপট-রুদ্রের দৃষ্টিপথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দনুজেন্দ্র যেইমাত্র সেই চার্ব্বাঙ্গী পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইল, অমনি তাহার বীর্য্য ক্ষরণ হইল, সে তখন জড়দেহে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর গৌরী সেই রুদ্রকে দানব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া উত্তর মানসে গমন করিলেন। ১৩--২৫। দৈত্যরাজ ক্ষণস্থায়িনী বিদ্যুল্লতার ন্যায় পার্ব্বতীকে আর দেখিতে না পাইয়া বেগে পুনরায় রুদ্রাধিষ্ঠিত সমরক্ষেত্রে আগমন করিল। এদিকে পার্ব্বতী মনে মনে মহাবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্মরণ মাত্র দেবী দেখিলেন, বিষ্ণু তাঁহার সমীপে সমাসীন রহিয়াছেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—বিষ্ণো! জালন্ধর দৈত্য এক অদ্ভুত ব্যবহার করিয়াছে। সেই দুর্ম্মতির চেষ্টা আপনি কি জানিতে পারেন নাই! ভগবান্ কহিলেন,—সেই অসুরই পথ দেখাইয়াছে। আমরা সেই পথেরই অনুসরণ করিব। অন্যথা তাহার পত্নীর পাতিব্রত্যে সুরক্ষিত হইয়া সে কখনই বধ্য হইবে না। নারদ কহিলেন,—বিষ্ণু এই কথা কহিয়া পুনরায় জালন্ধরপুরে গমন করিলেন। এদিকে গায়ক গন্ধর্ব্বগণের অনুগত রুদ্র মায়াকে অন্তর্দ্ধানগতা দর্শনে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন।

ততঃ শিবো বিস্মিতমানসঃ পুন-
র্জগাম যুদ্ধায় জলন্ধরং রুষা।
স চাপি দৈত্যঃ পুনরাগতং শিবং
দৃষ্ট্বা শরৌঘৈঃ সমবাকিরদ্রণে॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরকপটবর্ণনো নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
বিষ্ণুর্জালন্ধরং গত্বা তদ্দৈত্যপুটভেদনম্।
পাতিব্রত্যস্য ভঙ্গায় বৃন্দায়াশ্চাকরোন্মতিম্॥ ১
অথ বৃন্দারকা দেবী স্বপ্নমধ্যে দদর্শ হ।
ভর্তারং মহিষারূঢ়ং তৈলাভ্যক্তং দিগম্বরম্॥ ২
কৃষ্ণপ্রসূনভূষাঢ্যং ক্রব্যাদগণসেবিতম্।
দক্ষিণাশাং গতং মুণ্ডং তমসা ব্যাবৃতং তদা॥ ৩
স্বপুরং সাগরে মগ্নং সহৈবাত্মনা সহ।
ততঃ প্রবুদ্ধা সা বালা স্বস্বপ্নং প্রবিচিন্বতী॥ ৪
দদর্শোদিতমাদিত্যং সচ্ছিদ্রং নিশ্চলং মুহুঃ।
তদনিষ্টমিতি জ্ঞাত্বা রুদতী ভয়বিহ্বলা॥ ৫
কুত্র চিন্নালভচ্ছর্ম্ম গোপুরাট্টালভূমিষু।
ততঃ সখীদ্বয়যুতা নগরোদ্যানমাগমৎ॥ ৬
তত্রাপি সাগতা বালা নালভৎ কুত্রচিৎ সুখম্।
বনাদ্বনান্তরং যাতা নৈব বেদাত্মনস্তদা॥ ৭
ততো ভ্রমন্তী সা বালা দদর্শাতিবিভীষণৌ।
রাক্ষসৌ সিংহবদনৌ দংষ্ট্রানয়নভীষণৌ॥ ৮
তৌ দৃষ্ট্বা বিহ্বলাতীব পলায়নপরা তদা।
দদর্শ তাপসং শান্তং সশিষ্যং মৌনমাস্থিতম্॥৯
ততস্তৎকণ্ঠ আসজ্য নিজাং বাহুলতাং ভয়াৎ
মুনে মাং রক্ষ শরণমাগতামিত্যভাষত॥ ১০
মুনিস্তাং বিহ্বলাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসানুগতাং তদা।

তখন বিস্মিতচিত্ত হইয়া রুদ্র পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ জালন্ধরের দিকে ধাবিত হইলেন; দৈত্য জালন্ধরও শিবকে পুনরাগত দেখিয়া শরসমূহ দ্বারা সমরে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল।২৬—৩২।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০২।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—বিষ্ণু জালন্ধরপুরে গমন করিয়া বৃন্দার পাতিব্রত্য-ভঙ্গার্থ মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বৃন্দা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভর্তা মহিষারোহণে তৈলাভ্যক্তগাত্রে বিবস্ত্র কৃষ্ণকুসুমভূষায় ভূষিত ও রাক্ষসসেবিত হইয়া মুণ্ডিতমস্তকে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে। তখন সমস্তই অন্ধকারপূর্ণ; স্বীয় পুরীও নিজের সহিত সাগরে মগ্ন হইয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়া বৃন্দা জাগ্রৎ হইলেন এবং স্বীয় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিকে তাকাইয়া দেখিলেন,—সচ্ছিদ্র সূর্য্য সমুদিত হইয়া নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত। তাহা দেখিয়া বৃন্দা অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতিবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোপুর বা অট্টাল ভূমি কোথাও তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দুইটী সখী সঙ্গে লইয়া বৃন্দা নগরোদ্যানে আসিলেন। সেখানে গিয়াও তিনি কুত্রাপি সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। তখন বৃন্দা এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিলেন; কতদূর আসিয়া পড়িলেন, বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা দুই ভীষণাকার রাক্ষস দেখিতে পাইলেন। রাক্ষস সিংহবদন ও দংষ্ট্রানয়নভীষণ।১—৮। সেই দুই রাক্ষস দেখিয়া বৃন্দা বিহ্বল ভাবে পলাইতে লাগিলেন। তখন যাইতে যাইতে সম্মুখে তিনি এক মৌনাবলম্বী সশিষ্য শান্তচিত্ত তাপস দর্শন করিলেন। অনন্তর ভয়ে সেই তাপসের কণ্ঠ স্বীয় বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া কহিলেন,—মুনে! আমি শরণাগত, আমায় রক্ষা করুন। মুনি সেই রাক্ষসানুসৃতা নারীকে ভয়বিহ্বলা দেখিয়া ক্রোধে

হুঙ্কারেণৈব তৌ ঘোরৌ চকার বিমুখৌ রুষা॥
যদ্ধুঙ্কারভয়ত্রস্তৌ দৃষ্ট্বা তৌ গগনং গতৌ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ বৃন্দা বচনমব্রবীৎ॥ ১২
বৃন্দোবাচ।
রক্ষিতাহং ত্বয়া ঘোরাদ্ভয়াত্তস্মাৎ কৃপানিধে।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুমিচ্ছামি কৃপয়া তন্নিশাময়॥ ১৩
জালন্ধরো হি মে ভর্ত্তা রুদ্রং যোদ্ধুংগতঃ প্রভো।
স তত্রাস্তি কথং যুদ্ধে তন্মে কথয় সুব্রত॥ ১৪
নারদ উবাচ।
মুনিস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য কৃপয়োর্দ্ধমবৈক্ষত।
তাবৎ কপীশাবায়াতৌ তং প্রণম্যাগ্রতঃ স্থিতৌ
ততস্তদ্ভ্রূলতাসংজ্ঞানিযুক্তৌ গগনং গতৌ।
গত্বা ক্ষণার্দ্ধাদাগত্য বানরাবগ্রতঃ স্থিতৌ॥১৬
শিরঃকবন্ধহস্তৌ তৌ দৃষ্ট্বাব্ধিতনয়স্য সা।
পপাত মূর্চ্ছিতা ভূমৌ ভর্ত্তৃব্যসনদুঃখিতা॥ ১৭
কমণ্ডলুজলৈঃ সিক্তা মুনিনাশ্বাসিতা তদা।
স্বভর্ত্তৃভালে সা ভালং কৃত্বা খিন্না রুরোদ হ।
বৃন্দোবাচ।
যঃ পুরা সুখসংবাদৈর্বিনোদয়সি মাং বিভো।
স কথং ন বদস্যদ্য বল্লভাং মামনাগসম্॥ ১৯
যেন দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা নির্জ্জিতা হরিণা সহ।
স কথং তাপসেন ত্বং ত্রৈলোক্যবিজয়ী হতঃ॥
নারদ উবাচ।
রুদিত্বেতি তদা বৃন্দা তং মুনিং বাক্যমব্রবীৎ
বৃন্দোবাচ।
কৃপানিধে মুনিশ্রেষ্ঠ জীবনং মেঽস্য সুপ্রিয়ম্।
ত্বমেবাস্য পুনঃ শক্তো জীবনায় মতো মম।
অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রহস্য মুনিরব্রবীৎ॥ ২২
মুনিরুবাচ।
নায়ং জীবয়িতুং শক্যো রুদ্রেণ নিহতো যুধি।
তথাপি ত্বৎকৃপাবিষ্ট এবং সঞ্জীবয়াম্যহম্॥ ২৩

হুঙ্কার দ্বারা ঘোর রাক্ষসদ্বয়কে দূরে অপসারিত করিলেন। রাক্ষসদ্বয় হুঙ্কারভয়ে ত্রস্ত হইয়া আকাশপথে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে বৃন্দা ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক মুনিকে বলিলেন,—হে কৃপানিধে! ঘোর রাক্ষসভয় হইতে আপনার প্রসাদে আমি রক্ষিত হইলাম। এক্ষণে আপনার নিকট আমি কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি শ্রবণ করুন। হে প্রভো! দৈত্যরাজ জালন্ধর আমার ভর্ত্তা, তিনি রুদ্রসহ যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছেন। হে সুব্রত! সমরক্ষেত্রে ভর্ত্তা আমার কিরূপ অবস্থায় আছেন, আপনি তাহা বলুন। নারদ কহিলেন, সেই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি কৃপাবশত উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় দুই কপিবর আসিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। মুনি তাহাদিগকে ভ্রূলতাসংজ্ঞায় পরিচালিত করিলেন। তাঁহারা গগনপথে প্রস্থান করিল,—এবং ক্ষণার্দ্ধ পরে এক বানর জালন্ধরের কবন্ধ ও অপর তাহার মস্তক হস্তে লইয়া আসিয়া আবার মুনির অগ্রে দাঁড়াইল। বৃন্দা স্বীয় ভর্ত্তার শির এবং কবন্ধ দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া ভর্ত্তৃব্যসনদুঃখিতা বৃন্দা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিতা হইলেন। মুনি তাহাকে কমণ্ডলুজলে সিক্ত করিয়া আশ্বাসিতা করিলেন। বৃন্দা স্বীয় ভর্ত্তার ললাটে স্বীয় ললাট রাখিয়া খিন্ন মনে রোদন করিতে লাগিলেন। বৃন্দা বলিলেন,—হা বিভো! যে তুমি পূর্ব্বে নানা সুখ-সংবাদে আমার বিনোদিত করিতে, সেই তুমি আজ তোমার নিরপরাধ প্রিয়ার সহিত কথা কহিতেছ না কেন? যে তুমি হরিপ্রমুখ দেব ও গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়াছিলে, সেই ত্রিলোকবিজয়ী তুমি আজ কিনা একজন তাপসের হস্তে নিহত হইলে? নারদ কহিলেন,—বৃন্দা এইরূপে রোদন করিয়া তখন সেই মুনিকে বলিলেন,—হে কৃপানিধে, মুনিবর! ইহাঁর জীবন আমার একান্ত প্রিয়; আমি মনে করি, আপনিই ইহাঁকে পুনর্ব্বার জীবন দান করিতে পারেন। মুনি বৃন্দার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—স্বয়ং রুদ্র ইহাকে সমরে নিহত করিয়াছেন। আমি

নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তান্তর্দধে যাবত্তাবৎ সাগরনন্দনঃ।
বৃন্দামালিঙ্গ্য তদ্বক্ত্রং চুচুম্বে প্রীতমানসঃ ॥২৪
অথ বৃন্দাপি ভর্তারং দৃষ্ট্বা হর্ষিতমানসা।
রেমে তদ্বনমধ্যস্থা তদ্যুক্তা বহু বাসরম্ ॥ ২৫
কদাচিৎ সুরতস্যান্তে দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং তমেব হি।
নির্ভর্ৎস্য ক্রোধসংযুক্তা বৃন্দা বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬
বৃন্দোবাচ।
ধিক্ তবেদং হরে শীলং পরদারাভিগামিনঃ।
জ্ঞাতোঽসি ত্বং ময়া সম্যঙ্মায়াপ্রত্যক্ষতাপসঃ
যৌ ত্বয়া মায়য়া হ্যাস্তৌ স্বকীয়ৌ দর্শিতৌ মম।
তাবেব রাক্ষসৌ ভূত্বা ভার্য্যাং তব হরিষ্যথ ॥
ত্বং চাপি ভার্য্যাদুঃখার্ত্তো বনে কপিসহায়বান্।
ভ্রম সর্পেশ্বরেণায়ং যস্তে শিষ্যত্বমাগতঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্তা সা তদা বৃন্দা প্রাবিশদ্ধব্যবাহনম্।
বিষ্ণুনা বার্য্যমাণাপি তস্মিন্নাসক্তমানসা ॥ ৩০

ততো হরিস্তামনু সংস্মরন্ মুহু-
র্বৃন্দাচিতাভস্মরজোঽবগুণ্ঠিতঃ।
তত্রৈব তস্থৌ মুনিসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ
প্রবোধ্যমানোঽপি যযৌ ন শান্তিম্ ॥৩১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বৃন্দাচিতাগ্নিপ্রবেশো
নাম ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ততো জালন্ধরো দৃষ্ট্বা রুদ্রমদ্ভুতবিক্রমম্।
চকার মায়য়া গৌরীং ত্র্যম্বকং মোহয়ংস্তদা ॥ ১
রথোপরি গতাং দৃষ্ট্বা রুদন্তীঞ্চ তদা শিবঃ।
শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যৈশ্চ বধ্যমানাং দদর্শ সঃ ॥ ২
গৌরীং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা শিবোঽপ্যুদ্বিগ্নমানসঃ।
অবাঙ্মুখঃ স্থিতস্তূষ্ণীং বিস্মৃত্য স্বপরাক্রমম্ ॥ ৩
ততো জালন্ধরো বেগাত্রিভির্বিব্যাধ সায়কৈঃ।

ইহার জীবনদানে সক্ষম নহি। তথাপি তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ইহাকে সঞ্জীবিত করিব। নারদ কহিলেন,—মুনি এই বলিয়া যেই মাত্র অন্তর্হিত হইলেন, অমনি সাগরনন্দন বৃন্দাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতচিত্তে চুম্বন করিলেন। বৃন্দাও ভর্তাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই বনমধ্যেই তৎসহ বহুদিন রমণ করিতে লাগিলেন। একদা সুরতাবসানে বৃন্দা দেখিলেন, যাঁহার সহিত তিনি রমণ করিয়াছেন, তিনি ভর্তা নহেন, বিষ্ণু। বিষ্ণুকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ বৃন্দা ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,—হরে! তুমি পরদারগামী, ধিক্ তোমায়! আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সেই তাপস। যাহা হউক, তুমি মায়াবলে যে দুই নিজ অনুচর প্রদর্শন করিয়াছ, তাহারাই রাক্ষস হইয়া তোমার ভার্য্যা হরণ করিবে। তুমি ভার্য্যাদুঃখে দুঃখিত হইয়া কপিকুলের সাহায্য পাইয়া তোমার এই শিষ্য সহ বনে বনে ভ্রমণ করিবে। বৃন্দা এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। হরি তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, তথাপি বৃন্দা তদাসক্তচিত্তে সে নিষেধ না শুনিয়া অগ্নিতেই প্রবেশ করিলেন। অনন্তর হরি মুহুর্মুহু বৃন্দাকে স্মরণ করিয়া বৃন্দার চিতাভস্ম গাত্রে লেপনপূর্ব্বক সেইখানেই রহিলেন। মুনিসিদ্ধগণ তাঁহাকে বহু প্রবোধ দিলেন, তথাপি কিছুতেই তিনি শান্তি লাভ করিলেন না ।৯—৩১।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৩।

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর জালন্ধর রুদ্রের অদ্ভুত বিক্রম দেখিয়া তাঁহাকে মোহিত করিবার নিমিত্ত মায়াবলে গৌরীকে নির্ম্মাণ করিল। তখন শিব দেখিলেন,—গৌরী রথোপরি রোদন করিতেছেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। গৌরীকে তদবস্থ দেখিয়া শিব উদ্বিগ্ন মনে স্বীয় পরাক্রম ভুলিয়া অধোমুখে মৌনাবলম্বনে রহিলেন।

আপুঙ্খমগ্নৈস্তং রুদ্রং শিরস্যুরসি চোদরে ॥ ৪
ততো জজ্ঞে স তাং মায়াং বিষ্ণুনা
সম্প্রবোধিতঃ।
রৌদ্ররূপধরো জাতো জ্বালামালাতিভীষণঃ ॥
তস্যাতীব মহারৌদ্রং রূপং দৃষ্ট্বা মহাসুরাঃ।
নশেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং ভেজিরে চ দিশো দশ
ততঃ শাপং দদৌ দেবস্তয়োঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
মম যুদ্ধাদপক্রান্তৌ গৌর্য্যা বধ্যৌ ভবিষ্যথঃ ॥৭
পুনর্জালন্ধরো বেগাদ্ববর্ষ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বাণান্ধকারসঙ্ছন্নং যথা ভূমিতলং মহৎ ॥ ৮
যাবদ্রুদ্রঃ প্রচিচ্ছেদ তস্য বাণাংস্বরান্বিতঃ।
তাবৎ স পরিঘেণাশু জঘান বৃষভং বলী ॥ ৯
বৃষস্তেন প্রহারেণ পরাবৃত্তো রণাঙ্গনাৎ।
রুদ্রেণাকৃষ্যমাণোঽপি ন তস্থৌ রণভূমিষু ॥ ১০
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রুদ্রো রৌদ্রবপুর্দ্ধরঃ।
চক্রং সুদর্শনং বেগাচ্চিক্ষেপাদিত্যবর্চ্চসম্ ॥১১
প্রদহদ্রোদসী বেগাত্তদাসাদ্য জলন্ধরম্।
জহার তচ্ছিরঃ কায়ান্মহদায়তলোচনম্ ॥ ১২
রথাৎকায়ঃ পপাতোর্ব্যাং নাদয়ন্ বসুধাতলম্।
তেজশ্চ নির্গতং দেহাত্তদ্রুদ্রে লয়মাগমৎ ॥১৩
দৃষ্ট্বা দেহোদ্ভবং তেজস্তদ্গৌরীশে লয়ং গতম্
অথ চেন্দ্রাদয়ো দেবা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনাঃ।
প্রণম্য শিরসা রুদ্রং শশংসুর্বিষ্ণুচেষ্টিতম্ ॥ ১৪
দেবা ঊচুঃ।
মহাদেব ত্বয়া দেবা রক্ষিতাঃ শত্রুজাদ্ভয়াৎ ॥১৫
কিঞ্চিদন্যৎ সমুদ্ভুতং তত্র কিং করবামহে।
বৃন্দালাবণ্যসম্ভ্রান্তো বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মোহিতঃ ॥
ঈশ্বর উবাচ।
গচ্ছধ্বং শরণং দেবা বিষ্ণোর্মোহাপনুত্তয়ে।
শরণ্যাং মোহিনীং মায়াং সা বঃ কার্য্যং
করিষ্যতি ॥

অনন্তর জালন্ধর বেগে শরত্রয় নিক্ষেপ করিয়া রুদ্রকে বিদ্ধ করিল। রুদ্রের মস্তকে, বক্ষে এবং উদরে উক্ত শরত্রয় আপুঙ্খ মগ্ন হইয়া গেল। বিষ্ণু রুদ্রকে দানবী মায়া বুঝাইয়া দিলেন। রুদ্র তখন রৌদ্ররূপ ধারণ করিয়া জ্বালামালায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিলেন। মহাসুরগণ তাঁহার সেই অতি ভীষণ রূপ দেখিয়া সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না, ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিল। রুদ্রদেব তখন শুম্ভ-নিশুম্ভকে অভিশাপ দিলেন, বলিলেন,—তোরা আমার যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলি বটে, কিন্তু গৌরীর সহিত যুদ্ধে তোরা তাঁহার বধ্য হইবি। ইত্যবসরে জালন্ধর পুনর্বার নিশিত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। বিশাল ভূমণ্ডল বাণান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রুদ্র ত্বরান্বিত হইয়া যেমন তাহার বাণজাল ছেদন করিলেন, অমনি সে পরিঘ দ্বারা রুদ্র-বাহন বৃষভকে প্রহার করিল। বৃষ সেই প্রহারে রণাঙ্গন হইতে পরাবৃত্ত হইল। রুদ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়াও সে রণস্থলে অবস্থান করিল না। তখন রুদ্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া রৌদ্র দেহ ধারণপূর্ব্বক বেগে সূর্য্যপ্রভ সুদর্শনচক্র জালন্ধরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ চক্র ভূতল নভস্তল দগ্ধ করিয়া জালন্ধরের নিকট উপস্থিত হইল এবং দেহ হইতে তাহার দীর্ঘায়তনয়নযুত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। জালন্ধরের ছিন্ন দেহ বসুধা নিনাদিত করিয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং তাহা হইতে একটা তেজ নির্গত হইয়া রুদ্রে লয় প্রাপ্ত হইল। ১—৩। জালন্ধরের দেহোদ্ভূত তেজ গৌরীপতি রুদ্রে লীন হইল দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ হর্ষোৎফুল্লনয়নে মস্তক দ্বারা রুদ্রকে প্রণামপূর্ব্বক বিষ্ণুর কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে মহাদেব! আপনি দেবগণকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে আর এক ঘটনা ঘটিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমরা কি করিব? বৃন্দার লাবণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিষ্ণু মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবগণ! আপনারা বিষ্ণুর মোহাপনোদনের

নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ সহ ভূতগণৈস্তথা।
দেবাশ্চ তুষ্টুবুর্মূলপ্রকৃতিং ভক্তবৎসলাম্॥ ১৮
দেবা ঊচুঃ।
যদুদ্ভবাঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাঃ
সর্গস্থিতিধ্বংসনিদানকারণম্।
যদিচ্ছয়া বিশ্বমিদং ভবাভবৌ
তনোতি শুদ্ধাং প্রকৃতিং নতাঃ স্মতাম্॥১৯
যে হি ত্রয়োবিংশতিভেদসংজ্ঞিতা
জগত্যশেষে সমধিষ্ঠিতাঃ পুরা।
যদ্রূপকর্ম্মাণি জড়াস্ত্রয়োঽপি তে
দেবা বিদুর্ন প্রকৃতিং নতাঃ স্ম তাম্॥ ২০
যদ্ভক্তিযুক্তাঃ পুরুষাস্তু নিত্যং
দারিদ্র্যব্যামোহপরাভবাদিকম্।
ন প্রাপ্নুবন্ত্যেব হি ভক্তবৎসলাং
সদৈব বিষ্ণোঃ প্রকৃতিং নতাঃ স্মতাম্॥২১
নারদ উবাচ।
স্তোত্রমেতৎ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদেকাগ্রমানসঃ।
দারিদ্র্যমোহদুঃখানি ন কদাচিৎ স্পৃশন্তি তম্
ইতি স্তুবৎস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডলমাস্থিতাম্।
দদৃশুর্গগনে তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরাম্॥ ২৩
তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব্বে দদৃশুর্ব্যোমচারিণীম্।
অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ॥২৪
গৌরী লক্ষ্মীস্বরা চেতি রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
তত্র গচ্ছত তা কার্য্যং বিধাস্যন্তি চ বঃ সুরাঃ॥
নারদ উবাচ।
শৃণ্বতামিতি দেবানামন্তর্দ্ধানমগান্মহঃ।
দেবানাং বিস্ময়োৎফুল্ল-নেত্রাণাং তত্তদা নৃপ॥
ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবা গত্বা
তদ্বাক্যনোদিতাঃ।
গৌরীং লক্ষ্মীং স্বরাঞ্চৈব প্রণেমুর্ভক্তিতৎপরাঃ
ততস্তাস্তান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা প্রণতান্ ভক্তবৎসলাঃ

নিমিত্ত শরণ্যা মোহিনী আমার শরণাপন্ন হউন। তিনিই আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। নারদ কহিলেন,—দেবদেব এই কথা কহিয়া ভূতগণ সহ অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবগণ ভক্তবৎসলা মূল প্রকৃতির স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ যাহা হইতে উৎপন্ন, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের নিদান কারণ, যাঁহার ইচ্ছায় এই বিশ্বে উৎপত্তি বিনাশ প্রকাশমান, সেই শুদ্ধা প্রকৃতিকে আমরা নমস্কার করি। যাঁহারা ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বভেদে অভিহিত হইয়া এই নিখিল জগতে অধিষ্ঠান করেন, সেই জড় দেবত্রয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যাঁহার রূপ বা কর্ম্ম বিদিত নহেন, সেই প্রকৃতিকে আমরা নমস্কার করি। যাঁহাতে ভক্তি স্থাপন করিয়া পুরুষগণ কদাচ দারিদ্র, ব্যামোহ ও পরাভবাদি প্রাপ্ত হয় না, সেই সদা ভক্তবৎসলা বৈষ্ণবী প্রকৃতিকে আমরা নমস্কার করি। ১৪—২১। নারদ কহিলেন,—যে ব্যক্তি একাগ্রমনে ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করে দারিদ্র্য, মোহ বা দুঃখ সকল কদাচ তাহাকে স্পর্শ করে না। দেবগণ এইরূপ স্তব করিতে করিতে আকাশে জ্বালাব্যাপ্ত-দিগন্তরা তেজোমণ্ডলস্থিতা প্রকৃতিকে দেখিতে পাইলেন। দেবগণ আরও দেখিলেন, সেই তেজোমণ্ডল মধ্যে ব্যোমচারিণী ভারতী বিরাজিতা; তিনি দেবগণকে কহিলেন,—আমিই ত্রিধা ভিন্ন হইয়া ত্রিবিধ গুণে অবস্থান করি। রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণে আমি গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে তাঁহাদের নিকট বিরাজমানা। হে সুরগণ! আপনারা গমন করুন। তাঁহারাই আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। নারদ কহিলেন,—দেবগণ এই কথা শুনিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সেই তেজঃ অন্তর্হিত হইল। দেবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই ভারতীর বাক্য প্রেরিত হইয়া সর্ব্বদেব গৌরী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে গিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তখন সেই ভক্তবৎসলা দেবীগণ দেবসমূহকে প্রণত দেখিয়া উৎস্ব-

বীজানি প্রদদুস্তেভ্যো বাক্যান্যূচুশ্চ ভূমিপ॥
দেব্য ঊচুঃ।
ইমানি ক্ষেত্রে বীজানি বিষ্ণুর্যত্রাবতিষ্ঠতি।
নির্ব্বপধ্বং ততঃ কার্য্যং ভবতাং সিদ্ধিমেষ্যতি*
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জালন্ধরবধো নাম
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৪॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ক্ষিপ্তেভ্যস্তত্র বীজেভ্যো বনস্পত্যস্ত্রয়োঽভবন্
ধাত্রী চ মালতী চৈব তুলসী চ নৃপোত্তম॥ ১
ধাত্র্যুদ্ভবা স্মৃতা ধাত্রী মাভবা মালতী স্মৃতা।
গৌরীভবা চ তুলসী তমঃসত্ত্বরজোগুণাঃ॥ ২
স্ত্রীরূপিণ্যৌ বনস্পত্যৌ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুস্তদা নৃপ।
উত্তস্থৌ সম্ভ্রমাদ্বৃন্দা-রূপাতিশয়মোহিতঃ॥ ৩
দদর্শ তাস্তদা মোহাৎ কামাসক্তেন চেতসা।
তঞ্চাপি তুলসীধাত্র্যৌ রাগেণৈবাবলোকতাম্
যচ্চ লক্ষ্ম্যা পুরা বীজং মায়য়ৈব সমর্পিতম্।
তস্মাত্তদুদ্ভবা নারী তস্মিন্নীর্ষ্যাযুতাভবৎ॥৫
অতঃ সা বর্ব্বরীত্যাখ্যা মাধবাস্ততিগর্হিতা।
ধাত্রীতুলস্যৌ তদ্রাগাত্তস্য প্রীতিপ্রদে সদা॥৬
ততো বিস্মৃতদুঃখোঽসৌ বিষ্ণুস্তাভ্যাং সহৈব তু
বৈকুণ্ঠমগমদ্ধৃষ্টঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৭
কার্ত্তিকোদ্যাপনে বিষ্ণোস্তস্মাৎ পূজা বিধীয়তে
তুলসীমূলদেশে তু প্রীতিদা সা যতঃ স্মৃতা॥৮
তুলসীকাননং রাজন্ গৃহে যস্যাবতিষ্ঠতে।
তদ্গৃহং তীর্থরূপন্তু নায়াস্তি যমকিঙ্করাঃ॥ ৯
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কামদং তুলসীবনম্।
রোপয়ন্তি নরশ্রেষ্ঠা ন তে পশ্যন্তি ভাস্করিম্॥ ১০

দিগকে কতকগুলি বীজ প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—এই সকল বীজ যথায় বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গিয়া তোমরা বপন কর, ইহাতেই তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ২২—২৯।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৪।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—সেই সকল বীজ ক্ষিপ্ত হইলে, তাহা হইতে তিনটী বনস্পতি প্রাদুর্ভূত হইল। হে নৃপোত্তম! ঐ তিন বনস্পতির নাম ধাত্রী, মালতী ও তুলসী। ইহাদের মধ্যে ধাত্রী সরস্বতী হইতে, মালতী লক্ষ্মী হইতে এবং তুলসী গৌরী হইতে সমুৎপন্ন। বৃন্দার রূপাতিশয্যে মোহিত বিষ্ণু স্ত্রীরূপিণী বনস্পতিদ্বয়কে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন, এবং কামাসক্ত চিত্তে তাঁহাদের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। তুলসী এবং ধাত্রীও অনুরাগভরে বিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পূর্ব্বে লক্ষ্মীদেবী মায়াক্রমে যে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এক নারীর উৎপত্তি হয়। ঐ নারী বিষ্ণুর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। এই জন্য তিনি বর্ব্বরী আখ্যা লাভ করেন এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিন্দনীয়া হন। ধাত্রী এবং তুলসী বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করায় সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিপ্রদা হইলেন। ১—৬। অনন্তর বিষ্ণু দুঃখ বিস্মৃত হইয়া তুলসী ও ধাত্রীর সহিত হৃষ্টচিত্তে বৈকুণ্ঠে গেলেন। দেবগণ সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। এই নিমিত্ত কার্ত্তিকব্রতের উদ্‌যাপনে বিষ্ণুর পূজা বিধেয়। ঐ পূজা তুলসীর মূলদেশে অনুষ্ঠিত হইলেই বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদা হয়। হে রাজন্! যে গৃহে তুলসীকানন অবস্থিত, সেই গৃহই তীর্থ স্বরূপ;—যমদূতেরা সে গৃহে আগমন করে না। সর্ব্বপাপহর, পবিত্র, কামপ্রদ তুলসীকানন যাহারা রোপণ করে, সেই সকল নরবর কদাচ যম দর্শন করে না।

---

* অতঃ পরমিদং শ্লোকঃ ক্বচিৎ পুস্তকে লক্ষ্যতে—

তস্য তুষ্টাঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
প্রপূজ্য বীজানি বিচিক্ষিপুস্তে।
বন্দার্পিতো ভূমিতলে ন যত্র,
বিষ্ণুঃ সদা তিষ্ঠতি সৌখ্যহীনঃ॥"

দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং তথৈব চ।
তুলসীবনসংসর্গঃ সমমেতত্রয়ং স্মৃতম্‌॥ ১১
রোপণাৎ পালনাৎ সেকাদ্দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্‌
তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃকায়সঞ্চিতম্‌॥ ১২
তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্ধরিহরার্চ্চনম্‌।
ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ॥ ১৩
পুষ্করাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবাস্তিষ্ঠন্তি তুলসীদলে॥ ১৪
তুলসীমঞ্জরীযুক্তো যদি প্রাণান্‌ বিমুঞ্চতি।
বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নোতি সত্যং সত্যং নৃপোত্তম॥ ১৫
তুলসীমৃত্তিকালিপ্তো যস্তু প্রাণান্‌ বিমুঞ্চতি।
যমোঽপি নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তং পাপশতৈরপি
তুলসীকাষ্ঠজং যস্তু চন্দনং ধারয়েন্নরঃ।
তদ্দেহং ন স্পৃশেৎ পাপং ক্রিয়মাণমপীহ যৎ॥১৭
তুলসীবিপিনচ্ছায়া যত্র যত্র ভবেন্নৃপ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্‌॥ ১৮

নর্ম্মদাদর্শন, গঙ্গাস্নান এবং তুলসীবনসঙ্গ, এই তিনটী কার্য্যই সমান। তুলসীর রোপণে পালনে, সেকে, দর্শনে এবং স্পর্শনে নরগণের বাঙ্‌মনঃকায়সঞ্চিত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা হরিহরের অর্চ্চনা করে, সে কখনও গর্ভগৃহে প্রবেশ করে না, নিশ্চয়ই মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। পুষ্করাদি তীর্থ সকল, গঙ্গাদি সরিৎসমূহ এবং বাসুদেবাদি দেবগণ সকলেই তুলসী-দলে অবস্থিত। তুলসীমঞ্জরীযুক্ত হইয়া যদি কেহ প্রাণবিসর্জ্জন করে, তবে তাহার বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয়। হে নৃপোত্তম! একথা একান্ত সত্য। যে ব্যক্তি তুলসী-মৃত্তিকায় লিপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে শত পাপযুক্ত হইলেও যম তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। যে নর তুলসীকাষ্ঠজাত চন্দন ধারণ করে, সে পাপ করিলেও পাপস্পৃষ্ট হয় না। হে নৃপ! যেখানে যেখানে তুলসীবনের ছায়াপাত হয়, সেই সেই স্থানেই পিতৃশ্রাদ্ধ

ধাত্রীচ্ছায়াসু যঃ কুর্য্যাৎ পিণ্ডদানং নৃপোত্তম।
তৃপ্তিঞ্চ যান্তি পিতরস্তস্য যে নরকে স্থিতাঃ॥১৯
মূর্দ্ধ্নি পাণৌ মুখে চৈব দেহে চ নৃপসত্তম।
ধত্তে ধাত্রীফলং যস্তু স বিজ্ঞেয়ো হরিঃ স্বয়ম্‌॥২০
ধাত্রীফলঞ্চ তুলসীমৃত্তিকা দ্বারকোদ্ভবা।
যস্য দেহে স্থিতা নিত্যং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
ধাত্রীফলবিমিশ্রৈস্তু তুলসীদলমিশ্রিতৈঃ।
জলৈঃ স্নাতি নরস্তস্য গঙ্গাস্নানফলং স্মৃতম্‌॥২২
দেবার্চ্চনং নরঃ কুর্য্যাদ্ধাত্রীপত্রৈঃ ফলৈরপি।
সুবর্ণপুষ্পৈর্ব্বিবিধৈরর্চ্চনস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্‌॥ ২৩
তীর্থানি মুনয়ো দেবা যজ্ঞাঃ সর্ব্বেঽপি কার্ত্তিকে।
নিত্যং ধাত্রীং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্ত্যর্কে তুলাশ্রিতে
দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রন্তু কার্ত্তিকে।
লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্‌॥২৫
ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য কার্ত্তিকেঽন্নং ভুনক্তি যঃ

কর্ত্তব্য। কারণ ঐ সকল স্থানে পিতৃ-উদ্দেশ্যে দান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। হে নৃপোত্তম! যে ব্যক্তি ধাত্রী-চ্ছায়ায় পিণ্ড দান করে, তাহার পিতৃগণ নরকস্থ হইলেও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মস্তকে, হস্তে, মুখে এবং দেহে ধাত্রীফল ধারণ করে, তাহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াই জানিবে। ১৭—২০। ধাত্রীফল তুলসী এবং দ্বারকোদ্ভব মৃত্তিকা, এই সকল নিত্য যাঁহার গৃহে অবস্থিত, তিনিই জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত। যে নর ধাত্রীফল ও তুলসীদলমিশ্র জল দ্বারা স্নান করে, তাহার গঙ্গাস্নান-ফললাভ হয়। যে নর ধাত্রীপত্র এবং ধাত্রীফল দ্বারা দেবার্চ্চন করে, সে বিবিধ সুবর্ণপুষ্প দ্বারা দেবার্চ্চনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত তীর্থ, সমস্ত মুনি, সমস্ত দেব এবং সমস্ত যজ্ঞ কার্ত্তিকে তুলারাশিস্থ দিবাকরে নিত্য ধাত্রী আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। কার্ত্তিকে ধাত্রীপত্র এবং দ্বাদশীতে তুলসীপত্র যে নর ছেদন করে, অতিগর্হিত নরকে তাহার স্থান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীচ্ছায়া

অন্নসংসর্গজং পাপমাবর্ষং তস্য নশ্যতি ॥ ২৬
ধাত্রীমূলে তু যো বিষ্ণুং কার্ত্তিকেঽর্চ্চয়তে নরঃ
বিষ্ণুক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু পূজিতস্তেন সর্ব্বদা ॥ ২৭
ধাত্রীতুলসয়োর্মাহাত্ম্যমপি দেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ।
ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং যথা দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥২৮
ধাত্রীতুলস্যুদ্ভবকারণঞ্চ
শৃণোতি যঃ শ্রাবয়তে চ ভক্ত্যা ।
বিধূতপাপ্মা সহ পূর্ব্বজৈশ্চ
স্বর্গং ব্রজত্যগ্র্যবিমানসংস্থঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ধাত্রীতুলস্যো-
র্মাহাত্ম্যং নাম পঞ্চাধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

পৃথুরুবাচ ।

সেতিহাসমিমাং ব্রহ্মন্ মাহাত্ম্যং কথিতং ত্বয়া ।
অত্যাশ্চর্য্যকরং সম্যক্ তুলস্যাস্ত শ্রুতং মহৎ ॥
যদূর্জ্জব্রতিনঃ পুংসঃ ফলং মহদুদাহৃতম্ ।
তৎপুনর্ব্রূহি মাহাত্ম্যং কে নচীর্ণমিদং কথম্ ॥ ২

নারদ উবাচ ।

আসীৎ সহ্যাদ্রিবিষয়ে করবীরপুরে পুরা ।
ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবিৎ কশ্চিদ্ধর্ম্মদত্তেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৩
বিষ্ণুব্রতকরঃ শশ্বদ্বিষ্ণুপূজারতঃ সদা ।
দ্বাদশাক্ষরবিদ্যায়াং জপনিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ ॥৪
কদাচিৎ কার্ত্তিকে মাসি হরিজাগরণায় সঃ ।
রাত্র্যাং তুর্য্যাংশশেষায়াং জগাম হরিমন্দিরম্ ॥
হরিপূজোপকরণান্ প্রগৃহ্য ব্রজতা তদা ।
তেন দৃষ্টা সমায়াতা রাক্ষসী ভীমনিঃস্বনা ॥ ৬
বক্রদংষ্ট্রাননা জিহ্বানিমগ্না রক্তলোচনা ।
দিগম্বরা শুষ্কমাংসা লম্বোষ্ঠী ঘর্ঘরস্বনা ॥ ৭
তাং দৃষ্ট্বা ভয়বিত্রস্তঃ কম্পিতাবয়বস্তদা ।
পূজোপকরণৈর্ব্বেগাৎ পয়োভিশ্চাহনদ্রুষাৎ ॥ ৮
সংস্মৃত্য চ হরের্নাম তুলসীযুতবারিণা ।

আশ্রয় করিয়া অন্ন ভোজন করে, তাহার সংবৎসর যাবৎ অন্নসংসর্গজনিত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। যে নর কার্ত্তিকে ধাত্রীমূলে বিষ্ণুপূজা করে, তৎকর্ত্তৃক নিখিল বিষ্ণুক্ষেত্রেই বিষ্ণুপূজা করা হয়। কেশবদেবের মাহাত্ম্যের ন্যায় ধাত্রী এবং তুলসীর মাহাত্ম্য দেব চতুর্ম্মুখও বর্ণন করিতে অসমর্থ। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে ধাত্রী এবং তুলসীর উৎপত্তিকারণ শ্রবণ করে বা করায়, সে পাপমুক্ত হইয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক তাহার পূর্ব্বজগণ সহ স্বর্গে প্রয়াণ করে। ২১—২৯।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৫।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

পৃথু কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সেতিহাস তুলসীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। এই অত্যাশ্চর্য্যকর মহামাহাত্ম্য আমি সম্যক্রূপে শ্রবণ করিলাম। পরন্তু আপনি যে কার্ত্তিকব্রতীর মহৎফল উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই পুনরায় বলুন। আর কে কিরূপে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন? তাহাও বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করুন। নারদ কহিলেন,—পূর্ব্বে সহ্যাদ্রি প্রদেশে করবীরপুরে ধর্ম্মদত্ত নামে এক ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুব্রত করিতেন, নিত্য বিষ্ণুপূজায় রত থাকিতেন, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন এবং অতিথিসৎকার করিতেন। ১—৪। একদা কার্ত্তিক মাসে ধর্ম্মদত্ত হরিজাগরণার্থ রাত্রির তুর্য্যাংশ-শেষে হরিমন্দিরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি হরিপূজার উপকরণ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করিলে, পথে দেখিলেন, এক ভীমরবা রাক্ষসী আসিতেছে। ঐ রাক্ষসী বক্রবদনা, বক্রদশনা, রক্তনয়না, দিগম্বরা, শুষ্কমাংসা, লম্বোষ্ঠী ও ঘর্ঘররবা। ব্রহ্মদত্ত তাহাকে দেখিয়া ভয়ত্রস্ত হইলেন। তাহার গাত্র কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি হরিনাম স্মরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে সেই সকল পূজোপকরণ ও জল সবেগে সেই রাক্ষসীর

সা হত্বা পাতকং তস্মাত্তস্যাঃ সর্ব্বমগাৎ ক্ষয়ম্ ॥৯
অথ সংস্মৃত্য সা পূর্ব্বজন্মকর্ম্মবিপাকজম্।
স্বাং দশামব্রবীৎ সর্ব্বাং দণ্ডবত্তং প্রণম্য সা ॥১০

কলহোবাচ।

পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন দশামেতাং গতা হ্যহম্।
তৎকথন্তু পুনর্ব্বিপ্র যাস্যাম্যুত্তমগতিং শুভাম্ ॥ ১১

নারদ উবাচ।

তাং দৃষ্ট্বা প্রণতামগ্রে বদমানাং স্বকর্ম্ম তৎ।
অতীববিস্মিতো বিপ্রস্তদা বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

ধর্ম্মদত্ত উবাচ।

কেন কর্ম্মবিপাকেন ত্বং দশামীদৃশীং গতা।
কুতস্ত্বং কা চ কিংশীলা তৎসর্ব্বং কথয়স্ব মে ॥ ১৩

কলহোবাচ।

সৌরাষ্ট্রনগরে ব্রহ্মন্ ভিক্ষুনামাভবদ্দ্বিজঃ।
তস্যাহং গৃহিণী পূর্ব্বং কলহাখ্যাতিনিষ্ঠুরা ॥ ১৪
ন কদাচিন্ময়াভর্ত্তুর্ব্বচসাপি শুভং কৃতম্।
নার্পিতং তস্য মিষ্টান্নং ভর্ত্তুর্ব্বচনভঙ্গয়া ॥ ১৫

কলহপ্রিয়য়া নিত্যং ভয়োদ্বিগ্নস্তদা দ্বিজঃ।
পরিণেতুং তদান্যাং স মতিঞ্চক্রে পতির্মম ॥১৬
ততো গরং সমাদায় প্রাণাস্ত্যক্তা ময়া দ্বিজ।
অথ বদ্ধা বধ্যমানাং মাং বিনিন্যুর্যমানুগাঃ।
যমশ্চ মাং তদা দৃষ্ট্বা চিত্রগুপ্তমপৃচ্ছত ॥১৭

যম উবাচ।

অনয়া কিং কৃতং কর্ম্ম চিত্রগুপ্ত বিলোকয় ॥১৮
প্রাপ্নোত্বেষা কর্ম্মফলং শুভং বাশুভমেব চ।
চিত্রগুপ্তস্ততো বাক্যং ভর্ৎসয়ন্ স মুবাচহ ॥ ১৯

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

অনয়া তু শুভং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
মিষ্টান্নং ভুক্তমনয়া ন ভর্ত্তরি তদর্পিতম্ ॥ ২০
অতশ্চ বল্গুলীযোন্যাং স্ববিষ্ঠাদাবতিষ্ঠতু।
ভর্ত্তুর্দ্বেষকরী হ্যেষা নিত্যং কলহকারিণী ॥২১
বিষ্ঠাদা শূকরীযোন্যাং ততস্তিষ্ঠত্বিয়ং হরে।
পাকভাণ্ডে সদা ভুক্তং নিত্যং চৈবানয়ায়তঃ ॥২২

প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তুলসীস্পৃষ্ট বারি দ্বারা রাক্ষসী আহত হইলে তাহার সমস্ত পাপ বিলয় প্রাপ্ত হইল। রাক্ষসী পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল স্মরণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বীয় অবস্থা বিবৃত করিতে লাগিল। রাক্ষসীর নাম কলহা। কলহা কহিল,—আমি পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিপ্র! কিরূপে আমি উত্তম গতি প্রাপ্ত হইব? নারদ কহিলেন,—বিপ্র ব্রহ্মদত্ত সেই রাক্ষসীকে সম্মুখে প্রণতা এবং স্বকৃতকর্ম্মখ্যাপনে উদ্যতা দেখিয়া অতীব বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—কোন্ কর্ম্মবিপাকে তুমি ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? কে তুমি? কোথা হইতে আসিলে? তোমার স্বভাব কি? সমস্তই আমার নিকট বল। কলহা কহিল,—ব্রহ্মন্! সৌরাষ্ট্র নগরে ভিক্ষু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি অতি নিষ্ঠুরা কলহা তাঁহার পূর্ব্বগৃহিণী ছিলাম। ভর্ত্তাকে আমি কোন সময়েই বাক্য দ্বারাও আপ্যায়িত করি নাই। আমি নিত্য ভর্ত্তার বচনভঙ্গকারিণী ছিলাম। তাঁহাকে মিষ্টান্ন অর্পণ করিতাম না। সর্ব্বদা কলহই আমার প্রিয় ছিল। আমার ভর্ত্তা ইহাতে ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া আর একটী রমণীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে আমি বিষ খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম। হে দ্বিজ! অনন্তর যমকিঙ্করেরা আমাকে বাঁধিয়া যমসমীপে লইয়া গেল। যম আমাকে দেখিয়া চিত্রগুপ্তের নিকট প্রশ্ন করিলেন। ৫-১৭। যম কহিলেন,—চিত্রগুপ্ত! এই নারী কি কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা দেখ। ইহার কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল এ নারী ভোগ করুক। তখন চিত্রগুপ্ত আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, এই নারীর কৃত শুভ কর্ম্ম কিছুই নাই। এ নারী নিজে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিত, স্বামীকে কিছুই অর্পণ করিত না। এইজন্য এ নারী বল্গুলী (বাদুড়) যোনিতে স্বীয় বিষ্ঠাভোজিনী হইয়া থাকুক। এই নারী নিত্য ভর্ত্তৃদ্বেষিণী ও নিত্য কলহকারিণী ছিল, এই কারণে, বিষ্ঠাভোজিনী শূকরী যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে। এ নারী নিত্য পাকভাণ্ডে ভক্ষণ করিত,

তস্মাদ্দোষাদ্বিড়ালীতু স্বজাতাপত্যভক্ষিণী।
ভর্ত্তারমনয়োদ্দিশ্য হ্যাত্মঘাতঃ কৃতো যতঃ॥ ২৩
তস্মাৎ প্রেতপিশাচেষু তিষ্ঠত্বেষাতিনিন্দিতা।
ততশ্চৈব মরুং দেশং প্রাপিতব্যা ভটৈঃ সহ॥২৪
তত্র প্রেতশরীরাখ্যা চিরং তিষ্ঠত্বিয়ং ততঃ।
ইত্থং যোনিত্রয়ং ত্বেষা ভুনক্ত্বশুভকারিণী॥ ২৫
কলহোবাচ।
সাহং পঞ্চশতাব্দানি প্রেতদেহে স্থিতা কিল।
ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং পীড়িতা নিত্যং দুঃখিতা স্বেন কর্ম্মণা॥
ততঃ ক্ষুৎপীড়িতা নিত্যং শরীরং বণিজস্ত্বহম্।
আয়াতা দক্ষিণং দেশং কৃষ্ণাবেণ্যাস্ত সঙ্গমে।
তত্তীরসংশ্রিতা যাবত্তাবত্তস্য শরীরতঃ।
শিববিষ্ণুগণৈর্দূরমপাকৃষ্টা বলাদহম্॥ ২৮
ততঃ ক্ষুৎক্ষাময়া দৃষ্টো ভ্রমন্ত্যা ত্বং ময়া দ্বিজ।
প্রক্ষিপ্ততুলসীবারিসংসর্গগতপাপয়া॥ ২৯

এইজন্য ইহাকে স্বীয় অপত্যভক্ষণ-কারিণী বিড়ালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এ নারী ভর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এইজন্য ইহাকে প্রেত-পিশাচসমাজে অতি নিন্দিত হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। অনন্তর ভটগণ ইহাকে মরুদেশে লইয়া যাইবে, তথায় প্রেতশরীরে ইহাকে বহুকাল বাস করিতে হইবে। এই রূপে এই অশুভকারিণী ত্রিবিধ যোনি ভোগ করুক। কলহা কহিল,—সেই আমি পঞ্চশত বর্ষ যাবৎ প্রেতদেহে অবস্থান করিতেছি। স্বীয় কর্ম্মফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত ও নিত্য দুঃখিত হইয়া আছি। আমি ক্ষুধার তাড়নায় এক বণিক্‌দেহে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণাবেণীর সঙ্গমস্থলে আসিয়াছিলাম। সেখানে যেমন আসিয়া কৃষ্ণাবেণীর তীরে আশ্রয় লইলাম, অমনি শিব ও বিষ্ণুর দূতগণ আমায় সেই বণিকের দেহ হইতে সবলে দূরে তাড়াইয়া দিল। অনন্তর ক্ষুধা-ক্ষীণভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি আপ-নাকে দেখিতে পাইলাম। আপনি তুলসী-বারি ক্ষেপণ করিলেন; সেই বারিসংসর্গে

তৎকৃপাং কুরু বিপ্রেন্দ্র কথং মুক্তিমিয়াম্যহম্।
যোনিত্রয়াদতিভয়াদস্মাচ্চ প্রেতদেহতঃ॥ ৩০
ইত্থং নিশম্য কলহাবচনং দ্বিজস্তু
তৎকর্ম্মপাকভববিস্ময়দুঃখযুক্তঃ।
তদ্‌গ্লানিদর্শনকৃপাচলচিত্তবৃত্তি-
র্ধ্যাত্বাচিরং বচনং নিজগাদ দুঃখাৎ॥৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে কলহোপাখ্যানং নাম ষড়ধিকশত-তমোঽধ্যায়॥ ১০৬॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মদত্ত উবাচ।
বিলয়ং যান্তি পাপানি তীর্থদানব্রতাদিভিঃ।
প্রেতদেহস্থিতায়াস্তে তেষু নৈবাধিকারিতা॥ ১
ত্বদ্‌গ্লানিদর্শনাদস্মাৎ খিন্নঞ্চ মম মানসম্।
নৈব নির্বৃতিমায়াতি ত্বামনুদ্ধৃত্য দুঃখিতাম্॥ ২

আমার পাপক্ষয় হইল। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি কৃপা করিয়া বলুন, কিসে আমি অতিভীষণ ত্রিবিধযোনি ও প্রেতদেহ হইতে মুক্তি লাভ করিব? কলহার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্ত তদীয় কর্ম্মপরিপাকজনিত বিস্ময়ে এবং দুঃখে অন্বিত হইলেন। তাহার গ্লানি দর্শনে কৃপায় ব্রহ্মদত্তের চিত্ত চঞ্চল হইল। তিনি কিয়ৎ-কাল ধ্যান করিয়া পরে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৮—৩১।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১০৬।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন,—তীর্থ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা পাপ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তুমি প্রেতদেহস্থ; তাই সে সকল কার্য্যে তোমার অধিকার নাই। অথচ তোমার গ্লানি দর্শনে আমার মন খিন্ন হইতেছে।

পাতকঞ্চ তবাত্যুগ্রং যোনিত্রয়বিপাকদম্‌।
নৈবান্যৈঃ ক্ষীয়তে পুণ্যৈঃ প্রেতত্বঞ্চাতিগর্হিতম্‌
তস্মাদাজন্মজনিতং যন্ময়া কার্ত্তিকব্রতম্‌।
তৎপুণ্যস্যার্দ্ধভাগেন সদ্গতিং ত্বমবাপ্নুহি ॥ ৪
কার্ত্তিকব্রতপুণ্যেন ন সাম্যং যান্তি সর্ব্বথা।
যজ্ঞদানানি তীর্থানি ব্রতান্যপি,যতো ধ্রুবম্‌ ॥৫

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মদত্তোঽসৌ যাবত্তামভ্যষেচয়ৎ।
তুলসীমিশ্রতোয়েন শ্রাবয়ন্‌ দ্বাদশাক্ষরম্‌ ॥ ৬
তাবৎ প্রেতত্বনির্ম্মুক্তা জ্বলদগ্নিশিখোপমা।
দিব্যবপুর্ধরা জাতা লাবণ্যাভাসিতা দিশঃ ॥ ৭
ততঃ সা দণ্ডবদ্ভুমৌ প্রণনামাথ তং দ্বিজম্‌।
উবাচ চ তদা বাক্যং হর্ষগদ্গদভাষিণী ॥ ৮

কলহোবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিমুক্তা নিরয়াদহম্‌।
পাপাব্ধৌ মজ্জমানায়াস্ত্বং নৌভূতোঽসি মে ধ্রুবম্‌ ॥ ৯

নারদ উবাচ।

ইত্থং সা বদতী বিপ্রং দদর্শায়াতমম্বরাৎ।
বিমানং ভাস্বরং যুক্তং বিষ্ণুরূপধরৈর্গণৈঃ ॥ ১০
অথ সা তদ্বিমানাগ্র্যং দ্বাস্থাভ্যামধিরোহিতা।
পুণ্যশীলসুশীলাভ্যামপ্সরোগণসেবিতম্‌ ॥ ১১
তদ্বিমানং তদাপশ্যদ্ধর্ম্মদত্তঃ সবিস্ময়ঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভুমৌ দৃষ্ট্বা তৌ পুণ্যরূপিণৌ ॥১২
পুণ্যশীলসুশীলৌ তমুত্থাপ্য প্রণতং দ্বিজম্‌।
অভ্যনন্দয়তাং বাক্যমূচতুর্দ্ধর্ম্মশীলিনৌ ॥ ১৩

গণাবূচতুঃ।

সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠ যস্ত্বং বিষ্ণুরতঃ সদা।
দীনানুকম্পী ধর্ম্মজ্ঞো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥ ১৪
আজন্ম সচ্ছুভং হ্যেতদ্‌ যত্ত্বয়া কার্ত্তিকব্রতম্‌।
কৃতং তস্যার্দ্ধদানেন যদস্যাঃ পূর্ব্বসঞ্চিতম্‌ ॥ ১৫
জন্মান্তরশতোদ্ভূতং পাপং তদ্বিলয়ং গতম্‌।
হরিজাগরণাদ্যৈশ্চ বিমানমিদমাগমৎ ॥ ১৬

তুমি দুঃখিনী, তোমায় উদ্ধার না করিয়া আমার মন নির্ব্বৃতি লাভ করিতেছে না। দেখিতেছি, তোমার পাতকও অতি উগ্র—উহা ত্রিবিধ জন্মবিধায়ক। অতি গর্হিত প্রেতত্ব অন্যান্য পুণ্য দ্বারা ক্ষীণ হইবার নহে। অতএব আমি আজন্ম যে কার্ত্তিক-ব্রত করিয়াছি, সেই ব্রত পুণ্যের অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা তুমি সদ্গতি লাভ কর। যে হেতু যজ্ঞ, দান, তীর্থ বা অন্যান্য ব্রত নিশ্চয়ই কার্ত্তিকব্রত পুণ্যের সমান হইবার নহে। নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মদত্ত এই সকল কথা কহিয়া যেই মাত্র তুলসী মিশ্র জল দ্বারা রাক্ষসীকে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র শুনাইলেন, অমনি সেই রাক্ষসী প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জ্বলদগ্নিশিখার ন্যায় দিব্য বপু ধারণ করিল। তাহার লাবণ্য-ছটায় দশ দিক্‌ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনন্তর কলহা ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে ব্রাহ্মণকে বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ভবৎপ্রসাদে নরক হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। আমি পাপ-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলাম। আপনি আমার উদ্ধারে নৌকাস্বরূপ হইয়াছেন। নারদ কহিলেন,—কলহা এই সকল কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে সে দেখিতে পাইল, বিষ্ণুরূপধারী বিষ্ণুদূতগণে অন্বিত এক প্রভাপুঞ্জময় বিমান অম্বর হইতে আগমন করিল। পুণ্যশীল ও সুশীল নামে দুই বৈষ্ণব দ্বারপাল ঐ বিমানে আসিয়াছিল, তাহারা অপ্সরোগণসেবিত সেই বিমানোপরি কলহাকে তুলিয়া লইল। তখন ধর্ম্মদত্ত বিস্ময়ের সহিত সেই বিমান অব-লোকন করিলেন এবং সেই দুই পুণ্যমূর্ত্তি পুরুষকে দর্শন করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। পুণ্যশীল ও সুশীল সেই ব্রাহ্মণকে উত্থাপিত করিয়া অভিনন্দিত করত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সাধু সাধু, যেহেতু তুমি সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তিরত, দীনানুকম্পী, ধর্ম্মজ্ঞ ও বিষ্ণুব্রতপরায়ণ। তুমি আজীবন যে শুভ কার্ত্তিকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার পুণ্যার্দ্ধ প্রদানে এই কলহার পূর্ব্বসঞ্চিত শত শত জন্মজাত পাপ বিল

বৈকুণ্ঠভবনং বিষ্ণোঃ সান্নিধ্যঞ্চ স্বরূপতা।
তে ধন্যাঃ কৃতকৃত্যাস্তে তেষাঞ্চ সফলো ভবঃ
যৈর্ভক্ত্যারাধিতো বিষ্ণুর্ধর্ম্মদত্ত ত্বয়া যথা।
সম্যগারাধিতো বিষ্ণুঃ কিং ন যচ্ছতি দেহিনাম্
ঔত্তানচরণির্যেন ধ্রুবত্বে স্থাপিতঃ পুরা।
যন্নামস্মরণাদেব দেহিনো যান্তি সদ্গতিম্ ॥১৯
গ্রাহগৃহীতো নাগেন্দ্রো যন্নামস্মরণাৎ পুরা।
বিমুক্তঃ সন্নিধিং প্রাপ্তো জাতো যো জয়-
সংজ্ঞকঃ ॥ ২০
অতস্ত্বয়ার্চ্চিতো বিষ্ণুঃ স সান্নিধ্যং প্রদাস্যতি।
বহুব্দসহস্রাণি ভার্য্যাদ্বয়যুতস্য তে ॥ ২১
ততঃ পুণ্যক্ষয়ে জাতে যদা যাস্যসি ভূতলে।
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা বিখ্যাতস্ত্বং ভবিষ্যসি॥
নাম্না দশরথস্তত্র ভার্য্যাদ্বয়যুতঃ পুনঃ।
তৃতীয়য়ানয়া চাপি যা তে পুণ্যার্দ্ধভাগিনী॥
তত্রাপি তব সান্নিধ্যং বিষ্ণুর্যাস্যতি ভূতলে।
আত্মানং তব পুত্রত্বে প্রকল্প্যামরকার্য্যকৃৎ ॥২৪
তবাজন্মব্রতাদস্মাদ্বিষ্ণুসন্তুষ্টিকারকাৎ।
ন যজ্ঞা ন চ দানানি ন তীর্থান্যধিকানি তে ॥২৫
ধন্যোহসি বিপ্র প্রযতস্ত্বয়ৈতদ্-
ব্রতং কৃতং তুষ্টিকরং জগদ্গুরোঃ।
যদর্দ্ধভাগাচ্চ ফলান্মুরারেঃ
প্রণীয়তেহস্মাভিরিয়ং সলোকতাম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কলহোপাখ্যানং নাম সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ইত্থং তদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মদত্তঃ সবিস্ময়ঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১
ধর্ম্মদত্ত উবাচ।
আরাধয়ন্তি সর্ব্বেহপি বিষ্ণুং ভক্তার্ত্তিনাশিনম্

যে হরিজাগরণাদি করিয়াছ, তাহারই পুণ্যার্দ্ধ-ফলে এই বিমান উপস্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠভবন, বিষ্ণুর সান্নিধ্য এবং বিষ্ণুর স্বরূপতালাভ উক্ত পুণ্যফলেই সংঘটিত হইবে। যাহারা তোমার ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণু-আরাধনা করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই কৃতকৃত্য এবং তাহাদেরই জন্ম সফল। বিষ্ণু সম্যক্‌রূপে আরাধিত হইয়া দেহিগণকে কি ফল না প্রদান করিয়া থাকেন? উত্তানপাদনন্দন ধ্রুবকে তিনি ধ্রুবত্বে স্থাপন করিয়াছেন। দেহিগণ তাঁহার নাম স্মরণেই সদ্গতি লাভ করে। পূর্ব্বে নাগেন্দ্র গ্রাহগ্রস্ত হইয়া তাঁহারই নাম স্মরণে বিপন্মুক্ত হইয়াছিল এবং জয়-নামে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সন্নিধিলাভ করিয়াছিল। অতএব তোমাকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া বিষ্ণু তোমাকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদান করিবেন। তুমি বহু সহস্রবর্ষ ভার্য্যাদ্বয় সহ তথায় বাস করিবে। পরে পুণ্যক্ষয়ে যৎ-কালে তুমি ভূতলে উপনীত হইবে, তখন সূর্য্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। তোমার নাম হইবে দশরথ। তৎ-কালে তুমি দুই ভার্য্যায় অন্বিত হইবে এবং এই তোমার পুণ্যার্দ্ধভাগিনী কলহা তোমার তৃতীয়া ভার্য্যা হইবে। বিষ্ণু সে জন্মেও ভূতলে তোমার সন্নিহিত হইবেন। তিনি নিজেই তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া দেবকার্য্য সাধন করিবেন। তোমার আজন্ম আচরিত এই বিষ্ণুপ্রীতিকর ব্রত হইতে যজ্ঞ দান বা তীর্থ সকল অধিক নহে। বিপ্র! ধন্য তুমি, যেহেতু জগদ্গুরুর প্রীতিকর এই ব্রত তুমি অনুষ্ঠান করিয়াছ। যাহার অংশফলে আজ আমরা এই কলহাকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যাইতেছি। ১—২৬।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৭।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—ধর্ম্মদত্ত বিষ্ণুদূতের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—

যজ্ঞৈর্দানৈর্ব্রতৈস্তীর্থৈস্তপোহভিশ্চ যথাবিধি ।
বিষ্ণু প্রীতিকরং তেষাং বিষ্ণুসান্নিধ্যকারকম্‌ ।
যৎ কৃত্বা তানি চীর্ণানি সর্ব্বাণ্যপি ভবন্তি হি ॥

গণাবূচতুঃ ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ।
সেতিহাসাং কথাং বিপ্র কথ্যমানাং পুরা-
ভবাম্‌ ॥ ৪
কান্তিপুর্য্যাং পুরা চোল-চক্রবর্ত্তী নৃপোহভবৎ ।
যস্য নাম্না চ তে দেশাশ্চোলাখ্যা অভবন্‌ কিল
যস্মিন্‌ শাসতি ভূচক্রং দরিদ্রো নৈব দুঃখিতঃ
পাপবুদ্ধিঃ সরুগ্‌বাপি নৈব কশ্চিদভূন্নরঃ ॥ ৬
যস্যাপত্যন্তযজ্ঞস্য তাম্রপর্ণীতটাবুভৌ ।
সুবর্ণযূপৈঃ শোভাঢ্যাবাস্তাং চৈত্ররথোপমৌ ॥
স কদাচিদগাদ্রাজা হ্যনন্তশয়নং দ্বিজ ।
যত্রাসৌ জগতাং নাথো যোগনিদ্রামুপাসতে ॥৮
তত্র শ্রীরমণং দেবং সম্পূজ্য বিধিবন্নৃপঃ ।
মণিমুক্তাফলৈর্দিব্যৈঃ স্বর্ণপুষ্পৈশ্চ শোভনৈঃ ॥৯
প্রণম্য দণ্ডবদ্‌যাবদুপবিষ্টঃ স তত্র বৈ ।
তাবদ্‌ব্রাহ্মণমায়াস্তমপশ্যদ্দেবসন্নিধৌ ॥ ১০
দেবার্চ্চনার্থমায়ান্তং তুলস্যুদকপাণিনম্‌ ।
স্বপুরীবাসিনং তত্র বিষ্ণুদাসাহ্বয়ং দ্বিজম্‌ ॥ ১১
তত্রাভ্যেত্য স বিপ্রর্ষির্দেবদেবমপূজয়ৎ ।
বিষ্ণুসূক্তেন সংস্নাপ্য তুলসীমঞ্জরীদলৈঃ ॥ ১২
তুলসীপূজয়া তস্য রত্নপূজাং তথা কৃতাম্‌ ।
আচ্ছাদিতাং সমালোক্য রাজা ক্রুদ্ধো-
হব্রবীদ্‌বচঃ ॥ ১৩

রাজোবাচ ।

মাণিক্যস্বর্ণপূজাত্র শোভাঢ্যা যা ময়া কৃতা ।
বিষ্ণুদাস কথং সেয়মাচ্ছন্না তুলসীদলৈঃ ॥ ১৪
বিষ্ণুভক্তিং ন জানাসি বরাকোহসি মতো মম
যস্ত্বিমামতিশোভাঢ্যাং পূজামাচ্ছাদয়স্যহো ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সক্রোধঃ স দ্বিজোত্তমঃ ।
রাজ্ঞো গৌরবমুল্লঙ্ঘ্য জগাদ বচনস্তদা ॥ ১৬

সকলেই ভক্তার্ত্তিনাশন বিষ্ণুকে যথাবিধি যজ্ঞ, দান, ব্রত, তীর্থ ও তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকে। তাহাদের কৃত কর্ম্মই বিষ্ণু-প্রীতিকর ও বিষ্ণুসান্নিধ্যকর হয়। কিন্তু এমন কি কর্ম্ম আছে, যাহা করিলে, ঐ সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? বিষ্ণুদূতদ্বয় কহিলেন, বিপ্র! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। আমরা এক প্রাচীন ইতিহাসময় কথা কহিতেছি। পূর্ব্বে কান্তিপুরে চোলচক্রবর্ত্তী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে সেই সকল দেশই চোল আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল। তিনি ভূমণ্ডলের শাসনদণ্ড ধারণ করিলে, কোন মানবই দুঃখিত, পাপাসক্ত, বা রোগ-গ্রস্ত ছিল না। তিনি প্রচুর যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, তাই তাম্রপর্ণা নদীর উভয়তট স্বর্ণযূপসমূহে চৈত্ররথবৎ শোভা ধারণ করিত। হে দ্বিজ! একদা চোল রাজ অনন্তশয়নে গমন করিলেন। সেখানে জগন্নাথ যোগনিদ্রার আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজা তথায় দিব্য দিব্য মণি-মুক্তাফল ও সুন্দর সুন্দর স্বর্ণপুষ্প দ্বারা যথাবিধি শ্রীরমণ দেবকে পূজা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক যখন সেখানে উপবেশন করিলেন, তখন দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ জল ও তুলসী লইয়া দেবার্চ্চনার্থ দেবতাসমীপে আগমন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ সেই পুরীরই অধিবাসী; তাঁহার নাম বিষ্ণুদাস। বিপ্রর্ষি বিষ্ণুদাস তথায় আগমন করিয়া বিষ্ণুসূক্ত পাঠ করত বিষ্ণুকে স্নান করাইলেন এবং তুলসীমঞ্জরী দল দ্বারা দেবদেবের পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণের তুলসীপূজায় রাজার রত্নপূজা ঢাকিয়া গেল। রাজা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—বিষ্ণুদাস! আমি মাণিক্য ও স্বর্ণ দ্বারা যে শোভাসম্পন্ন পূজা করিয়াছিলাম, তুমি তাহা তুলসীদল দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলে কেন? আমার মতে তুমি মূর্খ, বিষ্ণুভক্তি জান না। অহো, নহিলে এমন শোভাঢ্য পূজা ঢাকিয়া কেন? ১—১৫। দ্বিজোত্তম বিষ্ণুদাস এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি রাজগৌরব

বিষ্ণুদাস উবাচ।
রাজন্ ভক্তিং ন জানাসি গর্ব্বিতোঽসি নৃপশ্রিয়া
কিংস্বিদ্বিষ্ণুব্রতং পূর্ব্বং ত্বয়া চীর্ণং বদস্ব তৎ ॥১৭

গণাবূচতুঃ।
তদ্ব্রাহ্মণবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য স নৃপোত্তমঃ।
বিষ্ণুদাসং তদা গর্ব্বাদুবাচং বচনং দ্বিজ ॥ ১৮
ইত্থঞ্চেৎ কথ্যসে বিপ্র বিষ্ণুভক্ত্যাতিগর্ব্বিতঃ
ভক্তিস্তে কিয়তী বিষ্ণোর্দরিদ্রস্যাধনস্য চ ॥১৯
যজ্ঞদানাদিকঞ্চৈব বিষ্ণুতুষ্টিকরং কৃতম্।
নাপি দেবালয়ং পূর্ব্বং ত্বয়া বিপ্র কচিৎ কৃতম্ ॥
ঈদৃশস্যাপি তে গর্ব্ব এষ তিষ্ঠতি ভক্তিতঃ।
তচ্ছৃণ্বন্ত বচো মেঽদ্য সর্ব্বেঽপ্যেতে দ্বিজোত্তমাঃ
সাক্ষাৎকারমহং বিষ্ণোরেষ বাদৌ গমিষ্যতি।
যথা তু সর্ব্বেঽপি ততো ভক্তিংজ্ঞাস্যথ চাবয়োঃ

গণাবূচতুঃ।
ইত্যুক্তা স নৃপো গচ্ছন্নিজং রাজগৃহং দ্বিজঃ।
আরেভে বৈষ্ণবং সত্রং কৃত্বাচার্য্যন্তু মুদ্গলম্ ॥
ঋষিসঙ্ঘসমাজুষ্টং বভূব বহুদক্ষিণম্।
যদ্বদ্ব্রহ্মকৃতং পূর্ব্বং গয়াক্ষেত্রে সমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৪
বিষ্ণুদাসোঽপি তত্রৈব তস্থৌ দেবালয়ে ব্রতী।
পঞ্চৈতান্নিয়মান্ কৃত্বা বিষ্ণুতুষ্টিকরান্ সদা ॥২৫
মাঘোর্জ্জয়োর্ব্রতং সম্যক্ তুলসীবনপালনম্।
একাদশীব্রতং জাপ্যং দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ২৬
উপচারৈঃ ষোড়শভির্গীতনৃত্যাদিমঙ্গলৈঃ।
নিত্যং বিষ্ণোস্তথা পূজাং ব্রতান্যে-
তানি সোঽকরোৎ ॥২৭
নিত্যং সংস্মরণং বিষ্ণোর্গচ্ছন্ ভুঞ্জন্ স্বপন্নপি
সর্ব্বভূতস্থিতং বিষ্ণুমপশ্যৎ সমদর্শনঃ ॥ ২৮
মাঘকার্ত্তিকয়োর্নিত্যং বিশেষনিয়মানপি।
অকরোদ্বিষ্ণুতুষ্ট্যর্থং সোদ্যাপনবিধিং তথা ॥
এবং সমারাধয়তোঃ শ্রিয়ঃ পতিং
তয়োস্তু চোলেশ্বর-বিষ্ণুদাসয়োঃ।

লঙ্ঘন করিয়া কহিলেন,—রাজন্! তুমি ভক্তি জান না; কেবল রাজসম্পদে গর্ব্বিত রহিয়াছ। বল দেখি, তুমি পূর্ব্বে কি বিষ্ণুব্রত আচরণ করিয়াছ? বিষ্ণুদূতদ্বয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিয়া নৃপবর গর্ব্বভরে বলিলেন,—বিপ্র! তুমি বিষ্ণুভক্তিবলে গর্ব্বিত হইয়া এইরূপ উক্তি করিতেছ? তুমি দরিদ্র, নির্ধন, তোমার বিষ্ণু ভক্তি কতটুকু? তুমি বিষ্ণু তুষ্টিকর যজ্ঞদানাদি কিছুই কর নাই এবং কদাচ কোন দেবালয়নির্ম্মাণও তোমা দ্বারা হয় নাই; তুমি এমন অকৃতী হইয়াও কেবল ভক্তি বলে গর্ব্বিত হইয়াছ। যাহা হউক, এই দ্বিজগণ সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ করুন, অগ্রে আমিই বিষ্ণুসাক্ষাৎকার করিব, অথবা এই বিষ্ণুদাসই অগ্রে করিবে। তাহা হইলেই আপনারা সকলে আমাদের উভয়ের ভক্তি অবগত হইতে পারিবেন। বিষ্ণুদূতদ্বয় কহিলেন,—রাজা এই কথা কহিয়া নিজ রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন এবং মুদ্গলকে আচার্য্য করিয়া এক বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার যজ্ঞ ঋষিসমূহে সেবিত এবং ভূরি দক্ষিণায় অন্বিত হইল। পূর্ব্বে গয়াক্ষেত্রে ব্রহ্মা যেমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, চোলরাজের যজ্ঞ তেমনই প্রথিত হইল। এদিকে বিপ্র বিষ্ণুদাস বিষ্ণুতুষ্টিকর পঞ্চ নিয়ম পালনপূর্ব্বক সেই দেবালয়েই ব্রতাবলম্বনে রহিলেন। ১৬—২৫। তাঁহার অবলম্বিত নিয়ম পাঁচটী এই—মাঘ ও কার্ত্তিক ব্রত, তুলসীবনসেবা, একাদশীব্রত, দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রজপ, এবং নৃত্য-গীতাদি মঙ্গলসহকারে ষোড়শ উপচারে নিত্য বিষ্ণুপূজা। এই সকল ব্রতই তিনি পালন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুদাস গমন, ভোজন, শয়ন,—সর্ব্বকালেই বিষ্ণুস্মরণ করত সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতস্থ বিষ্ণুকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি বিষ্ণুতোষণার্থ মাঘ ও কার্ত্তিক মাসের বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন ও সেই সেই নিয়মের উদ্যাপন করিতে লাগিলেন। চোলরাজ ও বিষ্ণুদাস এইরূপে বিষ্ণুর আরাধনায় নিরত হইলে, তাঁহারা ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম

অগাদনেহা বহুতদ্‌ব্রতস্থয়ো-
স্তন্নিষ্ঠকর্ম্মেন্দ্রিয়-কর্ম্মণোস্তয়োঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে
কলহোপাখ্যানং নামাষ্টাধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

গণাবূচতুঃ ।
কদাচিদ্বিষ্ণুদাসোঽথ কৃত্বা নিত্যবিধিং দ্বিজঃ ।
পাককর্ম্মাকরোদ্‌যাবদহরৎ কোঽপ্যলক্ষিতঃ ।
তমদৃষ্ট্বাপ্যসৌ পাকং পুনর্নৈবাকরোত্তদা ।
সায়ংকালার্চ্চনস্থাসৌ ব্রতভঙ্গভয়াদ্দ্বিজঃ ॥ ২
দ্বিতীয়েঽহ্নি ততঃ পাকং কৃত্বা যাবৎ স বিষ্ণবে
উপহারার্পণং কর্ত্তুং তাবৎ কোঽপ্যহরৎ পুনঃ
এবং সপ্তদিনং তস্য পাকং কোঽপ্যহরদ্দ্বিজ ।
জাতঃ সবিস্ময়ঃ সোঽথ মনস্যেব ব্যচারয়ৎ ॥ ৪
অহো নিত্যং সমভ্যেত্য কঃ পাকং হরতে মম
ক্ষেত্রসন্ন্যাসিনাং স্থানমত্যাজ্যং সর্ব্বথা ময়া ॥৫
পুনঃ পাকং বিধায়াত্র ভুজ্যতে যদি চেন্ময়া ।
সায়ংকালার্চ্চনক্ষৈতৎ পরিত্যাজ্যং কথং ময়া
কিঞ্চিৎ পাকং বিধায়ৈতদ্ভোক্তব্যন্ত ময়া ন হি ।
অনিবেদ্য হরৌ সর্ব্বং বৈষ্ণবৈর্নৈব ভুজ্যতে ॥৭
উপোষিতোঽহঞ্চ কথং তিষ্ঠাম্যত্র ব্রতস্থিতঃ ।
অদ্য সংরক্ষণং সম্যক্ পাকস্যাত্র করোম্যহম্ ॥৮
ইতি পাকং বিধায়াসৌ তত্রৈবালক্ষিতঃ স্থিতঃ ।
তাবদ্দদর্শ চাণ্ডালং পাকান্নহরণে স্থিতম্ ॥ ৯
ক্ষুৎক্ষামং দীনবদনমস্থিচর্ম্মাবশেষিতম্ ।
তমালোক্য দ্বিজাগ্র্যোঽভূৎ কৃপয়াপন্নমানসঃ ॥
বিলোক্যান্নহরং বিপ্রস্তিষ্ঠতিষ্ঠেত্যভাষত ।
কথমত্তি ভবান্ রূক্ষং ঘৃতমেতদ্‌গৃহাণ ভোঃ ॥
ইত্থং ব্রুবন্তং বিপ্রাগ্র্যমায়ান্তঞ্চ বিলোক্য সঃ ।
বেগাদধাবত্তদ্ভীত্যা মূর্চ্ছিতশ্চ পপাত হ ॥ ১২

এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষ্ণুতে অর্পণ করিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের বহু বর্ষ অতীত হইল। ২৬—৩০।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০৮।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

বিষ্ণুদূতদ্বয় কহিলেন,—একদা দ্বিজ বিষ্ণুদাস নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে পাককর্ম্ম সমাধা করিলেন। কিন্তু কে একজন অলক্ষিত ভাবে তাহা হরণ করিয়া লইল। বিষ্ণুদাস তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি সায়ংকালীন অর্চ্চনার ব্রতভঙ্গভয়ে পুনরায় আর পাকও করিলেন না। অনন্তর দ্বিতীয় দিবস পাক করিয়া যেমন তিনি বিষ্ণুকে উপহারার্পণ করিলেন, অমনি কে তাহা হরণ করিয়া লইল। এইরূপে সাত দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের পাচিতান্ন অপহৃত হইল। ব্রাহ্মণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, অহো, কে নিত্য আসিয়া আমার পাক অপহরণ করে? এই ক্ষেত্র সন্ন্যাসীদিগের স্থান, সর্ব্বথা আমার অপরিত্যাজ্য। আমি যদি পুনরায় পাক করিয়া এইস্থানে ভোজন করি, তবে সায়ংকালীন দেবার্চ্চন আমার কিরূপে করা হইবে? সুতরাং কিছু পাক করিয়া আমি আর ভোজন করিব না, হরিকে নিবেদন না করিয়া বৈষ্ণবগণের কিছুই ভোজন করিতে নাই। ব্রতস্থ আমি নিত্য উপবাস করিয়াই বা কিরূপে থাকিব? সুতরাং আজ বিশেষভাবেই আমি পাক রক্ষা করিব।১—৮। এইরূপ স্থির করিয়া বিষ্ণুদাস পাক কার্য্যান্তে অলক্ষিতভাবে রহিলেন। দেখিলেন, এক চণ্ডাল পাকান্ন হরণে উদ্যত; তাহার অস্থি-চর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট। সে ক্ষুধাক্ষাণ ও দীন-বদন। তাহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণের চিত্ত কৃপাকুল হইল। তিনি সেই অন্নচোরকে দেখিয়া 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া কহিলেন, আহা, কিরূপে তুমি রুক্ষ অন্ন আহার করিবে? এই ঘৃত দিতেছি গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতে বলিতে আসিতেছেন, দেখিয়া চণ্ডাল ভয়ে ধাবিত হইল এবং মূর্চ্ছিত হইল।

ভীতং তং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা চাণ্ডালং স দ্বিজোত্তমঃ
বেগাদভ্যেত্য কৃপয়া স্ববস্ত্রান্তৈরবীজয়ৎ ॥১৩
অথোত্থিতং তমেবাসৌ বিষ্ণুদাসো ব্যলোকয়ৎ
সাক্ষান্নারায়ণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৪
পীতাম্বরং চতুর্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কং কিরীটিনম্।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং কৌস্তভোরঃস্থলং বিভুম্ ॥
তং দৃষ্ট্বা সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাবৃতো দ্বিজসত্তমঃ।
স্তোতুঞ্চাপি নমস্কর্তুং তদা নালং বভূব সঃ ॥১৬
অথ শক্রাদয়ো দেবাস্তত্রৈবাভ্যাযযুস্তদা।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চাপি জগুশ্চ ননৃতুর্মুদা ॥ ১৭
বিমানশতসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসঙ্কুলম্।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষং স্থানং তদভবত্তদা ॥ ১৮
ততো বিষ্ণুঃ সমালিঙ্গ্য স্বভক্তং সাত্ত্বিকং তথা
সাযুজ্যমাত্মনো দত্ত্বানয়দ্বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥১৯
বিমানবরসংস্থানমাস্থিতং বিষ্ণুসন্নিধৌ।
দীক্ষিতশ্চোলনৃপতির্বিষ্ণুদাসং দদর্শ হ ॥ ২০

বৈকুণ্ঠভবনং যান্তং বিষ্ণুদাসং বিলোক্য সঃ।
স্বগুরুং মুদ্গলং বেগাদাহূয়েত্থং বচোঽব্রবীৎ ॥

চোল উবাচ।

যৎস্পর্দ্ধয়া ময়া চৈতদ্যজ্ঞদানাদিকং কৃতম্।
স বিষ্ণুরূপধৃগ্বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥২২
দীক্ষিতেন ময়া সম্যক্ সত্রেঽস্মিন্ বিষ্ণবে হুত্বা
হুতমগ্নৌ কৃতা বিপ্রা দানাদ্যৈঃ পূর্ণমানসাঃ ॥২৩
নৈবাদ্যাপি স মে দেবঃ প্রসন্নো জায়তে ধ্রুবম্
ভক্ত্যৈব তস্য বিপ্রস্য সাক্ষাৎকারং দদৌ হরিঃ
তস্মাদ্দানৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
ভক্তিরেব পরং তস্য নিদানং দর্শনে বিভোঃ ॥

গণাবূচতুঃ।

ইত্যুক্ত্বা ভাগিনেয়ং স্বমভিষিচ্য নৃপাসনে।
আবাল্যাদ্দীক্ষিতো যজ্ঞে সোঽপুত্রত্বমগাদ্যতঃ
তস্মাদদ্যাপি তদ্দেশে সদা রাজ্যাংশভাগিনঃ।

ভূপতিত হইল। দ্বিজবর চণ্ডালকে ভীত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া দ্রুতপদে আগমনপূর্ব্বক কৃপাবশতঃ বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সে উত্থিত হইলে, বিষ্ণুদাস দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি পীতাম্বর, চতুর্ব্বাহু, শ্রীবৎসাঙ্ক, কিরীটী ও অতসীপুষ্পসন্নিভ; তাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তভ দ্বারা উদ্ভাসিত। দ্বিজবর তাঁহাকে দেখিয়া সাত্ত্বিকভাবে পরিপূরিত হইলেন। তিনি তখন স্তব বা নমস্কার কিছুই করিতে পারিলেন না। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আসিয়া গীত ও নৃত্য করিতে লাগিল। তখন সেই স্থান শত শত বিমানে আকীর্ণ, দেবর্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং গীত ও বাদিত্ররবে মুখরিত হইল। অনন্তর বিষ্ণু স্বীয় সাত্ত্বিক ভক্ত বিষ্ণুদাসকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাযুজ্য প্রদানপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। বিষ্ণুদাস বিমানবরে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিলেন।

তখন যজ্ঞদীক্ষিত চোলরাজ বিষ্ণুদাসকে যাইতে দেখিলেন। বিষ্ণুদাস বৈকুণ্ঠে চলিয়াছেন দেখিয়া চোলরাজ স্বীয় গুরু মুদ্গলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমি যাহার স্পর্দ্ধায় যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়া করিতেছি, সেই বিপ্র বিষ্ণুদাস বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠমন্দিরে গমন করিতেছে। আপনাকর্তৃক এই যজ্ঞে আমি সম্যক্ দীক্ষিত হইয়াছি দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুর প্রীতি নিমিত্ত অগ্নিতে হোম করিতেছি, এবং বহু ব্রাহ্মণকে দানাদি দ্বারা পূর্ণমনোরথ করিয়াছি। কিন্তু অদ্যাপি সেই দেব প্রসন্ন হইলেন না। শ্রীহরি ব্রাহ্মণের ভক্তিবলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করিয়াছেন। অতএব বুঝিলাম, দান বা যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণু প্রসন্ন হইবার নহেন; তাঁহার সাক্ষাৎকার বিষয়ে ভক্তিই প্রধান কারণ। ৯—২৫। বিষ্ণুদূতদ্বয় কহিলেন,—চোলরাজ এই কথা কহিয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে রাজাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি নিজে আবাল্য যজ্ঞদীক্ষিত ছিলেন। তাই তাঁহার পুত্রসন্তান কিছুই ছিল না। এই কারণ অদ্যাপি চোলদেশে তৎকৃত

স্বস্রেয়া এব জায়ন্তে তৎকৃতাচারবর্তিনঃ ॥২৭
যজ্ঞবাটং ততোঽভ্যেত্য বহ্নিকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ
ত্রিরুচ্চৈর্ব্যাজহারাশু বিষ্ণুং সম্বোধয়ংস্তদা ॥২৮
বিষ্ণো ভক্তিং স্থিরাং দেহি মনোবাক্কায়কর্মভিঃ
ইত্যুক্ত্বা সোঽপতদ্বহ্নৌ সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্
মুদ্গলস্তু তদা ক্রোধাচ্ছিখামুৎপাটয়ৎ স্বকাম্ ।
ততস্তদ্যাপি তদ্গোত্রে মুদ্গলা বিশিখাভবন্ ॥
তাবদাবিরভূদ্বিষ্ণুঃ কুণ্ডাগ্নৌ ভক্তবৎসলঃ ।
তমালিঙ্গ্য বিমানাগ্র্যং সমারোহয়দচ্যুতঃ ॥৩১
তমালিঙ্গ্যাত্মসারূপ্যং দত্বা বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ।
তেনৈব সহ দেবেশো জগাম ত্রিদশৈর্বৃতঃ ॥৩২

নারদ উবাচ ।

যো বিষ্ণুদাসঃ স তু পুণ্যশীলো-
যশ্চোলভূপঃ স সুশীলনামা ।
এতাবুভৌ তৎসমরূপভাজৌ
দ্বাঃস্থৌ কৃতৌ তেন রমাপ্রিয়েণ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে কলহোপাখ্যানং নাম নবাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

আচারানুসরণে ভাগিনেয়গণই রাজ্যাংশ-ভাগী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এদিকে চোলরাজ যজ্ঞবাটে গিয়া বহ্নিকুণ্ডসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া তিনবার এই কথা উচ্চারণ করিলেন যে, হে বিষ্ণো! মনে বাক্যে কায়ে এবং কর্ম্মে আমায় অবিচল ভক্তি প্রদান করুন। এই কথা কহিয়া রাজা সর্ব্বসমক্ষেই বহ্নি-মধ্যে পতিত হইলেন। তখন মুদ্গলও ক্রোধে স্বীয় শিখা উৎপাটন করিলেন। এই কারণ অদ্যাপি তদ্দেশস্থ মুদ্গলগোত্রীয়গণ শিখাহীন হইয়া আছেন। যাহা হউক, তৎ-কালে ভক্তবৎসল বিষ্ণু কুণ্ডাগ্নিতে আবির্ভূত হইলেন এবং রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বিমানবরে আরোহণ করাইলেন। দেবেশ বিষ্ণু তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মসারূপ্য অর্পণ করিলেন এবং দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সহিতই বৈকুণ্ঠমন্দিরে উপনীত হইলেন। নারদ কহিলেন,—যিনি বিষ্ণু-দাস ছিলেন, তিনিই পুণ্যশীল আর যিনি সেই চোলরাজ, তিনিই সুশীল নামে অভি-হিত। এই উভয় ব্যক্তিই বিষ্ণুর সমানরূপ-ভাজন। রমাপতি উক্ত উভয়কে নিজের দ্বারপাল-পদ প্রদান করিয়াছেন।২৬—৩৩।

নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১০৯।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ধর্ম্মদত্ত উবাচ ।

জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব বিষ্ণোর্দ্বাঃস্থৌ ময়া শ্রুতৌ ।
কিন্নু তাভ্যাং পুরা চীর্ণং যস্মাত্তদ্রূপধারিণৌ ॥১
গণাবূচতুঃ ।
তৃণবিন্দোস্তু কন্যায়াং দেবহুত্যাং পুরা দ্বিজ ।
কর্দ্দমস্য তু দৃষ্টৈব পুত্রৌ দ্বৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ২
জ্যেষ্ঠো জয়ঃ কনিষ্ঠোঽভূদ্বিজয়শ্চেতি নামতঃ ।
অন্যস্যামভবৎ পশ্চাৎ কপিলো যোগধর্ম্মবিৎ ॥
জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব বিষ্ণুভক্তিরতৌ সদা ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং ধর্ম্মশীলৌ বভূবতুঃ ॥ ৪
নিত্যমষ্টাক্ষরীজাপ্যৌ বিষ্ণুব্রতকরাবুভৌ ।

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

ধর্ম্মদত্ত কহিলেন,—বিষ্ণুর দ্বারপাল জয়-বিজয়ের কথা আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা পূর্ব্বে কোন্ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন? যাহার ফলে তাঁহারা বিষ্ণুরূপধারী হইয়া-ছেন? বিষ্ণুদূতদ্বয় কহিলেন,—হে দ্বিজ! দেবহূতি নামে তৃণবিন্দুরাজের এক কন্যা ছিলেন। কর্দ্দম প্রজাপতির দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহাতে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম জয় এবং কনিষ্ঠের নাম বিজয়। কর্দ্দমের অন্য পত্নীর গর্ভে আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে; এই পুত্রের নাম কপিল, ইনি যোগধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। ১—৩। জয় এবং বিজয় সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তি-রত। ইঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া ধর্ম্মা-চরণে তৎপর হইয়াছিলেন। জয়বিজয় নিত্য

সাক্ষাৎকারং দদৌ বিষ্ণুস্তয়োর্নিত্যার্চ্চনে সদা॥ ৫
মরুত্তেন কদাচিত্তাবাহূতৌ যজ্ঞকর্ম্মণি।
জগ্মতুর্যজ্ঞকুশলৌ দেবর্ষিগণসেবিতৌ॥ ৬
জয়স্তত্রাভবদ্ ব্রহ্মা যাজকো বিজয়ো ভবৎ।
ততো যজ্ঞবিধিং কৃৎস্নং পরিপূর্ণঞ্চ চক্রতুঃ॥ ৭
মরুত্তোঽবভৃথস্নাতস্তাভ্যাং বিত্তং দদৌ বহু।
তৎ সমাদায় তৌ বিত্তং জগ্মতুঃ স্বাশ্রমং প্রতি
যজনায় তদা বিষ্ণোস্তুষ্ট্যর্থন্তৌ তদা মুনে।
তদ্ধনং বিভজন্তৌ বৈ পস্পর্দ্ধতে পরস্পরম্॥ ৯
জয়োঽব্রবীৎ সমোভাগঃ ক্রিয়তামিতি তত্র সঃ
বিজয়শ্চাব্রবীত্তত্র যল্লব্ধং যেন তস্য তৎ॥ ১০
ততো জয়োঽশপৎ ক্রোধাদ্বিজয়ং ক্ষুব্ধমানসঃ।
গৃহীত্বা ন দদাস্যেতত্তস্মাদ্ গ্রাহো ভবেতি তম্
বিজয়স্তস্য তং শাপং শ্রুত্বা সোঽপ্যশপচ্চ তম্
মদভ্রান্তোঽশপদ্যস্মাত্তস্মান্মাতঙ্গতাং ব্রজ॥১২
তৌ তথাচখ্যতুর্বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা নিত্যার্চ্চনে বিভুম্।
শাপয়োস্ত নিবৃত্তিং তৌ যযাচাতে রমাপতিম্॥
ভক্তাবাবাং কথং দেব গ্রাহমাতঙ্গযোনিগৌ।
ভবিষ্যাবঃ কৃপাসিন্ধো তচ্ছাপো বিনিবর্ত্ত্যতাম্

শ্রীভগবানুবাচ।

মদ্ভক্তয়োর্বচোঽসত্যং ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি।
ময়াপি নান্যথা কর্ত্তুং শক্যতে তৎ কদাচন॥ ১৫
প্রহ্লাদবচনাৎ স্তম্ভেঽপ্যাবির্ভূতো হ্যহং পুরা।
তথাম্বরীষবাক্যেন জাতো মার্গে স্বয়ং কিল॥
তস্মাদ্ভবমিমৌ শাপাবনুভূয় স্বয়ংকৃতৌ।
লভেতাং মৎপদং নিত্যমিত্যুক্তান্তর্দধে হরিঃ
গণাবূচতুঃ।
ততস্তৌ গ্রাহমাতঙ্গাবভূতাং গণ্ডকীতটে।
জাতিস্মরৌ চ তদ্‌যোন্যামপি বিষ্ণুব্রতে স্থিতৌ

অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন এবং সর্ব্বদা বিষ্ণুব্রত করিয়া বিষ্ণুপূজা করিতেন। ইহাতে বিষ্ণু পরিতুষ্ট হইয়া পূজাবসানে তাহাদিগকে স্বীয় সাক্ষাৎকার প্রদান করিতেন। একদা মরুত্ত জয়-বিজয়কে যজ্ঞ কর্ম্মে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞকর্ম্মে নিপুণ ছিলেন; তাই রাজার আহ্বানে দেবর্ষিগণে সেবিত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। সেখানে জয় ব্রহ্মকর্ম্মে এবং বিজয় যাজককর্ম্মে ব্রতী হইয়া সমুদয় যজ্ঞবিধি সমাধা করিলেন। মরুত্ত যজ্ঞান্তে স্নাত হইয়া তাঁহাদের উভয়কে বহু বিত্ত প্রদান করিলেন। জয়-বিজয় তাহা লইয়া স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। হে মুনে! অনন্তর বিষ্ণুপূজনার্থ সসন্তোষে উভয় ভ্রাতা সেই ধন বিভাগ করিয়া লইতে গিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। জয় বলিলেন,—ধন তুল্যভাগ করা হউক। বিজয় বলিলেন, তা কেন হইবে, যে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহাই তাহার হউক। তখন জয় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুব্ধ মনে অভিশাপ দিলেন,—যেহেতু ধন গ্রহণ করিয়া দান করিতেছে না, এই নিমিত্ত তুমি গ্রাহ হইবে। বিজয়ও তাঁহার সেই শাপশ্রবণে তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন,—যেহেতু মদভ্রান্ত হইয়া অভিশাপ দিলে,এই কারণে তুমিও মাতঙ্গ হইবে। অনন্তর নিত্য-পূজাবসানে ভগবান্ বিষ্ণুকে দেখিয়া তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই তাঁহার নিকট শাপনিবৃত্তি প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—হে কৃপাসিন্ধো! আমরা আপনার ভক্ত হইয়া কিরূপে গ্রাহ ও মাতঙ্গযোনি প্রাপ্ত হইব? আপনি কৃপা করিয়া শাপনিবৃত্তি করুন। ভগবান্ কহিলেন,—আমার ভক্তের বাক্য কখনও অসত্য হইবার নহে। আমিও তাহা কখনও অন্যথা করিতে পারি না। পূর্ব্বে প্রহ্লাদের বাক্যে আমি স্তম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলাম এবং অম্বরীষের বাক্যে অশ্বত্থ তরু হইয়া পথে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতএব তোমরা এই স্বয়ংকৃত শাপ ভোগ করিয়া মদীয় নিত্য পদ লাভ করিবে। হরি এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ৪—১৭। বিষ্ণুদূতদ্বয় কহিলেন,—অনন্তর জয়-বিজয় গণ্ডকীতটে গ্রাহ ও মাতঙ্গ হইয়া জন্মিলেন। তাঁহারা জাতিস্মর ছিলেন, তাই এ জন্মেও

কদাচিৎ স গজঃ স্নাতুং কার্ত্তিকে গণ্ডকীং গতঃ।
তাবদ্‌গ্রাহ চ গ্রাহঃ সংস্মরন্ শাপকারণম্ ॥ ১৯
গ্রাহগৃহীতোহসৌ নাগঃ সংস্মার শ্রীপতিং তদা
তাবদাবিরভূদ্বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২০
ততস্তৌ গ্রাহমাতঙ্গৌ চক্রং ক্ষিপ্ত্বা সমুদ্ধৃতৌ।
দত্ত্বা চ নিজসারূপ্যং বৈকুণ্ঠমনয়দ্বিভুঃ ॥ ২১
তদা প্রভৃতি তৎস্থানং হরিক্ষেত্রমিতি শ্রুতম্।
চক্রসঙ্ঘর্ষণাদ্যস্মিন্ পাষাণোহপি হি লাঞ্ছিতঃ॥
তাবিমৌ বিশ্রুতৌ লোকে জয়শ্চ বিজয়শ্চ হ।
নিত্যং বিষ্ণুপ্রিয়ৌ দ্বাঃস্থৌ পৃষ্টৌ যৌ হি ত্বয়া দ্বিজ ॥২৩
অতস্ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ নিত্যং বিষ্ণুব্রতে স্থিতঃ।
ত্যক্তমাৎসর্য্যদম্ভো হি ভবস্ব সমদর্শনঃ ॥ ২৪
তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নায়ী সদা ভব।
একাদশীব্রতে তিষ্ঠ তুলসীবনপালকঃ ॥ ২৫
ব্রাহ্মণানপি গাশ্চাপি বৈষ্ণবাংশ্চ সদা ভজ।
মসূরাংশ্চারনালাংশ্চ বৃন্তাকানপি খাদ মা ॥ ২৬
এবং ত্বমপি দেহান্তে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
প্রাপ্স্যসি ধর্ম্মদত্ত ত্বং তত্তক্ত্যেব যথা বয়ম্ ॥২৭
ত্বয়াজন্মব্রতাত্তস্মাদ্বিষ্ণুসন্তুষ্টিকারকাৎ।
ন যজ্ঞা ন চ দানানি ন তীর্থান্যধিকানি বৈ ॥২৮
ধন্যোহসি বিপ্রাগ্র্য যতস্ত্বয়ৈতদ্-
ব্রতং কৃতং তুষ্টিকরং জগদ্‌গুরোঃ।
যৎ পুণ্যভাগাপ্তফলং মুরারেঃ
প্রণীয়তেহস্মাভিরিয়ং স লোকতাম্ ॥ ২৯

নারদ উবাচ।

ইত্থং তো ধর্ম্মদত্তং তমুপদিশ্য বিমানগৌ।
তয়া কলহয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠভবনং গতৌ ॥৩০
ধর্ম্মদত্তোহপ্যসৌ জাতপ্রত্যয়স্তদ্‌ব্রতেঽস্থিতঃ।
দেহান্তে তদ্বিভোঃ স্থানং ভার্য্যাভ্যাম-
ন্বিতোহভ্যগাৎ ॥ ৩১
ইতিহাসমিমং পুরাভবং
শৃণুতে যশ্চ পুমান্ যথাবিধি।

তাঁহারা বিষ্ণুব্রত পালন করিতে লাগিলেন। একদা মাতঙ্গ কার্ত্তিক মাসে গণ্ডকীতে স্নান করিতে গেল। তন্মধ্যস্থ গ্রাহ শাপকারণ স্মরণ করিয়া তৎকালে তাহাকে গ্রাস করিল। মাতঙ্গগ্রাহগৃহীত হইয়া তখন শ্রীপতিকে স্মরণ করিতে লাগিল। স্মরণ মাত্র শঙ্খ চক্র-গদাধর শ্রীবিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিয়া গ্রাহ ও মাতঙ্গ উভয়কেই উদ্ধার করিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে নিজ সারূপ্য প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। সেই হইতে ঐ স্থান হরিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঐ স্থানে চক্রসঙ্ঘর্ষণে পাষাণ পর্য্যন্ত চিহ্নিত হইয়াছিল। হে দ্বিজ! আপনি যাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই সেই প্রসিদ্ধ জয়-বিজয়ের বিবরণ বলিলাম। ইহারা উভয়েই নিত্য বিষ্ণুপ্রিয় এবং বিষ্ণুর দ্বারস্থ। এইজন্যই বলিতেছি, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিও নিত্য বিষ্ণুব্রতে অবস্থিত হইয়া মাৎসর্য্য দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমদর্শী হইয়া থাকুন। কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে নিত্য প্রাতঃস্নায়ী হউন, একাদশী ব্রত করুন, তুলসীবন পালন করুন, ব্রাহ্মণ, গো ও বৈষ্ণবদিগকে সর্ব্বদা ভজনা করুন। মসূর, কাঞ্জিক ও বেগুণ এই সকল আহার বর্জ্জন করুন। এইরূপ করিলে আপনিও দেহাবসানে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন। ধর্ম্মদত্ত! আমরা যেমন ভক্তিবলে সে পদ পাইয়াছি, তুমিও তেমনি প্রাপ্ত হইবে। তুমি আজন্ম যে বিষ্ণুসন্তোষকর বিষ্ণুব্রত করিয়াছ, যজ্ঞ, দান বা তীর্থ সকল তাহা অপেক্ষা অধিক নহে। হে বিপ্রবর! ধন্য তুমি, যেহেতু জগদ্‌গুরুর তুষ্টিকর এই ব্রত তুমি করিয়াছ।—যাহার পুণ্যফলে আজ আমরা এই কলহাকে মুরারিসমীপে লইয়া চলিয়াছি।১৮—২৯। নারদ কহিলেন,—বিষ্ণুদূতদ্বয় ধর্ম্মদত্তকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কলহাসমভিব্যাহারে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। এদিকে ধর্ম্মদত্ত তাঁহাদের কথায় প্রত্যয়বান্ হইয়া বিষ্ণুব্রতেই একনিষ্ঠ হইয়া রহিলেন। পরে যখন তাঁহার দেহাবসান হইল, তখন তিনি ভার্য্যা-

হরিসন্নিধিকারিণীং মতিং
লভতেঽসৌ কৃপয়া জগদ্গুরোঃ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কলহোপাখ্যানে গণপূর্ব্বপুণ্যবর্ণনং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১০॥

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পৃথুরুবাচ।

কৃষ্ণবেণ্যা তটাদ্যস্মাৎ শিববিষ্ণুগণৈঃ পুরা।
বণিক্‌শরীরাৎ কলহা নির্গতা কথিতং ত্বয়া॥ ১
প্রভাবোঽয়মনয়োর্নদ্যোঃ কিংবা ক্ষেত্রস্য তস্য বা
তন্মে কথয় ধর্ম্মজ্ঞ বিস্ময়োঽত্র মহান্ মম॥ ২

নারদ উবাচ।

কৃষ্ণা কৃষ্ণতনুঃ সাক্ষাদ্বেণী দেবো মহেশ্বরঃ।
তৎসঙ্গমপ্রভাবন্তু নালং বক্তুং চতুর্ম্মুখঃ॥ ৩
তথাপি তৎসমুৎপত্তিং কীর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু।
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বং মনোর্দেবঃ পিতামহঃ॥ ৪
সহ্যাদ্রিশিখরে রম্যে যজনায়োদ্যতোঽভবৎ।
স কৃত্বা যজ্ঞসম্ভারান্ সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ॥ ৫
যুক্তো হরিহরাভ্যাঞ্চ তদ্গিরেঃ শিখরং যযৌ।
ভৃগ্বাদয়ো মুনিগণা মুহূর্ত্তে ব্রহ্মদৈবতে॥ ৬
তস্য দীক্ষাবিধানায় সমাজং তত্র চক্রিরে।
অথ জ্যেষ্ঠাং স্বরাং পত্নীং বিষ্ণুরাহ্বয়ত দ্বিজৈঃ
সা শনৈরাযযৌ তাবদ্ভৃগুর্বিষ্ণুমুবাচ হ॥ ৭

ভৃগুরুবাচ।

বিষ্ণো স্বরা ত্বয়াহূতা আয়াতি ন হি সত্বরা।
মুহূর্ত্তাতিক্রমশ্চায়ং কার্য্যো দীক্ষাবিধিঃ কথম্॥৮

বিষ্ণুরুবাচ।

নায়াতি চেৎ স্বরা শীঘ্রং গায়ত্র্যত্র বিধীয়তাম্।
এষাপি ন ভবত্যস্য ভার্য্যা কিং পুণ্যকর্ম্মণি॥৯

নারদ উবাচ।

এবমেব হি রুদ্রোঽপি বিষ্ণোর্বাক্যমমোদত।
তচ্ছ্রুত্বা স ভৃগুর্বাক্যং গায়ত্রীং ব্রহ্মণস্তদা।

দ্বয়সহ ভগবৎস্থানে প্রয়াণ করিলেন। যে পুরুষ যথাবিধি এই পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করে, জগদ্গুরুর কৃপায় তাহার হরিসান্নিধ্যকারিণী মতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩০—৩২।

দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১০।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

পৃথু কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! কৃষ্ণবেণী-তটে বণিক্‌দেহ হইতে শিবদূত ও বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক কলহা নিষ্কাসিত হইয়াছিল; পূর্ব্বে আপনি এই কথা বলিয়াছেন। ইহাতে আমার মহা বিস্ময় জন্মিয়াছে। ইহা কি সেই নদীদ্বয়ের প্রভাব অথবা ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য? তাহা আমায় বলুন। নারদ কহিলেন,—কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কৃষ্ণদেহ আর বেণী সাক্ষাৎ মহেশ্বরদেব। সুতরাং তাহাদের সঙ্গম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে স্বয়ং চতুরাননও সমর্থ নহেন। তথাপি, আমি তাহাদের উৎপত্তিবার্ত্তা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে পিতামহ দেব রম্য সহ্যাদ্রিশিখরে যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করিয়া হরিহরাদি দেববৃন্দসহ সেই গিরিশিখরে গমন করিলেন। ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার দীক্ষা বিধানার্থ ব্রহ্মদৈবত মুহূর্ত্তে তথায় গিয়া সমবেত হইলেন। অনন্তর বিষ্ণু ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী সরস্বতীকে দ্বিজগণ দ্বারা আহ্বান করাইলেন। সরস্বতী ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলেন। তখন ভৃগু বিষ্ণুকে বলিলেন, বিষ্ণো! আপনি সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তিনি সত্বর আগমন করিতেছেন না; অতএব মুহূর্ত্তাতিক্রম হইয়া গেলে কিরূপে দীক্ষাবিধি করা যাইবে? ১—৮। বিষ্ণু বলিলেন,—সরস্বতী যদি সত্বর না আইসেন, তাহা হইলে গায়ত্রীকেই তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করুন। এই পুণ্যকর্ম্মে ইনি কি, ইঁহার ভার্য্যার কার্য্য করিবেন না? বিষ্ণুর কথায় রুদ্রও অনুমোদন করিলেন। ভৃগু তাহা শুনিয়া গায়-

নিবেশ্য দক্ষিণে ভাগে দীক্ষাবিধিমথাকরোৎ ॥
যাবদ্দীক্ষাবিধিং তস্য বিধেশ্চক্রুর্বিধানতঃ।
তাবৎত্ত্যাগমৌ তত্র স্বরা যজ্ঞস্থলে নৃপ ॥ ১২
তত্তাং দীক্ষিতাং দৃষ্ট্বা গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
সপত্নীর্যাপরা ক্রোধাৎ স্বরা বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩
স্বরোবাচ।
অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যানাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ত্রীণি তত্র ভবিষ্যন্তি দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্ ॥১৪
মমাসনে কনিষ্ঠেয়ং ভবদ্ভিঃ সন্নিবেশিতা।
তস্মাৎ সর্ব্বে জড়ীভূতা নদীরূপা ভবিষ্যথ ॥ ১৫
ইয়ঞ্চ দক্ষিণে ভাগে হ্যপবিষ্টা মমাসনে।
তস্মাল্লোকৈঃ সদাদৃশ্যতনুর্বহতু নিম্নগা ॥ ১৬
নারদ উবাচ।
ততস্তচ্ছাপমাকর্ণ্য গায়ত্রী কম্পিতা তদা।
সন্ধ্যায়াংশপদেবৈর্বার্য্যমাণাপি তাং স্বরাম্ ॥১৭
তব ভর্ত্তা যথা ব্রহ্মা মমাপ্যেষ তথা খলু।
বৃথাশপস্ত্বং যস্মাত্ত্বাং ভব ত্বমপি নিম্নগা ॥ ১৮
নারদ উবাচ।
ততো হাহাকৃতাঃ সর্ব্বে শিববিষ্ণুমুখাঃ সুরাঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ স্বরাং তত্র ব্যজিজ্ঞপন্ ॥ ১৯
দেবা ঊচুঃ।
দেবি সর্ব্বে বয়ং শপ্তা ব্রহ্মাদ্যা যত্ত্বয়াধুনা।
যদি সর্ব্বে জড়ীভূতা ভবিষ্যামোঽত্র নিম্নগাঃ ॥
তদা লোকত্রয়ং হ্যেতদ্বিনাশং যাস্যতি ধ্রুবম্।
অবিবেকঃ কৃতস্তস্মাচ্ছাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ত্যতাম্
স্বরোবাচ।
নার্চ্চিতো হি গণাধ্যক্ষো যজ্ঞাদৌ যৎ সুরোত্তমাঃ।
তস্মাদ্বিঘ্নং সমুৎপন্নং মৎক্রোধজমিদং খলু ॥২২
নাপি মদ্বচনং হ্যেতদসত্যং জায়তে খলু।
তস্মাৎ স্বাংশৈর্জ্জড়ীভূতা যূয়ম্ভবত নিম্নগাঃ ॥ ২৩
আবামপি সপত্ন্যৌ চ স্বাংশাভ্যামপি নিম্নগে।
ভবিষ্যাবোঽত্র বৈ দেবাঃ পশ্চিমাভিমুখাবহে ॥

স্ত্রীকে ব্রহ্মার দক্ষিণভাগে নিবেশিত করিয়া দীক্ষাকার্য্য সমাধা করিলেন। হে নৃপ! মুনিগণ ব্রহ্মার দীক্ষাবিধি যেই মাত্র যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন, অমনি সরস্বতী যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সরস্বতী গায়ত্রীকে ব্রহ্মার সহিত দীক্ষিত দেখিয়া সপত্নী ঈর্ষায় সক্রোধে কহিলেন,—যেখানে অপূজ্যের পূজা এবং পূজ্যের পূজাব্যতিক্রম হয়, তথায় দুর্ভিক্ষ, মরণ ও ভয় এই তিনটী উপস্থিত হইয়া থাকে। আপনারা আমার আসনে এই কনিষ্ঠা পত্নীকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; এই কারণ আপনাদের সকলকেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপে পরিণত হইতে হইবে। এই গায়ত্রী দক্ষিণভাগে মমাসনে উপবিষ্টা; এই কারণ লোকের অদৃশ্য হইয়া ইহাকে নিম্নগারূপে বহিতে হইবে। নারদ কহিলেন,—গায়ত্রী সেই শাপ শ্রবণ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং দেবগণ নিষেধ করিলেও তিনি উত্থিত হইয়া সরস্বতীর প্রতি অভিসম্পাত করিলেন; বলিলেন,—ব্রহ্মা যেমন তোমার ভর্ত্তা, তেমনি আমারও ভর্ত্তা। অতএব তুমি আমায় বৃথা শাপ প্রদান করিলে, বলিয়া তোমাকেও নিম্নগা হইতে হইবে। নারদ কহিলেন,—তখন শিব-বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং সরস্বতীকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—দেবি! ব্রহ্মাদি সকলেই আমরা আপনাকর্ত্তৃক অধুনা অভিশপ্ত হইয়াছি। যদি সকলেই আমরা জড়ীভূত হইয়া নিম্নগা হই, তাহা হইলে এই লোকত্রয়ই নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। সুতরাং আপনি অবিবেকের কার্য্য করিয়াছেন; এই শাপ প্রতিসংহার করিয়া লউন।১৯—২১। সরস্বতী কহিলেন,—হে সুরোত্তমগণ! আপনারা যজ্ঞারম্ভে গণপতির অর্চ্চনা করেন নাই, তাই আমার ক্রোধসম্ভূত এই বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছে। আমার বাক্য কখনও অসত্য হইবার নহে। অতএব স্ব স্ব অংশে জড়ীভূত হইয়া আপনারা সকলে নিম্নগারূপে পরিণত হউন। হে দেবগণ! আমরা দুই সপত্নীও স্ব স্ব অংশে নিম্নগা হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইব।

নারদ উবাচ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
জড়ীভূতাভবন্নদ্যঃ স্বাংশৈরেব তদা নৃপ ॥ ২৫
তত্র বিষ্ণুরভূৎ কৃষ্ণা বেণ্যা দেবো মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা ককুদ্মিনী গঙ্গা পৃথগেবাভবত্তদা ॥ ২৬
দেবাঃ স্বানপি তানংশান্ জড়ীকৃত্বা বিচক্ষণাঃ।
সহ্যাদ্রিশিখরেভ্যস্তাঃ পৃথগাসন্ সুনিম্নগাঃ ॥২৭
দেবাংশৈঃ পূর্ব্ববাহিন্যো বভূবুঃ সরিতাং বরাঃ।
গায়ত্রী চ স্বরা চৈব পশ্চিমাভিমুখে তদা ॥ ২৮
যোগেনাভবতাং নদ্যৌ সাবিত্রীতি প্রথাং গতে
ব্রহ্মণা স্থাপিতৌ তত্র যজ্ঞে হরিহরাবুভৌ ॥২৯
মহাবলাতিবলিনৌ নাম্না দেবৌ বভূবতুঃ।
তয়োর্নদ্যোশ্চ মাহাত্ম্যং নাহং বক্তুং ক্ষমো নৃপ
যয়ুর্ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ স্বাংশৈস্তিষ্ঠন্তি চাপগাঃ ॥৩০
কৃষ্ণোদ্ভবং পাপহরং পরং যঃ
শৃণোতি যঃ শ্রাবয়েত চ ভক্ত্যা।
স্যাত্তস্য পুণ্যা সকলা ক্রিয়াপি
তদ্দর্শনস্নানসমুদ্ভবং ফলম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কৃষ্ণবেণ্যামাহাত্ম্য-বর্ণনং নামৈকাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

নারদ কহিলেন,—তাঁহার এই কথা শুনিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর জড়ীভূত হইয়া স্ব স্ব অংশে তৎক্ষণাৎ নদীরূপে পরিণত হইলেন। তখন বিষ্ণু হইলেন কৃষ্ণা, মহেশ্বর হইলেন বেণী আর ব্রহ্মা পৃথক্‌ভাবে ককুদ্মিনী গঙ্গা হইয়া প্রবাহিত হইলেন। অন্যান্য বিচক্ষণ দেবগণ স্ব স্ব অংশে জড়ীভূত হইয়া সহ্যাদ্রির নানা শিখর হইতে বিবিধ নদীর আকারে পৃথক্ পৃথক্ পথে প্রবাহিত হইলেন। দেবাংশ-জাত নদীশ্রেষ্ঠগণ পূর্ব্ববাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। গায়ত্রী এবং সরস্বতী পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যোগবলে নদী হইয়া সাবিত্রী নামে প্রথিত হইলেন, ব্রহ্মা তথায় হরিহরকে যজ্ঞে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাবল ও অতিবল নামে দুই নদী হইয়া প্রবাহিত হইলেন। হে নৃপ! সেই দুই নদীর মাহাত্ম্য আমি ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বস্ব অংশে নদী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণা-নদীর এই পাপহর উৎপত্তিবার্ত্তা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে বা করায়, তাহার সমস্ত ক্রিয়াই পবিত্র হয় এবং তদীয় দর্শন ও স্নানজনিত ফল লাভ হইয়া থাকে। ২২—৩১।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১১।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা পৃথুর্ব্বিস্মিতমানসঃ।
সম্পূজ্য নারদং ভক্ত্যা বিসসর্জ্জ তদা প্রিয়ে ॥১
তস্মাদ্ব্রতত্রয়ং হ্যেতন্মমাতীবপ্রিয়ঙ্করম্।
মাঘকার্ত্তিকয়োস্তদ্বত্তথৈবৈকাদশীব্রতম্ ॥ ২
বনস্পতীনাং তুলসী মাসানাং কার্ত্তিকঃ প্রিয়ঃ।
একাদশী তিথীনাঞ্চ ক্ষেত্রাণাং দ্বারকা মম ॥ ৩
এতেষাং সেবনং যস্তু করোতি চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স মে বল্লভতাং যাতি ন তথা যজনাদিভিঃ ॥ ৪
পাপেভ্যো ন ভয়ং তেন কর্ত্তব্যং নিয়মাদপি।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে প্রিয়ে! নরপতি পৃথু নারদের এই বাক্য শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক নারদকে পূজা করিয়া বিদায় দিলেন। তাই বলিতেছি, এই ব্রতত্রয়—মাঘব্রত কার্ত্তিকব্রত ও একাদশীব্রত আমার অতীব প্রিয়ঙ্কর। বনস্পতি মধ্যে তুলসী, তিথিসমূহে একাদশী, মাস মধ্যে কার্ত্তিক এবং ক্ষেত্রসমূহে দ্বারকা আমার অতি প্রিয়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এই সমুদায়ের সেবা করে, সে আমার যেরূপ প্রিয় হয়, আমাকে অর্চ্চনাদি করিয়া সেরূপ প্রিয় হইতে

এতেষাং সেবনং কান্তে কুর্ব্বতামৎপ্রসাদতঃ ॥৫
সত্যভামোবাচ।
বিস্মাপনীয়ং তন্নাথ যত্ত্বয়া কথিতং মম।
পরদত্তেন পুণ্যেন কলহা মুক্তিমাগতা ॥ ৬
ইত্থম্প্রভাবো মাসোঽয়ং কার্ত্তিকস্তে প্রিয়ঙ্করঃ।
স্বামিদ্রোহাদিপাপানি স্নানদানৈর্গতানি তৎ ॥৭
দত্তঞ্চ লভতে পুণ্যং যৎপরেণ কৃতং বিভো।
অদত্তং কেন মার্গেণ লভতে চাপি মানবঃ ॥ ৮
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
অদত্তান্যপি পুণ্যানি পাপানি চ যথা নরৈঃ।
প্রাপ্যন্তে কর্ম্মণা যেন তদ্‌যথাবন্নিশাময় ॥ ৯
দেশগ্রামকুলানি স্যুর্ভাগভাঞ্জি কৃতাদিষু।
কলৌ তু কেবলং কর্ত্তা ফলভুক্ পুণ্যপাপয়োঃ
অকৃতেঽপি হি সংসর্গে ব্যবস্থেয়মুদাহৃতা।
সংসর্গাৎ পুণ্যপাপানি যথা যান্তি নিবোধ তৎ
একত্র মৈথুনাদ্‌যানাদেকপাত্রস্থভোজনাৎ।
ফলার্দ্ধং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যো যথাবৎপুণ্যপাপয়োঃ ॥১২
অধ্যাপনাদ্‌যাজনাদ্বাপ্যেকপঙ্‌ক্ত্যশনাদপি।
তুর্য্যাংশং পুণ্যপাপানাং নিত্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৩
একাসনাদেকযানান্নিশ্বাসস্ত্যাঙ্গসঙ্গতঃ।
ষড়ংশং ফলভাগী স্যান্নিয়তং পুণ্যপাপয়োঃ ॥১৪
স্পর্শনাদ্ভাষণাদ্বাপি পরস্য স্তবনাদপি।
দশাংশং পুণ্যপাপানাং নিত্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ
দর্শনশ্রবণাভ্যাঞ্চ মনোধ্যানাত্তথৈব চ।
পরস্য পুণ্যপাপানাং শতাংশং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥১৬
পরস্য নিন্দাং পৈশুন্যং ধিক্কারঞ্চ করোতি যঃ।
তৎকৃতং পাতকং প্রাপ্য স্বপুণ্যং প্রদদাতি সঃ
কুর্ব্বতঃ পুণ্যকর্ম্মাণি সেবাং যঃ কুরুতে নরঃ।
পত্নীভৃতকশিষ্যেভ্যো যদন্যঃ কোঽপি মানবঃ।
তস্য সেবানুরূপেণ দ্রব্যং কিঞ্চিন্ন দীয়তে।
সোঽপি সেবানুরূপেণ তৎপুণ্যফলভাগ্‌ভবেৎ
একপঙ্‌ক্ত্যশ্নতাং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ পরিবেষণম্ ॥১৯
তস্য পাপষড়ংশস্তু লভেদ্বৈ পরিবেষকঃ।

পারে না, হে কান্তে! এই সমুদায়ের যাহারা সেবা করে, মৎপ্রসাদে তাহাদিগকে আর পাপভয় করিতে হয় না। সত্যভামা কহিলেন,—হে নাথ! পরদত্ত পুণ্যে কলহা মুক্তিলাভ করিল, আপনার এই কথায় আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। হে বিভো! আপনার এই প্রিয়ঙ্কর কার্ত্তিকমাসের এইরূপ প্রভাব যে, ইহাতে স্নানদান করিলে স্বামিদ্রোহাদি নিখিল পাপ অপগত হইয়া যায় এবং পরকৃত পুণ্যও দানে লভ্য হইয়া থাকে। পরন্তু মানব অদত্ত পুণ্য কোন্ উপায়ে লাভ করিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—নরগণ অদত্ত পুণ্য-পাপ সকলও যেরূপে কর্ম্ম করিয়া লাভ করিতে পারে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। কৃতাদি যুগে দেশ, গ্রাম ও কুল সকলও পাপ-পুণ্যের ভাগভাজন ছিল। কিন্তু কলিকালে কেবল কর্ত্তাই পাপ-পুণ্যের ফলভাগী হইয়া থাকে। সংসর্গ না করিলেও এইরূপ ব্যবস্থা বিহিত। পরন্তু সংসর্গবশে যেরূপ পুণ্য ও পাপ সকল উপস্থিত হয়, তাহা শ্রবণ কর। একত্র মৈথুনে, যানে এবং একপাত্রস্থ ভোজনে মানব পুণ্য-পাপের অর্দ্ধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধ্যাপনে যাজনে এবং এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনে মানব পাপ-পুণ্যের চতুর্থাংশ ফল প্রাপ্ত হয়। একাসনে, একযানে এবং নিঃশ্বাসের অঙ্গসঙ্গে মানব পাপ পুণ্যের ষড়ংশ ফল লাভ করে। স্পর্শনে ভাষণে এবং স্তবনে মানব পুণ্য-পাপের দশাংশ ফল প্রাপ্ত হয়। দর্শনে শ্রবণে এবং মন দ্বারা ধ্যানে মানব পরকীয় পুণ্য পাপে শতাংশ ফল লাভ করে। ১—১৫। যে ব্যক্তি পরের নিন্দা পৈশুন্য এবং ধিক্কার করে, সে পরকৃত পাতক প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় পুণ্য প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুণ্য-কর্ম্মকারীর সেবা করে, ঐ ব্যক্তি পত্নী, ভৃত্য, শিষ্য বা অন্য যে কেহ হউক, তাহাকে যদি তাহার সেবানুরূপ কোন দ্রব্য প্রদান করা না হয়, তবে সে তাহার সেবানুসারে তদীয় পুণ্যফলভাজন হইয়া থাকে। এক পঙ্‌ক্তিতে

স্নানসন্ধ্যাদিকং কুর্ব্বন্ যঃ স্পৃশেদ্বা প্রভাষতে॥
স পুণ্যকর্ম্মষষ্ঠাংশং দদ্যাত্তস্মৈ সুনিশ্চিতম্।
ধর্ম্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যমপরং যাচতে নরঃ॥২১
তৎপুণ্যকর্ম্মজং তস্য ধনদস্থাপ্নুয়াৎ ফলম্।
অপহৃত্য পরদ্রব্যং পুণ্যকর্ম্ম করোতি যঃ॥২২
কর্ম্মকৃৎপাপভাক্ তত্র ধনিনস্তদ্ভবং ফলম্।
নাপহৃদ্য ঋণং যস্তু পরস্য ম্রিয়তে নরঃ॥২৩
ধনী তৎপুণ্যমাধত্তে স্বধনস্যানুরূপতঃ।
বুদ্ধিদস্তনুমন্তা চ যশ্চোপকরণপ্রদঃ॥২৪
বলকৃচ্চাপি ষষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যপাপয়োঃ।
প্রজাভ্যঃ পুণ্যপাপানাং রাজা ষষ্ঠাংশমুদ্ধরেৎ॥
শিষ্যাদ্গুরুঃ স্ত্রিয়ো ভর্ত্তা পিতা পুত্রাত্তথৈব চ।
স্বপতেরপি পুণ্যস্য যোষিদর্দ্ধমবাপ্নুয়াৎ॥২৬
চিত্তস্যানুব্রতা শশ্বদ্বর্ত্ততে তুষ্টিকারিণী।
পরহস্তেন দানাদি কুর্ব্বতঃ পুণ্যকর্ম্মণি॥২৭
বিনা ভৃতকপুত্রাভ্যাং কর্ত্তা ষষ্ঠাংশমু...রেৎ।
বৃত্তিদো বৃত্তিসম্ভোক্তুঃ পুণ্যমষ্টাংশমুদ্ধরেৎ।
আত্মনো বা পরস্যাপি যদি সেবাং ন কা...রেৎ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ইত্থং হ্যদত্তান্যপি পুণ্যপাপা-
ন্যায়ান্তি নিত্যং পরসঞ্চিতানি।
শৃণুষ চেমন্বিতিহাসমগ্র্যং
পুরাভবং পুণ্যমতিপ্রদঞ্চ॥৩০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে পুণ্যপাপাংশকথনং নাম দ্বাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥১১২॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পুরাবন্তীপুরে বাসী বিপ্র আসীদ্ধনেশ্বরঃ।
ব্রহ্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ পাপনিষ্ঠঃ সুদুর্ম্মতিঃ॥১
রসকম্বলচর্ম্মাদি-বিক্রয়ানৃতবর্ত্তনঃ।

ভোজন করিতে বসিয়া যে ব্যক্তি পরিবেশন-কারীকে পক্ষপাতী করিয়া তুলে, পরিবেশক তাহার পাপের ষড়ংশ ফললাভ করে। স্নান ও সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করিতে যে ব্যক্তি অন্যকে স্পর্শ করে, বা তাহার সহিত আলাপ করে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে স্বীয় পুণ্য কর্ম্মের ষষ্ঠাংশ অর্পণ করিয়া থাকে। যে নর ধর্ম্মোদ্দেশে অপরের নিকট হইতে দ্রব্য চাহিয়া লয়, ধনদাতা তাহার পু...্য কর্ম্ম জন্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পর-দ্রব্য অপহরণ করিয়া পুণ্য কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মকর্ত্তা পাপভাজন হয় এবং যাহার ধন তাহারই সেই কর্ম্মফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরের ঋণ পরিশোধ না করিয়া মৃত্যু-গ্রস্ত হয়, উত্তমর্ণ স্বীয় ধনের পরিমাণ অনু-সারে সেই মৃত ব্যক্তির পুণ্য গ্রহণ করেন। পুণ্য এবং পাপ কর্ম্মের বুদ্ধিদাতা, অনুমন্তা, উপকরণদাতা এবং বলকার্ত্তা ষষ্ঠাংশ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজা প্রজাগণের পুণ্য-পাপের ষষ্ঠাংশ আহরণ করেন। গুরু শিষ্যের, ভর্ত্তা স্ত্রীর, পিতা পুত্রের এবং নিত্য মনোঽনুকূলা তুষ্টিপ্রদা পত্নী স্বীয় পতির পুণ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে দানকর্ত্তা ভৃত্য এবং পুত্র ব্যতীত অন্যের হস্ত দ্বারা পুণ্য কর্ম্মে দানাদি করেন, তিনি দানের ষষ্ঠাংশ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি বৃত্তিদাতা বৃত্তিভোক্তা দ্বারা নিজের বা পরের সেবা না করাইয়া লয়েন, তাহা হইলে তিনি বৃত্তিভোক্তার অষ্টমাংশ পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এইরূপে পরসঞ্চিত অদত্ত পুণ্য-পাপও নিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে পুণ্যমতিপ্র... এই পুরাতন শ্রেষ্ঠ ইতিহাস শ্রবণ কর। ১৬—৩০।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১২।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—পূর্ব্বে অবন্তীপুরে ধনেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ব্রহ্মকর্ম্মপরিভ্রষ্ট পাপনিষ্ঠ এবং সুদুর্ম্মতি

স্তেয়বেশ্যাসুরাপান-দ্যূতসংসক্তমানসঃ ॥ ২
দেশাদ্দেশান্তরং গচ্ছন্ ক্রয়বিক্রয়কারণাৎ।
মাহিষ্মতীং পুরীং যাতঃ কদাচিৎ স ধনেশ্বরঃ ॥
মহিষেণ কৃতা পূর্ব্বং তস্মান্মাহিষ্মতী ভবৎ।
যস্যাং বপ্রতটা ভাতি নর্ম্মদা পাপনাশিনী ॥ ৪
কার্ত্তিকব্রতিনস্তত্র নানাগ্রামাগতান্নরান্।
স দৃষ্ট্বা বিক্রয়ং কুর্ব্বন্মাসমেকমুবাস হ ॥ ৫
স নিত্যং নর্ম্মদাতীরে ভ্রমন্ বিক্রয়কারণাৎ।
দদর্শ ব্রাহ্মণান স্নাতান জপদেবার্চ্চনে রতান্ ॥৬
কাংশ্চিৎপুরাণং পঠতঃ কাংশ্চিচ্ছ্রবণে রতান্।
নৃত্যগায়নবাদিত্র-বিষ্ণুস্তবনতৎপরান্ ॥ ৭
বিষ্ণুমুদ্রাঙ্কিতান্ কাংশ্চিন্মালাতুলসিধারিণঃ।
দদর্শ কৌতুকাবিষ্টস্তত্র তত্র ধনেশ্বরঃ ॥ ৮
নিত্যং পরিভ্রমং তত্র দর্শনস্পর্শভাষণাৎ।
বৈষ্ণবানাং তথা বিষ্ণোর্নামশ্রবাদি সোহলভৎ
এবং মাসং স্থিতঃ সোঽথ কার্ত্তিকোদ্যাপনে বিধৌ।
ক্রিয়মাণে দদর্শাসৌ ভক্তৈর্জ্জাগরণং হরেঃ ॥ ১০
পৌর্ণমাস্যাং ততোঽপশ্যদ্বিবিধং পূজনাদিকন্।
দক্ষিণাভোজনাদ্যঞ্চ দীপদানং ব্রতস্থিতৈঃ ॥ ১১
ততোঽর্কাস্তময়ে চৈবং দীপোৎসব:বধিং তদা
ক্রিয়মাণং দদর্শাসৌ প্রীত্যর্থং ত্রিপুরদ্বিষঃ ॥ ১২
ত্রিপুরাণাং কৃতো দাহো যতস্তস্যাং শিবেন তু
অতস্তু ক্রিয়তে তস্যান্তিথৌ ভক্তৈর্মহোৎসবঃ ॥
মম রুদ্রস্য যঃ কশ্চিদন্তরং পরিকল্পয়েৎ।
তস্য পুণ্যক্রিয়াঃ সর্ব্বা নিষ্ফলাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥১৪
তত্র নৃত্যাদিকং পশ্যন্ বভ্রাম স ধনেশ্বরঃ।
তাবৎ কৃষ্ণাহিনা দষ্টো বিকলঃ স পপাত হ ॥১৫
জনাস্তং পতিতং বীক্ষ্য পরিবব্রুঃ কৃপান্বিতাঃ।

ছিলেন। ধনেশ্বর রস, কম্বল এবং চর্ম্মাদি বিক্রয় করিতেন এবং অসত্য পথে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। স্তেয়, বেশ্যা, সুরাপান ও দ্যূত ব্যাপারে তাহার চিত্ত আসক্ত ছিল। একদা ক্রয়-বিক্রয় নিমিত্ত তিনি দেশ হইতে দেশান্তর গমনে উদ্যত হইয়া মাহিষ্মতীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে মহিষ কর্তৃক কৃত হইয়াছিল বলিয়া ঐ পুরী মাহিষ্মতী নামে খ্যাতি লাভ করে। উহার প্রান্তবাহিনী নর্ম্মদা পাপনাশিনীরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। ধনেশ্বর তথায় নানা গ্রামাগত কার্ত্তিকব্রতী নরগণকে দেখিয়া মাসাবধিকাল বাণিজ্যার্থ বাস করিলেন। তিনি নিত্যবিক্রয়ার্থ নর্ম্মদাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে লাগিলেন,—ব্রাহ্মণগণ নর্ম্মদায় স্নান করিয়া জপ ও দেবার্চ্চনায় নিরত, কেহ কেহ পুরাণপাঠে নিবিষ্ট, কেহ কেহ পুরাণশ্রবণে আসক্ত, কেহ কেহ নৃত্য গীত ও বাদিত্র রব করত বিষ্ণুর স্তব পাঠে তৎপর, কেহ কেহ বিষ্ণুমুদ্রাঙ্কিত এবং কেহ কেহ তুলসীমালাধারী। ধনেশ্বর কৌতুকাবিষ্ট হইয়া নিত্য ইহা দেখিতে লাগিলেন এবং নিত্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের দর্শন, স্পর্শ ও সম্ভাষণে বিষ্ণুর নাম শ্রবণাদি লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মেশ্বর একমাস যাবৎ তথায় থাকিয়া বিষ্ণুভক্তগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্ত্তিক ব্রতের উদ্‌যাপন-ব্যাপারে হরিজাগরণ অবলোকন করিলেন। অনন্তর পূর্ণিমার দিন দেখিলেন, ব্রতস্থ ব্যক্তিগণ বিবিধ পূজা ও দক্ষিণা দান করিতেছেন, এবং ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতেছেন। পরে সন্ধ্যাকালে ত্রিপুরারির প্রীতিনিমিত্ত ভক্তগণের অনুষ্ঠিত দীপোৎসব বিধি অবলোকন করিলেন। ১—১২। শিব পূর্ণিমা তিথিতে ত্রিপুরদাহ করিয়াছিলেন, এই জন্য ভক্তগণ ঐ তিথিতে মহোৎসব করিয়া থাকেন। যে কেহ আমার এবং রুদ্রের ভেদ কল্পনা করে, তাহার সমস্ত পুণ্য ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। যাহা হউক, ধনেশ্বর তথায় নিত্য ক্রিয়াদ দেখিতে দেখিতে যৎকালে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এক কৃষ্ণ সর্প তাঁহাকে দংশন করায় তিনি বিকলাঙ্গ হইয়া ভূপতিত হইলেন। লোক সকল তাঁহাকে পতিত দেখিয়া সদয়ভাবে

তুলসীমিশ্রিতৈস্তোয়ৈস্তন্মুখং সিষিচুস্তদা॥ ১৬
অথ দেহে পরিত্যক্তে তং বন্ধা যমকিঙ্করাঃ।
বাধামানং কশাঘাতৈর্নিন্যুঃ সযংমিনীং রুষা॥
চিত্রগুপ্তস্তু তং দৃষ্ট্বা নির্ভর্ৎস্যাবেদয়ত্তদা।
যমায় তেন বাল্যাত্তু কর্ম্ম যদ্দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ১৮

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

নৈবাস্য দৃশ্যতে কিঞ্চিদাবাল্যাৎ সুকৃতং ক্বচিৎ
দুষ্কৃতং শক্যতে বক্তুং শতবর্ষৈর্ন ভাস্করে॥ ১৯
পাপমূর্ত্তিরয়ং দুষ্টঃ কেবলং দৃশ্যতে বিভো।
তস্মাদাকল্পমর্য্যাদং নিরয়ে পরিপাচ্যতাম্॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

নিশম্যেত্থং বচঃ ক্রোধাদ্যমঃ প্রাহ স্বকিঙ্করান্
দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং কালাগ্নিসদৃশপ্রভম্॥ ২১

যম উবাচ।

ভো প্রেতপ নয়স্বৈনং বধ্যমানং স্মমুদ্গরৈঃ।
কুম্ভীপাকে ক্ষিপস্বাশু তৈলক্বথনশব্দিতে॥ ২২

যাবৎ ক্ষিপ্তস্তু তত্রাসৌ তাবচ্ছীতলতাং যযৌ
কুম্ভীপাকো যথা বহ্নিঃ প্রহ্লাদক্ষেপণাৎ পুরা
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং প্রেতপো বিস্ময়ান্বিতঃ।
বেগাদাগত্য তৎসর্ব্বং যমায় কথয়ত্তদা॥ ২৪
যমস্তু কৌতুকং শ্রুত্বা প্রেতপেন নিবেদিতম্।
আঃ কিমেতদিতি প্রোচ্য সম্যগেতদ্ব্যচারয়ৎ।
তাবদভ্যাগতস্তত্র নারদঃ প্রহসংস্ত্বরন্।
যমেন পূজিতঃ সম্যক্ তং দৃষ্ট্বা বাক্যমব্রবীৎ॥

নারদ উবাচ।

নৈবায়ং নিরয়ান্ ভোক্তুং ক্ষমঃ সবিতৃনন্দন।
যস্মাদেতস্য সঞ্জাতং কর্ম্ম যন্নিরয়াপহম্॥ ২৭
যঃ পুণ্যকর্ম্মণাং কুর্য্যাদ্দর্শনস্পর্শভাষণম্।
তৎষড়ংশমবাপ্নোতি পুণ্যস্য নিয়তং নরঃ॥২৮
অসংখ্যাতৈস্তু সংসর্গৈঃ কৃতবানেষ যদ্ধরেঃ।
কার্ত্তিকব্রতিভির্মাসং তস্মাৎ পুণ্যাংশভাগয়ম্॥
পরিচর্য্যাকরস্তেষাং সম্পূর্ণব্রতপুণ্যভাক্।

পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, তাহারা তখন তুলসীমিশ্র জল দ্বারা তাহার মুখে সেক প্রদান করিল। কিন্তু ধনেশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলে যম-কিঙ্করেরা তাহাকে বাঁধিয়া লইল এবং কশাঘাত করিতে করিতে যমপুরে লইয়া গেল। সেখানে চিত্রগুপ্ত ধনেশ্বরকে দেখিয়া ভর্ৎসনা করত যমের নিকট তাহার আবাল্য আচরিত সমস্ত দুষ্কৃত কর্ম্ম নিবেদন করিলেন। চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—হে সূর্য্যনন্দন! ইহার বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কোনই সুকৃতি দেখি না; পরন্তু দুষ্কৃতির সংখ্যা এত যে, শত বর্ষেও তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে বিভো! এই দুষ্ট কেবল পাপমূর্ত্তিরূপেই পরিদৃশ্যমান। সুতরাং আকল্পকাল এই ব্যক্তি নরকে পরিপাচিত হইতে থাকুক। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যম এই কথা শুনিয়া সক্রোধে স্বীয় কিঙ্করদিগকে কালাগ্নিসদৃশ আত্মরূপ প্রদর্শন করত কহিলেন,—ভো প্রেতাধ্যক্ষ! সত্বর ইহাকে মুদ্গর মারিতে মারিতে লইয়া গিয়া তৈলক্বথনশব্দিত কুম্ভীপাকে নিক্ষেপ কর।

যমাজ্ঞায় ধনেশ্বর কুম্ভীপাকে ক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করায় অগ্নি শীতল হইয়াছিলেন, তেমনি তৎক্ষণাৎ কুম্ভীপাক শীতল হইয়া উঠিল। সেই মহাশ্চর্য্য দর্শনে প্রেতাধ্যক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইয়া সত্বর যমসমীপে গমনপূর্ব্বক সর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিল। তখন যম প্রেতাধ্যক্ষনিবেদিত সেই কৌতুকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া 'আঃ কি এ' বলিয়া ঐ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন নারদ হাসিতে হাসিতে সত্বর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যম নারদের পূজা করিলেন। নারদ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—হে সবিতৃনন্দন! এই ব্যক্তিকে আপনি নিরয় ভোগ করাইতে পারিবেন না। কারণ ইহার নিরয়নাশক কর্ম্ম সঞ্চিত রহিয়াছে। ১৩—২৭। যে নর পুণ্যকর্ম্মাদিগের দর্শন স্পর্শ ও সম্ভাষণ করে, সে পুণ্যের ষড়ংশ ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ ব্যক্তি মাসাবধি কাল হরিভক্ত কার্ত্তিকব্রতিগণের সহিত অগণিত বার সংসর্গ করিয়াছে। সে কারণ তাঁহাদের

অতোঽস্যোর্জ্জব্রতোদ্ভূতপুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে
কার্ত্তিকব্রতিনাং পুংসাং পাতকানি মহান্ত্যপি।
নাশয়ত্যেব সর্ব্বাণি বিষ্ণুঃ সন্তক্তবৎসলঃ॥ ৩১
অন্তে তন্নামভিস্তোয়ৈস্তুলসীমিশ্রিতৈস্ত্বয়ম্।
বৈষ্ণবানুগ্রহী যস্মান্নরকে নৈব পচ্যতে॥ ৩২
তস্মান্নিহতপাপোঽয়ং সদ্গতিং যাতুমর্হতি॥
আর্দ্রৈঃ শুষ্কৈর্যথা পাপৈর্নিরয়ে ভোগসন্নিধিঃ।
প্রাপ্যতে সুকৃতৈস্তদ্বৎ স্বর্গভোগস্য সন্নিধিঃ॥৩৪
তস্মাদকামপুণ্যো হি যক্ষযোনিস্থিতস্ত্বসৌ।
বিলোক্য নরকান্ সর্ব্বান্ পাপভোগমবাপ্নুয়াৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ইত্যুক্তা গতবতি নারদেঽথ সৌরি-
স্তদ্বাক্যশ্রবণবিবুদ্ধতৎসুকর্ম্মা।
বিপ্রং তং পুনরনয়ৎ স্বকিঙ্করেণ
তান্ সর্ব্বান্নিরয়গণান্ প্রদর্শয়িষ্যন্॥ ৩৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিমাহাত্ম্যে ধনেশ্বরোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৩॥

পুণ্যাংশভাজন হইয়াছে। কার্ত্তিকব্রতিগণের পরিচর্য্যাকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ ব্রতপুণ্য-ভাগী হয়। সুতরাং ইহার কার্ত্তিকব্রতজনিত পুণ্য এত যে, তাহার সংখ্যা হয় না। ভক্ত-বৎসল বিষ্ণু কার্ত্তিকব্রতিগণের মহাপাপ সকলও নাশ করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তি অন্তকালে বিষ্ণুনাম সহ তুলসীমিশ্র জল দ্বারা বৈষ্ণবগণের অনুগ্রহভাজন হইয়াছে; এই কারণ নরকে পরিতাপিত হইবার পাত্র নহে। অতএব এই বীতপাপ ব্যক্তি সদ্গতিলাভেরই অধিকারী। পাপী যেমন আর্দ্র বা শুষ্ক পাপফলে নিরয়ে ভোগ-সন্নিধান প্রাপ্ত হয়, তেমনি সুকৃতরাশির ফলেও নর স্বর্গভোগের সন্নিধি লাভ করিয়া থাকে। অতএব এই অকামপুণ্য ব্যক্তি যক্ষযোনিস্থ হইয়া সর্ব্ব নরক বিলোকন করত পাপ-ভোগ প্রাপ্ত হউক। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—নারদ এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে, যম তাঁহার বাক্য শ্রবণে আগন্তুক ব্যক্তির সুকৃতি বুঝিতে

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ততো ধনেশ্বরং নীত্বা নিরয়ান্ প্রেতপোঽব্রবীৎ
প্রদর্শয়িষ্যংস্তান্ সর্ব্বান্ যমস্যানুচরস্তদা॥ ১

প্রেতপ উবাচ।

পশ্যেমান্নিরয়ান্ ঘোরান্ ধনেশ্বর মহাভয়ান্।
যেষু পাপকরা নিত্যং পচ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ॥ ২
তপ্তবালুকনামায়ং নিরয়ো ঘোরদর্শনঃ।
যস্মিন্নেতে দগ্ধদেহাঃ ক্রন্দন্তে পাপকারিণঃ॥ ৩
অতিথীন্ বৈশ্বদেবান্তে ক্ষুৎক্ষামানাগতান্ গৃহে
যে নার্চ্চন্তি নরাস্তে হি পচ্যন্তে স্বেন কর্ম্মণা॥৪
গুর্ব্বগ্নিব্রাহ্মণান্ দেবাংস্তথা মূর্দ্ধাভিষিক্তকান্।
তাড়য়ন্তি পদা যে বৈ তে নির্দগ্ধাঙ্ঘ্র্যস্ত্বিমে॥ ৫
ষড়্ভেদস্তেষ নিরয়ো নানাপাপৈঃ প্রপদ্যতে।

পারিলেন এবং সেই বিপ্রকে স্বীয় কিঙ্কর দ্বারা সমস্ত নরক দেখাইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন।২৮—৩৬।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৩।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—অনন্তর যমানুচর প্রেতাধ্যক্ষ ধনেশ্বরকে সমস্ত নরক দেখাইবার নিমিত্ত লইয়া গিয়া কহিল,—হে ধনেশ্বর! এই সকল মহাভয়জনক ঘোর নরক অবলোকন কর। এই সকল নরকে যমকিঙ্করগণ কর্তৃক পাপিগণ পাচিত হইয়া থাকে। ঐ দেখ তপ্ত-বালুকনামক ঘোরদর্শন নরক অবস্থিত। ইহাতে দগ্ধদেহ হইয়া পাপিগণ ক্রন্দন করিতেছে। বৈশ্বদেবান্তে ক্ষুধাতুর অতিথিগণ গৃহাগত হইলে যাহারা তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করে না; স্বীয় কর্ম্মফলে তাহারাই এই নরকে পচিতে থাকে।১—৪। ঐ দেখ, যাহারা গুরু, অগ্নি ব্রাহ্মণ, দেব ও মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগকে পদ-প্রহারে তাড়িত করিয়াছে, তাহারাই এ নরকে দগ্ধপদ হইতেছে। নানা পাপভেদে এই

তথৈব চান্ধতামিস্রো দ্বিতীয়ো নিরয়ো মহান্ ॥৬
পশ্য সূচীমুখৈর্দেহো ভিদ্যতে পাপকর্ম্মণা।
ক্রিমিভির্ঘোরবক্ত্রৈশ্চ তৎসম্পর্কাগমৈর্দ্বিজ ॥ ৭
অসাবপি স্থিতঃ ষোঢ়া শ্বকাকমৃগপক্ষিভিঃ।
পরমর্ম্মভিদো মর্ত্ত্যাঃ পচ্যন্তে তেষু পাপিনঃ ॥৮
তৃতীয়ঃ ক্রকচো হ্যেব নিরয়ো ঘোরদর্শনঃ।
যত্রেমে ক্রকচৈর্ম্মর্ত্ত্যাঃ পাট্যন্তে পাপকারিণঃ ॥ ৯
অসিপত্রবনাদ্যোস্ত ষট্প্রকারো ব্যবস্থিতঃ।
পত্নীপুত্রাদিভির্যে বৈ বিয়োগং কারয়ন্তি হি ॥১০
ইষ্টৈরন্যৈরপি পরান্ পচ্যন্তে ত ইমে নরাঃ।
অসিপত্রৈশ্ছিদ্যমানা ছেদভীত্যা পলায়িতাঃ ॥
পচ্যন্তে পাপিনঃ পশ্য ক্রন্দমানা ইতস্ততঃ।
অর্গলাখ্যো মহাঘোরশ্চতুর্থো নিরয়ো হ্যয়ম্ ॥ ১২
পশ্য নানাবিধৈঃ পাশৈরাবধ্য যমকিঙ্করৈঃ।
মুদ্গরাদ্যৈর্বধ্যমানাঃ ক্রন্দন্তে তে চ পাপিনঃ ॥
সজ্জনান্ ব্রাহ্মণাদ্যাংশ্চ বিরুদ্ধন্তীহ যে নরাঃ।

নরক ষড়্বিধ আকারে প্রতিপন্ন। ঐ দেখ, দ্বিতীয় নরক ঘোর অন্ধতামিস্র। হে দ্বিজ! এ নরকে ঘোরবক্ত্র সূচীমুখ কৃমিগণ পাপীর দেহ বিদ্ধ করিতেছে। কুক্কুর, কাক, মৃগ ও পক্ষিসমূহ দ্বারা এই নরকও ষড়্বিধ। পর মর্ম্মভেদী পাপী মানবেরাই এ নরকে পচিতে থাকে। ঐ দেখ, ক্রকচ নামক ঘোরদর্শন তৃতীয় নরক, এখানে পাপী মানবেরা ক্রকচ দ্বারা পাটিত হইয়া থাকে। এই নরকও অসিপত্রবনাদিভেদে ষড়্বিধ। যাহারা পত্নী-পুত্রাদির সহিত অথবা অন্য প্রিয়জন সহ ভেদ জন্মাইয়া দেয়, তাহারা এই নরকে পচিতে থাকে। ঐ দেখ, অসিপত্রবনে ছিদ্য-মান হইয়া পাপীরা ছেদভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে আর ক্রন্দন করিতে করিতে নরকে পড়িতেছে। ঐ দেখ, অর্গল নামক মহাঘোর চতুর্থ নরক। এ স্থানে যম-কিঙ্করেরা পাপীদিগকে নানাবিধ পাশে বন্ধন করিয়া মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিতেছে আর তাহারা ক্রন্দন করিতেছে। যাহারা ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগের সহিত বিরোধ করে বা তাঁহা-

কণ্ঠগ্রহাদ্যৈস্তে পাপাঃ পচ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১৪
অসাবপি হি ষড়্ভেদো বধভেদাদিভিঃ স্থিতঃ
কূটশাল্মলিনামানং নিরয়ং পশ্য পঞ্চমম্ ॥ ১৫
যত্রাঙ্গারনিভা এতে শাল্মল্যাদ্যাঃ স্থিতা দ্বিজ
যত্র ষোঢ়া বিপচ্যন্তে যাতনাভিরিমে নরাঃ ॥ ১৬
পরদারপরদ্রব্যপরদ্রোহরতাঃ সদা।
রক্তপূয়মিমং পশ্য ষষ্ঠং নিরয়মদ্ভুতম্ ॥ ১৭
অধোমুখা বিপচ্যন্তে যত্র পাপকৃতো নরাঃ।
অভক্ষ্যভক্ষকা নিন্দা পৈশুন্যাদিরতা ইমে ॥১৮
ভজ্যমানা বধ্যমানাঃ ক্রন্দন্তে ভৈরবান্ স্বনান্
ষট্প্রকারৈর্বিগন্ধাদ্যৈরসাবপি চ সংস্থিতঃ ॥ ১৯
কুম্ভীপাকঃ সপ্তমোঽয়ং নিরয়ো ঘোরদর্শনঃ।
ষোঢ়া তৈলাদিভির্দ্রব্যৈর্ধনেশ্বর বিলোকয় ॥ ২০
মহাপাতকিনো যত্র ক্বথ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ।
বহূন্যব্দসহস্রাণি সোন্মজ্জননিমজ্জনৈঃ ॥ ২১
চত্বারিংশন্মিতানেতান্ দ্ব্যধিকান্ পশ্য রৌরবান্
অকামাৎ পাতকং শুষ্কং কামাদার্দ্রমুদাহৃতম্ ।

দের কণ্ঠ চাপিয়া ধরে, সেই সকল পাপীই যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক এই নরকে পাচিত হয়। বধ বন্ধনাদি ভেদে এই নরকও ষড়্বিধ। ঐ কূটশাল্মলী নামক পঞ্চম নরক। হে দ্বিজ! ঐ স্থানে অঙ্গারনিভ শাল্মলী প্রভৃতি অব-স্থিত; পরদার, পরদ্রব্য ও পরদ্রোহরত পাপী নরগণই এই নরকে ষড়্বিধ যাতনায় পচিতে থাকে। ঐ দেখ, রক্তপূয নামক অদ্ভুত ষষ্ঠ নরক।৮-১৭। পাপী নরগণ এ স্থানে অধোমুখে পচিতে থাকে। যাহারা অভক্ষ্য-ভক্ষক ও নিন্দাপৈশুন্যাদিরত, তাহারাই ভজ্যমান ও বধ্যমান হইয়া এই নরকে ঘোর রবে চিৎকার করিতেছে। এই নরকও বিগন্ধাদ্য প্রভৃতি ভেদে ষড়্বিধ আকারে অবস্থিত। ঐ দেখ, কুম্ভীপাক নামক ঘোরদর্শন সপ্তম নরক। তৈলাদি দ্রব্য ভেদে এই নরকও ষড়্বিধ। যম-কিঙ্করগণ এই নরকে বহু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিয়া মহা পাতকী-দিগকে ক্বথিত করিতেছে। ঐ দেখ, দ্বিচত্বা-

আর্দ্রশুষ্কাদিভিঃ পাপৈর্দ্বিপ্রকারানবস্থিতান্।
চতুরশীতিসংখ্যাকৈঃ পৃথগ্‌ভেদৈরবস্থিতান্ ॥২৩
যৎ প্রকীর্ণমপাঙ্‌ক্তেয়ং মলিনীকরণং তথা।
জাতিভ্রংশকরং তদ্বদুপপাতকসংজ্ঞকম্ ॥ ২৪
অতিপাপং মহাপাপং সপ্তধা পাতকং স্মৃতম্।
এভিঃ সপ্তসু পচ্যন্তে নিরয়েষু যথাক্রমম্ ॥ ২৫
কার্ত্তিকব্রতিভির্যস্মাৎ সংসর্গো হ্যভবত্তব।
তৎপুণ্যোপচয়াদেতে নির্হৃতা নিরয়াঃ খলু ॥২৬
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
দর্শয়িত্বেতি নিরয়ান্ প্রেতপস্তমথাহরৎ।
ধনেশ্বরং যক্ষলোকং পশ্চাদাসীৎ স তত্র হি ॥২৭
ধনদস্যানুগঃ সোঽয়ং ধনযক্ষেতি স স্মৃতঃ।
যদাখ্যায়াকরোত্তীর্থমযোধ্যায়ান্ত গাধিজঃ ॥ ২৮
এবম্প্রভাবঃ খলু কার্ত্তিকোঽয়ং
মুক্তিপ্রদো মুক্তিকরশ্চ যস্মাৎ।
প্রয়াত্যনেকার্জ্জিতপাতকোঽপি
ব্রতস্থসন্দর্শনতোঽপি মুক্তিম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ধনেশ্বরোপাখ্যানং নাম চতুর্দ্দশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৪॥

ত্রিংশৎপরিমিত রৌরব নরক সকল বিদ্যমান। পাতক অকামতঃ করণে শুষ্ক ও কামতঃ করণে আর্দ্র নামে অভিহিত হয়। আর্দ্র ও শুষ্কাদি পাপসমূহ হেতু নরকনিচয় দ্বিবিধ প্রকারে অবস্থিত। সমষ্টিতে নরকাবস্থা চতুরশীতি সংখ্যক বিভিন্ন ভেদে বিদ্যমান। প্রকীর্ণ অপাঙ্‌ক্তেয় মলিনীকরণ ও জাতিভ্রংশকর এবং উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক, সমষ্টিতে পাতক এই সপ্ত প্রকার। এই সকল পাতক হেতু নর উক্ত নরকসমূহে যথাক্রমে পাচিত হইয়া থাকে। হে বিপ্র! কার্ত্তিক-ব্রতিগণের সহিত তোমার সংসর্গ ঘটিয়াছিল বলিয়া পুণ্যোপচয় হেতু এই সকল নরক ভোগ তোমার হইল না। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—প্রেতাধ্যক্ষ ধনেশ্বরকে এই সকল নরক দেখাইয়া পরে তাঁহাকে যক্ষলোকে লইয়া গেল। ধনেশ্বর সেই স্থানেই রহিলেন। সেখানে তিনি ধনযক্ষ নামে কুবেরের অনুচর হইলেন। গাধিনন্দন ইঁহারই নামানুসারে অযোধ্যায় এক তীর্থ প্রকটন করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাস এমনই প্রভাব সম্পন্ন, মুক্তিপ্রদ ও মুক্তিকর। ইহাতে ব্রতস্থ জনের সন্দর্শন মাত্র অতিমাত্র পাপ সঞ্চয়কারী ব্যক্তিও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।১৮—২৯।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৪।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবোঽসৌ সত্যভামামতিপ্রিয়াম্
সায়ংসন্ধ্যাদিকং কর্ত্তুং জগাম জননীগৃহম্ ॥ ১
এবম্প্রভাবঃ প্রোক্তোঽয়ং কার্ত্তিকঃ পাপনাশনঃ
বিষ্ণুপ্রিয়করো নিত্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদঃ সদা ॥২
হরিজাগরণং প্রাতঃস্নানং তুলসিসেবনম্।
উদ্‌যাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে ॥৩
পঞ্চভির্ব্রতকৈরেভিঃ সম্পূর্ণং কার্ত্তিকব্রতম্।
ফলং প্রাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদম্ ॥ ৪

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বাসুদেব অতিমাত্র প্রিয়া সত্যভামাকে এই কথা কহিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবার নিমিত্ত জননীগৃহে গমন করিলেন। পাপহর কার্ত্তিক মাস এমনই প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া উল্লিখিত। ইহা নিত্য বিষ্ণুপ্রিয় এবং সর্ব্বদা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ। হরিজাগরণ প্রাতঃস্নান, তুলসীবনসেবা, উদ্‌যাপন ও দীপদান কার্ত্তিকে এই সকল ব্রতই বিহিত। এই ব্রতপঞ্চক দ্বারা কার্ত্তিক ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এই ব্রতাচরণে মানব

ঋষয় উচুঃ।
বিষ্ণোঃ প্রিয়োঽতিফলদঃ প্রোক্তোঽয়ং রৌমহর্ষণে।
কার্ত্তিকস্থ বিধিঃ সম্যক্ পাবনঃ পাপনাশনঃ ॥৫
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যঃ প্রাপ্য দুঃখানি মানবৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্নরৈঃ সম্যগ্‌ভোগকামৈরথাপি বা ॥
এবং স্থিতে যথা কশ্চিদ্‌ব্রতস্থঃ সঙ্কটে স্থিতঃ।
দুর্গারণ্যস্থিতো বাপি ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতঃ।
কথং তেন প্রকর্ত্তব্যং কার্ত্তিকব্রতকং শুভম্ ॥ ৭
সূত উবাচ।
যস্মাদত্যন্তফলদং কর্ত্তব্যন্ত যথা নরৈঃ।
তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যেঽহং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮
বিষ্ণোঃ শিবস্থ বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরম্।
শিববিষ্ণুগৃহাভাবে সর্ব্বদেবালয়েষ্বপি ॥ ৯
দুর্গারণ্যস্থিতো যশ্চ যদিবাপদ্গতো ভবেৎ।
কুর্য্যাত্তদাশ্বত্থমূলে তুলসীনাং বনেষ্বপি ॥ ১০
বিষ্ণুনাম প্রবন্ধানাং গায়নাদ্বিষ্ণুসন্নিধৌ।
গোসহস্রপ্রদানস্থ ফলং প্রপ্নোতি মানবঃ ॥ ১১
বাদ্যকৃৎ পুরুষশ্চাপি বাজপেয়ফলং লভেৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহোত্থং নর্ত্তকঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২
সর্ব্বমেতল্লভেৎ পুণ্যং তেষান্ত দ্রব্যদঃ পুমান।
প্রশংসাদর্শনাভ্যাং হি তৎষড়ংশমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩
আপদ্গতো যদাপ্যম্ভো ন লভেৎ স্বপনায় সঃ
ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জ্জনম্
উদ্‌যাপনবিধিং কর্ত্তুং ন শক্তো যো ব্রতে স্থিতঃ
ব্রাহ্মণান ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ব্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥
যস্মাদত্যন্তফলদো ন ত্যাজ্যঃ সর্ব্বদা নরৈঃ।
অব্যক্তরূপিণো বিষ্ণোঃ স্বরূপং ব্রাহ্মণা ভুবি ॥
তৎসন্তুষ্ট্যা সুসন্তুষ্টঃ সর্ব্বদাস্যাং ন সংশয়ঃ।
অশক্তো দীপদানে তু পরদীপং প্রবোধয়েৎ
তেবাং বা রক্ষণং কুর্য্যাদ্বাতাদিভ্যঃ প্রযত্নতঃ।
অভাবে তুলসীনান্ত পূজয়েদ্বৈষ্ণবং দ্বিজম্ ॥১৮

ভুক্তিমুক্তি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! এই পাপহর পবিত্র বিষ্ণুপ্রিয় অতি ফলপ্রদ কার্ত্তিকব্রতবিধি আপনি সম্যক্ কীর্ত্তন করিলেন। মানব দুঃখে পড়িয়া এই ব্রত অবশ্য করিবে। ভোগার্থী বা মোক্ষার্থী নরগণের পক্ষে ইহা সম্যক্ আচরণীয়। পরন্তু এই অবস্থায় যদি কেহ ব্রতস্থ হইয়া সঙ্কটাপন্ন দুর্গম অরণ্যস্থ কিংবা ব্যধিপরিপীড়িত হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে এই শুভ ব্রত আচরণ করিবে? সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! শ্রবণ করুন, নরগণ যেরূপে এই অত্যন্ত ফলপ্রদ ব্রতাচরণ করিবে, তাহা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতেছি। বিষ্ণুমন্দিরে বা শিবালয়ে হরিজাগরণ করিবে। যদি শিব বা বিষ্ণুগৃহের অভাব ঘটে, তবে সর্ব্ব দেবালয়েই উহা করিবে, নর যদি দুর্গম অরণ্যস্থ কিম্বা আপদ্‌গ্রস্ত হয়, তবে অশ্বত্থমূলে বা তুলসী-বনে উহা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুসমীপে বিষ্ণুনামযুক্ত প্রবন্ধসমূহ গান করিলে, মানব গোসহস্র প্রদানের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিষ্ণুসমীপে বাদ্য বাজায়, তাহার বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি নৃত্য করে, তাহার সর্ব্বতীর্থাবগাহনজনিত ফল লাভ হইয়া থাকে। যে পুরুষ উক্ত নৃত্য-গীত-বাদ্যকারী-দিগকে দ্রব্য দান করে, সে উল্লিখিত সমগ্র ফলই লাভ করে। যে ব্যক্তি উহাদের প্রশংসা বা দর্শন করে, সে উহাদের প্রাপ্য ফলের ষড়ংশ লাভ করিয়া থাকে। ১—১৩। আপদ্গত হইয়া নর যদি স্নানার্থ জল প্রাপ্ত না হয়, কিংবা ব্যাধিগ্রস্তাবস্থায়, স্নান করিতে না পারে, তবে বিষ্ণুর নামেই অপোমার্জ্জন করিবে। যে ব্রতস্থ ব্যক্তি উদ্‌যাপন-বিধির অনুষ্ঠান করিতে না পারে, সে ব্রতসম্পূর্ণতার জন্য যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নরগণ এই অত্যন্ত ফলপ্রদ ব্রত কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। ভূতলে ব্রাহ্মণগণই অব্যক্তরূপী বিষ্ণুর স্বরূপ। সুতরাং তাঁহা-দের সন্তোষেই বিষ্ণু সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিজে দীপদানে অশক্ত, সে পরের দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিবে, অথবা বাতাদি উপদ্রব হইতে সযত্নে রক্ষা

যস্মাৎ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বভক্তেষ্বেব সর্ব্বদা।
সর্ব্বাভাবে ব্রতী কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং গবামপি॥
সেবাং বাশ্বত্থবটয়োর্ব্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥ ২০

ঋষয়ঊচুঃ।

কথং ত্বয়াশ্বত্থবটৌ গোব্রাহ্মণসমৌ কৃতৌ।
সর্ব্বেভ্যোঽপি তরুভ্যস্তৌ কস্মাৎ পূজ্যতরৌ কৃতৌ॥ ২১

সূত উবাচ।

অশ্বত্থরূপী ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপী বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্ ॥ ২২
দর্শনং পূজনং সেবা তেষাং পাপহরা স্মৃতা।
দুঃখাপদ্ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকরণী ধ্রুবম্ ॥ ২৩

ঋষয় উচুঃ।

কথং বৃক্ষত্বমাপন্না ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
এতৎ কথয় সর্ব্বজ্ঞ সংশয়োঽত্র মহান্ হি নঃ॥

সূত উবাচ।

পার্ব্বতীশিবয়োর্দ্দৈবৈঃ সুরতং কুর্ব্বতোঃ কিল।
অগ্নির্ব্রাহ্মণরূপেণ প্রেষিতো বিঘ্নকৃৎ পুরা ॥২৫
ততঃ সা পার্ব্বতী ক্রুদ্ধা শশাপ ত্রিদিবৌকসঃ।
রতোৎসবসুখভ্রংশাৎ কম্পমানা রুষা তদা॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

কৃমিকীটাদয়োঽপ্যেতে জানন্তি সুরতং সুখম্
তদ্বিঘ্নকরণাদ্দেবা হ্যুদ্ভিজ্জত্বমবাপ্স্যথ॥ ২৭

সূত উবাচ।

এবং সা পার্ব্বতী দেবানশপৎ ক্রুদ্ধমানসা;
তস্মাদ্ বৃক্ষত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বে দেবগণাঃ কিল ॥২৮
তস্মাদিমৌ বিষ্ণুমহেশ্বরাবুভৌ
বভূবতুর্ব্বোধিবটৌ মুনীশ্বরাঃ।
বোধিস্ত্বগার্কিদিনে স্পৃশত্ব-
মস্পৃশ্যতামর্কজবিষ্টিযোগাৎ ॥২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে-ঽশ্বত্থবটপ্রশংসনং নাম পঞ্চদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৫

করিবে। তুলসী বৃক্ষের অভাবে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে। যেহেতু বিষ্ণু স্বীয় ভক্তজনেই সর্ব্বদা সন্নিহিত। যদি অন্য সমস্ত দ্রব্যের অভাব ঘটে, তবে ব্রত-পূর্ণতার নিমিত্ত ব্রতী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গো, অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের সেবা করিবে। ঋষিগণ কহিলেন,—সূত! কিরূপে আপনি অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষকে গো ও ব্রাহ্মণের সমান করিলেন? কিরূপে সমস্ত বৃক্ষ হইতে ঐ দুই বৃক্ষ পূজ্যতর হইল? সূত কহিলেন,—ভগবান বিষ্ণু অশ্বত্থরূপী, বট রুদ্ররূপী এবং পলাশ ব্রহ্মরূপী, উক্ত বৃক্ষত্রয়ের দর্শনে, পূজনে, সেবনে সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় এবং দুঃখ, আপদ্ ও ব্যাধিদোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। ঋষিগণ কহিলেন,—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কিরূপে বৃক্ষত্ব লাভ করিলেন? হে সর্ব্বজ্ঞ! এ বিষয়ে আমাদের মহা সংশয় হইয়াছে, আপনি উহা প্রকাশ করিয়া বলুন। সূত কহিলেন,—পুরাকালে পার্ব্বতী এবং শিব সুরত ক্রিয়ায় নিরত হইলে, দেবগণ তাহার বিঘ্ন করণার্থ অগ্নিকে ব্রাহ্মণরূপে প্রেরণ করেন। তখন পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সুরতোৎসব-সুখনাশে রোষভরে কম্পিত হইয়া দেবগণকে অভি-সম্পাত করিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন, কৃমি কীটাদিরাও সুরত-সুখ অবগত আছে। তোমরা সেই সুখে বিঘ্নোৎপাদন করার উদ্ভি-জ্জত্ব প্রাপ্ত হইবে। সূত কহিলেন,—পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ মনে দেবগণকে এইরূপ অভিসম্পাত করিলে, সমস্ত দেবই বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! এই কারণে বিষ্ণু এবং মহেশ্বর অশ্বত্থ এবং বট বৃক্ষ হন। অশ্বত্থ অর্কদিনে স্পৃশ্য এবং অর্কপুত্রদিনে ও বিষ্টি-যোগে অস্পৃশ্য হইয়াছেন। ১৪—২৯।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৫।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

অস্পৃশ্যত্বে কথং জাতঃ সূত বোধিতরুস্তয়ম্।
স্পৃশ্যত্বঞ্চ কথং প্রাপ্তস্তথা চ শনিবাসরে।
এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং বক্তুমর্হতি নো ভবান্॥ ১

সূত উবাচ।

সমুদ্রমথনাদ্‌যানি রত্নান্যাপুঃ সুরেশ্বরাঃ।
শ্রিয়ঞ্চ কৌস্তভং তেষাং বিষ্ণবে প্রদদুঃ সুরাঃ
যাবদঙ্গীচকারাসৌ লক্ষ্মীং ভার্য্যার্থমাত্মনঃ।
তাবদ্বিজ্ঞাপয়ামাস লক্ষ্মীস্তং চক্রপাণিনম্॥ ৩

লক্ষ্মীরুবাচ।

অসংস্কৃত্য কথং জ্যেষ্ঠাং ত্বং কনিষ্ঠাং প্রণীয়সে
তস্মান্মমাগ্রজামেতামলক্ষ্মীং মধুসূদন॥ ৪
বিবাহ নয় মাং পশ্চাদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৫

সূত উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা স বিষ্ণুর্লোকভাবনঃ।
উদ্দালকায় মুনয়ে সুদীর্ঘতপসে তদা॥ ৬
আত্মবাক্যানুরোধেন তামলক্ষ্মীং দদৌ কিল।
স্থূলাস্যাং শুভ্রদশনাং রাজতীং বিভ্রতীং তনুম্
বিততাং রক্তনয়নাং রুক্ষপিঙ্গশিরোরুহাম্।
স মুনির্ব্বিষ্ণুবাক্যাত্তামঙ্গীকৃত্য স্বমাশ্রমম্॥ ৮
বেদধ্বনিসমাযুক্তমানয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
হোমধূমসুগন্ধাঢ্যং বিদ্যাঘোষবিনাদিতম্।
আশ্রমং তং সমালোক্য ব্যথিতা সাব্রবীদিদম্।

জ্যেষ্ঠোবাচ।

ন হি বাসোঽনুরূপোঽয়ং বেদধ্বনিযুতো মম।
নাত্রাগমিষ্যে ভো ব্রহ্মন্নয়স্বান্যত্র মা চিরম্॥১০

উদ্দালক উবাচ।

কথং নায়াসি কিং বাত্র বর্ত্ততে সম্মতং তব।
তব যোগ্যা চ বসতিঃ কা ভবেচ্চ বদস্ব তৎ।

জ্যেষ্ঠোবাচ।

বেদধ্বনির্ভবেদ্‌যস্মিন্নাতিথীনাঞ্চ পূজনম্।
যজ্ঞদানাদিকং বাপি নৈব তত্র বসাম্যহম্॥ ১২
পরস্পরানুরাগেণ দাম্পত্যং যত্র বর্ত্ততে।
পিতৃদেবার্চ্চনং যত্র নৈব তত্র বসাম্যহম্॥ ১৩
দুরোদররতা যত্র পরদ্রব্যাপহারিণঃ।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত। অশ্বত্থতরু শনিবারে অস্পৃশ্য কেন? আবার তাহার স্পৃশ্যত্ব হইবার কারণ কি? আপনি এই সকল বিস্তৃতরূপে বলুন। সূত কহিলেন, পুরাকালে সুরেশ্বরগণ সমুদ্রমথনে যে সকল রত্ন পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে লক্ষ্মী এবং কৌস্তভ এই দুইটী তাঁহারা বিষ্ণুকে অর্পণ করেন। বিষ্ণু যখন আত্মভার্য্যার্থ লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন, তখন লক্ষ্মী তাঁহাকে বলিলেন,—হে মধুসূদন! জ্যেষ্ঠাকে অসংস্কৃত রাখিয়া কনিষ্ঠাকে কেন পরিগ্রহ করিতেছেন? অতএব আমার অগ্রজা এই অলক্ষ্মীকে অগ্রে বিবাহ দিয়া পরে আমাকে বিবাহ করিয়া লউন। ইহাই ত সনাতন ধর্ম্ম। সূত কহিলেন,—লোকহিতৈষী বিষ্ণু লক্ষ্মীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘতপা উদ্দালক মুনিকে নিজে অনুরোধ করিয়া অলক্ষ্মী দান করিলেন। অলক্ষ্মী স্থূলবদনা, শুভ্রদশনা, রাজতী-তনুদধানা, বিততা, রক্তনয়না ও রুক্ষ-পিঙ্গকেশা, ধর্ম্মজ্ঞ উদ্দালক মুনি বিষ্ণুর অনুরোধে এহেন অলক্ষ্মীকে পরিগ্রহ করিয়া বেদধ্বনিনিনাদিত স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। অলক্ষ্মী দূর হইতে উদ্দালক মুনির সেই হোমধূমসুগন্ধাঢ্য বিদ্যানাদনাদিত আশ্রম অবলোকন করিয়া ব্যথিতচিত্তে কহিল,—ঐ বেদধ্বনিযুক্ত স্থান আমার বাসযোগ্য নহে; অতএব আমি ঐ স্থানে যাইব না। হে ব্রহ্মন্! আমায় অন্যত্র লইয়া চলুন।১—১০। উদ্দালক কহিলেন,—তুমি কেন এখানে আসিবে না, তোমার অভিপ্রায় কি? তোমার বাসযোগ্য স্থান কোথায়, তাহা আমার নিকট বল। অলক্ষ্মী কহিল,—যেখানে বেদধ্বনি, অতিথি পূজা বা যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়া হয়, তথায় আমি বাস করি না। যেখানে পতি-পত্নী পরস্পরের প্রতি পরস্পর অনুরক্ত, এবং যেখানে পিতৃদেবার্চ্চন অনুষ্ঠিত, তথায় আমি

পরদাররতাশ্চাপি তত্র স্থানে রতির্মম ॥ ১৪
গোবধো মদ্যপানঞ্চ যত্র সঞ্জায়তেঽনিশম্ ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তস্মিন্ স্থানে রতির্মম ॥ ১৫
বৃদ্ধসজ্জনবিপ্রাণাং যত্র স্যাদপমাননম্ ।
নিষ্ঠুরং ভাষণং যত্র তত্র নিত্যং বসাম্যহম্ ॥ ১৬
সূত উবাচ ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষণ্ণবদনোঽভবৎ ।
উদ্দালকমুনির্বিষ্ণোর্বাক্যং স্মৃত্বা ন চোচিবান্ ॥
সোঽগচ্ছদ্যত্র তত্রাস্য পূজামালোক্য সাব্রবীৎ
নায়ামীতি ততঃ সোঽপি ভ্রমণাদত্যাতুরোঽভবৎ
উদ্দালকস্ততো বাক্যং তামলক্ষ্মীমুবাচ হ ॥ ১৮
উদ্দালক উবাচ ।
অশ্বত্থবৃক্ষমূলেঽস্মিন্নলক্ষ্মি-স্থীয়তাং ক্ষণম্ ।
আবাসস্থানমালোক্য যাবদায়াম্যহং পুনঃ ॥ ১৯
সূত উবাচ ।
ইতি তত্র স সংস্থাপ্য জগামোদ্দালকস্তদা ।
প্রতীক্ষন্তী চিরং তত্র যদা তং ন দদর্শ সা ॥২০
তদা রুরোদ করুণং ভর্তৃত্যাগেন দুঃখিতা ।
তত্রস্থাং রুদতীং লক্ষ্মীর্বৈকুণ্ঠভুবনেঽশৃণোৎ ॥
তদা বিজ্ঞাপয়ামাস বিষ্ণুমুদ্বিগ্নমানসা ॥ ২২
লক্ষ্মীরুবাচ ।
স্বামিন্ মদ্ভগিনী জ্যেষ্ঠা ভর্তৃত্যাগেন দুঃখিতা ।
তামাশ্বাসয়িতুং যাহি কৃপালো যদ্যহং প্রিয়া ॥ ২৩
সূত উবাচ ।
লক্ষ্ম্যা সহ ততো বিষ্ণুস্তত্রাগচ্ছৎ কৃপান্বিতঃ ।
আশ্বাসয়দলক্ষ্মীং তামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।
অশ্বত্থবৃক্ষমাসাদ্য সদালক্ষ্মি স্থিরা ভব ।
মমাংশসম্ভবো হ্যেষ আবাসস্তে ময়া কৃতঃ ॥ ২৫
প্রত্যহং যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি ত্বাং জ্যেষ্ঠাং গৃহধর্ম্মিণঃ
তেষ্বেবং শ্রীঃ কনিষ্ঠা তে ভগিনী নিশ্চলাস্তু বৈ

বাস করি না। যেখানে জনগণ দ্যূতক্রীড়া-রত, পরদ্রব্যাপহারী ও পরদাররত, সেই স্থানে আমার অনুরক্তি। যেখানে নিত্য গোবধ, মদ্যপান ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, সেই স্থানেই আমার অনুরাগ। যেখানে বৃদ্ধ সজ্জন ও বিপ্রগণের অপমান হয় এবং নিষ্ঠুর বাক্য উচ্চারিত হইতে থাকে, আমি সেইখানেই নিত্য বাস করি। সূত কহিলেন,—উদ্দালক মুনি অলক্ষ্মীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদন হইলেন এবং বিষ্ণুর বাক্য স্মরণ করত কোন কিছু না কহিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। মুনি যেখানে যান, সেইখানেই লোকে তাঁহাকে পূজা করে, ইহা দেখিয়া অলক্ষ্মী কহিল,—আমি আর যাইব না।' তখন উদ্দালক মুনি ভ্রমণে অতি কাতর হইলেন এবং অলক্ষ্মীকে কহিলেন,—অলক্ষ্মি! আমি আবাস স্থান দেখিয়া যাবৎ পুনরায় আগমন করি, তাবৎ তুমি এই অশ্বত্থবৃক্ষমূলে ক্ষণকালের জন্য অবস্থান কর। সূত কহিলেন,—উদ্দালক অলক্ষ্মীকে সেইস্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। অলক্ষ্মী বহুকাল অপেক্ষা করিয়া যখন তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না, তখন ভর্ত্তার বিরহে দুঃখিত হইয়া করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠস্থিতা লক্ষ্মী তাহার সেই রোদনধ্বনি শুনিলেন এবং তৎকালে উদ্বিগ্ন মনে বিষ্ণুকে বিজ্ঞাপন করিলেন,—স্বামিন্! আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভর্ত্তৃবিরহে দুঃখিত হইয়াছে। হে কৃপালো! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে তাহাকে আশ্বাসিত করিতে গমন করুন।১১-২৩। সূত কহিলেন,—অনন্তর বিষ্ণু কৃপান্বিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত তথায় আগমন করিলেন এবং অলক্ষ্মীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—হে অলক্ষ্মি! তুমি অশ্বত্থ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান কর। এই বৃক্ষ আমার অংশসম্ভূত; ইহাকে আমি তোমার আবাসস্থান করিয়া দিলাম। যে সকল গৃহধর্ম্মী ব্যক্তি প্রত্যহ তোমায় অর্চ্চনা করিবে, এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রী তাহাদের গৃহে নিত্য নিশ্চল হইয়া থাকি-

সূত উবাচ।

ইত্যূর্জ্জস্য চ মাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
তেষাং বিষ্ণুপুরে বাসো ভবেদাভূতসংপ্লবম্॥
রোগাপহং পাতকনাশকৃৎ পরং
সুবুদ্ধিদং পুত্রধনাদিসাধনম্।
মুক্তের্নিদানং ন হি কার্ত্তিকাদ্বৈ
বিষ্ণুপ্রিয়াদন্যদিহাস্তি ভূতলে॥ ২৮
বিষ্ণুপ্রিয়ং সকলকল্মষনাশনঞ্চ
সৎপুত্রপৌত্রধনধান্যসমৃদ্ধিকারি।
ঊর্জ্জব্রতং সনিয়মং কুরুতে মনুষ্যঃ
কিং তস্য তীর্থপরিশীলনসেবয়া চ॥ ২৯

শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে অলক্ষ্ম্যুপাখ্যানং নাম ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৬॥

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি সর্ব্বং সমাকর্ণ্য সত্রাজিতসুতা তদা।
হরের্বাক্যং মহাভাগা সত্যা বচনমব্রবীৎ *॥ ১

সত্যোবাচ।

কার্ত্তিকস্য চ মাহাত্ম্যং ন শ্রুতং বিস্তরাৎ প্রভো
সর্ব্বেষামেব মাসানাং কার্ত্তিকঃ প্রবরঃ কথম্॥২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সত্যে কার্ত্তিকব্রতমাদরাৎ।
শৌনকায় পুরা প্রোক্তং সূতেন সুমহাত্মনা॥৩

সূত উবাচ।

শ্রূয়তাং তৎ প্রবক্ষ্যামি এতৎ প্রশ্নোত্তরং শুভম্।
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তং পৃচ্ছতে ষণ্মুখায় বৈ॥৪

কার্ত্তিকেয় উবাচ।

বহুনি পদ্মনাভস্য রহস্যানি শ্রুতানি চ।
যথা হি প্রোচ্যমানানি বৈষ্ণবেন ত্বয়া প্রভো॥
সংসারসাগরে প্রাপ্তা দুঃখোরুলহরীবৃতে।
তেষামুত্তারণার্থায় কথয়স্ব প্রযত্নতঃ॥ ৬
কার্ত্তিকস্য বিধিশ্চৈব স্নানস্য বদতাং বর।
যেন দুঃখাম্বুধিং তাত সন্তরিষ্যন্তি মানবাঃ॥ ৭
ফলং বৈষ্ণবধর্ম্মস্য কথয়স্ব সুবিস্তরম্।

বেন। সূত কহিলেন,—এই কার্ত্তিকমাহাত্ম্য যাহারা শ্রবণ করে, বা পাঠ করে, আপ্রলয় তাহাদের বিষ্ণুপুরে বাস হয়। এ ভূতলে বিষ্ণুপ্রিয় কার্ত্তিক মাস হইতে অন্য কিছুই রোগাপহ, পাতকহর, সুবুদ্ধিজনক, পুত্রধনাদি সাধন ও মুক্তির কারণ নাই। যে মনুষ্য নিখিল পাপহর, বিষ্ণুপ্রিয়, সৎপুত্র-পৌত্র ও ধনধান্যসমৃদ্ধিপ্রদ কার্ত্তিকব্রত সনিয়মে পালন করে, তাহার আর তীর্থপরিশীলন-সেবার প্রয়োজন কি? ২৪—২৯।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৬।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাভাগা সত্যভামা হরির সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—প্রভো! আমি কার্ত্তিক মাসের মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করি নাই, সমস্ত মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ হইল কেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—অয়ি সত্যে! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ। মহাত্মা সূত পূর্ব্বে শৌনকের নিকট সাদরে এই কার্ত্তিক-ব্রত বলিয়াছিলেন। সূত বলিলেন,—শ্রবণ করুন, এই শুভ প্রশ্নোত্তর বলিতেছি। ষড়ানন জিজ্ঞাসা করিলে, স্বয়ং ঈশ্বর পূর্ব্বে তাঁহাকে ইহা বলিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো। বৈষ্ণব আপনি পদ্মনাভের বহু রহস্যাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমিও যথাবৎ শ্রবণ করিয়াছি। হে বদতাংবর! এই দুঃখতরঙ্গ কুল সংসার-সাগরে মগ্ন মানবগণের উদ্ধারার্থ আপনি এক্ষণে কার্ত্তিকব্রত ও কার্ত্তিকস্নান বিধি সযত্নে প্রকাশ করিয়া বলুন।১—৭। হে তাত! ইহাতে মানবেরা সহজে দুঃখাম্বুধিপার হইতে পারিবে। যে ধর্ম্মপ্রভাবে বৈষ্ণব পদ

* নায়ং শ্লোকঃ সর্ব্বপুস্তকসম্মতঃ।

যেন ধর্ম্মপ্রভাবেন পদং গচ্ছতি বৈষ্ণবম্ ॥ ৮
দীপদানস্য মাহাত্ম্যং মুনিপুষ্পস্য সুব্রত।
গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং তুলস্যাস্ত তথা বিভো ॥৯
মালতীপুষ্পমাহাত্ম্যং বারিজানাং তথা বদ।
ধাত্রীফলানাং মাহাত্ম্যং তথা দমনকস্য চ ॥ ১০
কেতকীপুষ্পমাহাত্ম্যং নৈবেদ্যস্য পরন্তপ।
তীর্থোদকস্য মাহাত্ম্যং মাঘস্নানফলং বিভো॥
ফলং ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ।
নীরাজনফলং স্থাণো পরদীপপ্রবোধনাৎ ॥১২
পুষ্করক্ষেত্রমাহাত্ম্যং শূকরস্য তথা বিভো।
শালগ্রামস্য মাহাত্ম্যং স্বস্তিকস্য বিধানকম্ ॥১৩
দানানাঞ্চ ফলং ব্রূহি পরান্নস্য চ বর্জ্জনাৎ।
মাসোপবাসস্য ফলং খট্বায়া মোক্ষণাদ্বিভো ॥১৪
দীপাবল্যাশ্চ মাহাত্ম্যং প্রবোধিন্যাশ্চ সুব্রত।
পঞ্চভীষ্মস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব সুবিস্তরাৎ ॥ ১৫

ঈশ্বর উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস লোকোদ্ধরণহেতবে।
কথয়ামি ন সন্দেহস্ত্বৎসমো নাস্তি বৈষ্ণবঃ ॥১৬
সৎপুত্রেণ ত্বয়া বৎস তারিতোঽহং ন সংশয়ঃ
নিশ্চলা কেশবে ভক্তিস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥১৭
নরেভ্যো বৈষ্ণবং ধর্ম্মং যো দদাতি দ্বিজোত্তম
সসাগরমহীদানে তৎপুণ্যং লভতে হি সঃ।
কার্ত্তিকস্য চ মাসস্য কোট্যংশেনাপি নাহতি ॥১৮
একতঃ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদানানি চৈকতঃ ॥ ১৯
একতো গোপ্রদানানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।
একতঃ পুষ্করে বাসং কুরুক্ষেত্রে হিমালয়ে ॥ ২০
একতো মথুরাতীর্থে বারাণস্যাঞ্চ শূকরে।
একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ॥২১

সূত উবাচ *।

ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূল পুনর্বাক্যং জগৌ হরঃ।
কার্ত্তিকস্নানমাহাত্ম্যং কথয়িষ্যে সুবিস্তরাৎ ॥২২

ঈশ্বর উবাচ।

ব্রাহ্মং কৃতযুগং প্রোক্তং ত্রেতা তু ক্ষত্রিয়ং স্বয়ম্
দ্বাপরং বৈশ্যমিত্যাহুঃ শূদ্রং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥
কলৌ বৎস মনুষ্যাণাং শৈথিল্যং স্নানকর্ম্মণি।

প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি এক্ষণে সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ফল সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। হে সুব্রত! দীপদান, বকপুষ্প, গোপীচন্দন, তুলসী, মালতীপুষ্প, পদ্মপুষ্প, ধাত্রীফল, দমনক, কেতকীপুষ্প, নৈবেদ্য, তীর্থোদক, এবং মাঘ স্নানের মাহাত্ম্য আপনি ব্যক্ত করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! পলাশপত্রে ভোজনে যেরূপ ফল হয়, তাহা আপনি বলুন। হে স্থাণো! নীরাজনায় এবং পরদীপপ্রবোধনে যেরূপ ফল হয়, তাহাও আপনি কীর্ত্তন করুন। হে বিভো! পুষ্কর ও শূকর ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, শালগ্রামমাহাত্ম্য এবং স্বস্তিকবিধি, বিবিধ দান, পরান্ন-বর্জ্জন, মাসোপবাস ও খট্বা পরিত্যাগের ফল ব্যক্ত করুন। হে বিভো! দীপাবলী, প্রবোধিনী ও ভীষ্মপঞ্চকের মাহাত্ম্য আপনি সবিস্তরে বর্ণন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—বৎস! লোকোদ্ধার-কারণ তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ; আমি ইহা নিশ্চয়ই বলিব; কেননা তোমার তুল্য বৈষ্ণব কেহ নাই। তুমি সৎপুত্র, তোমার দ্বারা আমি তারিত হইয়াছি। তোমাতেই নিত্য নিশ্চল কেশবভক্তি অবস্থিত। যে দ্বিজোত্তম নরগণকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম দান করেন, তিনি সসাগরা মহীদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ ফল কার্ত্তিকমাস-ব্রতের কোটি অংশেরও সমান নহে।১৭-১৮। সর্ব্ব তীর্থ, গোদানাদি সর্ব্বদান, সদক্ষিণ সর্ব্ব যজ্ঞ এবং পুষ্করে কুরুক্ষেত্রে হিমালয়ে মথুরায় বারাণসীতে ও শূকরে বাস, এই সকল এক দিকে আর নিত্য কেশবপ্রিয় কার্ত্তিকোৎসব এক দিকে। সূত কহিলেন,—হে মুনিবর! হর এই কথা কহিয়া পুনরায় বলিলেন,—আমি কার্ত্তিক স্নানমাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিযুগ যথাক্রমে ব্রাহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সংজ্ঞায়

---

* অতঃপরং সূত উবাচেত্যাদীশ্বর উবাচেত্যন্তো গ্রন্থঃ পুস্তকান্তরে ন লভ্যতে।

তথাপি কথয়িষ্যামি স্নানং কার্ত্তিকমাঘয়োঃ ॥২৪
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ বাঙ্মনশ্চ সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলভাঙ্নরঃ ॥২৫
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকশ্ছিন্নমানসঃ।
হেতুবাদী চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥ ২৬
প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রস্তীর্থস্নায়ী সদা ভবেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২৭
স্নানং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং স্নানবিদ্ভিঃ ষড়ানন।
বায়ব্যং বারুণং দিব্যং ব্রাহ্মঞ্চেতি তথা স্মৃতম্
বায়ব্যং গোরজঃস্নানং বারুণং সাগরাদিষু।
ব্রাহ্মং ব্রাহ্মণমন্ত্রোক্তং দিব্যং মেঘাম্বুভাস্করম্ ॥
স্নানানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং বিশিষ্টং তত্র বারুণম্।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো মন্ত্রবৎ স্নানমাচরেৎ ॥
তূষ্ণীমেব হি শূদ্রস্য স্ত্রীণাঞ্চৈব ষড়ানন।
বালা চ তরুণী বৃদ্ধা নরনারীনপুংসকাঃ ॥ ৩১

অভিহিত। বৎস! কলিতে মনুষ্যগণ স্নানকর্ম্মে উদাসীন; তথাপি কার্ত্তিক ও মাঘস্নানের কথা আমি কীর্ত্তন করিব। যাহার হস্ত, পদ, বাক্য, মন, বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি সুসংযত, সেই নরই তীর্থফলভাজন। অশ্রদ্দধান, পাপাত্মা, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও হেতুবাদী, এই পঞ্চ ব্যক্তি তীর্থফলভাগী হয় না। যে বিপ্র প্রভাতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বদা তীর্থস্নায়ী হয়, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করে। হে ষড়ানন! স্নান বিদ্গণ চতুর্ব্বিধ স্নানের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—বায়ব্য, বারুণ, ব্রাহ্ম এবং দিব্য। গোরজ দ্বারা গাত্র মার্জ্জনের নাম বায়ব্য স্নান, সাগরাদিতে অবগাহনের নাম বারুণস্নান, আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন ব্রাহ্ম আর মেঘাম্বু ও রবিকিরণ দ্বারা গাত্রপ্লাবন দিব্য স্নান। যত প্রকার স্নান আছে তন্মধ্যে বারুণ স্নানই বিশিষ্ট স্নান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে সমন্ত্রক স্নান বিহিত। হে ষড়ানন! স্ত্রী এবং শূদ্র মৌন স্নান করিবে। বালক যুবক বৃদ্ধ,—নর নারী

পাপৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যন্তেস্নানাৎকার্ত্তিকমাঘয়োঃ
স্নাতা বৈ কার্ত্তিকে লোকাঃ প্রাপ্নুবন্তীপ্সিতং ফলম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্যে চতুর্ব্বিধস্নানমাহাত্ম্যং নাম সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
পুনঃ প্রোবাচ ভগবান্মহাদেবো বৃষধ্বজঃ।
শ্রোতারমুপসঙ্গম্য ভক্তিযুক্তং ষড়াননম্ ॥ ১
ঈশ্বর উবাচ।
কার্ত্তিকো বৈষ্ণবো মাসঃ সর্ব্বমাসেষু চোত্তমঃ।
অস্মিন্ মাসে ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সন্নিহিতাঃ কলৌ
ঊর্জ্জে মাসি মহাভাগা ভোজয়ন্তি দ্বিজাতয়ে।
তিলধেনুং হিরণ্যঞ্চ রজতং ভূমিবাসসী ॥ ৩
গোপ্রদানানি দাস্যন্তি সদ্ভাবেন সুব্রত।
সর্ব্বেষামেব দানানাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে ॥৪
ব্রাহ্মণায়াত্র যে কন্যাং দাস্যন্তি বিধিবন্নরাঃ।

নপুংসক সকলেই কার্ত্তিকে ও মাঘে স্নান করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিকে স্নানকারী মানবেরা ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯—৩২

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৭।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ভগবান্ মহাদেব বৃষধ্বজ ভক্তিযুক্ত কার্ত্তিকেয়কে শ্রোতা পাইয়া পুনরায় বলিলেন,—কার্ত্তিক মাস বৈষ্ণব মাস; উহা মাসসমূহের মধ্যে উত্তম মাস। কলিকালে এইমাসে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেব সন্নিহিত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে মহাভাগ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণকে ভোজন, তিল-ধেনু, হিরণ্য, রজত, ভূমি, বস্ত্র ও গো প্রদান করেন। সর্ব্বদান

বৈকুণ্ঠে বসতিস্তেষাং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৫
রোমধানে তু সম্প্রাপ্তে সোমো ভুঙ্‌ক্তে তু কন্যকাম্‌।
ঋতুকালে তু গন্ধর্ব্বা বহ্নিস্তু কুচদর্শনে ॥ ৬
তাবদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহস্ত্বষ্টবর্ষায়াঃ কন্যায়াঃ শস্যতে বুধৈঃ ॥ ৭
দাতব্যা শ্রোত্রিয়ায়ৈব ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে।
সাক্ষাদধীতবেদায় বিধিনা ব্রহ্মচারিণে ॥ ৮
কন্যায়া দীয়মানায়া এব এব বিধিঃ স্মৃতঃ।
যাবন্তি চৈব রোমাণি কন্যায়াশ্চ তনৌ সুত ॥ ৯
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে।
সহস্রমেব ধেনূনাং শতঞ্চানডুহাং সমম্‌ ॥১০
দশানডুৎসমং যানং দশযানসমো হয়ঃ।
হয়দানসহস্রেভ্যো গজদানং বিশিষ্যতে ॥ ১১
গজদানসহস্রাণাং স্বর্ণদানঞ্চ তৎসমম্‌।
স্বর্ণভারসহস্রাণাং বিদ্যাদানঞ্চ তৎসমম্‌ ॥ ১২
বিদ্যাদানাৎ কোটিগুণং ভূমিদানং বিশিষ্যতে
ভূমিদানসহস্রেভ্যো গোপ্রদানং বিশিষ্যতে ॥
গোপ্রদানসহস্রেভ্যো হ্যন্নদানং বিশিষ্যতে।
অন্নাধারমিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্‌ ॥ ১৪
তস্মাদ্দেয়ং প্রযত্নেন কার্ত্তিকে শিখিবাহন।
ত্রীণি তুল্যপ্রদানানি ত্রীণি তুল্যফলানি চ।
সর্ব্বকামদুঘা ধেনুঃ পৃথ্বী চৈব সরস্বতী ॥ ১৫

কার্ত্তিকেয় উবাচ।

অন্যানপি মহাদেব ধর্ম্মান্‌ মে বক্তুমর্হসি।
যান্‌ কৃত্বা সর্ব্বপাপানি প্রক্ষাল্য ত্রিদশো ভবেৎ

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা শম্ভুঃ পুনর্ব্বক্তুং প্রচক্রমে।
যাবৎ কিং বহুধা স্তুত্বা তচ্ছৃণুধ্বং তপোধনাঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পরান্নং বর্জ্জয়েদ্‌যস্তু কার্ত্তিকে নিয়মে স্থিতে।
পরান্নবর্জ্জনাদেব লভেচ্চান্দ্রায়ণং ফলম্‌ ॥ ১৮
তং প্রাপ্তং কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা পরান্নং যস্তু বর্জ্জয়েৎ
দিনে দিনে তু কৃচ্ছ্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ

মধ্যে কন্যাদানই বিশিষ্ট দান। এই মাসে যে সকল নর ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকেন। রোমোদ্‌গম-কাল উপস্থিত হইলে সোম, ঋতুকালে গন্ধর্ব্ব-গণ এবং কুচদর্শনকালে বহ্নি কন্যাকে ভোগ করেন। কন্যা যে পর্য্যন্ত না ঋতুমতী হয়, সেই কাল মধ্যেই তাহাকে বিবাহ দিবে। অষ্টবর্ষীয়া কন্যার বিবাহই বুধগণের প্রশং-সিত। শ্রোত্রিয় তপস্বী ব্রাহ্মণকে—অধীত-বেদ ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি কন্যাদান করিবে। কন্যা পাত্রস্থ করিবার ইহাই নির্দ্দিষ্ট বিধি। হে পুত্র! কন্যার দেহে যত রোম থাকে, কন্যাদাতা তাবৎ সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে বিহার করেন। সহস্র ধেনু শত বৃষভের তুল্য, দশ বৃষ [illegible] সমান যান ও দশ যান সমান অশ্ব, সহস্র অশ্ব দান অপেক্ষা গজ দান বিশিষ্ট, সহস্র গজ দানের সমান স্বর্ণদান। সহস্র স্বর্ণভার দানের তুল্য বিদ্যাদান। বিদ্যাদান হইতে কোটিগুণ ফলজনক ভূমিদান। সহস্র ভূমিদান হইতে গোপ্রদান বিশিষ্ট। সহস্র গোপ্রদান হইতে অন্নদানই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু এই স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জগৎই অন্নাধার। তাই বলিতেছি, হে, ময়ূরবাহন! সর্ব্বপ্রযত্নে কার্ত্তিকমাসে অন্নদান করিবে। সর্ব্বকামদুঘা ধেনু, পৃথ্বী এবং সরস্বতী, এই তিনটী দানই তুল্যদান এবং তিনটী দানই তুল্যফলপ্রদ। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে মহাদেব! আপনি আমার নিকট অন্যান্য ধর্ম্মও বর্ণন করুন। যাহার অনুষ্ঠানে মানব সর্ব্বপাপ প্রক্ষালিত করিয়া দেবদেহ হইতে পারিবে।১—১৬। সূত কহিলেন,—কার্ত্তিকেয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শম্ভু পুনরায় বলিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! বহু বলিয়া কি হইবে, মাত্র তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আপনারা শ্রবণ করুন। ঈশ্বর কহিলেন, কার্ত্তিকে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া যে ব্যক্তি পরান্ন বর্জন করে, সে চান্দ্রা-য়ণ-ফললাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাস উপস্থিত দেখিয়া যে মানব পরান্ন পরিহার করে, সে দিনে দিনে কৃচ্ছ্রব্রতের ফল প্রাপ্ত

কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং সন্ধানঞ্চ বিশেষতঃ
রাক্ষসীং যোনিমাপ্নোতি সকৃন্মাংসস্য ভক্ষণাৎ
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং পরিপচ্যতে ॥ ২১
তন্মুক্তো জায়তে পাপো বিষ্ঠাশী গ্রামশূকরঃ।
প্রবৃত্তানান্ত ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে ॥
অবশ্যং বিষ্ণুরূপত্বং প্রাপ্যতে মোক্ষদং পদম্।
ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন দৈবং কেশবাৎ পরম্
ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থাং গঙ্গয়া সমম্।
ন সত্যেন সমং বৃত্তং ন কৃতেন সমংযুগম্ ॥ ২৪
ন তৃপ্তী রসনাতুল্যা ন দানসদৃশং সুখম্।
ন ধর্ম্মসদৃশং মিত্রং ন জ্যোতিশ্চক্ষুষা সমম্ ॥২৫
অব্রতেন ক্ষিপেদ্যস্ত মাসং দামোদরপ্রিয়ম্।
কর্ম্মভ্রষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো হীনযোনিষু জায়তে ॥ ২৬
কার্ত্তিকঃ প্রবরো মাসো বৈষ্ণবানাং সদা প্রিয়ঃ
সমুদ্রগা নদী পুণ্যা দুর্লভা স্নানশালিনাম্ ॥২৭
কুলশীলবতী কন্যা দুর্লভা দম্পতী নৃণাম্।
দুর্লভা জননীলোকে পিতা চৈব বিশেষতঃ ॥
দুর্লভং সাধুসম্মানং দুর্লভো ধার্ম্মিকঃ সুতঃ।
দুর্লভো দ্বারকাবাসো দুর্লভং কৃষ্ণদর্শনম্ ॥ ২৯
দুর্লভং গোমতীস্নানং দুর্লভং কার্ত্তিকব্রতম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো মহীং দত্ত্বা গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥
যৎফলং লভতে বৎস তৎ ফলং ভূমিশায়িনঃ।
ভোজনং দ্বিজদম্পত্যোঃ পূজয়েচ্চ বিলেপনৈঃ
কম্বলানি চ রত্নানি বাসাংসি বিবিধানি চ।
তুলিকাশ্চ প্রদাতব্যাঃ প্রচ্ছাদনপটৈঃ সহ ॥৩২
উপানহাবাতপত্রং কার্ত্তিকে দেহি পাবকে।
যঃ করোতি নরো নিত্যংকার্ত্তিকে পত্রভোজনম্
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
সর্ব্বকামফলং তস্য সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৩৪
ন চাপি নরকং পশ্যেদ্ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ।
ব্রহ্মা এষ স্মৃতঃ সাক্ষাৎপালাশঃ সর্ব্বকামদঃ ॥৩৫
মধ্যমং বর্জ্জয়েৎ পত্রং কার্ত্তিকে শিখিবাহন।

হয়। কার্ত্তিকে তৈল, মধু, কাংস্য বিশেষতঃ পংক্তি ভোজন বর্জ্জনীয়। কার্ত্তিকে একবার মাত্র মাংস ভক্ষণেও নর রাক্ষসী যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং ষষ্টি সহস্রবর্ষ বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি হইয়া পচিতে থাকে। পরে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ঠাভোজী গ্রামশূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বরাবর যে সকল দ্রব্য ভোজন করা হয়, কার্ত্তিকে সে সমুদায় ভক্ষ্য দ্রব্যেরও বর্জ্জন করিলে, নিশ্চয়ই বিষ্ণুরূপত্ব মোক্ষদ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্ত্তিকের তুল্য মাস নাই, কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। বেদতুল্য শাস্ত্র, গঙ্গাতুল্য তীর্থ, সত্যের সমান বৃত্তি, কৃততুল্য যুগ, রসনা সদৃশ তৃপ্তি, দানতুল্য সুখ, ধর্ম্মসদৃশ মিত্র, এবং চক্ষুর সমান জ্যোতি নাই। যে ব্যক্তি বিনা ব্রতাচরণে দামোদরপ্রিয় কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, সে কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া হীনযোনিতে জন্ম লইয়া থাকে। কার্ত্তিক বৈষ্ণবগণের সদাপ্রিয় শ্রেষ্ঠ মাস। স্নানশীল জনগণের পক্ষে সমুদ্রগামিনী পুণ্য নদী দুর্লভ। কুলশীলবতী কন্যা, কুলশীলযুত দম্পতি, জননী, বিশেষতঃ পিতা, সাধু সম্মান, ধার্ম্মিক পুত্র, দ্বারকাবাস, কৃষ্ণসন্দর্শন, গোমতীস্নান ও কার্ত্তিকব্রত, এই সমুদায়ের প্রত্যেকটীই দুর্লভ। হে বৎস! চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে ব্রাহ্মণদিগকে মহীদান করিয়া যে ফললাভ করা যায়, কার্ত্তিকে ভূশায়ী নর সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে বিলেপন ও ভোজন দানে দ্বিজদম্পতির পূজা করিবে।১৭-৩১। হে পাবকে! কার্ত্তিকে বিবিধ রত্ন, কম্বল, বস্ত্র-প্রচ্ছাদনপটসহ তূলিকা, উপানহযুগল ও আতপত্র প্রদান করিতে হয়। যে নর কার্ত্তিকে নিত্য নিত্য পত্রে ভোজন করে, কল্প কাল পর্য্যন্ত সে কখন দুর্গতি লাভ করে না। তাহার সর্ব্ব কামফল লাভ হয়; সে সর্ব্ব তীর্থফল লাভ করে। ব্রহ্মপত্রে ভোজন করিলে, ভোক্তাকে আর নরক দর্শন করিতে হয় না। সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই সর্ব্ব কামপ্রদ পলাশবৃক্ষ। হে ষড়ানন! কার্ত্তিকে ঐ পলাশের মধ্যম পত্র বর্জ্জন করিবে।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবাস্ত্রিপত্রকে।
ঐশ্বরং বর্জ্জয়েৎ পত্রং ব্রহ্মা বিষ্ণুরনুত্তমঃ।
সর্ব্বপুণ্যমবাপ্নোতি শেষপত্রেষু ভোজনাৎ ॥৩৭
ভোজনান্মধ্যপত্রে তু কপিলাপয়সস্তথা।
প্রাশনান্মুনিশার্দ্দূল নরো নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮
অজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে যস্তু শূদ্রো বা কপিলাপয়ঃ।
কপিলাং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা শুদ্ধো ভবতি কার্ত্তিকে
তিলদানং নদীস্নানং সর্ব্বদা সাধুদর্শনম্।
ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কার্ত্তিকে মুক্তিদায়কম্ ॥৪০
মৌনী পালাশভোজী চ জলস্নায়ী সদা ক্ষমী।
কার্ত্তিকে ক্ষিতিশায়ী চ হন্যাৎ পাপং যুগার্জ্জিতম্
জাগরং কার্ত্তিকে মাসি যঃ করোত্যরুণোদয়ে।
দামোদরাগ্রসেনানীর্গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৪২
পিতৃপক্ষেঽন্নদানেন জ্যেষ্ঠাষাঢ়ে চ বারিণা।
কার্ত্তিকে তৎফলং পুংসাং পরদীপপ্রবোধনাৎ
বোধনাৎ পরদীপস্য বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবনাৎ।

কার্ত্তিকে ফলমাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৪৪
নদীস্নানং কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্।
ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হরেৎপুণ্যং দশাব্দিকম্
পুষ্করং যঃ স্মরেৎ প্রাজ্ঞঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ ॥৪৬
প্রয়াগে মাঘমাসে তু পুষ্করং কার্ত্তিকে তথা।
অবন্তী মাধবে মাসি হন্যাৎ পাপং যুগার্জ্জিতম্॥
ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
কুর্ব্বন্তি স্কন্দ নিত্যং যে সর্ব্বথা হরিসেবনম্ ॥ ৪৮
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
তরিতাস্তেন পিতরো নরকাচ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯
ক্ষীরাদিস্নপনং বিষ্ণোঃ ক্রিয়তে পিতৃকারণাৎ
কল্পকোটিং দিবং প্রাপ্য বসন্তি ত্রিদশৈঃ সহ ॥
কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যৈস্তু কৃষ্ণস্তু কমলেক্ষণঃ।
জন্মকোটিষু বিপ্রেন্দ্র ন তেষাং কমলা গৃহে ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এই দেবত্রয় উহার পত্রত্রয়ে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে রৌদ্রপত্র বর্জ্জনীয়, ব্রাহ্ম এবং বৈষ্ণব পত্রই অনুত্তম। পলাশের শেষপত্রে ভোজনে নর সর্ব্ব পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনিবর! পলাশের মধ্য পত্রে দুগ্ধপানে নর নরক প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতঃ যে কেহ কিম্বা শূদ্র জনও উহাতে কপিলা-দুগ্ধ পান করিলে, ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করিয়া শুদ্ধ হইবে। তিলদান, নদীস্নান, সর্ব্বদা সাধুসন্দর্শন, ব্রহ্মপত্রে ভোজন এই সমস্তই কার্ত্তিকে মুক্তিদায়ক। কার্ত্তিকে মৌনী, পালাশভোজী, জলস্নায়ী, নিত্য ক্ষমাশালী ও ক্ষিতিশায়ী ব্যক্তি যুগার্জ্জিত পাপও নাশ করিয়া থাকে। হে সেনানী! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে দমোদরাগ্রে অরুণোদয় পর্য্যন্ত রাত্রিজাগরণ করে, তাহার গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। পিতৃপক্ষে অন্নদানে এবং জ্যৈষ্ঠে ও আষাঢ়ে বারি-দানে যে ফল হয়, কার্ত্তিকে পরদীপপ্রবো-ধনেও নরগণের সেই ফল হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে পরদীপপ্রবোধনে এবং বৈষ্ণব-গণের সেবনে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে নদীস্নান, বিষ্ণুকথা ও বৈষ্ণবদর্শন যাহার ভাগ্যে না ঘটে, তাহার দশাব্দিক পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। হে মুনিবর! যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কার্ত্তিকে কর্ম্ম, মন ও বাক্যে পুষ্কর স্মরণ করে, তাহার লক্ষকোটিগুণ ফললাভ হয়। মাঘে প্রয়াগ, কার্ত্তিকে পুষ্কর ও বৈশাখে অবন্তী যুগার্জ্জিত পাপহরণে সমর্থ।৩২-৪৭। হে স্কন্দ! সর্ব্বকালে বিশেষতঃ কলিকালে সেই সকল মানবই ধন্য, যাহারা নিত্য সর্ব্বপ্রাণে হরি-সেবা করে। হে মুনে! গয়া শ্রদ্ধাদি করিয়া বহু পিণ্ড প্রদানে কি ফল আছে? নর হরিসেবনেই পিতৃপুরুষদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। পিতৃলোকের উদ্ধা-রার্থ নর যদি ক্ষীরাদি দ্বারা বিষ্ণুর স্নান করায়, তাহা হইলেই তদীয় পিতৃগণ স্বর্গলাভ করিয়া কল্পকোটিকাল দেবগণ সহ বাস করেন। কার্ত্তিকে যাহারা কমলাক্ষ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করে না, হে বিপ্রেন্দ্র! কোটি কোটি জন্মেও তাহাদের গৃহে কমলার অধিষ্ঠান হয় না। যাহারা অসিত বা সিত কমল দ্বারা

দষ্টা মুষ্টা বিনষ্টাস্তে পতিতাঃ কলিকন্দরে।
যৈর্নার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা কমলৈরসিতৈঃ সিতৈঃ
পদ্মেনৈকেন দেবেশং যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপতিম
বর্ষাযুতসহস্রস্য পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ম্॥ ৫৩
অপরাধসহস্রাণি তথা সপ্তশতানি চ।
পদ্মেনৈকেন দেবেশঃ ক্ষমেত প্রণতোঽর্চ্চিতঃ
তুলসীপত্রলক্ষেণ কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
পত্রেপত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলম্॥
তুলসীগন্ধমিশ্রন্তু যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে স্থত।
কল্পকোটিসহস্রাণি প্রীতো ভবতি কেশবঃ॥ ৫৬
মুখে শিরসি দেহে তু কৃষ্ণোত্তীর্ণান্তু যো বহেৎ
তুলসীং ষণ্মুখ প্রীত্যা ন তস্য স্পৃশতে কলিঃ।
কৃষ্ণোত্তীর্ণৈস্তু নির্ম্মাল্যৈর্যো গাত্রং পরিমার্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বরোগৈস্তথা পাপৈর্মুক্তো ভবতি ষণ্মুখ॥৫৮
বিষ্ণোরঙ্গারশেষেণ যস্যাঙ্গং স্পৃশতে স্থত।
দুরিতানি বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো যান্তি সঙ্ক্ষয়ম্॥৫৯

ভক্তিপূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করে না, তাহারা দষ্ট মুষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া কলিকন্দরে পতিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একটী মাত্র পদ্ম দ্বারা কমলাপতির অর্চ্চনা করে, তাহার অযুত-সহস্রবর্ষের পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একমাত্র পদ্ম দ্বারা প্রণত ভাবে অর্চ্চনা করিলে, দেবেশ বিষ্ণু সহস্রসপ্তশত অপরাধও ক্ষমা করিয়া থাকেন। লক্ষ তুলসী পত্র দ্বারা কার্ত্তিকে যে হরির অর্চ্চনা করে, হে মুনিবর! সে পত্রে পত্রে মৌক্তিক ফল লাভ করিয়া থাকে। হে স্থত! যাহা কিছু তুলসীগন্ধে মিশ্রিত করা যায়, তাহাতেও কল্পকোটি সহস্র বর্ষ কেশব প্রীত হইয়া থাকেন। হে ষণ্মুখ! মুখে, মস্তকে এবং দেহে যে ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণনির্ম্মাল্য তুলসী বহন করে, কলি কাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণনির্ম্মাল্য তুলসী দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করে, সে সর্ব্বরোগ ও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে স্থত! বিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশে কৃত হোমাগ্নির

শঙ্খোদকং হরের্ভক্তির্নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জ্জলম্
চন্দনং ধূপশেষন্তু ব্রহ্মহত্যাপহারকম্॥ ৬০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে হরিনির্ম্মল্যাদিমাহাত্ম্যং নামাষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়॥ ১১৮

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

মাঘস্নানস্য মাহাত্ম্যং শৃণু ভাগবতোত্তম।
ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ বিষ্ণুভক্তো মহামতে॥ ১
চক্রতীর্থে হরিং দৃষ্ট্বা মথুরায়াঞ্চ কেশবম্।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো মাঘস্নানেন তৎফলম্
জিতেন্দ্রিয়ঃ শান্তমনাঃ সদাচারেণ সংযুতঃ।
স্নানং করোতি যো মাঘে সংসারী ন ভবেৎপুনঃ
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শূকরস্য চ মাহাত্ম্যং কথিয়ষ্যে তবাগ্রতঃ।

ভস্মাবশেষে যাহার অঙ্গ স্পৃষ্ট হয়, তাহার নিখিল দুরিত ও সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। শঙ্খোদক, হরিভক্তি, হরিনির্ম্মাল্য, হরিপাদোদক, চন্দন এবং ধূপশেষ, এই সমস্তই ব্রহ্মহত্যাহর। ৪৭—৬০।

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়। ১১৮।

উনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ভাগবতপ্রধান! তুমি মাঘস্নানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর; হে মহামতে। এ জগতে তোমার তুল্য বিষ্ণু-ভক্ত নাই। চক্রতীর্থে, এবং মথুরায় হরি-সন্দর্শনে যে ফল হয়, মানব মাত্র মাঘস্নানে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে জিতে-ন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন মানব মাঘ-স্নান করে, তাহাকে আর সংসারী হইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে সত্যে!

যস্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ সান্নিধ্যং মম সর্ব্বদা ॥ ৪
সূত উবাচ।
ইত্যুক্তা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সত্যাং বহুধা জগৌ
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং তপোধনাঃ ॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণে শূকরে হরিমন্দিরে।
যস্মিন্ বসতি যো জীবো গর্দ্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ
ত্রীণি হস্তসহস্রাণি ত্রীণি হস্তশতানি চ।
ত্রয়ো হস্তাঃ শূকরস্ত পরিমাণং বিধীয়তে ॥ ৭
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি যোঽন্যত্র কুরুতে তপঃ।
তৎফলং লভতে দেবি প্রহরার্দ্ধেন শূকরে ॥ ৮
সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তুলাপুরুষদানেন তৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯
কাশ্যাং দশগুণং প্রোক্তং বেণ্যাং শতগুণং ভবেৎ।
সহস্রগুণিতং প্রোক্তং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১০
অনন্তঞ্চৈব বিজ্ঞেয়ং শূকরে হরিমন্দিরে।
অন্যত্র দদতে লক্ষং সংবিধানেন কার্ত্তিক ॥ ১১
ইহৈবৈকেন দত্তেন শূকরে তৎসমং ভবেৎ।
শূকরে চ তথা বেণ্যাং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১২
সকৃদেব নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
অলর্কেণ পুরা প্রাপ্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
শূকরক্ষেত্রমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা চৈব ষড়ানন * ॥ ১৩
কার্ত্তিকেয় উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
বিধিং মাসোপবাসস্য ফলঞ্চাস্য যথোচিতম্ ॥ ১৪
যথাবিধি নরৈঃ কার্য্যা ব্রতচর্য্যা যথা ভবেৎ।
আরভ্যতে যথাপূর্ব্বং সমাপ্যং যি যথাবিধি ॥ ১৫
যাবৎসংখ্যন্ত কর্ত্তব্যং তৎ প্রব্রূহি মহেশ্বর।
ব্রতমেতং সুখশ্রীদং বিস্তরেণ মমানঘ ॥ ১৬

তোমার নিকট শূকরক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা জানিবামাত্র তথায় আমার সর্ব্বদা সান্নিধ্য হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—ভগবান্ কৃষ্ণ সত্যভামাকে এই কথা কহিয়া তদ্বিষয়ক অনেক প্রস্তাব করিলেন। হে তপোধনগণ! আমি আপনাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথিত সেই সমস্ত কথাই কহিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ শূকর-ক্ষেত্র হরির নিবাসভূমি। তথায় যে কোন জীব এমন কি গর্দ্দভও যদি বাস করে, তাহা হইলে সে চতুর্ভুজ হইয়া থাকে। তিন হাজার তিন শত তিন হস্ত পরিমিত স্থান শূকর ক্ষেত্রের পরিমাণ। হে দেবি! যে ব্যক্তি অন্যত্র ষষ্টি সহস্র বর্ষ তপস্যা করে, সে শূকরক্ষেত্রে প্রহরার্দ্ধকাল তপস্যা করিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সন্নিহতিতেও কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য-গ্রহণকালে তুলাপুরুষ দানে যে ফল হয়, কাশীতে তাহার দশ গুণ, ত্রিবেণীতে শত গুণ এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সহস্র গুণ ফল হইয়া থাকে। কিন্তু শূকরে হরিমন্দিরে যে ফল হয়, তাহা অনন্ত অপরিমিত। হে কার্ত্তিকেয়! অন্যত্র যথাবিধি লক্ষ দান করিলে যে ফল হয়, এই শূকরক্ষেত্রে একবার মাত্র দানে তাহার সমান ফল হইয়া থাকে। নর শূকরে ত্রিবেণীতে এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে একমাত্র স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা অপনোদন করিতে পারে। হে ষড়ানন! পুরাকালে অলর্ক শূকরক্ষেত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সপ্ত-দ্বীপা বসুন্ধরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১—১৩। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—ভগবন্! আমি ব্রত-সমূহ মধ্যে উত্তম ব্রত—মাসোপবাসবিধি এবং তাহার যথোচিত ফল শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহেশ্বর! নরগণ যেরূপ বিধানে উক্ত ব্রত করিবে, যেরূপে ব্রতচর্য্যা নিষ্পন্ন হইবে, যেরূপে উহা আরম্ভ ও সমাপন করিতে হইবে, এবং যত সংখ্যক ব্রত করিতে হইবে, তাহা আমার নিকট বলুন। হে অনঘ! এই সুখশ্রীপ্রদ ব্রতবিধি সবিস্তরে কীর্ত্তন

---

* অতঃপরং "মার্গশীর্ষস্য দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ব্রজ পুত্রক" ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তর-সম্মতঃ।

শ্রীরুদ্র উবাচ।
পাবকে সাধু সর্ব্বং তে যৎ পৃষ্টং প্রব্রুবেঽনঘ।
ভক্ত্যা মতিমতাং শ্রেষ্ঠ শৃণুষ গদতো মম ॥ ১৭
সুরাণাঞ্চ যথা বিষ্ণুস্তপতাঞ্চ যথা রবিঃ।
মেরুঃ শিখরিণাং যদ্বদ্বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥১৮
তীর্থানান্তু যথা গঙ্গা প্রজানান্তু যথা বণিক্।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বব্রতানান্তু তদ্বন্মাসোপবাসনম্ ॥ ১৯
সর্ব্বব্রতেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু চৈব হি।
সর্ব্বদানোদ্ভবঞ্চৈব লভেন্মাসোপবাসকৃৎ ॥২০
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
ন তৎপুণ্যমবাপ্নোতি যন্মাসপরিলঙ্ঘনাৎ ॥ ২১
তেন জপ্তং হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং স্বধা।
যঃ করোতি বিধানেন নরো মাসমুপোষণম্ ॥ ২২
উদ্দিশ্য বৈষ্ণবং যজ্ঞং মামভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
গুরোরাজ্ঞাং ততো লব্ধা কুর্য্যান্মাসোপবাসনম্
বৈষ্ণবানি যথোক্তানি কৃত্বা সর্ব্বব্রতানি তু।
দ্বাদশ্যাদীনি পুণ্যানি ততো মাসমুপাবসেৎ ॥২৪
অতিকৃচ্ছ্রঞ্চ পারাকং কৃত্বা চান্দ্রায়ণং ততঃ।
মাসোপবাসং কুর্ব্বীত গুরোর্বিপ্রাজ্ঞয়া ততঃ ॥২৫
আশ্বিনস্যামলে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ।
ব্রতমেতত্তু গৃহ্নীয়াদ্যাবৎত্রিংশদ্দিনানি তু ॥ ২৬
বাসুদেবং সমভ্যর্চ্চ্য কার্ত্তিকং সকলং নরঃ।
মাসমেকোপবসেদযস্ত স মুক্তিফলভাগ্‌ভবেৎ ॥
অচ্যুতস্যালয়ে ভক্ত্যা ত্রিকালং কুসুমৈঃ শুভৈঃ
মালতীন্দীবরৈর্ব্রধ্নৈঃ কমলৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ ॥ ২৮
কুসুমোশীরকর্পূরৈর্বিলিপ্য বরচন্দনৈঃ।
নৈবেদ্যধূপদীপাদ্যৈরর্চ্চয়েচ্চ জনার্দ্দনম্ ॥ ২৯
মনসা কর্ম্মণা বাচা পূজয়েদ্‌গরুড়ধ্বজম্।
কুর্ব্বন্নরঃ স্ত্রী বিধবা বৃহদ্ভক্তির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩০
নামামেব তথালাপং বিষ্ণোঃ কুর্য্যাদহর্নিশম্।
ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ স্তুতির্বাচ্যা মিথ্যালাপবিবর্জ্জিতা
সর্ব্বসত্ত্বদয়াযুক্তঃ শান্তবৃত্তিরহিংসকঃ।
সুপ্তো বা হ্যাসনস্থো বা বাসুদেবং প্রকীর্ত্তয়েৎ
স্মৃত্যালোকনগন্ধাদিস্বাদনং পরিকীর্ত্তনম্।

করুন। রুদ্র কহিলেন,—হে পাবকে! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সর্ব্ব বিষয়ই বলিতেছি। হে মতিমতাং-শ্রেষ্ঠ! তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিকট উহা শ্রবণ কর। যেমন সুরগণ মধ্যে বিষ্ণু, তাপকারীদিগের মধ্যে রবি, শিখরীদিগের মধ্যে মেরু, পক্ষিগণে বৈনতেয়, তীর্থসমূহে গঙ্গা এবং প্রকৃতিপুঞ্জ মধ্যে বণিক্ শ্রেষ্ঠ, তেমনি ব্রতসমূহ মধ্যে এই মাসোপবাস ব্রতই প্রধান; সর্ব্বব্রতে, সর্ব্বতীর্থে এবং সর্ব্বদানে যেরূপ পুণ্য হয়, মাসোপবাসী ব্যক্তি সেই পুণ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাসোপবাসে যেরূপ পুণ্য হয়, অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারাও সেরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে নর বিধিপূর্ব্বক মাসোপবাস করে, জপ হোম, দান, তপস্যা এবং পিতৃকার্য্য সমস্তই তাহার করা হয়। বৈষ্ণব যজ্ঞ উদ্দেশে জনার্দ্দনের অর্চ্চনাপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞা লইয়া মাসোপবাস করিবে। দ্বাদশী প্রভৃতি যথোক্ত পুণ্য বৈষ্ণবব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া পরে মাসোপবাস কর্ত্তব্য। অতিকৃচ্ছ্র পরাক ও চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া পরে গুরু-বিপ্রের আজ্ঞানুসারে মাসোপবাস করিবে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রিংশৎদিন পর্য্যন্ত এই ব্রত আচরণ করিবে। যে নর সমস্ত কার্ত্তিক মাস বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া মাসোপবাস করে, সে ভুক্তিমুক্তি ফল প্রাপ্ত হয়। উত্তম চন্দন, কুসুম, উশীর ও কর্পূর দ্বারা বিলেপিত করিয়া সুন্দর কুমুদ, মালতী, ইন্দীবর, অর্কপুষ্প ও সুগন্ধি কমল এবং নৈবেদ্য, ধূপ ও দীপ দি দ্বারা হরিমন্দিরে হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে।১৪—২৯। নরনারী কিংবা, সকলেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া অত্যন্ত ভক্তি সহিত কর্ম্মমনোবাক্যে গরুড়ধ্বজকে পূজা করিবে এবং অহোরাত্র বিষ্ণুর নামালাপ করিবে। মিথ্যালাপ বর্জ্জন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর স্তব করিতে থাকিবে। সর্ব্বপ্রাণীতে দয়াযুক্ত, শান্তবৃত্তি, অহিংসক, নর, সুপ্ত বা আসনস্থ হইয়াও বাসুদেব নাম কীর্ত্তন করিবে। স্মরণ, দর্শন, গন্ধাদিগ্রহণ

অনন্তু বর্জ্জয়েদ্গ্রাসং গ্রাসানাং সম্প্রমোক্ষণম্
গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোঽভ্যঙ্গং তাম্বূলং সবিলেপনম্
ব্রতস্থো বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যচ্চান্যচ্চ নিরাকৃতম্॥
ন ব্রতস্থঃ স্পৃশেৎ কিঞ্চিদ্বিকর্ম্মস্থং ন চালয়েৎ
দেবতায়তনে তিষ্ঠন্ন গৃহস্থশ্চরেদ্ ধ্রুবম্॥ ৩৫
কৃত্বা মাসোপবাসন্তু যথোক্তবিধিনা নরঃ।
নারী বা বিধবা সাধ্বী বাসুদেবং সমর্চ্চয়েৎ॥
অন্যূনাধিকমেবন্তু ব্রতং ত্রিংশদ্দিনৈরিদম্।
কৃত্বা মাসোপবাসন্তু সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥৩৬
ততোঽর্চ্চয়েদেব পুণ্যাং দ্বাদশ্যাং গরুড়ধ্বজম্।
পূজয়েৎ পুষ্পমালাভির্গন্ধধূপবিলেপনৈঃ॥ ৩৮
বস্ত্রালঙ্কারবাদ্যৈশ্চ তোষয়েদচ্যুতং নরঃ।
সংস্নাপয়েদ্ধরিং ভক্ত্যা তীর্থচন্দনবারিভিঃ॥
চন্দনেনানুলিপ্তাঙ্গং ধূপপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্।
বস্ত্রদানাদিভিশ্চৈব ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্॥
দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং তেভ্যঃ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ।
এবং মাসোপবাসং হি কৃত্বাভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্॥
ভোজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব বিষ্ণুলোকে মহীয়তে
এবং মাসোপবাসান্তে কৃত্বা বিপ্রান্ ত্রয়োদশ॥
নির্ধ্যাপয়েত্ততস্তান্ বৈ বিধিনা যেন তচ্ছৃণু।
কারয়েদ্বৈষ্ণবং যজ্ঞমেকাদশ্যামুপোষিতঃ॥ ৪৩
পূজয়িত্বা তু দেবেশমাচার্য্যানুজ্ঞয়া হরিম্।
অর্চ্চয়িত্বা যথাশক্ত্যা হ্যভিবাদ্য গুরুং তথা॥৪৫
ততোঽনুভোজয়েদ্বিপ্রান্নমস্কারপুরঃসরম্।
বিশুদ্ধকুলচারিত্র-বিষ্ণুপূজনতৎপরান্॥ ৪৫
পূজয়িত্বা তথা সর্ব্বান্ ভোজয়িত্বা ত্রয়োদশ।
তাম্বূলবস্ত্রযুগ্মানি ভোজনাচ্ছাদনানি চ।
যোগপট্টানি সূত্রাণি ব্রহ্মসূত্রাণি চৈব হি॥ ৪৬
দদ্যাচ্চৈব দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ॥
ততোঽনুপূজয়েচ্ছক্ত্যা শয্যাং স্তরণসংস্কৃতাম্
সাচ্ছাদনাং শুভাং শ্রেষ্ঠাং সোপধানামলঙ্কৃতাম্
কারয়িত্বাত্মনো মূর্ত্তিং কাঞ্চনীন্তু স্বশক্তিতঃ।

এবং নাম কীর্ত্তন, এই সকলই কর্ত্তব্য। অন্নগ্রাস বর্জ্জন করিবে। অন্য কিছু দ্রব্যও বড় বড় গ্রাস করিয়া খাইবে না। ব্রতস্থ ব্যক্তি গাত্রাভ্যঙ্গ, শিরোভ্যঙ্গ, তাম্বুল, বিলেপন এবং অন্য সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু বর্জ্জন করিবে। ব্রতস্থ হইয়া অস্পৃশ্য কিছুই স্পর্শ করিবে না। বিকর্ম্মস্থকে চালন করিবে না। এবং দেবতায়তনে থাকিয়া গৃহস্থ ব্রতাচরণ করিবে না। নর নারী বা সাধ্বী বিধবা যথোক্ত বিধানে মাসোপবাস করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। অন্যূনাধিক ত্রিংশৎ দিনে মাসোপবাস ব্রত করিয়া যতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নর দ্বাদশীতে পুণ্যমূর্ত্তি গরুড়ধ্বজের পূজা করিবে। পুষ্পমালা, গন্ধ, ধূপ, বিলেপন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া অচ্যুতের পরিতোষ জন্মাইবে এবং তীর্থ চন্দন বারি দ্বারা ভক্তিভরে হরিকে স্নান করাইবে। পরে চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ধূপ পুষ্প ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণাদানান্তে প্রণতিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মানব এইরূপে মাসোপবাস করিয়া বিত্তানুসারে ভক্তিভরে জনার্দ্দনের অর্চ্চনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। মাসোপবাসান্তে ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া বিদায় দিবে। যেরূপ বিধানে ইহা করিতে হইবে, শ্রবণ কর। একাদশীতে উপবাস করিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞ করিবে। পরে আচার্য্যের অনুজ্ঞা লইয়া দেবেশ বিষ্ণুকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করত গুরুকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ কুলচরিত্র বিষ্ণুপূজনতৎপর ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করত ভোজন করাইবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা ত্রয়োদশ হইবে। এই ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে প্রণামান্তে তাম্বুল, বস্ত্রযুগ্ম, ভোজন, আচ্ছাদন যোগপট্ট-সূত্র, ব্রহ্মসূত্র দান করিবে। ৩০—৪৬। অনন্তর শক্তি অনুসারে উপধান ও আচ্ছাদনাদি যুত শুভ মনোজ্ঞ শয্যা প্রস্তুত করিয়া তদু-

স্তসেত্তস্যাস্ত শয্যায়ামর্চ্চয়িত্বা স্রগাদিভিঃ ॥৪৯
আসনং পাদুকাং ছত্রং বস্ত্রযুগ্মমুপানহৌ।
পবিত্রাণি চ পুষ্পাণি শয্যায়ামুপকল্পয়েৎ ॥ ৫০
এবং শয্যান্ত সকল্প্য প্রণিপত্য চ তান্ দ্বিজান্
প্রার্থয়েচ্ছানুমোদার্থং বিষ্ণুলোকং ব্রজাম্যহম্
ততো নরেন্দ্রনরশ্রেষ্ঠো বিষ্ণোঃ স্থানমনাময়ম্।
মণ্ডপস্থাংস্ক তান্ বিপ্রানিতি বাচ্য মুহুর্মুহু ॥৫২
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং সর্ব্বহীনং দ্বিজোত্তমাঃ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতাং যাতু ভবদ্বাক্যপ্রসাদতঃ।
বিধির্মাসোপবাসস্য যথাবৎ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে মাসোপবাসকথনং নামৈকোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

পরি যথাশক্তি কাঞ্চনী আত্মপ্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনান্তে সেই শয্যা এবং আসন, পাদুকা, ছত্র, বস্ত্র-যুগ্ম, উপানহযুগ্ম ও পবিত্র পুষ্প সকল উপকল্পিত করিবে। এইরূপে শয্যাকল্পনান্তে সেই সকল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক 'আমি বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিব' এই বলিয়া অনুমোদনার্থ প্রার্থনা করিবে। অন-ন্তর নরবর অনাময় বিষ্ণুস্থানে যাইবে এবং মণ্ডপস্থ সেই সকল ব্রাহ্মণকে মুহুর্মুহুঃ এই কথা কহিবে যে, হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার কর্ম্ম মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও সর্ব্বহীন হইলেও আপনাদিগের বাক্যপ্রসাদে তাহা সুসম্পূর্ণ হউক। এই আমি মাসোপবাসের যথাবৎ বিধি কীর্ত্তন করিলাম। ৪৭—৫৬।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১১৯।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুনঃ পপ্রচ্ছ পার্ব্বতিঃ।
শালগ্রামার্চ্চনং ভূয়স্তস্থুর্ধং তপোধনাঃ ॥ ১
কার্ত্তিকেয় উবাচ।
ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ শ্রুতা ময়া
শালগ্রামার্চ্চনং ব্রূহি বিস্তরেণ মম প্রভো ॥ ২
ঈশ্বর উবাচ।
সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ যন্মাং হি পরিপৃচ্ছসি।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং মম বৎসল ॥ ৩
শালগ্রামশিলায়াস্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
মহাশয় মহাসেন নিত্যং তিষ্ঠতি সংহিতম্ ॥ ৪
দৃষ্টং প্রণমিতং যেন স্নাপিতং পূজিতং তথা।
যজ্ঞকোটিগুণং পুণ্যং গবাং কোটিফলং লভেৎ
ছিন্নস্তেন তথা বৎস গর্ভবাসঃ সুদারুণঃ।
পীতং যেন সদা বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাজলম্ ॥৬
কামাসক্তোঽপি যো নিত্যং ভক্তিভাববিবর্জ্জিতঃ

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, কার্ত্তিকেয় এই কথা শুনিয়া পুনরায় শালগ্রামপূজার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে তপোধনগণ! আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে যোগিশ্রেষ্ঠ, ভগবন্! আমি সর্ব্ব ধর্ম্মই শ্রবণ করিয়াছি। হে প্রভো! এক্ষণে শালগ্রাম অর্চ্চনার বিবরণ বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! সাধু সাধু! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাসেন! এই সচরাচর ত্রৈলোক্যই নিত্য শালগ্রাম শিলায় অবস্থিত। যিনি ঐ শিলা দর্শন করেন, প্রণাম করেন এবং স্নান করা-ইয়া পূজা করেন, তিনি কোটি যজ্ঞানুষ্ঠান ও কোটি গোদানফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১—৫। বৎস! যিনি বিষ্ণুময় শালগ্রাম শিলাজল নিত্য পান করেন, তাঁহার সুদারুণ গর্ভবাস

শালগ্রামশিলাং পুত্র পূজয়িত্বাচ্যুতো ভবেৎ ॥৭
শালগ্রামশিলাবিম্বং হত্যাকোটিবিনাশনম্‌।
স্মৃতং সঙ্কীর্ত্তিতং ধ্যাতং পূজিতঞ্চ নমস্কৃতম্‌ ॥৮
শালগ্রামশিলাং দৃষ্ট্বা যান্তি পাপান্যনেকশঃ।
সিংহং দৃষ্ট্বা যথা যান্তি বনে মৃগগণা ভয়াৎ ॥ ৯
নমস্কারস্তু মনুজঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥
বৈবস্বতভয়ং নাস্তি তথা মরণজন্মনোঃ।
যঃ করোতি নরো নিত্যং শালগ্রামশিলার্চ্চনম্‌
গন্ধপাদ্যার্ঘ্যনৈবেদ্যৈর্দীপৈর্ধূপৈর্বিলেপনৈঃ।
গীতৈর্বাদ্যৈস্তথাস্তোত্রৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্‌ ॥
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে বিষ্ণুসদ্মনি ॥ ১৩
শালগ্রামনমস্কারো ভাবেনাপি নরৈঃ কৃতঃ।
মানুষত্বং কথং তেষাং মদ্ভক্তা যে নরা ভুবি ॥
মদ্ভক্তাস্তীব্রপাপিষ্ঠা মৎপ্রভুং ন নমন্তি যে।
বাসুদেবং ন তে জ্ঞেয়া মদ্ভক্তাঃ পাপমোহিতাঃ
মদ্ভক্তোঽপি চ যো ভুত্বা ভুঙ্‌ক্তে হ্যেকাদশী দিনে।
স যাতি হ্যন্ধতামিস্রে নিরয়ং মম ঘাতকঃ ॥১৬
মল্লিঙ্গস্পর্শনং কার্য্যং নান্যা শুদ্ধির্বিধীয়তে।
যা তিথির্দয়িতা বিষ্ণোঃ সা তিথির্মম বল্লভা ॥১৭
তস্যাং নোপবসেন্মর্ত্ত্যঃ স পাপী শ্বপচাধিকঃ।
শালগ্রামশিলায়াস্তু সদা পুত্র বসাম্যহম্‌ ॥ ১৮
দত্তং দেবেন তুষ্টেন স্বস্থানং মম ভক্তিতঃ।
পদ্মকোটিসহস্রৈস্তু পূজিতে ময়ি যৎফলম্‌।
তৎফলং কোটিগুণিতং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥
পূজিতোঽহং ন তৈর্মর্ত্ত্যৈর্নমিতোঽহং ন তৈর্নরৈঃ ॥ ২০
ন কৃতং মর্ত্ত্যলোকে যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্‌
শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ করোতি মমার্চ্চনম্‌ ॥
তেনার্চ্চিতোঽহং সেনানীর্যুগানামেকবিংশতিম্‌
কিমর্চ্চিতৈর্লিঙ্গশতৈর্বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতৈঃ ॥২২

ছিন্ন হইয়া যায়। যাহার ভক্তিভাব একেবারেই নাই, যে নিত্য কামাসক্ত হইয়া অবস্থিত, হে পুত্র। তাদৃশ ব্যক্তিও শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা করিয়া অচ্যুতস্বরূপ হয়। শালগ্রামশিলাবিম্ব স্মৃত, কীর্ত্তিত, ধ্যাত, পূজিত ও নমস্কৃত হইয়া কোটি হত্যাপাপ বিনাশ করে। বনে সিংহ দর্শনে মৃগগণ যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ শালগ্রামশিলাদর্শনে বহুল পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলার্চ্চনকালে ভক্তি বা অভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেও মানব মুক্তি লাভ করে। যে নর নিত্য শালগ্রামশিলার্চ্চনা করে, তাহার যমভয় বা জন্মমরণভয় থাকে না। কলিতে যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য, বিলেপন, গীত বাদ্য ও স্তোত্র দ্বারা শালগ্রামশিলার্চ্চনা করে, কোটি সহস্র কল্পকাল সে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে সকল নর ভাবক্রমে শালগ্রাম নমস্কার করে, তাহাদের এবং ভূতলস্থ মদ্‌ভক্তগণের মানবত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? আমার ভক্ত হইয়া যাহারা প্রভু বাসুদেবকে নমস্কার করে না, তাহারা নিতান্ত পাপিষ্ঠ; জানিবে সেই সকল পাপমোহিত নর আমার ভক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়াও একাদশী দিনে ভোজন করে, সে আমার ঘাতকরূপে অন্ধতামিস্র নরকে গমন করিয়া থাকে। ঐরূপ অপরাধ করিয়া নর আমার লিঙ্গ স্পর্শ করিবে; তাহা ভিন্ন তৎপক্ষে আর অন্য শুদ্ধি বিহিত নাই। যে তিথি বিষ্ণুর প্রিয়া, আমারও তাহা বল্লভা; সুতরাং যে মানব ঐ তিথিতে উপবাস না করে, সে পাপী চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইয়া থাকে। হে পুত্র! শালগ্রামশিলায় নিত্য আমি বাস করিয়া থাকি। আমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া দেবেশ আমাকে ঐ স্থান প্রদান করিয়াছেন। কোটিসংখ্যক কমল দিয়া মৎপূজা করিলে, যে ফল হয়, শালগ্রামশিলার্চ্চনায় তাহার কোটিগুণিত ফল হইয়া থাকে।৬—১৯। মর্ত্ত্যলোকে যাহারা শালগ্রাম শিলার্চ্চনা করে না, তাহাদের দ্বারা আমি পূজিত বা নমস্কৃত হই না।

শালগ্রামশিলাবিম্বং নার্চ্চিতং যদি পুত্রক।
অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্।
ভুক্তান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
ভুক্তা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ
পাদোদকেন দেবস্য হত্যাকোটিসমন্বিতাঃ॥২৫
শুধ্যন্তি নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্খোদকেন হি।
যো হি মাহেশ্বরো ভূত্বা বৈষ্ণবন্ন ন পূজয়েৎ॥
দ্বেষ্টা চ যাতি নরকং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহে যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ॥ ২৭
পিতামহা যুগান্যষ্টৌ ভবন্ত্যমৃতভোজিনঃ।
সংসারে দুঃখকান্তারে নিমজ্জ্যন্তে নরাধমাঃ॥ ৮
বর্ষকোটিসহস্রাণি কৃষ্ণারাধনবর্জ্জিতা।
স দত্যর্চ্চিতৈর্লিঙ্গৈঃ শালগ্রামসমুদ্ভবৈঃ॥ ২৯
মুক্তিং প্রয়ান্তি মনুজা যোগসাঙ্খ্যেন বর্জ্জিতাঃ
যাল্লিঙ্গকোটিভিদৃ ষ্টৈর্যৎফলং পূজিতৈঃ স্তুতৈঃ।
শালগ্রামশিলায়াস্তু একস্যামিহ তদ্ভবেৎ।
দ্বাদশৈব শিলা যো বৈ শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ॥৩১
অর্চ্চয়েদ্বৈষ্ণবো নিত্যং তস্য পুণ্যং নিবোধ মে
কোটিলিঙ্গসহস্রৈস্তু পূজিতৈর্জ্জাহ্নবীতটে॥ ৩২
কাশীবাসে যুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ।
কিং পুনর্বহুনা যস্তু পূজয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ॥ ৩৩
নাহং ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সংখ্যা কর্ত্তুং সমীহতে।
তস্মাদ্ভক্ত্যা চ মদ্ভক্তৈঃ প্রীত্যর্থং মম পুত্রক॥৩৪
কর্ত্তব্যং মম তদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ॥ ৩৫
তত্র দেবাঃ সুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ৩৬
সুরাণাং কীর্ত্তনৈঃ সর্ব্বৈঃ কোটিভিশ্চ ফলং লভেৎ।
তৎফলং কীর্ত্তনাদেব কেশবে সুকৃতং কলৌ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার অগ্রে আমার অর্চ্চনা করে, হে সেনান! আমি তৎকর্ত্তৃক একবিংশতি যুগ যাবৎ অর্চ্চিত হইয়া থাকি। বিষ্ণুভক্তি বর্জ্জন করিয়া শত শত লিঙ্গার্চ্চনা করিলে কি ফল হইয়া থাকে? হে পুত্র! যদি শালগ্রামশিলাবিম্বের অর্চ্চনা করা না হয়, তবে নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল, জল, সকলই আমার অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলার অগ্রে সমস্তই পবিত্র হয়। দ্বিজ অন্য নিজ ইষ্টদেবতা ভিন্ন দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবেন। কেশবের নৈবেদ্য ভক্ষণে কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হইয়া থাকে। তদীয় পাদোদকে ও শঙ্খোদকে কোটি হত্যান্বিত মানবেরাও শুদ্ধি লাভ করে। যে মহেশভক্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবার্চ্চন না করে, সেই দ্বেষ্টা জন আকল্প নরক ভোগ করিয়া থাকে। উত্তম আশ্রমাবলম্বী ব্যক্তি যাহার গৃহে মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রম করেন, তাহার পিতামহগণ অষ্টযুগ যাবৎ অমৃতভোজী হইয়া থাকেন। কৃষ্ণারাধন বিরহিত নরাধমগণ এই দুঃখকান্তারে সংসারে কোটি সহস্র বর্ষকাল নিমগ্ন হইয়া থাকে। শালগ্রামোৎপন্ন লিঙ্গ সকল একবার মাত্র অর্চ্চনা করিলেও মানব মুক্তি পাইয়া থাকে। এই মুক্তিলাভার্থ তাহাদিগকে সাংখ্য-যোগের আশ্রয় লইতে হয় না। আমার কোটি কোটি লিঙ্গদর্শনে, পূজনে এবং স্তবনে যে ফল হয়, একমাত্র শালগ্রামশিলার অর্চ্চনায় সেই ফল হইয়া থাকে। যে বৈষ্ণব শালগ্রামোৎপন্ন দ্বাদশটী শিলারই নিত্য অর্চ্চনা করেন, তাঁহার পুণ্যফল আমার নিকট শ্রবণ কর। কাশীবাসে জাহ্নবী তটে অষ্টযুগযাবৎ কোটি সহস্র লিঙ্গ পূজায় যে ফল হয়, সেই শিলার্চ্চনকারী বৈষ্ণবের একটী মাত্র দিনেই সেই ফল হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে? ২০—৩৩। আমি বা ব্রহ্মাদি কেহই আমরা সেই নিত্য শালগ্রামশিলাপূজা বৈষ্ণব ব্যক্তির পুণ্য-সংখ্যা করিতে পারি না। অতএব হে বৎস! মদ্ভক্তগণ মদীয় প্রীতির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রামশিলার্চ্চনা করিবেন। শালগ্রামশিলারূপী কেশব যথায় অবস্থান করেন, তথায় দেব, সুর, যক্ষ, অধিক কি চতুর্দ্দশ ভুবনই বিরাজিত। কোটি কোটি বার সমস্ত দেবতার নাম কীর্ত্তনে যে ফল হয়,

শালগ্রামশিলাগ্রে তু সকৃৎ পিণ্ডেন তর্পিতাঃ।
বসন্তি পিতরস্তস্য ন সংখ্যা তত্র বিদ্যতে ॥ ৩৮
যে পিবন্তি নরা ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাজলম্।
পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু প্রাশিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ
চান্দ্রায়ণৈঃ সুচীর্ণৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং হরেঃ॥
যঃ করোতি তড়াগে তু প্রতিমাং জলশায়িনীম্
কোটিভিশ্চাপি কিং কার্য্যমন্যদেবৈশ্চ পূজিতৈঃ
বিষ্ণুমুখ্যাস্তু বৈ দেবাস্তত্র জল্পন্তি বৈ সহ।
প্রমাণমস্তি সর্ব্বস্য সুকৃতস্য হি পুত্রক ॥ ৪২
ফলপ্রমাণং নৈবাস্তি শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যো দদাতি শিলাং বিষ্ণোঃ শালগ্রামসমুদ্ভবাম্
বিপ্রায় বিষ্ণুভক্তায় তে নেষ্টং ক্রতুভিঃ শতৈঃ
গৃহেঽপি বসতস্তস্য গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে ॥৪৪
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈরভিষেকং সমাচরেৎ ॥৪৫
সর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে পাষাণাঃ সন্তি বৈ গুহ
শালগ্রামশিলাগ্রাব্ণা নাস্তি নাস্তি সমঃ পুনঃ॥৪৬
মানুষে দুর্ল্লভে লোকে সফলং তস্য জীবিতম্
তিলপ্রস্থশতং ভক্ত্যা যো দদাতি দিনে দিনে
তৎফলং সমবাপ্নোতি শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং মূলং দূর্ব্বাদলং তথা॥
জায়তে মেরুণা তুল্যং শালগ্রামে সমর্পিতম্।
বিধিহীনোঽপি যঃ কশ্চিৎ ক্রিয়ামন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ॥
চক্রাঙ্কভুজ আপ্নোতি সম্যক্ শাস্ত্রোদিতংফলম্
যত্তু পূর্ব্বং ময়া পৃষ্টং কেশবং ক্লেশনাশনম্ ॥ ৫০
তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যামি তব স্নেহেন পুত্রক।
ক্ব ত্বং বসসি হে বিষ্ণো কিমাধারঃ কিমাশ্রয়ঃ॥
কথং বা প্রীয়সে দেব তৎসর্ব্বং কথয়স্ব মে ॥৫২
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
নিবসামি সদা শম্ভো শালগ্রামোদ্ভবেঽশ্মনি॥

কলিতে একবার মাত্র কেশবনাম কীর্ত্তনেই সেই ফল হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলা সমীপে যে ব্যক্তি একবার মাত্র পিণ্ডদান করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ অনন্তকাল তর্পিত হইয়া বাস করেন। যাহারা ভক্তিভরে শালগ্রামশিলাজল পান করে, সহস্র সহস্র পঞ্চগব্যপ্রাশনে তাহাদের আর প্রয়োজন কি? প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হইলে হরিপাদোদক পান করিবে। তাহা পান করিলে, সম্যক্ অনুষ্ঠিত দান, উপবাস বা চান্দ্রায়ণের প্রয়োজন হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিমা তড়াগ-জলশায়িনী করে, অন্য কোটি কোটি দেবপূজনে তাহার প্রয়োজন কি? বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণও তৎসহ আলাপ করিয়া থাকেন। বৎস! সমস্ত সুকৃতেরই পরিমাণ হয়; পরন্ত শালগ্রাম-শিলার্চ্চনা ফলের পরিমাণ হয় না। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে শালগ্রামোৎপন্ন শিলা দান করে, তৎকর্ত্তৃক শতশত যজ্ঞই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি গৃহে বাস করিলেও দিনে দিনে তাহার গঙ্গাস্নান ফল হয়। যে মানব শালগ্রামশিলাজলে অভিষেক ক্রিয়া করে, সে সর্ব্বতীর্থে স্নাত এবং সর্ব্ব যজ্ঞেই দীক্ষিত হইয়া থাকে। হে গুহ! স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে বহু পাষাণ আছে, কিন্তু শালগ্রামশিলার সমান পাষাণ কোথাও নাই। দুর্লভ মানুষলোকে তাহার জীবনই সফল, যে ব্যক্তি দিনে দিনে শত তিল-প্রস্থ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে মানব উক্ত ফলই প্রাপ্ত হইতে পারে। শালগ্রামশিলার্পিত পত্র, পুষ্প, ফল, জল, মূল দূর্ব্বাদল সকলই মেরুতুল্য হইয়া থাকে। বিধি ক্রিয়া ও মন্ত্রবিহীন হইয়াও যে ব্যক্তি বাহুতে চক্র-চিহ্ন ধারণ করে, সে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে ক্লেশনাশন কেশবের নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে বৎস! তৎসমস্তই তোমাকে স্নেহবশতঃ কহিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম, হে বিষ্ণো! আপনি কোথায় বাস করেন? আপনার আধার বা আশ্রয় কি? হে দেব! আপনি কিসেই বা প্রীতি লাভ করেন, এই সকল আমার নিকট বলুন। ৩৮-৫২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে শম্ভো! আমি

তত্রৈব রথচক্রাঙ্কে যানি নামানি মে শৃণু।
দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যেতে নান্তরং যদি।
বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লশ্চৈবাতিশোভনঃ॥
প্রদ্যুম্নঃ সূর্য্যবক্ত্রস্তু নীলদীপ্তিস্তথৈব চ।
সুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ॥ ৫৪
অনিরুদ্ধস্তু পীতাভো বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনঃ।
রেখাত্রয়াঙ্কিতো দ্বারি দৃষ্টপদ্মেন চিহ্নবৎ॥৫৫
শ্যামো নারায়ণো দেবো নাভিচক্রে তথোন্নতে
দীর্ঘরেখাসমোপেতো দক্ষিণে সুষিরান্বিতঃ॥
ঊর্দ্ধং মুখঞ্চ জানীয়াৎ সুন্দরং হরিরূপিণম্।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৫৭
পরমেষ্ঠী চ শুক্লাভঃ পদ্মচক্রসমন্বিতঃ।
বিম্বাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে সুষিরঞ্চাতিপুষ্কলম্॥ ৫৮
কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুর্মূলে চক্রে সুশোভনে।
দ্বারোপরি তথা রেখা লক্ষ্যতে মধ্যদেশতঃ॥
কপিলো নরসিংহশ্চ পৃথুচক্রঃ সুশোভিতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যোঽসাবন্যথা বিঘ্নদো ভবেৎ॥
বারাহঃ শক্তিলিঙ্গস্তু চক্রে চ বিষমে স্মৃতে।
ইন্দ্রনীলনিভঃ স্থূলস্ত্রিরেখো নাভিতঃ শুভঃ॥৬১
দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা জ্ঞেয়া ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা
কূর্ম্মস্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলশ্চক্রপূরিতঃ।
হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌস্তভেন তু চিহ্নিতঃ॥৬৩
হয়গ্রীবো হয়াকারো রেখাপঙ্ক্তিভূষিতঃ।
বহুবিন্দুসমাকীর্ণঃ পৃষ্ঠে নীলঞ্চ রূপকম্॥ ৬৪
বৈকুণ্ঠমবিভিন্নাঙ্গং চক্রমেকং তথা ধ্বজম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা গুঞ্জাকারা সুশোভনা॥
শ্রীধরস্তু তথা দেবশ্চিহ্নিতো বনমালয়া।
কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঙ্ক্তিভূষিতঃ॥ ৬৬
বর্ত্তুলশ্চাপি হ্রস্বশ্চ বামনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ॥
সুদর্শনস্ততো দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।

নর্ম্মদা শালগ্রামোৎপন্ন শিলায় বাস করি। তথায় রথচক্রাঙ্কে আমার যে সকল নাম আছে, তাহা শ্রবণ করুন। যাহার দ্বার দেশে দুইটী সমান চক্র দেখা যায়, চক্রদ্বয়ের ব্যবধান কিছুই দেখা যায় না, সেই শুক্লবর্ণ অতিশোভন শালগ্রামের নাম বাসুদেব। যাহা সূর্য্যবক্ত্র, নীলপ্রভ এবং যাহার মধ্যস্থ গর্ত্ত ছিদ্রবহুল ও দীর্ঘাকার, তাহার নাম প্রদ্যুম্ন। যাহা পীতাভ, বর্ত্তুল, অতিসুন্দর, রেখাত্রয়াঙ্কিত ও দ্বারে দৃশ্যমান পদ্ম দ্বারা চিহ্নিত, তাহার নাম অনিরুদ্ধ। যাহা শ্যামবর্ণ, যাহার নাভিচক্রদ্বয় উন্নত এবং দীর্ঘরেখান্বিত ও দক্ষিণে ছিদ্রযুক্ত, তাহার নাম নারায়ণ। যাহা সুন্দর, যাহার মুখ ঊর্দ্ধদিকে, তাহাকেই হরি বলিয়া জানিবে। এই হরিমূর্ত্তি কামদ, মোক্ষদ, বিশেষতঃ অর্থপ্রদ। যাহা শুক্লাভ, পদ্মচক্রান্বিত বিম্বাকৃতি এবং পৃষ্ঠে যাহার বিপুল ছিদ্র, তাহার নাম পরমেষ্ঠী। যাহা কৃষ্ণবর্ণ, মূলে যাহার দুইটী চক্র সুশোভিত, অপিচ দ্বারোপরি মধ্যদেশে একটী রেখা লক্ষিত, তাহাই বিষ্ণু নামে অভিহিত। যাহা কপিলবর্ণ, পৃথুচক্র ও সুশোভিত, তাহার নাম নরসিংহ। এই নরসিংহ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী পুরুষেরই পূজ্য; অন্যথা ইহা বিঘ্নপ্রদ। যাহা শক্তিচিহ্নিত, দুইটী বিষম চক্রে অন্বিত, ইন্দ্রনীলনিভ, স্থূল নাভিদেশে রেখাত্রয়যুত ও সুন্দর, তাহার নাম বারাহ। যাহা দীর্ঘ, কাঞ্চনবর্ণ, বিন্দুত্রয়ভূষিত, তাহার নাম মৎস্য। এই মৎস্যনাম্নী শিলা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা। যাহা পৃষ্ঠাবচ্ছেদে উন্নত, বর্ত্তুল, চক্রপূরিত ও কৌস্তভ দ্বারা চিহ্নিত হইয়া হরিতবর্ণধারী, তাহার নাম কূর্ম্ম। যাহা হয়াকার, পঙ্ক্তিরেখান্বিত, বহু বিন্দুসমাকীর্ণ ও পৃষ্ঠে নীলরূপধর, তাহার নাম হয়গ্রীব। ৫৩—৬৪। যাহা অবিভিন্নাঙ্গ, ধ্বজচক্রাঙ্কিত, এবং যাহার দ্বারোপরি গুঞ্জাকার সুশোভন রেখা বিরাজমান, তাহার নাম বৈকুণ্ঠ। যাহা বনমালাচিহ্নিত, কদম্বকুসুমাকার ও রেখাপঙ্ক্তি ভূষিত, তাহার নাম শ্রীধর। যাহা বর্ত্তুল, অতিহ্রস্ব, অতসীপুষ্পসকাশ ও বিন্দুপরিশোভিত, তাহার নাম বামন। যাহা

বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে ॥৬৮
দামোদরস্তথা স্থূলো মধ্যে চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্‌।
দূর্ব্বাভং দ্বারসঙ্কীর্ণং পীতরেখং তথৈব চ ॥ ৬৯
নানাবর্ণো হ্যনন্তশ্চ নানাভোগেন চিহ্নিতঃ।
অনেকমূর্ত্তিকো ভিন্নঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৭০
বিদিক্ষু দিক্ষু সর্ব্বাসু যস্যোর্দ্ধং দৃশ্যতে মুখম্‌।
পুরুষোত্তমঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামশিলোদ্ভবম্‌।
যস্য যোগেশ্বরো দেবো ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি
আরক্তঃ পদ্মনাভস্তু পঙ্কজং বক্ত্রসংযুতম্‌।
তস্যাভ্যর্চ্চনতো নিত্যং দরিদ্রস্তীশ্বরো ভবেৎ
চক্রাঙ্কিতং হিরণ্যাঙ্গং রশ্মিজালং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুবর্ণরেখ.বহুলং স্ফাটিকদ্যুতিশোভিতম্‌ ॥ ৭৪
অতিস্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ।
পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা ॥ ৭৫
নীলা প্রযচ্ছতী লক্ষ্মীং রক্তা রোগপ্রদায়িনী।
রুক্ষা উদ্বেগজননী বক্রা দারিদ্র্যভাগিনী ॥ ৭৬

একং সুদর্শনং জ্ঞেয়ং লক্ষ্মীনারায়ণং দ্বয়ম্‌।
তৃতীয়ঞ্চাচ্যুতং বিদ্যাচ্চতুর্থন্তু জনার্দ্দনম্‌ ॥ ৭৭
পঞ্চমং বাসুদেবঞ্চ ষষ্ঠং প্রদ্যুম্নমেব চ।
সঙ্কর্ষণং সপ্তমঞ্চ অষ্টমং পুরুষোত্তমম্‌ ॥ ৭৮
নবমঞ্চ নবব্যূহং দশমন্তু তদাত্মকম্‌।
একাদশঞ্চানিরুদ্ধং দ্বাদশং দ্বাদশাত্মকম্‌ ॥ ৭৯
অত ঊর্দ্ধন্তু চক্রাণি দৃশ্যন্তেহনন্তসংজ্ঞকে।
খণ্ডিতে স্ফুটিতে ভগ্নে শালগ্রামে ন দোষভাক্‌
ইষ্টা চ যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ।
স্কন্ধে কৃত্বা তু যোঽধ্বানং বহতে শৈলনায়কম্‌
তস্য বশ্যং ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্‌
শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৮২
তত্র দানং জপঃ স্নানং বারাণস্যাঃ শতাধিকম্‌।
কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ নৈমিষে পুষ্করে তথা ॥৮৩
তত্র কোটিগুণং পুণ্যং বারাণস্যাং মহাফলম্‌।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ॥
তৎসর্ব্বং নির্দহত্যাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্‌।

শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতিযুক্ত, বামপার্শ্বে গদাচক্র ও দক্ষিণে রেখাযুক্ত, তাহার নাম সুদর্শন। যাহা স্থূল এবং যাহার মধ্যে চক্র প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম দামোদর। যাহা দূর্ব্বাভ, সঙ্কীর্ণ-দ্বার, পীতরেখান্বিত, নানাবর্ণ ও নানা ভোগ-চিহ্নিত, তাহার নাম অনন্ত। এই অনন্ত অনেক মূর্ত্তিধারী, নানাবিধ ও সর্ব্বকাম-ফল-প্রদ। দিক্‌ বিদিক্‌ সর্ব্বত্রই ঊর্দ্ধে যাহার মুখ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পুরুষোত্তম। ইনি ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদ। যাহার শিখরে শালগ্রাম-শিলোৎপন্ন লিঙ্গ দৃষ্ট হয়, তিনি দেব যোগে-শ্বর। যোগেশ্বরদেব ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। যাহা আরক্ত এবং মুখে পদ্ম-চিহ্নযুত, তাহার নাম পদ্মনাভ। এই পদ্ম-নাভের অর্চ্চনায় দরিদ্র ব্যক্তিও ধনাঢ্য হইয়া থাকে। এই পদ্মনাভ চক্রাঙ্কিত, হিরণ্যাঙ্গ, রশ্মিজালপ্রকাশক, সুবর্ণরেখাবহুল ও স্ফটিকদ্যুতিশালী। সাধারণতঃ অতি স্নিগ্ধা শিলা—সিদ্ধিকরী, কৃষ্ণা কীর্ত্তিদায়িনী, পাণ্ডুরা—পাপদহনী, পীতবর্ণা—পুত্রফলপ্রদা, নীল-বর্ণা—লক্ষ্মীদায়িনী, রক্তবর্ণা—রোগপ্রদা; রুক্ষা—উদ্‌বেগকরী এবং বক্রা শিলা দারিদ্র্য-দায়িনী। একচক্র সুদর্শন, দ্বিচক্র লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রিচক্র, অচ্যুত, চতুশ্চক্র জনার্দ্দন, পঞ্চচক্র বাসুদেব, ষট্‌চক্র প্রদ্যুম্ন, সপ্তচক্র সঙ্কর্ষণ, অষ্টচক্র পুরুষোত্তম, নবচক্র নবব্যূহ, দশচক্র দশাত্মক, একাদশচক্র অনিরুদ্ধ এবং দ্বাদশচক্র দ্বাদশাত্মক। ইহা অপেক্ষা অধিক চক্র অনন্ত নামক শালগ্রামেই পরিদৃশ্যমান। খণ্ডিত স্ফুটিত বা ভগ্ন শালগ্রাম অর্চ্চনায় দোষ-ভাজন হইতে হয় না। যাহার যে মূর্ত্তি ইষ্ট, সে তাহাই সযত্নে পূজা করিবে।৬৫—৮০। যিনি শালগ্রাম শিলা স্কন্ধে করিয়া পথ অতিবাহিত করেন, এই চরাচর ত্রৈলোক্য সমস্তই তাঁহার বশ্য হইয়া থাকে। যেখানে শালগ্রামশিলা, সেইখানেই হরি সন্নিহিত। তথায় দান, জপ ও স্নান বারাণসী হইতেও শতগুণ অধিক ফলপ্রদ। কুরুক্ষেত্রে, প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, ও পুষ্করে কোটিগুণ পুণ্য হয় এবং বারা-ণসীতে মহাপুণ্য হইয়া থাকে। নর ব্রহ্মহত্যাদি

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো যত্র দ্বারাবতীভবঃ॥
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ।
ব্রহ্মচারিগৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ॥ ৮৬
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
তৎপূজনে ন মন্ত্রাশ্চ ন জপো ন চ ভাবনা॥৮৭
ন স্তুতির্নাপি চাচারঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
শালগ্রামশিলাগ্রে তু কৃত্বা স্বস্তিকমাদরাৎ॥ ৮৮
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
অণুমাত্রন্তু যঃ কুর্য্যান্মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ॥ ৮৯
মৃদা ধাতুবিকারৈশ্চ কল্পকোটিং দিবং বসেৎ।
যস্তু সংবৎসরং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে॥ ৯০
কার্ত্তিকে স্বস্তিকং কৃত্বা সমমেতন্ন সংশয়ঃ।
অগম্যাগমনে চৈব হ্যভক্ষস্য তু ভক্ষণে॥ ৯১
তৎপাপং নাশমায়াতি মণ্ডয়িত্বা হরের্গৃহম্।
মণ্ডলং কুরুতে নিত্যং যা নারী কেশবাগ্রতঃ।
সপ্ত জন্মানি বৈধব্যং ন প্রাপ্নোতি কদাচন॥৯২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শালগ্রামশিলা-
মাহাত্ম্যং নাম বিংশত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২০॥

যে কিছু পাপ করে, শালগ্রামশিলার্চ্চনেই তৎসমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সেখানে শালগ্রাম-শিলা ও দ্বারাবতী শিলার সঙ্গমস্থান, তথায় মুক্তি সুনিশ্চিত। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু সকলেই বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র করিবেন না। শালগ্রামশিলার অর্চ্চনায় মন্ত্র, জপ, ধ্যান, স্তুতি বা কোন আচার অনুষ্ঠান কিছুরই আবশ্যক নাই। নর শালগ্রামশিলার অগ্রে সাদরে বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে স্বস্তিক রচনা করিয়া নিজের সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মৃত্তিকা বা ধাতুবিকার দ্বারা কেশবাগ্রে সামান্য মাত্রও মণ্ডল রচনা করে, সে কোটি কল্প স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ণ সংবৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে স্বস্তিক রচনা করে, উক্ত উভয়েরই তুল্য ফল হইয়া থাকে। অগম্যা-গমনে এবং অভক্ষ্যভক্ষণে যে পাপ হয়, একমাত্র হরি-গৃহ মণ্ডন করিলেই সেই পাপ প্রশমিত হইয়া থাকে। যে নারী কেশবাগ্রে নিত্য মণ্ডল রচনা করে, সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত কখনই বৈধব্য ভোগ করে না। ৮১—৯২।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২০।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ পিণ্ডন্তু যো গুহ
মুক্তিং প্রয়ান্তি পিতরঃ প্রসাদান্মাধবস্য তু॥ ১
মূর্দ্ধ্নি পাণৌ মুখে চৈব দেহে চৈব তু যো নরঃ।
ধত্তে ধাত্রীফলং বৎস ধাত্রীফলবিভূষিতঃ॥ ২
ধাত্রীফলকৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ।
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং গুহ
প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা।
ন জহ্যাত্তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ॥৪
যাবাত্তিষ্ঠতি কণ্ঠস্থা ধাত্রীমালা নরস্য হি।
তাবত্তস্য শরীরে তু প্রতিষ্ঠতি চ কেশবঃ॥ ৫
ধাত্রীফলন্তু তুলসী মৃত্তিকা দ্বারকোদ্ভবা।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে গুহ! যাহারা ধাত্রী-চ্ছায়া আশ্রয় করিয়া পিণ্ড প্রদান করে, তাহাদের পিতৃগণ মাধবের প্রসাদে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। বৎস! যে নর মস্তকে হস্তে, মুখে, দেহে ধাত্রীফল ধারণ করে, ধাত্রীফলবিভূষিত হয়, এবং ধাত্রীফল আহার করে, সে সাক্ষাৎ নারায়ণ হইয়া থাকে। হে স্কন্দ! যে কোন বৈষ্ণব ধাত্রী-ফল ধারণ করে, মনুষ্যদিগের কথা কি? সে দেবগণেরও প্রিয় হইয়া থাকে। তুলসী-মালা বিশেষতঃ ধাত্রীমালা পরিত্যাগ করিবে না। ধাত্রীমালা যতকাল মানবের কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে, ততকাল কেশব তাহার শরীরে অব-স্থান করেন।১—৫। ধাত্রীফল, তুলসী এবং

সফলং জীবিতং তস্য ত্রিতয়ং যস্য বেশ্মনি ॥ ৬
যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ।
তাবদ্যুগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতির্ভবেৎ ॥ ৭
মালাযুগ্মং বহেদ্যস্তু ধাত্রী-তুলসিসম্ভবম্।
বহতে কণ্ঠদেশে তু কল্পকোটিং দিবং বসেৎ ॥৮
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
যঃ কুর্য্যান্মানবো ভক্ত্যা পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধজম্
সুরাণাঞ্চ যথা বিষ্ণুঃ পুষ্পাণাং তুলসী তথা।
তুলস্যানুদিনং দেবং যোঽর্চ্চয়েদ্গরুড়ধ্বজম্ ॥১০
জন্মদুঃখজরারোগৈর্মুক্তোঽসৌ মুক্তিমাপ্নুয়াৎ।
তুলসীমালয়া বিষ্ণুঃ পূজিতো যেন কার্ত্তিকে ॥
যমাক্ষরকৃতাং মালাং স্ফুটং শৌরিঃ প্রমার্জ্জতি
শ্রীচন্দনং সকর্পূরমগুরুঞ্চ সকুঙ্কুমম্ ॥ ১২
কেতকীদীপদানঞ্চ সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ম্।
কার্ত্তিকে কেতকীপুষ্পং দত্তং যেন কলৌ যুগে ॥
দীপদানং মহাসেন কুলানাং তারয়েচ্ছতম্।
সরোরুহাণি তুলসী কেতকী মুনিপুষ্পকম্ ॥ ১৪
কার্ত্তিকে চ দিনান্যেব দীপদানন্ত পঞ্চকম্।
কেতকীমালয়া যেন কার্ত্তিকে পুষ্পমণ্ডপম্ ॥ ১৫
কেশবস্য কৃতং বৎস বসতির্দিবি তস্য চ।
কেতকীপুষ্পকেণৈব পূজিতো গরুড়ধ্বজঃ ॥১৬
সমাঃ সহস্রং সুপ্রীতো জায়তে মধুসূদনঃ।
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং কুসুমৈঃ কেতকীভবৈঃ
পুণ্যং তদ্ভবনং যাতি কেশবস্য শিবং শুভ।
দমনকেনাপি দেবেশং সম্প্রাপ্তে মধুমাধবে ॥
সমভ্যর্চ্চ্য মুনিশ্রেষ্ঠ অর্চ্চনাল্লভতে ফলম্।
অগস্তিকুসুমৈর্দ্দেবং যোঽর্চ্চয়েত জনার্দ্দনম্ ॥১৯
দর্শনাত্তস্য ভো বিপ্র নরকাগ্নিঃ প্রণশ্যতি।
ন তৎকরোতি বিপ্রর্ষে তপসা তোষিতো হরিঃ
যৎ করোতি মহাসেন মুনিপুষ্পৈরলঙ্কৃতঃ।
বিহায় সর্ব্বপুষ্পাণি মুনিপুষ্পেণ কেশবম্ ॥ ২১
কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বাজিমেধফলং-
লভেৎ।
মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং যো দদাতি জনার্দ্দনে ॥

দ্বারকোদ্ভবা মৃত্তিকা, এই তিনটী বস্তু যাহার গৃহে থাকে, তাহারই জীবন সফল। কলিতে মানব যতদিন যাবৎ ধাত্রীমালা বহন করে, তাবৎ সহস্র যুগ বৈকুণ্ঠে তাহার বাস হয়। যে ব্যক্তি ধাত্রী এবং তুলসী এই উভয় মালা কণ্ঠে ধারণ করে, কোটি কল্পকাল তাহা স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। যে মানব ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করে, তাহার প্রতি পুষ্প-দানে অশ্বমেধফল হইয়া থাকে। যেমন সুরগণ মধ্যে বিষ্ণু, তেমনি পুষ্পপুঞ্জমধ্যে তুলসী সুতরাং তুলসী দ্বারা অনুদিন যিনি বিষ্ণুপূজা করেন, তিনি জন্ম-দুঃখ-জরা-রোগমুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে তুলসীমালা দ্বারা বিষ্ণুপূজা করে, বিষ্ণু তাহার যমাক্ষরকৃত মালা মার্জ্জিত করিয়া থাকেন। শ্রীচন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, কেতকীপুষ্প ও প্রদীপ দান কেশবের সর্ব্বদা প্রিয়কর। কলিযুগে কার্ত্তিকে যে ব্যক্তি কেতকী পুষ্প ও দীপ দান করে, তাহার শত কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। পদ্ম, তুলসী, কেতকী, মুনিপুষ্প এবং দীপদান, কার্ত্তিকে এই পঞ্চ কার্য্যই প্রশস্ত। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে কেতকীমালায় কেশবের জন্য পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত করে, স্বর্গে তাহার বাস হইয়া থাকে। গরুড়ধ্বজ কেতকীকুসুমে অর্চ্চিত হইয়া সহস্র বৎসর প্রীত হইয়া থাকেন। হৃষীকেশকে কেতকীকুসুমে অর্চ্চনা করিয়া মানব তাঁহার পুণ্য শুভভবনে প্রয়াণ করিয়া থাকে। মধুমাধব মাসে দমনক দ্বারা দেবেশকে অর্চ্চনা করিয়া যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৬—১৮। যে ব্যক্তি অগস্তি কুসুম দ্বারা জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করেন, হে বিপ্র! তাঁহার দর্শনে নরকাগ্নি প্রশমিত হইয়া থাকে। শ্রীহরি মুনিপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া যে ফল প্রদান করেন, হে বিপ্রর্ষে! তপস্যায় তোষিত হইয়াও তিনি সেরূপ ফল প্রদান করেন না। সর্ব্ব পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র মুনিপুষ্পদ্বারা কার্ত্তিকে কেশবকে যে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, তাহার বাজিমেধ-ফললাভ হইয়া

দেবেন্দ্রোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠ কুরুতে তস্য সৎকথাম্
গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং প্রাপ্যতে গুহ ॥ ২৩
মুনিপুষ্পেণ চৈকেন কার্ত্তিকে লভতে ফলম্ ।
কৌস্তুভেন যথা প্রীতো যথা চ বনমালয়া ।
তুলসীদলেন সম্প্রীতঃ কার্ত্তিকে চ তথা হরিঃ ॥
সূত উবাচ ।
প্রশ্রয়াবনতং দৃষ্ট্বা কুমারং ভক্তিতৎপরম্ ॥ ২৫
পুনঃ প্রোবাচ ভগবান্ মহাদেবো বৃষধ্বজঃ ।
ঈশ্বর উবাচ ।
শৃণু দীপস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকে শিখিবাহন ॥ ২৬
পিতরশ্চৈব বাঞ্ছন্তি সদা পিতৃগণৈর্বৃতাঃ ।
ভবিষ্যতি কুলেঽস্মাকং পিতৃভক্তঃ সুপুত্রকঃ ॥
কার্ত্তিকে দীপদানেন যস্তোষয়তি কেশবম্ ।
ঘৃতেন দীপকো যস্য তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥
জ্বলতে যস্য সেনানীরশ্বমেধেন তস্য কিম্ ।
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈঃ কৃতং তীর্থাবগাহনম্
দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ ।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ পুত্র পঞ্চ দিনানি চ ॥ ৩০
পুণ্যানি তেষু যো দত্তে দীপং সোঽক্ষয়মাপ্নুয়াৎ ।
একাদশ্যাং পরৈর্দত্তং দীপং প্রজ্বাল্য মূষিকা ॥
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য পরাং গতিমবাপ সা ।
লুব্ধকোঽপি চতুর্দ্দশ্যাং পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৩২
নির্ভক্তঃ পরমং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকং জগাম সঃ ।
শ্বপাকস্যাশ্রয়াদ্বেশ্যা দীপং কৃত্বা পরৈঃ কৃতম্ ॥
শুদ্ধা লীলাবতী ভূত্বা জগাম স্বর্গমক্ষয়ম্ ॥ ৩৩
গোপঃ কশ্চিদমাবস্যাং পূজাং দৃষ্ট্বা তু শার্ঙ্গিণঃ
মুহুর্মুহুর্জ্জয়েত্যুক্ত্বা রাজরাজেশ্বরোঽভবৎ ।
তস্মাদ্দীপাঃ প্রদাতব্যা রাত্রাবস্তমিতে রবৌ ॥
গৃহেষু সর্ব্বগোষ্ঠেষু সর্ব্বেষ্বায়তনেষু চ ।
দেবালয়েষু দেবানাং শ্মশানেষু সরঃসু চ ॥ ৩৬
ঘৃতাদিনা শুভার্থায় যাবৎ পঞ্চ দিনানি চ ।
পাপিনঃ পিতরো যে চ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ
তেঽপি যান্তি পরাং মুক্তিং দীপদানস্য পুণ্যতঃ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দীপগন্ধধাত্রী-
মাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

থাকে। যে ব্যক্তি জনার্দ্দনকে মুনিপুষ্প-প্রস্তুত মালা প্রদান করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং দেবেন্দ্রও তাহার সংকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন। হে স্কন্দ! অযুত গোদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কার্ত্তিকে একটী মাত্র মুনিপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনায় সেই ফল হইয়া থাকে। কৌস্তুভ এবং বনমালা দ্বারা হরি যেরূপ প্রীত হন, কার্ত্তিকে তুলসীদল দ্বারাও সেইরূপ প্রীত হইয়া থাকেন। সূত কহিলেন,—বৃষধ্বজ ভগবান্ মহাদেব কুমারকে ভক্তিতৎপর ও বিনয়ানুগত দর্শন করিয়া পুনরায় কহিলেন,—হে শিখিবাহন! এক্ষণে কার্ত্তিক মাসের দীপদান-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। পিতৃপুরুষগণ সর্ব্বদা কামনা করিয়া থাকেন যে, আমাদের কুলেএরূপ পিতৃভক্ত সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করুক, কার্ত্তিকে দীপ দান করিয়া কেশবকে পরিতুষ্ট করিবে। হে সেনানী! যাহার প্রদীপ ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, তাহার আর অশ্বমেধে প্রয়োজন কি? যিনি কার্ত্তিকে কেশবাগ্রে দীপ দান করেন, তাঁহার সর্ব্ব তীর্থাবগাহন করা হয়। হে পুত্র! কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চ দিন অতি পবিত্র। ঐ কয় দিনে যে ব্যক্তি দীপ দান করে, সে অক্ষয় স্বর্গ-সুখ প্রাপ্ত হয়, একাদশীতে পরপ্রদত্ত দীপ প্রজ্বালিত করিয়া একটা মূষিকাও দুর্লভ মানুষ জন্ম লাভ করত পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। উপবাসী লুব্ধকও চতুর্দ্দশীতে শিবপূজা করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করিয়াছিল। বেশ্যা লীলাবতী পরকৃত দীপ জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহার ফলে সে চণ্ডালাশ্রয়েও শুদ্ধ হইয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯—৩৩। এক গোপ শার্ঙ্গপাণির পূজা দেখিয়াছিল, আর পূজাকালে বারবার জয়ধ্বনি করিয়াছিল, ইহার ফলে সে রাজরাজেশ্বর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব সূর্য্যাস্ত হইলে রাত্রিকালে দীপ দান কর্ত্তব্য। মঙ্গলকামনায় গৃহে গোষ্ঠে, সমস্ত আয়তনে, দেবালয়ে, শ্মশানে এবং সরোবরে ঘৃতাদি দ্বারা পঞ্চদিন যাবৎ দীপ দান করিবে। যাহাদের জল-পিণ্ড

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কার্ত্তিকেয় উবাচ।

দীপাবলিফলং নাথ বিশেষাদ্‌ব্রূহি সাম্প্রতম্।
কিমর্থং ক্রিয়তে সা তু তস্যাঃ কা দেবতা ভবেৎ
কিঞ্চ তত্র ভবেদ্দেয়ং কিং ন দেয়ং বদ প্রভো
প্রহর্ষঃ কোঽত্র নির্দ্দিষ্টঃ ক্রীড়া কাত্র প্রকীর্ত্তিতা

সূত উবাচ।

ইতি স্কন্দবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ কামশোষণঃ।
সাধুক্ত্বা কার্ত্তিকং বিপ্রাঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।

শ্রীশিব উবাচ।

কার্ত্তিকস্যাসিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাস্তু পাবকে।
যমদীপং বহির্দ্দদ্যাদপমৃত্যুর্ব্বিনশ্যতি॥ ৪
মৃত্যুনা পাশহস্তেন কালেন ভার্য্যয়া সহ।
ত্রয়োদশীদীপদানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি॥ ৫
কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে চ চতুর্দ্দশ্যাং বিধূদয়ে।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানঞ্চ পাপভীরুভিঃ॥ ৬
পূর্ব্ববিদ্ধা চতুর্দ্দশ্যাং কার্ত্তিকস্য সিতেতরে।
পক্ষে প্রত্যূষসময়ে স্নানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥ ৭
তৈলে লক্ষ্মীর্জলে গঙ্গা দীপাবল্যাং চতুর্দ্দশীম্
প্রাপ্তঃ স্নানং হি যঃ কুর্য্যাদ্‌যমলোকং ন পশ্যতি,
অপামার্গস্তথা তুম্বী প্রপুন্নাটঞ্চ বাহ্বলম্।
ভ্রাময়েৎ স্নানমধ্যে তু নরকস্য ক্ষয়ায় বৈ॥ ৯
সীতলোষ্ঠসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃপুনঃ॥ ১০
অপামার্গং প্রপুন্নাটং ভ্রাময়েচ্ছিরসোপরি।
ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং যমরাজস্য নামভিঃ॥১১
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥ ১২
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥ ১৩
নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সম্পূজ্য দেবতাঃ।

লোপ পাইয়াছে, যাহারা পাপী পিতৃপুরুষ, তাহারাও দীপদান পুণ্যে পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৪—৩৮।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২১।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—প্রভো! দীপাবলীফল সম্প্রতি বিশেষ ভাবে বলুন। কিজন্য দীপাবলী করিতে হয়? উহার দেবতা কে? উহাতে কি দিতে হয়? কি না দিতে হয়? এবং কিরূপ আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া এ ব্যাপারে বিহিত? তাহা আমার নিকট বলুন। সূত কহিলেন,—ভগবান্ স্মরারি স্কন্দের এই কথা শুনিয়া কার্ত্তিকেয়কে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে কার্ত্তিকেয়! কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গৃহবহির্ভাগে যমদীপ প্রদান করিবে। এইরূপ দীপদানে অপমৃত্যু-ভয় বিনষ্ট হয়। ঐ দিন দীপদাতা বলিবে—পাশহস্ত মৃত্যু ভার্য্যাসহ কাল এবং সূর্য্যানন্দন যম এই ত্রয়োদশীকৃত দীপদানে প্রীতি হউন। কার্ত্তিকের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে চন্দ্রোদয়ে পাপ-ভীরুগণ অবশ্যই স্নানাচরণ করিবেন। নরক-ভীরু নরগণ কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষীয় পূর্ব্ববিদ্ধা চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রত্যূষ কালে অতন্দ্রিত ভাবে স্নান করিবে। দীপান্বিতা চতুর্দ্দশীতে তৈলে লক্ষ্মী এবং সর্ব্বজলেই গঙ্গা বিদ্যমান। ঐ দিন প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি স্নানাচরণ করে, তাহাকে যমলোক দর্শন করিতে হয় না। নরকক্ষয়ের নিমিত্ত স্নান মধ্যে অপামার্গ, তুম্বী প্রপুন্নাট ও কট্‌ফল ভ্রমণ করাইবে। বলিবে—হে শীতলোষ্ঠ সমাযুক্ত। সকণ্টক দলান্বিত, অপামার্গ! তুমি পুনঃপুনঃ ভ্রাম্যমাণ হইয়া আমার পাপ হরণ কর। মস্তকোপরি অপামার্গ ও প্রপুন্নাট ভ্রমণ করা-ইয়া পরে যমরাজের নামনিচয় উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে; বলিবে,—যম ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, উড়ুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্তকে নমস্কার।১—১৩। দেবগণকে পূজা করিয়া নরক উদ্দেশে দীপ দান করিবে।

ততঃ প্রদোষসময়ে দীপান্ দদ্যান্মনোহরান্ ॥ ১৪
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং ভবনেষু বিশেষতঃ।
কূটাগারেষু চৈত্যেষু সভাসু চ নদীষু চ ॥ ১৫
প্রাকারোদ্যানবাপীষু প্রতোলীনিষ্কুটেষু চ।
মন্দুরাসু বিবিক্তাসু হস্তিশালাসু চৈব হি ॥ ১৬
এবং প্রভাতসময়ে হ্যমাবাস্যান্তু পাবকে।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৃন্ ভক্ত্যা সম্পূজ্যাথ প্রণম্য চ
কৃত্বা তু পার্ব্বণং শ্রাদ্ধং দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।
ভোজ্যৈর্নানাবিধৈর্ব্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা ক্ষমাপয়েৎ ॥ ১৮
ততোঽপরাহ্নসময়ে পোষয়েন্নাগরান্ প্রিয়।
তেষাং গোষ্ঠীঞ্চ মানঞ্চ কৃত্বা সম্ভাষণং নৃপঃ ॥ ১৯
পিতৃণাং বৎসরং যাবৎ প্রীতিরুৎপদ্যতে গুহ
অপ্রবুদ্ধে হরৌ পূর্ব্বং স্ত্রীভির্লক্ষ্মীঃ প্রবোধয়েৎ
প্রবোধসময়ে লক্ষ্মীং বোধয়িত্বা তু সুস্ত্রিয়া।
পুমান্ বৈ বৎসরং যাবল্লক্ষ্মীস্তং নৈব স মুঞ্চতি
অভয়ং প্রাপ্য বিপ্রেভ্যো বিষ্ণুভীতাঃ সুরদ্বিষঃ
সুপ্তং ক্ষীরোদধৌ জ্ঞাত্বা লক্ষ্মীং পদ্মাশ্রিতাং তথা ॥ ২২
ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপজ্যোতিঃ স্থিতা তু যা ॥ ২৩
যা লক্ষ্মীর্দিবসে পুণ্যে দীপাবল্যাঞ্চ ভূতলে।
গবাং গোষ্ঠে তু কার্ত্তিক্যাং সা লক্ষ্মীর্ব্বরদা মম
শঙ্করশ্চ ভবানী চ ক্রীড়য়া দ্যূতমাস্থিতৌ।
ভবান্যাভ্যর্চ্চিতা লক্ষ্মীর্ধেনুরূপেণ সংস্থিতা ॥ ২৫
গৌর্য্যা জিত্বা পুরা শম্ভুর্নগ্নো দ্যূতে বিসর্জ্জিতঃ
অতোঽয়ং শঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখেস্থিতা ॥ ২৬
প্রথমং বিজয়ো যস্য তস্য সংবৎসরং সুখম্।
এবং গতে নিশীথে তু জনে নিদ্রার্দ্ধলোচনে।
তাবন্নগরনারীভিস্তূর্য্যডিণ্ডিমবাদনৈঃ।
নিষ্কাস্যতে প্রহৃষ্টাভিরলক্ষ্মীশ্চ গৃহাঙ্গনাৎ ॥ ২৮

অতঃপর প্রদোষকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির গৃহে মনোহর দীপাবলী প্রদান করিবে। এতদ্ভিন্ন কূটাগার, চৈত্য, সভা, নদী, প্রাকার, উদ্যান, বাপী, প্রতোলী, নিষ্কুট, অশ্বশালা ও হস্তিশালা-সমূহেও প্রদীপ প্রদান করিতে হয়। এইরূপে অমাবস্যা দিনেও প্রভাতে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃলোকদিগকে পূজা ও প্রণামপূর্ব্বক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ সমাধানান্তে দধি, ক্ষীর, ঘৃতাদি ও অন্য নানাবিধ ভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর অপরাহ্ণকালে নগরবাসীদিগের পরিতোষ জন্মাইবে। ঐ সময় তাহাদের সম্মিলন, সম্মান ও সম্ভাষণ করিলে পিতৃগণের সংবৎসর যাবৎ প্রীতি হইয়া থাকে। হরির অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় স্ত্রীগণ দ্বারা পূর্ব্বে লক্ষ্মীকে প্রবোধিত করিবে। প্রবোধকালে শুভা ললনা দ্বারা লক্ষ্মীকে প্রবোধিত করিলে লক্ষ্মী সেই পুরুষকে সংবৎসর মধ্যে পরিত্যাগ করেন না। পূর্ব্বে বিষ্ণুভীত দৈত্যগণ বিপ্রগণের নিকট অভয় পাইয়াছিল। তাহারা বিষ্ণুকে এবং পদ্মালয়া লক্ষ্মীকে ক্ষীরসাগরে সুপ্ত জানিয়া লক্ষ্মীদেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল,—হে দেবি! জ্যোতি, শ্রী, রবি, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, সৌদামিনী, সৌবর্ণ, তারকা, সকলই তুমি। তুমিই সকল জ্যোতির জ্যোতি এবং তুমিই দীপজ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থিতা। যে লক্ষ্মী ভূতলে পুণ্যদিবসে, কার্ত্তিকে দীপাবলীতে ও গোগোষ্ঠে বিরাজমানা, সেই লক্ষ্মী আমার বরপ্রদা হউন। ১৪—২৪। পূর্ব্বে শঙ্কর এবং ভবানী দ্যূতক্রীড়ায় অসক্ত হইয়াছিলেন, ভবানী ধেনুরূপেস্থিতা লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করেন। তিনি ধেনু অর্চ্চনার ফলে দ্যূত ক্রীড়ায় পূর্ব্বে নগ্ন শম্ভুকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। তাই শঙ্কর দুঃখী হন এবং গৌরী নিত্য সুখে অবস্থান করেন। ঐ দিনের দ্যূত ক্রীড়ায় প্রথমে যাহার জয় হয়, সংবৎসর তাহার সুখে যায়। এইরূপ ক্রীড়া করিতে করিতে নিশীথে লোক যখন নিদ্রার্দ্ধনিমীলিত-নেত্র হয়, তখন নগরবাসিনী নারীগণ প্রহৃষ্টচিত্তে তূর্য্য ও ডিণ্ডিম বাদ্য

পরাজয়ে বিরুদ্ধং স্যাৎ প্রতিপদ্যদিতে রবৌ।
প্রাতর্গোবর্দ্ধনঃ পূজ্যো দ্যূতং রাত্রৌ সমাচরেৎ
ভূষণীয়াস্তথা গাবো বর্জ্জ্যা বহনদোহনাৎ।
গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুলত্রাণকারক ॥ ৩০
বিষ্ণুবাহুকৃতোচ্ছায় গবাং কোটিপ্রদো ভব।
যা লক্ষ্মীর্লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা ॥
ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে মম পাপং ব্যপোহতু।
অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ।
গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥
ইতি গোবর্দ্ধনপূজা।
সম্ভাবেনৈব সন্তোষ্য দেবান্ সৎপুরুষান্নরান্।
ইতরেষামন্নপানৈর্বাক্যদানেন পণ্ডিতান্॥ ৩৩
বস্ত্রৈস্তাম্বূলদীপৈশ্চ পুষ্পকর্পূরকুঙ্কুমৈঃ।
ভক্ষ্যেরুচ্চাবচৈর্ভোজ্যৈরন্তঃপুরনিবাসিনঃ ॥৩৪
গ্রামর্ষভঞ্চ দানৈশ্চ সামন্তান্ নৃপতির্ধনৈঃ।
পদাতিজনসঙ্ঘাংশ্চ গ্রৈবেয়ৈঃ কটকৈঃ শুভৈঃ ॥
স্বানমাত্যাংশ্চ তান্ রাজা তোষয়েৎ স্বজনান্
পৃথক্।
যথার্থং তোষয়িত্বা তু ততো মল্লান্নটাংস্তথা ॥ ৩৬
বৃষভাংশ্চ মহোক্ষাংশ্চ যুধ্যমানান্ পরৈঃ সহ।
রাজন্যাংশ্চাপি যোধাংশ্চ পদাতীন্
সমলঙ্কৃতান্ ॥
মঞ্চারূঢ়ঃ স্বয়ং পশ্যেন্নটনর্ত্তকচারণান্।
যোধয়েদ্বাসয়েচ্চৈব গোমহিষ্যাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৩৮
বৎসানাকর্ষয়েদ্গোভিরুক্তিপ্রত্যুক্তিবাদনাৎ
ততোঽপরাহ্নসময়ে পূর্ব্বস্যাং দিশি পাবকে ॥৩৯
মার্গপালীং প্রবধ্নীয়াদ্দুর্গস্তম্ভেঽথ পাদপে।
কুশকাশময়ীং দিব্যাং লম্বকৈর্ব্বহুভির্ণ্তহ ॥ ৪০
বীক্ষয়িত্বা গজানশ্বান্ মার্গপাল্যান্তলে নয়েৎ।
গাবৈর্বৃষাংশ্চ মহিষান্মহিষীর্ঘণ্টিকোৎকটাঃ ॥ ৪১
কৃতহোমৈর্দ্বিজেন্দ্রৈস্তু বধ্নীয়ান্মার্গপালিকাম্।
নমস্কারং ততঃ কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন সুব্রত ॥ ৪২

সহকারে গৃহাঙ্গন হইতে অলক্ষ্মীকে নিষ্কাশিত করিয়া থাকে। ঐ দিন যদি দ্যূতে পরাজয় ঘটে, তবে সংবৎসর বিরুদ্ধ হয়। প্রতিপদে সূর্য্যোদয় হইলে প্রাতে গোবর্দ্ধন গিরির পূজা করিবে এবং রাত্রিতে দ্যূত ক্রীড়া করিবে। ঐ দিন গাভীদিগকে ভূষিত করিয়া তাহাদিগের দোহন বাহন করিবে না। বলিবে—হে গোকুলত্রাণকারক, ধরাধার গোবর্দ্ধন! বিষ্ণুবাহু দ্বারা তোমার ঔন্নত্য বিহিত হইয়াছিল, তুমি গোকোটিপ্রদ হও। যে লক্ষ্মী লোকপালগণের ধেনুরূপে অবস্থিত হইয়া যজ্ঞার্থ ঘৃত বহন করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী আমার পাপ অপনোদন করুন। আমার অগ্রে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে সর্ব্বত্রই গোগণ অবস্থিত হউন। আমি গোগণমধ্যে বাস করি। এইরূপ গোবর্দ্ধনপূজা করিয়া রাজা সম্ভাব দ্বারা দেব ও সজ্জনদিগকে, অন্নপান বিতরণে ইতর লোকদিগকে, বাক্য দানে পণ্ডিতবর্গকে এবং বস্ত্র, তাম্বুল, দীপ, পুষ্প, কর্পূর কুঙ্কুম, উত্তমোত্তম ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্বারা অন্তঃপুরবাসীদিগকে, দান দ্বারা গ্রামাধ্যক্ষকে, ধন দ্বারা সামন্তদিগকে এবং সুন্দর শিরোভূষণ ও কটক দ্বারা পদাতি, স্বীয় অমাত্য ও স্বজনবর্গকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পরিতুষ্ট করিবেন। এইরূপে যথার্থ পরিতোষ জন্মাইয়া রাজা স্বয়ং মঞ্চারূঢ় হইয়া মল্ল, নট, বৃষভ, অন্য সহ যুধ্যমান মহোক্ষ, অলঙ্কৃত রাজন্য, যোধ, পদাতি, নট, নর্ত্তক ও চারণদিগকে দর্শন করিবেন, গো ও মহিষাদির যুদ্ধ বাধাইয়া দিবেন, তাহাদিগকে পালন করিবেন, এবং উক্তি প্রত্যুক্তি ও বাদ্যযোগে গোগণ দ্বারা বৎসদিগকে আকর্ষণ করাইবেন। অনন্তর অপরাহ্নকালে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত দুর্গস্তম্ভে বা পাদপে কুশকাশময়ী বহু লম্বকযুতা দিব্যা মার্গপালী বন্ধন করিবেন।২৫—৪০। পরে গজ ও অশ্বদিগকে উহা দেখাইয়া তাহাদিগকে এবং ঘণ্টিকাসমুদ্ধত গো, বৃষ, মহিষ ও মহিষীদিগকে উহার নিম্নে লইয়া যাইবেন। পরে হুতহোম দ্বিজেন্দ্রগণ দ্বারা মার্গপালিকা বন্ধন করিবেন। হে সুব্রত! অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে উহাকে

মার্গপালি নমস্তভ্যং সর্ব্বলোকসুখপ্রদে।
মার্গপালীতলে স্কন্দ যান্তি গাবো মহাবৃষাঃ ॥৪৩
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ বিশেষতঃ।
মার্গপালীঃ সমুল্লঙ্ঘ্য নীরুজঃ সুখিনো হি তে ॥
কৃত্বৈবং সর্ব্বমেবেহ রাত্রৌ দৈত্যপতের্ব্বলেঃ।
পূজাং কুর্য্যাত্ততঃ সাক্ষাদ্ভূমৌ মণ্ডলকে কৃতে ॥
বলিমালিখ্য দৈত্যেন্দ্রং বর্ণকৈঃ পঞ্চরঙ্গকৈঃ।
সর্ব্বাভরণসম্পূর্ণং বিন্ধ্যাবলিসমন্বিতম্ ॥ ৪৬
কুষ্মাণ্ডময়জম্ভোরু-মধুদানবসংবৃতম্।
সম্পূর্ণং হৃষ্টবদনং কিরীটোৎকটকুণ্ডলম্ ॥ ৪৭
দ্বিভুজং দৈত্যরাজানং কারয়িত্বা স্বকে পুনঃ।
গৃহস্য মধ্যে শালায়াং বিশালায়াং ততোঽর্চ্চয়েৎ
মাতৃভ্রাতৃজনৈঃ সার্দ্ধং সন্তুষ্টো বন্ধুভিঃ সহ।
কমলৈঃ কুমুদৈঃ পুষ্পৈঃ কহ্লারৈরক্তকোৎপলৈঃ
গন্ধপুষ্পান্ননৈবেদ্যৈঃ সক্ষীরৈর্গুড়পায়সৈঃ।
মদ্যমাংসসুরালেহ্য-চোষ্যভক্ষ্যোপহারকৈঃ ॥ ৫০
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্রঃ সমন্ত্রী সপুরোহিতঃ।

পূজাং করিষ্যতে যো বৈ সৌখ্যং স্যাত্তস্য বৎসরম্ ॥
বলিরাজ নমস্তভ্যং বিরোচনসুত প্রভো।
ভবিষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৫২
এবং পূজাবিধিং কৃত্বা রাত্রৌ জাগরণং ততঃ।
কারয়েদ্বৈ ক্ষণং রাত্রৌ নটনর্ত্তকগায়কৈঃ ॥৫৩
লোকৈশ্চাপি গৃহস্থান্তে সর্প্যাং শুক্লতণ্ডুলৈঃ
সংস্থাপ্য বলিরাজানং ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ
বলিমুদ্দিশ্য বৈ তত্র কার্য্যং সর্ব্বঞ্চ পাবকে।
যানি যান্যক্ষয়ান্যাহুর্ঋষয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫৫
যদত্র দীয়তে দানং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তদক্ষয়ং ভবেৎসর্ব্বং বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং শুভম্
রাত্রৌ যে ন করিষ্যন্তি তব পূজাং বলে নরাঃ
তেষামশ্রোত্রিয়ং ধর্ম্মং সর্ব্বং ত্বামুপতিষ্ঠতু ॥ ৫৭
বিষ্ণুনা চ স্বয়ং বৎস তুষ্টেন বলয়ে পুনঃ।
উপকারকরং দত্তমসুরাণাং মহোৎসবম্ ॥ ৫৮

নমস্কার করিবেন। মন্ত্র যথা—হে সর্ব্বলোক-শুভপ্রদে, মার্গপালি! তোমায় নমস্কার করি। হে স্কন্দ! গো, মহাবৃষ, রাজা, রাজপুত্র, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ মার্গপালীতলে গমন করেন এবং উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া নীরোগ ও সুখী হইয়া থাকেন। এইরূপে সর্ব্বকার্য্য করিয়া রাত্রিতে দৈত্যপতি বলির পূজা করিতে হয়। ভূতলে মণ্ডল করিয়া পঞ্চবর্ণক দ্বারা সর্ব্বাভরণভূষিত বিন্ধ্যাবলিযুত দৈত্যেন্দ্র বলিকে অঙ্কন করিবে। বলির সঙ্গে কুষ্মাণ্ড, ময়, জম্ভ, উরু ও মধুদানবের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে। বলিকে পূর্ণ প্রহৃষ্টবদন, কিরীট ও উৎকট কুণ্ডলশালী, দ্বিভুজ, দৈত্যরাজরূপে প্রস্তুত করিয়া মাতা ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুসহ হৃষ্টচিত্তে গৃহমধ্যস্থ বিশাল শালায় কমল, কুমুদ, কহ্লার, রক্তোৎপল, গন্ধ, পুষ্প, অন্ন, নৈবেদ্য, ক্ষীর, গুড়, পায়স, মদ্য, মাংস, সুরা, লেহ্য, চোষ্য, ভক্ষ্য ও অন্যান্য উপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। যে রাজেন্দ্র মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বলিরাজের পূজা করেন, তাঁহার সেই বৎসর সুখে অতিবাহিত হয়। মন্ত্র যথা—হে বিরোচনসুত বলিরাজ! হে প্রভো! হে ভবিষ্যেন্দ্র! সুরারাতে! তোমায় নমস্কার; তুমি এই পূজা গ্রহণ কর। এইরূপ পূজা-বিধি অনুষ্ঠান করিয়া নট, নর্ত্তক গায়কগণ ও অন্যান্য লোকজন সহ রাত্রিতে জাগরণ করিবেন এবং শুক্লতণ্ডুল দ্বারা সর্প্যা স্থাপন-পূর্ব্বক ফল পুষ্প দ্বারা বলিরাজকে পূজা করি-বেন ।৪১—৫৪। হে পাবকে! তত্ত্বদর্শী ঋষি-গণ বলিয়াছেন, বলির উদ্দেশে ঐ সময় যে সকল সৎকার্য্য করিবে, তৎসমস্তই অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। এই কালে স্বল্প বা বহু যে কিছু দান কার্য্য করা হয়, তৎসমস্তই অক্ষয় ও বিষ্ণু প্রীতিকর হইয়া থাকে। হে বলে! যে সকল নর রাত্রিকালে তোমার পূজা করিবে না, তাহা-দের সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম তোমাতে গিয়া উপস্থিত হউক। বৎস! স্বয়ং বিষ্ণু বলির প্রতি তুষ্ট হইয়া অসুরগণের উপকারকর এই মহোৎসব দান করিয়াছেন। সেই

তদাপ্রভৃতি সেনানী প্রবৃত্তা কৌমুদী সদা।
সর্ব্বোপদ্রববিদ্রাবা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ৫৯
লোকশোকহরা কাম্যা ধনপুষ্টিসুখাবহা।
কুশব্দেন মহী জ্ঞেয়া মুদ হর্ষে ততো দ্বয়ম্ ॥৬০
ধাতুজ্ঞে নিগমৈশ্চৈব তেনৈষা কৌমুদী স্মৃতা।
কৌ মোদন্তে জনা যস্মান্নানাভাবৈঃ পরস্পরম্
হৃষ্টতুষ্টাঃ সুখাপন্নাস্তেনৈষা কৌমুদী স্মৃতা।
কুমুদানি বলের্যস্যাং দীয়ন্তে তেন ষণ্মুখ ॥ ৬২
অঘ্যার্থং পার্থিবৈঃ পুত্র তেনৈষা কৌমুদী স্মৃতা
একমেবমহোরাত্রং বর্ষেবর্ষে চ কার্ত্তিকে ॥ ৬৩
দত্তং দানবরাজস্য আদর্শমিব ভূতলে।
যঃ করোতি নৃপো রাজ্যে তস্য ব্যাধিভয়ং কুতঃ
সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগং তস্য সম্পদনুত্তমা।
নীরুজশ্চ জনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতাঃ ॥৬৫
কৌমুদী ক্রিয়তে তস্মাদ্ভাবং কর্ত্তুং মহীতলে।
যো যাদৃশেন ভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাঞ্চ ষণ্মুখ ॥ ৬৬
হর্ষদুঃখাদিভাবেন তস্য বর্ষং প্রযাতি হি।
রুদিতে রোদতে বর্ষং হৃষ্টে বর্ষং প্রহর্ষিতম্ ॥৬
ভুঙ্ক্তে ভোক্তা ভবেদ্বর্ষং স্বস্থে স্বস্থং ভবিষ্যতি
তস্মাৎ প্রহৃষ্টৈঃ কর্ত্তব্যা কৌমুদী চ শুভৈর্নরৈঃ
বৈষ্ণবী দানবী চেয়ন্তিথিঃ প্রোক্তা চ কার্ত্তিকে

দীপোৎসবং জনিতসর্ব্বজনপ্রসাদং
কুর্ব্বতি যে শুভতয়া বলিরাজপূজাম্।
দানোপভোগসুখবুদ্ধিমতাং কুলানাং
হর্ষং প্রযাতি সকলং শুভদঞ্চ বর্ষম্ ॥ ৭০

স্কন্দৈতাস্তিথয়ো নূনং দ্বিতীয়াদ্যাশ্চ বিশ্রুতাঃ।
মাসৈশ্চতুর্ভিশ্চ ততঃ প্রাবৃট্‌কালে শুভাবহাঃ ।
প্রথমা শ্রাবণে মাসি তথা ভাদ্রপদেঽপরা।
তৃতীয়াশ্বযুজে মাসি চতুর্থী কার্ত্তিকে ভবেৎ ॥৭২
কলুষা শ্রাবণে মাসি তথা ভাদ্রপদেঽমলা।
আশ্বিনে প্রেতসঞ্চারা কার্ত্তিকে যাম্যকা মতা ॥

গুহ উবাচ।

কস্মাৎ সা কলুষা প্রোক্তা কস্মাৎ সা
নির্ম্মলা মতা।

হইতে কৌমুদী প্রবৃত্ত হইয়াছে। উহা সর্ব্ব উপদ্রবহারিণী, সর্ব্ববিঘ্ননাশিনী, লোক-শোকহরা, কাম্যা এবং ধনপুষ্টিসুখাবহা। কুশব্দে পৃথ্বী আর মুদ ধাতুর অর্থ হর্ষ, নিগম অনুসারে তাই কৌমুদী পদ নিষ্পন্ন; পৃথিবীতে জনগণ নানাভাবে পরস্পর হৃষ্ট, তুষ্ট ও সুখসম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম কৌমুদী হইয়াছে। অপিচ, হে পুত্র! পার্থিবগণ অর্ঘ্য নিমিত্ত তাঁহাকে এই তিথিতে কুমুদ সকল প্রদান করেন, এইজন্য ইহা কৌমুদী নামে বিখ্যাত। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক মাসের যে দিনে দানবরাজের উদ্দেশে দান করা হয় ভূতলে ঐ অহোরাত্রটী আদর্শবৎ প্রতিভাত। যে রাজা নিজ রাজ্যে উৎসব অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার আর ব্যাধিভয় কোথায়? ইহাতে দেশে সুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য ও অনুত্তম সম্পদ্ হয়। লোক সকল নিরুপদ্রব ও নীরোগ হইয়া থাকে। তাই ভাব বিস্তারার্থ মহীতলে সকলেই কৌমুদী অনুষ্ঠান করে। হে ষড়ানন! যে ব্যক্তি যাদৃশ হর্ষদুঃখাদি ভাবে এই কৌমুদীতে অবস্থান করে, সম্পূর্ণ বৎসর তাহার সেই ভাবে অতিবাহিত হয়। এই দিনে রোদনে সারা বৎসর রোদন, হর্ষে হর্ষ, ভোজনে ভোজন এবং স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে, এইজন্য নরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া কৌমুদী অনুষ্ঠান করিবে। কার্ত্তিক মাসের এই তিথি দানবী বৈষ্ণবী তিথি বলিয়া অভিহিত। যাহারা সকল লোকের প্রসন্নতাজনক দীপোৎসব ও বলিরাজপূজা করে, তাদৃশ দান উপভোগ সুখ ও বুদ্ধিশালী জনগণের কুলে সকলেই হর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সেই বর্ষ শুভপ্রদ হইয়া থাকে। ৫৫—৭০।

হে স্কন্দ! এই দ্বিতীয়াদি তিথি বিশেষরূপে বিখ্যাত, প্রাবৃট্‌কালে চারি মাসের চারিটী শুভাবহ তিথি প্রসিদ্ধ। শ্রাবণে প্রতিপৎ, ভাদ্রে দ্বিতীয়া, আশ্বিনে তৃতীয়া এবং কার্ত্তিকে চতুর্থী তিথি প্রশস্ত। ইহাদের মধ্যে শ্রাবণ মাসের তিথি কলুষা, ভাদ্রের তিথি অমলা, আশ্বিনে প্রেতসঞ্চারা এবং

কস্মাৎ সা প্রেতসঞ্চারা কস্মাদ্‌যাম্যা প্রকীর্ত্তিতা
সূত উবাচ।
ইতি স্কন্দবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং প্রহসন্ বৃষভধ্বজঃ॥ ৭৫
মহেশ উবাচ।
পুরা বৃত্রবধে বৃত্তে প্রাপ্তে রাজ্যে পুরন্দরে।
ব্রহ্মহত্যাপনোদার্থমশ্বমেধঃ প্রবর্ত্তিতঃ॥ ৭৬
ক্রোধাদিন্দ্রেণ বজ্রেণ ব্রহ্মহত্যা নিষূদিতা।
ষড়্‌বিধা সা ক্ষিতৌ ক্ষিপ্তা বৃক্ষতোয়মহীতলে
নার্য্যাং ভ্রূণহণি বহ্নৌ সংবিভজ্য যথাক্রমম্।
তৎপাপশ্রবণাৎ পূর্ব্বং দ্বিতীয়াদিদিনেন চ॥ ৭৮
নারীবৃক্ষনদীভূমিবহ্নিভ্রূণহনস্তথা।
কলুষীভবনং জাতো হ্যতোহর্থং কলুষা স্মৃতা॥
মধুকৈটভয়ো রক্তে পুরা মগ্নাভূ মেদিনী।
অষ্টাঙ্গুলাপবিত্রা সা নারীণান্তু রজো মলম্॥
নদ্যঃ প্রাবৃণ্মলা সর্ব্বা বহ্নের্দ্ধূমঃ মসীমলঃ।
নির্য্যাসমলিনা বৃক্ষাঃ সঙ্গাদ্‌ভ্রূণহনো মলা॥৮১
কলুষাণি চরন্ত্যস্মাং তেনৈষা কলুষা মতা।
দেবর্ষিপিতৃধর্ম্মাণাং নিন্দকা নাস্তিকাঃ শঠাঃ॥৮২
তেষাং সা বাঙ্‌মলাৎ পূতা দ্বিতীয়া তেন নির্ম্মলা
অনধ্যায়েষু শাস্ত্রাণি পাঠয়ন্তি পঠন্তি চ॥ ৮৩
সাঙ্খ্যকাস্তার্কিকাঃ শ্রোতাস্তেষাং শব্দাপ-
শব্দজাৎ।
মলাৎ পূতা দ্বিতীয়ায়াং ততোহর্থে নির্ম্মলা চ সা
কৃষ্ণস্য জন্মনা বৎস ত্রৈলোক্যং পাবিতং ভবেৎ
নভস্যেঽতো বিনির্দ্দিষ্টা নির্ম্মলা সা তিথির্বুধৈঃ
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা।
পিতৄন্ পিতামহান্ প্রেতসঞ্চারাৎ প্রেতসঞ্চরাঃ।
প্রেতাস্তু পিতরঃ প্রোক্তাস্তেষাং তস্যাস্তু সঞ্চরঃ
পুত্রপৌত্রৈস্তু দৌহিত্রৈঃ স্বধামন্ত্রৈস্তু পূজিতাঃ।
শ্রাদ্ধদানমখৈস্তৃপ্তা যান্ত্যতঃ প্রেতসঞ্চরা।
মহালয়ে তু প্রেতানাং সঞ্চারো ভুবি দৃশ্যতে।
তেনৈষা প্রেতসঞ্চারা কীর্ত্তিতা শিখিবাহন।

কার্ত্তিকের তিথি যাম্যকা। স্কন্দ কহিলেন,—উক্ত তিথিচতুষ্টয় কলুষা, নির্ম্মলা, প্রেতসঞ্চারা এবং যাম্যকা নামে কীর্ত্তিত হইল কেন? সূত কহিলেন,—স্কন্দের এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ ভূতভাবন বৃষধ্বজ হাস্যপূর্ব্বক মধুর বাক্যে বলিলেন,—পূর্ব্বে বৃত্রাসুর নিহত ও পুরন্দর রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা নিবারণের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র দ্বারা ব্রহ্মহত্যা বিনাশ করিলে উহা ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া বৃক্ষ, জল, মহী, নারী, ভ্রূণহত্যাকারী ও বহ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ঐ পাপ শ্রবণের পূর্ব্বদিনে প্রতিপৎ তিথিতেই নারী, বৃক্ষ, নদী, ভূমি, বহ্নি ও ভ্রূণহত্যাকারীদিগের কালুষ্য হয়। পূর্ব্বে মধুকৈটভের রক্তে মেদিনী মগ্ন হইয়াছিল। তাহাতে অষ্টাঙ্গুল পরিমিত ভূমি অপবিত্র হয়। নারীগণের মল রজ, প্রাবৃটের মল নদী, বহ্নির মল ধূম, বৃক্ষসমূহের মল নির্য্যাস, ভ্রূণহত্যাকারীর সঙ্গই মল। সুতরাং এই তিথিতে কলুষরাশি সঞ্চরণ করে বলিয়া ইহাকে কলুষা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়া তিথি দেব, ঋষি, পিতৃ ও ধর্ম্মনিন্দক নাস্তিক ও শঠ ব্যক্তিগণের বাক্যমলেই পূত হইয়াছিল, তাই উহা নির্ম্মলা। যাহারা অনধ্যায়-দিনে শাস্ত্রসমূহ পাঠ করে বা করায়, তাহাদের এবং সাংখ্যিক, তার্কিক ও শ্রোতাদিগের শব্দাপশব্দজনিত মল হইতে পূত হওয়াতেও দ্বিতীয়া নির্ম্মলা হইয়াছে। বৎস! শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হওয়ায় সমগ্র ত্রৈলোক্য—বিশেষতঃ ভাদ্রমাস পবিত্রীকৃত হইয়াছিল; তাই ভাদ্রমাসের এই তিথিকে বুধগণ নির্ম্মলা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৭১—৮৫। অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, আজ্যপ এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃপিতামহগণ আশ্বিনমাসের তৃতীয়া তিথিতে সঞ্চরণ করেন, তাই ইহা প্রেতসঞ্চারা। পিতৃগণকেই প্রেত বলা হয়। এই তিথিতে তাঁহাদের সঞ্চার হইয়া থাকে ইহাতে পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রগণের উচ্চারিত স্বধামন্ত্র এবং অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ, দান ও যজ্ঞ দ্বারা তৃপ্ত হইয়া পিতৃগণ প্রয়াণ করেন

যমস্তু ক্রিয়তে পূজা যতোঽস্যাং পাবকেনরৈঃ
তেনৈষা যাম্যকা প্রোক্তা সত্যং সত্যং ময়োদিতম্।
এতৎ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যং যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ॥
কার্ত্তিকস্নানজং পুণ্যং তেষাং ভবতি নিশ্চিতম্
কার্ত্তিকে চ দ্বিতীয়ায়াং পূর্ব্বাহ্ণে যমমর্চ্চয়েৎ।
ভানুজায়াং নরঃ স্নাত্বা যমলোকং ন পশ্যতি॥৯৯
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়ান্তু শৌনক।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভো জতঃ স্বগেহেঽর্চ্চিতঃ॥
দ্বিতীয়ায়াং মহোৎসর্গো নারকীয়াশ্চ তর্পিতাঃ॥
পাপেভ্যো বিপ্রযুক্তাস্তে মুক্তাঃ সর্ব্বনিবন্ধনাৎ
আশংসিতশ্চ সন্তুষ্টাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে যদৃচ্ছয়া।
তেষাং মহোৎসবো বৃত্তো যমরাষ্ট্রসুখাবহঃ॥১০
অতো যমদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
তস্মান্নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো বুধৈঃ
স্নেহেন ভগিনীহস্তাদ্‌ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ।
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রাণি পূজা সংকারসংযুতম্।
ভোক্তব্যং সহজায়াশ্চ ভগিন্যা হস্ততঃ পরম্॥
সর্ব্বস্মাৎ ভগিনীহস্তাদ্ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনম্।
ঊর্জ্জে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং পূজিতস্তর্পিতো যমঃ॥৯৯
মহিষাসনমারূঢ়ো দণ্ডমুদ্গরভৃৎ প্রভুঃ।
বেষ্টিতঃ কিঙ্করৈর্হৃষ্টৈস্তস্মৈ যাম্যাত্মনে নমঃ॥
যৈর্ভগিন্যঃ সুবাসিন্যো বস্ত্রদানাদিতোষিতাঃ।
ন তেষাং বৎসরং যাবৎ কলহো ন রিপোর্ভয়ম্
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ধর্ম্মকামার্থসাধনম্।
ব্যাখ্যাতং সকলং পুত্র সরহস্যং ময়ানঘ॥ ১০২
যস্যান্তিথৌ যমুনয়া যমরাজদেবঃ
সম্ভোজিতঃ প্রতিতিথৌ স্বস্বসৌহৃদেন।

বলিয়া এই তিথির নাম প্রেতসঞ্চারা। হে কার্ত্তিকেয়! মহালয়ে ভূতলে প্রেতগণের সঞ্চার দেখা যায়,তাই ইহা প্রেতসঞ্চারা নামে কীর্ত্তিত। হে পাবক! কার্ত্তিক মাসের চতুর্থীতে নরগণ যমপূজা করিয়া থাকে। তাই এই তিথি যাম্যকা নামে অভিহিতা। ইহা আমি সত্য সত্যই বলিলাম। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ এই কার্ত্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, নিশ্চয়ই তাহাদের কার্ত্তিকস্নানজন্য পুণ্য হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয়ার দিন পূর্ব্বাহ্ণে যমের অর্চ্চনা করিবে। পরে যমুনায় স্নান করিবে। ইহাতে নর কখনও যমলোক দর্শন করে না। হে শৌনক! পূর্ব্বকালে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়াদিনে যমুনা যমকে স্বগৃহে অর্চ্চনা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। এইদিনে যে মহোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে নারকীয়গণও তর্পিত এবং পাপহীন হইয়া সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিল। তাহারা এইদিনে সদ্গতিলাভে আশান্বিত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে যথেচ্ছ অবস্থান করিয়াছিল। এইরূপে তাহাদের যমরাষ্ট্রসুখাবহ মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এই যমদ্বিতীয়া সর্ব্বলোকে বিশ্রুত হইয়াছে। অতএব এ দিনে বিজ্ঞজনগণ নিজগৃহে ভোজন করিবেন না। স্নেহবশতঃ ভগিনীহস্তে পুষ্টিবর্দ্ধন অন্ন ভোজন করিবেন। ভ্রাতারা ভগিনীদিগকে এইদিনে স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্রাদি বিবিধ দানীয় দ্রব্য যথাবিধি দান করিবেন। পরে সহোদরা ভগিনীর হস্ত হইতে পূজাসৎকারসহ অন্ন ভোজন করিবেন। সমস্ত ভগিনীর হস্ত হইতেই বলবর্দ্ধন অন্ন ভোজন করিতে হয়। কার্ত্তিকে শুক্লদ্বিতীয়ায় এই কার্য্যকরণে যমপূজিত ও তর্পিত হইয়া থাকেন। ৮৬—৯৯ যম মহিষাসনারূঢ়, দণ্ডমুদ্গরধারী এবং হৃষ্ট-পুষ্ট কিঙ্করগণে পরিবেষ্টিত; তাঁহাকে নমস্কার করি। যাহারা এই দিনে সুবাসিনী ভগিনীদিগকে বস্ত্রাদি দ্বারা তোষিত করে, সংবৎসর যাবৎ তাহাদের কলহ হয় না বা যমভয় থাকে না। হে পুত্র! এই ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, সর্ব্ব কামার্থসাধন, রহস্য সর্ব্ববৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম। যে তিথিতে যমুনা যমরাজকে সস্নেহে ভোজন

তস্মাৎ স্বসুঃ করতলাদিহ যো ভুনক্তি
প্রাপ্নোতি বিত্তশুভসম্পদমুত্তমাং সঃ ॥১০৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দীপোৎসবমহিমবর্ণনং নাম দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কার্ত্তিকেয় উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
বিধিং মাসোপবাসস্য ফলঞ্চাস্য যথোদিতম্ ॥১
যথাবিধি নরৈঃ কার্য্যা ব্রতচর্য্যা যথা ভবেৎ।
আরভ্যতে যথা পূর্ব্বং সমাপ্যং হি যথাবিধি ॥২
যাবৎসঙ্খ্যন্তু কর্ত্তব্যং তৎ প্রব্রূহি মহেশ্বর।
ব্রতমেতৎ সুরশ্রেষ্ঠ বিস্তরেণ মমানঘ ॥ ৩
শ্রীরুদ্র উবাচ।
সাধু পাবকি সর্ব্বস্তে যৎপৃষ্টং প্রব্রুবেঽনঘ।
ভক্ত্যা মতিমতাং শ্রেষ্ঠ শৃণুষ গদতো মম ॥ ৪
সুরাণাঞ্চ যথা বিষ্ণুস্তপতাঞ্চ যথা রবিঃ।
মেরুঃ শিখরিণাং যদ্বদ্বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৫
তীর্থানান্ত যথা গঙ্গা প্রজানাঞ্চ যথা বণিক্।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বব্রতানান্ত তদ্বন্মাসোপবাসনম্ ॥ ৬
সর্ব্বব্রতেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু চৈব হি।
সর্ব্বদানোদ্ভবঞ্চৈব লভেন্মাসোপবাসকৃৎ ॥ ৭
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
ন তৎপুণ্যমবাপ্নোতি যন্মাসপরিলঙ্ঘনাৎ ॥ ৮
তেন জপ্তং হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতা মখা।
যঃ করোতি বিধানেন নরোমাসমুপোষণম্ ॥ ৯
উদ্দিশ্য বৈষ্ণবং যজ্ঞং সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
গুরোরাজ্ঞাং ততো লব্ধা কুর্য্যান্মাসোপবাসনম্
বৈষ্ণবানি যথোক্তানি কৃত্বা সর্ব্বব্রতানি তু।
দ্বাদশ্যাদীনি পুণ্যানি ততো মাসমুপাবসেৎ ॥১১
অতিকৃচ্ছ্রঞ্চ পারাকং কৃত্বা চান্দ্রায়ণং ততঃ।
মাসোপবাসং কুর্ব্বীত জ্ঞাত্বা দেহবলাবলম্ ॥১২
বানপ্রস্থো যতির্ব্বাপি নারি বা বিধবা মুনে।

করাইয়াছিলেন, ইহলোকে সেই তিথিতে যে ব্যক্তি ভগিনীর করতল হইতে ভোজন করে, সে উত্তম বিত্ত ও শুভ সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০০—১০৩।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—ভগবন্! ব্রত সমূহের মধ্যে উত্তম ব্রত মাসোপবাসের যথোক্ত ফল শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহেশ্বর! নরগণ যেরূপে ব্রতচর্য্যা করিবে, যেরূপে প্রথম আরম্ভ করিবে, যেরূপ বিধানে সমাপ্ত করিবে এবং যাবৎসংখ্যক ব্রত করিবে, তাহা আমার নিকট বলুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি বিস্তৃতরূপেই ইহা কীর্ত্তন করুন। শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে অনঘ পাবকে! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, আমি সমস্তই তোমার নিকট বলিব। হে মতিমৎশ্রেষ্ঠ! ভক্তিপূর্ব্বক আমার মুখে ঐ বিষয় শ্রবণ কর। যেমন সুরগণ মধ্যে বিষ্ণু, তাপকারীদিগের মধ্যে রবি, শিখরিসমূহে সুমেরু, পক্ষিগণমধ্যে বৈনতেয়, তীর্থসমূহে গঙ্গা এবং প্রজাপুঞ্জ মধ্যে বণিক্ শ্রেষ্ঠ, তেমনি সর্ব্বব্রতমধ্যে মাসোপবাস ব্রতই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বব্রতে সর্ব্বতীর্থে এবং সর্ব্বদানে যে পুণ্য হয়, মাসোপবাসী ব্যক্তি সেই সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাসোপবাসে যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ ভূরিদক্ষিণান্বিত যজ্ঞেও সে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে নর যথাবিধি মাসোপবাস করে, তাহা দ্বারা জপ, হোম, দান, তপস্যা সমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব যজ্ঞোদ্দেশে প্রথমে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া পরে গুরুর অনুমোদন ক্রমে মাসোপবাস করিবে। দ্বাদশ্যাদি যথোক্ত পবিত্র বৈষ্ণব ব্রত সকল করিয়া পরে মাসোপবাস করিতে হইবে।১—১১। অতিকৃচ্ছ্র পরাক ও চান্দ্রায়ণ করিয়া পরে দেহের বলা-

মাসোপবাস কুর্ব্বীত গুরোর্ব্বিপ্রাজ্ঞয়া ততঃ ॥১৩
আশ্বিনস্যামলে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ।
ব্রতমেতত্তু গৃহ্নীয়াদ্যাবত্ত্রিংশদ্দিনানি তু ॥ ১৪
বাসুদেবং সমভ্যর্চ্চ্য কার্ত্তিকং সকলং নরঃ।
মাসক্ষোপবসেদ্যস্ত স মুক্তিফলভাগ্ভবেৎ ॥
অচ্যুতস্যালয়ে ভক্ত্যা ত্রিকালং কুমুদৈঃ শুভৈঃ।
মালতীন্দীবরৈঃ পদ্মৈঃ কমলৈস্ত সুগন্ধিভিঃ ॥১৬
কুঙ্কুমোশীরকর্পূরৈর্ব্বিলিপ্য বরচন্দনৈঃ।
নৈবেদ্যধূপদীপাদ্যৈরর্চ্চয়েচ্চ জনার্দ্দনম্ ॥ ১৭
মনসা কর্ম্মণা বাচা পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজম্।
কুর্ব্বন্নরস্ত্রীবিধবা বৃহদ্ভক্তির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮
নাম্নামেব তথালাপং বিষ্ণোঃ কুর্য্যাদহর্নিশম্।
ভক্ত্যা বিষ্ণোস্ততির্বাচ্যা মিথ্যালাপবিবর্জ্জিতা
সর্ব্বসত্ত্বদয়াযুক্তঃ শান্তবৃত্তিরহিংসকঃ।
সুপ্তো বা হ্যাসনস্থো বা বাসুদেবং প্রকীর্ত্তয়েৎ
স্মৃত্যালোকনগন্ধাদি স্বাদিতং পরিকীর্ত্তিতম্।
অন্নস্য বর্জ্জ্যং যদ্গ্রাসং গ্রাসানাং সম্প্রমোক্ষণম্
গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোঽভ্যঙ্গং তাম্বুলং সবিলেপনম্
ব্রতস্থো বর্জ্জয়েৎসর্ব্বং যচ্চান্যচ্চ নিরাকৃতম্ ॥২২
ন ব্রতস্থঃ স্পৃশেৎকিঞ্চিদ্বিকর্ম্মস্থং ন চালয়েৎ।
দেবতায়তনে তিষ্ঠন্ গৃহস্থশ্চাচরেদ্‌ব্রতম্ ॥ ২৩
কৃত্বা মাসোপবাসঞ্চ যথোক্তবিধিনা নরঃ।
নারী বা বিধবা সাধ্বী বাসুদেবং সমর্চ্চয়েৎ ॥
অন্যূনাধিকমেবন্তু ব্রতং ত্রিংশদ্দিনৈরিতি।
কৃত্বা মাসোপবাসন্তু সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫
ততোঽর্চ্চয়েদেব পুণ্যাং দ্বাদশ্যাং গরুড়ধ্বজম্।
পূজয়েৎ পুষ্পমালাভির্গন্ধধূপবিলেপনৈঃ ॥ ২৬
বস্ত্রালঙ্কারবাদ্যৈশ্চ তোষয়েদচ্যুতং নরঃ।
সংস্নাপয়েদ্ধরিং ভক্ত্যা তীর্থচন্দনবারিভিঃ ॥২৭
চন্দনেনানুলিপ্তাঙ্গং ধূপপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্।
বস্ত্রদানাদিভিশ্চৈব ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥
দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং তেভ্যঃ প্রণিপত্য ক্ষমাপয়েৎ

বল বুঝিয়া মাসোপবাস করিবে। বানপ্রস্থ যতি বা বিধবা নারী সকলেই গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া মাসোপবাস করিবে। আশ্বিনের শুক্লপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রিংশৎ দিন যাবৎ এই ব্রত গ্রহণ করিবে। যে নর সমস্ত কার্ত্তিক মাস বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া মাসোপবাস করে, সে ভুক্তি-মুক্তিফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উত্তম চন্দন, কুঙ্কুম, উশীর ও কর্পূর দ্বারা বিলেপিত করিয়া সুন্দর কুমুদ, মালতী, ইন্দীবর ও সুগন্ধি কমল এবং নৈবেদ্য, অপূপ ও দীপাদি দ্বারা হরিমন্দিরে হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। নর নারী বিধবা সকলেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত কর্ম্ম-মন-বাক্যে গরুড়ধ্বজকে পূজা করিবে এবং অহোরাত্র বিষ্ণুর নামালাপ করিবে। মিথ্যা-লাপ বর্জ্জন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর স্তব করিতে থাকিবে। সর্ব্ব প্রাণীতে দয়াযুক্ত, শান্তব্যবহার, অহিংসক নর, সুপ্ত বা আসনস্থ হইয়াও বাসুদেব-নাম কীর্ত্তন করিবে। স্মরণ, দর্শন, গন্ধাদি গ্রহণ এবং নামকীর্ত্তন এই সকলই কর্ত্তব্য। অন্ন গ্রাস বর্জ্জন করিবে; অন্য কিছুও গ্রাস গ্রাস করিয়া খাইবে না। ব্রতস্থ ব্যক্তি গাত্রা-ভ্যঙ্গ, শিরোঽভ্যঙ্গ, তাম্বুল, বিলেপন এবং অন্য সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু বর্জ্জন করিবে। ব্রতস্থ হইয়া অস্পৃশ্য কিছুই স্পর্শ করিবে না, বিকর্ম্মস্থকে চালন করিবে না, এবং গৃহস্থ দেবায়তনে থাকিয়া ব্রতাচরণ করিবে না। নর, নারী বা সাধ্বী বিধবা যথোক্ত বিধানে মাসোপবাস করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। অন্যূনাধিক ত্রিংশৎ দিনে এই মাসোপবাস ব্রত করিয়া যতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নর দ্বাদশীতে পুণ্যমূর্ত্তি গরুড়ধ্বজের পূজা করিবে।১২—২৪। পুষ্পমালা, গন্ধ,ধূপ, বিলে-পন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া অচ্যু-তের পরিতোষ জন্মাইবে এবং চন্দন ও তীর্থ বারি দ্বারা ভক্তিভরে হরিকে স্নান করাইবে। পরে চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ধূপ, পুষ্প ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে।

বিপ্রান্ ক্ষমাপয়িত্বা তু বিসৃজ্যাভ্যর্চ্চ্য পূজ্যেচ
এবং বিত্তানুসারেণ ভক্তিযুক্তেন শক্তিতঃ ।
এবং মাসোপবাসান্ হি কৃত্বাভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্
ভোজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ।
এবং মাসোপবাসান্তে বৃত্বা বিপ্রাংস্ত্রয়োদশ ৩১
নির্ধাপয়েত্ততস্তান্ বৈ বিধিনা যেন তচ্ছৃণু ।
কারয়েদ্বৈষ্ণবং যজ্ঞমেকাদশ্যামুপোষিতঃ ॥ ৩২
পূজয়িত্বা তু দেবেশমাচার্য্যানুজ্ঞয়া হরিম্ ।
অর্চ্চয়িত্বা যথাশক্ত্যা হ্যভিবাদ্য গুরুং তথা ॥৩৩
ততোঽনুভোজয়েদ্বিপ্রান্নমস্কারপুরঃসরম্ ।
বিশুদ্ধকুলচারিত্রান্ বিষ্ণুপূজনতৎপরান্ ॥ ৩৪
পূজয়িত্বা তথা সর্ব্বান্ ভোজয়িত্বা ত্রয়োদশ ।
তাম্বুলবস্ত্রযুগ্মানি ভোজনাচ্ছাদনানি চ ॥ ৩৫
যোগপট্টানি সূত্রাণি ব্রহ্মসূত্রাণি চৈব হি ।
দত্বা চৈব দ্বিজাগ্রেভ্যঃ পূজয়িত্বা প্রণম্য চ ॥৩৬
ততোঽনুপূজয়েদ্ভক্ত্যা শয্যাস্তরণসংস্কৃতাম্ ।
সাচ্ছাদনাং শুভাং শ্রেষ্ঠাং সোপধানামলঙ্কৃতাম্
কারয়িত্বাত্মনো মূর্ত্তিং কাঞ্চনীন্তু স্বশক্তিতঃ ।
ন্যসেত্তস্যান্ত শয্যায়ামর্চ্চয়িত্বা স্রগাদিভিঃ ॥ ৩৮
আসনং পাদুকা ছত্রং বস্ত্রযুগ্মমুপানহৌ ।
পবিত্রাণি চ পুষ্পাণি শয্যায়ামুপকল্পয়েৎ ॥ ৩৯
এবং শয্যান্তু সংকল্প্য প্রণিপত্য চ তান্ দ্বিজান্
প্রার্থয়েচ্চানুমোদার্থং বিষ্ণুলোকং ব্রজাম্যহম্ ॥
ততো ব্রজেন্নরঃ শ্রেষ্ঠং বিষ্ণোঃ স্থানমনাময়ম্ ।
মণ্ডপস্থাংস্তু তান্ বিপ্রানিতি বাচ্যং মুহুর্মুহুঃ ॥
মন্ত্রহীনং ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং দ্বিজোত্তমাঃ ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতাং যাতু ভবদ্বাক্যপ্রসাদতঃ ।
বিধির্ম্মাসোপবাসস্য যথাবৎপরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাসোপবাসমাহাত্ম্য-
কথনং নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা-দানান্তে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মানব এইরূপে মাসোপবাস করিয়া বিত্তানুসারে ভক্তিভরে জনার্দ্দনের অর্চ্চনান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। মাসোপবাসান্তে ত্রয়োদশটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া বিদায় দিবে, যেরূপ বিধানে ইহা করিতে হইবে শ্রবণ কর। একাদশীতে উপবাস করিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞ করিবে। পরে আচার্য্যের অনুজ্ঞা লইয়া দেবেশ বিষ্ণুকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করত গুরুকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিশুদ্ধকুলচারিত্র, বিষ্ণুপূজনতৎপর, ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করত ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণের সংখ্যা ত্রয়োদশ হইবে। এই ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে এবং তাহাদিগকে প্রাণামান্তে তাম্বুল, বস্ত্রযুগ্ম, ভোজন, আচ্ছাদন, যোগপট্ট, সূত্র, ব্রহ্মসূত্র দান করিবে। অনন্তর শক্তি অনুসারে উপাধান ও আচ্ছাদনাদিযুত শুভ মনোজ্ঞ শয্যা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি যথাশক্তি কাঞ্চনী আত্মপ্রতিম স্থাপনপূর্ব্বক মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনান্তে সেই শয্যা এবং আসন, পাদুকা, ছত্র, বস্ত্রযুগ্ম, উপানহযুগ্ম ও পবিত্র পুষ্প সকল উপকল্পিত করিবে। এইরূপে শয্যা কল্পনান্তে সেই সকল নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক 'আমি বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিব' এই বলিয়া অনুমোদনার্থ প্রার্থনা করিবে। অনন্তর নর-বর অনাময় বিষ্ণুস্থানে যাইবে এবং মণ্ডপস্থ সেই সকল ব্রাহ্মণকে মুহুর্মুহুঃ এই কথা কহিবে যে, হে দ্বিজোত্তমগণ! আমার কর্ম্ম মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন হইলেও আপনাদিগের বাক্যপ্রসাদে তাহা সুসম্পূর্ণ হউক। এই আমি মাসোপবাসের যথাবৎ বিধি কীর্ত্তন করিলাম। ২৫—৪২।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৩

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

প্রবোধিন্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্‌।
মুক্তিদং তত্ত্ববুদ্ধীনাং শৃণুষ্ব সুরসত্তম॥ ১
তাবদ্গর্জ্জতি সেনানী গঙ্গা ভাগীরথী ক্ষিতৌ।
যাবন্নায়াতি পাপঘ্নী কার্ত্তিকী হরিবোধিনী॥ ২
তাবদ্গচ্ছন্তি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
যাবৎপ্রবোধিনী বিষ্ণোস্তিথির্নায়াতি কার্ত্তিকে
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
একেনৈবোপবাসেন প্রবোধিন্যাং যথা ভবেৎ
দুর্লভঞ্চৈব দুষ্প্রাপং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
তদপি প্রার্থিতং বিপ্র দদাতি প্রতিবোধিনী॥৫
ঐশ্বর্য্যং সংস্থিতিং জ্ঞানং রাজ্যঞ্চ সুখসম্পদম্‌।
দদাত্যুপোষিতা বিপ্র হেলয়া হরিবোধিনী॥৬
মেরুমন্দরতুল্যানি পাপান্যুপার্জ্জিতানি চ।
একেনৈবোপবাসেন দহতে হরিবোধিনী॥ ৭
উপবাসং প্রবোধিন্যাং যঃ করোতি স্বভাবতঃ।
বিধিনা নরশার্দ্দূল যথোক্তং লভতে ফলম্‌॥ ৮
পূর্ব্বজন্মসহস্রেষু পাপং যৎ সমুপার্জ্জিতম্‌।
জাগরেণ প্রবোধিন্যাং দহ্যতে তুলরাশিবৎ॥৯
শৃণু ষণ্মুখ বক্ষ্যামি জাগরস্য চ লক্ষণম্‌।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ দুর্লভো ন জনার্দ্দনঃ॥ ১০
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনং তথা।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পং গন্ধানুলেপনম্‌॥
ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়সংযমম্‌।
সত্যান্বিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদা যুক্তং ক্রিয়ান্বিতম্‌॥১২
সাশ্চর্য্যঞ্চৈব সোৎসাহমালস্যাদিবিবর্জ্জিতম্‌।
প্রদক্ষিণাদিসংযুক্তং নমস্কারপুরঃসরম্‌॥ ১৩
নীরাজনসমাযুক্তমনির্ব্বিণ্ণেন চেতসা।
যামে যামে মহাভাগ কুর্ব্বন্নীরাজনং হরেঃ॥১৪
এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তং কুর্য্যাজ্জাগরণং বিভোঃ।
একাগ্রমানসো যস্তু ন পুনর্জ্জায়তে ভুবি॥ ১৫
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—সুরসত্তম! তত্ত্বজ্ঞানী-দিগের মুক্তিপ্রদ পুণ্যবর্দ্ধন পাপঘ্ন প্রবোধনী-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে সেনানী! ভাগীরথী গঙ্গা তাবৎকালই ভূতলে গর্জ্জন করিয়া থাকেন, যাবৎ না কার্ত্তিকের পাপঘ্নী হরি-বোধিনী তিথি আগমন করে। মানবগণ তাবৎকালই সমুদ্র সরোবরাদি তীর্থে গমন করে, যাবৎ না কার্ত্তিকী বিষ্ণুবোধিনী তিথি আগমন করে। প্রবোধিনী তিথিতে একটী মাত্র উপবাসেই সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজ-সূয় যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয়। এই সচরাচর ত্রৈলোক্যে যে কিছু দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য প্রার্থিত বস্তু আছে, তাহাও প্রবো-ধিনী প্রদান করিয়া থাকে। হে বিপ্র! হরিবোধিনীতে উপবাস করিলে, ঐ তিথি অনায়াসেই ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, রাজ্য ও সুখ-সম্পদ্‌ প্রদান করিয়া থাকে। মেরু-মন্দর-পরিমিত পাপরাশি অর্জ্জিত হইলেও হরি-বোধিনী একটী মাত্র উপবাসেই তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি প্রবোধিনীতে স্বভাবতঃ বিধিপূর্ব্বক উপবাস করে, হে নরবর! সে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন সহস্র সহস্র জন্মে যত পাপই অর্জ্জিত হইয়া থাকুক, প্রবোধিনীতে জাগরণে তৎসমস্তই তুলরাশিবৎ দগ্ধ হইয়া যায়।১—৯। হে ষড়ানন! এক্ষণে জাগরণ-লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা জানিলে জনার্দ্দন দেব দুর্লভ হইবার নহেন। জাগরণে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুরাণপাঠ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, পত্র গন্ধানুলেপন, ফল, অর্ঘ্য, শ্রদ্ধা, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য, নিদ্রারাহিত্য, হর্ষ ও সদনুষ্ঠান আবশ্যক। ইহাতে আশ্চর্য্য এবং উৎসাহ প্রকাশ করিবে; আলস্য বর্জ্জন করিবে। ইহাতে অনির্ব্বিণ্ণচিত্তে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও নীরাজন করিবে। হে মহাভাগ! নীরাজন ক্রিয়া প্রহরে প্রহরে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি একাগ্রমনে ভগবানের প্রীত্যর্থ উল্লিখিত গুণযুক্ত জাগরণ করে,

জাগরং বাসরে বিষ্ণোর্নীয়তে পরমাং গতিম্॥
পুরুষসূক্তেন যোঽনিত্যংকার্ত্তিকে অর্চ্চয়েদ্ধরিম্
বর্ষকোটিসহস্রাণি পূজিতস্তেন কেশবঃ॥ ১৭
যথোক্তেন বিধানেন পঞ্চরাত্রোদিতেন বৈ।
কার্ত্তিকে স্বর্চ্চয়েন্নিত্যং মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥
নমো নারায়ণায়েতি কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্
স মুক্তো নারকৈর্দুঃখৈঃ পদং গচ্ছত্যনাময়ম্॥
হরের্নামসহস্রঞ্চ গজরাজস্য মোক্ষণম্।
কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জ্জন্ম ন বিন্দতি॥ ২০
যুগকোটিসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ।
দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি জাগরী বসতে দিবি॥
কুলে তস্য চ সঞ্জাতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রাপ্নুবন্তি পদং বিষ্ণোস্তস্মাৎকুর্বীত জাগরম্॥
কার্ত্তিকে পশ্চিমে যামে স্তবং গানং করোতি যঃ
শ্বেতদ্বীপে তু বসতে পিতৃভিঃ সহ ভামিনি॥২৩
নৈবেদ্যদানং হরয়ে কার্ত্তিকে দিনসঙ্ক্ষয়ে।
যুগানি বসতে স্বর্গে তাবন্তি মুনিসত্তমাঃ॥ ২৪
অক্ষয়ং মুনিশার্দ্দূল মালতীকমলার্চ্চনম্।
অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং স যাতি পরমং পদম্॥২৫
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু কৃত্বা হ্যেকাদশীং নরঃ।
প্রাতর্দ্দত্বা শুভান্ কুম্ভান্ স যাতি মম মন্দিরম্॥

কার্ত্তিকেয় উবাচ।

ভগবন্নুচ্যতাং পুণ্যং ব্রতানাং পরমং ব্রতম্।
কর্ত্তব্যং কার্ত্তিকে মাসি ভবতা ভীষ্মপঞ্চকম্॥২৭
বিধানং তস্য চ ফলং তথৈব সুরসত্তম।
কথয়স্ব প্রসাদান্মে মুনীনাঞ্চ পিতামহ॥২৮

ঈশ্বর উবাচ।

প্রবক্ষ্যামি মহাপুণ্যং ব্রতং বিধিমতাং বর।
ভীষ্মেণৈতদ্যতঃ প্রাপ্তং ব্রতং পঞ্চদিনাত্মকম্॥
সকাশাদ্বাসুদেবস্য তেনোক্তং ভীষ্মপঞ্চকম্।
ব্রতস্যাস্য গুণান্ বক্তুং কঃ শক্তঃ কেশবাদৃতে॥

তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। বিষ্ণুর জাগরবাসরে যে ব্যক্তি ভক্তিভরে বিত্ত-শাঠ্যবর্জ্জন পূর্ব্বক এইরূপ জাগরণ করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া নিত্য হরির অর্চ্চনা করে, কোটি সহস্রবর্ষ যাবৎ কেশব তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। নর কার্ত্তিকে পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানে নিত্য বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে, মুক্তি-ভাগী হয়। যে ব্যক্তি 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া কার্ত্তিকে হরির অর্চ্চনা করে, সে নারকীয় দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে হরিনামসহস্র ও গজরাজের মোচন বৃত্তান্ত পাঠ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি হয় না। কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীদিনে জাগরণকারী ব্যক্তি সহস্রকোটি যুগ ও শত শত মন্বন্তর কাল স্বর্গে বাস করে এবং তদীয় কুলজাত শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতএব এই দিনে জাগরণ অবশ্য করিবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকের শেষ যামে স্তব ও গান করে, সে পিতৃগণ সহ শ্বেতদ্বীপে বাস করিয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! কার্ত্তিকে দিনা-বসানে যে ব্যক্তি হরিকে নৈবেদ্য দান করে, সে নৈবেদ্যসমসংখ্যক যুগ পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। হে মুনিবর! মালতী এবং কমল দ্বারা অর্চ্চন অক্ষয় ফল-জনক। যে ব্যক্তি ঐ দুই পুষ্প দ্বারা দেব-দেবেশের অর্চ্চনা করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১০-২৫। কার্ত্তিক মাসে শুক্লা একা-দশী করিয়া যে নর প্রভাতে শুভ কুম্ভ সকল প্রদান করে, সে মদীয় মন্দিরে উপনীত হইয়া থাকে। কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে ভগবন্! যাহা ব্রতসমূহের মধ্যে পরম ব্রত, আপনি সেই কার্ত্তিকমাসকর্ত্তব্য পুণ্য ভীষ্মপঞ্চক ব্রত বলুন। হে সুরসত্তম! ঐ ব্রতের বিধি কি? এবং উহার ফলই বা কি? হে মুনিগণেরও পিতামহ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে বিধি-বিদ্গণের শ্রেষ্ঠ! আমি সেই মহাপুণ্য ব্রত কীর্ত্তন করিতেছি। বাসুদেবের নিকট হইতে ভীষ্ম এই পঞ্চদিনাত্মক ব্রত প্রাপ্ত

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু শৃণু ধর্ম্মং পুরাতনম্।
বসিষ্ঠভৃগুগর্গাদ্যৈশ্চীর্ণং কৃতযুগাদিষু ॥ ৩১
অম্বরীষেণ ভোগাদ্যৈশ্চীর্ণং ত্রেতাযুগাদিষু।
ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মচর্য্যেণ জপহোমক্রিয়াদিভিঃ ॥ ৩২
ক্ষত্রিয়ৈশ্চ তথা বৈশ্যৈঃ সত্যশৌচপরায়ণৈঃ।
দুষ্করং সত্যহীনানামশক্যং বালচেতসাম্ ॥ ৩৩
দুষ্করং ভীষ্মমিত্যাহুর্ন শক্যং প্রাকৃতৈর্নরৈঃ।
যস্তৎ করোতি বিপ্রেন্দ্র তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ
ব্রতঞ্চৈতন্মহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্।
অতো নরৈঃ প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥৩৫
কার্ত্তিকস্যামলে পক্ষে স্নাত্বা সম্যগ্ বিধানতঃ।
একাদশ্যান্তু গৃহ্ণীয়াদ্‌ব্রতং পঞ্চদিনাত্মকম্ ॥ ৩৬
প্রাতঃস্নাত্বা বিশেষেণ মধ্যাহ্নে চ তথা ব্রতী।
নদ্যাং নির্ঝরগর্ত্তে বা সমালভ্য চ গোময়ম্ ॥৩৭
যবব্রীহিতিলৈঃ সম্যক্ পিতৄন্ সন্তর্পয়েৎ ক্রমাৎ
স্নাত্বা মৌনং নরঃ কৃত্বা ধৌতবাসা দৃঢ়ব্রতঃ ॥৩৮
ভীষ্মায়োদকদানঞ্চ অর্ঘ্যঞ্চৈব প্রযত্নতঃ।
পূজা ভীষ্মস্য কর্ত্তব্যা দানং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥
পঞ্চরত্নং বিশেষেণ দত্ত্বা বিপ্রায় যত্নতঃ।
বাসুদেবোঽপি সম্পূজ্যো লক্ষ্মীযুক্তঃসদা প্রভুঃ
পঞ্চকে পূজয়িত্বা তু কোটিকল্পানি তুষ্যতি।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে সর্ব্বং পঞ্চধা তু প্রকল্পয়েৎ
সংবৎসরব্রতানাঞ্চ লভতে সকলং ফলম্।
কৃত্বা তূদকদানন্তু তথার্ঘ্যস্য চ দাপনম্ ॥ ৪২
মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যান্মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥৪৩
বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতেপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতদুদকং ভীষ্মবর্ম্মণে ॥ ৪৪
বসূনামবতারায় শান্তনোরাত্মজায় চ।
অর্ঘ্যং দদামি ভীষ্মায় আজন্ম ব্রহ্মচারিণে ॥৪৫
ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ।
অনেন বিধিনা যস্তু পঞ্চকন্তু সমাপয়েৎ।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥৪৭

হইয়াছিলেন, তাই ইহা ভীষ্মপঞ্চক ব্রত নামে অভিহিত। কেশব ব্যতীত কে এই ব্রতের গুণপরম্পরা প্রকাশ করিতে সমর্থ? তুমি এই প্রাচীন ধর্ম্ম শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ, ভৃগু ও গর্গ প্রভৃতি ঋষিগণ কৃতযুগাদিতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন। অম্বরীষ বিষয়ভোগাদির মধ্যে থাকিয়াও ভীষ্মপঞ্চক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ জপ ও হোম ক্রিয়াদি করিয়া এই ব্রত করিয়াছিলেন। সত্য-শৌচপরায়ণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। সত্যহীন জনগণের দুষ্কর, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের অশক্য এবং প্রাকৃত নরগণের দুঃসাধ্য বলিয়া এই ব্রত ভীষ্ম নামে অভিহিত। হে বিপ্রেন্দ্র! যে ব্যক্তি এই ব্রতানুষ্ঠান করে, তৎকর্ত্তৃক সমগ্র ব্রতই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ব্রত মহাপুণ্য এবং মহাপাতকনাশন। অতএব নরগণ সযত্নে এই ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিবেন। কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষে যথাবিধি স্নান করিয়া একাদশীতে পঞ্চদিনাত্মক ব্রত অবলম্বন করিবে। ব্রতী ব্যক্তি গোময়-সমালভনান্তে প্রাতে নদীতে বা নির্ঝরগর্ত্তে এবং মধ্যাহ্নে বিশেষভাবে স্নান করিয়া যব, ব্রীহি ও তিল দ্বারা সম্যক্‌রূপে পিতৃতর্পণ করিবে। স্নানান্তে শুদ্ধ বসনপরিহিত, দৃঢ়ব্রত, মৌনাবলম্বী নর ভীষ্মকে জল ও অর্ঘ্য দানান্তে সযত্নে পূজাদান করিবে এবং ব্রাহ্মণকে বিশেষ-ভাবে পঞ্চরত্ন প্রদান করিবে। এই ব্রতে সলক্ষ্মীক বাসুদেবের পূজা কর্ত্তব্য।২৬—৪০। ভীষ্মপঞ্চকদিনে বাসুদেবের পূজা করিলে, কোটিকল্প কাল তিনি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। ইহাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, সমস্তই পঞ্চ প্রকারে কল্পনা করিবে। এই ব্রতানুষ্ঠানে সংবৎসর ব্রতের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে নর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ভীষ্মকে অর্ঘ্য ও উদক দান করে, সে মুক্তিভাগী হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা—বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্র, সাঙ্কৃতি-প্রবর, অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে আমি জলদান করিতেছি। অপিচ বসুগণের অবতার, আজন্ম ব্রহ্মচারী, শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে অর্ঘ্য দান করিতেছি। এইরূপ বিধানে যে ব্যক্তি

পঞ্চাহমপি কর্ত্তব্যং নিয়মঞ্চ প্রযত্নতঃ।
নিয়মেন বিনা পুত্র ন ভাব্যং ব্রতকর্ম্মণা ॥ ৪৭
উত্তরায়ণহীনায় ভীষ্মায় প্রদদৌ হরিঃ।
উত্তরায়ণহীনোঽপি শুদ্ধিং লগ্নং বিনা শুভম্ ॥
ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
অনন্তরং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৪৯
স্নাপয়েত জলৈর্ভক্ত্যা মধুক্ষীরঘৃতেন চ।
তথৈব পঞ্চগব্যেন গন্ধচন্দনবারিণা ॥ ৫০
চন্দনেন সুগন্ধেন কুঙ্কুমেনাথ কেশবম্।
কর্পূরোশীরমিশ্রেণ লেপয়েদ্গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৫১
অর্চ্চয়েদ্রুচিরৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধধূপসমন্বিতৈঃ।
গুগ্গুলুং ঘৃতসংযুক্তং দদেৎ কৃষ্ণায় ভক্তিমান্
দীপকন্তু দিবারাত্রৌ দদ্যাৎ পঞ্চদিনাবধি।
নৈবেদ্যং দেবদেবস্য পরমান্নং নিবেদয়েৎ ॥৫৩
এবমভ্যর্চ্চয়েদ্দেবং সংস্মৃত্য চ প্রণম্য চ।
ওঁ নমো বাসুদেবায় জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৫৪

ভীষ্মপঞ্চক ব্রত সমাপন করে, সে অশ্বমেধ-সম পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিয়ম সহকারে পঞ্চাহ পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিবে। হে পুত্র! নিয়ম ভিন্ন ব্রতনিষ্ঠ হইবে না। হরি উত্তরায়ণাসীন ভীষ্মকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্রত করিতে উত্তরায়ণ, কালশুদ্ধি বা শুভ লগ্নাদিদির বিচার করিতে হয় না। অগ্রে সর্ব্বপাপহর হরির পূজা পরে সযত্নে ভীষ্মপঞ্চক ব্রত কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে মধু, ক্ষীর, ঘৃত, পঞ্চগব্য, গন্ধ, চন্দন, বারি, সুগন্ধ চন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক কেশবকে জলে স্নান করাইবে, পরে কর্পূর ও উশীর যোগে তাঁহাকে লেপন করিবে, গন্ধধূপান্বিত সুন্দর সুন্দর পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃতাক্ত গুগ্গুলু অর্পণ করিবে। পাঁচদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র প্রদীপ দিবে এবং দেবদেবকে পরমান্ন নৈবেদ্য প্রদান করিবে। এইরূপে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া দেবেশকে অর্চ্চনা করিয়া 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে এবং

জুহুয়াচ্চ ঘৃতাভ্যক্তৈস্তিলব্রীহিযবাদিভিঃ।
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ স্বাহাকারান্বিতেন চ ॥ ৫৫
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রণম্য গরুড়ধ্বজম্।
জপিত্বা পূর্ব্ববন্মন্ত্রং ক্ষিতিশায়ী ভবেদ্ব্রতী ॥৫৬
সর্ব্বমেতদ্বিধানন্তু কার্য্যং পঞ্চদিনানি তু।
বিশেষোঽত্র ব্রতে হ্যস্মিন্ যদন্যূনং শৃণুষ তৎ
প্রথমেঽহ্নি হরেঃ পাদৌ পূজয়েৎ কমলৈর্ব্রতী
দ্বিতীয়ে বিল্বপত্রেণ জানুদেশং সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৮
ততোঽনুপূজয়েচ্ছীর্ষং মালত্যা চক্রপাণিনঃ।
কার্ত্তিক্যাং দেবদেবস্য ভক্ত্যা তদ্গতমানসঃ ॥
অর্চ্চিত্বা তং হৃষীকেশমেকাদশ্যাং সমাসতঃ।
নিষ্প্রাশ্য গোময়ং সম্যগেকাদশ্যামুপাবসেৎ ॥৬০
গোমূত্রং মন্ত্রবত্তুমৌ দ্বাদশ্যাং প্রাশয়েদ্ব্রতী।
ক্ষীরঞ্চৈব ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তথা দধি ॥৬১
সম্প্রাশ্য কায়শুদ্ধ্যর্থং লঙ্ঘয়িত্বা চতুর্দিনম্।
পঞ্চমে দিবসে স্নাত্বা বিধিবৎ পূজ্য কেশবম্ ॥
ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।

ঘৃতাক্ত তিল ব্রীহি ও যবাদি দ্বারা স্বাহান্বিত ষড়ক্ষর মন্ত্রে হোম করিবে। পশ্চিম সন্ধ্যা উপাসনা, গরুড়ধ্বজকে প্রণাম এবং পূর্ব্ববৎ মন্ত্র জপ করিয়া ব্রতী ব্যক্তি ভূমিশায়ী হইবেন। এইরূপ বিধানে সমস্তই পঞ্চদিন পর্য্যন্ত করিবে। এই ব্রতে যাহা বিশেষত্ব আছে যাহা না করিলে ব্রতের অঙ্গহানি হয় তাহা শ্রবণ কর। ইহাতে প্রথম দিনে কমলসমূহ দ্বারা ব্রতী ব্যক্তি হরির পাদযুগল এবং দ্বিতীয় দিনে বিল্বপত্র দ্বারা জানুদেশ অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর মালতী পুষ্পে শ্রীবিষ্ণুর শীর্ষ পূজা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকী একাদশীদিনে দেবদেবের প্রতি ভক্তি করিয়া তদ্গত মনে হৃষীকেশকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক গোময় প্রশনান্তে সম্যক্ উপবাস করিবে ।৫১—৬০। পরে দ্বাদশীতে কায় শোধনার্থ মন্ত্রপূত গোমূত্র প্রাশন করিবে। এইরূপে ত্রয়োদশীতে ক্ষীর ও চতুর্দ্দশীতে দধি প্রাশন করিয়া দিনচতুষ্টয় অতিবাহন করিবে। পঞ্চম দিবসে স্নানান্তে যথাবিধি কেশবের অর্চ্চনা করত

পাপবুদ্ধিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মচর্য্যেণ ধীমতা॥ ৬৩
মদ্যং মাংসং পরিত্যজ্য মৈথুনং পাপকারিণম্।
শাকাহারেণ মুন্ডন্নৈঃ কৃষ্ণার্চ্চনপরো নরঃ॥ ৬৪
ততো নক্তং সমাশ্নীয়াৎ পঞ্চগব্যপুরঃসরম্।
এবং সম্যক্ সমাপ্তস্য যথোক্তং ফলমাপ্নুয়াৎ॥
মদ্যপো যৎ পিবেন্মদ্যং জন্মনো মরণান্তিকম্।
এতদ্ভীষ্মব্রতং কৃত্বা প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥৬৬
স্ত্রীভিস্ত্রা ভর্তৃবাক্যেন কর্ত্তব্যং ধর্ম্মবর্দ্ধনম্।
বিধবাভিশ্চ কর্ত্তব্যং মোক্ষসৌখ্যাভিবৃদ্ধয়ে॥৬৭
সর্ব্বকামসমৃদ্ধ্যর্থং পুণ্যার্থমপি পাবকে।
নিত্যস্নানে তথা দানে যে কার্ত্তিকমুপাসতে॥
বৈশ্বদেবশ্চ কর্ত্তব্যো বিষ্ণুধ্যানপরায়ণৈঃ।
আরোগ্যপুত্রদো বৎস মহাপাতকনাশনঃ॥ ৬৯
তীর্থেষু কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ষণ্মুখ।
সংবৎসরব্রতানান্ত সমাপ্তিঃ কার্ত্তিকে মতা॥ ৭০
পাপস্য প্রতিমা কার্য্যা রৌদ্রবক্ত্রাতিভীষণা।
খড়্গহস্তা বিনিষ্ক্রান্তা-লোহদংষ্ট্রা করালিনী॥৭১
তিলপ্রস্থোপরি স্থাপ্যা কৃষ্ণবস্ত্রাভিবেষ্টিতা।
রক্তপুষ্পকৃতাপীড়া জ্বলৎকাঞ্চনকুণ্ডলা॥ ৭২
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং গৃহীতকুসুমাঞ্জলিঃ॥ ৭৩
যদন্যজন্মনি কৃতমিহ জন্মনি বা পুনঃ।
পাপং প্রশমমায়াতু তব পাদপ্রসাদতঃ॥ ৭৪
এবং সম্পূজ্য বিধিবৎ প্রতিমাং তাঞ্চ কাঞ্চনীম্
কৃত্বা পূজাং যথাশক্ত্যা বিপ্রাণাং বেদবাদিনাম্
প্রীতয়ে দেবদেবস্য কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং ধর্ম্মো মে প্রীয়তামিতি॥৭৬
বাচকায় প্রদাতব্যা যথাশক্ত্যা চ দক্ষিণা।
দদ্যাদ্ধিরণ্যং গাশ্চৈব কৃষ্ণো মে প্রীয়তামিতি
কৃতকৃত্যঃ স্থিতো ভূত্বা বিরক্তঃসংযতো ভবেৎ
অন্যেষামপি দাতব্যং স্বশক্ত্যা দানমুত্তমম্॥৭৮

ভক্তিভরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং দক্ষিণা দিবে। এই কার্য্যে পাপবুদ্ধি রাখিবে না। ধীমান ব্রতী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মদ্য, মাংস ও পাপ মৈথুন বর্জ্জন করিবেন। শাকাহারে এবং মুন্ডন্নে জীবন ধারণ করিয়া নর কৃষ্ণার্চ্চনায় তৎপর রহিবে। অনন্তর রাত্রিতে পঞ্চগব্য পান করিয়া ভোজন করিবে। এইরূপে ব্রত সমাপন করিলে ব্রতী ব্যক্তি যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, এই ভীষ্ম ব্রত করিলে তাহারও পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। নারীগণ স্ব স্ব পতির আদেশে এবং বিধবাগণ মোক্ষ-সৌখ্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত এই ধর্ম্মবর্দ্ধন ব্রত আচরণ করিবে। হে পাবকে! যাহারা নিত্য স্নানে এবং দান কার্য্যে কার্ত্তিক মাসের উপাসনা করে, তাহাদের ঐ উপাসনা সর্ব্বকামসমৃদ্ধি ও পুণ্যলাভার্থ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ জনগণ বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিবেন। ইহাতে আরোগ্য পুত্র-প্রাপ্তি এবং মহাপাতকনাশ হয়। হে ষড়া-নন। ব্রতী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া সংবৎসরান্তে কার্ত্তিক মাসেই এই ব্রতের সমাপ্তি করিবে। অনন্তর রৌদ্রমুখ এক অতি ভীষণা পাপপ্রতিমা প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রতিমার হস্তে খড়্গ থাকিবে এবং উহার দংষ্ট্রা লোহময় এবং বিবৃতাকার হইবে। সেই ভীষণা প্রতিমা কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া তিলপ্রস্থোপরি স্থাপন করিবে। উহার আভরণ রক্তপুষ্পময় এবং কর্ণকুণ্ডল উজ্জ্বল কাঞ্চনময় হইবে। ধর্ম্মরাজের নামানুসারে পরম ভক্তির সহিত ঐ প্রতিমা পূজা করিয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। বলিবে—জন্মান্তরে বা ইহজন্মে যে পাপ সঞ্চয় করা হইয়াছে, তোমার চরণ-প্রসাদে সেই পাপ আমার প্রশমিত হউক। এইরূপে যথাবিধি কাঞ্চনী প্রতিমা অর্চ্চনা করিয়া যথাশক্তি বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। অক্লিষ্টকর্ম্মা দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিনিমিত্ত 'ধর্ম্ম মৎপ্রতি প্রীত হউন' এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে উহা দান করিবে। ৬১—৭৬ পরে 'শ্রীকৃষ্ণ মৎপ্রতি প্রীত হউন' এই বলিয়া বাচককে যথাশক্তি গো এবং হিরণ্য দক্ষিণা দিবে। এইরূপে কৃতকৃত্য বিরক্ত ব্রতী সংযত

শান্তচিত্তো নিরপরাধঃ পরং পদমবাপ্নুয়াৎ।
নীলোৎপলদলশ্যামশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্ভুজঃ॥ ৭৯
অষ্টপাদৈকনয়নঃ শঙ্কুকর্ণঃ খরস্বনঃ।
জড়ী দ্বিজিহ্বস্তাম্রাক্ষো মৃগরাজতনুচ্ছদঃ॥৮০
চিন্তনীয়ো মহাদেবো যস্য রূপং ন বিদ্যতে।
ইদং ভীষ্মেণ কথিতং শরতল্পগতেন মে॥ ৮১
তদেতত্তে ময়াখ্যাতং দুষ্করং ভীষ্মপঞ্চকম্।
ধন্যং পুণ্যং পাপহরং যুধিষ্ঠির মহাব্রতম্।
যৎ কৃত্বা ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
যস্তীষ্মপঞ্চকমিতি প্রথিতং পৃথিব্যা-
মেকাদশীপ্রভৃতি পঞ্চদশীনিরুদ্ধম্।
উক্তং ন ভোজনপরস্য তদা নিষেধ-
স্তস্মিন্ ব্রতে শুভফলং প্রদদাতি বিষ্ণুঃ॥৮৩
সূত উবাচ।
এতৎ সর্ব্বাধিকং পুণ্যং দুর্লভং ভুবনে কৃতম্।
ইদং গুহ্যং ময়াখ্যাতং শাস্ত্রসারসমুচ্চয়ম্॥ ৮৪
সুরাণাং গোপিতং সর্ব্বমতিগুহ্যঞ্চ মোক্ষদম্।
শ্রুত্বা চৈকপদে দেবি অগম্যাগমনে রতাঃ॥৮৫
কন্যাবিক্রী রসাবিক্রী হ্যভয়ন্ত বিমোচয়েৎ।
মোক্ষদঞ্চ ইদং শাস্ত্রং প্রকাশং নেতরে জনে॥
শ্রুত্বা চৈকপদে যত্তু মোক্ষং গচ্ছতি মানবঃ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন যে চাপি ত্যাগিনো নরাঃ
ন তেষাং কথ্যতে পুণ্যং সত্যং সত্যঞ্চ ষণ্মুখ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং কার্ত্তিকস্য তু যৎফলম্
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।
কথিতং দেবদেবেন পুত্রায় হিতকাম্যয়া।
পিতুস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য ষণ্মুখো হর্ষনির্ভরঃ॥ ৮৯
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে তং দেবং জগদায়ুষম্।
কৃতকৃত্যা বয়ং জাতাঃ শ্রুত্বা কার্ত্তিকজং ফলম্
অপরং নাস্তি শ্রোতব্যংপ্রাপ্তং মে জন্মনঃ ফলম্
মাহাত্ম্যমেতদাকর্ণ্য পূজয়েদ্যস্তু পাঠকম্॥ ৯১
গোভূহিরণ্যবস্ত্রৈশ্চ বিষ্ণুতুল্যো যতো হি সঃ।
বাচকে পূজিতে যস্মাদ্বিষ্ণুর্ভবতি পূজিতঃ॥ ৯২

হইবেন এবং স্বীয় শক্তি অনুসারে অন্য সকলকেও উত্তম দান করিবেন। এইভাবে কার্য্য করিয়া নিরপরাধ শান্তচিত্ত ব্রতী পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার কোন রূপ নাই, যিনি নীলোৎপলদলবৎ শ্যামবর্ণ, চতুর্দ্দংষ্ট্র, চতুর্ভুজ, অষ্টপাদ, একনয়ন, শঙ্কুকর্ণ, খরস্বন, জাড্যযুক্ত, দ্বিজিহ্ব, তাম্রনেত্র এবং মৃগরাজবৎ দেহচ্ছদযুত, তাদৃশ মহাদেবকে চিন্তা করিবে। ভীষ্ম শরতল্পগত হইয়া ইহা আমায় বলিয়াছিলেন, এই সেই দুষ্কর ভীষ্মপঞ্চকব্রত তোমায় আমি কহিলাম। ইহা ধন্য, পুণ্য, পাপহর, মহাব্রত। গোঘ্ন বা ব্রহ্মহা ব্যক্তিও এই ব্রত করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই পৃথিবী-প্রথিত ভীষ্মপঞ্চক ব্রত একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশী পর্য্যন্ত করিতে হয়। ভোজনপরায়ণ ব্যক্তিরও এই ব্রত করণে নিষেধ নাই। এই ব্রত করণে বিষ্ণু শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সূত কহিলেন,—এই ব্রত সর্ব্ব ব্রত হইতে শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, ও লোকদুর্লভ; শাস্ত্রসার হইতে সমুদ্ধৃত এই গোপ্য ব্রত আমি বলিলাম। ইহা সুরগণের গোপিত, অতি গুহ্য ও মোক্ষপ্রদ। ইহা একবার মাত্র শ্রবণেই অগম্যাগামী এবং কন্যা ও ভগিনীবিক্রয়ী ব্যক্তিও মুক্তি লাভ করে। এই মোক্ষদ শাস্ত্রসম্মত বিষয় ইতর জনে অপ্রকাশ্য। মানব ইহা শ্রবণে একেবারেই মোক্ষলাভ করে। ত্যাগী মানবগণও ইহা যত্নে গোপন করিবে। করিলে, তাহাদের যত পুণ্য হইবে, তাহা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। হে ষড়ানন! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি; কার্ত্তিক মাস ব্রতের যে ফল, এই তাহা আমি সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—দেবদেব হিতকামনায় স্বীয় পুত্রের নিকট এই কথা কহিয়াছিলেন। পিতার সেই বাক্য শুনিয়া ষড়ানন প্রহৃষ্ট হইলেন। অন্য সকলেও তখন সেই জগজ্জীবন দেবদেবকে প্রাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—আমরা সকলেই কার্ত্তিকব্রতের ফল শ্রবণে কৃতকৃত্য হইলাম। অপর শ্রোতব্য কিছুই নাই, জন্ম সার্থক হইল। এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পাঠককে গো, ভূ, হিরণ্য ও বস্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। যেহেতু পাঠকই সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য। ইহাতে

তথা তং পূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সফলং শুভম্
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বেদবিদ্যাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৯৩
পুস্তকং বাচকায়ৈব দাতব্যং ধর্ম্মমিচ্ছতা।
পুরাণবিদ্যাদাতারো হ্যনন্তফলভোজিনঃ ॥ ৯৪
যঃ পঠেত ইদং ভক্ত্যা শ্রুত্বা চৈবাবধারয়েৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
ধনং ধান্যং যশঃ পুত্রানায়ুরারোগ্যমেব চ।
মাহাত্ম্যশ্রবণাদেব লভ্যতে চ ন সংশয়ঃ ॥ ৯৬
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ভীষ্মপঞ্চকমহিম বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

সূত সূত মহাভাগ ত্বয়া লোকহিতৈষিণা।
কথিতং কার্ত্তিকাখ্যানং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥১
অধুনা মাঘমাহাত্ম্যং বদ নো লোমহর্ষণে।
শ্রুতেন যেন লোকানাং সংশয়ঃ ক্ষীয়তে মহান্
পুরা কেন মহাভাগ লোকেঽস্মিন্ সম্প্রকাশিতম্
মাঘস্নানস্য মাহাত্ম্যং সেতিহাসং তদাদিশ ॥৩

সূত উবাচ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠা যূয়ং কৃষ্ণপরায়ণাঃ।
যৎ পৃচ্ছথ মুদাযুক্তা ভক্ত্যা কৃষ্ণকথা মুহুঃ ॥ ৪
কথয়িষ্যামি মাঘস্য মাহাত্ম্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
পাপঘ্নং শৃণ্বতাং পুংসাং স্নাতানাঞ্চারুণোদয়ে ॥৫
একদা পার্ব্বতী বিপ্রাঃ শঙ্করং লোকশঙ্করম্।
পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতা স্পৃষ্ট্বা তচ্চরণাম্বুজম্ ॥ ৬

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব ভক্তানামভয়প্রদ।
প্রসীদ নাথ বিশ্বেশ যৎপৃচ্ছে তদ্বদাধুনা ॥৭
শ্রুতা নানাবিধা ধর্ম্মাস্ত্বত্তঃ পূর্ব্বং ময়া বিভো।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং মাঘজং বদ ॥৮
তত্তু কেন পুরা চীর্ণং কো বিধিঃ কা চ দেবতা।
তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্ব্রূহি যতস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ ॥৯

বাচক পূজিত হইলেও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন। যদি শুভ ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তবে নিত্যই তাঁহাকে পূজা করিবে। ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণগ্রন্থ বা বেদ-বিদ্যাসম্বন্ধীয় অন্য পুস্তক বাচককে প্রদান করিবেন। পুরাণ-বিদ্যা-প্রদাতৃগণ অনন্ত ফলভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক ইহা পাঠ করে বা শ্রবণ করিয়া অবধারণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে তাহার গতি হইয়া থাকে। ধন, ধান্য, যশ, পুত্র, আয়ু এবং আরোগ্য—এই মাহাত্ম্য শ্রবণেই লব্ধ হয়, সন্দেহ নাই। ৭৭—৯৬।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৪।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! হে মহাভাগ! তুমি লোকহিতৈষী হইয়া এই ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ কার্ত্তিকাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছ। হে লোমহর্ষণে! এক্ষণে আমাদের নিকট মাঘমাহাত্ম্য ব্যক্ত কর। উহা শ্রবণে মানবগণের মহা সংশয়ও ছিন্ন হইয়া যায়। হে মহাভাগ! পূর্ব্বে কে এই মাঘস্নানমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন? তাহা সেতিহাস আমাদের নিকট বল। সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সাধু সাধু! আপনারা কৃষ্ণপরায়ণ মুনি; ভক্তিপূর্ব্বক সহর্ষে বারম্বার যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি সেই পুণ্যবর্দ্ধন মাঘমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। অরুণোদয়ে মাঘস্নানকারী ব্যক্তিগণ ইহা শ্রবণ করিলে, পাপমুক্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! একদা পার্ব্বতী বিনীতভাবে শঙ্করের চরণকমল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১—৬। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! হে ভক্তগণের অভয়প্রদ, প্রভো, বিশ্বেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন, যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহা অধুনা আমার নিকট বলুন। হে বিভো! আপনার নিকট হইতে পূর্ব্বে আমি নানাবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। অধুনা মাঘমাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি ভক্তবৎসল, তাই জিজ্ঞাসিতেছি, পূর্ব্বে কে

মহেশ উবাচ।

অধ্বরাবভৃথস্নাত ঋষিভিঃ কৃতমঙ্গলঃ।
পূজিতো নাগরৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বপুরান্নির্গতো বহিঃ॥
দিলীপো ভূভৃতাং শ্রেষ্ঠো মৃগয়ারসিকো নৃপঃ।
কৌতূহলসমাবিষ্ট আখেটব্যূহ সংবৃতঃ॥ ১১
উপানদ্গূঢ়পাদস্থ নীলোষ্ণীষ উরশ্ছদী।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণো ধনুষ্পাণিঃ সরীসৃপঃ॥১২
বদ্ধক্ষুদ্রাসিধানুষ্কৈস্তথাভূতৈশ্চ পত্তিভিঃ+
গান্ধারেষু সুরম্যেষু বনেষু বিপুলেষু চ॥ ১৩
উল্লঙ্ঘিতমহাস্রোতা যুবা পঞ্চাস্যবিক্রমঃ।
মুদা ক্রীড়তি তৈঃ সার্দ্ধং কুঞ্জেষু মৃগয়ন্ মৃগান্॥
হন্যতাং হন্যতামেষ মৃগো বৈষ পলায়তে।
ইতি জল্পন্ স্বভৃত্যেষু স্বয়মুৎপত্য হন্তি চ॥ ১৫
ইতস্ততঃ পুনর্যাতি ক্বচিৎ পশ্যন্ বনস্থলীম্।
বিটপোড্ডীনসন্ত্রস্তলীনকেকিকুলাকুলাম্॥ ১৬
হরিণীগণবিত্রস্তাং ধাবচ্ছাবকদিঙ্মুখাম্।
ক্বচিৎ ফেরবকে কারতারারাববিভীষণাম্॥
খড়্গাযূথৈঃ ক্বচিল্লক্ষ্মীং দধানামিব দন্তিনাম্।
ক্বচিৎ কোটরসংলীনোলূকনাদবিনাদিনীম্॥ ১৮
মৃগারিপদমুদ্রাভির্মুদ্রিতাঞ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
শার্দ্দূলনখনির্ভিন্নরোহিদ্রক্তারুণাং ক্বচিৎ॥ ১৯
পীবরস্তনভারার্ত্তসুস্নিগ্ধমহিষীগণৈঃ।
অবরোধাজিরক্ষোণীং সূচয়ন্তীং মনঃ ক্বচিৎ॥২০
ক্বচিদ্বৃক্ষঘনচ্ছন্নাং বন্যপুষ্পসুগন্ধিনীম্।
ক্বচিল্লতাগৃহদ্বারাং ভৃঙ্গশব্দসুশোভনাম্॥ ২১
অর্দ্ধনিঃসৃতনির্ম্মোকনাগভীমবৃহদ্বিলাম্।
বিলেষু লীনাজগরৈর্ভীমাং নির্ম্মোকসর্পিণীম্॥২২
ক্বচিদ্দাবানলজ্বালাং শিলাজ্যোতিঃসুশোভনাম্

উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? উহার বিধি বা দেবতা কি? তাহা বিস্তৃতরূপে আমার নিকট বলুন। মহেশ কহিলেন,—পূরাকালে ভূপতিপ্রবর দিলীপ একদা মৃগয়ার্থ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া স্বীয় পুরী হইতে বহির্গত হন। যজ্ঞাবভৃথ-স্নাত ঋষিগণ তাঁহার মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া দেন। তিনি আখেট-ব্যূহে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করেন। তাঁহার পদযুগল উপানদ্যুগলে আবৃত, মস্তকে নীল উষ্ণীষ সুশোভিত; তিনি গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে শরাসন ছিল। ক্ষুদ্র অসি ও ধনুর্দ্ধারী বহু পদাতি সৈন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছিল। সিংহবিক্রমে যুবা রাজা তাহাদের সহিত খরস্রোতা নদী সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া গান্ধার-দেশীয় সুরম্য মহাবনসমূহে এবং বহুল কুঞ্জে মৃগদল অন্বেষণ করত সহর্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 'মার মার, ঐ মৃগ পলাইয়া যাইতেছে' স্বীয় ভৃত্যদিগকে তিনি এইরূপ আদেশ করিয়া নিজেও মৃগদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। কখনও বা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বনস্থলীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সন্ত্রস্ত ময়ূরদল শাখান্তর হইতে উড়িয়া গিয়া বনস্থলী-মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে। হরিণীগণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। শাবক-সকল নানাদিকে ধাবিত হইতেছে। কোথাও ফেরুপালের উচ্চ চিৎকারে বনস্থলী ভীষণ হইয়াছে। কোথাও খড়্গাযূথগণ যেন মাতঙ্গ-শ্রী ধারণ করিয়াছে। কোথাও কোটর-নিবিষ্ট উলূকনাদে বনস্থলী যেন নিনাদ করিতেছে। কোথাও কোথাও বনভূমি সিংহপদচিহ্নে চিহ্নিত রহিয়াছে। কোথাও শার্দ্দূলনখনির্ভিন্ন মৃগগণের শোণিতধারায় বনস্থলী অরুণাভ হইয়াছে। কোথাও পীবরস্তনভারার্ত্ত সুস্নিগ্ধ মহিষীগণ অবস্থান করিতেছে, তাহাতে মনে যেন অবরোধাঙ্গন ভূমির শোভা জাগাইয়া তুলিতেছে।১৭—২০। কোথাও বনস্থলী ঘনপাদপে সমাচ্ছন্ন; কোথাও বন্য পুষ্পসমূহে সুগন্ধযুক্ত; কোথাও লতাগৃহদ্বারগত ভৃঙ্গরাজের রবে সুশোভন; কোথাও বৃহৎ গর্ত্তে ভীষণ সর্প অর্দ্ধ নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া রহিয়াছে; কোথাও গর্ত্ত-বহির্ভাগে ভীষণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া ভীম অজগর গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে; কোথাও দাবানল জ্বলিতেছে;

ফুৎকারশব্দসম্পূর্ণাং মৃগব্যাঘ্রসমাকুলাম্ ॥ ২৩
প্রবিমুঞ্চন্ শুনাং যূথং শশকেষু ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
পল্বলেষু চ বিশ্রম্য পুনর্যাতি বনান্তরম্ ॥ ২৪
এবং ব্রজতি রাজেন্দ্রে ব্যাধবর্গে চ বল্গতি।
কুর্বন্ কোলাহলং তত্র সারঙ্গো নির্গতো বনাৎ
স্ফালবেগক্রমাক্রান্তদুর্গমার্গমহীতলঃ।
কদাচিদ্গগনারূঢ়ঃ কদাচিদ্ভূমিগোচরঃ ॥ ২৬
বক্রস্রোতোঽতিগম্ভীরং কণ্টকদ্রুমসঙ্কুলম্।
প্রবিষ্টো বিষমারণ্যং রাজাসৌ তৎপদানুগঃ ॥
দূরাদ্দূরতরং গত্বা দেশাদ্দেশঞ্চ নির্জনম্।
মৃগাদর্শনসংরব্ধসংশুষ্কগলকন্ধরঃ ॥ ২৮
তাম্রতালুমুখঃ স্বিন্নঃ শ্রান্তপত্তিঃ স্খলদ্ধ্বনিঃ।
অতীত্য দীর্ঘমার্গান্ স তৃষার্তো মধ্যগে রবৌ

দদর্শাগ্রে তু কাসারং সর্দ্ধিমতুমপাংপতিম্।
ঘনপাদপতীরস্থং সুতীর্থং বিমলং শুভম্ ॥ ৩০
বি[illegible]লং বিকচাম্ভোজং মধুমত্তমধুব্রতম্।
পদ্মিনীপত্রপালাশচ্ছন্নং মরকতৈরিব ॥ ৩১
স্বচ্ছন্দমুচ্ছলন্মৎস্যং স্বচ্ছং সাধুমনো যথা।
চলজ্জলচরৈর্মিশ্রং বীচিরাজিবিরাজিতম্ ॥ ৩২
অন্তর্গ্রাহগণক্রূরং খলানামিব মানসম্।
ক্বচিচ্ছৈবালদুর্গম্যং কৃপণস্যেব মন্দিরম্।
নানাবিহঙ্গসর্বার্তিং শময়ন্তং দিবানিশম্ ॥ ৩৩
দাতারমিব সর্বস্বৈরাপন্নার্তিপ্রণাশনম্।
তর্পয়ন্তং নিজাম্ভোভিঃ শ্বাপদান্ স্বপিতৃনিব ॥
হরন্তং সর্বসন্তাপং হিমাংশুরিব চাহ্নিকম্।
তং দৃষ্ট্বা তৃষ্ণয়াগ্লানিশ্চাতকো জলদং যথা ॥ ৩৫

কোথাও উজ্জ্বল শিলাপ্রভায় মনোহর; কোথাও ফুৎকার শব্দে সুসম্পূর্ণ; কোথাও মৃগ-ব্যাঘ্রসমূহে সমাকুলিত। এহেন বনে রাজা কোথাও কোথাও শশকদল উদ্দেশে কুক্কুরপাল ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন এবং নিজে পল্বলতীরে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যাইতে লাগিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ এইভাবে চলিতে লাগিলেন। ব্যাধবর্গ কোলাহল করিয়া চলিতে লাগিল। তখন এক সারঙ্গ বন হইতে বহির্গত হইল। তাহার আস্ফালন-বেগক্রমে দুর্গম মহীমার্গ আক্রান্ত হইতে লাগিল। সে কখনও শূন্যে উঠিতে লাগিল। কখনও ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিল। এই ভাবে সেই সারঙ্গ বক্রস্রোত, অতি গম্ভীর, কণ্টকদ্রুমাকুল অরণ্যে প্রবেশ করিল। রাজা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি দূর হইতে অতি দূরে নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মৃগ দেখিতে পাইলেন না;—তাহাতে তাঁহার ক্রোধ হইল। ক্রোধে গ্রীবা ও গণ্ডস্থল শুষ্ক এবং তালু ও মুখ তাম্রাভ হইল। তিনি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পদাতিদল শ্রান্ত হইল এবং কণ্ঠধ্বনিও স্খলিত হইতে লাগিল। এ সময় দিবাকর মধ্য গগনে সমুদিত হইয়াছেন। রাজা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন; সম্মুখে দেখিলেন,—এক সাগর-প্রতিম সরোবর রহিয়াছে। উহার তীরে ঘন পাদপশ্রেণী; সোপান সকল সুসম্বদ্ধ; জল বিমল এবং স্বচ্ছ। ঐ সরোবর বিশাল, প্রস্ফুট-পঙ্কজ এবং মধুমত্ত মধুব্রতকুলে সমাকুল। উহা মরকতপ্রতিম পদ্মিনী-পলাশদলে আচ্ছন্ন। উহাতে মৎস্যগণ স্বচ্ছন্দে উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। উহার জল সাধুর মনের ন্যায় প্রসন্ন। উহাতে জলচর সকল বিচরণ করিতেছে এবং বীচিমালায় উহা বিরাজিত হইতেছে। উহার অভ্যন্তরে নানা ক্রূর জলজন্তু রহিয়াছে, তাহাতে উহা খলজনের মা·সবৎ প্রতিভাত হইতেছে। উহার কোথাও শৈবালদল রহিয়াছে; তাহাতে সেস্থান কৃপণগৃহের ন্যায় দুর্গম হইয়াছে। উহা রাত্রিদিন বিবিধ বিহঙ্গরাজির আর্ত্তি হরণ করিতেছে। মনে হয়, দাতা যেন সর্ব্বস্ব দানে আপন্ন জনের আর্ত্তি উপশম করিতেছেন। ঐ সরোবর নিজ জলরাশি দ্বারা স্বীয় পিতৃপুরুষগণের ন্যায় শ্বাপদসমূহকে তর্পিত করিতেছে।২১—৩৪। উহা হিমাংশুর ন্যায় দিবসের সর্ব্বসন্তাপ

তত্র পীতজলো রাজা কৃতমাধ্যাহ্নিকক্রিয়ঃ।
ভুক্ত্বাখেটকমাংসানি সহায়ৈঃ সহিতো নৃপঃ॥
উবাস সরসস্তীরে সুরম্যাং কথয়ন্ কথাম্।
ততঃ শরাসনে বাণং কৃত্বা রাত্রৌ স্থিতস্তরৌ॥
ব্যাধাঃ সন্ধানমাস্থায় রুরুধুঃ ককুভাং পথঃ।
এবং স্থিতেষু বীরেষু বনে বিস্তার্য্য বাগুরাম্
নিশার্দ্ধে নির্গতং যূথং শূকরাণাং তটে তটে।
চরিত্বা সরসীকন্দান্ পপাত ব্যাধসঙ্কুলে॥ ৩৯
রাজ্ঞা বিদ্ধাশ্চ তে ক্রোড়া ব্যাধৈশ্চ বহবো হতাঃ
ক্ষণেনৈব বরাহাস্তে বিদ্ধাঃ পেতুর্মহীতলে॥৪০
তান্ দৃষ্ট্বা তুমুলং না ং ব্যাধাশ্চক্রুঃ সুদর্পিতাঃ
ধাবন্তঃ প্রমুদাযুক্তা মিলিতা যত্র ভূপতিঃ॥ ৪১
তানাদায় ভটৈর্ভূয়ো নিঃস্ ঃ সরসীতটাৎ।

হরণ করিতেছে। জলধর দর্শনে চাতকের ন্যায় সেই সরোবর দেখিয়া রাজা গ্লানিহীন হইলেন। তিনি তথায় জলপান করিয়া মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাধা করিলেন। রাজা স্বীয় সাহায্যকারীদিগের সহিত মৃগয়ালব্ধ মাংস আহার করিয়া সেই সরোবরতীরে অবস্থানপূর্ব্বক সুরম্য কথা কহিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন রাত্রি হইল, তখন শরাসনে বাণ যোজনা করিয়া এক বৃক্ষোপরি অবস্থান করিলেন। ব্যাধগণ সাবধানতাসহকারে চারি দিকের শূন্য পথ ঘিরিয়া রাখিল। বীরগণ বাগুরা বিস্তার করিয়া এইরূপে অবস্থান করিলে, অর্দ্ধ রাত্রে শূকরযূথ সকল সরোবরের তটে তটে নির্গত হইল। তাহারা সরসীকন্দে বিচরণ করিয়া যেমন ব্যাধবেষ্টিত স্থানে উপস্থিত হইল, অমনি রাজা বৃক্ষ হইতে তাহাদের কতকগুলিকে বিদ্ধ করিলেন। ব্যাধগণও বহু শূকর বধ করিল। ক্ষণমধ্যেই সমগ্র বরাহদল বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। তাহাদিগকে পতিত দেখিয়া ব্যাধগণ সদর্পে তুমুলধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সহর্ষে ধাবিত হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। ভটগণ তাহাদিগকে লইয়া সরোবরতটে আসিল। তখন রাজা

স্বপুরং গন্তুকামোঽসৌ দৃষ্টবান্ পথি তাপসম্।
ব্রাহ্মণং বৃদ্ধহারীতং শঙ্খচক্রসুশোভিতম্।
নিয়মৈর্দুষ্করৈরুগ্রৈঃ পরিক্ষীণকলেবরম্॥ ৪৩
অস্থিশেষং মহদ্দান্তং বিস্ফুরৎকর্কশত্বচম্।
দধানং হারিণং চর্ম্ম বসানং মৃদু বল্কলম্॥ ৪৪
কুর্ব্বাণং নৈগমং জাপ্যং নখলোমজটাধরম্।
তং বনাশ্রমিণং দৃষ্ট্বা মার্গং দত্ত্বা সসম্ভ্রমঃ॥ ৪৫
প্রণম্য শিরসা রাজ কৃতপদ্মাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
অথ চৈনমলঙ্কারৈর্দ্বিজো নিশ্চিত্য ভূমিপম্॥৪৬
উবাচ শ্রেয়সে হেতোঃ,পরোপকৃতিবাঞ্ছয়া।
কিমর্থং গম্যতে রাজন্ কালে পুণ্যতমে শুভে
মাঘমাসে বিহায়ৈব প্রাতঃস্নানং সরোবরে॥ ৪৭
প্রত্যুবাচ ততো রাজা নাহং জানে দ্বিজোত্তম
মাঘস্নানফলং কীদৃক্ তন্মে কথয় বিস্তরাৎ।

স্বীয় পুরে গমনোদ্যত হইয়া পথে এক তাপস দর্শন করিলেন। তাপস ব্রাহ্মণ, নাম বৃদ্ধহারীত; তিনি শঙ্খচক্রাদি চিহ্নে সুশোভিত এবং দুষ্কর কঠোর নিয়মাবলম্বনে ক্ষীণকলেবর। তাঁহার দেহে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট; তিনি অতীব জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার দেহে কর্কশ চর্ম্মচয় পরিস্ফুরিত, তিনি হরিণচর্ম্মে উপবেশন ও কোমল বল্কল পরিধানপূর্ব্বক নখলোমজটা ধারণ করিয়া নৈগম মন্ত্র জপে নিবিষ্ট। রাজা সেই বনাশ্রমীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ দিলেন এবং মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভূষণ দর্শনে তাঁহাকে রাজা বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং পরোপকার-বাসনায় শ্রেয়োনিমিত্ত তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! এই শুভ পুণ্য কালে কি নিমিত্ত এই স্থান হইতে চলিয়াছেন? সম্প্রতি মাঘ মাস; এ সময়ে সরোবরে প্রাতঃস্নান পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইতেছেন?৩৫—৪৭। রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দ্বিজোত্তম! আমি ইহা জানি না। মাঘস্নানের ফল কিরূপ? তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন।

ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা প্রাহ বৈখানসো মুনিঃ ॥৪৯
ভগবান্ দ্যুমণিঃ শীঘ্রমভ্যুদেতি তমোঽপহা।
স্নানকালোঽয়মস্মাকং ন কথাবসরো নৃপ ॥ ৫০
স্নাত্বা গচ্ছ বসিষ্ঠন্তং পৃচ্ছস্ব স্বকুলপ্রভুম্।
ইত্যুক্ত্বা তাপসো মৌনী প্রাতঃস্নানায় নির্গতঃ
প্রত্যাবৃত্য দিলীপোঽপি তত্র স্নাত্বা যথাবিধি।
পুনঃ স্বনগরীং বীরো গতোঽসৌ হর্ষপূরিতঃ ॥
অন্তঃপুরে নিবেদ্যাথ বানপ্রস্থকথাং পুনঃ।
শ্বেতাশ্বরথমারুহ্য সুশ্বেত চ্ছত্রচামরঃ ॥ ৫৩
সালঙ্কারঃ সুবাসাশ্চ সংবৃতো মন্ত্রিভিঃ সহ।
জয়শব্দান্ পুনঃ শৃণ্বন্ স্তবতো মাগধবন্দিভি ॥৫৪
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং যাত ঋষিবাক্যমনুস্মরন্।
তত্রৈব নত্বা ব্রহ্মর্ষিং বিনয়াচারপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৫
দত্তাসনো গৃহীতার্ঘ্য আশীর্ভিঃ সমলঙ্কৃতঃ।
সানন্দং মুনিনা পৃষ্টঃ কুশলং ভূপতির্বদা ॥৫৬
তদাব্রবীদ্বচো রাজা হর্ষয়ন্মুনিমানসম্।
সোঽপি বৈখানসেনোক্তং পপ্রচ্ছ মধুরাকৃতিঃ ॥

দিলীপ উবাচ।

ভগবংস্তৎপ্রসাদেন শ্রুতা বিস্তরতো ময়া।
আচারো দণ্ডনীতিশ্চ রাজধর্ম্মাশ্চ যে পরে ॥৫৮
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
দানানি তদ্বিধানানি যজ্ঞাশ্চ বিধয়স্তথা ॥ ৫৯
ব্রতানি তৎপ্রদিষ্টানি বিষ্ণোরারাধনং তথা।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি মাঘস্নানে চ যৎফলম্।
বিধেয়ং যদ্বিধানেন তন্মে ব্রহ্মমুনে বদ ॥ ৬০

বসিষ্ঠ উবাচ।

সম্যগুক্তং পরং শ্রেয়ো লোকত্রয়হিতাবহম্।
নির্ম্মলীকরণং তেন মুনিনা বনবাসিনা ॥ ৬১
কটাক্ষৈঃ কামিনীনান্তে প্রত্যাসন্নমখণ্ডিতাঃ।
কাময়ন্তে মৃগার্কে তে স্রোতসি স্নাতুমেব চ ॥৬২
বিনা বহ্নিং বিনা যজ্ঞমিষ্টাপূর্ত্তং বিনা প্রিয়ে।
বাঞ্ছন্তি সদ্গতিং স্নাতুং প্রাতর্মাঘে বহির্জলে

রাজার এই বাক্য শুনিয়া বৈখানস বৃদ্ধ হারীত মুনি বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ মরীচিমালী সত্বর অভ্যুদিত হইবেন। সুতরাং ইহা আমাদের স্নানকাল; এ সময়ে কথা কহিবার অবসর নাই। আপনি এস্থানে স্নান করিয়া যাউন এবং স্বীয় কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট গিয়া এ বিষয় জিজ্ঞাসা করুন। তাপস এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বনে স্নানার্থ যাত্রা করিলেন। রাজা দিলীপও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সরোবরে স্নানপূর্ব্বক সহর্ষে স্বীয় নগরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরে আসিয়া রাজা সেই বানপ্রস্থের কথা প্রকাশ করিলেন। পরে শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ সজ্জিত হইল। অলঙ্কৃত সুবস্ত্রপরিহিত রাজা ঋষিবাক্য স্মরণপূর্ব্বক শ্বেতচ্ছত্র ও শ্বেত-চামরযুক্ত সেই রথে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিগণ সহ বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রা করিলেন। মাগধ-বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তিনি পুনঃপুন জয় জয় শব্দ শুনিতে শুনিতে বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় গিয়া রাজা বিনয়াচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে প্রণিপাত করিলেন। রাজাকে আসন দত্ত হইল। রাজা অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন এবং ঋষির আশীর্ব্বাদে অলঙ্কৃত হইলেন। বশিষ্ঠ মুনি প্রসন্ন মনে ভূপতির কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রাজা মুনিমানস প্রহর্ষিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। মনোজ্ঞ-মূর্ত্তি নরপতি বৈখানস-কথিত সেই পূর্ব্ববিষয়ের প্রশ্ন করিলেন। দিলীপ কহিলেন,—ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি আচার, দণ্ডনীতি, অন্য অনেক রাজধর্ম্ম, চতুর্ব্বর্ণের আশ্রম-ক্রিয়া, বিবিধ দান, যজ্ঞ, নানা ব্রত এবং বিষ্ণুর আরাধনাপদ্ধতি বিস্তৃতরূপেই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে মাঘস্নানের ফল শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! যে বিধানক্রমে উহা করিতে হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বনবাসী মুনি লোক-ত্রয়হিতজনক পরম শ্রেয়স্কর পাপের প্রস্তাবই করিয়াছেন। মুনিগণ কামিনীগণের কটাক্ষ-বাণে অখণ্ডিত; সুতরাং তাঁহারা স্বভাবত নিষ্কাম হইয়াও মাঘে স্রোতোজলে স্নান কামনা করিয়া থাকেন। হোম, যজ্ঞ বা ইষ্টা-

গোভূমিতিলবাসাংসি স্বর্ণধান্যাদিকানি চ।
অদত্ত্বেচ্ছন্তি যে নাকং তে মাঘে স্নাতুমুদ্যতাঃ
ত্রিঃসপ্তাহব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈঃ পরাকৈশ্চ নিজাঙ্গকম্
অশোষ্যেচ্ছান্তি যে স্বর্গং তপসি স্নান্তি তে সদা
হরেঃ পূজা চ বৈশাখে তপঃ পূজা চ কার্ত্তিকে
তপো হোমস্তথা। দানং ত্রয়ং মাঘে বিশিষ্যতে
সানুবন্ধোঽতিপর্য্যাসো ধরাধীশো ভবেদ্ধ্রুবম্
কৈবল্যোৎপাদিকা বুদ্ধির্যয়া বা ন ভবেৎ পুনঃ
পদধ্যা বরিবস্যা সা বিহিতা দিব্যলোচনৈঃ।
অদনস্তপো দানং মাঘে মাসি নৃপোত্তম॥ ৬৮
সকামো বা প্রত্যর্থায় বা হরয়ে তদ্বিনাপি বা।
কায়শুদ্ধব্রতী কৃত্বা চতুর্দ্ধা স্নানজং ফলম্॥ ৬৯
নিরন্না অদিতিঃ সন্নৌ মাঘে দ্বাদশবৎসরে।

পুত্রাংশ্চ দ্বাদশাদিত্যান্ লেভে ত্রৈলোক্য-
দীপকান্॥ ৭০
সুভগা রোহিণী মাঘা দানশীলা স্বরুন্ধতী।
শচী চ রূপসম্পন্না প্রাসাদে সপ্তভূমিকে॥ ৭১
বিমলীকৃতশোভাঢ্যে নর্ত্তকীর্ণ শতাজিরে।
দীপবর্ণসমুচ্ছিন্নে রূপবৎস্ত্রীজনাকুলে॥ ৭২
গীতবাদিত্রনির্ঘোষে মঙ্গলাচারশোভিতে।
বেদধ্বনিপবিত্রে চ বিষদ্বিপ্রৈরলঙ্কৃতে॥ ৭৩
সুরার্চ্চনরতে রম্যে সদাতিথিনিষেবিতে।
মুদিতাস্তে বসন্তীহ যৈঃ স্নানং মকরে রবৌ॥
যৈর্দত্তং বহু মাঘে চ মুরারি শ্চার্চ্চিতঃ স্তুতঃ।
ইষ্টবস্তুপরিত্যাগান্নিয়মস্য তু পালনাৎ॥ ৭৫
ধর্ম্মহৃতিঃ সদা মাঘঃ পাপমূলং নিকৃন্ততি।
কামমূলঃ ফলদ্বারা নিষ্কামো জ্ঞানদঃ সদা॥ ৭৬
যে লোকা জ্ঞানশীলানাং যে লোকা বিপিনৌ-
কসাম্।

পুত্র ব্যতীত মাঘে বহির্জ্জলে প্রাতঃস্নান করিয়াই মুনিগণ সদ্‌গতি বাঞ্ছা করেন। যাহারা গো, ভূ, তিল, বস্ত্র, স্বর্ণ ও ধান্যাদি দান না করিয়া স্বর্গলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই মাঘস্নানে উদ্যত হইয়া থাকেন। যাহারা ত্রিসপ্তাহ সাধ্য ব্রত, কৃচ্ছ্র ও পরাক দ্বারা নিজদেহ অশোষিত করিয়া স্বর্গলাভ ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই নিত্য মাঘস্নান করিতে উদ্যত হন। বৈশাখে এবং কার্ত্তিকে হরিপূজা ও তপস্যা প্রশস্ত; কিন্তু মাঘে তপস্যা, হোম, দান, এই তিনটীই বিশিষ্ট। সাধারণতঃ ভূপাল ব্যক্তিকে সানুবন্ধ এবং সম্পদে অনির্ব্বৃতচিত্ত হইতে হয় এবং যাহাতে কৈবল্যোৎপাদিকা বুদ্ধি না জন্মে, এরূপ ব্রতচর্য্যা করিতে হয়। দিব্যদর্শীগণ তাঁহাদের পক্ষে সাধু মহর্ষিগণের পাদগ্রহণরূপ শুশ্রূষাই ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলসাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে নৃপোত্তম! এই মাঘস্নান অন্নত্যাগ, তপস্যা ও দানপূর্ব্বক করিতে হয়। সকামভাবে ব্রতধারী হইয়া প্রত্যর্থ, হরিতোষণার্থ, কায়শোধনার্থ অথবা অন্য কোন কামনায় মাঘস্নান করিব; মাঘ স্নানের ফল এই চতুর্ব্বিধ। অদিতি অন্ন পরিত্যাগ করিয়া মাঘে দ্বাদশবৎসর স্নান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি ত্রিলোক-দীপক দ্বাদশাদিত্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। রোহিণী, মঘা এবং অরুন্ধতী ইহাঁরা মাঘ-স্নান হেতুই সুভগা ও দানশালিনী হইয়া-ছিলেন। শচী এই মাঘস্নানগুণেই রূপ-সম্পন্ন হইয়া সপ্তভৌমিক প্রাসাদে বাস করেন। ঐ প্রাসাদাঙ্গন সুবিমল সুন্দর নর্ত্তকীবৃন্দে অলঙ্কৃত; উহা দীপালোকে সমুজ্জ্বল এবং রূপিণী রমণীজনে পরি-বৃত, গীত-বাদিত্রশব্দময়, মঙ্গলাচারশোভিত, বেদধ্বনিপূত, বিজ্ঞ বিপ্রবর্গে অলঙ্কৃত, সুরার্চ্চনযুত, রম্য এবং অতিথিনিষেবিত, যাঁহারা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করেন, এবং যাঁহারা ঐ মাসে প্রভূত দান ও মুরারির স্তব করেন, তাঁহারাই মুদিত চিত্তে ঐরূপ প্রাসাদে বাস করিয়া থাকেন। ৪৮—৭৪। ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ এবং নিয়ম পালন, এই দুই কারণে মাঘমাস নিত্য ধর্ম্মজনক হইয়া পাপমূল নিকৃন্তন করিয়া থাকে। ঐ মাস ফল দ্বারা কামমূলক এবং অকামতঃ জ্ঞানপ্রদ হয়। জ্ঞানশীল, বনবাসী বা বিষ্ণুভক্ত জন-

যে লোকা বিষ্ণুভক্তানাং তে মাঘস্নায়িনাং সদা।
দেবলোকান্নিবর্ত্তন্তে পুণ্যৈরন্যৈঃ পরন্তপ।
কদাচিন্ন নিবর্ত্তন্তে মাঘস্নানরতা নরাঃ॥ ৭৮
মাঘে স্নাত্বা তু যো ধেনুং দদ্যান্মর্ত্ত্যঃ পয়স্বিনীম্।
তস্যা যাবন্তি রোমাণি সর্ব্বাঙ্গে চ নৃপোত্তম॥৭৯
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে।
মাঘস্নানং প্রকুর্ব্বাণো যো দদ্যাৎ সগুড়াং-
স্তিলান্॥ ৮০
পাতকং তস্য প্রক্ষাল্য নির্ম্মলো ভাতি বৈ নরঃ
সর্ব্বেষাং ধান্যরাশীনাং তিলাঃ পাপপ্রণাশনাঃ॥
তস্মান্মাঘে প্রযত্নেন তিলা দেয়া নৃপোত্তম।
মাঘস্নানং প্রকুর্ব্বাণো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্
পিতৃন্ সন্তর্প্য শুদ্ধাত্মা যাতি বিষ্ণোঃ পরম্পদম্
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মাঘো দানেন নীয়তে॥৮৩
অদানং ন ক্ষিপেন্মাঘং সর্ব্বদা নৃপসত্তম।
বিত্তানুসারং জ্ঞাত্বা বৈ মাঘে দানং সদা দদেৎ
মাঘস্নানন্তু যঃ কুর্য্যাদুপানহকমণ্ডলূন্।
দদাতি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ স স্বর্গে তিষ্ঠতি ধ্রুবম্॥৮৫
মাঘস্নানময়ং রাজন্ কুর্ব্বাণস্তপ উত্তমম্।
দানং বিনা ক্ষিপেন্নৈব দানাৎ স্বর্গমবাপ্যতে॥৮৬
দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গো দানেন প্রাপ্যতে সুখম্
দানেন হীয়তে পাপং মহাপাতকজং নৃপ॥৮৭
অদানং ন তপো ভাতি হস্যূর্য্যং গগনং যথা।
অসন্ততি কুলং যদ্বদাচারেণ বিনা গৃহম্॥৮৮
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ পবিত্রং পাপনাশনম্।
বিদ্যাধরায় সম্প্রীতঃ ভৃগুণা মণিপর্ব্বতে॥৮৯

রাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ কদা ভৃগুর্বিপ্রো নিজগাদ মহীধরে।
তস্মৈ ধর্ম্মোপদেশঞ্চ কথ্যতাং মে কুতূহলাৎ॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

দ্বাদশাব্দং পুরা রাজন্নবর্ষ বলাহকঃ।
তেনোদ্বিগ্নাঃ প্রজাঃ ক্ষীণা গতাঃ সর্ব্বা
দিশো দশ॥ ৯১

গণের যে সকল লোক লাভ হয়, মাঘস্নায়ী-দিগের সেই সেই লোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পরন্তপ! নরগণ পুণ্যান্তরপ্রাপ্ত দেবলোক হইতেও নিবৃত্ত হয়; পরন্তু মাঘস্নানরত নরগণ কদাচ সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হয় না। যে মানব মাঘস্নান করিয়া পয়স্বিনী ধেনু দান করে, সেই ধেনুর গাত্রে যত রোম থাকে, তাবৎ সহস্রবর্ষ তাহার স্বর্গলোকে বাস হয়। যে মাঘস্নায়ী নর গুড়যুক্ত তিলরাশি দান করে, তাহার পাতক প্রক্ষালিত হইয়া যায়। সে নর নির্ম্মলরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। সমস্ত ধান্যরাশির মধ্যে তিল সকলই পাপপ্রণাশন। অতএব মাঘমাসে সযত্নে তিল দান করিবে। মাঘস্নায়ী ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দান করিবেন। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃলোকদিগকে সন্তর্পিত করিয়া শুদ্ধচিত্তে বিষ্ণুর পরম পদে উপনীত হইবেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মাঘমাস দান দ্বারাই অতিবাহিত করিবে। হে নৃপপ্রবর! দান না করিয়া কদাচ মাঘমাস ক্ষেপণ করিবে না। নিজের বিত্তপরিমাণ বুঝিয়া সর্ব্বথা মাঘমাসে স্নানদান করিবে। যে ব্যক্তি মাঘমাসে স্নান করে এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপানহ ও কমণ্ডলু দান করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে বাস করিয়া থাকে। হে রাজন্! মাঘস্নানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তম তপস্যা করিবে এবং বিনা দানে উক্ত মাস ক্ষেপণ করিবে না। কেননা দানহেতুই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। দানহেতুই স্বর্গ লাভ, দান হেতুই সুখপ্রাপ্তি এবং দানহেতুই পাপ-মহাপাপ ক্ষয় পাইয়া থাকে। সূর্য্যহীন গগন, সন্ততিহীন কুল এবং আচারবর্জ্জিত গৃহের ন্যায় দানহীন তপ শোভন নহে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পবিত্র পাপঘ্ন আর কিছুই নাই। মহর্ষি ভৃগু মণিপর্ব্বতে বিদ্যাধরের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।৭৫—৮৯। রাজা কহিলেন,—ব্রহ্মন্! বিপ্রবর ভৃগু কোন্ কালে বিদ্যাধরকে এই ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন, শুনিতে আমার কৌতূহল হইয়াছে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজন্!

খিলীভূতে তদা মধ্যে হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্নৃপ ।
স্বাহাস্বধাবষট্কারবেদাধ্যয়নবর্জ্জিতে ॥ ৯২
সোপপ্লবে তদা লোকে লুপ্তধর্ম্মে চ নিষ্প্রভে ।
ফলমূলান্নপানীয়শূন্যে বৈ ভূমিমণ্ডলে ॥ ৯২
বিন্ধ্যপাদতরুচ্ছন্নরম্যরেবাতটাশ্রমাৎ ।
সহ শিষ্যৈশ্চ নির্গম্য হিমাদ্রিং স গতো ভৃগুঃ ॥
তত্র তিষ্ঠতি কৈলাসগিরেঃ পশ্চিমতো গিরিঃ ।
মণিকূট ইতি খ্যাতো হেমরত্নশিলোচ্চয়ঃ ॥ ৯৫
অধোহধঃ স্ফটিকশ্বেতো মধ্যে নীলশিলো গিরিঃ ।
ভূতিভিঃ সর্ব্বতঃ শুক্লো নীলকণ্ঠ ইবাবভৌ ॥৯৬
সর্ব্বত্রাসৌ নীলশিলো হেমরেখান্তরান্তরঃ ।
স্ফুরদ্বিদ্যুল্লতঃ কৃষ্ণো জীমূত ইব রাজতে ॥৯৭
মূর্দ্ধ্নি নীলশিলঃ শৈল অধঃ কাঞ্চনমেখলঃ ।
নারায়ণ ইবাভাতি পরিবীত ইবাম্বরঃ ॥ ৯৮

আমেখলমুনীলাভো মধ্যেমধ্যে সিতোপলঃ ।
সতারকমিব ব্যোম শুশুভে স মহীধরঃ ॥ ৯৯
লব্ধা স্বমস্তনুং শুভ্রাং দীপ্তদিব্যৌষধীধরঃ ।
বহুদ্যোতকরো ভাতি দ্বিতীয় ইব চন্দ্রমাঃ ॥১০০
অধিত্যকাসু সঙ্গীতৈঃ কিন্নরীণাং সকীচকৈঃ ।
রক্তাপত্রপতাকাভিঃ শোভতে স সদাচলঃ ॥১০১
হরিতোপলবৈদূর্য্যপদ্মরাগসিতাশ্মনাম্ ।
রুগ্রশ্মিমণ্ডলৈঃ সোহগ ইন্দ্রচাপৈরিবাবৃতঃ ॥
সর্ব্বধাতুময়ৈর্হেমৈর্নানারত্নৈঃ প্রশোভিতঃ ।
সোহগ্নিজ্বালৈরিবাত্যুচ্চৈঃ শৃঙ্গৈঃ সর্ব্বত্র বেষ্টিতঃ
তস্যাগত্য নিতম্বেষু সতৃণাসু শিলাসু চ ।
বিদ্যাধর্য্যঃ প্রসেবন্তে স্বপতীন্ কামবিক্লবাঃ ॥
নিরুদ্ধান্তর্মরুন্মার্গা জিতক্লেশা বিরাগিণঃ ।
ধ্যায়ন্ত্যহর্নিশং ব্রহ্ম রম্যসানুগুহাসু চ ॥ ১০৫

পূর্ব্বে একদা পর্জ্জন্যদেব দ্বাদশ বর্ষ বারি বর্ষণ করেন না। তাহাতে প্রজাবর্গ উদ্বিগ্ন ও ক্ষীণ হইয়া দশ দিকে প্রস্থান করিল। হে নৃপ! তৎকালে হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্য স্থান খিলীভূত হইল। স্বাহা, স্বধা, বষট্কার, বেদাধ্যায়ন লুপ্ত হইয়া গেল। লোক সকল উপপ্লুত হইয়া লুপ্তধর্ম্ম ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ভূমণ্ডল ফল-মূল, অন্ন ও জলশূন্য হইল। মহর্ষি ভৃগু তখন বিন্ধ্যাদ্রির পাদদেশোৎপন্ন তরুগণাচ্ছন্ন রম্য রেবাতটাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া শিষ্যগণসহ হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। তথায় কৈলাস গিরির পশ্চিমে মণিকূট নামে এক হেমরত্নময় শিলোচ্চয় আছে। উহার অশেষ ভূমি স্ফাটিক শিলায় শ্বেতবর্ণ এবং মধ্যে নীলবর্ণ শিলা বিরাজিত। সুতরাং ঐ গিরি বিভূতি-ভূষিত শুভ্রদেহ নীলকণ্ঠবৎ প্রতিভাত। ঐ গিরির সর্ব্বত্রই নীল শিলা; মধ্যে মধ্যে হেম-রেখা; সুতরাং বিদ্যুদ্দামশালী কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় উহা বিরাজমান। উহার শিখরে নীল শিলা, অধোদেশে কাঞ্চন-মেখলা; সুতরাং পীতাম্বরপরিবৃত নারায়ণের ন্যায় উহা বিরাজিত। ঐ গিরি মেখলা ব্যতীত অন্যত্র নীলাভ, মধ্যে মধ্যে শুভ্রোপলযুত; সুতরাং নক্ষত্রখচিত ব্যোমমণ্ডলবৎ উহা উদ্ভাসিত। ঐ গিরিবর স্বীয় শুভ্র দেহ লাভ করিয়া দীপ্ত দিব্যৌষধ সকল ধারণ করায় বহু দ্যুতিকর দ্বিতীয় চন্দ্রমার ন্যায় দেদীপ্য-মান। উহার অধিত্যকায় কিন্নরীগণ বংশী-ধ্বনি করিয়া গান করিতেছে, রক্তাপত্র সকল পতাকার ন্যায় উড্ডীন হইতেছে, ইহাতে ঐ গিরিবর সর্ব্বদাই শোভা পাইতেছে। হরি-তোপল, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ ও শ্বেত প্রস্তর-সমূহের দ্যুতি ও রশ্মিচ্ছটায় ঐ গিরি যেন ইন্দ্রধনুসমূহেই আবৃত। উহা হেমরত্নময় নানা ধাতুমণ্ডিত উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ সকল দ্বারা শোভিত হওয়ায় ঐ গিরি যেন সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে অগ্নিশিখায় বেষ্টিত। ৯০—১০৩। বিদ্যাধরী-গণ ঐ গিরির নিতম্বদেশে সতৃণ শিলাখণ্ড-সমূহে সমাগত হইয়া কামবিহ্বলভাবে স্ব স্ব পতির সেবা করিয়া থাকে। জিতক্লেশ জিতেন্দ্রিয় বিষয়-বিরাগী সাধুগণ অন্তরে বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া অহোরাত্র ঐ গিরির সুরম্য সানু ও গুহার মধ্যে ব্রহ্মধ্যান করেন। অক্ষসূত্রধারী সিদ্ধগণ ঐ গিরির সুন্দর

সাক্ষসূত্রকরাঃ সিদ্ধা অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনাঃ।
আরাধয়ন্তি ভূতেশং সুন্দরীষু দরীষু চ॥ ১০৬
মন্দারকুসুমামোদ-সুরভীকৃতদিঙ্মুখঃ।
এষ নির্ঝরিণীবারিঝঙ্কারমুখরঃ সদা॥ ১০৭
উপত্যকাসু খেলন্তির্বনস্থৈঃ কলভৈর্গজৈঃ।
কস্তূরীমৃগযূথৈশ্চ চারুচিত্রমৃগৈস্তথা॥ ১০৮
বিলসচ্চমরীবৃন্দৈর্বিচিত্রৈঃ শ্বাপদৈস্তথা।
মদৎপারাবতৈশ্চৈব চকোরৈশ্চাপি কোকিলৈঃ
রাজহংসময়ূরৈশ্চ সদারম্যঃ স পর্ব্বতঃ।
সেব্যমানঃ সদা দেবৈর্গুহ্যকৈরপ্সরোগণৈঃ॥

রাজোবাচ।

বহ্বাশ্চর্য্যময়ঃ শৈলঃ সর্ব্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ঃ।
ভগবন্ কিয়দুচ্ছ্রায়ঃ কিয়দায়ামবিস্তরঃ॥ ১১১

ঋষিরুবাচ।

ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনোচ্ছ্রায়ো মস্তকে দশযোজনঃ
আয়ামবিস্তরাভ্যাং স মূলে ষোড়শযোজনঃ॥
হরিচন্দনমন্দারচূতরাজিবিরাজিতঃ।
দেবদারুক্রমাকীর্ণঃ সরলার্জ্জুনশোভিতঃ॥ ১১৩
কালাগুরুলবঙ্গৈশ্চ নিকুঞ্জৈশ্চ লতাগৃহৈঃ।
বিরাজতে গিরিশ্রেষ্ঠঃ সদাপুষ্পফলপ্রদঃ॥ ১১৪
তং দৃষ্ট্বা পর্ব্বতং রম্যং তদা দুর্ভিক্ষপীড়িতঃ।
ভৃগুশ্চকার তত্রৈব বসতিং হৃষ্টমানসঃ॥ ১১৫
তস্মিন্মনোহরে শৈলে কন্দরেষু বনেষু চ। *
চিরকালং তপস্তেপে তপঃসুনিরতো ভৃগুঃ।
এবং তিষ্ঠতি রাজেন্দ্র দ্বিজেন্দ্রাশ্রমবাসিনি॥ ১১৬
অবতীর্য্যাগতৌ শৈলাদ্ দ্বৌ বিদ্যাধরদম্পতী।
সমাগম্য মুনিং নত্বা স্থিতৌ তাবতিদুঃখিতৌ॥
তথাবিধৌ চ তৌ দৃষ্ট্বা মঞ্জু বাক্যং

দ্বিজোঽব্রবীৎ।

বদ বিদ্যাধর প্রীত্যা যুবাং কিমতিদুঃখিতৌ॥
শ্রুত্বা তস্য মুনের্ব্বাক্যং প্রাহ বিদ্যাধরো দ্বিজম্
শ্রূয়তাং তাপসশ্রেষ্ঠ মম দুঃখস্য কারণম্॥ ১১৯
সুকৃতস্য ফলং প্রাপ্য প্রাপ্তোঽস্মি ত্রিদশালয়ম্
লব্ধাপি দেবতাদেহং মুখং ব্যাঘ্রস্য মেঽভবৎ

কন্দরে থাকিয়া অর্দ্ধোন্মীলিতনেত্রে ভূতপতির আরাধনা করিয়া থাকেন। উহার মন্দার-কুসুমামোদে দিঙ্মণ্ডল সুরভীকৃত এবং নির্ঝরিণীবারিদ্বারা নিত্যই উহা ঝঙ্কার-মুখরিত। ঐ গিরির উপত্যকাসমূহে, বন্যকরী ও করিশাবকগণ ক্রীড়াপরায়ণ। এতদ্ভিন্ন কস্তূরীমৃগবৃন্দ, চারুচিত্র মৃগ, চমরীচয়, বিচিত্র শ্বাপদ সকল, চকোর ও কোকিলকুল, রাজ-হংস এবং ময়ূরসমূহে ঐ গিরি সর্ব্বদাই সুরম্য। দেব গুহ্যক ও অপ্সরোগণ সদাই উহার সেবা করিয়া থাকেন। রাজা কহি-লেন,—ভগবন্! আপনার বর্ণিত ঐ পর্ব্বত বহু আশ্চর্য্যময় ও সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয়। পরন্তু উহার আয়াম এবং উচ্ছ্রায় কিয়ৎ-পরিমাণ, তাহা বলুন। ঋষি কহিলেন,—ঐ পর্ব্বতের উচ্ছ্রায় ষট্‌ত্রিংশৎ যোজন; মস্তকে দশ যোজন, মূলে ষোড়শ যোজন। উহা হরিচন্দন, মন্দার ও চূতরাজি দ্বারা বিরাজিত। নিত্য পুষ্পফলপ্রদ ঐ গিরি-শ্রেষ্ঠ দেবদারুক্রমে আকীর্ণ, সরল ও অর্জ্জুন বৃক্ষে শোভিত এবং কালাগুরু, লবঙ্গকৃত, নিকুঞ্জ ও লতাগৃহ দ্বারা পরিশোভিত। দুর্ভিক্ষপীড়িত মহর্ষি ভৃগু উক্ত রম্য পর্ব্বত অবলোকন করিয়া সেইখানেই হৃষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। তপস্যা-নিরত ভৃগু বহু-কাল তপস্যা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহর্ষি এইরূপে থাকিলে, একদা এক বিদ্যাধর-দম্পতি পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক আগমন করিল এবং মুনিবরকে নমস্কার করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে অবস্থিত হইল। মুনিবর তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও হে বিদ্যাধর! তোমরা অতি দুঃখিত হইয়াছ কেন? তাহা বল। ১০৪—১১৮। বিদ্যাধর সেই মুনির বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে তাপসবর! আমার দুঃখের কারণ শ্রবণ করুন। আমি সুকৃতফলে স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার দেবদেহ লাভ হইলেও মুখ ব্যাঘ্রমুখের ন্যায় হই-

* কচিদয়ং শ্লোকো নাস্তি।

ন জানে কর্ম্মণঃ কস্য বিপাকোঽয়মুপস্থিতঃ ।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য ন লেভে শর্ম্ম মে মনঃ ॥
অন্যচ্চ শ্রূয়তাং বিপ্র যেন মে হ্যাকুলং মনঃ ।
জায়েয়ং মম কল্যাণী মধুবাণী সুরূপিণী ॥ ১২২
নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা সর্ব্বসদ্গুণশালিনী ।
যস্মিন্ কালে কুমারীয়ং তদা চামলয়ানয়া ॥
বিপঞ্চীপরিবাদিন্যা তন্ত্রীভিঃ সপ্তভির্ভৃশম্ ।
বীণাবাদ্যরসাভিজ্ঞস্তোষিতো নারদো মুনিঃ ॥
মুগ্ধভাবেঽপি গায়ন্ত্যা স্বনয়া রক্তকণ্ঠয়া ।
বিচিত্রস্বরনাদজ্ঞো দেবরাজোঽপি তোষিতঃ ॥
অস্যাঃ কৌতুকভিন্নাঙ্গ্যা বাদয়ন্ত্যা বিপঞ্চিকাম্
নানাবক্রগতিস্নিগ্ধং শ্রুত্বা তং পঞ্চমধ্বনিম্ ॥১২৬
তুতোষোত্তিন্নরোমাঞ্চো ধুন্বন্মৌলিং মহেশ্বরঃ
শীলৌদার্য্যগুণগ্রামরূপযৌবনসম্পদা ॥ ১২৭
নানয়া সদৃশী নাকে কাচিদস্তি নিতম্বিনী ।
কেয়ং দেবমুখী রামা কাহং ব্যাঘ্রমুখঃ পুমান্ ॥
ইতি ব্রহ্মন সদাচিন্ত্য দহ্যামি হৃদি সর্ব্বদা ।

ইতি বিদ্যাধরপ্রোক্তং শ্রুত্বা চেক্ষ্বাকুনন্দন ॥
ত্রিকালজ্ঞো ভৃগুঃ প্রাহ প্রহসন্ দিব্যলোচনঃ ।
শৃণু বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠ বিচিত্রং কর্ম্মণাং ফলম্ ॥১৩০
প্রাপ্য প্রাজ্ঞা ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্ত্যজ্ঞানচেতসঃ ।
মক্ষিকাপদমাত্রন্তু যথা হি বিষমং বিষম্ ॥ ১৩১
ক্রিয়া স্ববিহিতাল্পাপি বিপাকে দারুণা তথা ।
উপোষ্যৈকাদশীং মাঘে তৈলাভ্যঙ্গঃ কৃতস্ত্বয়া ॥
দ্বাদশ্যাং প্রাগ্‌ভবে দেহে তেন ব্যাঘ্রমুখো ভবান্ ।
উপোষ্যৈকাদশীং পুণ্যাং দ্বাদশ্যাং তৈলসেবনাৎ
কুরূপং প্রাপ্তবান্ দেহং পুরা হ্যেবং পুরূরবাঃ ॥
দৃষ্ট্বাত্মনঃ কুকায়ং স তেন দুঃখেন দুঃখিতঃ ॥১৩৪
গিরিরাজং সমাগম্য দেবতাসরসস্তটে ।
স্থিত্বা চ পরমপ্রীত্যা শুচিঃ স্নাতঃ কুশাসনে ॥
নবনীলঘনশ্যামং নলিনায়তলোচনম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরাবৃতম্ ॥ ১৩৬

য়াছে। জানি না, এ আমার কোন্ কর্ম্ম-বিপাক উপস্থিত। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া মনে শান্তি লাভ করিতেছে না। হে বিপ্র! আমার মন ব্যাকুল হইবার অন্য কারণও শ্রবণ করুন। এই আমার কল্যাণী জায়া মধুরভাষিণী, সুন্দরী, নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা ও সর্ব্বসদ্গুণশালিনী। ইহার যখন কুমারী অবস্থা, তখন এই সুন্দরী সপ্ততন্ত্রী বিপঞ্চী-বাদনে বীণাবাদ্য-রসাভিজ্ঞ নারদ মুনিকে তোষিত করিয়াছিল এবং মুগ্ধভাবে মধুর কণ্ঠে গান করিয়া বিচিত্র-স্বরনাদজ্ঞ দেব-রাজেরও সন্তোষ জন্মাইয়াছিল। এই ললনা কৌতুকভিন্ন গাত্রে বিপঞ্চী বাদন করিতে লাগিলে, মহেশ্বর নানা বক্রগতি স্নিগ্ধ পঞ্চম ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুলকাকুলগাত্রে স্বীয় মৌলি কম্পিত করিয়া-ছিলেন। শীল ঔদার্য্য গুণগ্রাম রূপ ও যৌবন-সম্পদে স্বর্গে কোন নিতম্বিনীই ইহার সদৃশী নাই। কোথায় এই দেবমুখী সুন্দরী আর কোথায়ই বা মাদৃশ ব্যাঘ্রমুখ পুরুষ? হে ব্রহ্মন্! আমি ইহা চিন্তা করিয়া নিয়তই দগ্ধ হইতেছি। হে রাজন্! এই বিদ্যাধরোক্তি শ্রবণ করিয়া ত্রিকালজ্ঞ দিব্যচক্ষু ভৃগু হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন,—হে বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর, বিচিত্র কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া প্রাজ্ঞগণ মুগ্ধ হন না, অজ্ঞানচিত্ত ব্যক্তিগণই মুগ্ধ হইয়া থাকে। যেমন মক্ষিকাপদপরিমিত সর্প-বিষও বিষম হইয়া উঠে, তেমনি অবিহিত পাপক্রিয়াও বিপাকে দারুণ হইয়া থাকে। তুমি জন্মান্তরে মাঘমাসে একাদশীতে উপ-বাস করিয়া দ্বাদশীতে তৈলাভ্যঙ্গ করিয়াছিলে, তাই তুমি ব্যাঘ্রমুখ হইয়াছ। পুরাকালে রাজা পুরূরবা পুণ্য একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে তৈল সেবন করায় কুরূপদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১১৯-১৩০। তিনি নিজের কুদেহ দর্শনে দুঃখিত হইয়া হিমালয়স্থ দেব-সরোবরতটে আগমনপূর্ব্বক তথায় স্নানান্তে শুচি হইয়া কুশাসনে পরম প্রীতিভরে উপবেশন করিলেন এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় নিগৃহীত করিয়া নবনীলনীরদশ্যাম নলিনায়তনেত্র

কৌস্তুভেন বিরাজন্তং বনমালাধরং হরিম্।
চিন্তয়ন্ হৃদয়ে রাজা নিগ্রহীতাখিলেন্দ্রিয়ঃ ॥১৩৭
মাসত্রয়ং নিরাহারস্তপস্তেপে সুদারুণম্।
অল্পেন তপসা তুষ্টঃ সপ্তজন্মকৃতার্চ্চনঃ॥ ১৩৮
সংস্মারং স্তস্য ভূপস্য তদা প্রাদুরভূৎ স্বয়ম্।
মাঘস্য শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং মকরে রবৌ॥
শঙ্খাম্ভিরভিষিচ্যাশু মুদা তং চক্রবর্ত্তিনম্।
বাসুদেবো দদৌ তস্মৈ স্মারয়ংস্তৈলচেষ্টিতম্॥
অতীবসুন্দরং রূপং কমনীয়ং মনোহরম্।
যেন তক্রমে দেবী উর্ব্বশী দেবনায়িকা॥ ১৪১
ইত্থং লব্ধবরো রাজা কৃতকৃত্যঃ পুরং গতঃ।
ইতি কর্ম্মগতিং জ্ঞাত্বা কিং বিদ্যাধর খিদ্যতে॥
ভবান্ পরিজিহীর্ষুশ্চেদাননস্য বিরূপতাম্।
শীঘ্রং মদ্বচনাদেব প্রাচীনাঘবিনাশনম্॥ ১৪৩
মাঘমাসে কুরু স্নানং মণিকূটনদীজলে।
সুরসিদ্ধসুরৈর্জুষ্টে কথয়িষ্যামি তদ্বিধিম্॥১৪৪
তব ভাগ্যবশান্মাঘো নিকটঃ পঞ্চমেঽহনি।
পৌষস্যৈকাদশীং শুক্লামারভ্য স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥১৩৫
মাসমেকং নিরাহারস্ত্রিকালং স্নানমাচর।
ত্রিকালমর্চ্চয়ন্ বিষ্ণুং ত্যক্তভোগো জিতেন্দ্রিয়ঃ
মাঘস্যৈকাদশীং শুক্লাং যাবদ্বিদ্যাধরোত্তম।
ততো নির্দগ্ধপাপং ত্বাং দ্বাদশ্যাং পুণ্যবাসরে॥
অভিষিচ্য শিবৈস্তোয়ৈর্মন্ত্রপূতৈরহং সুর।
কামবক্ত্রোপমং বক্ত্রং করিষ্যামি তবানঘ॥ ১৪৮
দেবতাবদনো ভূত্বা ত্বং বিদ্যাধরসত্তম।
অনয়া বরবর্ণিন্যা সার্দ্ধং ক্রীড় যথাসুখম্॥ ১৪৯
জ্ঞাতমাঘপ্রভাবস্ত্বং মাঘস্নানং সদা কুরু।
যথা মনোরথাবাপ্তির্জ্জায়তে তব সর্ব্বদা॥ ১৫০
ইত্যুক্তং ভৃগুণা তস্মৈ সর্ব্বজ্ঞেন মহাত্মনা।
বিদ্যাধরায় রাজেন্দ্র পুনর্গাথা উদাহৃতা॥ ১৫১

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর পীতাম্বর, কৌস্তুভোদ্ভাসিত, বনমালাধারী হরিকে হৃদয়ে চিন্তা করত তিনমাস যাবৎ নিরাহারে সুদারুণ তপস্যা করিলেন। রাজা সপ্তজন্ম যাবৎ হরিকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; তাই অল্প তপস্যাতেই তিনি পরিতুষ্ট হইলেন। তখন স্বয়ং হরি রাজাকে স্মরণ করিলেন এবং মাঘে মকরগত-দিবাকরে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী-দিনে শঙ্খোদকে সেই রাজচক্রবর্ত্তীকে স্বহস্তে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার দ্বাদশীদিনে তৈলব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পরে বাসুদেব তাঁহাকে অতি সুন্দর কমনীয় মনোহর রূপ দান করিলেন। সেই রূপের গুণেই দেবনায়িকা উর্ব্বশী পুরূরবাকে কামনা করিয়াছিল। যাহা হউক, রাজা পুরূরবা এইরূপে লব্ধবর হইয়া কৃতকৃত্য হইলেন এবং স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। হে বিদ্যাধর! এইরূপ কর্ম্মগতি অবগত হইয়া কেন বৃথা খেদ করিতেছ? তুমি যদি নিজ মুখের বৈরূপ্য পরিহার করিতে চাও, তবে আমার উপদেশে পূর্ব্বপাপবিনাশার্থ সত্বর সুরসিদ্ধসেবিত মণিকূটনদীজলে মাঘস্নান করিতে আরম্ভ কর। আমি ঐ মাঘস্নানবিধি তোমায় বলিয়া দিব। তোমার ভাগ্যবশে মাঘ মাস নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অদ্য হইতে পঞ্চম দিনে উহার প্রবৃত্তি হইবে। পৌষের শুক্লা একাদশী হইতে স্থণ্ডিলে শয়ন আরম্ভ করিবে, একমাস নিরাহারে থাকিবে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে, জিতেন্দ্রিয় ও ভোগবিমুখ হইয়া ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। মাঘের শুক্লা একাদশী যাবৎ এই ভাবে কার্য্য করিবে। অনন্তর তুমি পাপমুক্ত পূতদেহ হইলে দ্বাদশী তিথির পুণ্য বাসরে মন্ত্রপূত মঙ্গল জলে তোমায় আমি অভিষিক্ত করিব। হে অনঘ! সেই অভিষেক দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল আমি কামদেবের মুখের ন্যায় করিয়া দিব। ১৩৪—১৪৮। হে বিদ্যাধরবর! তুমি দেবোচিত বদনসম্পন্ন হইয়া এই বরবর্ণিনীর সহিত যথাসুখে ক্রীড়া করিবে। অগ্রে মাঘমাহাত্ম্য অবগত হও, পরে নিত্য মাঘস্নান করিতে থাক। ইহাতেই তোমার মনোভীষ্ট লাভ হইবে। সর্ব্বদর্শী মহাত্মা ভৃগু বিদ্যাধরকে এই কথা কহিয়া

মাঘস্নানৈর্ব্বিপন্নাশো মাঘস্নানৈরঘক্ষয়ঃ।
সর্ব্বযজ্ঞাধিকো মাঘঃ সর্ব্বদানফলপ্রদঃ ॥১৫২
মাঘো গর্জ্জতি যজ্ঞেভ্যো মাঘো যোগাচ্চ গর্জ্জতি।
তীব্রাচ্চ তপসো মাঘো ভো বিদ্যাধর গর্জ্জতি
পুষ্করে চ কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মাবর্ত্তে পৃথূদকে।
অবিমুক্তে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ১৫৪
যৎফলং দশভির্ব্বর্ষৈঃ প্রাপ্যতে নিয়মৈর্নরৈঃ।
তৎফলং প্রাপ্যতে মাঘে ত্র্যহস্নানান্ন সংশয়ঃ ॥
স্বর্গলোকে চিরং রাগো যেষাং মনসি বর্ত্ততে।
যত্র ক্বাপি জলে তৈস্ত স্নাতব্যং মকরে রবৌ ॥
আয়ুরারোগ্যসম্পত্তিরূপসৌভাগ্যতাগুণাঃ।
যেষাং মনোরথস্তৈস্ত ন ত্যাজ্যং মাঘমজ্জনম্ ॥
যে চ বিভ্যন্তি নরকাদ্‌যে দারিদ্র্যাচ্চ সঙ্কিতাৎ
সর্ব্বথা তৈঃ প্রযত্নেন মাঘে কার্য্যং নিমজ্জনম্ ॥
দারিদ্র্যপাপদৌর্ভাগ্য-পঙ্কপ্রক্ষালনায় চ।
মাঘস্নানান্ন চান্যোঽস্তি উপায়ো রাজসত্তম ॥১৫৯
শ্রদ্ধাহীনানি কর্ম্মাণি তথাত্যল্পফলানি বৈ।
ফলং দদাতি সম্পূর্ণং মাঘস্নানং যথা তথা ॥১৬০
অকামো বা সকামো বা যত্র ক্বাপি বহির্জ্জলে।
ইহামুত্র চ দুঃখানি মাঘস্নায়ী ন বিন্দতি ॥১৬১
পক্ষদ্বয়ে যথা চন্দ্রো বর্দ্ধতে ক্ষীয়তে তথা।
পাতকং ক্ষীয়তে মাঘে পুণ্যরাশিশ্চ বর্দ্ধতে ॥
যথা চ ধন্যা জায়ন্তে রত্নানি বিবিধানি চ।
স্নানাৎপুণ্যানি জায়ন্তে নরাণাং মাঘতস্তথা।
আয়ুর্ব্বিত্তং কলত্রাদি-সম্পদঃ প্রভবন্তি চ ॥১৬৩
কামধেনুর্যথা কামং চিন্তামণিশ্চ চিন্তিতম্।
মাঘস্নানং দদাতীহ তদ্বৎসর্ব্বান্মনোরথান্ ॥১৬৪
কৃতে তপঃ পরং জ্ঞানং ত্রেতায়াং যজনং তথা।
দ্বাপরে তু কলৌ দানং মাঘঃ সর্ব্বযুগেষু চ ॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ভূপতে।
মাঘস্নানন্তু ধর্ম্মস্য ধারাভির্বিভবর্ষতি ॥ ১৬৬

পুনরায় এক প্রাচীন গাথা উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিয়া কহিলেন, মাঘস্নানে বিপদ্ নিবারণ এবং মাঘস্নানে পাপক্ষয় হয়। মাঘ সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে অধিক এবং মাঘই সর্ব্বদান-ফলের প্রদাতা। হে বিদ্যাধর! সমুদায় যজ্ঞ, যোগ ও তীব্র তপস্যা হইতেই মাঘ-স্নান শ্রেষ্ঠ কার্য্য। পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, ব্রহ্মা-বর্ত্ত, পৃথূদক, অবিমুক্ত, প্রয়াগ, এবং গঙ্গা-সাগরসঙ্গম এই সকল স্থলে দশবর্ষ নিয়মাবলম্বনে নর যে ফল প্রাপ্ত হয়, মাঘে তিন দিন মাত্র স্নানেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্ত স্বর্গবাসে চিরানু-রক্ত, তাহারা মাঘে যে-কোনও স্থানে জলে স্নান করিবেন। আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি, রূপ ও সৌভাগ্য যাঁহাদের কাম্য বস্তু, তাঁহারা কখনও মাঘস্নান বর্জ্জন করিবেন না। যাহারা নরক হইতে ভীত এবং দারিদ্র্য হইতে শঙ্কিত, সর্ব্বথা সযত্নে মাঘস্নান তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজশ্রেষ্ঠ! দারিদ্র্য, পাপ, ও দৌর্ভাগ্যরূপ পঙ্ক প্রক্ষা-লনের মাঘস্নান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম সকল অল্প ফল প্রদান করে; কিন্তু যে-কোনরূপে কৃত মাঘস্নান পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। মানব অকাম বা সকাম যে-কোন ভাবেই মাঘে বহির্জ্জলে স্নান করুক, ইহ-পরকালে তাহাকে কখনও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। পক্ষদ্বয়ে চন্দ্রমা যেমন ক্ষীণ ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন, তেমনি মাঘ মাসে পাপরাশি ক্ষীণ ও পুণ্য-রাশি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন খনিতে বিবিধ রত্ন উৎপন্ন হয়, তেমনি স্নানহেতু মাঘে মানবগণের পুণ্যপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। মাঘস্নানে আয়ু, বিত্ত, কলত্র, ও সম্পদ্ সকল বর্দ্ধিত হয়। যেমন কামধেনু কাম্য বস্তু এবং চিন্তামণি চিন্তিত বস্তু প্রদান করে, তেমনি মাঘস্নান সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। ১৫২—১৬৪। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজন এবং কলিতে দান, কার্য্যই প্রশস্ত, পরন্তু মাঘস্নান সর্ব্বযুগেই প্রধান। হে ভূপতে! সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত আশ্রমসমূহকে মাঘ-স্নান ধর্ম্মধারায় প্লাবিত করিয়া থাকে।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি বাক্যং ভৃগোঃ শ্রুত্বা তস্মিন্নেবাশ্রমে স্থুরঃ
সহৈব ভৃগুণা মাঘে গিরৌ নির্ঝরিণীতটে ॥
যথোক্তবিধিনা স্নানমকরোদ্ভার্য্যয়া সহ।
ভৃগোরনুগ্রহাৎ সোঽথ সম্প্রাপ্য মনসেপ্সিতম্
দেবতাবদনো ভূত্বা মুমুদে মণিপর্ব্বতে।
আজগাম ভৃগুর্বিন্ধ্যং তমনুগ্রাহ্য হর্ষিতঃ॥ ১৯

মণিময়গিরিরাজে স্নানমাত্রেণ মাঘে
মদনবদনরূপস্তত্র বিদ্যাধরোঽভূৎ।
ক্ষপিতনিয়মদেহো বিন্ধ্যপাদাবতীর্ণো
ভৃগুরপি সহ শিষ্যৈরাজগামাথ রেবাম্॥
অখিল ভুবনসারং মাঘমাহাত্ম্যমেত-
দ্দ্বিজবর ভৃগুণোক্তং ভূপ বিদ্যাধরায়।
বিবিধফলবিচিত্রং যঃ শৃণোতীহ নিত্যং
রুচিরসকলকামান্ দেববৎ প্রাপ্নুয়াৎ সঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাঘমাহাত্ম্যে পঞ্চ-
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৫॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিদ্যাধর ভৃগুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারেই গিরি-নির্ঝরিণীতটে মাঘমাসে স্নানার্থ গমন করিলেন এবং ভার্য্যার সহিত যথাবিধি স্নান কার্য্য করিলেন। ভৃগুর প্রসাদে তাঁহার মনোভীষ্ট লাভ হইল। তিনি দেববদন হইয়া মণিপর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। ভৃগু বিদ্যাধরের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া সহর্ষে বিন্ধ্যাচলে আসিলেন। এ দিকে বিদ্যাধর মাঘে মণিপর্ব্বতে স্নানমাত্র মদনবদনবৎ মুখ-শোভা ধারণ করিলেন। ভৃগু শিষ্যগণ সহ নিয়মাবলম্বনে দেহের ক্ষীণতা সাধন করিয়া বিন্ধ্যপাদে অবতরণ-পূর্ব্বক রেবাতীরে উপস্থিত হইলেন। হে ভূপ! এই মাঘমাহাত্ম্য নিখিল জগতের সারভূত; দ্বিজবর ভৃগু ইহা বিদ্যাধর সকাশে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিত্য এই বিবিধ-ফল বিচিত্র মাঘমাহাত্ম্য শ্রবণ

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অধুনা মাঘমাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যামি নৃপোত্তম।
পৃচ্ছতে কার্ত্তবীর্য্যায় দত্তাত্রেয়েণ ভাষিতম্ ॥১
দত্তাত্রেয়ং হরিং সাক্ষাদ্বসন্তং সহ্যপর্ব্বতে।
পপ্রচ্ছ তং দ্বিজং গত্বা রাজা মাহিষ্মতীপতিঃ॥

সহস্রার্জ্জুন উবাচ।

ভগবন্ যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃশ্রুতা ময়া।
মাঘস্নানফলং ব্রূহি কৃপয়া মম সুব্রত ॥ ৩

দত্তাত্রেয় উবাচ।

শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল এতৎপ্রশ্নোত্তরং শুভম্।
ব্রহ্মণোক্তং পুরা হেতন্নারদায় মহাত্মনে॥ ৪
তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যামি মাঘস্নানফলং মহৎ।
যথাদেশং যথাতীর্থং যথাবিধি যথাক্রিয়ম্॥ ৫
অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমৌ বিশেষতঃ

করে, সে দেবতার ন্যায় সমস্ত মনোজ্ঞ কাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১২৫।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! অধুনা মাঘ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। পূর্ব্বে রাজা কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় সাক্ষাৎ হরি; তিনি সহ্যপর্ব্বতে বাস করিতেন। একদা মাহিষ্মতীপতি রাজা কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগিবর ভগ-বন্! আমি সর্ব্বধর্ম্মই শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে কৃপা করিয়া মাঘস্নানফল বলুন। দত্তাত্রেয় কহিলেন, রাজবর! আপনার এই প্রশ্নের আমি উত্তর প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে ব্রহ্মা মহাত্মা নারদের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি মাঘ-স্নানের সেই মহৎফল কথা যথাদেশ, যথাতীর্থ, যথাবিধি, যথানুষ্ঠান সম্পূর্ণতঃ কীর্ত্তন করি-

অমাঘস্নায়িনাং নৃণাং নিষ্ফলং জন্ম কীর্ত্তিতম্।
অসূর্য্যং গগনং যদ্বদচন্দ্রমুডুমণ্ডলম্।
তদ্বন্নাভাতি সৎকর্ম্ম মাঘস্নানং বিনা নৃপ॥ ৭
ব্রতৈর্দ্দানৈস্তপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ।
মাঘমজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি কেশবঃ॥ ৮
ন সমং বিদ্যতে কিঞ্চিত্তেজঃ সৌরেণ তেজসা
তদ্বৎস্নানেন মাঘস্য ন সমাঃ ক্রতুজাঃ ক্রিয়াঃ॥
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
মাঘস্নানং প্রকুর্ব্বীত স্বর্গলাভায় মানবঃ॥ ১০
কিং রক্ষিতেন দেহেন সুপুষ্টেন বলীয়সা।
অধ্রুবেণাপ্যশুচিনা মাঘস্নানং বিনা ভবেৎ॥ ১১
অস্থিস্তম্ভং স্নায়ুবদ্ধং মাংসক্ষতজলেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধং পাত্রং মূত্রপুরীষয়োঃ॥ ১২
জরাশোকবিপদ্ব্যাপ্তং রোগমন্দিরমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ সর্ব্বদোষসমাশ্রয়ম্॥ ১৩
পরোপতাপি তাপার্ত্তং পরদ্রোহি পরং বিষম্।
লোলুপং পিশুনং ক্রূরং কৃতঘ্নং ক্ষণিকং তথা॥
দুষ্পূরং দুর্দ্ধরং দুষ্টং দোষত্রয়সমন্বিতম্।
অশুচি স্রাবি সচ্ছিদ্রং তাপত্রয়বিমোহিতম্॥ ১৫
নিসর্গতোঽধর্ম্মরতং তৃষ্ণাশতসমাকুলম্।
কামক্রোধমহালোভ-নরকদ্বারসংস্থিতম্॥ ১৬
ক্রিমিবিড়্ভস্ম ভবতি পরিণামে শুনাং হবিঃ।
ঈদৃক্শরীরং ব্যর্থং হি মাঘস্নানবিবর্জ্জিতম্॥ ১৭
বুদ্বুদা ইব তোয়েষু পূত্তিকা ইব জন্তুষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব মাঘস্নানবিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৮
অবৈষ্ণবো হতো বিপ্রো হতং শ্রাদ্ধমযোগি চ
অব্রহ্মণ্যং হতং ক্ষেত্রমনাচারং হতং কুলম্॥১৯
সদম্ভশ্চ হতো ধর্ম্মঃ ক্রোধেনৈব হতং তপঃ।
অদৃঢ়ঞ্চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতম্॥ ২০
গুরুভক্ত্যা হতা নারী ব্রহ্মচারী তয়া হতঃ।
অদীপ্তেঽগ্নৌ হতো হোমো হতা
ভুক্তিরসাক্ষিকা॥ ২১
উপজীব্যা হতা কন্যা স্বার্থে পাকক্রিয়া হতা।
শূদ্রভিক্ষোর্হতো যাগঃ কৃপণস্য হতং ধনম্॥২২-
অনভ্যাসহতা বিদ্যা হতো রাজা বিরোধকৃৎ

তেছি। এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যে সকল নর মাঘস্নান করে না, তাহাদের জন্ম বৃথা বলিয়াই কীর্ত্তিত।১—৬। হে নৃপ! যেমন সূর্য্য-হীন গগন আর চন্দ্রহীন নক্ষত্রমণ্ডল শোভা পায় না, তেমনি মাঘ স্নান বিনা কোন সৎ-কর্ম্মই প্রতিভাত হয় না। কেশব মাঘে মজ্জন মাত্র যেরূপ প্রীতি হন, ব্রত, দান বা তপস্যায় তাঁহার সেরূপ প্রীত হয় না। যেমন সূর্য্যতেজের তুল্য তেজ নাই, তেমনি যজ্ঞ-ক্রিয়া সকলও মাঘস্নানের সমান নহে। মানব বাসুদেবের প্রীতি সর্ব্ব পাপ অপনোদন, এবং স্বর্গলাভের নিমিত্ত মাঘস্নান করিবে। মাঘস্নান ব্যতিরেকে সুরক্ষিত, সুপুষ্ট, বল-সম্পন্ন, অশুচি অধ্রুব, দেহ দ্বারা কি হইবে? যাহা অস্থিরূপ স্তম্ভযুক্ত, স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ, মাংস ও শোণিত দ্বারা পরিলেপিত, চর্ম্ম দ্বারা অব-নদ্ধ এবং যাহা মূত্র ও পুরীষপূর্ণ দুর্গন্ধপাত্র, জরা শোক ও বিপৎপাতে পরিব্যাপ্ত, ব্যাধিসমূহের আলয়স্বরূপ, রজোযুক্ত, সর্ব্ব-দোষের আকর, পরোপতাপক, তাপার্ত্ত, পরদ্রোহজনক, পরম বিষস্বরূপ, লোলুপ, পিশুন, ক্রূর, কৃতঘ্ন, ক্ষণিক, দুষ্পূর, দুর্দ্ধর, দুষ্ট, দোষত্রয়যুক্ত, অশুচি, স্রাবান্বিত, সচ্ছিদ্র, ত্রিতাপমোহিত, স্বভাবতঃ অধর্ম্মরত, তৃষ্ণাশত-সমাকুলিত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ও নরক দ্বারস্থ, পরিণামে কৃমি, বিট ও ভস্মভূত, হইয়া কুক্কুরদিগের ভক্ষণীয়, এতাদৃশ দেহ মাঘস্নান বিনা ব্যর্থ। মাঘস্নানবিরহিত মানব-গণ জলগত বুদ্বুদাবলী ও জন্তু মধ্যস্থ পূত্তিকা-শ্রেণীর ন্যায় মরণের নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করে। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, অযোগি সম্পৃক্ত শ্রাদ্ধ, অব্রহ্মণ্য ক্ষেত্র, অনাচার কুল, দম্ভযুক্ত ধর্ম্ম, ক্রোধযুক্ত তপস্যা, অদৃঢ় জ্ঞান, প্রমাদযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুজনে ভক্তিহীনা নারী, নারীযুক্ত ব্রহ্মচারী অদীপ্ত অনলে হুত হোম, অসাক্ষিকা ভুক্তি, উপজীব্যা কন্যা, নিজের নিমিত্ত পাক-ক্রিয়া শূদ্রভিক্ষুর যাগ, কৃপণের ধন, অভ্যাসহীন বিদ্যা, বিরোধকর্ত্তা রাজা, জীবনার্থ তীর্থসেবা,

জীবনার্থং হতং তীর্থং জীবনার্থং হতং ব্রতম্॥
অসত্যা চ হতা বাণী তথা পৈশুন্যবাদিনী।
সন্দিগ্ধশ্চ হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ
হতমশ্রোত্রিয়ে দানং হতো লোকশ্চ নাস্তিকঃ।
অশ্রদ্ধয়া হতং সর্ব্বং কৃতং যৎপারলৌকিকম্॥২৫
ইহলোকো হতো নৃণাং দরিদ্রাণাং যথা নৃপ।
মনুষ্যাণাং তথা জন্ম মাঘস্নানং বিনা হতম্॥২৬
মকরস্থে রবৌ যো হি ন স্নাত্যনুদিতে রবৌ।
কথং পাপৈঃ প্রমুচ্যেত কথং স ত্রিদিবং ব্রজেৎ
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
মাঘস্নায়ী বিপাপঃ স্যাৎ তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥
মাঘমাসে রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ।
ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কংপতন্তং পুনীমহে॥২৯
উপপাপানি সর্ব্বাণি পাতকানি মহান্ত্যপি।
ভস্মীভবন্তি সর্ব্বাণি মাঘস্নায়িনি মানবে॥ ৩০
কম্পন্তি সর্ব্বপাপানি মাঘস্নানসমাগমে।
নাশকালোহয়মস্মাকং যদি স্নাস্যতি বারিণি॥
এবং ক্রোশন্তি পাপানি দৃষ্ট্বা স্নানোদ্যতং নরম্
পাবকা ইব দীপ্যন্তে মাঘস্নানৈর্নরোত্তমাঃ॥৩২
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মেঘেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ।
আর্দ্রং শুষ্কং লঘু স্থূলং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ কৃতম্॥
মাঘস্নানং দহেৎ পাপং পাবকঃ সমিধো যথা।
প্রামাদিকঞ্চ যৎপাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ॥
স্নানমাত্রেণ তন্নশ্যেন্মকরস্থে দিবাকরে।
নিষ্পাপাস্ত্রিদিবং যান্তি পাপিষ্ঠা যান্তি শুদ্ধতাম্
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যো মাঘস্নানে নরাধিপ।
সর্ব্বেঽধিকারিণো মাঘে বিষ্ণুভক্তৌ যথা নৃপ।
সর্ব্বেষাং স্বর্গদো মাঘঃ সর্ব্বেষাং পাপনাশনঃ।
এষ এব পরো মন্ত্রো হ্যেতদেব পরং তপঃ।
প্রায়শ্চিত্তং পরঞ্চৈতন্মাঘস্নানমনুত্তমম্।
নৃণাং জন্মান্তরাভ্যাসান্মাঘস্নানে মতির্ভবেৎ॥
অধ্যাত্মজ্ঞানকৌশল্যং জন্মাভ্যাসাদ্যথা নৃপ।
সংসারকর্দ্দমালেপপ্রক্ষালনবিশারদম্॥ ৩৯

জীবনার্থ ব্রত, অসত্যা ও পৈশুন্যবাদিনী বাণী, সন্দিগ্ধ মন্ত্র, ব্যগ্রচিত্তে জপ, অশ্রোত্রিয়ে দান, নাস্তিক লোক, এবং অশ্রদ্ধাকৃত পারলৌকিক ক্রিয়া এই সমুদায়ই নষ্ট বা ব্যর্থ হইয়া থাকে।২—২৫। হে নৃপ! দরিদ্র ব্যক্তিগণের যেমন ইহলোক নষ্ট হয়; তেমনি মাঘস্নান বিনা মনুষ্যগণের জন্মও বৃথা হইয়া থাকে। মকরগত দিবাকরে যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান না করে, সে কিরূপে পাপমুক্ত এবং কিরূপেই বা স্বর্গগত হইবে? ব্রহ্মঘ্ন, হেমহারী, সুরাপায়ী বা গুরুতল্পগামী কিম্বা ইহাদের সংসর্গ, ইহারা সকলেই মাঘস্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকে। মাঘমাসে দিবাকরের কিঞ্চিৎ উদয়ে জলরাশি ইহা রটনা করিতে থাকে যে, ব্রহ্মঘ্ন বা সুরাপ কোন্ পতিত পাপীকে আমরা পবিত্র করিব? মানব মাঘমাসে স্নান করিলে যাবতীয় উপপাতক,যাবতীয় মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া থাকে। মাঘস্নান সমাগত হইলে, সর্ব্ব পাপ কম্পিত হয়। তাহারা স্নানোদ্যত মানবকে দেখিয়া তৎকালে এই বলিয়া চিৎকার করে যে, এই ব্যক্তি জলে স্নান করিলেই আমাদের নাশকাল উপস্থিত হইবে। নরশ্রেষ্ঠগণ মাঘস্নানে পাবকরাশির ন্যায় প্রতিভাত হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করেন, তেমনি মাঘস্নান বাক্য মন ও কর্ম্মকৃত আর্দ্র, শুষ্ক, লঘু, স্থূল, যাবতীয় পাপই দগ্ধ করিয়া থাকে। যাহা প্রামাদিক পাপ কিম্বা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপ, সমস্তই মাঘ মাসে স্নান মাত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে নরাধিপ! মাঘস্নানে নিষ্পাপিগণ স্বর্গে যায় এবং পাপিষ্ঠগণ শুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহ মাত্র কর্ত্তব্য নহে। হে নৃপ! যেমন বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিস্থাপনে সকলেই সমান অধিকারী, তেমনি মাঘস্নান সকলেরই স্বর্গপ্রদ এবং পাপনাশন। এই মাঘস্নানই পরম মন্ত্র, এ মাঘ স্নানই পরম তপঃ। হে নৃপ! যেমন জন্মান্তরীণ জন্মান্তরীয় অভ্যাসক্রমেই মানবের অধ্যাত্মজ্ঞাননৈপুণ্য হয়,

পাবনং পাবনানাঞ্চ মাঘস্নানং পরং নৃপ।
স্নান্তি মাঘে ন যে রাজন্ সর্ব্বকামফলপ্রদে ॥৪০
কথন্তে ভুঞ্জতে ভোগাংশ্চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপমান্।
শৃণু রাজন্ মহাশ্চর্য্যং মাঘস্নানপ্রভাবজম্ ॥ ৪১
কুঞ্জিকানাম কল্যাণী ব্রাহ্মণী ভৃগুবংশজা।
বালবৈধব্যদুঃখার্ত্তা তপস্তেপে সুদুস্তরম্ ॥ ৪২
বিন্ধ্যপাদে মহাক্ষেত্রে রেবাকপিলসঙ্গমে।
তত্র সা ব্রতিনী ভূত্বা নারায়ণপরায়ণা ॥ ৪৩
সদাচারবতী নিত্যং নিত্যং সঙ্গবিবর্জ্জিতা।
জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা সত্যবাগল্পভাষিণী ॥ ৪৪
সুশীলা দানশীলা চ দেহশোষণশালিনী।
পিতৃদেবদ্বিজেভ্যশ্চ দত্ত্বা হুত্বা তথানলে ॥ ৪৫
ষষ্ঠে কালে চ সা ভুঙ্ক্তে হ্যুঞ্ছবৃত্তিঃ সদা নৃপ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রপারাক-তপ্তকৃচ্ছ্রাদিভির্ব্রতৈঃ ॥ ৪৬
পুণ্যান্নয়তি সা মাসান্নর্ম্মদায়াশ্চ রোধসি।
এবং তয়া তপস্বিন্যা বল্কলিন্যা সুশীলয়া ॥ ৪৭
সুমহাসত্ত্বশালিন্যা ধৃতিসন্তোষযুক্তয়া।
ষষ্টির্মাঘাস্তয়া স্নাতা রেবাকপিলসঙ্গমে ॥ ৪৮
ততঃ সা তপসা ক্ষীণা তস্মিংস্তীর্থে মৃতা নৃপ।
মাঘস্নানজপুণ্যেন তেন সা বৈষ্ণবে পুরে ॥ ৪৯
উবাস প্রমুদা যুক্তা চতুর্যুগসহস্রকম্।
সুন্দোপসুন্দনাশায় পশ্চাৎপদ্মভবাৎ পুনঃ ॥৫০
তিলোত্তমেতি নাম্না সা ব্রহ্মলোকেঽবতারিতা।
তেন পুণ্যস্য শেষেণ রূপস্যৈকায়নং যযৌ ॥ ৫১
অযোনিজাবলারত্নং দেবানামপি মোহিনী।
লাবণ্যহ্রদিনী তন্বী সাভূদপ্সরসাং বরা ॥ ৫২
নিপুণস্য বিধেঃ স্রষ্টুর্নমাশ্চর্য্যকারিণী।
তামুৎপাদ্য বিধাতা বৈ তুষ্টোঽনুজ্ঞাং
তদা দদৌ ॥৫৩
এনশাবাক্ষি গচ্ছ ত্বং দৈত্যনাশায় সত্বরম্।
ততঃ সা প্রণম্য লোকাদীনামাদায় ভামিনী ॥৫৪

তেমনি জন্মান্তরীয় অভ্যাসবশেই মাঘস্নানে মানবের মতি হইয়া থাকে। হে নৃপ! মাঘস্নান মানবগণের সংসার কর্দ্দমলেপক্ষালনে বিশারদ এবং পবিত্র সমূহেরও পবিত্রতাকর। হে রাজন্! যে সকল মানব সর্ব্বকামফলপ্রদ মাঘমাসে স্নান না করে, কিরূপে তাহারা চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহোপম ভোগ সকল উপভোগ করিবে? হে রাজন্! মাঘস্নানের প্রভাবজনিত মহাশ্চর্য্য শ্রবণ করুন। কুঞ্জিকা নাম্নী ভৃগুবংশীয়া এক কল্যাণী ব্রাহ্মণী বালবৈধব্য-দুঃখে পীড়িত হইয়া কঠোর তপস্যা করেন। বিন্ধ্যপাদস্থ মহাক্ষেত্র রেবাকপিলাসঙ্গমে তাঁহার তপঃস্থান। কুঞ্জিকা ব্রতাবলম্বিনী হইয়া নারায়ণপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি নিত্য সদাচারশীলা, নিত্য সঙ্গবর্জ্জিতা, জিতেন্দ্রিয়া, জিতক্রোধা, সত্যবাদিনী, মিতভাষিণী, সুশীলা, এবং দেহশোধনতৎপরা ছিলেন। কুঞ্জিকা পিতৃ দেব ও দ্বিজগণকে দান করিয়া অনলে হোম করিয়া ষষ্ঠকালে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনে আহার করিতেন। তিনি নর্ম্মদাতটে থাকিয়া কৃচ্ছ্র অতি কৃচ্ছ্র পারাক ও তপ্তকৃচ্ছ্রাদি ব্রত দ্বারা পুণ্যাক্ষলে মাস সকল অতিবাহিত করিতেন। তিনি তপস্বিনী, বল্কলধারিণী, সুশীলা, সুমহাসত্ত্বশালিনী, ও ধৃতি সন্তোষবতী হইয়া রেবা-কপিলসঙ্গমে ষষ্টিমাঘস্নান করেন। ২৬—৪৮। কালক্রমে তপস্যায় ক্ষীণদেহ হইয়া কুঞ্জিকা মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন এবং মাঘস্নানজনিত পুণ্যবলে বিষ্ণুপুরে নীত হইয়া চতুর্যুগসহস্র কাল সহর্ষে বাস করিলেন। অতঃপর সুন্দোপসুন্দের নাশের জন্য তিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা হইতে তিলোত্তমা নামে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পূর্ব্ব পুণ্যের অবশেষে রূপরাশি যেন একাধারগত হইল। সেই অযোনিজা অবলারত্ন দেবগণেরও মোহোৎপাদন করিতে লাগিল। অপ্সরোবরা তন্বী তিলোত্তমা লাবণ্য হ্রদরূপে প্রতিভাত হইয়া নিপুণ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারও আশ্চর্য্যকারিণী হইল। বিধাতা তাহাকে উৎপাদন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আদেশ করিলেন যে, হে হরিণ-শাবাক্ষি! তুমি দৈত্যনাশার্থ সত্বর গমন

গতা পুষ্করমার্গেণ যত্র তৌ দেববৈরিণৌ।
তত্র স্নাত্বা তু রেবায়াঃ পবিত্রে নির্ম্মলে জলে॥
পরিধায়াম্বরং রক্তং বন্ধুককুসুমপ্রভম্।
রণদ্বলয়িনী চারু শিঞ্জন্মেখলনূপুরা॥ ৫৬
লোলমুক্তাবলীকণ্ঠী চলৎকুণ্ডলশোভনা।
মাধবীকুসুমাপীড়া কঙ্কেলীবিটপে স্থিতা॥ ৫৭
গায়ন্তী সুস্বরং সাপি পীড়য়ন্তী তু বল্লকীম্।
মূর্চ্ছয়ন্তী স্বরষট্‌কং স্নিগ্ধং কোমলং কলম্॥ ৫৮
ইত্থং তিলোত্তমা বালা তিষ্ঠন্ত্যশোককাননে।
দৃষ্টা দৈত্যভটৈরিন্দোঃ কলেব সুখদা হৃদি॥৫৯
তাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতে রাজন সানন্দৈঃ সৈনিকৈর্ভৃশম্।
ত্বরমাণৈরদৃষ্টৈব গত্বা সুন্দোপসুন্দয়োঃ॥ ৬০
কথিতা সম্ভ্রমেণৈব বর্ণয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
হে দৈত্যৌ ন বিজানীমো দেবী বা দানবী নু কিম্॥ ৬১

নাগাঙ্গনাথবা যক্ষী স্ত্রীরত্নং সর্ব্বথা তু সা।
যুবাং রত্নভুজৌ লোকে রত্নভূতা হি সাবলা॥
বর্ত্ততে নাতিদূরেঽগ্রে অশোকে শোকহারিণী
গত্বা তাং পশ্যতং শীঘ্রং মন্মথস্যাপি মোহিনীম্
ইতি সেনাপতীনাং তৌ শ্রুত্বা বাচং মনোহরাম্
চষকং সীধুনস্ত্যক্ত্বা বিহায় জলসেচনম্॥ ৬৪
উত্তমস্ত্রীসহস্রাণি ত্যক্ত্বা তস্মাজ্জলাশয়াৎ।
শতভারায়সীং ক্রূরাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্॥
ভিন্নাভিন্নাং গৃহীত্বা তু জবেনাভিপ্লুতং গতৌ।
যত্র শৃঙ্গারসজ্জা সা হন্তুং চণ্ডীব সংস্থিতা॥ ৬৬
রাজন্ সন্ধুক্ষয়ন্তীব দৈত্যয়োর্ন্মথানলম্।
স্থিত্বা তস্যাঃ পুরো জাল্মৌ তদ্রূপেণ বিমোহিতৌ॥ ৬৭
বিশেষান্মধুনা মত্তাবূচতুস্তৌ পরস্পরম্।
ভ্রাতর্বিরম ভার্য্যেয়ং মমাস্তু বরবর্ণিনী॥ ৬৮
ত্বমেবার্য্য ত্যজৈতাং মে ভার্য্যাস্ত মদিরেক্ষণাম্

কর। অনন্তর ভামিনী তিলোত্তমা করে বীণা লইয়া যথায় সেই দেববৈরিদ্বয় অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে ব্রহ্মলোক হইতে পুষ্কর পথে গমন করিল। তথায় গিয়া রেবার পূত নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া বন্ধুক কুসুমনিভ রক্তবস্ত্র পরিধান করিল। তিলোত্তমার করবলয় ও নূপুরমেখলার সুন্দর শিঞ্জন হইতে লাগিল। তাহার কণ্ঠে মুক্তাবলী শোভা পাইল। সে দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডলে শোভিত হইল, এবং বীণা বাজাইয়া সুস্বরে গান করিয়া স্নিগ্ধ কোমল মধুর নিষাদ-ঋষভাদি ষট্‌স্বরের মূর্চ্ছনা ব্যক্ত করিতে লাগিল। মাধবীকুসুমে তাহার শিরোভূষণ হইল। সে এই ভাবে এক অশোকবিটপে অবস্থান করিল। এইরূপে বালা তিলোত্তমা অশোককাননে অবস্থান করিলে, দৈত্যচরগণ সুখদা ইন্দুকলার ন্যায় তাহাকে দেখিতে পাইল। হে রাজন্! তিলোত্তমাকে দেখিয়া বিস্মিত দৈত্য সৈনিকগণ সত্বর সুন্দোপসুন্দ সমীপে গমনপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে পুনঃপুনঃ বর্ণনাপূর্ব্বক বলিল,---হে দৈত্যবরদ্বয়! আমরা যে এক নারী দেখিয়াছি, ঐ নারী দেবী বা দানবী, নাগাঙ্গনা বা যক্ষী, তাহা জানি না। তবে স্ত্রীসমাজে ঐ নারী যে রত্নস্বরূপ, একথা নিশ্চিতই। এ জগতে আপনারাই একমাত্র রত্নভুক্; আর সেই বালাও রত্নভূতা, অনতিদূরে শোকহারিণীরূপে অশোকে বিরাজমানা। আপনারা সেই স্থানে গিয়া সত্বর সেই মন্মথমোহিনীকে অবলোকন করুন। সুন্দোপসুন্দ সেনাপতিগণের এই মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া মদ্যপাত্র, জলবিহার ও সহস্র সহস্র উত্তম স্ত্রী পরিহারপূর্ব্বক জলাশয় হইতে উত্থিত হইল এবং উভয়ে দুইটা পৃথক্ পৃথক্ শতভারায়সী কাল দণ্ডোপমা গদা লইয়া যেখানে সেই শৃঙ্গারবেশা তিলোত্তমা অসুরবধোদ্যতা চণ্ডীর ন্যায় অবস্থিতা ছিল, সেই স্থানে গমন করিল। হে রাজন্! তিলোত্তমা যেন দৈত্যদ্বয়ের মন্মথানল উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। তদীয় রূপমোহিত মদমত্ত মূর্খ দৈত্যদ্বয় তিলোত্তমার সম্মুখে গিয়া পরস্পর পরস্পরকে বলিল, ভ্রাতঃ! তুমি বিরত হও, এই বরবর্ণিনী

ইত্যাগ্রহেণ সংরব্ধৌ মাতঙ্গাবিব সোন্মদৌ ॥৬৯
অন্যোন্যং কালনির্দ্দিষ্টৌ গদয়া জঘ্নতুস্তদা ।
পরস্পরপ্রহারেণ গতাসূ পতিতৌ ভুবি ॥ ৭০
তৌ মৃতৌ সৈনিকৈর্দৃষ্ট্বা কৃতঃ কোলাহলো মহান্ ।
কালরাত্রিসমা কেহয়ং হা কিমেতদুপস্থিতম্ ॥৭১
এবং বদৎসু সৈন্যেষু দৈত্যৌ সুন্দোপসুন্দকৌ
পাতয়িত্বা গিরেঃ শৃঙ্গে হ্রাদিনীবতিলোত্তমা ॥
প্রস্থিতা গগনং শীঘ্রং দ্যোতয়ন্তী দিশো দশ ।
দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা আগতা ব্রহ্মণঃ পুরঃ ॥৭৩
ততস্তুষ্টেন দেবেন বিধিনা সানুমোদিতা ।
স্থানং সূর্য্যরথে দত্তং তব চন্দ্রাননে ময়া ॥ ৭৪
ভুঙ্ক্ষ ভোগাননেকাংস্ত্বং যাবৎ সূর্য্যোহম্বরে স্থিতঃ ।
ইত্থং সা ব্রাহ্মণী রাজন্ ভূত্বা চাপ্সরসাং বরা ॥
ভুঙ্‌ক্তেহদ্যাপি রবের্লোকে মাঘস্নানফলং মহৎ

তস্মাৎ প্রযত্নতো রাজন্ শ্রদ্দধানৈঃ সদা নরৈঃ
স্নাতব্যং মকরাদিত্যে বাঞ্ছদ্ভিঃ পরমাং গতিম্ ।
নানবাপ্তোহত্র তস্যাস্তি পুরুষার্থো হি কশ্চন ॥
নাক্ষীণং পাতকং কিঞ্চিন্মাঘে মজ্জতি যো নরঃ
তুলয়ন্তি ন তেনাত্র যজ্ঞাঃ সর্ব্বে সদক্ষিণাঃ ॥ ৭৮
মাঘস্নানেন রাজেন্দ্র তীর্থে চৈব বিশেষতঃ ।
ন চান্যৎ স্বর্গদং কর্ম্ম ন চান্যৎ পাপনাশনম্ ॥৭৯
ন চান্যন্মোক্ষদং যস্মান্মাঘস্নানসমং ভুবি ॥ ৮০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাঘমাহাত্ম্যে সুন্দোপসুন্দদৈত্যবধো নাম ষড়্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

কার্ত্তবীর্য্য উবাচ ।

হেতুনা কেন বিপ্রর্ষে মাঘস্নানে মহাদ্ভুতঃ ।
প্রভাবো বর্ণ্যতে নূনং তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১
গতপাপো যদেকেন দ্বিতীয়েন দিবং গতঃ ।

আমারই ভার্য্যা হউক। হে আর্য্য! তুমি এই মদিরেক্ষণা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ কর। এইরূপ আগ্রহের সহিত উভয় ভ্রাতাই উদ্দাম মাতঙ্গযুগলের ন্যায় পরস্পর ক্রুদ্ধ ও কালপ্রেরিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিল। তখন উভয়ের প্রহারে উভয়েই ভূপতিত হইল। সৈনিকেরা তাহাদের উভয়কে মৃত দেখিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। বলিল, আহা কি হইল? কে এই কালরাত্রিসদৃশী ললনা? সৈন্যগণ এইরূপ বলাবলি করিতে থাকিলে, হ্লাদিনী তিলোত্তমা সুন্দ ও উপসুন্দকে পাতিত করিয়া দশদিক উদ্ভাসিত করত শীঘ্র গগন-পথে প্রস্থান করিল এবং দেবকার্য্য সাধন করিয়া ব্রহ্মার অগ্রে উপস্থিত হইল। অনন্তর বিধাতা তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, —হে চন্দ্রাননে! তোমাকে আমি সূর্য্যরথে স্থান দান করিলাম। যাবৎ কাল সূর্য্য অম্বরপথে অবস্থান করিবেন, তাবৎ তুমি বহু ভোগ উপভোগ করিতে থাক। হে রাজন্! সেই ব্রাহ্মণী এইরূপে শ্রেষ্ঠ অপ্সরা হইয়া অদ্যাপি রবিলোকে মাঘস্নানের ফল ভোগ করিতেছেন। তাই বলিতেছি, পরম গতি-লাভেচ্ছু নরগণ সর্ব্বদা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মাঘমাসে স্নান করিবে। যে নর মাঘে জলাবগাহন করে, তাহার অপ্রাপ্য পুরুষার্থ বা কোন পাতকই অক্ষীণ থাকে না। হে রাজেন্দ্র! সদক্ষিণ সর্ব্বযজ্ঞও মাঘস্নানের বিশেষতঃ তীর্থে মাঘস্নানের সমান নহে। এই মাঘস্নান অপেক্ষা স্বর্গপ্রদ পাতকহর অন্য কর্ম্ম নাই এবং মাঘস্নানের তুল্য মোক্ষদ আর কিছুই নাই। ৪৯—৮০।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৬।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! কি হেতু মাঘস্নানের মহাদ্ভুত প্রভাব বর্ণিত হইল। হে সুব্রত! তাহা আমার নিকট

বৈশ্যোঽসৌ মাঘপুণ্যেন ব্রূহি মে তৎ কুতূহলম্।
দত্তাত্রেয় উবাচ।
নিসর্গাৎ সলিলং মেধ্যং নির্ম্মলং শুচি পাণ্ডুরম্।
মলহং পুরুষব্যাঘ্র দ্রাবকং দাহনাশনম্।
তারকং সর্ব্বভূতানাং তোষণং জীবনঞ্চ যৎ॥৩
আপো নারায়ণো দেবঃ সর্ব্ববেদেষু পঠ্যতে।
গ্রহাণাঞ্চ যথা সূর্য্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী।
মাসানাঞ্চ তথা মাঘঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু॥ ৪
মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রাতঃকালে তথামলে।
গোষ্পদেঽপি জলে স্নানং স্বর্গদং পাপিনামপি
যোগোঽয়ং দুর্লভো রাজংস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে
অস্মিন্ যোগে ত্বশক্তোঽপি স্নায়াদ্যদি দিনত্রয়ম্
দদ্যাৎ কিঞ্চিদশক্তোঽপি দারিদ্র্যাভাববাঞ্ছয়া।
ত্রিস্নানেনাপি মাঘস্য ধনিনো দীর্ঘজীবিনঃ॥ ৭
পঞ্চ বা সপ্ত বাহানি চন্দ্রবদ্বর্দ্ধতে ফলম্।
সম্প্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদো নৃণাম্
সৎকার্য্যাস্তিথয়ঃ সর্ব্বা স্নানদানাদিকর্ম্মসু।
কর্ত্তারং দাপয়ন্তীহ হ্যক্ষয়ং শাশ্বতং পদম্॥ ৯
তস্মান্মাঘে বহিঃস্নায়াদাত্মনো হিতকাম্যয়া।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মাঘস্নানবিধিং পরম্॥১০
কর্ত্তব্যো নিয়মঃ কশ্চিদ্ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ।
ফলাতিশয়হেতোর্বৈ কিঞ্চিদ্ভোজ্যং ত্যজেদ্বুধঃ
ভূমৌ শয়ীত হোতব্যমাজ্যংতিলবিমিশ্রিতম্।
ত্রিকালমর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং বাসুদেবং সনাতনম্॥১২
দাতব্যো দীপকোঽখণ্ডো দেবমুদ্দিশ্য মাধবম্।
ইন্ধনং কম্বলং বস্ত্রমুপানৎ কুঙ্কুমং ঘৃতম্॥ ১৩
তৈলং কার্পাসকোষ্ঠঞ্চ তূলীং তূলবটীং পটীম্।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি দেয়ং মাঘে নরাধিপ॥১৪
সুবর্ণং রক্তিকামাত্রং দদ্যাদ্বেদবিদে তথা।
তদ্দানমক্ষয়ং রাজন্ সমুদ্র ইব সর্ব্বদা॥ ১৫
পরস্যাগ্নিং ন সেবেত ত্যজেচ্চৈব প্রতিগ্রহম্।
মাঘান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যথাশক্তি নরাধিপ॥

প্রকাশ করিয়া বলুন। মাঘস্নানের পুণ্যফলে বৈশ্য একাহে পাপহীন এবং দ্বিতীয় দিবসে স্বর্গগত হইল। ইহা শুনিতে আমার কৌতূহল হইয়াছে। ইহা আপনি ব্যক্ত করুন। দত্তাত্রেয় কহিলেন,—জল স্বভাবতই মেধ্য, নির্ম্মল, শুচি, শুভ্র, মলহর, দ্রাবক, দাহনাশন এবং সর্ব্বভূতের তারক, পোষক ও জীবনদায়ক। সর্ব্ববেদেই জলসকল নারায়ণ দেব বলিয়া পরিপঠিত। যেমন গ্রহগণ মধ্যে সূর্য্য এবং নক্ষত্রসমূহে শশী প্রধান, তেমনি সর্ব্বকর্ম্মেই মাঘমাস শ্রেষ্ঠ মাস। মাঘমাসের বিমল প্রভাতকালে গোষ্পদপরিমিত জলে স্নান করিলেও পাপিগণ স্বর্গ লাভ করে। হে রাজন্! এই সচরাচর ত্রৈলোক্যে এই মাঘযোগ দুর্লভ; অতএব এ যোগে অশক্ত ব্যক্তিও দিনত্রয় স্নান করিবে এবং নিজের দারিদ্র্য নাশ-বাসনায় কিঞ্চিৎ দান করিবে। মাঘমাসে তিন দিন স্নানেই মানব ধনী এবং দীর্ঘজীবী হয়। পঞ্চ বা সপ্তাহ স্নানে চন্দ্রবৎ ফল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নরগণের পুণ্যপ্রদ মাঘমাস উপস্থিত হইলে স্নান দান ও সৎকর্ম্ম দ্বারা সমস্ত তিথির সৎকার করিতে হয়। এইরূপ সৎকারে তিথিগণ কর্ত্তাকে অক্ষয় শাশ্বত পদ প্রদান করিয়া থাকে।১-৯। অতএব আত্মহিত কামনায় মাঘে বহির্জলে স্নান করিবে। অতঃপর মাঘস্নানের পরম বিধি কীর্ত্তন করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠগণ এই মাসে ব্রতরূপে কোন এক নিয়ম অবলম্বন করিবেন। বুধব্যক্তি ফলাতিশয় লাভার্থ কিঞ্চিৎ ভোজ্য পরিত্যাগ, ভূতলে শয়ন, তিলমিশ্রিত ঘৃতহোম, সনাতন বাসুদেবকে ত্রিকাল অর্চ্চন এবং মাধবোদ্দেশে অখণ্ড দীপ দান করিবেন। হে নরাধিপ! মাঘমাসে ইন্ধন, কম্বল, বস্ত্র, উপানহ, কুঙ্কুম, ঘৃত, তৈল, কার্পাস, তূলী, তূলবটী, পটী এবং অন্ন যথাশক্তি প্রদান করিবে। হে রাজন্! তৎকালে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে রক্তিকামাত্র সুবর্ণও প্রদান করিবে। এই দান সমুদ্রবৎ সর্ব্বদা অক্ষয় হইয়া থাকে। মাঘে পরের অগ্নি সেবন করিবে না, কোনরূপ প্রতিগ্রহ করিবে না। হে নরাধিপ! মাঘান্তে বিপ্রবর্গকে যথাশক্তি

দেয়া চ দক্ষিণা তেভ্য আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ।
একাদশীবিধানেন মাঘস্যোদ্যাপনং তথা ॥ ১৭
কর্ত্তব্যং শ্রদ্দধানেন হ্যক্ষয্যস্বর্গবাঞ্ছয়া ।
অনন্তপুণ্যাবাপ্ত্যর্থং বিষ্ণুসম্প্রীতিহেতবে ॥১৮
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।
স্নানেনানেন ভো দেব যথোক্তফলদো ভব ॥
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য স্নায়ান্মৌনী সমাহিতঃ ।
বাসুদেবং হরিং কৃষ্ণং মাধবঞ্চ স্মরেৎ পুনঃ ॥
গৃহেহপি সজলং কুম্ভং বায়ুনা নিশি পীড়িতম্ ।
তৎস্নানং তীর্থসদৃশং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২১
তত্র ব্রতেন দাতব্যং সান্নঞ্চোপস্করান্বিতম্ ।
তৎস্নানস্য প্রভাবেণ নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ ॥
তপ্তেন বারিণা স্নানং যদ্গৃহে ক্রিয়তে নরৈঃ ।
ষড়ব্দফলদং তদ্ধি মকরস্থে দিবাকরে ॥ ২৩
বহিঃস্নানন্ত বাপ্যাদৌ দ্বাদশাব্দফলং স্মৃতম্ ।
তড়াগে দ্বিগুণং রাজন্নদ্যাঞ্চৈব চতুর্গুণম্ ॥ ২৪

শতধা দেবখাতেষু শতধা তু মহানদে ।
শতং চতুর্গুণং রাজন্ মহানদ্যাশ্চ সঙ্গমে ॥২৫
সহস্রগুণিতং সর্ব্বং তৎফলং মকরে রবৌ ।
গঙ্গায়াং স্নানমাত্রেণ লভতে মানবো নৃপ ॥২৬
গঙ্গায়াং যেহবগাহন্তি মাঘমাসে নৃপোত্তম ।
চতুর্যুগসহস্রন্ত ন পতন্তি সুরালয়াৎ ॥ ২৭
দিনে দিনে সহস্রন্তু সুবর্ণানাং বিশাম্পতে ।
তেন দত্তন্তু গঙ্গায়াং যো মাঘে স্নাতি মানবঃ ॥
শতেন গুণিতং মাঘে সহস্রং রাজসত্তম ।
নির্দ্দিষ্টমৃষিভিঃ স্নানং গঙ্গাযামুনসঙ্গমে ॥ ২৯
পাপৌঘভূরিভারস্য দাহার্থে চ প্রজাপতিঃ ।
প্রয়াগং বিদধে ভূপ প্রজানাঞ্চ হিতে স্থিতঃ ॥
শৃণু স্থানমিদং সম্যক্ সিতাসিতজলং কিল ।
পাপরূপপশূনাঞ্চ ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা ॥ ৩১
সিতাসিতজলে মজ্জদপি পাপশতান্বিতঃ ।
মকরস্থে রবৌ মাঘে নৈব গর্ভেষু মজ্জতি ॥৩২
স্বনারতোহপি যো মর্ত্ত্যঃ প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ

ভোজন করাইবে। আত্মার শ্রেয়োলাভার্থ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। একাদশী বিধানক্রমে মাঘব্রতের উদ্যাপন করিবে। অক্ষয্য স্বর্গকামনায় অনন্ত পুণ্য প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণু প্রীতি হেতু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ কার্য্য কর্ত্তব্য। হে গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব! মাঘে মকরগত-দিবাকরে স্নানহেতু তুমি পুণ্যপ্রদ হও। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৌনী ও সমাহিতভাবে বাসুদেব, হরি, কৃষ্ণ, মাধবকে পুনরায় স্মরণ করিবে। গৃহেও যদি জলপূর্ণ কুম্ভ থাকে, আর বায়ু দ্বারা রাত্রিকালে উহা তাড়িত হয়, তবে সেই জলে স্নানও তীর্থস্নানবৎ সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া থাকে। তৎকালে ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক উপস্করান্বিত অন্ন দান কর্ত্তব্য। উক্ত স্নানের প্রভাবে নর নিরয়গামী হয় না। মাঘমাসে যে নর তপ্ত বারি দ্বারা গৃহে স্নান করে, তাহার সেই স্নান ষড়্বর্ষ যাবৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই সময়ে বাপী প্রভৃতিতে বহিঃস্নান দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে। হে রাজন্! মানব মাঘে তড়াগস্নানে দ্বিগুণ, নদীস্নানে চতুর্গুণ, দেবখাতে ও মহানদে স্নানে শত গুণ, মহানদীসঙ্গমে স্নানে চারিশত গুণ, এবং গঙ্গাজলে স্নানমাত্র সহস্র গুণ ফললাভ করে। হে নৃপোত্তম! মাঘমাসে যাহারা গঙ্গাজলে অবগাহন করে, তাহারা চতুর্যুগ সহস্র মধ্যে সুরালয় হইতে পতিত হয় না।১০—২৭। হে প্রজাপতে! যে মানব মাঘমাসে গঙ্গাস্নান করে, তাহার প্রত্যহ সহস্র সুবর্ণ দানের ফললাভ হইয়া থাকে। মাঘে গঙ্গাস্নানে শতগুণ এবং গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান করিলে সহস্রগুণ ফল হয়। ঋষিগণ ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে ভূপ! জনহিতৈষী প্রজাপতি পাপরাশির ভূরি ভার-দহনার্থ প্রয়াগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সিতাসিত জলময় স্থানের বিবরণ শ্রবণ করুন। পুরাকালে ব্রহ্মা পাপরূপ পশুদিগের উদ্ধারের জন্যই এই স্থান নির্ম্মাণ করেন। মানব শত পাপযুক্ত হইলেও প্রয়াগের সিতাসিত জলে অবগাহন করিলে আর তাহাকে গর্ভে বাস করিতে হয় না। স্বনারত মানবও মাঘে

মাঘে মাসি নরব্যাঘ্র স যাতি পরমং পদম্ ॥৩৩
সিতাসিতা তু যা ধারা সরস্বত্যা বিগর্ব্ভিতা।
তন্মার্গং বিষ্ণুলোকস্য স্থষ্টিকর্ত্তা সসর্জ্জ বৈ ॥৩৪
দুস্তরা বৈষ্ণবী মায়া দৈবৈরপি সুদুর্জ্জয়া।
প্রয়াগে দহ্যতে সা তু মাঘে মাসি নরাধিপ ॥৩৫
তেজোময়েষু লোকেষু ভুক্‌ত্বা ভোগাননেকশঃ
পশ্চাচ্চক্রিণি লীয়ন্তে প্রয়াগে মাঘমজ্জনাৎ ॥৩৬
উপস্পৃশতি যো মাঘে মকরার্কে সিতাসিতে।
ন তৎপুণ্যঞ্চ সঙ্খ্যাতুং চিত্রগুপ্তোঽপিবেত্ত্যলম্
সন্নিমজ্জতি যো মাঘে মকরস্থে সিতাসিতে।
তস্য পুণ্যস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং ব্রহ্মাপি ন ক্ষমঃ॥
সংবৎসরশতং সাগ্রং নিরাহারস্য যৎ ফলম্।
প্রয়াগে মাঘমাসে তু ত্র্যহস্নানস্য তৎফলম্॥
স্বর্ণভারসহস্রেণ কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে।
যৎফলং লভতে মাঘে বেণ্যাঃ স্নানাদ্দিনে দিনে
রাজসূয়সহস্রস্য রাজন্নবিকলং ফলম্।
সিতাসিতে তু মাঘে চ স্নাতানাং ভবতি ধ্রুবম্

প্রয়াগ স্নান করিলে, পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রয়াগের যে সিতাসিত ধারা সরস্বতী দ্বারা বিগর্ব্ভিতা, স্বয়ং স্থষ্টিকর্ত্তা উহাই বিষ্ণুলোক-গমনের পথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুস্তর বৈষ্ণবী মায়া দেবগণেরও সুদুর্জ্জয়া; কিন্তু প্রয়াগে মাঘস্নানে তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। প্রয়াগে মাঘস্নানে মানবগণ তেজোময় লোকসমূহে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া পশ্চাৎ ভগবানে লীন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মাঘে প্রয়াগের সিতাসিত জলে আচমন করে, স্বয়ং চিত্রগুপ্তও তাহার পুণ্যের সংখ্যা রাখিতে পারেন না। পরন্তু যে ব্যক্তি মাঘে ঐ স্থানে অবগাহন করে, তাহার পুণ্যমাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও সক্ষম নহেন। সম্বৎসরাধিক কাল নিরাহারে থাকিলে যে ফল হয়, মাঘে প্রয়াগে তিন দিবস স্নানে সেই ফল হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে সহস্র স্বর্ণভার দানে যে ফল হয়, মাঘে

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পূর্য্যঃ সপ্ত চ যাঃ পুনঃ
বেণ্যাং স্নাতুং সমায়ান্তি মাঘে মাসি নৃপোত্তম
সর্ব্বতীর্থানি কৃষ্ণানি পাপিনাং সঙ্গদোষতঃ।
ভবন্তি শুক্লবর্ণানি প্রয়াগে মাঘমজ্জনাৎ॥ ৪৩
আকল্প সঞ্চিতং পাপং জন্মভির্ব্বহুভির্নৃপ।
তত্তবেত্তস্মসাম্মাঘে স্নাতানাঞ্চ সিতাসিতে॥ ৪৪
বাঙ্মনঃকায়জং পাপং নরস্য বিলয়ং ব্রজেৎ।
প্রয়াগে মাঘমাসে তু ত্র্যহস্নাতস্য নিশ্চিতম্॥
প্রয়াগে মাঘমাসে যস্ত্র্যহং স্নাতি চ মানবঃ।
পাপং ত্যক্ত্বা দিবং যাতি জীর্ণাত্বচমিবোরগঃ॥
কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র-কুত্রাবগাহিতা।
তস্মাদ্দশগুণা পুণ্যা যত্র বিন্ধ্যেন সঙ্গতা॥ ৪৭
তস্মাচ্ছতগুণা গঙ্গা কাশ্যামুত্তরবাহিনী।
কাশ্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গা যামুনসঙ্গমে ॥৪৮
সা সহস্রগুণা তাসাং ভবেৎ পশ্চিমবাহিনী।

ত্রিবেণীস্নানে দিনে দিনে সেই ফল হইয়া থাকে। মাঘে উক্ত সিতাসিত জলে স্নান করিলে নিশ্চিতই সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের অবিকল ফললাভ হয়।২৮-৪২। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ এবং যে সপ্ত মোক্ষ পুরী আছে, তাহারা সকলেই মাঘে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে আইসে। পাপিগণের সঙ্গদোষে সমস্ত তীর্থই কৃষ্ণবর্ণ হয়, পরে প্রয়াগে মাঘ-মজ্জনে তাহারা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। হে নৃপ! নরগণ জন্ম জন্ম সঞ্চয় করিয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত যত পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে, প্রয়াগে মাঘে সিতাসিত জলে স্নানমাত্র তৎসমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া যায়। প্রয়াগে মাঘমাসে তিন দিন স্নান করিলে, মানবের বাক্য, মন ও কায় জন্য পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়, এবং সর্পকৃত জীর্ণ ত্বক্ পরিহারের ন্যায় মানব সর্ব্বপাপ দূর করিয়া স্বর্গে গমন করে। উক্ত মাসে যে কোন স্থানে গঙ্গাবগাহনই কুরুক্ষেত্র-সেবনের সমান ফলপ্রদ। বিন্ধ্য-সঙ্গতা গঙ্গা উহা অপেক্ষা দশগুণ, কাশীতে উত্তর বাহিনী গঙ্গা তদপেক্ষা শতগুণ যমুনা-সহিতা গঙ্গা তাহা হইতেও শতগুণ এবং

যা রাজন্ দর্শনাদেব ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ৪৯
যা পশ্চাদ্বাহিনী গঙ্গা কালিন্দ্যা সহ সঙ্গতা।
হন্তি কোটিকৃতং পাপং সা মাঘে নৃপ দুর্লভা ॥
যৎ কথ্যতেঽমৃতং রাজন্ সা বেণী ভুবি কীর্ত্তিতা
তস্যাং মাঘে মুহূর্ত্তস্ত দেবানামপি দুর্লভম্ ॥৫১
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহাদেবো রুদ্রাদিত্যমরুদ্গণাঃ।
গন্ধর্ব্বা লোকপালাশ্চ যক্ষকিন্নরপন্নগাঃ ॥ ৫২
অণিমাদিগুণৈঃ সিদ্ধা যে চান্যে তত্ত্ববাদিনঃ।
ব্রহ্মাণী পার্ব্বতী লক্ষ্মীঃ শচী মেনাদিতির্দিতিঃ
সর্ব্বাস্তা দেবপত্ন্যশ্চ তথা নাগাঙ্গনা নৃপ।
ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা উর্ব্বশী চ তিলোত্তমা ॥৫৪
গণা হ্যপ্সরসাং সর্ব্বে পিতৄণাঞ্চ গণাস্তথা।
স্নাতুমায়ান্তি তে সর্ব্বে মাঘে বেণ্যাং নরাধিপ
কৃতে যুগে স্বরূপেণ কলৌ প্রচ্ছন্নরূপিণঃ।
প্রয়াগে মাঘমাসে তু ত্র্যহস্নানস্য যৎ ফলম্ ॥৫৬
নাশ্বমেধসহস্রেণ তৎফলং লভতে ভুবি।
ত্র্যহস্নানফলং মাঘে পুরা কাঞ্চনমালিনী।
রাক্ষসায় দদৌ ভূপ তেন মুক্তঃ স পাপকৃৎ ॥ ৫৭

কার্ত্তবীর্য্য উবাচ।

ভগবন্ রাক্ষসঃ কোঽসৌ সা কা কাঞ্চন-মালিনী।
কথং দত্তবতী ধর্ম্মং কথং বা তস্য সদ্গতিঃ ॥ ৫৮
এতৎ কথয় যোগীন্দ্র অত্রিসন্তানভাস্কর।
যদি ত্বং মন্যসে শ্রাব্যং পরং কৌতূহলং হি মে

দত্তাত্রেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ বিচিত্রং ত্বমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য স্মরণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥৬০
অপ্সরা রূপসম্পন্না নাম্না কাঞ্চনমালিনী।
প্রয়াগে মাঘমাসে সা স্নাত্বা যাতি হরালয়ম্ ॥৬১
নিকুঞ্জে গিরিরাজস্য তিষ্ঠতা গিরিরূপিণা।
দৃষ্টা গগনমারূঢ়া তেন বৃদ্ধেন রক্ষসা ॥ ৬২
তেজস্বিনী সুহেমাভা সুশ্রোণী দীর্ঘলোচনা।
চন্দ্রাননা সুকেশী চ পীনোন্নতপয়োধরা ॥ ৬৩

পশ্চিম বাহিনী গঙ্গা সহস্রগুণ অধিক পুণ্য-জনিকা। কালিন্দীসঙ্গতা যে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মহত্যা হরণ করেন, হে নৃপ! মাঘে সেই দুর্লভা গঙ্গা কোটি গুণিত পাপ নাশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! যাহাকে অমৃত বলিয়া বর্ণন করা হয়, তাহাই প্রয়াগের ত্রিবেণী। মাঘে সেই ত্রিবেণীতে মুহূর্ত্ত স্থিতি দেবগণেরও সুদুর্লভ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, রুদ্র, আদিত্য, মরুদ্গণ গন্ধর্ব্ব, লোকপাল, যক্ষ, কিন্নর, পন্নগ, অণিমাদিগুণযুক্ত তত্ত্ববাদী সিদ্ধগণ, ব্রহ্মাণী, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, শচী, মেনা, অদিতি, দিতি, সমস্ত দেবপত্নী, সমস্ত নাগাঙ্গনা, ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, অপ্সরোগণ ও পিতৃগণ সকলেই মাঘে ত্রিবেণীতে স্নানার্থ আগমন করেন। হে নরাধিপ! কৃতযুগে দেবগণ স্বস্বরূপে এবং কলিতে প্রচ্ছন্নরূপে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া থাকেন। মাঘে প্রয়াগে ত্র্যহ স্নানে যে ফল হয়, সহস্র অশ্বমেধ অনুষ্ঠানেও সে ফললাভ হয় না। পূর্ব্বে অপ্সরা কাঞ্চন-মালিনী এক রাক্ষসকে প্রয়াগে ত্র্যহস্নানের ফল প্রদান করিয়াছিল। তাহাতেই সেই পাপিষ্ঠ মুক্ত হইয়াছিল। ৪৩—৫৭। কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন,—ভগবন্! কে সেই রাক্ষস? এবং কাঞ্চনমালিনীই বা কে? কিরূপে সে ধর্ম্ম দান করিল এবং কিরূপেই বা সেই রাক্ষসের সদ্গতি হইল? হে যোগীন্দ্র! হে অত্রিকুলদিবাকর! যদি আমার শ্রবণার্হ বলিয়া মনে করেন, তবে আমার কৌতূহল হইয়াছে, ইহা আমার নিকট বলুন। দত্তাত্রেয় কহিলেন, রাজন্। আপনি বিচিত্র পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন, যাহার স্মরণমাত্রে বাজপেয় ফল লাভ হইয়া থাকে। পরম রূপবতী অপ্সরা কাঞ্চন-মালিনী প্রয়াগে মাঘ মাসে স্নান করিয়া শিবা-লয়ে গমন করিতেছিল। গিরিরাজের নিকুঞ্জ-স্থিত এক গিরিরূপী বৃদ্ধ রাক্ষস তাহাকে গগন পথে যাইতে দেখিল। কাঞ্চনমালিনী তেজস্বিনী, কনকপ্রভা, সুশ্রোণী, বিশালনয়না,

তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নামুবাচ রাক্ষসস্তদা ।
কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কুত আগম্যতে ত্বয়া ॥ ৬৪
আর্দ্রঞ্চ বসনং কস্মাৎ সার্দ্রা তে কবরী কুতঃ ।
কুত্র বা গম্যতে ভীরু কুতস্তে খেচরী গতিঃ ॥
কেন পুণ্যেন বা ভদ্রে তব তেজোময়ং বপুঃ ।
অতীবরূপসম্পন্নং সম্ভূতঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৬৬
ত্বদ্বস্ত্রবিন্দুপাতেন মম মূর্দ্ধ্নি সুলোচনে ।
ক্ষণেন হ্যগমচ্ছান্তিং ক্রূরং মে মানসং সদা ॥৬৭
নীরস্য মহিমা কোঽয়মেতদ্ব্যাখ্যাতুমর্হসি ।
ত্বং মে শীলবতী ভাসি নাকৃতির্নির্গুণা ভবেৎ ॥

অপ্সরা উবাচ ।

শ্রূয়তামপ্সরাশ্চাহং ভো রক্ষঃ কামরূপিণী ।
প্রয়াগতশ্চাগতাহং নাম্না কাঞ্চনমালিনী ॥ ৬৯
আর্দ্রঃ পরিকরো মেঽতঃ সুস্নাতাহং সিতাসিতে
গন্তব্যন্তু ময়া রক্ষঃ কৈলাসে তু নগোত্তমে ॥৭০
তত্রাস্তে পার্ব্বতীনাথঃ সুরাসুরসুপূজিতঃ ।
বেণীবারিপ্রভাবেণ রক্ষস্তে ক্রূরতা গতা ॥ ৭১
জাতাহং যেন পুণ্যেন গন্ধর্ব্বস্য সুমেধসঃ ।
কন্যকা দিব্যরূপা তু তৎসর্ব্বং কথয়ামি তে ॥৭২
কলিঙ্গাধিপতে রাজ্যস্ত্বহমাসীচ্চ বেশ্যকা ।
রূপলাবণ্যসম্পন্না সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা ॥ ৭৪
অন্যাসাং যুবতীনাঞ্চ তৎপুরেঽহং শিরোমণিঃ
তজ্জন্মনি ময়া রক্ষো ভুক্তা ভোগান্ যথেচ্ছয়া॥
মোহিতং তৎপুরং সর্ব্বং ময়া যৌবনসম্পদা ।
রত্নানি চ বিচিত্রাণি ভূষণানি ধনানি চ ॥ ৭৫
বাসাংসি চিত্ররূপাণি কর্পূরাগুরুচন্দনম্ ।
এতচ্চোপার্জ্জিতং সর্ব্বং ময়া মোহনরূপয়া ॥৭৬
নাহং জানামি হেম্নোঽন্তং স্বনিবাসে নিশাচর ।
সংসেবন্তে যুবানো মে চরণৌ কামপীড়িতাঃ ॥
ময়া তে বঞ্চিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বস্বেন তু মায়য়া ।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধাভাবেন মৃতাঃ কেচিত্তু কামিনঃ ॥

চন্দ্রাননা, সুকেশা এবং পীনোন্নতস্তনী । সেই রূপবতী অপ্সরাকে দেখিয়া রাক্ষস কহিল, কে তুমি কমলদলাক্ষি ?—কোথা হইতে আসিতেছ ? তোমার বসন এবং কেশপাশ আর্দ্র কেন ? হে ভীরু ! কোথায় তুমি যাইতেছ ? কেনই বা তোমার এই খেচরী গতি ? হে ভদ্রে ! কোন্ পুণ্যবলে তোমার এই তেজোময় দেহ নিতান্ত রূপ-সম্পন্ন ও মনোজ্ঞরূপে প্রতিভাত ? হে সুলোচনে ! আমার মস্তকে তোমার বস্ত্র-নিষ্যন্দ জলবিন্দুপাতে মদীয় ক্রূরচিত্ত ক্ষণেকের জন্য শান্তিলাভ করিয়াছে । এ জলের কি এ মহিমা, তাহা তুমি বল । আমার ধারণা, তুমি শীলবতী ; বস্তুতঃ শুভা-কৃতি কখন নির্গুণ হয় না । অপ্সরা কহিল, রাক্ষস ! শ্রবণ কর, আমি কামরূপিণী অপ্সরা প্রয়াগ হইতে আসিতেছি, নাম আমার কাঞ্চনমালিনী । আমি প্রয়াগের সিতাসিত জলে স্নান করিয়া আসিয়াছি, তাই আমার বসন আর্দ্র আছে । রাক্ষস ! আমি এক্ষণে নগোত্তম কৈলাসে গমন করিব । সেখানে সুরাসুরপূজিত পার্ব্বতীপতি বিরাজ করিতে-ছেন । হে রাক্ষস ! ত্রিবেণীর বারি-মাহাত্ম্যে তোমার ক্রূরতা অপগত হইয়াছে ।৫৮—৭১ । আমি যে পুণ্যগুণে সুমেধা নামক গন্ধর্ব্বের দিব্যরূপিণী কন্যা হইয়া জন্মিয়াছি, তাহা তোমার নিকট সমস্তই খুলিয়া বলিতেছি । পূর্ব্বে আমি কলিঙ্গরাজের রূপলাবণ্যযুতা সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা বেশ্যা ছিলাম । রাজ-পুরে অন্য যত যুবতী ছিল, আমিই তাহাদের শিরোমণি ছিলাম । রাক্ষস ! সেই জন্মে আমি যথেচ্ছ বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া যৌবনসম্পদে সর্ব্ব পুরী মোহিত করিয়া-ছিলাম । উত্তম উত্তম রত্ন, বিচিত্র ভূষণ, ধন, মূল্যবান্ বস্ত্রসমূহ, কর্পূর, অগুরু, চন্দন, ইত্যাদি সকল বস্তুই আমি আমার মোহনরূপে অর্জ্জন করিয়াছিলাম ! নিশাচর ! আমার আবাসে এত সুবর্ণ জমিয়াছিল যে, আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না । কত যুবক কামপীড়িত হইয়া সর্ব্বস্ব দানে আমার চরণসেবা করিয়াছিল, কিন্তু আমি নিজ মায়ায়, তাহাদের সকলকেই বঞ্চিত করিয়াছিলাম ।

ইত্থং তন্নগরে রম্যে সকলে মে গতিস্তদা।
প্রাপ্তে তু বার্দ্ধকে কালে শুশোচ হৃদয়ং মম।
ন দত্তং ন হুতং জপ্তং ন ব্রতং চরিতং ময়া ॥৭৯
নারাধিতো ময়া দেবশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
ন ময়া পূজিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
সর্ব্বপাপহরো বিষ্ণুর্ন স্মৃতো ভোগলুব্ধয়া ॥ ৮০
ন চ সন্তর্পিতা বিপ্রা ন কৃতং প্রাণিনাং হিতম্
অণুমাত্রমিদং পুণ্যং ন কৃতঞ্চ প্রমাদতঃ ॥ ৮১
পাতকন্তু কৃতং ভদ্র তেন মে দহ্যতে মনঃ।
বহুধৈবং বিলপ্যাহং ব্রাহ্মণং শরণং গতা ॥ ৮২
ব্রহ্মণ্যং বেদবিদ্বাংসং তস্য রাজ্ঞঃ পুরোহিতম্।
স হি পৃষ্টো ময়া ব্রহ্মঃ কথং মে নিষ্কৃতির্ভবেৎ
পাপস্যাস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথং যাস্যামি সদ্গতিম্।
স্বেনৈব কর্ম্মণা তপ্তাং বরাকীং দীনমানসাম্ ॥৮৪
পাপপঙ্কনিমগ্নাং ত্বং মামুদ্ধর কচগ্রহৈঃ।
ময়ি কারুণ্যজং বারি বর্ষ হর্ষদৃশা দ্বিজ ॥ ৮৫
সজ্জনে সাধবঃ সর্ব্বে সাধুঃ সাধুরসজ্জনে।
ইত্যসৌ মদ্বচঃ শ্রুত্বা চকারানুগ্রহং ময়ি।
উচে প্রীতিকরং বাক্যং সর্ব্বধর্ম্মময়ঃ দ্বিজঃ ॥৮৬

দ্বিজ উবাচ।

নিষিদ্ধাচরণং জানে সর্ব্বস্তেহহং বরাননে।
কুরু মে সত্বরং বাক্যং যাহি ক্ষেত্রং প্রজাপতেঃ
তত্র গত্বা কুরু স্নানং তেন পাপক্ষয়স্তব।
সর্ব্বং মনোগতং ভদ্রে ত্বদীয়ং শোচিতং ময়া ॥
নাহমন্যৎ প্রপশ্যামি যত্নে পাপপ্রণাশনম্।
প্রায়শ্চিত্তং পরং তীর্থে স্নানঞ্চ ঋষিভিঃ স্মৃতম্।
কিন্তু তীর্থে ত্যজেত্তীরু মনসাপ্যশুভং কৃতম্।
প্রয়াগস্নানশুদ্ধা ত্বং স্বর্গং যাস্যসি নিশ্চিতম্ ॥৯০
প্রয়াগস্নানমাত্রেণ নৃণাং স্বর্গো ন সংশয়ঃ।
অন্যদেশকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব ভামিনি ॥৯১

কতিপয় কামুক পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিল। এইরূপে সেই রম্য নগরের সর্ব্বত্র আমার গতি ছিল। কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, তখন আমার হৃদয় শোকাকুল হইয়া পড়িল। ভদ্র! আমি দান, হোম, জপ বা ব্রতাচরণ কিছুই করি নাই। চতুর্ব্বর্গফলদাতা দেবদেবের আমি আরাধনা করি নাই, দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকেও আমি পূজা করি নাই। আমি ভোগলম্পট হইয়া সর্ব্বপাপহর বিষ্ণুকেও স্মরণ করি নাই। বিপ্রগণের পরিতৃপ্তি বা প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠান কিছুই আমা দ্বারা হয় নাই। আমি প্রমাদবশত অণুমাত্র পুণ্যানুষ্ঠানও করি নাই! আমি কেবল পাপই অর্জ্জন করিয়াছি; তাই আমার মন দগ্ধ হইতেছে। তৎকালে আমি এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া এক ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইলাম। সেই ব্রাহ্মণ বেদবিদ্বান্, ব্রহ্মণ্য-শালী এবং কলিঙ্গরাজের পুরোহিত। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিরূপে আমার পাপ-নিষ্কৃতি হইবে? কিরূপে আমি সদ্গতি লাভ করিব? আমি স্বীয় পাপকর্ম্মে অনুতপ্ত, দীনচিত্ত এবং পাপপঙ্কে নিমগ্ন; আপনি কেশ গ্রহণ করিয়া আমায় উদ্ধার করুন এবং প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মৎপ্রতি কারুণ্যজবারি বর্ষণ করুন। লোক সাধারণ সাধুজনে সাধু হয়; কিন্তু যিনি সাধু, তিনি অসাধু জনেও সাধু হইয়া থাকেন। সেই দ্বিজবর আমার এই বাক্য শুনিয়া মৎপ্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিলেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মময় প্রীতিকর বাক্যে বলিলেন, হে বরাননে! আমি জানি, যাহা কিছু নিষিদ্ধাচরণ, তাহাই তুমি করিয়াছ। যাহা হউক, আমার বাক্য পালন কর, সত্বর তুমি প্রজাপতিক্ষেত্রে গমন কর। সেখানে গিয়া স্নান করিও, তাহাতেই তোমার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইবে। ভদ্রে! তোমার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমিও দুঃখিত হইয়াছি; তোমার পাপক্ষালনের উপায় অন্য কিছুই আমি দেখিতেছি না। তীর্থে স্নান পরম প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ; ইহা ঋষিগণের অভিমত। মন দ্বারাও কৃত অশুভ তীর্থে পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি প্রয়াগস্নানে শুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে। ৭২—৯০। প্রয়াগ স্নান মাত্র নরগণের স্বর্গলাভ হয়, সন্দেহ নাই। যে

প্রয়াগে বিলয়ং যাতি পাপং তীর্থকৃতং বিনা।
শৃণু ভীরু পুরা শক্রো গৌতমস্য মুনের্বধূম্।
দৃষ্ট্বা কামবশং প্রাপ্তস্তাং গতো গুপ্তকামুকঃ।
উগ্রেণ তেন পাপেন তদৈব জনিতং ফলম্ ॥৯৩
ঋষিস্ত্রীগন্তুরিন্দ্রস্য তস্যাশ্চ পুরতস্তদা।
কুৎসিতং গর্হিতং জাতমতি লজ্জাকরং বপুঃ ॥
তদ্ভর্ত্তুঃ পাপমাহাত্ম্যাৎ সহস্রভগচিহ্নিতম্।
অধোমুখস্ততো ভূত্বা দেবরাজো বিনির্গতঃ ॥৯৫
নিনিন্দ স্বকৃতং কর্ম্ম সোঽভিভূতঃ সলজ্জিতঃ।
মেরোঃ শিরসি তোয়াঢ্যে শতযোজনবিস্তৃতে ॥
তত্র গত্বা প্রবিষ্টস্তু হেমাম্ভোরুহকোরকে।
তত্রস্থো গর্হয়ন্নিত্যমাত্মানং মন্মথং তথা ॥ ৯৭
ধিক্তাংকামান্ধতাং লোকে সদ্যঃ পাতকদায়িনীম্
যয়া হি নরকং যাতি সর্ব্বলোকবিগর্হিতঃ ॥ ৯৮
আয়ুঃকীর্ত্তিযশোধর্ম্মধৈর্য্যধ্বংসকরী তথা।
ধিঙ্মন্মথং দুরাচারমাপদাং নিয়তং পদম্ ॥৯৯
দেহস্থং দুর্দ্দমং শত্রুমসন্তুষ্টং সদাবশম্।
ইত্থং বাদিনি প্রচ্ছন্নে বাসবে পদ্মসদ্মনি ॥১০০
আখণ্ডলং বিনাভীরু দেবলোকো ন শোভতে
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা লোকপালাঃ সকিন্নরাঃ
শচ্যাসহ সমাগম্য পপ্রচ্ছুস্তে বৃহস্পতিম্।
ভগবন্ বলভিদ্দেবং নৈব জানীমহে বয়ম্ ॥১০২
ক তিষ্ঠতি গতঃ কুত্র কুত্র বা মৃগয়ামহে।
ন নাকঃ শোভতে তেন বিনা দেবগণৈঃ সহ।
সুপুত্রেণ বিনা যদ্বৎকুলং শ্রীমদ্‌গুণান্বিতম্।
উপায়শ্চিন্ত্যতাং সদ্যঃ স্বর্লোকো যেন শোভতে
সনাথঃ সুশ্রিয়াযুক্তো ন বিলম্বোঽত্র যুজ্যতে।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা গুরুর্বচনমব্রবীৎ ॥ ১০৫
জানেঽহং স্বাপরাধেন লজ্জয়া যত্র তিষ্ঠতি।
রভসা লব্ধকার্য্যস্য ভুঙ্‌ক্তে স মঘবা ফলম্ ॥
নৃণাং নীতিপরিত্যাগাদ্বিপাকাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ।
অহো রাজ্যমদৈর্ন্নষ্টঃ কৃত্যাকৃত্যমচিন্তয়ন্ ॥ ১০৭

ভামিনি! অন্যদেশকৃত পাপ প্রয়াগ স্নানে তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরন্তু তীর্থকৃত পাপ থাকিয়া যায়। হে ভীরু! শ্রবণ কর, পূর্ব্বে ইন্দ্র গৌতমবধূকে দেখিয়া কামাভিভূত এবং প্রচ্ছন্ন কামুকবেশে তাঁহাতে উপগত হন। সেই দারুণ পাপের ফল তৎক্ষণাৎ ফলিল। ঋষিপত্নীগামী ইন্দ্রের সেই ঋষি-পত্নী সমক্ষেই তৎকালে কুৎসিত গর্হিত লজ্জাকর দেহ হইল। তদীয় ভর্ত্তার শাপ-প্রভাবে ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ সহস্র ভগে চিহ্নিত হইল। দেবরাজ অধোবদনে নির্গত হইলেন এবং লজ্জাভিভূত হইয়া আত্মকৃত কর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি মেরুশিখ-রের শতযোজনবিস্তীর্ণ হেমপদ্মকোরকযুত জলময় স্থানে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে থাকিয়া নিত্য নিজেকে এবং মন্মথকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন, জগতে যাহার জন্য লোক সর্ব্ব-নিন্দিত হইয়া নরকে গমন করে, সেই সদ্যঃ-পাতকদায়িনী কামান্ধতাকে ধিক্! উহাতেই আয়ু, কীর্ত্তি, যশ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নিয়ত আপদের আস্পদ, দুরা-চার দেহস্থ দুর্দ্দম শত্রু, সদা অসন্তুষ্ট, সদা অবাধ্য মন্মথকে ধিক্! বাসব প্রচ্ছন্নরূপে পদ্মালয়ে থাকিয়া নিত্য এইরূপ আক্ষেপ করিতে থাকিলে, এদিকে দেবলোক ইন্দ্র ব্যতীত অশোভন হইয়া উঠিল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও লোকপালগণ শচীসহ আগমন করিয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—ভগবন্! দেবরাজের সংবাদ আমরা জানি না। তিনি কোথায় আছেন, কোথায় গিয়াছেন, কোথায়ই বা তাঁহার তত্ত্ব লইব? এদিকে স্বর্গপুরী—সমস্ত দেবতা থাকিলেও, যেমন শ্রীসম্পন্ন গুণাঢ্য কুল সুপুত্র ব্যতীত অশোভন, তেমনি তিনি বিনা ভ্রষ্টশ্রী হই-য়াছে। অতএব স্বর্গলোক যাহাতে সনাথও শ্রীসম্পন্ন হইয়া শোভা পায় সে বিষয়ের উপায় চিন্তা করুন। আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। বৃহস্পতি তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, স্বীয় অপরাধে লজ্জিত হইয়া ইন্দ্র যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমি জানি। তিনি হঠকারিতায় যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারই

কৃতবান্নিন্দ্যমানং হি দৃষ্টাদৃষ্টক্ষয়ঙ্করম্ ।
কুর্ব্বন্তি বালিশা যত্র দৈবোপহতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০৮
অপরাধাদ্যথা জন্ম স্যাদিহামুত্র নিষ্ফলম্ ।
অধুনা তত্র গচ্ছামো যত্র শক্রঃ স তিষ্ঠতি ॥১০৯
ইত্যুক্তা নির্গতাঃ সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
দৃষ্ট্বা সরসি বিস্তীর্ণে স্বর্ণপঙ্কজকাননম্ ॥ ১১০
তুষ্টবুর্দেবরাজানং প্রবোধো যেন জায়তে ।
ততো গুরোঃ প্রবোধেন নির্গতঃ পদ্মকুড্মলাৎ
দীনাননো বিরূপস্থ ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনঃ ।
জগ্রাহ চরণাবিন্দ্রো গুরোস্তস্যাগ্রজন্মনঃ ॥ ১১২
ত্রাহি মাং নিষ্কৃতিং ব্রূহি পাপস্যাস্য বৃহস্পতে ।
দেবরাজবচঃ শ্রুত্বা জগৌ বিপ্রো বৃহস্পতিঃ ॥
শৃণু দেবেন্দ্র বক্ষ্যেঽহমুপায়ং পাপনাশনম্ ।
প্রয়াগস্নানমাত্রেণ তৎক্ষণাদেব পাতকাৎ ॥
মুচ্যসে দেবরাজ ত্বং তত্র যামঃ সহৈব তে ।

অথ পুরোধসা সার্দ্ধমাগত্য বলমর্দ্দনঃ ॥ ১১৫
সস্নৌ সিতাসিতে তীর্থে সদ্যোমুক্তো হ্যঘৈ-স্ততঃ ।
অথ দেবগুরুস্তস্মৈ প্রসন্নস্থ বরং দদৌ ॥ ১১৬
প্রয়াগস্নানমাত্রেণ ক্ষীণং পাপং ত্বয়ানঘ ।
ক্ষীণপাপস্য তে শক্র মৎপ্রসাদেন সত্বরম্ ॥
সহস্রমেতদ্যোনীনাং সহস্রং স্যাদ্দৃশাং তব ।
তদৈব দ্বিজবাক্যেন শুশুভে চ শচীপতিঃ ॥১১৯
লোচনানাং সহস্রেণ পঙ্কজৈরিব মানসম্ ।
অথ বৃন্দারকৈঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিশ্চাভিপূজিতঃ ॥
গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানস্থ গতঃ শক্রোঽমরাবতীম্ ।
ইত্থং সদ্যো বিপাপোঽভূৎ প্রয়াগে পাকশাসনঃ
যাহি ত্বমপি কল্যাণি প্রয়াগং দেবসেবিতম্ ।
সদ্যঃ পাপবিনাশায় তথা স্বর্গতয়ে দৃঢ়ম্ ॥১২১
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সেতিহাসং সমঙ্গলম্ ।
তদৈব সম্ভ্রমাপন্না নত্বা পাদৌ দ্বিজস্য তু ॥ ১২২

ফল এক্ষণে ভোগ করিতেছেন। নীতি পরিত্যাগে নরগণের ভয়ঙ্কর বিপাক উপস্থিত হইয়া থাকে! অহো রাজ্যমদে মত্ত হইয়া কৃত্যাকৃত্য চিন্তা না করিয়া ইন্দ্র দৃষ্টাদৃষ্ট ক্ষয়-কর গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। দৈবোপহতবুদ্ধি মূর্খ লোকেরাই এরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, যাহাতে অপরাধবশে ইহ পর উভয় জন্মই বিফল হইয়া যায়। যে স্থানে ইন্দ্র আছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করিব। বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ এই বলিয়া সকলেই তথায় গমন করিলেন এবং বিশাল সরোবরে স্বর্ণপঙ্কজবন অবলোকন করিয়া দেবরাজের প্রবোধার্থ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্র দেবগুরুর প্রবোধে পদ্মকোরক হইতে নির্গত হইলেন এবং দীনবদনে বিকৃতরূপে লজ্জাবনতনেত্রে অগ্রজন্মা বৃহস্পতির পদযুগল ধারণ করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—বৃহস্পতে! আমায় ত্রাণ করুন, এই পাপের নিষ্কৃতি কি? তাহা আমার বলুন। দেবরাজের বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি কহিলেন,—দেবেন্দ্র! শ্রবণ কর, আমি পাপনাশের উপায় বলিতেছি। হে দেবরাজ! প্রয়াগস্নানমাত্র তুমি তৎক্ষণাৎ পাতকমুক্ত হইবে। চল, তোমার সহিত আমরাও তথায় গমন করিব। অনন্তর ইন্দ্র পুরোহিত বৃহস্পতির সহিত আসিয়া প্রয়াগে সিতাসিত জলে স্নান করিলেন এবং সদ্যই তিনি পাপমুক্ত হইলেন। তখন দেবগুরু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন; বলিলেন, —হে অনঘ! তুমি প্রয়াগস্নানমাত্র ক্ষীণপাপ হইয়াছ। তোমার পাপক্ষয় হওয়ায় মৎপ্রসাদে এই দেহস্থ সহস্রযোনি সহস্রনেত্রে পরিণত হউক। ব্রাহ্মণের বাক্যে তৎক্ষণাৎ শচীপতি সহস্র-পঙ্কজশোভিত মানসবৎ সহস্র নয়নে সুশোভিত হইলেন। সমস্ত দেব ও ঋষি তাঁহার পূজা করিলেন; গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিল। ইন্দ্র অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে প্রয়াগে ইন্দ্র সদ্যঃ পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। হে কল্যাণি! তুমিও সদ্যঃ পাপক্ষালনার্থ এবং স্বর্গলাভার্থ দেবসেবিত প্রয়াগে গমন কর। দ্বিজবরের এই ইতিহাসমঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে তাঁহার পদে নমস্কার করিলাম এবং সেই

ত্যক্ত্বা বন্ধুজনং সর্ব্বং দাসদাসীগৃহং তথা।
সকলান্ বিষয়ান্ রক্ষো বিষগ্রাসানিব স্ফুটম্॥
বপুশ্চ ক্ষণবিধ্বংসি পশ্যন্তী নির্গতা হ্যহম্।
নরকার্ণবসন্তাপদারুণান্তরবহ্নিনা।
হৃদয়ে কুণপব্যাঘ্র তদা তপ্যমানয়া।
ময়া গত্বা কৃতং স্নানং মাঘে মাসি সিতাসিতে॥
তস্য স্নানস্য মাহাত্ম্যং শৃণু বৃদ্ধ নিশাচর।
ত্র্যহাৎ পাপক্ষয়ো জাতঃ সপ্তবিংশতিভির্দ্দিনৈঃ
শেষৈর্মে যদভূৎ পুণ্যং তেন দেবত্বমাগতা।
রমমাণা তু কৈলাসে গিরিজায়াঃ প্রিয়া সখী॥
জাতিস্মরা তথা জাতা প্রয়াগস্য প্রভাবতঃ।
স্মৃত্বা প্রয়াগমাহাত্ম্যং মাঘে মাঘে ব্রজাম্যহম্
ইতি রাক্ষস যৎপৃষ্টং ত্বয়া বিস্মিতচেতসা।
তন্ময়া কথিতং সর্বং চরিতং প্রীতয়ে তব॥১২৯
মৎপ্রীতয়ে চরিত্রং স্বং ত্বং ব্রূহি মম রাক্ষস।
কর্ম্মণা কেন জাতোঽসি বিরূপোঽতিভয়ঙ্করঃ।
শ্মশ্রুলো দীর্ঘদংষ্ট্রশ্চ ক্রব্যাদো গিরিগহ্বরে॥

রাক্ষস উবাচ।

ইষ্টং দদাতি গৃহ্ণাতি গুহ্যং বদতি পৃচ্ছতি॥ ১৩১
প্রীত্যাহি সজ্জনো ভদ্রে তচ্চ সর্ব্বং ত্বয়ি স্থিতম্।
ত্বয়া সম্ভাবিতো নূনং মন্যেঽহং বামলোচনে॥
ভাবিনী নিষ্কৃতিঃ সদ্যস্ত্বয়াস্য ক্রূরকর্ম্মণঃ।
অতো বক্ষ্যামি তে ভদ্রে দুষ্কৃতং যৎ স্বয়ংকৃতম্
নিবেদ্য সজ্জনে দুঃখং ততঃ সর্ব্বঃ সুখী ভবেৎ
শৃণু সুশ্রোণ্যহং কাশ্যাং বহ্বৃচো বেদপারগঃ॥
জাতঃ পুরা দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠঃ কুলে মহতি নির্ম্মলে।
রাজ্ঞাং দুষ্কৃতিনাং ভীরু শূদ্রাণাঞ্চ তথা বিশাম্
বারাণস্যাং কৃতো ঘোরো ময়া দুষ্টপ্রতিগ্রহঃ।
বহুধা বহুধা বারং নিষিদ্ধঃ কুৎসিতো বহু॥ ১৩৫
চাণ্ডালস্যাপি ন ত্যক্তো ময়া দুষ্টপ্রতিগ্রহঃ।
অন্যচ্চ পাতকং তত্র মমাভূন্মূঢ়চেতসঃ॥ ১৩৬

দণ্ডেই বন্ধুজন, দাস-দাসী, গৃহ ও স্পষ্ট বিষগ্রাসবৎ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া দেহের ক্ষণস্থায়িত্ব আলোচনা করিতে করিতে নির্গত হইলাম। রাক্ষস! নরকার্ণবের সন্তাপবৎ দারুণ অন্তরানলে হৃদয় আমার দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি মাঘে প্রয়াগে গিয়া সিতাসিত জলে স্নান করিলাম, হে বৃদ্ধ রাক্ষস! সেই স্নানমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। মাঘে প্রয়াগস্নানে তিন দিনেই আমার পাপক্ষয় হইল। অবশিষ্ট সপ্তবিংশতি দিনে আমার যে পুণ্য হইয়াছিল, তাহাতে আমি দেবত্ব লাভ করিয়া গিরিজার সখী হইয়া কৈলাসে বিহার করিতে লাগিলাম। প্রয়াগের প্রভাবে আমার জাতিস্মরত্ব হইল। আমি অদ্যাপি প্রয়াগমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া প্রতিমাঘে প্রয়াগে গমন করিয়া থাকি। রাক্ষস! তুমি বিস্মিতচিত্তে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহা আমি সকলই তোমায় কহিলাম। এক্ষণে আমার প্রীতির নিমিত্ত তুমি স্বীয় চরিত কীর্ত্তন কর। কোন্ কর্ম্মবিপাকে এই গিরিগহ্বরে তুমি শ্মশ্রুল, দীর্ঘদংষ্ট্র, বিরূপ ও ভয়ঙ্কর হইয়া জন্মিয়াছ? রাক্ষস কহিল,—হে ভদ্রে! সজ্জন ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক ইষ্টদান করেন, ইষ্টগ্রহণ করিয়া গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই গুণসমুদায়ই তোমাতে বর্ত্তমান। হে বামলোচনে! আমি তোমা কর্ত্তৃক সম্ভাবিত হইলাম। আমার মনে হয়, ইহাতে এই মাদৃশ ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তির সদ্যই নিষ্কৃতি হইবে। অতএব আমি নিজে যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিব। সজ্জনে দুঃখ নিবেদন করিয়া সকলেই সুখী হইয়া থাকে। হে সুশ্রোণি! শ্রবণ কর, আমি পূর্ব্বে কাশীতে বহ্বৃচ বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। মহানির্ম্মলকুলে দ্বিজশ্রেষ্ঠরূপে আমার জন্ম হইয়াছিল। হে ভীরু! আমি সেই জন্মে দুষ্কৃতিশালী রাজা, শূদ্র এবং বৈশ্যের নিকট বারাণসীতে ঘোর দুষ্ট প্রতিগ্রহ করিতাম, আমি কুকর্ম্মা পুরুষ, এই কুপ্রতিগ্রহ কার্য্যে বহুবার বহু লোক কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছি, তথাপি চণ্ডালের

তন্নাস্তি দুষ্কৃতং কর্ম্ম ময়া তত্র ন যৎ কৃতম্ ॥১৩৭
অন্তচ্চ শ্রূয়তাং দোষঃ ক্ষেত্রস্থ বরবর্ণিনি।
অবিমুক্তেঽণুমাত্রঃ যত্তদঘং মেরুতাং ব্রজেৎ।
ন ধর্ম্মস্ত ময়া কশ্চিৎ সঞ্চিতস্তত্র জন্মনি ॥ ১৩৮
ততো বহুতিথে কালে মৃতস্তত্রৈব শোভনে।
অবিমুক্তপ্রভাবেণ ন চাহং নরকং গতঃ ॥ ১৩৯
অবিমুক্তে মৃতঃ কশ্চিন্নাকং নৈতি কিল্বিষী।
অবিমুক্তে কৃতং কিঞ্চিৎপাপং বজ্রীভবেদ্দৃঢ়ম্ ॥
বজ্রলেপেন পাপেন তেন মে জন্ম রাক্ষসম্।
রৌদ্রং ক্রূরতরং পাপং সম্ভূতং হিমপর্ব্বতে ॥১৪১
দ্বির্জ্জাতো গৃধ্রযোনৌ প্রাকৃত্রির্ব্যাঘ্রো দ্বিঃ সরীসৃপঃ।
একবারমুলূকস্ত বিড়্বরাহস্ততঃ পরম্ ॥ ১৪২
ইদন্তু দশমং জন্ম রাক্ষসং মম ভামিনি।
অতীতানি সহস্রাণি বর্ষাণি মম জন্মনঃ ॥ ১৪৪
নাস্তি মে নিষ্কৃতির্ভদ্রে এতস্মাদ্দুঃখসাগরাৎ।
অত্র ত্রিযোজনং সুভ্রুনির্জ্জন্তু হি ময়া কৃতম্ ॥
অনাগসাঞ্চ ভূতানাং বহূনাঞ্চ কৃতঃ ক্ষয়ঃ।
কর্ম্মণা তেন মে সুভ্রু দহ্যতে সততং মনঃ ॥১৪৫
ত্বদ্দর্শনসুধাসিক্তং গতং শৈত্যং মনো মম।
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥১৪৬
অতঃ সৎসঙ্গতিং সুভ্রু প্রশংসন্তি মনীষিণঃ।
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং স্বদুঃখং হৃদ্গতং ময়া ॥
বিরলঃ স জনঃ সুভ্রু যস্থাত্মা যস্থ ন খিদ্যতে।
জানাস্যত্রোচিতং ত্বং হি কিঞ্চিন্নো বচ্যতঃপরম্
অস্য দুঃখোদধেঃ পারং কথং যামীতি চিন্তয়ন্।
সজ্জনানাং সমাভূতিঃ সর্ব্বেষামুপজীবনম্।
ক্ষীরার্ণবঃ পয়ো দত্তে হংসায় ন বকায় কিম্ ॥

দুষ্ট প্রতিগ্রহও পরিত্যাগ করি নাই। মূঢ়-চেতা আমি, ইহা ভিন্ন আমার আরও পাতক ছিল। এমন দুষ্কৃত কর্ম্ম নাই, যাহা আমি সেই পুণ্যক্ষেত্রে করি নাই। হে বরবর্ণিনি! আরও এক কথা, ঐ ক্ষেত্রে কৃত দোষের বিষয়ও শ্রবণ কর। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আচরিত অণুমাত্র দোষও মেরুতুল্য মহান্ হইয়া থাকে। ঐ জন্মে আমি কিছুমাত্র ধর্ম্ম সঞ্চয় করি নাই। হে শোভনে! বহুকাল পরে ঐ স্থানেই আমার মৃত্যু হইল। কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রের প্রভাবে আমার নরকভোগ হইল না। অবিমুক্তমৃত কোন পাপী ব্যক্তিই নরকে গমন করে না। অবিমুক্তে কৃত কিঞ্চিৎ পাপও বজ্রবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে। সেই বজ্রলেপ পাপে আমার রাক্ষসজন্ম হইল। এই হিমালয়ে ক্রূরতর রুদ্রমূর্ত্তি পাপ রাক্ষস হইয়া আমি এক্ষণে বিচরণ করিতেছি। অতঃপর দুইবার গৃধ্রযোনিতে, তিনবার ব্যাঘ্রযোনিতে, দুইবার সরীসৃপ যোনিতে, এবং একবার উলূকযোনিতে আমার জন্ম হইল। তৎপরে আমি বিড়্‌বরাহ হইয়া জন্মিলাম। এই বর্ত্তমানে আমার দশম জন্ম; এ জন্মে আমি রাক্ষস হইয়াছি। আমার জন্মের সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই দুঃখসাগর হইতে আমি আর নিষ্কৃতির উপায় দেখি না। হে সুন্দরি। এই স্থান হইতে তিন যোজন পর্য্যন্ত আমি জন্তুহীন করিয়াছি। আমা কর্ত্তৃক বহু নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণসংহার হইয়াছে। সেই কর্ম্মফলে মন আমার সততই দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু তোমার দর্শনসুধায় সিক্ত হইয়া আমার মন শীতল হইয়াছে। তীর্থ কালে ফল দান করে; কিন্তু সাধুসমাগম সদ্যই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১১—১৪৬। হে সুভ্রু! এই জন্যই মনীষিগণ সৎসঙ্গতির প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট আমার হৃদ্গত সর্ব্ব দুঃখ ব্যক্ত করিলাম। হে সুন্দরি! যাহার আত্মা না খেদান্বিত হয়, সজ্জনসঙ্গ তাহার পক্ষে বিরল হইয়া থাকে। তুমি এ বিষয়ের ঔচিত্য অবগত আছ, তাই তোমায় আমি কিছুই বলিতেছি না। কিরূপে এই দুঃখোদধির পারে পৌছিব ইহাই কেবল চিন্তা করিতেছি। সজ্জনগণের সহানুভূতি সকলেরই উপজীব্য; দৃষ্টান্ত—ক্ষীরার্ণব কি

দত্তাত্রেয় উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দয়ার্দ্রীকৃতমানসা॥ ১৫০
ধর্ম্মদানে মতিং কৃত্বা জগৌ কাঞ্চনমালিনী।
করিষ্যে নিষ্কৃতিং রক্ষ ইদানীং খলু মা শুচঃ॥
প্রতিজ্ঞান্ত দৃঢ়াং কৃত্বা যতিষ্যে তব মুক্তয়ে।
বহবো হি কৃতামাঘা বর্ষেবর্ষে যথাবিধি॥ ১৫২
শ্রদ্ধাপূর্ব্বং ময়া ভদ্র ব্রহ্মক্ষেত্রে সিতাসিতে।
তাং বদামি তু সংখ্যাতিং তস্য ধর্ম্মস্য রাক্ষস॥
গূঢ়োধর্ম্মো হি কর্ত্তব্য ইত্যুচুর্ব্বিবুধা জনাঃ।
আর্ত্তে দানং প্রশংসন্তি মুনয়ো বেদবাদিনঃ॥
সাগরে বর্ষতো ভদ্র কিং মেঘস্য ফলং ভবেৎ।
অনুভূতং ময়ারক্ষঃ স্বয়ং তৎপুণ্যজং ফলম্॥
তত্তু দাস্যামি তে মিত্র সদ্যঃ পাপবিনাশনম্।
নিষ্পীড্যাথ ততো বস্ত্রং জলং কৃত্বা করাম্বুজে॥
দদৌ সা মাঘজং পুণ্যং তস্মৈ বৃদ্ধায় রক্ষসে।
শৃণু রাজন্ বিচিত্রং হি প্রভাবং মাঘধর্ম্মজম্॥
তদৈবস্প্রাপ্য তৎপুণ্যং বিমুক্তারাক্ষসী তনুঃ।
সম্ভূতো দেবতাকারস্তেজোভাস্করবিগ্রহঃ॥১৫৮
দেবযানং সমারূঢ়ঃ স হর্ষোৎফুল্ললোচনঃ।
দ্যেতমানস্তদা ব্যোম্নি ভাসয়ন্ প্রভয়া দিশঃ॥
দিব্যরূপধরো রেজে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।
ততোঽভিনন্দয়ামাস স তাং কাঞ্চনমালিনীম্॥
ভদ্রে বেত্তীশ্বরো দেবঃ কর্ম্মণাং যঃ ফলপ্রদঃ।
তত্বয়োপকৃতং সর্ব্বং যত্র মে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
ইদানীমপি কারুণ্যাৎ প্রসীদানুগ্রহং কুরু।
শিক্ষাং বিধেহি মে দেবি সর্ব্বনীতিময়ীং শুভাম্
সর্ব্বধর্ম্মকরীং নূনং ন কুর্ব্বে পাতকং যথা।
তাং শ্রুত্বা ত্বদনুজ্ঞাতঃ পশ্চাদ্‌যামি সুরালয়ম্॥
দত্তাত্রেয় উবাচ।
এতন্নিশম্য তেনোক্তং প্রিয়ং ধর্ম্মময়ং বচঃ।
অতিপ্রীত্যাব্রবীদ্ধর্ম্মং রাজন্ কাঞ্চনমালিনী॥

কখনও বক বা কাককে পয়োদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে? দত্তাত্রেয় কহিলেন,—রাক্ষসের এই বাক্য শুনিয়া দয়াদ্রীকৃতচেতা কাঞ্চনমালিনী স্বীয় উপার্জ্জিত ধর্ম্মদান মনস্থ করিয়া কহিলেন,—রাক্ষস! শোক করিও না; আমি তোমার নিষ্কৃতি বিধান করিব। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তোমার মুক্তির জন্য যত্নবতী হইব। হে ভদ্রে! আমি বর্ষে বর্ষে প্রয়াগের সিতাসিত জলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈধ ভাবে বহুতর মাঘস্নান করিয়াছি। রাক্ষস! তাহাতে যে আমার ধর্ম্মার্জ্জন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করিতে আমি অক্ষম। বিবুধগণ বলিয়াছেন, গোপনে ধর্ম্মার্জ্জন কর্ত্তব্য। বেদবাদী মুনিগণের মতে আর্ত্তজনে দানই প্রশংসনীয়! দেখ, সাগরে বর্ষণ করিলে মেঘের কোন্ ফলোদয় হয়? রাক্ষস! আমি নিজেই পুণ্যজাতফল অনুভব করিয়াছি। হে মিত্র! আমি সেই সদ্যঃ পাপহর পুণ্য তোমায় অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া অনন্তর সেই কাঞ্চনমালিনী স্বীয় করপদ্মে বস্ত্রজল নিষ্পীড়িত করিয়া লইয়া আপনার মাঘস্নানজন্য পুণ্য সেই বৃদ্ধ রাক্ষসকে প্রদান করিলেন। হে রাজন্! মাঘধর্ম্মজাত বিচিত্র প্রভাব শ্রবণ করুন। উল্লিখিতরূপে পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া সেই রাক্ষস রাক্ষসী তনু হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাইল। সে তখন দেবোপম তেজস্বী ভাস্বর মূর্ত্তি ধারণ করিল।১৪৭—১৫৮ অতঃপর রাক্ষস কাঞ্চনমালিনীকে অভিনন্দিত করিয়া কহিল,—ভদ্রে! কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের নিকট এ দান অবিদিত রহিবে না। আপনি এমন ব্যক্তির উপকার করিয়াছেন, যাহার আর নিষ্কৃতি ছিল না। আপনি করুণা করিয়া আরও একটু অনুগ্রহ বিতরণ করুন। আমি যাহাতে আর পাপকার্য্য না করি, এ নিমিত্ত আমাকে আপনি সর্ব্বনীতিময়ী সর্ব্বধর্ম্মকারী শিক্ষা দান করুন। আমি তাহা শুনিয়া আপনার অনুজ্ঞা লইয়া পরে সুরালয়ে প্রয়াণ করিব। দত্তাত্রেয় কহিলেন, রাজন্! কাঞ্চনমালিনী এতাদৃশ ধর্ম্মময় প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিপ্রীতভরে তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; বলিলেন, সর্ব্বদা ধর্ম্ম

ধর্ম্মং ভজস্ব সততং ত্যজ ভূতহিংসাং
সেবস্ব সাধুপুরুষান্ জহি কামশত্রুম্ ।
অন্যস্য দোষগুণকীর্ত্তনমাশু হিত্বা
সত্যং বদার্চ্চয় হরিং ব্রজ দেবলোকম্ ॥১৬৫
দেহেঽস্থিমাংসরুধিরে স্বমতিস্ত্যজ ত্বং
জায়াসুতাদিষু সদা মমতাং বিমুঞ্চ ।
পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গুরং হি
বৈরাগ্যভাবরসিকো ভব যোগনিষ্ঠঃ ॥১৬৬
প্রীত্যা ময়া নিগদিতং তব ধর্ম্মমার্গং
চিত্তে নিধেহি সকলং ভব শীলযুক্তঃ ।
সন্ত্যজ্য রাক্ষসতনুং ধৃতদেবদেহো
জ্যোতির্ম্ময়ো ব্রজ যথাসুখমাশু নাকম্ ॥১৬৭
শ্রুত্বা ধর্ম্মং ততো হৃষ্টঃ সন্তুষ্টো রাক্ষসোঽব্রবীৎ
ভব প্রমুদিতা নিত্যং সর্ব্বদা শিবমস্তু তে ॥১৬৮
আচন্দ্রার্কং রমস্ব ত্বং কৈলাসে শিবসন্নিধৌ ।
উময়া খণ্ডিতং প্রেম তবাস্তু বরবর্ণিনি ॥ ১৬৯
ধর্ম্মনিষ্ঠা তপোনিষ্ঠা মাতস্ত্বং ভব সর্ব্বদা ।
মাস্তু লোভঃ শরীরে তে আপন্নার্ত্তিং সদা হর ॥
ইত্যুক্ত্বা তু প্রণম্যাথ স তাং কাঞ্চনমালিনীম্
জগাম রাক্ষসঃ স্বর্গং গন্ধর্ব্বৈর্বহুভিঃ স্তুতঃ ॥১৭১
দেবকন্যাস্তদাগত্য ববৃষুঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ।
তস্যাঃ কাঞ্চনমালিন্যা মূর্দ্ধ্নি হর্ষসমাকুলাঃ ॥ ১৭২
তামালিঙ্গ্য ততঃ প্রোচুঃ কন্যকাস্ত প্রিয়ং বচঃ ।
কৃতং ভদ্রে ত্বয়া চিত্রং রাক্ষসস্য বিমোক্ষণম্ ।
দুষ্টস্যাস্য ভয়াৎ কশ্চিদ্বিশত্যস্মিন্ন কাননে ।
অধুনা নির্ভয়া হ্যত্র বিচরাবো যথাসুখম্ ॥ ১৭৪
শ্রুত্বা তদ্বচনং রাজন্ সোসাং কাঞ্চনমালিনী ।
হৃষ্টা তেনৈব দানেন কৃতকৃত্যা তদা সতী ॥১৭৫
তং রাক্ষসং কাঞ্চনমালিনী বরা
গন্ধর্ব্বকন্যা পরিমোচ্য সত্বরম্ ।
ক্রীড়ন্ত্যমূভিঃ প্রযযৌ হরালয়ং
প্রীত্যা স পূর্ণা চ পরোপকারিণী ॥ ১৭৬
সংবাদমেনং বরকন্যকেরিতং
ভক্ত্যা পরং যঃ শৃণুয়াচ্চ মানবঃ ।

সেবা কর, প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ কর, সাধুপুরুষগণের সেবা কর, কামরিপু জয় কর, অন্যের দোষগুণ কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সত্য বাক্য বল, হরির অর্চ্চনা কর, দেবলোকে উপনীত হও। এই অস্থিমাংস-শোণিতময় দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, জায়া সুত প্রভৃতিতে মমত্ব বোধ করিও না। এই জগৎকে নিয়ত ক্ষণভঙ্গুররূপে অবলোকন কর, বৈরাগ্য ভাবের রসিক হইয়া যোগনিষ্ঠ হও। আমি প্রীতিভরে তোমাকে এই ধর্ম্মমার্গ উপদেশ করিলাম। তুমি এই সকল হৃদয়ে প্রণিধান কর, চরিত্রবান্ হও। পরে রাক্ষসতনু পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেবদেহ ধারণপূর্ব্বক যথাসুখে স্বর্গে প্রয়াণ কর। রাক্ষস এই ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট তুষ্ট হইল এবং কাঞ্চনমালিনীকে কহিল, হে শুভে ! তুমি নিত্য প্রমুদিতা হও, সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল হউক, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কৈলাসে শিব-সন্নিধানে তুমি বিহার কর, তোমার প্রতি উমাদেবীর অখণ্ডিত প্রেম হউক; তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সর্ব্বদা তপোনিষ্ঠা হও। তোমার দেহে যেন লোভ স্থান পায় না, তুমি সর্ব্বদা আপন্নগণের আর্ত্তিহরণ কর। রাক্ষস এই কথা কহিয়া সেই কাঞ্চনমালিনীকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবকন্যাগণ আসিয়া সহর্ষে কাঞ্চনমালিনীর মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়বাক্যে বলিলেন, ভদ্রে। তুমি আশ্চর্য্যরূপে রাক্ষস মোচন করিয়াছ। এই দুষ্টের ভয়ে কেহই এ কাননে প্রবেশ করিতে পারিত না। অধুনা আমরা এ বনে নির্ভয়ে বিচরণ করিব। সতী কাঞ্চনমালিনী তাহাদের সেই বাক্য শুনিয়া নিজে যে ধর্ম্ম দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তথায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। গন্ধর্ব্বনন্দিনী কাঞ্চনমালিনী সেই রাক্ষসকে মোচন করিয়া দেবকন্যাগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে পরোপকারিণী প্রীতি দ্বারা পরিপূর্ণমনে হরালয়ে প্রস্থান

ন বাধ্যতে জাতু সদা স রাক্ষসৈ-
র্ধর্ম্মে মতিস্তস্য ভৃশং হি জায়তে॥ ১৭৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাঘমাসমাহাত্ম্যে রাক্ষসমোক্ষো নামসপ্তবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

কথিতং মাঘমাহাত্ম্যং দত্তাত্রেয়েণ ভাষিতম্‌।
অধুনাহং প্রবক্ষ্যামি মাঘস্নানস্য যৎফলম্‌॥ ১
সর্ব্বক্রতুবরিষ্ঠন্তু সর্ব্বদানফলপ্রদম্‌।
সর্ব্বব্রততপস্তুল্যং মাঘস্নানং পরন্তপ॥ ২
স্নানেন মাঘস্য বিশুদ্ধমানসাঃ
পিতৄন্‌ দিবি স্থাপ্য কুলদ্বয়স্য বৈ।
স্বর্গং প্রয়ান্তি স্বসুজ্জ্বলাননা
বরৈর্বিমানৈঃ রুচিরৈশ্চ কামগৈঃ॥৩
যে মানবাঃ পাপরতোঽপি সর্ব্বদা
সদা দুরাচাররতা বিমার্গগাঃ।
স্নাত্বা হি মাঘে হরিমর্চ্চয়ন্তি যে
মুচ্যন্তি তেঽপীহ মহাঘসঞ্চয়ম্‌। ৪
সত্যেন হীনাঃ পিতৃমাতৃদুঃখদা
হ্যনাশ্রমস্থাঃ কুলধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
যে দাম্ভিকাস্তেঽপি নরাঃ সতাং গতিং
স্নানৈঃ প্রয়াস্ত্যত্র হি মাঘসম্ভবৈঃ॥ ৫
পুণ্যেষু তীর্থেষু চ মাঘমাসে
স্নানং নরাণামতিদুর্লভং ভুবি।
তস্মাদ্‌যতো ব্রহ্মবিদাং পদং নরৈঃ
সম্প্রাপ্যতে নাত্র বিচারণা মম॥ ৬
মাঘে তপোদানজপপ্রসেবনং
স্নানং হরেঃ পূজনমক্ষয়ং নৃপ।
তস্মাদ্‌যথাশক্তি নরৈঃ প্রযত্নতঃ
স্নাত্বা প্রদেয়ং বসনান্নকাঞ্চনম্‌॥ ৭
মাঘেঽন্নদাতামৃতপঃ সুরালয়ে
হেম্নশ্চ দাতা বলভিৎসমীপগঃ।
দীপাগ্নিবাসাংসি দদন্নরঃ সদা
সূর্য্যস্য লোকে বসতি প্রভাময়ঃ॥ ৮
যজ্ঞৈঃ সুদানৈঃ সুতপোভিরুজ্জ্বলৈঃ
সুব্রহ্মচর্য্যার্চ্চনযোগসেবয়া।

করিলেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই সংবাদ পরম্পরা শ্রবণ করে, সে কদাচ রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না, ধর্ম্মে তাহার ঐকান্তিকী মতি জন্মিয়া থাকে। ১৫৯—১৭৭।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৭।

অষ্টাবিংশতধিকশততম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমি দত্তাত্রেয়-কথিত মাঘ-মাহাত্ম্য কহিলাম, অধুনা মাঘস্নানের ফল বলিতেছি। হে পরন্তর! মাঘস্নান সর্ব্ব যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব দানফলপ্রদ, এবং সমস্ত ব্রত-তপস্যার সহিত তুলনীয়। মানবগণ মাঘ স্নানে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া উভয় কুলস্থ পিতৃ-পুরুষগণকে স্বর্গে স্থাপনপূর্ব্বক কামগামী সুন্দর বিমানবরে আরোহণ করত প্রসন্নবদনে স্বর্গে প্রয়াণ করে। যে সকল মানব নিত্য পাপরত, দুরাচার ও বিপথগামী, তাহারাও মাঘে স্নান করিয়া হরির অর্চ্চনা করত মহা-পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। যাহারা সত্য-হীন, পিতামাতার দুঃখপ্রদ, অনাশ্রমী, কুলধর্ম্ম-বর্জ্জিত, কিম্বা দাম্ভিক, তাহারাও মাঘস্নানে সদ্‌গতি লাভ করে। মাঘমাসে পুণ্যতীর্থে স্নান ভূতলে নরগণের পক্ষে অতি দুর্লভ; অতএব এই স্নানে নরগণ যে ব্রহ্মবিদ্‌গণের স্থান লাভ করিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ মাত্র নাই। তপ, জপ, দান, সেবা এবং হরিপূজা, মাঘে এ সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব নরগণ এ সময়ে সযত্নে স্নান করিয়া যথাশক্তি বসন, অন্ন, কাঞ্চন দান করিবে। মাঘে অন্নদাতা সুরালয়স্থ অমৃতপায়ী, সুবর্ণদাতা ইন্দ্রসমীপগত এবং দীপ অগ্নি ও বস্ত্রদাতা সদা প্রভাময় হইয়া সূর্য্য-লোকবাসী হয়। ১—৮। পাপিগণ মাঘস্নান জন্য

শুদ্ধা ভবন্তীহ তথা ন পাপিনঃ
স্নানৈর্যথা পুণ্যভবৈস্তু মাঘজৈঃ॥ ৯
দুঃখৌঘসন্তপ্তিমসহ্যযাতনাং
যাম্যাং ন তে যান্ত্যপি পাপকারিণঃ।
যে মাঘমাসে বরতীর্থমজ্জনং
কুর্ব্বন্তি চার্দ্ধোদিতসূর্য্যমণ্ডলে॥ ১০
স্নাত্বা চ মাঘে হরিমর্চ্চয়ন্তি যে
স্বর্গচ্যুতা ভূপতয়ো ভবন্তি।
ভব্যাঃ সুরূপাঃ সুভগাঃ প্রিয়ংবদা
ধর্ম্মান্বিতা ভূরিধনাঃ শতায়ুষঃ॥ ১১
দীপ্তানলে কাষ্ঠচয়ো যথা হুতো
ভস্মাবশেষো ভবতীহ ত ··· ণাৎ।
স্নানেন মাঘস্য তথা বিলীয়তে
ক্ষুদ্রোঽপি পাপৌঘমহাঘসঞ্চয়ঃ॥ ১২
কায়েন বাচা মনসাপি পাতকং
জ্ঞাতং যদজ্ঞাতমলং কৃতং নরৈঃ।
স্নানঞ্চ মাঘে বরতীর্থসম্ভবং
সর্ব্বং দহেদ্বিষ্ণুরিবাশু হৃদ্গতঃ॥ ১৩
সম্ভুজ্যমানাঘফলং হি পার্থিব
প্রমাদতোঽপীহ নৃণাং কদাচন।
স্নানং হি মাঘস্য যতঃ প্রসজ্যতে
তদৈব তৎ সঙ্ক্ষয়মেতি নিশ্চিতম্॥১৪
গন্ধর্ব্বকন্যাঃ পৃথিবীশ শাপজং
সম্ভুজ্যমানাঘফলং দুরত্যয়ম্।
স্নানাদ্বিমুক্তাঃ খলু মাঘমাসজা-
দ্বাক্যাৎ পুরা লোমশজাত্তদদ্ভুতম্॥১৫

সূত উবাচ।

শ্রুত্বৈতৎ পার্থিবঃ প্রীত্যা নত্বা তৎপাদপঙ্কজম্
শ্রদ্ধয়া পরয়া নম্রস্তং পপ্রচ্ছ পুরোধসম্॥ ১৬
ভগবন্ ব্রূহি কন্যাভিঃ শাপো হ্যভিগতঃ কুতঃ
কস্যাপত্যানি তাস্তাসাং নাম কিং কীদৃশং বয়ঃ
কথং লোমশবাক্যেন বিপাকাচ্ছাপসম্ভবাৎ।
বিমুক্তাঃ কুত্র তাঃ সস্নুর্মাসং তাঃ কতি সংখ্যয়া॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল ধর্ম্মগর্ভাং কথাং পরাম্।
যথারণির্বহ্নিগর্ভা ধর্ম্মস্তর্বহ্নিস্তরিব॥ ১৯
গন্ধর্ব্বঃ সুখসঙ্গীতিস্তস্য কন্যা প্রমোদিনী।

পুণ্যবলে যেরূপ শুদ্ধ হয়, যজ্ঞ দান তপস্যা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বা যোগ-সেবা দ্বারা সেরূপ শুদ্ধিলাভ করে না। যাহারা মাঘমাসে সূর্য্য-মণ্ডল অর্দ্ধোদিত হইলে, শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, তাহারা পাপী হইলেও দুঃখসন্তাপকর অসহ্য যমযাতনা ভোগ করে না। যাহারা মাঘে স্নান করিয়া হরির অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বর্গচ্যুত হইয়াও ভূতলে ভূপতি হয়, এবং ভব্য, সুরূপ, সুভগ, প্রিয়ম্বদ, ধার্ম্মিক ও প্রচুর ধনশালী হইয়া শতবর্ষ জীবনধারণ করে। যেমন দীপ্ত অনলে কাষ্ঠরাশি হুত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মাবশেষ হইয়া যায়, তেমনি ক্ষুদ্র বা মহৎ পাপরাশিও মাঘস্নানে বিলয় পাইয়া থাকে। নরগণের অনুষ্ঠিত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যে কিছু পাপ, সমস্তই শ্রেষ্ঠ তীর্থে কৃত মাঘস্নান হৃদ্গত বিষ্ণুর ন্যায় আশু দগ্ধ করে। হে রাজন্! প্রমাদ-বশতঃ নরগণ পাপফল ভোগ করিতে উদ্যত হইলে, মাঘস্নানের প্রসঙ্গে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বকন্যাগণ শাপজন্য দুরন্ত পাপফল ভোগ করিয়া পরে লোমশ...মুনির বাক্যানুসারে মাঘস্নান হেতু মুক্ত হইয়াছিল। সূত কহিলেন,—রাজা কার্ত্ত বীর্য্য ইহা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতের পদপঙ্কজে প্রীতিভরে নমস্কারপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধাসহকারে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! কন্যাগণ কিরূপে শাপপ্রাপ্ত হইল? তাহারা কাহার কন্যা, তাহাদের নাম কি? বয়স কত? কিরূপে লোমশবাক্যে শাপজাত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছিল? কোথায় তাহারা মাসাবধি স্নান করিয়াছিল? তাহাদের সংখ্যাই বা কত? তাহা আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজবর! ধর্ম্মগর্ভ পরম কথা শ্রবণ করুন বহ্নি-গর্ভা অরণি হইতে যেরূপ বহ্নি অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ এই ধর্ম্মগর্ভা কথা হইতেও ধর্ম্মভাবের উৎদ্রেক হইয়া থাকে। সুখসঙ্গীতি, সুশীল, স্বরবেদী, চন্দ্রকান্ত ও সুপ্রভ নামকপঞ্চ গন্ধ-

সুশীলস্য সুশীলা চ সুস্বরা স্বরবেদিনঃ ॥ ২০
সুতারা চন্দ্রকান্তস্য চন্দ্রিকা সুপ্রভস্য চ।
ইমানি বরনামানি তাসামপ্সরসাং নৃপ ॥ ২১
কুমার্য্যঃ পঞ্চ সর্ব্বাস্তা বয়সা সুসমাঃ পুনঃ।
চন্দ্রাদিব বিনিষ্ক্রান্তাশ্চন্দ্রিকেব সমুজ্জ্বলাঃ ॥ ২২
চন্দ্রাননাঃ সুকেশিন্যশ্চন্দ্রামৃতরসাধরাঃ।
নেত্রেষানন্দকারিণ্যঃ কৌমুদী কুমুদেষিব ॥ ২৩
লাবণ্যপিণ্ডসম্ভূতাশ্চারুরূপা মনোহরাঃ।
উদ্ভিন্নকুচকুম্ভিন্যঃ পদ্মিন্য ইব মাধবে ॥ ২৪
উন্মীল্য যৌবনং কান্তং বল্লীব নবপল্লবৈঃ।
হেমগৌরাশ্চ হেমাভা হেমালঙ্কারভূষিতাঃ ॥২৫
হেমচম্পকমালিন্যো হেমচ্ছবিসুবাসসঃ।
স্বরগ্রামাবলীহাসু বিবিধামূর্চ্ছনাসু চ ॥ ২৬
তালদানবিনোদেষু বেণুবীণাপ্রবাদনে।
মৃদঙ্গনাদসম্ভিন্ন-লাস্যমার্গলবেষু চ ॥ ২৭
চিত্রাদিষু বিনোদেষু কলাসু চ বিশারদাঃ।

তাঁদের যথাক্রমে প্রমোদিনী, সুশীলা, সুস্বরা, সুতারা ও চন্দ্রিকা নামে পঞ্চ কন্যা ছিল। হে নৃপ! এই কন্যাগণ অপ্সরা; ইহারা উল্লিখিত উত্তম উত্তম নামে পরিচিত হইয়াছিল। উক্ত পঞ্চ কুমারীই তুল্যবয়স্কা, চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্তা চন্দ্রিকার ন্যায় সমুজ্জ্বলা, চন্দ্রাননা, সুকেশিনী, চন্দ্রামৃতরসাধরা, কুমুদে কৌমুদী-রাশির ন্যায় নেত্রে আনন্দদায়িনী; যেন লাবণ্য রাশি হইতে বিনির্গতা, চারুরূপা, মনোহরা, এবং মধুমাসীয় পদ্মিনীর ন্যায় উদ্ভিন্নকুচকুম্ভযুতা। উহাদের কমনীয় যৌবন উন্মীলিত হওয়ায় উহারা নব-পল্লবশোভিতা বনবল্লীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল। ঐ কুমারীগণ সকলেই হেম-গৌরী, হেমাভা, হেমালঙ্কারভূষিতা, হেম-পঙ্কজমালিনী, এবং হেমাভ মনোজ্ঞ বসন-ধারিণী; উহারা বিবিধ স্বরগ্রাম, বিবিধ মূর্চ্ছনা, নানা তালদান-বিনোদন, বেণুবীণা-বাদন, মৃদঙ্গধ্বনিমিশ্রিত লাস্যলীলা, চিত্রাদি বিনোদন এবং বিবিধ কলায় সকলেই পারদর্শিনী। এবম্বিধ গন্ধ কন্যাগণ সকলেই

এবম্ভূতাস্তু তাঃ কন্যা মুহুর্মুহুঃ ক্রীড়নে বনে ॥২৮
পিতৃভির্লালিতাঃ সত্যশ্চেরুশ্চ ধনদালয়ে।
কৌতুকাদেকদা পঞ্চ মিলিত্বা মাসি মাধবে।
কন্যা মন্দারপুষ্পাণি বিচিন্বন্ত্যো বনাদ্বনম্ ॥ ২৯
গৌরীং সমারাধয়িতুং বরাঙ্গনাঃ
কদাচিদচ্ছোদসরোবরং যযুঃ।
হেমাম্বুজানি প্রবরাণি তাঃ পুন-
স্তস্মাদুপাদায় বরোৎপলৈঃ সহ ॥ ৩০
বৈদূর্য্যশুদ্ধস্ফটিকাচ্ছবিদ্রুমে
স্নাত্বা তড়াগে পরিধায় চাম্বরম্।
মৌনেন চ স্থণ্ডিলপিণ্ডিকাময়ীং
স্বর্ণস্য সিক্তাভিরুমাং বিনির্ম্মমুঃ ॥ ৩১
সমর্চ্চিতাং চন্দনচন্দ্রকুঙ্কুমৈ-
রভ্যর্চ্চ্য গৌরীং বরপঙ্কজাদিভিঃ
নানোপচারৈশ্চ সুভক্তিভাবিতা-
স্তালপ্রয়োগৈর্ননৃতুঃ কুমারিকাঃ ॥ ৩২
গান্ধারমাশ্রিত্য বরং স্বরং ততো
গেয়ং সুতারধ্বনিভিঃ সুমূর্চ্ছিতম্।

কাননে ক্রীড়ামুগ্ধ; উহারা পিতৃগণ কর্তৃক লালিত হইয়া কুবেরালয়ে বিচরণ করিত। একদা মাধব মাসে ঐ কুমারীরা সকলেই কৌতুকক্রমে বনবনান্তর হইতে মন্দার-পুষ্প সকল সংগ্রহ করিল এবং গৌরী-দেবীকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত অচ্ছোদ-সরোবরে উপস্থিত হইল। সেখান হইতে উহারা উত্তম উত্তম হেমপদ্ম ও অন্যান্য উৎপল সকল তুলিয়া লইয়া বিশুদ্ধ বৈদূর্য্য স্ফটিক ও নির্ম্মল বিদ্রুমমণ্ডিত সরোবরে স্নান-পূর্ব্বক অম্বর পরিধানান্তে নীরবে স্বর্ণসিকতা সমূহ দ্বারা স্থণ্ডিলপিণ্ডিকাময়ী গৌরীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল এবং চন্দন কুঙ্কুমাদি দ্বারা অর্চ্চিত গৌরীকে উত্তম উত্তম পঙ্কজরাজি ও অন্যান্য নানা উপচার দ্বারা ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া তাল প্রয়োগে নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর হরিণাক্ষী কুমারীগণ সুতারধ্বনি-মূর্চ্ছিত গান্ধার স্বর অবলম্বন

এণীদৃশস্তাঃ প্রজগুঃ কলাক্ষরং
চারুপ্রবন্ধং গতিভিস্তু সুস্বরম্ ॥ ৩৩
তস্মিন্ সুনাদে রসবর্ষহর্ষদে
কন্যাস্বলং নির্ভরনৃত্যঃস্থিষু ।
অচ্ছোদতীর্থপ্রবরে তদাগতঃ
স্নাতুং মুনের্বেদনিধেঃ সুতোঽগ্নিপঃ ॥ ৩৪
রূপেণ নিঃসীমতরো বরাননঃ
সরোজপত্রায়তলোচনো যুবা ।
বিশালবক্ষাঃ সুভুজোঽতিসুন্দরঃ
শ্যামচ্ছবিঃ কাম ইবাপরো হি সঃ ॥ ৩৫
স ব্রহ্মচারী সশিখো বিরাজতে
দণ্ডেন যুক্তো ধনুষৈব মন্মথঃ ।
এণাজিনপ্রাবরণঃ সুসূত্রধৃগ্-
হেমাভমৌঞ্জীকটিসূত্রমেখলঃ ॥ ৩৬
তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং বালাস্তাস্তত্র সরসস্তটে ।
জহর্ষুঃ কৌতুকাবিষ্টাঃ কোঽয়ং নো নয়নাতিথিঃ
সন্ত্যক্তনৃত্যগীতাস্তাস্তস্যালোকনতৎপরাঃ ।
হরিণ্যো লুব্ধকেনেব বিদ্ধাঃ কামেন সায়কৈঃ ॥
পঞ্চপঞ্চেতি জল্পন্ত্যো মুগ্ধাঃ পঞ্চ সুসম্ভ্রমম্ ।
তস্মিন্বিপ্রবরে যূনি কামদেবভ্রমং যযুঃ ॥ ৩৯
পুনঃপুনস্তমভ্যর্চ্চ্য নয়নৈঃ পঙ্কজৈরিব ।
পশ্চাদ্বিচারয়ামাসুস্তাশ্চ কন্যাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪০
যদ্যয়ং কামদেবোহি রতিহীনঃ কথং ব্রজেৎ ।
অথায়মশ্বিনো দেবৌ তৌ নূনং যুগ্মচারিণৌ ॥৪১
গন্ধর্ব্বঃ কিন্নরো বাথ সিদ্ধো বা কামরূপধৃক্ ।
ঋষিপুত্রোঽথবা কশ্চিৎ কশ্চিদ্বা মানুষোত্তমঃ ॥
অস্তু বা কশ্চিদেবায়ং ধাত্রা সৃষ্টো হি নঃ কৃতে ।
যথাভাগ্যবতামর্থে নিধানং পূর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৩
তথাস্মাকং কুমারীণাং গৌর্য্যানীতো বরোত্তমঃ
করুণাজলকল্লোল-প্রবার্দ্রীকৃতচিত্তয়া ॥ ৪৪
ময়া বৃতস্ত্বয়া চায়ং ত্বয়া বৃতস্তথা ময়া ।
এবং পঞ্চসু কন্যাসু বদন্তীষু নৃপোত্তম ॥ ৪৫
শ্রুত্বা তদ্বচনং তত্র কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ।

করিয়া কলাক্ষরে সুস্বরে সুন্দর প্রবন্ধ সকল গান করিতে লাগিল। তৎকালে রসবর্ষ-হর্ষপ্রদ সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইলে কন্যাগণ নৃত্য ব্যাপারে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িল। এই সময় বেদনিধি মুনির পুত্র অগ্নিপ সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থ অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিলেন ; মুনিপুত্র যুবক ; তাঁহার রূপের তুলনা নাই। তিনি সৌম্যবদন, সরোজপত্রায়তনেত্র, বিশালবক্ষ, সুন্দর বাহুশালী, দেখিতে অতিসুন্দর, শ্যাম কান্তিযুত এবং দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় প্রতিভাত। সশিখ ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী মুনিপুত্র যেন চাপযুক্ত সাক্ষাৎ মন্মথ। তাঁহার কটিতে মৃগচর্ম্ম, তিনি সুন্দর যজ্ঞসূত্রধারী এবং মেঘাভ মৌঞ্জী কটিসূত্র ও মেখলাশালী। উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যাগণ সেই ব্রাহ্মণযুবককে সরোবরতটে দেখিয়া হৃষ্ট হইল এবং কৌতুকাবিষ্টমনে ভাবিল, কে এ সুপুরুষ আমাদের নয়নাতিথি হইলেন ? এই ভাবিয়া তাহারা নৃত্যগীত বন্ধ করিল এবং ব্যাধবাণবিদ্ধ হরিণীকুলের ন্যায় কামবাণবিদ্ধ হইয়া তাহাকেই দেখিতে লাগিল। তাঁহার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পঞ্চ কন্যা পরস্পর সসম্ভ্রমে 'দেখ দেখ' বলিয়া উঠিল। সেই ব্রাহ্মণযুবকে তাহাদের কামদেব-ভ্রম হইল। তাহারা নয়নপঙ্কজরাজি দ্বারা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া পরে পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল ।১৯—৪০।
কন্যাগণ বলিতেছিল,—যদি ইনি কামদেব তবে রতিবিরহিত হইয়া ভ্রমণ করেন কেন ? তবে কি অশ্বিনীকুমার ? তাঁহারা তো নিয়ত যুগ্মচারী ! তবে কি ইনি গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ কামরূপধারী ঋষিপুত্র অথবা কোন শ্রেষ্ঠমানব ? ইনি যিনিই হউন, বিধাতা আমাদের জন্যই ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে ভাগ্যবান্দিগের নিকট উপনীত নিধির ন্যায় মাদৃশকুমারীগণের নিমিত্ত করুণাজলার্দ্রীকৃতচেতা গোরী কর্ত্তৃক আনীত ইনিই আমাদের উত্তম বর। আমি তুমি, তুমি আমি সকলেই আমরা এই যুবককে বরণ করিলাম। হে নৃপবর ! সেই পঞ্চ গন্ধর্ব্বকন্যা এইরূপ জল্পনা কল্পনা করিতে

অলোচ্য হৃদয়ে সোঽপি বিঘ্নমেতদুপস্থিতম্॥৪৬
ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাদয়ঃ সুরা
যে চ সিদ্ধমুনয়ঃ পুরাতনাঃ।
তেঽপি যোগবলিনো বিমোহিতা
লীলয়া তদবলাভিরদ্ভুতম্॥ ৪৭
যোষিতাং নয়নতীক্ষ্ণসায়কৈ-
র্ভ্রূলতাসুদৃঢ়চাপনির্গতৈঃ।
ধন্বিনা মকরকেতুনাহতঃ
কস্য নো পততি হা মনোমৃগঃ॥ ৪৮
তাবদেব নয়বীর্বিরাজতে
তাবদেব জনতাভয়ং ভজেৎ।
তাবদেব দৃঢ়চিত্ততা ভৃশং
তাবদেব গণনা কুলস্য চ॥ ৫০
তাবদেব তপসঃ প্রগল্ভতা
তাবদেব যমধারণং নৃণাম্।
যাবদেব বনিতেক্ষণবাণৈ-
র্মোহয়ন্ত্যক্রমদৈর্ন মানুষাঃ॥ ৫০
মোহয়ন্ত মদয়ন্ত রাগিণাং
যোষিতঃ সুললিতৈর্মনোহরৈঃ।
মোহয়ন্তি মদয়ন্তি মামিমং
ধর্ম্মরক্ষণপরং হি কৈর্গুণৈঃ॥ ৫১
মাংস-শুক্র-মল-মূত্রনির্ম্মিতে
যোষিতাং বপুষি নির্গুণেঽশুচৌ
কামিনশ্চ পরিকল্প্য চারুতাং
মা রমন্ত সুবিমূঢ়চেতসঃ॥৫২
দারুণো হি পরিকীর্ত্তিতোঽঙ্গনা-
সন্নিধির্বিমলবুদ্ধিভির্বুধৈঃ।
যাবদত্র ন সমীপগা ইমা-
স্তাবদেব হি গৃহং ব্রজাম্যহম্॥ ৫৩
সমীপং তস্য যাবদ্ধি নাগচ্ছন্তি বরাঙ্গনাঃ।
বৈষ্ণবেন প্রভাবেন তাবদন্তর্দধে দ্বিজঃ॥৫৪
তস্য যোগবলাদ্রূপ গতস্যাদর্শনং তদা।
দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতং কর্ম্ম ঋষিপুত্রস্য ধীমতঃ॥ ৫৫
বিত্রস্তনয়না বালাঃ কুরঙ্গ্য ইব কাতরাঃ।
সম্ভ্রান্তনয়নাঃ শূন্যা দদৃশুস্তা দিশো দশ॥ ৫৬
ইন্দ্রজালং স্ফুটং বেত্তি মায়াং জানাতি বা পুনঃ
দৃষ্টোঽপ্যদৃষ্টরূপোঽভূদিত্যূচুশ্চ পরস্পরম্॥ ৫৭
ব্যাপ্তন্ত হৃদয়ং তাসাং সদৈব বিরহাগ্নিনা।
জ্বলদ্দাবানলেনেব সুস্নিগ্ধং সান্দ্রকাননম্॥ ৫৮

লাগিল। তাহাদের কথা শুনিয়া মুনিপুত্র মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, পরন্তু তিনি ইহা উপস্থিত বিঘ্ন বলিয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন। ভাবিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু গিরিশাদি যে সকল দেব এবং যে সকল পুরাতন সিদ্ধ মুনি, তাঁহারা যোগবলে বলীয়ান্ হইয়াও অদ্ভুত অবলা-লীলায় বিমোহিত হইয়াছেন। আহা! নারীগণের ভ্রূলতারূপ সুদৃঢ় চাপনির্গত নয়নরূপ তীক্ষ্ণ বাণে মন্মথ কর্ত্তৃক আহত হইয়া কাহার না মনোমৃগ পতিত, হইয়া থাকে? নীতিবুদ্ধি, লোক-লজ্জাভয়, দৃঢ়চিত্ততা, কুলবিচার, তপস্যার প্রগল্ভতা বা যম-নিয়ম ততকালই লোকের থাকে, যাবৎ না তাহারা তীক্ষ্ণতর নারীনয়ন-বাণে মোহিত হয়। ললনাগণ ললিত লীলায় বিষয়ীদিগকে মোহিত এবং উন্মাদিত করুক, কিন্তু আমি ধর্ম্মরক্ষণপরায়ণ, আমাকে তাহারা কোন্ গুণে মোহিত বা উন্মাদিত করিবে? মাংস-শুক্র-মল-মূত্রনির্ম্মিত অপবিত্র নির্গুণ নারী-দেহে চারুতা কল্পনা করিয়া বিমূঢ়-চিত্ত কামিগণ যেন রমণ করে না। বিমলবুদ্ধি বুধগণ নারীসন্নিধান দারুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব যাবৎ না ইহারা সমীপস্থ হয়, তাবৎ আমি গৃহে গমন করি। দ্বিজকুমার এই বলিয়া, সেই বরাঙ্গনারা তাঁহার সমীপ হইতে না হইতেই সেস্থান হইতে বৈষ্ণব বৈভবে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ধীমান্ ঋষিকুমার যোগবলে দর্শনপথের অতীত হইলে, সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া কাতরা কুরঙ্গীগণের ন্যায় চকিত-সন্ত্রস্ত-নয়না কুমারীরা দশ দিক্ শূন্য দেখিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল,—এই ব্রাহ্মণ যুবক নিশ্চয়ই ইন্দ্রজাল বা মায়া বিদ্যায় অভিজ্ঞ, তাই দৃষ্ট হইয়াও অদৃষ্ট হইয়াছে। কুমারীরা এই কথা কহিতেছিল, কিন্তু জ্বলিত দাবানলে

ত্যক্তৈন্দ্রজালিকীং বিদ্যাং কান্ত দর্শয় সত্বরম্
স্বাত্মানং নো মনো যুক্তং প্রাগ্‌গ্রাসে মক্ষিকোপমম্ ॥ ৫৯
হা কষ্টং দর্শিতঃ কস্মাদ্ধাত্রা ত্বং ঘটিতঃ পুনঃ।
জ্ঞাতং মহানুসন্তাপহেতোর্ন্নস্ত্বং বিনির্ম্মিতঃ ॥
কচ্চিত্তে নির্দ্দয়ং চেতঃ কচ্চিদস্মাসু নো মনঃ।
কচ্চিদ্ধূর্ত্তোঽসি হে কান্ত কচ্চিন্মুষ্ণাসি নো মনঃ
কচ্চিন্ন প্রত্যয়োঽস্মাসু কচ্চিদস্মান্ পরীক্ষসে।
কচ্চিন্নর্ম্মকলাশীলঃ কচ্চিন্মায়াবিশারদঃ ॥ ৬২
কচ্চিচ্চিত্তে প্রবেষ্টুঞ্চ বেৎসি বিজ্ঞানলাঘবম্।
কচ্চিন্নিক্রমণোপায়ং ন জানাসি কুতঃ পুনঃ ॥৬৩
কচ্চিদ্বিনাপরাধস্ত্বমস্মাসু প্রকুপ্যসে।
কচ্চিদ্দুঃখং বিজানাসি পরেষাং বিপ্রলম্ভজম্ ॥
ত্বদ্দর্শনং বিনা নূনং হৃদয়েশ্বর সাম্প্রতম্।
ন জীবামোঽথ জীবামঃ পুনস্ত্বদ্দর্শনাশয়া ॥ ৬৫
অস্মাংশ্চ নীয়তাং তত্র যত্র শীঘ্রং গতো ভবান্
ত্বদ্দর্শনহরো ধাতা ব্যদধাদঙ্কুরচ্ছিদম্ ॥ ৬৬
সর্ব্বথা দর্শনং দেহি কারুণ্যং ভজ সর্ব্বথা।
পর্য্যন্তং ন প্রপশ্যন্তি সর্ব্বথা সজ্জনা জনাঃ ॥ ৬৭
ইত্থং বিলপ্য তাঃ কন্যাঃ প্রতীক্ষ্য চ বহুক্ষণম্
পিতুর্ভিয়া গৃহং গন্তুং শীঘ্রমারেভিরে গতিম্ ॥৬৮
তৎপ্রেমনিগড়ৈর্ব্বদ্ধা ভৃশং বিরহবিক্লবাঃ।
কথঞ্চিদ্ধৈর্য্যমালম্ব্য তাঃ স্বং স্বং গৃহমাগতাঃ ॥ ৬৯
আগত্য পতিতাঃ সর্ব্বা জলযন্ত্রসমীপতঃ।
কিমেতন্মাতৃভিঃ পৃষ্টাঃ কুতঃ কালাত্যয়োঽভবৎ কন্যা ঊচুঃ।
ক্রীড়ন্ত্যঃ কিন্নরীভিস্ত সার্দ্ধং সঙ্গীতকং মুদা।
সংস্থিতাস্তেন ন জ্ঞাতং দিবসাদি সরোবরে ॥৭১
পথিশ্রান্তা বয়ং মাতঃ সন্তাপস্তেন নস্তনৌ।
মোহেন মহতা বক্তুং ন কেনাপ্যুৎসহামহে ॥ ৭২
ইত্যুক্ত্বা লুলুঠুস্তত্র মণিভূমৌ কুমারিকাঃ।

যেমন সুস্নিগ্ধ ঘন বন ব্যাপ্ত হয়, তেমনি বিরহানলে তাহাদের হৃদয় পরিব্যাপ্ত হইল। তাহারা কহিল, হে কান্ত। তুমি ঐন্দ্রজালিকী বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আমাদিগকে দর্শন দাও। হা কষ্ট! বিধাতা কেন তোমায় আমাদিগকে দেখাইলেন? কেনই বা তোমায় মিলাইলেন? বুঝিলাম, তুমি আমাদের মহা সন্তাপ-হেতুরূপেই নির্ম্মিত হইয়াছ; তোমার চিত্ত কি নির্দ্দয়! আমাদের প্রতি কি তোমার মন নাই? হে কান্ত! তুমি কি ধূর্ত্ত? আমাদের কি মন তুমি চুরি করিলে? তোমার কি আমাদের প্রতি প্রত্যয় নাই। তুমি কি আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছ? তুমি কি নর্ম্মকলাশীল? তুমি কি মায়াবিশারদ? তুমি কি বিজ্ঞান-লঘুতায় পর চিত্ত-প্রবেশে অভিজ্ঞ? এরূপ অভিজ্ঞ হইয়াও তুমি কি পুনরায় নিষ্ক্রমণের উপায় জান না? তুমি বিনাপরাধে আমাদের প্রতি কুপিত হইয়াছ? তুমি কি পর-বিপ্রলম্ভ-জনিত দুঃখ অবগত আছ? হে হৃদয়েশ্বর! তোমার দর্শন বিনা নিশ্চয়ই আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না; তোমার দর্শনাশাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি। তুমি সত্বর যথায় গমন করিলে, আমাদিগকেও সেই স্থানে লইয়া চল। তোমার দর্শনহারক বিধাতা অঙ্কুরচ্ছেদ বিধান করিয়াছেন। তুমি সর্ব্বথা দর্শন দাও, কারুণ্য আশ্রয় কর। সজ্জনগণ সর্ব্বথা শেষদর্শন করেন না। সেই কন্যাগণ এইরূপ বিলাপ এবং বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া পিতার ভয়ে সত্বর গৃহগমনে উদ্যত হইল। তাহারা প্রেমনিগড়ে বদ্ধ ও অত্যন্ত বিরহবিক্লব হইয়া অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে আগমন করিল; আসিয়া সকলেই জলযন্ত্রসমীপে পতিত হইল। তাহাদের মাতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের কালাতিক্রম হইল কেন?৪১—৭০। কন্যাগণ কহিল,—আমরা কিন্নরীগণের সহিত সঙ্গীত করিতে করিতে ক্রীড়াসক্ত হইয়া সহর্ষে সরোবরতটে অবস্থান করিতেছিলাম। তাহাতেই দিবসের পরিমাণ বুঝিতে পারি নাই। হে মাতঃ! পথপর্য্যটনে আমরা শ্রান্ত হইয়াছি; তাই আমাদের দেহে সন্তাপ

আকারং গোপয়ন্ত্যস্তা মুগ্ধা জল্পন্তি মাতৃভিঃ॥
কাচিন্নর্ত্তয়তি ক্রীড়াময়ূরং ন মুদা তদা।
ন পাঠয়তি তং কীরং পঞ্জরেহন্যা কুতূহলাৎ॥৭৪
লালয়েন্নকুলং নান্যা নোল্লাসয়তি সারিকাম্।
অপরাতীবসম্মুগ্ধা নৈব ক্রীড়তি সারসৈঃ॥ ৭৫
ভেজিরে ন বিনোদাংস্তা রেমিরে নৈব মন্দিরে
উচিরে বান্ধবৈর্নালং বীণাবাদ্যং ন চক্রিরে॥
কল্পদ্রুমপ্রসূনং যদ্রসবত্তু সুধোপমম্।
মন্দারকুসুমামোদি ন পপুর্মধুরং মধু॥ ৭৭
যোগিন্য ইব তাঃ কন্যা নাসাগ্রন্যস্তলোচনাঃ।
অলক্ষ্যধ্যানসন্তানাঃ পুরুষোত্তমমানসাঃ॥৭৮
চন্দ্রকান্তমণিচ্ছন্নে স্রবদ্বারিকণদ্রবে।
ক্ষণং বাতায়নে স্থিত্বা জলযন্ত্রে ক্ষণং ক্ষণাৎ॥
রচয়ন্তি ক্ষণং শয্যাং দীর্ঘিকাম্ভোজিনীদলৈঃ।

হইয়াছে। আমরা কোন মহামোহে আক্রান্ত, তাই কিছু বলিতে পারিতেছি না। কুমারীগণ এই কথা কহিয়া মণিময় ভূমে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহারা স্ব স্ব আকার গোপন করিয়া মুগ্ধভাবে মাতৃগণ সহ আলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের কেহই আর তখন সহর্ষে ক্রীড়াময়ূর নাচাইল না, কৌতূহলবশে পঞ্জরস্থ শুক পাখীকে পড়াইল না, নকুলকে লালন করিল না, সারিকাকে উল্লাপিত করিল না, বা অতি সম্মুগ্ধ হইয়া সারসগণ সহ ক্রীড়া করিল না। তাহাদের কেহই আর বিলাসভোগ করিতে লাগিল না, মন্দিরে মন্দিরে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল না, বান্ধবগণ সহ আলাপ করিতে লাগিল না, বীণা বাদ্য বাজাইতে লাগিল না, এবং কল্পদ্রুমের প্রসূনজাত মন্দারকুসুমামোদযুত সুধাস্বাদোপম মধুর মধু পান করিতে লাগিল না। উত্তম পুরুষে অর্পিতচিত্তা সেই কন্যাগণ নাসাগ্রন্যস্তচিত্তা যোগিনীগণের ন্যায় কি এক অলক্ষ্য ধ্যানে একনিষ্ঠ হইয়া রহিল। তাহারা কখন চন্দ্রকান্তমণিমণ্ডিত ক্ষরিতবারিকণায় দ্রবীভূত বাতায়নে, কখন কখন বা জলযন্ত্রসমীপে

বীজ্যমানা সখীভিস্তাঃ শীতলৈঃ কদলীদলৈঃ॥
ইত্থং যুগসমাং রাত্রিং মন্বানাস্তা বরস্ত্রিয়ঃ।
কথঞ্চিদ্ধীরতাং কৃত্বা বিহ্বলাঃ সজ্বরা ইব॥৮১
প্রাতর্ব্যোমমণিং দৃষ্ট্বা মন্যমানাঃ স্বজীবিতম্।
বিজ্ঞাপ্য মাতরং স্বাং স্বাং গৌরীং পূজয়িতুং গতাঃ॥৮২
স্নাত্বা তেন বিধানেন পুষ্পৈর্ধূপৈর্যথা তথা।
বিধায় পূজনং দেব্যা গায়ন্ত্যস্তত্র তাঃ স্থিতাঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রঃ স্নাতুং সোহপি সমাগতঃ।
পিত্রাশ্রমপদাত্তস্মাদচ্ছোদে চ সরোবরে॥ ৮৪
মিত্রং দৃষ্ট্বেব রাত্র্যন্তে নলিন্য ইব কন্যকাঃ।
উৎফুল্লনয়না জাতাস্তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণম্॥ ৮৫
গত্বা তদৈব তাঃ কন্যাঃ সমীপং ব্রহ্মচারিণঃ।
সব্যাপসব্যবন্ধেন ভুজপাশঞ্চ চক্রিরে॥ ৮৬
গতোহসি ধূর্ত্ত পূর্ব্বেদ্যুর্গন্তুমদ্য ন শক্যসে।
বৃতস্ত্বং নূনমস্মাভির্নাত্র তেহস্ত বিচারণা॥ ৮৭

অবস্থান করিতে লাগিল এবং কোনক্ষণে বা কমলদল দ্বারা শয্যা রচনান্তে সখীগণ কর্ত্তৃক শীতল কদলীদল দ্বারা বীজ্যমান হইতে লাগিল। এইরূপে সেই বরনারীগণ এক রাত্রি এক যুগের ন্যায় মনে করিয়া জ্বরগ্রস্তার ন্যায় বিহ্বল হইয়া অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিল এবং প্রভাতে সূর্য্য দর্শন করিয়া নিজেরা জীবনপ্রাপ্ত হইল বলিয়া মনে করিল। অনন্তর তাহারা নিজ নিজ মাতার অনুজ্ঞা লইয়া গৌরী দেবীর পূজার জন্য অচ্ছোদ সরোবরে গমন করিল। তথায় গিয়া স্নানান্তে পুষ্প ধূপাদি দ্বারা যথাবিধানে গৌরী দেবীর পূজা করিয়া কুমারীগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণ যুবক পিতার আশ্রম হইতে অচ্ছোদ সরোবরে স্নানার্থে আগমন করিলেন। সূর্য্য দর্শনে নলিনীকুল যেমন উৎফুল্ল হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া সেই কন্যাগণ উৎফুল্লনেত্র হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মচারীর নিকট গমন করিয়া সব্যাপসব্য ক্রমে তাঁহাকে ভুজপাশে বন্ধন

ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণঃ প্রাহ প্রহসন্ বাহুপাশগঃ।
যুষ্মাভিরুচ্যতে ভদ্রমনুকূলং প্রিয়ং বচঃ ॥ ৮৮
প্রথমাশ্রমনিষ্ঠস্য কিন্তু নাদ্যাপি মে ব্রতম্।
বেদাভ্যসনশীলস্য পারং যাতি গুরোঃ কুলে ॥
আশ্রমে যত্র যো ধর্ম্মো রক্ষণীয়ঃ স পণ্ডিতৈঃ।
বিবাহোঽয়মতো মন্যে ন ধর্ম্ম ইতি কন্যকাঃ ॥৯০
আকর্ণ্য তস্য বাক্যানি তমূচুস্তা বচস্ততঃ।
সকলধ্বনি সোৎকণ্ঠাঃ কোকিলা ইব মাধবে ॥
ধর্ম্মাদর্থোঽর্থতঃ কামঃ কামাদ্ধর্ম্মফলোদয়ঃ।
ইত্যেব নিশ্চিতং শাস্ত্রং বর্ণয়ন্তি বিপশ্চিতঃ ॥৯২
স কামো ধর্ম্মবাহুল্যাৎ পুরস্তে সমুপাগতঃ।
সেব্যতাং বিবিধৈর্ভোগৈঃ স্বর্গভূমিরিয়ং ততঃ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং তাসাং প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা।
তথ্যং বো বচনং কিন্তু সমাপ্যেহ স্বকং ব্রতম্॥৯৪
প্রাপ্যানুজ্ঞাং গুরোঃ সর্ব্বং বৈবাহং কর্ম্মনান্যথা
ইত্যুক্তা পুনরূচুস্তাঃ স্ফুটং মূঢ়োঽসি সুন্দর ॥
দিব্যৌষধং ব্রহ্মরসায়নঞ্চ
সিদ্ধির্নিধেঃ সাধুকলা বরাঙ্গনা।
মন্ত্রস্তথা সিদ্ধিরসশ্চ ধর্ম্মতো
নেমা নিষেধ্যাঃ সুধিয়া সমাগতাঃ ॥ ৯৬
কার্য্যং হি দৈবাদ্যদি সিদ্ধিমাগতং
তস্মিন্নুপেক্ষাং ন চ যাতি নীতিগঃ।
যস্মাদুপেক্ষা ন পুনঃ ফলপ্রদা
তস্মান্ন দীর্ঘীকরণং প্রশস্যতে ॥ ৯৭
সান্দ্রানুরাগাঃ কুলজন্মনির্ম্মলাঃ
স্নেহার্দ্রচিত্তাঃ সুগিরঃ স্বয়ংবরাঃ।
কন্যাঃ সুরূপাঃ খলু চারুযৌবনা
ধন্যা লভন্তেঽত্র নরাস্ত নেতরে ॥ ৯৮
ক বয়ং বরসুন্দর্য্যঃ ক চায়ং তাপসো বটুঃ।
দুর্ঘটস্য বিধানে হি মন্যে ধাতাতিপণ্ডিতঃ ॥ ৯৯
তস্মাদস্মানিদানীন্তু স্বীকুর্য্যান্মঙ্গলং ভবান্।

করিল এবং বলিল,—ধূর্ত্ত! পূর্ব্ব দিবস তুমি চলিয়া গিয়াছিলে; আজ আর তুমি যাইতে পারিবে না। আমরা তোমাকেই বরণ করিয়াছি, তুমি এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না। কন্যাগণ এই কথা কহিলে, বাহুপাশবেষ্টিত ব্রাহ্মণ যুবক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তোমরা অনুকূল প্রিয় বাক্যই বলিতেছ; কিন্তু আমি প্রথমাশ্রমনিষ্ঠ বেদাভ্যাসশীল; গুরুকুলে অদ্যাপি আমার ব্রত সমাপন হয় নাই। যে আশ্রমের যেরূপ ধর্ম্ম, তাহা পণ্ডিতগণের রক্ষণীয়; অতএব হে কন্যা-গণ! আমি মনে করি, আমার বিবাহ এক্ষণে ধর্ম্ম নহে। তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া কলধ্বনিযুত সোৎকণ্ঠ কোকিলকুলের ন্যায় কুমারীগণ তাঁহাকে কহিল,—ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম এবং কাম হইতে ধর্ম্ম-ফলোদয় হয়। বিপশ্চিদ্গণ এইরূপই শাস্ত্র-নিশ্চয় বর্ণন করিয়া থাকেন। সেই কাম ধর্ম্মবাহুল্যে তোমার পুরোভাগে উপস্থিত; সুতরাং বিবিধ ভোগে এই স্বর্গভূমি তুমি সেবা কর। তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ যুবক গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—তোমাদের বাক্য সত্য বটে, কিন্তু আমি স্বীয় ব্রত সমাপনান্তে গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া সমুদায় বৈবাহিক কর্ম্ম সম্পাদন করিব, ইহার অন্যথা হইবে না। ব্রাহ্মণ যুবক এই কথা কহিলে, পুনরায় সেই কন্যাগণ তাঁহাকে কহিল,—হে সুন্দর! তুমি বাস্তবিকই মূঢ়; দিব্যৌষধ, ব্রহ্মরসায়ন, নিধি, সাধুকলা বরাঙ্গনা, মন্ত্রসিদ্ধি এবং রস এই সকল উপস্থিত হইলে সুধী ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ প্রত্যা-খ্যান করিবেন না। যদি দৈবক্রমে কার্য্য-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে নীতিপথবর্ত্তী মানব তাহাতে উপেক্ষা করিবেন না। যেহেতু সেরূপ উপেক্ষা ফলপ্রদা নহে। গাঢ়ানু-রাগা, কুলজন্মনির্ম্মলা, স্নেহার্দ্রচিত্তা, সুভা-ষিণী, সুন্দর যৌবনশালিনী, স্বয়ম্বরা সুন্দরী কন্যাগণকে ধন্য নরগণই লাভ করিয়া থাকে; অন্যে তাহা লাভ করিতে পারে না। কোথায় আমরা বর সুন্দরী আর কোথায়ই বা এই তাপস বটু! বস্তুতঃ দুর্ঘট ঘটনায় বিধাতা অতি বিচক্ষণ বলিয়াই মনে হয়। অতএব

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন হ্যন্যথা নো ন জীবিতম্॥
শ্রুত্বা বাক্যং ততঃ প্রাহ ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
ভো মৃগাক্ষ্যঃ কথং ত্যাজ্যো ধর্ম্মো ধর্ম্মধনৈর্নরৈঃ॥
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চৈতচ্চতুষ্টয়ম্।
যথোক্তং সফলং জ্ঞেয়ং বিপরীতন্তু নিষ্ফলম্
নাকালেঽহং ব্রতী কুর্য্যামতো দারপরিগ্রহম্।
ন ক্রিয়াফলমাপ্নোতি ক্রিয়াকালং ন বেত্তি যঃ
যতো ধর্ম্মবিচারেঽস্মিন্ প্রসক্তং মম মানসম্।
তস্মাচ্ছৃণুত হে কন্যা ন সমীহে স্বয়ংবরম্॥
এবং জ্ঞাত্বাশয়ং তস্য সমীক্ষ্যৈতাঃ পরস্পরম্
করাৎকরং বিমুচ্যাথ জগ্রাহাঙ্ঘ্রী প্রমোদিনী।
ভুজৌ জগ্রহতুস্তস্য সুশীলা সুস্বরা তথা।
আলিলিঙ্গ সুতারা চ চুচুম্বে চন্দ্রিকা মুখম্॥১০৬
তথাপি নির্ব্বিকারোঽসৌ প্রলয়ানলসন্নিভঃ।
শশাপ ব্রহ্মচারী তাঃ ক্রোধেনাত্যন্তমূর্চ্ছিতাঃ॥
পিশাচ্য ইব মাং লগ্নাস্তৎপিশাচ্যো ভবিষ্যথ।
এবং তেনাশু শপ্তাস্তাস্তং সন্ত্যজ্য পুরাস্থিতাঃ
কিমেতচ্চেষ্টিতং পাপ হ্যনাগসি জনে ত্বয়া।
প্রিয়ে কৃতেঽপ্রিয়ং কৃত্বা ধিক্তা ধর্ম্মজ্ঞতাং তব
অনুরক্তেষু ভক্তেষু মিত্রেষু দ্রোহকারিণঃ।
পুংসো লোকদ্বয়ে সৌখ্যং নাশং যাতীতি নঃ শ্রুতম্।
তস্মাত্ত্বমপি নঃ শাপাৎ পিশাচো ভব সত্বরম্।
ইত্যুক্ত্বোপরতা বালা নিঃশ্বসন্ত্যঃ ক্ষুধাকুলাঃ॥
তদা চান্যোন্যসংরম্ভাত্তস্মিন্ সরসি পার্থিব।
তাঃ কন্যা ব্রহ্মচারী স সর্ব্বে পৈশাচমাগতাঃ॥
পিশাচ্যঃ স পিশাচশ্চ ক্রন্দমানাঃ সুদারুণম্।
ক্ষপয়ন্তি বিপাকং তং পূর্ব্বোপাত্তস্য কর্ম্মণঃ॥
স্বকালে তু ফলত্যেব পূর্ব্বোপাত্তং শুভাশুভম্।

আপনি এখনই আমাদিগকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করুন। অন্যথা আমাদের জীবন থাকিবে না। ধর্ম্মবিত্তম ব্রাহ্মণ যুবক এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল,—হে হরিণাক্ষী-সকল! ধর্ম্মধন নরগণ কিরূপে ধর্ম্মত্যাগ করিবে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ যথাযথরূপেই সফল হয়, বৈপরীত্যে নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব ব্রতধারী আমি অকালে দার পরিগ্রহ করিব না। যে ব্যক্তি ক্রিয়াকাল জানে না, সে ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু এই ধর্ম্মবিচারেই আমার চিত্ত আসক্ত, অতএব হে কন্যাগণ! তোমরা শুনিয়া রাখ, আমি স্বয়ম্বর ইচ্ছা করি না। সেই কন্যাগণ এইরূপে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পর পর পরস্পরের দিকে তাকাইল। তখন প্রমোদিনী কর হইতে কর মুক্ত করিয়া তাঁহার চরণযুগল ধরিল, সুশীলা এবং সুস্বরা তাঁহার হস্তধারণ করিল, সুতারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, এবং চন্দ্রিকা তাঁহার মুখে চুম্বন দিল। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ যুবক তথনও নির্বিকার, কিন্তু ক্রোধে তিনি অত্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া প্রলয়ানলমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন,—তোরা পিশাচীর ন্যায় আমাতে লগ্ন হইয়াছিস্; এই কারণে তোরা পিশাচী হইয়া অবস্থান কর্। ব্রাহ্মণ যুবক এইরূপে আশু অভিসম্পাত করিলে, কন্যাগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক কহিল,—আমরা নিরপরাধ, আমাদের প্রতি তোমার এ কি পাপ চেষ্টা! তুমি প্রিয় কার্য্যে অপ্রিয় আচরণ করিলে, ধিক্ তোমার অধর্ম্মজ্ঞতা! ভক্ত অনুরক্ত মিত্র জনে যে ব্যক্তি দ্রোহাচরণ করে, তাহার ঐহিক, পারলৌকিক সুখ নাশ পাইয়া থাকে, ইহাই আমাদের শুনা আছে। অতএব তুমিও আমাদের শাপে, সত্বর পিশাচ হও। ক্ষুধা-কুলা কন্যাগণ নিঃশ্বাস মোচন করিতে করিতে এই কথা কহিয়া বিরত হইল। ৭১—১১১। তখন সেই সরোবরতটে পরস্পর সংরম্ভবশে সেই কন্যাগণ এবং সেই ব্রহ্মচারী সকলেই পিশাচ দেহ ধারণ করিলেন। পিশাচ ও পিশাচীগণ সুদারুণ ক্রন্দন করিতে করিতে সেই স্থানে স্ব স্ব পূর্ব্বকর্ম্মোপার্জ্জিত ভোগ ক্ষয় করিতে লাগিল। পূর্ব্বার্জ্জিত শুভাশুভ

স্বচ্ছায়া ইব দুর্ব্বারং দেবানামপি পার্থিব ॥১১৪
ক্রন্দন্তি পিতরস্তাসাং মাতরস্তত্র তস্য চ।
অপ্রমাদশ্চ বালানাং দৈবং হি দুরতিক্রমম্‌ ॥
তত উর্দ্ধং পিশাচাস্তে আহারার্থে সুদুঃখিতাঃ।
ইতস্ততশ্চ ধাবন্তো বসন্তি সরসস্তটে ॥ ১১৬
এবং বহুতিথে কালে লোমশো মুনিসত্তমঃ।
পৌষে মাসি চতুর্দ্দশ্যামচ্ছোদে স্নাতুমাগতঃ।
দৃষ্ট্বা তং ব্রাহ্মণং সর্ব্বে পিশাচাঃ ক্ষুৎসমাকুলাঃ।
ধাবন্তো হন্তুকামাস্তে মিলিত্বা যূথবর্জ্জিনঃ ॥১১৮
দহ্যমানাস্তু তীব্রেণ তেজসা লোমশস্য চ।
অসমর্থাঃ পুরঃস্থাতুং সর্ব্বে তে দূরতঃ স্থিতাঃ ॥
তত্র বেদনিধির্ব্বিপ্রস্তদৈব হি সমাগতঃ।
সমীক্ষ্য লোমশং রাজন্‌ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য সঃ
উবাচ সূনৃতাং বাচং বদ্ধা শিরসি চাঞ্জলিম্‌।
মহাভাগ্যোদয়ে বিপ্র সাধূনাং সঙ্গতির্ভবেৎ।

যথাকালেই ফল প্রসব করে। হে পার্থিব! স্বীয় ছায়ার ন্যায় উহা দেবগণেরও দুর্নিবার। তখন সেই কন্যাগণের এবং ব্রহ্মচারীর মাতা পিতা সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল; কন্যাগণের প্রমাদ কিছুই ছিল না, এ ক্ষেত্রে দৈবই দুরতিক্রম্য। অনন্তর আহারার্থ অত্যন্ত দুঃখিত সেই সকল পিশাচ-পিশাচী ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া সেই সরোবর তটে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে বহু কাল অতীত হইল। একদা পৌষ মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে মুনিসত্তম লোমশ অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ক্ষুধাকুল পিশাচগণ তাঁহার বধ কামনায় তৎপ্রতি সকলে একযোগে ধাবিত হইল। কিন্তু লোমশ মুনির তেজে দহ্যমান হইয়া তাহারা তাঁহার পুরোভাগে তিষ্ঠিতে পারিল না, দূরে গিয়া অবস্থান করিল। এই সময় বিপ্র বেদনিধিও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি লোমশ মুনিকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত সুনৃত বাক্য বলিলেন,—হে বিপ্র! মহাভাগ্যোদয় ঘটিলেই সাধু-

গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতি সর্ব্বদা।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গতির্ব্বরা।
গুরূণাং সঙ্গমো বিপ্র দৃষ্টাদৃষ্টফলো ভুবি।
স্বর্গদো রোগহারী চ কিন্তু সোপদ্রবো মতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা কথয়ামাস পূর্ব্ববৃত্তান্তমদ্ভুতম্‌।
ইমা গন্ধর্ব্বকন্যাস্তা বটুঃ সোঽয়ং মমাত্মজঃ ॥১২৪
সর্ব্বে পিশাচরূপেণ মিথঃ শাপবিমোহিতাঃ।
দীনাননাস্ত তিষ্ঠন্তি তবাগ্রে মুনিসত্তম ॥ ১২৫
ত্বদ্দর্শনেন বালানাং নিস্তারোঽদ্য ভবিষ্যতি।
সূর্য্যোদয়ে তমঃস্তোমঃ কিং ন লীয়েত গহ্বরে
শ্রুত্বা তল্লোমশো রাজন্‌ কৃপার্দ্রীকৃতমানসঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাস্তং মুনিং পুত্রদুঃখিতম্‌ ॥
মৎপ্রসাদাচ্চ বালানাং স্মৃতিঃ সপদি জায়তাম্‌
ধর্ম্মঞ্চ বচ্মি তং যেন মিথঃ শাপো লয়ং ব্রজেৎ
বেদনিধিরুবাচ।
মহর্ষে কথ্যতাং ধর্ম্মো মুচ্যন্তে যেন বালকাঃ।

সঙ্গ হইয়া থাকে। যে নর সর্ব্বদা গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থে সেবা করে, আর যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করে, ইহাদের মধ্যে সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ হয়। হে বিপ্র! সংসারে গুরুগণের সমাগম দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলজনক, উহা স্বর্গপ্রদ, রোগহারী, পরন্ত উপদ্রবযুক্তও বটে। এই বলিয়া বেদনিধি পূর্ব্বতন অদ্ভুত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বলিয়া অবশেষে বলিলেন,—ইহারাই গন্ধর্ব্বকন্যা আর ঐ বটু আমার পুত্র, ইহারা সকলেই পরস্পর শাপ-মোহিত হইয়া পিশাচরূপে দীনাননে আপনার অগ্রে অবস্থিত। হে মুনিসত্তম! আপনার দর্শনেই অদ্য এই পিশাচগণের মুক্তি হইবে। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারপুঞ্জ কি গিরি-গহ্বরে বিলয়প্রাপ্ত হয় না? হে রাজন্‌! মহাতেজা লোমশ মুনি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে দয়ায় আর্দ্রীকৃতচিত্ত হইয়া পুত্রদুঃখিত বেদনিধিকে বলিলেন,—আমার প্রসাদে এই পিশাচগণের এখনই পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হউক। যাহাতে ইহাদের শাপলয় হইবে, আমি এক্ষণে সেই-রূপ ধর্ম্ম বলিতেছি।১১২-১২৮। বেদনিধি কহি-

মাঘং কালো বিলম্বস্ত শাপাগ্নিদারুণো যতঃ॥
লোমশ উবাচ।
ময়া সার্দ্ধং প্রকুর্ব্বন্ত মাঘস্নানং বিধানতঃ।
শাপান্মুচ্যন্তি মাঘান্তে নান্যথা নিষ্কৃতির্ভবেৎ॥
শাপঃ পাপফলং বিপ্র পাপনাশো ভবেন্নৃণাম্।
মাঘস্নানেন তীর্থে চ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥
সপ্তজন্ম কৃতং পাপং বর্ত্তমানঞ্চ পাতকম্।
মাঘস্নানং দহেৎ সর্ব্বং পুণ্যতীর্থে বিশেষতঃ॥
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যন্তি যস্মিন্ পাপে মুনীশ্বরাঃ।
পাতকং পুণ্যতীর্থেষু নশ্যেত্তদপি মাঘতঃ॥১৩৩
জ্ঞানকৃন্মানসে মাঘস্তস্মান্মোক্ষফলপ্রদঃ।
হিমবৎপৃষ্ঠতীর্থেষু সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥ ১৩৪
ইন্দ্রলোকপ্রদোঽচ্ছোদেনির্দ্দিষ্টো বেদবাদিভিঃ
সর্ব্বপাপহরো মাঘো মোক্ষদো বদরীবনে॥১৩৫
পাপহা দুঃখহারী চ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।
রুদ্রলোকপ্রদো মাঘো নর্ম্মদে পাপনাশনঃ॥

যামুনঃ সূর্য্যলোকায় ভবেৎ,কল্মষনাশনঃ।
সারস্বতোঘবিধ্বংসী ব্রহ্মলোকফলপ্রদঃ॥১৩৭
বিশালফলদো মাঘো বিশালায়াং দ্বিজোত্তম।
পাতকেন্ধনদাবাগ্নির্গর্ভহেতুক্রিয়াপহঃ॥ ১৩৮
বিষ্ণুলোকায় মোক্ষায় জাহ্নবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরয়ূর্গণ্ডকী সিন্ধুশ্চন্দ্রভাগা চ কৌশিকী॥ ১৩৯
তাপী গোদাবরী ভীমা পয়োষ্ণী কৃষ্ণবেণিকা।
কাবেরী তুঙ্গভদ্রা চ অন্যা যাশ্চ সমুদ্রগাঃ॥১৪০
আশু মাঘী নরো যাতি স্বর্গলোকং বিকল্মষঃ।
নৈমিষে বিষ্ণুসাযুজ্যং পুষ্করে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্॥
আখণ্ডলস্য লোকো হি কুরুক্ষেত্রে তু মাঘতঃ
মাঘো দেবহ্রদে বিপ্র যোগসিদ্ধিফলপ্রদঃ॥১৪২
প্রভাসে মকরাদিত্যে স্নানাদ্রুদ্রগণো ভবেৎ।
দেবক্যাং দেবতাদেহো নরো ভবতি মাঘতঃ॥
মাঘস্নানেন ভো বিপ্র গোমত্যাং ন পুনর্ভবঃ
হেমকূটে মহাকালে ওঙ্কারে অমরেশ্বরে।
নীলকণ্ঠেঽর্ব্বুদে মাঘাদ্রুদ্রলোকে মহীয়তে॥

লেন,—হে মহর্ষে! যাহাতে ইহারা মুক্ত হইতে পারে, আপনি সেই ধর্ম্ম এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলুন। বিলম্বের সময় নাই, যেহেতু শাপাগ্নি অতি সুদারুণ। লোমশ কহিলেন,—ইহারা আমার সহিত যথাবিধি মাঘস্নান করুক, মাঘান্তে ইহাদের শাপমুক্তি হইবে; অন্যথা নিষ্কৃতি নাই। হে বিপ্র! শাপ পাপের ফল; তীর্থে মাঘস্নানে নরগণের পাপনাশ হইবে, ইহাই আমার নিশ্চিত মতি। মাঘস্নানে বিশেষতঃ পুণ্য তীর্থে স্নান করিলে অতীত সপ্তজন্ম এবং বর্ত্তমান জন্মকৃত সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। মুনীন্দ্রগণ যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখেন না, মাঘে পুণ্যতীর্থে স্নান করিলে সেই পাপও নষ্ট হইয়া থাকে। মানসসরোবরে মাঘমাস জ্ঞানপ্রদ; সুতরাং উহা মোক্ষফলদায়ক। হিমালয়পৃষ্ঠস্থ সমস্ত তীর্থেই মাঘমাস নিখিলপাপনাশক। বেদ-বাদিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অচ্ছোদ সরোবরে মাঘমাস ইন্দ্রলোকপ্রদ। বদরী-বনে মাঘমাস মোক্ষদ এবং সর্ব্বপাপহর। নর্ম্মদায় মাঘমাস পাপঘ্ন, দুঃখহর, সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ ও রুদ্রলোকদায়ক। উক্ত মাসে যমুনাজল সূর্য্যলোকপ্রদ ও নিখিল কল্মষহর; সারস্বত জল পাপধ্বংসী ও ব্রহ্মলোকদায়ক। হে দ্বিজোত্তম! মাঘমাস বিশাল তীর্থে বিশাল ফলপ্রদ; উহা পাপেন্ধনের দাবানল, এবং গর্ভহেতু-ক্রিয়াপহ। জাহ্নবীজল বিষ্ণু-লোক ও মোক্ষদায়ক বলিয়া কথিত। সরয়ু, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, কৌশিকী, তাপী, গোদাবরী, ভীমা, পয়োষ্ণী, কৃষ্ণবেণী, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা, এবং অন্য যে সকল সমুদ্রগামিনী নদী আছে, মাঘে সেই সমুদায়ে স্নান করিলে নর নিষ্পাপ হইয়া আশু স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। মাঘে নৈমিষারণ্যে বিষ্ণুসাযুজ্য, পুষ্করে ব্রহ্মসামীপ্য, কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রলোক, দেবহ্রদে যোগসিদ্ধিফল, এবং প্রভাসে স্নান করিলে রুদ্রানুচরত্ব লাভ হয়। মাঘে দেবকীতে স্নান করিলে নর দেবদেহ লাভ করে। হে বিপ্র! মাঘে গোমতীতে স্নান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। হেমকূটে, মহাকালে, ওঙ্কারে, অমরেশ্বরে, নীলকণ্ঠে এবং অর্ব্বুদে

সর্ব্বাসাং সরিতাং বিপ্র সঙ্গমে মকরে রবৌ।
স্নানেন সর্ব্বকামানামবাপ্তির্জায়তে নৃণাম্ ॥১৪৫
মাঘস্তু প্রাপ্যতে ধন্যৈঃ প্রয়াগে দ্বিজসত্তম।
অপুনর্ভবদং তত্র সিতাসিতজলং যতঃ ॥ ১৪৬
গায়ন্তি দেবাঃ সততং দিবিস্থা
মাঘঃ প্রয়াগে কিল নো ভবিষ্যতি।
স্নানান্নরা যত্র ন গর্ভবেদনাং
পশ্যন্তি তিষ্ঠন্তি চ বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ১৪৭
মজ্জন্তি যেঽপি ত্র্যহমত্র মানবা-
স্তীর্থে প্রয়াগে বহুপাপকঞ্চুকাঃ।
ব্রজন্তি তে নো নিরয়েষু ধর্ম্মিণঃ
স্বর্গে শুভে চারু চরন্তি দেববৎ ॥ ১৪৮
তীর্থৈর্ব্রতৈর্দানতপোভিরধ্বরৈঃ
সার্দ্ধং বিধাত্রা তুলয়া ধৃতং পুরঃ।
মাঘে প্রয়াগস্য তয়োর্দ্বয়োরভূ-
ন্মাঘো গরীয়ানতএব সোঽধিকঃ ॥ ১৪৯
বাতাম্বুপর্ণাশনদেহশোষণৈ-
স্তপোভিরুগ্রৈশ্চিরকালসঞ্চিতৈঃ।
যোগৈশ্চ সংযান্তি নরা ন তাং গতিং
স্নানেন মাঘস্য হি যান্তি যাং গতিম্ ॥১৫০
স্নাতাশ্চ যে মাকরভাস্করোদয়ে
তীর্থে প্রয়াগে সুরসিন্ধুসঙ্গমে।
তেষাং গৃহদ্বারমলঙ্করোতি কিং
ভৃঙ্গাবলিঃ কুঞ্জরকর্ণতাড়িতা ॥ ১৫১
যো রাজসূয়াদ্ধয়মেধযজ্ঞতঃ
স্নানাৎ ফলং সম্প্রদদাতি চাধিকম্।
পাপানি সর্ব্বাণি বিলোপ্য লীলয়া
নূনং প্রয়াগঃ স কথং ন সেব্যতে ॥ ১৫২
অবন্তিবিষয়ে রাজা বীরসেনোঽভবৎ পুরা।
নর্ম্মদাতীরমাগত্য রাজসূয়ঞ্চকার সঃ ॥ ১৫৩
ষোড়শৈরশ্বমেধৈশ্চ স্বর্ণবাটবিরাজিতৈঃ।
স্বর্ণভূষণযূপাঢ্যৈরীজে সোঽপি যথাবিধি ॥১৫৪
প্রদদৌ ধান্যরাশীংশ্চ দ্বিজেভ্যঃ পর্ব্বতোপমান্
বদান্যো দেবতাভক্তো গোপ্রদঃ স সুবর্ণদঃ।
ব্রাহ্মণো ভদ্রকো নাম মূর্খো হীনকুলস্তথা।
কৃষীবলো দুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ১৫৬

মাঘস্নান করিলে রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে বিপ্র! মকরগত দিবাকরে মাঘে সমস্ত নদীতে স্নান করিলেই নরগণের সর্ব্বকামপ্রাপ্তি হয়। হে দ্বিজসত্তম! প্রয়াগে মাঘমাস ধন্য ব্যক্তিগণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেন না তথায় সিতাসিত জল অপুনর্জন্মদায়ক। স্বর্গস্থ দেবগণ সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন যে, যেখানে স্নান করিলে নরগণ গর্ভবেদনা ভোগ করে না, বিষ্ণু-সন্নিধানে অবস্থান করে, সেই প্রয়াগে কবে মাঘমাস উপস্থিত হইবে? যে সকল পাপ-পরিবৃত মানব তিন দিন মাত্রও প্রয়াগ তীর্থে স্নান করে, তাহারা নিরয়ে প্রয়াণ করে না, ধর্ম্মযুক্ত হইয়া শুভ স্বর্গে দেববৎ বিচরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বিধাতা সমস্ত তীর্থ, ব্রত, দান, তপস্যা ও যজ্ঞের সহিত প্রয়াগে মাঘ মাসকে তুলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মাঘ মাসই গরিষ্ঠ হইয়াছিল। সুতরাং মাঘ মাসই শ্রেষ্ঠ। বায়ু, জল ও পর্ণাশন, দেহশোষণ, উগ্র তপস্যা এবং চিরার্জ্জিত যোগরাশি দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, প্রয়াগে মাঘস্নানে নরগণ যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রয়াগে সুরসিন্ধু-সঙ্গমে মাঘে যাহারা স্নান করে, কুঞ্জর-কর্ণতাড়িতা ভৃঙ্গাবলী তাহাদের গৃহদ্বার অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। যে প্রয়াগ, স্নান-হেতু লীলাক্রমে নিখিল পাপ বিলোপিত করিয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক ফল প্রদান করে, সেই প্রয়াগ কেন না সেব্য হইবে? ১২৯—১৫২। অবন্তিদেশে পূর্ব্বে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নর্ম্মদাতীরে আসিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন! এতদ্ভিন্ন স্বর্ণমটবিরাজিত, স্বর্ণভূষণযূপাঢ্য ষোড়শ অশ্বমেধ যজ্ঞ তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দ্বিজগণকে পর্ব্বতোপম ধান্যরাশি প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা বদান্য, দেবতাভক্ত, গোপ্রদ এবং সুবর্ণদাতা ছিলেন। ভদ্রক নামে এক হীনকুলজাত

কৃষিকর্ম্মসমুদ্বিগ্নো বন্ধুভিশ্চাপ্যসংস্কৃতঃ।
ইতস্ততঃ পরিভ্রম্য নির্গতঃ ক্ষুৎপ্রপীড়িতঃ॥ ১৫৭
দৈবতঃ সার্থমাবিশ্য প্রয়াগং স সমাগতঃ।
মহামাঘীং পুরস্কৃত্য সস্নৌ তত্র দিনত্রয়ম্॥১৫৮
অনঘঃ স্নানমাত্রেণ ভূত্বেহ স দ্বিজোত্তমঃ।
প্রয়াগাচ্চলিতস্তত্র পুনর্যস্মাৎ সমাগতঃ॥ ১৫৯
স রাজা সোঽপি বিপ্রশ্চ বিপন্নাবেকদা তদা।
তয়োর্গতিঃ সমা দৃষ্টা ময়া শক্রস্য সন্নিধৌ॥১৬০
তেজো রূপং বলং স্ত্রৈণং দেবযানং বিভূষণম্।
পারিজাতময়ী মালা নৃত্যং গীতস্তয়োঃ সমম্॥
ইতি দৃষ্টং হি মাহাত্ম্যং ক্ষেত্রস্য কথমুচ্যতে।
মাঘঃ সিতাসিতে বিপ্র রাজসূয়ৈঃ সমো মতঃ॥
ধনুস্ত্রিশতবিস্তীর্ণে সিতনীলাম্বুসঙ্গমে।
অপুনরাবৃত্তির্মাঘী রাজসূয়ী পুনর্ভবেৎ॥ ১৬৩
মাঘমাসীয়বাতোঽপি সিতাসিতজলং স্পৃশেৎ।
অধর্ম্ম্যং ন স্পৃশেন্নূনং মহাপাতকহা হি সঃ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শ্রূয়তাং দ্বিজ নিশ্চিতম্।
সমুদ্ভূতফলং পাপং তীর্থে মাঘঃ প্রণাশয়েৎ।
অত্র তে কথয়িষ্যামি সাবধানমতিঃ শৃণু॥ *
পুরা দেবদ্যুতির্বিপ্রো বৈষ্ণবো বেদপারগঃ।
পিশাচান্ মোচয়ামাস করুণাপ্লুতমানসঃ॥ ১৬৭

দিলীপ উবাচ।

কুত্র স্থিতঃ কস্য পুত্রো নিয়মঃ কোঽস্য বা জপঃ
কেন বা বৈষ্ণবো বৃত্তঃ কে পিশাচাশ্চ মোচিতাঃ
এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং কীর্ত্তয়স্ব মহামুনে।
কৌতূহলং মহাপুণ্যং শৃণুমস্ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ১৬১

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্লক্ষ প্রস্রবণে পুণ্যে সরস্বত্যাস্তটে শুভে।

মূর্খ দুরাচার ব্রাহ্মণ ছিল। সে সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কৃষিকার্য্য করিতে লাগিল। কৃষিকর্ম্মে তাহার সুবিধা হইল না, বন্ধুগণও তাহাকে সংস্কার করিল না, সুতরাং সে, দেশ হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুধাপীড়িতভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ সন্তান ভদ্রক দৈবক্রমে মহামাঘী যোগের পূর্ব্বে দলে মিশিয়া প্রয়াগে আসিল এবং তথায় দিনত্রয় স্নান করিল। তিন দিন স্নানেই সে নিষ্পাপ হইয়া দ্বিজোত্তম হইল। পরে যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, প্রয়াগ হইতে পুনরায় সেই স্থানে গমন করিল। অনন্তর রাজা বীরসেন এবং সেই বিপ্র উভয়েই একদা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি ইন্দ্রসন্নিধানে তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য অবস্থা দেখিলাম। তেজ, রূপ, বল, স্ত্রৈণ, দেবযান, বিভূষণ, পারিজাতময়ী মালা, নৃত্য এবং সঙ্গীত, উভয়েরই সেখানে তুল্যমূল্য। এই ত আমি ক্ষেত্রমাহাত্ম্য দেখিয়াছি। হে বিপ্র! সিতাসিতজলে মাঘস্নান রাজসূয় যজ্ঞের সমান। ত্রিশত-ধনুর্বিস্তীর্ণ সিতাসিতজলসঙ্গমে মাঘী রাজসূয়ী অপুনর্জন্মদায়িনী। সিতাসিত-জলস্পর্শী মাঘমাসীয় বায়ুও অধর্ম্মস্পৃষ্ট নহে; যেহেতু তাহা মহাপাতকনাশক। এ বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে? হে দ্বিজ! ইহা শ্রবণ করুন যে, তীর্থে মাঘ স্নান নিশ্চয়ই পাপপ্রণাশন করে। এ বিষয়ে আপনাকে বলিতেছি, আপনি সাবধানে শ্রবণ করুন। পুরাকালে দেবদ্যুতি নামে এক বেদপারগ বৈষ্ণব বিপ্র করুণাপ্লুতচিত্তে কতকগুলি পিশাচকে মোচন করিয়াছিলেন। দিলীপ কহিলেন,—ঐ বিপ্র কাহার পুত্র? কোথায় স্থিত? তাঁহার জপ নিয়ম কীদৃশ? কিরূপে তিনি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন? কোন্ পিশাচ-দিগকে তিনি মোচন করেন? হে মহামুনে! ইহা বিস্তৃতরূপে আমার নিকট বলুন। আপনার প্রসাদে এই মহাপুণ্যজনক কৌতূহলকর বিষয় শ্রবণ করিব।১৫৩—১৬১। বশিষ্ঠ

---

* অতঃপরং পুস্তকান্তরসম্মতোঽয়মধিকঃ পাঠঃ—

পিশাচমোচনং নাম ইতিহাসং পুরাতনম্।
শৃণ্বন্ত্যপ্সরসো বালাঃ শৃণোতু ত্বৎসুতস্তথা॥
মৎপ্রসাদাৎ স্মৃতির্লব্ধা পৈশাচ্যান্মুক্তিকামিনঃ

তত্রাশ্রমপদং তস্য শৈলমাশ্রিত্য শোভনম্ ॥১৭০
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ বিল্বৈর্ব্বকুলপাটলৈঃ।
তিন্তিড়ীচিরিবিল্বৈশ্চ চূতচম্পককাঞ্চনৈঃ॥ ১৭১
করঞ্জৈঃ কোবিদারৈশ্চ কেসরৈঃ কুঞ্জরাশনৈঃ।
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ কুষ্ঠৈঃ খাদিরতিন্দুকৈঃ॥
বানীরৈঃ সাম্বজম্বীরৈঃ পীলূড়ুম্বরবেতসৈঃ।
শাকোটৈরটরূষৈশ্চ করহাটৈর্বটদ্রুমৈঃ॥ ১৭৩
ঘোণ্টাকুটজপালাশৈরশোকৈঃ শোকহারিভিঃ।
জম্বূনিম্বকদম্বৈশ্চ ক্ষীরিকাকরমর্দ্দকৈঃ॥ ১৭৪
বীজপূরৈঃ সনারিঙ্গৈরম্ভারাজিবিরাজিতৈঃ
পনসৈ রসবদ্ভিশ্চ নারিকেলৈঃ সদাফলৈঃ॥১৭৫
সপ্তচ্ছদৈস্ত্রিপত্রৈশ্চ শিরীষামলকৈঃ শুভৈঃ।
কর্কন্ধুলকুচৈরক্ষৈঃ পারিভদ্রৈর্বচাদিভিঃ॥ ১৭৬
কেতকৈঃ সিন্দুবারৈশ্চ তগরৈঃ কুন্দমল্লিকৈঃ।
পদ্মেন্দী বরকহ্লারমালতীযূথিকাদিভিঃ॥ ১৭৭
মালতীমোগরৈশ্চৈব জাতীফলবিরাজিতৈঃ।
পুন্নাগৈঃ কিংশুকৈশ্চৈব বর্ব্বরীতুলসীদ্রুমৈঃ॥
আশ্রমো রমণীয়ঃ স দ্রুমৈর্নানাবিধৈর্নৃপ।
বনমধ্যে নদী যাতি পুণ্যতোয়া সরস্বতী॥ ১৭৯
কূজন্তি সারসাস্তত্র মদস্নিগ্ধকলং সদা।

কহিলেন,—সরস্বতীর শুভতটে পুণ্য প্রক্ষ প্রস্রবণে শৈলোপরি ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সুন্দর আশ্রমপদ ছিল। ঐ আশ্রম শাল, তাল, তমাল, বিল্ব, বকুল, পাটল, তিন্তিড়ী, চিরিবিল্ব, চূত, চম্পক, কাঞ্চন, করঞ্জ, কোবিদার, কেসর, কুঞ্জরাশন, তিলক, কর্ণিকার, কুষ্ঠ, খাদির, তিন্দুক, বানীর, সাম্ব, জম্বীর, পীলু, উড়ুম্বর, বেতস, শাকোট, অটরূষ, করহাট, বট, ঘোণ্টা, কুটজ, পলাশ, অশোক, জম্বু, নিম্ব, কদম্ব, ক্ষীরিকা, করমর্দ্দ, বীজপূর, নারিঙ্গ, রম্ভা, পনস, নারিকেল, সপ্তচ্ছদ, ত্রিপত্র, শিরীষ, আমলক, কর্কন্ধু, লকুচ, অক্ষ, পারিভদ্র, বচ, কেতক, সিন্ধুবার, তগর, কুন্দ, মল্লিক, পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, মালতী, যূথিকা, জাতীফল, পুন্নাগ, কিংশুক, বর্ব্বরী, তুলসী প্রভৃতি নানাবিধ পাদপে রমণীয়। উহার বনাভ্যন্তরে পুণ্যতোয়া সরস্বতী প্রবাহিতা।

নদন্তি কোকিলাঃ শব্দং গুঞ্জন্তি চ মধুব্রতাঃ॥
বহুকোলাহলং ভূপ তদ্বনং শুকসারিভিঃ।
চরন্তি শ্বাপদাস্তত্র বিবিধাঃ কাননোত্তমে॥১৮১
সদাফলং সদাপুষ্পং পরাগকণধূসরম্।
আচ্ছন্নং কাননং সর্ব্বং মধুবৃক্ষৈঃ সমন্ততঃ॥
নবপল্লবসঞ্জাত-মঞ্জরীভরবল্লিভিঃ।
আশ্লিষ্টমভিতো রম্যং প্রিয়াভিরিব বল্লভঃ॥১৮৩
তস্য শাপভয়াত্রস্তো বাতো বাতি সমন্ততঃ।
ন বর্ষন্ত্যশ্মভির্মেঘা ন শোষয়তি ভাস্করঃ॥১৮৪
বনং নোপদ্রবং তদ্ধি সদা সিদ্ধনিষেবিতম্।
আহ্লাদজনকং নিত্যং বনং চৈত্ররথং যথা॥১৮৫
তস্মিন বসতি ধর্ম্মাত্মা দেবদ্যুতির্দ্বিজোত্তমঃ।
পুত্রঃ সুমিত্রো বিপ্রস্য লব্ধো লক্ষ্মীপতের্ব্বরাৎ
নিয়মঃ শ্রূয়তাং তস্য সর্ব্বদা নিয়তাত্মনঃ।
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা নিত্যং সূর্য্যন্যস্তবিলোচনঃ॥

সারসগণ তথায় মদস্নিগ্ধ কলস্বরে কূজন, কোকিলকুল কলালাপ এবং মধুব্রতগণ গুঞ্জন করে। হে ভূপ! শুকসারিগণ দ্বারা ঐ বন বহু কোলাহলময়। বিবিধ শ্বাপদ সকল ঐ উত্তম কাননে বিচরণ করে।১৭২-১৮১। ঐ বন সদা ফল, সদাপুষ্প এবং পরাগকণাপুঞ্জে ধূসরাভ। উহার চতুর্দ্দিকে এত মধুবৃক্ষ আছে যে, সেই সমুদায় দ্বারা ঐ সর্ব্ব কাননই সমাচ্ছন্ন। প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক প্রিয়জন যেমন আলিঙ্গিত হয়, তেমনি নবপল্লবজাত মঞ্জরীভরবল্লী দ্বারা ঐ রম্য কাননের চতুর্দ্দিক্ আশ্লিষ্ট। বিপ্র দেবদ্যুতির শাপভয়ে ত্রস্ত হইয়া ঐ বনে পবনও সর্ব্বদিকে সঞ্চরণশীল। ঐ বনে মেঘগণ শিলাবর্ষণ করে না, ভাস্কর উহা শোষণ করেন না। ঐ কাননে কোনই উপদ্রব নাই, সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই উহা সেবন করেন। চৈত্ররথ বনের ন্যায় নিত্য ঐ বন আহ্লাদজনক। ধর্ম্মাত্মা দেবদ্যুতি সেই বনাভ্যন্তরে বাস করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুমিত্র। এই পুত্র লক্ষ্মীপতির বরে লব্ধ হইয়াছিল। দেবদ্যুতি সর্ব্বদাই নিয়তাত্মা; তাঁহার আচরিত নিয়ম শ্রবণ কর। তিনি

বর্ষৎ কাদম্বিনী যাবদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশগঃ।
বাতে প্রবাতে নিষ্কম্পো দুঃসহো হিমবানিব ॥
বসত্যপ্সু স হেমন্তে হ্রদে সারস্বতে দ্বিজ।
উপস্পৃশতি কালে স ত্রিবারং বারি নির্ম্মলম্ ॥
পিতৃন্ দেবানৃষীন্নিত্যং সন্তর্পয়তি শ্রদ্ধয়া।
ব্রহ্মযজ্ঞপরো নিত্যং সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
ভূমৌ বিশ্রাম্য বিশ্রান্তঃ প্রদধ্যৌ প্রার্থয়ন্ হরিম্
বন্যৈর্জ্জুহোত্যগ্নিহোত্রং শ্রদ্ধয়াতিথিপূজকঃ ॥
চান্দ্রায়ণবিধানেন কালং নয়তি সর্ব্বদা।
স্বয়ং বিগলিতৈঃ পত্রৈঃ ফলৈর্বৃত্তিং সমীহতে ॥
অনুদ্বিগ্নস্তপোনিষ্ঠো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
ধমনীবিকরালোঽসাবস্থিমাত্রকলেবরঃ ॥ ১৯৩
ইত্থং জগাম বর্ষাণাং সহস্রং তস্য কাননে।
তদা জজ্বাল শৈলোঽসৌ তপসস্তস্য তেজসা ॥
সোঢ়ুং ন শক্যতে ভূতৈস্তেজস্তস্য মহাত্মনঃ।
বৈশ্বানর ইবাভাতি প্রজ্বলংস্তপসা দ্বিজঃ ॥১৯৫
গতবৈরাণি ভূতানি সমজায়ন্ত তদ্বনে।

গ্রীষ্মে সূর্য্যাভিমুখনয়নে পঞ্চতপা; বর্ষায় মেঘমালা বর্ষণ করিতে থাকিলে আকাশতলে অবস্থিত; প্রকৃষ্ট বায়ু বহিতে থাকিলে নিষ্কম্প, হিমালয়বৎ দুঃসহ এবং হেমন্তে সারস্বত হ্রদজলে নিমগ্ন। বিপ্রবর কালে কালে বারত্রয় নির্ম্মল বারি উপস্পর্শ করেন, নিত্য পিতৃ দেব ও ঋষিদিগকে শ্রদ্ধার সহিত তর্পণ করেন। তিনি নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় এবং ভূতলে লব্ধবিশ্রাম হইয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক হরিধ্যানে নিমগ্ন। দেবদ্যুতি বন্য উপকরণসমূহ দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করেন, শ্রদ্ধার সহিত নিত্য অতিথি পূজা করেন, সর্ব্বদা চান্দ্রায়ণ বিধানে কালযাপন করেন, স্বয়ংপতিত পত্র-ফল দ্বারা জীবন ধারণ করেন। তিনি অনুদ্বিগ্ন, তপোনিষ্ঠ, বেদবেদাঙ্গপারগ এবং শিরাকরাল অস্থিমাত্র দেহে অবস্থিত। এই অবস্থায় দেবদ্যুতির সেই কাননে সহস্র বর্ষ অতীত হইল। তখন তাঁহার তপস্তেজে সেই পর্ব্বত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভূতগণ

মৃগব্যাঘ্রাখুমার্জ্জারামিথঃ ক্রীড়ন্তি নির্ভয়াঃ ॥১৯৬
অন্যোঽপি নিয়মস্তস্য শ্রূয়তামতিদুর্লভঃ।
নারায়ণং ত্রিকালং স সম্পূজয়তি নিত্যশঃ ॥১৯৭
পুষ্পাণাস্ত সহস্রেণ বিকচেন সুগন্ধিনা।
বেদসূক্তবিধানেন বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ ॥ ১৯৮
বিষ্ণোঃ সম্প্রীতয়ে বিপ্রঃ কুরুতে কর্ম্ম চাখিলম্
দধীচের্বরদানাৎ স সঞ্জাতো বরবৈষ্ণবঃ ॥ ১৯৯
একদা মাসি বৈশাখে একাদশ্যাং মহামুনিঃ।
পূজাং কৃত্বা হরে রম্যাং বিচিত্রামকরোৎ স্তুতিম্
তদৈব খগমারুহ্য দেবদেবো হরিঃ স্বয়ম্।
আজগাম পুরস্তস্য তয়া স্তুত্যাতিহর্ষিতঃ ॥২০১
তং দৃষ্ট্বা গরুড়ারূঢ়ং প্রত্যক্ষং জলদচ্ছবিম্।
চতুর্ব্বাহুং বিশালাক্ষং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্ ॥২০২
উদ্ভূতপুলকো বিপ্রঃ সানন্দজললোচনঃ।

সেই মহাত্মার তেজ সহ্য করিতে পারিল না। তপোদীপ্ত দ্বিজ বৈশ্বানরবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাননে প্রাণিবৃন্দ পরস্পরের প্রতি বৈর ত্যাগ করিল। মৃগ, ব্যাঘ্র, মূষক, মার্জ্জার প্রভৃতি জন্তুগণ নির্ভয়ে পরস্পর ক্রীড়া করিতে লাগিল। দেবদ্যুতির অন্য আরও দুর্লভ নিয়ম ছিল, তাহা শ্রবণ কর। তিনি প্রতিদিন বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ হইয়া প্রস্ফুটিত সহস্র সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা বেদোক্ত বিধানে ত্রিসন্ধ্যা নারায়ণ দেবের অর্চ্চনা করিতেন। বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত তিনি অখিল কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। দধীচিমুনি বরদান করিয়াছিলেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।১৮২—১৯৯। একদা বৈশাখ মাসের একাদশী-দিনে মহামুনি হরির মনোহর পূজা করিয়া বিচিত্র স্তব করিয়াছিলেন। দেবদেব হরি সেই স্তবে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ গরুড়ারোহণে তাঁহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নবনীরদকান্তি, চতুর্ব্বাহু, বিশালনেত্র, সর্ব্বালঙ্কারভূষিত সাক্ষাৎ হরিকে গরুড়ারোহণে সন্দর্শন করিয়া বিপ্র পুলকিত হইলেন। তাঁহার নেত্রে আনন্দজলধারা বহিতে লাগিল, তিনি

জগাম শিরসা ভূমৌ কৃতকৃত্যমনাস্তদা ॥ ২০৩
ন মমৌ তেন হর্ষেণ স ব্রহ্মাণ্ডোদরেঽপি হি।
ন সস্মার নিজং দেহং ব্রহ্মভূত ইবাভবৎ ॥২০৪
ততঃ সম্ভাষিতঃ প্রীত্যা হরিণা বৈষ্ণবো মুনিঃ।
দেবদ্যুতে বিজানামি মদ্ভক্তস্ত্বং মদাশ্রয়ঃ ॥২০৫
সন্ন্যস্তাখিলকর্ম্মাসি মদ্ভাবো মন্মনাঃ সদা।
বরং ব্রূহি প্রসন্নোঽস্মি স্তোত্রেণানেন চানঘ ॥
ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং প্রত্যুবাচ স তাপসঃ।
দেবদেবারবিন্দাক্ষ স্বমায়াধৃতবিগ্রহ ॥ ২০৭
ত্বদ্দর্শনাৎ সদা দেব দুর্লভো নাপরো বরঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ ॥২০৮
ত্বাং সাক্ষাৎ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ।
অহং মমেতি দেহস্থ মোহমূলাঃ শুভাশুভাঃ ॥
সহেতুকাশ্চ দহ্যন্তে দৃষ্টে ত্বয়ি পরাবরে।
জন্মনঃ কর্ম্মণো বুদ্ধেরাবির্ভূতং ফলং মম ॥ ২১০

কৃতকৃত্যমনে ভূতলে মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক সেই হর্ষ ব্রহ্মাণ্ডোদরেও মানাইল না, নিজ দেহে তাঁহার স্মরণ রহিল না, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন হরি প্রীতিভরে সেই বৈষ্ণব মুনিকে সম্ভাষণ করিলেন; বলিলেন,—হে দেবদ্যুতে! আমি জানি, তুমি আমার ভক্ত, আমারই আশ্রিত; তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, মদ্‌ভাবে মদেকমনে সদা অবস্থান করিতেছ। হে অনঘ! তোমার এই স্তবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই তাপস প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ মায়াধৃতদেহ দেবদেব! আপনার দর্শন অপেক্ষা অন্য দুর্লভ বর কিছুই নাই। ব্রহ্মাদি সুরগণ, সনকাদি যোগিগণ এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ আপনারই সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আপনি পরাবরদেব, আপনার সাক্ষাৎকার লাভে মোহমূলক অহংমম ইত্যাকার সহেতুক দৈহিক শুভাশুভ সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়। হে জগন্নাথ! আপনি

যদ্দৃষ্টোঽসি জগন্নাথ প্রার্থয়ে কিমতঃ পরম্।
ন বরার্থং হি দেবেশ ত্বৎপাদপঙ্কজং হৃদি ॥২১১
চিন্তয়ামি সদা ভক্ত্যা ত্বদ্গতেনান্তরাত্মনা।
ইমমেব বরং যাচে ত্বদ্ভক্তিরচলা মম ॥ ২১২
অস্তু বৈ কমলানাথ প্রার্থয়ে নাপরং বরম্।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নবদনো হরিঃ ॥ ২১৩
প্রত্যুবাচ প্রসন্নাত্মা এবমস্তু দ্বিজোত্তম।
অস্তস্তে তপসঃ কশ্চিৎ প্রত্যূহো ন ভবিষ্যতি
এতচ্চ ত্বৎকৃতং স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ
তেষাং মদ্বিষয়া ভক্তির্নিশ্চলা চ ভবিষ্যতি ॥
ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ সাঙ্গং সর্ব্বং ভবিষ্যতি।
জ্ঞানে চ পরমা নিষ্ঠা তেষাং স্বাস্থতি নিশ্চলা ॥
ইত্যুক্তান্তর্হিতস্তত্র দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
দেবদ্যুতিস্তদারভ্য নারায়ণপরোঽভবৎ ॥ ২১৭
দিলীপ উবাচ।
মহর্ষেঽনুগৃহীতোঽস্মি কথয়া পাবনীকৃতঃ।

আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, ইহাতেই মদীয় জন্ম, কর্ম্ম ও বুদ্ধির ফল আবির্ভূত হইল। অতঃপর আমি আর কি প্রার্থনা করিব? হে দেবেশ! আমি নিয়ত ভক্তিভরে তদ্গতমনে বরলাভের জন্যই ভবদীয় পাদপঙ্কজ হৃদয়ে চিন্তা করি না। আমি এই বরই প্রার্থনা করি যে, আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি হউক। হে কমলাপতে! আমি আর অপর বর প্রার্থনা করি না। প্রসন্নাত্মা হরি সেই ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তপস্যার তোমার কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না। তোমার কৃত এই স্তোত্র যে সকল মানব পাঠ করিবে, তাহাদের মদ্‌বিষয়িণী নিশ্চলা ভক্তি হইবে এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত যে কিছু ধর্ম্মকার্য্য সকলই সাঙ্গ হইবে। জ্ঞানে তাহাদের অবিচল পরম নিষ্ঠা হইবে।২০০—২১৬। এই কথা কহিয়া দেবদেব জনার্দ্দন তৎকালে অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবদ্যুতি সেই হইতে নরায়ণপরায়ণ হইয়া রহিলেন। দিলীপ

অনয়া বিষ্ণুসঙ্গত্যা গঙ্গয়েবাহমদ্য বৈ॥ ২১৮
কিং তৎ স্তোত্রং সমাখ্যাহি প্রসন্নো যেন মাধবঃ
তস্থানঘস্থ বিপ্রস্থ মহৎ কৌতূহলং মম॥ ২১৯
ত্বৎপ্রসাদাদহং বিপ্র মন্যে প্রাপ্তং মনোরথম্
মহতাং সঙ্গতিঃ কস্থ মহত্ত্বায় ন কল্পতে॥ ২২০
কথয়স্ব প্রসাদেন বিষ্ণুস্তোত্রমনুত্তমম্।
যেন তুষ্টঃ স ভগবান্ দদৌ তস্থ চ দর্শনম্॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
কথয়ামি রহস্থন্তে যজ্জপ্তং স্তোত্রমুত্তমম্।
প্রাগ্‌গৃহীতং সুপর্ণেন গরুড়ান্ময়ি চাগতম্॥২২২
অধ্যাত্মগর্ভসারং তন্মহোদয়করং শুভম্।
সর্ব্বপাপহরং ভূপ স্বাত্মজ্ঞানকরং পরম্॥ ২২৩
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমো বিশ্বায় চক্রিণে।
ভক্তপ্রিয়ায় কৃষ্ণায় জগন্নাথায় শার্ঙ্গিণে॥ ২২৪
স্তোতা স্তত্যঃ স্তুতিঃ সর্ব্বং জগদ্বিষ্ণুময়ং যদা।
তদা সংস্তূয়তে কেন ভক্তির্মোদকরী নৃণাম্॥
যস্য দেবস্য নিঃশ্বাসো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সসূত্রকাঃ
কা স্তুতিঃ প্রমুদে তস্য ভক্ত্যাহং মুখরোঽভবম্
চক্রবদ্ভ্রমতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
অতস্ত্বং গীয়সে দেব চক্রপাণির্বরায়ুধঃ॥ ২২৭
বেদো ন বক্তি যং সাক্ষান্ন চ বাগ্‌বেত্তি নো মনঃ।
মদ্বিধস্তং কথং স্তৌতি ভক্তিমান্ বা কথং ভবে
ব্রহ্মাদি ব্রহ্ম বিষ্ণুস্ত্বং ত্বমেব সকলাশ্রয়ঃ।
স্রষ্টা ব্রহ্মনিদানঞ্চ শুদ্ধং ব্রহ্ম ত্বমেব চ॥ * ২২৯
দেবভাবেন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নিজাত্মনি।
সুখসন্দোহবুদ্ধির্যা সা ত্বং বিষ্ণো ন সংশয়ঃ॥
মহদাদয়ো † মহাভাবাস্তথা বৈকারিকা গুণাঃ।

কহিলেন,—মহর্ষে! অদ্য আমি অনুগৃহীত হইলাম। এই বিষ্ণুবিষয়িণী কথাবতারণায় যেন গঙ্গাবগাহনেই পাবনীকৃত হইলাম। কিন্তু মাধব যাহাতে সেই নিষ্পাপ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্ন হইয় ছিলেন, সেই স্তোত্র কিরূপ? তাহা আমায় বলুন। শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। হে বিপ্র! আমি মনে করি, আপনার প্রসাদে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। বস্তুতঃ মহদ্‌ব্যক্তির সঙ্গে কাহার না মহত্ত্ব হইয়া থাকে? আপনি প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুর সেই অনুত্তম স্তোত্র বলুন, যাহাতে সেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়া বিপ্রবরকে দর্শন দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যে অনুত্তম স্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, আমি উক্ত স্তোত্ররহস্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। প্রথমে উক্ত স্তোত্র গরুড় জানিতেন; গরুড় হইতে আমাতে উহা উপাগত হইয়াছিল। উহা অধ্যাত্মগর্ভ, মহোদয়কর, শুভ, সর্ব্বপাপহর ও স্বাত্মজ্ঞান-দায়ক। স্তোত্র যথা—বাসুদেবকে নমস্কার, তিনি বিশ্বাত্মা, চক্রী, ভক্তপ্রিয়, কৃষ্ণ, জগন্নাথ, শার্ঙ্গপাণি, তাঁহাকে নমস্কার। তিনিই স্তোতা, স্তুত্য ও স্তুতি; এই সর্ব্বজগৎ যখন বিষ্ণুময়, তখন কাহা কর্ত্তৃক তিনি স্তুত হইয়া থাকেন? বস্তুতঃ নরগণের ভক্তিই তাঁহার প্রমোদকরী। সসূত্রক সাঙ্গ বেদ সকল যে দেবের নিঃশ্বসিত, তাঁহার প্রমোদনের নিমিত্ত আবার স্তব কি আছে? আমি কেবল ভক্তিবলেই মুখর হইয়াছিলাম। এই চরাচর ত্রৈলোক্য চক্রের ন্যায় ভ্রমণশীল; হে বরায়ুধ! তাই আপনি চক্রপাণি নামে গীত হইয়া থাকেন।২১৮—২২৭। বেদ যাঁহাকে বর্ণন করিতে অপারগ, যিনি দৃষ্টির অতীত, বাক্য এবং মন যাঁহাকে জানে না, মাদৃশ ব্যক্তি তাঁহাকে কিরূপে স্তব করিবে? এবং কিরূপেই বা তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইবে? তুমি ব্রহ্মার আদি; তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই সকলের আশ্রয়; তুমি স্রষ্টা, তুমি ব্রহ্মারও নিদান; এবং তুমিই শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। হে বিষ্ণো! যে সুখসন্দোহবুদ্ধি দেবভাবে-

* অতঃপরং পুস্তকান্তরসম্মতোঽয়মধিকঃ পাঠঃ।—কোঽয়ং কায়স্তব বিভো! ভিত্বা স্পৃশতি কায়িনম্। কায়দোষৈর্ন চাস্রাতস্তস্মৈ নমোঽস্তু যোগিনে॥

† মহদাদি দ্বিধা ভাষা ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ।

ত্বমেব নাথ তৎসর্ব্বং মানাত্বং মূঢ়কল্পনা ॥ ২৩১
কেশকেশবরূপাভিঃ কল্পনাভিস্ত্বভিস্তথা।
ত্বমেব কল্পসে ব্রহ্ম পুমানিব সুতাদিভিঃ ॥ ২৩২
বিদোষং বিগুণকৈকং চিন্মূর্ত্তিরখিলং জগৎ।
কবীনাং ভাতি যত্তত্ত্বং তং বিষ্ণুং নৌমি নির্ম্মলম্
যস্য জ্ঞানেন কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাপি শ্রুতিভাবিতম্।
নিরীষণা জগন্মিত্রাঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম নমামি তৎ ॥
ধ্বস্তেতরচ্চ সন্মাত্রং যৎ প্রবোধাদুপাসতে।
যোগিনঃ সর্ব্বভূতেষু সদ্রূপং নৌমি তং হরিম্
ব্রহ্মাহমিতি গায়ন্তি যং জ্ঞাত্বৈকং বরা দ্বিজাঃ
পশ্যন্তো হি ত্বয়া তুল্যং দেবন্তং নৌমি মাধবম্
মায়য়া মোহবৈচিত্র্যং তথাহম্মমতাং নৃণাম্।
যো নাশয়তি পাপৌঘান্নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥২৩৭
প্রয়াণে বাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাম্।
সদ্যো নশ্যন্তি পাপৌঘা নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥
মোহানললসজ্জ্বালা-জ্বলল্লোকেষু সর্ব্বদা।
যৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং প্রবিষ্টশ্চ ন দহ্যতে ॥
যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো নৈব দুর্গতিঃ।
ন রোগা নৈব দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥
কাময়ন্তে প্রজা নৈব বিষণাভ্যঃ সমুত্থিতাঃ।
লোকমাত্মৈব পশ্যন্তি যং বুদ্ধৈকচরা জনাঃ ॥
শব্দার্থঃ সংবিদর্থশ্চ বিষ্ণোর্নামপরো যদি।
সত্যেন তেন সংসারো মা সংস্পৃশতু মাধব ॥
নারায়ণো জগদ্ব্যাপী যদি বেদাদিসম্মতঃ।
সত্যেন তেন নির্ব্বিঘ্না বিষ্ণুভক্তির্মমাস্তু বৈ ॥
যো ন বীজং বিনা বীজং বীজে যো
বীজভাবিতঃ।
স বিষ্ণুর্ভববীজং মে সিতবিদ্যাসিনাদ্যতু ॥
ত্রিতনুর্নটবদ্যস্তু সৃষ্টিস্থিতিলয়েষু চ।

জাগ্রত বা নিজ আত্মায় নিদ্রিত নহে, নিশ্চয় সেই বুদ্ধিই তুমি। মহদাদি মহাভাব এবং যে কিছু বৈকারিক গুণ, হে নাথ! সে সকলই তুমি। তোমার নানাত্ব মূঢ়কল্পনা মাত্র। সংসারী পুরুষ যেমন সুতাদি দ্বারা পরিচিত, আপনি তেমনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপিণী ত্রিবিধ কল্পনায় কল্পিত। আপনি বিগত-দোষ, বিগতগুণ, একমাত্র চিন্মূর্ত্তি; এই অখিলজগৎ আপনারই স্বরূপ; কবিগণের হৃদয়ে যাঁহার তত্ত্ব প্রতিভাত, আমি সেই নির্ম্মল বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যাঁহার জ্ঞানে জগৎহিতৈষী নিরীহ ব্যক্তিগণ শ্রুত্যুক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে, আমি সেই শুদ্ধ ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যোগিগণ যাঁহার প্রবোধ হেতু লয়াবশিষ্ট সন্মাত্র বস্তুর উপাসনা করেন, সেই সর্ব্বভূতে সদ্রূপী হরিকে আমি নমস্কার করি। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে একমাত্র পুরুষকে অবগত হইয়া 'আমিই ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন এবং নিজেকে সেই পুরুষের তুল্য দর্শন করেন,আমি সেই মাধব দেবকে নমস্কার করি। যিনি মায়ায় নরগণের মোহ-বৈচিত্র্য ও অহঙ্কার-মমতাদি উৎপাদন করেন, আবার তাহাদের পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন, সেই চিদাত্মাকে নমস্কার করি। প্রয়াণে বা অপ্রয়াণে যন্নামস্মরণে নরগণের পাপ-রাশি সদ্য বিনষ্ট হয়, সেই চিদাত্মাকে আমার নমস্কার। মোহানলের উজ্জ্বল জ্বালায় লোকসকল জ্বলিত, এ অবস্থায় যাঁহার পাদাম্বুজচ্ছায়ায় প্রবেশ করিলে আর দগ্ধ হইতে হয় না, যাঁহার স্মরণমাত্র মোহ, দুর্গতি, রোগ বা দুঃখ কিছুই থাকে না, সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি। ২১৮-২৩০। যাঁহার বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন জনগণ যাঁহাকে জানিতে পারিলে আর প্রজাকামনা করে না; আত্মাতেই সর্ব্বলোক অবলোকন করিয়া থাকে। শব্দার্থ এবং সম্বিদর্থ যদি বিষ্ণুর নামতৎপর হয়, তবে হে মাধব! সেই সত্যবলে সংসার আমায় স্পর্শ না করুক। একমাত্র নারায়ণই যদি জগদ্ব্যাপী ও বেদাদিসম্মত, তবে সেই সত্যবলে আমার বিষ্ণুভক্তি বিঘ্নবিরহিত হউক। যিনি বীজ নহেন, অপিচ বীজ ব্যতীত বীজভাবিত, সেই বিষ্ণু আমার ভববীজ তীক্ষ্ণ বিদ্যাসি দ্বারা খণ্ডিত করিয়া দিউন। যিনি

গুণৈর্ভবতি কার্য্যেষু সপ্রসীদতু মে হরিঃ ॥২৮৫
দশধেহাবতীর্ণো যো ধর্ম্মত্রাণায় কেবলম্।
অভ্যর্থিতঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ স প্রসীদতু মে হরিঃ
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং প্রাণিহৃন্মন্দিরেঽমলঃ।
একো বসতি যো দেবঃ স প্রসীদতু মে হরিঃ
ইচ্ছাক্রমে স দেবাগ্রে একশ্চৈব বহুস্তথা।
প্রবিষ্টো দেবতাঃ স্রষ্টা স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥
হৃৎখগঃ খসমঃ খাদিঃ খাতীতঃ খক্রিয়ঃ খগঃ।
খং ব্রহ্মা খাদিভুক্ চান্তে খমূর্ত্তিস্ত্বং মখাশনঃ ॥
যস্তাসায়ং মুদা যস্য মায়য়া সৃজতে জগৎ।
জাড্যং দুঃখমসত্যঞ্চ স ভবানেব তন্ময়ঃ ॥২৫০
ত্বংসৃষ্টং মোদতে বিশ্বং ত্বত্ত্যক্তমশুচির্ভবেৎ।
তৎসঙ্গতোঽপ্যসঙ্গস্ত্বং বিকারস্তেন তেন হি ॥
ভূতযোগজচৈতন্যং চার্বাকা য মুপাসতে।
সৌগতা ব্রুবতে তর্কৈস্ত্বাং বুদ্ধিং ক্ষণভঙ্গুরাম্ ॥

মটের ন্যায় সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ব্যাপারে ত্রিবিধ গুণে ত্রিবিধ মূর্ত্তি, সেই হরি মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি সুরগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া ধর্ম্মরক্ষার্থ দশবিধরূপে অবতীর্ণ হন, সেই হরি মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে যে একমাত্র অমল দেব বাস করেন, সেই হরি মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি অগ্রে একমাত্র সৎ থাকিয়া পরে ইচ্ছানুসারে বহুরূপে দেবদেহে প্রবিষ্ট হন, সেই স্রষ্টা হরি মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি হৃদাকাশগত, আকাশসম, আকাশাদি, আকাশাতীত, আকাশক্রিয়, আকাশগ, আকাশস্বরূপ, আকাশাদিভুক্, ও অন্তে আকাশমূর্ত্তি, সেই মখাশন তুমিই। যাঁহার প্রভায় যাঁহার প্রমোদে যাঁহার মায়ায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দেব আপনিই; আপনাতেই জাড্য, দুঃখ ও অসত্য অবস্থিত। এই বিশ্ব তোমা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রবৃত্ত হয়, আবার তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অশুচি হইয়া থাকে। জগতের সঙ্গ পাইয়াও তুমি অসঙ্গ; এবং তাহাতেই তুমি বিকারযুক্ত। চার্ব্বাকগণ ভূত-

শরীরপরিমাণং ত্বাং মন্যন্তে জিনদেবতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পুরুষং সাংখ্যাস্ত্বামেব প্রকৃতেঃ পরম্ ॥
জন্মাদিরহিতঃ পূর্ব্বং যঃ স্যাদানন্দলক্ষণম্।
ত্বামেবোপনিষদ্ব্রহ্ম চিন্তয়ন্তি পরম্পরম্ ॥২৫৪
খাদিভূতানি দেহশ্চ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বমেবাত্র নান্যত্বত্তোঽস্তি কিঞ্চন
ত্বং ধাতা সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব শরণং মম।
ত্বমগ্নিস্ত্বং হবিঃ শক্রো হোতা মন্ত্রঃ ক্রিয়াফলম্
ত্বমস্তি নাস্তি বৈকুণ্ঠ ত্বামহং শরণং গতঃ।
ত্বং কর্ম্মফলদাতা চ দীক্ষিতানাং ক্রিয়াফলম্ ॥
ত্বং হেতুঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব শরণং মম।
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ প্রীতির্মে রমতাং ত্বয়ি ॥
অপি পাপং দুরাচারং নরং ত্বৎপ্রণতং হরে।
নেক্ষন্তে কিঙ্করা যাম্যা উলূকাস্তপনং যথা ॥
তাপত্রয়মঘৌঘৈশ্চ তাবৎ পীড়য়তে জনম্।

যোগজ-চৈতন্যরূপে তোমাকেই উপাসনা করে। বৌদ্ধগণ তর্ক করিয়া তোমাকেই ক্ষণ-ভঙ্গুরা বুদ্ধি বলিয়া থাকে। জিনদেবতাগণ শরীরপরিমাণরূপে তোমাকেই মনে করে। সাংখ্যগণ তোমাকেই প্রকৃতির পরবর্ত্তী পুরুষ-রূপে ধ্যান করেন, এবং উপনিষদ্বাদিগণ তোমাকেই জন্মাদিরহিত পূর্ণ চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। আকাশাদি ভূত, দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, অবিদ্যা, সকলই তুমি, তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বভূতের ধাতা, তুমিই আমার আশ্রয়। তুমি অগ্নি, তুমি হবি, তুমি ইন্দ্র, তুমিই হোতা, তুমি মন্ত্র, তুমি ক্রিয়া এবং তুমি ক্রিয়াফল। হে বৈকুণ্ঠ! তুমি অস্তি, তুমি নাস্তি, তোমারই আমি শরণাপন্ন। তুমি কর্ম্মফলদাতা, তুমি দীক্ষিতগণের ক্রিয়াফলস্বরূপ, তুমি সর্ব্বভূতের হেতু এবং তুমিই আমার আশ্রয়। যুবক-গণের প্রতি যুবতীগণের এবং যুবতী-গণের প্রতি যুবকগণের যেমন মনঃপ্রীতি হয়, তোমাতে আমার তেমনি প্রীতি হউক। হে হরে! উলূক যেমন তপনদর্শনে সমর্থ হয়

যাবৎ স্মরতি নো নাথ ভক্ত্যা ত্বৎপাদপঙ্কজম্
যং ন স্পৃশন্তি গুণজাতিশরীরধর্ম্মা
যং ন স্পৃশন্তি গতয়স্ত্বখিলেন্দ্রিয়াণাম্।
যঞ্চ স্পৃশন্তি মুনয়ো গতসঙ্গমোহা-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে হরয়ে করোমি ॥২৬২
স্থূলং বিলাপ্য করণে করণং নিদানে
তৎকারণং করণকারণবর্জ্জিতে চ।
ইত্থং বিলাপ্য মুনয়ঃ প্রবিশন্তি তত্র
তস্মৈ নমোঽস্তু হরয়ে মুনিসেবিতায় ॥২৬২
যদ্ধ্যানসংবহনঘূর্ণবশীকৃতাং তা-
মৈশ্বর্য্যচারুগুণিনীং সুখমোক্ষলক্ষ্মীম্।
আলিঙ্গ্য শেরত ইহাত্মসুখৈকভাজ-
স্তস্মৈ নমোঽস্তু হরয়ে মুনিসেবিতায় ॥২৬৪
জন্মাদিভাববিকৃতের্বিরহস্বভাবে
যস্মিন্নয়ং পরিধুনোতি ষড়ূর্ম্মিবর্গঃ।
যং তাপয়ন্তি ন সদা মদনাদিদোষা-
স্তং বাসুদেবমমলং প্রণতোঽস্মি হার্দ্দম্॥
যদ্ধ্যানসঙ্গতমলং বিজহাত্যবিদ্যাং
যদ্ধ্যানবহ্নিপতিতং জগদেতি নাশম্।
যজ্জ্ঞানমুল্লসদসির্দ্যতি সংশয়ারিং
তং ত্বাং হরিং বিশদবোধঘনং নমামি ॥২৬৬
চরাচরাণি ভূতানি সর্ব্বাণি চ হরের্বশে।
যথাত্র তেন সত্যেন পুরস্তিষ্ঠতু মে হরিঃ ॥২৬৭
যথা নারায়ণঃ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তেন সত্যেন মে রূপং প্রদর্শয়তু কেশবঃ ॥ ২৬৮
ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু কেশবঃ ॥২৬৯
তস্যৈবং শপথৈঃ সত্যৈর্ভক্তিং তস্যানুচিন্তয়ন্।
দর্শয়ামাস চাত্মানং সপ্রীতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৭০
ততো দত্ত্বা বরং তস্য পূরয়িত্বা মনোরথম্।
জগাম কমলাকান্তঃ স্তুত্যা বিপ্রেণ তোষিতঃ।

না, তেমনি দুরাচার পাপী নরও যদি তোমার পদে শরণ লয়, তবে যমকিঙ্করেরা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে পারে না। হে নাথ! আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় এবং পাপরাশি তাবৎকালই লোকের পীড়াদায়ক হয়, যাবৎ না লোকে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পাদপঙ্কজ স্মরণ করিয়া থাকে। গুণজাতি ও দেহ-ধর্ম্ম সকল যাঁহাকে স্পর্শ করে না, নিখিল ইন্দ্রিয়-গতির যিনি স্পর্শাতীত, পরন্তু গত-সঙ্গমোহ হইয়া মুনিগণ যাঁহাকে স্পর্শ করেন, সেই ভগবান্ হরিকে আমি নমস্কার করি। মুনিগণ স্থূলকে করণে, করণকে নিদানে এবং তৎকারণকে করণ-কারণ-হীনে বিলীন করিয়া যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেই মুনি-সেবিত হরিকে আমি নমস্কার করি। আত্ম-সুখৈকভাক্ ব্যক্তিগণ মদীয় ধ্যান-ধারণার আবর্ত্তনে বশীকৃতা ঐশ্বর্য্য-চারুগুণিতা সুখ-মোক্ষলক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করে, সেই মুনি-সেবিত হরিকে নমস্কার করি। যিনি ক্ষয়োদয়স্বভাব হইলেও তাঁহাতে জন্মাদি ভাববিকৃতি নাই, যাঁহাকে অরিষড়্-বর্গ বিচলিত করিতে পারে না, এবং মদনাদি দোষ যাঁহাকে সন্তাপিত করে না, সেই প্রিয় বাসুদেবকে আমি ঐকান্তিকভাবে প্রণাম করিতেছি। এই জগৎ যদীয় ধ্যানসঙ্গত হইয়া অবিদ্যা পরিত্যাগ করে, যাহার ধ্যানা-গ্নিতে পতিত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহার জ্ঞানরূপ প্রস্ফুরিত অসি দ্বারা সংশয়ারি খণ্ডিত হইয়া যায়, সেই জ্ঞানঘন হরি তোমাকে আমি নমস্কার করি।২৩৪-২৬৬। যেহেতু চরাচর সর্ব্বভূত হরির বশে অবস্থিত, সেই সত্যবশে হরি আমার অগ্রে আসিয়া অবস্থিত হউন। যেহেতু স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জগৎই নারায়ণ-স্বরূপ, সেই সত্যবলে কেশব আমায় তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করুন। হরিতে যেমন আমার ভক্তি আছে, তাদৃশ বরিষ্ঠা ভক্তি যদি আমার গুরুতে থাকে, তবে সেই সত্যবলে কেশব আমায় স্বীয়রূপ প্রদর্শন করুন। পুরুষোত্তম হরি তাঁহার এইরূপ সত্য শপথ দ্বারা তদীয় ভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া প্রীতভাবে স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। অনন্তর বিপ্র-কৃত স্তবে তোষিত হইয়া কমলাকান্ত তাঁহাকে

কৃতকৃত্যো দ্বিজঃ সোঽপি বাসুদেবপরায়ণঃ ।
শিষ্যৈঃ সার্দ্ধং জপন্ স্তোত্রং তস্মিন্নাস্তে
তপোবনে ॥ ২৭২
কীর্ত্তয়েদ্যইদং স্তোত্রং শৃণুযোদ্যঽপি মানবঃ ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোতি বিপুলং ফলম্ ॥
আত্মবিদ্যাপ্রবোধঞ্চ লভতে ব্রাহ্মণঃ সদ ।
ন পাপে জায়তে বুদ্ধির্নৈব পশ্যত্যমঙ্গলম্ ॥
বুদ্ধিস্বাস্থ্যং মনঃস্বাস্থ্যং স্বাস্থ্যমৈন্দ্রিয়কং তথা ।
নৃণাং ভবতি সর্ব্বেষামস্য স্তোত্রস্য কীর্ত্তনাৎ ॥
বিচার্য্যার্থং জপেদ্যস্ত শ্রদ্ধয়া তৎপরো নরঃ ।
সবিধূয়েহ পাপানি লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২৭৬
লভতে বাঞ্ছিতান্ কামান্ পুত্রপৌত্রান্ পশূংস্তথা।
দীর্ঘমায়ুর্বলং বীর্য্যং লভতে স সদা পঠন্ ॥২৭৭
তিলপাত্রসহস্রেণ গোসহস্রেণ যৎফলম্ ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি য ইমাং কীর্ত্তয়েৎ স্তুতিম্
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যং যং কাময়তে সদা ।
অচিরাত্তমবাপ্নোতি স্তোত্রেণানেন মানবঃ ॥
আচারে বিনয়ে ধর্ম্মে জ্ঞানে তপসি সন্নয়ে ।
নৃণাং ভবতি নিত্যং ধীরিমাং সংশৃণ্বতাং স্তুতিম্
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা হ্যুপপাতকৈঃ ।
সদ্যো ভবতি শুদ্ধাত্মা স্তোত্রস্য পঠনাৎ সকৃৎ
প্রজ্ঞালক্ষ্মীযশঃকীর্ত্তিজ্ঞানধর্ম্মবিবর্দ্ধনম্ ।
দুষ্টগ্রহোপশমনং সর্ব্বাশুভবিনাশনম্ ॥ ২৮২
সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং সর্ব্বারিষ্টনিষূদনম্ ।
দুর্গতেস্তরণং স্তোত্রং পঠিতব্যং দ্বিজাতিভিঃ ॥
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু রাজচোরভয়েষু চ ।
অগ্নিচোরনিপাতেষু সদ্যঃ সংকীর্ত্তয়েদিদম্ ॥
সিংহব্যাঘ্রভয়ং নাস্তি নাভিচারভয়ং তথা ।
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো রাক্ষসেভ্যস্তথৈব চ ॥
পূতনা জৃম্ভকেভ্যশ্চ বিঘ্নেভ্যশ্চৈব সর্ব্বদা ।
নৃণাং ক্বচিদ্ভয়ং নাস্তি স্তবে হ্যস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতে
বাসুদেবস্য পূজাং যঃ কৃত্বা স্তোত্রমুদীরয়েৎ ।
লিপ্যতে পাতকৈর্নাসৌ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥২৮৭
গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যা স্নানৈর্নাপ্যতে গতিঃ ।

বরদান ও তদীয় মনোরথ পূরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই বিপ্রও কৃতকৃত্য হইয়া বাসুদেবারাধনায় তৎপর রহিলেন এবং শিষ্যগণ সহ উক্ত স্তোত্র জপ করত তপোবনে বাস করিতে লাগিলেম। যে মানব এই স্তোত্র কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিপুল ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এই স্তবপাঠে আত্মবিদ্যাজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার পাপে মতি হয় না, সে অমঙ্গল দর্শন করে না। এই স্তোত্রকীর্ত্তনে সকলেরই বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় স্বস্থ হইয়া থাকে। যে ভগবৎপরায়ণ নর শ্রদ্ধাসহকারে অর্থ বিচার করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপপ্রক্ষালিত করিয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্তোত্রপাঠকারী ব্যক্তি বাঞ্ছিত কাম, পুত্র পৌত্র পশু, দীর্ঘ আয়ু, বল ও বীর্য্য লাভ করে। সহস্র তিলপাত্র এবং সহস্র গোপ্রদানে যে ফল হয়, এই স্তুতিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ মধ্যে যাহা যাহা কামনা করে, এই স্তোত্র দ্বারা অচিরাৎ তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্তুতিশ্রবণে নরগণের আচারে নিয়মে ধর্ম্মে জ্ঞানে তপস্যায় এবং সুনীতিতে নিত্য মতি হয়। নর মহাপাতকযুক্ত বা উপপাতকযুক্ত হউক, এই স্তোত্র একবার পাঠেই সদ্য শুদ্ধাত্মা হইয়া থাকে। এই প্রজ্ঞা, লক্ষ্মী, যশ, কীর্ত্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবিবর্দ্ধন, দুষ্টগ্রহোপশমন, সর্ব্বাশুভনিবারণ সর্ব্বব্যাধিহর, সর্ব্বারিষ্টনাশন, দুর্গতিতারণ, পথ্য স্তোত্র দ্বিজাতিগণের পঠিতব্য। নক্ষত্র ও গ্রহপীড়া, রাজভয়, চোরভয়, অগ্নিভয় ও মহামারীভয়ে এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবে। এই স্তব কীর্ত্তিত হইলে সিংহ ব্যাঘ্র, অভিচার ভূত পিশাচ রাক্ষস পূতনা জৃম্ভক বা অন্য কোন বিঘ্ন হইতেই কদাচ নরগণের কোনই ভয় থাকে না।২৬৭—২৮৬। যে ব্যক্তি বাসুদেবের পূজা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, জলে পদ্মপত্রের ন্যায় সে কোন পাপেই লিপ্ত হয় না। গঙ্গাদি পুণ্য তীর্থে যে গতি প্রাপ্ত

তাং গতিং সমবাপ্নোতি পঠন্ পুণ্যামিমাং স্তুতিম্।
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বাপি যঃ পঠেৎ
সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে ॥২৮৯
চতুর্ণামপি বেদানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা চ যৎফলম্।
তৎ ফলং লভতে স্তোত্রমধীয়ানঃ সকৃন্নরঃ ॥
অক্ষয়ং ধনমাপ্নোতি স্ত্রীণাং ভবতি বল্লভঃ।
পূজাং বিন্দতি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া সংস্মরন্ হরিম্ ॥২৯১
সর্ব্বদা সম্পদা যুক্তো বিপদং নৈব গচ্ছতি।
গোভির্ন হ্রিয়তে স্তোত্রং নিত্যং যঃ কীর্ত্তয়েদ্ধি যৎ
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতম্।
সদ্যো নশ্যন্তি ভক্তানামেতং সংশৃণ্বতাং স্তবম্
প্রাতরুত্থায় যোঽধীতে শুচির্বিষ্ণুপরায়ণঃ।
অক্ষয্যং লভতে সৌখ্যমিহ লোকে পরত্র চ ॥
দেবদ্যুতিপ্রণীতং বৈ বিষ্ণুপ্রীতিকরং শুভম্।
বিষ্ণুপ্রসাদজননং বিষ্ণুদর্শনকারকম্ ॥ ২৯৫
যোগসারমিদং নাম স্তোত্রং পরমপাবনম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
ইতি তে কথিতং স্তোত্রং গুহ্যং পাপপ্রণাশনম্
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পিশাচস্য বিমোচনম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে যোগসারস্তোত্র-কথনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বসিষ্ঠ উবাচ।

শ্রূয়তাং যে পিশাচাশ্চ মোচিতাস্তেন তদ্বনে।
আসীদ্রাজা চিত্রনামা দ্রাবিড়ে বিষয়ে পুরা ॥১
সোমান্বয়ে মহাবীরঃ শূরঃ শস্ত্রাস্ত্রপারগঃ।
গজবাজিরথৌঘৈশ্চ সম্পন্নো বিক্রমী সদা ॥ ২
স্বর্ণৈর্নানাবিধৈ রত্নৈঃ পূর্ণকোশো মহাধনঃ।
মধ্যে নারীসহস্রস্য সদা ক্রীড়তি তৎপরঃ।৩
স্ত্রৈণঃ কামী সদা লুব্ধশ্চণ্ডকোপঃ স পার্থিবঃ।

হওয়া যায় না, এই পুণ্য স্তুতি পাঠে সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এক-কাল, দ্বিকাল ত্রিকাল বা সর্ব্বকাল এই স্তোত্র পাঠ করে, সে অক্ষয় সুখ ভোগ করিয়া থাকে। চতুর্ব্বেদ তিনবার পাঠে যে ফল হয়, নর একবার মাত্র এই স্তোত্রপাঠে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। নর শ্রদ্ধার সহিত হরি স্মরণ করিলে অক্ষয্য ধন প্রাপ্ত হয়, রমণীগণের প্রিয় হইয়া থাকে এবং এই জগতে পূজা লাভ করে। যে ব্যক্তি নিত্য এই স্তোত্র কীর্ত্তন করে, সে সর্ব্বদা সম্পদযুক্ত হয়, কখন বিপদপ্রাপ্ত হয় না; নিত্য তাহার গোধন বিদ্যমান থাকে। এই স্তবশ্রবণকারী ভক্তগণের অলক্ষ্মী, কালকর্ণী দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা সদ্য নাশপ্রাপ্ত হয়। যে বিষ্ণুপরায়ণ শুচি ব্যক্তি প্রভাতে উত্থিত হইয়া এই স্তোত্র অধ্যয়ন করে, ইহ পরকালে তাহার অক্ষয্য সুখ লাভ হয়। এই দেবদ্যুতিপ্রণীত পরম পাবন যোগসার নামক স্তোত্র বিষ্ণু-প্রীতিকর, শুভ, বিষ্ণুপ্রসাদজনক, ও বিষ্ণু-দর্শনকারক। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত সতত ইহা পাঠ করে, সে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। এই পাপপ্রণাশন গুহ্য স্তোত্র তোমার নিকট আমি কীর্ত্তন করিলাম, অতঃ-পর পিশাচমোচন-কথা কহিব।২৬৭—২৯৭।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১২৮।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিপ্র দেবদ্যুতি কর্ত্তৃক উক্ত বনে পিশাচগণ মোচিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই বিবরণ শ্রবণ কর। পুরাকালে দ্রাবিড়দেশে চন্দ্রবংশে চিত্ররথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাবীর, শূর, শস্ত্রাস্ত্র-পারগ, গজবাজি-রথরাজি-সম্পন্ন, বিক্রম-শালী ও মহাধন। নানাবিধ স্বর্ণরত্নে নরপতির কোষাগার পূর্ণ ছিল। তিনি ক্রীড়া-সক্ত হইয়া নারীসহস্র মধ্যে ক্রীড়া করি-তেন। চিত্ররথ স্ত্রৈণ, কামী, সদালুব্ধ ও

ন করোতি বচো ধর্ম্ম্যং সচিবৈঃ সমুদীরিতম্ ॥৪
বিষ্ণুং নিন্দতি সোঽত্যর্থং বৈষ্ণবান্ দ্বেষ্টি সর্ব্বদা
কোঽসৌ বিষ্ণুঃ ক্ব দৃষ্টোঽসৌ ক্ব চাস্তে কেন কীর্ত্ত্যতে ॥ ৫
ইত্থং ন সহতে বিষ্ণুং স রাজা দৈবমোহিতঃ।
নারায়ণং ভজন্তে যে তান্ পীড়য়তি কোপিতঃ
ন ব্রাহ্মণান্ বেদাংশ্চ বৈদিকং কর্ম্ম ন ব্রতম্।
ন দানং মন্যতে দাতুং পাষণ্ডস্থিতিসংস্থিতঃ ॥৭
অনীত্যা চণ্ডদণ্ডৈশ্চ প্রজাপীড়াং করোতি সঃ।
নিষ্ঠুরো নির্দ্দয়ঃ ক্রূরঃ পুণ্যকার্য্যপরাঙ্মুখঃ ॥ ৮
চ্যুতাচারোঽচ্যুতদ্বেষ্টা চ্যুতাগ্নিশ্চ চ্যুতক্রিয়ঃ।
সোঽন্বশাস্তি জনং ভূপঃ কালরূপ ইবাপরঃ ॥ ৯
ততো বহুতিথে কালে স রাজা পঞ্চতাং গতঃ
বৈদিকেন বিধানেন লেভে নৈবৌর্দ্ধদৈহিকম্ ॥
অথ কিঙ্করযূথেন পীড্যমানো ভৃশং তদা।

প্রচণ্ডকোপ ছিলেন। তাঁহার সচিবগণ ধর্ম্মসঙ্গত প্রস্তাব করিলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি অতিমাত্র বিষ্ণু-নিন্দা করিতেন, সর্ব্বদা বৈষ্ণবদিগের প্রতি দ্বেষ করিতেন। কে বিষ্ণু? কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? তিনি কোথায় থাকেন? কে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে? এইরূপে সেই রাজা দৈবমোহিত হইয়া বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সহ্য করিতেন না। যাহারা নারায়ণকে ভজনা করিত, তাহাদিগকেও তিনি পীড়ন করিতেন। বেদ, ব্রাহ্মণ, বৈদিককর্ম্ম, ব্রত, দান, ইহার কোন কিছুই তাঁহার মনে ধরিত না। তিনি সর্ব্বদা পাষণ্ডপথে অবস্থান করিতেন; নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রচণ্ড দণ্ডে প্রজাপীড়ন করিতেন। তিনি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, ক্রূর, পুণ্যকার্য্যপরাঙ্মুখ, আচারহীন, অচ্যুতদ্বেষী, অগ্নিক্রিয়াবর্জ্জিত ও সৎক্রিয়াবিরহিত ছিলেন। রাজা দ্বিতীয় কালমূর্ত্তির ন্যায় প্রজাশাসন করিতেন। অনন্তর বহুকাল পরে রাজার মৃত্যু হইল। বৈদিক বিধানে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা হইল না। যমকিঙ্করগণ তাঁহাকে অত্যধিক পীড়ন করিয়া

অয়ঃকীলময়ে মার্গে তপ্তসিকতাপ্রপূরিতে ॥ ১১
চণ্ডার্করশ্মিসন্তপ্তে বৃক্ষচ্ছায়াবিবর্জ্জিতে।
তপ্তাঙ্গারপ্রকীর্ণে চ বহ্নিজ্বালাসমাকুলে ॥১২
লোহতুণ্ডৈশ্চ কাকোলৈর্হন্যমানঃ সুদারুণৈঃ।
দংষ্ট্রৈর্দংষ্ট্রাকরালৈশ্চ শ্বভির্ঘোরৈশ্চ ভক্ষিতঃ ॥১৩
শৃণ্বন্ ক্রন্দিতমন্যেষাং নৃণাং কিল্বিষকারিণাম্।
জগাম পার্থিবো লোকমন্তকস্য ভয়াবহম্ ॥১৪
শৃণু ভূপ গতিং তস্য তস্মিঁল্লোকে সুদুঃসহাম্।
নিরয়ান্নিরয়ং যাতঃ পর্য্যায়েণ স ভূপতিঃ ॥ ১৫
আদৌ প্রযাতস্তামিস্রে দারুণে ভূরিদুঃখদে।
পুনশ্চৈবান্ধতামিস্রে যত্র দুঃখং নিরন্তরম্ ॥ ১৬
গতোঽনন্তরমত্যুগ্রং মহারৌরবরৌরবম্।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ ॥ ১৭
পশ্চান্মগ্নঃ স ভূপালো দুস্তরে দুঃখমূর্চ্ছিতঃ।
সঞ্জীবনে মহাবীচৌ তাপনে সম্প্রতাপনে ॥ ১৮
প্রতাপনরকং রাজা দুঃখাগ্নিপ্লুষ্টমানসঃ।

প্রখর দিবাকরকরে প্রতপ্ত, বৃক্ষচ্ছায়াবিবর্জ্জিত, তপ্তাঙ্গারবিক্ষিপ্ত, বহ্নিজ্বালাসমাকুলিত লৌহকীলময় পথে লইয়া চলিল। লৌহতুণ্ডযুত সুদারুণ কাকগণ রাজাকে আহত করিতে লাগিল। দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ বৃক ও কুক্কুরগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। পাপকারী অন্যান্য রাজগণের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে শুনিতে রাজা ভয়াবহ যমলোকে উপনীত হইলেন।১—১৪। হে ভূপ! সেই যমলোকে রাজার যে দুঃসহ গতি হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। সেই রাজা পর্য্যায়ক্রমে এক নরক হইতে অন্য নরকে পতিত হইতে লাগিলেন। ভূরিদুঃখপ্রদ দারুণ তামিস্র নরকে অগ্রে তাঁহার পতন হইল। সে স্থান হইতে পুনরায় নিরন্তর দুঃখজনক অন্ধতামিস্রে, তৎপরে অত্যুগ্র মহারৌরবে, তৎপশ্চাৎ কালসূত্র নরকে, সে স্থান হইতে মহানরকে, তাহা হইতে সঞ্জীবনে, পরে মহাবীচি নরকে, তাপনে এবং তথা হইতে সম্প্রতাপন নরকে নিমগ্ন হইলেন। দুস্তর

সম্পাতঞ্চ সকাকোলং কুড্মলং পূতিমৃত্তিকম্॥
লোহশঙ্কুং মৃগীযন্ত্রং পন্থানং শাল্মলিং নদীম্।
প্রবিষ্টোঽথ মহাভীমং দুর্দ্দর্শং দুর্গমং পুনঃ॥২০
অসিপত্রবনঞ্চৈব মোহচারকমেব চ।
এবমেতেষু সর্ব্বেষু পতিত্বা পাপরূপধৃক্॥ ২১
অবিন্দন্নরকে ঘোরে সন্তাপং যাতনাময়ম্।
বিষ্ণুপ্রদ্বেষশেষেণ যুগানামেকবিংশতিম্॥ ২২
ভুক্ত্বা চ যাতনাং যাম্যাং নিস্তীর্ণনরকো নৃপঃ।
সমযাদ্‌গিরিরাজে তু পিশাচোঽভূত্তদা মহান্॥
স ভ্রাম্যতি দিশঃ সর্ব্বা বনে তস্মিন্ বুভুক্ষিতঃ।
ন পশ্যত্যশনং তোয়ং মেরাবপি সদা গিরৌ॥২৪
কদাচিৎ পর্য্যটন্ সোঽথ পিশাচঃ শোকপীড়িতঃ
প্লক্ষপ্রস্রবণারণ্যং প্রবিষ্টো ভাবিসংফলম্॥২৫
বিভীতকতরুচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য সুদুঃখিতঃ।
হা হতোঽস্মীতি চাক্রন্দ ঘোরমুচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং মুহ্যমানস্য সর্ব্বভূতদ্রুহো মম।
জন্মনোঽস্য দুরন্তস্য কথমন্তো ভবিষ্যতি॥ ২৭
আদৌ পাপসমুদ্রেঽস্মিন্ দুঃখকল্লোলমালিনি।
করাবলম্বনং কোঽদ্য নিমগ্নস্য প্রদাস্যতি॥ ২৮
ইত্থং তস্য পিশাচস্য রোদনং দীনচেতসঃ।
দেবদ্যুতিরধীয়ানঃ শুশ্রাব করুণাময়ম্॥ ২৯
সমাগম্য ততস্তত্র তং পিশাচং দদর্শ সঃ।
বিকরালমুখং ভীমং পিশঙ্গনয়নং কৃশম্॥ ৩০
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজকৃষ্ণাঙ্গং যমদূতমিবাপরম্।
ললজ্জিহ্বঞ্চ লম্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘং শিরাকুলম্॥৩১
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরম্।
অথামুং কৌতুকাবিষ্টঃ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৩২

দেবদ্যুতিরুবাচ।

কোঽসি ত্বং ভীষণাকারঃ কুতো রোদিষি দারুণম্।
অবস্থেয়ং কুতো ব্রূহি কিঞ্চাহং করবাণি তে।

নরকভোগে রাজা দুঃখমূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুঃখানলে তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি সম্পাত, সকাকোল, কুড্মল, পূতিমৃত্তিক, লোহশঙ্কু, মৃগীযন্ত্র এবং শাল্মলিপথ প্রভৃতি দুর্দ্দর্শ দুর্গম মহাভীম নরকে প্রবেশ করিলেন। এতভিন্ন মোহকারক এবং অসিপত্রবনেও রাজার পতন হইল। পাপকারী রাজা এইরূপে যাবতীয় নরকে নিপতিত হইয়া প্রতি ঘোর নরকে যাতনাময় বিষম সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষকরণরূপ দোষে একবিংশতি যুগ যাবৎ যমযাতনা ভোগ করিয়া পরে রাজা নরক হইতে নিস্তার পাইলেন বটে, কিন্তু কালক্রমে গিরিরাজ সুমেরু শৈলে তাঁহাকে মহাপিশাচ হইতে হইল। সেই মহাপিশাচ বুভুক্ষিত হইয়া সর্ব্বদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সুমেরুশৈলেও কুত্রাপি খাদ্য বা পানীয় কিছুই প্রাপ্ত হইল না। একদা শোকপীড়িত পিশাচ ভ্রমণ করিতে করিতে প্লক্ষ প্রস্রবণারণ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে বিভীতক তরুর ছায়া আশ্রয় করিয়া অতি দুঃখিতভাবে 'হা হতোস্মি' বলিয়া পুনঃপুন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, আহা আমি সর্ব্বভূতের হিংসক; কাজেই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এক্ষণে মুহ্যমান হইয়াছি। কিরূপে আমার এই দুরন্ত জন্মের অবসান হইবে? এই দুঃখকল্লোলমালাময় পাপসমুদ্রে আমি মগ্ন হইয়াছি। কে আমায় অদ্য করাবলম্বন অর্পণ করিবে? ১৬—২৮। সেই দীনচেতা পিশাচের এই করুণাময় রোদনধ্বনি অধ্যয়নরত দেবদ্যুতি শ্রবণ করিলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক সেই পিশাচকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—পিশাচ বিকটবদন, ভীষণদর্শন, পিশঙ্গনয়ন, কৃশদেহ, ঊর্দ্ধকেশ, কৃষ্ণাঙ্গ, দ্বিতীয় যমদূতবৎ দণ্ডায়মান, লোলজিহ্ব, লম্বোষ্ঠ, দীর্ঘজঙ্ঘ, শিরাকুল, দীর্ঘাঙ্ঘ্রি; শুষ্কতুণ্ড, কোটরাক্ষ ও শুষ্কপঞ্জর। অনন্তর মুনিপুঙ্গব কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি ভীষণাকার? কি জন্য দারুণ রোদন করিতেছ? কেন তোমার এরূপ অবস্থা হইল?

মমাশ্রমপ্রবিষ্টা হি দুঃখভাজো ন জন্তবঃ।
মোদন্তে কেবলং সর্ব্বে বৈকুণ্ঠে ভবনে যথা ॥
বদ ত্বং সত্বরং ভদ্র দুঃখস্যৈতস্য কারণম্।
কালক্ষেপং ন কুর্ব্বন্তি প্রাপ্তেহর্থে হি মনীষিণঃ
বসিষ্ঠ উবাচ।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং প্রীতঃ পিশাচস্ত্যক্তরোদনঃ।
উবাচ দীনয়া বাচা প্রশ্রয়াবনতস্তদা ॥ ৩৬
পিশাচ উবাচ।
সর্ব্বাঙ্গব্যাপি সন্তাপং জহার ত্বদ্বচো ময়ি।
গ্রীষ্মে দাবানলোদ্ভূতং বর্ষন্মেঘ ইবাচলে ॥ ৩৭
যন্মেঽস্তি সুকৃতং কিঞ্চিত্তেন দৃষ্টোহসি মে দ্বিজ
ন হ্যসঞ্চিতপুণ্যানাং সদ্ভিরেকত্র সঙ্গমঃ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা কথয়ামাস পূর্ব্ববৃত্তান্তমাত্মনঃ।
বিষ্ণুদ্বেষপ্রদোষেণ দশামেতামহং গতঃ ॥ ৩৯
যন্নামগ্রহণান্মুক্তো মৃত্বা বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ।
পাপিষ্ঠোঽপি হরৌ তস্মিন্ মম দ্বেষোঽভবদ্দ্বিজ
যঃ পালয়তি ভূতানি ধর্ম্মং পাতি জগত্রয়ে।
যোঽন্তরাত্মা চ ভূতানাং তস্মিন্ দ্বেষো মমাভব
কর্ম্মণাং ফলদো যোঽত্র সর্ব্বদেবেষু গীয়তে।
তপোভিরিজ্যতে বিপ্রৈঃ স মদ্দ্বেষবশং গতঃ
ত্যক্তক্রিয়ৈঃ প্রিয়ারণ্যৈর্নিঃসঙ্গৈকচরৈশ্চ যঃ।
বেদান্তে যতিভিশ্চিন্ত্যঃ স মে দ্বেষী হরির্দ্বিজ।
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ।
মুক্ত্যর্থমর্চ্চয়ন্তীহ স বিষ্ণুর্দ্বেষিতো ময়া ॥ ৪৪
আদৌ মধ্যেঽবসানে যো বিশ্বধাতা সনাতনঃ।
যস্য নৈবাদিমধ্যান্তাঃ স মে দ্বেষপদং যযৌ ॥ ৪৫
যন্ময়া সুকৃতং কর্ম্ম কৃতং প্রাক্তনজন্মনি।
বিষ্ণুদ্বেষাগ্নিনা দগ্ধং তৎসর্ব্বং ভস্মসাদভূৎ ॥৪৬
কথঞ্চিদস্য পাপস্য সীমাং দ্রক্ষ্যামি চেদহম্।
মুক্ত্বা নারায়ণং নান্যমর্চ্চয়িষ্যামি দেবতাম্ ॥৪৭

আমি তোমার কি করিব বল। আমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জীবগণ কখন দুঃখ ভোগ করে না। বৈকুণ্ঠ ভবনের ন্যায় সকলেই এস্থানে নিরবচ্ছিন্ন প্রমোদ প্রাপ্ত হয়। হে ভদ্র! তুমি সত্বর তোমার এই দুঃখের কারণ ব্যক্ত কর। প্রাপ্য অর্থ বিষয়ে মনীষিগণ কখন কালক্ষেপ করেন না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—পিশাচ এই কথা শুনিয়া প্রীত হইল। সে রোদন পরিত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে দীন বচনে বলিল, মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বর্ষণ করিয়া গ্রীষ্মকালীন দাবানলতাপ হরণ করে, তেমনি আপনার বাক্য আমার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী সন্তাপ হরণ করিয়াছে। হে দ্বিজ! আমার যে একটু সুকৃত আছে, তাহারই ফলে আপনার আমি দর্শন পাইয়াছি। বস্তুতঃ অকৃতপুণ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে সাধুসমাগম সম্ভবপর হয় না। পিশাচ এই বলিয়া নিজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। বলিল, বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষকরণদোষে আমার ঈদৃশ দশা হইয়াছে। যাঁহার নামস্মরণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পাপিষ্ঠ জীবও বিষ্ণুপদে প্রয়াণ করিয়া থাকে, হে দ্বিজ! সেই হরি দেবে আমার বিষম দ্বেষ জন্মিয়াছিল। যিনি ভূতবর্গ পালন করেন, ত্রিজগতে ধর্ম্মরক্ষা করেন এবং ভূতগণের অন্তরাত্মরূপে বিরাজ করেন, সেই হরিদেবে আমি দ্বেষ করিয়াছিলাম। যিনি কর্ম্মসমূহের ফলদাতৃরূপে গীত হইয়া থাকেন, বিপ্রগণ তপস্যা দ্বারা যাঁহার উপাসনা করেন, সেই হরি আমার দ্বেষের পাত্র হইয়াছিলেন। সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগী অরণ্যপ্রিয় নিঃসঙ্গ যতিগণ যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরম পুরুষের চিন্তা করেন, হে দ্বিজ! সেই হরি আমার দ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। ২৯—৪৩। ব্রহ্মাদি সুরগণ এবং সনকাদি যোগিগণ মুক্তি-লাভার্থ যাঁহার অর্চ্চনা করেন, সেই হরির প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলাম। আদি মধ্য, অন্ত সর্ব্বত্রই যিনি সনতান বিশ্বধাতা, পরন্তু যাঁহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, সেই হরি আমার দ্বেষপাত্র হইয়াছিলেন। আমি প্রাগ্জন্মে যে কিছু সুকৃত কর্ম্ম করিয়াছিলাম, বিষ্ণুদ্বেষা-নলে গদ্ধ হইয়া তৎসমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। যদি আমি কোনওরূপে এই পাপের সীমা সন্দর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই

বিষ্ণুদ্বেষাচ্চিরং ভুক্তা ময়া নরকযাতনাম্।
নিরয়ান্নিঃসৃতঃ সোঽহং পৈশাচীং যোনিমাগতঃ
অধুনা কর্ম্মযন্ত্রৈঃ কৈরথানীতস্ত্বদাশ্রমম্।
যত্র ত্বদ্দর্শনার্কাদ্যৈ নষ্টং দুঃখময়ং তমঃ ॥ ৪৯
প্রাপ্যতে মরণং যত্র বন্ধনং শ্রীঃ সুখং বধূঃ।
স তত্র নীয়তে যেন কর্ম্মণা গলহস্তিনা ॥ ৫০
ইদানীমুচিতং কর্ম্ম ব্রূহি পৈশাচ্যনাশনম্।
পরোপকারকার্য্যে হি ন ধন্যা মন্দগামিনঃ ॥৫১
দেবদ্যুতিরুবাচ।
অহো মুষ্ণাতি মায়েয়ং দেবাসুরনৃণাং স্মৃতিম্।
যয়া দেবেষ্বপি দ্বেষো জায়তে ধর্ম্মনাশনঃ ॥ ৫২
স্রষ্টা পালয়িতা হন্তা জগতাং যো মহেশ্বরঃ।
আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং তং মূঢ়ো দ্বেষ্টি কঃ কথম্
ভবন্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি সফলানি যদর্পণাৎ।
তদ্ভক্তিবিমুখো মর্ত্ত্যঃ কো ন যাতীহ দুর্গতিম্ ॥
শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম কেবলম্।
সেবিতব্যং চতুর্ব্বর্ণৈর্ভজন্নারায়ণং সদা ॥ ৫৫
অন্যথা নিরয়ং যান্তি বিনা হ্যাগমসেবনাৎ।
অতো বেদবিরুদ্ধার্থং শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম সন্ত্যজেৎ
স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রতার্য্যেহ তু বালিশান্।
বিঘ্নন্তি শ্রেয়সো মার্গং লোকনাশায় কেবলম্ ॥৫৭
বিষ্ণুং নিন্দন্তি বেদাংশ্চ তপো নিন্দন্তি সদ্দ্বিজান্
তেন তে নরকং যান্তি হ্যসচ্ছাস্ত্রনিষেবণাৎ ॥ ৫৮
অয়মেব যথা রাজা দ্রবিড়ো নিরয়ং গতঃ।
দ্বিষন্নারায়ণং দেবং দেবদেবং জগৎপ্রভুম্ ॥৫৯
তস্মাদ্দ্বেষং হি দেবেষু ব্রাহ্মণেষু বিশেষতঃ।
সন্ত্যজেৎ পুণ্যকামোঽত্র বেদবাহ্যাং
ক্রিয়াং ত্যজেৎ।
ইত্যুক্ত্বা কথয়ামাস পিশাচায় হিতং মুনিঃ।
প্রয়াগং গচ্ছ ভোভদ্র মাঘমাসং বিচারয় ॥৬১

এক নারায়ণ ব্যতীত দেবতান্তরের আর অর্চ্চনা করিব না। আমি বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে চিরকাল নরকযাতনা ভোগ করিয়াছি। পরে নরক হইতে নিঃসৃত হইয়া এই পৈশাচী যাতনা ভোগ করিতেছি। অধুনা কোন কর্ম্মসূত্রবশে ভবদীয় আশ্রমপদে আনীত হইয়াছি। এখানে আপনার দর্শনরূপ দিবাকরকরে আমার দুঃখরূপ অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে। জীব যেস্থানে মরণ, বন্ধন, সম্পদ, সুখ ও স্ত্রীলাভ করে, গলহস্তবৎ স্বীয় কর্ম্মদ্বারা সে সেই স্থানেই নীত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! অধুনা পিশাচত্বনাশন উচিত কর্ম্ম আমায় বলুন। ধন্যব্যক্তিগণ পরোপকার কর্ম্মে কদাচ মন্দগামী হন না। দেবদ্যুতি কহিলেন, আহা কি মায়া, ইহা দেবাসুরনরগণের স্মৃতি অপহরণ করে। ইহাতে দেবতার প্রতিও ধর্ম্মনাশক দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে মহেশ্বর এই সর্ব্ব জগতের স্রষ্টা পালয়িতা এবং হন্তা, অপিচ যিনিই সর্ব্বভূতের আত্মা, কোন্ মূঢ় কিরূপে তাঁহার দ্বেষাচরণ করে? যাহাতে অর্পণ করিলে সর্ব্বকর্ম্ম সফল হইয়া থাকে, সেই ভগবানে ভক্তি না করিয়া কোন্ মানব না দুর্গতি প্রাপ্ত হয়? সর্ব্বদা নারায়ণকে ভজনা করিয়া চতুর্ব্বর্ণের যাবতীয় লোক শ্রুতি স্মৃতি সদাচার বিহিত সর্ব্ব কর্ম্ম আচরণ করিবে। অন্যথা শাস্ত্র সেবনবিনা নরকে তাহারা প্রয়াণ করে। অতএব বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। অনেকে স্ববুদ্ধিরচিত শাস্ত্র দ্বারা মূর্খদিগকে প্রতারিত করিয়া কেবল লোকনাশার্থই প্রকৃত মঙ্গল পথের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহারা বিষ্ণুনিন্দা বেদনিন্দা, তপস্যার নিন্দা ও দ্বিজ নিন্দা করিয়া থাকে। এই পাপের ফলেই অসৎশাস্ত্র সেবনে তাহারা নিরয়গামী হয়।৫৫-৫৮। ইহার দৃষ্টান্ত এই দ্রবিড় দেশীয় রাজা। ইনি জগদ্গুরু দেবদেব নারায়ণ দেবের প্রতি দ্বেষাচরণ করিয়া নিরয়ে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। অতএব পুণ্যকামী ব্যক্তি দেবের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে দ্বেষ করিবেন না, সর্ব্বথা বেদবাহ্য ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবেন। মুনি দেবদ্যুতি এই কথা কহিয়া পিশাচকে এই হিতবাক্য বলিলেন যে, হে ভদ্র! তুমি মাঘমাসে প্রয়াগে যাও, সেখানে

যত্র তে নিশ্চিতা মুক্তিঃ পৈশাচ্যান্নাত্র সংশয়ঃ।
তত্রাপ্লুতা দিবং যান্তি শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥৬২
বিজহাতি নরস্তত্র প্রাক্তনং কর্ম্ম দুস্কৃতম্।
প্রয়াগস্নানতো নাস্তি পাপ্যন্তদধিকং পরম্ ॥৬৩
প্রায়শ্চিত্তং তপোরূপং দানরূপং ক্রিয়াত্মকম্।
যাগযোগাধিকং বিদ্ধি প্রয়াগং পাপিনামপি ॥৬৪
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তৎপৃথিব্যামপাবৃতম্।
সিতাসিতোদবেণী যা তাং হিত্বা ভুবি নাপরা ॥
পাপনৈগড়বদ্ধস্য ছেদনৈককুঠারিকা।
ক বিষ্ণুসূর্য্যতেজোঽগ্নির্গঙ্গাযামুনসঙ্গমঃ ॥ ৬৬
ক বরাকী নৃণাং তুচ্ছা পাপরাশিতৃণাহুতিঃ।
মলীমসঘনধ্বংসে যথা শরদি চন্দ্রমাঃ ॥ ৬৭
ভাতি পাপক্ষয়াদূর্দ্ধং নরো বেণীজলাপ্লুতঃ।
সিতাসিতস্য মাহাত্ম্যমহং বক্তুং ন তে ক্ষমঃ ॥৬৮
যত্তোয়কণসংস্পৃষ্টো মুক্তঃ কেরলকো দ্বিজঃ।
ইতি বাক্যমৃষেঃ শ্রুত্বা পিশাচস্তুষ্টমানসঃ ॥ ৬৯

মুক্তদুঃখ ইব প্রীতঃ পপ্রচ্ছ প্রণয়ান্মুনিম্।
কথং কেরলদেশীয়ো দ্বিজো মুক্তো মহামুনে ॥৭০
এতং কথয় বৃত্তান্তং সংশ্রিত্য করুণাং ময়ি ॥ ৭১

দেবদ্যুতিরুবাচ।

পিশাচ শৃণু পুণ্যাং মে কথাং কথয়তঃ শুভাম্।
কেরলে বসুনামাত্র ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ॥ ৭২
দায়াদৈহৃর্তবিত্তস্তু নির্দ্ধনো বন্ধুবর্জ্জিতঃ।
জন্মভূমিং পরিত্যজ্য মহাদুঃখেন দুঃখিতঃ ॥৭৩
দেশাদ্দেশং পরিভ্রাম্য কালেন মহতা পুনঃ।
প্রবিশ্য স মহারণ্যমীষদ্ব্যাধিপ্রপীড়িতঃ ॥ ৭৪
গচ্ছংস্তীর্থান্তরং শ্রান্তঃ ক্ষুৎক্ষামো বিন্ধ্যপর্ব্বতে
দুর্ভিক্ষেণ মৃতিং লেভে ন দাহকৌর্দ্ধদেহিকম্
তেন কর্ম্মবিপাকেন তত্রৈব গিরিগহ্বরে।
প্রেতীভূতশ্চিরং কালমুবাস নির্জ্জনে বনে ॥৭৬
শীতাতপপরিক্লিষ্টো নিরাহারোনিরূদকঃ।

তোমার নিশ্চয়ই পিশাচত্ব হইতে মুক্তি লাভ হইবে। প্রয়াগে স্নান করিয়া সকলেই স্বর্গে গমন করে, ইহাই সনাতনী শ্রুতি। নর ঐ স্থানে প্রাক্তন দুষ্কৃত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। প্রয়াগস্নান অপেক্ষা অধিক পবিত্রতা-জনক আর কিছুই নাই। প্রায়শ্চিত্ত তপো-রূপ, দানরূপ ও ক্রিয়াত্মক। কিন্তু জানিবে—প্রয়াগ পাপিগণের পক্ষে যাগযোগ অপেক্ষাও অধিক। পৃথিবীতে প্রয়াগই স্বর্গাপবর্গের উন্মুক্ত দ্বার। প্রয়াগে যে সিতাসিত জলময়ী ত্রিবেণী, তাহা ব্যতীত ভূতলে পাপনিগড়বদ্ধ জনের নিগড়চ্ছেদনের একমাত্র কুঠারিকা অপর কিছুই নাই। কোথায় বিষ্ণু সূর্য্য ও অগ্নিতেজঃস্বরূপ গঙ্গাযমুনার সঙ্গম, আর কোথাই বা নরগণের তুচ্ছা বরাকী পাপ-রাশি তৃণাহুতি, মলিন মেঘধ্বংসে শারদ চন্দ্রমা যেমন প্রতিভাত হয়, ত্রিবেণীজলাপ্লুত নর পাপক্ষয়ের পর তেমনি প্রতিভাত হইয়া থাকে। যাহার জলকণায় স্পৃষ্ট হইয়া কেরল দ্বিজ মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই প্রয়াগস্থ সিতাসিত জলের মাহাত্ম্য বর্ণনে অক্ষম।

ঋষির এই বাক্য শুনিয়া পিশাচ তুষ্টচিত্ত হইল। সে তখন মুক্তদুঃখবৎ প্রীত হইয়া প্রণয়পূর্ব্বক মুনিকে জিজ্ঞাসিল,—হে মহামুনে! কেরলদেশীয় দ্বিজ কিরূপে মুক্ত হইয়া-ছিলেন? মৎপ্রতি করুণা করিয়া এই বৃত্তান্ত বলুন।৫৯—৭১। দেবদ্যুতি কহিলেন,—পিশাচ! আমি সেই পুণ্যকথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কেরলে বসু নামে এক বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞাতিগণ তাঁহার বিত্ত হরণ করায় তিনি নির্দ্ধন ও বন্ধুবিরহিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাদুঃখে দুঃখিত হন এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুকাল পরে এক মহারণ্যে প্রবেশ করেন। এই স্থানে কিঞ্চিৎ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। পরে তথা হইতে তীর্থান্তরে গমনোদ্যত হন। তখন শ্রান্ত ও ক্ষুৎক্ষাম হইয়া দুর্ভিক্ষবশতঃ বিন্ধ্যাচলে মৃত্যুলাভ করেন। তাঁহার দাহ বা ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া কিছুই হইল না। সেই কর্ম্মবিপাকে তাঁহাকে তত্রত্য গিরিগহ্বরে প্রেতদেহ ধারণ করিতে হইল। প্রেতাবস্থায় তিনি তথাকার নির্জ্জন বনে কিয়ৎকাল বাস করিলেন। অনন্তর

দিগম্বরো ব্যপানৎকো গিরা হাহেতি নিঃশ্বসন্
ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্য বায়ুভূতঃ স কেবলঃ।
দ্বিজো ন শরণং লেভে ন সুখং কুত্রচিত্তদা॥
সংশোচতি স্ম দুঃখার্ত্তো নৈব পশ্যতি সদ্গতিম্
সর্ব্বদা দত্তদানং স ভুঙ্ক্তে স্বং কর্ম্মণঃ ফলম্॥
হবির্জুহ্বতি নাগ্নৌ যে গোবিন্দং নার্চ্চয়ন্তি যে
ভজন্তে নাত্মবিদ্যাং যে সুতীর্থবিমুখাশ্চ যে॥
সুবর্ণবস্ত্রতাম্বূলং মণিমন্নং ফলং জলম্।
আর্ত্তেভ্যো ন প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বে তে কৃতহীনকাঃ
ব্রহ্মস্বঞ্চ পরস্বঞ্চ স্ত্রীধনানি হরন্তি যে।
বলেন ছদ্মনা বাপি ধূর্ত্তাশ্চ পরবঞ্চকাঃ॥ ৮২
দাম্ভিকাঃ কুহকাশ্চৌরা যে চ পাবকবৃত্তয়ঃ।
বালবৃদ্ধাতুরস্ত্রীষু নির্দ্দয়াঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ॥ ৮৩
অগ্নিদা গরদা যে চ যে চান্যে কূটসাক্ষিণঃ।
অগম্যাগামিনঃ সর্ব্বে যে চান্যে গ্রামযাজিনঃ॥
পিতৃমাতৃস্নুষাপত্যস্বদারত্যাগিনশ্চ যে।
যে কদর্য্যাশ্চ লুব্ধাশ্চ নাস্তিকা ধর্ম্মদূষকাঃ॥ ৮৫
ত্যজন্তি স্বামিনং যুদ্ধে ত্যজন্তি শরণাগতম্।
গবাং ভূমেশ্চ হর্ত্তারো যে চান্যে রত্নদূষকাঃ॥৮৬
পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতাগুরুনিন্দকাঃ।
মহাক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু প্রতিগ্রহরতাশ্চ যে॥ ৮৭
পরদ্রোহরতা যে চ তথাচ প্র ণিহিংসকাঃ।
কুপ্রতিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে তে ভবন্তি পুনঃপুনঃ॥৮৮
প্রেতরাক্ষসপৈশাচতির্য্যগ্বৃক্ষকুযোনিষু।
ন তেষাং সুখলেশোঽস্তি ইহ লোকে পরত্র চ
তস্মাত্ত্যক্তা নিষিদ্ধার্থং বিহিতং কর্ম্ম চাচরেৎ।
যজ্ঞং দানং তপস্তীর্থং মন্ত্রং দেবং গুরুং ভজেৎ
বিপাকং কর্ম্মণাং দৃষ্টা যোনিকোটিষু দুস্তরম্।
চতুর্ভিরপি বর্ণৈশ্চ সেব্যো ধর্ম্মো নিরন্তরম্॥ ৯১
ইতি প্রেতগতিং দৃষ্টা পাপবীজোত্থিতাং হি সঃ
কৃত্বা ধর্ম্মোপদেশঞ্চ পুনস্তস্মৈ দ্বিজোঽব্রবীৎ॥
ইত্থং স কেবলঃ প্রেতো বর্ত্তমানো গিরৌ তদা
অতিবাহ্য চিরং কালমপশ্যৎ পথিকং পথি। ৯৩

শীতাতপে পরিক্লিষ্ট, নিরাহার, নির্জ্জন, দিগম্বর, পাদুকাহীন পিশাচ হাহাকারে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করত বায়ুভূত হইয়া পড়িল। পিশাচরূপী কেবল দ্বিজ কোথাও আশ্রয় পাইল না, কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারিল না। সে দুঃখার্ত্ত হইয়া নিরন্তর শোক করিতে লাগিল, কোথাও সদ্গতি দর্শন করিল না। কোন কালেই কিছুই দান করে নাই বলিয়া সে স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে লাগিল। যাহারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয় না, গোবিন্দের অর্চ্চনা করে না, আত্মবিদ্যা ভজনা করে না, সুতীর্থ সেবা করে না; সুবর্ণ, বস্ত্র, তাম্বূল, মণি, অন্ন, ফল, জল, আর্ত্ত ব্যক্তিকে প্রদান করে না, তথাবিধ অকৃতিজনেরা এবং যে সকল ধূর্ত্ত পরবঞ্চক ছলে বলে ব্রহ্মস্ব, পরস্ব এবং স্ত্রীধন হরণ করে, যাহারা দাম্ভিক, কুহক, চোর, পাবকবৃত্তি বা বালক-বৃদ্ধ-আতুর ও স্ত্রীজনে নির্দ্দয়স্বভাব, যাহারা সত্যবর্জ্জিত, অগ্নিদ, গরদ, কূটসাক্ষ্যদাতা, বা অগম্যাগামী, যাহারা গ্রামযাজী, পিতৃ-মাতৃ-স্নুষা ও স্ত্রীপরিত্যাগী, যাহারা কদর্য্য, লুব্ধ, নাস্তিক ও ধর্ম্মদূষক, যাহারা যুদ্ধে স্বামীকে পরিত্যাগ করে, শরণাগতকে আশ্রয় দেয় না, গোচারণভূমি হরণ করে বা রত্ন-দূষণ করে, যাহারা পরাপবাদী, পাপিষ্ঠ, বা দেবতা ও গুরুনিন্দক, যাহারা সমস্ত মহাক্ষেত্রে প্রতিগ্রহরত, যাহারা পরদ্রোহরত, প্রাণিহিংসক বা কুপ্রতিগ্রাহী, তাহারাই পুনঃপুন প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ, তির্য্যক্ বৃক্ষ ও অন্যান্য কুযোনিসমূহে উৎপন্ন হয়। ইহলোকে বা পরলোকে তাহাদের কণামাত্র সুখ নাই। অতএব নিষিদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সকলেই বৈধকর্ম্ম আচরণ করিবে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ, মন্ত্র, দেব ও গুরুর ভজনা করিবে। ৭২—৯০। কোটি কোটি যোনিতে দুস্তর কর্ম্মবিপাক অবলোকন করিয়া চতুর্ব্বর্ণই নিরন্তর ধর্ম্মসেবা করিবে। সেই দ্বিজবর পাপবীজোত্থিতা ঈদৃশী প্রেত-গতি অবলোকন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ-পুরঃসর পুনরায় তাহাকে বলিলেন, এইরূপে সেই

বহন্তং স্বৌ করণ্ডৌ চ বেণীজলযুতৌ তথা।
গায়ন্তং প্রমুখাদেবং পুণ্যশ্লোকং জনার্দ্দনম্॥ ৯৪
তং দৃষ্ট্বা সহসা প্রেতো মার্গরোধঞ্চকার সঃ।
দর্শয়ামাস চাত্মানং মা ভৈষীরিত্যুবাচ সঃ॥ ৯৫
পানীয়ং পাতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ কার্পটিকোত্তম।
ন পাস্যসি জলঞ্চেন্মাং প্রাণা যাস্যন্তি মে দৃঢ়ম্
ইতি প্রেতবচঃ শ্রুত্বা পান্থঃ প্রত্যাহ কৌতুকাৎ

কার্পটিক উবাচ।

কস্ত্বং দুঃখাভিভূতস্ত কৃশো ম্লানো দিগম্বরঃ॥৯৭
জীবশেষো মুমূর্ষুশ্চ বিকৃতো ভয়বর্দ্ধনঃ।
নবধূম্রময়াকারশ্চণ্ডশ্চঞ্চললোচনঃ॥ ৯৮
পদ্ভ্যামস্পৃষ্টভূমিস্ত্বং নির্ম্মাংসোদরবাহুকঃ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রেতো বাক্যমথাব্রবীৎ॥

প্রেত উবাচ।

শৃণু ধর্ম্মিষ্ঠ তে বচ্মি যেনাহমীদৃশোঽভবম্।
ব্রাহ্মণোঽহদত্তদানোঽহং লোভী চ মলিনক্রিয়ঃ

পরান্নঞ্চ সদা ভুক্তমেকাকী মিষ্টভোজনঃ।
ময়া দত্তা ন ভিক্ষাপি হন্তকারো ন পুষ্কলঃ॥১০১
ন কৃতো বৈশ্বদেবশ্চ প্রক্ষিপ্তো ন বহির্ব্বলিঃ।
ভূতানাঞ্চ তৃষার্ত্তানাং ন হৃতা পয়সা চ তুষ্টিঃ॥
কদাচিৎ পিতরো নৈব তর্পিতা অটতা মহীম্।
ন চ শ্রাদ্ধং কৃতং কাপি পূজিতা নৈব দেবতাঃ॥
বর্ষাতপপরিত্রাণং ন দত্তং পাদরক্ষণম্।
জলপাত্রং ন দত্তঞ্চ তাম্বুলং নৌষধং ময়া॥ ১০৪
ন গৃহে বসতির্দ্দত্তা নাতিথ্যং কস্যচিৎ কৃতম্।
অন্ধবৃদ্ধাধনানাথদীনাঃ পানান্নতোষিতাঃ॥ ১০৫
গবাং গ্রাসো ন দত্তো বৈ ন রোগী পরিমোচিতঃ
ন দত্তা ন হুতা বিপ্র পবিত্রাশ্চ তিলা ময়া॥১০৬
পৃথিব্যাং তিলদাতারো ন ভবন্তি তু মদ্বিধাঃ।
ব্যতীপাতে ন দত্তং হি কিঞ্চিৎ স্বর্ণং মহাফলম্
সংক্রান্তাবুপরাগে চ ন দত্তং সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ।
পর্ব্বাণ্যন্যানি সর্ব্বাণি জগ্মুঃ শূন্যানি মে দ্বিজ॥

কেবল দ্বিজ প্রেতাকারে পর্ব্বতে থাকিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করত পথে এক পথিককে দেখিতে পাইলেন। ঐ পথিক ত্রিবেণীর জলপূর্ণ দুইটী করণ্ড বহন করিতে-ছিল এবং মুখে পুণ্যশ্লোক জনার্দ্দনের নাম গান করিতেছিল। প্রেত তাহাকে দেখিয়া সহসা পথাবরোধ করিল এবং নিজের দেহ দেখাইয়া 'মাভৈঃ' রবে বলিল,—হে কার্পটি-কোত্তম! আমি তোমার নিকট হইতে জল পান করিতে ইচ্ছা করি। যদি আমাকে জল দান না কর, তবে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ যাইবে। পান্থ প্রেতের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশতঃ বলেন,—কে তুমি দুঃখা-ভিভুত,কৃশ, ম্লান, দিগম্বর? কে তুমি জীব-শেষ, মুমূর্ষু,বিকৃত, ভীতিবর্দ্ধন, নবধূম্রময়াকার, চণ্ড, চঞ্চললোচন? তোমার উদরে বাহুতে মাংস নাই। তুমি পদদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ না করিয়া অবস্থান করিতেছ। প্রেত কার্পটি-কের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—হে ধর্ম্মিষ্ঠ! যাহাতে আমি এরূপ হইয়াছি, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ব্রাহ্মণ,

কখন কিছুই দান করি নাই। আমি লোভী, আমার ক্রিয়া মলিন; আমি সর্ব্বদা পরান্ন ভোজন করিতাম, একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতাম, কাহাকেও ভিক্ষা দান করি নাই, তজ্জন্য মিনতিও করি নাই। আমি বৈশ্বদেব-কর্ম্ম করি নাই; বহির্ভাগে বলি প্রদান করি নাই। তৃষ্ণার্ত্ত ভূতগণকে জল দান করিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি নাই, আমি ভূতলে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি-য়াছি; কিন্তু কদাচ কোথাও পিতৃগণের তর্পণ করি নাই। শ্রাদ্ধ করি নাই, দেবতা-পূজা করি নাই, বর্ষা বা আতপত্রাণ ছত্র দান আমি করি নাই, পাদুকা জলপাত্র, তাম্বুল বা ঔষধও আমি দান করি নাই।৯৯-১০৪। কাহা-কেও গৃহে বাস করিতে দিই নাই, কাহারও আতিথ্য করাই নাই; অন্ধ, বৃদ্ধ দীন, দরিদ্র-দিগকে অন্নপান দানে আপ্যায়িত করি নাই। গোগ্রাস প্রদান করি নাই বা রোগী ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিতে পারি নাই। হে বিপ্র! আমি দান হোম করি নাই

তিথয়ঃ কার্ত্তিকে মুখ্যা জাতা বন্ধ্যাঃ সদা মম।
পিতৃভ্যো নৈব দত্তং বা অষ্টকাসু মঘাসু চ॥
দ্বিজানাং ন কৃতা প্রীতির্মন্বাদিষু যুগাদিষু।
ন দত্তস্তিলতৈলেন প্রদীপঃ কার্ত্তিকে ময়া॥
ন স্নাতো মাঘমাসেঽহং রূপসৌভাগ্যকামদে।
দ্বিজায় বেদবিদুষে গৌতম্যাং সিংহগে গুরৌ॥
ময়া সঙ্কল্পিতং দ্রব্যং ন দত্তং পূর্ব্বজন্মনি।
ন স্নাতোঽহং কৃষ্ণবেণ্যাং তথা কন্যাগতে গুরৌ
অগ্নিঃ প্রজ্বাল্য কাষ্ঠৌঘৈঃ স্নাতানাং পৌষ-মাঘয়োঃ।
শীতার্ত্তানাঞ্চ বিপ্রাণাং ন কৃতো জাড্যনিগ্রহঃ
মাধবাদিষু মাসেষু ন দত্তং শীতলং জলম্।
ময়া নারোপিতোঽশ্বত্থো ন্যগ্রোধো নৈব বর্দ্ধিতঃ॥

পবিত্র তিলরাশিও প্রদান করি নাই। এ পৃথিবীতে যাহারা তিলদান করে, তাহারা আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন হয় না। আমি ব্যতীপাত যোগে মহাফলজনক স্বর্ণ দান করি নাই। সংক্রান্তি বা চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ উপলক্ষে আমি কাহাকেও কিছুই দান করি নাই। হে দ্বিজ! অন্যান্য সমস্ত পর্ব্বই আমার শূন্য চলিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকের মুখ্য তিথি-গুলি আমার পক্ষে বন্ধ্যাবৎ হইয়াছিল। অষ্টকা বা মঘা শ্রাদ্ধে আমি পিতৃপুরুষদিগকে কিছুই দান করি নাই। মন্বাদি যুগে দ্বিজ-গণের প্রীতি সাধন করি নাই। কার্ত্তিক মাসে তিল তৈল দ্বারা প্রদীপ দান করি নাই। রূপ-সৌভাগ্যদায়ক মাঘ মাসে আমি স্নান করি নাই। বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে আমি পূর্ব্বজন্মে গৌতমীতটে বেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণকে সঙ্কল্পিত দ্রব্য দান করি নাই। বৃহস্পতি সিংহগত হইলে কৃষ্ণবেণীতে আমি স্নান করি নাই। যাহারা পৌষ-মাঘে স্নান করিয়া শীতার্ত্ত হন, কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া তাদৃশ বিপ্রগণের আমি জাড্যনাশ করি নাই। আমি বৈশাখ মাসাদিতে শীতল জল দান করি নাই। আমা কর্তৃক অশ্বত্থ

বন্দিগেহান্ময়া মুক্তির্ন কৃতা প্রাণিনাং ক্বচিৎ।
ন প্রাণিভয়সন্ত্রস্তো রক্ষিতঃ শরণাগতঃ॥ ১১৫
নোপোষ্যাত্র ত্রিরাত্রাণি তোষিতো মধুসূদনঃ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রপারাকং তথা চান্দ্রায়ণং দ্বিজ॥ ১১৬
অথান্যত্তপ্তকৃচ্ছ্রঞ্চ তথা সান্তপনানি চ।
ব্রতান্যেতানি পুণ্যানি জুষ্টানীন্দ্রাদিভিঃ সুরৈঃ
চরিত্বা ন ময়া তানি দেহঃ সংশোষিতঃ পুরা।
ইত্থং পূর্ব্বভবো বন্ধ্যো মম জাতো দ্বিজোত্তম
পশ্য দ্বিজ মহাক্রূরামদ্ভুতামত্র জন্মনি।
গতিং দুরপ্রবোধাঞ্চ মম পূর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ॥ ১১৯
সন্তি মাংসানি মার্গেষু বৃকব্যাঘ্রহতানি বৈ।
ফলান্যন্যানি শৈলেঽস্মিন্ শুকৈস্ত্যক্তানি সর্ব্বতঃ
পুণ্যানি চ সুগন্ধীনি ফলানি রসবন্তি চ।
মূলানি তু সুভক্ষ্যাণি মৃদূনি মধুরাণি চ॥ ১২১
নানাবিধানি তিষ্ঠন্তি মধূনি সুবহূন্যপি।
স্রোতসাং নির্ঝরাণাঞ্চ সন্তি বারীণি সর্ব্বশঃ।
সুলভেষু পদার্থেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু পর্ব্বতে।
নেক্ষেঽহমশনং কাপি দৈবেনাপি হতং সদা॥

আরোপিত বা বটবৃক্ষ বর্দ্ধিত হয় নাই। আমি বন্দিগৃহ হইতে প্রাণিগণকে কদাচ মোচন করি নাই। ভয়ত্রস্ত শরণাগত প্রাণী মৎকর্তৃক রক্ষিত হয় নাই, আমি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া মধুসূদনের পরিতোষ জন্মাই নাই। হে দ্বিজ! কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র, পরাক, চান্দ্রায়ন, তপ্তকৃচ্ছ্র বা সান্তপনাদি পুণ্য ব্রত-গুলি ইন্দ্রাদি সুরগণ কর্তৃকও আচরিত হয়; কিন্তু আমি উহা আচরণ করিয়া দেহ শোষণ করি নাই। হে দ্বিজোত্তম! এইরূপে আমার পূর্ব্বজন্ম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।১০৫-১১৮। হে দ্বিজ! আমার এ জন্মের এই ভীষণ অদ্ভুত পূর্ব্বকর্ম্মগতি অবলোকন করুন পথে পথে বৃকব্যাঘ্রহত রাশি রাশি মাংস রহি-য়াছে, এ পর্ব্বতে শুকত্যক্ত বহু ফল আছে। পুণ্য সুগন্ধ রসযুক্ত ফল-মূল, মৃদু মধুর সুভক্ষ্য, নানাবিধ প্রচুর মধু এবং স্রোত ও নির্ঝরসমূহের যথেষ্ট জল বিদ্য-মান। এ পর্ব্বতে এই সকল পদার্থ

বাতাহারেণ জীবামি যথা জীবন্তি পন্নগাঃ।
পুনর্জ্জীবামি ভো বিপ্র দেবযোনি-প্রভাবতঃ॥
বলেন প্রজ্ঞয়া নিত্যং মন্ত্র-পৌরুষবিক্রমৈঃ।
সহায়ৈশ্চৈব মিত্রৈশ্চ নালভ্যং লভতে নরঃ॥
লাভালাভে সুখে দুঃখে বিবাহে মৃত্যুজীবনে
ভোগে রোগে বিয়োগে চ দৈবমেবহি কারণম্‌
কুরূপাঃ কুকুলা মূর্খাঃ কুৎসিতাচারনিন্দিতাঃ।
শৌর্য্যবিক্রমহীনাশ্চ দৈবাদ্রাজ্যানি ভুঞ্জতে॥
কাণাঃ খঞ্জা অভব্যাশ্চ নীতিহীনাশ্চ দুর্গুণাঃ।
নপুংসকাশ্চ দৃশ্যন্তে দৈবাদ্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
যৈর্দ্দত্তাশ্চ তিলা গাবো হিরণ্যং বসনানি চ।
গৌরীকন্যা চ যৈর্দ্দত্তা চ যৈর্দ্দত্তা বসুন্ধরা॥ ১২৯
শয্যাসনানি তাম্বূলং মন্দিরাণি ধনানি চ।
ভক্ষ্যভোজ্যানি দত্তানি চন্দনান্যগুরূণি চ॥
অটব্যাং পর্ব্বতাগ্রে চ গ্রামে বা নগরেঽপি বা
পুরঃ পুরশ্চ তিষ্ঠন্তি তেষাং ভোগাঃ প্রযত্নতঃ॥

সুলভ হইলেও দৈবহত হওয়ায় কুত্রাপি আমি কোন খাদ্যই দেখিতে পাইতেছি না। পন্নগগণের ন্যায় বাতাহারেই আমি জীবন ধারণ করিতেছি। হে বিপ্র! আমি মাত্র দেবযোনি প্রভাবেই এখনও বাঁচিয়া আছি। বল, প্রজ্ঞা, মন্ত্র, পৌরুষ, বিক্রম, সহায়, বা মিত্রগণ দ্বারা নর অলভ্য কিছুই লাভ করিতে পারে না। লাভ অলাভ, সুখ দুঃখ, বিবাহ মৃত্যু, জীবন ভোগ, রোগ, এবং বিয়োগ, সকল বিষয়ে দৈবই একমাত্র কারণ। কুরূপ, কুকুলজাত মূর্খ, কুৎসিতাচার, নিন্দিত বা শৌর্য্যবিক্রমহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে রাজ্য-ভোগ দৈবক্রমেই ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কাণ, খঞ্জ, অভব্য, নীতিহীন, দুষ্টগুণযুক্ত ও নপুংসক ব্যক্তিগণকেও দৈবাৎ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। যাহারা অরণ্যে, পর্ব্বতাগ্রে, গ্রামে বা নগরে থাকিয়া তিল, গো, হিরণ্য, বসন, গৌরী কন্যা, বসুন্ধরা, শয্যা, আসন, তাম্বূল, মন্দির, ধন, ভক্ষ্য, ভোজ্য, চন্দন ও অগুরু দান করে, তাহাদের সম্মুখেই ভোগরাশি উপস্থিত হইয়া থাকে।

সন্ত্যত্র পর্ব্বতেঽন্যেঽপি রাক্ষসা বলবত্তরাঃ।
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ পিশাচ্যশ্চাতিদারুণাঃ।
কদাচিচ্চ কথঞ্চিচ্চ ক্বাপি যত্ন স্বকর্ম্মণা।
লভন্তে চান্নপানানি পর্য্যটন্তো বনে বনে॥ ১৩৩
ইতি শ্রুত্বাত্র তেভ্যশ্চ মা ভয়ং ভবতাং ভবেৎ
শুচিং গোবিন্দভক্তং ত্বাং ন তে দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ
বিষ্ণুভক্তিতনুত্রাণং নারায়ণপরায়ণম্‌।
ন স্পৃশন্তি ন পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ প্রেতপূতনাঃ॥
ভূতবেতালগন্ধর্ব্বাঃ শাকিন্যশ্চার্য্যকা গ্রহাঃ।
রেবত্যো বৃদ্ধরেবত্যো মুখমণ্ড্যস্তথা গ্রহাঃ॥১৩৬
যক্ষা বালগ্রহাঃ ক্রূরা দুষ্টা বৃদ্ধগ্রহাশ্চ যে।
তথা মাতৃগ্রহা ভীমা গ্রহাশ্চান্যে বিনায়কাঃ॥
কৃত্যাঃ সর্পাশ্চ কুষ্মাণ্ডা যে চান্যে দুষ্টজন্তবঃ।
ন পশ্যন্তি পরং বিপ্র বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং শুচিম্‌॥
শুচিং রক্ষন্তি ভূতানি ধর্ম্মিষ্ঠং পীড়য়ন্তি ন।
রক্ষন্তি চ শুচিং নিত্যং গ্রহনক্ষত্রদেবতাঃ॥১৩৯
গোবিন্দনাম জিহ্বাগ্রে হৃদি বেদশ্চ সংস্থিতঃ।

এই পর্ব্বতে অন্যান্য বলবান্ রাক্ষস এবং অতি দারুণ পিশাচ-পিশাচী আছে। তাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্বচিৎ কোথাও অতি কষ্টে স্বীয় কর্ম্মগুণে অন্ন পান লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া আপনাদের ন্যায় লোকের যেন ভয় হয় না; কেননা আপনি গোবিন্দভক্ত পবিত্র পুরুষ, আপনার প্রতি তাহারা দৃষ্টিদানেও অক্ষম।১১৯—১৩৪। বিষ্ণুভক্তিরূপ তনুত্রাণযুত নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিকে রাক্ষস বা প্রেত পূতনাগণ স্পর্শ—এমন কি দর্শন করিতেও পারে না। ভূত, বেতাল, গন্ধর্ব্ব, শাকিনী, আর্য্যক গ্রহ, রেবতী, বৃদ্ধরেবতী মুখমন্তী, গ্রহ, যক্ষ, বালগ্রহ, ক্রূর, দুষ্ট, বৃদ্ধগ্রহ, মাতৃ-গ্রহ, ভীমগ্রহ, অন্য বিনায়কগণ, সর্ব্বপ্রকার কৃত্যা, সর্প, কুষ্মাণ্ড বা দুষ্ট জন্তুগণ পবিত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে পারে না। ভূতগণ পবিত্র ব্যক্তিকে রক্ষা করে, ধর্ম্মিষ্ঠ জনকে পীড়া দিতে পারে না। গ্রহ নক্ষত্র দেবতাগণ নিত্য শুচি ব্যক্তিকে

শুচিশ্চ দানশীলশ্চ ত্বং সর্ব্বত্রাকুতোভয়ঃ॥ ১৪০
এবং ব্রাহ্মণ তিষ্ঠামি ভুঞ্জানঃ কর্ম্মণঃ ফলম্‌।
ন শোচামীতি মত্বাহং বিমৃশ্য চ পুনঃপুনঃ॥ ১৪১
ন দুনোমি তথা তাবদ্‌যাবজ্জম্বালিনীতটে।
সারসোদীরিতং বাক্যং শ্রুতং পর্য্যটতা ময়া॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
সারসোদীরিতং বাক্যং কীদৃশং হি শ্রুতং ত্বয়া।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি ত্বং প্রেত সত্বরম্‌॥
প্রেত উবাচ।
ব্রবীমি সারসং বাক্যং শৃণু কার্পটিকোত্তম।
ধূসরা নাম কস্মিংশ্চিন্নদী গিরিসমুদ্ভবা॥১৪৪
সদা জলাশয়োত্তালা মত্তদন্তিকুলাকুলা।
মহাককুভশোভাঢ্যা স্নিগ্ধজম্বুমনোহরা॥ ১৪৫
তস্যাস্তীরমহং প্রাপ্তো গাহমানো বনং ঘনম্‌।
ময়ি তিষ্ঠতি বৈ তত্র ফলভোজনকাম্যয়া॥১৪৬
বনান্তরাৎ সমুড্ডীয় সারসো লক্ষণাযুতঃ।
আগত্য পুলিনং নদ্যাঃ সেবিতুং বহুপক্ষিভিঃ॥
পীত্বা তত্রৈব পানীয়ং রমিত্বা ভার্য্যয়া সহ।
সুপ্তঃ পক্ষপুটে বামে প্রবেশ্য চ শিরোমুখম্‌॥
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্টঃ পাদপাদবতীর্য্য চ।
রক্তাননঃ সুরক্তাক্ষো দণ্ডী দৃঢ়নখাবলিঃ॥১৪৯
লোমশো দীর্ঘলাঙ্গুলশ্চলচেষ্টো হি বানরঃ।
যত্রাসৌ সারসঃ সুপ্তস্তত্র বেগেন চাগতঃ॥১৫০
সমাগত্য চ জগ্রাহ সারসং চরণে দৃঢ়ম্‌।
করাভ্যাং ক্রূরয়া বুদ্ধ্যা পশ্যতাং বহুপক্ষিণাম্‌॥
উড্ডীয়োড্ডীয় তে সর্ব্বে গতাশ্চান্যত্র খেচরাঃ
সারসী ভীতভীতা চ বিরাবান্‌ কুর্ব্বতী স্থিতা॥
সারসো ভগ্ননিদ্রশ্চ ত্রাসাচ্চলিতলোচনঃ।
অবলোকিতবাঙ্গ্রীবং তদোত্তাম্য শিরোধরাম্‌॥
বিলোক্য বানরং দুষ্টং হন্তুকামং সুদারুণম্‌।
তদা সম্ভাষয়ামাস গিরা মধুরয়া খগঃ॥ ১৫৪
অপরাধং বিনা মাং ত্বং কিং শাখামৃগ বাধসে।

রক্ষা করেন। আপনার জিহ্বাগ্রে গোবিন্দ-নাম এবং হৃদয়ে বেদ অবস্থিত, আপনি শুচি দানশীল, সুতরাং কোথাও আপনার ভয় নাই। হে ব্রাহ্মণ! এইরূপে আমি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি, ইহার জন্য শোক করি না এবং ভূপর্য্যটনকালে জম্বালিনী-তটের সারসোদীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি পুনঃপুনঃ তাহার আলোচনা করিয়া কষ্টানুভবও করি না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—সারসোক্ত কীদৃশ বাক্য তুমি শুনিয়াছিলে? তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, হে প্রেত! তুমি আমায় সত্বর উহা বল। প্রেত কহিল,—হে কার্পটিকবর! শ্রবণ কর, আমি সেই সারসের বাক্য বলিতেছি। এই প্রদেশে ধূসরা নামে এক গিরিনদী আছে। ঐ নদী সর্ব্বদা জলোচ্ছ্বাসে উত্তালা, মত্ত দন্তিকুলে আকুলা, মহা ককুভশোভায় অন্বিতা এবং স্নিগ্ধ জম্বুকুঞ্জে মনোহরা। গভীর বনে প্রবেশ করিয়া আমি উহার তীর-ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তথায় ফল ভোজন লালসায় আমি অবস্থান করিলে, বনান্তর হইতে এক সারস-দম্পতি অন্যান্য বহু পক্ষিসহ নদীপুলিনে বিহারার্থ উড়িয়া আসিয়া জলপান ও রমণ করিল। তৎপরে সারস বামপক্ষপুটে মুখ ও মস্তক প্রবেশ করাইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। ইত্য-বসরে দেখিলাম, এক দীর্ঘলাঙ্গুল রক্তানন, রক্তাক্ষ, দৃঢ়নখযুত, লোমশালী চঞ্চল বানর সেই সারসের শয়নস্থানে বেগে আগমন করিল এবং আসিবামাত্রই ক্রূরবুদ্ধি বশতঃ বহু পক্ষীর সমক্ষে করযুগলদ্বারা দৃঢ়ভাবে সেই সারসের চরণ ধারণ করিল। সে স্থানে অন্য যে সকল পক্ষী ছিল, তাহারা তখন উড়িয়া উড়িয়া অন্যত্র গমন করিল। সারসী ভীতভীত ভাবে করুণধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সারসেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে, গ্রীবা উত্তোলন করিয়া চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া দেখিল, এক দুষ্ট দারুণ বানর তাহাকে বধ করিতে উদ্যত।১৩৫—১৫৩। ইহা দেখিয়া সারস মধুর বাক্যে সম্ভাষণপূর্ব্বক সেই বানরকে বলিল,—হে শাখামৃগ! তুমি বিনাপরাধে আমাকে

সাপরাধা জনা লোকে বধ্যন্তে ভূমিপৈরপি॥
ন পীড়য়িতুমর্হন্তি ত্বাদৃশা উত্তমা জনাঃ।
অস্মানহিংসকান্ সাধূন্ পরবৃত্তিপরাঙ্মুখান্॥
জলশৈবালভক্ষ্যাংশ্চ খেচরান্ বনবাসিনঃ।
স্বদাররতিশীলাংশ্চ পরদারাভিবর্জ্জিতান্॥ ১৫৭
ন পীড়য়িতুমর্হন্তি ত্বদ্বিধা বানরোত্তম।
পরাপবাদপৈশুন্যান্ দ্বিজান্ পরমসেবকান্॥১৫৮
শাখামৃগ বিমুঞ্চাশু সর্ব্বথা মামনাগসম্।
জানামি তব জন্মাহং ন ত্বং বেৎসি তু মামকম্।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুমোচ সারসং তদা।
চপলো বানরঃ শীঘ্রমাহ দূরে ব্যবস্থিতঃ॥ ১৬০

বানর উবাচ।

ব্রূহি রে ত্বং কথং বেৎসি মম জন্ম পুরাতনম্।
ত্বং পক্ষী জ্ঞানহীনশ্চ তির্য্যক্ চাহং বনেচরঃ॥

সারস উবাচ।

জানেহহং তাবকং জন্ম জাতিস্মরমিতি স্ফুটম্।
ত্বং হি বিন্ধ্যাধিপো রাজা প্রাগ্ভবে পর্ব্বতেশ্বরঃ॥ ১৬২
অহং পূজ্যতমো বিপ্রস্তব বংশে পুরোহিতঃ।
তেন প্রত্যভিজানামি ত্বাং সম্যগ্‌বানরোত্তম॥
ইমাং পালয়তা ভূমিং প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রপীড়িতাঃ
ত্বয়া বিবেকহীনেন ভৃশং সঞ্চয়তা ধনম্॥ ১৬৪
প্রজাপীড়নতাপোত্থবহ্নিজ্বালৈস্ত বানর।
প্রাক্ ত্বং দগ্ধঃ পুনঃ ক্ষিপ্তঃ কুম্ভীপাকেঽতি-দারুণে॥ ১৬৫
পুনঃপুনশ্চ দগ্ধেন জাতেন চ পুনঃপুনঃ।
নারকেণ শরীরেণ সমাস্ত্রিংশদ্গতং ত্বয়া॥ ১৬৬
কুর্ব্বতা দারুণাক্রন্দান্ রুদতা চ পুনঃপুনঃ।
কুম্ভীপাকানলে তীব্রা হ্যনুভূতাশ্চ যাতনাঃ॥১৬৭
নিস্তীর্ণনরকো ভূয়ঃ পাপশেষেণ সাম্প্রতম্।
প্রাপ্তোঽসি বানরং জন্ম যেন মাং হন্তুমিচ্ছসি
বিপ্রস্ত্যোপবনাৎ পূর্ব্বং পক্বরম্ভাফলানি বৈ।

কেন পীড়িত করিতেছ? সংসারে অপরাধী ব্যক্তিদিগেরই রাজারা প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। আমরা অহিংসক; পরবৃত্তিপরাঙ্মুখ, সাধু, ভবদ্‌বিধ উত্তম জনের আমাদিগকে পীড়া দেওয়া উচিত নহে। আমরা জল-শৈবাল মাত্র ভক্ষণ করি, আকাশে উড়িয়া বেড়াই, বনে বনে বাস করি, স্বীয় স্ত্রীতেই রমণ করি, পরদারসঙ্গ করি না, সুতরাং ভবাদৃশ ব্যক্তির আমাদিগকে হিংসা করা অনুচিত। হে শাখামৃগ! আমি সর্ব্বথা নিরপ-রাধ, আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি তোমার জন্মবিবরণ জানি; কিন্তু তুমি আমার জন্মবিবরণ জান না। চঞ্চল বানর সারসের এই উক্তি শুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল এবং কিছুদূরে অবস্থানপূর্ব্বক বলিল,—সারস! তুমি পক্ষী, জ্ঞানহীন তির্য্যক্‌জাতি, আমিও বনেচর তির্য্যক্। তুমি কিরূপে আমার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ অবগত হইলে? তাহা বল সারস কহিল,—আমি জাতি-স্মর, তাই তোমার জন্মবৃত্ত আমি জানি। তুমি পূর্ব্বজন্মে বিন্ধ্যাচলের অধীশ্বর ছিলে, আমি ব্রাহ্মণ, তোমার বংশে পূজ্যতম পুরো-হিত ছিলাম। হে বানরবর! আমি সেই সম্পর্কে তোমার পরিচয় সম্যক্ অবগত আছি। তৎকালে তোমার বিবেকবুদ্ধি ছিল না, তুমি এই প্রদেশ পালন করিতে গিয়া সমস্ত প্রজাপীড়নপূর্ব্বক অত্যধিক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলে।১৫৪—১৬৪। পরে প্রজা-পীড়নতাপোত্থিত অনলশিখাদ্বারাই পূর্ব্বে তুমি দগ্ধ হইয়া পশ্চাৎ অতি দারুণ কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে। তথায় তোমার দেহ পুনঃপুনঃ দগ্ধ এবং পুনঃপুনঃ তোমার জন্ম হয়। উক্ত নারকীয় দেহে তোমাকে ত্রিংশদ্‌বর্ষ যাপন করিতে হইয়াছিল। তৎকালে দারুণ চীৎকার ও পুনঃপুনঃ রোদন করিতে করিতে কুম্ভীপাকানলে তুমি তীব্র যাতনা অনুভব করিয়াছিলে। পরে যখন তোমার নরক হইতে উদ্ধার হয়, তখনও তোমার কিছু পাপ অবশিষ্ট ছিল। সেই পাপে তুমি বানর জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ। বর্ত্তমানে তোমার সেই জন্ম চলিতেছে।

অনমুজ্ঞাপ্য ভুক্তানি ত্বয়াপহৃত্য পৌরুষাৎ॥
বিপাকঃ কর্ম্মণস্তস্য ফলতে পশ্য দারুণঃ।
বানরত্বং বনে বাসো হ্যধুনা তেন বর্ত্তসে॥১৭০
অশুভস্য শুভস্যাপি পুরাবিহিতকর্ম্মণঃ।
ভোগঃ ক্রীড়তি ভূতেষু নোল্লঙ্ঘ্যস্ত্রিদশৈরপি॥
ইত্থং ত্বজ্জন্ম জানামি যথাবত্তু সহেতুকম্।
প্রাপ্তঃ সারসদেহোঽপি জ্ঞানেনাপরিমোহিতঃ

প্রেত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা কথাং বিপ্র বানরোঽপ্যাহ সারসম্
সম্যগ্বেত্তি ভবান্ন্যেনং কথং ত্বং পক্ষিতাং গতঃ

সারস উবাচ।

কথয়িষ্যামি তৎকর্ম্ম যেনাহং দুর্গতিং গতঃ।
পক্ষিযোনিং গতো যেন তৎসর্ব্বং শ্রোতুমর্হসি॥
ধান্যং খারিশতং সাগ্রমুৎসৃষ্টং হি ত্বয়া পুরা।
বহুভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নর্ম্মদায়াং রবিগ্রহে॥১৭৫
পৌরোহিত্যমদাল্লোভাদ্বঞ্চয়িত্বা দ্বিজাংস্তথা।
কিঞ্চিদত্ত্বা তু তেভ্যশ্চ গৃহীতমখিলং ময়া॥১৭৬
বিপ্রসাধারণদ্রব্যগ্রহণোৎপন্নপাতকাৎ।
পতিতঃ কালসূত্রেঽহং নরকে রক্তকর্দ্দমে॥১৭৭
চলৎক্রিমিসুসম্পূর্ণে দুর্গন্ধে পূয়ফেনিলে।
আনাভেস্তত্র মগ্নোঽস্মি লিহন্ পূয়মধোমুখঃ॥
তথোপরি মহাগৃধ্রৈর্ভক্ষ্যমাণশ্চ বায়সৈঃ।
ক্রিমিভিস্তুদ্যমানস্তু মম দেহো নিরন্তরম্॥১৭৯
তস্মিন্ শোণিতপঙ্কেঽহং নিরুচ্ছ্বাসোঽভবস্তদা।
মুহূর্ত্তোঽপি মহাকল্পসমো জাতো মমাত্র বৈ॥
যাতনাশ্চানুভূতাশ্চ সমাস্ত্বযুতং ময়া।
বক্তুঞ্চ তন্ন শক্নোমি দুঃখং বানর নারকম্॥১৮১
পৌরোহিত্যং মহাঘোরং পাপদঞ্চ স্বভাবতঃ।
দেবোপজীবনং যত্র ব্রাহ্মণস্যোপজীবনম্॥১৮২
রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহো ঘোরস্তেন দগ্ধা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষামপি হরেদ্দ্রব্যং পুরোধাস্তেন নারকী॥
রাজা যৎ কুরুতে পাপং পুরা ... হেন ধীয়তে

তুমি বানর জন্মে আমাকে হননোদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের উপবন হইতে তাহার অনুজ্ঞা না লইয়া পক্ব রম্ভাফল সকল বলপূর্ব্বক অপহরণ ও ভক্ষণ করিতে-ছিলে, তাই দেখ, এই সেই কর্ম্মের দারুণ ফল ফলিতেছে। অধুনা সেই কারণেই তুমি বনে বানর হইয়া রহিয়াছ। পূর্ব্ববিহিত শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ ভূতবৃন্দোপরি খেলা করিয়া বেড়ায়। এই ভোগ দেবগণেরও লঙ্ঘনীয় নহে। আমি সারস দেহ লাভ করিয়াও অজ্ঞান মোহিত হই নাই বলিয়া এইরূপ ভবদীয় জন্ম-বিবরণ সহেতুক অবগত আছি। প্রেত কহিল,—হে বিপ্র! বানর এই কথা শুনিয়া সারসকে কহিল, আপনি কিরূপে পক্ষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। সারস কহিল,—যেরূপে আমি দুর্গতি প্রাপ্ত হইলাম, সেই কর্ম্ম তোমার নিকট বলিতেছি। আমার পক্ষিযোনি লাভ যেরূপে হইল, ত - সমস্তই তুমি শ্রবণ কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে খারিশতাধিক ধান্য উৎসর্গ করিয়াছিলে। নর্ম্মদায় সূর্য্যগ্রহণে বহু ব্রাহ্মণকে উক্ত ধান্য প্রদান করা হয়। কিন্তু আমি পৌরোহিত্যমদে লোভবশতঃ অন্য ব্রাহ্মণগণকে বঞ্চন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দানপূর্ব্বক নিজেই সমস্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই ব্রাহ্মণসাধারণের দ্রব্য গ্রহণে যে পাতক জন্মিয়াছিল, তাহাতে আমি রক্তকর্দ্দমময় কালসূত্র নরকে নিপাতিত হইয়াছিলাম। ঐ চলৎকৃমিময় পূয-ফেনিল দুর্গন্ধ নরকে অধোমুখে পড়িয়া পূয লেহনপূর্ব্বক আনাভিমগ্ন ছিলাম। উপরি হইতে মহাগৃধ্র ও বায়সগণ আমায় ভক্ষণ করিতেছিল। কৃমিসমূহে আমার দেহ নিরন্তর দষ্ট হইতে-ছিল। সেই শোণিতপঙ্কে আমি নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িলাম। আমার পক্ষে মুহূর্ত্তও তখন মহাকল্পতুল্য হইয়াছিল। ১৬৫—১৮০। তিন অযুতবর্ষ আমি বহু যাতনা অনুভব করিলাম। হে বানর! সেই নারক দুঃখ যে কি দারুণ তাহা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। মহাঘোর পৌরোহিত্য স্বভাবতই পাপপ্রদ; কেননা ইহাতে দেবোপজীবনই ব্রাহ্মণের উপ-জীবিকা হয়। রাজার নিকট প্রতিগ্রহ বড়ই

তস্য তেন পুরোধাশ্চ গীয়তে তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৮৪
দৈবাৎ কথমপি প্রাপ্ত উত্তারো নরকাম্বুধেঃ ।
ময়াদৌ দৈবযোগেন শকুনিত্বমুপস্থিতম্ ॥১৮৫
অপহৃত্য পুরা কাংস্যভাজনং ভগিনীগৃহাৎ ।
আক্ষিকায় ময়া দত্তস্তেন মে সারসী গতিঃ ॥১৮৬
ইয়ঞ্চ ব্রাহ্মণী পূর্ব্বং কাংস্যচোরী সুদারুণা ।
তেনেয়ং সারসী জাতা মম ভার্য্যা সধর্ম্মিণী ॥
ইত্থং বানর তে সর্ব্বং কথিতং কর্ম্মণঃ ফলম্ ।
বৃত্তঞ্চ বর্ত্তমানঞ্চ ভবিষ্যং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ১৮৮
অহং হংসো ভবিষ্যামি ত্বঞ্চ হংসো ভবিষ্যসি ।
হংসীয়মপি মদ্ভার্য্যা সারসী চ ভবিষ্যতি ॥ ১৮৯
দেশে চ কামরূপে বৈ স্থাস্যামো বৈ যথাসুখম্
যোগিনীং ভাবিকল্যাণীং যাস্যামস্তদনন্তরম্ ॥
ততশ্চ মানুষং জন্ম প্রাপ্স্যামো দুর্লভং পুনঃ ।
শ্রেয়স্তদ্বিপরীতঞ্চ প্রাণিভির্যত্র সাধ্যতে ॥১৯১

এবং সর্ব্বাঞ্ছিবো জন্তূন্মোহয়িত্বা স্বমায়য়া ।
সুখৈর্ভুনক্তি দুঃখৈশ্চ নাস্মানেব তু কেবলম্ ॥
অয়ং লোকে প্রবৃত্তশ্চ মার্গো বিবিধনির্ম্মিতঃ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মময়োঽত্যর্থং সুখদুঃখফলাত্মকঃ ॥ ১৯৩
সেবিতঃ প্রাণিভিঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বদা বা পুনঃপুনঃ
দেবাসুরনরব্যাঘ্রক্রিমিকীটজলেচরৈঃ ॥ ১৯৪
নাতিক্রান্তো হি কেনাপি পন্থায়ং দুঃখকণ্টকঃ ।
বিরক্তান্ যোগিনো ধ্যায়ং বিনা বেদান্তপারগান্
অণোর্ব্বাপি গুরোর্ব্বাপি পুণ্যাপুণ্যস্য কর্ম্মণঃ ।
দদাতীহ ফলং জ্ঞাত্বা দেশং কালং মহেশ্বরঃ ॥
ইত্থং বিধিবিধানজ্ঞাং মায়াং জ্ঞাত্বেশ্বরস্য চ ।
ন শোচন্তি ন তপ্যন্তি ন ব্যথন্তি মহাধিয়ঃ ॥
নান্যথা শক্যতে কর্ত্তুং বিপাকঃ পূর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
উপায়ৈঃ প্রত্যয়ৈর্বাপি শাখামৃগ সুরৈরপি ॥১৯৮
পুরা ত্বং ভূপতির্জাতঃ পশ্চাজ্জাতোঽসি নারকী

ঘোর ব্যাপার, দ্বিজাতিগণ তাহাতেই দগ্ধ হইয়া থাকেন। পুরোহিত তাঁহাদেরও দ্রব্য হরণ করে বলিয়া সে নারকী হইয়া থাকে; রাজা যে পাপ করেন, প্রথমেই তাহা দেহ-দ্বারা ধারণ করেন বলিয়া তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক পুরোধা নাম গীত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি দৈবক্রমে নরকাদি হইতে কোনওরূপে উ.ার প্রাপ্ত হইলাম। পরে দৈবক্রমে আমার শকুনিত্ব উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে ভগিনাগৃহ হইতে কাংস্য ভাজন অপহরণ করিয়া এক দ্যূতকারককে প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার সারসী গতি লাভ হয়। এই আমার পূর্ব্ব জন্মের ব্রাহ্মণী পূর্ব্বে কাংস্য চুরি করায় এ জন্মে আমার সহধর্ম্মিণী সারসী হইয়াছেন। হে বানর! তোমার নিকট এই আমার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য কর্ম্মফল সকল বর্ণন করিলাম, এই জন্মের পর আমি এবং তুমি উভয়েই আমরা হংস হইব। এই আমার সারসী ভার্য্যা, ইহাকেও হংসী হইতে হইবে। সেই জন্মে কামরূপ দেশে আমরা যথাসুখে অবস্থান করিব। অনন্তর আমরা ভবিষ্যমঙ্গল সাধিনী যোগিনী স্থানে যাইব, অতঃপর আমরা পুনরায় দুর্লভ মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইব। এই মানব জন্মে মানব মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে শিবদেব স্বীয় মায়ায় সর্ব্ব জন্তু মোহিত করিয়া আমাদিগকে সুখদুঃখ ভোগ করাইয়া থাকেন। জগতে এই ধর্ম্মাধর্ম্মময় সুখদুঃখ-ফলাত্মক বিবিধ মার্গ প্রবর্ত্তিত আছে। দেব, অসুর, নর, ব্যাঘ্র, কৃমি, কীট বা জলচর সকল প্রাণীরই সর্ব্বদা এই পথ সেবিত। এই দুঃখকণ্টকময় পথ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা বিরাগী, যোগী, বেদান্তপারগ, মাত্র তাঁহাদিগকেই এ পথে পদার্পণ করিতে হয় না।১৮১—১৯৫। দেব মহেশ্বর দেশকাল বুঝিয়া অল্প বা মহান্ পুণ্যা-পুণ্যকর্ম্মের ফল দান করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের এইরূপ বিধি-বিধানজ্ঞা মায়া অবগত হইয়া প্রশস্তবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ শোক করিবেন না, এবং অনুতাপ বা ব্যথানুভব করিবেন না। হে শাখামৃগ! কোন উপায় বা বুদ্ধি দ্বারা সুরগণও পূর্ব্ব কর্ম্মফল অন্যথা করিতে পারেন না। পূর্ব্বে তুমি ভূপতি

অধুনা বানরো ভূয়ো জন্ম প্রাপ্তাসি তাদৃশম্॥
ইতি মত্বা বিশোকস্ত্বং শাখামৃগ যথাসুখম্।
প্রতীক্ষাং কুরু কালস্য রমমাণোহত্র কাননে॥
অহমপ্যেবমীশানমায়াবদ্ধো বনেবনে।
ক্ষপয়িষ্যামি বৈ জন্ম ধৈর্য্যমাস্থায় সারসম্॥ ২০১

বানর উবাচ।

ময়া ত্বং পূজিতঃ পূর্ব্বং নৌমি ত্বামধুনাপ্যহম্।
জাতিস্মরোঽসি জানামি সর্ব্বং সংপ্রপূর্বদৈহিকম্
তিষ্ঠ সারস সারস্যা শিবমস্তু সদা তব।
ত্বদ্বাক্যাদ্গতমোহোহহং বিচরিষ্যামি সর্ব্বদা॥

প্রেত উবাচ।

ইমং রম্যং বিচিত্রঞ্চ পাবনং পরমং দ্বিজ।
পক্ষিবানরসংবাদং শ্রুতং যাবন্নদীতটে॥ ২০৪
তাবন্মমাপি বোধোঽভূত্তেন শোকঃ ক্ষয়ং গতঃ
ইদানীং জাহ্নবীতোয়মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্॥
দৃষ্ট্বাত্র ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ত্বাং যাচে জাহ্নবং জলম্।
প্রেতত্বান্মুক্তিকামোঽহং তীব্রতৃষ্ণাপ্রপীড়িতঃ॥
অস্মিন্নেবাচলে দৃষ্টং ময়াশ্চর্য্যঞ্চ বৈ দ্বিজ।
গঙ্গাতোয়স্য তাবদ্ধি পাতুমিচ্ছামি তজ্জলম্॥
পারিযাত্রোস্তবঃ কোঽপি ব্রাহ্মণো গ্রামযাজকঃ
অযাজ্যযাজনাদ্দোষো সম্ভূতো ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥২০৮
অষ্টবৎসরমস্য লোভেন স্থিতোঽসৌ হায়নাষ্টকম্
তস্যাস্থীনি সুপুত্রেণ পক্ষিতানি দ্বিজোত্তম॥২০৯
ক্ষিপ্তান্যানীয় গঙ্গায়াং তীর্থে কনখলেঽমলে।
তৎক্ষণাদেব মুক্তোঽসৌ রাক্ষসত্বাৎ সুদারুণাৎ
ইতি গঙ্গাজলস্নানমহিমা মহদদ্ভুতম্।
সাক্ষাদ্দৃষ্টো ময়া তেন গাঙ্গেয়ং প্রার্থিতং জলম্
পুরস্তাদ্যৎকৃতস্তীর্থে ময়া ভূরিপরিগ্রহঃ।
ন কৃতস্ত প্রতীকারস্তস্য জাপ্যাদিলক্ষণঃ॥২১২
তেন মে প্রেতরূপস্য দুর্লভোদকভোজনম্।
সহস্রং যত্র বর্ষাণামতীতং বিন্ধ্যপর্ব্বতে॥ ২১৩

ছিলে, পরে নারকী হইয়াছিলে, অধুনা আবার বানর হইয়াছ। হে শাখামৃগ! ইহা বুঝিয়া তুমি শোকহীন হও, এবং যথা-প্রাপ্ত-সুখে এই কাননে বিহারপূর্ব্বক কালের প্রতীক্ষা কর। আমিও ঐশী মায়ায় বদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে সারস জন্ম অতিবাহিত করিব। বানর কহিল,—আমি আপনাকে পূর্ব্বে পূজা করিয়াছি, এখনও আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি জাতিস্মর, তাই মদীয় পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বিবরণ অবগত হইলাম। হে সারস! তুমি সারসী সহ অবস্থান কর, তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমার মোহ অপগত হইয়াছে। আমি এই অবস্থায় সর্ব্বদা বিচরণ করিব। প্রেত কহিল,—হে দ্বিজ! এই রম্য, বিচিত্র, পরম পাবন পক্ষি-বানর-সংবাদ আমি নদীতটে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞানোদয় হইল। শোক দূরে গেল। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে জাহ্নবীজলের পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্য দর্শনে তোমার নিকট উহা প্রার্থনা করিতেছি। আমি তীব্র তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া প্রেতত্ব হইতে মুক্তি কামনা করি। হে দ্বিজ! এই পর্ব্বতেই গঙ্গাজলের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য দেখিয়াছি; তাই উহা পান করিতে ইচ্ছা করি।১৯৬–২০৭। পারিযাত্র প্রদেশে জনৈক গ্রামযাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অযাজ্য যাজন দোষে বিন্ধ্যাচলে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া উৎপন্ন হন। আমাদের সঙ্গ লাভ করিয়া ঐ রাক্ষস আট বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সুপুত্র কর্ত্তৃক তদীয় অস্থিসকল সংগৃহীত হইয়া নির্ম্মল কনখল তীর্থে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইল। সুদারুণ রাক্ষসত্ব হইতে তৎক্ষণাৎ তাহার মুক্তি ঘটিল। এই তো গঙ্গাজলের পরমাদ্ভুত স্নানমহিমা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই গঙ্গাজলই প্রার্থনা করিতেছি। পূর্ব্ব জন্মে তীর্থে আমি যে ভূরি-পরিগ্রহ করিয়াছি, জপতপস্যাদি করিয়া তাহার প্রতীকার তখন কিছুই করা হয় নাই। তাই আমি প্রেতরূপধর, তাই আমার পান-ভোজন দুর্লভ; এই অবস্থায় এই বিন্ধ্যাচলেই

ইতি তে কথিতং সর্ব্বং হিত্বা লজ্জাং গরীয়সীম্
ইদানীং ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ জলদানেন সত্বরম্ ॥২১৪
সন্তর্পয় মম প্রাণান্ কণ্ঠমাত্রাবলম্বিতান্ ।
দুর্লভং প্রেতভাবেঽপি জীবিতং প্রাণিনামিহ
শরীরং রক্ষণীয়ং হি সর্ব্বথা সর্ব্বদা নরৈঃ ।
ন হীচ্ছন্তি তনুত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিণঃ ॥২১৬

দেবদ্যুতিরুবাচ ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ।
পথিকশ্চিন্তয়ামাস কৃপাং প্রেতে সমুদ্বহন্ ॥২১৭
পাপপুণ্যফলং লোকে প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে খলু ।
দেবদানবমানুষ্যং তির্য্যক্ত্বং ক্রিমিকীটকম্ ॥
নানাযোনিষু জন্মানি নানাব্যাধিপ্রপীড়নম্ ।
মরণং বালবৃদ্ধানামন্ধত্বং কুব্জতা তথা ॥ ২১৯
ঐশ্বর্য্যঞ্চ দরিদ্রত্বং পাণ্ডিত্যং মূর্খতা তথা ।
এতাশ্চ রচনা লোকে ভবন্তি কথমন্যথা ॥ ২২০
তে ধন্যাঃ কর্ম্মভূমৌ যে ন্যায়মার্গার্জ্জিতং ধনম্ ।

আমার সহস্র বর্ষ অতীত হইয়াছে। আমি প্রবল লজ্জা বর্জ্জন করিয়া তোমার নিকট সর্ব্ব বৃত্তান্তই বলিলাম। হে ধার্ম্মিকবর! এক্ষণে সত্বর আমায় জল দান করিয়া আমার কণ্ঠমাত্রাবলম্বিত প্রাণসমূহকে আপ্যায়িত করুন। এ সংসারে প্রেতাবস্থায় জীবন ধারণও দুর্লভ, নরগণের পক্ষে দেহ রক্ষা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যাহারা কুষ্ঠাদি রোগ-গ্রস্ত, তাহারাও দেহত্যাগ ইচ্ছা করে না। দেবদ্যুতি কহিলেন,—পথিক প্রেতের এই বাক্য শুনিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রেতের উপর কৃপান্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন,—সংসারে পাপপুণ্যের ফল প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্ট হয়। দেব দানব মানব তির্য্যক্ কৃমি ও কীটাদি অবস্থাভেদে নানা-যোনিতে জন্ম, নানা ব্যাধির নিপীড়ন, বাল্য ও বার্দ্ধক্য দশায় মরণ, অন্ধত্ব, কুব্জভাব, ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্য এবং মূর্খতা, ইত্যাদি যতকিছু রচনা আছে, কিরূপে ইহার অন্যথা হইতে পারে? যাহারা এই কর্ম্মভূমিতে ন্যায়পথার্জ্জিত ধন সৎপাত্রসমূহে

সৎপাত্রেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি কুর্ব্বন্তি চাত্মনো হিতম্
ভূমিরত্নহিরণ্যানি গাবো ধান্যং গৃহং গজাঃ ।
রথাশ্ববসনগ্রামাঃ সিদ্ধমন্নং ফলং জলম্ ॥ ২২২
কন্যা দিব্যৌষধং অন্নং ছত্রোপানদ্বরাসনম্ ।
শয্যা তাম্বূলমাল্যানি তালবৃন্তং বরাসনম্ ॥২২৩
সর্ব্বমেতৎ প্রদাতব্যং লোকত্রয়জিগীষুভিঃ ।
দত্তং হি প্রাপ্যতে স্বর্গে দত্তমেব হি ভুজ্যতে ।
ছত্রচামরযানানি বরাশ্ববরবারণাঃ ।
হর্ম্ম্যাণি বরশয্যাশ্চ গোমহিষ্যো বরস্ত্রিয়ঃ ॥২২৫
অন্নভূষণমুক্তাশ্চ পুত্রা দাস্যো মহাকুলম্ ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং কলাবিদ্যাসু কৌশলম্ ।
দানস্যৈব ফলং সর্ব্বং প্রাপ্যতে ভুবি মানবৈঃ
তস্মাদ্দেয়ং প্রযত্নেন নাদত্তমুপতিষ্ঠতি ॥ ২২৭
ধর্ম্মিষ্ঠেন তু পান্থেন গাথেয়ং সমগায়ত ।
ইতি শ্রুত্বা পুনঃ প্রেতঃ প্রোবাচ হার্ত্তমানসঃ ॥
মন্যে ধর্ম্মজ্ঞকল্পোঽসি পান্থ ত্বং নাত্র সংশয়ঃ ।
দেহি মে জীবনং বারি চাতকায় ঘনো যথা ॥

দান করে বা আত্মার হিতসাধন করে, তাহারাই ধন্য। ভূমি, রত্ন, হিরণ্য, গো, ধান্য, গৃহ, গজ, রথ, অশ্ব, বসন, গ্রাম, সিদ্ধ অন্ন, ফল, জল, কন্যা, দিব্যৌষধ, অন্ন, ছত্র, উপানহ, শ্রেষ্ঠ আসন, শয্যা, তাম্বূল, মাল্য ও তালবৃন্ত এই সকল দ্রব্য লোকত্রয়জিগীষুগণ প্রদান করিবেন। দত্ত বস্তুই স্বর্গে লাভ ও ভোগ হইয়া থাকে ।২০৮-২২৪। ছত্র,চামর,যান, উত্তম অশ্ব, উত্তম হস্তী, বিবিধ হর্ম্ম্য, উত্তম শয্যা,গো, মহিষী, বরনারী, অন্ন, ভূষণ, মুক্তা, পুত্র, দাসী, মহাবংশ, আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা, ভূতলে মানবগণ এই সমুদায় দানেরই ফল স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক দান করিবে, দান না করিলে, কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মিষ্ঠ পান্থ তখন এই গাথা গান করিলেন। প্রেত এই গাথা শুনিয়া পুনরায় দুঃখিত মনে বলিল, হে পান্থ! আমি মনে করি, আপনি ধর্ম্মজ্ঞকল্প সন্দেহ নাই। মেঘ

এতস্মিন্ প্রাণদানে হি মা বিলম্বং কৃথা বহু।
ততঃ প্রত্যাহ পান্থস্ত বচনং ন্যায়গর্ব্বিতম্॥
ভৃগুক্ষেত্রে শৃণু প্রেত পিতরৌ মম তিষ্ঠতঃ।
তদর্থং তীর্থরাজস্য ময়া বারি সমাহৃতম্॥ ২৩১
তৎ সিতাসিতপানীয়ং মধ্যে চ প্রার্থিতং ত্বয়া
ন জানে ধর্ম্মসন্দেহঃ কিমত্র মম যুজ্যতে॥২৩২
বলাবলবিচারার্থং করিষ্যে প্রবলং বিধিম্।
বেদেভ্যো ধর্ম্মশাস্ত্রেভ্যো নাহং মানেন কেবলম্
হয়মেধাদিযজ্ঞেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপ্যধিকং মতম্
ঋষিভির্দেবতাভিশ্চ প্রাণিনাং প্রাণরক্ষণম্॥
ইতি দত্বা বরং বারি কৃত্ব প্রেতস্য রক্ষণম্।
পিত্রর্থং পুনরাদায় জলং নেষ্যামি পাবনম্॥২৩৫
এষ মে প্রবলো ভাতি শুদ্ধধর্ম্মপ্রদো বিধিঃ।
পরোপকরণাদন্যৎ সর্ব্বমল্লং স্মৃতং বুধৈঃ॥২৩৬
পরোপকারিভির্দত্তা অপি প্রাণা নৃভির্মুদা।
অস্তিঃ পরোপকারঃ স্যাৎ কিং ন লব্ধং ময়া পুন
দধীচিনা পুরা গীতঃ শ্লোকোঽয়ং শ্রূয়তে ভুবি।
সর্ব্বধর্ম্মময়ঃ সারঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞসম্মতঃ॥ ২৩৮
পরোপকারঃ কর্ত্তব্যঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
পরোপকারজং পুণ্যং তুল্যং ক্রতুশতৈরপি॥
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তোয়ং গঙ্গাযামুনসম্ভবম্।
প্রেতায় প্রাণরক্ষার্থং স ধর্ম্মিষ্ঠো বরো দ্বিজঃ॥
প্রেতঃ প্রীতো জলং পীত্বা হৃভিষি J শিরস্তথা
প্রজহৌ প্রেতদেহন্তং দিব্যদেহোঽভবৎক্ষণাৎ
তদাশ্চর্য্যং মহদ্দৃষ্ট্বা নিজগাদ স কেরলঃ।
অহো বিমুক্তঃ প্রেতত্বাদ্বেণীপানীয়বিন্দুভিঃ॥
ব্রহ্মাপি নৈব শক্নোতি মন্যে বক্তুমপাং গুণম্।
গঙ্গাতোয়ং মহাদেবো ধত্তে কে কথমন্যথা॥
অচিন্ত্যশক্তি গঙ্গাম্ভস্তিলমাত্রন্ত যঃ পিবেৎ।
দেবো ভবেৎ স সিদ্ধো বা গর্ভে নৈব চ সংবিশেৎ।
ন গঙ্গাসদৃশী সিদ্ধির্ন গঙ্গাসদৃশী মতিঃ।

যেমন চাতককে বারি বর্ষণ করে, তেমনি আপনি আমায় জল দান করুন! এই প্রাণদান ব্যাপারে আপনি আর বহু বিলম্ব করিবেন না। অনন্তর পান্থ নীতিগর্ব্বিত বাক্যে প্রত্যুত্তরে বলিল,—হে প্রেত! শ্রবণ কর, ভৃগুক্ষেত্রে আমার পিতা মাতা আছেন। তাঁহাদের জন্যই এই তীর্থরাজের জল লইয়া যাইতেছি। এদিকে তুমি এই সিতাসিত-জল প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে উচিত কি, জানি না, আমার ধর্ম্ম-দ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি বলাবল বিচার করিয়া প্রবল বিধিরই অনুষ্ঠান করিব। দেব ও ঋষিগণের মত এই যে, সর্ব্ববেদ, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, অশ্বমেধাদি সমস্ত যজ্ঞ হইতে প্রাণিগণের প্রাণরক্ষণই শ্রেষ্ঠ কার্য্য। সুতরাং আমি প্রেতকে পবিত্র বারি প্রদান করিয়া তাহার জীবন রক্ষণপূর্ব্বক পুনরায় পবিত্র জল আনয়ন করিব। আমার নিকট এই ব্যবস্থাই শুদ্ধ ধর্ম্মপ্রদ প্রবল বিধিরূপে প্রতিভাত। বুধগণের মতে পরোপকার অপেক্ষা অন্য সমস্ত কার্য্যই হীনকল্প। পরোপকারী নরগণ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং জল দান করিলে যদি পরোপকার হয়, তবে তাহা আমি কি জন্য না করিব? শুনা যায়, পূর্ব্বে দধীচি মুনি এই সর্ব্বধর্ম্মময় সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞসম্মত সার শ্লোক গান করিয়াছিলেন যে, প্রাণ ও ধন উভয় দ্বারাই পরোপকার কর্ত্তব্য। পরোপকারজনিত পুণ্য শত যজ্ঞের তুল্য। ২২৫—২৩৯। এই বলিয়া সেই ধর্ম্মিষ্ঠ দ্বিজ প্রেতের প্রাণ রক্ষার্থ গঙ্গাযমুনার সিতাসিত জল প্রদান করিলেন। প্রেত সেই জল পানান্তে মস্তক অভিষিক্ত করিয়া প্রেতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দিব্যদেহ হইল! তখন সেই কেরল ব্রাহ্মণ সেই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া কহিল—অহো! ত্রিবেণীর পানীয়বিন্দু দ্বারা আমি প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইলাম। এই ত্রিবেণীর জলের গুণ ব্রহ্মাও বর্ণন করিতে অক্ষম। তা না হইলে, মহাদেব কেন এই গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিবেন? গঙ্গাজলের শক্তি অচিন্তনীয়; যে ব্যক্তি উহা তিলমাত্র পান করে, সে দেব বা সিদ্ধপুরুষ তুল্য হইয়া

ন গঙ্গাসদৃশী মুক্তির্গঙ্গা সর্ব্বাধিকা যতঃ ॥ ২৪৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মহাভক্ত্যা চ ধার্ম্মিক।
করস্থং তস্য কৈবল্যং যো গঙ্গাং সেবতে সদা
আয়ুষ্মান্ ভব পান্থ ত্বং মা ধর্ম্মবিরতো ভব।
ত্বয়াহং তারিতঃ সদ্যো গঙ্গাম্বুকণদানতঃ ॥ ২৪৭
ইত্যুক্ত্বা প্রস্থিতো নাকং পিশাচস্তু স কেরলঃ।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ পান্থং বন্ধুবরং নরম্ ॥ ২৪৮
প্রেতং বিমোক্ষ্য পান্থোঽপি পুনরাদায় তজ্জলম্
গতস্তেনৈব মার্গেণ স্মরংস্তীর্থোদকৌতুকম্ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্থং প্রয়াগমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা নত্বা চ তং মুনিম্।
প্রয়াগং সহসা মাঘে পিশাচঃ সত্বরং গতঃ ॥২৫০
স্নাত্বা সিতাসিতে সোঽপি মাঘমাসে দ্বিজোত্তম
পিশাচঃ ক্ষীণপাপস্তু পৈশাচীং বিজহৌ তনুম্
দিব্যদেহস্ততো ভূত্বা দ্রাবিড়ো ভূপতিস্তদা ॥
স্তবন্নারায়ণং দেবং ভক্ত্যা দোষবিবর্জ্জিতঃ।
গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানস্তু নাকনারীষু পূজিতঃ।
উত্তমেন বিমানেন পুরন্দরপুরং যযৌ ॥ ২৫৩
ইতি তে কথিতং বিপ্র পূর্ব্ববৃত্তং সকৌতুকম্।
ইতিহাসং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সদ্যঃ পাতকনাশনম্ ॥ ২৫৪
জ্ঞানদং মোক্ষদং বিপ্র শ্রুতং দুর্গতিনাশনম্।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং পুরাবৃত্তং সকৌতুকম্ ॥
ইতিহাসং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রুতং দুর্গতিনাশনম্।
অধুনা তু ময়া সার্দ্ধমিমাঃ কন্যাঃ সুতশ্চ তে ॥
ত্বঞ্চাযাতু প্রয়াগং বৈ সর্ব্বে সদ্গতিমীপ্সবঃ।
মাঘস্নানং প্রকুর্ম্মোঽত্র দেবানামপি দুর্লভম্ ॥
তত্র মোক্ষ্যন্তি পৈশাচ্যং সদ্যঃ পাপসমুদ্ভবম্ ॥

মহেশ উবাচ।

এবং বশিষ্ঠ-বক্ত্রাব্জ-কথামধুরসং মুদা।
পীত্বা প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে নিস্তীর্ণা নরকার্ণবাৎ ॥
প্রস্থিতাস্তেন সার্দ্ধন্তে সত্বরং ব্যোম্নি হর্ষিতাঃ।

থাকে। তাহাকে আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। গঙ্গাতুল্য সিদ্ধি, গঙ্গাতুল্য মতি বা গঙ্গাতুল্য মুক্তি নাই; যেহেতু গঙ্গা সর্ব্বাধিকা। এই জন্যই বলিতেছি, হে ধার্ম্মিক! যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে ও মহাভক্তিভরে গঙ্গা-সেবা করে, কৈবল্য তাহার নিত্য করস্থ। হে পান্থ! তুমি আয়ুষ্মান্ হও, ধর্ম্ম হইতে কখনও বিরত হইও না। গঙ্গাম্বুকণ দানে অদ্য তোমা কর্ত্তৃকই আমি তারিত হইলাম; এই বলিয়া পিশাচদেহমুক্ত কেরল দ্বিজ বন্ধুবর পান্থকে আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। পান্থ প্রেতকে মুক্তিদান করিয়া পুনরায় সেই জল গ্রহণ পূর্ব্বক তীর্থজলের আশ্চর্য্য শক্তি স্মরণ করিতে করিতে সেই পথেই গৃহে গমন করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপে প্রয়াগমাহাত্ম্য শ্রবণ ও সেই মুনিকে নমস্কার করিয়া পিশাচ সত্বর মাঘে প্রয়াগে গমন করিল। হে দ্বিজোত্তম! এই পিশাচও মাঘে সিতাসিত জলে স্নান করিয়া ক্ষীণপাপ হইল এবং পৈশাচী তনু পরিত্যাগ করিল। অনন্তর ঐ পিশাচ দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক দ্রাবিড় দেশের রাজা হইল। পরে সেই রাজা ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণ দেবের স্তব করিয়া নিষ্পাপ, গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও নাক নারীবৃন্দে পূজিত হইয়া উত্তম বিমানযোগে পুরন্দরপুরে প্রয়াণ করিলেন। হে বিপ্র! এই আশ্চর্য্য পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই ইতিহাস সদ্যঃ পাতকহর, জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ; ইহা শ্রবণে দুর্গতি নাশ হয়। এই ত প্রাচীন ইতিহাস সকল বলিলাম। ইহা শ্রবণ করিলেও দুর্গতি নাশ হইয়া যায়। অধুনা আমার সহিত এই পঞ্চকন্যা এবং তোমার পুত্র ও তুমি, সকলেই সদ্গতি কামনায় প্রয়াগে আগমন কর। আমরা সকলে প্রয়াগে গিয়া দেবদুর্লভ মাঘস্নান করিব। সেখানে সদ্যই পাপজন্য পিশাচত্ব অপগত হইবে।২৪০-২৫৭। মহেশ কহিলেন,—এইরূপে বশিষ্ঠমুখকমল-গলিত মধুরস পান করিয়া সকলেই প্রমুদিত ও নরকার্ণব হইতে নিস্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে

দিলীপ শৃণু তৎসর্ব্বং তত্তীর্থস্ত সিতাসিতম্ ॥
সত্বরং ব্যোমমার্গেণ কামমাসাদ্য হৃৎসহাঃ।
সমাগম্য তদা তত্র সংহৃষ্টহৃদয়াশ্চ তে ॥ ২৬১
অথোচে লোমশস্তত্র সদয়ং গগনাঙ্গনে।
পশ্যস্ত শ্রদ্ধয়া সর্ব্বে তীর্থরাজমিমং ভুবি ॥ ২৬২
বিনা জ্ঞানং প্রয়াগেঽস্মিন্ মুচ্যন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
ইষ্ট্বাত্রৈব মহাযজ্ঞং স্রষ্টুকামঃ প্রজাপতিঃ ॥২৬৩
অবাপ সৃষ্টিসামর্থ্যং ততঃ সৃষ্টিঞ্চকার সঃ।
অত্র নারায়ণঃ সস্নৌ পত্নীকামঃ সিতাসিতে ॥
অতঃ স লব্ধবান্ লক্ষ্মীং ভার্য্যামমৃতমস্থনে।
উষিত্বা চাত্র ষণ্মাসং স্নাত্বা বেণ্যাং যথেচ্ছয়া ॥
ত্রিপুরং ঘাতয়ামাস ত্রিবাণেন ত্রিশূলভৃৎ।
ইমানি ত্রীণি কুণ্ডানি দীপ্তান্যজস্রবহ্নিভিঃ॥২৬৬
এষ তৃপ্তিং গতো বহ্নির্যৈঃ কেনাপি চ পুষ্যতি।
অত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশত্তৃপ্তা মুমুদিরে ভৃশম্ ॥ ২৬৭

আবির্ভূতো মহেশোঽত্র নীলকণ্ঠঃ কপালভৃৎ।
অনিশং স সুরৈঃ সেব্য আয়াতোঽপ্যলয়ে বটুঃ
মৃকণ্ডসূনুনা কল্পে প্রবিশ্য যন্মুখে স্থিতম্।
লোকে জ্বালাকুলে সোঽয়ং যোগরূপী জনার্দ্দনঃ
সেয়ং ভাগীরথী শম্ভোঃ সর্ব্বদুঃখাপহারিণী।
সিদ্ধার্থং সেব্যতে সিদ্ধৈর্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥
অনিশং ভূতিদা যা চ স্বর্গমার্গে হ্যনুত্তমা।
স্বর্গহেতুশ্চ যা দেবী সেয়ং ভাগীরথী নদী ॥২৭১
যদন্তঃস্নানমাত্রেণ বিকর্ত্তনসলোকতাম্।
লভন্তে প্রাণিনঃ সর্ব্বে নদী সা যমুনা স্বয়ম্॥২৭২
অনয়োঃ পুণ্যনদ্যোশ্চ স [illegible]মঃ সুখদো মুনে।
অত্র স্নাতা ন পচ্যন্তে নরকে জ্ঞানভাবিতাঃ ॥
বিনা জ্ঞানং প্রয়াগেঽস্মিন্ মুচ্যন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
অন্যচ্চ শ্রূয়তাং বিপ্র ইতিহাসং পুরাতনম্ ॥
শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং সর্ব্বরোগবিনাশনম্।
ঋচীকেন পুরা শপ্তো গন্ধর্ব্বো বায়সোঽভবৎ ॥

লোমশসহ সকলেই সত্বর ব্যোমপথে সহর্ষে প্রয়াণ করিলেন। হে দিলীপ! সেই সিতাসিতজলময় তীর্থবার্ত্তা সকল শ্রবণ করুন। তাহারা ব্যোমপথে সত্বর সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রয়াগে আসিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইল। অনন্তর লোমশ মুনি গগনাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া সদয় ভাবে বলিলেন,—তোমরা শ্রদ্ধার সহিত ঐ ভূতলস্থ তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শন কর। এস্থানে সর্ব্বজীবই জ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ করে। প্রজাপতি সৃষ্টি কামনায় এইস্থানে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করেন এবং সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন। পত্নী কামনায় নারায়ণ দেব অত্রত্য সিতাসিত জলে স্নান করিয়াছিলেন; তাই তিনি অমৃতমন্থনে লক্ষ্মীকে ভার্য্যা লাভ করেন। এইখানে ছয়মাস বাস ও ত্রিবেণীতে যথেচ্ছ স্নান করিয়া মহেশ্বর তিনটী মাত্র বাণে ত্রিপুর ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঐ দেখ, নিত্য অগ্নি-দীপ্ত কুণ্ডত্রয় বিদ্যমান। যে যাহা আহুতি প্রদান করে, তাহাতেই এই অগ্নি তৃপ্ত হইয়া থাকেন। এইস্থানে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেব একান্ত তৃপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এখানে কপালধারী নীলকণ্ঠ দেব আবির্ভূত হন। সুরগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয় যাঁহার মুখে প্রবেশ করিয়া কল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, জ্বালাকুল লোকে এই সেই যোগিরূপী জনার্দ্দন বিরাজ করিতেছেন। ঐ দেখ শম্ভুর সেই ভাগীরথী সর্ব্বদুঃখাপহারিণীরূপে অবস্থান করিতেছেন। সিদ্ধগণ সিদ্ধিনিমিত্ত ঐ ভুক্তিমুক্তিফলদায়িনীর সেবা করিয়া থাকেন।২৫৮—২৭০। ইনি নিরন্তর ভূতিপ্রদা ও স্বর্গমার্গে পরমোত্তমা। যিনি স্বর্গলাভের হেতুভূতা, এই সেই দেবী নদী ভাগীরথী বিরাজিতা। যাঁহার জলে স্নানমাত্র প্রাণিগণ সূর্য্যসলোকতা প্রাপ্ত হয়, ঐ সেই সাক্ষাৎ যমুনা নদী। হে মুনে! এই পুণ্য নদীদ্বয়ের সঙ্গম প্রাণিগণের সুখপ্রদ। এখানে স্নান করিয়া জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণিগণ নরকে নিমগ্ন হয় না। জ্ঞান ব্যতিরেকেই এই প্রয়াগে সর্ব্বজন্তু মুক্তি পাইয়া থাকে। হে বিপ্র! এ সম্বন্ধে অন্য পুরাতন ইতিহাসও শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বরোগ

শাপং মুমোচ সোঽত্রৈব স্নাতঃ সদ্যঃ সিতাসিতে
বাসবস্য তু শাপেন স্বর্গাদ্‌ভ্রষ্টাপ্সরোর্ব্বশী ॥২৭৬
স্বর্গকামা চ সা সম্নৌ লেভে স্বর্গং ততোঽচিরাৎ
পুত্রঞ্চ শঙ্করং লেভে যযাতির্নাহুষো মুনে ॥ ২৭৭
পুত্রকামঃ প্রয়াগে হি স্নাত্বা পুণ্যে সিতাসিতে
ধনকামঃ পুরা শক্রঃ সুস্নাতোঽত্র দ্বিজোত্তম ॥
ধনদস্য নিধীন্ সর্ব্বাঞ্জহার স চ মায়য়া ।
কশ্যপোঽত্র তপস্তেপে শিবারাধনতৎপরঃ ॥২৭৯
অস্মিংস্তীর্থে ভরদ্বাজো যোগসিদ্ধিমবাপ্তবান্
অস্মিংস্তীর্থে পুরা বিপ্র যোগেশাঃশান্তমানসাঃ
যোগস্য ফলভূমিস্তু লেভিরে সনকাদয়ঃ।
অস্মিন্ মাঘে তু যে স্নাতা গঙ্গাযামুনসঙ্গমে ॥
তারারূপাশ্চ তে সর্ব্বে তৈর্ব্যাপ্তং সকলং জগৎ
বিন্দন্তি কামিনঃ কামান্মুক্তিং যান্তি মুমুক্ষবঃ ॥
বিন্দন্তি সাধকাঃ সিদ্ধিং প্রয়াগে হি দ্বিজোত্তম
সাম্প্রতং মুক্তিকামাস্ত কন্যাশ্চাপি সুতশ্চ তে ॥
মদ্বাক্যাদত্র মজ্জন্তু সর্ব্বে ত্বঞ্চ সিতাসিতে ।
প্রাক্কালীনাঘবিধ্বংসি-বেণীজলবলেন তু ॥ ২৮৪
লভতামখিলাং লক্ষ্মীং প্রাপ্তশাপমহাফলাম্ ।
এবমার্ষবচঃ সত্যমতীন্দ্রিয়মলঙ্ঘনম্ ॥ ২৮৫
শ্রুত্বা চোৎকণ্ঠচিত্তাস্তে সর্ব্বে স্নানায় চোদ্যতাঃ
প্রয়াগং প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যং পৈশাচ্যংবিজহুঃক্ষণাৎ
বিমুক্তাঃ শাপদুঃখেন তনুং স্বাং স্বাঞ্চ লেভিরে
দৃষ্ট্বা বেদনিধিঃ পুত্রং তাঃ কন্যা দিব্যরূপিণীঃ ॥
তুষ্টাব লোমশং প্রীত্যা প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ।
ত্বদনুগ্রহমাত্রেণোত্তীর্ণঃ পাপমহার্ণবঃ ॥ ২৮৮
ইদানীমুচিতং ব্রূহি বালানামৃষিসত্তম ॥ ২৮৯

লোমশ উবাচ।

কুমারোঽধীতবেদোঽয়ং সমাপ্তনিয়মো যুবা ।
আসান্তু সানুরাগাণাং গৃহ্ণাতু করপঙ্কজম্ ।
ততো লোমশবাক্যেন স্বপিতুর্ব্বচনাত্তদা ॥ ২৯০

বিনষ্ট হইয়া থাকে। পুরাকালে মহর্ষি ঋচীক কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এক গন্ধর্ব্ব বায়স হইয়াছিলেন। তিনি অত্রত্য সিতাসিত জলে স্নান করিয়া সদ্য শাপমুক্ত হন। বাসবের শাপে অপ্সরা উর্ব্বশী স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সে স্বর্গকামনায় অত্রত্য জলে স্নান করিয়া অচিরাৎ স্বর্গ লাভ করে। হে মুনে! নহুষনন্দন যযাতি পুত্রকামনায় প্রয়াগে পুণ্য সিতাসিত জলে স্নান করিয়া বংশকর পুত্র লাভ করেন। হে দ্বিজোত্তম! পুরাকালে ইন্দ্র ধন কামনায় এই স্থানে স্নান করিয়া ধনপতির সমস্ত নিধি মায়াবলে হরণ করিয়াছিলেন। শিবারাধনতৎপর কশ্যপ এই স্থানে তপস্যা করেন। ভরদ্বাজ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। হে বিপ্র! পুরাকালে সনকাদি শান্তমনা যোগেশ্বরগণ এই তীর্থে যোগের ফল-ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাঘে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে যাহারা স্নান করে, তাহারা সকলেই তারারূপে বিরাজমান। তাহাদের দ্বারাই সর্ব্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত। হে দ্বিজোত্তম! প্রয়াগে কামিগণ কামসমূহ, মুমুক্ষুগণ মোক্ষ এবং সাধকগণ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমার বাক্যানুসারে কন্যাগণ, তোমার পুত্র এবং তুমি তোমরা সকলেই মুক্তিকামনায় অত্রত্য সিতাসিত জলে মগ্ন হও। পূর্ব্বকালের পাপধ্বংসকর ত্রিবেণী জলের প্রভাবে সকলেই নিখিলা লক্ষ্মী লাভ কর। তখন তাহারা সকলেই সেই অতীন্দ্রিয় অমোঘ আর্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্নানার্থ উদ্যত হইলেন এবং প্রয়াগ প্রাপ্ত হইয়া দুষ্প্রাপ্য পিশাচত্ব তৎক্ষণাৎ মোচন করিলেন। তাঁহারা শাপদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সকলেই স্ব স্ব দেহ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে বেদ-নিধি পুত্রকে এবং সেই সকল দিব্যরূপিণী কন্যাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে লোমশ মুনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—হে ঋষিপ্রবর! আপনার অনুগ্রহ মাত্রে পাপ-মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইলাম! এক্ষণে এই কন্যাগণের বিষয়ে উচিত বিধান বলুন। ২৭১-২৮৯। লোমশ কহিলেন,—এই কুমার যুবা পুরুষ, অধীতবেদ ও সমাপ্তব্রত। ইনি এই অনুরাগিণী কন্যাগণের করপদ্ম গ্রহণ করুন।

বিবাহবিধিনা চাশু ব্রহ্মচারী স ধার্ম্মিকঃ।
শুভদ্রব্যৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ ঋষিভিঃ কৃতমঙ্গলঃ ॥২৯১
পঞ্চানামপি কন্যানাং পাণিং জগ্রাহ ধর্ম্মতঃ।
আনন্দিতস্তদা সর্ব্বাঃ কন্যাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ॥
বভূবুঃ স কুমারশ্চ সন্তুষ্টশ্চ বভূব হ।
দত্বাজ্ঞাং মুনিঃ সোঽথ লোমশস্তৈর্নমস্কৃতঃ ॥
জগাম স্বাশ্রমং মেরুং পর্ব্বতং সুরসেবিতম্।
ততো বেদনিধী রাজন্ স্নুষাঃ পঞ্চ সুতং তথা।
পুরস্কৃত্য মুদা যুক্তো ধনদস্য পুরং যযৌ ॥ ২৯৪
ইতি নৃপবর মাঘে স্নানসঞ্জাতপুণ্যা-
মুনিবরবচসা দ্রাক্ তীর্থরাজপ্রয়াগে।
সকলকলুষমুক্তাঃ পঞ্চ গন্ধর্ব্বকন্যা
অলমভিগতলাভাৎ প্রাপ্য তর্ষঞ্চ জগ্মুঃ ॥
পরমিমমিতিহাসং পাবনং তীর্থভূতং
বৃজিনবিলয়হেতুং যঃ শৃণোতীহ নিত্যম্।
স ভবতি খলু পূর্ণঃ সর্ব্বকামৈরভীষ্টৈ-
র্ব্রজতি চ সুরলোকে দুর্লভো ধর্ম্মযুক্তঃ ॥
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা পূজয়েদ্‌যস্তু পাঠকম্।
গোভির্হিরণ্যবস্ত্রৈশ্চ ব্রহ্মতুল্যো যতো হি সঃ ॥
বাচকে পূজিতে যস্মাদ্বিষ্ণুর্ভবতি পূজিতঃ।
তস্মাৎ প্রপূজয়েন্নিত্যং যদীচ্ছেৎ সফলং ভবম্

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মাঘপ্রয়াগমাহাত্ম্যে গন্ধর্ব্বকন্যাপরিণয়ো নামৈকোনত্রিংশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৯॥

ত্রিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

শ্রুতং কার্ত্তিকমাহাত্ম্যং মাঘস্য চ ময়া বিভো।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি মুক্তিদং কর্ম্ম চোত্তমম্ ॥ ১
শ্রেষ্ঠা ভক্তিশ্চ কা প্রোক্তা বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ নরাঃ সুখমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২

মহাদেব উবাচ।

তল্লীনচিত্তঃ স পুমান্ সা ভক্তিঃ পরমা মতা।
দয়াধর্ম্মপরো নিত্যং বিষ্ণুধর্ম্মেষু তৎপরঃ ॥ ৩

অনন্তর লোমশমুনির ও স্বীয় পিতার বাক্যানুসারে সেই ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী ঋষিগণ কর্ত্তৃক কৃতমঙ্গল হইয়া বিবাহবিধিক্রমে শুভ দ্রব্য ও মন্ত্র দ্বারা ধর্ম্মতঃ পঞ্চ কন্যারই পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত কন্যাই পূর্ণমনোরথ হইয়া আনন্দিত হইল। সুকুমার সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর লোমশমুনি অনুজ্ঞা-দানান্তে তাহাদের দ্বারা নমস্কৃত হইয়া মেরু পর্ব্বতস্থ সুর-সেবিত আশ্রমে গমন করিলেন। হে রাজন্! পরে বেদনিধি পঞ্চ পুত্রবধূ ও পুত্রকে লইয়া সহর্ষে ধনদপুরে প্রয়াণ করি-লেন। হে নৃপবর! এইরূপে পঞ্চ কন্যা তীর্থরাজ প্রয়াগে মুনিবরের বাক্যে মাঘ-স্নান করায় তজ্জনিত পুণ্যফলে সহসা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অভীষ্ট লাভ করত প্রস্থান করিল। যে ব্যক্তি এই পরম পাবন পাপক্ষয়কর তীর্থ স্বরূপ ইতিহাস নিত্য শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়, সে দুর্লভ ধর্ম্মযুক্ত হইয়া সুরলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি গো, হিরণ্য, ও বস্ত্র দ্বারা পাঠককে পূজা করে, সে, ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকে। বাচক পূজিত হইলে বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন, অতএব যদি জন্মসাফল্য লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে নিত্য বাচককে পূজা করিবে। ২৯০---২৯২।

ঊনত্রিংশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে বিভো! আমি কার্ত্তিক ও মাঘমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে উত্তম মুক্তিপ্রদ কর্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! শ্রেষ্ঠা ভক্তি কাহাকে বলা হয়, বলুন—যাহা জানিবা মাত্র নরগণ সুখলাভ করিতে পারে। মহা-দেব কহিলেন,—ভগবানে যিনি লীনচিত্ত, তিনিই সৎ পুরুষ; তাঁহার সেই লীনচিত্ততাই

ফলমূলজলাহারী শঙ্খচক্রপ্রধারকঃ।
ত্রিকালং পূজয়েদ্বিষ্ণুং সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকী মতা॥৪
উত্তমা সাত্ত্বিকী প্রোক্তা রাজসী চৈব মধ্যমা।
কনিষ্ঠা তামসী চৈব ত্রিবিধা ভক্তিরুচ্যতে॥ ৫
শ্রীধরে তু প্রকর্ত্তব্যা মুক্তিকামফলেপ্সুভিঃ।
অহঙ্কারেণ রূপেণ দম্ভমাৎসর্য্যমায়য়া॥ ৬
যে কুর্ব্বন্তি জনা ভক্তিং তামসী সা উদাহৃতা।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা দম্ভমুদ্দিশ্য বাথবা॥ ৭
যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে দেবে তামসী সা প্রকীর্ত্তিতা
বিষয়ান্ প্রতিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা॥ ৮
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ
কর্ম্মক্ষয়ার্থে কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞানতৎপরৈঃ॥ ৯
বিষ্ণৌ হ্যাত্মার্পণীং বুদ্ধিং সা ভক্তিঃ
সাত্ত্বিকী মতা।
অতো বৈ সর্ব্বথা দেবি সংসেব্যঃ সর্ব্বদা হরিঃ
তামসেন তু ভাবেন তামসত্বং হি লভ্যতে।
রাজসো রাজসেনৈব সাত্ত্বিকেন তু সাত্ত্বিকঃ॥

বেদাধ্যায়রতঃ শ্রীমান্ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ।
শঙ্খচক্রধরো বিপ্রঃ সর্ব্বদা শুচিরুচ্যতে॥ ১২
কর্ম্মকাণ্ডেঽপ্রবৃত্তো যঃ সর্ব্বদা বিষ্ণুনিন্দকঃ।
নিন্দকস্তজ্জনানাঞ্চ মহাচণ্ডাল উচ্যতে॥ ১৩
বেদাধ্যায়রতা নিত্যং নিত্যং বৈ যজ্ঞযাজকাঃ।
অগ্নিহোত্ররতা নিত্যং বিষ্ণুধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ।
নিন্দন্তি বিষ্ণুধর্ম্মাংশ্চ বেদবাহ্যাঃ সুরেশ্বরি॥১৪
কুর্ব্বন্তি শান্তিং বিবুধাঃ প্রহৃষ্টাঃ
ক্ষেমং প্রকুর্ব্বন্তি পিতামহাদ্যাঃ।
স্বস্তি প্রযচ্ছন্তি মুনীন্দ্রমুখ্যা
গোবিন্দভক্তিং বহতাং নরাণাম্॥ ১৫
শুভা গ্রহা ভূতপিশাচযুক্তা
ব্রহ্মাদয়ো দেবগণাঃ প্রসন্নাঃ।
লক্ষ্মীঃ স্থিরা তিষ্ঠতি মন্দিরে চ
গোবিন্দভক্তিং বহতাং নরাণাম্॥ ১৬
গঙ্গা গয়া নৈমিষপুষ্করাণি
কাশীপ্রয়াগং কুরুজাঙ্গলানি।
তিষ্ঠন্তি দেহে কৃতভক্তিপূর্ব্বং
গোবিন্দভক্তিং বহতাং নরাণাম্॥ ১৭

পরম ভক্তি। যিনি দয়াধর্ম্মরত, নিত্য বিষ্ণুধর্ম্ম পরায়ণ, ফলমূলজলাহারী ও শঙ্খ-চক্রচিহ্নধারক হইয়া ত্রিকাল বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহার ভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি। ভক্তি ত্রিবিধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী উত্তমা, রাজসী মধ্যমা এবং তামসী অধমা। মুক্তিকামী জনগণ শ্রীধরদেবে ভক্তি স্থাপন করিবেন। অহঙ্কার, দম্ভ, মাৎসর্য্য ও মায়াবশে যাহারা ভক্তি করে, তাহাদের সেই ভক্তি তামসী বলিয়া অভি-হিত; পরের উৎসাদনার্থ বা দম্ভ উদ্দেশে দেবতার প্রতি যে ভক্তি করা হয়, তাহা তামসী ভক্তি নামে কীর্ত্তিত। বিষয়, যশ বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া প্রতিমাদিতে পৃথক্‌ভাবে আমার যে অর্চ্চনা করা হয়, তাহাই রাজস ভক্তির নিদর্শন। জ্ঞানতৎপর ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মক্ষয়ার্থ বিষ্ণুতে আত্মার্পণী বুদ্ধি স্থাপন করিবেন। এইরূপ বুদ্ধি স্থাপনই সাত্ত্বিকী ভক্তি। হে দেবি! এই কারণে সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকারে হরি দেবকে সেবা করা কর্ত্তব্য। তামসভাবে তামসত্ব, রাজসভাবে রাজসত্ব এবং সাত্ত্বিকভাবে সাত্ত্বিকতা লাভ হইয়া থাকে। বেদাধ্যায়নরত রাগ-দ্বেষবর্জ্জিত শঙ্খচক্রধর শ্রীমান্ বিপ্রই সর্ব্বদা শুচি বলিয়া অভিহিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডবর্জ্জিত, সর্ব্বদা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব নিন্দক তাহাকে মহা চণ্ডাল নামে অভিহিত করা হয়। যাঁহারা নিত্য বেদাধ্যয়নরত, নিত্য যজ্ঞযাজক ও নিত্য অগ্নিহোত্রপর হইয়াও বিষ্ণুধর্ম্মাচরণে পরা-ঙ্মুখ হন এবং বিষ্ণুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন হে সুরেশ্বরি! তাদৃশ মানবেরা বেদবহি-র্ভূত। যাঁহারা গোবিন্দভক্ত নর, বিবুধগণ হৃষ্ট হইয়া তাহাদের শান্তি, পিতামহগণ মঙ্গল এবং মুনীন্দ্রগণ স্বস্তি প্রদান করেন। ১—১৫। গোবিন্দভক্ত নরগণের গৃহে শুভগ্রহ, ভূত ও পিশাচগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন; লক্ষ্মীদেবী তথায় অচলভাবে বিরাজ করেন। গঙ্গা, গয়া, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর,

এবমারাধয়েদ্বিদ্বান্ ভগবন্তং শ্রিয়া সহ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্নিত্যং স বিপ্রো নাত্র সংশয়ঃ
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা শূদ্রো বা সুরসত্তমে।
ভক্তিং কুর্ব্বন্ বিশেষেণ মুক্তিং যাতি স বৈ নরঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুভক্তিমহিমা-
বর্ণনং নাম ত্রিংশাধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
শালগ্রামশিলা শুদ্ধা মূর্ত্তয়ঃ সন্তি ভূতলে।
তাসাঞ্চৈব তু মূর্ত্তীনাং পূজনং কতিধা স্মৃতম্ ॥১
ব্রাহ্মণৈঃ কতি পূজ্যাস্তাঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বা সুরেশ্বর।
বৈশ্যৈর্ব্বাপি কথং শূদ্রৈঃ স্ত্রীভির্বাপি সমাদিশ ॥
মহাদেব উবাচ।
শালগ্রামশিলা পুণ্যা পবিত্রা ধর্ম্মকারিণী।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহা শুধ্যতে নরঃ ॥ ৩
তদ্গৃহং সর্ব্বতীর্থানাং প্রবরং শ্রুতিনোদিতম্।
যত্রেয়ং সর্ব্বদা মূর্ত্তিঃ শালগ্রামশিলা শুভা ॥ ৪
ব্রাহ্মণৈঃ পঞ্চ পূজ্যাস্যুশ্চতস্রঃ ক্ষত্রিয়ৈস্তথা।
বৈশ্যৈস্তিস্রস্তথা পূজ্যা একা পূজ্যা প্রযত্নতঃ ॥৫
তস্যা দর্শনমাত্রেণ শূদ্রো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ।
অনেন বিধিনা দেবি যে নরাঃ পূজয়ন্তি বৈ ॥
ভোগান্ সর্ব্বাংস্তত্র ভুক্ত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ
সনাতনম্ ॥
ইয়ং সা মহতী মূর্ত্তিঃ সর্ব্বদা পাপহারিণী ॥ ৭
কৈলাসাদ্যং ফলং দেবি জায়তে পূজনাদ্যতঃ
তত্র গঙ্গা চ যমুনা গোদাবরী সরস্বতী ॥ ৮
তিষ্ঠন্তে চ শিলা যত্র সর্ব্বং তত্র ন সংশয়ঃ।
কিমত্র বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো বরাননে ॥ ৯
পূজনং মনুজৈঃ সম্যক্কর্ত্তব্যং মুক্তিমিচ্ছুভিঃ।
ভক্তিভাবেন দেবিশি যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ॥

কাশী, প্রয়াগ ও কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি তীর্থ গোবিন্দভক্ত নরগণের দেহে সাদরে বিরাজ করিতে থাকেন। এইরূপে শ্রীসহ ভগবান্‌কে আরাধনা করিবে। এইরূপ আরাধনায় দ্বিজ বিপ্র কৃতকৃত্য হইবেন, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র সকলেই সেই সুরসত্তমের প্রতি ভক্তি করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। ১৬—১৯।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩০।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—বিশুদ্ধ শালগ্রাম শিলামূর্ত্তি সকল ভূতলে বিরাজমান। সেই সকল মূর্ত্তির পূজা কতপ্রকার? তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ শিলামূর্ত্তি ব্রাহ্মণের, কোন্ কোন্ মূর্ত্তি ক্ষত্রিয়ের, কোন্ কোন্ মূর্ত্তি বৈশ্যের এবং কোন্ কোন্ মূর্ত্তি স্ত্রী বা শূদ্রগণের কোন্ কোন্ প্রকারে পূজনীয়? ইহা আমার নিকট বলুন।

মহাদেব কহিলেন—শালগ্রাম শিলা পুণ্যা, পবিত্রা ও ধর্ম্ম-কারিণী। উহার দর্শনমাত্র ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও পবিত্র হইয়া থাকে। তাঁহার গৃহই শ্রুতিসম্মত, সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ; যথায় শুভা শালগ্রামশিলামূর্ত্তি নিত্য বিরাজিত। ব্রাহ্মণের পাঁচটী, ক্ষত্রিয়ের চারিটী, বৈশ্যের তিনটী এবং শূদ্রের একটী শিলামূর্ত্তি সযত্নে পূজনীয়। শূদ্র শিলামূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই মুক্তি লাভ করে। হে দেবি! এইরূপ বিধানে যাহারা বিষ্ণুপূজা করে, তাঁহারা সর্ব্বভোগ উপভোগ করিয়া সনাতন বিষ্ণু-পদে উপনীত হইয়া থাকে।১—৬। এই মহতী শালগ্রামমূর্ত্তি সর্ব্বদা পাপহারিণী। ইহার অর্চ্চনায় কৈলাসাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথায় শালগ্রামশিলা বিরাজিত, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও সরস্বতী—সকল তীর্থই তথায় সদা সন্নিহিত। অয়ি বরাননে! এ বিষয়ে বার বার অধিক বলিয়া কি হইবে? সমস্ত মুমুক্ষু মানবেরই সম্যক্‌রূপে শালগ্রাম শিলার্চ্চন কর্ত্তব্য। হে দেবেশি! যাহারা ভক্তিভাবে জনার্দ্দন দেবের অর্চ্চনা করে, তাহাদের

তেষাং দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহা শুধ্যতে জনঃ ।
দাসভাবেন যে শূদ্রাঃ স্বর্চ্চনং কুর্ব্বতে সদা ॥১১
তেষাং পুণ্যং ন জানন্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরেশ্বরি
ভক্তিভাবেন যে বিপ্রা হরিমভ্যর্চ্চয়ন্তি বৈ ॥১২
একবিংশতিকুলং তৈস্তারিতং তেষু জন্মসু ।
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো যস্তু বিপ্রঃ পূজনমাচরেৎ ॥১৩
পূজিতস্তু জগৎ সর্ব্বং তেন বিষ্ণুপ্রপূজনাৎ ।
পিতরঃ সংবদন্ত্যস্মৎকুলে জাতাশ্চ বৈষ্ণবাঃ ॥
তৎ কুলং তারিতং তৈস্তু যাবদাভূতসংপ্লবম্ ।
তে তু চাস্মান্ সমুদ্ধৃত্য নয়ন্তে বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥১৫
স এব দিবসো ধন্যো ধন্যা মাতাথ বান্ধবাঃ ।
পিতা তস্য চ বৈ ধন্যো ধন্যা বৈ সুহৃদস্তথা ॥১৬
সর্ব্বে ধন্যতমা জ্ঞেয়া বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৭
উপপাতকানি সর্ব্বাণি মহান্তি পাতকানি চ ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনাৎ ॥১৮
পাবকা ইব দীপ্যন্তে যে নরা বৈষ্ণবা ভুবি ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মেঘেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ ॥
আর্দ্রং শুষ্কং লঘুস্থূলং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ কৃতম্ ।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনাৎ ॥২০
হিংসাদিকঞ্চ যৎ পাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ ।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি দর্শনাদ্বৈষ্ণবস্য চ ॥ ২১
নিষ্পাপাস্ত্রিদিবং যান্তি পাপিষ্ঠা যান্তি শুদ্ধিতাম্ ।
দর্শনাদেব সাধূনাং সত্যং তুভ্যং ময়োদিতম্ ॥
সংসারকর্দ্দমালেপ-প্রক্ষালন-বিশারদাঃ ।
পাবনঃ পাবনানাঞ্চ বিষ্ণুভক্তো ন সংশয়ঃ ॥২৩
প্রত্যহং বিষ্ণুভক্তা যে স্মরন্তি মধুসূদনম্ ।
তে তু বিষ্ণুময়া জ্ঞেয়া বিষ্ণুস্তত্র ন সংশয় ॥ ২৪
নবনীলঘনশ্যামং নলিনায়তলোচনম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরাবৃতম্ ॥ ২৫
কৌস্তভেন বিরাজন্তং বনমালাধরং হরিম্ ।
উল্লসৎকুণ্ডলজ্যোতিঃ-কপোলবদনশ্রিয়া ॥ ২৬
বিরাজিতং কিরীটেন বলয়াঙ্গদনূপুরৈঃ ।

দর্শনমাত্র ব্রহ্মহত্যাকারীও পবিত্র হইয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি! যে সকল শূদ্র দাসভাবে সদা সম্যক্ পূজা করে, ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহাদের পুণ্যপরিমাণ জানেন না। যে সকল বিপ্র ভক্তিভাবে হরির অর্চনা করেন, তাঁহাদের একবিংশ জন্মে একবিংশতি কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। যে বিপ্র শঙ্খচক্রচিহ্নাঙ্কিত হইয়া বিষ্ণুপূজা করেন, তৎকর্তৃক এই সমগ্র বিশ্বই পূজিত হইয়া থাকে। পিতৃপুরুষগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, আমাদের কুলে বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা কুল উদ্ধার হইবে এবং তাহারা আমাদিগকে বিষ্ণু-মন্দিরে লইয়া যাইবে। সেই পিতা, সেই মাতা, সেই বান্ধব, সেই সুহৃৎ সেই সকলই ধন্য—ধন্যতম, যাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। তাঁহাদের দর্শন মাত্র মহাপাপ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। যে কিছু উপপাতক বা যে কিছু মহাপাতক, সমস্তই বৈষ্ণবজন-দর্শনে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ভূতলস্থ বৈষ্ণব-গণ পাবকবৎ দেদীপ্যমান; মেঘমুক্ত চন্দ্র-মার ন্যায় তাঁহারা সর্ব্ব পাপ হইতে পরিমুক্ত। বাক্য, মন ও কর্ম্মকৃত আর্দ্র, শুষ্ক, লঘু, স্থূল যে কিছু পাপ সমস্তই বৈষ্ণবদর্শনে নাশ প্রাপ্ত হয়। হিংসাদি যে কিছু পাপ এবং জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত পাপ সকলই বৈষ্ণব-দর্শনে বিলয় পাইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট সত্যই বলিতেছি, সাধুগণের দর্শনে নিষ্পাপগণ স্বর্গ লাভ করেন এবং পাপিষ্ঠগণ নিষ্পাপ হইয়া থাকে।১৭-২২। বিষ্ণুভক্ত জনই সংসারপঙ্ক-লেপ-ক্ষালনে সুনিপুণ এবং তিনি পবিত্রসমূহেরও পবিত্রতাকর। যে সকল বিষ্ণুভক্ত প্রত্যহ মধুসূদনকে স্মরণ করেন, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুময় বলিয়া জানিবে এবং বিষ্ণুও তাঁহাদের দেহেই বিরাজমান। হে পার্ব্বতি! যে সকল বিপ্র শ্রীবিষ্ণুকে নবনীল-ঘনশ্যাম, নলিনায়তনেত্র, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর, পীতাম্বরপরিহিত, কৌস্তভরাজিত, বনমালা-মণ্ডিত, দীপ্তকুণ্ডলজ্যোতি, কপোল ও বদন-শোভায় শোভিত এবং কিরীট,বলয়, অঙ্গদ ও

প্রসন্নবদনাম্ভোজং চতুর্ব্বাহুং শ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ২৭
এবং ধ্যায়ন্তি যে বিপ্রা বিষ্ণুমেব তু পার্ব্বতি।
তে বিপ্রা বিষ্ণুরূপাশ্চ বৈষ্ণবাস্তে ন সংশয়ঃ ॥২৮
তেষাং দর্শনমাত্রেণ ভক্ত্যা বা ভোজনেন বা।
পূজনেন চ দেবেশি বৈকুণ্ঠং লভতে ধ্রুবম্ ॥২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শালগ্রামশিলা-পূজনমাহাত্ম্যং নামৈকত্রিংশদধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
অনন্তবাসুদেবস্য কীদৃশং স্মরণং স্মৃতম্।
যচ্ছ্রুত্বা ন পুনর্ম্মোহো মানুষাণাং প্রজায়তে ॥১
মহাদেব উবাচ।
দৃষ্টতত্ত্বেন দেবেশি বিষ্ণুং স্মরন্তি নিত্যশঃ।
তৃষাতুরো যথা বারি তদ্বদ্বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ২
হিমেনাকুলিতং বিশ্বং স্মরত্যগ্নিং যথা তথা।
তদ্বদেব তু বৈ বিষ্ণুং স্মরন্তি বিবুধাদয়ঃ ॥ ৩
পতিব্রতা যথা নারী পতিং স্মরতি নিত্যশঃ।
তথা স্মরন্তি লোকেশং বিষ্ণুং বিশ্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥৪
ভয়ার্ত্তঃ শরণং যদ্বদর্থলোভী যথা ধনম্।
পুত্রকামো যথা পুত্রং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥৫
দূরস্থোঽপি যথা গেহং চাতকো মাধবং যথা।
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মবিদস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৬
হংসা মানসমিচ্ছন্তি ঋষয়ঃ স্মরণং হরেঃ।
ভক্তাশ্চ ভক্তিমিচ্ছন্তি তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্
প্রাণিনাং বল্লভো দেহো যত্র আত্মাবতিষ্ঠতি।
আয়ুর্বাঞ্ছন্তি যে জীবাস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥৮
ভ্রমরাশ্চ যথা পুষ্পং চক্রবাকা দিবাকরম্।
যথাত্মবল্লভা ভক্তিস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্ ॥ ৯
অন্ধেনাকুলিতা লোকা দীপং বাঞ্ছন্তি বৈ যথা।
তথা বৈ পুরুষা লোকে স্মরণং কেশবস্য চ ॥১০
যথাশ্রমার্ত্তা বিশ্রামং নিদ্রা ব্যসনিনো থা।

নূপুর দ্বারা সুশোভিত, প্রসন্নবদনপদ্ম, চতুর্ভুজ ও শ্রীসমন্বিতরূপে ধ্যান করেন, তাঁহারাই বিষ্ণুরূপী বৈষ্ণব জন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের দর্শনে, তাঁহাদের প্রতি ভক্তিস্থাপনে, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলে বা পূজা করিলে, বৈকুণ্ঠলাভ হয় নিশ্চয়ই। ২৩—২৯।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩১।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—অনন্তর বাসুদেবের স্মরণ কি প্রকার? যাহা শ্রবণে মানুষের আর মোহ উৎপন্ন হয় না। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবেশি! মানবগণ তত্ত্বদর্শনানন্তর বিষ্ণুকে নিত্য স্মরণ করে। আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করি, সে স্মরণ তৃষাতুরের বারি স্মরণের ন্যায়। হিমাকুলিত বিশ্ব যেমন অগ্নি স্মরণ করে, দেব-নরাদি সকলেই সেইরূপ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। পতিব্রতা নারী যেমন সর্ব্বদা পতিকেই স্মরণ করে, বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে তেমনি তাঁহার ভক্তগণ স্মরণ করিয়া থাকেন। ভয়ার্ত্ত যেমন শরণ্য ব্যক্তিকে, অর্থলোভী ধনকে এবং পুত্রকামী যেমন পুত্রকে স্মরণ করে, আমি তেমনি বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকি। যেমন দূরস্থ জন গৃহ, চাতক বৈশাখ মাস এবং ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মবিদ্যা স্মরণ করে, তেমনি আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকি।১—৬। হংসগণ মানস ইচ্ছা করে, ঋষিগণ হরি স্মরণ করেন, ভক্তগণ ভক্তি ইচ্ছা করে, এইরূপ আমিও কেবল বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া থাকি। আত্মাধার দেহ যেমন প্রাণিগণের প্রিয় হয় এবং জীবগণ যেমন আয়ুঃ আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি আমি প্রিয় বিষ্ণুকে স্মরণ করি। ভ্রমরগণের পুষ্প, চক্রবাককুলের দিবাকর এবং আত্মার যেমন ভক্তি প্রিয় বস্তু, তেমনি প্রিয় জ্ঞানে আমি সর্ব্বদা বিষ্ণু স্মরণ করি। অন্ধকারাকুলিত লোকসকল যেমন দীপবাঞ্ছা করে, তেমনি জগতে সুজনগণ কেশবস্মরণ কামনা

গতালস্যা যথা বিদ্যাং তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্॥
মাতঙ্গাঃ পার্ব্বতীং ভূমিং সিংহা বনগজাদিকম্।
তথৈব স্মরণং বিষ্ণোঃ কর্ত্তব্যং পাপভীরুভিঃ॥
সূর্য্যকান্তে রবের্যোগাদ্বহ্নিস্তত্র প্রজায়তে।
এবং বৈ সাধুসংযোগাদ্ধরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে
শীতরশ্মের্যথাকান্তশ্চন্দ্রযোগাদপঃ শ্রয়েৎ।
এবং বৈষ্ণবসংযোগান্মুক্তির্ভবতি শাশ্বতী॥ ১৪
কুমুদ্বতী যথা সোমং দৃষ্ট্বা পুষ্পং বিকাসতে।
তদ্বদ্দেবে কৃতা ভক্তির্মুক্তিদা সর্ব্বদা নৃণাম্॥১৫
যথা নলায়াঃ সন্ত্রস্তা ভ্রমরী স্মরণং চরেৎ।
তেন স্মরণযোগেন নলা সারূপ্যতামিয়াৎ॥১৬
গোপীভির্জারবুদ্ধ্যা চ বিষ্ণোশ্চ স্মরণং কৃতম্।
তাশ্চ সাযুজ্যতাং নীতাস্তথা বিষ্ণুং স্মরাম্যহম্
কেঽপি বৈ দুষ্টভাবেন ছন্নভাবেন কেচন।
কে চাপি লোভভাবেন নিস্পৃহাশ্চৈব কেচন॥১৮

ভক্ত্যা বা স্নেহভাবেন দ্বেষভাবেন বা পুনঃ।
কেঽপি স্বামিত্বভাবেন বুদ্ধ্যা বা বুদ্ধিপূর্ব্বকম্॥
যেন কেনাপি ভাবেন চিন্তয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্
অহো বিষ্ণোশ্চ মাহাত্ম্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।
যদৃচ্ছয়াপি স্মরণং ত্রিধা মুক্তিপ্রদায়কম্॥ ২১
ন ধনেন সমৃদ্ধেন বিপুলা বদ্যয়া তথা।
একেন ভক্তিযোগেন সমীপে দৃশ্যতে ক্ষণাৎ॥
সান্নিধ্যেঽপি স্থিতো দূরে নেত্রয়োরঞ্জনং যথা।
ভক্তিযোগেন দৃশ্যেত ভক্তৈশ্চৈব সনাতনঃ॥
ইদং তত্ত্বমিদং তত্ত্বং মোহিতো দেবমায়য়া।
ভক্তিতত্ত্বং যদা প্রাপ্তং তদা বিষ্ণুময়ং জগৎ॥
ইন্দ্রাদ্যৈরমৃতং প্রাপ্তং সুখার্থে শৃণু সুন্দরি।
তথাপি দুঃখিতাস্তে বৈ ভক্ত্যা বিষ্ণোর্যথা বিনা

করিয়া থাকে। শ্রমার্ত্তগণের বিশ্রাম, ব্যসনাসক্তগণের নিদ্রা এবং আলস্যহীন ব্যক্তিগণের যেমন বিদ্যা প্রিয় বস্তু, তেমনি প্রিয়জ্ঞানে বিষ্ণুকে আমি স্মরণ করি। মাতঙ্গগণ যেমন পার্ব্বত্য ভূমি এবং সিংহগণ যেমন বনগজাদিকে স্মরণ করে, পাপভীরুগণ তেমনি বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। যেমন সৌরকরস্পর্শে সূর্য্যকান্ত মণিতে বহ্নি উৎপন্ন হয়, তেমনি সাধুসংসর্গে হরিভক্তি জন্মিয়া থাকে। যেমন চন্দ্রকরযোগে চন্দ্রকান্ত মণি হইতে জল ক্ষরিত হয়, তেমনি বৈষ্ণবসংসর্গে শাশ্বতী মুক্তি হইয়া থাকে। চন্দ্রদর্শনে কুমুদিনী যেমন পুষ্প বিকাশ করে, তেমনি বিষ্ণুদেবে অর্পিত ভক্তি নরগণের মুক্তি বিধান করে। কাচকীট ভয়ে ভ্রমরী যেমন সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাকে স্মরণ করে, আর সেই স্মরণযোগে সে, কাচকীটের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ গোপীগণ জারবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিত, তাহাতে তাঁহারা তৎ সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমিও বিষ্ণুস্মরণ উক্ত ভ্রমরী ও গোপীগণের ন্যায়ই করিতেছি। কেহ দুষ্ট ভাবে, কেহ কপট ভাবে, কেহ লোভ ভাবে, কেহ নিস্পৃহ ভাবে, কেহ ভক্তি ভাবে, কেহ স্নেহ ভাবে, কেহ দ্বেষ ভাবে, কেহ স্বামিত্ব ভাবে এবং কেহ বা বুদ্ধিপূর্ব্বক জনার্দ্দনকে চিন্তা করে। ফলে যে, যে-কোন ভাবেই জনার্দ্দনকে চিন্তা করুক, সে ইহ লোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৭—২০। আহা, বিষ্ণুর কি আশ্চর্য্য পুলকাবহ মাহাত্ম্য! তাঁহাকে যদৃচ্ছা ক্রমে স্মরণ করিলেও ত্রিধা মুক্তি হয়। সুবিপুল ধন বা অগাধ বিদ্যায় তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে না, এক মাত্র ভক্তিযোগেই তিনি ক্ষণমধ্যে সমীপে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন। তিনি নেত্রাঞ্জনবৎ নিকটে থাকিয়াও দূরস্থ; একমাত্র ভক্তগণই ভক্তিযোগে সেই সনাতন দেবের দর্শন লাভ করিতে পারে। মানব দৈবী মায়ার মোহিত হইয়া ইহা তত্ত্ব, ইহা তত্ত্ব, বলিয়া ভ্রান্ত হয়, কিন্তু যখন ভক্তিতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন এ জগৎ তাহার নিকট বিষ্ণুময় হইয়া থাকে। অয়ি সুন্দরি! শ্রবণ কর, ইন্দ্রাদি দেবগণ সুখার্থ অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি বিষ্ণুভক্তিহীন মানবগণবৎ তাঁহারা দুঃখিত। একমাত্র

ভক্তিমেবামৃতং প্রাপ্য পুনর্দুঃখং ন জায়তে।
বৈকুণ্ঠাখ্যং পদং প্রাপ্য মোদতে বিষ্ণুসন্নিধৌ
বারি ত্যক্ত্বা যথা হংসঃ পয়ঃ পিবতি নিত্যশঃ।
এবং ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিষ্ণোর্ভক্তিং সমাশ্রয়েৎ
অন্যভক্তিং পরিত্যজ্য বিষ্ণুভক্তিং সমাশ্রয়েৎ
তোয়ং বদ্ধা তু বস্ত্রেণ কৃতং কার্য্যং কথং ভবেৎ
প্রাপ্য দেহং বিনা ভক্তিং ক্রিয়তে স বৃথা শ্রমঃ
বিষ্ণুভক্তিং বিনা ধর্ম্মানুপদিশন্তি যে জনাঃ।
তে পতন্তি সদা ঘোরে নরকে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৯
বাহুভ্যাং সাগরং তর্ত্তুং যদ্বন্মূর্খোঽভিবাঞ্ছতি।
সংসারসাগরং তদ্বদ্বিষ্ণুভক্তিং বিনা নরঃ ॥ ৩০
বিষ্ণুভক্তিঞ্চ রক্ষন্তি কর্ম্মণা পাত্যতে যদি।
অকিঞ্চনঃ স্পৃহাযুক্তো মেরৌ ধত্তে যথা স্পৃহাম্
তব ভক্তৌ তথা দেব মম হি ক্রিয়তে স্পৃহা।
জন্মান্তরে হি সা ভক্তির্মামকী যৎ করোতি হি
বহ্নির্যথেহ স্বল্পোঽপি দহতে বিবিধং বনম্।
তদ্বদেব তু সা ভক্তিরণুমাত্রা কৃতা ময়া ॥ ৩১
শতৈশ্চ শ্রূয়তে ভক্তিঃ সহস্রৈরপি বুধ্যতে।
তেষাং মধ্যে তু দেবেশি ভক্তো হ্যেকঃ
প্রজায়তে ॥৩৪
বুদ্ধিং পরেষাং দাস্যন্তি লোকে বহুবিধা জনাঃ
স্বয়মাচরতে সোঽপি নরঃ কোটিষু দৃশ্যতে ॥৩৫
পূজয়া হস্যতে ভক্তির্জয়েন পরিহস্যতে।
এবম্ভাবো হি দেবেশে ভক্তিস্তেনৈব গৃহ্যতে ॥
সাগরে চ যথা পাতঃ কূপে প্রায়োপবেশনম্।
যস্য ভাবো হি তদ্বচ্চ ভক্তিঃ সা তেন গৃহ্যতে
মূলে সিক্তস্য বৃক্ষস্য পত্রং শাখাসু দৃশ্যতে।
ভজনাদেব তো দেবি ফলমগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
পানীয়হারিণা যদ্বৎ ঘটে চিত্তং প্রধীয়তে।
তদ্বদেবে হরৌ চিত্তং ধৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৯
শৈশবে চ যথা মাতা গুড়ং স্তোকং দদাতি বৈ

ভক্তিরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইলেই আর কখনও দুঃখ উৎপন্ন হয় না, অধিকন্তু বৈকুণ্ঠাখ্য পদ প্রাপ্ত হইয়া নর বিষ্ণুসমীপে বিহার করিয়া থাকে। হংস যেমন জলাংশ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ অন্য সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিষ্ণুভক্তিরই আশ্রয় লইবে। অন্য ভক্তি ছাড়িয়া বিষ্ণু-ভক্তিরই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য; অন্যথা, বস্ত্র দ্বারা জল বাঁধিয়া কে কিরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে? ভক্তিহীন দেহলাভ করিয়া বৃথা শ্রমই করা হইয়া থাকে। যে সকল নর বিষ্ণুভক্তি বিনা ধর্ম্মোপদেশ করে, তাহারা সর্ব্বদা ঘোর নরকে পতিত হয়। মূর্খ যেমন ভুজযুগ সাহায্যে সাগর পার হইতে ইচ্ছা করে, নর বিষ্ণুভক্তি ছাড়িয়া সংসার-সাগর পার হইবার বাসনাও তেমনই করিয়া থাকে। অতএব মানবগণ বিষ্ণুতেই ভক্তি স্থাপন করিবে। যদি কর্ম্মবশে তাহা হইতে পাতিত হইতে হয়, তবে বলিবে,—হে দেব! অকিঞ্চন ব্যক্তি যেমন সুমেরুবাসে স্পৃহা পোষণ করে, আমিও তেমনি তোমার ভক্তিতে স্পৃহান্বিত হইয়াছি। জন্মান্তরেও যেন তোমার প্রতি আমার অটল ভক্তি থাকে। যেমন স্বল্প মাত্র বহ্নিও নানা বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি যেন অণুমাত্রও আমি লাভ করি; আর সেই ভক্তিতে যেন আমার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। শত শত জন ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করে, সহস্র সহস্র জন উহা অবধারণ করে, কিন্তু হে দেবেশি! তাহাদের মধ্যে হয়ত একজন মাত্র বিষ্ণুভক্ত হইয়া থাকে। জগতে বহু লোকই পরকে উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সে বিষয়ের আচরণ করিতে কোটি কোটি জনমধ্যে এক-জন দেখা যায়। ২১—৩৫। সাগরে বা কূপে পতন কিংবা প্রায়োপবেশন, ইত্যাদিরূপে যাহার যেমন ভাব, সে সেইরূপ ভক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকে। হে দেবি! বৃক্ষের মূলে সেক করিলে, তাহার শাখায় যেমন পত্র পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি ভগবানের ভজ-নাতেই অগ্রে ফল প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। জলাহরণকারী ব্যক্তি যেমন জলাধার ঘটেই তাহার চিত্তনিবেশ করে, তেমনি হরিদেবে মনোনিবেশ করিয়া মানব

পুনর্যাচতি বৈ বালো গুড়ং বৈ লোভকারণাৎ
নীরে নীরং যথা ক্ষিপ্তং দুগ্ধে দুগ্ধং ঘৃতে ঘৃতম্
তদ্বদ্ভেদং ন পশ্যন্তি বিষ্ণুভক্তিপ্রসাদতঃ ॥ ৪১
ভানুঃ সর্ব্বগতো যদ্বদ্বহ্নিঃ সর্ব্বগতো যথা।
ভক্তিস্থিতস্তথা ভক্তঃ কর্ম্মভির্নৈব বাধ্যতে ॥৪২
অজামিলঃ স্বধর্ম্মঞ্চ ত্যক্ত্বা পাপং সমাচরন্।
পুত্রং নারায়ণং স্মৃত্বা মুক্তিং বৈ প্রাপ্তবান্ ধ্রুবম্
দিবা রাত্রৌ চ যে ভক্তা নামমাত্রোপজীবিনঃ।
বৈকুণ্ঠবাসিনস্তে বৈ তত্র বেদা হি সাক্ষিণঃ ॥৪৪
অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং ফলং স্বর্গেঽপি দৃশ্যতে।
তৎফলন্তু সমগ্রং বৈ ভুক্ত্বা বৈ সম্পতন্তি চ ॥৪৫
বিষ্ণুভক্তাস্তথা দেবি ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ।
বৈকুণ্ঠং প্রাপ্য বা তেষাং পুনরাগমনং কদা ॥
বিষ্ণুভক্তিঃ কৃতা যেন বিষ্ণুলোকে বসত্যসৌ।

মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। শৈশবে মাতা যেমন অল্প অল্প গুড় দান করেন, পরে লোভহেতু বালক পুনঃপুন তাহা প্রার্থনা করে, তেমনি উত্তর উত্তর বিষ্ণুভক্তি উপদেশ দিতে হয়। নীরে নীর, ঘৃতে ঘৃত এবং দুগ্ধে দুগ্ধ ক্ষিপ্ত হইলে যেমন তাহা অভিন্ন হইয়া যায়, বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে মানবগণ তেমনি সমস্তই অভেদ দর্শন করে। ভানু ও বহ্নি যেমন সর্ব্বগত, তেমনি ভক্তি ও ভক্তজনস্থ; সুতরাং ভক্ত কখনও কর্ম্মদ্বারা বাধ্য হইবার নহেন। অজামিল স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পাপাচরণ করিতেছিল; কিন্তু পুত্র নারায়ণকে স্মরণ করিয়া সে মুক্তিলাভ করে। দিবারাত্র নামমাত্রোপজীবী ভক্তগণ বৈকুণ্ঠেই বাস করিয়া থাকেন, বেদগণ তাহার প্রমাণ। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল স্বর্গে পরিলক্ষিত হয়। সেই সমগ্র ফল ভোগ করিয়া মানবগণ স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা বহুবিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। সে স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাগম কখনও হয় না। যাহারা বিষ্ণুতে ভক্তি স্থাপন করে, তাহারা বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে।

দৃষ্টান্তং পশ্য দেবেশি বিষ্ণুভক্তিপ্রসাদতঃ ॥৪৭
গ্রাবাণো জলমধ্যস্থাঃ শতশস্তেন তারিতাঃ।
বিনা জলং সোমকান্তো বিষ্ণুভক্তস্য মানসম্ ॥
দর্দ্দুরো বসতে নীরে ষট্‌পদো হি বনান্তরে।
গন্ধংবেত্তি কুমুদ্বত্যা ভক্তোঽভক্তো তথা হরেঃ
গঙ্গাতটে বসন্ত্যেকে একে বৈ শতযোজনম্।
কশ্চিদ্গঙ্গাফলং বেত্তি বিষ্ণুভক্তিং পরস্তথা ॥৫০
কর্পূরাগুরুভারং হি উষ্ট্রো বহতি নিত্যশঃ।
মধ্যগন্ধং ন জানাতি তথা বিষ্ণুং বহির্ম্মুখাঃ ॥৫১
মৃগাঃ শালং হি জিঘ্রন্তি কস্তুরীগন্ধমিচ্ছবঃ।
স্বনাভিস্থং ন জানন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্ম্মুখাঃ ॥৫২
উপদেশো হি মূর্খাণাং বৃথা বৈ নগনন্দিনি।
তথৈব বিষ্ণুভক্তেহি উপদেশো বহির্ম্মুখে ॥ ৫৩
অহিনা চ পয়ঃ পীতং তৎপয়ো হি বিষায়তে।
তথা বৈ চান্তভক্তানাং বিষ্ণুভক্তির্বিষায়তে ॥

হে দেবেশি! দৃষ্টান্ত দেখ, বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে জলমধ্যস্থ শত শত শিলা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তের চিত্ত জলহীন চন্দ্রকান্ত-স্বরূপ; বিষ্ণুকথায় সহজেই উহা গলিয়া যায়। দর্দ্দুর নীরে বাস করে, ষট্‌পদ বনান্তরে থাকিয়া কুমুদিনীর গন্ধ গ্রহণ করে, এইরূপ ভক্তজন হরিভক্তিতেই আবিষ্ট থাকেন। কেহ গঙ্গা তটে, কেহ কেহ বা শত যোজন দূরে বাস করে, তাহাদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ যেমন গঙ্গামহিমা অবগত হয়, অন্য সাধারণ জনের মধ্যেও বিষ্ণুভক্তিজ্ঞান ক্বচিৎ কাহারও হইয়া থাকে। উষ্ট্র যেমন নিয়ত কর্পূর ও অগুরুভার বহন করে, পরন্তু তন্মধ্যস্থ সুগন্ধের বিষয় জানে না, তেমনি বহির্ম্মুখ জনগণও বিষ্ণুকে জানিতে পারে না। ৩৬—৫১। মৃগগণ কস্তুরীগন্ধ লইবার জন্য শালবৃক্ষের আঘ্রাণ লয়, কিন্তু অবোধ তাহারা সে বস্তু যে তাহাদেরই স্বনাভিস্থ, তাহা বুঝিতে পারে না। এইরূপ বহির্ম্মুখ জনগণও বিষ্ণুকে জানে না। অয়ি পার্ব্বতি! মূর্খদিগকে উপদেশ দেওয়া যেমন

চক্ষুর্বিনা যথা দীপং দৃষ্ট্বা দর্পণমেব চ।
সমীপস্থা ন পশ্যন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্মুখাঃ॥ ৫৫
পাবকো হি যথা ধূমৈরাদর্শোঽপি মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভো দেহে কৃষ্ণস্তথাবৃতঃ॥৫৬
দুগ্ধে সর্পিঃ স্থিতং যদ্বত্তিলে তৈলন্তু সর্ব্বদা।
চরাচরে তথা বিষ্ণুর্দৃশ্যতে নগনন্দিনি॥ ৫৭
একসূত্রে মণিগণা ধার্য্যন্তে বহবো যথা।
এবং ব্রহ্মাদিভির্বিশ্বং সম্প্রোতং ব্রহ্মচিন্ময়ে॥৫৮
যথা কাষ্ঠে স্থিতো বহ্নির্মন্থনাদেব দৃশ্যতে।
এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুর্ধ্যানাদেব প্রদৃশ্যতে॥৫৯
আদিরেকো ভবেদ্দীপস্তস্মাজ্জাতাঃ সহস্রশঃ।
এবমেকঃ স্থিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বং ব্যাপ্য প্রতিষ্ঠিতিঃ॥
যথা সূর্য্যোদয়ে জ্যোতিঃ পুষ্করে তিষ্ঠতে সদা
দৃশ্যতে বহুধা নীরে লোকে বিষ্ণুস্তথা হি সঃ॥
মারুতঃ প্রকৃতিস্থোঽপি নানাগন্ধবহঃ সদা।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বজীবস্থো ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্
শর্করাবিষসংযোগান্নীরং ভবতি যাদৃশম্।
সম্ভূয় তাদৃশো হ্যাত্মা কর্ম্মণঃ ফলমশ্নুতে॥ ৬৩
উর্ব্বী চ নীরসংযোগান্নানাবৃক্ষা প্রজায়তে।
প্রকৃতের্গুণ সংযোগান্নানাযোনিষু জায়তে॥ ৬৪
গজে বৈ মশকে চৈব দেবে বা মানুষেঽপি বা
নাধিকোঽন চ ন্যূনো বৈ নিষ্ঠোদেহে স নিশ্চলঃ
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা যে চাত্র ভুবি মানবাঃ।
দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাদয়ঃ॥ ৬৬
তেষু সর্ব্বেষু দৃশ্যন্তে জলে চন্দ্রমসো যথা।
স সচ্চিদানন্দশিবঃ স মহেশো হি দৃশ্যতে॥৬৭
স বৈ বিষ্ণুস্তথাপ্রোক্তঃ সোঽহং সর্ব্বগতোঽহরিঃ
বেদান্তবেদ্যঃ সর্ব্বেশঃ কালাতীতো হ্যনাময়ঃ

বৃথা, তেমনি বহির্ম্মুখ জনে বিষ্ণুভক্তির উপদেশ বৃথাই হইয়া থাকে। সর্প দুগ্ধ পান করে, কিন্তু সে ভাণ্ডের অবশিষ্ট দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ যাহারা অন্য দেব-ভক্ত, তাহাদের নিকট বিষ্ণুভক্তি বিষের ন্যায়ই প্রতিভাত হয়। নেত্রহীন ব্যক্তি যেমন দীপ বা দর্পণ দর্শনেও সমীপস্থ কোন বস্তুই দেখিতে পায় না, বহির্ম্মুখ জনগণও তেমনি নিকটস্থ বিষ্ণুকে দর্শন করিতে পারে না। যেমন ধূম দ্বারা পাবক, মল দ্বারা আদর্শ এবং কলল দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, তেমনি এই দেহেতেই কৃষ্ণ আবৃত হইয়া থাকেন। অয়ি গিরিজে! যেমন দুগ্ধে ঘৃত, এবং তিলে তৈল সর্ব্বদা অবস্থিত, এই চরাচরে বিষ্ণু সেইরূপেই দৃশ্যমান। যেমন একই সূত্রে বহু মণি গ্রথিত, তেমনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক এই বিশ্বব্রহ্ম চিন্ময়ে নিবদ্ধ। যেমন কাষ্ঠস্থ বহ্নি মন্থন হইতেই লক্ষিত হয়, এইরূপ সর্ব্বগত বিষ্ণু একমাত্র ধ্যানেই দৃশ্যমান হইয়া থাকেন। একমাত্র প্রথম দীপ হইতে যেমন সহস্র সহস্র দীপ উৎপন্ন হয়, তেমনি একমাত্র বিরাজমান বিষ্ণুই সর্ব্বব্যাপিরূপে অবস্থিত। সূর্য্যোদয়ে পুষ্করে যেমন একমাত্র জ্যোতিঃ বিরাজ করে, কিন্তু জলে তাহা বহুধা পরিদৃশ্যমান হয়, এ জগতে বিষ্ণুও তেমনি বিরাজমান। বায়ু যেমন প্রকৃতিস্থ হইয়াও সর্ব্বদা নানা গন্ধ বহন করে, ঈশ্বরও তেমনি সর্ব্বজীবস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণরাশি ভোগ করিয়া থাকেন। শর্করা ও বিষসংযোগে সলিল যেরূপ হয়, আত্মাও সেইরূপ হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন। জলসংযোগে পৃথ্বী যেমন নানা বৃক্ষশালিনী হয় প্রকৃতিগুণযোগে আত্মাও তেমনি নানা যোনিতে জন্ম লইয়া থাকেন। গজ মশক দেব বা মানুষ সকলের দেহেই তিনি অনধিক ও অন্যূন ভাবে নিশ্চল হইয়া বিরাজমান। এ ভূতলে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যে কিছু মানব, দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরাদি বিদ্যমান, প্রতিজলাশয়ে চন্দ্র-বিম্বসমূহবৎ তাহাদের সকলের দেহেই তিনি বহুরূপে পরিদৃশ্যমান। ৫২—৬৭। সেই যিনি দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সচ্চিদানন্দ শিব মহেশদেব; সেই মহেশই বিষ্ণু এবং সেই বিষ্ণুই এই সর্ব্বগত হরিদেব। এই হরি বেদান্তবেদ্য, সর্ব্বেশ, কালাতীত ও অনাময়।

এবন্তং বেত্তি যো দেবি স ভক্তো নাত্র সংশয়ঃ
একো হি বহুধাজ্ঞেয়ো বহুধাপ্যেক এব সঃ ॥৬৯
নামরূপবিভেদেন জল্পতে বহুধা ভুবি।
চক্ষুষা ন রবের্জ্যোতির্ভানুনা চক্ষুরেধতে ॥৭০
পরমাত্মা তথা চাত্মা প্রতিদেহে তু সর্ব্বদা।
ঘটেঘটে যথাকাশস্তস্মিন্ ভগ্নে যথা স্থিতঃ ॥ ৭১
রূপেরূপে তথা ত্বং হি ভগ্নে তস্মিন্ সুনিশ্চলঃ
যথা কাষ্ঠময়ং রূপং পততে প্রভুণা বিনা ॥ ৭২
ক্রিমিমেদময়ো দেহো পততে চাত্মনা বিনা।
হেম্নো ভবন্তি বর্ণাশ্চ বহ্নিনা যান্তি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭৩
তদ্বজ্জীবাঃ প্রপদ্যন্তে ভক্তা বৈ পূর্ব্বরূপতাম্।
ঘনেনাবৃতং সূর্য্যং মূঢ়াঃ পশ্যন্তি নিষ্প্রভম্ ॥ ৭৪
তথাজ্ঞানধিয়ো মূঢ়া ন জানান্তি তমীশ্বরম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরাকারং বেদান্তৈঃ পরিপাঠ্যতে ॥
নিরাকারাচ্চ সাকারং স্বেচ্ছয়া চ প্রকাশতে।
তস্মাৎ সঞ্জাতমাকাশং নিঃশব্দং গুণবর্জ্জিতম্ ॥
আকাশান্মারুতো জাতঃ সশব্দশ্চ তদাভবৎ।
বাতাদজায়তজ্যোতির্জ্জ্যোতিষশ্চাভবজ্জলম্ ॥
তজ্জলে স্বর্ণগর্ভশ্চ বিরাড়ুবৈ বিশ্বরূপধৃক্।
তস্য নাভিসরোজে চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ ॥৭৮
প্রকৃতিঃ পুরুষস্তস্মান্নির্ম্মিতস্তু ত্রিধা জগৎ।
তয়োর্দ্বয়োশ্চ সংযোগাত্তত্ত্বযোগোঽভ্যজায়ত ।৭৯
সাত্ত্বিকী বিষ্ণুসম্ভূতির্ব্রহ্মা বৈ রাজসঃ স্মৃতঃ।
শিবস্তু তামসঃ প্রোক্ত এভিঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তিতম্ ॥
একা ব্রাহ্মী স্থিতির্লোকে কর্ম্মবীজানুসারতঃ
তথা সংরক্ষতে বিষ্ণুঃ সর্ব্বলোকানশেষতঃ ॥ ৮১
তিষ্ঠত্যসৌ তদা তত্র ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুরাদিমধ্যান্ত এব চ ॥ ৮২
অবিদ্যয়া ন জানন্তি লোকা বৈ কর্ম্মনিশ্চিতাঃ
বর্ণোচিতানি কর্ম্মাণি যঃ কালেষু প্রকারয়েৎ ॥

হে দেবি! যে ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপে জানে, সেই জনই তাঁহার ভক্ত। তিনি এক হইয়াও বহুরূপী এবং বহু হইয়াও তিনি এক। নাম-রূপ-ভেদে জগতে তাঁহাকে বহুরূপেই ব্যাখ্যা করা হয়। চক্ষু দ্বারা রবির জ্যোতি বৃদ্ধি পায় না, পরন্তু রবির জ্যোতিতেই চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপ প্রতিদেহে আত্মা এবং পরমাত্মা বিরাজ করেন। যেমন ঘটে ঘটে আকাশ; কিন্তু ঘট ভাঙ্গিলে একমাত্র মহাকাশ অবস্থিত, তেমনি রূপে রূপে তিনি বিরাজিত, পরন্তু রূপভঙ্গে সেই একমাত্র সুনিশ্চল ভাবে অবস্থিত। যেমন কাষ্ঠময় মূর্ত্তি প্রভু বিনা পতিত হয়, তেমনি কৃমিভেদময় দেহ আত্মা বিনা পতিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ বিবর্ণ হইলে তাহা যেমন বহ্নিদাহে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভক্ত জীবগণও পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়গণ যেমন ঘনাবৃত সূর্য্যকে প্রভাহীনরূপে অবলোকন করে, তেমনি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় জীবগণও ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শনে অক্ষম হইয়া থাকে। বৈদান্তিকগণ বলেন ঈশ্বর নির্ব্বিকল্প, নিরাকার; নিরাকার হইতেই স্বেচ্ছায় সাকার প্রকাশ হয়। তাহা হইতেই নিঃশব্দ গুণ-বর্জ্জিত আকাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশ হইতে সশব্দ সমীরণ সমুৎপন্ন হয়। সেই সমীরণ হইতেই জ্যোতি এবং জ্যোতি হইতেই জলের উৎপত্তি। সেই জলে স্বর্ণগর্ভ বিশ্বরূপধারী বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হন। তাঁহার নাভিপদ্মে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। তাঁহা হইতে প্রকৃতি পুরুষ এবং তাহা হইতে এই ত্রিবিধ জগৎ নির্ম্মিত। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে তত্ত্ব-যোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।৬৮-৭৯। বিষ্ণুস্থিতি সাত্ত্বিকী, ব্রহ্মা রাজস এবং শিব তামস বলিয়া অভিহিত। ইঁহাদের দ্বারাই এই সর্ব্ববিশ্ব প্রবর্ত্তিত। কর্ম্মবীজানুসারে জগতে প্রথম ব্রাহ্মী স্থিতি; অনন্তর বৈষ্ণবী স্থিতি; বিষ্ণুই এই নিখিল লোক রক্ষা করেন। একমাত্র ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই জগদ্ব্যাপারে অবস্থিত। এইরূপে আদি মধ্য অন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার অবস্থিতি; সর্ব্বত্রই তাঁহার গতি। কর্ম্মনিশ্চিত লোক সকল

যৎকর্ম্ম বিষ্ণুদৈবত্যং ন হি গর্ভস্য কারণম্‌।
বেদান্তশাস্ত্রে মুনিভিঃ সর্ব্বদৈব বিচার্য্যতে ॥৮৪
ব্রহ্মজ্ঞানমিদং দেহে তদহং পরিকীর্ত্তয়ে।
শুভাশুভস্য কার্য্যস্য কারণং মন এব হি ॥ ৮৫
মনসা শুধ্যতে সর্ব্বং তদা ব্রহ্ম সনাতনম্‌।
মন এব সদা বন্ধুর্মন এব সদা রিপুঃ ॥ ৮৬
মনসা তারিতাঃ কেচিন্মনসা যাতি তাশ্চ কে।
মধ্যেসর্ব্বপরিত্যাগো বাহ্যে কর্ম্ম তথাচরন্‌ ॥৮৭
এবমেব কৃতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।
পদ্মপত্রং যথা নীরলেশৈরপি ন লিপ্যতে ॥৮৮
অগ্নিরগ্নৌ যথা ক্ষিপ্তো ভক্ত্যা চ কিং প্রয়োজনম্‌।
যথা ভক্তিরসো জ্ঞাতো ন মুক্তী রোচতে তদা
যোগৈরষ্টবিধৈর্ব্বিষ্ণুর্ন প্রাপ্যশ্চেহ জন্মনি।
ভক্ত্যা বা প্রাপ্যতে বিষ্ণুঃ সর্ব্বদা সুলভো ভবেৎ ॥ ৯০

বেদান্তৈঃ প্রাপ্যতে জ্ঞানং জ্ঞানেন জ্ঞেয়মেব চ
তত্তু জ্ঞেয়ং যদা প্রাপ্তং তদা শূন্যমিদং জগৎ॥৯১
বলেন প্রাপ্যতে বিষ্ণুর্যোগৈরষ্টবিধৈশ্চ কিম্‌।
সর্ব্বেষামেব ভাবানাং ভাবশুদ্ধিঃ প্রশস্যতে॥
আলিঙ্গতে যথা কান্তা যথা ভাবস্তথা ফলম্‌।
উপানদ্যুক্তপাদোঽপি বেত্তি চর্ম্মময়ীং মহীম্‌ ॥৯৩
বুদ্ধির্যথাবিধা যস্য তদ্বৎ স মন্যতে জগৎ।
দুগ্ধেন সিক্তোনিম্বোঽপি কটুভাবং ন তু ত্যজেৎ
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি উপদেশো নিরর্থকঃ।
ছিত্বা বৈ সহকারঞ্চ ফলং পত্রং কথং লভেৎ॥
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থেন বৃথা জন্ম কথং নয়েৎ।
স্থাল্যাং বৈদূর্য্যময্যাং হি পচ্যতে চৌষধং যথা
দহ্যতে চাগদস্তদ্বদ্বৃথা জন্ম কথং ভবেৎ।
নিধানঞ্চ গৃহে ক্ষিপ্ত্বা শুভং সেবাংকথংচরেৎ ৯৭

অবিদ্যাবশে তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনিই লোকদিগের দ্বারা কালে কালে স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। যে কর্ম্ম বিষ্ণুদৈবত্য, তাহা কখন গর্ভবাসের কারণ নহে। বেদান্তশাস্ত্রে মুনিগণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞানের বিচার করিয়া থাকেন। আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। একমাত্র মনই শুভাশুভ কার্য্যের কারণ। মন দ্বারা যখন সমস্ত বিশুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই সনাতন ব্রহ্ম লাভ ঘটে। মনই সর্ব্বদা বন্ধু, আবার মনই সর্ব্বদা রিপু। কেহ মন দ্বারা তারিত হয়, কেহ বা মন দ্বারা পাতিত হইয়া থাকে। বাহিরে কর্ম্মাচরণ, অন্তরে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ; এইরূপে যিনি কর্ম্মাচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। পদ্ম যেমন জলকণায় লিপ্ত হইবার নহে, তদীয় কর্ম্মলিপ্ততাও সেইরূপই হয়। তৎকালে শুদ্ধ মনের অবস্থা অগ্নিতে ক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন ভক্তির কোনই প্রয়োজন হয় না। যখন ভক্তিরসে অভিজ্ঞ হওয়া যায়, তখন আর মুক্তিস্পৃহা থাকে না। ইহজন্মে অষ্টবিধ যোগ দ্বারাও বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তবে ভক্তিবলে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে এবং তিনি সর্ব্বদা সুলভ হইয়া থাকেন। বেদান্ত দ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় লাভ হয়। জ্ঞেয় যখন লব্ধ হওয়া যায়, তখন এই সর্ব্ব জগৎ শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভক্তিবলেই বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; অষ্টবিধ যোগ দ্বারা কি প্রয়োজন আছে? সমস্ত ভাব মধ্যে ভাবশুদ্ধিই প্রশস্ত। দৃষ্টান্ত—কান্তা ও সুতা আলিঙ্গন; উক্ত যে আলিঙ্গনের যেমন ভাব, ফলও সেইরূপই। যাহার পদ উপানদ্যুক্ত সে এই সর্ব্ব মহীই চর্ম্মময়ী বলিয়া জ্ঞান করে। ফলে যাহার যেমন বুদ্ধি, তদনুসারেই সে এই জগৎস্থিতি অবধারণ করে। নিম্ব দুগ্ধসিক্ত হইলেও সে তাহার কটু ভাব পরিত্যাগ করে না ।৮০—৯৪। ভূতবৃন্দ প্রকৃতিরই অনুসরণ করে, তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। সহকার তরু আমূল ছেদন করিলে কিরূপে তাহার পত্র-ফল প্রাপ্ত হইয়া যাইবে? ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তির জন্য জীব কেন এজন্ম বৃথা অতিবাহিত করে? বৈদূর্য্যময়ী

ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠনাথং তমন্তমার্গে কথং রমেৎ।
ভক্তিহীনৈশ্চতুর্ব্বেদৈঃ পঠিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্
শ্বপচো ভক্তিযুক্তশ্চ ত্রিদশৈরপি পূজ্যতে।
স্বকরে কঙ্কণং বদ্ধা দর্পণৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৯৯
ব্রহ্মরুদ্রাদিভির্দেবৈর্দত্তৈশ্বর্য্যাশ্চ সেবকাঃ।
অর্পিতং নৈব গৃহ্ণন্তি প্রভোশ্চৈব তু কিঞ্চন॥
অকিঞ্চনায় ভক্তায় দাতুং নালং গতো বরম্।
নিঃশরীরস্য কৃষ্ণস্য তত্র ধ্যানং কথং ভবেৎ॥
সাকারং বহবো দৃষ্ট্বা গতা ভক্ত্যা চ তৎপদম্।
পূজা ভক্তিঃ কথং শূন্যে সাকারে কথ্যতে বুধৈঃ
শূন্যমার্গে কথং যাতি আধারেণ বিনা নরঃ।
সাকারো যঃ স্বয়ং স্বামী নিরাকারঃ স বৈ প্রভুঃ
সাকারো হি সুখেনৈব নিরাকারো ন দৃশ্যতে
সেবারসশ্চ সাকারে নিরাকারে ন বৈ রসঃ॥

সাকারেণ নিরাকারো জ্ঞায়তে স্বয়মেব হি।
হরিস্মৃতিপ্রসাদেন রোমাঞ্চিততনুর্যদা॥ ১০৫
নয়নানন্দসলিলং মুক্তির্দ্দাসী ভবেত্তদা।
বাল্যে চ যৎকৃতং পাপং তৎকথং ন বিনশ্যতি
পূজাদানব্রতৈস্তীর্থৈর্জপহোমৈস্তদর্পিতৈঃ।
নিজধর্ম্মং পরিত্যজ্য তপো ঘোরং কথং চরেৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মং ভয়াবহঃ।
বিধিং সন্ত্যজ্য শাস্ত্রীয়ং তপো ঘোরং কথং চরেৎ
আশ্রমেণ বিনা মূঢ়ো নৈব সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা বর্ণাঃ স্বে স্বে ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ
স্বধর্ম্মেণাগতং দ্রব্যং শুক্লদ্রব্যং তদুচ্যতে।
শুক্লদ্রব্যেণ যদ্দানং দীয়তে শ্রদ্ধয়ান্বিতম্॥ ১১০
স্বল্পেনাপি মহৎপুণ্যং তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে।
নীচসঙ্গেন যদ্দ্রব্যমানীতং গৃহকর্ম্মসু॥ ১১১

স্থালীতে ওষধি পাক হইলেও যত্নের অভাবে সে ঔষধ যেমন দগ্ধও হইতে পারে, তেমনি উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও ভক্তি লাভার্থ যত্ন কর্ত্তব্য, অন্যথা এহেন দুর্লভ জন্মও বৃথা হইতে পারে। গৃহমধ্যে নিধি রাখিয়া কোন্ সাধুজন কিরূপে পরের সেবা করে? এইরূপ বৈকুণ্ঠপতিকে ত্যাগ করিয়া কে কিরূপে অন্য পথে অনুরক্ত হইতে পারে? ভক্তিহীন অবস্থায় চতুর্ব্বেদ পাঠেও কোনই ফল নাই। চণ্ডালও ভক্তিযুক্ত হইলে, দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকে। স্বকরে কঙ্কণ বাঁধিয়া দর্পণে কি প্রয়োজন আছে? ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ যে সকল সেবককে ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কোনও প্রভুর প্রদত্ত কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। অকিঞ্চন ভক্তজনকে প্রভুর অদেয় কোন বরই হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বিদেহ, তাঁহার ধ্যান কিরূপে হইতে পারে? বহু ভক্ত তাঁহার সাকার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভরে তদীয় পদে লীন হইয়াছেন। শূন্যে কিরূপে পূজা-ভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে? তাই বুধগণ উহা সাকারেই নির্দ্দেশ করেন। নর আধার বিনা শূন্য-মার্গে কিরূপে যাইতে পারে? যিনি সাকার প্রভু, তিনিই স্বয়ং নিরাকার; সাকার অল্প-য়াসে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু নিরাকার বহু আয়াসেও দৃশ্য নহে। সাকারে সেবারস, নিরাকারে তাহা হয় না। পরন্তু সাকারে নিরাকার জ্ঞাত হওয়া যায়। হরিস্মরণ প্রসাদে দেহ যখন রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে আনন্দজল নিঃসৃত হইতে থাকে, মুক্তি তখন দাসী হইয়া পড়ে। বাল্যে যে পাপ করা হয়, তদর্পিত পূজাদান, ব্রত, তীর্থসেবা ও জপ, হোম দ্বারা তাহা কেনই বা না বিনষ্ট হইবে? আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কে কিরূপে ঘোর তপস্যা করিতে পারে? নিজ ধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। শাস্ত্রীয় বিধি পরিহার করিয়া কে ঘোর তপস্যাচরণ করিতে পারে? ৯৪—১০৮। আশ্রম ব্যতীত মূঢ় নর কিছুতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মা সর্ব্ব বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। স্বধর্ম্মাগত দ্রব্য শুক্ল দ্রব্য নামে অভিহিত, এই শুক্ল দ্রব্য দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত যে দান করা হয়, সে দান স্বল্প হইলেও তাহাতে মহাপুণ্য হয়; সে পুণ্যের সংখ্যা করা যায় না। যে দ্রব্য নীচসঙ্গে গৃহকর্ম্মে আনীত হয়, সে দ্রব্য

তেন দ্রব্যেণ যদ্দানং কৃতং বৈ মনুজাদিভিঃ।
তৎফলং ন ভবেত্তে বৈ নৈব তৎফলভাগিনঃ॥
যাদৃশং কুরুতে কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াণাং সুখেচ্ছয়া।
তাদৃশীং যোনিমাপ্নোতি মূঢ়ো হি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ॥
ইহ যৎ কুরুতে কর্ম্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
পুণ্যমাচরতঃ পুংসো যদি দুঃখং প্রজায়তে॥১১৪
তদা তাপো ন কর্ত্তব্যস্তৎকর্ম্ম পূর্ব্বদেহজম্।
পাপমাচরতঃ পুংসো জায়তে দুঃখমেব চ॥ ১১৫
ন কর্ত্তব্যস্তদা হর্ষঃ সুখে তত্র সুরেশ্বরি।
রজ্জুবদ্ধাশ্চ পশবঃ প্রভুণা স্বেচ্ছয়া যথা॥ ১১৬
নীয়ন্তে কর্ম্মবন্ধেন মনুজা অপি ভূতলে।
শাখামৃগো বনচরো নৃত্যতে চ গৃহে গৃহে॥১১৭
এবঞ্চ কর্ম্মণা জীবা নীয়ন্তে সর্ব্বযোনিষু।
ক্রীড়তা কন্দুকো যদ্বৎ প্রের্য্যতে প্রভুণেচ্ছয়া॥
কর্ম্মণা বা তথা জন্তুর্নীয়তে সুখদুঃখয়োঃ।
প্রাণী স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো ন শক্তো বন্ধনিগ্রহে॥১১৯

দেবা বৈ কর্ম্মভির্ব্বদ্ধা ঋষয়শ্চ তথাপরে।
কৈলাসে রুদ্রদেহস্থা ভুজগা বিষভোজিনঃ॥
অসমর্থাঃ সুধা ভোক্তুং কর্ম্মযোনির্ব্বলীয়সী।
নীরোগদেহদাতা যো বুধৈঃ সূর্য্যো হি কথ্যতে
তদ্রথে সারথিঃ পঙ্গুঃ কর্ম্মযোনির্ব্বলীয়সী।
ইন্দ্রদ্যুম্নো হি রাজর্ষির্গজত্বং কর্ম্মণা গতঃ।
সমর্থস্বামিনা তস্মিন্ কর্ম্মযোনির্বৃথা কৃতা॥১২২
রুদ্রব্রহ্মাদয়ো দেবা মানবাশ্চাসুরাশ্চ যে॥ ১২৩
তে সর্ব্বে কর্ম্মবদ্ধাশ্চ বিচরন্তি মহীতলে।
কর্ম্মাধীনং জগৎসর্ব্বং বিষ্ণুনা নির্ম্মিতং পুরা॥
তৎকর্ম্ম কেশবাধীনং রামনাম্না বিনশ্যতি।
সর্ব্বত্রাপি স্থিতং তোয়ং মুক্তিদন্তু সিতাসিতে
এবমাচরতাং কর্ম্ম মুক্তিদং কেশবার্চ্চনম্।
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় যঃ কর্ম্ম মনসাচরেৎ॥১২৬
অহঙ্কৃতেন মন্যেত কেবলং দেহমেব হি।
মনসা সংস্মরন্ জন্তুঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥
স পূর্ব্বকর্ম্মভোক্তা চ অগ্রে কর্ম্ম ন বর্দ্ধতে।

দ্বারা দান করিলে তাহার ফল হয় না, তাদৃশ দাতৃগণ দানফলভাগী হইতে পারে না। জ্ঞানদুর্ব্বল মূঢ় মানব ইন্দ্রিয়সমূহের সুখেচ্ছায় যাদৃশ কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মানুরূপ যোনিই প্রাপ্ত হয়। ইহকালে যে কর্ম্ম করা হয়, পরত্র তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যাচরণ করিলে পুরুষের যদি দুঃখ উপস্থিত হয়, তবে তাহাতে অনুতাপ করিবে না; উহা তাহার পূর্ব্বদেহজাত কর্ম্মফল বলিয়াই জানিবে। পাপাচরণে পুরুষের দুঃখই হইয়া থাকে। যদি বা তাহাতে সুখোদয় হয়, তবে সে সুখে হর্ষ করিতে নাই। রজ্জুবদ্ধ পশুগণ যেমন প্রভুর ইচ্ছায় পরিচালিত হয়, ভূতলে মনুজগণও তেমনি কর্ম্মবন্ধনে নীত হইয়া থাকে। বনচর শাখামৃগ যেমন গৃহে গৃহে নৃত্য করে, জীবগণও তেমনি কর্ম্মবশে নানা যোনিতে নীত হইয়া থাকে। ক্রীড়াকারী ব্যক্তির ইচ্ছায় কন্দুক যেমন প্রেরিত হয়, জীবও তেমনি কর্ম্মবশে সুখে বা দুঃখে নীত হইয়া থাকে। স্বকর্ম্মবদ্ধ প্রাণী বন্ধনিগ্রহে সমর্থ নহে। দেব, ঋষি এবং অন্য সকলেই কর্ম্মবদ্ধ। কৈলাসের রুদ্র দেহস্থ বিষভোজী ভুজঙ্গগণ সুধাভোজনে অসমর্থ; এ ক্ষেত্রে কর্ম্মযোনিই বলীয়সী। দেখ, বুধগণ সূর্য্যকে আরোগ্যদাতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কিন্তু তাঁহার রথস্থ সারথি অরুণ পঙ্গু। এ ক্ষেত্রেও কর্ম্মযোনি বলীয়সী। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ম্মবশেই গজদেহ লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিমান্ স্বামী তদীয় কর্ম্মযোনি অন্যথা করিয়া দেন।১০৯—১২২। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ মানব ও অসুরগণ সকলেই কর্ম্মবদ্ধ হইয়া মহীতলে বিচরণ করেন। পুরাকালে বিষ্ণুই এই বিশ্ব কর্ম্মাধীন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। কর্ম্ম কেশবের অধীন; উহা রামনামেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জল সর্ব্বত্রই আছে, তন্মধ্যে গাঙ্গ এবং যামুন জল যেমন মুক্তিপ্রদ তেমনি কর্ম্মাচরণকারীদিগের মাত্র কেশবার্চ্চন কর্ম্মই মুক্তিপ্রদ। ইন্দ্রিয়সমূহের সুখার্থ যে ব্যক্তি মনোদ্বারাও কর্ম্মাচরণ করে, সে কেবল দেহেই অহংজ্ঞান করিয়া থাকে। মন দ্বারা কর্ম্ম স্মরণ করিয়া

প্রশংসন্তি গ্রহান্ কেচিৎ কেচিৎ প্রেত-
পিশাচকান্॥ ১২৮
কেচিদ্দেবান্ প্রশংসন্তি হ্যোষধীঃ কেচিদূচিরে।
কেচিন্মন্ত্রঞ্চ সিদ্ধিঞ্চ কেচিদ্বুদ্ধিং পরাক্রমম্॥১২৯
উদ্যমং সাহসং ধৈর্য্যং কেচিন্নীতিং বলং তথা।
অহঙ্কর্ম্মপ্রশংসাভিঃ সর্ব্বে কামানুবর্ত্তিনঃ॥১৩০
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধিঃ কথ্যতে পূর্ব্বসূরিভিঃ
যদা পুণ্যময়ো জন্তুঃ পাপং কিচিন্ন বিদ্যতে॥১৩১
জ্ঞানং হি দ্বিবিধঞ্চৈব তদা পুণ্যং সুখং ভবেৎ।
পাপং পুণ্যং সমং যস্য তদা কর্ম্মসু বিদ্যতে॥
সমং যোগং যদা দ্বন্দ্বতদানন্দপদং ব্রজেৎ।
বাহ্যে সর্ব্বপরিত্যাগী মনসা সংস্পৃহী ভবেৎ॥
তদ্বৃথা চরিতং তস্য তেন তৎপাপভোগিনঃ।
বাহ্যে করোতি কর্ম্মাণি মনসা নিঃস্পৃহো ভবেৎ
ত্যাগোঽসৌমধ্যমো জ্ঞেয়ো নতু পূর্ণফলংভবেৎ
বাহ্যমধ্যে পরিত্যজ্য বুদ্ধ্যা শূন্যাবলম্বনম্॥ ১৩৫
ত্যাগঃ স উত্তমো জ্ঞেয়ো যোগিনামপি দুর্লভঃ।
ক্রোধাৎ সর্ব্বং ত্যজন্ত্যেকে কেচিদ্বাদপ্রভাবতঃ
কষ্টাৎ সর্ব্বং ত্যজন্ত্যেকে ত্যাগাঃ সর্ব্বে স্যু মধ্যমাঃ
সুবুদ্ধ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তো ন ক্রোধাদিবংশগতঃ॥
কর্ম্মণাং হ্যবলিপ্তোঽপি সুগতিং যাতি মানবঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ধীমতাং যোগিনামপি
যোগাদ্ভ্রষ্টস্ত জায়েত কুলে বৈ দ্বিজপূর্ব্বকে।
স্বল্পেনৈব তু কালেন পূর্ণং যোগঞ্চ বিন্দতি।
চিদানন্দপদং গচ্ছেদ্‌যোগভক্তিপ্রসাদতঃ॥ ১৩৯
পঙ্কেনৈব যথা পঙ্কং রুধিরং রুধিরেণ বৈ॥১৪০
হিংসয়া কর্ম্মণা কর্ম্ম কথং ক্ষালয়িতুং ক্ষমঃ।
হিংসাকর্ম্মময়ো যজ্ঞঃ কথং কর্ম্মক্ষয়ে ক্ষমঃ॥১৪১
স্বর্গকামকৃতা যজ্ঞা স্বর্গে তে চাল্পসৌখ্যদাঃ।
অনিত্যানি তু সৌখ্যানি ভবন্তি চ বহূন্যপি॥
নিত্যং সৌখ্যং ন তেঽস্তি বিনা ভক্ত্যা হরেঃ
ক্বচিৎ।
সার্ব্বভৌমসুখং রাজ্যং স্বর্গে চাপি তথা সুখম্

জীব প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইহাতে তাহার পূর্ব্বকর্ম্মই ভোগ হইবে, পরন্তু অগ্রে কর্ম্ম বৃদ্ধি পাইবে না। কেহ গ্রহগণের, কেহ প্রেতপিশাচগণের, কেহ দেবগণের, কেহ ওষধিসমূহের এবং কেহ মন্ত্র, কেহ সিদ্ধি, কেহ বুদ্ধি-পরাক্রম, কেহ উদ্যম সাহস ও ধৈর্য্য এবং কেহ নীতি ও বলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। অহংকর্ম্ম প্রশংসায়ই সকলে কামানুবর্ত্তী হয়। আমার ইহাই নিশ্চিত বুদ্ধি এবং পূর্ব্বসূরিগণও ইহা কহিয়াছেন যে, যৎকালে জীব পুণ্যময় হয়, পাপ কিছুই থাকে না; দ্বিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই পুণ্যসুখ হইয়া থাকে। যাহার পাপ-পুণ্য তুল্য, তখনও সে কর্ম্মাধীন; কিন্তু যখন যোগ ও দ্বন্দ্ব সমান হয়, তখন আনন্দপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাহিরে সর্ব্বত্যাগী হইয়া মনে মনে যে স্পৃহাযুক্ত হয়, তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মই বৃথা; সে তাহাতে পাপভাগীই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাহিরে সর্ব্বকাম করে, আর অন্তরে সর্ব্বত্যাগী হয়, তাহার সেই ত্যাগ মধ্যম বলিয়া জানিবে। সে ত্যাগে পূর্ণ ফললাভ হয় না। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যে শূন্যাবলম্বন, সেই ত্যাগই যোগিজনদুর্লভ উত্তম ত্যাগ বলিয়া জানিবে। কেহ ক্রোধে, কেহ বাদপ্রভাবে এবং কেহ বা কষ্টে সমস্ত পরিত্যাগ করে। এই শ্রেণীর সমস্ত ত্যাগই মধ্যম ত্যাগ। যে মানব শ্রদ্ধাবান, সুবুদ্ধিযুক্ত ও ক্রোধাদির অবশীভূত, তিনি কর্ম্মলিপ্ত হইয়াও সুগতি লাভ করেন। যোগভ্রষ্ট মানব শুচি, শ্রীমান্ ধীমান্ বা যোগিগণের গৃহে কিংবা দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর মানব স্বল্পকালেই পূর্ণ যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যোগভক্তি-প্রসাদে চিদানন্দ পদ লাভ করেন। ১২৩—১৩৯। যেমন পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক বা রুধির দ্বারা রুধির ক্ষালন হয় না, তেমনি হিংসাত্মক কর্ম্ম দ্বারাও কর্ম্ম ক্ষালন করিতে পারা যায় না। স্বর্গকামনায় কৃত কর্ম্মসকল স্বর্গে অল্পকালের জন্য সৌখ্য প্রদান করে, ঐ সকল সৌখ্য বহুল পরিমাণে হইলেও উহা অনিত্য। একমাত্র হরিভক্তি ব্যতীত কদাচ নিত্য সৌখ্য তাহাতে নাই।

অন্তৎকিঞ্চিন্ন বাঞ্ছামি গর্ভবাসাদ্বিভেম্যহম্‌।
গ্রাবা বৈ ভিদ্যতে লৌহৈর্ম্মাণিক্যংনৈব ভিদ্যতে
নানাকামময়ী বুদ্ধ্যা বিষ্ণুভক্তির্ন ভিদ্যতে।
বকো জলচরান্‌ ভুঙ্‌ক্তে মণ্ডূকাদীংশ্চ বর্জ্জয়েৎ
তথা যমঃ সর্ব্বহন্তা বর্জ্জয়েৎ কৃষ্ণসেবকান্‌।
যো রক্ষতি স হর্ত্তা চ স বৈ পালক উচ্যতে॥
অপরাধশতৈর্যুক্তং স্বস্থানে যত্র বাসিতা।
যথা কৃতাপরাধস্য কৃষ্ণস্তস্য কৃপাকরঃ॥ ১৪৭
ফলঞ্চ লভতে বাদ্য রক্ষকঃ কিংকরোতি চেৎ
এবমাত্মা চ দেহেঽস্মিন্‌ পরবশ্যঃ কৃপাকরঃ॥
প্রাপ্তো ন পারঃশনকৈর্নৈস্রু জ্যানবাপিতা।
ব্যাধস্য মুক্তিদাতা চ কুব্জিকা তারিতা স্বয়ম্‌॥১৪৯
ব্রহ্মাদ্যৈর্দ্দুর্লভঃ স্বপ্নে সুলভো গোপমন্দিরে।
গোপোচ্ছিষ্টং যদা ভুক্তংতদা তে তারিতাঃস্বয়ম্‌

সার্ব্বভৌম রাজ্যসুখ, স্বর্গসুখ বা অন্য কোন সুখই আমি আকাঙ্ক্ষা করি না, গর্ভবাসেই আমি ভীত। লৌহ দ্বারা পাষাণ ভেদ হয়, কিন্তু মাণিক্য-ভেদ হয় না, তেমনি নানা কামময়ী বুদ্ধি দ্বারা বিষ্ণুভক্তি ভেদ করা যায় না। বক জলচর জন্তুর ভক্ষক, কিন্তু মণ্ডূকদিগকে সে ভক্ষণ করিতে পারে না, সেইরূপ যম সর্ব্বসংহারক হইলেও কৃষ্ণসেবকদিগকে বর্জ্জন করেন। যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক এবং তিনিই পালক; শত অপরাধযুক্ত হইলেও কৃষ্ণসেবকের প্রতি নিত্য কৃষ্ণ কৃপাকর। তাঁহারই কৃপায় মানব ফললাভ করে; বাহিরের রক্ষক কি করিবে? দেহগত আত্মা পরবশ; অপরের সাহায্য ব্যতীত তাহার পক্ষে এই সংসার সাগর পার হইতে হইলে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ব্যবহার আবশ্যক; নচেৎ নিয়ম রহিত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বলবান্‌ মল্লগণ দ্বারা বাহিত হইলেও নৌকা যেমন পার প্রাপ্ত না হইয়া বিপন্ন হয়, তদ্রূপ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। পরন্তু কৃপাময় কৃষ্ণ কৃপা করিলেই তাহার পরিত্রাণ সম্ভব। তিনি জরা ব্যাধেরও মুক্তিদাতা এবং কুব্জারও তারণকর্ত্তা। তিনি ব্রহ্মাদির দুর্লভ হইয়াও গোপমন্দিরে সুলভ।

যোগিভির্গীয়তে নিত্যং পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ।
অব্যয়ঃ পুরুষঃ শ্রীমান্‌ দৃষ্ট্বা তৈর্দ্দেবি বিস্ময়ে॥
এতৎস্মরণকং দিব্যং যে পঠন্তি দিনেদিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্‌॥
অনয়া ভাববুদ্ধ্যা চ পঠনং বিষ্ণুসন্নিধৌ।
ইহ লোকে সুখংভুক্ত্বা পরং পদমবাপ্নুয়াৎ॥১৫৬
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুস্মরণং নাম
দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
দ্বীপেঽস্মিন্‌ যানি তীর্থানি তানি মে বদ সুব্রত
দ্বীপানাং দ্বীপরাজোঽয়ং সর্ব্বদা ভুবি নির্ম্মিতঃ।
সংখ্যয়া ত্বং বদ স্বামিন্‌ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি
মহাদেব উবাচ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্বতো ভুবি।
সপ্তলোকেষু যৎকিঞ্চিদ্‌দৃশ্যতে সচরাচরম্‌। ২

গোপগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন যৎকালে তিনি করিয়াছিলেন, তখনই তাহারা উদ্ধার পাইয়াছিল। পরমাত্মা জনার্দ্দন যোগিগণ কর্ত্তৃক নিত্য নিত্য গীত; তিনি অব্যয় পুরুষ, শ্রীমান্‌; তাঁহাকে দেখিয়া যোগিগণ বিস্ময় মগ্ন হন। এই দিব্য হরিস্মরণ গ্রন্থ দিনে দিনে যাহারা পাঠ করে, তাহারা সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ভাববুদ্ধিক্রমে বিষ্ণুসমীপে ইহা পাঠ করিলে নর ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়।১৪০—১৫৬।
দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে সুব্রত! ভূতলে এই দ্বীপই দ্বীপসমূহের রাজরূপে নির্ম্মিত। ঐ দ্বীপে যত কিছু তীর্থ আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে স্বামিন্‌! মৎপ্রতি কৃপা করিয়া সংখ্যাপূর্ব্বক ঐ সকল তীর্থবিবরণ বলুন। মহাদেব কহিলেন,—সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব

তত্ত্বং তেন বিনা দেবি ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ময়া।
অতো বিষ্ণুর্মহাদেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥
তীর্থরূপেণ বর্ত্তেত দ্বীপে হ্যস্মিন্ সুরেশ্বরি।
তানি তীর্থানি বক্ষ্যামি সাম্প্রতং নাত্র সংশয়ঃ॥
প্রথমং পুষ্করং ক্ষেত্রং তীর্থানাং প্রবরং শুভম্।
বারাণসী দ্বিতীয়ান্তু ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদায়কম্॥৪
তৃতীয়ং নৈমিষং ক্ষেত্রমৃষীণাং পাবনং স্মৃতম্॥
প্রয়াগং বৈ চতুর্থন্তু তীর্থানামুত্তমং স্মৃতম্॥ ৫
কার্ম্মুকং পঞ্চমং প্রোক্তমুৎপন্নং গন্ধমাদনে।
ষষ্ঠং বৈ মানসং তীর্থং দেবানাং রম্যমেব চ॥৬
সপ্তমং বিশ্বকায়ন্তু অবরে পর্ব্বতে শুভে।
অষ্টমং গৌতমাখ্যঞ্চ মন্দরে নির্ম্মিতং পুরা॥ ৭
মদোৎকটন্তু নবমং দশমং রথচৈত্রকম্।
একাদশং কান্যকুব্জং যত্র তিষ্ঠতি বামনঃ॥ ৮
দ্বাদশং মলয়ঞ্চৈব কুব্জাম্রকমতঃ পরম্।
বিশ্বেশ্বরং গিরিকর্ণং কেদারং গতিদায়কম্॥ ৯
বাহ্বং হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে গোপকং তথা।
স্থানেশ্বরং হিমাদ্রৌ চ বিল্বকে বিল্বপত্রিকম্॥১০

জগতে সেই একমাত্র সর্ব্বগ দেবই দ্রষ্টব্য। সপ্তলোকে সচরাচর যে কিছু তত্ত্ব দেখা যায়, হে দেবি! তন্মধ্যে তিনি ভিন্ন কোন তত্ত্বই আমি দেখি নাই বা শুনি নাই। অতএব সেই বিষ্ণুই মহান দেবতা, তিনিই কেশব ক্লেশনাশন। হে সুরেশ্বরি! এই সমগ্র দ্বীপে তিনিই তীর্থরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং সেই কেশবমূর্ত্তি তীর্থসমূহের কথাই প্রথমে আমি কীর্ত্তন করিব।১—৪। তীর্থসমূহের মধ্যে প্রথম তীর্থ পুষ্কর ক্ষেত্র, দ্বিতীয় মুক্তিপ্রদ বারাণসী ক্ষেত্র, তৃতীয় ঋষিগণপাবন নৈমিষ ক্ষেত্র, চতুর্থ তীর্থোত্তম প্রয়াগ তীর্থ। পঞ্চম গন্ধমাদনোৎপন্ন কার্ম্মুক, ষষ্ঠ দেবরম্য মানস, সপ্তম শুভ অবর পর্ব্বতস্থ বিশ্বকায়, অষ্টম মন্দরাচলনির্ম্মিত গৌতম তীর্থ, নবম মদোৎকট, দশম চৈত্রক, একাদশ বামনাধিষ্ঠিত কান্যকুব্জ এবং দ্বাদশ মলয় তীর্থ। অতঃপর কুব্জকাম্র, বিশ্বেশ্বর, গিরিকর্ণ, হিমাদ্রিবহিঃস্থ গতিপ্রদ কেদার, হিমবৎপৃষ্ঠে গোকর্ণে গোপক, হিমাচলে স্থানেশ্বর, বিল্বকে বিল্ব-

শ্রীশৈলে মাধবং তীর্থং ভদ্রং ভদ্রেশ্বরে তথা।
বারাহে বিজয়ং প্রোক্তং বৈষ্ণবং বৈষ্ণবে গিরৌ
রৌদ্রন্তু রুদ্রকোটে তু পৈত্র্যং কালঞ্জরে গিরৌ
কম্পিলে কাপিলং তীর্থংমুকুটে কর্কোটকং তথা
শালগ্রামোদ্ভবং তীর্থং গল্লিকায়াং সুরেশ্বরি।
নর্ম্মদায়াং শিবাখ্যন্তু মায়ায়াং বিশ্বরূপকম্॥ ১৩
উৎপলাক্ষং সহস্রাক্ষং জাতং বৈ রৈবতে গিরৌ
গঙ্গায়াং পিতৃতীর্থঞ্চ বিষ্ণুপাদোদ্ভবং তথা॥১৪
বিপাশায়াং বিপাপা চ পাটলে পুণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
নারায়ণং সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে বিষ্ণুমন্দিরম্॥ ১৫
বিপুলে বিপুলং নাম কল্যাণং মলয়াচলে।
কৌরবং কোটিতীর্থে চ সুগন্ধং গন্ধমাদনে॥১
কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যন্তু গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রিয়ম্।
শৈলং বিন্ধ্যপ্রদেশে তু বদর্য্যাং সারস্বতং স্মৃতম্।
কালিন্দ্যাং কালরূপঞ্চ সহ্যে বৈ সায়কং স্মৃতম্
চান্দ্রং চন্দ্রপ্রদেশে তু রমণং তীর্থনায়কম্॥১৮
যমুনায়াং মৃগাখ্যন্তু করবীরে কুরূদ্ভবম্।
বিনায়কে পর্ব্বতে বৈ উমাখ্যং তীর্থমেব চ॥১৯
আরোগ্যং ভাস্করে দেশে মহাকালে মহেশ্বরম্
তীর্থস্বভয়দং নামামৃতাখ্যং বিন্ধ্যকন্দরে॥ ২০

পত্রিক, শ্রীশৈলে মাধবতীর্থ, ভদ্রেশ্বরে ভদ্র, বারাহে বিজয়, বৈষ্ণবাচলে বৈষ্ণব, রুদ্র-কোটে রৌদ্র, কালঞ্জর পর্ব্বতে পৈত্র্য, কম্পিলে কাপিল, মুকুটে কর্কোটক, গল্লিকায় শালগ্রাম, নর্ম্মদায় শিব, মায়ায় বিশ্বরূপক, রৈবতাচলে উৎপলাক্ষ ও সহস্রাক্ষ, গঙ্গায় বিষ্ণুপাদোদ্ভব পিতৃতীর্থ, বিপাশায় বিপাপা, পাটলে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সুপার্শ্বে নারায়ণ, ত্রিকূটে বিষ্ণুমন্দির, বিপুলে বিপুল, মলয়চলে কল্যাণ কোটিতীর্থে কৌরব, গন্ধমাদনে সুগন্ধ, কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্য, গঙ্গাদ্বারে হরিপ্রিয়, বিন্ধ্য প্রদেশে শৈলতীর্থ, বদরীতে সারস্বত তীর্থ, কালিন্দীতে কালরূপ তীর্থ, সহ্যাদ্রিতে সায়ক তীর্থ, চন্দ্রপ্রদেশে তীর্থশ্রেষ্ঠ চান্দ্র ও রমণ, যমুনায় মৃগতীর্থ, করবীরে কুরূদ্ভব, বিনায়ক পর্ব্বতে উমাতীর্থ, ভাস্করদেশে আরোগ্যতীর্থ,

মণ্ডপে বিশ্বরূপঞ্চ স্বাহাখ্যান্তীশ্বরে পুরে।
বৈগলেয়ং প্রচণ্ডায়াং চণ্ডিকামরকণ্টকে ॥ ২১
সোমেশ্বরং তথা তীর্থে প্রভাসে পুষ্করং তথা।
দেবমাত্রং সরস্বত্যাং পারাবততটে স্থিতম্ ॥২২
মহালয়ং মহাপদ্মে পয়োষ্ণ্যাং পিঙ্গলেশ্বরম্।
সিংহিকায়াং তথা তীর্থং সৌরবে রবিসংজ্ঞকম্
কার্ত্তিকং কৃত্তিকাক্ষেত্রে শাঙ্করং শঙ্করে গিরৌ
উৎপলাখ্যং ততো দিব্যং সুভদ্রা সিন্ধুসঙ্গমে ॥
গাণপত্যন্ততশ্চৈব পর্ব্বতে বিষ্ণুসংজ্ঞকে।
জালন্ধরে ততঃ প্রোক্তং তীর্থং বিষ্ণুমুখঞ্চ যৎ
তারে বৈ তারকং প্রোক্তং পর্ব্বতে বিষ্ণু-
সংজ্ঞকে।
দেবদারুবনে পৌণ্ড্রং পৌষ্কং কাশ্মীরমণ্ডলে ॥২৬
ভৌমং হিমং হিমাদ্রৌ চ তুষ্টিকং পৌষ্টিকং পুনঃ
কপালমোচনং তীর্থং জাতং মায়াপুরে তথা ॥২৭
শঙ্খোদ্ধারং ততশ্চৈব দেবং বৈ শঙ্খধারকম্।
পিণ্ডে বৈ পিণ্ডনামানং সিদ্ধে বৈখানসং ভবেৎ
অচ্ছোদে বিষ্ণুকামন্তু ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
ঔষধ্যাঞ্চোত্তরে কূলে কুশদ্বীপে কুশোদকম্ ॥২৯
মন্মথং হেমকূটে তু কুমুদে সত্যবাদনম্।
বদন্ত্যাবাশ্বকং তীর্থং বিন্ধ্যে বৈ মাতৃকং স্মৃতম্
চিত্তে ব্রহ্মময়ং তীর্থং তীর্থানাং পাবনং স্মৃতম্।
এতেষাং সর্ব্বতীর্থানামুত্তমং শৃণু সুন্দরি ॥ ৩১
বিষ্ণোর্নামময়ং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মহা হেমহারী বা বালহা গোঘ্ন এব চ ॥ ৩২
মুচ্যতে নামমাত্রেণ প্রসাদাৎ কেশবস্য তু।
কলৌ দ্বারবতী রম্যা ধন্যো দেবো জনার্দ্দনঃ ॥
যে পশ্যন্তি নরা দেবং মুক্তিস্তেষাং সুনিশ্চলা ॥
এবং ধন্যতমং দেবং বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরং প্রভুম্ ॥
চিন্তয়ামি মহাদেবি বিদ্বৎসংস্থো জনার্দ্দনম্।
অষ্টোত্তরন্তু তীর্থানাং শতমেতদুদাহৃতম্ ॥ ৩৫
যো জপেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এষু তীর্থেষু যঃ স্নাত্বা পশ্যেন্নারায়ণং হরিম্ ॥৩৬
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ সনাতনম্।
জগন্নাথং মহাতীর্থং লোকানাং পাবনং স্মৃতম্।
যে গচ্ছন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্

মহাকালে মহেশ্বর, বিন্ধ্যকন্দরে অভয়দ অমৃত তীর্থ, মণ্ডপে বিশ্বরূপ তীর্থ, ঈশ্বরপুরে স্বাহা তীর্থ, প্রচণ্ডায় বৈগলেয় তীর্থ, অমরকণ্টকে চণ্ডিকাতীর্থ, প্রভাসে সোমেশ্বর ও পুষ্কর, সরস্বতীর পারাবততটে দেবমাত্র, মহাপদ্মে মহালয়, পয়োষ্ণীতে পিঙ্গলেশ্বর ; সিংহিকায় এবং সৌরবে রবিতীর্থ, কৃত্তিকাক্ষেত্রে কার্ত্তিক, শঙ্করাচলে শঙ্কর তীর্থ, সুভদ্রা ও সিন্ধুসঙ্গমে দিব্য উৎপল তীর্থ, বিষ্ণু পর্ব্বতে গাণপত্য তীর্থ, জালন্ধরে বিষ্ণুমুখ তীর্থ, তারে বিষ্ণু-পর্ব্বতে তারকতীর্থ, দেবদারু বনে পৌণ্ড্র তীর্থ, কাশ্মীরমণ্ডলে পৌষ্ক তীর্থ, হিমাচলে, ভৌম, হিম, তুষ্টিক ও পৌষ্টিক তীর্থ, মায়াপুরে কপালমোচন তীর্থ, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খ তীর্থ ও দেব শঙ্খধারক, পিণ্ডে পিণ্ডতীর্থ, সিদ্ধে বৈখানস তীর্থ, অচ্ছোদে ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষপ্রদ বিষ্ণুকাম তীর্থ, উত্তরকূলে ঔষধ্য তীর্থ, কুশদ্বীপে কুশোদকতীর্থ, হেমকূটে মন্মথ তীর্থ, কুমুদে সত্যবাদন তীর্থ, বদন্তীতে আশ্বক তীর্থ, বিন্ধ্যে মাতৃক তীর্থ, এবং চিত্তে ব্রহ্মময় তীর্থ। এই তীর্থই সর্ব্বতীর্থ মধ্যে পবিত্র। হে সুন্দরি! শ্রবণ কর, এই সকল তীর্থের মধ্যে বিষ্ণুর নামময় তীর্থই উত্তম তীর্থ, এরূপ তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। ব্রহ্মঘাতী, হেমহারী, বালঘ্ন বা গোঘ্ন এই তীর্থের নাম মাত্রে কেশবের প্রসাদে মুক্ত হইয়া থাকে। কলিতে দ্বারাবতী রম্যা এবং জনার্দ্দন দেবই ধন্য। যাহারা সেই জনার্দ্দন দেবকে দর্শন করে, তাহাদের মুক্তি নিশ্চিতই ।৫—৩৩। হে মহাদেবি! এইরূপ ধন্যতম সর্ব্বেশ্বর প্রভু বিষ্ণু দেবকেই আমি চিন্তা করি। এই অষ্টোত্তর শত তীর্থের নাম কীর্ত্তিত হইল। যে ব্যক্তি এই সকল নাম জপ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত তীর্থসমূহে স্নান করিয়া যে জন নারায়ণ হরিকে সন্দর্শন করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সনাতন বিষ্ণুপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগন্নাথ তীর্থ লোকপাবন

শতাষ্টকং মহাপুণ্যং শ্রাবয়েৎ পিতৃকর্ম্মণি ॥ ৩৮
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ সনাতনম্
গোদানে শ্রাদ্ধদানে বা অহন্যহনি বা পুনঃ ॥৩৯
দেবার্চ্চনবিধৌ বিদ্বান্ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৪০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জম্বুদ্বীপতীর্থবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৩॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
বেত্রবত্যাস্তু মাহাত্ম্যং বক্ষ্যামি শৃণু সুন্দরি।
যত্র স্নাত্বা বিমুচ্যন্তে যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥ ১
বৃত্রেণ চ কৃতঃ কূপো মহাগম্ভীরসংজ্ঞকঃ।
কূপাৎ সা নিঃসৃতা দেবী মহাপাপৌঘনাশিনী ॥
যথা গঙ্গা তথেয়ঞ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সুরোত্তমে।
অস্যা দর্শনমাত্রেণ পাপৌঘাঃ শমযন্তি চ ॥ ৩
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
যচ্ছ্রুত্বা পাপিনো দোষৈর্বিমুক্তাঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥৪
চম্পকে নগরে চৈব রাজা রাজ্যং করোতি সঃ
সদা দুষ্টো দুষ্টরূপো জনানাং স প্রপীড়কঃ ॥ ৫
অধর্ম্মো ধর্ম্মরূপশ্চ বিষ্ণুনিন্দাপরায়ণঃ।
দেবদ্বিজনিহন্তা চ আশ্রমাণাং বিদূষকঃ ॥ ৬
বেদনিন্দাপরঃ শ্রীমান্ মূর্খো বা নির্ঘৃণঃ শঠঃ।
অসচ্ছাস্ত্রেষু নিরতঃ পরদারাভিমর্শকঃ ॥ ৭
বিদারুণেতিনামা চ সঞ্জাতো মূর্খ এব চ।
কদাচিদ্দৈবযোগেন আগতস্তাং নদীং প্রতি ॥
আখেটকসমাযুক্তঃ স্বয়ং কুষ্ঠী সুরেশ্বরি।
মহাপাপাদয়ং জাতো ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিন্দনাৎ ॥৯
বৃথাবাদী দুরাত্মা চ শঠো বৈ নির্ঘৃণঃ পশুঃ।
বেদনিন্দারতো নিত্যং গোশাস্ত্রাণাং প্রদূষকঃ ॥
এবংবিধো বনে ভ্রাম্যংস্তৃষার্ত্তঃ স সুহৃদ্বৃতঃ।
অপ্বাতৃত্তীর্য্য রাজাসৌ জলং পীত্বা গৃহং গতঃ ॥

মহাতীর্থ; যে সকল নরশ্রেষ্ঠ উক্ত তীর্থে গমন করে, তাহারা পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। এই অষ্টোত্তর শত মহাপুণ্য তীর্থনাম শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্মে শ্রবণ করাইবে। ইহাতে ইহ লোকে সুখভোগ করিয়া পরে সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি গোদানে, শ্রাদ্ধদানে অথবা প্রতিদিনই দেবার্চ্চন ব্যাপারে ইহা শ্রবণ করিলে, পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। ৩৪—৪০।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৩।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সুন্দরি! যেখানে স্নান করিলে, মানবেরা আপ্রলয় মুক্তি লাভ করে, সেই বেত্রবতীর মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বৃত্রাসুর মহাগম্ভীর নামে এক কূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মহাপাপরাশিনাশিনী দেবী বেত্রবতী তাহা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। অয়ি সুরোত্তমে! যেমন গঙ্গা, তেমনই এই সরিদ্বরা। ইঁহার দর্শন মাত্র পাপরাশি প্রশমিত হইয়া থাকে। হে দেবি! শ্রবণ কর, পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা শ্রবণে পাপিগণ দোষমুক্ত হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। পূর্ব্বে চম্পক নগরে এক রাজা রাজ্য করিতেন। ঐ রাজা দুষ্ট, দুষ্টস্বরূপ, লোকপীড়ক, অধার্ম্মিক, অধর্ম্মনিষ্ঠ, কপট-ধার্ম্মিক, বিষ্ণুনিন্দাপরায়ণ, দেবদ্বিজঘাতী আশ্রমদূষক, বেদনিন্দাপর, শ্রীমান্ মূর্খ, নির্ঘৃণ, শঠ, অসৎশাস্ত্রনিষ্ঠ ও পরদারধর্ষক ছিলেন।১—৭। রাজার নাম ছিল বিদারুণ। বিদারুণ রাজা জন্মাবধিই মূর্খ, একদা দৈবক্রমে রাজা মৃগয়াসক্ত হইয়া বেত্রবতী নদীর নিকট আগমন করেন। হে সুরেশ্বরি! ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করায় মহাপাপ হেতু রাজার কুষ্ঠ হইয়াছিল। রাজা স্বভাবতই মিথ্যাবাদী, দুরাত্মা, শঠ, নির্ঘৃণ, পশুপ্রকৃতি, বেদনিন্দানিরত, এবং নিত্য গো এবং শাস্ত্রসমূহের দোষোল্লেখক ছিলেন। এবংবিধ রাজা সুহৃদ্গণ সহ তৃষার্ত্ত হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ নদীর নিকট

তেনৈবোদকপানেন গতং কুষ্ঠং ন সংশয়ঃ।
বুদ্ধিস্তু নির্ম্মলা জাতা তস্য রাজ্ঞো বিশেষতঃ॥
বিষ্ণৌ ভক্তিঃ সমুৎপন্না তদা তস্য সুরেশ্বরি।
ততঃ প্রভৃতি কালেন স্নানং বৈ কৃতবান্ সদা
নির্ম্মলো বহুরূপাঢ্যো জাতস্তত্র সুরেশ্বরি।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা কৃত্বা যজ্ঞাননেকশঃ॥১৪
বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা স গতো বৈষ্ণবং পদম্
ইতি জ্ঞাত্বা তু ভো দেবি বেত্রবত্যাং
বিশেষতঃ॥ ১৫
স্নানং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তে মুক্তা নগনন্দিনি।
রাজন্যো বাথ বৈশ্যো বা শূদ্রো বা সুরসত্তমে
যেঽত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি তে মুক্তাঃ পাপবন্ধনাৎ
কার্ত্তিকে বাথ মাঘে বা বাহ্যো বা বেদনিন্দকঃ
সরিতাং সঙ্গমে স্নাত্বা মুচ্যতে দেবি কিল্বিষাৎ।
সাভ্রমত্যা সমং যত্র তস্যাঃ সঙ্গঃ প্রদৃশ্যতে॥১৮
তত্র স্নাত্বা বিশেষেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহা সদা।
খেটকং নগরং দিব্যং স্বর্গরূপন্তু বানঘে॥ ১৯
ব্রহ্মণা তত্র বৈ দেবি যোগাশ্চ বহবঃ কৃতাঃ।
তত্র স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥২০
সা দ্বিতীয়া স্মৃতা গঙ্গা কলৌ দেবি বিশেষতঃ।
যে নরাঃ সুখমিচ্ছন্তি ধনমিচ্ছন্তি যে নরাঃ॥২১
স্বর্গমিচ্ছন্তি যে লোকাস্তে বৈ স্নাত্বা পুনঃপুনঃ
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ
সনাতনম্॥ ২২
সূর্য্যবংশে চ যে জাতাঃ সোমবংশে তথৈব চ।
আগতা বেত্রবত্যান্তু স্নাত্বা নির্বৃতিমাগতাঃ॥২৩
দর্শনাদ্ধরতে দুঃখং স্পর্শনান্মানসং হ্যঘম্।
স্নাত্বা ভুক্ত্বা তথা দেবি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ॥
স্নানাজ্জপাত্তথা হোমাদনন্তং ফলমশ্নুতে।
গত্বা বারাণসীতীর্থং ভক্ত্যা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥২৫
তত্র গত্বা মহৎ পুণ্যং তৎপুণ্যং সুরসত্তমে।
বেত্রবত্যাং বিশেষেণ পঙ্কস্থং যদি গচ্ছতি॥২৬

আসিলেন এবং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক উক্ত নদীর জল পান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বেত্রবতীর জলপানেই রাজার কুষ্ঠ অবগত হইল, বুদ্ধি নির্ম্মল হইল এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি উদ্রিক্ত হইল। সেই হইতে রাজা নিত্য বেত্রবতীজলে স্নান করিতে লাগিলেন। নিত্য স্নানে তাঁহার দেহ নির্ম্মল ও অত্যন্ত রূপসম্পন্ন হইল। তিনি ইহ লোকে সুখ ভোগ ও বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া এবং বিপ্রবর্গকে দক্ষিণা দান করিয়া অন্তে বৈষ্ণবপদপ্রাপ্ত হইলেন। হে দেবি, নগনন্দিনি! এই ঘটনা জানিয়া যে সকল বিপ্র বেত্রবতীতে স্নান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া থাকেন। হে সুরবরে! রাজন্য, বৈশ্য বা শূদ্র যাঁহারাই উহাতে স্নান করুন; তাঁহারাই পাপবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন, বেদবাহ্য বা বেদ-নিন্দক ব্যক্তিও কার্ত্তিকে কিংবা মাঘে সরিৎ-সঙ্গমে স্নান করিয়া সর্ব্ব কিল্বিষ হইতে মুক্তি লাভ করে। যথায় সাভ্রমতীর সহিত বেত্রবতীর সঙ্গম দেখা যায়, তথায় স্নান করিয়া ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে অনঘে! খেটক নগর দিব্য স্বর্গস্বরূপ, তথায় ব্রাহ্মণগণ বহু যোগ সাধনা করিয়াছেন। ঐ স্থানে স্নান পান করিলে, পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় না। হে দেবি! কলিতে উল্লিখিত নদী দ্বিতীয় গঙ্গা সদৃশী; যে সকল নর সুখ, ধন ও স্বর্গ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা উহাতে পুনঃপুন স্নান করিয়া ইহলোকে সুখভোগান্তে শেষে সনাতন বিষ্ণু-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৮—২২। সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশীয়গণ বেত্রবতীর উদ্দেশে আগমন করিয়া তথায় স্নানান্তে নির্বৃতি লাভ করেন। ঐ নদীর দর্শনে দুঃখনাশ হয়, স্পর্শে মানস পাপ দূরে যায় এবং উহার জলে স্নান-পান সম্পাদন করিলে, নিশ্চয়ই মুক্তিভাজন হয়। এ স্থানে স্নানে জপে হোমে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হে সুরোত্তমে! বারাণসী তীর্থে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক চান্দ্রায়ণ করিলে, যে মহাপুণ্য হয়, বেত্রবতীতে গমন-পূর্ব্বক পঙ্কস্থ পাইলে, সেই পুণ্যই হইয়া

স বৈ চতুর্ভুজো ভূত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি যে দেবাঃ পিতরস্তথা
তে সর্ব্বে চ বসন্তীহ বেত্রবত্যাং সুরেশ্বরি।
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো বরাননে॥ ২৮
বেত্রবত্যা সমং তীর্থং পৃথিব্যাং ন সনাতনি।
অহং বিষ্ণুস্তথা ব্রহ্মা দেবাশ্চ পরমর্ষয়ঃ॥ ২৯
তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে বেত্রবত্যাং মহেশ্বরি।
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালঞ্চ বিশেষতঃ।
স্নানং কুর্ব্বন্তি যে তত্র তে বৈ মুক্তা ন সংশয়ঃ॥ ৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বেত্রবতীমাহাত্ম্যে বিদারুণনচরিতং নাম চতুস্ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সাভ্রমত্যাস্তু মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে দেবি যথাতথম্।
কশ্যপো বৈ মুনিশ্রেষ্ঠস্তপো বৈ তপ্তবান্ মহৎ॥

থাকে; ঐ ব্যক্তি চতুর্ভুজ হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ, দেব ও পিতৃপুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলেই বেত্রবতীতে বাস করেন। হে বরাননে! বার বার অন্য আর অধিক বলিয়া কি হইবে? বেত্রবতীর সমান তীর্থ পৃথিবীতে নাই। আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অন্য দেবগণ এবং পরমর্ষিগণ সকলেই আমরা বেত্রবতীতে অবস্থান করি। যাহারা এক কাল, দ্বিকাল বা বিশেষরূপে ত্রিকাল তথায় স্নান করে, তাহারাই মুক্ত পুরুষ, সন্দেহ নাই।২৩—৩১।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৪।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! সাভ্রমতীর মাহাত্ম্য যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি।

অনেকবর্ষপর্য্যন্তং তেন তপ্তং মহত্তপঃ।
অর্ব্বুদে পর্ব্বতে রম্যে নানাদ্রুমসমাকুলে॥ ২
তত্র গঙ্গা তপস্তপ্তমৃষিণা কশ্যপেন বৈ।
সরস্বতী যত্র রম্যা পবিত্রা পাপনাশিনী॥ ৩
একস্মিন্ দিবসে দেবি গতোঽসৌ নৈমিষং প্রতি।
তদা তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে কথাশ্চক্রুরনেকশঃ॥ ৪
তদা তৈস্তু দ্বিজৈঃ সম্যক্ পৃষ্টোঽসৌ কশ্যপো মুনিঃ।
অহো কশ্যপ নঃ প্রীত্যৈ গঙ্গেহানীয়তাং প্রভো
ভবন্নাম্না তু সা গঙ্গা ভবিষ্যতি সরিদ্বরা॥ ৫
তেষাং বাক্যমুপাকর্ণ্য নমস্কৃত্য দ্বিজাংশ্চ তান্॥
আগতো হ্যর্ব্বুদারণ্যে সরস্বতীতীরসন্নিধৌ।
তত্র তপ্তং তদা তেন তপঃ পরমদুষ্করম্॥ ৭
আরাধিতো হ্যহং তেন কশ্যপেন দ্বিজেন বৈ।
প্রত্যক্ষোঽহং তদা জাতস্তস্য দ্বিজবরস্য চ॥৮
বরং বরয় ভদ্রন্তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৯

মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ বহু তপস্যা করেন। নানা দ্রুমসমাকুল অর্ব্বুদাবলে গমন করিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ অর্ব্বুদ পর্ব্বতের মধ্য দিয়াই রম্য পবিত্র পাপহারিণী সরস্বতী নদী প্রবাহিতা। হে দেবি! একদা কশ্যপ মুনি নৈমিষারণ্যে গমন করিলে, তত্রত্য ঋষিগণ তাঁহার নিকট অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন,—অহো কশ্যপ! আপনি আমাদের প্রীতির জন্য এই স্থানে গঙ্গানয়ন করুন, সেই গঙ্গা যেন আপনারই নামে অভিহিতা হন।১—৫। কশ্যপ তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক অর্ব্বুদারণ্যে সরস্বতীর নিকটে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া তৎকালে তিনি পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দ্বিজবর কশ্যপ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া আমি তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক, মনোভীষ্টবর প্রার্থনা কর।

কশ্যপ উবাচ।

বরং দাতুং সমর্থোহসি দেবদেব জগৎপতে।
শিরঃস্থিতা যা গঙ্গেয়ং পবিত্রা পাপহারিণী ॥১০
মম দেয়া বিশেষেণ মহাদেব নমোহস্তু তে।
তদা দেবি ময়োক্তঞ্চ গৃহ্লীষ ত্বং দ্বিজোত্তম ॥১১
জটামেকাং পরিত্যজ্য দত্তা গঙ্গা তদা ময়া।
তাং গৃহীত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বস্থানং হর্ষতো যযৌ॥
কেশরন্ধ্রং নাম তীর্থং বাসো বৈ কশ্যপস্য চ।
গতস্তত্র তু দেবেশি মুনিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৩
কশ্যপেন সমানীতা কাশ্যপী সা সরিদ্বরা।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহা মুচ্যতে কিল ॥ ১৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

স্নানমাত্রেণ কিং পুণ্যং তত্র তীর্থে বদস্ব মে।
বিশ্বনাথ কৃপালুস্ত্বং দয়াং কুরু মমোপরি ॥ ১৫
দর্শনে কিং ভবেৎ পুণ্যং স্নানে কিং বদ দেবরাট্।
মহিমা কীদৃশো ব্রহ্মন্ সর্ব্বং ত্বং বক্তুমর্হসি ॥১৬

মহাদেব উবাচ।

ময়া শ্রুতান্যনেকানি তীর্থান্যায়তনানি চ।
শ্রীবিষ্ণোশ্চ প্রসাদাচ্চ নদ্যঃ সাগরগাঃ প্রভোঃ
গঙ্গা চ যমুনা রেবা তাপী চৈব মহানদী।
গোদাবরী তুঙ্গভদ্রা কৌশিকী গল্লিকা তথা ॥১৭
কাবেরী বেদিকা ভদ্রা সরযূঃ পাপহারিণী।
অন্যাশ্চ বিবিধা নদ্যঃ সর্ব্বপাপহরা ভুবি ॥ ১৯
প্রয়াগস্তীর্থরাজশ্চ কাশী পুষ্কর এব চ।
নৈমিষারণ্যসংজ্ঞস্তু তীর্থকামরকণ্টকম্ ॥ ২০
উত্তমং দ্বারকাক্ষেত্রমর্ব্বুদারণ্যমুত্তমম্।
এবংবিধানি দিব্যানি ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ।
শ্রুতানি তত্র দেবেশি ময়া বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ।
পূর্ব্বং ভগীরথেনৈব যাচিতোঽহস্তু পার্ব্বতি ॥ ২২
তদা দত্তা ইয়ং গঙ্গা বিষ্ণোর্লোকমভীপ্সুনা।
কশ্যপায় পুনর্দ্দত্তা ঋষীণাং বচনান্ময়া ॥ ২৩
ইয়ং বৈ কাশ্যপী গঙ্গা রোগদোষহরা সদা।
ইয়ং যা কথ্যতে লোকে যুগে বৈ নামপূর্ব্বকম্।
তদহং কথয়িষ্যামি শৃণু সুন্দরি তত্ত্বতঃ।

কশ্যপ কহিলেন,—হে জগৎপতে দেবদেব! আপনি বরদানে সমর্থ; অতএব আপনার শিরঃস্থিতা ঐ পাপহারিণী পাবনী গঙ্গাকে আমায় প্রদান করুন। হে মহাদেব! আপনাকে নমস্কার করি। দেবি! তৎকালে আমি কহিলাম,—দ্বিজোত্তম! তুমি গ্রহণ কর। এই বলিয়া একটী জটা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গঙ্গা দান করিলাম, দ্বিজবর তাহা লইয়া সহর্ষে স্বস্থানে গমন করিলেন। কেশরন্ধ্র নামক তীর্থ কশ্যপের বাস স্থান। কশ্যপ সুধীগণ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিলেন। কশ্যপের আনীত বলিয়া এই সরিদ্বরা গঙ্গা কাশ্যপী নামে প্রসিদ্ধা। ইঁহার দর্শন মাত্র ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও মুক্তি পাইয়া থাকে। পার্ব্বতী কহিলেন,—বিশ্বনাথ! সেই তীর্থে স্নানমাত্র কি পুণ্য হয়, তাহা আমায় বলুন। আপনি কৃপালু, মৎপ্রতি দয়া প্রকাশ করুন। হে দেবপ্রধান! উক্ত তীর্থদর্শনে বা তথায় স্নানে কি পুণ্য হয়, উহার মহিমা কি প্রকার? তৎ সমস্ত আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—প্রভু শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদে আমি বহু তীর্থ, আয়তন ও সাগরগামিনী নানা নদীর বিবরণ শুনিয়াছি। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, তাপী, মহানন্দা, গোদাবরী, তুঙ্গভদ্রা, কৌশিকী, গল্লিকা, কাবেরী, বেদিকা, ভদ্রা ও সরযূ এই সকল এবং অন্যান্য বহু পাপঘ্নী নদী ভূতলে বিদ্যমান। তীর্থরাজ প্রয়াগ, কাশী, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, অমরকণ্টক, উত্তম দ্বারকাক্ষেত্র ও অর্ব্বুদারণ্য, এবংবিধ দিব্য দিব্য ক্ষেত্র ভূতলে বিরাজিত। সকল ক্ষেত্রের কথা আমি শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদে শুনিয়াছি।৬-২১। হে পার্ব্বতি! পূর্ব্বে ভগীরথ আমার নিকট প্রার্থনা করায় বিষ্ণুলোক লাভার্থ এই গঙ্গা আমি অর্পণ করিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার ঋষিগণের কথানুসারে কশ্যপকে গঙ্গা অর্পণ করি। তাই ইনি কাশ্যপী গঙ্গা নামে সর্ব্বদা রোগদোষহারিণীরূপে বিরাজমানা। এই গঙ্গা জগতে যুগে যুগে ভিন্ন

কৃতে কৃতবতী নাম ত্রেতায়াং গিরিকর্ণিকা ॥২৫
দ্বাপরে চন্দনা নাম কলৌ সাভ্রমতী স্মৃতা।
দিনেদিনে বিশেষেণ স্নানার্থন্তু নরাশ্চ যে ॥২৬
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ সনাতনম্।
প্লক্ষাবতরণে তীর্থে সরস্বত্যাং তথেশ্বরি ॥ ২৭
কেদারে চ কুরুক্ষেত্রে যৎফলং স্নানতো ভবেৎ
তৎফলন্তু নৃণাং নূনং সাভ্রমত্যা দিনেদিনে ॥২৮
ভবতীতি ন সন্দেহো ব্যাসস্য বচনং যথা।
নভস্যেঽপরপক্ষে তু প্রত্যহং বা সুরেশ্বরি ॥২৯
অমাবাস্যাদিনে সম্যক্ শ্রাদ্ধদানে চ যৎফলম্।
নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি সাভ্রমত্যাবগাহনাৎ ॥৩০
কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে শ্রীস্থলে মাধবাগ্রতঃ
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো সাভ্রমত্যাবগাহনাৎ ॥
এষা শ্রেষ্ঠতমা দেবি সর্ব্বলোকেষু পাবনী।
ইয়ং ধন্যতমা দেবি পবিত্রা হ্যঘনাশিনী ॥ ৩২
যস্যাং বৈ সাভ্রমত্যাঞ্চ এতে তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ।
পূর্ব্বং সহ্যস্থিনো যে চ উত্তরে যে তথা পুনঃ ॥
পাশ্চাত্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বে যান্তি চ নিত্যশঃ
তীর্থযাত্রামিষেণৈব খেটকে ব্রহ্মসন্নিধৌ ॥ ৩৪
আয়ান্তি সর্ব্বদা দেবি কার্ত্তিক্যাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি তথা বৈ বিপ্রভোজনম্ ॥
নানাধর্ম্মান্ প্রকুর্ব্বন্তি নানাযজ্ঞাংশ্চ নিত্যশঃ।
বিবিধানি চ দানানি প্রকুর্ব্বন্তি জনাঃ সদা।
চতুর্যুগেষু সর্ব্বেষু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬
যবক্রীতোঽথ রৈভ্যশ্চ কাক্ষীবানুশিজস্তথা ॥৩৭
ভৃগ্বঙ্গিরাস্তথা কণ্বো মেধাবী চ পুনর্ব্বসুঃ।
বন্দী চ গুণসম্পন্নঃ প্রাচ্যাং দিশি উপশ্রিতাঃ ॥
উদীচ্যাং যে মহাভাগা মধুমৎপ্রমুখাস্তথা।
সুবন্ধুশ্চ মহাভাগো দত্তাত্রেয়শ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩৯
শিখী দীর্ঘতমাশ্চৈব গৌতমঃ কশ্যপস্তথা।
শ্বেতকেতুঃ কহোড়শ্চ পুলহো দেবলস্তথা ॥ ৪০
বিশ্বামিত্রভরদ্বাজৌ জমদগ্নিশ্চ বীর্য্যবান্।
ঋচীকপুত্রো গর্গশ্চ ঋষিরুদ্দালকস্তথা ॥ ৪১
দেবশর্ম্মাথ ধৌম্যশ্চ আস্তীকঃ কশ্যপস্তথা।

ভিন্ন নামে অভিহিতা। হে সুন্দরি! আমি বলিতেছি তুমি যথাযথরূপে তাহা শ্রবণ কর। কৃতযুগে গঙ্গার নাম কৃতবতী, ত্রেতায় গিরিকর্ণিকা, দ্বাপরে চন্দনা এবং কলিতে সাভ্রমতী। যে সকল নর প্রতিদিন বা বিশেষ বিশেষ দিনে উক্ত গঙ্গায় স্নানার্থ গমন করে, তাহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়! হে ঈশ্বরি! প্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতী, কেদার ও কুরুক্ষেত্রে স্নান করিলে যে ফল পাওয়া যায়, সাভ্রমতীতে স্নানে নিশ্চয়ই দিনে দিনে সেই ফল লাভ হয়। ইহা ব্যাসদেবের বাক্য, অন্যথা হইবার নহে। হে সুরেশ্বরি! শ্রাবণে, অপরপক্ষে, প্রতি-বাসরে অথবা অমাবাস্যা দিনে সম্যক্ শ্রাদ্ধ দান করণে যে ফল হয়, সাভ্রমতীতে অব-গাহনে নর সেই ফল পাইয়া থাকে। কার্ত্তিকে কৃত্তিকাযোগে শ্রীস্থল তীর্থে মাধবের সমীপে যে ফল লাভ হয়, অভ্রমতীতে অবগাহনে মানব সেই ফল লাভ করে। হে দেবি! এই সাভ্রমতী নদীই শ্রেষ্ঠতম, ধন্যতম, সর্ব্ব-লোকপাবনী, পবিত্রা পাপহারিণী। জনগণ এই নদীতীরেই নিত্য অবস্থান করে। পূর্ব্বে উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে যে সকল লোক বাস করে, তাহারা সকলেই তীর্থযাত্রাচ্ছলে খেটকে ব্রহ্মসন্নিধানে সর্ব্বদা আগমন করে। হে দেবি! কার্ত্তিকে তাঁহাদের আগমন নিঃসন্দেহেই হইয়া থাকে। তাহারা এস্থানে আসিয়া শ্রাদ্ধ করে, ব্রাহ্মণভোজন করায়; নানা ধর্ম্মাচরণ, নিত্য নানা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বিবিধ দান ক্রিয়া করে। চারি যুগেই এইরূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসি-তেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ২২—৩৬। যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষী-বান্, উশিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাবী, পুনর্ব্বসু ও গুণসম্পন্ন বন্দী, ইঁহারা প্রাচীদিকে অবস্থান করেন। উদীচী দিকে মধুমৎপ্রমুখ মহাভাগ ঋষিগণের বাস। এই সমুদায় ঋষি এবং মহাভাগ সুবন্ধু, বীর্য্যবান্ দত্তাত্রেয়, শিখী, গৌতম, কশ্যপ, শ্বেতকেতু কহোড়, পুলহ, দেবল, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, বীর্য্যবান্

লোমশো নাভিকেতুশ্চ লোমহর্ষণ এব চ ॥ ৪২
॥ঋষিরুগ্রশ্রবাশ্চৈব ভার্গবশ্চ্যবনস্তথা।
বালখিল্যাদয়ো যে চ সর্ব্বে গচ্ছন্তি তত্র বৈ ॥
কৃতস্নানা নিরাহারাঃ সদা বিষ্ণুপরায়ণাঃ।
শঙ্খচক্রগদাধারাস্তটে তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥ ৪৪
পিতৃতীর্থং গয়া নাম সর্ব্বতীর্থবরং শুভম্।
যত্রাস্তে দেবদেবেশঃ স্বয়মেব পিতামহঃ ॥৪৫
গীতায়াঃ পিতৃভির্গাথা শ্রাদ্ধভাগমভীপ্সুভিঃ।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
তথা বারাণসী পুণ্যা পিতৃণাং বল্লভা সদা ॥ ৪৭
যা চৈব মম সান্নিধ্যাদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
মমাজ্ঞয়া তু দেবেশো বিন্দুমাধবসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৮
নিত্যং তিষ্ঠতি দেবেশি বারাণস্যাং বিশেষতঃ
অতো ধন্যতমা শ্রেষ্ঠা পুরীয়ং মম সর্ব্বদা ॥ ৪৯
পিতৃণাং বল্লভং তীর্থং পুণ্যং বৈ বিমলেশ্বরম্।
পিতৃতীর্থং প্রয়াগঞ্চ সর্ব্বতীর্থসমন্বিতম্ ॥ ৫০
সাভ্রমত্যুদকে দেবি আয়াস্তি বচনান্মম।
বটেশ্বরশ্চ ভগবান্ মাধবেন সমন্বিতঃ ॥ ৫১
দশাশ্বমেধকং পুণ্যং গঙ্গাদ্বারং তথৈব চ।
মন্নিয়োগাচ্চ দেবেশি সাভ্রমত্যাং বসন্তি হি ॥৫২
নন্দাথ ললিতা দেবী তীর্থং যৎ সপ্তধারকম্।
তথা মিত্রপদং নাম কেদারং শঙ্করালয়ম্ ॥ ৫৩
গঙ্গাসাগরমিত্যাহুঃ সর্ব্বতীর্থময়ং শুভম্।
তীর্থং ব্রহ্মসরস্তদ্বচ্ছতদ্রুসলিলে হ্রদে ॥ ৫৪
তীর্থন্তু নৈমিষং নাম আজ্ঞয়া মম সর্ব্বদা।
সাভ্রমত্যুদকে দেবি নিবসন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
শ্বেতা বন্ধুলিনী পুণ্যা ততঃ শ্বেতা হিরণ্ময়ী।
হস্তিমত্যথ বার্ত্তঘ্নী নদী সাগরগামিনী ॥ ৫৬
পিতৃণাং বল্লভা হ্যেতাঃ শ্রাদ্ধকোটিফলপ্রদঃ।
তত্র শ্রাদ্ধানি দেয়ানি পুত্রৈঃ পিতৃহিতায় বৈ ॥৫৭
পাটলং বাড়বাখ্যঞ্চ নগরং তত্র সুন্দরি।
সাভ্রমত্যাং সদা এতাঃ প্রাপ্তা নদ্যোবিশেষতঃ
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি নরা ভুবি।

জমদগ্নি, ঋচীকপুত্র গর্গ, উদ্দালক, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, আস্তীক, কশ্যপ, লোমশ, নাভিকেতু, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা, ভার্গব, চ্যবন এবং বালখিল্যাদি ঋষি, সকলেই সাভ্রমতীতে গমন করেন এবং তথায় গিয়া কৃতস্নান, নিরাহার ও অনুক্ষণ বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া শঙ্খচক্রগদাধর-রূপে নিত্য অবস্থান করেন। গয়া নামক শুভ পিতৃতীর্থ সর্ব্বতীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেব-দেবেশ পিতামহ স্বয়ং তথায় অবস্থিত। শ্রাদ্ধভাগলাভেচ্ছু পিতৃগণ এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, বহু পুত্র কামনা করিতে হয়; কেননা তন্মধ্যে একজনও হয় ত গয়ায় যাইবে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে, অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করিতে পারে। গয়ার ন্যায় পুণ্য বারাণসীপুরীও পিতৃগণের নিত্য প্রিয়। ঐ পুরী আমার সান্নিধ্যবশতঃ ভোগ-মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। হে দেবেশি! আমার আদেশে দেবেশ বিষ্ণু বিন্দুমাধব সংজ্ঞায় নিত্য বারাণসীপুরে অবস্থিত। সুতরাং মৎপুরী বারাণসীই সদা ধন্যতমা এবং শ্রেষ্ঠা। পিতৃগণের প্রিয় পুণ্যতীর্থ বিমলেশ্বর এবং পিতৃতীর্থ প্রয়াগ অন্যান্য সর্ব্ব তীর্থসহ নিত্য সাভ্রমতীর জলে আমার কথানুসারে আগমন করেন। হে দেবেশি! মাধব সহ ভগবান্ বটেশ্বর এবং পুণ্য দশাশ্বমেধিক ও গঙ্গাদ্বার তীর্থ আমার নিয়োগে সর্ব্বদা সাভ্রমতীতে বাস করিয়া থাকেন। নন্দা ও ললিতা দেবী, সপ্তধারক তীর্থ, মিত্রপদতীর্থ, শঙ্করালয় কেদার, সর্ব্বতীর্থময় শুভ গঙ্গাসাগর, ব্রহ্মসর তীর্থ, শতদ্রুজলপূর্ণ হ্রদদ্বয় এবং নৈমিষতীর্থ সর্ব্বদা আমার আজ্ঞায় সাভ্রমতীজলে নিত্য বাস করে। পুণ্যা শ্বেতা, বন্ধুলিনী, শ্বেতা হির-ণ্ময়ী, হস্তিমতী এবং সাগরগামিনী আর্ত্তিঘ্নী, এই সকল নদীই পিতৃগণের প্রিয়; শ্রাদ্ধে ইহারা কোটিগুণ ফল প্রদান করে। সুতরাং পিতৃহিতার্থ পুত্রগণ ঐ সকল নদীতীরে শ্রাদ্ধ দান করিবে। ৩৭—৫৭। হে সুন্দরি! এ স্থানে পাটল এবং বাড়বাখ্য নগর বিদ্যমান। উল্লিখিত নদীনিচয় সাভ্রমতীতে সর্ব্বদাই উপ-

ইহ লোকে সুখং ভুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ
সনাতনম্ ॥ ৬৯
জম্বূদ্বীপং মহাপুণ্যং যত্র পুণ্যং বিবর্দ্ধতে।
তত্রার্য্যাখ্যং মহাপুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬০
নীলকণ্ঠমিতি খ্যাতং তীর্থং নন্দহ্রদস্তথা।
তথা রুদ্রহ্রদস্তীর্থং পুণ্যং রুদ্রমহালয়ম্ ॥ ৬১
মন্দাকিনী মহাপুণ্যা তথাচ্ছোদা মহানদী।
সাভ্রমত্যাং বহন্ত্যেতে স্বাত্মনাদর্শনীকৃতে ॥৬২
ধূম্রা মিত্রপদং তদ্বদ্বৈজনাথং দৃষদ্বরম্।
ক্ষিপ্রা নদী মহাকালং তথা কালঞ্জরো গিরিঃ ॥
গঙ্গোদ্ভূতং হরোদ্ভেদং নর্ম্মদাকারমেব চ।
গঙ্গাপিণ্ডপ্রদানেন সমান্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৬৪
এতানি ব্রহ্মতীর্থানি সাভ্রমত্যুত্তরে তটে।
গুপ্তীকৃতানি দেবেশি দেবৈর্ব্রহ্মপুরোগমৈঃ ॥৬৫
স্মরণাদপি লোকানাং পাপঘ্নানি মহেশ্বরি।
কিং পুনঃ শ্রাদ্ধদাতৃণাং মানবানাং সুরেশ্বরি ॥৬৬
ওঙ্কারং পিতৃতীর্থঞ্চ কাবেরী কপিলোদকম্।
সম্ভেদশ্চণ্ডবেগায়াস্তথৈবামরকণ্টকম্ ॥ ৬৭
কুরুক্ষেত্রাচ্ছতগুণমস্মিন্ স্নানাদিকং ভবেৎ।
বার্ত্তঘ্নীসঙ্গমে দেবি গণেশ্বরপুরঃসরম্ ॥ ৬৮
সাভ্রমত্যাং পুরানীতং গণৈস্তীর্থকদম্বকম্।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তস্তীর্থানাং সঙ্গমো ময়া ॥
বাগীশোঽপি ন শক্নোতি তীর্থানাং তত্ত্ববিস্তরম্
সত্যং তীর্থং দয়া তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥৭০
তস্মাত্তীর্থে প্রযত্নেন স্নানং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ।
প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু ॥
তদা স্নানাদিকং তীর্থে দেবানাং প্রীতিদায়কম্
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্ ॥ ৭২
পিতৃণাং প্রীতিজননং স্নানপিণ্ডাদিতর্পণম্।
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ ॥৭৩
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।
অহ্নো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ চ সর্ব্বদা ॥৭৪
তত্রাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ স কালঃ কুতপঃ স্মৃতঃ।

স্থিত হইয়া থাকেন। যে সকল নর তথায় স্নান-দান করে, তাহারা ইহকালে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে সনাতন বিষ্ণুপদে প্রয়াণ করিয়া থাকে। জম্বুদ্বীপ মহাপুণ্য স্থান। তথায় কৃতপুণ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জম্বুদ্বীপে আর্য্য নামক সর্ব্বকামফলপ্রদ মহাপুণ্য দেশ বিদ্যমান। ঐ দেশে প্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠতীর্থ, নন্দহ্রদ, রুদ্রহ্রদ, পবিত্র রুদ্রমহালয়তীর্থ, মহাপুণ্যা মন্দাকিনী ও মহানদী অচ্ছোদা, সাভ্রমতীতে প্রবহমাণা। ধূম্রা, মিত্রপদ, বৈজনাথ, দৃষদ্বর, ক্ষিপ্রানদী, মহাকাল, কালিঞ্জর গিরি, গঙ্গোদ্ভূত, হরোদ্ভেদ, নর্ম্মদাসরিৎ, মনীষিগণের মতে এই সকল গঙ্গা পিণ্ড প্রদানের সমান। উল্লিখিত সর্ব্বতীর্থই ব্রাহ্মতীর্থ, ইহারা সাভ্রমতীর উত্তর তটে অবস্থিত। হে দেবেশি! ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল তীর্থ গুপ্তীকৃত হইয়াছে। হে মহেশি! উক্ত তীর্থসমূহের স্মরণেও পাপনাশ হয়। পরন্তু যে সকল মানব উক্ত তীর্থসমূহে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহাদের কথা আর কি বলিব? পিতৃতীর্থ ওঙ্কার, কাবেরী, কপিলোদক, চণ্ডবেগা, সম্ভেদ ও অমরকণ্টক —এই সকল তীর্থে স্নান দানাদি করিলে, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও শতগুণ ফল হয়। হে দেবি! পুরাকালে সাভ্রমতীর বার্ত্তঘ্নী সঙ্গমে গণেশ্বরপ্রমুখ তীর্থ-পুঞ্জ প্রমথগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়াছিল। এই আমি কতিপয় তীর্থ-সঙ্গমের কথা কহিলাম। ৫৮—৬৯। তীর্থসমূহের তত্ত্ব-নিচয় বৃহস্পতিও বলিতে অক্ষম। সত্য তীর্থ, দয়া তীর্থ এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তীর্থ এই সকল তীর্থে সযত্নে স্নানাচরণ করিবে। দিবসের প্রথম তিন মুহূর্ত্তের নাম প্রাতঃকাল, তৎপরবর্ত্তী তিন মুহূর্ত্তের নাম সঙ্গব; সঙ্গবকালে তীর্থে স্নানাদি করিলে দেবগণের প্রীতিদায়ক হয়। তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন; তৎপর অপরাহ্ন। এই অপরাহ্নে স্নান, পিণ্ডদান ও তর্পণাদি করিলে পিতৃগণের প্রীতিজনক হয়। তৎপর তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন, ঐ সময়ে শ্রাদ্ধ করিবে না। কেননা, ঐ বেলার নাম রাক্ষসী বেলা; উহা সর্ব্বকর্ম্মেই গর্হিতা; দিবসের পঞ্চদশ মুহূর্ত্তই বিখ্যাত; উহার অষ্টম মুহূর্ত্তের নাম

মধ্যাহ্নে সর্ব্বদা যস্মান্মন্দীভবতি ভাস্করঃ ॥৭৫
তস্মাদনন্তফলদঃ পিতৄণাং পিণ্ডদানতঃ
মধ্যাহ্নঃ খড়্গপাত্রঞ্চ তথা নেপালকম্বলঃ ॥ ৭৬
রূপ্যং দর্ভাস্তথা গাবো দৌহিত্রঃ তপাস্তিলাঃ
পাপং কুৎসিতমিত্যাহুস্তস্য সন্তাপকারকাঃ ॥ ৭৭
অষ্টাবেতে যতস্তস্মাৎ কুতপা ইতি বিশ্রুতাঃ।
উর্দ্ধং মুহূর্ত্তাৎ কুতপাৎ যন্মুহূর্ত্তচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৮
মহূর্ত্তপঞ্চকঞ্চৈতৎ শ্রাদ্ধকালে সমিষ্যতে।
বিষ্ণোর্দ্দেহাৎ সমুদ্ভূতাঃ কুশাঃ কৃষ্ণতিলাঃ স্মৃতাঃ
শ্রাদ্ধস্য রক্ষণার্থায় এবমাহুর্দ্দিবৌকসঃ।
তিলোদকাঞ্জলির্দ্দেয়ো জলস্থৈস্তীর্থবাসিভিঃ ॥৮০
সদর্ভহস্তেনৈকেন শ্রাদ্ধমেবং ন হিংস্যতে।
সাভ্রমত্যাং নামধেয়ৈরিতি তীর্থপ্রবেশনম্ ॥৮১
কারয়িত্বা ময়া দেবি দত্তা বৈ কশ্যপায় চ।
মম ভক্তঃ কশ্যপোঽসৌ বল্লভো মম সর্ব্বদা ॥৮২
দত্তাতস্মাদিয়ং গঙ্গা পবিত্রা পাপনাশিনী।
সাভ্রমত্যাং মহাভাগে তীর্থে বৈ ব্রহ্মচারিকে।
আত্মানঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য তন্নাম্না শঙ্করো হ্যহম্।
স্থিতো লোকে হিতার্থায় ব্রহ্মচারীশসংজ্ঞকঃ ॥৮৪
সাভ্রমত্যামুপকণ্ঠে ব্রহ্মচারীশসংজ্ঞকে।
কলৌ ভক্তো বিশেষেণ পূজনং কুরুতে যদা ॥
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি শৈবং পদং মহৎ
মহদ্ভির্ব্যাধিভিশ্চৈব পীড়িতো যদি গচ্ছতি।
যস্যাশু নশ্যতি ব্যাধির্দ্দর্শনাচ্চ মহেশ্বরি ॥ ৮৬
গত্বা বৈ তস্য সংস্থানে উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
পূজনং কুরুতে ভক্ত্যা রাত্রৌ তিষ্ঠন্ সুনিশ্চলঃ
তদাহং যোগিরূপেণ দর্শনং তস্য যামি হি ॥৮৮
দদামি বাঞ্ছিতান্ কামান্ সত্যং সত্যং বরাননে
মম স্থানে বিশেষেণ সমায়ান্তি চ যে জনাঃ ॥৮৯
তেষাং ব্যাধিপ্রশমনং করোমি সুচিরাদহম্।
চতুরশীতিসংজ্ঞে যো ব্যাধিঃ সংস্থিতো মম ॥৯০

কুতপ। মধ্যাহ্নে ভাস্কর মন্দীভূত হন সুতরাং ঐ কাল পিতৃপিণ্ডদানে অনন্ত ফলপ্রদ হয়। মধ্যাহ্ন খড়্গপাত্র নেপালকম্বল রূপ্য দর্ভ গো দৌহিত্র ও তিল এই আটটী ও কুতপ পদবাচ্য পাপ কুৎসিত বলিয়া কীর্ত্তিত। কুৎসিতের সন্তাপকর বলিয়া উক্ত আটটীই কুতপ নামে নির্দ্দিষ্ট। কুতপ মুহূর্ত্ত এবং তদূর্দ্ধ মুহূর্ত্ত-চতুষ্টয় এই পঞ্চ মুহূর্ত্তই শ্রাদ্ধকালে প্রশস্ত। দেবগণ বলিয়াছেন, কুশ এবং কৃষ্ণতিল এই দুই বস্তু শ্রাদ্ধ রক্ষণার্থ বিষ্ণুর দেহ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। তীর্থবাসিগণ জলে নামিয়া দর্ভহস্তে তিলোদকাঞ্জলি অর্পণ করিবেন। ঐরূপ সাভ্রমতীতে নামোল্লেখ-পূর্ব্বক একবার মাত্র তিলোদকাঞ্জলি প্রদান করিলেও শ্রাদ্ধ নষ্ট হয় না। হে দেবি! এইরূপে আমি তীর্থপ্রবেশ করাইয়া কশ্যপকে সাভ্রমতী অর্পণ করিয়া ছিলাম। কশ্যপ আমার ভক্ত এবং সর্ব্বদা আমার প্রিয়। তাই তাহাকে এই পাপনাশিনী পাবনী গঙ্গা আমি অর্পণ করিয়াছি। হে মহাভাগে! সাভ্রমতীতে ব্রহ্মচারিক তীর্থ বিদ্যমান। আমি শঙ্কর হইয়াও ব্রহ্মচারী নামে আত্মাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোক-হিতার্থ ব্রহ্মচারীশ নামে অবস্থান করিতেছি। সাভ্রমতীর উপকণ্ঠে ব্রহ্মচারীশ নামক—আমাকে এই কলিতে ভক্ত জন যদি বিশেষ-রূপে পূজা করে, তবে সে ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে শৈব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! যদি মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও নর তথায় গমন করে, তবে সেই ব্রহ্মচারীশ দেবের দর্শনমাত্রেই আশু তাহার ব্যাধি নাশ হইয়া থাকে। ৭০—৮৬। উপবাসী জিতেন্দ্রিয় নর ব্রহ্মচারীশ দেবের আলয়ে গিয়া যদি ভক্তিভরে পূজা করে এবং রাত্রিতে একাগ্রমনে অবস্থান করে, তাহা হইলে যোগিরূপে আমি তাহাকে দর্শন দিয়া থাকি এবং তাহার বাঞ্ছিত বর সকল প্রদান করি। হে বরাননে! ইহা সত্য সত্যই বলিতেছি। যে সকল নর আমার অধিষ্ঠিত স্থানে বিশেষ আগ্রহের সহিত আগমন করে, অচিরাৎ আমি তাহাদের ব্যাধি প্রশমন করিয়া দেই। হে সুন্দরি! চতুরশীতি-সংখ্যক ব্যাধি নিরূপিত আছে। আমার

স স ব্যাধির্ব্বিনশ্যেত দর্শনাদেব সুন্দরি ।
ন লিঙ্গং বর্ত্ততে তত্র মামকং নগনন্দিনি ॥ ৯১
স্থানমাত্রন্ত তত্রৈব মামকং নাত্র সংশয়ঃ ।
একস্মিন্নেব কালে তু অস্যাং ভূমৌ মহাতপাঃ
রাজা বৈ সূর্য্যবংশীয়ো ব্রহ্মদত্তস্ত বীর্য্যবান্ ।
তেন রাজ্ঞা তপস্তপ্তং বহুকালং সুরেশ্বরি ॥ ৯৩
পঞ্চাগ্নিসাধনং তেন কৃতঞ্চ বহুধা ততঃ ।
মাসোপবাসকাদীনি তপস্তপ্তান্যনেকশঃ ॥ ৯৪
এবং বহুতরং কালং রাজ্ঞা তপ্তং তপো মহৎ ।
প্রত্যক্ষোঽহং তদা জাতো বরার্থং বরবর্ণিনি ॥
ব্রহ্মদত্ত শৃণুষ ত্বং মদ্বাক্যং নরেশ্বর ।
যং যং বাঞ্ছয়সে নিত্যং তং তং দদ্মি ন সংশয়ঃ
তেনোক্তং মম দেবেশ বাঞ্ছিতং যদি দীয়তে ।
এক এব বরো দেব দীয়তাং মম সর্ব্বদা ॥ ৯৭
মম নাম্না হি দেবেশ ঈশ্বরো ভুবি জায়তাম্ ।
তেন বাক্যেন সন্তুষ্টো বরো দত্তো ময়ানঘে ॥
তদাহং তেন বৈ সার্দ্ধং নিবসামি সুরেশ্বরি ।
অত্র স্থিত্বা নিরাহারো ভক্তিং কুর্য্যাদশেষতঃ ॥
দদামি বাঞ্ছিতান্ কামান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
অত্রাগত্য তু যে বিপ্রা রুদ্রজাপ্যাদিকঞ্চ যৎ ॥
প্রকুর্ব্বন্তি বিশেষেণ তেষাং দদ্মি শৃণুষ তৎ ।
স্ত্রীসৌখ্যং পুত্রসৌখ্যঞ্চ লক্ষ্মীবৃদ্ধিকরং পুনঃ ॥
যশ ঐশ্বর্য্যমেবাপি তথা রোগাদিনাশনম্ ।
তৎসর্ব্বং প্রাপ্যতে ক্ষিপ্রং বাঞ্ছিতং বৈ কলৌ যুগে ॥ ১০২
অস্মিন্ কলৌ যুগে ঘোরে মদ্ভক্তাভুবি পার্ব্বতি
অত্রাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥
দদামি বাঞ্ছিতানর্থান্ সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি ।
ব্রহ্মদত্তস্ত তন্নাম্না দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ১০৪
গঙ্গাধরং প্রতিষ্ঠাপ্য উষিত্বা দিনপঞ্চকম্ ।
স রাজা গতবাংস্তত্র স্বকে রাজ্যে ততঃ পুনঃ ॥
ব্রহ্মদত্তস্ত বিখ্যাতো লোকে বৈ পরমো মহান্
রাজ্যঞ্চকার ধর্ম্মজ্ঞো হ্যযুতং বর্ষসংজ্ঞকম্ ॥১০৬

দর্শনেই সেই সেই ব্যাধি বিলয় পাইয়া থাকে, অয়ি নগনন্দিনি ! সে স্থানে আমার কোনও লিঙ্গমূর্ত্তি নাই, আমার তথায় স্থান মাত্র বিদ্যমান। হে সুরেশ্বরি ! একদা ঐ স্থানে সূর্য্যবংশীয় রাজা মহাতপা ব্রহ্মদত্ত বহু কাল যাবৎ তপস্যা করেন। পঞ্চাগ্নিসাধন ও মাসোপবাসাদি বহু তপস্যাই তিনি বহুবার করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যা করিতে করিতে রাজার বহু কাল অতীত হইয়া গেল। তখন আমি তাঁহাকে বরপ্রদানের জন্য প্রত্যক্ষ হইলাম ; বলিলাম,—হে নরেশ্বর ব্রহ্মদত্ত ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি যে যে কামনা করিয়াছ, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদত্ত কহিলেন,—হে দেবেশ ! আপনি যদি আমাকে বাঞ্ছিতবর প্রদান করেন, তবে এই একটী মাত্র বর চিরদিনের জন্য আমায় প্রদান করুন, যেন আমার নামে জগতে দেবদেব ঈশ্বর প্রথিত হন। হে অনঘে ! তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে সেই বরই প্রদান করিলাম। হে সুরেশ্বরি ! তখন হইতে আমি তাঁহার সহিতই বাস করিতেছি। এখানে নিরাহারে থাকিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারে মৎপ্রতি ভক্তি স্থাপন করে, তাহাকে আমি আকল্প বাঞ্ছিত কাম সকল প্রদান করিয়া থাকি। এই স্থানে আসিয়া যে সকল বিপ্র বিশেষ-ভাবে রুদ্রজাপ্যাদি করেন, তাঁহাদিগকে আমি যাহা দান করি, শ্রবণ কর। আমার বরদানে তাঁহাদের স্ত্রীসৌখ্য, পুত্রসৌখ্য, লক্ষ্মীবৃদ্ধি, যশ, ঐশ্বর্য্য ও রোগাদিনাশ হয়। এ কলিকালে তাহারা সত্বরই সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৮৭—১০২। হে পার্ব্বতি ! এই ঘোর কলি যুগে ভূতলস্থ যে সকল মদ্ভক্ত এস্থানে আসিয়া স্নানদানাদি ক্রিয়া করে, সত্য সত্যই আমি তাহাদিগকে বাঞ্ছিতার্থ সকল প্রদান করিয়া থাকি। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁহার নামানুসারে ব্রাহ্ম-চারীশ এবং দ্বিতীয় গঙ্গাধর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পঞ্চ দিন যাবৎ বাস করত পরে স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত জগতে

ততঃ কতিপয়ে কালে রাজ্যং ভুক্ত্বা স বৈ নৃপঃ
গতবান্ শিবলোকং তং ব্রহ্মাখ্যং পদমুত্তমম্ ॥
দেবৌ দ্বৌ তত্র বর্ত্তেতে মম নামাভিধায়কৌ।
একো বৈ ব্রহ্মচারীশস্ত্বন্যো গঙ্গাধরঃ স্মৃতঃ ॥
মম স্থানে বিশেষেণ পূজাং কুর্ব্বন্তি যে জনাঃ।
তেষাং সর্ব্বং দদামীহ বাঞ্ছিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥
স্থানমেব সদা লিঙ্গং গন্তব্যঞ্চ নৃভিঃ সদা।
তত্র পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ নৈবেদ্যং বিবিধং তথা ॥১১
যঃ করোতি নরঃ প্রাজ্ঞঃ স সর্ব্বং লভতে ধ্রুবম্
বিল্বপত্রৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ তথা বা চন্দনাদিভিঃ ॥১১১
পূজাং কুর্ব্বন্তি মৎস্থানে তেষাং সর্ব্বং দদাম্যহম্ ।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং ব্রহ্মচারিকথানকম্ ॥ ১১২
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য ব্রজতে শিবসন্নিধৌ।
যত্র গঙ্গাধরো দেবো নিত্যং তিষ্ঠতি ভূতিদঃ ॥
ব্রহ্মচারীশসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো বর্ত্ততে সদা।

মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত। সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা অযুত বর্ষ যাবৎ রাজ্য শাসন করেন। অনন্তর আরও কিয়ৎকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া তিনি শিবলোকে ব্রহ্মাখ্য উত্তম পদ প্রাপ্ত হন। আমার নামে অভিহিত হইয়া দেবদ্বয় তথায় বিদ্যমান। একের নাম ব্রহ্মচারীশ এবং অন্যের নাম গঙ্গাধর। যে সকল নর আমার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাঁহাদের পূজা করে, তাহাদিগকে সমস্ত ইষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকি। নরগণ সর্ব্বদাই লিঙ্গস্থানে প্রয়াণ করিবে। তথায় গিয়া বিবিধ পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্য--যে প্রাজ্ঞ নর প্রদান করে; সে নিশ্চয়ই সর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা বিল্বপত্র, পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা মৎক্ষেত্রে পূজা করে, তাহাদিগকে আমি সমস্ত ফলই প্রদান করি। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মচারিকথা নিত্য শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে শিবসন্নিধানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে স্থানে নিত্য ভূতিপ্রদ গঙ্গাধর দেব এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মচারীশ দেব সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তথায়

তাভ্যাং ধ্যানসমাযোগাচ্ছিবত্বমশ্নুতে ধ্রুবম্।
দর্শনান্নশ্যতে রোগঃ পূজনাদায়ুরাপ্নুয়াৎ।
স্নানাত্তত্র তু দেবেশি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ ॥
শৃণু সুন্দরি বক্ষ্যামি তীর্থং পরমমদ্ভুতম্।
রাজখড্গা ইতি খ্যাতং সাভ্রমত্যাং বিশেষতঃ ।
সূর্য্যবংশসমুৎপন্নো রাজা বৈকর্ত্তনস্তথা।
দুরাচারী তু পাপাত্মা ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিন্দকঃ।
গুরুদ্রোহী সদা দুষ্টো নিন্দকঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
পরদাররতো নিত্যং নিত্যং বিষ্ণুপ্রদূষকঃ ॥১১৭
প্রজাপীড়নকং নিত্যং করোতি বহুধা ততঃ।
এবংবিধঃ স দুষ্টাত্মা পৃথিব্যাং বর্ত্ততে সদা ।
কিয়ত্যেবংগতে কালে শৃণু সুন্দরি তত্ত্বতঃ।
পাপেন দৈবযোগাচ্চ কুষ্ঠত্বং সমজায়ত ॥১২০
নিরীক্ষ্য স্বং শরীরন্তু বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
কিং কর্ত্তব্যমিতি ধ্যায়ন্নতিচিন্তাপরোঽভবৎ ।
কদাচিদ্দৈবযোগাচ্চ ক্রীড়ার্থং গতবান্ বনে।
তত্র সাভ্রমতীতীরং সমাসাদ্য স তিষ্ঠতি ॥১২২

তাঁহাদের ধ্যান-যোগাচারণে নর নিশ্চয়ই শিবত্ব লাভ করে। হে দেবেশি! তথায় দর্শনে রোগনাশ, পূজনে আয়ু লাভ এবং স্নানে মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। হে সুন্দরি! আর এক পরমাদ্ভুত তীর্থবার্ত্তা বলিতেছি। ঐ তীর্থের নাম সাভ্রমতীস্থ বিখ্যাত রাজখড্গা তীর্থ। ১০২—১১৫। সূর্য্যবংশে বৈকর্ত্তন—নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মচর্য্যা কিছুই ছিল না। তিনি দুরাচার, পাপাত্মা, ব্রাহ্মণনিন্দক, গুরুদ্রোহী, সদাদুষ্ট, সর্ব্বকর্ম্ম-নিন্দক, নিত্য পরদাররত, নিত্য বিষ্ণু-মাহাত্ম্য-দূষক ও নিত্য প্রজাপীড়ক ছিলেন। এই-রূপে সেই দুষ্টাত্মা পৃথিবীতে রাজ্য করিতে থাকিলে, কিয়ৎকাল অতীত হইয়া গেল। হে সুন্দরি! শ্রবণ কর, অনন্তর পাপবশতঃ দৈবক্রমে তাঁহার কুষ্ঠ রোগ জন্মিল। নিজ দেহ রোগাক্রান্ত দেখিয়া রাজা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু বিচারালোচনা করিতে করিতে চিন্তা-ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। একদা ক্রীড়া করি-বার নিমিত্ত রাজা দৈবক্রমে বন-গমন করিয়া

তত্র স্নানং কৃতং তেন পীতং পানীয়মুত্তমম্।
তত্র স্নানেন সপদি শরীরং দিব্যসংজ্ঞকম্ ॥১২৩
সুসৌবর্ণময়ী মূর্ত্তির্দৃশ্যতে নগনন্দিনি।
তত্তদৈব তু সঞ্জাতঃ স রাজা নাত্র সংশয়ঃ ॥১২৪
দিব্যরূপমনুপ্রাপ্য কিয়ৎকালং ততো নৃপঃ।
রাজ্যং ভুক্ত্বা তু দেবেশি গতো বৈ পরমং পদম্
তদা তীর্থমিদং জাতং রাজখড়্গেতিসংজ্ঞকম্।
অত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি দানং যো বৈ দদাতি চ॥
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ সনাতনম্
ন রোগো বর্ত্ততে তেষাং ন শোকশ্চ কদাচন॥
প্রত্যহং কুরুতে স্নানং খড়্গেঽস্মিন্ রাজসংজ্ঞকে
যো নরঃ প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং ব্রহ্মাদ্যৈঃ স চ পূজ্যতে
কৃতে সত্যেশ্বরো নাম ত্রেতায়াং ভুবনেশ্বরঃ।
রাজেশ্বরঃ সমাখ্যাতো দ্বাপরে নগনন্দিনি ॥১২৯
অস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে গুপ্তীভূতোঽথবিশ্বরাট্
অতো বৈ তীর্থসম্ভূতং রাজখড়্গেতিসংজ্ঞকম্॥

পিতৄণাং তর্পণঞ্চাত্র শ্রদ্ধয়া যে প্রকুর্ব্বতে।
তে নরাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পৃথিব্যাং পরিকীর্ত্তিতাঃ
ব্রহ্মঘ্না বালহন্তারঃ স্নানং যেঽত্র প্রকুর্ব্বতে।
তৈর্দোষৈ রহিতাস্তে চ গচ্ছন্তি শিবসন্নিধৌ॥
নীলোৎসর্গং করিষ্যন্তি সাভ্রমত্যাং নরাশ্চ যে।
তেষাং বৈ পিতরস্তৃপ্তা যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥১২৩
ইদমাখ্যানকং দিব্যং রাজখড়্গেতিসংজ্ঞকম্।
যে শৃণ্বন্তি নরা দেবি ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্
রোগা দোষা বিনশ্যন্তি শ্রবণাৎ পঠনাত্ততঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সাভ্রমতীমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চত্রিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

সাভ্রামত্যপি যান্ দেশান্নন্দিকুণ্ডাদ্বিনিঃসৃতা।
গচ্ছন্তী পাবয়ামাস কান্ কান্ দেশান্ বদস্ব মে

সাভ্রমতীতীরে অবস্থান করিলেন। তথায় তিনি স্নান করিলেন এবং তত্রত্য উত্তম পানীয় পান করিলেন। ইহাতে সহসা তাঁহার দিব্য দেহ হইল। হে নগনন্দিনি! রাজার মূর্ত্তি তখন সৌবর্ণময়ী দেখা যাইতে লাগিল। রাজা দৈবক্রমেই তাদৃশ দেহ-সম্পন্ন হইলেন। তিনি দিব্যরূপ লাভ করিয়া তদনন্তর কিয়ৎকাল রাজ্যভোগান্তে পরম পদ লাভ করিলেন। তখন হইতে রাজ-খড়্গ নামক এই তীর্থ উৎপন্ন হইল। এখানে যাহারা স্নান-দান করে, তাহারা ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে সনাতন বিষ্ণুপদে উপনীত হইয়া থাকে। তাহাদের রোগ-শোক কিছুই কখনও হয় না। যে নর প্রত্যহ এই রাজখড়্গ তীর্থে স্নান করে, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মাদি কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকে। সত্যযুগে সত্যেশ্বর, ত্রেতা-যুগে ভুবনেশ্বর, এবং দ্বাপরে রাজেশ্বর হেথায় বিরাজ করিতেন। এই ঘোর কলি-যুগে এস্থানে এখন বিশ্বরাট্ গুপ্তীভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাই এই রাজখড়্গ নামে তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা শ্রদ্ধার সহিত এখানে পিতৃতর্পণ করে, পৃথিবীতে তাহারা পুণ্যকর্ম্মা নর বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘ্ন বা বালঘ্ন যাহারাই এস্থানে স্নান করে, সকলেই দোষমুক্ত হইয়া শিব-সন্নিধানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে সকল নর সাভ্রমতীতীরে নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহাদের পিতৃপুরুষেরা আপ্রলয় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। এই রাজখড়্গাখ্য দিব্য আখ্যান যাহারা শ্রবণ করে, হে দেবি! তাহাদের আর কোনই ভয় থাকে না। ইহা শ্রবণে এবং পঠনে রোগ ও দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। ১১৬—১২৪।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৫।

ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন—সাভ্রমতী নন্দিকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া যাইতে যাইতে কোন্

চকার কানি তীর্থানি রিলঙ্ঘ্যার্ব্বুদপর্ব্বতম্ ॥ ১
সূত উবাচ।
ইতি তত্রোদিতে দেব্যা মহাদেবঃ স বিশ্বরাট্
উবাচ বচনং তাং বৈ পার্ব্বতীং বিশ্বমোহিনীম্
মহাদেব উবাচ।
নন্দিকুণ্ডাৎ প্রথমতস্তীর্থাৎ পরমপাবনাৎ।
কপালমোচনং তীর্থং মুনিভিঃ সম্প্রকারিতম্ ॥৩
সর্ব্বতেজোঽধিকং তীর্থং পাবনাৎ পাবনং পরম্
অত্র ময়া পরিত্যক্তং কপালং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্ ॥ ৪
কপালমোচনং তীর্থমতো জাতং হি পার্ব্বতি।
পাবনং সর্ব্বভূতানাং প্রকটং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৫
কপালকুণ্ডমাখ্যাতং তত্তীর্থং তীর্থরাজকম্।
যত্র দেবাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাদয়ঃ ॥ ৬
নিবসন্তি মহাত্মানস্তীর্থে বৈ নির্ম্মলে শুভে।
ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতং তীর্থং জ্ঞানদং মুক্তি-
দায়কম্ ॥ ৭
তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কপালেশং প্রপূজয়েৎ।
উপোষ্য রজনীমেকাং কৃত্বা ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥
তত্রাপি বস্ত্রদানেন অগ্নিহোত্রফলং লভেৎ।
তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ কশ্চিদ্দর্শন ব্রতমাস্থিতঃ ॥৯
সন্ত্যজ্য দেহমাত্মানং শিবলোকং ব্রজেদ্ধ্রুবম্।
অস্মিংস্তীর্থে পুরা স্নানাৎ সৌদাসো ব্রহ্ম-
হত্যয়া ॥ ১০
মোচিতো বিমলং জ্ঞানং প্রাপ্তবান্ বৈ
সুরেশ্বরি।
ভগীরথান্বয়ে জাতঃ সুদাসাখ্যো মহাবলী ॥১১
তস্য পুত্রো মিত্রসহঃ সৌদাসেঽতি চ বিশ্রুতঃ।
বসিষ্ঠশাপতঃ প্রাপ্তঃ সৌদাসো রাক্ষসীং
তনুম্ ॥ ১২
সাভ্রমত্যাং কৃতস্নানো বিমুক্তঃ শাপজাদঘাৎ।
অত্র গঙ্গা চ যমুনা গোদাবরী সরস্বতী ॥ ১৩
নন্দিতীর্থে বসন্ত্যেতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যদাঃ সদা।
গোদানং ভূমিদানঞ্চ শয্যাদানং তথৈব চ ॥১৪
কন্যাদানং বিশেষেণ কর্ত্তব্যং জ্ঞানিভির্নরৈঃ।
এতদ্দানসমং প্রোক্তং সাভ্রমত্যবগাহনম্ ॥১৫

কোন্ দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন? এবং অর্ব্বুদাচল লঙ্ঘন করিয়া কোথায় কোথায় কি কি তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। সূত কহিলেন,—দেবী এই কথা কহিলে বিশ্বরাট্ মহাদেব বিশ্ব-বিমোহিনী পার্ব্বতীকে বলিলেন,—পরম পাবন নন্দিকুণ্ড তীর্থের পর প্রথমেই মুনিগণ-প্রকাশিত কপালমোচন তীর্থ। এই তীর্থ সর্ব্বতেজোধিক, পাবন হইতেও পরম পাবন। এই স্থানে আমি ব্রহ্মকপাল মোচন করিয়াছিলাম। তাই এই কপাল-মোচন তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! ঐ স্থানের কপালকুণ্ড নামক তীর্থ সর্ব্বভূত-পাবন, লোকবিশ্রুত ও তীর্থশ্রেষ্ঠ। সেই শুভ নির্ম্মল তীর্থে দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও কিন্নরাদি মহানুভবগণ বাস করেন। ঐ তীর্থ ত্রিলোক-বিখ্যাত, জ্ঞানপ্রদ এবং মুক্তি-প্রদ। ঐ স্থানে স্নানানন্তর শুদ্ধ হইয়া কপালেশ্বরকে পূজা করিতে হয়, এবং এক-রাত্রি উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করা-ইতে হয়। এ তীর্থে বস্ত্র দান করিলে অগ্নিহোত্রফল লাভ হইয়া থাকে। দর্শন-ব্রত অবলম্বন করিয়া যে কেহ এ তীর্থে আত্মদেহ পরিত্যাগ করে, সে শিবলোকে উপনীত হইয়া থাকে। হে সুরেশি! পুরা-কালে সৌদাস এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং বিমল জ্ঞান প্রাপ্ত হন। ভগীরথের বংশে সুদাস নামে এক মহাবল নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিত্রসহ সৌদাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সৌদাস বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসী তনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাভ্রমতীতে স্নান করিয়া শাপজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। ১—১২। অত্রত্য নন্দিতীর্থে পবিত্র পুণ্যপ্রদ গঙ্গা, যমুনা, গোদা-বরী ও সরস্বতী বাস করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ এই তীর্থে গো, ভূমি, শয্যা বিশে-ষতঃ কন্যা দান করিবেন। সাভ্রমতীতে

যত্র বৈ সকলান্যেব পতিতানীহ ভূতলে।
বারিণা স্পর্শমাত্রেণ শুদ্ধত্বং যান্তি তান্যপি ॥১৬
অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বাণো নরো বৈ ভক্তিতৎপরঃ
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ১৭
এতদাখ্যানকং দিব্যং যে শৃণ্বন্তি নরাঃ সদা।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥১৮
কর্ম্মণা মনসা বাচা যে স্তবন্তি মহেশ্বরম্।
ন তেষাং বিদ্যতে দুঃখং যাবদাভূতসম্প্লবম্ ॥১৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে নন্দিতীর্থমহিমবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অথ নন্দিপ্রদেশাত্তু যথা সাভ্রমতী নদী।
সমায়াতা বিকীর্ণঞ্চ বনং বিপ্রর্ষিসেবিতম্ ॥ ১
বহুধা জলবেগেন পর্ব্বতানাঞ্চ রোধসঃ।
সপ্তধা প্রবিভক্তা চ দক্ষিণোদধিগামিনী ॥ ২
আদ্যা সাভ্রমতী পুণ্যা দ্বিতীয়া সেটিকা তথা।
তৃতীয় বক্রিনী পুণ্যা চতুর্থী চ হিরণ্ময়ী ॥ ৩
সর্ব্বপাপহরা প্রোক্তা হস্তিমত্যথ পঞ্চমী।
বেত্রবতী সা চ ষষ্ঠী বৃত্রেণ নির্ম্মিতা পুরা ॥ ৪
ইয়ং সা পরমা দেবী বৃত্রকূপাদ্বিনিঃসৃতা।
বেত্রবতী ততো জাতা মহাপাপপ্রণাশিনী ॥ ৫
ভদ্রামুখী শুভপ্রায়া সপ্তমী লোকপাবনী।
এতৈস্তু সপ্তভির্দ্দেবি তাংস্তান্ জনপদাংস্তথা
পবিত্রীকৃত্য চৈকেন সপ্তস্রোতাঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥৬
বিকীর্ণতীর্থে যঃ শ্রাদ্ধং পিতৃনুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥৭
গয়াপিণ্ডপ্রদানস্য ফলং যত্তদ্ভবিষ্যতি।
অবকীর্ণা চ্যুতা যে চ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৮
তে বিকীর্ণে প্রমুচ্যন্তে দত্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।
তত্র শ্রাদ্ধন্তু যঃ কুর্য্যাদ্গাণপত্যং ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥
তস্মাত্রয়ীবিধানেন শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
অস্মিংস্তীর্থে বিশেষেণ সপ্তনদ্যুদয়ে দ্বিজাঃ ॥১০

অবগাহন মাত্র করিলেও ঐ সকল দানের তুল্য ফল হইয়া থাকে। সমস্ত পতিত ব্যক্তিই এস্থানে বারিস্পর্শমাত্র শুদ্ধি লাভ করে। নর ভক্তিযুক্ত হইয়া এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে তদীয় পিতৃপুরুষগণ তুষ্ট হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল নর এই দিব্য আখ্যান শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা কায়-মনোবাক্যে মহেশ্বরকে স্তব করে, কল্প কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের আর দুঃখ থাকে না। ১৩—১৯।

ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৬।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর সাভ্রমতী নন্দিপ্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া বিপ্রর্ষি-সেবিত বিকীর্ণ বনে আগমন করেন। তথায় প্রবল জলবেগে পর্ব্বতসমূহের তটাঘাতে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ সাগরে ধাবিত হন। ঐ সপ্তধা ভিন্ন সরিদ্বরার প্রথমটীর নাম পুণ্যা সাভ্রমতী, দ্বিতীয়া সেটিকা, তৃতীয়া বক্রিনী, চতুর্থী হিরণ্ময়ী, পঞ্চমী সর্ব্বপাপহারিণী হস্তিমতী, ষষ্ঠী বৃত্র-নির্ম্মিতা বেত্রবতী এবং সপ্তমী লোকপাবনী শুভা ভদ্রামুখী। বেত্রবতী বৃত্রকূপ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন, তাই মহাপাপনাশিনী বেত্রবতী হইয়া প্রকট হইয়াছেন। হে দেবি! সাভ্রমতী উক্ত সপ্ত ধারায় প্রবাহিত ও সেই সেই জনপদ পবিত্রিত করিয়া সপ্ত স্রোতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন। ১—৬। যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে বিকীর্ণ তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহার গয়াপিণ্ড দানের ফল লাভ হয়। যাহাদের পিণ্ড-জলক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে, বিকীর্ণ তীর্থে তাহাদের উদ্দেশে জল-পিণ্ড দান করিলে, তাহারা মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার গাণপত্য পদ লাভ হয়।

স্নানং কুরুত বিপ্রেন্দ্রা ঋষিলোকমভীপ্সবঃ।
ইত্যুক্তং কশ্যপেনাথ দ্বিজান্ প্রতি বিশেষতঃ॥
যদি চেৎ ক্রিয়তে স্নানং সর্ব্বদুঃখাপহং সদা।
তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং ক্ষেত্রাণামুত্তমোত্তমম্॥
তীর্থমেতদ্বিকীর্ণঞ্চ শুভদং রোগদোষহৃৎ।
কুর্ব্বন্ত্যত্র বিশেষেণ যে স্নানং সর্ব্বদা কলৌ॥১৩
তে নরাঃ পুণ্যভাজো হি জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ
গয়াতীর্থসমং তীর্থং বিকীর্ণং পাবনং পরম্।
পিতৃণাং পুণ্যদং নিত্যং লোকানাং দুঃখনাশনম্
তীর্থাদস্মাৎ পরং তীর্থং শ্বেতোদ্ভবমনুত্তমম্।
যত্র শ্বেতা নদী জাতা মৎপৃষ্ঠোদরভস্মনা॥ ১৫
বিশ্রুতা ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
হরাঙ্গভস্মসংযোগাজ্জাতা দেবৈশ্চ মানিতা
তস্যাং স্নাতঃ শুচির্দ্দান্তস্ত্রিরাত্রমুষিতঃ পুমান্।
মহাকালেশ্বরং দৃষ্ট্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ১৭
পিণ্ডং পিতৃভ্যো যো দদ্যাত্তস্যাস্তীরে কুশৈস্তিলৈঃ
সুতৃপ্তাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তীতি ন সংশয়ঃ॥১৮
শ্বেতগঙ্গা মহাপুণ্যা দুঃখদারিদ্র্যমোচনী।
যত্র স্নানেন ভো দেবি পরং সুখমবাপ্যতে॥১৯
তস্যা বৈ সঙ্গমে পুণ্যে নিত্যং তিষ্ঠামি পার্ব্বতি
যেহত্র দানং প্রকুর্ব্বন্তি স্নানঞ্চ তত্র সুন্দরি॥
তদনন্তফলং তস্য ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ।
তত্র ভূতেশ্বরো দেবঃ সঙ্গমে বসতে ধ্রুবম্॥
তত্র ধূপঞ্চ দীপঞ্চ পুষ্পমারাত্রিকং তথা।
যে কুর্ব্বন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে নরাঃ পুণ্যরূপিণঃ॥ ২২
বিল্বদলং সমাদায় যে দদতি শিবোপরি।
বাঞ্ছিতং লভতে নিত্যং শ্বেতায়াং শিবসন্নিধৌ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিকীর্ণতীর্থ-শ্বেতা-তীর্থবিবরণং নাম সপ্তত্রিংশদধিকশত-তমোহধ্যায়ঃ॥ ১৩৭॥

অতএব বেদোক্ত বিধানে ঐ স্থানে শ্রাদ্ধাচরণ করিবে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই তীর্থে বিশেষতঃ সপ্ত নদীর উৎপত্তি-স্থানে আপনারা ঋষিলোক-কামনায় স্নান করুন। কশ্যপ দ্বিজগণের প্রতি এই কথা বিশেষ ভাবেই বলিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্ব দুঃখই নষ্ট হইয়া যায়। বিকীর্ণ তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র। ইহা শুভপ্রদ এবং রোগদোষহর। কলিকালে যাহারা বিশেষভাবে এই তীর্থে স্নান করে, তাহারাই পুণ্যভাজন, সন্দেহ নাই। বিকীর্ণ তীর্থ গয়াতীর্থের ন্যায় পরম পবিত্র; ইহা নিত্য পিতৃগণের পুণ্যপ্রদ ও লোকসমূহের সর্ব্বদুঃখহর। এই তীর্থের পর উত্তম শ্বেতোদ্ভব তীর্থ, মদীয় পৃষ্ঠ এবং উদরের ভস্ম দ্বারা ঐ স্থানে শ্বেতা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদী ত্রিলোকবিশ্রুতা এবং সর্ব্বপাপহরা। হরদেহস্থ ভস্মসংযোগে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া দেবগণ ইহাকে মান্য করিয়া থাকেন। মানব এই নদীতে স্নান করিয়া শুদ্ধ ও জিতেন্দ্রিয় ভাবে, ত্রিরাত্র বাস করত অত্রত্য মহাকালেশ্বরকে দর্শন করিলে রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি উক্ত শ্বেতা নদীর তীরে কুশতিল-যোগে পিতৃগণকে পিণ্ড দান করে, তাহার পিতৃগণ নিশ্চয়ই উত্তম তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। মহাপুণ্যা শ্বেতগঙ্গা দুঃখ-দারিদ্র্য অপনয়ন করেন, তাঁহাতে স্নান করিলে পরম সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পার্ব্বতি! আমি ঐ শ্বেতাগঙ্গার পুণ্যসঙ্গমে নিত্য অব-স্থান করি। হে সুন্দরি! যাহারা তথায় স্নান-দান করে, তাহাদের অনন্ত ফল হইয়া থাকে। ঐ সঙ্গমে ভূতেশ্বর দেব নিত্য বাস করেন। যে সকল নরবর তাঁহাকে ধূপ, দীপ ও পুষ্প দান করিয়া আরাত্রিক করে, তাহারাই পুণ্যরূপী! যে ব্যক্তি বিল্বদল লইয়া শিবোপরি অর্পণ করে, সে শ্বেতা-সঙ্গমস্থ শিবসন্নিধানে নিত্য বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭—২৩।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

গণতীর্থং ততো গচ্ছেত্তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ।
ত্রিবিষ্টপমিতি প্রোক্তং গণৈস্তু চন্দনাতটে॥ ১
ত্রিবিষ্টপে নরঃ স্নাত্বা পূর্ণমাস্যাং সমাহিতঃ।
সংশয়ো নাত্র কর্ত্তব্যো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ২
চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ স্থিতির্যস্তু ত্রিবিষ্টপে।
সোঽপি পুণ্যো মহাভাগে রুদ্রলোকে মহীয়তে
গণতীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃষ্ণাষ্টম্যামুপোষিতঃ।
বকুলাসঙ্গমে স্নাত্বা স্বর্গং গচ্ছতি মানবঃ॥ ৪
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বকুলেশং বিলোক্য চ
গণেশ্বরপ্রসাদেন গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫
ইদং পবিত্রং পরমং পুণ্যায়ুষ্যবিবর্দ্ধনম্।
শ্রুত্বা তু লভতে পুণ্যং গঙ্গাস্নানসমং নরঃ॥ ৬
অত্র স্থিত্বা নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ সমাহিতঃ।
জপত্যেবং পরং দেবং গণেশ্বরং মনোরমম্॥৭
সম্প্রাপ্নোত্যখিলান্ ভোগান্ সত্যং সত্যং বরাননে।
অত্র রাজা সোমবংশী বিশ্বদত্তঃ স বীর্য্যবান্॥৮
তেন তপো মহত্তপ্তং বহুকালং সুরেশ্বরি।
গাণপত্যং তদা প্রাপ্তং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ॥ ৯
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ হোড়ঃ কৌশীতকো মুনিঃ।
ভরদ্বাজোঽঙ্গিরাশ্চৈব বিশ্বামিত্রোঽথ বামনঃ॥
এতে বৈ মুনয়ঃ সর্ব্বে পুণ্যরূপা মহেশ্বরি।
নিত্যং সেবাং প্রকুর্ব্বন্তি শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রান্ নির্দ্ধনো লভতে ধনম্
অবিদ্যো লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী
মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১২
কিমত্রবহুনোক্তেন ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
যোঽত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত পূজনং বা করোতি চ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে॥ ১৪
নান্তরং দেবি পশ্যামি শ্রীবিষ্ণোশ্চ প্রসাদতঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বকুলাসঙ্গমে গণ-
তীর্থং নামাষ্টত্রিংশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৮॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর তীর্থযাত্রী ব্যক্তি গণতীর্থে গমন করিবে এইস্থানে চন্দনাতটে গণবৃন্দনির্দ্দিষ্ট ত্রিবিষ্টপ তীর্থ বিরাজিত। নর পূর্ণিমা দিনে সমাহিত হইয়া ত্রিবিষ্টপে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতেও মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি বর্ষার চারি মাস ত্রিবিষ্টপে বাস করে, হে মহাভাগে! সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। নর কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া গণতীর্থে এবং বকুলাসঙ্গমে স্নান করিলে স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব উক্ত তীর্থে স্নানানন্তর, বকুলেশ্বরকে অব-লোকন করত গণেশ্বরপ্রসাদে গাণপত্য লাভ করে। এই পরম পবিত্র আয়ুষ্যবর্দ্ধন বিবরণ শ্রবণ করিলেও মানব গঙ্গাস্নানতুল্য পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। নর এই স্থানে নিরাহারে থাকিয়া জিতেন্দ্রিয় ও সমাহিত ভাবে পরদেবতা গণেশ্বরকে জপ করিলে নিখিল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বরা-ননে! ইহা আমি সত্য সত্যই বলিলাম। সোমবংশীয় বীর্য্যবান্ রাজা বিশ্বদত্ত এই স্থানে বহুকাল যাবৎ মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। তাই তিনি গণেশ্বরপ্রসাদে গাণপত্য প্রাপ্ত হন। ১—৯। বশিষ্ঠ, বামদেব, হোড়, কৌশীতক, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র এবং বামন এই সকল পুণ্যাত্মা মুনি শ্রীগণেশের প্রসাদলাভার্থ নিত্য এই তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। গণেশের প্রসাদে অপুত্র পুত্র, নির্দ্ধন ধন, বিদ্যাহীন বিদ্যা এবং মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করে। অয়ি বরাননে! বারবার তোমার নিকট আর অধিক বলিয়া কি হইবে? যে ব্যক্তি এখানে স্নান এবং পূজা করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! আমি শ্রীবিষ্ণুর

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

সাভ্রমত্যুত্তরে কূলে অগ্নিতীর্থমিতি শ্রুতম্।
তস্মাশ্চোত্তরপূর্ব্বেণ নাতিদূরে কৃতাস্পদম্॥ ১
তীর্থং পালেশ্বরং নাম চণ্ডী যত্র প্রতিষ্ঠিতা।
পীঠং তদ্‌যোগমাতৃণাং সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়কম্॥ ২
যত্র তাঃ সর্ব্বদেবানাং কার্য্যার্থে মাতরঃ স্থিতাঃ
পরমং যত্নমাস্থায় লোকানুগ্রহকারণাৎ॥ ৩
ত্রিরাত্রমুষিতো ভূত্বা তস্মিংস্তীর্থে দৃঢ়ব্রতঃ।
অভিগচ্ছেত্তমীশানং দেবেশং চণ্ডিকেশ্বরম্॥৪
সাভ্রমত্যাং কৃতস্নানো মাতৃতীর্থস্য সন্নিধৌ।
সমাধিবিধিনা যুক্তো গচ্ছেদ্বৈ মাতৃমণ্ডলম্॥ ৫
গোসহস্রপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
অগ্নিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা চামুণ্ডাদর্শনে কৃতে॥ ৬
ন ভয়ং জায়তে তস্য রক্ষোভূতপিশাচজম্।
গোখুরা চ নদী যত্র সাভ্রমত্যাস্তু সঙ্গতা॥ ৭
তত্র তীর্থসহস্রাণি তিষ্ঠন্তীতি সুরেশ্বরি।
শ্রাদ্ধং তত্র প্রকর্ত্তব্যং তিলচূর্ণেন পার্ব্বতি।
পিণ্ডান্ দত্ত্বা দ্বিজান্ ভোজ্য অক্ষয়ং পদমাপ্নুয়াৎ
যত্র কুর্কর্দ্দমো রাজা পাপিষ্ঠো দুর্দ্ধরঃ খলঃ॥ ৯
মূঢ়োঽহঙ্কারসংযুক্তো দ্বিজানাং পরিনিন্দকঃ।
গোঘ্নোঽপি বালহা চৈব পাপিষ্ঠো দুর্দ্দমঃ সদা
রাজ্যঞ্চ কুর্ব্বতস্তস্য পুরে পিণ্ডারসংজ্ঞকে।
তদা মৃতিঃ সমাপন্না ধর্ম্মযোগে সুরেশ্বরি॥১১
মৃতোঽসৌ তত্র সঞ্জাতঃ প্রেতরূপো মহেশ্বরি।
পীতাস্যঃ শুষ্কতুণ্ডশ্চ পীতরোমাথ কর্কশঃ॥ ১২
উচ্চৈস্তরো বহুরোমা ক্ষুৎপিপাসাপ্রপীড়িতঃ।
বায়ুভক্ষং প্রকুর্ব্বাণঃ প্রগচ্ছতি ইতস্ততঃ॥ ১৩
বহুপ্রেতৈঃ সমাযুক্তো হাহেতি করুণং রুদন্
কিং কর্ত্তব্যমিতি প্রাহুঃ প্রেতাস্তে বৈ সমীপগাঃ
তেঽপি তদা রোদমানাঃ ক্ষুৎপিপাসাদিপীড়িতাঃ
অন্যে প্রেতা দুরাত্মানো রাজ্ঞঃ সঙ্গতিমাযযুঃ॥

প্রসাদে বিষ্ণুরূপী শিব এবং শিবরূপী বিষ্ণুর ভেদ অবলোকন করি না। ১০—১৫।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩৮।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সাভ্রমতীর উত্তর কূলে বিখ্যাত অগ্নিতীর্থ। উহার উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে অনতিদূরে পালেশ্বর তীর্থ অবস্থিত। এই তীর্থে চণ্ডী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। উহা যোগমাতৃগণের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক পীঠ-স্থান। দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ যোগমাতৃ-গণ তথায় অবস্থান করেন। লোকগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ ইঁহাদের পরম যত্ন। দৃঢ়ব্রত মানব উক্ত তীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিয়া দেবেশ চণ্ডিকেশ্বর ঈশান সন্নিধানে গমন করিবে। মাতৃতীর্থের নিকট সাভ্রমতীতে স্নান করিয়া সমাধি-বিধিযোগে মাতৃমণ্ডলে প্রয়াণ করিবে। এইরূপ করিলে গোসহস্র-দানের ফললাভ করিয়া থাকে। নর অগ্নি-তীর্থে স্নান করিয়া চামুণ্ডাকে দর্শন করিলে তাহার আর রক্ষোভূতপিশাচজনিত ভয় থাকে না। যেস্থানে গোখুরা নদী সাভ্রমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে, হে সুরেশ্বরি! তথায় সহস্র সহস্র তীর্থ অবস্থিত। হে পার্ব্বতি! ঐ স্থানে তিলচূর্ণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এখানে পিণ্ডদান করিয়া দ্বিজগণকে ভোজন করাইলে মানব অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১—৮। পূর্ব্বে কুর্কর্দ্দম নামে এক পাপিষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ, খলস্বভাব, মূঢ়, অহঙ্কারী, দ্বিজনিন্দক, গোঘ্ন, বালঘ্ন ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া পিণ্ডারকপুরে রাজ্য করি-তেন। হে সুরেশ্বরি! অধর্ম্মযোগে ঐ রাজার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি প্রেতরূপ ধারণ করেন। এই প্রেতের বদন পীতবর্ণ, তুণ্ড শুষ্ক এবং রোমরাজি পীতবর্ণ হইল। প্রেত বহু রোমাবৃত বিশাল কর্কশ দেহ ধারণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল

রাজ্ঞা সার্দ্ধঞ্চ গচ্ছন্তি লোকান্ বিজনকান্ বহূন্।
নোদকং ত্বথবা চান্নং ন মার্গে দৃশ্যতে কদা ॥১৬
তে প্রেতা দুষ্টরূপাশ্চ বিচরন্তি মহীতলে।
ভক্ষন্তি শবমাংসানি পিবন্তি রুধিরং সদা ॥ ১৭
এবং কুকর্দ্দমো রাজা সদা তৈঃ পরিবারিতঃ।
কদাচিদ্দৈবযোগেন গুরোরাশ্রমমব্রগাৎ ॥ ১৮
পূর্ব্বজন্মকৃতং পুণ্যং তেন যোগেন সঙ্গতঃ ॥১৯

পার্ব্বত্যুবাচ।

কিং কৃতং তেন বৈ পুণ্যং বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো।
অয়ং পাপী দুরাত্মা চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ দুঃখদঃ।
সৎসঙ্গতিঃ কথং জাতা তন্মে বিস্তরতো বদ ॥

মহাদেব উবাচ।

এতেন নরদেবেন পূর্ব্বজন্মনি যৎকৃতম্।
তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যামি শৃণু ত্বং নগনন্দিনি ॥২১

পূর্ব্বজন্মন্যয়ং দেবি ব্রাহ্মণো বেদপাঠকঃ।
সম্পূজ্য চ মহাদেবং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্ ॥ ২২
ভোজনং কুরুতে নিত্যমসৌ বাড়বসত্তমঃ।
তেন পুণ্যপ্রভাবেন পুরে পিণ্ডারসংজ্ঞকে ॥২৩
রাজা বৈ তত্র সঞ্জাতঃ কুকর্দ্দম ইতি শ্রুতঃ।
কর্ম্মণা মনসা চৈব ন কৃতং পুণ্যমেব চ ॥ ২৪
তেন দেবাভিযোগেন মৃতো বৈ প্রেতরাড়ভূৎ
শুষ্কাস্যঃ শুষ্করূপশ্চ পীতবর্ণঃ করালকঃ ॥ ২৫
পূর্ব্বজন্মকৃতং পুণ্যং ন নশ্যতি সুরেশ্বরি।
তেন পুণ্যাভিযোগেন সঙ্গতো গুরুণাশ্রমে ॥২৬
কহোড়ো বর্ত্ততে তত্র তেন দৃষ্টোঽথ প্রেতরাট্
শুষ্কাস্যঃ শুষ্করূপশ্চ পীতবর্ণঃ করালকঃ ॥ ২৭
গম্ভীরাক্ষো মহাপাপী দুষ্টৈঃ প্রেতৈশ্চ সংযুতঃ
ঊর্দ্ধরোমা জটাযুক্তঃ কালরূপো ভয়ঙ্করঃ ॥ ২৮
এবং দৃষ্ট্বা তদা দেবি বিহ্বলো বাড়বোঽভবৎ

অন্য বহু প্রেত আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। প্রেত তখন হাহাকার করিয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল। অন্যান্য প্রেতগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং তাহারাও ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। এইরূপে অন্যান্য বহু দুর্ব্বৃত্ত প্রেত-রূপী রাজার সঙ্গ লইল। তাহারা রাজার সহিত বহুস্থান পরিভ্রমণ করিল; কিন্তু পথে কোথাও অন্ন বা জল দেখিতে পাইল না। দুষ্টরূপী প্রেতগণ তখন ভূতলে বিচরণ করিয়া শবমাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিতে লাগিল। রাজা কুকর্দ্দম এইভাবে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া একদা দৈবক্রমে গুরুর আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য তখন প্রকাশ পাইল। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! সেই রাজা জন্মান্তরে কি পুণ্য করিয়াছিলেন? তিনি চিরদিনের পাপিষ্ঠ, দুর্ব্বৃত্ত এবং ব্রাহ্মণ-গণের দুঃখপ্রদ ছিলেন। কিরূপে তাঁহার সৎসঙ্গতি হইল? তাহা বিস্তৃতরূপে আমার নিকট বলুন। মহাদেব কহিলেন,—গিরিজে!

ঐ রাজা জন্মান্তরে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্ব্বজন্মে ঐ রাজা বেদ-পাঠক ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিত্য মহাদেবের পূজা ও অতিথিসৎকার করিয়া পরে তিনি আহার করিতেন। সেই পুণ্য প্রভাবে ব্রাহ্মণ পরজন্মে পিণ্ডারকপুরে কুকর্দ্দম নামে রাজা হইয়াছিলেন। এই জন্মে রাজা দেহ মন বা কর্ম্ম দ্বারা কিছুমাত্র পুণ্যার্জ্জন করেন নাই। তাই দৈবাভিযোগে মরণান্তে ইনি শুষ্কাস্য, শুষ্করূপ, ভীষণাকার প্রেতরাজ হইয়া জন্মিলেন। ৯—২৫। হে সুরেশ্বরি! রাজার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য তখনও নষ্ট হয় নাই। তাই সেই পুণ্যাভিযোগে তিনি গুরুর আশ্রমে উপনীত হইয়া গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজগুরু কহোড় তখন আশ্রমে ছিলেন। তিনি দেখিলেন,—এক শুষ্কাস্য, শুষ্কমূর্ত্তি, পীতবর্ণ, ভীষণ, গম্ভীরনেত্র, মহাপাপী, ঊর্দ্ধরোমা জটাযুক্ত কালরূপী, ভয়ঙ্কর প্রেতরাজ অন্যান্য বহু প্রেত সহ তাঁহার আশ্রমদ্বারে

কহোড় উবাচ ।
অস্মিন্ মনোরমে চাহং স্থানে বৈ পরমাদ্ভুতে
অগ্নিপালেশ্বরে তীর্থে নিত্যং তিষ্ঠামি ভূমিপ ।
যজমানস্ত্বমস্মাকং কথং জাতোঽসি প্রেতরাট্ ॥
দুরাত্মা দুষ্টরূপশ্চ কালরূপো ভয়ঙ্করঃ ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন জাতো বৈ ভূতলে শুভে
প্রেত উবাচ ।
শৃণু বাড়ব মে পাপং পূর্ব্বজন্মনি যৎকৃতম্ ।
অহং কুকর্দ্দমো রাজা পুরে পিণ্ডারসংজ্ঞকে ॥৩২
তত্রস্থেন ময়া দেব যৎকৃতং তচ্ছৃণুষ হি ।
ব্রহ্মণাং হিংসনঞ্চৈব পুরাসত্যাদিভাষণম্ ॥ ৩৩
প্রজানাং পীড়নঞ্চৈব জীবানাং হিংসনং সদা ।
গবাং বৈ দুঃখকর্ত্তাহং ব্রাহ্মণব্রতলোপনঃ ॥ ৩৪
অস্নাতঃ সর্ব্বদা বিপ্র সজ্জনানাং বিদূষকঃ ।
বিষ্ণুনিন্দাপরো নিত্যং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দকঃ ॥
দুরাচারো দুরাত্মা চ বৃষলীসংযুতঃ সদা ।
তত্র তত্র প্রভুঞ্জানো নাহং শৌচপরায়ণঃ ॥ ৩৬
তেন কর্ম্মাভিযোগেন মৃতো বৈ দ্বিজরাট্ ততঃ
প্রেতযোনিং প্রপন্নোঽস্মি দুঃখী জাতো
হ্যনেকধা ॥৩৭
যস্য মাতা পিতা নাস্তি যস্য স্বজনবান্ধবাঃ ।
তস্য বন্ধুর্গুরুর্ম্মাতা পিতাপি গুরুরেব চ ॥৩৮
ইতি জ্ঞাত্বা তু ভো ব্রহ্মন্মুক্তিং দাতুং ত্বমর্হসি ।
কহোড় উবাচ ।
শৃণু ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ করিষ্যে বচনং তব ।
মুক্তিং যাস্যতি বৈ সদ্যো ভবাংস্ত্বিহ ন সংশয়ঃ
একাদশ পুরোগাশ্চ প্রেতা যে তব সঙ্গতাঃ ।
তে চাপি মুক্তিমায়ান্তি সুতীর্থেঽস্মিন্ বিশেষতঃ
তদা বৈ তেন বিপ্রেণ তীর্থে গত্বা সুরেশ্বরি ।
সর্ব্বৈশ্চ কারয়ামাস তিলপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪২
ন মাসো ন তিথির্দ্দেবি তীর্থে গত্বা পুনঃপুনঃ ।
কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি ব্রহ্মণোঽক্তং পুরা মম ॥৪৩
কৃতে কর্ম্মণি দেবেশি মুক্তাস্তে তীর্থরাজকে ।

উপস্থিত। এই ব্যাপার দেখিয়া তৎকালে কহোড় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন,—হে ভূপ! এই মনোরম পরমাশ্চর্য্য অগ্নিপালেশ্বর তীর্থে নিত্য আমি অবস্থান করি। তুমি আমার যজমান হইয়া এরূপ দুষ্টাত্মা, দুষ্টরূপী, ভীষণ প্রেতরাজ হইলে কিরূপে? কোন্ কর্ম্মবিপাকে ভূতলে তোমাকে এহেন রূপে জন্ম লইতে হইল? প্রেত কহিল,—ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি পিণ্ডারকপুরে কুকর্দ্দম নামে রাজা ছিলাম। হে দেব! তথায় অবস্থিতিকালে আমি যে যে পাপ করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। আমি ব্রাহ্মণহিংসা করিতাম, অসত্য কথা কহিতাম, প্রজাপীড়ন করিতাম, এতদ্ভিন্ন জীবহিংসা, গোগণকে দুঃখ দান এবং ব্রাহ্মণগণের ব্রতলোপ, এ সকলও আমি করিয়াছি। ঐ সময় সর্ব্বদা আমি অস্নাত থাকিতাম, ব্রাহ্মণ সজ্জন, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের নিত্য নিন্দা করিতাম। আমি দুরাচার দুরাত্মা, বৃষলী আমার নিত্য সঙ্গিনী ছিল। আমি যত্রতত্র আহার করিতাম, শৌচাচার আমার কিছুই ছিল না। সেই কর্ম্মবিপাকে আমি দ্বিজরাজ হইয়াও মরিয়া মরিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত ও বহু দুঃখে দুঃখী হইয়াছি। যাহার পিতামাতা নাই, স্বজন বান্ধব নাই, গুরুই তাহাদের মাতা পিতা এবং গুরুই তাহাদের বান্ধব। প্রভো! ব্রহ্মন্! ইহা বুঝিয়া আপনি আমায় মুক্তি দান করুন।২৬—৩৮। কহোড় কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রবণ করুন, আমি আপনার কথানুযায়ী কার্য্য করিব; আপনি সদ্যই মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। এই যে একাদশ প্রেত আপনার অগ্রগামী আছে এবং যাহারা আপনার সঙ্গ লাভ করিয়াছে, তাহারাও এই সুতীর্থে মুক্তি লাভ করিবে। হে সুরেশ্বরি! তৎকালে সেই বিপ্র সকলের সহিত তীর্থে গিয়া তাহাদের তিলপিণ্ডোদক ক্রিয়া করিলেন। হে দেবি! মাস বা তিথিনির্দ্দেশ নাই। পুনঃপুনঃ তীর্থে গিয়া শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি করা কর্ত্তব্য। ইহা ব্রহ্মা পূর্ব্বে

বিমানবরমারূঢ়াস্তে গতা মামকী পুরীম্ ॥ ৪৩
সঙ্গতা গোখুরা যত্র সাভ্রমত্যা সুরেশ্বরি।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৪৫
যত্রাগ্নিতীর্থং বর্ত্তেত কপালেশ্বরসংজ্ঞকম্।
তত্র মুক্তিস্তু সম্প্রোক্তা সত্যং সত্যং ভবেদ্-
ধ্রুবম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে অগ্নিপালেশ্বরমহিম-
বর্ণনংনামৈকোনচত্বারিংশদধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ভো দেব্যন্তৎ প্রবক্ষ্যামি হিরণ্যাসঙ্গমং মহৎ।
যদা সাভ্রমতী গঙ্গা সপ্তস্রো তাপুরা ভবৎ ॥ ১
তদা সা ব্রহ্মতনয়া সপ্তস্রোতেতি বিশ্রুতা।
সপ্তমং তদ্ধিরণ্যাখ্যং স্রোত ইত্যাভিধীয়তে ॥
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পাপী গতিমবাপ্নুয়াৎ
ঋক্ষমঞ্জুমতোর্মধ্যে সত্যবান্নাম পর্ব্বতঃ ॥ ৩
তস্য প্রাক্ সুমহত্তীর্থং হিরণ্যাসঙ্গমং শুভম্।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ শুভাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
বনস্থল্যাং ততো গচ্ছেদ্দৃষ্ট্বা নারায়ণং হরিম্।
তীর্থমপ্সরসাং পুণ্যং হিরণ্যাসঙ্গমেশ্বরম্ ॥ ৫
যত্রোর্ব্বশী পুরা জাতা সমস্তাপ্সরসাং শুভা।
নরনারায়ণৌ তত্র তপস্তেপতুরুত্তমম্ ॥ ৬
হিরণ্যাসঙ্গমে রম্যে মহাপাপহরে শুভে।
যত্র বৈ ঋষয়ঃ সর্ব্বে মজ্জন্তে বীতকল্মষাঃ ॥ ৭
বশিষ্ঠাদ্যাশ্চ যে বিপ্রা বালখিল্যাদয়শ্চ যে।
যত্র মজ্জন্তি দেবেশি হিরণ্যা সহ সঙ্গমে ॥ ৮
যত্র হিরণ্ময়ং রূপং স্নানাদ্বৈ ভবতি ধ্রুবম্।
কপিলাগোসহস্রস্য দানেনৈব তু যৎফলম্ ॥ ৯
তৎফলং সমবাপ্নোতি হিরণ্যাসঙ্গম সদা।
দশাশ্বমেধে যৎ পুণ্যং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ১০

আমায় বলিয়াছেন। হে দেবেশি! সেই তীর্থবরে পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া সমাধা হইলে তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিল এবং বিমানবরে আরোহণ করিয়া সকলেই আমার পুরে আসিল। হে সুরেশি! গোখুরা যথায় সাভ্রমতীসহ মিলিত হইয়াছে, তথায় স্নান-দান করিলে কোটিযজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। যথায় কপালেশ্বরাখ্য অগ্নি-তীর্থ বিদ্যমান, তথায় মুক্তি সুনিশ্চিত, ইহা একান্ত সত্য। ৩৯—৪৪।
উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৩৯

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবি অতঃপর হিরণ্যাসঙ্গমের কথা কহিতেছি। পুরাকালে সাভ্রমতী গঙ্গা যখন সপ্তস্রোতা হইয়াছিলেন, তখন সেই ব্রহ্মতনয়া সপ্তস্রোতা নামে খ্যাতি লাভ করেন। তদীয় সপ্তম স্রোতঃ হিরণ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল। উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া পাপী নরও সদ্‌গতি লাভ করে। ঋক্ষ এবং মঞ্জুমান্ পর্ব্বতের মধ্য-ভগে সত্যবান্ পর্ব্বত অবস্থিত। ঐ পর্ব্ব-তের পূর্ব্বদিকে শুভ সুমহাতীর্থ হিরণ্যা-সঙ্গম। তথায় স্নান-পান করিয়া মানব শুভা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বন-স্থলীতে অপ্সরাগণের পুণ্য তীর্থে যাইবে। সেখানে গিয়া হিরণ্যাসঙ্গমেশ্বর নারায়ণকে দর্শন করিবে। যথায় পূর্ব্বে অপ্সরোগণ-প্রবরা উর্ব্বশী উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই স্থানেই নর-নারায়ণ দেব উত্তম তপস্যা করিয়া-ছিলেন। ঐ স্থানই রম্য হিরণ্যাসঙ্গম; উহা মহাপাপহর শুভ তীর্থ। ঐ তীর্থেই বীতপাপ ঋষিগণ অবগাহন করিয়া থাকেন। ১—৭। হে দেবশি! বশিষ্ঠ বালখিল্য প্রভৃতি বিপ্রর্ষিগণ হিরণ্যাসঙ্গমেই স্নান করেন। উক্ত স্থানে স্নান করিলে নিশ্চয়ই হিরণ্ময় রূপ হয়। হস্র কপিলা-গোদানে যে ফল হিরণ্যা-

তদনন্তগুণং প্রোক্তং হিরণ্যাসঙ্গমে পুনঃ।
তুলাপুরুষদানে চ যৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো হিরণ্যাসঙ্গমে সদা।
হিরণ্যাক্ষো মহাদৈত্যস্তেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥১২
হিরণ্যসদৃশং তত্র শরীরমভবৎ পুরা।
জনমেজয়ে তথা রাজ্ঞি যত্র স্নানং প্রকুর্ব্বতি ॥১৩
ব্রহ্মহত্যা গতা দেবি হিরণ্যাসঙ্গমে তদা।
বিশ্বামিত্রোঽথ রাজর্ষিঃ স্নানার্থং বৈ সমাগতঃ ॥
স্নানং কৃত্বা বিশেষেণ গতোঽসৌ মামকীংপুরীম্
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাথ সুরেশ্বরি।
স্নানং যেঽত্র প্রকুর্ব্বন্তি তে গচ্ছন্তি শিবালয়ম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে হিরণ্যাসঙ্গমতীর্থ-মাহাত্ম্যং নাম চত্বারিংশদধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

সঙ্গমে নিত্য সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে দশাশ্বমেধে যে পুণ্য হয়, হিরণ্যাসঙ্গমে তাহার অনন্তগুণ হইয়া থাকে। তুলাপুরুষ দানে যে ফল পাওয়া যায়, মানব হিরণ্যাসঙ্গমে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ঐ স্থানে মহাতপস্যা করিয়াছিল, তাই পূর্ব্বে তাহার হিরণ্যনিভ দেহ হইয়াছিল। রাজা জনমেজয় হিরণ্যাসঙ্গমে স্নান করিলে, তাঁহার ব্রহ্মহত্যা অপগত হইয়াছিল। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র হিরণ্যাসঙ্গমে স্নানার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থানে স্নান করিয়া আমার পুরে প্রয়াণ করেন। হে সুরেশি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যাহারাই তথায় স্নান করে, তাহারাই শিবালয়ে উপনীত হইয়া থাকে। ৮—১৬।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪০।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
ততো দেবি প্রবক্ষ্যামি হিরণ্যাসঙ্গমাদনু।
ধর্ম্মাবতী নদী যত্র সঙ্গতা সহ গঙ্গয়া ॥ ১
তত্র স্নাত্বা নরো গচ্ছেত্ত্রিদিবং যাত্যসংশয়ম্।
যত্র ধর্ম্মকৃতং তীর্থং যঃ পশ্যতি স পুণ্যভাক্ ॥২
শ্রাদ্ধং তত্রৈব যে কুর্য্যুর্মুচ্যন্তে পিতৃজাদৃণাৎ।
ততশ্চ মধুরাতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৩
স্নাতব্যং মধুরাতীর্থে দ্রষ্টব্যো মধুরাহরিঃ।
যত্র বিশ্রান্তবান্ কৃষ্ণো জরাসন্ধভয়াকুলঃ ॥ ৪
কংসাসুরবধে বৃত্তে গন্তকামঃ কুশস্থলীম্।
উষিত্বা সপ্তরাত্রন্তু স দেবশ্চন্দনাতটে ॥ ৫
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকবৃতো বীরৈর্যাদবপুঙ্গবৈঃ।
মধুরাতীর্থমাসাদ্য স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ ॥ ৬
মধুরাদিত্যনামানং যত্র স্থাপিতবান্ হরিঃ।
অষ্টাদশসহস্রাণি বিপ্রাণাং যজ্ঞশালিনাম্ ॥ ৭

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! হিরণ্যাসঙ্গমের পরবর্ত্তী তীর্থবার্ত্তা বলিতেছি। ঐ তীর্থে ধর্ম্মাবতী নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থানে স্নান করিয়া নর ধন্য হয়, এবং নিশ্চয় স্বর্গে গিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকৃত তীর্থ অবলোকন করে, সে পুণ্যভাজন হয়। যাহারা তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহারা পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকে। অতঃপর সর্ব্বপাপহর মধুরা তীর্থ, তথায় স্নান করিবে এবং মধুসূদন হরিকে দর্শন করিবে। জরাসন্ধভয়াকুল হরি ঐ তীর্থে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; কংসবধের পর হরি দ্বারকাগমনে উদ্যত হইয়া চন্দনা-তটে সপ্ত রাত্র বাস করিলেন। অনন্তর ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধক পরিবৃত হইয়া যাদবশ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ সহ মধুরাতীর্থে গমন ও যথাবিধি স্নানান্তে তথায় মধুরাদিত্য নামক দেব প্রতিষ্ঠা করেন। হরি ঐ স্থানে অষ্টাদশ

স্থাপয়িত্বা যযৌ দত্ত্বা যানানি বিবিধানি চ।
তত্র তীর্থসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি চ সুরেশ্বরি॥ ৮
শ্রাদ্ধং তত্র প্রকর্ত্তব্যং পিতৃণাং হিতকাম্যয়া।
ন ভেতব্যং জরাসন্ধান্মত্তীর্থে বসতাং সদা॥৯
ইত্যুক্তা তান্ দ্বিজান্ কৃষ্ণঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মধুরার্কং প্রপূজয়েৎ॥
মাঘস্য শুক্লসপ্তম্যাং কপিলাগোপ্রদানতঃ।
চিরং সৌখ্যানি ভুক্তে হ পদমাদিত্যমাব্রজেৎ
শৃণু সুন্দরি বক্ষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
যং শ্রুত্বা মুচ্যতে লোকো ব্রহ্মহত্যাদিপাতকাৎ
একস্মিন্ সময়ে দেবি মাণ্ডব্যো ঋষিসত্তমঃ।
গঙ্গাদ্বারে মহাপুণ্যং তপ্তবাংশ্চ মহত্তপঃ॥ ১৩
পত্রাশী চ ফলাশী চ বায়ুভক্ষকরঃ সদা।
অহোরাত্রং সদা দেবি বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ॥ ১৪
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণঃ।
তস্মিন্ দেশে তু বৈ দেবি রাজা বৈ বিশ্বমোহনঃ
গজাশ্বরথপত্তীনাং সম্পদো বহুলা ভুবি।
সোমচন্দ্রেতি বিখ্যাতঃ পুত্রস্তস্য সুলক্ষণঃ॥১৬
একদা তু তদা দেবি গতো হ্যাখেটকে বনে।
তত্র গত্বা তদা তেন কৃত্বা হ্যাখেটকক্রিয়াঃ॥ ১৭
স্বাত্মানং রময়ামাস স্বলোকৈঃ পরিবারিতঃ।
ক্রীড়ারতে তদা রাজ্ঞি রাত্রির্জাতা সুরেশ্বরি॥
তস্যাং রাত্রৌ তদা রাজা উবাসাখেটকে বনে
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং মুহূর্ত্তে ব্রহ্মসংজ্ঞকে
হৃতোঽশ্বোঽথ বিশেষেণ চৌরেণাত্র দুরাত্মনা।
তদা হাহেতি শব্দোঽভূৎ ক গতঃ ক গতো হরিঃ
তদা রাজ্ঞো ভয়াৎ সর্ব্বে গন্তুকামাঃ সমুৎসুকাঃ
চৌরেণাপহৃতশ্চাশ্ব ইত্যেবং সংবদন্তি হি॥ ২১
নিরীক্ষমাণাস্তে সর্ব্বে হরিদ্বারং সমাগতাঃ।
ঋষিস্তত্র তু মাণ্ডব্যস্তপস্তপতি নিত্যশঃ॥ ২২
ধ্যানেন চ সমাযুক্তো দৃষ্টোঽসৌ তৈর্ভটৈস্তদা
অয়ং চৌরঃ সদা পাপী ধ্যানং কৃত্বা প্রতিষ্ঠতি॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ যান প্রদান করিয়াছিলেন। হে সুরেশ্বরি! ঐ স্থানে সহস্র সহস্র তীর্থ অবস্থিত। পিতৃগণেরহিত কামনায় ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আমার তীর্থে যাহারা বাস করিবে, তাহাদের জরাসন্ধ হইতে ভয় থাকিবে না, শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল দ্বিজকে এই কথা করিয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। নর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মধুরাদিত্যকে পূজা করিবে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে উক্ত তীর্থে কপিলাদানে মানব চিরকাল সুখ ভোগ করিয়া অন্তে আদিত্যলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে সুন্দরি! এই তীর্থের প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে মানব ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! এক সময় ঋষিবর মাণ্ডব্য মহাপুণ্য গঙ্গাদ্বারে ঘোর তপস্যা করেন। তিনি পত্রাশী, ফলাশী, এবং ক্রমে পবনাশী হইয়া অহোরাত্র বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ, নিত্য যোগাভ্যাসরত এবং নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানপর হইয়াছিলেন। ঐ দেশে সোমচন্দ্র নামে বহুল গজাশ্বরথসম্পত্তিশালী এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একটী সুলক্ষণ পুত্র ছিল।১—১৬। হে দেবি! একদা রাজা মৃগয়ার্থ বনগমন করিলেন। বনে গিয়া মৃগয়াকার্য্য সমাধানান্তে স্বীয় লোকজনসহ তিনি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ক্রীড়া করিতে করিতে রাত্রি হইল। রাত্রিতে রাজা সেই বনেই বাস করিলেন। অনন্তর রাত্রি অতীত হইলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে এক দুরাত্মা চোর তাঁহার অশ্ব হরণ করিল। তৎকালে 'কোথায় অশ্ব, কোথায় অশ্ব' বলিয়া একটা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। চোরে অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, এই বলিয়া তখন রাজার ভয়ে সকলেই চোরান্বেষণে গমন করিল। নানা স্থান দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহারা হরিদ্বারে উপস্থিত হইল। মাণ্ডব্য ঋষি ঐ স্থানে নিত্য তপস্যা করিতেন। রাজভটগণ তাঁহাকে গিয়া ধ্যানস্থ অবলোকন করিল। তাহারা ভাবিল, এই ব্যক্তিই পাপিষ্ঠ চোর, এক্ষণে ধ্যানাবলম্বনে অবস্থান

বদ্ধাশ্বস্তু সমায়াতো জ্ঞাত্বা রাজভটৈস্তদা।
এবং বিচার্য্য তে সর্ব্বে গৃহীত্বা তংমহামুনিম্ ॥২৪
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাসুস্তং চৌরং মুনিসত্তমম্।
অশ্বাপহারী হ্যানীতশ্চৌরোঽয়ং নৃপ সর্ব্বদা ॥২৫
আজ্ঞা দত্তা তদা তেন শূলিকারোপণে পুনঃ।
তদা তৈস্তু ভটৈঃ সর্ব্বৈর্মিলিত্বা বন্ধনং কৃতম্ ॥
পশ্চাদ্বৈ শূলিকাপ্রোতস্তৎক্ষণাত্তু কৃতস্তদা।
ন জ্ঞাতং তেন তৎকর্ম্ম শূলিকায়াঃ প্রতোদনম্
যতো যোগসমারূঢো বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ।
শূলিকাপ্রোতনং জ্ঞাতং কতিচিৎকালযোগতঃ
মাণ্ডব্যোঽহমৃষিশ্রেষ্ঠঃ কেন কর্ম্ম ইদং কৃতম্।
ত্রিকালজ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞো ভগবাংস্তদ্ব্যচিন্তয়ৎ ॥২৯
ধর্ম্মস্য চ ইদং কর্ম্ম ন চান্যস্য কদাচন।
যোগারূঢ়ঃ স ধর্ম্মাত্মা গতোঽসৌ ধর্ম্মসন্নিধৌ॥৩০
তত্র গত্বা উবাচেদং শৃণু ত্বং ধর্ম্ম সাম্প্রতম্।
ত্বং বৈ ধর্ম্ম ইতি খ্যাতো লোকে বেদে চ সর্ব্বদা
শূলিকাপ্রোতনং কর্ম্ম কথঞ্চৈব ত্বয়া কৃতম্।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো দেব ন সংশয়ঃ

ধর্ম্ম উবাচ।

শৃণুষ্ব ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বজন্মনি পাতকম্।
তদহং কথয়িষ্যামি কৃপাং কুরু মমোপরি ॥ ৩৩
বালত্বে তু ইদং কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মজপাতকম্।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ ভবেঽস্মিন্ পাতনং কৃতম্ ॥
একস্মিন্ সময়ে বিপ্র ত্বং গতো বিজনে বনে।
তত্র গত্বা ত্বয়া বিপ্র জীবঃ শলভসংজ্ঞকঃ ॥ ৩৫
আরোপিতঃ স বৈ শূল্যাং কর্ম্মণা তেন দুঃখিতঃ
রাজ্ঞা শূলেঽর্পিতস্ত্বং বৈ কর্ম্মণানেন সুব্রত॥৩৬
সর্ব্বৈথৈব প্রভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
অল্পমাত্রমিদং কর্ম্ম ত্বয়া ভুক্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭
সুখী ভব তু বিপ্রেন্দ্র গচ্ছ ত্বং হি যথেচ্ছয়া।
এতদ্বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা মাণ্ডব্যো দ্বিজসত্তমঃ ॥

করিতেছে। নিশ্চয় এ ব্যক্তি অন্যত্র অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়া এ স্থানে আসিয়াছে। রাজভটেরা এইরূপ আলোচনা করিল এবং সেই মহামুনিকেই লইয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক চোর বলিয়া নিবেদন করিল; বলিল, রাজন্! এই অশ্বাপহারী চোর আনয়ন করিয়াছি। রাজা তখন চোরকে শূলে দিবার আদেশ দিলেন। আদেশ মাত্র রাজভটগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বাঁধিল এবং তদ্দণ্ডেই শূলে আরোপণ করিল। কিন্তু সেই মুনিবর শূলারোপণের বেদনা অনুভব করিলেন না। কেননা, তিনি যোগস্থ হইয়া বিষ্ণুধ্যানেই তন্ময় ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে ধ্যানভঙ্গে মুনিবর শূলবেদনা অনুভব করিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ মাণ্ডব্য মুনি চিন্তা করিলেন; আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ মাণ্ডব্য, কে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিল? বুঝিলাম এ কর্ম্ম অন্যের নহে, ইহা ধর্ম্মেরই কর্ম্ম। এই মনে করিয়া ধর্ম্মাত্মা ঋষি যোগাবলম্বনে ধর্ম্মসমীপে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি ধর্ম্মকে কহিলেন,—ধর্ম্ম! সম্প্রতি শ্রবণ কর, লোকে বেদে তুমিই ধর্ম্ম আখ্যায় পরিচিত। আমার এই শূলারোপণ কর্ম্ম কেন তুমি ঘটাইয়াছ? হে দেব! তাহা তোমার নিকট আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।১৭—৩২। ধর্ম্ম কহিলেন,—দ্বিজবর! আপনার জন্মান্তরীণ পাতক শ্রবণ করুন। আমার উপর সদয় হউন। আমি আপনাকে উহা বলিতেছি। আপনার এই পাতক পূর্ব্বজন্মে বাল্যাবস্থায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হে মহাপ্রাজ্ঞ! শ্রবণ করুন, একদা আপনি বিজন বনে গমন করিয়া একটা শলভ জীবকে শূলবিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মবশে আপনি এজন্মে শূলে আরোপিত হইয়াছেন, তাহাতেই আপনার দুঃখ হইয়াছে। হে সুব্রত! রাজা কর্ত্তৃক শূলারোপণ আপনার সেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল। অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল সকলকেই অবশ্য ভোগ করিতে হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি এই অল্প মাত্র কর্ম্ম ভোগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি সুখী হউন, এবং যথেচ্ছ

উবাচ বচনং তত্র সকোপাদরুণেক্ষণঃ ॥ ৩৯

মাণ্ডব্য উবাচ ।

রে পাপিষ্ঠ দুরাচার কিং কৃতং বহু পাতকম্ ।
যেন কৃত্বা ইদং কর্ম্ম শূলিকায়াঃ প্রতোদনম্ ।
মম বাক্যপ্রকোপেন শূদ্রস্ত্বং ভব সর্ব্বথা ॥ ৪০
কিয়তা কালযোগেন বংশে বৈ চন্দ্রসংজ্ঞকে ।
জাতো বিদুরনামাখ্যো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ॥৪১
তীর্থযাত্রামিষেণৈব গতঃ সাভ্রমতীং নদীম্ ।
যত্র ধর্ম্মাবতীসঙ্গো বর্ত্ততে চ সুরেশ্বরি ॥ ৪২
তত্র বৈ কৃতবান্ স্নানং বিদুরো ধর্ম্মরূপবান্ ।
ত্যক্তং তত্র হি শূদ্রত্বং ধর্ম্মবত্যাং ন সংশয়ঃ ॥
এতস্মাৎ কারণাদ্দেবি যেঽত্র স্নানং প্রকুর্ব্বতে
তে নরাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥৪৪
অত্র শ্রাদ্ধঞ্চ দানঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি নরা ভুবি ।
ইহ লোকে পরামৃদ্ধিং প্রাপ্য তৈর্দিবি মুদ্যতে ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মধুরাদিতীর্থমাহাত্ম্যং নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

গমন করুন। দ্বিজসত্তম মাণ্ডব্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধারক্তনেত্রে কহিলেন,—রে দুরাচার পাপিষ্ঠ ধর্ম্ম ! আমি কি এমন বহু পাতক করিয়াছিলাম, যাহার ফলে তুই আমার এই শূলারোপণ-বেদনা অনুভব করাইলি ? যাহা হউক, আমার বাক্য-প্রকোপে নিশ্চয়ই তুই শূদ্র হইবি। মুনির বাক্য সত্য হইল। ধর্ম্ম কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রবংশে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বিদুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। হে সুরেশি! যথায় সাভ্রমতীর সহিত ধর্ম্মাবতীর সঙ্গম বিদ্যমান, বিদুর একদা তীর্থযাত্রাচ্ছলে সেই স্থানে গমন করিলেন এবং তথায় স্নানান্তে স্বীয় শূদ্রত্ব পরিহার করিলেন। ধর্ম্মরূপী বিদুরের শূদ্রত্বমোচন ধর্ম্মাবতীতীর্থেই হইয়াছিল। হে দেবি! এই কারণেই বলিতেছি, যে সকল পুণ্যকর্ম্মা নর ধর্ম্মাবতীসঙ্গমে স্নান করে, তাহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল ভূতলবাসী নর এখানে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহারা ইহলোকে পরম সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে স্বর্গে বিহার করিয়া থাকে।৩৩—৪৫।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

কম্বুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা বা পিতৃতর্পণম্ ।
অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১
দত্ত্বা দানানি বিবিধদ্ব্রাহ্মণেভ্যো বিধানতঃ ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥২
অত্র রাজর্ষিণা পূর্ব্বং বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।
তপস্তপ্তং বিশেষেণ প্রজাকামেন সুন্দরি ॥ ৩
বায়ুভক্ষো নিরাহারো যত্রাসীদনিলাশনঃ ।
বিষ্ণুপূজাপরো নিত্যং বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৪
তপসানেন সঞ্জাতঃ প্রজাকামমবাপ্তবান্ ॥ ৫
প্রজাকামো নরো যশ্চ কম্বুতীর্থং হি গচ্ছতি ।
স প্রজাং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং বরাননে
ততো গচ্ছেৎ সুরশ্রেষ্ঠে তীর্থং নাম কপীশ্বরম্

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—নর কম্বুতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ, দেবদেব নারায়ণের অর্চ্চন এবং যথাবিধি ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিলে, এই তীর্থপ্রভাবে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে সুন্দরি ! পূর্ব্বে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র প্রজাকামনায় এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি কখন বায়ুভোজনে কখন বা নিরাহারে থাকিয়া নিত্য বিষ্ণুপূজারত এবং নিত্য বিষ্ণুধ্যান-পরায়ণ ছিলেন। তপস্যার ফলে তাঁহার প্রজাকামনা পূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং যে প্রজাকামী নর কম্বুতীর্থে গমন করে, তাহার নিত্য প্রজা লাভ হয়। হে বরাননে। ইহা সত্য সত্যই বলিলাম। হে সুরেশি!

সন্নিধৌ রক্তসিংহস্থ মহাপাতকনাশনম্॥ ৭
বধ্যমানে পুরা সেতৌ রামরাবণবিগ্রহে।
গৃহীত্বা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং বিশেষাৎ কপিভিঃ কৃতম্ ৮
নাম্না কপীশ্বরাদিত্যং চক্রুস্তীর্থমনুত্তমম্।
যত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা বা পিতৃতর্পণম্॥৯
দৃষ্ট্বা কপীশ্বরাদিত্যং মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
তত্র স্নানং প্রকর্ত্তব্যং চৈত্রাষ্টম্যাং বিশেষত॥
হনুমৎপ্রমুখৈস্তত্র স্নাতং যত্র দিনত্রয়ম্।
কপিতীর্থপ্রভাবোঽয়ং ভবত্যো সমুদীরিতঃ॥১১
অস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা কপীশ্বরম্।
রূপবান্ বহুভোগশ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥১২
বলং বাঞ্ছতি যো লোকো ধর্ম্মং বা পুত্রমেব চ
সর্ব্বং স তু লভেন্নিত্যং কপিতীর্থপ্রভাবতঃ॥১৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কপূতীর্থং কপিতীর্থ-
মাহাত্ম্যংনাম দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ১৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

একধারং ততো গচ্ছেত্তীর্থং পরমপাবনম্।
একধারে নরঃ স্নাত্বা একরাত্রমুপোষিতঃ॥ ১
অর্চ্চয়ন্ স্বামিদেবেশং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্।
স্বামিতীর্থসমং জ্ঞেয়ং যত্র তীর্থেঽবগাহনম্॥২
রুদ্রলোকে নরো গচ্ছেত্তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ।
যত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ ব্রহ্মলোকে চ গচ্ছতি॥৩
ত্রৈলোক্যে পুণ্যকর্ম্মাণস্তটেঽস্মিন্ সংবসন্তি হি
ন ভয়ং বিদ্যতে তেষাং খড়্গধারাদিকঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বমাশু নশ্যেত তীর্থে হ্যেকপ্রধারকে॥ ৫
সপ্তধারং ততো গচ্ছেত্তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্।
সপ্তসারস্বতং নাম যৎকৃতে মুনিভিঃ কৃতম্॥ ৬
ত্রেতাযুগে মঙ্কিতীর্থং কৃতং মঙ্কিমহর্ষিণা।
দ্বাপরে পাণ্ডুপুত্রৈশ্চ সপ্তধারং প্রবর্ত্তিতম্॥ ৭
সপ্তধারকতাং প্রাপ্তং তীর্থং হরজটাচ্যুতম্।

অতঃপর নর রক্তসিংহের সন্নিহিত মহাপাতকনাশন কপীশ্বর তীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে রামরাবণযুদ্ধের সূচনায় কপিগণ বড় বড় পর্ব্বত লইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছিল। সেই হইতে কপিগণ কর্ত্তৃক কপীশ্বরাদিত্য নামে উত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। নর ঐ তীর্থে স্নান, পিতৃতর্পণ ও কপীশ্বরাদিত্য দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। চৈত্রাষ্টমীতে ঐ তীর্থে বিশেষরূপে স্নান করা কর্ত্তব্য। হনুমৎপ্রমুখ কপিশ্রেষ্ঠগণ ঐ স্থানে দিবসত্রয় স্নান করিয়াছিলেন। এই আমি তোমার নিকট কপিতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এই তীর্থে স্নান ও কপীশ্বরের পূজা করিয়া নর রূপবান্ ও বহু ভোগযুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বল, ধর্ম্ম বা পুত্র কামনা করে, সে কপিতীর্থপ্রভাবে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১—১৩।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪২।

ত্রিচত্বারিংদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর পরমপাবন একধার তীর্থে গমন করিবে। নর এ তীর্থে স্নান করিয়া একরাত্র উপবাস ও স্বামি-দেবকে অর্চ্চনা করিলে শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। একধার তীর্থে অবগাহন স্বামিতীর্থের ন্যায় পুণ্যজনক। এই তীর্থের প্রভাবে নর রুদ্রলোকে উপনীত হইয়া থাকে। এখানে স্নান পান করিয়া মানব ব্রহ্মলোক লাভ করে। ত্রিলোকস্থ যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মা নর এই তীর্থতটে বাস করেন। তাঁহাদের এ স্থানে কোনই ভয় থাকে না। খড়্গধারাদি যে কিছু বিঘ্ন সমস্তই এই এক তীর্থে আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর তীর্থোত্তম সপ্তধার তীর্থে গমন করিবে। মুনিগণ এই তীর্থেরই সপ্তসারস্বত নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি মঙ্কি ত্রেতা-যুগে ইহার মঙ্কিতীর্থ নাম নিরূপণ করেন। দ্বাপরে পাণ্ডুপুত্রগণ এই তীর্থ প্রবর্ত্তিত করিয়া

সপ্ত রূপাণি গঙ্গায়া যানি লোকেষু সপ্তসু ॥ ৮
বহন্তি তানি পুণ্যানি তীর্থেঽস্মিন্ সপ্তধারকে।
সপ্তধারে কৃতং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং তৃপ্তিদায়কম্ ॥৯
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
যচ্ছ্রুত্বা দেবদেবেশি ব্রহ্মলোকং ব্রজেদ্ধ্রুবম্ ॥
কৌষীতকস্য পুত্রো বৈ মঙ্কিনামেতি বিশ্রুতঃ
বিষ্ণুধ্যানরতো নিত্যং বিষ্ণুলোকপ্রপূজকঃ ॥১১
বেদাধ্যয়নকর্ত্তা চ অগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
সুরূপা বিশ্বরূপেতি স্ত্রিয়ৌ দ্বে তস্য তদ্গৃহে॥১২
তাভ্যাং পুত্রবিহীনাভ্যাং দৃষ্ট্বা দেবি বিশঙ্কিতঃ
কিং কর্ত্তব্যমিতি ধ্যায়ন্নতিচিন্তাপরোঽভবৎ ॥
স্থিরো বংশস্তু পুত্রেণ হ্যন্যথা নরকং ব্রজেৎ।
এবং চিন্তাং প্রকুর্ব্বাণো ন সুখং লভতে ক্বচিৎ
তদা স্বগৃহমুৎসৃজ্য গতো বৈ গুরুসন্নিধৌ।
নমো বৈ গুরবে তুভ্যং দেবানামুপকারিণে ॥

ত্বং নাথঃ সর্ব্বলোকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ রক্ষকঃ।
যজ্ঞানাং ত্বং প্রকর্ত্তা চ দ্বিজরাজ নমোঽস্তু তে
অপুত্রোঽহন্তু বিপ্রর্ষে কিং কর্ত্তব্যমিতি প্রভো
বদ ত্বন্তু যথা সর্ব্বং পুত্রো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥১৭
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈব চ নৈব চ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং চরেৎ ॥ ১৮
ইতি বাক্যন্তু সংস্মৃত্য হ্যাগতস্তবসন্নিধৌ ॥ ১৯

গুরুরুবাচ।

গচ্ছ ত্বং মুনিশার্দ্দূল যত্র সাভ্রমতী নদী।
তত্র গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্রান্ বৈ প্রাপ্স্যসে ধ্রুবম্
তদ্বাক্যন্তু সমাকর্ণ্য নমস্কৃত্বা তু দণ্ডবৎ।
সগতো বিপ্ররাজস্তু নদীং সাভ্রমতীং প্রতি ॥২১
মঙ্কিনামা তু বিপ্রর্ষিস্তত্র গত্বা তপো মহৎ।
অতপ্যত তদা দেবি যাবদ্বর্ষচতুষ্টয়ম্ ॥ ২২
যত্র তীর্থং কৃতং তেন মঙ্কিনা ব্রহ্মবাদিনা।
ত্রেতাযুগে তদা দেবি তদা তীর্থং মহাদ্ভুতম্ ॥২

ছেন। এই হরজটাচ্যুত তীর্থ সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়াছে। সপ্ত লোকে গঙ্গার যে সপ্তরূপ আছে, তাহারা এই সপ্তধার তীর্থে পুণ্যরাশি বহন করিয়া থাকে। সপ্তধার তীর্থে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক। হে দেবি! এ সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে নিশ্চয় ব্রহ্মলোক লাভ হয়। কৌষীতকের পুত্র বিখ্যাত মঙ্কি দ্বিজ নিত্য বিষ্ণুধ্যানরত, বিষ্ণুলোক-পূজক, বেদাধ্যয়নকর্ত্তা ও অগ্নিহোত্রপরায়ণ ছিলেন। সুরূপা ও বিশ্বরূপা নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিল। পত্নীদ্বয়ের কেহই পুত্রবতী হইলেন না দেখিয়া মঙ্কি শঙ্কিত হইলেন। তিনি পুত্রলাভার্থ কি করিবেন, তাহা অবধারণার্থ অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, পুত্রদ্বারাই বংশ স্থির থাকে, অন্যথা নরকপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ চিন্তায় চিন্তায় তিনি আর শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন মঙ্কি স্বগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গুরুসন্নিধানে গমন করিলেন; সেখানে গিয়া বলিলেন, আপনি দেবোপ-

কারী গুরুদেব আপনাকে নমস্কার। ১—১৫। আপনি সর্ব্বলোকের নাথ, ব্রাহ্মণগণের রক্ষক এবং যজ্ঞসমূহের প্রবর্ত্তক; দ্বিজরাজ! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! বিপ্রর্ষে! আমি অপুত্রক, আমার এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? যাহাতে আমার পুত্র হইতে পারে, আপনি তাহা বলুন। অপুত্রের গতি নাই, স্বর্গেও তাহাদের স্থান নাই। অতএব যে কোন উপায়ে পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য। এই বাক্য স্মরণ করিয়া আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। গুরু কহিলেন,—মুনিবর! তুমি সাভ্রমতী নদীতে গমন কর, সে স্থানে গমনে নিশ্চয়ই তোমার পুত্র লাভ হইবে। মঙ্কি গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ নমস্কারপূর্ব্বক সাভ্রমতী নদীর উদ্দেশে গমন করিলেন। বিপ্রর্ষি মঙ্কি তথায় গিয়া চারিবর্ষ যাবৎ ঘোর তপস্যা করিলেন। ব্রহ্মবাদী মঙ্কি কর্ত্তৃক তাঁহার সেই তপঃস্থানই তীর্থরূপে পরিণামিত হইল। দেবি! ত্রেতা-যুগের ঐ মহাদ্ভুত তীর্থ তখন হইতে পুত্রদা-

জাতং তত্র ন সন্দেহঃ পুত্রদং সার্ব্বকামিকম্।
অদ্যাপি মঙ্কিতীর্থাভং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥
স বৈ দ্বিজবরো মঙ্কিঃ পুত্রান্ প্রাপ্য যথাসুখম্
ভোগাম্নানাবিধান্ ভুক্ত্বা স গতো মন্দিরং মম॥
এতদাখ্যানকং দিব্যং পবিত্রং পরমং মহৎ।
পুত্রসৌখ্যাদিকং সর্ব্বং লভতে শ্রবণাদতঃ॥২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সপ্তধারতীর্থমহিমা-
বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ॥ ১৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

ব্রহ্মবল্লীমহত্তীর্থং ততো গচ্ছেৎ সুরেশ্বরি।
তস্য তীর্থস্য স্বরূপং সাক্ষাচ্ছৃণু সুরোত্তমে॥ ১
যত্র সাভ্রমতীতোয়ং ব্রহ্মবল্ল্যম্ভসা সহ।
যুজ্যতে ব্রহ্মতীর্থং তৎপ্রয়াগেন সমং স্মৃতম্॥ ২
তত্র পিণ্ডপ্রদানেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী।
পিতৄণাং জায়তে নূনং ব্রহ্মণো বচনং যথা॥ ৩
গয়াশ্রাদ্ধসমং পুণ্যং ব্রহ্মবল্ল্যাং বিশেষতঃ।
যত্র জ্ঞাত্বা প্রকুর্ব্বন্তি পিতরস্তৃপ্তিমাপ্নুয়ুঃ॥ ৪
গোদানং ভূমিদানঞ্চ অন্নদানং তথৈব চ।
এতদ্দানসমং পুণ্যং ব্রহ্মবল্ল্যাং বিশেষতঃ॥ ৫
অত্রৈব সনকাদ্যাস্তু স্নাত্বা চ বিধিপূর্ব্বকম্।
পরং ব্রহ্মপদধ্যানাদ্বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৬
পুষ্করে চৈব গঙ্গায়াং ক্ষেত্রে চামরকণ্টকে।
তত্র গত্বা তু দেবেশি যৎফলং লভতে নরঃ॥৭
তৎফলং সমবাপ্নোতি ব্রহ্মবল্ল্যাং বিশেষতঃ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ দানং যে দদতে নরাঃ॥৮
তৎফলং সমবাপ্নোতি ব্রহ্মবল্ল্যাং সুরেশ্বরি।
দিব্যরূপধরাস্তে চ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ॥ ৯
তেহপি স্বর্গে হি গচ্ছন্তি স্নানং কৃত্বা সুরেশ্বরি
ধৃত্বা তুলসিজাং মালাং নারায়ণমনুস্মরন্।
বৈকুণ্ঠং দিব্যমানন্দং যান্তি বৈ পদমব্যয়ম্॥১০

ও সর্ব্বকামপ্রদ হইল। অদ্যাপি ঐ তীর্থ প্রতিভাত হইতেছে। উহার তুল্য তীর্থ হয় নাই এবং হইবে না। দ্বিজবর মঙ্কি বহু পুত্র লাভ এবং নানাবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে মদীয় মন্দিরে উপনীত হইয়াছিলেন। এই দিব্য পবিত্র পরম মহৎ আখ্যান শ্রবণে নর পুত্র-সৌখ্যাদি লাভ করে।১৬—২৬।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে সুরেশ্বরি! অনন্তর ব্রহ্মবল্লী নামক মহাতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেখানে সাভ্রমতীর জল ব্রহ্মবল্লীর সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থান ব্রহ্মতীর্থ; উহা প্রয়াগতুল্য মাহাত্ম্যমণ্ডিত। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ঐ তীর্থে পিণ্ডপ্রদানে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। বিশেষতঃ ব্রহ্মবল্লীতে পিণ্ডদানে গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য পুণ্য হইয়া থাকে। এখানে পিতৃগণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। গোদান, ভূমিদান ও অন্নদান করিলে, যে পুণ্য হয়, ব্রহ্মবল্লীতে তাহার সমান পুণ্যোদয় হইয়া থাকে। এই স্থানেই সনকাদি মহর্ষিগণ বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পরম ব্রহ্মধ্যানে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১—৬। হে দেবেশি! পুষ্করে, গঙ্গায় এবং অমরকণ্টক ক্ষেত্রে গমন করিয়া নর যে ফল প্রাপ্ত হয়, ঐ তীর্থে বিশেষতঃ ব্রহ্মবল্লীতে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরগণ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে দান করিলে, যে ফল পায়, ব্রহ্মবল্লীতে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবল্লীতে স্নান, তুলসীমালা ধারণ এবং নারায়ণস্মরণ করিয়া নরগণ দিব্যরূপী ও শঙ্খচক্রগদাধারী হইয়া অগ্রে স্বর্গে গমন করে, পরে দিব্যানন্দময় অব্যয়পদ বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া থাকে। অতঃপর

বৃষতীর্থং ততো গচ্ছেৎ-ষণ্ডতীর্থেতি বিশ্রুতম্
তত্র স্নাত্বা দিবং গাবো গোলোকঞ্চ পুরা শ্রিতা।
ষণ্ডরূপেণ ধর্ম্মেণ যা গাবো লোকমাতরঃ।
শাপাদ্‌ভ্রষ্টাবিতাস্তেন ষণ্ডতীর্থমথোচ্যতে॥ ১২
পার্ব্বত্যুবাচ।
শাপো হি লোকমাতৃণাং গবাং কস্য পুরাভবৎ।
কথং লোকাৎ পরিভ্রষ্টাঃ কথং ধর্ম্মেণ রক্ষিতাঃ
মহাদেব উবাচ।
পুরা বৃষেণ গোলোকে ক্রীড়তা সহ মাতৃভিঃ।
মুক্তং তথা শকৃন্মূত্রং পতিতং হরমূর্দ্ধনি॥ ১৪
ততস্তাসাং দদৌ শাপং তেন দোষেণ বৈ হরঃ
নষ্টসংজ্ঞা স্বলোকাচ্চ গাবো যাস্যথ মেদিনীম্॥
গাবঃ শপ্তা ভগবতা সম্প্রসাদ্য পুনর্হরম্।
প্রাপ্স্যামহে পুনর্লোকমিতি দেবং যযাচিরে॥
যদা সাভ্রমতীতীর্থে ব্রহ্মবল্লীসমীপতঃ।
ষণ্ডসংজ্ঞহ্রদে স্নাত্বা স্বর্গং বৈ প্রাপ্স্যথ ধ্রুবম্॥
ততস্তস্মিন্ হ্রদে স্নাত্বা গাবো গোপতিনা সহ।
স্বর্গং গতা শুদ্ধতমা মহাদেবসমীপতঃ॥ ১৮
গোহ্রদে তু নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা বৈ পিতৃতর্পণম্।
গবাং লোকমবাপ্নোতি দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥
তত্র স্থিত্বা নিরাহারো গোপিণ্ডঞ্চ দদাতি বৈ।
স নরঃ সুখমেধেত যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ॥ ২০
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎফলং প্রাপ্যতে ধ্রুবম্
তৎফলং সমবাপ্নোতি ষণ্ডতীর্থে ন সংশয়ঃ॥২১
গৃহীত্বা বৃষমূত্রঞ্চ তীর্থে যঃ পিবতে নরঃ।
তৎক্ষণাদেব শুদ্ধিঃ স্যাৎ ষণ্ডতীর্থে ন সংশয়ঃ॥
ষণ্ডতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যে গচ্ছন্তি সুরশ্রেষ্ঠে তেনরাঃ পুণ্যভাগিনঃ॥২৩
তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠে গবাং পূজনমাচরেৎ।
বৃষভঞ্চ ততঃ পূজ্য স্নানং কৃত্বা সমাহিতঃ॥ ২৪
পূজনাদ্বৈ ন সন্দেহো গোলোকে তু বসেচ্চিরম্

বৃষতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ ষণ্ডতীর্থ নামে বিখ্যাত। পুরাকালে গোগণ এই স্থানে স্নান করিয়া স্বর্গে এবং গোলোকে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ষণ্ডরূপ ধর্ম্ম দ্বারা লোকমাতা গোগণ শাপভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাই ইহা ষণ্ডতীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। পার্ব্বতী কহিলেন,—পূর্ব্বে লোকমাতা গোগণের উপর কাহার অভিশাপ আপতিত হইয়াছিল? কিরূপে তাঁহারা লোকভ্রষ্ট এবং কিরূপেই বা ধর্ম্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন? মহাদেব কহিলেন,—পুরাকালে বৃষ গোলোকে মাতৃগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ করায় তাহা হরমস্তকে পতিত হয়। সেই দোষে হর তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন—গোগণকে বলেন, তোরা হতচৈতন্য হইয়া স্বর্গলোক হইতে ভূতলে পতিত হ'। গোগণ অভিশপ্ত হইয়া হরকে পুনঃ প্রসাদিত করিল এবং হরসমীপে প্রার্থনা জানাইল—যেন আবার আমরা স্বর্লোকে আসিতে পারি। হর বলিয়া দিলেন—যখন তোমরা সাভ্রমতী তীর্থে ব্রহ্মাবল্লীসমীপে ষণ্ড হ্রদে স্নান করিবে, তখনই তোমাদের নিশ্চয় স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। ৭—১৭। অনন্তর গোগণ গোপতি সহ সেই ষণ্ডহ্রদে স্নানপূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া স্বর্গে মহাদেবসমীপে গমন করিয়াছিল। নর উক্ত গোহ্রদে স্নান ও পিতৃ তর্পণ করিলে দাহপ্রলয়-বর্জ্জিত গোলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উক্ত গোহ্রদ তীরে অবস্থানপূর্ব্বক গোপিণ্ড প্রদান করে, সে আকল্প সুখ লাভ করিয়া থাকে। কোটি কোটি গোদানে যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, ষণ্ডতীর্থে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ হয়। যে নর বৃষমূত্র গ্রহণ করিয়া উক্ত তীর্থে তাহা পান করে, তাহার তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হইয়া থাকে। ষণ্ডতীর্থ অপেক্ষা প্রধান তীর্থ আর হয় নাই, হইবে না। হে সুরেশি! উক্ত তীর্থে যাহারা গমন করে, তাহারাই পুণ্যভাগী হইয়া থাকে। ঐ স্থানে গিয়া নর গোপূজা করিবে। অনন্তর সমাহিতভাবে বৃষভ পূজা করিয়া স্নান করিতে হইবে। এইরূপ পূজায় নর চিরকাল গোলোকে বাস করিতে পারে। যাহারা ঐ

তত্র গত্বা বিশেষেণ সৌবর্ণীং গাং দদন্তি যে ॥
তে নরা ভুঞ্জতে সৌখ্যং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ।
দশ ধেনূঃ ততঃ কৃত্বা যো দদাতি দ্বিজাতয়ে॥
ষণ্ডতীর্থে সুরশ্রেষ্ঠে তদনন্তফলং স্মৃতম্।
তত্র গত্বা তু কর্ত্তব্যং পিপ্পলারোপণং বুধৈ ॥
তৎকৃতে সতি দেবেশি পিতৃলোকং স গচ্ছতি
পঞ্চামলকীর্দিব্যা যে কুর্ব্বন্তি প্ররোপণং ॥২৮
ইহ লোকে সুখং ভুক্তা হরিলোকং ব্রজন্তি তে

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ব্রহ্মবল্লীতীর্থষণ্ড-তীর্থং মাহাত্ম্যং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো গচ্ছেন্মহত্তীর্থং সঙ্গমেশ্বরমুত্তমম্।
যত্র হস্তিমতী পুণ্যা সাভ্রমত্যা হি সঙ্গতা॥ ১
শাপং কৌণ্ডিন্যমুনিতঃ প্রাপ্য শুষ্কাভবন্নদী।
বহিশ্চর্য্যেতি নাম্না বৈ লোকে খ্যাতিমুপাগতা॥
তত্তীর্থং সম্প্রবক্ষ্যামি পুণ্যং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ত্রৈলোক্যে চাপিবিশ্রুতম্
যত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং প্রগচ্ছতি॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি এতচ্ছাপস্য কারণম্।
যেনেহ শুষ্করূপা হি জাতা শাপস্য কারণাৎ।
যত্র সাভ্রমতী পুণ্যাগঙ্গা নাম মহানদী।
তত্র হস্তিমতী নাম গঙ্গয়া সহ সঙ্গতা॥ ৬
তত্রারব্ধং মুনিনা তপো বৈ পরমং মহৎ।
এবং বহু গতে কালে ঋষিণা পরমাত্মনা।
আরাধিতো হৃষীকেশো নারায়ণ-নিরঞ্জনঃ।
তস্যাস্তটে তু দেবেশি বর্ষাণি চ বহূন্যপি॥ ৮
গতানি চ বিশেষেণ মুনেস্তস্য তু পার্ব্বতি।
কদাচিদ্দৈবযোগাচ্চ বর্ষাকালঃ সমাগতঃ॥ ৯
নদী তত্র তু সম্পূর্ণা কালযোগেন সুব্রতে।
তৎকৌণ্ডিন্যেন ঋষিণা স্থানং ত্যক্তং তদা নিশি

স্থানে গিয়া সুবর্ণময়ী গোপ্রতিমা প্রদানকরে, তাহারা আকল্প সৌখ্য ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ষণ্ডতীর্থে ব্রাহ্মণকে দশটী ধেনু-প্রতিমা প্রদান করে, তাহার অনন্ত ফল হইয়া থাকে। বুধগণ ঐ তীর্থে গিয়া পিপ্পলা-রোপণ করিবেন। হে দেবেশি! ঐরূপ কার্য্য করিয়া নর পিতৃলোকে উপনীত হইয়া থাকে। অথবা মানব যদি উক্ত তীর্থে পঞ্চ আমলকী বৃক্ষ রোপণ করে, তাহা হইলে ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে হরি-লোকে উপনীত হইয়া থাকে। ২৮—২৯।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর নর সঙ্গমে-শ্বর নামক মহোত্তম তীর্থে গমন করিবে। ঐ স্থানে পুণ্যা হস্তিমতী নদী সাভ্রমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত নদী কৌণ্ডিন্য মুনির শাপে শুষ্ক হইয়াছিল এবং লোকে বহিশ্চর্য্যা নামে খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিল। আমি উক্ত ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থের কথা কহিতেছি, ইহা শ্রবণে সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়, পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। নর ঐ তীর্থে গিয়া স্নান ও মহেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে দেবি! উল্লিখিত শাপকারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। শাপ-প্রভাবেই হস্তিমতী নদী শুষ্ক হইয়াছিল। যেখানে গঙ্গানাম্নী মহানদী সাভ্রমতীর সহিত হস্তিমতী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই কৌণ্ডিন্য মুনি পরম তপস্যা করিতেছিলেন। নিরঞ্জন নারায়ণদেবকে তিনি উক্ত নদী তটে বসিয়া বহুকাল আরাধনা করেন। এই ভাবে তাঁহার বহু বর্ষ অতীত হইয়াছিল। হে সুব্রতে! একদা বর্ষাকাল; নদী সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। সুতরাং রাত্রিকালেই ঋষি কৌণ্ডিন্য স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার

রাত্রৌ দুঃখং মহজ্জাতং হাহেতি করুণং রুদন্।
কিং কর্ত্তব্যমিতি ধ্যায়ন্নতিচিন্তাপরোঽভবৎ॥
আশ্রমো হি মহাদিব্যো ঋষিণৈব সমাযুতঃ।
স গতো বারিযোগেন হস্তিমত্যাঃ সুরোত্তমে
ফলানি চৈব মূলানি পুস্তকানি বহূন্যপি।
তানি তস্যাং গতান্যেব বারিযোগেন সুন্দরি॥
স কৌণ্ডিন্যো ঋষিশ্রেষ্ঠঃ শশাপ তাং নদীং কিল
উদকেন বিনা ত্বঞ্চ ভবিষ্যসি কলৌ যুগে॥ ১৪
এবং স দত্বা বৈ শাপং হস্তিমত্যা মহেশ্বরি।
গতোঽসৌ বিপ্রপ্রবরো বিষ্ণুলোকং সনাতনম্
অদ্যাপি বর্ত্ততে তীর্থং সঙ্গমেশ্বরসংজ্ঞকম্।
যদ্দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপী ব্রহ্মহত্যাদি পাতকাৎ॥১৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সঙ্গমেশ্বরতীর্থমহিমা নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৫॥

—

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

ততো গচ্ছেত দেবেশি তীর্থং রুদ্রমহালয়ম্।
কেদারানুপমং সাক্ষাদ্রুদ্রেণ পরিনির্ম্মিতম্॥১
শ্রাদ্ধং তত্রৈব কর্ত্তব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিকারণম্।
তত্র শ্রাদ্ধপ্রদানেন পিতরঃ সপিতামহাঃ॥ ২
তৃপ্তাঃ সমভিগচ্ছন্তি রুদ্রস্য পরমং পদম্।
বৃষমুৎসৃজতে যস্তু তত্র রুদ্র মহালয়ে॥ ৩
কার্ত্তিক্যামথ বৈশাখ্যাং রুদ্রেণ সহ মোদতে।
কেদার উদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৪
অত্র তু স্নানমাত্রেণ মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ।
একস্মিন্ সময়ে দেবি ত্যক্তা কৈলাসমাগতঃ॥৫
সাভ্রমতীং মহাগঙ্গাং জ্ঞাত্বা লোকহিতায় বৈ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃত্বা তীর্থমনুত্তমম্॥ ৬
ততোঽহঞ্চ স্বকং স্থানং কৈলাসং প্রতি ভামিনি
তদনন্তরং মহাপুণ্যং তীর্থং জাতং মহালয়ম্॥৭

মহা দুঃখ হইল। তিনি করুণচিত্তে সেই রাত্রে হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তা হইল। তিনি তখন কি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে, সুরোত্তমে! ঋষির অধিষ্ঠিত যে দিব্য মহাশ্রম ছিল, তাহা জলবেগে হস্তিমতী নদী-গর্ভে লীন হইল। হে সুন্দরি! ঋষির আশ্রমস্থ প্রচুর ফল, মূল ও বহুবিধ পুস্তক জলবেগে নদীমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ কৌণ্ডিন্য সেই নদীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। বলিলেন,—নদি! কলিযুগে তুই জলহীন হইবি। ঋষি হস্তিমতীকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া সনাতন বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিলেন। সেই হইতে অদ্যাপি উক্ত সঙ্গমেশ্বর তীর্থ বিরাজিত। এই তীর্থ দর্শনমাত্রেই পাপী ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১—১৬।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৫

—

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবেশি! অনন্তর রুদ্রমহালয় তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ কেদারতুল্য এবং সাক্ষাৎ রুদ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত রুদ্রমহালয় তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপিতামহগণ পরিতৃপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের পরম পদে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকে বা বৈশাখ মাসে যে ব্যক্তি রুদ্র মহালয় তীর্থে বৃষোৎসর্গ বা বৃষ দান করে, সে রুদ্র সহ বিহার করিয়া থাকে। কেদারে জল পান করিলে, পুনর্জ্জন্ম হয় না। এখানে স্নান মাত্রেই মানব মুক্তিভাগী হয়, সন্দেহ নাই। হে দেবি! আমি একদা সাভ্রমতী নদীকে গঙ্গা বলিয়া জানিয়া কৈলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকহিত নিমিত্ত তথায় আগমন করিলাম এবং ঐ নদীজলে স্নান-পানান্তে উঁহাকে শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিণত করিয়া পুনরায় স্বীয় স্থান কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলাম। তাহার পর হইতে মহা-

রুদ্রমহালয়মিতি লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ।
কার্ত্তিক্যামথ বৈশাখ্যাং যে গচ্ছন্তি সুরোত্তমে
ন তেষাং বিদ্যতে দুঃখং সর্ব্বসংসারজং পুনঃ ॥৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে রুদ্রমহালয়তীর্থ-মাহাত্ম্যং নামষট্‌চত্বারিংশাধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

দেবি বৈ শ্রূয়তাং তীর্থং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
খড়্গতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১
খড়্গতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা খড়্গেশ্বরং শিবম্ ।
ন নরো দুর্গতিং গচ্ছেৎ স্বর্গলোকং প্রগচ্ছতি ॥
খড়্গধারেশ্বরং দেবং যঃ পশ্যতি সুরোত্তমে ।
কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষেণ পূজনং তত্র কারয়েৎ ॥৩
অয়ং বিশ্বেশ্বরো দেবঃ সর্ব্বদা ভুবি বল্লভে । ৪
সর্ব্বং দদাতি সর্ব্বেশো বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ ॥৪

পুণ্য মহালয় তীর্থ উৎপন্ন হইল। এই তীর্থ লোকে রুদ্রমহালয় তীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করিবে। হে সুরোত্তমে! কার্ত্তিকে অথবা বৈশাখে যাহারা উক্ত তীর্থে গমন করে, তাহাদের আর সংসারে কোন দুঃখই থাকে না। ১—৮।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৪৬

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! সর্ব্বপাপ-হর দেবদুর্লভ বিখ্যাত খড়্গতীর্থের কথা শ্রবণ কর। নর এই তীর্থে স্নান এবং খড়্গেশ্বর শিব দর্শন করিয়া কদাচ দুর্গতি লাভ করে না, অন্তে তাহার স্বর্গ গতি হইয়া থাকে। হে সুরোত্তমে! নর খড়্গধারেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া কার্ত্তিক মাসে বিশেষ-ভাবে তাঁহার পূজা করিবে। হে প্রিয়ে!

বৈশাখে রাজ্যকামার্থী যঃ পশ্যতি তমীশ্বরম্ ।
তমর্থং লভতে ক্ষিপ্রং বিশ্বনাথপ্রসাদতঃ ॥ ৫
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্দীপৈর্ব্বা নগনন্দিনি ।
ফলপ্রদানৈর্ব্বিল্বৈশ্চ বিশ্বেশং পূজয়েত্ততঃ ॥ ৬
ধনধান্যপ্রদঞ্চাশু পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ ।
প্রাপ্যন্তে নাত্র সন্দেহঃ শ্রীবিশ্বেশ্বরপূজনাৎ ॥৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে খড়্গতীর্থং নাম সপ্ত-চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

সাভ্রমত্যাস্তটে তীর্থং গয়াতীর্থমনুত্তমম্ ।
চিত্রাঙ্গবদনং নাম মালার্কাধিষ্ঠিতং শুভম্ ॥ ১
কল্পপাদপসন্তানৈর্ম্মন্দারৈশ্চোপশোভিতম্ ।
চূতনিম্বকদম্বৈশ্চ কাশ্মর্য্যাশ্বত্থতিন্দুকৈঃ ॥ ২

এই দেব বিশ্বেশ্বর বাঞ্ছিত ফল প্রদায়ক; ইনি ভক্ত ব্যক্তিকে সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যে রাজ্য-কামী ব্যক্তি বৈশাখে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করে,বিশ্বনাথপ্রসাদে তাহার সেই কাম্য অর্থ সত্বর লাভ হইয়া থাকে। হে গিরিজে! পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, ফল ও বিল্বপত্র দ্বারা উক্ত তীর্থে ধনধান্য-প্রদ বিশ্বেশ্বরদেবকে পূজা করিবে। এ তীর্থে শ্রীবিশ্বেশ্বরপূজনে পুত্র পৌত্রাদি সকল সম্পদই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। ১—৭।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন,—সাভ্রমতীর তটে অনুত্তম গয়াতীর্থ। এইখানে চিত্রাঙ্গবদন নামে আর একটী স্থান আছে। উহা মালার্ক কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং কল্পপাদপ, সন্তানক, মন্দার, চূত, নিম্ব, কদম্ব, কাশ্মর্য্য অশ্বত্থ ও

তস্মাদপস্মরেৎ কুষ্ঠং যোজনস্মৃতিবিভ্রমাৎ ।
যস্য সংগৃহতে কুষ্ঠং তস্য মালার্ককো হরেৎ ॥৩
যা তু বেদোক্তবিধি না নারী তত্রাভিষিঞ্চতি ।
মৃতবৎসাথ বা বন্ধ্যা পুত্রংপ্রাপ্নোতি সা চিরাৎ
সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃস্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্
কৃতং ভাস্করভক্তেন মালার্কে হ্যক্ষয়ং ভবেৎ ॥৫
অত্র গত্বা তু দেবেশি শ্রীরবেব্রতমাচরেৎ ।
ইহলোকে সুখং ভুক্তা রবের্লোকং হি যাতি বৈ
মৃতবৎসো হি রাজর্ষিস্তত্র গত্বাকরোত্তপঃ ।
স রাজা প্রাপ্তবান্ পুত্রং শ্রীমালার্কপ্রসাদতঃ ॥
অত্র গত্বা বিশেষেণ উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মালার্কং পূজয়েদ্ যো বৈ মুক্তিভাগী ভবেদ্ধ্রুবম্
বশিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ সদা ।
নিবসন্তি সুরশ্রেষ্ঠে মালার্কে রবিসন্নিধৌ ॥ ৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মালার্কতীর্থবর্ণনং নাম অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমো-হধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

তীর্থাদস্মাৎ পরং তীর্থং মালার্কান্তরতঃ স্থিতম্ ।
চন্দনেশ্বরমাগচ্ছেদামোদস্থানমুত্তমম্ ॥ ১
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীত্বা ভীমো মহাবলঃ ।
প্রতিজ্ঞাং স্বমনঃ সংস্থাং পূরয়িত্বা সুদারুণাম্ ॥ ২
করাভ্যাং রুধিরাক্তাভ্যাং দ্রৌপদ্যাঃ কেশব বন্ধনম্ ।
কৃত্বা দত্বা দ্বিজাতিভ্যো তীর্থযাত্রাং ততোঽগমৎ
সাভ্রমত্যাস্তটে রম্যে গতো বৈ ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
আনীতঃ সাভ্রমত্যাং যঃ স্বর্গাচ্চন্দনপাদপঃ ॥ ৪
স তু লিঙ্গতয়া জাতঃ পুণ্যতীর্থপ্রভাবতঃ ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃত্বা বৈ পিতৃতর্পণম্ ॥ ৫
ন নরো নিরয়ং গচ্ছেদ্রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
চন্দনেশং ততো দৃষ্ট্বা বিশ্বেশং লোকশঙ্করম্ ॥৬

তিন্দুকাদি বৃক্ষে পরিশোভিত। একযোজন দূরে থাকিয়া স্মরণ করিলেও ঐ স্থান মাহাত্ম্যে কুষ্ঠরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে। মালার্ক কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠ অপহরণ করেন। যে নারী বেদোক্ত বিধানে ঐ স্থানে স্নান করে, সে মৃতবৎসা বা বন্ধ্যা হইলেও অচিরাৎ পুত্র লাভ করিয়া থাকে। ভাস্কর-ভক্ত কর্তৃক মালার্ক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবতার্চ্চন, সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। হে দেবেশি! ঐ স্থানে গিয়া যদি রবিব্রত আচরণ করিলে ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে রবি-লোকে গমন করিয়া থাকে। এক মৃতপুত্র রাজর্ষি ঐ স্থানে গিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীমালার্কপ্রসাদে তিনি পুত্র লাভ করেন। ঐ স্থানে গিয়া উপবাসী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মালার্কের পূজা করে, সে মুক্তিভাগী হয় সন্দেহ নাই। হে সুরবরে! বশিষ্ঠপ্রমুখ বিপ্রগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই নিত্য মালার্কে রবিসমীপে অবস্থান করিয়া থাকেন। ১—৯।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৮

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—এই তীর্থ হইতে পরম তীর্থ মালার্কান্তরস্থিত চন্দনেশ্বরে গমন করিবে। এই তীর্থ উত্তম আমোদস্থান। মহা-বল ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করিয়া স্বীয় দারুণ প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি রুধিরাক্ত করে দ্রৌপদীর কেশ বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনদানপূর্ব্বক তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। তিনি ভ্রাতৃগণসহ ঐ স্থানে সাভ্রমতীর রম্যতটে গমন করেন এবং স্বর্গ হইতে চন্দনপাদপ আনিয়া দেন। পুণ্য-তীর্থের প্রভাবে চন্দনবৃক্ষই তথায় চিহ্ন-রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ তীর্থে স্নান পান ও পিতৃতর্পণ করিয়া নর নিরয়ে গমন করে না; অন্তে তাহার রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর

পূজয়েচ্চ যথাশক্ত্যা যত্র গত্বা ন শোচতি।
যত্র কৈবর্ত্তকো রাজা পূজাং কৃত্বা হ্যনেকশঃ॥ ৭
স গতঃ শিবলোকং তং যত্র গত্বা ন শোচতি।
মজ্জন্তি ঋষয়ো যত্র যত্র দেবঃ সনাতনঃ॥ ৮
সাক্ষাদ্বিষ্ণুঃ পরমাত্মা নিত্যং তিষ্ঠতি ভুক্তিদঃ।
ইয়ং সাভ্রমতী ধন্যা ধন্যো বিশ্বেশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ৯
যত্র তীর্থান্যনেকানি জাতানি ভুবি পার্ব্বতি।
অত্র চামর্দ্দকীপুষ্পৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ॥
কর্ত্তব্যমর্ঘ্যদানঞ্চ বিধিনা তত্র সুন্দরি॥ ১১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে চন্দনেশ্বরমাহাত্ম্যং নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৪৯॥

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
জম্বুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানার্থং পাপনাশনম্
কলিকালে চ যৎ পুংসাং স্বর্গসোপানবৎ স্থিতম্
যত্র জাম্ববতা পূর্ব্বং দশাঙ্গে পর্ব্বতোত্তমে।
স্থাপিতমৃক্ষরাজেশং লিঙ্গং সুরগণার্চ্চিতম্॥ ২
রামেণ হি যদা পূর্ব্বং হতো বৈ রাবণোঽসুরঃ।
তদা জাম্ববতা দিক্ষু ভেরীঘোষৈঃ প্রঘোষিতম্
জিতং বৈ রামচন্দ্রেণ রাবণো নিহতো রণে।
লব্ধা সীতেতি সম্পূর্ণং স্নাতং তীর্থবরে শুভে॥
স্থাপিতং তত্র লিঙ্গন্তু স্বনাম্না তু সুরেশ্বরি।
তত্র স্নাত্বা নরঃ সদ্যঃ স্মৃত্বা রামং সহানুজম্॥৫
জাম্ববন্তেশ্বরং স্নাত্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে।
যত্র যত্র হি ভো দেবি শ্রীরামস্মরণং কৃতম্।
ভববন্ধবিমোক্ষো হি দৃশ্যতে সচরাচরে॥ ৬
অহং রামস্য বিজ্ঞেয়ো রামো বৈ রুদ্র এব চ।
এবং জ্ঞাত্বা তু তে দেবি ন ভেদো বর্ত্ততে ক্বচিৎ
রামরামেতি রামেতি মনসা যে জপন্তি চ।
তেষাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি যুগেযুগে॥ ৮
অহং হি সর্ব্বদা দেবি শ্রীরামস্মরণং চরে।
যং শ্রুত্বা তু পুনর্দ্দেবি ন ভবো জায়তে ক্বচিৎ॥

চন্দনেশ্বরকে দর্শন করিয়া উক্ত লোকশঙ্কর বিশ্বেশ্বর দেবকে যথাশক্তি পূজা করিবে। নর এইস্থানে গিয়া কদাচ শোকভাজন হয় না। রাজা কৈবর্ত্তক এই স্থানে অনেকবার অনেক পূজা অর্চ্চনা করিয়া শোকবিরহিত শিবলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। এই তীর্থে ঋষিগণ স্নানাবগাহন করেন এবং সাক্ষাৎ সনাতন দেব পরমাত্মা বিষ্ণু নিত্য ভুক্তিপ্রদ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। পার্ব্বতি! যথায় বহু তীর্থ উৎপন্ন, সেই সাভ্রমতী নদী ধন্যা এবং প্রভু বিশ্বেশ্বর ধন্য। এ স্থানে শুভ্র আমর্দ্দকী পুষ্প এবং শুভ নানাবিধ ফল দ্বারা যথাবিধি অর্ঘ্য দান কর্ত্তব্য। ১—১১। ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৪৯।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর স্নাননিমিত্ত পাপহর জম্বুতীর্থে যাইবে। কলিকালে এই তীর্থ মানবগণের স্বর্গসোপানবৎ অবস্থিত। পূর্ব্বে অত্রত্য দশাঙ্গ পর্ব্বতে জাম্ববান্ স্বীয় নামানুসারে ঋক্ষরাজেশ নামক এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত লিঙ্গ সুরগণও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইলে, জাম্ববান্ ভেরী-নির্ঘোষে সর্ব্বদিকে ঘোষণা করিল যে, রামচন্দ্র জয়ী হইয়াছেন, রাবণ নিহত হইয়াছে এবং সীতা লাভ হইয়াছে। এইরূপ ঘোষণা করিয়া জাম্ববান্ শুভ তীর্থবরে স্নানান্তর স্বীয় নামে তথায় লিঙ্গ স্থাপন করেন। নর ঐ স্থানে সদ্যঃ স্নান ও সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ জাম্ববন্তেশ্বরে স্নান করিলে রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে দেবি! যেখানে যেখানে শ্রীরামস্মরণ করা হয়, সেই সেই স্থানেই ভববন্ধন মোচন হইয়া থাকে। আমাকেই রাম এবং রামচন্দ্রকেই রুদ্র বলিয়া জানিবে। হে দেবি! এইরূপে রামসহ কোন অংশেই আমার ভেদ-ভিন্নতা নাই জানিয়া যাহারা রাম রাম রাম

কাশ্যাং হি নিবসন্নিত্যং শ্রীরামং কমলেক্ষণম্ ।
স্মরামি সততং দেবি ভক্ত্যা চ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১০
জাম্ববতা তদা পূর্ব্বং স্মৃত্বা রামং সুশোভনম্ ।
জাম্ববন্তমিতি খ্যাতং প্রস্থাপ্য জগতাং গুরুম্ ॥
তত্র স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ কৃত্বা দেবস্য পূজনম্ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১২
অত্র হি স্নানমাত্রেণ যথা জাম্ববতো বলম্ ।
তথা বৈ বলমাপ্নোতি শ্রীবিশ্বেশপ্রসাদতঃ ॥১৩
অত্র গত্বা তু ভূদানং পুমান্ যশ্চ করোতি বৈ ।
ফলং সহস্রগুণিতং জাম্ববন্তেশদর্শনাৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে জাম্বতীর্থমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

বলিয়া জপ করে, যুগে যুগে তাহাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। দেবি! আমি সর্ব্বদাই শ্রীরাম-স্মরণ করি। ঐ নাম শ্রবণে কদাচ পুনরুৎপত্তি হয় না। হে দেবি! আমি কাশীতে বাস করিয়া কমলাক্ষ শ্রীরামকে যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য স্মরণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে জাম্ববান্ সুশোভন রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া জাম্ববন্ত নামে জগদ্গুরুর মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তথায় স্নান, ভোগদান ও দেবপূজা করিয়া আকল্প শিবলোকে বসতি লাভ করিয়াছে। এই তীর্থে স্নানমাত্র নর শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদে জাম্ববানের ন্যায় বললাভ করিয়া থাকে। যে মানব এই তীর্থে গিয়া ভূদান করে, জাম্ববন্তেশ্বরের দর্শনে তাহার সহস্রগুণ ফল হয়। ১—১৪।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫০।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

অস্মাত্তীর্থাৎ পরং তীর্থমিন্দ্রগ্রামমিতি স্মৃতম্ ।
যত্র স্নাত্বা পুরা শক্রো বিমুক্তো ঘোরকিল্বিষাৎ
পার্ব্বত্যুবাচ ।
কেনেহ কর্ম্মণা শক্রঃ প্রাপ্তবান্ ঘোরকিল্বিষম্ ।
বিপাপ্মা চ কথং সোঽভূদিতি বিস্তরতো বদ ॥২

মহাদেব উবাচ ।

ইন্দ্রঃ সুরেশ্বরঃ পূর্ব্বং নমুচিশ্চাসুরেশ্বরঃ ।
অশস্ত্রবধমন্যোন্যং সময়ং তৌ প্রচক্রতুঃ ॥ ৩
অথেন্দ্রস্য নভোবাণীনির্দ্দেশান্নমুচিং তদা ।
জঘান ফেনমাদায় ব্রহ্মহত্যা তদাভবৎ ॥ ৪
পপ্রচ্ছ চ গুরুং শক্রঃ পাপনির্ণাশকারণম্ ।
বৃহস্পতেরথাদেশাৎ সাভ্রমত্যুত্তরে তটে ॥ ৫
অস্মিন্ স্থানে সমাগত্য স্নানং চক্রে সুরেশ্বরঃ
তস্যেহ স্নানমাত্রেণ গতপাপস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৬
পূর্ণেন্দুধবলা কান্তিঃ শরীরে সমজায়ত ।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—এই তীর্থের পরে ইন্দ্রগ্রাম নামে এক তীর্থ আছে। পূর্ব্বে ইন্দ্র তথায় স্নান করিয়া ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—কোন্ কর্ম্ম করিয়া ইন্দ্র ঘোর পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? এবং কিরূপেই বা তিনি নিষ্পাপ হন? তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন। মহাদেব কহিলেন, পূর্ব্বে সুরেশ্বর ইন্দ্র এবং অসুরেশ্বর নমুচি পরস্পর অশস্ত্র বধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র আকাশবাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে ফেনপুঞ্জ লইয়া নমুচিকে নিহত করেন। তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। তখন ইন্দ্র পাপাপনোদনের জন্য বৃহস্পতির নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করেন। সুরেশ্বর বৃহস্পতির উপদেশে সাভ্রমতীর উত্তরতটস্থ এই স্থানে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন। স্নানমাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি নিষ্পাপ হন। তাঁহার দেহে পূর্ণেন্দু-ধবলা

ধবলেশ্বরমীশানাং স্থাপয়ামাস বৃত্রহা ॥ ৭
ইন্দ্রনাম্না চ তল্লিঙ্গং বিশ্রুতং পৃথিবীতলে ।
পূর্ণমাস্যাং তথা দর্শে সংক্রান্তৌ গ্রহণে তথা ॥ ৮
শ্রাদ্ধে কৃতে পিতৃণান্তু তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ।
ধবলেশ্বরমাসাদ্য যঃ কুর্য্যাদ্বিপ্রভোজনম্ ॥ ৯
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে সহস্রং ভোজিতং ভবেৎ ।
হিরণ্যভূমিবাসাংসি দাতব্যানি স্বশক্তিতঃ ॥ ১০
শুক্লা গৌ ব্রাহ্মণে দেয়া সবৎসা চ পয়স্বিনী ।
অত্রাগত্য তু যো বিপ্রো রুদ্রজাপ্যাদিকং চরেৎ
তৎকৃতং কোটিগুণিতং শ্রীমহেশপ্রসাদতঃ ।
অত্র তীর্থে নরো যস্তু উপবাসাদিকং চরেৎ ॥১২
স এব সর্ব্বকামাঢ্যো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।
বিল্বপত্রং সমানীয় যঃ পূজয়তি তং প্রভুম্ ॥ ১৩
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ লভতে মানবো ভুবি ।
সোমবারে বিশেষেণ যে গচ্ছন্তি নরোত্তমাঃ ॥
তেষাং রোগং তথা দোষং শময়েদ্ধবলেশ্বরঃ ।
রবৌ বাথ বিশেষেণ অর্চ্চনং কুর্ব্বতে যদা ॥১৫
তেষান্তু মহিমা দেবি ন জ্ঞাতঃ কর্হিচিন্ময়া ।
দূর্ব্বয়া চার্কপুষ্পৈর্বা কহ্লারৈঃ কমলৈর্দ্দলৈঃ ॥ ১৬
পূজনং কুর্ব্বতে যেঽত্রতে নরাঃ পুণ্যভাগিনঃ ।
শ্বেতার্কপুষ্পমানীয় ধবলেশং প্রপূজ্য তু ॥ ১৭
বাঞ্ছিতং লভতে নিত্যং ধবলেশপ্রসাদতঃ ।
কৃতে বৈ নীলকণ্ঠস্তু সর্ব্বেষাং শঙ্করঃ সদা ॥১৮
ত্রেতাযুগে ... বিখ্যাতো হরো বৈ ভগবান্ প্রভুঃ ।
দ্বাপরে শর্ব্বসংজ্ঞস্তু কলৌ বৈ ধবলেশ্বরঃ ॥১৯
অত্রার্থে যৎ পুরাবৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব সুরেশ্বরি ।
নন্দী নাম পুরা বৈশ্য ইন্দ্রগ্রামে সমাবসৎ ॥২০
শিবধ্যানপরো ভূত্বা শিবপূজাঞ্চকার সঃ ।
নিত্যং তপোবনস্থং হি লিঙ্গং ধবলসংজ্ঞকম্ ॥২১
উষস্যুষসি চোত্থায় প্রত্যহং শিববল্লভঃ ।
নন্দীলিঙ্গার্চ্চনরতো বভূবাতিশয়েন হি ॥ ২২
যথাশাস্ত্রেণ বিধিনা পুষ্পার্চ্চনপরোঽভবৎ ।

কান্তি প্রকাশ পায়। তখন ইন্দ্র ধবলেশ্বর নামক ঈশান লিঙ্গ তথায় স্থাপন করেন। ইন্দ্র নামেও ঐ লিঙ্গ ভূতলে খ্যাতি লাভ করে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি বা গ্রহণ-দিনে এই স্থানে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ-গণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হইয়া থাকে। ধবলেশ্বরে আসিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও তাহার সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হইয়া থাকে। এখানে স্বীয় শক্তি অনুসারে হিরণ্য, ভূমি, বস্ত্র এবং সবৎসা পয়স্বিনী শুক্লা গাভী ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান করিতে হয়। যে বিপ্র! এ স্থানে আসিয়া রুদ্র-জাপ্যাদির অনুষ্ঠান করেন, শ্রীমহেশপ্রসাদে তাঁহার সে কার্য্য কোটিগুণ-ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই তীর্থে যে নর উপবাসাদি করে, সে সর্ব্বকামযুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া যে মানব এস্থানে ভগবান্ মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, তাহার ধর্ম্মার্থ-কাম লাভ হয়। বিশেষতঃ সোমবারে যে সকল নরবর ধবলেশ্বরে গমন করে, তাহাদের রোগ, শোক, দোষ, সকলই প্রশমিত হইয়া যায়। যাহারা রবিবারে ধবলেশ্বরের বিশেষ পূজা করে, তাহাদের অনন্ত মহিমা কোন কালেই আমি জ্ঞাত নহি। যাহারা দূর্ব্বা, পুষ্প, কহ্লার ও কমল-দল দ্বারা পূজা করে, তাহারাই পুণ্যভাগী হইয়া থাকে। শ্বেতার্কপুষ্প আনয়ন করিয়া যে ব্যক্তি ধবলেশ্বরের পূজা করে, ধবলে-শ্বরের প্রসাদে নিত্য তাহার বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। কৃতযুগে নীলকণ্ঠ, ত্রেতায় ভগবান্ হর, দ্বাপরে শর্ব্ব এবং কলিতে ভগবান্ ধবলেশ্বরই সকলের মঙ্গলপ্রদ। ১—১৯। হে সুরেশ্বরি! এ বিষয়ে এক পুরাবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে নন্দি নামে এক বৈশ্য ইন্দ্রগ্রামে বাস করিত। সে শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া শিবপূজা করিত। শিববল্লভ নন্দী প্রত্যহ উষাকালে তপোবনস্থ ধবলাখ্য লিঙ্গের অর্চ্চনায় একান্ত আসক্ত থাকিত।

একদা মৃগয়ালুব্ধঃ কিরাতো ভূতহিংসকঃ ॥ ২৩
পাপী পাপসমাচারশ্চরন্ সাভ্রমতীতটে।
অনেকশ্বাপদাকীর্ণে হন্যমানো মৃগান্ শরৈঃ ॥২৪
এবং বিচরমাণোহসৌ কিরাতো ভূতহিংসকঃ।
যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র যত্র লিঙ্গং সুপূজিতম্ ॥ ২৫
ধবলেশ্বরবিখ্যাতমনেকাশ্চর্য্যমণ্ডিতম্।
দৃষ্টং সুপূজিতং লিঙ্গং নানাপুষ্পৈঃ ফলৈস্তথা
এবং লিঙ্গং সমালিঙ্গ্য গতঃ সাভ্রমতীতটে।
তত্র পীত্বা পয়ঃ সোহথ মুখং গণ্ডূষপূরিতম্ ॥২৭
কৃত্বা চৈকেন হস্তেন মৃগমাংসং সমুদ্বহন্।
করেণৈকেন পূজার্থং বিল্বপত্রাণি বৈ দধৎ ॥ ২৮
শীঘ্রমাগত্য লিঙ্গান্তে পদা পূজাং সমাহনৎ।
পুষ্পাণি তানি সর্ব্বাণি বিধুতানি ইতস্ততঃ ॥২৯
স্নাপনং তস্য লিঙ্গস্য কৃতং গণ্ডূষবারিণা।
করেণৈকেন পূজার্থং বিল্বপত্রাণি সোহর্পয়ৎ ॥৩০
দ্বিতীয়েন করেণৈব মৃগমাংসং সমার্পয়ৎ।

শাস্ত্রে যেরূপ বিধি আছে, নন্দী তদনুসারে শিবার্চ্চনা করিত। তৎকালে এক পাপাত্মা, পাপাচার, প্রাণিহিংসক কিরাত মৃগয়ালুব্ধ হইয়া অনেক শ্বাপদাকীর্ণ সাভ্রমতীতটে বিচরণ করিতে করিতে শরবর্ষণে বহু মৃগ বিনাশ করিতেছিল। একদা ঐ প্রাণিহিংসক কিরাত বন ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে, যথায় সেই সুপূজিত ধবলেশ্বর লিঙ্গ ছিল, সেই স্থানে আগমন করিল; দেখিল, অনেকাশ্চর্য্যমণ্ডিত ধবলাখ্য লিঙ্গ নানাবিধ পুষ্পফল দ্বারা পূজিত রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়া ব্যাধ সেই লিঙ্গ আলিঙ্গনপূর্ব্বক সাভ্রমতীতটে গিয়া জলপান করিল এবং বদনবিবর গণ্ডূষপূর্ণ করিয়া এক হস্তে মৃগমাংস লইয়া অপর হস্তে পূজার্থ বিল্বদল সকল গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে আসিয়া পদ দ্বারা লিঙ্গান্তস্থিত পূজাদ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিল। তত্রত্য পুষ্প সকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইল। তখন গণ্ডূষজল দ্বারা ব্যাধ লিঙ্গের স্নান করাইল এবং এক হস্তে পূজার্থ বিল্বপত্র সকল অর্পণ করিয়া

দণ্ডপ্রণামসংযুক্তঃ সঙ্কল্পং মনসাকরোৎ ॥ ৩১
অদ্য প্রভৃতি পূজাং বৈ করিষ্যামি প্রযত্নতঃ।
ত্বং মে স্বামী চ ভক্তোহহমদ্যপ্রভৃতি শঙ্কর।
এবং নিয়মবান্ ভূত্বা কিরাতো গৃহমাগমৎ।
তথা প্রভাতসময়ে দেবায়তনমাগতঃ ॥ ৩৩
নন্দী দদর্শ তৎ সর্ব্বং কিরাতেন চ যৎ কৃতম্।
অব্যবস্থঞ্চ তৎ দৃষ্ট্বা অমেধ্যং শিবসন্নিধৌ ॥৩৪
বিধুতানি চ সর্ব্বাণি হিংসকেন দুরাত্মনা।
চিন্তাযুক্তোহভবন্নন্দী জাতং কিঞ্চিন্নমদ্য মে॥৩৫
কথিতানি চ বিঘ্নানি শিবপূজারতস্য হি।
উপস্থিতানি তান্যেব মম ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ ॥৩৬
এবং বিমৃশ্য সুচিরং প্রক্ষাল্যশিবমন্দিরম্।
যথাগতেন মার্গেণ নন্দী স্বগৃহমাগমৎ ॥ ৩৭
ততো নন্দিনমালক্ষ্য পুরোধা গতমানসম্।
অব্রবীদ্বচনং তস্য কস্মাত্ত্বং গতমানসঃ ॥ ৩৮
পুরোহিতং প্রতি তদা নন্দী বচনমব্রবীৎ।
অদ্য দৃষ্টং ময়া বিপ্র অমেধ্যং শিবসন্নিধৌ ॥ ৩৯

অপর হস্ত দ্বারা মৃগমাংস অর্পণ করিল। পরে ব্যাধ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিল যে, হে শঙ্কর! আজ হইতে তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ভক্ত, আমি অদ্য হইতে সযত্নে তোমার পূজা করিব। এইরূপ নিয়ম করিয়া কিরাত স্বীয় গৃহে আগমন করিল এবং প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় দেবালয়ে গেল। কিরাত যাহা করিয়াছিল, নন্দী পরদিন আসিয়া সমস্তই তাহা দেখিল। শিবসন্নিধানে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত সেই অমেধ্য দর্শনে নন্দী চিন্তা করিল, কোন দুরাত্মা হিংসকই এই সমস্ত পূজোপহার নিক্ষেপ করিয়াছে। অদ্য কি আশ্চর্য্য ঘটনাই ঘটিল! উক্ত আছে, শিবপূজারত ব্যক্তির বিঘ্ন হইয়া থাকে, আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহাই উপস্থিত হইল। নন্দী অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবমন্দির প্রক্ষালনপূর্ব্বক যথাগত পথে স্বীয় গৃহে গমন করিল।২০-৩৭। অনন্তর পুরোহিত নন্দীকে ভগ্নচিত্ত দেখিয়া কহিলেন, কেন তুমি এরূপ

কেনেদং কারিতং তত্র ন জানামীহ কিঞ্চন ।
ততঃ পুরোধা বচনং নন্দিনঞ্চাব্রবীত্তথা ॥ ৪০
যেন বিস্খলিতং তত্র পুষ্পাদীনাং প্রপূজনম্‌ ।
সোঽপি মূঢ়ো ন সন্দেহঃ কার্য্যাকার্য্যেষু মন্দধীঃ
তস্মাচ্চিন্তা ন কর্ত্তব্যা ত্বয়া পুনরপি প্রভো ।
প্রভাতে চ ময়া সার্দ্ধং গম্যতাং তচ্ছিবালয়ম্‌ ॥
নিরীক্ষণার্থং দুষ্টস্য তস্য দণ্ডং করোম্যহম্‌ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং নন্দী তস্য পুরোধসঃ ॥ ৪৩
আস্থিতঃ স্বগৃহে নক্তং দূয়মানেন চেতসা ।
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামাহূয় চ পুরোধসম্‌
গতঃ শিবালয়ং নন্দী সমং তেন মহাত্মনা ।
প্রক্ষাল্য পূজনং কৃত্বা নানারত্নপরিচ্ছদম্‌ ॥৪৫
পঞ্চোপচারসংযুক্তং কৃত্বা বৈ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
এবং যামদ্বয়ং জাতং স্তূয়মানস্য নন্দিনঃ ॥ ৪৬
আয়াতোঽসৌ মহাকালস্তথারূপো মহাবলঃ ।

উদ্বিগ্নমনা হইয়াছ ? নন্দী তখন পুরোহিতকে কহিল,—বিপ্র ! অদ্য আমি শিবমন্দিরে অমেধ্য বস্তু দেখিয়াছি। কে ইহা করিয়াছে, তাহার কিছুই আমি জানি না। অনন্তর পুরোধা তাহাকে কহিলেন, যে ব্যক্তি তথায় পুষ্পাদিপূজোপকরণ ছড়াইয়া দিয়াছে, সে নিশ্চয়ই মূঢ়, কার্য্যাকার্য্যে নিতান্তই মন্দবুদ্ধি; অতএব তুমি এজন্য চিন্তা করিও না, প্রভাতে সেই দুষ্টকে দেখিবার জন্য আমার সহিত শিবালয়ে যাইবে। আমি তাহার দণ্ডবিধান করিব। নন্দী পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া দীনমনে স্বীয় গৃহে রাত্রিযাপন করিল। রাত্রিপ্রভাতে পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া সেই মহাত্মার সহিত শিবালয়ে উপস্থিত হইল এবং পূজা স্থান প্রক্ষালন করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে নানারত্ন-পরিচ্ছদ দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজা করিল। অতঃপর নন্দী শিবের স্তব করিতে লাগিল। এই ভাবে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। এই সময় এক কৃষ্ণকায় ভীষণ পুরুষ আসিল। ঐ পুরুষ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, মহাবল, ধনুষ্পাণি, প্রতাপশালী, যেন সাক্ষাৎ

কালরূপো মহারৌদ্রো ধনুষ্পাণিঃ প্রতাপবান্‌ ।
তং দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তো নন্দী তত্র ন্যলীয়ত ।
পুরোধাশ্চৈব সহসা ভয়ভীতস্তদাভবৎ ॥ ৪৮
কিরাতেন কৃতং তত্র যথাপূর্ব্বমবিস্খলন্‌ ।
তাং পূজাং স পদাহৃত্য বিল্বপত্রং সম র্পয়ৎ ॥৪৯
নৈবেদ্যেন পলেনৈব কিরাতঃ শিবমার্চ্চয়ৎ ।
দণ্ডবৎ পতিতো ভূমাবুত্থায় স্বগৃহং গতঃ ॥ ৫০
তদ্‌ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং চিন্তয়ামাস বৈ চিরম্‌ ।
পুরোধসা তদা নন্দী সহ ব্যাকুলচেতসা ॥ ৫১
তেন পৃষ্টাস্তদা বিপ্রাঃ কথ্যতাঞ্চ যথাতথম্‌ ।
সম্প্রধার্য্য ততঃ সর্ব্বে মিলিত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রতঃ ॥৫২
উচুঃ সর্ব্বে তদা বিপ্রা নন্দিনং জাতশঙ্কিতম্‌ ।
ঈশবিঘ্নঃ সমুৎপন্নঃ দুর্নিবার্য্যঃ সুরৈরপি ॥ ৫৩
তস্মাদানয় লিঙ্গং ত্বং স্বগৃহে বৈশ্যসত্তম ।
তথেতি মহাসৌ নন্দী শিবস্যোৎপাটনং মহৎ
কৃত্বা স্বগৃহমানীয় প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি ।

মহাকাল। নন্দী তাহাকে দেখিয়া ভীতত্রস্ত ভাবে লুক্কায়িত হইল। পুরোহিত সহসা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিরাত পূর্ব্বে যেরূপ করিয়াছিল এ দিনও অবিকল তাহাই করিল; নন্দীর কৃত পূজা পদদ্বারা ঠেলিয়া দিয়া নিজে বিল্বপত্র অর্পণ করিল এবং মাংস দ্বারা নৈবেদ্য দিয়া শিবের অর্চ্চনা করল। অনন্তর ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত, পূর্ব্বক স্বগৃহে চলিয়া গেল। নন্দী পুরোহিত সহ সেই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিল। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসিল,—হে বিপ্রগণ! আপনারা এ বিষয়ের প্রকৃত ব্যবস্থা বলুন। তখন ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচারপূর্ব্বক শঙ্কাগ্রস্ত নন্দীকে বলিলেন, ঈশ বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দেবগণেরও দুর্নিবার্য্য; অতএব বৈশ্যবর! তুমি স্বীয় গৃহে লিঙ্গানয়ন কর। নন্দী সেই ব্যবস্থাই উত্তম মনে করিয়া শিবলিঙ্গ উৎপাটন করিল এবং তাহা গৃহে আনিয়া নবরত্নশোভিত

সুবর্ণপীঠিকাং কৃত্বা নবরত্নাসুশোভিতাম্ ॥ ৫৫
উপহারৈরনেকৈশ্চ পূজয়ামাস বৈ তদা।
অথাপরেহ্যুরায়াতঃ কিরাতঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ৫৬
যাবদ্বিলোকয়ামাস লিঙ্গমৈশং ন দৃষ্টবান্।
মৌনং বিহায় সহসা সাক্রোশমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৭
হে শম্ভো ক্ব গতোহসি ত্বং দর্শয়াত্মানমদ্য বৈ
যদি নো দর্শনং দেয়ন্ত্যক্ষ্যাম্যদ্য কলেবরম্ ॥৫৮
হে শম্ভো হে জগন্নাথ ত্রিপুরান্তক শঙ্কর।
হে রুদ্র হে মহাদেব দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৫৯
এবং সাক্ষেপমধুরৈর্বাক্যৈঃ ক্ষিপ্ত্বা সদাশিবম্।
কিরাতো সাহসো ক্ষুরিকয়া ধীরো বৈ জঠরং স্বকম্ ॥৬০
বিভেদ্যাশু ততো বাহুমাসাদ্যোচ্চৈ রুষাব্রবীৎ
হে শম্ভো দর্শয়াত্মানং কুতো মাং ত্যজ্য যাস্যসি
ইতি ক্ষিপ্ত্বা ততোহন্ত্রাণি মাংসমুদ্ধৃত্য সর্বতঃ।
তস্মিন্ গর্ত্তে করেণৈব কিরাতঃ সহসাক্ষিপৎ ॥

সুবর্ণপীঠিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক যথাবিধি তদুপরি স্থাপন করিল। অতঃপর বহুবিধ উপহার দ্বারা তৎকালে সেই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিল। অনন্তর পরদিন কিরাত শিবমন্দিরে আসিয়া দৃষ্টিসঞ্চালনপূর্ব্বক যেমন সেই ঐশ-লিঙ্গ না দেখিতে পাইল, অমনি সে মৌন ভাব পরিহারপূর্ব্বক সহসা সাক্রোশে বলিয়া উঠিল,—হে শম্ভো! তুমি কোথায় গিয়াছ, স্বীয় আত্মা প্রদর্শন করাও। যদি আমাকে দর্শন না দাও, তবে অদ্যই আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব। হে শম্ভো, হে জগন্নাথ হে ত্রিপুরান্তক শঙ্কর! হে রুদ্র! হে মহাদেব! তুমি নিজেই নিজেকে দর্শন করাও। কিরাত এইরূপে সদাশিবকে সাক্ষেপ মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্ষুরিকা দ্বারা স্বীয় জঠর ভেদ করিয়া সত্বর বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন-পূর্ব্বক সক্রোধে কহিল,—হে শম্ভো! দর্শনদান কর, আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় গিয়াছ? এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া কিরাত স্বীয় অন্ত্র-মাংস লইয়া সেই লিঙ্গস্থানগর্ত্তে নিক্ষেপ

স্বচ্ছঞ্চ হৃদয়ং কৃত্বা সাভ্রমত্যাং নিমজ্জ্য তু।
তথৈব জলমানীয় বিল্বপত্রং ত্বরান্বিতঃ ॥ ৬৩
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি।
যদা ধ্যানস্থিতস্তত্র কিরাতঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ৬৪
প্রাদুর্ভূতস্তদা রুদ্রঃ প্রমথৈঃ পরিবারিতঃ।
কর্পূরগৌরো দ্যুতিমান্ কপর্দ্দী চন্দ্রশেখরঃ ॥৬৫
তং গৃহীত্বা করে রুদ্র উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্।
ভো ভো বীর মহাপ্রাজ্ঞ মদ্ভক্তোহসি মহামতে
বরং বৃণীষ ভো ভক্ত যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ মহাকালো মুদান্বিতঃ ॥ ৬৭
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
ততো রুদ্রং বভাষেদং ন বরং প্রার্থয়াম্যহম্ ॥৬৮
অহং দাসোহস্মি তে রুদ্র ত্বং মে স্বামী ন সংশয়ঃ।
এতৎ শ্লাঘ্যতমং লোকে দেহি জন্মনি জন্মনি ॥
ত্বং মাতা চ পিতা ত্বঞ্চ ত্বং বন্ধুশ্চ সখা চ মে।
ত্বং গুরুস্ত্বং মহামন্ত্রো মন্ত্রৈর্বেদ্যোহসি সর্ব্বদা ॥

করিল এবং নির্ম্মল হৃদয়ে সাভ্রমতীজলে নিমগ্ন হইয়া তথা হইতে জল ও বিল্বপত্র আনয়নপূর্ব্বক সত্বর শিবপূজা করিয়া ভূতলে যথারীতি দণ্ডবৎ পতিত হইল। প্রণামান্তে কিরাত যখন শিবসন্নিধানে ধ্যানস্থ হইল, তখন কর্পূরগৌর কপর্দ্দী চন্দ্রশেখর রুদ্রদেব প্রমথ-গণপরিবৃত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন।৩৮-৬৫। তিনি কিরাতকে করে তুলিয়া সান্ত্বনা দানান্তে কহিলেন,—ভো ভো মহাপ্রাজ্ঞ বীর! তুমি আমার ভক্ত; হে মহামতে! হে ভক্ত! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। রুদ্র এই কথা কহিলে, সেই মহাকালরূপী কিরাত হর্ষান্বিত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইল। অনন্তর রুদ্রকে কহিল,—আমি আপনার নিকট অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। হে রুদ্র! আমি তোমার দাস, তুমিই আমার প্রভু; এই শ্লাঘ্যতম ভাবই প্রতিজন্মে জগতে তুমি আমায় প্রদান করিও। তুমি আমার

বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে ॥ ৬৮
দামোদরস্তথা স্থূলো মধ্যে চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
দূর্ব্বাভং দ্বারসঙ্কীর্ণং পীতরেখং তথৈব চ ॥ ৬৯
নানাবর্ণো হ্যনন্তশ্চ নানাভোগেন চিহ্নিতঃ ।
অনেকমূর্ত্তিকো ভিন্নঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৭০
বিদিক্ষু দিক্ষু সর্ব্বাসু যস্যোর্দ্ধং দৃশ্যতে মুখম্ ।
পুরুষোত্তমঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥
দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামশিলোদ্ভবম্ ।
যস্য যোগেশ্বরো দেবো ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি
আরক্তঃ পদ্মনাভস্তু পঙ্কজং বক্ত্রসংযুতম্ ।
তস্যাভ্যর্চ্চনতো নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ
চক্রাঙ্কিতং হিরণ্যাঙ্গং রশ্মিজালং বিনির্দ্দিশেৎ ।
সুবর্ণরেখাবহুলং স্ফাটিকদ্যুতিশোভিতম্ ॥ ৭৪
অতিস্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ ।
পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা ॥ ৭৫
নীলা প্রযচ্ছতী লক্ষ্মীং রক্তা রোগপ্রদায়িনী ।
রুক্ষা উদ্বেগজননী বক্রা দারিদ্র্যভাগিনী ॥ ৭৬

একং সুদর্শনং জ্ঞেয়ং লক্ষ্মীনারায়ণং দ্বয়ম্ ।
তৃতীয়ঞ্চাচ্যুতং বিদ্যাচ্চতুর্থন্তু জনার্দ্দনম্ ॥ ৭৭
পঞ্চমং বাসুদেবঞ্চ ষষ্ঠং প্রদ্যুম্নমেব চ ।
সঙ্কর্ষণং সপ্তমঞ্চ অষ্টমং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭৮
নবমঞ্চ নবব্যূহং দশমন্তু দশাত্মকম্ ।
একাদশঞ্চানিরুদ্ধং দ্বাদশং দ্বাদশাত্মকম্ ॥ ৭৯
অত ঊর্দ্ধন্তু চক্রাণি দৃশ্যন্তেঽনন্তসংজ্ঞকে ।
খণ্ডিতে ত্রুটিতে ভগ্নে শালগ্রামে ন দোষভাক্
ইষ্টা চ যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ ॥
স্কন্ধে কৃত্বা তু যোঽধ্বানং বহতে শৈলনায়কম্
তস্য বশ্যং ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৮২
তত্র দানং জপঃ স্নানং বারাণস্যাঃ শতাধিকম্ ।
কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ নৈমিষে পুষ্করে তথা ॥ ৮৩
তত্র কোটিগুণং পুণ্যং বারাণস্যাং মহাফলম্ ।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ।
তৎসর্ব্বং নির্দহত্যাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ।

শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতিব্রত, বামপার্শ্বে গদাচক্র ও দক্ষিণে রেখাযুক্ত, তাহার নাম সুদর্শন। যাহা স্থূল এবং যাহার মধ্যে চক্র প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম দামোদর। যাহা দূর্ব্বাভ, সঙ্কীর্ণ-দ্বার, পীতরেখান্বিত, নানাবর্ণ ও নানা ভোগ-চিহ্নিত, তাহার নাম অনন্ত। এই অনন্ত অনেক মূর্ত্তিধারী, নানাবিধ ও সর্ব্বকাম-ফল-প্রদ। দিক্ বিদিক্ সর্ব্বত্রই উর্দ্ধে যাহার মুখ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পুরুষোত্তম। ইনি ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদ। যাহার শিখরে শালগ্রাম-শিলোৎপন্ন লিঙ্গ দৃষ্ট হয়, তিনি দেব যোগেশ্বর। যোগেশ্বরদেব ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। যাহা আরক্ত এবং মুখে পদ্ম-চিহ্নযুত, তাহার নাম পদ্মনাভ। এই পদ্ম-নাভের অর্চ্চনায় দরিদ্র ব্যক্তিও ধনাঢ্য হইয়া থাকে। এই পদ্মনাভ চক্রাঙ্কিত, হিরণ্যাঙ্গ, রশ্মিজালপ্রকাশক, সুবর্ণরেখাবহুল ও স্ফটিকদ্যুতিশালী। সাধারণতঃ অতি স্নিগ্ধা শিলা—সিদ্ধিকরী, কৃষ্ণা কীর্ত্তিদায়িনী, পাণ্ডুরা—পাপদহনী, পীতবর্ণা—পুত্রফলপ্রদা, নীল-বর্ণা—লক্ষ্মীদায়িনী, রক্তবর্ণা—রোগপ্রদা, রুক্ষা—উদ্‌বেগকরী এবং বক্রা শিলা দারিদ্র্য-দায়িনী। একচক্র সুদর্শন, দ্বিচক্র লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রিচক্র, অচ্যুত, চতুশ্চক্র জনার্দ্দন, পঞ্চচক্র বাসুদেব, ষট্‌চক্র প্রদ্যুম্ন, সপ্তচক্র সঙ্কর্ষণ, অষ্টচক্র পুরুষোত্তম, নবচক্র নবব্যূহ, দশচক্র দশাত্মক, একাদশচক্র অনিরুদ্ধ এবং দ্বাদশচক্র দ্বাদশাত্মক। ইহা অপেক্ষা অধিক চক্র অনন্ত নামক শালগ্রামেই পরিদৃশ্যমান। খণ্ডিত ত্রুটিত বা ভগ্ন শালগ্রাম অর্চ্চনায় দোষ-ভাজন হইতে হয় না। যাহার যে মূর্ত্তি ইষ্ট, সে তাহাই সযত্নে পূজা করিবে।৬৫—৮০। যিনি শালগ্রাম শিলা স্কন্ধে করিয়া পথ অতিবাহিত করেন, এই চরাচর ত্রৈলোক্য সমস্তই তাঁহার বশ্য হইয়া থাকে। যেখানে শালগ্রামশিলা, সেইখানেই হরি সন্নিহিত। তথায় দান, জপ ও স্নান বারাণসী হইতেও শতগুণ অধিক ফলপ্রদ। কুরুক্ষেত্রে, প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, ও পুষ্করে কোটিগুণ পুণ্য হয় এবং বারা-ণসীতে মহাপুণ্য হইয়া থাকে। নর ব্রহ্মহত্যাদি

নীরাজিতৌ গিরিজয়া পুত্রবত্তৌ গণাবুভৌ ॥৮৫
উবাচেদং ততো দেবী প্রহস্য গজগামিনী।
যথা ত্বং হি মহাদেব তথা চৈতৌ ন সংশয়ঃ॥
সারূপ্যেণ চ গত্যা চ হাস্যভাবৈঃ সুপূজিতৈঃ
দেব্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কিরাতো বৈশ্য এব চ ॥৮৭
সদ্যঃ পরাঙ্মুখৌ ভূত্বা শঙ্করস্য চ পশ্যতঃ।
উচতুস্ত্বরয়া যুক্তৌ গণৌ রুদ্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৮৮
উভাবপ্যনুকম্প্যৌ চ ভবতা হি ত্রিলোচন।
তবদ্বারি স্থিতৌ নিত্যং ভবাবস্তে নমো নমঃ॥
তয়োর্ভাবং স ভগবান্ বিদিত্বা প্রহসন্ ভবঃ।
উবাচ পরয়া ভক্ত্যা ভবতোরস্তু বাঞ্ছিতম্ ॥৯০
ততঃপ্রভৃতি দ্বাবেতৌ দ্বারপালৌ বভূবতুঃ।
শিবদ্বারি স্থিতৌ দেবি মধ্যাহ্নে শিবদর্শিনৌ॥
একো নন্দী মহাকালো দ্বাবেতৌ শিববল্লভৌ
যে পাপিনোঽপ্যধার্ম্মিষ্ঠা অন্ধা মূকাশ্চ পঙ্গবঃ॥
কুলহীনা দুরাত্মানঃ শ্বপচাদ্যা হি মানবাঃ।

নীত হইয়া মহাত্মা ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করিল। গিরিজা সেই দুই শিবগণকে পুত্রবৎ নীরাজিত করিলেন। অনন্তর গজগামিনী দেবী হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে মহাদেব! যেমন তুমি, তেমনই এই দুইজন; সারূপ্যে, গমনে এবং সুপূজিত হাস্যভাবে তোমার সহিত ইহাদের কোনই ভেদ নাই। কিরাত এবং বৈশ্য দেবীর সেই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উভয়েই পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইল এবং সত্বর রুদ্রসমক্ষে কহিল,—হে ত্রিলোচন! আপনি আমাদের উভয়ের প্রতিই দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিত্য আপনার দ্বারস্থ হইব, আপনাকে বার বার নমস্কার। ভগবান্ ভবদেব তাহাদের মনোভাব অবগত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, তোমাদের পরম ভক্তিগুণে তোমাদের ইষ্টসিদ্ধি হউক। হে দেবি! সেই হইতে তাহারা শিবের দ্বারপাল হইল এবং শিবের দ্বারে থাকিয়া প্রত্যহ মধ্যাহ্নে শিব দর্শন করিতে লাগিল। নন্দী এবং মহাকাল উভয়েই শিবের প্রিয়পাত্র হইল। পাপী, অধার্ম্মিক,

যাদৃশাস্তাদৃশাশ্চান্যে আরাধ্য ধবলেশ্বরম্॥ ৯৩
গতাস্তেঽপি গমিষ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সান্নিধ্যং শঙ্করস্য চ ॥ ৯৪
সাভ্রমত্যাং কৃতস্নানা ধবলেশ্বর পূজকাঃ।
তে রুদ্রলোকং গচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
অত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ।
ধর্ম্মার্থকামভোগাংশ্চ ভুক্ত্বা যান্তি হরালয়ম্ ॥৯৬
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ পিতুঃ সাংবৎসরে দিনে।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তৎফলং প্রাপ্নুয়াদ্ধ্রুবম্
স্বর্গাৎ কামদুঘা দেবি নিত্যমায়াতি সর্ব্বথা।
আগত্য তং শিবং দেবং সমভ্যর্চ্চ্য যথা তথা॥
সা গচ্ছতি সুরশ্রেষ্ঠে স্বর্গং প্রতি ন সংশয়ঃ।
তেন দুগ্ধাভিযোগেন লিঙ্গং তদ্ধবলীকৃতম্ ॥ ৯৯
ধবলেশ্বরং নাম ততঃ সঞ্জাতং ভুবি সর্ব্বদা।
জন্তবোঽত্র সদা দেবি ম্রিয়ন্তে কালনোদিতাঃ।
তে তে শিবপদং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ধবলেশ্বরমাহাত্ম্যং নামৈকপঞ্চাশদধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫১॥

অন্ধ, মূক, পঙ্গু, অকুলীন, দুরাত্মা বা শ্বপচাদি যে কোন মানবই হউক, ধবলেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাহারাও উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাভ্রমতীতে স্নানান্তে দান করিয়া ধবলেশ্বরের দর্শন এবং তাঁহার পূজা যাহারা করে, তাহারাই রুদ্রলোকে উপনীত হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। যে সকল নরশ্রেষ্ঠ এই স্থানে স্নান-দান করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ভোগ করিয়া অন্তে হরালয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে কিম্বা পিতার সম্বৎসরদিনে শ্রাদ্ধ করিলে মর্ত্ত্য ব্যক্তি যে ফল লাভ করে, এই স্থানে ধবলেশ্বরদর্শনে মানব নিশ্চিতই সেই ফল পাইয়া থাকে। এখানে স্বর্গ হইতে দেবী কামধেনু নিত্য আগমন করেন। তিনি আসিয়া এই ধবলেশ্বরের পূজা করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া যান। সেই দুগ্ধযোগে এই লিঙ্গ ধবলীকৃত হইয়াছে।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং সাভ্রমত্যাস্তটে স্থিতম্
বালাপ ইতি বিখ্যাতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥১
তপস্বিধারিতং তীর্থং বিবুধানাং সমাশ্রয়ম্।
তত্র কন্যা তপস্তেপে পরমং সুদৃঢ়ব্রতা ॥ ২
কন্যা কণ্বমুনেঃ সাধ্বী রূপেণাপ্রতিমাভুবি।
বালা বালাবতী নাম কুমারী ব্রহ্মচারিণী ॥ ৩
ব্রতশ্চচারসাবিত্র্যা নিয়মৈর্বহুভির্যুতা।
ভর্ত্তা মে ভাস্করোভূয়াদিতি নিশ্চিত্য ভামিনি ॥
সমাস্তস্য সমাক্রান্তা দশসাভ্রমতীতটে।
চরন্ত্যা নিয়মাংস্তাংস্তান্ ভক্ত্যা পরমদুশ্চরান্ ॥
তস্যাস্তু তেন ব্রতেন তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
ভক্ত্যা চ ভগবান্ প্রীতঃ পরয়া ভক্তিসম্পদা ॥
আজগামাশ্রমপদং দেবদেবো দিবাকরঃ।
আস্থায় রূপং বিপ্রর্ষেঃ প্রবিষ্টস্তু মহামনাঃ ॥ ৭
সা তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসাবরিষ্ঠং ব্রহ্মবিত্তমম্।
বানপ্রস্থবিধানেন পূজয়ামাস তং দ্বিজম্ ॥ ৮
উবাচ রবিভক্তা সা কল্যাণী তং তপোধনম্।
ভগবন্মুনিশার্দ্দূল কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো ॥ ৯
সর্ব্বং তুভ্যং যথাশক্তি দাস্যামি স্বতনুং বিনা।
সূর্য্যভক্তাস্মি তে পাণিং দাস্যামি ন কথঞ্চন॥১০
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চাপি তপোভিশ্চ তপোধন।
সূর্য্যস্তোষয়িতব্যোমে দেবস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১১
ইত্যুক্তবত্যাঃ তস্যাস্তু স্ময়ন্নিব নিরীক্ষ্য তাম্।
উবাচ নিয়মস্থাং তাং সান্ত্বয়ন্নিব ভাস্করঃ ॥ ১২
উগ্রঞ্চরসি কল্যাণি তপঃ পরমদুষ্করম্ ।
যদর্থঞ্চ সমারম্ভস্তব বালে তথৈব তৎ ॥ ১৩
তপসা লভতে সর্ব্বং সর্ব্বং তপসি তিষ্ঠতি।
দেবত্বং প্রাপ্যতে ভদ্রে তপসা মোক্ষএব চ ॥১৪

তাই ভূতলে ইহার ধবলেশ্বর নাম প্রথিত। যে সকল প্রাণী কালপ্রেরিত হইয়া এখানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাও আচন্দ্র-সূর্য্য শিবধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৬—১০০।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৫১।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সাভ্রমতীর তটে অবস্থিত বিখ্যাত বালাপ তীর্থ ভুক্তিমুক্তিদায়ক এবং উহা তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই তীর্থ তপস্বিগণের অবলম্বিত এবং বিবুধগণের আশ্রয়স্থান। কণ্ব মুনির বালাবতী-নাম্নী কুমারী ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী, অপ্রতিম-রূপশালিনী কন্যা দৃঢ়ব্রত অবলম্বনে এই স্থানে পরম তপস্যা করেন; 'ভাস্কর আমার ভর্ত্তা হউন' এইরূপ সংকল্প করিয়া বালাবতী বহুবিধ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক সৌর ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিপূর্ব্বক দুশ্চর নিয়ম সকল করিতে করিতে সাভ্রমতীর তটে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া যায়। তদীয় পরম তপস্যা, ব্রতচর্য্যা, ও উত্তম ভক্তি-সম্পদে প্রীত হইয়া ভগবান্ দিবাকরদেব সেই আশ্রমপদে আগমন করেন। মনস্বী দিবাকর কোন এক বিপ্রর্ষির রূপ গ্রহণ করিয়া সেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। ১—৭। বালাবতী সেই তপস্বিপ্রবর ব্রহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বানপ্রস্থবিধানে পূজা করিলেন। পরে সেই রবিভক্তা কল্যাণী সেই তপোধনকে বলিলেন,—হে প্রভো! হে ভগবন্, মুনিবর! আপনি কি আজ্ঞা করেন, আমি স্বীয় তনু বিনা সকলই আপনাকে যথাশক্তি দান করিব। পরন্তু আমি সূর্য্যভক্তা, তাই আপনাকে কিছুতেই আমি পাণি দান করিতে পারিব না। হে তপোধন! ব্রত, নিয়ম এবং তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর সূর্য্য দেবই আমার তোষয়িতব্য। বালাবতী এই কথা কহিলে ভাস্করদেব তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যেন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়াই তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করত কহিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি পরম দুষ্কর ঘোর তপস্যা করিতেছ। হে বালে! যাহার জন্য তোমার এই আরম্ভ, সে বিষয়ে ইহা এইরূপই বটে। তপস্যায় সকলই

ইমানি পঞ্চ সুভগে বদরাণি প্রতীচ্ছ মে।
বদা স বদরাণ্যস্যৈ পচেত্যুক্তা রবির্যযৌ ॥ ১৫
যাপৃষ্ট্বা তাঞ্চ কল্যাণীং ব্রহ্মরূপী বিহায় তাম্।
স্থিতোঽসৌ নাতিদূরেণ ইন্দ্রগ্রামে মহাযশাঃ।
স্থিত্বা জিজ্ঞাসয়া ভাবং তস্যাশ্চ ব্রাহ্মণো রবিঃ
বদরাণামুপবনং কারয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ১৭
ততঃ সা প্রযতা বালা প্রাঞ্জলির্বিগতশ্রমা।
পাকায় বদরাণাং সা পাবকং সমধিশ্রয়ৎ ॥ ১৮
অপচৎপরমা দেবি বদরাণি মহাপ্রভা।
তস্যাঃ পচন্ত্যাঃ সুমহান্ কালোঽগাচ্ছ সুরেশ্বরি
ভস্মপুঞ্জো মহান্ জাতো দিনঞ্চ ক্ষয়মব্রগাৎ।
হুতাশনেন দগ্ধস্ত মহান্ বৈ কাষ্ঠসঞ্চয়ঃ ॥ ২০
পাদৌ প্রক্ষাল্য সা পশ্চাৎপাবকে চারুদর্শনে
দদাহ বদরার্থে চ ব্রাহ্মণপ্রিয়কাময়া ॥ ২১
দগ্ধা দগ্ধা পুনঃ পাদৌ উপর্য্যাধার্য্যতে নঘে।

অথাস্যাঃ কর্ম্ম তদ্দৃষ্ট্বা প্রীতোঽদেবো দিবাকরঃ
ততঃ সন্দর্শয়ামাস কন্যায়ৈ রূপমাত্মনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তাং কন্যাং সুদৃঢ়ব্রতাম্ ॥ ২৩

সূর্য্য উবাচ।

প্রীতোঽস্মি বালে ভক্ত্যা তে তপসা ব্রতচর্য্যয়া
যস্মাদভিমতঃ কামো বালে সম্পদ্যতাং তব ॥
অস্মিংস্তীর্থে তপোযুক্তা মদ্গৃহে ত্বং
নিবৎস্যসি।
ইদঞ্চ তীর্থপ্রবরং তব নাম্না চ লক্ষিতম্ ॥ ২৫
বালাপ ইতি বিখ্যাতং সাভ্রমত্যাস্তটে স্থিতম্।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মর্ষিভিস্ততং পুরা ॥
বালাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ত্রিরাত্রমুষিতঃশুচিঃ।
রক্তাদিত্যমুখং দৃষ্ট্বা সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি ॥ ২৭
সূর্য্যলোকমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সূর্য্যবারেঽথ সংক্রান্তৌ সপ্তম্যাস্তু বিশেষতঃ
বিষুবত্যয়নে চাপি চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেঽপি চ।

আছে, তপস্যায় সকলই লাভ করা যায়। হে ভদ্রে! তপস্যায় দেবত্ব এবং তপস্যায় মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। হে সুভগে! এই পাঁচটী বদর গ্রহণ কর এবং ইহা পাক কর। এই বলিয়া রবি তাহাকে বদর পাঁচটী দান করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ব্রহ্মরূপী রবি সেই কল্যাণীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নাতিদূরে ইন্দ্রগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণবেশী রবি বালাবতীর অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সেই স্থানে বদরী-উপবন প্রস্তুত করিয়া রহিলেন। অনন্তর সংযমশালিনী বালাবতী অঞ্জলি মধ্যে পঞ্চ বদর লইয়া সোৎসাহে পাকার্থ পাবকোপরি পাত্র চড়াইয়া দিলেন এবং অতি যত্নের সহিত সেই সকল বদরপাক করিতে লাগিলেন। হে সুরেশ্বরি! পাক করিতে করিতে তাঁহার দীর্ঘকাল অতীত হইল। অগ্নিতে বিপুল কাষ্ঠরাশি দগ্ধ হইয়া গেল। তাহাতে প্রচুর ভস্মরাশি উৎপন্ন হইল। দিনাবসান ঘটিল। তখন বালাবতী ব্রাহ্মণের প্রিয়কামনায় বদর-

পাকার্থ স্বীয় পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পশ্চাৎ তাহা সৌম্যদর্শন পাবকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অগ্নির উপরে ধরিয়া পদদ্বয় পুনঃপুনঃ দগ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার সেই কর্ম্ম দেখিয়া দিবাকর দেব প্রীত হইলেন এবং সেই দৃঢ়ব্রত কন্যাকে আত্মরূপ প্রদর্শন করিয়া পরম প্রীতিভরে কহিলেন,—হে বালে! তোমার ভক্তি তপস্যা এবং ব্রতচর্য্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। অতএব তোমার অভিমত কাম সম্পন্ন হউক।১৮—২৪। এই তীর্থে তপস্বিনী হওয়ায় আমার গৃহে তুমি বাস করিবে। এই তীর্থপ্রবর তোমার নামে লক্ষিত হইবে। সাভ্রমতীর তটস্থ এই তীর্থ বালাপ নামে খ্যাতি লাভ করিবে। ব্রহ্মর্ষিগণ পূর্ব্বে এই ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থেরই স্তব করিয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিয়া তিনরাত্র শুচিভাবে বাস করিবে। এবং সূর্য্যোদয়ে রক্তাদিত্য মুখ দর্শন করিবে। এইরূপ করিলে নর সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রবিবারে, সংক্রান্তিতে, সপ্তমী তিথিতে,

স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৃনথপিতামহান্ ॥ ২৯
গুড়ধেনুংততো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো গুড়োদনম্
করবীরৈর্জবাপুষ্পৈ রক্তাদিত্যপ্রপূজনম্ ॥ ৩০
যে কুর্ব্বন্তি নরাস্তে বৈ সূর্য্যলোকে বসন্তি বৈ
রক্তাং ধেনুং নরো দদ্যাদেকৈকব ধূম্রস্করম্ ॥৩১
স যজ্ঞফলমাপ্নোতি ন নরো নিরয়ং ব্রজেৎ ।
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধো মুচ্যেতবন্ধনাৎ
তীর্থেঽস্মিন্ পিণ্ডদানেন তৃপ্তিংযান্তি পিতামহাঃ

মহাদেব উবাচ ।

তথান্যদপি মাহাত্ম্যং তীর্থস্যাস্য তপোধনে ।
শ্রূয়তাং যৎপুরাবৃত্তং ব্যাসেন কথিতং মহৎ ॥৩৩
পুরাত্র মহিষো বৃদ্ধো জরয়া জর্জ্জরীকৃতঃ ।
অশক্তো ভারমুদ্বোঢ়ুং সার্থবাহস্তমত্যজৎ ॥
স নিদাঘে জলং পাতুং জগাম চ মহানদীম্ ।
দৈবাৎ পঙ্কে নিমগ্নোঽসৌ ততো মৃত্যুবশং গতঃ
প্লবিতাস্থির্জলে পুণ্যে তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ।

বিশেষতঃ বিষুবে বা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে এই তীর্থে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃপিতামহ-দিগকে তর্পণ করিবে, পরে ব্রাহ্মণদিগকে গুড়ধেনু ও গুড়োদন দান করিবে। যে সকল নর এইরূপ কার্য্য করে, তাহারা সূর্য্য লোকে বাস করিয়া থাকে। এখানে নর একটীমাত্র ধূম্রস্কর রক্তবর্ণ ধেনু দান করিবে। এইরূপ দানে নর যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইবে এবং নিরয়ে গমন করিবে না। এই তীর্থে ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যাধি হইতে এবং বন্ধনগ্রস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থে পিণ্ড দান করিলে পিতামহগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মহাদেব কহিলেন,—হে তপোধনে ! এই তীর্থের অপর মহাত্ম্যও আছে। এ সম্বন্ধে ব্যাসকথিত মহাপুরাবৃত্ত শ্রবণ কর। পুরাকালে এই স্থানে একটা জরাজর্জ্জরীকৃত বৃদ্ধ মহিষ ভারবহনে অক্ষম হওয়ায় সার্থবাহ তাহাকে পরিত্যাগ করে। নিদাঘে পিপা-সার্ত্ত হইয়া মহিষ জল পান করিবার জন্য মহানদীতে যায়, দৈবাৎ তথায় পঙ্কমগ্ন হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। তীর্থের পুণ্যজলে

কান্যকুব্জেশ্বরসুতো রাজা জাতিস্মরোঽভবৎ
সংস্মৃত্য চ স্ববৃত্তান্তং প্রভাবং তীর্থজং মহৎ ।
আগত্য তজ্জলে স্নাত্বা দদৌ দানান্যনেকশঃ ॥
স তত্র স্থাপয়ামাস দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।
অত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য মহিষেশ্বরম্ ॥৩৮
রক্তাদিত্যমুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
সাভ্রমত্যুদকং যত্র পূর্ব্বতঃ পশ্চিমং ব্রজেৎ ॥৩৯
প্রয়াগাদপি তৎপুণ্যং সর্ব্বকামপ্রদ ॥ ৪০

দত্তং দ্বিজেন্দ্রেষু হুতং যদগ্নৌ
শ্রাদ্ধং কৃতং জাপ্যমিহাক্ষয়ং স্যাৎ ॥ ৪০
গোভূতিলাঃ কাঞ্চনবস্ত্রধান্যং
শয্যাসনং বাহনছত্রদানম্ ॥ ৪১

যং যং বাঞ্ছয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ
শ্রীমহেশপ্রসাদাচ্চ তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ।
বালাপেন্দ্রমিদং তীর্থং পুণ্যং পাপহরং সদা ॥৪২
যং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে বীতরাগাঃ সদৈব তু ।
যত্র মাহিষনামেতি শ্বেতাখ্যং পুণ্যদং মহৎ ॥৫৩

তাহার অস্থি প্লাবিত হইয়াছিল। তাই তীর্থ প্রভাবে ঐ মহিষ কান্যকুব্জাধিপতির জাতিস্মর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। রাজপুত্র আত্ম-বৃত্তান্ত এবং তীর্থের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তীর্থজলে স্নানান্তে বহু দ্রব্য দান এবং তথায় দেবদেব মহেশ্বরকে স্থাপন করিলেন। নর উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া মহিষেশ্বরের অর্চ্চনা ও রক্তাদিত্যের মুখ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। সাভ্রমতীর জল যথায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে গিয়াছে, ঐ স্থান প্রয়াগ হইতেও মহাপবিত্র এবং উহা সর্ব্বকামপ্রদ। এই স্থানে দ্বিজেন্দ্রগণে দান, অগ্নিতে হোম এবং শ্রাদ্ধ জপ যাহা কিছু করা হয়, এবং গো, ভূ, তিল, স্বর্ণ, বস্ত্র, ধান্য, শয্যা আসন, বাহন, ছত্র, যে কিছু বস্তু দেওয়া যায়, সম-স্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। মানব যাহা যাহা কামনা করে, শ্রীমহেশের প্রসাদে এবং এই তীর্থের মাহাত্ম্যে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পবিত্র বালাপেন্দ্রতীর্থ নিত্য

যত্র স্নাত্বা তু দেবেশি পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
গোদাবর্য্যাং কৃতে স্নানে যৎফলং লভতে নরঃ
তৎফলং লভতে দেবি অত্র তীর্থে ন সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বালাপেন্দ্রতীর্থ-
বিবরণং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ॥ ১৫২॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
অন্যত্তীর্থং প্রবক্ষ্যামি দুর্দ্ধর্ষেশ্বরমুত্তমম্।
যস্য স্মরণমাত্রেণ পাপোঽপি পুণ্যবান্ ভবেৎ
বৃত্তে দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যে চ নিধনং গতে।
দুর্দ্ধর্ষশ্চ ব্রতং কৃত্বা যত্র ভার্গবনন্দনঃ॥ ২
সমারাধ্য মহাদেবং দুর্দ্ধর্ষং লোককারণম্।
মৃতসঞ্জীবনীমাপ যত্র বিদ্যাং হি ত্র্যম্বকাৎ।
দৈত্যার্থমুশনস্তীর্থং বিখ্যাতং জগতীতলে।
কাব্যতীর্থে কৃতস্নানঃ পূজ্য দেবং মহেশ্বরম্॥৪
দুর্দ্ধর্ষেশ্বরসংজ্ঞং বৈ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অত্র বৃত্তস্ত শ্রোতব্যং ত্বয়া চ নগনন্দিনি॥ ৫
পুরা যদাভবদ্‌যুদ্ধং বৃত্রবাসবয়োরিহ।
তদাসুরৈর্জ্জিতা দেবা মঘবান্ বৈ সুরেশ্বরঃ।
কিং কর্ত্তব্যমিতি ধ্যাত্বা গতোঽসৌ তং গুরুং
প্রতি॥ ৬

ইন্দ্র উবাচ।
অস্মাকং ত্বং গুরুঃ সাক্ষাদ্দেবানাং পালকঃ সদা
ঋষীণাং ত্বং বরঃ শ্রীমান্ কৃপাং কুরু দয়ানিধে
বৃত্রেণ নির্জ্জিতোঽহঞ্চ ক গচ্ছামি চ সুব্রত॥ ৮
বৃহস্পতিরুবাচ।
শৃণু দেবেন্দ্র বক্ষ্যামি যেন ত্বং হি সদা সুখী।
মম বাক্যং কুরুষ্বৈব যদীচ্ছেঃ শুভমাত্মনঃ॥ ৯
সাভ্রমত্যাং তদা গচ্ছ তত্র গত্বা সুখী ভব।
দুর্দ্ধরাখ্যো যত্র দেবো নিত্যং তিষ্ঠতি ভূতিদঃ॥
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ সত্যং সত্যং সুরেশ্বর

পাপহর। ইহা দর্শনে মুনিগণ বীতরাগ হইয়া থাকেন। যেখানে মহিলাখ্য ও শ্বেতাখ্য নামে পুণ্য মহাতীর্থ বিরাজমান, হে দেবেশি! তথায় স্নান করিলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। গোদাবরীতে স্নানাচরণে নর যে ফল লাভ করে, হে দেবি! এই তীর্থে সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।২৫ ৪৫।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫২।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—দুর্দ্ধর্ষেশ্বর নামক অন্য তীর্থের বিবরণ বলিতেছি, ইহার স্মরণ মাত্রে পাপী ব্যক্তিও পুণ্যবান্ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে দৈত্যগণ। নিধন প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, ভৃগুনন্দন দুর্দ্ধর্ষ ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক লোককারণ দুর্দ্ধর্ষ মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দৈত্যগণের নিমিত্ত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন। সেই হইতে জগতীতলে শুক্রতীর্থ বিখ্যাত হইয়াছিল। এই শুক্রতীর্থে কৃতস্নান ব্যক্তি দুর্দ্ধর্ষেশ্বর নামক মহেশ্বর দেবের পূজা করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে নগনন্দিনি! এ বিষয়ে এক পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর। পুরাকালে বৃত্র ও বাসবের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন দেবগণ অসুরগণ কর্তৃক নির্জ্জিত হইলে, সুরপতি ইন্দ্র কর্ত্তব্য কি, তাহা চিন্তা করিয়া বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন,—হে দয়ানিধে! আপনি আমাদের সাক্ষাৎ গুরু এবং দেবগণের নিত্য পালক, ঋষিগণের মধ্যেও আপনি সর্ব্বপ্রধান; অতএব মৎপ্রতি কৃপা করুন। হে সুব্রত! বৃত্র কর্তৃক নির্জ্জিত হইয়া এক্ষণে আমি কোথায় যাইব? বৃহস্পতি কহিলেন,—হে দেবেন্দ্র! শ্রবণ কর, যাহাতে নিত্য সুখী হইতে পারিবে, তাহা বলিতেছি।যদি তুমি আত্মসুখ চাও, তবে আমার বাক্য পালন কর। ১—৯। তুমি সাভ্রমতীতে যাও, সেখানে গিয়া সুখী হইতে পারিবে। ঐ

গুরোর্বচনমাকর্ণ্য স গতস্তাং নদীং প্রতি ॥ ১১
তত্র স্নাত্বা তু দেবেশো মহেশং তমপূজয়ৎ।
স্নানাচ্চ পূজনাদেব সন্তুষ্টঃ শ্রীমহেশ্বরঃ ॥ ১২
মহাদেব উবাচ।
যং যং প্রার্থয়সে নিত্যং তৎসর্ব্বং হি দদাম্যহম্।
শ্রুত্বা বাক্যন্তু দেবেশো হ্যবাচ পরমং বচঃ ॥১৩
ইন্দ্র উবাচ।
ত্বং নাথঃ সর্ব্বলোকানাং ত্বমেব কারণং পরম্।
ত্বং হি বিশ্বেশ্বরো দেবো সর্ব্বদা লক্ষ্যসে ময়া ॥
যদি ত্বং মে প্রসন্নোঽসি বিশ্বেশ্বর সুরেশ্বর।
বৃত্রং হন মহাদেব এষ কামো মহান্মম ॥ ১৫
মহাদেব উবাচ।
তব বাক্যাত্তু দেবেশ বৃত্রোঽসৌ নিহতো ময়া।
ময়া যদ্দীয়তে শস্ত্রং তদ্গৃহ্নীষ সুরেশ্বর ॥ ১৬
তেনৈব চাস্ত্রযোগেন হনিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

ইন্দ্র উবাচ।
কিমস্ত্রং বদ বিশ্বেশ যেন বৃত্রং হি হন্ম্যহম্।
বজ্রাদপ্যধিকং কিং তন্নির্ম্মিতন্তু ত্বয়া কদা ॥ ১৮
মহাদেব উবাচ।
ইদং পাশুপতং হ্যস্ত্রং নির্ম্মিতন্তু ময়া পুরা।
ন দত্তং কস্যচিচ্ছক্র তবার্থে রক্ষিতং ময়া ॥ ১৯
অত্র স্নাতং ত্বয়া দেব পূজনং বৈ ত্বয়া কৃতম্।
অতস্ত্বং গৃহ্ণ মে শস্ত্রং যেন বৃত্রং হনিষ্যসি ॥ ২০
শ্রীমহেশপ্রসাদাচ্চ প্রাপ্তং মঘবতা ততঃ।
তেন পাশুপতাস্ত্রেণ হতো বৃত্রো মহাবলঃ ॥ ২১
তৎসর্ব্বমত্র সঞ্জাতং দুর্দ্ধর্ষেশপ্রসাদতঃ।
স্নানমাত্রাত্তু দেবেশি পূজনাদেব সাম্প্রতম্ ॥২২
তীর্থপ্রভাবাৎ সম্প্রাপ্তং সত্যং সত্যং বরাননে
এবং জ্ঞাত্বা তু দেবেশি তত্র বৈ স্নানমাচরেৎ।
দর্শনন্তু মহেশস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দুর্দ্ধর্ষেশ্বরমাহাত্ম্যং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

স্থানে দুর্দ্ধরাখ্য ভূতিপ্রদ দেব নিত্য বিরাজমান। হে সুরবর! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, তিনি বাঞ্ছিত সমস্ত কাম্যই প্রদান করিয়া থাকেন। ইন্দ্র গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাভ্রমতী নদীতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি মহেশ দেবকে পূজা করিলেন। তথায় স্নান-পূজন করায় শ্রীমহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন,—তুমি যে যে প্রার্থনা করিবে, আমি নিত্য তাহা প্রদান করিব। দেবেশ সেই পরম বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর বিশ্বেশ্বর! আপনি সর্ব্বলোকের নাথ, এবং আপনিই সকলের পরম কারণ। আমি সর্ব্বদাই বিশ্বেশ্বর দেব—আপনাকে দর্শন করিয়া থাকি। যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে বৃত্রাসুরকে বধ করুন। হে মহাদেব! ইহাই আমার প্রধান মনোরথ। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবেশ! তোমার কথায় আমি ঐ বৃত্রের বধোপায় করিয়া দিতেছি। আমি যে অস্ত্র দান করিতেছি, সেই অস্ত্রযোগে তুমি সত্বর তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। ইন্দ্র কহিলেন,—হে বিশ্বেশ! বলুন সে কি অস্ত্র, যাহা দ্বারা আমি বৃত্রকে নিহত করিব? উহা কি বজ্রাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কবে আপনি উহা নির্ম্মাণ করিলেন? মহাদেব কহিলেন,—এই পাশুপতাস্ত্র, পূর্ব্বে আমি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছি।—হে ইন্দ্র! এই অস্ত্র পূর্ব্বে কাহাকেও দান করি নাই, কেবল তোমারই জন্য রাখিয়া ছি। এই স্থানে তুমি স্নান ও পূজা করিয়াছ, অতএব আমার এই শস্ত্র তুমিই গ্রহণ কর, ইহা দ্বারাই বৃত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে। অনন্তর ইন্দ্র শ্রীমহেশপ্রসাদে পাশুপতাস্ত্র লাভ করিলেন। সেই অস্ত্রে মহাবল বৃত্র নিহত হইল। হে বরাননে! এইরূপে দুর্দ্ধর্ষেশ্বরের প্রসাদেই ইন্দ্রের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। এই তীর্থে স্নান ও পূজা মাত্র তীর্থপ্রভাবে ইন্দ্র পাশুপতাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইহা ধ্রুব সত্য। হে

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
সাভ্রমত্যাস্তটে গুপ্তং তীর্থং পরমপাবনম্‌।
খড়্গধারেমিতি খ্যাতং কলৌ গুপ্তং ভবিষ্যতি॥
যত্র প্রসঙ্গতঃ স্নাত্বা পীত্বা বাপো যদৃচ্ছয়া।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ২
যত্র সাভ্রমতী পুণ্যা কশ্যপানুগতা সতী।
রুদ্রেণ হি জটাজূটে ধৃতা পাতালগামিনঃ॥ ৩
খড়্গধারেতি বৈ নাম্না রুদ্রস্তত্রৈব সংস্থিতঃ।
তত্র স্নাত্বা দিবং যাতাঃ পাপিনোঽপি সুরেশ্বরি
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌।
কিরাতেন কৃতং যচ্চ ব্রতং পরমদুষ্করম্‌॥ ৫

পার্ব্বত্যুবাচ।
কিং নাম বৈ কিরাতোঽভূৎ কিং তেন ব্রতমাহিতম্‌।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যথাতথ্যেন কথ্যতাম্‌॥
ন হ্যন্যো বিদ্যতে লোকে ত্বাং বিনা বদতাংবরঃ
তস্মাৎ কথয় ভো দেব সর্ব্বং শুশ্রূষবে হিতম্‌॥৭

মহাদেব উবাচ।
আসীৎপুরা মহারৌদ্রশ্চণ্ডো নাম দুরাত্মবান্‌।
ক্রূরঃ শঠো নৈষ্কৃতিকো ভূতানাঞ্চ ভয়াবহঃ॥ ৮
জালেন মৎস্যান্‌ দুষ্টাত্মা ঘাতয়ত্যনিশং ততঃ
ভল্লৈর্ম্মৃগান্‌ শ্বাপদাংশ্চ কৃষ্ণসারান্‌ সশল্লকান্‌॥৯
খগান্নানাবিধাংশ্চৈব বিদ্ধা কাংশ্চিৎপ্রপাতয়েৎ
পক্ষিণো ঘাতয়ন্‌ ক্রুদ্ধো বর্হিণশ্চ বিশেষতঃ॥১০
লুব্ধকো হি মহাপাপো দুষ্টো দুষ্টজনপ্রিয়ঃ।
ভার্য্যা তথাবিধা তস্য পুংশ্চলী চ মহাময়া॥ ১১
এবং বিহরতস্তস্য বহুকালো ব্যবর্ত্তত।
একদা নিশি পাপীয়ান্‌ শ্রীবৃক্ষোপরি সংস্থিতঃ॥
কোলং হন্তুং ধনুষ্পাণিঃ শরং সংযোজ্য কার্ম্মুকে।

দেবেশি! ইহা জানিয়া সকলেই এই তীর্থে স্নান করিবে। এস্থানে মহেশদর্শনে সর্ব্ব পাপ প্রশমিত হইয়া থাকে। ১০—২৪।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়। ১৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সাভ্রমতীর তটে খড়্গধার নামে এক পরম পাবন গুপ্ততীর্থ আছে। কলিকালে উহা গুপ্ত থাকিবে। ঐ তীর্থে প্রসঙ্গক্রমে স্নান এবং যদৃচ্ছাক্রমে জল পান করিয়াও নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। যথায় কশ্যপানুগতা পবিত্রা সাভ্রমতী পাতাল-গমনে উদ্যত হইলে, রুদ্র তাহাকে জটাজূটে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রুদ্র খড়্গ-ধার নামে অবস্থিত। হে সুরেশ্বরি! তথায় স্নান করিয়া পাপিগণও স্বর্গে গমন করে। পূর্ব্বে এক কিরাত যে পরম দুষ্কর ব্রত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধীয় এক পুরাতন ইতিহাস এ বিষয়ে উদাহৃত হইয়া থাকে। পার্ব্বতী কহিলেন,—কে সেই কিরাত? তাহার নাম কি? সে কোন্‌ ব্রত করিয়াছিল? তৎসমস্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথাযথ বলুন। আপনি ব্যতীত জগতে অন্য বদ-তাংবর কেহই নাই। ভো দেব! সে নিমিত্ত তৎ সমস্তই কীর্ত্তন করুন। মহাদেব কহি-লেন,—পুরাকালে চণ্ড নামে এক দুরাত্মা ব্যাধ ছিল। সে মহারৌদ্র, ক্রূর, শঠ, নৈষ্কৃতিক, ও ভূতগণের ভয়াবহ। ঐ দুষ্টাত্মা ব্যাধ নিয়ত জাল দ্বারা বন্ধন করিয়া মৎস্যকুল বিনাশ করিত এবং ভল্ল দ্বারা মৃগ, শ্বাপদ, কৃষ্ণসার, শল্লক ও নানাবিধ পক্ষীকে বিদ্ধ করিয়া পাতিত করিত। ঐ ব্যাধ ক্রুদ্ধ হইয়া ময়ূরকুলকেই বিশেষরূপে বিনাশ করিত। এই ভাবে উক্ত ব্যাধ মহাপাপে লিপ্ত থাকিত, সে দুষ্ট এবং দুষ্ট জনেরই প্রিয় ছিল। তাহার ভার্য্যা ব্যভি-চারিণী এবং ব্যাধেরই অনুরূপ প্রকৃতি-শালিনী।১-১১। এই অবস্থায় ব্যাধের বহুকাল অতীত হইল। একদা রাত্রিযোগে পাপিষ্ঠ ব্যাধ ধনুকে শর যোজনা করিয়া শূকর হন-

এবং নিশাগতা তস্য জাগ্রতোনিমিষস্য হি।
মাঘমাসে সিতায়াং বৈ চতুর্দ্দশ্যাং নগাত্মজে ॥১৩
শ্রীবৃক্ষপত্রাণি বহূনি তত্র
সংছেদয়ামাস ক্রুধান্বিতোঽপি।
শ্রীবৃক্ষমূলে পরিবর্ত্তমানঃ
লিঙ্গকতস্যোপরি তানি পেতুঃ ॥ ১৪
শ্রীবৃক্ষপর্ণানি চ দৈবযোগাৎ
জাতঞ্চ সর্ব্বং শিবপূজনং তৎ ॥ ১৫
গণ্ডূষকারিণা তেন স্নপনঞ্চ মহৎকৃতম্।
অজ্ঞানিনা চ তেনৈব পুক্কসেন দুরাত্মনা ॥ ১৬
মাঘমাসে সিতেপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং বিধূদয়ে।
পুক্কসো হি দুরাচারো নিষ্পন্নো গতকল্মষঃ ॥১৭
তস্য ভার্য্যা প্রচণ্ডা চ আগতা তস্য সন্নিধৌ।
নিরাশা চ নিরাহারা যত্রাসৌ পুক্কসঃ স্থিতঃ ॥ ১৮
ন প্রাপ্তঃ শূকরস্তেন মৃগোঽপি মহিষোঽপি বা
অশনার্থঞ্চ তস্যৈব অন্নমাদায় ভামিনী ॥ ১৯
তেন দৃষ্টা প্রচণ্ডা সা আয়ান্তী ক্রূরলোচনা।
সা তস্য ভার্য্যা নদ্যাং বৈ জলমধ্যে পপাত হ॥
তাবত্তয়োক্তশ্চণ্ডাত্মা এহি শীঘ্রঞ্চ ভক্ষয়।
সমানীতং ত্বদর্থঞ্চ মৎস্যমাংসং ময়াধুনা ২১
কৃতং কিং মূঢ়পূর্ব্বেদ্যুর্মাংসং পার্শ্বে ন দৃশ্যতে।
নাশিতঞ্চ ত্বয়া মূঢ় কুটুম্বং লক্ষ্যতে তব ॥ ২২
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং চণ্ডায়াশ্চণ্ডরূপবান্।
শিবরাত্র্যুপবাসেন রাত্রৌ জাগরণেন চ ॥ ২৩
শুদ্ধান্তঃকরণোজাতঃ স্নাতুং নদ্যাং শুচিব্রতঃ
যাবৎ স্নাতি স দুষ্টাত্মা তাবৎ শ্বা তত্র চাগতঃ
শুনা তদাভক্ষিতঞ্চ সর্ব্বং মাংসং সুরেশ্বরি।
চণ্ডা প্রকুপিতা তঞ্চ শ্বানং হন্তুমুপস্থিতা ॥ ২৫
নিবারিতা হি চণ্ডেন চণ্ডা প্রকুপিতা তদা ॥
ন হন্তব্যস্ত্বয়া চৈষ কিমনেনাশুভং কৃতম্ ॥ ২৬
তয়োক্তং ভক্ষিতঞ্চান্নমনেনৈব দুরাত্মনা।
কিং ত্বং ভক্ষয়িতা মূঢ় ভবিতাদ্য বুভুক্ষিতঃ ॥২৭

নার্থ এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিল। এই অবস্থায় অনিমিষ নেত্রে রাত্রিজাগরণে সমস্ত নিশা অতিবাহিত হইল। হে নগ-নন্দিনি! ঐ দিন মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। ব্যাধ ক্রুদ্ধ হইয়া বিল্ব বৃক্ষের বহু পত্র ছেদন করিল। বিল্ব বৃক্ষের মূলে এক লিঙ্গ ছিল। ঐ সকল ছিন্ন পত্র তাহার উপর পতিত হইল। হে দেবেশি! দৈবযোগে ঐ সকল পত্র-পতনেই শিবপূজা সম্পন্ন হইল। জ্ঞান-হীন দুরাত্মা পুক্কস যে গণ্ডূষ ত্যাগ করিল, তাহাতেই শিবের মহতী স্নানক্রিয়া হইল। মাঘ মাসের অসিত চতুর্দ্দশীতে বিধূদয়ে উক্ত কার্য্যের ফলে দুরাচার পুক্কস নিষ্পাপ হইয়া গেল। তৎকালে পুক্কস যথায় অব-স্থান করিতেছিল, তাহার প্রচণ্ডা ভার্য্যা অনাহারে নিরাশমনে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শূকর, মৃগ বা মহিষ কোন জীবই ব্যাধ প্রাপ্ত হয় নাই। সে দেখিল, ক্রূরনেত্রা ভার্য্যা প্রচণ্ডা তাহার ভোজনের নিমিত্ত অন্ন লইয়া আসিতেছে। প্রচণ্ডা অন্ন আনিয়া নদীজলমধ্যে নিপতিত হইল এবং চণ্ডাত্মা ব্যাধকে ডাকিয়া বলিল,—তুমি শীঘ্র আসিয়া অন্ন ভক্ষণ কর। আমি তোমার জন্য এক্ষণে মৎস্য মাংস আনয়ন করিয়াছি? হে মূঢ়! পূর্ব্ব দিবস তুমি কি করিয়াছ, তোমার পার্শ্বে মাংস দেখিতেছি না কেন? মূঢ়! কুটুম্ববর্গ তোমারই কার্য্যে নষ্ট হইয়া উপবাসী থাকিবে। চণ্ডরূপী ব্যাধ কান্তার এই উক্তি শ্রবণ করিল। শিবরাত্রি-উপবাস ও রাত্রিজাগরণ হেতু তাহার অন্তঃ-করণ শুদ্ধ হইয়াছিল। সে পবিত্র ব্রত ধারণ করিয়া স্নানার্থ নদীতে গমন করিল। দুষ্টাত্মা ব্যাধ যতক্ষণ স্নান করিতেছিল, তৎকাল মধ্যে এক কুক্কুর নদীতীরে আসিল এবং ব্যাধের জন্য রক্ষিত সমস্ত মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। হে সুরেশি! তখন চণ্ডা প্রকুপিত হইয়া কুক্কুরকে হনন করিতে উদ্যত হইলে, চণ্ড প্রকুপিত চণ্ডাকে নিবা-রিত করিয়া কহিল, কুক্কুরকে হনন করিও না, এ তোমার কোন্ অশুভাচরণ করিয়াছে! চণ্ডা কহিল, এই দুরাত্মা অন্ন ভক্ষণ করি-য়াছে। মূঢ়, তুমি বুভুক্ষিত আছ, কি

পুক্কস উবাচ।
যচ্ছুনা ভক্ষিতশ্চান্নং তেনাহং পরিতোষিতঃ।
কিমনেন শরীরেণ নশ্বরেণ গতায়ুষা॥ ২৮
যে পুষ্যন্তি শরীরং বৈ সর্ব্বভাবেন ভামিনি।
মূঢ়াস্তে পাপিনো জ্ঞেয়া লোকদ্বয়বহিষ্কৃতাঃ॥২৯
তস্মান্মানং পরিত্যজ্য কামঞ্চাপি দুরাত্মতাম্।
স্বস্থা ভব বিমর্শেন তত্ত্ববুদ্ধ্যাস্থিরা ভব॥ ৩০
অহমেতচ্ছরীরং বৈ খড়্গধারব্রতেন চ।
ত্যক্ষ্যাম্যদ্য বরারোহে কিঞ্চিৎ জীবনেন মে
ইত্যুক্ত্বা খড়্গমারুহ্য যাবদ্ভিনত্তি কং স্বকম্।
আগতাশ্চ গণাস্তাবদ্বহবঃ শিবনোদিতাঃ॥ ৩২
বিমানানি বহূন্যত্র আগতানি তদন্তিকে।
দৃষ্ট্বা স চৈব তান্যেবং বিমানানি গণাংস্তথা॥৩৩
উবাচ পরয়া ভক্ত্যা পুক্কসোঽপি চ তান্ প্রতি।
কস্মাৎ সমাগতাযূয়ং সর্ব্বে রুদ্রাক্ষধারিণঃ।
সর্ব্বে স্ফটিকসঙ্কাশাঃ সর্ব্বে চন্দ্রার্দ্ধশেখরাঃ॥ ৩৪

কপর্দ্দিনশ্চর্ম্মপরীতবাসসো
ভুজঙ্গভোগৈঃ কৃতহারভূষণাঃ।
শ্রিয়ান্বিতা রুদ্রসমানবীর্য্যা
যথাতথংভো বদতোচিতং মম॥ ৩৫
পুক্কসেন তদা পৃষ্টা উচুস্তে রুদ্রপার্ষদাঃ॥ ৩৬
গণা উচুঃ।
প্রেষিতাঃ স্মো বয়ং চণ্ড শিবেন পরমেষ্ঠিনা।
আগচ্ছ ত্বরিতো ভূত্বা সস্ত্রীকো যানমারুহ॥৩৭
লিঙ্গার্চ্চনং কৃতং যচ্চ ত্বয়া রাত্রৌ শিবস্য চ।
তেন কর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্
তথোক্তো বীরভদ্রেণ উবাচ প্রহসন্নিব।
কিং ময়া সুকৃতঞ্চীর্ণং পাপিনা পুক্কসেন হি॥ ৩৯
মৃগয়ারসিকেনৈব মূঢ়েন চ দুরাত্মনা।
পাপাচারো হ্যহং নিত্যং কথং স্বর্গে বসাম্যহম্॥
কথং লিঙ্গার্চ্চনঞ্চাদ্য কৃতমস্তি তদুচ্যতাম্।
পরং কৌতুকমাপন্নঃ পৃচ্ছামি কৃপয়া বদ॥ ৪১

খাইয়া থাকিবে? ব্যাধ কহিল, ঐ কুক্কুর অন্ন ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাতেই আমি তৃপ্ত হইয়াছি। এই বিগতায়ু নশ্বর দেহ দ্বারা কি হইবে? হে ভামিনি! যাহারা সর্ব্ব প্রকারে নিজ দেহেরই পোষণ করে, জানিবে তাহারাই মূঢ়, পাপিষ্ঠ ও লোকদ্বয়বহিষ্কৃত। অতএব মান, কাম এবং দুরাত্মতা পরিহার করিয়া ভাব বিচারপূর্ব্বক সুস্থ হও এবং তত্ত্ববুদ্ধিবলে স্থির হইয়া থাক। হে বরারোহে! আমার এই দেহ আমি খড়্গধার ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিব। দীর্ঘকাল জীবন ধারণে কি ফল হইবে? ব্যাধ এই কথা কহিয়া খড়্গ ধারণপূর্ব্বক যেই মাত্র স্বীয় কণ্ঠ ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি শিবপ্রেরিত বহু প্রমথ আগমন করিল—এবং বহু বিমান আসিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইল। ব্যাধ সেই সকল বিমান এবং প্রমথবৃন্দকে দেখিয়া পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাদের প্রতি কহিল, রুদ্রাক্ষধারী তোমরা সকলে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তোমরা সকলেই স্ফটিকনিভ এবং সকলেই অর্দ্ধেন্দুশেখর, কপর্দ্দী, চর্ম্মপরিহিত, ভুজগ-ভোগে কৃতহারভূষণ,—শ্রীসম্পন্ন ও রুদ্রসমানবীর্য্য। আপনারা আমাকে কি বলিবেন, বলুন। পুক্কস ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, রুদ্রপার্ষদগণ কহিলেন,—হে চণ্ড! পরমেষ্ঠী শিব আমাদিগকে তোমার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি সত্বর সস্ত্রীক আগমন কর এবং এই যানোপরি আরোহণ কর। তুমি গত রাত্রে যে শিবলিঙ্গার্চ্চন করিয়াছ, সেই কর্ম্মফলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ।১২—৩৯। বীরভদ্র এই কথা কহিলে, ব্যাধ যেন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল,—আমি পাপী পুক্কস মাত্র, আমা দ্বারা এমন কি সুকৃত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমি মৃগয়ারসিক দুরাত্মা মূঢ় মানব, নিত্য আমি পাপাচরণ করিয়াছি, কিরূপে আমার স্বর্গবাস হইবে? অদ্য আমা দ্বারা কিরূপে লিঙ্গার্চ্চন করা হইল, তাহা আপনারা বলুন। আমি পরম কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট উহা ব্যক্ত

বীরভদ্র উবাচ।
দেবদেবো মহাদেবো যো গঙ্গাধরসংজ্ঞকঃ।
পরিতুষ্টোঽদ্য তে চণ্ড সভার্য্যস্য উমাপতিঃ॥
প্রাসঙ্গিকং ত্বয়াচাদ্য কৃতমর্চ্চনমেব চ।
কোলং নিরীক্ষমাণেন বিল্বপত্রাণি চৈব হি॥ ৫৩
ছেদিতানি ত্বয়া চণ্ড পতিতানি তদৈব হি।
লিঙ্গস্থ মস্তকে তানি তেন ত্বং সুকৃতী প্রভো॥
তথৈবং জাগরো জাতো মহাবৃক্ষোপরি ধ্রুবম্
তেনৈব জাগরেণৈব তুতোষ জগদীশ্বরঃ॥ ৪৫
ছলেনৈব মহাভাগ কোলসন্দর্শনেন হি।
শিবরাত্রি দিনংব্যাধ প্রসঙ্গেনাপ্যুপোষিতম্॥
তেনোপবাসেন চ জাগরেণ
তুষ্টোঽসৌ দেববরো মহাত্মা।
তব প্রসাদায় মহানুভাবো
দদাতি সর্ব্বান্ বরদো বরাংশ্চ॥ ৪৭
এবমুক্তস্তদা তেন বীরভদ্রেণ ধীমতা।
পুক্কসোঽপি বিমানাগ্র্যমারুরোহ চ পশ্যতাম্।
গণানাং দেবতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামপি।
তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্য্যাণ্যনেকশঃ॥ ৪৯
বীণাবেণুমৃদঙ্গানি লাস্যনাট্যযুতানি চ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়োননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৫০
চামরৈর্বীজ্যমানো হি ছত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
মহোৎসবেন মহতা হ্যানীতঃ শিবসন্নিধৌ॥৫১
পুক্কসোঽপি তদা প্রাপ্তস্তীর্থস্নানশিবার্চ্চনাৎ
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা শিবায় পরমাত্মনে॥ ৫২
পুষ্পাদিকং ফলং গন্ধং তাম্বুলাক্ষতমেব চ।
যে প্রযচ্ছন্তি লোকেঽস্মিংস্তে রুদ্রা নাত্র সংশয়
মহাদেব উবাচ।
তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং খড়্গধারেতি বিশ্রুতম্।
এতত্তীর্থং কলৌ গুপ্তং ভবিষ্যতি সুরেশ্বরি॥৫৪
মাঘমাসেঽথ বৈশাখে কার্ত্তিক্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
স্নানং যে চ প্রকুর্ব্বন্তি মুক্তাস্তে নগনন্দিনি॥ ৫
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
স্নানার্থে বৈ সমায়ান্তি দেবং দ্রষ্টুং পিনাকিনম্॥

করুন। বীরভদ্র কহিলেন,—যিনি গঙ্গাধর, দেবদেব মহাদেব, তিনি অদ্য সস্ত্রীক—তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। তুমি অদ্য প্রসঙ্গক্রমে শিবার্চ্চন করিয়াছ। শূকর-বধার্থ বিল্ববৃক্ষে উঠিয়াছিলে, সে স্থান হইতে শূকরদর্শনার্থ বৃক্ষের পত্র সকল ছেদন করিয়াছ। সেই সকল ছিন্ন পত্র তন্নিম্নস্থ শিব-লিঙ্গোপরি পতিত হইয়াছে, ইহাতে প্রভো, তুমি ভক্তি-সুকৃতিশালী হইয়াছ। উক্ত মহাবৃক্ষোপরি তোমার রাত্রি-জাগরণ হইয়াছিল। সেই জাগরণে জগদীশ্বর তুষ্ট হইয়াছেন। হে মহাভাগ, ব্যাধ! শূকর দর্শনচ্ছলে প্রসঙ্গক্রমে তোমার শিবরাত্রিদিনের উপবাস করা হইয়াছে। সেই উপবাসে এবং জাগরণে মহাত্মা দেবদেব তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তোমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ মহানুভব বরদাতা ভবদেব তোমাকে সমস্ত বরই প্রদান করিয়াছেন। ধীমান্ বীরভদ্র এই কথা কহিলে, পুক্কসও তখন দেব, প্রথম ও সর্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে শ্রেষ্ঠ বিমানেআরোহণ করিল। তখন লাস্য নাট্য সহকারে ভেরী, তূরী, দুন্দুভি ও বীণা বেণু মৃদঙ্গাদিধ্বনি হইতে লাগিল, শ্রেষ্ঠ অপ্সরোগণ নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিল। ব্যাধের মস্তকে বিবিধ ছত্র ধৃত হইল, সে চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া মহা মহোৎসব সহকারে শিবসন্নিধানে নীত হইল। তীর্থ-স্নান ও শিবার্চ্চনার ফলে পুক্কসও যখন শৈবধাম প্রাপ্ত হইল, তখন যাহারা শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে পরমাত্মা শিব দেবকে পুষ্প, ফল, গন্ধ, তাম্বুল ও অক্ষত দান করে, তাহারা এ জগতে নিশ্চিতই রুদ্রস্বরূপ। মহাদেব কহিলেন,—তৎকাল হইতে ঐ তীর্থ খড়্গধার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সুরেশ্বরি! এই তীর্থ কলিকালে গুপ্ত হইবে। মাঘে, বৈশাখে বা কার্ত্তিকে যাহারা এই তীর্থে স্নান করে, তাহারাই মুক্ত হইয়া থাকে। ৪০—৫৫। বশিষ্ঠ, বামদেব, ভরদ্বাজ, গৌতম, ইহাঁরা এই তীর্থে স্নান ও অত্রত্য পিনাকপাণি দেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত

ত্রিযুগে বর্ত্ততে লিঙ্গং কলৌ নৈব তু পার্ব্বতি।
বিশ্বামিত্রেণ ঋষিণা দত্তশাপোঽহং তদা ॥ ৫৭
পার্ব্বত্যুবাচ।
কথং শাপস্ত ঋষিণা দত্তশ্চৈব সুরেশ্বর।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো দেব ন সংশয়ঃ ॥৫৮
মহাদেব উবাচ।
একস্মিন্ সময়ে দেবি বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
আগতঃ খড়্গধারেঽস্মিংস্তীর্থে বৈ পরমাদ্ভুতে
সাভ্রমত্যাং কৃতস্নানো দর্শনং কৃতবান্মম।
তত্র তিষ্ঠতি নিত্যং বৈ পূজাং কুর্ব্বন্ননেকধা॥
তত্র কোঽপি মহাদুষ্টঃ কৌলিকঃ পাপরূপধৃক্।
মাংসং দত্তং তদা তেন শিবস্যোপরি ভামিনি॥
দৃষ্ট্বা তদপি মাংসঞ্চ বিশ্বামিত্রোহ বৈ পুনঃ।
অব্রবীচ্চ তদা তত্র দুষ্কৃতং পাপিনা কৃতম্ ॥ ৬২
ন দত্তস্তস্য দণ্ডো হি শর্ব্বেণ পরমাত্মনা।
তস্মাদহং হি নিশ্চিত্য শাপং দাস্যে ন সংশয়ঃ
বিচার্য্যৈবং তদা তেন শপ্তোঽহং দেবি বৈ তদা
অস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে গুপ্তস্ত্বং ভব সর্ব্বথা।
ইতি দত্ত্বাথ বৈ শাপং গতবান্মুনিসত্তমঃ ॥ ৬৫
তদা প্রভৃতি ভো দেবি গুপ্তোঽহং ঋষিশাপতঃ
মম স্থানে বিশেষেণ পূজনং কুরুতে যদি ॥৬৬
তেষাং হি দুরিতং যচ্চ নশ্যতে তৎক্ষণাদপি।
মৃন্ময়ীং মামকীং মূর্ত্তিং কৃত্বা যে পূজয়ন্তি বৈ ॥৬৭
অত্র স্থানে বিশেষেণ মামকে তু বসন্তি হি।
খড়্গধারেশ্বর ইতি নাম্না খ্যাতঃ কলৌযুগে ॥৬৮
কৃতে বৈ মন্দিরং নাম ত্রেতায়াং গৌরবঃ স্মৃতঃ
দ্বাপরে বিশ্ববিখ্যাতঃ কলৌ খড়্গেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥
দক্ষিণং ভাগমাশ্রিত্য মম স্থানং সুরেশ্বরি।
ইতি জ্ঞাত্বা তু তত্রৈব কৃত্বা মূর্ত্তিং সদাবুধঃ ॥৭০
পূজনং কুরুতে নিত্যং বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ লভতে মানবো ভুবি ॥৭১
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তথা বৈ চন্দনাদিকম্।
যেঽর্পয়ন্তি হি দেবেশি লোকনাথে মহেশ্বরি।
ন দুঃখন্তু ভবেত্তেষাং সত্যং সত্যং বরাননে॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে খড়্গধারেশ্বরমাহাত্ম্যং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

আগমন করিয়া থাকেন। হে পার্ব্বতি! এই তীর্থে শিবলিঙ্গ সত্যাদি যুগত্রয়ে অবস্থিত, পরন্তু কলিকালে উহা থাকে না। তখন বিশ্বামিত্র মুনি আমায় অভিশাপ দিয়াছিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে সুরেশ্বর! কি জন্য ঋষি আপনাকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! একদা মহাতপা বিশ্বমিত্র এই পরমাদ্ভুত খড়্গধার তীর্থে আগমন করিয়া সাভ্রমতীতে স্নানান্তে আমাকে দর্শন করেন এবং সেইস্থানে থাকিয়া নিত্য আমার নানারূপে পূজা করিতে থাকেন। হে ভামিনি! তথায় এক পাপরূপ-ধারী দুষ্ট কৌলিক শিবোপরি মাংস প্রদান করিয়াছিল, বিশ্বামিত্র মুনি তাহা দেখিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই কোন পাপী এই দুষ্কৃত কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু পরমাত্মা শিব তাহার কোনই দণ্ড বিধান করেন নাই। অতএব আমি নিশ্চয় করিয়া ইহাঁকে শাপ প্রদান করিব। এইরূপ বিচারণার পর ঋষি আমায় অভিশাপ দিলেন; বলিলেন, এই ঘোর কলিযুগে আপনি গুপ্তভাবে অবস্থান করুন। এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ প্রস্থান করিলেন, হে দেবি! তখন হইতে আমি ঋষিশাপে গুপ্ত হইয়া আছি। আমার এইস্থানে যে ব্যক্তি বিশেষরূপে পূজা করে, তাহার দুরিতরাশি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা এ স্থানে মামকী মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে, তাহারা আমার আলয়ে বাস করিয়া থাকে। কলিযুগে এই লিঙ্গ খড়্গধারেশ্বর নামে বিখ্যাত। এইস্থান কৃতযুগে মন্দির, ত্রেতায় গৌরব, দ্বাপরে বিশ্ব, এবং কলিতে খড়্গেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। হে সুরেশ্বরি! এই স্থানের দক্ষিণাংশে খড়্গেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমান। ইহা জানিয়া বুধব্যক্তি মূর্ত্তি প্রস্তুত করত নিত্য পূজা করিলে, বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত

হইয়া থাকেন। এই পূজায় মানব ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করে। যাহারা লোকনাথ মহেশ্বর দেবকে ধূপ দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দনাদি অর্পণ করে, হে বরাননে! তাহাদের কখনও দুঃখ হয় না, ইহা সত্য সত্যই বলিতেছি। ৫৬—৭২।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।১৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

খড়্গধারাদ্দক্ষিণতস্তীর্থং পরমপাবনম্ ।
দুগ্ধেশ্বরমিতি প্রোক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১
যস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দুগ্ধেশ্বরং হরম্ ।
পুমান্ সদ্যো বিমুচ্যেত দুঃখাৎপাপসমুদ্ভবাৎ ॥২
দধীচিনা তপস্তপ্তং সাভ্রমত্যাস্তটে শুভে ।
চন্দ্রভাগা মহৎ পুণ্যং গঙ্গয়া সঙ্গতা যতঃ ॥ ৩
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ জপঃ পূজা তপস্তথা ।
সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি দুগ্ধতীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ৪

পার্ব্বত্যুবাচ ।

দুগ্ধেশ্বরসমুৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি বৈ প্রভো ।
মহিমা দুগ্ধতীর্থস্য কথ্যতাঞ্চ সুরেশ্বর ॥ ৫

মহাদেব উবাচ ।

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈর্দ্দেবাঃ পরাজিতাঃ
পলায়নপরা ভূত্বা দধীচাশ্রমমাগতাঃ ॥ ৬
মুক্ত্বা তত্রায়ুধান্যেব গতা দেবা দিশো দশ ।
পশ্চাৎ কোলাহলং শ্রুত্বা দধীচো দৈত্যসম্ভবম্
পীতবাংস্তানি শস্ত্রাণি জলেনাপ্লাব্য ভার্গবঃ ।
কালেন তে সুরাঃ সর্ব্বেঽস্ত্রাণ্যাদাতুমুৎসুকাঃ ॥
গুরুণা সহিতাঃ সর্ব্বে পরস্পরমুদান্বিতাঃ ।
নকুলৈঃ সহ সর্পাশ্চ ক্রীড়ন্তে তে পরস্পরম্ ॥ ৯
এবংবিধান্যনেকানি সাশ্চর্য্যাণি তদাশ্রমে ।
পশ্যন্তোবিবুধাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ১০
দদৃশুস্তে মুনিবরমাসনোপরি সংস্থিতম্ ।
যত্র সাভ্রমতী পুণ্যা মিলিতা চন্দ্রভাগয়া ॥ ১১
বর্চ্চসা পরমেণৈব ভ্রাজমানং যথা রবিম্ ।
বিভাবসুং দ্বিতীয়ঞ্চ সুবর্চ্চাভার্য্যয়া সহ ॥ ১২
যথা ব্রহ্মা হি সাবিত্র্যা তথাসৌ মুনিসত্তমঃ ।
দৃষ্টঃ সুরবরৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥১৩

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন,—গড়্গধার তীর্থের দক্ষিণে দুগ্ধেশ্বর নামে সর্ব্বপাপহর পরমপাবন তীর্থ বিদ্যমান। নর উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া দুগ্ধেশ্বর হরকে দর্শন করিলে, সদ্য পাপজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। দধীচি মুনি সাভ্রমতীর শুভ তটে তপস্যা করিয়াছিলেন। যেস্থানে চন্দ্রভাগা ও গঙ্গার মহাপুণ্য সঙ্গম হইয়াছে, তথায় স্নান, দান, জপ, পূজা ও তপস্যা করিলে, দুগ্ধ-তীর্থের প্রভাবে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে প্রভো! দুগ্ধেশ্বরের উৎপত্তি বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। হে সুরেশ্বর! আপনি দুগ্ধ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। মহাদেব কহিলেন,—পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে দৈত্যগণ কর্তৃক দেবগণ পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক দধীচির আশ্রমে গমন করেন এবং সেখানে আয়ুধ-সমূহ স্থাপন করিয়া পরে নানাদিকে প্রস্থান করেন। অনন্তর ভার্গব দধীচি মুনি দৈত্য-গণের কোলাহল শ্রবণপূর্ব্বক জল দ্বারা প্লাবিত করত সেই সকল শস্ত্র পান করিয়া ফেলিলেন। পরে কালক্রমে সুরগণ অস্ত্র-গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া গুরুর সহিত পর-স্পর প্রমোদযুক্ত হইলেন। দধীচির আশ্রমে নকুল সহ সর্পগণ ক্রীড়া করিতে ছিল। তথায় এবম্বিধ অনেক আশ্চর্য্য দেখিয়াই বিবুধগণ পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ১—১০। তাঁহারা সাভ্রমতী ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমস্থানে আসনো-পরিস্থ সপত্নীক মুনিবরকে পরম তেজে ভ্রাজ-মান রবি ও দ্বিতীয় বিভাবসুর ন্যায় অব-লোকন করিলেন। যেমন সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মা, তেমনি সেই মুনিসত্তম ভার্য্যা সুবর্চ্চা সহ সুরবরগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলেন। তখন

উচিরে তং তদা দেবা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
ত্বং দাতা ত্রিষু লোকেষু বিদিতঃ পূর্ব্বমেব চ ॥
যাচ্ঞার্থঞ্চ বয়ং সর্ব্বে ত্বৎসকাশং সমাগতাঃ ।
ভয়ভীতা বয়ং সর্ব্বেঽস্ত্রাণি নো দাতুমর্হসি ॥১৫
ইত্যুক্তো মুনিবর্য্যোঽসৌ দেবানাহ মহামতিঃ ।
পীতানি তানি ভো দেবা জলেনাপ্লাব্য মন্ত্রতঃ
ততো দেবাব্রুবন্ বিপ্রং দৈত্যানাং নিধনায় চ ।
দেহস্থানি ত্বয়া বিপ্র দত্তানীতি দ্বিজোঽবদৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা তান্ স্বপত্নীং স প্রেষয়ামাস চাশ্রমম্ ।
তদোবাচ দ্বিজো হৃষ্টো দেবান্,স্মিত্বা মহামতিঃ
পীতানি তানি ভো দেবা গৃহ্নীধ্বঞ্চ যথাতথম্ ।
ইত্যুক্ত্বা চ দ্বিজো দেবি যোগমাস্থায় যোগবিৎ
ততোঽব্রুবন্ সুরা বিপ্রং স্ময়ন্তং ছলয়া গিরা ।
ত্বয়ি জীবতি ভো ব্রহ্মন্ কুতোঽস্থীনি লভামহে
প্রহস্যোবাচ বিপ্রর্ষিস্তিষ্ঠধ্বং ক্ষণমেকতঃ ।

বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, আপনি ত্রিলোকবিখ্যাত দাতা; আমরা সকলে পূর্ব্বেই আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, আমরা ভয়ভীত হইয়াছি, আমাদিগকে অস্ত্রসমূহ প্রদান করুন। মহামতি মুনিশ্রেষ্ঠ দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবগণকে বলিলেন, আমি মন্ত্রপূত জলে প্লাবিত করিয়া সেই সকল অস্ত্র পান করিয়াছি। অনন্তর দেবগণ দৈত্যনিধনার্থ দধীচি বিপ্রকে বলিলেন,—হে বিপ্র! আমাদিগকে আপনার অস্থিনিচয় প্রদান করুন। বিপ্র বলিলেন,—এই আমি প্রদান করিতেছি, দধীচ মুনি এই কথা কহিয়া স্বীয় পত্নীকে আশ্রমে প্রেরণ করিলেন, তখন মহামতি দ্বিজ হৃষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! আমি সেই সকল অস্ত্র পান করিয়াছিলাম, তোমরা এক্ষণে গ্রহণ কর। হে দেবি! যোগজ্ঞ দ্বিজ যোগাবলম্বন করিলেন। তখন সুরগণ ছলবাক্যে হাস্য করিয়া বলিলেন,—ভো ব্রহ্মন্! আপনি জীবিত থাকিতে কিরূপে আমরা অস্থিপুঞ্জ লাভ করিব? বিপ্রর্ষি হাস্য করিয়া

স্বয়মেব চ ভো দেবাস্ত্যক্ষ্যাম্যদ্য কলেবরম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা স দ্বিজো দেবি যোগমাস্থায় যোগবিৎ
ব্রহ্মলোকং গতঃ সদ্যো যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥
ততঃ সর্ব্বে সুরাস্তত্র দৃষ্ট্বা তং বিলয়ং গতম্ ।
চিন্তয়ন্তঃ সুরগণাঃ কথঞ্চ বিশসামহে ॥ ২৩
সুরভিঞ্চাহ্বয়ামাস তামুবাচ শচীপতিঃ ।
কলেবরং দ্বিজেন্দ্রস্য লিহ ত্বং বচসা মম ॥ ২৪
তথেতি চ বচো মত্বা তৎক্ষণাদেব লিহ্য তৎ ।
নির্ম্মাংসঞ্চ কৃতং সদ্যস্তয়া ধেন্বা কলেবরম্ ॥২৫
জগৃহুস্তানি চাস্থীনি.চক্রুঃ শস্ত্রাণি বৈ সুরাঃ ।
তস্যবংশোদ্ভবং ত্বস্ত্রমাসীদ্‌ব্রহ্মশিরস্তথা ॥ ২৬
শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি কৃত্বা তে মহাবলপরাক্রমাঃ ।
যযুর্দ্দেবাস্ত্বরাযুক্তা বৃত্রঘাতনতৎপরাঃ ॥ ২৭
ততঃ সুবর্চ্চা তু দধীচপত্নী
সম্প্রেষিতা যা সুরকার্য্যসিদ্ধয়ে ।
বিলোকয়ামাস সমেত্য তত্র
মৃতং পতিং দেহমথো বিশস্তম্ ॥ ২৮

কহিলেন,—আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমি নিজেই অদ্য কলেবর পরিত্যাগ করিতেছি। হে দেবি! যোগজ্ঞ দ্বিজ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সদ্য অপুনরাবর্ত্তন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর সুরগণ সকলেই তাঁহাকে বিলয়প্রাপ্ত দেখিয়া চিন্তা করত কহিলেন, আমরা কিরূপে মুনির দেহ ছেদন করিব? তখন সুরপতি সুরভিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তুমি আমার বাক্যে দ্বিজেন্দ্রের কলেবর লেহন কর। সুরভি 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লেহনপূর্ব্বক সেই ঋষির কলেবর তৎক্ষণাৎ নির্ম্মাংস করিয়া ফেলিলেন। সুরগণ তখন সেই সকল অস্থি গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দ্বারা শস্ত্রসমূহ প্রস্তুত করিলেন। দধীচি-বংশোদ্ভব অস্ত্রের নাম ব্রহ্মশির। মহাবলপরাক্রম দেবগণ দধীচির অস্থিপুঞ্জ দ্বারা শস্ত্র ও অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া সত্বর বৃত্রঘাতনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর দধীচিপত্নী সুবর্চ্চা—যিনি সুরকার্য্য

জ্ঞাত্বা তু তৎসর্ব্বমথো সুরাণাং
কৃত্যং তদানীঞ্চ চুকোপ সাধ্বী।
দদৌ তদা শাপমতীব রুষ্টা
তদা সুবর্চ্চা ঋষিবর্য্যপত্নী ॥ ২৯
অহো সুরা দুষ্টতরাশ্চ সর্ব্বে
হ্যনেকশপ্তাশ্চ তথৈব লুব্ধাঃ।
তস্মাত্তু সর্ব্বে হ্যপ্রজা ভবন্তু
সেন্দ্রাঃ সুরাদ্যপ্রভৃতীত্যুবাচ ॥ ৩০
এবং শাপং দদৌ তেষাং সুরাণাং সা তপস্বিনী
উপবিশ্যাশ্বত্থমূলে সাভ্রমত্যাস্তটে স্থিতা ॥ ৩১
সগর্ভা সা সতী সাধ্বী স্বোদরং বিদদার হ।
নির্গতো জঠরাদ্গর্ভো দধীচস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩২
সাক্ষাদ্রুদ্রাবতারোঽসৌ পিপ্পলাদো মহাপ্রভুঃ
প্রহস্য জননী গর্ভমুবাচ বচনং মহৎ ॥ ৩৩
সুবর্চ্চা তং পিপ্পলাদং চিরং তিষ্ঠাস্য সন্নিধৌ।
অশ্বত্থস্য মহাভাগ সর্ব্বেষাং শুভদো ভব ॥ ৩৪

তথৈব ভাষমাণা সা সুবর্চ্চা তনয়ং প্রতি।
পতিং প্রত্যগমৎসাধ্বী পরমেণ সমাধিনা ॥৩৫
এবং দধীচপত্নী সা পতিনা স্বর্গমাস্থিতা।
তে দেবাঃ কৃতশস্ত্রাস্ত্রা দৈত্যান্ প্রতিসমুৎসুকাঃ
আজগ্মুশ্চেন্দ্রমুখ্যাশ্চ মহাবলপরাক্রমাঃ।
কামধেনুঃ প্রসুস্রাব যস্মৈ যত্র স্থিজঃ ক্ষয়ম্ ॥৩৭
মুনেঃ প্রভাবতো দুগ্ধং লিঙ্গরূপং ব্যজায়ত।
দুগ্ধেশ্বরমিতি খ্যাতং দেবি সাভ্রমতীতটে ॥৩৮
তদা প্রভৃতি তীর্থং হি তন্নাম্না প্রথিতং ভুবি।
অতুলং যস্য মাহাত্ম্যং শ্রবণাৎপাতকাপহম্ ॥ ৩৯
যে শৃণ্বন্তি নরা ভক্ত্যা দুগ্ধেশ্বরসমুদ্ভবম্।
তেঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি রুদ্রপদং মহৎ ॥৪০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দুগ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যং
নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

সিদ্ধির নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া দেখিলেন, পতির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সাধ্বী সুবর্চ্চা সেই কার্য্য সুরগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিয়া তৎকালে কুপিত হইলেন—এবং অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া দেবগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, অহো, অতি দুষ্ট সুরগণ! তোমরা অনেকের অভিশাপগ্রস্ত ও অত্যন্ত লুব্ধ; অতএব অদ্য হইতে তোমরা ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবই অপুত্রক হইবে। তপস্বিনী সুবর্চ্চা সাভ্রমতীতটে অশ্বত্থ মূলে উপবেশনপূর্ব্বক সুরগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সেই সতী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি তখন তাঁহার উদর বিদারণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার জঠর হইতে মহাত্মা দধীচের গর্ভ নির্গত হইল। সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার মহাপ্রভু পিপ্পলাদ জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জন্মিবামাত্র জননী সুবর্চ্চা হাস্যপূর্ব্বক পুত্রকে বলিলেন, হে মহাভাগ! তুমি এই অশ্বত্থ বৃক্ষের সন্নিধানে চিরকাল অবস্থান কর এবং সকলের শুভপ্রদ হইয়া থাক। সতী সুবর্চ্চা পুত্রের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া পরম সমাধিযোগে পতির অনুগমন করিলেন। এইরূপে দধীচপত্নী পতির সহিত স্বর্গারোহণ করিলে, সেই দেবগণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দৈত্যগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ মহাবলপরাক্রম দেবগণ সকলেই শত্রুর অভিমুখে গমন করিলেন। যে স্থানে দধীচ মুনির দেহ ক্ষয় হইয়াছিল, তথায় কামধেনু দুগ্ধ ক্ষরণ করিলেন। মুনির প্রভাবে ঐ দুগ্ধ লিঙ্গরূপে পরিণত হইল—এবং সাভ্রমতীর তটে; উহা দুগ্ধেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিল। তৎকাল হইতে দুগ্ধেশ্বর নামে উক্ত তীর্থ ভূতলে বিখ্যাত হইল। এই তীর্থের মহাত্ম্য অতুলনীয়; উহা শ্রবণে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে সকল নর ভক্তিপূর্ব্বক এই দুগ্ধেশ্বরের উৎপত্তিবার্ত্তা শ্রবণ করে; তাহারা পাপমুক্ত হইয়া মহারুদ্র-পদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ১১—৪০।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৫৫।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

হুঙ্কেশ্বরস্য পূর্ব্বে তু তীর্থং পরমপাবনম্।
চন্দ্রভাগেতি বৈ নাম্না নদী যত্র তু সঙ্গতা॥১
তত্র চন্দ্রেশ্বরো দেবো নিত্যং তিষ্ঠতি পুণ্যদঃ।
যো হরঃ সর্ব্বদা ব্যাপী লোকানাং সুখদো মহান্
অত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি ধ্যানং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
তৎফলং প্রাপ্নুয়ুস্তে বৈ সাভ্রমত্যাং শিবার্চ্চনাৎ
সোমেনাত্র তপস্তপ্তং কালং বহুতরং কিল।
তস্মাচ্চন্দ্রেশ্বরো নাম স্থাপিতো বৈ মহেশ্বরঃ॥
শুক্রেণাপি তপস্তপ্তং চন্দ্রভাগাসমীপতঃ।
অতস্তীর্থাধিকং তীর্থং পাবনং সর্ব্বদা ভুবি॥ ৫
কলৌ গুপ্তন্তু ঋষিণা কারিতং বৈ সুরেশ্বরি।
যত্র হেমময়ং লিঙ্গং দৃশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬
অত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃত্বা বৈ শিবপূজনম্।
যে নরাঃ সঙ্গমিষ্যন্তি ধর্ম্মানর্থান্ লভন্তি তে॥৭
বৃষোৎসর্গাদিকং কর্ম্ম যে কুর্ব্বন্তি বিশেষতঃ।
ভুক্ত্বা স্বর্গপদন্তে বৈ পশ্চাদ্যান্তি হরালয়ম্॥ ৮
স্নানার্থে প্রত্যহং দেবি চন্দ্রভাগাসমীপতঃ।
আগমিষ্যন্তি যে লোকাস্তে জ্ঞেয়াঃ পুণ্যভাগিনঃ
গত্বাপরতটে যে বৈ হর্চ্চয়ন্তি চ তং শিবম্।
চন্দ্রেশ্বরেতিনামানং শ্রীহরং পাপকৃন্তনম্॥ ১০
অত্র গত্বা বিশেষেণ রুদ্রজাপ্যাদিকং তথা।
যে কুর্ব্বন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে জ্ঞেয়াঃ শিবরূপিণঃ॥১১
সর্ব্বদা তু সুরশ্রেষ্ঠে যত্র স্নানং প্রকুর্ব্বতে।
তে নরা বিষ্ণুরূপেণ বিজ্ঞেয়া নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২
যেঽত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বন্তি তিলপিণ্ডেন বা পুনঃ।
তেঽপি বিষ্ণুপদং যান্তি পিণ্ডদানপ্রভাবতঃ॥১৩
অত্র দানং প্রকর্ত্তব্যং স্নানং বৈ বিধিপূর্ব্বকম্।
যত্র স্নাত্বা তু মুচ্যন্তে ব্রহ্মহত্যাদিকিল্বিষাৎ॥ ১৪
তটেঽস্মিন্ যে বিশেষেণ বটকারোপয়ন্তি তে।
মৃতাঃ শিবপদং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ১৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে চন্দ্রেশ্বর-চন্দ্রভাগা-মহিমবর্ণনং নাম ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৬॥

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হুঙ্কেশ্বরের পূর্ব্বদিকে যথায় চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গম ঘটিয়াছে, তথায় এক পরমপাবন তীর্থ বিদ্যমান। ঐ স্থানে পুণ্যপ্রদ চন্দ্রেশ্বর দেব নিত্য বিরাজ করিতেছেন। তিনি হর মহীয়ান্, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বলোকের সুখাবহ। এইস্থানে নিত্য স্নান ও ধ্যান করিলে নরগণ যে ফল প্রাপ্ত হয়, সাভ্রমতীর তটে শিবার্চ্চনে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সোমদেব এইখানে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই চন্দ্রেশ্বর নামে মহেশ্বর স্থাপিত হইয়াছেন। চন্দ্রভাগার সমীপে শুক্রাচার্য্যও তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই ভূতলে ইহা সর্ব্বতীর্থাধিক নিত্য পাবন তীর্থ। হে সুরেশ্বরি! কলিতে এই তীর্থকে ঋষি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। এ স্থানে হেমময় লিঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। এখানে স্নান পান ও শিবার্চ্চন করিয়া যাহারা গমন করে, তাহারা ধর্ম্ম এবং অর্থ লাভ করিয়া থাকে। ১—৭। এই তীর্থে যাহারা বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা স্বর্গ ধাম ভোগ করিয়া পশ্চাৎ হরালয়ে উপনীত হইয়া থাকে। হে দেবি! যাহারা স্নানার্থ নিত্য চন্দ্রভাগাসমীপে আগমন করে, তাহাদিগকে পুণ্যভাজন বলিয়াই জানিবে। যে সকল নরবর অপর তটে গিয়া চন্দ্রেশ্বর নামক পাপহর হরের অর্চ্চনা করে, এবং বিশেষভাবে রুদ্রজাপ্যাদির অনুষ্ঠান করে, তাঁহাদিগকে শিবস্বরূপ বলিয়াই জানিবে। হে সুরেশি! যাহারা সর্ব্বদা ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাদিগকে নিশ্চিত বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়াই জানিবে। যাহারা এখানে শ্রাদ্ধ করে, তিল-পিণ্ড দান করে, পিণ্ড দান প্রভাবে তাহারাও বিষ্ণুপদে উপনীত হইয়া থাকে। এইস্থানে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও দান করা কর্ত্তব্য। নরগণ এখানে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতেও নিস্তার পাইয়া

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

হুঙ্কেশ্বরসমীপে তু তীর্থঞ্চাতীবপাবনম্।
রম্যং তৎ পিপ্পলাদস্য নাম্না বৈ প্রথিতং ভুবি
যত্র কৃত্বা তপঃ পূর্ব্বং মাতুর্বচনতো মুনিঃ।
উৎপাদয়ামাস কৃত্যাং বড়বানলসন্নিভাম্॥ ২
পিতুরানৃণ্যমন্বিচ্ছন্ দধীচস্য মহাত্মনঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥৩
সাভ্রমত্যাস্তটে গুপ্তং পিপ্পলাদং সুরেশ্বরম্।
তত্র স্নাত্বা তু ভো দেবি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥
আরোপণং পিপ্পলানাং কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্।
কৃতে সতি মহাদেবি মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ৫

পার্ব্বত্যুবাচ।

কিমর্থং সা তু কৃত্যা বৈ উৎপন্না তাং নিবোধয়
তয়া বৈ কৃত্যয়া পূর্ব্বং কিং কৃতং বদ মে প্রভো
যেন পুত্রেণ সা নীতা পিতুরানৃণ্যকারণাৎ॥ ৭

মহাদেব উবাচ।

দাধীচ ঋষিবর্য্যোঽহসৌ হ্যাগতস্তপকারণাৎ।
অত্র তেন মহত্তপস্তপ্তমৃষিণা পরমাত্মনা॥ ৮
তত্র কোলাসুরো নাম বিঘ্নার্থং বৈ সমাগতঃ।
তেন বিঘ্নং বহুতরং কৃতং বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯
তদ্দৃষ্ট্বা তু সুপুত্রেণ কহোড়েন চ ধীমতা।
কৃত্যা হ্যুৎপাদিতা তত্র হননার্থং সুরেশ্বরি॥১০
তয়া বৈ নিহতো দৈত্যঃ কোলো নাম মহাসুরঃ
তস্মাত্তীর্থং মহজ্জাতং কলৌ গুপ্তন্তু পার্ব্বতি॥১১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পিপ্পলাদতীর্থ-
মাহাত্ম্যং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৭॥

থাকে। যাহারা চন্দ্রভাগাতটে বিশেষভাবে বট-বৃক্ষরোপণ করে, তাহারা মরণান্তে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর শিবপদ—প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮—১৫।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হুঙ্কেশ্বরের সমীপে এক অতীব পাবন রম্য তীর্থ আছে। ভূতলে উহা পিপ্পলাদ নামে প্রথিত। মুনিবর মাতার বাক্যানুসারে পিতা মহাত্মা দধীচির আনৃণ্য কামনায় ঐ তীর্থে তপস্যা করিয়া বাড়বানল সন্নিভএক কৃত্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন, ঐস্থানে স্নানপান করিলে মানব ব্রহ্মহত্যা পাপও অপনোদন করিয়া থাকে। সাভ্রমতীর তটে পিপ্পলাদাখ্য সুরেশ্বর দেব গুপ্তভাবে অবস্থিত। হে দেবি! তথায় স্নান করিলে নর মুক্তিভাগী হয়, সন্দেহ নাই। এইস্থানে বিধিপূর্ব্বক পিপ্পলারোপণ কর্ত্তব্য। হে মহাদেবি! উক্ত কার্য্যকরণে নর কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পার্ব্বতী কহিলেন,—পিতার আনৃণ্য কারণে পুত্র কর্তৃক যাহা নীত হইয়াছিল, উল্লিখিত কৃত্যা কিনিমিত্ত উৎপন্ন হয়? এবং উৎপন্ন হইয়াই বা উহা কি কার্য্য করিয়াছিল? হে প্রভো! তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ১—৭। মহাদেব কহিলেন,—ঋষিপ্রবর দধীচি তপস্যা নিমিত্ত এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এ তীর্থে পরম তপস্যা করেন। কোল নামে এক অসুর তাঁহার তপোবিঘ্নার্থ আগমন করে। সে তাঁহার তপস্যায় বহুতর বিঘ্ন আচরণ করিয়াছিল, সুপুত্র ধীমান্ কহোড় সেই বিঘ্ন সন্দর্শন করিয়া উহার বধের নিমিত্ত এক কৃত্যা উৎপাদন করেন। সেই কৃত্যা কর্তৃক কোলনামক মহাসুর নিহত হইয়াছিল। হে মহাদেবি! সেই কারণে উক্ত মহাতীর্থ উৎপন্ন হয়। এই তীর্থ কলিতে গুপ্তভাবে অবস্থিত। ৮—১১।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৭।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
পিপ্পলাদাত্ততস্তীর্থাৎ পিচুমন্দার্কমুত্তমম্।
তীর্থং সাভ্রমতীতীরে ব্যাধিদৌর্গন্ধ্যনাশনম্ ॥১
পুরা কোলাহলে যুদ্ধে দানবৈর্নির্জ্জিতাঃ সুরাঃ
বৃক্ষেষু বিবিশুস্তত্র সূক্ষ্মাঃ প্রাণপরীপ্সয়া ॥ ২
তত্র বিল্বে স্থিতঃ শম্ভুরশ্বত্থে হরি ব্যয়ঃ।
শিরীষেঽভূৎ সহস্রাক্ষো নিম্বে দেবঃ প্রভাকরঃ
এবমাদি যথাযোগ্যং বৃক্ষেষু বিবুধাস্তথা।
যাবৎ কোলাহলো দৈত্যো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
হতো মহাহবে তাবৎ স্থিতাস্তে বৃক্ষমাশ্রিতাঃ
যেন যেন হি যো বৃক্ষো বিবুধেন সমাশ্রিতঃ ॥৫
স তু তন্ময়তাং যাতস্তস্মাত্তং ন বিনাশয়েৎ।
ইতি সূর্য্যস্য বিশ্রামাৎ পিচুমন্দার্কমুত্তমম্ ॥ ৬
তীর্থং রোগহরং স্নানাৎ সাভ্রমত্যাস্তটেঽভবৎ
অত্র গত্বা বিশেষেণ তং রবিং যদি পূজয়েৎ ॥৭
পূজয়িত্বা সুরশ্রেষ্ঠে লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥৮
অত্র দ্বাদশ নামানি গত্বা যে বৈ পঠন্তি চ।
তে নরাঃ পুণ্যকর্ম্মাণো যাবজ্জীবং ন সংশয়ঃ।
আদিত্যং ভাস্করং ভানুং রবিং বিশ্বপ্রকাশকম্
তীক্ষ্ণাংশুঞ্চৈব মার্ত্তণ্ডং সূর্য্যঞ্চৈব প্রভাকরম্।
বিভাবসুং সহস্রাক্ষং তথা পূষণমেব চ ॥ ১০
এবং দ্বাদশ নামানি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ সুধীঃ।
ধনং বৈ পুত্রপৌত্রাংশ্চ লভতে নগনন্দিনি ॥১১
একৈকং নাম আশ্রিত্য যোঽর্চ্চয়েত নরো ভুবি
সপ্তজন্ম ভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ ॥১২
ক্ষত্রিয়ো লভতে রাজ্যং বৈশ্যো ধনমবাপ্নুয়াৎ
শূদ্রো বৈ লভতে ভক্তিং তস্মাৎ সূক্তং পরং
জপেৎ ॥ ১৩
নিম্বার্কতঃ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুক্তিভাগী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে নিম্বার্কদেবতীর্থং
নামাষ্টপঞ্চাশদধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সাভ্রমতীতীরে পিপ্পলাদ তীর্থের পর পিচুমন্দার্ক নামে এক ব্যাধিদৌর্গন্ধ্যহর উত্তম তীর্থ বিদ্যমান। পূর্ব্বে কোলাহল যুদ্ধে দেবগণ দৈত্যকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ সূক্ষ্মদেহে বৃক্ষসমূহে প্রবেশ করেন। তৎকালে বিল্বে শম্ভু, অশ্বত্থে হরি, শিরীষে সহস্রাক্ষ এবং নিম্বে দেব প্রভাকর প্রবেশ করিয়াছিলেন, এইরূপে অন্যান্য দেব অন্য নানা বৃক্ষে বাস করেন। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক যাবৎ না মহাযুদ্ধে কোলাহল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, তাবৎকাল দেবগণ এই ভাবে বৃক্ষাবলম্বনে অবস্থান করিয়াছিলেন। যে যে বৃক্ষে যে যে দেব আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সেই বৃক্ষ সেই সেই দেবস্বরূপ হইয়া পড়ে। অতএব সেই সেই বৃক্ষ বিনাশ করিবে না। সূর্য্যের বিশ্রাম স্থান বলিয়া উক্ত নিম্ব বৃক্ষ নিম্বার্ক তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। উক্ত সাভ্রমতীর তটস্থিত পিচুমন্দার্ক তীর্থে স্নান করিলে, সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তীর্থে গিয়া বিশেষভাবে রবিদেবের আর্চ্চনা করিবে। হে সুরবরে! এই রবিপূজার ফলে নর সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।১—৮। এই তীর্থে যাহারা রবির দ্বাদশ নাম পাঠ করে, তাহারা আজীবন পুণ্যকর্ম্ম-কারী হয়। আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, বিশ্বপ্রকাশক, তীক্ষ্ণাংশু, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, প্রভাকর, বিভাবসু, সহস্রাক্ষ ও পূষা রবির এই দ্বাদশ নাম যে সুধী ব্যক্তি প্রযতভাবে পাঠ করে, হে নগনন্দিনি! তাহার ধন-পুত্র-পৌত্র লাভ হইয়া থাকে। যে নর উক্ত দ্বাদশ নামের এক একটী নাম ধরিয়া অর্চ্চনা করে, সে সপ্তজন্মাবধি বেদপারগ ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। উক্ত কার্য্যকরণে ক্ষত্রিয় রাজ্য, বৈশ্য ধন এবং শূদ্রব্যক্তি ভক্তি লাভ করে। এ নিমিত্ত উক্ত নাম সকল পাঠ করা বিধেয়। নিম্বার্ক হইতে পরমতীর্থ আর হয় নাই

একোনষষ্ট্যাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

তস্মাদ্ দূরতরে দেবি সিদ্ধক্ষেত্রমনুত্তমম্।
অনিরুদ্ধো বৃতঃ পূর্ব্বং মুষার্থে চিত্রলেখয়া॥ ১
নীতো বাণাসুরপুরং তিষ্ঠতিস্ম গৃহে পুরা।
পাশৈর্ব্বাণৈশ্চ সংরুদ্ধঃ কোটরাক্ষীমথাস্মরৎ॥ ২
সাক্ষাদ্যা বৈষ্ণবী শক্তিঃ সদা রক্ষণতৎপরা।
সেয়ং দেবী নদীতীরে কৃষ্ণেনাত্র প্রতিষ্ঠিতা॥৩
জিত্বা বাণাসুরং সখ্যে দ্বারকাং প্রতিগচ্ছতা
অনিরুদ্ধস্য স্তোত্রেণ সাক্ষাৎসান্নিধ্যমাগতা॥৪
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বর্ষমেকং প্রযত্নতঃ।
কোটরাক্ষীমুখং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীমাপ্নোতি পুষ্কলাম্॥
সিদ্ধতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কোটরবাসিনীম্।
সিংহযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৬
যস্যা বৈ স্মরণাদেব মুক্তঃ সোঽপি বরাননে।
অতো যেঽত্র প্রগচ্ছন্তি তে নরা মুক্তিভাগিনঃ
তত্র গত্বা বিশেষেণ স্নানং কৃত্বা তু পার্ব্বতি।
কোটরাক্ষ্যস্তবঃ স্তোত্রং পঠেদ্বৈ বুদ্ধিপূর্ব্বকম্॥
কোটরাক্ষী বিশ্বরূপা মহামায়া বলাধিকা।
ত্রিপুরা ত্রিপুরঘ্নী চ শিবা বৈ শিবরূপিণী॥ ৯
কন্যা সারস্বতী প্রোক্তা দুর্গা দুর্গতিহারিণী।
ভৈরবী ভৈরবাক্ষী চ লক্ষ্মীদেবী জনপ্রিয়া॥১০
এতানি বহুধোক্তানি নামানি চ সুরেশ্বরি।
যে পঠন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তে যান্তি শিবসন্নিধৌ॥১১
অনিরুদ্ধকৃতং স্তোত্রং যে জপন্তি মনীষিণঃ।
মুচ্যন্তে কষ্টবন্ধাত্তে সত্যং সত্যং বরাননে॥১২
তীর্থানাং পরমং তীর্থং কোটরানির্ম্মিতং ভুবি।
দর্শনাদেব নশ্যন্তি পাপানাং রাশয়স্তথা॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কোটরাতীর্থং নামৈ-কোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৫৯॥

এবং হইবেও না। এস্থানে স্নান ও পান করিয়া নর নিশ্চয়ই মুক্তিভাগী হয় ৯—১৪।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৫৮।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! ঐ তীর্থ হইতে দূরতর দেশে এক অনুত্তম সিদ্ধক্ষেত্র আছে। ঐ স্থানে ঊষার নিমিত্ত চিত্রলেখা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অনিরুদ্ধ বৃত হইয়া বাণাসুরপুরে নীত হইয়াছিলেন। সেস্থানে তিনি অন্তঃপুর-গৃহে অবস্থান করিলে বাণপাশে সংরুদ্ধ হইয়া কোটরাক্ষী দেবীর স্মরণ করেন। কোটরাক্ষী সাক্ষাৎ বৈষ্ণবীশক্তি, সর্ব্বদা রক্ষণতৎপরা। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরকে জয় করিয়া দ্বারকায় গমনকালে অত্রত্য নদীতীরে কোটারাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। কোটরাক্ষী অনিরুদ্ধের স্তবে এই স্থানে সন্নিহিতা হন। উক্ত তীর্থে নর এক বৎসর যাবৎ প্রযত্ন সহকারে স্নান ও কোটরাক্ষী দেবীর মুখ দর্শন করিয়া বিপুলা লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নর সিদ্ধতীর্থে স্নান ও কোটরবাসিনী দেবীর দর্শন করিয়া সিংহযুক্ত যানে রুদ্রলোকে বিহার করে। ১—৬। হে বরাননে! উক্ত দেবীর স্মরণমাত্রেও নর মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব যে সকল নর ঐ তীর্থে গমন করে, তাহারাও মুক্তিভাজন হয়। হে পার্ব্বতি! ঐ তীর্থে গিয়া বিশেষভাবে স্নান করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কোটরাক্ষী দেবীর স্তব করিবে। যথা—কোটরাক্ষী, বিশ্বরূপা, মহামায়া, বলাধিকা, ত্রিপুরা, ত্রিপুরঘ্নী, শিবা, শিবরূপিণী, সারস্বতী, কন্যা, দুর্গা, দুর্গতিহারিণী, ভৈরবী, ভৈরবাক্ষী, লক্ষ্মীদেবী, ও জনপ্রিয়া। হে সুরেশ্বরি! কোটরাক্ষীর এই বহুবিধ নাম উক্ত আছে; যাহারা উক্ত নাম সকল পাঠ করে, তাহারা শিবসন্নিধানে গমন করিয়া থাকে। যে সকল মনীষী এই অনিরুদ্ধকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহারা দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হে বরাননে! ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। কোটরা-

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অস্মাত্তীর্থাৎ পরং তীর্থং তীর্থরাজেতি বিশ্রুতম্
সপ্ত নদ্যো বহন্ত্যত্র চন্দনোদকমিশ্রিতম্‌॥ ১
অন্যতীর্থাচ্ছতগুণং স্নানঞ্চাত্র বিশিষ্যতে।
দেবানাং প্রবরো দেবো যত্রাস্তে বামনঃ স্বয়ম্
দ্বাদশ্যাং মাঘমাসস্য দদ্যাদ্‌যস্তিলধেনুকম্‌।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্‌॥
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি॥ ৪
তীর্থেঽস্মিন্‌ ভোজয়েদ্‌যো বৈ ব্রাহ্মণান্‌
গুড়পায়সৈঃ।
একস্মিন্‌ ভোজিতে বিপ্রে সহস্রং ভোজিতং
ভবেৎ॥ ৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বামনতীর্থমাহাত্ম্যং
নাম ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬০॥

তীর্থ ভূতলে পরমতীর্থ। ইহার দর্শন মাত্রেই পাপরাশি নষ্ট হইয়া থাকে।৭—১৩।

উনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৯।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—উক্ত তীর্থের পর তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত এক পরমতীর্থ আছে। ঐ তীর্থে সাতটী নদী চন্দনোদক-মিশ্রিত জল বহন করিতেছে! এস্থানে স্নান অন্যতীর্থ অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফলপ্রদ। দেবপ্রবর বামনদেব স্বয়ং এই তীর্থে অবস্থান করেন। মাঘমাসের দ্বাদশীতে এই তীর্থে যে ব্যক্তি তিলধেনু প্রদান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। মানব প্রযত-ভাবে এই তীর্থে তিলমিশ্র পানীয় প্রদান করিবে। এইরূপ পানীয় দানে সহস্রবর্ষ শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বয়ং পিতৃগণই এই রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এতীর্থে গুড় ও পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এখানে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইয়া থাকে।১—৫।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬০।

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

সোমতীর্থং ততো গচ্ছেদ্‌গুপ্তং সাভ্রমতীতটে
পাতালাত্তত্র নির্গত্য কালাগ্নিরভবদ্ভবঃ॥ ১
সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং শিবম্
সোমপানফলং সাক্ষাত্তবতীতি ন সংশয়ঃ॥ ২
রূপবান্‌ সুভগো ভোগী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
নরো ভবতি লোকেঽস্মিন্‌ পরত্র চ শিবংব্রজেৎ
অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি শৃণু সুন্দরি তত্ত্বতঃ।
যং শ্রুত্বা মুচ্যতে চাত্র ব্রহ্মহত্যাদিপাতকাৎ॥ ৪

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর সাভ্রমতী-তটস্থ গুপ্ত সোমতীর্থে গমন করিবে। ভব-দেব এইস্থানে পাতাল হইতে নির্গত হইয়া কালাগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। নর সোমতীর্থে স্নান করিয়া ও সোমেশ্বর শিবের দর্শনে সোমপানফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। সোমতীর্থসেবার ফলে মানব রূপবান, সৌভাগ্যবান, ভোগী, ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া পরত্র শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১—৩। হে সুন্দরি! শ্রবণ কর, এ বিষয়ে এক ইতিহাস বলিতেছি যাহা শ্রবণে নর ব্রহ্মহত্যাদি পাতক

কৌষীতকেন ঋষিণা তপস্তপ্তং বিশেষতঃ।
নিরাহারঃ স বৈ জাতঃ পর্ণাশনরতঃ পরম্ ॥ ৫
বায়ুভক্ষস্ততঃ কুর্ব্বন্নাত্মধ্যানপরায়ণঃ।
এবং বহুযুগং তত্র তপ্তং তেন মহত্তপঃ ॥ ৬
কদাচিদ্দৈবযোগেন সুপ্রসন্নো মহেশ্বরঃ।
যং যং প্রার্থয়সে বিপ্র তৎসর্ব্বং প্রদদাম্যহম্ ॥৭

কৌষীতক উবাচ।

তব প্রসাদাদ্দেবেশ অত্র লিঙ্গং প্রজায়তাম্।
অত্র সোমেশ্বর ইতি খ্যাতো দেবো ভবেদ্ধ্রুবম্
যত্র স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ।
অত্র স্থানে বিশেষেণ রুদ্রজাপ্যাদিকং যদি ॥ ৯
কারয়ন্তি নরশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মানর্থান্ লভন্তি তে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো লভতে ধনম্॥১০
রাজ্যকামী তু তদ্রাজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
যদি চেত্ত্বং প্রসন্নোঽসি তৎসর্ব্বং দেহি মে প্রভো

ঈশ্বর উবাচ।

তদা চৈব সুরেশেন সর্ব্বং দত্তং দ্বিজন্মনে।
তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং সোমলিঙ্গেতি বিশ্রুতম্ ॥
চন্দনৈর্ব্বা বিল্বপত্রৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি সদাশিবম্।
লভন্তে মানুষে দেহে সৌখ্যং পুত্রাদিসম্ভবম্ ॥
সোমবারে তথা প্রাপ্তে যো গচ্ছতি হরালয়ম্।
বাঞ্ছিতং লভতে নিত্যং সোমলিঙ্গপ্রসাদতঃ ॥
অত্র গত্বা তু যো দেবি যদ্দদাতি ফলাদিকম্।
যয়া কামনয়া চৈব তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্
শ্বেতৈর্ব্বা করবীরৈশ্চ পারিজাতৈস্তথা পুনঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি চ তং দেবং শ্রীমহেশং পিনাকিনম্ ॥
তে লভন্তে সুরশ্রেষ্ঠে শৈবং পদমনুত্তমম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সোমতীর্থবর্ণনং নামৈকষষ্ঠ্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬১॥

হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। ঋষি কৌষীতক এই তীর্থে বিশেষরূপে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি কখন পর্ণাশনে, কখন বায়ুভক্ষণে, কখন বা উপবাস করিয়া অধ্যাত্মধ্যানে তৎপর হইয়াছিলেন। এইরূপে বহুযুগ যাবৎ তিনি তথায় ঘোর তপস্যা করেন। দৈবক্রমে একদা মহেশ্বর সুপ্রসন্ন হইয়া ঋষিকে কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনি যাহা যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তৎ সমস্তই আপনাকে প্রদান করিব। কৌশীতক কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনার প্রসাদে এই স্থানে এক লিঙ্গ আবির্ভূত হউক এবং তাহা সোমেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করুন। এস্থানে স্নান ও ভোজন করিয়া মানব বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হউক। এই স্থানে যদি বিশেষ ভাবে রুদ্রজাপ্যাদির অনুষ্ঠান করে, তবে সেই অনুষ্ঠাতা নরশ্রেষ্ঠগণ ধর্ম্ম ও অর্থ সকল লাভ করিবে। অপুত্রক পুত্র, নির্দ্ধন ধন, এবং রাজ্যকামী ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজ্য প্রাপ্ত হউক। হে প্রভো! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে আমায় ঐ সকল বর প্রদান কর। ঈশ্বর কহিলেন,—তখন দেবদেব সেই দ্বিজন্মাকে সমস্ত বরই প্রদান করিলেন। তদবধি ঐতীর্থে সোমলিঙ্গ নামে খ্যাতি লাভ করেন। যাহারা চন্দন ও বিল্বপত্র দ্বারা এই স্থানে সদাশিবকে অর্চ্চনা করে, তাহারা বর্তমান মানুষদেহেই পুত্রাদিজনিত সৌখ্য লাভ করিয়া থাকে। সোমবারে যে ব্যক্তি হরালয়ে গমন করে, সেই লিঙ্গপ্রভাবে তাহার বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। হে দেবি! এই স্থানে গিয়া যে যেরূপ কামনায় ফলাদি প্রদান করে, সে নিশ্চয়ই সেই সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা শ্বেতকরবীর ও পারিজাত পুষ্পদ্বারা পিনাকধর শ্রীমহেশ দেবের অর্চ্চনা করে, তাহারা অনুত্তম শৈব পদ লাভ করিয়া থাকে ।৪—১৭।

একষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬১।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

ততো গচ্ছেত্তথা দেবি তীর্থং কাপোতকং পুনঃ
যত্র সাভ্রমতীতোয়ং প্রাচীনং সম্প্রবর্ত্ততে॥ ১
পিণ্ডং দদাতি যস্তত্র পিতৃতর্পণপূর্ব্বকম্‌।
বন্যৈঃ ফলৈস্তথা পুষ্পৈঃ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি॥ ২
কাকাদিভ্যশ্চ শ্বাদিভ্যো বলিং সন্দদতে তু যঃ
যমস্য সোঽপি পন্থানং সুসুখং নিস্তরেন্নরঃ॥ ৩
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বৈশাখ্যাং গৌরসর্ষপৈঃ
পূজয়েদ্দেবমীশানং প্রাচীনেশ্বরমুত্তমম্‌॥ ৪
আত্মানং তারয়েৎ সোঽথ পিতৄনথ পিতামহান্‌
কপোতো যত্র চাত্মানং দত্ত্বা চাতিথয়ে মুদা॥ ৫
স্তুতো দেবগণৈঃ সর্ব্বৈর্বিমানেন দিবং গতঃ।
তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং কাপোতমিতি বিশ্রুতম্‌
তত্র স্নাত্বা নরঃ পীত্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥৬

পার্ব্বত্যুবাচ।

কপোতেন কথং দত্তং শরীরঞ্চ বদ প্রভো।
নিমিত্তং কিং তথা দেব নাহং বেদ্মি সুরেশ্বর॥৭

মহাদেব উবাচ।

অত্র তীর্থেঽস্তি দেবেশি বটো বৈ পরমো মহান্‌
তস্য শাখা হ্যনন্তাশ্চ দৃশ্যন্তে বিপুলা ভুবি॥ ৮
তত্র জীবা বসন্তীহ পক্ষিণো বহবস্তথা।
কপোতেন গৃহং তত্র কারিতন্তু সুরেশ্বরি॥ ৯
তত্র তিষ্ঠতি পক্ষীশো নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণঃ।
কুটুম্বেন সমাযুক্তো শাখায়াং বসতি ধ্রুবম্‌॥১০
একস্মিন্‌ বাসরে দেবি দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুবাসরে।
শ্যেনস্তত্র সমায়াতো হ্যতিথিত্বেন ভামিনি॥১১
কপোত ভো দেহি মাংসং তব শারীরকং মম।
নো চেচ্ছাপং প্রদাস্যামি ইত্যুক্তং নগনন্দিনি
অদ্য বৈ বাসরে বিষ্ণোঃ ক্ষুধার্ত্তোঽহং সমাগতঃ
তস্মাদ্দেয়ং হি মাংসং তৎ ক্ষুধার্ত্তায় মম প্রভো
শ্যেনোক্তং তত্তু বৈ শ্রুত্বা কপোতো বৈষ্ণবো মহান্‌।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর কাপোতক তীর্থে প্রয়াণ করিবে। ঐ স্থানে সাভ্রমতীজল প্রাচীদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি পিতৃতর্পণপূর্ব্বক নিয়ত প্রতিপর্ব্বে বন্য ফল-পুষ্প দ্বারা পিণ্ড দান করে, এবং কাক কুক্কুর প্রভৃতিকে বলি প্রদান করিয়া থাকে, সে যমালয়ের পথ সুখে নিস্তীর্ণ হইতে পারে। নর বৈশাখমাসে এই তীর্থে স্নান করিয়া গৌর সর্ষপ দ্বারা প্রাচীনেশ্বর ঈশান দেবকে অর্চ্চনা করিবে। এই অর্চ্চনার ফলে মানব তাহার পিতৃ ও পিতামহদিগের সহিত আপনাকেও উদ্ধার করিতে পারে। কপোত এই স্থানে সহর্ষে আত্মদান করায় দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিল, তখন হইতে এই তীর্থ কাপোত নামে বিখ্যাত হয়। এই তীর্থে নর স্নান ও পান করিয়া ব্রহ্মহত্যা অপনোদন করে। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে প্রভো! কপোত কি প্রকারে দেহ দান করিল? তাহা আমায় বলুন। হে সুরেশ্বর, দেব! কি নিমিত্ত উক্ত দেহ দান করা হইয়াছিল? তাহা আমি জ্ঞাত নহি। ১—৭। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবেশ্বরি! এই তীর্থে এক অতি বৃহৎ বট-বৃক্ষ আছে। তাহার অনন্ত শাখা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। সেই শাখিশাখায় বহু-জীব, বহুপক্ষী বাস করে। হে সুরেশ্বরি! উহার কোন এক শাখায় এক কপোত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ পক্ষিপ্রবর নিত্য বিষ্ণুপরায়ণ। সে কুটুম্বপরিবৃত হইয়া বৃক্ষ-শাখায় নিত্য বাস করিতেছিল। হে দেবি! একদা বিষ্ণুবাসর-দ্বাদশীতিথিতে একটা শ্যেন পক্ষী অতিথিরূপে আগমন করিয়া কহিল,—হে কপোত! তোমার দেহের মাংস প্রদান কর। যদি না দাও, তবে তোমাকে অভিশাপ দিব। অদ্য বিষ্ণুবাসরে আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আগমন করিয়াছি; অতএব ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে তুমি মাংস প্রদান কর। মহা-বৈষ্ণব কপোত শ্যেনের উক্তি শ্রবণ করিয়া

তেন দত্তং তদা দেবি শরীরং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪
তেন দানপ্রভাবেন তীর্থং জাতং সুরোত্তমে।
কাপোতকং মহত্তীর্থং পাবনং নাঞ্চ পাবনম্ ॥১৫
অত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃত্বা বৈ শিবপূজনম্।
দদাতি চাতিথিভ্যশ্চ মিষ্টমন্নং সুরোত্তমে॥ ১৬
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ সনাতনম্
দত্ত্বা বৈ স্বশরীরন্তু কপোতোঽথ মহাত্মনে ॥১৭
স গতো বৈষ্ণবং তত্র যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
অতো গত্বা তু ভো দেবি অতিথিং পূজয়েৎ সদা
পূজিতে চাতিথৌ তত্র সর্ব্বঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥১৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কাপোততীর্থ বিবরণ নাম দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং মহাপাতকনাশনম্।
গোতীর্থমিতি বিখ্যাতং কাশ্যপহ্রদসন্নিধৌ ॥
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
গোতীর্থে তু ততঃ স্নাত্বা নশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ
গাবঃ কৃষ্ণাং তনুং প্রাপ্য পূর্ব্বপাতকযোগতঃ
যত্র তীর্থে ততঃ স্নাত্বা শুক্লত্বং পুনরাগতাঃ ॥ ৩
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দত্ত্বা গোভ্যো গবাহ্নিক
গোমাতৃণাং প্রসাদেন মাতৃণামনৃণী ভবেৎ ॥ ৪
গোতীর্থে তু নরো গত্বা স্নাত্বা গান্তু পয়স্বিনীম্
দদাতি বিপ্রমুখ্যেভ্যঃ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গোতীর্থবিবরণং নাম ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৩॥

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অত্র তীর্থং মহচ্চান্যৎ কাশ্যপাখ্যং সুরেশ্বরি।
যত্র হ্রদো মহানাসীন্নগদেববিনির্ম্মিতঃ ॥ ১
তত্র কুশেশ্বরো নাম দেবো যত্র বিরাজতে।

স্বীয় দেহ দান করিল। হে সুরেশ্বরি! সেই দানপ্রভাবে কাপোত তীর্থ উৎপন্ন হইল। কাপোত তীর্থ পরম পাবন মহাতীর্থ। এই তীর্থে স্নান ও শিবার্চ্চন করিয়া যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে মিষ্টান্ন প্রদান করে, সে ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে সনাতন বিষ্ণুপদে প্রয়াণ করিয়া থাকে। কপোত মহাত্মা অতিথিকে স্বীয় শরীর প্রদান করিয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বৈষ্ণব ধামে বাস করিতে লাগিল। অতএব হে দেবি! নর উক্ত তীর্থে গিয়া অতিথিকে নিত্য পূজা করিবে। অতিথি পূজিত হইলে, সর্ব্বাভীষ্ট লব্ধ হইয়া থাকে। ৮—১৮।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬২।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—কাশ্যপহ্রদের সমীপে এক মহাপাতকহর শ্রেষ্ঠতীর্থ আছে। উহা গোতীর্থ নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মহত্যা তুল্য যে কিছু পাপ আছে, গোতীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্ত নষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গোগণ পূর্ব্বপাতকফলে কৃষ্ণ দেহ ধারণ করিয়া উক্ত তীর্থে স্নানানন্তর শুক্লত্ব লাভ করিয়াছিল। নর, গোতীর্থে স্নানপূর্ব্বক গোগণকে গবাহ্নিক দান করিয়া গোমাতৃগণের প্রসাদে মাতৃঋণ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। নর গোতীর্থে গমন ও স্নান করিয়া বিপ্রবৃন্দকে পয়স্বিনী গাভী দান করিলে ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। ১—৫।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৩।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে সুরেশ্বরি! এই স্থানে কাশ্যপ নামে এক মহাতীর্থ আছে। তথায় নগদেবনির্ম্মিত এক মহাহ্রদ বিদ্যমান। ঐ হ্রদতীরে কুশেশ্বর দেব বিরাজ করিতে-

যত্র কুণ্ডং তথা রম্যং কশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্॥ ২
তত্র স্নাত্বা তু ভো দেবি ন নরো নিরয়ং ব্রজেৎ।
অগ্নিহোত্রকরা বিপ্রা নিত্যং বেদপরায়ণাঃ॥৩
নিবসন্তি মহাদেবি কাশ্যপায়াং বহুশ্রুতাঃ।
যথা কাশী তথা চেয়ং নগরী ঋষিনির্ম্মিতা॥ ৪
কশ্যপেন যতশ্চাত্র তপ্তং বহুতরং তপঃ।
গঙ্গা বৈ তপসা যেন আনীতেশজটোদ্ভবা॥৫
সা গঙ্গা কাশ্যপী দেবি মহাপাতকনাশিনী।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ মুচ্যন্তে দুষ্টকিল্বিষাৎ॥ ৬
গোদানঞ্চ প্রশংসন্তি রথদানং তথৈব চ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু তত্রৈব দানং দেয়ং প্রযত্নতঃ॥ ৭
কলৌ যুগে তথা ঘোরে মহাপাতকনাশনম্।
কাশ্যপাখ্যসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৮
যত্র বৈ দেবতাঃ সর্ব্বা ঋষয়ো বীতকল্মষাঃ।
নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবেশি তীর্থরাজপ্রসাদতঃ॥৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সাভ্রমতীকাশ্যপ-হ্রদমাহাত্ম্যং নাম চতুঃষষ্ট্যধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৪॥

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
ভূতালয়ং ততো গচ্ছেত্তীর্থং পাপহরং পরম্।
ভূতালয়ো বটো যত্র যত্র প্রাচী তু চন্দনা॥ ১
ভূতালয়ে নরঃ স্নাত্বা কৃষ্ণাষ্টম্যামুপোষিতঃ।
যস্তু কৃষ্ণতিলান্ দদ্যান্ন স প্রেতোঽভিজায়তে
পিতৄনুদ্দিশ্য যো দদ্যাদুদকুম্ভং তিলৈঃ সহ।
পূর্ব্বজান্ প্রেতভাবাৎ স মোচয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥৩
যস্য নাম্না নরঃ স্নাতি প্রেতত্বাৎ স বিমুচ্যতে।
চতুর্দ্দশ্যামথাষ্টম্যাং প্রভাতে বিমলোদকে॥ ৪
তীর্থে ভূতালয়ে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ভূতালয়ং বটম্।
ভূতেশ্বরপ্রসাদেন ভূতেভ্যো ন ল ভত্তয়ম্॥ ৫
অতস্তীর্থাৎ পরং তীর্থং বটেশ্বরমিতি স্মৃতম্।
যত্র স্নাত্বা তু তং দৃষ্ট্বা মুক্তিভাগী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

বিগতপাপ ঋষিগণ এই তীর্থরাজের প্রসাদে নিত্যই এখানে অবস্থান করেন। ১—৯।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৪।

ছেন। ঐ স্থানে কশ্যপনির্ম্মিত এক রম্য কুণ্ড আছে। নর সে স্থানে স্নান করিলে নরকে নিমগ্ন হয় না। হে মহাদেবি! নিত্য অগ্নিহোত্রী, বেদপরায়ণ, বহুশ্রুত বিপ্রগণ উক্ত কাশ্যপ তীর্থে বাস করিয়া থাকেন। যেমন কাশী, তেমনি এই ঋষিনির্ম্মিতা নগরী। কশ্যপ এই স্থানে বহুতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া ঈশানজটোদ্ভবা গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। হে দেবি! সেই কাশ্যপীনাম্নী গঙ্গা মহাপাতকনাশিনী। ঐ গঙ্গার দর্শনমাত্রেই নরগণ দুষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গোদান এবং রথদান এ স্থানে প্রশংসনীয়। যে নর এই তীর্থে সযত্নে শ্রাদ্ধ করিয়া উক্ত দান কার্য্য করিবে। এই ঘোর কলিযুগে কাশ্যপ তীর্থের ন্যায় মহাপাতকহর তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। হে দেবেশি! সমস্ত দেব ও

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর পাপহর ভূতালয় তীর্থে গমন করিবে। ঐ স্থানে ভূতালয়, বট ও প্রাচী চন্দনা বিরাজমান। যে নর কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া ভূতালয়ে স্নানপূর্ব্বক কৃষ্ণ তিল দান করে, তাহাকে কখনও প্রেত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে তিলসহ উদকুম্ভ দান করে, সে পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রেতত্ব হইতে নিশ্চয় মোচন করিয়া থাকে।১—৩। নর যাহার নাম লইয়া স্নান করে, সেও প্রেতত্বমুক্ত হয়। মানব চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে প্রভাতে বিমলোদকযুত ভূতালয় তীর্থে স্নান ও ভূতালয় বট দর্শন করিয়া ভূতেশ্বরের প্রসাদে ভূতগণ হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না। এই তীর্থের পর বটেশ্বর নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। তথায় স্নান ও দর্শন করিয়া নর নিশ্চয়ই

যত্র সাভ্রমতীতীর্থেবটো বৈ পরমো মহান্।
দৃষ্ট্বা চৈব মহাদেবং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭
তত্র গত্বা বিশেষেণ প্লক্ষপূজাং করোতি যঃ।
মনসাভীপ্সিতান্ কামাংল্লভতে মানবো ভুবি॥৮
ততো গচ্ছেন্নরো ভক্ত্যা বৈদ্যনাথেতি বিশ্রুতম্
তত্র স্নাত্বা নরস্তীর্থে শিবপূজনতৎপরঃ॥ ৯
পিতৃন্ সন্তর্প্য বিধিনা সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
বিজয়ো দেবসম্ভূতঃ সর্ব্বপাপক্ষয়ঙ্করঃ।
যং দৃষ্ট্বা বিবিধান্ কামান্ প্রাপ্নুয়ুস্তে নরাঃ সদা
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিজয়তীর্থমাহাত্ম্যং
নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৫॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
বৈদ্যনাথাৎ পরং তীর্থং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং দেবতীর্থমনুশ্রুতম্॥ ১
বিভীষণাদ্রাক্ষসেন্দ্রাদ্‌গৃহীত্বা করমোজসা।
প্রারব্ধো ধর্ম্মপুত্রেণ রাজসূয়ো মহাক্রতুঃ॥ ২
দিগ্‌জয়ে দক্ষিণে জাতে নকুলেন হি পাণ্ডুনা।
সাভ্রমত্যাস্তটে দেবি পাণ্ডুরার্য্যেতি বিশ্রুতা॥৩
স্থাপিতা পরয়া ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
স্নাতঃ সাভ্রমতীতোয়ে পাণ্ডুরার্য্যাং নমস্য চ॥ ৪
অণিমাদ্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ তথা মেধাং মহীয়সীম্
নরঃ প্রাপ্নোতি বৈ নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
পাণ্ডুরার্য্যাং নমস্কৃত্য শুদ্ধভাবেন মানবঃ।
সংবৎসরকৃতা পূজা জ্ঞাতব্যা তত্ত্ববুদ্ধিভিঃ॥ ৬
তত্র তীর্থে তনুং ত্যক্ত্বা পাণ্ডুরার্য্যাসমীপতঃ।
কৈলাসশিখরং প্রাপ্য চণ্ডেশ্বরগণো ভবেৎ॥৭
পুরা হনূমতা তত্র তপস্তপ্তং সুদুষ্করম্।
সমুদ্রপ্লবনে শক্তির্জ্জাতা তীর্থপ্রভাবতঃ॥ ৮
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পাণ্ডুরার্য্যাতীর্থবর্ণনং
নাম ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৬॥

মুক্তিভাগী হয়। সাভ্রমতীসমীপে যে পরম মহান্ বটেশ্বর তীর্থ বিরাজমান, তথায় মহাদেব দর্শন করিয়া নর মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে গিয়া বিশেষ ভাবে প্লক্ষপূজা করে, সে মনোভীষ্ট সমস্ত কামই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর নর ভক্তিপূর্ব্বক বিখ্যাত বৈদ্যনাথ তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নানানন্তর শিবপূজায় তৎপর হইয়া যথাবিধি পিতৃগণকে তর্পণ করিলে নর সর্ব্বযজ্ঞফললাভ করিয়া থাকে। এই তীর্থে সর্ব্বপাপহর বিজয় দেব অবস্থিত। নরগণ তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্বদা বিবিধ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪—১০।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৫।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—বৈদ্যনাথ তীর্থের পর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বিখ্যাত দেবতীর্থ; ইহা তীর্থসমূহের মধ্যে উত্তম তীর্থ। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া রাজসূয়াখ্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৎকালে পাণ্ডুনন্দন নকুল দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়া পরম ভক্তি সহকারে সাভ্রমতীর তটে ভুক্তিমুক্তিদায়িনী পাণ্ডুরার্য্যা দেবীকে স্থাপিত করেন। সাভ্রমতীর জলে স্নান করিয়া পাণ্ডুরার্য্যা দেবীকে নমস্কারপূর্ব্বক নর অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও মহীয়সী মেধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। মানব শুদ্ধভাবে পাণ্ডুরার্য্যা দেবীকে নমস্কার করিবে। তত্ত্ববুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ এরূপ করিলে সংবৎসরকৃত পূজার ফললাভ হয়; ইহা অবগত হইবেন। নর পাণ্ডুরার্য্যা সমীপে উক্ত তীর্থে দেহত্যাগপূর্ব্বক কৈলাসশিখর প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডেশ্বরগণ হয়। পুরাকালে হনূমান্ ঐ তীর্থে পরম দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাই তীর্থপ্রভাবে তাঁহার সাগরলঙ্ঘনের শক্তি হইয়াছিল। ১—৮।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৬।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমে হধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অত্র তীর্থাৎ পরং তীর্থং চণ্ডেশ ইতি বিশ্রুতম্
যত্র চণ্ডেশ্বরো দেবো নিত্যং তিষ্ঠতি ভূতিদঃ ॥১
যং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপাদজ্ঞানাদথবা কৃতাৎ।
সর্ব্বাভির্দ্দেবতাভিশ্চ মিলিত্বা নগরং কৃতম্।
চণ্ডেশ ইতি বিখ্যাতং নাম্না চৈব মহেশ্বরি ॥ ২
অত্র তীর্থাৎ পরং তীর্থং গাণপত্যং ততো ভুবি
সাভ্রমত্যাঃ সমীপে তু বিখ্যাতং দেবনির্ম্মিতম্
তত্র স্নাত্বা নরো দেবি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
মন্যে সাভ্রমতীতীরে জনানাং হিতকাময়া ॥ ৪
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরান্তানি যানি চ।
তানি সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য তীর্থে বৈ পরমাদ্ভুতে ॥৫
শ্রাদ্ধং করোতি যস্তত্র রুদ্রভক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ফলং প্রাপ্নোতি শুদ্ধাত্মা সর্ব্বযজ্ঞসমুদ্ভবম্ ॥ ৬
পিতৄনুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিদ্গণতীর্থে প্রদীয়তে।
তৎসর্ব্বং জায়তে ক্ষিপ্রং গণনাথপ্রসাদতঃ ॥৭
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বৃষং বিপ্রায় দাপয়েৎ
সর্ব্বলোকানতিক্রম্য স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে চণ্ডেশগাণপত্যগণ-
তীর্থবিবরণং নাম সপ্তষষ্ট্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বার্ত্রঘ্ন্যা গিরিকন্যয়া।
শক্রশ্চৈব তয়া সাধ্ব্যা সঙ্গমং যত্র লব্ধবান্ ॥ ১
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তি নরা নিয়তমানসাঃ।
দশানামশ্বমেধানাং যৎফলং স্নানকৃল্লভেৎ ॥ ২
তত্র যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং পিণ্ডান্ বৈ তিলচূর্ণজান্
পুনাতি পুরুষো বংশান্ সপ্তসপ্ত পরাবরান্ ॥৩
সম্পূজ্য বিধিবৎ স্নাত্বা সঙ্গমে গণনায়কম্।
ন বিঘ্নৈরভিভূয়েত লক্ষ্ম্যা নৈব বিহীয়তে ॥ ৪

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—উক্ত তীর্থের পর চণ্ডেশ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। ভূতিপ্রদ চণ্ডেশ্বর দেব নিত্য তথায় বিরাজমান। নর তাঁহাকে দেখিয়া জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! সর্ব্বদেব মিলিত হইয়া এই চণ্ডেশ নামে বিখ্যাত নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই তীর্থের পর গাণপত্য নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। ঐ দেবনির্ম্মিত তীর্থ সাভ্রমতীর সমীপে অবস্থিত। হে দেবি! তথায় স্নান করিয়া নর মুক্তি লাভ করে, সন্দেহ নাই। আমি মনে করি, পৃথিবীতে সাগরান্ত যে সকল তীর্থ আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক যে মানব, জনগণের হিতকামনায় সাভ্রমতীতীরনির্ম্মিত এই পরমাদ্ভুত তীর্থে জিতেন্দ্রিয়ভাবে ভক্তির সহিত শ্রাদ্ধ করে, সে শুদ্ধাত্মা হইয়া সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে অত্রত্য গণতীর্থে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করে, গণনাথের প্রসাদে তাহার সকলই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে নর উক্ততীর্থে স্নান করিয়া বিপ্রকে বৃষ প্রদান করে, সে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।১—৮।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৭।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর ইন্দ্র যথায় সতী বার্ত্রঘ্নী গিরিকন্যার সহিত সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, নিয়তচিত্ত নরগণ তথায় স্নান করিবে, ঐ স্থানে স্নানকারী ব্যক্তি দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তথায় শ্রাদ্ধ করিয়া তিলচূর্ণজাত পিণ্ড প্রদান করে, সে তাহার ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ বংশ পবিত্র করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সঙ্গমে স্নান করিয়া গণনায়কের পূজা করে, তাহাকে আর কখন; বিঘ্নাতিভূত বা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে

পার্ব্বত্যুবাচ।
কস্মিন্ কার্য্যসমারম্ভে সমায়াতঃ পুরন্দরঃ।
স্বর্গলোকাদিমং লোকমেতদাখ্যাতু মর্হসি ॥৫
বার্ত্রঘ্নী চ নদী কেন নিরুক্তেন নিগদ্যতে।
পুরন্দরপুরং দেব ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।
সম্ভাবয়তি যোঽজস্রং মম তৎসঙ্গমং বদ ॥ ৬
মহাদেব উবাচ।
অস্মিংশ্চৈব তু ভূর্লোকে প্রশ্নোঽয়ং সমভূৎ পুরা
যুধিষ্ঠিরেতি বিখ্যাতো রাজা বৈ ধার্ম্মিকো মহান্
পৃষ্টবান্ স তু ভীষ্মায় ধর্ম্মিণে জ্ঞানরূপিণে।
তেনোক্তং যত্তু তদ্দেবি প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
বৃত্রবাসবয়োর্যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥ ৯
ততঃ পরাজিতঃ শক্রঃ কৃত্বা বৃত্রেণ সংবিধম্।
অদ্রোহে স রণং ত্যক্ত্বা জগাম শরণং মম ॥ ১০
বার্ত্রঘ্ন্যা সঙ্গমে পুণ্যে তোষয়ামাস শঙ্করম্।
অথান্তরিক্ষেঽহং দেবি দর্শনং দত্তবাংস্তদা ॥ ১১
মম গাত্রাত্তু যদ্ভস্ম পতিতং কাশ্যপীতটে।
ভস্মগাত্রেতি তৎপুণ্যং লিঙ্গং দেবি বিনির্ম্মিতম্
ভূতেশ্বরং ভস্মগাত্রং ব্রহ্মণা সম্প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্য বৈ দর্শনাদেব ব্রহ্মহত্যা লয়ং ব্রজেৎ ॥১৩
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা যুগাদিষু।
তদহং সুপ্রসন্নোঽভূদিন্দ্রায় সুমহাত্মনে ॥ ১৪
যদ্যত্ত্বং বাঞ্ছসে দেব তৎসর্ব্বং হি দদামি তে।
অনেন বজ্রযোগেন শীঘ্রং বৃত্রং হনিষ্যসি ॥ ১৫
শক্র উবাচ।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন দিতিজঞ্চ দুরাসদম্।
বজ্রেণ নিহনিষ্যামি পশ্যতস্তে সুরোত্তম ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা তদা ইন্দ্রো গতবাংশ্চাসুরং প্রতি।
তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্দ্দেবসৈন্যে বিশেষতঃ ॥১৭
মৃদঙ্গডিণ্ডিমাশ্চৈব ভেরীতূর্য্যাণ্যনেকশঃ।
অসুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং বৃত্তিলোপো মহানভূৎ ॥

হয় না। পার্ব্বতী কহিলেন,—পুরন্দর কোন্ কার্য্য উপলক্ষে স্বর্গলোক হইতে এই লোকে আগমন করিয়াছিলেন? তাহা আমার নিকট বলুন। কোন্ নিরুক্তি অনুসারে বার্ত্রঘ্নী নদীর নাম নির্ব্বাচিত হইল? হে দেব! যাহা ব্রহ্মঘোষনিনাদিত পুরন্দরপুর অজস্র সম্ভাবিত করিয়া থাকে, আমায় সেই সঙ্গম-স্থলের বিবরণ বলুন। মহাদেব কহিলেন,—পূর্ব্বে এই ভূলোকে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির নামে বিখ্যাত মহা-ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি জ্ঞানরূপী ধার্ম্মিক ভীষ্মকে ইহা জিজ্ঞাসা করেন। হে দেবি! ভীষ্ম ইহার উত্তরে যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি। দশসহস্র দশশত বর্ষ পর্য্যন্ত বৃত্র ও বাসবের লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। ইন্দ্র পরাজিত হইয়া বৃত্রের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিলেন এবং অদ্রোহভাবে সমর পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইলেন। তিনি বার্ত্রঘ্নীর পুণ্য সঙ্গমে শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিলেন। হে দেবি! অনন্তর আমি অন্তরীক্ষে তাঁহাকে দর্শন দান করিলাম, তখন আমার গাত্র হইতে যে ভস্ম কাশ্যপীতটে পতিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ভস্মগাত্র নামে এক পবিত্র লিঙ্গ-রূপে তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। ভূতেশ্বর ভস্মগাত্র দেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মহত্যা বিলয় প্রাপ্ত হয়। এইস্থানে যুগাদ্যায় শ্রাদ্ধ করিয়া নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আমি সেইকালে মহাত্মা ইন্দ্রের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছিলাম; তাঁহাকে বলিলাম,—হে দেব! তুমি যাহা যাহা বাঞ্ছা কর, আমি তৎসমুদায়ই তোমায় প্রদান করিব। এই বজ্রযোগ দ্বারা শীঘ্রই তুমি বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিবে।১—১৫। ইন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি দুরাসদ দিতিনন্দনকে ভবৎসমক্ষেই বজ্রদ্বারা নিহত করিব। ইন্দ্র এই কথা কহিয়া সেই বৃত্রাসুরের প্রতি ধাবিত হইলেন, তখন দেবসৈন্যমধ্যে দুন্দুভিধ্বনি হইল, মৃদঙ্গ, ডিণ্ডিম, ভেরী ও তূরী প্রভৃতি অনেক বাদ্য বাজিতে লাগিল, সমস্ত অসুরের মহা

বলবান্ মঘবা চৈব ক্ষণেন সমজায়ত।
তমাবিষ্টং ততো জ্ঞাত্বা ঋষয়ঃ পন্নগাস্তথা ॥ ১৯
স্তুবন্তি শক্রমীশানং স্তুত্যা জয়জয়েতি চ।
গচ্ছতস্তস্য শক্রস্য যুদ্ধকামস্য সন্নিধৌ।
ঋষিভিঃ স্তূয়মানস্য রূপমাসীৎ সুদুর্ত্তরম্ ॥ ২০

মহাদেব উবাচ।

বৃত্রস্য সহসা দেবি তদা সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
অভবন্ যানি লিঙ্গানি শরীরে তানি মে শৃণু ॥২১
জ্বলিতাস্যোঽভবদ্‌ঘোরো বৈবর্ণ্যমভবৎ পরম্।
গাত্রকম্পশ্চ সুমহান্ শ্বাসঃ ঘোরো ব্যজায়ত ॥
রোমহর্ষশ্চ তীব্রোঽভূচ্ছ্বাসশ্চৈব মহানভূৎ।
নিষ্পেপ ত মহাঘোরা উল্কাঃ পার্শ্বং প্রপেদিরে ॥
গৃধ্রা বটাঃ শ্যেনকঙ্কা বচো মুঞ্চন্ সুদারুণাঃ।
বৃত্রস্যোপরি তে সর্ব্বে চক্রবৎ পরিবভ্রমুঃ ॥ ২৪
ততঃ স গজমাস্থায় ইন্দ্রস্তত্র সমাগতঃ।
বজ্রোদ্যতকরস্তত্র শক্রস্তং দৈত্যমাদ্রবৎ ॥ ২৫
অমানুষমথো নাদং স মুমোচ সুরেশ্বরঃ।

বৃত্রাসুরস্য যততঃ শক্রো বজ্রমপাতয়ৎ ॥ ২৬
স বজ্রঃ সুমহাতেজাঃ কালাগ্নিসদৃশো মহান্।
সমুদ্রস্য তটে বৃত্রং শক্রো দৈত্যমপাতয়ৎ ॥ ২৭
ততো নাদঃ সমভবৎ পুনরেব সমন্ততঃ।
বৃত্রং বিনিহতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বদেবভয়ঙ্করম্।
পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী ইন্দ্রমূর্দ্ধ্নি পপাত হ ॥ ২৮
বৃত্রং হত্বা স ভগবান্ দানবেশং ভয়ঙ্করম্ ॥ ২৯
স্তূয়মানোঽমরৈঃ সার্দ্ধং দেবধানীং সমাবিশৎ।
অথ বৃত্রশরীরাত্তু নির্গতং তেজ উত্তমম্ ॥ ৩০
ব্রহ্মহত্যা মহাঘোরা রৌদ্রা লোকভয়ঙ্করী।
করালবদনা সা চ বিকৃতা কৃষ্ণপিঙ্গলা ॥৩১
কপালমালিনী চৈব সুকৃশা নগনন্দিনি।
রুধিরাক্তা চ পাপিষ্ঠা মীনগন্ধাতিভীষণা ॥৩২
সা নিষ্ক্রম্য মহাদেবি তাদৃগ্‌রূপা ভয়াবহা।
ইন্দ্রমন্বেষয়ামাস তদা বৈ সুরসত্তমে ॥ ৩৩
নির্দ্ধাবতী ততঃ সা তু দৃষ্ট্বা শক্রং মহৌজসম্।

বৃত্তিলোপ উপস্থিত হইল, মঘবা তৎকালে প্রবল হইয়া উঠিলেন, ঋষি ও পন্নগগণ তাহা জানিয়া জয় জয় রবে দেবেশ ইন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ যুদ্ধ-কামনায় গমনোদ্যত ইন্দ্রের স্তব করিতে থাকিলে, তাঁহার তখন এক সুদুর্দ্ধর রূপ আবির্ভূত হইল। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! সেই সংগ্রামক্ষেত্রে বৃত্রাসুরের শরীরে সহসা যে যে চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভীষণ বৃত্রাসুর জ্বলিতবদন ও অত্যন্ত বৈবর্ণ্যযুক্ত হইল, তাহার প্রবল গাত্রকম্প হইল, উষ্ণ উষ্ণ মহাশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল, তীব্র রোমহর্ষ ও প্রবল শ্বাস উপস্থিত হইল, মহাঘোর উল্কা সকল পার্শ্বে পতিত হইতে লাগিল। গৃধ্র, শ্যেন, ও কঙ্ক সকল দারুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং সকলেই বৃত্রের মস্তকোপরি চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্র গজারোহণে বজ্রো-দ্যতকরে সেইস্থানে সমাগত হইলেন, এবং সেই দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। সুরেশ্বর সেকালে অমানুষ নাদ করিতে লাগিলেন, বৃত্রাসুর যুদ্ধারম্ভ করিল, ইন্দ্র তৎপ্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, সেই সুমহাতেজা বজ্র মহাকালাগ্নিরূপে প্রতিভাত হইল। ইন্দ্র সমুদ্রতটে বৃত্রাসুরকে পাতিত করিলেন। তখন সর্ব্বদেবভয়ঙ্কর বৃত্রকে নিহত দেখিয়া পুনরায় চতুর্দ্দিক্ হইতে এক নাদ উত্থিত হইল। ইন্দ্রের মস্তকে মহতী পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল।১৬—২৮। ভগবান্ ইন্দ্র ভয়ঙ্কর দানবেশ্বরকে নিহত করিয়া অমর-গণ কর্ত্তৃক স্তুত হইতে লাগিলেন। অনন্তর বৃত্রের শরীর হইতে এক উত্তম তেজ নির্গত হইল। উহা মহাঘোরা ব্রহ্মহত্যা; ঐ ব্রহ্মহত্যা রৌদ্রা, লোকভয়ঙ্করী, করাল-বদনা, বিকৃতা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, কপালমালিনী, সুকৃশা, রুধিরাক্তা, পাপিষ্ঠা, মীনগন্ধা ও অতি ভীষণা। হে মহাদেবি। তথাবিধা মহা-ভয়াবহ ব্রহ্মহত্যা বহির্গত হইয়া তৎকালে ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। উহা ধাবিত হইয়া মহৌজা ইন্দ্রকে দেখিবা মাত্র

কণ্ঠে জগ্রাহ দেবেন্দ্রং স্থলগ্না সাভবত্তদা॥ ৩৪
স চ তস্মিন্ সমুদ্‌ভ্রান্তো ব্রহ্মহত্যাকৃতে ভয়ে।
নিলিল্য বিসমধ্যেঽসৌ স্থিতো বর্ষগণান্ বহূন্
তয়া গৃহীতো ভো দেবি নিশ্চেষ্টঃ সমপদ্যত।
তস্যা ব্যপোহনে শক্রঃ প্রযত্নঞ্চ চকার হ॥৩৬
ন শক্তোঽভূন্মহাদেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহিতুম্
তয়া গৃহীতমাত্রস্তু দেবেন্দ্রোঽনিষ্টরূপধৃক্ ॥৩৭
পিতামহমুপাগম্য শিরসা প্রত্যপূজয়ৎ।
জ্ঞাত্বা গৃহীতং শক্রন্তু দ্বিজপ্রবরহত্যয়া॥ ৩৮
ব্রহ্মা সঞ্চিন্তয়ামাস তদা বৈ সুরসত্তমে।
সা চিন্তমানং ব্রহ্মাণমুপগম্যাব্রবীদ্বচঃ॥ ৩৯
প্রাপ্তাস্মি ভগবন্ দেব ত্বৎসকাশং হি মানদ।
যৎকর্ত্তব্যং ময়া দেব তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ৪০
তামুবাচ মহাভাগে ব্রহ্মহত্যাং পিতামহঃ।
স্বরেণ মধুরেণাথ সঙ্ক্ষেপেণ যথাতথম্॥ ৪১
মুচ্যতাং দেবরাজোঽয়ং মৎপ্রিয়ং কুরু ভামিনি
ব্রূহি কিং তে করোমাদ্য কামং ত্বং কিমিহেচ্ছসি॥ ৪২

ব্রহ্মহত্যোবাচ।
শক্রাদপগমিষ্যামি বচনাত্তেঽমরোত্তম।
দেবদেব নমস্তেঽস্তু নিবাসঞ্চ দদস্ব মে।
ত্বয়া কৃতেয়ং মর্য্যাদা লোকসংরক্ষণার্থিনা॥ ৪৩

মহাদেব উবাচ
তথেতি তাং প্রতিজ্ঞায় হত্যাঞ্চাপি পিতামহঃ।
উপায়মথ শক্রস্য ব্রহ্মহত্যাপনোদনে॥ ৪৪
ততো বহ্নিং সমাহূয় ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।
শক্রহত্যাচতুর্থাংশং জাতবেদো গৃহাণ ভো॥৪৫

অগ্নিরুবাচ।
মম মোক্ষস্য কো হেতুর্ব্রহ্মহত্যাকৃতে প্রভো।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বতো লোকপূজিতঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।
যস্ত্বাং জলন্তমাসাদ্য ন হোষ্যতি নরঃ কচিৎ।
বীজৌষধিতিলান্নগ্নে ফলমূলসমিৎকুশান্॥৪৭
তদৈব ত্যক্ষ্যতি ত্বাঞ্চ তত্রৈব চ নিবৎস্যতি।

তাঁহার কণ্ঠ গ্রহণ করিল। তখন ব্রহ্মহত্যা দেবেন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রহিল। সেই ব্রহ্মহত্যাভয় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র সমুদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিসমধ্যে বিলীন ও বহুবর্ষ তথায় অবস্থিত হইলেন। হে দেবি! ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ইন্দ্র নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি ব্রহ্মহত্যাকে দূরীভূত করিবার জন্য অনেক যত্নই করিলেন, কিন্তু হে মহাদেবি! তাহাকে তিনি কিছুতেই বিতাড়িত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবামাত্র দেবেন্দ্র মলরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক গৃহীত জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে সুরোত্তমে! ব্রহ্মা চিন্তা করিলে ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মার নিকট আসিয়া বলিল,—হে ভগবন্, মানদ! আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি বলুন। তখন পিতামহ ব্রহ্মহত্যাকে মধুরস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন,—হে মহাভাগে, ভামিনি! তুমি দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রিয়াচরণ কর। আমি তোমার কি কার্য্য করিব বল; তুমি কি ইচ্ছা কর? ব্রহ্মহত্যা কহিল,—হে সুরোত্তম! আপনার কথানুসারে ইন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া যাইব। হে দেবদেব! তোমায় নমস্কার; আমার বাসস্থান প্রদান করুন। লোকসংরক্ষণার্থ আপনিই মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।২৯-৪৩। মহাদেব কহিলেন,—ব্রহ্মা ব্রহ্মহত্যার নিকট 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যানিবারণের উপায় নিরূপণের জন্য বহ্নিকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বহ্নে! তুমি এই ব্রহ্মহত্যার চতুর্থাংশ গ্রহণ কর। অগ্নি কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মহত্যা হইতে মদীয় মোক্ষলাভের উপায় কি হইবে? হে লোকপূজ্য! ইহা আমি প্রকৃত পক্ষে আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—যে নর তোমাকে প্রজ্বলিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া বীজ, ওষধি, তিল, ফল, মূল, সমিৎ ও কুশসমূহ হোম না করিবে,

ব্রহ্মহত্যা হব্যবাহ বোঢ় তে মনসো জ্বরঃ ॥৪৮
ততঃ স পরিজগ্রাহ তদ্বচো হব্যকব্যভুক্‌।
পিতামহশ্চ ভগবান্‌ তথাতদলভৎ প্রিয়ম্‌ ॥ ৪৯
ততো বৃক্ষৌষধিতৃণান্যাহূয় স পিতামহঃ।
ইমমর্থং মহাভাগে বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৫০
ততো বৃক্ষৌষধিতৃণৈস্তথৈবোক্তং যথাতথম্‌।
ব্যথিতাস্তগ্নিবদ্দেবি ব্রহ্মাণং বাক্যমব্রুবন্‌ ॥৫১
অস্মাকং ব্রহ্মহত্যায়াঃ কথমন্তঃ পিতামহ।
স্বভাবনিহতা তস্মান্ন পুনর্হন্তুমর্হসি ॥ ৫২
বয়মগ্নিং তথা শীতং বর্ষঞ্চ পবনেরিতম্‌।
সহামঃ সততং দেব তথা ছেদনভেদনম্‌ ॥ ৫৩
ব্রহ্মোবাচ।
অকারণং নরো যস্তু যুষ্মচ্ছেদনভেদনম্‌।
করিষ্যতি মহামোহাত্তমেষানুপ্রযাস্যতি ॥ ৫৪
মহাদেব উবাচ।
ততো মহৌষধিতৃণৈরোমিত্যুক্তং মহাত্মভিঃ।
ব্রহ্মাণমপি সম্পূজ্য জগ্মুশ্চাথ যথাগতম্‌ ॥ ৫৫
আহূয়াপ্সরসো দেবস্ততো লোকপিতামহঃ।
বাচা মধুরয়া প্রাহ সান্ত্বয়ন্নিব সত্তমে ॥ ৫৬
ইয়ং বৃত্রাদনুপ্রাপ্তা ব্রহ্মহত্যা বরাঙ্গনাঃ।
চতুর্থমস্যা ভাগঞ্চ ময়োক্তং সম্প্রতীচ্ছথ ॥ ৫৭
অপ্সরা উচুঃ।
গ্রহণে কৃতবুদ্ধীনাং দেবেশ তব শাসনাৎ।
সম্মোক্ষসময়োঽস্মাকং চিন্তনীয়ঃ পিতামহ ॥ ৫৮
ব্রহ্মোবাচ।
রজস্বলাসু নারীষু যো বৈ মৈথুনমাচরেৎ।
তমেষা যাস্যতি ক্ষিপ্রং ব্যেতু বো মনসো জ্বরঃ
মহাদেব উবাচ।
তথেতি হৃষ্টমনসঃ প্রত্যুক্তা হ্যপ্সরোগণাঃ।
স্বানি স্থানানি সম্প্রাপ্য রেমিরে শৈলজে তদা
ততশ্চ লোককৃদ্দেবঃ পুনরেব পিতামহঃ।
অপঃ সঞ্চিন্তয়ামাস ততস্তাশ্চ সমাগমন্‌ ॥ ৬১

ব্রহ্মহত্যা তোমাকে ত্যাগ করিয়া তখন তাহার দেহে গিয়া বাস করিবে। হে হব্যবাহ! এই-ব্যবস্থায় তোমার মানস জ্বর অপনীত হউক। অনন্তর হব্যকব্যভোজী হুতাশন ব্রহ্মার বাক্য পালন করিলেন। ভগবান্‌ পিতামহ সেই কার্য্যে প্রীত হইলেন। হে মহাভাগে! পরে ব্রহ্মা বৃক্ষ ওষধি ও তৃণসমূহকে আহ্বান করিয়া এই কথাই বলিতে লাগিলেন। তখন বৃক্ষৌষধিতৃণগণও তাঁহার কথার সেইরূপই উত্তর প্রদান করিল। তাহারা ব্যথিতচিত্তে অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মাকে বলিল,—হে পিতামহ! আমরা আপনার আদেশে ব্রহ্মহত্যা গ্রহণ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমাদের সেই ব্রহ্মহত্যার অন্ত হইবে কিরূপে? আমরা স্বভাবতই নিহতপ্রায় হইয়া রহিয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে পুনর্ব্বার আর হনন করিবেন না। দেখুন আমরা সতত পবনেরিত অগ্নি, শীত ও বর্ষা, তথা ছেদন-ভেদন সহ্য করিতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—যে নর অকারণ মহামোহ-ক্রমে তোমাদের ছেদন-ভেদন করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তখন তোমাদিগকে ছাড়িয়া তাহা-তেই প্রবেশ করিবে। মহাদেব কহিলেন,—তখন মহাত্মা মহৌষধিতৃণগণ ব্রহ্মার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া যথাযথ স্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর লোকপিতামহ অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বরাঙ্গনাগণ! এই ব্রহ্ম-হত্যা বৃত্রবধে উৎপন্ন হইয়াছে। আমার কথামত তোমরা ইহার চতুর্থভাগ গ্রহণ কর। অপ্সরোগণ কহিল,—হে দেবেশ! আপনার শাসনে আমরা উহা গ্রহণের অভিপ্রায় করিয়াছি। তবে কখন কি অবস্থায় আবার উহার মোচন ঘটিবে, সে বিষয়ও আপনি চিন্তা করুন। ৪৪—৫৮। ব্রহ্মা কহিলেন,—রজস্বলা নারীতে যে ব্যক্তি মৈথুনাচরণ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সংলগ্ন হইবে। সুতরাং এ নিমিত্ত তোমাদের মনোদুঃখ দূরীভূত হউক। মহাদেব কহিলেন,—অপ্সরা-গণ তখন 'তথাস্তু' বলিয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে আগমনপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিল হে গিরিজে! অনন্তর লোককর্ত্তা পিতামহ দেব পুনরায় জলসমূহকে চিন্তা করিলেন।

তাশ্চ সর্ব্বাঃ সমাগম্য ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
ইদমুচুর্বচো দেবি প্রণিপত্য পিতামহম্॥ ৬২
ইমাঃ স্ম দেব সম্প্রাপ্তাস্তৎসকাশমন্দিরম্।
শাসনাত্তব দেবেশ সমাজ্ঞাপয় তৎপ্রভো॥ ৬৩
ব্রহ্মোবাচ।
ইয়ং বৃত্রাদনুপ্রাপ্তা পুরুহূতং ভয়ানকা।
ব্রহ্মহত্যাচতুর্থাংশং যূয়মস্যাঃ প্রতীচ্ছথ॥ ৬৪
আপ উচুঃ।
এবং ভবতু লোকেশ যত্ত্বং বদসি নঃ প্রভো।
মোক্ষস্য সময়ং নস্ত্বং সঞ্চিন্তয়িতুমর্হসি॥ ৬৫
ত্বং হি দেবেন্দ্র সর্ব্বস্য জগতঃ পরমা গতিঃ।
কোঽন্যেভ্যো হি প্রসাদোঽপি যঃ কৃচ্ছ্রান্নঃ সমুদ্ধরেৎ॥ ৬৬
ব্রহ্মোবাচ।
অল্পমেব মতিং কৃত্বা যো নরো বুদ্ধিমোহিতঃ।
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষাণি যুষ্মাসু প্রতিমোক্ষ্যতি॥ ৬৭
তমেব যাস্যতি ক্ষিপ্রং তত্রৈব চ নিবৎস্যতি।
ততো বৈ ভবিতা মোক্ষ ইতি সত্যং ব্রবীমি বঃ
মহাদেব উবাচ।
ততো বিমুচ্য দেবেন্দ্রং ব্রহ্মহত্যা সুরেশ্বরি।
গতাতিহৃষ্টো দেবেশো হ্যভবদ্দেবশাসনাৎ॥
এবং শক্রেণ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মহত্যা পুরা যুগে।
অস্মিংস্তীর্থে তপস্তপ্ত্বা শুদ্ধাত্মা ত্রিদিবং যযৌ॥
অশ্বমেধং ততঃ কৃত্বা বিপাপ্মা সমপদ্যত।
ইতি সাভ্রমতীতীর্থে বার্ত্রঘ্নীয়ং নগাত্মজে॥৭১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বার্ত্রঘ্নীমাহাত্ম্যং নামাষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৮॥

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
ততঃ পরং দেবনদী বার্ত্রঘ্নীসঙ্গমাৎ কিল।
প্রবিষ্টা ভদ্রয়া সার্দ্ধং সাগরং বরুণালয়ম্॥ ১
সমুদ্রোঽপি তয়া তাবদাগম্য প্রিয়কাম্যয়া।

চিন্তা মাত্র তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অমিততেজা ব্রহ্মাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল,—হে দেব! হে অরিন্দম! আপনারই আদেশে আমরা আপনার সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। হে প্রভো, দেবেশ! এক্ষণে যে আজ্ঞা হয় করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—এই বৃত্রবধোৎপন্না ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছে। তোমরা ইহার চতুর্থাংশ গ্রহণ কর। জলরাশি কহিল,—হে লোকেশ! আপনি যাহা বলিলেন,তাহাই হউক, তবে এই ব্রহ্মহত্যা হইতে আমাদের মোচনের উপায় কি? তাহাও আপনি চিন্তা করুন। আপনি দেবশ্রেষ্ঠ এবং এই জগতের পরম আশ্রয়; আপনি ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে এমন কি অনুগ্রহ উপস্থিত হইবে, যাহা আমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবে? ব্রহ্মা কহিলেন,—যে মূঢ় ব্যক্তি অল্পবুদ্ধিবশতঃ তোমাদের উপর শ্লেষ্ম, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে, এই ব্রহ্মহত্যা তাহাকেই প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বাস করিবে। এইরূপ ঘটনা-যোগেই তোমাদের মোক্ষ হইবে, ইহা তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি। মহাদেব কহিলেন,—হে সুরেশ্বরি! অনন্তর ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মার শাসনে ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। দেবেন্দ্র তখন সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। এইরূপে ইন্দ্র পুরা যুগে ব্রহ্মহত্যায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই তীর্থে তপস্যা করিয়া শুদ্ধচিত্তে সুরপুরে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপ-বিরহিত হন। হে নগাত্মজে! সাভ্রমতীতীরে বার্ত্রঘ্নীর উৎপত্তি-ইতিহাস এইরূপই। ৫৯—৭১।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৬৮।

ঊনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—দেবনদী বার্ত্রঘ্নী সঙ্গমের পর সাভ্রমতী ভদ্রার সহিত বরুণা-

সাভ্রমত্যানুরাগেণ কৃতবান্ প্রিয়মেলনম্॥ ২
ভদ্রা বাপি সুভদ্রায়া বয়স্যা সা নদী পুরা।
সহায়মকরোন্মার্গে সাক্ষাৎ শ্রীরূপধারিণী॥ ৩
তয়োস্তু সঙ্গমঃ পুণ্যঃ সাগরস্যোত্তরে তটে।
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা মৃষ্টং বারি দদাতি যঃ।
নমস্কৃত্য বরাহায় বারুণং স্থানমাপ্নুয়াৎ॥ ৪
প্রবিশ্য ভগবান্ বিষ্ণুস্তেন মার্গেণ সাগরম্।
জিত্বা বৈ দানবান্ সর্ব্বান্ দেবানাং পরিপন্থিনঃ
দেবো যজ্ঞবরাহশ্চ সংক্ষোভ্য মকরালয়ম্।
ক্রীড়িত্বা সুচিরং কালং কর্দ্দমালেন নির্যযৌ॥৬
পার্ব্বত্যুবাচ।
দেব যজ্ঞবরাহস্য সাভ্রমত্যাং প্রবেশনম্।
নির্গমং কর্দ্দমালেন ব্রূহি ত্বং মম বিস্তরাৎ॥ ৭
মহাদেব উবাচ।
অন্তর্ভূক্রীড়িতমিদং বরাহস্য হরেঃ পুরা।
তৎ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি শৃণু ত্বং নগনন্দিনি॥ ৮
যোঽয়ং বৈ ভগবান সাক্ষাত্কৃতবান্ শৌকরং বপু
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রূপং ধৃত্বা সুরেশ্বরঃ॥৯
ধৃত্বা বৈ পৃথিবীং দেবীং নির্গতঃ কর্দ্দমালয়ম্।
তত্র তীর্থং মহজ্জাতং বারাহাখ্যন্তু সুন্দরি॥১০
তত্র স্নাতি নরো যস্তু মুক্তিভাক্ স ন সংশয়ঃ।
অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত পিতৄণাং মুক্তিহেতবে।
বিমুক্তস্তৈঃ সমং লোকং প্রযাতি সুখদং মহৎ॥ ১১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বারাহতীর্থমাহাত্ম্যং নামৈকোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৬৯॥

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
অত্র তীর্থাৎ পরং তীর্থং সঙ্গমাখ্যমিতি শ্রুতম্
যত্র সাভ্রমতী গঙ্গা মিলিতা সাগরেণ তু॥ ১
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্।
যত্র স্নাত্বা তু মুচ্যন্তে মহাপাতকিনোঽপি যে॥২

লয় সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। সমুদ্রও প্রিয়-কামনায় আগমন করিয়া অনুরাগবশতঃ উক্ত সাভ্রমতীর সহিত প্রিয়মেলন করিয়াছেন। ভদ্রানদী, পূর্ব্বে সুভদ্রার বয়স্যা ছিলেন। সাক্ষাৎ শ্রীধররূপিণী উক্ত নদী পথে সাভ্রমতীর সাহায্য করেন। সাগরের উত্তর তটে তাঁহাদের উভয় নদীর পূর্ণসঙ্গম হইয়াছে। যে নর উক্ত তীর্থে স্নান করিয়া বরাহদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক মৃষ্ট বারি প্রদান করে, সে বারুণস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহরূপে উক্ত মার্গে প্রবেশ করিয়া দেবপরিপন্থী দানবসমূহকে জয় করেন এবং মকরালয় বিক্ষোভিত করিয়া দীর্ঘকাল ক্রীড়া করত কর্দ্দমালয়ে নির্গত হন। পার্ব্বতী কহিলেন,—যজ্ঞবরাহদেবের সাভ্রমতীতে প্রবেশ এবং কর্দ্দমালয়ে নির্গমন বিবরণ আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে নগনন্দিনি! বরাহমূর্ত্তি হরির ইহা পুরাতন অন্তর্ভূমিক্রীড়া; হে পার্ব্বতি! শ্রবণ কর, আমি সমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। সাক্ষাৎ ভগবান্ পূর্ব্বে শূকরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সুরেশ্বর দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত উক্ত রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী-দেবীর উদ্ধার সাধনান্তে কর্দ্দমালয়ে নির্গত হইয়াছিলেন। হে সুন্দরি! ঐ স্থানে বারাহ নামে এক মহাতীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। যে নর তথায় স্নান করে, সে মুক্তিভাজন হয়, সন্দেহ নাই। পিতৃগণের মুক্তিহেতু ঐস্থানে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিমুক্ত হইয়া পিতৃগণসহ সুখদ মহালোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে।১—১১

উনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৯।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—এই তীর্থের পর সঙ্গম নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। এই স্থানে সাভ্রমতী গঙ্গা সাগরসহ সম্মিলিত হইয়াছেন। বিধিপূর্ব্বক এইস্থানে স্নান ও দান কার্য্য কর্ত্তব্য। যাহারা মহাপাতকী

তত্র শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং স্বানাঞ্চ হিতমিচ্ছতা।
যত্র বৈ তু কৃতে শ্রাদ্ধে পিতৃলোকে বসেদ্
ধ্রুবম্॥ ৩
যত্র বৈ সাগরো দেবো নিত্যং মিলতি গঙ্গয়া
ব্রহ্মহা তত্র মুচ্যেত কিমন্যৈরিতরৈরঘৈঃ॥ ৪
যত্র তীর্থং ন জানন্তি লোকা বৈ মন্দবুদ্ধয়ঃ।
তদা বৈ মম নাম্না চ কর্ত্তব্যং তীর্থমুত্তমম্॥ ৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সঙ্গমতীর্থমাহাত্ম্যং
নাম সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৭০॥

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

সঙ্গমস্য সমীপে তু সত্তীর্থং লোকবিশ্রুতম্।
আদিত্যাখ্যং পরং তস্মান্ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
যস্য বৈ দর্শনং কার্য্যং স্নানং বৈ পুষ্করেণ তু।
পূজনঞ্চার্কপুষ্পেণ করবীরৈস্তথা পুনঃ॥ ২
তত্র শ্রাদ্ধঞ্চ দানঞ্চ কুর্য্যুর্বৈ মানবাঃ সদা॥ ৩

তাহারাও হেথায় স্নান করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে। নিজবংশের হিতকামনায় এস্থানে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এখানে শ্রাদ্ধ করিলে নর নিশ্চয়ই পিতৃলোকে বাস করিয়া থাকে। যেখানে সাগরদেব গঙ্গাসহ নিত্য মিলিত রহিয়াছেন, অন্য পাপের কথা কি, তথায় ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও মুক্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞ জনগণ যেখানে তীর্থনাম না জানে, তথায় মদীয় নামানুসারেই তীর্থকার্য্য সমস্ত সম্পাদন করিবে। ১—৫।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭০।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সঙ্গমস্থলের সমীপে আদিত্য নামে এক লোকবিশ্রুত সৎতীর্থ আছে। এই তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠতীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। এই তীর্থ দর্শন এবং এখানে স্নান করিয়া পদ্ম, অর্কপুষ্প ও করবীর

ইদমাদিত্যকং তীর্থং পবিত্রং পাপনাশনম্।
দর্শনাৎ পুণ্যদং তীর্থং মহাপাতকিনামপি॥ ৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সত্তীর্থমাহাত্ম্যং
নামৈকসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৭১॥

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

তস্মাত্তীর্থাৎ পরং তীর্থং নীলকণ্ঠেতি বিশ্রুতম্
তস্য বৈ দর্শনং কার্য্যং মুক্তিকৈবেচ্ছতা সদা॥
বিল্বপত্রৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈর্ব্বাথ সুরেশ্বরি।
বাঞ্ছিতং লভতে মর্ত্ত্যো নীলকণ্ঠস্য পূজনাৎ॥২
উপবাসপরো দেবি নির্জ্জনেঽসৌ স্থিতঃ সদা।
দৃঢ়ন্বাঞ্ছন্তি যে লোকাস্তেষাং তত্তদ্দদাতি চ॥
কলৌ সা তু মহাদেবি বিখ্যাতা কাঞ্চীতি বৈ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে নীলকণ্ঠমাহাত্ম্যং
নাম দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭২

কুসুম দ্বারা আদিত্যের পূজা করিবে। মানবগণ এই তীর্থে শ্রাদ্ধ এবং দান কার্য্য করিবে। এই তীর্থ দর্শনে মহাপাতকীদিগেরও পুণ্যসঞ্চার হয়। এই তীর্থ পবিত্রতাসাধক ও পাপনাশক। ১—৪।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭১।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—উক্ত তীর্থের পর বিখ্যাত নীলকণ্ঠ তীর্থ। মুমুক্ষু ব্যক্তি নিত্য এই তীর্থ দর্শন করিবেন। হে সুরেশ্বরি! হে দেবি! যে মানব উপবাসী থাকিয়া নির্জ্জনে অবস্থানপূর্ব্বক বিল্বপত্র ধূপ ও দীপ দ্বারা নীলকণ্ঠের অর্চ্চনা করে, সে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোক সকল যে যে কামনা করে, এই তীর্থ তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকে। হে মহাদেবি! কলিতে কাঞ্চী গঙ্গা এইরূপেই বিখ্যাতা। ১—৩।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭২।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

দুর্গয়া সঙ্গতা যত্র দেবি সাভ্রমতী নদী।
সঙ্গমঃ সাগরেণাথ স্নানং তত্র সমাচরেৎ॥ ১
বীতদোষা ভবিষ্যন্তি কলৌ বৈ নাত্র সংশয়ঃ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং দুর্গয়াসঙ্গমে তথা॥২
তত্র গত্বা বিশেষেণ ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্।
দানং গোমহিষীণাঞ্চ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৩
ইয়ং ধন্যা ধন্যতমা পবিত্রা পাপনাশিনী।
যাং দৃষ্ট্বা চাপি ভো দেবি মুচ্যতে পাতকৈর্নরঃ
যথা গঙ্গা তথা চেয়ং জ্ঞেয়া সাভ্রমতী নদী।
কলৌ দেবি বিশেষেণ বহুকালফলপ্রদা॥ ৫
যদি চেচ্ছতশো জিহ্বা মুখে বৈ মামকে সতি।
তস্যা অপি ন শক্নোমি গুণান্ বক্তুং কদাচন॥৬
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে সাভ্রমতীমাহাত্ম্যং নাম ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৩

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! যথায় সাভ্রমতী নদী দুর্গার সহিত সঙ্গত হইয়া সাগরে সম্মিলিত হইয়াছেন, নর তথায় স্নানাচরণ করিবে। কলিকালে এখানে স্নান করিলে নরগণ বীতপাপ হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ দুর্গাসঙ্গমে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তথায় বিশেষরূপে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং বিধিপূর্ব্বক গো ও মহিষী দান করিবে। ইহা ধন্যা, ধন্যতমা, পবিত্রা ও পাপহারিণী। হে দেবি! ইহার দর্শনে নর পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জানিবে—যেরূপ গঙ্গা, তেমনই এই সাভ্রমতী নদী। হে দেবি! বিশেষতঃ কলিকালে ইহা বহুফলপ্রদা। যদি আমার দেহে শত শত জিহ্বা থাকিত, তাহা হইলেও ইহার গুণবর্ণনে আমি কদাচ সমর্থ হইতাম না। ১—৬।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৩।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ব্রতং ত্রৈলোক্যদুর্লভম্
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে লোকো ব্রহ্মহত্যাদিপাতকাৎ
উৎপত্তিঃ স্বপ্রকাশস্য ভক্তানাং সুখহেতবে।
তিথির্ব্বাপি স মাসো বৈ সঞ্জাতঃ পুণ্যকারকঃ॥২
যস্য নাম গৃণন্ দেবি মুক্তিং লভতি শাশ্বতীম্
স এব পরমাত্মা চ কারণানাঞ্চ কারণম্॥ ৩
বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপী চ সর্ব্বেষাং ভগবান্ প্রভুঃ।
দ্বাদশার্কা ধৃতা যেন নৃসিংহেন মহাত্মনা।
স এব প্রকটীভূতো ভক্তানাং শমভীপ্সয়া॥ ৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

অবতারা হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতাঃ সুরসত্তম।
নৃসিংহাখ্যং পরং ধাম বদ বিশ্বেশ্বর প্রভো।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ লোকঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫

মহাদেব উবাচ।

হিরণ্যকশিপুং হত্বা দেবদেবং জগদ্গুরুম্।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর, আমি এক ত্রিলোকদুর্লভ ব্রত বলিতেছি। ইহা শ্রবণে লোক ব্রহ্ম হত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যিনি স্বপ্রকাশ, ভক্তবৃন্দের সুখহেতুই তাঁহার উৎপত্তি। তিনি যে বর্ষে যে তিথিতে উৎপন্ন, তাহাও পুণ্যাবহ। হে দেবি! যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া নর নিত্য মুক্তি লাভ করে, তিনিই পরমাত্মা ও কারণ-সমূহের কারণ। তিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপী, সর্ব্বপ্রভু ভগবান্। যে মহাত্মা নৃসিংহ দ্বাদশার্ক ধারণ করিয়াছিলেন, ভক্তগণের মঙ্গলকামনায়ই তিনি প্রকট হইয়াছিলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে সুরসত্তম! ভগবানের অসংখ্য অবতার কথিত হইয়া থাকে। হে প্রভো, বিশ্বেশ্বর! তন্মধ্যে নৃসিংহাখ্য পরম ধামের তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া বলুন। যাহার বিজ্ঞানমাত্র মানব শুভলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১-৫। মহাদেব কহিলেন,—

সুখাসীনং তদুৎসঙ্গে স্থিতো বচনমব্রবীৎ ॥৬
প্রহ্লাদো জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠঃ পিতৃহন্তারমুত্তমম্‌

প্রহ্লাদ উবাচ।

নমস্তে ভগবন্‌ বিষ্ণো নৃসিংহাদ্ভুতরূপিণে।
যদ্ভক্তোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্বাং পৃচ্ছামি চ তত্ত্বতঃ ॥
স্বামিংস্ত্বয়ি মমাভিন্না ভক্তির্জ্জাতা হ্যনেকধা।
কথং তেঽহং প্রিয়ো জাতঃকারণং বদমে প্রভো

নৃসিংহ উবাচ।

কথয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।
ভক্তের্যৎ কারণং বৎস প্রিয়ত্বস্য চ যৎ পুনঃ ॥
পুরা কস্য দ্বিজস্যাপি জাতস্ত্বং নাপ্যধীতবান্‌।
নাম্না তু বসুদেবো হি বেশ্যায়ামতিলম্পটঃ ॥১১
তস্মিন্‌ জন্মনি নৈবঞ্চ চকার সুকৃতং কিয়ৎ।
ভুক্ত্বা মধু ঘৃতঞ্চৈব বেশ্যাসঙ্গমলালসঃ ॥ ১২
মদ্‌ব্রতস্য প্রভাবেন ভক্তির্জ্জাতা তবানঘ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

বিস্তরাত্বদ দেবেশ কস্য পুত্রস্য কিং ব্রতম্‌।
বেশ্যায়াং বর্ত্তমানেন কথঞ্চিদ্ধি কৃতং ময়া।
মনোপরি কৃপাং কৃত্বা সর্ব্বং কথয় সাম্প্রতম্‌ ॥ ১৪

নৃসিংহ উবাচ।

সৃষ্ট্যর্থন্তু পুরা ব্রহ্মা চক্রে হেতদ্‌ব্রতমুত্তমম্‌।
মদ্‌ব্রতস্য প্রভাবেন নির্ম্মিতং সচরাচরম্‌ ॥ ১৫
ঈশ্বরেণ ব্রতঞ্চীর্ণং বধার্থং ত্রিপুরস্য চ।
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন ত্রিপুরস্য নিপাতিতঃ ॥ ১৬
অন্যৈশ্চ বহুভির্দ্দেবৈর্ঋষিভিশ্চ পুরাতনৈঃ।
রাজভিশ্চ মহাপ্রাজ্ঞৈর্ব্বিহিতং ব্রতমুত্তমম্‌ ॥ ১৭
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন সর্ব্বে সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ।
মম তে বৈ প্রিয়া জাতা দিবি ভোগাননেকশঃ
ভুক্ত্বা ময়ি বিলীনাস্তু প্রহ্লাদ ত্বং বিশস্ব মাম্‌।
কার্য্যার্থমবতারস্তে মচ্ছরীরাৎ পৃথগ্‌যতঃ ॥ ১৯
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্মহাকল্পশতৈরপি।

দেবদেব জগদ্‌গুরু হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়া সুখাসীন হইলে, তাঁহার অঙ্কস্থ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ সেই পিতৃহন্তা উত্তম পুরুষকে বলিলেন,—হে ভগবন্‌, নৃসিংহ বিষ্ণো! আপনি অদ্ভুত রূপধারী, আপনাকে নমস্কার করি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার ভক্ত, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—হে স্বামিন্‌! আপনাতে আমার দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। হে প্রভো! আমি কিরূপে আপনার প্রিয় হই-লাম, তাহা আমায় বলুন। নৃসিংহ কহিলেন, —হে মহাপ্রাজ্ঞ, বৎস! একাগ্রমনে শ্রবণ কর, তোমার ভক্তির এবং প্রিয়ত্বের কারণ আমি বলিতেছি। পুরাকালে তুমি কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মিয়াছিলে, তোমার নাম ছিল বাসুদেব। তুমি পড়াশুনা কিছুই কর নাই; বারবিলাসিনী জনেই অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলে। উক্ত জন্মে তোমার দ্বারা কোনই সুকৃত-অনুষ্ঠান হয় নাই। তুমি মধু-ঘৃত ভোজন করিয়া বেশ্যাসঙ্গমেই নিরত লালসাবান্‌ ছিলে। হে অনঘ! তৎকালে আমার ব্রতপ্রভাবে তোমার ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়াছিল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি কাহার পুত্র ছিলাম? কিরূপে বেশ্যাসক্ত হইয়াছিলাম? কিরূপে কবে কোন্‌ ব্রত করিয়াছিলাম? আমার উপর কৃপা করিয়া তৎসমস্ত বলুন। ৬—১৪। নৃসিংহ কহিলেন, —ব্রহ্মা পুরাকালে সৃষ্টিকার্য্যার্থ এই, উত্তম ব্রত করিয়াছিলেন। মদীয় ব্রতপ্রভাবেই তিনি এই লোকের নির্ম্মাণ করেন। ঈশ্বর ত্রিপুরবধার্থ এই ব্রত আচরণ করিয়া-ছিলেন, এই ব্রতের প্রভাবে তিনিও ত্রিপুর বিজয় করেন। অন্য বহু দেব, ঋষি ও পুরাতন মহাপ্রাজ্ঞ রাজগণও এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই ব্রতের প্রভাবে সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এই ব্রতকারী ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় হইয়া স্বর্গীয় ভোগসকল উপভোগপূর্ব্বক আমাতে বিলীন হয়। হে প্রহ্লাদ! তুমিও আমাতে প্রবেশ কর, কেবল বিশেষ কার্য্যার্থই মদীয় দেহ হইতে তোমার পৃথক্‌ অবস্থান হইয়াছে। এই ব্রতকারীদিগের শত মহা কল্পেও পুনরা-

দরিদ্রো লভতে লক্ষ্মীঃ ধনদস্য চ যাদৃশী ॥ ২০
ততঃ কামী লভেৎ কামং রাজ্যার্থী রাজ্যমুত্তমম্
আয়ুষ্কামো লভেদায়ুর্যাদৃশঞ্চ শিবস্য হি ॥ ২১
অবৈধব্যকরং স্ত্রীণাং পুত্রদং ভাগ্যদং তথা।
ধনধান্যকরঞ্চৈব তথা শোকবিনাশনম্ ॥ ২২
স্ত্রিয়ো বা পুরুষা বাপি কুর্ব্বন্তি ব্রতমুত্তমম্।
তেভ্যো দদাম্যহং সৌখ্যংভুক্তিমুক্তিফলং তথা
বহুনোক্তেন কিং বৎস ব্রতস্যাস্য ফলস্য হি।
মদ্‌ব্রতস্য ফলং বক্তুং নাহং শক্তো ন শঙ্করঃ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন শ্রুতং ব্রতমনুত্তমম্।
ব্রতস্যাস্য ফলং শ্রোতুং ত্বয়ি মে ভক্তিকারণম্
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতস্যাস্য বিধিং পরম্।
কস্মিন্ মাসে ভবেদেব কস্মিংশ্চিদ্বাসরে প্রভো
এতদ্বিস্তরতো দেব বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।
বিধিনা যেন বৈ স্বামিন্ সমগ্রফলভাগ্ ভবেৎ
নৃসিংহ উবাচ।
প্রহ্লাদ বৎস ভদ্রন্তে শৃণুষ্বৈকমনা ব্রতম্।

বৈশাখে সিতপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং সমাচরেৎ ॥
মমাবির্ভাবসংযুক্তং মম সন্তুষ্টিকারণম্।
শৃণু পুত্র মমোৎপত্তিং ভক্তানাং সুখহেতবে ॥
পশ্চিমায়াং দিশায়াঞ্চ সঞ্জাতং কারণন্তরাৎ।
মৌলিস্থানমিদং ক্ষেত্রং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ৩০
তস্মিন্ ক্ষেত্রেতু বিখ্যাতো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ
হারীত ইতি নাম্না চ জ্ঞানধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৩১
তস্য স্ত্রী তু মহাপুণ্যা সতীরূপা সদা প্রভো।
লীলাবতী তু নাম্না চ ভর্ত্তুর্ব্বশপরা সদা ॥ ৩২
তাভ্যাং তপো মহত্তপ্তং কালং বহুতরং সুত।
একবিংশযুগাংশ্চৈব যাতাস্তত্র ন সংশয়ঃ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে তু বৈ তাভ্যাং প্রত্যক্ষো বা-
ভবং তদা ॥ ৩৩
নৃসিংহ উবাচ।
যং যং বাঞ্ছয়সে ব্রহ্মংস্তং দদামি ন সংশয়ঃ।
তাভ্যামুক্তং তদা তস্মৈ দীয়তে চেদ্বরো মম

বৃত্তি হয় না। ব্রতকারী দরিদ্র হইলে ধন-পতির ন্যায় তাহার লক্ষ্মীলাভ হয়। এই ব্রতের ফলে কামী কাম, রাজ্যার্থী রাজ্য এবং আয়ুষ্কামী শিবের ন্যায় আয়ু লাভ করে। এই ব্রত স্ত্রীগণের অবৈধব্য-কর, পুত্র ও ভাগ্যপ্রদ, ধনধান্যবর্দ্ধক এবং শোকবিনাশক। স্ত্রী বা পুরুষ যাহারাই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, আমি তাহা-দিগকেই সৌখ্য ও ভুক্তি-মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। বৎস! এই ব্রতফলের বিষয় অধিক আর কি কহিব? আমার এই ব্রতের ফলসংখ্যা কথনে শঙ্করও সমর্থ নহেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—ভগবন্! আপ-নার প্রসাদে উত্তম ব্রতের কথা শ্রবণ করি-লাম। আপনার প্রতি আমার ভক্তি আছে বলিয়াই আমি আজ এই ব্রতের ফল শ্রবণ করিতে পারিলাম। এক্ষণে এই ব্রতানুষ্ঠানের উত্তম বিধান শুনিতে ইচ্ছা করি। নৃসিংহ কহিলেন,—বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি একাগ্রমনে এই ব্রতবিধান শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে আমার আবির্ভাব-কথাযুক্ত মদীয় সন্তোষকর এই ব্রত আচরণ করিবে। বৎস! ভক্তবর্গের প্রীতির নিমিত্ত মদীয় উৎ-পত্তিবার্ত্তা শ্রবণ কর। ১৫—২৯। পশ্চিমদিকে কোন কারণ বশতঃ মৌলিস্থান নামে এক পবিত্র পাপহর ক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ক্ষেত্রে হারীত নামে এক জ্ঞানধ্যান-পরায়ণ বেদপারগ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম লীলাবতী। লীলাবতী সতী, মহাপবিত্রা এবং ভর্ত্তার একান্ত বশী-ভূতা। তাঁহারা পতিপত্নী বহুকাল বহু তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যাকার্য্যে তাঁহা-দের একবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছিল। তখন আমি সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইয়া বলিয়াছিলাম, হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, আমি তৎসমস্তই প্রদান করিতেছি, সন্দেহ নাই। তখন সেই পতি-পত্নী উত্তর করিলেন,—দেব! আপনি যদি আমাদিগকে বর প্রদান করেন,

ত্বাদৃশো মম পুত্রস্ত্ব হ্যধুনৈব ভবত্বিতি।
ময়োক্তং তু তদা বৎস পুত্রোঽহং তে ন সংশয়ঃ
বিশ্বকর্ম্মা হ্যহং সাক্ষাৎ পরমাত্মা পরাৎপরঃ।
উদরেঽহং ন বৎস্যামি যতোঽহং বৈ সনাতনঃ
হারীতেন তদা চোক্তং ভবত্বেবং ন সংশয়ঃ॥
তদা প্রভৃতি বৈ ক্ষেত্রে স্থিতোঽহং
ভক্তকারণাৎ॥ ৩৭
অত্রাগত্য প্রকুর্ব্বীত দর্শনং ভক্তসত্তমঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়ামি নিরন্তরম্॥
এতস্মাৎ কারণাচ্চৈব ব্রতং বৈ বিধিপূর্ব্বকম্।
যে কুর্ব্বন্তি নরশ্রেষ্ঠা ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্
বালরূপময়ং ধ্যাত্বা তাভ্যাং সহ বিশেষতঃ।
পূজনং কুরুতে রাত্রৌ স বৈ নারায়ণো ভবেৎ
চতুর্ভুজং মহাদংষ্ট্রং কালরূপং দুরাসদম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং যমকোটিদুরাসদম্।
সিংহবক্ত্র মুখং যস্য নরবক্ষাঙ্গসংযুতম্॥ ৪১
শ্রীনৃসিংহং দিব্যসিংহং কালরূপং ভজেৎ সদা।
এবং জ্ঞাত্বা বিশেষেণ যঃ স্থানং মামকং ব্রজেৎ
ব্রতং পবিত্রং পরমং শ্রীকদম্বপ্রদং মহৎ।
অন্তে মুক্তিপ্রদঞ্চৈব ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ॥৪৩
যেন বৈ ক্রিয়মাণেন সহস্রদ্বাদশীফলম্।
স্বাতীনক্ষত্রসংযোগে শনিবারে তু মদ্ব্রতম্॥৪৪
সিদ্ধিযোগস্য সংযোগে বণিজে করণে তথা।
যোগৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সংযোগং হত্যাকোটি বিনাশনম্
এতদন্যতরৈর্যোগে মদ্দিনং পাপনাশনম্।
বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ স তু পাপকৃৎ।
অকর্ত্তা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥৪৬
প্রাপ্তে মম দিনে বৎস দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥ ৪৭
মমাগ্রে ব্রতসঙ্কল্পং মদ্ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতঃ নয়॥
ব্রতস্থেন ন কর্ত্তব্যং দুষ্টসম্ভাষণাদিকম্।

তবে এই বর চাই যেন এই বর্ত্তমান কালেই আপনার ন্যায় আমাদের একটী পুত্র সন্তান হয়। হে বৎস! তখন আমি বলিলাম, আমি আপনাদের পুত্র হইলাম, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বিশ্বকর্ম্মা, সাক্ষাৎ পরমাত্মা, পরাৎপর সনাতন দেব; সুতরাং উদরে আমি বাস করিব না। তখন হারীত কহিলেন,—এইরূপই হউক, যেন অন্যথা হয় না। তৎকাল হইতে ভক্তগণের নিমিত্ত আমি উক্ত ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছি। মদীয় ভক্তপ্রবর ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে দর্শন করিলে, আমি নিয়ত তাহার সর্ব্ব বাধা নাশ করিয়া থাকি। এই হেতু যে সকল নরশ্রেষ্ঠ বিধিপূর্ব্বক উল্লিখিত ব্রতাচরণ করে, তাহাদের আর কোনই ভয় নাই। যে ব্যক্তি আমাকে বালকরূপে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদম্পতির সহিত রাত্রিযোগে আমার পূজা করে, সে নিজেই সাক্ষাৎ নারায়ণ হইয়া থাকে। যিনি চতুর্ভুজ, মহাদংষ্ট্র, দুরাসদ, কালস্বরূপ, কোটি সূর্য্যপ্রতিম, সিংহবদন, নরকলেবর, দিব্য সিংহ, সেই কালরূপী শ্রীনৃসিংহকে সর্ব্বদা ভজনা করিবে। ইহা জানিয়া ভক্ত ব্যক্তি মদীয় ক্ষেত্রে গমন করিবে। আমার পরম পবিত্র ব্রত ভক্তগণের শ্রীসমৃদ্ধিপ্রদ এবং অন্তে মুক্তিপ্রদ। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে সহস্র দ্বাদশীব্রতাচরণের ফললাভ হইয়া থাকে। শনিবার স্বাতি-নক্ষত্র সিদ্ধিযোগ ও বণিজ করণে আমার এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সর্ব্ব-যোগের সঙ্ঘটনে কোটিহত্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যতর যোগে মদীয় ব্রতদিন পাপহরণ করে। আমার ব্রতদিন অবগত হইয়া যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্রত না করিয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৩০—৪৬। হে বৎস! আমার ব্রতদিন উপস্থিত হইলে, মদ্ভক্ত ব্যক্তি দন্তধাবনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে জিতেন্দ্রিয় ভাবে মৎসমীপে ব্রতসঙ্কল্প করিবে, বলিবে,—অদ্য হইতে আমি আপনার ব্রত বিধান করিব, আপনি তাহা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া দিন। এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক ব্রতনিষ্ঠ হইয়া নর দুষ্টসম্ভাষণাদি

তততো মধ্যাহ্নসময়ে নদ্যাদৌ বিমলে জলে ॥৪৯
গৃহে বা দেবখাতে বা তড়াগে বাথ শোভনে।
বৈদিকেন তু মন্ত্রেণ স্নানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ৫০
মৃত্তিকাগোময়েনৈব তথা ধাত্রীফলেন চ।
তিলৈশ্চ বিধিবৎ স্নায়াৎ সর্ব্বপাপৌঘশান্তয়ে॥
পরিধায় শুভে বস্ত্রে নিত্যকর্ম্ম সমারভেৎ।
ততো গৃহং বিলিপ্যাথ কুর্য্যাদষ্টদলং শুভম্ ॥৫২
কলসং তত্র সংস্থাপ্য তাম্রং রত্নসমন্বিতম্।
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং তণ্ডুলৈঃ পরিপূরিতম্
হৈমীঞ্চ তত্র মন্মূর্ত্তিং স্থাপ্য লক্ষ্ম্যা সমন্বিতাম্।
নির্ম্মায় শক্ত্যা স্বর্ণেন স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈস্ততঃ ॥৫৪
ততো ব্রাহ্মণমাহূয় আচার্য্যং নাতিলোলুপম্।
শাস্ত্রজ্ঞমগ্রতঃ কৃত্বা ততো দেবং সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৫
মণ্ডপং কারয়েত্তত্র পুষ্পস্তবকশোভিতম্।
ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পূজ্যোঽহঞ্চ যথাবিধি
উপচারৈঃ ষোড়শভির্মন্ত্রৈর্নিয়মৈশ্চ যঃ।
ততঃ পৌরাণিকৈর্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়ো বিশেষতঃ॥
চন্দনঞ্চ সকর্পূরং ঘনকুঙ্কুমমিশ্রিতম্।
কালোদ্ভবানি পুষ্পাণি তথা তুলসীদলানি চ॥
শ্রীনৃসিংহায় যো দদ্যাৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
কৃষ্ণাগুরুময়ং ধূপং সর্ব্বদা হরিবল্লভম্॥ ৫৯
হরয়ে গুরবে দদ্যাৎ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
মহাদীপঃ প্রকর্ত্তব্যো হ্যজ্ঞানধ্বান্তনাশনঃ।
মহানীরাজনং কুর্য্যাদ্ঘণ্টানাদপুরঃসরম্॥ ৬০
নৈবেদ্যং শর্করাঞ্চাপি ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতম্।
দদামি তে রমাকান্ত সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু॥ ৬১
ইতি নৈবেদ্য মন্ত্রঃ।
নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ তব জন্মদিনে শুভে।
উপবাসং করিষ্যামি সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥ ৬২
তেন প্রীতো ভব স্বামিন্ পাপং জন্ম নিরাকুরু॥
ইতি সঙ্কল্প মন্ত্রঃ।
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
পুরাণপঠনং নিত্যং শ্রীনৃসিংহকথাশ্রয়ম্॥ ৬৪
ততঃ প্রভাতসময়ে স্নানং কৃত্বা হ্যনন্তরম্।

করিবে না। অনন্তর মধ্যাহ্নকালে নদ্যাদির বিমলজলে কিংবা গৃহে দেবখাতে বা শোভন তড়াগে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বিচক্ষণ ব্রতী স্নান কার্য্য সমাধা করিবেন। সর্ব্বপাপ শান্তির নিমিত্ত মৃত্তিকা, গোময়, ধাত্রীফল অথবা তিল দ্বারা যথাবিধি স্নান করিতে হয়। পরে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর গৃহ বিলেপনপূর্ব্বক শুভ অষ্টদল পদ্ম প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রত্নযুক্ত তাম্রকলস স্থাপন করিবে এবং সেই কলসোপরি একটী তণ্ডুলপরিপূরিত পাত্র রাখিয়া দিবে। পরে মদীয় সলক্ষ্মীক হৈমী মূর্ত্তি বিভবানুরূপ স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া পঞ্চামৃতে স্নানান্তে যথা-স্থানে স্থাপন করিবে। অনন্তর নাতিলোভী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক আচার্য্যপদে বরণ করিয়া দেবার্চ্চনা করিবে। এই কার্য্যে একটী পুষ্পস্তবকশোভিত মণ্ডপ প্রস্তুত করাইবে। পরে ঋতুকালোদ্ভূত নানাবিধ পুষ্প দ্বারা মন্ত্র পাঠ ও নিয়মানুসারে ষোড়শো-পচারে বিধিমত আমার পূজা করিবে। পৌরাণিক মন্ত্রেই বিশেষ ভাবে আমার পূজা করিতে হইবে। ঘন কুঙ্কুমমিশ্রিত কর্পূরযুক্ত চন্দন, কালজাত বিবিধ পুষ্প এবং তুলসীদল যে ব্যক্তি শ্রীনৃসিংহ দেবকে প্রদান করে, সে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণাগুরুময় ধূপ সর্ব্বদাই হরির প্রিয় বস্তু; সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য উহা হরিকে প্রদান করিবে। এই কার্য্যে অজ্ঞানান্ধকারহারী মহাদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিবে এবং ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মহানীরাজন করিবে। নৈবেদ্য মন্ত্র—"হে রমাকান্ত! ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমন্বিত নৈবেদ্য এবং শর্করা আপনাকে দান করিতেছি, আপনি সমস্ত পাপক্ষয় করুন। "হে দেবেশ! অচ্যুত! নৃসিংহ! অপনার শুভ জন্মদিনে আমি সর্ব্বভোগবর্জ্জিত হইয়া উপ-বাস করিব। হে স্বামিন্! ইহাতে আপনি প্রীত হইয়া আমার পাপজন্ম নিরাকৃত করুন।" এই-রূপ সঙ্কল্পের পর গীত-বাদ্য করিয়া রাত্রি জাগ-রণ করিবে এবং শ্রীনৃসিংহদেবের কথাশ্রিত পুরাণ পাঠ করিবে।৪৭—৬৪। অনন্তর প্রভাতে

পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন পূজয়েন্মাং প্রতর্পয়ন্‌ ।
বৈষ্ণবং কারয়েচ্ছ্রাদ্ধং মদগ্রে স্বস্থমানসঃ ॥ ৬৫
ততো দানানি দেয়ানি বক্ষ্যমাণানি যান্যত ।
পাত্রেভ্যঃ সদ্দ্বিজেভ্যো হি লোকদ্বয়জিগীষয়া ।
সহস্বর্ণময়ো দেবো মম সন্তোষকারকঃ ।
গোভূতিলহিরণ্যাদি প্রদদাতি দ্বিজাতয়ে ॥ ৬৭
শয্যা সতূলিকা দেয়া সপ্তধান্যসমন্বিতা ।
অন্যানি চ যথাশক্ত্যা দেয়ানি নিজশক্তিতঃ ॥৬৮
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত যথোক্তফলকাঙ্ক্ষয়া ।
ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েৎ পশ্চাত্তেভ্যো দদ্যাৎ সুদক্ষিণাম্‌ ॥ ৬৯
নির্দ্ধনৈরপি কর্ত্তব্যং দেয়ং শক্ত্যনুসারতঃ ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামধিকারোঽস্তি মদ্‌ব্রতে ।
মদ্ভক্তৈস্তু বিশেষেণ কর্ত্তব্যং মৎপরায়ণৈঃ ॥৭০

ততঃ প্রার্থনামন্ত্রঃ,—

মদ্বংশে যে নরা জাতা যে ভবিষ্যাশ্চ মানবাঃ ।
তানুদ্ধরস্ব দেবেশ দুঃখদাভবসাগরাৎ ॥ ৭১
পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিভিশ্চাম্বুচারিভিঃ ।
জীবৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখগতস্য মে ॥ ৭২
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্‌ জগৎপতে ।
ব্রতেনানেন দেবেশ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো ভব ॥ ৭৩
এবং প্রার্থ্য ততো দেবং বিসৃজ্য চ যথাবিধি ।
উপহারাদিকং সর্ব্বমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭৪
দক্ষিণাভিশ্চ সন্তোষ্য ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ ।
মম ধ্যানসমাযুক্তো ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৭৫
অকিঞ্চনোঽপি নিয়তমুপোষ্যতি চতুর্দ্দশীম্‌ ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ব্রতং পাপপ্রণাশনম্‌ ।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৭৭
পবিত্রং পরমং গুহ্যং কীর্ত্তয়েদ্‌যস্তু মানবঃ ।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি ব্রতস্যাস্য ফলং সদা ॥ ৭৮
য ইদং কুরুতে শক্ত্যা কালে মধ্যাহ্নসংজ্ঞকে ।
লীলাবত্যা সহ ঋষিং শ্রীনৃসিংহং তথৈব চ ॥৭৯

স্নান করিয়া আমাকে তর্পণ করত পূর্ব্বোক্ত বিধানে পূজা করিবে। স্বস্থচিত্ত হইয়া মদীয় মন্ত্রে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ করিবে। পরে লোকদ্বয়জয়ের নিমিত্ত সৎপাত্র দ্বিজগণকে বক্ষ্যমাণ দান সকল প্রদান করিতে হইবে। এই ব্রতে স্বর্ণময় দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ আমার সন্তোষকর। গো, ভূমি, তিল, হিরণ্য, সতূলিকা শয্যা ও সপ্তধান্য দ্বিজাতিকে প্রদান করিতে হয়। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য দানীয় দ্রব্য যথাশক্তি দান করিবে। যথোক্ত ফলকামনায় ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে। এই ব্রত দরিদ্রগণেরও কর্ত্তব্য। দরিদ্রের পক্ষেও যথাশক্তি দান বিহিত। আমার ব্রতাচরণে সর্ব্ববর্ণেরই অধিকার আছে। মৎপরায়ণ মদ্‌ভক্তগণের পক্ষে এই ব্রত বিশেষরূপেই অনুষ্ঠেয়। এই ব্রতে প্রার্থনামন্ত্র যথা—"আমার বংশে যে সকল মানব জন্মিয়াছে বা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে, হে দেবেশ! আপনি তাহাদিগকে দুঃখময় ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন। হে শেষশায়িন্‌ জগৎপতে! আমি পাপার্ণবমগ্ন, ব্যাধিগ্রস্ত, জলজন্তুগণে অভিভূত বা মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইলে আপনি আমায় করাবলম্বন প্রদান করুন। হে দেবেশ! এই ব্রতের ফলে আপনি আমার ভুক্তিমুক্তিপ্রদ হউন।" এইরূপে প্রার্থনা করিয়া পরে যথাবিধি দেবতার বিসর্জ্জনান্তে উপহারাদি সমস্ত বস্তু আচার্য্যকে নিবেদন করিবে এবং দক্ষিণা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে। অনন্তর আমাকে ধ্যান করিতে করিতে বন্ধুগণসহ ভোজন করিবে। অতি অকিঞ্চন ব্যক্তিও নিয়ত চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৬৫—৭৬। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই পাপহর ব্রতবৃত্তান্ত শ্রবণ করে, শ্রবণমাত্র তাহার ব্রহ্মহত্যাও অপগত হইয়া থাকে। যে মানব এই পবিত্র পরম গুহ্য ব্রত কীর্ত্তন করে, সে তাহার ফলে সর্ব্বাভীষ্টই লাভ করিয়া থাকে। মধ্যাহ্নকালে যে ব্যক্তি পরম ভক্তি-

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মুক্তিং প্রাপ্নোতি শাশ্বতীম্।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে তু যো গত্বা শ্রীনৃসিংহং প্রপূজয়েৎ।
বাঞ্ছিতং লভতে নিত্যং শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ।
শ্রীনৃসিংহ মহদ্রূপ কালকোটিদুরাসদ॥ ৮১
ভৈরবেশ হরার্ত্তিঘ্ন বালরূপ নমোঽস্তু তে।
শ্রীনৃসিংহস্বরূপায় বালায় বালরূপিণে॥ ৮২
ব্যাপকায় সুনন্দায় স্বাত্মপ্রকটরূপিণে।
সর্ব্বজীবাত্মকায়ৈব বিশ্বেশায় স্বরাত্মনে॥ ৮৩
মার্ত্তণ্ডমণ্ডলস্থায় দয়াসিন্ধো নমোঽস্তু তে।
চতুর্ব্বিংশস্বরূপায় কালরুদ্রাগ্নিরূপিণে॥ ৮৪
জগদেকস্বরূপায় নৃসিংহায় নমোঽস্তু তে।
ভালে দধার যো দেবো নৃসিংহো বীরভদ্রজিৎ
দ্বাদশাদিত্যবিম্বানি সুতপ্তানি প্রমাণতঃ।
তত্র সিন্ধুর্মহাপুণ্যা নদী রম্যা বিশেষতঃ॥ ৮৬
তস্যাঃ সমীপে নগরং বর্ত্ততেঽদ্যাপি সুন্দরি।
মৌলিস্তানেতি বিখ্যাতং সর্ব্বদা দেবনির্ম্মিতম্॥
বসতির্বর্ত্ততে তত্র হারীতস্য মহাত্মনঃ।
লীলাবতী তু তত্রৈব তিষ্ঠতে নাত্র সংশয়ঃ॥৮৮
প্রতিশব্দো ভবেত্তত্র সিন্ধুনদ্যাঃ সমীপতঃ।
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে ম্লেচ্ছা বৈ পাপচারিণঃ
নিবসন্তি তু তত্রৈব বহবো নাত্র সংশয়ঃ।
নৃসিংহজন্মনি যথা শব্দোঽভূদদ্ভুতঃ পরঃ॥ ৯০
নৃসিংহেতি নৃসিংহেতি য উচ্চৈর্নদতে নরঃ।
তাদৃশঃ প্রতিশব্দো বৈ জায়তে নগনন্দিনি॥৯১
ব্রহ্মহা হেমহারী বা সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
সিন্ধৌ গত্বা বিশেষেণ স্নানং কুর্ব্বন্তি যে জনাঃ
মুচ্যন্তে নাত্র সন্দেহঃ শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ।
দশরাত্রিপ্রমাণেন মানবা যে বসন্তি হি॥ ৯৩
তে জ্ঞেয়াঃ পুণ্যকর্ম্মাণো নাসত্যং মামকং বচঃ
নিবসন্তি কলৌ তত্র বর্ণা যে দ্বিজপূর্ব্বকাঃ॥৯৪
ম্লেচ্ছবত্তেঽপি বিজ্ঞেয়া বেদবাহ্যাঃ সুরোত্তমৈঃ
মাংসং খাদন্তি তে তত্র মদ্যপানং পপুঃ সদা॥

যোগে লীলাবতী, হারীত ঋষি ও শ্রীনৃসিংহ দেবের যথাশক্তি অর্চ্চনা করে, তাহার নিত্য মুক্তি লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে গমন করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীনৃসিংহ দেবের অর্চ্চনা করে, শ্রীনৃসিংহপ্রসাদে তাহার বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। হে কালকোটিদুরাসদ, মহদ্রূপ, শ্রীনৃসিংহ! হে ভৈরব, ঈশ, আর্ত্তিঘ্ন, বালরূপ! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি শ্রীনৃসিংহস্বরূপ, তুমি বাল, বালরূপী, তুমি ব্যাপক, সুনন্দ, স্বাত্ম প্রকটরূপী, সর্ব্বজীবাত্মক, বিশ্বেশ, স্বরাত্মা, মার্ত্তণ্ডমণ্ডলস্থ, দয়াসিন্ধু, তোমাকে নমস্কার। তুমি চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপী, কালরুদ্রাগ্নিমূর্ত্তি, জগদেকস্বরূপ, নৃসিংহ, তোমাকে নমস্কার করি। যে বীরভদ্রজয়ী নৃসিংহ দেব ললাটে সুতপ্ত দ্বাদশ সূর্য্যবিম্ব ধারণ করেন, তাঁহাকে আমার নমস্কার। ঐ ক্ষেত্রে সিন্ধু নামে মহাপুণ্যা, অতীব রম্যা নদী বিরাজমানা। হে সুন্দরি! ঐ নদীর সমীপে অদ্যাপি মৌলিস্তান নামে বিখ্যাত দেবনির্ম্মিত নগর বিদ্যমান। মহাত্মা হারীতের তথায় বাসস্থান আছে। লীলাবতীও সেই স্থানে অবস্থিতা আছেন। সিন্ধুনদীর সমীপে ঐ স্থানে প্রতিশব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। কলিযুগ উপস্থিত হইলে, পাপাচারী বহু ম্লেচ্ছ তথায় বাস করিবে। নৃসিংহের আবির্ভাবদিনে যে এক অদ্ভুত ভীষণ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল,'এই নৃসিংহ এই নৃসিংহ' বলিয়া লোকে যে উচ্চ নাদ করিয়াছিল,পূর্ব্বে যে প্রতিশব্দের কথা কহিলাম,তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে।৭৭—৯১। ব্রহ্মহত্যাকারী, হেমহারী, সুরাপায়ী বা গুরুতল্পগামী ব্যক্তি সিন্ধুনদীতে গমন করিয়া বিশেষভাবে স্নানাচরণ করিবে। যাহারা এইরূপ স্নানানুষ্ঠান করে, শ্রীনৃসিংহপ্রসাদে নিশ্চয়ই তাহারা মুক্ত হইয়া থাকে। উক্ত ক্ষেত্রে যে সকল মানব দশরাত্রি বাস করে, জানিবে, তাহারাই পুণ্যকর্ম্মা; আমার একথা অসত্য হইবার নহে। কলিকালে দ্বিজাতিপ্রমুখ যে সকল বর্ণ তথায় বাস করে, সুরোত্তমগণ তাহাদিগকে ম্লেচ্ছবৎ বেদবাহ্য বলিয়া অবধারণ

অতো হ্যধর্ম্মরূপাস্তে পাপিষ্ঠা নাত্র সংশয়ঃ ।
সন্ধ্যাহীনা যথা বিপ্রা বেদবাহ্যাস্তথৈব চ ॥ ৯৬
নিবসন্তি পুরে তস্মিন্ পশ্চিমায়াং সুরেশ্বরি ॥
একমেব পরং তীর্থং নৃসিংহাখ্যং সুবিস্তরম্ ।
যং শ্রুত্বা মুচ্যতে পাপান্নরঃ সদ্যো ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে নৃসিংহোৎপত্তি নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতবিবরণং নাম চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণোস্ত্বৎপ্রসাদতঃ ।
শ্রুতা নানাবিধা ধর্ম্মা লোকনিস্তারহেতবঃ ॥ ১
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গীতামাহাত্ম্যমপ্যহম্ ।
শ্রুতেন যেন দেবেশ হরৌ ভক্তির্বিবর্দ্ধতে ।
তদ্বদস্বাধুনা দেব যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ২

ঈশ্বর উবাচ ।

অতসীপুষ্পসঙ্কাশং খগেন্দ্রাসনমচ্যুতম্ ।
শয়ানং শেষশয্যায়াং মহাবিষ্ণুমুপাস্মহে ॥ ৩
কদাচিদাসনে রম্যে সুখাসীনং মুরদ্বিষম্ ।
আনন্দয়িত্রী লোকানাং লক্ষ্মীঃ পপ্রচ্ছ সাদরাৎ

শ্রীরুবাচ ।

শয়ালুরসি দুগ্ধাব্ধৌ ভগবান্ কেন হেতুনা ।
উদাসীন ইবৈশ্বর্য্যং জগতি স্থাপয়ন্নিব ॥ ৫

ঈশ্বর উবাচ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা মুরভিজ্জ্ঞানগর্ব্বিতম্ ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা বিস্ময়স্মেরলোচনঃ ॥ ৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

নাহং সুমুখি নিদ্রালুর্নিজং মাহেশ্বরং বপুঃ ।
দৃশা তত্ত্বানুবর্ত্তিন্যা পশ্যাম্যন্তর্নিমগ্নয়া ॥ ৬
কুশাগ্রীয়ধিয়া দেবি যদন্তর্যোগিনো হৃদি ।
পশ্যন্তি যচ্চ দেবানাং সারং মীমাংসতে ভৃশম্
তদেবমক্ষরং জ্যোতিরাত্মরূপমনাময়ম্ ।
অখণ্ডানন্দসন্দোহনিষ্পাদি দ্বৈতবর্জ্জিতম্ ॥ ৯

করেন। তাহারা সেস্থানে মাংস খায়, মদ্যপান করে, অতএব তাহারা অধর্ম্মরূপী পাপিষ্ঠ, ইহাতে সংশয় কিছুই নাই। হে সুরেশ্বরি! সেই পশ্চিম দিকে মৌলিস্তানপুরে সন্ধ্যাকর্ম্মবর্জ্জিত বেদবাহ্য বিপ্রগণ বাস করিয়া থাকেন। উক্ত নৃসিংহাখ্য সুবিস্তৃত তীর্থই একমাত্র পরম তীর্থ। এই তীর্থবৃত্তান্ত শ্রবণে নর সদ্যঃ পাপমুক্ত হয়, সন্দেহ নাই ।৯২—৯৮।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।১৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে ভগবন্, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! আপনার প্রসাদে আমি লোকনিস্তারকারক নানাবিধ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আমি গীতামাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। হে দেবেশ! গীতামাহাত্ম্য শ্রবণে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব আমি যদি বাস্তবিকই আপনার প্রিয় হই, তবে আমার নিকট উহা অধুনা প্রকাশ করিয়া বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অতসী-পুষ্প-সঙ্কাশ, গরুড়ধ্বজ, অচ্যুত মহাবিষ্ণু শেষশয্যায় শয়ন করিলে, আমরা তাঁহার উপাসনা করিতেছিলাম। একদা লোকানন্দদায়িনী লক্ষ্মী রম্যাসনে সুখাসীন মুরারির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আপনি কি কারণে উদাসীনের ন্যায় যেন জগতে স্বীয় ঐশ্বর্য্য স্থাপন করিবার নিমিত্তই ক্ষীরসাগরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? ঈশ্বর কহিলেন,—লক্ষ্মীদেবীর এই জ্ঞানগর্ভিতবাক্য শ্রবণ করিয়া মুরারি বিস্ময়-স্মের নয়নে মধুর বাক্যে বলিলেন,হে সুমুখি! আমি নিদ্রালু নহি। তত্ত্বানুবর্ত্তিনী অন্তর্নিমগ্ন দৃষ্টি দ্বারা আমি স্বীয় মাহেশ্বরী বপু দর্শন করিতেছি। হে দেবি!' কুশাগ্রীয় বুদ্ধি দ্বারা যোগিগণ চরম মীমাংসা করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে যে বেদসার বস্তু অবলোকন করেন, তাহা অক্ষর, জ্যোতিঃস্বরূপ, অনাময়, অখণ্ডানন্দসন্দোহকর,দ্বৈতাদ্বৈতবর্জ্জিত আত্মরূপ ।১—৯। এই জগদ্বৃত্তি তাঁহারই আশ্রিত;

যদাশ্রয়া জগদ্বৃত্তির্যন্ময়া চানুভূয়তে।
ন যেন রহিতং কিঞ্চিজ্জগত্তত্ত্বং চরাচরম্ ॥ ১০
নির্ম্মথ্য বহুধালোক্য বেদশাস্ত্রাম্বুধিং সুধীঃ।
দ্বৈপায়নো যদাসাদ্য গীতাশাস্ত্রং নিসৃষ্টবান্ ॥১১
যদাস্থায় মহানন্দমানন্দীকৃতমানসঃ।
নিদ্রালুরিব দেবেশি দুগ্ধাব্ধৌ প্রতিভামি বৈ ॥১২
ইতি তস্য মুরারাতের্মিতমানন্দবদ্বচঃ।
স্য হর্ষোৎফুল্ললোলাক্ষী লক্ষ্মীঃ শ্রুত্বা বিসিস্মিরে।
শ্রীরুবাচ।
ভবানেব হৃষীকেশ ধ্যেয়োঽসি যমিনাং সদা।
তস্মাত্ত্বত্তঃ পরং যত্তচ্ছ্রোতুং কৌতুহলং হি মে
চরাচরাণাং লোকানাং কর্ত্তা হর্ত্তা স্বয়ম্প্রভুঃ।
যথা স্থিতস্ততোঽন্যত্বং যদি মাং বোধয়াচ্যুত ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
মায়াময়মিদং দেবি বপুর্মে ন তু তাত্ত্বিকম্।
সৃষ্টিস্থিত্যুপসংহারক্রিয়াজালোপবৃংহিতম্ ॥ ১৬
অতোঽন্যদাত্মনো রূপং দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমাদ্যন্তরহিতং প্রিয়ে ॥ ১৭
শুদ্ধসংবিৎপ্রভালাভং পরানন্দৈকসুন্দরম্।
রূপমৈশ্বরমাত্মৈক্যগম্যং গীতাসু কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮
ইত্যাকর্ণ্য বচো দেবি দেবস্যামিততেজসঃ।
শঙ্কমানাহ বাক্যেষু পরস্পরবিরোধিষু ॥ ১৯
স্বয়ঞ্চেৎপরমানন্দমবাঙ্মনসগোচরম্।
কথং গীতা বোধয়তি ইতি মে ছিন্ধি সংশয়ম্ ॥
ঈশ্বর উবাচ।
শ্রিয়ঃ শ্রুত্বা বচো যুক্তমিতিহাসপুরঃসরম্।
আত্মানুগামিনীং দৃষ্টিং গীতাং বোধিতবান্ প্রভুঃ
অহমাত্মা পরেশানি পরাপরবিভেদতঃ।
দ্বিধা ততঃ পরঃ সাক্ষী নির্গুণো নিষ্কলঃ শিবঃ ॥
অপরঃ পঞ্চবক্ত্রোঽহং দ্বিধা তস্যাপি সংস্থিতিঃ
শব্দার্থভেদতো বাচ্যো যথাত্মাহং মহেশ্বরঃ ॥২৩
গীতানাং বাক্যরূপেণ যন্নিরুচ্ছিদ্যতে দৃঢ়ঃ
মদীয়পাশবন্ধোঽয়ং সংসারবিষয়াত্মকঃ।
যদভ্যাসপরাধীনৌ পঞ্চবক্ত্রমহেশ্বরৌ ॥ ২৪
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গীতাসারমহোদধেঃ।

আমিও তাঁহাকেই অনুভূতিগোচর করিতেছি। এই চরাচর জগত্তত্ত্ব তাঁহা ব্যতীত কিছুই নহে। বিচক্ষণ দ্বৈপায়ন বেদ-শাস্ত্র-সাগর আলোড়নপূর্ব্বক বহুবার দেখিয়া-শুনিয়া গীতা শাস্ত্র প্রকটন করিয়াছেন। হে দেবেশি! উহা অবলম্বন করিয়া আমি মহানন্দে আনন্দীকৃত-মানসে দুগ্ধাব্ধিমধ্যে নিদ্রালুর-ন্যায় প্রতিভাত হইতেছি। মুরারির এই আনন্দযুক্ত স্বল্প বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-বিলোলাক্ষী লক্ষ্মী কহিলেন,—হে হৃষীকেশ! আপনিই যোগিগণের নিত্য ধ্যেয়। অতএব আপনার নিকট হইতেই পরম তত্ত্ব শ্রবণে আমার কৌতূহল হইয়াছে। হে অচ্যুত! আপনি চরাচর লোকের কর্ত্তা হর্ত্তা ও স্বয়ম্প্রভুরূপে অবস্থিত, ইহা ভিন্ন আপনার যদি অন্য কোন তাত্ত্বিকরূপ থাকে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—হে দেবি! এই যে দেহ দেখিতেছ ইহা তাত্ত্বিক নহে, মায়াময়; এই দেহ সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস ক্রিয়াসমূহে উপবৃংহিত, ইহা ভিন্ন আমার অন্য যে আত্মরূপ, তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবর্জ্জিত, ভাবাভাববিরহিত ও আদ্যন্তহীন এরূপ শুদ্ধ সংবিৎপ্রভাদ্বারাই জ্ঞেয়,পরমানন্দৈকসুন্দর, আমার এই আত্মৈকগম্য ঐশ্বর রূপই গীতাশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। হে দেবি! লক্ষ্মীদেবী অমিততেজা মুরারির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর বিরোধী বাক্যসমূহে সন্দেহাকুল হইয়া কহিলেন,—আপনি স্বয়ং যদি অবাঙ্মন-গোচর পরমানন্দ, তবে গীতা আপনাকে কিরূপে বোধিত করে? আমার এই সংশয় আপনি ছেদন করুন।১০-২০। ঈশ্বর কহিলেন, —প্রভু মুরারি লক্ষ্মীর এই যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অ আত্মানুগামিনী দৃষ্টিস্বরূপা গীতা ইতিহাসপুরঃসর বুঝাইতে লাগিলেন; বলিলেন, হে পরেশানি! আমি আত্মা পর অপর ভেদে দ্বিবিধ। পর সাক্ষী নির্গুণ, নিষ্কল, শিব স্বরূপ, আর অপর স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ভেদে দ্বিবিধ,—অহম্পদবাচ্য জীবাখ্য পঞ্চবক্ত্র এবং অহংপদবাচ্য পরমাত্মরূপ মহেশ্বর।

ইদং পরবিভেদেন বুধ্যতে ভবভীরুভিঃ ॥২৫
তমপৃচ্ছদিদং লক্ষ্মীরঙ্গপ্রত্যঙ্গসংস্থিতম্ ।
মাহাত্ম্যং সেতিহাসঞ্চ সর্ব্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু সুশ্রোণি বক্ষ্যামি গীতাসু স্থিতিমাত্মনঃ॥২৭
বক্ত্রাণি পঞ্চ জানীহি পঞ্চাধ্যায়াননুক্রমাৎ ।
দশাধ্যায়া ভুজাশ্চৈক উদরং দ্বৌ পদাম্বুজে ॥ ২৮
এবমষ্টাদশাধ্যায়া বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিরৈশ্বরী ।
বিজ্ঞেয়া জ্ঞানমাত্রেণ মহাপাতকনাশিনী ॥ ২৯
অতোঽধ্যায়ং তদর্দ্ধং বা শ্লোকমর্দ্ধং তদর্দ্ধকম্ ।
অভ্যস্যতি সুমেধা যঃ সুশর্ম্মেব স মুচ্যতে ॥৩০

শ্রীরুবাচ ।

সুশর্ম্মা নাম কো দেব কিঞ্জাতীয়ঃ কিমাত্মকঃ ।
কৃতস্তস্য চ বৈ মুক্তিঃ কেনাজায়ত হেতুনা ॥৩১

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুশর্ম্মা নাম দুর্ম্মেধাঃ সীমা পাপাত্মনামভূৎ ।
জাতোঽনাত্মবিদাং বংশে বিপ্রাণাং ক্রূরকর্ম্মণাম্
ন ধ্যানং ন জপো হোমো ন চৈবাতিথিপূজনম্
কেবলং বিষয়েষ্বেব বলাঢ্যেনাভিবর্ত্ততে ॥ ৩৩
কৃষিকর্ম্মরতো নিত্যং পর্ণজীবী সুরাপ্রিয়ঃ ।
মাংসোপহারী সুচিরং কালমেবং নিনায় সঃ ॥৩৪
আনেতুকামঃ পর্ণানি পর্য্যটন্ ঋষিবাটিকাম্ ।
ততঃ স তত্র দষ্টোঽভূৎ কালসর্পেণ মূঢ়ধীঃ ॥ ৩৫
কালধর্ম্মং সমাসাদ্য গত্বা চ নিরয়ান্ বহূন্ ।
পুনরাগত্য মর্ত্ত্যেষু বলীবর্দ্দত্বমীষিবান্ ॥ ৩৬
পঙ্গুনা কেন বিক্রীতঃ স স্বজীবনহেতবে ।
নয়ন্ পৃষ্ঠেন শরদঃ সপ্তাষ্টৌ কষ্টতোঽনয়ৎ ॥ ৩৭
কদাচিৎ পঙ্গুনা সোঽপি চিরমাবর্ত্তিতো জবাৎ
পপাত তরসা ভূমৌ মূর্চ্ছাঞ্চ প্রতিপেদিবান্ ॥৩৮
বিকলাঙ্গো বিবৃত্তাক্ষঃ ফেনসন্ততিমুদ্গিরন্ ।

পঞ্চবক্ত্র এবং মহেশ্বরও যাহার অভ্যাসাধীন, গীতার বাক্যদ্বারা সেই সংসারবিষয়াত্মক মায়ার দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তখন এই পরাপর ভেদজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া ভব-ভীরুগণ প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। লক্ষ্মী দেবী তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া গীতা-সার-মহোদধির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুরারি তাঁহাকে সেতিহাস গীতামাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে সুশ্রোণি! আমি গীতার আত্মসংস্থান কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। গীতার পঞ্চাধ্যায় পঞ্চ বক্ত্র বলিয়া জানিবে। উহার দশাধ্যায় দশভুজ, একাধ্যায় উদর এবং দুই অধ্যায় পদাম্বুজ; এইরূপে অষ্টাদশাধ্যায়া গীতাকে বাঙ্ময়ী ঐশ্বরী মূর্ত্তি জানিবে। ইহা জানিবামাত্র মহাপাতক-নাশ হয়। যে সুমেধা ব্যক্তি ইহার অধ্যায়, অধ্যায়ার্দ্ধ, শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ বা তদর্দ্ধ অভ্যাস করেন, তিনি সুশর্ম্মার ন্যায় মুক্ত হইয়া থাকেন। লক্ষ্মী কহিলেন,—হে দেব! সুশর্ম্মা কে? তিনি কোন্ জাতি? কি প্রকার? কি কারণে কিরূপে তাঁহার মুক্তি হইল? ভগবান্ কহিলেন,—সুশর্ম্মা দুর্ম্মেধা এবং পাপাত্মাদিগের সীমাস্বরূপ ছিল। অনাত্মজ্ঞ ক্রূরকর্ম্মা বিপ্রগণের বংশে তাহার জন্ম হয়। ধ্যান, জপ, হোম বা অতিথিপূজা কিছুই সে করিত না; কেবল বিষয়সমূহেই আসক্ত ছিল। সুশর্ম্মা কৃষিকর্ম্মরত নিত্য পর্ণজীবী সুরাপ্রিয় ও মাংসোপহারী হইয়া দীর্ঘকাল অতি-বাহিত করিল। একদা পর্ণরাশি আনয়-নার্থ সুশর্ম্মা ঋষিবাটিকায় পরিভ্রমণ করিতে থাকিলে, এক কালসর্প তাহাকে দংশন করে। মূঢ়বুদ্ধি সুশর্ম্মা তাহাতেই মৃত্যু-গ্রস্ত হইয়া নরকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। নরকভোগান্তে পুনরায় সে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া এক বলীবর্দ্দ হইল।২১-৩৬। এক পঙ্গু ব্যক্তি উহার প্রভু হইয়াছিল, সে স্বীয় জীবি-কার জন্য উহাকে ক্রয় করিয়া লয়। বৃষ পঙ্গু প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া কষ্টেসৃষ্টে সাত আট বৎসর কাটাইয়া দেয়। একদা পঙ্গু বৃষকে বহুকাল ধরিয়া দ্রুতবেগে নানাস্থানে ঘুরাইল। তাহাতে বৃষ সহসা ভূপতিত হইয়া মূর্চ্ছাগত হইল। বৃষ বিকলাঙ্গ ও বিবৃত্তাক্ষ

ন জীবতি ন মৃত্যুং বা প্রতিপেদে স্বকর্ম্মণা ॥৩৯
কৌতুকাকৃষ্টলোকেঽস্মিংস্তস্মিন্ জনসমাগমে।
শ্রেয়সে তস্য সুকৃতী কশ্চিৎ পুণ্যং বিতীর্ণবান্॥
কর্ম্মাণি স্বান্যনুস্মৃত্য দদুরন্যে চ কেচন।
গণিকা কাপি তত্রস্থা লোকযাত্রানুবর্ত্তিনী ॥ ৪১
অজ্ঞাতনিজপুণ্যা সা কিঞ্চিদুৎসৃষ্টবত্যভূৎ।
পরেতনগরীমাদৌ স নীতঃ কালকিঙ্করৈঃ ॥ ৪২
গণিকাদত্তপুণ্যেন পুণ্যবানিতি মোচিতঃ।
পুনরাগত্য ভূর্লোকং কুলশীলবতাং গৃহে ॥ ৪৩
দ্বিজন্মনামসৌ জজ্ঞে জাতিং স্বামনুসংস্মরন্।
কালে মহতি জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ স্বাজ্ঞাননোদনম্॥
উপেত্য গণিকাদত্তং খ্যাপয়িত্বা স পৃষ্টবান্।
আচষ্ট মাং শুকো নিত্যং পঞ্জরস্থঃ পঠত্যসৌ॥
তেন পূতান্তরাত্মাহং তৎপুণ্যং পর্য্যকল্পয়ম্।
তাভ্যাং শুকস্তু পৃষ্টোঽসৌ ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে
আখ্যায়িকাং পুরাবৃত্তাং স্মৃত্বা জাতিং নিজামপি
শুক উবাচ।
পুরা বিদ্বানহং ভূত্বা বৈদুষ্যস্ময়মোহিতঃ ॥ ৪৭
রাগদ্বেষেণ বিদ্বৎসু গুণবৎস্বপি মৎসরী।
কালেনাহং ততঃ প্রেত্য প্রাপ্য লোকান্ জুগুপ্সিতান্
সোঽহং কীরকুলেঽভুবং সদ্গুরাবতিনিন্দকঃ।
কালে ধর্ম্মিণি দুষ্কর্ম্মা পিতৃভ্যাঞ্চ বিয়োজিতঃ॥
নিদাঘেঽধ্বনি সন্তপ্তে আনীত ঋষিপুঙ্গবৈঃ।
পাতিতঃ পঞ্জরস্থোঽহমাশ্রমে মহদাশ্রয়ে ॥ ৪৯
আবর্ত্তয়ন্ত্যো গীতানামাদ্যমধ্যায়মাদরাৎ।
শ্রুত্বা ঋষিকুমারেভ্যঃ পাঠঞ্চাকরবং মুহুঃ ॥ ৫০

হইয়া ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতে থাকিল। স্বীয় কর্ম্মফলে তাহার জীবন প্রাপ্তি বা মৃত্যু কিছুই হইল না। তথায় কৌতুক-দর্শনার্থ বহু জনসমাগম ঘটিল। তন্মধ্য হইতে কোন সুকৃতী ব্যক্তি বৃষের মঙ্গলার্থ তাহাকে পুণ্য দান করি-লেন। এইরূপ স্ব স্ব কর্ম্ম স্মরণ করিয়া তখন অনেকেই তাহাকে পুণ্যদান করিল। সেই লোকসমবায়ের অনুবর্ত্তিনী এক গণিকা তথায় অবস্থান করিতেছিল, সে তাহার নিজ পুণ্য কিছু আছে কি না, জানিত না। সে তাহা না জানিয়াই বৃষের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ পুণ্য দান করিল। অনন্তর যম-কিঙ্করেরা বৃষকে যমপুরে লইয়া গেল। কিন্তু গণিকা তাহাকে যে পুণ্য দিয়াছিল, তাহারই ফলে সে পুণ্যবান্ শ্রেণীতে পরি-গণিত হইয়া সেস্থান হইতে মোচিত হইল। অনন্তর ভূলোকে কুলশীলসম্পন্ন দ্বিজাতি-গণের গৃহে তাহার জন্ম হইল। এ জন্মে বিপ্ররূপে নিজের অতীত জন্মস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রহিল। অনেক দিন পরে বিপ্র স্বীয় অজ্ঞান-নাশন মঙ্গল জিজ্ঞাসু হইয়া সেই গণিকার নিকট গমন করিলেন এবং তৎপ্রদত্ত পুণ্যের কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, গণিকা উত্তর করিল, পঞ্জরস্থ শুক আমাকে পুণ্য-কথা বলে, সে নিত্যই উহা পাঠ করিয়া থাকে। তাহাতেই আমি পূতচিত্ত হইয়া সেই পুণ্য দান করিয়াছিলাম। তখন বিপ্র এবং গণিকা উভয়েই শুকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে শুক পুণ্যকথা ব্যাখ্যানে উদ্যত হইল। সে নিজে জাতি স্মরণ করিয়া এক প্রাচীন আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ৩৭—৪৬। শুক কহিল,—পুরাকালে আমি এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ছিলাম। পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে মোহিত হইয়া রাগদ্বেষবশতঃ গুণবান্ বিদ্বান্ জনে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতাম। যথাকালে আমার মৃত্যু হইল। আমি নিন্দিত লোক প্রাপ্ত হইলাম। কীরকুলে আমার জন্ম হইল। কালধর্ম্মক্রমে আমি দুষ্কর্ম্মা হইলাম। পিতা-মাতা আমায় পরি-ত্যাগ করিলেন। গ্রীষ্মকালের প্রতপ্ত পথে আমি পতিত হইয়াছিলাম। ঋষিপুঙ্গবেরা দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আনয়ন করেন এবং মহদ্জনের আশ্রয়স্থল আশ্রমে পঞ্জর মধ্যে রাখিয়া দেন। আশ্রমে ঋষি-কুমারগণ গীতার আদ্য অধ্যায় সাদরে আবৃত্তি করিতেন। ঋষিকুমারগণের মুখে

এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিদ্বাগুরিশ্চৌরকর্ম্মকৃৎ।
মামাহৃত্য তদাক্রীণাদিতি বৃত্তমুদাহৃতম্॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

অধ্যায়োঽয়ং পুরাম্নাতো যেন পাপমনোদয়ম্।
পূতান্তরাত্মা যেনাসৌ মোচিতশ্চ দ্বিজোত্তমঃ॥
এবমন্যোন্যমাভাষ্য তন্মাহাত্ম্যং প্রশস্য চ।
তে জপন্তোঽহনিশং ধীরা মুক্তিং গেহে প্রপেদিরে॥ ৫৩
তস্মাদধ্যায়মাদ্যং যঃ পঠতে শৃণুতে স্মরেৎ।
অভ্যসেত্তস্য ন ভবেদ্ভবাম্ভোধির্দুরুত্তরঃ॥৫৪
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭৫

তাহা শ্রবণ করিয়া আমিও বারংবার তাহা পাঠ করিতাম। ইতিমধ্যে এক চৌর্য্য-ব্যবসায়ী ব্যাধ আমাকে আশ্রম হইতে চুরি করিয়া লইয়া তৎকালে বিক্রয় করিল। এই আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিলাম। ভগবান্ কহিলেন,—এই প্রথম অধ্যায় অভ্যাস করিয়াই শুক পাপাপনোদন করিয়াছিল। সেই দ্বিজোত্তম ইহা শ্রবণেই পূতচিত্ত হইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। এইরূপে তাহারা সকলেই পরস্পর আলাপ ও গীতামাহাত্ম্যের প্রশংসা করিয়া নিরন্তর উহা পাঠ করত স্বীয় গৃহেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব গীতার প্রথম অধ্যায় যিনি পাঠ, শ্রবণ, স্মরণ ও অভ্যাস করেন, তাঁহার পক্ষে ভবসাগর কখনই দুর্লঙ্ঘ্য হইবার নহে। ৪৭—৫৪।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৫।

ষট্সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

আদিমস্ত্বেবমাখ্যানমুদীরিতমনুত্তমম্।
শৃণু মাহাত্ম্যমন্যেষামধ্যায়ানামপীন্দিরে॥ ১
দক্ষিণস্যাং দিশি শ্রীমানাসীদাম্নায়বাদিনাম্।
পুরে পুরন্দরাহ্বানে দেবশর্ম্মেতি বিশ্রুতঃ॥ ২
অর্চ্চিতাতিথিরাম্নাতো বেদশাস্ত্রবিশারদঃ।
আহর্ত্তা ক্রতুসঙ্ঘানাং তাপসানাং প্রিয়ঃ সদা
দেবান্ সন্তর্পয়ামাস হব্যৈর্হুতবহং চিরম্।
ন চোপলেভে ধর্ম্মাত্মা শান্তিমেকান্তিকীং ততঃ
নিঃশ্রেয়সং স জিজ্ঞাসুস্তাপসাননুবাসরম্।
সিষেবে সত্যসঙ্কল্পাননল্পৈরেব কল্পকৈঃ। ৫
এবমাচরতস্তস্য কালে মহতি গচ্ছতি।
মুক্তকর্ম্মা ততঃ কশ্চিৎ প্রাদুরাসীৎ পুরা ভুবি।
অনুভূতনিরাকাঙ্ক্ষী নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ।

ষট্সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,—অয়ি ইন্দিরে! গীতার আদ্য অধ্যায়ের এই উত্তম আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্যান্য অধ্যায়গুলিরও মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। দক্ষিণদিকে পুরন্দর নামে এক পুরী আছে। তথায় বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের বংশে দেবশর্ম্মা নামে এক শ্রীমান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অতিথিপূজক, বেদশাস্ত্রবিশারদ, যজ্ঞাহরণকর্ত্তা ও তাপসগণের প্রীতিভাজন। দেবগণ চিরদিন তাঁহার কার্য্যে তর্পিত এবং হুতবহ হব্যাহোমে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম্মাত্মা দেবশর্ম্মা ঐকান্তিকী শান্তি কিছুতেই প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি নিঃশ্রেয়স-জিজ্ঞাসু হইয়া অনুদিন সত্যসঙ্কল্প তাপসগণের বহু প্রকারে সেবা করিতে লাগিলেন। ১—৫। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হইল। তৎকালে ভূতলে এক মুক্তকর্ম্মা পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অনুভূত-নিরাকাঙ্ক্ষী নাসাগ্রন্যস্তদৃষ্টি, শান্তচেত

শান্তচেতাঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যায়ন্নানন্দনির্ভরঃ ॥ ৭
পাদৌ তস্যোপসংগৃহ্য প্রযতেনান্তরাত্মনা।
চকার বিধিবত্তস্মৈ বিদ্বানতিথিসৎক্রিয়াম্ ॥ ৮
তঞ্চ শুদ্ধেন ভাবেন পরিতুষ্টং তপস্বিনম্।
প্রণতঃ পরিপপ্রচ্ছ নির্ব্বাণস্থিতিমাত্মনঃ ॥ ৯
স তস্মৈ কথয়ামাস পুরেঽসৌ পুরনামনি।
মিত্রবন্তমজাপালমুপদেষ্টারমাত্মবিৎ ॥ ১০
স চাভিবন্দ্য তৎপাদাবেত্যাসৌ পুরমূর্জ্জিতম্।
তস্যোত্তরদিশো ভাগে দদর্শ বিপুলং বনম্ ॥
মারুতান্দোলিতানেককুসুমামোদসুন্দরম্।
উন্মত্তভ্রমরোদ্গীতনাদাপূরিতদিঙ্মুখম্ ॥ ১২
তস্মিন্ বনে সরিত্তীরে নিষীদন্তং শিলাতলে।
মিত্রবন্তং দদর্শাথ সানন্দস্তিমিতেক্ষণম্ ॥ ১৩
অপি স্বাভাবিকং বৈরং হিত্বান্যোন্যং বিরোধিভিঃ।
সত্ত্বৈবরাবৃতমুদ্যানে মন্দস্যন্দনভাবতি ॥ ১৪

শান্তেষু মৃগযূথেষু দৃশানন্দমনোজ্ঞয়া।
কৃপানুবিদ্ধয়া ভূমিং নিষিঞ্চন্তমিবামৃতম্ ॥ ১৫
উপেত্য বিনয়েনামুমুন্মনাঃ প্রীতমানসঃ।
কিঞ্চিদানম্রশিরসা তেনাপি স তু সৎকৃতঃ ॥১৬
উপতস্থে ততো বিদ্বান্ মিত্রবন্তমনন্যধীঃ।
সমাপ্তধ্যানকালং স পর্য্যপৃচ্ছৎ সমাহিতঃ ॥১৭

দেবশর্ম্মোবাচ।

আত্মানং বেত্তুমিচ্ছামি তদমুষ্মিন্মনোরথে।
লব্ধসিদ্ধিমুপায়ং মামুপদেষ্টুং ত্বমর্হসি ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

পরামৃশ্য ক্ষণং সোঽপি মিত্রবানিদমব্রবীৎ ॥ ১৯

মিত্রবানুবাচ।

বিদ্বন্ বিদ্ধি পুরাবৃত্তমুচ্যমানমিদং ময়া।
অস্তি গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠানাভিধং পুরম্।
তত্র দুর্দ্দমনামাসীদম্বয়ে চ মনীষিণাম্ ॥ ২০
তত্রাস্তি বিক্রমো নাম সেব্যমানো মহীপতিঃ।

এবং পরব্রহ্মধ্যানে আনন্দনির্ভর ছিলেন। বিদ্বান্ দেবশর্ম্মা প্রযতচিত্তে তদীয় পাদ-যুগলে প্রণত হইয়া একদা তাঁহার যথাবিধি আতিথ্যসৎকার করিলেন। অনন্তর সেই শুদ্ধভাবতুষ্ট তাপসের নিকট প্রণত দেব-শর্ম্মা স্বীয় নির্ব্বাণস্থিতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই আত্মজ্ঞ তাপস পুরনামক পুরে অবস্থিত মিত্রবান্ নামক এক অজাপালের নিকট গিয়া তাঁহাকে উপদেশ লইতে বলি-লেন। দেবশর্ম্মা তৎকালে তদীয় পদে বন্দনা করিয়া সেই সমৃদ্ধ পুরে আগমন করিলেন এবং উক্ত পুরীর উত্তরভাগে এক বিশাল বন অবলোকন করিলেন; দেখিলেন, ঐ বন পবনান্দোলিত কুসুমরাশির সৌরভে আমোদিত এবং উন্মত্ত মধুব্রতকুলের গীত-ঝঙ্কারে উহার সর্ব্বদিক্ মুখরিত, ঐ বনের নদীতীরস্থ শিলাতলে মিত্রবান্ সমাসীন রহিয়াছেন। দেবশর্ম্মা সানন্দচিত্তে স্তিমিত-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, ঐ বনে পরস্পর বিরোধী জন্তুগণ স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করিয়া মিলিত রহিয়াছে। মৃগযুথ সকল প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। মিত্রবান্ কৃপানুবিদ্ধ মনোজ্ঞ দৃষ্টিপাতে ভূতলে যেন অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেন। দেবশর্ম্মা এহেন উপদেষ্টার নিকট বিনীত ভাবে উৎ-কণ্ঠিত ও প্রীতচিত্তে কিঞ্চিৎ আনম্র মস্তকে উপস্থিত হইলে মিত্রবান্ তাঁহাকে সৎকার করিলেন। অনন্তর বিদ্বান্ দেবশর্ম্মা অনন্য-মনে মিত্রবান্‌কে পূজা করিলেন এবং তাঁহার ধ্যানকালের অবসান হইলে তিনি সমাহিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন। দেবশর্ম্মা কহিলেন,—আমি আত্মস্বরূপ অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব এহেন মনোরথ বিষয়ে আমার যাহাতে সিদ্ধি লাভ হয়, আপনি এরূপ উপায় আমাকে উপদেশ করুন।৬-১৮। ভগবান্ কহিলেন,— তখন মিত্রবান্ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—হে বিদ্বন্! এ বিষয়ে আমি এক পুরাবৃত্ত বলিতেছি, তুমি তাহা অবধারণ কর। গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক পুরী আছে। তথায় মনীষিগণের বংশে দুর্দ্দম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার

দানানি প্রত্যহং গৃহ্নন্ বর্ত্ততে উদরম্ভরঃ ॥ ২১
কালেন কালপাশেন বদ্ধানীতো যমালয়ম্।
নিরয়েষু সমগ্রেষু যাতনা অনুভূয় চ ॥ ২২
কস্মিংশ্চিৎ স কুলে জাতো দুর্বৃত্তানাং দ্বিজন্মনাম্
ভবান্তরানুবর্ত্তিন্যা বিদ্যয়া স পুরস্কৃতঃ ॥ ২৩
উপযেমে দুরাধর্ষাং কন্যকামধমে কুলে।
কালেন সা বয়ো হিত্বা শৈশবং যৌবনং যযৌ ॥
পীনস্তনী চ সুশ্রোণী মদবিহ্বললোচনা।
পতিং ন সেহে দুর্বৃত্তং চকমে সা পতীন্ পরান্
বৃত্তিমাহর্ত্তুকামেঽস্মিন্নির্গতা সা পুরাদ্বহিঃ।
সঙ্গতা কামুকেনাসৌ চিরং চাণ্ডালজন্মনা ॥২৬
দধে গর্ভমসৌ তস্মাৎ সা চ কন্যোপপদ্যতে।
সৈব ভার্য্যাপি তস্যাসীৎ পূর্ব্বপাপপ্রসঙ্গতঃ ॥২৭
সৈব বৃদ্ধা ততঃ কালে ডাকিনী সমজায়ত।

বংশে বিক্রম নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উদরম্ভর হইয়া প্রত্যহ দান-প্রতিগ্রহ করিতেন। কালে কালপাশে বদ্ধ হইয়া বিক্রম যমালয়ে নীত হইলেন। সে স্থানে নিরয়সমূহে তিনি বিবিধ যাতনা অনুভব করিয়া পরে দ্বিজাতিগণের কোন এক দুর্বৃত্তকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। জন্মান্তরানুবর্ত্তিনী বিদ্যা তাঁহার অধিগত হইল। কিন্তু তিনি এক অধম কুলজাত দুর্দ্ধর্ষ কন্যার পাণিপীড়ন করিলেন। কালক্রমে ঐ কন্যা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। যৌবনাবস্থায় সে পীনস্তনী, সুশ্রোণী ও মদবিহ্বলনয়না হইয়া দুর্বৃত্ত পতির দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে পারিল না। পর-পুরুষদিগকে নিজপতি করিবার তাহার বাসনা হইল। একদা তদীয় পতি বৃত্তি আহরণার্থ পুরী হইতে বহির্গত হইলে পর সেই দুষ্টাও পুরী হইতে বহির্গত হইল এবং কোন এক চণ্ডালের সহিত দীর্ঘকাল রমণ করিল। তাহাতে তাহার গর্ভসঞ্চার হইল। সে গর্ভে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপাপপ্রসঙ্গেই ঐ চণ্ডালসঙ্গতা নারী তাঁহার ভার্য্যা হইয়াছিল। ঐ নারী বৃদ্ধ হইয়া কাল-

কুসঙ্গাৎ কুমতির্জাতা দুষ্টনারীপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২৮
চখাদ ব্যাধিতং ব্যাধমসৃগাস্বাদলালসা।
ভ্রমন্তী বিপিনে ঘোরে জনৈর্দৃষ্টা বহিষ্কৃতা ॥২৯
পরেতলোকমাসাদ্য ব্যাধো ব্যাঘ্রোঽভ্যবর্ত্তত
নরকান্ দারুণান্ ভুক্ত্বা জীবহিংসাপ্রভাবতঃ ॥
সাপি কালেন দুষ্টাত্মা মৃত্যুবেগমুপাগতা।
নিরয়ানেত্য দুর্দ্ধর্ষানজাজায়ত মদ্গৃহে ॥ ৩১
তামহং অপ্যহং বিদ্বন্ পালয়ন্ কাননান্তরে।
অপশ্যন্ দ্বীপিনং ঘোরং জিঘাংসন্তমিবাখিলম্
সমালোক্য তমায়ান্তং ভয়েন প্রপলায়িতম্।
অজাযূথং পরিত্যজ্য ময়া মরণভীরুণা ॥ ৩৩
উপদুদ্রাব স দ্বীপী পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
অজা তু তৎসমীপেঽগাৎ সত্বরং সরিদন্তিকে ॥
তত্র সা ভয়মুৎসৃজ্য হিত্বা বৈরমনর্গলা।
অবতস্থে স চ দ্বীপী তূষ্ণীমাসীদমৎসরঃ ॥ ৩৫

ক্রমে ডাকিনী হইল। কুসঙ্গে দুষ্টনারীপ্রসঙ্গে তাহার কুমতি জন্মিয়াছিল, সে শোণিতস্বাদ-লালসায় ব্যাধিত ব্যাধকে ভক্ষণ করিল। জনগণ তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সে ঘোর বিপিনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। জীবহিংসা প্রভাবে দারুণ নরকনিচয় ভোগের পর, সেই ব্যাধ ব্যাঘ্র হইয়া জন্মিল। সেই দুষ্টা ডাকিনীও কালবশে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া দারুণ নানা নরকভোগান্তে আমার গৃহে অজা হইয়া জন্মিল। আমি তাহাকে এবং অন্যান্য অজাদিগকে পালন করিতাম। একদা বনাভ্যন্তরে এক বিশ্বগ্রাসোদ্যত দ্বীপীকে দর্শন করিলাম। আমি সেই দ্বীপীকে আসিতে দেখিয়া মরণভয়ে অজাযূথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলাম। সেই দ্বীপী পূর্ব্ববৈর অনুস্মরণ করিয়া ধাবিত হইল। আমার সেই গৃহপালিত অজা তখন সত্বর সরিৎ-সমীপে তৎসমীপে প্রয়াণ করিল। সে ভয় ও বৈর পরিহার করিয়া অবাধে উপস্থিত হইল। তৎকালে সেই দ্বীপীও মাৎসর্য্য পরিহারপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিল।১৯—৩৫।

তং তথাবিধমালোক্য সা বক্তুমুপচক্রমে।
দ্বীপিন্নভীপ্সিতং তুঙ্‌ক্ষ মাংসমুদ্ধৃত্য সাদরঃ ॥৩৬
নেয়ং ভবতি তে বুদ্ধিঃ কথং বৈরমতিং ত্যজঃ।
ইত্যাকর্ণ্য তদা বাক্যং প্রাহ দ্বীপী বিমৎসরঃ ॥
স্থানেঽস্মিন্মে গতো দ্বেষঃ ক্ষুৎপিপাসা চ
নির্ধযৌ।
ন প্রার্থয়ামি তেন ত্বাং সমীপে সমুপস্থিতাম্ ॥৩৮
সৈবমুক্তা পুনঃ প্রাহ জাতাহং নির্ভয়া কথম্।
কিমত্র কারণং বেৎসি যদি মে বক্তুমর্হসি ॥ ৩৯
এবমুক্তঃ পুনর্দ্বীপী তামাহাজাং ন বেদ্ম্যহম্।
পুরো গতমিমং প্রষ্টুং মহান্তমিতি নির্গতৌ ॥৪০
তাভ্যামুভাভ্যামাগত্য পৃষ্টোঽহং বহুবিস্ময়ঃ।
অহঞ্চ সহিতস্তাভ্যামপৃচ্ছং বানরেশ্বরম্ ॥ ৪১
ময়া পৃষ্টঃ স বিপ্রেন্দ্রমব্রবীৎ সাদরং কপিঃ।

অনন্তর অজা তাহাকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিল,—হে দ্বীপিন্! তুমি অভীপ্সিত মাংস তুলিয়া লইয়া সাদরে ভক্ষণ কর। এরূপ বুদ্ধি তো তোমার হইতে পারে না। তুমি কেন বৈর বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছ? মাৎসর্য্যহীন দ্বীপী তখন অজার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, এ স্থানে আসিবার পর আমার দ্বেষ গিয়াছে, ক্ষুধা পিপাসা দূরীভূত হইয়াছে। তাই তুমি সমীপস্থ হইলেও তোমাকে আমি খাইতে ইচ্ছা করি না। দ্বীপী এই কথা কহিলে,—অজা পুনরায় বলিল, আমি কেন এমন নির্ভয় হইলাম, ইহার কারণ কি? যদি তুমি জানিয়া থাক, তবে বল। অজার এই কথা শুনিয়া দ্বীপী পুনর্ব্বার বলিল, আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এই সম্মুখস্থ মহাপুরুষকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, এই বলিয়া তাহারা উভয়েই নির্গত হইল এবং আমাকে আসিয়া এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি এই প্রশ্নে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাহাদের উভয়ের সহিতই এক বানরেশ্বরের নিকট গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

শৃণু বক্ষ্যাম্যজাপাল বৃত্তমত্র পুরাতনম্ ॥ ৪২
ইদমায়তনং পশ্য পুরো বনগতং মহৎ।
অত্র ত্র্যম্বকলিঙ্গং হি দ্রুহিণেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪৩
সুকর্ম্মা নাম মেধাবী পর্য্যুপাস্তে তপশ্চরন্।
বনপুষ্পাণ্যপাহৃত্য সুরপূজ্যং পুরোঽভবম্ ॥ ৪৪
সংস্নাপ্য সরিদম্ভোভিঃ কেবলং কর্ম্মণা বসন্
কালে মহতি তস্যাগাদতিথিঃ কশ্চিদস্তিকম্ ॥
উপাহৃত্য ফলাহারং স তস্মৈ পর্য্যকল্পয়ৎ।
তেনাতিথ্যেন সম্প্রীতঃ সুকর্ম্মাণমভাষত ॥ ৪৬
কিমিদং কর্ম্মণো মূলং ফলং ভুক্ত্বা তু তিষ্ঠসি।
গতানুগতয়া বৃত্ত্যা কিংবা কেবলমীহসে ॥ ৪৭
স এবমুক্তঃ প্রায়েণ প্রীতেনাত্মবিদা তদা।
প্রত্যুবাচ বচঃ স্পষ্টমাত্মনো হিতমুত্তমম্ ॥ ৪৮
বিদ্বন্ন বেদ্মি তত্ত্বেন ফলমেতস্য কর্ম্মণঃ।
বুভুৎসয়া পরঃ শম্ভুঃ সেব্যতে কেবলং ময়া ॥৪৯
ফলমেতস্য সেবায়াঃ পরিপাকং কপর্দ্দিনঃ।

কপিবর মৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সাদরে কহিল,—হে অজাপাল! এ বিষয়ে এক পুরাতন বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, ঐ সম্মুখে বনাভ্যন্তরে এক মহৎ আয়তন অবলোকন কর। এখানে ব্রহ্মা কর্তৃক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুকর্ম্মা নামে এক মেধাবী তাপস বনকুসুম আহরণ করিয়া নদীজলে সুরপূজ্য শিবের স্নপনান্তে পূজোপাসনা করেন। তিনি কেবল কর্ম্ম লইয়াই বাস করিতেছিলেন। বহুকাল পরে তাঁহার নিকট এক অতিথি আসিলে, তিনি তাঁহাকে ফলাহার প্রদান করিলেন, তাঁহার কৃত আতিথ্যে প্রীত হইয়া অতিথি সুকর্ম্মাকে বলিলেন, তুমি কেন এই কর্ম্মমূলক ফল ভোগ করিয়া রহিয়াছ? কেবল গতানুগতিক বৃত্তি দ্বারা কি ফলই বা তুমি ইচ্ছা করিয়াছ? সেই আত্মজ্ঞ অতিথি প্রীত হইয়া এই কথা কহিলে সুকর্ম্মা তখন স্পষ্ট প্রত্যুত্তরে উত্তম আত্মহিত কথা কহিলেন।৩৬—৪৮। তিনি বলিলেন, হে বিদ্বন্! আমি তত্ত্বতঃ এই কর্ম্মফল বুঝি না। কেবল জ্ঞানলাভার্থে পরম দেব শম্ভুকে আমি সেবা করিতেছি। এই সেবার পরিণাম ফল

যস্মাৎ সমনুগৃহ্লাসি সংস্পৃশ্যাত্মমনোরথম্ ॥ ৫০
তস্যৈবং সূনৃতং বাক্যং শ্রুত্বা প্রীতস্তপোধনঃ।
দ্বিতীয়মালিলেখাসৌ গীতাধ্যায়ং শিলাতলে ॥
আদিদেশাথ তং বিপ্রং পঠনাভ্যসনায় চ।
ফলিষ্যত্যাত্মনঃ স্বৈরং পরিতস্তে মনোরথঃ ॥৫২
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ধীমান্ পুরতস্তস্য পশ্যতঃ।
বিস্মিতস্তস্য চাদেশাৎ সোঽবতিষ্ঠদনারতম্ ॥
ততঃ কালেন মহতা ভাবিতাত্মা প্রসন্নধীঃ।
যত্র যত্র চচারাসৌ শান্তং তত্তত্তপোবনম্ ॥ ৫৪
ন দ্বন্দ্ববাধা নৈব ক্ষুৎ পিপাসা ন চ বা ভয়ম্।
তপসা তস্য জানীহি দ্বিতীয়াধ্যায়জাপিনঃ ॥৫৫
মিত্রবানুবাচ।
এবমুক্তশ্চ তেনাহং খ্যাপয়িত্বা পরাং কথাম্।
অনুজ্ঞাং প্রসন্নেন ছাগীব্যাঘ্রযুতোঽগমম্ ॥ ৫৬
গত্বা শিলাতলেঽপশ্যমধ্যায়ং লিখিতং পঠেৎ।
তস্যৈবাবর্ত্তনাদাপ্তং তপসঃ পারমুত্তমম্ ॥ ৫৭
তেন ত্বমপি কল্যাণি নিত্যমাবর্ত্তুমর্হসি।
অধ্যায়ং তেন তে মুক্তিরদূরস্থা ভবিষ্যতি ॥৫৮
দেবশর্ম্মা সমাদিষ্টস্তেন মিত্রবতা স্বয়ম্।
অভ্যর্চ্চ্য প্রণতো ভূত্বা পুরন্দরপুরং যযৌ ॥৫৯
তত্রাত্মবিদমাসাদ্য দেবতায়তনে ক্বচিৎ।
বৃত্তমেতন্নিবেদ্যাদাবধ্যায়মপঠত্ততঃ ॥ ৬০
শিক্ষিতস্তেন পূতাত্মা পঠন্নধ্যায়মাদরাৎ।
দ্বিতীয়মাসসাদোচ্চৈর্নিরবদ্যং পরং পদম্ ॥ ৬১
দ্বিতীয়স্যেদমাখ্যানং কথিতং শৃণু সাম্প্রতম্।
তৃতীয়স্যাথ বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যমপি চেন্দিরে ॥৬২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম ষট্সপ্তত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

আমার অবিদিত। যদি আমায় অনুগ্রহ বিতরণ করেন, তবে আত্মমনোরথ ব্যক্ত করুন। তাহার সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তপোধন প্রীত হইলেন এবং শিলাতলে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া দিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রকে তাহা পাঠ ও অভ্যাসের নিমিত্ত আদেশ দিয়া বলিলেন, হে বিপ্র! ইহাতেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ধীমান্ অতিথি এই বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্ধান করিলেন। বিপ্র তাঁহার সেই আদেশে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিরন্তর তাহা পাঠ ও অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ কাল পরে তাঁহার আত্মপ্রসাদ জন্মিল। তিনি সেই প্রশস্ত তপোবনের যত্র তত্র বিরচণ করিতে লাগিলেন, দ্বন্দ্বপীড়া, ক্ষুৎ-পিপাসা বা ভয় কিছুই তাঁহার রহিল না। জানিয়া রাখিবে, গীতার দ্বিতীয়াধ্যায় পাঠনিরত সেই ব্রাহ্মণের তপস্যাবলেই এই সকল ঘটিল। মিত্রবান্, কহিলেন, কপিবর উল্লিখিত পরম কথার অবতারণা করিয়া আমায় এইরূপ কহিলে আমি তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ছাগী ও ব্যাঘ্রসহ প্রস্থান করিলাম এবং সেইস্থানে গিয়া শিলাতলে লিখিত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় দেখিলাম ও পাঠ করিলাম। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আবৃত্তি করায় আমার উত্তম তপঃসিদ্ধি লাভ হইল। অতএব হে কল্যাণ! আপনিও নিত্য ঐ অধ্যায় আবৃত্তি করুন। ইহাতেই আপনার মুক্তি অদূরবর্ত্তিনী হইবে। দেবশর্ম্মা মিত্রবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় পুরন্দরপুরে প্রয়াণ করিলেন। সেখানে কোন দেবালয়ে জনৈক আত্মজ্ঞ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বিবরণ নিবেদনান্তে দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের শিক্ষায় পূত-চিত্ত হইয়া দেবশর্ম্মা সাদরে দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করত উচ্চ নিরবদ্য পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ের আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম অয়ি ইন্দিরে! এইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ের মাহাত্ম্য বলিতেছি। ৪৯—৬২।

ষট্সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৬।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।
জনস্থানে জড়ো নাম দ্বিজন্মা কৌশিকান্বয়ী।
হিত্বা জাত্যুচিতং ধর্ম্মং বণিগ্‌বৃত্ত্যাং মনো দধে
ব্যসনী পরদারেষু দীব্যন্নক্ষৈঃ পিবন্মধু।
মৃগয়ানিরতো নিত্যং কালমেবং নিনায় সঃ॥ ২
ক্ষীণে বিত্তে ততো রাত্রৌ চৌর্য্যমারব্ধবাংস্ততঃ
প্রতিপেদে ধনং তেন যজ্বনাং যষ্টুমর্থিনাম্॥ ৩
স দূরমগমত্তেন বাণিজ্যায়োত্তরাং দিশম্।
কস্তূরিমগুরুং কৃষ্ণং চামরাংশ্চন্দ্রিকোজ্জ্বলান্॥ ৪
গৃহীত্বাবৃত্য চানিন্যে পঞ্চষাদধ্বযোজনাৎ।
অথাপরস্মিন্নহনি প্রিয়াদর্শনদোহনি॥ ৫
দূরমধ্বানমুল্লঙ্ঘ্য রবাবস্তমিতে সতি।
ধ্বান্তে প্রসর্পতি স্বৈরং দিশো দশতরোস্তলে॥
গতো বশং স দস্যূনাং নিজঘ্নে তৈশ্চ সত্বরম্।
ধর্ম্মলোপাদসৌ জজ্ঞে ঘোরশ্চোগ্রতরো গ্রহঃ॥
পিপাসিতো বুভুক্ষার্ত্তো লেলিহানশ্চ সৃক্কিণী।
ঊর্দ্ধকেশোঽতিজঙ্ঘালুঃ পৃষ্ঠলগ্নোদরো মহৎ॥ ৮
অস্থিমাত্রশরীরোঽভূদ্দুর্বৃত্তনয়নো ভৃশম্।
অত্রান্তরে সুতস্তস্য ধর্ম্মাত্মা বেদকোবিদঃ॥ ৯
পর্য্যপালয়দত্যর্থং দিদৃক্ষুস্তং তদাগমৎ।
নিত্যমন্বেষয়ন্ বার্ত্তাং পান্থেভ্যো নোপলব্ধবান্।
ততঃ কদাচিদায়াতে সহায়িনি চ মানবে।
তস্মাদ্বিদিতবৃত্তান্তঃ শুশোচ পিতরং বহু॥ ১১
ততো বিমৃশ্য মেধাবী চিকীর্ষুঃ পারলৌকিকম্
বারাণসীং সসম্ভারঃ স গন্তুমুপচক্রমে॥ ১২
মার্গে নিবাসান্ সপ্তাষ্টৌ নীত্বা তস্য তরোস্তলে
সন্ধ্যাং প্রচক্রমে কর্ত্তুং যত্রাস্য নিহতঃ পিতা॥
তত্রাধ্যায়ং স গীতানাং তৃতীয়ং সঞ্জজাপ হ।
ততো ঘোরস্বরস্তত্র ব্যোমমধ্যে পরামৃশৎ॥ ১৪
দদর্শ ঘোরমাকাশাৎ পতন্তং পিতরং ততঃ।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, জনস্থানে কৌশিক-বংশে জড় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্বীয় জাত্যুচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণিজ্যব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ব্যসনী পরদারাসক্ত অক্ষক্রীড়ানিরত মদ্য-পায়ী এবং নিত্য মৃগয়ারসিক হইয়া কালাতি-পাত করিতেছিলেন। যখন তাঁহার বিত্ত ক্ষয় হইয়া গেল, তখন তিনি রাত্রিযোগে চৌর্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি চুরি করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানার্থী যজ্বাদিগের ধন আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় বাণিজ্যার্থ উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। কস্তূরী, কৃষ্ণাগুরু এবং চন্দ্রিকো-জ্জ্বল বহু চামর এই সকল বাণিজ্য দ্রব্য তিনি পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতে লইয়া আসিলেন। অপর একদিন তাঁহার প্রেয়-সীকে দেখিবার বাসনা হইল। তিনি দূর পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এই সময় রবি অস্তগত হইলেন। অন্ধকারে ক্রমশঃ দশদিক্ আবৃত হইল। জড় ব্রাহ্মণ এক তরু-তলে দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছিল, তাই তিনি এক ঘোর উগ্রতর গ্রহ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এই অবস্থায় জড় ব্রাহ্মণ পিপা-সিত, ক্ষুধার্ত্ত, বারংবার সৃক্কণীলেহনকারী, ঊর্দ্ধকেশ, বিশালজঙ্ঘ, পৃষ্ঠলগ্নোদর, অস্থিমাত্র-দেহ এবং বারংবার ঘূর্ণিতনেত্র হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তদীয় বেদ-বিদ্বান্ ধর্ম্মাত্মা পুত্র পিতার আগমনার্থ বহু দিন অপেক্ষা করিয়া পরে তাহার অনু-সন্ধানে বহির্গত হইলেন। তিনি নিয়ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; পথিকদিগের নিকট পিতার কোনই সংবাদ পাইলেন না। পরে তিনি দ্রব্যসম্ভার লইয়া বারাণসী অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। পথে সাত আট স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে যে তরুমূলে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, একদা সেই স্থানে উপনীত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যোপাসনার পর গীতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন। তখন আকাশে এক ঘোর ধ্বনি উত্থিত হইল।১—১৪। পুত্র দেখি-লেন, ঘোররূপী পিতা আকাশ হইতে পতিত

বিস্ময়েন ভয়েনাপি বিকলীকৃতচেতনঃ ॥ ১৫
তেজসা ভূয়সা ব্যাপ্তমানুলোকে পুরোঽম্বরে।
কিঙ্কিণীকোটিসঙ্কীর্ণং তেজসা ব্যাপ্তদিঙ্মুখম্ ॥
বিমানমগ্রতোঽপশ্যদ্দিব্যমব্যগ্রচেতনঃ।
তত্রাপশ্যৎ সমারূঢ়ং দিব্যাভিঃ স্ত্রীভিরাবৃতম্ ॥
সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ পিতরং পীতবাসসম্।
প্রণতস্তং সমালোক্য যুযুজে তেন চাশিষা ॥ ১৮
ততোঽপৃচ্ছদিদং বৃত্তং স চ তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
দুস্ত্যজাৎ কর্ম্মণো বৎস বপুষোঽপুণ্যকারণাৎ
মোচিতোঽস্মি ত্বয়াদৈবাদধ্যায়ং জপতাস্তিকে।
তন্নিবর্ত্তস্ব জপতঃ সাম্প্রতং ত্বমুপস্থিতম্।
বারাণসীং যদর্থং যত্তদনুষ্ঠিতমাত্মনঃ ॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ।

এবমুক্তঃ স চ প্রাহ পিতরং দীপ্ততেজসম্ ॥২১

সুত উবাচ।

হিতং মমানুশাধি ত্বং কার্য্যমস্তময়া নু কিম্ ॥২২

শ্রীভগবানুবাচ।

ততঃ প্রাহ পিতা পুত্রং কার্য্যমেতত্ত্বয়ানঘ।
যন্ময়াচরিতং কর্ম্ম ভ্রাত্রা মম তু তৎকৃতম্।
স যাতো নরকং ঘোরং তং মোচয়িতুমর্হসি ॥২৩
অন্যে মদন্বয়ে যে বৈ নিরয়ং প্রতিপেদিরে।
তে চ মোচয়িতব্যাস্তে ইতি মেঽস্তি মনোরথঃ
ইত্যেবমুক্তঃ পুত্রস্তং পুনঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ।
কর্ম্মণা কেন তান্ সর্ব্বান্ মোচয়ামি তদাদিশ।
এবং নিবেদিতো বাক্যং পিতা সুতমুবাচ হ ॥২৫

পিতোবাচ।

যেনাহং মোচিতো বৎস তদনুষ্ঠাতুমর্হসি ॥২৬
অনুষ্ঠায় তদুৎপন্নং তেভ্যঃ পুণ্যং সমুৎসৃজ।
ততোঽহমিব তে সর্ব্বে পূর্ব্বে সন্ত্যজ্য যাতনাম্
গমিষ্যন্ত্যচিরেণৈব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
স সন্দিষ্টোঽবদৎ পুত্রো যদ্যেবং তাত নারকান্

হইতেছেন। তদ্দর্শনে ভয়ে-বিস্ময়ে ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন এবং সম্মুখে শূন্যমার্গে এক দিব্য বিমান আসিতে দেখিলেন। ঐ বিমান প্রভূত তেজোব্যাপ্ত, কোটী কোটী কিঙ্কিণী-পরিব্যাপ্ত এবং উহার তেজে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। পুত্র আরও দেখিলেন, ঐ বিমানে তাঁহার পিতা পীত পট্ট পরিধান-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। দিব্য নারী-গণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। এবম্ভূত পিতাকে দর্শন করিয়া পুত্র প্রণত হইলেন। পিতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুত্র তাঁহাকে সর্ব্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন,—বৎস! দুস্ত্যজ কর্ম্মবশতঃ আমার যে দেহ হইয়াছিল, তুমি এখানে গীতাধ্যায় পাঠ করায় পুণ্যহেতু সে দেহ হইতে আমি মোচিত হইলাম, অতএব জপকার্য্য হইতে তুমি বিরত হও। যে নিমিত্ত বারাণসীতে সম্প্রতি তুমি উপস্থিত হইতেছিলে, তাহা তোমার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান্ কহি-লেন,—পিতা এই কথা কহিলে, পুত্র দীপ্ত-তেজা পিতাকে বলিল,—আমাকে আপনি হিতোপদেশ করুন, আমি আর কি করিব? তাহা বলুন। ভগবান্ কহিলেন,—অনন্তর পিতা পুত্রকে বলিলেন, হে অনঘ! তুমি এই এক কার্য্য কর।—আমি যে যে অপকর্ম্ম করিয়াছি, আমার ভ্রাতাও তাহাই করিয়া ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়াছে। অতএব তুমি তাহাকেও মোচন কর। ইহা ভিন্ন আমার বংশের অন্য যাহারা ভবিষ্যতে নিরয়গামী হইবে, তাহাদিগকেও তুমি মোচন করিবে। ইহাই আমার মনোরথ। পিতা এই কথা কহিলে, পুত্র পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া কহি-লেন,—আমি কোন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহাদের সকলকে মোচন করিব বলুন। পুত্র এইরূপ নিবেদন করিলে, পিতা উত্তর করিলেন,—বৎস! আমি যাহাতে মোচিত হইয়াছি, তাহারই অনুষ্ঠান কর। সেই অনুষ্ঠানে যে পুণ্য উৎপন্ন হইবে, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদান কর। এইরূপ করিলেই আমার ন্যায় তাঁহারাও সকলে সর্ব্বযাতনামুক্ত হইয়া অচিরে বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। পুত্র পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া

সর্ব্বানপি বিমোক্ষ্যামি যদি তে রোচতে বচঃ ।
এবমস্তু শিবং ভূয়াঽপপন্নং মহৎ প্রিয়ম্ ॥ ২৯
ইত্যাদিশ্য পিতা পুত্রং যযৌ বিষ্ণোঃ পরং পদম্
সোঽপি তস্মাৎপরাবৃত্ত্য জনস্থানং প্রপদ্য চ ॥
সুন্দরস্থ পুরঃ শৌরেশ্চালয়ে কালমভ্যগাৎ ।
স কুর্ব্বাণো জপাদীনি পিত্রা চ যদুদীরিতম্ ॥৩১
উৎসসর্জ্জ কৃতং পুণ্যং মোচয়িষ্যন্ স নারকান্
অত্রান্তরে পদেবিষ্ণোর্যাতনাপদমীয়ুবঃ ॥ ৩২
নারকান্মোচয়িষ্যন্তঃ কিঙ্করা যমমভ্যয়ুঃ ।
তেন তে পূজিতাঃ সর্ব্বে সৎক্রিয়াভিরনেকধা ॥
কুশলং পরিপৃষ্টাস্তে সর্ব্বতঃ সুখমূচিরে ।
এবং সৎকৃত্য মেধাবী পিতৃলোকমহেশ্বরঃ ॥৩৪
হেতুমাগমনেঽপৃচ্ছত্তে চ তস্মৈ স্ববেদয়ন্ ।
বিদ্ধি কীনাশনাথ ত্বং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনা ॥ ৩৫

শৌরিণা প্রহিতানস্মান্ সমাদেষ্টুং ত্বদন্তিকে ।
অস্মন্মুখেন দেবস্থাং কুশলং পরিপৃচ্ছতি ॥ ৩৬
নারকান্ প্রাণিনঃ সর্ব্বান বিমোক্তুঞ্চ নিয়চ্ছতি
ইত্যাকর্ণ্য সমাদিষ্টং বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ৩৭
নতেন মূর্দ্ধ্না সম্ভাব্য দধ্যৌ কিঞ্চন চেতসা ।
বিমুক্তান্নিরয়াৎসর্ব্বাংস্তান্ বিলোক্য মদোৎকটান্ ॥
স তৈরনুগতঃ সর্ব্বৈর্ব্বিষ্ণোরায়তনং ততঃ ।
যযৌ স বরযানেন যত্রাস্তে দুগ্ধবারিধিঃ ॥ ৩৯
তদন্ত উদিতানেকসূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।
ইন্দীবরদলশ্যামমালুলোকে জগদ্গুরুম্ ॥ ৪০
শয্যাকণিফণারত্ন-মরীচ্যা মিশ্রতেজসম্ ।
বিলোক্যমানমানন্দনির্ভরং প্রীতমানসম্ ॥ ৪১
ভাবানুগৈর্দৃগালীকৈঃ শ্রিয়া প্রেমেক্ষিতং মুহুঃ
যোগিভিঃ পরিতো জুষ্টং ধ্যাননিষ্পন্দতারকৈঃ

কহিলেন,—হে তাত! তাঁহাদের মোচনের উপায় যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, আপনার অভিপ্রায় অনুসারে আমি সেই নারকীয়দিগকে মোচন করিব। পুত্রের কথাবসানে পিতা কহিলেন,—'এবমস্তু' তোমার মঙ্গল হউক, আজ আমার মহাপ্রিয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিষ্ণুর পরম পদে প্রয়াণ করিলেন। পুত্রও সেই স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জনস্থানে আগমনপূর্ব্বক এক নিকটবর্ত্তী সুন্দর হরি-মন্দিরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি পিতার কথানুযায়ী জপাদি কার্য্য সমাধা করিয়া নারকীদিগকে মোচন করিবার জন্য কৃত পুণ্য অর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণু-কিঙ্করগণ যাতনাগ্রস্ত নারকীদিগকে মোচন করিবার জন্য যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম নানা সৎক্রিয়া দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণু-কিঙ্করগণ তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলবার্ত্তা বলিলেন। পিতৃলোক-মহেশ্বর যম এইরূপে বিষ্ণুকিঙ্করগণের সৎকার করিয়া তাঁহাদের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তরে বলিলেন,—হে কীনাশপতে! অবগত হউন, শেষপর্য্যঙ্কশায়ী হরি আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের মুখে আপনার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং নারকীয় প্রাণীদিগকে মোচন করিবার আদেশ দিয়াছেন। অমিততেজা বিষ্ণুর এই আদেশ শ্রবণান্তে যম অবনতমস্তকে তাহা মান্য করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন এবং সেই ক্ষণেই দেখিলেন, সমস্ত মদোদ্ধত প্রাণীই নরক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে।১৫-৩৮। তদ্দর্শনে যম সেই সকল প্রাণী কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া নিজেও শ্রেষ্ঠ যানারোহণে বিষ্ণুর আয়তনে ক্ষীরসাগরতীরে প্রয়াণ করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, তদভ্যন্তরে উদ্যত অনেক কোটি সূর্য্যসমপ্রভ, ইন্দীবরদল-শ্যাম জগদ্গুরু অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার শয্যাস্বরূপ শেষ ফণীর ফণারত্ন মরীচি দ্বারা তদীয় তেজ মিশ্রিত হইয়াছে। তিনি আনন্দ-নির্ভর, প্রীতচিত্ত, ভাবানুগত দৃষ্টিশ্রেণী দ্বারা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পুনঃপুন প্রেম-ভরে নিরীক্ষিত, ধ্যাননিষ্পন্দনেত্র যোগি-

স্তূয়মানং মহেন্দ্রেণ পরাজেতুং বিরোধিনঃ।
আম্নায়বচসামন্তে ব্রহ্মণো নিঃসৃতৈর্মুখাৎ ॥ ৪৩
মূর্ত্তিমদ্ভির্ব্বচোভিশ্চ গীয়মানগুণোৎকরম্।
সম্প্রীতঞ্চাপ্যুদাসীনমপি সর্ব্বাসু যোনিষু ॥ ৪৪
যোগসঞ্চিতপুণ্যানাং যৌগপদ্যেন জন্তুষু।
বিলোক্যমানমাত্মানমখিলং সচরাচরম্ ॥ ৪৫
আমোদয়ন্তমালোকৈরাত্মানং দীপ্তিপূরিতৈঃ
আবিভ্রাণং বপুর্ব্ব্যাপি দ্যোতিতং ভোগিনস্ত্বিষা
ইন্দীবরদলশ্যামং জ্যোৎস্নয়েব নভস্তলম্।
বিলোক্য তং স তুষ্টাব ধিয়া বহুলম্রানতঃ ॥ ৪৩
যম উবাচ।
নমঃ সমস্তনির্ম্মাণ-নির্ম্মলীভূতচেতসে।
বদনোদ্গীর্ণবেদায় বিশ্বরূপায় বেধসে ॥ ৪৮
বলবেগ-সুদুর্দ্ধর্ষ-দানবেন্দ্রমদদ্রুহে।
নমঃ স্থিতৌ চ সত্ত্বায় বিশ্বাধারায় বিষ্ণবে ॥ ৪৯
নমঃ পাতকসঙ্ঘাতজিষ্ণবেঽখিলদেহিনাম্।
ঈষদুন্মীলল্ললাটনেত্রাগ্নিপ্রভবার্চ্চিষে ॥ ৫০
ত্বং হি সর্ব্বস্য লোকস্য গুরুরাত্মা মহেশ্বরঃ।
বিসৃজ্য বৈষ্ণবান্ সর্ব্বানতস্ত্বমনুকম্পসে ॥ ৫১
ব্যাপয়ন্নখিলং লোকং মায়য়া পরিবৃংহিতম্।
ন তয়া পরিভূতোঽসি ন চ তৎপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥
অন্তরাবর্ত্তমানোঽপি ন তাভ্যামভিভূয়সে।
দৃশা বিষয়বর্ত্তিন্যা নিগৃহীতমনা অপি ॥৫৩
তয়া ফলাভিগামিন্যা আত্মনেবাভিলীয়সে।
ন তবাস্তি মহিম্নোঽন্তো যথা নিরবধিঃ স্বয়ম্ ॥৫৪
মৌনমেবাত্র যুক্তং মে বিষয়োঽসি কথং গিরাম্
ইতি স্তুত্বা ততো বাক্যমিদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৫
বিনিয়োগাদমী মুক্তা দেহিনো নির্গুণা ময়া।
সমাদিশ যদন্যন্মে কার্য্যমস্তি জগদ্গুরো ॥৫৬

গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত, এবং শত্রু-বর্গের পরাজয়ের জন্য মহেন্দ্র কর্ত্তৃক স্তুত। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত মূর্ত্তিমতী বচনরাজি দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহার গুণরাশি গীত হইতেছে। তিনি সম্প্রীত, সর্ব্বযোনিতেই অনাসক্ত, যোগসঞ্চিত পুণ্যরাশি দ্বারা সর্ব্ব-জন্তুতেই তিনি যুগপৎ অখিলাত্মরূপে পরি-দৃশ্যমান। দীপ্তিপূরিত আলোকরাশি দ্বারা আত্মাকে তিনি আমোদিত করিতেছেন। তিনি কৌমুদী-দ্যোতিত নভস্তলবৎ ভুজগ-রাজের প্রভায় প্রভাসিত—ইন্দীবর-দলশ্যাম বিরাট বপু ধারণ করিতেছেন।—যম তাঁহাকে দেখিয়া আনতমস্তকে বিশিষ্ট বিজ্ঞতার সহিত স্তব করিতে লাগিলেন। যম কহি-লেন,—যিনি সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াও নির্ম্মলী-ভূতচেতা, যাঁহার বদন হইতে বেদসমূহ নির্গত হইয়াছে, সেই বিশ্বরূপী বিধাতাকে আমি নম-স্কার করি। বল-বেগ-সুদুর্দ্ধর্ষ দানবেন্দ্রগণের দর্প যিনি চূর্ণ করিয়াছেন, যিনি স্থিতি-ব্যাপারে সত্ত্বগুণাবলম্বী, সেই বিশ্বাধার বিষ্ণুকে আমার নমস্কার। যিনি অখিল দেহীর দুরিতরাশি দূরীভূত করেন, যাঁহার উন্মীলিত ললাটনেত্র হইতে অগ্নিচ্ছটা নির্গত হইয়াছিল, সেই মহেশরূপী বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। হে দেব! তুমি সর্ব্ব লোকের গুরু আত্মা মহেশ্বর। তাই সমস্ত বৈষ্ণবকে মোচন করিয়া দয়া প্রকাশ করিতে-ছেন। এই সমগ্র সংসার আপনি মায়া-জালে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। মায়া দ্বারাই ইহা উপচিত হইতেছে; কিন্তু আপনি নিজে মায়া বা মায়াজনিত গুণ দ্বারা অভিভূত নহেন। আপনি মায়া এবং গুণা-ভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও তাহাদের কোন একটীই আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আপনি বিষয়বর্ত্তিনী দৃষ্টি দ্বারা নিগৃহীতচিত্ত হইয়াও ফলাভি-গামিনী দৃষ্টি দ্বারা আত্মাতেই অভিলীন হইয়া থাকেন। আপনার মহিমার অন্ত নাই, উহা নিরবধি—নিঃসীম।৩৯—৫৪। কিরূপেই বা আপনি বাক্যের বিষয়ীভূত হইবেন? অতএব এক্ষেত্রে আমার মৌনাবলম্বনই উপ-যুক্ত। যম এইরূপ স্তব করিয়া পরে যুক্তকরে এই কথা কহিলেন,—আমি আপনার আদেশে এই সকল অকৃতপুণ্য প্রাণীকেও মোচন করিয়া দিয়াছি। হে জগদ্গুরো! আপনার

ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন তমাহ মধুসূদনঃ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সিঞ্চন্নিব সুধারসৈঃ॥ ৫৭
পাপাদুদ্ধার্য্যতে লোকো ময়া সময়বর্ত্তিনা।
ত্বযি বিন্যস্তভারোঽহং নানুশোচামি দেহিনঃ।
তদাচর নিজং কর্ম্ম প্রয়াহি স্বং নিকেতনম্॥৫৮

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যুক্তান্তর্দ্দধে দেবঃ সোঽপি স্বপুরমাযযৌ।
সেঽপি স্বজাতিজান্ সর্ব্বান্নিরয়স্থাননেকশঃ।
উদ্ধৃত্য বরযানেন বিষ্ণুলোকং যযৌ স্বয়ম্॥ ৬০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে তৃতীয়াধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৭৭॥

অষ্টসপ্তত্যধিকততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

চতুর্থস্যাপি মাহাত্ম্যমাখ্যাস্যাম্যধুনা শৃণু।
বদরীত্বং সমুৎসৃজ্য যেন কন্যে দিবং গতে॥১

শ্রীরুবাচ।

কথং কন্যে দিবং যাতে বদরীত্বং বিসৃজ্য বৈ।
তে ক চাস্তাং পুরা দেব কথং প্রাপ্তে তু মুখ্যতাম্॥২
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি নাথ বক্তুং ত্বমর্হসি।
ন তু তৃপ্যামি শৃন্বন্তী পরমাঞ্চ কথামিমাম্॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ।

অস্তি ভাগীরথীতীরে নাম্না বারাণসী পুরী।
ভরতো নাম যুক্তাত্মা তত্র বিশ্বেশ্বরালয়ে॥ ৪
নিত্যমাত্মরতস্তুর্য্যং জপত্যধ্যায়মাদরাৎ।
তদভ্যাসাদদুষ্টাত্মা ন দ্বন্দ্বৈরভিভূয়তে॥ ৫
কালে কদাচন ক্রীড়ন্ যযৌ স নগরাদ্বহিঃ।
উপান্ত্যবর্ত্তিনো দেবান্ দিদৃক্ষুঃ স তপোধনঃ॥
বিশশ্রাম তয়োর্মূলে বদর্য্যোর্ন্যপতৎ ফলে।
উপধায় তয়োরেকামন্যামালম্ব্য চাঙ্ঘ্রিণা॥ ৭
তপস্বিনি ততো যাতে বদর্য্যোশ্চ তথা দ্বয়ম্।

আর যদি কোন কার্য্য থাকে আদেশ করুন। যম এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে, মধুসূদন তাঁহাকে মেঘগম্ভীর-বাক্যে যেন সুধারসে সিঞ্চন করিয়াই কহিলেন,—আমি সময়ানুবর্ত্তী হইয়া পাপ হইতে লোকের উদ্ধার সাধন করি। পরন্ত তোমাতে ভারার্পণ করিয়া আমি দেহিগণের জন্য শোক করি না। অতএব নিজালয়ে গমন কর, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক। ভগবান্ কহিলেন,—যমকে এই কথা কহিয়া দেবেশ অন্তর্দ্ধান করিলেন। যমও স্বীয় পুরে আসিলেন। সেই বিপ্র এইরূপে স্বজাতীয় বহু ব্যক্তিকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া উত্তম যানারোহণে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিলেন। ৫৫—৬১।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৭।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন,—অধুনা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা দ্বারাই কন্যাদ্বয় বদরীত্ব বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গিয়াছিল। লক্ষ্মী কহিলেন,—কন্যাদ্বয় বদরীত্ব বিসর্জ্জন করিয়া কিরূপে স্বর্গে গেল? তাহারা পূর্ব্বে কোথায় ছিল? এবং কিরূপেই বা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হইল? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে নাথ! আপনি ইহা বলুন। এই পরম কথা শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তিশেষ প্রাপ্ত হইতেছি না। ভগবান্ কহিলেন,—ভাগীরথীতীরে বারাণসী নামে এক পুরী আছে। তথায় বিশ্বেশ্বর মন্দিরে ভরত নামে এক জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিত্য আত্মরত হইয়া সাদরে চতুর্থ অধ্যায় জপ করিতেন। অদুষ্টাত্মা ভরত চতুর্থাধ্যায়ের অভ্যাস হেতু দ্বন্দ্বাভিভূত ছিলেন না। ১—৫। কোন এক সময় তপোধন ভরত ক্রীড়া করিতে করিতে উপান্তবর্ত্তী দেবগণকে দেখিবার জন্য নগরের বাহিরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি দুইটী বদরীবৃক্ষের মূলে বিশ্রাম করিতে থাকিলে উক্ত দুইটী বৃক্ষ হইতে দুইটী ফল পতিত হইল। ভরত তাহার একটী ধারণপূর্ব্বক অন্যটী পদ দ্বারা

শুষ্কং নিষ্পত্রশাখঞ্চ দিবসৈঃ পঞ্চষৈরভূৎ ॥ ৮
গৃহে কচন বিপ্রাণাং জজ্ঞাতে কন্যকে ততঃ।
বর্দ্ধমানং তয়োর্যুগ্মং সপ্তভিঃ পরিবৎসরৈঃ ॥ ৯
বিহৃত্য দূরদেশেভ্যো যতিমায়ান্তমৈক্ষ্যত।
গৃহীত্বা চরণৌ তস্য বচঃ সূনৃতমব্রবীৎ ॥ ১০
ত্বৎপ্রসাদাদেব মুনে মোচিতং স্বস্বমাবয়োঃ।
উৎসৃজ্য বদরীভাবং মানুষ্যং প্রতিপদ্যতে ॥
এবমুক্তো মুনিস্তাভ্যাং বিস্মৃতঃ প্রত্যুবাচ সঃ।
কদা বৎসে যুবাং কেন হেতুনা মোচিতে ময়া ॥
যুবয়োর্বদরীত্বে চ হেতুং ত্রাতাং ন বেদ্ম্যহম্।
উচতুঃ কন্যকে তস্মৈ বাদর্য্যে হেতুমাত্মনঃ ॥১৩
আদৌ বিমোচনে তস্মাদ্দুস্ত্যজাদপি কারণম্।
অস্তি গোদাবরীতীরে তীর্থং পুণ্যপ্রদং নৃণাম্
ছিন্নপাপমিতি খ্যাতং পরাং কোটিমবাপয়ৎ।

তত্র সত্যতপা নাম তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ১৫
গ্রীষ্মে মহতি দীপ্তানাং মধ্যগো জাতবেদসাম্
বর্ষাসু জলধারাভির্নিত্যমাসিক্তমূর্দ্ধজঃ ॥ ১৬
শিশিরে চ বসন্নপ্সু বিভ্রৎকণ্টকিতাং তনুম্।
বিশুদ্ধঃ সততং কালে তপস্তপ্ত্বা স সংযমী ॥১৭
আত্মন্যেব মতিঞ্চক্রে পরাং প্রাপ্য সুনির্বৃতিম্।
সদা ফলানি বিভ্রৎসু সান্দ্রচ্ছায়েষু শাখিষু ॥১৮
নির্ম্মৎসরেষু সত্ত্বেষু বদ্ধা প্রীতিং পরামপি।
তপঃফলানুসন্ধানে বৈহৃষ্যোণোপপাদিতম্ ॥
ব্রহ্মাপ্যেনং স্বয়ং পৃচ্ছন্নুপতস্থে তমন্বহম্।
তেন সঙ্কোচহীনত্বাদ্ব্রহ্মণ্যনুগতেঽন্বহম্ ॥ ২০
তদ্ধ্যানানুগতব্যক্তি ববৃধে তস্য তত্তপঃ।
বিমুক্তকল্পং মন্বানঃ সমৃদ্ধাদাত্মনঃ পদাৎ ॥ ২১
অন্তরায়শতঞ্চক্রে ততো ভীতঃ পুরন্দরঃ।

আলম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তপস্বী চলিয়া গেলে, তখন বদরীবৃক্ষদ্বয় পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই শুষ্ক এবং নিষ্পত্রশাখ হইল। অনন্তর কোন ব্রাহ্মণের গৃহে সেই বদরীদ্বয় কন্যাদ্বয়রূপে উৎপন্ন হইল। কন্যাদ্বয় বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা ক্রীড়াবসানে দূরদেশ হইতে এক যতিকে আসিতে দেখিল। তখন তাহারা সেই যতির চরণযুগল ধারণ করিয়া সূনৃত বাক্যে বলিল,—হে মুনে! আপনার প্রসাদেই আমরা উভয়ে মোচিত হইয়াছি। আমরা বদরীভাব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। কন্যাদ্বয় এই কথা কহিলে, সেই মুনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, বৎসে! কবে তোমরা কোন্ হেতু প্রসঙ্গে মৎকর্ত্তৃক মোচিত হইয়াছ? তোমাদের বদরীভাবের হেতু কি, বল; আমি তাহার কিছুই জানি না। তখন কন্যাদ্বয় আপনাদের বদরীভাবের হেতু এবং সেই দুস্ত্যজ-ভাব হইতে আপনাদের মোচনের কারণ ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহারা কহিল,—গোদাবরীতীরে নরগণের পুণ্যপ্রদ এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ ছিন্নপাপ নামে বিখ্যাত। উহার প্রভাবে নরগণ চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথায় সত্য-তপা নামে এক তাপস ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি দারুণ নিদাঘে দীপ্ত অনল রাশির মধ্যগত হইয়া, বর্ষায় বর্ষাজল-ধারায় সিক্তমস্তক হইয়া এবং শিশিরে জল মধ্যে বাস করত কণ্টকিত দেহ ধারণ করিয়া নিয়ত বিশুদ্ধভাবে তপস্যা করিতেছিলেন। সুতপা পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া আত্মা-তেই মতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সদা ফলধারী ঘনচ্ছায়াযুত শাখিসমূহে এবং মাৎ-সর্য্যহীন জন্তুবর্গে পরম প্রীতি স্থাপন করিয়া তপোধন ফলানুসন্ধানার্থ বিজ্ঞতার সহিত তপস্যা করিতে থাকিলে স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহার নিকট জিজ্ঞাসার নিমিত্ত অহরহ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা অনুদিন অনুগত হইলেও তিনি সঙ্কোচহীন হইয়া তপোমগ্ন রহিলেন। তাঁহার তপস্যা আত্মধ্যানেই অনুগত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন পুরন্দর সুতপাকে সমৃদ্ধ আত্মপদ লাভে বিমুক্তকল্প মনে করিয়া ভীত হইলেন এবং তপোব্যাঘাতে শতশত বিঘ্ন উৎপাদন করিতে

আহুয়াপ্সরসাং মধ্যাদাবাং তুল্যং সমাদিশৎ ॥
কুরুতং তত্তপোবিঘ্নমনেনাচরিতং যুবাম্।
যো মাং পদাদবষ্টভ্য স্বরাজ্যং ভোক্তুমিচ্ছতি
ইতি সন্দেশমাপন্নে পুরস্তাচ্চ বিড়ৌজসঃ।
গোদাবরীমগচ্ছাব স মুনির্যত্র বর্ত্ততে ॥ ২৪
মৃদঙ্গৈর্ম্মন্দগম্ভীরৈর্ব্বেণুভিঃ,কলবাদিভিঃ।
কলং গীতং সমারব্ধং তন্বঙ্গীভিঃ সমন্বিতম্ ॥ ২৫
উদ্বহন্ত্যৌ পৃথুশ্রোণীং ঘনপীনপয়োধরে।
স্ময়স্মেরমুখাম্ভোজে কিঞ্চিদাকুঞ্চিতালকে ॥ ২৬
মণিকুণ্ডলস্পৃষ্টাংসে পুণ্ডরীকোজ্জ্বলেক্ষণে।
তনুমধ্যে সুবৃত্তোরুবহন্তৌ চ সমে পদে ॥ ২৭
আনর্ত্তাং যৌবনস্থার্থে স্বরতাললয়ানুগাম্।
দর্শয়ন্ত্যৌ স্বতঃ কৃৎস্নাং গতিং ভাবানুগামিনীম্
মৃদুপক্রমমুৎপন্নং মন্দমন্দবিবর্দ্ধনম্।
গর্জ্জয়ামাস দিক্‌চক্রং তত্তয়োর্নৃত্যমানয়োঃ ॥২৯

ততোঽঙ্গহারবেগেন বায়ুর্ব্বাসঃ সুশীতলঃ।
ঈষদুচ্ছ্বসিতে চৈলে দর্শয়ন্ত্যৌ পয়োধরৌ ॥ ৩০
উদ্বর্দ্ধয়ন্তী কন্দর্পমুদ্রণা গতিরাবয়োঃ।
কোপমুৎপাদয়ামাস মুনেরবিকৃতাত্মনঃ ॥ ৩১
ততঃ শাপং দদৌ কোপাজ্জলমুৎসৃজ্য পাণিনা
বদরীত্বং প্রপদ্যেথাং জাহ্নবীরোধসীতি নৌ ॥
আবাভ্যাং পারতন্ত্র্যেণ যদদুশ্চরিতমাশ্রিতম্।
তৎক্ষমস্ব বিনম্রাভ্যাং মুনিঃ পশ্চাৎপ্রসাদিতঃ ॥
ততঃ শাপবিমোক্ষং নৌ কল্পয়ামাস পুণ্যধীঃ।
ভরতাগমনান্তোঽয়মিতি সত্যতয়া মুনিঃ ॥ ৩৪
মর্ত্ত্যেষু জন্মলাভশ্চ স্মৃতিশ্চাতীতজন্মনাম্।
আবয়োরস্তিকং গত্বা বদরীভূতয়োস্ততঃ।
স্মরতা তূর্য্যমধ্যায়ং ভবতা নিষ্কৃতিঃ কৃতা।

লাগিলেন। তিনি অপ্সরোগণের মধ্য হইতে আমাদের উভয়কে আহ্বান করিয়া এইরূপ আদেশ করিলেন যে, তোমরা দুইজনে গিয়া ঐ তপোধনের তপোবিঘ্ন আচরণ কর। ঐ তপস্বী আমাকে স্বীয় পদ হইতে ভ্রংশিত করিয়া আমার রাজ্যভোগে অভিলাষী হইয়াছে। ইন্দ্রের সম্মুখস্থ আমরা তাঁহার ঐরূপ আদেশ পাইয়া গোদাবরীতীরে গমন করিলাম। সেই মুনি উক্ত গোদাবরীতীরেই অবস্থান করিতেছিলেন, আমরা গম্ভীর-মৃদুল মৃদঙ্গ এবং কলবাদী বেণুরব সহ কলগীত আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক কৃশাঙ্গী কামিনী ছিল। আমরা বিপুল নিতম্ব ও ঘন পীনপয়োধর বহন করিতেছিলাম। আমাদের মুখপদ্ম গর্ব্বোৎফুল্ল, অলকাবলী কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত, এবং স্কন্ধ মণিকুণ্ডলযুগলে সংস্পৃষ্ট হইতেছিল। আমাদের নয়ন পুণ্ডরীকবৎ উজ্জ্বল এবং মধ্যদেশ ক্ষীণ ছিল। আমরা সমপদ ও সুবৃত্ত উরুযুগল ধারণ করিতেছিলাম। তৎকালে সুর-তাল-লয়ানুসারে আমরা যৌবনভরে নৃত্য করিতে লাগিলাম, ভাবানু-গামিনী সমগ্র গতি দেখাইলাম, ধীরে ধীরে নৃত্য আরম্ভ করিলাম। পরে সেই নৃত্যবেগ শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত হইয়া দিক্‌চক্র শব্দায়মান করিয়া তুলিল। অনন্তর অঙ্গ-হারবেগে সুরভি শীতল বায়ু বহিল, তাহাতে আমাদের বক্ষোবস্ত্র ঈষদুচ্ছ্বসিত হওয়ায় আমরা স্ব স্ব পয়োধরযুগল প্রদর্শন করিতে লাগিলাম। আমাদের প্রগল্ভ গতি মদনোদ্দীপন করিয়া দিল। তাহাতে অবিকৃতাত্মা মুনির কোপোৎপাদন হইল। ৬--৩১। কুপিত মুনি হস্তে জল লইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন, তোরা জাহ্নবীতীরে বদরীত্ব প্রাপ্ত হইবি। এইরূপ অভিশাপের পর আমরা বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রসাদিত করিলাম, বলিলাম, আমরা পরাধীনভাবে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন। তখন সেই পুণ্যাত্মা মুনি ভরত দ্বিজের আগমন পর্য্যন্তই আমা-দের শাপমোক্ষণ নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরে মর্ত্ত্যে আমাদের জন্ম হইল এবং অতীত জন্মের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রহিল। অনন্তর বদরীভূত মাদৃশ ব্যক্তির অন্তিকে আপনি আগমন করিলেন এবং গীতার চতুর্থা-ধ্যায় স্মরণকারী আপনা কর্তৃক আমরা নিষ্কৃতি

তত্তাবৎ প্রণমাবস্তাঃ শাপাদেব ন কেবলাৎ॥
ঘোরাদেব তু সংসারাত্ত্বয়ৈতেন বিমোচিতে।
শ্রীভগবানুবাচ।
এবমুক্তো মুনিস্তাভ্যামতিপ্রীতমনাস্ততঃ॥ ৩৭
পূজিতস্তে সমামন্ত্র্য যথাগতমসৌ যযৌ।
কন্যে চতুর্থমধ্যায়ং জপেতাং নিত্যমাদরাৎ॥৩৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে চতুর্থাধ্যায়বিবরণং নাম অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৭৮॥

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।
পঞ্চমস্যাধুনা দেবি মাহাত্ম্যং লোকপূজিতম্।
কথয়ামি সমাসেন সাবধানা শৃণু প্রিয়ে॥ ১
পিঙ্গলো নাম ভদ্রেষু পুরুকুৎসপুরে দ্বিজঃ।
অবদাতে কুলে জাতো বিশ্রুতে বেদবাদিনাম্

লাভ করিলাম। অতএব আপনাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। আমরা যে কেবল শাপ হইতে মুক্ত হইলাম, তাহা নহে; এই ঘোর সংসার হইতেও আপনা কর্তৃক আমরা মোচিত হইলাম। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সেই কন্যাদ্বয় কর্তৃক এইরূপ উক্ত ও পূজিত হইয়া মুনি অতি প্রীতমনে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। ঐ কন্যাদ্বয় তখন হইতে নিত্য শ্রদ্ধার সহিত গীতার চতুর্থ অধ্যায় জপ করিতে লাগিলেন। ৩২—৩৮।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৮।

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে দেবি! অধুনা গীতার পঞ্চমাধ্যায়ের লোকপূজিত মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভদ্রদেশের পুরুকুৎসপুরে পিঙ্গল

কুলোচিতানি শাস্ত্রাণি তথা বেদান্ বিসৃজ্য সঃ।
তৌর্য্যত্রিকে মতিশ্চক্রে বাদয়ন্মুরজাদিকম্॥৩
কৃতশ্রমস্ততস্তত্র গীতে নৃত্যে চ বাদনে।
পরাং প্রসিদ্ধিমাসাদ্য নৃপসদ্ম বিবেশ সঃ॥৪
সমাতস্থে স তেনাসৌ পুরা ভূমিভুজা সহ।
পরদারানুপাহৃত্য বুভুজে তা অনন্যধীঃ॥ ৫
তত উৎসিক্তগর্ব্বোঽয়ং সূচমানো নিরঙ্কুশঃ।
পরচ্ছিদ্রাণি চাখ্যৈ বিবিক্তে স নিরন্তরম্॥৬
তস্যাসীদরুণা নাম ভার্য্যা হীনকুলোদ্ভবা॥ ৭
ভ্রমত্যন্বেষয়ন্তী সা কামুকেন বিহারিণী।
তমন্তরায়ং মত্বানা নিশীথিন্যাং নিজালয়ে॥ ৮
নিজঘান শিরশ্ছিত্ত্বা নিচখান মহীতলে।
বিযোজিতস্ততঃ প্রাণৈরুপেত্য যমসাদনম্॥ ৯
দুর্জ্জয়ান্নরকান্ ভুক্ত্বা গৃধ্রোঽভূদ্বিজনে বনে।

নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রুতবেদবাদিগণের নির্ম্মল কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কুলোচিত শাস্ত্র এবং বেদ সমস্তই পরিত্যাগপূর্ব্বক মুরজাদি বাদ্য বাদনে ব্যাপৃত হইয়া তৌর্য্যত্রিক ব্যাপারেই তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নৃত্যে গীতে এবং বাদ্যে পরিশ্রম করায় কিয়ৎকাল মধ্যেই সেই সেই বিষয়ে তাঁহার পরম প্রসিদ্ধি লাভ হয়, তিনি রাজভবনে প্রবেশ করেন। পিঙ্গল দ্বিজ প্রথমে রাজার সহিত বাস করিতেছিলেন, পরে পরস্ত্রী আহরণ করিয়া অনন্যমনে ভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি গর্ব্বিত ও সূচক হইয়া নিরঙ্কুশভাবে নিরন্তর নির্জ্জনে নরপতির নিকট পরচ্ছিদ্র পরিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অরুণা নামে এক হীনকুলোৎপন্না ভার্য্যা ছিল। সে কামুক জন অন্বেষণ করিয়া তৎসহ বিহার করিয়া বেড়াইত। ক্রমে তাহার পতি পিঙ্গলকে সে স্বীয় কামাচারের অন্তরায়স্বরূপ মনে করিয়া একদা নিশীথে নিজালয়ে তদীয় মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ভূগর্ভে পুতিয়া রাখিল। পিঙ্গল প্রাণবিযুক্ত হইয়া যমালয়ে উপনীত হইলেন এবং ক্রমে দুর্জ্জয় নরকনিচয়

ভগন্দরেণ রোগেণ সাপি হিত্বা বরাং তনুম্ ॥
উপেত্য নরকান্ ঘোরান্ জজ্ঞে তত্র বনে শুকী
কণানাদাতুকামান্তাং সঞ্চরন্তী মিতস্ততঃ ॥ ১১
বিদদার নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্গৃধ্রো বৈরমনুস্মরন্ ।
নৃকপালে পয়ঃপূর্ণে নিপতন্তীং ততঃ শুকীম্ ॥
অভিদুদ্রাব গৃধ্রোঽপি নিজঘ্নে স চ জালিকৈঃ
পক্ষী বিযোজিতা প্রাণৈর্নৃকপালজলে ততঃ ॥
তত্রৈব নিমমজ্জাসাবেত্য ক্রূরতরঃ খগঃ ।
পিতৃলোকং প্রপেদাতে নীতৌ তৌ যমকিঙ্করৈ
প্রাক্কৃতং দুষ্কৃতং কর্ম্ম স্মরন্তৌ ভয়ভাগিনৌ ॥
ততো যমঃ সমালোক্য তয়োঃ কর্ম্ম জুগুপ্সিতম্
অকস্মাদেব তৎস্নানান্মরণে সুকৃতং মহৎ ॥ ১৫
অনুজজ্ঞে ততো লোকমীপ্সিতং গন্তুমেতয়োঃ
মহাপাতকসঙ্ঘাতৈরপি দুর্দ্ধর্ষমানসৌ ॥ ১৬

ততো বিস্ময়মাপন্নৌ স্মৃত্বা তৌ দুষ্কৃতং নিজম্
উপেত্য প্রণতৌ ভূত্বা বৈবস্বতমপৃচ্ছতাম্ ॥১৭
সঞ্চিতং দুষ্কৃতং পূর্ব্বমাবাভ্যামপি গর্হিতম্ ।
লোকানামীপ্সিতানান্তু কো হেতুস্তদ্বদস্ব নৌ ॥
এবমুক্তস্ততস্তাভ্যামাহ বৈবস্বতো বচঃ ।
আসীদ্ গঙ্গাতটে নাম্না বটুর্ব্রহ্মবিদুত্তমঃ ॥ ১৯
একাকী নির্ম্মমঃ শান্তো বীতরাগো বিমৎসরঃ ।
গীতানাং পঞ্চমাধ্যায়মাবর্ত্তয়তি সর্ব্বদা ॥ ২০
তেন পুণ্যেন ভূতাত্মা বুদ্ধা ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
পাপীয়ানপি যং শ্রুত্বা তনুমুৎসৃষ্টবানসৌ ॥ ২১
নির্ম্মলীকৃতদেহস্য গীতাভির্ভাবিতাত্মনঃ ।
তৎকপালজলং প্রাপ্য যুবাং যাতৌ পবিত্রতাম্
তদ্গচ্ছতং যুবাং লোকান্মনোরথপথি স্থিতান্ ।
গীতানাং পঞ্চমাধ্যায়মাহাত্ম্যেন পবিত্রিতৌ ॥২৩

ভোগ করিয়া এক বিজন বনে গৃধ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। পিঙ্গলা ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বীয় বরতনু পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘোর নরকজালে জড়িত হইল এবং নরক-ভোগান্তে অরণ্যে এক শুকী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। শুকী ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া ফল-সমূহ গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইলে গৃধ্র বৈরানুস্মরণ করিয়া তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তাহাকে বিদারণ করিল। অনন্তর শুকী এক জলপূর্ণ নৃকপালে নিপতিত হইলে গৃধ্র তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তখন জালিকেরা গৃধ্রকে নিহত করিল। শুকীও নৃকপালজলে প্রাণ হারাইল। ক্রূরতর গৃধ্রেরও মৃত দেহ সেই-জলে নিমগ্ন হইল। তখন যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাহারা উভয়েই প্রেত-লোকে প্রয়াণ করিল এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। অনন্তর যম তাহাদের নিন্দিত কর্ম্ম অব-লোকন করিয়া স্থির করিলেন, ইহারা অকস্মাৎ নৃকপালে স্নান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ইহাদের যথেষ্ট সুকৃতিসঞ্চয় হইয়াছে। ইহা স্থির করিয়া তিনি তাহা-দিগকে অভীপ্সিত লোকগমনে অনুমোদন করিলেন। তখন সেই মহাপাতকযুক্ত দুর্দ্ধর্ষচিত্ত পতিপত্নী গৃধ্র ও শুকী নিজেদের দুষ্কৃত স্মরণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যমসমীপে আগমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা পূর্ব্বে অতি গর্হিত দুষ্কৃত সঞ্চয় করিয়াছিলাম। আমাদের ন্যায় পাপীর এই সকল ঈপ্সিত লোকলাভের হেতু কি? তাহা আমাদিগকে বলুন। ১—১৮। তাহারা এই কথা কহিলে, বৈবস্বত তাহাদিগকে বলিলেন,—পূর্ব্বে গঙ্গাতটে বটু নামে এক উত্তম ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নির্জ্জনে বাস করিতেন, কোন কিছুতেই তাঁহার মমত্ব বুদ্ধি ছিল না; তিনি শান্ত, বীতরাগ ও মাৎসর্য্যহীন হইয়া সর্ব্বদা গীতার পঞ্চমাধ্যায় পাঠ করিতেন। গীতা পাঠ-জনিত পুণ্যে পূতাত্মা হইয়া তিনি সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত পঞ্চমাধ্যায় শ্রবণ করিয়া এক পাপিষ্ঠ তনুত্যাগ করিয়াছিল। গীতার মাহাত্ম্যে সে ভাবিতাত্মা ও নির্ম্মলীকৃত-কলেবর হয়। তাহার কপালজলে তোমাদের তনুত্যাগ হওয়ায় তোমরা পবিত্র হইয়াছ। অতএব তোমরা মনোরথপথস্থিত লোকে গমন কর।

এবং তৌ বোধিতৌ তেন মুদিতৌ সমবর্দ্ধিনা।
ব্যোমযানং সমারুহ্য জগ্মতুর্বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে পঞ্চমাধ্যায়মাহাত্ম্যং নামৈকোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ষষ্ঠাধ্যায়স্য মাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যামি বরাননে।
যদাকর্ণয়তাং নৃণাং মুক্তিঃ করতলে স্থিতা ॥ ১
অস্তি গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠানং পুরং মহৎ।
পিপ্পলেশাভিধানোঽহং যত্রাস্মি স্মেরলোচনে ॥
যত্র গোদাবরীতীরশীকরৈরেব শীতলৈঃ।
হংসাঃ পক্ষপুটৈঃ কীর্ণৈর্হরন্তি যমিনাং শ্রমম্ ॥৩
স্ফুরৎপদ্মাবলীকোশপরাগসুরভীকৃতম্।
শ্লাঘ্যং গোদাবরীতোয়ং যেন তে নির্জ্জরা নরাঃ
ধিক্ সুধামোষধীশস্য বিরুৎক্ষয়বিধায়িনীম্।
মহারাষ্ট্রবধূকানাং মজ্জতীনাং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫
স্পৃশন্তি যত্র বক্ত্রাণি ফুল্লপঙ্কজশঙ্কয়া।
যত্র খেলন্মহারাষ্ট্রাঃ ক্বণৎকঙ্কণসুন্দরাঃ ॥ ৬
হরন্তি ধ্বনয়োঽলীনাং মনাংস্যপি তপস্বিনাম্।
অত্যুচ্চসৌধশিখরবিহারিবনিতামুখম্ ॥ ৭
পশ্যন্ননুদিনং যত্র ক্ষীয়তে মৃগলাঞ্ছনঃ।
অত্যুচ্চসৌধবলভীমহামণিমরীচয়ঃ ॥ ৮
চুম্ব্যন্তে মুনিগন্ধর্ব্বৈর্দূর্বাচন্দনচঞ্চলৈঃ।
যস্মিন্নাধূয়মানানাং পতাকানাং সমীরণৈঃ ॥ ৯
গতশ্রমা রবের্যানে ভবন্তি রথবাজিনঃ।
রাশীকৃতৈর্মলয়জৈরসংখ্যাতৈর্বণিগ্‌গণৈঃ ॥ ১০
যস্মিন্নুপলশেষোঽসৌ লক্ষ্যতে মলয়াচলঃ।
পুঞ্জীকৃতানি দৃশ্যন্তে যত্র মুক্তাফলান্যপি ॥ ১১
নগরীদেবতাহাস্যস্তবকা ইব সর্ব্বতঃ।
তত্র জ্ঞানশ্রুতির্নাম্না মেদিনীবল্লভোঽভবৎ ॥১২
যস্মিন্ধরতি ক্ষৌণীং শেষোঽয়ং মণিসন্নিভাম্

তোমরা গীতার পঞ্চমাধ্যায়মাহাত্ম্যে পবিত্রিত হইয়াছ। এইরূপে যম কর্ত্তৃক বোধিত ও মুদিত হইয়া তাহারা ব্যোমযানারোহণে বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইল। ১৯—২৪।

ঊনাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭৯।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে বরাননে! অধুনা ষষ্ঠাধ্যায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা শ্রবণে নরগণের মুক্তি করতলগত হয়। হে স্মেরনয়নে! গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠান নামে এক সমৃদ্ধ পুরী আছে। ঐ পুরীতে আমি পিপ্পলেশ নামে অবস্থান করিতেছি। ঐ স্থানে হংসগণ পক্ষপুট-নিক্ষিপ্ত শীতল শীকর-নিকর দ্বারা যতিগণের শ্রমাপনোদন করিয়া থাকে। শ্লাঘ্য গোদাবরীনীর ফুল্ল কমলদল-কোশের পরাগপুঞ্জে সুরভীকৃত। ঐ নীর ব্যবহারে তত্রত্য নরগণ নির্জ্জরাকারে বিরাজমান। গোদাবরী-নীরনিকটে চন্দ্রগলিত সুধারসও ধিক্কারযোগ্য। মুনীন্দ্রগণ ঐ গোদাবরীনীর-নিমগ্ন মহারাষ্ট্রবধূগণের বদনরাজি ফুল্লপঙ্কজ-শঙ্কায় স্পর্শ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে ক্রীড়াসক্ত ক্বণৎকঙ্কণসুন্দরী মহারাষ্ট্র-রমণীগণ এবং অলিকুলের গুঞ্জনধ্বনি তত্রত্য তপস্বি-গণের মনোহরণ করে। ঐ পুরীর অত্যুচ্চ সৌধশিখরবিহারিণী রমণীগণের মুখ দর্শনে শশলাঞ্ছনও অনুদিন ক্ষীণ হইয়া থাকেন। তত্রত্য অত্যুন্নত সৌধবলভীর নানাবর্ণ মহা-মণি-মরীচিসমূহকে স্বর্গবাসী মুনিগণ দূর্ব্বা-ভ্রমে এবং গন্ধর্ব্বগণ চন্দনসন্দেহে চুম্বন করেন। যথায় আধূয়মান পতাকাসমূহের সমীরণ দ্বারা রবিরথাশ্বগণ শ্রমহীন হইয়া থাকে। রাশীকৃত মলয়জ এবং অগণিত বণিক্‌সমূহ দ্বারা ঐ স্থানে মলয়াচল উপল-মাত্র-শেষ লক্ষিত হইতেছে। যথায় মুক্তা-ফল সকল নগরীদেবতার হাস্য-স্তবকবৎ সর্ব্বত্র পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। ঐ পুরে জ্ঞান-শ্রুতি নামে এক ভূপতি ছিলেন। ১—১২।

অপি প্রতাপমার্ত্তণ্ডমণ্ডলীতীব্রতেজসি॥ ১৩
নিত্যমধ্বরধূমেন শ্যামলাঃ কল্পশাখিনঃ।
অসাধারণদাতৃত্বং পশ্যন্ত ইব লজ্জয়া॥ ১৪
যদধ্বরপুরোডাশচর্ব্বণাস্বাদলম্পটাঃ।
ন তত্যজুঃ সুপর্ব্বাণঃ প্রতিষ্ঠানপুরং মনাক্॥১৫
যস্য দানাম্বুধারাভিঃ প্রতাপজ্যোৎস্নয়ানিশম্।
মখধূমৈশ্চ সম্পুষ্টা ববৃষুঃ সময়ে ঘনাঃ॥ ১৬
স্বল্পমাত্রমপি ক্বাপি ন পদং প্রাপুরীতয়ঃ।
নীতয়ঃ প্রসরন্তি স্ম যস্মিন্ শাসতি মেদিনীম্॥
বাপীকূপতড়াগানাং ছদ্মনা যোহন্ববাসরম্।
হৃদয়স্থানি মেদিন্যা নিধানানি ব্যলোকয়ৎ॥১৮
পাণ্ডুরাভিঃ পতাকাভিঃ প্রাসাদো যস্য রাজতে
বিয়দ্গঙ্গাতরঙ্গৌঘৈর্হিমাদ্রিরিব সানুমান্॥ ১৯
দানৈস্তপোভির্যজ্ঞৈশ্চ প্রজানাং পালনেন চ।
তুষ্টাঃ স্বর্গৌকসস্তস্মৈ বরং দাতুং সমাগমন্॥

মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের তীব্র তেজের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ ছিল। তিনি মণিসন্নিভা মেদিনী-ধারণে প্রবৃত্ত হইলে লোকে শেষ নাগ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিলেন। কল্প-পাদপগণ তাঁহার নিত্যানুষ্ঠিত যজ্ঞধূমপুঞ্জে শ্যামলশ্রী ধারণ করিয়াছিল। যেন তাহারা রাজার অসাধারণ দাতৃত্ব লক্ষ্য করিয়াই লজ্জায় মলিন হইয়াছিল। দেবগণ তাঁহার যজ্ঞপ্রদত্ত পিষ্টক-চর্ব্বণাস্বাদে লম্পট হইয়া কখনই প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহার দানাম্বুধারায়, প্রতাপজ্যোৎস্নায় এবং যজ্ঞধূমপুঞ্জে পরিপুষ্ট হইয়া জলদগণ যথাকালে বারি বর্ষণ করিত। তদীয় রাজ্যশাসনকালে কুত্রাপি অতি-বৃষ্ট্যাদি ঈতি বাধা ছিল না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুনীতি প্রসৃত হইয়াছিল। তিনি বাপী, কূপ ও তড়াগাদিচ্ছলে নিয়ত যেন মেদিনীর হৃদয়স্থ নিধিসকলই অব-লোকন করিতেন। পাণ্ডুর বর্ণ পতাকারাজি দ্বারা তদীয় প্রাসাদ আকাশগঙ্গার তরঙ্গ-রাজি দ্বারা সানুমান্ হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করিত। সেই রাজার দান, তপস্যা, যজ্ঞ

তত্তোঽন্তরিক্ষমার্গেণ ধুন্বানাঃ পক্ষসংহতীঃ।
মৃণালধবলা দেবি দেবহংসা বিনির্গতাঃ॥ ২১
ত্বরয়া গচ্ছতাং তেষামন্যোন্যং তত্র ভাষিণাম্
ভদ্রাশ্বপ্রমুখা দ্বিত্রাঃ পুরস্তান্নির্য্যযুর্জবাৎ॥২২
সর্ব্বৈর্মিলিত্বৈরচুস্তে পুরস্তাদ্গচ্ছতো জবাৎ।
কথং বেগেন নির্যাতা ভবন্তঃ পুরতঃ স্থিতাঃ॥
সর্ব্বৈর্মিলিত্বা গন্তব্যমস্মিন্নধ্বনি দুর্গমে।
প্রকাশমানং পুরতস্তেজঃপুঞ্জং ন পশ্যথ॥ ২৪
জ্ঞানশ্রুতের্মহীভর্ত্তুঃ পুণ্যমূর্ত্তেরতিস্ফুটম্।
নিশম্যেতি বচঃ সম্যক্ পাশ্চাত্যানাং পুরঃ
স্থিতাঃ॥ ২৫
হংসা হসিত্বা সাবজ্ঞমূচুর্ব্বচনমুচ্চকৈঃ।
রৈক্যাভিধস্য দুর্দ্ধর্ষতেজসো ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ২৬
কিন্নু জ্ঞানশ্রুতেরস্য রাজ্ঞস্তীব্রতরং মহঃ।
ইতি শুশ্রাব হংসানাং গিরো জ্ঞানশ্রুতির্নৃপঃ॥
অত্যুচ্চসৌধভবনমারুহ্য চ সুখং স্থিতঃ।

ও প্রজাপালনে পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণ তাঁহাকে বর দান করিতে আগমন করেন। হে দেবি! এই সময় অন্তরীক্ষপথে মৃণাল-ধবল দেবহংসগণ স্ব স্ব পক্ষপুট পরিচালন-পূর্ব্বক নির্গত হইয়াছিল। তাহারা পরস্পর আলাপ করিয়া সত্বর গমন করিতেছিল। তখন ভদ্রাশ্বপ্রমুখ দুই তিনটী হংস তাহাদের সম্মুখ ভাগ দিয়া বেগে যাইতে লাগিল। পশ্চাৎবর্ত্তী হংসগণ তাহাদিগকে অগ্রে দ্রুত-পদে যাইতে দেখিয়া কহিল, তোমরা কিজন্য অগ্রে অগ্রে থাকিয়া সবেগে গমন করি-তেছ? আমরা সকলে মিলিয়াই এই দুর্গম পথে গমন করিব। ঐ সম্মুখে প্রকাশমান পুণ্যাত্মা মহীপাল জ্ঞানশ্রুতির অত্যুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ দেখিতে পাইতেছ না! পশ্চাদ্-বর্ত্তী হংসগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রবর্ত্তী হংসগণ হাস্য করিয়া অবজ্ঞার সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল;—দুর্দ্ধর্ষতেজা ব্রহ্মবাদী রৈক্য ঋষির তেজ অপেক্ষা কি এই জ্ঞানশ্রুতি রাজার তেজ তীব্রতর? রাজা জ্ঞানশ্রুতি এই সময় অত্যুচ্চ সৌধ-

ততঃ সারথিমাহূয় ভূপালো বিস্ময়ান্বিতঃ॥ ২৮
সন্দিদেশ মহাত্মাসৌ রৈক্য আনীয়তামিতি।
ততোঽবধার্য্য ভূপাল-বচঃ পীযূষগর্ভিতম্॥ ২৯
নির্জগাম মহো নাম্না সারথিঃ প্রথমমুদম্।
যত্র বারাণসীনাম নগরী মুক্তিদায়িনী॥ ৩০
যত্র বিশ্বেশ্বরো নাম হ্যপদেষ্টা জগৎপতিঃ।
ততো গয়াভিধে ক্ষেত্রে যত্র দেবো গদাধরঃ॥
উদ্ধর্ত্তুমখিলান্ লোকান্ বসত্যুৎফুল্ললোচনঃ।
ততো গৌরীগুরোঃ পার্শ্বে সর্বৈস্তীর্থৈরনেকধা
পর্য্যটন্ গতবান্ যত্র কেদারঃ পাপদারণঃ।
যমালোক্য সকৃন্মর্ত্ত্যা মুক্তাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ॥
মহাপাপবিনির্ম্মুক্তা ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্
ততো গৌড়েষু নির্যাতো যত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ
যস্যাবলোকনাদেব নরাঃ স্বর্লোকগামিনঃ।
ততো দ্বারাবতীং প্রাগান্নগরীং মুক্তিদায়িনীম্
যত্রাস্তে গোমতীতীরে রুক্মিণীবল্লভো হরিঃ।
স্নাত্বা চ গোমতীতীর্থে পঞ্চকৃষ্ণান্ বিলোক্য চ
মর্ত্ত্যো মুক্তিমবাপ্নোতি ভুক্ত্বা ভোগান্ যথে-
প্সিতান্।
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সোমনাথং বিলোক্য চ॥৩৭
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দেবং ততো নিরগমৎ সুধীঃ
অবন্তিকাং পুরীং প্রাপ্তো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্
যত্রোময়া সুখং ক্রীড়ন্ মহাকালোঽস্তি শঙ্করঃ
অথোঙ্কারং সমাসাদ্য শর্ম্মদং নর্ম্মদাতটে।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং ত্বরয়া নির্গতস্ততঃ॥ ৩৯
অশ্বমেধকরং নাম্না নগরং পর্য্যটংস্ততঃ।
যত্র শার্ঙ্গধরঃ সাক্ষাদাস্তে লক্ষ্মীপতিঃ স্বয়ম্॥ ৪০
ততো বিষ্ণুগয়াং প্রাপ্তঃ কুণ্ডলোঙ্কারসংজ্ঞিতম্

ভবনে আরোহণ করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি হংসগণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথিকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, মহাত্মা রৈক্য ঋষিকে আনয়ন কর। রাজার সারথির নাম মহ। সারথি মহ ভূপতির সেই অমৃতগর্ভিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ করিয়া যথায় বারাণসীনাম্নী মুক্তিদায়িনী নগরী অবস্থিত, প্রথমে সেই স্থানেই গমন করিলেন। এই বারাণসী পুরীতেই জগৎপতি বিশ্বেশ্বর দেব উপদেষ্টরূপে বিরাজ করিতেছেন। সারথি বারাণসী হইতে পরে গয়া ক্ষেত্রে গমন করিলেন। দেব গদাধর অখিল লোক উদ্ধারের নিমিত্ত উৎফুল্লনেত্রে এই গয়াক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। অনন্তর সারথি হিমালয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী বহু তীর্থে পর্য্যটন করিয়া পাপদারণ কেদারদেবের সন্নিহিত স্থানে গমন করিল। মানবগণ এই কেদার দেবকে একবার মাত্র অবলোকন করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিখিল ভোগ উপভোগান্তে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর সারথি গৌড়দেশে গমন করিল। এই দেশে পুরুষোত্তম দেব বিরাজ করিতেছেন। ৩০—৩৪। নরগণ ইঁহার দর্শন মাত্রেই স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। অতঃপর সারথি মুক্তিদায়িনী দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিলেন। এই স্থানে গোমতী-তীরে রুক্মিণীবল্লভ হরি বিরাজ করিতেছেন। গোমতী তীর্থে স্নান ও পঞ্চ কৃষ্ণ অবলোকন করিলে মানব যথেষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করে। অনন্তর সারথি সমুদ্র-পথে গমন করিয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদ সোমনাথকে অবলোকনপূর্ব্বক সে স্থান হইতে নির্গত হইল। পরে ভুক্তিমুক্তিদায়িনী অবন্তীপুরে প্রয়াণ করিল। এই অবন্তীপুরে মহাকাল শঙ্কর উমার সহিত ক্রীড়া করত সুখে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর সারথি নর্ম্মদা-তটে শর্ম্মপ্রদ ভুক্তিমুক্তিদায়ক ওঙ্কারেশ্বর-সমীপে আগমন করিয়া পরে তথা হইতে নির্গত হইল এবং অশ্বমেধকর নগরে পর্য্যটন করিতে লাগিল। এই নগরে স্বয়ং লক্ষ্মীপতি শার্ঙ্গধর অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর সারথি বিষ্ণুগয়ায় উপনীত হইল। এই স্থানে লোনার নামে এক কুণ্ড আছে।

যত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুচ্যতে বন্ধনান্নরঃ ॥ ৪১
ততঃ কোহ্লাপুরং নাম গতো রুদ্রগয়াং প্রতি
আস্তে ভগবতী যত্র লক্ষ্মীর্ভক্তিপ্রদায়িনী ॥৪২
পঞ্চনদ্যাং নরঃ স্নাত্বা মহালক্ষ্মীং বিলোক্য চ।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং ভক্তিঞ্চ প্রতি-
পদ্যতে ॥ ৪৩
ততোঽমলগিরিং নাম নগরীং প্রতিপদ্য চ।
নন্দিকেশ্বরমারুহ্য সোমনাথোঽস্তি যত্র তু ॥৪৪
দৃষ্ট্বা চতুর্ভুজং দেবং বরদানোদ্যতং শিবম্।
সোমনাথং নৃণাং মুক্তির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৪৫
তুঙ্গভদ্রানদীতীরে দৃষ্ট্বা হরিহরং ততঃ।
যুগে যুগে ভুজা যস্য পতন্ত্যবনিমণ্ডলে ॥৪৬
যদ্বিলোক্য নরাঃ সর্ব্বে রম্যং হরিহরং বপুঃ।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং মুচ্যন্তে বন্ধনান্নরাঃ
স্বর্গে কল্পশতং স্থিত্বা মুক্তসংসারবন্ধনাঃ।

ততঃ স্বামিনমালোক্য লোকানাং স্বামিনং
বিভুম্ ॥ ৪৮
যমালোক্য ন পশ্যন্তি নিরয়ং জাতুচিন্নরাঃ।
স্বর্গে কল্পশতং স্থিত্বা মুক্তসংসারবাসনাঃ ॥ ৪৯
মুক্তিঞ্চ প্রতিপদ্যন্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ততঃ শ্রীশৈলমাসাদ্য সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্ ॥ ৫০
গিরিজাবল্লভো যত্র মল্লিনাথোঽভিধানতঃ।
উদ্ধর্ত্তুমখিলাল্লোকান্ সংসারাম্ভোধিমধ্যতঃ ॥
কালে কালে পরং জ্যোতির্যঃ সন্দর্শয়তে স্বয়ম্
অবলোকয়তাং নৃণাং যমনুস্মরতামপি।
দূরে তিষ্ঠন্তি সন্ত্রস্তা দুরং নিরয়যাতনাঃ ॥ ৫৩
স্বর্গে লোকে সুখং ভুক্ত্বা মুক্তসংসারবন্ধনাঃ।
মুক্তিঞ্চ প্রতিপদ্যন্তে মানবা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪
রামোঽস্তি সানুজঃ সার্দ্ধং জানক্যাপি ততো
গতঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুচ্যতে নরকাদ্ধ্রুবম্ ॥৫৫
কল্পকোটিশতং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকসুখং নরাঃ।

নর ঐ কুণ্ডে স্নান এবং উহার জলপান করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর সারথি কোহ্লাপুরে রুদ্র গয়ায় গমন করিল। তথায় ভক্তিদায়িনী ভগবতী লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। তত্রত্য পঞ্চনদীতে স্নান ও মহালক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া নানা ভোগ উপভোগান্তে নর যথাকাম ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর সারথি অমলগিরি নাম্নী নগরীতে উপনীত হইয়া নন্দিকেশ্বরে আরোহণ করিল। এই স্থানে সোমনাথ দেব অবস্থান করিতেছেন। বরদানোদ্যত চতুর্ভুজ শিব সোমনাথ দেবকে দর্শন করিলে নরগণের মুক্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। যুগে যুগে যাঁহার ভুজ অবনিমণ্ডলে পতিত হইয়া থাকে, সেই হরিহর দেবকে সারথি তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে দর্শন করিল। সমস্ত নরই সেই রম্য হরিহর বপুঃ দর্শন করিয়া নিখিল ভোগ সকল উপভোগান্তে যথাকাম ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। তাহারা স্বর্গে শত কল্পকাল বাস করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যাহাকে দর্শন করিয়া নরগণ কখন নরক নিরীক্ষণ করে না, অতঃপর সেই লোকপ্রভু স্বামী দেবকে অবলোকন করিয়া স্বর্গে শতকল্পকাল বাস করে এবং সংসারবাসনা হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অতঃপর সারথি সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত শ্রীশৈলে উপনীত হইল। এই স্থানে সংসারসাগর হইতে অখিল লোকের উদ্ধারের জন্য গিরিজাপতি মল্লিনাথ নামে অবস্থিত। ইনিই কালে কালে পরম জ্যোতিঃ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। ইহাকে স্মরণ এবং দর্শন করিলে নরগণের নিরয়যাতনা দূরীভূত হইয়া থাকে। তাহারা স্বর্গলোকে সুখভোগান্তে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে, সন্দেহ নাই। ৩৫-৫৪। লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত রামচন্দ্র এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে স্নান-পান করিলে, নর নরক হইতে নিশ্চয় মুক্ত হইয়া থাকে।

মুক্তসংসারবর্ত্মানো মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬
ততো নিবৃত্য আয়াতঃ পশ্যন্ ভীমরথীতটে।
দ্বিভুজং বিঠ্ঠলং দেবং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥৫৭
যত্র গোদাবরীজন্মস্থানং ব্রহ্মগিরির্মহান্।
গৌতমালয়মাসাদ্য যত্রাস্তে ত্র্যম্বকো হরঃ ॥৫৮
অরুণাবরুণয়োর্মধ্যে যত্র গোদাবরী নদী।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ ব্রহ্মহত্যা বিলীয়তে ॥৫৯
অসংখ্যতীর্থসম্পন্নং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মগিরিং নরাঃ।
মুক্তিমেব প্রপদ্যন্তে মুক্তাঃ সংসারদুঃখতঃ ॥৬০
গৌতম্যুভয়তীরস্থ-তীর্থান্বেষণকৌতুকী।
ততো জগাম সূতস্তু মথুরাং পাপনাশিনীম্ ॥৬১
যত্র স্বায়ম্ভুবং দেবং ভজন্তি সুরমানবাঃ।
আদ্যং ভগবতঃ স্থানং মহন্মুক্তিপ্রদায়কম্ ॥৬২
ত্রৈলোক্যেশজনিস্থানং বিখ্যাতং বেদশাস্ত্রয়োঃ

নানাদেবগণৈর্জুষ্টং দ্বিজর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৬৩
কালিন্দীকূলসংশোভি হ্যর্দ্ধচন্দ্রপ্রভাকৃতি।
সর্ব্বতীর্থনিবাসৈক-পূর্ণানন্দসুন্দরম্ ॥ ৬৪
গোবর্দ্ধনগিরিপ্রখ্যং পুণ্যদ্রুমলতাবৃতম্।
দ্বিষড়্‌বনং মহাপুণ্যং বিশ্রান্তিশ্রুতিসারভৃৎ ॥৬৫
ততঃ কাশ্মীরনগরমপশ্যৎ প্রত্যগুত্তরম্।
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মধুরং ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং সমন্ততঃ ॥ ৬৬
যত্রাভ্রংলিহগেহানাং পঙ্‌ক্তয়ঃ শঙ্খপাণ্ডুরাঃ।
তা জাতা ধূর্জ্জটেঃ স্পষ্ট অট্টহাসদশা ইব ॥ ৬৭
ভক্তিপ্রাসাদমালানাং সুবর্ণকলশৈর্বৃতম্।
স্বঃসিন্ধোঃ পতিতানীব হেমপদ্মানি মারুতৈঃ ॥
যত্র প্রাসাদশিখরে নীলপট্টপতাকিকাঃ।
শৈবালবলয়া ভান্তি স্বঃসিন্ধোর্লতিকা ইব ॥৬৯
যত্র কাশ্মীরমাশ্রিত্য নিত্যং বসতি ভারতী।
নো চেদ্যুগপদেবেদং কথং লিখতি
বাঙ্ময়ম্ ॥ ৭০
বিশ্রামস্ত্যাঃ সরস্বত্যাশ্চিরং যত্র মদালসাঃ।

নরগণ এই তীর্থমাহাত্ম্যে শত কল্পকোটিকাল স্বর্গ লোকে সুখভোগান্তে সংসার পথ হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করে। অনন্তর সারথি সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভুক্তিমুক্তিদাতা দ্বিভুজ বিঠ্ঠল দেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভীমরথীতটে আগমন করিল। এই স্থান গোদাবরীর উৎপত্তি ভূমি এবং এইখানেই মহান্ ব্রহ্মগিরি বিরাজমান। এই স্থানে ত্র্যম্বকাধিষ্ঠিত গৌতমালয়ে উপস্থিত হইয়া অরুণা-বরুণার মধ্যস্থিত গোদাবরী নদীতে স্নান ও পান করিলে ব্রহ্মহত্যা বিলয় প্রাপ্ত হয়। নরগণ অগণিত তীর্থপরিপূর্ণ ব্রহ্মগিরি দর্শন করিয়া সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত হয় এবং মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর সারথি গৌতমীর উভয় তীরস্থ তীর্থান্বেষণে সমুৎসুক হইয়া ক্রমে পাপনাশিনী মথুরা পুরীতে উপনীত হইল। এই স্থানে সুর-নরগণ স্বায়ম্ভুব দেবের ভজনা করিয়া থাকেন। ইহা ভগবানের আদ্য স্থান; এই মহাস্থান মুক্তিপ্রদ এবং ত্রৈলোক্যপতির জন্মস্থান বলিয়া বেদে এবং শাস্ত্রে সুবিখ্যাত। ইহা

সমস্ত দেব ও দ্বিজর্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত, এবং কালিন্দীর কূলশোভী হইয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে বিরাজিত। এই পুরী সর্ব্ব তীর্থের নিবাস হেতু একমাত্র পূর্ণানন্দ সুন্দর, গোবর্দ্ধন-গিরিযুত, পুণ্যদ্রুম-লতাবৃত, দ্বাদশবনান্বিত, মহাপুণ্যাস্পদ এবং শ্রুতির যিনি সারভূত, তাঁহার আধারভূমি। অতঃপর সারথি চারিদিকে ধর্ম্ম-ধুর ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া ঈশান কোণে কাশ্মীর নগর অবলোকন করিল। ঐ নগরে শঙ্খবৎ পাণ্ডুরবর্ণ অভ্রংলিহ গৃহশ্রেণী ধূর্জ্জটির স্পষ্ট অট্টহাস্যাবলীর ন্যায় বিরাজমান। তত্রত্য বিচিত্র প্রাসাদসমূহে সুবর্ণকলস সকল স্বর্গসিন্ধু হইতে মারুত-পাতিত হৈম পদ্মরাজির ন্যায় বিরাজিত। তত্রত্য প্রাসাদ-শিখরের নীল পট্ট পতাকাবলী স্বর্গসিন্ধুর শৈবালবলয়া লতিকার ন্যায় প্রতিভাত। ৫৫—৬৯। ভারতী এই কাশ্মীর নগর আশ্রয় করিয়া নিত্য বাস করিতেছেন। তা যদি না হইবে, তবে বাঙ্ময় কেন যুগপৎ এরূপ কথার

মৃণালচঞ্চবো হংসা বাহনানি চরন্ত্যমী॥ ৭১
কলাবিশেষং প্রহিতা যত্র বোদ্ধুং বিরিঞ্চিনা।
তারা ইব বিরাজন্তে হংসা যাতাঃ সমন্ততঃ॥৭২
স্থলপদ্মানি দৃশ্যন্তে করস্পর্শসুখানি চ।
শয়নায় নিতম্বিন্যা যস্মিন্ দানববৈরিণা॥ ৭৩
উপন্যাসৈর্দ্বিজাতীনাং যত্র ন শ্রূয়তে স্ফুটম্।
মূকোঽপি নির্জ্জরো বাচা পদকল্লোলডম্বরঃ॥৭৪
যস্মিন্নধ্বরধূমেন ব্যাপ্তং গগনমণ্ডলম্।
অপি চ ক্ষালিতং মেঘৈঃ কালিমানং ন মুঞ্চতি।
গলিতায়াঃ সুধায়াস্ত যত্রাধ্বরমহার্চ্চিষা।
লাঞ্ছিতং ছদ্মনা স্থানং দৃশ্যতে তুহিনত্বিষি॥৭৬
জন্মাভ্যাসবশাদেব পঠন্তি বটবঃ স্বয়ম্।
যত্রোপাধ্যায়সান্নিধ্যমাশ্রিত্য সকলাঃ কলাঃ॥
যত্র ব্রাহ্মণপত্নীনাং কঙ্কণধ্বনিহুঙ্কৃতিঃ।
লুপ্যত্যনুদিনং ভ্রাম্যদ্ভ্রমরাণাঞ্চ গর্জ্জিতম্॥৭৮
যত্র ব্রাহ্মণপত্নীনাং কপোলফলকং মুহুঃ।
স্পৃশন্ সমীরণো মন্দং বাতি শাপভয়াদিব॥৭৯
মাণিক্যেশ্বরনামাসৌ যত্র শীতাংশুশেখরঃ।
বসত্যনুদিনং দেবো বরদানায় দেহিনাম্॥ ৮০
অর্চ্চিতো ভূপতীন্ জিত্বা মণিকেশেন চাদ্ভুতঃ
মাণিক্যেশ্বর ইত্যাখ্যাং তদা প্রভৃতি যো দধৌ
রাজা কাশ্মীরদেবেশ দিগ্জয়োৎসব কারিণা।
অসৌ সুপূজিতো যস্মান্মাণিক্যৈর্ভূরি ভূতিভিঃ
সংসেবমানস্তদ্দ্বারি ছায়াং শকটকোপরি।
কণ্ডূয়মানমঙ্গানি যন্তা রৈক্যমপশ্যত॥৮৫
রাজ্ঞাপি কথিতৈস্তৈস্তৈশ্চিহ্নৈঃ পরিচিতং জবাৎ
প্রণতঃ সরথী রৈক্যং প্রণম্য তমভাষত॥ ৮৪

সারথিরুবাচ।

কস্মিন্ ব্রহ্মন্ কিন্নামাসি স্বচ্ছন্দোঽহসি নিরন্তরম্
কিমর্থমত্র বিশ্রান্তঃ কিঞ্চ কর্ত্তুমিহেচ্ছসি॥ ৮৫

উল্লেখ করিবে। সরস্বতী ঐ নগরে চির বিশ্রাম করায় তদীয় বাহন মৃণালচঞ্চু মদালস হংসগণ তথায় নিত্য বিচরণশীল। কলা-বিশেষ অবগত হইবার জন্য বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক প্রেরিত হংসশ্রেণী যেন তারকাবলীর ন্যায় আসিয়া ঐ নগরে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে। তথায় করস্পর্শসুখ স্থলপদ্মরাজি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মনে হয়, দানবারি যেন তথাকার নিতম্বিনী-গণের শয়নের জন্যই ঐ সকল পদ্ম সন্নিবেশ করিয়াছেন। ঐ নগরে দ্বিজাতিগণের শাস্ত্রীয়ালাপ ব্যতীত অন্য কোন আলাপই স্পষ্ট পরিশ্রুত হয় না। তথাকার যজ্ঞধূম-ব্যাপ্ত গগনমণ্ডল মেঘজলে ক্ষালিত হইয়াও কালিমা পরিত্যাগ করে না। তত্রত্য যজ্ঞাগ্নির প্রবল শিখাতাপে চন্দ্রমার সুধা গলিত হইলেও কলঙ্কচ্ছলে তাহাতে যজ্ঞধূম-কালিমার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ঐ নগরের ব্রাহ্মণ বালকগণ আজন্ম অভ্যাস-বশেই উপাধ্যায়ের সান্নিধ্য আশ্রয় করিয়া নিখিল কলাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তথাকার ব্রাহ্মণপত্নীগণের কঙ্কণ-রব-ঝঙ্কারে ভ্রমদ্ভ্রমরগণের গুঞ্জন লুপ্ত হইতেছে। তথায় সমীরণ ব্রাহ্মণপত্নীগণের কপোল-ফলক বারম্বার স্পর্শ করিয়া শাপভয়েই যেন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নগরে দেহিগণকে বর দান করিবার জন্য মাণিক্যেশ্বর নামে চন্দ্রশেখর দেব বাস করিতেছেন। কাশ্মীররাজ মাণিক্যেশ, ভূপাল-দিগকে জয় করিয়া ঐ চন্দ্রশেখরের পূজা করিয়াছিলেন এবং কাশ্মীর-দেবেশের দিগ্জয়োৎসব-অনুষ্ঠানকারী রাজা কর্ত্তৃক বহু মাণিক্য ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য দ্বারা ঐ দেব পূজিত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত সেই হইতে ঐ চন্দ্রশেখর দেব মাণিক্যেশ্বর নাম ধারণ করিতেছেন। সারথি দেখিলেন, ঐ মাণিক্যেশ্বরের দ্বারে একখানি ক্ষুদ্র শকটের উপর থাকিয়া রৈক্য ঋষি গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছেন। রাজা ধর্ম্মশ্রুতি যে যে চিহ্ন বলিয়া দিয়াছিলেন, তদনুসারে চিনিতে পারিয়া সারথি সত্বর তাঁহার নিকট প্রণত হইলেন এবং প্রণামান্তে রৈক্য ঋষিকে বলিতে লাগিলেন।৭০—৮৪। সারথি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার নাম কি? কোন্ হেতু

ক্যং পরমানন্দনির্ভরঃ।
স্মৃত্বা সারথিমিত্যূচে বয়ং পূর্ণমনোরথাঃ॥ ৮৬
পরং কেনাপি বহুনা পরিচর্য্যাবিধায়িনা।
ভবিতব্যং মনোবৃত্তিং জ্ঞানতাস্মাকমেব হি॥
হৃদয়স্থিতমাদায় রৈক্যাভিপ্রায়মাদরাৎ।
শনৈর্নির্গমদ্ যান্তা যত্রাস্তে বসুধাধিপঃ॥ ৮৮
ততঃ প্রণম্য ভূপালং যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো হৃষ্টঃ সারথিঃ স্বামিদর্শনাৎ॥৮৯
ততো নিশম্য তদ্বাক্যং বিস্ময়স্মেরলোচনঃ।
শ্রদ্ধানুরভবদ্ভূপো রৈক্যসম্ভাবনাবিধৌ॥ ৯০
আদায়াশ্বতরীযুগ্মযুক্তাং শকটিকামগাৎ।
মুক্তাহারদুকূলানি সহস্রঞ্চ গবাং নৃপঃ॥ ৯১
গতোঽসৌ তত্র যত্রাস্তে যোগী কাশ্মীরমণ্ডলে
তন্নিবেদ্য পুরো রাজা দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি॥
আনম্য পরয়া ভক্ত্যা রৈক্যো রাজ্ঞে চুকোপ হ
রেশূদ্রমামকং বৃত্তং ন জানাসি দুরীশ্বর॥ ৯৩
গৃহাণ শাকটীমেতামুখাপ্যাশ্বতরীযুতাম্।
বস্ত্রাণি মুক্তাহারাংশ্চ গাশ্চদোগ্ধ্রীরপি স্বয়ম্॥
ইত্থমাজ্ঞাতবান্ ভূপো রৈক্যস্য ভয়মাদধে।
ততঃ শাপভয়াদ্রাজা তৎপদাম্ভোরুহদ্বয়ম্॥ ৯৫
গৃহ্নন্ ভক্ত্যা প্রসীদেতি ব্রহ্মন্নিত্যূচিবান্ স্বয়ম্॥

রাজোবাচ।

ভগবংস্তব মাহাত্ম্যমেতদত্যদ্ভুতং কুতঃ।
প্রসন্নীভূয় ভগবন্নাখ্যাহি মম তত্ত্বতঃ॥ ৯৭

রৈক্য উবাচ।

গীতানাং ষষ্ঠমধ্যায়ং জপামি প্রত্যহং নৃপ।
তেনৈব তেজোরাশির্মে সুরাণামপি দুঃসহঃ
গীতানাং ষষ্ঠমধ্যায়ং রৈক্যাদভ্যস্য যত্নতঃ।
জ্ঞানশ্রুতির্মহীপালো মুক্তিমাপ ততঃ সুধী॥ ৯৯
রৈক্যোঽপি সুখমালেভে মাণিক্যেশ্বরসন্নিধৌ
গীতানাং ষষ্ঠমধ্যায়ং জপন্মোক্ষপ্রদায়কম্॥১০০

আপনি নিরন্তর স্বচ্ছন্দে আছেন? কিজন্য এস্থানে বিশ্রাম করিতেছেন? আপনি কি করিতে ইচ্ছুক? সারথির এই কথা শুনিয়া রৈক্যের হৃদয় পরম পুলকে পূর্ণ হইল, তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সারথিকে কহিলেন,—আমাদিগকে পূর্ণমনোরথ জানিবে, পরন্তু কোন কোন ব্যক্তি আমাদের মনোবৃত্তি জানিয়া তদনুকূল বহুল পরিচর্য্যা বিধান করে। সারথি রৈক্যের হৃদ্গত ভাব সাদরে গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বসুধাধিপের সমীপে উপনীত হইল এবং স্বামিদর্শনে হৃষ্ট হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে নৃপতিকে প্রণাম করত এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সারথির বাক্য শ্রবণে রাজার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল, তিনি রৈক্যের সম্ভাষণার্থ শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা অশ্বতরীযুগলযুক্ত যান, মুক্তাহার, বসন এবং সহস্র গো গ্রহণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলেন। যোগী রৈক্য কাশ্মীরমণ্ডলের যেস্থানে অবস্থিত ছিলেন, তখন রাজাও সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া উক্ত দ্রব্য সকল তাঁহার অগ্রে নিবেদনপূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। নৃপতি পরম ভক্তিভরে বিনত হইলেন, কিন্তু নৃপতির প্রতি রৈক্যের ক্রোধ হইল, তিনি বলিলেন,—রে শূদ্র! তুই নিন্দ্য নৃপতি, তাই আমার বৃত্তি জানিস্ না, তোর অশ্বতরীযুত যান, বসন, মুক্তাহার ও পয়স্বিনী গবী তুই গ্রহণ কর্, এ সকল উঠাইয়া লইয়া যা। অনন্তর রৈক্যের এতাদৃশ আদেশ শুনিয়া ভূপতি ভয়াকুল হইলেন, তিনি শাপভয়ে তদীয় পাদপদ্মযুগল গ্রহণ করিয়া ভক্তিভরে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! প্রসন্ন হউন। হে ভগবন্! আপনার এবম্ভূত অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে? হে বিভো! প্রসন্ন হইয়া আমার নিকট তাহা তত্ত্বতঃ কীর্ত্তন করুন। রৈক্য উত্তর করিলেন,—হে নৃপ! আমি নিত্য গীতার ষষ্ঠাধ্যায় পাঠ করি, তাহাতেই আমার এই দেবদুঃসহ তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে সুধী বসুধাধিপ সাদরে রৈক্যের নিকট গীতার ষষ্ঠাধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া শ্রুতিজ্ঞানবলে মুক্ত হইলেন।৮৫--৯৯। এদিকে রৈক্যও

মরালবেষমাস্থায় বরদানার্থমাগতাঃ।
দিবৌকসোঽপি নির্জ্জগ্মুঃ স্বৈরং বিস্ময়কারিতাঃ
ইমমধ্যায়মপ্যেকং যো জপেৎ সততং নরঃ।
সোঽপি তৎপদবীমেতি বিষ্ণোরেব ন সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে
ষষ্ঠাধ্যায় মাহাত্ম্যং নামাশীত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥১৮০॥

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।
অথ তে বর্ণয়িষ্যামি সপ্তমাধ্যায়গৌরবম্।
যদাকর্ণ্য সুধাপুরপূর্ত্তির্ভবতি কর্ণয়োঃ॥ ১
অস্তি পাটলিপুত্রাখ্যং দুর্গমুত্তুঙ্গগোপুরম্।
তত্রাভূদ্ব্রাহ্মণো নাম শঙ্কুকর্ণো দয়ার্ণবঃ॥ ২
বৈশ্যবৃত্তিং সমাসাদ্য ধমমর্জ্জিতবান্ বহু।
পিতৄন্ তর্পয়ামাস পূজয়ামাস নো সুরান্॥ ৩
পার্থিবান্ ভোজয়াংশ্চক্রে ধনার্জ্জনপরায়ণঃ।
তুরীয়পাণিগ্রহণমঙ্গলার্থং গৃহান্তরে॥ ৪
তনুজৈর্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং সম্প্রতস্থে কদাচন।
রজন্যাং ঘর্ম্মকল্পায়াং নিদ্রালোস্তস্য
দোস্তলে॥ ৫
দশতি স্ম সমাগত্য দন্দশূকঃ কুতশ্চন।
স দষ্টমাত্রোঽসাধ্যাত্মা মণিমন্ত্রৌষধাদিভিঃ।
ক্ষণৈঃ কতিপয়ৈরেব গতাসুরভবত্ততঃ॥৬
পিচুমর্দ্দদলৈর্নালৈরবগুণ্ঠিতবিগ্রহম্॥ ৭
তমারোপ্য তরুস্কন্ধে সুনবো গৃহমাযযুঃ।
ততঃ কালেন বহুনা ততো জাতঃ সরীসৃপঃ॥৮
তদ্বাসনানিবদ্ধাত্মা জন্ম পূর্ব্বমনুস্মরন্।
বঞ্চয়িত্বা সুতানেতান্ পূরয়ামি গৃহাদ্বহিঃ॥ ৯

মাণিক্যেশ্বর সন্নিধানে গীতার ষষ্ঠাধ্যায় পাঠ করিয়া মোক্ষদায়ক সৌখ্য লাভ করিলেন। দেবতারা সকলের বিস্ময় জন্মাইয়া স্বৈরগতি হংসবেশে রৈক্যসমীপে বরদানার্থ আগমন করিয়াছিলেন। যে নর সতত গীতার এই একটী মাত্র অধ্যায়ও পাঠ করে, সে বিষ্ণু-পদবী প্রাপ্ত হয়, ইহা নিঃসংশয়। ১০১-১০৩।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮০॥

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অনন্তর তোমার নকট গীতার সপ্তমাধ্যায়মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, যাহা শ্রবণ করিয়া তোমার কর্ণদ্বয় সুধাপূর্ণ হইবে। পাটলিপুত্র নামে উত্তুঙ্গ গোপুরপরিবৃত এক দুর্গ আছে, তথায় শঙ্কু-কর্ণ নামে জনৈক দয়ার্ণব দ্বিজ বাস করেন। তিনি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহু ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শঙ্কুকর্ণ পিতৃতর্পণ বা দেবপূজা করিতেন না, তিনি ধনার্জ্জনের সুযোগ করিবার জন্য রাজাদিগকেই স্বীয় গৃহে ভোজন করাইতেন। শঙ্কুকর্ণ চতুর্থবার শুভদারপরিগ্রহের জন্য নিজ পুত্র ও বন্ধুগণ সহ একদা প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে নিদাঘ নিশায়, নিদ্রাক্রান্ত হইয়া শয়ন করিলে কোথা হইতে এক সর্প আসিয়া তাহার বাহুমূলে দংশন করিল। দষ্টমাত্রেই তাঁহার আত্মা নিশ্চেষ্ট হইল, মণিমন্ত্রমহৌষধে কোন কার্য্য হইল না, কিয়ৎকালান্তে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ১—৬। অনন্তর তাঁহার পুত্রেরা পিচুমর্দ্দদল ও ডাল দ্বারা তদীয় দেহ অবগুণ্ঠিত করিয়া তরুস্কন্ধে আরোপণপূর্ব্বক গৃহে আগমন করিল। অতঃপর বহুকাল পরে শঙ্কুকর্ণ সরীসৃপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তনুত্যাগকালে তাহার হৃদয়ে যে বাসনা নিবদ্ধ ছিল, এ জন্মেও তাহা স্মরণ হইতে লাগিল। সরী-সৃপ ভাবিল,—গৃহের বহির্ভাগে যেস্থানে আমার কোটিসংখ্যক ধন স্থাপিত রহয়াছে, আমি আমার পূর্ব্বজন্মের আত্মজগণকে বঞ্চিত করিয়া এখানে তাহা আনয়ন করিব। এ

আত্মনঃ কোটিসংখ্যাকং যত্রাস্তে স্থাপিতং বসু
ততো নারায়ণবলিং শ্রদ্ধয়া পরয়ান্বিতাঃ ॥ ১০
কৃতবন্তঃ পরেতস্য সুতাস্তে হি দ্বিজন্মনঃ।
একদা স্বপ্নমাগত্য পীড়িতঃ সর্পজন্মনা ॥ ১১
অভাষয়ন্মনোবৃত্তং পুত্রাণামগ্রতঃ পিতা।
ততস্তে প্রাতরুত্থায় পরং বিস্ময়মোহিতাঃ ॥
ইতরেতরমাখ্যায় পর্য্যস্তস্তে নিরঙ্কুশাঃ।
একস্তত্র পিতৃস্নেহাদুদ্ধর্ত্তুমপি বাঞ্ছতি ॥ ১৩
অন্যো দ্রবিণলোভেন নিহন্তং সর্পমীহতে।
ইতরস্তু পিতৃস্নেহ-রসমোহিতমানসঃ ॥ ১৪
কিংবা অহিময়ো ন স্যাচ্ছোচন্ রোদিতি
কেবলম্।
মধ্যমস্তু ততঃ পুত্রো বঞ্চয়িত্বা সহোদরৌ ॥ ১৫
কেনাপি ছদ্মনোত্থায় জগাম নিজমালয়ম্।
ততঃ শনৈঃ সমাহূয় গৃহিণীং গুণশালিনীম্ ॥ ১৬
কুদ্দালহস্তো নিরগাদ্যত্রাস্তে পন্নগঃ পিতা।
তেনাবিদিতবিত্তেন চিহ্নৈর্নিশ্চিত্য তত্ত্বতঃ
স্থানমাগত্য তং হন্তং বল্মীকং লোভবুদ্ধিতঃ।
ভার্য্যয়োৎসার্য্যতে মৃৎস্না স্বয়ং তেন চ খন্যতে
নিখন্যমানাদত্যুগ্রো বল্মীকাদহিরুত্থিতঃ।
ততো গরলগণ্ডূষৈর্নির্গতৈরতিদুঃসহৈঃ ॥ ১৯
গিরঃ স কথয়াঞ্চক্রে ফণী ফুৎকারমারুতৈঃ ॥২০

অহিরুবাচ।

কস্ত্বং কিমর্থমায়াতঃ কথং বা খন্যতে বিলম্।
কেন বা প্রহিতো মূঢ় তদাখ্যাহি মমাগ্রতঃ ॥২১

পুত্র উবাচ।

পুত্রস্তেঽহং শিবো নাম হেমগ্রহণকৌতুকী।
আগতো রাত্রিলব্ধস্য স্বপ্নস্য তু সুবিস্মিতঃ ॥২২

মহাদেব উবাচ।

ইত্থমাকর্ণ্য পুত্রস্য গিরং লোকবিগর্হিতাম্।
বক্তুমারভত স্পষ্টং শ্বসন্নুচ্চৈঃ ফণী তদা ॥ ২৩

সর্প উবাচ।

যদি পুত্রোঽসি মে তূর্ণং মামুন্মোচয় বন্ধনাৎ।

দিকে তদীয় তনয়গণ পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রেত পিতার উদ্দেশে নারায়ণ-বলি প্রদান করিল। অনন্তর একদা সর্পজন্মপীড়িত পিতা সুতগণের স্বপ্নপথে পতিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে মনোবৃত্তি জ্ঞাপন করিল। পুত্রেরা পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়ে বিমোহিত হইল, তাহারা পরস্পর স্বপ্নবিবরণ বলাবলি করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিল। সেই সকল নিরঙ্কুশ কুমারগণের মধ্যে পিতৃস্নেহ নিবন্ধন কোন পুত্র পিতার উদ্ধার ইচ্ছা করিল, অন্য কেহ ধনলোভে তাহাকে নিহত করিতে চেষ্টা করিল, পিতৃস্নেহরসে মোহিতমানস অপর কেহ সেই সর্পকে সাক্ষাৎ পিতা মনে করিয়া শোকে কেবল রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু তন্মধ্য হইতে মধ্যমপুত্র সহোদরগণকে বঞ্চিত করিয়া কোন এক ছলে নিজালয়ে গমন করিল। গৃহে গিয়া গুণশালিনী গৃহিণীকে সঙ্গে ডাকিয়া লইয়া এবং স্বয়ং কুদ্দাল করে লইয়া সর্পরূপী পিতার আবাসস্থানে উপস্থিত হইল। কোন্ স্থানে ধন অবস্থিত, সে তাহা জানিত না, ক্রমে বল্মীকস্তূপ-চিহ্নে তাহা তত্ত্বতঃ নিশ্চয় করিয়া লইল। অনন্তর লোভবুদ্ধি মধ্যম পুত্র স্তূপস্থানে উপস্থিত হইয়া সর্পের বধার্থ কুদ্দাল দ্বারা স্বয়ং বল্মীক খননে প্রবৃত্ত হইল। তাহার পত্নী সেই মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া অন্যত্র ফেলাইয়া দিতে লাগিল। অনন্তর নিখন্যমান সেই বাল্মীক হইতে এক অত্যুগ্র অহি উত্থিত হইল, তাহার বদন হইতে অতিদুঃসহ গণ্ডূষ গণ্ডূষ গরল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই ফণী ফুৎকারমারুত দ্বারা বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিতে লাগিল।৭-২০। অহি কহিল,—তুমি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছ? কেনবা গর্ত্ত খনন করিতেছ? হে মূঢ়! কে তোমাকে পাঠাইয়াছে? তাহা আমার নিকট বল? পুত্র কহিল,—আমি আপনার পুত্র, আমার নাম শিব, রজনীযোগে স্বপ্নদর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাই ধনগ্রহণে কৌতুকী হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। মহাদেব বলিলেন,—ফণী পুত্রের এই লোকবিগর্হিত বাণী শ্রবণে উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করত স্পষ্ট

নিক্ষেপার্থায় সঞ্জাতং পন্নগং পূর্ব্বজন্মনঃ॥ ২৪
পুত্র উবাচ।
পিতঃ কথং তে মুক্তিঃ স্যাদিত্যাচক্ষ্ব মমাগ্রতঃ।
পরিত্যক্তাখিলং লোকমাগতোঽস্মি যথা নিশি॥
পিতোবাচ।
ন তীর্থানি ন দানানি ন তপাংসি ন চাধ্বরাঃ।
মামুন্মোচয়িতুং পুত্র প্রভবন্তি চ সর্ব্বথা॥ ২৬
গীতানাং সপ্তমাধ্যায়মন্তরেণ সুধাময়ম্।
জন্মোর্জ্জরামৃত্যুদুঃখনিরাকরণকারণম্॥ ২৭
সপ্তমাধ্যায়িনং বিপ্রং মদীয়ে শ্রাদ্ধবাসরে।
ভোজয় শ্রদ্ধয়া পুত্র তেন মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥ ২৮
অন্যানপি দ্বিজান্ বৎস বেদবিদ্যাবিশারদান্।
সন্তোজয় যথাশক্তি পরমশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ২৯
ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্ব্বাক্যমুরগত্বমুপেয়ুষঃ।
তে সর্ব্বে সূনবোঽকুর্ব্বন্ যথাদিষ্টং ততো হ্যধিকম্॥ ৩০

শঙ্কুকর্ণস্ততঃ শ্রীমানুৎসৃজ্য তনুমোরগীম্।
কৃত্বা বিভাগং পুত্রাণাং দিব্যং দেহমুপাদদে॥
বিভজ্য দত্তং পিত্রা যদ্ দ্রব্যং তৎকোটিসংখ্যয়া।
তেন তে সূনবঃ সর্ব্বে মুমুদুঃ সাধুবৃত্তয়ঃ॥ ৩২
বাপীকূপসরোযজ্ঞ-দেবপ্রাসাদহেতবে।
অন্নশালাং ততঃ কুর্ব্বন্ পুত্রাস্তে ধর্ম্মবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৩
সপ্তমাধ্যায়জপতো মুক্তিভাজোঽভবংস্ততঃ।
অষ্টমিষ্টতমং জ্ঞাত্বা নির্ব্বাণার্পিতদৃষ্টয়ঃ॥ ৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গোমতীমাহাত্ম্যে সপ্তমাধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮১॥

বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল। সর্প কহিল,—আমি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশে সর্প হইয়াছি, যদি তুমি আমার পুত্র হও, তবে আমার বন্ধন হইতে সত্বর আমাকে পরিত্রাণ কর। পুত্র কহিল,—হে পিতঃ! আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া রজনীতে এখানে আগমন করিয়াছি, কি করিলে আপনার মুক্তি হইবে? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। পিতা বলিলেন,—গীতার অমৃতময় সপ্তমাধ্যায় ব্যতীত তীর্থ, দান, তপস্যা কিংবা যজ্ঞও আমাকে উদ্ধার করিতে সর্ব্বথা সমর্থ নহে। হে পুত্র! একমাত্র এ গীতাধ্যায় জীবের জরা ও মৃত্যু-ক্লেশ নিরাকরণের কারণ। হে পুত্র! আমার শ্রাদ্ধদিনে গীতার সপ্তমাধ্যায়পাঠ-কারী দ্বিজকে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইবে, তবেই আমার নিঃসংশয় মুক্তি হইবে। হে বৎস! অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ বিপ্রগণকেও পরম শ্রদ্ধাসহকারে যথাশক্তি ভোজন করাইও। অনন্তর পুত্রগণ ভুজগ-যোনিজাত জনকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিল। অনন্তর শঙ্কুকর্ণ সর্পদেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমান্ হইলেন, তিনি পুত্রগণকে সেই বিত্ত বিভাগ করিয়া দিয়া দিব্যদেহ আশ্রয় করিলেন। পিতা যে কোটিসংখ্যক ধন বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, পুত্রগণ তাহা দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল। সেই সাধুবৃত্তি ধার্ম্মিক পুত্র সকল বাপী, কূপ, সরোবর, যজ্ঞ ও প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে বহু ধন ব্যয় করিয়া বহু অন্নশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিল। তাহারা উক্ত ষড়্‌বিধ কার্য্য ইষ্টতম জানিয়া নির্ব্বাণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং সপ্তমাধ্যায় পাঠ করিতে করিতে মুক্তিভাগী হইল। ২১—৩৪।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮১।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
অষ্টমাধ্যায়মাহাত্ম্যং শৃণু বক্ষ্যামি পার্ব্বতি।
যস্য শ্রবমাত্রেণ পরাং মুদমবাপ্স্যসি॥ ১

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! অষ্ট-মাধ্যায়মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা

আমর্দ্দকং পুরং নাম্না বিশ্রুতং দক্ষিণাপথি।
দ্বিজন্মা ভাবশর্ম্মেতি ত্বাসীদ্গণিকাপতিঃ॥ ২
খাদন্মাংসং পিবন্মদ্যং চারয়ন্ সাধুসম্পদঃ।
রমমাণঃ পরস্ত্রীভিরাখেটককুতূহলী॥ ৩
অত্যবাহয়দত্যুগ্রো গরীয়াংসং মনোরথম্।
সুহৃদা বিটগোষ্ঠ্যাঞ্চ তালীফলসুধারসম্॥ ৪
নিপীয় কণ্ঠপর্য্যন্তমজীর্ণেনাতিপীড়িতঃ।
মৃতঃ কালেন পাপাত্মা জাতস্তালীতরুর্মহান্॥৫
তস্য চ্ছায়ামুপাশ্রিত্য নিবিড়ামতিশীতলাম্।
অভূতাং দম্পতী কৌচিদ্ব্রহ্মরাক্ষসতাং গতৌ

দেব্যুবাচ।

কিঞ্জাতীয়ৌ কিমাত্মানৌ কিংবৃত্তাবিত্যুদীরয়।
কর্ম্মণা কেন বা দেব ব্রহ্মরাক্ষসতা তয়োঃ॥ ৭

মহাদেব উবাচ।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
সদাচারোঽভবৎ কশ্চিদ্দ্বিজো নাম কুশীবলঃ॥৮
জায়া চ তস্য কুমতির্নামধেয়া দুরাশয়া।
স সভার্য্যো মহাদানান্যাদদানোঽতিলোভবান্
মহিষীং কালপুরুষং হয়াদীননুবাসরম্।
অপ্রযচ্ছন্ দ্বিজাতিভ্যো দানলব্ধাং বরাটিকাম্
কালেন দম্পতী প্রেতৌ ব্রহ্মরাক্ষসরূপিণৌ।
পর্য্যটন্তৌ মহীমেতাং ক্ষুত্তৃষাকুলবিগ্রহৌ॥ ১১
বিশশ্রমতুরাগত্য মূলং তালীতরোস্ততঃ।
কথমেতন্মহাদুঃখমাবয়োরপগচ্ছতি॥ ১২
কথং বা জায়তে মুক্তির্ব্রহ্মরাক্ষসযোনিতঃ।
ইতি পৃষ্টো গৃহিণ্যাসৌ ব্রাহ্মণঃ সমভাষত॥ ১৩
ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন বিনাধ্যাত্মবিচারণাৎ।
বিনা কর্ম্মবিধিজ্ঞানাৎ কথং মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ ১৪

ভার্য্যোবাচ।

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
এতাবদুক্তে তৎপত্ন্যা যদাশ্চর্য্যমভূচ্ছৃণু॥ ১৫

শ্রবণ মাত্রেই তুমি মহামোদ প্রাপ্ত হইবে। দক্ষিণাপথে আমর্দ্দক নামক এক বিখ্যাত পুর বিদ্যমান। তথায় ভবশর্ম্মা নামে জনৈক দ্বিজ বাস করিত। বেশ্যাপতি দ্বিজ ভাবশর্ম্মা মাংসভোজন, মদ্যপান ও সাধুদিগের সম্পদ্ অপহরণ করিয়া পর-নারীর সহিত রমণ করিত। মৃগয়াকুতূহলী উগ্রস্বভাব ভাবশর্ম্মা এই ভাবে তাহার উৎকট মনোরথ পূরণ করিতে থাকিলে সে একদা বিটসভায় সুহৃদ্গণের সহিত আকণ্ঠ তালমদ্য পান করিয়া অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইল। পাপাত্মা ভাব-শর্ম্মা কিয়দ্দিবস পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া এক মহাতালতরুরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। কালক্রমে কোনও এক দ্বিজদম্পতি ব্রহ্ম-রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ তাল তরুর নিবিড় ও অতি শীতল ছায়া আশ্রয় করিয়াছিল। দেবী বলিলেন,—হে দেব! তাহাদের জাতি কি? স্বভাব কিরূপ? বৃত্তি কীদৃশ? এবং কি কর্ম্ম করিয়া তাহারা ব্রহ্মরাক্ষস হইল? তাহা কীর্ত্তন করুন। মহাদেব বলিলেন,—বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সদাচাররত কুশীলব নামে এক দ্বিজ ছিলেন; তাঁহার পত্নীর নাম কুমতি, কুমতি কদাশয়া ছিল। কুশীলব লোভবশে ভার্য্যার সহিত মহাদান গ্রহণ করিতেন; মহিষী, কালপুরুষ ও অশ্বাদি মূল্যবান্ মহাদান প্রতিদিন গ্রহণ করিলেও অন্য ব্রাহ্মণগণকে এক কপর্দ্দকও দান করিত না। কালবশে ঐ দ্বিজদম্পতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদা ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসন্নদেহ হইয়া তাল-তরুর ছায়াতলে আগমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করে। সেই সময় তাহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে আমাদের এই মহাদুঃখ দূর হইবে? কি করিয়াই বা আমরা ব্রহ্মরাক্ষসযোনি হইতে মুক্ত হইব? জায়া কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বিজ উত্তর করিলেন,—ব্রহ্মবিদ্যোপদেশ, অধ্যাত্মবিচা-রণা ও ক্রিয়াবিধিজ্ঞান ব্যতীত কিরূপে এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে? ১—১৪। ভার্য্যা জিজ্ঞাসিল,—হে পুরুষপ্রবর! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? এবং কর্ম্ম কাহাকে

অষ্টমাধ্যায়শ্লোকার্দ্ধশ্রবণাৎ স তরুস্তদা।
বিহায় তামসীং রূপং তদ্বভূব দ্বিজসত্তমঃ॥ ১৬
সদ্যো জ্ঞানবিধৌতাত্মা বিমুক্তঃ পাপকঞ্চুকাৎ।
তস্মাৎ মাহাত্ম্যাদ্বিনির্ম্মুক্তৌ দম্পতী তৌ বভূবতুঃ
এতাবদেবমুক্তস্য দৈবান্নির্গত্য তন্মুখাৎ।
ততোঽন্তরিক্ষাদায়াতং ক্বণৎকিঙ্কিণিকং শুভম্
দিবি দিব্যাঙ্গনাবক্ত্রচন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিতম্।
অপ্সরোবদনাম্ভোজভ্রাম্যদ্ভ্রমরসঙ্কুলম্॥১৯
নির্ম্মথ্যমানদুগ্ধাব্ধিবেলাহিণ্ডিরপাণ্ডুরৈঃ।
গঙ্গাতরঙ্গসুভগৈশ্চামরৈরুপশোভিতম্॥ ২০
গায়দ্গান্ধর্ব্বসুভগং নৃত্যৎসুরবধূশতম্।
দিব্যং বিমানমারূঢৌ দম্পতী জগ্মতুর্দিবম্॥২১

কহে? হে দেবি! দ্বিজভার্য্যা এই পর্য্যন্ত বলিলে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে "কিন্তদ্‌ব্রহ্ম" ইত্যাদি বলিয়াছি, উহা গীতার অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকার্দ্ধ, তৎকালে এই শ্লোকার্দ্ধ শ্রবণমাত্র ভাবশর্ম্মা তালতরু রূপ পরিহার করিয়া উত্তম দ্বিজরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আত্মা জ্ঞানদ্বারা বিধৌত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ পাপকঞ্চুক হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। আর যে দ্বিজের মুখ হইতে দৈবাৎ ঐ শ্লোকার্দ্ধ নির্গত হইয়াছিল, তিনিও পত্নীর সহিত শ্লোক-মাহাত্ম্যে মুক্ত হইলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষ হইতে দিব্যাঙ্গনাগণের বদনচন্দ্রমণ্ডলে মণ্ডিত এক দিব্য বিমান আগমন করিল। ঐ বিমানস্থ কিঙ্কিণীর ক্বণধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; ঐ বিমানস্থ অপ্সরাগণের বদন-পদ্মোপরি ভ্রমরগণ ভ্রমণ করিতেছিল, মথ্যমান ক্ষীরনিধির বেলাসংলগ্ন ফেনপিণ্ডবৎ পাণ্ডুরাভ এবং গঙ্গাতরঙ্গবৎ সুন্দর শ্বেত-চামরনিচয় দ্বারা ঐ বিমান উপশোভিত হইয়াছিল। ঐ বিমানে গন্ধর্ব্বগণ গান ও শত শত সুরবধূ নৃত্য করিতে-ছিল। দ্বিজদম্পতি এবংবিধ দিব্য বিমান আরূঢ় হইয়া অমরপুরে প্রস্থান করি-

অত্রত্যং বৃত্তমখিলমেতদ্বিস্ময়কারকম্।
ততো লিলেখ মেধাবী শ্লোকার্দ্ধমিদমাদরাৎ॥২২
যযৌ বারাণসীং নাম নগরীং মুক্তিদায়িনীম্।
আরাধয়িতুমবিচ্ছন্ দেবদেবং জনার্দ্দনম্॥ ২৩
স তত্র কর্ত্তুমারেভে তপঃ পরমুদারধীঃ।
অত্রান্তরে জগন্নাথো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥২৪
পৃষ্টো দুগ্ধাব্ধিসুতয়া সংযোজ্য করসম্পুটম্।
নিদ্রাপথং বিহায়ৈব স্বীয়তে কথ্যতামিতি॥ ২৫
শ্রীভগবানুবাচ।
কাশ্যাং ভাগীরথীতীরে তপস্যতিতরাং দ্বিজঃ।
ভাবশর্ম্মাতিমেধাবী মদ্ভক্তিরসপূরিতঃ॥ ২৬
জপন্ গীতাষ্টমাধ্যায়শ্লোকার্দ্ধং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সন্তুষ্টবানহং দেবি তদীয়তপসা ভৃশম্॥ ২৭
চিরং বিচারয়ন্নেব তত্তপঃসদৃশং ফলম্।
দাতুমুৎকণ্ঠিতমনা বর্ত্তেঽহং সাম্প্রতং প্রিয়ে॥ ২৮
পার্ব্বত্যুবাচ।
হরিঃ প্রসন্নভূতোঽপি চিন্তাং প্রাপ যদি প্রভো।

লেন। হে দেবি! এ স্থানের এই সকল বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর। অতঃপর মেধাবী ভাবশর্ম্মা সাদরে সেই শ্লোকার্দ্ধ দেবদেব জনার্দ্দনের আরাধনমানসে লিখিয়া লইয়া মুক্তিদায়িনী বারাণসী নাম্নী নগরীতে গমন করিলেন। উদারবুদ্ধি ভাবশর্ম্মা তথায় পরম তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠনাথ দেবদেব জনার্দ্দন জগন্নাথ নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, তখন জলধি-নন্দিনী লক্ষ্মী কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন কেন? ১৫—২৫। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার প্রতি ভক্তিরসপূর্ণ মেধাবী জিতেন্দ্রিয় দ্বিজ ভাবশর্ম্মা কাশীর ভাগীরথী-তীরে গীতার অষ্টমাধ্যায়ের শ্লোকার্দ্ধ জপ করিয়া সাতিশয় তপস্যা করিতেছে, হে দেবি! তদীয় তপস্যায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে প্রিয়ে! আমি বহু বিচার করিয়া তাহার তপস্যার সদৃশ ফলদান করিবার জন্য উৎ-

ভাবশর্ম্মা হরের্ভক্তঃ প্রাপ্তঃ কিং তৎফলং পুনঃ
মহাদেব উবাচ ।
ততঃ প্রসাদমাসাদ্য প্রসন্নস্য মুরদ্বিষঃ ।
সুখমাত্যন্তিকং প্রাপ ভাবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥৩০
লেভিরে পদবীং সর্ব্বে তদীয়া অপি বংশজাঃ ।
তৎকর্ম্মবশতো যে বৈ সম্প্রাপ্তা যাতনাঃ পুরা ॥
এতদেবাষ্টমাধ্যায়মাহাত্ম্যং কিঞ্চিদেব তে ।
কথিতং মৃগশাবাক্ষি দ্রষ্টব্যন্ত সদৈব চ ॥ ৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে-
ঽষ্টমাধ্যায়মাহাত্ম্যং নামদ্ব্যশীত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি নবমাধ্যায়মাদরাৎ ।
সংশৃণুষ্ব স্থিরীভূয় তুহিনাচলকন্যকে ॥ ১
অস্তি মাহিষ্মতী নাম নগরী নর্ম্মদাতটে ।
তত্রাসীন্মাধবো নাম দ্বিজন্মা সশিবো দ্বিজঃ ॥২
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ কালে কালেঽতিথিপ্রিয়ঃ ।
অর্জ্জয়িত্বা বহুধনং বিদ্যয়ৈব বিশুদ্ধধীঃ ॥ ৩
মহান্তমধ্বরং কর্ত্তুং সমারেভে কদাচন ।
আলম্ভনার্থমানীতশ্ছাগঃ পূজিতবিগ্রহঃ ॥ ৪
বাচমূচে হসন্নুচ্চৈর্জগদ্বিস্ময়কারকঃ ।
কিমেতৈর্বহুভির্যাগৈর্বিধিবদ্বিহিতৈরপি ॥ ৫
বিনশ্বরফলৈর্জন্মজরামরণহেতুভিঃ ।
এতাবত্যাপি মে বিপ্র দশেয়ং দৃশ্যতামিতি ॥৬
ছাগস্যৈবং বচোঽতীবকুতূহলপরং জনাঃ ।
নিশম্য বিস্ময়ং যাতাঃ ক্রতুমণ্ডপবাসিনঃ ॥ ৭
ততো বদ্ধাঞ্জলিপুটো দ্বিজাতিস্তিমিতেক্ষণঃ ।
প্রণম্য শ্রদ্ধধানস্তমপৃচ্ছচ্ছাগমাদরাৎ ॥ ৮
দ্বিজ উবাচ ।
কিঞ্জাতীয়ঃ কিমাত্মা ত্বং কিংবৃত্তমিতি মে বদ ।

কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছি । পার্ব্বতী বলিলেন,—প্রভো ! হরি প্রসন্ন হইয়া যে এইরূপ চিন্তিত হইলেন, তাহাতে হরিভক্ত ভাবশর্ম্মার কিরূপ ফললাভ হইল ? শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অনন্তর প্রসন্ন মুররিপুর প্রসাদ লাভ করিয়া দ্বিজোত্তম ভাবশর্ম্মা আত্যন্তিক সুখ লাভ করিলেন, তাঁহার কুকর্ম্মপ্রভাবে তদীয় বংশধরগণও যে পূর্ব্বে যাতনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তদীয় পদবী প্রাপ্ত হইলেন। হে হরিণনয়নে ! এই তোমার নিকট গীতার অষ্টমাধ্যায়ের কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, তুমি ইহা সর্ব্বদা দর্শন করিবে । ২৬—৩২ ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮২

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে হিমালয়-কন্যকে ! অতঃপর নবমাধ্যায় বর্ণন করি তেছি, তুমি আদরসহকারে স্থিরমনা হইয়া শ্রবণ কর । নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতী নাম্নী নগরী বিদ্যমান, তথায় মাধব নামে মঙ্গলযুক্ত জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন । মাধব বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বকালে অতিথিপ্রিয় ছিলেন । একদা বিশুদ্ধবুদ্ধি মাধব একমাত্র বিদ্যা দ্বারা বহুধন উপার্জ্জন করিয়া এক মহাযজ্ঞ করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে আলম্ভনার্থ একটী সুলক্ষণ ছাগ আনিয়াছিলেন, ঐ ছাগ জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া উচ্চ হাস্য সহকারে বলিল, জন্মমরণের হেতুভূত, বিনিশ্বরফল,বিধিবিহিত বহু যাগ করিয়া কি হইবে ? হে বিপ্র ! ঐরূপ করিয়া আমার যে দশা হইয়াছে, তাহা দর্শন কর। যাগমণ্ডপবাসী জনগণ ছাগের অত্যন্ত কুতূহলসমন্বিত তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর শ্রদ্ধাবান্ মাধব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুদিতনেত্রে প্রণামপূর্ব্বক ছাগকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন ।১—৮। দ্বিজ বলিলেন,—তুমি কোন্ জাতীয় ? তোমার স্বভাব কিরূপ ?

কেন বা কর্ম্মণা বাসীচ্ছাগত্বমিতি কারণম্॥ ৯
ছাগ উবাচ।
আসং পুরা দ্বিজাতীনামন্বয়ে চাতিনির্ম্মলে।
আহর্ত্তাক্রতুসঙ্ঘানাং বেদবিদ্যাবিশারদঃ॥ ১০
একদা মম গেহিন্যা পুত্ররোগপ্রশান্তয়ে।
ছাগঃ প্রযাচিতো মত্তশ্চণ্ডিকাভক্তিনম্রয়া॥ ১১
ততো নিহন্যমানস্য চণ্ডিকামণ্ডপস্থলে।
ছাগস্য জননী মান্ত শশাপ ব্রহ্মবাদিনী॥ ১২
অশাস্ত্রীয়াধ্বনা পাপ মৎসুতং যজ্জিঘাংসসি।
দ্বিজাত্যধম তেন ত্বমজাযোনিমবাপ্স্যসি॥ ১৩
ততোঽহং প্রেত্য কালেন ছাগোঽভূবং দ্বিজোত্তম।
নিস্তীর্য্য চানেকবিধা যোনিসন্তাপযাতনাঃ॥ ১৪
জাতিস্মরত্বমপ্যস্তি পশুযোনিমুপেয়ুষঃ॥ ১৫
বিপ্র উবাচ।
ত্বদীয়জন্মশুশ্রূষা-কুতূহলরসোন্মুখম্।
মনঃ সর্ব্বান্ দ্বিজানেতান্ তৎকথয়াখিলম্॥১৬
ছাগ উবাচ।
কদাচিন্মর্কটোঽভূবমাহিতুণ্ডিকশিক্ষয়া।
ক্রীড়ন্তিবীক্ষিতো ডিম্ভৈর্নৃত্যন্ প্রতিগৃহাঙ্গনে।
উদারানাত্মনো দারান্ বিলোক্য তনয়ানপি॥১৭
ক্রিয়াপরাঙ্মুখো জাতস্ত্যক্তনর্ত্তনসম্ভ্রমঃ।
ততো বর্ত্তুলদণ্ডেশ্চ দুঃসহৈরাহিতুণ্ডিকঃ॥ ১৮
মামুচ্চৈস্তাড়য়াঞ্চক্রে রুষা লোহিতলোচনঃ।
ততোঽহং মূর্চ্ছিতোঽভূবং ক্ষরৎক্ষতজসন্ততিঃ
আজিঘ্রন্নন্নমুদকমগমং কালধর্ম্মতাম্।
ততোঽহমাসীচ্ছুনকঃ পরিভ্রাম্যন্ গৃহে গৃহে॥
কুক্ষিম্ভরিরহং মার্গে ত্যক্তোচ্ছিষ্টান্নভক্ষকঃ।
কদাচিদাবিশং স্বান্তরাত্মবেশ্মমহানসম্॥ ২১
বুভুক্ষিতো ভক্ষয়িতুং স্থালীস্থাপিতমোদনম্।

তোমার বৃত্তিই বা কীদৃশ এবং তুমি কোন্ কর্ম্মপ্রভাবে ছাগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমাকে বল? ছাগ কহিল,—আমি পূর্ব্বে দ্বিজাতিগণের অতি নির্ম্মলকুলে বেদবিদ্যাবিশারদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমি অনেক যজ্ঞক্রিয়া সাধন করিয়াছি। একদা আমার পুত্র পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার রোগ শান্তির জন্য আমার গৃহিণী চণ্ডিকার প্রতি ভক্তিনম্র হইয়া আমার নিকট একটী ছাগ প্রার্থনা করিয়াছিল। তার পর মৎপ্রদত্ত ছাগ চণ্ডিকামণ্ডপদ্বারে নিহত হইলে ব্রহ্মবাদিনী ছাগজননী আমাকে অভিশাপ প্রদান করিল। বলিল,—"হে পাপ! দ্বিজাধম! অশাস্ত্রীয় যাগ-যোগে আমার পুত্রকে নিহত করিয়াছ, এজন্য তুমি ছাগ যোনি প্রাপ্ত হইবে।" হে দ্বিজসত্তম! আমি সেই পাপবশে যথাকালে কালকবলিত হইয়া অনেক যোনিসন্তাপ-যাতনা ভোগের পর ছাগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পশুযোনিতে জন্ম হইলেও আমার জাতিস্মরত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। বিপ্র বলিলেন,—তোমার জন্মবৃত্তান্ত-শ্রবণে মনে আমার কৌতূহলোন্মুখ হইয়াছে, অতএব তোমার জন্মবিষয়ক সমস্ত বিবরণ এই সকল দ্বিজগণসমীপে বর্ণন কর। ছাগ কহিল,—আমি কোন সময়ে মর্কট হইয়াছিলাম, তৎকালে আহিতুণ্ডিকদিগের শিক্ষানুসারে আমি প্রতিগৃহে নৃত্য করিতাম। ক্রীড়ারত বালকেরা আমার নৃত্য দর্শন করিত। একদা ক্রীড়াকালে আমি আমার উদার পুত্র—পরিবারদিগকে দর্শন করিয়া লজ্জিত ও ক্রীড়াবিরত হইলাম। তখন আহিতুণ্ডিক রোষারুণিতনয়নে দুঃসহ বর্ত্তুল দণ্ডদ্বারা আমাকে দারুণ প্রহার করিলে, আমি মূর্চ্ছিত হইলাম, আমার শরীর হইতে শোণিত-প্রবাহ ভূতলে পতিত হইল। আমি আর অন্নাহার ও জল পান করিলাম না, পরন্তু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলাম। তারপর আমি আত্মোদরপরায়ণ কুক্কুর-কলেবর গ্রহণ করি, আমি এই কুক্কুর দেহে গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ৯—২০। গৃহস্থেরা পথে যে সকল উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করিত, তাহাই আমি ভক্ষণ করিতাম। একদা আমি অনেক গৃহস্থের পাকশালায় প্রবেশ

জিঘ্রন্ ভূমিতলং পশ্যন্‌ দিশো দশ শনৈর্ভয়াৎ
শঙ্কমানো জনরবাৎ পার্শ্বে চ বিলিহন্নিব।
ততঃ কদাচিদাগত্য বৃদ্ধা তস্তনুজৈর্নিজৈঃ ॥২৩
জায়য়া চ জরত্যাহং তাড়িতোলগুড়াদিভিঃ।
ততো ভগ্নকটির্যাতো বহুশোণিতমুদ্বহন্ ॥ ২৪
নির্জগাম বহির্গেহাৎ কথঞ্চিন্মূর্চ্ছয়াকুলঃ।
অঙ্গেষু পূতিগন্ধেষু ক্রিমিগর্ত্তেষু কালতঃ ॥২৫
ততঃ কদশ্বতাং প্রাপ্তঃ শৌণ্ডিকস্য চ বেশ্মনি।
অশ্বোঽভবমহং বিদ্বন্ মৃতঃ কালক্রমাদিহ ॥ ২৬
কদাচিচ্চত্বরে তেন সমানীতো জনাকুলে।
বিক্রয়ায় জরালীঢ়ঃ পতয়ালুরদাবলিঃ ॥ ২৭
জায়য়া দ্বারকাযাত্রাং কর্ত্তুমুদ্যতয়া সকৃৎ।
মৌল্যেনাল্পীয়সা ক্রেতুং তুরঙ্গং চেষ্টমানয়া ॥
জগৃহেঽহং তয়া দাম্না অল্পেন বসুনা জরন্।
গন্তুঞ্চারভত দ্বিত্রৈঃ পুত্রৈরারুহ্য মাং সমম্ ॥২৯
শনৈঃ শনৈঃ সরস্তীরে মগ্নোঽহং গাঢ়কর্দ্দমে।
তত্রাহং কুটিলগ্রীবশ্চাপতন্ কর্দ্দমান্তরে ॥ ৩০
তাড্যমানো মুহুঃ পুত্রৈর্লগুড়োপলপাণিভিঃ।
উত্থাপ্যমানো বহুধা প্রাণান্মোচিতবানহম্ ॥৩১
ততো নিশ্চিত্য মাং তত্র মৃতং ভগ্নোদ্যমাঃ সুতাঃ।
আক্রুশ্য মাতরং দীনাং প্রাবৃত্য নির্যযুর্গৃহম্ ॥৩২
ততঃ সম্প্রেত্য বহুনা কালেন চ্ছাগতাং গতঃ
নিস্তীর্ণানেকহীনোচ্চযোনিসন্তাপযাতনঃ ॥ ৩৩

দ্বিজ উবাচ।

কিমনেন মহাভাগ দুঃখজাতেন নিত্যশঃ।
যথাবদঞ্জসা মহ্যং সুখমাত্যন্তিকং ভবেৎ ॥৩৪

করিয়াছিলাম, আমি বুভুক্ষু, তাই স্থালী-স্থাপিত অন্নভক্ষণার্থী হইয়াছিলাম। আমি জনরব আশঙ্কা করিয়া ভয়ে ভূমিতলের গন্ধ গ্রহণ, এবং জনরবে শঙ্কিত হইয়া ভয়ে এক একবার দশদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপণ ও এক একবার পার্শ্বস্থ সেই অন্ন আস্বাদন করিতেছিলাম। আমি এইরূপ করিতে থাকিলে গৃহস্থের বৃদ্ধা গৃহিণী ও তাহার পুত্রগণ আসিয়া আমাকে দেখিয়া ফেলিল, তাহারা আমাকে লগুড়াদি দ্বারা তাড়িত করিল, আমার কটি ভাঙ্গিয়া গেল, আমি বহু শোণিত বমন করিলাম। আমি অতি কষ্টে গৃহের বাহিরে আসিয়া মূর্চ্ছাকুল হইলাম; ক্রিমিকুল কালে আমার সেই ক্ষতস্থানে গর্ত্ত করিল, আমার দেহে দুর্গন্ধ হইল, আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলাম। তারপর আমি জনৈক শৌণ্ডিকের গৃহে এক কদশ্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করি, হে বিদ্বন্! আমি অশ্ব হইয়া কালক্রমে সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই। আমার দেহ জরাক্রান্ত হইলে এবং সমস্ত দন্ত পড়িয়া গেলে একদা শৌণ্ডিক আমাকে বিক্রয় করিবার জন্ত এক জনাকুল স্থানে লইয়া আসিল। তৎকালে দ্বারকাযাত্রায় উদ্যত জনৈক গৃহস্থজায়া অল্প মূল্যে অশ্ব ক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিল; আমি জরাক্রান্ত, তাই সে আমাকে অল্প মূল্যে সংগ্রহ করিল। তার পর সে দুই তিনটী তনয়ের সহিত আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইল। আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, কিছু দূর গিয়াই এক সরোবরের গাঢ় কর্দ্দমে নিমগ্ন হইলাম। আমি গ্রীবা কুটিল করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না, কর্দ্দমান্তরে গিয়া পতিত হইলাম। গৃহস্থ জায়ার পুত্রগণ আমাকে উঠাইবার জন্ত বারম্বার লগুড় উপলখণ্ডাদি দ্বারা তাড়ন করিল, তাহাতেই আমি মৃত্যুগ্রস্ত হইলাম। অনন্তর তাহারা আমাকে মৃত জানিয়া নির্ব্বোধ জননীর প্রতি আক্রোশপূর্ব্বক ভগ্নমনে গৃহে ফিরিয়া আসিল। অতঃপর এইরূপে বহু জন্ম-মরণের পর বহুকালে আমি ছাগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি উচ্চনীচ অনেক যোনিসন্তাপযাতনা ভোগ করিয়াছি। ২১—৩৩। দ্বিজ কহিলেন;—হে মহাভাগ! তবে আর এই নিত্য দুঃখসাধ্য কার্য্য করিয়া কি হইবে? যাহা দ্বারা সত্বর আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়,

ছাগ উবাচ ।
আশ্চর্য্যং কথয়িষ্যামি পুনরন্যদপি দ্বিজ ।
ত্বত্বমাপৃচ্ছমানস্য তবাস্তি যদি কৌতুকম্ ॥ ৩৫
অস্তি নাম্না কুরুক্ষেত্রং নগরং মোক্ষদায়কম্ ।
সূর্য্যবংশোঽভবত্তত্র চন্দ্রশর্ম্মা মহীপতিঃ ॥ ৩৬
সূর্য্যোপরাগসময়ে শ্রদ্ধয়া পরয়ান্বিতঃ ।
দানং স কালপুরুষং দাতুং সমুপচক্রমে ॥ ৩৭
সমাহূয় দ্বিজন্মানং বেদবেদাঙ্গপারগম্ ।
স্নাতুং পুণ্যোদকৈঃ পুণ্যৈর্যযৌ সার্দ্ধং পুরোধসা
অথোচ্চৈঃ কালপুরুষো বাচমূচে হসন্নিব ।
অন্যে নৈব প্রগৃহ্ণন্তি ক্ষেত্রে চাণ্বপি কিঞ্চন ॥৩৯
সূর্য্যোপরাগসময়ে কুরুক্ষেত্রাভিধে স্থলে ।
দানঞ্চ কালপুরুষং জিঘৃক্ষসি কথং দ্বিজ ॥ ৪০
জ্ঞাত্বাপি নিশ্চিতং সর্ব্বমেতৎপাতককারকম্ ।
প্রবর্ত্তসে কথং কর্ত্তুং ধনলোভান্ধয়া ধিয়া ॥ ৪১
ইত্থমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং জগদ্বিস্ময়কারকম্ ।
কিমনেন মহাদানভয়েনেত্যবদদ্দ্বিজঃ ॥ ৪২

এবংবিধমহাদানপাতকাংধবারিধিম্ ।
জানামি তরিতুং সম্যক্‌ ত্বমহমেব হি ॥ ৪৩
ততঃ স্নাত্বা মহীপালঃ পাধায় চ বাসসী ।
শুচিঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সিতমাল্যানুলেপনঃ ॥ ৪৪
অবলম্ব্য করাম্ভোজং পার্শ্ববর্ত্তিপুরোধসঃ ।
সমাযযৌ সেব্যমানঃ স তৎকালোচিতৈর্জ্জনৈঃ
সমাগত্য চ ভূপালঃ সম্প্রাদাৎ কালপুরুষম্ ।
যথোচিতেন বিধিনা তস্মৈ ভক্ত্যা দ্বিজন্মনে ॥
নির্ভিদ্য কালপুরুষ-হৃদয়ং নির্দ্দয়োদয়ঃ ।
পাপাত্মা নির্যযৌ কশ্চিচ্চাণ্ডালো রক্তলোচনঃ ॥
কিঞ্চ প্রাপিতকালস্য পরনিন্দারসোৎসবে ।
নিন্দা চাণ্ডালিকা দেহ-পার্শ্বমাগাদ্দ্বিজন্মনঃ ॥৪৮
এতচ্চাণ্ডালযুগলং নির্গত্যারুণলোচনম্ ।
ততঃ সঞ্চরিতং চক্রে প্রসহ্যাঙ্গে দ্বিজন্মনঃ ॥৪৯

তাহাই করা কর্ত্তব্য। ছাগ কহিল,—হে দ্বিজ! আপনি স্বাস্থমনা জিজ্ঞাসু, এ বিষয়ে যদি আপনার কৌতুক থাকে, তবে পুনরায় অন্য একটী আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি। কুরুক্ষেত্র নামে মোক্ষদায়ক এক নগর আছে, সূর্য্যবংশসম্ভব মহীপতি চন্দ্রশর্ম্মা সেখানে বাস করেন। একদা চন্দ্রশর্ম্মা সূর্য্যগ্রহণসময়ে পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জনৈক বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজকে আহ্বান পূর্ব্বক কালপুরুষ দানে উদ্যত হন। তিনি পুরোহিত সহ পুণ্যজলে স্নানার্থ গমন করিলে কালপুরুষ হাসিতে হাসিতে উচ্চ বাক্যে কহিল,—হে দ্বিজ! সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রজলে অন্য কেহ অণু পরিমাণ দানও গ্রহণ করেন না, তুমি কি জন্য মহাদান কালপুরুষ গ্রহণ করিতেছ? তুমি কালপুরুষ দান-গ্রহণ পাপের কারণ জানিয়াও লোভান্ধ মনে এই দান গ্রহণে উদ্যত হইয়াছ? এইরূপ জগদ্বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণে দ্বিজ উত্তর করিলেন,—এই মহাদান গ্রহণে ভয় কি? এইরূপ মহাদানরূপ অগাধ পাতকবারিধি হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ও আমি বিশেষরূপ অবগত আছি। অনন্তর মহীপাল স্নান করিয়া সোত্তরীয় বসন পরিধানপূর্ব্বক শুচি ও প্রসন্নমন হইয়া শ্বেত মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিলেন। তারপর নৃপতি পার্শ্ববর্ত্তী পুরোহিতের করকমল অবলম্বন করিয়া এবং তৎকালোচিত জনগণ দ্বারা সেব্যমান হইয়া জলমধ্যে গমনপূর্ব্বক যথোচিত বিধানে সেই দ্বিজকে কালপুরুষ দান করিলেন। ৩৪—৪৬। অনন্তর কালপুরুষের হৃদয় ভেদ করিয়া লোহিত-লোচন জনৈক পাপাত্মা চণ্ডাল নির্গত হইল, তাহার উদয় মাত্রেই তাহাকে নির্দ্দয় বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। ঐ চণ্ডাল নির্গত হইবামাত্র পরনিন্দারসে মত্ত হইল, তাহাতে নিন্দা-নাম্নী এক চাণ্ডালী জন্মিয়া কালপুরুষ-গ্রাহী দ্বিজের সমীপে গমন করিল। এইরূপে লোহিতলোচন চণ্ডালযুগল সমুৎপন্ন হইয়া সহসা দ্বিজের অঙ্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, দ্বিজ হৃদয়মধ্যে মনোনিবেশ করিয়া

গীতানাং নবমাধ্যায়ং জপন্নেব হৃদি স্থিতঃ।
কম্পমানং দ্বিজং কিঞ্চিৎক্ষীং পশ্যতি ভূপতৌ
অন্তর্নিদ্রাণগোবিন্দং কম্পমানমিবাম্বুধিম্।
মরুদান্দোলনৈর্বিদ্বান্ দ্বিজন্মা পাপসংশ্রয়ম্ ॥৫১
ততো গীতাক্ষরোদ্ভূতৈর্বৈষ্ণবৈঃ পরিপীড়িতম্।
পলায়মানং চাণ্ডালযুগলং নিষ্ফলোদ্যমম্ ॥ ৫২
তন্নিশ্চক্রাম বেগেন দ্বিজাতেঃ পার্শ্ববর্ত্তি যৎ।
শরীরে বর্ত্তমানঞ্চ পরনিন্দা রসোৎসবে ॥ ৫৩
ইত্থং কলিতবৃত্তান্তঃ প্রত্যক্ষং ক্ষিতিবল্লভঃ।
পর্য্যপৃচ্ছদ্দ্বিজন্মানং বিস্ময়স্মেরলোচনঃ ॥ ৫৪
কথমাপদিয়ং ঘোরা নিস্তীর্ণা মহতী ত্বয়া।
কং মন্ত্রং জপতা বিপ্র কং বা সংস্মরতা সুরম্ ॥
কঃ পুমান্ কা চ সা যোষিৎ কথমেতাবুপস্থিতৌ
কথঞ্চ শান্তিমাপন্নাবিত্যুদীরয় মে দ্বিজ ॥ ৫৬

দ্বিজ উবাচ।

চাণ্ডালমূর্ত্তিমাসাদ্য মূর্ত্তিং কিল্বিষমুল্বণম্।
যোষিন্মূর্ত্তিময়ী নিন্দা দ্বয়মেতদবৈম্যহম্ ॥ ৫৭
গীতায়া নবমাধ্যায়-মন্ত্রমালা ময়া স্মৃতা।
তন্মাহাত্ম্যমিদং সর্ব্বং ত্বমেব হি মহীপতে ॥ ৫৮
গীতায়া নবমাধ্যায়ং জপামি প্রত্যহং নৃপ।
নিস্তীর্ণাশ্চাপদস্তেন কুপ্রতিগ্রহসম্ভবাঃ ॥ ৫৯
অভ্যস্য নবমাধ্যায়ং রাজা তস্মাদ্দ্বিজন্মনঃ।
তাবুভাবপি লেভাতে পরাং নির্বৃতিমুত্তমাম্ ॥৬০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে নবমাধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৩॥

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর গিরাং গুরো।
ধন্যাস্মি শিব মাহেন দৃশ্যমানেন যত্ত্বয়া ॥ ১

গীতার নবমাধ্যায় জপ করিতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, তিনি মৌনী, তাঁহার দেহ ঈষৎ কম্পমান। যেন অন্তর্নিদ্রিতগোবিন্দ যুক্তপবনকম্পিত ক্ষীরনিধির ন্যায় প্রতীয়মান। অনন্তর গীতাগাথা হইতে সমুদ্ভূত বৈষ্ণব অক্ষরসমূহ দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া পাপাশ্রয় চণ্ডালযুগল দ্বিজের পার্শ্ব হইতে পলায়ন করিল, তাহাদের উদ্যম নিষ্ফল হইল। ক্ষিতিবল্লভ চন্দ্রশর্ম্মা এই বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিলেন, বিস্ময়ে তাঁহার লোচনযুগল উৎফুল্ল হইল, তিনি দ্বিজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্র! কি করিয়া আপনি এই মহাঘোর বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন? আপনি কোন্ মন্ত্র জপ বা কোন্ দেবকে স্মরণ করিয়াছিলেন? এই পুরুষ ও নারীই বা কে, কিজন্যই বা ইহারা আগমন করিয়াছিল? আবার কিরূপেই বা ইহারা শান্ত হইল? হে দ্বিজ! এ সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। দ্বিজ বলিলেন,—ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে উৎকট পাপ পুরুষমূর্ত্তি চণ্ডাল এবং নারীমূর্ত্তিময়ী চণ্ডালী নিন্দা। হে মহীপতে! আমি গীতার নবমাধ্যায় মন্ত্র স্মরণ করিয়াছিলাম, সেই গীতামাহাত্ম্যফল এইরূপই জানিবেন। হে নৃপ! প্রতিদিন আমি গীতার নবম অধ্যায় জপ করিয়াছি, তাহাতেই আমার কুপ্রতিগ্রহসম্ভূত আপদ্ দূরীভূত হইয়াছে। অনন্তর রাজা দ্বিজের নিকট গীতার নবমাধ্যায় অভ্যাস করিলেন, রাজা ও দ্বিজ উভয়েই পরমোত্তম নির্বৃতি লাভ করিলেন। ৪৭—৬০।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৩।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

দেবী বলিলেন,—হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের চৈতন্য এবং বাক্যগুরু, হে শিব! আপনি আমার মান্য; আপনাকে

নিরূপিতমিদং পুণ্যং নবমাধ্যায়বৈভবম্।
অনেকবিস্ময়স্বাদুকথানকময়ং মধু॥ ২
শৃণ্বন্ত্যা মম দেবেশ ন তৃপ্তির্জাতু জায়তে।
অকুণ্ঠা শ্রবণোৎকণ্ঠা বর্দ্ধতে বৃষভধ্বজ॥ ৩
আসীন্মম হিমাম্ভোধে গীতানাং শ্রুতিজীবিতম্
তত্রাপি দশমাধ্যায়ং প্রধানং মুনয়ো জগুঃ॥ ৪
তমুদ্দিশ্য মহাধ্যায়মভিধেহি কথানকম্॥৫

মহাদেব উবাচ।

শৃণু সুশ্রোণি নিশ্রেণীং স্বর্গদুর্গস্য দুর্লভাম্।
সীমামিব প্রভাবাণাং পাবনীং পরমাং কথাম্।
আসীৎ কাশীপুরে বিপ্রঃ পুণ্যকীর্ত্তিপরায়ণঃ॥৬
প্রশান্তচেতা নির্ম্মুক্ত-হিংসাকার্কশ্যসাহসঃ।
নিবৃত্তিনিরতো নিত্যং জিতেন্দ্রিয়তয়া তথা॥ ৭
ধীরধীরিতি বিখ্যাতো নন্দীব ময়ি ভক্তিমান্।
নিস্তীর্ণনিগমাম্ভোধিঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ॥ ৮
তস্য ধ্যানপরাধীনচেতসঃ প্রতিগচ্ছতঃ।
অন্তরাত্মনি নির্ম্মগ্ন-মনসস্তত্ত্বচক্ষুষঃ॥ ৯
করাবলম্বনং তস্য ধাবন্ প্রীত্যা দদাম্যহম্।
কদাচন চমৎকারকারকং বিমনা মুনিঃ॥ ১০
আচান্তঃ কিঞ্চ নাসাগ্রপরমানন্দমেদুরম্।
দৃশ্যমাসাদ্য নিদ্রাণকরণোঽয়মিবাস্থিতঃ॥ ১১
উপাধায় বিশালাক্ষি বিশালাং দ্বারদেহলীম্।
অশেত নিশি নিঃশঙ্কং তাবদ্ভৃঙ্গেক্ষণঃ ক্ষণম্॥১২
মামপৃচ্ছদ্ভৃঙ্গিরিটিঃ প্রণম্য পাদপঙ্কজম্।
অনেন বিধিনা কেন বিহিতং তব দর্শনম্॥ ১৩
তপস্তপ্তং হুতং জপ্তং কিমনেন মহাত্মনা।
দত্তে প্রতিপদং দেবো যস্য হস্তাবলম্বনম্॥১৪
অয়ং ন লভতে গন্তুং কস্মাদস্মাৎ পুরাদ্বহিঃ।
যদৃচ্ছয়া যদা কাশীসীমামুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি॥ ১৫
ন পশ্যতি তদা সর্ব্বান্ পার্শ্বস্থানপি দেহিনঃ।

আপনি যে দর্শন করিতে পারিতেছি, ইহাতেই আমি ধন্য! আপনি এই যে গীতার পূত পরমাধ্যায় মাহাত্ম্য নিরূপিত করিলেন, ইহা অনেক বিস্ময়কর মধুর কথাময়! হে দেবেশ! ইহা শ্রবণ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না। হে বৃষধ্বজ! আমার শ্রবণোৎকণ্ঠা অকুণ্ঠভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। গীতা জ্ঞানের মহাসাগর, তথাপি মুনিগণ দশমাধ্যায়কে প্রধান কহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার শ্রুতিও সজীব আছে; তথাপি আপনি সেই শ্রেষ্ঠ দশমাধ্যায় উপলক্ষ করিয়া কথাপরম্পরা আমাকে উপদেশ করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! শ্রবণ কর। পাবনী পরম কথা গীতাগাথা অখিল প্রভাবের সীমাস্বরূপা, স্বর্গ দুর্গারোহণের দুর্লভ সোপান। পূর্ব্বে কাশীপুরীতে পুণ্যকীর্ত্তিপরায়ণ প্রশান্তচেতা ধীরধী নামে বিখ্যাত জনৈক বিপ্র বাস করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়তাবলে নিত্য নিবৃত্তিনিরত, হিংসা কার্কশ্য ও সাহসাদি দোষে নির্ম্মুক্ত, নন্দী যেরূপ আমার প্রতি ভক্তিমান্, তদ্রূপ আমার ভক্ত এবং সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ নিগমসাগরের পারদর্শী ছিলেন। তাহার চিত্ত ধ্যানাধীন ও মন অন্তরাত্মায় নিমগ্ন থাকিত এবং তত্ত্বসমূহ চক্ষুর সমক্ষে ভাসমান হইত। একদা দ্বিজ ধ্যানাবসানে উত্থিত হইয়া কিছুদূর গমন করিলে আমি প্রীতিভরে দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার করে কর প্রদান করিলাম। ইহাতে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল না, তিনি কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইয়া পুনরায় আচমনপূর্ব্বক ঘনানন্দময় নয়নদ্বয় নাসাগ্রে ন্যস্ত করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১—১১। হে বিশালাক্ষি! তৎকালে ভৃঙ্গিরিটি নামক জনৈক শিবানুচর নিশাযোগে বিশাল দ্বারদেহলী উপাধান করিয়া নিংশঙ্ক মনে শয়ান ছিল। সে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমার পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এই ব্যক্তি কি করিয়া আপনার দর্শন লাভ করিল? এই মহাত্মা এমন কি তপস্যা হোম কিংবা জপ করিয়াছে যে, আপনি প্রতি পদে ইহাকে করাবলম্বন প্রদান করিতে-

অত্র হেতুমহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি স্বামিভাষিতম্ ॥ ১৬
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি চেদ্বক্তুং যুক্তং চেত্তদুদীরয় ।
ভৃঙ্গিরিটেরিমং প্রশ্নমাকর্ণ্যাহমুচিবান্ ॥ ১৭
কদাচিদাসং কৈলাসং পার্শ্বে পুন্নাগকাননে ।
রণৎখেচরসুশ্রোণি-পূর্ণস্তবককাননে ॥ ১৮
কলকণ্ঠকুলালাপকল্লোলিতদিগন্তরে ।
গরুত্মদাদিদাত্যূহসমূহস্বরসঙ্কুলে ॥ ১৯
ভ্রমদ্দারুঘটীযন্ত্র-প্রোল্লসদ্বিন্দুদন্তুরে ।
প্রবুদ্ধসারণিপ্রান্ত-কদলীকন্দলালসে ॥ ২০
কস্তূরীহরিণোপেতে কিন্নরস্বরমোহিতে ।
রোমন্থমন্থরাপাঙ্গৈর্গোভিঃ ক্বাপি নিষেবিতে ॥২১
হংসৈঃ কীরেষু পাণ্ডিত্যং কুর্ব্বাণৈঃসঙ্কুলে শুকৈঃ
নির্হাদিকর্ণিনীরন্ধ্রসমীরণবিলোড়িতে ॥
মাধবীপুষ্পনির্য্যাস-শীধুক্ষীবমধুব্রতে ।
উন্মীলত্রিবলীপুষ্পগুচ্ছসৌরভ নির্ভরে ॥ ২৩
প্রোৎফুল্লবকুলামোদমদমন্থরষট্পদে ।
সোমাদ্ভুতপীযূষক্ষালিতক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ২৩
অধ্যাস্য বেদিকামেকামহং ক্ষণমবস্থিতঃ ।
উদ্দণ্ডশাখিসঙ্ঘট্টস্ফুটন্মন্থামুখোৎকরৈঃ ॥ ২৫
প্রকম্পিতাচসচ্ছায়ো ববৌ চণ্ডসমীরণঃ ।
পশ্চাদভূন্মহাঘোষো নির্ঘোষিতদরীতটঃ ॥ ২৬
অবাতরত্ততঃ কশ্চিৎ পক্ষী গগনগহ্বরাৎ ।
শারদানীরদচ্ছায়ঃ কজ্জলানামিবোচ্চয়ঃ ॥ ২৭
তমসামিব সঙ্ঘাতঃ পক্ষচ্ছেদীব পর্ব্বতঃ ।
অবষ্টভ্য ক্ষিতিং পদ্ভ্যাং পক্ষী মাং প্রণনাম সঃ

ছেন? কেন এই ব্যক্তি কাশীপুরের বাহিরে যাইতে অভিলাষ করে না? কেন যদৃচ্ছাক্রমে কাশীর সীমা লঙ্ঘন করিয়া গমন করে না? এবং কেনই বা পার্শ্ববর্তী দেহিগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে না? আপনি আমার প্রভু, আপনার মুখে আমি ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহা যদি আমার নিকট বলার উপযুক্ত হয়; আর আমি যদি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই, তবে বলুন।” ভৃঙ্গিরিটির এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি উত্তর করিলাম,—আমি একদা কৈলাসের পুন্নাগকাননে অবস্থান করিতেছিলাম। এ কাননে খেচরকামিনীগণ নৃত্য করিতেছিল, কানন কুসুমস্তবকে পূর্ণ ছিল। কাননের নানাদিক্ কলকণ্ঠ কোকিলকুলের কলালাপে সমাকুল এবং গরুত্মান্ ও দাত্যূহসমূহের সুমধুর, স্বরে মুখরিত হইয়াছিল। উহাতে যে তত্রত্য দারুময় ঘটীযন্ত্র হইতে জলবিন্দু সকল উহার নানা স্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। এবং কাননের প্রান্তস্থিত ললিত কদলীকন্দনিচয় কাননের সীমা জ্ঞাপন করিয়া দিত। ঐ কাননে কস্তূরী-হরিণ বিচরণ করিত, কিন্নরগণের মোহনস্বর সমুত্থিত হইত এবং উহার কোন কোন স্থান রোমন্থকালীন মন্থরাপাঙ্গ মৃগগণের সেব্য হইত। ঐ শুকসঙ্কুল কাননে হংসগণ শোভন গতি বিলাসাদি দ্বারা শুক সমাজে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিত, অনিল দ্বারা বিলোড়িত হইয়া তরুরন্ধ্র হইতে আহ্লাদজনক শব্দ সমুত্থিত হইত। মধুকরেরা মাধবী পুষ্পের নির্য্যাস-সীধু পান করিয়া মত্ত হইত, উন্মীলিত ত্রিবলী পুষ্পগুচ্ছের সৌরভে বনভূমি আমোদিত হইয়া যাইত, ফুল্ল বকুল ফুলের কুসুমামোদে মত্ত মধুকরেরা মন্থরগতিতে পুষ্পে পতিত হইত। এবংবিধ কাননমধ্যে সুধাকরসমুদ্ভূত অমৃত দ্বারা ক্ষালিত ক্ষিতিতলে এক বেদীতে অধ্যাসীন হইয়া আমি ক্ষণকালের জন্য অবস্থিত ছিলাম। তৎকালে উর্দ্ধমুখ মহাশাখিসমূহের এক মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তাহাদের উদ্গত শাখাসমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অচল সকল চঞ্চল হইল, প্রচণ্ড পবন বহিতে লাগিল। ইহার পরেই গিরিগুহা বিঘোষিত করিয়া এক মহাশব্দ উত্থিত হইল। অতঃপর গগনগহ্বর হইতে এক পক্ষী অবতরণ করিল। ঐ পক্ষী শারদ নীরদনিভ, কিম্বা যেন অঞ্জনপুঞ্জ। ১২—২৭। তমোরাশিসম ঐ পক্ষী ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইল এবং পদদ্বয় দ্বারা ক্ষিতি অবলম্বন করিয়া আমাকে প্রণাম

আনীয় পদ্মমম্লানমসৌ মৎপাদয়োর্ব্যধাৎ।
অথাসৌ স্পষ্টয়া বাচা পক্ষী স্তোত্রমুদীরয়ৎ ॥২৯
জয়দেব চিদানন্দ সুধাসিন্ধো জগৎপতে।
সদাসদ্ভাবনাসঙ্গ-কল্লোলানন্তবিগ্রহঃ ॥ ৩০
অদ্বৈতবাসনামত্যা মলত্রয়বিবর্জ্জিত।
জিতেন্দ্রিয়পরাধীন সমাধিপ্রাপ্যবিগ্রহ ॥ ৩১
নিরুপাধে বিনির্ম্মুক্ত নিরাকার নিরাময়।
নিঃসীম নিরহঙ্কার নিরাবরণ নির্গুণ ॥ ৩২
শরণাগতসন্ত্রাণ প্রবীণচরণাম্বুজ।
ভীমমালমহাব্যালজ্বালাদগ্ধমনোভব ॥ ৩৩
কুঠারভিন্নদৈত্যেন্দ্র-গণ্ডুষিত মহাবিভো।
ত্রিপুরপ্রমদাভালসিন্দূরোদ্ধূলিমার্জ্জন ॥ ৩৪
কাত্যায়নীকুচাম্ভোজবরকুঙ্কুমচর্চ্চিত।
নমঃ প্রমাণদূরায় নমঃ প্রমতিরূপিণে ॥ ৩৫
নমশ্চৈতন্যনাথায় নমস্ত্রৈলোক্যরূপিণে।
বন্দে তব পদাম্ভোজং যোগিপ্রবরচুম্বিতম্ ॥৩৬
অপারভবপাথোধিপারাবতরণাদ্ভুতম্।
বাচস্পতিরপি স্তোত্রে ভবতো ন প্রগল্ভতে
সহস্রবদনস্যাপি ফণীন্দ্রস্য ন চাতুরী।
ত্বদ্বর্ণনে মহাদেব কোঽহমল্পমতিঃ খগঃ ॥ ৩৮
স্তোত্রমেতৎ সমাকর্ণ্য কৃতং তেন পতত্রিণা।
তমবোচমহং কোঽসি কুতস্ত্যোঽসি বিহঙ্গম ॥
হংসেন সদৃশঃ কায়ো বর্ণঃ কাকেন সন্নিভঃ।
প্রয়োজনং কমুদ্দিশ্য প্রাপ্তোঽসীহ তদুচ্যতাম্
ইতি পক্ষী ময়া পৃষ্টঃ প্রশ্রয়ানতকন্ধরঃ।
জগাদ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পক্ষী বাক্যবিদাং বরঃ ॥৪১
দেবেশ ধূর্জ্জটে বিদ্ধি মাং মরালং স্বয়ম্ভুবঃ।
কর্ম্মণা যেন মে কার্ষ্ণ্যং জাতমাধুনিকং বিভো
তদাকর্ণয় সর্ব্বজ্ঞ পৃষ্টং যদি তদুচ্যতে।

করিল। ঐ পক্ষী অম্লান পদ্ম আনিয়া আমার পাদদ্বয়ে প্রদান করিল এবং সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমার স্তব করিতে লাগিল। বলিল,—হে চিদানন্দ দেব! আপনার জয় হউক। হে সুধাসিন্ধো! হে জগৎপ্রভো! আপনার অনন্ত বিগ্রহ সদা সদ্ভাবনায় উৎফুল্ল, অদ্বৈত বাসনা বুদ্ধি দ্বারা আপনি মলত্রয়বিবর্জ্জিত! আপনি জিতেন্দ্রিয়ের অধীন এবং সমাধি দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি নিরুপাধি, বিনির্ম্মুক্ত, নিরাকার ও নিরাময়, সীমাহীন, নিরহঙ্কার, নিরাবরণ ও নির্গুণ। হে প্রবীণ! আপনার চরণকমল শরণাগতের ত্রাতা, আপনি ভয়ানক ভুজঙ্গমাল্য অঙ্গে ধারণ করেন এবং নয়নবহ্নিশিখা দ্বারা আপনি মদনকে দাহন করিয়াছেন। হে মহাবিভো! আপনি কুঠার দ্বারা দৈত্যেন্দ্রগণকে বিদারণ করিয়া গ্রাস করেন, ত্রিপুর-প্রমদাগণের ললাটলগ্ন সিন্দূররজঃ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন এবং আপনি কাত্যায়নীর উত্তম কুচকমলের কুঙ্কুম দ্বারা অর্চ্চিত হন। হে জ্ঞানরূপিন! আপনি প্রমাণাতীত, আপনাকে নমস্কার; আপনি প্রমাণরূপা, চৈতন্য-নাথ ও ত্রৈলোক্যরূপী, আপনাকে নমস্কার। শ্রেষ্ঠ যোগিজন আপনার যে চরণাম্বুজ চুম্বন করেন এবং যাহা অপার ভব পারা-বারের অদ্ভুত তরণোপায়, আমি আপনার সেই পদারবিন্দের বন্দনা করি। আপনার স্তব করিতে বাচস্পতিও অক্ষম। সহস্রবদন নাগবর বাসুকিরও চাতুরী চলে না; আর হে মহাদেব! কোথায় আমার মত অল্প-মতি পক্ষী তোমার স্তবে প্রবৃত্ত! আমি সেই পতত্রিকৃত এইরূপ স্তোত্র শুনিয়া তাহাকে কহিলাম,—হে বিহঙ্গম! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার শরীর হংসসদৃশ, বর্ণ কাককান্তি, তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ? তাহা বল।২৮—৪০। বাগ্বিশ্রা-রদ বিহঙ্গম এইরূপে মৎকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া বিনয়াবনত মস্তকে মৃদুবাক্যে বলিল,—হে দেবেশ ধূর্জটে! আমাকে স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার হংস বলিয়া বিদিত হউন; হে বিভো! আমি যে কর্ম্ম করিয়া সম্প্রতি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে

মানসাৎসরসঃ পৃথ্বীং যতঃ প্রাপ্তোঽস্মি সঙ্কটম্।
সৌরাষ্ট্রনগরাদারাৎ সরসি স্ফুটদম্বুজে।
বালেন্দুশঙ্খধবলান্ মৃণালকবলানহম্ ॥ ৪৪
আদায় বলমাশ্রিত্য নিরগাং গগনং দ্রুতম্।
বিহায়সস্ততস্তস্মাদকস্মাদপতং ভুবি ॥ ৪৫
অথ মোহপরীতাত্মা সর্ব্বথা বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
বেপমানবপুর্ম্মোহাৎ স্পৃষ্টঃ শীতৈঃ সমীরণৈঃ ॥৪৬
প্রবুদ্ধঃ পতনে হেতুমপশ্যন্নাত্মনস্তদা।
অহো কিমেতদাপন্নমদ্য পাতঃ কথং মম ॥ ৪৭
কালিমা কেন কায়েঽস্মিন্ পঙ্ককর্পূরপাণ্ডুরে।
ইত্যহং বিস্ময়াবিষ্টো যাবৎকুর্ব্বে বিচারণম্ ॥৪৮
তাবদম্বুরুহাদ্বাণীমশ্রৌষমহমীদৃশীম্।
উত্তিষ্ঠ হংস বক্ষ্যামি কারণং পাতকার্ষ্ণ্যয়োঃ ॥
অথোত্থায় সমাগত্য ময়া মধ্যে সরোবরে।
দৃষ্টারাজীবিনীরম্যারাজীবৈঃ পঞ্চভির্যুতা ॥৫০
কারণং প্রষ্টুমারেভে কার্ষ্ণ্যস্য পতনস্য চ।
অথ তত্র ঘনশ্যামান্ স্বর্ণবর্ণাম্বরাবৃতান্ ॥ ৫১
চতুর্ভুজান্ গদাশঙ্খচক্রপঙ্কেরুহায়ুধান্।
কিরীটহারকেয়ূরকুণ্ডলদ্যুতিচিত্রিতান্ ॥ ৫২
অদ্রাক্ষমন্তরিক্ষস্থান্ পুরুষানযুতানি ষট্।
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য পঞ্চপদ্মাং সরোজিনীম্।
আত্মীয়ং পাতমারভ্য পৃষ্টং তদখিলং ময়া ॥ ৫৩

পদ্মিন্যুবাচ।

কলহংস গতোঽস্যি ত্বং মাং বিলঙ্ঘ্য বিহায়সা।
তেন পাতকযোগেন পতিতোঽসি মহীতলে ॥
তেনৈব কালিমা কায়ে পক্ষিসত্তম লক্ষ্যতে ॥৫৫
ভবন্তং পতিতং বীক্ষ্য কৃপাপূর্ব্বেন চেতসা।
মধ্যমেনামুনাক্তেন বদতা জাতসৌরভম্ ॥ ৫৬
আঘ্রায় ষট্পদাঃ ষষ্টিসহস্রাণিদিবং যযুঃ।

বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি মানস সরোবর হইতে পৃথিবীতে আসিয়া এইরূপ সঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সৌরাষ্ট্র নগরের সমীপস্থ কোন সরোবরে আগমন করিয়াছিলাম, এ সরোবরে বালশশাঙ্ক ও শঙ্খের ন্যায় ধবল বহু কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমি বলপূর্ব্বক ঐ সকল কমল লইয়া সত্বর আকাশপথে উড্ডীন হইয়াছিলাম, তার পর আমি সহসা আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইলাম। অনন্তর আমি নিরতিশয় মোহাচ্ছন্ন ও বিকলেন্দ্রিয় হইলাম, মোহহেতু আমার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। অতঃপর শীতল সমীরণ সংস্পর্শে আমার চৈতন্য হইল, আমি আমার পতনের হেতু বুঝিতে পারিলাম না। তার পর আমি মনে আলোচনা করিলাম—অহো! আজ আমার এ কি বিপদ্ উপস্থিত হইল, আমি কেন পতিত হইলাম, আমার পঙ্ক-কর্পূরধবলকায় কেন কালিমা প্রাপ্ত হইল? আমি যেমন এইরূপ আলোচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে বিচরণ করিতে লাগিলাম, অমনি সেই সরোবর হইতে উত্থিত বক্ষ্যমাণ বাণী শ্রবণ করিলাম।—হে হংস! উত্থিত হও, তোমার পতন ও কৃষ্ণতা-প্রাপ্তির কারণ বলিতেছি। অনন্তর আমি উত্থিত হইয়া আগমন করিলাম, দেখিলাম, সরোবরের মধ্যস্থানে পঞ্চপদ্মযুতা এক রম্যা পদ্মিনী বিদ্যমান। আমি তাঁহাকে আমার পতন ও কৃষ্ণতাপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অনন্তর আমি অন্ত-রীক্ষে অনেক পুরুষবিগ্রহ সন্দর্শন করিলাম, তাঁহাদের সংখ্যা ছয় অযুত। তাঁহারা ঘন ঘনশ্যাম, স্বর্ণবর্ণবসনাবৃত, চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মায়ুধ দ্বারা বিচিত্রকান্তি কিরীট হার কেয়ূর ও কুণ্ডলমণ্ডিত। সেই পঞ্চপদ্ম-যুতা সরোজিনীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আমার স্বীয় পতন হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। ৪১—৫৩। পদ্মিনী বলি-লেন,—হে কলহংস! তুমি আমাকে লঙ্ঘন করিয়া আকাশপথে গমন করিয়াছিলে, সেই পাতকবশে মহীতলে পতিত হইয়াছ; আর হে পক্ষিরাজ! সেই পাতকেই তোমার কায় কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমাকে পতিত দেখিয়া আমার হৃদয় দয়াপূর্ণ হইয়াছে, তাই আমি সরোবরের মধ্য-পদ্মে অধ্যুষিত হইয়া

এতে যে ভবতা দৃষ্টা নীলোৎপলসমত্বিষঃ ॥
সর্ব্বে তে সপ্তমেঽতীতে জন্মন্যাসন্মুনেঃ সুতাঃ
অস্যৈব সরসন্তীরে তেপুস্তে পরমন্তপঃ ॥ ৫৮
কদাচিৎ কামিনী কাচিচ্চম্পকস্তবকস্তনী।
চলাপাঙ্গকলাকান্ত-তরঙ্গিতরসালসা ॥ ৫৯
নাসামুক্তাফলজ্যোৎস্নাচুম্বিতস্মিতদীধিতিঃ।
বীণাং বিন্যস্য কুচয়োর্বনেঽস্মিন্মধুরং জগৌ ॥ ৬০
গায়ন্ত্যা স্বরমাকর্ণ্য ব্রাহ্মণা হরিণা ইব।
তাং সমাগত্য তে সর্ব্বে সমমেব ব্যলোকয়ন্ ॥
ময়া দৃষ্টা মমৈবেয়মিত্যূচুস্তে পরস্পরম্।
মুষ্ট্যামুষ্টি ততস্তেষাং ভ্রাতৃণামভবদ্রণঃ ॥ ৬২
অন্যোন্যমুষ্টিনিষ্পিষ্টবক্ষসস্ত্যক্তজীবিতাঃ।

তে ভুক্ত্বা নিরয়ান্ ঘোরান্ বভূবুঃ সারসা ভুবি
তদা তে শ্বাপদান্ হত্বা দগ্ধা বন্যেন বহ্নিনা।
ততো মাতঙ্গতামেত্য পথি পান্থানঘাতয়ন্ ॥ ৬৪
বনে বিষোদকং পীত্বা তে যযুর্যমমন্দিরম্।
খরোষ্ট্রকপিমার্জ্জারজন্মান্যাসাদ্য চ ক্রমাৎ ॥৬৫
ততো মধুব্রতা জাতা বর্ত্তন্তেঽত্র সরোবরে।
অদ্য মে গন্ধমাঘ্রায় প্রাপুস্তে বৈষ্ণবং পদম্ ॥৬৬
শৃণু পক্ষীন্দ্র বক্ষ্যামি যেন ময্যস্তি বৈভবম্।
এতস্মাজ্জন্মনঃ পূর্ব্বে তৃতীয়ে জন্মনি ক্ষিতৌ ॥
সরোজবদনা নাম দ্বিজাতেঃ কন্যকাভবম্।
পাতিব্রত্যৈকনিরতা গুরুশুশ্রূষণে রতা ॥৬৮
কদাচিৎ সারিকামেকাং পাঠয়ন্ত্যা বিলম্বিতম্।
সারিকা ভব পাপে ত্বং পত্যা শপ্তাস্মি কুপ্যতা
প্রেত্য সারিত্বমাসাদ্য পাতিব্রত্যপ্রসাদতঃ।

তোমায় বলিতেছি। এই পদ্মের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া ষষ্টিসহস্র ভ্রমর স্বর্গে গমন করিয়াছে; আর এই যে তুমি নীলোৎপল-তুল্য দ্যুতিশালী লোক সকল অবলোকন করিতেছ ইঁহারা ইঁহাদের সাত জন্ম পূর্ব্বে মুনিপুত্র ছিলেন এবং এই সরোবরের তীরে সুমহৎ তপস্যা করেন। একদা এক কামিনী এই তপোবন-কাননে আগমন করে, সেই কামিনী চম্পক কুসুমের স্তবক দ্বারা স্তন-শোভা বিস্তার করিয়াছিল, এবং চঞ্চল অপাঙ্গনিক্ষেপে অঙ্গকান্তির তরঙ্গপরম্পরা দ্বারা কামরসে অলসতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার নাসিকায় শ্বেতকান্তি মুক্তাফল সংসক্ত ছিল, সেই মুক্তাফলের জ্যোৎস্না তদীয় সহজ স্মিতসংসক্ত হইয়া তাহার অধরোষ্ঠ চুম্বন করিতেছিল। কামিনী কুচদ্বয়ে বীণা বিন্যস্ত করিয়া এই বনে মধুর গান করিল। কামি-নীর গান শ্রবণে ঐ মুনিতনয়গণ হরিণের ন্যায় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকলেই এককালে তাহাকে দর্শন করিলেন, এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এই কান্তা আমি প্রথমে দেখিয়াছি, অতএব এ কন্যা আমার হইবে।" এইরূপ বলাবলির পর সেই ভ্রাতৃগণ মুষ্ট্যামুষ্টি দ্বারা বিষম রণে প্রবৃত্ত হইলেন, পরস্পর মুষ্টিপ্রহারে তাঁহা-দের বক্ষ নিষ্পিষ্ট হইল। তাঁহারা প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা অনেক ঘোর নরক ভোগান্তে ভূতলে এই সরো-বরে সারস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা এই সারস জন্মে শ্বাপদ জন্তুগণকে সংহার করিয়া ভক্ষণ করিতেন। পরে বন্য-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর মাতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পান্থ-গণের প্রাণান্ত করিতেন। তারপর এই বনে বিষজল পান করিয়া যমমন্দিরে গমন করেন। অনন্তর তাঁহারা ক্রমে গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর ও মার্জ্জারাদি জন্ম গ্রহণ করেন। তার পর এই সরোবরের মধুকর হইয়া জন্মিলেন এবং আজ আমার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তাঁহারা বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৪—৬৬। হে পক্ষিরাজ! আমার ঐশ্বর্য্যের কথা আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার এই জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় জন্মে আমি ক্ষিতিতলে জনৈক দ্বিজের পত্নী হইয়াছিলাম, আমার নাম ছিল সরোজবদনা। আমি একমাত্র পাতিব্রত্য-পরায়ণা ও গুরুশুশ্রূষারত ছিলাম। একদা আমি এক সারিকাকে বিলম্বিত ভাবে পাঠ করাইতেছিলাম, ইহাতে আমার পতি কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন,

মুনীনামেব সদনে কন্যা কাচিৎ পুপোষ মাম্ ॥
গীতানাং দশমাধ্যায়ং বিভূতিরিতি বিশ্রুতম্।
প্রাতঃ পঠতি বিপ্রোঽস্যাবশ্রৌষং তমঘাপহম্ ॥
কালেন সারিকাদেহমহং হিত্বা বিহঙ্গম।
দশমাধ্যায়মাহাত্ম্যাদপ্সরাশ্চাভবং দিবি ॥ ৭২
পদ্মাবতীতি বিখ্যাতা পদ্মায়া দয়িতা সখী।
কদাচন ময়া যান্ত্যা বিমানেন বিহায়সা ॥ ৭৩
এতৎসরোবরং রম্যং বিলোক্য বিমলাম্বুজম্ ॥
অবতীর্য্য জলক্রীড়া যাবদারভ্যতে ময়া ॥ ৭৪
দুর্ব্বাসাস্তাবদায়াতো বিবস্ত্রা তেন বীক্ষিতা।
তদ্ভয়াৎ পদ্মিনীরূপং ধৃতমেতন্ময়া স্বয়ম্ ॥ ৭৫
পত্ত্যাং পদ্মদ্বয়ঞ্চৈব দ্বয়ং হস্তদ্বয়েন চ।
মুখেন পঞ্চমাম্ভোজমিতি পঞ্চাম্বুজাস্ম্যহম্ ॥ ৭৬
দৃষ্টা তেন মুনীন্দ্রেণ কোপজ্বলিতচক্ষুষা।
অনেনৈব স্বরূপেণ তিষ্ঠ পাপে শতং সমাঃ ॥ ৭৭
ইতি শাপং সমুৎসৃজ্য স চৈবান্তর্দ্দধে ক্ষণাৎ।
বিভূত্যধ্যায়মাহাত্ম্যাদ্বাণী মে ন বিলীয়তে ॥ ৭৮
মদ্বিলঙ্ঘনমাত্রেণ পতিতোঽসি মহীতলে।
অদ্য শাপনিবৃত্তির্মে তিষ্ঠতস্তে খগোত্তম ॥ ৭৯
নিশাময় ময়া গীয়মানমধ্যায়মুত্তমম্।
যস্যাকর্ণনমাত্রেণ ত্বমদ্যৈব বিমোক্ষ্যসে ॥ ৮০
ইত্যসৌ দশমাধ্যায়ং পপাঠ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
তমাকর্ণ্য তয়া দত্তমাদায় চ সরোরুহম্ ॥ ৮১
ময়া সমর্পিতং ত্বভ্যং পদ্মিন্যা পদ্মমুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা স জহৌ দেহং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮২
ভৃঙ্গিরিটিরুবাচ।
পুরাতনে ভবে কোঽয়ং ব্রহ্মহংসোঽভবৎ কথম্
তবাগ্রতঃ কুতো হেতোরুৎসসর্জ্জ কলেবরম্ ॥৮

বলিলেন,—রে পাপে! তুই সারিকা হইবি। অতঃপর আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সারিকা হইলাম, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের পাতিব্রত্যপ্রভাবে আমি মুনিসদনের সারিকা হইয়াছিলাম; কোন এক মুনিকন্যা আমাকে পালন করিতেন। আমার পালক বিপ্র প্রভাতে গীতার দশমাধ্যায় পাঠ করিতেন, আমি সেই গীতার পাপহর বিভূতিযোগ শ্রবণ করিতাম। হে বিহঙ্গম! আমি কালে সেই সারিকাকলেবর পরিত্যাগ করিয়া গীতার দশমাধ্যায়-শ্রবণমাহাত্ম্যে স্বর্গের অপ্সরা হইয়াছিলাম। আমি পদ্মার প্রিয় সখী পদ্মাবতী নামে বিখ্যাতা ছিলাম। আমি একদা বিমানারোহণে আকাশপথে যাইতে যাইতে এই বিমল কমলমণ্ডিত রম্য সরোবর দর্শন করিয়া যেমন অবতরণপূর্ব্বক জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলাম, অমনি তথায় ঋষি দুর্ব্বাসা সমাগত হইলেন। তিনি আমাকে বিবসনা অবলোকন করিলেন, আমি তাঁহার ভয়ে এই সরোবরে পদ্মিনীরূপ ধারণ করিলাম। দুই হস্ত দ্বারা দুইটী, পাদদ্বয়ে দুইটী ও মুখদ্বারা একটী এই পাঁচটী পদ্ম ধারণ করিয়া আমি পঞ্চপদ্মযুক্তা হইলাম। আমাকে উলঙ্গ দেখিয়া কোপে মুনিবর দুর্ব্বাসার লোচনযুগল জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"রে পাপে! এই বেশে শতবর্ষ এইখানে অবস্থান কর্।" ঋষি এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। আমি গীতার বিভূতিযোগাধ্যায় শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাই আমার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। তুমি আমাকে লঙ্ঘন করিবামাত্র ভূতলে পতিত হইয়াছ, হে খগোত্তম! অদ্য তোমার সমক্ষে আমার শাপনিবৃত্তি হইবে, আমি গীতার উত্তম দ্বাদশাধ্যায় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণমাত্রে তুমিও আজ মোক্ষ লাভ করিবে।৬৭—৮০। পদ্মিনী এইরূপ কহিয়া মনোজ্ঞ বাক্যে গীতার দশমাধ্যায় পাঠ করিল। আমি তাহা শ্রবণ করিয়া ও পদ্মিনীপ্রদত্ত পদ্ম লইয়া আসিয়া আপনাকে অর্পণ করিলাম। এইরূপ কহিয়া খগবর কলেবর পরিত্যাগ করিল, এই বৃত্তান্ত যেন এক অদ্ভুত ব্যাপারবৎ প্রতিভাত হইল। ভৃঙ্গিরিটি জিজ্ঞাসা করিল,—এই পক্ষিরাজ পূর্ব্বজন্মে কি ছিল? কি করিয়া ব্রহ্মার হংস হইল? আপনার সমীপেই বা কেন প্রাণ পরিত্যাগ

ইতি ভৃঙ্গিরিটের্বাক্যমাকর্ণ্যাহং তদাব্রুবম্।
দ্বিজবেশ্মনি পূর্ব্বস্মিন্ জন্মন্যয়মজায়ত ॥ ৮৪
সুতপা ইতি বিখ্যাতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বসন্ গুরুকুলে কুর্ব্বন্ বেদাধ্যয়নমন্বহম্ ॥ ৮৫
গুরুশুশ্রূষণং সম্যগ্‌বিদধাতি চ ভক্তিতঃ।
শয়ানস্য গুরোঃ শয্যাং নিদ্রিতঃ স পদাস্পৃশৎ ॥
তেন পাপেন তির্য্যক্‌ত্বময়ং স্বর্গেঽপি লব্ধবান্।
পদ্মযোনিমরালানাং মধ্যে জাতস্ততো দ্বিজঃ ॥
অস্মিন্ জন্মন্যমুষ্যেহ পুরাস্মল্লোকনাবধি।
গীতানাং দশমাধ্যায়ং নলিন্যা কথিতং ততঃ ॥৮৮
আকর্ণ্য বিহগো লেভে ব্রহ্মজ্ঞানমনুত্তমম্।
সোঽয়ং বিপ্রকুলে জাতো দশমাধ্যায়বৈভবাৎ ॥
জন্মাভ্যাসবশাদস্য শিশোরপি মুখাম্বুজাৎ।
গীতানাং দশমাধ্যায়ঃ সমুল্লসতি সর্ব্বদা ॥ ৯০
তদর্থপরিণামেন সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্।
শঙ্খচক্রধরং দেবময়ং পশ্যতি সর্ব্বদা ॥ ৯১

যস্মিন্ যস্মিন্ যদৈবাস্য দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধা শরীরিণি।
স স মুক্তো ভবেৎ সর্ব্বঃ সুরাপো ব্রহ্মহাপি বা
তদ্বিজ্ঞায় ময়া বিপ্রঃ পরমাত্মস্বরূপিণা।
ইদং নগরমানীতো মুক্তিক্ষেত্রং স্বভাবতঃ ॥ ৯৩
অত্রত্যানাং মনুষ্যাণাং মুক্তিঃ করতলে স্থিতা।
তেনাস্য দৃষ্টিপাতেন বিশেষোঽন্যো ন জায়তে
ন দদামি বহির্গন্তুমহমস্য পুরাকৃতম্।
দশমাধ্যায়মাহাত্ম্যাত্তত্ত্বজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥ ৯৫
লব্ধমেতেন মুনিনা জীবন্মুক্তিরিয়ং তথা।
তেনাস্য চলতো হস্তং দদামি পথি গচ্ছতঃ ॥৯৬
দশমাধ্যায়মহিমা ভৃঙ্গিরিটে মহানয়ম্।
ইতি ভৃঙ্গিরিটেরগ্রে কথিতং যৎ কথানকম্ ॥৯৭
তদেবমত্র কথিতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।

করিল? তখন ভৃঙ্গিরিটির এই বাক্য শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম,—এই খগরাজ পূর্ব্বজন্মে এক দ্বিজের গৃহে জন্ম লইয়াছিল, ইহার নাম ছিল সুতপা। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী সুতপা গুরুকুলে বাস করিয়া প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর শুশ্রূষা করিত। সুতপা একদা নিদ্রিত অবস্থায় পাদদ্বারা গুরুর শয্যা স্পর্শ করিয়াছিল, গুরুও সেই শয্যায়ই শয়ান ছিলেন। সেই পাপে সুতপা তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যের জন্য তাহার স্বর্গে স্থান লাভ ঘটিল। ঐ দ্বিজ পদ্মযোনির হংসমধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। এই খগবরের স্বর্গে জন্ম, এখানে মাদৃশ দেবলোকের দর্শন লাভ এবং তারপর পদ্মিনীর মুখে গীতাধ্যায়শ্রবণ—এই সব কারণে অনুত্তম ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল। তাই এই খগরাজ পরজন্মে গীতার দশমাধ্যায়মাহাত্ম্যে বিপ্রকুলে জন্মিয়াছে। এই দ্বিজ শিশু হইলেও জন্মাভ্যাসবশে ইহার মুখে সর্ব্বদা গীতাধ্যায় সমুল্লসিত হয়; আর তাহারই পরিণাম ফলে এই দ্বিজ সর্ব্বভূতস্থিত শঙ্খচক্রধর দেব বিষ্ণুকে সর্ব্বদা দর্শন করে। ৮১—৯১। যে যে সময়ে এই দ্বিজের স্নিগ্ধ দৃষ্টি যাহার যাহার প্রতি পতিত হয়, সুরাপী বা ব্রহ্মঘাতী হইলেও সেই সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। আমি সকলের পরমাত্মস্বরূপ, তাই বিপ্রকে ঐরূপ গুণবিশিষ্ট জানিয়া এই কাশীপুরীতে আনয়ন করিয়াছি। এই ক্ষেত্র স্বভাবতঃ মুক্তিদ, অত্রত্য মানবগণের মুক্তি করতলস্থ; পরন্তু এই দ্বিজের দৃষ্টিপাতেও অন্য জন্ম হয় না, এইজন্য—ইঁহার দৃষ্টিতে সাধারণ পাপী মাত্রই মুক্ত হইতে পারে, আর তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিলে মুক্তিক্ষেত্রনিচয়ের মাহাত্ম্য লুপ্ত হইতে পারে বলিয়া মুক্তিক্ষেত্র সকলের মাহাত্ম্য রক্ষণার্থ—ইঁহাকে আমি নগর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে দি না। এই বিপ্র পূর্ব্বে গীতার দশমাধ্যায়মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিল তাই এক্ষণে এইরূপ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য ইঁহার গমন সময়ে পথমধ্যে আমি হস্ত ধারণ করিয়া থাকি। হে ভৃঙ্গিরিটে! গীতার দশমাধ্যায় এইরূপ মাহাত্ম্যপূর্ণ। এই কথাপরম্পরা ভৃঙ্গিরিটির নিকট যেরূপ কহিয়াছিলাম, সম্প্রতি সেই সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী কথা তোমার সমীপে বর্ণন

নরো বাপ্যথ বা নারী যাপি কোঽপি চ বা পুনঃ।
অস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বাশ্রমফলং লভেৎ ॥ ৯৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে দশমাধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম চতুরশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

ইতিহাসোঽয়মীশান শ্রেয়সাং সাধনং পরম্।
আকর্ণ্য করুণাপূর্ণ-মম কাঙ্ক্ষা প্রবর্ত্ততে ॥ ১
একাদশস্য মাহাত্ম্যমধ্যায়স্য কথাশ্রয়ম্।
ব্যাবর্ণয় বিরূপাক্ষ বক্তৃণাং প্রথম প্রভো ॥ ২

মহাদেব উবাচ।

আকর্ণয় কথাং কান্তে গীতাবর্ণনসংশ্রয়াম্।
বিশ্বরূপাভিধানস্য মাহাত্ম্যমপি পাবনম্ ॥ ৩
অধ্যায়স্য বিশালাক্ষি বক্তুং তাবন্ন শক্যতে।
সহস্রাণি কথাঃ সন্তি তত্রৈকা কথ্যতে ময়া ॥ ৪
প্রণীতায়াস্তটে নদ্যা মেঘঙ্করমিতি শ্রুতম্।
নগরং গরিমাধারতুঙ্গপ্রাকারগোপুরম্ ॥ ৫
বিশালাশ্রমশালাসু স্বর্ণস্তম্ভবিভূষিতম্।
শ্রীমদ্ভিঃ সুখিভিঃ শান্তৈঃ সদাচারৈর্জ্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ
অধিষ্ঠিতং জনৈশ্চারু শৃঙ্গাটকমনোহরম্।
মণিস্তম্ভস্ফুরৎস্বর্ণাপণচত্বরশোভিতম্ ॥ ৭
পতাকাকিঙ্কিণীক্বাণ-কদম্বককলস্বরম্।
বেদাধ্যয়ন-নির্ঘোষ-বাচালিতদিগন্তরম্ ॥ ৮
তূর্য্যসঙ্ঘোষণাকীর্ণ-বিশালব্যোমমণ্ডলম্।
পতাকাপল্লবোদ্ভূত-বাতনির্জ্জিতবিগ্রহম্ ॥ ৯
রাজমার্গবরদ্বার-নারীমঞ্জীরশিঞ্জিতৈঃ।
বল্লকীবেণুকৈর্গীতৈর্ভাতি বাজীন্দ্রহ্রেষিতৈঃ ॥
প্রেক্ষ্যমাণমিবাভীক্ষ্ণং দিক্পালানাং পুরৈঃ সমম্ ॥ ১১
আস্তে জগৎপতির্যত্র শার্ঙ্গপাণির্ব্বিরাজিতঃ।
মূর্ত্তিমৎ পরমং ব্রহ্ম জগল্লোচনজীবিতম্।
লক্ষ্মীনয়নরাজীবপূজিতাকারগৌরবঃ ॥ ১২
ত্রিবিক্রমবপুর্মেঘশ্যামলঃ কমলদ্যুতিঃ।

করিলাম। নর অথবা নারী যে কেহ ইহা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বাশ্রম সেবার ফললাভ হয়। ৯২—৯৯।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৪।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে ঈশান! এই ইতিহাস অত্যুত্তম ও অশেষ শ্রেয় সাধন; হে করুণাপূর্ণ! ইহা শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতেছে। হে প্রভো! আপনি বক্তাদিগের বরেণ্য, হে বিরূপাক্ষ! গীতার একাদশাধ্যায়-মাহাত্ম্যের কথাপরম্পরা কীর্ত্তন করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে কান্তে! গীতাবর্ণন-বিষয়িণী কথা শ্রবণ কর। গীতার বিশ্বরূপ-নামক একাদশাধ্যায়-মাহাত্ম্য অতিপাবন, হে বিশালাক্ষি! গীতার একাদশ অধ্যায়ের মাহাত্ম্যকথা কহিতে আমি সমর্থ নহি। এ বিষয়ে সহস্র কথা আছে, তন্মধ্যে আমি একটী কথা কহিতেছি। প্রণীতার তটে মেঘঙ্কর নামক এক বিখ্যাত নগর বিদ্যমান, ঐ নগর গরিমার আধারস্বরূপ, তুঙ্গ প্রাকার, গোপুর, বিশাল আশ্রম ও শালা এবং স্বর্ণ-স্তম্ভবিভূষিত। শ্রীমান্, সুখী, শান্ত, সদাচার ও জিতেন্দ্রিয় জনগণ কর্ত্তৃক উহা অধ্যুষিত। উহা রচনাপারিপাট্যে মনোহর এবং প্রদীপ্ত স্বর্ণখচিত মণিস্তম্ভ আপণ ও চত্বর দ্বারা শোভাকর। ঐ নগর পতাকাকিঙ্কিণীর ক্বণ-ধ্বনিতে নিরত কলস্বরময়। নগরের দিগন্তর বেদাধ্যয়ন-ঘোষে মুখরিত, তূর্য্য-সংঘোষে বিশাল আকাশমণ্ডল সমাকীর্ণ এবং ঐ নগর পতাকা-পল্লবোত্থিত বাত দ্বারা বীজিত। মনোজ্ঞ রমণীগণের নূপুরধ্বনি, বল্লরী ও বেণুগীত এবং অশ্বগণের হ্রেষা-রবে তত্রত্য রাজপথের বিশাল দ্বারদেশ শোভিত হইতেছে এবং দিক্পালগণের পুরবৎ লক্ষিত হইতেছে।১—৭। তথায় মূর্ত্তিমান্ পরম ব্রহ্ম জগজ্জীবন জগৎনয়ন জগৎপতি শার্ঙ্গধর বিরাজ করিতেছেন। তিনি আকারগৌরবে গৌরবান্বিত এবং পদ্মালয়ার নয়নপদ্ম দ্বারা

শ্রীবৎসবক্ষা রাজীববনমালাবিভূষিতঃ ॥ ১৩
অনেকভূষণোপেতঃ সরত্ন ইব বারিধিঃ।
চলৎসৌদামিনীদাম-সান্দ্রমেঘসমদ্যুতিঃ ॥ ১৪
তস্যান্তে মুকুটে সাক্ষাৎ শার্ঙ্গপাণিঃ পরঃ পুমান্
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ১৫
যস্মিন্ পুরে মহাতীর্থং বিদ্যতে মেখলাভিধম্
যত্র স্নাত্বা নরৈর্নিত্যং প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদম্
তত্র বীক্ষ্য জগন্নাথং নরসিংহং কৃপার্ণবম্।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাদ্‌ঘোরান্মুচ্যতে দুষ্কৃতান্নরঃ ॥ ১৭
মেখলায়াং গণাধীশং বিলোকয়তি যো নরঃ।
স নিস্তরতি বিঘ্নানি দুস্তরাণ্যপি সর্ব্বদা।
ব্রহ্মচর্য্যপরো দান্তো নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতিঃ ॥ ১৮
তস্মিন্ মেঘঙ্করে কশ্চিদভূদ্‌ব্রাহ্মণসত্তমঃ।
সুনন্দ ইতি বিখ্যাতো বেদশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৯
বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামো বাসুদেবপরায়ণঃ।
দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ পার্শ্বে গীতাধ্যায়মিমং প্রিয়ে ॥
একাদশং পঠত্যেষ বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্।

অধ্যায়স্য প্রভাবেণ ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ সঃ ॥ ২১
পরমানন্দসন্দোহ-শ্লাঘ্যসংবিৎসমাধিনা।
প্রত্যঙ্মুখেন্দ্রিয়তয়া নিশ্চলাং স্থিতিমীয়ুষা ॥ ২২
সততং স্থীয়তে তেন জীবন্মুক্তেন যোগিনা।
একদা স মহাযোগী সিংহরাশিস্থিতে গুরৌ ॥২৩
গোদাবরীতীর্থযাত্রাং বিধাতুমুপচক্রমে।
প্রথমেঽহ্নি সমাগত্য বিরজং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২৪
নাভিমাত্রভ্য তীর্থেষু সর্ব্বমভ্যর্চ্চ্য দেবতাম্।
মজ্জন্মজ্জন্ জগদ্ধাত্রীং কমলাং স ব্যলোকয়ৎ
তাং সম্পূজ্য মহামায়াং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।
তারাতীর্থে ততঃ স্নাত্বা কপিলাসঙ্গমে ততঃ ॥
অষ্টতীর্থমসৌ চক্রে বিধায় পিতৃতর্পণম্।
কুমারীশং শিবং নত্বা কপিলাদ্বারমাযযৌ ॥ ২৭
তত্র নির্ম্মজ্য নির্ধুত-প্রাগ্‌জন্মান্তরদুষ্কৃতঃ।
সম্পূজ্য নত্বা স্তুত্বা চ দেবং বৈ মধুসূদনম্ ॥ ২৮
উষিত্বা তত্র তাং রাত্রিং প্রাগাৎ প্রাতঃ
সহ দ্বিজৈঃ।

ত্রিবিক্রম। সেই মেঘশ্যামল কমলদ্যুতি বামন বিগ্রহের বক্ষ শ্রীবৎসচিহ্নিত এবং পদ্ম ও বনমালা দ্বারা ভূষিত। তিনি অনেক ভূষণোপেত সরত্ন রত্নাকরের ন্যায় বিরাজিত এবং চঞ্চল চপলান্বিত ঘনমেঘের ন্যায় প্রতিভাত। তাঁহার মুকুটে পরম পুরুষ শার্ঙ্গধর বিরাজিত, তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীব জন্ম-সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ঐ পুরে মেখলা নামে এক মহাতীর্থ বিদ্যমান, মানবগণ ঐ মেখলা তীর্থে স্নান করিয়া নিত্য বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হয়। মেখলা তীর্থে মানব কৃপার্ণব জগৎপতি নরসিংহকে অবলোকন করিয়া সপ্তজন্মকৃত ঘোর দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয়। যে নর মেখলায় গণপতিকে দর্শন করে, সে সর্ব্বদা দুস্তর বিঘ্ন হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। সেই মেঘঙ্কর নগরে ব্রহ্মচর্য্যরত, দান্ত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও বেদশাস্ত্রবিশারদ সুনন্দ নামে বিখ্যাত জনৈক ব্রাহ্মণসত্তম ছিলেন। হে প্রিয়ে! জিতেন্দ্রিয় বাসুদেবপরায়ণ সুনন্দ, দেব শার্ঙ্গধরের পার্শ্বে বিশ্বরূপপ্রদর্শক গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করিয়া অধ্যায়মাহাত্ম্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। সুনন্দ একমাত্র পরমানন্দ-সন্দোহই শ্লাঘ্য মনে করিত এবং সংবিৎ-সমাধি যোগে ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া নিশ্চলা স্থিতি অবলম্বনে জীবন্মুক্ত রূপে সতত অবস্থিত হইত। একদা বৃহস্পতি সিংহ-রাশিতে গমন করিলে মহাযোগী সুনন্দ গোদাবরী-তীর্থযাত্রার উপক্রম করিল। সে প্রথম দিনে উত্তম বিরজতীর্থে গমন করিয়া সেই বিরজজলে বারবার নিমজ্জন ও নাভি-মাত্র জলে অবস্থান করিয়া জগদ্ধাত্রী কমলার দর্শন ও অর্চ্চনা করিল। ১২—২৫। অনন্তর সর্ব্বকামফলদা সেই মহামায়ার পূজান্তে তারাতীর্থে স্নান করিয়া কপিলাসঙ্গমে উপনীত হইল। তারপর সুনন্দ অষ্ট তীর্থে গমন ও তথায় পিতৃতর্পণ করিয়া কুমারীশ শিবকে প্রণামপূর্ব্বক কপিলাদ্বারে উপস্থিত হইল এবং তথায় নিমজ্জিত হইয়া পূর্ব্বজন্মকৃত দুরিত ক্ষালন করিল। সুনন্দ এই স্থানে

নরসিংহবনে তত্র তীর্থে রামস্য দীর্ঘিকা ।
প্রহ্লাদপূজিতঃ সাক্ষাদাস্তে যত্র নৃকেশরী ॥
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং পূজয়িত্বা তু ভক্তিতঃ ।
তত্র তং দিবসং নীত্বা স যযাবম্বিকাপুরম্ ॥
অনুগ্রহেণ ভক্তানামম্বিকা তত্র তিষ্ঠতি ।
পূরয়ন্তি মনুষ্যাণাং বাঞ্ছিতান্যখিলান্যপি ॥ ৩১
পূজয়িত্বাম্বিকাং ভক্ত্যা পুষ্পগন্ধানুলেপনৈঃ ।
উপহারৈশ্চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণমনৈরপি ॥৩২
বিপ্রস্তস্মাৎ পুরাৎ প্রাপ্তঃ কণ্ঠস্থানাভিধং পুরম্
যত্রাস্তে পরমা শক্তির্মহালক্ষ্মীর্মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৩
তামবেক্ষ্য সুধাভানু-ভাস্করদ্যুতিমণ্ডলাম্ ।
সংসারতাপবিচ্ছেদ-পদ্মপীযূষবাহিনীম্ ॥ ৩৪
যোগিরাজহৃদম্ভোজ-রাজহংসনিষেবিতাম্ ।
অনাহতমহানাদময়ীমদ্বয়রূপিণীম্ ॥ ৩৫
মহালক্ষ্মীং ভগবতীং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনীম্ ।
আরাধ্য ভক্তিভাবেন চেতসা স মুনীশ্বরঃ ॥ ৩৬
বিবাহমণ্ডপং প্রাপ পুরং বিপ্রৈঃ সমন্বিতঃ ।
পুরে তত্র প্রতিগৃহং বাসস্থানমযাচত ॥ ৩৭
ন লেভে বসতিং স্থাতুং গেহে কস্মিন্নপি দ্বিজঃ
দর্শিতং গ্রামপালেন বিশালং বাসমন্দিরম্ ।
প্রবিশ্য বসতিঞ্চক্রে ব্রাহ্মণঃ সঙ্গিভিঃ সহ ।
ততঃপ্রভাতে বিমলে সুনন্দোঽসৌ দ্বিজোত্তমঃ
বহিরালোকয়াঞ্চক্রে বাসগেহাদ্দ্বিজং বপুঃ ।
অধ্বন্যানখিলান্ যত্র যাতান্ ক্বাপি যদৃচ্ছয়া ॥৪০
গম্যমানঃ সমায়ান্তং গ্রামপালো দদর্শ সঃ ।
তং বভাষে গ্রামপাল আয়ুষ্মানসি সর্ব্বশঃ ॥ ৪১
ভাগধেয়বতাং পুংসাং পুণ্যঃ পুণ্যবতামসি ।
প্রভাবো বিদ্যতে বৎস কোঽপি লোকোত্তরস্ত্বয়ি ॥ ৪২
ক্ব প্রযাতাঃ সহায়াস্তে কথং তৎসদনাদ্বহিঃ ।
তৎপশ্য মুনিশার্দ্দূল কথয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ৪৩
কিন্তু নান্যং ত্বয়া তুল্যং পশ্যামীহ তপস্বিনম্ ।

মধুসূদনকে স্তব পূজা ও প্রণাম করিয়া এক রজনী জাগরণপূর্ব্বক দ্বিজগণ সহ প্রভাতে নরসিংহবনে গমন করিল। নরসিংহবনে রামদির্ঘিকা ও প্রহ্লাদপূজিত সাক্ষাৎ নরসিংহ বিরাজিত। সুনন্দ দেবদেবেশ নরসিংহকে দর্শন, ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও তথায় সেই দিন অবস্থান করিয়া অম্বিকাপুরে উপনীত হইল। অম্বিকা দেবী ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এইস্থানে বাস করেন এবং মানবগণের অখিল অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন। সুনন্দ পুষ্প, গন্ধ, অনুলেপন, বিবিধ উপহার, স্তোত্র, প্রণাম দ্বারা ভক্তিভরে অম্বিকার পূজা করিয়া সে স্থান হইতে কণ্ঠস্থান নামক পুরে উপস্থিত হইল। এই কণ্ঠস্থানে মহাদ্যুতি পরমা শক্তি মহালক্ষ্মী বিদ্যমানা; মহালক্ষ্মী সুধাধবলিতা, ভাস্কর-মণ্ডলের ন্যায় দ্যুতিশালিনী। সংসারতাপ-চ্ছেদনকরী, পদ্ম ও পীযূষবাহিনী এবং যোগিরাজের হৃদয়সরোজের রাজহংস-দ্বারা সেবিতা। মুনীশ্বর সুনন্দ সেই অনাহত-মহানাদময়ী অদ্বয়রূপিণী অভিলষিতদায়িনী মহালক্ষ্মীকে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আরাধনা করিয়া বিপ্রগণসমন্বিত বিবাহমণ্ডপপুরে গমন করিল। সুনন্দ বিবাহমণ্ডপে উপনীত হইয়া প্রতিগৃহ-দ্বারে বাসস্থান প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন গৃহেই বাসস্থান প্রাপ্ত হইল না। ২৬—৩৮। জনৈক গ্রামপাল তাহাকে এক বিশাল বাস-মন্দির দেখাইয়া দিল, সুনন্দ সঙ্গিসহ সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিল। অনন্তর বিমল প্রভাতকালে দ্বিজসত্তম সুনন্দ দেখিল, সে বাসগৃহের বাহিরে অবস্থান করিতেছে, তাহার সঙ্গী পথিকগণ যদৃচ্ছাক্রমে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। গ্রামপাল সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, সে সুনন্দকে সন্দর্শন করিয়া কহিল—বৎস! তুমি দীর্ঘায়ু, পুণ্যশীল, সুভগগণের অগ্রণী এবং তোমাতে কোনও লোকোত্তর প্রভাব বিদ্যমান। তোমার সঙ্গীরা কোথায় গেল? কি করিয়া গৃহের বাহির হইল? দেখ তাই বলিতেছি—হে মুনিশার্দ্দূল! তোমার তুল্য তপস্বী এখানে কাহাকেও দেখি না; তুমি কি কোন মহামন্ত্র

কিং জানাসি মহামন্ত্রং কাং বিদ্যামবলম্বসে ॥৪৪
কস্য দেবস্য কারুণ্যাচ্ছক্তির্লোকোত্তরা ত্বয়ি ।
তৎকারুণ্যবশাত্তিষ্ঠ গ্রামেঽস্মিন্ ব্রাহ্মণোত্তম ॥
শুশ্রূষামখিলামেব ভগবংস্তে করোম্যহম্ ।
ইতি সংবাসয়ামাস তস্মিন্‌,গ্রামে মুনীশ্বরম্ ॥৪৬
পরিচর্য্যাঞ্চ তস্যাসৌ ভক্ত্যা চক্রে দিবানিশম্ ।
দিবসেষু প্রয়াতেষু সপ্তাষ্টসু সমেত্যিবান্ ॥ ৪৭
প্রাতরাগত্য তস্যাগ্রে রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ।
অদ্য মে ভাগ্যহীনস্য গুণবান্ ভক্তিমান্ সুতঃ
জাজ্বল্যমানদংষ্ট্রেণ ভক্ষিতো নিশি রক্ষসা ।
ইত্যেবং রক্ষকেণোক্তং তং পপ্রচ্ছ স সংযমী
ক্বাস্তে স রাক্ষসঃ পুত্রো ভক্ষিতস্তে কথং বদ
গ্রামপাল উবাচ ।
বর্ত্ততে নগরে ঘোরঃ পুরুষাদো নিশাচরঃ ।
স খাদতি নরানেত্য নিত্যং নগরগোচরান্ ॥ ৫০
স সর্ব্বৈর্নাগরৈরত্র প্রার্থিতঃ পুরুষৈঃ পুরা ॥৫১
রক্ষ রাক্ষস নঃ সর্ব্বান্ গ্রাসং তে কল্পয়ামহে ।
পথিকা নিশি নিদ্রন্তি যে চ তান্ ভুঙ্ক্ষ রাক্ষস
এতস্মিন্ সদনে পান্থান্ গ্রামপালপ্রবেশিতান্ ।
আহারং কল্পয়াঞ্চক্রুরাত্মীয়প্রাণগুপ্তয়ে ॥ ৫৩
ভবান্ সুপ্তো গৃহেঽমুষ্মিন্নধ্বন্যৈঃ সংযুতঃ পরৈঃ
তে গ্রস্তাঃ কিল চানেন ত্বং মুক্তোঽসি
দ্বিজোত্তম ॥ ৫৪
প্রভাবং ভবতো বেত্তি ভবানেব দ্বিজোত্তম ॥
মদীয়তনয়স্যাদ্য মিত্রমেকমুপাগতম্ ।
অজানতা ময়া সোঽপি তনয়স্য প্রিয়ঃ সখা ।
অন্যৈঃ পান্থজনৈঃ সার্দ্ধং তস্মিন্ গেহে
প্রবেশিতঃ ॥ ৫৬
শ্রুত্বা তত্র প্রবিষ্টং তং নিশীথে তনয়ো মম ।
তমানেতুং গতঃ সোঽপি ভক্ষিতস্তেন রক্ষসা ॥

জান অথবা কোন অলৌকিক বিদ্যা অবলম্বন করিয়াছ? কোন্ দেবের করুণায় তোমার এই লোকাতীত শক্তি অর্জ্জিত হইয়াছে? অতএব হে বিপ্রবর! তুমি করুণা করিয়া এই গ্রামে বাস কর। হে ভগবন্! আমি তোমার যাবদীয় শুশ্রূষা সম্পন্ন করিব। গ্রামপাল এইরূপ বলিয়া মুনীশ্বরকে সেই গ্রামে বাস করাইল এবং প্রতিদিন ভক্তিভরে তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনন্তর সাত আট দিন অতীত হইলে একদা গ্রামপাল প্রভাতে সুনন্দসমীপে আগমন-পূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখে রোদন করিতে লাগিল এবং বলিল,—আমি ভাগ্যহীন, আজ নিশা-যোগে জাজ্বল্যমানদংষ্ট্র জনৈক রাক্ষস আমার গুণবান্ ভক্ত তনয়কে ভক্ষণ করিয়াছে। গ্রামপাল এইরূপ বলিলে সংযমী সুনন্দ তাহাকে কহিল—বল, কোথায় সেই রাক্ষস এবং কেনই বা তোমার পুত্রকে ভক্ষণ করিল? গ্রামপাল বলিল,—সেই ঘোর পুরুষাশী নিশাচর নগর মধ্যে অবস্থান করিতেছে, সে নিত্য আসিয়া নগর মধ্যে নরগণকে ভক্ষণ করিত। একদা নগরবাসী সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে কহিল,—হে রাক্ষস! আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা তোমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিব। এই নগরের গ্রামপাল এই ভবনে যে সকল পথিকগণকে আনয়ন করে, তাহারা রাত্রে ঐ গৃহে শয়ন করিয়া থাকে, হে রাক্ষস! তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে। তাহারা নিজ নিজ প্রাণরক্ষার্থ রাক্ষসের এইরূপ ভক্ষণ ব্যবস্থা করিয়া দিল। তুমি সঙ্গী পথিকগণের সহিত এই গৃহে সুপ্ত ছিলে, রাক্ষস তোমার সঙ্গীদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! তুমি মুক্ত হইয়াছ; আপনার এই অলৌকিক প্রভাব যে কিরূপ তাহা আপনিই জানেন। ৩৯—৫৫। আজ আমার তনয়ের জনৈক মিত্র সেই সকল পথিকের সহিত আগমন করিয়াছিল, সে যে আমার পুত্রের মিত্র, আমি তাহা জানিতাম না। তাই অন্যান্য পথিকের সহিত তাহাকে ঐ গৃহে প্রবেশ করাইয়াছিলাম। অনন্তর রাত্রিতে আমার পুত্র এই ঘটনা জানিতে পারিয়া তাহার উদ্ধারার্থ আসিয়া সেও ঐ গৃহে প্রবেশ করে ও রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়।

দুঃখিতেন ময়া প্রোক্তঃ প্রাতঃ স পিশিতাশনঃ
মমাপি পুত্রো দুষ্টাত্মন্ ভবতা নিশি ভক্ষিতঃ॥
ভবজ্জঠরনির্মগ্নঃ সুতোঽসৌ যেন জীবতি।
অস্তি চৈবমুপায়স্তে ব্রূহি মে ত্বং নিশাচর॥ ৫৯

রাক্ষস উবাচ।

অন্তঃপ্রবিষ্টং ত্বৎপুত্রমজ্ঞাত্বাহমভক্ষয়ম্।
অজানন্ ভক্ষিতঃ পান্থৈঃ সহিতোঽসৌ সুতস্তব॥ ৬০
যথা জীবতি মে কুক্ষৌ যথা ভবতি রক্ষিতঃ।
তথা বিহিতমপ্যস্তি দৈবেন পরমেষ্ঠিনা॥ ৬১
গীতৈকাদশমধ্যায়ং যঃ পঠত্যনিশং দ্বিজঃ।
তৎপ্রভাবেন মে মুক্তির্মৃতানাং পুনরুদ্ভবঃ॥ ৬২

গ্রামপাল উবাচ।

কথমেকাদশাধ্যায়সামর্থ্যমিদমদ্ভুতম্॥ ৬৩
ইতি পৃষ্টো ময়া বিপ্র স বভাষে নিশাচরঃ॥৬৪
পুরা গৃধ্রেণ কেনাপি নভোমার্গেণ গচ্ছতা।
অস্থিখণ্ডং স্বতুণ্ডাগ্রাৎপাতিতং ক্বাপি বারিণি॥
তং জলাশয়মাগত্য কোঽপি জ্ঞানীশ্বরস্তদা।
মহাতীর্থমিতি জ্ঞাত্বা বিদধে পিতৃতর্পণম্॥ ৬৬
তন্মূচিরে জনাঃ সর্ব্বে তীর্থমেতৎ কথং বদ।
জপত্যেকাদশাধ্যায়ং ত্রিসন্ধ্যং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥৬৭
কৃতমৌনস্তু বিপ্রোঽসৌ চৌরৈর্ব্যাপাদিতঃ পথি
তস্যাস্থিশকলং গৃধ্রবদনাৎ পতিতং জলে॥ ৬৮
তেন তীর্থমিদং দিব্যং জাতং পাতকনাশনম্।
ততস্তে মানবাঃ সর্ব্বে সস্নুস্তত্র জলাশয়ে॥ ৬৯
নিষ্কল্মষতয়া চৈবং প্রাপুস্তে পরমং পদম্॥ ৭০
একাদশস্য সামর্থ্যাদধ্যায়স্য ভবিষ্যতি।
মমাপি মুক্তিঃ পান্থানাং পুনরুত্থানমেব চ।
যো ময়া কশ্চিদুদ্গীর্ণো ব্রাহ্মণোঽত্রৈব তিষ্ঠতি
স চৈবৈকাদশাধ্যায়ং জপতি স্ম নিরন্তরম্।
স তেনাধ্যায়মন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্॥ ৭২

আমি দুঃখিত হইয়া প্রভাতে সেই নিশাচরকে কহিলাম,—রে দুষ্টাত্মন্! তুই রাত্রিতে আমার পুত্রকেও ভক্ষণ করিয়াছিস্! হে নিশাচর! আমার তনয় তোমার উদর-গত হইয়াছে, ইহার বাঁচিবার যদি কোনও উপায় থাকে, তাহা আমাকে বল। রাক্ষস কহিল,—পথিকগণের সহিত তোমার পুত্র আমার উদরে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা আমি জানিতাম না, তাই তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছি। এখন যে উপায়ে সে জীবিত থাকিয়া আমার কুক্ষিমধ্যে রক্ষিত হয়, তাহার এক উপায় আছে, এ উপায় পদ্মযোনি ব্রহ্মা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। যদি কোন দ্বিজ নিরন্তর গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করেন, তবে তৎপ্রভাবে আমার মুক্তি ও মৃতের পুনঃ প্রাণপ্রাপ্তি হইবে। গ্রামপাল কহিল,—গীতার একাদশ অধ্যায়ের এইরূপ অদ্ভুত সামর্থ্য কি করিয়া জানিব? হে বিপ্র! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নিশাচর উত্তর করিল,—পূর্ব্বকালে কোন এক গৃধ্র আকাশপথে যাইতেছিল, তাহার তুণ্ডাগ্র হইতে একখণ্ড অস্থি কোন জলাশয়ের জলে পতিত হয়। জনৈক জ্ঞানীশ্বর সেই জলাশয়কে মহাতীর্থ মনে করিয়া তথায় আগমন-পূর্ব্বক পিতৃতর্পণ করেন। তত্রত্য জনগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—বলুন, ইহা কিরূপে তীর্থ হইল? মুনি বলেন,—'এই যে অস্থিখণ্ড জলাশয়ে পতিত হইয়াছে, ইহা জনৈক দ্বিজের। এই দ্বিজ জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য ত্রিসন্ধ্য গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেন। তিনি মৌনী থাকিতেন। একদা তিনি পথিমধ্যে চোর কর্ত্তৃক নিহত হন। তারপর গৃধ্রবদন হইতে তদীয় অস্থি এই জলে পতিত হয়, তাই এই মহাপাতকনাশন তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। তারপর মানবগণ সেই জলাশয়ে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদপ্রাপ্ত হইল। ৫৬—৭০। গীতার একাদশ অধ্যায়মাহাত্ম্যে আমার মুক্তি ও পথিকগণেরও জীবনপ্রাপ্তি হইবে। আমি যে একজন বিপ্রকে উদ্গিরণ করিব, যিনি এখানে বর্ত্তমান থাকিবেন, সেই দ্বিজেন্দ্র নিরন্তর গীতার একাদশ অধ্যায় জপ করিয়া থাকেন। তিনি যদি গীতাধ্যায়-মন্ত্রে সপ্তবারা-

বিধায় বারি বিপ্রেন্দ্রঃ ক্ষিপেদ্যদি মমোপরি ।
ততো মে শাপনির্ম্মুক্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
ইতি তেনাস্মি সন্দিষ্টঃ সমায়াতস্ত্বদন্তিকম্ ॥ ৭৩

বিপ্র উবাচ ।

রাক্ষসঃ কেন পাপেন জাতোঽসৌ বদ রক্ষক ।
যৎক্ষপায়াং গৃহে তস্মিন্নরান্ খাদতি নিদ্রিতান্

গ্রামপাল উবাচ ।

অস্মিন্ গ্রামে পুরা কশ্চিদাসীদ্বিপ্রঃ কৃষীবলঃ ।
একদা শালিকেদাররক্ষণে ব্যাকুলো দ্বিজঃ ॥
নাতিদূরে মহাগৃধ্রঃ পান্থমেকমভক্ষয়ৎ ।
তং বিমোচয়িতুং দূরাদ্দয়াং,চক্রেঽপি তাপসঃ ॥
ভুক্ত্বা পান্থং খগস্তাবন্নিরগাদম্বরাধ্বনা ।
ততঃ স তাপসঃ কোপাত্তং বভাষে কৃষীবলম্
ধিক্ ত্বাং হালিক দুর্ব্বুদ্ধে কঠোরমতিনির্গুণ ।
কুক্ষিম্ভরিং পরত্রাণবিমুখং হতজীবিতম্ ॥ ৭৮
ঘোরৈশ্চ দংষ্ট্রিভিঃ সর্পৈররিবহ্নিবিষাম্বুভিঃ ।
গৃধ্ররাক্ষসভূতৈশ্চ বেতালাদিভিরাহতান্ ॥ ৭৯
জনানুপেক্ষতে শক্তঃ স তদ্বধফলং লভেৎ ।
ন মোচয়তি যো বিপ্রং প্রভুশ্চৌরাদিভির্ধৃতম্ ॥
স যাতি নরকং ঘোরং স পুনর্জায়তে বৃকঃ ।
নিহন্যমানং বিপিনে গৃধ্রব্যাঘ্রেণ পীড়িতম্ ॥৮১
মুঞ্চ মুঞ্চেতি যো বক্তি স যাতি পরমাং গতিম্
গবামর্থে হতা ব্যাঘ্রৈর্ব্যাধৈর্দুষ্টৈশ্চ রাজভিঃ ॥
তেঽপি যান্তি পদং বিষ্ণোর্দুষ্প্রাপং
যোগিনামপি ॥ ৮৩
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
শরণাগতসন্ত্রাণকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।
দীনস্যোপেক্ষণং কৃত্বা ভীতস্য চ শরীরিণঃ ॥৮৪
পুণ্যবানপি কালেন কুম্ভীপাকে স পচ্যতে ।
পশ্যন্নপি ভবান্ পান্থং দুষ্টগৃধ্রেণ ভক্ষিতম্ ॥৮৫
নিবারণসমর্থোঽপি ন চক্রে যন্নিবারণম্ ।

ভিমন্ত্রিত জল আমার উপর নিক্ষেপ করেন, তবে নিঃসংশয় আমার শাপমুক্তি হইবে। হে বিপ্র! আমি সেই নিশাচর কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। বিপ্র বলিলেন,—হে গ্রামপাল! কি পাপে সে রাক্ষস হইয়াছে? কেনই বা সে রাত্রিতে গৃহমধ্যে নিদ্রিত নরগণকে ভক্ষণ করে? গ্রামপাল কহিল,—পূর্ব্বকালে এই গ্রামে জনৈক কৃষীবল বিপ্র বাস করিতেন, তিনি একদা ধান্য-ক্ষেত্রের কেদাররক্ষায় নিরতিশয় নিযুক্ত ছিলেন। তখন ঐ ক্ষেত্রের অনতিদূরে এক মহাগৃধ্র একজন পথিককে ভক্ষণ করিতেছিল। ক্ষেত্রের বহু দূরে জনৈক তাপস ছিলেন, তিনি পথিকের রক্ষার্থ দূর হইতে যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, গৃধ্র পথিককে ভক্ষণ করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল।' অনন্তর তাপস কোপবশে সেই কৃষীবলকে বলিলেন,—রে কঠোরমতি দুর্ব্বুদ্ধি নিগুর্ণ হতজীবিত হালিক! তোকে ধিক্, তুই কুক্ষিম্ভরি, তাই পরত্রাণে পরাঙ্মুখ। সামর্থ্য সত্ত্বে যে ব্যক্তি চোর, দংষ্ট্রী, সর্প, অরি, অগ্নি, বিষ, জল, গৃধ্র, রাক্ষস, ভূত ও বেতালাদি কর্ত্তৃক হন্যমান জন্তুগণের রক্ষায় উপেক্ষা করে, তাহার সেই বধ-পাতক হইয়া থাকে। যে শক্তিমান্ মানব চৌরাদি দ্বারা আক্রান্ত বিপ্রকে মুক্ত করে না, সে ঘোর নরকে গমন করিয়া পুনরায় ব্যাঘ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। রক্ষার কথা কি কহিব, যে ব্যক্তি বিপিনে গৃধ্র-ব্যাঘ্র-পীড়িত নিহন্যমানকে "ছাড়িয়া দে, ছাড়িয়া দে" এইরূপ বলে, সেও পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা ব্যাঘ্র, ব্যাধ ও দুষ্ট নৃপতি কর্ত্তৃক পীড়িতকে বিশেষতঃ গো সম্বন্ধে এইরূপ রক্ষণ-যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তদুপলক্ষে নিহত হইলেও যোগি-জনদুর্লভ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন। ৭১—৮৩। সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞফলও শরণাগত-ত্রাণ-পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশযোগ্য নহে। ভীত-দেহ দীনের রক্ষণে যে ব্যক্তি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, পুণ্যবান্ হইলেও সে কালে কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়। রে দুষ্ট! তুমি গৃধ্র কর্ত্তৃক পথিককে ভক্ষিত

নিষ্কৃপোঽসি যতস্তস্মাত্তবিষ্যসি নিশাচরঃ॥ ৮৬
ইমং শাপং মুনেঃ শ্রুত্বা কম্পমানকলেবরঃ।
প্রণম্য হালিকো বিপ্রং বভাষে করুণং বচঃ॥৮৭
অত্রাহং ক্ষেত্ররক্ষায়াং চিরং ক্ষিপ্তেন চক্ষুষা।
ন বেদ্মি নিকটং গৃধ্র-হন্যমানমিমং নরম্।
তেন মেঽনুগ্রহং কর্ত্তুং কৃপণস্য ত্বমর্হসি॥ ৮৮

বিপ্র উবাচ।

যো বেত্ত্যেকাদশাধ্যায়ং জপত্যনুদিনঞ্চ যঃ।
তেনাভিমন্ত্রিতং বারি যদা শিরসি তাবকে॥৮৯
পতিষ্যতি তদা শাপাত্তব মুক্তির্ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা তাপসো যাতো হালিকো রাক্ষসো-
ঽভবৎ॥৯০
তদাগচ্ছ দ্বিজশ্রেষ্ঠ তেনাধ্যায়েন মন্ত্রয়।
তীর্থোদকং স্বহস্তেন তস্য মূর্দ্ধনি নিক্ষিপ॥ ৯১

মহাদেব উবাচ।

ইতি তৎপ্রার্থিতং তস্য শ্রুত্বা চ করুণাপ্লুতঃ।
তথেতি সহ পালেন মুনী রক্ষোঽন্তিকং যযৌ॥
একাদশেন তেনাম্বু বিশ্বরূপেণ মন্ত্রিতম্।
নিক্ষিপ্তং তস্য শিরসি তেন বিপ্রেণ যোগিনা।
গীতাধ্যায়প্রভাবেণ শাপমোক্ষমবাপ সঃ।
বিহায় রাক্ষসং দেহং চতুর্ব্বাহুস্ততোঽভবৎ॥৯৪
নির্গীর্ণা যে জনাস্তেন পান্থা আসন্ সহস্রশঃ।
চতুর্ভুজা বভূবুস্তে শঙ্খচক্রগদাধরাঃ॥ ৯৫
তে বিমানান্যারুরুহুস্তাবদূচে স রাক্ষসম্।
মদীয়স্তনয়ঃ কস্তং দর্শয়স্ব নিশাচর॥ ৯৬
ইত্যুক্তে গ্রামপালেন দিব্যধীরাহ রাক্ষসঃ।
এনং চতুর্ভুজং বিদ্ধি তমালশ্যামলদ্যুতিম্॥৯৭
মাণিক্যমুকুটং দিব্যমণিকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
হারহারিমহাস্কন্ধং স্বর্ণকেয়ূরভূষিতম্॥ ৯৮
রাজীবলোচনং স্নিগ্ধং হস্তেকৃতসরোরুহম্।
দিব্যং বিমানমারূঢ়ং দেবত্বং প্রাপ্তমাত্মজম্॥৯৯

হইতে দেখিয়া সামর্থ্য সত্ত্বে নিবারণ কর নাই, তুমি কৃপাহীন, অতএব নিশাচর হইবে। মুনির এইরূপ শাপ শ্রবণ করিয়া কম্পিত-কলেবর হালিক তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক করুণ বাক্যে বলিল,—ক্ষেত্ররক্ষার্থ আমার চক্ষু নিবিষ্ট ভাবে ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাই আমার সমীপে গৃধ্র এই ব্যক্তিকে নিহত করিতেছে, ইহা আমি দেখিতে পাই নাই; আমি দীন, অতএব আমার প্রতি আপনার করুণা করা উচিত। বিপ্র বলিলেন,—যিনি গীতার একাদশাধ্যায় বিদিত আছেন এবং প্রতিদিন জপ করেন, তিনি যদি জল অভিমন্ত্রিত করিয়া তোমার মস্তকে নিক্ষেপ করেন, তবে তোমার সদ্য শাপ-বিমুক্তি হইবে। তাপস এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, হালিক রাক্ষস হইল। অতএব হে বিপ্রবর! সত্বর আগমন কর, গীতাধ্যায়-মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত কর এবং স্বহস্তে তীর্থ-জল লইয়া সেই রাক্ষসের মস্তকে নিক্ষেপ কর। মহাদেব বলিলেন,—গ্রামপালের এইরূপ প্রার্থনায় যোগিবর বিপ্র সুনন্দের হৃদয় কারুণ্যে আপ্লুত হইল, তিনি তথাস্তু বলিয়া গ্রামপালের সহিত রাক্ষসসমীপে গমন করিলেন এবং বিশ্বরূপপ্রকাশক একাদশাধ্যায়-মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিয়া রাক্ষসের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। গীতাধ্যায়প্রভাবে রাক্ষসের শাপমোক্ষ হইল, সে রাক্ষস-দেহ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্ভুজ হইয়া গেল এবং সে যে সকল পথিককে ভক্ষণ করিয়াছিল তাহাদিগকে উদ্গিরণ করিল। রাক্ষসবদনোদ্গীর্ণ সেই সহস্র সহস্র লোক শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর চতুর্ব্বাহু হইয়া প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ বিমানে আরোহণ করিল। তৎকালে গ্রাম-পাল রাক্ষসকে বলিল,—হে নিশাচর! আমার তনয় কে? তাহাকে দর্শন করাও। ৮৪—৯৬। গ্রামপাল এইরূপ কহিলে দিব্যধী রাক্ষস কহিল,—এই যে তমাল-শ্যামলদ্যুতি, চতুর্ব্বাহু, মাণিক্যমুকুট ও কুণ্ডলমণ্ডিত, মাল্যধারী, মহাস্কন্ধ, স্বর্ণ-কেয়ূরভূষিত, রাজীবলোচন, স্নিগ্ধ ও কমল-কর, ইহাকে তোমার তনয় বলিয়া বিদিত হও। সম্প্রতি তোমার তনয় দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াছে।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুতং দৃষ্ট্বা চ তাদৃশম্।
স্বগেহং নেতুমারেভে জহাস স সুতস্ততঃ ॥৯০
কতি বারাণি জাতোহসি ত্বং পুত্রো মম রক্ষক
পূর্ব্বং পুত্রস্ত্বদীয়োহস্মি অধুনা বিবুধোহস্ম্যহম্ ॥
যাস্যামি বৈষ্ণবং ধাম ব্রাহ্মণস্য প্রসাদতঃ।
নিশাচরোহপি প্রাপ্তোহয়ং পশ্য দেহং চতুর্ভুজম্
একাদশস্য মাহাত্ম্যাদ্যাতি স্বর্গং সমং জনৈঃ।
বিপ্রাদস্মাত্তমধ্যায়মধীষ ত্বং জপানিশম্ ॥ ১০
ভবিষ্যতি ন সন্দেহস্তবাপি গতিরীদৃশী।
তাত তস্মাৎ সতাং সঙ্গং দুর্লভং সর্ব্বথা জনৈঃ
সোহপ্যদ্য তে সমুৎপন্নো হ্যাত্মনঃ সাধয়েপ্সিতম্
কিং ধনৈর্ভোগদানৈর্বা কিং যজ্ঞৈস্তপসা নু কিম্
কিং পূর্ত্তৈর্বা পরং শ্রেয়ো বিশ্বরূপস্য পাঠতঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং রূপমধ্যায়স্য শ্রুতেন চ ॥১০৬
যৎপূর্ণানন্দসন্দোহ-কৃষ্ণব্রহ্মাস্যনির্গতম্।
কুরুক্ষেত্রেহর্জ্জুনে মিত্রে তৎকৈবল্যরসায়নম্ ॥
নৃণাঞ্চ ভবভীতানামাধিব্যাধিভয়াপহম্।
অনেকজন্মদুঃখঘ্নং নান্যৎপশ্যামি তৎস্মর ॥১০৮

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সহ তৈঃ সর্ব্বৈর্যযৌ বিষ্ণোঃ পরং পদম্
তমধ্যায়ং ততো বিপ্রাদ্গ্রামপালঃ পপাঠ সঃ।
তাবুভৌ তস্য মাহাত্ম্যাজ্জগ্মতুর্বৈষ্ণবং পদম্ ॥
ইত্যেকাদশমাহাত্ম্য-কথা তুভ্যং নিরূপিতা।
যস্যাঃ শ্রবমাত্রেণ মহাপাতকসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১১০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে একাদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম পঞ্চাশী-ত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৫॥

ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অস্তি কোলাপুরং নাম নগরং দক্ষিণাপথে।
সুখানাং সদনং সাধ্বি সাধুনাং সিদ্ধিসম্ভবম্ ॥১

গ্রামপাল নিশাচরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ ও তনয়ের তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিল; কিন্তু তনয় তাহাতে হাসিয়া কহিল,—হে গ্রামপাল! পূর্ব্বে কতবার তুমি আমার পুত্র হইয়াছ, ঐরূপ আমিও অনেক বার তোমার পুত্র হইয়াছি। ব্রাহ্মণের প্রসাদে সম্প্রতি আমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি বৈষ্ণব ধামে গমন করিব। এই দেখ গীতার একাদশাধ্যায়মাহাত্ম্যে সেই নিশাচরও দিব্য চতুর্ভুজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং জনগণের সহিত স্বর্গে গমন করিতেছে। তুমিও এই বিপ্রের নিকট গীতার একাদশাধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া অহর্নিশ জপ কর; নিঃসন্দেহ তোমারও এইরূপ গতি হইবে। তাই বলিতেছি—হে তাত! জনগণের সাধুসঙ্গ সর্ব্বথা সুদুর্লভ, আজ তোমার তাহা সংঘটিত হইয়াছে, অতএব নিজের অভীপ্সিত সাধন কর। ধন, ভোগ, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও পূর্ত্তকর্ম্মে কি প্রয়োজন? বিশ্বরূপ গীতাধ্যায় পাঠ ও তাহার শ্রবণ পরম শ্রেয়ঃসাধন। যাহা পূর্ণানন্দ-সন্দোহপ্রাপক ও কৃষ্ণরূপী ব্রহ্মের মুখনির্গত, তাহাই বিষ্ণুর পরম রূপ। এই কৈবল্যরসায়ন কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন ও তন্মিত্র শ্রীকৃষ্ণের কথাপরম্পরা দ্বারা সমুদ্ভূত এবং ভবভীত জনগণের আধিব্যাধিভয়াপহ। অনেকজন্মদুঃখনাশক এরূপ বস্তু আর নাই, অতএব তুমি ইহা স্মরণ কর। মহাদেব বলিলেন,—গ্রামপালতনয় এইরূপ বলিয়া সঙ্গিগণের সহিত বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিল; এদিকে গ্রামপালও সুনন্দের নিকট গীতার একাদশাধ্যায় পাঠ করিল। গীতা-মাহাত্ম্যপ্রভাবে তাহারা উভয়েই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইল। এই তোমার নিকট গীতার একাদশাধ্যায়মাহাত্ম্য নিরূপিত হইল, ইহা শ্রবণে মহাপাতক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।৯৭—১১০।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৫।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—দক্ষিণাপথে কোলা-পুর নামে এক নগর আছে, হে সাধ্বি!

পরশক্তেঃ পরং পীঠং সর্ব্বদেবনিষেবিতম্।
পুরাণেষু প্রসিদ্ধং যদ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥ ২
কোটিশস্তত্র তীর্থানি শিবলিঙ্গানি কোটিশঃ।
আস্তে রুদ্রগয়া যত্র বিশালং লোকবিশ্রুতম্॥
তুঙ্গাচলমহাবপ্র-গোপুরোল্লাসিতোরণম্।
প্রাসাদশিখরে যত্র তুঙ্গঞ্চ কনকধ্বজম্॥৪
সোমকান্তিমহাসৌধবলভীপঙক্তিশোভিতম্।
জালরন্ধ্রোদ্গিরদ্ধূপধূমামোদিতদিক্তটম্॥ ৫
চলৎপতাকবিস্তীর্ণচ্ছায়ং দেবালয়ান্বিতম্।
চতুরৈঃ সুন্দরৈঃ স্নিগ্ধৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ শুচিমানসৈঃ॥
অধিষ্ঠিতং সদাচারৈঃ পুরুষৈর্ভূরিভূষণৈঃ।
কুরঙ্গনয়নাশ্চন্দ্রবদনাঃ কুটিলালকাঃ॥ ৭
উৎফুল্লচম্পকচ্ছায়াঃ পীনতুঙ্গপয়োধরাঃ।
কৃশমধ্যা নিম্ননাভি-বলিত্রয়বিরাজিতাঃ॥ ৮
বিশালজঘনাশ্চারুজঙ্ঘাযুগ্মবরাঙ্ঘ্রয়ঃ।
বাচালমেখলাদামনিক্বণন্মণিনূপুরাঃ॥ ৯
রণৎকঙ্কণহস্তাজ্জস্ফুরৎকরজরশ্ময়ঃ।
বসন্তি প্রমদা যত্র মাদয়ন্ত্যো মুনীনপি॥ ১০
সমস্তবস্তুসংযুক্তং সর্ব্বভোগসমন্বিতম্।
মঙ্গলৈঃ সকলৈর্যুক্তং মহালক্ষ্মীসমন্বিতম্॥ ১১
তত্রাগচ্ছৎপুমান্ কশ্চিদ্যুবা গৌরঃ সুলোচনঃ
কম্বুকণ্ঠঃ পৃথুস্কন্ধো মহাবক্ষা মহাভুজঃ॥ ১২
সমস্তলক্ষণোপেতো গোচরাসক্তমানসঃ।
প্রবিশ্য নগরং পশ্যন্ শোভাং সৌধেষু সর্ব্বতঃ
উৎকণ্ঠিতমনা দ্রষ্টুং মহালক্ষ্মীং সুরেশ্বরীম্।
মণিকুণ্ডে কৃতস্নানঃ সম্পন্নপিতৃতর্পণঃ॥ ১৪
মহালক্ষ্মীং মহামায়াং নত্বা তুষ্টাব ভক্তিতঃ॥১৫
জয়ত্যপারকরুণাশরণ্যা জগদম্বিকা।
কুর্ব্বাণা জগতো জন্ম পালনং ক্ষপণং দৃণা।
যয়া শক্ত্যা কৃতাদিষ্টঃ পরমেষ্ঠী সৃজত্যসৌ॥১৬
অবষ্টভ্য চ তাং শক্তিং পালয়ত্যচ্যুতো জগৎ

ঐ নগর সুখের নিলয় এবং সাধুগণের সিদ্ধিজনক। তথায় সর্ব্বদেবনিষেবিত পুরাণপ্রসিদ্ধ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ পরাশক্তির পরম পীঠ বিদ্যমান, কোটি তীর্থের অধিষ্ঠান এবং কোটি কোটি শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ঐ লোকবিশ্রুত বিশাল কোলাপুর নগরে রুদ্র-গয়া অধিষ্ঠিতা। তুঙ্গগিরি, মহাবপ্র, গোপুর ও তোরণ দ্বারা ঐ নগর উল্লসিত। তত্রত্য প্রাসাদশিখর তুঙ্গ কনকধ্বজরাজিত এবং সোমকান্তি মহাসৌধসমূহ ও বলভীশ্রেণী দ্বারা শোভিত; ঐ সকল সৌধ দেবালয়-সমন্বিত, প্রাসাদের জালরন্ধ্র হইতে নির্গত ধূপধূমে দিক্ সকল আমোদিত এবং বিস্তৃত চঞ্চল পতাকা হইতে পতিত ছায়া শ্রেণীদ্বারা উপশোভিত। তথায় শুচিমানস সুন্দর শ্রীমান্ সুস্নিগ্ধ সদাচার ও ভূরিভূষণ পুরুষসমূহে ঐ পুরী নিয়ত অধিষ্ঠিত। হরিণনয়না শশধর-বদনা কুটিলালকা প্রফুল্লচম্পকপ্রভা পীনতুঙ্গ-পয়োধরা ও ক্ষীণমধ্যা প্রমদাগণ সেই নগর মধ্যে বাস করিয়া মুনিগণেরও মন মাতাইয়া তুলে। তাহাদের সুগভীর নাভি বলি-ত্রয়ভূষিত, তাহারা বিশালজঘনা চারু-জঙ্ঘা ও তাহাদের অঙ্‌ঘ্রিযুগ্ম মনোজ্ঞ। ঐ সকল ললনা চঞ্চলমেখলামালা ধারণ করে, তাহাদের নূপুর হইতে মণিনিচয়ের ক্বণধ্বন উত্থিত হয়, করকঙ্কণের রণৎকার শুনা যায় এবং নখনিচয়ের অমলরশ্মি প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। সমস্ত বস্তুসমন্বিত, সর্ব্বভোগাঢ্য, অখিল মঙ্গলযুক্ত এবং মহালক্ষ্মীসম্পন্ন ঐ নগরে একদা জনৈক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; সেই যুবক গৌর, সুলোচন, কম্বুকণ্ঠ, স্থূলস্কন্ধ, বিশালবক্ষা, মহাভুজ, সমস্ত সাধু-লক্ষণোপেত। তৎকালে তাহার মানস তত্রত্য নিখিল দৃশ্যেই অনাসক্ত ছিল। নগরে প্রবেশ করিয়া যুবক উৎকণ্ঠিত মনে সৌধশোভা অবলোকন করিতে করিতে সুরেশ্বরী মহালক্ষ্মীকে দেখিতে পাইল; তারপর মণিকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ সম্পন্ন করিয়া ভক্তিভরে মহামায়া মহালক্ষ্মীর স্তব করিল ।১—১৫। যুবক কহিল,—অপারকরুণা, শরণ্যা জগদম্বিকার জয় হউক। যে শক্তির দর্শনদানে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন হয়, যাঁহা দ্বারা আদিষ্ট হইয়া পরমেষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যাঁহার শক্তি আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু

যয়া শক্ত্যা কৃতাবেশঃ সংহরত্যখিলং হরঃ ॥১৭
তাং ভজে পরমাং শক্তিং সর্গস্থিতিলয়োর্জ্জিতাম্
যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিকমলে কমলে কমলালয়ে ॥১৮
স্বভাবানখিলান্নস্ত্বং গৃহ্ণাসীন্দ্রিয়গোচরান্ ।
ত্বমেব কল্পনাজালং তৎকল্পং কুরুষে মনঃ ॥১৯
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপা পরসংবিৎস্বরূপিণী ।
নিষ্কলা নির্ম্মলা নিত্যা নিরাকারা নিরঞ্জনা ॥২০
নিরন্তরা নিরাতঙ্কা নিরালম্বা নিরাময়া ।
তবৈবং মহিমানং হি কো বর্ণয়িতুমীশতে ॥ ২১
বন্দে নির্ভিন্নষট্‌চক্র-দ্বাদশান্তর্ব্বিহারিণীম্ ।
অনাহতধ্বনিময়ীং বিন্দুনাদকলাত্মিকাম্ ॥ ২২
মাতস্ত্বং পূর্ণশীতাংশুগলৎপীযুষবাহিনী ।
পুষ্ণাসি বৎসলে বালান্ সনকাদীন্ দিগম্বরান্
অনুস্যূতা শিবা সংবিজ্জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ।
তুরীয়ায়াং বর্ত্তমানা দয়াসুনৃতসন্ধিষু ॥ ২৪
দদাসি প্রাণিনাং সর্ব্বাঃ সততং ব্রহ্মসম্পদঃ ।
সংহৃত্য তত্ত্বসঙ্ঘাতং তুরীয়াতীতয়া ত্বয়া ॥ ২৫
যোগিনাং বিশ্বতাদাত্ম্যং দীয়তে নির্ব্বিকল্পয়া ।
পরাং নমামি পশ্যন্তীং মধ্যমাং বৈখরীমপি ॥২৬
রূপাণি দেবি গৃহ্ণাসি জগৎসন্ত্রাণহেতবে ।
ত্বং ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী চ ত্বং মাহেশী চ ত্বমম্বিকে
বারাহী ত্বং মহালক্ষ্মীর্নারসিংহী ত্বমৈন্দ্রিকা ।
ত্বং কৌমারী চণ্ডিকা ত্বং লক্ষ্মীস্ত্বং বিশ্বপাবনী ॥
সাবিত্রী ত্বং জগন্মাতা শশিনী ত্বঞ্চ রোহিণী ।
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি ত্বং সুধা পরমেশ্বরী ॥
চণ্ডমুণ্ডভুজাদণ্ড-খণ্ডনোর্দ্দণ্ডমণ্ডিতে ।
রক্তবীজগলদ্রক্ত-পানঘূর্ণিতলোচনে ॥ ৩০
উন্মত্তমহীষগ্রীবোন্মূলকপ্রৌঢ়দোর্যুগে ।
শুম্ভাসুরমহাদৈত্যদারণায়তবিক্রমে ॥ ৩১
অনন্তচরিতে তুভ্যং নমস্ত্রৈলোক্যমাতৃকে ।
ভক্তকল্পলতে মহ্যং প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ৩২

পালন করেন, যাঁহার শক্তির আবেশে হর সমগ্র সংসার সংহার করেন সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়োর্জ্জিত পরমাশক্তিকে আমি ভজনা করি। হে কমলে! কমল তোমার নিলয়, যোগিগণ তোমার অঙ্ঘ্রিকমলের ধ্যান করেন, তুমি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর অখিল স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাক এবং মনকে নিখিল কল্পনা জালে বিজড়িত কর। তুমি ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও পরাসংবিৎস্বরূপিণী; তুমি নিষ্কলা, নির্ম্মলা, নিত্যা, নিরাকারা, নিরঞ্জনা, নিরন্তরা নিরাতঙ্কা, নিরালম্বা এবং নিরাময়া। কে তোমার এই মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? হে মাতঃ! তুমিঅনাহতধ্বনিময়ী, বিন্দুনাদ-কলাত্মিকা; তুমি ষট্‌চক্রভেদ করিয়া সহস্র-দল কমলান্তর্গত দ্বাদশদল কমলে বিহার করিয়া থাক। আমি তোমাকে বন্দনা করি। হে বৎসলে! তুমি পূর্ণ সুধাকর-গলিত পীযুষ বহন কর, দিগম্বর সনকাদি শিশুগণকে পোষণ করিয়া থাক, তুমি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় শিবা সংবিৎরূপে অনুস্যূত হও, তুরীয়াবস্থায় দয়া ও সুনৃত-সন্ধিতে অবস্থান কর এবং তুমি সতত প্রাণি-গণকে ব্রহ্মসম্পৎ প্রদান কর। তুমিই তত্ত্বসমূহ সংহৃত করিয়া তুরীয়াবস্থার অতীত হও, নির্ব্বিকল্পাবস্থায় যোগিগণের বিশ্বতাদাত্ম্য প্রদান কর। তুমিই পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী; তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! জগতের ত্রাণ জন্য তুমি নানারূপ পরি-গ্রহ কর। হে মাতঃ! তুমি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী; তুমি বারাহী, মহা-লক্ষ্মী, নরসিংহী, ঐন্দ্রী, কৌমারী, চণ্ডিকা এবং তুমি বিশ্বপাবনী লক্ষ্মী। তুমি জগন্মাতা সাবিত্রী, শশিভামিনী রোহিণী; তুমি স্বাহা, স্বধা এবং পরমেশ্বরী সুধাও তুমি। তুমি চণ্ডমুণ্ডের ভুজদণ্ডের খণ্ডন জন্য দোর্দণ্ডে খড়্গ দ্বারা মণ্ডিতা হইয়াছ, রক্তবীজের গলিত রক্ত পান করিয়া তোমার নয়ন ঘূর্ণিত হইয়াছে, উন্মত্ত মহিষের মস্তক ছেদনার্থ তোমার ভুজযুগ উর্জ্জিত ভাব ধারণ করি-য়াছে, ভীষণ শুম্ভ দৈত্যের দারণ জন্য তোমার বিক্রম-বিকাশ হইয়াছে। হে ত্রিলোকজননি! তুমি অনন্তচরিতা, তোমাকে নমস্কার। হে ভক্তকল্পলতে পরমেশ্বরি!

ইতি তেন স্তুতা দেবী মহালক্ষ্মীস্ততঃ স্বয়ম্।
নিজরূপং সমাস্থায় পুরুষং প্রত্যুবাচ তম্ ॥ ৩৩
শ্রীলক্ষ্মীরুবাচ।
রাজপুত্র প্রসন্নাহং বৃণীষ বরমুত্তমম্ ॥ ৩৪
রাজপুত্র উবাচ।
পিতা মে ধরণীপালো বাজিমেধং মহাক্রতুম্।
কুর্ব্বাণো দৈবযোগেন রোগাক্রান্তো দিবংযযৌ
তদ্বপুস্তপ্ততৈলেন শোষয়িত্বা ময়া ততঃ ॥ ৩৫
স্থাপিতস্তত্র যাগোঽসৌ যথাপূর্ব্বমবর্ত্তত।
অথ ক্রান্তমহীচক্রো যূপে যাগতুরঙ্গমঃ ॥ ৩৬
নিশীথে বন্ধনং হিত্বা নীতঃ কেনাপি কুত্রচিৎ।
অদৃষ্ট্বা তদ্গতং কাপি নিবৃত্তেষু জনেম্বহম্ ॥৩৭
আমন্ত্র্য ঋত্বিজঃ সর্ব্বাঞ্চরণং ত্বামুপাগতঃ।
প্রসন্না যদি দেবি ত্বং তন্মে যাগতুরঙ্গমঃ ॥ ৩৮
দৃষ্টৌ ভবতু যাগোঽসৌ সম্পূর্ণো জায়তে যথা।
আনৃণ্যং মম তাতস্য তেন রাজ্ঞো ভবিষ্যতি ॥
তথা কুরু জগদ্ধাত্রি শরণাগতবৎসলে ॥ ৪০
দেব্যুবাচ।
মম দ্বারং দ্বিজঃ সিদ্ধসমাধিরিতি বিশ্রুতঃ।
মমাজ্ঞয়া স তে সর্ব্বং কার্য্যং নিষ্পাদয়িষ্যতি।
ইত্যুক্তঃ শ্রীমহালক্ষ্ম্যা ততো রাজকুমারকঃ ॥৪১
আজগাম মুনিঃ সিদ্ধসমাধির্যত্র তিষ্ঠতি।
প্রণম্য তস্য পাদাব্জং কৃতাঞ্জলিরবস্থিতঃ ॥ ৪২
তমুবাচ ততো বিপ্রঃ প্রহিতোঽসি ত্বমম্বয়া।
ত্বদীপ্সিতমিদং সর্ব্বং সাধয়ামি বিলোকয় ॥ ৪৩
ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশান্ সর্ব্বানাচকর্ষ স মান্ত্রিকঃ।
ঐক্ষত ক্ষিতিপালস্য তনয়োঽসৌ তদা সুরান্ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটান্ দেবান্ বেপমানকলেবরান্।
অথ তানমরান্ সর্ব্বান্ সম্ভাষে দ্বিজোত্তমঃ ॥
অমুষ্য রাজপুত্রস্য বাজী যজ্ঞায় কল্পিতঃ।
নীতোঽস্তি দেবরাজেন ক্ষপায়ামপহৃত্য সঃ ॥৪৬

আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১৮—৩২। অনন্তর স্বয়ং মহালক্ষ্মী যুবক কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া নিজরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সেই পুরুষকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীলক্ষ্মী কহিলেন,—হে রাজপুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, উত্তম বর প্রার্থনা কর। রাজপুত্র কহিল,—মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে প্রবৃত্ত আমার পিতা ধরণীপাল দৈব-বশে পীড়িত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার তনু তপ্ত তৈলে ভর্জ্জিত করিয়া সেই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলাম। অতঃপর যজ্ঞ পূর্ব্ববৎ আরম্ভ হইয়াছিল। যজ্ঞাশ্ব মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া আগমন করিলে তাহাকে যূপে বন্ধন করা হইয়াছিল; কিন্তু নিশীথে বন্ধন মোচন করিয়া সেই অশ্বকে যেন কে কোথায় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অশ্বের অদর্শনে যাগকারী জনগণ যজ্ঞ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, আমি ঋত্বিক্গণকে আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে দেবি! যদি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে যজ্ঞতুরঙ্গম আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং যাহাতে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তাহা করুন। হে শরণাগত বৎসলে! হে জগদ্ধাত্রি! যাহাতে আমি পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা করুন। দেবী বলিলেন,—আমার দ্বারে বিখ্যাত সিদ্ধসমাধি নামক দ্বিজ আছেন, আমার আজ্ঞায় তিনি তোমার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া দিবেন। অনন্তর রাজকুমার মহালক্ষ্মী কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া যে স্থানে সিদ্ধসমাধি মুনি অবস্থিত ছিলেন,তথায় আগমন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর সিদ্ধসমাধি মুনি রাজকুমারকে কহিলেন,—মাতা তোমাকে পাঠাইয়াছেন, অতএব তোমার সকল অভীপ্সিত সাধন করিব, তুমি দেখ।৩৩-৪৩। মন্ত্রকুশল সিদ্ধসমাধি এইরূপ কহিয়া সুরগণকে আকর্ষণ করিলেন; তখন ক্ষিতিপালতনয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—সুরগণ কম্পিত কলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর দ্বিজসত্তম সিদ্ধসমাধি সুরগণকে কহিলেন,—

গীর্ব্বাণা অশ্বমেবাশ্ব সমানয়ত মা চিরম্।
অথ তস্য মুনের্ব্বাক্যাদ্দেবৈর্যজ্ঞতুরঙ্গমঃ ॥ ৪৭
সমর্পিতস্ততস্তেন তেঽনুজ্ঞাতা দিবৌকসঃ।
আকৃষ্টানমরান্ দৃষ্ট্বা গতং লব্ধা তুরঙ্গমম্ ॥ ৪৮
মহীপতিসুতো নত্বা তং মুনিং বাক্যমব্রবীৎ।
আশ্চর্য্যমিদমেতত্তে সামর্থ্যমৃষিসত্তম ॥ ৪৯
কৃতং ত্বয়া চিত্রমিদং ত্রিদশাকর্ষণং ক্ষণাৎ।
হস্তাদাকৃষ্য দত্তো মে যজ্ঞীয়োঽয়ং তুরঙ্গমঃ ॥৫০
ন কিঞ্চিদপরং ষাবদুষ্করং যৎ সুরৈরপি।
প্রভবিষ্যতি তৎকর্ত্তুং ভবানেব ন চাপরঃ ॥ ৫১
শৃণু বিপ্র মহীপালঃ পিতাসীন্মে বৃহদ্রথঃ।
প্রারব্ধহয়মেধোঽসৌ দৈবেন নিধনং গতঃ ॥৫২
অদ্যাপি তস্য দেহোঽস্তি তপ্ততৈলেন
শোষিতঃ।
তস্য সঞ্জীবনং ভূয়ঃ কর্ত্তুমর্হসি সত্তম ॥ ৫৩

ইত্যাকর্ণ্য স্মিতং কৃত্বা স জগাদ মহামুনিঃ।
যামস্তত্র পিতা যত্র তাবকো যাগমণ্ডপঃ ॥ ৫৪
অথাগত্য সমং তেন তত্র সিদ্ধসমাধিনা।
পয়োঽভিমন্ত্র্য বিদধে তস্য প্রেতস্য মূর্দ্ধনি ॥৫৫
ততঃ প্রাপ নৃপঃ সংজ্ঞামুত্তস্থে বৈ দদর্শ চ।
স তং পপ্রচ্ছ বিপ্রেন্দ্রং কোঽসি ধর্ম্মেতি
ভূপতিঃ ॥ ৫৬
ততো রাজসুতঃ সর্ব্বং ভূপালায় ন্যবেদয়ৎ।
স নত্বা ব্রাহ্মণং রাজা তং পুনর্দ্দত্তজীবিতম্ ॥৫৭
বভাষে কেন পুণ্যেন ত্বয়ি শক্তিরলৌকিকী।
যয়া মে জীবিতং দত্তমাকৃষ্টাশ্চ দিবৌকসঃ ॥৫৮
যাগশ্চোদ্ধরিতো বিপ্র যেন মে তন্নিরূপয় ॥৫৯
ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রোঽসৌ জগাদ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
গীতানাং দ্বাদশাধ্যায়ং জপাম্যহমতন্দ্রিতঃ।
তেন শক্তিরিয়ং রাজন্ যয়া প্রাপ্তোঽসি জীবিতম্

এই রাজপুত্রের অশ্বমেধকল্পিত অশ্ব দেবরাজ নিশিযোগে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, হে দেবগণ! সত্বর সেই অশ্ব আনয়ন কর। অনন্তর মুনির আদেশে সুরগণ যজ্ঞাশ্ব আনয়ন করিয়া রাজকুমারকে অর্পণ করিলেন, রাজকুমারও সেই আকৃষ্যমাণ সুরগণকে অবলোকন ও তাঁহাদের অনুমতিক্রমে তুরঙ্গম গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ সমাধিকে প্রণামপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। রাজকুমার বলিলেন,—হে ঋষিসত্তম! আপনার এ সামর্থ্য অতি বিস্ময়কর, আপনি যে ক্ষণকাল মধ্যে সুরগণকে আকর্ষণ করিলেন, ইহা বড়ই বিচিত্র! আপনি দেবগণের হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞীয়াশ্ব প্রদান করিলেন, আমার মনে হয় সুরগণেরও যাহা কিছু অসাধ্য, তাহাও আপনি সাধন করিতে পারেন, অন্যের সাধ্য নহে। হে বিপ্র! শ্রবণ করুন,—আমার পিতা রাজা বৃহদ্রথ অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া দৈববশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তপ্ত তৈলে শুষ্ক হইয়া তাঁহার দেহ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, হে সত্তম! আপনি তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ। মহামুনি সিদ্ধসমাধি রাজকুমারের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হাসিয়া কহিলেন,—যেখানে তোমার পিতা ও ত্বদীয় যাগমণ্ডপ, তথায় গমন করিতেছি। সিদ্ধসমাধি এইরূপ কহিলে রাজকুমার তাঁহার সহিত সেই যাগস্থানে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধিসমাধি মুনি তখন জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই মৃত রাজদেহের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর রাজা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন, উঠিয়া বসিলেন এবং বিপ্রেন্দ্র সিদ্ধসমাধিকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ধর্ম্মমূর্ত্তে! আপনি কে? অনন্তর রাজকুমার পিতাকে সর্ব্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, রাজাও তাঁহার জীবনদাতাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্র! বলুন,—কোন্ পুণ্যে আপনার এতাদৃশী অলৌকিকশক্তি হইয়াছে যে, আমার জীবন দান ও দেবগণকেও আকর্ষণ করিয়া লুপ্তযজ্ঞের পুনরুদ্ধার করিলেন? ৪৪—৫৯। সিদ্ধসমাধি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আলস্যহীন হইয়া গীতার দ্বাদশাধ্যায় জপ করিয়াছি, তাহাতেই আমার এইরূপ শক্তি জন্মিয়াছে;

এতদাকর্ণ্য রাজাসৌ দ্বাদশাধ্যায়মুত্তমম্।
পপাঠ.তস্মাদ্বিপ্রর্ষেঃ সকাশাৎ ব্রাহ্মণান্বিতম্ ॥৬১
তস্যাধ্যায়স্য মাহাত্ম্যাত্তে সর্ব্বে সদ্গতিং যযুঃ
অন্যে পঠিত্বা জীবাশ্চ মুক্তিমাপুরহো পরাম্॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে দ্বাদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
দ্বাদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং ভবতা কথিতং মম।
ব্রূহি ত্রয়োদশাধ্যায়মাহাত্ম্যমতিসুন্দরম্॥ ১
মহাদেব উবাচ।
শৃণু ত্রয়োদশাধ্যায়মহিমাম্ভোনিধিং শিবে।
যদাকর্ণনমাত্রেণ পরাং মুদমবাপ্স্যসি॥ ২
অস্তি দক্ষিণদিঙ্মার্গে তুঙ্গভদ্রা মহানদী।
তত্তটে নগরং রম্যং নাম্না হরিহরং পুরম্॥ ৩
যত্রাস্তে ভগবান্ দেবি দেবো হরিহরঃ স্বয়ম্।
যস্য দর্শনমাত্রেণ পরং কল্যাণমাপ্যতে॥ ৪
তস্মিন্ পুরে দ্বিজন্মাসীদ্ধরিদীক্ষিতসংজ্ঞকঃ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ॥ ৫
দুরাচারেতি তস্যাসীদ্ভার্য্যা নাম্না চ কর্ম্মণা।
ন সুষ্বাপ সমং পত্যা দুরালাপা কদাচন॥ ৬
ক্ষণমপ্যাত্মসদনে ন চাস্তে স্বৈরচারিণী।
কণ্ঠদঘ্নং দ্বিজদ্বারে ধয়ন্তী বারুণীরসম্॥ ৭
পতিসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বান্ তর্জ্জয়ন্তী পুনঃপুনঃ।
বিটৈঃ সহ সদোন্মত্তা রমমাণা নিরন্তরম্॥ ৮
কদাচিদ্ব্যাকুলং দৃষ্ট্বা পুরং পৌরৈরিতস্ততঃ।
সঙ্কেতগেহমকরোৎ কান্তারে নির্জনে স্বয়ম্॥৯
অথ তত্রৈব সা ধূর্ত্তা রমমাণা বিটৈঃ সহ।
নিনায় সা বহূন্ কালান্নিজযৌবনগর্ব্বিতা॥ ১০
অথ তস্মিন্ পুরে রম্যে নিবসন্ত্যা নিরঙ্কুশম্।

আর সেই শক্তিবলেই তোমার জীবন-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। রাজা এইরূপ শ্রবণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া বিপ্রর্ষি সিদ্ধসমাধির নিকট সেই অনুত্তম গীতার দ্বাদশাধ্যায় অধ্যয়ন করিলেন। অহো দ্বাদশাধ্যায়মাহাত্ম্য! গীতার সেই দ্বাদশাধ্যায়মাহাত্ম্যে তাঁহারা সকলেই সদ্গতি লাভ করিলেন; আর অন্য যাহারা পাঠ করিল, তাহারাও মুক্তিপ্রাপ্ত হইল। ৬০—৬২।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৬।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—আপনি দ্বাদশাধ্যায়-মাহাত্ম্য আমার নিকট কহিলেন, সম্প্রতি অতিসুন্দর ত্রয়োদশাধ্যায়মাহাত্ম্য বর্ণন করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে শিবে! মাহাত্ম্য-সাগর ত্রয়োদশাধ্যায় শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ-মাত্রেই অতিমাত্র আমোদ প্রাপ্ত হইবে। দক্ষিণাপথে মহানদী তুঙ্গভদ্রা বিদ্যমানা, তুঙ্গভদ্রাতটে হরিহরপুর নামে রম্য নগর বিরাজিত। হে দেবি! হরিহরপুর নগরে স্বয়ং ভগবান্ হরিহর অবস্থিত, তাঁহার দর্শন-মাত্রেই পরম মঙ্গল লাভ হয়। ঐ নগরে তপঃস্বাধ্যায়নিরত বেদপারগ শ্রোত্রিয় হরি-দীক্ষিত নামক জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম দুরাচারা, দুরাচারা নামে ও কার্য্যেও দুরাচারা। স্বৈরচারিণী দুরাচারা কদাচ পতির সহিত শয়ন করিত না এবং ক্ষণকালও গৃহে থাকিত না। দুরাচারা পতির সম্মুখে আকণ্ঠ বারুণী-মদ্যপান করিয়া পতিসম্বন্ধী বান্ধবগণকে নিরতিশয় তিরস্কার করিত এবং সর্ব্বদা উন্মত্ত হইয়া উপপতি-দিগের সহিত রত থাকিত। নিজ যৌবন-গর্ব্বিতা ধূর্ত্তা দুরাচারা একদা পৌরগণ কর্ত্তৃক পুর ইতস্ততঃ সমাকুল অবলোকন করিয়া নির্জ্জন কান্তারে এক সঙ্কেত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় উপপতিগণের সহিত রতিক্রিয়ার বহুকাল অতিবাহিত করিতে লাগিল।১—১০। অনন্তর নির্ব্বিঘ্নে সেই রমণী রম্য হরিহরপুরে

বসন্তকালঃ সমভূৎ পরং চিত্তেভুবঃ সখা॥ ১১
আমূলপল্লবাকীর্ণঃ সহকারবিকারণা।
পিকানাং পঞ্চমালাপৈঃ পুনঃ সঞ্জীবিতঃ স্মরঃ॥
স্ফুরচ্চম্পকসৌরভ্যহারকৈর্মলয়ানিলৈঃ।
মন্দং মন্দং প্রসর্পদ্ভিরান্দোলিতবনদ্রুমঃ॥ ১৩
উৎফুল্লমল্লিকামোদ-মদিরাপারণাবতাম্।
অলীনাং কলটঙ্কারৈঃ সমন্তাদ্রাবশোভিতঃ॥১৪
প্রসন্নচারুভিঃ স্মেরঃ সরোবরসুগন্ধিভিঃ।
মীলন্মরালনিবহৈঃ সরোভিঃ প্রকটীকৃতঃ॥ ১৫
ঘনচ্ছায়াসুখাসীন-হরিণার্ভকধারিভিঃ।
নীরন্ধ্রপল্লবৈর্নানাশাখিভিঃ শোভিতাবনিঃ॥১৬
তাস্মিন্ বসন্তসময়ে মুদিতা সাভিসারিকা।
অপশ্যজ্জগদানন্দদায়িনীং চন্দ্রিকাং নিশি॥ ১৭
চঞ্চচ্চকোরচঞ্চ গ্রগলৎপীযূষশীকরাম্।
দ্রবদ্বিন্দুশিলানির্য্যৎসুধানির্ঝরনির্ভরাম্॥ ১৮
বিকাশিকুসুমক্রোড়সান্দ্রীভূতকরোৎকরাম্।
উল্লাসিতপয়োরাশিকল্লোলালিঙ্গিতাম্বরাম্॥
মনোভবমহাসিং হ কুলটাকণ্ঠকর্ত্তরীম্।
ঘনান্ধকারসন্দোহাবদারণপটীয়সীম্॥ ২০
শ্বেতীকৃতসতীকারপরার্থাহিমগর্ব্বিণীম্।
ম্লানপঙ্কজসঙ্কোচাদ্যুনামানন্দদায়িনীম্॥ ২১
চক্রবাকবধূবক্ত্রকরুণাক্রোশসাক্ষিণীম্।
মুক্তাশ্রেণীবিশুদ্ধাংশুপ্রভাসিতদিগন্তরাম্॥২২
অথ তস্যাং প্রভূতায়াং পূরয়ন্ত্যা দিশো দশ।
কামান্ধা কামিনী জাতা পথি সৌধবিহারিণী॥২৩
অপশ্যন্তী বিটান্ রাত্রৌ নির্ভিদ্য ভবনার্গলম্।
যযৌ সঙ্কেতভবনং নির্গত্য নগরাদ্বহিঃ॥ ২৪

এই ভাবে বাস করিতে থাকিলে একদা মদনসখা বসন্ত কাল আসিয়া সমুপস্থিত হইল, তখন আম্র বৃক্ষের আমূল পল্লবে সমাকীর্ণ হইল, পিকগণের পঞ্চমালাপে মৃত মদন যেন পুনর্জ্জীবন পাইল, প্রফুল্ল চম্পক কুসুমের সুরভি হার পরিধান করিয়া মলয়মারুত মন্দ মন্দ প্রবাহে বনদ্রুম আন্দোলিত করিল এবং উৎফুল্ল মল্লিকা কুসুমের আমোদ-মদিরা-পানাকুল অলিকুলের কলটঙ্কারে কাননের সর্ব্বস্থান শোভিত হইতে লাগিল। সুগন্ধি সরোবরসমূহের প্রসন্ন ও মনোজ্ঞ গন্ধে বসন্তের বিকাশ হইল, চঞ্চল মরালমালাকুল সরোবরসমূহ দ্বারা বসন্ত আত্মবিকাশ করিল, হরিণগণ স্ব-স্ব শিশু সঙ্গে লইয়া বনের ঘনচ্ছায়ায় সুখে সমাসীন হইল এবং ঘনপল্লবশালী শাখিসমূহে কানন নিরতিশয় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল এবংবিধ বসন্ত সময়ের নিশীথে সেই প্রমুদিতা অভিসারিকা রমণী অবলোকন করিল—জগদানন্দদায়িনী চন্দ্রিকা সমুদিতা হইয়াছে, চকোরের চঞ্চুর অগ্রে হিম পতিত হইয়াছে, সেই হিম চকোরচঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পীযূষ-শীকরাকারে গলিত হইতেছে। শিলা সকলের উপর হিমবিন্দু পতিত হইয়াছে, সেই বিন্দু গাঢ় সুধা-নির্ঝরাকারে গলিয়া পড়িতেছে এবং বিকশিত কুসুমের ক্রোড়ে শিশিরসমূহ পতিত হইয়া ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। আকাশতল যেন উল্লাসিত জলরাশির কল্লোলে আলিঙ্গিত রহিয়াছে। সেই চন্দ্রিকা মদনের মহা খড়্গস্বরূপিণী, যেহেতু কুলটা-গণের কণ্ঠ কর্ত্তনে উহা যোগ্য। পরার্থসাধিনী হিমগর্ব্বিণী জ্যোৎস্না ঘনান্ধকারনিকর বিদারণ করিয়া নিজ পটুতা প্রদর্শন করিতেছে, সতী রমণীর হৃদয় স্বচ্ছ করিয়া দিতেছে এবং দুঃখিত জনের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করি-তেছে। নলিনী মলিনা হইয়া সঙ্কুচিত হই-তেছে। চক্রবাক চক্রবাকীর বক্ত্র ধারণ করিয়া করুণক্রন্দনপূর্ব্বক বসন্তের যে প্রভাব বুঝাইয়া থাকে, বসন্তজ্যোৎস্না তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং মুক্তাপঙ্ক্তির অমল কিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত হই-য়াছে। ১১—২২। অনন্তর এইরূপে সেই জ্যোৎস্না প্রভূত প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিলে কামিনী কামান্ধ হইয়া পথমধ্যবর্ত্তী সৌধে বিহার করিতে লাগিল, কিন্তু সে রাত্রিতে তাহার উপপতিরা আসিল না; কামিনী উপপতিগণকে অনাগত

তত্র প্রিয়তমং কঞ্চিৎ কামমোহিতমানসা।
অন্বেষয়ন্তী নাদ্রাক্ষীৎ কুঞ্জেকুঞ্জে তরৌতরৌ॥
আকর্ণয়ন্তী কান্তস্য মন্দালাপান্ পদেপদে।
অভিযাতি ততঃ ক্রীড়ন্ যত্র সংহারিনিস্বনঃ॥২৬
চক্রবাকরবান্ শ্রুত্বা কান্তালাপভ্রমাদসৌ।
সরোবরাণি সর্ব্বাণি পর্য্যটন্তী মুহুর্মুহুঃ॥২৭
কান্তভ্রান্ত্যা তরুতলে প্রসুপ্তান্ হরিণোৎকরান্
প্রবোধয়ন্তী সোচ্ছ্বাসমাগতাস্মীতিভাষিণী॥২৮
আলিঙ্গন্তী বনস্থাণুং জীবনেশ্বরশঙ্কয়া।
তদাননভ্রমাদ্ভূয়শ্চুম্বন্তী বিকচাম্বুজম্॥২৯
তত্র তত্র কৃতব্যর্থশ্রমাদৃষ্টপ্রিয়া স্বয়ম্।
বিললাপ বনে তস্মিন্মূর্চ্ছন্তী বিবিধোক্তিভিঃ।
হা কান্ত হা গুণাক্রান্ত মচ্চৈতন্যস্য নায়ক॥৩০
হে মনোহরসৌভাগ্য ভাগ্যলাবণ্যশেবধে।
হা পূর্ণচন্দ্রবদন হা সরোজায়তেক্ষণ॥৩১
হা কান্ত তপ্তসৌহিত্য বিশ্রমায় সুরদ্রুম।
যদি কোপেন কুত্রাপি গুহ্যবেশোঽত্র তিষ্ঠসি॥
প্রসাদয়ামি ত্বাং কান্ত দত্ত্বা প্রাণান্ প্রিয়ানপি
ইত্যুচ্চৈঃ সর্ব্বতো দিক্ষু বিলপন্ত্যা বিয়োগতঃ॥
তস্যাঃ শ্রুত্বা বচঃ কোঽপি সুপ্তো ব্যাঘ্রঃ প্রবুদ্ধবান্।
কুর্ব্বন্ ঘুরঘুরধ্বানং পশ্যন্ প্রতিদিশং রুষা॥৩৪
আস্ফালয়ন্নখৈর্ভূমিং গর্জ্জন্নাকাশগহ্বরম্।
পৃষ্ঠনির্ভগ্নলাঙ্গূলো দ্রুতমুত্থায় বেগবান্॥৩৫
গতো ব্যাঘ্রঃ সমুৎপত্য যত্রাস্তে সাভিসারিকা
অথ সাপি তমায়ান্তমালোক্য পতিশঙ্কয়া॥৩৬
নির্জ্জগাম পুরঃ স্থাতুং প্রেমনির্ভরমানসা।
ততস্তস্য নখক্রীড়াক্রূরতাঙ্কীকৃতা সতী।
জহৌ প্রিয়বপুঃশঙ্কাং শ্রুত্বা গর্জ্জিতমূর্জ্জিতম্॥৩৭

দেখিয়া গৃহের অর্গল খুলিয়া নির্গত হইল এবং ক্রমে সেই নগরবহিস্থ সঙ্কেতগৃহে গমন করিল। কামমোহিতমনা ঐ কামিনী সে স্থানে উপস্থিত হইয়া কোন প্রিয়তমকে দেখিতে পাইল না; সে কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে অন্বেষণ করিয়াও কাহাকেও দেখিল না, কেবল পদে পদে প্রিয়কান্তের মন্দালাপ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে কখন কিছুদূর গমন ও কখন বা নিজে নিজে ক্রীড়া করিতে থাকিলে এক মনোহর রব তাহার শ্রুতিগোচর হইল, চক্রবাকরব শ্রবণে সে কান্তরবভ্রমে মুহুর্মুহু সরোবরে পর্য্যটন করিল; আবার আমি আসিয়াছি বলিয়া তরুতলে প্রসুপ্ত হরিণগণকে পতিভ্রমে উচ্ছ্বাসসহকারে প্রবোধিত করিতে লাগিল। প্রাণেশ্বর মনে করিয়া স্থাণুকে আলিঙ্গন ও নিজ কান্তের মুখভ্রমে বিকসিত কমলে চুম্বন করিল; কিন্তু পদে পদে প্রিয়ের অদর্শনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া শ্রান্ত হইল এবং বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিয়া সেই বনে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িল। কামিনী কহিল,—হা কান্ত! আমি তোমার গুণে আক্রান্ত, তুমি আমার চৈতন্যনায়ক। হে মনোহর; হে সৌভাগ্য! হে ভাগ্যলাবণ্যনিধি! হায় হায় পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তোমার বদন, নলিনীর ন্যায় তোমার নয়ন। হা কান্ত! তুমি তপ্ততাপনাশে কল্পতরুতুল্য, যদি কোনরূপ রোষবশে গুপ্তবেশে এখানে থাক, তবে হে কান্ত! প্রিয় প্রাণের অন্ত করিয়াও তোমায় প্রসন্ন করিতেছি। সেই বিরহিণী সর্ব্বদিকে এইরূপ উচ্চ বিলাপবাণী উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহার বাক্য শুনিয়া এক সুপ্ত শার্দ্দূল প্রবুদ্ধ হইল, ব্যাঘ্র ঘুর ঘুর শব্দ করিয়া রোষবশে সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; সে নখনিকর দ্বারা ভূমিতলে আস্ফালন করিয়া মেঘগর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল, পৃষ্ঠদেশে লাঙ্গুল তুলিয়া বেগভরে সত্বর উঠিয়া পড়িল এবং যেস্থানে সেই অভিসারিকা অবস্থিত ছিল, লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তথায় পতিত হইল। অনন্তর পতিভ্রমে প্রেমনির্ভরমনা অভিসারিকাও শার্দ্দূলকে সমাগত দেখিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই অসতী কামিনী ক্রূর ব্যাঘ্রের নখক্রীড়ায় অন্ধ হইল, এবং উর্জ্জিত গর্জ্জন শুনিয়া প্রিয়শরীর-ভ্রমও পরিহার করিল। ২৩—৩৭।

তথাবিধাপি সা নারী ভ্রান্তিমুৎসৃজ্য সত্বরম্ ॥
ব্যাঘ্রত্বন্তু কুতো হেতোর্মাং নিহন্তুমিহাগতঃ ।
ইদং সর্ব্বং সমাখ্যাহি যতস্ত্বং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ৩৯
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা শার্দ্দূলশ্চণ্ডবিক্রমঃ ।
ক্ষণং বিহায় তদ্গ্রাসমুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৪০
মলাপহা নদী নাম্না দেশে তিষ্ঠতি দক্ষিণে ।
নগরী মুনিপর্ণেতি তস্যা রোধসি বর্ত্ততে ॥ ৪১
তত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাৎ পঙ্কলিঙ্গো মহেশ্বরঃ
তস্যাং পুর্য্যামহং বিপ্রপুত্রো ভূত্বা স্থিতস্ততঃ ॥
অযাজ্যান্ যাজয়ন্নন্নেকোদ্দিষ্টে নদীতটে ।
বেদপাঠফলং শশ্বদ্বিক্রীণন্ ধনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৪৩
ভিক্ষুকানপরান্ লোভাত্তিরস্কুর্ব্বন্ দুরুক্তিভিঃ ।
অদেয়দ্রবিণং গৃহ্ণন্নদত্তমনিশং দিনম্ ॥ ৪৪
ছলয়ন্ সকলাং লোকান্ ক্ষণগ্রহণকৌতুকাৎ ।
ততঃ কতিপয়ে কালে জরঠত্বমুপাগতঃ ॥ ৪৫

বলীপলিতবানন্ধঃ প্রপতন্ প্রস্খলদ্গতিঃ ।
পতদ্দন্তোঽভবং ভূয়ঃ প্রতিগ্রহপরায়ণঃ ॥ ৪৬
হস্তে গৃহীতদর্ভোঽহমগমং তীর্থসন্নিধিম্ ।
ধনগ্রহণলোভেন ভ্রমন্ পর্ব্বসু পর্ব্বসু ॥ ৪৭
ততোঽহং শিথিলাঙ্গঃ সন্ কঞ্চিদ্ভূনির্জ্জরালয়ম্
গতবান্ যাচিতুং ভোক্তুং দষ্টো মধ্যে পদে শুনা
অপতং মূর্চ্ছিতো ভূত্বা ততঃ ক্ষিতিতলে ক্ষণাৎ
ততোঽহং গলিতপ্রাণো ব্যাঘ্রযোনিমুপাগতঃ
অত্র তিষ্ঠামি কান্তারে পূর্ব্বপাপমনুস্মরন্ ।
ন ভক্ষয়ামি ধর্ম্মিষ্ঠান্মুনীন্ সাধুজনান্ সতীঃ ॥৫০
কিন্তু পাপান্ দুরাচারানসতীর্ভক্ষয়াম্যহম্ ।
অতোঽসতি ত্বং তত্রৈব মমৈব কবলায়সে ॥৫১
ইত্যুক্ত্বা স্বৈর্নখৈঃ ক্রূরৈস্তাং বিভজ্যাঙ্গ খণ্ডশঃ
অথ তাং ভক্ষিতাং তেন পাপদেহমুপাশ্রিতাম্
যমস্য কিঙ্করা নিন্যুঃ সদ্যঃ সংযমনীং পুরীম্ ।

সেই নারী সেই অবস্থায়ও ভ্রান্তি পরিহার করিয়া সত্বর ব্যাঘ্রকে বলিল,—হে ব্যাঘ্র! কিজন্য তুমি আমাকে নিহত করিতে এখানে আগমন করিয়াছ? কেন তুমি আমার বধার্থী হইয়াছ? এসকল আমাকে বল। চণ্ডবিক্রম ব্যাঘ্র নারীর এইরূপ প্রশ্নশ্রবণে ক্ষণকালের জন্য ভক্ষণে বিরত হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল,—দক্ষিণদেশে মলাপহানাম্নী এক নদী আছে, তাহার তটে মুনিপর্ণানাম্নী নগরী বিরাজ করে। সেখানে সাক্ষাৎ পঙ্কলিঙ্গ মহেশ্বর বিরাজ করেন। সেই মুনিপর্ণা পুরীতে আমি জনৈক দ্বিজ-তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমি অযাজ্য যাজন ও সেই নদীতটে একোদ্দিষ্টের অন্ন ভক্ষণ করিতাম। আমি লোভবশে ধনাকাঙ্ক্ষায় বেদপাঠফল বিক্রয় করিতাম, দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপরাপর ভিক্ষুকগণকে তিরস্কার করিতাম, অদেয় ধন গ্রহণ করিতাম এবং ক্ষণকাল পরে প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া অনিশ সকলকে বঞ্চিত করত তাহাদের ধন গ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণ করিতাম না। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, আমি বলীপলিতবান্ ও অন্ধ হইলাম; আমার গতি স্খলিত হইল, আমি চলিতে গিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলাম এবং আমার দন্ত পড়িয়া গেল। এইরূপ বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলাম। করে কুশ ধারণ করিয়া তীর্থসন্নিধানে সমাগত হইলাম, এবং ধন-প্রাপ্তির আশায় পর্ব্বে পর্ব্বে পরিভ্রমণ করিয়া শিথিলাঙ্গ হইলাম। অনন্তর আহারার্থ প্রার্থনা করিবার জন্য জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিলাম, পথমধ্যে আমার পদে কুক্কুর দংশন করিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে ক্ষিতিতলে পতিত হইলাম। তারপর আমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া শার্দ্দূলযোনি লাভ করিলাম।৩৮—৪৯। আমি পূর্ব্বপাপ স্মরণ করিয়া এই কান্তারে বাস করিতেছি। আমি ধার্ম্মিক, সাধু, সতী ও মুনিজনকে ভক্ষণ করি না কিন্তু পাপী, দুরাচার ও অসতীদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকি। তুমি যথার্থ অসতী। তাই তুমি আমার কবলিত হইবে। শার্দ্দূল এই-রূপ বলিয়া ক্রূর নখর দ্বারা তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিল। ব্যাঘ্র-

যমাদেশেন তত্রাপি পাতয়ামাসুরাশু তাম্ ॥৫৩
বিণ্মূত্ররক্তপূর্ণেষু ঘোরকুণ্ডেঽনেকধা।
কল্পকোটিষু পীতাসু তস্মাদানীয় তাঃ মুহুঃ ॥৫৪
রৌরবে স্থাপয়ামাসুর্ম্মন্বন্তরশতাবধি।
ততোঽপ্যাকৃষ্য তাং দীনাং রুদতীং সর্ব্বতো-
মুখীম্ ॥ ৫৫
মুক্তকেশাং ভগ্নগাত্রাং চিক্ষিপুর্দহনাননে।
এবং পাপপরাং ঘোরাং ভুক্তা নরকযাতনাম্ ॥
ইহ জাতা মহাপাপাৎ পুনঃ শ্বপচযোনিষু।
ততঃ শ্বপচগেহেঽপি বর্দ্ধমানা দিনে দিনে ॥৫৭
পূর্ব্বজন্মবশেনৈব তথৈবাসীদ্‌যথা পুরা।
ততঃ কতিপয়ে কালে পুনঃ স্বং ভবনং যযৌ ॥৫৮
যত্রাস্তে জৃম্ভকা দেবী শিবস্যান্তঃপুরেশ্বরী।
তত্রাপশ্যদ্দ্বিজন্মানং বাসুদেবাভিধং শুচিম্ ॥৫৯
গীতাত্রয়োদশাধ্যায়মুদ্গিরন্তমনারতম্।

ভক্ষিত হইয়া সে পাপ-দেহ ধারণ করিলে যম-দূতেরা তৎক্ষণাৎ যমপুরে লইয়া গেল এবং যমের আদেশে সত্বর বিষ্ঠামূত্র ও রক্তপূর্ণ ঘোর নরকে তাহাকে অনেকবার পাতিত করিল। অনন্তর কোটিকল্পকাল বিষ্ঠামূত্রাদি পানের পর যমকিঙ্করেরা তাহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত রৌরব নরকে রাখিয়া দিল। তারপর ঐ ভগ্নদেহা মুক্তকেশা সর্ব্বতোমুখ-রোদনপরায়ণা দীনা পাপিনীকে বহ্নিমুখে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর এবংবিধ ক্লেশসঙ্কুল ঘোর নরকযাতনা ভোগ করিয়া ঐ মহাপাপা ইহলোকে পুনরায় চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর শ্বপচগৃহে দিনে দিনে বর্দ্ধমানা হইয়া সে পূর্ব্ব-পাপবশে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যভিচারিণী হইল। অনন্তর কতিপয় কাল অতীত হইলে যেস্থানে শিবের অন্তঃপুরেশ্বরী জৃম্ভকা দেবী অবস্থিতা ছিলেন চণ্ডালী তথায় উপস্থিত হইল। সেস্থানে বসুদেব নামক জনৈক শুদ্ধচেতা দ্বিজ নিরন্তর গীতার ত্রয়োদশাধ্যায় পাঠ করিতেন, চণ্ডালী তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার

ততস্তচ্ছ্রবণাদেব মুক্তা শ্বপচবিগ্রহাৎ ॥ ৬০
দিব্যং দেহং সমাসাদ্য জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥৬১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে ত্রয়োদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম সপ্তাশীত্য-ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভবানি ভবমুক্তয়ে।
গীতাচতুর্দ্দশাধ্যায়মবধারয় সুস্মিতে ॥ ১
মেদিন্যাং যৎ কিল স্থলমস্তি কাশ্মীরমণ্ডলম্।
রাজধানী সরস্বত্যা আস্তে চৈব মনোহরা ॥ ২
যামধিষ্ঠায় বাগ্‌দেবী ব্রহ্মলোকং প্রযচ্ছতি।
হংসমারুহ্যমানাপি সাবিত্রী প্রহতৈরপি ॥ ৩
সরস্বতীপদাম্ভোজসেবামাশ্রিত্য কুঙ্কুমৈঃ।
যত্র গৌরয়ন্ত্যাশা হংসপক্ষপুটোদ্ভবৈঃ ॥ ৪
নিরন্তরং তয়া চৈব নৃণাং সংস্কৃতভাষিণাম্।
সুপর্ব্বাণময়ী ভাষা নিমেষেণোপলভ্যতে ॥ ৫

মুখে গীতাধ্যায় শ্রবণ করিবামাত্র চণ্ডালদেহ হইতে মুক্ত হইল এবং দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিল। ৫০—৬১।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৭।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—ভবানি! ভবমুক্তির জন্য অতঃপর গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায় বর্ণন করিতেছি, হে সুস্মিতে! অবধারণ কর। মেদিনী মধ্যে মনোহর বিশাল কাশ্মীরমণ্ডল বিদ্যমান, উহা সরস্বতীর রাজধানী। বাগ্‌দেবী তত্রত্য জনগণকে ব্রহ্মলোক প্রদান করিয়া থাকেন। সেখানে হংসাসনা সাবিত্রী সরস্বতীর সেবা-ভিলাষিণী হইয়া হংসপক্ষপুটে কুঙ্কুম লইয়া তদীয় পাদপদ্মে নিক্ষেপ করেন তাহাতে উহার দশদিক্ উদ্ভাসিত হয়, এবং সর-স্বতীর প্রসাদে নিমেষমাত্রে তত্রত্য জনগণের

প্রাতর্গৃহাঙ্গনোদ্ভূতৈর্যত্র কুঙ্কুমপাংসুভিঃ ।
সর্ব্বতোঽরুণিতচ্ছায়শশাঙ্করবিমণ্ডলম্ ॥ ৬
তত্রাসীত্তেজসাং রাশিঃ শৌর্য্যবর্ম্মা নরেশ্বরঃ ।
উদ্যদুজ্জ্বলবাণৌঘখণ্ডিতারাতিমণ্ডলঃ ॥ ৭
অভূচ্চ সিংহলদ্বীপে রাজা সিংহপরাক্রমঃ ।
নাম্না বিক্রমবেতালঃ কলানামপি শেবধিঃ ॥ ৮
উভৌ পরস্পরং মৈত্রীং বর্দ্ধয়াঞ্চক্রতুঃ ক্রমাৎ
তত্তদ্দেশসমুৎপন্নৈরপূর্ব্বৈঃ প্রচুরোৎকরৈঃ ॥ ৯
একদা প্রহিতং প্রেম্না প্রভৃতং শৌর্য্যবর্ম্মণা ।
রাজা বিক্রমবেতালো বিলোক্য শুনকীদ্বয়ম্ ॥
মত্তমাতঙ্গতুরগমণিভূষণচামরম্ ।
প্রেষয়ামাস মিত্রায় প্রভূতং শৌর্য্যবর্ম্মণে ॥ ১১
একদা শিবিকারূঢ়শ্চারুচামরবীজিতঃ ।
স্বর্ণশৃঙ্খলারূঢ়ং বাদ্যডিণ্ডিমডম্বরম্ ॥ ১২

শুনীযুগলমাদায় মৃগয়াকৌতুকোৎসুকঃ ।
রাজা জগাম বাহ্যালীং সমং রাজকুমারকৈঃ ॥১৩
পণবন্ধবিধানেন সমুপেতং শশামিষম্ ।
তত্র রাজকুমারাণাং মহান্ কোলাহলোঽভবৎ
ততঃ সমানবয়সা কেনচিদ্রাজসূনুনা ।
বহুমূল্যং পণং কৃত্বা রাজা চিক্রীড়় কৌতুকী ॥১
ততোঽবতার্য্য দোলায়া বীরুদাবলিগর্ভিতম্ ।
ধাবতঃ শশকস্যোচ্চৈঃ পৃষ্ঠেঽমুঞ্চন্নৃপঃ শুনীম্ ॥১৬
মুমোচ রাজপুত্রোঽপি প্রেমপাত্রং মহীভুজঃ ।
বিররাম শুনীমুচ্চৈঃ সঙ্কীর্ণ্য বীরুদাবলীম্ ॥১৭
অলক্ষ্যমাণবেগেঽস্মিন্ শুনীযুগলকে ভৃশম্ ।
ধাবত্যুত্থিতমেবাসীৎ পশ্যতাং সর্ব্বভূভৃতাম্ ॥
পপাত গর্ত্তে মহতি শশকোঽতিশ্রমাদসৌ ।

দেবভাষা উন্মেষিত হইয়া থাকে। ১—৬। কাশ্মীরমণ্ডল এমনই কুঙ্কুমবহুল যে, প্রভাতে গৃহাঙ্গনে যে সকল কুঙ্কুমরজ পড়িয়া থাকে, তাহাতে সর্ব্বত্র অরুণিত হইয়া যায়; এমন কি সূর্য্যচন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্তও অরুণিত হয়। এই কাশ্মীরমণ্ডলে তেজোরাশি নরেশ্বর শৌর্য্যবর্ম্মা বাস করিতেন, তাঁহার উদ্যত উজ্জ্বল শরজালে শত্রুমণ্ডল বিখণ্ডিত হইত। তৎকালে সিংহল দ্বীপে সিংহপরাক্রম বিক্রমবেতাল নামে কলাবিদ্যানিধি জনৈক রাজা ছিলেন। নিজ নিজ রাজ্যজাত প্রচুর উপহারপরম্পরা প্রদান দ্বারা ক্রমে এই উভয় ভূপতি মধ্যে পরস্পর মৈত্রীবন্ধন হইল। একদা রাজা শৌর্য্যবর্ম্মা প্রেমবশে প্রভূত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইটী কুক্কুরী ছিল। রাজা বিক্রমবেতাল কুক্কুরীযুগল অবলোকন করিয়া মত্ত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মণিভূষিত চামর প্রভৃতি প্রভূত উপহার শৌর্য্যবর্ম্মাকে প্রদান করিলেন। এক সময়ে মৃগয়াকৌতুকে উৎসুক বিক্রমবেতাল শিবিকারোহণে চারু চামর দ্বারা বীজিত হইয়া গমন করিলেন; কুক্কুরীযুগল স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিল এবং মহাড়ম্বরে ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্য হইতে লাগিল। রাজকুমারগণও পৃথক্ পৃথক্ বাহনে বাহিত হইয়া রাজার সহিত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর পণবদ্ধ হইয়া শশামিষের অনুসন্ধিৎসু হইলেন। তৎকালে রাজকুমারগণের মধ্যে এক মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা সমানবয়স্ক রাজকুমারগণের মধ্যে একজনের সহিত বহুমূল্যপণে আবদ্ধ হইয়া সকৌতুকে মৃগয়াক্রীড়া করিতেছিলেন, কুক্কুরীদ্বয়ের মধ্যে একটী রাজার নিকট ও অপরটী রাজকুমারের নিকট রহিল। তৎকালে এক শশক ঘন লতাবলীসমাকুল স্থানের দিকে অতিবেগে ধাবিত হইয়াছিল, রাজা দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সেই শশকের পশ্চাতে তাঁহার কুক্কুরকে ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে রাজার প্রিয়পাত্র রাজকুমারও সেই শশকের পশ্চাতে তাঁহার কুক্কুরীকে সেই ঘনলতাকুঞ্জের উল্লেখপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। ৭—১৭। উহারা এমনই বিষম বেগে শশকের পশ্চাদ্ধাবন করিল যে, তাহাদের গতি লক্ষ্য হইল না। তখন শশকও এমনই বেগে ধাবিত হইয়াছিল

পতিতোঽপি শুনীবক্ত্রো নাভবচ্ছশশাবকঃ॥
ততঃ শনৈঃ সমুত্থায় ধাবন্নাক্রম্য রোষতঃ।
স্বগৃহে রাজশূন্যাসৌ শশকঃ ফেনমুদ্বমন্॥ ২০
ততঃ কথঞ্চিদুৎপ্লুত্য গচ্ছন্ বিশ্বলয়ঙ্গশঃ।
রাজপুত্রশুনক্যাসৌ গৃহীতঃ কন্ধরাতটে॥ ২১
জিতমস্মাভিরত্যর্থমিতি সঙ্কল্পতাং নৃণাম্।
কোলাহলে শঙ্কিতায়া শুন্যা নির্গতবান্মুখাৎ॥২২
ততো দংষ্ট্রাব্রণশ্রেণীক্ষরদ্রুধিরধারকঃ।
ক্বাপি মর্ম্মরভূভাগে নিলীয় স্থিতবাঙ্গশঃ॥ ২৩
জিঘ্রন্ত্যা রাজশুন্যাসৌ ভূভাগং ঘনরোষয়া।
দৃষ্টমাত্রঃ পরিত্রস্তো হস্তমাত্রং ততোঽগমৎ॥২৪
যত্র কর্পূরকদলীক্রোড়ব্যাঘ্রদরীতলঃ।
চোলীকপোলফলকান্ চুম্বন্ বাতি সমীরণঃ॥২৫
উদ্ভিন্নকেতকীকোশরজোমুকুলিতেক্ষণঃ।
বিশ্রব্ধা হরিণা যত্র ছায়াং তাং পরিতন্বতঃ॥ ২৬
নারিকেলফলৈর্যত্র স্বয়ং নিপতিতৈরধঃ।
অপিচূতফলৈস্তৃপ্তাঃ পক্কৈঃ শাখামৃগা অপি॥২৭
অপি কেশরিণো যত্র খেলন্তি কলভৈঃ সমম্।
ফণিনঃ কেকিবর্হেষু নির্বিশঙ্কং বিশন্তি চ॥ ২৮
যত্রাশ্রমান্তরে বিপ্রো বৎসনামা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তশ্চতুর্দ্দশাধ্যায়ং জপন্নাস্তে নিরন্তরম্॥ ২৯
তত্র তচ্ছিষ্যপাদাব্জপ্রক্ষালনজলৈঃ কৃতে।
কর্দ্দমে স্নপতদ্গত্বা জীবশেষো মুহুঃশ্বসন্॥ ৩০
ততঃ কর্দ্দমসংস্পর্শমাত্রনিস্তীর্ণসংসৃতিঃ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য নির্যযৌ শশকো দিবম্॥৩১

যে বোধ হইল যেন সে আকাশেই যাইতেছে। ক্রমে অতি শ্রমবশে শশক একটা মহাগর্ত্তে পতিত হইল, তাই কুক্কুরী তাহাকে ধরিতে পারিল না। অনন্তর রাজার কুক্কুরী ক্রুদ্ধা হইয়া বেগে ধাবমান সেই শশককে আক্রমণ করিল, শশক ফেন বমন করিতে লাগিল। অতঃপর শশক কোনরূপে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক স্খলিত গতিতে কিছুদূর গমন করিল। ইত্যবসরে যেমন রাজকুমারের কুক্কুরী আসিয়া শশকের কন্ধরদেশ কামড়াইয়া ধরিল, অমনি রাজকুমারগণ আমাদের জয় হইয়াছে বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কোলাহলে তদীয় কুক্কুরী শঙ্কিত হইয়া পড়িল তাই শশক সেই কুক্কুরীর মুখ হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু কুক্কুরীদংষ্ট্রাক্ষত হইতে রুধিরধারা পড়িতে লাগিল। শশক সত্বর গমনে কোন মর্ম্মর ভূভাগে গিয়া লুকাইয়া রহিল। ঘনরোষাবিষ্টা রাজকুক্কুরী ভূভাগের গন্ধ গ্রহণ করিতে করিতে তথায় যাইয়া শশককে দেখিয়া ফেলিল, শশক কুক্কুরী কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র অতিত্রস্ত হইয়া হস্তমাত্র অগ্রসর হইল। শশক যেস্থানে উপস্থিত হইল উহা বৎস নামক জনৈক জিতেন্দ্রিয় দ্বিজের আশ্রম। ঐ আশ্রম কর্পূর-কদলী-সমাকুল ও উহার সন্নিহিত পর্ব্বতের গুহা-গৃহে বরাহ ও ব্যাঘ্রগণ বাস করে। তথায় প্রফুল্ল কেতকী কুসুমের পরাগরাশি দেহে মাখিয়া এবং চোলীকপোলফলকসমূহ চুম্বন করিয়া সমীরণ প্রবাহমাণ হয়। সে স্থানে বিশুদ্ধ হরিণগণ তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করে, বৃক্ষ হইতে নারিকেল ফল সকল স্বয়ং ভূতলে পতিত হয়, শাখামৃগগণ পক্ক আম্র ফল দ্বারা পরম তৃপ্তি পায়, সিংহসমূহ করিশাবকগণের সহিত ক্রীড়া করে এবং সর্প সকল ময়ূরগণের সহিত নির্ভয়ে খেলা করিয়া থাকে। এবম্ভূত আশ্রম মধ্যে থাকিয়া শান্ত দ্বিজ বৎস অহর্নিশ গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায় জপ করিতেন। ১৮—২৯। তথায় তদীয় শিষ্য যে জল দ্বারা পাদপদ্ম বিধৌত করিতেন সেই জলে যে স্থান কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল, অল্পাবশিষ্টজীবন শশক মুহুর্মুহু শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গিয়া সেই কর্দ্দমে পতিত হইল। অতঃপর শশক কর্দ্দমসম্পর্ক মাত্র সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইল, সে দিব্য বিমানে

ততঃ শুন্যপি লিপ্তাঙ্গী স্তোকৈঃ কর্দ্দমবিন্দুভিঃ
ক্ষুৎপিপাসার্ত্তিরহিতা শুনীরূপং বিহায় সা ॥৩২
ততো দিব্যাঙ্গনারম্যং গন্ধর্ব্বৈরুপশোভিতম্‌।
দিব্যং বিমানমারুহ্য শুন্যপি ত্রিদিবং যযৌ ॥৩৩
ততো জহাস মেধাবী শিষ্যো নাম্না স্বকন্ধরঃ।
বিচার্য্য বিস্মিতঃ পূর্ব্বজন্মবৈরস্য কারণম্‌ ॥ ৩৪
রাজাপি পর্য্যপৃচ্ছত্তং বিস্ময়স্মেরলোচনঃ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা বিনয়ৈকপয়োনিধিঃ ॥ ৩৫
কথাং কথয় মে বিপ্র হীনযোনিনিষেবিতৌ।
অজ্ঞৌ যৌ জগ্মতুঃ স্বর্গে শুনীশশকশাবকৌ ॥
শিষ্য উবাচ।
বৎসনামা দ্বিজন্মাস্তে বনেঽমুষ্মিন্‌ জিতেন্দ্রিয়ঃ
চতুর্দ্দশন্ত হ্যধ্যায়ং গীতানাং সর্ব্বদা জপন্‌ ॥ ৩৭
শিষ্যোঽহং তস্য ভূপাল ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদঃ।
চতুর্দ্দশন্ত ত্বধ্যায়ং জপামি প্রত্যহং নৃপ ॥৩৮
মদীয়চরণাম্ভোজপ্রক্ষালনজলে লুঠন্‌।
শশস্ত্রিদিবমাপন্নঃ শুনক্যা সহ ভূপতে ॥ ৩৯
রাজোবাচ।
হেতুনা কেন কথয় হসিতঞ্চ দ্বিজোত্তম।
অতঃ কিমপি সাকূতং মন্যমানেন সাদরম্‌ ॥ ৪০
শিষ্য উবাচ।
মহারাষ্ট্রেতি নগরং নাম্না প্রত্যুদকং মহৎ।
তত্রাসীদ্‌ব্রাহ্মণো নাম্না কেশবঃ কিতবাগ্রণীঃ ॥
বিলোভনাভবত্তস্য জায়া স্বৈরবিহারিণী।
তেন সা হন্যতে ক্রোধাদ্বৈরং সঞ্চিন্ত্য জন্মনঃ ॥
ততঃ স্ত্রীবধপাপেন শশকো জায়তে দ্বিজঃ।
কিল্বিষাচ্ছুনকী সাপি জাতা বঞ্চনজন্মনঃ ॥৪৩
পূর্ব্বেণ জন্মনাভ্যস্তং বৈরং বিস্মরতো ন হি।
আসেদিবত্যাং বহুধা যোন্যন্তরমপি ক্বচিৎ ॥ ৪
ইত্যাকলয্য সকলং ভূপালঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
গীতামভ্যস্য সকলামবাপ পরমাং গতিম্‌ ॥৪৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে চতুর্দ্দশাধ্যায়মাহাত্ম্যং নামাষ্টাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

আরূঢ় হইয়া স্বর্গে গমন করিল। শুনীর অঙ্গেও অল্পবিস্তর কর্দ্দম লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ক্ষুধা ও পিপাসাপীড়া দূরীভূত হইল, সেও শুনীরূপ পরিত্যাগ করিয়া অমরনারীপরিশোভিত গন্ধর্ব্বগণবিভূষিত দিব্য বিমানারোহণে অমরপুরে প্রস্থান করিল। তখন স্বকন্ধর নামক মেধাবী দ্বিজশিষ্য হাসিলেন এবং তিনি তির্য্যক্‌দ্বয়ের পূর্ব্বজন্মের বৈরকারণ বিচার করিয়া বিস্মিত হইলেন। এই ব্যাপারে রাজারও বিস্ময়ে নয়ন প্রফুল্ল হইল। সেই অদ্বিতীয় বিনয়সাগর রাজা পরম ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিপ্র! হীন যোনি নিষেবণ করিয়াও এই জ্ঞানহীন শুনী ও শশকশাবক স্বর্গে গমন করিল, আমার নিকট এতদ্বিষয়ক কথা কীর্ত্তন করুন। শিষ্য কহিলেন,—এই বনে বৎস নামক জনৈক জিতেন্দ্রিয় দ্বিজ আছেন; তিনি নিরন্তর গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায় জপ করেন। হে ভূপাল! আমি তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ শিষ্য। হে নৃপ! আমিও প্রত্যহ গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায় জপ করিয়া থাকি। হে ভূপতে! আমার পাদপদ্মপ্রক্ষালিত জলে শরীর বিলুণ্ঠিত করিয়া শুনী শশকসহ স্বর্গে গমন করিয়াছে।৩০—৩৯। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনি হাসিলেন কেন? আমার মনে হয়, ইহার কোন কারণ থাকিবে, তাই আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি। শিষ্য উত্তর করিলেন,—মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যুদক নামে এক মহানগর আছে, সেখানে ধূর্ত্তাগ্রণী কেশব নামক জনৈক দ্বিজ বাস করে। তাহার পত্নীর নাম বিলোভনা, বিলোভনা ব্যভিচারিণী। একদা কেশব আজন্মের বৈর বিচারপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া বিলোভনাকে বধ করে এবং সেই নারীবধপাতকে কেশব শশক হইয়া জন্ম লয়। আর ব্যভিচার পাপে বিলোভনা শুনী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। উহারা বহুধা যোন্যন্তর পরিগ্রহ করিলেও পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত বৈর ভাব পরিত্যাগ করে নাই। অনন্তর ভূপাল বিক্রমবেতাল

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
প্রবক্ষ্যামি বিশালাক্ষি তুহিনাচলকন্যকে।
গীতাপঞ্চদশাধ্যায়মাহাত্ম্যমবধারয়॥ ১
কৃপালুর্নরসিংহোঽভূন্নাম্না গৌড়েষু ভূপতিঃ।
যস্যাসিধারয়া সঙ্খ্যে দেবাঃ সঙ্খ্যাবধীকৃতাঃ॥২
যদীয়মত্তমাতঙ্গদানধারাজলৈরিলা।
নিদাঘেঽপি চ সেহেতাং রবিসন্তাপবেদনাম্॥
সংক্রন্দনপরিত্রস্তা যদীয়শরণং গতাঃ।
রেজিরে করিণো মত্তাশ্চলন্তঃ পর্ব্বতা ইব॥৪
মত্তমাতঙ্গচীৎকারপ্রতিস্বনমিবাদরাৎ।
যস্য গোপায়তঃ শৈলা ব্যাহরন্তি কৃপাবতঃ॥ ৫
যদীয়ধাবত্তুরগক্ষুরসঙ্ঘাতজর্জ্জরম্।
নাভূচ্চিত্রং কথঙ্কারং গতখণ্ডং ধরাতলম্॥ ৬
যস্মিন্ বৃত্রহণো মিত্রে সমুদ্ধরতি মেদিনীম্।
পুনরুজ্জ্বলয়াঞ্চক্রে মহাভাষ্যং ফণীশ্বরঃ॥ ৭
তস্যাসীৎ সৈনিকো ধীমাঞ্ছস্ত্রশাস্ত্রকলানিধিঃ।
নাম্না সরভভেরুণ্ডঃ প্রচণ্ডভুজমণ্ডলঃ॥ ৮
ভাণ্ডারেণ তুরঙ্গৈশ্চ ভটৈর্বীররসোত্তবৈঃ।
সমান এব ভূপাল-দুর্গৈরত্যন্তদুর্গমৈঃ॥ ৯
স কদাচিৎ স্বয়ং রাজ্যং কর্ত্তুং পাপো দধে মনঃ
নিহত্য বসুধাপালং বলাৎ সাকং কুমারকৈঃ॥
কর্ত্তুং ব্যবস্য দিবসৈঃ স্বল্পৈর্বিশুচিকীর্ষয়া।
বিসূচিকাময়াদাশু পরাসুঃ সমজায়ত॥ ১১
কালেনাল্পীয়সা প্রেত্য পাপাত্মা তেন কর্ম্মণা।
তেজস্বী তুরগো জাতঃ সিন্ধুদেশে কৃশোদরি॥
মূল্যেন বহুনা ক্রীত্বা হয়তত্ত্ববিদা ততঃ।

এই সকল শুনিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। তিনি সমগ্র গীতা অভ্যাস করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। ৪০—৪৫।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।১৮৮।

উননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বিশালাক্ষি! হে হিমালয়কন্যকে! গীতার পঞ্চদশাধ্যায়-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, অবধারণ কর। গৌড়দেশে নরসিংহ নামে জনৈক কৃপালু নরপাল ছিলেন, ঐ অসাধারণ বীর্য্যশালী ধরাপালের অসিধারায় সমরে রিপুগণ অসংখ্য দেবতারূপে পরিগণিত হইত। তদীয় মাতঙ্গগণের মদজলে ইলা পরিপূর্ণ থাকায় অনায়াসে নিদাঘের সূর্য্যতাপ-বেদনা সহ্য করিতে পারিত। তদীয় দীপ্তিশালী মত্তদন্তি-কুল দেখিলে বোধ হইত যেন সচল পর্ব্বত সকলই ইন্দ্র হইতে ভয়াকুল হইয়া ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রজাপাল কৃপালু রাজার রাজ্যমধ্যগত ভূধর সকলে মত্তমাতঙ্গগণ যে উচ্চ চীৎকার করিত, তাহাতে মনে হইত যেন সেই সকল ভূধর ঐ মাতঙ্গধ্বনিচ্ছলে প্রতিধ্বনি দ্বারা সেই রাজার অভিনন্দন করিতেছে। তৎকালে ভূতলে এমন ভূখণ্ড ছিল না যে, তদীয় ধাবমান তুরগের ক্ষুরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বিচিত্রিত হয় নাই। এই ইন্দ্রতুল্য প্রভাববান্ রাজার শাসনকালেই ফণীশ্বর তদীয় মহাভাষ্যকে প্রতিসংস্কার-পূর্ব্বক উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছিলেন। এই নৃপতির প্রচণ্ড-ভুজমণ্ডল সরভভেরুণ্ড নামে জনৈক সৈনিক ছিল, সর্ব্বশস্ত্রশাস্ত্রকলা-নিধি ধীমান্ সরভভেরুণ্ড ধন, তুরগ, বীর-রসগর্ব্বী ভট এবং অত্যন্ত দুর্গম দুর্গশ্রেণী দ্বারা ভূপালের তুল্যবলশালী হইয়াছিল। ১—৯। সে একদা পাপে চিত্ত সমাধান করিয়া স্বয়ং রাজ্য করিতে ইচ্ছা করিল এবং রাজকুমার-গণের সহিত নৃপতিকে বলপূর্ব্বক নিহত করিতে উদ্যত হইল। ঐ সৈনিক এইরূপ করিতে অভিলাষী হইয়া স্বল্প দিবস অধ্য-বসায়ের পর বিসূচিকা রোগে আশু গতাসু হইল। হে কৃশোদরি! পাপাত্মা সৈনিক এই পাপকর্ম্ম-ফলে অল্পকাল মধ্যে প্রেতপুরে প্রস্থান করিয়া সিন্ধুদেশে তেজস্বী তুরগ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর জনৈক অশ্বতত্ত্বজ্ঞ বৈশ্যসুত বহু মূল্য দ্বারা ঐ অশ্ব ক্রয় করিয়া

বহুযত্নবতানীতঃ কেনচিদ্বৈশ্যসূনুনা ॥ ১৩
রাজাপি পৌত্রনপ্ত্রাদ্যৈস্তস্যৈব মরণাৎ পরম্
কালেন বৃদ্ধতাং প্রাপ্তঃ স্বরাজ্যঞ্চাপি পালয়ন্ ॥
স বৈশ্যসূনুস্তঞ্চাশ্বং রাজ্ঞে দাতুং সমাগতঃ।
রাজ্ঞো দ্বারি স্থিতস্তত্র প্রতীক্ষংস্তৎসমাগমম্ ॥
জ্ঞাতপূর্ব্বোঽপি বৈশ্যোঽসৌ প্রতিহারেণ দর্শিতঃ
কিমর্থং ব্রূহি রাজ্ঞেতি পৃষ্টঃ স্পষ্টমভাষত ॥ ১৬
দেব ত্রিজগতীরত্নমিতি মত্বা তুরঙ্গমঃ।
ময়া নিযুতমূল্যেন বহুনা সাধুলক্ষণঃ ॥ ১৭
ততো বলোক্য বক্ত্রাণি ভূপালঃ পার্শ্ববর্ত্তিনাম্।
সমাদিদেশ বণিজমশ্বোঽত্রানীয়তামিতি ॥ ১৮
শিরাংসি ধূনয়ন্নৃণামশ্বলক্ষণবেদিনাম্।
শূরাণামপি চেতাংসি মুহুরুৎসাহয়ন্মহান্ ॥ ১৯
অখণ্ডমেদিনীবেগবহুসংক্রমণার্জ্জিতম্।
লালাফেনচ্ছলেনাসৌ বমন্ শুভ্রতরং যশঃ ॥২০
উচ্চৈঃশ্রবস্তুলাং ভেজে গুণসাম্যেন তত্ত্বতঃ।
বিব্রুবন্নতিতেজস্বী হ্রিয়েব নতকন্ধরঃ ॥ ২১
চামরৈরিন্দুধবলৈর্বীজ্যমানো নিরন্তরম্।
দুগ্ধাম্ভোনিধিলোলৈস্তৈঃ শ্বাসৈরুচ্চৈঃশ্রবা ইব ॥
নীলাতপত্রযুগলং ঘনচ্ছায়াতুলশ্রিয়া।
বিভ্রাণো বারিদালীঢ়হিমাদ্রিশিখরশ্রিয়ম্ ॥ ২৩
মেদিনীমণ্ডলস্পর্শসংক্রান্তমিব পাবকম্ ॥২৪
মুহুরুদ্ধরয়ন্ ধুন্বন্ বন্ধুরং কন্ধরাতটম্।
দারয়ন্ বৈরিণঃ সর্ব্বান্ ব্যাহরংশ্চ জয়শ্রিয়ম্।
হেষারবেণ গুরুণা দিক্ষু প্রখ্যাপয়ন্ যশঃ ॥২৫
সত্ত্বস্য রাশিরত্যুচ্চৈর্গতীনামিব শেবধিঃ।
রূপস্য নিলয়ং সাক্ষাল্লক্ষণানাং পয়োনিধিঃ ॥২৬
আনীতো বণিজা বাজী রাজ্ঞা চ সমদৃশ্যত।
বহুধা বর্ণিতোঽমাত্যৈরশ্বলক্ষণবেদিভিঃ ॥ ২৭

অনেক যত্নে গৃহে আনয়ন করিল। এদিকে নরসিংহও সেই সৈনিকের মৃত্যুর পর কালে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়া পুত্র-পৌত্রাদির সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। একদা বৈশ্যনন্দন রাজাকে সেই অশ্ব বিক্রয় করিবার জন্য রাজদ্বারে উপনীত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রতিহার বৈশ্যকে সমাগত দেখিয়া নৃপতির সহিত দেখা করাইয়া দিল। অনন্তর রাজা বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি জন্য আগমন করিয়াছ? বৈশ্য রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া স্পষ্ট বাক্যে বলিল,—দেব! এই সাধুলক্ষণ অশ্বকে দিব্যগতি রত্ন মনে করিয়া বহু অযুতমূল্যে আমি ইহাকে গ্রহণ করিয়াছি। অনন্তর নৃপতি পার্শ্ববর্ত্তী অমাত্যগণের মুখের দিকে তাকাইলেন এবং বণিককে বলিলেন,—এইস্থানে অশ্ব আনয়ন কর। অশ্ব আনীত হইল; তাহাকে দেখিয়া অশ্বলক্ষণ-তত্ত্বজ্ঞগণ প্রশংসাসূচক শিরঃকম্পন করিলেন এবং শূর-গণের মনও মুহুর্মুহু উৎসাহিত হইল; তাহার যে লালাফেন ক্ষরিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন, বেগবশে বহুবার সমগ্র মেদিনী ভ্রমণার্জ্জিত শুভ্রতর যশই ক্ষরণ করিতেছে। গুণসাম্যে সে প্রকৃতই উচ্চৈঃ-শ্রবার তুল্য; কিন্তু তদীয় তেজস্বিতায় তাহা ব্যক্ত হইতেছিল বলিয়াই যেন লজ্জায় তাহার কন্ধর নত হইয়াছিল। তাহার ইন্দুধবল চামর দ্বারা নিরন্তর দিগন্তর বীজিত হইতেছিল এবং সে ক্ষীরাব্ধি তুল্য ললিত উচ্চ শ্বাস দ্বারা উচ্চৈঃশ্রবার অনুকরণ করিল। অশ্ববর নীলাতপত্রযুগল ধারণ করায় ঘনচ্ছায়ার তুল্যশ্রী মেঘচুম্বী হিমাদ্রি-শিখরের আকার ধারণ করিল এবং মেদিনী-মণ্ডল সংস্পর্শী সংক্রান্ত পাবকের প্রভা প্রাপ্ত হইল। ১০—২৪। অশ্ব যেন বৈরিগণের হৃদয় বিদারণ ও জয়শ্রী করায়ত্ত করিয়া মুহুর্মুহু বন্ধুর কন্ধরাতট উৎক্ষিপ্ত ও কম্পিত করিল, গুরু গম্ভীর হ্রেষরবে দিক্‌সকলে যশোরাশি প্রখ্যাপিত করিতে লাগিল এবং উচ্চ গতি পরম্পরা দ্বারা বিপুল বলের পরিচয় প্রদান করিল। এবংবিধ রূপের নিলয় এবং সুলক্ষণসমূহের সাক্ষাৎ পয়োনিধি স্বরূপ অশ্বকে বৈশ্য আনয়ন করিলে রাজা দর্শন করিলেন, অশ্বলক্ষণাবদ্ অমাত্যগণ

যথেচ্ছং বণিজোদীর্ণং স্বর্ণং দত্ত্বা মহীপতিঃ।
জগ্রাহ তুরগং বেগাদসীমানন্দনির্ভরঃ॥ ২৮
ততোঽশ্বপালমাহূয় যত্নতস্তং নিরূপ্য চ।
বিসর্জ্জিতসভালোকো গৃহান্তরমগান্নৃপঃ॥ ২৯
অনেকধা সমাপৃষ্টো মহীপালং রণাঙ্গনে।
শস্ত্রব্রণকিণশ্রেণীভূষণং সত্ত্বসন্নিভম্॥ ৩০
একদা মৃগয়াং খেলন্ কুতূহলরসাত্মনা।
তমারুহ্য মহীপালো বনং প্রতি বিবেশ হ॥৩১
বিসৃজ্য সৈনিকান্ পৃষ্ঠে ধাবতঃ পরিতোঽখিলান্
আকৃষ্যমাণো হরিণৈঃ পিপাসাকুলিতোঽভবৎ
তত উত্তীর্য্য তুরগাজ্জলমন্বেষয়ন্ নৃপঃ।
বদ্ধাশ্বং তরুশাখায়ামারুরোহ শিলাং নৃপঃ॥৩৩
গীতাপঞ্চদশাধ্যায়শ্লোকার্দ্ধলিখিতং ততঃ।
পাতিতং মরুতা তত্র যত্র খণ্ডেঽবলোকয়ৎ॥৩৪
পত্রং বাচয়তো রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা গীতাক্ষরাবলীম্।
ততো মুক্তিপদং লেভে তুরগস্ত্বরয়াপতৎ॥ ৩৫
ততো গ্রন্থিং সমাচ্ছিদ্য পল্যাণমবতার্য্য চ।
উত্থাপ্যমানস্তুরগো রাজ্ঞা নোত্থিতবান্ মৃতঃ॥৩৬
ততঃ সরভভেরুণ্ডো নৃপমাভাষ্য সুস্বরম্।
দিব্যং বিমানমারুহ্য জগাম ত্রিদশালয়ম্॥ ৩৭
ততো গিরিং সমারুহ্য দদর্শাশ্রমমুত্তমম্।
পুন্নাগকদলীচূতনারিকেলসমন্বিতম্॥ ৩৮
দ্রাক্ষেক্ষুবাটিকাপূগনাগকেসরচম্পকম্।
খেলৎকরভসারঙ্গং নৃত্যৎকেকিকুলং নৃপঃ॥৩৯
প্রণিপত্য দ্বিজন্মানমুটজাভ্যন্তরস্থিতম্।
পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা মুক্তসংসারবাসনাৎ॥ ৪০
তুরগো নিরগাৎ স্বর্গং হেতুনা কেন মে বদ।
ইত্যাকর্ণ্য বচো রাজ্ঞো দ্বিজন্মা বাচমূচিবান্॥৪১

তাহার গুণ বহুধা বর্ণন করিল। অনন্তর মহীপতি সত্বর বৈশ্যকথিত বহু স্বর্ণ দানে সেই অশ্ব গ্রহণ করিয়া সাতিশয় আনন্দনিমগ্ন হইলেন এবং অশ্বরক্ষিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সযত্নে অশ্বরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন, সভাসদ্‌গণও বিদায় লইয়া তাহাদের স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই বলশালী অশ্ব বহুবার রাজার সহিত রণাঙ্গনে গমন করিয়াছিল, কিন্তু নিজে শস্ত্রব্রণের কিণশ্রেণীর দ্বারা ভূষিত হইয়াও নৃপকে পরিত্যাগ করে নাই। একদা মৃগয়া ক্রীড়ায় কুতূহলমনা মহীপাল ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি কতিপয় হরিণ কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া তদীয় পশ্চাদাগত সৈন্যসকলকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হন। এই সময় তিনি পিপাসাকুল হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হন এবং অশ্বকে তরু-শাখায় আবদ্ধ করিয়া এক শিলাতলে আরোহণ করেন। তিনি যে শিলাখণ্ডে আরোহণ করিয়াছিলেন, তথায় একখণ্ড পত্র পাইলেন, পত্রে গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ের শ্লোকার্দ্ধ লিখিত রহিয়াছে; উহা বায়ু দ্বারা বিচালিত হইয়া ঐ শিলার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। নৃপতি পত্র পাইয়া পাঠ করিলেন, এদিকে অশ্ব সেই নৃপতিপঠিত গীতাক্ষরাবলী শ্রবণ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইল,— তুরগ ত্বরায় ক্ষিতিতলে পতিত হইল। রাজা তাহার বল্গাদি বন্ধনগ্রন্থিচ্ছেদন ও পৃষ্ঠ হইতে আসনাদি অবতারণ করিয়া তাহাকে উত্তোলিত করিতে গেলেন, অশ্ব উঠিল না, মরিয়া গেল। অনন্তর অশ্ব সরভভেরুণ্ড সৈনিকের বেশে সুস্বরে নৃপতিকে সম্ভাষণ করিয়া দিব্য বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিল। ২৫—৩৭। অতঃপর নৃপতি পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া এক উত্তম আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম পুন্নাগ, কদলী, আম্র, নারিকেল, পূগ, নাগকেশর ও চম্পক তরু-সমন্বিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা ও ইক্ষু উদ্যানে পরিশোভিত। করিশাবক সারঙ্গ ও ময়ূরগণ তথায় নৃত্য করিয়া থাকে। নৃপতি তথায় তৃণ-নির্ম্মিত কুটীরমধ্যস্থ দ্বিজকে প্রণাম করিয়া সংসারবাসনা পরিত্যাগ মানসে পরম ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি কারণে তুরগ স্বর্গে গমন করিল, তাহা বর্ণন

কালেন বহুনা প্রেত্য তৎপাপাত্তুরগোঽভবৎ
অথ পঞ্চদশাধ্যায়শ্লোকার্দ্ধং লিখিতং ক্বচিৎ ॥৪২
ততো বাচয়তঃ শ্রুত্বা নিরগাত্তুরগো দিবম্।
ততঃ সমাগতৈস্তত্র পরিবারজনৈর্বৃতঃ ॥ ৪৩
প্রণিপত্য দ্বিজন্মানং হৃষ্টরোমা বিনির্গতঃ।
পত্রং তদেব লিখিতং গীতাপঞ্চদশাক্ষরম্ ॥ ৪৪
বাচয়ন্ স মহীপালো হর্ষসম্ফুল্ললোচনঃ।
অভিষিচ্য নিজং পুত্রং মন্ত্রিমন্ত্রিভিঃ সমম্ ॥৪৫
সিংহাসনে সিংহবলং মুক্তিমাপ বিশুদ্ধধীঃ ॥৪৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে পঞ্চদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং নামৈকোননবত্য-ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

করুন। রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া দ্বিজ তাঁহার সৈনিক মরিয়া গিয়া বহুকাল যে পাপে অশ্ব হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিলেন। আর বলিলেন,—কোন এক স্থানে গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ের শোকার্দ্ধ লিখিত ছিল, তুমি তাহা পাঠ করিয়াছিলে, তোমার মুখ হইতে উহা শুনিয়া অশ্ব স্বর্গে গমন করিয়াছে। অনন্তর রাজার পরিজনগণ তথায় আগমন করিল, রাজা তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্বিজকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্ট হইলেন। অতঃপর যে পত্রে পঞ্চদশাধ্যায় গীতাশ্লোকার্দ্ধ লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিয়া রাজা শুদ্ধ হইলেন, হর্ষে তাঁহার লোচনযুগল উৎফুল্ল হইল, তিনি মন্ত্রিগণের মতানুসারে সিংহবল তনয়কে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। ৩৮—৪৬।

ঊননবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮৯।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ষোড়শাধ্যায়গৌরবম্।
আকর্ণয় কুরঙ্গাক্ষি হর্ষোৎকণ্ঠপ্রবর্দ্ধিনি ॥ ১
অস্তি সৌরাষ্ট্রিকং নাম্না পুরং গুর্জ্জরমণ্ডলে।
তত্রাসীৎ খড়্গবাহুশ্চ রাজা চন্দ্র ইবাপরঃ ॥২
যদীয়কুসুমামোদমালাসুরভিতোদরে।
বারাংনিধৌ হরিঃ স্বাস্থ্যাদশেত সহ পদ্মযা ॥ ৩
যদীয়কীর্ত্তিকর্পূরকণা ভান্তি নভোঽঙ্গনে।
কীর্ণা বৈরিকৃতশ্বাসমারুতৈস্তারকাচ্ছলাৎ ॥৪
যস্যাসিধারাতীর্থেষু স্নাতা বৈ রিপুভূভুজঃ।
ব্যাবর্ত্তন্তে দিবোঽদ্যাপি স্বর্গস্ত্রীবাম্বিমোহিতাঃ
তস্যারিমর্দ্দনো নাম মদহস্তী মদোদ্ধুরঃ।
মদাম্বুধারাসলিলে গুঞ্জদ্ভ্রমরমণ্ডলঃ ॥ ৬

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে হরিননয়নে! হর্ষে তোমার উৎকণ্ঠা হইয়াছে, অতএব অতঃপর ষোড়শাধ্যায়-গৌরব বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। গুর্জ্জর মণ্ডলে সৌরাষ্ট্রিক নামক নগর বিদ্যমান, তথায় দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় খড়্গ-বাহু নামে এক নৃপতি ছিলেন। ভূপতি খড়্গবাহু সুরভিগর্ভ কুসুমমালামোদিত গুর্জ্জর মণ্ডলে বাস করিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত যেন—হরি রমার সহিত জলধি মধ্যে সুস্থ শয়ান রহিয়াছেন। বৈরি-কৃত শ্বাসসমীরণে তদীয় নির্ম্মল কীর্ত্তি সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মনে হইত যেন—তাঁহার কর্পূরধবল কীর্ত্তিকণা তারকাচ্ছলে নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অসিধারারূপ তীর্থতোয়ে তদীয় শত্রু নৃপতি-গণ স্নান করিয়া স্বর্গগমন করিলেও মনে হইত যেন, অমররমণীগণ দ্বারা বিমোহিত হইয়াই স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না। ১—৫। এবম্ভূত বিভূতিসম্পন্ন ভূপতি খড়্গ-বাহুর অরিমর্দ্দন নামে এক উদ্ধত দন্তী ছিল, তাহার যে মদধারা ক্ষরিত হইত, তাহাতে

কপোলফলকোত্তীর্ণমদধারাজলাবিলঃ ।
বভৌ যো নির্ঝরোদ্গোরৈরঞ্জনাদ্রিরিবোচ্চকৈঃ
যস্যাঙ্গেষু ব্যরাজন্ত চামরাশ্চন্দ্রিকোজ্জ্বলাঃ ।
কিরণা ইব শীতাংশোঃ পতিতাঃ কাননোদরে ॥৮
সিন্দূরপাংশুপটলীরাজৎকুম্ভস্থলো বভৌ ।
যঃ সন্ধ্যাবারিদব্যাপ্তঃ বিয়ৎখণ্ডমিব স্থিতম্ ॥
স কদাচিন্মোচয়িত্বা শৃঙ্খলান্নিগড়ানপি ।
ভঙ্‌ক্ত্বা লৌহদৃঢ়স্তম্ভং প্রসহ্য নিশি নির্গতঃ ॥১০
আধোরণগণান্ সর্ব্বান্ পার্ষ্ণিবিস্ফূর্জ্জদঙ্কুশান্ ।
ক্রোধাদবগণয্যৈব নিজশালাং বভঞ্জ সঃ ॥ ১১
তীক্ষ্ণাঙ্কুশমুখৈর্বিধ্বক্ হন্যমানোঽপি বৈণবৈঃ ।
দণ্ডৈস্ত্র ত্রাসয়ামাসুঃ সাদিনো ন মনাগপি ॥ ১২
ততো রাজা সমাগত্য নিশম্যেদং কুতূহলম্ ।
তত্র হস্তিকলাভিজ্ঞৈঃ সমং রাজকুমারকৈঃ ॥১৩
অদৃশ্যত সমাগত্য রাজ্ঞা দন্তাবলো বলী ।
মোহয়ন্ ভটাটোপো হৃতাট্টালিকমালিকম্ ॥ ১৪
দদৃশুস্তং মহাভীমং পৌরা দূরতরং স্থিতাঃ ।
গোপায়ন্তঃ শিশূন্ ভীত্যা নিবৃত্তান্যকুতূহলাঃ ।
রুদ্ধেষু তত্র মার্গেষু পলায়নপরৈর্জনৈঃ ।
বাসিতেষু তদীয়োগ্রদানধারাম্বুশীকরৈঃ ॥১৬
স্নাত্বা তেনাধ্বনাগতঃ সরসঃ কশ্চন দ্বিজঃ ।
গীতানাং ষোড়শাধ্যায়শ্লোকান্ কতিপয়ান্ জপন্
নিষিধ্যমানো বহুধা পৌরৈরাধোরণৈরপি ॥ ১৮
অমন্যমানঃ করিণো ভীতান্ চলিতবাংস্ততঃ ।
ফুৎকারেণ স আবৃণ্বন্ জনান্ বিপরিমর্দ্দয়ন্ ॥১৯
স্পৃশন্ দানাম্বুজং তস্য স্বস্তিমান্নির্গতো দ্বিজঃ ।
ততো মহানভূত্তত্র বিস্ময়ো বাগগোচরঃ ॥২০
মানসে ভূমিপালস্য পৌরাণামপি পশ্যতাম্ ।
সমাহূয় ততো রাজা ফুল্লরাজীবলোচনঃ ॥ ২১

মধুপমণ্ডল পতিত হইয়া গুঞ্জন করিত। তাহার কপোল ফলকহইতে যে মদজল নির্গত হইত তাহা দেখিয়া মনে হইত, যেন, অঞ্জন পর্ব্বতের নির্ঝরধারা পতিত হইতেছে। চন্দ্রকিরণের ন্যায় যে সকল উজ্জ্বল চামর তাহার অঙ্গে শোভা পাইত, ঐ সকল চামর কাননপথে পতিত জ্যোৎস্নার ন্যায় অনুমিত হইত। সন্ধ্যাকালীন মেঘসম্পর্কে আকাশমণ্ডল যেরূপ লোহিত বর্ণে শোভিত হয়, কুম্ভসিন্দুরে রঞ্জিত ঐ করিবরও তদ্রূপ শোভা পাইয়াছিল। একদা ঐ করী বলপূর্ব্বক সুদৃঢ় লৌহস্তম্ভ ভঞ্জনপূর্ব্বক বন্ধনী-নিগড় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিশাযোগে নির্গত হয়। গজপালেরা তখন তাহাকে তীক্ষ্মমুখ অঙ্কুশাঘাত ও তাহার পার্ষ্ণিদেশে বেণুদণ্ড দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিল; কিন্তু ক্রুদ্ধ করী তাহা কিছু মাত্র গ্রাহ্য করিল না, সে গজশালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অনন্তর রাজা এই কৌতুকময় ব্যাপার শ্রবণে করি-কলাকুশল কুমারগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সেই মহাবল মাতঙ্গ উদ্ভট বিক্রমে সকলকে মোহিত করিয়া গর্জশালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে; পৌরগণ দূরে থাকিয়া সেই মহাভীম মাতঙ্গকে অবলোকন করিতেছে, ভয়াকুল পুরবাসীরা অন্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল শিশুরক্ষায় ব্যস্ত রহিয়াছে, পলায়নপরায়ণ পৌরগণ দ্বারা পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সেই করীর দান-ধারাশীকরের উগ্রগন্ধে দিঙ্মণ্ডল বাসিত হইয়াছে।১—১৬। তৎকালে জনৈক দ্বিজ সরোবর হইতে স্নান করিয়া গীতার ষোড়শাধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক পাঠ করিতে করিতে সেই পথে আসিতেছিলেন; গজরক্ষী ও পৌরগণ তাঁহাকে সে পথে আসিতে অনেক নিষেধ করিলেও তিনি তাহা মানিলেন না, পরন্তু ফুৎ-কারদ্বারা গজভীত বিচলিত পথিকগণকে আব-রণপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া চলিয়া গেলেন। তৎকালে ঐদ্বিজ গজের এতই সন্নিহিত হইয়াছিলেন যে, তাহার মদজল তদীয় গাত্র স্পর্শ করিয়াছিল,কিন্তু ইহাতেও তিনি নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর এই ব্যাপার দর্শনে পৌরগণের ও রাজার মনে এক বাক্যাতীত মহাবিস্ময় উপস্থিত হইল। ফুল্লরাজীবলোচন রাজা বাহন হইতে অব-

তস্যাপৃচ্ছদ্দ্বিজং বাহাদবতীর্য্য প্রণম্য চ ॥ ২২
রাজোবাচ।
অলৌকিকমিদং বিপ্র ত্বয়াদ্যাচরিতং মহৎ।
কৃতান্তকল্পাদেতস্মাৎ কথং নির্গতবান্ গজাৎ ॥
কমর্চ্চয়সি গীর্ব্বাণং কং মন্ত্রং জপসি প্রভো।
কা চ সিদ্ধিস্তবাস্তীতি দ্বিজয়ন্ সমুদীরয় ॥ ২৪
দ্বিজ উবাচ।
গীতায়াঃ ষোড়শাধ্যায়শ্লোকান্ কতিপয়ানহম্।
জপামি প্রত্যহং ভূপ তেনৈতাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ২৫
ততো বিহায় দ্বিরদং কৌতূহলরসং নৃপঃ।
আজগাম দ্বিজস্তানমাদায় নিজমন্দিরম্ ॥ ২৬
শুভং মুহূর্ত্তমন্বীক্ষ্য তোষয়িত্বা দ্বিজোত্তমম্ ॥ ২৭
সুবর্ণৈর্লক্ষ্যসংখ্যাকৈর্গীতামন্ত্রমুপাদদে।
গীতায়াঃ ষোড়শাধ্যায়শ্লোকান্ কতিপয়ানপি ॥
সমভ্যস্য ততো রাজা সৎকারেণ সকৌতুকঃ।
অথৈকদা বিনির্গত্য বাহালীং সহ সৈনিকৈঃ ॥ ২৯
তমেবামোচয়দ্রাজা মত্তমাতোরণাঙ্গজম্।
বিস্পষ্টমিতি বাক্যানি রাজ্যসৌখ্যমমানয়ন্ ॥ ৩০
তৃণবজ্জীবিতং রাজা গজস্যাগ্রেঽবিশত্ততঃ।
আদায় গণ্ডকলকং মদপঙ্ক্তিনিরঙ্কুশম্ ॥ ৩১
আযযৌ মন্ত্রিবিশ্বাসান্নৃপঃ সাহসিকাগ্রণীঃ।
রাহোরিব মুখাদিন্দুঃ কালাস্যাদিব ধার্ম্মিকঃ ॥ ৩২
সাধুঃ খলস্য বদনান্নৃযোমিরগমদ্গজাৎ।
আগত্য নগরং রাজা ত্বভিষিচ্য কুমারকম্ ॥ ৩৩
গীতায়াঃ ষোড়শাধ্যায়াদবাপ পরমাং গতিম্ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে
ষোড়শাধ্যায়মাহাত্ম্যং নাম নবত্য-
ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
ষোড়শাধ্যায়সামর্থ্যং কথিতং শৃণু সাম্প্রতম্।
স্পষ্টং সপ্তদশাধ্যায়মহিমাম্ভোনিধিং শিবে ॥ ১

তরণ করিয়া দ্বিজকে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে বিপ্র! আজ আপনি এক অলৌকিক মহাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; আপনি কি করিয়া কৃতান্তকল্প এই করীর নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিলেন? হে প্রভো! আপনি কোন্ দেবের অর্চ্চনা করেন? কি মন্ত্র জপ করেন? এবং আপনার কোন্ সিদ্ধি আছে? হে দ্বিজ! তাহা প্রকাশ করুন। দ্বিজ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি প্রতিদিন গীতার ষোড়শাধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক পাঠ করিয়া থাকি, তাহাতেই আমার সকল সিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বিজবাক্যশ্রবণানন্তর রাজা গজ ও তজ্জনিত কৌতুহল-রস পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বিজকে লইয়া নিজ মন্দিরে আগমন করিলেন; তার পর শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া লক্ষসংখ্যক সুবর্ণ প্রদানে দ্বিজসত্তমের সন্তোষ সাধন করিয়া তাঁহারই নিকট গীতামন্ত্রে উপদিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি সৎকারপূর্ব্বক সকৌতুকে গীতার ষোড়শাধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক সম্যক্ অভ্যাস করিয়া একদা সৈনিকগণ সহ বাহনারোহণে পুর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক গজশালায় আগমন করিলেন। রাজা গজশালায় আসিয়া সেই মত্তমাতঙ্গকে বন্ধনমুক্ত করিলেন, তিনি স্পষ্ট-বাক্যে রাজ্যসৌখ্যে অনাদর করিয়া ও জীবনকে তৃণের মত মনে করিয়া গজের অগ্রে উপস্থিত হইলেন। গীতামন্ত্রবিশ্বাসী সাহসিকাগ্রণী রাজা নিজ করে সেই মদমত্ত নিরঙ্কুশ করীর গণ্ড কণ্ডূন করিয়া দিলেন। তিনি রাহুর গ্রাস হইতে চন্দ্রের ন্যায়, কালবদন হইতে ধার্ম্মিকের ন্যায় এবং ধূর্ত্তের কবল হইতে সাধুর ন্যায় সেই গজের নিকট হইতে নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়া আসিলেন। অনন্তর রাজা স্বনগরে আগমন-পূর্ব্বক নিজ কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গীতা-ষোড়শাধ্যায় পাঠে পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭—৩৪।

নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯০।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে শিবে! ষোড়শাধ্যায়সামর্থ্য কথিত হইল, সম্প্রতি মহিমা-

খড়্গবাহোঃ সুতস্যৈব ভৃত্যো দুঃশাসনোঽভবৎ।
তং গজং ধর্তুমাগত্য গজাৎ প্রাপ্তো যমক্ষয়ম্
তদ্বাসনানিবদ্ধাত্মা গজযোনিমবাপ্য চ।
গীতাসপ্তদশাধ্যায়ং শ্রুত্বা প্রাপ্তঃ পরং পদম্ ॥৩
পার্ব্বত্যুবাচ।
দুঃশাসনো গজত্বঞ্চ প্রাপ্য মুক্ত ইতি শ্রুতম্।
তদেব বদ কল্যাণ বিস্তরেণ মম প্রভো ॥ ৪
মহাদেব উবাচ।
স্থিতঃ কশ্চন দুর্ম্মেধা মণ্ডলীককুমারকৈঃ।
বহুমূল্যং পণং কৃত্বা গজমারূঢবাংস্ততঃ॥ ৫
গত্বা কতিপয়ান্যেব পদানি জনবারিতঃ।
নাম্না দুঃশাসনো মূঢ়ঃ প্রৌঢ়বাক্যমুদীরয়ন্ ॥ ৬
ততো নিশম্য তদ্বাক্যং ক্রোধান্ধঃ সিন্ধুরো-
ঽভবৎ।
স্থপতচ্চ স্খলৎপাদঃ কম্পমানঃ কুমারকৈঃ ॥৭

স্তোনিধি সপ্তদশাধ্যায় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। দুঃশাসন নামে সেই খড়্গবাহু-ভূপতিতনয়ের এক ভৃত্য ছিল, সে সেই গজকে ধরিতে গিয়া গজ হইতেই যমালয়ে গমন করে। দুঃশাসনের বাসনা গজের প্রতি একান্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাই সে গজযোনি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সেও গীতার সপ্তদশাধ্যায় শ্রবণ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে প্রভো! দুঃশাসন গজত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা শুনিলাম; হে কল্যাণময়! তাহাই বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন। মহাদেব কহিলেন,—এই দুঃশাসন পূর্ব্বে দুর্ম্মেধা ছিল, এই ব্যক্তি বহুমূল্য পণে আবদ্ধ হইয়া রাজ-কুমারগণের সহিত সেই ক্ষিপ্তগজে আরোহণ করিয়াছিল। করিবর কতিপয় পদ গমন করিলে লোক সকল দুঃশাসনকে এ কার্য্যে নিষেধ করিয়াছিল, মূঢ় দুঃশাসন তাহা শুনিল না, সে করীর প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিল। অনন্তর তাহার কর্কশ বাক্য শ্রবণে করীর পাদস্খলন হইল, সে ক্রোধে কম্পমান হইয়া দুঃশাসন ও কুমারগণের সহিত ভূতলে

ততো নিপতিতং কিঞ্চিদুচ্ছ্বসন্তং গজো রুষা।
উর্দ্ধমুন্মূলয়াঞ্চক্রে কৃতান্তকনিরঙ্কুশঃ ॥ ৮
গতাসোরপি রোষেণ তস্যাস্থ্নাঞ্চ গণং গজঃ।
বিকীর্ণবান্ পৃথক্ কৃত্বা মত্তো দন্তাবলস্ততঃ ॥ ৯
ততঃ কালেন সম্প্রেত্য গজযোনিমবাপ সঃ।
মহান্তং কালমনয়ৎ সিংহলদ্বীপভূপতেঃ ॥ ১০
মৈত্রী গরীয়সী সার্দ্ধং খড়্গবাহুমহীভুজা।
ততোঽয়ং জলমার্গেণ প্রাপিতো বারণো মতঃ ॥
জয়দেবেন খড়্গবাহোঃ প্রীত্যানীতো মহীভুজা
জাতিং স্মরন্ স্বকীয়াং স পশ্যন্ বন্ধুন্ সহোদরান্
দুঃখেন মহতস্তোকান্ দিবসানত্যবাহয়ৎ।
উবাস খড়্গবাহোশ্চ গৃহে তুষ্ণীমনির্দ্দিশন্ ॥ ১২
স কদাচিত্তু সন্তুষ্টঃ সমস্যাশ্লোকপূরণে।
কস্মৈচিৎ কবয়ে প্রাদাত্তমুপায়নহস্তিনম্ ॥ ১৪

পড়িয়া গেল। অনন্তর কৃতান্তোপম নিরঙ্কুশ করী শুণ্ড দ্বারা পৃষ্ঠারূঢ় দুঃশাসনকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত ও নিহত করিল। দুঃশাসন পতিত হইয়া শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গতাসু হইলে রোষপরবশ সেই মত্ত গজ তদীয় অস্থিসমূহ নিষ্পেষিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নিক্ষেপ করিল। দুঃশাসন তৎকালে কালকবলিত হইয়া গজযোনি প্রাপ্ত হয়। এই গজজন্মে সে সিংহল দ্বীপের ভূপতিসন্নিধানে অনেকদিন অতিবাহিত করে। ১—১০। কিয়দ্দিন পরে সিংহল-মহীপালের খড়্গবাহু মহীপতির সহিত গরীয়সী মৈত্রী হয়। অনন্তর খড়্গবাহুর প্রতি প্রীতিবশতঃ জয়দেবনামক জনৈক মহীভুজ জলপথে ঐ হস্তীকে তাঁহার নিকট আনয়ন করেন। ঐ হস্তী খড়্গবাহু মহীপের গৃহে কিছুদিন অতিবাহিত করিল, সে নিজের জাতি ও সোদর বন্ধুবান্ধবগণকে স্মরণ করিয়া মহাদুঃখে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার তুষ্ণীম্ভাবের কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না। একদা খড়্গবাহু সমস্যা-শ্লোকপূরণে সন্তুষ্ট হইয়া জনৈক কবিকে ঐ করী পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন।

শতেন তেন কবিনা রোগোপদ্রবভীরুণা।
মালবক্ষৌণিপালস্য বিক্রীতশ্চৈত্যকুঞ্জরঃ॥ ১৫
কিয়ত্যপি গতে কালে পাল্যমানোঽপি যত্নতঃ
মুমূর্ষুরভবত্তত্র কুঞ্জরো দুর্জ্জরজ্বরঃ॥ ১৬
ন জিঘ্রতি পয়ঃ শীতং নাদত্তে কবলং গজঃ।
স্বপিত্যপি ন সৌখ্যেন মুঞ্চত্যশ্রূণি কেবলম্।
ততো হস্তিপকাখ্যাতং বৃত্তান্তমবনীপতিঃ॥ ১৭
আকর্ণ্য স সমায়াতো যত্রাস্তে জ্বরিতো গজঃ।
স চাবলোক্য ভূপালং জগদ্বিস্ময়কারিণীম্॥ ১৮
বাচমূচে গজঃ সম্যগ্বিস্মৃষ্টজ্বরবেদনঃ।
রাজন্নশেষশাস্ত্রজ্ঞ রাজনীতিপয়োনিধে॥ ১৯
নির্জ্জিতারাতিসঙ্ঘাত মুরারিচরণপ্রিয়।
কিমৌষধৈরলং বৈদ্যৈঃ কিং ধানৈঃ কিম্‌জাপকৈঃ॥ ২০
গীতাসপ্তদশাধ্যায়জাপকং দ্বিজমানয়।
তেনায়ং মামকো রোগঃ শাম্যত্যত্র ন সংশয়ঃ॥
যথাদিষ্টং গজেনাসৌ তথা চক্রে নরাধিপঃ।
ততো গজত্বমুৎসৃজ্য মুক্তো দুঃশাসনোঽভবৎ
তেন বিপ্রেণাভিমন্ত্র্য জলে ক্ষিপ্তে তদুত্তমে।
অথ দিব্যং সমারূঢ়ং বিমানমবনীপতিঃ॥ ২৩
তং দুঃশাসনমদ্রাক্ষীৎ পাকশাসনতেজসম্॥২৪

রাজোবাচ।

কিঞ্জাতীয়ঃ কিমাত্মা ত্বং কিংবৃত্ত ইতি মে বদ।
কেন বা কর্ম্মণা জাতো গজঃ কথমিহাগতঃ॥ ২৫
পৃষ্টো রাজ্ঞা বিমুক্তোঽসৌ বিমানস্থঃ স্থিরাক্ষরম্
বৃত্তং যথাবদাচখ্যৌ নিজং দুঃশাসনঃ ক্রমাৎ॥
গীতাসপ্তদশাধ্যায়ং জপন্মালবভূপতিঃ।
নরবর্ম্মাভবন্মুক্তঃ কালেনাল্পীয়সা ততঃ॥ ২৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে সপ্তদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং নামৈকনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ॥১৯১॥

কবি ও করীর রোগাদি উপদ্রবে ভীত হইয়া শতমুদ্রা মূল্যে মালব দেশের মহীপালের নিকট উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। মালব-মহীপাল কিয়ৎকাল যত্নপূর্ব্বক তাহাকে পালন করিলেন, কিছুদিন অতীত হইলে দুর্জ্জর জ্বরে কুঞ্জর মুমূর্ষু হইল। গজ শীতলজলের আঘ্রাণ লইত না, ঘাসমুষ্টি খাইত না এবং শয়ন করিয়াও সুখানুভব করিত না; সে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। অনন্তর মালবরাজ হস্তিপকথিত এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া সেই জ্বরিত গজের সন্নিধানে আগমন করিলেন। হস্তী মহীপালকে অবলোকন-পূর্ব্বক বিগতজ্বর হইয়া জগদ্বিস্ময়কর বক্ষ্য-মাণ বাক্য বলিতে লাগিল। গজ বলিল,—হে রাজন্! আপনি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ও রাজনীতির সাগর; আপনা কর্ত্তৃক শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়াছে এবং আপনি মুরারির চরণপ্রিয়। কি ঔষধ, কি বৈদ্য, কি বিধান, কি জাপক—ইহা দ্বারা কোন ফল হইবে না; যিনি গীতার সপ্তদশা-ধ্যায় নিত্য পাঠ করেন, এইরূপ কোন দ্বিজকে আনয়ন করুন, তিনিই আমার রোগশান্তি করিতে পারিবেন, সংশয় নাই। অনন্তর নরপতি গজপ্রার্থিত কার্য্য করিলেন, তারপর গজ নিজযোনি পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃশাসনরূপ প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তাদৃশ দ্বিজাভিমন্ত্রিত উত্তম জল তাহার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইলে সে দিব্য বিমানে আরোহণ করিল। রাজা সেই দুঃশাসনকে ইন্দ্রের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিলেন। রাজা বলিলেন,—তোমার জাতি কি? তোমার আত্মা কীদৃশ এবং তোমার বৃত্তিই বা কি? এই সকল আমাকে বল। তুমি কি কর্ম্ম করিয়া গজ হইয়াছ এবং কেমন করিয়া এখানে আসিলে? বিমুক্ত বিমানস্থ দুঃশাসন, রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া স্থিরাক্ষরে নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অনন্তর মালব মহীপাল নরবর্ম্মাও গীতার সপ্তদশাধ্যায় পাঠ করিয়া অত্যল্পকালে মোক্ষলাভ করিলেন। ১১—২৭।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯১।

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

উক্তং সপ্তদশাধ্যায়-গৌরবং ভবতা শিব।
স ত্বমষ্টাদশাধ্যায়মহিমানমুদীরয় ॥ ১
মহাদেব উবাচ।
আকর্ণয় চিদানন্দ-নিষ্পাদি নিগমোত্তরম্।
পুণ্যমষ্টাদশাধ্যায়মহাত্ম্যং গিরিনন্দিনি ॥ ২
সমস্তশাস্ত্রসর্ব্বস্বং শ্রোত্রপ্রাপ্তং রসায়নম্।
সংসারযাতনাজাল-বিদারণপরায়ণম্ ॥ ৩
পরং রহস্যং সিদ্ধানামবিদ্যোন্মূলনক্ষমম্।
চৈতন্যং কৈটভারাতেরগ্রগণ্যং পরম্পদম্ ॥ ৪
বিবেকবল্লরীমূলং কামক্রোধমলাপহম্।
পুরন্দরাদিগীর্ব্বাণচিত্তবিশ্রামকারকম্ ॥ ৫
সনকাদিমহাযোগিমনোরঞ্জনকারণম্।
পাঠমাত্রপরাভূতকালকিঙ্করগর্জ্জিতম্ ॥ ৬
অষ্টোত্তরশতব্যাধিমূলোন্মূলনকারকম্।
নাতঃপরতরং কিঞ্চিদ্রহস্যং হংসগামিনি ॥ ৭
উপতাপত্রয়হরং মহাপাতকনাশনম্।
যথাকালেশ্বহং নিত্যো যথা পশুষু কামধুক্ ॥ ৮
যথা ব্যাসো মুনীন্দ্রেষু ব্যাসেষু ব্রহ্মবিত্তমঃ।
যথা দিবৌকসাং শক্রো গুরুঃ শক্রাদ্যথা বরঃ
যথা রসানাং পীযূষমুত্তমং বিশ্ববিশ্রুতম্।
তথা গিরীণাং কৈলাসো যথা চেন্দ্রো দিবৌ-
কসাম্ ॥ ১০
তীর্থানাং পুষ্করং তীর্থং যথা পুষ্পেষু পঙ্কজম্।
পতিব্রতাসু নারীষু যথা লোকেম্বরুন্ধতী ॥ ১১
যথা মখেষ্বশ্বমেধো যথোদ্যানেষু নন্দনম্।
যথা রুদ্রেষু সর্ব্বেষু বীরভদ্রো মমানুগঃ ॥১২
যথা দানেষু ভূদানং যথা সিন্ধুষু গৌতমী।
যথা লোকে হরিক্ষেত্রং প্রশস্তং ধর্ম্মকর্ম্মসু ॥১৩
তথৈবাষ্টাদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং ভুবনোত্তরম্।
তত্রাখ্যানমিদং পুণ্যং ভক্ত্যাকর্ণয় পার্ব্বতি ॥১৪
যদাকর্ণনমাত্রেণ জন্তুঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫
অস্তি মেরুগিরেঃ শৃঙ্গে পুরী রম্যামরাবতী।
পুরা মম বিনোদায় নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৬

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে শিব! আপনি গীতার সপ্তদশাধ্যায়গৌরব বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে অষ্টাদশাধ্যায়মহিমা বর্ণন করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে গিরিকুমারি। চিদানন্দনিষ্পাদক পুণ্য অষ্টাদশাধ্যায়মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। এই অষ্টাদশাধ্যায় সমস্ত শাস্ত্রসর্ব্বস্ব, কর্ণরসায়ন, সংসার-যাতনজালের বিদারক, অবিদ্যোন্মূলনক্ষম ও সিদ্ধগণের পরম রহস্য। ইহা চৈতন্যময়, কৈটভরিপুর অগ্রগণ্য পরম পদ, বিবেকবল্লরীর মূল, কামক্রোধমলাপহ, পুরন্দরাদি দেবগণের চিত্তবিশ্রান্তিকারক, সনকাদি মহাযোগিজনের মনোরঞ্জনকারণ, এবং ইহার পাঠমাত্রে কালকিঙ্করের গর্জ্জন পরাভূত হয়। ইহা অষ্টোত্তরশত ব্যাধির সমূলে উন্মূলনকারক। হে হংসগামিনি! ইহা হইতে রহস্য আর কিছুই নাই, ইহা উপতাপত্রয়হর ও মহাপাতকনাশন। কাল সকলের মধ্যে আমি যেমন মহাকাল এবং পশুসমূহ মধ্যে যেমন কামধুক পশুপতি; মুনীন্দ্রগণের মধ্যে যদ্রূপ ব্যাস এবং ব্যাসমমূহ মধ্যে যেমন ব্রহ্মবিত্তম; সুরগণ মধ্যে যেরূপ শক্র এবং শক্র হইতে যেরূপ গুরু বৃহস্পতি; রসসমূহ মধ্যে যেমন বিশ্ববিশ্রুত পীযুষ, শৈল সকলের মধ্যে কৈলাস, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, তীর্থ মধ্যে পুষ্কর, পুষ্প মধ্যে পঙ্কজ, পতিব্রতা নারীর মধ্যে অরুন্ধতী, যজ্ঞ মধ্যে অশ্বমেধ, উদ্যান মধ্যে নন্দন, রুদ্রগণ মধ্যে আমার অনুগ বীরভদ্র, দান মধ্যে ভূমিদান, সিন্ধু মধ্যে গৌতমী ও ইহলোক সকলের মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য যেরূপ হরিক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ— ভুবন মধ্যে তদ্রূপ গীতার অষ্টাদশাধ্যায়মাহাত্ম্য মহনীয়। হে পার্ব্বতি! এ বিষয়ে ভক্তিপূর্ব্বক একটী পুণ্যাখ্যান শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ মাত্রে জীব পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১—১৫। মেরুমহীধরের শৃঙ্গে রম্যা অমরাবতীপুরী বিরাজিতা।

নিরন্তর গুণপ্লুতা কোটিগীর্ব্বাণসেবিতা ॥ ১৬
তেজঃপুঞ্জবতী সাক্ষাদ্ ব্রহ্মবিদ্যেব বিশ্রুতা।
চিন্তামণিশিলাবদ্ধাঃ প্রাসাদা যত্র কামদাঃ ॥১৭
জয়ন্তি মেরুশিখরে চতুর্মুখপুরাবধি।
যত্র কল্পদ্রুমচ্ছায়াসুখাসীনা পুলোমজা ॥ ১৮
শৃণোতি শ্যামলা গীর্ভির্গীতং গন্ধর্ব্বযোষিতাম্।
যত্রাস্তে স বলারাতির্দ্দৈবৈশ্চ দলিতায়ুষাম্ ॥১৯
দৈত্যানাং রক্তকল্লোলৈঃ স্বর্ধুনী শোণতাং গতা
পুরাতনসুধাস্বাদু স্মারং স্মারং দিবৌকসঃ ॥২০
ধয়ন্তি যৎ ক্ষুৎক্ষামা কলাং প্রত্যহমৈন্দবীম্।
তস্যাং কৈবল্যকল্পায়ামাসীৎ পূর্ব্বং শতক্রতুঃ ॥
শচীসমন্বিতঃ শ্রীমান্ সর্ব্বগীর্ব্বাণসেবিতঃ।
স কদাচিৎ সুখাসীনো বিষ্ণুদূতৈরধিশ্রিতম্ ॥ ২২
সহস্রনেত্র আয়ান্তমপশ্যৎ পুরুষং পরম্।
ততস্তদীয়তেজোভিরভিভূতঃ পুরন্দরঃ ॥ ২৩
মণিসিংহাসনাত্তূর্ণং পতিতঃ স্থানমণ্ডপে।
সিংহাসনাৎ প্রয়াতস্য ততস্তস্য হরের্ভটাঃ ॥ ২৪
গীর্ব্বাণগণসাম্রাজ্যপট্টবন্ধং বিতেনিরে।
অথ তস্যাভিষিক্তস্য মহেন্দ্রস্য পুলোমজা ॥২৫
বামাঙ্কমারুরোহাশু দিব্যদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
অথ ত্রিদিবসঙ্গীতৈর্গীর্ব্বাণাঃ প্রমদান্বিতাঃ ॥২৬
সুরা নীরাজয়ামাসুর্দ্দিব্যরত্নৈঃ সুরস্ত্রিয়ঃ।
ততো বৈ ঋষয়ো বেদৈরাশীর্ব্বাদং তদা দদুঃ ॥
রম্ভাদ্যা ননৃতুস্তস্য পুরস্তাদপ্সরোগণাঃ।
গন্ধর্ব্বা ললিতালাপান্ জগুর্ম্মঙ্গলকৌতুকম্ ॥২৮
এবং নূতনমিন্দ্রস্তু জুষ্টং বহুভিরুৎসবৈঃ।
বিনা শতক্রতুং দৃষ্ট্বা শক্রো বিস্ময়মাযযৌ ॥২৯
ন ময়া বিহিতা মার্গে তড়াগা ন বিনির্ম্মিতাঃ।
ন রোপিতা মহাবৃক্ষাঃ পান্থবিশ্রান্তিকারকাঃ ॥ ৩০
ন কদাচিদহো দৃষ্টো দেবস্ত্রিপুরভৈরবঃ।
নিধিবাসে স্থিতা দেবী পূজিতা ন মদালসা ॥৩১

পুরাকালে আমার আমোদের জন্য বিশ্বকর্ম্মা এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই পুরী নিরন্তর গুণযুক্তা কোটিগীর্ব্বাণসেবিতা, তেজঃপুঞ্জবতী ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় বিশ্রুতা। চতুরাননের পুরাবধি মেরুশিখরের কামদ প্রাসাদসমূহ চিন্তামণি শিলায় আবদ্ধ ও জয়যুক্ত। এই পুরীর কল্পদ্রুমচ্ছায়ায় সুখাসীনা শচী শ্যামলাঙ্গী গন্ধর্ব্বাঙ্গনাদিগের মুখে গান শ্রবণ করেন। এখানে বাসব বাস করেন, দেবগণ কর্ত্তৃক দলিতায়ু দৈত্যগণের শোণিত-কল্লোলে অত্রত্য স্বর্গগঙ্গা লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; এখানে পুরাতন সুধার স্বাদ স্মরণ করিয়া ক্ষুৎক্ষাম স্বর্গবাসীরা প্রত্যহ ইন্দু-কলা পান করিয়া থাকেন। এবম্ভূত কৈবল্য-কল্প সেই অমরপুরীতে পূর্ব্বে শচীসমন্বিত শ্রীমান্ সুররাজ সর্ব্ব গীর্ব্বাণগণ-নিষেবিত হইয়া বাস করিতেন। একদা সুরাধিপ সুখোপবিষ্ট, এমন সময়ে বিষ্ণুদূতগণে অনুগম্যমান পরমতেজস্বী এক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। সহস্রলোচন সেই মহাপুরুষকে আগত অবলোকন করিলেন। অনন্তর পুরন্দর তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া মণিময় সিংহাসন হইতে সত্বর মণ্ডপ-পীঠে পতিত হইলেন। সুররাজ সিংহাসন হইতে প্রস্থান করিলে বিষ্ণুদূতগণ নূতন ইন্দ্র কল্পনা করিয়া তাঁহার মস্তকে দেবসাম্রাজ্যের চিহ্ন উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল, নূতন মহেন্দ্রের বাম ক্রোড়ে শচী আসিয়া আরোহণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ দিব্য দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, স্বর্গসঙ্গীতে প্রসন্ন চিত্ত সুরগণ ও সুরনারীরা দিব্য রত্নরাজি দ্বারা তাঁহার নীরাজনা করিলেন। অনন্তর ঋষি সকল বিবিধ বেদবাদদ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন, রম্ভাদি অপ্সরারা তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বগণ ললিতালাপে মঙ্গলকৌতুক করিল।১৬—২৮। এইরূপে নানাবিধ উৎসবে নূতন ইন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে শক্র শতাশ্বমেধ ব্যতীত ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তি পর্য্যালোচনা করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—আমি পথমধ্যে তড়াগাদি নির্ম্মাণ করি নাই, পান্থ-বিশ্রান্তিকারক মহাতরু রোপণ করি নাই, অহো! আমি কদাচ ত্রিপুরভৈরব দেবকে

মেঘঙ্করস্থিতঃ শার্ঙ্গধরো নৈব নিরীক্ষিতঃ।
ন কৃতং বিরজে স্নানং নৈব কাশীং পুরীং গতঃ
ন দেববাটিকাবাসী দৃষ্টো নরহরিঃ স্বয়ম্।
এরণ্ডবিষ্ণুর্হেরম্বো ন জাতু পরিশীলিতঃ॥ ৩৪
রেণুকা নেক্ষিতা জাতু মাতা পুরনিবাসিনী।
ন ভক্ত্যা পূজিতা দেবী দানাপুরনিবাসিনী॥৩৪
ন ভক্ত্যা ত্রিপুরে দৃষ্টস্ত্রিলিঙ্গস্ত্র্যম্বকঃ স্বয়ম্।
ন শার্দ্দূলতড়াগস্থো বীক্ষিতঃ সোমনাথকঃ॥৩৫
রেবাপুরস্থিতো দেবো ঘুস্থণেশো ন বীক্ষিতঃ।
নাগদন্তপুরে খ্যাতো নাগনাথো ন বীক্ষিতঃ॥
পর্ণগ্রামস্থিতো দৃষ্টো ন মহানমৃতেশ্বরঃ।
ন তুঙ্গভদ্রাতীরস্থো দৃষ্টো হরিহরঃ স্বয়ম্॥৩৭
ন বেঙ্কটাদ্রিনিলয়ঃ শ্রীনিবাসঃ স্থূলক্ষিতঃ।
কাবেরীকর্ণিকাতীরে শ্রীরঙ্গো নৈব বীক্ষিতঃ॥
দীনাস্ত্বনাথাঃ ক্রোশন্তঃ কারাগারান্ন মোচিতাঃ

অন্নদানেন দৌর্ভিক্ষে প্রাণিনো নৈব পূজিতাঃ
রাত্রৌরাত্রৌ কৃতা ক্বাপি নির্জ্জলে নোদকপ্রপা
ন গৌতম্যাং কৃতং স্নানং ন দৃষ্টো হরিণেশ্বরঃ।
কৃষ্ণবেণ্যাঞ্চ ন কৃতং স্নানং কন্যাগতে গুরৌ॥
দত্তং নো ভূখণ্ডমপি কবয়ো নৈব পূজিতাঃ।
ন তীর্থেষু কৃতং সত্রং ন গ্রামেষু কৃতা মখাঃ॥৪২
পুষ্করিণ্যো ন বিহিতা মধ্যেমার্গং বহূদকাঃ।
ন প্রাসাদাঃ কৃতাঃ ক্বাপি ব্রহ্মবিষ্ণুপিনকিনাম্॥
ন জাতুচিদ্ভয়াক্রান্তা রক্ষিতাঃ শরণাগতাঃ।
কথমেকেন পুণ্যেন দেবদত্তমিহার্জ্জিতম্॥ ৪৪
ইতি চিন্তাকুলো ভূত্বা হরিং প্রষ্টুং পুরন্দরঃ।
যযৌ সরভসং খিন্নঃ ক্ষীরাকূপারগহ্বরম্॥ ৪৫
তত্র প্রবিশ্য গোবিন্দং কৃতনিদ্রং নবৈঃ স্তবৈঃ।
অকস্মান্নিজসাম্রাজ্যভ্রংশদুঃখবুবাচ হ॥ ৪৬

ইন্দ্র উবাচ।

রমাকান্ত ভবৎপ্রীত্যৈ কৃতং ক্রতুশতং পুরা।

দর্শন করি নাই এবং কুবেরপুরবাসিনী দেবী মদালসাকে পূজা করি নাই। আমি মেঘঙ্করে স্থিত শাঙ্গধরে নিরীক্ষণ করি নাই, বিরজে স্নান করি নাই, কাশীপুরী দর্শন করি নাই, এবং আমি দেববাটিকাবাসী নরহরিকে অবলোকন করি নাই। আমি এরণ্ডবিষ্ণু হেরম্বের প্রতি শীলাচার প্রদর্শন করি নাই, পুরবাসিনী রেণুকা মাতাকে কদাচ দর্শন করি নাই এবং কখনও দানাপুরবাসিনী দেবীকে ভক্তিভরে পূজা করি নাই, আমি ত্রিপুরে ত্রিলিঙ্গ ত্র্যম্বককে ভক্তিসহকারে দর্শন করি নাই, শার্দ্দূলতড়াগস্থিত সোমনাথকে নিরীক্ষণ করি নাই, এবং রেবাপুরবাসী ঘুস্থণেশ দেবকেও দর্শন করি নাই। আমি নাগদন্তপুরস্থিত বিখ্যাত নাগনাথকে দেখি নাই, পর্ণগ্রামবাসী মহামৃতেশ্বরকে দর্শন করি নাই এবং তুঙ্গভদ্রাতীরসন্নিহিত হরিহরকে অবলোকন করি নাই। আমি বেঙ্কটাদ্রিনিলয় শ্রীনিবাসকে উত্তমরূপে দর্শন করি নাই এবং কাবেরীর কর্ণিকাতীরে শ্রীরঙ্গকে অবলোকন করি নাই। আমি কারাগারে রোদন পরায়ণ দীন অনাথগণের মোচন করি নাই, দুর্ভিক্ষকালে অন্নদান দ্বারা প্রাণিগণের সৎকার করি নাই, এবং কুত্রাপি নির্জ্জনদেশে উদক সংস্থান করি নাই। আমি গৌতমীতীর্থে স্নান ও হরিণেশ্বরকে দর্শন করি নাই, বৃহস্পতি কন্যারাশিগত হইলে কৃষ্ণবেণ্যায় স্নান ও ভূমি দান করি নাই। কবিগণ আমা কর্ত্তৃক পূজিত হন নাই। আমা দ্বারা তীর্থসমূহে সত্রপ্রতিষ্ঠা বা গ্রামে যজ্ঞানুষ্ঠান হয় নাই; পথমধ্যে বহুজলা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা আমি করি নাই, কুত্রাপি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের প্রাসাদ প্রস্তুত করি নাই এবং আমি কদাচ ভয়াক্রান্ত ও শরণাগতের পরিত্রাণ করি নাই। এ ব্যক্তি এমন কি একটী পুণ্য করিয়াছে যে, এখানে এই দেবদত্ত পদ অর্জ্জন করিল? ২৯—৪৪। পুরন্দর এইরূপে চিন্তাকুল ও অকস্মাৎ সাম্রাজ্যনাশে নিবিড় দুঃখে খিন্ন হইয়া হরিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ক্ষীরসাগরতীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত গোপেন্দ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—

তেন পুণ্যেন সম্প্রাপ্তং ময়া পৌরন্দরং পদম্ ॥৪৮
ইদানীং নূতনঃ কোঽপি জাতো দিবি পুরন্দরঃ
ন তেন ধর্ম্মো বিহিতো ন তেন ক্রতবঃ কৃতাঃ ॥
মম সিংহাসনং দিব্যং কথমাক্রান্তমচ্যুত ॥ ৪৯
মহাদেব উবাচ।
ইত্যেবং বদতস্তস্য শ্রুত্বা বাচং রমাপতিঃ।
উন্মীলিতস্মিতাক্ষোঽসাবুবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৫০
শ্রীভগবানুবাচ।
কিং দানৈরল্পফলদৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ
বর্ত্তমানঃ ক্ষিতিতলে স ত্বং প্রীণিতবান্ পুরা ॥
ইন্দ্র উবাচ।
ভগবন্ কর্ম্মণা কেন স ত্বাং প্রীণিতবান্ দ্বিজঃ।
যৎপ্রীত্যা ভগবান্ প্রাদাত্তস্মৈ পৌরন্দরং পদম্
শ্রীভগবানুবাচ।
জপত্যষ্টাদশাধ্যায়ে গীতানাং শ্লোকপঞ্চকম্।
যৎপুণ্যেন চ সম্প্রাপ্তং তব সাম্রাজ্যমুত্তমম্ ॥৫৩
সর্ব্বপুণ্যশিরোরত্নভূতেন ত্বং স্থিরো ভব।
ইতি বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা জ্ঞাত্বোপায়ং পুরন্দরঃ ॥
বিপ্রবেশধরো ভূত্বা গতো গোদাবরীতটম্।
তত্রাপশ্যৎ পুরং পুণ্যং কালিকাগ্রামমুত্তমম্ ॥৫৫
যত্র কালেশ্বরো দেবো বর্ত্ততে কালমর্দ্দনঃ।
তত্র গোদাবরীতীরে স্থিতং পরমধার্ম্মিকম্ ॥৫৬
অপশ্যৎ করুণাবন্তং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
নিত্যমষ্টাদশাধ্যায়ং জপন্তং দান্তচেতসম্ ॥ ৫৭
ততস্তচ্চরণদ্বন্দ্বে লুঠিত্বা পরয়া মুদা।
স তমষ্টাদশাধ্যায়মপঠত্তেন শিক্ষিতম্ ॥ ৫৮
অথ পুণ্যেন তেনাসৌ বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাযযৌ
হিত্বা পুরন্দরাদীনাং দেবানাং পদমল্পকম্ ॥৫৯
জ্ঞাত্বাতীব মুদাযুক্তো বৈকুণ্ঠমগমৎ পুরম্।
অতএব পরং তত্ত্বং মুনীনামিদমুত্তমম্ ॥ ৬০
দিব্যমষ্টাদশাধ্যায়মাহাত্ম্যং কথিতং ময়া।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬১

হে রমাকান্ত! পূর্ব্বে আপনার প্রীতির জন্য আমি শতাশ্বমেধ করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যেই আমার পুরন্দরপদপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি স্বর্গে এক নূতন ইন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সে ধর্ম্ম করে নাই, শতাশ্বমেধ করে নাই। হে অচ্যুত! তবে সে কেমনে আমার দিব্য সিংহাসনে সমাসীন হইল? মহাদেব বলিলেন,—ইন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে রমাপতি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন নয়ন উন্মীলন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—অল্পফলপ্রদ দান তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা কি হইতে পারে? তুমি ক্ষিতিতলে বর্ত্তমান থাকিয়া তদ্রূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রাণিগণের প্রীতি সাধন মাত্র করিয়াছ। ইন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! এ ব্যক্তি এমন কি পুণ্য করিয়াছে যে, তদ্দ্বারা আপনি প্রীত হইয়াছেন আর সেই প্রীতিহেতু আপনি ইহাকে ইন্দ্রপদ প্রদান করিয়াছেন? শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এ ব্যক্তি গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ের পাঁচটি শ্লোক জপ করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে তোমার উত্তম সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে। এ পুণ্য সর্ব্ব পুণ্যের শিরোমণি, অতএব তুমি স্থির হও। পুরন্দর বিষ্ণুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণে উপায় জানিতে পারিয়া বিপ্রবেশ ধারণপূর্ব্বক গোদাবরীতীরে গমন করিলেন; দেখিলেন,—সেখানে কালিকাগ্রাম নামে অনুত্তম পুণ্য পুরী বিরাজিত, তথায় কালমর্দ্দন কালেশ্বর দেব বিদ্যমান। এই গোদবরীতীরে স্থির, পরম ধার্ম্মিক, করুণাবান্ বেদপারগ, দান্তচেতা জনৈক দ্বিজ নিত্য অষ্টাদশাধ্যায় পাঠ করিতেছেন। ৪৫—৫৭। অনন্তর তিনি পরমহর্ষে তাঁহার চরণযুগলে লুণ্ঠিত হইলেন, বিপ্র তাঁহাকে গীতার অষ্টাদশাধ্যায় পাঠ করাইলেন। পুরন্দর তাহা শিক্ষা করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে ইন্দ্রপদ দেবাদিরও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া সেই পদ পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করিলেন। ইন্দ্র পরমহর্ষে হরিপুরে উপনীত হইলেন। এই মুনিজনের উত্তম পরম তত্ত্ব দিব্য অষ্টাদশাধ্যায় পাঠ-মাহাত্ম্য আমি তোমার নিকট কহিলাম; ইহা শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তি হয়।

ইত্যেবং গীতামাহাত্ম্যং কথিতং পাপনাশনম্‌।
পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥৬২
যঃ শৃণোতি মহাভাগে শ্রদ্ধয়া সংযুতঃ পুমান্‌।
সর্ব্বযজ্ঞফলংপ্রাপ্য বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৬৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে গীতামাহাত্ম্যে-
ষ্টাদশাধ্যায়-মাহাত্ম্যং নামদ্বিনব-
ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯২॥

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ সকলার্থদ।
কৃপাং ময়ি পরাং কৃত্বা যৎপৃচ্ছে তদ্বদস্ব মে ॥১
শ্রুতঞ্চ গীতামাহাত্ম্যং বহ্বাশ্চর্য্যকথাযুতম্‌।
তেন মে ভক্তিরুৎপন্না শ্রোতুং কৃষ্ণকথাং পরাম্‌
পুরাণেষু তু সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্‌।
যত্র প্রতিপদং কৃষ্ণো গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।
তন্মাহাত্ম্যং যথাতত্ত্বং সেতিহাসং বদাধুনা ॥ ৩

মহাদেব উবাচ।

নৈমিষে সূতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্‌।
কথামৃতরসাস্বাদকুশলঃ শৌনকোঽব্রবীৎ ॥ ৪

শৌনক উবাচ।

অজ্ঞানধ্বান্তবিধ্বংসি কোটিজন্মাঘনাশনম্‌ ॥ ৫
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যানং সূতাখ্যাহি রসায়নম্‌।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাঢ্যো বিবেকো বর্দ্ধতে কথম্‌
মায়ামোহনিরাসশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ক্রিয়তে কথম্‌।
ইহ ঘোরে কলৌ প্রায়ো জীবশ্চাসুরতাং গতঃ
ক্লেশাক্রান্তস্য তস্যাথ শোধনে কিং রসায়নম্‌।
শ্রেয়সাং যদ্ভবেচ্ছ্রেয়ঃ পাবনানাঞ্চ পাবনম্‌ ॥ ৮
কৃষ্ণপ্রীতিকরং যচ্চ সাধনং তদ্বদাধুনা।
চিন্তামণিং লোকসুখং সুরেন্দ্রাস্পদসম্পদম্‌ ॥ ৯
প্রযচ্ছতি গুরুঃ প্রীতো বৈকুণ্ঠঞ্চাতি দুর্লভম্‌ ॥
সূত উবাচ।
প্রীতোঽহং তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কথয়িষ্যে যথাশ্রুতম্‌
সারাৎসারতরং যচ্চ সংসারভয়নাশনম্‌ ॥ ১১

তোমার নিকট এই যে গীতামাহাত্ম্য কথিত হইল, ইহা পাপনাশন, পুণ্য, পবিত্র, আয়ুষ্য, স্বর্গ্য ও মহাস্বস্ত্যয়ন স্বরূপ। হে মহাভাগে! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বযজ্ঞফল লাভ করিয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৮—৬৩।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯২।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও নিখিলার্থদ; আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, আমার প্রতি পরম কৃপা করিয়া তাহা বলুন। আমি বহু আশ্চর্য্য-কথাযুক্ত গীতামাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, ইহাতে আমার ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে উত্তম কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সর্ব্ব পুরাণেই পরম ভাগবতী কথা উক্ত হইয়াছে, ঋষিগণ পুরাণের প্রতিপদে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনি সম্প্রতি ইতিহাসের সহিত সেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য যথাযথ কীর্ত্তন করুন। মহাদেব বলিলেন,—একদা কথাসুধাস্বাদকুশল শৌনক নৈমিষকাননে সমাসীন মহামতি সূতকে অভিবাদন করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শৌনক কহিলেন,—হে সূত! অজ্ঞানান্ধকারবিধ্বংসী কোটিজন্মমলাপহ কর্ণরসায়ন শ্রীমদ্‌ভাগবতাখ্যান কীর্ত্তন কর। ভক্তি, জ্ঞান ও বিরাগযুক্ত বিবেক কিরূপে বর্দ্ধিত হয়? বৈষ্ণবগণ কিরূপে মায়ামোহের অপনোদন করেন? এই ঘোর কলিকালের লোক প্রায় অসুরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; এই ক্লেশাক্রান্ত জীবের শোধন রসায়ন কি? যাহা মঙ্গল সকলের মঙ্গল, পাবননিবহের পাবন এবং যাহা কৃষ্ণপ্রীতিকরসাধন, তাহাই সম্প্রতি বর্ণন কর। গুরু প্রীত হইলে চিন্তামণি, লোকসুখজনক সুরেন্দ্রাস্পদ সম্পদ্‌, এমন কি অতি দুর্লভ বৈকুণ্ঠও দান করিয়া থাকেন। ১—১০। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমি আপনার প্রতি প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে যথাশ্রুত

ভক্তিপ্রবর্দ্ধকং যচ্চ কৃষ্ণসন্তুষ্টিহেতুকম্‌।
তন্মে কথয়তঃ সাধো সাবধানতয়া শৃণু ॥ ১২
কালব্যালমুখাসীঢ়-জগত্ত্রাণবিধায়কম্‌।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কৃষ্ণেন ভাষিতম্‌ ॥
এতস্মাদপরং কিঞ্চিন্মনঃশুদ্ধিকরং ন হি।
জন্মান্তরকৃতৈঃ পুণ্যৈর্লভ্যতে সাধুভিশ্চ তৎ ॥১৪
রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতো মোক্ষং জ্ঞাত্বা কমলসম্ভবঃ।
তোলয়ামাস শাস্ত্রাণি পুরাণানি মহান্তি চ ॥ ১৫
শ্রীমদ্ভাগবতং তত্র গরীয়ো ভুবি সঙ্গতম্‌।
শ্রীমদ্ভাগবতী বার্ত্তা সুরাণামপি দুর্লভা ॥ ১৬
ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুশো মুনয়ঃ সাধবোঽমলাঃ।
মেনিরে ভগবদ্রূপং শ্রীমদ্ভাগবতং ক্ষিতৌ ॥১৭
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্‌যস্য নরো যাতি হরেঃ পদম্‌।
বর্ষেণ শ্রবণং তস্য বহুসৌখ্যপ্রদায়কম্‌ ॥ ১৮
মাসেন ভক্তিরাভস্যং লভতে দ্বিজসত্তম।
সপ্তাহেন শ্রুতঞ্চৈতৎ সর্ব্বথা মুক্তিদায়কম্‌ ॥১৯

কিং বহূক্তেন বৈ সাধো শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্‌।
নিত্যং সদ্ভিঃ প্রপাতব্যং কৃষ্ণলীলাপ্রকাশকম্‌ ॥
সনকাদ্যৈঃ পুরা প্রোক্তং নারদায় দয়াপরৈঃ।
ব্রহ্মণঃ শ্রুতপূর্ব্বায় সপ্তাহশ্রবণে বিধিঃ ॥ ২১

শৌনক উবাচ।

পিতুর্লব্ধা বরং জ্ঞানং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্‌।
নারদো লোকতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বদা হটতে মহীম্‌ ॥২২
কুত্র তৈঃ সঙ্গমো জাতো নারদস্য মহাত্মভিঃ।
শ্রুতো দেবর্ষিণা যত্র সপ্তাহশ্রবণে বিধিঃ ॥২৩

সূত উবাচ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ভক্তিযুক্তং কথানকম্‌।
যৎপুরা ব্রহ্মরাতেন মহ্যং প্রোক্তং দয়ালুনা ॥২৪
একদা তু বিশালায়ামুপবিষ্টমধোমুখম্‌।
নারদং সনকাদ্যাস্তে দদৃশুর্দীনমানসম্‌ ॥ ২৫
তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ানস্ত দেবর্ষিং ভ্রাতরং স্বকম্‌।
পপ্রচ্ছুর্বিস্ময়াবিষ্টা মুনয়স্তত্ত্বচিন্তকাঃ ॥ ২৬

বর্ণন করিতেছি। হে সাধো! যাহা সারাৎসার, সংসারভয়নাশন, ভক্তিপ্রবর্দ্ধক এবং যাহা কৃষ্ণতুষ্টিকারণ, আমি তাহাই বলিতেছি, অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন। কলিকালে কালব্যালের মুখালীঢ় জগতের ত্রাণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্র বলিয়াছেন, ইহা হইতে মনঃশুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। এই সাধুগণস্তুত শাস্ত্র জন্মান্তরকৃত অনেক পুণ্যের ফলে লাভ হয়। কমলযোনি ব্রহ্মা ভাগবত হইতে রাজা পরীক্ষিতের মোক্ষ বিদিত হইয়া সমস্ত মহাপুরাণশাস্ত্র তুলিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুরুভারে শ্রীমদ্‌ভাগবত ভূমিলগ্ন হইয়াছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতী কথা দেবগণেরও দুর্লভ জানিয়া অমল সাধু মুনিগণ ক্ষিতিতলে শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই ভগবানের অপর মূর্ত্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ইহার পঠন ও শ্রবণে নর হরিপদ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তম! বর্ষব্যাপী ভাগবতকথাশ্রবণ বহুসৌখ্যপ্রদ এবং উহা মাসমাত্র শ্রবণে গাঢ় ভক্তি লাভ হয়। আর সপ্তাহ শুনিলে ভাগবত সর্ব্বদা মুক্তিদায়ক হইয়া থাকে। হে সাধো! বহু বলিয়া কি হইবে? কৃষ্ণলীলা-প্রকাশক এই ভাগবতামৃত সাধুগণের নিত্য পান করা কর্ত্তব্য। পুরাকালে সনকাদি ঋষিগণ দয়াপর হইয়া নারদের নিকট সপ্তাহকাল ইহা প্রথম কীর্ত্তন করেন; নারদ তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট ইহা এক সপ্তাহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১১—২১। শৌনক কহিলেন,—লোকতত্ত্বজ্ঞ নারদ পিতার নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত নামক উত্তম জ্ঞানলাভ করিয়া সর্ব্বদা মহীমণ্ডলে পর্য্যটন করিতেন, কোন্‌ স্থানে মহাত্মা সনকাদির সহিত তাঁহার সঙ্গতি ঘটে এবং কোন্‌ স্থানেই বা অবস্থান করিয়া নারদ ইহা সপ্তাহ কাল শ্রবণ করেন? সূত বলিলেন,—এ বিষয়ের ভক্তিযুক্ত কথাপরম্পরা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, উহা পূর্ব্বে দয়ালু ব্যাস আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একদা নারদ বিশালায় দীনমনে অধোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। তত্ত্বচিন্তক সনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা নিজভ্রাতা নারদকে চিন্তিত দর্শনে বিস্মিত হইয়া

কুমারা উচুঃ ।
কিং ত্বং চিন্তয়সে ব্রহ্মন্নতিদীন ইবাতুরঃ ।
তবেত্থং মুক্তসঙ্গস্য নোচিতং বদ কারণম্ ॥ ২৭
নারদ উবাচ ।
অহং পৃথ্ব্যাং সমায়াতো জ্ঞাত্বা সর্ব্বোত্তমোত্তমাম্
তীর্থৈর্নানাবিধৈর্যুক্তাং পুণ্যদৈঃ পুণ্যরূপিণীম্ ॥
পুষ্করে চ প্রয়াগে চ কাশ্যাং গোদাবরীতটে ।
হরিক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গে সেতুবন্ধনে ॥২৯
এতেষন্যেষু তীর্থেষু ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ ।
নাপশ্যং কুত্রচিচ্ছর্ম্ম মনঃসন্তোষকারকম্ ॥ ৩০
কলিনাধর্ম্মমিত্রেণ ধরেয়ং বাধিতাধুনা ।
সত্যং শৌচং দয়া দানং নাস্তি কুত্রাপি ভূতলে
উদরম্ভরিণো লোকা বরাকাঃ কূটসাক্ষিণঃ ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মহাপাষণ্ডসংশ্রয়াঃ ॥ ৩২
স্ত্রীপ্রধানা গৃহস্থাশ্চ বর্ণিনো ব্রতবর্জ্জিতাঃ ।
বানপ্রস্থাঃ পুরাবাসা ন্যাসিনো ভোগতৎপরাঃ
কন্যাবিক্রয়িণো লোভাৎ কৃষিকর্ম্মপরায়ণাঃ ।
ভ্রষ্টাচারা দম্ভিনশ্চ স্বেচ্ছাচারনিদর্শিনঃ ॥ ৩৪
আশ্রমা যবনৈ রুদ্ধাস্তীর্থানি সরিতো হ্রদাঃ ।
দেবতায়তনান্যত্র দুষ্টৈরুচ্ছেদিতানি চ ॥ ৩৫
যোগী সিদ্ধোঽথবা জ্ঞানী সৎক্রিয়োঽত্র নদৃশ্যতে
কলিদাবানলেনাদ্য সাধনং ভস্মতাং গতম্ ॥৩৬
অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলা দ্বিজাতয়ঃ ।
কামিন্যঃ কেশশূলিন্যো দৃশ্যন্তে ভুবি সর্ব্বতঃ ॥৩৬
একদাহমনুপ্রাপ্তো যমুনায়াস্তটং শুভম্ ।
দৃষ্টং বৃন্দাবনং তত্র যত্র লীলা হরেরভূৎ ॥ ৩৮
তত্র যচ্চাদ্ভুতং দৃষ্টং শ্রূয়তাং তন্মুনীশ্বরাঃ ।
একা তু তরুণী তত্র নিষণ্ণা খিন্নমানসা ॥ ৩৯
দ্বৌ বৃদ্ধৌ পতিতৌ পার্শ্বে নিঃশ্বসন্তাবচেতনৌ
শুশ্রূষন্তী প্রবোধন্তী রুদতী চ তয়োঃ পুরঃ ॥৪০
দৃষ্ট্যা দিশো নিরীক্ষন্তী রক্ষিতারমিবাত্মনঃ ।

জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমারগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অতি আতুরের ন্যায় দীন চিত্তে কি চিন্তা করিতেছ? তোমার ন্যায় মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির ইহা উচিত নহে, এক্ষণে চিন্তার কারণ বল। নারদ কহিলেন,—এই পৃথিবী পুণ্যদ নানা তীর্থে অন্বিতা ও পুণ্যরূপিণী; তাই আমি পৃথিবীকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। আমি পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী, গোদাবরীতট, হরিক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গ ও সেতুবন্ধন এই সকল পুণ্যতীর্থের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু কোথাও মনঃসন্তোষকর মঙ্গল অবলোকন করিলাম না। অধুনা অধর্ম্মমিত্র কলি দ্বারা ধরা বাধ্যমান হইয়াছে; সত্য, শৌচ, দয়া ও দান ভূতলে কুত্রাপি নাই। লোক সকল আত্মম্ভরি, দীন, কূটসাক্ষী, মন্দ, সুমন্দমতি এবং পাষণ্ডদলের অনুগত হইয়াছে। গৃহস্থগণের গৃহে স্ত্রীই প্রধানা হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরা ব্রত বর্জ্জন করিয়াছে; বানপ্রস্থগণ বনস্থান পরিত্যাগ করিয়া পুরবাসী হইয়াছে, সন্ন্যাসীরাও ভোগরত হইয়াছে; লোক সকল লোভবশে কন্যাবিক্রয়ী, কৃষিকর্ম্মপরায়ণ, ভ্রষ্টাচার, দাম্ভিক এবং স্বেচ্ছাচারের প্রদর্শক হইয়াছে। যবনগণ কর্তৃক আশ্রম রুদ্ধ হইয়াছে; দুষ্টগণ তীর্থ সরিৎ হ্রদ ও দেবায়তনসমূহের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। এখানে যোগী, সিদ্ধ ও জ্ঞানিগণকে সৎক্রিয় দেখা যাইতেছে না; কলিদাবানলে সমস্ত সাধন ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। দেখিতেছি—ভূতলের সর্ব্বত্র জনপদসকল অট্টশূল, দ্বিজগণ শিবশূল ও কামিনীকুল কেশশূল হইয়াছে। ২২—৩৬। আমি একদা যমুনার শুভ তটে উপনীত হইয়াছিলাম; সেস্থানে হরির লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করিলাম। হে মুনীশ্বরগণ! সেই বৃন্দাবনে আমি যে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। দেখিলাম, সেস্থানে খিন্নমনা এক তরুণী বিষণ্ণমনে সমাসীনা; দুইজন চেতনাহীন বৃদ্ধ তাহার পার্শ্বে পতিত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তরুণী তাহাদিগের কখন শুশ্রূষা, কখন প্রবোধদান, কখন বা তাহাদের সম্মুখে রোদন করিতেছে; আবার কখনও বা দশদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বোধ হয় যেন স্বীয় রক্ষকেরই অনুসন্ধান

বীজ্যমানা বহুস্ত্রীভির্ব্বোধ্যমানা মুহুর্মুহুঃ॥ ৪১
দৃষ্টা দূরাদাগতশ্চাহং কৌতুকেন তদন্তিকম্।
মাং দৃষ্ট্বোত্থায় সা বালা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥৪২

বালোবাচ।

ভো সাধোঽত্র ক্ষণং তিষ্ঠ মম চিন্তামপাকুরু।
পুংসাঞ্চ দর্শনং ভদ্র সর্ব্বাঘৌঘনিবারণম্।
পুণ্যেন প্রাক্তনেনৈব দর্শনং তব জায়তে॥ ৪৩
অতো মে মানসং দুঃখং ছেত্তুমর্হসি মানদ।

নারদ উবাদ।

এবমুক্তস্তয়া চাহং কৃপয়া স্নিগ্ধমানসঃ।
অপৃচ্ছং তাং বরারোহাং কৌতুকেন সমাকুলঃ
কা ত্বমেতৌ চ কৌ ভদ্রে কাশ্চেমাঃ পদ্মলোচনাঃ।
আখ্যাহি মৎপুরঃ সর্ব্বং তব দুঃখস্য কারণম্॥৪৫
ইতি পৃষ্টা ময়া সা তু বালা দুঃখিতমানসা।
প্রোবাচ নিখিলং দুঃখমাত্মনো দুঃখকারণম্॥৪৬

বালোবাচ।

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা এতৌ মে তনয়ৌ বরৌ।
জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চেমা মম সেবার্থমাগতাঃ।
এতাভিঃ সেবিতা নিত্যং সৎকারেণাপি নারদ॥
ন চ শ্রেয়ো লভে কিঞ্চিৎক্ষীণাহং সর্ব্বতো মুনে
মম পূর্ব্বন্তু বৃত্তান্তং শৃণু ব্রাহ্মণসত্তম॥ ৪৯
যেনাহং দুঃখিতা জাতা ন লভে শর্ম্ম কুত্রচিৎ॥
উৎপন্না দ্রবিড়ে চাহং কর্ণাটে বৃদ্ধিমাগতা।
স্থিতা কিঞ্চিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে জীর্ণতাং গতা।
তত্র ঘোরকলের্যোগাৎ পাষণ্ডৈঃ খণ্ডিতাঙ্গকা॥
দুর্ব্বলাহং চিরং জাতা পুত্রাভ্যাং সহ মন্দতাম্॥
বৃন্দাবনমিদং প্রাপ্তা দৈবযোগেন নারদ।
জাতাহস্ত পুনর্ব্বালা নবীনেব স্বরূপিণী॥ ৫৩

করিতেছে। অন্যান্য অনেক রমণী ঐ তরুণীকে বীজন করিতেছে ও মুহুর্মুহুঃ প্রবোধ দিতেছে। আমি দূর হইতে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া কৌতুকবশে তাহার নিকটে গমন করিলাম। সেই বালা আমাকে অব-লোকনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। বালা বলিল,—হে সাধো! এখানে ক্ষণকাল থাকুন এবং আমার চিন্তা দূর করুন। হে ভদ্র! পুরুষগণের দর্শন সর্ব্ব-পাপবিনাশন; আমার প্রাক্তন পুণ্যপ্রভাবেই আজ আপনার সন্দর্শন ঘটিয়াছে। অতএব হে মানদ! আপনি আমার মনোদুঃখচ্ছেদন করুন। নারদ বলিলেন,—তরুণী আমাকে এইরূপ কহিলে কৃপায় আমার মন স্নিগ্ধ হইল, আমি কৌতুকসমাকুল হইয়া সেই বরারোহা তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে ভদ্রে! কে তুমি? এই বৃদ্ধদ্বয় কে? এই যে কমললোচনা ললনা সকল ইহারাই বা কে এবং তোমার দুঃখের কারণই বা কি? এ সকল আমার অগ্রে বর্ণন কর। আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখখিন্নমনা সেই বালা নিজের অখিল দুঃখ ও দুঃখকারণ কীর্ত্তন করিল। বালা বলিল,—আমি ভক্তি নামে বিখ্যাতা, এই বৃদ্ধদ্বয় জ্ঞান ও বৈরাগ্য নামক মদীয় শ্রেষ্ঠ তনয়, ইহারা কালযোগে জর্জ্জরিত; আর এই যে সকল ললনা, ইহারা গঙ্গাদি সরিদ্বরা; ইহারা আমার সেবার্থ সমাগতা। হে নারদ! ইহারা স[ৎ]কার দ্বারা আমার নিত্য সেবা করে; কিন্তু হে মুনে! আমি তাহাতে কিছুই শান্তি পাইতেছি না, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণা হইতেছি। হে ব্রাহ্মণসত্তম! আমি কেন দুঃখিতা হইয়াছি এবং কেনই বা কুত্রাপি শ্রেয়োলাভ করিতেছি না, এ বিষয়ে আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ৩৭—৫০। আমি দ্রবিড়দেশে উৎপন্না ও কর্ণাটে বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইয়াছিলাম; তারপর আমি কিছু-দিন মহারাষ্ট্রে অবস্থান করিয়া গুর্জ্জরে গিয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি। গুর্জ্জরে ঘোর কলির সংযোগ সঙ্ঘটিত হওয়ায় তত্রত্য পাষণ্ডগণ আমার দেহ খণ্ডিত করে; তাহাতেই আমি চিরদুর্ব্বলা হইয়া তনয়দ্বয়ের সহিত মান্দ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে নারদ! তারপর দৈবযোগে বৃন্দাবনে আসিয়া আমি স্বরূপিণী নবীনার ন্যায় বালা হইয়াছি। এই

ইমৌ তু পশ্যিতাবত্র সুতৌ মে ক্লিষ্টমানসৌ।
অতিবৃদ্ধৌ পরিত্যজ্য গন্তুং নাহং ক্ষমাধুনা॥ ৫৪
অহং বালা কথং জাতা সুতৌ মে জরঠৌ কৃতঃ
ত্রয়াণামকভাবানাং বৈপরীত্যং কুতোঽভবৎ॥
ঘট...ে জরঠা মাতা বালকৌ তনয়াবিতি।
অতঃ শোচামি চাত্মানং বিস্ময়াবিষ্টমানসা॥ ৫৬
যদি ত্বং বেৎসি ধর্ম্মজ্ঞ কৃপালো দীনপালক।
বদ সর্ব্বং যথাতত্ত্বং কারণঞ্চাত্র যদ্ভবেৎ॥ ৫৭
এবং পৃষ্টস্তয়া চাহং ক্ষণঞ্চৈব বিমৃশ্য তু।
অবোচং ভক্তিমাভাষ্য ক্লিষ্টাং কালেন ভূয়সা॥
জ্ঞানেনাহং প্রপশ্যামি বৃত্তং সর্ব্বং তবানঘে।
মা বিষাদং কুরু প্রাজ্ঞে হরিঃ শং তে করিষ্যতি
সর্ব্বসত্ত্বহরো বালে যুগোঽয়ং দারুণঃ কলিঃ।
লুপ্তোঽনেন সদাচারো যোগমার্গস্তপাংসি চ॥৬০
জনাশ্চাদ্যাসুরায়ন্তে শাঠ্যদুষ্কৃতকারিণঃ।
সন্তো হ্যস্মিন্ দুঃখার্ত্তা অসন্তো হৃষ্টমানসাঃ।
দৃশ্যতে ধীরচিত্তস্থ পণ্ডিতোঽপি ন কোঽপি চ।
অস্পৃশ্যানবলোক্যেয়ং দুষ্টভারাকুলা ধরা॥ ৬২
অব্দব্দং ক্রমতো জাতো মঙ্গলং হীয়তেঽহহম্।
ন ত্বাং তব সুতৌ চেমৌ কোঽপি পশ্যতি
ভামিনি॥ ৬৩
যুয়ন্ত রাগবহুলৈস্ত্যক্তা জর্জ্জরতাং গতাঃ।
বৃন্দাবনস্য সংযোগাদ্বালা ত্বমভবঃ পুনঃ॥৬৪
ধন্যং বৃন্দাবনং চেদং ভক্তির্যত্রাভবন্নবা।
অত্রেমৌ গ্রাহকাভাবান্নবীনত্বং ন চাগতৌ।
কিঞ্চিদাত্মসুখেনেহ প্রসুপ্তাবিতি লক্ষ্যতে॥৬৫

ভক্তিরুবাচ।

কথং পরিক্ষিতা রাজ্ঞা স্থাপিতো হ্যশুচিঃ কলিঃ।
দয়াপরেণ হরিণা হ্যধর্ম্মঃ কিমুপেক্ষিতঃ॥ ৬৬
এনং মে সংশয়ঞ্ছিন্ধি ত্বদ্বাচা সুখিতাস্ম্যহম্।
তস্যা বচঃ সমাকর্ণ্য ভূয়োঽহমবদং দ্বিজাঃ॥ ৬৭

ক্লিষ্টমনা শয়ান মদীয় তনয়দ্বয় বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অধুনা আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে সমর্থ হইতেছি না। স্বভাবতঃ মাতা বৃদ্ধা ও তনয়দ্বয় বালক হওয়াই সঙ্গত; কিন্তু আমি বালা হইয়াছি; আমার তনয়দ্বয় বৃদ্ধ হইয়াছে; আমাদের এই বিপরীত ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইল, ইহা চিন্তা করিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্টমনা হইয়াছি ও শোক করিতেছি। হে ধর্ম্মজ্ঞ, হে দীনপালক কৃপালো! যদি ইহার কারণ আপনার জানা থাকে, তবে যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। বালা আমাকে এইরূপ বলিলে আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিলাম, তারপর সেই দীর্ঘকালে ক্লিষ্টা বালা ভক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম;—হে অনঘে! আমি জ্ঞান দ্বারা তোমার সর্ব্ববৃত্তান্ত অবলোকন করিতেছি। হে প্রাজ্ঞে! খেদ করিও না, হরি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। হে বালে! সর্ব্বসত্ত্বহর এই দারুণ কলিযুগ উপস্থিত, এই কলি দ্বারা সদাচার, যোগমার্গ ও তপস্যা লুপ্ত হইয়াছে; শাঠ্য ও দুষ্কৃতকারী পাপী জনগণ অসুরের ন্যায় আচরণ করিতেছে। একালে সাধুগণ দুঃখার্ত্ত ও অসাধুরা হৃষ্টমনা হয়, ধীরচিত্ত পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায় না, ধরা দুষ্টজনে ভারাকুলা হইয়া দর্শন ও স্পর্শের অযোগ্যা হয় এবং প্রথমে প্রতি বৎসরে তারপর ক্রমে প্রতিদিনে পৃথিবী হইতে মঙ্গল লুপ্ত হইতে থাকে। হে ভামিনি! তোমার তনয় ও তোমাকে কেহ অবলোকন করে না, তোমরা রাগবহুল জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলে; কিন্তু বৃন্দাবনের সংযোগে পুনরায় তুমি বালাত্ব লাভ করিয়াছ। এই বৃন্দাবন ধন্য, কেন না এখানে নব্য ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু দেখিতেছি —এখানে গ্রাহকাভাবে তোমার বৃদ্ধতনয়দ্বয় কিঞ্চিন্মাত্রও নবীনত্ব প্রাপ্ত না হইয়া যেন আত্মসুখে প্রসুপ্তের ন্যায় রহিয়াছে।৫১-৬৫। ভক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—অশুচি কলিকে কি জন্য রাজা পরীক্ষিৎ রক্ষা করিলেন? আর কি জন্যই বা দয়াপর হরি অধর্ম্মকে উপেক্ষা করিলেন? আপনার বাক্যে আমি বড় সুখী হইতেছি, অতএব আমার এই সংশয় ছেদন

যদি পৃষ্টস্বয়া বালে প্রেমতঃ শ্রবণং কুরু।
যদা মুকুন্দো ভগবান্ ক্ষ্মাং ত্যক্ত্বা স্বপদং গতঃ॥
কলিস্তদ্দিনমারভ্য প্রবৃত্তঃ সত্যবাধকঃ।
দৃষ্টো দিগ্বিজয়ে রাজ্ঞা দীনবচ্ছরণং গতঃ॥ ৬৯
ন হতোঽস্য গুণগ্রষ্টা সর্ব্বসাধারণং ত্বিদম্।
যৎফলং তপসা নৈতি ন যোগেন সমাধিনা॥৭০
তৎফলং লভতে ধীমান্ কলৌ কেশবকীর্ত্তনাৎ
এতাদৃশং কলিং দৃষ্ট্বা সারাৎসারফলপ্রদম্॥৭১
বিষ্ণুরাতঃ স্থাপিতবান্ কলিজানাং হিতায় চ।
কুকর্ম্মাচরণাৎসারঃ সর্ব্বতো নির্গতোঽধুনা॥ ৭২
পদার্থাঃ সংস্থিতা ভূমৌ বীজহীনাস্তুষা যথা।
বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে
কারিতা ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ।

অত্যুগ্রভূরিকর্ম্মাণো নাস্তিকা দাম্ভিকা জনাঃ॥
তিষ্ঠন্তি সর্ব্বতীর্থেষু তীর্থসারস্ততো গতঃ।
কামক্রোধমহালোভতৃষ্ণাব্যাকুলচেতসঃ॥৭৫
সমারভন্তে কর্ম্মাণি কর্ম্মসারস্ততো গতঃ।
মনসশ্চাজয়াল্লোভাদ্দম্ভাৎ পাষণ্ডসংশ্রয়াৎ॥ ৭৬
শাস্ত্রানভ্যসনাচ্চৈব ধ্যানযোগফলং গতম্।
পণ্ডিতাস্তে কলত্রেষু রমন্তে মহিষা ইব॥৭৭
পুত্রোৎপাদনদক্ষাশ্চ ন দক্ষা মুক্তিসাধনে।
ন হি বৈষ্ণবতা কুত্র সম্প্রদায়পুরঃসরাঃ॥ ৭৮
দেবনিন্দাপরাঃ সর্ব্বে সাধুনিন্দাপরায়ণাঃ।
অয়ন্তু যুগধর্ম্মোঽস্তি দীয়তে কস্য দূষণম্॥ ৭৯
অতস্ত্বং পুণ্ডরীকাক্ষং স্মৃত্বা সৌখ্যমবাপ্স্যসি॥৮০
এব ময়োক্তং বচনং শ্রুত্বা সা বিস্ময়ং গতা।
উবাচ বচনং ভূয়ো মাং প্রশস্য দ্বিজোত্তমাঃ॥

ভক্তিরুবাচ।

দেবর্ষে ত্বন্তু ধন্যোঽসি মদ্ভাগ্যেন সমাগতঃ।

করুন। হে দ্বিজগণ! ভক্তির উক্তি শুনিয়া আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম—হে বালে! যদি তুমি প্রেমবশে জিজ্ঞাসা করিলে, তবে শ্রবণ কর। যে সময় ভগবান্ মুকুন্দ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পদে উপনীত হন, কলি তদবধি সত্যের বাধকরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজা পরীক্ষিৎ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া কলিকে অবলোকন করেন, কলি তখন দীনের ন্যায় রাজার শরণাগত হইয়াছিল। তখন রাজা কলির এক অসাধারণ গুণ দর্শন করিয়া তাহাকে নিহত করেন নাই। সে গুণ এই—তপস্যা, যোগ ও সমাধি দ্বারা যে ফল লাভ হয় না, ধীমান্ ব্যক্তি এই কলিকালে কেবল কেশব-কীর্ত্তন করিয়া সেই ফল লাভ করে। তাই কলিজাত জনগণের হিতার্থ সারাৎসারফলপ্রদ এতাদৃশ কলিকে অবলোকন করিয়া বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বীজহীন তুষরাশি যেমন উড়িয়া যায়, সারপদার্থ পৃথিবীতলে পড়িয়া থাকে, তদ্রূপ কলিতে কুকর্ম্মাচরণের মধ্য হইতে এই কেশবকীর্ত্তনরূপ সারই নির্গত হইয়াছে। যেদিন হইতে বিপ্রগণ ধনলোভে গৃহে গৃহে জনে জনে ভাগবতী বার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছে, সেই দিন হইতেই কথাসার বিলুপ্ত হইয়াছে। যে দিন হইতে অত্যুগ্র ভূরিকর্ম্মা নাস্তিক ও দাম্ভিকগণ তীর্থবাসে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তীর্থসার অন্তর্হিত হইয়াছে। কাম, ক্রোধ, মহালোভ ও তৃষ্ণা দ্বারা ব্যাকুলহৃদয় লোকগণ যে কাল হইতে কর্ম্মারম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই কর্ম্মসার অপসৃত হইয়াছে। মনের অজয়, লোভ, দম্ভ, পাষণ্ডাশ্রয় ও শাস্ত্রের অনাভ্যাসে ধ্যানযোগ অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। পণ্ডিতগণ মহিষের ন্যায় নিজ পত্নীতে রমণ করিতেছে, তাহারা পুত্রোৎপাদনে দক্ষ, পরন্তু মুক্তিসাধনে দক্ষ নহে। সম্প্রদায়পুরঃসর বৈষ্ণবতা ও কুত্রাপি দৃষ্ট হইতেছে না।৬৬-৭৮। লোক সকল দেব ও সাধুগণের নিন্দাপরায়ণ হইয়াছে। অহো! কাহার দোষ দিব, ইহা কলিযুগেরই ধর্ম্ম। অতএব তুমি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ কর, সুখ লাভ করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ভক্তি আমার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। সে পুনরপি আমাকে প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। ভক্তি কহিল,—হে দেবর্ষে!

সাধুনাং দর্শনং লোকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥৮২
সুখোপায়ো যথা মে স্যাত্তথাদিশ মুনেঽধুনা ।
সর্ব্বজ্ঞস্য তব ব্রহ্মন্নসাধ্যং কিমপীহ বৈ ॥ ৮৩
অজয়দজিতমায়াং যস্য কায়াধবস্তে
বচনরচনমেকং কেবলঞ্চাকলয্য ।
ধ্রুবপদমুপযাতো যৎকৃপাতো ধ্রুবো বৈ
তমহমরণভূতং ব্রহ্মপুত্রং নতাস্মি ॥৮৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ভাগবতমাহাত্ম্যে
ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।
এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রাস্তয়া ভক্ত্যাতিদীনয়া ।
যত্‌প্রাকথয়ঃ তদ্বৈ তচ্ছৃণুধ্বং দয়ালবঃ ॥ ১
নারদ উবাদ ।
মা খিদস্ত্বং বৃথা বালে সমাধায় মনো হৃদি ।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজং স্মর সৌখ্যং লভিষ্যসি ॥ ২
দ্রৌপদী চ পরিত্রাতা যেন কৌরবকশ্মলাৎ ।
পালিতা গোপসুন্দর্য্যঃ স কৃষ্ণঃ ক্বাপি নো গতঃ
ত্বন্তু ভক্তিঃ প্রিয়া তস্য সততং প্রাণতোঽধিকা
ত্বয়াহূতস্তু ভগবান্ যাতি নীচগৃহেষ্বপি ॥ ৪
সত্যাদিত্রিযুগে বোধো বিরাগো মুক্তিসাধকৌ
কলৌ তু কেবলা ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী ॥ ৫
ইতি নিশ্চিত্য চিদ্রূপী স্বকাঙ্গাত্ত্বাং সসর্জ্জ হ ।
পরমানন্দচিন্মূর্ত্তিঃ স্বপ্রিয়াং প্রীতমানসঃ ॥ ৬
বদ্ধাঞ্জলিং ত্বয়া পৃষ্টঃ কিং করোমীতি বৈ হরিঃ ।
ত্বাং তদাজ্ঞাপয়ৎ কৃষ্ণো মদ্ভক্তান্ পোষয়েতি চ
অঙ্গীকৃতং ত্বয়া তদ্বৈ প্রসন্নোঽভূদ্ধরিস্তদা ।
মুক্তিং দাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞানবৈরাগ্য-
কাত্মজৌ ॥ ৮
ভক্তানাং পোষণং নিত্যং বৈকুণ্ঠস্থা করোষি চ

আপনি ধন্য, আমার ভাগ্যে আপনি সমাগত হইয়াছেন, ইহলোকে সাধুদর্শন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ; হে মুনে ! অধুনা আমার যাহাতে সুখোপায় হয়, তাহা বলুন। হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব এ সংসারে আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। যাঁহার একমাত্র বচনরচনা সঙ্কলন করিয়া কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদ অজেয় মায়া জয় করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় ধ্রুব ধ্রুবলোকে উপনীত হইয়াছে, আমি সেই শরণভূত ব্রহ্মনন্দনের বন্দনা করি। ৭৯—৮৪।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৩।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দয়ালু দ্বিজগণ! দীনা ভক্তিকর্ত্তৃক নারদ এইরূপে প্রার্থিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। নারদ বলিলেন,—হে বালে! বৃথা খেদ করিও না, হৃদয়ে মনোনিবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা কর, সৌখ্য লাভ করিবে! যিনি কৌরবকশ্মল হইতে দ্রৌপদীকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, যাঁহা দ্বারা গোপসুন্দরীরা রক্ষিত হইয়াছিল, এবং সেই কৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তুমি ভক্তি, তাঁহার সতত প্রাণাধিকা প্রিয়া, তোমা দ্বারা আহূত হইয়া ভগবান্ নীচজনের গৃহেও গমন করিয়া থাকেন। সত্যাদি ত্রিযুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্য মুক্তির সাধক ছিল, কিন্তু কলিকালে কেবল বিষ্ণুবল্লভা ভক্তিই ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী। চিদ্রূপী পরমানন্দ চিন্মূর্ত্তি প্রীতমনা ভগবান্ ইহা নিশ্চয় করিয়া তোমাকে তিনি তদীয় অঙ্গ হইতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তুমি তখন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—আমি কি করিব ? তোমার প্রশ্নে হরি তোমাকে আদেশ করিয়াছিলেন,—তুমি আমার ভক্তগণের পোষণ কর। তুমি তাহাতে স্বীকার করিলে, তখন হরিও প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর তিনি মুক্তিকে তোমার দাসী করিয়া দিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্য-নামক দুইটী তনয় তোমাকে প্রদান করিলেন। ১—৮। তুমি বৈকুণ্ঠস্থা হইয়া ভক্তগণের

ভূমৌ চ ভক্তপোষায় ছায়ারূপং সমাশ্রিতা ॥ ৯
বিমুক্তিজ্ঞা বৈরাগ্যৈঃ সহ চৈবাগতাত্র হি।
কৃতাদিদ্বাপরান্তে হি কালে মুক্তির্মুদা স্থিতা ॥
কলৌ তু সঙ্ক্ষয়ং প্রাপ্তা পাষণ্ডাময়পীড়িতা।
ত্বদাজ্ঞয় গতা শীঘ্রং বৈকুণ্ঠে পুনরেব সা।
স্মৃতমাত্রা ত্বয়াদ্যাপি মুক্তিরায়াতি সত্বরম্ ॥ ১১
পুত্রীকৃত্য ত্বয়েমৌ চ স্বপার্শ্বে পরিরক্ষিতৌ।
উপেক্ষাতঃ কলৌ মন্দৌ বৃদ্ধৌ জাতৌ সুতৌ তব ॥ ১২
তথাপি চিন্তাং মুঞ্চ ত্বমুপায়ং চিন্তয়াম্যহম্।
কলিনা সদৃশঃ কোঽপি যুগো নাস্তি বরাননে ॥
তস্মিংস্ত্বাং খ্যাপয়িষ্যামি গেহে গেহে জনেজনে
অন্যধর্ম্মাংস্তিরস্কৃত্য পুরস্কৃত্য মহোৎসবান্ ॥ ১৪
যদি প্রবর্ত্তয়ে ন ত্বাং তদা দাসো হরের্ন হি।
ত্বদন্বিতাশ্চ যে জীবা ভবিষ্যন্তি কলাবিহ ॥ ১৫

পাপিনোঽপি গমিষ্যন্তি নির্ভয়া হরিমন্দিরম্।
যেষাঞ্চিত্তে ভবেদ্ভক্তিঃ সর্ব্বদা প্রেমরূপিণী ॥১৬
ন তে পশ্যন্তি কীনাশং স্বপ্নেঽপ্যমলমূর্ত্তয়ঃ।
ন প্রেতো ন পিশাচো বা রাক্ষসো বা-সুরোঽপি চ।
ভক্তিযুক্তমনস্কানাং স্পর্শনে দর্শনে প্রভুঃ।
ন তপোভির্ন বেদৈর্ন জ্ঞানেনাপি ন কর্ম্মণা ॥
হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ
নৃণাং জন্মসহস্রেণ ভক্তিঃ সুকৃতিনাং ভবেৎ ॥
কলৌ ভক্তিঃ কলৌ ভক্তির্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরঃস্থিতঃ।
ভক্তিদ্রোহকরা যে চ তে সীদন্তি জগত্রয়ে ॥ ২০
দুর্ব্বাসা দুঃখমাপন্নঃ পুরা ভক্তিবিনিন্দকঃ।
অলং ব্রতৈরলং তীর্থৈরলং যোগৈরলং মখৈঃ ॥
অলং জ্ঞানকথালাপৈর্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা।
এবমুক্তং ময়া সা তু স্বমাহাত্ম্যং নিশম্য বৈ ॥২২

নিত্য পালন করিতে লাগিলে। অতঃপর তুমি ভূমিতলে ভক্তপালনার্থ ছায়ারূপ আশ্রয় করিয়া মুক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যসহ আগমন করিয়াছ। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে মুক্তি মুদান্বিতা ছিল, কলিকালে পাষণ্ডাময়-পীড়িত হইয়া ক্ষীণ হইয়াছে। তার পর তোমার আদেশে মুক্তি পুনরায় সত্বর বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায়। অদ্যাপি তুমি স্মরণ করিবা-মাত্রই মুক্তি ভূতলে আগমন করে। কিন্তু তুমি জ্ঞান-বৈরাগ্যকে পুত্র করিয়া নিত্য নিজের নিকটেই রাখিয়া দিয়াছ। রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক কলি উপেক্ষিত হওয়ায় তোমার তনয়-দ্বয় বৃদ্ধভাব প্রাপ্ত হইয়া মন্দ হইয়াছে। তথাপি তুমি চিন্তিত হইও না, আমিই তোমার উপায় চিন্তা করিতেছি। হে বরাননে! অন্য কোন যুগ কলির তুল্য নহে, আমি এই কলিযুগে গৃহে গৃহে জনে জনে তোমাকে প্রখ্যাত করিব। যদি আমি অন্য ধর্ম্মের তিরস্কার করিয়া মহোৎসব প্রবর্ত্তনে তোমার প্রতিষ্ঠা করিতে না পারি, তবে আমি সত্বর কিঙ্করই নহি। এই কলিকালে যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লইবে, পাপী হইলেও তাহারা নির্ভয়ে হরিপুরে গমন করিবে। যাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রেম-রূপিণী ভক্তির উদয় হইবে, সেই অমলমূর্ত্তি মানবগণ কদাচ স্বপ্নেও লেশমাত্র ক্লেশ দর্শন করিবে না। তাহারা কদাচ প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস বা অসুর হইবে না; প্রভু হরি সেই ভক্তিযুক্তমনা মানবগণের দর্শন ও স্পর্শপথে পতিত হইবেন। তপস্যা, বেদ, জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা হরি সাধ্য নহেন, তিনি কেবল ভক্তিসাধ্য; গোপিকাগণই এ বিষয়ে প্রমাণ। যাহারা সুকৃতী মানব, সহস্রজন্মে তাহাদের ভক্তি সমুদ্ভূত হয়। ৯—১৯। তাই বলি—কলিকালে কেবল ভক্তি, পুনরায় বলি —কলিকালে কেবল ভক্তিই সার; আর সেই ভক্তি দ্বারাই হরি সম্মুখে উপস্থিত হন। যাহারা ভক্তিদ্রোহকারী, জগত্রয়ে তাহারা বিপন্ন হয়; পুরাকালে ভক্তিনিন্দা করিয়া দুর্ব্বাসা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রত বৃথা, তীর্থ অনর্থক; আর যোগ যজ্ঞ এবং জ্ঞানকথালাপও নিষ্প্রয়োজন, ভক্তিই একমাত্র মুক্তিদা! ভক্তি আমার মুখে এইরূপ নিজ

সর্ব্বাঙ্গহর্ষসংযুক্তা মাং পুনর্ব্বাক্যমব্রবীৎ।
অহো নারদ ধন্যোঽসি প্রীতিস্তে ময়ি নিশ্চলা।
ন কদাচিদ্বিমুঞ্চামি চিত্তং তে ময়ি সঙ্গতম্।
কৃপালুনা ত্বয়া সাধো মদ্বাধা ধ্বংসিতা ক্ষণাৎ॥
পুত্রয়োশ্চেতনা নাস্তি মমেমৌ প্রতিবোধয়।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কারুণ্যেনান্বিতো হ্যহম্॥২৫
তয়োঃ প্রবোধনং কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ পাণিনা স্পৃশন্
মুখং সংস্থজ্য কর্ণান্তে শব্দমুচ্চৈঃ সমুচ্চরন্॥২৬
জ্ঞানপ্রবুধ্যতাং শীঘ্রং বৈরাগ্য প্রতিবুধ্যতাম্।
বেদবেদান্তঘোষৈশ্চ গীতাপাঠৈর্মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২৭
বোধ্যমানৌ তদা তেন কথঞ্চিদ্বোধমাগতৌ।
নেত্রৈরনবলোকন্তৌ জৃম্ভন্তৌ সালসাবুভৌ।
বকবৎ পলিতৌ প্রায়ঃ শুষ্ককাষ্ঠসমাঙ্গকৌ।

মাহাত্ম্য শ্রবণ করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হর্ষযুক্ত হইল, সে পুনরায় আমাকে কহিল,—অহো! নারদ! তুমিই ধন্য, আমাতে তোমার নিশ্চলা প্রীতি জন্মিয়াছে। তোমার চিত্ত আমাতে সঙ্গত হইয়াছে, আমি তোমাকে কদাচ পরিত্যাগ করিব না। হে সাধো! তুমি দয়ালু, ক্ষণমাত্রে তুমি আমার সর্ব্ববাধা ধ্বংস করিয়াছ। আমার এই তনয়দ্বয় সংজ্ঞাহীন রহিয়াছে, এক্ষণে ইহাদিগকে প্রবোধিত কর। তাহার সেই বাক্য শুনিয়া আমার মন করুণান্বিত হইল, আমি করস্পর্শ দ্বারা তাহাদের প্রবোধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি কর দ্বারা তাহাদের কর্ণান্ত মুখ মার্জ্জন করিয়া দিলাম এবং উচ্চ শব্দোচ্চারণে কহিলাম—হে জ্ঞান! শীঘ্র প্রবোধিত হও, হে বৈরাগ্য! সত্বর প্রবোধ লাভ কর। আমি এইরূপ কহিয়া মুহুর্মুহু বেদান্তনির্ঘোষ ও গীতা পাঠ করিলাম, তাহাতে তাহারা বোধ্যমান হইয়া কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিল। তাহারা নেত্র উন্মীলন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং অলসের ন্যায় জৃম্ভণ করিল। তাহারা বকবৎ পলিতগাত্র হইয়াছিল, তাহাদের দেহ প্রায় শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল;

ক্ষুৎক্ষামৌ তৌ নিরীক্ষ্যৈব পুনঃস্বাপমুপাগতৌ
তদা চিন্তাপরোঽভূবং কিং বিধেয়ং ময়েতি চ।
অহো নিদ্রা কথং যাতি বৃদ্ধত্বঞ্চানয়োঃপরম্॥৩০
চিন্তয়ন্নিতি গোবিন্দং স্মরন্নাসং দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্যোমবাণী তদৈবাভূন্মা ঋষে খিদ্যতামিতি॥৩১
উদ্যমঃ সফলস্তে তু ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
এতদর্থন্তু সৎকর্ম্ম সুরর্ষে ত্বং সমাচর॥ ৩২
তৎ কর্ম্ম তেঽভিধাস্যন্তি সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।
সৎকর্ম্মণি কৃতে তস্মিন্ স্বপনং বৃদ্ধতানয়োঃ।
গমিষ্যতি ক্ষণাদ্ভক্তিঃ সর্ব্বতঃ প্রসরিষ্যতি॥৩৩
ইত্যাকাশবচঃ স্পষ্টং নিশম্যাপি ময়া দ্বিজাঃ॥৩৪
ন জ্ঞাতং যন্নভোবাণ্যা গোপ্যত্বেন নিরূপিতম্
কিং তৎ কর্ম্ম চ যেনৈতৌ ভবতো জ্ঞান-
সংযুতৌ॥৩৫
ক ভবিষ্যন্তি তে সন্তঃ কথং বক্ষ্যন্তি কর্ম্ম সৎ।

তাহারা ক্ষুৎক্ষাম-কণ্ঠে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইল। আমি চিন্তান্বিত হইলাম, ভাবিলাম এখন আমি কি করিব? নিদ্রা কেন এই বৃদ্ধদ্বয়ের প্রতি এত প্রভুত্ব করিতেছে? হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া গোবিন্দস্মরণপূর্ব্বক উপবেশন করিলাম। তখন এক আকাশবাণী হইল। ঐ বাণী বলিল,—হে ঋষে! বিমন হইও না, নিঃসংশয় তোমার উদ্যম বিফল হইবে না। হে দেবর্ষে! তুমি এজন্য সাধু কর্ম্মের সমাচরণ কর। সেই কর্ম্ম কি? সাধুভূষণ সাধুগণ তাহা তোমায় উপদেশ করিবেন। আর সেই সাধু কর্ম্ম কৃত হইলে ইহাদিগের নিদ্রা ও বার্দ্ধক্য সদ্য দূরীভূত হইবে; সর্ব্বতঃপ্রসারিণী ভক্তির বিকাশ পাইবে।২০—৩৩। হে দ্বিজগণ! আমি সেই সুস্পষ্ট আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াও সেই গুপ্ত নিরূপিত আকাশবাণীর আশয় কি? সে কর্ম্ম কিরূপ? কিরূপে এই নিদ্রাবিমুগ্ধ ব্যক্তিদ্বয় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে? এ সকল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভাবিতে লাগিলাম—সেই সাধুগণ কোথায় আছেন? কেমনেই বা

ময়াত্র কিং প্রকর্ত্তব্যং যদুক্তং ব্যোমভাষয়া ॥৩৬
অথ তৌ তত্র সংস্থাপ্য নির্গতোঽহং বহির্দ্বিজাঃ
বৃন্দারণ্যাদপৃচ্ছঞ্চ যত্র তত্র দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৩৭
বৃত্তান্তং সর্ব্ব এবাথ শ্রুত্বা বিস্মিতমানসাঃ।
নৈবোত্তরং প্রযচ্ছন্তি হ্যনভিজ্ঞা নভোগিরঃ ॥৩৮
অসাধ্যং কেচন প্রোচুরবিজ্ঞেয়মথাপরে।
মূকীবভূবুরন্যে তু চিন্তয়ানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৯
বেদবেদান্তঘোষৈশ্চ গীতাপাঠৈর্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ।
বোধ্যমানং ত্রিকং তত্তু নোদতিষ্ঠদহো বিধিঃ ॥
যোগিনা নারদেনাপি স্বয়ং ন জ্ঞায়তে তু যৎ।
তৎকথং শক্যতে কর্ত্তুমিতরৈরিহ মানুষৈঃ।
ততশ্চিন্তাতুরশ্চাহং বদরীবনমাগতঃ ॥ ৪১
তপশ্চরামি চাত্রৈব তদর্থং কৃতনিশ্চয়ঃ।

তাবদ্দদর্শ পুরতঃ সনকাদ্যান্ মুনীশ্বরান্।
কোটিসূর্য্যসমাভাসানুবাচ মুনিসত্তমান্ ॥ ৪২
ইদানীং ভূরিভাগেন ভবতাং দর্শনং হ্যভূৎ।
তদুপায়ং মহাভাগা বদন্তু প্রীতমানসাঃ ॥ ৪৩
ভবন্তো যোগিনাং শ্রেষ্ঠা বুদ্ধিমন্তো বহুশ্রুতাঃ
কুমারাএব পঞ্চাব্দাঃ পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজাঃ ॥ ৪৪
সদা বৈকুণ্ঠনিলয়া হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
লীলামৃতকথোন্মত্তা হরিস্মরণতৎপরাঃ ॥ ৪৫
অতো হি কালপ্রহিতা যুষ্মান্নৈব প্রবাধতে।
যেষাং ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ দ্বারপালৌ হরেঃ পুরা ॥৪৬
দৈত্যৌ ভূত্বা ত্রিজন্মানি পুনস্তৎস্থানমাস্থিতৌ
অশরীরগিরোক্তং যৎকিন্তৎসাধনমুচ্যতাম্ ॥৪৭
অনুষ্ঠেয়ং যথা যত্র প্রব্রুবন্তু কৃপালবঃ।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং সুখমুৎপদ্যতে যথা।
খ্যাতির্ব্বঃ সর্ব্বলোকেষু তথা সাধূচ্যতাং বুধাঃ ॥

তাঁহারা আমাকে সেই সাধু কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন? এবং আকাশবাণী আমাকে যাহা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার এখন কর্ত্তব্যই বা কি? হে দ্বিজগণ! অনন্তর আমি তাহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া বৃন্দারণ্য হইতে বহির্গত হইলাম, যাইতে যাইতে যত্র তত্র যে সকল দ্বিজসত্তমকে অবলোকন করিলাম, তাঁহাদিগকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমার মুখে এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া বিস্মিত হইলেন, নভোবাণীবিষয়ে অনভিজ্ঞ সেই সকল দ্বিজ কোনই উত্তর করিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, ইহা অসাধ্য, কেহ বলিলেন, ইহা আমাদের অবিজ্ঞেয়। অন্য কেহ পুনঃপুনঃ অনেক চিন্তা করিয়াও মূকের ন্যায় নির্ব্বাক্ রহিলেন। কেহ কহিল, অহো বিধি কি দুর্বিধেয়! বেদবেদান্ত নির্ঘোষে ও উচ্চরবে মুহুর্ম্মুহু গীতাপাঠে ইহারা বোধ্যমান হইয়াও উঠিল না! স্বয়ং যোগী নারদ যাহা জানিতে পারেন না, অপর মানুষ কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে? ইহার পর আমি আরও চিন্তাতুর হইয়া বদরীবনে আগমন করিলাম এবং তথায় সেই কার্য্যসাধনোদ্দেশে নিশ্চিতমনা হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। অনন্তর তপঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম কোটি দিবাকরদ্যুতি সনকাদি মুনিসত্তমগণ আমার সম্মুখে সমুপস্থিত; আমি তখন তাঁহাদিগকে কহিলাম,—হে মহাভাগগণ! আপনারা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে প্রীতমনে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আপনারা যোগিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান, বহুশ্রুত, পঞ্চমবর্ষবয়স্ক কুমার, অথচ পুরাতন জনেরও পূর্ব্বজ, সদা বৈকুণ্ঠনিলয়, হরিকীর্ত্তনপরায়ণ, হরিলীলামৃতকথায় উন্মত্ত ও হরিস্মরণতৎপর। যম-জন্ম জরা আপনাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে আপনাদেরই ভ্রূভঙ্গমাত্রে হরির দ্বারপালগণ দৈত্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিজন্মে পুনরায় স্বস্থান লাভ করিয়াছে। আপনারা কৃপালু, এক্ষণে বলুন—আকাশবাণী কি বলিয়াছে? তাহার সাধন কিরূপে সম্পন্ন হইবে? এবং কোন্ স্থানে কিরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিব? হে বুধগণ! যাহাতে ভক্তিজ্ঞানবিমুখগণের সুখ সমুৎপাদিত হয় এইরূপ সাধু উপদেশ প্রদান করুন, ইহাতে সর্ব্বলোকে আপনাদের

কুমারা উচুঃ ।

মা চিন্তাং কুরু দেবর্ষে স্বচিত্তে হর্ষমাবহ ।
উপায়ঃ সুখসাধ্যোঽত্র বিদ্যতে বিশ্বসৌখ্যদঃ ॥
অহো নারদ ধন্যোঽসি বিরক্তানাং শিরোমণিঃ
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপাত্রাণামগ্রণীর্বদতাং বরঃ ॥ ৫০
ত্বয়ি চিত্রং ন দেবর্ষে ভক্তিসাধনতৎপরে ।
উচিতং কৃষ্ণদাসানাং ভক্তেঃ সঞ্চরণং ভুবি ॥
ঋষিভির্বহুধা লোকে উপায়াঃ সিদ্ধয়ে কৃতাঃ ।
শ্রমসাধ্যাশ্চ তে সর্ব্বে প্রায়ঃ স্বর্গফলপ্রদাঃ ॥
বৈকুণ্ঠসাধকঃ পন্থা গুপ্তলোকেষু বর্ত্ততে ।
তস্যোপদেশকঃ সাধুঃ প্রায়ো ভাগ্যেন লভ্যতে
যত্র সৎকর্ম্ম নির্দ্দিষ্টং ব্যোমবাচা মুনীশ্বর ।
তজ্জ্ঞেয়মিহ সর্ব্বজ্ঞৈর্জ্ঞানযজ্ঞঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৫৪
শ্রীমদ্ভাগবতালাপো জ্ঞানযজ্ঞঃ শুকোদিতঃ ।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং সুখদঃ প্রতিভাতি নঃ ॥
কলিদোষা ইমে সর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনেঃ ।
প্রভীতাঃ প্রপলায়ন্তে সিংহশব্দাদ্বৃকা ইব ॥ ৫৬
জ্ঞানবৈরাগ্যসংযুক্তা ভক্তিঃ প্রেমরসাবহা ।
প্রতিগেহং প্রতিজনং সুখক্রীড়াং করিষ্যতি ॥

সূত উবাচ ।

কুমারোক্তং সমাকর্ণ্য নারদঃ প্রীতমানসঃ ।
পুনঃ প্রোবাচ ভগবাংস্তদুৎকর্ষং বিভাবয়ন্ ॥৫৮

নারদ উবাচ ।

বেদবেদান্তঘোষৈশ্চ গীতাপাঠৈঃ প্রবোধিতম্
নোদতিষ্ঠদ্যদা তত্তু কলিদোষতিরস্কৃতম্ ॥ ৫৯
কথং ভাগবতালাপাত্তদ্বিবোধমিহৈষ্যতি ।
ছিন্দন্তু সংশয়ং হ্যেনং ভবন্তোঽমোঘদর্শনাঃ ।
বিলম্বো নাত্র কর্ত্তব্যঃ শরণাগতবৎসলাঃ ॥ ৬০
ততস্তে সনকাদ্যাস্তু বিরক্তা হ্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥
সিদ্ধাঃ সনাতনা বিপ্রা নারদং প্রোচুরাদরাৎ ॥

কুমারা উচুঃ ।

বেদোপনিষদাং সারাজ্জাতা ভাগবতী কথা ।
অত্যুত্তমা ততো ভাতি পৃথগ্‌ভূতা ফলোন্নতিঃ
আমূলাগ্রং রসোঽস্ত্যেব রসালস্য যথা ফলে ।

খ্যাতি বিবৃত হইবে । ৩৪—৪৮ । কুমারগণ কহিলেন,—হে দেবর্ষে ! খেদ করিও না, নিজ চিত্তে হর্ষ আনয়ন কর, এ বিষয়ে বিশ্বসৌখ্যদ সুখসাধ্য উপায় আছে। অহো নারদ ! তুমিই ধন্য, কেননা তুমি বিরক্তগণের শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপাত্রগণের অগ্রণী ও বাক্যবিশারদ। তুমি ভক্তিসাধনে তৎপর, অতএব তোমাতে বিচিত্র কিছুই নাই। যাহাতে ভূতলে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত হয়, কৃষ্ণদাসগণের তাহাই কর্ত্তব্য। ঋষিগণ ইহলোকে সিদ্ধির বহু উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল শ্রমসাধ্য ও প্রায়শঃ স্বর্গফলপ্রদ ; কিন্তু বৈকুণ্ঠসাধকের পন্থা লোকে গুপ্ত রহিয়াছে ; সেই সাধনের উপদেষ্টা সাধু কদাচিৎ ভাগ্যে লভ্য হন। হে মুনীশ্বর ! আকাশবাণী তোমার নিকট যে সৎকর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছে, পুরাতন সর্ব্বজ্ঞগণ বলেন, তাহা জ্ঞানযজ্ঞ। সেই জ্ঞানযজ্ঞ শুককথিত ভাগবতালাপ। আমাদের মনে হয় ইহা ভক্তিজ্ঞানবিমুখগণের সুখদ। সিংহশব্দে ভীত হইয়া বৃকগণ যেরূপ পলায়ন করে, সমস্ত কলিদোষও তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনি হইতে দূরে পলাইয়া যায়। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা ভক্তিই প্রেমরস আনয়ন করে এবং প্রতিগৃহে ও প্রতিজনে সুখক্রীড়া করিয়া থাকে। সূত কহিলেন,—কুমারগণকথিত বাক্য শ্রবণে প্রীতমনা ভগবান্ নারদ তাহারই উৎকর্ষ সাধনার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন,—কলিদোষনাশী বেদবেদান্তনির্ঘোষ ও মহাশব্দে গীতাপাঠেও যাহারা বোধ্যমান হইয়া উঠিল না, ভাগবতালাপে তাহাদের কিরূপে চৈতন্য হইবে ? আপনারা শরণাগতবৎসল ও অমোঘদর্শন, এ বিষয়ে বিলম্ব না করিয়া সত্বর আমার সংশয়চ্ছেদন করুন ।৪৯-৬০। অনন্তর ঊর্দ্ধরেতা বিষয়বিরক্ত সিদ্ধ সনাতন সনকাদি বিপ্রগণ নারদকে সাদরে উত্তর করিলেন। কুমারগণ কহিলেন,—বেদ ও উপনিষদের সার হইতে এই অত্যুত্তমা ভাগবতী কথা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার ফলোন্নতি পাত্রবিশেষে পৃথগ্‌ভূত। যথা—রসাল ফলে আমূলাগ্র রস বিদ্যমান,

পৃথগ্‌ভূতস্তু পানেন যথা বিশ্বমনোহরঃ ॥ ৬৪
যথা দুগ্ধে স্থিতং সর্পির্ন চ স্বাদূপকল্প্যতে।
পৃথগ্‌ভূতন্তু তদ্দিব্যং দেবানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥৬৫
ইক্ষুবিবাদিমধ্যান্তং শর্করা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
পৃথগ্‌ভূতা তু সা মিষ্টা তথা ভাগবতী কথা ॥৬৬
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং রসমেব হি।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং সৌখ্যায়ৈব প্রকাশিতম্
কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে নাভিবঙ্কস্থায় হৃদৈব হি।
তচ্চতুঃশ্লোকমখিলং ব্রহ্মৈব প্রতিভাসতে ॥৬৮
তুভ্যঞ্চ ব্রহ্মণা প্রোক্তং তচ্চরিত্রনিদর্শনম্।
ত্বয়াপি ব্যাসদেবায় প্রোক্তং তত্তাপহানয়ে ॥৬৯
যদীয়স্মরণাৎ সদ্যো নির্ব্বিণ্ণো বাদরায়ণঃ।
চকার মহদাখ্যাতুমাত্মারামমনোহরম্ ॥ ৭০
অত্র তে বিস্ময়ঃ কেন যেন পৃচ্ছেঃ পুনঃপুনঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং ক্ষমং কৃষ্ণানুকর্ষণে ॥ ৭১

সূত উবাচ।
এতন্নিশম্য বচনং সমুদাহৃতন্তু
যোগীশ্বরৈঃ সনকমুখ্যতমৈরভীষ্টম্।
ভক্ত্যা বিধৃত্য চরণঞ্চ প্রণম্য মূর্দ্ধ্না
হৃষ্টো জগাদ জগদাধিনিবর্ত্তকাংস্তান্ ॥৭২
নারদ উবাচ।
সন্দর্শনঞ্চ ভবতাং বিনিহন্ত্যঘৌঘং
শ্রেয়স্তনোতি ভবদুঃখদবার্দ্দিতানাম্।
নিঃশেষশেষমুখগীতকথৈকপানাৎ
প্রেমপ্রকাশনকৃতে শরণং গতো বঃ ॥৭৩
পুণ্যোদয়েন বহুজন্মসমর্জ্জিতেন
সৎসঙ্গমো যদি ভবেৎ কৃতিনো জনস্য।
অজ্ঞানহেতুকৃতমোহমহান্ধকারো
নশ্যেত্তদা হৃদয়মেতি মহান্ বিবেকঃ ॥৭৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে
চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৪॥

কিন্তু সেই বিশ্বমনোহর রস পান-প্রক্রিয়া ভেদে পৃথগ্‌ভূত হইয়া থাকে; দুগ্ধে ঘৃত আছে কিন্তু দুগ্ধপানে ঘৃতরসের আস্বাদ অনুভূত হয় না; পরন্তু সেই দিব্য ঘৃত দুগ্ধ হইতে পৃথক্‌ভূত হইলে দেবগণের প্রীতি-বর্দ্ধন হয়; শর্করা ইক্ষুবৃক্ষের আদি মধ্যান্ত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সেই শর্করা পৃথগ্‌ভূতা হইলে সুমিষ্ট হয়, তথা ভাগবতী কথাও পৃথগ্‌ভূতা হইয়া ফলদায়িনী হইবে। ভক্তি-জ্ঞানবিরাগের সুখলাভার্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত নামক পুরাণরস প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ একান্তমনে নাভিপঙ্কজস্থ ব্রহ্মাকে ভাগবতের চারিটী শ্লোক কহিয়াছিলেন, সেই শ্লোকচতুষ্টয়ে অখিল ব্রহ্ম ব্যক্ত হইয়াছিল। সেই ব্রহ্ম-চরিত্র নিদর্শন ভাগবত ব্রহ্মা তোমাকে বলেন, তুমি ব্যাসকে বলিয়াছিলে, এই ভাগবত-শ্রবণেই ব্যাসের তাপশান্তি হইয়াছিল। যাহার স্মরণে বাদরায়ণ সদ্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই আত্মারাম যে মনোহর মহাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে তোমার কেন বিস্ময় হইতেছে যে, তুমি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ? এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য কি? শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্র ক্ষণমধ্যেই কৃষ্ণানু-কর্ষণে সমর্থ। সূত কহিলেন,—নারদ, সনক-প্রমুখ জগদাধিনিবর্ত্তক যোগীশ্বরগণ কর্ত্তৃক উদাহৃত এই নিজাভীষ্ট বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইলেন এবং তিনি ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণ ধারণপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—আপনাদিগের সন্দর্শনে পাপরাশি বিনষ্ট হয় এবং ভবদুঃখদাবানলে দগ্ধ জন-গণের মঙ্গলবিস্তার হইয়া থাকে। শেষ-নাগও নিঃশেষরূপে আপনাদের যে কথা গান করিতে পারে না, আমি সেই কথামৃত পান করিয়া প্রেম-প্রকাশনকার্য্যে আপনাদের শরণাগত হইলাম। বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যো-দয়ে যদি সুকৃতিজনের সৎসঙ্গ সংঘটিত হয়, তবে অজ্ঞাননিবন্ধনকৃত মোহমহান্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং তখন মহাবিবেক অভ্যুদিত হয়। ৬১—৭৪।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৪।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
অথ দেবঋষিস্তত্র কুমারাননুমান্য চ।
উবাচ প্রণতো বাক্যং জ্ঞানযজ্ঞকৃতাদরঃ॥ ১
নারদ উবাচ।
জ্ঞানযজ্ঞং করিষ্যামি শুকশাস্ত্রকথোজ্জ্বলম্।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং স্থাপনার্থে প্রযত্নতঃ॥ ২
যত্র কার্য্যো ময়া যজ্ঞঃ স্থানং তৎকথ্যতাং দ্বিজাঃ
চত্বারো যজ্ঞবাহাশ্চ যূয়মেব বৃতা ময়া॥ ৩
কিয়দ্ভির্দিবসৈঃ শ্রাব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা।
কো বিধিস্তত্র কর্ত্তব্যো জ্ঞানযজ্ঞবিশারদাঃ॥ ৪
কুমারা উচুঃ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি তুভ্যং যত্র কথা নৃণাম্।
শৃণ্বতাং পাপরাশিঘ্নী ভবেৎ পুণ্যবিবর্দ্ধিনী॥ ৫
গঙ্গাদ্বারসমীপে তু কামদাখ্যং পুরং মহৎ॥ ৬
স্বর্ণদাশ্চোত্তরে পুণ্যে তটমানন্দনামকম্।
নানাঋষিগণৈর্জুষ্টং দেবসিদ্ধনিষেবিতম্॥ ৭
নানাতরুলতাকীর্ণং স্বচ্ছকোমলবালুকম্।
রম্যমেকান্তদেশস্থং স্বর্ণপঙ্কজশোভিতম্।
যৎসমীপস্থজীবানাং ক্ষেত্রস্যৈব প্রভাবতঃ।
মিথঃ সংশ্লিষ্টচিত্তানাং বৈরং চেতসি ন স্থিতম্॥
জ্ঞানযজ্ঞস্ত্বয়া তত্র কর্ত্তব্যো হি প্রযত্নতঃ।
অপূর্ব্বরসদাত্রী চ কথা তত্র ভবিষ্যতি॥১০
বৃন্দাবনপ্রতোলীস্থং জরাজীর্ণং কলেবরম্।
সুতদ্বয়ং পুরস্কৃত্য ভক্তিস্তত্রাগমিষ্যতি॥ ১১
যত্র ভাগবতী বার্ত্তা ভক্তিস্তত্র সহাত্মজা।
কৃষ্ণকীর্ত্তিসুধাং পীত্বা তরুণী সা ভবিষ্যতি॥১২
সূত উবাচ।
এবমুক্ত্বা কুমারাস্তে নারদেন সমন্ততঃ।
গঙ্গাদ্বারং সমাজগ্মুর্জ্ঞানযজ্ঞায় সত্বরাঃ॥ ১৩
যদা প্রাপ্তাস্তটান্তে তু গঙ্গায়া ভার্গবর্ষভ।
তদা কোলাহলশ্চাসীদ্ভূর্লোকাদিকসপ্তসু॥ ১৪
শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদ-লম্পটাঃ সাপ্তলৌকিকাঃ।
ধাবং ধাবং সমাজগ্মুঃ প্রাচীনা বৈষ্ণবাশ্চ যে॥১৫

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবর্ষি নারদ জ্ঞানযজ্ঞের প্রতি আদরযুক্ত হইয়া সসম্মানে কুমারগণকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন,—আমি ভক্তিজ্ঞানবিরাগগণের স্থাপনার্থ যত্নপূর্ব্বক শুকশাস্ত্র-কথোজ্জ্বল জ্ঞানযজ্ঞ করিব; হে দ্বিজগণ! কোন্ স্থানে আমার ঐ যজ্ঞ কর্ত্তব্য? তাহা বলুন। ঐ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ আপনাদের চারিজনকেই আমি বরণ করিলাম। শ্রীমদ্ভাগবতী কথা কতদিন শ্রোতব্য? হে জ্ঞানযজ্ঞবিশারদগণ! ঐ যজ্ঞে কোন্ বিধি অবলম্বনীয়? কুমারগণ কহিলেন,—হে নারদ! জ্ঞানযজ্ঞের স্থান তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর; যে সকল মানব এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, তাহাদের পাপরাশিনাশ ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। গঙ্গাদ্বারসমীপে কামদনামক মহাপুর বিরাজিত, তথায় স্বর্ণগঙ্গার পূত উত্তর ভাগে আনন্দনামক তট বিদ্যমান। ঐ আনন্দতট অনেক ঋষিজুষ্ট, দেবসিদ্ধ-নিষেবিত, নানা তরুলতাকীর্ণ এবং স্বচ্ছকোমল-বালুকাময়। ঐ স্থান রম্য, নির্জ্জন ও স্বর্ণপঙ্কজশোভিত। ঐ আনন্দতটের সমীপস্থ শ্লিষ্টচেতা জীবগণ ক্ষেত্রপ্রভাবে পরস্পর বৈরভাব পোষণ করে না; তুমি প্রযত্নপূর্ব্বক ঐ স্থানে জ্ঞানযজ্ঞ সম্পন্ন কর। তথায় অপূর্ব্ব রসদাত্রী ভাগবতী কথা কীর্ত্তিত হইলে বৃন্দাবনপ্রতোলীস্থ জরাজীর্ণকলেবর তনয়দ্বয়কে অগ্রে করিয়া ভক্তি সেস্থানে উপস্থিত হইবে। যে স্থানে ভাগবতী কথা কীর্ত্তিত হইবে সহাত্মজা ভক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণের কীর্ত্তিসুধাপানে তরুণী হইবে। ১—১২। সূত কহিলেন,—কুমারগণ এইরূপ বলিয়া জ্ঞানযজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য নারদের সহিত সত্বর গঙ্গাদ্বারে আগমন করিলেন। হে ভার্গবসত্তম শৌনক! তাঁহারা যেমন সেই তটের নিকট উপনীত হইলেন অমনি ভূরাদি সপ্তলোকে এক মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। সপ্তলোকবাসী প্রাচীন

ভৃগুর্বসিষ্ঠশ্চ্যবনশ্চ গৌতমো
মেধাতিথির্দেবলদেবরাতৌ।
রামস্তথা গাধিজশাকলৌ চ
মৃকণ্ডপুত্রাত্রিজপিপ্পলাদাঃ॥ ১৬
যোগেশ্বরো ব্যাসপরাশরৌ চ
শুকাদয়ো ভাগবতপ্রধানাঃ।
শিষ্যৈরুপেতা বহুশাস্ত্রবিজ্ঞাঃ
কৃষ্ণামৃতাস্বাদ-কৃতৌ প্রধানাঃ॥ ১৭
বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তন্ত্রাণি সংহিতাঃ।
দশসপ্তপুরাণানি ষট্‌শাস্ত্রাণি তথাযযুঃ॥ ১৮
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তত্র পুষ্করাদিসরাংসি চ।
ক্ষেত্রাণি চ দিশঃ সর্ব্বা দণ্ডকাদিবনানি চ॥ ১৯
হিমাদয়ো নগাস্তত্র দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
দ্বীপাঃ সমুদ্রা দিক্‌পালাঃ পাতালস্থাস্তথাযযুঃ॥
দীক্ষায়াং নারদেনাথ দত্তমাসনমুত্তমম্।
কুমারা বন্দিতাঃ সর্ব্বে নিষেদুঃ কৃষ্ণতৎপরাঃ॥
বৈষ্ণবাঃ সুবিরক্তাশ্চ ন্যাসিনো ব্রহ্মচারিণঃ।
মুখ্যা হ্যগ্রে স্থিতাস্তেষাং পুরতো নারদঃ স্থিতঃ
বামভাগে মুনিগণা দক্ষিণে চ দিবৌকসঃ।
বেদোপনিষদোঽন্যত্র তীর্থানি চ ভৃগূদ্বহ॥ ২৩
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ শঙ্খশব্দস্তথৈব চ।
বভূবাকাশসংস্পর্শী ঘোষয়ন্ বিদিশো দশ॥ ২৪
বিমানানি সমারুহ্য প্রহৃষ্টা নাকবাসিনঃ।
কল্পবৃক্ষপ্রসূনৈশ্চ তাং সভাং সমবাকিরন্॥২৫

সূত উবাচ।

এবং তেষু নিবিষ্টেষু ভৃগ্বাদিষু যথার্হতঃ।
শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যমূচিরে নারদায় তে॥ ২৬

কুমারা ঊচুঃ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামো মহিমানং মহাদ্ভুতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যস্য শাস্ত্রস্য বিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৭
সদা নরৈঃ সুকৃতিভিঃ সেব্যা ভাগবতী কথা।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ কৃতার্থত্বং প্রয়ান্তি তে॥ ২৮
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসংযুতঃ।
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ ২৯
তাবৎ সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমত্যজ্ঞানমোহিতঃ।

বৈষ্ণব লোক সকল শ্রীমদ্‌ভাগবতাস্বাদে লোলুপ হইয়া দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন, গৌতম, মেধাতিথি দেবল, দেবরাত, রাম, বিশ্বামিত্র, শাকল, মার্কণ্ডেয়, আত্রেয়, পিপ্পলাদ, যোগেশ্বর ব্যাস, পরাশর, ভাগবতপ্রধান শুকাদি এবং শিষ্যগণোপেত কৃষ্ণামৃতস্বাদসর্ব্বস্ব বহু শাস্ত্রজ্ঞগণ আগমন করিলেন। নিখিল বেদান্ত, বেদ, মন্ত্র, তন্ত্র, সংহিতা, সপ্তদশ পুরাণ ও ষট্ শাস্ত্র সমাগত হইলেন। গঙ্গাদি সরিৎ, পুষ্করাদি সরোবর, অখিল ক্ষেত্র, সর্ব্বদিক্, দণ্ডকাদি বন, হিমালয়াদি পর্ব্বত, দেব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর, দ্বীপ, সমুদ্র, দিক্‌পাল এবং পাতালবাসিগণও সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত নারদ সমাগত জনগণকে উত্তম আসন প্রদান করিলেন। কৃষ্ণতৎপর কুমারগণ বন্দিত হইয়া উপবেশন করিলেন, তাঁহাদের অগ্রে মুখ্য হরিভক্ত বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ উপবেশন করিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে দেবর্ষি নারদ উপবিষ্ট হইলেন। হে ভৃগুবর! নারদের বামভাগে মুনিগণ, দক্ষিণভাগে দেবগণ এবং অন্যত্র বেদ, উপনিষদ্ ও তীর্থ সকল উপবেশন করিলেন; দশদিক্ বিঘোষিত করিয়া আকাশস্পর্শী জয়শব্দ, নমঃশব্দ ও শঙ্খশব্দ সমুত্থিত হইল। প্রহৃষ্টমনা ত্রিদশবাসিগণ বিমানারোহণে আগমন করিয়া সভাস্থলে কল্পপাদপপ্রসূন বিকিরণ করিলেন। ১৩—২৫। সূত কহিলেন,—ভৃগুআদি ঋষিগণ এইরূপে যথাস্থানে উপবেশন করিলে কুমারগণ নারদের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কুমারগণ কহিলেন,—হে নারদ! শ্রবণ কর, আমরা যথাবিধি শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্রের মহাদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। সুকৃতী নরগণ সর্ব্বদা ভাগবতী কথার সেবা করেন, এবং তাঁহারা ইহা শ্রবণমাত্রে কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্রীমদ্‌ভাগবত নামক গ্রন্থ দ্বাদশস্কন্ধসংযুক্ত, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে

যাবৎ কর্ণগতং নো স্যাচ্ছুকশাস্ত্রং জনস্য চ ॥৩০
কিং শ্রুতৈর্বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ পুরাণৈঃ সংহিতাগমৈঃ
যদি ভাগবতং পুম্ভির্ন শ্রুতং ভক্তিভাবনৈঃ ॥
কথা ভাগবতস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্গৃহে।
তদ্গৃহং তীর্থরূপং হি নৃণাং পাপবিনাশনম্ ॥৩২
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
ভাগবত্যাঃ কথায়াশ্চ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্
তাবৎ পাপানি তিষ্ঠন্তি দেহেঽস্মিন্মুনিপুঙ্গব।
যাবন্ন শ্রূয়তে সম্যক্ শ্রীমদ্ভাগবতং নরৈঃ ॥ ৩৪
ন গঙ্গা ন গয়া কাশী প্রতিষ্ঠানং ন পুষ্করঃ।
কথায়া ভাগবত্যাশ্চ সমাঃ পুণ্যফলেন চ ॥৩৫
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্ ॥ ৩৬
বেদাদির্বেদমাতা চ পৌরুষং সূক্তমেব চ।
ত্রয়ী ভাগবতঞ্চৈব দ্বাদশাষ্টাক্ষরৌ মনূ ॥ ৩৭
দ্বাদশাত্মা প্রয়াগশ্চ কালঃ সংবৎসরাত্মকঃ।

ব্রাহ্মণাশ্চাগ্নিহোত্রঞ্চ সুরভির্দ্বাদশী তিথিঃ ॥৩৮
তুলসী চ বসন্তর্ত্তুঃ পুরুষোত্তম এব চ।
এতেষাং বস্তুতো নাস্তি পৃথগ্ভাবো মুনীশ্বর ॥
যশ্চ ভাগবতং শাস্ত্রং ব্যাকুর্য্যাদন্বহং দ্বিজ।
জন্মকোটিকৃতং পাপং তস্য নশ্যতি নারদ ॥ ৪০
শ্রুতঞ্চ পঠিতং ধ্যাতং শ্রীমদ্ভাগবতং নৃভিঃ।
দদাতি মুক্তিং ভক্তিং বা তুলস্যগ্ন্যোশ্চ সেবনম্
অন্তকালে তু সম্প্রাপ্তে ভয়ং ত্যক্ত্বা সুদূরতঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্যঃ সঃ মুক্তিভাক্ ॥
প্রৌষ্ঠপদ্যাঞ্চ রাকায়াং হেমসিংহসমন্বিতম্।
অলঙ্কৃত্য দ্বিজাগ্র্যায় শ্রীমদ্ভাগবতং দদেৎ ॥৪৩
ভক্তিযুক্তো বিমানশ্চ মিতাশী চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রুত্বাদিতঃ স কৃষ্ণস্য সাযুজ্যং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥
আজন্মমাত্রমপি যেন শঠেন চিত্তং
সম্যঙ্নিয়ম্য ভুবি কৃষ্ণকথা ন পীতা।
চাণ্ডালবচ্চ পশুবদ্বত তেন নীতং
মিথ্যা স্বজন্ম জননী ভূশমর্দ্দিতা চ ॥ ৪৫

অন্বিত এবং পরীক্ষিৎ-শুক-সংবাদ-সম্বলিত। মানবের যে পর্য্যন্ত এই শুকশাস্ত্র কর্ণগত না হয়, তাবৎকালই সে অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মানবগণ যদি ভক্তিভাবে এই ভাগবতী কথাই না শুনিল, তবে তাহার বহুশাস্ত্র, পুরাণ, সংহিতা ও আগমশ্রবণে কি হইবে? যাহার গৃহে নিত্য ভাগবতী কথা হয় সেই গৃহ নরগণের পাপবিনাশন তীর্থ-স্বরূপ। সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয়ও ভাগবত কথার ষোড়শাংশের একাংশযোগ্য নহে। হে মুনিপুঙ্গব! নরগণ যে পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতী শ্রবণ না করে, তাবৎকালই তাহাদের দেহে পাপ সকল বিদ্যমান থাকে। পুণ্যফলের তুলনায় গঙ্গা, গয়া, কাশী, প্রতিষ্ঠান পুর ও পুষ্করও ভাগবতী কথার সমান হয় না। যদি সংসারনাশে অভিলাষ হয়, তবে ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ কিংবা শ্লোকপাদও স্বয়ং নিত্য পাঠ করুন। হে মুনীশ্বর! বেদাদি প্রণব, বেদমাতা গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত, ত্রয়ী, ভাগবত, দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র, দ্বাদশাত্মা, দিবাকর, প্রয়াগ, সংবৎসরাত্মক

কাল, ব্রাহ্মণ, অগ্নিহোত্র, সুরভি, দ্বাদশীতিথি, তুলসী, বসন্ত ঋতু ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু—এ সকলের বস্তুতঃ পার্থক্য কিছুই নাই। হে নারদ! যিনি নিত্য ভাগবত শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। মানবগণ শ্রীমদ্-ভাগবত শ্রবণ পাঠ ও ধ্যান এবং তুলসী ও হুতাশনের সেবা করিয়া ভক্তি ও মুক্তি লাভ করে। অন্তকাল সমুপস্থিত হইলে যে মানব ভক্তিভরে শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি কালভয় পরিহার করিয়া মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ২৬—৪২। প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমায় মানব স্বর্ণসিংহসমন্বিত অলঙ্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত বিপ্রবরকে দান করিবে। যিনি মিতাশী, জিতেন্দ্রিয়, অভিমানহীন ও ভক্তিযুক্ত হইয়া আদি হইতে ভাগবতী কথা শ্রবণ করেন তিনি গোলোকে কৃষ্ণের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। অহো! ভূতলে যে জন আজন্ম একমাত্র শাঠ্যে চিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৃষ্ণ-কথা পান করে নাই, সে চণ্ডাল ও পশুর

যৈর্ন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণ-
মারাধিতো নো পুরুষঃ পুরাণঃ।
মুখে হুতং নৈব ধরামরাণাং
তেষাং বৃথা জন্ম গতং নরাণাম্ ॥ ৪৬
চিত্তং ন যস্য তু নরস্য হরেঃ কথায়াং
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসৎপ্রসঙ্গাৎ।
ধিক্ তং নরং পশুসমং ভুবি ভারভূত-
মেবং বদন্তি মুনয়ঃ কিল পূর্ব্বসিদ্ধাঃ ॥ ৪৭
দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ভবা।
কোটিজন্মসমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে ॥ ৪৮
তেন যোগনিধে সাধো শ্রোতব্যা সাত্বতী কথা
প্রত্যহং নিয়মো নাস্তি দিনানাং বস্তুতো দ্বিজ
সত্যেন ব্রহ্মচর্য্যেণ যতোঽস্য শ্রবণং মতম্।
ততঃ কলৌ বিশেষো হি বিধিঃ সপ্তদিনাত্মকঃ ॥
মনসশ্চাজয়াদ্রোগাৎ পুংসাঞ্চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।

ন্যায় তাহার জন্ম বৃথা অতিবাহিত করিয়াছে, আর তথাবিধ ব্যক্তি জন্ম দ্বারা জননীকে দারুণ যাতনা দিয়াছে। যাহারা ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করে নাই, যাহাদের দ্বারা পুরাণ পুরুষ আরাধিত হন নাই এবং যাহারা ধরামর বিপ্রগণের মুখে আহুতি প্রদান করে নাই, তাদৃশ নরগণের জীবন বৃথাই গত হইয়াছে। পূর্ব্বে সিদ্ধ মুনিগণ বলিয়াছেন,—অসৎপ্রসঙ্গবশে যে মানবের দুরিতদুষ্ট চিত্ত হরিকথায় প্রীত না হয়, ভূভারভূত সেই পশুসম মানবকে ধিক্! শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ভবা কথা ভুবনে দুর্লভা, কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যেই এ কথা লাভ হইয়া থাকে। অতএব হে যোগনিধে সাধো! সেই সাত্বিকী কথা শ্রোতব্যা। হে দ্বিজ! বস্তুত এ বিষয়ে দিনের কোন নিয়ম নাই, শাস্ত্রমতে প্রত্যহই কেবল সত্যসম্পন্ন ও ব্রহ্মচর্য্যরত হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তবে কলিকালের বিশেষবিধি এই যে, মনের অজয়ে ও রোগে কলিলোকগণের অত্যধিক আয়ুক্ষয় হয় বলিয়া ভাগবতপাঠ সপ্তদিনাত্মক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে,

কলের্দ্দোষবহুত্বাচ্চ সপ্তাহশ্রবণং মতম্ ॥ ৫১
মনসো নিগ্রহশ্চৈব নিয়মাচরণং তথা।
কর্ত্তুং সপ্তদিনং শক্যং ততো নিয়মকল্পনা ॥ ৫২
শ্রদ্ধয়া শ্রবণে নিত্যমাদ্যন্তাবধি যৎফলম্।
তৎফলং শুকদেবেন সপ্তাহশ্রবণে কৃতম্ ॥ ৫৩
যৎফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা।
অনায়াসেন তৎসর্ব্বং সপ্তাহশ্রবণাল্লভেৎ ॥ ৫৪
যজ্ঞাদ্‌ব্রতাচ্চ তপসো ধ্যানাজ্‌জ্ঞানাচ্চ তীর্থতঃ
শ্রীভাগবতসপ্তাহনিয়মো হ্যুত্তমো মতঃ ॥ ৫৫
যদা কৃষ্ণো ভুবং ত্যক্ত্বা স্বপদং গন্তুমুদ্যতঃ।
তদাজ্ঞায়োদ্ধবো ধীমান্ গোবিন্দং বাক্যমব্রবীৎ

উদ্ধব উবাচ।

ভগবন্ ভবতা সর্ব্বং দেবকার্য্যং প্রসাধিতম্।
অধুনা গন্তুমিচ্ছুস্ত্বং স্বপদং তমসঃ পরম্ ॥ ৫৭
অতশ্চিন্তা মমোৎপন্না ত্বদ্বিয়োগভিয়া বিভো।
তামপাকুরু দেবেশ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৫৮

নানা কারণে কলি দোষবহুল, তাই সপ্তাহ শ্রবণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মানব মনের নিগ্রহ ও নিয়মাচরণ প্রায়শঃ সাত দিনই করিতে সমর্থ হয়, তাই এই নিয়ম কল্পিত হইয়াছে। একদিনে আদ্য হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণে যে ফল, শুকদেব সপ্তাহ শ্রবণে সেই ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তপস্যা, সমাধি ও যোগে যে ফল হয় না, সপ্তাহ শ্রবণে মানব অনায়াসে সেই সকল ফল লাভ করিয়া থাকে। যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, ধ্যান, জ্ঞান ও তীর্থ হইতেও সপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-নিয়ম উত্তম বলিয়া সম্মত হইয়াছে। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থানোদ্যত হন, তৎকালে ধীমান্ উদ্ধব তাহা জানিতে পারিয়া গোবিন্দকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন।৪৩--৫৬। উদ্ধব বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সমস্ত দেব-কার্য্য সংসাধিত করিয়াছেন, সম্প্রতি আপনি স্বীয় তমোতীত পদে গমনাভিলাষী, অতএব হে বিভো! আপনার বিয়োগভয়ে আমার চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেবেশ! আমি

আগতোঽয়ং কলির্ঘোরোঽত্র সর্বেঽপি জনাঃ খলাঃ।
ভবিষ্যন্তি ততো নাথ কিং বিধেয়ং তদাদিশ॥
ইয়ং ভারবতী ভূমিঃ শরণং কিং প্রয়াস্যতি।
ত্বদন্যো দৃশ্যতে নাত্র ত্রাতাস্যা যদুনন্দন॥ ৬০
অতোঽস্মাসু দয়াং কৃত্বা তিষ্ঠাত্রৈব দয়ানিধে।
সাধূনাং রক্ষণায়ৈব ত্বমাবিরভবঃ প্রভো॥ ৬১
নির্গুণোঽপি নিরাকারঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ত্বদ্বিয়োগেন তে ভক্তঃ কথং স্থাস্যন্তি ভূতলে
নির্গুণোপাসনে কষ্টমতোঽস্মদ্ধিতমাচর॥ ৬২
সূত উবাচ।
ইত্যুদ্ধববচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়িত্বা ক্ষণং হরিঃ।
দদৌ ভাগবতং তস্মৈ কৃপয়া পরয়াযুতঃ॥ ৬৩
নিজন্তেজঃ সমাধায় শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিজ॥ ৬৪
দত্ত্বোদ্ধবায় ভগবান্ স্বকীয়ং পদমাবিশৎ।
তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্ত্তির্বর্ত্ততে শ্রীহরেরিহ।
সেবনাৎ সততস্ত্বাস্যাঃ পাপং নশ্যেন্নৃণাং ক্ষণাৎ
সপ্তাহশ্রবণং তেন কথিতং সর্ব্বতোঽধিকম্॥৬৬
শ্রোতা বক্তা পৃচ্ছকশ্চ যান্তি তন্ময়তাং দ্বিজ।
দুঃখদারিদ্র্যদৌর্ভাগ্যপাপপ্রক্ষালনায় চ॥ ৬৭
কামক্রোধজয়ার্থঞ্চ কলৌ ভাগবতং ক্ষমম্।
অন্যথা বৈষ্ণবী মায়া দেবানামপি দুর্জ্জয়া।
কথং নিবর্ত্ততে পুংসাং শ্রীমদ্ভাগবতং বিনা॥৬৮
সূত উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা মাহাত্ম্যং শ্রীমদ্ভাগবতস্য তে।
কথাং ভাগবতীং দিব্যাং প্রবক্তুমুপচক্রমুঃ॥ ৬৯
বেদোপনিষদাং সারে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিজৈঃ।
আরভ্যমাণে তত্রৈব ভক্তিরাবিরভূৎ ক্ষণাৎ॥
প্রেমান্বিতা চারুতনুর্মুদান্বিতৌ
সুতৌ গৃহীত্বা তরুণৌ স্বদোর্ভ্যাম্।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে
নাথেতি নামানি মুহুর্বদন্তী॥ ৭১
তামাগতাং ভাগবতার্থভূষাং
সুচারুবেষাং দদৃশুঃ সদস্যাঃ।

আপনার শরণাগত, আমার চিন্তা দূর করুন। হে নাথ! এই ঘোর কলিকাল আগত, এ কালে সকল লোক খল হইবে; অতএব আমার কি কর্ত্তব্য? তাহা আদেশ করুন। হে যদুনন্দন! এই ভারবতী ভূমি কাহার শরণ লইবে? আপনাকে ভিন্ন আমি ইহার ত্রাতা দেখি না। অতএব হে দয়ানিধে! আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এ স্থানে অবস্থান করুন। হে প্রভো! আপনি নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও কেবল সাধুগণের রক্ষণার্থই ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার বিয়োগে ভক্তগণ ভূতলে কি করিয়া অবস্থান করিবে? নির্গুণ উপাসনা কষ্টকর, অতএব আমাদের হিতাচরণ করুন। সূত কহিলেন,—হরি উদ্ধাবর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরম কৃপাপূর্ণমনে উদ্ধবকে ভাগবত প্রদান করিলেন। হে দ্বিজ! ভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বীয় তেজ সমাধানপূর্ব্বক উদ্ধবকে তাহা প্রদান করিয়া নিজপদে প্রস্থিত হইলেন। তদবধি হরির বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি শ্রীভাগবত মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সতত সেবনে মানবগণের পাপ সদ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়; তাই ইহার সপ্তাহ শ্রবণ সর্ব্বতোধিক হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! ভাগবতের শ্রোতা, বক্তা ও প্রশ্নকর্ত্তা ভগবানের তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। দুঃখ, দারিদ্র ও দৌর্ভাগ্য প্রক্ষালন এবং কাম-ক্রোধ জয় করিতে কলিতে ভাগবতই সমর্থ। অধিক কি, ভাগবত ব্যতীত দেবগণেরও দুর্জ্জয় বৈষ্ণবী মায়া মানবগণের নিবৃত্ত হয় না। ৫৭—৬৮। সূত কহিলেন,—সনকাদি কুমারগণ শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য এই পর্য্যন্ত কহিয়া সেই দিব্য ভাগবতী কথা কীর্ত্তনে উপক্রম করিলেন। অনন্তর দ্বিজগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ববেদ ও উপনিষৎসার শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন আরব্ধ হইলে প্রেমান্বিতা মনোজ্ঞতনু ভক্তি মুদান্বিত তরুণ তনয়দ্বয়কে ভুজদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরে, মুরারে, নাথ" এই সকল নাম মুহুর্মুহুঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে

ব্যতর্কয়ংশ্চাপি কথং কুতোঽসৌ
কাস্তীতি সর্ব্বেঽপি সুবিস্মিতাক্ষাঃ ॥ ৭২
ততঃ কুমারা জগদুঃ কৃতার্থা
কথার্থতো নিপ্পতিতাধুনেয়ম্।
এবং গিরঃ সা সম্বৃতা নিশম্য
জগাদ নম্রাব্জভুবঃ কুমারান্ ॥ ৭৩
ভক্তিরুবাচ।
ভবদ্ভিরদ্যৈব কৃতাস্মি পুষ্টা
কলৌ প্রনষ্টাপি কথারসেন।
তিষ্ঠামি কুত্রাহমভীষ্টমাভ্যাং
সহাস্পদং মহ্যমুপাদিশধ্বম্ ॥ ৭৪
সূত উবাচ।
তদ্বাক্যমাকর্ণ্য বিধেঃ কুমারা
বিচার্য্য সম্যক্ প্রণিধায় চিত্তে।
উচুশ্চ ভক্তিং ভবরোগহন্ত্রীং
প্রেমৈকদাত্রীং হরিভক্তিভাজাম্ ॥ ৭৫
কুমারা উচুঃ।
ভক্তেষু গোবিন্দপরায়ণেষু
সাধুষথো দীনদয়াপরেষু।
মনোনিয়ম্যোৎপথসম্প্রবৃত্তং
কৃষ্ণৈকতানং হরিপাদপদ্মে ॥ ৭৬
ততো হি দোষাঃ কলিজা ইমে ত্বাং
দ্রষ্টুং ন শক্তাঃ প্রভবোঽপি লোকে।
কলৌ ত্বমেকৈব জগদ্ধিতায়
ভবিষ্যসে নারদসম্প্রণীতা ॥ ৭৭
সকলভবনমধ্যে নির্দ্ধনাশ্চাতিধন্যা
নিবসতি হৃদি যেষাং শ্রীহরের্ভক্তিরেকা।
হরিরপি নিজলোকং সত্বরং সংবিহায়
প্রবিশতি হৃদি যেষাং প্রেমসূত্রাপিনদ্ধঃ ॥৭৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে
পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫

তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আবির্ভূতা হইলেন। তখন সদস্যগণ সেই সুচারুবেশা ভাগবতার্থভূষিতা ভক্তিকে সমাগত দেখিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—ইনি কে? কোথা হইতে কি নিমিত্ত আগমন করিলেন? অনন্তর কৃতার্থ সনকাদি কুমারগণ কহিলেন,—অধুনা ভাগবতকথা প্রভাবে ইনি এখানে আগমন করিয়াছেন। তখন সুতান্বিতা ভক্তি ব্রহ্মনন্দন সনকাদির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ভক্তি কহিলেন,—কলিতে আমি বিনষ্টা হইয়াছিলাম, সম্প্রতি আপনারা ভাগবতরসে আমাকে পুষ্টা করিলেন; এক্ষণে আমাকে আদেশ করুন,—আমি পুত্রগণের সহিত কোন্ অভীষ্ট স্থানে অবস্থান করিব? সূত কহিলেন,—ব্রহ্মনন্দন সনকাদি কুমারগণ ভক্তির এই উক্তি শ্রবণে চিত্তে প্রণিধানপূর্ব্বক সম্যক্ বিচার করিয়া হরিভক্তিপাত্রী প্রেমৈকদাত্রী ভবব্যাধিহন্ত্রী ভক্তিকে বলিতে লাগিলেন। কুমারগণ কহিলেন,—গোবিন্দপরায়ণ ভক্ত দীনদয়াপর সাধুতে তুমি স্থিরমনে বাস কর; তাঁহারা কদাচ উৎপথপ্রবৃত্ত হইলে তুমি তাঁহাদের হৃদয় হরিপাদপদ্মে একতানপ্রবৃত্ত করিবে। তুমি নারদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া কলিতে একমাত্র পরহিত সাধন করিবে; এইরূপ হইলে কলিদোষসকল ইহলোকে তোমাকে অবলোকন করিতেও সমর্থ হইবে না। যাহাদের হৃদয়মধ্যে একমাত্র হরিভক্তি বিরাজ করে, অখিল ভুবনমধ্যে নির্ধন হইলেও তাঁহারা অতি ধন্য। হরি নিজলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সত্বর তথাবিধ মানবগণের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। ৬৯—৭৮।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৫।

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথ বৈষ্ণবচিত্তেষু দৃষ্ট্বা ভক্তিমলৌকিকীম্।
নিজলোকং পরিত্যজ্য ভুবমভাগমদ্ধরিঃ॥ ১
বনমালী ঘনশ্যামঃ পীতবাসাঃ কিরীটধৃক্।
কাঞ্চীকলাপপর্য্যাস্তো লসন্মকরকুণ্ডলঃ॥ ২
ত্রিভঙ্গললিতশ্চারুকৌস্তুভেন বিরাজিতঃ।
কোটিমন্মথলাবণ্যো হরিচন্দনচর্চ্চিতঃ॥ ৩
পরমানন্দচিন্মূর্ত্তির্মধুরো মুরলীধরঃ।
আবিবেশ স্বভক্তানাং হৃদয়ান্যমলানি চ॥ ৪
বৈকুণ্ঠবাসিনো যে চ বৈষ্ণবাঃ শান্তমানসাঃ।
গূঢ়রূপাঃ সমায়াতাঃ শ্রবণায় হরেঃ কথাঃ॥ ৫
তদা জয়জয়েত্যুচ্চৈঃ শব্দোঽভূৎ কম্বুশব্দযুক্।
যেনামঙ্গলমত্যুগ্রং কলিজং প্রলয়ং গতম্॥৬
তত্রস্থানাং জনানাঞ্চ দৃষ্ট্বা গেহাত্মবিস্মৃতিম্।
নারদোঽধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞঃ কুমারান্ প্রত্যুবাচ হ॥

নারদ উবাচ।

অলৌকিকোঽয়ং মহিমা মুনীশ্বরাঃ
সপ্তাহজন্তোঽদ্য বিলোকিতো ময়া।
মূঢাঃ শঠা যে পশুপক্ষিণোঽপি
তেঽপি প্রয়ান্ত্যেব গতিং পরাখ্যাম্॥৮
অতো নৃলোকে ন তু শাস্ত্রমন্য-
চ্চিত্তস্য শুদ্ধৌ বিহিতং পবিত্রম্।
অঘৌঘবিধ্বংসি কৃতার্থতাবহং
কলৌ যুগে দোষনিধৌ কুমারাঃ॥ ৯
কে কে ন শুধ্যন্তি বদন্তু মহ্যং
সপ্তাহযজ্ঞেন কথাময়েন।
কৃপালুভির্লোকহিতো ভবদ্ভিঃ
প্রকাশিতঃ কোঽপি নবীনমার্গঃ॥ ১০

কুমারা ঊচুঃ।

যে মানবাঃ পাপকৃতঃ সুদুষ্টাঃ
সদা দুরাচাররতাঃ সমৎসরাঃ।
ক্রোধাগ্নিদগ্ধাঃ কুটিলাশ্চ কামিনঃ
সপ্তাহযজ্ঞেন হরিং ব্রজন্তি তে॥ ১১
সত্যেন হীনাঃ পিতৃমাতৃদূষকা-
স্তৃষ্ণাকুলাশ্চাশ্রমবর্ণবাহ্যাঃ।
যে দাম্ভিকা জীববিহিংসকাশ্চ
সপ্তাহযজ্ঞেন হরিং ব্রজন্তি তে॥ ১২

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর হরি বৈষ্ণবচিত্তে অলৌকিক ভক্তি অবলোকন করিয়া নিজ-লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূলোকে আগমন করিলেন। বনমালী ঘনশ্যাম পীতবাসা কিরীটধারী কাঞ্চীকলাপযুত উজ্জ্বল মকর-কুণ্ডলমণ্ডিত ত্রিভঙ্গমনোহর মনোজ্ঞ-কৌস্তুভ-শোভিত কোটিমন্মথলাবণ্য হরিচন্দনচর্চ্চিত পরমানন্দ-চিন্মূর্ত্তি মধুর মুরলীধর হরি স্বীয় ভক্তগণের অমল হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন বৈকুণ্ঠবাসী শান্তমনা বৈষ্ণবগণ হরি-কথা শ্রবণমানসে গূঢ়রূপে ভূতলে উপনীত হইলেন। তখন কম্বুশব্দসহ উচ্চ জয় জয় শব্দ উত্থিত হইল, সে শব্দে কলিজ অত্যুগ্র অমঙ্গল প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। তত্রত্য জনগণের গেহ ও আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, তদ্দর্শনে অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ নারদ কুমারগণকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। নারদ কহিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ! সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণজাত অলৌকিক মহিমা আজ আমি অবলোকন করিলাম,—মূঢ়, শঠ, এমন কি পশুপক্ষিগণও আজ পরা গতি প্রাপ্ত হইল। অতএব নরলোকে চিত্তশুদ্ধিবিধায়ক ভাগবতের ন্যায় পবিত্র অন্য শাস্ত্র আমি দেখিতেছি না। ভাগবত দোষবহুল কলিকালে পাপরাশি নাশ করে ও কৃতার্থতা আনয়ন করিয়া থাকে। হে কুমারগণ! এক্ষণে আমায় বলুন,—ভাগবত-কথাময় সপ্তাহ যজ্ঞে কাহারা শুদ্ধিলাভ করে না? আপনারা দয়াপর হইয়া লোকহিতকর নূতন পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। ১—১০।

কুমারগণ কহিলেন,—যে সকল লোক পাপ-কারী অতি দুষ্ট, সদাদুরাচাররত, মৎসর, ক্রোধাগ্নিদগ্ধ কুটিল ও কামী তাহারাও সপ্তাহ-যজ্ঞে হরিকে প্রাপ্ত হইবে না। যাহারা সত্য-হীন, পিতৃমাতৃদূষক, তৃষ্ণাকুল, আশ্রম ও বর্ণ

পঞ্চোগ্রপাপাশ্ছলকারিণশ্চ
ক্রূরাঃ পিশাচা ইব নির্দ্দয়াশ্চ।
ব্রহ্মস্বপুষ্টা ব্যভিচারিণশ্চ
সপ্তাহযজ্ঞেন হরিং ব্রজন্তি তে॥ ১৩
কায়েন বাচা মনসাপি পাতকং
নিত্যং প্রকুর্ব্বন্তি শঠা হঠেন যে।
নীচাঃ কৃতঘ্না মলিনা দুরাশয়াঃ
সপ্তাহযজ্ঞেন হরিং ব্রজন্তি তে॥ ১৪
সূত উবাচ।
অথৈবং তুষ্টচিত্তেঽথ নারদে দেবপূজিতে।
প্রসন্নাস্তে কুমারাশ্চ পুনরূচুশ্চ নারদম্‌॥ ১৫
কুমারা উচুঃ।
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যাম ইতিহাসং পুরাতনম্‌।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাপহানিঃ প্রজায়তে॥ ১৭
তুঙ্গভদ্রাতটে পূর্ব্বং পত্তনে কোলকাভিধে।
বর্ণাশ্রমাচারযুতে ধনধান্যসমাকুলে॥ ১৭
আত্মদেব ইতি খ্যাতস্তত্রাসীদ্দ্বিজসত্তমঃ।
বেদবিদ্যাবিধিপ্রাজ্ঞো নিত্যকর্ম্মপরায়ণঃ॥ ১৮
তৎপ্রিয়া ধুন্ধুলী নাম নিত্যং স্বীয়হিতে রতা।
স্ববাক্যস্থাপনা যাপি সুন্দরী সুকুলোদ্ভবা॥১৯
পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন প্রায়শো বহুজল্পিনী।
শূরা চ গৃহকৃত্যেষু কৃপা চ কলহপ্রিয়া॥ ২০
এবং নিবসতোস্তত্র দম্পত্যোর্নিরপত্যয়োঃ।
ব্যতিক্রান্তং বয়শ্চাপি পঞ্চাশদ্বর্ষসম্মিতম্‌॥ ২১
অথ তৌ দুঃখিতৌ যাতৌ নিরপত্যৌ
গৃহে স্থিতৌ।
সন্তানোৎপত্তয়ে তাভ্যাং দত্তঞ্চাপি ধনাদিকম্‌
গোভূহিরণ্যবাসাংসি দত্তান্যপি বহূনি চ।
ন পুত্ত্রো নাপি দুহিতা জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মণা॥২৩
স চৈকদা তু নির্ব্বিন্ন আত্মদেবো দ্বিজোত্তমঃ।
গৃহং ত্যক্ত্বা গতোঽরণ্যমানপত্যেন দুঃখিতঃ॥
যত্র তত্র ভ্রমন্‌ভ্রান্তো দুঃখাকুলিতমানসঃ।
ক্ষুৎক্ষামস্তৃট্‌পরীতশ্চ দৈবাৎপ্রাপ্তো জলাশয়ম্‌
জলং পীত্বা ততস্তস্মিংস্তড়াগে স দ্বিজোত্তমঃ।
বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য নিষণ্ণস্তত্র নারদ॥২৬

বাহু, দাম্ভিক ও জীবহিংসক, সপ্তাহযজ্ঞে তাহাদেরও হরিপ্রাপ্তি ঘটিবে। যাহারা পঞ্চ মহাপাতক করিয়াছে এবং যাহারা ছলকারী, ক্রূর, পিশাচতুল্য, নির্দ্দয়, ব্রহ্মস্বাপহারী ও ব্যভিচারী, তাহারাও সপ্তাহযজ্ঞে হরিলাভ করিবে না। যে সকল শঠ হঠকারে নিত্য কায় মন ও বাক্যদ্বারা পাপ করে এবং যাহারা নীচ, কৃতঘ্ন, মলিন, দুরাশয়, সপ্তাহযজ্ঞে তাহারাও হরিকে পাইবে। সূত কহিলেন,—অনন্তর এইরূপে দেবপূজিত নারদ তুষ্ট হইলে কুমারগণ প্রসন্ন হইয়া পুনরায় নারদকে কহিতে লাগিলেন। কুমারগণ কহিলেন,—এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস তোমাকে কহিতেছি, ইহার শ্রবণমাত্রেই পাপহানি ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে তুঙ্গাভদ্রাতটে বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত ধনধান্যসমাকুল কোলানামক পত্তনে বেদবিদ্যাবিধিজ্ঞ নিত্যকর্ম্মপরায়ণ আত্মদেব নামে বিখ্যাত এক দ্বিজসত্তম বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ধুন্ধুলী, ধুন্ধুলী সুন্দরী ও সুকুলোদ্ভবা ছিল; কিন্তু সে নিজহিতে রত থাকিত এবং ভালমন্দ যাহাই বলিত, তাহা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঐ ধুন্ধুলী পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকে প্রায়শঃ বহুজল্পিনী হইয়াছিল। সে যেমন গৃহকর্ম্মে দক্ষ, তেমনি ক্রূরা ও কলহপ্রিয়া ছিল। এই দ্বিজদম্পতির সন্ততি ছিল না, অপুত্ত্রাবস্থায় থাকিয়া তাহাদের বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর নিরপত্যতা হেতু অতি দুঃখিত গৃহস্থ-দম্পতি সন্তানোৎপত্তির জন্য ধনাদি দান করিল। তাহারা গো, ভূ, হিরণ্য ও বহু বসন দান করিল, কিন্তু পূর্ব্বকর্ম্মফলে তাহাদের পুত্র বা কন্যাও জন্মিল না।১১—২৩। অনন্তর একদা দ্বিজসত্তম আত্মদেব নির্ব্বিন্ন হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি অনপত্যতাদুঃখে দুঃখিত হইয়া ভ্রান্তের ন্যায় যত্র তত্র ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! দুঃখাকুলিতমনা দ্বিজসত্তম আত্মদেব একদা ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ ও তৃষ্ণাপরিতপ্ত হইয়া দৈবাৎ এক জলাশয়ে গমন করিলেন এবং

অথ তত্র তদৈবাগাৎ কশ্চিৎ সিদ্ধোভ্রমন্ মহীম্
জলং পীত্বা তড়াগে তু সোঽপি তত্রৈব চাগতঃ
তং দৃষ্ট্বা ন্যাসিনং শান্তমাত্মদেব উদারধীঃ।
সৎকৃত্যোত্থায় তৎপাদৌ জগ্রাহ স্বগুরোরিব ॥
উপবিষ্টৌ ততস্তৌ দ্বৌ কৃতপ্রশ্নৌ পরস্পরম্
সুস্নিগ্ধমানসৌ ভূত্বা গুরুশিষ্যাবিবাশ্রমে ॥ ২৯
অথ তং স যতির্দৃষ্ট্বা শ্বসন্তং দুঃখিতান্তরম্।
পপ্রচ্ছ করুণাসিন্ধুরাত্মদেবং পুরঃস্থিতম্ ॥ ৩০
সিদ্ধ উবাচ।
কা তে চিন্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুঃখায় হৃদি বর্ত্ততে।
তাং সমাচক্ষ ধর্ম্মজ্ঞ পরিতাপপ্রদায়িনীম্ ॥ ৩১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সিদ্ধস্য সুমহাত্মনঃ।
আত্মদেব উবাচাথ স্বস্য দুঃখস্য কারণম্ ॥ ৩২
আত্মদেব উবাচ।
কিং ব্রবীমি মুনে দুঃখং সঞ্চিতং পূর্ব্বকর্ম্মণা।
মদীয়াঃ পূর্ব্বজাস্তোয়ং কবোষ্ণমুপভুঞ্জতে ॥ ৩৩
মদ্দত্তং নৈব গৃহ্নন্তি পিতরো দেবতা বলিম্।
তেন দুঃখেন নির্ব্বিণ্ণঃ প্রাণাংস্ত্যক্তুমিহাগতঃ ॥
ধিগ্‌জীবিতং প্রজাহীনং গৃহঞ্চৈব ধনং কুলম্।
পাল্যতে যা ময়া ধেনুঃ সাপি বন্ধ্যাত্বমেতি হ
যো ময়া রোপিতো বৃক্ষঃ সোঽপি বন্ধ্যত্বমাগতঃ
নির্ভাগ্যস্যানপত্যস্য কিমতো জীবিতেন মে ।৩৬
কুমারা উচুঃ।
ইত্যুক্তা স রুরোদোচ্চৈস্তৎপুরো দুঃখপীড়িতঃ
যদা তদা যতেশ্চিত্তে করুণাভূদ্‌গরীয়সী ॥ ৩৭
ললাটাক্ষরমালাঞ্চ দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা স যোগবান্।
আত্মদেবং দ্বিজং প্রাজ্ঞঃ পুনরূচে সবিস্তরম্।
সিদ্ধ উবাচ।
শৃণু বিপ্র ময়া তেঽদ্য প্রারব্ধমবলোকিতম্।
সপ্তজন্মাবধি প্রাপ্তিঃ পুত্রস্য ন চ দৃশ্যতে ॥ ৩৯
মুঞ্চাগ্রহং প্রজাহেতোর্বলিষ্ঠা কর্ম্মণো গতিঃ।

সেই তড়াগের বারি পান করিয়া বৃক্ষচ্ছায়া-সমাশ্রয়ে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর জনৈক সিদ্ধ ধরাপরিভ্রমণ করিতে করিতে দৈববশে তথায় আসিয়া সেই তড়াগের বারি পান করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। উদারধী আত্মদেব সেই শান্ত সিদ্ধ সন্ন্যাসীকে অবলোকন করিয়া উত্থিত হইলেন এবং গুরুবৎ সৎকার করিয়া তাঁহার পাদযুগ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া শ্রমাপনয়ন মানসে পরস্পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উভয়েই গুরু-শিষ্যের ন্যায় স্নিগ্ধমনা হইলেন। অনন্তর করুণাসিন্ধু সিদ্ধ যতি সম্মুখস্থ আত্মদেবকে দুঃখিতচিত্তে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সিদ্ধ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার হৃদয়ে কি দুঃখচিন্তা বিরাজ করিতেছে? হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার পরিতাপপ্রদায়িনী চিন্তার কথা আমার নিকট বল। আত্মদেব মহাত্মা সিদ্ধের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় দুঃখকারণ নিবেদন করিলেন। আত্মদেব বলিলেন,—হে মুনে! আমার পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত দুঃখের কথা কি কহিব? আমার পিতৃগণ অতঃপর আমার অবসানে জলপ্রাপ্তি অসম্ভব মনে করিয়া ত্রাসশ্বাসে মৎপ্রদত্ত জল সোষ্ম করিয়া ভক্ষণ করেন। দেবতা ও পিতৃগণ মৎপ্রদত্ত পূজা প্রাপ্ত হন না, সেই দুঃখে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া আমি মরিবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছি। পুত্রহীন জীবন, গৃহ, কুল ও ধনে ধিক্! আমার পালিত ধেনুটী পর্য্যন্ত বন্ধ্যা হইয়াছে, আমার রোপিত তরু ও ফল দান করে না; অতএব মাদৃশ পুত্রহীন দুর্ভাগ্যের জীবনে কি প্রয়োজন? ২৪—৩৬। কুমারগণ কহিলেন,—দুঃখার্ত্ত আত্মদেব যখন সিদ্ধের সম্মুখে এইরূপ বলিয়া উচ্চরবে রোদন করিল, তখন সিদ্ধের হৃদয়ে মহতী করুণা উপস্থিত হইল। তখন প্রাজ্ঞ যোগবান্ সিদ্ধ আত্মদেবের ললাটাক্ষরমালা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। সিদ্ধ কহিলেন,—হে বিপ্র! এ বিষয়ে অদ্য আমি তোমার যে প্রারব্ধ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। দেখিতেছি সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত তোমার পুত্র প্রাপ্তি ঘটিবে না। তুমি পুত্রলাভ-বাসনা

বিবেকস্তু সমাসাদ্য সুখী ভব মহামতে ॥ ৪০
এবমুক্তং সমাকর্ণ্য সিদ্ধস্য দ্বিজসত্তমঃ।
প্রজাশাবদ্ধচিত্তস্তু সিদ্ধং প্রাহাতিদুঃখিতঃ ॥৪১
বিপ্র উবাচ।
বিবেকেন ভবেৎ কিং মে পুত্রং দেহি বলাদপি
নোচেত্ত্যজাম্যহং প্রাণাংস্তদগ্রে শোকমূর্চ্ছিতঃ
ইতি বিপ্রাগ্রহং দৃষ্ট্বা প্রাব্রবীৎ স তপোধনঃ ॥
সন্ততেঃ সগরো দুঃখমবাপাঙ্গঃ প্রজাপতিঃ ॥৪৩
চিত্রকেতুর্গতঃ কষ্টং বিধিলেখাবিমার্জ্জনাৎ।
অতস্ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ যদি পুত্রং লভেরপি ॥ ৪৯
সুতেন ন সুখীভূয়াদ্দৈবং হি বলবত্তরম্।
ইত্যুক্তা দ্বিজবর্য্যায় স সিদ্ধঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪৬
দদাবেকং ফলং তস্মৈ প্রাগ্রহেণ সুতার্থিনে।
ইদং ফলং ময়া তুভ্যং দত্তং পুত্রাপ্তয়ে দ্বিজ ॥৪৭
ভার্য্যায়ৈ দেহি পুত্রস্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
সত্যং শৌচং দয়া দানমেকভক্তস্তু ভোজনম্ ॥
বর্ষাবধি স্ত্রিয়া কার্য্যং তেন শুদ্ধো ভবেৎ সুতঃ
এবমুক্তা যযৌ যোগী বিপ্রঃ স্বগৃহমাগতঃ ॥ ৪৯
দত্ত্বা পত্ন্যৈ ফলং তত্তু সিদ্ধোক্তমবদচ্চ হ।
অথ সা ধুন্ধুলী ক্রূরা স্ববাক্যস্থাপনোৎসুকা ॥৫০
স্বসখ্যৈ প্রাহ তৎসর্ব্বং পত্যোক্তং সিদ্ধভাষিতম্
যদ্যহং ভক্ষয়ে চেদং ফলং সিদ্ধেন চার্পিতম্ ॥
গর্ভো মম ভবেত্তর্হি কথাহং সহাম্যহো।
স্বল্পং ভক্ষ্যমশক্তিশ্চ গমনে গৃহকর্ম্মণি ॥ ৫২
তির্য্যক্ চেদাগতো গর্ভো তদা মে মরণং ভবেৎ
প্রসূতৌ দারুণং দুঃখং সুকুমারী কথং সহে।
মন্দায়াং ময়ি সর্ব্বস্বং ননান্দা সংহরেৎ সদা ॥৫৩
চিন্তা মে সমনুপ্রাপ্তা কিং করোমি শুচিস্মিতে
সা তদ্বচনমাকর্ণ্য স্নেহভঙ্গভয়াদ্দ্বিজ।

বিসর্জ্জন কর, কেন না কর্ম্মের গতি গরীয়সী। হে মহামতে! বিবেক অবলম্বন করিয়া সুখী হও। পুত্রলাভে আবদ্ধচিত্ত দ্বিজসত্তম আত্মদেব সিদ্ধের এবম্বিধ সনির্ব্বন্ধ বাক্য শ্রবণে দুঃখিত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। বিপ্র বলিলেন,—বিবেকে আমার কি হইবে? আপনি কোন শক্তি দ্বারা আমাকে তনয় দান করুন; অন্যথা আমি শোকমূর্চ্ছিত হইয়া আপনার সম্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তপোধন সিদ্ধ আত্মদেবের এবম্ভূত আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন,—বিপ্র! মহারাজ সগর সন্তান হইতে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রজাপতি অঙ্গ এবং রাজা চিত্রকেতুও বিধিলিখিত ললাটলেখা লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া অপুত্রতা নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যদিও তুমি পুত্র লাভ কর, তাহা হইতে সুখী হইতে পারিবে না; কেন না দৈবই এ বিষয়ে বলবত্তর। সাধুসম্মত সিদ্ধ পুত্রার্থী দ্বিজবর্য্য আত্মদেবকে এইরূপ বলিয়া সাগ্রহে একটী ফল দান করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন,—হে দ্বিজ! পুত্রপ্রাপ্তি জন্য তোমাকে এই ফল দান করিলাম, ইহা তোমার ভার্য্যাকে অর্পণ কর, নিঃসংশয় তনয় লাভ হইবে। তোমার ভার্য্যা যেন এক বৎসর যাবৎ সত্য, শৌচ, দান, ও একভক্ত-ভোজন করিয়া থাকেন; এইরূপ করিলেই শুদ্ধচেতা তনয় লাভ হইবে। সিদ্ধ যোগী এইরূপ কহিয়া চলিয়া গেলেন, দ্বিজ আত্মদেবও স্বগৃহে আগমন করিয়া পত্নীকে ফলদানপূর্ব্বক সিদ্ধকথিত নিয়মের কথা বলিলেন। অনন্তর স্ববাক্য-প্রত্যয়মতি ক্রূরা ধুন্ধুলী পতিকথিত সিদ্ধসংবাদসমূহ স্বীয় সখীর নিকট জ্ঞাপন করিয়া বলিল,—যদি আমি সিদ্ধপ্রদত্ত এই ফল ভক্ষণ করি, তাহা হইলে আমার গর্ভ হইবে, কিন্তু কিরূপে আমি গর্ভবেদনা সহ্য করিব? আমার আহার কমিয়া যাইবে, গমন ও গৃহকার্য্যে সামর্থ্য থাকিবে না; আর যদি সন্তান বক্রগতি হইয়া নির্গত হয়, তবে আমার মরণই হইবে। আমি সুকুমারী, কেমন করিয়া দারুণ প্রসবদুঃখ সহ্য করিব। আমি গর্ভ বশতঃ অলসতা প্রাপ্ত হইলে, ননান্দা আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবে। হে শুচিস্মিতে সখি! আমার মহা চিন্তা উপস্থিত, আমি কি করিব? ৩৭—৫৪। হে দ্বিজ! ধুন্ধুলীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত বশতঃ স্নেহভঙ্গ ভয়ে তদীয় সখীও হাসিতে

এবমেবেতি তাং প্রাহ প্রীতা প্রহসিতাননা।
এবং কুতর্কযোগেন তৎফলং নৈব ভক্ষিতম্॥
পত্যা পৃষ্টে ফলং ভুক্তং ভুক্তঞ্চেতি তয়েরিতম্।
একদা ভগিনী তস্যাঃ স্বেচ্ছয়া তদ্গৃহং গতা॥
তদগ্রে কথিতং সর্ব্বং চিন্তেয়ং মহতী হি মে।
কিং করোমি সগর্ভাহং ত্বং প্রব্রূহি যথাতথম্॥
সাব্রবীৎ মম গর্ভোঽস্তি তুভ্যং দাস্যে প্রসূতিতঃ।
তাবৎকালং সগর্ভেব গুপ্তা তিষ্ঠ গৃহে সুখম্॥
তং বালং পোষয়িষ্যামি ত্বদ্গৃহে চৈব নিত্যদা
ফলং ধেনোঃ প্রযচ্ছাদ্য পরীক্ষার্থং শুভাননে
ইত্যুক্তা সা যযৌ গেহমাত্মনো হৃষ্টমানসা।
ধুন্ধুল্যাপি যথোদ্দিষ্টং তত্তগিন্যা তথা কৃতম্॥৬০
অথ প্রসূয় সা বালং ধুন্ধুল্যৈ চার্পয়দ্দ্রুতম্।
তয়া চ কথিতং ভর্ত্রে প্রসূতঃ সুখমর্ভকঃ॥৬১

লোকস্য সুখমুৎপন্নমাত্মদেবপ্রজোদয়াৎ।
দত্ত্বা দানং দ্বিজাগ্রেভ্যো জাতকর্ম্ম চকার চ॥
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো গৃহে তস্যাতিমঙ্গলম্।
বভূব হর্ষমাপন্ন আত্মদেবো মহামতিঃ॥৬২
অথ সা প্রাহ ভর্ত্তারং দুগ্ধং মে স্তনয়োর্নহি।
পালয়িষ্যে কথং বালং সদ্যঃসূতং প্রভোঽধুনা
মৎস্বসুশ্চ প্রসূতায়া মৃতো বালঃ পুরা ভবৎ।
তামানীয় গৃহে রক্ষয়ার্ভকং পোষয়িষ্যতি॥৬৪
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ধুন্ধুল্যা দ্বিজসত্তমঃ।
তথৈব কৃতবান্ প্রাতরাত্মদেবো মুদান্বিতঃ॥৬৫
ধুন্ধুকারীতি নামাস্য কৃতং মাত্রা যথার্থতঃ।
স্তন্যেন পোষমাপ্নোতি নিত্যং মাতৃস্বসুঃ সুতঃ
ত্রিমাসে নির্গতে চাথ সা ধেনুঃ সুষুবেঽর্ভকম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দিব্যং নির্ম্মলং কনকপ্রভম্॥৬৭
দৃষ্ট্বা প্রসন্নস্তং বিপ্রঃ সংস্কারান্ স্বয়মাদধে।

হাসিতে কহিল,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা এইরূপই বটে। এইরূপ কুতর্কযোগে ধুন্ধুলী ফল ভক্ষণ করিল না, পতি জিজ্ঞাসা করিলে সে বারম্বার বলিল,—ফল ভক্ষণ করিয়াছি! একদা ধুন্ধুলীর ভগিনী স্বেচ্ছাক্রমে তাহার গৃহে আসিল। ধুন্ধুলী তখন ভগিনীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া পরে বলিল,—আমি এখন কি করিব? তুমি আমার পতির নিকট আমর যে গর্ভ হইয়াছে তাহা বল। ভগিনী ধুন্ধুলীর বাক্য শুনিয়া কহিল,—আমারও গর্ভ হইয়াছে, সন্তান প্রসূত হইলে তোমাকে অর্পণ করিব; অতএব প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি গর্ভবতীর ন্যায় গুপ্তভাবে গৃহে সুখে অবস্থান কর। আমার সন্তান হইলে তোমারই গৃহে আমি তাহাকে নিত্য পালিত করিব। হে শুভাননে! ফলের শক্তি পরীক্ষার্থে আজই এই ফল তুমি ধেনুকে দান কর। ধুন্ধুলীর ভগিনী এইরূপ কহিয়া প্রহৃষ্টমনে গৃহে উপনীত হইল, ধুন্ধুলীও তাহার ভগিনীর নিদেশমত কার্য্য করিল। অনন্তর ধুন্ধুলীর ভগিনী এক পুত্র প্রসব করিয়া সত্বর তাহাকে অর্পণ করিল। ধুন্ধুলীও তাহার পতিকে কহিল,—আমি সুখে এক পুত্র প্রসব করিয়াছি। আত্মদেবের তনয়লাভে লোকসকলের সুখ হইল। আত্মদেব দ্বিজগণকে ধন দান করিয়া তনয়ের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার গৃহে গীত ও বাদ্যাদি মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল, মহামতি আত্মদেব হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ধুন্ধুলী পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে প্রভো! আমার স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ নাই, অতএব সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে সম্প্রতি কি করিয়া রক্ষা করিব? পূর্ব্বে আমার ভগিনীর এক সন্তান প্রসূত হইয়া মরিয়া গিয়াছে; অতএব তাহাকে আমাদের গৃহে আনায়ন করে, সে আমার সন্তান পালন করিবে। ধুন্ধুলীর বাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত দ্বিজসত্তম আত্মদেব হর্ষান্বিত হইয়া তাহাই করিলেন। ৫৫—৬৫। ধুন্ধুলী নিজের নামানুসারে তনয়ের 'ধুন্ধুকারী' এইরূপ সার্থক নাম রক্ষা করিল; পুত্র মাতৃভগিনীর স্তন্যে নিত্য পুষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর তিন মাস অতীত হইলে সেই ধেনু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দিব্য নির্ম্মলকনকপ্রভ এক শিশু প্রসব করিল। আত্মদেব সেই শিশু দর্শনে প্রসন্ন

তং দিদৃক্ষব আয়াতা জনাঃসর্ব্বেহতি বিস্মিতাঃ
আত্মদেবস্য বিপ্রস্য মহাভাগ্যোদয়েন চ।
ধেন্বা বালঃ প্রসূতশ্চ দেবরূপোঽতিকৌতুকম্
ন জ্ঞাতং তদ্রহস্যন্তু কেনাপি বিধিযোগতঃ।
গোকর্ণং তং সুতং দৃষ্ট্বা গোকর্ণেত্যেব চাভ্যধাৎ
কিয়ৎকালেন সম্প্রাপ্তৌ তারুণ্যং তাবুভাবপি
গোকর্ণঃ পণ্ডিতো জ্ঞানী ধুন্ধুকারী মহাখলঃ ॥৭১
স্নানশৌচক্রিয়াহীনোঽভক্ষ্যভক্ষী ক্রুধাপ্লুতঃ।
চৌরঃ সর্ব্বজনদ্বেষী দুষ্টচাণ্ডালসঙ্গতঃ॥ ৭২
ক্রীড়তো হর্ভকান্ ধৃত্বা বলাৎ কূপে নিপাতয়েৎ
এবং বেশ্যাপ্রসঙ্গেনানয়দ্দ্রব্যং ক্ষয়ং পিতুঃ॥
পিতা কৃপণবত্তস্য শুচা নিঃস্বো রুরোদ হ।
অনপত্যঃ সুখী নিত্যং কুপুত্রো দুঃখদায়কঃ ॥৭৪
সিদ্ধেনোক্তং বচঃ সত্যমনুভূতং ময়াধুনা।
ক্ব গচ্ছামি ক্ব তিষ্ঠামি কো মে দুঃখং নিবারয়েৎ

হইয়া স্বয়ং তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিলেন। প্রতিবেশী জনগণ সেই শিশু দর্শনে সমাগত হইয়া বিস্মিত হইল এবং তাহারা সকৌতুকে বলিল,—দ্বিজ আত্মদেবের মহাভাগ্যোদয়ে ধেনু এক দেবরূপী বালক প্রসব করিয়াছে। বিধিবশে কেহই এ শিশুরহস্য বিদিত হইল না। আত্মদেব সেই সন্তানকে গোকর্ণ দেখিয়া তাহার নাম রাখিলেন—গোকর্ণ। অনন্তর কিয়ৎ দিন অতীত হইলে ঐ সন্তানদ্বয় যৌবন লাভ করিল, পরন্তু গোকর্ণ পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইল আর ধুন্ধুকারী মহাখল, স্নানশৌচক্রিয়াহীন, অভক্ষ্যভক্ষী, ক্রোধান্বিত, চৌর, সর্ব্বজনদ্বেষ্টা, দুষ্ট ও চণ্ডালসংসর্গী হইল। ধুন্ধুকারী শিশুগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগকে ধরিয়া কূপে পাতিত করিতে লাগিল এবং সে বেশ্যাসঙ্গ করিয়া পিতার সমস্ত বস্তু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পিতা নিঃস্ব হইয়া কৃপণের ন্যায় শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—পুত্রহীন ব্যক্তি নিত্য সুখী, কুপুত্র দুঃখদায়ক। সম্প্রতি সেই সিদ্ধকথিত বাক্য

প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে জলে বহ্নৌ ভৃগোর্বাপি পতে হম্।
ইত্যেবং চিন্তয়ানং তমধোমুখমুপাগতঃ॥ ৭৬
গোকর্ণো জনকং জ্ঞানী বোধয়ামাস তত্ত্বতঃ॥৭৭

গোকর্ণ উবাচ।

অসারস্তাত সংসারো দুঃখমোহপ্রদো নৃণাম্।
কঃ সুতঃ কিং ধনং কস্য কা জায়া কঃ পতিঃ পিতঃ।
মোহেন বদ্ধো দীনাত্মা লোকঃ ক্লিশ্যতি নান্যথা
ন চেন্দ্রস্য সুখং কিঞ্চিন্ন সুখং চক্রবর্ত্তিনঃ।
বিরক্তস্য সুখং তাত মুনেরেকান্তশীলিনঃ॥ ৭৯
মুঞ্চাজ্ঞানং প্রজারূপং মোহং নরককারণম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিরভীমানো ব্রজ ত্যক্তাখিলং বনম্
ততস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য গোকর্ণং স দ্বিজোঽব্রবীৎ॥

দ্বিজ উবাচ।

যৎকর্ত্তব্যং বনে সাধো তন্মমাচক্ষ্ব বিস্তরাৎ।

সত্য বলিয়া আমার অনুভব হইল। আমি কোথায় যাইব? কোন্ স্থানে গিয়া অবস্থান করিব? কে আমার দুঃখ দূর করিবে? আমি জলে অনলে অথবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আত্মদেব অধোমুখে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিল। জ্ঞানী গোকর্ণ আসিয়া জনক আত্মদেবকে তত্ত্ববাক্যে বুঝাইতে লাগিল। গোকর্ণ কহিল,—হে তাত! সংসার মানবগণের অসার, দুঃখ মোহপ্রদ। হে পিতঃ! এ সংসারে কে কাহার পুত্র? এবং ধন, জায়া ও পতিই বা কাহার? দীনাত্মা জীব মোহ দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্লিষ্ট হয় মাত্র, ইহা ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। ইন্দ্রেরও কিছুই আনন্দ নাই, চক্রবর্ত্তীরও কোন সুখ নাই; কিন্তু কেবল একান্তশীল বিরক্ত মুনিরই সুখ আছে। অতএব পুত্ররূপ নরকজনক মোহজ্ঞান ত্যাগ করুন এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ও নিরভিমান হইয়া বনে গিয়া সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ক্লেশ সহনে যত্ন করুন।৬৬—৭০। অনন্তর গোকর্ণের বাক্য শুনিয়া আত্মদেব গোকর্ণকে কহিতে লাগি-

মোহপাশনিবদ্ধং হি শঠং কৃপণমানসম্ ।
সংসারগর্ত্তে পতিতং মামুদ্ধর দয়ানিধে ॥ ৮২
পিতুরিত্থং বচঃ শ্রুত্বা গোকর্ণো জ্ঞানপণ্ডিতঃ ।
উবাচ দীনং নির্বিণ্ণং পিতরং হৃষ্টমানসঃ ॥ ৮৩

গোকর্ণ উবাচ ।

মাংসাস্থিরক্তনিকরে স্বশরীরকেঽস্মিন্
স্বত্বং ত্যজাশু মমতাং বনিতাসুতাদৌ ।
পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং
জ্ঞানী বিরাগরসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ ॥৮৪
ধর্ম্মং ভজস্ব সততং ত্যজ লোকধর্ম্মান্
সংসেব্য সাধুপুরুষান্ জহি কামতৃষ্ণাম্ ।
অন্যস্য দোষগুণচিন্তনমাশু মুক্ত্বা
বিষ্ণোঃ কথারসমথো নিতরাং পিব ত্বম্ ॥৮৫

কুমারা উচুঃ ।

এবং সুতোক্তবিদিতানুভবো নিরীহ-
স্ত্যক্ত্বা গৃহং স্থিরমতির্গতষষ্টিবর্ষঃ ।
নিত্যং হরিপ্রিয়জনানুগতো মহাত্মা
দুষ্প্রাপমাপ চ পদং স হরের্বনস্থঃ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৬ ॥

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

কুমারা উচুঃ ।

পিতর্য্যেবং বনং প্রাপ্তে পশ্চাদাগত্য নারদ ।
জননীং তর্জ্জয়ামাস ধুন্ধুকারী মহাখলঃ ॥ ১
ক্ব বিত্তং তিষ্ঠতি ব্রূহি মাতরং প্রতি নারদ ।
সর্ব্বথা ত্বাং হনিষ্যামি ন চেদ্‌ব্রূয়া নিধানকম্ ॥২
সা তস্য বচনাত্ত্রস্তা রাত্রৌ দুঃখিতমানসা ।
নিপত্য কূপে তু মৃতা লোকৈর্জ্ঞাত্বা বহিষ্কৃতা ॥৩
গোকর্ণস্তাস্ত নির্হৃত্য দ্বিজৈস্তজ্জ্ঞাতিবান্ধবৈঃ
তীর্থযাত্রাং যযৌ প্রাজ্ঞঃ সমদুঃখসুখো মুনে ॥৪

লেন। দ্বিজ বলিলেন,—হে সাধো! বনে গিয়া কর্ত্তব্য কি? তাহা আমাকে সবিস্তরে বল। হে দয়ানিধে! আমি মোহপাশনিবদ্ধ, শঠ, কৃপণমনা ও সংসারগর্ত্তে পতিত, আমাকে উদ্ধার কর। পিতার এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া জ্ঞানপণ্ডিত গোকর্ণ হৃষ্টমনে নির্ব্বিণ্ণ দীন জনককে কহিতে লাগিলেন। গোকর্ণ কহিলেন,—মাংস অস্থিনিকর ও শোণিতসঙ্কুল এই শরীরে ও বনিতা সুতাদিতে আশু মমতা পরিত্যাগ করিয়া জগৎ অনিশ ক্ষণভঙ্গুর অবলোকন করুন এবং ভক্তিনিষ্ঠ ও বিরাগরসিক হইয়া জ্ঞানী হউন। আপনি লোকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সতত ধর্ম্ম ভজনা করুন, সাধুপুরুষগণের সেবা করিয়া কামতৃষ্ণা পরিত্যাগ করুন এবং লোক সকলের গুণ-দোষ-চিন্তা আশু বিসর্জ্জন করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-কথারস পান করুন। কুমারগণ কহিলেন,—সেই ষষ্টিবর্ষবয়স্ক নিরীহ মহাত্মা আত্মদেব এই পুত্রকথিত বাক্যের সার অনুভব করিয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থিরমনে বনে বাস করিলেন এবং নিত্য হরিপ্রিয় জনগণের অনুগত হইয়া হরির দুষ্প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হইলেন। ৭১—৮৬।

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৬

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

কুমারগণ কহিলেন,—হে নারদ! এইরূপে পিতা বনগমন করিলে পর মহাখল ধুন্ধুকারী আসিয়া জননীকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। সে জননীকে কহিল, কোন্ স্থানে ধন আছে, বল। কোথায় ধন আছে, যদি না বল, তবে তোমাকে একেবারে নিহত করিব। পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত ও দুঃখিতমনা জননী রজনীতে কূপমধ্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর প্রতিবেশী লোকগণ জানিতে পারিয়া কূপ হইতে তাহাকে বাহির করিল।১—৩। গোকর্ণ জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে দাহ করিলেন। হে মুনে! সুখদুঃখ-

ধুন্ধুকারী গৃহে তিষ্ঠন্ স্বকে পণ্যবধূবৃতঃ ।
অত্যুগ্রকর্ম্মাচারেণ তৎপোষণবিমূঢ়ধীঃ ॥ ৫
ভূষণান্যভিলিপ্সন্ত্যস্তম্চুর্বারযোষিতঃ ।
ভো ভো প্রিয় বয়ং সর্ব্বাস্ত্বয়া নাথেন সঙ্গতাঃ ॥ ৬
স্থিতা নৈবাত্র কোঽপ্যন্যো ধনদোঽভ্যেতি মানদ ।
তস্মাৎ সূক্ষ্মাণি বস্ত্রাণি ভূষণানি হ্যমন্তি চ ॥ ৭
দেহি নো চেদ্ব্রজিষ্যামস্ত্বৎসকাশান্নরান্তরম্ ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তাসাং চিন্তয়িত্বা ক্ষণং স চ ॥ ৮
নির্গতঃ স্বগৃহাদ্রাত্রৌ কামান্ধো মৃত্যুমস্মরন ।
মুষিত্বা কস্যচিদ্গেহাদ্বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ৯
দদৌ তাভ্যো মুদাযুক্তঃ প্রীত্যৈ তাসাং স নারদ ।
তানি দৃষ্ট্বা হ্যমূল্যানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ১০
তাঃ স্ত্রিয়শ্চিন্তয়ামাসুশ্চৌর্য্যেণৈতানি চামুনা ।
আহৃতানীতি নিশ্চিত্য পরস্পরমমন্ত্রয়ন্ ॥ ১১
চৌর্য্যং করোত্যসৌ নিত্যমেনং রাজা গৃহীষ্যতি
বিত্তং হৃত্বা পুনশ্চৈব মারয়িষ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ১২
অতো রহসি চাস্মাভির্হত্বামুং চৌর্য্যকারিণম্ ।
বিত্তঞ্চ বহু সংগৃহ্য কিমন্যত্র ন গম্যতে ॥ ১৩
ইতি তাঃ ক্রূরহৃদয়াঃ সুপ্তং কণ্ঠগ্রহং তদা ।
পাশৈঃ সুতীক্ষ্ণৈর্বদ্ধ্বা চ ব্যাপাদয়িতুমুদ্যতাঃ ॥ ১৪
যদা চ ন মৃতশ্চাসৌ ভৃশং কণ্ঠগ্রহেণ বৈ ।
তদাঙ্গারাণি বহুশো মুখে চাস্য বিচিক্ষিপুঃ ॥
অগ্নিজ্বালাতিদুঃখেন ব্যাকুলো নিধনং গতঃ ।
তদ্দেহং চিক্ষিপুর্গর্ত্তে প্রায়ঃ সাহসিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৬
ন জ্ঞাতং তচ্চরিত্রন্তু কেনাপি মুনিসত্তম ।
লৌকৈঃ পৃষ্টা বদন্তি স্ম দূরে যাতঃ পতির্হি নঃ
আগমিষ্যতি দীর্ঘেণ কালেন ধনকর্ষিতঃ ।
অতঃ স্ত্রীণাং ন বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যো বিদুষাংবরৈঃ
বিশ্বস্তং সর্ব্বথা ঘ্নন্তি প্রার্থয়ন্ত্যো নবং নবম্ ।

সমজ্ঞানী প্রাজ্ঞ গোকর্ণ অতঃপর তীর্থযাত্রা করিলেন, ধুন্ধুকারী বেশ্যাজনে পরিবৃত হইয়া স্বীয়গৃহেই অবস্থিত রহিল। মূঢ়ধী ধুন্ধুকারী অত্যুগ্র কর্ম্মাচরণ করিয়া বেশ্যা পোষণ করিতে লাগিল। সেই সকল বাররমণী ভূষণাভিলাষিণী হইয়া ধুন্ধুকারীকে কহিল,—হে প্রিয়! আমরা তোমাকে নাথ করিয়া এখানে তোমার সহিত সঙ্গত রহিয়াছি, অন্য কোন ধনদাতা এখানে আসিতেছে না; অতএব হে মানদ! আমাদিগকে সূক্ষ্ম বসন ও উজ্জ্বল ভূষা দান কর, অন্যথা তোমার নিকট হইতে পুরুষান্তরে গমন করিব। কামান্ধ ধুন্ধুকারী বেশ্যাগণের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিল এবং মৃত্যুভয় ভুলিয়া গিয়া সেই রাত্রেই স্বীয় গৃহ হইতে বহির্গত হইল। হে নারদ! অনন্তর ধুন্ধুকারী কাহারও গৃহ হইতে বসন-ভূষণ অপহরণ করিয়া হৃষ্টমনে তাহাদের প্রীতির জন্য দান করিল। বেশ্যারা সেই অমূল্য বস্ত্রালঙ্কার অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল,—এ ব্যক্তি এই সকল চুরি করিয়া আনিয়াছে। তাহারা এইরূপ স্থির করিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিল,—এ ব্যক্তি নিত্য চুরি করে; অতঃপর রাজা জানিতে পারিলে ইহাকে বন্দী করিবেন। ইহার ধনগ্রহণ করিয়া ইহাকে নিঃসংশয় প্রহার করিবেন; অতএব আমরা কেন এই চৌর্য্যকারীকে নির্জ্জনে নিহত করিয়া সমস্ত ধনরত্নাদি গ্রহণপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করি না? তখন এইরূপ কৃতনিশ্চয়া ক্রূরহৃদয়া সেই সকল বেশ্যা নিদ্রিতাবস্থায় তাহার গলে সুতীক্ষ্ণ পাশ বন্ধন করিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহার গলদেশ দারুণ পাশে আবদ্ধ হইলেও সে মরিল না, তখন তাহার মুখে বহু তপ্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিল, ধুন্ধুকারীও সেই অগ্নিদাহদুঃখে ব্যাকুল হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। রমণীরা প্রায়ই সাহসিক হয়,—তাহারা ধুন্ধুকারীর দেহ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল।৪—১৬। হে মুনিসত্তম! এই ব্যাপার কেহই বিদিত হইল না। লোকে ধুন্ধুকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত,—আমাদের পতি ধনাহরণার্থ দূরে গিয়াছে, দীর্ঘকালে ধন লইয়া গৃহে আসিবে। অতএব জ্ঞানিবরগণ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবেন না, কেননা, তাহারা নিত্য নূতন

সুধাময়ং বচো যাসাং কামিনাং রসবর্দ্ধনম্॥ ১৯
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং প্রিয়ঃ কোহনাম যোষিতাম্
অথ তা বহুলং বিত্তং গৃহীত্বা বারযোষিতঃ॥২০
গ্রামান্তরং যযুঃ শীঘ্রং ভয়াদ্রাজ্ঞোহতিবিহ্বলাঃ।
ধুন্ধুকারী বভূবাথ মহাপ্রেতঃ কুকর্ম্মকৃৎ॥ ২১
বাত্যারূপধরো নিত্যং ধাবন্ দুর্ম্মৃত্যুতো দিশঃ
শীতাতপপরিক্লিষ্টো নিরাহারঃ পিপাসিতঃ॥ ২২
ন চ লেভে সুখং কাপি হাহেতি প্রবদন্মুহুঃ।
কিয়ৎকালন্তরে স্বৈনং মৃতঞ্চৈবাববুধ্য চ॥ ২৩
গোকর্ণস্তীর্থযাত্রায়াং গয়াশ্রাদ্ধমথাকরোৎ।
সমাপ্য তীর্থযাত্রান্ত স্বং পুরং সমুপেযিবান্॥ ২৪
সভাজিতঃ স পৌরৈস্তু প্রীত্যা স্বজনবান্ধবৈঃ।
উবাস স্বগৃহে চৈব দিনানি কতিচিদ্দ্বিজঃ॥ ১৫
রাত্রৌ প্রসুপ্তং গোকর্ণং জ্ঞাত্বা বেশ্যাঙ্গনে স তু
ধুন্ধুকারী মহাদুষ্টো রৌদ্রং রূপং ব্যদর্শয়ৎ॥ ২৬
ক্ষণং নাগঃ ক্ষণঞ্চোষ্ট্রঃ ক্ষণং স মহিষোহভবৎ
ক্ষণমগ্নিঃ ক্ষণং সর্পঃ ক্ষণেন পুরুষোহভবৎ॥
বৈপরীত্যমিদং দৃষ্ট্বা গোকর্ণো ধৈর্য্যসংযুতঃ।
চিন্তয়ামাস মেধাবী কিমেতদিতি বিস্মিতঃ॥ ২৮
অয়ং দুর্গতিমাপন্নঃ কোহপ্যস্তি পুরুষাধমঃ।
ইতি নিশ্চিত্যমনসা তমুবাচ দয়ান্বিতঃ॥ ২৯

গোকর্ণ উবাচ।

কস্ত্বমুগ্রতরো রাত্রৌ ভীষয়ন্মামুপাগতঃ।
প্রেতো চাথ পিশাচো বা কুতঃ প্রাপ্তো দশামিমাম্॥ ৩০
তদ্ব্রূহি ত্বং মহাভাগ কিং কার্য্যং তে ময়াধুনা
ঘোররূপো যতো রাত্রৌ মৎসমীপমুপাগতঃ॥৩১
ইতি শ্রুত্বা বচো ভ্রাতুর্ধুন্ধুকারী মহাখলঃ।
প্রেতভাবমনুপ্রাপ্তো রুরোদ ভৃশমাতুরঃ॥ ৩২
বক্তুং নৈব ক্ষমো বাচা প্রেতত্বেন বিমোহিতঃ

নূতন পাইতে ইচ্ছা করিয়া বিশ্বাসকারীকে সর্ব্বথা নিহত করিয়া থাকে। কামিনীগণের পক্ষে যাহাদের বাক্য সুধাময় রসবর্দ্ধন আর হৃদয় ক্ষুরধারের ন্যায়; সেই কামিনীগণের কে প্রিয় হইতে পারে? অনন্তর সেই বারনারীরা রাজার ভয়ে ভীত হইয়া ধুন্ধুকারীর সমস্ত ধন গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর গ্রামান্তরে গমন করিল, ধুন্ধুকারী কুকর্ম্মকারী এক মহা প্রেত হইল এবং অপমৃত্যুদোষে বাত্যারূপ ধারণপূর্ব্বক নিত্য দশদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঐ প্রেত শীতাতপ-পরিক্লিষ্ট, নিরাহার ও পিপাসার্ত্ত হইয়া কোথায়ও সুখলাভ করিল না, মুহুর্ম্মুহু হাহারব করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে গোকর্ণ তাহাকে মৃত জানিয়া গয়াতীর্থে গমনপূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ করিলেন এবং তীর্থযাত্রা সমাপন করিয়া স্বগৃহে সমাগত হইলেন। দ্বিজ গোকর্ণ বান্ধব ও পৌরজনের প্রিয়ভাজন হইয়া প্রসন্নমনে কতিপয় দিবস নিজগৃহে বাস করিলেন। গোকর্ণ একদা রাত্রিকালে বেশ্যারা যে গৃহে বাস করিত, সেইস্থানে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন; মহাদুষ্ট ধুন্ধুকারী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে ভয়ঙ্কররূপ প্রদর্শন করিল। সে কখন নাগ, কখন উষ্ট্র ও কখনও বা মহিষ হইল; আবার কখন বহ্নি ও সর্প হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পুরুষবিগ্রহ গ্রহণ করিল। মেধাবী গোকর্ণ ক্ষণে ক্ষণে এই বৈলক্ষণ্য দর্শনেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিস্মিত চিত্তে ভাবিলেন,—এ কি দেখিলাম! এই দুর্গতিপ্রাপ্ত পুরুষাধম কে? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দয়ার্দ্রহৃদয় গোকর্ণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন।১৯-২৯। গোকর্ণ কহিলেন,—কে তুমি উগ্রতররূপে রাত্রিকালে সমাগত হইয়া আমাকে ভয়প্রদর্শন করিলে? তুমি প্রেতই হও আর পিশাচই হও, কিরূপে এইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা বল। হে মহাভাগ! যেহেতু তুমি ঘোররূপ প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে আমার নিকট উপস্থিত; অতএব সম্প্রতি আমি তোমার কোন্ কর্ম্ম সাধন করিব? বল। মহাখল ধুন্ধুকারী ভ্রাতা গোকর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেতভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অত্যন্ত কাতর হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। প্রেতত্বহেতু বিমোহিত ধুন্ধুকারী বাক্যদ্বারা কিছুই ব্যক্ত করিতে

সংজ্ঞয়া নির্দ্দিদেশাথ জলং পাতুং পিপাসিতঃ ॥
অথাসৌ সুমহাভাগো গোকর্ণঃ সাধুসম্মতঃ ।
স্বকাঞ্জলৌ জলং কৃত্বা প্রাক্ষিপত্তমুদীরয়ন্ ॥ ৩৪
যৎক্ষিপ্তং তজ্জলং ভ্রাত্রা গোকর্ণেন মহাত্মনা ।
উপস্থিতঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং প্রেতস্য ধুন্ধুকারিণঃ ॥৩৫
অথোবাচাগতজ্ঞানঃ প্রদত্তেনাম্বুনামুনা ।
পুণ্যাত্মনাত্মনো ভ্রাত্রা গোকর্ণেন চ নারদ ॥ ৩৬

প্রেত উবাচ ।

অহং ভ্রাতা ত্বদীয়োঽস্মি ধুন্ধুকারীতি নামতঃ ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষেণ প্রেতত্বং সমুপাগতঃ ॥৩৭
মম মাতা মৃতা দুঃখাদ্বহুশস্তর্জ্জিতা ময়া ।
দ্রব্যহেতোস্ততঃ পশ্চাদ্বারস্ত্রীপোষণোৎসুকঃ ॥
নিষিদ্ধং কৃতবান্ কর্ম্ম চৌর্য্যাদি ধনলোভতঃ ।
একদা প্রার্থিতস্তাভির্ভূষণান্যম্বরাণ্যহম্ ॥ ৩৯
ধনিকস্য গৃহাদ্রাত্রৌ মুষিত্বা তান্যুপানয়ম্ ।
ততস্তা ধনলোভেন পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ ॥৪০
মাম্ব্যাপাদয়ামাসুর্বহ্নিক্ষেপেণ মানদ ।
গৃহীত্বা মদ্ধনং ভূরি তাঃ সর্ব্বা ভূপতের্ভয়াৎ । ৪
পলায়িতাঃ পুরাদস্মাৎ স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদাঃ ।
অতঃ প্রেতত্বমাপন্নো ভ্রাতরদ্য ত্বয়াম্বুনা ॥ ৪২
সিক্তঃ সংজ্ঞামহং প্রাপ্তঃ পুণ্যেনাতিকৃপালুনা ।
বাতাহারেণ জীবামি দৈবাদিষ্টফলোদয়ঃ ॥ ৪৩
অপশ্যং ত্বামহং সুপ্তং ভ্রাতরং মদ্গৃহাঙ্গনে ।
ততস্ত্বামনভিজ্ঞং মাং ধর্ষণায় কৃতোদ্যমঃ ॥ ৪
অভবং সহসা সাধো জ্ঞাতশ্চাহং ত্বয়াধুনা ।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভ্রাতর্মামাশু মোচয় ।
প্রেতভাবাদমুষ্মাত্ত্বং কৃতার্থোঽসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
ইতি শ্রুত্বা বচো ভ্রাতুর্গোকর্ণো জ্ঞানবান্ সুধীঃ
ভ্রাতরং প্রাহ খিন্নাত্মা দুঃখিতং ধুন্ধুকারিণম্ ॥৪৬

গোকর্ণ উবাচ ।

তুভ্যং দত্তো ময়া পিণ্ডো গয়ায়াং ত্বামহং মৃতম্

পারিল না, কেবল সঙ্কেতদ্বারা জ্ঞাপন করিল যে, সে জলপানের জন্য পিপাসিত। অনন্তর সাধুসম্মত মহাভাগ গোকর্ণ অঞ্জলি দ্বারা জল লইয়া তাহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন, মহাত্মা ভ্রাতা গোকর্ণের প্রদত্ত জলে প্রেতত্বপ্রাপ্ত ধুন্ধুকারীর তৃপ্তি সম্পাদিত হইল। হে নারদ! অনন্তর পুণ্যাত্মা ভ্রাতা গোকর্ণের প্রদত্ত জল প্রাপ্ত হইয়া প্রেতের চৈতন্য সম্পাদিত হইল ও কথা বলার সামর্থ্য জন্মিল। প্রেত কহিল,— আমি আপনার ভ্রাতা, আমার নাম ধুন্ধুকারী। আমি নিজকর্ম্মদোষে প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ধনের জন্য মাতাকে অত্যন্ত তাড়না করিয়াছিলাম, সেই দুঃখে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর আমি বেশ্যা-পোষণে সমুৎসুক হইয়া ধনলোভে চৌর্য্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলাম। আমি একদা বেশ্যাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া রাত্রিকালে কোন ধনীর গৃহ হইতে বসন-ভূষণ অপহরণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। হে মানদ! অনন্তর তাহারা ধনলোভে বল-পূর্ব্বক আমার গলদেশ পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিল এবং আমার মুখে অগ্নি দান করিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিল। বেশ্যারা স্বার্থের জন্য সৌহার্দ্দ ছেদন করিল, তাহারা ভূপতিভয়ে ভীত হইয়া আমার বিপুল ধন গ্রহণপূর্ব্বক এই পুর হইতে পলায়ন করিল। তার পর আমি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলাম। হে ভ্রাতঃ! আপনি অতি কৃপালু পুণ্যাত্মা, আজ আপনার প্রদত্ত জলে অভিষিক্ত হইয়া আমি সংজ্ঞালাভ করিলাম। আমি বাতাহারে জীবন ধারণ করিতেছিলাম, দৈববশে আজ আমার অভীষ্ট ফলোদয় হইল, আমি আমার নিজগৃহে আপনাকে শয়ান অবলোকন করিয়া ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, হে সাধো! তাই সম্প্রতি আপনি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন। হে দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভ্রাতঃ! আপনার সর্ব্বার্থ সুসিদ্ধ হইয়াছে, সংশয় নাই; আপনি আমাকে আমার এই প্রেতভাব হইতে সত্বর মুক্ত করুন। সুধী জ্ঞানবান্ গোকর্ণ ভ্রাতার এবম্ভূত বাক্য শ্রবণে দুঃখিত হইলেন, তিনি দুঃখিত ভ্রাতা ধুন্ধুকারীকে

শ্রুত্বা লোকমুখাদ্‌ভ্রাতস্ত্বং কথং প্রেততাং গতঃ
গয়াপিণ্ডপ্রদানেন দুর্গতোঽপি শুভাং গতিম্॥
প্রাপ্নোতি নাত্র সন্দেহস্ত্বং কথং ন দিবং গতঃ
ভ্রাতুরিত্থং বচঃ শ্রুত্বা গোকর্ণস্য মহাত্মনঃ॥ ৪৯
ধুন্ধুকারী দুঃখিতাত্মা প্রোবাচ পুরতঃ স্থিতঃ॥৫০

ধুন্ধুকার্য্যুবাচ।

গয়াশ্রাদ্ধশতেনাপি ন মে মুক্তির্ভবিষ্যতি।
উপায়োঽন্যশ্চিন্তনীয়ো মদোদ্ধারায় বৈ ত্বয়া।
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য গোকর্ণো বিস্ময়ং গতঃ॥ ৫১
প্রাহ শ্রাদ্ধৈর্ন মুক্তিশ্চেত্তর্হ্যসাধ্যা গতিস্তব।
ইদানীং ত্বং নিজস্থানমাতিষ্ঠ প্রেত নির্ভয়ঃ॥ ৫২
বিচার্য্যাহং করিষ্যামি মুক্ত্যুপায়ং পরং তব।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য ধুন্ধুকারী ততো গতঃ॥ ৫৩
নিজং স্থানং শ্মশানস্থং কলিক্রমমতঃ পরম্।
শেষাং রাত্রিং স গোকর্ণশ্চিন্তয়ন্নেব নারদ॥৫৪
তস্য মুক্তিং স্থিতস্তত্র তদুপায়ং ন চাধ্যগাৎ।
প্রাতস্ততঃ স গোকর্ণঃ স্বজ্ঞাতিকুলবান্ধবান্॥ ৫৫
ধর্ম্মশাস্ত্রবিদো বিপ্রান্ রাত্রিবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ।
তে বিচার্য্য চ তদ্বৃত্তং শাস্ত্রেষু বহুশো দ্বিজাঃ
যদা ন জ্ঞাতবন্তস্তদ্বৃত্তং সূর্য্যং তদাস্তবন্॥৫৭

দ্বিজা উচুঃ।

নমস্তে ভাস্করাদিত্য তমোহন্তর্গভস্তিমন্।
লোকসাক্ষিন্ জগদ্ধাম সুরাসুরনমস্কৃত।
দ্বাদশাত্মন্ হরিহর ভাস্বন্ লোকপ্রবোধক॥৫৮
ত্বং গতিঃ সর্ব্বলোকানাং সততং ধর্ম্মশীলিনাম্।
ত্বং ব্রহ্মা ত্বং হরিঃ শূলী সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকৃৎ॥৫৯
ত্বামৃতে নাস্তি লোকেঽস্মিন্ শরণং প্রাণিনাং বিভো।
সর্ব্বস্ত্বং ক্ষিতিরূপোঽসি ভবোঽসি জলরূপধৃক্।
ত্বমগ্নিরূপো রুদ্রোঽসি বায়ুরুগ্রোগ্ররূপধৃক্।
ভীমোঽস্যাকাশদেহস্ত্বং যজ্বা পশুপতিঃ স্বয়ম্॥৬১
মহাদেবঃ সোমমূর্ত্তিরীশানঃ সূর্য্য এব হি।

জিজ্ঞাসা করিলেন। গোকর্ণ কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! লোকমুখে তোমার মরণবৃত্তান্ত বিদিত হইয়া আমি গয়ায় গিয়া তোমার পিণ্ডদান করিয়াছি, তবে কেন তুমি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে? গয়াপিণ্ডপ্রদানে দুর্গত ব্যক্তিও নিঃসংশয় শুভা গতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তুমি কেন স্বর্গতি প্রাপ্ত হও নাই? মহাত্মা ভ্রাতা গোকর্ণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতাত্মা ধুন্ধুকারী তাঁহার সম্মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক বলিল,—শত গয়াশ্রাদ্ধেও আমার মুক্তি হইবে না, আমার উদ্ধারের জন্য আপনি অন্য উপায় চিন্তা করুন। প্রেতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গোকর্ণ বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন,—যদি গয়াশ্রাদ্ধেই মুক্তি না হয়, তবে তোমার গতি অসাধ্য। হে প্রেত! সম্প্রতি তুমি নির্ভয় হইয়া নিজস্থানে অবস্থান কর। আমি বিচার করিয়া তোমার মুক্তির অন্য উপায় করিব। অতঃপর ধুন্ধুকারী গোকর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেস্থান হইয়া চলিয়া গেল এবং শ্মশানে গিয়া নিজ স্থান বহেড়াবৃক্ষের আশ্রয় লইল। হে নারদ! গোকর্ণ প্রেতের উদ্ধারোপায় চিন্তা করিতে করিতে রাত্রির অবসান করিলেন, কিন্তু সেখানে থাকিয়া কোন উপায়ই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে গোকর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাতি ও কুলবান্ধবগণ-সমীপে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহারাও বহু শাস্ত্র বিচার করিয়াও যখন এই প্রেতবৃত্তান্ত বিদিত হইলেন না, তখন তাঁহারা সূর্য্যের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০—৫৭। দ্বিজগণ কহিলেন,—হে ভাস্কর! আপনাকে নমস্কার। হে আদিত্য! আপনি তমোহারী, কিরণধারী, লোকসাক্ষী, জগদ্ধাম ও সুরাসুরনমস্কৃত। আপনি দ্বাদশাত্মা, হরিহর, ভাস্বান্ ও লোকপ্রবোধক। আপনি সতত ধর্ম্মশীল লোকগণের গতি, আপনি ব্রহ্মা, হরি, হর এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর; হে বিভো! ইহলোকে আপনি ভিন্ন প্রাণি-গণের শরণ্য নাই। আপনি ক্ষিতিরূপী সর্ব্ব, জলরূপী ভব, অগ্নিরূপী রুদ্র, উগ্ররূপী পবন, ভীমরূপী আকাশ, যজমানরূপী পশুপতি, সোমমূর্ত্তি মহাদেব এবং সূর্য্য-

তবাষ্টৌ মূর্ত্তয়ো দিব্যা ইজ্যান্তে বেদবাদিভিঃ ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধ্যর্থং ব্যাপ্তলোকত্রয়স্য চ।
মৎস্যস্ত্বং বেদধৃক্ চাসি কূর্ম্মশ্চাদ্রিধরো বরঃ ॥৬৩
ধরাধরো বরাহোঽসি লোকধৃগ্ ত্বং ত্রিবিক্রমঃ
ব্রহ্মধ্রুগ্‌ঘ্নো ভার্গবস্ত্বং লোকধ্রুগ্‌ঘ্নোঽসি রাঘবঃ
ভূভারহন্তা কৃষ্ণোঽসি বুদ্ধোঽস্যসুরমোহকৃৎ।
কল্ক্যসি ম্লেচ্ছহন্তা ত্বং ধর্ম্মগ্লানৌ যুগে যুগে ॥৬৫
দেবাসুরমনুষ্যাণাং পশুপক্ষ্যম্বুচারিণাম্।
নানাবিধানাং জীবানাং ত্বং স্রষ্টা ব্রহ্মরূপধৃক্ ॥
ইন্দ্রোঽসি ধর্ম্মরাজোঽসি বরুণস্ত্বং ধনেশ্বরঃ।
লোকপালস্বরূপেণ বর্ত্তসে গোগণেশ্বর ॥ ৬৭
ত্রয়ীমূর্ত্তিস্ত্রিকালেজ্যস্ত্রিধামা ত্রিগুণাত্মকঃ।
ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈস্ত্রিধা ভিন্নো দিবাকরঃ ॥
পদ্মপ্রবোধনকরস্ত্বমেবাসি জগৎপতে।
ইত্যুদার্য্যা দ্বিজশ্রেষ্ঠা যাবত্তস্থুর্মুনীশ্বর ॥ ৬৯

তাবদাকাশগঃ প্রাহ স্ফুটং তেষান্তু শৃণ্বতাম্ ॥ ৭০
শ্রীসূর্য্য উবাচ।
শ্রূয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদর্থং বর্ণিতোঽস্ম্যহম্
ভবদ্ভির্ধুন্ধুলীসূনোর্মহাপাতকশান্তয়ে ॥ ৭১
আত্মদেবস্য পুণ্যেন গোকর্ণো রৌহিণো হ্যয়ম্
শ্রীভাগবতসপ্তাহেনস্যোদ্ধর্ত্তা ভবিষ্যতি।
যদ্ভবদ্ভিঃ কৃতং স্তোত্রং মম বৈভববর্ণনম্ ॥৭২
তেন স্তুত্বা নরো বিপ্রা দেবযানং লভিষ্যতি।
পুত্রার্থী চ ধনার্থী চ ধর্ম্মার্থী মোক্ষকামুকঃ ॥ ৭৩
বাঞ্ছাচিন্তামণিস্তোত্রং পঠিত্বাত্যন্তমাপ্নুয়াৎ।
ইত্যুক্ত্বা ভাস্করো দেবো বিররাম দিবি স্থিতঃ
তে দ্বিজাঃ সাধ্বিতি প্রোচুর্গোকর্ণং হৃষ্টমানসাঃ
ততঃ সমাজে বিপ্রাণাং তুঙ্গভদ্রাতটে শুভে ॥
কৌতুকং সুমহদ্দ্রষ্টুং তত্রাগান্নাগরী প্রজা।
গোকর্ণো জ্ঞাততত্ত্বার্থো বক্তাধ্যাসনমাস্থিতঃ ॥৭৬

মূর্ত্তি ঈশান। বেদবাদী বিপ্রগণ সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধির জন্য আপনার এই দিব্য অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, আপনি ত্রিলোকব্যাপী। আপনি মৎস্যরূপে বেদের উদ্ধার করিয়াছিলেন; আপনি কূর্ম্মরূপে ভূধর, বরাহরূপে ধরা এবং ত্রিবিক্রমরূপে ত্রিলোক ধারণ করেন। আপনি পরশুরামরূপে ব্রহ্মদ্রোহীদিগকে এবং রাঘবরূপে ত্রিলোকদ্রোহী রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণরূপে ভূভারহরণ ও বুদ্ধরূপে অসুরগণের মোহন করেন এবং যুগে যুগে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলে আপনি কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণের নিধন সাধন করিয়া থাকেন। আপনি দেব, অসুর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও জলবিহারী নানাবিধ জীবের সৃষ্টি-কারী ব্রহ্মবপু ধারণ করেন। হে গোগণেশ্বর! আপনি দেবরাজ, ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ধনেশ্বর কুবের এবং আপনি লোকপালরূপে বিরাজ করেন। আপনি ত্রয়ীমূর্ত্তি, ত্রিকাল-পূজিত, ত্রিধামা ও ত্রিগুণাত্মক দিবাকর; আপনি ত্রিলোকে ত্রিকালভেদে পূজিত হইয়া থাকেন। হে জগৎপতে! আপনি পদ্মের প্রবোধন করেন। হে মুনীশ্বর নারদ! দ্বিজগণ এইরূপ স্তব করিয়া যেমন অবস্থিত হইলেন, অমনি দিনমণি আকাশপথে প্রকাশিত হইয়া স্পষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন, দ্বিজগণ তাহা শ্রবণ করিলেন। শ্রীসূর্য্য বলি-লেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা ধুন্ধুলী-নন্দনের মহাপাতকশান্তির জন্য আমার রূপ বর্ণন করিলেন, এক্ষণে সে উপায় শ্রবণ করুন। আত্মদেবের পুণ্যলব্ধ তনয় গোকর্ণ সপ্তাহ ভাগবত পাঠ করুন, তাহাতেই ধুন্ধুকারীর উদ্ধার হইবে। হে বিপ্রগণ! আপনারা আমার যে বিভববর্ণনরূপ স্তব করিলেন, মানব এই স্তব পাঠ করিয়া দেবগতি লাভ করিবে। পুত্রার্থী, ধনার্থী, ধর্ম্মার্থী ও মুক্তি-কামী মানব বাঞ্ছিতদানে চিন্তামণি স্বরূপ মদীয় এই স্তোত্র পাঠ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে। দিবিস্থ দিবাকর দেব এ পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন। ৫৮—৭৪। দ্বিজগণও হৃষ্টমনা হইয়া গোকর্ণকে সাধু সাধু করিতে লাগিলেন। অনন্তর তুঙ্গভদ্রা-তটের দ্বিজসমাজে নগরীপ্রজাগণ সেই সুমহাকৌতুক দর্শনার্থ সমাগত হইল। তত্ত্বার্থবিৎ গোকর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগবত বর্ণন আরম্ভ করিলেন। তিনি

নারায়ণাদিকান্ নত্বা সপ্তাহং সমবর্ত্তয়ন্।
শ্রীহরেস্ত বচঃ শাস্ত্রং তীর্থং পাদাব্জসম্ভবম্ ॥ ৭৭
যদি সত্যং তদাপ্নোতু ধুন্ধুলীতনয়ো গতিম্।
ইতি সঙ্কল্প্য মনসা শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্ ॥ ৭৮
জন্মাদ্যস্য যতশ্চেতি ধীমহ্যন্তমুপাবদৎ।
তত্র প্রেতঃ সমাগত্য স্থানং পশ্যন্নিতস্ততঃ ॥৭৯
সপ্তগ্রন্থিযুতং বংশং প্রবিষ্টো বাতরূপধৃক্।
শৃণ্বংস্তু বৈষ্ণবাগ্র্যেষু ব্রাহ্মণেষ্বথ নারদ ॥ ৮০
শুশ্রাব ধুন্ধুলীপুত্রো গ্রন্থিচ্ছিদ্রস্থিতোঽন্বহম্।
যদা কথাবিরামোঽভূৎ প্রথমেঽহনি নারদ ॥ ৮১
তদৈকা কীচকগ্রন্থিঃ পুস্ফোটাত্যদ্ভুতং হ্যভূৎ।
দ্বিতীয়াদিষহঃস্বেবমেকৈকগ্রন্থিভেদনম্ ॥ ৮২
বভূব সপ্তমে ভিন্নে স সদ্যঃ প্রেততাং জহৌ।
দিব্যরূপধরো ভূত্বা তুলসীদামমণ্ডিতঃ ॥ ৮৩
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ প্রবভৌ ভূষণান্বিতঃ।
গোকর্ণং ভ্রাতরং নত্বা প্রোবাচাখিলতত্ত্বদৃক্ ॥
ত্বয়াহং মোচিতো বন্ধো কৃপয়া প্রেতকশ্মলাৎ।
ধন্যা ভাগবতী বার্ত্তা প্রেতত্বোন্মূলিনী শ্রুতা ॥
সপ্তাহোঽপি তথা ধন্যো বিষ্ণুলোকগতিপ্রদঃ
যৎপ্রভাবাদ্বিমুক্তোঽহং প্রেতভাবাদ্‌ভৃশাতুরঃ
আর্দ্রং শুষ্কং লঘু স্থূলং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ কৃতম্।
পাতকং ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ সপ্তাহোঽগ্নিরিবেন্ধনম্
অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে দেবানামপ্যভীপ্সিতে
শৃণ্বতাং ভগবচ্ছাস্ত্রং গতিরত্যুত্তমা ভবেৎ ॥৮৮
স্নায়্বস্থিমজ্জামাংসাসৃক্‌সঙ্ঘাতং দেহমুচ্যতে।
শুচি ভাগবতাস্বাদাদশুচি ত্বন্যথা মতম্ ॥ ৮৯
কর্ম্মকশ্মলসন্দুষ্টো দেহো নরকভাজনম্।
অতো দোষনিবৃত্ত্যর্থমেতদেব হি সাধনম্ ॥ ৯০
বুদ্বুদা ইব তোয়েষু মশকা ইব জন্তুষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব ভগবচ্ছাস্ত্রবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯১

নারায়ণাদিকে নমস্কার করিয়া সপ্তাহ ভাগবত পাঠের সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্পে বলিলেন,—শ্রীহরিবাক্য ভাগবত শাস্ত্র ও তদীয় পাদসম্ভব গঙ্গাতীর্থ যদি সত্য হন, তবে ধুন্ধুলীনন্দন দিব্যগতি লাভ করুন। গোকর্ণ এইরূপ সঙ্কল্পমনা হইয়া "জন্মাদ্যস্য যতো" হইতে 'ধীমহি" পর্য্যন্ত দ্বাদশ স্কন্ধান্ত সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিলেন। এদিকে এই ভাবে পাঠ আরম্ভ হইলে সেই প্রেত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বস্থান-স্থান অবলোকন করিতে লাগিল, ক্রমে সেই ধুন্ধুলীনন্দন বাতরূপ ধারণপূর্ব্বক সপ্তগ্রন্থিময় এক বংশবিবরে প্রবেশ করিল। সে সভায় বৈষ্ণবাগ্রণী ব্রাহ্মণগণ ভাগবত শ্রবণ করিতেছিলেন। হে নারদ! ধুন্ধুকারীও প্রতিদিন সেই বংশবিবর হইতে ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিল। হে নারদ! প্রথম দিনে যেমন কথাবিরাম হইল, অমনি সেই বংশের একটী গ্রন্থি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া গেল; এইরূপে দ্বিতীয়াদি দিবসে এক একটী গ্রন্থিস্ফোটন হইয়া সাতদিনে সাতটী গ্রন্থি স্ফুটিত হইল, ধুন্ধুকারীও সদ্যঃ প্রেতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরূপধর, তুলসীমাল্য-মণ্ডিত, পীতবাসা ঘনশ্যাম ও ভূষণান্বিত হইয়া প্রতিভাত হইল। অমল তত্ত্বদর্শী ঐ দিব্যদেহ ভ্রাতা গোকর্ণকে নমস্কার করিয়া কহিল,—হে বন্ধো! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে অতি দুঃখপ্রদ প্রেত-ভাপ হইতে মুক্ত করিলে প্রেতত্বোন্মূলনী বিশ্রুতা ভাগবতী কথা ধন্যা; আর বিষ্ণুলোকপ্রতিপ্রদ সপ্তাহও ধন্য; কেননা এই সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণের পুণ্যে মাদৃশ দারুণ আতুর প্রেতও বিমুক্ত হইল! অগ্নি যেমন আর্দ্র, শুষ্ক, লঘু ও স্থূল কাষ্ঠ ভস্মীভূত করে, সপ্তাহশ্রবণও তদ্রূপ কায়, বাক্য, মন ও কর্ম্মকৃত কলুষ ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ৭৫—৮৭। দেবগণাভীষ্ট এই ভারত-বর্ষে ভাগবতশ্রবণকারীর উত্তম গতি হয়। স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মাংস ও শোণিত সঙ্ঘারে দেহের উৎপত্তি, তাই অশুচি; ভাগবতাস্বাদে সেই দেহ শুদ্ধ হয়; অন্যথা অশুদ্ধ থাকে। কর্ম্মকলুষে দুষ্ট দেহী নরকভাগী, অতএব তথাবিধ দোষীর দোষনিবৃত্তির পক্ষে এই ভাগবতই প্রধান সাধন। জলে বুদ্‌বুদ

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি শ্রুতে ভাগবতে দ্বিজাঃ
এবং ব্রুবতি বৈ তস্মিন্ বিমানবরমাগতম্।
বৈকুণ্ঠাত্তদধিষ্ঠায় গতোঽসৌ বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥৯৩
বিষ্ণুলোকং গতে তস্মিন্ সর্ব্বে বিস্মিতমানসাঃ
বভূবুশ্চাপি পপ্রচ্ছুর্গোকর্ণং তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥

দ্বিজা উচুঃ।

শ্রুতং ভাগবতং সর্ব্বৈরস্মাভিরিহ সঙ্গতৈঃ।
কিং কারণং মহাভাগ ত্বদ্ভ্রাতৈকো গতো হরিম্ ॥৯৫

গোকর্ণ উবাচ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি কারণং ভ্রাতৃসঙ্গতৌ।
যচ্ছ্রুত্বা যূয়মেবাপি গোলোকঞ্চ গমিষ্যথ ॥ ৯৬
সপ্তাহশ্রবণং কার্য্যমুপবাসপরায়ণৈঃ।
কৃষ্ণৈকতানমতিভির্গোলোকগতিদায়কম্ ॥ ৯৭
পুনঃ শৃণুধ্বং সপ্তাহং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ।
একাগ্রচিত্তাঃ সততং কৃষ্ণপ্রেমামৃতপ্রদম্ ॥ ৯৮
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য গোকর্ণস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনঃ শ্রোতুং ভাগবতং সপ্তাহং সমুপাবসন্ ॥৯৯
কৃষ্ণৈকতানমতয়ো নিয়মেন চ নারদ।
পুনস্তে শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥
কথাবসানে ভগবান্ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
আবিরাসীন্মুনিশ্রেষ্ঠ শঙ্খচক্রগদাব্জধৃক্ ॥ ১০১
কিরীটকুণ্ডলধরো বনমালী বিভূষিতঃ।
পীতবাসা ঘনশ্যামঃ কটকাঙ্গদভূষিতঃ ॥ ১০২
তং দৃষ্ট্বা তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে বিষ্বক্‌সেনাদিভির্বৃতম্
পার্ষদপ্রবরৈর্হৃষ্টাঃ প্রণেমুর্ভুবি সঙ্গতাঃ ॥ ১০৩
জয়শব্দো নমঃশব্দস্তদাসীৎ সর্ব্বতো মুনে।
অথ শঙ্খধ্বনিং চক্রে হরিঃ সংহর্ষয়ন্ দ্বিজান্ ॥
তদানেকে বিমানাস্ত বৈকুণ্ঠাৎ সমুপাগতাঃ।
দ্বিজানাং পঞ্চতাং তত্র পার্ষদপ্রবরৈর্যুতঃ ॥ ১০৫
গোকর্ণন্তু সমালিঙ্গ্য দদৌ সারূপ্যমাত্মনঃ।
শ্রোতৄনন্যান্ ঘনশ্যামান্ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥

যেরূপ আশুবিনাশশীল,জীবদেহে পতিত মশক যেমন ক্ষণবিধ্বংসী, ভাগবতশাস্ত্রবর্জ্জিত জনগণও তদ্রূপ সত্বর মরণপন্থী। হে দ্বিজগণ! ভাগবত শ্রুত হইলে মানবের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন ও কর্ম্মসমূহ ক্ষীণ হয়। বৈকুণ্ঠাগত বিমানবরে অবস্থিত সেই দিব্য পুরুষ এইরূপ বলিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিল, সে বিষ্ণুপুরে প্রস্থান করিলে তত্রত্য দ্বিজসত্তমগণ বিস্মিতমনা হইয়া গোকর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বিজগণ কহিলেন,— আমাদিগের সহিত অনেকেই ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন, হে মহাভাগ! কি কারণে তোমার ভ্রাতা একাকী হরিপুরে গমন করিল? গোকর্ণ কহিলেন,—আমার ভ্রাতার সদ্গতির কারণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন, ইহা শুনিয়া আপনারাও গোলোকে গমন করিবেন। কৃষ্ণে একান্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক উপবাসপরায়ণ হইয়া সপ্তাহ কাল গোলোকগতিদায়ক ভাগবত শ্রবণ কর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! আপনারা একাগ্রচিত্ত হইয়া পুনরায় এক সপ্তাহ কাল কৃষ্ণপ্রেমামৃতপ্রদ শ্রীমদ্ভাগবত নিয়ত শ্রবণ করুন। দ্বিজসত্তমগণ গোকর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় এক সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণার্থ উপবিষ্ট হইলেন। হে নারদ! তাঁহারা কৃষ্ণে একান্ত মনোনিবেশ করিয়া নিয়মপূর্ব্বক সপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেন। হে মুনিসত্তম! অনন্তর কথাবসানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কিরীটকুণ্ডলমণ্ডিত বনমালালঙ্কৃত পীতবাসা ঘনশ্যাম কমললোচন কটকাঙ্গদভূষণ ভগবান্ কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর বিষ্বক্‌সেনাদি পার্ষদপ্রবরগণ-পরিবৃত বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া দ্বিজগণ হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা ভূপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৮৮—১০৩। হে মুনে! তখন সর্ব্বদিক্ হইতে জয় শব্দ ও নমঃশব্দ উত্থিত হইল, হরি দ্বিজগণের হৃদয় আনন্দিত করিয়া শঙ্খশব্দ করিলেন। বৈকুণ্ঠ হইতে বহু বিমান আসিল, পার্ষদপ্রবরপরিবৃত হরি দ্বিজগণের সমক্ষে গোকর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ সারূপ্য প্রদান করিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রোতৃবৃন্দকে ঘনশ্যাম পীত-

কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ।
চকার তৎক্ষণাত্তত্র মহদাশ্চর্য্যমপ্যভূৎ ॥ ১০৭
তস্মিন্ গ্রামে স্থিতা যে তু আচণ্ডালজনা মুনে
সমারুহ্য বিমানাংস্তান্ যযুঃ কৃষ্ণাজ্ঞয়া দিবম্ ॥
গোকর্ণসহিতঃ কৃষ্ণো গোপগোপীজনপ্রিয়ঃ ।
গোলোকং সমনুপ্রাপ্তঃ সর্ব্বলোকোপরিস্থিতম্
যত্র বৃন্দাবনং রম্যং শতশৃঙ্গসমাবৃতম্ ॥ ১০৯

তদ্বাহ্যে পরিতো বৃতং বিরজয়া হ্যত্যদ্ভুতং রাজতে,-হরণ্যং তত্র তু মণ্ডপানি সুবহূন্যচ্ছোদ-বাপ্যো হ্রদাঃ ।

গাবঃ কামদুঘাঃ সুরদ্রুমততিচ্ছায়াশ্রিতা গোপকৈঃ, ক্রীড়াতৎপরমানসৈঃ পরিবৃতো নন্দাত্মজঃ ক্রীড়তি ॥ ১১০

মধ্যে তস্য সুকাননস্য রচিতো বৃন্দাবনে-শেচ্ছয়া, রম্যং রত্নসমূহভর্ম্মখচিতং প্রাকার-মুদ্ভাসয়ন্ ।

ন্যগ্রোধঃ সুমহাংস্ততঃ প্রতিদিশং গোপী-জনাধ্যাসিতং, বৎসালঙ্কৃতমদ্ভুতাকৃতিমহচ্ছ্রী-গোকুলং রাজতে ॥১১১

তন্মধ্যে ভবনং হরেরধিকৃতং প্রোদ্ভাসতে ভাস্বরং, যস্মিন্নন্দগৃহেশ্বরী সমুদিতাস্তে রাধয়া-রাধিতা ।

যদ্ভাগ্যং মহদপ্যুমাপতিমুখৈশ্চিন্ত্যং সদাভ্যন্তরৈ,-স্তৎ সূনোর্মধুরাকৃতেরধিকা-স্ত্যদ্যোঘভাস্যাংশুভিঃ ॥ ১১২

বাতাম্বুপর্ণাশনদেহশোষণৈ-
স্তপোভিরুগ্রৈর্জপযজ্ঞকর্ম্মভিঃ ।
অসাধ্যমপ্যাপ সবেদুসম্ভবো
লোকং ন গার্হাখ্যমথপ্রবর্ত্তনাৎ ॥ ১১৩

ইতিহাসমিমং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি ।
সোঽপি গোলোকমভ্যেতি কিং শ্রীভাগবতং পুনঃ ॥ ১১৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ভাগবতমাহাত্ম্যে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৭ ॥

কৌশেয়বসন কিরীটী কুণ্ডলী হারী ও বন-মালী করিয়া দিলেন। হে মুনে! তথায় আর এক বিস্ময়কর ব্যাপারও সংঘটিত হইল,—সেই গ্রামে আচণ্ডাল যে সকল জাতি বাস করিত, কৃষ্ণাদেশে সকলকেই বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে আনয়ন করা হইল। গোপগোপীপ্রিয় কৃষ্ণ গোক-র্ণের সহিত সর্ব্বলোকোপরিস্থিত গোলোকে আগমন করিলেন। এই গোলোকে শত-শৃঙ্গসমাবৃত রম্য বৃন্দাবন বিদ্যমান। উহার বহির্দ্দেশে সমন্তাৎ বিরজা নদী-পরিবৃত এক অত্যদ্ভুত অরণ্য বিরাজিত। ঐ বনে অনেক অত্যুচ্চ মণ্ডপ এবং নির্ম্মল জলপূর্ণ বাপী ও হ্রদ আছে। তত্রত্য গোগণ কামধুক্। তথা-কার কল্পতরু ছায়ায় উপবিষ্ট, ক্রীড়াতৎ-পরমনা গোপগণের সহিত নন্দনন্দন ঐ স্থানে ক্রীড়া করেন। ঐ মনোজ্ঞ অরণ্যের মধ্যভাগে বৃন্দাবনপতির ইচ্ছা-ক্রমে প্রাকারোদ্ভাসী রত্নরাজিখচিত এক সুমহান্ ন্যগ্রোধ তরু বিরাজিত আছে। এ হেন শ্রীসম্পন্ন আশ্চর্য্যরূপ গোকুল তথায় বিরাজমান। উহার দিকে দিকে গোপীগণ বাস করে, বৎসসমূহ বিচরণ করে; তাহার মধ্যে হরির অধিকৃত প্রোদ্-ভাসিত ভাস্বর ভবন বিদ্যমান, ঐ ভবনমধ্যে নন্দগৃহেশ্বরী রাধা কর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া মুদিতা হন। অহো! মহাভাগ্যোদয় উমাপতি-প্রমুখ দেবগণও নন্দগৃহেশ্বরীকে সর্ব্বদা হৃদয়-মধ্যে চিন্তা করেন; কেননা তাঁহার মধুরাকৃতি তনয়ের বিশ্বব্যাপী উজ্জ্বল কিরণেই বৃন্দারণ্যের অধিকতর শোভা হইয়াছে। বায়ু জল ও পত্র মাত্র আহারে দেহশোষণ, গৃহস্থসাধ্য মখপ্রবর্ত্তন কিংবা উগ্র তপস্যা ও জপ যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা যে গোলোক লাভ করা যায় না। শ্রীভাগবতের কথা অধিক কি বলিব, যে মানব এই পূত ইতিহাস শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহারই গোলোক লাভ হইয়া থাকে। ১০৪—১১৪।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৭

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুমারা উচুঃ।
অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামঃ সপ্তাহশ্রবণে বিধিম্।
যেন ভাগবতং সিধ্যেৎ পুংসাং কৃষ্ণার্পিতাত্মনাম্
দৈবজ্ঞং শাস্ত্রকুশলং সমাহূয় ধনাংশুকৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য মুহূর্ত্তন্তু প্রাক্‌পৃচ্ছেদ্ভক্তিমান্নরঃ॥ ২
স বদেদ্যং মুহূর্ত্তন্তু তত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে।
নভোনভস্যেষোর্জ্জাশ্চ সহঃশুচিসমন্বিতাঃ॥ ৩
মাসাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথারম্ভে পূর্ণা চাপি তিথিঃ শুভা
ভৌমার্কিবর্জ্জিতা বারা ভানি ধ্রুবমৃদূনি চ॥ ৪
শুভে যোগে শুভে লগ্নে প্রারম্ভঃ শস্যতে সদা
নিত্যায়াশ্চ কথায়াস্তু পুরাণানাং মুনীশ্বর॥ ৫
দ্বাদশীং বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞোমৃতস্তকসম্ভবাং।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি সপ্তাহেনৈব কেঽপি চ॥ ৬
ন নিষেধোঽস্তি দেবর্ষে প্রাহুরেবং পুরাবিদঃ।
শ্রীভাগবতসপ্তাহো মহাযজ্ঞঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥ ৭
অতো নিমন্ত্রণং কার্য্যং বৈষ্ণবানাং সমন্ততঃ।
সতাং সমাজো ভবিতা সপ্তাহং বৈষ্ণবোত্তমাঃ
আগন্তব্যমতশ্চাত্র বৈজ্ঞবৈঃ শ্রবণার্থিভিঃ।
সমাগতানাং তেষান্তু নিবাসং পরিকল্পয়েৎ॥৯
তীর্থে বাপি বনে বাপি গ্রামে বাপি প্রযত্নতঃ।
সংশোধিতায়াং ভূম্যান্তু মণ্ডপং পরিকল্পয়েৎ॥
কদলীস্তম্ভসংযুক্তং চতুর্দ্দিক্ষু ধ্বজান্বিতম্।
উচ্চমাসনমপ্যুক্তং বক্তুস্তস্যাগ্রতো মুনে॥ ১১
আপার্শ্বদ্বয়মুক্তানি শ্রোতৃণামাসনানি চ।
উদঙ্মুখো ভবেদ্বক্তা সমাজেঽস্মিন্ বিদাংবরঃ
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বৈষ্ণবো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
দৃষ্টান্তকুশলো ধীরো বক্তা কার্য্যোঽতিনিস্পৃহঃ
সর্ব্বসন্দেহহর্ত্তাপি কার্য্যো বক্তা ন চৈব হি।
বক্তুঃ পার্শ্বে সহায়ার্থং স্থাপ্যোঽন্যঃপণ্ডিতঃ সুধীঃ
শ্রোতৃণাং সংশয়চ্ছেত্তাজ্ঞানাং বোধবিধায়কঃ।
কথাবিঘ্নবিঘাতার্থং গণেশং প্রাক্ প্রপূজয়েৎ॥

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

কুমারগণ কহিলেন,—অতঃপর কৃষ্ণার্পিত-মনা মানবগণের যেরূপে ভাগবত শ্রবণ সিদ্ধ হয়, তোমার নিকট সেই সপ্তাহ-শ্রবণের বিধি বলিতেছি। ভক্তিমান্ নর শাস্ত্রকুশল দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাকে ধন এবং বসন দ্বারা পূজা করিয়া প্রথমে শুভ মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি যে মুহূর্ত্তের কথা কহিবেন, পাঠারম্ভে তাহাই প্রশস্ত হইবে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও আষাঢ় মাস পাঠারম্ভে শ্রেষ্ঠ! এইরূপ পূর্ণা তিথি, শনি মঙ্গল ব্যতীত বার, ধ্রুব ও মৃদুগণ নক্ষত্র এবং শুভ যোগ ও শুভ লগ্নে পাঠারম্ভ সতত প্রশস্ত। হে মুনীশ্বর! নিত্য পুরাণপাঠে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দ্বাদশী, জাতাশৌচ ও পরিত্যাজ্য; হে দেবর্ষে! কোন মৃতাশৌচ কোন পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলেন,—সপ্তাহ ভাগবত পাঠে তাহাও পরিত্যাজ্য নহে। বিবুধগণ সপ্তাহ ভাগবত পাঠকে মহাযজ্ঞ বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদিক্ হইতে বৈষ্ণবগণের নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বৈষ্ণবসত্তমগণের সমাগমে সপ্তাহ যাবৎ সাধুসমাজ গঠিত হইবে। অতঃপর শ্রবণার্থী সমাগত ব্যক্তিগণের উপবেশনস্থান কল্পনা করিবে। হে মুনে! তীর্থ, বন অথবা গ্রাম যেস্থানেই পাঠারম্ভ হউক, তত্রত্য শুদ্ধ ভূমিতে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে, তাহাতে কদলীস্তম্ভ রোপণ করিয়া চারিদিক্ ধ্বজান্বিত করিবে এবং তাহার সম্মুখে উচ্চাসনে বক্তা উপবেশন করিবেন। বক্তার উভয় পার্শ্ব মুক্ত থাকিবে, এবং সম্মুখে শ্রোতাদিগের আসন বিন্যস্ত করিবে। বক্তা সভামধ্যে উত্তরমুখ হইয়া বসিবেন, তিনি জ্ঞানিবর, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব, দৃষ্টান্তকুশল, ধীর ও নিস্পৃহ হইবেন। ১—১৩। যিনি সর্ব্ববিষয়ে সন্দেহহর হইয়াও পূর্ব্বোক্ত গুণশালী নহেন, তাঁহাকে বক্তা করিবে না। বক্তার সাহায্যার্থ তাঁহার পার্শ্বে অন্য একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতকে বসাইবে, তিনি শ্রোতাদিগের সংশয়চ্ছেত্তা ও অজ্ঞান-দিগের বোধবিধায়ক হইবেন। কথার

ততো দুর্গাং হরং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং ভাস্করং দ্বিজান্।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা তর্পয়েদ্দেবতাঃ পিতৄন্॥
মুখ্যঃ শ্রোতা ততঃ পশ্চাৎ পূজয়েৎ পুস্তকে হরিম্।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দ্রব্যবস্ত্রফলানি চ॥ ১৭
ধৃত্বাঞ্জলৌ পুস্তকস্থং হরিং সম্প্রার্থয়েন্মুনে।
ত্বং ভাগবত লোকেঽস্মিন্ স্বয়ং কৃষ্ণো ব্যবস্থিতঃ॥ ১৮
সমাশ্রিতো ময়া নাথ মুক্ত্যর্থং ভবসাগরে।
মনোরথো মদীয়োঽয়ং সর্ব্বথা সফলস্ত্বয়া॥ ১৯
নির্ব্বিঘ্নেন প্রকর্ত্তব্যো দাসোঽহং তব কেশব।
ইত্যুচ্চার্য্য মুনে দ্রব্যং পুস্তকাগ্রে সমর্প্য তু।
বক্তারং প্রার্থয়েচ্চাপি নমস্কুর্ব্বন্ কৃতাঞ্জলিঃ॥২০
শুকরূপদ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
শ্রীভাগবতব্যাখ্যানাদজ্ঞানং মে বিনাশয়॥ ২১
ইতি সম্প্রার্থ্য বক্তারং বরয়েৎ পঞ্চবাড়বান্॥২২
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য জপার্থং মুনিসত্তম।
গীতবাদ্যবিধিজ্ঞাংশ্চ সম্পূজ্যার্থাংশুকাদিভিঃ॥
স্থাপয়েৎ কীর্ত্তনার্থন্তু কথান্তে বিধিবন্মুনে।
যস্তু জায়াধনাগারপুত্রচিন্তাং ব্যুদস্য চ॥ ২৪
শৃণুয়াদেকচিত্তস্তু স সমগ্রং ফলং লভেৎ।
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য সার্দ্ধত্রিপ্রহরান্তকম্॥ ২৫
পঠিত্বার্থঃ প্রকর্ত্তব্যো বাক্যমধ্যায়মেব বা।
মধ্যাহ্নে ঘটিকাযুগ্মং বিরমেদপি নারদ॥ ২৬
কথাবসানে কর্ত্তব্যং কীর্ত্তনং কেশবস্য চ।
উপবাসঃ প্রকর্ত্তব্যঃ শ্রোতৃভিস্তৎফলেপ্সুভিঃ॥
তদশক্তো হবিষ্যান্নং সকৃৎ স্বল্পং সমাচরেৎ॥২৮
জলেনাপি ফলেনাপি দুগ্ধেন চ ঘৃতেন বা।
কেবলেনৈব কর্ত্তব্যং নির্ব্বিঘ্নং ধারণং তনোঃ।
সপ্তাহব্রতিনাং পুংসাং নিয়মান্ শৃণু নারদ॥ ২৯
বিষ্ণুদীক্ষাবিহীনানাং নাধিকারোঽত্র কীর্ত্তিতঃ

বিঘ্নবিঘাতার্থ অগ্রে গণেশের পূজা করিবে, তার পর দুর্গা, হরি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ভাস্কর ও দ্বিজগণের পূজা করিতে হইবে। ইঁহাদিগকে ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করিয়া পরে দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তার পর প্রধান শ্রোতাকে পূজা করিয়া পুস্তকের উপর হরির পূজা করিতে হইবে। হে মুনে! অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া হস্তে বস্ত্র ফলাদি দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক পুস্তকস্থ হরিকে প্রার্থনা করিবে; "হে ভাগবত! তুমি ইহলোকে স্বয়ং কৃষ্ণরূপে অবস্থিত, হে নাথ! আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শরণ লইলাম; আমার এই মনোরথ সর্ব্বথা তুমি সিদ্ধ কর। হে কেশব! আমি তোমার দাস, আমার এই কার্য্য বিঘ্নহীন কর।" হে মুনে! এইরূপ উচ্চারণ করিয়া পুস্তকাগ্রে বস্ত্রাদি বস্তু বিন্যস্ত করিবে, তার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিতে করিতে বক্তার নিকট প্রার্থনা করিবে;—"হে শুকরূপ দ্বিজসত্তম! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ; আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া আমার অজ্ঞান নাশ করুন।" হে মুনিসত্তম! বক্তার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপার্থ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিবে; তার পর কীর্ত্তনার্থ গীত-বাদ্য-বিধিজ্ঞগণকে ধন বসনাদি দ্বারা সৎকার করিয়া স্থাপন করিবে। হে মুনে! কথান্তে তাঁহারা যথাবিধি কীর্ত্তন করিবেন। যে মানব জায়া, ধন, গৃহ ও পুত্রচিন্তা পরিহার করিয়া একচিত্তে ভাগবত শ্রবণ করে, তাহার অনন্ত ক্রিয়াফল লাভ হয়। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। পাঠান্তে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে। মধ্যাহ্নকালে দুই ঘটিকা পাঠে বিরত থাকিবে। তৎকালে কোনও অধ্যায় কিম্বা কোনও উপাখ্যানের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। শ্রোতৃগণ শ্রবণফললাভার্থ উপবাস করিবে অথবা অশক্তপক্ষে একবার মাত্র স্বল্প পরিমাণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। যাহাতে দেহ নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা হয়, এইরূপ করিয়া জল অথবা ফল কিংবা কেবল দুগ্ধ বা ঘৃত ভোজন করিবে। হে নারদ! সপ্তাহব্রতী মানবের নিয়মনিচয় শ্রবণ কর। ১৪—২৯। বিষ্ণু-

ব্রহ্মচর্য্যমধঃসুপ্তিঃ পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্ ॥ ৩০
সমাচরেন্নিত্যমেব সপ্তাহে মুনিসত্তম ।
দ্বিদলং মধু তৈলঞ্চ পরান্নঞ্চেক্ষুজং রসম্ ॥ ৩১
ভাবদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টং জহ্যাৎ পর্য্যুষিতং ব্রতী ।
পলাণ্ডুং লশুনং হিঙ্গুং মূলকং গৃঞ্জনং তথা ॥ ৩২
নালিকাঞ্চৈব কুষ্মাণ্ডং নরো নাদ্যাৎ কথাব্রতী
কামং ক্রোধং মদং লোভং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব চ
মোহং দ্বেষং তথা হিংসাং নৈব কুর্য্যাৎ কথাব্রতী
বেদবৈষ্ণববিপ্রাণাং গুরুগোব্রতিনাং তথা ।
স্ত্রীরাজমহতাঞ্চাপি নিন্দাং জহ্যাৎ কথাব্রতী ॥
সত্যং শৌচং দয়াং মৌনমার্জ্জবং বিনয়ং তথা ।
মনঃপ্রসন্নতাং চাপি বুধঃ কুর্য্যাৎ কথাব্রতী ॥ ৩৬
শ্রীকামস্তনয়ার্থী চ জয়কামশ্চ মোক্ষধীঃ ।
শৃণুয়াদ্বৈ ভাগবতং নিষ্কামঃ শ্রীহরিং লভেৎ ॥
সপ্তমে দিবসে কুর্য্যাদ্ব্রতমনং তৎসমাপ্তিকে ।
বক্তুশ্চ পূজা কর্ত্তব্যা গোভূস্বর্ণাম্বরাদিভিঃ ॥৩৮
প্রসাদতুলসীং মালাং শ্রোতৃভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ
উৎসবশ্চ তথা কার্য্যো গীতবাদ্যবিশারদৈঃ ॥৩৯
গীতার্থং শৃণুয়াচ্চাপি পরেঽহনি বিচক্ষণঃ ।
প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াদ্গায়ত্র্যা বা যথাবিধি ॥ ৪০
পায়সং মধু সর্পিশ্চ তিলাংস্তণ্ডুলকান্ যবান্ ।
শর্করাঞ্চ প্রিয়ালঞ্চ দ্রাক্ষাং বাতাদখর্জ্জুরৌ ॥৪১
অম্ভোজানি চ কর্পূরং চন্দনাগুরুণী পুরম্ ।
লবঙ্গং বিল্বপত্রাণি সহস্রঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২
বিঘ্নস্য চ বিঘাতার্থং ন্যূনাধিক্যনিবৃত্তয়ে ।
আত্মনঃ পূততার্থঞ্চ পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ৪৩
দ্বাদশাষ্টাদশাথাপি শ্রদ্ধয়া হ্যধিকাংস্তথা ।
পায়সেনাশয়েদ্বিপ্রান্ স্বর্ণং ধেনুশ্চ দক্ষিণা ॥ ৪৪
ব্রতসিদ্ধ্যর্থমপ্যত্র প্রোষ্ঠপদ্যামথাপি বা ।
স্বর্ণসিংহং বিনির্ম্মায় তস্য পৃষ্ঠে নিধায় চ ॥ ৪৫
শ্রীমদ্ভাগবতং বক্ত্রে লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ ।

দীক্ষাবিহীন মানবগণের এ ব্রতে অধিকার নাই। ব্রতী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য পালন, মৃত্তিকা-শয়ন ও পত্র পাত্রে ভোজন করিবে। হে মুনিসত্তম! সপ্তাহকাল এই সকল নিয়ম নিত্যই পালন করিতে হইবে। দ্বিদল, মধু, তৈল, পরান্ন, ইক্ষুরস, ভাবদুষ্ট,ক্রিয়াদুষ্ট, পর্য্যুষিতান্ন, পলাণ্ডু, লশুন, হিঙ্গু, মূলক, গৃঞ্জন, নালিক ও কুষ্মাণ্ড, কথাব্রতী ব্যক্তি এই সমস্ত ভোজন করিবে না। কথাব্রতী কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, দম্ভ, মাৎসর্য্য, মোহ, দ্বেষ ও হিংসা ত্যাগ করিবে। কথাব্রতী বুদ্ধিমান্ মানব বেদ, বৈষ্ণব, বিপ্র, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রী, রাজা ও মহদ্ব্যক্তির নিন্দা করিবে না; সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সরলতা, বিনয় এবং মনঃপ্রসন্নতা অবলম্বন করিবে। ভাগবতশ্রবণে শ্রীকামী শ্রী, তনয়কামী তনয় ও জয়কামী জয়লাভ করে; কিন্তু মোক্ষকামী মানব নিষ্কাম হইয়া ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রীহরির পদ লাভ করিয়া থাকেন। সপ্তম দিবসে সমাপ্তিসময়ে উপবাস করিয়া গো, ভূমি, স্বর্ণ ও উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা বক্তার পূজা করিবে এবং শ্রোতৃগণকে তুলসীমালা প্রসাদ প্রদান করিবে। পরে গীতবাদ্যবিশারদ ব্যক্তিগণ দ্বারা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি পরদিনে গীতার্থশ্রবণ ও প্রতি-শ্লোকে অথবা গায়ত্রী পাঠে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিবেন। পায়স, মধু, ঘৃত, তিল, তণ্ডুল, যব, শর্করা, প্রিয়াল, দ্রাক্ষা, বাদাম, খর্জ্জুর, পদ্ম, কর্পূর, চন্দন, অগুরু, লবঙ্গ, গুগ্গুলু ও বিল্বপত্র এই সকল দ্রব্যে পৃথক্ পৃথক্ সহস্র হোম করিবে। অতঃপর ক্রিয়ার বিঘ্নবিঘাত, ন্যূনাধিক্যনিবৃত্তি এবং নিজের পবিত্রতার জন্য সহস্রনাম পাঠ করিবে। দ্বাদশ, অষ্টাদশ কিংবা শ্রদ্ধাধিক্যহেতু ইহারও অধিকসংখ্যক দ্বিজগণকে পায়স দ্বারা ভোজন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে স্বর্ণ ও ধেনু দক্ষিণা দান করিবে ।৩০—৪৪। ব্রতসিদ্ধির জন্য সমাপ্তিদিবসে অথবা ভাদ্রী পূর্ণিমায় স্বর্ণসিংহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে ভাগবত আরোপিত করিয়া কিংবা তাহার গলদেশে লেখন করিয়া অর্পণ করিবে। এইরূপ

এবং কৃতে বিধানে তু সর্ব্বপাপনিবারণম্ ॥ ৪৫
ভবেচ্ছ্রোতুঃ সুফলদং শ্রীমদ্ভাগবতং শ্রুতম্।
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাণাং সাধনং ভক্তিদায়কম্ ॥৪৭
ন কার্য্যং বিদ্যতে লোকে যদনেন ন সিধ্যতি।
ততো ভাগবতং লোকে পুরাণেভ্যোঽধিকং মতম্ ॥ ৪৮
দোষাষ্টাদশনির্ম্মুক্তো বাচকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈর্হি মুক্তো শ্রোতা মতো বুধৈঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং কামদং নৃণাম্।
তথাপি শ্রবণঞ্চাস্য নিষ্কামস্যৈব ভক্তিদম্ ॥ ৫০
শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ,
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যলং,
পর্ণান্যষ্টদশেষ্টদোঽতিসুলভো বর্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কৃতং চাপি তবেপ্সিতম্
জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তীনাং তারুণ্যং লোকমোক্ষদম্

সূত উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তে কুমারাস্তু কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সুধয়াপ্লুতাঃ।
বিরেমুর্ভগবদ্ভক্তা দীনোদ্ধরণতৎপরাঃ ॥৫৬
তদ্বাক্যন্তু সমাকর্ণ্য নারদো ভগবৎপ্রিয়ঃ।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা তানুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৪
নারদ উবাচ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবদ্ভিঃ করুণাপরৈঃ
যদ্ভাগবতসপ্তাহান্নিকটে দর্শিতো হরিঃ ॥ ৫৫
এবং ব্রুবতি বৈ তস্মিন্নারদে বৈষ্ণবোত্তমে।
পর্য্যটংস্তং সমায়াতস্তত্র যোগেশ্বরঃ শুকঃ ॥ ৫৬
দ্বিরষ্টবর্ষাকৃতিরম্বুজাক্ষো
ব্যাসাত্মজো জ্ঞানপয়োধিচন্দ্রঃ।
কথাবসানে নিজলাভতুষ্টো
হৃদানিশং ভাগবতং পঠংশ্চ ॥ ৫৭
দৃষ্ট্বা সদস্যাস্তমথো রুতেজসং
সদ্যঃ সমুত্থায় বরাসনং দদুঃ।
স চোপবিষ্টঃ সুখমাসনে যদা
তদাবিরাসীদ্ধরিরব্জলোচনঃ ॥ ৫৮

বিধানে ভাগবত ব্রত করিলে ব্রতীর সর্ব্বপাপ নিবৃত্ত হয় এবং শ্রোতার শ্রবণফললাভ হইয়া থাকে। ভাগবত ভক্তিদায়ক এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক। ইহা দ্বারা সিদ্ধ না হয়, এমন কর্ম্ম ত্রিলোকে কিছুই নাই; এইজন্যই পুরাণসমূহ মধ্যে ভাগবত আধিক্য লাভ করিয়াছে। বুধগণ বলেন,—যিনি অষ্টাদশ দোষে নির্ম্মুক্ত, তিনি বক্তা এবং যিনি দ্বাত্রিংশৎ অপরাধে অপরাধী নহেন, তিনি শ্রোতা হইতে পারেন। শ্রীমদ্-ভাগবত যদিও সর্ব্বকামদ, তথাপি এই ভক্তিদ শাস্ত্র নিষ্কাম হইয়াই শ্রবণ করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত নামক সুরতরুর অঙ্কুর সজ্জন, আলবাল ভক্তি; ইহার স্কন্ধ দ্বাদশ, শাখা দ্বিপঞ্চাশ, পত্র অষ্টাদশ সহস্র; ইহা সুলভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই তোমার অভীষ্ট ভাগবত কথিত হইল, ইহা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি উদ্দীপিত করে এবং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। সূত কহিলেন,—দীনোদ্ধরণতৎপর কৃষ্ণপদসুধাপ্লুত ভাগবদ্ভক্ত, কুমারগণ এই-রূপ কহিয়া বিরত হইলেন, তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া ভগবৎপ্রিয় নারদ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রেম-গদ্গদবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগি-লেন। নারদ বলিলেন,—আপনারা করুণা-পরায়ণ, আপনাদিগের দ্বারা আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আপনাদের মুখে সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণে আমি হরিকে নিকটে দর্শন করিলাম। ৪৫—৫৬। কথাবসানে বৈষ্ণবোত্তম নারদ এইরূপ বলিতে থাকিলে তথায় পর্য্যটন করিতে করিতে যোগেশ্বর অম্বুজনয়ন, জ্ঞানাম্বুধির ইন্দু, নিজলাভসন্তুষ্ট ষোড়শবর্ষবয়স্ক ব্যাস-নন্দন শুক হৃদয়ে নিরন্তর ভাগবত চিন্তা করিতে করিতে সমাগত হইলেন। সদস্যগণ সেই প্রভূততেজা শুককে অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উত্তম আসন প্রদান করিলেন। তিনি সুখে আসনোপবিষ্ট হইলে অম্বুজনয়ন হরি তথায় আবির্ভূত

ভবো ভবান্যা কমলাসনঃ সুতৈ-
স্তত্রাগতঃ কীর্ত্তনদর্শনায় চ।
সুরেশমুখ্যাস্ত্রিদশা বিমানকৈঃ
সমাগতাস্তৈরভবদ্‌বৃতং নভঃ॥ ৫৯
প্রহ্লাদস্তালধারী তরলগতিতয়া হ্যুদ্ধবঃ
কাংস্যধারী, বীণাধারী সুরর্ষিঃ স্বরকুশলতয়া
রাগকর্ত্তার্জ্জুনোহভূৎ।
ইন্দ্রো মার্দ্দঙ্গিকোভূজ্জয়জয়সুবচঃ
প্রাবদংস্তে কুমারাঃ, সম্ভাবস্য প্রবক্তা নিরতি-
শয়গুণো ব্যাসপুত্রো বভূব॥ ৬০
ননর্ত্ত মধ্যে ত্রিকমেব তত্র
জ্ঞানাদিকানাং নবরূপযুক্তম্।
অলৌকিকং কীর্ত্তনকং সমীক্ষ্য
প্রসন্নচেতা হরিরিত্যুবাচ॥ ৬১
মত্তো বরং ভাগবতা বৃণীধ্বং
প্রীতাৎ কথাকীর্ত্তনতো ভৃশং বঃ।
শ্রুত্বাথ তদ্বাক্যমতিপ্রসন্নাঃ
প্রেমার্দ্রচিত্তা হরিমূচিরে তে॥৬২
কুমারা ঊচুঃ।
সপ্তাহযজ্ঞেন বিতায়তেন
সদ্যঃ প্রসন্নো ভবিতা মুরারে।
কলৌ যুগে ঘোরতরে নরাণাং
স্বল্পায়ুষাং বিঘ্নশতাকুলানাম্॥ ৬৩
এবং বরং বিশ্ববিধানপালন-
প্রণাশহেতোর্ভবতোহখিলাত্মনঃ।
বৃণীমহেহন্তো ন মনোরথো বিভো
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবিণাং হি নঃ॥ ৬৪
এবমস্ত্বিতি চৈবোক্ত্বা তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ।
নারদঃ সুপ্রসন্নাত্মা কুমারানভ্যবাদয়ৎ॥ ৬৫
ততস্তে সনকাদ্যাশ্চ ভৃগ্বাদ্যাশ্চ শুকাদয়ঃ।
প্রযযুঃ স্বাশ্রমান্ হৃষ্টাঃ পীত্বা তচ্চ কথামৃতম্॥৬৬
ভক্তিঃ সুতাভ্যাং সহিতা নারদেন প্রবর্ত্তিতা।
ভূমণ্ডলে সমস্তেহস্মিংস্তদা প্রভৃতি শৌনক॥৬৭

হইলেন। অতঃপর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভব ভবানীর সহিত এবং পদ্মযোনি নিজ আত্মজগণ সহ কীর্ত্তন দর্শনার্থ সমাগত হইলেন; প্রধান প্রধান দেবগণ বিমানারোহণে আগমন করিলেন, তাঁহাদের আগমনে গগন সমাবৃত হইল। তরল গতি দ্বারা প্রহ্লাদ আসিয়া কীর্ত্তনের তাল ধারণ করিলেন এবং উদ্ধব কাংস্য ও দেবর্ষি বীণা গ্রহণ করিলেন; আর স্বরকুশল অর্জ্জুন রাগকর্ত্তা হইলেন। ইন্দ্র মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন, কুমারগণ উত্তম জয় জয় বাক্য উচ্চারণ করিলেন, এবং নিরতিশয়গুণ সম্ভাববক্তা ব্যাসতনয় শুক ইহাঁদিগের মধ্যে থাকিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানের প্রকারভেদে নবধা বিভক্ত ভক্তির তিন তিনটি অবস্থার অভিব্যক্তি করিয়া শুক, প্রহ্লাদ ও উদ্ধব ইহাঁরা তিনজনে মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই অলৌকিক কীর্ত্তন অবলোকনে হরি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন,—হে ভাগবতোত্তমগণ! আপনাদের কথা কীর্ত্তনে আমি নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি, আপনারা আমার নিকট বর প্রার্থনা করুন। সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহারা সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রেমার্দ্রহৃদয়ে হরিকে কহিতে লাগিলেন। কুমারগণ কহিলেন,—হে মুরারে! ঘোরতর কলিকালে মানবগণ অল্পায়ু ও শত শত বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, তখন সপ্তাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আপনি তাহাদের প্রতি সদ্যঃ সন্তুষ্ট হইবেন; আপনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু ও অখিলাত্মা, আপনার নিকট আমরা মাত্র এই বরই প্রার্থনা করি। হে প্রভো! আমরা আপনার পাদপদ্মসেবী, সুতরাং আমাদের ইহা ব্যতীত অন্য মনোরথ নাই। ৫৯—৬৪। অনন্তর হরি 'তাহাই হউক' এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, সুপ্রসন্নাত্মা নারদ কুমারগণের অভিবাদন করিলেন; সনকাদি সিদ্ধগণ, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও শুকাদি যোগিগণ সেই কথামৃতপানে হৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে শৌনক! নারদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিতা ভক্তি তদবধি সুতদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত মহীমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

মহাদেব উবাচ।
আখ্যানং মহদাকর্ণ্য প্রীতাত্মা শৌনকঃ প্রিয়ে
পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ সূতং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জনম্‌ ॥ ৭৮
শৌনক উবাচ।
শুকেনোক্তং কদা রাজ্ঞে গোকর্ণেন কদা পুনঃ
সুরর্ষয়ে কদা ব্রাহ্মেরেতদাখ্যাহি মানদ ॥ ৬৯
সূত উবাচ।
শ্রীকৃষ্ণনির্গমাত্রিংশদ্বর্ষাবধি গতে কলৌ।
ভাদ্রশুক্লনবম্যাং বৈ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ ॥
পরীক্ষিচ্ছ্রবণান্তে তু গতে বর্ষশতদ্বয়ে।
শুচিশুক্লনবম্যাস্ত গোকর্ণোঽকথয়ৎ কথাম্‌ ॥ ৭১
কলৌ সহস্রমব্দানামধুনা প্রগতং দ্বিজ।
পরীক্ষিতো জন্মকালাৎ সমাপ্তিং নীয়তাং মখঃ
মহাদেব উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শৌনকো মুনিসত্তমঃ।
পূর্ণং চকার তং যজ্ঞং সহস্রপরিবৎসরম্‌ ॥ ৭৩
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ কৌর্ম্মং মাৎস্যঞ্চ বামনম্‌
বারাহং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং নারদীয়ং ভবিষ্যকম্‌ ॥৭৪
আগ্নেয়মর্দ্ধং বৈ সূতাচ্ছ্রুবুর্লোমহর্ষণাৎ।
এতানি তু পুরাণানি দ্বাপরান্তে শ্রুতানি হি ॥৭৫
শৌনকাদৈ্যর্মুনিবরৈর্যজ্ঞারম্ভাৎ পুরৈব হি।
যদা তু তীর্থযাত্রায়াং বলদেবঃ সমাগতঃ ॥৭৬
নৈমিষং মিশ্রকং নাম সমাহূতো মুনীশ্বরৈঃ।
তত্র সূতং সমাসীনং দৃষ্ট্বা স্বধ্যাসনোপরি ॥ ৭৭
চুক্ষুভে ভগবান্‌ রামঃ পর্ব্বণীব মহোদধিঃ।
অষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং পারণাহনি পার্ব্বতি ॥ ৭৮
পূর্ব্বার্দ্ধযামবেলায়াং ভাবিত্বাৎ কৃষ্ণমায়য়া।
মুষ্ট্যো দর্ভকরো রামঃ প্রাহরল্লোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৯
ততো মুনিগণাঃ সর্ব্বে হাহাকারপরায়ণাঃ।
বভূবুর্নগজেঽত্যর্থং শোকদুঃখাকুলান্তরাঃ।
উচুশ্চ রামং লোকেশং বিনয়েন ক্ষমাপরাঃ ॥ ৮০
ঋষয় উচুঃ।
রামরাম মহাবাহো ভবতা লোককারিণা ॥ ৮১

মহাদেব বলিলেন,—হে প্রিয়ে। এই মহোপাখ্যান শ্রবণে প্রীতাত্মা শৌনক সূতসমীপে পুনরায় সর্ব্বসন্দেহভঞ্জন এক প্রশ্ন করিলেন। শৌনক কহিলেন,—হে মানদ! শুক পরীক্ষিতের নিকট, গোকর্ণ ভ্রাতার নিকট এবং ব্রহ্মনন্দন কুমারগণ নারদের নিকট ইহা কখন বলিলেন? এ সমস্তবর্ণন কর। সূত বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিতিতল হইতে নির্গমন করিলে ত্রিংশৎ বৎসর পরে কলির আবির্ভাব হয়, তৎকালে ভাদ্রী শুক্লা নবমী তিথিতে শুক রাজার নিকট এই ভাগবতী কথার আরম্ভ করেন। পরীক্ষিতের শ্রবণান্তে দুই শত বৎসর পরে আষাঢ়ী শুক্লা নবমীতে গোকর্ণ ইহা কীর্ত্তন করেন। হে দ্বিজ! রাজা পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে অধুনা কলির সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে; অতএব আপনি যজ্ঞ সমাপ্ত করুন। মহাদেব কহিলেন,—মুনিসত্তম শৌনক সূতের মুখে এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সহস্র বৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। সেই শৌনকাদি ঋষিগণ দ্বাপরের অবসানে লোমহর্ষণ সূতের নিকট ব্রাহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, কূর্ম্ম, মাৎস্য, বামন, বরাহ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, নারদীয়, ভবিষ্য ও অগ্নি পুরাণের অর্দ্ধ—এই সকল শ্রবণ করিলেন। শৌনকাদি মুনিবৃন্দ যজ্ঞারম্ভ করিলে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে মহামতি বলদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া নৈমিষ কাননে আনয়ন করেন। পর্ব্বকালে মহোদধি যেমন ক্ষুব্ধ হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌ বলদেব সূতকে সেই ঋষিসভায় উচ্চাসনে সমাসীন অবলোকন করিয়া ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। হে পার্ব্বতি! এদিন আষাঢ়ী শুক্লা দ্বাদশীর পারণাদিন ছিল, কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া বলদেব পূর্ব্বার্দ্ধপ্রহর বেলায় সূতকে কুশ-করে প্রহার করিলেন। ইহাতেই সূতের মৃত্যু হইল। ৬৫—৭৯। তখন সেই হস্তিনাপুরের নৈমিষ-কাননবাসী ঋষিগণ হাহাকার-পরায়ণ হইয়া সাতিশয় শোকে দুঃখাকুলিত হইলেন এবং সেই ক্ষমাশীল ঋষিগণ লোকেশ সঙ্কর্ষণকে বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাবাহো বলরাম

অজানতেবাচরিতা হিংসা ব্রহ্মবধাধিকা।
ব্যাসশিষ্যো হ্যয়ং সাক্ষাৎ পুরাণর্ষির্মহাতপাঃ॥
অস্মৈ হ্যধ্যাসনং দত্তমস্মাভির্যজ্ঞকর্ম্মণি।
অষ্টাদশপুরাণানাং বাচকায় কৃতক্ষণৈঃ॥ ৮৩
কথায়াং জগদীশস্য দীর্ঘমায়ুশ্চ মানদ।
ত্বমবাংল্লোকরক্ষার্থং ধর্ম্মসেতুপ্রবর্ত্তকঃ॥ ৮৪
আবির্ভূতো জগন্নাথো নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ।
ইত্যুক্তা মুনয়স্তে তু বলদেবাগ্রতঃ প্রিয়ে।
তুষ্ণীং বভূবুঃ সহসা স্মরন্তো নিয়তের্বলম্॥৮৫
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ রামঃ শক্রনিষূদনঃ।
বিপ্রান্ সম্প্রীণয়ংস্তাংস্তু লোকবেদপথানুগঃ॥৮৬

শ্রীরাম উবাচ।

বিপ্রাঃ শৃণুত ভদ্রং বঃ কোপং ত্যক্তা সুদূরতঃ
যদহং বেদ্মি ভবতামভীষ্টং কার্য্যসিদ্ধিদম্॥৮৭
অস্য পুত্রো মহাজ্ঞানী ভবিষ্যতি বরান্মম॥ ৮৮
ভবতামীপ্সিতং সর্ব্বং শাস্ত্রং বৈ কথয়িষ্যতি।
যদর্থমহমাহূতস্তচ্চ কার্য্যং সমুচ্যতাম্॥ ৮৯

মহাদেব উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তে তু রামস্য সুমহাত্মনঃ।
বল্বলস্য বধার্থায় প্রেরয়ামাসুরীশ্বরম্॥ ৯০
ততঃ স বল্বলং হত্বা প্রসাদ্য মুনিপুঙ্গবান্।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতস্তীর্থযাত্রামুপাগমৎ॥৯১
তীর্থযাত্রাং গতে রামে শৌনকাদ্যা মুনীশ্বরাঃ
লোমহর্ষণিমাহূয় সৎকৃত্য নগনন্দিনি॥ ৯২
তৎপদে স্থাপয়ামাসুঃ শেষসঙ্কীর্ত্তনায় বৈ।
আগ্নেয়োত্তরমাহাত্ম্যং শ্রীমদ্ভাগবতাস্তকম্।
পুরাণসপ্তকং সার্দ্ধং শুশ্রুবুর্হৃষ্টমানসাঃ॥৯৩
দশ সপ্ত পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ॥ ৯৪
নাপ্তবান্মনসন্তোষং ভারতেনাপি ভামিনি।
জ্ঞাত্বাস্য হৃদয়ং খিন্নং নারদো দেবদর্শনঃ॥৯৫
সমাজগাম ভগবান ব্যাসস্যাশ্রমমুত্তমম্।

আপনি লোককর্ত্তা, আপনি অজ্ঞানের ন্যায় যাহা আচরণ করিয়াছেন, ইহা ব্রহ্মবধ হইতেও অধিক। এই ব্যাসশিষ্য সূত সাক্ষাৎ পুরাণ ঋষি, এজন্য আমরা এই মহাতপাকে যজ্ঞকার্য্যে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছি। হে মানদ! ইনি অষ্টাদশ পুরাণের বাচক; ইহাঁকে দীর্ঘায়ু জানিয়া আমরা ইহাকে ভগবৎকথায় বরণ করিয়াছি। আপনি লোকরক্ষার্থ ধর্ম্মসেতুর প্রবর্ত্তকরূপে আবির্ভূত, আপনি জগন্নাথ এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। হে প্রিয়ে! মুনিগণ এইরূপ কহিয়া নিয়তির প্রভাব স্মরণপূর্ব্বক বলদেবের সম্মুখে সহসা তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সর্ব্ব লোক ও বেদপথানুগ শক্রনিষূদন ভগবান্ বলদেব সেই সকল ঋষির প্রীতিসাধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। বলরাম বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সুদূরে কোপ পরিহারপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল হউক। আমি আপনাদের কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ অভীষ্ট জানিতে পারিয়াছি, আমার বরে ইহাঁর পুত্র মহাজ্ঞানী হইবেন, তিনি আপনাদের অভীষ্ট সর্ব্ব শাস্ত্র কীর্ত্তন করিবেন। এক্ষণে কি জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন? তাহা ব্যক্ত করুন। মহাদেব কহিলেন,—মুনিগণ মহাত্মা বলদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বল্বলের বধার্থ সেই ঈশকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলদেব বল্বলকে বধ করিয়া মুনিপুঙ্গবগণের প্রীতি সাধন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহাদের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। হে নগনন্দিনি! অনন্তর বলরাম তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলে শৌনকাদি মুনীশ্বরগণ লোমহর্ষণনন্দনকে আহ্বানপূর্ব্বক সৎকার করিয়া অবশিষ্ট শাস্ত্র বর্ণন জন্য তাঁহাকে সূতপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর সূতনন্দন অগ্নি পুরাণের মহনীয় উত্তরার্দ্ধ হইতে ভাগবতান্ত কথা কীর্ত্তন করিলেন। ঋষিগণ পূর্ব্বে সার্দ্ধ দশখানি পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি অবশিষ্ট সার্দ্ধ সপ্ত পুরাণ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমনা হইলেন। ৮০-৯৬। সত্যবতীতনয় ব্যাস সপ্তদশ পুরাণ প্রণয়ণে প্রীতি প্রাপ্ত হন না, হে ভামিনি! ভারত প্রণয়ন করিয়াও তাঁহার মনের তৃপ্তি

তং দৃষ্ট্বা বাসবীসূনুঃ সৎকৃত্যাসনপূর্ব্বকম্ ॥৯৬
নারদং পূজয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
অথ তং নারদঃ প্রাহ কিং ভবান্ ক্লিষ্টমানসঃ ॥
ধ্যায়তে তৎ সমাচক্ষ্ব সর্ব্বং সন্দেহকারণম্।
ইতি পৃষ্টঃ স মুনিনা পরাশরসুতোঽব্রবীৎ ॥ ৯৮
ব্রহ্মন্ কিং কারণং চেতোমোহে জানে ন তত্ত্বতঃ।
ভবান্ বিজ্ঞানকুশলো জ্ঞাত্বা তৎ প্রব্রবীতু মে
এবং বিজ্ঞাপিতস্তেন নারদোঽধ্যাত্মকোবিদঃ।
উবাচ পরমং তত্ত্বং যদুক্তং বিধিনাত্মনে ॥ ১০০
নারদ উবাচ।
শৃণু পারাশরে মত্তঃ কারণং যেন বৈ তব।
অসম্পন্নং মনো ভাতি শাস্ত্রযোনেরপি প্রভোঃ
ত্বয়াবতীর্য্য লোকেঽস্মিন্ বেদা ব্যস্তা বিভাগশঃ
কৃতানি চ পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ ॥১০২

যত্র সর্ব্বত্রয়ীধর্ম্মো বর্ণাশ্রমনিবাসিনাম্।
নির্দ্দিষ্টো বীক্ষ্য কালেন নৃণামল্পায়ুষাং কলৌ ॥
যত্রাধিকারঃ সর্ব্বেষাং দৃশ্যতে শ্রবণাদিষু।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং সাধূনাং সাধুসঙ্গমঃ ॥১০৪
ধর্ম্মাদয়ো যথা শশ্বদ্বর্ণিতাস্তেষু বৈ ত্বয়া।
প্রাধান্যেন তথা নৈব বর্ণিতো মহিমা হরেঃ।
সর্ব্বধর্ম্মক্রিয়াশূন্যে কলৌ দোষনিধৌ মুনে ॥
ন গতিঃ পাপকর্ত্তৄণাং বিনা কৃষ্ণকথামৃতম্।
এষ এব গুণো হ্যস্মিন্ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
যৎকৃষ্ণকীর্ত্তনেনৈব মুচ্যন্তে কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥১০৬
যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম জ্ঞানং ধ্যানং কৃতাদিষু
সিদ্ধিদঞ্চ তথা ব্রহ্মন্নামকীর্ত্তনকং কলৌ ॥১০৭
অতো বৈ কলিজাতানামুদ্ধারার্থং নৃণাং ভবান্
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং বর্ণয়স্বলম্।
যেন প্রবর্ত্তিতেনাঙ্গ ভবতো মানসং ধ্রুবম্ ॥১০৯

হয় না। একদা দেবদর্শন ভগবান্ নারদ তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ বিদিত হইয়া তদীয় উত্তম আশ্রমে আসিয়া উপনীত হন। ব্যাস তাঁহাকে অবলোকন করিয়া আসনাদি দানে সৎকারপূর্ব্বক বিধিবোধিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। অনন্তর নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি নিমিত্ত ক্লিষ্টমনা হইয়াছেন, এবং কি চিন্তা করিতেছেন? যদি কিছু সন্দেহের কারণ থাকে, তাহা সমস্ত বর্ণন করুন। নারদ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরাশরাত্মজ ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কি জন্য আমার চিত্ত মোহাপন্ন হইতেছে, আমি তত্ত্বতঃ তাহা জানিতে পারিতেছি না; আপনি বিজ্ঞান কুশল, অতএব ইহা জানিয়া আমাকে বলুন। অধ্যাত্মকোবিদ নারদ ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া, এ বিষয়ে ব্রহ্মা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পরম তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন। নারদ কহিলেন,—হে পরাশর-তনয়! যে কারণে সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণেতা ভবাদৃশ প্রভুর মন অপ্রসন্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, আমার নিকট সে কারণ শ্রবণ করুন। হে অনঘ! আপনি ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়া বেদের বিভাগ ও ইতিহাস সহ পুরাণনিচয় রচনা করিয়াছেন, কলিলোকের আয়ু স্বল্প জানিয়া আপনি বর্ণাশ্রমবাসীদিগের যথাযথ বেদধর্ম্মের বিধানও করিয়াছেন, যাহাতে সাধুশীল স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুগণের শ্রবণে অধিকার জন্মে, তথাবিধ ধর্ম্মাদিরও আপনি সাধুসম্মত ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু আপনার বর্ণিত শাস্ত্রসমূহে হরির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রাধান্য রক্ষিত হয় নাই। হে মুনে! সর্ব্বধর্ম্মক্রিয়াহীন দোষবহুল কলিকালে কৃষ্ণকথামৃত ব্যতীত পাপকারী নরগণের গতি নাই। এই ঘোর কলিযুগের ইহাই একটী বিশেষ গুণ যে, নরগণ একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।৯৪—১০৬। হে ব্রহ্মন্! যজ্ঞ, দান, তপশ্চরণ, জ্ঞান ও ধ্যান—ইহারা সত্যাদি যুগে সিদ্ধিদ ছিল, কলিকালে কেবল কেশব কীর্ত্তনই সিদ্ধিপ্রদ; অতএব আপনি কলিকালোৎপন্ন লোকগণের উদ্ধারার্থ শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ বিস্তাররূপে বর্ণন

তোষয়েষ্যতি লোকাংশ্চ প্রাপ্স্যন্তি কৃতকৃত্য-
তাম্ ॥ ১১০
মহাদেব উবাচ ।
এবমাদিশ্য স মুনির্ব্যাসায়ামিততেজসে ।
যযৌ যাদৃচ্ছিকঃ শশ্বদ্গায়ন্ হরিগুণান্ প্রিয়ে ॥
নারদে তু গতে পশ্চাদ্ব্যাসঃ সর্ব্বার্থদর্শনঃ ।
চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্ ॥
পৈলাদীংশ্চতুরো বেদানধ্যাপ্য বিধিপূর্ব্বকম্ ।
পুরাণসংহিতাঃ সর্ব্বাঃ সূতায় প্রত্যপাদয়ৎ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
শুকমধ্যাপয়ামাস বিরক্তং লোকবেদতঃ ॥১১৪
সা সংহিতা ভাগবতী লোমহর্ষণসূনুনা ।
শ্রুতা কথয়তো রাজ্ঞে ঔত্তরেয়ায় বৈ শুকাৎ
শৌনকাদিঋষিভ্যস্তু তেন প্রোক্তা যথার্থতঃ ।
বরীবর্ত্তি পুরাণানামুপরীয়ং নগাত্মজে ॥ ১১৬
অস্যাং সংলগ্নচিত্তানাং নৃণামন্যত্র নো রতিঃ ।
জায়তে মানসে কৃষ্ণো নন্দসূনুশ্চকাস্তি চ ॥১১৭
যত্তু পৃষ্টস্ত্বয়া ভদ্রে লোকনিস্তারহেতবে ।
শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যং মহ্যং সঙ্কীর্ত্তয়েতি হ ॥১১৮
তৎসর্ব্বঞ্চ ময়া তুভ্যং নির্দ্দিষ্টং গণপাম্বিকে ।
নানেতিহাসসহিতং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥১১৯
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং পঠতেঽপি চ
অনুমোদতি বা সোঽপি লভতে পরমাং
গতিম্ ॥ ১২০
দ্বিজোঽধীত্যাপ্নুয়াদ্বেদান্ ক্ষত্রিয়স্তু লভেজ্জয়ম্
ধনং বৈশ্যস্তথা শূদ্রঃ শ্রুত্বৈব লভতে গতিম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-
মাহাত্ম্যেঽষ্টনবত্যধিকশততমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৮ ॥

করুন, এই ভাগবত প্রণয়নে অবশ্যই আপনার মন সন্তোষপ্রাপ্ত হইবে এবং লোকসকলও কৃতকৃত্যতা লাভ করিবে। মহাদেব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! দেবর্ষি নারদ অমিততেজা ব্যাসকে এইরূপ আদেশ করিয়া হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে যদৃচ্ছা-গতিতে নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। নারদ প্রস্থান করিবার পর সর্ব্বার্থদর্শন ব্যাস এই অনুত্তম শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। তিনি পৈলাদি শিষ্যগণকে বিধি-পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, সূতকে পুরাণ-সংহিতা সমূহ উপদেশ দিয়াছিলেন; আর ব্রহ্মসম্মিত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ লোকবেদ-বিরত শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অতঃপর যৎকালে উত্তরা-তনয় পরীক্ষিতের সমীপে শুক সেই ভাগবত-সংহিতা কীর্ত্তন করেন, তখন লোমহর্ষণ-নন্দন তাহা শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ-সমীপে যথাযথ বর্ণন করেন। হে নগ-নন্দিনি! পুরাণনিচয় মধ্যে সর্ব্বোপরি ভাগবতের স্থান বিদ্যমান; যাহাদের চিত্ত ভাগবতে সম্যক্ লগ্ন হইয়াছে, তাহাদের অন্যত্র রতি থাকে না এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের হৃদয়ে নন্দনন্দন কৃষ্ণ নিরতিশয় প্রতিভাত হইয়া থাকেন। হে ভদ্রে! তুমি আমাকে ইহা বলিয়াছিলে যে,—"লোকনিস্তার জন্য আপনি আমার নিকট ভাগবতমাহাত্ম্য বর্ণন করুন। হে গণপজননি! এই আমি তৎসমস্ত তোমাকে কহিলাম, ইহা নানা ইতিহাসসমন্বিত ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এমন কি, অনুরুদ্ধ হইয়াও ভাগবতমাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। ভাগবতাধ্যায়ী বিপ্র জ্ঞান, ক্ষত্রিয় জয়, বৈশ্য ধন এবং শূদ্র সৌখ্য লাভ করে। ১০৭—১২১।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯৮।

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

কালিন্দ্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং বদ সূত সবিস্তরম্।
যস্মৈ প্রকাশিতং যেন তদাখ্যানসমন্বিতম্ ॥১

সূত উবাচ।

একদা পাণ্ডুতনয়ঃ শুশ্রূষুঃ সৌভরেঃ শুভম্।
স্নানং তৎস্থানমভ্যেত্য নত্বা তমিতি পৃষ্টবান্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রহ্মন্ মার্ত্তণ্ডতনয়া-তীরতীর্থেষু যচ্ছুভম্।
তীর্থং তদ্বদ বৈকুণ্ঠজন্মভূমি পরাৎপরম্ ॥ ৩

সৌভরিরুবাচ।

একদা তু মুনিশ্রেষ্ঠৌ দিবি নারদপর্ব্বতৌ।
গচ্ছন্তৌ খাণ্ডবং পশ্যন্ পশ্যতঃ সুমনোহরম্ ॥৪
অত্রাবতীর্ণৌ নভস উপবিষ্টৌ তটে শুভে।
কালিন্দ্যাঃ ক্ষণবিশ্রান্তৌ স্নাতুং বিবিশতুর্জ্জলে
শিবিরৌশীনরো রাজা মৃগয়াং তৌ চরন্ বনে।
দৃষ্টা তন্নির্গমাপেক্ষী নিষসাদ সরিত্তটে ॥ ৬
তৌ মুনী বিধিবৎ স্নাত্বা পরিধায়াম্বরাণি চ।
বন্দিতৌ শিরসা রাজ্ঞা তেনোপাবিশতাং তটে
তত্রালোক্য সুবর্ণস্য শিবির্যূপান্ সহস্রশঃ।
নারদং গর্ব্বরহিতং পর্ব্বতঞ্চ জগাদ সঃ ॥৮

শিবিরুবাচ।

কথ্যতাং মুনিশার্দ্দূলৌ কস্যেমা যাগযষ্টয়ঃ।
কেনাত্র বিহিতো যজ্ঞঃ সুরেণাথ নরেণ বা ॥ ৯
মুক্তা কাশ্যাদিতীর্থানি যজ্ঞৈরীজেঽত্র কঃ পুমান
কো বিশেষোঽত্র তীর্থেভ্যস্তেভ্যো বিজ্ঞানসন্নিধিঃ ॥১০

নারদ উবাচ।

পুরা হিরণ্যকশিপুর্জ্জিত্বা শক্রাদিদেবতাঃ।
ত্রৈলোক্যরাজ্যমাসাদ্য সোঽখর্ব্বং গর্ব্বমাদদে ॥
প্রহ্লাদস্তস্য তনয়ো নারায়ণপরায়ণঃ।
তস্মৈ সোঽদ্রুহ্যতাতীক্ষ্ণং পাপাত্মা নষ্টমঙ্গলঃ ॥
তদ্দ্রোহাদ্বিষ্ণুনা নদ্যো নৃসিংহতনুধারিণা।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! কালিন্দীর মাহাত্ম্য কিরূপ? কাহার উদ্দেশে কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কালিন্দীর প্রভাব প্রকটিত হইয়াছিল? উপাখ্যানসহ সেই সকল সবিস্তরে বর্ণন কর। সূত বলিলেন,—একদা সৌভরিসমীপে শুভ স্নান-শুশ্রূষু পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কালিন্দীতটে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সূর্য্যনন্দিনী কালিন্দীর তটে যে শুভাবহ তীর্থ বিদ্যমান, তাহা বর্ণন করুন। ইহা বৈকুণ্ঠপতির উৎপত্তিস্থান ও পরাৎপর। সৌভরি বলিলেন,—একদা দেবর্ষি নারদ ও পরমর্ষি পর্ব্বত অম্বরপথে সুমনোহর খাণ্ডব দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, তাঁহারা আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া কালিন্দীর শুভতটে উপবিষ্ট হন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া স্নানার্থ যমুনাজলে প্রবেশ করেন। তৎকালে উশীনরপতি শিবি মৃগয়ার্থী হইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পান এবং তাঁহাদের নির্গমাপেক্ষী হইয়া যমুনাতটে উপবিষ্ট হন। অনন্তর মুনিদ্বয় যথাবিধি স্নান ও বসন পরিধান করিয়া তটে উপবেশন করিলে শিবি আসিয়া মস্তক দ্বারা তাঁহাদের পাদ বন্দনা করেন। শিবি সেই যমুনাতীরে সহস্র সহস্র স্বর্ণযূপ প্রত্যক্ষ করিয়া গর্ব্বরহিত পর্ব্বত ও নারদকে জিজ্ঞাসা করেন। শিবি বলেন,—হে মুনি-শার্দ্দূলদ্বয়! এই সকল যাগযষ্টি কাহার? কোন্ সুর বা নর এইস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন? তাহা বর্ণন করুন। কোন্ পুরুষ কাশী প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন? অন্য তীর্থ হইতে এ তীর্থের বিশেষ কি? এবং ইহা কিরূপ বিজ্ঞানের নিধি? ১—১০। নারদ কহিলেন,—পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু, শক্রাদি সুরগণকে জয় করিয়া ত্রিলোকগ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ গর্ব্বের আধার হইয়াছিল। তাহার পুত্র প্রহ্লাদ নারায়ণপরায়ণ হইয়াছিলেন, নষ্টমঙ্গল পাপাত্মা হিরণ্যকশিপু, তনয়ের প্রতি

হত্বা দৈত্যপতিং স্বর্গরাজ্যং স্বঃপতয়েঽর্পিতম্॥
স্বপদং প্রাপ্য দেবেশো বৃহস্পতিমথাবদৎ।
মূর্দ্ধ্নাভিবন্দ্য তৎপাদৌ নারায়ণগুণান্ স্মরন্॥
ইন্দ্র উবাচ।
গুহো নৃসিংহরূপেণ হরিণা লোকধারিণা।
দত্তং মে দেবতারাজ্যং যষ্টুমিচ্ছামি তং মখৈঃ॥
স্থানং পবিত্রং কথয় ব্রাহ্মণাংশ্চৈব মে গুরো।
ন বিধেয়ো বিলম্বোঽত্র ত্বয়া নো হিতকারিণা॥
বৃহস্পতিরুবাচ।
অস্তি তে খাণ্ডববনং রম্যং পরমপাবনম্।
কেতক্যশোকবকুলমধুমত্তমধুব্রতম্॥ ১৭
তত্রাস্তি যমুনা পুণ্যা ধন্যা ত্রৈলোক্যপাবনী।
দদাতি স্মরণে স্বর্গং মরণে ব্রহ্মণঃ পদম্॥ ১৮
তত্তীরে যজ দেবেশং কেশবং বহুভির্মখৈঃ।
যদীচ্ছসি স্বকীয়ানাং কল্যাণং ত্বং নিরন্তরম্॥

নারদ উবাচ।
গুরোর্বচনমাকর্ণ্য তূর্ণমারুহ্য বাহনম্।
শিবপ্রদমিমং শক্রঃ স্বকীয়বনমাগমৎ॥ ২০
গুরুণা সহ দেবৈশ্চ যজ্ঞোপকরণৈস্তথা।
অত্রাগত্য বিলোক্যৈতদ্বনং লেভে মুদং পরাম্
গুরুণা নোদিতঃ শক্রো সপ্তর্ষীন্ ব্রহ্মণঃ সুতান্
বসিষ্ঠাদীন্ দ্বিজান্ বৃত্বা যজতি স্ম জগৎপতিম্
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ ব্রহ্মেশাভ্যাং সহাগতঃ।
ক্রতৌ শতক্রতোর্যত্র মহানভবদুৎসবঃ॥ ২৩
দেবত্রয়ীং স তাং বীক্ষ্য শক্রোঽবক্রনতিস্তদা।
উত্থায়াসনতস্তূর্ণং ববন্দে মুনিভিঃ সহ॥ ২৪
বাহনেভ্যোঽবরুহ্যাশু তদগ্রেষূপবিশ্য তে।
আসনেষু সুহৈমেষু বভুর্বেদীস্থিবাগ্নয়ঃ॥ ২৫
সিতরক্তাঙ্গয়োঃ শম্ভুব্রহ্মণোর্হরিরাবভৌ।
নীলচ্ছবিঃ পীতবাসাস্তড়িদ্বানিব শৃঙ্গয়োঃ॥২৬
শক্রঃ প্রক্ষাল্য তৎপাদান্ মূর্দ্ধ্না তজ্জলমাদধে।

নিরতিশয় দ্রোহাচরণ করিত। প্রহ্লাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করায় বিষ্ণু সদ্য নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বিনাশ সাধন করিয়া পুনরায় সুরপতিকে স্বর্গরাজ্য অর্পণ করেন। অনন্তর ইন্দ্র স্বপদ প্রাপ্ত হইয়া মস্তক দ্বারা বৃহস্পতির পাদ-বন্দনপূর্ব্বক নারায়ণের গুণনিচয় স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাকে কহিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে গুরো! লোকধারী হরি নরসিংহরূপে আমাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে আমি বহু যজ্ঞদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করি। হে গুরো! আপনি আমাদের ও ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, অতএব এবিষয়ে বিলম্ব না করিয়া যজ্ঞের উপযুক্ত পবিত্র স্থান নির্দ্দেশ করুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—তোমার যে পরম পাবন খাণ্ডব বন আছে, ঐ বন বড়ই রম্য; কেতকী ও অশোক কুসুমের বাহুল্য নিবন্ধন তথায় মধুব্রতগণ সদাই মত্ত। সেখানে ত্রিলোকপাবনী ধন্যা যমুনা আছে, পুণ্যা যমুনার স্মরণে স্বর্গ এবং তথায় মরণে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়। হে দেবেশ! যদি অনিশ স্বকীয়গণের কল্যাণকামী হও, তবে যমুনার তীরে বহু যজ্ঞ দ্বারা কেশবের পূজা কর। নারদ কহিলেন,—ইন্দ্র বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐরাবতারোহণে সত্বর স্বীয় শুভদ খাণ্ডববনে উপনীত হইলেন। তিনি যজ্ঞ-সম্ভার সঙ্গে লইয়া দেবগণ ও বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে খাণ্ডবে আগমন করিয়া সেই স্থান দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। অনন্তর গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট ইন্দ্র ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণকে বরণ করিয়া জগৎপতির পূজা করিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা ও শিবসহ আগমন করিলেন। শতক্রতুর ক্রতু-স্থলে এক মহোৎসব সমুৎপাদিত হইল; সরল হৃদয় শক্র দেবতাত্রয়ের দর্শনে আশু আসন হইতে উত্থিত হইয়া মুনিগণসহ তাঁহা-দিগের চরণ বন্দন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবত্রয় স্ব স্ব বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক উত্তম স্বর্ণা-সনে উপবেশন করিয়া বেদীমধ্যগত অনলের ন্যায় শোভিত হইলেন। ১১—২৫। শ্বেত ও লোহিতাকৃতি শিব ও ব্রহ্মার মধ্যগত পীতবাসা নীলদ্যুতি হরি শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যগত সৌদামিনী সনাথ মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অব্রবীচ্চ মুদা যুক্তো বচনং মধুরাক্ষরম্॥ ২৭
ইন্দ্র উবাচ।
বিহিতোঽয়ং ময়া দেব যজ্ঞোঽদ্য সফলোঽভবৎ
যদদ্যয়ং দর্শনং প্রাপ্তা দুর্লক্ষ্যা অপি যোগিভিঃ
একেনৈব ত্বয়া বিষ্ণো কৃতা মূর্ত্তিত্রয়ীমহি॥ ২৯
গুণৈস্তথাপি নানাত্বং স্ফটিকস্যেব তে মৃষা।
যথা দারুষু গূঢ়োঽগ্নির্ঘর্ষণেন বিনা বিভো॥ ৩০
নাবির্ভবতি ভূতানাং হৃৎসু ভক্ত্যা তথা ভবান্
একস্থ ত্বয়ি ভক্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বভূতোপকারিণী॥
বভূবুঃ সুখিনো দেবাঃ প্রহ্লাদকৃতয়া তয়া।
বয়ং বিষয়িণো দেব ত্বন্মায়াবৃতচেতসঃ॥ ৩২
ন জানীমঃ স্বরূপং তে যথাবৎ পাদসেবকাঃ।
ভো ব্রহ্মন্ ভো মহাদেব যুবামপি জগদ্গুরু।
এতস্যৈব গুরুস্ত্বেন যতো নাতঃ পৃথক্ যুবাম্॥
যৎকিঞ্চিদুচ্যতে বাচা মনসা চ বিচিন্ত্যতে।
অস্যৈব মায়া তৎসর্ব্বং তদ্দূরী দূরবর্ত্তিনঃ॥ ৩৪
প্রপঞ্চজাতং যদিদং বিলোক্যতে
তৎ সত্যমিত্যেব বিচিন্তয়েন্ন সঃ।
ভজন্তি বিষ্ণোশ্চরণং তরন্তি তে
যদম্বু মূর্দ্ধ্না হর ধার্য্যতে ত্বয়া॥ ৩৫
বিধেঽস্তু ভূয়াদনুজন্ম পাদয়ো
রতির্নদীয়া কমলাভয়োর্ভৃশম্।
যদীক্ষণক্ষোভিতয়া তয়া জগৎ
সমস্তমেতন্মহদাদি জায়তে॥ ৩৬
ভবাদৃশো নাস্তি কৃপাপরোঽপরো
বিপক্ষপক্ষে বিতনোষি যৎসুখম্।
স্বলোকশোকাপনয়ে কৃপালুতা
যদুচ্যতে তে নৃহরে তদজ্ঞতা॥ ৩৭
নারদ উবাচ।
ইত্যভিষ্টুয় দেবেশং কেশবং প্রণতোঽগ্রতঃ।
তস্থৌ তদ্বাক্যশুশ্রূষাদত্তচিত্তো মহীপতে॥ ৩৮

শক্র তাঁহাদের পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করত মুদান্বিতমনে মধুরাক্ষর বিন্যাসে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেব! অদ্য আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সফল হইল, আমি আজ যোগিজনেরও দুর্লক্ষ্য আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিলাম। হে বিষ্ণো! স্ফটিকে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, বস্তুত উহা মিথ্যা; তদ্রূপ গুণগতভেদে আপনিও এক হইয়া ব্রহ্মাদি ত্রিধাভিন্ন ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেন। হে বিভো! যেমন দারুমধ্যগত গূঢ় বহ্নি বিনা ঘর্ষণে ব্যক্ত হয় না, তদ্রূপ আপনিও ভক্তি ব্যতীত ভূতগণের হৃদয়ে ব্যক্ত হন না। একমাত্র আপনাতে ভক্তি আরোপিত হইলে তাহা সর্ব্বভূতের উপকারকর্ত্রী হয়। প্রহ্লাদ আপনার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেবগণও সুখী হইয়াছেন। হে দেব! আমরা বিষয়ী, তাই আমাদের হৃদয় আপনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আপনার পাদসেবীরা আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা বিদিত নহি। হে ব্রহ্মন্! হে মহেশ! আপনারাও জগদ্গুরু, বিষ্ণুর গুরুত্ব নিবন্ধন ইঁহা হইতে পৃথক্ নহেন। বাক্য দ্বারা যাহা বলা হয়, মন দ্বারা যাহা চিন্তা করা যায়, এসকলও সেই দূরবর্ত্তী হরির মায়া। এই যে জগৎপ্রপঞ্চ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যে ব্যক্তি ইহা অসত্য মনে করে না, তাহার কিছুই চিন্তা করা হয় না। হে হর! যাহারা হরির চরণ চিন্তা করে, তাহারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাই আপনি তাঁহার চরণবারি মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। হে বিধে! যাঁহার ঈক্ষণক্ষোভিত মায়া দ্বারা মহদাদি সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, জন্মে জন্মেই যেন সেই হরির কমলকান্তি চরণযুগলে আমার নিরতিশয় রতি থাকে। হে নৃহরে! আপনার মত কৃপাপরায়ণ অপর কেহই নাই, আপনি বিপক্ষপক্ষেরও সৌখ্য সংবিধান করিয়া থাকেন। অতএব সুরলোকের শোক-শান্তির জন্য যে আপনার কৃপালুতা এবিষয়ে আর কি বলিব? ২৬—৩৭। নারদ কহিলেন,—ইন্দ্র দেবেশ কেশবের এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহার কথাশ্রবণেচ্ছায় প্রণতিপূর্ব্বক

এবমাকর্ণ্য মুনয়ঃ স্তুতিং তস্য রমাপতেঃ।
কৃতামিন্দ্রেণ সদসি সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্॥ ৩৯
শতমন্যো বর্ষশতং যে কুর্ব্বন্তি মহত্তপঃ।
ন তেষামীদৃশী ভক্তির্যাদৃশী তব মাধবে॥ ৪০
ন যোগঃ সুলভোঽষ্টাঙ্গঃ খ্যাতির্যেনাধিগম্যতে
সমস্তেন চ তত্ত্যাগস্তদ্ভক্তিঃ,শরণং নৃণাম্॥ ৪১
স্বধর্ম্মার্জ্জিতবিত্তৈর্যদ্‌যথাবিধি বিধীয়তে।
কর্ম্ম তস্যার্পণং বিষ্ণৌ ভক্তিরেষা শিবপ্রদা॥৪২
ন নিন্দেদ্দেবতামন্যাং বিষ্ণুবুদ্ধ্যা চ যো নমেৎ
ন ত্যজেদ্বেদবাক্যানি স ভক্তোঽস্য হরেঃ প্রিয়ঃ
যে শৃণ্বন্তি হরের্গুণানহরহঃ কুর্ব্বন্তি যে কীর্ত্তনং, যে চাস্য স্মরণং যদোশ্চ ভজনং যেঽমুং যজন্তে তথা।
যে দাস্যেন নমন্তি চৈনমমুনা কুর্ব্বন্তি যে মিত্রতাং, যে চ স্বঞ্চ নিবেদয়ন্তি নহি তে বাঞ্ছন্তি মুক্ত্যাদিকম্॥ ৪৪

ভূতলে তদীয় সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। তখন ইন্দ্রসভায় বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ইন্দ্রকৃত এই হরির স্তব শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন,—হে শতক্রতো! তোমার যেরূপ হরিভক্তি দেখিতেছি, যাঁহারা শতবর্ষব্যাপী মহাতপস্যা করেন, তাঁহাদেরও এরূপ হয় না। যে অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা খ্যাতি লাভ হয়, তাহাও সুলভ নহে; পরন্তু সমস্ত জ্ঞানে যে তাহার ত্যাগ তাহাই ভক্তি এবং সেই ভক্তিই মানবগণের শরণ্য। স্বধর্ম্মার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে সেই কর্ম্মফল বিষ্ণুকে অর্পণ করা হয়, তাহাই শুভপ্রদা ভক্তি। যিনি অন্য দেবতার নিন্দা করেন না, বিষ্ণু বুদ্ধিতে সকল দেবতাকে প্রণাম করেন এবং কদাচ বেদবাক্য বর্জ্জন করে না, তিনিই হরির প্রিয় ভক্ত। যাঁহারা হরিগুণ শ্রবণ, অহরহ কীর্ত্তন, স্মরণ ও ভজন করেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে পূজা করেন, তদীয় দাস্যে নত থাকেন, তাঁহার সহিত মৈত্রী করেন ও নিজ চিত্ত অর্পণ করেন,—তাহাতে তাঁহারা তুচ্ছ

ইন্দ্রভক্ত্যা ত্বমপ্যেনমারাধয় জগদ্‌গুরুম্।
ন কাময় কিমপ্যস্মাৎকৃতকৃত্যো ভবিষ্যতি॥৪৫
নারদ উবাচ।
মুনিভিরিতি শিক্ষিতে সমস্তসেব্যাং
ত্রিভুবনপারপদপ্রদাং নিশম্য।
হরিরনিশগুরুঃ কৃতাং স্বভক্তিং
মধুরমুবাচ বচো হরিং সমাজে॥ ৪৬

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে ইন্দ্রযাগবিধির্নামৈকোনদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯৯॥

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।
নৈতচ্চিত্রং সুরাধীশ মুনয়ো জ্ঞানবত্তরাঃ।
মদীয়াং পদবীং ভক্তিং গুর্ব্বীং কুর্ব্বন্তি সৎকৃতাম্
এতে জ্ঞানোপদেষ্টারস্ত্রিলোকতলবাসিনাম্।
প্রবর্ত্তয়ন্ত্যমী নষ্টং বেদমার্গং যতঃ সদা॥২

জ্ঞানে মুক্তিকেও অভিলাষ করেন না। হে ইন্দ্র! তুমিও ভক্তিভরে এই জগদ্‌গুরুর আরাধনা কর এবং ইহাঁর নিকট কোন কামনা না করিয়া কৃতকৃত্য হও। নারদ কহিলেন, এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিলে ইন্দ্র অখিল জনসেব্য ত্রিভুবনপারপ্রদ ভক্তির আশ্রয় করিলেন, নিত্যগুরু হরিও ইন্দ্রের তাদৃশ নিজ ভক্তি আলোচনা করিয়া তাঁহাকে সেই সভামধ্যে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।৩৮—৪৬।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥১৯৯॥

দ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সুরাধীশ! ইহা বিচিত্র নহে; জ্ঞানতৎপর মুনিগণ মদীয় পদবীকেই গুর্ব্বী মনে করিয়া আমার ভক্তিকে সৎকার করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই ত্রিলোকতলবাসিগণের জ্ঞানোপদেষ্টা এবং সর্ব্বদা

ভক্ত্যা ভবানপি স্বর্গভোগাসক্তোঽপি মাং যতঃ
প্রপন্নোঽসি কিমাশ্চর্য্যং যতস্তব গুরুর্গুরুঃ ॥ ৩
যজস্ব সুরশার্দ্দূল মখৈর্মাং বহুদক্ষিণৈঃ।
নিষ্কামস্ত্বং সমীপস্থং তূর্ণং প্রাপ্স্যসি মৎপদম্‌।
প্রতিযাগং প্রযচ্ছ ত্বং রত্নপ্রস্থান্যনেকশঃ।
আখ্যয়া স্থানমেতত্তে ইন্দ্রপ্রস্থং ভবিষ্যতি ॥ ৫
বিধে ত্বমত্র রচয় প্রয়াগং তীর্থপুঙ্গবম্‌।
সরস্বতীং সমানীয় গঙ্গাঞ্চ জনপাবনীম্‌ ॥ ৬
কাশীঞ্চ শিবকাঞ্চীঞ্চ ত্বমত্র স্থাপয়েশ্বর।
গোকর্ণঞ্চ সমং গৌর্য্যা নিবাসং কুরু সর্ব্বদা ॥ ৭
ভো ভো ব্রহ্মসুতা যূয়ং জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদাঃ।
নিজযোগবলেনাত্র কুরুধ্বং তীর্থসপ্তকম্‌ ॥ ৮
নিগমোদ্বোধকং তীর্থং ত্বং গুরো প্রতিপাদয়।
বিনাধ্যয়নমপ্যত্র স্নানাদ্বোধোঽস্তু ছন্দসাম্‌ ॥ ৯
স্মৃতিশ্চ জায়তাং পূর্ব্বজন্মনস্ত পরাত্মনোঃ।
অহমারোপয়াম্যত্র দ্বারকাং সুমনোহরাম্‌ ॥ ১০
সমুদ্রেণ সমং যত্র গোমত্যাঃ সঙ্গমো ভবেৎ।
কোশলাঞ্চ করোম্যত্র মধুবরণ্যঞ্চ বাসব ॥ ১১
যয়োরবতরিষ্যামি বপুর্ভ্যাং রামকৃষ্ণয়োঃ।
বদর্য্যাশ্রমমপ্যত্র নরনারায়ণাস্পদম্‌ ॥ ১২
বিদধামি সদা যত্র বসামি সুরনায়ক।
হরিদ্বারং পুষ্করঞ্চ তীর্থদ্বয়মনুত্তমম্‌ ॥ ১৩
তদপি স্থাপয়াম্যত্র তবৈব হিতকাম্যয়া।
নৈমিষে যানি তীর্থানি যানি কালঞ্জরে গিরৌ
সরস্বতীতটে যানি স্থাপয়াম্যহমত্র বৈ ॥ ১৫

নারদ উবাচ।

শিবে শিবতরং বাক্যং হরেঃ শ্রুত্বা কৃতঞ্চ তৎ
দৃষ্টা তদুক্তমপি তে চক্রুর্ব্রহ্মশিবাদয়ঃ।
সর্ব্বতীর্থময়েঽমুষ্মিন্‌ স্থানে স ত্রিদশাধিপঃ ॥ ১৬
স্বর্ণযূপৈর্বহুমখৈরীজে ভূয়ো রমাপতিম্‌।

প্রনষ্ট বেদমার্গের প্রবর্ত্তক। আপনি ভোগাসক্ত হইয়াও আমার প্রতি ভক্তি করিয়াছেন, এ জন্য আমি প্রসন্ন হইয়াছি; গুরু আপনার গুরু, সুতরাং ইহাতে বৈচিত্র কি? হে সুরশার্দ্দূল! আপনি নিষ্কাম হইয়া বহুদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা আমার পূজা করুন, সত্বর মদীয় সান্নিধ্য লাভ করিবেন। আপনি প্রতিযজ্ঞে অনেক রত্নপ্রস্থ দান করুন, আপনার নামে এই স্থান ইন্দ্রপ্রস্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। হে বিধে! আপনি জনপাবনী গঙ্গা ও সরস্বতীকে আনয়ন করিয়া এখানে তীর্থপুঙ্গব প্রয়াগের প্রতিষ্ঠা করুন! হে ঈশ্বর! আপনি কাশী ও শিবকাঞ্চীকে এখানে আনয়ন করুন, গৌরীর সহিত গোকর্ণ এইস্থানে সর্ব্বদা বাস করুন। হে ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ! আপনারা বিজ্ঞানকোবিদ, নিজ যোগবলে আপনারা এখানে সপ্ততীর্থের প্রতিষ্ঠা করুন। হে বৃহস্পতে! আপনি এইস্থানে নিগমোদ্ধার তীর্থ প্রতিষ্ঠা করুন, আপনার এই তীর্থে যেন বিনাধ্যয়নে স্নান মাত্রেই বেদজ্ঞান লাভ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যবোধ এবং পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হয়। আমিও এখানে সুমনোহরা দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করিব, এইস্থানে গোমতীর সহিত সমুদ্রের সঙ্গম সাধিত হইবে। হে বাসব! এখানে আমি কোশলা ও মধুবনের অধিষ্ঠান সাধন করিব এবং কোশলা হইতে রামরূপে ও মধুপুর হইতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব। হে সুরনায়ক! আমি সর্ব্বদা যে বদরীবনে বাস করি, সেই নরনারায়ণাস্পদ বদরীকে এইস্থানে বাস করাইব। হরিদ্বার ও পুষ্কর নামে যে অনুত্তম তীর্থদ্বয় বিদ্যমান, তোমার হিতার্থ তাহাদিগকেও এই স্থানে অবস্থান করাইব। এতদ্ভিন্ন কালঞ্জর পর্ব্বতে, নৈমিষারণ্যে এবং সরস্বতীতটে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান, আমি তাহাও এখানে আনয়ন করিব। ১—১৫। নারদ কহিলেন,—হে শিবে! হরির এই শিবতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ও শিব-ব্রহ্মাদি দেবতারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আজ তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ত্রিদশাধীশ ইন্দ্র এই সর্ব্বতীর্থময় স্থানে স্বর্ণযূপ দ্বারা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ

রত্নপ্রস্থানি বিপ্রেভ্যঃ কৃষ্ণস্য পুরতো দদৌ ॥১৭
নারায়ণঃ সমস্তাত্মা মমায়মিতি তুষ্যতু।
ইন্দ্রপ্রস্থমিদং তীর্থং ততঃ প্রভৃতি কথ্যতে ॥১৮
সর্ব্বতীর্থময়ে যত্র মৃতো ভূয়ো ন জায়তে।
ইন্দ্রদত্তানি তে লব্ধা রত্নপ্রস্থানি ভূসুরাঃ ॥ ১৯
তস্মৈ দদুরবিতথামাশিষং তত্র সংসদি।
ইন্দ্রায় তব গোবিন্দো দানেমানেন তুষ্যতু ॥২০
তাবকী ভক্তিরপ্যস্মিন্ ভূয়াদব্যভিচারিণী।
কর্ম্মভূমাবিহ বিভো পুরা যজ্ঞশতং কৃতম্ ॥২১
তেন পুণ্যেন লব্ধং তে সকামেন সুরাস্পদম্।
অধুনা পূজিতো বিষ্ণুর্নিষ্কামেণ ত্বয়া মখৈঃ ॥ ২২
স্বপদাদ্বিচ্যুতো ভূমৌ ভবিষ্যতি দ্বিজাগ্রণীঃ।
তত্রাপি নিজধর্ম্মেণ বিষ্ণুমারাধয়ন্ ভবান্ ॥ ২৩
স্মরিষ্যতি নিজং কর্ম্ম কৃতমত্র যথাদিকম্।
তৎস্মৃতের্গৃহমুৎসৃজ্য ভবান্ তীর্থানি পর্য্যটন্ ॥
জনকেন সমং শক্রতীর্থেঽস্মিন্ সম্প্রাপৎস্যতে
চতুর্থাশ্রমমাদায় ত্যক্ষ্যত্যত্র কলেবরম্ ॥ ২৫
ততো বিমানমারুহ্য গণানীতং রবিপ্রভম্।
ভবান্ দিব্যাঙ্গবান্ ভূত্বা প্রাপ্স্যতি শ্রীহরেঃ পদম্

নারদ উবাচ।

এবমাকর্ণ্য বিপ্রাণামাশিষং ত্রিদশাধিপঃ।
ভবিষ্যপিশুনাশ্লোক্তিং শিবাং মুদমগাত্তরাম্ ॥২৭
সমাপ্য বিধিবদ্‌যজ্ঞান্ ন্যস্য সৌবর্ণযষ্টিকান্।
মাধবপ্রমুখান্ দেবান্ পূজিতান্ স ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥
ঋত্বিজো ব্রহ্মণঃ পুত্রানভ্যর্চ্চ্য চ ধনাদিভিঃ।
বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য যযৌ শক্রস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৯
তত্র রাজ্যং বিধায়েন্দ্রো হরিভক্তিযুতঃ শিবে।
অবাতরদ্ভুবি ক্ষীণপুণ্যে হাস্তিনপত্তনে ॥ ৩০
শিবশর্ম্মা দ্বিজঃ কশ্চিদ্বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
তস্য ভার্য্যা গুণবতী নাম্নাম্বর্থবতী ভৃশম্ ॥ ৩১

রমাপতির পূজা করিয়া নারায়ণের সমক্ষে দ্বিজগণকে বহু রত্নপ্রস্থ দান করিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন,—"সমস্তাত্মা নারায়ণ আমার প্রতি তুষ্ট হউন।" তদবধি এই স্থান ইন্দ্রপ্রস্থ নামে কথিত হইয়াছে, এই সর্ব্বতীর্থময় স্থানে মৃত জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। ইন্দ্রপ্রদত্ত রত্নপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া দ্বিজবরগণ সেই সভায় তাঁহাকে অমোঘ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে,—"এই দান দ্বারা গোবিন্দ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন, তোমার অব্যভিচারিণী হরিভক্তি হউক।" হে বিভো! এই কর্ম্মভূমি ভারতে পূর্ব্বে তুমি সকাম হইয়া শত যজ্ঞ করিয়াছিলে, তাই তোমার সুরাস্পদপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, অধুনা তুমি নিষ্কাম হইয়া বহু যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিলে, এজন্য স্বপদবিচ্যুত হইয়া ভূতলে দ্বিজাগ্রণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এই দ্বিজজন্মেও তুমি নিজধর্ম্মে নিরত থাকিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিবে, এজন্য এখানে যে যথাদি করিলে, এই কর্ম্মও তোমার, স্মরণ হইবে। হে শক্র! সেই স্মৃতিবশে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তুমি তোমার পিতার সহিত তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক এই স্থানেই কলেবর পরিত্যাগ করিবে। তার পর তুমি গণানীত দিবাকরপ্রভ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া দিব্যদেহে শ্রীহরির পদ প্রাপ্ত হইবে। ১৬—২৬। নারদ কহিলেন,—ত্রিদশাধীশ বিপ্রগণের এইরূপ ভবিষ্যমঙ্গলসূচক আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এখানে যথাবিধি যজ্ঞ সমাপন করিয়া বহু সুবর্ণযূপ প্রোথিত করিলেন, মাধবপ্রমুখ দেবগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠাদি পুরোহিতগণকে ধনাদিদানে পূজা করিলেন; তারপর বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া স্বর্গপুরে উপনীত হইলেন। হে শিবে! অনন্তর ইন্দ্র হরিভক্তিসহকারে স্বর্গরাজ্য পালন করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় ক্ষিতিতলে হাস্তিনপত্তনে অবতরণ করিলেন। তথায় বেদবেদাঙ্গপারগ শিবশর্ম্মা নামে জনৈক দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম গুণবতী।

তস্যাং জাতঃ সুবেলায়ামিন্দ্রঃ শ্রীপতিসেবকঃ
জ্যোতির্বিদঃ সমাহূতা লগ্নং দৃষ্ট্বা বভাষিরে ॥
জ্যোতির্বিদ উচুঃ।
শিবশর্ম্মন্নয়ং বালস্তব ভাবী হরিপ্রিয়ঃ।
উদ্ধরিষ্যতি তে বংশং ক্রমঃ সত্যং ন বৈ মৃষা ॥
ত্রয়োদশাব্দদেহো যঃ সাঙ্গবেদচতুষ্টয়ম্।
অধীতজ্ঞানসম্পন্নো বিবাহন্ত করিষ্যতি ॥ ৩৪
পুনরুৎপাদ্য সৎপুত্রং বানপ্রস্থো ভবিষ্যতি।
তীর্থেষু পর্য্যটন্ ধীরঃ সন্ন্যাসং ধারয়িষ্যতি ॥ ৩৫
ইন্দ্রস্য খাণ্ডববনে যমুনাস্তি সরিদ্বরা।
তত্তীরেঽস্তি হরিপ্রস্থং মরণং তত্র যাস্যতি ॥ ৩৬
নারদ উবাচ।
গণকোদিতমাকর্ণ্য শিবশর্ম্মা শিবং বচঃ।
চকার বিষ্ণুশর্ম্মাণং নাম্না নিজসুতং তদা ॥ ৩৭
তান্ বিসৃজ্য চ বিত্তেন চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্।
ধন্যোঽহং যস্য মে পুত্রো বিষ্ণুভক্তো ভবিষ্যতি
সাধয়িষ্যতি পুত্রোঽয়মাশ্রমাংশ্চতুরো মম।
মরিষ্যতি চ সত্তীর্থে মদন্যঃ কোঽস্তি ভাগ্যবান্
এবং বিচিন্ত্য মনসা জাতকর্ম্মাদ্যকারয়ৎ।
শিশোর্দ্বিজাতিপ্রবরৈঃ শিবশর্ম্মা শুভেঽহনি ॥৪০
অথ সপ্তস্বতীতেষু বর্ষেষু দ্বিজসত্তমঃ।
সুতোপনয়নঞ্চক্রে চৈত্রমাস্যষ্টমেঽব্দকে ॥ ৪১
আ দ্বাদশাব্দাদধ্যাপ্য বেদানব্দগতঃ সুতম্।
শিবশর্ম্মা শিবে রাজন্ যুযোজ সহ ভার্য্যয়া ॥৪২
বিষ্ণুশর্ম্মা স্বভার্য্যায়াং পুত্রমুৎপাদ্য বুদ্ধিমান্।
চকার তীর্থযাত্রায়াং মনো নির্ব্বিষয়ং স্বকম্ ॥৪৩
অভ্যেত্য পিতরং প্রাহ নত্বা তচ্চরণদ্বয়ম্।
বিষ্ণুশর্ম্মা মহাপ্রাজ্ঞো মুনিবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৪৪
বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ।
অনুজানীহি মাং তাত বিষ্ণুমারাধয়াম্যহম্।
তৃতীয়াশ্রমমাসাদ্য সৎসঙ্গতিবিধায়কম্ ॥ ৪৫
দারাগারধনাপত্য-সুহৃদঃ ক্ষণভঙ্গুরাঃ।

তাঁহার নাম যেমন গুণবতী ছিল, তেমনি কার্য্যতও তিনি গুণবতী ছিলেন। বিষ্ণুসেবক ইন্দ্র এই গুণবতীর গর্ভে শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আহূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা লগ্নদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে শিবশর্ম্মন্! তোমার এই তনয় হরিপ্রিয় হইবে এবং তোমার বংশ উদ্ধার করিবে; ইহা আমরা সত্য বলিলাম, আমাদের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। এই শিশু ত্রয়োদশ বর্ষে সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়নে জ্ঞান লাভ করিয়া বিবাহ করিবে। তারপর উত্তম পুত্র উৎপাদন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন ও তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইন্দ্রের খাণ্ডববনে সরিদ্‌বরা কালিন্দী বিদ্যমানা, তাহার তীরে ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থিত, তোমার সুধী তনয় সেই ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাণ ত্যাগ করিবে। নারদ কহিলেন,—শিবশর্ম্মা গণককথিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ তনয়ের নাম রাখিলেন,—বিষ্ণুশর্ম্মা। জ্ঞানী শিবশর্ম্মা ধনদানে গণকগণকে বিদায় দিয়া চিন্তা করিলেন,—আমি ধন্য; কেননা, আমার এই পুত্র বিষ্ণুভক্ত হইবে, চতুরাশ্রম সাধন করিবে এবং উত্তম তীর্থে মরিবে, অতএব আমা হইতে ভাগ্যবান্ আর কে আছে? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবশর্ম্মা শুভদিনে বিপ্রগণ দ্বারা তাহার জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন। অতঃপর দ্বিজসত্তম সপ্তম বৎসর অতীত হইলে অষ্টমাব্দের চৈত্র মাসে তনয়ের উপনয়ন দিলেন; হে শিবে! তারপর শিবশর্ম্মা দ্বাদশাব্দ পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করাইয়া আত্মজকে ভার্য্যাযুক্ত করিয়া দিলেন। বুদ্ধিমান্ বিষ্ণুশর্ম্মা স্বীয় ভার্য্যায় পুত্র উৎপাদন করিয়া মুনিবাক্য স্মরণপূর্ব্বক মনকে বিষয়বিরত করত তীর্থযাত্রার উদ্‌যোগ করিলেন। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুশর্ম্মা পিতার সমীপে আগমন ও তাঁহার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন।২৭-৪৪। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন,—হে তাত! আমাকে অনুমতি করুন—আমি সৎসঙ্গবিধায়ক বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিব। দার, আগার,

বুদ্বুদা ইব তোয়েষু সুধীস্তেষু ন সজ্জতে ॥ ৪৬
স্বাধ্যায়েন চ সন্তত্যা ময়া তীর্ণমৃণদ্বয়ম্।
তীর্থেষু কামরহিতো যষ্টুমিচ্ছামি কেশবম্ ॥ ৪৭
সন্ন্যস্তগুণরাগোঽহং পশ্চাত্তীর্থোত্তমে ক্বচিৎ।
স্থাতুমিচ্ছাম্যহং তাবদ্যাবৎ প্রারব্ধমস্তি মে ॥৪৮
ইত্যুক্তস্তেন পুত্রেণ স পিতা বুদ্ধিমত্তরঃ।
স্মৃত্বা জ্যোতির্ব্বিদাং বাক্যমাহ সংসারনিস্পৃহঃ
শিবশর্ম্মোবাচ।
চতুর্থাশ্রমকালোঽয়ং মমাপি নিরহঙ্কৃতেঃ।
বিষয়ান্ বিষবত্ত্যক্ত্বা সেবিষ্যে কেশবামৃতম্ ॥৫০
গৃহে মম মনঃ পুত্র রমতে নাদ্য বার্দ্ধকে।
আনীতস্য বনাদ্বদ্ধ্য গজস্যেব নৃপালয়ে ॥ ৫১
তবানুজঃ সুশর্ম্মায়ং কুটুম্বং ধারয়িষ্যতি।
আবাভ্যামুজ্ঝিতং বিদ্যাশ্রীকুলাভ্যাং যথা
নরম্ ॥ ৫২
প্রব্রজন্তন্তু মামেব তব মাতা পতিব্রতা।
অনুযাস্যতি মার্ত্তণ্ডং যথা কান্তির্দ্দিনাত্যয়ে ॥৫৩
তস্মাদাবামবিজ্ঞাতৌ তয়া তাত তবাম্বয়া।
গচ্ছাবশ্চিন্তয়ন্তৌ শ্রীহরেঃ পাদসরোরুহম্ ॥৫৪
নারদ উবাচ।
ইত্যালোচ্য মুমুক্ষূ তৌ নিশীথে তমসাবৃতে।
সুপ্তং কুটুম্বমুৎসৃজ্য গৃহান্নির্যায় জগ্মতুঃ ॥ ৫৫
সহৈব পর্য্যটন্তৌ তৌ সুতীর্থে নিরহঙ্কৃতী।
শিবেঽত্র শিবদে তীর্থে শক্রপ্রস্থে সমীয়তুঃ ॥৫৬
অত্রাগতঃ স্ববিহিতান্ পূর্ব্বজন্মনি যূপকান্।
বিষ্ণুশর্ম্মা সমালোক্য সস্মার হরিসঙ্গমম্ ॥ ৫৭
উচে চ পিতরং ধীমান্ শক্র আসমহং পুরা।
ময়াত্র বিহিতা যজ্ঞা মাধবপ্রীণনেচ্ছয়া ॥ ৫৮
অত্রৈব মে প্রসন্নোঽভূৎ কেশবো ভক্তবৎসলঃ
সন্তোষিতা মণিপ্রস্থৈর্দ্বিজাঃ সপ্তর্ষয়শ্চ মে ॥ ৫৯
তৈরেব বৈষ্ণবী ভক্তির্দত্তা মোক্ষো ভবেঽত্র চ

বিত্ত, অপত্য ও সুহৃদ্ জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণভঙ্গুর; সুধীগণ ইহাতে আসক্ত হন না। আমি স্বাধ্যায় ও সন্তান দ্বারা ঋণদ্বয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, সম্প্রতি কামনাহীন হইয়া তীর্থে কেশবের পূজা করিতে ইচ্ছা করি। যে পর্য্যন্ত আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যমান, তাবৎকাল আমি গুণ ও রাগ ত্যাগ করিয়া কোন উত্তমতীর্থবাসে অভিলাষ করিতেছি। জ্ঞানিপ্রবর সংসারনিস্পৃহ পিতা শিবশর্ম্মা পুত্রকর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্গণের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। শিবশর্ম্মা কহিলেন,—আমারও চতুর্থাশ্রমকাল উপস্থিত, আমি নিরহঙ্কার হইয়াছি, অতএব বিষয় বিষবৎ ত্যাগ করিয়া কেশবামৃতের সেবা করিব। হে পুত্র! বন হইতে বন্ধনান্তে গৃহানীত গজের ন্যায় আমার মন বৃদ্ধ বয়সে আর গৃহে রত হইতেছে না। বিদ্যা ও বিত্তবিরহিত নরের ন্যায় অস্মৎপরিত্যক্ত মদীয় কুটুম্বকে তোমার অনুজ এই, সুশর্ম্মা পালন করিবে। দিনাবসানে দিনশ্রী যেরূপ দিবাকরের অনুগমন করে, তদ্রূপ তোমার পতিব্রতা মাতা আমাকে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া আমার অনুগমনে অভিলাষিণী হইতে পারেন, অতএব হে তাত! তোমার মাতার অজ্ঞাতসারে আমরা শ্রীহরির চরণকমল চিন্তা করিতে করিতে বহির্গত হইব।৪৫—৫৪। নারদ কহিলেন,—মুমুক্ষু পিতা ও পুত্র এইরূপে চিন্তা করিয়া অন্ধকারাবৃত নিশীথে সুপ্ত পরিবার পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে শিবে! নিরহঙ্কার পিতা পুত্র একত্র অনেক উত্তম উত্তম তীর্থ পর্য্যটনান্তে এই শিবদ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা নিজ পূর্ব্বজন্মকৃত যজ্ঞযূপ প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহার হরিসাক্ষাৎকার স্মরণ হইল। ধীমান্ বিষ্ণুশর্ম্মা পিতাকে কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে ইন্দ্র ছিলাম, এবং মাধবের প্রিয়কামনায় এই স্থানে বহু যজ্ঞ করিয়াছিলাম, ভক্তবৎসল কেশব আমার প্রতি এই স্থানে প্রসন্ন হইয়াছিলেন। আমি স্বর্ণপ্রদানে সপ্তর্ষিকে সন্তোষিত করিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাকে বিষ্ণুভক্তি প্রদান

বিষ্ণ্বাদিভিঃ সমস্তৈশ্চ তীর্থান্য কৃতানি বৈ ॥ ৬০
সর্ব্বতীর্থময়ং তীর্থমিন্দ্রপ্রস্থমিদং কৃতম্।
অত্রৈব মে মুক্তিশ্চোক্তা তৈরেব মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥
ততো হরিপদপ্রাপ্তিরেতৎ সর্ব্বং স্মরাম্যহম্।
ইমে গঙ্গাসরস্বত্যৌ নিজলোকাদ্বিরিঞ্চিনা ॥
সমানীতে যয়োর্যোগে প্রয়াগোঽয়ং নিগদ্যতে
এষা কাশী শিবপুরী প্রয়াগাৎ পূর্ব্বদেশকে ॥৬৩
দ্বিপঞ্চাশদ্ধনুর্মাত্রে মৃতো যস্যাং ন জায়তে।
কাশ্যাঃ পশ্চিমকে ভাগে ধনুষামেকবিংশতিঃ ॥
শিবকাঞ্চী শিবেনৈষা স্থাপিতা মৃতমুক্তিদা।
গোকর্ণাখ্যমিদং ক্ষেত্রং শম্ভোঃ পরমবল্লভম্ ॥৬৫
ধনুর্দ্বয়প্রমাণে তু ভূমিভাগে ব্যবস্থিতম্।
ইয়ং দ্বারবতী পুণ্যা তীর্থরাজস্য পশ্চিমে ॥ ৬৬
ধনুষাং সপ্ততির্যত্র মৃতো ভাবী চতুর্ভুজঃ।
অতোঽসৌ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কোশলা জনবৎসলা
অষ্টাদশধনুর্মাত্রে দৃশ্যতে পুণ্যদর্শনা।
এতন্মধুবনং তাত স্থাপিতং বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ॥৬৮
কোশলাপশ্চিমে ভাগে দশচাপপ্রমাণতঃ।
অত উত্তরতস্তাত নরনারায়ণাস্পদম্ ॥ ৬৯
এতদেকাদশধনুর্ভূমিদেশে চ তিষ্ঠতি।
এতত্তীর্থং হরিদ্বারমতো দক্ষিণতঃ স্থিতম্ ॥৭০
ত্রিংশদ্ধনুর্মহীদেশে দৃশ্যতে দেবদুর্ল্লভম্।
এতত্তু পুষ্করং নাম তীর্থং তীর্থশিরোমণিঃ ॥৭১
দ্বাদশৈর্ধাসমাত্রে ভূভাগে ভো তাত তিষ্ঠতি।
প্রয়াগাদেকগব্যূতিঃ সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ॥৭২
পূর্ব্বস্যাং দিশি তীর্থানি সপ্ত তত্তীর্থসপ্তকম্।
তীর্থসপ্তককাশে তু সন্তি তীর্থান্যনেকশঃ। ৭৩
পদে পদে যেষু মৃতো জায়তে স চতুর্ভুজঃ।
প্রয়াগাদেকগব্যূতিমাত্রে পশ্চিমভূতলে ॥ ৭৪
নিগমোদ্বোধকং নাম তীর্থং গুরুকৃতং পুরা।
তীর্থসপ্তকনিগমোদ্বোধয়োরন্তরং মহৎ ॥ ৭৫

করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—আমি এই স্থানে মুক্ত হইব। বিষ্ণু প্রভৃতি সর্ব্ব দেব এবং বশিষ্ঠাদি মুনিবরগণ এ স্থানে সর্ব্ব তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার নাম করিয়াছিলেন—সর্ব্বতীর্থময় ইন্দ্রপ্রস্থ। সেই মুনিপুঙ্গবগণ কহিয়াছিলেন,—আমার এই-স্থানে মৃত্যু হইবে এবং হরিপদপ্রাপ্তি ঘটিবে। এখানে এই সকল আমার স্মৃতি-পথে উদিত হইতেছে। এই যে জাহ্নবী ও সরস্বতী, ইহাদিগকে ব্রহ্মা নিজলোক হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন; ব্রহ্মানীত এই তীর্থদ্বয়ের যোগে ইহা প্রয়াগ নামে কথিত হইয়াছে। প্রয়াগের পূর্ব্বদিকে এই যে শিবপুরী কাশী; ইহার দ্বিপঞ্চাশৎ ধনুঃপরি-মিত স্থান মধ্যে মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হয় না। কাশীর পশ্চিম দিকে এই যে একবিংশতি ধনুর্মাত্র শিবকাঞ্চী, এই মৃত-মুক্তিদা শিবকাঞ্চী শিব-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই যে শিবের পরম প্রিয় গোকর্ণনামক ক্ষেত্র, ইহা ধনুর্দ্বয় মাত্র ভূভাগে অবস্থিত। তীর্থরাজ প্রয়াগের পশ্চিমে সপ্ততি ধনুর্মাত্র এই যে পুণ্যবতী দ্বারবতী, এখানে মরিলে জীব চতুর্ভুজ হইয়া থাকে। এই যে দ্বারবতীর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে অষ্টাদশ ধনুর্মাত্র লোকবৎসলা কোশলা, ইহা পুণ্য-দর্শন ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। হে তাত! কোশলার পশ্চিমদিগে দশচাপপ্রমাণ এই যে মধুবন, ইহা স্বয়ং বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত করেন। হে তাত! মধুবনের উত্তরে এই যে নরনারায়ণাস্পদ বদরীবন, ইহা একাদশ ধনুঃপরিমাণ ভূবিভাগে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে এই যে দেবদুর্ল্লভ হরিদ্বারতীর্থ অবস্থিত দেখিতেছেন, ইহা ত্রিংশৎধনুঃ-প্রমাণ ভূমিব্যাপী। হে তাত! দ্বাদশধনুঃ-পরিমিত ভূভাগে এই যে পুষ্কর নামক তীর্থ, ইহা সর্ব্বতীর্থ শিরোমণি। ৫৫—৭১। প্রয়াগের দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে মহাত্মা সপ্তর্ষি-গণের এই যে তীর্থসপ্তক বিদ্যমান, এতন্মধ্যে আবার অনেকানেক তীর্থ বিরাজিত, এই সকল তীর্থে মৃত জীবগণের পদে পদে চতু-র্ভুজত্ব লাভ হয়। প্রয়াগের পশ্চিম কূলে দুই ক্রোশ পরিমিত স্থানে এই যে নিগমো-দ্বোধক নামক তীর্থ, ইহা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হে তাত! সপ্তর্ষিনির্ম্মিত

ইন্দ্রপ্রস্থমিদং ক্ষেত্রং স্থাপিতং দৈবতৈঃ পুরা।
পূর্ব্বপশ্চিময়োস্তাত একযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৭৬
কালিন্দ্যা দক্ষিণে যাবদ্‌যোজনানাং চতুষ্টয়ম্।
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মর্য্যাদা কথিতৈষা মহর্ষিভিঃ ॥ ৭৭
দেবত্রয্যাঞ্চ যো হ্যত্রত্যজত্যঙ্গং ভবত্যজঃ ॥৭৮
নারদ উবাচ।
পুত্রস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা শিবশর্ম্মা শিবে দ্বিজঃ।
প্রত্যাহ সন্দিহানস্তং স্বপুত্রং সত্যবাদিনম্ ॥
শিবশর্ম্মোবাচ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং স্বং পুরাসীঃ সুরেশ্বরঃ ॥
ত্বমত্র কৃতবান্ যজ্ঞান্মণিভিস্তোষিতা দ্বিজাঃ।
ত্বদুক্তজ্ঞানবান্ পুত্র যথাহং স্যাং তথা কুরু ॥
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মর্য্যাদা কুত এষা ত্বয়া শ্রুতা।
যতঃ প্রভৃতি তে জাতা মতিস্ত্বং নাত্যজো গৃহম্॥ ৮১
মত্ত এব ত্বয়াধীতং সাঙ্গং বেদচতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতে কৃত্যে জ্ঞানমাসীৎ কুতস্তব ॥৮২

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ।
ঋষিভির্মে বরো দত্তঃ পূর্ব্বজন্মস্মৃতিপ্রদঃ।
তেভ্য এবাস্য তীর্থস্য শ্রুতা হ্যেষা স্মৃতির্ময়া ॥৮৩
নিগমোদ্বোধকে তীর্থে স্নানমত্র পিতঃ কুরু।
দুর্লভং প্রাপ্স্যসে জ্ঞানং পূর্ব্বজন্মস্মৃতিপ্রদম্ ॥
মমাপি পূর্ব্বজন্মুষঃ প্রবৃত্তিং ত্বং স্মরিষ্যসি।
এতত্তীর্থজলস্পর্শাত্তাত সত্যং বদামি তে ॥৮৫
নারদ উবাচ।
শিবশর্ম্মণি বিপ্রেন্দ্রে শ্রুত্বৈতৎ স্নাতুমুদ্যতে
নিগমোদ্বোধকে তীর্থে স্মৃতয়ে পূর্ব্বজন্মনঃ ॥৮৬
সিংহেনানুগতঃ কশ্চিদ্ভিল্লো ধাবন্ সমাগতঃ।
অতিত্রাসপরীতাঙ্গো নিশ্বসন্ শ্রমবিহ্বলঃ ॥ ৮৭
হিংসাত্মকো বর্ত্মঘাতী বণিজাং লুণ্ঠকঃ সদা।
কৃষ্ণাঙ্গঃ পিঙ্গকেশশ্চ খর্ব্বো মার্জ্জারলোচনঃ ॥৮৮
কুন্তহস্তো ভীমমূর্ত্তির্দেহী পাপ্মেব দৃশ্যতে।
সতঃ পশ্চাৎ কিয়দ্দূরে সিংহমালোক্য তাবুভৌ

তীর্থসপ্তক এবং নিগমোদ্বোধক এই উভয় তীর্থের মধ্যে মহাতীর্থ ইন্দ্রপ্রস্থ ক্ষেত্র অবস্থিত, প্রয়াগের পূর্ব্ব পশ্চিমে একযোজন বিস্তৃত এই ক্ষেত্র পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহর্ষিগণ কালিন্দীর দক্ষিণে ইন্দ্রপ্রস্থক্ষেত্রের সীমা চারি যোজন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অত্রত্য দেবত্রয়ী তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া জীব পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে না। নারদ কহিলেন,—হে শিবে! দ্বিজ শিবশর্ম্মা পুত্রের এই বাক্য শ্রবণে সন্দিহান হইয়া সেই সত্যবাদী পুত্রকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—তুমি কিরূপে ইহা জানিলে যে, পূর্ব্বে তুমি ইন্দ্র ছিলে এবং এই স্থানে বহু যজ্ঞ করিয়া মণিদানে দ্বিজগণকে সন্তোষিত করিয়াছিলে? হে পুত্র! যাহাতে তোমার উক্তিতে আমার প্রত্যয় জন্মে, তাহা কর। তুমি ইন্দ্রপ্রস্থের এতাদৃশী মর্য্যাদা কাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছ? তুমি জন্মের পর জ্ঞান লাভ করিয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথাও গমন কর নাই, গৃহে থাকিয়া আমারই নিকট সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছ, অতএব কিরূপে তুমি তোমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বিদিত হইলে? বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন,—ঋষিগণ আমাকে পূর্ব্বজন্মস্মৃতিপ্রদ বরদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি এই তীর্থবৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছিলাম, তাই আমার এই পূর্ব্বস্মৃতি জন্মিয়াছে। হে পিতঃ! আপনি এই নিগমোদ্বোধক তীর্থে স্নান করুন, আপনারও পূর্ব্বজন্মস্মৃতিপ্রদ দুর্লভ জ্ঞান লাভ হইবে। হে তাত! কেবল ইহাই নহে, আমি সত্য বলিতেছি,—এই তীর্থজলস্পর্শে আপনি আমারও পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বিদিত হইতে পারিবেন। ৭২—৮৫। নারদ কহিলেন,—বিপ্রেন্দ্র শিবশর্ম্মা পুত্রের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বজন্মস্মৃতিলাভার্থ নিগমোদ্বোধক তীর্থজলে স্নানোদ্যত হইলে সিংহতাড়িত জনৈক ভিল্ল অতিত্রাসে পরীতাঙ্গ, শ্রমবিহ্বল ও পীড়িত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হিংসাশীল, পথিকঘাতক, সর্ব্বদা বণিক্‌ধনলুণ্ঠক, কৃষ্ণাঙ্গ, পিঙ্গকেশ,

পিতৃপুত্রৌ সমীপস্থং দ্রুমমারুহ্য তস্থতুঃ।
বদন্তাবিতি হা কৃষ্ণ মোচয়াবোঽপমৃত্যুতঃ ॥৯০
স কিরাতস্তু রাজেন্দ্র গৃহীতুং বেগবত্তরম্।
বীক্ষ্য সিংহং দ্রুমং ভীতঃ সমারোঢ়ুং প্রচক্রমে
আরোহণং প্রকুর্ব্বন্তং সিংহো জগ্রাহ বেগবান্
পাদয়োরথ ভূপৃষ্ঠে পাতয়িত্বারুরোহ তম্ ॥ ৯২
অধঃস্থিতো কিরাতোঽপি কুন্তেনোদরমস্য বৈ
দদার রুধিরৌঘাক্তনিঃসৃতান্ত্রকদম্বকম্ ॥ ৯৩
জাতব্যথো বিধায়াথ নাদং পরমদারুণম্।
সিংহঃ পিপেষ ভিল্লস্য শিরঃ সদ্যো মমার চ ॥
তয়োঃ পঞ্চত্বমাপন্নে ভূতসঙ্ঘেঽত্র ভূপতে।
বিমানদ্বয়মুত্তীর্ণে গণাভ্যাং সহ সৎপদাৎ ॥ ৯৫
নবীনঘনবর্ণাভ্যাং স্ফটিকোপলনির্ম্মিতম্।
চারুকুণ্ডলকর্ণাভ্যাং মণিপ্রকরমণ্ডিতম্ ॥ ৯৬
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তাভ্যাং চারুচিত্রভৃৎ।
দধস্ত্যাং পীতবস্ত্রাণি হেমভিত্তিবিভূষিতম্ ॥ ৯৭
প্রফুল্লাম্বুজনেত্রাভ্যাং পদ্মরাগগবাক্ষভৃৎ।
ধীরনিহ্রাদমঞ্জীরপম্ভ্যাং রণিতকিঙ্কিণী ॥ ৯৮
প্রকোষ্ঠে বলয়শ্রেণীং বিভ্রদ্ভ্যাং চারুবেদিকম্।
মুক্তাহারৈর্মনোহারিবক্ষোভ্যাং স বিতানবৎ ॥
কুটিলালকবক্ত্রাভ্যামুন্নতধ্বজরাজিতম্।
ভ্রূযুগাক্ষিপ্তপঙ্কেষুধনুর্ভ্যামুচ্চতোরণম্ ॥ ১০০
নাসালজ্জিতকীরাভ্যাং নির্ব্যূহ শতশোভিতম্
নববিদ্রুমসচ্ছায়তলাভ্যাং দর্পণামলম্ ॥ ১০১
দিব্যাঙ্গৌ ভিল্লপঞ্চাস্যৌ ত্যক্তাঙ্গং প্রাকৃতং স্থিতৌ ॥
পুরৈব প্রাণনির্য্যাণে তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥
তয়োঃ সমীপমানীয় বিমানৌ তৌ হরের্গণৌ।
উচতুস্তাবথারূপবেশাকৃতিধরৌ ততঃ ॥ ১০৩
ভো কিরাত নরশ্রেষ্ঠ ভো পঞ্চাস্য মৃগাধিপ।

মার্জ্জারলোচন, খর্ব্বাকৃতি ও কুন্তহস্ত ঐ ভীম ভিল্ল যেন সাক্ষাৎ পাপমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর পিতা ও পুত্র পশ্চাতে কিয়দ্দূরে সিংহ সন্দর্শন করিয়া সত্বর সমীপস্থ এক তরুর উপর আরূঢ় হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—হা কৃষ্ণ! এই অপমৃত্যু হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। হে রাজেন্দ্র! সিংহ অতিবেগে আসিয়া ব্যাধের পশ্চাদ্ভাগ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল, তদ্দর্শনে সেই কিরাত অতিমাত্র ভীত হইয়া বৃক্ষারোহণে উপক্রম করিল। ব্যাধ বৃক্ষারোহণে প্রবৃত্ত হইলে বেগবান্ সিংহ তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিল এবং পাদ দ্বারা তাহার উপর আরোহণ করিয়া বসিল। অধঃস্থিত ব্যাধও কুন্ত দ্বারা সিংহের উদর বিদারণ করিল,—সিংহের শোণিতাক্ত নাড়ীনিচয় বাহির হইয়া পড়িল। অনন্তর ব্যথাপ্রাপ্ত সিংহ পরম দারুণ নাদ করিয়া ভিল্লের মস্তক পিষিয়া ফেলিল, সিংহ ও ভিল্ল উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হে ভূপতে! সেই ভিল্ল ও সিংহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সত্যলোক হইতে সেই স্থানে গণদ্বয় সহ বিমানদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ গণদ্বয়ের বর্ণ নবীনঘননিভ, কর্ণ চারু কুণ্ডলমণ্ডিত, কর শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্ত, পরিধানে পীতবসন এবং নেত্র প্রফুল্ল পদ্মতুল্য; তাঁহাদের পাদদ্বয় ঘননির্হ্রাদযুক্ত ও মনোজ্ঞ, তাহাতে আবার রুণুরুণু কিঙ্কিণীধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। তাঁহাদের উদর মনোহর বেদীযুক্ত, প্রকোষ্ঠে বলয়শ্রেণী বিরাজিত, বিশালবক্ষ মুক্তাহারে মনোহারী, গলদেশ কুটিলালক-লসিত, ভ্রূযুগল আকৃষ্ট মদনবাণসম, নাসিকাযুগল খগনাসাবিনিন্দী এবং দেহকান্তি নববিদ্রুমলতাতুল্য। আর তাঁহাদের বিমান,—স্ফটিকোপলনির্ম্মিত, মণিনিচয়মণ্ডিত, চারু চিত্রখচিত, হেমভিত্তি বিভূষিত, পদ্মরাগ-রঞ্জিত গবাক্ষ ও বিতানবান্ উন্নতধ্বজরাজিত, উচ্চ তোরণ-সমন্বিত, শত শত ব্যূহবিভূষিত এবং দর্পণ সদৃশ অমল ।৮৬—১০১। ভিল্ল ও সিংহ প্রাকৃতাতনু ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত হইল, তীর্থমৃত্যুবশতঃ সেই তীর্থপ্রভাবে বিষ্ণুদূতদ্বয় তাঁহাদের সমীপে বিমানদ্বয় আনয়ন করিয়া কহিল,—হে নরসত্তম কিরাত! হে মৃগাধীশ সিংহ! আমা-

আবাং জানীতমায়াতৌ বৈকুণ্ঠাৎ শ্রীহরের্গণৌ
নেষ্যামস্তৎপদং সত্যং যুবাং তত্র ন চোর্ম্ময়ঃ
স্বং স্বং বিমানমারুহ্য গম্যতামাশু মা চিরম্ ॥১০৫
স্বং স্বং বিমানমারূঢৌ তৌ কিরাতমৃগাধিপৌ।
উচতুর্ব্বিস্ময়াবিষ্টৌ লক্ষ্মীপতিগণৌ প্রতি ॥১০৬
ভো ভো ত্রিদশশার্দ্দূলৌ শ্রূয়তাং বাক্যমাবয়োঃ
যুবয়োর্দ্দর্শনাজ্জাতং জ্ঞানং তৌ পারমার্থিকম্ ॥
অত্র জন্মনি নাবাভ্যাং কৃতং সুকৃতমল্পকম্।
স্মৃতির্নৌ জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মণাং বাং প্রসাদতঃ ॥
মাংসাহারৌ প্রাণিহিংসারতৌ ক্রূরাস্তরেন্দ্রিয়ৌ
পাপাচারকুলে জাতৌ দর্শনেন ভয়প্রদৌ ॥১০৯
আবামেতাদৃশে লোকে হ্যভূতামিতি পাপিনৌ
কেন পুণ্যেন যুবয়োর্জ্জাতং দর্শনমাবয়োঃ।
সারূপ্যঞ্চ কুতঃ পুণ্যাদায়াবঃ শ্রীহরেঃ পদম্ ॥
গণাবূচতুঃ।
তীর্থেঽত্র মরণান্নূনং সুরাচার্য্যকৃতে পুরা ॥ ১১১
যুবয়োর্দ্দর্শনং জাতং নৌ চ সারূপ্যমদ্ভুতম্।
লক্ষ্মীপতিপদপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি চ বাং চিরম্ ॥১১২
তাবৎ পাপানি গর্জ্জন্তি ব্রহ্মহত্যাদিকানি বৈ।
জাতং ন দর্শনং যাবত্তীর্থস্যাস্য বৃহস্পতেঃ ॥
যথা তমাংসি নশ্যন্তি ভাস্করস্যোদয়াদিহ।
তথা পাপানি নিগমোদ্বোধকস্য বিলোকনাৎ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যমেতদ্বৈ ক্ষেত্রমিন্দ্রস্য পাবনম্।
তেনাত্র পূজিতো বিষ্ণুঃ ক্রতুভির্বহুদক্ষিণৈঃ ॥
তুষ্টেন বিষ্ণুনা তস্মৈ বরো দত্তো নিশম্যতাম্
ভো শক্র তাবকে ক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থময়ে জনাঃ ॥
তনুং ত্যক্ষন্তি যে তে বৈ মত্তুল্যা হিংসকা
অপি ॥ ১১৭
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তৌ গণশ্রেষ্ঠৌ নীত্বা তৌ জগ্মতুঃ পদম্
হরের্যত্র গতো ভূয়ো বিশ্বাক্ষো ন নিমজ্জতি ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে-
'ভিল্লসিংহবৈকুণ্ঠারোহণং নাম দ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

দিগকে বৈকুণ্ঠ হইতে আগত শ্রীহরির গণ বলিয়া বিদিত হও, আমরা তোমাদিগকে সেই বিক্ষোভবিবর্জ্জিত সত্যলোকে লইয়া যাইব, তোমরা স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করিয়া সত্বর গমন কর, বিলম্ব করিও না। অনন্তর কিরাত ও সিংহ স্ব স্ব বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হরিগণদ্বয়কে কহিল,—ভো ভো দেববরদ্বয়! আমাদের বাক্য শ্রবণ কর, তোমাদিগকে দর্শন করিয়া আমাদের পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে। আমরা এজন্মে অল্পমাত্রও পুণ্য করি নাই, তথাপি যে আমাদের পূর্ব্বকর্ম্ম স্মরণ হইতেছে, ইহা তোমাদেরই অনুগ্রহ। আমরা মাংসাহারী, প্রাণিহিংসারত, ক্রূর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, পাপকুলজাত ও ভীমদর্শন ছিলাম; আমরা পাপী হইয়াও কিরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করিলাম? কি পুণ্যে আমরা আপনাদের দর্শন লাভ করিলাম? এবং কোন্ পুণ্যেই বা আপনাদের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া হরি পদে উপনীত হইতেছি? গণদ্বয় বলিলেন,—পুরাকালে সুরগুরু বৃহস্পতি এই পুণ্য তীর্থের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তোমরা এই পুণ্য তীর্থে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দর্শন ও অদ্ভুত সারূপ্য লাভ করিয়াছ। আর তোমাদের অচিরেই অচ্যুতপদ-প্রাপ্তি ঘটিবে, সন্দেহ নাই। যে পর্য্যন্ত এই বৃহস্পতিতীর্থের দর্শন লাভ না হয়, তাবৎ কালই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে। দিবাকরের উদয়ে যেমন তমোরাশি নাশ পায়, তদ্রূপ নিগমোদ্বোধক তীর্থের দর্শনে পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রকৃত এই ইন্দ্রপ্রস্থ নামক ক্ষেত্র অতি পাবন, ইন্দ্র এখানে বহুদক্ষিণ বহু যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন, সেই পূজায় বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে যে বর দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি শক্রকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—হে শক্র! সর্ব্বতীর্থময় তোমার এই ক্ষেত্রে যাহারা অসুত্যাগ করিবে, তাহারা হিংসক হইলেও আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে। নারদ বলিলেন,—

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অথাবরুহ্য তৌ বৃক্ষাৎ পিতৃপুত্রৌ সুবিস্মিতৌ
দৃষ্ট্বা হরিপদপ্রাপ্তিমভূতাং পাপিনোরপি॥ ১
শিবশর্ম্মাথ বিপ্রেন্দ্রঃ শ্রুত্বা তীর্থস্তুতিং তদা।
গণোক্তাং বিষ্ণুশর্ম্মাণমুবাচ সুতমাত্মনঃ॥ ২

শিবশর্ম্মোবাচ।

যৎ পদং ন সুলভং দ্বিজন্মনাং
সাধিতেন তপসাপি লীলয়া।
প্রাপতুঃ শবরদংষ্ট্রিণৌ চ ত-
ত্তীর্থরাজমহিমা বিলোক্যতাম্॥ ৩
জন্মনঃ প্রভৃতি তাবদামৃতেঃ
পাপিনাবপি চ যৎপ্রভাবতঃ।
জগ্মতুঃ সুত হরেঃ সরূপতা-
মস্য তীর্থবৃষভস্য কা স্তুতিঃ॥ ৪
শুদ্ধসত্ত্বমপি রূপমৈশ্বরং
কাম্বুজন্মজনি দেবদুর্লভম্।
তামসৌ ক মৃগনাথভিল্লকৌ
কিন্তু তীর্থমিদমদ্ভুতক্রিয়ম্॥ ৫
তাত ভো পততি বেধসঃ পদাৎ
জন্তুরন্তমধিগম্য কর্ম্মণাম্।
অত্র দেবগুরুনির্ম্মিতে মৃতিং
প্রাপ্য মাধবপদান্ন বিচ্যুতিঃ॥ ৬

নারদ উবাচ।

এবং প্রত্যক্ষমালোক্য মাহাত্ম্যং স দ্বিজোত্তমঃ
তীর্থস্যাস্য গুরো রাজন্ স্নাতুং তত্র প্রচক্রমে
মুখদন্তপদানাং স কৃত্বা শুদ্ধিঞ্চ চেতসঃ।
পঞ্চকচ্ছঃ শিখাবদ্ধোঽপগ্রহী মাধবং স্মরন্॥৮
অশ্বক্রান্তেতি শ্লোকেন পাঠেন তটমৃত্তিকাম্।
স্পৃশংস্তয়ৈব বিদধত্তিলকং জলমাবিশৎ॥ ৯
তত্র প্রবাহাভিমুখো নিমজ্জন্ পুনরুত্থিতঃ।
পুনর্ম্মগ্নো হরিং স্মৃত্বা গঙ্গাঞ্চ জনপাবনীম্॥ ১০

গণসত্তমদ্বয় এইরূপ বলিয়া যেস্থানে গমন করিলে পুনরায় বিশ্বসাগরে মজ্জিত হইতে হয় না, তাহাদিগকে লইয়া সেই হরিপদে উপনীত হইলেন।১০২—১১৮।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০০।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর সেই পিতা-পুত্র তরু হইতে অবতরণ করিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পাপিদ্বয়ের হরিপদপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন বিপ্রসত্তম শিবশর্ম্মা গণোক্ত তীর্থগুণ শ্রবণ করিয়া আত্মজ বিষ্ণুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—অহো! এই তীর্থরাজের মহিমা অবলোকন কর,—যে পদ দ্বিজদিগেরও সাধিত তপস্যা দ্বারা সুলভ হয় না, আজ শবর ও সিংহের অনায়াসে সেই পদপ্রাপ্তি হইল! হে আত্মজ! জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত ইহারা পাপী থাকিয়াও এই তীর্থপ্রভাবে হরির স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল, অতএব এই তীর্থরাজের আর কি স্তব করিব? কোথায় এই পদ্মযোনিদুর্লভ শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরপদ, আর কোথায় সেই মহাপাপ মৃগপতি ও কিরাত; এ বিষয়ে এই অদ্ভুতক্রিয় তীর্থরাজই প্রমাণ। হে তাত! কর্ম্মবশে জীব ব্রহ্মপদ হইতেও পতিত হয়, কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতিনির্ম্মিত এই তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যে জীব অচ্যুতপদে গমন করে, তাহার আর বিচ্যুতি হয় না। ১—৬। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! দ্বিজসত্তম শিবশর্ম্মা বৃহস্পতি তীর্থের এবংবিধ প্রভাব প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া সেই তীর্থজলে স্নানার্থ উপক্রম করিলেন। তিনি প্রতিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখ, দন্ত, পাদ ও চিত্তশুদ্ধি করিয়া পঞ্চকচ্ছ ধারণ ও শিখাবন্ধন করিলেন। তারপর মাধব নাম স্মরণ করিতে করিতে "অশ্বক্রান্তে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠে তটমৃত্তিকাস্পর্শ ও তদ্দ্বারা তিলক সম্পাদনপূর্ব্বক জলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই জলের প্রবাহাভিমুখে নিমজ্জিত হইয়া

অযোধ্যাদ্যা পুরীঃ সপ্ত পুনরুত্থায় সংস্মরন্।
পুনর্ন্নমজ্জ সলিলে গোবিন্দার্পিতমানসঃ॥ ১১
কৃত্বা যথাবিধি স্নানং ধৌতবস্ত্রে চ পর্য্যধাৎ।
বহিরাগত্য তিলকং চক্রে চ দ্বিজসত্তমঃ॥ ১২
করপাদশিখাসূত্রৈর্দ্দর্ভাংশ্চ বিদধদ্বশী।
সন্ধ্যাঞ্চকার বিধিবত্তর্পণং ত্রিবিধং তথা॥ ১৩
সূর্য্যায় কুসুমৈর্দ্দত্বা সজলৈরর্ঘ্যমাদৃতঃ।
শিরোবদ্ধাঞ্জলিপুটো নমশ্চক্রে দ্বিজোত্তমঃ॥ ১৪
আবাহনাদি নৈবেদ্যপর্য্যন্তমপ বিপ্ররাট্।
জগৎপূজ্যপদাব্জস্য বিষ্ণোঃ পূজামচীকরৎ॥
কৃতক্রিয়ঃ সুপবিষ্টস্তাদৃশং সুতমাত্মনঃ।
জগাদ সংস্মরন্ পূর্ব্বজন্মকর্ম্মাণি কৃৎস্নশঃ॥১৬
শিবশর্ম্মোবাচ।
বিষ্ণুশর্ম্মন্ন তে মিথ্যা বাক্যং তাত যতঃ স্মৃতিঃ
অত্র স্নানেন মে জাতা পূর্ব্বেষাং জন্মকর্ম্মণাম্॥

আকর্ণয় মহাভাগ কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
পুরাহমন্বয়ে জাতো বিশাং ধনিকধর্ম্মিণাম্॥ ১৮
পিতা মে শরভো নাম্না কান্যকুব্জে পুরে বসন্
বাণিজ্যেনার্জ্জয়ন্ বিত্তং ভূরিধর্ম্মসমাশ্রিতঃ॥ ১৯
ব্যতীতস্তু মহান্ কালস্তস্য নাভবদাত্মজঃ।
জরাগৃহীতদেহস্য তচ্চিন্তাতুরচেতসঃ॥ ২০
অচিন্তয়দহোরাত্রমিতি বৈশ্যবরস্তদা।
বিনা সুতেন মে ব্যর্থং ধনং ভূর্য্যপি সঞ্চিতম্॥
ঋতে সুতমৃণী লোকে পিতৃণাং ধনবানপি।
সজলোঽপি বিনা বর্ষং চাতকানাং যথা ঘনঃ॥২২
পুমান্ জয়তি সন্তত্যা বিশ্বং ধর্ম্মধুরীণয়া।
শক্ত্যা ত্রিবিধয়া রাজা বিপক্ষমিব দুর্জ্জয়ম্॥ ২৩
প্রীণাতি সন্ততিঃ শুদ্ধা সুমনঃ পিতৃমানবান্।
মিত্রপ্রত্যর্থ্যদাসীনান্ সূনৃতা বাগ্‌যথেরিতা

পুনরুত্থিত হইলেন, আবার জনপাবনী জাহ্নবী ও জনার্দ্দনকে স্মরণ করিয়া নিমজ্জন করিলেন। তিনি পুনরায় উত্থিত হইয়া অযোধ্যাদি সপ্ত পুরী স্মরণ করিলেন এবং গোবিন্দপদে হৃদয় অর্পিত করিয়া পুনরায় জলে নিমজ্জিত হইলেন। অতঃপর দ্বিজসত্তম বশী শিবশর্ম্মা যথাবিধি স্নান ও ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জল হইতে উত্থিত হইয়া তিলক ধারণ এবং কর,পাদ শিখা ও সূত্রে কুশ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা ও ত্রিবিধ তর্পণ করিলেন। সেই দ্বিজসত্তম সজল কুসুমসমূহ দ্বারা সাদরে অর্ঘ্য নির্ম্মাণ করিয়া দিবাকরকে প্রদান এবং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর জগৎ যাঁহার পাদপদ্মের পূজা করে, দ্বিজরাজ শিবশর্ম্মা আবাহনাদি নৈবেদ্যান্ত উপচার দ্বারা সেই বিষ্ণুর পূজা করিয়া কৃতকৃত্য ও সুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় কর্ম্ম স্মরণ করিতে করিতে স্বীয় সুত বিষ্ণুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! হে তাত! তোমার বাক্য মিথ্যা নহে, এই তীর্থে স্নান করিয়া আমার পূর্ব্বজন্মের সর্ব্বকর্ম্মের স্মৃতি হইয়াছে। হে মহাভাগ! তোমার সম্মুখে তাহা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি কোন ধার্ম্মিক ধনী বণিকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার পিতার নাম ছিল শরভ এবং তিনি কান্যকুব্জপুরে বাস করিতেন। আমার ধার্ম্মিক জনক বাণিজ্যে ধনার্জ্জন করিয়া ভূরি ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তদীয় জীবনের বহু কাল অতীত হইয়া গেল, তিনি পুত্রলাভ করিলেন না। জরা তাঁহার দেহ গ্রহণ করিল, সেই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আতুর হইল; বৈশ্যবর মদীয় পিতা অহোরাত্র এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি তনয়হীন; সুতরাং আমার এই সঞ্চিত বহুধনও বৃথা, কেননা, ধনবান্ ব্যক্তিও সুত ব্যতীত পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয় না। বৃষ্টিবিহীন সজল জলদ যেরূপ চাতকগণের কার্য্যকর হয় না, আমার এই ধনও তদ্রূপ নিষ্ফল হইয়াছে।১৭-২২। রাজা যেরূপে ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা বিপক্ষপক্ষ জয় করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মধুরীণ তনয় দ্বারা, পুরুষ বিশ্ববিজয় করিয়া থাকে। সুপ্রযুক্ত সুনৃত বাক্য যেরূপ মিত্র অর্থী ও উদাসীনকে পরি-

উদয়স্থেন পুত্রেণ বর্দ্ধতে স্বযশঃ পিতুঃ ।
নির্ম্মলং দ্বিজরাজেন নীরং নীরনিধেরিব ॥ ২৫
তস্মাদ্‌যতেৎ সুতোৎপত্ত্যৈ শরীরেণ ধনেন বা
তমৃতে হি দ্বয়ং ব্যর্থং জনানাং তড়িদায়ুষাম্ ॥
এবং চিন্তয়তস্তস্য গৃহে মুনিবরস্তদা ।
দেবলোঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানো বরং দাতুং সমাযযৌ ॥
আগতং তং সমালোক্য প্রত্যুত্থায়াসনাৎ পিতা
দত্ত্বার্ঘ্যমথ পাদ্যঞ্চ ববন্দে শিরসা মুনিম্ ॥ ২৮
উপবেশ্যাসনে দত্তে স্বহস্তেন পিতা মম ।
পপ্রচ্ছ চ মুনিশ্রেষ্ঠং দেবলং দেবদর্শনম্ ॥ ২৯
স্বাগতন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ শমস্তি ভবতাং কুলে ।
তপঃস্বাধ্যায়নিয়মা নিষ্প্রত্যূহা ভবন্তি চ ॥ ৩০
কালে চাতিথয়ঃ কচ্চিদায়ান্তি ভবদাশ্রমে ।
কচ্চিদাশ্রমবৃক্ষা বঃ ফলন্তি মনসেপ্সিতম্ ॥ ৩১
ব্যাঘ্রাদয়ো ন কুর্ব্বন্তি কচ্চিদ্বৈরং মৃগাদিভিঃ ।
ত্বদীয়াশ্রমমভ্যেত্য ভ্রাতরো ভ্রাতৃভির্যথা ॥ ৩২
তবাটনং ভুবি মুদে গৃহিণামন্যথা কথম্ ।
তেষাং গৃহাধিমগ্নানাং দর্শনং ক ভবাদৃশঃ ॥ ৩৩
হরিপাদরজোবুদ্ধেঃ কামং কামো ন কুত্রচিৎ ।
মুনে তব তথাপ্যাশু হেতুমাগমনে বদ ॥ ৩৪

শিবশর্ম্মোবাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন স মুনির্দেবলো দেবপূজিতঃ ।
অব্রবীত্তন্মনোভাবং জ্ঞাতুকামো বিশাম্পতিম্

দেবল উবাচ ।

বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া ভূরি ধনং ধর্ম্মেণ সঞ্চিতম্ ।
করোষি যেন ধর্ম্মজ্ঞ নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥
আদরং রাজসদসি ধনেন লভতে নরঃ ।
সুভটঃ শত্রুসংগ্রামে বিক্রমেণ যথা জয়ম্ ॥ ৩৭
গৃহস্থস্ত ধনং প্রাপ্য পরাং পুষ্টিং ব্রজত্যলম্ ।

তৃপ্ত করে, শুদ্ধহৃদয় সন্ততিও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। দ্বিজরাজের উদয়ে যদ্রূপ নির্ম্মল জলাধিজলের ধবলতা বর্দ্ধিত হয়, উদীয়মান্ তনয়ও তদ্রূপ পিতার যশ বিস্তার করে। অতএব আমি দেহ ও ধন দ্বারা পুত্রোৎপত্তির জন্য যত্ন করিব, কেননা তড়িতের ন্যায় তরলায়ু জনগণের তনয় ব্যতীত দেহ ধন উভয়ই নিষ্ফল হয়। আমার পিতা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে তখন অতীন্দ্রিয়জ্ঞানী মুনিবর দেবল বর দান করিবার জন্য তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পিতা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং পাদ্যার্ঘ্যদানে পরিতৃপ্ত করিয়া মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। পিতা তাঁহাকে স্বহস্তে আসন প্রদান করিলেন। মুনিবর সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পিতা মুনিসত্তম দেবদর্শন দেবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! আপনার ত সুখে আগমন হইয়াছে? আপনার কুলের মঙ্গল ত? আপনার তপস্যা, স্বাধ্যায় ও নিয়মসমূহ প্রত্যূহহীন হইয়াছে ত? ভবদীয় আশ্রমে যথাকালে অতিথিগণ আগমন করেন ত? আপনার আশ্রমতরুনিকর অভীষ্ট ফল প্রসব করে ত? ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদেরা মৃগাদির সহিত বৈর করে না ত? ভ্রাতায় ভ্রাতার যেরূপ বিরোধ হয়, তাহারা আপনার আশ্রমে আসিয়া সেরূপ করে না ত? আপনার পর্য্যটনে পৃথিবীর তৃপ্তি হয়, আর মাদৃশ গৃহিগণেরই বা কেন হইবে না? অহো! তাদৃশ গৃহাসক্ত মানবগণের ভবাদৃশ ঋষির দর্শন কোথায়! যাঁহার বুদ্ধি বিষ্ণুপাদরজে নিমজ্জিত, তাঁহার কুত্রাপি কামনা থাকিতে পারে না। তথাপি হে মুনে! বলুন, আপনার সহসা আগমনের কারণ কি? ২৩-৩৪। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—দেবপূজিত দেবল মদীয় বৈশ্যবর পিতা কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহার মনোভাব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবল বলিলেন,—হে বৈশ্যবর্য্য! তুমি ধর্ম্ম দ্বারা ধনার্জ্জন করিয়া বহু সঞ্চয় করিয়াছ এবং হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদ্দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া সাদরে সম্পাদন করিতেছ। সুবুদ্ধি সৈনিক যেমন শত্রুসংগ্রামে জয়াস্পদে উপনীত হয়, ধনী মানবও তদ্রূপ ধনগৌরবে সাদরে রাজ-

শরৎপরিণতঃ শস্যমনড়ানিব বিট্‌পতে ॥ ৩৮
ধনিনং ন বিমুঞ্চন্তি বন্ধবোঽন্যে চ যে জনাঃ।
মধুমৎসুমনোযুক্তং পাদপং মধুপা ইব ॥ ৩৯
ধনাভাবেন গৃহিণাং কৃশত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বতো গ্রীষ্মসময়ে নভসাং সরসামিব ॥ ৪০
তদ্ধনং বর্ত্ততে ভূরি গৃহে তব বিশাম্পতে।
কুতঃ কৃশত্বমঙ্গানাং গোপ্যং চেন্ন বদাদ্য মে ॥
বৈশ্য উবাচ।
হিতোপদেশবিরতা ভবন্তঃ পিতরো যথা।
গোপনীয়ং ভবদ্ভ্যঃ কিং মাদৃশৈঃ পুত্রতাং গতৈঃ
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বতোঽস্তি শিবং মম।
বার্দ্ধকেঽপি সুতাভাবো দুঃখমেকমিদং মম ॥৪৩
তস্মাৎ কৃশত্বমঙ্গানাং বিদ্ধি মে মুনিপুঙ্গব।
বিভেম্যহং পিতৃঋণাদ্‌যতোঽধঃপতনং নৃণাম্ ॥

তমুপায়ং কুরু মুনে যেন স্যাং সুতবানহম্।
কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশক্যং ন ভূতলেঽত্র ভবাদৃশৈঃ ॥
শিবশর্ম্মোবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বৈশ্যবর্য্যস্য দেবলঃ।
মনঃ ক্ষণং স্থিরং কৃত্বা দধ্যৌ মীলিতলোচনঃ ॥
সন্ততের্যৎপিতুর্দৃষ্টা প্রতিবন্ধস্য কারণম্।
দেবলোঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী বভাষে কারয়ন্ স্মৃতিম্
দেবল উবাচ।
একদা তু পুরা বৈশ্য তবেয়ং ধর্ম্মচারিণী।
যং চকার স্বচিত্তে তং কথয়ামি মনোরথম্ ॥ ৪৮
গুর্ব্বিণী যদ্যহং গৌরি ভবেঽহং শম্ভুবল্লভে।
তদা ত্বাং তোষয়িষ্যামি ষড্রসান্বিতভোজনৈঃ ॥
ধূপদীপকমালাভিস্তাম্বুলৈর্নৃত্যবাধকৈঃ।
তন্ত্রীমুখোদ্গতৈর্গীতৈর্নানাবিধবিলেপনৈঃ ॥ ৫০
এবং প্রতিশ্রুত্য পুরঃ সখীনাং দয়িতা তব।

সভায় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বৈশ্য! শরৎপক্ব শস্যলাভে বৃষভ যেরূপ পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, গৃহস্থও তদ্রূপ বিপুল ধনলাভে পরম পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। পুত্র কলত্রাদির কথা কি, মধুমান্ কুসুমসমন্বিত পাদপ যেরূপ মধুপগণ ত্যাগ করে না, ধনিজনের অন্যান্য বান্ধবেরাও তদ্রূপ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না। গ্রীষ্মসময়ে সরোবরের সর্ব্বদিক্ যদ্রূপ শুকাইয়া যায়, নভোমণ্ডল রুক্ষরূপ ধারণ করে, তদ্রূপ বিত্তবিহীন গৃহিগণের কৃশত্ব স্বতই সম্পাদিত হইয়া থাকে। হে বৈশ্যপতে! তোমার গৃহে এ হেন ধনবাহুল্য থাকিতে কিরূপে তোমার দেহ কৃশ হইল? যদি গোপনীয় না হয়, আমার নিকট ব্যক্ত কর। বৈশ্য বলিলেন,—আপনারা পিতার ন্যায় হিতোপদেষ্টা, অতএব মাদৃশ পুত্রস্থানীয় জনগণের আপনার নিকট আবার গোপনীয় কি? হে মুনিসত্তম! আপনার প্রসাদে সর্ব্ববিষয়ে আমার কুশল বিদ্যমান, কিন্তু আমি বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, তথাপি আমার পুত্র হইল না, ইহাই একমাত্র আমার দুঃখ। আর হে মুনিপুঙ্গব! এই দুঃখেই আমার দেহ কৃশ হইয়া যাইতেছে। নরগণ পিতৃঋণে অধঃপতিত হয়, অতএব আমিও সেই ভয়ে ভীত হইতেছি। ভবাদৃশ ব্যক্তির ভূতলে কিছুই অসাধ্য নাই, অতএব হে মুনে! আপনি এইরূপ উপায় করুন, যাহাতে আমি পুত্রবান্ হইতে পারি। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—দেবল মৎপিতা বৈশ্যবর্য্যের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মনঃস্থির করিলেন, নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিলেন; এবং তৎপর নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক পিতার অপত্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক কারণ যাহা অবলোকন করিয়াছিলেন, পিতার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে তাহা বলিতে লাগিলেন।৩৫—৪৭। দেবল বলিলেন,—পুরাকালে একদা তোমার এই সহধর্ম্মিণী নিজচিত্তে যে অভীষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। তিনি গৌরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে ভববল্লভে! যদি আমি গর্ভিণী হই, তবে ষড়্রসযুক্ত ভোজ্য, ধূপ, দীপ, মাল্য, তাম্বুল, নৃত্য, বাদ্য, তন্ত্রীমুখেরিত গীত ও নানাবিধ বিলেপন দ্বারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিব। সখীগণ-দয়িতা

প্রতীক্ষমাণা তং কালং তস্থৌ তদ্ভক্তিসংযুতা ॥
তস্মিন্নেবাভবদ্গর্ভো মাসেঽস্যা যোষিতস্তব ।
উচুরেনাং ততঃ সখ্যঃ সর্ব্বাঃ সস্নেহচেতসঃ ॥৫২
যত্ত্বয়া বাঞ্ছিতো গর্ভো গৌর্য্যাং সম্প্রতিপাদিতঃ
অতঃ প্রতিশ্রুতং দেব্যাঃ পূজনং সুভগে কুরু
নো চেদ্বিকারাস্তবতি বিঘ্নস্তু তদনুষ্ঠিতাৎ ।
তোষিতা রোষিতাশ্চাত্র দেব্যো হি বরশাপদাঃ
সখীভিরিতি তে ভার্য্যা কথিতেয়ং মুদান্বিতা ।
ত্বামুবাচ মহাভাগা বিনয়েন পতিব্রতা ॥ ৫৫
নাথ পূজয়িতুং গৌরীং বাঞ্ছাম্যখিলকামদাম্ ।
যৎপ্রসাদাদহং যাতা বাঞ্ছিতার্থবতী প্রভো ॥৫৬
বৈশ্যবর্য্য ত্বমেবৈতচ্ছ্রুত্বাস্যা বচনং শুভম্ ।
অমন্যত গর্ভবতীমেনাং নিজগৃহেশ্বরীম্ ॥ ৫৭
পরমোৎসবয়ামোদমানঃ সদ্যো ভবানপি ।
ভৃত্যানাজ্ঞাপয়ামাস পূজাবস্তূপপাদনে ॥ ৫৮

তৈরানায্য সমস্তানি বস্তূনি ভবতা ততঃ ।
অস্যৈ দত্তানি মধ্বন্নদ্রাক্ষাগন্ধাদিকান্যপি ॥ ৫৯
ততো নিজসখীঃ সর্ব্বা আহুয়েয়মিদং জগৌ ।
সখ্যঃ সমস্তাঃ সামগ্রীঃ সমানীতাম্বিকার্চ্চনে ॥৬০
নীত্বা পূজোপকরণং যূয়ং যাতাম্বিকালয়ম্ ।
সন্তোষয়ত তাং দেবীং পূজয়া বিধিদৃষ্টয়া ॥ ৬১
গুর্ব্বিণীতি কুলেঽস্মাকং ন নির্যাতি গৃহাদ্বহিঃ ।
অতোঽহং নাগমিষ্যামি যূয়ং যাত তদর্চ্চনে ॥
ইত্যাজ্ঞপ্তাস্তু তাঃ সখ্যো নীত্বোপকরণং যযুঃ ।
অম্বিকালয়মুন্মত্তভ্রমদ্ভ্রমরকেতনম্ ॥ ৬৩
কোকিলাকুলসঙ্কেলিসহকারকুলাকুলম্ ।
হংসসারসচক্রাহ্বমণ্ডিতং স্বচ্ছসারসম্ ॥ ৬৪
মহাদেবগুণালাপি-শুকসারিসমাবৃতম্ ।
হারপূরালতাসেকে তৎপরোমাসখীধরম্ ॥৬৫
উমাপতেরুমাপাদন্যাসপূতমহীতলম্ ।

তোমার বনিতা এইরূপ প্রতিশ্রুতা ও ভবানীর প্রতি ভক্তিযুতা হইয়া পুরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মাসেই তোমার পত্নী গর্ভধারণ করিলেন। তখন তাঁহার সস্নেহহৃদয়া সখীরা তাঁহাকে কহিল,—হে সুভগে! গৌরীর প্রসাদে তুমি তোমার অভীষ্ট গর্ভধারণ করিয়াছ, অতএব পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত শর্ব্বাণীর পূজা কর। এ বিষয়ে যদি তোমার চিত্তে বিকার হয়; আর যদি পূজানুষ্ঠান না কর, তবে বিঘ্ন ঘটিবে। বিশেষতঃ দেবীগণ সন্তুষ্ট হইলে বরদ ও রুষ্ট হইলে অভিশাপদ হইয়া থাকেন। সখীগণ এইরূপ কহিলে তোমার পতিব্রতা মহাভাগা পত্নী মুদান্বিতা হইয়া বিনয় সহকারে তোমাকে কহিলেন,—'হে প্রভো! হে নাথ! আমি যাঁহার অনুগ্রহে অভীষ্ট গর্ভধারণ করিয়াছি, সেই অখিলকামদা গৌরীদেবীর পূজা করিতে ইচ্ছা করি।" হে বৈশ্যবর্য্য! তুমি তোমার গর্ভবতী পত্নীর এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া পূজায় অনুমোদন করিয়াছিলে এবং পরমোৎসবে মোদমান হইয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যগণের প্রতি পূজার উপাদান সংগ্রহের জন্য আদেশ করিলে। তাহারা সমস্ত বস্তু আনয়ন করিল, তার পর তুমি সেই মধু, অন্ন দ্রাক্ষা ও গন্ধ প্রভৃতি যাবতীয় পূজাবস্তু পত্নীকে প্রদান করিলে। অনন্তর তোমার পত্নী স্বীয় সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—জগদম্বার পূজাবস্তু সব প্রস্তুত, তোমরা এই সকল সামগ্রী লইয়া অম্বিকাগৃহে গমন ও বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা পূজা করিয়া দেবীর তুষ্টি সাধন কর। আমাদের কুলে গর্ভিণী গৃহের বাহির হয় না, এজন্য আমি যাইব না, তোমরা পূজা করিতে গমন কর।৪৮—৬১। অনন্তর সখীগণ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পূজার সম্ভার গ্রহণপূর্ব্বক অম্বিকালয়ে গমন করিল। ঐ দেবালয়ের পতাকার উপর মত্ত ভ্রমরগণ ভ্রমণ করে, মন্দিরের সন্নিহিত সহকার তরুনিকর কোকিলাকুলের কলকণ্ঠরবে আকুলিত হয়, তথায় স্বচ্ছ সরোবরসমূহে হংস, সারস ও চক্রবাক বিচরণ করে এবং সর্ব্বত্র শুকসারীরা সুমধুররবে মহাদেবের গুণগান করিয়া থাকে। সেখানে উমার সখীগণ মাল্য ও অলক্ত লইয়া তাঁহার চরণসেবায় তৎপর হইয়া রহিয়াছে, উমা-মহেশের পাদবিন্যাসে তত্রত্য

স্ফটিকোপলসম্বদ্ধজলাধারস্থরক্রমম্॥ ৬৬
পার্ব্বতীপতিসন্নাট্যগায়দ্‌গন্ধর্ব্বনাদিতম্।
মন্দানিলমনাগ্‌ধূতচূতচম্পককোরকম্॥৬৭
নৃত্যন্ময়ূরনিহ্রাদপ্রতিনাদিলতাগৃহম্।
তল্লীলাচলবিদ্যোতমানং রত্নলসৎপ্রভম্॥ ৬৮
তত্র গত্বা গিরিসুতাং প্রণেমুস্তাঃ সভর্ত্তৃকাঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য ততো ভক্ত্যা তাঞ্চ বভাষিরে॥
জগদম্বে নমস্তুভ্যং শন্নো দেহি শিবপ্রিয়ে।
ত্বৎপূজার্থে সমানীতো বলিরেষ প্রগৃহ্যতাম্॥
বৈশ্যস্য শরভো নাম্না তস্যাস্তি ললিতাঙ্গনা।
তয়াভিলষিতো গর্ভস্তৎপ্রাপ্তৌ তব পূজনম্॥
ত্বৎপ্রসাদাদভূত্তস্যাঃ স গর্ভঃ শম্ভুবল্লভে।
ত্বৎপূজনায় প্রহিতো বলিরস্মাভিরেষকঃ॥ ৭২
তস্যাঃ কুলে গর্ভবতী ন নিরেতি বহির্গৃহাৎ।
অতঃ সা নাগতা দেবি প্রসীদেনং গৃহাণ বৈ॥
ইত্যুক্তা তাং তদা বৈশ্য ত্বৎস্ত্রীসখ্যস্তু তং বলিম্
সমর্পয়িত্বা বিধিবদানর্চ্চুশ্চন্দনাদিভিঃ॥ ৭৪
প্রতিবাক্যমলব্ধ্বা তা গৌর্য্যা প্রত্যাযযুর্গৃহম্।
নিজসখ্যৈ সমাচখ্যুর্বিষণ্ণাং তাং শিবপ্রিয়াম্॥
তাসামাকর্ণ্য বচনমিতি বৈশ্য তবাবলা।
উন্মনাশ্চিন্তয়ামাস কুতো গৌরী ন পিপ্রিয়ে॥
সা জানাতি যথা ভক্তিস্তৎপূজায়াং কৃতা ময়া।
তাদৃশীনাং কিমজ্ঞাতং বাহ্যঞ্চাভ্যন্তরং নৃণাম্॥
ন গতাহং যতস্তত্র তজ্জানাত্যপি কারণম্।
ময়া দত্তেন বলিনা কুতঃ সা ন তুতোষ বৈ॥
নাহমন্যৎ প্রজানামি তদতোষে হি কারণম্।
ঋতে মদগতেস্তত্র নূনং রম্যে তদালয়ে॥ ৬৯
যদতীতং ন তচ্ছক্যমন্যথা কর্ত্তুমদ্য বৈ।

মহীতল পূত হয়। তথাকার সুরুক্রমসমূহের জলাধার সকল স্ফটিক প্রস্তর নির্ম্মিত, নটগণের নৃত্যে ও গন্ধর্ব্বগণের গানে মন্দির নিনাদিত হয়। চূত ও চম্পককলিকা ঈষৎ কম্পিত করিয়া সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে থাকে। ময়ূরগণ মনোজ্ঞ নৃত্য করিতে করিতে নিনাদ করে, তাহাদের নিনাদে লতাগৃহ প্রতিধ্বনিত হয় ও ললিত গতিতে তাহাদের পুচ্ছপক্ষ হইতে দ্যোতমান রত্নের আভা উত্থিত হইয়া থাকে। সখীরা স্ব স্ব স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সেই সুন্দর মন্দিরে গিয়া পার্ব্বতীকে প্রণাম করিল এবং তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া বলিতে লাগিল;—হে জগদম্বে! তোমায় নমস্কার; হে শিবপ্রিয়ে! আমাদিগকে শুভদান কর। তোমার পূজার জন্য এই উপহার আনয়ন করিয়াছি, ইহা গ্রহণ কর। শরভ বৈশ্যের মনোহরা পত্নী গর্ভ ধারণ করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমরা এই পূজা দিতেছি। হে ভববল্লভে! তোমার প্রসাদে তাঁহার গর্ভ হইয়াছে, তাই তিনি তোমার পূজার জন্য আমাদিগকে এই পূজোপহারসহ প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কুলে গর্ভবতী গৃহের বাহির হয় না, তাই তিনি আগমন করেন নাই। অতএব হে দেবি! প্রসন্ন হইয়া এই পূজোপহার গ্রহণ কর। বৈশ্যপত্নীর সখীরা এইরূপ কহিয়া স্তব করিল এবং চন্দনাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া বলি সমর্পণ করিল। তাহারা গৌরীর স্বীকারোক্তি প্রতিবাক্য লাভ করিল না, নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া নিজ সখী বৈশ্যপত্নীর নিকট পার্ব্বতীর অপ্রসন্নতার কথা নিবেদন করিল।৬৩-৭৫। হে বৈশ্য! তোমার পত্নী তাহাদিগের বাক্যশ্রবণে উন্মনা হইয়া চিন্তা করিলেন,—পার্ব্বতী কেন প্রীতা হইলেন না? তিনি ত জানিতেছেন, আমি তাঁহার পূজায় কিরূপ ভক্তি করিয়াছি, তাদৃশ দেবীগণের মানবসমূহের বাহ্য ও আভ্যন্তর কি অজ্ঞাত আছে? আমি কেন নিজে পূজা করিতে যাই নাই, তাহার কারণ ত তিনি বিদিত আছেন, তবে কেন আমার প্রদত্ত পূজায় তিনি প্রীতা হইলেন না? তাঁহার অসন্তোষের কারণ আমি ত ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না, তবে নিশ্চিতই আমি দেবালয়ে যাই নাই, এজন্যই তিনি অসন্তুষ্টা হইয়াছেন। যাহা অতীত হইয়াছে, আজ তাহার প্রতি-

গর্ভান্মুক্তা গমিষ্যামি তৎপূজার্থে তদালয়ে ॥
নমস্তস্যৈ মহাদেবভার্য্যায়ৈ সা করোতু শম্ ।
ইত্যুক্তা দধতী গর্ভং তস্থৌ বৈশ্য তবাঙ্গনা ॥৮১
শিবশর্ম্মোবাচ ।
বিষ্ণুশর্ম্মন্নিদং পূর্ব্ববৃত্তমাজ্ঞায় মৎপিতা ।
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দ্দূলং দেবলং জ্ঞানবত্তরম্ ॥৮২
বৈশ্য উবাচ ।
মুনে যথা প্রতিশ্রুতা পূজা তে স্নুষয়া তয়া ।
তথৈবাকারি পার্ব্বত্যা বিষাদে কারণং বদ ॥ ৮৩
যতোঽসৌ ন গতা তত্র তজ্জানাতি শিবা স্বতঃ
সখীভ্যশ্চোক্তমস্যাস্তদ্বিষণ্ণা সা কুতোঽভবৎ ॥
দেবল উবাচ ।
বৈশ্যবর্য্য শৃণুষ্বেদং কারণং কথয়ামি তে ।
যতস্তস্যা বিষাদোঽভূৎ পার্ব্বত্যা গর্ভনাশকঃ ॥
নিঃসৃতাসু সখীষ্বস্যাঃ সম্পূজ্য স্কন্দমাতরম্ ।
বিজয়া পার্ব্বতীং প্রাহ কৌতূহলসমন্বিতা ॥৮৬

বিজয়োবাচ ।
গিরিজে শ্রদ্ধয়া তুভ্যং দত্তোঽমূভির্ময়ং বলিঃ ।
মানুষীভিঃ কুতঃ প্রীতা নাভবস্ত্বং বরাননে ॥৮৭
ধূপদীপকনৈবেদ্যৈঃ পূজিতা তোষহেতবে ।
প্রত্যুতাকারণং দেবি ত্বং বিষাদং কুতো গতা
দেবল উবাচ ।
ইত্যাকর্ণ্য বচঃ সখ্যা দেবী দেববরার্চ্চিতা ।
অব্রবীদ্বিজয়াং বৈশ্য বিষাদে কারণং সখীম্ ॥৮৯
পার্ব্বত্যুবাচ ।
বিজয়ে সখি জানামি বৈশ্যভার্য্যাং গৃহাদ্বহিঃ ।
নির্গন্তুমক্ষমাং গর্ভধারণাৎ স্ববিবেকতঃ ॥ ৯০
সমাগতাস্ত তৎসখ্যো মৎপূজায়ৈ তদীরিতাঃ ।
মাদৃশা ন চ গৃহ্ণন্তি পরহস্তকৃতং বলিম্ ॥ ৯১
তৎপতিশ্চেৎ সমায়াস্যদভবিষ্যত্তদা শিবম্ ।
তস্মাস্ত মদবজ্ঞাতো গর্ভপাতো ভবিষ্যতি ॥ ৯২

কার অসম্ভব, প্রসবান্তে আমি পূজার্থ নিজে দেবমন্দিরে গমন করিব। সেই মহাদেব-মহিষীকে আমার নমস্কার, তিনি মঙ্গল করুন। হে বৈশ্য! তোমার গর্ভবতী পত্নী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন। হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! আমার পিতা এইরূপ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিদিত হইয়া ঋষিশার্দ্দূল জ্ঞানিবর দেবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈশ্য বলিলেন,—হে মুনে! আপনার পুত্রবধূ যথাপ্রতিশ্রুত পূজা করিলে পার্ব্বতী কেন পরিতুষ্টা হইলেন না? তাঁহার বিষাদকারণ কীর্ত্তন করুন। আমার পত্নী কেন দেবালয়ে যান নাই, শিবা ত স্বতই তাহা বিদিত আছেন, বিশেষতঃ আমার পত্নী সখীগণের নিকট বলিয়া দিয়াছিলেন, দেবীও সখীমুখে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, অতএব কিজন্য তিনি বিষণ্ণা হইলেন? দেবল বলিলেন,—হে বৈশ্যবর! দেবী পার্ব্বতীর কেন গর্ভনাশকবিষাদ হইল, তাহার কারণ তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সখীগণ স্কন্দজননী পার্ব্বতীর পূজা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিজয়া কুতূহলান্বিতা হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়া বলিলেন,—গিরিজে! বৈশ্যপত্নীর সখীরা তোমাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজোপহার প্রদান করিয়াছে, হে বরাননে! তবে কেন তুমি তুষ্ট হইলে না? তাহারা ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা তোমার প্রীতিহেতু পূজা করিয়াছে, হে দেবি! প্রত্যুত অকারণ কেন তুমি বিষাদ প্রাপ্ত হইলে? দেবল বলিলেন,—হে বৈশ্য! দেববরপূজিতা পার্ব্বতী সখী বিজয়ার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সখী বিজয়াকে বিষাদ কারণ কহিলেন।৩৮-৮৯। দেবী বলিলেন,—সখি বিজয়ে! জানি আমি গর্ভিণী বৈশ্যপত্নী গৃহের বাহিরে আসিতে অক্ষম। আর ইহাও বেশ বুঝিতেছি যে, তাহার আদেশেই তদীয়া সখীরা আমার পূজার জন্য আগমন করিয়াছিল, সে সখীমুখে ইহা বলিয়াও দিয়াছিল। কিন্তু সখি! মাদৃশ ব্যক্তি পরহস্তকৃত পূজা গ্রহণ করে না। যদি তাহার পতিও আসিয়া পূজা করিত, তবে এ অমঙ্গল ঘটিত না। আমি বৈশ্যপত্নী হইতে অবজ্ঞাত হইয়াছি, অতএব তাহার গর্ভপাত হইবে।

যদ্ব্রতং পূজনং যচ্চ কর্ত্তুং ন ক্ষমতেঽঙ্গনা।
তৎকারয়তি নাথেন ন ভঙ্গঃ স্যাত্তয়োঃ সখি॥
অথবা বিপ্রমুখ্যেণ পৃষ্টা পতিমনস্বধীঃ।
যতঃ স্বয়মনাগত্য তৎকৃতং যে তয়ার্চ্চনম্॥ ৯৪
ন কারিতঞ্চ ভর্ত্রাতো ভবিতা দোহদোঽফলঃ।
যদ্যদ্যভৌ তৌ সমাগত্য দম্পতী শ্রদ্ধয়া পুনঃ॥৯৫
মাং পূজয়িষ্যতঃ পুত্রো ভবিষ্যতি তদা তয়োঃ॥
দেবল উবাচ।
স শাপো ন ত্বয়া বৈশ্য ন চৈব তব ভার্য্যয়া।
শ্রুতঃ সখীভিরস্যা নো প্রসাদশ্চ তয়ার্পিতঃ।
তয়োরজ্ঞানতো বৈশ্য যুবয়োর্নাভবৎ সুতঃ॥ ৯৭
অজ্ঞানতো প্রতিবিধিং পরত্রাত্র সুখপ্রদম্।
এতত্তে কথিতং বৈশ্য সন্তানাভাবকারণম্॥৯৮
বসিষ্ঠেন যথা পূর্ব্বং দিলীপস্য মহীপতেঃ।
তচ্ছ্রুত্বা স যথা রাজা নন্দিনীং সমতোষয়ৎ॥৯৯
সস্ত্রীকস্ত্বং তথা বৈশ্য গৌরীং তোষয় কামদাম্
সা যথারাধিতা রাজ্ঞে দিলীপায় দদৌ সুতম্॥
আরাধয় তথা গৌরীং ত্বং সা তুভ্যঞ্চ দাস্যতি
বৈশ্য উবাচ।
দিলীপ ইতি ভূপঃ কঃ কা চ সা নন্দিনী মুনে।
যামারাধ্য সুতং লেভে স ভূয়ো ভূপসত্তমঃ।
মহেশাদিসুরান্মুক্তা ত্রিবর্গফলদায়িনঃ॥ ১০২
আরাধিতা কুতঃ সৈব সুতার্থং তেন ভূভুজা।
এতৎসর্ব্বং সমাখ্যাহি মুনে যৎ পৃষ্টবানহম্।
শ্রুত্বা ততো গিরিসুতাং সেবিষ্যে সহ ভার্য্যয়া
শিবশর্ম্মোবাচ।

গদিতমিতি নিশম্য বিষ্ণুশর্ম্মন্
বিনয়যুতেন বিশা মদীয়পিত্রা।
মুনিরিতি গদিতুং দিলীপবৃত্তং
জগতি পবিত্রতরং বিচক্রমে সঃ॥ ১০৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে
একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০১॥

সখি! পত্নী যে পূজা বা ব্রত করিতে অসমর্থা হয়, পতি দ্বারা তাহা করাইলে ব্রত ভঙ্গ হয় না; অথবা অনন্যমনা নারী পতির অনুমতি লইয়া কোন বিপ্রবর দ্বারাও তাহা করাইতে পারে। সে যখন নিজে আসিয়া পূজা করে নাই; অথবা পতি দ্বারাও করায় নাই; অতএব তাহার এ গর্ভ বিফল হইবে। এক্ষণে যদি এই বৈশ্যদম্পতি স্বয়ং আসিয়া শ্রদ্ধা সহকারে পুনরায় আমার পূজা করে, তবেই তাহাদের তনয়লাভ হইবে। দেবল বলিলেন,—হে বৈশ্য! সে শাপ তুমি, তোমার পত্নী কিংবা তাঁহার সখীরাও শ্রবণ করে নাই, পূজান্তে তোমার পত্নী তোমাকে প্রসাদ অর্পণ করিয়াছে মাত্র। হে বৈশ্য! তোমাদের পতিপত্নীর অজ্ঞানতায় তোমাদের পুত্র হয় নাই। আর ইহার প্রতিবিধান বিদিত না হইয়াই তুমি ইহপরকালের সুখপ্রদ পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াছে। হে বৈশ্য! পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠ যেরূপ মহীপতি দিলীপের পুত্রপ্রতিবন্ধক কারণ বলিয়াছিলেন, এই আমিও তদ্বৎ তোমার পুত্রাভাব-কারণ কীর্ত্তন করিলাম। রাজা দিলীপও যদ্রূপ বশিষ্ঠবাক্যশ্রবণে নন্দিনীকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ সস্ত্রীক হইয়া কমদা গৌরীর সন্তোষসাধন কর। নন্দিনী আরাধিতা হইয়া যেরূপ দিলীপকে পুত্রপ্রদান করিয়াছিলেন, তুমি গৌরীর আরাধনা কর, তিনিও তদ্রূপ তোমাকে তনয় দান করিবেন।১০০—১০১। বৈশ্য বলিলেন,—হে মুনে! দিলীপ ভূপতি কে? সেই নৃপসত্তম যাঁহার আরাধনা করিয়া নন্দন লাভ করিয়াছিলেন, সেই নন্দিনী কে? এবং কিজন্যই বা ত্রিবর্গফলদ মহেশাদি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রার্থী বসুধাধিপ তাঁহার আরাধনা করিলেন? হে মুনে! আপনি আমার জিজ্ঞাস্য এই সকলের উত্তরদান করুন, আমি উত্তর শুনিয়া তারপর ভার্য্যার সহিত ভবানীর আরাধনা করিব। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! আমার পিতা শরভ বৈশ্য দেবলের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়সহকারে তাঁহার নিকট জগৎপূততর দিলীপ-

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

দেবল উবাচ ।

শৃণুষ ভো মহাপ্রাজ্ঞ দিলীপস্য মহীপতেঃ ।
কথাং দিব্যাং বিচিত্রাঞ্চ শৃণু তাং পাপনাশিনীম্
বৈবস্বতমনোর্বংশে দিলীপো ভূভুজাং বরঃ ।
আসীৎপ্রাচীনবর্হিস্তু স্বায়ম্ভুবমনোরিব ॥ ২
স তু ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মেণ প্রতিপালয়ন্ ।
মহীং মহীপতির্লোকান্ গুণৈরাক্রৈরয়ৎ ॥ ৩
মগধাধিপতেঃ পুত্রী মহিষী তস্য ভূপতেঃ ।
সুদক্ষিণাখ্যয়া খ্যাতা শচীবাসীদ্দিবস্পতেঃ ॥ ৪
গতে মহতি কালে তু মহিষ্যাং নাভবৎ সুতঃ ।
দধ্যাবিতি নিজস্বান্তে স সম্রাট্ কোশলাধিপঃ
রত্নাকরসুমেৰ্বাদিনগরত্নৈর্বিরাজিতম্ ।
ধৃতং ভুবনয়ং দোষো ভুবাপি নাপ্রজস্য মে ॥৬
বর্গত্রয়ী যথাকালং সেবিতা ন বিরোধিতা ।
তথাপি মেঽনপত্যস্য ন সৌখ্যং বিদ্যতে হৃদি
যজ্ঞৈরারাধিতো বিষ্ণুরিন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ ।
দীর্ঘিকারামকূপাশ্চ কারিতাঃ সর্ব্বতো ভুবি ॥ ৮
গোভূহিরণ্যবাসোভিঃ ষড়্রসান্বিতভোজনৈঃ
বিপ্রা অতিথয়শ্চৈব ভক্ত্যা সন্তোষিতা ময়া ॥৯
বৃত্ত্যর্থং পৃথিবীপালাহৃত্য যুধি ধর্ম্মতঃ ।
ধনেন মহতা কোশো ময়া হি বহুলীকৃতঃ ॥ ১০
উন্মার্গগামিনো মত্তা নিজধর্ম্মবিলম্বিনঃ ।
বিমুখাঃ পিতৃদেবেভ্যো দণ্ড্যাস্তে দণ্ডিতা ময়া
পক্ষপর্ব্বসু বৈষ্ণব্যাং রবৌ পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ।
দশম্যেকাদশীতিথ্যোর্ন স্ত্রীসেবা কৃতা ময়া ॥ ১২
ঋতুকালাবধৌ স্নাতাং স্বস্ত্রিয়ং নাহমত্যজম্ ।
অনৃতাবপি তদ্‌যোগ্যে কালে চেৎ প্রার্থিতস্তয়া

বার্ত্তা বিদিত হইবার জন্য উপক্রম করিলেন ।১০২—১০৪ ।

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০১

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

দেবল বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ! দিলীপ মহীপতির দিব্য বিচিত্র বার্ত্তা শ্রবণ কর । ইহা শ্রবণে নরগণের পাপনাশ হয় । বৈবস্বত মনুর বংশে নৃপবর দিলীপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্বায়ম্ভুব মনুনন্দন প্রাচীনবর্হির ন্যায় ছিলেন। ধর্ম্মধারিগণের অগ্রণী মহীপাল দিলীপ ধর্ম্ম দ্বারা মহীপালন ও নিজগুণে ত্রিলোক জয় করিয়াছিলেন । ইন্দ্রের যেমন শচী তদ্রূপ মগধাধিপতির দুহিতা সুদক্ষিণা তাঁহার সুবিখ্যাতা মহিষী ছিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গেলেও দিলীপ সুদক্ষিণা মহিষীতে পুত্র লাভ করিলেন না। অনন্তর কোশলাধীশ দিলীপ একদা নিজচিত্তে চিন্তা করিলেন,—আমি অপুত্র, সুতরাং রত্নাকর ও সুমেরু প্রভৃতি নগরত্নরাজিত ভুবনত্রয় ধারণ করিয়াও আমি দোষের আকর হইয়াছি, এ হেন সমৃদ্ধিও আমার শোভা পাইতেছে না। আমি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের যথাকালে সেবা করিয়াছি, কদাচ ত্রিবর্গবিরোধী কর্ম্ম করি নাই ; তথাপি আমি অপুত্র রহিয়া গেলাম, আমি হৃদয়ে কোনরূপ সৌখ্য লাভ করিলাম না। আমি যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সুরসত্তমগণের আরাধনা করিয়াছি ; ভূতলের সর্ব্বত্র দীর্ঘিকা, আরাম ও কূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ; গো, ভূ, হিরণ্য বসন ও ষড়্রস-সমন্বিত অন্ন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বিপ্র ও অতিথিগণের সন্তোষ সাধন করিয়াছি। আমি বৃত্তি ব্যবস্থার্থ বিপথগামী মহীপালগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎপাত করিয়া তাহাদের ভূরিধন গ্রহণপূর্ব্বক কোষের বাহুল্য সম্পাদন করিয়াছি। ১—১০। উন্মার্গগামী, মত্ত, নিজধর্ম্মবিলম্বী, পিতৃদেবকার্য্যে পরাঙ্মুখ প্রভৃতি দণ্ড্যগণকে আমি দণ্ডিত করিয়াছি। পক্ষ পর্ব্ব, দ্বাদশী তিথি, রবিবার, পিতৃশ্রাদ্ধ দিন, দশমী ও একাদশী এ সকল দিবসে আমি দয়িতা-সেবা করি নাই এবং ঋতুস্নাতা নিজ পত্নীকেও আমি পরিত্যাগ করি নাই ; পরন্ত ঋতুকাল মধ্যেই আমি পত্নীতে উপনীত হইয়াছি ; আর যদি রা

তদা তস্যাং সকামিন্যাং সকামং রমিতং ময়া।
এবং ধর্ম্মার্থকামা মে যথাকালং নিষেবিতাঃ॥
মহিষ্যাং কেন দোষেণ জায়তে মে ন সন্ততিঃ
অতীতানাগতজ্ঞানো বসিষ্ঠো গুরুরেব নঃ।
কথয়িষ্যতি তং দোষং যন্মে পুত্রো ন জায়তে

দেবল উবাচ।

ইত্যালোচ্য স ভূপালো গমিষ্যন্নাশ্রমং গুরোঃ।
মন্ত্রিষ্বারোপয়ামাস কোশলামৃদ্ধিকোশলাম্॥ ১৬
অথ প্রজাস্রজং দেবং পূজয়িত্বাশ্রমং গুরোঃ।
প্রতস্থাতে পুত্রকামৌ দম্পতী তৌ শুভেঽহনি
কতিচিদ্বাসরৈর্মার্গমুল্লঙ্ঘ্যৈকরথে স্থিতৌ।
তৌ দম্পতী গুরোঃ সায়মাশ্রমং প্রাপতুঃ শুভম্
বৈশ্বদেবান্তসম্প্রাপ্তাতিথিসৎকারকৃন্মুনিম্।
হুতাশনহুতদ্রব্যপ্রসরদ্ধূমমালয়া॥ ১৯
পবিত্রয়ন্তমাশ্রমস্থান্মুনীনাগন্তুকানপি।
মৃগৈর্দূর্ব্বাপ্রতানৌঘপ্রপূর্ণোদরমন্থরম্॥ ২০
অভ্যাগচ্ছদ্ভিরভিতো মণ্ডপং সমৃগীগণৈঃ।
বাসবৃক্ষমিলৎপক্ষিকুলকোলাহলাকুলম্॥ ২১
পরস্পরবিনির্ম্মুক্তবৈরব্যাঘ্রমৃগাদিকম্।
জপধ্যানপরর্ষীণাং ক্ষণবিশ্রান্তশ্রুতিধ্বনিম্॥ ২২
অনধ্যয়নকালোত্থক্রীড়ারক্তকুমারকম্।
তস্মিন্ বসিষ্ঠমদ্রাক্ষীৎ দম্পতী তৌ কৃতক্রিয়ম্॥
বৃষ্যাং নিষণ্ণমব্যগ্রমরুন্ধত্যোপসেবিতম্।
স ববন্দে গুরোঃ পাদৌ মহিষী সা চ তৎস্ত্রিয়াঃ
আশিষা গুরুরপ্যেনং যুযোজারুন্ধতী চ তাম্।
অতিথিং তমথাভ্যর্চ্চ্য মধুপর্কাদিভির্গুরুঃ।
অর্হণৈরর্হতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠ ইতি পৃষ্টবান্॥ ২৫

বসিষ্ঠ উবাচ।

ভো ভো ভূমিভৃতাং শ্রেষ্ঠ রাজ্যে কুশলমস্তি তে

কখন মহিষী ঋতু অতীত হইলেও আমাকে প্রার্থনা করিতেন,—তৎকালেও আমি সেই সকামা কামিনীতে রমণ করিয়াছি। এইরূপে আমা দ্বারা যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সেবিত হইয়াছে; তবে কি দোষে মহিষী হইতে আমার সন্ততি উৎপন্ন হইল না। আমাদের গুরু বশিষ্ঠ অতীত ও অনাগতজ্ঞ, কোন্ দোষে আমার পুত্রোৎপত্তি হইতেছে না, তিনি অবশ্যই বলিয়া দিবেন। দেবল বলিলেন,—ভূপাল দিলীপ এইরূপ আলোচনার পর সমৃদ্ধিসম্পন্ন কোশলা মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গন্তমনা হইলেন। তিনি পুত্রকামনায় পত্নীর সহিত প্রজাপতির পূজা করিয়া শুভ মুহূর্ত্তে বশিষ্ঠের আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজদম্পতি একরথারূঢ় হইয়া পথ অতিক্রমপূর্ব্বক কতিপয় দিবসে শুভ বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হইলেন; তখন সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে, মুনি বশিষ্ঠ বৈশ্বদেবান্ত অতিথি-ক্রিয়া সমাপনান্তে হুতাশনে যে আহুতি প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল দহ্যমান দ্রব্যের প্রসরণশীল ধূমমালায় আশ্রমবাসী ও আগন্তুক মুনিগণকে পবিত্র করিতেছে। তখন দূর্ব্বাভোজনে পরিতোষদ মৃগীগণ মৃগদিগের সহিত মন্থরগতিতে আশ্রমমণ্ডপের চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। পক্ষিকুল স্ব স্ব বাসবৃক্ষে মিলিত হইয়া কোলাহলে সমাকুল করিয়া তুলিয়াছে, ব্যাঘ্র মৃগাদি পরস্পর বৈরভাব পরিহার করিয়াছে; অধ্যয়ননিরত পরমর্ষিগণের বেদধ্বনি ক্ষণকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সন্ধ্যা সময় অনধ্যায়কাল জানিয়া অধ্যয়ননিবৃত্ত কুমারগণ ক্রীড়াসক্ত হইয়াছে। তৎকালে রাজদম্পতি আশ্রম মধ্যে কৃতক্রিয় বশিষ্ঠকে অবলোকন করিলেন। তখন অব্যগ্র বশিষ্ঠ বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; তদীয় পত্নী অরুন্ধতী পতির সেবা করিতেছিলেন। দিলীপ গুরুর পাদবন্দন করিলেন, মহিষীও অরুন্ধতীর পাদপদ্মে প্রণত হইলেন; গুরু বশিষ্ঠ দিলীপকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অরুন্ধতীও মহিষীর প্রতি আশীর্ব্বাদবাণী প্রনিয়োগ করিলেন। অনন্তর পূজ্যগণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মধুপর্কাদি পূজোপহার দ্বারা অতিথি রাজদম্পতির সৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১—২৫। বশিষ্ঠ বলি-

কুলে চ কচ্চিল্লোকে চ নিজধর্ম্মানুবর্ত্তিনি ।
ধর্ম্মেণ পালিতা কচ্চিত্ত্বয়া বীর বসুন্ধরা ॥ ২৭
সংবর্দ্ধয়তি তে কোশং ধর্ম্মধীরিব সাত্ত্বিকী ।
তব জানপদা রাজন্ পৌরাশ্চ স্থিতিমাত্মনঃ ॥২৮
সারবন্তো বিমুঞ্চন্তি কচ্চিন্নাম্বুধয়ো যথা ।
স্নেহেন সাহচর্য্যেণ সহবাসতয়া প্রভো ॥ ২৯
লক্ষ্মীনারায়ণায়েতে কচ্চিত্তে পুরদম্পতী ।
কাম্যব্রতানি রাজেন্দ্র প্রজানাং নগরে তব ।
ফলন্তি বাঞ্ছিতং কচ্চিদ্ধরিচন্দনবদ্দিবি ॥ ৩০
দেবল উবাচ ।
পৃষ্ট্বৈবং স মুনিশ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ।
যোগপ্রভাবোপনতৈর্নৃপং ভোজ্যৈরভোজয়ৎ
অরুন্ধতী চ তাং রাজ্ঞীং বহ্বাদরসমন্বিতা ।
নানাব্যঞ্জনপক্কান্নৈরভোজয়দুদারধীঃ ॥ ৩২
কৃতভোজনমাসীনং স্বস্থঃ স্বস্থং মুনির্নৃপম্ ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সংগৃহ্য পাণিনা পাণিমানতম্ ॥৩৩
বসিষ্ঠ উবাচ ।
সপ্তাঙ্গসংযুতং রাজ্যং নিজধর্ম্মরতপ্রজম্ ।
প্রীতবন্ধুজনামাত্যং শস্ত্রাস্ত্রবিধিবত্ভটম্ ॥৩৪
বশ্যমিত্রং হৃতামিত্রং কৃষ্ণার্চ্চাপরমানসম্ ।
যস্যাপি নৃপতে রাজ্যং স্বর্গরাজ্যেন তস্য কিম্
ইক্ষ্বাকুবংশরাজানঃ পুত্রানুৎপাদ্য ধার্ম্মিকাঃ ।
রাজ্যঞ্চ তেষু বিন্যস্য প্রপন্নাস্তপসি প্রভো ॥৩৬
ত্বং যুবাদৃষ্টপুত্রাস্যো নাধিকারী তপোবিধৌ ।
কিমর্থমাগতো হ্যত্র রাজ্যং ত্যক্ত্বা তথাবিধম্ ॥
রাজোবাচ ।
ব্রহ্মন্নাহং তপঃ কর্ত্তুমাগতস্তাবকাশ্রমে ।
সর্গকামনয়া ত্যক্ত্বা রাজ্যমত্র তথাবিধম্ ॥ ৩৮
ব্রহ্মন্ সত্যমিদঞ্চোক্তং ভবতা যত্তপোবনম্ ।
রাজ্যমারোপ্য পুত্রেষু প্রাপ্তা ইক্ষ্বাকুবংশজাঃ

লেন,—ভো ভূপালবর! তোমার রাজ্যের কুশল ত? তোমার কুলে কিংবা প্রজাসমাজে সকলেই ধর্ম্মপথানুবর্ত্তন করে ত? হে বীর! তুমি ধর্ম্মদ্বারা বসুন্ধরা পালন করিয়া থাক ত? সাত্ত্বিকী বুদ্ধির তোমার ন্যায় ধর্ম্ম-বুদ্ধি কোশবৃদ্ধি করিতেছে ত? হে রাজন্! তোমার জনপদ ও পুরবাসীরা সারবান্ বারিধির রত্নত্যাগের ন্যায় নিজ নিজ মর্য্যাদা পরিহার করে না ত? হে প্রভো! তদীয় পুরদম্পতিরা স্নেহ, সাহচর্য্য ও সহবাসে পরস্পর লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় প্রীতি অনুভব করে ত? হে রাজেন্দ্র! তোমার নগরে প্রজাগণ কাম্যব্রত করে ত? স্বর্গ হইতে হরিচন্দনপ্রাপ্তির ন্যায় তাহারা ব্রতবাঞ্ছিত অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় ত? দেবল বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই-রূপ জিজ্ঞাসা করিয়া যোগপ্রভাবানীত ভোজ্য দ্বারা দিলীপকে ভোজন করাইলেন। উদা-রধী অরুন্ধতীও বহু ভোজ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া নানা ব্যঞ্জন ও পক্কান্ন দ্বারা সুদক্ষি-ণাকে ভক্ষণ করাইলেন। ভোজনান্তে ভূপতি সুস্থ হইয়া অবস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠও সুস্থ ও সুখোপবিষ্ট হইয়া কর দ্বারা বিনয়াবনত নৃপতির কর গ্রহণ করিয়া পুনরায় বলিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—যাঁহার রাজ্য স্বাম্যাদি সপ্তাঙ্গসংযুক্ত, যাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ নিজ-ধর্ম্মরত, মন্ত্রিগণ মিত্রভাবাপন্ন, সৈন্যগণ অস্ত্র-শস্ত্রবিধিজ্ঞ, বণিক্গণ বাণিজ্য দ্বারা ধনায়নরত এবং যাঁহার রাজ্যের জনগণ কৃষ্ণার্চ্চন-তৎপর হে নৃপতে! তাঁহার স্বর্গরাজ্যে কি প্রয়োজন? হে প্রভো! ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধার্ম্মিক ধরাপালগণ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করত তপস্যায় সংযুক্ত হইতেন। তুমি যুবা, আত্মজ-মুখসন্দর্শন তোমার হয় নাই, অতএব তোমার তপস্যায়ও অধিকার জন্মে নাই, তবে কেন তুমি তথাবিধ রাজ্য ত্যাগ করিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ? ২৬-৩৭। রাজা বলি-লেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি তপঃসাধনমানসে আপনার আশ্রমে আগমন করি নাই, প্রজোৎ-পত্তিকামনায় আমি তথাবিধ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এথানে আসিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ইহা সত্যই বলিয়াছেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশজাত

ন তৈস্ত্যক্তং মহীরাজ্যমিদং স্বর্গগতৈরপি।
তন্মূর্ত্তিরস্যাং বিমলাস্তিষ্ঠতি হ্যেব সন্ততিঃ॥ ৪০
যথা বাল্যং গতং তাত যৌবনঞ্চ সমাগতম্।
যাস্যত্যদোঽপি চ তথা জরাপ্যেষ্যতি নিশ্চিতম্।
জরসোঽনন্তরং মৃত্যুঃ পুরুষস্য ন সংশয়ঃ।
মৃত্যুং গতে ময়ি ব্রহ্মন্ বিনা তনয়সম্ভবম্॥ ৪২
কস্যেদং জগতীরাজ্যং ভবিষ্যতি গুরো বদ।
তস্মাদপত্যহীনস্য রাজ্যেঽপি মম তিষ্ঠতঃ॥ ৪৩
মমত্বং বিদ্যতে নাত্র পুরস্তাত্তদভাবতঃ।
বর্গত্রয়স্য বৈ সম্যক্ সংবেত্তা ত্বং গুরো মম॥৪৪
কেন দোষেণ মে পুত্রো জায়তে ন তপোনিধে
ধ্যানেন দোষমালোক্য তং গুরো কথয়াশু মে
যস্য প্রতিক্রিয়াং কুর্য্যাং শ্রুত্বা সন্তানলব্ধয়ে॥ ৪৬
দেবল উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বসিষ্ঠস্তু বচস্তস্য মহীপতেঃ।
উবাচ সন্ততিস্তম্ভহেতুং বীক্ষ্য সমাধিনা।
বসিষ্ঠ উবাচ।
ত্বং পুরা রাজশার্দ্দূল সংসেব্য সুরনায়কম্॥৪৭
স্নাতামিমাং বধূং স্মৃত্বা চলিতো নিজমন্দিরম্।
গচ্ছতস্ত্বরয়া তাত সন্তানোৎকণ্ঠিতস্য তে॥৪৮
আসীৎ সুরতরোর্মূলে কামধেনুঃ স্থিতা পথি।
উৎপাদিতা ত্বয়া তস্যাঃ পূজ্যাঙ্ঘ্রিরজসোঽতি-
ক্রুট্॥ ৪৯
প্রদক্ষিণনমস্কারসদাচারমকুর্ব্বতা।
সা শপত্ত্বামতিক্রোধাৎ পুত্রো নোৎপৎস্য তে
তব॥ ৫০
মম সন্তানশুশ্রূষাং যাবত্ত্বং ন করিষ্যসি।
গচ্ছংস্ত্বমৃতুদানায় ত্বরয়া সুতকামুকঃ॥ ৫১
তন্মানা নাশ্রণোঃ শাপং ন যন্তাকনিনাদতঃ।

রাজগণ আত্মজের করে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপোবনে উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্বর্গগত হইলেও মহীরাজ্য তাঁহাদের পরিত্যাগ করা হয় না, কেন না, তাঁহাদের সন্তস্থিরূপা বিমলা মূর্ত্তি এই মহীপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে তাত! বাল্যপ্রাপ্তির পর যেমন যৌবন আগমন করে, তদ্রূপ যৌবনান্তে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা নিশ্চিত। আবার জরান্তে নিঃসংশয় মৃত্যু, হইয়া থাকে, ইহা মানবের স্বাভাবিক। হে ব্রহ্মন্! আমি অপুত্রক, আমার মৃত্যু হইলে এ জগতীরাজ্য কাহার হইবে? হে গুরো! তাহা বলুন। অতএব রাজ্যে বাস করিয়াও অনপত্যতা হেতু আমার রাজ্যের প্রতি মমতা নাই। হে গুরো! আপনি ধর্ম্মাদি বর্গত্রয়ের সম্যক্ বেত্তা, হে তপোনিধে! কি দোষে আমার তনয়োৎপত্তি হইতেছে না, ধ্যানদ্বারা সেই দোষ দর্শন করিয়া সত্বর আমার নিকট ব্যক্ত করুন। আমি তাহা শুনিয়া পুত্রলাভার্থ সে দোষের প্রতিকার করিব। দেবল বলিলেন,—মহীপতির এই উক্তি শ্রবণে বশিষ্ঠ সমাধি দ্বারা তাঁহার সন্ততিপ্রতিবন্ধক কারণ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! তুমি পুরাকালে সুরনায়ক বাসবের সেবা করিয়া নিজগৃহে গমন করিয়াছিলে, তখন তোমার মহিষী এই সুদক্ষিণা ঋতুমতী ছিলেন। হে তাত! সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত তুমি উৎকণ্ঠিত ছিলে, তাই ঋতুস্নাতা পত্নীকে স্মরণ করিয়া ত্বরা-সহকারে গমন করিয়াছিলে। তোমার গমন-পথে সুরতরুমূলে কামধেনু উপবিষ্টা ছিল। ঐ কামধেনুর পাদরজ পূজ্য জানিবে; কিন্তু তুমি তাঁহার প্রতি প্রদক্ষিণ ও নমস্কারাদি সদাচার প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিলে। তখন কামধেনু অতিক্রোধবশে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে,—"যাবৎকাল আমার সন্তানের শুশ্রূষা না করিবে, তাবৎকাল মধ্যে তোমার পুত্রোৎপত্তি হইবে না।" ৩৮—৫০। তুমি পুত্রকামনায় পত্নীর ঋতুরক্ষার্থ সত্বর হইয়া গমন করিতেছিলে, তাই তন্মনস্কতা নিবন্ধন তুমি সে শাপ শুনিতে পাও নাই। রথচক্রনিনাদে তোমার সারথিও সে শব্দ শুনিতে পায় নাই। আমার

তস্যাঃ সুতাসুতাং ধেনুং নন্দিনীং সমুতাং মম
আরাধয়ানয়া বধ্বা সার্দ্ধং সা দাস্যতে সুতম্॥
দেবল উবাচ।
ইত্যুক্তবতি তত্রর্ষৌ বশিষ্ঠে সা তু নন্দিনী।
তপোবনাৎ সমায়াতা বৎসস্নেহস্নুতস্তনী॥ ৫৩
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টহৃদয়ো বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ ভূপতিং ভূয়ো দর্শয়িত্বা চ নন্দিনীম্॥ ৫৪
বসিষ্ঠ উবাচ।
রাজন্ সমাগতা হেষা স্মৃতমাত্রা শুভাহ্বয়া।
অতো বিদ্ধি সমীপস্থাং কার্য্যসিদ্ধিমিহাত্মনঃ॥
আরাধিতানুগত্যেয়ং ত্বয়ারণ্যে তথাশ্রমে।
বধ্বা প্রসাদাত্তে পুত্রং দাস্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৫৬
যথা নাভিভবেদেনাং জন্তুঃ কশ্চিদ্বনোদ্ভবঃ।
তথা চারয় রাজেন্দ্র বনে হিংস্রো ধনুর্দ্ধরঃ॥ ৫৭
দেবল উবাচ।
তথেতি লঘুবাদিনে নৃপতয়ে সুষায়ৈ চ স,
ক্ষপাশয়নহেতবে সতৃটজং দদৌ তাপসঃ।

আশ্রমে নন্দিনীনাম্নী সেই কামধেনুর সসুতা দৌহিত্রী বিদ্যমানা। তুমি বধূ সুদক্ষিণার সহিত সেই নন্দিনীর আরাধনা কর, সে তোমাকে পুত্র প্রদান করিবে। দেবল বলিলেন,—ঋষি বশিষ্ঠ যেমন এইরূপ বলিলেন, অমনি নন্দিনী তপোবন হইতে তথায় উপনীত হইল, বৎসস্নেহে তাহার স্তন ক্ষরিত হইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাহাকে দর্শন করিয়া হৃষ্টমনা হইলেন। তিনি নৃপতিকে নন্দিনীদর্শন করাইয়া বলিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! যখন স্মৃত হইবামাত্র এই কল্যাণী নন্দিনী আগমন করিয়াছে, তখন তোমার স্বকার্য্যসিদ্ধি সমীপবর্ত্তিনী বলিয়া বিদিত হও, তুমি অরণ্যে ইহার অনুগত হইয়া এবং তোমার বধূ আশ্রমে থাকিয়া ইহাকে আরাধনা করিলে, নন্দিনী প্রসন্না হইয়া নিঃসংশয়ে তোমাকে তনয় দান করিবে। হে রাজেন্দ্র! যাহাতে বনজাত কোন হিংস্র জন্তু ইহাকে অভিভূত করিতে না পারে, এজন্য তুমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া ইহাকে বনে

স তত্র সহ ভার্য্যয়া সমধিশয্য দর্ভস্থিতাং,
মহীময়মগ্নিশাং নিয়তমানসো বিট্পতিঃ॥ ৫৮
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে
দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০২॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

দেবল উবাচ।
অথোষসি নরাধীশঃ পূজিতাং কুসুমাদিভিঃ।
মহিষ্যা নন্দিনীং ধেনুং নীত্বারণ্যং জগাম সঃ॥
গচ্ছন্তীমনু তাং দেবীং ছায়েব নৃপতির্যযৌ।
খাদন্তীমনু শষ্পাদি সোঽপি মূলাদ্যভক্ষয়ৎ॥২
তরুচ্ছায়ামুপাসীনামনু সোঽপ্যুপবিষ্টবান্।
পিবন্তীমনু পানীয়ং রাজাপি সলিলং পপৌ॥৩
স চ রাজা মৃদুগ্রাসৈর্দংশাপনয়নেন চ।

বিচরণ করাও। অল্পভাষী ভূপতি দিলীপ তথাস্তু বলিয়া বশিষ্ঠবাক্য গ্রহণ করিলে ঋষি তাঁহাকে ও মহিষীকে নিশাশয়নের উপযোগী উত্তম উটজ গৃহ দান করিলেন, নিয়তমনা নরপতি দিলীপও ভূতলাস্তৃত কুশশয্যায় ভার্য্যার সহিত শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। ৫১—৫৮।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০২।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দেবল বলিলেন,—অনন্তর নরাধীশ প্রত্যূষ কালে মহিষী কর্ত্তৃক কুসুমাদি দ্বারা পূজিতা ধেনু নন্দিনীকে লইয়া অরণ্যে গমন করিলেন। সেই দেবীপ্রতিমা নন্দিনী গমন করিতে থাকিলে রাজা ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগামী হইলেন, তৃণাদি ভক্ষণ করিলে মূলাদি ভক্ষণ করিতেন, বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্টা হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইতেন এবং পান করিলে রাজা জলপান করিতেন। ১—৩। তিনি কখন কোমল তৃণাদি প্রদান

কণ্ডূয়নৈঃ কামধেনুং গুরোরেবমসেবত ॥৪
অথ প্রত্যাশ্রমং সায়ং ন্ববর্ত্তত মহীপতেঃ।
অঙ্গং পবিত্রয়ন্তী সা খুরোদ্ধূতে রজঃকণৈঃ ॥ ৫
উধোভারেণ গুরুণা গচ্ছন্তী মন্থরং বভৌ।
মহীপালমহৎকার্য্যভারাক্রান্তেব নন্দিনী ॥ ৬
তাং মুনেরাশ্রমাভ্যাসে রাজ্ঞী প্রত্যুজ্জগাম হ।
চন্দনাক্ষতনৈবেদ্যৈর্ধূপাদীনুপনীয় চ ॥ ৭
তাং পূজয়িত্বা বিধিবৎ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং রাজ্ঞী তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥
সা গৃহীত্বা চ তাং পূজাং বিহিতাং শ্রদ্ধয়া তয়া।
রাজ্ঞা নিশ্চলমাস্থায় যযৌ তাভ্যাং সহাশ্রমম্ ॥
আরাধয়তি তামেবং দিলীপে তু দৃঢ়ব্রতে।
একাধিকা ব্যতীয়ায় দিনানাং বৈশ্য বিংশতিঃ ॥
অথ ভূমিপতেস্তস্য ভাবজিজ্ঞাসয়া তু সা।
বিবেশ নির্ভয়স্বান্তা সশষ্পাং হিমবদ্গুহাম্ ॥১১
পশ্যতা হিমবৎসানুশোভামথ মহীভৃতা।
অলক্ষিতাগমঃ সিংহো বলাজ্জগ্রাহ নন্দিনীম্ ॥
সা চক্রন্দ ভৃশং ধেনুর্দুঃখিতেব দয়াস্বনা।
চিত্তে ধনুর্ভৃতস্তস্য জনয়ন্তী দয়োদয়ম্ ॥ ১৩
তদাক্রন্দিতমাকর্ণ্য তস্যাঃ স জগতীপতিঃ।
হিমবৎসানুসংলগ্নাং নিজদৃষ্টিং ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ১৪
উপর্য্যুপরি তাং ধেনুং স্রবদশ্রুমুখীং নৃপঃ।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রানখং সিংহং দৃষ্ট্বা স ব্যথিতোঽভবৎ
গৃহীতাং তেন সিংহেন তামালক্ষ্য ধনুর্দ্ধরঃ।
নিষঙ্গাদ্বাণমুদ্ধর্তুং প্রাহিণোদ্দক্ষিণং ভুজম্ ॥ ১৬
বাণমুদ্ধৃত্য তূণীরাদ্ধিংস্রং তং মৃগাধিপম্।
গুণেনাপূর্ণমাযোজ্য চাকর্ষ বসুধাধিপঃ ॥ ১৭
জড়ীভূতঃ সমস্তাঙ্গস্তৎসিংহালোকনেন সঃ।
নাশকদ্বাণমুৎস্রষ্টুং রাজাসীদ্বিস্মিতস্ততঃ ॥ ১৮

এবং কখন বা গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিয়া গুরুর কামধেনু নন্দিনীর সেবা করিতেন। অনন্তর সায়ংসময়ে তাহাকে লইয়া মহীপতি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। ধেনু খুরোত্থিত ধূলিকণা দ্বারা তাঁহার দেহ নিষ্পাপ করিয়া দিত; গুরু পয়োধরভারে সেই কামধেনু নন্দিনী ধীরে ধীরে গমন করিত, মনে হইতে যেন, মহীপালের মহাকার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়া সে মন্থরগতি অবলম্বন করিয়াছে। ধেনু মুনির আশ্রম মধ্যে উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেন, চন্দন, অক্ষত, নৈবেদ্য ও ধূপাদি আনয়ন করিয়া যথাবিধি পূজা করিতেন, তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অঞ্জলিপুটে তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইতেন। অনন্তর নন্দিনী মহিষীর শ্রদ্ধা-প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া নিশ্চল হইলে মহীপাল মহিষীর সহিত নিজাশ্রমে গমন করিতেন। হে বৈশ্য! দৃঢ়ব্রত দিলীপ এইরূপে তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে একবিংশতিদিবস অতীত হইল। অনন্তর একদা নির্ভয়হৃদয় নন্দিনী ভূপতির ভক্তি জানিবার অভিলাষে তৃণবহুল হিমালয়ের গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মহীপতি তখন হিমালয়ের সানুশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, অলক্ষিতাগত এক সিংহ আসিয়া সবলে নন্দিনীকে গ্রহণ করিল। নন্দিনী দুঃখিতার ন্যায় অত্যন্ত কাতরস্বরে ক্রন্দন করিয়া ধেনুরক্ষী দিলীপের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিয়া দিল। মহীপতি নন্দিনীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া হিমালয়সানুসংলগ্ন দৃষ্টি প্রত্যাহৃত করিলেন, দেখিলেন,—সিংহ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, মুহুর্মুহু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, নয়নজলে তাহার বদন সিক্ত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধর দিলীপ সেই তীক্ষ্ণদংষ্ট্র তীক্ষ্ণনখ অলক্ষ্যাগত সিংহকে অবলোকন করিয়া ব্যথিত হইলেন, তিনি শরগ্রহণার্থ দক্ষিণ বাহু পৃষ্ঠদেশে প্রসারণপূর্ব্বক তূণ হইতে বাণ উত্তোলিত করিয়া সিংহের বিনাশার্থ সেই শর গুণারোপিত করিবার জন্য জ্যা আকর্ষণ করিলেন! কিন্তু সিংহসন্দর্শনে বসুধাধিপের সর্ব্বাঙ্গ সেইই জড়ীভূত হইয়া গেল, রাজা বাণত্যাগে অসমর্থ হইয়া বিস্মিত হইলেন। ৪—১৮।

তাদৃশং নৃপমালক্ষ্য জগাদ স মৃগাধিপঃ।
নরবাচা ভৃশং ভূয়ো বিস্ময়ং প্রাপয়ন্নিদম্॥ ১৯
সিংহ উবাচ।
দিলীপং ত্বামহং রাজন্ জানামি রবিবংশজম্।
ত্বঞ্চ জানীহি মাং শম্ভোর্গণং কুম্ভোদরাভিধম্॥
দেবদারুরয়ং যস্তে বর্ত্ততে দৃষ্টিগোচরে।
পার্ব্বত্যা পুত্রবদ্বীর পালিতঃ স্নিগ্ধচিত্তয়া॥ ২১
একদামুষ্য বন্যেন গজেনাঘর্ষতা কটম্।
উৎপাটি মহারাজ বল্কলং মৃদুলং ভৃশম্॥ ২২
এবং তাদৃশমালক্ষ্য মৃডানী করুণান্বিতা।
মামত্র স্থাপয়ামাস সিংহং রুক্ষাস্য রক্ষণে॥ ২৩
মমাহ চেতি সা দেবী কুম্ভোদর নিশম্যতাম্।
যোঽত্র জন্তুঃ সমাগচ্ছেত্তং খাদেস্ত্বং বসন্নিহ॥
ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র তদাজ্ঞাং পালয়ন্নহম্।
পালিতাং ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈঃ কন্দরেঽত্র বসাম্যহম্
জড়ীভাবে স্বদেহস্য ত্বয়া কার্য্যো ন বিস্ময়ঃ।
মহতী শাম্ভবী মায়া বর্ত্ততেঽত্র হিমাচলে॥ ২৬
অস্তস্মিন্নিব সিংহে ত্বং প্রহর্ত্তুং ন ময়ি ক্ষমঃ।
যতো মৎপৃষ্ঠমারুহ্য বৃষমারোহতি প্রভুঃ॥ ২৭
নিবর্ত্তস্ব নিজং দেহং রক্ষ সর্ব্বার্থসাধনম্।
দৈবেনাসাদিতা বীর গৌরিয়ং ভক্ষণায় মে॥ ২৮
দেবল উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বীরসম্বোধনান্বিতম্।
প্রত্যুবাচ দিলীপস্তং স জড়ীভূতবিগ্রহঃ॥ ২৯
রাজোবাচ।
সর্গস্থিতিবিসর্গাণাং কারণং জগতঃ শিবম্।
অম্বিকাং জগদম্বাঞ্চ নমামি মৃগরাজ তৌ॥ ৩০
ত্বঞ্চ তৎসেবকত্বেন মান্যো মম মৃগাধিপ।
ব্রবীমি যদহং বাক্যং শ্রুত্বা শাধি করোমি কিম্
বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রো গুরুর্নো বিদিতস্তব।
তস্যেয়ং নন্দিনী নাম ধেনুঃ সর্ব্বার্থসাধিকা॥ ৩২

অনন্তর সিংহ মহীপতির তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া মানুষবাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, ইহাতে তিনি আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সিংহ কহিল,—হে রাজন্! আমি জানি তুমি সূর্য্যবংশজ দিলীপ, তুমিও আমাকে কুম্ভোদর নামক শিবানুচর বলিয়া বিদিত হও। এই যে দেবদারু তরু তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, হে বীর! পার্ব্বতী পুত্রতুল্য, ইহাকে স্নিগ্ধচিত্তে পালন করিয়াছেন। হে মহারাজ! একদা এক বন্য গজ আসিয়া এই দেবদারু বৃক্ষে গণ্ড ঘর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে ইহার মৃদুবল্কল নিরতিশয় উৎপাটিত হয়। দেবদারুর তাদৃশ অবস্থা দর্শনে পার্ব্বতী করুণান্বিতা হইয়া ইহার রক্ষণার্থ আমাকে সিংহ করিয়া এখানে রাখিয়াছেন। দেবী আমায় বলিয়াছিলেন।—“হে কুম্ভোদর! শ্রবণ কর। তুমি এখানে অবস্থিত হও, এখানে যে জন্তু সমাগত হইবে, তাহাকে ভক্ষণ করিও।” হে রাজেন্দ্র! তদবধি আমি এই গুহামধ্যে বাস করিতেছি এবং দেবগণও যাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন, আমি সেই পার্ব্বতীর আদেশ পালন করিতেছি। তোমার দেহ যে জড়ীভূত হইয়াছে, এ বিষয়ে বিস্ময় করিও না, হিমালয়ে এইরূপই শাম্ভবী মায়া বিদ্যমান। তুমি অন্যসিংহের প্রহারে যেরূপ সমর্থ, আমার প্রতি প্রহারে তদ্রূপ সমর্থ হইবে না। কেননা আমার পৃষ্ঠে পা দিয়া শম্ভু তাঁহার বৃষে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তুমি নিবৃত্ত হও, সর্ব্বার্থসাধন স্বীয় দেহ রক্ষা কর; অদ্য দৈবই আমার ভক্ষণার্থ এই গো আমার অগ্রে আনয়ন করিয়াছেন। দেবল বলিলেন,—জড়ীভূতদেহ দিলীপ বীর-সম্বোধনযুক্ত তাদৃশ সিংহবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন।১৯—২৯। রাজা বলিলেন,—হে মৃগরাজ! আমি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা শম্ভু এবং জগদম্বিকা অম্বিকাকে নমস্কার করি; হে মৃগাধিপ! শম্ভু ও অম্বিকার সেবক বলিয়া তুমিও আমার মান্য; আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া আমি কি করিব, তাহা আমাকে উপদেশ কর। ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ আমাদের গুরু, ইহা তোমার বিদিত, এই নন্দিনী তাঁহারই

সন্তানোৎপত্তয়ে তেন দত্তারাধয়িতুং মম।
যেয়মারাধিতা সম্যক্ দিনানি কতিচিন্ময়া॥ ৩৩
সদ্যস্তর্ণকমাত্তেয়ং ধৃতা তে গিরিকন্দরে।
শম্ভুভৃত্যাদ্বলাদ্বত্তোঽশক্যা মোচয়িতুং ময়া॥৩৪
অহং তস্য মুনেরগ্রে গচ্ছাম্যেনামৃতে কথম্।
কামধেনোস্ত দৌহিত্রী জগৎসেব্যা যশস্বিনী॥
অনয়া সদৃশী নান্যা গৌর্যয়া তোষয়ামি তম্।
তস্মাদ্বিমুচ্য গামেনামগ্র্যাং কুরু নিজাশনম্॥ ৩৬
দদামি দেহমাত্মীয়মপকীর্ত্তিমলীমসম্।
এবং ন ধর্ম্মহানিঃ স্যাদ্যেস্তব তু ভোজনম্।
গবার্থে ত্যজতঃ প্রাণান্মমাপি গতিরুত্তমা॥৩৭
দেবল উবাচ।
এবমাকর্ণ্য সিংহেন কৃতে মৌনে বিশাম্পতে।
তদগ্রেঽবাঙ্মুখো রাজা ন্যপতদ্ধর্ম্মকোবিদঃ॥৩৮

তস্য প্রতীক্ষমাণস্য সিংহপাতং মুহুঃসহম্।
পপাতোপরি পুষ্পাণাং বৃষ্টির্মুক্তা সুরেশ্বরৈঃ॥ ৩৯
পুত্রোত্তিষ্ঠেতি বচনং শ্রুত্বা রাজা স উত্থিতঃ।
জননীমিব তাং ধেনুং দদর্শ ন মৃগাধিপম্॥ ৪০
তং বিস্মিতমুবাচেদং নন্দিনী নৃপসত্তমম্॥ ৪১
নন্দিন্যুবাচ।
মায়য়া সিংহরূপিণ্যা ত্বং ময়াসি পরীক্ষিতঃ।
মুনিপ্রভাবান্মাং রাজন্ গ্রহীতুং ন ক্ষমোঽন্তকঃ
মনসাপি কুতোঽন্যেষাং মদ্গ্রহে শক্তিরঙ্গিনাম্
স্বশরীরস্য দানেন ত্বং মাং রক্ষিতুমুদ্যতঃ।
অতস্তেঽহং প্রসন্নাস্মি বৃণীষ্ব বরমীপ্সিতম্॥৪৩
রাজোবাচ।
ন গুপ্তং দেহিনামন্তর্বর্ত্তি বৃত্তং ভবাদৃশাম্।
অতো জননি জানাসি বাঞ্ছিতং মম দেহি তৎ
মগধেশসুতায়াং মে বংশে কর্ত্তারমাত্মজম্।

সর্ব্বার্থসাধিকা ধেনু; তিনি আমার সন্তানোৎপাদনার্থ ইহার আরাধনা করিবার জন্য এই ধেনু আমাকে দান করিয়াছেন, আমিও কতিপয় দিবস ইহার সম্যক্ আরাধনা করিয়াছি। এই ধেনুর বৎসও অতি শিশু, তুমি ইহাকে গুহামধ্যে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি শম্ভুভৃত্য, অতএব আমি তোমার কবল হইতে ইহাকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিতে অসমর্থ। কিন্তু আমি এই ধেনু পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে মুনির সম্মুখে গমন করিব? এই জগৎসেব্যা যশস্বিনী নন্দিনী কামধেনুর দৌহিত্রী, এই নন্দিনীসদৃশী অন্য এমন কোন গো নাই, যদ্দ্বারা আমি গুরু বশিষ্ঠের সন্তোষ সাধন করিতে পারি। অতএব এই অগ্র্যা গোকে নিজ গ্রাস হইতে পরিত্যাগ করিয়া আমার দ্বারা ভোজন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ কর। আমি আমার অপকীর্ত্তিময় মলিন দেহ ত্যাগ করিতেছি, এইরূপ করিলে ঋষিরও ধর্ম্মহানি হইবে না, তোমারও আহার সম্পাদিত হইবে। অন্য গোর জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়া আমারও উত্তম গতি হইবে। দেবল বলিলেন—সিংহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আর কিছু কহিল না, ধর্ম্মকোবিদ দিলীপ অধোমুখে সিংহসম্মুখে পতিত হইয়া তদীয় দেহে মুহুঃসহ সিংহপাত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিংহ তাঁহার দেহে পতিত হইল না, পরন্তু সুরগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। রাজা—"পুত্র! উত্থিত হও" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইলেন, তিনি সিংহকে আর সন্দর্শন করিলেন না,—জননীর ন্যায় ধেনুকেই দর্শন করিলেন। নন্দিনী তখন বিস্মিত নৃপসত্তমকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিল। নন্দিনী বলিল,—হে রাজন্! সিংহরূপিণী মায়া দ্বারা তোমাকে আমি পরীক্ষা করিলাম, সিংহ কেন, মুনিপ্রভাবে যমও মন দ্বারাও আমায় গ্রহণ করিতে পারে না। অন্য শরীরিগণের আমাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কোথায়? তুমি স্বীয় শরীরদানে আমার রক্ষায় উদ্যত, অতএব তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ৩০—৪৩। রাজা বলিলেন,—জননি! দেহিগণের মনোবর্ত্তী বৃত্তান্ত আপনার নিকট গুপ্ত নহে, অতএব আমার বাঞ্ছিতও আপনি

প্রযচ্ছ কিঞ্চিৎ স্বচ্ছানাং নাসাধ্যং হি ভবাদৃশাম্
ইত্যুক্ত্বাঞ্জলিমাধায় তৎপুরস্থঃ স্থিরাম্বুজঃ।
তুষ্ণীং তদুত্তরাপেক্ষী তৎপুরো বদ্ধলোচনঃ॥
দেবল উবাচ।
নিশম্যেতি বচস্তস্য ভূপতেরিদমব্রবীৎ।
নন্দিনী পিতৃদেবর্ষিনরভূতার্থসাধিকা॥ ৪৭
নন্দিন্যুবাচ।
পুত্র পত্রপুটে দুগ্ধা পয়ো মম পিবেপ্সিতম্।
আশ্রমে গুরুণাজ্ঞপ্তঃ পুনঃ পাস্যসি শেষিতম্।
ভবিতা বংশকর্তা তে সুতঃ শস্ত্রাস্ত্রতত্ত্ববিৎ॥৪৮
দেবল উবাচ।
ইত্যুক্তঃ সৌরভেয্যা তামুবাচ বিনয়েন সঃ॥৪৯
দিলীপ উবাচ।
মাতস্তবৈব পাস্যামি শেষং সর্বক্রিয়াবিধেঃ।
তৃপ্তোঽহং মাতর্যসাদ্য মৃষ্টন্তে বচনামৃতম্॥ ৫০
নান্যদিচ্ছামি সারঙ্গঃ কাদম্বিন্যা যথা জলম্।
তব শুশ্রূষণান্মাতরভবং সকলাভবঃ॥ ৫১
সমস্তজনপূজ্যায়া বিদ্যায়া ইব মূঢ়ধীঃ।
তব মাতামহীদত্তঃ শাপোঽপ্যাসীদ্বরো মম॥৫২
তন্মতে পুত্রলাভো মে কুতস্তব চ দর্শনম্।
বরায়ৈব তথাপ্যস্য সমারাধ্যা ভবাদৃশঃ।
ন হি কশ্চিদ্বিষাকাঙ্ক্ষী মহাদেবাত্রিবর্গদাৎ॥৫৩
দেবল উবাচ।
শ্রুত্বেতি তদ্বচঃ সা গৌঃ প্রসন্না সাধ্বিতি।
আভাষ্যাহিমহাদর্পায়য়ৌ তেন সহাশ্রমম্॥ ৫৪
পূর্বেদ্যুরিব তত্রাপি পূজিতা রাজভার্য্যয়া।
প্রসন্না সা বভৌ ধেনুঃ কার্য্যসিদ্ধিরিবাঙ্গভাক্॥
মুখং প্রসন্নমালক্ষ্য মৃগাক্ষী সা ক্ষিতীশিতুঃ।

বিদিত আছেন, এক্ষণে তাহাই প্রদান করুন। ভবাদৃশ কলুষবিহীনগণের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব আপনি মগধাধীশ-দুহিতা মদীয় পত্নী সুদক্ষিণায় আমাকে বংশ-কারক পুত্র প্রদান করুন। নৃপতি দিলীপ এইরূপ কহিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক নন্দিনীর সম্মুখে অবস্থিত হইলেন এবং তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তাহার উত্তর প্রতীক্ষায় স্থির নিশ্চল নয়নে রহিলেন। দেবল বলিলেন,—নৃপতির এই বাক্য শুনিয়া নর, সুরর্ষি ও পিতৃলোক প্রভৃতি সর্ব্বভূতার্থ-সাধিকা ধেনু নন্দিনী বলিতে লাগিল। নন্দিনী বলিল,—পুত্র! সম্প্রতি পত্রপুটে আমার দুগ্ধ দোহন করিয়া যথেষ্ট পান কর, অতঃপর আশ্রমে গিয়াও বশিষ্ঠের আদেশে পুনরায় অবশিষ্ট পান করিও, এই করিলেই তোমার সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রবিদ্ বংশকর্তা পুত্র জন্মিবে। দেবল বলিলেন,—দিলীপ সৌরভেয়ী কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাহাকে বলিলেন। দিলীপ বলিলেন,—হে মাতঃ! আমি আপনার বচনামৃত প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইয়াছি, অতএব সমস্ত ক্রিয়া-বিধির অবসানে আপনার দুগ্ধ পান করিব। চাতক যেমন মেঘাম্বু ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ করে না, আমারও তদ্রূপ আপনার বচনামৃত ব্যতীত অপর কিছুতে অভিলাষ হইতেছে না। মূঢ়ধী মানবও যেমন সর্ব্বজন-পূজ্য বিদ্যার শুশ্রূষা করিয়া সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করেন, হে মাতঃ! আপনার শুশ্রূষায় আমারও তদ্রূপ সর্ব্বশুভোদয় লাভ হইয়াছে। আপনার মাতামহীপ্রদত্ত শাপই আমার বর হইয়াছে। কেননা, তিনি শাপ না দিলে কিরূপেই আমি আপনাকে দর্শন করিতাম, আর কেমনেই বা আমার পুত্রপ্রাপ্তি ঘটিত। হে মাতঃ! ভবাদৃশ বরেণ্যের আরাধনায় মানবের এইরূপই হইয়া থাকে; কেননা, ত্রিবর্গদ মহাদেবের আরাধনায় কেহ কি বিষ লাভ করে? ৪৪—৫৩। দেবল বলিলেন,—দিলীপের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে নন্দিনী আনন্দিতা হইয়া সাধু সাধু বলিয়া উঠিল এবং মহাসর্পের ন্যায় দর্পিতা হইয়া দিলীপের সহিত আশ্রমে আগমন করিল। নন্দিনী পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও রাজভার্য্যার পূজা পাইয়া প্রসন্না হইল এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যেন কার্য্যসিদ্ধি বলিয়া দিতে লাগিল। মৃগাক্ষী সুদক্ষিণা ও

অজ্ঞাসীত্তং নিজং কার্য্যং সিদ্ধং যত্নস্থ যৎকৃতে
অথ তৌ দম্পতী ধেনুং বিধিবদ্বিধিবৎতার্চ্চয়া।
তয়া সহ গুরোরগ্রে কৃতকৃত্যস্য জগ্মতুঃ॥ ৫৭
নিরীক্ষ্য তৌ মুনিবরঃ প্রসন্নমুখপঙ্কজৌ।
অতীন্দ্রিয়জ্ঞাননিধিঃ প্রোবাচেদং প্রহর্ষয়ন্॥৫৮
বসিষ্ঠ উবাচ।
রাজন্ জানামি গোরেষা প্রসন্না বামভূৎ কিল
অপূর্ব্বা যুবয়োরদ্য মুখকান্তির্হি লক্ষ্যতে॥ ৫৯
সুরভিঃ সুরশাখী চ বিশ্রুতৌ কামপূরিণৌ।
তদপত্যং সমারাধ্য সিদ্ধোঽর্থঃ স্যাৎ কিমদ্ভুতম্
যো দদাতি নিখিলং মনোরথং
কীর্ত্তিতেয়মনঘাপি দূরতঃ।
শ্রদ্ধয়া নিকট এব সেবিতাং
কিং পুনঃ সুরতরঙ্গিণীব সা॥ ৬১
জ্ঞানতো বিদিতমদ্ভুতং ময়া
ত্বৎকৃতং যদনয়া পরীক্ষণম্।
ভূপতে ত্বমপি ধর্ম্মমাত্মনো
রক্ষসি স্ম চ যথা তথা চ তৎ॥ ৬২

ত্বয্যসৌ মম মনোঽনুকূলতাং
ভাবয়ত্যপি বিবুধ্যতে তথা।
তুষ্যতি স্ম কমলা যথা হরেঃ
পার্ব্বতীব গিরিশস্য সজ্জতে॥ ৬৩
রাত্রিরত্র সভার্য্যয়ানয়া
ধেনুপূজনপরেণ নীয়তাম্।
ভূপভব্য ভবতা গমিষ্যতে
শ্বঃ সমাপ্তবিধিনা নিজাং পুরীম্॥ ৬৪
দেবল উবাচ।
বৈশ্যৈবং ধেনুমারাধ্য সভার্য্যঃ প্রাপ্তবাঞ্ছিতঃ।
প্রাতর্মুক্তরথঃ প্রাপ্য গুরোরাজ্ঞামগাদ্গৃহম্॥
কতিচিদ্বাসরৈস্তস্য দিলীপস্যাভবদ্রঘুঃ।
যস্য নাম্না রঘোর্ব্বংশঃ পৃথিব্যাং বিশ্রুতোঽভবৎ
যঃ পঠিষ্যতি ভূপস্য দিলীপস্য কথামিমাম্।
ধনং ধান্যং সুতং বৈশ্য লপ্স্যতে স পুমানিহ॥

ক্ষিতিপতির প্রসন্ন বদন দেখিয়া যে কার্য্যের জন্য যত্নবতী হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলেন। অনন্তর দম্পতি ধেনুর বিধিবৎ পূজা করিয়া তাহার সহিত কৃতকৃত্য গুরুর সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অতীন্দ্রিয়জ্ঞাননিধি মুনিবর বশিষ্ঠও তাঁহাদের মুখকমল প্রসন্ন দর্শনে হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! আজ নন্দিনী যে তোমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়াছে, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, পরন্তু তোমাদের মুখকান্তিও আজ অপূর্ব্ব দেখিতেছি। সুরতরু ও সুরভি কামপূরণে বিশ্রুত, তুমি সেই সুরভির অপত্যের সম্যক্ আরাধনা করিয়াছ, অতএব তোমার যে প্রয়োজনসিদ্ধি হইয়াছে, এ আর অদ্ভুত কি? যে নিষ্পাপ নন্দিনী সুরতরঙ্গিণী গঙ্গার ন্যায় দূর হইতে কীর্ত্তিত হইয়াও অখিল অভীষ্ট প্রদান করে, তুমি নিকটে থাকিয়া তাহার সেবা করিয়াছ, সুতরাং এ বিষয়ে আর কি বলিব? নন্দিনী যে তোমাকে অদ্ভুত পরীক্ষা করিয়াছে এবং তুমিও যে ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া আত্মবিনিময়ে তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তৎসমস্ত আমি জ্ঞান দ্বারা বিদিত হইয়াছি; আর ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, নন্দিনী আমার মনোঽনুকূল ভাব তোমাতে পোষণ করিতেছে। রমা যেরূপ হরির এবং পার্ব্বতী যদ্রূপ গিরিশের সন্তোষ সাধন করেন তদ্রূপ তুমিও ইহাকে তুষ্ট করিয়াছ। ধেনুপূজাপরায়ণ হইয়া অদ্য রজনীও ভার্য্যার সহিত অতিবাহিত কর, হে ভব্যভূপ! আগামী দিবসে ব্রত সমাপ্ত করিয়া নিজ পুরে গমন করিবে। ৫৪—৬৪। দেবল বলিলেন,—হে বৈশ্য! এইরূপে ধেনুর আরাধনা করিয়া অভীষ্টপ্রাপ্ত সভার্য্য রাজা পরদিন প্রভাতে রথারোহণে গুরুর আজ্ঞায় স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে দিলীপের রঘু নামে এক পুত্র হইল, এই রঘুর নামানুসারেই রঘুবংশ পৃথিবীতে প্রথিত হইয়াছিল। হে বৈশ্য! যে মানব দিলীপ ভূপালের এই উপাখ্যান

শরভবর সুতাপ্তয়ে স্ম বুদ্ধ্যা
সমমনয়া পরিতোষয়াশু গৌরীম্।
ত্বমপি কুলধুরং গুণান্বিতং সা
সুতমনঘং খলু দাস্যতে চ তুভ্যম্॥ ৬৮

শিবশর্ম্মোবাচ।

মুনিরিতি চরিতং দিলীপরাজ্ঞো
ললিততরং শরভায় পুণ্যমুক্তা।
অভিমতগতমাত্মনঃ প্রপেদে
বিধিমুপদিশ্য চ পূজনেঽম্বিকায়াঃ॥ ৬৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৩

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ।

বিষ্ণুশর্ম্মংস্ততো বৈশ্যঃ শরভঃ সহ ভার্য্যয়া।
নীত্বা পূজোপকরণং যযৌ শ্রীচণ্ডিকালয়ম্॥ ১
তত্র তৌ বিধিবৎ স্নাত্বা সুমনোধূপদীপকৈঃ।
আনর্চ্চতুর্ভক্তিযুক্তৌ চণ্ডিকাং পুত্রকাময়া॥ ২
শ্রদ্ধয়া পূজিতা তাভ্যাং দিনৈঃ সপ্তভিরম্বিকা।
উবাচ বাচা প্রত্যক্ষং ভূত্বা বিশদমানসা॥ ৩

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভো ভো বৈশ্য প্রসন্নাস্মি ভক্ত্যা সুদৃঢ়য়া তব
দদামি পুত্রং তে সাধো যদর্থে যত্নবানসি॥ ৪
গচ্ছ ত্বং মা বিলম্বস্ব বনমৈন্দ্রঞ্চ খাণ্ডবম্।
তত্র তীর্থে মহাপুণ্যমিন্দ্রপ্রস্থাখ্যমুত্তমম্॥ ৫
নিগমোদ্বোধকং তত্র তীর্থং নিখিলকামদম্।
বৃহস্পতিকৃতং তত্র স্নাহি ত্বং সুতবাঞ্ছয়া॥ ৬
ভবিষ্যতি সুতস্তাত তব স্নানেন তত্র হি।
তত্র স্নাত্বা ময়াপ্যঙ্গ লব্ধঃ স্কন্দঃ সুরারিহা॥ ৭

শিবশর্ম্মোবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ পিতা মম সহ স্ত্রিয়া।
অত্রাজগাম সত্তীর্থে সস্নৌ চ সুতবাঞ্ছয়া॥ ৮

শ্রবণ করে, ইহলোকে তাহার ধন, ধান্য ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। হে শরভ! যদি বরপুত্রলাভে অভিলাষ হয়, তবে তুমিও সত্বর পত্নীর সহিত গমন করিয়া গৌরীকে সন্তুষ্ট কর; তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই তোমাকে গুণান্বিত কুলন্ধর নিষ্পাপ পুত্র প্রদান করিবেন। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—দেবল মুনি দিলীপের এতাদৃশ পূত ললিততর চরিত এবং জগদম্বিকার পূজাবিধি মৎপিতা শরভ সমীপে কীর্ত্তন করিয়া নিজের অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৬৫—৬৯।

ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৩।

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! অনন্তর বৈশ্য পূজোপকরণ লইয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত চণ্ডিকালয়ে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় গমন করিয়া পুত্রকামনায় যথাবিধি স্নান ও পুষ্প ধূপ এবং দীপ দ্বারা ভক্তিভরে ভবানীর পূজা করিলেন। অম্বিকা সপ্তাহ কাল বৈশ্য দম্পতি কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূজিতা হইয়া প্রসন্না হইলেন, এবং প্রত্যক্ষা হইয়া বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে বৈশ্য! তোমার সুদৃঢ় ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি পুত্রের জন্য যত্নবান্, অতএব হে সাধো! আমি তোমাকে পুত্র প্রদান করিব। তুমি অবিলম্বে ইন্দ্রের খাণ্ডব কাননে গমন কর, তথায় উত্তম মহাপুণ্য ইন্দ্রপ্রস্থ নামক তীর্থ অবস্থিত; ঐ ক্ষেত্রমধ্যে বৃহস্পতিকৃত অখিল কামদ নিগমোদ্বোধক তীর্থ আছে, সেইস্থানে সুতকামনায় স্নান কর। হে তাত! সেথায় স্নানমাত্রেই তোমার পুত্রলাভ হইবে। ওহে! সেই তীর্থে স্নান করিয়া ত্রিপুরারি আমা হইতে স্কন্দকে নন্দন প্রাপ্ত হইয়াছেন।১—৭। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—দেবীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণে পিতা আমার মাতার সহিত সেই

উপস্করবতীর্ধেনূর্দ্বিজেভ্যঃ প্রদদৌ শতম্।
দেবান্ পিতৄংশ্চ সন্তর্প্য যথাবিধ্যত্র বুদ্ধিমান্॥ ৯
সপ্তরাত্রমুষিত্বা তু দম্পতী যতমানসৌ।
জগ্মতুঃ স্বগৃহানিষ্টলাভোৎফুল্লমুখাম্বুজৌ॥ ১০
তস্মিন্নেবাভবদ্‌গর্ভো মাসি মাতুর্মমাবহম্।
ব্যতীতে নবমে মাসি জাতোঽহং দশমে শুভে
বিষ্ণুশর্ম্মন্ যদুক্তং তে পুরাবৃত্তমিদং ময়া।
দশাব্দদ্বয়মেবৈতচ্ছ্রুতং সর্ব্বং পিতুর্মুখাৎ॥ ১২
একদা ক্ষমমালোক্য গৃহকর্ম্মণি মাং পিতা।
গৃহং মামর্পয়ামাস বিশ্বাস্বৈরাগ্যমাপ্লুবন্॥ ১৩
মাঞ্চোবাচ স ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দাসক্তমানসঃ।
বিনিন্দন্ বিষয়াসক্তিং বিষ্ণুভক্তিং স্তবন্মুহুঃ॥১৪

পিতোবাচ।

সুমতে বার্দ্ধকং প্রাপ্তং পলিতাশ্চিকুরা মম।
গোবিন্দচরণাম্ভোজং সেবিষ্যে সাধুসেবিতম্॥১৫

তৎসেবয়া ভবেৎ স্বচ্ছং মনো যস্য চ সুস্থিরম্
স পুমানাত্মসন্তুষ্টো ন কিঞ্চিদভিবাঞ্ছতি॥১৬
নিষ্কামঃ সুখদুঃখাভ্যাং ভুঞ্জন্ সুকৃতদুষ্কৃতে।
প্রাকৃতে তৎসমাপ্তৌ চ ত্যজন্ দেহং ভবত্যজঃ
তাবদ্রব্যং গুণসুখং যাবৎ প্রাপ্তং ন চিৎসুখম্
তৎপ্রাপ্তৌ তদ্ভবেত্তুচ্ছং সুধায়া ইব তক্রকম্॥
হরের্মায়া বলবতীয়ং মোহয়তি দেহিনম্।
হিতাহিতং ন জানাতি স যথা মদিরামদঃ॥ ১৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ বিদ্যয়াবিদ্যয়া চ সঃ।
করোতি স্বেচ্ছয়া কালে বাললীলো হি স প্রভুঃ
বেদোদিতং যদা কর্ম্ম ক্রিয়তে ফলমিচ্ছতা।
প্রবৃত্তিঃ সা পরা তাত তেষামর্পণমীশ্বরে॥ ২১
যথা নির্দ্দগ্ধবীজানি ন প্ররোহন্তি যত্নতঃ।
তথা কর্ম্মাণি বিশেষে নিষ্কামেণার্পিতানি তু॥

উত্তম তীর্থে আগমন করিয়া পুত্রকামনায় স্নান করিলেন। মদীয় সুবুদ্ধি জনক দ্বিজগণকে শত পয়স্বিনী ধেনু দান করিলেন। দেব ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করত মাতার সহিত যতমনা হইয়া তথায় সপ্তরাত্র বাস করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্বগৃহে আগমন করিলেন,—ইষ্টলাভে তাঁহাদের মুখকমল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমার মাতার সেই মাসেই গর্ভ হইল। তারপর দিনের পর দিন এইরূপ করিয়া নবম মাস উত্তীর্ণ হইল, শুভ দশম মাসে আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! তোমার সমীপে আমি এই যে আমার পুরাবৃত্ত বলিলাম, এ সকল আমার বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম। একদা মদীয় পিতা আমাকে গৃহকার্য্যে যোগ্য জানিয়া আমার প্রতি গৃহার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং বৈরাগ্য গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দাসক্তমনা পিতা বিষয়াসক্তির নিন্দা ও বিষ্ণুভক্তির মুহুর্মুহু প্রশংসা করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন। পিতা বলিলেন,—হে সুমতে! আমি বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার কেশসমূহ পলিত হইয়াছে; আমি সম্প্রতি সাধুসেবিত গোবিন্দচরণ-সরোজের সেবা করিব। গোবিন্দ-পদারবিন্দের সেবায় যাহার মন স্বচ্ছ ও সুস্থির হইয়াছে, সেই পুরুষই সন্তুষ্ট এবং সে কিছুই বাঞ্ছা করে না। নিষ্কাম ব্যক্তি প্রাকৃত বয়সে পাপপুণ্যজাত দুঃখ-সুখ ভোগের পর পশ্চিমকালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া জন্মহীন হয়। যেকাল পর্য্যন্ত চিৎ-সুখের উদয় না হয়, তাবৎ কালই জন্ম এবং তাবৎকালই গুণ-প্রসূত সুখসম্ভোগের বাসনা বিদ্যমান থাকে; আর সেই চিৎসুখের প্রাপ্তি ঘটিলে সুধা হইতে তক্র যেমন তুচ্ছ, তদ্রূপ সুখও তুচ্ছ হইয়া যায়॥৮-২৮। হরির মায়াই বলবতী, সেই মায়া দেহীকে মোহিত করে। মদিরামত্ত মানব যেমন হিতাহিত বিদিত হয় না, হরিমায়ামোহিত দেহীও তদ্রূপ জানিবে। বাললীলাকারী প্রভু হরি নিজের ইচ্ছায় অবিদ্যা দ্বারা জীবকে প্রবৃত্ত করেন এবং বিদ্যাদ্বারা নিবৃত্ত করিয়া থাকেন। ফলকামনায় যে বেদোদিত কর্ম্ম সকল করা হয়, তাহা প্রবৃত্তি; আর সেই কর্ম্মফলের যে ঈশ্বরার্পণ তাহাই নিবৃত্তি। দগ্ধ বীজ যেমন যত্ন করিলেও অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ নিষ্কাম কর্ত্তৃক

কর্ম্মণাঞ্চ লয়ো মোক্ষঃ সুখদুঃখপ্রদায়িনাম্।
তদুৎপত্তিস্তু বন্ধঃ স্যাদিত্যসৌ শাস্ত্রনির্ণয়ঃ ॥২৩
অতোহহং কর্ম্ম বেদোক্তং কুর্ব্বন্নাভিলষন্ ফলম্
পর্য্যটিষ্যামি তীর্থেষু হৃদি ভক্তিং দধদ্ধরেঃ ॥ ২৪
এবং প্রারব্ধকর্ম্মাণি ভুঞ্জন্নন্যান্ননর্জ্জয়ন্।
হনিষ্যামি জগদ্রোগং পীত্বা সৎসঙ্গমৌষধম্ ॥২৫

শিবশর্ম্মোবাচ।

এবমাকর্ণ্য বচনং তস্যাহং পিতুরাত্মনঃ।
অবদং বিষ্ণুশর্ম্মংত্বং তন্নিশাময় তত্ত্বতঃ ॥ ২৬

বৈশ্যপুত্র উবাচ।

অয়ং জনো দুরারাধ্যঃ কথয়িষ্যতি নো যশঃ।
দুষ্টকুটুম্বাদুদ্বিজ্য নিঃসৃত্য গত ইত্যয়ম্ ॥ ২৭
ইয়ং বিষ্ণুপদী তাত ভুবনত্রয়পাবনী।
স্মৃতা হরত্যঘং দূরাৎ কস্মাদেনাং বিমুঞ্চসি ॥ ২৮

পাপকারী জনস্তাত ম্রিয়তে মগধে তু যঃ।
সোহপ্যস্থিপাতাদ্গঙ্গায়াং স্বর্যাতি ত্যজ মা শুভম্
পুত্রাঃ ষষ্টিসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ।
কপিলক্রোধনির্দ্দগ্ধা গতা যৎস্পর্শনাদ্দিবম্ ॥ ৩০
তামিমাং ত্রিদিবশ্রেণীং মুক্তেরপি বিধায়িনীম্।
মুমুক্ষুসেবিতাং তাত মুক্ত্বা মান্যত্র গম্যতাম্ ॥ ৩১
মাবজানীহি সামীপ্যে গঙ্গাং ত্রিদশমানিতাম্।
যদিচ্ছসি মহাভাগ সেবিতৈষা প্রদাস্যতি ॥ ৩২
তির্য্যঞ্চোহপি বিনা জ্ঞানাজ্জলে চেৎ
স্যুর্গতাসবঃ।
ভবেয়ুস্তর্হি তে ব্রহ্ম সা কথং ত্যজ্যতে ত্বয়া ॥৩৩

শিবশর্ম্মোবাচ।

নিশম্যেতদ্বচস্তাতস্ততো মম ঋতপ্রিয়ঃ।
উবাস সদনে সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩৪
ত্রিষু কালেষু গঙ্গায়াং প্রত্যহং স্নানমাচরন্।
পুরাণং স্যাদ্গৃহে যত্র তত্র যাতি স নিত্যশঃ ॥

ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম বন্ধনপ্রদান করে না। সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্ম সকলের যে লয়, তাহাই মোক্ষ; আর সেই কর্ম্মের যে উৎপত্তি, তাহাই বন্ধন,—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতএব আমি ফলাভিলাষ না করিয়া বেদোদিত কর্ম্ম করিব, আমি হৃদয়ে হরিভক্তি ধারণ করিয়া তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিব। আমি সৎসঙ্গ-মহৌষধ পান করিয়া জগদ্ব্যাধি বিনাশ করিব, এইরূপ করিলে আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হইয়া যাইবে, পরন্তু নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত হইবে না। হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! আমি আমার পিতার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা বলিয়াছিলাম, তুমি তত্ত্বতঃ তাহা শ্রবণ কর। বৈশ্যপুত্র বলিলেন,—আপনি চলিয়া গেলে দুষ্টাভিপ্রায় লোক আমাদের দুর্দ্দশা কীর্ত্তন করিবে; বলিবে,—এই ব্যক্তি দুষ্ট কুটুম্ব পুত্র-কলত্রাদি দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। হে তাত! ভুবনত্রয়পাবনী এই বিষ্ণুপদী গঙ্গা, দূর হইতেও ইঁহাকে স্মরণ করিলে ইনি পাপ হরণ করেন; আপনি ইঁহাকে কেন পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন? হে তাত! মগধমৃত পাপকারী ব্যক্তিরও যদি গঙ্গায় অস্থি পতিত হয়, তবে সে স্বর্গে গমন করে; অতএব আপনি এমন শুভসুযোগ ত্যাগ করিবেন না। মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র কপিলকোপে দগ্ধ হইয়া এই গঙ্গাস্পর্শে স্বর্গে গিয়াছিল; হে তাত! আপনি সেই ত্রিদিবশ্রেষ্ঠা, মুমুক্ষুসেবিতা মুক্তিজননী জাহ্নবীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবেন না। ত্রিদশমানিতা মন্দাকিনী সান্নিধ্যে বিদ্যমান বলিয়া ইঁহার অবজ্ঞা করা উচিত নহে; হে মহাভাগ! আপনি যে অভিলাষ করিয়া ইঁহার সেবা করিবেন, ইনি তাহাই প্রদান করিতে পারেন। জ্ঞানহীন তির্য্যক্ জাতিও যাঁহার জলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, আপনি সেই গঙ্গাকে কেন ত্যাগ করিতেছেন ?২২-৩৩। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—অনন্তর সত্যপ্রিয়সংপ্রিতা আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করত সর্ব্ববিষয় হইতে বিমুখ হইয়া গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ ত্রিকালে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং যে গৃহে পুরাণ পাঠ হইত, প্রতিদিন

একদাকর্ণয়ন্ ধীরো যমুনাতীর্থগৌরবম্।
তত্র শুশ্রাব মাহাত্ম্যমস্য তীর্থস্য পুত্র সঃ॥ ৩৬
অবিমুক্তহরিদ্বারপ্রয়াগেভ্যশ্চ পুষ্করাৎ।
অযোধ্যাদ্বরকাকাঞ্চীমথুরাভ্যস্তথান্যতঃ॥
সর্বতীর্থময়স্যাস্য পুণ্যং শতগুণাধিকম্।
কথিতং তেন বিপ্রর্ষাস্তেনাকর্ণ্য মৎপিতা॥ ৩৮
ত্যক্ত্বা গৃহমগাদত্র তীর্থে সর্বৈরলক্ষিতঃ।
আবামিব মহাভাগো গোবিন্দপদসেবকঃ॥ ৩৯
অত্রাগত্য মহাভাগো মৎপিতা মোক্ষবাঞ্ছয়া।
নিগমোদ্বোধকে তীর্থে ত্রিকালং স্নানমাচরন্॥
উবাস কতিচিন্মাসানত্র তীর্থোত্তমে হি সঃ॥ ৪১
কুর্বন্নিজক্রিয়াং ধীমান্ নিস্পৃহোঽপ্যজবেশ্মনি।
একদা সহসা তস্য জ্বরোঽভূদতিদারুণঃ॥ ৪২
মহত্যা পীড়য়া চাসৌ মুমোহ গতচেতনঃ।
মুহূর্তং স পিতা মুহ্যন্ তদবস্থো ব্যতিষ্ঠত॥ ৪৩

পশ্চাৎসমাগতপ্রাণো ব্যচিন্তয়দিদং তদা।
অহো মে কষ্টমাপন্নং দূরে পুত্রঃ স ধার্মিকঃ॥৪৪
যো মাং জ্বরবিতপ্তাঙ্গমাশ্বাসয়তি বুদ্ধিমান্।
অগম্যাগমনং পাপং কৃতং যন্মে সুদারুণম্॥৪৫
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাপি কৃতং কা মে গতির্ভবেৎ
আগমিষ্যতি পুত্রো মে তস্মৈ দাস্যামি বর্ত্মিতি
যন্ময়া গোপিতং গেহে ন দৃষ্টঞ্চ তদপ্যহম্॥৪৬
শিবশর্মোবাচ।
ইতি চিন্তয়তস্তস্য পান্থো বর্ষেণ পীড়িতঃ॥ ৪৭
শীতার্ত্তঃ কম্পিতবপুরুটজং প্রাবিশত্তদা।
স তং সংবিষ্টমালোক্য ভূয়ো গত্বা তদন্তিকে॥
মুনিরেষ ইতি জ্ঞাত্বা ববন্দে শিরসাধ্বগঃ।
উচে চ কস্মাৎ সুপ্তোঽসি মুনে সন্ধ্যা সমাগতা
রবিরস্তং প্রয়াত্যেষ ন সুপ্তেঃ কাল এব তে।

তথায় উপস্থিত হইতেন। একদা ধীর পিতা যমুনাতীরগৌরব শ্রবণ করিতে করিতে তন্মধ্যে এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেন। তিনি শুনিলেন,—কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ, পুষ্কর, অযোধ্যা, দ্বারকা, কাঞ্চী ও মথুরা এবং অন্যান্য তীর্থ হইতে এই সর্বতীর্থময় আগমোদ্বোধক তীর্থের মাহাত্ম্য শতগুণ অধিক। সুধী পিতা পুরাণবক্তার সূত, সমীপে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, গোবিন্দপাদসেবক মহাভাগ মদীয় পিতা ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি ও আমি যেমন অলক্ষ্যে চলিয়া আসিয়াছিলাম, তদ্রূপ গৃহ পরিত্যাগপূর্বক অলক্ষিতভাবে সেই তীর্থে গমন করিলেন। মোক্ষকামী মহাভাগ আমার পিতা তীর্থসত্তম নিগমোদ্বোধকে আগমন করিয়া ত্রিকালে স্নানাচরণপূর্বক কতিপয় মাস বাস করিলেন। ধীমান্ পিতা নিজক্রিয়া করিতে করিতে নিস্পৃহ হইয়াছিলেন, তাই তিনি কোনও বিষ্ণুমন্দিরে বাস করিতেন। একদা সহসা তাঁহার অতিদারুণ জ্বর হইল, তিনি মহাপীড়ায় হতচেতন হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অতঃপর তিনি মুহূর্তমাত্র তদবস্থ থাকিয়া কিছুকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিলেন,—অহো আমার কি দুঃখ উপস্থিত! জ্বরে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে, বুদ্ধিমান্ ধার্মিক পুত্র দূরে রহিয়াছে, সে নিকটে থাকিলে আমাকে আশ্বস্ত করিত! আমি অগম্যাগমন করিয়া সুদারুণ পাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি করি নাই, জানিনা, তাহার ফলে আমার কিরূপ গতি হইবে? যদি আমার পুত্র আসিত, তবে তাহাকে আমি কিছু গুপ্তধন দান করিতাম। আমি গৃহে যে ধন গুপ্ত রাখিয়াছিলাম, তাহাও আমার পুত্রের অবিজ্ঞাত বলিয়া নষ্ট হইল।৩৪—৪৬। শিবশর্মা বলিলেন,—পিতা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে জনৈক পথিক বৃষ্টিতে পীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কম্পিত কায়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমার পিতাকে মুনি মনে করিয়া তাঁহার সমীপে গমনপূর্বক মস্তক দ্বারা তদীয় পাদ বন্দন করিল এবং বলিল,—হে মুনে! সন্ধ্যা সমাগতা, আপনি এ সময়ে শুইয়া আছেন কেন? দিবাকর

ইত্যুক্তমাত্রে বচসি পথিকেন পিতা মম ।
শরভো জ্বরতপ্তাঙ্গস্তমাহ কথমপ্যহো ॥ ৫০
শরভ উবাচ ।
শ্রূয়তাং বচনং পান্থ যদ্বদামি পুরস্তব ॥ ৫১
শ্রুত্বা মন্তাগ্যযাতেন ত্বয়া সাধো বিধীয়তাম্ ।
বৈশ্যোঽহং শরভো নাম্না কাম্যকুঞ্জে গৃহং মম
অত্রাগতো নিষিদ্ধোঽপি জায়ামিত্র সুতৈরহম্ ।
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা সূতমুখেরিতম্ ॥৫৩
মাসাস্ত কতিচিৎ সাধো ব্যতীতা ময়ি চাগতে ।
দিনত্রয়মতিক্রান্তং জ্বরিতস্য মমাধুনা ॥ ৫৪
প্রাণা মে বিগতা আসন্নদ্য ভূয়ঃ সমাগতাঃ ।
কিয়ানপ্যায়ুষঃ শেষঃ সাধো মে খলু তিষ্ঠতি ॥
শমনস্য গৃহং দৃষ্ট্বা যদহং পুনরাগতঃ ।
ভাগ্যোদয়েন কেনাপি মমাত্র ত্বং সমাগতঃ ॥৫৬
নয় মাং মদ্গৃহং মিত্র দ্রব্যং বহু দদামি তে ।
দাস্যাম্যপি গৃহং গত্বা কৃপাং কুরু কৃপানিধে ।
ইহ ভূভাগ উৎখায় গৃহ্যতাং মামকং ধনম্ ॥৫৭
শিবশর্ম্মোবাচ ।
ইত্যাকর্ণ্য স দুর্ব্বুদ্ধির্গ্রাম্যো বিষয়লম্পটঃ ।
উবাচ ধনলুব্ধস্তং ত্বদুক্তং সাধয়াম্যহম্ ॥ ৫৮
ইত্যুক্ত্বা ধনমুৎখায় তস্মাদ্ভূভাগতস্তদা ।
অগ্রতঃ স্থাপয়ামাস শরভস্যাহ চাধ্বগঃ ॥ ৫৯
অধ্বগ উবাচ ।
ধনমেতদ্বিশাং নাথ তব ভূভাগতো ময়া ॥ ৬০
নিষ্কাসিতং প্রযচ্ছাশু শিবিকানয়নায় মে ।
যামারোপ্য জ্বরার্ত্তং ত্বাং নয়ামি তব কেতনম্ ॥
শিবশর্ম্মোবাচ ।
ইত্যুক্তস্তেন স তদা দদৌ স্বর্ণপলত্রয়ম্ ।
সোঽপি নীত্বা পিতুর্দ্রব্যং যযৌ লবণপত্তনম্ ॥
উষিত্বা রাত্রিমেকান্তু শিবিকাং সপরিচ্ছদাম্ ।

অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, ইহাত আপনার শয়নের কাল নহে। পথিক এইরূপ বলিবামাত্র আমার জ্বরপীড়িত জনক শরভ অতি কষ্টে পথিককে কহিলেন। শরভ বলিলেন,—হে পথিক! আমি তোমার সমীপে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; হে সাধো! আমার ভাগ্যবিপর্য্যয় পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা উচিত হয়, করিবে। আমি বৈশ্য, আমার নাম শরভ, কাম্যকুঞ্জে আমার বাস। আমি পত্নী পুত্র ও মিত্র কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। আমি পৌরাণিকের মুখে এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, হে সাধো! এই তীর্থবাসে আমার এখানে কতিপয় মাস অতীত হইলে আজ তিন দিন হইল আমি জ্বরাক্রান্ত হইয়াছি। আমি প্রায় গতপ্রাণ হইয়াছিলাম, সম্প্রতি আজ যেন সেই প্রাণ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। হে সাধো! আমার আয়ুর কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল, তাই আমি যেন শমন সদন দর্শন করিয়া পুনরাগত হইয়াছি। আমার কোনরূপ ভাগ্যোদয়ে তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ। হে মিত্র! আমি তোমাকে বহু দ্রব্য দান করিব, তুমি আমাকে আমার গৃহে লইয়া চল। হে কৃপানিধে! আমি গৃহে গিয়া তোমাকে ধন দান করিবই, তুমি এখানেও এই ভূভাগ খনন করিয়া মদীয় ধন গ্রহণ কর। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—সেই দুর্ব্বুদ্ধি ধনলুব্ধ, গ্রাম্যবিষয়লম্পট পথিক আমার পিতার এই বাক্য শ্রবণে উত্তর করিল,—আমি আপনার আদিষ্ট বিষয়ের সাধন করিব। এই বলিয়া পথিক সেই ভূভাগ খননপূর্ব্বক ধনায়নন করিয়া শরভের সম্মুখে স্থাপন করিল এবং বলিল,—হে বৈশ্যপতে! ভূভাগ হইতে বাহির করিয়া এই আপনার ধন আনয়ন করিয়াছি, আপনি জ্বরপীড়িত, আপনার জন্য শিবিকা আনিতে হইবে, অতএব তজ্জন্য সত্বর কিঞ্চিৎ ধনদান করুন। আমি আপনাকে সেই শিবিকার আরোপিত করিয়া গৃহে লইয়া যাইব।৪৭—৬১। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—পিতা পথিক কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাহাকে পলত্রয় স্বর্ণদান করিলেন, সেও পিতৃপ্রদত্ত স্বর্ণ লইয়া লবণপত্তনে উপনীত হইল এবং তথায় একরাত্রি বাস করিয়া সেই স্থান হইতে

সবাহামানয়ৎ পুত্র দত্ত্বা স্বর্ণপলত্রয়ম্ ॥৬৩
পলদ্বয়ং গৃহীতং তত্তেনৈবাধর্ম্মবুদ্ধিনা।
আরোপ্য শিবিকাং তত্র শরভং বৈশ্যসত্তমম্ ॥
পান্থঃ স চলিতো বাহাংস্বরয়ন্ কান্যকুব্জকম্।
অস্য তীর্থবরস্যাথ কমণ্ডলুজলং ধৃতম্ ॥ ৬৫
পায়য়ন্নল্পমল্পং তং তৃষার্ত্তং সোঽধ্বগো যযৌ।
অথ তে সরসস্তীরে উত্তীর্ণা ভোক্তুমধ্বনি ॥৬৬
স্নাত্বা ভুক্ত্বা পুনস্তস্মাৎ স্থানাচ্চেলুস্ত্বরান্বিতাঃ
কিয়তীং ভূমিমুল্লঙ্ঘ্য তৃষার্ত্তাস্তে কমণ্ডলোঃ ॥৬৭
জলং পীত্বা তৃষার্ত্তং তং শরভঞ্চাপ্যপায়য়ৎ।
অথ কশ্চিন্মহাভীমো বিকটো নাম রাক্ষসঃ ॥৬৮
বিচরন্নির্জ্জনেঽরণ্যে গচ্ছতস্তানবৈক্ষত।
তান্ দৃষ্ট্বা স ক্ষুধাক্রান্তো বেগবান্ বিবৃতাননঃ
অভিদুদ্রাব চরণাঘাতেনাকম্পয়ন্মহীম্।

আগত্য তরসা পার্শ্বে তান্ বাহান্ পথিকঞ্চ তম্ ॥
স কেশেষু সমাদায় ভ্রাময়ামাস খেচরঃ।
গতাসূন্ ভ্রামণেনৈব ভূতলে তানপোথয়ৎ ॥
চখাদ পিশিতং তেষাং পপৌ কোষ্ঠাচ্চ শোণিত
কুত্র যাস্যতি রোগার্ত্তো নরোঽয়ং পুরতো মম
এনন্তু ভক্ষয়িষ্যামি পশ্চাদম্বু পিবাম্যহম্।
ইতি কৃত্বা মতির্বারি তীর্থস্যাস্য কমণ্ডলোঃ ॥৭৩
মুখে চিক্ষেপ স তদা রজনীচরপুঙ্গবঃ।
ক্ষিপ্তমাত্রে জলে তস্য পূর্ব্বজন্মভবা স্মৃতিঃ।
জাতা স তু বধাত্তস্য শরভস্য ন্যবর্ত্তত ॥ ৭৪
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং তদপি স্মৃতিমাগমৎ।
যেন রাক্ষসভাবস্তু ভূতো বিপ্রোঽস্তবাদপি ॥ ৭৫
স্মৃত্বা পাপমুপেত্যাশু সমীপে শরভস্য তু।
উবাচ জ্ঞানমাপন্নো রাক্ষসঃ পিতরং মম ॥ ৭৬

সপরিচ্ছদ ও সবাহন শিবিকা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। হে পুত্র! পাপমতি পথিক শিবিকাবাহীদিগকে এক পল স্বর্ণ দিয়া স্বয়ং দুই পল গ্রহণ করিল। অনন্তর পথিক বৈশ্যসত্তম পিতা শরভকে শিবিকায় আরোপিত করিয়া বাহকগণকে পথ দেখাইতে দেখাইতে কান্যকুব্জ অভিমুখে গমন করিল। পথিক যাত্রাকালে কমণ্ডলুতে করিয়া সেই তীর্থজল লইয়াছিল, সে তৃষ্ণার্ত্ত শরভকে সেই জল অল্প অল্প পান করাইতে করাইতে চলিতে লাগিল। অনন্তর একদা ভোজনকাল উপস্থিত হইলে তাহারা এক সরোবরতীরে উত্তীর্ণ হইল এবং সেই স্থানে স্নান আহারাদি করিয়া ত্বরা সহকারে পুনরায় সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহারা আরও কতিপয় ভূভাগ অতিক্রম করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইল এবং সেই কমণ্ডলু-জলপানে তৃপ্ত হইল, শরভকেও জলপানে পরিতৃপ্ত করিল। অনন্তর বিকটনামক এক ভীম রাক্ষস সেই নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলিল। বিবৃতানন ক্ষুধাক্রান্ত রাক্ষস তাহাদিগকে যাইতে দেখিয়া পদাঘাতে পৃথিবী কম্পিত করত তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। অনন্তর রাক্ষস অতি-বেগে তাহাদের পার্শ্বে আসিল; বাহক ও পথিকের কেশ গ্রহণ করিয়া আকাশে উঠিল এবং তাহাদিগকে শূন্যপথে ভ্রামিত করিতে লাগিল। সেই ভ্রমণবেগে তাহারা গতাসু হইল, রাক্ষস ক্ষিতিতলে তাহাদিগকে পাতিত করিল এবং তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া কোষ্ঠ হইতে শোণিত পান করিল। তৎকালে রাক্ষস শরভকে ভক্ষণ করিল না, ভাবিল,—এই রোগার্ত্ত নর আমার সম্মুখ হইতে কোথায় যাইবে? এখন জলপান করিয়া পরে ইহাকে ভক্ষণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাক্ষসপুঙ্গব তখন সেই কমণ্ডলু হইতে তীর্থজল লইয়া মুখে নিক্ষেপ করিল, মুখে তীর্থবারি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসের পূর্ব্বজন্ম মনে পড়িল, সে শরভের বধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইল। ৬২—৭৪। রাক্ষস পূর্ব্বে বিপ্র ছিল, যে পাপে তাহার রাক্ষসজন্ম লাভ হয়, সেই পূর্ব্বজন্মকৃত পাপও তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। অনন্তর রাক্ষস পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া

রাক্ষস উবাচ।
ভো ভো মনুষ্যশার্দ্দূল কস্ত্বং কে চ জনা অমী
ভক্ষিতা যে ময়া ঘোররূপেণাধমরক্ষসা ॥ ৭৭
কস্য তীর্থবরস্যেদং জলং যস্য প্রভাবতঃ।
পাপিনোঽপি স্মৃতির্জাতা পূর্ব্বজন্মভবা মম ॥ ৭৮
বৈশ্য উবাচ।
বৈশ্যোঽহং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কান্যকুব্জে গৃহং মম।
তীর্থানি পর্য্যটন্নিন্দ্রপ্রস্থেঽহং সমুপাগতঃ ॥ ৭৯
তত্রাহমভবং দুঃখী জ্বরেণ বিধিযোগতঃ।
ততো মে বুদ্ধিরুৎপন্না গন্তুং গৃহমসৎপথা।
তত্র কশ্চিৎ সমায়াতঃ পান্থো বর্ষেণ পীড়িতঃ ॥৮০
প্রার্থিতঃ স ময়ানীয় শিবিকাং মাং গৃহং নয়।
স চায়ং শিবিকাং পান্থঃ সমুপানীয় সত্বরঃ ॥৮১
মামারোপ্য চ তাং ধীরশ্চলিতো মদ্গৃহং প্রতি
স পান্থস্তে চ শিবিকাবাহাঃ সম্প্রতি ভক্ষিতাঃ।
ত্বয়া জলমিদং যস্য তীর্থস্যাপি চ তচ্ছৃণু।
ইন্দ্রস্য খাণ্ডববনে যমুনাস্তি সরিদ্বরা ॥ ৮২
তত্তীরেঽস্তি হরিপ্রস্থং তীর্থং তীর্থোত্তমোত্তমম্
সুরাচার্য্যস্য তত্রাস্তি তীর্থং সর্ব্বার্থসাধকম্ ॥৮৪
নিগমোদ্বোধকং জাতা স্মৃতিস্তে যজ্জলাশনাৎ
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥ ৮৫
পৃচ্ছামি ত্বামহং কিঞ্চিত্তদ্বদাশু নিশাচর।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম স্মরসি ত্বমিহাধুনা।
বদ কিন্তে কৃতং পাপং যেন জাতোঽসি রাক্ষসঃ
রাক্ষস উবাচ।
পুরাহমভবং বিপ্রঃ পুণ্যে বেদবিদাং কুলে।
দুরাচারো হ্যধর্ম্মাত্মা শৃণু সর্ব্বং বদামি তে ॥ ৮৭
ক্রীড়তা হি ময়া নিত্যং দ্যূতেন সহ তদ্বিদৈঃ।
হারিতং দ্রবিণং ভূরি স্বকীয়ং পিতুরেব চ ॥ ৮৮
পিত্রা নিবেদ্য ভূপায় মামকং কর্ম্ম তজ্জনৈঃ।

শরভসমীপে উপনীত হইল এবং জ্ঞানাপন্ন হইয়া আমার পিতাকে কহিতে লাগিল। রাক্ষস কহিল,—হে নরশার্দ্দূল! আপনি কে? আমি ঘোররূপী অধম রাক্ষস, আমি যাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছি, ইহারাই বা কে? আর এই কোন্ মহা তীর্থের জল? যাহার প্রভাবে মাদৃশ পাপিজনেরও পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগরূক হইয়াছে। বৈশ্য বলিল,—হে রাক্ষসসত্তম! আমি বৈশ্য, কান্যকুব্জে আমার বাস; আমি তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এই ইন্দ্রপ্রস্থ তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বিধিবশে আমি এখানে জ্বররোগে কাতর হইয়াছিলাম, তাহার পর আমার গৃহগমনে মন হইল। অনন্তর তৎকালে জনৈক বর্ষপীড়িত পথিক আমার নিকট আগমন করিল, আমি তাহাকে শিবিকানয়ন করিয়া আমাকে গৃহে লইয়া যাইতে প্রার্থনা করিলাম। ধীর পথিক সত্বর শিবিকানয়ন করিয়া আমাকে তাহাতে আরোপিত করিয়া লইয়া আমার গৃহে গমনোদ্যত হইল। অনন্তর তুমি সম্প্রতি সেই পথিক ও শিবিকাবাহীদিগকে ভক্ষণ করিয়াছ। তার পর তুমি যে এই জল পান করিয়াছ, ইহা তীর্থবারি, এক্ষণে ঐ বারির বিষয় শ্রবণ কর। আখণ্ডলের খাণ্ডবনে সরিদ্বরা যমুনা নদী বিদ্যমানা, ঐ যমুনার তীরে অত্যুত্তম ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থিত, তথায় বৃহস্পতিপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বার্থসাধক নিগমোদ্বোধক নামক ক্ষেত্র বিরাজিত, তাহারই বারিস্পর্শে তোমার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জাগরূক হইয়াছে। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমাকে তৎসমস্ত বলিলাম। হে নিশাচর! সম্প্রতি তোমাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা বর্ণন কর। সম্প্রতি তোমার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইয়াছে, তুমি কি পাপ করিয়া রাক্ষস হইয়াছিলে? তাহা বল।৭৫—৮৬। রাক্ষস উত্তর করিল,—বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে পবিত্র বেদজ্ঞ বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি দুরাচার অধর্ম্মাত্মা ছিলাম। আমি নিত্য দ্যূতজ্ঞগণের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতাম; সে দ্যূতে আমি অনেক পৈতৃকধন হরিয়াছিলাম। আমার পিতা নৃপতিসন্নিধানে আমার কর্ম্ম নিবেদন করেন, রাজ-

পুরান্নিঃসারিতো নিঃস্বো গতোঽহং গ্রামমন্তিকে।
তত্রাসীন্মে সখা নাম দেবকো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তেনাহং রক্ষিতো গেহে কুর্ব্বতা চিরমাদরম্॥
বহুং তত্র সুখেনাহং তদ্ভার্য্যাং রূপশালিনীম্।
কামাতুরোঽহমভজং বলান্মিত্রে গতে কচিৎ॥
সা মৃতা তৎক্ষণাৎ সাধ্বী ভক্ষয়িত্বা মহাবিষম্।
তাং দৃষ্ট্বা তমসা যুক্তে নিশীথেঽহং পলায়িতঃ॥
পলায়মানস্তরসা ধৃতোঽহং রাজকিঙ্করৈঃ।
চৌরোঽয়মিতি খড়্গেন চিচ্ছিদুস্তে শিরো মম
মৃতং মাং যাতনাদেহমারোপ্য যমকিঙ্করাঃ।
রৌরবে নিরয়ে ঘোরে চিক্ষিপুর্যমশাসনাৎ॥৯৪
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্রাহং তীব্রযাতনাম্।
ভুক্ত্বা তেনৈব পাপেন রাক্ষসত্বমুপাগতঃ॥ ৯৫
শতবর্ষাণ্যতীতানি রাক্ষসত্বে বিশাম্পতে।
বদামি তমুপায়ং মে যেনাস্মান্মুক্তিমাপ্নুয়াম্॥৯৬
পুণ্যং তদর্পিতং সাধো বদামি শৃণু সাদরম্।
যেন তীর্থবরস্যেদং জলং মম মুখে গতম্॥ ৯৭
তত্রৈব জন্মনি ময়া কৃত্বা হরিদিনে ব্রতম্।
সংসর্গান্নেচ্ছয়া বৈশ্য রাত্রৌ জাগরণং কৃতম্॥
দ্বাদশ্যামথ সংস্নাত্বা ভোক্তুকামপি সমুদ্যতে।
মদ্গৃহে কশ্চিদায়াতো বৈষ্ণবো বিষ্ণুরূপধৃক্॥
কুপিতোঽহং তমালোক্য দুর্ব্বচোঽবদমগ্রতঃ।
ক গচ্ছসি দুরাচার দাম্ভিক স্ত্রীজনান্তরে॥ ১০০
ইত্যুক্তঃ স ময়া ধীরস্তুল্যো মানাপমানয়োঃ।
তূষ্ণীমেব নিকেতান্মে নির্গত্য চলিতো যদা॥
তদাভিমুখমায়ান্তী পত্নী মম পতিব্রতা।
পতিত্বা পাদয়োস্তস্য তং সাধুং গৃহমানয়ৎ॥ ১০২

পুরুষগণ আমাকে পুর হইতে বাহির করিয়া দেয়। আমি নিঃস্ব হইয়া গ্রামান্তরে গমন করি। তথায় ব্রাহ্মণোত্তম দেবক নামক আমার এক সখা ছিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে সাদরে রক্ষা করেন। আমি সেথায় সুখে অনেক দিন বাস করিলাম। তাঁহার সৌন্দর্য্যশালিনী এক ভার্য্যা ছিল, সখা কোথায়ও গমন করিলে আমি কামাতুর হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করি। মিত্রপত্নী তৎক্ষণাৎ দারুণ বিষ ভক্ষণে তনুত্যাগ করে। আমি তাহাকে মৃত দেখিয়া অন্ধকার-যুক্ত অর্দ্ধরাত্রে পলায়ন করি। আমি বেগে পলায়ন করিতেছিলাম, তদ্দর্শনে রাজকিঙ্করেরা আমাকে ধরিয়া ফেলে এবং তস্কর মনে করিয়া তাহারা খড়্গ দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ করে। আমি মরিয়া গেলে যমদূতগণ আমায় যাতনাদেহে প্রবেশিত করিয়া যমের আদেশে আমাকে ঘোর রৌরবে নিক্ষেপ করে। আমি সেই রৌরবে ষষ্টি সহস্র বৎসর যাতনা ভোগ করিয়া সেই পাপে পুনরায় রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বৈশ্যবর! এই রাক্ষসদেহে আমার শত বর্ষ অতীত হইয়াছে, এখন বলিতেছি, আমি কি উপায়ে রাক্ষসদেহ হইতে মুক্ত হইব। হে সাধো! এই তীর্থবরের বারি কিজন্য আমার মুখে পতিত হইল, তাহাও বলি। আমি আমার সেই পূর্ব্বের বিপ্রজন্মে একাদশীদিনে ব্রত করিয়াছিলাম, এ ব্রতাচরণ আমার ইচ্ছাকৃত নহে, সংসর্গবশে। হে বৈশ্য! আমি একাদশীদিবসে রজনী জাগরণ করিয়া পর দিন দ্বাদশীতে স্নানের পর যেমন ভোজনার্থ প্রবৃত্ত হইলাম, অমনি আমার গৃহে বিষ্ণুরূপ-ধারী জনৈক বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। আমি তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া কুপিত হইলাম এবং দুর্ব্বাক্য বলিলাম। বলিলাম—রে দুরাচার দাম্ভিক! তুই এই স্ত্রীজনযুক্ত অন্তঃপুরমধ্যে কোথায় যাইতেছিস্! ৮৭-১০০। মান-অপমানে সমজ্ঞান সেই বিজ্ঞ সাধু বৈষ্ণব আমার উক্তি শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন এবং যেমন আমার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিতে লাগিলেন, অমনি আমার পাতিব্রতা পত্নী আসিয়া তাঁহার সম্মুখাগত ও তৎপাদে পতিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া গৃহে

ময়াপমানিতস্যাপি ন ক্রোধোঽভূন্মহাত্মনঃ।
তয়াদৃতস্যাপ্যানন্দো যতঃ সোঽরিসুহৃৎসমঃ॥
তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবন্নিষ্টরে চোপবেশ্য সা।
ভোজ্যং ভোজয় জীবেশ জয়তাদ্ভুবনত্রয়ম্॥
ইত্যুক্তোঽহং তয়া সাধ্ব্যা জগদস্তং মহাশয়ম্
ম্লানবক্ত্রঃ প্রসন্নাত্মমুত্তিষ্ঠ শময় ক্ষুধাম্॥ ১০৫
ইত্যুক্ত্বা তস্য চরণৌ নোদিতস্তনুমধ্যমা।
প্রাক্ষালয়ন্ পুনস্তত্র নিবেশ্যাসনমুত্তমম্॥ ১০৬
অদদাং পাত্রমন্নেন পূর্ণং তস্মৈ বিবেকিনে।
জলঞ্চ তৎকরে সাধ্ব্যা প্রেরিতোঽহং তয়া মুহুঃ
উপভুজ্য স ধর্ম্মাত্মা স্বৈরং বিগতবিক্রিয়ঃ।
হরে রাম হরে কৃষ্ণ জপন্নিতি জগাম হ॥ ১০৮
কৃতং পুণ্যমিদং বৈশ্য নোদিতেন ময়া স্ত্রিয়া।
পূর্ব্বজন্মনি যেনেদং প্রাপিতং তীর্থবারি মে॥

শিবশর্ম্মোবাচ।
বিষ্ণুশর্ম্মন্নিদং বাক্যমুক্ত্বা তিষ্ঠতি রাক্ষসে।
পথিকঃ স চ তে বাহাঃ প্রাহুঃ খে দিব্যদেহিনঃ
পথিকবাহা উচুঃ।
ভো ভো বিশাম্পতে সাধো প্রাপ্তা অপ্যপ-
মৃত্যুতাম্।
ত্বৎপ্রাদাদিদং বারি পীত্বা দেবত্বমাগতাঃ॥ ১১১
ত্বৎসঙ্গে ধনলোভেন বিট্‌পতে চলিতা যতঃ।
বিগতা ন ধনাকাঙ্ক্ষা মরণাবসরেঽপ্যতঃ॥১১২
তীর্থরাজজলস্যাম্ভ তিষ্ঠতো জঠরে হি নঃ।
মরণে হ্যনুভাবাত্তু মৈত্রী প্রাপ্তা ধনেশিতুঃ॥
নমামস্ত্বাং বয়ং যামো ধনেশনগরীং প্রভো।
বিমানৈস্তদ্গণানীতৈর্নানামণিবিভূষিতৈঃ॥১১৪
প্রয়াহি মা বিলম্বস্ব তীর্থে নিগমবোধকে।
ত্বমনেন সমং সাধো তারয়ৈনমপি দ্রুতম্॥ ১১৫

আসিল। আমা হইতে অপমান প্রাপ্ত হইয়াও সেই মহাত্মার ক্রোধ হইল না, পরন্তু শত্রু-মিত্রে-সমদর্শী সেই বৈষ্ণব পত্নী কর্ত্তৃক আনীত হইয়া ও সবিশেষ আনন্দিত হইলেন না। আমার পত্নী তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কুশাসনে উপবেশন করাইল এবং আমাকে আসিয়া বলিল,—হে জীবিতেশ! এই অতি-থিকে ভোজ্য ভোজন করাও,—ত্রিভুবন জয়যুক্ত হউক। অনন্তর পতিব্রতা পত্নীর প্রেরণায় আমি ম্লানমুখে সেই প্রসন্নাস্য মহাশয়কে কহিলাম—গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করুন। আমি আমার তনুমধ্যা সাধ্বী পত্নী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় বিধৌত করিয়া দিলাম এবং তাঁহাকে পুনরায় অন্য এক উত্তম আসনে বসাইয়া অন্নপূরিত পাত্রদান করিলাম। মুহুর্মুহু পত্নীপ্রেরণায় সেই বিবেকীর করে বারি প্রদান করিলাম, বিগতবিকার ধর্ম্মাত্মা সাধু ভোজন করিয়া 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' জপ করিতে করিতে যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে বৈশ্য! আমি পত্নীপ্রেরণায় পূর্ব্বজন্মে এইরূপ পুণ্য-কার্য্য করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমার তীর্থবারি লাভ হইয়াছে। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! রাক্ষস এইরূপ বলিয়া উপবিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত পথিক ও শিবিকাবাহীরা দিব্যদেহে আকাশে থাকিয়া বলিতে লাগিল। পথিক ও বাহকগণ বলিল,—হে বৈশ্যবর! হে সাধো! আমরা অপ-মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার প্রসাদে এই তীর্থবারিপানে দেবত্ব প্রাপ্ত হইলাম। হে বৈশ্যবর! আমরা ধনলোভে তোমার সঙ্গে চলিয়াছিলাম, এজন্য মরণাবসরেও সে বাসনা বিরত হয় নাই। আমাদের উদরে যে তীর্থরাজের জল পড়িয়াছিল; তাই মরিয়াও আমরা ভবাদৃশ ধনাস্বামীর সহিত যে মৈত্রী ছিল, তাহা অনুভব করিতেছি। এক্ষণে আমরা সকলেই তোমাকে নমস্কার করি, হে প্রভো! আমরা ধনেশনগরীতে গমন করিব, ধনেশানুচরগণ আমাদিগকে নানা মণি-বিভূষিত পৃথক্ পৃথক্ বিমানে লইয়া যাইবে। হে সাধো! তুমিও অবিলম্বে এই রাক্ষসের সহিত নিগমোদ্বোধক তীর্থে গমন করিয়া ইহাকে সত্বর উদ্ধার কর। ১০১—১১৫। শিব-

শিবশর্ম্মোবাচ।
ইত্যুক্তা তে গতাস্তাত দিশ্যুদীচ্যাং সমন্ততঃ।
বিমানকিঙ্কিণীনাদৈর্নাদয়ন্তোহথ রোদসী।
অথ বৈশ্যো মম পিতা তমাহ রজনীচরম্ ॥১১৬
শরভ উবাচ।
উত্তিষ্ঠ নয় মামাশু তীর্থে নিগমবোধকে॥ ১১৭
জ্বরার্ত্তেন ময়া পদ্ভ্যাং তত্র গন্তুং ন শক্যতে।
যো মাং নয়তি তত্তীর্থং ত্বদন্যো নাস্তি কশ্চন॥
শিবশর্ম্মোবাচ।
তথেতি তমথাশ্বাস্য বৈশ্যং স রজনীচরঃ।
স্কন্ধমারোপ্য বেগেন তত্তীর্থং পাবনং যযৌ॥
উভবতুস্তাবুভৌ তত্র বিট্পতিঃ স চ রাক্ষসঃ।
কুর্ব্বন্তৌ স্নানমাত্রন্তু সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমে ॥১২০
অথাহং পিতুরাকর্ণ্য মহতীং গুরুবেদনাম্।
তং প্রতি প্রেরিতো মাত্রা চলিতো নিজসদ্মতঃ
অত্রাগত্য ময়া দৃষ্টঃ স মহাজ্বরপীড়িতঃ।
মূর্দ্ধ্না চ বন্দিতস্তেন দত্তাশীর্ম্মেহভ্যভাষি চ ॥১২২
শরভ উবাচ।
কিমর্থমিহ ভো তাত দূরমার্গে সমাগতঃ।
দিনানি কতিচিত্তিষ্ঠন্ কুর্ব্বন্নত্র নিজক্রিয়াম্ ॥১২৩
বিকটো নাম মে মিত্র রাক্ষসঃ সমুপৈতি বৈ।
উত্তিষ্ঠ বপুষামুষ্য দণ্ডবৎ পত পাদয়োঃ ॥ ১২৪
ন ভেতব্যং ত্বয়ামুষ্মাত্ত্যক্তহিংসাদিকর্ম্মণঃ।
অধুনা তীর্থমাসাদ্য সন্নিধৌ মম তিষ্ঠতি ॥ ১২৫
শিবশর্ম্মোবাচ।
ইত্যুক্তোহহং তদা পিত্রা শরভেণ মহাত্মনা।
উত্থায় পতিতস্তস্য পাদয়োর্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ১২৬
দোর্ভ্যামুত্থাপ্য মাং সোহথ গাঢ়মালিঙ্গ্য রাক্ষসঃ
স্বাগতং মিত্রপুত্রেতি জগাদাশিষমীরয়ন্ ॥ ১২৭
রাক্ষস উবাচ।
ভাগ্যবানসি ভো তাত যত্ত্বমত্র সমাগতঃ।

শর্ম্মা বলিলেন,—হে তাত বিষ্ণুশর্ম্মন! অনন্তর পথিক ও বাহকগণ এইরূপ কহিয়া বিমানারোহণে উত্তর দিকে গমন করিল, তাহাদের বিমানের কিঙ্কিণীনাদে নভোমণ্ডল নিনাদিত হইল। অনন্তর আমার পিতা সেই রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন। শরভ বলিলেন,—হে রাক্ষস! গাত্রোত্থান কর, আমাকে সত্বর নিগমোদ্বোধক তীর্থে লইয়া চল; আমি জ্বরার্ত্ত, চলিয়া যাইতে আমার শক্তি নাই; তুমি ব্যতীত আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারে এরূপ লোকও অন্য কেহ নাই। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—অনন্তর রাক্ষস তাহাই হইবে বলিয়া বৈশ্যকে আশ্বাস প্রদান করিল এবং তাঁহাকে স্কন্ধে আরোপিত করিয়া বেগে সেই পাবন তীর্থাভিমুখে প্রস্থিত হইল। বৈশ্যবর ও রাক্ষস উভয়েই তথায় গিয়া বাস ও সেই সর্ব্বতীর্থোত্তম নিগমোদ্বোধকে কেবলমাত্র স্নান করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি পিতার গুরুতর বেদনাবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম, আমার মাতা আমাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন, আমি জননীর আদেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম এবং তথায় আসিয়া দেখিলাম,—পিতা অত্যন্ত জ্বরপীড়িত হইয়াছেন। আমি মস্তক দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিলাম, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন। শরভ বলিলেন,—হে তাত! কিজন্য এই দূরদেশে আগমন করিয়াছ? আমি কতিপয় দিবস এখানে থাকিয়া নিজকার্য্য করিতে থাকিলে বিকট নামক আমার রাক্ষস মিত্র আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি গাত্রোত্থান করিয়া ইহাঁর পাদযুগলে পতিত হও। তুমি ইহাঁ হইতে ভীত হইও না, ইনি সম্প্রতি হিংসাদি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন; আর ইনি এই তীর্থে আসিয়া আমার সমীপে বাস করিতেছেন। ১১৬-১২৫। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—তখন আমার পিতা মহাত্মা শরভ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া আমি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভূতলে তাঁহার পদযুগলসমীপে দণ্ডবৎ পতিত হইলাম। অনন্তর রাক্ষস আমাকে বাহুদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ-বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—মিত্রপুত্র! তোমার

পিতুর্ধর্ম্মাত্মনঃ শ্রুত্বা জ্বরপীড়াং সুদারুণাম্ ॥
পিতুরানৃণ্যমাপ্নোষি তীর্থে কৃত্বা তিলোদকম্ ।
স্নাত্বা কুরু ক্রিয়াঃ স্বীয়াঃ পূর্ব্বজন্ম স্মরিষ্যসি ॥
শিবশর্ম্মোবাচ ।
এবমুক্তস্তদা তেন স্নাতুং তীর্থে বরাম্ভসি ।
প্রবিষ্টোঽহং স্মরংস্তাত পূর্ব্বজন্মশুভাশুভম্ ॥
স্নাত্বা বিধিবদত্রৈব পিতুরন্তিকমাগতঃ ।
অপৃচ্ছং রক্ষসো বৃত্তং কুতোঽয়ং ধর্ম্মধীরিতি ॥
পিত্রোক্তং রক্ষসো বৃত্তং বাহানাং পথিকস্য চ ।
শ্রুত্বাহং তীর্থরাজস্য স্তুতিমস্য চকার বৈ ॥ ১৩২
পিতা মে রোগনির্মুক্তো ভবিষ্যতি যদা তদা ।
যাস্যামি গৃহমিত্যত্র দশোষিতমহানি মে ॥ ১৩৩
দশাহাভ্যন্তরে তাত তাতস্য মরণং মম ।
অভূদর্দ্ধজলে হ্যস্য তীর্থরাজস্য পশ্যতঃ ॥ ১৩৪

অথো গরুড়মারুহ্য স্বক্ষসা ধারয়ন্ [illegible] ।
আজগাম স্বয়ং বিষ্ণুর্নবীনঘনবিগ্র[illegible] ১৩৫
পীতবাসা চতুর্ব্বাহুঃ পঙ্কজারুণলো[illegible]
ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরাদিব্যৈঃ সনাথৈর[illegible] ॥১৩৬
সেব্যমানো গুণগ্রামান্ গায়দ্ভিঃ [illegible] সহ ।
হাহাহূহুপ্রভৃতিভিঃ স্তূয়মানশ্চ [illegible] ১৩৭
দত্বা স্বকীয়সারূপ্যমারোপ্য গরুড়[illegible] ।
পিতরং মম ব্রহ্মাদ্যৈর্বৃতো বৈকুণ্ঠ[illegible] ॥১৩৮
পিতুঃ সারূপ্যমালোক্য বিষ্ণো[illegible]ম্ ।
ইতি চিত্তে তদালোক্য জাতভ[illegible] তদা ॥
ন হি বর্ণয়িতুং শক্যো হ্যস্য তীর্থ[illegible]নেঃ ।
মহিমা যজ্জলার্দ্ধে স্যান্মৃতো জ[illegible]জঃ ॥
ন ময়া সর্ব্বথা ত্যাজ্যং তীর্থরাজ[illegible] ।
অত্তসা দৃঢ়মাহাত্ম্যং ধনরোগাদিভূয়[illegible] ১৪১

সুখে আগমন হইয়াছে ত? রাক্ষস কহিলেন,—হে তাত! ধর্ম্মাত্মা পিতার সুদারুণ জ্বরপীড়া শ্রবণ করিয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছ, অতএব তুমি ভাগ্যবান্। এই তীর্থে তিলোদক দান করিয়া তুমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবে। এক্ষণে এই তীর্থে স্নান করিয়া নিজক্রিয়া কর, তোমার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারিবে। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে তাত বিষ্ণুশর্ম্মন্! আমি সেই রাক্ষস কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তীর্থবরোদকে স্নানার্থ প্রবেশ করিলাম, তখন আমার পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ স্মরণ হইল। অনন্তর আমি যথাবিধি স্নান করিয়া পিতার নিকটে আগমনপূর্ব্বক রাক্ষসবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম; বলিলাম, এই রাক্ষস কিরূপে ধার্ম্মিক হইল? পিতা আমার নিকট রাক্ষস, পথিক ও বাহকগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তীর্থরাজের স্তব করিলাম। আর বলিলাম,—যখন আমার পিতা রোগনির্ম্মুক্ত হইবেন, তখন আমি নিজ গৃহে গমন করিব। আমি এইরূপ বলিয়া দশ দিবস সে তীর্থে বাস করিলাম। হে তাত! সেই দশদিনের মধ্যে আমার পিতার মৃত্যু হইল। [illegible] তীর্থরাজসমক্ষে অর্দ্ধজলমগ্নদেহে জী[illegible] ত্যাগ করিলেন। অনন্তর নবীননীরদদেহ পীতবাসা চতুর্ভুজ পুণ্ডরীকাক্ষনয়ন স্বয়ং বিষ্ণু লক্ষ্মীকে বক্ষে ধারণ করিয়া গরুড়ারোহণে আগমন করিলেন। তখন অশ্বত্থামা শিব কর্ত্তৃক সনাথীকৃত ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি যাবতীয় দিব্য দেবগণ তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, কিন্নরগণের সহিত তদীয় গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিলেন, তাঁহার চারিদিকে হাহাহূহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিল। তিনি আমার পিতাকে স্বকীয় সারূপ্য প্রদান করিয়া গরুড়ে আরোপিত করিলেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সহিত বৈকুণ্ঠে আরূঢ় হইলেন। ১২৬—১৩[illegible] তখন পিতার তাদৃশ বিষ্ণুসারূপ্য অবলোকন করিয়া এই ব্যাপারে আমার চিত্তে তত্ত্বোদয় হইল, আমি তখন চিত্তে চিন্তা করিলাম—এই সর্ব্বতীর্থশিরোমণির মহিমা আমি বর্ণন করিতে অসমর্থ, আর ভাবিলাম,—এই তীর্থের অর্দ্ধ জলে মৃত জীব চতুর্ভুজ হয়, অতএব কোন প্রকারে এই তীর্থরাজ আমার পরিত্যাজ্য নহে। অহো! তীর্থের

পিতুরত্রোটজে তাবৎ স্থাতব্যং হি ময়া মম।
যাবত্তু কর্ম্মণাং ভুক্তিঃ প্রারব্ধানাং মহীতলে॥
এবং বিচিন্তয়িত্বা চ পিতুঃ কৃত্বা তু সৎক্রিয়াম্।
রক্ষসা তেন সহিতঃ স্থিতোঽহং মোক্ষবাঞ্ছয়া॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০৪॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শিবশর্ম্মোবাচ।

একদাত্র মহাতীর্থে পঙ্কে মগ্নাং পয়স্বিনীম্।
দৃষ্ট্বা স রাক্ষসশ্রেষ্ঠস্তামুদ্ধর্ত্তুং বিবেশ হ॥১
গোরক্ষণং মহান্ ধর্ম্মো রক্ষিতুঃ স্বর্গতির্ভবেৎ।
চিন্তয়ন্নিতি মধ্যে তু স গৃহীতোঽম্বুহস্তিনা॥ ২
নীতশ্চ বারিণোঽধস্তাজ্জলপূর্ণোদরস্তদা।
তত্যাজ জীবিতং সদ্যস্তেন পীড়িতবিগ্রহঃ॥ ৩
দিব্যরূপং সমাস্থায় বিমানমপি ঢৌকিতম্।
গণেন প্রহিতেনাথ দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈঃ॥৪
গচ্ছন্নিতি ময়া পৃষ্টঃ স নিশাচরপুঙ্গবঃ।
মুক্তিদেঽত্র মহাতীর্থে মৃত্যুং প্রাপ্য সুদুর্লভে॥
কথং দেবপদপ্রাপ্তির্জাতা তব মহামতে।
ইত্যুক্তো মামুবাচেদং বাঞ্ছাসীদত্র মেঽনঘ॥৬
তস্মিন্ গতে পুণ্যজনে স্বর্গং পুণ্যবতাং পদম্।
একাকিনা ময়া বিষ্ণুঃ সদ্গতিঃ প্রাপিতস্তদা॥৭
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রৎ স্নানং কুর্ব্বংশ্চ নিত্যশঃ।
তমেব পুণ্ডরীকাক্ষমহং দধ্যাবনন্যধীঃ॥ ৮
হরে তব পদাম্ভোজমহং শরণমাগতঃ।
ব্রহ্মত্বে চ মহেশত্বে নেন্দ্রত্বে মম মানসম্॥ ৯
প্রার্থয়ন্নিত্যহং তাত তমেব পুরুষোত্তমম্।
উষিতোঽত্র মহাতীর্থে কৃত্বা নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥ ১০

কি অমোঘ মাহাত্ম্য! ধন ও রোগাদি তৃষ্ণা-যুক্ত ব্যক্তিগণও উত্তম গতিলাভ করিল। অতএব যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমার প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ না হয়, তাবৎকাল আমি আমার পিতার এই উটজমধ্যে অবস্থান করিব। আমি এইরূপ চিন্তার পর পিতার সৎক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মোক্ষকামনায় রাক্ষসের সহিত সেই তীর্থে বাস করিতে লাগিলাম। ১৩৯—১৪৩।

চতুর্রধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৪।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শিবশর্ম্মা বলিলেন,—একদা এই মহা-তীর্থে একটী দুগ্ধবতী গোকে পঙ্কনিমগ্ন দর্শন করিয়া রাক্ষস তাহার উদ্ধারার্থ পঙ্কে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গোরক্ষা মহাধর্ম্ম হয়, রক্ষিতার স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, রাক্ষস ইহা চিন্তা করিয়া সেই পঙ্কমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি এক জল-হস্তী দ্বারা গৃহীত হইয়া জলের অধোদেশে নীত হন, জলে তাঁহার উদর পূরিত হইয়া যায়। তাহাতে তাঁহার দেহ পীড়িত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ তনুত্যাগ করেন। অনন্তর ইন্দ্রাদিপ্রমুখ দেবগণ স্বীয় গণ দ্বারা এক বিমান প্রেরণ করেন, রাক্ষস দিব্যরূপ ধারণ করিয়া লম্ফপ্রদানে সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। তিনি যাইতেছেন ইহা জানিতে পারিয়া আমি সেই নিশাচরপুঙ্গবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে মহামতে! এই সুদুর্লভ মুক্তিদ মহা তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া কেন আপনার দেবপদবীপ্রাপ্তি হইল? আমি ইহা কহিলে তিনি আমাকে বলিলেন,—হে অনঘ! আমার এইরূপই কামনা ছিল, তাই আমি দেবপদবী প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর সেই পূতাত্মা পুণ্য-জনের আস্পদ স্বর্গে গমন করিলে আমি একাকী সদ্গতিপ্রাপ্তি কামনায় বিষ্ণুকে আশ্রয় করিলাম। গমন উপবেশন নিদ্রা ও জাগরণ সর্ব্ব সময়েই তীর্থ স্নান করিয়া অনন্যমনে সেই পুণ্ডরীকাক্ষের ধ্যান করিতে লাগিলাম; আর বলিলাম—হে হরে! আমি তোমার পদে শরণাগত, ব্রহ্মত্ব, মহেশত্ব ও ইন্দ্রত্বে আমার মন নাই। ১—৯। হে তাত, আমি আমার

বিষ্ণুশর্ম্মোবাচ।
বসতোঽত্র মহাতীর্থে মরণঞ্চেত্তবাভবৎ।
কথং জন্ম পুনঃ প্রাপ্তং ত্বয়েতি মম সংশয়ঃ ॥১১
মর্য্যাদাং যস্য তীর্থস্য ত্যক্তাপি ধনলোভতঃ।
রাক্ষসান্মরণং প্রাপ্তাঃ পথিকস্তে চ বাহকাঃ ॥১২
যস্য তীর্থবরস্যাস্য জলপানাদ্দিবং গতাঃ।
তথৈব রাক্ষসোঽপ্যস্মিন্নপমৃত্যুমবাপ্যসঃ ॥ ১৩
নক্রতঃ স্বেচ্ছয়া স্বর্গং জগাম তব পশ্যতঃ।
ন নূনং তত্র মরণং জাতং যজ্জন্ম দৃশ্যতে ॥ ১৪
নারদ উবাচ।
শিবে নিশম্য পুত্রস্য শিবশর্ম্মা শুভং বচঃ।
উবাচ পূর্ব্ববৃত্তান্তং কারণং নিজজন্মনঃ ॥ ১৫
শিবশর্ম্মোবাচ।
বিষ্ণুশর্ম্মন্ শৃণুষ্বেদং কারণং মম জন্মনঃ।
কথয়ামি তবাগ্রেঽহং শ্রুত্বা নিঃসংশয়ো ভব ॥১৬
একদা বিষ্ণুপূজায়াং ময়ি ধ্যানং সমাস্থিতে।
দুর্ব্বাসাঃ প্রকৃতিক্রোধী মমাশ্রমমুপাগতঃ ॥ ১৭
তমাগতমবিজ্ঞায় বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ।
তস্থিবাংস্তদবস্থোঽহং চিরং তন্নাম সংস্মরন্
স মুহূর্ত্তং মুনিঃ স্থিত্বা মমাগ্রে ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
আত্মনাত্মানমাহেদমুচ্চৈরারক্তলোচনঃ ॥ ১৯
দুর্ব্বাসা উবাচ।
অহো অত্রেরহং পুত্রোঽহনসূয়াগর্ভসম্ভবঃ।
শিবাংশো মানুষেণানমবজ্ঞাতোঽমুনাভবম্ ॥
ত্রিলোকীরাজ্যতঃ শক্রো ময়া যেন প্রপাতিতঃ
তং মামপি মনুষ্যোঽয়মবজানাতি দুর্ম্মতিঃ ॥২১
যো বিভেতি ন কঃ সোঽসি মত্তঃ কালানলাদিব
মুক্ত্ব দেবত্রয়ীং লোকে যতঃ সার্হত্তমা মম ॥ ২২
যামসৌ ধ্যায়তে মূঢ়ো দেবতাং ধ্যানমাস্থিতঃ।
ন কথং বোধয়ত্যেনং সেতি মূর্ত্তিস্থিতো মমঃ ॥
নূনং নারায়ণং দেবং ধ্যায়ত্যেষ জগদ্গুরুম্।
যদ্ধ্যানামৃততৃপ্তো হি ন বাহ্যজ্ঞানবানয়ম্ ॥ ২৪

মনকে নির্ব্বিষয় করিয়া পুরুষোত্তম সন্নিধানে নিত্য এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক সেই মহাতীর্থে বাস করিতে লাগিলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন,—আপনি এই তীর্থে বাস করিতেন, আপনার এখানে মৃত্যু হইয়াছিল, তবে কেন আপনি পুনর্ব্বার জন্মপ্রাপ্ত হইলেন? ইহা আমার এক মহাসন্দেহ। পথিক ও বাহকগণ ধনলোভে রাক্ষস হইতে এই তীর্থসীমায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া যে তীর্থবরের বারিপানে স্বর্গে গেল এবং রাক্ষসও জলজন্তু হইতে অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া যাহার জলপানে আপনার সমক্ষে স্বর্গলাভ করিল, সেই তীর্থে বাস করিয়াও দেখিতেছি আপনার পুনর্জ্জন্ম হইল? নারদ বলিলেন,—হে শিবে! শিবশর্ম্মা পুত্র বিষ্ণুশর্ম্মার এহেন শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিজ জন্মের কারণস্বরূপ তদীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—হে বিষ্ণুশর্ম্মন্! আমার পূর্ব্ব জন্মের কারণ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শুনিয়া নিঃসংশয় হও। একদা আমি বিষ্ণুপূজায় ধ্যানস্থ ছিলাম, তখন স্বভাব-কোপন দুর্ব্বাসা আসিয়া আমার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আমি বিষ্ণুধ্যানে নিরত ছিলাম, তাই তাঁহার আগমন জানিতে না পারিয়া বিষ্ণুনাম স্মরণ করিতে করিতে সেই অবস্থায়ই অবস্থান করিতে লাগিলাম। মুনি মুহূর্ত্তমাত্র আমার সম্মুখে অবস্থান করিয়া ক্রোধে মূর্চ্ছিত ও আরক্তলোচন হইলেন এবং উচ্চ শব্দে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—আমি অত্রির পুত্র, আমার প্রসবিত্রী অনুসূয়া; মানুষ হইলেও আমি শিবাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই আমি আজ একজন মানুষের নিকট অবজ্ঞাত! যাহা দ্বারা ইন্দ্র ত্রিলোকরাজ্য হইতে পাতিত হইয়াছিল, সেই আমি কিনা এই দুর্ম্মতি মানব হইতে অপমানিত হইলাম। ১০-২১। এ ব্যক্তি কে? ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব—এই দেবত্রয় আমার পরম পূজনীয়; সুতরাং এই দেবত্রয় ব্যতীত কালানলতুল্য মাদৃশ জনের নিকট হইতে ভীত হয় না, এমন—এ ব্যক্তি কে? এ ব্যক্তি কোন্ দেবতামূর্ত্তির ধ্যান করিতেছে? এই মূঢ় সমাধিস্থ হইয়া যে দেবতার ধ্যান করিতেছে, সে-ই বা

হরিং বা ব্রহ্ম বা শম্ভুমন্যং বা ধ্যায়তামহম্।
ময়ায়ং সর্ব্বথা দণ্ড্যো মদবজ্ঞাকারো হ্যয়ম্॥ ২৪
শিবশর্ম্মোবাচ।
এবং বিচিন্তয়িত্বা স শুর্যন্তিং মামবোধয়ৎ।
শশাপ চ বিবুদ্ধং মামিতি ক্রোধারুণেক্ষণঃ॥২৬
মামবজ্ঞায় যশ্চিত্তে ধ্যানকালে মনোরথঃ।
কৃতস্তে ন ভবে হ্যস্মিন্ ভবিষ্যতি হি সর্ব্বথা॥
ইত্যুক্ত্বা স যদা তাত চলিতো মুনিরত্রিজঃ।
তদা ময়া চরণয়োর্গৃহীতো ভয়ভীরুণা॥ ২৮
ইত্যুক্তশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠ ক্ষম্যতাং ক্রুত বিমুচ্যতাম্।
মাদৃশা ন বিজানন্তি সম্যক্কর্ম্ম ভবাদৃশাম্॥ ২৯
শাপং ত্বং দত্তবান্ ঘোরং সাম্প্রতং মে নিরেনসঃ
প্রসীদ মম নম্রস্য শাপান্তে কুর্ব্বনুগ্রহম্॥ ৩০

ইত্যুক্তঃ কোহপমুৎসৃজ্য দুর্ব্বাসা শীতলোহভবৎ
কিমেতন্নোচিতং তাত স যতশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ৩১
উবাচেতি স মাং ধীমাংস্তং ভূত্বা ব্রাহ্মণোত্তমঃ
অত্রৈব মরণং প্রাপ্য ন ভূয়ো জন্ম লপ্স্যসে॥৩২
ইতি মামনুগৃহ্যাথ স জগাম দিগম্বরঃ।
উষিত্বা তদ্দিনং তাত ময়া সৎকারপূজিতঃ॥৩৩
ন মুনের্ভাষিতং মিথ্যা চিন্তয়িত্বাহমিত পি॥ ৩৪
জগাম স্বগৃহং চিত্তে পশ্চাত্তাপং বহন্নিতি।
অহো মে ধ্যায়তো নিত্যং স তীর্থভ্রমিণস্তথা॥
দর্শনং দুর্লভং জাতং শ্রীপতেরিহ জন্মনি।
চাতকস্যেব মেঘস্য শুচৌ সন্তাপকারিণি॥ ৩৬
কুতোহয়মাগতো মহ্যং বৈকুণ্ঠগতিরোধকঃ।
জনস্য প্রস্থিতস্যেব জলদোহকালবারিমুক্॥৩৭
ন দোষোহস্তি মুনের্নূনং তস্যেবেচ্ছা হরেঃ খলু

কেন ইহাকে যমসদৃশ মাদৃশ ব্যক্তির আগমন বলিয়া দিতেছে না? নিশ্চিতই এ ব্যক্তি জগদ্গুরু নারায়ণ দেবের ধ্যান করিতেছে এবং তাঁহার ধ্যানামৃতে তৃপ্ত হইয়া বাহ্য-জ্ঞানবিরহিত হইয়াছে। হরি হউক, ব্রহ্মা বা শিব হউক কিংবা অপর কোন দেবতা হউক—এ ব্যক্তি যাহারই ধ্যান করুক না কেন, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সর্ব্বথা আমার দণ্ড্য হইয়াছে। শিবশর্ম্মা বলিলেন,—দুর্ব্বাসা এইরূপ চিন্তা করিয়া আমাকে প্রবোধিত করিলেন, আমি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর তিনি আমাকে বাহ্যজ্ঞানবান্ জানিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, রোষারুণিতনেত্র ঋষি বলিলেন,—আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ধ্যানকালে হৃদয়ে যাহা চিন্তা করিয়াছ, কোন ক্রমেই এ জন্মে তাহা সম্পন্ন হইবে না। হে তাত! অত্রি-পুত্র দুর্ব্বাসা এইরূপ বলিয়া যেমন চলিষ্ণু হইলেন, অমনি আমি ভয়ভীরু হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিলাম এবং বলিলাম,—হে মুনিসত্তম! ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন, মাদৃশ ব্যক্তি ভবাদৃশ জনের কর্ম্ম সম্যক্ বিদিত নহে; কেননা আমি নিরপরাধ, তথাপি আপনি আমাকে তথাবিধ ঘোর শাপ প্রদান করিলেন। আমি প্রণত, আপনি প্রণত জনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শাপান্ত করুন। আমি তাঁহাকে এইরূপ কহিলে তিনি কোপ পরিত্যাগ করিয়া শীতল হইলেন হে তাত! তাহার পক্ষে ইহাই উচিত নহে কি? যেহেতু সেই যতিবর সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখর। ধীমান্ মুনি অতঃপর আমাকে কহিলেন,—তুমি ব্রাহ্মণোত্তম হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং এই তীর্থেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার আর জন্ম হইবে না। হে তাত! দিগ্বাসা দুর্ব্বাসা আমাকে এইরূপ অনুগৃহীত করিয়া সেইদিন তথায় অবস্থানপূর্ব্বক আমা দ্বারা সৎকৃত ও পূজিত হইয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন।২২—৩৩। মুনিবাক্য মিথ্যা হইবে না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমিও স্বগৃহে গমন করিলাম; কিন্তু গৃহে গিয়া আমার মনে মনে অনুতাপ ভোগ করিতে হইল। ভাবিলাম,—অহো! আমি তীর্থভ্রমী ও নিত্য ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলাম; তথাপি তাপ প্রদানকারী জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘ যেরূপ চাতকের দুর্লভ হয়, তদ্রূপ ইহ জন্মে আমার শ্রীপতির পদদর্শন দুর্লভ হইল। বর্ষাকালের বারিবর্ষী বারিদ যেমন পথিকের পথরোধক

সুদর্শনং হি দত্ত্বাপি মম জন্মান্তরং কৃতম্ ॥ ৩৮
ময়া সংসারভীতেন গ্রাহ্যং পাদাম্বুজং হরেঃ ।
নিদাঘাতাপতপ্তেন পথিকেনেব পাদপঃ ॥ ৩৯
কিং ধনাপত্যযোষিদ্ভিরনিত্যৈশ্চান্যবন্ধুভিঃ ।
গোবিন্দ পরমানন্দ রামেতি মম জল্পতঃ ॥৪০
উদাসীনবদাসীনঃ কুটুম্বেষু হরিং ভজন্ ।
প্রারব্ধমেব ভোক্ষ্যামি কর্ম্মাণ্যন্যান্যনর্জ্জয়ন্ ॥৪১
চিন্তয়ন্নিত্যহং তাত কিয়ৎদিবসৈরহম্ ।
প্রাপ্তবান্ স্বগৃহং স্নাত্বা হরিপাদোদকান্তরে ॥
পিতুর্ম্মরণমাখ্যাতং মাত্রে বন্ধুভ্য এব চ ।
শ্রুত্বা তেঽপি শুচঞ্চক্রুর্নাবিন্দন্নিমমস্থিরম্ ॥ ৪৩
সত্যলোকাদিলোকেষু নিস্পৃহোঽহং গৃহে বসন্
মরণং প্রাপ্তবান্ কূলে গঙ্গায়া মুনিসেবিতে ॥ ৪৪

হয়, তদ্রূপ এই বৈকুণ্ঠপথরোধক দুর্ব্বাসা অকস্মাৎ কোথা হইতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন? অথবা ঋষির দোষ কিছুই নাই, ইহা নিশ্চিতই হরির ইচ্ছায় হইয়াছে। তিনি যেন সুদর্শন চক্র দ্বারা আমার জন্মান্তর বিধান করিয়াছেন। নিদাঘতাপতপ্ত পথিক যেরূপ পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করে আমিও তদ্রূপ সংসারভীত হইয়া হরির পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি ধন, অপত্য, পত্নী ও অন্যান্য বন্ধুজন অনিত্য মনে করিয়া গোবিন্দ পরমানন্দ ও রাম এই নামত্রয় নিত্য জপ করিব, কুটুম্বজনে উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া হরিভজনা করিব, এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিব বলিয়া অন্যান্য কর্ম্ম সকল বর্জ্জন করিব। হে তাত! আমি নিত্য এরূপ চিন্তা করিতে করিতে কতিপয় দিবসের পর গঙ্গায় স্নান করিয়া গৃহে আগমন করিলাম। গৃহে আসিয়া মাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণের নিকট পিতার মরণবার্ত্তা নিবেদন করিলাম, তাঁহারা শুনিয়া শোক করিলেন, কিন্তু আমার মানসিক অস্থৈর্য্য কিছুই জানিতে পারিলেন না। যাহাই হউক, আমি সত্যাদি লোকবাসবাসনায় নিস্পৃহ হইয়া গৃহে বাস

মুনের্দুর্ব্বাসসঃ শাপাজ্জাতোঽহং বৈষ্ণবে কুলে
মরণঞ্চাত্র সত্তীর্থে লব্ধা প্রাপ্স্যে হরেঃ পদম্ ॥

নারদ উবাচ।

এবং সুরাচার্য্যবিনির্ম্মিতে তদা
তীর্থে মহাভাগপুরাকৃতানি তৌ ।
দ্বিজোত্তমৌ প্রোচ্য মিথঃ সুতস্তু
স্থিচিন্তয়ং তৌ হরিপাদপল্লবম্ ॥ ৪৬
বিচিন্তয়ন্তৌ হরিমব্জলোচনং
চতুর্ভুজং নীরদনীলবিগ্রহম্ ।
নিজায়ুধালঙ্করণাবভাসিতং
স্থিত্বাত্র সারূপ্যমবাপতুর্হরেঃ ॥ ৪৭
যস্য ক্ষেত্রমিমং পুণ্যমিন্দ্রপ্রস্থাখ্যমুত্তমম্ ।
তস্যোপাখ্যানমাখ্যাতং ফলমস্য শিবে শৃণু ॥৪৮
গঙ্গাস্নানেন যৎপুণ্যং কন্যাদানেন্তবঞ্চ যৎ ।
শ্রবণাদস্য তৎপুণ্যং শ্রদ্ধয়া লভতে নরঃ ॥ ৪৯
পুত্রে জাতে তু গোদানাৎ সিংহগে চ বৃহস্পতে

করিলাম; তারপর মুনিসেবিত গঙ্গার তটে তনুত্যাগ করিয়া দুর্ব্বাসার শাপবশে বৈষ্ণববংশে সমুৎপন্ন হইলাম এবং এই উত্তম তীর্থে মরিয়া হরিপদ প্রাপ্ত হইব, এইরূপ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।৩৪—৪৫। নারদ কহিলেন,—হে মহাভাগ! পুরাকল্পে দ্বিজোত্তমদ্বয়—শিবশর্ম্মা ও বিষ্ণুশর্ম্মা এইরূপে বৃহস্পতিকৃত সেই নিগমোদ্বোধক তীর্থে উপনীত হইয়া পিতাপুত্রে পরস্পর কথোপকথন ও হরিপাদপল্লব চিন্তা করিতে করিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা পুণ্ডরীকনয়ন চতুর্ভুজ নীরদনীলকলেবর নিজ আয়ুধ ও অলঙ্কারভূষিত হরিকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই অনুত্তম পুণ্য ইন্দ্রপ্রস্থ যাঁহার ক্ষেত্র, তাঁহার উপাখ্যান কথিত হইল, হে শিবে! এক্ষণে ক্ষেত্রফল শ্রবণ কর। গঙ্গাস্নান ও কন্যাদানে যে ফল, মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শ্রবণেও সেই ফল লাভ করে। পুত্রের জাতকর্ম্মে গোদানে এবং বৃহস্পতি সিংহরাশিগত হইলে গোদাবরী-

গোদাবরীজলে স্নানাদ্যৎফলং ভুবি জায়তে ॥
তৎফলং শ্রবণাদস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
অতস্তীর্থোত্তমাদস্মাত্তীর্থং নাস্ত্যখিলার্থদম্।
যস্মিন্ মরণতো নূনং তির্য্যঞ্চোঽপি চতুর্ভুজাঃ ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে
নিগমোদ্বোধোপাখ্যানং নাম পঞ্চাধিকদ্বি-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সৌভরিরুবাচ।

ধর্ম্মরাজ শিবিঃ শ্রীমানাকর্ণ্য তদ্বচো মুনেঃ।
নারদস্যাব্রবীৎ প্রীতমনা ইতি তমুত্তমম্ ॥ ১

শিবিরুবাচ।

মুনে তীর্থবরস্যাস্য নিগমোদ্বোধকস্য তে।
মাহাত্ম্যং বর্ণিতং সম্যক্ শ্রুতং পাপহরং ময়া ॥
ইন্দ্রপ্রস্থেঽত্র শতশঃ সন্তি তীর্থানি বৈ মুনে।
অন্যস্যাপি সমাচক্ষ মাহাত্ম্যং যদি বিদ্যতে ॥ ৩

নারদ উবাচ।

ইন্দ্রপ্রস্থান্তরাবর্ত্তিন্যেষা যা দ্বারকা নৃপ।
অস্যাঃ পুরা হি যদ্বৃত্তং তত্তে বচ্মি শৃণুষ্ব মে ॥
কাম্পিল্যোঽথ দ্বিজঃ কশ্চিৎ পুষ্পেষুর্মূর্ত্তিমানিব
সর্ব্বাসাং যোষিতাং চিত্তহারী স্যাদঙ্গবিভ্রমৈঃ ॥ ৫
সঙ্গীতবিদ্যাকুশলঃ কোকিলামধুরধ্বনিঃ।
একদা স করে বীণাং ধারয়ন্ বাদয়ন্মুহুঃ ॥ ৬
কণ্ঠেন কোকিলালাপ-মধুরেণ নরাধিপ।
গায়ন্ বভ্রাম নগরে প্রতিরথ্যাং মহামতিঃ ॥ ৭
তস্য গীতিধ্বনিং শ্রুত্বা মূর্চ্ছনাতানসংযুতম্।
ত্যক্ত্বা স্বগৃহকার্য্যাণি তমীয়ুঃ পৌরযোষিতঃ ॥ ৮
মোহিতাস্তস্য রূপেণ কামবেগং ন সেহিরে।
জাতাঃ স্খলিতবীর্য্যাস্তা গীতং শ্রুত্বা সমক্ষতঃ ॥
ব্রহ্মণো মানসং যেন লোভিতং ভারতীং প্রতি
শিবস্যার্দ্ধশরীরং পার্ব্বত্যৈ যেন দাপিতম্ ॥ ১০

স্নানে ভূতলে মানবের যে ফল হয়, ইহার শ্রবণেও তাহার তুল্য ফললাভ হয়, সংশয় নাই। এই তীর্থোত্তমে তনুত্যাগ করিয়া তির্য্যক্‌যোনিও চতুর্ভুজ হয়, অতএব অখিলার্থদ এই তীর্থ হইতে অন্য কোনও তীর্থ শ্রেষ্ঠ নহে। ৪৬—৫১।

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৫।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সৌভরি বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! শ্রীমান শিবি দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে পুনরায় তাঁহাকে আর এক উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবি বলিলেন,—হে মুনে! আপনার কথিত অনুত্তম নিগমোদ্বোধক তীর্থের পাপহর মাহাত্ম্য-কথা আমি সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিলাম; হে মুনে! এই ইন্দ্রপ্রস্থে আরও অন্যান্য শত শত তীর্থ অবস্থিত; যদি তাহাদের কোন মাহাত্ম্য থাকে, তবে তাহা কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্গত এই যে দ্বারকা, ইহার পুরাবৃত্ত তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কাম্পিল্য নগরে মদনমূর্ত্তি এক দ্বিজ ছিলেন, তদীয় বদন-বিভ্রমে কামিনীগণের মন অপহৃত হইত। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি কোকিলের ন্যায় মধুর ছিল। হে নরাধিপ! ঐ মহামতি দ্বিজ একদা করে বীণা ধারণ করিয়া মুহুর্মুহু বাদন এবং কোকিলালাপ-তুল্য মধুরকণ্ঠে গান করিতে করিতে নগরের প্রতিপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার মূর্চ্ছনা-তানসমন্বিত গীতধ্বনি শ্রবণে পুর-নারীরা নিজ নিজ গৃহকার্য্য বিসর্জন দিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিত। ১—৮। ঐ সকল রমণী তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া কামবেগ সহ্য করিতে পারিত না, তদীয় গীতশ্রবণে তাঁহারই সমক্ষে তাহাদের বীর্য্য স্খলিত হইত। অহো! লোকে কাম কি দুর্জ্জয়! যে কাম ব্রহ্মার মন সরস্বতীর প্রতি প্রলোভিত করিয়াছিল এবং যে মদন মহাদেবের

তাভ্যামন্যো জনো লোকে বশী বা জ্ঞানবানপি
যঃ স্মরন্তং ক্ষমো জেতুং স্ত্রিয়ঃ প্রকৃতিচঞ্চলাঃ
তাঃ স্মরাবেশমাসোঢ়ুং ন সাধ্ব্যোঽপি বিষেহিরে।
বক্তব্যমিতি কিংরাজন্ লোকে কামো হি দুর্জ্জয়ঃ
অথ তাস্তত্র তত্রৈয়ুর্যত্র যত্র ব্রজত্যসৌ।
প্রগায়ন্ কণ্ঠবীণাভ্যাং প্রগায়ন্ স্বরমোহিতাঃ॥
তাসাং পতিসুতভ্রাতৃপিতরোঽথ নরাধিপ।
আগত্য ভর্ৎসয়িত্বা তা নিন্যুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি॥ ১৪
তমন্বিষ্য পুনস্তাস্ত জগ্মুঃ সর্ব্বাস্তদন্তিকে।
যদা তদা পৌরজনা বৃত্তং তৎ প্রাহুরীশ্বরে॥ ১৫
রাজাপি তং সমাহূয় পপ্রচ্ছ রহসি দ্বিজম্।
কেন মন্ত্রেণ ভো বিপ্র মোহিতাস্তাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ॥
তন্মমাচক্ষ্ব বিপ্রেন্দ্র দাস্যামি বহু তে ধনম্।
নো চেন্নিষ্কাসয়ামি ত্বাং নিজরাজ্যান্ন সংশয়ঃ॥

নারদ উবাচ।

শ্রুত্বেতি নৃপতের্বাক্যং নৃপতিং স দ্বিজোত্তমঃ।
উবাচ সত্যং তস্যাগ্রে বচো রূপগুণার্ণবঃ॥১৮

দ্বিজ উবাচ।

ন মন্ত্রো নৌষধং রাজন্ বিদ্যতে ময়ি ভিক্ষুকে
কিন্তু তে নগরে সর্ব্বা যোষিতো হ্যজিতেন্দ্রিয়াঃ
রূপং মম সমালোক্য শ্রুত্বা গীতধ্বনিং তথা।
স্মরবেগং সহন্তেন রাজংস্তব পুরে স্ত্রিয়ঃ॥ ২০
কিং করোমি মহারাজ কোঽপরাধোঽস্তি মে বিভো।
পুরাকৃতমিবোল্লঙ্ঘ্যং শাসনং ন মহীপতে॥ ২১

নারদ উবাচ।

উশীনর শিবে রাজন্নেবং কথয়তি দ্বিজে।
সর্ব্বে পৌরাঃ সমেত্যাথ প্রাবদন্নিতি ভূপতিম্॥

পৌরা ঊচুঃ।

রাজন্ননেন বিপ্রেণ মোহিতাঃ পৌরযোষিতঃ।

অর্দ্ধদেহ পার্ব্বতীকে প্রদান করিয়াছিল, এই শিব-ব্রহ্মা হইতেও বশী বা জ্ঞানবান্ এমন কে আছে যে, কামকে জয় করিতে সমর্থ হয়? হে রাজন্! রমণী জনের আর কথা কি? তাহারা ত স্বভাবচঞ্চল। তাহারা যে সাধ্বী হইয়াও স্মরাবেশ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? অনন্তর ঐ দ্বিজ বীণাবাদন ও মধুরকণ্ঠে গান করিয়া যে যে স্থানে যাইতে লাগিলেন, কামিনীরাও তাঁহার স্বরে মোহিত হইয়া সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! তাহাদিগের পিতা পুত্র ভ্রাতা ও ভর্ত্তা আসিয়া ভর্ৎসনা করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইত, কিন্তু তাহারা থাকিতে পারিত না, তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আগমন করিত। অনবরত যখন এইরূপ ঘটিতে লাগিল, তখন পৌরগণ নৃপতিসন্নিধানে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল; রাজাও দ্বিজকে আমন্ত্রণ করিয়া নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিপ্র! কোন্ মন্ত্রে এই সকল পুরস্ত্রী মোহিত হইতেছে। হে বিপ্রেন্দ্র! তাহা আমার নিকট বলুন, আপনাকে বহু ধন দান করিব, অন্যথা নিঃসংশয় আপনাকে নিজ রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিব। নারদ বলিলেন,—রূপগুণসিন্ধু দ্বিজোত্তম নৃপতির এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার সম্মুখে সত্য বাক্যে উত্তর প্রয়োগ করিলেন। দ্বিজ বলিলেন,—হে ভূপ! আমি ভিক্ষুক, কোন মন্ত্র বা ঔষধ আমার জানা নাই। কিন্তু আপনার নগরের সকল নারীই অজিতেন্দ্রিয়। হে রাজন্! আমার গীতধ্বনি শ্রবণ ও রূপ দর্শন করিয়া আপনার পুরস্ত্রীগণ কামবেগ সহ্য করিতে পারে না; হে মহারাজ! আমি কি করিব! এ বিষয়ে আমার কি অপরাধ? হে বিভো ভূপতে! ইহা যেন পুরাকৃত অনুল্লঙ্ঘ্য শাসনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ৯—২১। নারদ বলিলেন,—হে উশীনরাধীশ নৃপতে! অনন্তর দ্বিজ এইরূপ বলিলে পৌরগণ আগমন করিয়া নৃপতিকে বলিতে লাগিল। পৌরগণ কহিল,—হে রাজন্! এই দ্বিজ

গৃহেষু ন হি তিষ্ঠন্তি হ্যস্মাভিরপি বারিতাঃ॥ ২৩
যদ্যয়ং মোহনঃ স্ত্রীণাং নগরে বৎস্যতি প্রভো
তদা দেশান্তরাণ্যেব যাস্যামো বয়মদ্য বৈ।
গতোহস্মাকং বৃষা দেবো হব্যকব্যক্রিয়াত্মকঃ
তমনুপ্রস্থিতা ক্ষেত্রাদ্‌গৌরিয়ং পাপিনামিব।
বিনা তং শরণং যাতং ত্যক্তশ্রীর্ভবিতেশ্বর॥ ২৫
অথৈনমনুযাস্যন্তি বাসিতাভির্বৃষং যথা।
শূন্যালয়ে কথং লক্ষ্মীর্যত্নতোঽপ্যবতিষ্ঠতি॥ ২৬
ধর্ম্মোঽর্থশ্চ গৃহঞ্চৈতৎ ত্রয়ং স্ত্রীবশগং যতঃ।
কান্তা ধর্ম্মধনাধীনা তয়োর্নাশে ন তিষ্ঠতি॥ ২৭
নারদ উবাচ।
এবং বদৎসু পৌরেষু স্ত্রিয়স্তেষাং সমাগতাঃ।
রাজান্তিক উপাবিষ্টা ইত্যূচুস্তাঃ পরস্পরম্॥ ২৮
পৌরস্ত্রিয় উচুঃ।
কামং বামাকৃতিং বিপ্রমেনং প্রাপ্য মনাংসি নঃ
উল্লসন্তি দিবাধীশং কমলানীব বারিণি॥ ২৯
সঙ্কুচন্তি বিনা তেন কুমুদানি যথেন্দুনা।
আগচ্ছন্তো মিলিত্বৈনং ধারয়ামো নৃপাগ্রতঃ।
অবধ্যোঽয়ং বয়ঞ্চাস্য কিং করিষ্যতি ভূপতিঃ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা তাস্ত্বরাবত্যো জগৃহুস্তং দ্বিজোত্তমম্॥
পশ্যতাং নিজভর্তৄণাং রাজ্ঞশ্চৈব পুরস্তদা।
উচুশ্চৈনং মনোনাথ গৃহানাগচ্ছ হৃচ্ছয়ম্॥ ৩২
শময়াশু বিনাদ্য ত্বাং স্থাতুং নৈব চ শক্নুমঃ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং স বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ হ॥৩৩
বিপ্র উবাচ।
ভবতীনামহং পুত্রো ভবত্যো মাতরো মম।
গৃহান্ কিমর্থমুৎসৃজ্য ভবত্যঃ পর্য্যটন্তি হি॥৩৪

পুররমণীগণকে এরূপ ভাবে মোহিত করিতেছে যে, আমরা নিবারণ করিলেও তাহারা গৃহে থাকে না, হে প্রভো! স্ত্রীজনমোহন দ্বিজ যদি গ্রামে বাস করে, তবে অদ্যই আমরা দেশান্তরে গমন করিব। আমরা চলিয়া গেলে পাপিজনের ক্ষেত্র হইতে যেমন গো গমন করে, তদ্রূপ হব্যকব্যাত্মক বারিবর্ষী ইন্দ্রদেবও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। হে নরেশ্বর! ইন্দ্রদেব আপনার আশ্রয় না হইলে আপনিও ভ্রষ্টশ্রী হইবেন। ঋতুমতী গোগণ যেমন বৃষের অনুগমন করে, তদ্রূপ নগরবাসীরা ইন্দ্রদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলে আপনি যত্ন করিলেও এই শূন্যালয়ে লক্ষ্মী থাকিবেন না। ধর্ম্ম, অর্থ ও গৃহ এই বস্তুত্রয় স্ত্রীজনের বশ্য; আর কান্তা ধর্ম্ম ও ধনের অধীন; অতএব ধর্ম্ম ও ধনের অভাবে ভার্য্যা বিনষ্ট হয়। নারদ বলিলেন,—পৌরগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে তাহাদের পত্নীরাও নৃপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। পুরস্ত্রীরা বলিল,—জলমধ্যে কমলিনীরা দিনমণি দর্শনে যদ্রূপ প্রফুল্ল হয়, এই বামাকৃতি কামকমনীয় বিপ্রকে দর্শন করিয়াও আমাদের হৃদয় তদ্রূপ উল্লসিত হইয়া থাকে। আবার শশধরবিরহে কুমুদিনীগণ যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, এই বিপ্রবিরহে আমরাও তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইয়া থাকি। ঐ বিপ্র আগমন করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে রাজার সম্মুখেই ধরিব; কিন্তু বিপ্র রাজার যেরূপ অবধ্য, তদ্রূপ আমরা স্ত্রীজাতিও তাঁহার বধ্য নহি; অতএব ভূপতি কি করিবেন? নারদ বলিলেন,—সেই সকল ললনা তথাবিধ জল্পনা করিয়া নিজ নিজ পতিগণের সমক্ষেই ত্বরাবেগে গিয়া সেই বিপ্রবরকে ধারণ করিল এবং নৃপতির সম্মুখেই সেই বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া উচ্চরবে বলিতে লাগিল;—হে মনোনাথ! আমাদের গৃহে আগমন করিয়া শীঘ্র আমাদিগের কামপীড়া প্রশমিত কর, আমরা তোমার বিরহে গৃহে থাকিতে সমর্থ নহি। বিপ্র বিলাসিনীগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন।২২-৩৩। বিপ্র বলিলেন,—আপনারা আমার মাতা,আমি আপনাদের পুত্র; কিজন্য

আরাধয়ত নাথান্ স্বান্ যতো লোকদ্বয়ং ধ্রুবম্ ।
আরাধিতেষু পতিষু বিষ্ণুঃ সর্ব্বসুরেশ্বরঃ ॥ ৩৫
প্রসন্নো ভবতি স্বত্র প্রসন্নে কিমু দুর্লভম্ ।
যা স্ত্রী স্বপতিমুৎসৃজ্য সেবতেঽন্যং সুখেচ্ছয়া
সাপবাদমবাপ্নোতি যাতি ঘোরাঞ্চ দুর্গতিম্ ।
উষিত্বা তত্র কল্পান্তে যাবৎ সা পতিবঞ্চনা ॥৩৭
পুনস্তস্মাদ্বিনির্গত্য স্থাবরত্বং প্রপদ্যতে ।
তস্মাদপি পশুত্বং সা লভতে বহুজন্মসু ॥ ৩৮
ততো মুক্তা মনুষ্যত্বে ব্যঙ্গা ভবতি তত্র সা ।
এবং পাপগতিং জ্ঞাত্বা নিবর্ত্তধ্বমতো জনাৎ ॥
নো বা যাস্যথ দেহান্তে নরকং ভৃশদারুণম্ ।
যদিচ্ছন্তি ভবন্তো মে সুখং তন্নেহ লপ্স্যথ ।
পাপমেবাহি যুষ্মাকং যতোঽধঃপতনং নৃণাম্ ॥৪০

নারদ উবাচ ।

শ্রুত্বৈবং বচনং তস্য দৃষ্ট্বা ভর্ত্তৃমুখানি চ ।
লজ্জয়ানম্রমুখ্যস্তা লতা বাতহতা ইব ॥ ৪১
তাসান্তু পুরনারীণাং স্মরাগ্নির্ভৃশদারুণঃ ।
শশাম তস্য শীতেন বটোর্বচনবারিণা ॥ ৪২
উত্থায় চেলুঃ সর্ব্বাস্তা বিনিন্দন্ত্য ইতি স্মরম্ ।
ব্রহ্মশক্রাদিদেবানামপি মোহকরং নৃপ ॥ ৪৩

স্ত্রিয় ঊচুঃ ।

ধিগিমং পাপকর্ম্মাণং শীলদারুকুঠারকম্ ।
কামং বামদৃশাং প্রীত্যৈ ধন্যো যেন হতঃ স্মরঃ ॥
কিং বদেম জগৎপূজ্যং রুক্মিণীং জঠরে যয়া ।
ধৃতঃ প্রদ্যুম্ননাম্নাসৌ রাহুঃ স্ত্রীশীলচন্দ্রভুক্ ॥৪৫
স দেবাধম আয়াতি যদি নো দৃষ্টিগোচরম্ ।
ভূয়োধ্যানকৃতেশানদৃগগ্নৌ তং ক্ষিপামহে ॥ ৪৬
যেনায়ং জনিতঃ পাপো হ্যাত্মারামেণ বিষ্ণুনা ।
কৃতঃ ষোড়শসাহস্রস্ত্রীপ্রিয়ঃ কা হি নঃ কথা ॥ ৪৭
এবং বিনিন্দ্য তং কামং তুষ্টুবুস্তং দ্বিজোত্তমম্

গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপনারা পর্য্যটন করিতেছেন ? নিজ নিজ পতিগণের আরাধনা করুন, নিশ্চিতই আপনাদের উভয় লোকে সিদ্ধিলাভ হইবে। স্ব স্ব পতি আরাধিত হইলে সর্ব্বসুরেশ্বর বিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন, তিনি প্রসন্ন হইলে ইহলোকে আপনাদের কোন্ বস্তু সুদুর্লভ হইবে ? যে কামিনী সুখলালসায় নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষের ভজনা করে, সে অপবাদ প্রাপ্ত হইয়া ঘোর দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে। পতিবঞ্চনাকারিণী রমণী কল্পকাল দুর্গতি ভোগের পর পুনরায় তাহা হইতে নির্গত হইয়া স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর সে বহু-বার পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর তাহা হইতেও মুক্ত হইয়া বিকলাঙ্গ মনুষ্য হয়। অতএব এতাদৃশ পাপগতি জানিয়া এ হেন কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও; অন্যথা দেহাবসানে অতি দারুণ নরকে গমন করিবে। যদি তোমরা আমা হইতে সুখ-লাভের অভিলাষ কর, তবে তাহাও ঘটিবেই না, পরন্তু যে পাপে মানুষ অধো-গতি প্রাপ্ত হয়, তোমাদের সেই পাপই করা হইবে। নারদ বলিলেন,—অনন্তর রমণীরা সেই দ্বিজের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ এবং নিজ নিজ পতির মুখাবলোকন করিয়া বাতাহত লতার ন্যায় লজ্জায় অধোমুখ হইল। সেই পুরনারীগণের অতি দারুণ কামানল বটুর শীতল বচনবারি দ্বারা প্রশমিত হইয়া গেল। হে নৃপ ! তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল এবং ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণেরও মনোমোহকর কন্দর্পকে নিন্দা করিতে লাগিল। ৩৩—৪৩।

স্ত্রীগণ কহিল,—চরিত্ররূপ পাদপের কুঠারস্বরূপ এই কুকর্ম্মা কামকে ধিক্ ! বামনয়না কামিনী গণের প্রীতির জন্য যিনি ইহাকে নিহত করিয়া-ছিলেন, তিনি ধন্য। যিনি স্ত্রীজনের চরিত্ররূপ চন্দ্রগ্রাসী রাহু প্রদ্যুম্নকে জঠরে ধারণ করিয়া-ছিলেন, সেই জগৎপূজ্যা রুক্মিণীকে আর কি কহিব ? যদি সেই দেবাধম আবার আমা-দিগের নয়নপথে উপনীত হয়, তবে পুনরায় আমরা তাহাকে সমাধিমগ্ন ঈশানের নয়না-গ্নিতে নিক্ষেপ করিব। অহো ! আমাদের আর কথা কি ? এই পাপ যে আত্মারাম বিষ্ণু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তিনিও ষোড়শ সহস্র নারীর প্রিয় হইয়াছিলেন। হে ভূপ !

শীলং স্বস্য চ তাসাঞ্চ রক্ষিতং যেন ভূপতে॥৪৮
ধন্যা সামুষ্য জননী যয়ায়ং ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
স্মরজিন্নির্মিতো লোকে পরধর্ম্মস্য রক্ষকঃ॥ ৪৯
ধিগস্ত নো রাজলোকৈর্হসিতাঃ স্মরনির্জ্জিতাঃ।
যাভির্বাক্যমনোভ্যাঞ্চ জনিতং পাপমুল্বণম্ ॥৫০
নারদ উবাচ।
এবং বিচিন্তয়ন্ত্যস্তা ঐকমত্যযুতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্ব্বা দ্বিজবাক্যেন বোধিতাঃ
অথ রাজাপি কাম্পিল্যস্তং দ্বিজং বস্ত্রভূষণৈঃ।
সম্পূজ্য প্রেষয়ামাস সদ্গৃহে সংযতেন্দ্রিয়ম্ ॥৫২
অথাগচ্ছতি কালে তু কারুষাধিপতির্বলী।
কাম্পিল্যাধিপতিং সৈন্যৈর্নগরং রুরুধে তদা॥
তয়োর্যুদ্ধমভূদেবাবং তেন যুদ্ধে স ঘাতিতঃ।
নগরং লুণ্ঠিতং সর্ব্বং হতাঃ শূরাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৫৪
তাস্ত্রিয়ঃ কালকূটস্তু খাদিত্বা মরণং গতাঃ।
প্রায়শ্চিত্তস্তু ন কৃতং তাভিঃ পাপস্য তস্য তু॥
যেন পাপেন তাঃ সর্ব্বা ভীষণাখ্যস্য রক্ষসঃ।
রাক্ষস্যো নগরে জাতা মহাকায়া ভয়ানকাঃ॥৫৬
তত্র তা নিহতাঃ সর্ব্বাঃ পুরনার্য্যো হনূমতা।
যজ্ঞাশ্বং রক্ষতো জিষ্ণোস্তিষ্ঠতা রথকেতনে॥৫৭
পুনস্তা এব রাক্ষস্যো বভূবুর্মারবেহধ্বনি।
ক্ষুধার্ত্তাশ্চ তৃষার্ত্তাশ্চ দর্শনেন ভয়প্রদাঃ॥ ৫৮
এবং তেন তু পাপেন বাঙ্মনোবিহিতেন তু।
তাভির্জন্মদ্বয়ং প্রাপ্তং রাক্ষসীযোনিমিশ্রিতম্॥
পাপেন নাশিতং তাসাং সনৃপং নগরদ্বয়ম্।
অতএব ন কর্ত্তব্যং পরকান্তনিষেবণম্ ॥৬০
নারীভিঃ পাপভীতাভির্বাঙ্মনোভ্যামপি প্রভো
রোগী জড়ো দরিদ্রো বা নেত্রাভ্যাং বর্জ্জিতো-
হপি বা।
ন ত্যাজ্যঃ স্বপতিঃ স্ত্রীভিরিচ্ছন্তীভিশ্চ সদ্গতিম্

তাহারা এইরূপে কন্দর্পের নিন্দা করিয়া সেই দ্বিজসত্তমের স্তুতি করিতে লাগিল। বলিল,—যিনি নিজের ও আমাদের চরিত্র রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার জননী ধন্যা; যিনি এই পরধর্ম্মরক্ষক কামজেতা বিপ্রকে প্রসব করিয়াছেন, ইহলোকে তিনি পুণ্যা। আমরা কামনির্জ্জিত হইয়াছি, রাজপুরুষগণ আমাদিগকে উপহাস করিয়াছে এবং আমরা বাক্য ও মন দ্বারা অতি দারুণ পাপ করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে ধিক্! নারদ কহিলেন,—তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিল এবং দ্বিজবাক্যে প্রবোধিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। এদিকে কাম্পিল্যপতি সেই জিতেন্দ্রিয় দ্বিজকে বসন-ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া বিদায় দিলে দ্বিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর কতিপয় দিবস অতীত হইলে বলবান্ কারুষাধীশ্বর বহু সৈন্য দ্বারা কাম্পিল্য পতির নগর অবরোধ করিলেন। তাঁহাদের ঘোর সমর আরম্ভ হইল। যুদ্ধে কাম্পিল্যপতি নিহত হইলেন, তাঁহার সমগ্র নগর লুণ্ঠিত হইল এবং শূরবীরগণ নিঃশেষরূপে গতাসু হইল। তখন পুরনারীরা কালকূট ভক্ষণে জীবন বিসর্জ্জন করিল। তাহাদের অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইল না। সেই পাপে তাহারা সকলেই ভীষণাখ্য রাক্ষসের নগরে মহাকায়া ভয়ানকা রাক্ষসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর একদা যজ্ঞাশ্বরক্ষী জিষ্ণু অর্জ্জুনের রথ সেই নগরপথে আসিয়াছিল, তাঁহার রথধ্বজস্থিত হনূমান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পুনরায় সেই পুরনারীরা মরুপথে রাক্ষসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তখন সেই ভীমদর্শন রাক্ষসীরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় আকুল হইয়া পড়িল। তাহারা বাক্য ও মন দ্বারা যে পাপ করিয়াছিল, সেই পাপে তাহারা এইরূপে দুইবার রাক্ষস-যোনিমিশ্রিত জন্মগ্রহন করিয়াছিল এবং তাহাদেরই পাপে রাজা ও রাজ্য এই উভয়ই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব হে প্রভো! পাপভীরু নারীগণের বাক্য ও মনদ্বারাও কদাচ পরপুরুষসেবন-রূপ পাপ করা কর্ত্তব্য নহে॥৪৪—৬০। যাহাদের সদ্গতিলাভে অভিলাষ থাকে, তাদৃশ রমণীগণের নিজপতি রোগী, জড়, দরিদ্র অথবা অন্ধ হইলেও কদাচ পরিত্যাজ্য

কথিতমিদং ময়া মনো বচোভ্যাং
জনিতমঘঞ্চ যদন্যকান্তভক্ত্যা।
ফলমপি চ যদেব লব্ধবাভি-
স্তদপি শিবে বহুবিস্তরেণ তুভ্যম্॥ ৬২
ইন্দ্রপ্রস্থগতালয়েয়মনঘা যা দ্বারকা দৃশ্যতে,
তাস্তস্যা জলবিন্দুদেহপতনাৎ পৌর-
স্ত্রিয়ো লেভিরে।
স্বর্গং চিত্তবচোঽন্যকান্তভজনাজ্জাতং
বিমুচ্যোঘণং,
ক্রব্যাদত্বমবাপ্য দেববনিতাভাবং সুরা-
হ্লাদদম্॥ ৬৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে
দ্বারকাবর্ণনং নাম ষষ্ঠাধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৬॥

নহে। মন ও বাক্য দ্বারা অন্য পতি ভজনজনিত যাবতীয় পাপকথা এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; ঐ সকল পুরনারীরা তথাবিধ পাপাচরণ করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিল, তাহাও তোমার নিকট সবিস্তরে বর্ণিত হইল। হে বে! ইন্দ্রপ্রস্থ মধ্যে অবস্থিত এই যে পবিত্র দ্বারকা দেখিতেছ, ইহার জলবিন্দু সেই পুররমণীগণের গাত্রে পতিত হওয়ায় তাহাদের বাক্য-মন দ্বারা পরজনভজনজাত উর্জ্জিত পাতক দূর হইল, তাহারা রাক্ষস-যোনিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গিয়া ত্রিদশবাসীদিগের হৃদয়ামোদপ্রদ দেববনিতাভাব প্রাপ্ত হইল। ৬১—৬৩।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৬।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সৌভরিরুবাচ।

ধর্ম্মাত্মজ নিশম্যৈতদ্বচস্তস্য মহাত্মনঃ।
নারদস্য শিবী রাজা প্রোবাচেদং বিনীতবৎ॥১
শিবিরুবাচ।
তিষ্ঠন্তো মরুমার্গে তা রাক্ষস্যো মুনিপুঙ্গব।
এতস্যা দ্বারকায়াস্তু লেভিরে সলিলং কুতঃ॥ ২
নারদ উবাচ।
শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যাং পূতাং পাপপ্রণাশিনীম্
বিমলাখ্যস্য বিপ্রস্য হিমবদ্দ্রোণিবাসিনঃ॥ ৩
একস্তু হিমবদ্দ্রোণ্যাং বিমলো নাম ভূসুরঃ।
দেবর্ষিপিতৃবহ্নীনাং পূজকোঽতিথিপূজকঃ॥৪
হরিপাদার্চ্চনরতো বেদবেদাঙ্গধর্ম্মবিৎ।
বাসুদেবগুণগ্রামপুরাণশ্রুতিমানসঃ॥ ৫
বার্দ্ধকে তস্য পুত্রোঽভূৎ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ।
চকার হরিদত্তেতি নাম্না তং জনকস্তদা॥ ৬
বিধিবদ্বিদধে চাস্য ক্ষৌরকর্ম্মাদিকঞ্চ তৎ।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সৌভরি বলিলেন,—হে ধর্ম্মাত্মজ! শিবি রাজা মহাত্মা নারদের এই বাক্য শ্রবণে বিনীত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। শিবি বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! মরুমার্গে অবস্থিত হইয়া সেই সকল রাক্ষসী এই দ্বারকাবারি কিরূপে লাভ করিল? নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! হিমালয়ের গুহাবাসী বিমলাখ্য বিপ্রের পাপনাশিনী দিব্য পবিত্র কথা শ্রবণ কর। হিমালয়ের গুহায় বিমল-নামক জনৈক দ্বিজ ছিলেন, তিনি দেব, ঋষি ও পিতৃগণের পূজা করিতেন। হুতাশন ও অতিথিপূজক বেদ-বেদাঙ্গধর্ম্মজ্ঞ বিপ্র বিমল হরিচরণার্চ্চনে নিরত থাকিতেন এবং তাঁহার মন পুরাণ ও বাসুদেবের গুণগ্রাম শ্রবণে নিরত থাকিত। ১—৫। চক্রপাণি বিষ্ণুর প্রসাদে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল, পিতা বিমল তাহার নাম রাখি-লেন—হরিদত্ত। অনন্তর হরিদত্তের যথা

গুরোঃ সকাশাজ্জগ্রাহ চ্ছন্দাংসি হরিদত্তকঃ ॥৭
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্।
প্রবব্রাজ বিরক্তঃ সন্ সমুল্লঙ্ঘ্যাশ্রমদ্বয়ম্ ॥ ৮
জ্ঞাত্বা তৎকর্ম্ম তন্মাতা ব্যলপৎ পুত্রবৎসলা।
স্নাপয়ন্তী কুচদ্বন্দ্বং পুত্রবিশ্লেষজাশ্রুভিঃ ॥ ৯
মাতোবাচ।
মামনাথাং পরিত্যজ্য তাত যাস্যহসি কুত্র বৈ
পিতরঞ্চ জরাগ্রস্তং ষট্পদো বল্বজামিব ॥ ১০
বার্দ্ধকে ত্বং ময়া প্রাপ্তঃ শ্রীপতেঃ পাদসেবয়া।
মাং বিহায়াভজস্ত্বং বৈ চরণং তস্য মুক্তয়ে ॥ ১১
অহং মূঢ়া ধ্রুবং তাত ধ্রুবমারাধ্য যদ্ধরিম্।
অধ্রুবং বাঞ্ছিতবতী ভবন্তং সুখলব্ধয়ে ॥১২
ত্বং সুধীর্বৎস সর্ব্বার্থং যদ্বিষ্ণুং ভজসে স্বয়ম্।
অধ্রুবং জগদেতদ্বৈ নত্বাসীস্তমপি ধ্রুবম্ ॥ ১৩

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি মায়া জ্ঞানং ছিনত্তি মে
সুফলোৎপাদকং শস্ত্রী রম্ভামূলমিবোল্বণা ॥১৪
ধন্যো দশরথো রাজা যো মৃতো রামশোকতঃ।
ধিঙ্মাং পুত্রস্য বিশ্লেষাদ্ধারয়ন্তীং স্বজীবিতম্ ॥১৫
আগচ্ছ দর্শনং দেহি তাত মাং পরিতারয়।
বদ বেদময়ীং বাণীং পিতুরগ্রে গুণার্ণব ॥ ১৬
নারদ উবাচ।
এবং বিলপ্য তন্মাতা রাজন্ সা পতিতা ভুবি।
দলনাদ্রাহুদন্তানাং লেখা চান্দ্রমসী যথা ॥ ১৭
অথাজগাম বিপ্রর্ষির্বিমলো নৃপসত্তম।
দৃষ্ট্বা তাং পতিতাং ভূমৌ কিঙ্কিমিত্যভ্যভাষত
কস্মাদিয়ং কীর্ণকেশা ব্যস্তবস্ত্রবিভূষণা।
পতিতা ভুবি কল্যাণং হরিদত্তস্য বিদ্যতে।
তস্যা বয়স্যাস্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রোচুস্তং বিমলং নৃপ ॥

বিধি চূড়াকর্ম্মাদি অনুষ্ঠিত হইল। তিনি গুরুর নিকট বেদবিদ্যা লাভ করিলেন। হরিদত্ত যথাবিধি বেদবিদ্যা অধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া সংসারবিরক্ত হইলেন। তিনি গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রমদ্বয় উল্লঙ্ঘন করিয়া একেবারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার পুত্রবৎসলা মাতা পুত্রের তাদৃশ কার্য্য জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিলেন, তিনি পুত্রবিরহজাত নয়নজলে কুচদ্বয় অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন। মাতা বলিতে লাগিলেন,—হে তাত! মধুকর যেরূপ সাধারণ তৃণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমি তোমার অনাথা মাতা ও জরাগ্রস্ত জনককে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? শ্রীপতির পাদসেবা করিয়া বৃদ্ধবয়সে আমি তোমাকে পুত্র পাইয়াছিলাম, এখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মুক্তির জন্য সেই হরির চরণ সেবা করিতেছ। হে তাত! নিশ্চিতই আমি মূঢ়া, কেননা আমি ধ্রুব হরির আরাধনা করিয়া সুখলাভের জন্য অধ্রুব তনয় কামনা করিয়াছি। আর হে বৎস! তুমি সুধী, তাই সর্ব্বজগৎ অধ্রুব জানিয়া ধ্রুব সর্ব্বার্থসাধক বিষ্ণুর স্বয়ং ভজনা করিতেছ। আমি কোথায় যাই কি করি! শাণিত ছুরিকা যেমন উত্তম ফলোৎপাদক কদলীতরুর মূল ছেদন করে, তদ্রূপ মায়া আমার জ্ঞান ছেদন করিতেছে। ধন্য রাজা দশরথ, তিনি পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আর আমায় ধিক্! কেননা আমি তনয়বিরহে এখনও নিজ জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি। হে তাত! আগমন কর, দর্শন দাও, আমাকে পরিত্রাণ কর; হে গুণার্ণব! তুমি আসিয়া তোমার পিতার সমীপে বেদময়ী বাণী কীর্ত্তন কর। ৬-১৬। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! রাহুদন্তদলনে বিলাপকারিণী চন্দ্রলেখার ন্যায় মাতা বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। হে নৃপসত্তম! অনন্তর বিপ্রর্ষি বিমল তথায় আগমন করিলেন এবং পত্নীকে ভূপতিত দেখিয়া 'একি একি' করিয়া উঠিলেন, আর কহিলেন,—কিজন্য তুমি আলুলায়িত কেশা, ব্যস্তবস্ত্রা, ভ্রষ্টভূষণা ও ভূপতিতা হইয়াছ? হরিদত্তের মঙ্গল ত? হে নৃপ! তখন তদীয়া বয়স্যারা বিপ্র বিমলকে বলিতে-

বয়স্যা উচুঃ।
অধীত্য বেদাংস্তে পুত্রো দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্
নারায়ণপরো ভূত্বা প্রাব্রজদ্ধরিদত্তকঃ।
তস্য বিশ্লেষশোকেন পতিতেয়ং ধরাতলে॥
নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং বিমলো বুদ্ধিমত্তরঃ।
প্রাবোধয়ন্নিজাং ভার্য্যামিতি বাগমৃতেন সঃ॥২২
বিমল উবাচ।
উত্তিষ্ঠ জায়ে শৃণু বাক্যমীরিতং
ময়া কিমর্থং পতিতা বিষীদসি।
ধন্যঃ সুতস্তে য ইমং বিনশ্বরং
বিজ্ঞায় ভেজে হরিপাদপল্লবম্॥ ২৩
ধন্যা ত্বমপ্যস্য জনিপ্রদায়িনী
যস্যাঃ সুতস্তে হরিপাদভাগভূৎ।
সন্তারয়িষ্যত্যপি মামসংশয়ং
কুলং কুলোত্থানপি পূরুষান্ শুভে॥ ২৪
ক বিশ্বমেতচ্চ পতচ্চ চঞ্চলং
ক সেবনং শাশ্বতলোকদং হরেঃ।
মন্ত্বেতি ভেজুর্ভরতাদয়ো নৃপা
যথা হরিং সাধ্বি তথৈব তে সুতঃ॥২৫
দারা ধনাগারশরীরবান্ধবা
এতে ভবন্তি প্রতিজন্ম দুঃখদাঃ।
তাবন্ন যাবদ্ধরিপাদপল্লবং
ভজেত ধীরোঽখিলকামবর্জ্জিতঃ॥ ২৬
নারদ উবাচ।
এবং প্রবোধিতা তেন ধীরেণ ধরণীতলাৎ।
উত্থায় নিজভর্ত্তারমব্রবীদ্দীনয়া গিরা॥ ২৭
ভার্য্যোবাচ।
সর্ব্বং জানাম্যহং কান্ত যত্ত্বয়া সাধু ভাষিতম্।
কুলধৃর্য্যং ন পশ্যামি যতস্তপ্যামি বৈ ভৃশম্॥২৮
পুত্রে সতি মহত্তীর্থে কিংবা কেশবসেবয়া।
গৃহ এবাবয়োর্মৃত্যুশ্চেৎ স্যাল্লোকদ্বয়ং কুতঃ॥২৯
সৎপুত্রোৎপাদনে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ খলু মানবৈঃ।
তারয়ন্তি পিতৄন্ পুত্রা যতঃ সংসারবারিধেঃ॥৩০

লাগিল। বয়স্যাগণ বলিল,—আপনার বালক পুত্র হরিদত্ত বেদবিদ্যা অধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক নারায়ণরত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। তাহারই বিরহ-শোকে ইনি ধরাতলে পতিতা হইয়াছেন। নারদ বলিলেন,—বুদ্ধিমত্তর বিমল তাহাদের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে বক্ষ্যমাণ বাক্যামৃত দ্বারা নিজভার্য্যাকে প্রবোধিত করিলেন। বিমল বলিলেন,—পত্নি! কেন পতিত ও বিষণ্ণ হইয়াছ? গাত্রোত্থান করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার তনয় ধন্য; কেননা সে সংসার বিনশ্বর জানিয়া হরিপাদ-পদ্মের সেবা করিতেছে; আর তুমিও ধন্যা, কেননা যে পুত্র হরিপাদসেবী, তুমি তাদৃশ পুত্রের প্রসবিত্রী। হে শুভে! এই পুত্র আমাকে, আমার কুলকে এবং আমাদের কুলোৎপন্ন জনগণকে নিঃসংশয় উদ্ধার করিবে। কোথায় এই পতনশীল চঞ্চল বিশ্ব, আর কোথায় সেই শাশ্বতলোকদ হরির সেবা? ভরতাদি ভূপতিগণ ইহা জানিতে পারিয়া যেমন হরির ভজনা করিয়াছিলেন, হে সাধ্বি! তোমার পুত্রও তদ্রূপ হরিসেবা করিতেছে। অখিল কামনা-বর্জ্জিত হইয়া যে পর্য্যন্ত ধীর মানব হরির পাদপল্লব সেবা না করে, তাবৎ কালই তাহার দারা, ধন, আগার, শরীর, বান্ধব—ইহারা প্রতিজন্মেই দুঃখদ হইয়া থাকে। ১৭—২৬। নারদ বলিলেন,—হরিদত্তজননী ধীর পতি কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া ধরণীতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং দীন বচনে নিজ পতিকে বলিতে লাগিলেন। ভার্য্যা বলি-লেন,—হে কান্ত! আপনি যে সাধূক্তি করিলেন, তাহা আমি সকলই জানি, তথাপি আমি বংশধর তনয়ের অদর্শনে দারুণ পরিতপ্ত হইতেছি। পুত্র যদি তীর্থে বাস করে কিংবা কেশবসেবায় রত থাকে, আর আমাদের যদি গৃহে মৃত্যু হয়, তবে আমাদের লোকদ্বয়-সাধন হয় কৈ? পুত্রগণ পিতৃগণকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার

স্রষ্টারং সর্ব্বজন্তূনাং ধাতারং পুত্রকাম্যয়া।
ভজ বাঞ্ছসি চেৎপুত্রং কুলধুর্য্যং মহামতে॥ ৩১
নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যাঃ প্রত্যাহ বিমলো দ্বিজঃ।
ব্রহ্মক্ষেত্রং প্রয়াগং হি যাম্যহং পুত্রকাম্যয়া॥৩২
ইত্যুক্ত্বা চলিতঃ সোঽথ হরিদ্বারমগাদ্দ্বিজঃ।
স্নাত্বা তত্রাপি বিধিবদিন্দ্রপ্রস্থমথাগমৎ॥ ৩৩
কতিভির্বাসরৈর্বীর সায়ংকালেঽখিলার্থিদম্।
স্নাত্বা ভুক্ত্বা নিশায়াং স সুস্বাপ যমুনাতটে॥ ৩৪
নিশীথে স্বপতস্তস্য বিমলস্যান্তিকে বিধিঃ।
হংসমারুহ্য দেবেশস্তীর্থৈঃ সর্ব্বৈরনুদ্রুতঃ॥ ৩৫
আগত্যোত্থাপয়ামাস বিমলং পুত্রবাঞ্ছকম্।
উবাচ চ সুরশ্রেষ্ঠো বচনং মধুরাক্ষরম্॥ ৩৬
ব্রহ্মোবাচ।
জানে সমীহিতং বিপ্র ত্বদীয়ে মনসি স্থিতম্।
ন তৎপূরয়িতুং কল্পো যতস্তৎকারণং শৃণু॥ ৩৭
একদা মেরুশিখরে মিলিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
তুষ্টুবুর্যুক্তবমুখা মাধবং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ ৩৮
স্তুতোঽস্মদাদিবিবুধৈঃ কৃপয়া ভগবান্ হরিঃ।
প্রসন্নোঽভূত্তদা বিষ্ণুর্ব্রূধ্বমিতি চাব্রবীৎ॥৩৯
ইত্যুক্তাস্তেন তে দেবা যথাভিলষিতং বরম্।
শ্রীপতেঃ প্রাপ্যতে জগ্মুঃ সর্ব্বে স্বং স্বং নিকেতনম্॥৪০
ময়োক্তমিতি দেবেশ দেহি মে বরমুত্তমম্।
প্রয়াগং নাম মে ক্ষেত্রং ভবত্বখিলকামদম্॥৪১
ততঃ শতগুণং ভূয়াদ্ দ্বিতীয়ং ক্ষেত্রকং মম।
ইন্দ্রপ্রস্থগতং সম্যগ্‌বৃত্তং ত্বত্তো ময়ানঘ॥ ৪২
ইত্যাকর্ণ্য বচো মহ্যং ভগবানাহ মাং তদা।
তথাস্ত্বিতি পুনর্ব্বাচমুবাচ শ্রূয়তাং বচঃ॥ ৪৩
শ্রীভগবানুবাচ।
ইন্দ্রস্য খাণ্ডবারণ্যে ইন্দ্রপ্রস্থাভিধং শুভম্।

করে, তজ্জন্যই মানবগণ সংপুত্রোৎপাদনে যত্ন করিয়া থাকে। হে মহামতে! যদি আপনার বংশধর তনয়লাভে অভিলাষ থাকে, তবে আপনি পুত্রকামনায় সর্ব্বজীবের বিধাতা ব্রহ্মার সেবা করুন। নারদ বলিলেন,—পত্নীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্র বিমল বলিলেন,—আমি পুত্রকামনায় ব্রহ্মক্ষেত্র প্রয়াগে গমন করিব। এইরূপ বলিয়া দ্বিজ হরিদ্বারে গমন করিলেন এবং তথায় যথাবিধি স্নান করিয়া কতিপয় দিবস পরে একদা সায়ংকালে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে বীর শিবে! দ্বিজ অখিলার্থপ্রদ ইন্দ্রপ্রস্থে স্নান করিলেন এবং ভোজন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া রজনীযোগে যমুনাতটে শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর দেবেশ ব্রহ্মা হংসারোহণে সেই নিশীথ সময়ে নিদ্রিত দ্বিজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব তীর্থ সমাগত হইল। দেববর ব্রহ্মা আগমন করিয়া তনয়কামী সেই দ্বিজকে জাগরিত করিলেন এবং মধুরাক্ষর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিপ্র! তোমার চিত্ত অভীপ্সিত আমি জানি, কিন্তু কিজন্য তাহা পূরণ করিতে আমি অসমর্থ, সেই কারণ শ্রবণ কর। এক সময় মেরুশিখরে অখিল অমর সম্মিলিত হইয়াছিলেন, কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য মহাদেবপ্রমুখ আমরা সকলেই মাধবের স্তব করিয়াছিলাম। অনন্তর ভগবান্ হরি মাদৃশ দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া কৃপাবশে প্রসন্ন হন এবং আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন দেবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে যথাভিলাষিত বর গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব নিকেতনে গমন করেন।২৭—৪। তৎকালে আমি বলিলাম,—হে দেবেশ! আমাকে এরূপ উত্তম বর প্রদান করুন, যাহাতে প্রয়াগ নামক মদীয় ক্ষেত্র অখিল কামদ হয়। হে অনঘ! আমি আপনার নিকট আর একটী বর প্রার্থনা করি যে, ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্গত মদীয় দ্বিতীয় প্রয়াগক্ষেত্র তাহা হইতেও যেন শতগুণ অধিক মাহাত্ম্যময় হয়। তখন হরি ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে

ক্ষেত্রং কলিন্দজাতীরে মত্তুল্যাস্তত্র যে মৃতাঃ
বিরিঞ্চে রচিতা তত্র স্বকীয়া দ্বারকা পুরী।
ময়া শতগুণাম্ভোধিতীরস্থায়াঃ পুরা গুণৈঃ ॥৪৫
তামুল্লঙ্ঘ্য নরো যস্তু তীর্থমন্যং নিষেব্যতে।
ন তীর্থফলমাপ্নোতি স পুমান্ন মৃষোদিতম্‌ ॥ ৪৬
সর্ব্বতীর্থোদিতং পুণ্যং শক্রতীর্থে লভেন্নরঃ।
দ্বারকা চ পুরী মায়া তীর্থমন্যচ্চ রক্ষতি ॥ ৪৭
যো নিমজ্জ্যান্যতীর্থেষু কৃত্বা চ বিবিধাঃ ক্রিয়াম্‌
অত্রৈষ্যতি ফলং তেভ্যঃ ফলং প্রাপ্স্যতি স ধ্রুবম্‌ ॥ ৪৮
ইত্যুক্তান্তর্দ্ধধে বিষ্ণুরহমপ্যগমং স্বকম্‌।
লোকং দ্বিজেন্দ্র বৈকুণ্ঠাদধোভাগে ব্যবস্থিতম্‌
প্রয়াগান্নামকাৎ ক্ষেত্রাৎ কাশী শতগুণা স্মৃতা।
কাশ্যাঃ শতগুণং তীর্থং নিগমোদ্বোধকং তথা॥
তীর্থসপ্তকমেতত্তু ত্রয়ং তুল্যফলং স্মৃতম্‌।
এতত্ত্রয়মনুল্লঙ্ঘ্য যো গচ্ছতি সিতাসিতম্‌ ॥৫১
তস্যাহং বাঞ্ছিতং বিপ্র দদামি খলু নান্যথা।
কেচিদাহুঃ সপ্তপুরী সমপুণ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ৫২
অযোধ্যাদ্যাঃ শতং তাভ্য ইন্দ্রপ্রস্থং প্রচক্ষতে
ত্বমত্রাগত্য বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বকামফলপ্রদে ॥ ৫৩
তীর্থে শ্রীদ্বারকাখ্যে হি কুরু স্নানং সুতেচ্ছয়া॥
যাবন্তি সর্ব্বতীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডকলসোদরে।
তেভ্যোঽপরিমিতং পুণ্যং শতনামনি কীর্ত্তিতে
সুতস্তে কুলধৌরেয়ং তীর্থমেতৎ প্রদাস্যতি ॥
স্নানাচ্চ তব গোবিন্দঃ প্রসন্নাত্মা ভবিষ্যতি ॥৫৬
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশো ব্রহ্মা তত্র তিরোধতে ॥

বলিলেন,—তাহাই হউক। ভগবান্‌ পুনরায় আমাকে বলিলেন,—আমার বাক্য শ্রবণ কর। ইন্দ্রের খাণ্ডবারণ্যে যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক শুভ ক্ষেত্র অবস্থিত, এই ক্ষেত্রে যাহারা তনু ত্যাগ করে, তাহারা আমার তুল্য হয়। হে বিরিঞ্চে! এখানে আমার রচিত একটী পুরী আছে; পুরাকালে ঐ পুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ঐ পুরীর নাম দ্বারকা, উহা আমার স্বকীয় ক্ষেত্র এবং সাগরতীরস্থ দ্বারকা হইতে শতগুণাধিক। যে নর ঐ দ্বারকা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য তীর্থের সেবা করে, তাহার তীর্থফল লাভ হয় না, ইহা আমার বাক্য, অতএব মিথ্যা হইবার নহে। মানব এই শক্রতীর্থেই অখিল তীর্থবিহিত ফল লাভ করিয়া থাকে। দ্বারকা ও মায়াপুরী হরিদ্বার অন্য তীর্থকে রক্ষা করেন। মানব অন্য তীর্থে যে নিমজ্জন ও বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে, সেই সকল ফল তথা হইতে এখানে আগমন করে; অতএব দ্বারকাসেবী মানব একমাত্র এই স্থানেই অখিল তীর্থফললাভে সমর্থ হয়। ভগবান্‌ হরি ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আমিও আমার স্বকীয় লোকে আগমন করিলাম। হে দ্বিজেন্দ্র! আমার ঐ লোক বৈকুণ্ঠের অধোভাগে অবস্থিত। মদীয় প্রয়াগক্ষেত্র হইতে কাশী শতগুণাধিকা, কাশী হইতে নিগমোদ্বোধক শতগুণাধিক। বশিষ্ঠাদি-প্রতিষ্ঠিত তীর্থসপ্তক, নিগমোদ্বোধক এবং শক্রতীর্থ—এই তীর্থত্রয় পরস্পর তুল্য ফলদায়ক। অযোধ্যাদি সপ্তপুরীকে পরস্পর সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; বস্তুতঃ যে মানব এই তীর্থত্রয়ের উল্লঙ্ঘন না করিয়া প্রয়াগের গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে গমন করে, হে বিপ্র! আমি নিশ্চিত তাহার অভীষ্ট প্রদান করি, অন্যথা তাহার মনোরথ ব্যর্থ হইয়া থাকে। কোন কোন মহর্ষি পুণ্যের তুলনায় সেই সকল পুণ্য পুরী হইতেও ইন্দ্রপ্রস্থ শতগুণাধিক। হে বিপ্রেন্দ্র! সে যাহাই হউক, তুমি এই সর্ব্বকামফলপ্রদ শ্রীদ্বারকাখ্য তীর্থে আগমন করিয়া পুত্রকামনায় স্নান কর। ৪০—৫৪। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে যে সকল তীর্থ অবস্থিত, তাহাদের সেবায় ও শতনামকীর্ত্তনে যে ফল, এই দ্বারকায়ও সেই ফল বিদ্যমান। এই দ্বারকা তীর্থ তোমাকে বংশধর পুত্র প্রদান করিবেন; আর স্নানমাত্রে গোবিন্দ তোমার প্রতি

বিমলোঽপি তদা স্নাত্বা দেবাদীনপ্যতর্পয়ৎ।
ইত্যুবাচ স ধর্ম্মাত্মা দ্বারকে কৃষ্ণবল্লভে ॥ ৫৭
সুতং বংশকরং দেহি মহ্যং ভক্তায় তে নমঃ।
ইত্যুক্তে তেন বিপ্রেণ দেববাগভবত্তদা ॥ ৫৮
দেববাগুবাচ।
পুত্রস্তে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞো বংশকর্ত্তা ভবিষ্যতি।
প্রসাদাদস্য তীর্থস্য সর্ব্বতীর্থশিরোমণেঃ ॥৫৯
যাহি গেহং বিলম্বং মা সুকৃতং তেন মজ্জনম্ ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য স তাং বাণীং বিশ্বস্তঃ পুত্রজন্মনি ॥
চচাল জলমাদায় দ্বারকায়াঃ কমণ্ডলৌ।
মার্গে তস্য সখা বিপ্রো মলয়াচলকেতনঃ ॥ ৬১
মীলিতশ্চলিতো গেহং কৃত্বা তীর্থানি সর্ব্বতঃ।
তস্মৈ স্ববৃত্তমাখ্যাতং ব্রহ্মসংবাদকাত্মকম্ ॥ ৬২
যদ্বৃত্তং দ্বারকাতীর্থে শ্রুত্বা সোঽপি বিসিস্মিয়ে
উবাচ স চ ধর্ম্মাত্মা সখে মম বচঃ শৃণু ॥ ৬৩
যাবন্তি ভারতে ক্ষেত্রে তীর্থানি বিহিতানি মে
তাবন্তি কর্ত্তুমিচ্ছামি ত্বদুক্তং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৬৪
নীত্বা মাং দর্শয় সখে তত্তীর্থং সর্ব্বকামদম্।
সখায়স্তে বরা ভূমাবুপকুর্ব্বন্তি যে সখীন্ ॥ ৬৫
ন তৈর্নন্থ সমো লোকে পিতা মাতাথবা সুতঃ
নির্দ্ধনং পুরুষং লোকে সর্ব্বে মুঞ্চন্তি বান্ধবাঃ ॥
ন মুঞ্চন্তি সখা যস্য তস্য দুঃখেন দুঃখিতাঃ।
সংসারার্ণবনির্ম্মগ্নান্ সখীনুদ্ধরতে সখা ॥ ৬৭
উপদিশ্য হরের্ভক্তিমার্গং জন্মেন্ধনানলম্।
অতস্ত্বং মে সখা শ্রেষ্ঠ উপকারং বিধেহি মে ॥
দর্শয়ৈতদ্বরশ্রেষ্ঠং তীর্থাখ্যং দ্বারকাং দ্বিজ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৮

প্রসন্ন হইবেন। নারদ বলিলেন,—দেবদেবেশ ব্রহ্মা দ্বিজকে এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, বিপ্র বিমলও সেই দ্বারকা-জলে স্নান করিয়া দেবাদির তর্পণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিমল দ্বারকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে কৃষ্ণবল্লভে দ্বারকে! আমি আপনার ভক্ত, আমাকে বংশধর তনয় দান করুন। বিপ্র বিমল এইরূপ বলিলে তৎ-কালে এক দৈববাণী হইল। দৈববাণী বলিল,—সর্ব্বতীর্থশিরোমণি এই দ্বারকার প্রসাদে তোমার ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বংশকর্ত্তা পুত্র হইবে। তোমার দ্বারকাতীর্থমজ্জনে সুকৃত সঞ্চিত হইয়াছে, অবিলম্বে গৃহে গমন কর। নারদ বলিলেন,—বিপ্র বিমল এতাদৃশী দৈব-বাণী শ্রবণে পুত্রপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশ্বস্ত হইলেন এবং তিনি কমণ্ডলুতে দ্বারকাবারি গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথি-মধ্যে তাঁহার মলয়াচলবাসী জনৈক সখার সহিত দেখা হইল, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত তীর্থ করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন। বিমল পথে যাইতে যাইতে ব্রহ্মসংবাদাত্মক দ্বারকাতীর্থসম্ভূত স্বকীয় সর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সখা তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সেই ধর্ম্মাত্মা বিমলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—সখে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ভারতক্ষেত্রে যে সকল তীর্থক্ষেত্র বর্ত্তমান, আমি সে সকলের সেবা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার কথিত এই উত্তম দ্বারকাতীর্থে যাইতে অভিলাষ করি। হে সখে! আমাকে তথায় লইয়া গিয়া সেই সর্ব্ব-কামদ দ্বারকাতীর্থ দর্শন করাও। যাহারা সখার উপকার করে, ভূতলে তাহারাই প্রকৃত সুহৃদ্বর; সংসারে পিতা, মাতা ও সুতও তাহাদের সদৃশ নহে। বান্ধবগণ নির্দ্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু যাহারা উপ-কারী প্রকৃত সখা, তাহারা কদাচ সখাকে পরিত্যাগ করে না, পরন্তু সখার দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকে। হরিভক্তিজন্মস্বরূপ ইন্ধনের বহ্নিতুল্য, সখা সেই হরিভক্তিপথের উপ-দেশ দিয়া সংসার-নিমগ্ন সখাদিগকে উদ্ধার করে; তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সখা; অতএব আমার

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
বিমলস্তং দ্বিজং নীত্বা দ্বারকায়ামিহাগতঃ।
পুনস্তৌ সস্নতুঃ ধীরৌ শ্রীপতের্ভক্তিকাম্যয়া।
ভূয়ঃ খে মেঘগম্ভীরা বাগাসীদিতি ভূপতে॥ ২
আকাশবাগুবাচ।
শৃণুতং দ্বিজশার্দ্দূলৌ হরেস্তীর্থমিদং শুভম্।
এতত্তীর্থপ্রসাদাদ্বাং বিষ্ণুভক্তির্ভবিষ্যতি।
যয়া জহাতি লোকোঽয়মবিদ্যামোহমুল্বণম্॥ ২
নারদ উবাচ।
নিশম্যেতি দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ তাং বাচমশরীরিণীম্।
প্রসাদোঽয়ং হরেরাসীদিত্যূচাতে পরস্পরম্॥৩
স্নাত্বা তৌ বিধিবত্তত্র লব্ধ্বা ভক্তিং হরেঃ পরাম্
চেলতুঃ প্রণিপত্যেদং ভাষমাণৌ মিথস্তদা॥ ৪

দ্বিজাবূচতুঃ।
যথাবয়োর্হি সংযোগঃ পথি জাতোঽবিচারতঃ।
যথা গৃহকলত্রাদিসংযোগো ভুবি জায়তে॥ ৫
সাম্প্রতং বিরহো ভাবী যথা নৌ মার্গবর্ত্তিনৌ।
তথা দারসুতাদীনাং কালব্যালস্থবর্ত্তিনাম্॥ ৬
ধন্যঃ স পুরুষো লোকে যো দারসুতসঙ্গমম্।
বিজ্ঞায় ক্ষণিকং নিত্যং সংশ্রয়েৎ শ্রীপতিং
ভজেৎ॥৭
নারদ উবাচ।
স্মরণং করণীয়ং মে দাসোঽহং ত্বৎপদাশ্রয়ঃ।
সন্দেশঃ প্রেষণীয়ো মামিত্যুক্ত্বা স্বগৃহং গতো॥৮
শৃণু রাজন্ যথা তেন মিত্রেণ বিমলস্য তু।
মোক্ষণং রাক্ষসীনান্তু বিহিতং পথি গচ্ছতা॥৯
ব্রজন্ স ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্তস্তং দেশং জলবর্জ্জিতম্
যত্র তাঃ পাপবিপ্লুষ্টা রাক্ষস্যঃ ক্ষুতৃষাকুলাঃ॥১০
অথ তাঃ পথি গচ্ছন্তং দূরাদ্দৃষ্ট্বা দ্বিজোত্তমম্।

উপকার কর, হে দ্বিজ! আমাকে দ্বারকাখ্য তীর্থ দর্শন করাও।৫৫—৬৯।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২০৭।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—বিপ্র বিমল সখাকে লইয়া দ্বারকায় সমাগত হইলেন, সুধী সখাদ্বয় হরিভক্তিকামনায় পুনরায় তথায় স্নান করিলেন। হে ভূপতে! আবার আকাশে মেঘগম্ভীর বাণী প্রাদুর্ভূত হইল। আকাশবাণী বলিল,—হে দ্বিজশার্দ্দূলদ্বয়! শ্রবণ কর, এই দ্বারকা হরির তীর্থ, এই শুভ দ্বারকাপ্রসাদে তোমাদের উভয়েরই বিষ্ণুভক্তি উদ্ভূত হইবে। এই তীর্থপ্রভাবে লোক অতি দারুণ অবিদ্যামোহ হইতে মুক্ত হয়। তখন দ্বিজসত্তমদ্বয় তাদৃশী শূন্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরস্পর বলাবলি করিলেন,—হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। অনন্তর দ্বিজদ্বয় দ্বারকায় যথাবিধি স্নান করিয়া উত্তম হরিভক্তি লাভ করিলেন এবং দ্বারকাকে প্রণাম করিয়া পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে পথে প্রস্থিত হইলেন। দ্বিজদ্বয় বলিলেন,—সংসার গৃহ কলত্রাদির সহিত স্বতই যেরূপ সংযোগ হয়, পথে চলিতে চলিতে আমাদেরও তদ্রূপ সংযোগ সংঘটিত হইয়াছে; আবার কালকবলের বশবর্ত্তী দারসুতাদির যদ্রূপ পরস্পর বিরহ হইয়া থাকে, পথবর্ত্তী আমাদেরও তদ্রূপ বিচ্ছেদ সম্ভাবিত হইবে। সংসারে সেই পুরুষই প্রশংসনীয়—যিনি স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গ ক্ষণিক জ্ঞানে শাশ্বত শ্রীপতিপদের সেবা করেন।১—৭। নারদ বলিলেন,—অনন্তর আমি তোমার পদাশ্রিত দাস, আমাকে স্মরণ রাখিও আমাকে সংবাদ দিও" বিপ্র বিমল ও মলয়াচলনিলয় পরস্পর এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। হে রাজন্! বিমলমিত্র মলয়াচলনিলয় পথে যাইতে যাইতে কিরূপে সেই সকল রাক্ষসীর মোক্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। বিপ্র মলয়াচলনিলয় পথে চলিতে চলিতে এক জলবর্জ্জিত দেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় পাপবিপ্লুষ্ট ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল সেই সকল রাক্ষসী বাস

সজলামত্রহস্তং তং মিথস্থিতি বভাষিরে ॥ ১১
রাক্ষস্য উচুঃ।
আয়াতি পথিকঃ কশ্চিজ্জলপাত্রং করে দধৎ।
অস্মাকং ক্ষুতৃষোঃ শান্তির্নাগপি ভবিষ্যতি ॥১২
এনং সম্ভক্ষয়িষ্যামঃ পাস্যামোঽস্য করে স্থিতম্
পাত্রং জলং বয়ং তৃষ্ণাক্ষুধার্ত্তাঃ শতবর্ষতঃ।
নারদ উবাচ।
কাচিদাহেত্যহং পূর্ব্বমস্যোক্তং কালখণ্ডকম্ ॥ ১৩
ভক্ষয়িত্বা ততো রক্তং পীত্বা যাস্যামি জীবিতম্
অন্যা প্রাহ কিয়দ্দ্রব্যং বিদ্যতেঽস্য গজাননে ॥
মম ব্যাঘ্রাননায়াস্তু পানায়াপি ন দৃশ্যতে।
অন্যা বৈ রথচক্রাখ্যা শ্রূয়তাং বচনং মম ॥ ১৫
করিষ্যে কুণ্ডলমহং কেনাস্যৈরস্য মেখলাম্।
অন্যাবদদহং দন্তৈরেকতঃ শ্যামলীকৃতৈঃ ॥ ১৬

রমে ষোড়শভির্দ্যূতশালায়াং তদ্বিশারদঃ।
ইত্যুক্ত্বা তা মিথঃ সর্ব্বাস্তং দ্বিজং প্রতি দুদ্রুবুঃ
বিকৃতাস্যা ললজ্জিহ্বাঃ প্রদ্যোতৈকমহাভুজাঃ
আয়ন্তীস্তাঃ সমালোক্য ব্রাহ্মণো ভয়বিহ্বলঃ
আত্মানমভিতশ্চক্রে রক্ষাং বেদোদিতাং নৃপ।
তা আগত্য স্থিতা দূরং রাক্ষস্যো ভীমবিক্রমাঃ
তেজসা তস্য মন্ত্রৈশ্চ প্রত্যাদিষ্টা নরাধিপ।
উচুশ্চ কো ভবানত্র কুতঃপ্রপ্তোঽসি তদ্বদ ॥ ২০
ত্বদ্দর্শনান্নমনোঽস্মাকং প্রসাদমধিগচ্ছতি।
ত্বৎপাদস্পর্শনাৎ কিং নো ন বিপ্র ভবিতা ফলম্
অতো মূর্দ্ধসু নো দেহি স্বকীয়ং পাদপঙ্কজম্ ॥২১
নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং জগাদ হরিদত্তজঃ ॥ ২২
দ্বিজ উবাচ।
কৃত্বা পবিত্রতীর্থানি ব্রাহ্মণোঽহং সমাগতঃ।

করিত। ঐ দ্বিজসত্তমের হস্তে জল ছিল, দূর হইতে রাক্ষসীরা তাঁহাকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। রাক্ষসীরা কহিল,—ঐ দেখ, করে জলপাত্র লইয়া জনৈক পথিক আসিতেছে, উহার করস্থ বারি দ্বারা আমাদের অল্প বিস্তর ক্ষুধা-তৃষ্ণার শান্তি হইতে পারিবে। আমরা শতবর্ষ যাবৎ ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, এক্ষণে ইহাকে ভক্ষণ করিয়া পরে উহার পাত্রস্থ জল পান করিব। নারদ কহিলেন,—তাহাদের মধ্যে কোন রাক্ষসী কহিল—আমিই পূর্ব্বে ইহার উক্ত যকৃৎখণ্ড ভক্ষণ করিয়া পরে উহার রক্তপানে প্রাণ রক্ষা করিব। অন্য ব্যাঘ্রবদনা রাক্ষসী অপর কেন করিমুখী রাক্ষসীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে গজাননে! আমি ইহার নিকট এমন কোন দ্রব্য বিদ্যমান দেখিতেছি না যে, আপনার পানযোগ্য হইতে পারে। অপরা রথচক্রবদনা কোন নিশাচরী অপর এক রাক্ষসীকে কহিল,—আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি ইহার মুণ্ড দ্বারা কুণ্ডল এবং নাড়ী দ্বারা মেখলা নির্ম্মাণ করিব। আবার অন্য দিক্ হইতে আর এক রাক্ষসী কহিল,—আমি ইহার শ্যামলীকৃত ষোড়শ দশন দ্বারা পাশক প্রস্তুত করিয়া দ্যূতশালায় ক্রীড়া করিব। বিবৃতবদনা ললজ্জিহ্বা মহাভুজা উগ্রোজ্জ্বলা সেই সকল রাক্ষসী পরস্পর এইরূপ উক্তিপ্রত্যুক্তি করিয়া সেই দ্বিজের দিকে ধাবিত হইল। হে নৃপ! বিপ্র মলয়াচল-নিলয় সেই সকল রাক্ষসীকে আসিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইলেন এবং তিনি বেদোদিত মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বদিকে নিজদেহের রক্ষাবিধান করিলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর সেই সকল ভীমবিক্রম রাক্ষসীরা আসিয়া তাঁহার তেজ ও মন্ত্রদ্বারা যেন বশীভূত হইয়াই দূরে অবস্থান করিল এবং বলিল,—আপনি কে? কোথা হইতে এখানে আগমন করিলেন? তাহা বলুন। আপনার দর্শনে আমাদের মন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে; হে বিপ্র! আপনার পাদস্পর্শে না জানি আমাদের কি শুভফল লাভ হইবে? অতএব আমাদের মস্তকে ভবদীয় পাদপদ্ম প্রদান করুন ।৮—২১। নারদ বলিলেন,—অনন্তর হরিদত্তনন্দন রাক্ষসীগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। দ্বিজ বলিলেন,—আমি

সাম্প্রতং পুষ্করং যামি ভবতীভিঃ কিমিষ্যতে।
যতস্তৎপ্রার্থ্যতাং দাতুং শক্তো দাস্যামি চেত্তদা
রাক্ষস্য উচুঃ।
যেষু তীর্থেষু বিপ্রেন্দ্র ত্বয়া স্নাতং বদস্ব নঃ।
তানি সর্ব্বাণি পুণ্যানি মোচয়াতঃ কুজন্মনঃ।
অস্মানতিতরাং তৃষ্ণাক্ষুদ্ভ্যাং দারুণদুঃখদাৎ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
অবন্তীয়াশ্রমাৎ পূর্ব্বমহং হরিপুরীমিতঃ।
গতোঽহং দ্বারকাং তস্মাৎ স্নাত্বা সোমোদ্ভবাজলে
ততঃ প্রাপ্তঃ প্রভাসাখ্যং তীর্থং নীরধিতীরগম্
তস্মাৎ সেতুনিবন্ধেঽহং স্নাতঃ পরমপাবনে॥ ২৬
তস্মাদহং মহাপুণ্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং সমুপাগতঃ।
হতো যত্র তু রামেণ বালী কপিগণেশ্বরঃ॥ ২৭
তস্মান্মঠং সরস্বত্যা নর্ম্মদাতীরসংস্থিতম্।
সমাগতোঽহং যত্রাস্তি ভারতী সর্ব্বসেবিতা॥২৮

ততোঽহমবিশং বেণীং তাং নত্বা দক্ষিণাপথে
শিবকাঞ্চীবিষ্ণুকাঞ্চ্যোর্দৃষ্টে তত্র ময়া পুরে॥
যয়োর্ম্মরণতো জন্তুঃ শিবো বিষ্ণুশ্চ জায়তে।
ততোঽহমুৎকলং প্রাপ্তো যত্রাস্তি হরিরীশ্বরঃ॥
চতুর্ব্বর্গপ্রদঃ সাক্ষাদ্ভক্তানামপি কাঙ্ক্ষিতম্।
তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবদ্ভক্ষয়িত্বা নিবেদিতম্॥ ৩১
প্রসাদভূতং তস্যৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্।
তত্র দেবানৃষীন্ পিতৄংস্তর্পয়িত্বা যথাবিধি।
যত্র গঙ্গা শতমুখী জাতা তত্রাহমাগমম্॥ ৩২
ততো গয়ামুপাগত্য পিণ্ডান্ দত্ত্বা যথাবিধি॥৩৩
পিতৃভ্যস্তুলসী পুষ্পচন্দনোদকপূজিতান্।
কোশলাং সরযূং বারিকর্ণধারনভস্বতা॥ ৩৩
পবিত্রিতাখিলজনাং স্পর্শনেনাহমাগমম্।
তত্রাস্তি গোপ্রতারাখ্যং তীর্থং ত্রিদশদুর্লভম্॥

ব্রাহ্মণ, পবিত্র তীর্থসমূহের সেবা করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। সম্প্রতি আমি পুষ্করে প্রয়াণ করিব, তোমাদের অভীষ্ট কি, তাহা প্রার্থনা কর, যদি আমার সামর্থ্য থাকে, তবে তাহা প্রদান করিব। রাক্ষসীরা কহিল, —হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি যে সকল তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তৎসমস্ত আমাদের নিকট বর্ণন করুন, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিরতিশয় পীড়িত, সেই সকল পুণ্যতীর্থ আমাদিগকে দারুণ দুঃখদ কুযোনি হইতে মোচিত করিবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—অবন্তীপুরে আমার আশ্রম, আমি প্রথমে তথা হইতে হরিদ্বারে গিয়াছিলাম; তারপর হরিদ্বার হইতে দ্বারকায় গিয়া স্নান করিলাম। অনন্তর দ্বারকা হইতে সাগরতীরস্থিত প্রভাস ক্ষেত্রে উপনীত হই এবং তত্রত্য সোমোদ্ভবানীরে স্নান করিয়া তারপর পরম পাবন সেতুবন্ধে গমন করিয়া স্নান করি। অতঃপর আমি মহাপুণ্য কিষ্কিন্ধ্যায় সমাগত হইলাম, এইস্থানে রাম কপিগণেশ্বর বালীকে বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর আমি নর্ম্মদাতীরসংস্থ সরস্বতী মঠে সমাগত হইলাম, এই স্থানে সর্ব্বসেবিতা ভারতী অবস্থিতা। তার পর আমি বেণীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করত দক্ষিণাপথের শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিলাম। জীব এই শিবকাঞ্চীতে অনুত্যাগ করিয়া শিব এবং বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রাণত্যাগে বিষ্ণু হয়। অনন্তর আমি উৎকলে উপস্থিত হইলাম, এখানে চতুর্ব্বর্গপ্রদ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হরি বিরাজ করেন, ইনি ভক্তগণের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। আমি উৎকলে সেই হরিদেবের যথাবিধি পূজা করিয়া তদীয় প্রসাদভূত নৈবেদ্যভক্ষণান্তে সাগরসঙ্গমে গমন করিলাম। সাগরসঙ্গমে গিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিলাম, তার পর গঙ্গা যেখানে শতমুখী হইয়াছেন, তথায় উপনীত হইলাম।২২—৩২। অনন্তর গয়ায় গমন করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ডদানান্তে পুষ্প তুলসী ও চন্দনোদক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিলাম। তার পর কোশলা ও সরযু তীর্থে গমন করিলাম, এই তীর্থদ্বয়ের রক্ষক স্বয়ং দিবাকর এবং ইহার বারিস্পর্শে অখিল ভুবন পবিত্র হয়। এই স্থানে ত্রিদশদুর্লভ গোপ্রতার নামক

তত্র স্নানাদিকং কর্ম্ম নিশাচর্য্যঃ কৃতং ময়া।
ততঃ কাশীমহং প্রাপ্তো রাজধানীমুমাপতেঃ ॥৩৬
নত্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং বিন্দুমাধবমেব চ।
স্নাতং মণিকর্ণিকায়াং জ্ঞানবাপ্যাঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র প্রয়াগং পুনরাগমম্।
পৌষশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সাক্ষাদ্‌যত্র প্রজাপতিঃ ॥৩৮
একস্মিন্ মাঘমাসে তু স্নানং কৃত্বারুণোদয়ে।
পুনস্তস্মাৎ সমায়াতো নৈমিষং গোমতীতটে ॥
যত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি বসন্তি চ স্বমায়য়া।
ততোঽহং মথুরাং প্রাপ্তো যত্র বিশ্রান্তিসংজ্ঞকম্
তীর্থং তৎসন্নিধৌ পুণ্যমসিকুণ্ডাখ্যমুত্তমম্।
কৃষ্ণগঙ্গাধ্রুবাক্রূরকেশিকালীয়তীর্থভূৎ ॥ ৪১
যমুনাস্তি মহাপুণ্যা যত্র সর্ব্বার্থদায়িনী।
উভয়োঃ কূলয়োস্তস্যা বনানি দ্বাদশ শ্রিয়া ॥৪২
রাজমানানি খেচর্য্যঃ সমস্তার্থকরাণি চ।
সন্তি তেষু নরঃ স্নাত্বা পীত্বা ভূয়ো ন জায়তে ॥
ততোঽহমাগমং পুণ্যং হস্তিনপুরমুত্তমম্।
যত্র শ্রীপতিপাদাব্জজাতা গঙ্গা সরিদ্বরা ॥ ৪৪
ততো নারায়ণস্থানং হিমবদ্ভূমিসংস্থিতম্।
আগত্য মাধবং দৃষ্ট্বা কেদারমহমাগমম্ ॥ ৪৫
তত্র সম্পূজ্য বিশ্বেশং পীত্বাহং সোদকং পুনঃ।
হরিদ্বারং মহাপুণ্যমাগমং জাহ্নবীতটে ॥ ৪৬
তত্র স্নাত্বা পিতৄন্ দেবানৃষীন্ সন্তর্প্য চাপ্যহম্।
সমাগতঃ কুরুক্ষেত্রে যত্র প্রাচী সরস্বতী ॥ ৪৭
তত্রাপ্যহং ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কৃতবান্ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ
অর্চ্চয়িত্বা চ পাদাব্জং শ্রীপতেঃ পুষ্করং প্রতি ॥
চলিতো মার্গমধ্যে তু বিমলো নাম মে সখা।
মিলিতো মাং ব্রজন্ গেহমিন্দ্রপ্রস্থাত্তু তীর্থতঃ
নীতোঽহং তেন রাক্ষস্যঃ পুনস্তত্র দ্বিজন্মনা।
তীর্থেঽপি মে পরাবৃত্য শক্রপ্রস্থেঽখিলার্থদে ॥

তীর্থ অবস্থিত, হে নিশাচরীগণ! আমি সেই গোপ্রতার তীর্থে স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। অনন্তর আমি উমাপতির রাজধানী কাশীপুরীতে উপস্থিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দেবকে পূজা করিলাম, ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞানবাপী ও মণিকর্ণিকায় স্নান করিলাম এবং তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া পুনরায় প্রয়াগে আগমন করিলাম। স্বয়ং প্রজাপতি এই স্থানে পৌষের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সমাগত হইয়া থাকেন। অনন্তর আমি এস্থানে এক দিন মাঘমাসের অরুণোদয়ে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে নৈমিষ কাননের গোমতীতটে উপনীত হইলাম। এই স্থানে আত্মমায়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাবতীয় তীর্থ বাস করেন। অতঃপর আমি মথুরায় আগমন করিয়া তত্রত্য বিশ্রান্তি নামক তীর্থে উপনীত হইলাম। এই বিশ্রান্তিতীর্থের সন্নিধানে অসিকুণ্ড নামক অনুত্তম পূত তীর্থ বিরাজিত, এই অসিকুণ্ডের ইতস্তত কৃষ্ণগঙ্গা, ধ্রুবা, অক্রূর, কেশী ও কালীয় তীর্থ অবস্থিত। এখানে সর্ব্বার্থদায়িনী মহাপুণ্যা যমুনা বিরাজিতা, এই যমুনার উভয় কূলে শোভাসমন্বিত দ্বাদশ বন তীর্থ বিদ্যমান; হে খেচরীগণ! এই সকল কানন সমস্তার্থসাধন। এই সকল তীর্থে স্নান ও তীর্থবারিপানে জীবের আর জন্ম হয় না। অনন্তর আমি এই সকল তীর্থের সেবা করিয়া অনুত্তম পুণ্য ক্ষেত্র হস্তিনাপুরে উপনীত হইলাম, এই হস্তিনাপুরে শ্রীপতিপাদসম্ভূতা সরিদ্বরা গঙ্গাদেবী বিদ্যমানা। অতঃপর আমি হিমালয়ভূমির নারায়ণ তীর্থে আগমন এবং তত্রত্য মাধব দর্শন করিয়া কেদার তীর্থে উপনীত হইলাম। কেদারে আসিয়া বিশ্বেশের পূজা ও হংসকুণ্ডোদক পান করিয়া পুনরায় মহাপুণ্য হরিদ্বারে আগমন করিলাম। এখানে আসিয়া হরিদ্বারের জাহ্নবীজলে স্নান এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলাম। এই কুরুক্ষেত্রে প্রাচী সরস্বতী বিরাজিতা।৩৩—৪৭। এখানেও আমি ইন্দ্রিয়নিচয় সংযমনপূর্ব্বক অখিল ক্রিয়া নির্ব্বাহ করত শ্রীপতির পাদপদ্ম পূজা করিয়া পুষ্কর তীর্থে প্রস্থিত হইলাম। এই পুষ্করের পথে চলিতে চলিতে আমি সখা বিমলের সহিত মিলিত হইলাম;

তত্রাস্তি দ্বারকা পুণ্যা নির্ম্মিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্।
তত্রাবলোকিতঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্বাক্যান রূপতঃ ॥৫১
তত্রাহং স চ সংস্নাতৌ বিষ্ণুভক্তিপ্রলব্ধয়ে।
দত্তা সা বিষ্ণুনা মহ্যং তস্মৈ চ কৃষ্ণমূর্ত্তিনা ॥ ৫২
শ্রুতা তত্র হরের্বাণী ন রূপং বৈ বিলোকিতম্।
ভক্তির্লব্ধা ততঃ স্থানাদ্‌যাম্যহং পুষ্করং প্রতি ॥
তস্য তীর্থাধিপস্যেদং দ্বারকাখ্যস্য বৈ জলম্।
কমণ্ডলুগতং পুণ্যং নিশাচর্য্যো বদাম্যহম্ ॥ ৫৪
ভবতীভিরহং পৃষ্টো যত্তদাখ্যাতমেব মে।
দৃষ্ট্বা বো দুর্দ্দশামেতাং কৃপা মে জায়তে হৃদি ॥
উচ্যতাং কিং করোম্যদ্য ভবতীনাং বশো হ্যহম্
জ্ঞানং ভবতু যুষ্মাকমিতি তাঃ সিষিচেঽম্ভসা ॥৫৬
তাস্তজ্জলাভিমর্শাত্তু সর্ব্বেষাং জন্মকর্ম্মণাম্।
সংস্মৃত্য তত্যজুশ্চৈব রাক্ষসং দেহমুল্বণম্ ॥ ৫৭
আসাদ্য দেবতাদেহং বিমানান্ সপ্ত চাগতম্
আরুহ্যাপ্সরসো ভূত্বা তাঃ প্রণেমুর্দ্বিজন্মনে ॥ ৫৮
উচুশ্চ ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্বারকাজলসঙ্গমাৎ।
রাক্ষসত্বাদ্বয়ং মুক্তা গচ্ছামস্ত্রিদশালয়ম্ ॥ ৫৯
ইন্দ্রপ্রস্থান্তরাবর্ত্তিন্যেষা যা দ্বারকা দ্বিজ।
নাতঃ পরতরং লোকেঽন্যত্তীর্থমখিলার্থদম্ ॥ ৬০

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাঃ সমারূঢ়া বিমানেষু মহীপতে।
জগ্মুঃ প্রাচীং দিশং তেন দত্তাজ্ঞা বৈ দ্বিজন্মনা
যমুনাতীরবর্ত্তিন্যা দ্বারকায়া মহীপতে।
শৃণ্বন্মাহাত্ম্যমেতস্যা নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬২

সখা বিমল তখন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহে গমন করিতেছিলেন। হে রাক্ষসীগণ! সেই দ্বিজ বিমলই আমাকে তথায় লইয়া যান, আমি তাঁহারই কথায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই অখিলার্থপ্রদ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হই। এই ইন্দ্রপ্রস্থে পুণ্য দ্বারকা তীর্থ অবস্থিত, স্বয়ং বিষ্ণু ইহার নির্ম্মাতা; এই স্থানে বিষ্ণু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। এ প্রত্যক্ষ স্বরূপতঃ নহে—বাক্যতঃ। এই দ্বারকায় আমি ও বিমল উভয়েই বিষ্ণুভক্তি লাভার্থ স্নান করিলাম, বিষ্ণু কৃষ্ণমূর্ত্তিতে আমাকে ও সখাকে ভক্তি প্রদান করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার বাক্যমাত্র শ্রবণ করিলাম। আমাদের ভক্তি লাভ হইল, আমি সে স্থান হইতে পুষ্কর তীর্থে প্রস্থিত হইলাম। তোমরা আমার হস্তস্থিত কমণ্ডলু মধ্যে যে জল অবলোকন করিয়াছিলে, সেই পুণ্য জল এই তীর্থাধিপতি দ্বারকার, হে নিশাচরীগণ! এই তোমাদের নিকট বলিলাম। তোমরা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্ত কথিত হইল; এক্ষণে তোমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইতেছে, আমি অদ্য তোমাদের বশীভূত হইলাম, অতএব বল, তোমাদের আমি কোন্ কার্য্য সাধন করিব? তোমাদের জ্ঞান লাভ হউক' দ্বিজ এইরূপ বলিয়া সেই দ্বারকা বারি দ্বারা তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সেই জলস্পর্শে রাক্ষসীগণের সর্ব্ব জন্ম ও কর্ম্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল, তাহারা তাহাদের জন্ম-কর্ম্ম স্মরণ করিয়া উজ্জিত রাক্ষস-দেহ পরিত্যাগ করিল। তখন তথায় সাতখানি বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা দেবদেহ লাভ ও সেই বিমানে আরোহণ করিল। অনন্তর তাহারা অপ্সরাদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই দ্বিজকে প্রণাম করিল এবং বলিল,—হে দ্বিজসত্তম! আমরা অদ্য দ্বারকাবারি স্পর্শে রাক্ষস-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিতেছি। হে দ্বিজ! ইন্দ্রপ্রস্থের মধ্যস্থ এই যে দ্বারকা তীর্থ, ত্রিলোকে ইহার তুল্য অখিলার্থপ্রদ অন্য তীর্থ নাই।৪৮—৬০।

নারদ বলিলেন,—হে মহীপতে! তাহারা এইরূপ কহিয়া সেই সকল বিমানে আরোহণ করিল এবং সেই দ্বিজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে প্রস্থিত হইল। হে মহীপতে! যমুনাতীরবর্ত্তী এই দ্বারকার

বেদজ্ঞানাং ব্রাহ্মণানাং শতস্যেচ্ছাসুভোজনাৎ
যৎ ফলং শ্রবণাদস্মাস্মহিম্নস্তৎ প্রজায়তে ॥ ৬৩
গোবিন্দারাধনে সম্যগ্ যথা বৈ সৌখ্যমিন্দ্রিয়ম্
মাহাত্ম্যশ্রবণাদস্যা দ্বারকায়াস্তথা নৃপ ॥ ৭৪
সূর্য্যেন্দুগ্রহণে দানাৎ সুবর্ণফলবিংশতেঃ।
যৎ ফলং শৃণ্বতৈতস্যা মাহাত্ম্যং তদবাপ্যতে ॥
বিমলস্য সুতপ্রাপ্তিং শ্রুত্বা সুত ইহাপ্যতে।
তৎসখ্যুর্ভক্তিলাভঞ্চ লভ্যতে ভক্তিরুত্তমা ॥৬৬
রাক্ষসীনাং বিমোক্ষং যঃ শৃণোতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ
স যাতি তা ইব শ্রেষ্ঠং বিমানেন সুরালয়ম্ ॥৬৭
নৃপবর মহিমা তে বর্ণিতো দ্বারকায়া-
স্ত্রিভুবনজনসেব্যা শক্রতীর্থস্থিতায়াঃ।
কিমপরমতিপুণ্যং বর্ণয়ামি ত্বদগ্রে
কথয় ন হি বিধেয়ঃ শ্রেয়সি স্বে বিলম্বঃ ॥৬৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে দ্বারকাখ্যানং নামাষ্টাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৮ ॥

মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। শত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বেচ্ছা-ভোজন করাইলে যে ফল, এই দ্বারকা-মাহাত্ম্যশ্রবণেও সেই ফল লাভ হয়। হে নৃপ! সম্যক্ গোবিন্দারাধনে যেরূপ ইন্দ্রিয়-সুখ সমুৎপাদিত হয়, এই দ্বারকামাহাত্ম্য-শ্রবণেও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সুখ জন্মিয়া থাকে। সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণে বিংশতিপল সুবর্ণদানে যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, এই দ্বারকামাহাত্ম্যশ্রবণেও সেই ফল হয়। বিমলের সুতপ্রাপ্তির কথা শুনিলে ইহলোকে পুত্রপ্রাপ্তি হয়, আর বিমল-সখার ভক্তিলাভ বৃত্তান্ত শ্রবণে উত্তম ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রাক্ষসীগণের বিমোক্ষ শ্রদ্ধার সহিত বণ করে, সে সেই রাক্ষসীগণের ন্যায় উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া সুরালয়ে গমন করিয়া থাকে। হে নৃপবর। এই তোমার নিকট ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিত ত্রিভুবনজনসেব্য দ্বারকার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল, তোমার নিকট আর কোন্ পুণ্যাখ্যান কীর্ত্তন করিব? তাহা সত্বর বল; যেহেতু স্বীয় মঙ্গল লাভ বিষয়ে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। ৬১—৬৮।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৮।

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
সৌভরে কস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং নারদো মুনিঃ।
বর্ণয়ামাস শিবয়ে শক্রতীর্থগতস্য চ ॥ ১
অতস্ত মম শুশ্রূষা জায়তে মুনিপুঙ্গব।
শিবিনারদসংবাদং ব্রূহি পুণ্যং নতায় মে ॥ ২
সৌভরিরুবাচ।
ধর্ম্মরাজ শিবী রাজা শ্রুত্বা নারদবর্ণিতম্।
দ্বারকায়াস্ত মাহাত্ম্যং তমেবাপৃচ্ছদাদরাৎ ॥ ৩
শিবিরুবাচ।
ব্রহ্মাঙ্গজ সুরশ্রেষ্ঠ শ্রুতং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ইন্দ্রপ্রস্থতটস্থায়া দ্বারকায়া ময়াদ্ভুতম্ ॥ ৪
অযোধ্যায়াং যদি মুনে কিঞ্চিদস্তি পবিত্রকম্।
চরিতং মম তদ্ব্রূহি পিপাসোস্ত্বদ্বচোঽমৃতম্ ॥ ৫

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সৌভরে! দেবর্ষি নারদ শিবসন্নিধানে কোন্ তীর্থের এবং শক্রতীর্থগত কোন্ ব্যক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন? আমি প্রণত ও শ্রবণেচ্ছু; হে মুনিপুঙ্গব! সেই পবিত্র শিবিনারদসংবাদ আমার নিকট বর্ণন করুন। সৌভরি বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ। রাজা শিবি নারদবর্ণিত দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এবিষয় সাদরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১—৩। শিবি বলিলেন,—হে ব্রহ্মদেহোদ্ভব দেবর্ষিবর! ইন্দ্রপ্রস্থতটস্থিত দ্বারকার অদ্ভুত উত্তম মাহাত্ম্য আমি শ্রবণ করিয়াছি, অযোধ্যার যদি কোন পবিত্র চরিত্র থাকে, তবে আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন; হে মুনে! আমি আপনার বচনামৃত-

নারদ উবাচ।
অস্ত্যত্র চরিতং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্।
নাপিতস্যাদ্যযুক্তস্য মুকুন্দস্য দ্বিজস্য চ॥ ৬
ব্রহ্মহা নাপিতো রাজন্নপমৃত্যুং গতো দ্বিজঃ।
প্রসাদাৎ কোশলায়াস্ত দ্বাবপি স্বর্গতিং গতৌ
চন্দ্রভাগানদীতীরে পুরী সা চ নিবেশিতা।
তত্রাস্তি নাপিতঃ পাপশ্চণ্ডকো নাম গর্হিতঃ॥৮
চৌর্য্যেণ পরবিত্তানামপহর্ত্তা স পাপকৃৎ।
ঘাতকঃ শস্ত্রপাশাদ্যৈঃ পান্থানামবলুণ্ঠকঃ॥ ৯
দ্যূতমদ্যরতো নিত্যং পরস্ত্রীলম্পটেন্দ্রিয়ঃ।
ভিত্ত্বা দেবালয়ং ভিত্তিমিষ্টিকাগ্রাববিক্রয়ী॥ ১০
স তস্যোদ্বসিতাভ্যাসে ব্রাহ্মণো বসতি শ্রিয়া।
সংযুক্তো ব্রহ্মকর্ম্মজ্ঞো মুকুন্দো নামতো নৃপ॥
স একদা সমালিঙ্গ্য তরুণীমাত্মযোষিতম্।
সুষ্বাপ সুরতায়াসশ্লথাঙ্গো নিশি নির্ভয়ম্॥১২
স চণ্ডকো নিশীথেঽথ প্রবিবেশ তদালয়ম্।
মুকুন্দস্য সমাহর্ত্তুং হর্ম্ম্যে ভূষাদি বস্তু যৎ॥ ১৩
উপকার্য্যাবহিস্থং যত্তদ্গৃহীত্বাগমদ্গৃহম্।
স্বকীয়ঞ্চ পুনস্তস্য ব্রাহ্মণস্যাবিশদ্গৃহম্॥ ১৪
কপাটোৎপাটনার্থী তু যত্নেন মহতাভবৎ॥
লোহযন্ত্রাবরুদ্ধঞ্চ স নোদ্ঘাটয়িতুং ক্ষমঃ॥১৫
আরুরোহ তদা তস্য ব্রাহ্মণস্যাবিশদ্গৃহম্।
প্রবিশ্য তদ্গৃহং ক্রূরঃ কৃপাণং পাণিনা দধৎ॥
অট্টালিকাং স পাপিষ্ঠো নাপিতস্তস্করক্রিয়ঃ।
তত্রাপশ্যৎ প্রসুপ্তৌ তৌ দম্পতী রতিবিহ্বলৌ
জগাম চ তয়োঃ পার্শ্বে হেমভূষাজিঘৃক্ষয়া॥ ১৭
শয্যায়া একদেশস্থং গৃহীত্বা ভূষণং বহু।
হর্ত্তুং তদঙ্গতো হস্তং প্রসসার স নাপিতঃ॥ ১৮
তস্করস্পর্শতো বিপ্রো জজাগার ভয়াতুরঃ॥ ১৯
ন কিঞ্চিদূচে সম্মীল্য নেত্রে তত্রৈব সংস্থিতঃ।
যদা স তস্করঃ পাপো গৃহীত্বা দেহভূষণম্॥ ২০

পানে অভিলাষী। নারদ কহিলেন,—অযোধ্যারও মহাপাপনাশন পবিত্র চরিত্র আছে, এ চরিত্র দ্বিজপল্লীবাসী একজন নাপিত ও মুকুন্দ নামক জনৈক দ্বিজের; হে রাজন্! দ্বিজ অপঘাতমৃত ও নাপিত ব্রহ্মঘাতী। কিন্তু অযোধ্যার প্রসাদে উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়াছিল। নাপিতের নাম চণ্ডক। নিন্দিত-কর্ম্মা পাপ চণ্ডক চন্দ্রভাগা নদীতীরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত; চৌর্য্যদ্বারা সেই পাপকারী পরধন অপহরণ করিত; পাশাদি শস্ত্রদ্বারা পান্থগণের প্রাণান্ত করিয়া ধন লুঠিয়া লইত এবং সেই অসংযতেন্দ্রিয় লম্পট দ্যূত-ক্রীড়া, মদ্য ও পরনারীতে নিত্য রত থাকিত। সে দেবালয়ের ভিত্তি খননপূর্ব্বক ইষ্টক ও প্রস্তর খুলিয়া লইয়া বিক্রয় করিত। হে নৃপ! ঐ নাপিতের পুরীসন্নিধানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত, ইহারই নাম মুকুন্দ; মুকুন্দ ব্রহ্মকর্ম্মজ্ঞ ও সমৃদ্ধিমান্ ছিল। দ্বিজ মুকুন্দ একদা সুরতায়াসে শ্লথাঙ্গ হইয়া রজনী-যোগে নিজ যুবতী পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া নির্ভয়ে শুইয়া আছে; তখন নাপিত চণ্ডক সেই নিশীথ সময়ে তাহার হর্ম্ম্যমধ্যস্থিত ভূষণাদি দ্রব্যসমূহের অপহরণ জন্য তদীয় পুরমধ্যে প্রবেশ করিল। চণ্ডক প্রথমে হর্ম্ম্যের বাহিরে যাহা ছিল, তাহা গ্রহণ করিল, তারপর মুকুন্দ যে গৃহে বাস করিত, সেই গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। মুকুন্দের বাসগৃহ লোহযন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত ছিল, চণ্ডক কবাট উদ্ঘাটনার্থ মহাযত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। ক্রূরমতি নাপিত মুকুন্দের প্রাসাদে আরোহণ করিল এবং সেই পাপিষ্ঠ চোর কৃপাণ করে অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইল। চণ্ডক মুকুন্দের শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—দ্বিজদম্পতি রতি-বিহ্বল হইয়া শুইয়া আছে। সে স্বর্ণভূষণাদি-গ্রহণার্থ তাঁহাদের পার্শ্বে উপনীত হইল এবং শয্যার একদেশে রক্ষিত বহু ভূষণ গ্রহণ করিয়া দ্বিজপত্নীর অঙ্গলগ্ন অলঙ্কার গ্রহণজন্য কর প্রসারণ করিল। ৪—১৮। দ্বিজ মুকুন্দ-চণ্ডকের করস্পর্শে জাগিল,—নেত্র উন্মীলন করিল, কিন্তু একান্ত ভীতিবশতঃ কিছুই বলিতে পারিল না, শয্যায়ই শুইয়া রহিল। পরে পাপ চোর যখন দেহভূষণ গ্রহণ করিয়া

চলিতঃ স তদা তেন দোর্ভ্যামাত্তো দ্বিজেন হি
পশ্চাদাগত্য বিত্তস্যাসহমানেন সত্ত্বরম্ ॥ ২১
তেনাপি নৃপ চৌরেণ কৃপাণেন হতো দ্বিজঃ।
বিদীর্ণোদরমধ্যস্তু তাতমাতরিতীরয়ন্ ॥ ২২
বদন্তঃ কিং কিমিত্যেতৎ পার্শ্বং তস্যাযযুর্জনাঃ
দদৃশুস্তং নিঃসৃতান্ত্রং রুধিরালিপ্তবিগ্রহম্ ॥ ২৩
পপ্রচ্ছুশ্চ মুকুন্দেদং কর্ম্ম কেনেদৃশং কৃতম্।
সোঽপি কৃচ্ছ্রেণ মহতা প্রোবাচেদং স্ববান্ধবান্

মুকুন্দ উবাচ।

মমৈব পরিপাকোঽয়ং পূর্ব্বোপার্জ্জিতকর্ম্মণাম্।
ন কশ্চিৎ সুখদুঃখস্য দাতা কস্যাপি দেহিনঃ।
ধর্ম্মোঽধর্ম্মশ্চ তাবেব তেষাং মূলং পুরাকৃতৌ

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তা স তু ভূয়স্তা পীড়য়া গাঢ়পীড়িতঃ ॥২৬
তত্যাজ ভূপতে প্রাণান্ পশ্যতাং সুহৃদাং তদা
বিললাপ তদা তস্য মাতা দ্বিজসতী নৃপ।
নিধায় তচ্ছিরঃ স্বাঙ্কে কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতম্ ॥২৭

মাতোবাচ।

হা হতাস্মি ত্বয়া বৎস দশামন্ত্যাঞ্চ গচ্ছতা ॥২৮
দিনশ্রীরিব সূর্য্যেণ পশ্চিমাচললম্বিনা।
যদঙ্গং চন্দনালেপযোগ্যং তব মহামতে ॥২৯
মাং নিমজ্জ্যার্ত্তিশোকাব্ধৌ তদিদং ধূলিধূসরম্
তাম্বূলচর্ব্বণেঽভ্যাসো যস্ময়া বিহিতস্ত্বসৌ।
স এব রুধিরোদ্গারমিশ্রেণ ক্রিয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩
তব যে লোচনে পূর্ব্বং জিগ্যতুঃ কমলশ্রিয়ম্।
ত এব সাম্প্রতং জাতে তিমিরৌঘাবৃতে ইব॥৩২
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎস ত্বং শিষ্যানধ্যাপয়াত্মনঃ।
যথাবদ্বৈশ্বদেবান্তে পূজয়াতিথিমাগতম্ ॥ ৩৩
দ্বারি স্থিতা বয়স্যাস্তে ত্বাহ্বয়ন্তি প্রয়াহি তান্।
দাতব্যং যদ্দদস্বেভ্যো গৃহীতব্যং গৃহাণ তৎ।
হাহা দেহি প্রতিবচঃ পতামি তব পাদয়োঃ।

গমন করিল, তখন বিত্তবিনাশে অসহমান দ্বিজ পশ্চাদ্ভাগ হইতে আসিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। হে নৃপ! নাপিতও তাহার করস্থ কৃপাণ দ্বারা আঘাত করিয়া সেই দ্বিজের উদরমধ্য ভেদ করিল। দ্বিজ "পিতঃ মাতঃ" এইরূপ উচ্চারণ করিতে থাকিলে লোক সকল "এ কি হইল, কি হইল" বলিয়া তাহার পার্শ্বে উপনীত হইল, এবং তাহাকে মুক্তান্ত্র ও রুধিরাপ্লুত দেহ অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে মুকুন্দ! কে এইরূপ কর্ম্ম করিল? দ্বিজও অতিকষ্টে তদীয় বান্ধবদিগের কথার উত্তর দিল। মুকুন্দ বলিল,—দেহধারীর সুখদুঃখ-দাতা কেহ নাই, পুরাচরিত ধর্ম্মাধর্ম্মই দেহী-দিগের সুখদুঃখের মূল; আমারও যাহা ঘটিয়াছে, ইহা আমারই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-সমূহের পরিণাম। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! তৎকালে গাঢ় পীড়ায় নিপীড়িত মুকুন্দ এইরূপ বলিয়া তাহার সুহৃদ্গণসমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে নৃপতে! তখন তাহার মাতা ও সতী পত্নী বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার জননী কুণ্ডলদ্বয়মণ্ডিত তাহার মস্তক নিজক্রোড়ে রাখিয়া রোদন করিল। মাতা কহিল,—হে বৎস! তুমি অন্তিম দশা প্রাপ্ত হইয়া আমাকেও প্রাণে মারিলে; অস্তাচলা-লম্বী দিনকর কর্ত্তৃক দিনশ্রীর ন্যায় আমি হতশ্রী হইলাম। হে মহামতে! তোমার যে অঙ্গ চন্দনলেপযোগ্য ছিল, আমাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া আজ সেই অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইতেছে; তুমি তোমার যে মুখকে তাম্বূলচর্ব্বণে অভ্যস্ত করিয়াছিলে, আজ সেই মুখ বমিত শোণিতে মিশ্রিত হইয়াছে; তোমার যে লোচনযুগল কমল-কান্তি পরাভূত করিত, তাহা সম্প্রতি ঘন তিমিরাবৃতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে।১৯—৩১। হে বৎস! উঠ, উঠ, তুমি তোমার স্বীয় শিষ্য-গণকে অধ্যাপনা করাও; বৈশ্বদেব বলি নির্ব্বাহ করিয়া অতিথিগণের যথাবিধি পূজা কর। তোমার বয়স্যগণ দ্বারদেশে অবস্থিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে, তাহাদের অনুগমন কর, তাহাদিগকে যাহা দেয় দান কর ও তাহাদের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ

নোচেদহং বিমোক্ষ্যামি প্রাণাং স্তব সমীপতঃ ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা মূর্চ্ছিতা তস্য মুকুন্দস্য প্রসূস্তদা।
ভার্য্যা তস্য শিরঃ স্বাঙ্কে বিধায় ব্যলপচ্চ সা ॥
ভার্য্যোবাচ।
নাথ ভো গুণপাথোধে মদীয়ং বচনং শৃণু।
রুষ্টোঽসি চেৎ সমং মাত্রা কুতো বদ মমাগ্রতঃ
ন কদাচিত্ত্বয়া সাধো মৌনমীদৃক্ কৃতং পুরা।
কেনাপি লঘুনা ভ্রাত্রা হ্যপমানঃ কৃতস্তব ॥ ৩৭
শুকোঽয়ং পঞ্জরস্থস্তে নান্নমত্তি ত্বয়া বিনা।
ভোজয়ৈনং সুসিদ্ধান্নং কলবাচঞ্চ সারিকাম্ ॥৩৮
রাম রাম হরে কৃষ্ণ বিষ্ণো নামাবলীমিতি।
পাঠয়োত্তিষ্ঠ নিপুণৌ দ্বাবেতৌ সারিকাশুকৌ ॥
অপরাদ্ধং ময়া কিন্তে যত্ত্বং মাং নাভিভাষসে।
যত্ত্বয়া মে ধনং দত্তং তন্ময়া সাধু রক্ষিতম্ ॥ ৪০

অর্পিতং যত্ত্বয়া নাথ নিজতেজো মমোদরে।
সূতিকালমহং তস্য নাপেক্ষে ত্বামনুব্রজে ॥৪১
নারদ উবাচ।
এবং বিলপ্য সা তস্য মুকুন্দস্য প্রিয়া তদা।
ন রুরোদ স্বভর্ত্তারমনুগন্তুমনা সতী ॥ ৪২
অথ তস্য মুকুন্দস্য গুরুর্বেদায়নাভিধঃ।
সন্ন্যাসী পর্য্যটন্ পৃথ্বীং তস্য বেশ্ম যযৌ নৃপ ॥
মুকুন্দঃ ক গতো মাতা ভার্য্যা তস্য চ ধীমতঃ।
ন দৃশ্যতে তদা তেন পৃষ্টৈত্যাচষ্ট চেটিকা ॥৪৪
চেটিকোবাচ।
স্বামিন্ কেনাপি চৌরেণ মম স্বামী হতো নিশি
সুবাস্য ভূষণং নীতং দুকূলানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৫
স মৃতঃ পতিতো ভূমৌ হর্ম্ম্যস্যোপরি তিষ্ঠতি।
তস্য মাতা বধূশ্চৈব ভ্রাতরশ্চ তদন্তিকে ॥ ৪৬
বিলপন্তি মহাশোকসাগরে পতিতা গুরো ॥৪৭

করিবার গ্রহণ কর। হায় হায়! তোমার পায় পড়ি, প্রত্যুত্তর প্রদান কর; নচেৎ, আমিও তোমার সমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। নারদ বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া মুকুন্দের মাতা মূর্চ্ছিতা হইলেন; তখন তাহার পত্নী নিজ ক্রোড়ে স্বামিমস্তক বিন্যস্ত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভার্য্যা বলিলেন,—হে নাথ, হে গুণসাগর! আমার বাক্য শ্রবণ কর। কিজন্য তুমি তোমার মাতার প্রতি কুপিত হইয়াছ; হে সাধো! তুমি ত পূর্ব্বে কখন এমন মৌনী হইয়া থাকিতে না; তোমার কোন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কি তোমাকে অপমানিত করিয়াছে? তোমার বিরহে পিঞ্জরস্থ ত্বদীয় শুক অন্ন ভোজন করিতেছে না; এই মধুরভাষিণী সারিকাকে সুসিদ্ধান্ন ভক্ষণ করাও। এই শুক সারিকা উভয়েই পাঠনিপুণ; উঠ, ইহাদিগকে "রাম রাম হরে কৃষ্ণ বিষ্ণো" এই নামাবলী পাঠ করাও। আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার সহিত কথা কহিতেছ না? তুমি আমাকে যে ধনদান করিয়াছিলে, আমি তাহা উত্তমরূপে

রক্ষা করিয়াছি। হে নাথ! তুমি আমার উদরে যে নিজ বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছিলে, আমি তাহার প্রসবকাল প্রতীক্ষা না করিয়াই তোমার অনুগমন করিব। নারদ কহিলেন—তখন সেই সতী মুকুন্দপ্রিয়া এইরূপে ক্রন্দন করিয়া নিজ পতির অনুগমনে অভিলাষিণী হইয়া বিলাপে বিরতা হইল। হে নৃপ! অনন্তর বেদায়ননামক মুকুন্দের সন্ন্যাসী গুরু পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ধীমান্ মুকুন্দ এবং মুকুন্দের ভার্য্যা ও জননীকে দেখিতে না পাইয়া জনৈকা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহারা কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে? ৩২-৪৪। পরিচারিকা সেই গুরু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া উত্তর করিল,—হে প্রভো! জনৈক তস্কর রজনীযোগে আমার প্রভু মুকুন্দকে নিহত করিয়া তাঁহার পত্নীর সমস্ত বসনভূষণ অপহরণ করিয়াছে; হে গুরো! সেই মৃত মুকুন্দ হর্ম্ম্যোপরি পতিত রহিয়াছেন; তাঁহার মাতা, পত্নী ও ভ্রাতারা তাঁহার নিকটে বসিয়া রোদন করিতেছেন,—তাঁহারা মহাশোকসাগরে পতিত হইয়াছেন।

নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য পরিব্রাট্ স বচনঞ্চেটিকোদিতম্।
আরুহ্য হর্ম্ম্যমদ্রাক্ষীদাত্মান্তেবাসিনং মৃতম্ ॥ ৪৮
তদন্তিকে সমালোক্য বন্ধুনাং ক্রন্দতো ভৃশম্।
উদ্ধরিষ্যন্নিদং ধীরঃ শোকাদ্ধেস্তানুবাচ হ ॥৪৯
বেদায়ন উবাচ।
দেহমুদ্দিশ্য বাত্মানং শোকোঽয়ং ক্রিয়তে ত্বয়া
মাতঃ কথয় সত্যং মে নোভয়োর্যুজ্যতে হি সঃ
দেহোঽয়ং ভূতসঙ্ঘাতঃ প্রারব্ধৈঃ সমুপার্জ্জিতঃ
তেষু ক্ষীণেষু ভূতানাং পৃথক্ত্বমুপজায়তে।
যদেকীভবনং তেষাং কর্ম্মভির্জন্ম তন্নৃণাম্ ॥ ৫১
তন্নাশে তৎপৃথক্ত্বঞ্চ তদেব মরণং স্মৃতম্।
ঐক্যং পৃথক্ত্বং ভূতানাং কর্ম্মাধীনে যতো বুধৈঃ
অতো দেহেন কর্ত্তব্যঃ শোকঃ পরবশে জড়ে।

নারদ বলিলেন,—সেই সন্ন্যাসী পরিচারিকার মুখে এইরূপ শুনিয়া প্রাসাদোপরি আরোহণপূর্ব্বক দেখিলেন,—তাঁহার মৃত শিষ্য মুকুন্দ পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন মুকুন্দের মাতা পত্নী প্রভৃতিকে তাহার সমীপে বসিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে দেখিয়া শোকসাগর হইতে তাহাদের উদ্ধারকামনায় সেই ধীর গুরু তাহাদিগকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। বেদায়ন বলিলেন,—মাতঃ! দেহ বা আত্মার উদ্দেশ্যে এই যে শোক করিতেছ, তুমি সত্য করিয়া আমার নিকট বল দেখি,— এউভয়ের জন্য শোক করা উপযুক্ত হয় কি না? দেখ, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতের মিলনে এ দেহের উৎপত্তি; সেই পঞ্চ ভূত কালে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। কর্ম্মনিবহ দ্বারা পঞ্চ ভূতের যে একীভাব, মানবগণের তাহাই জন্ম; আর সেই ভূতসঙ্ঘের বিনাশে তাহাদের যে পৃথগ্ভাব, তাহাই মরণ বলিয়া কথিত হয়। বুধগণ বলিয়া থাকেন,—এই যে ভূতনির্বহের ঐক্য ও পৃথক্ভাব, ইহা কর্ম্মনিবহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; অতএব পরাধীন জড়দেহে শোক করা কর্ত্তব্য নহে।

অনাদ্যবিদ্যয়া জীবে দৃষ্টে মরণজন্মনী ॥ ৫৩
দেহস্যাত্মন্যহন্বুদ্ধ্যা মন্যতে ন হি তত্র তে।
তন্নিবৃত্তৌ স তদ্ব্রহ্ম যচ্ছুদ্ধং রূপবর্জ্জিতম্ ॥৫৪
স্বপ্রকাশং জগদ্ধেতু হেত্বতীতং গুণোর্জ্জিতম্।
নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং স্বভাসা ভাসয়জ্জগৎ ॥৫৫
ন জিহ্বা লেঢ়ি তচ্চক্ষুর্ন পশ্যতি শৃণোতি ন।
শ্রুতির্জিঘ্রতি ন ঘ্রাণং ন ত্বক্ স্পৃশতি কর্হিচিৎ
অতীতমিন্দ্রিয়েভ্যস্তৎ স্বপ্রকাশকমাত্মদৃক্।
অবিষয়ং মনোদূরং বুদ্ধেরপি ন গোচরম্ ॥ ৫৭
তস্যাবতাররূপাণি শুদ্ধসত্ত্বানি দেবতাঃ।
সেবন্তে তন্ন জানন্তি রূপং যৎ সদসৎপরম্ ॥৫৮
এবংস্বরূপ আত্মা যস্তং সমুদ্দিশ্য কঃ কুধীঃ।
ক্রোধং কুর্য্যাদ্যতস্তস্য নোৎপত্তির্নৈব সংক্ষয়ঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

অনাদি-অবিদ্যার প্রভাবে জীব-দেহের জন্ম-মরণ পরিদৃষ্ট হয়, আত্মাতে যে দেহের অহং-জ্ঞান, সেই অহং-জ্ঞানই জন্ম-মরণের স্বরূপ জানিতে দেয় না। আর অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে যাহা রূপবর্জ্জিত শুদ্ধ আত্মা—ব্রহ্ম, তাহা অনুভূত হয়। এই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, জগতের কারণ, কারণাতীত, গুণোর্জ্জিত, নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দময়; এই ব্রহ্ম নিজ তেজে জগৎ উদ্ভাসিত করেন।৪৫-৫৫ রসনা তাঁহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, নয়ন তাঁহাকে অবলোকন করে না, শ্রুতি তাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারে না, নাসিকা তাঁহার আঘ্রাণ করে না, এবং ত্বক্ তাঁহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। সেই ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, স্বপ্রকাশ ও আত্মদৃক্। তাহা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের বিষয়ীভূত নহে, মন হইতেও অতি দূরে অবস্থিত এবং জ্ঞানেরও অগোচর। তাঁহার যে সকল শুদ্ধ সাত্ত্বিক অবতাররূপ, দেবতারাই তৎসমস্তের সেবা করেন, কিন্তু তাঁহারাও তদীয় সদসন্ময় পরমরূপ জানিতে পারেন না। এই

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

এবং প্রবোধ্য তান্ সর্ব্বান্ বচোভিঃ পারমার্থিকৈঃ।
স হংসঃ কারয়ামাস ক্রিয়াস্তস্যাত্মসম্ভবাঃ॥ ১
অন্তর্ব্বত্নী মুকুন্দস্য নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বতী বধূঃ।
অনুগন্তুং স্বভর্ত্তারং বিবুধা তেন বারিতা॥ ২
তস্যাস্থীনি সমাদায় তেন সন্ন্যাসিনা সমম্।
তদ্ভ্রাতা প্রযযৌ গঙ্গাজলে পাতয়িতুং নৃপ॥ ৩
বিপ্রসন্ন্যাসিনৌ তৌ হি কতিভির্ব্বাসরৈর্নৃপ।
সার্থলোকবশাৎ প্রাপ্তবিন্দ্রপ্রস্থেঽত্র সৎপদে॥
ইন্দ্রপ্রস্থান্তরাবর্ত্তিন্যেষা যা কোশলা নৃপ।
অত্র সুপ্তৌ নিশায়াং তৌ যমুনাতীরভূতলে॥
আত্মনোরুভয়োর্মধ্যে ন্যস্যাস্থিপটসম্পুটম্।
মার্গখেদপরিক্রান্তৌ দশাং সৌষুপ্তিকীং গতৌ
নিশীথেঽথ প্রসুপ্তেষু সার্থলোকেষু কশ্চন।
একঃশ্বা তত্র সম্প্রাপ্তঃ পক্কান্নাদিজিঘৃক্ষয়া॥ ৭
বভ্রাম সর্ব্বশিবিরে জিঘ্রন্ পাকস্থলীং মুহুঃ।
ভাজনানি লিহন্মূর্দ্ধ্নি ক্ব চ দণ্ডাহতিং সহন্॥ ৮
কেনচিত্তাড়িতো মূর্দ্ধ্নি নিঃশব্দং বিক্রতস্ততঃ।
প্রতিকর্ত্তুমশক্তস্য স্ত্রীজিতঃ স্বস্ত্রিয়া যথা॥৯
যত্রাবকণ্ডিতঃ শ্বা দণ্ডগ্রাবেষ্টকাদিভিঃ।
পুনর্ব্বিবেশ তত্রৈব সান্নপাত্রলিবিপ্সয়া।
ভোগেচ্ছয়া যথা বেশ্যা-স্নেহবান্নির্দ্ধনো জনঃ॥
ভ্রমন্নেবং স চাত্রাপি যত্র সুপ্তৌ হি তাবুভৌ।
সারমেয়স্তয়োর্মধ্যাজ্জহ্রে স পটসম্পুটম্॥ ১১

আত্মার যখন এইরূপই স্বরূপ এবং আত্মা যখন উৎপত্তি ও বিনাশহীন, তখন কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি সেই আত্মার উদ্দেশ্যে শোক বা ক্রোধ করে? ৫৬—৫৯।

নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২০৯।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—গুরু বেদায়ন এইরূপে মুকুন্দের পরিবারগণকে বহু পারমার্থিক বাক্যে প্রবোধিত করিয়া তাহাদের দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার যাবতীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। সেই জ্ঞানী গুরু গর্ভবতী মুকুন্দপত্নীকে পতির অনুগমনরূপ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। হে নৃপ! মুকুন্দের ভ্রাতা মৃতের অস্থিসঞ্চয়নপূর্ব্বক বস্ত্রসম্পুটে রক্ষা করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপার্থ সেই সন্ন্যাসীর সহিত গমন করিল। হে রাজন্! কিছুদিন অতীত হইলে মুকুন্দভ্রাতা ও সন্ন্যাসী উভয়েই পথপর্য্যটনক্রমে এই শোভন স্থান ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। হে নৃপ! ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্বর্ত্তিনী এই যে কোশলা পুরী একদা এই পুরীপ্রান্তে যমুনাতীর-ভূমিতে ঐ মুকুন্দভ্রাতা ও সন্ন্যাসী নিশাযোগে আপনাদের মধ্যস্থলে অস্থিসম্পুট রক্ষা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পথশ্রান্ত, তাই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রসুপ্ত হইলে সেই নিশীথ সময়ে এক কুক্কুর পক্কান্নাদির অন্বেষণার্থী হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে তত্রত্য শিবিরসমূহে অবস্থিত পাকস্থালী প্রভৃতির বার বার আঘ্রাণ লইতেছিল, কোথাও বা পাকপাত্র সকল রসনা দ্বারা লেহন করিতেছিল। এই ব্যাপারে কোথাও তাহার মস্তকে দণ্ডাঘাত পতিত হইলেও সে তাহা সহ্য করিয়া লইল; কেহ তাহার মস্তকে আঘাত করিলেও প্রতিকারাসমর্থ স্ত্রীজিত ব্যক্তি যেরূপ নিজ ভার্য্যা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়, ঐ নির্লজ্জ কুক্কুরও তদ্রূপ নিঃশব্দে সেই সকল শিবিরে বিচরণ করিতে লাগিল। যে যে শিবির হইতে দণ্ড, পাষাণ ও ইষ্টকাদি দ্বারা সেই কুক্কুর আহত হইল, স্নেহবান্ অথচ নির্ধন ব্যক্তি যেমন ভোগেচ্ছায় গণিকার নিকট গমন করে, তদ্রূপ ঐ কুক্কুরও অন্নপাত্রের প্রাপ্তিবাসনায় পুনঃপুনঃ সেই সেই শিবিরে প্রবেশ করিতে লাগিল।১-১০। অনন্তর কুক্কুর এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে

নীত্বা স কিয়তীং ভূমিং দন্তৈস্তৎ পটসম্পুটম্॥
বিদার্য্যাস্থীনি তৎস্থানি নির্ম্মাংসান্যবলোক্য সঃ
এতস্যাঃ কোশলায়াস্তু জলমধ্যে সমাক্ষিপৎ॥
ক্ষিপ্তমাত্রেষু তেনাস্থিষ্বেতদস্থুনি ভূপতে।
দিব্যং বিমানমাস্থায় মুকুন্দোহত্র সমাগতঃ॥১৪
দৃষ্ট্বা গুর্ব্বনুজৌ সুপ্তৌ শনৈঃ প্রাবোধয়ত্তদা।
উবাচ চ নমস্কৃত্য গুরুং দিব্যাকৃতির্নৃপ॥ ১৫
মুকুন্দ উবাচ।
বেদায়ন গুরো তুভ্যং নম আশীস্তবানুজ।
প্রসাদাদ্বাং মমাস্থীনি তীর্থেহত্র পতিতানি বৈ॥
অয়ং মৃত্যুমহং গত্বা নিরয়ং প্রাপ্য তৎফলম্।
এতত্তীর্থপ্রসাদেন দৈবী লব্ধা ময়া গতিঃ॥ ১৭
ত্বাং গুরুং তীর্থভূতন্তু নমস্কর্ত্তুমিহাগতঃ।
অহং গচ্ছন্ বিমানেন দিব্যেন ত্রিদশালয়ম্॥১৮
নমস্কৃতো ভবানেতত্তীর্থঞ্চায়ং সহোদরঃ।
দৃষ্টৌ মামনুজানীহি যামি স্বর্গং সুখোদয়ম্॥ ১৯
নারদ উবাচ।
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্য মুকুন্দস্য গুরুস্তদা।
বেদায়নো বিমানস্থং তমূচে গতবিস্ময়ঃ॥ ২০
বেদায়ন উবাচ।
মুকুন্দাখ্যাহি মে সত্যং লব্ধা যন্মরণং ভবান্।
কস্মিঁল্লোকে গতস্তাত যতো যাত্যধুনা দিবম্॥
কিং বৃত্তং তত্র তে তাত তস্য লোকস্য কোহধিপঃ।
কীদৃশী চ প্রজা কীদৃক্ ধর্ম্মস্তত্রাখিলং বদ॥২২
মুকুন্দ উবাচ।
কথয়ামি গুরো তুভ্যং যদ্বৃত্তং মরণাদনু।
তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন স্মৃতির্মে জায়তেহধুনা॥২৩
যদাহং তেন নিহতশ্চণ্ডকেন দুরাত্মনা।
নাপিতেন তদাজগ্মুর্যমভৃত্যাঃ সুদারুণাঃ॥ ২৪

মুকুন্দভ্রাতা ও সন্ন্যাসী শয়ন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে সেই অস্থিসম্পুট অপহরণ করিল। অনন্তর কুক্কুর সেই অস্থিসম্পুট কিছু দূরে লইয়া গিয়া দন্তদ্বারা তাহা উৎপাটিত করিল; কিন্তু দেখিল,—তাহাতে মাংস নাই; কেবল-মাত্র কতগুলি অস্থি রহিয়াছে। তখন সে তাহা এই কোশলার জলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। হে রাজন্! জলমধ্যে সেই সকল অস্থি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মুকুন্দ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া যে স্থানে ভ্রাতা ও গুরু শয়ান ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলে এবং তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিয়া গুরুকে নমস্কারপূর্ব্বক সেই দিব্যাকৃতি মুকুন্দ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল। মুকুন্দ কহিল,—হে গুরো বেদায়ন! আপনাকে নমস্কার; হে অনুজ! তোমার মঙ্গল হউক। আপনাদের প্রসাদে আমার অস্থি এই তীর্থে পতিত হইয়াছে; এজন্য অপমৃত্যু বশত আমি নিরয়গমন ও তৎফল ভোগ করিয়াও এই তীর্থপ্রভাবে দৈবী গতি লাভ করিলাম; অতএব আমি তীর্থীভূত গুরুকে নমস্কার করিবার জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছি। আপনি গুরু, আপনাকে নমস্কার করা হইল: এই তীর্থকেও নমস্কার করিয়াছি, আর সহোদর ভ্রাতাকেও দেখা হইল। এক্ষণে আমি আপনাদের সমক্ষে দিব্য বিমানা-রোহণে সর্ব্বসুখোদয় ত্রিদশালয়ে গমন করিতেছি। আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। নারদ বলিলেন,—তখন মুকুন্দগুরু বেদায়ন শিষ্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বশে বিমানস্থ মুকুন্দকে কহিতে লাগিলেন। বেদায়ন বলিলেন,—হে মুকুন্দ! তুমি সত্য করিয়া বল, তুমি কিরূপে মৃত হইয়াছিলে? মৃত্যুর পর কোন্ স্থানে গিয়াছিলে? এবং হে তাত! এখনই বা কিজন্য স্বর্গতি প্রাপ্ত হইলে? হে তাত! তুমি যেস্থানে গিয়াছিলে, সেই স্থানে কি ঘটিয়াছিল? সে লোকের অধিপতি কে? তত্রত্য প্রজারা কিরূপ? সে স্থানের ধর্ম্ম কি? এই সমস্ত সবিস্তর কীর্ত্তন কর।১১—২১। মুকুন্দ উত্তর করিল,—হে গুরো! মরণের পর আমার যাহা ঘটিয়াছিল, বলিতেছি। এই তীর্থপ্রভাবে সম্প্রতি আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়াছে। যে সময় আমি সেই দুরাত্মা চণ্ডক নামক নাপিত কর্ত্তৃক নিহত হই, তখন সুদারুণ যম-

পিঙ্গাক্ষা রক্তকেশাশ্চ শ্যামদেহনখাধরাঃ।
বামনা দীর্ঘচরণা হ্রস্বনাসাশ্চ দন্তুরাঃ ॥২৫
নীয়তাং নীয়তামেষ ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ।
পুরীং সংযমনীমেবমূচিরে তে পরস্পরম্ ॥২৬
ইত্যুক্তা যাতনাদেহে মাং নিবেশ্য মহারুষা।
নিবধ্য দারুণৈঃ পাশৈর্জঘ্নুর্লোহস্য মুদ্গরৈঃ ॥২৭
তৈরহং নীয়মানস্তু মার্গে হ্যত্তপ্তবালুকে।
অরুদং ভৃশদুঃখার্ত্তস্তাড়িতোহহং পুনশ্চ তৈঃ ॥
প্রোচুশ্চ তে রুবং কৃত্বা নির্ভর্ৎস্যেতি চ মাং বহু

যমদূতা উচুঃ।

ত্বয়া লুপ্তো গুরুর্যস্মাদ্বদতা ব্রহ্ম নিশ্চলম্।
কিং করোষি যমস্যাগ্রে দ্রষ্টব্যং দারুণং মুখম্
তস্য পাপস্য ভোক্তব্যং দারুণস্য ফলং ত্বয়া ॥
তেনৈব পাপ্মনা পাপিন্নপমৃত্যুং গতো ভবান্
ইত্যুক্তা মাং মুহূর্ত্তেন বহুযোজনসংস্থিতম্ ॥ ৩১
পুরীং সংযমনীং নিন্যুর্যত্র রাজা স্বয়ং যমঃ।
প্রণম্য ধর্ম্মরাজানং স্থাপয়িত্বা তু মাং পুরঃ ॥ ৩২
আনীতোহয়ং দ্বিজঃ পাপ ইতি মাং তে
ন্যবেদয়ন্।
দৃষ্ট্বা মাং ধর্ম্মরাজোহথ প্রোবাচ স্বসভাসদঃ ॥৩৩

যম উবাচ।

ভো সভ্যা মামকীং বাচং শৃণ্বন্তু সুসমাহিতাঃ।
যদাহং ব্রহ্মণা হ্যস্মিন্নধিকারে নিবেশিতঃ।
তদা মামিত্যুবাচাসৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

অধর্ম্মিণাং নরাণাং ত্বং শাস্তা সংযমনীপতিঃ।
যথাপরাধমাধৎস্ব দণ্ডং চণ্ডকরাত্মজ ॥ ৩৫
পিত্রোহরপোষকো যস্তু সমর্থো গুরুধ্রুক্ চ যঃ।
এতৌ মহাপাতকিনৌ নিপাত্যৌ নিরয়েষু তে ॥
সর্ব্বেষু যাবদ্বর্ষাণাং প্রত্যেকমযুতং ভবেৎ।
এতয়োর্ন ত্বয়া কার্য্যা দয়া জাতু কদাপি তে ॥২৭

যম উবাচ।

ইত্যহং ব্রহ্মণো বাক্যাৎ স গুরুদ্রোহিমানবে।

ভৃত্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারা পিঙ্গললোচন, রক্তকেশ, শ্যামদেহ, নখধারী, খর্ব্বাকার, দীর্ঘচরণ, হ্রস্বনাসিক ও দন্তুর। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল,—যমরাজের শাসনে ইহাকে যমপুরীতে লইয়া চল, লইয়া চল। তাহারা রোষবশে এইরূপ বলিয়া আমাকে যাতনাদেহে নিবেশিত করিল এবং দারুণ পাশে বন্ধন করিয়া লৌহমুদ্গর দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা আমাকে উত্তপ্ত বালুকাপথে লইয়া গেল। আমি দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলাম, তথাপি তাহারা পুনঃপুনঃ আমাকে প্রহার করিল ও বহু ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। যমদূতেরা কহিল,—"তুমি স্বয়ং নিশ্চল ব্রহ্মবিষয়ক কথা কহিতে, কিন্তু গুরুকে মানিতে না; সেই পাপে তুমি অপমৃত্যু-প্রাপ্ত হইয়াছিলে। রে পাপ! তুমি সেই দারুণ পাপের ফল ভোগ করিবে; আর কি করিবে, যমের সম্মুখে গিয়া তদীয় দারুণ বদন তোমাকে অবলোকন করিতে হইবে। যমদূতেরা এইরূপ কহিয়া যেখানে স্বয়ং যমরাজ অবস্থিত, মুহূর্ত্তমধ্যে বহু যোজন-বিস্তৃত সেই সংযমনীপুরে আমাকে লইয়া গেল। তাহারা ধর্ম্মরাজ যমকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে আমাকে স্থাপন করিল এবং নিবেদন করিল—এই পাপী দ্বিজকে আনয়ন করিয়াছি। অনন্তর ধর্ম্মরাজ আমাকে অবলোকন করিয়া স্বীয় সভাসদ্গণকে কহিতে লাগিলেন।২৩-৩৩। যম বলিলেন,—ভো ভো সভ্যগণ! সমাহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। যৎকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমাকে আমার নিজাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে তিনি আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—হে সূর্য্যতনয়! তুমি সংযমনী পুরের পতি ও পাপী নরগণের শাস্তা; তুমি পাপিগণের অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান কর। যে ব্যক্তি শক্তি সত্ত্বে পিতার পালনে বিমুখ, এবং গুরুদ্রোহী, সে মহাপাতকী; তুমি এরূপ পাতকীকে তোমার প্রত্যেক নরকে অযুতবর্ষকাল নিক্ষেপ করিও। হে দিক্পতে! কদাচ এইরূপ পাতকীর প্রতি দয়া

ন করোমি ক্রিয়াং সভ্যাস্তথা পিত্রোরপোষকে
ব্রাহ্মণোঽয়ং গুরুদ্রোহী তদ্রোহাদপমৃত্যুতাম্।
প্রাপ্তো মচ্ছাসনাদ্ভৃত্যৈরানীতো দর্শনাক্ষমঃ
ভো ভৃত্যাঃ প্রথমং ঘোরে রৌরবে বৎসরাযুতম্
পাত্যতাঞ্চ পুনস্তস্মান্নিঃসার্য্যান্যত্র পাত্যতাম্॥
তাবন্তমেব কালং বৈ পাপোঽয়ং গুরুলোপকঃ।
নরকেষিতি সর্ব্বেষু যথাকালং স্থিতং দ্রুতম্॥ ৪১
মুকুন্দ উবাচ।
বেদায়ন গুরো স্বামিন্ ভৃত্যাস্তে যমশাসনাৎ।
নীত্বা মাং রৌরবে ঘোরে পাশৈর্বদ্ধা ন্যপাতয়ন্
তত্রাহং তাং ব্যথাং গুর্ব্বীং সম্প্রাপ্তোঽতিদারুণাম্
যথা কোঽপি ক্ষণস্তাত নীতো মে যুগবত্তদা॥
ত্রিংশদ্দিনানি তন্নীতং দুঃখং মে তত্র তিষ্ঠতা।
একত্রিংশত্তমে হ্যস্মিন্ দিনেঽহং নির্গতস্তদা॥৪৪
পতিতেষ্বস্থিখণ্ডেষু তীর্থেঽস্মিন্ সত্তমোত্তমে।
গুরুলোপোদ্ভবং পাপং সদ্যো নষ্টং মমাভবৎ
তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন লব্ধা চ স্বর্গতির্ময়া।
সুখং স্বর্গে নিবৎস্যামি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৪৬
যমস্য নগরে তস্মিন্ যাঃ প্রজা নিবসন্তি বৈ।
পাপিনাং ভয়দায়িন্যো ধর্ম্মিণাং তা মনোহরাঃ॥
সিংহাস্যা গজকোলাস্যা মহাদংষ্ট্রোন্নতোদরীঃ
বিড়ালাস্যাঃ পিঙ্গকেশ্যো ভামিন্যো দীর্ঘপৎকরাঃ
তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন নিষ্পাপোঽহং যদাভবন্।
তদা ময়া প্রজা দৃষ্টা দিব্যরূপা যমালয়ে॥ ৪৯
সর্ব্বাস্তাঃ সত্যবাদিন্যো বিনয়াচারসঙ্গিতাঃ।
দিব্যাভরণধারিণ্যো দিব্যাম্বরবিভূষিতাঃ॥ ৫০
ইত্যেতৎ কথিতং তাত যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ

করিও না। যম বলিলেন,—হে সভ্যগণ! ব্রহ্মার এইরূপ নিদেশবশত আমি গুরুদ্রোহী—বিশেষতঃ পিতার পোষণে বিমুখ মানবে ক্ষমা করি না। এই ব্রাহ্মণ গুরুদ্রোহী; আর সেই দ্রোহহেতু এ ব্যক্তি অপমৃত্যু [illegible] হইয়া আমার শাসনাধীন হইয়াছে এবং তজ্জন্যই মদীয় কিঙ্করগণ ইহাকে আনয়ন করিয়াছে; আমি ইহাকে অবলোকন করিতে পারিতেছি না। ভো ভৃত্যগণ! প্রথমে ইহাকে ঘোর রৌরবনামক নরকে অযুতবর্ষ পাতিত কর; তারপর ইহা হইতে তুলিয়া লইয়া অন্যান্য নরকে নির্মজ্জিত করিবে। সেই সকল নরকের প্রত্যেক নরকে এই গুরুত্যাগী পাতকীকে অযুত বর্ষ করিয়া রাখিবে; এইরূপে সমস্ত নরকেই ইহাকে দ্রুত পাতিত করিবে। মুকুন্দ কহিল,—হে প্রভো বেদায়ন! যমভৃত্যগণ যমকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া আমাকে বহুবিধ পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া গিয়া ঘোর রৌরবে নিপাতিত করিল। হে গুরো! আমি সেস্থানে অতি দারুণ গুর্ব্বী বেদনা প্রাপ্ত হইলাম। হে তাত! যমভৃত্যগণ এতই দ্রুত আমাকে যুগপৎ সকল নরকে লইয়া গেল, মনে হইল যেন, ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল কার্য্য সাধিত হইল। এইরূপে অত্যন্ত দুঃখে থাকিয়া আমার ত্রিশ দিন অতীত হইল, একত্রিশ দিনে আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। এই সর্ব্বোত্তম-তীর্থে আমার অস্থিখণ্ড পতিত হইলে আমার [illegible]লোপোদ্ভব পাপ সদ্য বিনষ্ট হইল এবং আমি এই তীর্থপ্রসাদে স্বর্গতি প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে আমি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সুখে স্বর্গে বাস করিব। সেই যমপুরীতে যে সকল প্রজা বাস করে, তাহারা পাপিগণের ভয়দ ও ধার্ম্মিকগণের মনোহর। সেই সকল প্রজাগণের মধ্যে কেহ সিংহাস্য, কেহ করিমুখ, কেহ বরাহবদন; কাহারও বা দশন অতিভীষণ এবং কাহারও বা উদর অত্যুন্নত। আবার কেহ বিড়ালবদন, কেহ পিঙ্গকেশ, কেহ দীর্ঘপদ ও কেহ কেহ দীর্ঘকর।৩৪-৪৮। আমি এই তীর্থপ্রসাদে যখন নিষ্পাপ হইলাম, তখন যমালয়ে দিব্যরূপ প্রজানিবহ অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম—তাহারা সকলেই সত্যবাদী, বিনয় ও আচারযুক্ত এবং দিব্য দিব্য বসন-ভূষণে ভূষিত। হে অনঘ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহা

অনুজানীহি মাং গন্তুমমরেশপুরীং প্রতি ॥ ৫১

নারদ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য স সন্ন্যাসী স্বশিষ্যোক্তং বচস্তদা।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা মুকুন্দং তং দ্বিজং নৃপ ॥৫২

বেদায়ন উবাচ।

বাল্যাবধি গুরুস্নেহং মত্তোঽধীতং ত্বয়াখিলম্।
শব্দশাস্ত্রসমেতশ্চ বেদস্থ সপদক্রমঃ ॥ ৫৩
বিহিতা মম শুশ্রূষা ভাবেন ভবতোত্তমা।
ত্বয়ি সন্তি সতাং সাধো গুণাঃ শমদমাদয়ঃ ॥৫৪
গুরুলোপকৃতং পাপং কথং তে সমজায়ত।
এতদাখ্যাহি মে তাত যথা জানাসি তত্বতঃ ॥ ৫৫

কুমুন্দ উবাচ।

জন্মোপবীতকন্যানাং ধাতারো নিগমস্য চ।
যজ্ঞোপবীতদাতুশ্চ নাজ্ঞাভঙ্গঃ কৃতো ময়া ॥৫৬
শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ সেবা ভৃত্যেনেব কৃতা ময়া।
তথাপি শাস্ত্রদাতুশ্চ নাজ্ঞাভঙ্গঃ কৃতো ময়া ॥৫৭
পুরোধা যঃ কুলাচার্য্যো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
তস্যাপরাদ্ধং কিঞ্চিন্মে তত্র ত্বং শ্রোতুমর্হসি।
যদাস্মাকং কুলে পুত্রো জায়তে ধর্ম্মকোবিদ
তদা পুরোধসে ধেনুমেকাং বা তস্য দক্ষিণাম্।
দত্বা সচ্ছিদ্যতে নালমিতি বংশস্য নঃ স্থিতিঃ
পুরা মমৈব পুত্রে তু জাতমাত্রে শুভেঽহনি।
কুলক্রিয়া ময়া তাত ন কৃতা মূঢ়বুদ্ধিনা।
তস্মাচ্চাকরণেনৈব গুরুলোপকরোঽভবম্ ॥ ৬১
নিবেদিতমিদং সর্ব্বং গুরুলোপাদ্যথা মম।
পাপমাসীদনুজ্ঞা মে দেহি যামি সুরালয়ম্ ॥ ৬২

বেদায়ন উবাচ।

ইন্দ্রপ্রস্থান্তরাবর্ত্তিন্যেষা যা কোশলা শুভা।
স্মৃতিরস্যাঃ প্রসাদেন দৃশ্যতে পূর্ব্বজন্মনঃ ॥ ৬৩
কেন পুণ্যেন তীর্থেঽস্মিন্নস্থীনি পতিতানি তে
মুকুন্দাখ্যাহি চৈতস্য স্মৃতিরস্তি তবানঘ ॥ ৬৪

মুকুন্দ উবাচ।

একস্ত ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সায়ং মদ্গৃহমাগতঃ।

কহিলাম; হে তাত! এক্ষণে আমাকে অমরেশপুরী গমনে অনুমতি করুন। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! তখন সেই ধর্ম্মাত্মা সন্ন্যাসী স্বীয় শিষ্য দ্বিজ মুকুন্দের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদায়ন বলিলেন,—বল্যাবধি তোমার গুরুভক্তি ছিল, তুমি আমার নিকট হইতে শব্দশাস্ত্র সহ সপদক্রম বেদাদি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমার উত্তম শুশ্রূষাও করিয়াছ, হে সাধো! তোমাতে সাধুজনোচিত শমদমাদি সকল গুণই বিদ্যমান; অতএব কিরূপে তোমার গুরুলোপোদ্ভব পাপ জন্মিল? হে তাত! তুমি যেরূপ জান, আমার নিকট তৎসমস্ত যথাবদ্ বর্ণন কর! মুকুন্দ উত্তর করিল,—আমি জন্মদাতা, উপবীতদাতা, বেদদাতা ও শ্বশুর--কদাচ ইঁহাদিগের আজ্ঞাভঙ্গ করি নাই; শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা ভৃত্যের ন্যায় করিয়াছি; আপনি আমার শাস্ত্রজ্ঞানদাতা, কখনও আপনার আজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই; তবে আমার যিনি কুলাচর্য্য বেদবেদাঙ্গপারগ পুরোহিত, তাঁহার নিকট যৎকিঞ্চিৎ অপরাধ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে ধর্ম্ম-কোবিদ! যখন আমাদের কুলে পুত্র উৎপন্ন হয়, তখন পুরোহিতকে একটী সদক্ষিণ ধেনু দান করিয়া জাতকের নাড়ীচ্ছেদ করিতে হয়, ইহাই আমাদের কুলরীতি। পূর্ব্বে একদা আমার একটী পুত্র জন্মিলে সেই শুভদিনে মোহবশতঃ আমি সেই কুল-ক্রিয়া লোপ করিয়াছি; তজ্জন্য আমি গুরু-লোপকারী হইয়াছিলাম। হে তাত! যেরূপে আমার গুরুলোপহেতু পাপ জন্মিয়াছিল, সে সমস্ত নিবেদন করিলাম, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি সুরালয়ে গমন করি ।৪১—৬২। বেদায়ন বলিলেন,—হে মুকুন্দ! ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্বর্ত্তী এই যে কোশলা ভূমি, দেখিতেছি ইহারই পুণ্যপ্রভাবে তোমার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইয়াছে, হে অনঘ! এখন বল, কোন্ পুণ্যপ্রভাবে তোমার অস্থি এই পুণ্য ভূমিতে পতিত হইল? মুকুন্দ উত্তর করিল,—একদা জনৈক দ্বিজ সায়ং সময়ে আমার গৃহে উপ-

তস্মৈ স্থানং ময়া দত্তং ভোজনঞ্চ যথাবিধি ॥৬৫
সোঽপি ভুক্তা যথাকামং সুষ্বাপ শয়নে শুভে।
নিশীথে তস্য সর্ব্বাঙ্গে জ্বরোঽভূদতিদারুণঃ ॥৬৬
তেন পীড়িতসর্ব্বাঙ্গো নিদ্রাং লেভে ন স দ্বিজঃ
প্রভাত এব তত্যাজ প্রাণান্‌ মৃত্যাবুপস্থিতে ॥
তস্য দাহাদিকর্ম্মাণি বিহিতানি ময়া গুরো।
তদস্থীনি চ গঙ্গায়াং পাতিতানি বিধানতঃ ॥৬৮
তেন পুণ্যেন মেঽস্থীনি পতিতানি শিবপ্রদে।
তীর্থেঽস্মিন্‌ কোশলানাম্নি ব্রহ্মদেববিনির্ম্মিতে ॥

নারদ উবাচ।

স্বচরিতমিতি রাজন্‌ স দ্বিজঃ প্রোচ্য সদ্যঃ,
সুরসুভগশরীরো দ্যাং যযৌ যানগত্যা।
ইদমকথি ময়া তৎ তস্করাৎ প্রাপ্য মৃত্যুং
ব্যলভত দিবমেতত্তীর্থরাজপ্রসাদাৎ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে মুকুন্দোপাখ্যানে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১০ ॥

স্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যথাবিধি ভোজন ও আশ্রয় দান করিয়াছিলাম; তিনি যথাভিলষিত ভোজন করিয়া সুশোভন শয়নীয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। তারপর নিশীথ সময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অতি দারুণ জ্বর দেখা দিল, সেই জ্বরদাহে ঐ দ্বিজ নিদ্রা লাভ করিলেন না। অতঃপর প্রভাতে তিনি তনুত্যাগ করিলেন। হে গুরো! আমি তাঁহার দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যথাবিধি তদীয় অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলাম। সেই পুণ্যপ্রভাবে আমারও অস্থি এই ব্রহ্ম-নির্ম্মিত শুভপ্রদ কোশলাভূমিতে পতিত হইয়াছে। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্‌! দ্বিজ মুকুন্দ এইরূপে স্বচরিত্র কীর্ত্তন করিয়া বিমানগতিতে সদ্য সুরসুভগ শরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। এই তীর্থরাজপ্রসাদে দ্বিজ মুকুন্দ তস্কর হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে স্বর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।৬৩-৭০।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১০।

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শিবে তব পুরঃ সর্ব্বং মুকুন্দাখ্যানমুত্তমম্‌।
কথিতং চণ্ডকস্যাপি নাপিতস্য শৃণুষ্ব মে ॥ ১
যস্মিন্‌ দিনে মুকুন্দস্তু ব্রাহ্মণস্তেন ঘাতিতঃ।
চণ্ডকেন তদা রাজংস্তদ্বৃত্তং নাগরৈঃ শ্রুতম্‌।
শ্রুত্বা তৈস্তন্নৃপস্যাগ্রে নিবেদিতমিতি স্ফুটম্‌ ॥ ২

নাগরা ঊচুঃ।

চণ্ডকেন হতো রাজন্‌ মুকুন্দো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৩
নীতঞ্চ তদ্ধনং ভূরি যদ্যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্‌।
ত্বমস্মাকং প্রজানাং হি রক্ষকঃ শাসকোঽসতাম্‌

নারদ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য স ভূপালো মন্ত্রিণং পার্শ্ববর্ত্তিনম্‌।
উবাচ কোপরক্তাক্ষঃ কিমেভিঃ কথ্যতে শৃণু ॥৫
শীঘ্রমানয় তং পাপং নোচেত্ত্বাং ঘাতয়াম্যহম্‌।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পাপিষ্ঠ সাধূনাং শং বিধীয়তাম্‌ ॥৬

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে শিবে! তোমার নিকটে মুকুন্দের উত্তম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সেই চণ্ডক নাপিতের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। হে রাজন্‌! যে দিন নাপিত চণ্ডক দ্বিজ মুকুন্দকে নিহত করিয়াছিল, সেই দিনই নগরবাসীরা তাহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে সেই বৃত্তান্ত স্পষ্ট-রূপে নিবেদন করিল। নাগরিকেরা কহিল,—হে নৃপ! চণ্ডক দ্বিজোত্তম মুকুন্দকে নিহত করিয়া তাঁহার বহু ধন অপহরণ করিয়াছে, আপনি আমাদিগের রক্ষক ও অধার্ম্মিক-গণের শাসক। অতএব এক্ষণে যাহা উচিত হয়, প্রতিবিধান করুন।১—৪। নারদ কহিলেন,—নৃপ নাগরিকগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিতনয়নে পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন,—ইহারা কি বলিতেছে, শ্রবণ কর; হে পাপিষ্ঠ! উঠ উঠ, শীঘ্র সেই পাপ নাপিতকে আনয়ন কর,

পীড্যন্তে বিষয়ে যস্য প্রজা দস্যুভিরুল্বণৈঃ।
স নৃপো নরকং যাতি তেভ্যস্তাংশ্চেন্ন রক্ষতি ॥ ৭
নারদ উবাচ।
নিশম্যেতি বচো রাজ্ঞঃ সচিবঃ স শিবে নৃপ।
বেগেন হয়মারুহ্য পদাতিশতসংযুতঃ ॥ ৮
যযৌ গৃহে মুকুন্দস্য তস্য বন্ধূনপৃচ্ছত।
মুকুন্দঃ কেন নিহতঃ সত্যং ক্রূত মমাগ্রতঃ।
তং পাপং নিহনিষ্যামি শাসনান্নৃপতেরহম্ ॥ ৯
নারদ উবাচ।
শ্রুত্বেতি মন্ত্রিণো বাক্যং প্রত্যূচুর্বিপ্রবান্ধবাঃ ॥
বিপ্রবান্ধবা উচুঃ।
চণ্ডকেন হতো মন্ত্রিন্ মুকুন্দো নাপিতেন হি।
ইদং পলায়মানস্য তস্যোষ্ণীষং পপাত বৈ ॥ ১১
দৃষ্টঃ স্বচক্ষুষা বধ্বা মুকুন্দস্যৈব সোঽঘকৃৎ।
কিং কুর্ম্মস্তেন পাপেন মজ্জিতাঃ শোকসাগরে ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং বন্ধূনাং ব্রাহ্মণস্য হি।
স মন্ত্রী তস্য পাপস্য নপিতস্য গৃহং যযৌ ॥১৩
অশ্বাদুত্তীর্য্য তরসা তদ্‌গৃহং স্বয়মাবিশৎ।
কতিভিঃ পত্তিভিঃ সার্দ্ধং শয়ানঞ্চ দদর্শ হ ॥ ১৪
পত্তয়স্তু তদাজ্ঞপ্তাঃ কেশেষাকৃষ্য তৎক্ষণাৎ।
তল্পাদুত্থাপয়ামাসুস্তং পাপং নাপিতাধমম্ ॥ ১৫
কিং কিমিত্যেব সঞ্জল্পন্নেত্রে উন্মীলয়ত্যসৌ।
যাবৎ স নাপিতঃ পাপস্তাবত্তং দদৃশে পুরঃ ॥১৬
সংস্মরন্তং নিজং কর্ম্ম রাত্রৌ যৎকৃতবানঘম্।
অধোমুখঃ ক্ষণং তস্থৌ পশ্যন্ মূর্দ্ধি স্থিতং যমম্
গ্রাহয়িত্বা চ সচিবস্তং পাপঞ্চ স্বপত্তিভিঃ।
নিনায় নৃপতেঃ পার্শ্বমিতি চোবাচ ভূপতিম্ ॥ ১৮
আনীতো ব্রহ্মহা রাজন্নয়ং চণ্ডকনাপিতঃ।
যদাজ্ঞাপয়সি স্বামিংস্তরসা তৎকরোম্যহম্ ॥ ১৯
রাজোবাচ।
ধর্ম্মজ্ঞ সচিবশ্রেষ্ঠ শৃণু ত্বং বচনং মম।
ইয়ং সরিদ্বরায়ুষ্মংশ্চন্দ্রভাগাত্র নির্ম্মলা ॥ ২০

নচেৎ আমি তোমাকে নিহত করিব। যে রাজ্যে তেজস্বী দস্যুরা প্রজাপীড়ন করে এবং যে রাজা সেই প্রজাগণকে রক্ষা না করে, তাহার নরকে গতি হয়। নারদ কহিলেন,—হে শিবে! রাজার বাক্য শুনিয়া সেই সচিব বেগবান্ অশ্বারোহণে শত শত পদাতি সহ মুকুন্দের গৃহে গমনপূর্ব্বক তদীয় বান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুকুন্দকে কে নিহত করিয়াছে? আমার সমীপে সত্য করিয়া বল,আমি নৃপশাসনে সেই পাপকে নিহত করিব। নারদ কহিলেন,—মুকুন্দবান্ধবেরা সচিবের সেই বাক্য শুনিয়া প্রত্যুত্তরে কহিল,—হে মন্ত্রিন্! চণ্ডক নাপিত মুকুন্দকে নিহত করিয়াছে; এই দেখুন, সেই পলায়মান নাপিতের উষ্ণীষ পতিত রহিয়াছে। সেই পাপকারীকে মুকুন্দপত্নী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমরা কি করিব, আমরা শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি। নারদ কহিলেন,—সেই মন্ত্রী মুকুন্দ বান্ধবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পাপ নাপিতের গৃহে গমনপূর্ব্বক বেগে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কতিপয় পদাতি সহ তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—নাপিত শয়ান রহিয়াছে। সচিবাদেশে তখন পদাতিগণ তৎক্ষণাৎ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক শয্যা হইতে সেই পাপ নাপিতাধমকে উত্থাপিত করিল। নাপিত 'কি কি' এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিল; তারপর যেমন মন্ত্রীকে সম্মুখে অবলোকন করিল, অমনি পূর্ব্বরাত্রের সেই মুকুন্দবধঘটিত নিজ কৃত পাপ বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল অধোমুখ হইয়া রহিল এবং দেখিল,—যেন যম তাহার মস্তকে অবস্থিত রহিয়াছেন।৫—১৭। অনন্তর মন্ত্রী পদাতিগণ দ্বারা সেই পাপ নাপিতকে গ্রহণ করিয়া নৃপতির পার্শ্বে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মঘাতী নাপিত চণ্ডককে আনয়ন করিয়াছি, হে প্রভো! এক্ষণে যাহা আদেশ করিবেন, সত্বর তাহা সম্পাদন করিব। রাজা কহিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ সচিবসত্তম! আমার বাক্য

ত্যজন্তি যেহত্র বৈ প্রাণাম্ভন্তে তে সুরাস্পদম্।
অতএব ন হন্তব্যঃ পাপাত্মা হ্যত্র নাপিতঃ ॥ ২১
পঞ্চক্রোশান্তরে হ্যস্যা মর্য্যাদায়া বহির্যদি।
নরকান্ দারুণান্ হেব ব্রহ্মহা যাতু মা চিরম্ ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তস্তেন বৈ রাজ্ঞা স,রাজমন্ত্রিসত্তমঃ।
শ্বপচান্ প্রেরয়ামাস হন্তুং তং ভূপশাসনাৎ ॥ ২৩
শ্বপচাস্তে তমুন্নীয় চন্দ্রভাগাপরে তটে।
যোজনদ্বয়ভূভাগং চিচ্ছিদুস্তস্য মস্তকম্ ॥ ২৪
স পাপো মারবে দেশে সর্পোহভূৎকালবিগ্রহঃ
ধবকোটরমধ্যস্থো বিষজ্বালাকরাননঃ ॥ ২৫
স শুষ্কো ধববৃক্ষস্ত তস্য ফুৎকারবহ্নিনা।
তথা তপনতাপেন সরসোহপি যথা হ্রদঃ ॥ ২৬
গমনাত্তস্য পাপস্য সর্ব্বতো বৃক্ষমুষরম্।
উচ্ছিদ্য তৃণজাতাদি জাতং পশ্বহিতং তদা ॥২৭
তত্র জাতু সমায়াতঃ সার্থো দক্ষিণদেশতঃ।
নারায়ণাশ্রমং,গচ্ছন্ বদর্য্যাখ্যং শিবে নৃপ ॥২৮
তত্রৈকোব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎসার্থে সম্মীলিতঃ পথি।
নিশ্ছিদ্রাং কাষ্ঠমঞ্জূষাং পিতৃমাত্রস্থিসংযুতাম্ ॥২৯
স্কন্ধেন ধারয়ন্ যাতি তানি পাতয়িতুং নৃপ।
গঙ্গাম্ভসি মহাভাগ পাপিনামপি কামদে ॥ ৩০
সোহপ্যাগতস্তত্র বনে যত্রাস্তি স ভুজঙ্গমঃ।
বিবিক্তে ক্ষিপ্য মঞ্জূষাং শলাকালোহনির্ম্মিতাম্
অথাগত্য ভুজঙ্গোহসৌ শলাকাং ফণয়াঘটৎ।
কিঞ্চিদুদ্‌ঘাটিতায়াং স মঞ্জূষায়াং সমাবিশৎ ॥ ৩২
পুনঃ শালাকা স্বং স্থানমাগতাথ স কুণ্ডলী।
তত্রৈব তস্থৌ নিশ্চেষ্টো মঞ্জূষায়াং বিষোজ্ঝিতঃ ॥
অথ প্রভাতে সর্ব্বে তে চেলুঃ স্থানান্ততো নৃপ।
ব্রাহ্মণঃ সোহপি মঞ্জূষাং কম্বলেন সমাবৃতাম্।

শ্রবণ করুন। হে আয়ুষ্মন্! এই নির্ম্মলজলা চন্দ্রভাগা সর্ব্ববিধ নদীমধ্যে শ্রেষ্ঠা, যাহারা এখানে তনু ত্যাগ করে, তাহারা দেবাস্থান স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। এই নাপিত পাপাত্মা, অতএব ইহাকে এস্থানে বধ করা কর্ত্তব্য নহে। এই চন্দ্রভাগার তীর্থমর্য্যাদা পঞ্চক্রোশ পর্য্যন্ত, যদি এই ব্রহ্মঘাতী নাপিতকে ঐ পঞ্চ ক্রোশের বাহিরে লইয়া গিয়া বধ করা হয়, তবে এ ব্যক্তি চিরতরে সুদারুণ নরকে গমন করিবে। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! সচিবসত্তম রাজার আদেশে নাপিতের বধার্থ চণ্ডালগণকে নিযুক্ত করিলেন, চণ্ডালেরা তাহাকে চন্দ্রভাগার পরপারে লইয়া গিয়া যোজনাদ্বয় ভূভাগ অতিক্রমপূর্ব্বক একস্থানে তাহার মস্তক ছেদন করিল। অতঃপর সেই পাপ নাপিত কালবিগ্রহ বিষমুখ সর্প হইয়া মারবদেশের এক ধববৃক্ষের কোটরে অবস্থান করিতে লাগিল। তপনতাপে সজল হ্রদ যেমন শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ সেই সর্পের ফুৎকারফলে ঐ ধববৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। সেই সর্প যেস্থানে গমন করিত, তথায় বৃক্ষাদি মরিয়া যাইত, তৃণ সকল উচ্ছিন্ন হইত এবং সে বন উষর হইয়া পশ্বাদির অহিতকর হইয়া উঠিত। হে নৃপ! একদা দক্ষিণ দেশ হইতে একদল তীর্থযাত্রী তথায় আগমন করিল; তাহারা নারায়ণাশ্রম বদরিকাবনে যাইতেছিল। হে শিবে! পথিমধ্যে তাহাদের সহিত একজন ব্রাহ্মণ মিলিত হইলেন। হে মহাভাগ! ঐ ব্রাহ্মণ তাহার পিতামাতার অস্থি পাপিগণেরও কামপ্রদ গঙ্গাজলে নিক্ষেপার্থ একটী ছিদ্রহীন মঞ্জুষামধ্যে রক্ষিত করিয়া স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক যাইতেছিলেন; তিনি ও সেই সর্পাধ্যুষিত বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ মঞ্জুষা লোহশলাকা-নির্ম্মিত; বিপ্র মঞ্জুষাটীকে নির্জ্জন স্থানে রাখিয়াছিলেন।১৮-৩১। অনন্তর সর্প সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ফণাদ্বারা মঞ্জুষার শলাকা কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া সেই মঞ্জুষামধ্যে প্রবেশ করিল; তখন সেই শলকাগুলি আবার পূর্ব্ববৎ অল্পাবকাশ হইল। হে নৃপ! সেই বিষোজ্জিত সর্প মঞ্জুষামধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। এদিকে প্রভাতে তীর্থযাত্রিদলসহ সেই বিপ্র

কৃত্বা শিরসি রাজেন্দ্র চচাল প্রতি জাহ্নবীম্।
কতিভির্বাসরৈঃ সার্থঃ সম্প্রাপ্তস্তীর্থগামিনাম্॥
ইহৈব কো লায়াং বৈ পুনীতায়াং মহীপতে।
অথ শীতাতুরো বিপ্রঃ কম্বলঞ্চোদঘাটয়ৎ॥ ৩৮
মঞ্জুষাবরণং রাজন্ তত্রাযোধ্যাতটে শুভে।
সোঽপি সর্পো নিরাহারো লব্ধ্বা মারুতভোজনম্
নিশ্চক্রাম বহিস্তস্মাত্তুৎক্ষিপ্য পুশলাকিকাম্।
তং নিঃসৃতং সমালোক্য সর্পঃ সর্প ইতি ক্রুধা॥
ব্যাহরন্তো জনাঃ সর্ব্বে লোষ্টহস্তাঃ সমভ্যয়ুঃ।
যাবৎপলায়তে সর্পস্তাবদেকেন ঘাতিতঃ॥ ৩৯
তত্যাজ স তদা প্রাণান্ পশ্যতাং তীর্থগামিনাং।
ত্যক্ত্বা ভুজঙ্গদেহং স দেবত্বং প্রাপ দুর্লভম্।
দিব্যং বিমানমারুহ্য প্রোবাচেদং জনানিহ॥ ৪০

সর্প উবাচ।

ভো দাক্ষিণাত্যাঃ শৃণুত ব্রাহ্মণা বচনং মম॥৪১
পুরা চণ্ডকনামাহং নাপিতো ব্রহ্মহাধমঃ।
ব্রহ্মহত্যাপ্রদোষেণ সর্প আসং মরুস্থলে॥ ৪২
ভুক্ত্বা নরকদুঃখানি বর্ষাণাং লক্ষপঞ্চকম্।
অতীতং সর্পযোনৌ মে বর্ষাণামযুতদ্বয়ম্॥ ৪৩
তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন প্রাপ্তং দেবত্বমুত্তমম্।
তস্মাদিদং ন বৈ ত্যাজ্যং তীর্থং বৈ কোশলাভিধম্।
সর্ব্বার্থদং যতো নাকঃ প্রাপ্তং পাপীয়সা ময়া॥৪৪

নারদ উবাচ।

এবং স নাপিতঃ পাপো যোনিং প্রাপ্য বিনিন্দিতাম্।
জগাম দ্যাং বিমানস্থস্তীর্থস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ৪৫
তে দাক্ষিণাত্যা যতয়ো ভূত্বা তত্রৈব তীর্থকে।
উষুর্গোবিন্দপাদাব্জমনসা দৃষ্টবৈভবে॥ ৪৬
মাহাত্ম্যমস্য তীর্থস্য দৃষ্ট্বা স ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তীর্থেঽত্র জাতবিশ্রদ্ধঃ পিত্রোরস্থীনি সোঽক্ষিপৎ
পতিতেষ্বস্থিখণ্ডেষু পিতরৌ তস্য তৎক্ষণাৎ।

সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। হে নৃপসত্তম! ব্রাহ্মণ কম্বলদ্বারা সেই মঞ্জুষা আবৃত ও মস্তকের উপর রক্ষিত করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন। হে মহীপতে! বহুদিন পরে তীর্থযাত্রীদিগের পাবিত্র্যজনক এই কোশলা ভূমিতে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! ব্রাহ্মণ তখন শীতপীড়িত হইয়া সেই অযোধ্যাতটে মঞ্জুষাবরণ কম্বল খুলিয়া লইলেন। সর্প এতকাল কিছুই আহার করে নাই, সে পবনভোজনে জীবন ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে কম্বল উন্মোচিত হইলে সেই সর্প পূর্ব্ববৎ শলাকা সরাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সর্পকে বহির্নির্গত দেখিয়া তত্রত্য লোকসকল "সাপ সাপ" এইরূপ বলিয়া ক্রোধে লোষ্ট্রহস্তে তথায় উপস্থিত হইল। তখন সর্প যেমন পলায়নে উপক্রম করিল, অমনি একব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিল, সর্প সেই তীর্থগামিগণের সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিল। সর্প দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্লভ দেবত্ব প্রাপ্ত হইল এবং দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া তত্রত্য জনগণকে বলিতে লাগিল। সর্প কহিল,—ভো ভো দাক্ষিণাত্য দ্বিজগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মঘাতী চণ্ডক নামক অধম নাপিত ছিলাম, ব্রহ্মহত্যাপাপে আমি সর্পদেহে মরুস্থলে অবস্থান করিতাম। পাঁচ লক্ষ বৎসর আমি নরকদুঃখ ভোগ করিয়াছি, সর্পযোনিতে আমার দুই অযুত বর্ষ অতীত হইয়াছে। সম্প্রতি এই তীর্থপ্রসাদে আমি দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইলাম; অতএব এই কোশলা তীর্থ কোনক্রমেই পরিত্যাজ্য নহে। এই তীর্থ সর্ব্বার্থপ্রদ, কেননা পাপী হইয়াও আমি স্বর্গতি লাভ করিলাম।৩২—৪৪। নারদ কহিলেন,—পাপ নাপিত এইরূপে নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হইয়াও এই তীর্থপ্রসাদে বিমানস্থ হইয়া স্বর্গে গমন করিল; দাক্ষিণাত্য দ্বিজগণও তীর্থপ্রভাব দর্শন করিয়া গোবিন্দপাদারবিন্দে মনোনিবেশপূর্ব্বক সংযত হইয়া তথায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ঐ ব্রাহ্মণসত্তমও এই তীর্থমাহাত্ম্য অবলোকনপূর্ব্বক তীর্থের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হইয়া তথায় পিতা-মাতার অস্থি

বিমানবরমারূঢ়ৌ দিব্যৌ তত্র সমাগতৌ ॥ ৪৮
উচতুশ্চ স্বতনয়ং শৃণ্বানেষু জনেষু বৈ ।
বৎস জীব চিরং লোকে ধনধান্যসুখী ভব ॥৪৯
আবয়ের্মুক্তিদানাচ্চ মুক্তিং যাস্যসি নো মৃষা ।
গঙ্গায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং স্যাৎ সুতস্য বৈ ।
পিতৄণাং যা গতিশ্চাত্র দ্বয়ং স্যাদস্থিপাততঃ ॥৫০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে মুকুন্দোপাখ্যানং নামৈকাদশাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তস্য বিপ্রস্য পিতরৌ দিব্যরূপিণৌ ।
বিমানবরমারুহ্য গতৌ হরিপুরং প্রতি ॥ ১
তয়োঃ পুত্রস্তু তত্রৈব কোশলায়াং দিনত্রয়ম্ ।

নিক্ষেপ করিল। অস্থিনিক্ষেপ হইবা মাত্র তদীয় পিতামাতা তৎক্ষণাৎ উত্তম বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন এবং সর্ব্বলোকসমক্ষে স্বতনয়কে কহিলেন,—বৎস! সংসারে সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ধনধান্য দ্বারা সুখী হইবে এবং আমাদের মুক্তিদান করিলে, এজন্য তুমিও মুক্তিলাভ করিবে, আমাদের এই বাক্য কদাচ মিথ্যা নহে। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পুত্রের যে ফললাভ ও পিতৃগণের মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে, এই স্থানে অস্থিনিক্ষেপে তদুভয় ফলই লাভ হইয়া থাকে। ৪৫—৫০।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১১।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—ঐ বিপ্রের পিতামাতা এইরূপ কহিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তম বিমানারোহণে হরিপুরে প্রস্থান করিলেন, পুত্র দিনত্রয় সেই কোশলাতীর্থে বাস করিয়া

উষিত্বা স্বগৃহং প্রায়াৎ চিন্তয়ংস্তীর্থ-বৈভবম্ ॥২
ইয়মেব তু কথ্যন্তে বিবুধৈঃ কোশলা নৃপ ।
কথয়িষ্যামি তত্তেঽহং শ্রবণোৎসুকচেতসে ॥ ৩
তে দাক্ষিণাত্যা বটবস্তস্থামুর্মুমূর্ষবঃ ।
সমর্থীর্থপ্রদায়িন্যাং কোশলায়াং বিপদ্যতাম্ ॥৪
কশ্চিদেকস্তদা তেষু তামনাদৃত্য কোশলাম্ ।
গচ্ছন্নারায়ণস্থানং বিষ্ণুনা বারিতঃ পথি ॥ ৫
বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ প্রোক্তশ্চেতি দ্বিজং প্রতি ॥ ৬

বৃদ্ধব্রাহ্মণ উবাচ ।

ক্ক যাসি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত্বেমাং কোশলাং শুভাম্
ইন্দ্রপ্রস্থমিদং তীর্থং সর্ব্বতীর্থোত্তমং দ্বিজ ।
কোশলা হ্যত্র পুত্রেয়ং মুক্তিদা বিষ্ণুবল্লভা ॥ ৭
যত্র যাসি বিহায়ৈনাং নিষ্কামপদদায়িনীম্ ।
ন সিদ্ধির্ভবিতা তত্র বিষ্ণুস্তে চ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৮
মুক্তিং চেদিচ্ছসে বিপ্র তীর্থে ন্যাসং প্রগৃহ্য চ ।
যস্য যস্যেচ্ছয়া স্নাসি তং তং স্বর্গং প্রদাস্যতি ॥৯

তীর্থপ্রভাব চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে প্রস্থিত হইলেন। হে নৃপ! পণ্ডিতগণ কোশলার কথা এইরূপই কহিয়া থাকেন। ইহার শ্রবণ জন্য তোমার চিত্ত সমুৎসুক, অতএব তোমার নিকট এই কোশলা-কথা কহিতেছি। সেই দাক্ষিণাত্য দ্বিজগণ সেই অভীষ্ট দায়িনী কোশলায় প্রাণত্যাগ বাসনায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই তীর্থসেবী মরণাভিলাষী লোকগণ মধ্যে একজন কোশলার প্রতি অনাদর করিয়া নারায়ণতীর্থ বদরিকায় যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বিষ্ণু বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া এই দ্বিজকে পথে যাইতে বাধা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! এই শুভদায়িনী কোশলা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? হে দ্বিজ! এই ইন্দ্রপ্রস্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম, হে পুত্র! এখানে বিষ্ণুবল্লভা কোশলা মুক্তিদা; এই নিষ্কামপদদায়িনী কোশলাকে পরিত্যাগ করিয়া যেস্থানে যাইবে, তথায় তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না, বিষ্ণু তোমার প্রতি পরাঙ্মুখ হইবেন। ১—৮। হে বিপ্র! তুমি যদি মুক্তি

তব দৃষ্টিপথে বিপ্র সর্পোঽপি স্বরতামিয়াৎ।
অস্যাঃ প্রসাদতো মুক্তৌ স্বর্গস্থৌ বিপ্রদম্পতী
সঞ্জাতপ্রত্যয়োঽপি ত্বমেতন্মাহাত্ম্যদর্শনাৎ।
লব্ধা ভাগ্যোদয়েনাপি কথমেনাং বিমুঞ্চসি ॥১১
যথা কশ্চিত্তৃষার্ত্তোঽপি লব্ধাপ্যমৃতবারিধিম্।
তং ত্যক্ত্বা যাতি পঙ্কাম্ভস্তদ্বত্ত্বং মূঢ় দৃশ্যসে ॥১২
যথা চিন্তামণিং কশ্চিৎ কূপে ক্ষিপতি মোহিতঃ
হস্তস্থং যা গতিস্তস্য দৃশ্যতে সা গতিস্তব ॥ ১৩
আরাধ্য বিষ্ণুং বিশ্বেশং যথা কশ্চিৎ পুমান্ কুধীঃ।
সুখমৈন্দ্রিয়কং তুচ্ছং যাচতে সা গতিস্তব ॥ ১৪
ন যাতি কোশলামেনাং ত্যক্ত্বা সর্ব্বার্থদায়িনীম্
স্নাতস্যাত্র দিবপ্রাপ্তির্মৃতস্যামৃতসংস্থিতিঃ ॥ ১৫

নারদ উবাচ।

রাজন্নাকর্ণ্য বিপ্রোঽসৌ দ্বিজশ্রেয়োভৃতো হরেঃ
বাক্যং প্রোবাচ বিপ্রায় শ্রেষ্ঠং বদরিকাশ্রমম্ ॥

বিপ্র উবাচ।

ভো ভো বিপ্রবর শ্রদ্ধা তব বাক্যে ন জায়তে
মম শ্রুতবতঃ পূর্ব্বমল্পগ্রামস্য বৈভবম্ ॥ ১৭
ইন্দ্রপ্রস্থমিদং তীর্থং ন কদাচিন্ময়া শ্রুতম্।
কুতস্ত্ব কোশলা বৃদ্ধ এতদন্তরবর্ত্তিনী ॥ ১৮
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্মুক্তা যত্র চ যোগিনঃ।
মুক্ত্বা তমাশ্রমং পুণ্যং তিষ্ঠাম্যত্র কথং দ্বিজ ॥১৯
যথাগত্য স্বয়ং বিষ্ণুরিত্যুক্ত্বা মাং নিবারয়েৎ।
বদর্য্যাশ্চাধিকং ক্ষেত্রমিন্দ্রপ্রস্থমিদং দ্বিজ ॥২০
তদাহং ন প্রতিষ্ঠামি চলিতোঽপি তমাশ্রমম্।
মুক্তিকামঃ স্বসদনান্নান্যথাস্থিতিরত্র মে ॥ ২১

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তে তেন বিপ্রেণ প্রাদুরাসীচ্চতুর্ভুজঃ।
বিহায় প্রাকৃতং রূপং দিব্যরূপধরো হরিঃ।
উবাচ চ মহাভাগং তং দ্বিজং মোক্ষকামুকম্ ॥২২

কামনা কর, তবে এই তীর্থে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কামাদি চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যাহা যাহা কামনা করিয়া স্নান করিবে, কোশলা সেই সেই বর্গই প্রদান করিবেন। হে বিপ্র! তোমার চক্ষের সমক্ষেই সর্প সদ্গতি লাভ করিল, এই তীর্থপ্রভাবে বিপ্রদম্পতি মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন, তুমিও এই সকল মাহাত্ম্য দর্শনে বিশ্বস্ত হইলে, এখন কেন এইরূপ ভাগ্যভাজন হইয়াও তুমি ইহাঁকে ত্যাগ করিতেছ? কোন তৃষার্ত্ত লোক যেরূপ অমৃত বারিধি প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পঙ্কিল জলে গমন করে, তোমাকেও তদ্রূপ মূঢ় দেখিতেছি। মূঢ় মানব করস্থ চিন্তামণি কূপে নিক্ষেপ করিয়া যে গতি প্রাপ্ত হয়, তোমারও দেখিতেছি, সেই গতি হইবে। কুবুদ্ধি ব্যক্তি বিশ্বেশ বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়াও যেরূপ তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-সুখভোগ আকাঙ্ক্ষা করে, তোমারও দেখিতেছি, সেইগতি হইবে। যে মানব সর্ব্বার্থদায়িনী এই কোশলাকে পরিত্যাগ করিয়া না যায়, এখানে তাহার স্নানে স্বর্গতি ও প্রাণত্যাগে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! সেই বিষ্ণুভক্ত দ্বিজ এই সকল শ্রবণ করিয়া ঐ বিপ্রকে বদরিকা বিষয়ক উত্তম বাক্য বলিতে লাগিলেন। বিপ্র বলিলেন,—হে বিপ্রবর! এই ক্ষুদ্র গ্রামের প্রভাব শুনিয়া আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। হে বৃদ্ধ! আমি কদাচ ইন্দ্রপ্রস্থেরই কথা শুনি নাই, তাহাতে আবার তদন্তর্বর্ত্তিনী কোশলার কথা কি? যেস্থানে সাক্ষাৎ নারায়ণ বিদ্যমান, যোগিগণ যেস্থানে মুক্তিলাভ করেন, হে দ্বিজ! আমি সেই পুণ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এখানে কিরূপে থাকিব? আমি মুক্তিকামী হইয়া স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছি; সুতরাং হে দ্বিজ! যদি বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া আমাকে নিবারণ করেন কিংবা বলেন যে, বদরিকাশ্রম হইতে এই ইন্দ্রপ্রস্থ শ্রেষ্ঠ, তবেই আমি প্রস্থানে বিরত হইব; নচেৎ এখানে আমার অবস্থান হইবে না। ৯—২১। নারদ কহিলেন,—দ্বিজ এইরূপ বলিলে, বিষ্ণু বৃদ্ধবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য চতুর্ভুজরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই মুক্তি-

বিষ্ণুরুবাচ।
ইন্দ্রপ্রস্থমিদং বিপ্র সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্।
ব্রহ্মজ্ঞেষ্বিব সর্ব্বেষু শম্ভুর্গঙ্গা নদীষ্বিব ॥ ২৩
হিমবানিব শৈলেষু পক্ষিরাড়িব পক্ষিষু।
ত্রিদশেষু যথা শক্রো বৈষ্ণবেষ্বিব নারদঃ ॥২৪
তেজস্বিষু যথা সূর্য্যঃ ক্ষীরাব্ধিরিব চাব্ধিষু।
যথা বর্ণেষু ভূদেবঃ স্রষ্টৃষ্বিব পিতামহঃ ॥ ২৫
বিষ্ণোর্যথাবতারেষু কৌশল্যাজনিতো বরঃ।
তথা সমস্ততীর্থেষু শক্রপ্রস্থমিদং বরম্ ॥ ২৬
নিষ্কামো বা সকামো বা যাতি তীর্থে ক্বচিন্নরঃ।
তত্র তত্র সমস্তাত্মা ফলদাতাহমেব বৈ ॥ ২৭
ইন্দ্রপ্রস্থান্তরগতাং ত্যক্ত্বা যো যাতি কোশলাম্
স নো ফলমবাপ্নোতি ভক্তো বরদবৃন্দপাৎ ॥২৮

নারদ উবাচ।
এবং নিশম্য তদ্বাক্যং দৃষ্ট্বা তদ্রূপমুত্তমম্।
প্রণিপত্য রমাকান্তং তস্মামেবাগমদ্দ্বিজঃ ॥ ২৯
ভগবানপি বিশ্বাত্মা সপদ্যন্তর্দধে বিভুঃ।
তত্ত্বমুদিশ্য তং বিপ্রং তেন ভাবেন পূজিতঃ ॥৩০
তত্রাগত্য স বিপ্রোঽসৌ কোশলায়াং নরাধিপ
কথয়ামাস তদ্বৃত্তং সর্ব্বং সর্ব্বান্ স্বসঙ্গিনঃ ॥ ৩১
তেঽপি শ্রুত্বা মহাভাগা দাক্ষিণাত্যা দ্বিজাতয়ঃ
তস্যামনশনং কৃত্বা তত্যজুঃ প্রাকৃতং বপুঃ ॥৩২
তদৈব গরুড়ারূঢ়ঃ শ্রীবিষ্ণুঃ সমুপাগতঃ।
বিমানৈঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধং তাবদ্ভির্দীপ্তিভাস্করৈঃ ॥
তে তং দৃষ্ট্বা সমায়ান্তং বিমানং গণসংযুতম্।
বপুষা দিব্যরূপেণ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৩৪
তুষ্টুবুশ্চ দ্বিজাঃ সর্ব্বে দিব্যজ্ঞানবপুর্দ্ধরাঃ।
তং দিব্যরূপিণং দেবং দেববন্দ্যপদাম্বুজম্ ॥৩৫

ব্রাহ্মণা উচুঃ।
নমস্তেঽতসীপুষ্পসঙ্কাশভাসং
তনুং বিভ্রতে পীতবাসোবৃতায়।

কামী মহাভাগ ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে বিপ্র! ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে যেমন শম্ভু এবং নদীনিবহ মধ্যে যেমন জাহ্নবী শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই ইন্দ্রপ্রস্থ সর্ব্বতীর্থ মধ্যে প্রধান। পর্ব্বতগণ মধ্যে যেরূপ হিমালয়, পক্ষিগণ মধ্যে যেরূপ গরুড়, সুরগণ মধ্যে যেমন শক্র, বৈষ্ণবগণ মধ্যে যেমন নারদ; তেজস্বিগণমধ্যে যেমন সূর্য্য, সাগরসমূহ মধ্যে যেমন ক্ষীরসাগর, বর্ণনিবহ মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, স্রষ্টিকর্ত্তাদিগের মধ্যে যেমন পিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর অবতারগণ মধ্যে কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই ইন্দ্রপ্রস্থ সমস্ত তীর্থ মধ্যে প্রধান। নিষ্কামই হউক, আর সকামই হউক, মানব যদি এই তীর্থে গমন করে, তবে আমিই তাহার অভিলষিত ফল দান করিয়া থাকি। যে মানব ইন্দ্রপ্রস্থান্তর্গত কোশলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আমার ভক্ত হইলেও সে বরদাতাদিগের নিকট বাঞ্ছিত ফললাভে বঞ্চিত হয়। নারদ কহিলেন,—দ্বিজ এইরূপ বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ ও তদীয় উত্তম রূপ দর্শন করিয়া রমাপতিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কোশলায় চলিয়া আসিলেন। আর বিভু বিশ্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই বিপ্রকে তত্ত্ব উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক ভক্তিভাবে পূজিত হইয়া সত্বর অন্তর্হিত হইলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর ঐ বিপ্র কোশলায় আগমন করিয়া তদীয় সঙ্গিগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সেই মহাভাগ দক্ষিণাপথবাসী দ্বিজগণও এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনশন ব্রতাবলম্বনে কোশলায় স্ব স্ব প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন বিষ্ণু স্বয়ং গরুড়ারোহণে সূর্য্যসম সমুজ্জ্বল বহুবিমান ও স্বগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপাগত হইলেন; তখন সেই দিব্যরূপী দ্বিজগণ গণমণ্ডিত ও বিমানসংযুত বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন এবং সেই সকল দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন দিব্যদেহধারী দ্বিজ সেই দেবারবিন্দিত-পদারবিন্দ দিব্যরূপী দেবদেব বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ২২—৩৫। দ্বিজগণ বলিলেন,—তুমি অতসীকুসুমসঙ্কাশ শরীর

লসৎকুণ্ডলপ্রোতনানোপলায়,
শ্রুতৌ চঞ্চলাব্যাপিনীলাম্বুদায় ॥ ৩৬
ভক্তিস্ত্বদীয়া কিল কল্পবল্লী
সমাশ্রিতা যচ্ছতি চিত্তবাঞ্ছিতম্।
যথা তথৈষা তব কোশলা বিভো
জনৈরভে তে কৃপয়া তবাপ্যতে ॥ ৩৭
বন্দামহে তে চরণারবিন্দং
বৃন্দারকৈর্বন্দিতমীশ্বরাদ্যৈঃ।
বিচিন্ত্যমানং হৃদি যোগিবৃন্দৈঃ
কন্দং পরানন্দভুবো বিমুক্তেঃ ॥ ৩৮
প্রাপ্তাঃ কামং শ্রীপতে ত্বৎস্বরূপং
শ্রীবৎসাদ্যৈর্লক্ষিতং চারুচিহ্নৈঃ।
বাঞ্ছামস্তে দাসভাবং তথাপি
প্রাপ্তং সর্বৈরাদৃতং নারদাদ্যৈঃ ॥ ৩৯
যৎ সৌখ্যং তে দাসভাবং গতানাং
তন্নো লক্ষ্ম্যা বক্ষসোঽন্তর্বসন্ত্যাঃ।
তজ্জানাতি শ্রীপতে শ্রীমহেশো
হ্যন্যো লোকে যেন তচ্চানুভূতম্ ॥ ৪০
মধ্যেঽস্মাকং শ্রীপতে সেবকানাং
নীরাগাণামপ্যসৌ মাননীয়ঃ।
অস্মাত্তং তে নারদাদ্যা মুনীশা-
স্তদ্ভক্ত্যৈপ্তে লোকনাথং ভজন্তে ॥ ৪১
কামং ব্রহ্মানন্দমগ্নান্তরাত্মা
ত্বদ্দাস্যে নো তৃপ্তিমায়াতি শম্ভুঃ।
বারং বারং ত্বদ্গুণানাগ্রহীতুং
নৃত্যত্যুচ্চৈস্ত্বৎপরো ভাবযুক্তঃ ॥৪২
হেতোরস্মাদ্দেহিনঃ স্বস্য দাস্যং
যৎপ্রাপ্তানাং নোর্ম্ময়ঃ সম্ভবন্তি।
তচ্চিহ্নাঙ্গৌ দ্বারপালৌ তদীয়ৌ
মোহাৎকাম প্রাপ্য তৌ তৎ স্বকীয়ম্ ॥৪৩
লোকাদস্মাদন্তরেণ ত্বদিচ্ছা
ত্বল্লোকানাং নোদ্যতে চাত পাতঃ।

ধারণ করিয়াছ; তোমার দেহ পীতবসনে আবৃত; তোমার কর্ণযুগল নানা উপল-খচিত লোল কুণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত; তুমি বিদ্যুদ্বিজ-ড়িত ঘননীরদপ্রভ, তোমাকে নমস্কার। হে বিভো! কল্পলতাসদৃশী ভবদীয়া ভক্তি যেমন আশ্রিতগণের বাঞ্ছিত প্রদান করে, তদ্রূপ আপনার এই কোশলাও অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা আপনার ভক্তিকে আশ্রয় করে, আপনার কৃপায় তাহাদের ভক্তি ও কোশলাপ্রাপ্তি উভয়ই ঘটে। যোগিগণ ভবমুক্তির জন্য আপনার যে পরানন্দ-কন্দ পদদ্বন্দ্ব হৃদয়ে ধ্যানকরেন, আমরা আপনার সেই ঈশ্বরাদি দেববৃন্দবন্দিত পদারবিন্দের বন্দনা করি। হে শ্রীপতে! শ্রীবৎসাদি চারুচিহ্নলক্ষিত আপনার স্বরূপ আমরা যথেচ্ছ প্রাপ্ত হইয়াছি; তথাপি নারদাদি ভক্তগণ আপনার যে দাস্য সাদরে লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরাও তাহাই বাঞ্ছা করি। হে রমাপতে! আপনার দাস্যভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যে সুখ, আপনার বক্ষোবাসিনী লক্ষ্মীরও সে সুখলাভ হয় না; আপনার দাস্য ভাবের সুখ শ্রীমহেশ জানিতে পারিয়াছেন, তিনি ভিন্ন ভুবনে আর কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। হে লক্ষ্মীপতে! মাদৃশ রাগরহিত সেবকগণের মধ্যে আপনার সম্পর্কলাভে এই স্থিজই আমাদের মাননীয় হইয়াছেন; আর এই জন্যই আপনাকে লোকনাথ বলিয়া আপনার ভক্তিকামনায় নারদাদি মুনিবৃন্দ আপনাকে ভজনা করেন। তোমার দাস্যে হৃদয়ে বিপুল ব্রহ্মানন্দ উদ্ভূত হয়, কিন্তু এ দাস্য দুর্ঘট; কেন না, শঙ্করও তোমার দাস্য লাভ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তাই তিনি বারবার তোমার গুণ কীর্ত্তনের জন্য তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া নিরতিশয় নৃত্য করিয়া থাকেন। ৩৬—৪২। তোমার দাস্য লাভ হইলেও যে দেহীর দেহমধ্যে সেই দাস্য ভাবের ঊর্ম্মি উত্থিত না হয়, তাহাদের সে দাস্য দৃঢ় হয় না; দেখুন, আপনার সদৃশমূর্ত্তি ভবদীয় দ্বারপালদ্বয় মোহবশে স্বীয় স্থান হইতে চ্যুত হইয়া আপনার ইচ্ছাবশে নরলোকে জন্মিয়াছিল। আপনার ইচ্ছায় যখন আপনার নিজ দাসেরও

কো জানীয়াত্তাবকীমত্র মায়াং
দুর্বিজ্ঞেয়াং ব্রহ্মশর্ব্বাদিদেবৈঃ॥ ৪৪
নারদ উবাচ।
এবং তৈঃ স্তূয়মানঃ স প্রভুর্নিজপদোন্মুখঃ।
উবাচ তান্ দাক্ষিণাত্যান্ মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ভো ভো দ্বিজা ভবন্তোঽস্যাঃ কোশলায়াঃ প্রসাদতঃ।
সারূপ্যমপি মে প্রাপ্তা দাসভাবঞ্চ যাস্যথ॥ ৪৬
অদ্য প্রভৃতি মে বিপ্রাস্তীর্থমেতদনুত্তমম্।
দক্ষিণা কোশলেত্যুচ্চৈর্নাম্না খ্যাতং ভবিষ্যতি॥
যত্র দাশরথী ভূত্বা নিহনিষ্যদ্দশাননম্।
সা কথ্যতে মুনিবরৈঃ সর্ব্বৈরুত্তরকোশলা॥৪৮
বিপন্নো জ্ঞানবান্ যস্যা বৈকুণ্ঠমধিরোহতি।
বিনাপি তত্ত্বং সেদ্যোঽস্যাঃ সোঽপি স্বর্গঞ্চ গচ্ছতি
ইমাং ততো দশগুণামাহুর্দক্ষিণকোশলাম্।
একাদশগুণামেকে সম্যগাহুর্মুনীশ্বরাঃ॥ ৫০
ইয়ানেব বিশেষোঽস্তি তস্যা অস্যা মতির্মম।
তস্যাং মৃতং নয়ন্ত্যেতে বৈকুণ্ঠং মামকা গণাঃ॥
অস্যাং মৃতং স্বয়মহমনন্যপদমানসম্।
আরোপ্য গরুড়ং দত্বা সারূপ্যং প্রাপয়ামি তৎ
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তান্ দ্বিজান্ বিষ্ণুর্নীত্বা বৈকুণ্ঠমভ্যগাৎ
মহিমানং স্তবন্নস্য স্বয়ং তীর্থস্য ভূপতে॥ ৫৩
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং কারণং জগতীপতে।
যেনেয়ং কথ্যতে বিজ্ঞৈরিহ দক্ষিণকোশলা॥ ৫৪
কলিমলকুলহন্তা শৃণ্বতাং মানবানাং
কমলনয়নপাদপ্রাপ্তয়ে বাঞ্ছিতশ্চ।
নৃপবর মহিমা তে বর্ণিতঃ কোশলায়া
মধুবনভববৃত্তং শৃণ্বতস্তে বদামি॥ ৫৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে-
কোশলামহিমবর্ণনং নাম দ্বাদশাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১২॥

আশু পতন সম্ভাবিত হইয়াছে, তখন শিব ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্জ্ঞেয় আপনার মায়া কোন্ মানব জানিতে সমর্থ হয়? নারদ কহিলেন,—প্রভু বিষ্ণু এইরূপে স্বরূপতঃ স্তুত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে সেই দাক্ষিণাত্য দ্বিজগণকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—ভো ভো দাক্ষিণাত্য দ্বিজগণ! আপনারা এই কোশলার প্রসাদে আমার সারূপ্য ও দাসত্ব প্রাপ্ত হইবেন। দশরথতনয় রাম যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া দশাননকে নিহত করিয়াছিলেন, মুনিবরগণ তাহাকে উত্তর কোশলা বলিয়া বর্ণন করেন; হে বিপ্রগণ! আজ হইতে আমার এই অনুত্তম তীর্থ আপনাদের নামানুসারে দক্ষিণ-কোশলা নামে সাতিশয় প্রখ্যাত হইবে। এই দক্ষিণকোশলার প্রসাদে মৃত ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিবে। আর জ্ঞানহীনও এখানে বাস করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। উত্তরকোশলা হইতে দক্ষিণ-কোশলা দশগুণ অধিক; অন্য মুনীশ্বরগণ বলেন,—একাদশগুণ অধিক। কিন্তু আমার মতে এতদুভয়ের বিশেষ এই যে, উত্তর কোশলায় মৃত মানবকে তদীয় অনুচরেরা বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়; আর দক্ষিণকোশলায় মৃত মানবের মানস আমাতেই নিতান্ত নিবিষ্ট হয় বলিয়া আমি স্বয়ং তাহাকে গরুড়ারোহণে লইয়া গিয়া সারূপ্য প্রদান করিয়া থাকি। নারদ কহিলেন,—হে ভূপতে! বিষ্ণু দক্ষিণকোশলার এইরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং সেই দ্বিজগণকে গ্রহণ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। হে জগতী-পতে! বিজ্ঞগণ যে এই স্থানকে দক্ষিণ-কোশলা বলিয়া বর্ণন করেন, এই আমি তোমার নিকট তাহার কারণ কহিলাম। এই তীর্থমহিমা শ্রবণ করিলে মানবগণের অখিল কলিমল বিনষ্ট হয়, কমলনয়ন বিষ্ণুর পাদপদ্মপ্রাপ্তি ঘটে এবং অভিলষিত লাভ হয়; হে নৃপবর! এই আমি তোমার নিকট কোশলামাহাত্ম্য বলিলাম, এক্ষণে মধুবন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৪৩—৫৫।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১২।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

এতন্মধুবনং তাত শিবে পরমপাবনম্।
দেবরাজায় তুষ্টেন স্থাপিতা বিষ্ণুনা পুরী ॥ ১
অত্র বিশ্রান্তিনামেদং তীর্থং ত্রিভুবনোত্তমম্।
বিবিদাং মুক্তিদং পুং সাং পাবনং সাধুসেবিতম্ ॥
নিত্যং বসতি বিশ্বাত্মা বিষ্ণুঃ শ্রীকোলরূপধৃক্।
অত্র তীর্থোত্তমে পুণ্যে নৃপ বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে ॥৩
বহুভির্জ্জন্মভির্যেন বিষ্ণুরারাধিতঃ সদা।
মরণং তস্য তীর্থেঽস্মিন্ জায়তে কিল ভূপতে ॥
কালিন্দ্যা এব কূলে তু দ্বিতীয়ং হরিণা কৃতম্।
তীর্থং বিশ্রান্তিসংজ্ঞন্তু যত্র কংসো নিপাতিতঃ ॥৫
এতদ্দ্বয়ং সমং রাজন্ ভগৈর্বৈকুণ্ঠদাতৃভিঃ।
ভাগ্যোদয়েন কেনাপি লভ্যতে সকলার্থদম্ ॥ ৬
অথ তীর্থস্য মাহাত্ম্যং কথয়ামি তবাগ্রতঃ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বতীর্থেষু মজ্জনারপ্স্যসে ফলম্ ॥ ৭

হিমাচলোপত্যকায়াং কিরাতনগরে শুভে।
ব্রাহ্মণো নাম কুশলো রাজন্নাসীদ্দরিদ্রিতঃ ॥ ৮
তস্য পত্নী দুরাচারা দুরাচারনরে রতা।
কর্ম্মণা মোহয়ামাস পতিং সা বঞ্চকীবরা ॥ ৯
পতিস্তয়া মোহিতস্তাং ন নিবারয়িতুং ক্ষমঃ।
তদাজ্ঞাতৎপরো দীনঃ ক্রয়ক্রীত ইবাভবৎ ॥
লোকা উপহসন্তি স্ম তং দ্বিজং কুলটাপতিম্।
উপহাসভয়াৎ সোঽপি নির্যযৌ ন গৃহাৎ কুধীঃ
মহার্হাণি দুকূলানি ভূষণানি চ সা দধৌ।
জারৈর্দত্তানি দুষ্টাত্মা হসিতাপি ন লজ্জতে ॥১২
বস্ত্রং পুরাতনং তৎস্যাদুত্তীর্ণং যচ্ছরীরতঃ।
অবজ্ঞাপূর্ব্বকং দুষ্টা স্বভর্ত্রে সম্প্রযচ্ছতি ॥ ১৩
এবং তয়া কুলটয়া সোঽবজ্ঞাতঃ স্বকঃ পতিঃ।
নিতান্তং দুঃখমাপন্নো বিষমত্বা মৃতো নিশি ॥১৪
সা ভীতা রাজতঃ পাপা হন্যাৎ স্বৈরিণী তদা।
অনুযাস্যামি ভর্ত্তারমিত্যুবাচ মৃষা বচঃ ॥ ১৫

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে শিবে! এই মধুবন পরম পাবন, হে তাত! পূর্ব্বে দেবরাজের প্রতি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু এই বন নির্ম্মাণ করেন। এখানে আর একটি তীর্থ বিদ্যমান। এই তীর্থের নাম বিশ্রান্তি। এই তীর্থ ত্রিলোকে উত্তম। এই সাধুসেবিত পাবন বিশ্রান্তি তীর্থ জ্ঞানিগণের মুক্তিপ্রদ। বরাহরূপী শ্রীমান্ বিশ্বাত্মা বিষ্ণু নিত্য এই তীর্থে বাস করেন। হে নৃপ! যে মানব বহু জন্ম যাবৎ এই তীর্থোত্তম পূত বিশ্রান্তি তীর্থে সর্ব্বদা বিষ্ণুর আরাধনা করে, হে ভূপতে! তাহারই এই তীর্থে মৃত্যু ঘটে। কালিন্দীর কূলে এই হরিনির্ম্মিত বিশ্রান্তি তীর্থ বিদ্যমান। এই বিশ্রান্তি তীর্থে কংস নিপাতিত হইয়াছিল। হে রাজন্! পূর্ব্বোক্ত মধুবন ও এই বিশ্রান্তি তীর্থ এতদুভয়ই গুণে তুল্য, ইহারা উভয়েই বৈকুণ্ঠপ্রদ। এই সর্ব্বার্থপ্রদ তীর্থদ্বয় কোন বিশেষ ভাগ্যোদয়েই লাভ হয়। আমি তোমার সমীপে বিশ্রান্তি তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি ইহা শুনিয়া সর্ব্বতীর্থের মজ্জন ফললাভ করিবে। হে রাজন্! হিমাচলের উপত্যকা ভূমিতে কিরাতনগরে কুশল নামক জনৈক দরিদ্র দ্বিজ বাস করিত। তাহার দুরাচারী পত্নী কোন দুরাচার ব্যক্তির সহিত রত থাকিত; সেই অতি চতুরা রমণী কর্ম্মকৌশল দ্বারা পতিকে মোহিত করিয়াছিল, এজন্য পতি তাহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইত না। দীন দ্বিজ তাহার আজ্ঞায় তৎপর হইয়া ক্রীতদাসের ন্যায় হইয়াছিল। সেই মন্দবুদ্ধি দ্বিজকে কুলটাপতি বলিয়া লোকে উপহাস করিত, তাই দ্বিজও উপহাসভয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইত না! দুষ্টা পত্নী তদীয় উপপতিপ্রদত্ত মহামূল্য বসন-ভূষণ পরিধান করিত, কেহ তাহাকে উপহাস করিলেও সে লজ্জা বোধ করিত না। ১—১২। তাহার দুষ্টা পত্নী তাহাকে নিজ ব্যবহৃত পুরাতন বস্ত্র অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান করিত। এইরূপে ঐ দ্বিজ কুলটা পত্নী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া নিতান্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইল এবং সে নিশাযোগে বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

তয়ৈব শিক্ষিতা সখ্যঃ স্বকীয়াস্তাং সমীপগাঃ।
নিবারয়ামাসুরিতি কথয়িত্বা মহীপতেঃ॥ ১৬
সখ্য উচুঃ।
ভো মৃগাক্ষি কিমর্থং তে ক্রিয়তেঽনর্থ ঈদৃশঃ।
যৎ সুবর্ণনিভং কায়ং ত্বং নাশয়িতুমুদ্যতা॥ ১৭
ভবত্যা কিং সুখং দৃষ্টং মনুষ্যা ব্যবসায়িনঃ।
দরিদ্রস্যাসমর্থস্য সখি স্বোদরপূরিণঃ॥ ১৮
পালয়ৈনং সুতং বালং ত্বদৃতে কোঽস্য পালকঃ
মরিষ্যামো বয়ং সর্ব্বা মৃতায়াং ত্বয়ি সুন্দরি॥১৯
গৃহমেতদবেক্ষস্ব সমুত্তিষ্ঠ বরাননে।
জীয়াদয়ং তব সুতো যস্তে ভাবিসুখপ্রদঃ॥২০
বাঞ্ছন্তি বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্বদীয়াস্তব জীবিতম্।
উত্তিষ্ঠ নিজবন্ধূনাং কুরু চিত্তসমীহিতম্॥ ২১
রুদন্তি তব রাগেণ বয়স্যাঃ সকলাঃ সতি।
নিজবাক্যপ্রদানেন বারয়ৈতাঃ সুদুঃখিতাঃ॥২২

নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং দুষ্টা সা ধর্ম্মবিশ্রুতম্।
উন্নময্য মুখং প্রাহ শ্রাবয়ন্তী স্ববান্ধবান্॥ ২৩
সখ্যুবাচ।
যুষ্মাভির্যদ্বচো ধর্ম্ম্যং প্রোক্তং জানে ঋতং নন্থ।
তথাপি স্বপতিঃ স্ত্রীভির্মান্যো লোকদ্বয়প্রদঃ॥২৪
যদুচ্যতে ময়া বাক্যং ধর্ম্মশাস্ত্রসমন্বিতম্।
তদ্বচঃ শ্রূয়তাং সখ্যো যুক্তং চেদনুমোদত॥২৫
যা স্ত্রী নিধনমাপন্নং পতিমন্বেতি তৎপরা।
পাপাপি সহ তেনৈব স্বর্গে বসতি সা চিরম্॥২৬
স্ত্রীভিঃ পতির্ন হাতব্যো নির্দ্ধনো রোগবানপি
জীবন্মৃতোঽনুগন্তব্যঃ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥
বিচিন্ত্যেতি স্বমনসি সখ্যোঽন্বেমি স্বকং পতিম্
বর্ত্তিষ্যতে স্বভাগ্যেন করিষ্যেঽহং কিমস্য বৈ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তাস্তয়া সখ্যো দুষ্টা দুষ্টমতিপ্রদাঃ।

তখন ঐ পাপচারিণী স্বৈরিণী রমণী রাজভয়ে ভীত হইয়া 'স্বামীর অনুগমন করিব' এইরূপ কপট কথা কহিল। ঐ রমণী তাহার সমীপস্থ সখীগণকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল যে, তোমরা রাজার সমীপে আমাকে সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিবে। তাই তাহার সখীরা তাহার নিকটে আসিয়া কহিতে লাগিল,—হে মৃগাক্ষি! তুমি তোমার এই সুবর্ণনিভ দেহ বিনষ্ট করিয়া কেন এরূপ অনর্থ উৎপাদনে উদ্যত হইয়াছ? এইরূপ করায় তুমি কি সুখ দেখিতেছ? হে সখি! যে ব্যক্তি স্বীয় উদর পূরণে অসমর্থ, এইরূপ দরিদ্রেরই ইহা শোভা পায়। তুমি এই শিশুতনয়কে পালন কর, তুমি মরিয়া গেলে কে ইহাকে পালন করিবে? হে সুন্দরি! তুমি মরিলে তোমার মরিলে আমরাও সকলে মরিয়া যাইব। স্ত্রীজনের ভাবিসুখপ্রদ তোমার এই শিশু পুত্র বাঁচিয়া থাকুক, হে বরাননে! উঠ, এই গৃহাদি রক্ষা কর। তোমার বান্ধবগণও তোমার জীবন কামনা করিতেছে, উঠ, স্বীয় বান্ধবগণের অভীষ্ট পূরণ কর। হে সতি! তোমার অনুরাগে সুদুঃখিতা তোমার সমবয়স্কাগণ রোদন করিতেছে, কথা কহিয়া ইহাদিগকে দুঃখ করিতে নিষেধ কর। নারদ কহিলেন,—সেই দুষ্টা নারী সখীগণের এইরূপ ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুখ উত্তোলন করিয়া বান্ধবগণকে শুনাইতে লাগিল। রমণী কহিল,—তোমরা যে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতেছ, আমি জানি ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমি জানি, লোকদ্বয়প্রদ পতিই স্ত্রীর মান্য। হে সখীগণ! আমি যে ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত বাক্য বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া যদি যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তবে আমার অনুগমনে অনুমোদন কর। যে স্ত্রী মৃত পতির অনুগমনে তৎপরা, সে পাপিনী হইলেও তদীয় পতির সহিত সুচিরকাল স্বর্গভোগ করে। পতি নির্ধন হউক, রোগবান্ হউক, স্ত্রীর তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; জীবিতা স্ত্রী মৃত পতির অনুগমন করিবে, ইহাই সনাতনী শ্রুতি। হে সখিগণ! আমি ইহা চিন্তা করিয়া স্বীয় পতির অনুগমনে উদ্যত হইয়াছি; আমার শিশু পুত্র নিজ ভাগ্যেই জীবিত থাকিবে, আমি তাহার কি করিব? ১৬—২৮। নারদ কহিলেন,—দুষ্টমতিপ্রদা

উচুস্তাং ধর্ম্মবাক্যেন সমস্তজনমোহিনীম্ ॥২৯
সখ্য উচুঃ।
জহি পূর্ব্বং হি নঃ সুভ্রু পশ্চাদন্বেহি বল্লভে।
সমস্তাস্ত্বদ্বিয়োগং ন বয়ং সোঢ়ুং ক্ষমামহে ॥৩০
অস্মাংস্তব বিনিষ্ক্রান্ত্যা অনুযান্ত্যাঃ স্বকং পতিম্
ধর্ম্মোঽল্পঃ পাপবাহুল্যং স্বর্গপ্রাপ্তিস্তু কীদৃশী ॥
জীবন্নয়ং পতিঃ স্বীয়ঃ সাধ্বয়ং প্রতিপালিতঃ।
যদ্যুক্তং পতিপত্নীভ্যাং তত্ত্বয়া বিহিতং সখী ॥৩২
যাবৎ স্বজীবনোপায়ং বিধাতুময়মক্ষমঃ।
তাবত্ত্বদীয়ভাগ্যেন জীবিষ্যতি সুতস্তব ॥ ৩৩
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা সা নিববৃতে স্বভর্ত্তুরনুযানতঃ।
সুতেন কারয়ামাস তদা তদ্বিরতিক্রিয়াম্ ॥ ৩৪
অথ কালেন কিয়তা সুতোপনয়নে মতিম্।
কারয়ামাস সা বিপ্রৈর্দত্ত্বা জারার্পিতং ধনম্ ॥৩৫
কৃতোপনয়নঃ সুতঃ স তত্ত্বজ্ঞানবান্ শিশুঃ।
গৃহান্নির্গম্য সপদি নারায়ণপরোঽভবৎ ॥ ৩৬
স তাং সঙ্গতিমাসাদ্য ত্যক্ত্বা স্বংপ্রাকৃতং বপুঃ
আরুরোহ নিজং লোকমপ্রাপ্যং যোগিভিশ্চ তৎ
অথ সা নির্গতে পুত্রে মনোদুঃখঞ্চকার বৈ।
তস্মিন্নেব দিনে রাজন্ ভূয়ো জারৈঃ সহারমৎ
ইতি তৈ রমমাণায়াং তস্যাং জারৈঃ সমং নৃপ।
সমাগতা জরা কালে লাবণ্যমদনাশিনী ॥ ৩৯
ত্যক্তোপপতিভির্দৃষ্টা সা জরাগ্রস্তবিগ্রহা।
বভূব দূতিকাস্থাসাং কুলশীলবিনাশিনী ॥ ৪০
তদা হ্যেকস্য বিপ্রস্য সবৎসাং গামপাহরৎ।
বিক্রীতা কিয়তা রাজন্ দ্রব্যেণ ননু সা তয়া ॥
তয়েতি গমিতঃ কালো দূতিত্বেন কিয়ান্নৃপ।
পশ্চাচ্ছুষ্কশরীরোঽস্যা দ্বিগুণঃ সমজায়ত ॥ ৪২

তুষ্টা সখীরা সেই রমণী কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্টা হইয়া জনমোহকর ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিল। সখীগণ কহিল—হে সুভ্রু! প্রথমে আমাদিগকে পরিত্যাগ কর, তারপর পতির অনুগমন করিও। হে প্রিয়ে! আমরা তোমার বিয়োগব্যথা সহিতে পারিব না। তুমি তোমার পতির অনুগমন করিলে আমরা সকলেই তোমার বিরহে মরিয়া যাইব, সুতরাং ইহাতে ধর্ম্মের অল্পতা ও পাপের বাহুল্যই ঘটিবে, অতএব এ কিরূপ স্বর্গপ্রাপ্তি! হে সখি! তুমি স্বীয় পতির জীবিতকালে পাতিব্রত্য পালন করিয়াছ, পতিপত্নীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও তোমাদের করা হইয়াছে; এক্ষণে তোমার শিশু পুত্র যে পর্য্যন্ত জীবিকার্জ্জনে সমর্থ না হয়, তাবৎকাল তোমারই ভাগ্যে এই শিশু রক্ষিত হউক। নারদ কহিলেন,—রমণী সখীগণ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া পতির অনুগমনে নিবৃত্ত হইল এবং পুত্রদ্বারা পতির প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন করাইল। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে ঐ রমণী পুত্রের উপনয়নদানেচ্ছু হইয়া উপপতিপ্রদত্ত ধনদানে দ্বিজোত্তমগণ দ্বারা তাহার উপনয়ন সম্পন্ন করাইল। কৃতোপনীত সেই জারজপুত্র তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সত্বর গৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক নারায়ণে রত হইল এবং সাধুগণের সঙ্গ লাভ করিয়া নিজ প্রাকৃত তনু পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগিগণেরও অপ্রাপ্য নিজলোকে আরোহণ করিল। অনন্তর পুত্র গৃহ হইতে নির্গত হইলে ঐ রমণী মনে মনে দুঃখ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু হে নৃপ! সেই দিনেই এই রমণী তাহার উপপতির সহিত পুনরায় রমণ করিল। হে রাজন্! এইরূপে রমণী জারগণের সহিত রমণ করিতে থাকিলে কিছুদিন পরে তাহার দেহে লাবণ্যমদনাশিনী জরা আসিয়া দেখা দিল। তাহাকে জরাগ্রস্ত দেখিয়া তখন তাহার উপপতিরা তাহাকে পরিত্যাগ করিল। অনন্তর সেই রমণী অন্য নারীগণের কুলশীলবিনাশিনী দূতিকা বৃত্তি অবলম্বন করিল। ২৯—৪০। হে নৃপ! একদা ঐ রমণী জনৈক ব্রাহ্মণের এক সবৎসা গো অপহরণ করিয়া তাহার বিক্রয়লব্ধ ধন দ্বারা কিছুদিন জীবন ধারণ করিল। হে নৃপ! এইরূপ বৃত্তি দ্বারা তাহার আরও কিছুদিন অতীত হইলে তাহার শরীর আরও শুষ্ক

তস্যাঃ কুষ্ঠে সমুৎপন্নে গলিতঃ হৃঙ্গপঞ্চকম্।
হস্তৌ পাদৌ চ নৃপতে পঞ্চমা নাসিকা তদা ॥৪৩
এবম্ভূতা যদাহারং ন লভেত কুতশ্চন।
তদা তু তন্মোদিতয়া দাস্যা সানীয়তাপণম্ ॥৪৪
তত্র সা পতিতা পাপা লোকান্ সম্প্রার্থ্য দীনয়া
গিরা ধিগিতি কুর্ব্বাণা চক্রে স্বোদরপূরণম্ ॥৪৫
তদিহাভ্যাসবর্ত্ত্যেকো দ্বিজঃ সর্ব্বাগমার্থবিৎ।
তাং বিলোক্য মহাবাগ্মী প্রোবাচেদং বচো নৃপ
জনানাং দুঃখদং পাপমিহ লোকে পরত্র চ।
তস্মাৎ পাপং ন কর্ত্তব্যং মানবৈর্দুঃখভীরুভিঃ
পাপং কৃত্বা জনো যস্তু প্রায়শ্চিত্তং করোতি বৈ
ন তদাচরতে ভূয়ঃ স তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮
যঃ কৃত্বা মুহুরেনাংসি প্রায়শ্চিত্তং করোতি ন।
তস্যাস্যা ইব পাপায়া গতিরত্র পরত্র চ ॥ ৪৯
অনয়া পাপসঙ্ঘাতো লোকেঽত্র সমুপার্জ্জিতঃ
ইহৈব তৎফলং ভুঙ্ক্তে ভোক্ষ্যতে নরকেঽপ্যসৌ
সর্ব্বশাস্ত্রেষু দৃষ্টং বৈ সর্ব্বেষাং পাপকর্ম্মণাম্।
প্রায়শ্চিত্তং ন চ স্ত্রীণাং বিমুখানাং কর্ম্মণঃ ॥৫১

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স দ্বিজশ্রেষ্ঠো নমস্কৃত্য রবিং যযৌ।
বিষ্ণুং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য ভীতস্তদবলোকনাৎ।
এবং সা দুঃখমাপন্না ভুঞ্জানা কর্ম্মণঃ ফলম্।
অর্জ্জিতস্য স্বয়ং রাজন্ মৃতা কতিপয়ৈর্দিনৈঃ ॥৫৩
ন তস্যা অগ্নিসংস্কারঃ সঞ্জাতঃ পাপকর্ম্মণঃ।
আকৃষ্য কেশেষ্বানীতা শ্বপচৈর্নগরাদ্বহিঃ ॥৫৪
মরণাবসরে তস্যা যমভৃত্যাঃ সমাগতাঃ।
প্রাপয্য যাতনাদেহং তাং নিন্যুর্ভাস্করেঃ পুরীম্
সৌম্যঃ স ধর্ম্মিণাং দেবঃ সাক্ষাদুগ্রস্তু পাপিনাম্
তস্যা বিলোকনাদ্ভূয়ঃ সোঽপ্যভূদ্বৈ পরাঙ্মুখঃ ॥৫৬

হইয়া কার্য্যাক্ষম হইল। অনন্তর তাহার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও নাসিকা এই পাঁচটী অঙ্গে গলিত কুষ্ঠরোগ জন্মিল। হে নৃপ! যখন ঐ রমণী এইরূপ দশাপন্ন হইয়া কোনরূপে আহার প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহার জনৈকা দাসী তাহাকে লইয়া গিয়া কোন এক দোকানে রাখিয়া দিল। ঐ দীনা দুষ্টা রমণী সেই স্থানে পতিত হইয়া নিজ বাক্যে আপনাকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক লোক সকলের নিকট হইতে প্রার্থনা দ্বারা আত্মোদর পূরণ করিতে লাগিল। হে নৃপ! একদা সেই স্থানে এক সর্ব্বাগমতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। এই মহাবাগ্মী পুরুষ সেই রমণীকে অবলোকন করিয়া বলিলেন যে, মানবগণের কৃত পাপ ইহ পর উভয় লোকেই দুঃখদ। অতএব দুঃখভীরু ব্যক্তিগণের পাপ করা কর্ত্তব্য নহে। যে মানব পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে, সে যদি পুনরায় সেই পাপ আবার না করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বারম্বার এবং প্রতিবারে বহু পাপ করিয়াও প্রায়শ্চিত্ত না করে, ইহ পর উভয় লোকেই এই পাপিনী রমণীর ন্যায় তাহার গতি হয়। এই রমণী ইহলোকে যে পাপরাশি সঞ্চিত করিয়াছে, ইহার ফল ইহলোকেই ভোগ করিতেছে, আবার পরলোকেও নরক ভোগ করিবে। আমি সর্ব্বশাস্ত্রেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাই; কিন্তু পতিবৈমুখ্যকারিণী রমণীগণের প্রায়শ্চিত্ত দেখি না।৪১—৫১। নারদ কহিলেন, —ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিয়া ঐ পাপনারীর অবলোকনে পাপাশঙ্কায় বারবার সূর্য্যপ্রণাম ও বিষ্ণুস্মরণ করিতে করিতে গমন করিলেন। হে রাজন্! রমণী এইরূপে নিজার্জ্জিত পাপকর্ম্মের ফলভোগে অত্যন্ত দুঃখাপন্ন হইয়া কিছুদিন পরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু সেই পাপকারিণীর অগ্নিসংস্কার হইল না। শ্বপচগণ তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেল। তাহার মৃত্যুর পর যমদূতগণ আগমন করিল এবং তাহাকে তাহার যাতনা-দেহে নির্বিষ্ট করিয়া যমপুরীতে লইয়া গেল। যমরাজ ধার্ম্মিকগণের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ সৌম্যমূর্ত্তি ও পাপিদিগের পক্ষে বিমুখ হন; তিনি সেই পাপিনী নারীকে অবলোকন করিয়া মুখ

ভৃত্যানাজ্ঞাপয়ামাস যম এব পরাঙ্মুখঃ।
রৌরবে নরকে ঘোরে পাত্যতাং সা ময়েরিতা
ইত্যুক্তাস্তে তদা ভৃত্যা নীত্বা তাং ঘোররৌরবে
ন্যপাতয়ন্নধোবক্ত্রাং স্মরন্তীং কর্ম্ম যৎকৃতম্‌ ॥৫৮
একমন্বন্তরং যাবৎ সা স্থিত্বা তত্র রৌরবে।
পশ্চাদ্গোধা সমুৎপন্না শ্মশানে মৃতমাংসভুক্‌ ॥
তত্রাপি সা বর্ষশতং লেভে দুঃখং স্বকর্ম্মণঃ।
ফলং মৃতকমাংসেন কুর্ব্বত্যাহারমুৎকটম্‌ ॥ ৬০
একদা স মুনেঃ পুত্রো যোঽস্যাঃ কুক্ষৌ ব্যজায়ত
বিপ্রযোনৌ সমায়াতঃ শ্মশানে তত্র পর্য্যটন্‌ ॥৬১
মুনিপুত্রস্তু তাং বীক্ষ্য মৃতানাং ক্রব্যমশ্নতীম্‌।
ধ্যাত্বা ক্ষণং স্বমনসি বুবুধে তাং স্বমাতরম্‌।
স উবাচাত্মনাত্মানং বুদ্ধা তাং নিজমাতরম্‌ ॥৬২

মুনিপুত্র উবাচ।

এতান্তু তারয়াম্যদ্য দুস্তরাদ্দুঃখবারিধেঃ।
অহো ন মুচ্যতে জন্তুর্জাতপাপেন কর্ম্মণা ॥ ৬৩
আত্মনোপার্জ্জিতেনৈব ভোগকালাবধিং বিনা।
অস্যাঃ কালো ব্যতীয়ায় নিরয়ে মানবাভিধঃ॥
সাম্প্রতঞ্চ জনৈস্তত্র বৎসরাণাং শতং গতম্‌।
কিয়দগ্রে চ ভোক্তব্যমেতয়া পাপমুল্বণম্‌ ॥ ৬৫

নারদ উবাচ।

ইত্যালোচ্য পুনর্দধ্যৌ জ্ঞানেনামীল্য চক্ষুষী ॥
দৃষ্ট্বা তস্যা গতিং ঘোরাং পাপায়া দিব্যচক্ষুষা।
পুনরাত্মানমাহেদং স দ্বিজপ্রবরো নৃপ ॥ ৬৭

মুনিপুত্র উবাচ।

অহো কল্পশতেনাপি নিস্তারোঽস্যা ন দৃশ্যতে।
বিনা সত্তীর্থমরণং শরণং বা রমাপতেঃ ॥ ৬৮
অথবা পিণ্ডদানেন গয়ায়াং মৎকৃতেন চ।
বিনাস্যাঃ সদ্গতিং নৈব কল্পকোটিশতৈরপি ॥
ন ঘটেত হ্যয়কাস্যা অস্যাং যোনৌ কদাচন।
সত্তীর্থবিষয়ে মৃত্যুঃ সেবায়াং শ্রীপতে রতিঃ ॥৭০

ফিরাইলেন এবং সেই বিমুখভাবেই ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন,—আমার আদেশে ইহাকে ঘোর রৌরব নরকে পাতিত কর। ভৃত্যগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ঐ দুষ্টাকে অধোমুখ করিয়া ঘোর রৌরবে পতিত করিল, ঐ নারী নিজ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া এক মন্বন্তর কাল সেই নরকে বাস করিল। তার পর শ্মশানের মৃতমাংসভোজী গোধা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল এবং শ্মশানেও সেই উৎকট মৃতমাংসাহারে শতবর্ষ কর্ত্তন করিয়া স্বীয় কর্ম্মের জন্য অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইল। একদা জনৈক মুনিতনয় পথ পর্য্যটন করিতে করিতে সেই শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; পূর্ব্বে এই মুনিকুমার ঐ গোধা যখন রমণী ছিল, তখন তাহার কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ মুনিতনয় সম্প্রতি বিপ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুনিতনয় শ্মশানে ঐ মৃতমাংসভোজিনী গোধাকে অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল মনে মনে ধ্যানপূর্ব্বক জানিতে পারিলেন—এই গোধা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের জননী। তিনি তাঁহাকে নিজ জননী জানিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন। মুনিপুত্র বলিলেন,—অদ্যই আমি ইহাকে দুস্তর দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিব। অহো! জীব নিজ কৃত পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ না করিয়া মুক্ত হয় না। ইহার মানবদেহে নরকের ভোগকাল উত্তীর্ণ হইয়াও সম্প্রতি গোধাজন্ম শত বৎসর ভোগ হইয়াছে; এখনও দেখিতেছি, ইহাকে নিজকৃত উৎকট পাপের আরও কিছু ফল করিতে হইবে। নারদ কহিলেন,—মুনিতনয় মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন,—ঐ পাপিনীর আরও ঘোর দুর্গতি অবশিষ্ট রহিয়াছে। হে নৃপ! ঐ দ্বিজ পুনরায় নিজে নিজেই কহিতে লাগিলেন,—মুনিপুত্র কহিলেন,—অহো! শত কল্পেও আমি ইহার মুক্তি দেখিতেছি না। উত্তম তীর্থে মরণ কিংবা বিষ্ণুর স্মরণ অথবা মৎকৃত গয়াতীর্থে পিণ্ডদান ব্যতিরেকে ইহার শতকোটিকল্পকালেও নিস্তার নাই। কিন্তু এই গোধাযোনিতে ইহাঁর উত্তম তীর্থে মৃতি ও বিষ্ণুসেবায় রতি—এই উপায়দ্বয় কদাচ

অশ্যা উদ্ধারহেতুর্বৈ মগ্নায়াঃ পাপসাগরে।
ভবিতা মৎকৃতং শ্রাদ্ধং গয়ায়ঞ্চবহিত্রকম্ ॥ ৭১
নারদ উবাচ।
ইত্যালোচ্য স ধর্ম্মাত্মা যযৌ স্বপিতুরাশ্রমম্।
আচখ্যৌ পিতরঃ সর্ব্বং স্বমাতুর্দুঃখকারণম্ ॥৭২
নিশম্য পুত্রবচনং মাতৃদুঃখনিবেদকম্।
উবাচ স মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং প্রণতকন্ধরম্ ॥৭৩
মুনিরুবাচ।
হে তাত মাতরং স্বীয়াং শীঘ্রমুদ্ধর দুর্গতেঃ।
নয়বিড়্‌পতিঃ শত্রোর্জ্জয়লক্ষ্মীমিবাহবে ॥ ৭৪
ন তারয়তি যঃ পুত্রো মাতরং পিতরং স্বকম্।
দুঃখাৎ স যাতি নরকং যদি তারয়িতুং ক্ষমঃ ॥৭৫
স্বপুত্রাৎ প্রাপ্য পানীয়ং পিণ্ডাংশ্চ বরতীর্থকে।
পিতরো নরকাৎ স্বর্গং স্বর্গাদ্‌যান্তি হরেঃ পদম্
তস্মাদাশু সমুত্তিষ্ঠ গচ্ছ খাণ্ডবকাননে।
তত্রাস্তি যমুনা পুণ্যা মুনিবর্য্যনিষেবিতা ॥ ৭৭
তত্তীরেঽস্তি হরিপ্রস্থং সর্ব্বতীর্থময়ং ততঃ।
পুণ্যং মধুবনং তত্র বিষ্ণুনা স্থাপিতং স্বয়ম্ ॥ ৭৮
তত্র স্নাত্বা তু বিবিধৎ কৃত্বা নিত্যক্রিয়াং নিজাম্
তামুদ্দিশ্য কুরু শ্রাদ্ধং স্বপ্রসূক্ কুরু ক্রিয়াম্ ॥৭৯
ত্বয়া তত্র কৃতে শ্রাদ্ধে তস্যাঃ সদ্গতিমিচ্ছিতা।
সা প্রাপ্স্যতি হরের্লোকং হিত্বা গোধাঙ্গমুত্তমম্
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং তাত জায়তে।
ততঃ শতগুণং পুণ্যং সদ্ভির্মধুবনে স্মৃতম্ ॥ ৮১
ইদানীং বর্ত্ততে তাত কন্যারাশিগতো রবিঃ।
পুত্র গত্বা কুরু শ্রাদ্ধং পূর্ব্বানুদ্দিশ্য বান্ধবান্ ॥ ৮১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে
ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ২১৩

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্ব্বাক্যং স জগাম ত্বরান্বিতঃ।
পুণ্যং মধুবনং রাজন্ গয়াশতগুণাধিকম্ ॥ ১

সম্ভব নহে; তবে পাপপয়োধি মগ্ন মাতার মৎকৃত গয়াশ্রাদ্ধই বহিত্রবৎ পরিত্রাণের কারণ হইতে পারে। নারদ কহিলেন,— ধর্ম্মাত্মা মুনিতনয় এইরূপ আলোচনা করিয়া পিতার আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে নিজ মাতার সমস্ত দুঃখকারণ নিবেদন করিলেন। মাতৃদুঃখনিবেদক প্রণত পুত্রের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মুনিসত্তম বলিতে লাগিলেন। মুনি কহিলেন,— হে তাত! নীতিমান্ মহীপাল যুদ্ধে যেরূপ শত্রুর জয়লক্ষ্মী লাভ করে, তুমিও তদ্রূপ দুর্গতা মাতার দ্রুত উদ্ধারসাধন কর। যে তারণক্ষম তনয় স্বীয় পিতামাতার উদ্ধার সাধন না করে, সে নরকে গমন করিয়া থাকে। পিতৃগণ উত্তমতীর্থে নিজতনয়-দত্ত জলপিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া নরক হইতে স্বর্গে এবং তথা হইতে হরিপদে গমন করেন। অতএব উঠ, সত্বর খাণ্ডববনে গমন কর; সেখানে মুনিসত্তমগণনিষেবিত পুণ্যা যমুনা নদী বিদ্যমানা, ঐ যমুনাতীরে সর্ব্বতীর্থময় ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থিত, তথায় স্বয়ং বিষ্ণুস্থাপিত পুণ্য মধুবন বিদ্যমান। সেখানে যথাবিধি স্নান ও নিজ নিত্য ক্রিয়াসমাপনান্তে শ্রাদ্ধ করিয়া নিজ জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর। তুমি তোমার জননীর সদ্গতি-অভিলাষে তথায় শ্রাদ্ধ করিলে তিনি সেই উৎকট গোধা-দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিপদ প্রাপ্ত হইবেন। হে তাত! সাধুগণ বলিয়া থাকেন,—গয়ায় পিণ্ডদান করিলে যে ফল, মধুবনে পিণ্ডদানে তাহার শতগুণ ফল হয়। হে তাত! এখনও দিবাকর কন্যারাশিতে অবস্থান করিতেছেন, হে পুত্র! তুমি এই সময়ে সেখানে গিয়া পূর্ব্ববান্ধবগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ কর। ৫২—৮১।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১৩।

চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র সত্বর সে শত-

তত্তীর্থবাসিনো বিপ্রান্ সায়মামন্ত্র্য মন্ত্রবিৎ।
কালে পুনঃ সমাহূয় বভাষে স্বাগতং বচঃ॥ ২
ততঃ প্রক্ষাল্য তৎপাদৌ গন্ধাদ্যৈরভিপূজ্য চ
পাদ্যার্ঘ্যমদদাৎ প্রীত্যা সব্যেন স্বয়মাচমৎ॥ ৩
ততস্তান্ ব্রাহ্মণান্নীত্বা শ্রাদ্ধদেশে ন্যবেশয়ৎ।
কুশাম্বুতুলসীপুষ্পগন্ধাক্ষততিলৈঃ সহ॥ ৪
পূরয়িত্বা কর্ম্মপাত্রং পুণ্ডরীকাক্ষমস্মরৎ।
দেবতাভ্য ইতি শ্লোকং ত্রিঃ কৃত্বা সোঽপঠদ্দ্বিজঃ
সতিলং শোধিতকুশৈর্বিদধে বন্ধনং ততঃ।
অগ্নিষ্বাত্তেতি মন্ত্রেণ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ॥
রক্ষোভূতেতি মন্ত্রেণ নীবীবন্ধং বধাচ্চ সঃ।
ততঃ প্রতিজ্ঞামাধায় দদৌ দ্বিজকুশাসনম্॥ ৭
পিতৄন্ সমাহ্বয়ামাস স তদা ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
দত্ত্বা ততস্ত হস্তার্ঘ্যং পাত্রং ন্যুব্জীচকার বৈ॥৮
কৃত্বা গন্ধাদি দানঞ্চ পুনঃ সব্যেন চাচমৎ।
সব্যাপসব্যেন তদা দত্ত্বা পাত্রাণি স দ্বিজঃ॥ ৯

তৈর্ব্রাহ্মণৈরনুজ্ঞাতশ্চক্রেঽগ্নৌকরণং ততঃ।
আজ্যাদিহবিষা রাজংস্তান্মন্ত্রাণ্যপূরয়ৎ॥ ১০
অনুত্তানোত্তান পাণিঃ কুর্ব্বন্ পাত্রাবলম্বনম্।
পপাঠ পাঠিতো বিপ্রৈঃ পৃথ্বী ত্বেতি দ্বিজন্মনাম্
অসংস্কৃতপ্রণীতানামিতি মন্ত্রেণ স দ্বিজঃ।
দর্ভেষু দক্ষিণাগ্রেষু দদৌ চ বিকিরাসনম্॥ ১২
অগ্নিদগ্ধেতি মন্ত্রেণ ঘৃতমিশ্রান্নমক্ষিপৎ।
জলেন সহ রাজেন্দ্র বিষ্টরে কুশকল্পিতে॥ ১৩
সব্যেন পুনরাচম্য দদৌ চুলকজীবনম্।
তৃপ্তাঃ স্থেতি চ সম্পৃচ্ছ্য তৃপ্তাঃ স্ম প্রতি-
ভাষিতাঃ॥ ১৪
শেষান্নভোজনে তেষাং জগ্রাহাজ্ঞাং দ্বিজন্মনাম্
পিণ্ডার্থং বেদিকাং কৃত্বা বিতস্তিপ্রমিতাং দ্বিজঃ
রেখাং চকার দর্ভেণ দক্ষিণাভিমুখীং নৃপ।
যে রূপাণীতি মন্ত্রেণ দদেঽগ্নিদিশি চোল্মুকম্॥১৬

গয়াধিক পুণ্য মধুবনে গমন করিলেন। মন্ত্রবিৎ মুনিতনয় সায়ংসময়ে সেই তীর্থবাসী বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া স্বাগত বাক্যে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে সব্যক্রমে পাদ্যার্ঘ্যদান ও স্বয়ং আচমন করিলেন। তারপর শ্রাদ্ধদেশে সেই ব্রাহ্মণগণকে লইয়া গিয়া কুশ, জল, তিল, তুলসী, পুষ্প, গন্ধ ও অক্ষতসহ সন্নিবিষ্ট করিলেন। তার পর মুনিতনয় "দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক বারত্রয় পাঠ করিয়া পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমে "অগ্নিষ্বাত্তা" ইত্যাদি মন্ত্রে সতিল শুদ্ধ কুশসমূহ দ্বারা ব্রাহ্মণগ্রন্থি বন্ধন করিলেন। তৎপর "রক্ষোভূতা" ইত্যাদি মন্ত্রে নীবী বন্ধনপূর্ব্বক অনুজ্ঞা বাক্য করিয়া দ্বিজগণকে কুশাসন দান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণসত্তম পিতৃগণের আবাহন করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক পাত্রের ন্যুব্জীকরণ করিলেন। তারপর গন্ধাদি দান করিয়া সব্য রীতিতে আচমনপূর্ব্বক সব্যাপসব্যক্রমে পাত্র পাতিত করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অগ্নৌকরণ করিলেন। হে রাজন্! তারপর আজ্য হবিঃ প্রভৃতি দ্বারা বিনা মন্ত্রে পাত্র পূরণ করিলেন। অনন্তর উত্তান ও অনুত্তানপাণিক্রমে পাত্রালম্বন করিলেন; তারপর দ্বিজাতিগণের রীতি অনুসারে বিপ্রগণ কর্ত্তৃক "পৃথ্বী" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইলে তিনি পাঠ করিলেন। অনন্তর দ্বিজ 'অসংস্কৃত' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি বিকিরণাসন দান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তার পর "অগ্নিদগ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশকল্পিত বিষ্টরে ঘৃতমিশ্র সজল অন্নদান করিলেন। তার পর সব্যক্রমে পুনরায় আচমন করিয়া জলদানপূর্ব্বক "তৃপ্তাঃ স্থ" এই মন্ত্র পাঠ করিলে বিপ্রগণ "তৃপ্তাঃ স্ম" এইরূপ প্রতিবাক্য বলিলেন। ১—১৬। হে নৃপ! অনন্তর সেই দ্বিজগণের নিকট পিতৃগণের শেষান্নভোজনের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক পিণ্ডদানার্থ বিতস্তিপ্রমাণ বেদিকা করিয়া দর্ভ দ্বারা দক্ষিণাভিমুখী রেখা করিলেন। হে মহীপতে! তারপর "যে রূপাণি" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকোণে উল্মুক

পূর্ব্বজন্মনি যা মাতা পিতা যশ্চ মহীপতে।
তয়োশ্চ পিতরৌ যৌ হি যৌ চ রাজন্ পিতামহৌ॥ ১৭
যঃ প্রমাতামহশ্চাপি পিতরৌ রাজসত্তম।
পিত্রাদীন্ ষট্ সপত্নীকাংস্তানুদ্দিশ্য যথাবিধি॥
কুশাসনানি দত্বা বৈ দদৌ পিণ্ডান্ স্বড়েব হি।
গন্ধাদিভিশ্চ সম্পূজ্য মধ্যপিণ্ডবিসর্জ্জনম্॥ ১৯
কৃত্বাঘ্রায় চ বামাংশে পিণ্ডপাত্রং স্ববেশয়ৎ।
জলপাত্রং তদাদায় বাজে বাজে পঠন্নিতি॥ ২০
পাদ্যার্ঘ্যঞ্চ পুনর্দত্বা দক্ষিণাদৈরতূতুষৎ।
আবারন্তানন্নুব্রজ্য তেভ্যো লব্ধানুশাসনম্॥ ২১
বুভুজে চ স্বয়ং রাজন্ বান্ধবৈঃ সহ স দ্বিজঃ।
এবং সমাপ্য রাজেন্দ্র শ্রাদ্ধং স দ্বিজসত্তমঃ॥২২
পূর্ব্বসম্বন্ধিনাং তত্র তীর্থে মধুবনে শুভে।
যদা চচাল শান্তাত্মা পিতুরাশ্রমকং প্রতি॥২৩
তদা সম্মিলিতা মার্গে সর্ব্বে তে শ্রাদ্ধভোজিনঃ
বিমানষট্কমারূঢ়া দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
দিব্যাম্বরধরা রাজন্নিত্যূচুস্তং দ্বিজোত্তমম্॥ ২৪

পিতর উচুঃ।

ভো বৎস বিপ্রশার্দ্দূল বৃণীষ বরমুত্তমম্।
তীর্থেঽত্র কুর্ব্বতা শ্রাদ্ধং ভবতা তারিতা বয়ম্॥
বয়ং গণত্বমাপন্নাঃ শ্রীপতেস্ত্বৎপ্রসাদতঃ।
প্রার্থয়স্ব মহাবুদ্ধে যদিষ্টং তব চেতসি॥ ২৬

মুনিপুত্র উবাচ।

কে যূয়ং কুত আয়াতা গণত্বং হি কুতো গতাঃ।
উপকারং বিনা কস্মাদ্বরং যন্মে প্রযচ্ছত॥ ২৭

নারদ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য পূর্ব্বজন্মসুতস্য বৈ।
পিতা প্রোবাচ যদ্দুঃখাত্তক্ষয়িত্বা বিষং মৃতঃ॥

পিতোবাচ।

অহং তব পিতা বিপ্র পূর্ব্বজন্মনি ভূসুরঃ।

রক্ষিত করিয়া পূর্ব্বজন্মের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহী,—ইহাদিগের উদ্দেশে যথাবিধি কুশাসন দানানন্তর সপত্নীক পিত্রাদি পিতৃগণকে ছয়টী পিণ্ডদান করিলেন। হে রাজসত্তম! তার পর গন্ধাদি দ্বারা পিণ্ড পূজা করিয়া মধ্যম পিণ্ড বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পিণ্ডের আঘ্রাণ লইয়া পিণ্ড বাস দান করিলেন এবং হে রাজন্! তার পর জলপাত্র গ্রহণ করিয়া 'বাজে বাজে' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুনরায় পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা দ্বিজগণের অর্চ্চনা ও দক্ষিণাদি দানে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিলেন। হে নৃপ! অতঃপর দ্বিজগণকে বিদায় দিয়া গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত অনুগমন ও তাঁহাদের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই শুভদ মধুবনে শান্তাত্মা দ্বিজসত্তম এইরূপে পূর্ব্বসম্বন্ধিগণের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া যখন পিতার আশ্রম উদ্দেশে গমন করিলেন, তৎকালে শ্রাদ্ধভোজী তদীয় পিতৃগণ পথিমধ্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন; হে রাজন্! ঐ সকল পিতৃলোক দিব্যাভরণে ভূষিত দিব্যাম্বরধর এবং ছয়টী বিমানে আরূঢ় হইয়া আগমনপূর্ব্বক সেই দ্বিজসত্তম পুত্রকে কহিতে লাগিলেন। পিতৃগণ কহিলেন,—হে বৎস! উত্তম বর প্রার্থনা কর। হে বিপ্রবর! এই তীর্থে তোমার কৃত শ্রাদ্ধে আমাদের উদ্ধার হইয়াছে। আমরা তোমার অনুগ্রহে রমাপতির গণত্ব লাভ করিয়াছি, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার হৃদয়ের যাহা অভীষ্ট, প্রার্থনা কর। ১৭—২৬। মুনিপুত্র কহিলেন,—আপনারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন? আর কিরূপেই বা গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমি ত আপনাদিগের কোন উপকার করি নাই, আমাকে কিজন্য আপনারা বর-দান করিবেন? নারদ কহিলেন,—পুত্রের বাক্য শুনিয়া তদীয় পূর্ব্বজন্মের পিতা যে দুঃখে বিষভক্ষণে মৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। পিতা কহিলেন,—

ভার্য্যয়া ব্যভিচারিণ্যা মাত্রা তে পীড়িতো ভৃশম্
অতীবদুঃখমাপন্নো ভক্ষয়িত্বা বিষং নিশি।
অপমৃত্যুং গতস্তস্মাদভবং রজনীচরঃ ॥ ৩০
এবং মন্বন্তরং তাত শতং পঞ্চদশাধিকম্।
বর্ষাণাঞ্চ ব্যতীতং তদ্রাক্ষসত্বং গতে ময়ি ॥৩১
ইদানীং ষোড়শাব্দে তু ত্বয়া শ্রাদ্ধে কৃতেঽত্র বৈ
পুণ্যে মধুবনে তীর্থে দেবত্বং প্রাপ্তবানহম্ ॥ ৩
এতদ্বিমানমায়াস্তং স্বর্গাদিন্দ্রপ্রণোদিতম্।
সগণং সাপ্সরোবৃন্দং মমারোহণহেতবে ॥ ৩৩
অত্র তুভ্যং বরং দাতুং সগণঃ সাপ্সরোগণঃ।
বিমানবরমারুহ্য গচ্ছন্ স্বর্গেঽহমাগমম্ ॥ ৩৪
বরং বরয় ভদ্রস্তে ন বিলম্বসহা বয়ম্।
ঐরাবতগজারূঢ়ঃ সুরেশো মামপেক্ষতে ॥ ৩৫

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা নিজবৃত্তান্তং দত্ত্বা চ নিজসূনবে।
তৎপ্রার্থিতাং হরের্ভক্তিং জগাম স দিবং নৃপ।
অথ প্রোবাচ তন্মাতা পূর্ব্বজন্মসুতঞ্চ তম্ ॥ ৩৬

মাতোবাচ।

ত্বৎপ্রসাদাদহং জাতা দেবী মুক্তা চ পাপতঃ।
প্রাপ্তং শচ্যাঃ সখীত্বং মে পাপয়াপি দ্বিজোত্তম
ত্বয়াত্র বিহিতে শ্রাদ্ধে তীর্থে বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে।
প্রার্থয়স্ব মহাভাগ নিজচিত্তসমীহিতম্ ॥৩৮
দদামি তে যতোঽস্মাকং দেবীনাং ন বচোমৃষা
যেন পাপেন জাতাহং গোধা চ পিতৃকাননে।
নরকে চিরমাস্থায় তত্ত্বং বেৎসি দ্বিজোত্তম ॥৪০
অনুজানীহি মাং পুত্র পুলোমতনয়া দিবি।
মামপেক্ষতমাকাশে বৃতা দেবাঙ্গনাগণৈঃ ॥ ৪১

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সাপি তন্মাতা নিষ্কামায় স্বসূনবে।
যযৌ ত্রিবিষ্টপং রাজন্ শিরসা তেন বন্দিতা।
ততঃ পিতামহস্তস্য স্বপৌত্রং তং দ্বিজোত্তমম্।

হে বিপ্র! আমি তোমার পূর্ব্বজন্মের পিতা, আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম; তোমার ব্যভিচারিণী জননী কর্ত্তৃক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিশাযোগে বিষভোজনে মৃত্যু প্রাপ্ত হই; তার পর সেই অবৈধ মৃত্যুবশতঃ আমি নিশাচর হইয়াছিলাম। হে তাত! আমার এই রাক্ষসদেহে এক মন্বন্তর ও পঞ্চদশাধিক শতবর্ষ অতীত হইয়াছে। হে পুত্র! তার পর আরও ষোড়শবর্ষ অতীত হইলে তুমি সম্প্রতি যে পুণ্য মধুবন তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়াছ, এই শ্রাদ্ধপ্রভাবে আমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আরোহণের জন্য সগণ ও অপ্সরাবৃন্দসহ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে এই বিমান প্রেরণ করিয়াছেন। আমি এই উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া সগণ ও অপ্সরোবৃন্দসহ স্বর্গে গমন করিতেছি, এক্ষণে তোমাকে বরদান করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। হে ভদ্র! ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র আমার অপেক্ষা করিতেছেন, আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না, অতএব সত্বর বর প্রার্থনা কর। নারদ কহিলেন,—হে নৃপ! পিতা পুত্রকে এইরূপে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রার্থিত হরিভক্তি প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পূর্ব্বজন্মের জননী বলিতে লাগিলেন। মাতা বলিলেন,—তোমার প্রসাদে আমি শাপমুক্ত হইয়া দেবী হইয়াছি, হে দ্বিজোত্তম! বিশ্রান্তি নামক তীর্থে তোমার কৃত শ্রাদ্ধপ্রভাবে আমি পাপিনী হইয়াও শচীর সখীত্ব লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে তোমার হৃদয়বাঞ্ছিত বর প্রদান করিব, প্রার্থনা কর। হে মহাভাগ। মাদৃশ দেবীগণের বাক্য কদাচ বৃথা হইবে না। হে দ্বিজোত্তম! আমি যে পাপে দীর্ঘকাল নরকে থাকিয়া পরে শ্মশানের গোধা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা তুমি অবগত আছ। হে পুত্র! আমাকে অনুমতি কর। পুলোমতনয়া শচী দেবাঙ্গনাগণে পরিবৃতা হইয়া আকাশে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।২৭—৪১। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! মাতা নিজ পুত্রকে এইরূপ কহিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, নিষ্কাম পুত্র মস্তক দ্বারা জননীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর হরিসারূপ্য

উবাচ বচনং ভূয়ো হরের্ব্বিভ্রৎ স্বরূপতাম্ ॥ ৪৩
পিতামহ উবাচ ।
বৎস বৎস চিরং জীব লভস্ব নিজবাঞ্ছিতম্ ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ং তীর্ণা দুস্তরাদ্ভবসাগরাৎ ॥ ৪৪
পিতামহোঽহং তে বৎস তবেয়ঞ্চ পিতামহী ।
মৃতং মানুগতা সাধ্বী সালোক্যমচিরং গতা ॥৪৫
অদ্য ত্বয়াত্র বিশ্রান্তৌ বিহিতে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ।
আবয়োস্তু হরের্লোকে লব্ধা তস্য স্বরূপতা ॥৪৬
নারদ উবাচ ।
এবমুক্ত্বা তয়া সার্দ্ধং স্বস্ত্রিয়া ভূপসত্তম ।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য বৈকুণ্ঠং স যযৌ দ্বিজঃ ॥ ৪৭
অথ প্রোবাচ রাজেন্দ্র বচস্তৎপ্রপিতামহঃ ।
যত্তে তৎ কথয়াম্যদ্য শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ ॥ ৪৮
প্রপিতামহ উবাচ ।
ভো ভো বৎস মহাভাগ তবাহং প্রপিতামহঃ ।
ভ্রূণহত্যাফলেনাহং শৌকরীং যোনিমাপ্তবান্

ততো বিনির্গতস্তাত শ্বাভবং পাপপীড়িতঃ ।
ততঃ স্থাবরতাং প্রাপ্তো বিন্ধ্যে পর্ব্বতসত্তমে ।
তত্রাপি চিরকালেন স্থিতঃ স্থাবরতাং দধৎ ।
হস্তিনা কেনচিত্তাত মূলাদুৎপাটিতো বলাৎ ॥৫১
তস্মিন্নেব ততঃ কালে ত্বয়া শ্রাদ্ধমকারি বৈ ।
অস্মিংস্তীর্থোত্তমে তাত মুক্তোঽহং স্থাবরাত্ততঃ
প্রাপ্তোঽহং যক্ষরাজস্য নগর্য্যাং বাস উত্তমঃ ।
দেহ্যনুজ্ঞাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যামি তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥
ত্বাং দিদৃক্ষুরিহায়াতো দৃষ্টস্ত্বং পুণ্যদর্শনঃ ।
তীর্থঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু শ্রেষ্ঠং মধুবনং ময়া ॥ ৫৪
নারদ উবাচ ।
ইত্যুক্তস্তেন রাজেন্দ্র মুনিপুত্রঃ স ধর্ম্মবিৎ ।
পপ্রচ্ছ শিরসানম্য তং নিজং প্রপিতামহম্ ॥৫৫
ঋষিরুবাচ ।
ব্রাহ্মণানাং কুলে তাত জাতোঽসি ত্বং গরীয়সি

প্রাপ্ত তদীয় পিতামহ স্বীয় দ্বিজোত্তম পৌত্রকে বলিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন,—হে বৎস! দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাক, নিজ অভীষ্ট লাভ কর; তোমার প্রসাদে আমরা দুস্তর ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে বৎস! আমি তোমার পিতামহ, আর এই তোমার পিতামহী; আমি প্রাণত্যাগ করিলে তোমার সাধ্বী পিতামহী আমার অনুগমন করিয়া বিষ্ণুসালোক্য লাভ করিয়াছিলেন। আজ তোমার কৃত এই বিশ্রান্তি তীর্থের শ্রাদ্ধপ্রভাবে আমাদের হরিলোকে তৎসারূপ্য প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। নারদ কহিলেন,—হে নৃপসত্তম! পিতামহ এইরূপ কহিয়া পত্নীর সহিত ব্রহ্মলোক অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর তাঁহার প্রপিতামহ যে কথা কহিলেন, তাহা তোমার নিকট কহিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। প্রপিতামহ কহিলেন,—হে বৎস! আমি তোমার প্রপিতামহ, হে মহাভাগ! ভ্রূণহত্যা-পাপফলে আমি শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অতঃপর শূকরযোনি হইতে মুক্ত হইয়া পাপপীড়িত কুক্কুর হইয়াছিলাম। সেই কুক্কুরযোনি হইতে পর্ব্বতসত্তম বিন্ধ্যে স্থাবরতা লাভ করিয়াছিলাম। বিন্ধ্য পর্ব্বতে সেই স্থাবর-দেহে আমার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। হে তাত! এক সময়ে এক হস্তী বলপূর্ব্বক মূল হইতে আমাকে উৎপাটিত করিয়াছিল; আর সেই কালেই তুমি এই উত্তম তীর্থে আমার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলে; হে তাত! ইহাতেই আমার স্থাবরতা হইতে মুক্তি হইয়াছে। আমি যক্ষরাজের নগরীতে উত্তম আশ্রয় লাভ করিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে অনুমতি কর, তোমার প্রসাদে আমি তথায় গমন করি। তুমি পুণ্যদর্শন, তোমাকে ও সর্ব্বতীর্থোত্তম মধুবন তীর্থ দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ।৪২—৫৪। নারদ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! স্বধর্ম্মজ্ঞ মুনিনন্দন প্রপিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া মস্তক দ্বারা পাদবন্দনপূর্ব্বক নিজ প্রপিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি কহিলেন,—হে তাত! আপনি ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ

কথং বিহিতবান্ পাপং ভ্রূণহত্যাভিধং গুরো ॥
যেন নিন্দ্যাং সমাপন্নো ভবান্ যোনিপরম্পরাম্
সমাচক্ষ মহাভাগ যদি তৎস্মৃতিরস্তি তে ॥ ৫৭

প্রপিতামহ উবাচ ।

পুরাহং দ্বিজশার্দ্দুল ব্রাহ্মণস্যৈব জন্মনি ।
মন্ত্রযজ্ঞবিধানেন কৃতবান্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ৫৮
ধনলোভেন নারীণাং গর্ভার্থমহমৌষধম্ ।
দত্তবাংশ্চৈব মাশায় দৈবোপহতচেতনঃ ॥ ৫৯
লোভো হি ধনহীনানাং জনানাং জ্ঞানমাহরেৎ
শুচিকালে দিনাধীশঃ কুল্যানামিব জীবনম্ ॥৬০
জ্ঞানে নষ্টে জনস্তাত পাপমাচরতে ধ্রুবম্ ।
পাপান্নরকমাপ্নোতি ততো যাতি কুযোনিতাম্
কাচিদেকা তদা নারী গুর্ব্বিণী মামপৃচ্ছত ।
কিং জনিষ্যাম্যহং বিপ্র পুত্রং বেত্যথবা স্ত্রিয়ম্
তদাহমুক্তবাংস্তাং বৈ তব কন্যা ভবিষ্যতি ।
পুত্রোৎপত্তিকৃতে তুভ্যং প্রদাস্যামি মহৌষধম্

ইত্যুক্তা চ ময়া নারী দুর্ব্বুদ্ধিঃ স্ত্রীশিরোমণিঃ ।
জগ্রাহ মম পাদৌ তু দত্তং হেমপলঞ্চ মে ॥ ৬৪
ইত্যুবাচ চ সা মহ্যং ষট্ কন্যা জনিতা ময়া ।
সপ্তমীয়ং ত্বয়া চোক্তা জীবিষ্যেঽহন্তা ন জন্মনি
তথা কুরু মহাবুদ্ধে যথাহং বৈ ন কন্যকাম্ ।
জনয়িষ্যামি বিপ্রান্ত্যাং নিজপ্রাণবিনাশিনীম্ ॥ ৬৬
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যাস্তামহং পুনরুক্তবান্ ।
প্রসূতিকালে দাস্যামি পুত্রোৎপাদ্যহমৌষধম্
তথেতি সা বচো মহ্যং প্রতিশ্রুত্য গতা গৃহম্
অপেক্ষমাণা তং কালং তস্থৌ বাক্য-
প্রতীতিকৃৎ ॥ ৬৮
তস্যাং গতায়াং ভো তাত চিন্তয়াভবমাতুরঃ ।
ইত্যহং দ্বিজশার্দ্দূল তচ্ছৃণুষ্ব বদামি তে ॥ ৬৯
পুত্রোৎপত্তিং প্রতীতেয়মহ্যং দত্তবতী পলম্ ।

কুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, হে গুরো! কি করিয়া আপনি ভ্রূণহত্যা পাপ করিলেন? হে মহাভাগ! যদি আপনার স্মরণ থাকে, তবে যেরূপে নিন্দনীয় এই সকল যোনি-পরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলুন। প্রপিতামহ কহিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দূল! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণ জন্মে মন্ত্রযজ্ঞাদি দ্বারা নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতাম। আমি দৈবাহতচিত্ত হইয়া ধনলোভে নারী-গণের গর্ভবিনাশার্থ ঔষধ প্রদান করিতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে দিনাধীশ যেরূপ কুল্যার জল শোষণ করেন, লোভ তদ্রূপ ধনহীন জন-গণের জ্ঞান হরণ করিয়া থাকে। হে তাত! জ্ঞান নষ্ট হইলে লোক পাপা-চরণ করে, তারপর পাপপ্রভাবে নরক ও নরক হইতে কুযোনিপ্রাপ্তি ঘটে। একদা এক গর্ভিণী নারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে বিপ্র! আমি পুত্র বা কন্যা—কি সন্তান প্রসব করিব?" তখন আমি তাহাকে উত্তর করিলাম—"তোমার কন্যা হইবে। পরন্তু তোমার মত হইলে আমি তোমাকে পুত্রোৎপত্তির জন্য ঔষধ প্রদান করিতে পারি।" আমি এইরূপ কহিলে সেই কুবুদ্ধিশিরোমণি রমণী আমার পাদদ্বয় ধারণ করিল এবং আমাকে একপল স্বর্ণ দান করিয়া কহিল—"আমি ছয়টী কন্যা প্রসব করিয়াছি, আপনার কথিত এই সপ্তম কন্যা প্রসব করিলে আমি জীবন ধারণে সমর্থ হইব না; অতএব হে মহাবুদ্ধে! আপনি এইরূপ করুন, যেন আমি নিজপ্রাণবিনাশিনী এই সপ্তমী কন্যা প্রসব না করি।" আমি তাহার কথা শুনিয়া পুনরায় তাহাকে কহিলাম,—"প্রসবকালে আমি তোমাকে পুত্রোৎপাদক ঔষধ প্রদান করিব।"৫৭—৬৭। অনন্তর ঐ রমণী আমার বাক্যে 'তাহাই হইবে' এইরূপ উত্তর করিয়া গৃহে গমন করিল এবং আমার বাক্যে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হে তাত! রমণী চলিয়া গেলে যাহা ঘটিল, হে দ্বিজশার্দ্দূল! তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রমণী পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে প্রতীতা হইয়া আমাকে

সুবর্ণং ন জানামি কিমস্যাঃ সম্ভবিষ্যতি ॥৭০
কিমত্র কারণীয়ং মে কথমেতৎ সুবর্ণকম্।
পলপ্রমাণং তিষ্ঠেদ্ধি দরিদ্রস্য গৃহে মম ॥ ৭১
এবং বিমৃশ্য তদ্দাস্যাস্তস্যৈ হস্তেন দাপিতম্।
গর্ভপাতকরং তাত ময়া দারুণমৌষধম্ ॥ ৭২
তেনৌষধেন তস্যাস্তু গর্ভস্রাবোঽভবত্তদা।
মাসে তৃতীয়ে ন জ্ঞাতং চিহ্নং পুত্রকন্যয়োঃ।
তদা মদ্‌গৃহং প্রাপ্তা বিষণ্ণা গর্ভস্রাবতঃ।
অথার্থয়ৎ সুবর্ণং তন্নিরাশা পুত্রজন্মনি ॥ ৭৪
তদাহমিষ্টিকাচূর্ণং ভস্মনা চ সমন্বিতম্।
হরিদ্রাচূর্ণসংযুক্তং নাম্বু তস্যা অদর্শয়ম্ ॥ ৭৫
এতচ্চূর্ণং কৃতং মাতস্তৎপুত্রোৎপত্তয়ে ময়া।
ত্বদ্দানাদ্দ্বিগুণং দ্রব্যং লগ্নমেতস্য সাধনে ॥৭৬
ইত্যুক্তা সা ময়া তাত ত্যক্তা চূর্ণং গৃহং যযৌ।
মামুক্ত্বেতি গৃহীষ্যামি কালে ত্বত্তো দ্বিজোত্তম।
এবং ময়া কৃতা তাত ভ্রূণহত্যাতিদারুণা।
যয়াতিকুৎসিতে যোনিত্রিতয়ে ভ্রমিতং ময়া ॥৭৮
ত্বৎপ্রসাদাদহং মুক্তঃ সাম্প্রতং স্থাবরত্বতঃ।
দেহ্যনুজ্ঞাং মুনিশ্রেষ্ঠ যাস্যেহং হ্যলকাং শুভাম্ ॥৭৯

নারদ উবাচ।

এবমুক্তা তু রাজেন্দ্র তস্য তু প্রপিতামহঃ।
তেনাভিবন্দিতো মূর্দ্ধ্না প্রযযৌ দিশমুত্তরাম্ ॥৮০
বিমানেন বিচিত্রেণ কিঙ্কিণীজালমালিনা।
নৃত্যদ্গন্ধর্বজুষ্টেন মণিপ্রাকারশোভিনা ॥ ৮১
অথ তস্য মহারাজ বিপ্রস্য প্রপিতামহী।
উবাচ স্বপ্রপৌত্রং তং বিমানবরমাস্থিতা ॥৮২

প্রপিতামহ্যুবাচ।

নান্যত্র কুত্র গন্তাসি পুণ্যেনানেন সুব্রত।

একপল সুবর্ণ দিল বটে, কিন্তু আমি জানি না তাহার গর্ভে কি সন্তান হইবে! আমি দরিদ্র, কিরূপে আমার ঔষধ ফলদ হইবে এবং কি করিলে এ সুবর্ণ আমার গৃহে থাকিবে, এখন আমার করণীয় কি? ইত্যাদি চিন্তা করিয়া আমি একান্ত আতুর হইলাম। হে তাত! আমি মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া শেষে গর্ভপাতকর এক মহা দারুণ ঔষধ তাহার দাসীর হস্তে প্রদান করিলাম। সেই ঔষধে তৃতীয় মাসে তাহার গর্ভস্রাব হইল, সুতরাং গর্ভে পুত্র কি কন্যা হইয়াছিল, তাহার কোনই চিহ্ন পাওয়া গেল না। তখন ঐ রমণী গর্ভস্রাবে বিষণ্ণ হইয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইল। অনন্তর রমণী পুত্রজন্মে নিরাশ হইয়া আমার নিকট সেই সুবর্ণ ফেরত চাহিল। তখন আমি ভস্মের সহিত ইষ্টকাচূর্ণ মিশাইয়া তাহার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ ও জল মিলিত করিয়া তাহাকে দেখাইলাম এবং বলিলাম,—হে মাতঃ! তোমার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত আমি এই চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তুমি যে সুবর্ণ দান করিয়াছিলে ইহা প্রস্তুত করিতে তাহার দ্বিগুণ সুবর্ণ ব্যয় হইয়াছে। হে তাত! আমি এইরূপ কহিলে সেই রমণী ঐ চূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিল এবং আমাকে বলিয়া গেল—হে দ্বিজোত্তম! যথাকালে আমি তোমার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিব। হে তাত! এইরূপে আমি দারুণ ভ্রূণহত্যা করিয়া সেই পাপে ত্রিবিধ কুৎসিত যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি। হে মুনিসত্তম! সম্প্রতি আমি তোমার প্রসাদে স্থাবরযোনি হইতে মুক্ত হইলাম, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি শুভদা অলকা পুরীতে গমন করি।৬৮-৭৯। নারদ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! প্রপিতামহ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সেই মুনিতনয় মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন, প্রপিতামহ কিঙ্কিণীজালমালা দ্বারা বিচিত্র নৃত্যকারী গন্ধর্ব্বগণে সমাবৃত ও মণিপ্রাকারশোভিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক উত্তর দিকে গমন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর তাঁহার প্রপিতামহী উত্তম বিমানে অবস্থিত হইয়া স্বীয় পৌত্রকে কহিতে লাগিলেন। প্রপিতামহী বলিলেন,—হে সুব্রত! এইরূপ পুণ্যপ্রভাবে

বিনা পদ্মাপতেঃ পাদপদ্মচিহ্নিতমন্দিরম্ ॥৮৩
অয়ং মম পতিঃ পাপো মুনে ত্বৎপ্রপিতামহঃ ।
বারিতোঽপি ময়া পাপমাচচার সুদুষ্টধীঃ ॥ ৮৪
সোঽপি ত্বয়াতিপাপাত্মা তারিতো দুঃখসাগরাৎ
শক্যতে কেন বৈ কর্ত্তুং তাবকং গুণবর্ণনম্ ॥ ৮৫
নারদ উবাচ ।
ইত্যুক্ত্বা সাপি রাজেন্দ্র পতিলোকং জগাম হ ।
অলকায়াং চিরং পত্যা তেনৈব মুমুদে সহ ॥৮৬
অথ তে মুনিপুত্রস্য সর্ব্বে মাতামহাদয়ঃ ।
সপত্নীকাঃ সমারুহ্য বিমানেষু যযুর্দ্দিবম্ ॥ ৮৭
সোঽপি দ্বিজবরস্তস্মাত্তীর্থাৎ স্বপিতুরাশ্রমম্ ।
গত্বা তং সর্ব্ববৃত্তান্তং স্বপিত্রে সমবর্ণয়ৎ ॥ ৮৮
সোঽপি তত্র গতঃ সার্দ্ধং কুটুম্বেন বনে মধোঃ
চকার পর্ণশালাং বৈ বিশ্রান্তেস্তু সমীপতঃ ॥৮৯
তত্র বিশ্রান্তিতীর্থে তু ত্রিকালং স্নানমাচরন্ ।
নাকরোদ্বিষ্ণুলোকেঽপি স্পৃহাং স মুনিসত্তমঃ ॥
একদা জলমধ্যে স স্নানং কুর্ব্বন্নৃপ ।
আচকাঙ্ক্ষে চ ভবিতা কদা মে হরিদর্শনম্ ॥৯১
এবং কাময়মানস্য মুনিবর্য্যস্য ভূপতে ।
আজগাম ত্বরাযুক্তো পক্ষিরাজাসনো হরিঃ ॥৯২
লক্ষ্ম্যা বক্ষঃস্থয়া সার্দ্ধং চতুর্ব্বাহুধরো হরিঃ ।
নবীননবর্ণাঙ্গো বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতঃ ॥ ৯৩
কৌস্তুভোদ্ভাসিসদ্বক্ষাঃ শঙ্খচক্রগদাব্জভৃৎ ।
বনমালালসৎকণ্ঠো মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ ॥ ১৪
ফুল্লাম্বুজপলাশাক্ষঃ স্বলকালঙ্কৃতাননঃ ।
বিক্রমাকারকরজোঽরুণহস্তাঙ্ঘ্রি সত্তলঃ ॥৯৫
উবাচ তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং দন্তভাসা বিভাসয়ন্ ।
শরন্নিশাপতিস্তোমতিরস্কারকৃতা দিশঃ ॥ ৯৬
শ্রীভগবানুবাচ ।
ভো ভো দ্বিজবরৈতন্মে তীর্থং মধুবনং শুভম্ ।
বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং স্নানাৎ সর্ব্বকামোপপাদকম্ ॥

তোমার পদ্মাপতির পাদপদ্মচিহ্নিত মন্দির ব্যতীত অন্য স্থানে গতি হইবে না। হে মুনে! আমার এই মন্দবুদ্ধি পাপমতি পতি তোমার প্রপিতামহ মৎকর্তৃক বারিত হইয়াও পাপাচরণ করিয়াছিলেন, তুমি ঐ পাপাত্মাকেও দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছ, অতএব তোমার গুণবর্ণনে কে সমর্থ? নারদ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! প্রপিতামহী এইরূপ কহিয়া পতিলোকে উপনীত হইলেন এবং সেই অলকাপুরীতে চিরকাল পতির সহিত মোদমানা হইয়া রহিলেন। অনন্তর সেই মুনিতনয়ের মাতামহাদি পিতৃগণ স্বস্ব পত্নীর সহিত বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। সেই দ্বিজবরও তীর্থ হইতে পিতার আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতার নিকটে সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর মুনিতনয় কুটুম্বগণের সহিত সেই মধুবনে গমনপূর্ব্বক বিশ্রান্তিতীর্থের সমীপদেশে পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন। সেই মুনিসত্তম বিষ্ণুলোকস্পৃহা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই বিশ্রান্তিতীর্থে ত্রৈকালিক স্নানাচরণ করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! একদা ঐ দ্বিজ জলমধ্যে স্নান করিতে করিতে 'কখন আমার হরিদর্শন হইবে' এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। হে ভূপতে! তখন এইরূপ কামনাশীল মুনিসত্তম-সমীপে হরি ত্বরাযুক্ত হইয়া পক্ষিরাজ গরুড়াসনে উপস্থিত হইলেন। হে নৃপ! চতুর্ব্বাহু হরির বক্ষে লক্ষ্মী বিরাজিতা, তাঁহার অঙ্গ নবীন নীরদবর্ণ, বিদ্যুদ্বর্ণ বসন তাঁহার পরিধান। তিনি শঙ্খচক্রগদা ও পদ্মধারী, তাঁহার বিপুল বক্ষ কৌস্তুভে উদ্ভাসিত। তাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত,কর্ণ মকরাকৃতি কুণ্ডলে মণ্ডিত; তদীয় লোচনযুগল প্রফুল্ল পদ্মপত্র-তুল্য, বদন উত্তম অলকাবলী দ্বারা চিত্রিত এবং পদতল ও করতল অরুণবর্ণ এবং নখশ্রেণিময় বিক্রমসম সমুজ্জ্বল। তিনি দশন পংক্তিপ্রভায় দিক্‌সকল সমুদ্ভাসিত করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দন্তকান্তি শরৎকালের শত শত শশধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সে শোভায় দিক্‌সমূহ তিরস্কৃত হইল। ৯১-৯৬। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ভো ভো দ্বিজবর! আমার বিশ্রান্তি নামক এই শুভ মধুবন তীর্থে

অত্র ত্বয়া স্নানকালে বাঞ্ছিতঃ মম দর্শনম্।
তুভ্যং হি তন্ময়া দত্তং ব্রহ্মাদিসুরদুর্লভম্॥ ৯৮
ত্যজ দেহমিমং বিপ্র মানুষং দিব্যমাপ্নুহি।
আয়াহি মদ্গৃহং সার্দ্ধং ময়ারুহ্য খগেশ্বরম্॥ ৯৯
নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য শ্রীপতেঃ স মুনীশ্বরঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা জলএব বিশাম্পতে॥১০০
মুনিরুবাচ।
শ্রীপতে শ্রীমদম্ভোজসম্মর্দ্দিতপদাম্বুজম্।
ভবতো ভবতাপঘ্নং বন্দে ত্রিদশবন্দিতম্॥১০১
ত্বদীয়মায়য়া নাথ মোহিতা যেহত্র জন্তবঃ।
তেষাং কদাচিন্নিস্তারো ন কৃপামন্তরেণ তে॥
সত্তীর্থসেবনাদীশ তথা সজ্জনসঙ্গমাৎ।
পুংসাং ভক্তিস্তু যেষাং বৈ জায়তে কৃপয়া তব
সাধুভির্বহুভির্গীরিতং হরে
যো নিশম্য গুণকীর্ত্তনং তব।
কীর্ত্তয়ত্যখিলপাপনাশনং
মাতৃগর্ভকুহরে স নো পতেৎ॥ ১০৪
শ্রীপতে তব জনস্য মানসং
দৈবতস্তু পতিতং মহারণে।
গুণ্ঠিতঞ্চ রজসা জহাতি নো
নির্ম্মলত্বমিব রত্নমুত্তমম্॥ ১০৫
যঃ পুমান্ পততি তে পদাম্বুজে
দণ্ডবৎপুলকমঙ্গকে দধৎ।
সোঽস্বয়ং নয়তি তাবকং পদং
স্বঞ্চ বাঞ্ছিতমশেষযোগিভিঃ॥১০৬
জীব এব তব মায়য়া বিভো
মোহিতো ভ্রমতি বিশ্ববর্ত্মসু।
ত্বৎকৃপাললিত-লোচনাঞ্চলৈ-
স্তৎক্ষণং তরতি বিশ্ববারিধিম্॥ ১০৭
নারদ উবাচ।
ইতি সংস্তুত্য গোবিন্দং দণ্ডবত্তস্য পাদয়োঃ।
পপাত স মুনিশ্রেষ্ঠো জয়েতি মুহুরীরয়ন্॥ ১০৮
শ্রীপতিস্তং মুনিশ্রেষ্ঠং দণ্ডবৎ পতিতং ভুবি।

স্নান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়, তুমি এখানে স্নানকালে আমার দর্শন অভিলাষ করিয়াছ; হে দ্বিজ! তুমি এই মানুষদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ লাভ কর। আমি তোমাকে ব্রহ্মাদি দেবদুর্লভ দিব্যদেহ দান করিলাম। তুমি এই খগবরে আরোহণ করিয়া আমার সহিত মদীয় গৃহে আগমন কর। নারদ কহিলেন,—হে বিশাম্পতে! সেই মুনিসত্তম রমাপতির এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক জলমধ্যেই প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মুনি কহিলেন,—হে শ্রীপতে! তোমার যে পাদপদ্মের নিকট অতি শ্রীসম্পন্ন পদ্মও তিরস্কৃত হয়, আমি ভবতাপনাশন দেববৃন্দবন্দিত তোমার সেই পদারবিন্দের বন্দনা করি; হে নাথ! সংসারে যে সকল জীব তোমার মায়ায় মোহিত, তোমার কৃপা ব্যতীত কদাচ তাহাদের মুক্তি নাই। হে ঈশ! আপনার কৃপায় উত্তম তীর্থের সেবা এবং সাধুগণের সঙ্গবশতঃ আপনাতে তাহাদের ভক্তিলাভ হয়। হে হরে! সাধুগণ কহিয়া থাকেন,—যে ব্যক্তি আপনার অখিল পাপনাশন গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট কীর্ত্তন করে, তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। হে শ্রীপতে! আপনার প্রিয় জনের মন দৈববশে কামাদিরিপুসমাকুল ঘোর সংসার রণস্থলে পতিত হইয়া রজোগুণে আচ্ছন্ন হইলেও, রণস্থলপতিত ধূলিসমাবৃত উত্তম রত্নের ন্যায় সে তাহার নৈর্ম্মল্য পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি পুলকিত গাত্রে ভবদীয় পদাম্বুজে দণ্ডবৎ পতিত হয়, সে তাহার নিজ বংশকে আপনার নিখিল যোগিধ্যেয় পদে উপনীত করিয়া থাকে। হে বিভো! জীব আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারপথে ভ্রমণ করিলেও আপনার করুণাললিত নয়নকোণে অবলোকিত হইয়া সদ্য বিশ্ববারিধি হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৯৭—১০৭। নারদ কহিলেন,—সেই মুনিসত্তম এইরূপে স্তব করিয়া মুহুর্মুহু জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গোবিন্দপদারবিন্দে দণ্ডবৎ

উত্থাপ্য বাহুভিস্তূর্ণং সুপর্ণে সমরোপয়ৎ ॥ ১০৯
তৎকুটুম্বঞ্চ বিশ্বাত্মা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ।
ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ শিবে মধুবনস্য বৈ ॥
মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপঘ্নং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।
য ইদং শৃণুয়াম্মর্ত্যাঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মধুবনমাহাত্ম্যং নাম
চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

সৌভরিরুবাচ।

যুধিষ্ঠিরেদমাকর্ণ্য নারদস্য বচঃ শুভম্।
শিবিরৌশীনরো রাজা বিনীতস্তমুবাচ হ ॥ ১

শিবিরুবাচ।

মুনে ময়া তু মাহাত্ম্যং শ্রুতং মধুবনস্য বৈ।
ত্বন্মুখাৎ কিন্তু সন্দেহো হ্যেকোঽস্তি মম মানসে,
যেন ধর্ম্মাত্মনা সর্ব্বে তারিতা নিজবান্ধবাঃ।
জম্মান্বয়কৃতা হ্যাসীৎ স কথং স্বৈরিণীসুতঃ ॥ ৩
এতদাচক্ষ ভগবন্ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি তত্ত্বতঃ।
অতীতং বর্ত্তমানঞ্চ ভবিষ্যমপি নারদ ॥ ৪

নারদ উবাচ।

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে হরিদ্বারে সমাগতাঃ।
দশম্যাং জ্যৈষ্ঠশুক্লস্য কৃত্বায়াং সর্ব্বপর্ব্বভিঃ ॥ ৫
তত্র তে বিধিবৎস্নাত্বা কৃত্বা চ স্বক্রিয়াং শুভাম্
হিমাচলস্য পৃষ্ঠে তু স্বস্থচিত্তা উপাবিশন্ ॥ ৬
তারাত্মজো বুধস্তত্র মুনিসঙ্গে সমাগতঃ।
সৌন্দর্য্যভরসংযুক্তঃ স্মরো মূর্ত্ত ইবাপরঃ ॥ ৭
তং সমাগতমালোক্য সমুত্তস্থুর্মুনীশ্বরাঃ।
তেনাভিবন্দিতা মূর্দ্ধ্না পুনস্তে সমুপাবিশন্ ॥ ৮
বুধস্যাদরমালোক্য বিহিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
মুনিপুত্রঃ স পপ্রচ্ছ পিতরং স্বমিতি প্রভো ॥ ৯

মুনিপুত্র উবাচ।

কোঽয়ং তাত সমায়াতঃ সৌন্দর্য্যেণাপরঃ স্মরঃ
ব্যাসাদিভির্মুনিবরৈর্ভৃশং তস্যাদরঃ কৃতঃ ॥ ১০

পতিত হইলেন। রমাপতি সেই দণ্ডবৎ ভূপতিত মুনিসত্তমকে তদীয় বান্ধবগণের সহিত সত্বর বাহু দ্বারা ধারণপূর্ব্বক গরুড়ে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে রাজন্! এই তোমার নিকট সর্ব্বপাপ-নশন মধুবনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? হে শিবে! যে মানব এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।১০৮—১১১।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২১১।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

সৌভরি কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! উশীনর সুত শিবি নারদের এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনম্রবচনে তাঁহাকে বলিতে লাগি-লেন। শিবি বলিলেন,—হে মুনে! আপনার মুখ হইতে মধুবনমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আমার মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। হে নারদ! আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল তত্ত্বই যথার্থতঃ অবগত আছেন, হে ভগবন্! সেই ধর্ম্মাত্মা বিপ্র-নন্দন জন্মান্বয়কৃত বান্ধবগণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বৈরিণী পুত্র হইয়াছিলেন কেন? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ কহিলেন,—একদা মুনিগণ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমীতে হরিদ্বারে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় নিখিল পর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও শুভ নিত্য ক্রিয়া আচরণ করত স্বস্থচিত্তে হিমালয়পৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে তারাতনয় বুধ মুনিগণসঙ্গে সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ বুধ সৌন্দর্য্যে মূর্ত্তিমান্ কামের ন্যায়। তখন বুধকে সমাগত দেখিয়া মুনীশ্বরগণ উত্থিত হইলেন, বুধও স্বীয় মস্তক দ্বারা মুনিগণের বন্দনা করিলেন। অতঃপর বুধকর্ত্তৃক বন্দিত মুনীশ্বরগণ উপবেশন করিলেন। তখন মুনি-পুঙ্গবগণ কর্ত্তৃক বুধকে এইরূপ আদৃত হইতে দেখিয়া সেই মুনিপুত্র স্বীয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১—৯। মুনিপুত্র কহিলেন,—হে তাত! সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় কামতুল্য ব্যাসাদি মুনিগণকর্ত্তৃক আদৃত এই সমাগত ব্যক্তি কে?

নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য স ধর্ম্মাত্মা স্বস্য পুত্রস্য ভাষিতম্।
বভাষে মুনিশার্দ্দূলঃ পুত্রং নির্ব্বন্ধসংযুতম্ ॥ ১১
পিতোবাচ।
বৃহস্পতেঃ সুরগুরোঃ সুতস্তারোদরোদ্ভবঃ।
বুদ্ধিমান্ বুধনামায়ং শশিবংশকরঃ পরঃ ॥ ১২
পুত্র উবাচ।
কিং ত্বয়া কথিতং তাত নিঃসম্বন্ধপরং বচঃ।
বৃহস্পতেঃ সুতো যস্য স কথং শশিবংশকৃৎ ॥
জজ্ঞেঽনসূয়য়া তাত বিধুরত্রের্মুনীশ্বরাৎ।
তস্য বংশস্য কর্ত্তায়ং কথং সুরগুরোঃ সুতঃ ॥১৪
এষ মে মানসে তাত সংশয়ো বর্ত্ততে মহান্।
তমপাকুরু বিপ্রেন্দ্র সন্দিহানস্য মে শিশোঃ ॥১৫
পিতোবাচ।
পুরা বৃহস্পতের্ভার্য্যা তারা নাম যশস্বিনী।
চন্দ্রেণাপহৃতা তাত বলাদ্বলবতা তদা ॥ ১৬
অপহৃত্য তদানীতা স্বগৃহং বিধিনা গুরোঃ।
ভার্য্যা সা তু তয়া সার্দ্ধং রমিতং তেন বৈ চিরম্
তস্যা গর্ভোঽভবত্তাত কালেন কিয়তা তদা।
ততো বৃহস্পতির্ভার্য্যাং নিজাং তাং সমযাচত।
চন্দ্রমাপি মদাবিষ্টো ন দদৌ বলদর্পিতঃ।
ততো বৃহস্পতিস্তাত দেবৈঃ শক্রাদিভিঃ সহ।
সন্নদ্ধো যোদ্ধুমারেভে সমং বলবদিন্দুনা।
সহায়ার্থং বিধোঃ শুক্রঃ সমং দিতিজদানবৈঃ ॥
সমাগতস্তদা তাত তস্মিন্ রণসমুদ্যমে।
ততস্তারানিমিত্তং বৈ যুদ্ধং প্রাবর্ত্ততোল্বণম্ ॥২১
করিষ্যতে সর্ব্বজনৈঃ প্রধনং তারকাময়ম্।
তস্মিন্ যুদ্ধে মহাভীমে হতা দেবাশ্চ দানবাঃ।
ন কশ্চিজ্জয়স্তাত বভূব ন পরাজয়ঃ ॥ ২২
ততঃ সমাগতো ব্রহ্মা সন্নিবার্য্যোল্বণং রণম্ ॥২৩
দদৌ বৃহস্পতেস্তারাং বোধয়িত্বা নিশাপতিম্।
বৃহস্পতিস্তু তাং বীক্ষ্য তারাং গর্ভবতীং তদা।
ক্রুদ্ধো বিরিঞ্চেঃ প্রত্যক্ষং সমাজে দেব-
দৈত্যয়োঃ ॥২৪

নারদ কহিলেন—সেই ধর্ম্মাত্মা মুনিশার্দ্দূল পুত্রের এই সন্নির্ব্বন্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। পিতা কহিলেন,—ইঁহার নাম বুধ, সুরগুরু বৃহস্পতি হইতে তারার উদরে ইঁহার জন্ম হইয়াছে। ইনি বুদ্ধিমান্ ও শশিবংশধর। পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! আপনি এ অসম্বদ্ধ বাক্য কিরূপে কহিলেন? যে ব্যক্তি বৃহস্পতির পুত্র, সে আবার শশিবংশধর কিরূপে হয়? মুনিসত্তম অত্রি হইতে অনসূয়ায় চন্দ্রের উৎপত্তি, অতএব সুরগুরু বৃহস্পতির পুত্র কিরূপে তাঁহার বংশকর হইলেন? হে তাত! আমার মনে এই মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আমি সন্দিহান, বিশেষতঃ শিশু; অতএব হে বিপ্রবর! আপনি এ সন্দেহ অপনোদন করুন। পিতা উত্তর করিলেন,—হে তাত! পূর্ব্বকালে বৃহস্পতির তারানাম্নী যশস্বিনী পত্নীকে বলবান্ চন্দ্র বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্র গুরুভার্য্যা অপহরণ করিয়া স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল রমণ করিলেন। হে তাত! অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে তারা গর্ভবতী হইলেন। তখন বৃহস্পতি চন্দ্রসমীপে আসিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু বলদর্পিত মদাবিষ্ট চন্দ্র বৃহস্পতিকে পত্নী প্রত্যর্পণ করিলেন না। হে তাত! অনন্তর বৃহস্পতি শক্রাদি সুরগণকে সঙ্গী করিয়া বলবান্ চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হে তাত! এই সময় শুক্র দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রের সাহায্যার্থ যুদ্ধে যোগদান করিলেন। অনন্তর তারানিমিত্ত ঘোর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল, সকলেই তারকাময় নামক সেই ঘোর সমরে লিপ্ত হইলেন। সেই ভীম মহাসমরে বহু দেবদানব নিহত হইল, কিন্তু হে তাত! যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। ৯-২২। অনন্তর সমরনিবারণ-বাসনায় সমাগত ব্রহ্মা নিশানাথকে প্রবোধিত করিয়া বৃহস্পতিকে তদীয় পত্নী প্রত্যর্পণ করাইলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া ক্রুদ্ধ

বৃহস্পতিরুবাচ।

শৃণুষ্ব মামকং বাক্যং তারে তরললোচনে।
কস্যায়ং ধ্রিয়তে গর্ভো ভবতেন্দোর্ম্মমাথবা ॥২৫

পিতোবাচ।

এবং মুহুর্ম্মুহুঃ পৃষ্টা সা চ লজ্জাবতী শুভা।
যদা ন কথয়ামাস কিঞ্চিত্তাত তদগ্রতঃ ॥ ২৬
তদায়ং পশ্যতাং তেষাং দেবানাঞ্চ সুরদ্বিষাম্।
উৎপন্নস্তামুবাচেদং জননীঞ্চ রুষান্বিতঃ ॥ ২৭

বুধ উবাচ।

কস্মান্ন কথ্যতে দুষ্টে মদীয়ো জনকস্ত্বয়া।
লজ্জাং বিহায় সম্পশ্য শাপস্য মম বৈভবম্ ॥২৮

পিতোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা জলমাদায় যদা শপ্তুং সমুদ্যতঃ।
তদা সা মন্দমাহেদং পিতা তব সুধাকরঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্তে চ তয়া সাধ্ব্যা চন্দ্রঃ স্বতনয়ং বুধম্।
অমুং গৃহীত্বা সানন্দং জগাম নিজমন্দিরম্ ॥৩০
বৃহস্পতিস্ত তাং তারাং গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ।
ব্রহ্মা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ তেঽপি স্বং স্বং গৃহং যযুঃ
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যত্ত্বং মাং পরিপৃষ্টবান্।
বৃহস্পতিস্ত্রিয়াং জাতো যথায়ং চন্দ্রবংশকৃৎ ॥৩২

নারদ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্বাক্যং জহাসোচ্চৈর্মুনেঃ সুতঃ।
উবাচ চ স্বপিতরং কুণ্ডোঽয়ং স্বৈরিণীসুতঃ ॥ ৩৩
উবাচ চ পিতা পুত্রং হা পুত্রেদং ন ভণ্যতাম্।
সর্ব্বসত্ত্বান্তরজ্ঞোঽয়ং শপ্স্যতে ত্বাং ত্বত্ ক্কবিৎ

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তে তেন মুনিনা চান্দ্রির্জ্ঞাত্বা তদীরিতম্।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং প্রাহ মুনীনামিতি ভূপতে ॥৩৫

বুধ উবাচ।

শৃণ্বন্তু মুনিশার্দ্দূলা ভবন্তো মম ভাষিতম্।
যদি সাধ্বথবাসাধু বিচারয়ত মা চিরম্ ॥ ৩৬
ভবতাং তত্ত্ববুদ্ধীনাং দর্শনার্থমিহাগতঃ।

হইলেন এবং ব্রহ্মার সমক্ষে সেই দেব-দানব সভায় বলিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে তরললোচনে তারে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। বল, তুমি এই যে গর্ভ ধারণ করিয়াছ, ইহা আমার কিম্বা চন্দ্রের? পিতা কহিলেন,—হে তাত! তারা এইরূপে বারবার জিজ্ঞাসিতা হইয়া লজ্জিতা হইলেন। তিনি বৃহস্পতির বাক্যে কোন উত্তর করিতেছেন না দেখিয়া গর্ভনিষ্ক্রান্ত বুধ সেই সুরাসুরগণসমক্ষে স্বীয় জননীকে সক্রোধে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। বুধ বলিলেন,—হে দুষ্টে! তুমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কেন আমার জনকের নাম নির্দ্দেশ করিতেছ না? ইহাতে তুমি কি আমার অভিশাপ সম্ভাবনা করিতেছ না? পিতা কহিলেন,—বুধ এইরূপ বলিয়া যখন শাপজল গ্রহণপূর্ব্বক অভিশাপ দানে উদ্যত হইলেন, তখন মাতা তাহাকে ধীরে ধীরে কহিলেন,—তোমার পিতা চন্দ্র। সেই সাধ্বী তারা এইরূপ কহিলে চন্দ্র স্বীয় তনয় বুধকে লইয়া সানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। বৃহস্পতিও তারাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মাদিদেব ও দানববৃন্দও স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেলেন। বৃহস্পতির স্ত্রী হইতে জন্মিয়া বুধ যেরূপে চন্দ্রের বংশধর হইয়াছিলেন, এই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম। নারদ কহিলেন,—মুনিতনয় পিতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া উচ্চ-হাস করিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—স্বৈরিণীতনয় এই বুধ তবে 'কুণ্ড' * পদবাচ্য! তখন পিতা সখেদে পুত্রকে কহিলেন,—হে পুত্র! এরূপ কহিও না, তোমার এ উক্তি জানিতে পারিলে এই সর্ব্ব জীবের হৃদয়জ্ঞ বুধ তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন। ২৩—৩৫। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! মুনিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে চন্দ্রতনয় সেই মুনিপুত্রের উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সেই সকল মুনি সমীপে কহিতে লাগিলেন। বুধ বলিলেন,—হে মুনিশার্দ্দুলগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ ও আমার উক্তি ন্যায় কি অন্যায় সত্বর তাহার বিচার করুন। আপনারা তত্ত্বজ্ঞ, আপনাদিগের

* 'কুণ্ড'—পিতা বর্ত্তমানে জারজাত সন্তান

কৃতবান্ কস্যচিন্নাহমপরাধং মনাগপি ॥ ৩৭
অসূয়য়া কিমর্থং মামবজানন্তি দুর্মদাঃ।
স্বজন্মসফলত্বায় ভবদ্দর্শনলালসঃ ॥ ৩৮
স্বভাব এব দুষ্টানাং সাধূনপি নিরেনসঃ।
উদ্বেজয়ন্তি যৎ ক্বাপি মিষ্টবাচঃ পিকা ইব ॥ ৩৯
দুঃস্বভাবং ন মুঞ্চন্তি দুষ্টাঃ সৎসঙ্গমাদপি।
গঙ্গাম্বুসঙ্গমেনাপি ক্ষারতামিব নীরধিঃ ॥৪০
অহোঽব্যাধস্য দুষ্টত্বং মুনিবৃত্তীন যতো মৃগান্।
বনেচরান্ সতো হন্তি নিজগানবিদোঽপি সঃ ॥
মৎস্যৈঃ কিমপরাদ্ধং হি ধীবরাণাং দুরাত্মনাম্।
যজ্জলে চরতস্তীর্থে ঘ্নন্তি তৎপ্রকৃতির্হি সা ॥ ৪২
সাধবোঽপি ন মুঞ্চন্তি স্বভাবং দুষ্টসঙ্গতাঃ।
বৃতা বিষাগ্নিযুক্সর্পৈঃ শ্রীখণ্ডা ইব শীততাম্ ॥৪৩
পরোদয়েঽপি নৃত্যন্তি কিং স্বপক্ষস্য সাধবঃ।
যথোন্মনা মুনিবরা বারিবাহস্য বর্হিণঃ ॥ ৪৪
ধারয়ন্তি পরার্থে হি নিজাঙ্গমপি সাধবঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণামর্থে মৎপিতৃবৎ কলাঃ ॥ ৪৫
নিজোদয়স্তু সাধূনাং স্বচ্ছস্যানন্দহেতবঃ।
যথা কুমুদপুষ্পাণাং মৎপিতুঃ শীতলত্বিষঃ ॥ ৪৬

নারদ উবাচ।

ইত্যুদীর্য্য বচঃ ক্রোধাদ্বুধস্তং মুনিবালকম্।
শশাপেতি ত্বমপ্যাশু কুণ্ডো ভব মহীতলে ॥ ৪৭
এবমাকর্ণ্য তং শাপং পিতা বুধবিসর্জ্জিতম্।
স্বপুত্রং পাতয়ামাস তদঙ্ঘ্র্যোঃ ক্ষম্যতামিতি ॥
উবাচ চ ন জানাতি বালোঽয়ং তব বৈভবম্।
নোচিতং ক্রোধকরণমস্মিন্ বালে ভবাদৃশৈঃ ॥
কুতশ্চিৎ কারণাৎ সাধোঃ ক্রুদ্ধস্য প্রকৃতিঃ ক্ষম
হুতাশনপ্রতপ্তস্য শীতত্বমিব চাম্ভসঃ ॥ ৫০
অতঃ ক্ষমাং বিধায়াশু বিধেহ্যস্মিন্ননুগ্রহম্।
বালে বিবেকরহিতে ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥৫১

দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছি। আমি কাহারও নিকট কোন অল্পমাত্রও অপরাধ করি নাই; আমি নিজের জন্ম সার্থক করিবার জন্য আপনাদিগের দর্শনার্থী হইয়াছি; তবে দুর্ম্মদগণ কেন অসূয়াবশে আমার অবমাননা করে? দুষ্টগণের স্বভাবই এইরূপ যে, মধুরভাষী কোকিলের ন্যায় তাহারা যেকোনও রূপে সাধুগণের উদ্বেগ জন্মায়। সাগরজল যেরূপ গঙ্গাজল-সঙ্গমে ক্ষারতা পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ সৎসঙ্গে দুষ্টগণের দুষ্টস্বভাব বিদূরিত হয় না। অহো! ব্যাধের কি দুষ্টতা! মুনিবৃত্তি-সম্পন্ন বনচর মৃগগণকে গীত দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করে! মৎস্যেরা দুর্বৃত্ত ধীবরগণের নিকট কি অপরাধ করিয়া থাকে? তথাপি তাহারা যে তীর্থজলচারী মৎস্যদিগকে বধ করে, ইহা তাহাদের প্রকৃতি। সাধুগণ কখনও দুষ্টসঙ্গে নিজ স্বভাব ত্যাগ করেন না, তাঁহারা বিষাগ্নিযুক্ত সর্পবেষ্টিত শ্রীখণ্ডের ন্যায় শীতল। মেঘ দর্শনে ময়ূরেরা যেরূপ উন্মুখ হইয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ স্বপক্ষই হউক আর পরপক্ষই উক্, সাধুগণ অপরের অভ্যুদয় দর্শনে নৃত্য করিয়া থাকেন। আমার পিতা চন্দ্র যেরূপ পিতৃলোক দেবলোক ও মানুষ লোকের জন্য কলা ধারণ করেন, তদ্রূপ সাধুগণও অপরের জন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। শীতকিরণ মদীয় পিতার উদয়ে কুমুদ কুসুমকুলের ন্যায় সাধুদিগের অভ্যুদয়, সজ্জনগণের আনন্দ-জনকই হইয়া থাকে। ৩৬—৪৬। নারদ কহিলেন,—ক্রোধপরবশ বুধ এইরূপ বলিয়া সেই মুনিবালককে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—“তুমি মহীতলে সত্বর ‘কুণ্ড’ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।” পিতা পুত্রের প্রতি বুধের প্রদত্ত এইরূপ শাপবাণী শ্রবণ করিয়া ক্ষমালাভার্থ নিজ পুত্রকে তাঁহার পাদতলে পাতিত করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—এই বালক আপনার বৈভব অবগত নহে, অতএব ভবাদৃশ জনের এই শিশুর প্রতি কোপ করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, হুতাশনপ্রতপ্ত বস্তু জলসম্পর্কে শীতল হয়, ইহা যেরূপ, জলের প্রকৃতি তদ্রূপ কোন কারণে সাধুর ক্রোধ হইলেও তাহা অবিলম্বেই শান্ত হইয়া থাকে, ইহাই সাধুর স্বভাব। ক্ষমাই সাধুগণের সার, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক

নারদ উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন মুনিনা শীতাংশুতনয়স্তদা ।
ক্রোধস্তত্যাজ শান্তাত্মা চক্রে তস্মিন্ননুগ্রহম্ ॥

বুধ উবাচ ।

অয়ং তব মুনে বালঃ কুণ্ডত্বং প্রাপ্য ভূতলে ।
দত্তযজ্ঞোপবীতঃ সন্ লপ্স্যতে হি নিজাস্পদম্ ॥
এবং স মুনিপুত্রো বৈ বুধশাপান্নৃপোত্তম ।
কুণ্ডত্বং প্রাপ্তবান্ ভূমৌ পিতরো যেন তারিতাঃ
ইদং পবিত্রং মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা মধুবনস্য বৈ ।
সমস্তমশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫৫
যে নরা ধারয়ন্ত্যস্য মাহাত্ম্যস্যার্থমুত্তমম্ ।
হৃদয়ে যত্র তত্তেষাং বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ৫৬
যে পঠিষ্যন্তি মাহাত্ম্যং শ্রোষ্যন্তি চ মহাধিয়ঃ ।
দেহান্তে বিষ্ণুসালোক্যং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
ইদমনিশপবিত্রং তুভ্যমাবর্ণিতং মে
মধুবনসুচরিত্রং শ্রীপতেঃ প্রীতিকারি ।
কলিকলুষকলাপচ্ছেদনে দক্ষমক্ষোৎ-
পথগমননিরাসে কারণং পুণ্যমূর্ত্তৌ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে মধুবনবর্ণনো নাম পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

বিবেকরহিত এই বালককে সত্বর ক্ষমা করুন। নারদ কহিলেন,—চন্দ্রনন্দন বুধ মুনি কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হৃদয়ে মুনিতনয়ের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। বুধ বলিলেন,—হে মুনে! আপনার তনয় ভূতলে কুণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন উপনীত হইবে, তখন পুনর্ব্বার নিজাস্পদ লাভ করিবে। হে নৃপসত্তম! বুধশাপবশে মুনিতনয় এইরূপে পৃথ্বীতলে জারজত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরে সদ্‌গতি দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। মানব এই পবিত্র মধুবনমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা এই মধুবন-মাহাত্ম্যের উত্তম অর্থ হৃদয়ে ধারণ করে, তাহারা বিষয় দ্বারা অভিভূত হয় না। যে সকল মহাজ্ঞানী মানব এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, দেহান্তে তাঁহারা বিষ্ণুসালোক্য-লাভ করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। এই আমি তোমার নিকট নিত্যপূত, শ্রীপতিপ্রীতিপ্রদ, কলিকলুষপাশচ্ছেদনে সমর্থ, উৎপথগামীদিগের সৎপথপ্রাপ্তি ও পবিত্রতা লাভের উপায় স্বরূপ এই মধুবনচরিত কীর্ত্তন করিলাম। ৪২—৫৮।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২১৫।

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অতো মধুবনাদ্রাজন্নং বদরিকাশ্রমঃ ।
একাদশধনুর্ম্মাত্রে ভূভাগে ব্যবতিষ্ঠতি ॥ ১
অস্য তীর্থবরস্যাহং মহিমানং মহাদ্ভুতম্ ।
বর্ণয়ামি পুরস্তাত্তে যং শ্রুত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ২
একস্য মগধে রাজন্ দেবদাসো হি নামতঃ ।
ব্রাহ্মণঃ সত্যবান্ দান্তঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্ম ইবাপরঃ ॥৩
নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাসু বৃহস্পতিরিবাপরঃ ।
হরিসন্তোষকো ভক্ত্যা প্রহ্লাদ ইব দৈত্যরাট্
সস্ত্রীকোঽপি স্মরং জেতা পার্ব্বত্যা ইব বল্লভঃ

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! এই মধুবনতীর্থ হইতে একাদশ ধনুঃ পরিমাণ ভূভাগে বদরিকাশ্রম বিদ্যমান, আমি এই তীর্থবরের পবিত্র মহা অদ্ভুত মাহাত্ম্য তোমার অগ্রে বর্ণন করিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে ভয় হইতে মুক্তি হয়। হে রাজন্! মগধদেশে দেবদাস নামক একজন সত্যবান্ দান্ত দ্বিজ বাস করিতেন। ঐ দ্বিজ যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় সর্ব্ব-বিদ্যাবিজ্ঞ, ভক্তি দ্বারা দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের ন্যায় হরিসন্তোষকারী ।১—৪। সস্ত্রীক হইয়াও পার্ব্বতীপতির ন্যায় কামজয়ী এবং বিশ্বামিত্র

সদাচারপরো নিত্যং বিশ্বামিত্রো মুনির্যথা ॥ ৫
মগধেশগৃহে মান্যো দ্রোণবৎ কুরুবেশ্মনি।
দানশীলঃ সুপাত্রেষু বলির্দৈত্যাধিপো যথা ॥ ৬
তস্য ভার্য্যোত্তমা নাম লক্ষ্মীরিব গুণোত্তমা।
পতিশুশ্রূষণপরা যথা জনকনন্দিনী ॥ ৭
তস্যৈকশ্চ সুতো রাজন্নঙ্গদো নাম বুদ্ধিমান্।
একা পুত্রী তু বলয়া নাম সল্লক্ষণান্বিতা ॥ ৮
তয়োর্জ্যায়ান্ সুতঃ কন্যা তস্মাত্তূপ কনীয়সী।
তয়োর্যথাক্রমং চক্রে বিবাহং স দ্বিজোত্তমঃ ॥৯
বিবাহিতা তু সা কন্যা যযৌ শ্বশুরবেশ্মনি।
শুভলক্ষণসম্পন্না কালেন কিয়তা নৃপ ॥ ১০
অঙ্গদস্ত মহাবুদ্ধির্গৃহভারং বভার হ।
পিতৃবৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞো যৌবনশ্রীবিভূষিতঃ ॥ ১১
একদা স তু বিপ্রেন্দ্রঃ পুত্রং তং গৃহকর্ম্মণি।
ক্ষমং বিজ্ঞায় রাজেন্দ্র নিজভার্য্যামুবাচ হ ॥১২

দেবদাস উবাচ।

সমাকর্ণয় মে সাধ্বি কালেহস্মিন্নুচিতং বচঃ।
ততো যদুচিতং ভদ্রে তদস্মাভির্বিধীয়তাম্ ॥১৩
এষা জরা সমায়াতা শরীরং পাতয়িষ্যতি।
অঙ্গান্যাকম্পয়ন্তীব বাত্যা পক্কফলং যথা ॥ ১৪
অক্ষ্ণামপি দ্যুতিং মন্দাং নূনমেষা করিষ্যতি।
নক্ষত্রাণাং সচন্দ্রাণাং প্রাতর্বেলেব সুব্রতে ॥১৫
স্খলিতো পাদয়োর্মন্দাং গতিং প্রতিপদক্রমম্।
করিষ্যতি জরা হ্যেষা যথা নিগড়শৃঙ্খলা ॥ ১৬
তস্মাদেষা জরা যাবন্ন প্রৌঢ়া জায়তে শুভে।
আত্মনস্তাবদাবাভ্যাং করণীয়ং হিতং দ্রুতম্ ॥১৭
গৃহপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতরো হি বিনশ্বরাঃ।
দ্রব্যাদিকঞ্চ সুভগে তেষু সজ্জতি নো বুধঃ ॥
অতোহহং সর্ব্বতীর্থেষু পর্য্যটন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বানপ্রস্থেন বিধিনা বীক্ষিষ্যে হরিমীশ্বরম্ ॥১৯
ততঃ সন্ন্যাসমাদায় কচিত্তীর্থে মে শুভে।
প্রারব্ধকর্ম্মণামন্তে ত্যক্ষ্যামি স্বং কলেবরম্ ॥ ২০

মুনির ন্যায় সদা সদাচাররত ছিলেন। কুরু-গৃহে দ্রোণের ন্যায় তিনিও মগধে সর্ব্বজন-মান্য ছিলেন। দৈত্যপতি বলি যেরূপ সুপাত্রে দান করিতেন, ঐ দ্বিজও তদ্রূপ দান করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম উত্তমা, তিনি গুণে লক্ষ্মীর ন্যায় উত্তমা ছিলেন। জনকদুহিতা সীতার ন্যায় তিনি পতিশুশ্রূষা করিতেন। হে রাজন্! ঐ দ্বিজদম্পতির অঙ্গদ নামে এক প্রাজ্ঞ পুত্র এবং উত্তম লক্ষণান্বিতা এক কন্যা ছিল। হে ভূপাল! ঐ সন্ততিদ্বয়ের মধ্যে পুত্র জ্যেষ্ঠ ও কন্যা কনিষ্ঠা। ঐ দ্বিজসত্তম যথাক্রমে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, ঐ শুভলক্ষণা কন্যা বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরগৃহে গমন করিয়াছিল। হে নৃপ! কিয়দ্দিন অতীত হইলে পিতার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ যৌবনশ্রী-বিভূষিত মহাবুদ্ধি পুত্র অঙ্গদ সংসারভার-বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজসত্তম! একদা ঐ দ্বিজবর পুত্রকে সংসারভারবহনে সক্ষম জানিয়া নিজ জায়াকে বলিতে লাগি-লেন। দেবদাস বলিলেন,—হে সাধ্বি! সম্প্রতি কালোচিত বাক্য শ্রবণ কর; হে ভদ্রে! তার পর যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহার অনু-ষ্ঠান করিবে। এই যে জরা সমাগত হইয়াছে, বাত্যাদ্বারা কম্পিত বৃক্ষের ফলপাতনের ন্যায় এই জরাও শরীর পাতিত করিবে। হে সুব্রতে! এই জরা প্রাতঃকাল ন নক্ষত্র-ভূষিত চন্দ্রের ন্যায় চক্ষুর তেজও নিঃসন্দেহ মন্দ করিয়া দিবে। হে শুভে! নিগড়াবদ্ধ ব্যক্তির পাদদ্বয়ের গতি যেরূপ মন্দ হয়, এই জরাও আমাদের পাদগতি তদ্রূপ মন্দ করিয়া ফেলিবে। অতএব যে পর্য্যন্ত এই জরা দ্বারা আমরা গাঢ় আক্রান্ত না হই, তাবৎকালে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সত্বর সম্পাদন করা উচিত হইতেছে। ৫—১৭। হে সুভগে! গৃহ, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা ও পিতা ইহারা বিনশ্বর এবং বস্তুজাত ক্ষণস্থায়ী; সুধীগণ তাহাতে আসক্ত হন না। অতএব আমি বানপ্রস্থ বিধানানুসারে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সকল তীর্থে ভ্রমণ ও ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিব। হে শুভে! অতঃপর প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগান্তে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীপতিপাদপদ্মে চিত্ত

এবং চেৎ প্রাণমুক্তঃ স্যাং মুক্তিঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ
মম শ্রীপতিপাদাব্জসম্যক্‌স্থাপিতচেতসঃ ॥ ২১
উত্তমোবাচ।
পুমান্ বা স্ত্রীজনো বাপি কো রমেত বিনশ্বরে
সংসারে মাধবং মুক্ত্বা নিত্যাশ্রয়মচেতনঃ ॥ ২২
তস্মান্মামপি জীবেশ ত্বৎপাদাম্বুজসেবিনীম্।
নীত্বা স্বসঙ্গমে তাবদ্বিশ্বাব্ধেরাশু তারয় ॥ ২৩
পুত্রোঽয়মঙ্গদঃ শ্রীমান্ গৃহভারস্য ধারণে।
সমর্থোঽভূৎ স্নুষা চেয়ং কল্যাণী তৎসহায়িনী ॥
পুত্রে সমর্থে যো মূঢ়ঃ পুরুষঃ স্ত্রীজনোঽথবা।
ন বিরজ্যেত সংসারে বঞ্চিতঃ শ্রেয়সা হি সঃ ॥
নারদ উবাচ।
এবমন্যোন্যমামন্ত্র্য দম্পতী তৌ রহস্তদা।
পুত্রমাহূয় কথয়াঞ্চক্রতুস্থিদমঙ্গদম্ ॥ ২৬
দম্পত্যূচতুঃ।
জরাগমশ্লথদ্গাত্রাবাবাং বিদ্ধি স্বমঙ্গদ।
স্বশ্রেয়সে যতিষ্যাবঃ কুত্রচিৎ পুণ্যভূতলে ॥ ২৭

হরেরারাধনং ভক্ত্যা শ্রেয়ঃ পরমমুচ্যতে।
তদর্থমেব নিষ্কামা যতন্তে সাধবো ভুবি ॥ ২৮
বিষয়েষু ন সংসক্তিঃ সমত্বং সর্ব্বজন্তুষু।
যেষাং হর্ষবিষাদৌ চ ন জাতু সুখদুঃখয়োঃ ॥
ত এব সাধবো লোকে গোবিন্দপদসেবিনঃ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ কৃতার্থো জায়তে নরঃ ॥৩০
তীর্থানি পর্য্যটন্ ধীরস্তদ্দর্শনসমুৎসুকঃ।
ভাগ্যোদয়েন কেনাপি তদ্দর্শনমবাপ্নুয়াৎ ॥৩১
তস্মাদ্ভারং কুটুম্বস্য ভুজয়োর্দীর্ঘয়োঃ।
আরোপ্য নৌ বিসর্জ্জস্ব তীর্থযাত্রার্থমঙ্গদ ॥ ৩২
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কদাচিৎ সাধুদর্শনম্।
ভবেদদ্যদি তদা পুত্র দ্বয়োর্নৌ স্যাৎ কৃতার্থতা ॥
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তঃ পিতৃভ্যাং পুত্রঃ সাধুবাদমবাদয়ৎ ॥৩৪
পুত্র উবাচ।
সমস্তকুলনিস্তারো ভবদ্ভ্যামন্নমীরিতঃ।

স্থাপিত করিয়া কোন উত্তমতীর্থে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিল। এইরূপে যদি আমার প্রাণ দেহ হইতে বিযুক্ত হয়, তবে আমার মুক্তি নিশ্চিত। উত্তমা উত্তর করিলেন,—পুরুষই হউক, আর নারীই হউক, নিত্যাশ্রয় শ্রীপতিপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া সংসারে বিনশ্বর বস্তুতে কোন্ হতজ্ঞান ব্যক্তি আসক্তি প্রদর্শন করে? অতএব হে জীবিতেশ! আমাকেও আপনার পাদপদ্মসেবিনী করিয়া নিজ সঙ্গে স্থান দানপূর্ব্বক বিশ্বসংসার হইতে আশু উদ্ধার করুন। শ্রীমান পুত্র অঙ্গদ, সংসারবহনে সমর্থ, পরন্ত কল্যাণী পুত্রবধূও তাহার সহায়তা করিবে। যে মূঢ় পুরুষ বা নারীজন পুত্র উত্তযুক্ত হইলেও সংসারে বিরক্ত না হয়, সে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—সেই দ্বিজদম্পতি পরস্পর এরূপ মন্ত্রণা করিয়া নির্জ্জনে তনয় অঙ্গদকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। দ্বিজদম্পতি কহিলেন,—হে অঙ্গদ! আমাদিগকে জরাগমে শিথিলাঙ্গ বলিয়া বিদিত হও, অতএব আমরা ভূতলে কোন পুণ্যতীর্থে নিজ মঙ্গললাভার্থে যত্ন করিব। ভক্তিপূর্ব্বক হরির আরাধনাই পরম শ্রেয়স্কর কথিত হয়, সেইজন্যই সাধুজনেরা নিষ্কাম হইয়া তদ্বিষয়ে যত্ন করেন। যাঁহাদের শব্দাদি বিষয়সমূহে অনাসক্তি, সর্ব্বজীবে সমত্ববুদ্ধি এবং সুখদুঃখে হর্ষবিষাদাভাব, সেই গোবিন্দপদারবিন্দসেবিগণই সাধু। তাঁহাদের দর্শনমাত্র মানব কৃতার্থ হয়। ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিই নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সাধুদর্শনে সমুৎসুক হয় এবং কোনরূপ অপূর্ব্ব ভাগ্যোদয়েই সাধুদর্শন লাভ করে। অতএব হে অঙ্গদ! যুগবৎ দীর্ঘবাহুদ্বারা বান্ধবগণের বহনভার ধারণপূর্ব্বক তীর্থযাত্রার জন্য আমাদিগকে বিদায় দাও। হে পুত্র! তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে যদি কদাচিৎ আমাদের সাধুদর্শন সংঘটিত হয়, তবে আমাদের কৃতার্থতা হইবে।১৮-৩৩। নারদ কহিলেন,—পুত্র পিতা-মাতা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাধুবাদ করিলেন। পুত্র কহিলেন,—আপনারা এই যাহা বলিতেছেন, ইহাতে সমস্ত কুলের নিস্তার হইবে।

মাশু মামনুজানীতং কিং করোমি ভবদ্বিতম্।
অহমাজ্ঞাকরো নিত্যং যুবয়োঃ পূজ্যপাদয়োঃ॥
পুণ্যতীর্থেষু দানার্থং গৃহীতং ধনমুত্তমম্।
নয়তং মামপি প্রেষ্যং সেবায়ৈ নিজসঙ্গমম্॥ ৩৬
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা ধনমাদায় গত্বা ক্রোশদ্বয়ং তয়োঃ।
সঙ্গে.গৃহমগাত্তাভ্যাং কথঞ্চিৎ সন্নিবর্তিতঃ॥৩৭
তৌ গৃহীত্বা ধনং কিঞ্চিদ্বিষ্ণুর্মে ৗ সংযতামিতি।
কন্দমূলফলাহারৌ তত্রোষিত্বা দিনত্রয়ম্॥ ৩৮
যদা তস্মাৎ প্রচলিতৌ দম্পতী জগতীপতে।
তদা মার্গে মহান্ কশ্চিৎসিদ্ধঃ সম্মীলিতস্তয়োঃ
তাভ্যামুভাভ্যাং শিরসা বন্দিতঃ স উপাবিশৎ
উপবিষ্টস্তদা তাভ্যামিতি পৃষ্টঃ স সিদ্ধরাট্॥ ৪০
কো ভবান্ কুত আয়াতো কিঙ্কীর্ষতি তদ্বদ॥
সিদ্ধ উবাচ।
সিদ্ধোহহং তাপসশ্রেষ্ঠ কল্পগ্রামে গৃহং মম।
ইন্দ্রপ্রস্থাৎ সমায়াতো দৃষ্টং তত্র মহাদ্ভুতম্।
তত্রাস্তি কপিলঃ সিদ্ধো নারায়ণসমো গুণৈঃ॥৪২
তস্মাদহং পঠন্ সাংখ্যং নিবসামি তদাশ্রমে।
একদা মদ্‌গুরুঃ শ্রীমান্ স্বাশ্রমাৎ কপিলো যযৌ
বদর্য্যাখ্যং মহাপুণ্যং স্নাতুং স যমুনাজলে।
তত্রৈকোহরণ্যমহিষস্তৃষার্ত্তো যমুনাজলে॥ ৪৪
প্রবিষ্টো জলমাপীয় পূর্ব্বজন্ম স্বমস্মরৎ।
স্মৃত্বা স পূর্ব্বকর্ম্মাণি মহিষোহরণ্যসম্ভবঃ॥ ৪৫
জলান্নিঃসৃত্য তরসা ববন্দে কপিলং গুরুম্।
উবাচ নরবাচা চ ময়ি শৃণ্বতি তাপস।
যত্তত্তে কথয়াম্যদ্য শৃণু ত্বং পরমাদ্ভুতম্॥ ৪৫
মহিষ উবাচ।
ভো ভো বিষ্ণুকলাভূত সিদ্ধানাং কপিলেশ্বর।
কিং নামেদং মহাতীর্থং নতায় কথয়স্ব মে॥ ৪৭

এ বিষয়ে আমাকে সম্মত বলিয়া বিদিত হউন, এক্ষণে আদেশ করুন,—আপনাদের কি হিতসাধন করিব? আমি সর্ব্বদা পূজ্যপাদ পিতামাতার আজ্ঞাকারী; পুণ্যতীর্থে দানের নিমিত্ত উত্তম ধন গ্রহণ করুন, এবং আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাকে ভৃত্য করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন। নারদ কহিলেন,—দ্বিজত য় অঙ্গদ এইরূপ কহিয়া ধন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত ক্রোশদ্বয় গমন করিয়া অতিকষ্টে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দ্বিজদম্পতি "বিষ্ণু আমাদের লভ্য হউন" এইরূপ ভাবিয়া সেই ধন হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণপূর্ব্বক কন্দ মূল ও ফলাহারে সেই স্থানে দিনত্রয় বাস করিলেন। হে জগতীপতে! যখন তাঁহারা ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন সেই পথে একজন প্রধান সিদ্ধ তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। দ্বিজদম্পতি সমাগত সিদ্ধকে মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন, পরে তিনি উপবেশন করিলে তাঁহারা সিদ্ধরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—আপনি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন এবং আপনার অভীষ্ট কি? তাহা বলুন। সিদ্ধ উত্তর করিলেন,—হে তাপসসত্তম! আমি সিদ্ধ, কল্পগ্রামে আমার বাস; আমি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে সমাগত হইতেছি, আমি তথায় এক মহাদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেস্থানে গুণে নারায়ণতুল্য কপিল নামে এক সিদ্ধ আছেন, আমি তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া সাংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। এক সময় মদীয় গুরু শ্রীমান্ কপিল যমুনাজলে স্নান করিবার জন্য স্বীয় আশ্রম হইতে মহাপুণ্য বদরিকাতীর্থে গমন করেন। সেখানে এক বনমহিষ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যমুনা জলে প্রবেশপূর্ব্বক জলপান করিলে তাহার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইল। পূর্ব্বকর্ম্ম স্মরণ হইবা মাত্র ঐ বনমহিষ সত্বর জল হইতে নির্গমনপূর্ব্বক গুরু কপিলকে বন্দনা করিল। হে তাপস! তারপর সেই মহিষ মনুষ্যবাক্যে তাঁহাকে যাহা কহিল, আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি তোমার নিকট ঐ পরমাদ্ভুত কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৪—৪৫। মহিষ কহিল,—ভো ভো সিদ্ধসত্তম কপিল! আপনি বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমি আপনার নিকট প্রণত হইতেছি, এই মহা

অস্য তীর্থবরস্যাস্য স্পর্শাদ্দে পূর্ব্বজন্মনি ।
জাতা স্মৃতির্ম্মহাভাগ পাপস্যাপি চ কর্ম্মণঃ ॥ ৪৮
সিদ্ধ উবাচ ।
এবমাকর্ণ্য তদ্বাক্যং মহিষস্য মহামুনিঃ ।
জানন্নপি চ তদ্বৃত্তং বিহস্যেদমুবাচ হ ॥ ৪৯
কপিল উবাচ ।
ভবান্মহিষশার্দ্দূল ক আসীৎ পূর্ব্বজন্মনি ।
তত্র কিং কৃতবান্ কর্ম্ম যোনিং যেনাপ মাহিষীম্
মহিষ উবাচ ।
শৃণুষ মুনিশার্দ্দুল বৃত্তং বৈ পূর্ব্বজন্মনঃ ।
অহমাসং পুরা রাজা কলিঙ্গাধিপতির্ব্বলী ॥ ৫১
স্বাং পরাং নৈব জানামি যোষিতং কামমোহিতঃ
বণিজাং সাধুবৃত্তীনাং ধনহর্ত্তা নিরেনসাম্ ॥ ৫২
নিশীথে নগরে রাজন্ গতভীঃ পর্য্যটাম্যহম্ ।
সুন্দরীভিঃ পরস্ত্রীভিঃ ক্রীড়িতুং রতিলীলয়া ॥
যদ্‌গৃহে সুন্দরীং নারীং পশ্যামি স্মরমোহিতঃ ।
বসামি নিশি তত্রাহং ক্ষেত্রমধ্যে গজো যথা ॥
ক্রীড়িত্বা তত্র নিঃশঙ্কো ধনং হৃত্বা চ তদ্‌গৃহাৎ
স্বগৃহং পুনরায়ামি কিঙ্করৈর্বাসরৈরহম্ ॥ ৫৫
উপবিষ্টঃ সভামধ্যে দিবা দ্বৌ পুরবালকৌ ।
অনার্য্যবাহুযুদ্ধেন যোধয়ামি নিজাগ্রতঃ ॥ ৫৬
নিযোধয়তি যো বালং কং মত্বা ধনিনং বলাৎ ।
গৃহ্ণামি তৎপিতুর্ব্বিত্তং স্বল্পং বা ভূরি বা মুনে ॥
যঃ পরাজয়তে তত্র কাতরত্বান্মহামুনে ।
নায়মর্হঃ পুরে স্থাতুং মমেতি বিনিহন্মি তম্ ॥৫৮
এবমপ্যাদামারম্ভে বর্ত্তমানে মহীপতৌ ।
পৌরা নগরমুৎসৃজ্য প্রযযুর্বিষয়ান্তরম্ ॥ ৫৯
একদা মুনিশার্দ্দূলো দুর্ব্বাসাঃ পর্য্যটন্মহীম্ ।
পুরে মম সমায়াতঃ কোপনো রুদ্রসম্ভবঃ ॥ ৬০
মিলিত্বা নাগরাঃ সর্ব্বে তদা জগ্মুস্তদন্তিকে ।
প্রণিপত্যেদমাচখ্যুঃ স্বদুঃখজ্ঞাপকং বচঃ ॥ ৬১

তীর্থের নাম কি? তাহা আমাকে বলুন। হে মহাভাগ! আমি পাপকর্ম্মা হইলেও এই তীর্থরাজের জলস্পর্শে আমার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইয়াছে। সিদ্ধ কহিলেন,—মহামুনি মহিষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াও হাস্যসহকারে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। কপিল কহিলেন,—হে মাহষবর! তুমি পূর্ব্বকালে কি ছিলে এবং সেই জন্মে কি কর্ম্ম করিয়াছিলে যে, মহিষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ? মহিষ উত্তর করিল,—আমি পূর্ব্বকালে বলবান্ কলিঙ্গপতি ছিলাম। আমি কামমোহিত হইয়া কি নিজ কি পর সকল রমণীতেই উপগত হইতাম। সাধুশীল নিষ্পাপ বণিক্‌গণের ধন হরণ করিতাম। আমি নির্ভয় হইয়া নিশীথ সময়ে নগর ভ্রমণপূর্ব্বক সুরতবাসনায় সুন্দরী পরনারীগণের সহিত রতিক্রিয়া করিতাম। করী যেরূপ করিণীর অপেক্ষায় ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থান করে, আমি তদ্রূপ কামমোহিত হইয়া যে গৃহে সুন্দরী নারী দেখিতাম তাহার সন্নিধানে কোনও ক্ষেত্রে থাকিয়া নিঃসঙ্কমনে সেই সকল রমণীর সহিত রতিক্রিয়া করিতাম এবং তাহাদিগের গৃহ হইতে ধন অপহরণ করিয়া নিজগৃহে উপস্থিত হইতাম। আমি দিবসে সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দুইটী পুরবালককে অন্যায্য বাহুযুদ্ধে নিযুক্ত করিতাম, তন্মধ্যে যাহাকে ধনী বলিয়া মনে করিতাম, সে জয়ী হইলে তাহার পিতার ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতাম। হে মুনে! সে ধনের অল্পতা কিংবা বাহুল্য বিচার করিতাম না। কিন্তু সে যুদ্ধে কাতরতা বশতঃ যে বালক পরাজিত হইত, হে মুনে! আমি তাহাকে "এ বালক আমার পুরে বাস করিবার যোগ্য নয়" এই বলিয়া তাহাকে নিহত করিতাম। আমি মহীপতি হইয়াও এইরূপ উদ্যম করিতে থাকিলে পৌরগণ আমার নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে গমন করিল। ৪৬—৫৯। একদা রুদ্রাংশ কোপনস্বভাব মুনিশার্দ্দূল দুর্ব্বাসা মহী পর্য্যটন করিতে করিতে আমার পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন নাগরিকগণ মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ দুঃখবিজ্ঞাপক

পৌরা ঊচুঃ।
আত্রেয় মুনিশার্দ্দূল কৃপাং কুরু কৃপানিধে।
অধর্ম্মনিরতং ভূপমেনং ধর্ম্মেণ যোজয়॥ ৬২
ভাগ্যোদয়েন কেনাপি ভবানস্মাকমাগতঃ।
উদ্বেলাদ্ভূপ দুঃখাব্ধেরস্মাংস্তারয় পোতবৎ॥৬৩
ধনং লোভবতা তেন হৃতং নো মুনিপুঙ্গব।
দূষিতাশ্চ স্ত্রিয়ঃ সাধ্ব্যঃ সকামেন নিরেনসা॥ ৬৪
দশবৎসরদেশীয়া বহবঃ শিশবো হতাঃ।
অগণ্যবৈগুণ্যনিধিরেষ ভূপো মহামুনে॥ ৬৫
মহিষ উবাচ।
এবমাকর্ণ্য পৌরাণাং বচঃ স মুনিরত্রিজঃ।
দণ্ড্যোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য সভাস্থং মামথাযযৌ॥
দৃষ্ট্বা হি তং সমায়ান্তমবধূতং দিগম্বরম্।
আবারয়ম্যহং ভৃত্যৈর্নেত্যয়ং দর্শনোচিতঃ॥৬৭
রেণুনা সর্ব্বলিপ্তাঙ্গো মহিষাকৃতিরেষ বৈ।
বার্য্যতামিতি পার্শ্বস্থান্ বহুশোঽহং সমাদিশম্॥
ততস্তে তরসা ভৃত্যাস্তং বারয়িতুমভ্যগুঃ।
হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্ব্বান্ স চক্রে ভস্মসান্মুনিঃ॥
যজ্ঞাশ্বং রক্ষতঃ স্বস্য পিতুস্তমিব সাগরাৎ।
সর্ব্বশস্তানহং ভৃত্যান্ ভস্মীভূতাংস্ত তেজসা॥
আলক্ষ্য সহসোত্থায় গৃহমাবেষ্টুমুদ্যতঃ।
রে রে পাপেতি সম্বোধ্য ততো মাং মুনিসত্তমঃ
শশাপেতি মহারণ্যে মহিষো ভব সাম্প্রতম্।
তেনাহমিতি শপ্তো বৈ মুক্ত্বা রাজতনুং তদা॥
মরুদেশে মহারণ্যে জাতোঽহং মহিষো মুনে।
চিরকালমহং তত্র ন্যবসং মুনিপুঙ্গব॥ ৭৩
অত্রাগতশ্চ কেনাহং পুণ্যেন তদপি শৃণু।
বাপীকূপসরস্যশ্চ বহবঃ কারিতা ময়া॥ ৭৪
সহকারাদিবৃক্ষাণামারোপো বিহিতঃ পথি।
পুণ্যেনানেন মে দেব পাতো ন নরকেঽভবৎ
তীর্থস্তু চ ময়া প্রাপ্তো হ্যমুষ্য জলসঙ্গমঃ।

বাক্য বলিতে লাগিল। পৌরগণ কহিল,—হে কৃপানিধে অত্রিতনয়! কৃপা কর, হে মুনিশার্দ্দূল! এই অধর্ম্মনিরত নৃপতিকে ধর্ম্মযুক্ত কর। আমাদের কোন বিশেষ ভাগ্যে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমাদিগকে উদ্বেল ভূপরূপ দুঃখসাগর হইতে পোতস্বরূপ হইয়া উদ্ধার করুন। হে মুনিপুঙ্গব! ঐ লোভী মহীপাল আমাদিগের ধন অপহরণ করিয়াছে এবং আমাদের নিষ্পাপা সাধ্বী পত্নীগণকে দূষিত করিয়াছে। হে মহামুনে! ইহার বৈগুণ্যের গণনা হয় না, এই নৃপ দশবৎসরবয়স্ক অনেক শিশুকে নিহত করিয়াছে। মহিষ কহিল,—সেই অত্রিতনয় পৌরগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে 'এই নৃপ দণ্ডনীয়' এইরূপ চিন্তা করিয়া সভাস্থ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি সেই অবধূত দিগ্বাসা দুর্ব্বাসাকে আসিতে দেখিয়া ভৃত্যগণ দ্বারা তাঁহার আগমনে বাধা প্রদান করিলাম। আমি আমার পার্শ্বস্থ অনুচরগণকে বারম্বার "এই ধূলিধূসরিতাঙ্গ মহিষাকৃতি মুনিকে নিবারণ কর, নিবারণ কর" বলিয়া আদেশ করিলাম, সেই পার্শ্বস্থ ভৃত্যেরাও সত্বর তাঁহাকে বারণ করিতে আসিল, কিন্তু সেই মুনীশ্বর—পিতা সগরের যজ্ঞাশ্বরক্ষাকারী তদীয় তনয়গণের ন্যায় মদীয় ভৃত্যগণকে হুঙ্কার দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন। আমি তাঁহার প্রদীপ্ত তেজে ভৃত্যদিগকে নিঃশেষরূপে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া সহসা উত্থিত হইলাম ও নিজগৃহে প্রবেশার্থ উদ্যম করিলাম। অনন্তর সেই মুনিসত্তম 'রে পাপ!' আমাকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে,—'তুমি সম্প্রতি মহারণ্যে মহিষ হও।' হে মুনে! দুর্ব্বাসা ঋষি কর্তৃক আমি এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ভূপদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুদেশে মহারণ্যে মহিষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। হে মুনিপুঙ্গব! সেই স্থানে দীর্ঘকাল মহিষ দেহে অবস্থান করিলাম। ৬০—৭৩। তারপর কোন্ পুণ্যে যে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাও শ্রবণ করুন। আমি মনুষ্য-জন্মে বাহু বাপী, কূপ ও সরোবর নির্ম্মাণ এবং পথমধ্যে সহকারাদি বৃক্ষের ছায়া প্রস্তুত

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশুভাশুভম্ ॥ ৭৬
যেন তীর্থং ময়া প্রাপ্তমেতদ্‌যোনিশ্চ মাহিষী ।
অস্য তীর্থবরস্যাম্বুস্পর্শাজ্জাতিস্মরোঽভবম্ ।
কথমস্যা অসদ্‌যোনের্ম্মুক্তিঃ স্যাত্তন্মুনে বদ ॥৭৭
কপিল উবাচ ।
এতত্তীর্থং মহাপুণ্যং বদর্য্যাখ্যং রমাপতেঃ ।
অত্র স্নাহি দ্রুতং কামং স্বচিত্তস্থং হি লপ্স্যসে ॥
সিদ্ধ উবাচ ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কপিলস্য মহামুনেঃ ।
তত্র তীর্থবরে স্নাতুং প্রাবিশৎ স্বর্গবাঞ্ছয়া ॥ ৭৯
স্নাত্বা স্বর্গেচ্ছয়া তস্মিন্ জলাত্তটমুপাগতে ।
তৎক্ষণং গজমারুহ্য শক্রঃ স্বর্গাৎ সমাযযৌ ॥ ৮০
ইন্দ্র উবাচ ।
হে কলিঙ্গপতে নৈজং দেহং জহিহি মাহিষম্ ।
প্রতিলভ্য বপুর্দিব্যং সমমায়াহি মে দিবম্ ।
ত্বয়া স্বর্গেচ্ছয়া স্নাতং প্রাপ্তং তত্তে সুরাস্পদম্
সিদ্ধ উবাচ ।
ইত্যুক্তঃ স তদা তেন ত্যক্ত্বা দেহন্তু মাহিষম্
দিব্যং বপুঃ সমাসাদ্য গজরাজং সমারুহৎ ॥ ৮২
গজরাজং সমারুহ্য স্থিত্বা চ গগনে ক্ষণম্ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং তুষ্টাব কপিলং মুনিম্ ॥ ৮৩
কলিঙ্গ উবাচ ।
নমস্তে পরমেশান কেবলজ্ঞানহেতবে ।
সেতবে বেদবিদ্যানাং রিপবে তদ্বিরোধিনাম্ ॥
ত্বত্তঃ প্রবৃত্তিঃ সাঙ্খ্যস্য জাতা তত্ত্বাববোধিনী ।
দেহিনাং মায়য়া গ্রস্তচেতসামপি তে বিভো ॥৮৫
যে বেদবিহিতং ত্যক্ত্বা বর্ত্তন্তে স্বেচ্ছয়া মুনে ।
তান্ দণ্ডয়সি দণ্ড্যাংস্ত্বং মজ্জয়ংস্তির্য্যগাদিষু ॥
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে ত্বদধিকারিণঃ ।
ত্বদিচ্ছামনুবর্ত্তন্তে ভীতা দণ্ডকৃতো হি তে ॥৮৭

করিয়াছিলাম, হে দেব! সেই পুণ্যে আমার নরকে পতন হয় নাই। তার পর আমি এই তীর্থের জলসংসর্গ লাভ করিয়াছি। যেরূপে আমি এই তীর্থ ও মহিষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এই আমি আপনার নিকট আমার সেই অতীত জন্মের শুভাশুভ সর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাহা কহিলাম। সম্প্রতি এই তীর্থবরের জলস্পর্শে আমি জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, হে মুনে! এখন কি করিয়া এই অসৎ মহিষ যোনি হইতে মুক্ত হইব, তাহা আমাকে বলুন। কপিল কহিলেন,—রমাপতির এই মহাপূত বদরীনামক তীর্থে শীঘ্র স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার হৃদগত অভিলষিত লাভ হইবে। সিদ্ধ কহিলেন,—হে মহামুনে! কপিলের বাক্য শুনিয়া সেই কলিঙ্গপতি সেই তীর্থবরে স্বর্গকামনায় স্নানার্থ প্রবেশ করিলেন, এবং যেমন স্বর্গকামনায় স্নান করিয়া সেই জল হইতে তটে উঠিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র গজারোহণে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে কলিঙ্গভূপতে! নিজ মাহিষ শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য দেহ লাভ করিয়া আমার সহিত স্বর্গে আগমন কর। তুমি স্বর্গকামনায় স্নান করিয়াছ, সেইজন্য তোমার এই সুরলোক লাভ হইল। সিদ্ধ কহিলেন,—তখন কলিঙ্গপতি সুরপতি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া মহিষ দেহ পরিত্যাগ ও দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক গজরাজে আরোহণ করিলেন। অনন্তর গজরাজে আরোহণ ও ক্ষণকাল অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া মস্তক দ্বারা সুরপতিকে প্রণামপূর্ব্বক কপিল মুনির স্তব করিতে লাগিলেন।৭৪—৮৩। কলিঙ্গ কহিলেন,—হে পরমেশান! আপনি জ্ঞানের একমাত্র হেতু, বেদবিদ্যার সেতু, বেদবিরোধিগণের রিপু, আপনাকে নমস্কার। হে বিভো! আপনা হইতে তত্ত্বার্থবোধক মায়াগ্রস্ত-চিত্ত দেহীদিগের সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। হে মুনে! যাহারা বেদবিধি বিসর্জ্জন দিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সেই দণ্ড্যদিগকে তির্য্যগাদি যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া আপনিই দণ্ড দিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনারই অধিকারে বর্ত্তমান, তাঁহারা আপনা দ্বারা দণ্ডিত হইবার ভয়ে আপনারই

ত্রয়ীধর্ম্মবিরোধাঢ়াঃ পূর্ব্বদেবা যুগে যুগে।
অবতীর্য্য বিনাশায় কৃতা সর্ব্বাত্মনা ত্বয়া॥ ৮৮
যে যে ত্বয়া হতা নাথ চক্রিণা ত্রিদশারয়ঃ।
তে তে তমোময়ীং হিত্বা তনুং বৈকুণ্ঠমভ্যগুঃ
আজ্ঞাপয় জগন্নাথ গন্তুং মাং ত্রিদশালয়ম্।
অনুগৃহ্নীষ পত্রং নয়নং বীক্ষণামৃতৈঃ॥ ৯০
প্রসাদাত্তব দেবেশ বদর্য্যাখ্যস্য চ প্রভো।
তীর্থস্য স্বতনুং হিত্বা তামসীং সাত্ত্বিকীং গতঃ॥
ইন্দ্রেণ সহ নাগেন্দ্রমারুহ্য ত্রিদশালয়ম্।
গচ্ছামি স্বেচ্ছয়া নাথ কৃপাচন্তে কৃপানিধেঃ॥৯২
সিদ্ধ উবাচ।
ইত্যভিষ্টুয় দেবেশং কপিলং স কলিঙ্গপঃ।
নমস্কৃত্য চ তৎপাদৌ জগাম ত্রিদশালয়ম্॥ ৯৩
এতন্ময়াদ্ভুতং বিপ্র দৃষ্টং বদরিকাশ্রমে।
গুরুং শুশ্রূষমাণেন পাপস্যাপি বিমোক্ষণম্॥৯৪
নাতঃ পরং ত্রিলোক্যান্তু তীর্থং সর্ব্বার্থদায়কম্।
যদি তত্রৈব সস্ত্রীকঃ পরং শ্রেয়ো যদীচ্ছসি॥ ৯৫
অহং যামি সমানেতুং বদর্য্যাখ্যং গৃহান্ দ্বিজ।
বৃদ্ধং স্বকীয়পিতরং নিস্পৃহং মোক্ষকামুকম্॥ ৯৬
নারদ উবাচ।
ইতি তীর্থবরস্যাস্য বদর্য্যাখ্যস্য ভূপতে।
মহিমানং সংকীর্ত্ত্য স সিদ্ধঃ স্বগৃহং যযৌ॥৯৭
অথ কালেন কিয়তা স দ্বিজঃ সহ ভার্য্যয়া।
তীর্থানি পর্য্যটন্ ধীর ইন্দ্রপ্রস্থেহভ্যগাদহম্॥
তেনৈব বপুষা রাজন্নীতবাংস্তৌ নিজালয়ম্।
স সিদ্ধোহপি স্বপিতরং গৃহাদানীয় সত্বরঃ॥ ৯৯
তত্রৈব স্নাপয়ামাস তত্তীর্থে মোক্ষকামুকম্।
সোহপি শ্রীবাসুদেবেন বৃদ্ধঃ সিদ্ধঃ পিতা তদা
ততো নীতো নিজগৃহং বৃন্দারকবিবন্দিতঃ॥১০১
ইন্দ্রপ্রস্থান্তরগতমিদং সদ্বদর্য্যাখ্যমীশঃ,
স্নানাদ্দদ্যাদখিলজনিতামানসেষ্টং পদার্থম্।

ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করেন। যুগে যুগে দানবেরা বেদবিরোধী হয়, আপনি তাহাদের বিনাশের জন্য পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। সে যে দেবারি অসুর আপনা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের তমোময়ী তনু পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছে। হে জগন্নাথ! আমাকে স্বর্গগমনে আদেশ করুন এবং এই প্রণত বাসবকেও বীক্ষণামৃত দ্বারা অনুগৃহীত করুন। হে দেবেশ! আপনার প্রসাদে বদরীতীর্থে তনু ও তামসী গতি ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকী গতি অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রের সহিত গজারোহণে স্বেচ্ছায় ত্রিদশালয়ে গমন করিতেছি, হে কৃপানিধে! ইহা আপনার কৃপায়ই সম্ভাবিত হইল। সিদ্ধ কহিলেন,—সেই কলিঙ্গাধিপতি এইরূপে দেবেশ কপিলকে স্তব ও তৎপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া ত্রিদশালয়ে চলিয়া গেলেন। হে বিপ্র! বদরিকাশ্রমে গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ থাকিয়া পাপিজনের মুক্তিরূপ এই অদ্ভুত ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ত্রিলোকে বদরিকা হইতে সর্ব্বার্থদায়ক শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর নাই,যদি উত্তম শ্রেয়োলাভে অভিলাষ হয়, তবে সস্ত্রীক সেই তীর্থে গমন কর। হে দ্বিজ! আমিও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মদীয় বৃদ্ধ পিতাকে বদরিকাতীর্থে বাসার্থ আনয়ন করিবার জন্য গমন করিতেছি।৮৪—৯৬। নারদ কহিলেন,—হে ভূপতে! এইরূপে তীর্থোত্তম বদরিকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সিদ্ধ স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিনের মধ্যে সেই ধীর দ্বিজ ভার্য্যার সহিত বহুতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! আমি ঐ দ্বিজদম্পতিকে মনুষ্য দেহেই ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলাম। সেই দ্বিজ মোক্ষাভিলাষী তদীয় বৃদ্ধ পিতাকে সত্বর গৃহ হইতে আনিয়া সেই ইন্দ্রপ্রস্থে স্নান করাইয়াছিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ সিদ্ধপিতা বাসুদেব কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হইলেন, তখন দেবগণ তাঁহার বন্দনা করিলেন। হে নৃপ! তুমি প্রণত, তাই তোমার নিকট ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্গত বদরীতীর্থের বিষয় এই বলা হইল; এখানে স্নান করিলে ভগবান্ বিষ্ণু জনগণকে

মাহাত্ম্যং তে নৃপ নতিবতে বর্ণিতং তস্য পূতং,
যচ্ছ্রুত্বা বৈ পততি ন জনো মাতৃগর্ভে কদাচিৎ॥ ১০২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে বদরিকাশ্রমবর্ণনং নাম ষোড়শাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৬॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

বর্ণিতং মে ত্বয়া সাধো মাহাত্ম্যং বদরীভবম্।
যং নিশম্য মনো যাতি মম নির্ম্মলতাং মুনে॥ ১
এতদদ্ভুতমাহাত্ম্যং শক্রপ্রস্থাখ্যমুত্তমম্।
সকলং মুনিশার্দ্দূল চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্॥ ২
ভুবি নাতঃ পরং তীর্থং তিরশ্চামপি মুক্তিদম্।
শ্রেষ্ঠং সকলপাপঘ্নং দর্শনাদেব নারদ॥ ৩
এতদন্তর্গতস্যাস্য হরিদ্বারস্য নারদ।
মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ সন্তোষকারকাৎ
মামুদ্ধর মুনে দীনমবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
বর্ণনেনাস্য তীর্থস্য শক্রপ্রস্থগতস্য বৈ॥ ৫

নারদ উবাচ।

আকর্ণয় মহাভাগ বর্ণয়ামি তবাগ্রতঃ।
হরিদ্বারস্য মাহাত্ম্যমশ্বমেধফলপ্রদম্॥ ৬
অত্রৈকঃ শ্বপচঃ পাপো যথা স্বর্গতিমাপ্তবান্।
তত্তেঽহং কথয়াম্যদ্য শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রভো॥ ৭
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কালিঙ্গ ইতি বিশ্রুতঃ।
শ্বপচঃ পাপকর্ম্মা বৈ বসতি স্ম পুরাদ্বহিঃ॥ ৮
পঞ্চষড়্‌বর্ষদেশীয়ান্ বালান্নগরবাসিনাম্।
প্রসহ্য বঞ্চয়িত্বা চ বনে নীত্বা জঘান সঃ॥ ৯
তেষামলঙ্কারময়ং রজতং হেমবন্নৃপ।
রত্নাদিকঞ্চ কায়স্থং হত্বা তান্ জগৃহেঽধমঃ॥ ১০
বিবেশ সাধুনিলয়ে রাত্রৌ ধন জিহীর্ষয়া।
পথিকান্ ধনমালক্ষ্য স জঘ্নে নির্জনে বনে॥ ১১

যাবতীয় অভীষ্ট প্রদান করেন। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অতি পবিত্র, ইহা শ্রবণ করিলে মানব কদাচ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। ৯৭—১০২।

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৬।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সাধো! আপনি আমার নিকট যে বদরীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে; হে মুনে! এই সকল অদ্ভুত অনুত্তম ইন্দ্রপ্রস্থতীর্থ মাহাত্ম্য চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ। হে মুনিশার্দ্দূল! এ তীর্থ তির্য্যগ্‌যোনিরও মুক্তিপ্রদ, অতএব ভূতলে ইহার মত শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর নাই। হে নারদ! ইহার দর্শনেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। হে নারদ! আপনার বাক্য সন্তোষ-জনক, অতএব আপনার নিকট এই ইন্দ্র-প্রস্থের অন্তর্গত হরিদ্বারের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মুনে! আমি দীন ও অজ্ঞানসম্ভূত কামকর্ম্মে বিমোহিত, ইন্দ্রপ্রস্থের মাহাত্ম্য সবিস্তরে বর্ণনা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। নারদ কহিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার অগ্রে অশ্বমেধ-ফলপ্রদ হরিদ্বারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। হে প্রভো! এখানে একজন পাপ চণ্ডাল যেরূপে স্বর্গলাভ করিয়াছিল, আজ আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি; একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মধ্যে কালিঙ্গ নামে এক বিখ্যাত চণ্ডাল ছিল। ঐ চণ্ডাল পাপকর্ম্মা বলিয়া পুরের বাহিরে বাস করিত। ১—৮। ঐ ব্যক্তি নগরবাসীদিগের পাঁচ ছয় বর্ষবয়স্ক বালকগণকে বল ও বঞ্চনাপূর্ব্বক বনে লইয়া গিয়া নিহত করিত। হে নৃপ! ঐ অধম এইরূপ করিয়া তাহাদের দেহস্থিত স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্নাদিনির্ম্মিত অলঙ্কার অপহরণ করিত। ধনাপহরণার্থ ঐ অধম নিশাযোগে সাধুদিগের গৃহেও প্রবেশ করিত; পথিকগণের নিকট ধন

কুরুক্ষেত্রে সমায়াতা একদা রবিপর্ব্বণি।
নানাদিগ্ভ্যো জনা রাজন্নানাদানচিকীর্ষয়া ॥ ১২
তস্মিন্ যথাবিধি স্নাত্বা রবিপর্ব্বণি ভূপতে।
দানং দত্ত্বা যথাবচ্চ লোকাঃ স্বান্ স্বান্
গৃহান্ যযুঃ ॥ ১৩
একঃ কশ্চিদ্বিশাং শ্রেষ্ঠো ধনেন মহতা যুতঃ।
পশ্চাৎ সর্ব্বজনেভ্যস্তু চচাল স্বগৃহং প্রতি ॥ ১৪
অশ্ববারাঃ পদাতীনাং বিংশতিং পুরতো দধৎ।
কালিঙ্গঃ স মহাপাপস্তমন্বপ্রস্থিতঃ শ্রিয়ৈ ॥ ১৫
কতিচিদ্বসতীর্গত্বা সহ তেন বিশাধমঃ।
সোঽস্ত্যজস্তদ্ধনং হর্ত্তুং ন লেভে সময়ং নৃপ ॥ ১৬
বলেনাপি গৃহীতুং ন ক্ষমোঽভূত্তস্য স শ্রিয়ম্।
বৈশ্যস্তু জনবিংশত্যা সংযুক্তস্তু স একলঃ ॥ ১৭
অত্রাগতঃ স পাপাত্মা বৈশ্যস্যার্থেন পার্থিব।
নিশীথে শিবিরং তস্য ধনং হর্ত্তুং সমাবিশৎ ॥ ১৮

দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে নির্জ্জন বনে নিহত করিত। হে রাজন্! এক সময় কুরুক্ষেত্র তীর্থে সংক্রান্তি দিনে নানারূপ দান করিবার অভিলাষে নানা দিক্ হইতে লোক সকল আগমন করিয়াছিল। হে রাজন্! ঐ সকল লোক কুরুক্ষেত্রে সংক্রান্তিতে যথাবিধি স্নান ও দান করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। হে নৃপ! তন্মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনবান্ বৈশ্য আসিয়াছিল। ধন-বাহুল্য বশতঃ বৈশ্য সকলের পশ্চাতে গমন করিত। এই বৈশ্যের সম্মুখভাগে বিংশতি সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি চলিত, মহাপাপ চণ্ডাল কালিঙ্গ সেই বৈশ্যের ধনলাভাশায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল, ঐ অন্ত্যজাধম, বৈশ্যের সহিত কয়েকখানি গ্রাম এইরূপে গমন করিয়াও তাহার ধনাপহরণে অবসর প্রাপ্ত হইল না। হে নৃপ! বৈশ্যের সহিত বিংশতিসংখ্যক রক্ষক ছিল; আর কালিঙ্গ একাকী; তাই সে বলপূর্ব্বকও বৈশ্যের ধনাপহরণে সমর্থ হইল না। হে পার্থিব! বৈশ্যের ধনলাভার্থ পাপাত্মা কালিঙ্গ ক্রমে তাহার সহিত কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইল;

একেন তস্য বৈশ্যস্য জনেন স তু লক্ষিতঃ।
প্রবিশন্নেব পাপাত্মা দদতা প্রহরং স্বকম্ ॥ ১৯
তমালক্ষ্য সমীপস্থং স জনঃ প্রহরপ্রদঃ।
উভয়োঃ পাদয়োঃ রাজন্ স্বপন্নেব গৃহীতবান্ ॥ ২০
তৌ গৃহীত্বা জনানন্যান্ বোধয়ন্ প্রহরপ্রদঃ।
হস্তেনৈব তু পাপেন চৌরেণাঘাতিতো হি সঃ ॥ ২১
শ্রুত্বা পলায়মানস্তু গৃহীতোঽন্যৈর্জ্জনৈস্তদা।
গৃহীতারং পুনর্হত্বা সহসা স পলায়িতঃ ॥ ২২
একেন কেনচিদ্রাজন্ সেবকেন ধনুর্ভৃতা।
দূরাদেবশরেণাশু ধাবন্ স নিহতোঽধমঃ ॥ ২৩
হতমাত্রঃ শরেণাশু তত্যাজ স চ জীবিতম্।
চৌরেণ নিহতৌ রাজন্ বৈশ্যস্যানুচরাবুভৌ ॥ ২৪
তে ত্রয়ো বরযানানি গণানীতানি ভূপতে।
সমারুহ্য দিবিস্থিত্বা বৈশ্যমেতদ্বভাষিরে ॥ ২৫

এবং নিশীথে অবসর বুঝিয়া বৈশ্যশিবিরে প্রবেশ করিল। এই সময়ে বৈশ্যের একজন প্রহরী প্রহরা দিতেছিল, সে ঐ পাপাত্মাকে দেখিয়া ফেলিল এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিদ্রার ভাণ করিল। হে রাজন্! অতঃপর যেমন সে সমীপস্থ হইল, অমনি তাহার পাদদ্বয় ধরিয়া ফেলিল। প্রহরী কালিঙ্গের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া অন্যান্য লোকদিগকে প্রবোধিত করিল, ইত্যবসরে পাপমতি চোর তাহাকে আঘাত করিয়া তাহার হস্ত হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন প্রহরীর আহ্বানে প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ পলায়মান চোরকে ধরিয়া ফেলিল। এবারেও যে তাহাকে ধরিয়াছিল, চোর তাহাকেও প্রহার করিয়া সহসা পলায়ন করিল। হে রাজন্! বৈশ্যের একজন ধনুর্দ্ধারী রক্ষক ছিল, ঐ ধনুর্দ্ধারী সত্বর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দূর হইতেই চোরকে শরাঘাত করিল। সেই শরাঘাতে চোর তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করিল।১৯—২৩ হে রাজন্! এ দিকে কালিঙ্গ কর্তৃক প্রহৃত বৈশ্যানুচরদ্বয় পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, হে ভূপতে! এক্ষণে চোর ও বৈশ্যানুচরদ্বয় এই তিনজনে দেবদূতানীত বিমানবরে

কালিঙ্গবৈশ্যানুচরা উচুঃ।
ভো ভো বৈশ্যপতে সাধো তীর্থমেতদনুত্তমম্।
ইন্দ্রপ্রস্থে হরিদ্বারঃ শিবকৃৎ পাপিনামপি॥ ২৬
বয়ং ত্রয়ঃ সুতীর্থেঽস্মিন্নপমৃত্যুগতা অপি।
গচ্ছামস্ত্রিদিবং বৈশ্য সাম্প্রতং শিবমস্তু তে॥২৭
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা তে যযুঃ স্বর্গং শিবে শিবকৃতাং পদম্।
যত্রেচ্ছয়া হি লভ্যন্তে ভোগ্যবস্তূন্যনেকশঃ॥২৮
অথ রাত্রৌ ব্যতীতায়াং প্রাতরত্র বিশাং বর।
স্বভৃত্যদেহয়োঃ কৃত্বা দাহমস্থীন্যপাতয়ৎ॥ ২৯
তীর্থেঽত্র পাত্যমানেষু ভৃত্যৌ তাবস্থিষু প্রভো
স্বর্গাৎ পুনরিহায়াতৌ তং বৈশ্যমিদমূচতুঃ॥ ৩০
ভৃত্যাবূচতুঃ।
ভো ভো বৈশ্যপতে সাধো তীর্থেঽত্র মরণাদ্ভুবি
পাপানামপি জন্তূনাং স্বর্গপ্রাপ্তির্ন সংশয়ঃ॥ ৩১
স্থলে মৃতস্য জন্তোশ্চেৎ পতন্ত্যস্থীনি বারিণি।
তীর্থস্যাস্য তদা বৈশ্য সত্যলোকে স্থিতির্ভবেৎ
স্থলে মৃতাভ্যামাবাভ্যামস্থিপাতেন বারিণি।
সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো লোকে স্থিতিরাব্রহ্মসংস্থিতে
স্থলে মৃতস্য চৌরস্য পেতুরস্থীনি নাপ্সু নি।
যতোঽতঃ স বিশাং নাথ তস্থৌ বৃন্দারকালয়ে
তস্যাপি দেহমন্বিষ্য তীর্থেঽস্মিন্নাশু পাতয়।
যথা সোঽপি সুরশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুয়ান্নো গতিং পরাম্
উপকারঃ সদা কার্য্যঃ পরেষামপি সাধুভিঃ।
অপকারো ন মন্তব্যঃ কৃতো ভৃশমসজ্জনৈঃ॥৩৬
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা তৌ মহাভাগৌ গতৌ হরিপুরং প্রতি
হরিদ্বারস্য তীর্থস্য সলিলেঽস্থিপাতনাৎ॥ ৩৭
স বৈশ্যস্তু মহাভাগস্তস্য চৌরস্য বিগ্রহম্।
দগ্ধুমন্বেষয়ামাস ন লব্ধং তত্তু ভূপতে॥ ৩৮
পুনরাবৃত্য তত্রৈব সর্ব্বতীর্থশিরোমণৌ।
হরিদ্বারে মহারাজ স সম্নাবিতি বাঞ্ছয়া॥ ৩৯

আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক বৈশ্যকে বলিতে লাগিল। কালিঙ্গ ও বৈশ্যানুচরদ্বয় বলিল,—ভো ভো বৈশ্যপতে! এই তীর্থ অত্যুত্তম, হে সাধো! এই ইন্দ্র-প্রস্থান্তর্গত হরিদ্বার পাপিগণেরও শুভদায়ক। হে বৈশ্য! তোমার শুভ হউক, আমরা তিনজনে এই উত্তম তীর্থে অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াও তীর্থপ্রভাবে সম্প্রতি সুরালয়ে গমন করিতেছি। নারদ কহিলেন,—হে শিবে! এইরূপ কহিয়া ঐ ব্যক্তিত্রয় পুণ্যকারীদিগের আস্পদ অভীষ্টদায়ক স্বর্গ-লাভ করিল, অনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে বৈশ্যবর প্রভাতে অনুচরদ্বয়ের দেহ দাহ ও তাহাদের অস্থি তীর্থে নিক্ষেপ করিল; হে প্রভো! অস্থি নিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র ঐ ভৃত্যদ্বয় স্বর্গ হইতে এই স্থানে উপ-স্থিত হইয়া বৈশ্যকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিল। ভৃত্যদ্বয় কহিল,—ভো ভো বৈশ্য-পতে! ভূতলে এই তীর্থে মরিলে পাপী জীবগণেরও নিঃসংশয় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। হে সাধো! এ তীর্থে মৃতব্যক্তিরও অস্থি জলে পতিত হইলে তীর্থপ্রসাদে সত্যলোকে তাহার স্থিতি লাভ হয়। হে সাধো! স্থলে আমাদের মৃত্যু হইলেও জলে অস্থিপতন হওয়ায় ব্রহ্মার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আমাদের ব্রাহ্মলোকে বাস হইবে। কিন্তু হে বৈশ্য-নাথ! এ স্থলে মৃত চোরের অস্থি জলে পতিত হয় নাই, এজন্য সে দেবলোকে অবস্থিত আছে, তুমি সত্বর ঐ চোরের দেহ অন্বেষণ করিয়া তাহার অস্থি জলে নিক্ষেপ কর। এইরূপ করিলে ঐ চোরও আমাদের মত উত্তম ব্রহ্মলোকে স্থিতিলাভ করিবে। অসজ্জনেরা অত্যন্ত অপকার করিলেও তাহা মনে রাখা উচিত নহে, কেননা, সাধু-ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা পরের উপকারই কর্ত্তব্য। ২৪—৩৬। নারদ কহিলেন,—মহাভাগ বৈশ্যা-নুচরদ্বয় এইরূপ কহিয়া হরিদ্বারের তীর্থজলে অস্থিপতনফলে হরিপুরে প্রস্থান করিলেন! হে মহারাজ! সেই বৈশ্যও চোরের দেহ-দাহার্থ অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু প্রাপ্ত হইলেন না। হে ভূপতে! তারপর বৈশ্য সর্ব্বতীর্থশিরোমণি সেই হরিদ্বারে পুনরা-

অহমুৎপাদ্য সৎপুত্রান্ ধর্ম্মার্জ্জিতধনেন চ।
সন্তোষ্য বিপ্রান্ বন্ধুংশ্চ বিষ্ণুমারাধ্য সেবয়া॥
ত্বয্যেব মরণং প্রাপ্য গচ্ছামি হরিমন্দিরম্।
তীর্থরাজ নমস্তভ্যমেতৎ কর্ত্তব্যমস্তি তে॥ ৪১
ইতিকামনয়া রাজন্ স বৈশ্যস্তত্র কামদে।
তীর্থে স্নাত্বা গতঃ সর্ব্বৈর্ভৃ ত্যৈঃ স্বং সমগাদ্‌গৃহম্
তত্র গত্বা সপত্ন্যান্তু পুত্রানুৎপাদ্য বুদ্ধিমান্।
ধর্ম্মোপার্জ্জিতবিত্তেন তোষয়ামাস বান্ধবান্॥
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্নারাধ্য কমলাপতিম্।
তীর্থেঽস্মিন্মরণং প্রাপ্তো যতো বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ
ইতি বৈ বর্ণিতো রাজংস্তীর্থস্য মহিমা তব।
হরিদ্বারস্য পুণ্যস্য শ্রবণেঽস্য ফলং শৃণু॥ ৪৫
তিলদ্রোণস্য দানেন মাঘে যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
জনস্তৎ ফলমাপ্নোতি শৃণ্বন্মাহাত্ম্যমস্য তু॥ ৪৬
গোপীচন্দনদানেন ব্রহ্মপুত্রেষু ভোজনাৎ।
যৎফলং তন্মহিম্নোঽস্য শ্রবণাদেব কার্ত্তিকে॥
জাগরে চ প্রবোধিন্যাং প্রহরে পশ্চিমে নৃপ।
যৎফলং তন্মহিম্নোঽস্য তীর্থস্যাকর্ণনাদ্ভবেৎ॥৪৮
হরিদ্বারস্য সদৃশং শক্রপ্রস্থগতস্য বৈ।
ন তীর্থং পৃথিবীলোকে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥ ৪৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ইন্দ্রপ্রস্থমাহাত্ম্যে হরিদ্বারবর্ণনং নাম সপ্তদশাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৭॥

গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া কামনা করিল যে, আমি সৎপুত্র উৎপাদন, ধর্ম্মার্জ্জিত ধন দ্বারা বিপ্র ও বান্ধবগণের সন্তোষ সাধন, সেবা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা এবং হরিদ্বারে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করিব। হে রাজন্! অনন্তর বুদ্ধিমান্ বৈশ্য সেই স্থানে নিজ পত্নীকে স পুত্র উপাদন, ধর্ম্মার্জ্জিত ধন-দ্বারা বান্ধবগণের সন্তোষসাধন, ও পরমভক্তি দ্বারা কমলাপতির আরাধনা করিল এবং সেই হরিদ্বার তীর্থে তনুত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইল। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট পুণ্য হরিদ্বারতীর্থের মহিমা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে এই তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণের ফল, শ্রবণ কর। একদ্রোণ তিল দানে যে ফল মাঘমাসে এই তীর্থমাহাত্ম্যশ্রবণকারী মানবের সেই ফল লাভ হয়। গোপীচন্দন দান ও ব্রহ্মপুত্র তীর্থে ভোজাদানে যে ফল, কার্ত্তিকমাসে এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণেও তৎফলপ্রাপ্তি হয়। হরির উত্থান দিবসে যামিনীর শেষ প্রহর পর্য্যন্ত জাগরণে যে ফল, এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণেরও সেই ফল হয়। হে নৃপ! ইন্দ্রপ্রস্থান্তর্গত হরিদ্বারের তুল্য চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ তীর্থ পৃথিবীতলে আর নাই। ৩১—৪৯।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৭

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভূয়ঃ শৃণু মহাভাগ মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্।
অত্র স্থিতস্য তীর্থস্য পুষ্করস্য শিবপ্রদম্॥ ১
প্রসাদাত্তস্য তীর্থস্য বিষ্ণুঃ সর্ব্বসুরেশ্বরঃ।
প্রসন্নঃ পুণ্ডরীকস্য মাসমেকং গৃহে বসেৎ।
অত্র মুক্তিং তদনুজো লেভে পাপরতো পি হি
শিবিরুবাচ।
কঃ পুণ্ডরীকো ধর্ম্মাত্মা কৃতং তেন চ কর্ম্ম কিম্
যেন প্রসন্নো ভগবাংস্তদ্‌গৃহে মাসমাবসৎ॥৩

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে মহাভাগ! এই স্থানে পুষ্কর তীর্থ অবস্থিত, পুনরায় সেই পুষ্করের শুভপ্রদ পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। এই তীর্থপ্রসাদে সর্ব্বদেবের ঈশ্বর বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া পুণ্ডরীকগৃহে একমাস বাস করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ পুণ্ডরী-কের অনুজ পাপরত হইয়াও এই স্থানে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ১।২। শিবি বলি-লেন,—ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীক কে? তিনি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, ভগবান্

কথং তদনুজঃ প্রাপ পাপাত্মা শ্রীহরেঃ পদম্।
তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন সর্ব্বমাখ্যাহি মে মুনে ॥৪
শৃণ্বতোঽস্য ন সন্তোষো মাহাত্ম্যং মম জায়তে ॥

নারদ উবাচ।

বিদর্ভনগরে রাজন্ মালবাখ্যো মহাযশাঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিচ্ছান্তো বিদ্বান্ বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥৬
দেবর্ষিপিতৃভূতানাং মানুষাণাঞ্চ পোষকঃ।
বিষয়েষু ন সংসক্তো লোভমোহাদিবর্জ্জিতঃ ॥৭
স একদা মহাভাগ সিংহং প্রাপ্তে বৃহস্পতৌ।
গোদাবরীং মহাপুণ্যাং স্নাতুং প্রতিজগাম হ ॥৮
দাতুং তত্র সুবর্ণস্য গৃহান্নিষ্ঠে পলাযুতম্।
গচ্ছন্ পথি স ধর্ম্মাত্মা মনসৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ৯

মালব উবাচ।

গৃহাদ্দানার্থমানীতং ময়া হেমপলাযুতম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দাতব্যং পূজ্যসাধবে ॥
নিষ্কিঞ্চনায় বিপ্রায় পাত্রায়ানুপকারিণে।
পূজ্যায় দেশেকালে চ দত্তমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥
উঞ্ছবৃত্ত্যা সমানীতং দত্ত্বা দুর্ব্বাসসে মুনিঃ।
শিলোঞ্ছবৃত্তির্ধর্ম্মাত্মা স্বং ত্যক্ত্বাগাৎ পরম্পদম্ ॥
দানবেন্দ্রো বলীরাজা পাত্রং বিজ্ঞায় বামনম্
বিপক্ষায়াপ্যদাত্তস্মৈ ত্রিলোকীং স্বভুজার্জ্জিতাম্
তস্মাৎ পাত্রায় দাতব্যং ধনং ধর্ম্মার্জ্জিতং ময়া।
গোবিন্দতুষ্টয়ে সম্যগ্‌বাঞ্ছনীয়ং ন তৎফলম্ ॥
পুণ্ডরীকস্ত ধর্ম্মাত্মা ভাগিনেয়ো গজাহ্বয়াৎ।
আয়াস্যতি ময়াহূতঃ সর্ব্বপাত্রশিরোমণিঃ ॥ ১৫
আনীতস্য ধনস্যার্দ্ধং তস্মৈ পাত্রায় সূনবে।
স্বমুদ্দাস্যামি শেষন্তু শ্রোত্রিয়েভ্যো যথাবিধি ॥

নারদ উবাচ।

এবং বিচিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা মালবঃ স দ্বিজোত্তমঃ।
কতিচিদ্বাসরৈঃ প্রাপ্তঃ পুণ্যাং গোদাবরীং নৃপ।
মিলিতস্তস্য ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীকঃ স্বসুঃ সুতঃ।
তস্য বৈ পূর্ব্বমায়াতো মালবস্য মহীপতে ॥ ১৮

বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া একমাস তাঁহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন? হে মুনে! তদীয় অনুজ পাপাত্মা হইয়াও এই তীর্থপ্রসাদে কিরূপে হরিপুরে গমন করিলেন? এ সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন; এই সব মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও আমার শ্রবণপিপাসা নিবৃত্ত হইতেছে না। নারদ কহিলেন,—বিদর্ভনগরে বিদ্বান্, বিষ্ণুপরায়ণ, শান্ত, ব্রহ্মবিৎ, দেব ঋষি মনুষ্য ও পিতৃগণের পোষক, বিষয়ে অনাসক্ত এবং লোভমোহাদিবিবর্জ্জিত মালব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। হে মহাভাগ! তিনি একদা বৃহস্পতি সিংহরাশিগত হইলে মহাপুণ্য গোদাবরীতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। মালব সেই গোদাবরীতে দানের জন্য গৃহ হইতে অযুতপল সুবর্ণ আনিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মাত্মা পথে যাইতে যাইতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মালব বলিলেন,—আমি দানের জন্য গৃহ হইতে অযুতপল সুবর্ণ আনয়ন করিয়াছি, ইহা যাহাকে তাহাকে দেওয়া হইবে না, পূজ্য সাধু ব্যক্তিকেই দেওয়া হইবে। যাঁহার কিছু নাই, যিনি কখনও কোন উপকার করেন নাই, এইরূপ পূজ্য সৎপাত্র বিপ্রকে পুণ্য তীর্থে ও পর্ব্বাদি দানযোগ্যকালে যে দান, তাহাই অক্ষয় হয়। জনৈক শিলোঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা মুনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত বস্তু দুর্ব্বাসাকে দান করিয়া সেই দানপ্রভাবে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দানবেন্দ্র বলিরাজ দানের পাত্র বুঝিয়া বিপক্ষ বামনকেও নিজভুজার্জ্জিত ত্রিলোক প্রদান করিয়াছিলেন। আমার ভাগিনেয় ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীক সর্ব্বপাত্রশিরোমণি, তাঁহাকে হস্তিনাপুর হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া মৎকর্ত্তৃক দানার্থ আনীত অর্থ হইতে অর্দ্ধ দান করিব এবং ভাগিনেয়কে দান করিয়া যে অর্দ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা যথাবিধি শ্রোত্রিয়গণকে প্রদান করিব। ৩—১৬। নারদ কহিলেন,—হে নৃপ! ধার্ম্মিক দ্বিজোত্তম মালব এইরূপ চিন্তার পর কিয়দ্দিন পরে পুণ্য গোদাবরীতে উপস্থিত হইলেন। হে মহীপতে! মাল-

স তত্র বিধিনা স্নাত্বা সিংহসংক্রমবাসরে ।
পুণ্ডরীকায় বিত্তার্দ্ধং দদৌ মে প্রীয়তাং হরিঃ ॥
পুণ্ডরীকোঽপি ধর্ম্মাত্মা স্নাত্বা গোদাবরীজলে
স্ববিত্তস্য চতুর্থাংশং শ্রোত্রিয়েভ্যো দদৌ মুদা ॥
স তত্র বিধিবৎ স্নাত্বা দত্ত্বা দানঞ্চ শক্তিতঃ ।
গচ্ছন্তং স্বগৃহান্ রাজন্নিত্যুবাচ স্বসুঃ সুতম্ ॥২১
মালব উবাচ ।
গুরূন্ প্রতি নমস্কারো বাচ্যো আশীর্লঘূন্ প্রতি
যথাবয়োর্হি সংযোগঃ ক্ষণিকোঽয়ং বভূব হ ॥
এবং হি সর্ব্বজন্তূনাং পুত্রদারাদিভিঃ সহ ।
তস্মাৎ ক্ষণিকসংযোগাৎ সংসারাদ্ যঃ সুধীর্নরঃ
বিরজ্যেত কৃপাপাত্রং স হরেঃ স্যাদ্বিনিশ্চিতম্ ।
কৃপাতঃ শ্রীহরেঃ প্রাণী সৎসঙ্গমরতো ভবেৎ ॥
ততস্তস্য হরের্লীলাশ্রবণেচ্ছা হি জায়তে ।
শ্রুত্বা চ কীর্ত্তিতা সদ্ভির্হরির্লীলা অপি স্বয়ম্ ॥২৫
সস্পৃহং কীর্ত্তয়ত্যেব ততঃ স্মরতি কেবলম্ ।
ততস্তস্য ভবেৎ প্রেম গোবিন্দপদসেবনে ॥২
নরস্ততস্তরত্যাশু পোতেনেব মহার্ণবম্ ।
এতদর্থং হি সাধূনাং জ্ঞানিনাং কর্ম্মণাং তথা ।
যত্নো ভবতি ধর্ম্মাত্মন্নপি ত্বং যত্নবান্ ভব ॥ ২৭
নারদ উবাচ ।
এবমুক্ত্বা স বৈদর্ভঃ সুতং কথমপি স্বসুঃ ।
বিসৃজ্যাশ্রুমুখো বাষ্পপর্য্যাকুলদৃশং যযৌ ॥২৮
পুণ্ডরীকোঽপি ধর্ম্মাত্মা চচাল স্বগৃহং প্রতি ।
কতিভির্ব্বাসরৈ রাজন্নাগতোঽত্র শুভাস্পদে ॥২৯
ভরতাখ্যং কনীয়াংসং ভ্রাতরং পতিতং ভুবি ।
শ্বসন্তং ক্ষতনির্গচ্ছদ্রুধিরাক্তমবৈক্ষত ॥ ৩০
পপ্রচ্ছ চ রুদন্নুচ্চৈর্ভ্রাতঃ কেনেদৃশীং দশাম্ ।
গমিতোঽসি কিমর্থং বা গৃহাদিহ সমাগতঃ ॥৩১

বের আগমনের পূর্ব্বেই তদীয় ভাগিনেয় গোদাবরীতে আগমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি মাতুল মালব সেই ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীকের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর মালব সিংহ-সংক্রম দিনে গোদাবরীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া "হরি আমার প্রতি প্রীত হউন" এই-রূপ কামনা করিয়া পুণ্ডরীককে তদীয় ধনের অর্দ্ধ দান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীক গোদা-বরীজলে স্নান করিয়া প্রীতমনে সেই প্রাপ্ত ধনের চতুর্থাংশ শ্রোত্রিয়গণকে দান করি-লেন। হে রাজন্! পুণ্ডরীক যখন যথাবিধি স্নান ও শক্তি অনুসারে নিজ ধন দান করিয়া স্বগৃহগমনে উদ্যত হইলেন, তখন মালব ভাগিনেয়কে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগি-লেন। মালব বলিলেন,—গুরুর প্রতি নমস্কার ও লঘুর প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি আমাদের উভয়ের এই সংযোগ যেরূপ ক্ষণিক, সর্ব্ব প্রাণীর পুত্র কলত্রাদির সহিত সংযোগও তদ্রূপ ক্ষণিক; অতএব যে সুধী নর এই ক্ষণিকসংযোগ সংসার হইতে বিরত হন, তিনি নিশ্চিতই হরির কৃপাপাত্র। শ্রীহরির কৃপায় জীব সৎসঙ্গে রত হয়, তার পর সেই হরির লীলা শ্রবণে অভিলাষ জন্মে; তদনন্তর সাধুজনকীর্ত্তিত হরিলীলা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সস্পৃহ হইয়া কেবল কীর্ত্তন ও স্মরণ করে, তারপর তাহার গোবিন্দপদ সেবনে প্রেম জন্মে, তাহা হইতেই মানব পোতদ্বারা অর্ণব উত্তরণের ন্যায় সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে ধর্ম্মাত্মন্! এই জন্যই জ্ঞানী সাধুগণের কর্ম্ম বিষয়ে যত্ন হয়, অতএব তুমিও তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও ।১৭—২৭। নারদ কহিলেন,—মালব ভগিনীতনয়কে এইরূপ বলিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে বিদায় দিলেন, তাঁহার লোচনযুগল বাষ্পবারি দ্বারা পর্য্যাকুল হইল। ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! কিয়দ্দিন পরে পুণ্ডরীক সেই শুভদ তীর্থে আসিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত ভূতলে পতিত রহিয়াছে, সে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করি-তেছে, এবং তাহার ক্ষতস্থান হইতে রুধির ক্ষরিত হইতেছে। পুণ্ডরীক উচ্চরবে রোদন করিয়া ভ্রাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমার ঈদৃশী দশা কিরূপে ঘটিল এবং তুমি কি গৃহ হইতে এখানে আগমন

ইতি পৃচ্ছতি রাজেন্দ্র পুণ্ডরীকে স্ংপীড়য়া।
মহত্যা ভরতঃ সদ্যঃ পীড়িতোঽস্বনমুক্ত॥ ৩২
অবাতরত্তদা যানমেকং সগণমদ্ভুতম্।
আকাশাৎ পশ্যতাং ভূপ জনানাং তদ্গুরোরপি
তদারুহ্য স দিব্যাঙ্গো ভরতঃ পাপকার্য্যপি।
উবাচ বচনং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং বিনমন্নিদম্॥৩৪

ভরত উবাচ।

পুণ্ডরীক মহাবুদ্ধে তীর্থস্যাস্য প্রসাদতঃ।
পুষ্করস্থ ময়া প্রাপ্তা পাপিনাপি দিবিস্থিতিঃ।৩৫
মদীয়ং দারুণং কর্ম্ম ভ্রাতর্জ্জানাসি যদ্যপি।
তথাপি কথয়াম্যদ্য কিঞ্চিদজ্ঞাতমস্তি তে॥৩৬
যথা ময়া প্রভাবত্যা বেশ্যয়া রমিতং সহ।
তদ্গৃহং ব্যয়িতং ভূরি ধনঞ্চ মদিরাকৃতে॥ ৩৭
দ্যূতেন হারিতং যচ্চ চৌরকর্ম্মসমার্জ্জিতম্।
শিবরাত্র্যাং ময়া শম্ভুনির্ম্মাল্যং যচ্চ ভক্ষিতম্॥৩৮
যৎকৃতে ভবতা বিপ্রো জেবুকো নাম দূষিতঃ
এতন্ময়া কৃতং কর্ম্ম বিদিতং পুণ্ডরীক তে॥ ২৯
গোদাবরীং গতে ভ্রাতস্ত্বয়ি যৎ কৃতবানহম্।
ন তত্তে বিদিতং কর্ম্ম কথয়ামি তদপ্যহো॥৩০
চলিতে ত্বয্যতিক্রান্তো যদা পক্ষস্তদা হ্যহম্।
শ্রুতবানিতি লোকেভ্যো বচনং হ্যতিদুঃসহম্॥৪১
পুণ্ডরীকো ধনং দাতুমাহূতো মাতুলেন হি।
নিজসোদরমাহত্য পুণ্ডরীকং তদাহৃতম্॥ ৪২
গৃহীষ্যামি ধনং ভূরি মালবেন সমর্পিতম্।
মহতা বসুনা তেন তোষয়ামি প্রভাবতীম্॥৪৩
দুরোদরেণ ক্রীড়ামি স্বেচ্ছয়া তদ্বিদৈঃ সহ।
ইত্যালোচ্য ত্বদধ্বানং নিরুধ্যাহমিহ স্থিতঃ।
হত্বা ত্বাঞ্চ ধনং ভূরি গৃহীতুং মহামতে॥ ৪৪
অতিক্রান্তে ধনে ভ্রাতঃ কুতশ্চিৎ সার্থমাগতঃ॥
বণিজামত্র সুপ্তোঽহং রাত্রৌ তত্র মহামতে।
অথ কশ্চিন্নিশীথে তু তস্করো বণিজাং ধনম্॥৪৬

করিয়াছ? হে রাজেন্দ্র! ভ্রাতৃদুঃখে পীড়িত পুণ্ডরীক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে ভরত আরও কাতর হইল ও প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে ভূপতে! তখন দর্শকগণের সমক্ষে অন্তরীক্ষ হইতে এক গণভূষিত অদ্ভুত বিমান আবির্ভূত হইল, পুণ্ডরীক তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ভরত পাপকারী হইলেও সে দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক সেই বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রাতাকে প্রণামপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিল। ভরত বলিল,—হে মহাবুদ্ধে পুণ্ডরীক! আমি পাপী হইলেও এই পুষ্করতীর্থপ্রভাবে স্বর্গতি লাভ করিলাম। হে ভ্রাতঃ! যদিও আমার দারুণ কর্ম্ম আপনার সমস্তই বিদিত, তথাপি তদ্বিষয়ে আপনার কিঞ্চিৎ অজ্ঞাত আছে, অদ্য তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। আমি যেরূপে প্রভাবতীনাম্নী বেশ্যার সহিত সঙ্গত হইয়া মদিরাপানাদি ব্যাপারে অনেক ধন ব্যয় করিয়াছি, চৌর্য্য ও দ্যূতক্রিয়া দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়া ব্যয় করিয়াছি; যাহা করিয়া জেবুক নামক দ্বিজকে দূষিত করিয়াছি, শিবরাত্রিতে শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণ করিয়াছি; হে পুণ্ডরীক! আমার কৃত এই সকল কার্য্য আপনি অবগত আছেন। কিন্তু হে তাত! আপনি গোদাবরী গমন করিলে আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা আপনি জানেন না, এক্ষণে সেই কর্ম্মও কীর্ত্তন করিতেছি। আপনি চলিয়া গেলে যখন একপক্ষ কাল অতীত হইল, তখন আমি লোকমুখে শুনিলাম,—ধন দান করিবার জন্য মাতুল মালব আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন, হে ভ্রাতঃ! এসংবাদ আমার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে আলোচনা করিলাম—নিজ সোদর পুণ্ডরীককে নিহত করিয়া মালবার্পিত সেই ভূরি ধন অপহরণপূর্ব্বক সেই ধনদ্বারা প্রভাবতীর প্রীতিসাধন এবং দ্যূতবিদ্গণের সহিত স্বেচ্ছায় দ্যূতক্রীড়া করিব। হে মহামতে! আমি এইরূপ স্থির করিয়া আপনার বধসাধনপূর্ব্বক ধনগ্রহণমানসে আপনার আগমনপথ অবরোধ করিয়া এইস্থানে অবস্থিত ছিলাম। ২৮-৪৪। হে ভ্রাতঃ! আমার অর্জ্জিত ধন সমস্ত ব্যয়িত হইলে আমি এইরূপ অভিপ্রায়ে ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া একদা একদল বণিক্ সেস্থানে আসিয়া

স্থুং তত্র সমাবিষ্টঃ সার্থে জনসমাকুলে।
নীত্বা যদা ধনং কিঞ্চিৎ স চোরস্তু পলায়িতঃ।
তমন্বধাবন্ সহসাক্রোশন্ত ইব সেবকাঃ॥ ৪৭
সেবকা উচুঃ।
গৃহ্যতাং গৃহ্যতামেষ চোরোঽয়ং যাতি সত্বরম্।
মধ্যাদস্মাকমপহৃত্য ধনং বহু॥ ৪৮
ভরত উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং পুরতস্ত তমন্বহম্।
অধাবং সহসা ভ্রাতস্তদ্‌গৃহীতুং জিহীর্ষয়া॥৪৯
ততস্তে বণিজ্ঞাং ভৃত্যা জ্ঞাত্বা মাং তস্য রক্ষকম্
প্রজহ্রুস্ত্বরসা সর্ব্বে সখড়্গাং খড়্গপাণয়ঃ॥ ৫০
তেষু কশ্চিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণোঽহমিতি ব্রুবন্
খড়্গেন শিতধারেণ ময়া পাপীয়সা হতঃ॥ ৫১
বণিজাং সেবকৈস্তৈস্তু খড়্গধারৈরহং হতঃ।
ততাস্তে বণিজঃ প্রাতর্নিজগন্তব্যানীবৃতম্॥ ৫২

উপস্থিত হইল, হে মহামতে! আমি তখন সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম। অনন্তর নিশীথ সময়ে জনৈক চোর ধনাপহরণার্থ সেই বণিক্‌দল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল। তখন আমি সহসা সেই চোরের পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। সেই বণিক্‌দিগের সেবকেরাও চীৎকার করিয়া উঠিল। সেবকেরা বলিল,—সহসা এই চোর আমাদের দলের মধ্য হইতে বহুধন অপহরণ করিয়া পলাইতেছে; ইহাকে সত্বর ধর, সত্বর ধর। ভরত কহিল,—আমি সেই সেবকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া চোরকে ধরিবার জন্য সহসা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। হে ভ্রাতঃ! বণিক্‌ভৃত্যেরা আমাকেই সেই তস্করের রক্ষক মনে করিয়া খড়্গহস্তে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইল ও আমাকে খড়্গাঘাত করিল। আমার পশ্চাৎ ধাবিত দল মধ্যে একজন দ্বিজোত্তম ছিলেন, তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ বলিয়াও ছিলেন; কিন্তু আমি পাপী, তাই আমা কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। সেই বণিক্-সেবকেরাও আমাকে খড়্গাঘাতে

ততো ভবানিহ প্রাপ্তঃ প্রসন্তঃ মাং দদর্শ হ।
চন্দ্রাধিরদিপ্তাঙ্গং পীড়ামোহবিচেতনম্॥ ৫৩
ইত্যেতৎ কথিতং ভ্রাতর্যদর্থমহমাগতঃ।
অপমৃত্যুং যথাপ্রাপ্তস্তচ্চাপি কথিতং ময়া॥ ৫৪
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে
অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৮

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য পুণ্ডরীকো মহামনাঃ।
উবাচ নিজবন্ধুং তং শৃণ্বতাং নিজসঙ্গিনাম্॥১
পুণ্ডরীক উবাচ।
কেন পুণ্যেন তীর্থেঽস্মিন্ মৃত্যুর্ভরত তেঽভবৎ
যদি জানাসি তদ্‌ব্রূহি পাপং বিখ্যাতমেব তে
ভরত উবাচ।
পুণ্ডরীক শৃণুষ্বেদং কথয়ামি তবাগ্রতঃ।

নিহত করে। অনন্তর বণিক্‌দল প্রভাতে নিজ গন্তব্য স্থানে গমন করিল, আপনিও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—আমি পীড়া-মোহে অচেতন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি, আমার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে আপ্লুত হইয়া রহিয়াছে। হে ভ্রাতঃ! আমি যেরূপে এই স্থানে উপস্থিত ও অপমৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমস্ত আপনার নিকট এই কীর্ত্তন করিলাম।৪৫—৫৪।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২১৮

ঊনবিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—মহামনা পুণ্ডরীক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গিগণের সমক্ষে নিজ ভ্রাতা ভরতকে কহিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক কহিলেন, - হে ভরত! তোমার পাপের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছ, এক্ষণে যদি জান, তবে বল কিরূপে তোমার এই তীর্থে মৃত্যু হইল? ভরত কহিল,—হে পুণ্ডরীক! আমি বর্ত্তমান

এতত্তীর্থপ্রদং পুণ্যং কৃতং যদিহ জন্মনি ॥ ৩
একদা তু ধনং জিত্বা সমাগচ্ছন্নিজং গৃহম্ ।
অপশ্যং মৃতকং বালং মৃতস্থানাথমাপণে ॥ ৪
নিধায় তমহং মূর্দ্ধি নীত্বা গঙ্গাতটে শুভে ।
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য চক্রে দাহাদিসৎক্রিয়াম্ ॥ ৫
দ্যূতেনোপার্জ্জিতং দ্রব্যং তৎসর্ব্বং ব্যয়িতং ময়া
তেন পুণ্যেন প্রাপ্তং মে তীর্থমেতচ্ছুভাবহম্ ॥৬
কুরু ত্বং মম দেহস্য সংস্কারং দাহপূর্ব্বকম্ ॥ ৭
নারদ উবাচ ।
সংস্কারে বিহিতে রাজন্ ভরতঃ পাপবানপি ।
তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন পুষ্করস্য গতো দিবি ।
মাসমেকং যথা বিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকগৃহে হরিঃ ॥ ৮
উবাসাস্য প্রসাদেন তীর্থস্য শৃণু সাম্প্রতম্ ।
অত্র তীর্থে স ধর্ম্মাত্মা ভরতস্যাপি সদ্গতিম্ ।
দৃষ্ট্বেতি হৃদয়ে মেনে তীর্থমেতত্তু কামদম্ ॥ ৯
অত্রেতি বাঞ্ছয়া সস্নৌ পুণ্ডরীকঃ স পণ্ডিতঃ ।

জন্মে পুণ্যপ্রদ এই তীর্থে যে পুণ্য করিয়াছি, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি একদা দ্যূতপণে জয়লব্ধ ধন লইয়া নিজ গৃহে আগমন করিতেছিলাম, তখন পণ্যবীথিকা-পথে একটী অনাথ মৃত বালক অবলোকন করিলাম। আমি তাহাকে স্কন্ধে লইয়া কল্যাণদায়িনী সুরধুনীতটে গমন ও বস্ত্রাদি দ্বারা তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া তদীয় দাহাদি কার্য্য করিলাম। আমি আমার দ্যূতোর্জ্জিত ধন তাহার জন্য ব্যয় করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যপ্রভাবে আমার এই শুভদ তীর্থ লাভ হইয়াছে; এক্ষণে আপনিও আমার দেহের দাহাদিসংস্কার সম্পন্ন করুন। নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! পুণ্ডরীককর্ত্তৃক ভরতের সংস্কার সাধিত হইলে সেই পুষ্কর তীর্থপ্রভাবে ভরত পাপী হইয়াও সুরপুরে প্রস্থান করিল। এই তীর্থপ্রসাদে কিরূপে ভগবান্ হরি পুণ্ডরীকপুরে একমাস বাস করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা শ্রবণ কর। ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীক এই তীর্থপ্রভাবে ভরতের সদ্গতি প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে বুঝিলেন,

মাঘমাসং স্বরূপেণ হরির্ব্বসতু মে গৃহে ॥ ১০
এবং স্নাত্বা সকামেন যযৌ নিজগৃহং প্রতি ।
তীর্থেঽত্র নৃপতিশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকোঽখিলার্থদে ।
বন্ধুভ্যো মরণং ভ্রাতুর্ভরতস্য জগাদ হ ।
তেঽপি শ্রুত্বা শুচং চক্রুর্ম্মায়য়াবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২
পুণ্ডরীকস্তদা কুর্ব্বন্ গৃহে স্বস্মিন্ নিজক্রিয়াঃ ।
উবাসেতি মহানন্দস্তপস্যায়াস্যতে হরিঃ ॥ ১৩
পূর্ণিমায়ামথো পৌষ্যাঞ্চক্রে স পরমোৎসবম্ ।
মহেতি শ্বো গৃহে মহ্যং হরিরায়াস্যতি ধ্রুবম্॥১৪
শ্রীখণ্ডজলসেকেন গোময়ালেপনেন চ ।
মুক্তাচূর্ণচতুষ্কেণ সমস্কৃত কেতনম্ ॥ ১৫
শতদ্বয়ং ব্রাহ্মণানাং নানাভোজ্যৈরভোজয়ৎ ।
বহ্বীভির্দ্দক্ষিণাভিশ্চ তানেব সমতোষয়ৎ ॥ ১৬
নানাবাদিত্রকুশলৈঃ কলকণ্ঠৈশ্চ গায়নৈঃ ।

এ তীর্থ কামপ্রদ। পণ্ডিত পুণ্ডরীক 'আমার গৃহে হরি স্বরূপে মাঘ মাস বাস করুন' এইরূপ কামনা করিয়া সেই তীর্থে স্নান করিলেন। হে নৃপসত্তম! পুণ্ডরীক এইরূপ কামনায় অখিলার্থদ সেই তীর্থে স্নান করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক বান্ধবগণের নিকট ভ্রাতা ভরতের মরণবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎকালে মায়াবৃতবুদ্ধি তদীয় বান্ধবেরা ভরতের মরণসংবাদে শোক করিলেন; পুণ্ডরীক নিজ গৃহে অনুজের ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আগামী মাঘ মাসে 'হরি আমার গৃহে বাস করিবেন' এই আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ১—১৩। অনন্তর পুণ্ডরীক পৌষী পূর্ণিমা সমাগত হইলে 'কল্য হরি নিশ্চিতই আমার গৃহে আগমন করিবেন' এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইয়া পরম উৎসব করিলেন। তিনি চন্দনজলসেক, গোময়লেপন ও চতুর্বিধ মুক্তাচূর্ণ দ্বারা নিজ নিকেতনের সংস্কার করিলেন। পুণ্ডরীক নানাবিধ ভোজ্য বস্তু দ্বারা দ্বিশত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন এবং বহু দক্ষিণা দানে তাঁহাদিগকে প্রীত করিলেন। তিনি কলকণ্ঠ গায়ক ও নানা বাদিত্রকুশল জনগণ

রজন্যাং স্বজনৈর্গায়ংশ্চক্রে জাগরণং তথা ॥১৭
অথ প্রভাতে তান্ সর্ব্বান্ গায়নাদীন্ বিসৃজ্য সঃ।
গোবিন্দাগমনাকাঙ্ক্ষী গৃহমধ্যে উপাবিশৎ ॥১৮
অথ তস্য গৃহাভ্যাসে নিবর্ত্ত্য নিজবাহনম্।
প্রাবিশদ্‌গৃহমধ্যে তু কর্ত্তুং স্বজনবাঞ্ছিতম্ ॥ ১৯
স পুণ্ডরীকস্তং দৃষ্ট্বা মাধবং সমুপাগতম্।
উত্থায়াসনতস্তূর্ণং ববন্দে শিরসা নৃপ ॥ ২০
উবাচ চ স ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দালোকনির্বৃতঃ।
সম্পূজ্যার্ঘ্যাদিদানেন বিষ্টরে তং নিবেশিতম্ ॥

পুণ্ডরীক উবাচ।

ভবতা ভবতাপঘ্নং সুস্পষ্টং তদনুষ্ঠিতম্।
তাবদত্র ত্বয়া বিষ্ণো স্থীয়তাং স্থিতিকারিণা ॥ ২২
যাবদস্য পুনীতস্য সমাপ্তিস্তপসো ভবেৎ।
যত্র ত্বং সেবকাস্তে চ বসন্তি পরিচর্য্যয়া ॥ ২৪
তত্রৈব খলু বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
যদ্‌গৃহে তব কর্ম্মাণি বর্ণ্যন্তে সাধুভির্বিভো ॥২৪
হরির্নিবসতে তত্র সন্মুখাদিতি নঃ শ্রুতম্।
যেষাং বচসি তে নাম হৃদি রূপঞ্চ সুন্দরম্ ॥ ২৫
কর্ণয়োশ্চ গুণারোপস্ত এব খলু সাধবঃ।
ভবতো ভবতে স্বান্তং যেষাং শুশ্রূষণে বিভো
উত্তমাঙ্গে চ নির্ম্মাল্যং ত এব খলু সাধবঃ।
যেষান্তু বুদ্ধিঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ কমলাপতে ॥
চয়াপচয়য়োশ্চৈব ত এব খলু সাধবঃ।
যেষাং বিকুরুতে চেতো ন বিকারস্য কারণে ॥
সন্তি লক্ষ্মীপতে নূনং ত এব খলু সাধবঃ।
যত্র ত্বং সাধবস্তত্র সন্তো যত্র ততো ভবান্।
অতো বিজ্ঞায়তাং সাধুং মাঘে মম গৃহে বস ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য পুণ্ডরীকস্য মাধবঃ।
উবাচ বচনং ভাসা দন্তানাং ভাসয়ন্ দিশঃ ॥

দ্বারা গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বজন-সমভিব্যাহারে রজনী জাগরণ করিলেন। অনন্তর প্রভাতে হরির আগমনাকাঙ্ক্ষী পুণ্ডরীক গায়ক ও বাদকগণকে বিদায় দিয়া গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। হে নৃপ! অনন্তর মাধব পুণ্ডরীকের গৃহসমীপে আগমনপূর্ব্বক নিজ বাহন বিদায় দিয়া ভক্ত পুণ্ডরীকের বাসনা পূরণার্থ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পুণ্ডরীক মাধবকে গৃহে সমাগত দেখিয়া সত্বর আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং গোবিন্দদর্শনে নির্বৃতচিত্ত হইয়া মস্তকদ্বারা তাঁহার পাদবন্দন ও অর্ঘ্যাদিদানে তাঁহার পূজা করিলেন। অতঃপর হরি বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট হইলে পুণ্ডরীক কহিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক কহিলেন,— হে বিষ্ণো! আপনি যে ভবতাপহারী ও লোক সকলের রক্ষাকারী, আমার গৃহে আগমন করিয়া তাহা আজ আপনি সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি পবিত্র হইয়াছি; এক্ষণে যে পর্য্যন্ত আমার তপস্যার সমাপ্তি না হয়, তাবৎকাল আমার গৃহে বাস করুন। আপনি যে স্থানে বাস করেন এবং আপনার পরিচর্য্যাপরায়ণ সেবকেরা যে স্থানে অবস্থান করে, সেইস্থান সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত বৈকুণ্ঠ। হে বিভো! যে গৃহে সাধুগণ আপনার কর্ম্ম কীর্ত্তন করেন, উত্তমগণের মুখে শুনিয়াছি—সেইস্থানে হরির অধিষ্ঠান হয়। যাঁহাদের বাক্যে আপনার নাম, হৃদয়ে সুন্দররূপ এবং কর্ণযুগলে গুণনিচয় প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাই সাধু। হে বিভো! যাঁহাদের হৃদয় আপনার শুশ্রূষায় সমাসক্ত এবং যাঁহারা উত্তমাঙ্গে আপনার নির্ম্মাল্য ধারণ করেন, তাঁহারাই সাধু। হে কমলাপতে! যাঁহারা শত্রুমিত্রে ও উপচয় অপচয়ে সমবুদ্ধি তাঁহারাই সাধু! বিকারকারণ বিদ্যমানে যাঁহাদের চিত্তবিক্রিয়া হয় না, হে রমাপতে! তাঁহারাই সাধু, সন্দেহ নাই। যেখানে সাধু, সেইখানেই আপনি বিদ্যমান এবং সেস্থানে সাধুগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে আপনি বাস করিয়া থাকেন; অতএব আপনি এই সাধুভাব বিদিত হইয়া আমার গৃহে মাঘ মাসে বাস করুন।১৪-৩০। নারদ কহিলেন,—মাধব

শ্রীভগবানুবাচ।

সাধূনামুত্তমঃ সাধুস্ত্বং পৃথিব্যাং মহামতে।
যত্ত্বয়া পুণ্যতীর্থে তু স্নাতং মৎসঙ্গবাঞ্ছয়া ॥ ৩১
উত্তিষ্ঠ জাহ্নবীতোয়ে মাঘস্নানং কুরু দ্বিজ।
মাঘান্তে স্নাপয়ামি ত্বাং পূর্ণিমায়ান্তু পুষ্করে ॥ ৩২
প্রয়াগে মাঘমাসে তু পূর্ণং যৎ স্নানজং ফলম্
তৎসর্ব্বং পুষ্করে তীর্থে দিনৈকস্নানতো ভবেৎ ॥

নারদ উবাচ।

এবমুক্তঃ স বিপ্রেন্দ্রঃ পুণ্ডরীকো মুরারিণা।
কিঞ্চিদভ্যুদিতে সূর্য্যে স্নানং গঙ্গাজলেঽকরোৎ
প্রত্যক্ষং পুণ্ডরীকাক্ষং পুণ্ডরীকঃ সমার্চ্চয়ৎ।
তুলসীবিকসৎপুষ্পযবকুঙ্কুমচন্দনৈঃ ॥ ৩৫
ধূপৈরগুরুজৈরঙ্গ বাসিতাঙ্গং রমাপতিম্।
নীরাজয়তি কর্পূরদীপকৈঃ পঞ্চভিঃ স্ম সঃ ॥ ৩৬
চতুর্ব্বিধমৈর্ভোজ্যৈর্ভোজয়িত্বা জগদ্গুরুম্।
সুপ্তং স মণিপর্য্যঙ্কে চামরৈস্তমবীজয়ৎ ॥ ৩৭
পাদসংবাহনং জাতু চক্রে তস্য রমাপতেঃ।
জাতীকর্পূরসংযুক্তং দদৌ তাম্বূলবীটকম্ ॥ ৩৮
উষ্ণীষং বধ্বতস্তস্য শ্রীপতেঃ পুরতস্তদা।
তস্থৌ জাতু স বিপ্রেন্দ্রঃ করেণানীয় দর্পণম্ ॥
এবং নিজগৃহে তস্য বসতঃ স ভবচ্ছিদঃ।
সপর্য্যাং বিদধদ্বিপ্রো মাঘং নিন্যে সমস্তকম্ ॥
অথ মাঘাবসানে তু পূর্ণিমায়াং রমাপতেঃ।
স্মৃতিমাত্রাগতং তার্ক্ষ্যমপশ্যৎ পুরতঃ স্থিতম্।
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুণ্ডরীকমুবাচ হ ॥ ৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্রূয়তাং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদ্বচোঽহং বদামি তে।
ইন্দ্রপ্রস্থগতে তীর্থে পুষ্করে তে যদৃচ্ছয়া।
স্নানায় তে ময়া দত্তং যন্মাসমুষিতং ময়া ॥৪৩
অদ্য পক্ষীন্দ্রমারুহ্য ময়া সহ মহামতে।
ব্রজ তীর্থশিরোরত্নং তদেব প্রতিপুষ্করে ॥৪৪

পুণ্ডরীকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দশন দীপ্তি দ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহামতে! তুমি আমার সঙ্গাভিলাষে অনেক পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়াছ, অতএব তুমি পৃথিবী মধ্যে সাধুগণেরও উত্তম। হে দ্বিজ! উঠ, মাঘ মাসে গঙ্গাজলে স্নান কর। অতঃপর মাঘান্তে তোমাকে পুষ্করে পূর্ণিমায় স্নান করাইব। প্রয়াগ তীর্থে সমস্ত মাঘ মাসে যে ফল হয়, পুষ্করতীর্থে পূর্ণিমায় একদিন স্নানে সেই ফল হইয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—পুণ্ডরীক মুররিপু হরি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া দিবাকর কিঞ্চিৎ উদিত হইলে সেই পুণ্ডরীকাক্ষের প্রত্যক্ষে জাহ্নবীজলে স্নান করিলেন। অনন্তর তুলসী, বিকসিত কুসুম, যব, কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা গোবিন্দের পূজা করিয়া অগুরুজ ধূপ দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সুবাসিত করিলেন। তারপর কর্পূরনির্ম্মিত দীপপঞ্চক দ্বারা নীরাজন এবং চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যে জগদ্গুরুকে ভোজন করাইয়া মণিময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন। অতঃপর রমাপতি সুপ্ত হইলে চামর দ্বারা বীজন ও করদ্বারা পাদসংবাহন করিলেন। অতঃপর বিপ্রবর পুণ্ডরীক কর্পূরযুক্ত তাম্বুলবীটক প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দিয়া করদ্বারা দর্পণধারণ করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ভববন্ধনচ্ছেত্তা হরি এইরূপে পুণ্ডরীকপুরে বাস করিলে পুণ্ডরীক হরির বিবিধ পরিচর্য্যা দ্বারা সমস্ত মাঘ মাস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর মাঘ মাস অতীত হইলে পূর্ণিমায় রমাপতি গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মৃতিমাত্রে গরুড় আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। গরুড়কে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীককে বলিতে লাগিলেন।৩১-৪১। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; তুমি যে নিজগৃহে একমাস আমার বাস-বাসনায় ইন্দ্রপ্রস্থান্তর্গত পুষ্করতীর্থে স্নান করিয়াছিলে; তজ্জন্য আমি একমাস তোমার গৃহে বাস করিয়াছি। হে মহামতে! আজ পক্ষিরাজ গরুড়ে আরোহণ করিয়া আমার সহিত সর্ব্বতীর্থ

চতুর্বর্গপ্রদে তস্মিন্ স্নানং কুর্ব্বন্ যদীচ্ছসি।
তদহং তে প্রদাস্যামি যদহং তদ্বশে দ্বিজ॥ ৪৫
পাপোঽপি ভরতস্তে বৈ ভ্রাতা যত্র মৃতো গতঃ
স্বর্গং স্বর্গসুখাকাঙ্ক্ষী কিমন্যত্তস্য বর্ণ্যতে॥ ৪৬
নারদ উবাচ।
এবমুক্তা সদেবেন্দ্রো ব্রাহ্মণেন্দ্রং নরেন্দ্র তম্।
পতগেন্দ্রং সমারোপ্য সর্ব্বতীর্থেন্দ্রমাগমৎ॥ ৪৭
পুণ্ডরীকস্য দেহাত্তু তেন তৎপ্রাণবায়ুনা।
সমং জ্যোতিঃ সুনির্গত্য গোবিন্দপদমাবিশৎ॥
এবং পুষ্করতীর্থেঽস্মিন্নিন্দ্রপ্রস্থগতে নৃপ।
স্নানেন পুণ্ডরীকস্তু লেভে সাযুজ্যমীশ্বরে॥৪৯
এবং তীর্থানুরোধেন গোবিন্দোঽপি চ তদ্গৃহে
মাসমেকং সুখং রাজন্নুবাস নিজবন্ধুবৎ॥ ৫০
কেন বর্ণয়িতুং শক্যো মহিমা পুষ্করস্য বৈ।
শক্রপ্রস্থগতস্যাস্য কোট্যংশো বর্ণিতো ময়া॥

শিরোমণি চতুবর্গফলপ্রদ পুষ্করতীর্থে গমন ও তথায় স্নান কর। হে দ্বিজ! এইরূপ করিলে আমি তোমার অভীষ্ট প্রদান করিব; কারণ আমি সর্ব্বথা ঐ তীর্থের বশীভূত। এই তীর্থের মাহাত্ম্য আর অধিক কি বর্ণন করিব? তোমার ভ্রাতা ভরত পাপী হইয়াও স্বর্গ-সুখাশায় এই তীর্থে তনুত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছে। নারদ কহিলেন,—হে নরেন্দ্র! দেবেন্দ্র হরি সেই দ্বিজেন্দ্র পুণ্ডরীককে এইরূপ কহিয়া তাহাকে লইয়া পতগেন্দ্র গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্ব-তীর্থেন্দ্র পুষ্করে আনয়ন করিলেন। অনন্তর পুণ্ডরীকের দেহ হইতে প্রাণবায়ুর সহিত উত্তম জ্যোতি বহির্গত হইয়া গোবিন্দ-পদে প্রবেশ করিল। হে নৃপ! এইরূপে ইন্দ্রপ্রস্থগত পুষ্করতীর্থে স্নান করিয়া পুণ্ডরীক ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর এই পুষ্করতীর্থের অনুরোধেই গোবিন্দ বন্ধুবৎ তদীয়গৃহে সুখে একমাস বাস করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ইন্দ্রপ্রস্থগত পুষ্করতীর্থের মহিমা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হয়? আমি যাহা কহিলাম, ইহা তাহার কোটি অংশের এক অংশমাত্র। হে ভূপতে! মানব এই তীর্থ-মহিমা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করিলে অশ্ব-মেধযজ্ঞের ফল লাভ করে। ৪২—৫২।

মাহাত্ম্যশ্রবণাদস্য শ্রদ্ধয়া লভতে নরঃ।
অশ্বমেধক্রতুফলং পঠনাদপি ভূপতে॥ ৫২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে পুষ্করমহিমবর্ণনো নামৈকোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২১৯॥

উনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২১৯॥

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
শিবস্য তীর্থরাজস্য প্রয়াগস্য তবাগ্রতঃ।
মহিমানং মহাপুণ্যং শ্রদ্ধয়া বর্ণয়ামি তে॥ ১
বিশ্বাবসুর্মহীপাল গন্ধর্ব্বো লোকবিশ্রুতঃ।
একদা স গতো গাতুং সুমেরৌ ব্রহ্মণঃ সভাম্
তত্র সর্ব্বৈঃ সুরশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সুবিষ্টরে।
জুষ্টং সুরগণৈর্ভূপ বিশ্বাবসুরবৈক্ষত॥ ৩
ব্রহ্মাসনসমীপে তু বরাসনগতং নৃপ।
দ্বিতীয়মিব লোকেশমিন্দ্রপ্রস্থং স ঐক্ষত॥ ৪

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—তীর্থরাজ শুভ প্রয়াগের মহাপুণ্য মহিমা আমি তোমার অগ্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি। হে মহীপাল! বিশ্বাবসু নামে লোকবিশ্রুত এক গন্ধর্ব্ব ছিল, ঐ গন্ধর্ব্ব একদা গান করিবার জন্য সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার সভায় গমন করে। হে ভূপ! সে সেই সভায় সুরশ্রেষ্ঠ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে সুরগণসহ উত্তম বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট অবলোকন করিল। আর দেখিল,—তীর্থসত্তম ইন্দ্রপ্রস্থ দ্বিতীয় লোকনাথের ন্যায় ব্রহ্মাসনসমীপে এক উত্তম আসনে অবস্থিত রহিয়াছেন।১—৪। বিশ্বাবসু

সুররাজতীর্থরাজৌ ব্রহ্মেন্দ্রপ্রস্থয়োর্নৃপ।
চামরোদ্ধূননং মূর্দ্ধ্নি কুর্ব্বন্তৌ স দদর্শ হ ॥ ৫
অন্যানি দেবতীর্থানি তয়োর্দূরে মহীপতে।
স্থিতানি তেন দৃষ্টানি বদ্ধাঞ্জলিপুটানি তু ॥ ৬
তয়োরগ্রে জগৌ রাজন্ গান্ধর্ব্বং রাগমুত্তমম্।
তীর্থৈঃসমমগাৎ সত্যলোকংদেবান্ বিসৃজ্য হি
অথ বিশ্বাবসুর্ধীমান্ দৃষ্ট্বা তীর্থস্য বৈভবম্।
ইন্দ্রপ্রস্থস্য রাজেন্দ্র হা হা এতদুবাচ হ ॥ ৮

বিষ্ণুরুবাচ।

ভো ভো গন্ধর্ব্বশার্দ্দূল তীর্থমেতন্মহাদ্ভুতম্।
ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যমেতস্মিন্ সংসারে তীর্থরাশিষু ॥ ৯
চরাচরগুরুর্ব্রহ্মা সুরবন্দ্যপদাম্বুজঃ।
তস্যাসনসমীপস্থং যদতিষ্ঠৎ সমাসনম্ ॥ ১০
তীর্থরাজোঽপি পৃষ্ঠস্থশ্চামরং যস্য মস্তকে।
অধুনা ভৃত্যবজ্জাতস্তীর্থেষন্যেষু কা কথা ॥ ১১

আরও অবলোকন করিল,—সুররাজ ও তীর্থরাজ প্রয়াগ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রস্থের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাদের মস্তকে চামর বীজন করিতেছেন। হে মহীপতে! অন্যান্য দেবতীর্থসমূহ অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া তাঁহাদের বহুদূরে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাও বিশ্বাবসু অবলোকন করিল। হে রাজন্! বিশ্বাবসু ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রস্থের অগ্রে অনুত্তম গন্ধর্ব-রাগে গান করিয়া তীর্থগন সমভিব্যাহারে সত্যলোকে গমন করিল, দেবগণ সেই ব্রহ্মলোকেই রহিয়া গেলেন; হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ধীমান্ বিশ্বাবসু ইন্দ্রপ্রস্থ তীর্থের এইরূপ প্রভাব অবলোকন করিয়া সত্য লোকস্থ বিষ্ণুর নিকট হা হা ইত্যাকার শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। বলিলেন,—ভো ভো গন্ধর্ব্বশার্দ্দূল! এ সংসারে তীর্থসমূহ মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক তীর্থ মহা অদ্ভুত, সুরবৃন্দ যাঁহার পদারবিন্দের বন্দনা করেন, সেই চরাচরগুরু ব্রহ্মা সেই ইন্দ্রপ্রস্থের সমীপে সমাসনে সমাসীন; অন্যান্য তীর্থের কথা কি বলিব? তীর্থরাজ প্রয়াগও ভৃত্যবৎ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ত্রিবর্গফলদানি তু।
ইন্দ্রপ্রস্থমিদং তীর্থং চতুর্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১২
অত্র স্থিতানি তীর্থানি তাদৃশানি গুণৈর্ব্বঃ।
শেষেণাপি ন শক্যন্তে স্তোতুং তেষাং মহাগুণাঃ ॥ ১৩

নারদ উবাচ।

এবং বিশ্বাবসুর্ধীমান্ দৃষ্টেন্দ্রপ্রস্থবৈভবম্।
গত্বা তস্য গৃহং রাজন্ পাবনং সর্ব্বকামদম্ ॥১৪
যথা দেবেষু সর্ব্বেষু শক্রঃ শ্রেষ্ঠঃ শচীপতিঃ।
তস্মাদ্ব্রহ্মা চ তীর্থেষু প্রয়াগোঽয়ং তথা বরঃ ॥
তস্মাদপি মহারাজ শক্রপ্রস্থমিদং বরম্।
অস্যান্তরগতো যোঽয়ং প্রয়াগো নৃপ দৃশ্যতে
কথয়ামাস্র যদ্বৃত্তং মোহিন্যাঃ পণ্যযোষিতঃ।
নর্ম্মদাসরিতস্তীরে পুরী মাহিষ্মতী নৃপ ॥ ১৭
মোহিনী নাম তত্রাসীদ্বেশ্যা বহুধনান্বিতা।
রূপযৌবনসম্পন্না নিষ্ণাতা নৃত্যগীতয়োঃ ॥ ১৮

মস্তকে চামর বীজন করিতেছেন। পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছেন, তাঁহারা ত্রিবর্গফলদ, আর এই ইন্দ্রপ্রস্থাখ্য তীর্থ চতুর্বর্গ ফলদান করেন। এই স্বর্গপুরেও তাদৃশ গুণসম্পন্ন অনেক তীর্থ আছেন, শেষ নাগও তাঁহাদের মহাগুণ বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন।৪—১৩। নারদ কহিলেন —ধীমান্ বিশ্বাবসু ইন্দ্রপ্রস্থের এইরূপ সর্ব্বকামদ পাবন বৈভব অবলোকন করিয়া নিজ গৃহে গমন করিল। হে রাজন্! দেবগণ মধ্যে শচীপতি ইন্দ্র ও ব্রহ্মা যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ তীর্থসমূহ মধ্যে প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ; হে মহারাজ! তন্মধ্যেও আবার এই ইন্দ্রপ্রস্থ সর্ব্বপ্রধান হে নৃপ! এই ইন্দ্রপ্রস্থ মধ্যে যে প্রয়াগ দৃষ্ট হয়, অত্রত্য মোহিনীনাম্নী এক বেশ্যার বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। হে নৃপ! নর্ম্মদা নদীর তীরে মাহিষ্মতী পুরী বিদ্যমান; সেখানে বহুধনসমন্বিতা মোহিনীনাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত। মোহিনী রূপযৌবনসম্পন্না ও নৃত্য-গীতে নিপুণা ছিল।

তয়া বহূনি পাপানি কৃতানি ধনলুব্ধয়া।
ব্রহ্মহত্যাঃ কৃতাঃ সপ্ত দাস্যশ্চ বহবো হতাঃ ॥১৯
তাসাঞ্চ পাতিতা গর্ভা বহুশঃ পাপয়া তয়া।
এবং তয়া সুতারুণ্যং গমিতং পাপকর্ম্মভিঃ ॥২০
ততো জরা কিয়ৎকালে তদ্দেহে সমপদ্যত।
জরাগ্রস্তশরীরা সা নিবৃত্তবিষয়স্পৃহা ॥২১
ন চক্রে মানসং যূনাং তে চ তাং প্রতি ভূপতে
পাপার্জ্জিতং ধনং স্বীয়ং ন বিশ্বসিতি কস্যচিৎ॥
ন দত্তে ন স্বয়ং ভুঙ্ক্তে ন নিক্ষিপতি বৈ ক্বচিৎ
একদা সা নিশীথে তু বিবুধ্যেতি ব্যচিন্তয়ৎ ॥২৩
মৃতায়াং ময়ি কস্যেদং ধনং পাপৈরুপার্জ্জিতম্।
তং নয়িষ্যতি মাং ঘোরং নরকং ভৃশদারুণম্॥
দাস্যস্তাসাঞ্চ ভর্ত্তারস্তস্তেোক্ষ্যন্তি ধনং মম।
ময়ৈব সদ্গতিস্তস্য কথং ন ক্রিয়তেঽধুনা॥ ২৫
এবং বিচিন্ত্য সা ধর্ম্মে বিধায় মতিমুত্তমাম্।

চকারারামসরসীবাপীকূপসুরালয়ান্॥ ২৬
অভিতঃ পুরমাধত্তে প্রপাঃ পথিকহেতবে।
নিদাঘে চ মহারাজ তেভ্যোঽন্নং প্রদদৌ চ সা
ধর্ম্মশালাং গৃহাভ্যাসে নিবাসায় বিদেশিনাম্।
বিদধে সা পুনস্তেভ্যো দদাবাহারমুত্তমম্॥ ২৮
এবং প্রবর্ত্তমানা হি ধর্ম্মে সা ভূপ মোহিনী।
জ্বরাতুরাভবৎ কালে ক্বচিচ্ছেতি ব্যচিন্তয়ৎ॥
ধর্ম্মার্থে হি ময়া বিত্তং ব্যয়িতং ভূরি যদ্যপি।
তথাপি স্বর্ণরূপ্যাদি প্রচুরং বর্ত্ততে পরম্॥ ৩০
শ্রোত্রিয়েভ্যো দদাম্যেতজ্জ্ঞানেনেতি
ব্যচিন্তয়ৎ।
বিচিন্ত্যেতি সমাহূতা মোহিন্যা নগরদ্বিজাঃ॥
নাগতাস্তে মহীপাল জ্ঞাত্বা ঘোরং প্রতিগ্রহম্।
যদা তদা দ্বিভাগঞ্চ চক্রে তত্তু ধনং স্বকম্॥৩২
একো ভাগস্তু দাসীনাং দত্তোঽন্যশ্চ
বিদেশিনাম্।

ঐ বেশ্যা ধনলোভে বহু পাপ করিয়াছিল,—তাহা দ্বারা সাতটী ব্রহ্মহত্যা ও বহু দাসীর নিধন সাধিত হইয়াছিল। পাপকারিণী মোহিনী ঐ সকল দাসীর বহু গর্ভপাত করিয়াছিল। এইরূপে বহু পাপ কার্য্যে তাহার উত্তম যৌবন অতিবাহিত হইল। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে তাহার দেহে জরা দেখা দিল। দেহে জরা আসিলে সে বিষয় হইতে নিস্পৃহ হইল, হে ভূপতে! তখন যুবাদিগের মন আর তাহাতে আকৃষ্ট হইল না। তাহার ধন পাপার্জ্জিত, তাই সে কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, দান বা স্বয়ং ভোগ করিত না, এবং কোনস্থানে রাখিয়া দিয়াও নিশ্চিত থাকিত না। একদা ঐ বেশ্যা নিশীথ সময়ে জাগরিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল;—আমি মরিয়া গেলে আমার এই পাপার্জ্জিত অর্থ কে গ্রহণ করিবে? আমার অত্যন্ত ঘোর নিদারুণ নরক হইবে। গর্ভপাত করিয়া আমি যে সকল দাসীর বধসাধন করিয়াছি, তাহার ভর্ত্তারা আমার ধন ভোগ করিবে। অতএব এখন কেন আমি এই ধনের সদ্গতি করিতেছি না? এইরূপ চিন্তার পর মোহিনী ধর্ম্মে মনোনিবেশপূর্ব্বক বহু আরাম, সরোবর, বাপী, কূপ ও দেবালয় নির্ম্মাণ করিল। হে মহারাজ! পথিকগণের গ্রীষ্মকালেন পানের জন্য পুরের চতুর্দ্দিকে বহু প্রপা নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং পথিকগণকে অন্নদান করিতে লাগিল। বেশ্যা মোহিনী বিদেশীয়দিগের নিবাসের জন্য গৃহসমীপে ধর্ম্মশালা করিয়া তাহাদিগকে উত্তম আহার দান করিতে লাগিল। হে ভূপ! এইরূপে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তমানা মোহিনী একদা জ্বররোগে কাতর হইয়া চিন্তা করিল;—যদিও আমি ধর্ম্মকার্য্যে প্রচুর ধন ব্যয় করিয়াছি, তথাপি এখনও আমার স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহু উত্তম সম্পত্তি রহিয়াছে; আমি এ সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দান করিব। এ দান গোপনে করা হইবে না, সকলের জ্ঞাতসারেই করা হইবে। মোহিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া নগরবাসী বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিল।১৪-৩১। হে মহীপাল! অনন্তর যখন ব্রাহ্মণেরা ইহা অসৎপ্রতিগ্রহ মনে করিয়া দান গ্রহণে অগ্রসর হইলেন না,

স্বয়ন্তু নির্ধনা রাজন্নভবৎ সা তু মোহিনী ॥ ৩৩
তথা সমাগতং মৃত্যুং বিজ্ঞায়াস্তিকমস্তিকে।
মুক্তা দাস্যো ধনং নীত্বা যথেষ্টগতয়োঽভবৎ ॥
ইতি মত্বা যদা হ্যেষা জ্বরমুক্তা ভবিষ্যতি।
তদানীং যদ্ধনং দত্তং নূনমাদাস্যতে হি তৎ ॥
অথ সা লঙ্ঘনান্যষ্টাদশ কৃত্বা মহীপতে।
নিজায়ুষস্তু শেষেণ জ্বরমুক্তা তদাভবৎ ॥ ৩৬
একা জরদ্গবা নাম সখী তস্য মহীপতে।
সা তামুপচচারাশু পথ্যাদিভিরতন্দ্রিতা ॥ ৩৭
কিয়দ্ভির্বাসরৈঃ সা তু পূর্ণাহারা ব্যজায়ত।
তস্যা জরদ্গবায়াস্তু গৃহে ভুক্তং স্ম লজ্জয়া ॥ ৩৮
ময়া স্থিতং সুখেনাত্র দুঃখমদ্য সমাগতম্।
দারিদ্র্যান্ন ময়া স্থেয়ং সঞ্চিন্ত্যেতি গতান্যতঃ ॥
গচ্ছন্তী সা বনে রাজন্ মোহিনী পুরতস্করৈঃ।
ইতি মত্বা বিনিহতা গৃহীত্বা যাত্যসৌ ধনম্॥৪০
ধনমপ্রাপ্যতৈস্তস্যাঃ সকাশাৎ পুরতস্করৈঃ।
শ্বসতী সা পরিত্যক্তা তস্মিন্নেব বনে নৃপ ॥৪১
অথ বৈখানসঃ কশ্চিৎ প্রয়াগস্যাম্বু বৈ জলম্।
বিভ্রৎ কমণ্ডলৌ রাজন্নত্রারণ্যে সমাযযৌ ॥ ৪২
অথ তাং পতিতাং বীক্ষ্য শস্ত্রবিক্ষতবিগ্রহাম্।
যাচমানামিদং রাজন্ জীবনং হস্তসংজ্ঞয়া ॥ ৪৩

বৈখানস উবাচ।

কা ত্বং কেন শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সক্ষতীকৃতবিগ্রহা।
একাকিনী কিমর্থং বা নির্জ্জনারণ্যমাগতা ॥ ৪৪
ইন্দ্রপ্রস্থগতস্যেদং প্রয়াগস্য জলে শুভে।
ভাগ্যোদয়েন কেনাপি প্রাপিতং প্রিয়কাম্যয়া ॥
ইত্যুক্তা তেন সা বক্তুমক্ষমা ব্যাদদে মুখম্।
পাতুং তদ্বারি মহিষী ভবেয়মিতি বাঞ্ছয়া ॥ ৪৬

তখন মোহিনী সেই ধন দুইভাগ করিয়া এক-ভাগ দাসীগণকে ও অপর অংশ বিদেশীয়-দিগকে প্রদান করিল। হে রাজন্! মোহিনী এইরূপে সর্ব্বস্ব দান করিয়া স্বয়ং ধনহীন হইল। অনন্তর দাসীরা তাহার মৃত্যু নিকটে জানিয়া এবং যখন মোহিনী জ্বরমুক্ত হইবে তখন নিশ্চয়ই আমাদের নিকট হইতে সমস্ত ধন ফিরাইয়া লইবে; এইরূপ ভাবিয়া তাহার ধন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হে মহীপতে! অনন্তর মোহিনী দশদিন লঙ্ঘন্ দিয়া আয়ুর কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল বলিয়া ক্রমে জ্বরমুক্ত হইল। হে মহারাজ! মোহিনীর জরদ্গবানাম্নী এক সখী ছিল, সেই সখী নিরলস ভাবে পথ্যাদি দিয়া মোহিনীর পরিচর্য্যা করিয়াছিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে মোহিনী পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণাহার করিতে সমর্থ হইল, তখন মোহিনী লজ্জাযুক্তা হইয়া সেই সখীরই গৃহে ভোজন করিতে লাগিল। মোহিনী একদা মনে মনে চিন্তা করিল,—আমি একদিন সুখে ছিলাম, আজ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব দারিদ্র্যদশায় এখানে থাকা উচিত নহে। আমি অন্যত্র গমন করিব। হে রাজন্! মোহিনী এইরূপ মনে করিয়া বনে গমন করিল। তখন তস্করগণ মনে করিল—মোহিনী নিজের ধন লইয়া বনে গমন করিয়াছে, এইরূপ স্থির করিয়া তস্করেরা তাহাকে নিহত করিল। হে নৃপ! তস্করেরা তাহার নিকট ধন পাইল না, মোহিনীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চোরেরা চলিয়া গেল, সে সেই বনমধ্যে পতিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে রাজন্! অনন্তর জনৈক বনবাসী সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার করে কমণ্ডলু ও ঐ কমণ্ডলু মধ্যে প্রয়াগতীর্থের জল ছিল। বনবাসী মোহিনীকে পতিত ও শস্ত্র-দ্বারা বিক্ষতাঙ্গ অবলোকন করিলেন। হে রাজন্! মোহিনী তখন হস্তসঙ্কেতে বন-বাসীর নিকট জল প্রার্থনা করিল ।৩২—৪৩।

বৈখানস বলিলেন,—তুমি কে? শাণিত শস্ত্র-প্রহারে কে তোমার দেহ বিক্ষত করিয়াছে এবং কেনই বা একাকিনী এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছিলে? কি প্রিয়কামনায় কোন্ ভাগ্যবলে এই ইন্দ্রপ্রস্থান্তর্গত প্রয়াগ-তীর্থের শুভপ্রদ জল লাভাভিলাষে আমার

অথৈতস্য প্রয়াগস্য পাতিতেঽম্বুনি তন্মুখে।
তত্যাজ জীবিতং সা তু মোহিনী গণিকা নৃপ
প্রাণপ্রয়াণকালে তু মহিষীত্বঞ্চ বাঞ্ছৎ।
অতঃ সা মহিষী জাতা দ্রাবিড়ে বীরবর্ম্মণঃ॥৪৮
সম্ভূয় কেরলাধীশগৃহে তীর্থাম্বুপানতঃ।
কুলশীলধনৈশ্বর্য্যসংযুক্তস্য মহীপতেঃ॥ ৪৯
হেমগৌরং ততঃ সাঙ্গং বভার কমলেক্ষণা।
অতস্তস্য পিতা নাম হেমাঙ্গীতি চকার হ॥ ৫০
একদা সা তু হেমাঙ্গী হেমাভরণভূষিতা।
কলায়াঃ স্ববয়স্যায়া মন্ত্রিপুত্র্যাঃ গৃহং যযৌ॥ ৫১
তত্র যাবকতৈলেন স্নাপিতা ভোজিতা চ সা।
বিবিধান্নৈস্তদা রাজন্ নিবিষ্টা বরবিষ্টরে॥ ৫২
পুষ্পোদ্‌গ্রথিতধম্মিল্লা ক্ষামক্ষৌমবিভূষিতা।

সমীপে সমাগত হইয়াছ? বৈখানসের কথা শুনিয়া মোহিনী উত্তর করিতে সমর্থ হইল না, সে "আমি মহিষী হইব" মনে এই বাসনা করিয়া সেইজল পানার্থ মুখব্যাদান করিল। হে নৃপ! অনন্তর মোহিনীর মুখে যেমন প্রয়াগের জল পতিত হইল, অমনি সে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মৃত্যুকালেও মোহিনী মহিষী হইব, এ অভিলাষ করিয়াছিল, তাই সে দ্রাবিড় দেশের বীরবর্ম্মা নৃপতির মহিষী হইয়াছিল। তীর্থাম্বুপানজনিত পুণ্যপ্রভাবে মোহিনী কুল শীল ধন ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত কেরলপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। এই কমলনয়না কেরলপতির কন্যার অঙ্গ হেমগৌর হইয়াছিল, তাই পিতা তাহার নাম রাখিলেন—হেমগৌরাঙ্গী। কেরলপতির মন্ত্রীর কন্যার নাম কলা। কলা হেমগৌরাঙ্গীর বয়স্যা ছিল; হেমগৌরাঙ্গী একদা স্বর্ণাভরণে ভূষিতা হইয়া কলার গৃহে গিয়াছিল। হে রাজন্! কলা তখন হেমগৌরাঙ্গীকে যাবক তৈল দ্বারা স্নান ও বিবিধ অন্নদ্বারা ভোজন করাইয়া উত্তম বিষ্টরাসনে উপবেশন করাইল এবং তাহাকে ক্ষৌমবসন পরিধান করাইয়া

কলাং প্রোবাচ দধতী মুখে তাম্বুলবীটিকাম্॥৫৩
হেমাঙ্গ্যুবাচ।
কলে কলয় মে বাক্যং কোকিলাকলভাষিণি।
গৃহে যদদ্ভুতং বস্তু তব মামভিদর্শয়॥ ৫৪

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে ইন্দ্রপ্রস্থস্য বর্ণনো নাম বিংশত্যধিক দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২০॥

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা সা কলা রাজংস্তয়া নৃপতিভার্য্যয়া।
স্বকোশাৎ স্বর্ণমঞ্জুষামানায্য বিদধে পুরঃ॥ ১
উবাচ চ মহারাজভার্য্যেঽস্যাং মহদদ্ভুতম্।
পুস্তকং বর্ত্ততে দেবি তত্র চিত্রাণি সন্তি বৈ॥২
উদঘাট্য দৃশ্যতাং কিঞ্চিৎ কিংকিমস্ত্যত্র পুস্তকে
বুংস্যতে তে মনো নূনং তত্রস্থালেখ্যদর্শনে॥৩

পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা তাহার কবরী বন্ধন করিয়া দিল। অনন্তর হেমগৌরাঙ্গী মুখে একটী তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ করিয়া কলাকে বলিতে লাগিল। হেমগৌরাঙ্গী বলিল,—হে কোকিলাকলভাষিণি কলে! তোমার গৃহে যে যে অদ্ভুত বস্তু আছে, তাহা আমাকে অবলোকন করাও। ৪৪—৫৪।
বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২০।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! হেমগৌরাঙ্গী এইরূপ কহিলে কলা স্বীয় কোষ হইতে একটী স্বর্ণমঞ্জুষা আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিল এবং বলিল,—হে মহারাজমহিষি! এই মঞ্জুষা মধ্যে একখানি মহাঅদ্ভুত পুস্তক আছে। হে দেবি! এই পুস্তক মধ্যে বহুবিধ চিত্র বিদ্যমান, তুমি কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, ঐ

ইত্যুক্তা ভূপপত্নী সা দাস্যা তামুদ্ঘাটয়ৎ।
মঞ্জুষাং তত্র সংস্থাঞ্চ পুস্তকং পাণিনাগ্রহীৎ॥ ৪
তত্রাবলোকয়ামাস সাবতারান্ সমাসতঃ।
পূর্ব্বং ততস্থ ভূগোলং পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্
তত্রান্ধকারসংযুক্তা ভূমির্দৃষ্টাথ কাঞ্চনী।
এতয়োরন্তরে রাজন্নে লোকালোকশ্চ পর্ব্বতঃ॥ ৬
সপ্তদ্বীপাস্ততো দৃষ্টা সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ।
এতেষু নদ্যঃ শৈলাশ্চ খণ্ডানি তু মহামতে॥ ৭
এতস্তারতখণ্ডং সা পশ্যন্তী ভূপতিপ্রিয়া।
যমুনাজাহ্নবীমুখ্যাঃ সরিতঃ সমবৈক্ষত॥ ৮
যমুনাতীরগং রাজন্নিন্দ্রপ্রস্থমিদং শুভম্।
দদর্শ সা মহাভাগা তীর্থং ব্রজযুতং নৃপ॥ ৯
অত্র তীর্থমিদং দৃষ্ট্বা প্রয়াগং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম সা সস্মার মনস্বিনী॥ ১০
ততস্তূষ্ণীং সমুত্থায় তূর্ণৈষা স্বগৃহং যযৌ॥ ৯

নিশ্চিতোতি ন ভোক্ষ্যামি ততঃ প্রস্থায় তীর্থকম্
তদৈব সা তু হেমাঙ্গী সহ গন্তুমসুপ্রিয়ম্।
বীরবর্ম্মাণমাদেহং তীর্থরাজং প্রিয়া সতী॥ ১২

হেমাঙ্গ্যুবাচ।

ভো ভো প্রাণপতে বাক্যং মদীয়ং শৃণু ধর্ম্মদম্
বিধেহি চ মহাভাগ তূর্ণং পূর্ণো ভবিষ্যতি॥ ১৩
পুরাহং মোহিনী নাম বেশ্যা চ বহুপাপকৃৎ।
যৌবনে বার্দ্ধকে কিঞ্চিদ্ধর্ম্মে জাতা মতির্মম॥১৪
পাপেনোপার্জ্জিতং বিত্তং ধর্ম্মেণ ব্যয়িতংময়া।
নির্ধনাহং যদা রাজন্নির্গতা নিজপত্তনাৎ॥ ১৫
তদা মাং নির্জ্জনেঽরণ্যে যান্তীং জঘ্নুস্ত তস্করাঃ
বৃথা দারিদ্র্যসন্তপ্তা পাপা ধনজিঘৃক্ষয়া॥ ১৬
শিতশস্ত্রক্ষতাঙ্গীং মাং শ্বসন্তীং গতচেতনাম্।
বিসৃজ্য তস্করাস্তত্র গতা হতমনোরথাঃ॥ ১৭
ততো বৈখানসো হ্যেকঃ প্রয়াগস্য জলং বহন্।
ইন্দ্রপ্রস্থগতস্তস্মিন্ বনে তত্র সমাগতঃ॥ ১৮

পুস্তকে কি আছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ঐ পুস্তকস্থ চিত্র দর্শনে তোমার মন আসক্ত হইবে। মহিষী হেমগৌরাঙ্গী এইরূপে অভিহিত হইয়া দাসীদ্বারা সেই মঞ্জুষা উদ্ঘাটিত করিলেন; আর স্বয়ং সেই মঞ্জুষামধ্যস্থ পুস্তক হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন দেখিলেন,—পুস্তকের প্রথমেই সংক্ষেপতঃ অবতার সকলের চিত্র রহিয়াছে। হে রাজন্! তারপর পঞ্চাশৎকোটি যোজন ভূগোল, অন্ধকারযুক্তা কাঞ্চনময়ী ভূমি, এতদুভয়ের মধ্যে লোকালোক পর্ব্বত, সপ্তসাগর বেষ্টিত সপ্তদ্বীপ, ঐ সকল দ্বীপ মধ্যে বহু নদী, পর্ব্বত এবং অনেক ভূখণ্ড দেখিতে লাগিলেন। হে মহামতে! অতঃপর মহিষী এই ভারতখণ্ড অবলোকন করিতে করিতে যমুনা, জাহ্নবী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নদী অবলোকন করিলেন। হে রাজন্! তারপর মহাভাগা রাজমহিষী যমুনাতীরস্থিত বহুতীর্থসমন্বিত এই শুভদ ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যক্ষ করিলেন। এখানে ব্রহ্মনির্ম্মিত প্রয়াগতীর্থ প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মনস্বিনীর পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম স্মৃতিপথে উদিত হইল। অনন্তর মহিষী মৌনভাবে সেস্থান হইতে উত্থিত হইয়া সত্বর নিজগৃহে গমন করিলেন, এবং মনে মনে পণ করিলেন, এই সকল তীর্থে না গিয়া আমি আহার করিব না। তখন বীরবর্ম্মপ্রিয়া হেমগৌরাঙ্গী পতির সহিত তীর্থগমনমানসে তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১—১২। হেমাঙ্গী বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমার ধর্ম্মসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন, সত্বর পূর্ণমনোরথ হইবেন। হে প্রাণনাথ! আমি পূর্ব্বে মোহিনীনাম্নী বেশ্যা ছিলাম, যৌবনে আমি বহু পাপ করিয়াছিলাম; তারপর বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্মে আমার সামান্য মতি হইয়াছিল—আমি আমার পাপার্জ্জিত ধন ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তারপর ধনহীন হইয়া দারিদ্র্যহেতু আমি যখন নিজ নগর হইতে বহির্গত হই, তখন তস্করগণ আমাকে নির্জ্জনবনে যাইতে দেখিয়া ধনপ্রাপ্তির আশায় আমাকে শাণিত শস্ত্রাঘাতে নিহত করে। আমি হতচেতন হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেইস্থানে পড়িয়া

তত্র মাং পতিতাং দৃষ্ট্বা তদবস্থাং স তাপসঃ।
কা ত্বং কুতঃ কিমর্থং বা হতা কেনেতি পৃষ্টবান্
তদা কিমপি নোক্তং মে প্রার্থিতং পুণ্যমম্বু তৎ
তেন তন্মে মুখে ক্ষিপ্তং ততোঽহং দেহমত্যজম্
প্রাণপ্রয়াণকালে তু বারি তৎ সর্ব্বকামদম্।
শ্রুত্বেতি বাঞ্ছিতবতী মহিষী স্যামিতি প্রভো ॥
তস্য তীর্থাম্ভসো রাজন্ প্রসাদাত্তে গৃহেশ্বরী।
জাতাহং সৎকুলাচারা শীলয়া পরয়া নিধেঃ ॥২২
সাম্প্রতং দ্রষ্টুমিচ্ছামি শক্রপ্রস্থগতং নৃপ।
প্রয়াগং তীর্থরাজং তং ভবতা সহ কামদম্ ॥২৩
প্রস্থাস্যেঽহং যদা রাজন্ তীর্থরাজং
প্রতি প্রভো।
তদাহমন্নং ভোক্ষ্যামি মনেতি বিহিতঃ পণঃ ॥২৪

রাজোবাচ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বদুক্তং চললোচনে।
প্রতীতং কুরু মে ভদ্রে ত্বদুক্তং করবাণ্যহম্ ॥২৫
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তে তেন ভূপেন খে বাগিত্যভবত্তদা ॥২৬
আকাশবাণ্ডবাচ।
সত্যমুক্তং বচো রাজন্নময়া তব ভার্য্যয়া।
ইন্দ্রপ্রস্থে গতে পুণ্যে প্রয়াগে তীর্থপুঙ্গবে।
তত্র গত্বা কুরু স্নানং লপ্স্যসে যদ্‌যদিচ্ছসি ॥২৭
নারদ উবাচ।
নিশম্যেতি ততো বাণীং নৃপো গগনসম্ভবাম্।
দণ্ডবৎপতিতো ভূমৌ তদ্বক্তারং নমাম্যহম্ ॥২৮
অথ মন্ত্রিণমাহূয় রাজ্যমারোপ্য তত্র বৈ।
তয়া সহ সমারুহ্য রথং তীর্থবরং যযৌ ॥ ২৯
কতিভির্ব্বাসরৈরত্র হেমাঙ্গ্যা সহ আযযৌ।

থাকি, এদিকে তস্করেরাও ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যায়। তারপর জনৈক বনবাসী ইন্দ্রপ্রস্থগত প্রয়াগ তীর্থের জল বহন করিয়া সেই বনে উপনীত হন, সেই তাপস আমাকে ঐরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কিজন্য কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ? কে তোমাকে মারিয়াছে?" তখন আমি তাঁহার কথায় কোনই উত্তর করি না, কেবল সেই পূতজল প্রাপ্তির প্রার্থনা করি। আমার প্রার্থনায় সেই তীর্থবারি আমার বদনে তিনি প্রদান করেন, তখন আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি। হে প্রভো! মৃত্যুকালে আমি শুনিয়াছিলাম, সেইজল সর্ব্বকামদ, তাই আমি মহিষী হইব এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম। হে রাজন্! সেই তীর্থতোয়প্রভাবে আমিসৎকুলজাতা ও শীলাচারপরায়ণা হইয়া জন্মগ্রহণ করত সম্প্রতি আপনার গৃহিণী হইয়াছি। হে নৃপ! এক্ষণে আপনার সহিত মিলিত হইয়া সেই সর্ব্বকামদ, ইন্দ্রপ্রস্থগত তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শনে ইচ্ছা করিতেছি। হে রাজন্! যখন সেই তীর্থরাজ প্রয়াগের উদ্দেশে প্রস্থিত হইব, তখন অন্নভক্ষণ করিব, হে প্রভো! আমি পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বীরবর্ম্মা বলিলেন,—হে চঞ্চললোচনে! আমি কিরূপে তোমার এই কথা সত্য বলিয়া জানিতে পারিব? এবিষয়ে তুমি আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দাও, তারপর তোমার অভিলাষ পূরণ করিব। ১৩—২৭। নারদ বলিলেন,—রাজা এইরূপ কহিলে তখন এক আকাশবাণী হইল। আকাশবাণী বলিল,—হে রাজন্! ইন্দ্রপ্রস্থগত তীর্থপুঙ্গব পুণ্য প্রয়াগের বিষয় তোমার এই ভার্য্যা যাহা বলিয়াছে, একথা সত্য। সেখানে গিয়া স্নান কর, অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে। নারদ বলিলেন,—অনন্তর রাজা সেই আকাশজ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—এই বাণীর বক্তাকে আমি নমস্কার করি। অনন্তর তিনি মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারই উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া রথারোহণে পত্নীর সহিত সেই তীর্থবর প্রয়াগে গমন করিলেন। অনন্তর কতিপয় দিনের পর সপত্নীক মহীপতি সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তীর্থ উদ্দেশে ক্ষীর

উপজহ্রে তীর্থরাজে ক্ষীরং ভার্য্যাযুতো নৃপঃ ॥
সম্বতুষ্টো শিবে তীর্থে দম্পতী তত্র কামদে।
প্রয়াগে তেন বপুষা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরস্তু মে ॥ ৩১
প্রতীচ্ছয়া স্নানমাত্রে মিথুনে তত্র ভূপতে।
আগতৌ সুরশার্দ্দুলৌ হংসপক্ষীন্দ্রবাহনৌ ॥৩২
আগতৌ তৌ সমালোক্য বীরবর্ম্মা স ভূপতি।
প্রণম্য শিরসা দেবৌ তুষ্টাবৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৩৩

রাজোবাচ।

নমো বাং সুরশার্দ্দুলৌ বিভ্রদ্ব্যামসিতারুণে।
বপুষী ক্ষৌমবাসাংসি হেমসিন্দুরভানি চ ॥৩৪
বন্দে যুবাং সত্বরজঃপ্রধানৌ
চরাচরস্থ স্থিতিসর্গহেতূ।
বৈকুণ্ঠসত্যাদ্ভুতলোকনাথৌ
চতুর্দ্বিবাহূ খগরাজবাহৌ ॥ ৩৫
বৈরাগ্যসংরাগবতাং জনানাং
সম্মুক্তিভুক্তিপ্রতিপাদকৌ চ।
বৃন্দারকৈর্বন্দিতপাদপদ্মৌ
সম্ভাবনম্রেণ নমামি মূর্দ্ধ্না ॥ ৩৬
গোবিন্দ বৃন্দারকবন্দ্যপাদ
ন কোঽপি জানাতি তব স্বরূপম্।
যতঃ পরস্ত্বং প্রকৃতেশ্চ পুংসো
মনোবচোভ্যামপি দূরবর্ত্তী ॥ ৩৭
ধন্যঃ সলোকে পুরুষঃ পরাত্মন্
যো বিশ্বমেতৎ ক্ষণিকং বিচিন্ত্য।
অনন্যচেতা ভজতি ত্বদীয়-
পাদারবিন্দং মুনিবৃন্দবন্দ্যম্ ॥ ৩৮
ত্বৎপাদসেবনং নাম তীর্থমেতচ্চ দুর্লভম্।
জনানাং ভজমানানাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্ ॥৩৯
তথাপ্যেতদ্দ্বয়ং সেব্যং মুক্তয়ে নান্যলব্ধয়ে।
অন্যকামনয়া যস্ত সেবতে স তু বঞ্চিতঃ ॥ ৪০

উপহার প্রদানপূর্ব্বক পতি-পত্নী একত্রিত হইয়া সেই সর্ব্বকামদ তীর্থরাজ শুভ প্রয়াগে স্নান করিলেন। কামনা করিলেন—"এই দেহেই আমাদের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হউক।" হে ভূপতে! নৃপদম্পতি এইরূপ কামনাপূর্ব্বক স্নান করিবা মাত্র দুইজন দেবসত্তম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের এক জনের বাহন হংস ও অপরের বাহন পক্ষিরাজ গরুড়। তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভূপতি বীরবর্ম্মা মস্তক দ্বারা প্রণতিপূর্ব্বক একাগ্রমনে সেই দেবদ্বয়ের স্তব করিলেন। রাজা বলিলেন,—হে দেববরদ্বয়! আপনারা একজন শুক্লবর্ণ ও অপর ব্যক্তি অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, আপনাদের ক্ষৌম বসন সিন্দুর ও স্বর্ণপ্রভ; আপনাদিগকে নমস্কার। আপনারা একজন রজঃপ্রধান, আর একজন সত্বপ্রধান, একজন চরাচর জগতের সৃষ্টিবিধায়ক আর একজন পালনকর্ত্তা; একজন দ্বিবাহু, আর একজন চতুর্ব্বাহু, আপনাদের একজন হংসবাহনে সত্যলোক হইতে আর একজন গরুড়ারোহণে বৈকুণ্ঠলোক হইতে আসিয়াছেন; আপনারা জীবনিবহের নাথ, আপনাদিগকে বন্দনা করি। যাহারা রাগযুক্ত, আপনাদের একজন তাহাদিগের ভুক্তিবিধান করেন এবং যাহারা বিরাগী, অপর জন তাহাদের উত্তম মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। দেবগণ আপনাদের যে পাদপদ্মের বন্দনা করেন, আমি সম্ভাবনম্র মস্তক দ্বারা ভবদীয় সেই পাদপদ্মের বন্দনা করিতেছি। হে গোবিন্দ! দেবগণও যখন আপনার পদারবিন্দের বন্দনা করেন, তখন কেহই আপনার স্বরূপ জানিতে সমর্থ নহে। কেননা, আপনি পুরুষ ও প্রকৃতির অতীত, মন'ও বাক্যের অতিদূরবর্ত্তী। হে পরাত্মন্! যে ব্যক্তি এই বিশ্বকে ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া অনন্যমনে মুনিবৃন্দবন্দ্য আপনার পদারবিন্দের বন্দনা করে, লোকে সেই পুরুষই ধন্য। ২৮—৩৮। আপনার যে পাদসেবা তাহাই পরম দুর্লভ তীর্থ, আর তাহাই ভজমান জনগণের অভীষ্টফলপ্রদ। তথাপি মুক্তির জন্য আপনার পাদপদ্ম আমাদের সদাসেব্য, অন্য কোন লাভের জন্য নহে। যে ব্যক্তি অন্য কামনায় আপনার সেবা করে, সে বঞ্চিত হয়।

সন্তো ভবন্তমাসেব্য,তীর্থমেতচ্চ মুক্তিদম্।
নান্যমিচ্ছন্ত্যতিক্রম্য সর্ব্বলোকান্ জিজীষবঃ॥৪১

নারদ উবাচ।

ইত্যভিষ্টুয় দেবেশং লোকেশং স চ ভূপতিঃ।
তস্থৌ যদা তদা রাজন্ হেমাঙ্গী সা জগাদ হ।

হেমাঙ্গ্যুবাচ।

পদ্মাপতে পদ্মপলাশলোচন
ব্রহ্মন্ মরালাসন ভারতীগুরো।
নমো যুবাভ্যাং যদি দীনচেতসে
প্রসীদতাং তারয়তাং ভবাব্ধেঃ॥৪৩

তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন জাতাহং মহিষী প্রভো।
যুবয়োর্দর্শনং জাতং দেবানামপি দুর্লভম্॥৪৪

যুবামখিলচিত্তজ্ঞৌ দত্তং নৌ মানসেপ্সিতম্।
স্নানকালে যদাবাভ্যাং বিহিতং পারমার্থিকম্॥

এবং তাভ্যামুভাভ্যাং তৌ সংস্তুতৌ দেবপুঙ্গবৌ।
প্রসন্নবদনৌ ভূত্বা প্রোচতুর্দ্দম্পতী প্রতি॥৪৬

স্বর্গলোকজয়কামী সাধুগণ অন্য অভিলাষ দূরে পরিহার করিয়া এই মুক্তিদ তীর্থ ও আপনার সেবা করিয়া থাকেন। বীরবর্ম্মা এইরূপে লোক-পতি ব্রহ্মার এবং দেবেশ বিষ্ণুর স্তব করিয়া যেমন উত্থিত হইলেন, হে রাজন্! তৎকালে মহিষী হেমাঙ্গী বলিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গী কহিলেন,—হে পদ্মপলাশলোচন পদ্মাপতে! হে ভারতীগুরো মরালাসন ব্রহ্মন্! আপনা-দিগকে নমস্কার করি; আমি দীনচিত্ত, যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ভবসাগর হইতে পার করুন। হে প্রভো! এই তীর্থপ্রসাদে আমি রাজ-মহিষী হইয়াছি,আপনাদের দর্শন দেবগণেরও দুর্ল্লভ, অদ্য তাহাই আমার সংঘটিত হইল। আপনারা অখিল লোকের চিত্তজ্ঞ, অতএব স্নানকালে আমরা যে পারমার্থিক অভিলাষ করিয়াছিলাম, অদ্য আপনারা আমাদের সেই অভীষ্ট প্রদান করুন। এইরূপে রাজ-দম্পতি কর্ত্তৃক সেই দেবেশদ্বয় স্তুত হইয়া প্রসন্নবদনে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

হরিব্রহ্মাণাবূচতুঃ॥

ধন্যা ত্বমসি হেমাঙ্গি যতোহয়ং তারিতঃ পতিঃ।
ত্বয়া রাজ্যসুখাসক্তচিত্তোহপ্যেতৎসমাগমাৎ
রাজ্ঞাং বিষয়সক্তানাং দুর্লভা মুক্তিরীদৃশী।
তত্তথৈবাদৃশী জাতা তীর্থস্যাস্য প্রসাদতঃ॥৪৮

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ সমারোপ্য গরুড়ং পক্ষিপুঙ্গবম্।
জগ্মতুস্তৌ সুরশ্রেষ্ঠৌ সত্যলোকং নরেশ্বর॥৪৯
তত্র তে ব্রহ্মণা সর্ব্বে পূজিতা বিধিবন্নৃপ।
তস্য চিত্তানুরোধেন তস্থুরেকং মুহূর্ত্তকম্॥৫০
অথ তাভ্যামুভাভ্যাং স দম্পতীভ্যাং সমং হরিঃ
আরুহ্য গরুড়ং শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠমগমন্নৃপ॥৫১
ইত্যেতৎ কথিতং তুভ্যং তীর্থরাজস্য বৈভবম্
পুণ্যং সমস্তপাপঘ্নং যশস্যং সুতদং নৃপ॥৫২
যে এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদপি চ মানবঃ।
স গচ্ছেদ্বাঞ্ছিতং স্থানং সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥৫৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ইন্দ্রপ্রস্থমাহাত্ম্যে প্রয়াগবর্ণনং নামৈকবিংশত্যধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥২২১॥

হরি ও ব্রহ্মা বলিলেন,—হে হেমাঙ্গি! তুমি ধন্যা, কেননা, তুমি তোমার রাজ্যসুখাসক্ত পতিকে এই তীর্থসংসর্গে ত্রাণ করিলে। বিষয়াসক্ত রাজাদিগের এতদৃশী মুক্তি দুর্লভ; তবে তোমার পতির যে এইরূপ মুক্তি হইল, এ কেবল তীর্থ প্রসাদেই সংঘটিত হইয়াছে। নারদ কহিলেন,—হে নরেশ্বর! সেই দেবসত্তম ব্রহ্মা ও হরি এইরূপ কহিয়া রাজদম্পতিকে পক্ষিপুঙ্গব গরুড়ে আরোপণপূর্ব্বক সত্যলোকে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ব্রহ্মা বিধি-বৎ তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন, হে নৃপ! তার পর ব্রহ্মার অনুরোধে সেই স্থানে মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থান করিয়া সেই রাজদম্পতির সহিত হরি গরুড়ারোহণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠপুরে উপনীত হইলেন। হে নৃপ! এই তোমার নিকট পুণ্য, সমস্ত পাপঘ্ন, যশস্য ও সুতপ্রদ তীর্থরাজ প্রয়াগের বৈভব বর্ণন করিলাম। যে মানব ইহা নিত্য শ্রবণ বা

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
আকর্ণয় শিবে রাজন্ বর্ণয়ামি তবাগ্রতঃ।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং কাশ্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ১
ইন্দ্রপ্রস্থতটস্থায়াং কাশ্যামেকস্থ পাদপঃ।
শিংশপাখ্যো ভবেদ্রাজন্ পুরা পুণ্যযুগে কৃতে
তত্রৈকো বায়সো হ্যাসীৎ কৃতনীড়ো বনস্পতৌ
তস্যাধস্তান্মহাসর্পঃ কোটরে বসতি স্ম হ॥ ৩
একদা তস্য কাকস্য ভার্য্যাণ্ডদ্বয়মালয়ে।
প্রতিমুচ্য গতা ক্বাপি ন নীড়ে স্বে সমাগতা॥ ৪
স্বয়মেব স কাকস্তু পালয়ন্নণ্ডকদ্বয়ম্।
তামেব শিংশপামুচ্চৈরধ্যতিষ্ঠন্মহীপতে॥ ৫
অথৈকদা নিশীথে তু মহাবাত্যা সমাগতা।
অভনক্ শিংশপাং রাজন্মূলাদপি দৃঢ়াদপি॥ ৬
বাত্যয়া পাত্যমানায়াং শিংশপায়াস্তদা তলে।
চূর্ণিতৌ কাকসর্পৌ তৌ গতপ্রাণৌ বভূবতুঃ॥
দিব্যাঙ্গাস্তে ত্রয়ো ভূত্বা শিংশপাবায়সাদয়ঃ।
বিমানত্রয়মারূঢ়া জগ্মুঃ শ্রীপতিকেতনম্॥ ৮
শিবিরুবাচ।
দেবর্ষে কেন পুণ্যেন প্রাপ্তা তৈর্মুক্তিদা পুরী।
আসংস্তে কে ত্রয়ঃ পূর্ব্বং সর্ব্বং কথয় নারদ॥৯
নারদ উবাচ।
কুরুজাঙ্গলদেশীয়ো ব্রাহ্মণঃ শ্রবণাভিধঃ।
তস্য ভার্য্যা কুড়া নাম ভ্রাতাভূচ্চ কুরণ্টকঃ॥ ১০
অস্নাতভোক্তা নিত্যং স একলো মিষ্টভুগ্রহঃ।
শ্রবণস্তেন দোষেণ বভূব গ্রামবায়সঃ॥১১
কুরণ্টকস্তু তদ্ভ্রাতা নাস্তিকোঽভবদুল্বণঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপথোচ্ছেত্তা দেবতানাঞ্চ নিন্দকঃ॥১২
তেন দোষেণ স মৃতো হ্যভবৎ কালকুণ্ডলী।

পাঠ করে, সে অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকে, আমার কথিত এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবে। ৩৯—৫৩।

একবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২১

দ্বাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে শিবে! তোমার নিকট পুণ্য, যশস্য এবং আয়ুষ্য উত্তম কাশী-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর; হে রাজন্! পূর্ব্বকালে পুণ্য সত্যযুগে ইন্দ্রপ্রস্থের তটসমীপস্থ কাশী তীর্থে একটী শিংশপা পাদপ ছিল, সেই বনস্পতিতে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া এক বায়স বাস করিত। ঐ তরুর অধোদেশে একটী কোটর ছিল, সেই কোটরে এক মহা সর্প অবস্থান করিত। একদা কাকভার্য্যা নীড় পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশপথে উড্ডীন হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর প্রত্যাগমন করিল না। হে মহীপতে! তাহাদের দুইটী অণ্ড হইয়াছিল, কাক স্বয়ং সেই অত্যুচ্চ শিংশপা পাদপে থাকিয়া অণ্ডদ্বয় পালন করিতে লাগিল। অনন্তর একদা নিশীথ সময়ে এক মহাবাত্যা প্রাদুর্ভূত হইল, হে রাজন্! সেই শিংশপা তরু দৃঢ়মূল হইলেও ঐ মহাবাত্যা সমূলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অনন্তর বাত্যা দ্বারা শিংশপা পাদপ পতিত হইলে কাক ও সর্প চূর্ণিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল; তার পর কাক, সর্প ও শিংশপা ইহারা দিব্য-দেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ বিমানারোহণে হরিপুরে উপনীত হইল। শিবি বলিলেন,—হে দেবর্ষে! কোন্ পুণ্যে উহারা মুক্তিদা হরিপুরী প্রাপ্ত হইল? পূর্ব্বে তাহারা কি ছিল? হে নারদ! আমার নিকট সমস্ত বলুন।১-৯। নারদ কহিলেন,—কুরুজাঙ্গলদেশে শ্রবণ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম কুড়া ও ভ্রাতার নাম কুরণ্টক। শ্রবণ নিত্য স্নান না করিয়া ভোজন করিত এবং একাকী নির্জ্জনে মিষ্ট খাইত; সে এই দোষে গ্রাম্য বায়স হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শ্রবণভ্রাতা কুরণ্টক অতি গর্ব্বী নাস্তিক ছিল, সে শ্রুতি-স্মৃতিপথের উচ্ছেদ সাধন ও দেবগণের নিন্দা করিত; এই পাপে কুরণ্টক কালসর্প হইয়া জন্মগ্রহণ

সা কুণ্ডা শ্রবণস্থ স্ত্রী বভূবোভয়দোষভাক্ ॥১৩
অতঃ সা স্থাবরত্বং হি লব্ধাসীদুভয়াশ্রয়া।
এতত্তে কথিতং ভূপ তদ্বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি ॥১৪
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তেষাং পুণ্যং যতস্ত্রয়ঃ।
প্রাপুস্তেন পুরীং রম্যাং কাশীং বৈশ্বেশ্বরীং নৃপ
গ্রামান্তরাদেকদা তৌ প্রত্যায়াতৌ নিজালয়ম্।
কস্যচিৎ পথিকস্যাথ কূপমগ্নাং পয়স্বিনীম্ ॥ ১৬
অবলোক্য তদুদ্ধারং চক্রতুস্তেন নোদিতৌ।
তাভ্যাং গদিতমাকর্ণ্য কুণ্ডা সাধ্বিত্যভাষত ॥১৭
তে ত্রয়স্তেন পুণ্যেন মরণং প্রাপ্য দুর্লভম্।
ইন্দ্রপ্রস্থতটস্থায়াং কাশ্যাং বৈকুণ্ঠমারুহন্ ॥১৮
ইয়ং কাশী মহেশস্য পুরী যদ্যপি ভূপতে।
তথাপ্যস্যাং মৃতো জন্তুর্বৈকুণ্ঠে স্যাৎ সুখী হরেঃ
এতত্তে কথিতং রাজন্ কাশ্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছা তে বিদ্যতে তদ্বদস্ব মে ॥২০
শিবিরুবাচ।
মুনে ত্বয়া মহেশস্য ক্ষেত্রত্রয়মুদীরিতম্।
কাশী চ শিবকাঞ্চী চ গোকর্ণঞ্চ তথা পরম্ ॥২১
একস্য মহিমা প্রোক্তো ত্বয়া কাশ্যা মহামুনে।
গোকর্ণশিবকাঞ্চ্যোশ্চ কথ্যতাং যদি বিদ্যতে ॥
নারদ উবাচ
গোকর্ণং কেবলং শৈবং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্।
তস্মিন্মৃতো নরো রাজন্ শিবঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ
স্থলে জলেঽন্তরিক্ষে চ জন্তুস্তত্র ম্রিয়েত চেৎ।
তদা কৈলাসশিখরে শিবঃ সন্ভূয় দীব্যতি ॥ ২৪
অত্র গোকর্ণতীর্থেঽস্মিন্ মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ।
শিবেন স সমং রাজন্ মুক্তিং যাস্যতি কর্হিচিৎ
অস্যাপি তব মাহাত্ম্যং গোকর্ণস্য মহামতে।
বর্ণয়ামি যদাকর্ণি ময়া ব্রহ্মমুখাৎ প্রভো ॥ ২৪
প্রয়াগাদেকগব্যূতৌ শুক্রতীর্থসমীপগঃ।

করিয়াছিল; আর শ্রবণপত্নী কুণ্ডা এই উভয় দোষে দুষ্টা ছিল, তাই সে সর্প ও বায়স এই উভয়ের আশ্রয় শিংশপা পাদপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হে ভূপ! এই তোমার নিকট উহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি উহারা কোন্ পুণ্যে রম্য বিশ্বেশ্বরপুরী প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতঃপর তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। হে নৃপ! একদা শ্রবণ ও কুরণ্টক গ্রামান্তর হইতে নিজালয়ে আসিতেছিল, দেখিল,—কোনও পথিকের একটী গাভী প্রভৃত জল-সমন্বিত কূপে পতিত হইয়াছে; তাহারা গাভীকে তদবস্থ দেখিয়া সেই পথিকের প্রার্থনানুসারে সেই গাভীর উদ্ধার করিল। শ্রবণ ও কুরণ্টক গৃহে আসিয়া কুণ্ডার নিকট এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, কুণ্ডা এই কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিল। এই পুণ্যপ্রভাবে উহারা ইন্দ্রপ্রস্থতটস্থ কাশীতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া দুর্লভ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল। হে ভূপতে! যদিও এই কাশী পুরী মহেশের স্বকীয়, তথাপি এই পুরীতে মৃত জীব হরির বৈকুণ্ঠপুরে গিয়া সুখী হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই তোমার নিকট কাশীর উত্তম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, তোমার আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়? তাহা আমার নিকট বল। শিবি বলিলেন,—হে মুনে! মহেশের কাশী, শিবকাঞ্চী ও গোকর্ণ এই ক্ষেত্রত্রয়ের কথা আপনি কহিয়াছেন; হে মহামুনে! তন্মধ্যে আপনি একমাত্র কাশীর মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে যদি শিবকাঞ্চী ও গোকর্ণের মাহাত্ম্য কিছু থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন। ১০-২২। নারদ কহিলেন,—পরম পাবন গোকর্ণ কেবল মাত্র শৈব ক্ষেত্র, হে রাজন্! গোকর্ণ তীর্থে মৃত মানব নিঃসংশয় শিব হয়। এ স্থানের জলে স্থলে বা অন্তরীক্ষে যে-কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন, মানব শিব হইয়া কৈলাসশিখরে সমুদ্দীপিত হয়। হে রাজন্! গোকর্ণ তীর্থে মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে মুক্ত হইয়া শিবের সহিত মিশিয়া যায়। হে মহামতে! আমি, গোকর্ণমাহাত্ম্য ব্রহ্মার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, হে প্রভো! তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। প্রয়াগ হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধানে শুক্রতীর্থের

মর্য্যাদাপর্ব্বতো যোহয়ং দৃশ্যতে পুণ্যদর্শনঃ ॥ ২৭
তত্রৈকঃ কর্কটো নাম ভিল্ল আসীৎ সুদারুণঃ ।
তস্য ভার্য্যা জরা নাম সা জন্নে পতিপঞ্চকম্ ॥২৮
সা জরা বিষসংযুক্তং ষষ্ঠং কর্কটকং তদা ।
অকরোন্মোদকং হন্তুং তদা তেন স্বসুঃ শ্রুতম্ ॥
নিজায়া মুখতো রাজন্ ভিল্লেন চ মহাত্মনা ।
বালাং তাং হন্তুমারেভে কর্কটো ভৃশদারুণঃ ॥
খড়্গপাণির্যদা যাতি তদ্বধায় স ভিল্লপঃ ।
যাবত্তাবত্তু সা জায়া জ্ঞাত্বা নিজবধোদ্যমম্ ॥ ৩১
বনমভ্যদ্রবত্তীতা নিজপ্রাণপরীপ্সয়া ।
তামন্বদ্রবতা তেন কর্কটেন মহীপতে ॥ ৩২
অত্র গোকর্ণতীর্থে তু গৃহীতা খড়্গপাণিনা ।
শিরশ্ছিত্বা তু খড়্গেন পাতয়িত্বা জলে বপুঃ ।
তস্য গোকর্ণতীর্থস্থ নিজস্থানমগাচ্ছ সঃ ।
সা জরা তত্র গোকর্ণে পাপাপি নিধনং গতা ॥
কৈলাসশিখরে রাজন্ পার্ব্বত্যা অভবৎ সখী ।
অহং কথিতবানেতত্তব গোকর্ণবৈভবম্ ॥ ৩৫
শিবকাঞ্চ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পবিত্রং বর্ণয়ামি তে ।
ইন্দ্রপ্রস্থতটস্থায়াং শিবকাঞ্চ্যামপি প্রভো ॥ ৩৬
গতিঃ সা পরমা পুংসাং গোকর্ণে যা ময়োদিতা
অত্র শ্রীমান্মহাদেবো বিষ্ণুং সর্ব্বসুরেশ্বরম্ ॥ ৩৭
আরাধ্য ভক্তরাজত্বং লেভে জ্ঞানঞ্চ তাত্ত্বিকম্
অতঃ সর্ব্বে বয়ং পুত্রা ব্রহ্মণস্তং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৮
আরাধয়ামঃ সততং সদ্ভক্তিজ্ঞানলিপ্সয়া ।
অত্র বাণাসুরো রাজন্নারাধ মহেশ্বরম্ ॥ ৩৯
নিরাহারো বর্ষশতং তদ্গণত্ববুভুৎসয়া ।
তস্মৈ প্রসন্নো ভগবান্ গণত্বং দত্তবান্নিজম্ ।
স্বয়ঞ্চ সর্ব্বদা তস্য পুরপালো বভূব হ ॥ ৪০
ইয়ং পুরী পুরা রাজন্নাসীদ্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥ ৪১
দত্তা শিবায় তুষ্টেন তপসা তস্য বিষ্ণুনা ।
অস্যামেকং পুরাবৃত্তং মহদাশ্চর্য্যকারকম্ ॥ ৪২
বিপ্রস্য শিবভক্তস্য বৈকুণ্ঠাপ্তির্যথাভবৎ ।

সমীপে পুণ্যদর্শন মর্য্যাদা-পর্ব্বত বিদ্যমান, ঐ পর্ব্বতে কর্কট নামক এক দুদারুণ ভিল্ল বাস করিত। ঐ ভিল্লের ভার্য্যার নাম জরা, জরার পাঁচজন জার ছিল। জরা ঐ পাঁচ জন উপপতিকে নিহত করিয়াছিল। অনন্তর জরা যৎকালে নিজপতি ভিল্লের বধার্থ বিষলড্ডুক প্রস্তুত করিয়া তাহাকে প্রদানে করিতে উদ্যত হইল, তখন ভিল্ল তাহার ভগিনীর মুখে এ বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া তাহার বধের জন্য উদ্যত হইল। সেই অতি দারুণ ভিল্ল কর্কট খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক জরার বধার্থ অগ্রসর হইলে সে জানিতে পারিয়া ভীত হইল এবং নিজ প্রাণরক্ষার্থ দৌড়িয়া পলায়ন করিল। হে মহীপতে! ঐ খড়্গপাণি ভিল্লও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ক্রমে উভয়েই গোকর্ণতীর্থে উপনীত হইল। তার পর ভিল্ল খড়্গ দ্বারা জরার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক তাহার দেহ সেই গোকর্ণতীর্থজলে পাতিত করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া আসিল। হে রাজন্! জরা পাপিনী হইলেও গোকর্ণতীর্থে মৃত্যু হওয়ায় সে কৈলাস-শিখরে গিয়া গৌরীর সখী হইল। এই আমি তোমার নিকট গোকর্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিলাম, অতঃপর পবিত্র শিবকাঞ্চীর মাহাত্ম্য বলিতেছি। হে প্রভো! আমি গোকর্ণের যেরূপ পরমা গতি বলিয়াছি, ইন্দ্রপ্রস্থ-তটস্থিত শিবকাঞ্চীও মানবগণের তদ্রূপ গতিদায়িনী। এখানে শ্রীমান্ মহাদেব সর্ব্বসুরেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ভক্তপ্রবরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মনন্দন ও আমি—আমরা সকলেই সদ্ভক্তি ও উত্তম জ্ঞানলাভের জন্য সতত এই স্থানে মহেশের উপাসনা করিয়া থাকি। হে রাজন্! মহেশের গণত্বলাভের জন্য অসুররাজ বাণ এখানে নিরাহারে শত বর্ষ তপস্যা করিয়াছিল। ভগবান্ মহেশ প্রসন্ন হইয়া স্বীয় গণত্ব প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং সর্ব্বদা তাহার পুরপালক হইয়াছিলেন।২৩-৪০। হে রাজন্! এই পুরী পূর্ব্বে মহাত্মা বিষ্ণুর ছিল, শিবের তপতপস্যায় তুষ্ট হইয়া তিনি ঐ পুরী শিবকে প্রদান করেন। এস্থান সম্বন্ধে জনৈক শিবভক্ত

একস্ত ব্রাহ্মণো রাজন্ হেরম্বো নাম ধার্ম্মিকঃ
কায়েন মনসা বাচা শিবপূজারতঃ সদা।
একদা স মহাভাগঃ শিবতীর্থানি পর্য্যটন্॥ ৪৪
শিবভক্তঃ শিবে রাজন্ শিবকাঞ্চ্যামিহাগতঃ।
এনাং মনোহরাঞ্চৈব ন তত্যাজ স বুদ্ধিমান্॥
পশ্চাত্তত্রৈব তত্যাজ প্রাণানস্যা জলান্তরে।
তত্রৈব শ্রীমহাদেবগণাস্তং ব্রাহ্মণোত্তমম্॥ ৪৬
নীত্বা কৈলাসমচলং চেলুস্তদনুশাসনাৎ।
অথ মধ্যে সমায়াতা গণা বৈকুণ্ঠতো হরেঃ॥ ৪৭
তেভ্যো বলাৎ সমাদাতুং তং দ্বিজশ্রেষ্ঠমুদ্যতাঃ
আসীত্তেষাং মহদ্যুদ্ধং গণানাং হরিশর্ব্বয়োঃ॥
তত্র যুদ্ধেন বৈ কেষাং বিজয়ো ন পরাজয়ঃ।
তত্র বৈকুণ্ঠতো বিষ্ণুরাগতো গরুড়াসনঃ॥ ৪৯
কৈলাসাদ্বৃষভারূঢ়ো মহেশশ্চ ত্রিলোকধৃক্।
তাবন্যোন্যং মুখং দৃষ্ট্বা বিহস্য জগদীশ্বরৌ॥৫০
পশ্যন্ত স্ম মহদ্যুদ্ধং নভস্যেব গণৈঃ কৃতম্।
অথ স্বীয়ান্ গণান্ বিষ্ণুঃ শৈবাংশ্চ দিবি যুধ্যতঃ।
নিবার্য্য তং দ্বিজং তার্ক্ষ্যমারোপ্যাগাচ্ছিবালয়ম্
শিবেন তদ্গণৈশ্চাপি স্বকীয়ৈরপি মাধবঃ॥৫২
বৃতো গচ্ছন্ পথি শ্রীমান্ স্তুতস্ত্রিদশবন্দিতঃ।
গত্বা বিবেশ তং চাগ্র মহাদেবপুরঃসরঃ॥ ৫৩
তস্মৈ দ্বিজায় বৈ তস্য দর্শয়ন্ রমণীয়তাম্।
অথ তস্মাত্তু কৈলাসান্মহাদেবেন বন্দিতঃ।
মাধবঃ পরয়া ভক্ত্যা বৈকুণ্ঠমগমত্তদা॥৫৪
দ্বিজঃ সোঽপি মহাভাগস্তীর্থস্যাস্য প্রসাদতঃ॥
গোবিন্দদর্শনং প্রাপ্য মুমুদে হরসন্নিধৌ।
এতত্তে কথিতং রাজন্ শিবকাঞ্চ্যাস্ত বৈভবম্
তীর্থসপ্তকনাম্নস্তু শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ।
তীর্থমেতন্মহারাজ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥ ৫৭

ব্রাহ্মণের এক মহাশ্চর্য্যকর উপখ্যান আছে, ঐ ব্রাহ্মণ কিরূপে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন, এ উপাখ্যানে তাহাই ব্যাখ্যাত। হে রাজন্! হেরম্ব নামে এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি কায়মনোবাক্যে সতত শিবপূজায় রত থাকিতেন। হে শিবে! একদা ঐ মহাভাগ শিবভক্ত ব্রাহ্মণ নানা শিবতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে শিবকাঞ্চীতে সমাগত হইয়াছিলেন। সুধী দ্বিজ হেরম্ব মনোহারিণী শিবকাঞ্চী পরিত্যাগ করিতেন না। কিছুদিন পরে তিনি শিবকাঞ্চীর জলেই জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমহাদেবের গণ সকল হেরম্বকে শিবের অনুশাসনানুসারে কৈলাস শৈলে লইয়া চলিল। ইত্যবসরে বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণুর গণসকল তথায় উপনীত হইয়া শিবগণের সমীপ হইতে দ্বিজসত্তমকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে উদ্যত হইল; তখন বিষ্ণুগণ ও শিবগণের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, সেই যুদ্ধে কোন পক্ষেরও জয় বা পরাজয় হইল না। অনন্তর সেই স্থানে বৈকুণ্ঠ হইতে গরুড়বাহনে বিষ্ণু এবং বৃষভাসনে কৈলাস হইতে ত্রিলোকধাতা শিব আসিলেন। তখন জগৎপতিদ্বয় পরস্পর মুখাবলোকনপূর্ব্বক হাস্য করিলেন এবং আকাশে থাকিয়া সেই গণকৃত মহাযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেববন্দিত শ্রীমান্ বিষ্ণু অন্তরীক্ষযোধী সেই বিষ্ণুগণ ও শিবগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের সহিত দ্বিজকে গরুড়ে আরোপণপূর্ব্বক শিব সমভিব্যাহারে কৈলাসে গমন করিলেন। তখন দেবগণ মাধবকে পথিমধ্যে স্তব করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর বিষ্ণু শিবকে অগ্রে করিয়া সেই কৈলাসপুরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বিজকে কৈলাসের রমণীয়তা অবলোকন করাইলেন, তারপর মাধব পরম ভক্তি দ্বারা মহাদেব কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।৪১—৫৪। মহাভাগ দ্বিজ হেরম্বও সেই শিবকাঞ্চী-তীর্থপ্রসাদে গোবিন্দের দর্শন লাভ করিয়া হর্ষভরে শিবসন্নিধানে বাস করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট শিবকাঞ্চীর বৈভব বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সুসমাহিত হইয়া সপ্তক নামক তীর্থের মহিমা শ্রবণ কর। হে মহারাজ! এই সপ্তক তীর্থের

দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ধ্যানাৎ স্মরণাদপি ভূপতে।
বশিষ্ঠাদিভিরেতস্মিন্মহর্ষিভিরনুষ্ঠিতম্॥ ৫৮
মহত্তপস্তু সৃষ্ট্যর্থং তত্রাসংস্তু ক্ষমা নৃপ।
মরীচিরপি ধর্ম্মাত্মা পুত্রার্থং স্নানমাচরন্॥ ৫৯
অত্র লেভে মহাভাগঃ কশ্যপং সুতমুত্তমম্।
অত্রিরত্রাপি তপসাতোষয়দ্দেবপুঙ্গবান্॥৬০
সোমং দুর্ব্বাসসং দত্তং তেভ্যো লেভে সুতত্রয়ম্
অঙ্গিরা অপি ধর্ম্মাত্মা তীর্থস্যাস্য প্রসাদতঃ॥৬১
লেভে সুতাংস্তু তদ্বংশ্যা জাতা আঙ্গিরসা দ্বিজাঃ।
পুলহোঽপি সুতং লেভে দম্ভোলিং গুণবত্তরম্
যোঽগস্ত্যোঽভূৎ পুরা রাজংস্তীর্থেঽত্রৈব নিমজ্জনাৎ।
পুলস্ত্যস্যাত্র তীর্থে বৈ পুত্রো লব্ধো তপস্যতঃ
কুবেরোঽভূন্মহাভাগো যঃ সখাসীদুমাপতেঃ।
ক্রতোরপি সুতা জাতা বালখিল্যাঃ সহস্রশঃ॥
তীর্থস্যাস্য প্রসাদেন তে সর্ব্বে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
রজ আদীন্ সুতান্ লেভে বসিষ্ঠোঽপি মহাতপাঃ॥ ৬৫
সপ্তৈব রাজশার্দ্দূল মহিমা তস্য বর্ণিতঃ।
অন্যান্যপি চ তীর্থানি সন্ত্যনেকানি ভূপতে॥৬৬
কপিলাশ্রমকেদারপ্রভাসাদীনি বৈ প্রভো।
নিযুতৈরপি বর্ষাণাং তেষাঞ্চ মহিমা নৃপ।
অনন্তেনাপি নো বক্তুং শক্যতে কিমু মাদৃশৈঃ

সৌভরিরুবাচ।

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
শিবং জগাম নভসো নারায়ণগুণান্ গৃণন্॥৬৮
শিবিরৌশীনরো রাজা শক্রপ্রস্থস্য বৈভবম্।
শ্রুত্বা মুনিমুখাদ্রাজন্ কৃতার্থং স্বমমন্যত॥ ৬৯
তত্র স্নাত্বা হি বিধিবদিন্দ্রপ্রস্থে স ভূপতিঃ।
বিধায় সৎক্রিয়াঃ সর্ব্বা জগাম নিজপত্তনম্॥৭০
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মাহাত্ম্যমেতত্তব ময়া বিভো।
যমুনাতীরতীর্থস্য বর্ণিতং জনপাবনম্॥ ৭১

দর্শন, স্পর্শ, ধ্যান ও স্মরণে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। হে নৃপ! বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ সৃষ্টি বিস্তার করিবার জন্য এখানে মহা-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মহাভাগ ধর্ম্মাত্মা মরীচি পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এইখানে স্নান করিয়া উত্তম পুত্র কশ্যপকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অত্রি এখানে তপস্যা দ্বারা দেবপুঙ্গবগণের সন্তোষসাধন করিয়া তাঁহা-দিগের নিকট হইতে সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় এই তনয়ত্রয় লাভ করেন। ধর্ম্মাত্মা অঙ্গিরা এই তীর্থপ্রসাদে অনেক পুত্রলাভ করেন, অঙ্গিরার সেই সকল পুত্র আঙ্গিরস নামে বিখ্যাত হন। পুলহ এখানে তীর্থ-জলে নিমজ্জন করিয়া দম্ভোলি নামক গুণ-বত্তর তনয় লাভ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! এই দম্ভোলি পূর্ব্বকালে অগস্ত্য নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। পুলস্ত্য এই তীর্থে তপস্যা করিয়া কুবেরকে তনয়রূপে লাভ করিয়া-ছিলেন, এই মহাভাগ কুবের মহেশের সখা হইয়াছিলেন। ক্রতুর বালখিল্য নামে সহস্র সহস্র পুত্র জন্মে, এই তীর্থপ্রসাদে তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। হে মহীপ-প্রবর! মহাতপা বশিষ্ঠও এখানে রজ আদি অনেক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তোমার নিকট এই তীর্থসপ্তকের মহিমা বর্ণিত হইল, হে ভূপতে! এখানে কপিলাশ্রম, কেদার ও প্রভাসাদি অন্যান্য অনেক তীর্থ বিদ্যমান; আমাদের কথা কি কহিব? শেষ নাগ নিযুত বর্ষেও এই সকল তীর্থের মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হন না! সৌভরি বলিলেন,—মুনিসত্তম নারদ এইরূপ কহিয়া নারায়ণের গুণ গান করিতে করিতে আকাশপথে শিবলোকে গমন করিলেন। হে রাজন্! উশীনরনন্দন শিবিও মুনিমুখে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রভাব বিদিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। পরে রাজা শিবি ইন্দ্রপ্রস্থে যথাবিধি স্নান ও অন্যান্য সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া নিজপুরে প্রস্থান করিলেন। হে বিভো! এই আমি তোমার নিকট জন-পাবন যমুনাতীরবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থের বিভব

নাস্থাদরং করিষ্যন্তি কলৌ শ্রদ্ধাবিবর্জ্জিতাঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থস্য রাজেন্দ্র সর্ব্বতীর্থশিরোমণেঃ ॥ ৭২
অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ভারতস্য চ।
যৎফলং তন্মহিম্নস্য শক্রপ্রস্থস্য জায়তে ॥ ৭৩
অরুণোদয়বেলায়াং মাঘলক্ষৈকমজ্জনাৎ।
যৎফলং তন্মাহিম্নোঽস্য শ্রবণচ্ছ্রদ্ধয়া ভবেৎ ॥৭৪
শ্রদ্ধয়াস্য তু মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি মহীপতে।
তর্পিতাস্তেন পিতরো দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৭৫
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রপারাকচান্দ্রায়ণব্রতাদিভিঃ।
যৎফলং তন্মহিম্নোঽস্য শ্রদ্ধয়া শ্রবণাদ্ভবেৎ ॥৭৬
অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং সমস্তানাং মহীপতে।
যৎফলং তন্মহিম্নোঽস্য শ্রদ্ধয়া শ্রবণাদ্ভবেৎ ॥৭৭

সূত উবাচ।

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা শ্রুত্বা শৌনক সৌভরেঃ
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মাহাত্ম্যং স যযৌ হাস্তিনং পুরম্ ॥
ততো বিনীয় সদ্ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনপুরঃসরান্।
ইন্দ্রপ্রস্থমগাৎ পুণ্যং রাজসূয়চিকীর্ষয়া ॥ ৭৯
দ্বারকায়াঃ সমাগম্য গোবিন্দং কুলদৈবতম্।
রাজসূয়েন যজ্ঞেন স ইয়াজ মহীপতিঃ ॥ ৮০
মুক্তিদং তীর্থমেতত্তু শপতোঽস্যাপ্যজায়ত।
ইতি মত্বা হরিস্তত্র শিশুপালং জঘান হ ॥ ৮১
শিশুপালোঽপি তস্যৈব তীর্থস্য মরণাদ্ভুবি।
সাযুজ্যমগমৎ কৃষ্ণে নিখিলার্থপ্রদায়কে ॥ ৮২
শিশুপালো হতো যত্র বিহিতো যত্র চ ক্রতুঃ।
গদয়া তত্র ভীমেন কৃতং কুণ্ডং সুবিস্তরম্ ॥৮৩
ভীমকুণ্ডস্ত বিখ্যাতং জাতং তদ্ভুবি পাবনম্।
কালিন্দ্যা দক্ষিণে ভাগে গব্যূত্যর্দ্ধং মহীতলে
ইন্দ্রপ্রস্থগতায়াঃ যৎ কালিন্দ্যাঃ স্নানতঃ ফলম্
তৎফলং তত্র কুণ্ডে তু জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

সূত উবাচ।

যস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতো জন্তুস্তং ক্ষেত্রমনুবৎসরম্
প্রদক্ষিণাদিভির্ধর্ম্মৈঃ স্বাপরাধান্ ক্ষমাপয়েৎ ॥

বর্ণন করিলাম। হে রাজেন্দ্র! কলির শ্রদ্ধা-বিবর্জ্জিত জনগণই এই সর্ব্বতীর্থশিরোমণি ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবে না। অষ্টাদশ পুরাণ ও ভারত শ্রবণে যে ফল, এই ইন্দ্রপ্রস্থতীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণেও সেই ফললাভ হয়। লক্ষসংখ্যক মাঘমাসে অরুণোদয়-বেলায় স্নানে যে ফললাভ হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ইন্দ্রপ্রস্থের মাহাত্ম্য শ্রবণেও সেই ফল হইয়া থাকে। হে মহীপতে! যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে ইন্দ্রপ্রস্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, দেবগণ, পিতৃগণ ও মুনিগণ তৎকর্ত্তৃক তর্পিত হন। কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, পরাক ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে যে ফল হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণেও সেই ফল হইয়া থাকে। হে মহীপতে! সমস্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের যে ফল, শ্রদ্ধাপুরঃসর এই তীর্থমাহাত্ম্যশ্রবণেও সেই ফল হয়। সূত কহিলেন,—হে শৌনক! রাজা যুধিষ্ঠির সৌভরিসমীপে এইরূপে ইন্দ্রপ্রস্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধনপ্রমুখ ভ্রাতৃগণকে বিনয় দ্বারা বশীভূত করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন। তারপর মহীপতি যুধিষ্ঠির দ্বারকায় গমন করিয়া কুলদেব গোবিন্দের বন্দনা ও রাজ-সূয় যজ্ঞদ্বারা এইস্থানে তাঁহার পূজা করিলেন, তাই এই তীর্থ মুক্তিপ্রদ হইল। সেই রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি আক্রোশ করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিয়া হরি তাহাকে সেইস্থানেই বধ করেন। শিশু-পালও তীর্থমৃত্যুবশতঃ অখিলার্থপ্রদ কৃষ্ণের সাযুজ্য লাভ করিল।৪৫-৮২। অনন্তর যেস্থানে শিশুপাল নিহত হয় এবং যেস্থানে রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল, ভীম সেইস্থানে গদাদ্বারা এক সুবিস্তার কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। ভূতলে ঐ ভীমকুণ্ড পরম পাবন, উহা কালিন্দীর দক্ষিণ ভাগে ক্রোশদ্বয় দূরে বিদ্যমান। ইন্দ্রপ্রস্থস্থিত কালিন্দীতীর্থে স্নানে যে ফল, ঐ ভীমকুণ্ডেও সেই ফল হয়, সংশয় নাই। সূত কহিলেন,—ক্ষেত্রবাসী জীব প্রতি-বৎসর ক্ষেত্র প্রদক্ষিণরূপ ধর্ম্ম করিয়া তাহার

প্রতি সংবৎসরং চৈব পরিক্রামতি যো নরঃ।
ক্ষেত্রাপরাধদোষৈশ্চ ন স লিপ্যেত্তু পাতকৈঃ॥
প্রদক্ষিণমকুর্ব্বাণঃ ক্ষেত্রসিদ্ধিং ন বিন্দতি।
তস্মাৎ প্রদক্ষিণা তীর্থে দাতব্যা চ ফলার্থিভিঃ
হরের্নামানি সঞ্জল্পন্ প্রকরোতি প্রদক্ষিণাম্।
পদে পদে স লভতে কপিলাদানজং ফলম্॥৮৯
চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং শক্রপ্রস্থপ্রদক্ষিণাম্।
যঃ করোতি নরো ধন্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে কালিন্দীমাহাত্ম্যে ভীমকুণ্ডবর্ণনো নাম দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২২॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ ধন্যোঽসি ত্বং ভবাম্বুধৌ।
যন্মোহত্যর্থং নিমগ্নানাং পায়য়স্য মৃতোৎকরম্॥১
সাধোঽত্র ভবনিস্তারং বাঞ্ছতাং নঃ সমাদিশ।
মন্ত্ররত্নং ভাবশুদ্ধং যন্ময়ং সচরাচরম্॥ ২

সূত উবাচ।

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি মন্ত্ররত্নং মহাদ্ভুতম্।
যদ্দিলীপায় গদিতং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা॥ ৩
একদা তু দিলীপেন পৃষ্টমেতদ্‌গুরুং প্রতি।
বসিষ্ঠং দ্বিজশার্দ্দূলং প্রণিপত্য যথা ত্বয়া॥ ৪

দিলীপ উবাচ।

ভগবন্ ভবতা প্রোক্তাঃ সর্ব্বধর্ম্মা বিশেষতঃ।
বর্ণাশ্রমযুতা ধর্ম্মা নিত্যনৈমিত্তিকাঃ ক্রিয়াঃ॥৫
রাজধর্ম্মাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তীর্থদানব্রতাদিকম্।
শ্রুতা ময়া মুনিশ্রেষ্ঠ অক্ষয্যস্বর্গভোগদাঃ॥ ৬
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষমার্গং সনাতনম্।
দিষ্ট্যাহং যেন গচ্ছামি তদ্‌ব্রহ্মন্ বক্তুমর্হসি॥৭
কো মন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং ভবরোগৈকভেষজম্।
সর্ব্বেষামেব দেহীনাং কোঽহি মোক্ষপ্রদঃ পরঃ
তৎসমাখ্যাহি তত্ত্বেন ময়ি বাৎসল্যগৌরবাৎ॥৯

ক্ষেত্রবাসাপরাধের ক্ষমাপন করিবে। যে নর প্রতিসংবৎসর তীর্থপরিক্রমা করে, সে ক্ষেত্রাপরাধদোষে পাতকলিপ্ত হয় না। ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ ব্যতীত ক্ষেত্রবাসী ক্ষেত্র-সিদ্ধি লাভ করে না, অতএব ফলকামী ব্যক্তিরা তীর্থক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিবে। হরিনাম জপ করিতে করিতে যে নর ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করে, পদে পদে তাহার কপিলা-দানের ফললাভ হয়। যে মানব চৈত্র-কৃষ্ণ চতুর্দশীতে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদক্ষিণ করে, সেই ব্যক্তি ধন্য এবং সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। ৮৩—৯০।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২২।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! হে মহা-ভাগ! তুমিই সংসারসাগরে ধন্য, কেননা, তুমি নিরতিশয় সংসারনিমগ্ন মাদৃশ ব্যক্তি-গণকে উত্তম অমৃত পান করাইলে। হে সাধো! আমরা ভবনিস্তারে অভিলাষী, অতএব যাহা ভাবশুদ্ধ ও সচরাচর জগন্ময়, আমাদিগকে এইরূপ মন্ত্ররত্ন উপদেশ কর। সূত কহিলেন,—হে শৌনক! মহাত্মা বশিষ্ঠ দিলীপের প্রতি যে মন্ত্র উপদেশ করিয়া-ছিলেন, সেই মহাদ্ভুত মন্ত্ররত্ন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, একদা দিলীপও দ্বিজ-শার্দ্দূল গুরু বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া এইরূপই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।১-৪। দিলীপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্ম বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিত্য নৈমিক ক্রিয়া, রাজধর্ম্ম, যজ্ঞ, তীর্থ, দান ও ব্রতাদি বলিয়া-ছেন; হে মুনিসত্তম! অক্ষয় স্বর্গসুখভোগদ এ সকল ধর্ম্ম আপনার নিকট শুনিয়াছি; হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে যাহাতে আমি মোক্ষমার্গে গমন করিতে পারি, সেই সনাতন পথ জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন। আপনি আমার প্রতি বাৎসল্যবান্, অতএব যথার্থ

বসিষ্ঠ উবাচ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ সর্ব্বলোকহিতৈষিণা।
বক্ষ্যামি পরমং গুহ্যমেকং সংসারতারকম্॥ ১০
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে যজ্ঞদানপরাঃ শুভাঃ।
পপ্রচ্ছুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রং নারদং মুনিসত্তমম্॥ ১১
মহর্ষয় ঊচুঃ।
ভগবন্ কেন মন্ত্রেণ গচ্ছামঃ পরমং পদম্।
তন্নো ব্রূহি মহাভাগ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১২
নারদ উবাচ।
পিতামহং পুরা সর্ব্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুরেকমেকান্তে মোক্ষমার্গং সুদুর্লভম্॥১৩
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুধ্বং যোগিনঃ সর্ব্বে রহস্যমিদমদ্ভুতম্॥ ১৪
ন জানন্তি সুরাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
সর্গাদৌ প্রোক্তবান্ দেবো মহ্যং নারায়ণোঽব্যয়ঃ
ঈশ্বর্য্যা সহ দেব্যা চ সম্যক্ সম্পূজিতো ময়া।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্মম নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥ ১৬
প্রাজাপত্যং দদৌ মহ্যং শ্রুতিজং সর্ব্ববাঙ্ময়ম্।
প্রকাশকানি মন্ত্রাণি ব্যাপকাব্যাপকানি চ॥ ১৭
ততস্তমব্রুবন্ দেবং পুরাণপুরুষোত্তমম্।
ভগবন্ কেন মন্ত্রেণ সংসারোত্তারণং নৃণাম্॥ ১৮
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন সর্ব্বলোকহিতায় বৈ।
কো মন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং পুরশ্চরণবর্জ্জিতঃ॥ ১৯
সকৃদুচ্চারণান্নৃণাং দদাতি পরমং পদম্॥ ২০
শ্রীভগবানুবাচ।
সাধু পৃষ্টং মহাভাগ সর্ব্বলোকহিতৈষিণা।
তস্মাদ্বক্ষ্যামি তে গুহ্যং যেন মামাপ্নুয়ুর্নরাঃ॥ ২১
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং মন্ত্ররত্নং শুভাবহম্।
সকৃৎ স্মরণমাত্রেণ দদাতি পরমং পদম্॥২২
মন্ত্ররত্নদ্বয়ং ন্যাসঃ প্রপত্তিঃ শরণাগতিঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণমিতি মন্ত্রঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ॥ ২৩

বলুন—মন্ত্রনিবহমধ্যে কোন্ মন্ত্র ভবরোগের একমাত্র ঔষধ এবং কোন্ মন্ত্রই বা দেহী-দিগের মোক্ষপ্রদ? বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি সর্ব্বলোকহিতাভিলাষে এ অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তোমার নিকট এক মাত্র সংসারতারক পরম গুহ্য মন্ত্র বলি-তেছি। পূর্ব্বকালে যজ্ঞদানপরায়ণ শুভদর্শন মহর্ষিগণ ব্রহ্মার পুত্র মুনিসত্তম নারদকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! কোন্ মন্ত্র দ্বারা আমরা পরমপদ প্রাপ্ত হইব, হে মহাভাগ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহা বলুন। নারদ কহিলেন,—পূর্ব্বকালে সনকাদি যোগি-গণ নির্জ্জনে পিতামহ ব্রহ্মাকে এই সুদুর্লভ অদ্বিতীয় মোক্ষপথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে যোগিগণ! এই অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ কর। দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণও ইহা বিদিত নহেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যয় নারায়ণ আমাকে ইহা কহিয়াছিলেন। আমি দেবী ঈশ্বরীর সহিত নারায়ণের সম্যক্ পূজা করিয়াছিলাম, তার পর ভগবান অব্যয় নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্ববাঙ্ময় শ্রুতিজ এই প্রাজাপত্যপ্রকাশক ব্যাপক ও অব্যাপক মন্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর আমি সেই পুরুষসত্তম পুরাণ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হে ভগবন্! কোন্ মন্ত্রে মানবগণের সংসার হইতে উদ্ধার হয়? সর্ব্বলোকহিতার্থ তাহা আপনি আমার নিকট যথার্থ বলুন। মন্ত্রসমূহ মধ্যে কোন্ মন্ত্র পুরশ্চরণ ব্যতীত সিদ্ধ হয়, এবং একবার মাত্র উচ্চারণে মানবগণকে পরমপদ প্রদান করে? ৫—২০। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি অখিল লোকের হিতাভিলাষী হইয়া সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব সেই গুহ্য মন্ত্র তোমাকে বলিতেছি, মানবগণ এই মন্ত্র দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। অখিল মন্ত্র মধ্যে এই মন্ত্ররত্ন সর্ব্বশুভাবহ এবং একবার মাত্র স্মরণে এই মন্ত্র পরমপদ প্রদান করে। "লক্ষ্মী-নারায়ণম্" এই মন্ত্র সর্ব্ব ফলপ্রদ; "লক্ষ্মী" একমন্ত্র ও "নারায়ণ" অপর মন্ত্র—এই মন্ত্রদ্বয় একত্র বিন্যস্ত হইয়া এই মন্ত্র-রত্নের উদ্ভব হইয়াছে। এই নামময় মন্ত্রের

নামানি মন্ত্ররত্নস্য পর্য্যায়েণ নিবোধত।
তস্যোচ্চারণমাত্রেণ পরিতুষ্টোঽস্মি নিত্যশঃ॥
কুলজো বা তপস্বী বা বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
যজ্ঞদানপরো বাপি সর্ব্বতীর্থোপসেবকঃ॥ ২৫
ব্রতী বা সত্যবাদী বা যতির্বা জ্ঞানবানপি।
মন্ত্রাধিকারী ন ভবেত্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥২৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাস্তথেতরাঃ।
তস্যাধিকারিণঃ সর্ব্বে মম ভক্তাস্তু তে যদি॥২৭
অনন্যশরণানাঞ্চ তথৈবানন্যসেবিনাম্।
অনন্যসাধকানাঞ্চ বক্তব্যো মন্ত্র উত্তমঃ॥ ২৮
আর্ত্তানামাশুফলদং সকৃদেব কৃতো হ্যসৌ।
দৃপ্তানামপি জন্তূনাং দেহান্তরনিবারণঃ॥২৯
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী বাপি প্রজাপতে
সকৃন্মাং শরণং যাতি ততঃ কামানবাপ্নুয়াৎ॥
নাদীক্ষিতায় বক্তব্যং নাভক্তায় চ মানিনে।
নাস্তিকায় ন লুব্ধায় ন শ্রদ্ধাবিমুখায় চ॥৩১
ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং নাসংবৎসরবাসিনে।
কামক্রোধবিমুক্তস্য দম্ভলোভবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩২
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
বক্তব্যং তস্য বিধিবন্মন্ত্ররত্নমনুত্তমম্॥ ৩৩
দেশকালাদিনিয়মানরিমিত্রাদিশোধনম্।
ন্যাসমুদ্রাদিকং তস্য পুরশ্চরণসংযুতম্॥ ৩৪
মচ্চক্রাঙ্কিতদেহত্বং মদীয়ারাধনং তথা।
ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মত্বং মদনন্যশরণ্যতা॥ ৩৫
ময়ি সর্ব্বফলন্যাসো মহাবিশ্বাসপূর্ব্বকম্।
অনন্যসাধনো যত্নস্ত্বকিঞ্চনত্বমাত্মনঃ। ৩৬
অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষাবন্দনাদিবিবর্জ্জনম্।
অনন্যদেবতানাঞ্চ বন্দনং পূজনং তথা॥ ৩৭
এবমাদ্যাস্তু নিয়মাঃ প্রপন্নস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ইত্যাদিগুণযুক্তস্য বক্তব্যং মন্ত্রমুত্তমম্॥ ৩৮
তস্য নারায়ণশ্চাহমৃষির্বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
দেবতা চ শ্রিয়া সার্দ্ধমহং বাৎসল্যসাগরঃ॥ ৩৯
সর্ব্বলোকেশ্বরঃ শ্রীমান্ সুশীলঃ শুভগস্তথা।

এইরূপই পর্য্যায় জানিবে এবং ইহা শরণাগতিদ। এই মহামন্ত্রের উচ্চারণেই আমি নিত্য পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। কুলজ, তপস্বী, বেদবেদাঙ্গপারগ, যজ্ঞদানপরায়ণ, সর্ব্বতীর্থসেবক, ব্রতী, সত্যবাদী, যতি, জ্ঞানী যিনি কেন হউন না, এ মন্ত্রের অধিকারী না হইলে তিনি পরিবর্জ্জনীয়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, এবং শূদ্রেতর যে-কোন জাতি আমার ভক্ত হইলেই এই মন্ত্রের অধিকারী হয়। যাহারা একমাত্র আমাকে আশ্রয় করে, আমার সেবা ও সাধনা করে, তাহাদিগের নিকটেই এই উত্তম মন্ত্র বক্তব্য। আর্ত্ত ব্যক্তিগণ এই মন্ত্র একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে তাহাদিগের পক্ষে ইহা আশু ফলপ্রদ হয় এবং দর্পিতগণেরও এই মন্ত্র পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করে। হে প্রজাপতে! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থকামী, জ্ঞানী ইহারা একবার আমাকে স্মরণ করিয়া অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। অদীক্ষিত, অভক্ত, অভিমানী, নাস্তিক, লুব্ধ, শ্রদ্ধাবিমুখ এবং একবৎসরের অনধিক কাল যিনি গুরুকুলে বাস করেন নাই, ইহাদিগকে এই মন্ত্র প্রদান কর্ত্তব্য নহে। কামক্রোধহীন, দম্ভলোভবিবর্জ্জিত এবং যে ব্যক্তি আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা করে—এইরূপ ব্যক্তিকেই এই উত্তম মন্ত্ররত্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাহারা দেশকালাদি নিয়মসম্পন্ন, শত্রু মিত্রাদি ভেদবুদ্ধিহীন, ন্যাস-মুদ্রাদিবিৎ, পুরশ্চরণপূত, আমার চক্রচিহ্নাদি দ্বারা অঙ্কিতদেহ, আমার আরাধনারত এবং যাহারা আমাতে কর্ম্ম ন্যস্ত করে, আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও আশ্রয় ও সাধন করে না, দৃঢ়বিশ্বাসপূর্ব্বক আমাতেই কর্ম্মফল অর্পণ করে, নিজের অকিঞ্চনত্ব অনুভব করে, অবৈষ্ণবদিগের সহিত সম্ভাষা ও তাহাদের বন্দনাদি বর্জ্জন করে, অন্যদেবতার বন্দন পূজন করে না, এইরূপ নিয়মসম্পন্ন ব্যক্তিগণই আমার প্রপন্ন বলিয়া কথিত হয়; আর এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিকেই এই উত্তম মন্ত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য।২১—৩৮। ঐ মন্ত্রের ঋষি—সনাতন নারায়ণ বিষ্ণু আমি,—দেবতা,

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সদাপূর্ণমনোরথঃ॥ ৪০
সর্ব্বগঃ সর্ব্ববন্ধুশ্চ কৃপাপীযূষসাগরঃ।
শ্রীমন্নারায়ণশ্চাহং দেবতা সমুদাহৃতঃ॥৪১
ছন্দস্তু দেবী গায়ত্রী পঞ্চবিংশাক্ষরাত্মিকা।
দ্বিঃসপ্তষট্ত্রিপঞ্চদ্বিষড়ঙ্গানি নিয়োজয়েৎ॥ ৪২
লক্ষ্ম্যা মদনপায়িন্যা মাং ধ্যায়েদ্বিশ্বরূপিণম্।
চক্রশঙ্খগদাপদ্মপাণিনং দিব্যরূপিণম্॥ ৪৩
বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সার্দ্ধং পূজয়েৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
অনেন মন্ত্ররত্নেন গন্ধপুষ্পনিবেদনৈঃ।
সকৃৎ সম্পূজ্যমানোঽপি সন্তুষ্টোঽস্মি প্রজাপতে

ব্রহ্মোবাচ।

সম্যগুক্তং ত্বয়া নাথ রহস্যমিদমুত্তমম্।
মন্ত্ররত্নপ্রভাবশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো নৃণাম্॥ ৪৫
পিতা ত্বং সর্ব্বলোকানাং মাতা ত্বং গুরুরেব চ
প্রভু স্বামী সখা ভ্রাতা গতিস্ত্বং শরণং সুহৃৎ॥৪৬
অহন্তু তব দেবেশ দাসঃ শিষ্যস্তথা সুহৃৎ।
তস্মান্মম দয়াসিন্ধো প্রোক্তবানিদমুত্তমম্॥৪৭

অধুনা মন্ত্ররত্নস্য দীক্ষাং সম্যগ্বিধানতঃ।
ব্রূহি সর্ব্বত্র তত্ত্বেন লোকানাং হিতকাম্যয়া॥৪৮

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রদীক্ষাবিধিং পরম্।
আচার্য্যং সংশ্রয়েৎ পূর্ব্বং মদাশ্রয়ণসিদ্ধয়ে॥ ৪৯
আচার্য্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রভক্তশ্চ সদা মন্ত্রাশ্রয়ঃ শুচিঃ॥ ৫০
সৎসম্প্রদায়সংযুক্তো ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদঃ।
অনন্যসাধনশ্চৈব তথানন্যপ্রয়োজনঃ॥৫১
ব্রাহ্মণো বীতরাগশ্চ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ।
সদ্বৃত্তৌ শাসিতা চৈব মুমুক্ষুঃ পরমাত্মবিৎ॥৫২
এবমাদিগুণোপেত আচার্য্যঃ সমুদাহৃতঃ।
আচারাঙ্গ্রাসয়েদ্যস্তু স আচার্য্য ইতীরিতঃ॥৫৩
যস্ত্বাচার্য্যপরাধীনঃ সদ্বৃত্তৌ স্থাস্যতে যদি।
শাসনে স্থিরবৃত্তশ্চ শিষ্যঃ সদ্ভিরুদাহৃতঃ॥ ৫৪
এবং লক্ষণসংযুক্তং শিষ্যং সর্ব্বগুণান্বিতম্।

বাৎসল্যসাগর সর্ব্বলোকেশ্বর শ্রীমান্ সুশীল সুভগ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সদাপূর্ণমনোরথ সর্ব্বগ সর্ব্ববন্ধু কৃপাপীযূষসাগর সলক্ষ্মীক আমি; ছন্দঃ পঞ্চবিংশত্যক্ষরা দেবী গায়ত্রী। মূলোক্ত নিয়মে এই মন্ত্রের ষড়ঙ্গ যোজিত করিতে হইবে। তার পর মদনপায়িনী লক্ষ্মীর সহিত আমার চক্র-শঙ্খ-গদাপদ্মপাণি দিব্য বিশ্বরূপের ধ্যান করিবে—লক্ষ্মী আমার বাম ক্রোড়ে উপবিষ্টা রহিয়াছেন। অতঃপর প্রয়ত ও শুচি হইয়া গন্ধ-পুষ্প নিবেদন পুরঃসর মন্ত্ররত্ন দ্বারা আমার পূজা করিবে। হে প্রজাপতে! আমি একবার মাত্র এইরূপে পূজিত হইলেও সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নাথ! আপনি এই উত্তম রহস্য এবং মানবগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্ররত্নের যে প্রভাব বর্ণন করিলেন, ইহা অতি উত্তম। আপনি সর্ব্বলোকের পিতা, মাতা, গুরু, স্বামী, সখা, ভ্রাতা, গতি, শরণ ও সুহৃৎ; হে দেবেশ! আমি আপনার দাস শিষ্য ও বান্ধব, হে কৃপাসিন্ধো! তাই আপনি দয়া করিয়া আমার নিকট উত্তম রহস্য প্রকাশ করিলেন। সম্প্রতি লোকহিতার্থ আপনি ঐ মন্ত্ররত্নের দীক্ষাপ্রণালী যথাবিধি বর্ণন করুন। ৩৯—৪৮। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস! মন্ত্রদীক্ষার উত্তম বিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য প্রথমে আচার্য্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে। যিনি বেদসম্পন্ন, বিষ্ণুভক্ত, বিমৎসর, মন্ত্রভক্ত সতত মন্ত্রাশ্রয়, শুচি, সৎসম্প্রদায়ী, ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদ, ব্রাহ্মণ, বীতরাগ, ক্রোধ-লোভহীন, সদ্বৃত্তিতে বর্ত্তমান, মুমুক্ষু, পরমাত্মবিৎ এবং যিনি একনিষ্ঠ সাধক, যিনি ভজন ভিন্ন অন্য প্রয়োজনে নিমগ্ন হন না, এবম্বিধ গুণযুক্ত ব্যক্তিই আচার্য্য বলিয়া আখ্যাত হন। বস্তুতঃ যিনি আচার নিয়মের উপদেশ প্রদান করেন তাঁহাকেই আচার্য্য বলা যায়। আর যিনি আচার্য্যের অধীন হইয়া শাসিত হন, সদ্বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকেন এবং আচার্য্যের শাসনে স্থিরবুদ্ধি হন, সাধুগণ তাহাকেই শিষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আচার্য্য এই সকল লক্ষণান্বিত সর্ব্বগুণযুক্ত শিষ্যকে

অধ্যাপয়েদ্বিধানেন মন্ত্ররত্নমনুত্তমম্ ॥ ৫৫
দ্বাদশ্যাং শ্রবণে বাপি কস্মিংশ্চিদ্বৈষ্ণবে দিনে।
সদাচার্য্যোপসম্প্রীতৌ তত্র দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুবর্ণেন প্রকারয়েৎ।
রৌপ্যেণ বাপি তাম্রেণ কাংস্যেনাপি প্রকারয়েৎ
স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈঃ শুদ্ধৈরর্চ্চয়েৎ পুরতো মম।
অর্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তন্মন্ত্রেণ বিধানতঃ ॥ ৫৮
তত্র সংস্থাপয়েদগ্নিং স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ।
আচার্য্যো জুহুয়াদাজ্যং মন্ত্রেণার্থ দ্বিজোত্তমঃ ॥
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরন্তু বা।
জুহুয়ান্মন্ত্ররত্নেন তথান্যৈর্বৈষ্ণবৈঃ শুভৈঃ ॥ ৬০
মন্ত্রৈঃ পুরুষসূক্তাদ্যৈর্জুহুয়াদ্ঘৃতপায়সম্।
তস্মিন্নগ্নৌ ক্ষিপেচ্চক্রং শঙ্খঞ্চ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৬১
ষড়ক্ষরেণ জুহুয়াদাজ্যং বিংশতিসংখ্যয়া।
প্রতপ্তং চক্রমাদায় মন্ত্রেণৈব তথা গুরুঃ ॥ ৬২
শঙ্খেনৈবাঙ্কনং কুর্য্যাদ্বাহ্বোর্দক্ষিণসব্যয়োঃ।
হোমশেষং সমাপ্যাথ পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥
ততঃ কলসমাদায় পবিত্রোদকপূরিতম্।
মন্ত্রেণৈবাভিমন্ত্র্যাথ তস্য মূর্দ্ধ্যভিষেচয়েৎ ॥ ৬৪
সিতবস্ত্রধরং সম্যগাচান্তং বিনয়ান্বিতম্।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং শিষ্যং মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্গুরুঃ ॥ ৬৫
মন্ত্রার্থঞ্চ প্রবক্তব্যো বৃত্তিশ্চৈব বিশেষতঃ।
লব্ধমন্ত্রস্তদাচার্য্যং পূজয়েদ্ভূষণাদিভিঃ ॥ ৬৬
অনেন বিধিনা মন্ত্রং যোহগৃহ্নীতে বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ
ততঃ স বৈষ্ণবং যাতি নান্যথা সুরসত্তম ॥৬৭

নারদ উবাচ।

এবমুক্তা বিধাতারং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
স্বচক্রেণাঙ্কয়িত্বা তু তস্মৈ মন্ত্রং দদৌ স্বয়ম্ ॥
সর্ব্বলোকেশ্বরো দেবো ব্রহ্মা মম পিতা প্রভুঃ।
মমাপি বিধিবন্মন্ত্রং স দদৌ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬৯
তস্মাদ্যূয়ং মুনিশ্রেষ্ঠা ধারয়িত্বা সুদর্শনম্।

দ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্র অথবা কোন বৈষ্ণব দিনে বিধিপূর্ব্বক এই অনুত্তম মন্ত্ররত্ন অধ্যয়ন করাইবেন। অথবা আত্মপ্রীতি অনুসারে তিনি সকল কালেই দীক্ষা প্রদান করিতে পারেন। সুবর্ণ, রজত, তাম্র বা কাংস্য দ্বারা সুদর্শনচক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ অঙ্কিত করিয়া শুদ্ধ পঞ্চামৃত দ্বারা তাহাকে স্নান করাইয়া তাহাতে আমার পূজা করিবে। পূজা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররত্নে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি করিতে হইবে। অনন্তর দ্বিজসত্তম আচার্য্য যথাবিধি স্বগৃহ্যোক্ত বহ্নি স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত আজ্যাহুতি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররত্ন দ্বারা প্রদান করিবেন; শুভদর্শন অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পুরুষসূক্তাদি মন্ত্রে সেই হুতাশনে ঘৃত ও পরম আহুতি প্রদান করিবেন। তারপর দ্বিজোত্তম আচার্য্য সেই অগ্নিতে শঙ্খচক্র নিক্ষেপ করিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্রে বিংশতিসংখ্যক আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর গুরু প্রতপ্ত শঙ্খ ও চক্র গ্রহণ করিয়া ষড়ক্ষর মন্ত্রে শিষ্যের বাম ও দক্ষিণ বাহু অঙ্কিত করিবেন। অনন্তর হোমশেষ সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার পূজা করিবেন; তার পর পবিত্র বারিপূর্ণ কলস গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শিষ্যের মস্তকে অভিষেক করিবেন। অনন্তর শিষ্য শ্বেতবস্ত্র পরিধান, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ও আচমন করিলে সেই বিনীত শিষ্যকে আচার্য্য মন্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন এবং মন্ত্রার্থ বলিয়া দিয়া তাহার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। শিষ্য এইরূপে গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিয়া ভূষণাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। হে সুরসত্তম! যে ব্যক্তি বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে এইরূপ বিধিতে মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহার বৈষ্ণবলোকে গতি হয়, ইহার অন্যথা হয় না।৪৯-৬৭। নারদ কহিলেন,—হরি এইরূপ কহিয়া স্বীয় চক্র দ্বারা মৎপিতা বিধাতাকে অঙ্কিত করত স্বয়ং তাঁহাকে মন্ত্রপ্রদান করিলেন। হে মুনিসত্তমগণ! সর্ব্বলোকেশ্বর মৎপিতা প্রভু ব্রহ্মা আমাকেও এইরূপ বিধানে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব হে দ্বিজগণ!

নারায়ণপদদ্বন্দ্বং গচ্ছধ্বং শরণং দ্বিজাঃ ॥ ৭০
বসিষ্ঠ উবাচ।
ইত্যুক্তা মুনয়ঃ সর্ব্বে নারদেন সুরর্ষিণা।
দ্বয়াধিকারিণঃ সর্ব্বে যাতা বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজর্ষে বিষ্ণুসাযুজ্যমিচ্ছসি।
দীক্ষামার্গবিধানেন ধারয়িত্বা সুদর্শনম্ ॥ ৭২
নারায়ণপদদ্বন্দ্বং তদেকং শরণং ব্রজ।
সর্ব্বলোকেশ্বরঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ৭৩
মমাপি নারদস্যাপি প্রোক্তবান্ মন্ত্রমুত্তমম্।
শৌনকাদিমহর্ষীণাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম্ ॥ ৭৪
নারদঃ প্রদদৌ মন্ত্রং প্রপত্তিং শরণাগতিম্।
এতদ্গুহ্যতমং রাজন্ ন জানন্তি মহর্ষয়ঃ ॥ ৭৫
দেবতাশ্চ ন জানন্তি সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ দানবাঃ।
ময়াপি প্রাপিতো মন্ত্রং শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ ॥ ৭৬
ইদং রহস্যং পরমং লক্ষ্মীনারায়ণং দ্বয়ম্।
রাজংস্তবাপি বক্ষ্যামি প্রপত্তিশরণাগতিম্ ॥ ৭৭
দ্বয়াৎপরতরং মন্ত্রং নাস্তি সত্যং ব্রবীমি তে।

আপনারাও সুদর্শন ধারণ করিয়া নারায়ণ-পদদ্বন্দ্বের শরণাপন্ন হউন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক মুনিগণ এইরূপে অভিহিত হইয়া মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব হে রাজর্ষে! তুমি যদি বিষ্ণুসাযুজ্যলাভে অভিলাষী হও, তবে দীক্ষামার্গবিধানে সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া একমাত্র নারায়ণ-পাদযুগলের শরণ গ্রহণ কর। ত্রিভুবননাথ সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা আমাকে ও নারদকে এই উত্তম মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তারপর নারদ নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষিগণকে এই শরণাগতিদ মন্ত্র প্রদান করেন। হে রাজন্! এই মন্ত্র অতি গুহ্য; মহর্ষি, দেব, সিদ্ধ, সাধ্য ও দানবগণ ইহা বিদিত নহে। আমিও শক্তিপুত্র পরাশরকে এইমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলাম। হে রাজন্! লক্ষ্মী-নারায়ণ এই নামদ্বয়াত্মক পরম মন্ত্র অতি গুহ্য, এই শরণাগতিদ মন্ত্র তোমাকেও কহিলাম। তোমায় আরও বলিতেছি—

অস্মাৎ পরতরং ধর্ম্মং নাস্তি লোকেষু কিঞ্চন ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা।
নারায়ণাৎ পরো দেবো নাস্তি মুক্তিপ্রদো নৃণাম্ ॥ ৭৯
তৎসেবৈব ভবেন্মোক্ষঃ সর্ব্বকর্ম্মনিকৃন্তনঃ ॥ ৮০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বশিষ্ঠদিলীপবিদ্যোপদেশো নাম ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

দিলীপ উবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বমাচক্ষ্ব হরিভক্তিসুধাময়ম্।
শৃণ্বতো নৈব তৃপ্তির্মে বিষ্ণুভক্তিং সুধাবহাম্ ॥
তাপত্রয়মহাজ্বালাবহ্নিভিঃ সততং নৃণাম্।
সন্তপ্তানাং মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তিসুধার্ণবম্ ॥ ২
বিনা কিমন্যচ্ছরণং ভবারণ্যে ভয়ানকে।

এই নামদ্বয়াত্মক মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন মন্ত্র নাই। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই মন্ত্র বলিয়াছিলেন অতএব কোন লোকেই ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম আর নাই। নারায়ণ ভিন্ন মানবমুক্তিদ আর কোন দেবতা নাই; কেননা তাঁহার ভজনই মানবগণের মোক্ষ ও সর্ব্বকর্ম্মবন্ধনের ছেত্তা। ৬৮—৮০।

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২৩॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দিলীপ বলিলেন,—হে ভগবন্! হরি-ভক্তিসুধাময় সর্ব্ববিধ উপদেশ কীর্ত্তন করুন, এই সুধাবহ বিষ্ণুভক্তির কথা শুনিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। হে মুনিসত্তম! মহাজ্বালাময় তাপত্রয়বহ্নিতে সতত দগ্ধ মানবগণের বিষ্ণুভক্তিরূপ সুধাসাগর ব্যতীত ভয়ানক ভবারণ্যে আর কিছু শরণ্য নাই।

আচক্ষ বিস্তরেণাথ ভক্তিভেদান্মহামুনে।
উপাস্যমানান্ সততং মুনিভিঃ পরমাত্মনঃ॥ ৩
বসিষ্ঠ উবাচ।
সাধু পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সংসারোত্তারণং নৃণাম্।
বৈকুণ্ঠস্য পরেশস্য ভক্তিং নিত্যসুখাবহাম্॥ ৪
ইমমেব মহাপ্রশ্নং কৈলাসশিখরে পুরা।
পপ্রচ্ছ গিরিজা দেবী শঙ্করং লোকপূজিতম্॥৫
পার্ব্বত্যুবাচ।
দেবদেব মহাদেব ত্রিপুরঘ্ন সুরেশ্বর।
বিষ্ণুভক্তিং মমাচক্ষ মুক্তিদাং সর্ব্বদেহিনাম্॥৬
উপাস্যভেদান্ মন্ত্রাংশ্চ তস্য পূজাবিধীংস্তথা।
তস্য বিষ্ণোঃ স্বরূপঞ্চ তদ্বিভূতির্গুণাদিকম্॥৭
তস্য লোকস্বরূপঞ্চ যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে।
সর্গস্থিতিলয়ং যেন করোতি ভগবান্ হরিঃ॥ ৮
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ।
যেন কেন চ কৃত্যেন সাধনেন পরম্পদম্॥ ৯
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ পাপা বিষয়াসক্তচেতসঃ।
বিস্তরেণ ময়ি প্রীত্যা ব্রূহি সর্ব্বনশেষতঃ॥ ১০
বসিষ্ঠ উবাচ।
ইতি পৃষ্টো মহাদেব্যা হরস্ত্রিপুরহা তদা।
উবাচ পরমপ্রীত্যা নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্॥ ১১
মহাদেব উবাচ।
সাধু সাধু মহাদেবি সর্ব্বলোকহিতৈষিণি।
সাধু পৃচ্ছসি মাং দেবি শ্রীশমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥১২
ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি বিষ্ণুভক্তাসি পার্ব্বতি।
পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্রে শীলরূপগুণৈঃ সদা॥
অথ বক্ষ্যামি গিরিজে ভগবদ্ভক্তিমুত্তমাম্।
তন্মন্ত্রাণাং বিধানঞ্চ স্বরূপং তস্য শার্ঙ্গিণঃ॥ ১৪
তত্রং নারায়ণো বিষ্ণুর্বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ॥
অচ্যুতঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ শাশ্বতঃ শিব ঈশ্বরঃ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু রুদ্রঃ সাক্ষী প্রজাপতিঃ।
যজ্ঞো যজ্ঞপতিঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণঃ পতিরেব চ।
হিরণ্যগর্ভঃ সবিতা লোককৃল্লোকভৃদ্বিভুঃ॥ ১৭

হে মহামুনে! মুনিগণ পরমাত্মা সম্বন্ধে যে বিবিধ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ভক্তিভেদ বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, কেননা ইহা সংসারী মানবগণের তারণক্ষম। পরেশ বৈকুণ্ঠপতির প্রতি ভক্তি নিত্য সুখাবহ। পূর্ব্বে কৈলাসশিখরে গিরিজা দেবী লোকপূজিত শঙ্করকে এই মহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! সর্ব্বদেহীর মুক্তিদা বিষ্ণুভক্তি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে ত্রিপুরঘ্ন! উপাস্যভেদ, মন্ত্র, বিষ্ণুপূজা-বিধি, বিষ্ণুস্বরূপ, তাঁহার বিভূতি ও গুণাদি কীর্ত্তন করুন। হে সুরেশ্বর! জীব তাঁহার যে লোকস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আগমন করে না, ভগবান্ হরি যেরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করেন, জীব যে হরির পরম ধামে গমন করিয়া পুনরায় সংসার-প্রবিষ্ট হয় না, বিষয়াসক্তচিত্ত পাপী নরগণও যেরূপ কার্য্য ও যেরূপ সাধনা দ্বারা তাঁহার পরমপদ প্রাপ্ত হয়, আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ এ সকল বিস্তারপূর্ব্বক নিঃশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—ত্রিপুরহা হর মহাদেবী গিরিজা কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া জনার্দ্দনকে নমস্কারপূর্ব্বক পরম প্রীতি-ভাবে বলিতে লাগিলেন। ১—১১। মহাদেব বলিলেন,—সাধু সাধু, হে মহাদেবি! হে সর্ব্ব-লোকহিতৈষিণি! তুমি আমাকে শ্রীপতির উত্তম মাহাত্ম্য বিষয়ক সাধু প্রশ্ন করিয়াছ। হে দেবি পার্ব্বতি! তুমি ধন্যা কৃতপুণ্যা ও বিষ্ণুভক্তা; হে ভদ্রে! তোমার স্বভাব রূপ ও গুণে আমি সর্ব্বদা পরিতুষ্ট। হে গিরিজে! অনন্তর আমি তোমার নিকট উত্তম ভগবদ্‌ভক্তি ও মন্ত্রবিধান এবং সেই শার্ঙ্গপাণির স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি। তিনি নারায়ণ, বিষ্ণু, বাসুদেব, সনাতন, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম, পরমজ্যোতিঃ, পরাৎপর, অচ্যুত, পুরুষ, কৃষ্ণ, শাশ্বত, শিব, ঈশ্বর নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, রুদ্র, সাক্ষী, প্রজাপতি, যজ্ঞ, সাক্ষাৎ যজ্ঞপতি, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ,

অকারবাচ্যো ভগবান্ শ্রীভূমীলাপতিঃ প্রভুঃ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৮
সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা হ্যত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৯
অনন্তঃ শ্রীপতী রামো গুণভৃন্নির্গুণো মহান্।
সর্ব্বলোকেশ্বরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥২০
তস্য লোকপ্রধানস্য জগন্নাথস্য পার্ব্বতি।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য যচ্ছক্যং তদ্ব্রবীমি তে
অশক্যং তন্ময়া বক্তুং ব্রহ্মণা সহ দৈবতৈঃ।
সর্ব্বোপনিষদামর্থং বেদান্তে পরিনিশ্চিতম্ ॥২২
তস্যোপাসনভেদাংশ্চ শৃণু বচ্মি পুনঃ পৃথক্।
আদ্যন্ত বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ॥
ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ।
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামস্মরণং তথা ॥ ২৪
কীর্ত্তনং শ্রবণং চৈব বন্দনং পাদসেবনম্।
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনম্ ॥
তদীয়ানাঞ্চ সেবা চ দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠিতম্।
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥২৬
ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
সর্ব্বেষামেব দেবানাং মমাপি পুরুষোত্তমঃ ॥২৭
পূজনীয়ো হরির্নিত্যং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তস্মাত্তু ব্রাহ্মণো নিত্যং বিধিবৎ পূজয়েদ্ধরিম্।
তচ্চিহ্নৈরঙ্কিতঃ শ্রীশপদং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
শঙ্খচক্রাঙ্কনং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণো বাহুমূলয়োঃ ॥২৯
হুতাগ্নিনৈব সন্তপ্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
চক্রং বা শঙ্খচক্রে বা তথা পঞ্চায়ুধানি বা ॥৩০
ধারয়িত্বৈব বিধিবদ্ব্রহ্মকর্ম্ম সমারভেৎ ॥ ৩১
অগ্নিতপ্তং পবিত্রঞ্চ ধৃত্বা বৈ ভুজমূলয়োঃ।
ত্যক্তা যমপুরং ঘোরং যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্
চক্রচিহ্নবিহীনস্তু যঃ পূজয়তি কেশবম্ ॥ ৩২
তৎসর্ব্বং বিফলং যাতি পূজামন্ত্রজপাদিকম্।
অগ্নিতপ্তেন চক্রেণ ব্রাহ্মণো বাহুমূলয়োঃ ॥ ৩৩
অঙ্কয়িত্বা জপন্মন্ত্রং সংসারান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।

সবিতা, লোককৃৎ, লোকভৃৎ, বিভু, অকার বাচ্য, ভগবান্, শ্রী-ভূমি-ইলাপতি, প্রভু, অনন্ত, শ্রীপতি, রাম, গুণভৃৎ, বিভু নির্গুণ, মহান্, সর্ব্বলোকেশ্বর, শ্রীমান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বতোমুখ। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্রপাদ; সেই বিশ্বাত্মা সর্ব্বভূমি স্পর্শ করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল বর্দ্ধিতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছিলেন। হে পার্ব্বতি! সেই লোকোত্তম জগন্নাথ মুক্তিদাতা, অন্নময় কোষের বিশুদ্ধি না হইলে তাহার মাহাত্ম্য বিষয়ে অল্পমাত্রও ধারণা করা যায় না। আমি সেই বাসুদেবের মাহাত্ম্য যথাশক্তি তোমার নিকট বলিতেছি। ব্রহ্মার সহিত সমস্ত দেবতারাও তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন। সর্ব্ববিধ সংসারবন্ধননিবৃত্তির জন্য বেদান্তে যাঁহার মাহাত্ম্য সুনিশ্চিত হইয়াছে, তাঁহার উপসনাভেদ পুনরায় পৃথক্‌ভাবে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমেই হরির শঙ্খচক্র-চিহ্নধারণ বৈষ্ণববিধি কথিত হয়; তারপর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, মন্ত্রপরিগ্রহ, পূজা-জপ, ধ্যান, বিষ্ণুনামস্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, বন্দন, পাদসেবা, পাদোদকপান, প্রসাদ-ভোজন, বৈষ্ণবসেবা, দ্বাদশীব্রতাচরণ এবং তুলসীরোপণ, দেবদেব শার্ঙ্গধরের এই ষোড়শবিধ ভক্তি ভববন্ধনবিমুক্তির জন্য কথিত হয়। পুরুষোত্তম হরি—সর্ব্বদেবের, আমার, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের নিত্য পূজ্য; অতএব ব্রাহ্মণ নিত্য বিধিপূর্ব্বক হরির পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণ শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নে অঙ্কিতদেহ হইয়া নিঃসংশয় শ্রীপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ উভয় বাহুমূলে শঙ্খচক্র অঙ্কিত করিবেন, এবং সর্ব্বপাপশান্তির জন্য যজ্ঞীয় অগ্নি দ্বারা প্রতপ্ত করিয়া কেবল চক্রচিহ্ন কিংবা উভয় শঙ্খচক্র চিহ্ন অথবা পঞ্চায়ুধচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক যথাবিধি ব্রহ্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।১২—৩১। দ্বিজ উভয় ভুজমূলে অগ্নিতপ্ত পবিত্র ধারণ করিয়া ঘোর যমপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি চক্রচিহ্নবিহীন হইয়া কেশবের পূজা করে, তাহার পূজা ও মন্ত্র-জপাদি নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ উভয় ভুজ-

সুদর্শনং ধারয়িত্বা বহ্নিতপ্তং দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩৪
উপনীয় বিধানেন পশ্চাৎ কর্ম্মসু যোজয়েৎ।
বিষ্ণুচক্রবিহীনন্তু যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি॥ ৩৫
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বং নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ
বিষ্ণুচক্রাঙ্কিতং বিপ্রং পূজয়েচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥ ৩৬
বিষ্ণুচক্রবিহীনন্তু প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।
দদ্যাদ্গোভূহিরণ্যাদি চক্রাঙ্কিতভুজায় বৈ॥
যদ্দত্তং চক্রহীনায় তৎ সর্ব্বমসুরায় বৈ।
অগ্নিতপ্তেন চক্রেণ বাহুমূলে তু লাঞ্ছিতাঃ॥৩৮
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
হুতাগ্নিতপ্তচক্রেণ শরীরং যস্য চিহ্নিতম্॥ ৩৯
তস্য তীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সম্প্রাপ্তা নাত্র সংশয়ঃ।
অধৃত্বা বিধিনা চক্রং ব্রাহ্মণঃ প্রাকৃতো ভবেৎ
ন তস্য কিঞ্চিদশ্নীয়াদপি ক্রতুসহস্রিণঃ।
অধৃত্বা বিধিনা চক্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ॥৪১
গর্হিতং সর্ব্বলোকেষু ব্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যুতো ভবেৎ
শঙ্খচক্রধরো দেবো হরিঃ পূজ্যো যথাখিলৈঃ।
তথৈব সর্ব্বৈঃ সম্পূজ্যো বিপ্রশ্চক্রাদিচিহ্নিতঃ
সর্ব্ববেদবিদো বাপি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ ৪৩
অধৃত্বা বিধিনা চক্রং ব্রাহ্মণো পতিতো ভবেৎ
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু শঙ্খচক্রবিবর্জ্জিতঃ॥ ৪৪
তং গর্দ্দভে সমারোপ্য বহিঃ কুর্য্যাৎ স্বপত্তনাৎ
প্রকৃতিস্পর্শরহিতো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৪৫
তথৈব ব্রাহ্মণো দেবি বিষ্ণুচক্রেণ চিহ্নিতঃ।
তস্মাৎ প্রকৃতিসংসর্গপাপৌঘদহনং হরেঃ॥ ৪৬
প্রতপ্তং বিভৃয়াচ্চক্রং শঙ্খঞ্চ ভুজমূলয়োঃ।
স্ত্রীশূদ্রাণাং সদা ধার্য্যং চন্দনেন সুগন্ধিনা॥৪৭
বাহুমূলে লিখেচ্চক্রং তপ্তন্তু ব্রাহ্মণস্য বৈ।
তপ্তেনৈবাঙ্কনং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণস্য বিধানতঃ॥ ৪৮
শ্রৌতস্মার্ত্তাদিসিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ তথৈব চ।
হরেঃ পূজাধিকারার্থং চক্রং ধার্য্যং বিধানতঃ॥

মূলে অগ্নিতপ্ত চক্রদ্বারা চিহ্ন করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সংসার হইতে মুক্ত হন। দ্বিজোত্তম বহ্নিতপ্ত সুদর্শন-চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক যথাবিধি উপনীত হইয়া পরে নিজকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। যে ব্যক্তি বিষ্ণুচক্রবিহীন দ্বিজকে শ্রাদ্ধে ভোজন করায়, তাহার সে শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হয়, এবং তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন। শ্রাদ্ধে বিষ্ণুচক্রাঙ্কিত বিপ্রকে পূজা ও বিষ্ণুচক্রবিহীন বিপ্রকে যত্নপূর্ব্ব বর্জ্জন করিবে। যাঁহার ভুজ চক্রচিহ্নিত, তাঁহাকে গো, ভূমি ও স্বর্ণাদি দান করিবে; কেননা, চক্রচিহ্নহীন ব্যক্তিকে যাহা দান করা হয়, তাহা আসুরিক হইয়া থাকে। যাঁহাদের বাহুমূল অগ্নিতপ্ত চক্রদ্বারা চিহ্নিত, তাঁহারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। যজ্ঞীয় অগ্নি দ্বারা যাঁহার তপ্ত চক্রে শরীর চিহ্নিত, তিনি সমস্ত তীর্থ ও যজ্ঞফল লাভ করেন। ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক চক্র ধারণ না করিলে প্রাকৃত বলিয়া কথিত হয়, সে ব্যক্তি সহস্র যজ্ঞ করিলেও তাহার কোন বস্তু ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। বিধিপূর্ব্বক চক্র ধারণ না করিলে মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণও সর্ব্বলোকে গর্হিত হন এবং তিনি ব্রাহ্মণ্য হইতে চ্যুত হইয়া থাকেন। শঙ্খচক্রধর হরি যেমন সর্ব্বলোকপূজ্য, তদ্রূপ চক্রাদিচিহ্নিত বিপ্রও সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক পূজিত হন। সর্ব্ববেদবিৎ কিংবা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইলেও বিপ্র বিধিপূর্ব্বক চক্রধারণ না করিলে পতিত হন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও শঙ্খচক্রবিহীন বিপ্রকে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবে। বাসুদেব জনার্দ্দন যেরূপ প্রকৃতির স্পর্শরহিত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও চক্রচিহ্নিত হইয়া প্রকৃতির অতীত হইতে সমর্থ হন; অতএব হে দেবি! প্রকৃতিস্পর্শজনিত পাপরাশিবিনাশে দহনস্বরূপ হরির প্রতপ্ত শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন বিপ্র বাহুমূলে ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক বাহুমূলে তপ্ত চক্র চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিবেন; আর স্ত্রী শূদ্রগণের বাহুমূলে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা লিখিত চিহ্ন ধারণ বিধেয়। ৩২—৪৮। শ্রৌত ও স্মার্ত্তাদি কার্য্য, মন্ত্রসিদ্ধি, বিষ্ণুপূজা, বৈষ্ণবত্ব এবং জ্ঞানসিদ্ধির জন্য বিধিপূর্ব্বক চক্র ধারণ

বৈষ্ণবত্বস্য সিদ্ধ্যর্থং জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমেব চ।
প্রতপেচ্চক্রশঙ্খাভ্যাং হুত্বা হোমং বিধানতঃ॥
অন্যৈর্ন দাহয়েদ্গাত্রং ব্রাহ্মণো হরিলাঞ্ছনাৎ।
শঙ্খচক্রগদাখড়্গশার্ঙ্গাদিভৈর্হরেরপি॥ ৫১
লক্ষণেন দহেদ্দেহং নান্যদস্তোঽর্হতি ক্রিয়াম্।
অচক্রধারিণং বিপ্রং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫২
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ৫৩
তস্মাত্তু বিধিনা চক্রং ধার্য্যং বিপ্রৈঃ শুভাননে
ব্রাহ্মণা মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ চ জ্ঞানসিদ্ধ্যৈ চ মুক্তয়ে॥৫৪
অপ্রাকৃতা মহাত্মানো বিষ্ণুচক্রেণ লাঞ্ছিতাঃ।
বিষ্ণুচক্রবিহীনাস্ত ব্রাহ্মণাঃ প্রাকৃতাঃ স্মৃতাঃ॥৫৫
সর্ব্বাশ্রমেষু বসতাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
বিধিনা বৈষ্ণবং চক্রং ধার্য্যং হি শ্রুতিনোদনাৎ
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্।
বামে তু শঙ্খং বিভৃয়াদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

এবং মহোপনিষদি প্রোক্তং চক্রাদিধারণম্।
তথৈব সাম্নি যজুষি ঋচি প্রোক্তং শুভাননে॥
প্রতে বিষ্ণো অজজক্রে পবিত্রে
জন্মান্তোবিং তর্ত্তবে চর্ষণীন্দ্রাঃ।
মূলে বাহ্বোর্দ্দধতেঽন্যে পুরাণা
লিঙ্গান্যঙ্গে তাবকান্যর্পয়ন্তি॥ * ৫৯
চক্র পবিত্রং বিততং পুরাণং বাঙ্ময়ং শুভম্।
তেন চক্রেণ সন্তপ্তাস্তরেয়ুঃ পাতকাম্বুধিম্॥ ৬০
পবিত্রং ব্রাহ্মণস্পত্যং জগদ্ব্যাপ্তং হরেঃ সদা।
তেনাতপ্তা তনুর্যেষাং ন তে যান্তি পরম্পদম্॥
তেন তপ্তা তনুর্যে যাং তে প্রয়ান্তি পরম্পদম্।
পবিত্রং চরণং নেমির্হরেশ্চক্রং সুদর্শনম্॥ ৬২
সহস্রারং প্রাকৃতঘ্নং লোকদ্বারং মহৌজসম্।
নামানি বিষ্ণুচক্রস্য পর্য্যায়েণ নিবোধ মে॥ ৬৩
শুদ্ধেন বহ্নিতপ্তেন ব্রহ্মন্তেন পুনীহি নঃ।
যত্তে পবিত্রমর্চ্চির্বদগ্নে তেন পুনীহি নঃ॥ ৬৪
যেন দেবাঃ পবিত্রেণ আত্মানং পুনতে সদা।

কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ হরিচক্রাদি চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্নে দেহ দাহ করিবেন না; এই চিহ্নধারণের বিধি এই যে, যথাবিধি হোম করিয়া সেই হোমবহ্নিতে তপ্ত চক্র ও শঙ্খ দ্বারা চিহ্ন করিবে। হরির শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শার্ঙ্গায়ুধ চিহ্ন দ্বারা দেহ দগ্ধ করিবে, কেননা, অন্য চিহ্ন দ্বারা দগ্ধদেহ দ্বিজ কর্ম্মার্হ নহে। যে বিপ্র চক্রধারণ করে না, তাহাকে দূরে পরিবর্জ্জন করিবে। অবৈষ্ণব বিপ্রকে লোকে কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডালের ন্যায় দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন, অতএব হে শুভাননে! বিপ্রগণ বিধিপূর্ব্বক চক্রধারণ করিবেন। অপ্রাকৃত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি ও মুক্তির জন্য স্বদেহ চক্রচিহ্নিত করিবেন। সর্ব্বাশ্রমবাসী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুচক্রহীন হইলে তাহারা প্রাকৃত বলিয়া প্রখ্যাত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবচক্র ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবিদ্গণ বলেন,—বিপ্র দক্ষিণভুজে সুদর্শনচক্র এবং বামভুজে শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিবেন। এইরূপ মহোপনিষদে চক্রাদি চিহ্ন ধারণের কথা উক্ত হইয়াছে। হে শুভাননে! সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদেও "প্রতে বিষ্ণো" * ইত্যাদি বাক্যে চক্র ধারণের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হরির চক্র সর্ব্বদা পবিত্র, জগতে সুপ্রসিদ্ধ, পুরাতন, ব্রাহ্মণাপত্য শুভসম্পাক জ্ঞানজনক ও জগদ্‌ব্যাপ্ত; এই চক্র দ্বারা সন্তপ্ত ব্যক্তিগণ পাপসাগর উত্তীর্ণ হয়। ৪৯—৬০। এই চক্র দ্বারা যাহাদের দেহ তপ্ত হয় না, তাহারা বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে না; আর যাঁহাদের তনু চক্র দ্বারা তপ্ত হয়, তাঁহারা বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পবিত্র, চরণ, নেমি, হরিচক্র, সুদর্শন, সহস্রার, প্রাকৃতঘ্ন, লোকদ্বার, মহৌজা—পর্য্যায়ক্রমে বিষ্ণুচক্রের এই সকল নাম আমার নিকট হইতে বিদিত হও। হে দেবি! "শুদ্ধেন" হইতে "মহাত্মনঃ" পর্য্যন্ত মূলের লিখিত বাক্য প্রার্থনা করা

---

* বৈদিক সূক্ত বলিয়া অনুবাদ দেওয়া হইল না।

তেন সহস্রধারেণ পাবমান্যঃ পুনন্তু মাম্॥ ৬৫
প্রাজাপত্যং পবিত্রন্তু শতোদ্যামং হিরণ্ময়ম্।
বয়ং ব্রহ্মবিদস্তেন পূতং ব্রহ্ম পুনীমহে ॥ ৬৬
সনেমিচক্রমজরং চক্ষুরস্য মহাত্মনঃ।
অস্মিন্ হি বিধৃতে দেবা মহোন্নতপদং যযৌ॥৬৭
তস্মাদ্বৈ বিধিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদিহেতয়ঃ।
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ॥

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী
বিষ্ণোঃ পদং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থং
পরাৎ পরং যাতি বিশুদ্ধচেতাঃ॥৬৯
যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রা-
স্তেবৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥ ৭০

দিবস্পতেঃ সুবিততং পবিত্রং যে তু রক্ষিণঃ।
বহন্তি চ ভুজে সম্যক্ ন হি শোচন্তি জন্তবঃ॥
যে বহন্তি ভুজে চক্রং সুস্থিরং বিধিনা কৃতম্।
পরং ব্যোম্নি তু তে স্থানমধিতিষ্ঠন্তি তেজসা॥

হোমাগ্নিসন্তপ্তপবিত্রলাঞ্ছিতা
মূলে তু বাহ্বোঃ পরাত্মনো হরেঃ।
সন্তারয়িত্বা ভবসাগরং মহ-
চ্ছুদ্ধং পরং যাতি পরেশলোকম্॥ ৭৩

অঙ্কয়েত্তপ্তচক্রাদ্যৈরাত্মনো বাহুমূলয়োঃ।
কলত্রাপত্যভৃত্যেষু পশ্বাদিষু চ অঙ্কয়েৎ॥ ৭৪
ইত্যেবং শ্রুতয়ঃ সর্ব্বাঃ কথয়ন্তি বরাননে।
তথৈব সেতিহাসেষু পুরাণেষ্বপি কথ্যতে॥ ৭৫
দ্বিবিধং বৈষ্ণবং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
শঙ্খচক্রাদিভির্ব্বাহ্যমান্তরং বীতরাগতা॥ ৭৬
বাহ্যাভ্যন্তরসাম্যং যত্তদ্বৈষ্ণবমুদাহৃতম্।
তস্মাচ্চক্রাদিচিহ্নন্তু প্রথমং বৈষ্ণবং স্মৃতম্॥ ৭৭
আন্তরং স্মরদোষাদিবিমুক্তং স্বাত্মদর্শনম্।
সর্ব্বভূতদয়া শান্তিরিন্দ্রিয়ার্থেষ্বলোলতা॥ ৭৮
পুত্রদারাদ্যসঙ্গত্বং যোগাভ্যাসরতিস্তথা।
অনন্যভক্তিযোগেন পরেশস্যাভিষেবণম্॥ ৭৯
তস্মাচ্চক্রাদিহেতীনামঙ্কনং বৈষ্ণবং স্মৃতম্।
চক্রাদিচিহ্নহীনস্য বৈষ্ণবত্বং ন লভ্যতে॥ ৮০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে তপ্তচক্রাঙ্কনাদি-
মাহাত্ম্যং নাম চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৪॥

কর্ত্তব্য। এই চক্র ধারণ করিয়া সুরগণ মহোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব ব্রাহ্মণগণের বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের শঙ্খচক্রাদি হেতি যথাবিধি ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও চক্র ধারণ করিয়া, বিশুদ্ধচেতাঃ মহাত্মা স্বরযুক্ত মন্ত্রে সর্ব্বদা হৃদিস্থ পরাৎপর বিষ্ণুর পদ ধ্যান করিয়া থাকেন। যাঁহাদের কণ্ঠে তুলসী পদ্ম ও অক্ষমালা বিলগ্ন; যাঁহারা বাহুমূলে শঙ্খ ও চক্র চিহ্ন ধারণ করেন এবং যাঁহাদের ললাটফলকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিলসিত সেই সকল বৈষ্ণব শীঘ্র ভুবন পবিত্র করেন। যাঁহারা ত্রিদশপতির সুবিস্তৃত পবিত্র চিহ্ন ধারণ করেন, তাঁহারা শোক প্রাপ্ত হন না; যাঁহারা ভুজে যথাবিধি সুস্থির চক্র ধারণ করেন তাঁহাদের স্থান মহাকাশে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং সেস্থানে তাঁহারা নিজ তেজে অবস্থান করেন। যাঁহাদের বাহুমূল পরমাত্মা হরির হোমাগ্নিতপ্ত পবিত্র শঙ্খ চক্রাদি দ্বারা চিহ্নিত, তাঁহারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া মহাশুদ্ধ পরম পরেশলোকে গমন করেন। প্রথমে নিজের বাহুমূলে শঙ্খ চক্রাদি দ্বারা চিহ্ন করিয়া পরে কলত্র, পুত্র ও ভৃত্যাদিরও ঐরূপ করিবে। হে বরাননে! শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ সর্ব্বত্র এইরূপই কথিত হইয়াছে। বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দুই প্রকারে বৈষ্ণবত্ব বর্ণিত হয়; বাহ্য—শঙ্খ চক্রাদি চিহ্নধারণ এবং আভ্যন্তর বীতরাগতা; যাহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর এই উভয়ের সাম্য আছে,তাহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব বলে। অতএব চক্রাদি চিহ্ন প্রথম বৈষ্ণবত্ব, দ্বিতীয়—কামকর্ম্ম-দোষাদিবিমুক্তি, আত্মদৃষ্টি, সর্ব্বভূতদয়া,শান্তি, ইন্দ্রিয়ের অচাঞ্চল্য, পুত্রদারাদিতে অনাসক্তি, যোগাভ্যাসরতি ও অনন্যযোগে পরেশের সেবা। সুতরাং চক্রাদি হেতির

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর উবাচ।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যামি শুভদর্শনে।
ধারণাদেব মুচ্যেত ভববন্ধাদ্‌দ্বিজোত্তমঃ॥ ১
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে।
লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥২
তস্মাদ্‌যস্য শরীরে তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতো ভবেৎ।
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং শুভম্‌॥৩
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো মৃদা শুভ্রেণ বৈষ্ণবঃ॥ ৪
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো বিপ্রঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ।
বিমানবরমারুহ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্‌॥ ৫
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু ত্রিসন্ধ্যস্থ দ্বিজোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থমিষ্টাপূর্ত্তফলাপ্তয়ে॥ ৬
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নমস্কৃত্বাথবা ভক্ত্যা সর্ব্বদানফলং লভেৎ॥ ৭
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
আকল্পকোটি পিতরস্তস্য তৃপ্তা ন সংশয়ঃ॥ ৮
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো যস্তু কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং শুভাননে।
কল্পকোটিসহস্রাণি গয়াশ্রাদ্ধফলং লভেৎ॥ ৯
যজ্ঞদানতপশ্চর্য্যাজপহোমাদিকঞ্চ যৎ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকম্‌॥ ১০
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্ত কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥১১
যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রবিবর্জ্জিতম্‌।
দ্রষ্টব্যং নৈব তৎ কিঞ্চিৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎসর্ব্বং রাক্ষসৈর্নীতং নরকঞ্চাবগচ্ছতি॥ ১৩
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ।
ন তির্য্যগ্‌ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন॥ ১৪

চিহ্নই বৈষ্ণবদেহের নিদান বলিয়া অভিহিত, আর চক্রাদি চিহ্নহীন বৈষ্ণব পদ লাভ করে না। ৬১—৮০।

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৪।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

শঙ্কর কহিলেন,—হে শুভদর্শনে! ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, ইহার ধারণেই দ্বিজোত্তম ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে সুবিশাল মনোহর স্থানে লক্ষ্মীর সহিত জনার্দ্দন বাস করেন। অতএব যাহার দেহে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র বিদ্যমান, তাহার দেহ ভগবানের শুভদ বিমল দেব-মন্দির বলিয়া অভিহিত হয়। যে বৈষ্ণব শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞদীক্ষিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধর দ্বিজ সর্ব্বলোকে উত্তমরূপে পূজিত হন এবং তিনি উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধি ও ইষ্টাপূর্ত্ত ফল লাভের জন্য দ্বিজোত্তম ত্রিসন্ধ্য ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারীকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয় এবং ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে তাহার সর্ব্বদানফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধর দ্বিজকে শ্রাদ্ধে ভোজন করায়; তাহার পিতৃগণ কোটি কল্প কাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন, সংশয় নাই। হে শুভাননে! ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, তাহার কোটি সহস্র কল্প গয়াশ্রাদ্ধের ফল লাভ হয়। যজ্ঞ,দান, তপস্যা-চরণ ও জপ হোমাদি ক্রিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া করিলে, তাহার অনন্ত ফল হয়।১-১০। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদি যে কিছু কার্য্য করা হয়, সে সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে, সংশয় নাই। মানবদিগের যে শরীর ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রহীন, তাহা শ্মশান সদৃশ; ঐ শরীর দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করিলে, সে সকল রাক্ষসগণ গ্রহণ করে; আর সেই ব্যক্তি নরকে গমন করিয়া থাকে। বিদ্বান্‌ বৈদিক বিপ্র শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন; কিন্তু কদাচ আপৎকালেও তির্য্যক্‌ভাবে ত্রিপুণ্ড্র

বিপ্রাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং স্যাত্তিলকন্তু মহীভৃতঃ।
পট্টাকারন্তু বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং বৈ ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কার্য্যং কস্তূর্য্যা তিলকং তথা।
পট্টাকারন্তু গন্ধেন ভস্মনৈব ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ১৬
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রন্ত সর্ব্বেষাং ন নিষিদ্ধং কদাচন।
ধারয়েৎ ক্ষত্রিয়াদ্যোঽপি বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্যদি
বিপ্রাণাং নৈব কার্য্যং স্যাত্তির্য্যক্ পট্টাদিধারণম্
নারায়ণাৎ পরেশানাদন্যেষামর্চ্চনং ন তু॥১৮
ব্রাহ্মণঃ কুলজো বিদ্বান্ ভস্মধারী ভবেদ্যদি।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং দেবি মদ্যোচ্ছিষ্টঘটং যথা॥১৯
ত্রিপুণ্ড্রং শূদ্রকল্পানাং শূদ্রাণাঞ্চ বিধিস্তথা।
ত্রিপুণ্ড্রধারণাদ্বিপ্রঃ পতিতঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥২০
একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বীরন্ পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতিম্॥২১
হরেঃ পাদাকৃতিকুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধানতঃ।

ধারণ করিবেন না। বিপ্রগণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয়ের তিলকাকার, বৈশ্যদিগের পট্টাকার এবং শূদ্রগণের * ত্রিপুণ্ড্র কথিত; মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, কস্তূরী দ্বারা তিলক, গন্ধ দ্বারা পট্টাকার এবং ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে। দ্বিজাতি মাত্রেরই কদাচ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ নিষিদ্ধ নহে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়াদি যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তবে তাহারাও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই ধারণ করিবেন; কিন্তু বিপ্রগণের তির্য্যগাকার কিংবা পট্টাকারাদি চিহ্ন ধারণ এবং পরেশ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চন কর্ত্তব্য নহে। হে দেবি! বিদ্বান্ বিপ্র যদি কৌল হইয়া ভস্মধারী হয়, তবে মদ্যোচ্ছিষ্ট পাত্রের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। শূদ্র কিংবা শূদ্রকল্প বিপ্রও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া নিঃসংশয় পতিত হয়। একান্তমনা সর্ব্বভূতহিতরত মহাভাগগণ সান্তরাল

---

* এই বিধি অন্যান্য শাস্ত্রের বিরুদ্ধ; সুতরাং একান্তিগণের পক্ষেই এই বিধি বুঝিতে হইবে। সাধারণ বৈষ্ণবগণের জন্য এ বিধান নহে।

মধ্যাচ্ছিদ্রেণ সংযুক্তং তদ্ধি বৈ মন্দিরং হরেঃ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং সুপার্শ্বং সুমনোহরম্।
দণ্ডাকারং সুশোভাঢ্যং মধ্যেচ্ছিদ্রং প্রকল্পয়েৎ
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনম্
বিপ্রাণাং সততং কার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥২৪
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে।
সান্তরালে সমাসীনো হরিরস্তি শ্রিয়া সহ॥ ২৫
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং শ্রিয়ঞ্চৈব ব্যপোহতি॥
অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং সহরিদ্রং শুভান্বিতম্।
ধারয়েদ্ব্রাহ্মণো নিত্যং হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে
আদায় পরয়া ভক্ত্যা বেঙ্কটাদ্রৌ হ্রদে মৃদম্।
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিসাযুজ্যসিদ্ধয়ে॥ ২৯
শ্রীকৃষ্ণতুলসীমূলে মৃদমাদায় ভক্তিমান্।

হরিপদাকৃতি পুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হরিপদাকৃতি ও মধ্যে ছিদ্রযুক্ত করিয়া ধারণ করাই বিধি; আর ইহারই নাম হরিমন্দির। ঋজু, সৌম্য, সুপার্শ্ব, সুমনোহর, দণ্ডাকার ও মধ্যে ছিদ্রযুক্ত ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করাই বিধি; অতএব হে শুভদর্শনে! বিপ্র ও স্ত্রীগণের ছিদ্রান্বিত দণ্ডাকার সুশোভন পুণ্ড্র ধারণ কর্ত্তব্য। সন্তরাল সুমনোহর বিশাল ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রমধ্যে হরি লক্ষ্মীর সহিত বাস করেন। যে দ্বিজাধম নিরন্তরাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করে, তাহার সে পুণ্ড্রমধ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করেন না। যে সকল দ্বিজাধম অচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করে, তাহাদের ললাটে সতত কুক্কুরের পাদ বিদ্যমান থাকে, সংশয় নাই।১১—২৭। অতএব হরিসালোক্যসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণ নিত্য ছিদ্রান্বিত ও হরিদ্রাযুক্ত সুশুভ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। হরিসাযুজ্যসিদ্ধিকামী বিপ্র পরম ভক্তিপূর্ব্বক বেঙ্কটাদ্রির হ্রদমৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ভক্তিমান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণতুলসীমূলের মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র

ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি হরিস্তত্র প্রসীদতি ॥ ৩০
দ্বারবত্যাং শুভে রম্যে বাসুদেবহ্রদে তথা।
তত্রোদ্ভবাং মৃদং রম্যামাদায় দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩১
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি সর্ব্বকামফলাপ্তয়ে
আদায় পরয়া ভক্ত্যা গঙ্গাতীরোদ্ভবাং মৃদম্ ॥
তয়া ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রাণি সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
চন্দনঞ্চ হরিদ্রা চ তথা ভস্মাগ্নিহোত্রজম্ ॥৩৩
সর্ব্ববশ্যকরং প্রোক্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রস্য ধারণাৎ।
যত্র পুণ্যং হরিক্ষেত্রং তত্র বৈ মৃদমাহরেৎ ॥৩৪
পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥৩৫
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্নীয়াত্তত্র মৃত্তিকাম্ ॥ ৩৬
শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।
প্রয়াগে নারসিংহাদ্রৌ বারাহে তুলসীবনে ॥৩৭
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮

ধারণ করিলে, হরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য দ্বিজোত্তম দ্বারবতীর রম্য শুভ বাসুদেব-হ্রদ হইতে মনোরম মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। পরমভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাতীরজাত মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ যজ্ঞফল লাভ হয়। চন্দন, হরিদ্রা ও অগ্নিহোত্রজ ভস্ম দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ সর্ব্ববশ্যকর বলিয়া অভিহিত হয়। যেস্থানে হরির পুণ্যক্ষেত্র বিদ্যমান, সেইস্থান হইতে পুণ্ড্রধারণার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। পর্ব্বতাগ্র, নদীতীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সিন্ধুতীর, বল্মীকস্তূপ, হরিক্ষেত্র এবং বিশেষতঃ যেস্থানে হরির স্নানোদকের প্রবাহ নিত্য বিদ্যমান, পুণ্ড্রধারণার্থ ঐ সকল স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কট, শ্রীকূর্ম্ম পর্ব্বত, শুভ দ্বারকা, প্রয়াগ, নারসিংহাদ্রি, বারাহ গিরি ও তুলসীকানন এই সকল স্থান হইতে ভক্তিপূর্ব্বক মৃত্তিকানয়ন করিয়া বিষ্ণুপাদোদকের সহিত অঙ্গসমূহে পুণ্ড্র ধারণ করিলে

যস্মিন্ কস্মিন্মহাভাগা বৈষ্ণবা ধারয়ন্তি বৈ।
তস্মিন্ বৈ মৃত্তিকা গ্রাহ্যা উর্দ্ধপুণ্ড্রস্য ধারণে ॥
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষকরং শুভম্
বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘং ততং তনুম্।
বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ছিন্নমূলং পদচ্যুতম্ ॥৪১
অশুভং রূক্ষমাসক্তং তথানঙ্গুলিকল্পিতম্।
বিগন্ধমবসহঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকম্ ॥ ৪২
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদা।
সমারভ্য ভ্রুবোর্ম্মধ্যমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৩
অন্তরালং দ্ব্যঙ্গুলং স্যাৎ পার্শ্ববঙ্গুলিমাত্রকৌ।
মৃদা শুভ্রেণ বিলিখেৎ পুণ্ড্রমৃজুতরং শুভম্ ॥
ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥৪৫
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।

মানব বিষ্ণুসাযুজ্যলাভ করে। এতদ্ভিন্ন মহাভাগ বৈষ্ণবগণ যে সকল স্থানের মৃত্তিকা দ্বারা পুণ্ড্র ধারণ করেন, উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণে সেই সকল স্থানের মৃত্তিকা গ্রাহ্য হইতে পারে। শ্যামবর্ণ পুণ্ড্র শান্তিকর, রক্ত বৈশ্যকর, পীত শ্রীকর এবং শুভ শ্বেতবর্ণ পুণ্ড্র মোক্ষকর বলিয়া কথিত হয়। বর্ত্তুল, তির্য্যক্, অচ্ছিদ্র, হ্রস্ব, সর্ব্বদেহব্যাপী, দীর্ঘ, বক্র, বিরূপ, ভগ্নাগ্র, ছিন্নমূল এবং পদচ্যুত এসকল পুণ্ড্র অশুভ; আর রুক্ষ, আসক্ত, অনঙ্গুলীকল্পিত, গন্ধহীন ও অস্পষ্ট এই সকল অনর্থকর বলিয়া কথিত হয়। প্রথমে নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাট পর্য্যন্ত মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে; তারপর ভ্রূর মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের উভয়দিকে অন্তরাল কল্পনা করত মধ্যে দুই অঙ্গুলী ও পার্শ্বে অঙ্গুলীদ্বয় ব্যবধান করিয়া অন্তরাল কল্পনা করিতে হইবে। এই পুণ্ড্র শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন করিবে এবং ইহা অত্যন্ত ঋজু ও মনোজ্ঞদর্শন হইবে।২৮—৪৪। ললাটে পুণ্ড্র ধারণ কালে কেশবকে চিন্তা করিবে; এইরূপ উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকুহরে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ ভুজে

ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥ ৪৬
শ্রীধরং বাহুকে বামে হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে বৈ পদ্মনাভন্ত ত্রিকে দামোদরং ন্যসেৎ ॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়েন বাসুদেবন্তু মূর্দ্ধনি।
ললাটে ভুজযুগ্মে তু পৃষ্ঠয়োঃ কণ্ঠকূবরে ॥ ৪৮
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু চতুরঙ্গুলমাত্রতঃ।
কুক্ষৌ তৎপার্শ্বয়োঃ প্রোক্তমায়তন্ত দশাঙ্গুলম্
বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রমষ্টাঙ্গুলমুদাহৃতম্।
এবং দ্বাদশপুণ্ড্রাণি ব্রাহ্মণঃ সততং ধরেৎ ॥৫০
তত্তৎপুণ্ড্রাণি তন্মূর্ত্তীর্ধ্যাত্বা মন্ত্রেণ ধারয়েৎ।
অন্তরালেষু সর্ব্বেষু হরিদ্রাং ধারয়েচ্ছ্রিয়াম্ ॥৫১
চত্বারি ভূভৃতামাহুঃ পুণ্ড্রাণি দ্বে বিশাং স্মৃতে।
একপুণ্ড্রন্তু নারীণাং শূদ্রাণাঞ্চ বিধীয়তে ॥ ৫২
ললাটে হৃদি বাহ্বোশ্চ চতুঃপুণ্ড্রাণি ধারয়েৎ।
ললাটে হৃদয়ে দ্বে তু ভালে ত্বেকং বিধীয়তে ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥ ৫৪
মূর্ত্তিস্তু বাসুদেবাদ্যাশ্চতুঃপুণ্ড্রেষু ধারয়েৎ।
দ্বয়োর্গোবিন্দকৃষ্ণৌ তু একং নারায়ণং ধরেৎ ॥
এবং পুণ্ড্রবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষাং গিরিজে ময়া
অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশা বেণুপত্রাকৃতিস্তথা ॥ ৫৬
পদ্মকুড্মলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্।
মহাভাগবতঃ শুদ্ধঃ পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতিম্।
দণ্ডাকারন্তু বা দেবি ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রকম্ ॥ ৫৭
সুদর্শনেনাঙ্কিতবাহুমূলা-
স্তথোর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রাঃ।
মালারবিন্দাক্ষধরা বিশুদ্ধা
রক্ষন্তি লোকান্ দুরিতৌঘসঙ্ঘাৎ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে উর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুমূলে শ্রীধর, বাম কন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং ত্রিকে দামোদরকে ন্যাস করিবে। তারপর হস্ত প্রক্ষালিত মৃত্তিকাজল দ্বারা মস্তকে বাসুদেবকে বিন্যস্ত করিবে। ললাট, ভুজযুগ্ম, পৃষ্ঠ ও কণ্ঠকূবর এই সকল স্থানে চতুরঙ্গুলী পরিমাণ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে; এইরূপ উভয় পার্শ্ব ও কুক্ষির পুণ্ড্রপরিমাণ দশাঙ্গুল আয়ত এবং উভয় বাহু ও বক্ষঃস্থলের পুণ্ড্র অষ্টাঙ্গুল হইবে। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত হরি-মূর্ত্তি চিন্তা ও মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বাদশ পুণ্ড্র সতত ধারণ করিবেন; সর্ব্বত্রই অন্তরালে লক্ষ্মীরূপিণী হরিদ্রা ধারণ করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়গণের চারিটী, বৈশ্যগণের দুইটী এবং স্ত্রী ও শূদ্রদিগের একটীমাত্র পুণ্ড্র ধারণ কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ ললাট, হৃদয় ও ভুজযুগ্ম এই চারিস্থানে চারিটী পুণ্ড্র করিবেন; বৈশ্যগণ ললাট ও হৃদয় এই দুইস্থানে দুইটী এবং স্ত্রী ও শূদ্র মাত্র ললাটে একটী পুণ্ড্র করিবে। সকলেরই ললাটাদি-ক্রমে পুণ্ড্র ধারণ বিহিত হইয়াছে, কিন্তু উর্দ্ধপুণ্ড্র সমস্তেরই প্রথম ললাটে করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়গণের চতুঃপুণ্ড্র ধারণে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় চিন্তা করিতে হইবে, বৈশ্যগণের গোবিন্দ ও কৃষ্ণ এই মূর্ত্তিদ্বয় এবং স্ত্রী ও শূদ্রদিগের কেবল একমাত্র নারায়ণ মূর্ত্তি স্মরণ করিতে হইবে। হে গিরিজে! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্ব-বর্ণের পুণ্ড্রধারণের বিধি বর্ণন করিলাম। অশ্বত্থপত্রপ্রভ, বংশপত্রাকৃতি এবং পদ্ম-কুড্মলকান্তি এই ত্রিবিধ পুণ্ড্র মোহন বলিয়া অভিহিত হয়। হে দেবি! শুদ্ধচেতা মহাভাগবত ব্যক্তি হরিপদাকৃতি অথবা দণ্ডাকার উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। বিশুদ্ধ ব্যক্তিগণ বাহুমূল সুদর্শন চিহ্নে অঙ্কিত, সর্ব্বগাত্র উর্দ্ধপুণ্ড্রে চিহ্নিত এবং দেহে পদ্ম-অক্ষমালা ধারণ করিয়া লোক সকলকে দুরিত-রাশি হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ।৪৫—৫৮।

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২২৫।

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

ন্যাসে বাপ্যর্চ্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তিনঃ শ্রয়েৎ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ॥ ১
অবৈষ্ণবোপদিষ্টং চেৎ পূর্ব্বমন্ত্রবরং দ্বয়ম্।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্‌গ্রাহয়েদ্‌গুরোঃ॥
সহস্রশাখাধ্যায়ী বা সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
যস্তু মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপয়তি বৈষ্ণবঃ।
স আচার্য্যস্তু বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ॥ ৪
আচার্য্যং সংশ্রয়িত্বাথ বৎসরং সেবয়েদ্দ্বিজঃ।
তস্য বৃত্তিং পরিজ্ঞাত্বা মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্‌গুরুঃ॥ ৫
কৃত্বা তাপাদিসংস্কারান্ পশ্চান্মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
তাপং পুণ্ড্রং তথা নাম কৃত্বা বৈ বিধিনা গুরুঃ॥৬
পশ্চাদধ্যাপয়েন্মন্ত্রং শিষ্যং নির্ম্মলচেতসম্।
চক্রেণ বিধিনা তপ্তং তাপ ইত্যভিধীয়তে॥৭
পুণ্ড্রমূর্দ্ধ্বং তথা প্রোক্তং নাম বৈষ্ণবমুচ্যতে।
ততো মন্ত্রং বিধানেন শিষ্যমধ্যাপয়েদ্‌গুরুঃ॥৮
ন্যাসমষ্টাক্ষরং মন্ত্রমন্যং বা বৈষ্ণবং মনুম্।
ন্যাসমেবাত্র পরমং বৈষ্ণবানাং শুভাননে॥ ৯
তস্মাত্তু ন্যাসমেবৈষামতিরিক্তমিহোচ্যতে।
ন্যাসবিদ্যাপরো যস্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ ১০
ন্যাসাৎ পরতরং নাস্তি মন্ত্রং সত্যং ব্রবীমি তে
ন্যাসং দ্বয়ং প্রপত্তিঃ স্যাৎ পর্য্যায়েণ নিবোধ মে
দ্বয়োপদেশপূর্ব্বন্তু সর্ব্বকর্ম্ম সমাচরেৎ।
দ্বয়াধিকারী ন ভবেৎ সর্ব্বকর্ম্মসু নার্হতি॥ ১২
তস্মাদ্দ্বয়মধীত্যৈব পশ্চান্মন্ত্রমনুত্তমম্।
শ্রীমদষ্টাক্ষরং সম্যগভ্যসেদ্‌দ্বিজসত্তমঃ॥ ১৩
মন্ত্রমষ্টাক্ষরং প্রোক্তং প্রণবস্যৈব সংগ্রহাৎ।
নৈসর্গপ্রণবাদ্যন্তু মন্ত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ১৪

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—একান্তী বৈষ্ণব ন্যাসে বা অর্চ্চনে মন্ত্র আশ্রয় করিবে। অবৈষ্ণবের নিকট উপদিষ্ট মন্ত্রে উত্তমগতি লাভ হয় না। পূর্ব্বে যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত উত্তম মন্ত্রদ্বয় অবৈষ্ণবের নিকট উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তবে যথাবিধি বৈষ্ণব গুরুর নিকট পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈষ্ণব ব্যক্তি সহস্র শাখাধ্যায়ী, সর্ব্বযজ্ঞদীক্ষিত কিংবা মহাকুলোৎপন্ন হইলেও গুরু হইতে পারেন না। যে বৈষ্ণব গুরু পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় উপদেশ করেন, তাঁহাকেই ভববন্ধবিদারক আচার্য্য জানিবে। দ্বিজ তথাবিধ আচার্য্যের আশ্রয়ে সংবৎসর বাস করিবে, আচার্য্যও শিষ্যের বৃত্তি বিদিত হইয়া মন্ত্র উপদেশ করিবেন। গুরু প্রথমে শিষ্যের তাপাদি সংস্কার সম্পন্ন করিয়া পরে তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিবেন। গুরু নির্ম্মলমনা শিষ্যের যথাবিধি তাপ, পুণ্ড্র ও নামকরণ সম্পন্ন করিয়া পরে মন্ত্রের উপদেশ করিবেন। বিধিপূর্ব্বক উত্তপ্ত চক্রদ্বারা যে দেহাঙ্কন, তাহার নাম তাপ, ললাটাদিতে যে ঊর্দ্ধমুখ তিলক, তাহার নাম পুণ্ড্র এবং বৈষ্ণব বোধক আখ্যাকে নাম কহে। গুরু যথাবিধি এই সকল সম্পন্ন করিয়া পরে শিষ্যকে মন্ত্র উপদেশ করিবেন। ১—৮। ন্যাস বলিতে অষ্টাক্ষর কিংবা অন্য বৈষ্ণব মন্ত্রের ন্যাস বুঝিতে হইবে। হে শুভাননে! বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে ন্যাসই উত্তম কথিত হয়, অতএব এস্থলে বৈষ্ণবদিগের ন্যাস পৃথক্ করিয়া কহিতেছি। যিনি ন্যাস বিদ্যায় তৎপর, তিনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কথিত হন। তোমার নিকট সত্যই বলিতেছি,—ন্যাস-মন্ত্র হইতে পরতর কোন মন্ত্র নাই। ঐ ন্যাস-মন্ত্র দ্বিবিধ কথিত হয়, এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে আমার নিকট উহা বিদিত হও। পূর্ব্বে এই ন্যাসদ্বয়ে উপদিষ্ট হইয়া পরে অন্য সকল কর্ম্ম আচরণ করিবে। যে ব্যক্তি এই ন্যাসদ্বয়ে অনধিকারী, তাহার কোন কর্ম্মে যোগ্যতা জন্মে না। অতএব এই ন্যাসদ্বয় অধ্যয়ন করিয়া পরে অনুত্তম মন্ত্রে উপদিষ্ট হইবে। দ্বিজসত্তম শ্রীমান্ অষ্টাক্ষর মন্ত্র সম্যক্ অভ্যাস করিবেন।

নান্যত্র সর্ব্বমন্ত্রেষু প্রণবস্য স্বভাবতঃ।
পূর্ব্বন্তু সর্ব্বমন্ত্রাণাং যোজয়েৎ প্রণবং শুভম্ ॥ ১৫
ওঙ্কারঃ প্রণবং ব্রহ্ম সর্ব্বমন্ত্রেষু নায়কঃ।
আদৌ সর্ব্বত্র যুক্তাত মন্ত্রাণান্তু শুভাননে ॥১৬
স্বভাবাৎ প্রণবং তস্মিন্ মূলমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
ওমিত্যেকাক্ষরং পূর্ব্বং দ্ব্যক্ষরং নম ইত্যথ ॥১৭
ততো নারায়ণায়েতি পঞ্চার্ণানি যথাক্রমম্।
এবমষ্টাক্ষরো মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ ১৮
সর্ব্বদুঃখহরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বমন্ত্রাত্মকঃ শুভঃ।
ঋষির্নারায়ণস্তস্য দেবতা শ্রীশ এব চ ॥ ১৯
ছন্দশ্চ দেবী গায়ত্রী প্রণবো বীজমুচ্যতে।
নিত্যানপায়িনী দেবী শক্তিঃ শ্রীরুচ্যতে মনোঃ
প্রথমং পদমোঙ্কারং দ্বিতীয়ং নম উচ্যতে।
তৃতীয়ং নারায়ণায়েতি পদত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ ২১
অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্।
বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥২২
অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে।
মকারস্তনয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩
বাসুদেবস্বরূপং তদকারেণোচ্যতে বুধৈঃ।
উকারেণ প্রিয়ো দেব্যা রূপং মুনিভিরুচ্যতে ॥২৪
মকারেণোচ্যতে জীবঃ পঞ্চবিংশোদিতঃ পুমান্
ভূতানি চ কবর্গেণ চবর্গেণেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ২৫
টবর্গেণ তবর্গেণ জ্ঞানং গন্ধাদয়স্তথা।
মনঃ পকারেণৈবোক্তং ফকারেণ হ্যহংকৃতিঃ ॥
বকারেণ ভকারেণ মহান্ প্রকৃতিরুচ্যতে।
আত্মা তু স মকারঃ স্যাৎ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাদিভ্যোঽন্যোঽনন্যসাধনঃ।
ভগবচ্ছেষভূতোঽসৌ মকারাখ্যঃ সচেতনঃ ॥২৮
অবধারণবাচ্যেবমকারঃ কৈশ্চিদুচ্যতে।
শ্রীতত্ত্বমপি তৎপক্ষে বকারেণৈব চোচ্যতে ॥২৯
ভাস্করস্য প্রভা যদ্বত্তস্য নিত্যানপায়িনী।
অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ কল্যাণগুণসাগরঃ ॥৩০

এই মন্ত্রের সহিত প্রণব সংগৃহীত হইয়া অষ্টাক্ষর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বুধগণ বলেন,—মন্ত্রের আদিতে যে প্রণব যুক্ত হয়, ইহা মন্ত্রের স্বভাব। মন্ত্রসমূহের পূর্ব্বে স্বীয় স্বভাবেই প্রণব সংগৃহীত হয়, অন্যত্র নহে; অতএব মন্ত্র সকলের পূর্ব্বে শুভ প্রণব যুক্ত করিবে। হে শুভাননে! ওঙ্কারকে প্রণব কহে, এই প্রণব ব্রহ্ম এবং মন্ত্রসমূহের নায়ক; তাই সর্ব্বত্র মন্ত্র সকলের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রণব যে মূলমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহা তাহার স্বভাব। মন্ত্রন্যাস যথা—প্রথমে 'ওঁ' একাক্ষর, পরে 'নমঃ' এই দ্ব্যক্ষর; তার পর 'নারায়ণায়' এই পঞ্চাক্ষর যথাক্রমে ন্যস্ত হইয়া—"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র কথিত হয়। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র শুভ সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বদুঃখহর, শ্রীমান্ ও সর্ব্বমন্ত্রাত্মক। এই মন্ত্রের ঋষি—নারায়ণ, দেবতা শ্রীশ, ছন্দ গায়ত্রী, বীজ প্রণব এবং শক্তি নিত্য অনপায়িনী শ্রী কথিত হয়। ইহার প্রথম পদ 'ওঁ' দ্বিতীয় পদ 'নমঃ' এবং তৃতীয়পদ 'নারায়ণায়' কথিত হয়। এজন্য এই মন্ত্র পদত্রয়াত্মক বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে।

প্রথমে অকার, পরে উকার ও তৎপরে মকার এই বর্ণত্রয়ে মিলিত প্রণব বেদত্রয়াত্মক এবং ইহা ব্রহ্মপদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অকার দ্বারা বিষ্ণু, উকার দ্বারা লক্ষ্মী এবং মকার দ্বারা ইঁহাদের ভৃত্য পঞ্চবিংশ তত্ত্বাত্মক জীব উদ্দিষ্ট; এজন্য মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ অকার দ্বারা বাসুদেবের, উকার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর এবং মকার দ্বারা পঞ্চবিংশতত্ত্বাত্মক জীবপুরুষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে কবর্গ দ্বারা পঞ্চভূত, চবর্গ দ্বারা ইন্দ্রিয়নিচয়, টবর্গ দ্বারা জ্ঞান, তবর্গ দ্বারা গন্ধাদি গুণ, পকার দ্বারা মন, ফকার দ্বারা অহঙ্কার, বকার দ্বারা মহান্, ভকার দ্বারা প্রকৃতি এবং মকার দ্বারা পঞ্চবিংশতত্ত্বাত্মক জীবাত্মা নির্দ্দেশ করেন।১—২৭। ভগবদংশ স্বরূপ মকারোদ্দিষ্ট এই সচেতন জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণাদি হইতে ভিন্ন এবং স্বয়ং-সিদ্ধ। কোন কোন মুনি উকারকে অবধারণবাচী বলেন; তাঁহাদের মতে—বকার দ্বারা শ্রীতত্ত্বও কথিত হয়; এই নিত্য অনপায়িনী শ্রী ভাস্করপ্রভাতুল্যা।

শ্রীশঃ সর্ব্বাত্মনাং শেষো জগদ্বীজং পরঃ পুমান্
জগৎকর্ত্তা জগদ্ভর্ত্তা ঈশ্বরো লোকবান্ধবঃ ॥৩১
জগতামীশ্বরী নিত্যা বিষ্ণোরনপগামিনী।
মাতা সর্ব্বস্য জগতঃ পত্নী বিষ্ণোর্ম্মনোরমা ॥ ৩২
জগদাধারভূতা শ্রীরুকারেণাত্র চোচ্যতে।
মকারেণ তয়োর্দ্দাসঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ
জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জড়ো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥৩৪
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥৩৫
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যো হ্যক্লেদ্যস্ত্বশোষ্যোঽক্ষর এব চ
এবমাদিগুণোপেতঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ॥ ৩৬
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্য তু কদাচন ॥ ৩৭
এবং দাসত্বমেবাস্য মধ্যমেবাবধার্য্যতে।
ইত্যেবং প্রণবস্যার্থো জ্ঞাতব্যোক্তোময়ানঘে

বিবৃতিঃ প্রণবস্যাথ মন্ত্রশেষেণ বৈ শুভে।
পরস্য দাসভূতস্য স্বাতন্ত্র্যং নেহ বিদ্যতে ॥ ৩৯
তস্মাদহমহঙ্কারৌ মনসা বিনিবর্ত্তয়েৎ।
স্বোপায়বুদ্ধ্যা যৎ কৃত্যং তদপি প্রতিষিধ্যতে।
অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু মনসৈবাস্য অহঙ্কারবিমোচনম্ ॥ ৪১
মনসা সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ।
মনসা সহিতং কিঞ্চিত্তদহঙ্কার উচ্যতে ॥ ৪২
অহঙ্কারেণ যুক্তস্য সুখং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অন্ধে তমসি মজ্জতি ॥ ৪৩
তস্মান্ন মনসা চাত্র স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে।
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তশ্চ জীবতি ॥ ৪৩
তস্মাৎ সাধনকর্ত্তৃত্বমেতেতস্য ন বিদ্যতে।
ঈশ্বরস্যৈব সঙ্কল্পাদ্বর্ত্ততে সচরাচরম্ ॥ ৪৫
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ।
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যান্নালভ্যং তস্য বিদ্যতে ॥ ৪৬

শ্রীশ, সর্ব্বভূতের লয়স্থান, জগদ্বীজ, পরম-পুরুষ, জগৎকর্ত্তা, জগৎপ্রভু, ঈশ্বর, লোক-বান্ধব, কল্যাণগুণসাগর বিষ্ণু অকার দ্বারা কথিত হন; আর বিষ্ণুর নিত্যসহচরী, জগদীশ্বরী, সর্ব্বজগতের জননী, জগতের আধারভূতা, বিষ্ণুমনোরমা রমা উকার দ্বারা উদ্দিষ্ট হন। পণ্ডিতগণ মকার দ্বারা এতদুভয়ের দাস ক্ষেত্রজ্ঞের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্রকৃতির অতীত; তিনি জড় নহেন ও বিকারযুক্তও নহেন; তিনি একরূপ, স্বরূপভাক্, অণু, নিত্য ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহঙ্কারহীন, অব্যয়, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অক্ষর। পরমপুরুষের অংশভূত জীবাত্মা এই সকল ও অন্যান্য গুণযুক্ত এবং সতত পরবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ ও মকারদ্বারা আখ্যাত হন। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব এইরূপে হরির দাসসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, তিনি কদাচ অন্যের দাস নহেন; এই বাসুদেবদাসত্ব মন্ত্রবর্ণ দ্বারাই অবধারিত হইয়া থাকে। হে অনঘে! মৎকথিত প্রণবার্থ এইরূপই জানিবে, হে শুভে! এই প্রণবের বিবৃতি ও প্রয়োজন মন্ত্রশেষে বিদিত হইবে। পরম পুরুষের দাসভূত জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই, অতএব জ্ঞান দ্বারা মহৎ ও অহঙ্কার নিবৃত্ত করিবে এবং স্বীয় উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়, এইরূপ যে ধারণা তাহাও মনে আনিবে না।২৮—৪০। মকার অহঙ্কার এবং নকার তাহার নিষেধক, অতএব মন দ্বারা অহঙ্কার দূরীকৃত হয়। মনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তদভাবে সমস্ত নাশ পায়; মনের সহিত যাহা কিছু মিলিত হয়, তাহাকেই অহঙ্কার কহে, অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তির কোন সুখ হয় না। অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তি অন্ধতমসে মজ্জিত হয়। অতএব মন দ্বারা অহঙ্কারের স্বাধীনতা দমন করিবে। জীব ভগবৎপরতন্ত্র ও তদায়ত্ত, অতএব তাহার সাধনকর্ত্তৃত্ব নাই। ঈশ্বরের সঙ্কল্পবশে চরাচর বিশ্ব বিদ্যমান, অতএব নিজের সামর্থ্যে কিছু হয়, এরূপ ধারণা নিঃশেষরূপে বর্জ্জন করিবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যেই সব হয়, এইরূপ ধারণা-

তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শ্রীশে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ।
পরমাত্মা হরিঃ স্বামী স্বমহং তস্য সর্ব্বদা॥ ৪৭
ইচ্ছয়া বিনিয়োক্তব্যস্তস্যৈবাত্মেশ্বরস্য হি।
ইত্যেবং মনসা ত্যক্তমহন্তামমতোর্জ্জিতম্॥ ৪৮
দেহেম্বহম্মতির্মূলং সংসৃতৌ কর্ম্মবন্ধনে।
তস্মান্মহদহঙ্কারৌ মনসা বর্জ্জয়েদ্বুধঃ॥৪৯
অথ নারায়ণপদং বক্ষ্যামি গিরজে শুভে।
নারা ইত্যাত্মনাং সজ্যস্তেষাং গতিরসৌ পুমান্
স এব চায়নং তস্য তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বং হি চিদচিদ্বস্তু শ্রূয়তে দৃশ্যতে জগৎ॥ ৫১
যোহসৌ ব্যাপ্য স্থিতো নিত্যং স বৈ নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
নারাশ্চেতি সর্ব্বপুংসাং সমূহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥৫২
গতিরালম্বনং তেষাং তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ॥৫৩
তান্যেব চায়নং তস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
কল্পান্তেহপি জগৎকৃৎস্নং গ্রসিত্বা যেন ধার্য্যতে
পুনঃ সংসৃজ্যতে যেন স বৈ নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
চরাচরং জগৎকৃৎস্নং নার ইত্যভিধীয়তে॥ ৫৫
তস্য বা সঙ্গতির্যেন তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
নারো নরাণাং সজ্যাতস্তস্যাসাবয়নং গতিঃ॥
তেনাসৌ মুনিভির্নিত্যং নারায়ণ ইতীরিতঃ।
প্রভবন্তি যতো লোকা মহাব্ধৌ পৃথুফেনবৎ॥
পুনর্যস্মাৎ প্রলীয়ন্তে তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
যো বৈ নিত্যপদে নিত্যো নিত্যমুক্তৈক-ভোগবান্॥
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ স বৈ নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্॥ ৫৯
যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেহপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ ৬০
অপহতপাপ্মা পুরুষঃ সর্ব্বভূতান্তরস্থিতঃ।

কারীর অলভ্য কিছু নাই, সুতরাং তথাবিধ ব্যক্তি সেই শ্রীপতির প্রতি সমস্ত কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া কর্ম্মাচরণ করিবে। পরমাত্মা হরি আমার স্বামী এবং আমিও তাঁহারই, এইরূপ ধারণায় সর্ব্বদা সেই আত্মেশ্বরের অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইবে। মন দ্বারা এইরূপে দুনিবার্য্য অহংজ্ঞান ও মমতা ত্যাগ করিবে; কেননা, দেহে যে অহংবুদ্ধি, তাহাই সংসারে কর্ম্মবন্ধনের মূল। অতএব বুধব্যক্তি মন দ্বারা মহৎ ও অহঙ্কার বর্জ্জন করিবেন। হে গিরিজে! অতঃপর নারায়ণ-পদার্থ বলিতেছি। হে শুভে! 'নারা' এইটী জীবসংঘ, পুরুষ সেই জীবসংঘের আশ্রয়; যিনি জীবনিবহের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় তিনিই নারায়ণ কথিত হন। যে সকল জগন্ময় চিৎ ও অচিৎ বস্তু দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, যিনি এই সকল ব্যাপিয়া নিত্য বর্ত্তমান, তিনিই নারায়ণ কথিত হন। 'নার' এই পদে নিখিল পুরুষসংঘ কথিত হয়, যিনি সেই পুরুষসঙ্ঘের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, তিনিই নারায়ণ অভিহিত হইয়াছেন। বুধগণ বলেন, '—নর হইতে জাত সমস্ত তত্ত্বের নাম 'নারা' ঐ নারসমূহের আশ্রয় বলিয়া তিনি নারায়ণ কথিত হন। যিনি কল্পান্তে সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া ধারণ করেন আবার পুনরায় সেই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাঁহাকেই নারায়ণ কহে। অথবা সমগ্র চরাচর জগৎ 'নার' নামে অভিহিত, যাঁহার সহিত সেই চরাচর জগতের সঙ্গতি, তিনিই নারায়ণ কথিত হন। 'নার' শব্দ নরসঙ্ঘের দ্যোতক, মুনিগণ বলেন,—সেই নার যাঁহার নিত্য আশ্রয়, তিনিই নারায়ণ। যাঁহা হইতে মহাসমুদ্রের স্থূলাকার ফেনের ন্যায় লোক সকল সমুদ্ভূত এবং যাঁহাতে পুনরায় ঐ সকল লোক লীন হয়, তিনিই নারায়ণ কথিত হন। যিনি নিত্যপদে বিদ্যমান, নিত্য একরূপ নিত্যমুক্তির ভোগবান্ এবং সর্ব্ব-জগতের ঈশ্বর, তিনিই নারায়ণ কথিত হন। নারায়ণ পরব্রহ্ম এবং নারায়ণ উত্তম তত্ত্ব; এই চরাচর জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, তৎসমস্তের অন্তর ও বাহিরে যিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান তিনিই নারায়ণ

দিব্য একঃ সদা নিত্যো হরির্নারায়ণোঽচ্যুতঃ ॥
যস্তু দ্রষ্টা চ দ্রষ্টব্যং শ্রোতা শ্রোতব্যমেব চ।
স্প্রষ্টা চ স্পর্শিতব্যশ্চ ধ্যাতা ধ্যাতব্যমেব চ ॥৬২
বক্তা চ বাচ্যং জ্ঞাতা চ জ্ঞাতব্যং চিদচিজ্জগৎ।
তচ্চ সর্ব্বং হরিঃ শ্রীশো নারায়ণ উদাহৃতঃ ॥ ৬৩
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স লোকান্ সর্ব্বতো ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্
যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং তৎসর্ব্বং নারায়ণো হরিঃ।
উতামৃতত্ব-স্যেশানো যদন্নেন বিরাট্ পুমান্ ॥৬৫
স এব পুরুষো বিষ্ণুর্বাসুদেবোঽচ্যুতো হরিঃ।
হিরণ্ময়োঽথ ভগবান্ সোঽমৃতঃ শাশ্বতঃ শিবঃ ॥
পতির্বিশ্বস্য জগতঃ সর্ব্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ
হিরণ্যগর্ভঃ সবিতা অনন্তোঽসৌ মহেশ্বরঃ ॥৬৭
ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ॥৬৮
ঈশ্বরো ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা জগৎসুহৃৎ।
শাস্তা চরাচরস্যৈকো যতীনাং পরমা গতিঃ ॥৬৯
যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ৭০
যোঽসাবকারো বৈ বিষ্ণুর্যোঽসৌ নারায়ণো হরিঃ
স এব পুরুষো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ৭১
যস্মাদুদ্ভূতমৈশ্বর্য্যং যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বর্ত্ততে।
তস্মিন্নীশ্বরশব্দোঽপি প্রোচ্যতে মুনিভিস্তথা।
নিরুপাধীশ্বরত্বং হি বাসুদেবে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৭২
আত্মেশ্বর ইতি প্রোক্তো বেদবাদৈঃ সনাতনৈঃ।
তস্মান্মহেশ্বরত্বন্তু বাসুদেবে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭৩
অসৌ ত্রিপাদ্বিভূতেস্তু নীলায়া অপি চেশ্বরঃ।
বিভূতিদ্বয়মৈশ্বর্য্যং তস্যৈব সকলাত্মনঃ ॥ ৭৪
শ্রীভূনীলাপতির্যোঽসাবীশ্বরঃ স উদাহৃতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরত্বন্তু বাসুদেবে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অসৌ যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞো যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্বিভুঃ।

কথিত হন।৪১-৬০। সেই দিব্য নারায়ণ হরি সদানিত্য অদ্বিতীয়, বিগতপাপ, পুরুষ এবং সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যিনি দ্রষ্টা দ্রষ্টব্য, শ্রোতা শ্রোতব্য, স্প্রষ্টা স্পর্শিতব্য, ধ্যাতা ধ্যাতব্য, বক্তা বাচ্য, জ্ঞাতা জ্ঞাতব্য এবং চিৎ ও অচিৎ সেই সর্ব্বজগন্ময় হরিই শ্রীনারায়ণ কথিত হন। তিনি সহস্রমস্তক সহস্রলোচন ও সহস্রচরণ; সেই পুরুষ সমস্ত লোক পরিব্যাপ্ত করিয়াও দশাঙ্গুল পরিমাণে অধিকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে, তৎসমস্তই সেই হরি নারায়ণ; আর তিনি মুক্তির অধিপতি অথচ বিরাট্ অন্নময়দেহ; তিনি পুরুষ, বিষ্ণু, বাসুদেব, অচ্যুত,হরি, হিরণ্ময়, ভগবান্ অমৃত, শাশ্বত,শিব, বিশ্বপতি,জগৎপতি,সর্ব্বলোকেশ্বর, প্রভু, হিরণ্যগর্ভ, সবিতা, অনন্ত ও মহেশ্বর। নিরুপাধি হইলেও সেই অখিলাত্মা বাসুদেবের ভগবান্ ও পুরুষ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উপাধি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই একমাত্র পরমাত্মা ভগবান্ জগৎপূজ্য ঈশ বিষ্ণুই চরাচর জগতের শাস্তা এবং যতিগণের পরমগতি। যিনি বেদের আদিতে স্বররূপী ও বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত এবং যিনি প্রকৃতিলীন পুরুষের পর তিনি মহেশ্বর। যিনি অকাররূপে বিষ্ণু, নারায়ণ, তিনিই পরমাত্মা নিত্য পুরুষ মহেশ্বর। যাহা হইতে ঐশ্বর্য্য উদ্ভূত ও যাহাতে ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান, মুনিগণ বলেন,—তাঁহাতেই ঈশ্বর শব্দ প্রযোজ্য। নিরুপাধি ঈশ্বরত্ব একমাত্র বাসুদেবে প্রতিষ্ঠিত।৬১-৭২। পুরাতন বেদবাদীরা বলেন—সেই আত্মাই ঈশ্বর। অতএব বাসুদেবেই মহেশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই বাসুদেব ত্রিপাদ বিভূতির অধীশ্বর আর জীবাত্মায় বিভূতির পাদদ্বয় বিদ্যমান; কিন্তু সকলাত্মা বাসুদেবে পূর্ণৈশ্বর্য্যই প্রতিষ্ঠিত। যিনি লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলার পতি, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে; অতএব বাসুদেবেই সর্ব্বেশ্বরত্ব বিদ্যমান। তিনি যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞ, যজ্ঞপ্রবর্ত্তক, যজ্ঞকারী, বিভু; যজ্ঞপুরুষ এবং

যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞপুরুষঃ স এব পরমেশ্বরঃ॥ ৭৬
যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-
ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপযান্তি সদ্যো
রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥ ৭৭
যোঽসৌ বিরাট্‌স্বমাপন্নো হরির্ভূতো জনার্দ্দনঃ
সন্তর্পয়তি লোকাংস্ত্রীন্ স এব পরমেশ্বরঃ॥ ৭৮
যেন পূর্ণেন হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সমুৎপন্না যে কে চোভয়তোদতঃ॥
তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত গাবশ্চ পুরুষাদয়ঃ॥ ৮০
পুরুষস্য তনোরস্য সর্ব্বযজ্ঞময়স্য বৈ।
হরেঃ সর্ব্বং সমুদ্ভূতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৮১
মুখবাহূরুপাদাঃ স্যুস্তস্য বর্ণা যথাক্রমম্।
পদ্ভ্যাস্তু পৃথিবী তস্য শিরসা দ্যৌরজায়ত॥৮২
মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষশ্চ প্রভাকরঃ।
মুখাদগ্নিঃ সহস্রাক্ষো বায়ুঃ প্রাণাৎ সদাগতিঃ॥

তিনিই পরমেশ্বর। তিনি যজ্ঞেশ্বর, সমস্ত হব্য-কব্যের ভোক্তা, অব্যয়াত্মা, হরি, ঈশ্বর, তাঁহার অধিষ্ঠান হইলে যজ্ঞভূমি হইতে অখিল অসুর রাক্ষস নিঃশেষরূপে দূরে চলিয়া যায়। যে জনার্দ্দনরূপী হরি বিরাট বপু ধারণ করিয়া অখিল লোকের তৃপ্তি সাধন করেন, তিনিই পরমেশ্বর। পূর্ণ হরি দ্বারা দেবগণ যে যজ্ঞের বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ ও হরি হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু সমুৎপন্ন হইয়াছিল। সেই যজ্ঞ হইতে সর্ব্বহুতযোগ্য ঋক্ ও সাম সমুদ্ভূত হয়; তাহা হইতে অশ্ব, গো এবং পুরুষাদির সৃষ্টি হয়। সেই পুরুষরূপী হরির সর্ব্বযজ্ঞময় তনু হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্তজগতের উৎপত্তি। সেই পুরুষের যথাক্রমে মুখ, বাহু, উরু ও পাদ—ইহারই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়রূপে পরিণত হয়। তার পর তাঁহার পাদ হইতে পৃথিবী, মস্তক হইতে স্বর্গ, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে সহস্রলোচন অগ্নি, প্রাণ হইতে

নাভেব্বিরিঞ্চির্গগনং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
যস্মাৎ সর্ব্বং সমুদ্ভূতং জগদ্বিষ্ণোঃ সনাতনাৎ॥
তস্মাৎ সর্ব্বময়ো বিষ্ণুর্নারায়ণ ইতীরিতঃ।
এবং সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং পুনঃ সংগ্রসতে হরিঃ॥
নিজলীলাসমুদ্ভূতং তান্তবক্ষোর্ণনাভিবৎ।
ব্রহ্মাণমিন্দ্রং রুদ্রঞ্চ যমং বরুণমেব চ॥৮৬
নিগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে।
অসাবেকার্ণবী ভূতে মায়াবটদলে পুমান্।
জগৎ স্বজঠরে কৃত্বা শেতে তস্মিন্ সনাতনঃ॥
আসীদেকো হি বৈ চাত্র বিষ্ণুর্নারায়ণোঽচ্যুতঃ
ন ব্রহ্মা ন চ রুদ্রশ্চ ন দেবা ন মহর্ষয়ঃ।
নেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ ন সোমো ন চ ভাস্করঃ
ন নক্ষত্রাণি লোকাশ্চ ন চাণ্ডং মহদাবৃতম্।
যস্মাজ্জগদ্বৃতং তেন সকলং হরিণা শুভে॥৯০
সৃষ্টং পুনস্তথা সর্গে তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
তস্য দাস্যঞ্চতুর্থ্যা নু মন্ত্রে প্রোক্তন্তু পার্ব্বতি॥

সদাগতি বায়ু এবং নাভি হইতে বিরিঞ্চি, গগন ও সচরাচর সর্ব্বজগৎ সমুৎপন্ন হইল। সনাতন বিষ্ণু হইতে সমস্ত সমুদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বময় নারায়ণ বিষ্ণু বলা হয়। উর্ণনাভ যেমন নিজ লীলাবশে তন্তু বিস্তার করিয়া তাহা আবার গ্রাস করে, হরি ও তদ্রূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া কালে তাহা গ্রাস করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, যম ও বরুণকে সৃষ্টি করিয়া হরণ করেন, এজন্য তাঁহাকে হরি কহে। এই সনাতন পুরুষ জগৎ একার্ণবীভূত হইলে জগৎ গ্রাস করিয়া মায়াবটপত্রে শয়ন করেন। ৭৩—৮৭। সেই সময়ে একমাত্র অচ্যুত বিষ্ণু নারায়ণই বিদ্যমান থাকেন; তখন রুদ্র দেব মহর্ষি স্বর্গ পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র লোক সকল এবং মহদাবৃত অণ্ড এ সমস্ত থাকে না। হে শুভে! সংহার সময়ে হরি কর্ত্তৃক সমগ্র জগৎ বৃত হয় আবার সৃষ্টিকালে তাঁহা দ্বারাই পুনরায় সৃষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য তিনি নারায়ণ কথিত হন। হে পার্ব্বতি! চতুর্থী

দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাদ্যং সকলং গজৎ।
এবমর্থং বিদিত্বা বৈ পশ্চান্মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ॥
অবিদিত্বা তু মন্ত্রার্থং সিদ্ধিং নৈবাধিগচ্ছতি।
ন তু ভুক্তিঞ্চ ভক্তিঞ্চ ন চ মুক্তিং বরাননে॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে নারায়ণমন্ত্রার্থোপদেশো নাম ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৬॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
বিস্তরেণ মমাচক্ষ মন্ত্রার্থপদগৌরবম্।
ঈশ্বরস্য স্বরূপঞ্চ তদ্বিভূতিগুণাংস্তথা॥ ১
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম ব্যূহভেদাংস্তথা হরেঃ।
সর্ব্বমাখ্যাহি তত্ত্বেন মম সর্ব্বসুরেশ্বর॥ ২
মহাদেব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বিভূতিগুণসঙ্ঘাতং তদবস্থাত্মকং হরেঃ॥ ৩
যঃ পরঃ পুরুষো বিষ্ণুর্নারায়ণ উদাহৃতঃ।
স ঈশ্বরশ্চ জগতাং পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ৪
বিশ্বতঃপাণিপাদশ্চ চক্ষুষ্মান্ বিশ্বতঃপ্রভুঃ।
বিশ্বানি ভুবনান্যস্মিন্ ধামানি পরমাণি বৈ॥ ৫
ধারয়ন্ সোঽপ্যত্যতিষ্ঠন্মনাংসি চ মনীষিণাম্।
এবং বহুস্বরূপঃ স শ্রীপতিঃ পুরুষোত্তমঃ।
ঈশ্বর্য্যা সহ ভোগার্থং দিব্যমঙ্গলরূপবান্॥ ৬
বৃহচ্ছরীরোঽগ্নিসমানরূপো
যুবা কুমারত্বমুপেয়িবান্ হরিঃ।
রেমে শ্রিয়াসৌ জগতাং জনন্যা
স্বজ্যোৎস্নয়া চন্দ্র ইবামৃতাংশুঃ॥ ৭
অয়ঞ্চ জগদীশ্বর্য্যা কুমারো নিত্যযৌবনঃ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যঃ স তস্থে পরমে পদে॥ ৮
ভোগার্থং পরমং ব্যোম লীলার্থমখিলং জগৎ।
ভোগেন ক্রীড়য়া বিষ্ণোর্বিভূতিদ্বয়সংস্থিতিঃ॥৯
ভোগে নিত্যস্থিতিস্তস্য লীলাং সংহরতে কদা।
ভোগো লীলা উভৌ তস্য ধার্য্যেতে শক্তিমত্তয়া।

বিভক্ত্যন্ত মন্ত্রে, তাঁহারই দাস্য কথিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি এই সমগ্র জগৎ তাঁহার দাস, এইরূপ মন্ত্রার্থ বিদিত হইয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। হে বরাননে! মন্ত্রার্থ না জানিলে সিদ্ধি, ভুক্তি, ভক্তি ও মুক্তিলাভ হয় না। ৮৮—৯৩।

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৬।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! মন্ত্রার্থপদগৌরব, ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁহার বিভূতি, গুণ, বিষ্ণুর পরম ধাম এবং ব্যূহভেদ—হরির এই সকল তত্ত্ব আমার নিকট বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! পরমাত্মার স্বরূপ, বিভূতি, গুণসমূহ ও অবস্থা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে পরম পুরুষ নারায়ণরূপে অভিহিত হন, তিনিই জগতের ঈশ্বর ও সনাতন পরমাত্মা; সেই সর্ব্বপ্রভু ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপী পাদ, পাণি ও চক্ষু বিদ্যমান। সমগ্র ভুবন তাঁহার পরম ধাম, তিনি মনীষিগণের মন ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই দিব্যমঙ্গলরূপী পুরুষোত্তম শ্রীপতি ভোগের জন্য ঈশ্বরীর সহিত এইরূপে বহুস্বরূপ হইয়াছেন। ১—৬। অমৃতকিরণ চন্দ্র যেরূপ স্বীয় জ্যোৎস্নার সহিত রত থাকেন, এই অগ্নিসমানরূপী বৃহৎশরীরী হরিও তদ্রূপ যৌবন ও কৌমার পরিগ্রহ করিয়া জগজ্জননী রমার সহিত রমণ করেন। তাঁহার লাবণ্য কোটিকন্দর্পের ন্যায়, তিনি কখন কৌমার ও কখনও নিত্য যৌবনাবস্থ হইয়া জগদীশ্বরীর সহিত পরম পদে অবস্থিত হন। তাঁহার ভোগার্থ মহাকাশ ও লীলার জন্য সমগ্র জগৎ কল্পিত। সেই বিষ্ণুর ভোগ ও ক্রীড়া দ্বারা এই বিভূতিদ্বয়ের সংস্থান হইয়াছে। যখন তাঁহার ভোগে অর্থাৎ মহাকাশে নিত্য স্থিতি হয়, তখন তিনি লীলা অর্থাৎ সমগ্র জগৎ হরণ

ত্রপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরে ধাম্নি পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ
ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যা স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বরম্ ॥ ১১
নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরে ধাম্নি স্থিতং শুভম্ ।
অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতম্ ॥
নিত্যং সম্ভোগমৈশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্ ।
নিত্যৈবৈষা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ॥
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথা লক্ষ্মীঃ শুভাননে ।
ঈশানা সর্ব্বজগতো বিষ্ণুপত্নী সদা শিবা ॥ ১৪
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তা সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখী ।
নারায়ণী জগন্মাতা সমস্তজগদাশ্রয়া ॥ ১৫
যদপাঙ্গাশ্রিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
জগৎস্থিতিলয়ৌ যস্যা উন্মীলননিমীলনাৎ ॥ ১৬
সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী ।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা ।
শূন্যং তদখিলং বিশ্বং বিলোক্য পরমেশ্বরী ।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা ॥ ১৮

সা লক্ষ্মীর্ধরণী চৈব নীলা দেবীতি বিশ্রুতা ।
আধারভূতা জগতঃ পৃথিবীরূপমাশ্রিতা ॥ ১৯
তোয়াদিরসরূপেণ সৈব নীলাবপুর্ভবেৎ ।
লক্ষ্মীরূপত্বমাপন্না ধনবাগ্‌রূপিণী হি সা ॥ ৪০
এবং দেবীস্বরূপা সা জগতঃ শ্রীঃ শ্রিতা হরিম্ ।
সমস্তবিদ্যাভেদাঃ স্যুর্লক্ষ্মীরূপা বরাননে ॥ ২১
শ্রীরূপমখিলং সর্ব্বং তস্যা হি বপুরুচ্যতে ।
সৌন্দর্য্যং শীলবৃত্তঞ্চ সৌভাগ্যং স্ত্রীষু সংস্থিতম্
তস্যা রূপঞ্চ গিরিজে সর্ব্বাসাং মূর্দ্ধ্নি যোষিতাম্ ।
যস্যাঃ কটাক্ষায়তমোগ্রদৃষ্ট্যা
ব্রহ্মা শিবঃ স্বর্গপতির্মহেন্দ্রঃ ।
চন্দ্রশ্চ সূর্য্যো ধনদো যমোঽগ্নিঃ
প্রভূতমৈশ্বর্য্যমবাপ্নুবন্তি ॥ ২৩
লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী
পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাক্ষী লোকসুন্দরী ॥ ২৪

করেন ; তিনি মহাশক্তিসম্পন্ন, তাই ভোগ-লীলা এই উভয়কেই ধারণ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পরম ধামে ত্রিপাদ্ এবং ত্রিলোকে একপাদ বিভূতি বিদ্যমান ; তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতিই নিত্য ; আর একপাদ ঐশ্বরিক বিভূতি অনিত্য। সেই ঈশের শুভ নিত্যরূপ পরম ধামে অবস্থিত ; সেরূপ অচ্যুত শাশ্বত দিব্য সদা যৌবন ও নিত্য। ঈশ্বরী রমা সেরূপের সেবা করেন এবং শ্রীমতী ভূমি তাহা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। জগন্মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর অনপায়িনী নিত্যাশক্তি ; হে শুভাননে ! বিষ্ণুও যেরূপ সর্ব্বগত, লক্ষ্মীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা ; সেই বিষ্ণু-পত্নী সর্ব্বজগতের অধীশ্বরী ও শিবকরী। তাঁহারও সকল দিকে পাদ, পাণি, অক্ষি, শির ও মুখ অবস্থিত। সেই নারায়ণী সমগ্র জগতের আশ্রয় ও জননী, তাঁহার অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ অবস্থিত তাঁহার উন্মীলনে জগতের স্থিতি ও নিমীলনে নাশ হয়, তিনি জগতের আদ্যা, ত্রিগুণা, পরমেশ্বরী ও মহালক্ষ্মী। তাঁহার স্বরূপ কখন লক্ষ্য ও কখন অলক্ষ্য ; তিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই পরমেশ্বরী সমগ্র জগৎ শূন্য অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজ দ্বারা সেই অখিল শূন্য পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই লক্ষ্মীই ধরণী ও নীলা নামে বিশ্রুত। তিনি সর্ব্বাধারভূত ধরণী-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তিনি তোয়াদি রসরূপে নীলদেহা হইয়াছেন ; আবার তিনিই লক্ষ্মীরূপে ধন ও বাক্যরূপিণী। বাগ্‌রূপিণী সেই দেবী জগৎলক্ষ্মী ঐ প্রকারে স্বীয় রূপে অবস্থিতা হইয়া হরিকে আশ্রয় করিয়াছেন। হে বরাননে ! লক্ষ্মীরূপা সেই দেবীই বিভিন্ন বিদ্যারূপে বিভক্তা। অখিল শ্রীরূপ জগৎ তাঁহারই দেহ কথিত হয়। তিনিই সৌন্দর্য্য, শীলাচার ও সৌভাগ্যরূপে সর্ব্বনারীদেহে বিদ্যমান। হে গিরিজে ! তাঁহার রূপ সকল নারীকেই অতি-ক্রম করিয়া রহিয়াছে।১৭-২২। তাঁহার তীব্রতর কটাক্ষবিক্ষেপে ব্রহ্মা, শিব, স্বর্গপতি মহেন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের এবং অগ্নি প্রভৃত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মী, শ্রী, কমলা, বিদ্যা, মাতা,

ভূতানামীশ্বরী নিত্যা সহ্যা সর্ব্বগতা শুভা।
বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া রমা॥ ২৫
অনন্তা লোকমাতা ভূর্নীলা সর্ব্বসুখপ্রদা।
রুক্মিণী চ তথা সীতা সর্ব্বদেববতী শুভা॥ ২৬
সতী সরস্বতী গৌরী শান্তিঃ স্বাহা স্বধা রতিঃ।
নারায়ণী বরারোহা বিষ্ণোর্নিত্যানপায়িনী॥২৭
এতানি পুণ্যনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
স মহাশ্রিয়মাপ্নোতি ধনধান্যমকল্মষম্॥ ২৮
হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং বিষ্ণোরনপগামিনীম্॥
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানান্তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥৩০
এবং ঋক্‌সংহিতায়াস্তু স্তূয়মানা মহেশ্বরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখং প্রাদাচ্ছিবাদীনাং দিবৌকসাম্
অস্থেশানা হি জগতো বিষ্ণুপত্নী সনাতনী।
যদপাঙ্গাশ্রিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৩২
যস্য বক্ষসি সা দেবী প্রভায়াবিব তিষ্ঠতি।
স বৈ সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাদক্ষরঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ॥৩৩
স বৈ নারায়ণঃ শ্রীমান্ বাৎসল্যগুণসাগরঃ।

বিষ্ণুপ্রিয়া, সতী, পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা, পদ্মাক্ষী, লোকসুন্দরী, ভূতেশ্বরী, নিত্যা, সহ্যা, সর্ব্বগতা, শুভা, বিষ্ণুপত্নী, মহাদেবী, ক্ষীরোদতনয়া, রমা, অনন্তা, লোকমাতা, ভূ, নীলা, সর্ব্বসুখপ্রদা, রুক্মিণী, সীতা, শুভা, সর্ব্বদেববতী, সরস্বতী, সতী, গৌরী, শান্তি, স্বাহা স্বধা, রতি, নারায়ণী, বরারোহা, বিষ্ণুর নিত্যানপায়িনী—যিনি প্রাতরুত্থান করিয়া এই পুণ্য নামনিবহ পাঠ করেন, তিনি নির্ম্মল ধনধান্যসমন্বিত মহাসম্পদ্ লাভ করিয়া থাকেন। "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং" হইতে "তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্" পর্য্যন্ত ঋক্‌সংহিতা দ্বারা স্তূয়মানা হইয়া সেই পরমেশ্বরী শিবাদি দেবগণকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখ প্রদান করিয়াছিলেন। যে সনাতনী বিষ্ণুপত্নী এই জগতের কর্ত্রী, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ যাঁহার অপাঙ্গে অবস্থিত, পাবকে যেরূপ প্রভা, তদ্রূপ তিনি যাঁহার বক্ষে বাস করেন, তিনিই সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর অক্ষয় অব্যয় পুরুষ। তিনিই

স্বামী সুশীলঃ সুভগঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্॥৩৪
নিত্যং সম্পূর্ণকামশ্চ নৈসর্গিকসুহৃৎ সখা।
কৃপাপীযূষজলধিঃ শরণং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৩৫
স্বর্গাপবর্গসুখদো ভক্তানাং করুণাকরঃ।
শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্ব্বং করোম্যহম্
দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্ব্বাসু কমলাপতেঃ।
ইতি স্বরূপং সংসিদ্ধং সুখং দাস্যমবাপ্নুয়াৎ॥৩৭
এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্ভক্তিং সম্যগাচরেৎ।
দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৩৮
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ।
মাতা পিতা সুতো বন্ধুর্নিবাসঃ শরণং গতিঃ॥৩৯
কল্যাণগুণবান্ শ্রীশঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।
যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥ ৪০
যত্র মিথ্যা প্রপঞ্চত্বং বাক্যৈর্বেদান্তগোচরৈঃ॥
দৃশ্যমানমিদং সর্ব্বমনিত্যমিতি চোচ্যতে।
অত্রাপি প্রাকৃতং রূপমণ্ডস্যৈব বিনাশনম্॥ ৪২

শ্রীমান্ নারায়ণ, বাৎসল্যগুণসাগর, স্বামী, সুশীল, সুভগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্য সম্পূর্ণকাম, নৈসর্গিক সুহৃৎ, সখা, কৃপামৃতসাগর, সর্ব্বদেবাশ্রয়, স্বর্গাপবর্গসুখদ ও ভক্তগণের করুণাকর। "আমি সেই শ্রীমান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে দেশকালাদি অবস্থার অনুসরণ করিয়া সর্ব্বদা দাস্য করিব" এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলে স্বরূপসিদ্ধ সুখ ও দাস্য লাভ হয়, মন্ত্রের এবংবিধ প্রয়োজন জানিয়া তাঁহার প্রতি সম্যক্ ভক্তি আচরণ করিবে। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহার দাসভূত, তিনি শ্রীমান্ নারায়ণ জগৎস্বামী, প্রভু, ঈশ্বর, মাতা, পিতা, সুত, শরণ, সুহৃৎ, নিবাস, গতি, কল্যাণগুণবান্, শ্রীশ ও সর্ব্বকামফলপ্রদ। যে জগদীশ শাস্ত্রে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তিনি হেয় প্রাকৃত গুণে সমন্বিত হইয়া হীন সগুণ বলিয়া অভিহিত হন। ২৩--৪০। বেদান্তবাক্য বলেন—মিথ্যা প্রপঞ্চময় দৃশ্যমান এই সমগ্র জগৎ অনিত্য। অণ্ড বিনষ্ট হইলেই প্রাকৃত রূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু সেই প্রাকৃত রূপ সকল

প্রাকৃতানাং হি রূপাণামনিত্যত্বং তথোচ্যতে।
ইমমর্থং মহাদেবি প্রকৃতেরুদ্ভবং হরেঃ॥ ৪৩
ক্রীড়ার্থং দেবদেবস্য বিষ্ণোর্লীলাধিকারিণঃ।
লোকৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ সাগরৈর্দ্বীপসংযুতৈঃ॥৪৪
ভূতৈশ্চতুর্ব্বিধৈশ্চাপি ভূধরৈশ্চ মহোচ্ছ্রয়ৈঃ।
পরিপূর্ণমিদং রম্যমণ্ডং প্রকৃতিসম্ভবম্॥ ৪৫
দশোত্তরগুণোপেতং সপ্তাবরণসংবৃতম্।
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ যঃ কালঃ পরিবর্ত্ততে॥ ৪৬
কালেনৈব জগৎসর্গস্থিতিসংহরণং ভবেৎ।
চতুর্যুগসহস্রং বৈ ব্রহ্মণো দিবসো ভবেৎ॥ ৪৭
তাবন্তি রাত্রিবর্ষাণি ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
ক্ষয়ে তু ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তে সর্ব্বসংহারকো ভবেৎ
অণ্ডমণ্ডগতা লোকা দহ্যন্তে কালবহ্নিনা।
সর্ব্বাত্মানস্তথা বিষ্ণোঃ প্রকৃতৌ বিনিবেশিতাঃ
অণ্ডাবরণভূতানি প্রকৃতৌ লয়মাপ্নুয়ুঃ।
সা সর্ব্বজগদাধারা প্রকৃতির্হরিসংশ্রিতা॥ ৫০
তয়া জগৎসর্গলয়ৌ করোতি ভগবান্ সদা।
ক্রীড়ার্থং দেবদেবেন সৃষ্টা মায়া জগন্ময়ী॥৫১
অবিদ্যা প্রকৃতির্মায়া গুণত্রয়ময়ী সদা।
সর্গস্থিতিলয়ানাং সা হেতুভূতা সনাতনী॥ ৫২
যোগনিদ্রা মহামায়া প্রকৃতিস্ত্রিগুণান্বিতা।
অব্যক্তা চ প্রধানঞ্চ বিষ্ণোর্লীলাবিকারিণঃ॥৫৩
জগৎসর্গলয়ৌ স্যাতাং প্রকৃতেরেব সর্ব্বদা।
অসংখ্যপ্রকৃতেঃ স্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়ম্॥৫৪
ঊর্দ্ধন্তু সীম্নি বিরজা নিঃসীমাধঃ সনাতনী।
তয়া ধৃতং জগৎ সর্ব্বং স্থূলসূক্ষ্মাদ্যবস্থয়া॥ ৫৫
বিকাসসঙ্কোচাবস্থে তস্যাঃ সর্গলয়ৌ স্মৃতৌ।
এবং সর্ব্বাণি ভূতানি প্রকৃত্যন্তর্গতানি বৈ॥৫৬
ততঃ শূন্যমিদং সর্ব্বং প্রকৃত্যন্তর্গতং মহৎ।
এবং প্রকৃতিরূপায়া বিভূতে রূপমুত্তমম্॥ ৫৭
ত্রিপাদ্বিভূতিরূপন্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি।
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী॥ ৫৮
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।

অনিত্য বলিয়া অভিহিত। হে মহাদেবি! এইরূপে লীলাকারী দেবেশ হরির ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য প্রকৃতি প্রকটিত হয়। চতুর্দ্দশ ভুবন, দ্বীপসমন্বিত সপ্ত সাগর, চতুর্ব্বিধ ভূত ও মহোন্নত ভূধরনিকর দ্বারা প্রকৃতি-সম্ভূত সেই রম্য অণ্ড পরিপূর্ণ থাকে; ঐ অণ্ডের সাতটী আবরণ আছে, ঐ সকল আবরণ একটী হইতে অপরটী দশগুণ ব্যবহিত। কলা কাষ্ঠাদিরূপে যে কালের বিবর্ত্তন হয়, সেই কালনিয়মেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। সহস্র চতুর্যুগে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার একদিন, এবং তাবদ বর্ষ পরিমাণ রাত্রি; ব্রহ্মার ক্ষয় হইলে লোক সকল বিনষ্ট হয়,—অণ্ড ও অণ্ডগত লোকসকল কালানলে দগ্ধ হইয়া যায় এবং সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুর প্রকৃতিতে নিবিষ্ট হয়। আর অণ্ডের আবরণনিচয় প্রকৃতিতে লয় পাইয়া থাকে। সেই প্রকৃতি সর্ব্ব জগতের আধার-ভূতা, হরির আশ্রয়রূপা, ভগবান্ তাঁহারই সহিত সর্ব্বদা জগতের সৃষ্টি-প্রলয় বিধান করিয়া থাকেন। দেবদেব হরি ক্রীড়া করিবার জন্য যে জগন্ময়ী মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি অবিদ্যা, প্রকৃতি ও মায়া এবং ত্রিগুণ-ময়ী। ঐ সনাতনী মায়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূতা; যোগনিদ্রা, মহামায়া, ত্রিগুণান্বিতা প্রকৃতি, অব্যক্তা এবং লীলা-বিহারী হরির প্রধান আশ্রয়ভূতা। ঐ প্রকৃতিতেই জগতের নিত্য লয় এবং তাহা হইতেই পুনঃ উদ্ভূতি হইয়া থাকে। প্রকৃতির স্থান অসংখ্য, ঐ সকল স্থান ঘনান্ধকারময় ও অব্যয়; উহার ঊর্দ্ধসীমায় সনাতনী বিরজা বিরাজিতা, কিন্তু অধোদেশ নিঃসীম। তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম অবস্থাভেদে সর্ব্ব জগৎ ধারণ করেন। তাঁহার বিকাশাবস্থা জগতের সৃষ্টি এবং সঙ্কোচাবস্থা লয় বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপে সর্ব্বজগৎ প্রকৃতির অন্তর্গত জানিবে। ৪১—৫৬। তারপর সমস্তই প্রকৃতির গর্ভগত মহাকাশ। হে ভূধরনন্দিনি! ইহাই হইল প্রকৃতিরূপা বিভূতির উত্তমরূপ, এক্ষণে ত্রিপাদ্ বিভূতির রূপ শ্রবণ কর। প্রধান ও পরম ব্যোমের মধ্যে বিরজা নদী বিদ্যমানা,

তস্যাঃ পারে পরে ব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতিঃ সনাতনী
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমম্পদম্।
শুদ্ধং সত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্॥ ৬০
অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ম্।
সর্ব্ববেদময়ং শুদ্ধং সর্গপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥ ৬১
অসংখ্যমজরং নিত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্।
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাবহম্॥ ৬২
সমানাধিক্যরহিতমাদ্যন্তরহিতং শুভম্।
তেজসাত্যদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরম্॥৬৩
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ॥৬
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতম্।
ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৬৫
হরেঃ পদং বর্ণয়িতুং ন শক্যং
ময়া চ ধাত্রা চ মুনীন্দ্রসঙ্ঘৈঃ।
যস্মিন্ পদে হ্যচ্যুত ঈশ্বরো যঃ
স হ্যঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ৬৬
যদক্ষরং বেদগুহ্যং পরস্মিন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
যে তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৬৭
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
অক্ষরং শাশ্বতং দিব্যং দিবি চক্ষুরিবাততম্॥৬৮
তৎপ্রবেষ্টুমশক্যঞ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ বীক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গবৈঃ॥
অহং ব্রহ্মা চ দেবাশ্চ ন জানন্তি মহর্ষয়ঃ।
সর্ব্বোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা বক্ষ্যামি সুব্রতে॥ ৭০
বিষ্ণোঃ পদে হি পরমে পদে তৎ সশুভাহ্বয়ে।
যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আসতে সুসুখাঃ প্রজাঃ॥
অত্রাহং তৎপরং ধাম গোপবেষস্য শার্ঙ্গিণঃ।
তদ্ভাতি পরমং ধাম গোভির্গোপৈঃ সুখাহ্বয়ৈঃ
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাজ্জ্যোতিরচ্যুতম্।

ঐ শুভা বিরজা বেদাঙ্গ হইতে জাত স্বেদ-জল দ্বারা প্রবাহবতী। তাহার পর পারে মহাকাশ, সেই মহাকাশে সনাতনী ত্রিপাদ্ বিভূতি বিদ্যমানা। ঐ ত্রিপাদ্বিভূতি অক্ষর ব্রহ্মপদ; উহা অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, পরম, শুদ্ধ সত্ত্বময় ও দিব্য। উহার অব্যয় কান্তি অনেক কোটি সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায়; উহা সর্ব্ববেদময়, শুদ্ধ, সৃষ্টি-লয়-হীন, সংখ্যাতীত, অজর, নিত্য, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি-বিবর্জ্জিত, হিরণ্ময়, মোক্ষাস্পদ, ব্রহ্মানন্দ-সুখা-বহ, সমানাধিক্যরহিত, আদ্যন্তহীন, শুভ এবং তেজোদ্বারা অদ্ভুত রম্য ও নিত্য আনন্দ-সাগর। বিষ্ণুর পরমপদ এই সকল ও অন্যান্য নানাগুণে সমন্বিত; সূর্য্য, চন্দ্র কিম্বা পাবক ঐ পদ উদ্ভাসিত করে না। বিষ্ণুর সেই পরম ধাম শাশ্বত, নিত্য ও অচ্যুত; তথায় গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না। কোটিকল্প কালেও তাহার বর্ণনা করা যায় না। আমি, বিধাতা কিম্বা মুনীন্দ্রগণ সকলেই সেই পরমপদের বর্ণনা করিতে অসমর্থ। হে গিরিজে! অচ্যুত ঈশ্বরও সেই পরমপদ জানেন কিনা সন্দেহ। যাহা অক্ষর ও বেদগুহ্য, যাহাতে সবিশ্ব দেবগণ নিষণ্ণ, সেই দেবগণও যাঁহার যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্ব বিদিত, বল দেখি—ঋক্ তাহার কি বর্ণনা করিবে? হে দেবি! বিজ্ঞগণ সেই বিষ্ণুর পরমধাম সূর্য্যতেজের ন্যায় সর্ব্বদা নভোমণ্ডলে বিস্তৃত অবলোকন করেন; অতএব ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতারাও তাহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। যোগিপুঙ্গবগণ জ্ঞান ও শাস্ত্রপথদ্বারা তাহাকে দর্শন করেন; আমি, ব্রহ্মা ও দেব এবং মহর্ষিগণ—আমাদের সে পদ অবিদিত। হে সুব্রতে! আমি সমস্ত উপনিষদের অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার নিকট বলি-তেছি। ৫৭—৬০। বিষ্ণুর সেই পরম শুভাবহ স্থানে গোগণ দীর্ঘশৃঙ্গ ও প্রজাগণ উত্তম সুখ-সমন্বিত; কথিত হয়—সেই পরমধামের প্রভু গোপবেশধারী ও শার্ঙ্গধন্বা। সেই পরমধাম নিত্য সুখসমন্বিত গো ও গোপগণ দ্বারা প্রতিভাত। সেই ধাম আদিত্যবর্ণ, অচ্যুত,

আধারো ব্রহ্মণো লোকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সনাতনঃ ॥
সামান্যা বিভিতে ভূমিস্তেনাস্মিন্ শাশ্বতে পদে
তস্যতূর্জ্জাগরূকেঽস্মিন্ যুবানৌ শ্রীসনাতনৌ ॥৭৪
যতঃ স্বসারৌ যুবতী ভূনীলে বিষ্ণুবল্লভে।
অত্র পূর্ব্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বে দেবাঃ সনাতনাঃ
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে শুভদর্শনাঃ।
তত্র বিজ্ঞানিনো বিপ্রা জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে ॥
তৎপদং জ্ঞানিনো বিপ্রা যান্তি সংবাসমিচ্ছবঃ
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥৭৭
তস্মিন্ বন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ প্রাপ্নুবন্তি সুখং পদম্।
তৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ ॥
মোক্ষং পরং পদং দিব্যমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্।
অক্ষরং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং পদম্ ॥৭৯
নিত্যঞ্চ পরমং ব্যোম সর্ব্বোৎকৃষ্টং সনাতনম্।
পর্য্যায়বাচকান্যস্য পরধাম্নোঽচ্যুতস্য চ।
তস্য ত্রিপাদ্বিভূতেস্তু রূপং বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে ত্রিপাদ্বিভূতিকথনং নাম সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

জ্যোতির্ম্ময় ও তমোঽতীত, ব্রহ্মলোক তাহার আধার এবং উহা শুদ্ধসত্ত্ব ও সনাতন। সেই জাগরূক শাশ্বত পদে নবযৌবনসম্পন্না শ্রীদেবী এবং নবযৌবনবান্ পরমপুরুষ নিয়ত বিদ্যমান। মান্যা ভূমি ও নীলাদেবী বিদ্যমানা, তথায় বিষ্ণুবল্লভা যুবতী ঐ ভূমি ও নীলাদেবী বাস করেন। ঐ নীলাদেবী ভূমির ভগিনী। ঐ স্থানে যে শুভদর্শন সনাতন সাধ্য ও বিশ্বদেব বাস করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ঐ পরমপদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তথায় বিজ্ঞানবিদ্ বিপ্রগণ নিত্য জাগ্রত ও প্রদীপিত এবং তাঁহারা বাস বাসনায় সে স্থানে গমন করেন। বিষ্ণুর ঐ পরমধাম মোক্ষ বলিয়া আখ্যাত হয়। ঐ স্থানে বন্ধবিমুক্তি ও সুখাস্পদপ্রাপ্তি হয় এবং তথায় গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না; এজন্য উহা মোক্ষ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। মোক্ষ, পরমপদ, দিব্য, অমৃত, বিষ্ণুমন্দির, অক্ষর, পরমধাম, বৈকুণ্ঠ, শাশ্বতপদ, নিত্য, পরম ব্যোম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সনাতন,—এই সকল ঐ অচ্যুত মোক্ষপদ পরমব্যোমের পর্য্যায়বাচক। এক্ষণে বিস্তারক্রমে সেই ত্রিপাদ্ বিভূতির রূপ বর্ণন করিতেছি। ৭১—৮০।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৭।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্রিপাদ্বিভূতের্লোকাস্তু অসংখ্যাতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়াঃ ॥ ১
সর্ব্বে নিত্যা নির্ব্বিকারা হেয়রাগাদিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ ॥২
সর্ব্বে বেদময়া দিব্যাঃ কামক্রোধ বিবর্জ্জিতাঃ।
নারায়ণপদাম্ভোজভক্ত্যেকরসসেবিতাঃ ॥ ৩
নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং শ্রিতাঃ।
সর্ব্বে পঞ্চোপনিষদঃ স্বরূপা বেদবর্চ্চসঃ ॥ ৪
সর্ব্বে বেদময়ৈর্দিব্যৈঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভিরাবৃতাঃ।
বেদৈকরসতোয়াঢ্যৈঃ সরোভিরুপশোভিতাঃ ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিরূপস্থাবরসংযুতাঃ।
সর্ব্বং বর্ণয়িতুং শক্যং ন ময়া লোকবিস্তৃতম্ ॥ ৬
বিরজাপরমব্যোম্নোরন্তরং কেবলং স্মৃতম্।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ত্রিপাদ্ বিভূতির লোক অসংখ্য কথিত হয়। ঐ সকল লোক শুদ্ধসত্ত্বময়, ব্রহ্মানন্দসুখসম্পন্ন, নিত্য, নির্ব্বিকার, হেয়রাগাদিবর্জ্জিত, হিরণ্ময়, শুদ্ধ, কোটিদিবাকরপ্রভ, বেদময়, দিব্য এবং কামক্রোধহীন। তাঁহারা ভক্তিরস দ্বারা একমাত্র নারায়ণ-পদাম্বুজের সেবা করেন, নিরন্তর সামগান করিয়া পূর্ণসুখে মগ্ন থাকেন। সকলেই পঞ্চোপনিষৎ স্বরূপ ও বেদবর্চ্চা; বেদময় দিব্য নারী পুরুষ দ্বারা পরিবৃত; একমাত্র বেদগণই য হারজল; এইরূপ রসাঢ্য সরোবরসমূহ দ্বারা উপশোভিত। ১—৫। উহা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্ররূপ স্থাবরসমন্বিত। আমি সেই বিস্তৃত

তৎস্থানমুপভোক্তব্যমব্যক্তব্রহ্মসেবিনাম্ ॥ ৭
স্বাত্মানুভবজানন্দসুখদং কেবলং পদম্।
নিঃশ্রেয়সঞ্চ নির্ব্বাণং কৈবল্যং মোক্ষ উচ্যতে ॥৮
শ্রীশাঙ্ঘ্রি ভক্তিসেবৈকরসভোগবিবর্জ্জিতাঃ।
তদিচ্ছন্ত্যল্পমতয়ো মোক্ষং সুখবিবর্জ্জিতম্।
মহাত্মানো মহাভাগা ভগবৎপাদসেবকাঃ ॥ ৯
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম যান্তি ব্রহ্মসুখপ্রদম্।
নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্ ॥ ১০
প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈর্বৃতম্।
তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা
মণিকাঞ্চনচিত্রাঢ্যা প্রাকারৈস্তোরণৈর্বৃতা।
চতুর্দ্বারসমযুক্তা রত্নগোপুরসংবৃতা ॥ ১২
চণ্ডাদিদ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদ্যৈশ্চ রক্ষিতা।
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ ॥
বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ।

'লোক সকলের বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। বিরজা ও পরমব্যোমের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কেবল বলে, অব্যক্ত ব্রহ্মের সেবকগণই ঐ স্থান উপভোগ করেন। ঐ কেবল পদ আত্মানুভবজ আনন্দসুখদ, নিঃশ্রেয়স ও নির্ব্বাণপদপ্রদ, এজন্য সেই কেবলপদকে কৈবল্য মোক্ষ বলা হয়। যাহারা একমাত্র ভক্তিরস দ্বারা শ্রীপতির অঙ্ঘ্রিযুগের সম্ভোগ-বিমুখ, সেই মন্দমতি ব্যক্তিগণ সুখবিবর্জ্জিত মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে, আর ভগবৎপাদ-সেবক মহাত্মা মহাভাগগণ ব্রহ্মসুখপ্রদ সেই বিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন। হরির পরম-ধামের নাম বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ নানা জনপদাকীর্ণ, রত্নময় প্রাকার বিমান ও সৌধসমন্বিত। তন্মধ্যে অযোধ্যানাম্নী এক দিব্য নগরী আছে, ঐ নগরী মণি ও কাঞ্চনের নানা চিত্রে সমৃদ্ধ এবং বহু প্রাকার-তোরণপরিবৃতা। তাহার দ্বার চারিটি, ঐ দ্বারচতুষ্টয় রত্নগোপুর-পরিবৃত। চণ্ড-কুমুদাদি দ্বারপালগণ ঐ সকল দ্বারের রক্ষক; তন্মধ্যে পূর্ব্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্রক, পশ্চিম

কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ ॥ ১৪
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র শুভাননে
কোটিবৈশ্বানরপ্রখ্যগৃহপঙ্‌ক্তিভিরাবৃতা।
আরূঢ়যৌবনৈর্নিত্যৈর্দিব্যনারীনরৈর্যুতা ॥১৬
অন্তঃপুরন্তু দেবস্য মধ্যে পুর্য্যাং মনোহরম্।
মণিপ্রাকারসংযুক্তং রত্নতোরণশোভিতম্ ॥ ১৭
বিমানৈর্গৃহমুখ্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্বহুভির্যুতম্।
দিব্যাপ্সরোগণৈঃ স্ত্রীভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥
মধ্যে তু মণ্ডপং দিব্যং রাজস্থানং মহোচ্ছ্রয়ম্।
মাণিক্যস্তম্ভসাহস্রজুষ্টং রত্নময়ং শুভম্ ॥ ১৯
দিব্যৈর্মুক্তৈঃ সমাকীর্ণং সামগানোপশোভিতম্
মধ্যে সিংহাসনং রম্যং সর্ব্ববেদময়ং শুভম্ ॥২০
ধর্ম্মাদিদেবতৈর্নিত্যৈর্বৃতং বৈদময়াত্মকৈঃ।
ধর্ম্মজ্ঞানমহৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ ॥ ২১
ঋগ্‌যজুঃসামকাথর্ব্বৈ রূপৈর্নিত্যং বৃতং ক্রমাৎ
শক্তিরাধারশক্তিশ্চ চিচ্ছক্তিশ্চ সদাশিবা ॥ ২২

দ্বারে জয় ও বিজয় এবং উত্তর দ্বারে ধাতা ও বিধাতা অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, কুসুম, সুপ্রতিষ্ঠিত,—ঐ পুরীর এই সকল দিক্‌পাল কথিত হয়। হে শুভাননে! কোটি পাবকপ্রভ গৃহপংক্তিদ্বারা ঐ পুরী পরিবেষ্টিতা এবং নব-যৌবনা দিব্য রমণীগণ দ্বারা নিত্য সমন্বিতা। ঐ পুরীর মধ্যস্থানে দেবদেবের মনোহর মণ্ডপ বিদ্যমান, ঐ মণ্ডপ মণিময়প্রাকারযুক্ত, রত্নতোরণশোভিত, বহুবিমান, উত্তম গৃহ, প্রাসাদ এবং দিব্য অপ্সরা রমণীগণ দ্বারা অলঙ্কৃত। ঐ মহোচ্চ মধ্যমণ্ডপের নাম রাজস্থান, ঐ শুভ স্থান, রত্নময়, সহস্র মণি-মাণিক্যস্তম্ভযুক্ত, দিব্য মুক্তাসমাকীর্ণ এবং সামগানে পরম রমণীয়। উহার মধ্যে সর্ব্ব-বেদময় রম্য শুভ সিংহাসন বিদ্যমান।৬—২০। ঐ সিংহাসন বেদময়াত্মক ধর্ম্মাদি দেবগণ,—ধর্ম্ম, জ্ঞান, মহৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, পাদবিগ্রহ ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্বেদ—এই সকলে যথাক্রমে নিত্য পরিবৃত। শক্তি, চিচ্ছক্তি, সদাশিবা

ধর্ম্মাদিদেবতানাঞ্চ শক্তয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বসন্তি মধ্যমে তত্র বহ্নিসূর্য্যসুধাংশবঃ॥ ২৩
কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ।
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাস্থিতাঃ॥ ২৪
সর্ব্বাক্ষরময়ং দিব্যং যোগপীঠমিতি স্মৃতম্।
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মমুদয়ার্কসমপ্রভম্॥ ২৫
তন্মধ্যে কর্ণিকায়াস্তু সাবিত্র্যাং শুভদর্শনে।
ঈশ্বর্য্যা সহ দেবেশস্তত্রাসীনঃ পরঃ পুমান্॥ ২৬
ইন্দীবরদলশ্যামঃ কোটিসূর্য্যপ্রকাশবান্।
যুবা কুমারঃ স্নিগ্ধশ্চ কোমলাবয়বৈর্ব্বৃতঃ॥ ২৭
ফুল্লরক্তাম্বুজনিভঃ কোমলাঙ্ঘ্রিসরোজবান্।
প্রবুদ্ধঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সুভ্রূলতাযুগাঙ্কিতঃ॥ ২৮
সুনাসঃ সুকপোলাঢ্যঃ সুশ্রোত্রমুখপঙ্কজঃ।
মুক্তাফলাভদন্তাঢ্যঃ সস্মিতাধরবিদ্রুমঃ॥ ২৯
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশঃ সুস্মিতাননপঙ্কজঃ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ॥
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকুন্তলৈরুপশোভিতঃ।

এবং ধর্ম্মাদি দেবতাগণের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি উহার আধার শক্তি। উহার মধ্যে বহ্নি সূর্য্য ও চন্দ্র বাস করেন এবং কূর্ম্ম, নাগরাজ, বৈনতেয়, বেদাধিপ, মন্ত্রসমূহের ছন্দ ইহারা ঐ সিংহাসনের পীঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ পীঠ সর্ব্বাক্ষরময় দিব্য যোগ-পীঠ নামে অভিহিত। সিংহাসন মধ্যে নবোদিত আদিত্যপ্রভ অষ্টদলপদ্ম বিদ্যমান, হে শুভদর্শনে! তন্মধ্যে সাবিত্রীনাম্নী কর্ণিকায় ঈশ্বরীর সহিত পরম পুরুষ দেবেশ সমাসীন। তিনি ইন্দীবরদলবৎ শ্যাম, কোটি দিবাকরতুল্য দীপ্তিশালী, যুবা, কুমার, স্নিগ্ধ কোমলকায়, প্রস্ফুটিত-রক্তপদ্মপ্রভ, সরোজ-বৎ কোমলাঙ্ঘ্রি, প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষ, উত্তম ভ্রূলতাযুগাঙ্কিত, সুনাস, সুকপোল, সুশ্রোত্র এবং কমলানন। তাঁহার দশন মুক্তা-ফলাভ, অধর সস্মিত ও বিদ্রুম-রক্তিম, বর্ণ পূর্ণচন্দ্রতুল্য এবং মুখকমল ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তাঁহার কর্ণ তরুণাদিত্যবর্ণ কুণ্ডলদ্বয়ে মণ্ডিত, তিনি সুস্নিগ্ধ নীল

মন্দারপারিজাতাঢ্য-কবরীকৃতকেশবান্॥ ৩১
প্রাতরুদ্যৎসহস্রাংশুনিভকৌস্তুভশোভিতঃ।
হারস্বর্ণস্রগাসক্তকম্বুগ্রীবো বিরাজিতঃ॥ ৩২
সিংহস্কন্ধনিভৈঃ প্রোচ্চৈঃ পীনৈরংসৈর্বিরাজিতঃ
পীনবৃত্তায়তভুজৈশ্চতুর্ভিরুপশোভিতঃ॥ ৩৩
অঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈঃ কেয়ূরৈঃ পরিমণ্ডিতঃ।
বালার্ককোটিসঙ্কাশৈঃ কৌস্তুভাদ্যৈঃ সুভূষণৈঃ
বিরাজিতমহাবক্ষা বনমালাবিভূষিতঃ।
বিধাতৃজননস্থাননাভিপঙ্কজশোভিতঃ॥ ৩৫
বালাতপনিভ-শ্লক্ষ্ণপীতবস্ত্রসমন্বিতঃ।
নানারত্নবিচিত্রাঙ্ঘ্রিঃ কটকাভ্যাং বিরাজিতঃ।
সজ্যোৎস্নাচন্দ্রপ্রতিমনখপঙ্‌ক্তিসমন্বিতঃ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-সৌন্দর্য্যনিধিরচ্যুতঃ॥ ৩৭
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গো দিব্যমালাবিভূষিতঃ।
গৃহীতশঙ্খচক্রাভ্যামুদ্বাহুভ্যাং বিরাজিতঃ॥৩৮
বরদাভয়হস্তাভ্যামিতরাভ্যাং তথৈব চ।

কুটিলকুন্তলে উপশোভিত, মন্দার ও পারিজাত প্রসূনে তাঁহার কেশ কবরীকৃত; তিনি নবোদিত দিবাকরপ্রভ কৌস্তুভে বিভূষিত, তাঁহার কম্বুকণ্ঠ হার ও স্বর্ণ-মাল্যে বিলম্বিত এবং তিনি সিংহস্কন্ধকান্তি উচ্চ ও স্থূল স্কন্ধদ্বয়সমন্বিত। তাঁহার ভুজচতুষ্টয় স্থূল ও দীর্ঘ, তিনি অঙ্গুরীয়ক কটক ও কেয়ূর দ্বারা পরিশোভিত এবং কোটিবালার্ককান্তি কৌস্তুভাদি উত্তম বিভূষণ ও বনমালা দ্বারা তাঁহার বিশাল বক্ষস্থল বিভূষিত। তাঁহার নাভিদেশে এক সরোজ শোভমান, ঐ সরোজ বিধাতার জন্মস্থান। পরিধানে পীতবসন, ঐ বসন বালতপননিভ ও শ্লক্ষ্ণ। অঙ্ঘ্রিযুগল কটকযুগলে শোভিত, ঐ কটকযুগল নানা রত্নে বিচিত্র।২১—৩৬। তাঁহার নখপংক্তি উত্তম জ্যোৎস্নাযুক্ত চন্দ্র-প্রভ,তিনি কোটি কন্দর্পের লাবণ্যযুত এবং সৌন্দর্য্যের নিধি। সেই অচ্যুতের দেহ দিব্য চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত, তিনি একদিকে উদ্যত বাহুদ্বয় দ্বারা শঙ্খ ও চক্র এবং অপরদিকে ঐরূপ বাহুদ্বয়ে বর ও

বামাঙ্গে সংস্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীর্মহেশ্বরী ॥৩৯
হিরণ্যবর্ণা হরিণী সুবর্ণরজতস্রজা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না যৌবনারম্ভবিগ্রহা ॥ ৪০
রত্নকুণ্ডলসংযুক্তা নীলাকুঞ্চিতশীর্ষজা।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী দিব্যপুষ্পোপশোভিতা ॥৪১
মন্দারকেতকীজাতীপুষ্পাঞ্চিতসুকুন্তলা।
সুভ্রূঃ সুনাসা সুশ্রোণী পীনোন্নতপয়োধরা ॥৪২
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশা সুস্মিতাননপঙ্কজা।
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতা ॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
হস্তৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা কনকাম্বুজভূষিতা ॥ ৪৪
নানাবিচিত্ররত্নাঢ্যা কনকাম্বুজমালয়া।
হারকেয়ূরকটকৈরঙ্গুলীয়ৈশ্চ শোভিতা ॥ ৪৫
ভুজদ্বয়ধৃতোদগ্র-পদ্মযুগ্মোপশোভিতা।
গৃহীতমাতুলুঙ্গাখ্যজাম্বুনদকরাঞ্চিতা ॥ ৪৬
এবং নিত্যানপায়িন্যা মহালক্ষ্ম্যা মহেশ্বরঃ।
মোদতে পরমে ব্যোম্নি শাশ্বতে সর্ব্বদা প্রভুঃ ॥
পার্শ্বয়োর্ধরণীনীলে সমাসীনে শুভাসনে।
অষ্টদিক্ষু দলাগ্রেষু বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৪৮
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানা শক্তয়ঃ পরমাত্মনঃ ॥৪৯
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ সুধাকরসমপ্রভান্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মোদন্তে পতিমচ্যুতম্ ॥ ৫০
দিব্যাপ্সরোগণাঃ পঞ্চশতসংখ্যাশ্চ যোষিতঃ।
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ৫১
পদ্মহস্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ কোটিবৈশ্বানরপ্রভাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ শীতাংশুসদৃশাননাঃ ॥ ৫২
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা শুশুভে পরমঃ পুমান্।
অনন্তবিহগাধীশ-সেনান্যাদ্যৈঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥৫৩
অন্যৈঃ পরিজনৈর্নিত্যৈর্মুক্তৈশ্চ পরিসংবৃতঃ।
মোদতে রময়া সার্দ্ধং ভোগৈশ্বর্য্যরতঃ পুমান্ ॥৫৪
এবং বৈকুণ্ঠনাথোঽসৌ রাজতে পরমে পদে।
তদ্ব্যূহভেদান্ কাংশ্চ বক্ষ্যামি গিরিজে শুভে

অভয় ধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার বাম ক্রোড়ে দেবী মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী অবস্থিতা; তিনি হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, সুবর্ণ ও রজতমাল্যধারিণী সর্ব্ব লক্ষণসম্পন্না এবং নবযৌবনা। তাঁহার কর্ণ রত্নকুণ্ডলমণ্ডিত, মস্তক নীলাকুঞ্চিত কেশকলাপে বিভূষিত,দেহ দিব্য চন্দনচর্চ্চিত ও দিব্য কুসুমে শোভিত। মন্দার, কেতকী ও জাতিপুষ্পে শোভিত তদীয় কেশসমূহ সুমনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে; তিনি সুভ্রু, সুনাসা, সুশ্রোণী ও পীনোন্নতপয়োধরা। তাঁহার দেহ পূর্ণেন্দু-কান্তি, বদনকমল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কর্ণদ্বয় তরুণাদিত্যবর্ণ কুণ্ডলদ্বয়ে শোভিত। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা ও তপ্তকাঞ্চনভূষণা। তাঁহার করচতুষ্টয় কনককমলশোভিত ও কমনীয়, তিনি নানাবিধ বিচিত্র রত্ন, কনকমালা, হার, কেয়ূর কটক ও অঙ্গুরীয়নিচয়ে শোভিত। তিনি একদিকের হস্তদ্বয়ে দুইটী উন্নত পদ্ম ও অপরদিকের করদ্বয়ে কাঞ্চনকান্তি দুইটী মাতুলুঙ্গ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রভু মহেশ্বর এইরূপ নিত্যানপায়িনী মহা-লক্ষ্মীর সহিত শাশ্বত মহাকাশে অনিশ মুদিত হইয়া থাকেন। ধরণী ও নীলা দেবী তাঁহার পার্শ্বস্থ শুভাসনে সমাসীনা রহিয়াছেন এবং অষ্টদিকে পদ্মের উন্নত দালাগ্রে বিমলাদি শক্তিসমূহ শোভা পাইতেছেন। বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, এবং ঈশানা—এই সর্ব্ব লক্ষণসম্পন্না অষ্ট শক্তি সুধাকরসমপ্রভ দিব্য চামর করে লইয়া অচ্যুত পরমাত্মা পতির প্রীতি সম্পা-দন করিতেছেন।৩৭—৫০। দিব্য অপ্সরাগণ ও সর্ব্বাভরণভূষিতা পঞ্চশত অন্য রমণী তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করে। তাহারা সকলেই পদ্মহস্তা, কোটি কোটি পাবকপ্রভা, সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্না ও চন্দ্রবদনা। সেই পরম পুরুষরাজ ঐ সকল রমণী দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন। সেই পুরুষ অসংখ্য বিহগরাজ, সেনানী, সুরেশ্বরগণ ও অন্যান্য পরিজন দ্বারা পরিবৃত হইয়া রমার সহিত হর্ষভরে ভোগৈশ্বর্য্য উপ-

প্রাচ্যাং বৈকুণ্ঠলোকস্থ বাসুদেবস্য মন্দিরম্ ।
আগ্নেয্যাং লক্ষ্মীলোকস্তু যাম্যাং সঙ্কর্ষণালয়ঃ ॥
সারস্বতস্তু নৈর্ঋত্যাং প্রাদ্যুম্নঃ পশ্চিমে তথা ।
রতিলোকস্তু বায়ব্যামুদীচ্যামনিরুদ্ধভূঃ ॥ ৫৭
ঐশান্যাং শান্তিলোকঃ স্যাৎপ্রথমাবরণং স্মৃতম্
কেশবাদিচতুর্বিংশত্যমী লোকাস্ততঃ ক্রমাৎ ॥
দ্বিতীয়াবরণং প্রোক্তং বৈকুণ্ঠস্য শুভাহ্বয়ম্ ।
মৎস্যকূর্ম্মাদিলোকাস্তু তৃতীয়াবরণং শুভম্ ॥৫৯
সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গাবিষ্বক্সেনগজাননাঃ ।
শঙ্খশদ্মনিধীলোকাশ্চতুর্থাবরণং শুভম্ ॥ ৬০
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণো লোকা দিক্ষু মহৎসু চ ।
সাবিত্র্যা বিহগেশস্য ধর্ম্মস্য চ মখস্য চ ॥ ৬১
পঞ্চমাবরণং প্রোক্তমক্ষয়ং সর্ববাঙ্ময়ম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-খড়্গ-শার্ঙ্গহলং তথা ॥ ৬২
মৌষলঞ্চ তথা লোকাঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসংযুতাঃ ।
ষষ্ঠমাবরণং প্রোক্তং মন্ত্রাস্ত্রময়মক্ষরম্ ॥ ৬৩
ঐন্দ্রপাবকযাম্যানি নৈঋতং বারুণং তথা ।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বে দেবাস্তথৈব চ ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ
তে বৈ প্রাকৃতলোকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ ॥
এবং পরং পদং নিত্যৈর্মুক্তৈর্ভোগপরায়ণৈঃ ।
দিব্যাভির্মহিষীভিশ্চ রাজতে বিভুরীশ্বরঃ ॥ ৬৭
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৬৮
দ্বয়ৈকমন্ত্রনিষ্ঠা যে তে বৈ যান্তি তদব্যয়ম্ ।
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন ব্রতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৬৯
ন তপোভির্নিরাহারৈর্ন চ সাধনকর্ম্মভিঃ ।
একেন দ্বয়মন্ত্রেণ তথা ভক্ত্যা হ্যনন্যয়া ॥ ৭০
তদ্গম্যং শাশ্বতং স্থানং প্রপত্ত্যা বৈ সনাতনম্

পার্ব্বত্যুবাচ ।

সাধুক্তং পরমং স্বর্গস্বরূপং ভবতা প্রভো ।

ভোগ করিতেছেন। হে শুভে! বৈকুণ্ঠনাথ এইরূপে তদীয় পরমপদে মুদিত হইয়া রহিয়াছেন। হে গিরিজে! এক্ষণে সেই বৈকুণ্ঠের বিভিন্ন বৃহৎ লোক সকলের কথা কহিতেছি। বৈকুণ্ঠলোকের পূর্ব্বদিকে বাসুদেবমন্দির, আগ্নেয়দিকে লক্ষ্মীলোক, দক্ষিণে সঙ্কর্ষণনিলয়, নৈঋতে ভারতীভবন, পশ্চিমে প্রদ্যুম্নপুরী, বায়ব্যদিকে রতিলোক, উত্তরদিকে অনিরুদ্ধভূমি এবং ঈশানে শান্তিলোক। ইহা হইল বৈকুণ্ঠের প্রথম আবরণ। বৈকুণ্ঠের দ্বিতীয়াবরণ অতি সুশোভন, এ আবরণে কেশবাদি চতুর্বিংশতি লোক যথাক্রমে অবস্থিত। মনোজ্ঞ তৃতীয়াবরণে মৎস্য কূর্ম্মাদি লোক সকল বিলক্ষিত। সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি—ইঁহারা শুভ চতুর্থাবরণে বিরাজিত। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ এই সকল সেই বৈকুণ্ঠের সর্ব্ববাঙ্ময় অক্ষর পঞ্চমাবরণে অবস্থিত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, শার্ঙ্গ, হল, মুষল এবং অন্যান্য সর্ব্বশস্ত্র-লোক সকল বৈকুণ্ঠের মন্ত্রময় অক্ষর ষষ্ঠাবরণ। ঐন্দ্র, পাবক, যাম্য, নৈঋত, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও ঈশান, মুনিগণ বৈকুণ্ঠলোকের এই সকল সপ্তমাবরণ বলিয়াছেন। শাশ্বত সাধ্য, মরুদ্গণ ও বিশ্বদেব ইঁহারা পরমধামে বাস করেন; আর শ্রুতি বলেন,—অশাশ্বত অন্যান্য ত্রিদিববাসী সুরবরগণ প্রাকৃত গোলোকে বাস করিয়া স্বর্গের মহিমা অনুভব করিয়া থাকেন, এইরূপে বিভু ঈশ্বর ভোগপরায়ণ ও নিত্য মুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত দিব্য মহিষীগণ সমভিব্যাহারে পরমপদে বিরাজ করেন।৫১—৬৭। সেস্থানে সূর্য্য, চন্দ্র কিংবা পাবক প্রতিভাত হয় না, সংশিতব্রত যোগিগণ তথায় গমন করিয়া পুনরাবর্ত্তন করেন না এবং যাঁহারা নামদ্বয়াত্মক মন্ত্রে একনিষ্ঠ,তাঁহারাই সেই অব্যয় পদে গমন করেন। বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, শুভব্রত, তপস্যা, অনশন ও সাধন প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সেস্থান লাভ করা যায় না; একমাত্র নামদ্বয়াত্মক মন্ত্র, ভক্তি ও শরণাগতি দ্বারা সেই সনাতন শাশ্বতপদপ্রাপ্তি হয়। পার্ব্বতী কহি-

পরব্যোম্নি স্থিতো নিত্যং কথং প্রকৃতিমণ্ডলে।
স্থিতবান্ কিন্নিমিত্তেন লীলয়া কিং প্রয়োজনম্
শুদ্ধসত্ত্বময়ে লোকে সংস্থিতঃ পরমেশ্বরঃ।
কথং রজস্তমোমিশ্রবিভূত্যা স্থিতবান্ প্রভুঃ॥
মহাদেব উবাচ।
ত্রিপাদ্বিভূতৌ ভগবানীশ্বর্য্যা পরমেশ্বরঃ।
নিত্যমুক্তৈ্যকভোগ্যোঽসৌ মোদতে
সততং বিভুঃ॥৭৪
তমীশ্বরং মহামায়া প্রকৃতির্জ্জগদাশ্রয়া।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা তুষ্টাব পরমেশ্বরম্॥ ৭৫
মহামায়োবাচ।
নমস্তে ত্রিজগদ্ধাম্নে নমস্তে বিশ্বরূপিণে।
পুরাণায় নমস্তুভ্যং জগদুৎপত্তিহেতবে॥ ৭৬
শ্রীভূনীলাধিপতয়ে নমো নারায়ণায় চ।
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে॥৭৭
সর্ব্বদেবস্বরূপায় বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ।
সহস্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যমনন্তায় নমোঽস্তু তে॥ ৭৮
অচ্যুতায়াবিকারায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণে।
আদিমধ্যান্তরহিত-স্বরূপায় নমো নমঃ॥ ৭৯
নমো হিরণ্যগর্ভায় জ্ঞানায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বভূতাত্মনে তুভ্যং সর্ব্বভূতাশ্রয়ায় চ॥ ৮০
ব্রহ্মণে জ্যোতিষে তুভ্যং নমস্তে বিশ্বরূপিণে।
নমঃ শুচিষদে তুভ্যং হংসায় পরমায় চ॥ ৮১
সঙ্কর্ষণায় রুদ্রায় সর্ব্বভূতধরায় চ।
হয়গ্রীবায় দীপ্তায় কালায় হরয়ে নমঃ।
নমস্তে যজ্ঞপুরুষ হব্যকব্যস্বরূপিণে॥ ৮২
নমঃ প্রজাপতয়ে তস্মৈ সূর্য্যায় শুভবর্চ্চসে।
অগ্নয়ে হব্যভোক্ত্রে চ তস্মৈ যজ্ঞাত্মনে নমঃ॥৮৩
নমস্তে প্রসবিত্রে চ সর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় চতুরাত্মস্বরূপিণে॥ ৮৪
ব্রহ্মণে বিষ্ণবে তুভ্যং নমস্তে শঙ্করায় চ।
ত্রিগুণায় নমস্তুভ্যং সর্গস্থিত্যন্তহেতবে॥ ৮৫
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাত্মান্তরবর্ত্তিনে।
অব্যক্তায় নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে লোকসাক্ষিণে॥৮৬
নারায়ণায় শ্রীশায় পূর্ণষাড়ুগুণ্যমূর্ত্তয়ে।
অনন্তগুণপূর্ণায় নমঃ সর্ব্বার্থদায়িনে॥ ৮৭

লেন,—হে প্রভো! আপনি পরম স্বর্গস্বরূপ উত্তম কথা কহিয়াছেন, কিন্তু নিত্য পরম ব্যোমের অধিষ্ঠাতা কিরূপে এবং কিজন্য প্রকৃতিমণ্ডলে স্থিত হন? এ লীলার উদ্দেশ্য কি? যে পরমেশ্বর শুদ্ধ সত্ত্বময় লোকের অধিষ্ঠাতা, সেই প্রভু কেন রজস্তমোময় ঐশ্বর্য্যে বিজড়িত হইয়া বিরাজ করেন? মহাদেব কহিলেন,—একমাত্র নিত্য মুক্তি দ্বারা উপভোগ্য ভগবান্ বিভু পরমেশ্বর ঈশ্বরীর সহিত ত্রিপাদ্ বিভূতিতে মুদিত হইয়া সতত অবস্থিত ছিলেন, তখন জগদাশ্রয়া মহামায়া প্রকৃতি কৃতাঞ্জলিপুটে সেই পরমেশ্বরের স্তব করিলেন। মহামায়া কহিলেন,—হে পুরাণ পুরুষ! আপনি ত্রিজগতের নিলয় বিশ্বরূপী জগতের উৎপত্তি-হেতু, আপনাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! আপনি শ্রী ভূমি ও নীলার অধিপতি,শার্ঙ্গধর, ভগবান্ বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি বিষ্ণু, জিষ্ণু, সর্ব্ববেদস্বরূপ, সহস্রমূর্ত্তি ও অনন্ত, আপনাকে নমস্কার। আপনি অচ্যুত, অবিকার, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ও আদি-মধ্যান্তহীন, আপনাকে নমস্কার। হে হিরণ্য-গর্ভ! আপনি জ্ঞান, পরমাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা ও সর্ব্বভূতাশয়, আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মন্! আপনি জ্যোতিঃ, বিশ্বরূপ, শুদ্ধাসন ও পরমহংস, আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বভূতধর! আপনি সঙ্কর্ষণ, রুদ্র, হয়-গ্রীব, দীপ্ত, কাল ও হরি, আপনাকে নমস্কার করি। হে যজ্ঞপুরুষ! আপ-নাকে নমস্কার! যিনি হব্যকব্যরূপী, প্রজা-পতি, উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সূর্য্য, হব্যভুক্ অগ্নি, সেই যজ্ঞাত্মাকে নমস্কার। ৬৮—৮৩। যিনি জগৎপ্রসবিতা, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের হেতু ও বেদান্তবেদ্য, চতুরাত্মস্বরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করমূর্ত্তি, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বিধাতঃ! আপনি সাকার, ত্রিগুণ, সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ, নির্গুণ, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত, আপ-নাকে নমস্কার। যিনি অব্যক্ত, লোকসাক্ষী, বিষ্ণু, নারায়ণ, রমাপতি ও পূর্ণ ষাড়ুগুণ্যমূর্ত্তি,

নমস্তে বাসুদেবায় পঞ্চাবস্থাস্বরূপিণে।
নমঃ পঞ্চনবব্যূহভেদরূপায় তে নমঃ॥ ৮৮
নমো যজ্ঞবরাহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
অবিকারায় শুদ্ধায় হেয়প্রতিভটায় চ॥ ৮৯
নমো রামায় কৃষ্ণায় নরসিংহায় তে নমঃ।
কেশবায় নমস্তভ্যং জগতাং ক্লেশহারিণে॥ ৯০
ত্বমেব সর্ব্বলোকানামাশ্রয়ঃ পুরুষোত্তমঃ।
প্রসীদ দেবদেবেশ সর্ব্বলোকহিতায় বৈ॥ ৯১
মৎসংস্থাশ্চেতনাঃ সর্ব্বে নিরাধারা নিরাশ্রয়াঃ।
হীনদেহা নিরাকারাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতাঃ॥৯২
সর্ব্বানুষ্ঠানরহিতাঃ সততং দুঃখভোগিনঃ।
তেষাং লোকাংশ্চ দেহাংশ্চ দাতুমর্হসি কেশব॥
লীলাবিভূতিং সর্ব্বজ্ঞ যথাপূর্ব্বং প্রকল্পয়।
চেতনাচেতনং কৃৎস্নং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্‌॥ ৯৪
ময়া সম্মোহিতং পশ্য লীলার্থং পরমেশ্বর।
প্রাকৃতাণ্ডং ময়া সার্দ্ধং সৃজস্ব পুরুষোত্তম॥৯৫
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং তস্মিন্নিক্ষিপ্য সংসৃতৌ
মামধিষ্ঠায় লীলাং বৈ কর্ত্তুমর্হসি মা চিরম্‌॥ ৯৬

মহাদেব উবাচ।

এবমুক্তস্তয়া দেব্যা মায়য়া পরমেশ্বরঃ।
তস্যাং নিবেশ্য মায়ায়াং জগৎস্রষ্টুং প্রচক্রমে॥৯৭
যোঽসৌ প্রকৃতিপুরুষঃ প্রোচ্যতে স ইহাচ্যুতঃ
স এব ভগবান্‌ বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাং প্রবিবেশ হ॥
অসৃজৎ প্রকৃতৌ ব্রহ্ম ভূতাদি মহদাশ্রয়ম্‌।
মহতঃ পুরুষাদস্মাদহঙ্কারোঽভ্যজায়ত॥ ৯৯
অহঙ্কারাত্তু বৈ তস্মাদ্‌গুণত্রয়মজায়ত।
ত্রিভ্যো গুণেভ্যস্তন্মাত্রামসৃজদ্বিশ্বভাবনঃ॥১০০
তন্মাত্রেভ্যোঽভ্যজায়ন্ত মহাভূতানি তৎক্ষণাৎ
ওঙ্কারঃ প্রথমং জাতো ব্রহ্মণস্ত্রিগুণাত্মনঃ॥১০১
আকাশাদভবদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরজায়ত।
অগ্নেরাপঃ সমুদ্ভূতা অদ্ভ্যশ্চ পৃথিবী মতা॥১০২
আকাশাদীনি ভূতানি সৃষ্টান্যেকোত্তরাণি বৈ।

তাঁহাকে নমস্কার। হে অনন্তগুণপূর্ণ! আপনি সর্ব্বার্থদাতা, বাসুদেব ও পঞ্চাবস্থা-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! আপনার রূপ পঞ্চ কিংবা নবব্যূহে বিভিন্ন, আপনি যজ্ঞবরাহবিগ্রহধারী, আপনাকে নমস্কার। হে বিকারহীন! আপনি শুদ্ধ ও হেয়জনের ভয়দ, রাম, কৃষ্ণ, নরসিংহ, কেশব এবং জগতের ক্লেশহর, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বলোকের আশ্রয় ও পুরুষোত্তম; হে দেবদেবেশ! অখিল লোকের হিতের জন্য আপনি প্রসন্ন হউন। আমাতে অবস্থিত জীবনিবহ নিরাশ্রয়, নিরাহার, দেহহীন, নিরাকার, সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত, সর্ব্বানুষ্ঠানরহিত ও সতত দুঃখ-ভোগী; হে কেশব! আপনি সেই সকল লোকের দেহ দান করুন। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি পূর্ব্বের মত লীলাবিভূতির কল্পনা করুন; চেতন অচেতন প্রভৃতি মায়ামোহিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দর্শন করুন এবং হে পরমেশ্বর! লীলা করিবার জন্য আমার সহিত প্রাকৃত অণ্ড সৃষ্টি করুন। হে পুরু-ষোত্তম! আপনি অবিলম্বে সংসারে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ নিক্ষেপ করিয়া মদীয় দেহে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক লীলা করুন। মহাদেব বলিলেন,—পরমেশ্বর মায়াদেবী কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া সেই মায়ায় নিবেশ-পূর্ব্বক সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া অচ্যুত নামে অভিহিত হন, সেই ভগ-বান্‌ বিষ্ণু প্রকৃতিতে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহা হইতে ভূতনিচয়ের আদিভূত সর্ব্বজগতের আশ্রয় মহত্তত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করি-লেন। সেই মহাপুরুষ হইতে অহঙ্কার সৃষ্টি হইল; অতঃপর বিশ্বভাবন বিষ্ণু অহ-ঙ্কার হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও ত্রিগুণ হইতে তন্মাত্রা সৃষ্টি করিলেন॥৮৪—১০০। পরে সেই তন্মাত্রা হইতে তৎক্ষণাৎ মহাভূত সকল সৃষ্ট হইল। প্রথমে ত্রিগুণাত্মা ব্রহ্মার বদন হইতে ওঙ্কার বহির্গত হয়। তারপর আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইল। একটীর পর একটি করিয়া আকাশাদি ভূত সকল

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ ॥১০৩
একোত্তরগুণান্ সৃষ্ট্বা তানাদায় মহাপ্রভুঃ।
তেষাং বিমিশ্রণং কৃত্বা জগদণ্ডং মহত্তরম্ ।
অসৃজত্তত্র লোকান্ বৈ সংখ্যয়া যে চতুর্দ্দশ ॥
ব্রহ্মাদিত্রিদশাংস্তস্মিন্নসৃজৎ পুরুষোত্তমঃ ।
দৈবতির্য্যক্তথা মর্ত্ত্যং স্থাবরঞ্চ চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১০৫
তথা সৃষ্টৌ মহাসর্গস্তেন বৈ জলজেক্ষণে ।
তত্র কর্ম্মানুরূপেণ ত্রিদশাদিষু যোনিষু ॥ ১০৬
সংস্থিতাঃ প্রকৃতৌ পূর্ব্ব আত্মনঃ প্রভবন্তি হি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পরমব্যোমাদিবর্ণনং নামাষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমো-হধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।
বিস্তরেণ মমাখ্যাহি দেবসর্গমনুত্তমম্ ।
ব্রহ্মাদিত্রিদিবশ্রেষ্ঠাঃ কথং জাতাঃ সনাতনাঃ ।
ঈশ্বরস্যাবতারাংশ্চ বিস্তরেণ বদস্ব মে ॥ ১

মহাদেব উবাচ ।
আকাশানিলতেজোঽম্বুভুবঃ সৃষ্ট্বা যথাক্রমম্ ।
তাসাং মধ্যেঽসৃজদ্ব্রহ্মা অগাধজলমর্ণবম্ ॥ ২
অস্মিন্নেকার্ণবীভূতে জলমায়াবটচ্ছদে ।
আদায় সর্ব্বভূতানি যোগনিদ্রাং যযৌ হরিঃ ॥৩
স জগৎস্রষ্টুকামস্তু যোগনিদ্রামুপেয়িবান্ ।
তয়া রেমে চিরং কালং মায়য়া মধুসূদনঃ ॥ ৪
তস্মাত্তু জনয়ামাস কালাত্মানমনুত্তমম্ ।
কলাকাষ্ঠাদিভূতা যে পক্ষমাসাদিরূপিণঃ ॥ ৫
তস্মিন্ কালে হরের্নাভিপঙ্কজং মুকুলাকৃতি ।
বিকসৎসর্ব্বজগতো বীজভূতং সুবর্চ্চসম্ ॥ ৬
উদস্থাত্তদভূত্তত্র ব্রহ্মা চ সুমহামতিঃ ।
স জগৎস্রষ্টুকামস্তু রজোগুণবিচোদিতঃ ।
তুষ্টাব যোগনিদ্রায়াং শয়ানং পরমেশ্বরম্ ॥ ৭

সৃষ্ট হইলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ঐ সকলের গুণ সৃষ্ট হইল। মহাপ্রভু বিষ্ণু এইরূপে পর পর শব্দাদির গুণ সৃষ্টি ও তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মিশ্রণপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড জগদণ্ড সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর পুরুষোত্তম সেই অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাদি লোক সকলের সৃষ্টি করিলেন; তাহার সংখ্যা চতুর্দ্দশ। হে কমলনয়নে! এই মহাসৃষ্টি এরূপ ভাবে সম্পন্ন হইল যে, তন্মধ্যে দেব তির্য্যক্, মর্ত্ত্য, ও স্থাবর এই ভাগচতুষ্টয় কল্পিত হইল। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দেবাদি যোনিতে বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ১০১—১০৭।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২৮॥

ঊনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেব! আমার নিকট অনুত্তম সৃষ্টি বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন। ব্রহ্মাদি দেববরগণ ও ঈশ্বরের সনাতন অবতার সকল কিরূপে জন্মগ্রহণ করেন? সে সকল বিস্তার করিয়া বলুন। মহাদেব উত্তর করিলেন,—ব্রহ্মা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে এক অগাধজল মহার্ণব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যৎকালে জগৎ একার্ণবীভূত হয়, তখন হরি সর্ব্বভূত সংগ্রহ করিয়া জলরূপ মায়াবট পত্রে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হন। জগতের সৃষ্টিকামী মধুসূদন যোগনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়া মায়া দ্বারা তাহার সহিত সুচিরকাল রমণ করেন এবং সেই যোগনিদ্রা হইতে কালরূপী অনুত্তম আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ কাল কলা কাষ্ঠাদি ও পক্ষ মাসাদিরূপী। তৎকালে হরির নাভি হইতে এক মুকুলাকৃতি কমল উদ্ভূত হইয়া বিকসিত হয়, ঐ কমল সর্ব্ব জগতের বীজ ও উহা উত্তম কান্তি সমন্বিত। ১—৬। জলশায়ীর ঐ নাভিকমল হইতে সুমহামতি ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হন এবং তিনি রজোগুণে প্রণোদিত হইয়া জগতের সৃষ্টি কামনায় যোগনিদ্রায় শয়ান পরমেশ্বরের

ব্রহ্মোবাচ।

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তুভ্যং সর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
জগদ্ভূষণভূষায় শ্রীমতে বিশ্বরূপিণে ॥৮
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯
প্রধানকালরূপায় পুরুষায়েশ্বরায় চ।
নমঃ প্রপঞ্চরূপায় নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপিণে ॥ ১০
নারায়ণায় বিশ্বায় বিশ্বেশায় নমো নমঃ।
শ্রীভূনীলাধিপতয়ে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ১১
নমোঽস্তু বাসুদেবায় বিশ্বরূপায় শার্ঙ্গিণে।
ত্রয়ীনাথায় হরয়ে বিশ্বনাথস্বরূপিণে ॥ ১২
অনন্তকল্যাণগুণপরিপূর্ণায় তে নমঃ।
জগচ্চ সর্ব্বং স্বপিতি ত্বয়ি সুপ্তে জগন্ময়ে ॥ ১৩
বৃতং সর্ব্বং জগন্নাথ প্রপঞ্চে সচরাচরম্।
ত্বমেককারণং কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ ত্রিগুণোদ্ভবম্ ॥ ১৪
স্রষ্টা ধ্যাতা বিধাতা চ ত্বমেব পরমেশ্বরঃ।
জাগর্ষি শুদ্ধসত্ত্বস্থস্তব নিদ্রা কুতঃ প্রভো।
দেব ত্বয়ি স্থিতা লোকাঃ সমাধিস্থাঃ সনাতনাঃ ॥

স্তব করেন। ব্রহ্মা বলেন,—হে বিষ্ণো! আপনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের হেতু আপনাকে নমস্কার। যিনি জগৎরূপ ভূষণে ভূষিত, শ্রীমান্ বিশ্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার। তিনি গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, অতএব জগতের হিতকারী সেই ব্রাহ্মণ্যদেব গোবিন্দ কৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার। যিনি প্রপঞ্চ ও নিষ্প্রপঞ্চ স্বরূপ, প্রধানকালরূপী, পুরুষ, নারায়ণ, পরমেশ্বর, বিশ্ব, বিশ্বেশ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি শ্রী ভূমি ও নীলাদেবীর অধিপতি, বাসুদেব, বিশ্বরূপ, শার্ঙ্গধর, বেদাধিপ, হরি ও অনন্ত কল্যাণগুণে পূর্ণ বিশ্বনাথ স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আপনি জগন্ময়, আপনি সুপ্ত হইলে সমগ্র জগৎ শয়ন করে, এবং সচরাচর সমস্ত প্রপঞ্চ আচ্ছাদিত থাকে। আপনি কারণ, কর্ত্তা, ত্রিগুণ জাত কার্য্য, স্রষ্টা, ধ্যাতা, বিধাতা এবং আপনিই পরমেশ্বর; হে প্রভো! আপনি শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইয়া জাগরিত থাকেন, আপ-

মহাদেব উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ।
উত্তস্থৌ শয়নাত্তস্মাদ্বিমুক্তো যোগনিদ্রয়া ॥ ১৬
নিয়ম্য যোগনিদ্রান্তাং জগৎ স্রষ্টুং প্রচক্রমে।
অচিন্ত্যস্তৎক্ষণাদ্দেবো জগতাং প্রভুরচ্যুতঃ ॥১৬
চিন্তয়িত্বা জগৎ সর্ব্বমসৃজৎ স পুমাংস্ততঃ।
লোকান্ সর্ব্বাংস্তদা হ্যপ্সু গতমণ্ডং হিরণ্ময়ম্ ॥
সপ্তদ্বীপান্ সমুদ্রান্তান্মেদিনীভূধরৈর্যুতান্।
সহৈকাণ্ডকটাহেন নাভিপদ্মেঽসৃজৎ প্রভুঃ ॥১৯
তদণ্ডমধ্যে চাস্থানমীশ্বরঃ কৃতবান্ হরিঃ।
অথ নারায়ণং কস্ত দধ্যাবধ্যাত্মচেতসা ॥ ২০
ধ্যানান্তে তস্য ভালাত্তু স্বেদবিন্দুরজায়ত।
স বিন্দুর্বুদ্বুদাকারঃ পৃথিব্যামপতৎ ক্ষণাৎ ॥ ২১
তস্মাত্তু বুদ্বুদাৎ সোঽহমুৎপন্নোঽস্মি বরাননে।
ত্র্যক্ষস্ত্রিশূলহস্তোঽহং জটামুকুটমণ্ডিতঃ ॥ ২২
কিং করোমীতি দেবেশমবোচং বিনয়ান্বিতঃ।

নার নিদ্রা কোথায়? হে দেব। সনাতন লোক সকল আপনাতে অধিষ্ঠিত। মহাদেব বলিলেন, —হৃষীকেশ পরমেশ্বর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত ও যোগনিদ্রাবিমুক্ত হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। অচ্যুত অচিন্ত্য জগৎপতি তৎকালে যোগনিদ্রা সংযত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই পুরুষ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তখন সমুদ্রান্ত সপ্ত দ্বীপ ও ভূধরপরিবৃতা মেদিনী প্রভৃতি সর্ব্বলোক হিরণ্ময় অণ্ড মধ্যে ও সেই অণ্ড জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। ঈশ্বর হরি প্রভু নারায়ণ নাভিপদ্মে অণ্ডকটাহ সহিত সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত রহিলেন; তখন তন্মধ্যস্থ ব্রহ্মা। কি যেন চিন্তা করিলেন। ধ্যানাবসানে তাঁহার ললাট হইতে এক বিন্দু স্বেদ নির্গত-হইল এবং ঐ স্বেদবিন্দু বুদ্বুদাকার ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ক্ষিতিতলে পতিত হইল। ৭—২১। হে বরাননে! ঐ বুদ্বুদ হইতে ত্রিনয়ন, ত্রিশূলহস্ত ও জটামুকুটমণ্ডিত হইয়া উদ্ভূত হইলাম। তখন আমি

ততো নারায়ণো দেবো মামিত্যাহ মুদান্বিতঃ॥
কর্ত্তাসি জগতো রুদ্র সংহারং ভীমদর্শনম্।
সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণাংশেন সংহারার্থে বরাননে॥২৪
তস্মান্নারায়ণাদ্দেবি উৎপন্নোঽস্মি ভয়ঙ্করঃ।
নিযোজ্য মাস্ত সংহারে পুনরেব জনার্দ্দনঃ॥ ২৫
নেত্রাভ্যামসৃজচ্চন্দ্রসূর্য্যৌ ধ্বান্তাপহারিণৌ।
বায়ুং দিশশ্চ শ্রোত্রাভ্যামিন্দ্রাগ্নী মুখতোঽসৃজৎ
নাসাভ্যাং বরুণং মিত্রমসৃজৎ পঙ্কজেক্ষণঃ।
বাহুভ্যামখিলান্ দেবান্ সসাধ্যাম্ সমরুদ্গণান্
সমস্তরোমকূপেভ্যো রত্নান্যোষধয়স্তথা।
ত্বচি শৈলান্ সমুদ্রাংশ্চ গবাদ্যাঃ পশবস্তথা॥২৮
মুখতো ব্রাহ্মণঃ সৃষ্টো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা।
উর্ব্বোর্বৈশ্যস্ততঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রশ্চৈবমজায়ত॥ ২৯
এবং সৃষ্ট্বা জগৎসর্ব্বমচেতনমবস্থিতম্।

বিনয়ান্বিত হইয়া দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমি কি করিব? অনন্তর নারায়ণ দেব মুদান্বিত হইয়া আমাকে কহিলেন,—হে রুদ্র! তুমি জগতের ভীম-দর্শন সংহার কার্য্য সম্পন্ন করিবে। হে বরাননে! সেই নারায়ণ হইতে সংহারার্থ সাক্ষাৎ সংঘর্ষণাংশে আমি ভয়ঙ্কররূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে দেবি! আমাকে সংহার ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়া জনার্দ্দন পুনরায় নেত্রদ্বয় হইতে অন্ধকারাপহারী চন্দ্র ও সূর্য্যের সৃষ্টি করিলেন। সেই কমলনয়ন এইরূপে কর্ণদ্বয় হইতে বায়ু ও দিক্ সকল, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, নাসিকাবিবর-দ্বয় হইতে বরুণ ও মিত্র এবং বাহুযুগল হইতে সাধ্য ও মরুদ্গণ সহ অখিলদেব সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার রোমকূপসমূহ হইতে রত্ন ও ওষধি সকল এবং ত্বক্ হইতে শৈল, সাগর ও গবাদি পশুসমূহ সমুদ্ভূত হইল। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইল। দেবেশ এইরূপে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলে উহা অচেতনবৎ প্রতিভাত হইল, তথন তিনি

বিশ্বরূপেণ দেবেশো যস্ত্যান্তরমধিষ্ঠিতঃ॥ ৩০
শক্ত্যা বিনা হরেস্তস্য নোন্মেষো বিদ্যতে যতঃ
তস্মাৎ সর্ব্বজগৎপ্রাণো বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥৩১
স এবাব্যক্তরূপঃ সন্ পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
সর্গস্থিতিলয়ং ব্রহ্মা স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে॥৩২
ষাড়্গুণ্যপরিপূর্ণোঽসৌ বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
ত্রিগুণাদাত্মনো রূপং চতুর্দ্ধা কুরুতে জগৎ॥ ৩৩
প্রদ্যুম্নমূর্ত্তির্ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ কালস্য চ জনস্য চ॥ ৩৪
অন্তর্যামিত্বমাপন্ন সর্গং সম্যক্ করোতি হি।
সেতিহাসাংস্ততো বেদান্ দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে
প্রদ্যুম্নস্যাংশভাগোঽসৌ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
জগৎসর্গস্থিতিং সর্ব্বং প্রকরোত্যংশসম্ভবঃ॥৩৬
অনিরুদ্ধশ্চ ভগবাঞ্ছক্তিতেজঃসমন্বিতঃ।
মনূনাং পার্থিবানাঞ্চ কালস্য চ জনস্য চ॥ ৩৭
স্থিতিং করোতি ভগবানন্তর্যামিত্বমাস্থিতঃ।
সঙ্কর্ষণো মহাবিষ্ণুর্বিদ্যাবলসমন্বিতঃ॥ ৩৮

বিশ্বরূপে সমস্ত বস্তুতে অধিষ্ঠিত হইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহার শক্তি ব্যতীত কাহারও উন্মেষ হয় না, এজন্য সনাতন বিষ্ণু সর্ব্ব জগতের প্রাণ। সেই পরমাত্মা অব্যক্তরূপে অবস্থিত হইলে ব্রহ্মা স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। সনাতন বাসুদেব ষাড়্গুণ্যপরিপূর্ণ, তিনি ত্রিগুণ হইতে আত্মরূপকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিত ভগবান্ প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি বিধি, প্রজাপতি, কাল ও সর্ব্ব-লোকের অন্তর্যামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি ব্যাপার সম্পন্ন করেন। এই মহাত্মা ইতিহাস সহ সমস্ত বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকপিতা-মহ ব্রহ্মা ইঁহারই অংশভাগী ও অংশজাত হইয়া সমগ্র জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন।২২-৩৬। সর্ব্বশক্তি ওসর্ব্বতেজঃসমন্বিত ভগবান্ অনিরুদ্ধ মনুনিচয়, রাজগণ, কাল ও লোক সকলের অন্তর্যামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র জগতের পালন করেন। বিদ্যাবল-সমন্বিত মহাবিষ্ণু প্রভু সংকর্ষণ কাল, সর্ব্বভূত,

কালস্য সর্ব্বভূতানাং রুদ্রস্য চ যমস্য চ।
অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎ সংহরতে প্রভুঃ॥ ৩৯
ইত্যন্তর্যাম্যবস্থায়ামন্তর্যামিত্বমাত্মনঃ।
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ॥৪০
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ।
এতে তু বিভবাবস্থা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ৪১
নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
পরাবস্থা তু দেবস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ॥ ৪২
সা হ্যবস্থা হরেরস্য শৃণুষ গিরিজে শুভে।
বৈকুণ্ঠং পরমং লোকং বিষ্ণুলোকমনুত্তমম্॥ ৪৩
শ্বেতদ্বীপস্বরূপন্ত ক্ষীরসাগরমুত্তমম্।
এবঞ্চতুর্দ্ধা ব্যূহন্ত সম্যগুক্তং মহর্ষিভিঃ॥ ৪৪
জলাবরণমধ্যে তু বৈকুণ্ঠং কারণং শুভম্।
কোটিবৈশ্বানরপ্রখ্যং সর্ব্বং ধর্ম্মবদব্যয়ম্॥ ৪৫
আমোদমন্দারবরৈর্বৃক্ষৈর্বহ্নিভিরাস্থিতম্।
নানামণিময়ং দিব্যং বিমানকোটিভির্যুতম্॥ ৪৬
যদুক্তং পরমং ধাম তাদৃক্‌লক্ষণসংস্থিতম্।
তস্মিন্ বৈকুণ্ঠনগরে নানারত্নসমুজ্জ্বলে॥ ৪৭
মধ্যে দেবজয়ারামং পুরং রম্যমনুত্তমম্।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং হেমপ্রাকারতোরণম্॥ ৪৮
চণ্ডাদিদ্বারপালাদ্যৈঃ কুমুদাদ্যৈশ্চ রক্ষিতম্।
নানামণিময়ৈর্দিব্যৈর্গৃহৈঃ পঙ্‌ক্তিভিরাবৃতম্॥৪৯
বিততং পঞ্চপদ্মাভির্যোজনৈশ্চ সমন্ততঃ।
সহস্রযোজনোত্তুঙ্গৈঃ প্রাসাদৈঃ কোটিভির্বৃতম্
আরূঢ়যৌবনৈর্দ্দিব্যৈঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ শোভিতম্
স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাশ্চাস্মিন্ সর্ব্বলক্ষণশোভিতাঃ॥৫১
সমরূপাশ্চ শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
দিব্যস্রগ্বস্ত্রসম্পন্না দিব্যচন্দনভূষিতাঃ।
মোদন্তে তত্র দেবেশ-ভক্ত্যা হ্যাত্মমনোরমে॥
মন্ত্রাষ্টাক্ষরসংসিদ্ধা ভক্ত্যা ষোড়শরূপয়া॥ ৫৩
বৃতাস্তৎপদমাবিশ্য মোদন্তে মনসীপ্সিতম্।
গত্বাস্মিন্ন নিবর্ত্তন্তে বিষ্ণুনা সহ সংস্থিতাঃ॥৫৪
অবিচ্ছিন্নাত্মনা তে বৈ বিষ্ণুনা সঙ্গতাঃ শুভাঃ

রুদ্র ও যমের অন্তর্যামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্নাংশের বিভিন্ন অন্তর্যামিত্বপ্রাপ্তির সময় দেবেশের আত্মা হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী এই দশাবতার সমুদ্ভূত হয়। এই সকল অবতার পরমাত্মা ব্রহ্মার বিভবাবস্থা; ইহাদের মধ্যে কেবল নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ এই তিনটীতে ষাড়্গুণ্য বিদ্যমান, দেবেশের পরাবস্থা দীপ হইতে দীপোৎপত্তিবৎ; হে গিরিজে! এক্ষণে হরির সেই পরাবস্থা শ্রবণ কর। হে শুভে! অনুত্তম বিষ্ণুলোককে পরম বৈকুণ্ঠ লোক বলা হয়। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন,—উহা ক্ষীর সাগরের একটী অনুত্তম দ্বীপ স্বরূপ এবং চতুর্ব্যূহসমন্বিত। ঐ শুভ বৈকুণ্ঠ কারণ, কোটিপাবকপ্রভ, জলাবরণ মধ্যস্থিত সর্ব্বধর্ম্মবৎ অব্যয়, মন্দারতরু, মোদমান ও বহ্নিপরিবৃত, নানামণিময় কোটি দিব্য বিমানসমন্বিত এবং পূর্ব্বে পরমধামের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণে উপলক্ষিত। নানারত্নসমুজ্জ্বল সেই বৈকুণ্ঠ নগর মধ্যে স্বর্ণপ্রাকার ও তোরণ মণ্ডিত, মনোরম আরামসমন্বিত এক উত্তম রম্য পুরী আছে; ঐ পুরী চতুর্দ্বারযুক্ত এবং উহার প্রাকার তোরণ স্বর্ণনির্ম্মিত। চণ্ডাদি দ্বারপাল ও কুমুদাদিগণ দ্বারা ঐ পুরী রক্ষিত। পুরীর চতুর্দ্দিকে নানা মণিময় দিব্য গৃহসমূহ বিদ্যমান। উহা পঞ্চ পদ্ম যোজন বিস্তারপরিমাণ এবং সহস্র যোজন উচ্চ কোটি কোটি প্রাসাদদ্বারা ঐ পুরী পরিবৃতা। আরূঢ়যৌবন অনেক দিব্য নর নারী দ্বারা ঐ পুরী পরিশোভিত; ঐ সকল নরনারী সর্ব্বলক্ষণভূষিত, সর্ব্বালঙ্কার শোভিত এবং সকলেই বিষ্ণুর তুল্যরূপ। হে মনোরমে! তাহারা দিব্যবস্ত্র পরিধান, দিব্য গন্ধ লেপন ও দিব্য মালা ধারণ করিয়া মুদিত হয় এবং সকলেই দেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।৩৭-৫২। তাহারা অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধ,ষোড়শ প্রকার ভক্তিযুক্ত এবং দেবেশপদে নিবিষ্ট থাকিয়া অভীষ্ট লাভে প্রহৃষ্ট হয়। শোভন মনীষিগণ দেবেশ-

তৎসমানসুখং নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥৫৫
যত্র তত্র হরের্লোকানাবিশ্য শুভচেতসঃ।
প্রাপ্নুবন্তি পুনঃ স্বর্গং স্বর্গস্থা ইব জন্তবঃ ॥ ৫৬
যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেঽপি চ জায়ন্তে সত্যলোকে যথেচ্ছয়া
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥ ৫৮
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।
ন দাস্যমমরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৯
সর্ব্ববন্ধনির্ম্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবৃত্তিলক্ষণাঃ ॥ ৬০
কর্ম্মবন্ধময়া দুঃখমিশ্রা সখ্যভয়প্রদাঃ।
বহ্বায়াসফলা দেবি জনিনাশকহেতবঃ ॥ ৬১
সুখভোগস্তু যন্নৃণাং বিষমিশ্রাশনং যথা।
স্বর্গসংস্থানরান্ দৃষ্ট্বা ক্ষীণে কর্ম্মণি দেবতাঃ ॥৬২
কুপিতাঃ পাতয়ন্ত্যেব সংসৃতৌ কার্য্যবন্ধনে।
তস্মাৎ স্বর্গসুখং দেবি বহ্বায়াসসাধনম্ ॥৬৩
অনিত্যং কুটিলং দুঃখমিশ্রং যোগী পরিত্যজেৎ
সততং সংস্মরেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনম্ ॥৬৪
নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রাপ্নুবন্তি পরম্পদম্।
তস্মাত্তু বৈষ্ণবং লোকং গৌরি সম্প্রার্থয়েৎ
সুধীঃ ॥ ৬৫
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া দেবং ভজেত করুণাম্বুধিম্।
স সর্ব্বজ্ঞানগুণবান্ রক্ষত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৬৬
তস্মাদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং জপ্ত্বা সুখতরং শুভম্।
সম্প্রাপ্নোতি পরং লোকং বৈষ্ণবং সর্ব্বকামদম্
তস্মিন্মণিময়ে তল্পে সহস্রসূর্য্যরশ্মিনি।
বিমানে শুভে দিব্যে সংস্থিতো ভগবান্ হরিঃ
তত্র চাধারশক্ত্যাদিধৃতে পীঠে হিরণ্ময়ে।
নানারত্নময়ে দিব্যে নানাবর্ণসমন্বিতে ॥ ৬৯
তস্মিন্নষ্টদলে পদ্মে মন্ত্রাক্ষরপদে শুভে।
কর্ণিকায়াং সুরম্যায়াং লক্ষ্মীবীজশুভাক্ষরে ॥৭০

পদে গমন করিয়া পুনরাবর্ত্তন করেন না, তাঁহাতেই অবস্থিত থাকেন এবং তাঁহারই সমান সুখ ও সমানাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত সঙ্গত থাকেন। সৌমিত্রি, ভরত ও সঙ্কর্ষণাদি স্বর্গস্থ জীব যেমন যথেচ্ছ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, পুনরায় শাশ্বত পদে উপনীত হইতে সমর্থ হন; তদ্রূপ হরিলোকাবিষ্ট শুভচেতা ব্যক্তি-গণেরও যথেচ্ছ স্বর্গ ভোগ লাভ, সত্যলোকে জন্ম ও শাশ্বত পদপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, বৈষ্ণব-গণের জন্ম বা কর্ম্মবন্ধন নাই। মনীষিগণ বিষ্ণুর অনুচরত্বকেই মোক্ষ কহিয়াছেন। দেবেশ বিষ্ণুর যে দাস্য, তাহা বন্ধন বলিয়া অভিহিত হয় না। ব্রহ্মা হইতে ভুবন লোক সমস্তই পুনরাবৃত্তিশীল, কর্ম্মবন্ধময় এবং দুঃখ-যুক্ত, সখ্য ও ভয়প্রদ আর তাহার ফলও বহু আয়াসলভ্য। কিন্তু হে শুভাননে! যাঁহারা হরির দাস, তাঁহারা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, নিরাময় ও জন্ম নাশের কারণ কথিত হন। মানবগণের যে সুখ-ভোগ, তাহা বিষমিশ্রিত অমৃতপানের ন্যায়; কেননা স্বর্গস্থ জীবগণের কামক্ষয় দর্শনে দেবতাগণ কুপিত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মবন্ধনময় সংসারে পাতিত করিয়া থাকেন। অতএব হে দেবি! যোগি-জন বহু আয়াসে সাধ্য, অনিত্য, কুটিল ও দুঃখমিশ্র স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদুঃখরাশিনাশী বিষ্ণুর পদ সতত স্মরণ করেন এবং নামোচ্চারণ মাত্রেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই সর্ব্বজ্ঞান-গুণবান্ সুধী ব্যক্তি বৈষ্ণব লোক প্রার্থনা করেন, অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা করুণা-সাগর হরির ভজনা করিয়া আপনাকে নিঃসংশয় রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তদন-ন্তর সুখতর শুভ অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সর্ব্বকামদ পরম বৈষ্ণব লোক লাভ করেন। ৫৩—৬৭। সহস্র সূর্য্যপ্রভ সেই দিব্য মণিময় স্থানে শুভ বিমানে ভগবান্ হরি অবস্থিত রহিয়াছেন; আধারশক্ত্যাদি দেবতারা নানারত্নময় ও নানাবর্ণসমন্বিত তদীয় হিরণ্ময় পীঠ ধারণ করিয়াছেন। সেই পীঠোপরি মন্ত্রাক্ষরময় একটী অষ্টদল শোভন পদ্ম বিদ্যমান, তাহার সুরম্য কর্ণিকায় শুভা-

তস্মিন্ বালার্কসাহস্রকোটিতুল্যসমপ্রভে।
দিব্যে নারায়ণঃ শ্রীমানাসীনঃ পঙ্কজাসনে ॥৭১
তস্য দক্ষিণকে পার্শ্বে জগন্মাতা হিরণ্ময়ী।
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥৭২
বসুপাত্রং মাতুলুঙ্গং স্বর্ণপদ্মং ধৃতং করৈঃ।
বামতঃ পৃথিবী দেবী নীলোৎপলদলদ্যুতিঃ ॥
নানাভরণসংযুক্তা বিচিত্রাম্বরভূষিতা।
সা ধৃত্বা চোর্দ্ধবাহুভ্যাং রম্যং রক্তোৎপলদ্বয়ম্ ॥
ইতরাভ্যাং ধৃতং দেব্যা ধান্যপাত্রযুগং তথা।
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ শক্তয়ো বিমলাদিকাঃ
দলাগ্রেষু সমাসীনাঃ সর্ব্বলক্ষণশোভিতাঃ।
তাসাং মধ্যে সমাসীনো ভগবানচ্যুতো হরিঃ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-পাণিভির্দিব্যভূষণৈঃ।
কেয়ূরাঙ্গদহারাদ্যৈর্ভূষণৈরুপশোভিতঃ ॥ ৭৭
প্রাতরুদ্যৎসহস্রাংশুকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ।
পূর্ব্বোক্তৈস্ত্রিদশৈর্নিত্যৈঃ সেবিতঃ পরমেশ্বরঃ।
আস্তে বৈকুণ্ঠনগরে নিত্যে সত্যে চ ভোগবান্
শ্রীমদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং সিদ্ধানাং বৈ মনীষিণাম্ ॥৭৯
গম্যং তদ্বৈষ্ণবং লোকং নেতরেষাং কথঞ্চন।
ইত্যেবং প্রথমং ব্যূহং কথিতস্তে বরাননে ॥৮০
দ্বিতীয়ং বৈষ্ণবং লোকং শৃণু বক্ষ্যামি সুব্রতে
যোহয়ং নিত্য ইতি খ্যাতো লোকাগ্র্যো
বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৮১
তং লোকং বিপুলং পুণ্যং শুদ্ধং সত্ত্বময়ং শুভম্
মধ্যাহ্নসূর্য্যসাহস্রযুগপদ্ভাসিতং তদা ॥ ৮২
কল্পান্তেহপি ন লীয়েত তত্ত্বলোকং মহত্তরম্।
মম ব্রহ্মাদিদেবানাং ন দ্রষ্টুমপি শক্যতে ॥ ৮৩
সর্ব্বং কল্পদ্রুমবনৈঃ পরিপূর্ণং সমন্ততঃ।
সুধাম্বুপরিপূর্ণাভির্দীর্ঘিকাভিঃ সমন্বিতম্ ॥ ৮৪
স্বর্ণরত্নময়ৈর্দিব্যৈঃ পঙ্কজৈরুপশোভিতম্।
জ্বলদগ্নিনিভৈর্দিব্যৈর্ভূষণৈঃ কোটিভির্বৃতম্ ॥ ৮৫
নিরন্তরং সামভিশ্চ কূজিতৈঃ কোকিলাদিভিঃ।
উহ্যমানৈর্গন্ধর্ব্বৈকৈঃ পুষ্পকৈরপি শোভিতম্ ॥৮৬

ক্ষর লক্ষ্মীবীজ বিন্যস্ত রহিয়াছে। নবোদিত কোটিসহস্র দিবাকরসমপ্রভ সেই দিব্য পদ্মাসনে শ্রীমান্ নারায়ণ সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দিব্যমাল্যবিভূষণা জগন্মাতা হিরণ্ময়ী লক্ষ্মী কর দ্বারা দিব্য চামরনিচয় গ্রহণ করিয়া এবং বামপার্শ্বে নীলোৎপলদ্যুতি ভূমি দেবী ধান্যপাত্র, মাতুলুঙ্গ ও স্বর্ণপদ্ম ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। নানাভরণভূষিতা বিচিত্রবসনশোভিতা সেই ভূমি দেবী উর্দ্ধ বাহুদ্বয় দ্বারা নীলোৎপলযুগল এবং বাম বাহুতে ধান্যপাত্রদ্বয় ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বলক্ষণশোভিত বিমলাদি শক্তিসমূহ দিব্য চামরচয় করে লইয়া পদ্মদলাগ্রে বিদ্যমানা রহিয়াছেন। ভগবান্ অচ্যুত হরি সেই শক্তিগণ মধ্যে সমাসীন; তাঁহার করে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিদ্যমান; তিনি কেয়ূর, অঙ্গদ ও হারাদি দিব্য বিভূষণে ভূষিত, নবোদিত দিবাকরতুল্য কুণ্ডলদ্বয়ে উপশোভিত এবং পূর্ব্বোক্ত প্রাপ্ত দেবগণ দ্বারা সেবিত হইয়া সেই ভোগবান্ পরমেশ্বর নিত্য সত্য বৈকুণ্ঠনগরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই শ্রীমান্ অষ্টাক্ষর মন্ত্রময় বিষ্ণুলোক মনীষী সিদ্ধগণেরই অধিগম্য, কদাচ অপরের লভ্য নহে। হে বরাননে! এই তোমার নিকট বৈকুণ্ঠের প্রথম ব্যূহের বিষয় বলিলাম, সম্প্রতি দ্বিতীয় বৈষ্ণব লোকের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুব্রতে! এই যাহা লোকাগ্র্য নিত্য বৈষ্ণব লোক কথিত হইয়াছে, সেই শুভ লোক বিপুল, পুণ্য, শুদ্ধসত্ত্বময় এবং যুগপৎ উত্থিত সহস্রমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন; কল্পান্তেও ঐ মহত্তর লোক লয়প্রাপ্ত হয় না। আমি কিংবা ব্রহ্মাদি দেবগণ উহার দর্শনে অসমর্থ। ঐ লোকের সর্ব্বস্থান কল্পদ্রুমবনে পরিপূর্ণ, সুধাম্বুপরিপূর্ণ দীর্ঘিকাসমন্বিত, স্বর্ণরত্নময় দিব্য পঙ্কজে উপশোভিত ও প্রদীপ্ত পাবকপ্রভ দিব্য কোটি কোটি ভূষণে ভূষিত। গন্ধবাহী নানা তরু ও পদ্মপংক্তি দ্বারা উহা উপশোভিত। তথায় কোকিলাদি বিহঙ্গগণ সতত সামগীতি কূজন করে এবং সর্ব্বক্ষণ

ঊনষোড়শবর্ষাঢ্যৈর্দিব্যনারীনরৈর্বৃতম্ ।
সর্ব্বলক্ষণশোভাঢ্যৈর্দিব্যকল্পবিভূষণৈঃ ॥ ৮৭
তত্র প্রদেশে রম্যেষু দেশেষু কমলাপতিম্ ।
মুদিতৈঃ পতিভিঃ সার্দ্ধমর্চ্চয়ন্তি স্ম যোষিতঃ॥৮৮
তৎপ্রসাদোপলভ্যং বৈ সুখমশ্নন্তি সর্ব্বদা ।
গায়ন্তি পরমানন্দ-কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ ॥ ৮৯
পদ্মেক্ষণাঃ পদ্মহস্তাঃ পদ্ময়া সদৃশাঃ শুভাঃ ।
দিব্যস্রগ্বসনোপেতাঃ ক্রীড়ন্তি স্ম সুযোষিতঃ
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরা ভূষণভূষিতাঃ ।
স্রগ্বিণঃ পীতবসনাঃ পুরুষাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৯১
অনন্যস্পর্শনাত্তত্র স্ত্রীপুংসোঃ ক্রীড়মানয়োঃ ।
ভবত্যনুদিনং বৃদ্ধং হরিভক্তিসুখং রসম্ ॥ ৯২
তন্মধ্যেঽন্তঃপুরং রম্যং বাসুদেবস্য শোভিতম্
চন্দনাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমোদকসংযুতম্ ॥ ৯৩
নানাপুষ্পবিমানাদ্যৈঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য চ্ছায়ায়াং কমলাসনে ॥৯৪
বিচিত্রশ্লক্ষ্ণপর্য্যঙ্কে শুভাস্তরণসংবৃতে ।
দিব্যগন্ধসুশোভাঢ্যৈর্নানাপুষ্পপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৯৫
তস্মিন্মনোরমে দিব্যে সমাসীনঃ শ্রিয়া সহ ।
ঈশ্বর্য্যা সহ দেবেশো বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥৯৬
সুধাংশুকোটিসঙ্কাশো দিব্যাভরণভূষিতঃ ।
সুবর্ণশুভ্রযুগলশ্লক্ষ্ণনাসাঙ্কিতাননঃ ॥ ৯৭
স্নিগ্ধায়তসুলাবণ্যকপোলাভ্যাং বিরাজিতঃ ।
নীলকুঞ্চিতকেশাঢ্যো রক্তাব্জদললোচনঃ ॥৯৮
মন্দারকেতকীজাতীকৈরবীকৃতশেখরঃ ।
স্নিগ্ধবিম্বফলাভৌষ্ঠঃ সুস্মিতাননপঙ্কজঃ ॥ ৯৯
অনর্ঘ্যমৌক্তিকাভাসা দন্তাবলিবিরাজিতঃ ।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গঃ কস্তূরীতিলকাঙ্কিতঃ ॥ ১০০
উন্নতাংসভুজৈর্দীর্ঘৈশ্চতুর্ভিরুপশোভিতঃ ।
জবাকুসুমসঙ্কাশ-করপল্লবশোভিতঃ ॥ ১০১
শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যাঞ্চ শোভিতঃ পৃথুবক্ষসা
মুক্তাময়ৈঃ সুশোভাঢ্যৈর্দিব্যস্রগ্ভিরলঙ্কৃতঃ ।
বালার্কসদৃশজ্যোৎস্না-পীতবস্ত্রেণ বেষ্টিতঃ ॥

শোভাসমৃদ্ধ দিব্যকল্পভূষণভূষিত ঊনষোড়শ বর্ষীয় নরনারীগণে সেস্থান পরিবৃত। সেই বৈকুণ্ঠের রম্য প্রদেশসমূহে নারীগণ স্ব স্ব পতির সহিত মিলিত হইয়া হর্ষভরে কমলা-পতির পূজা করে, তাঁহার প্রসাদলভ্য সুখ সর্ব্বদা উপভোগ করে এবং পরমানন্দে কৃষ্ণের মহাচারিত্র গান করে। তথায় কমলনয়না, কমলকরা, কমলতুল্যশুভদেহা, দিব্য মাল্য ও বসনপরিধানা রমণী সকল এবং শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভূষণে ভূষিত, মাল্যধারী পীতবসন পুরুষসমূহ সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। তথায় সেই ক্রীড়মান স্ত্রীপুরুষের পরস্পর স্পর্শে অনুদিন হরিভক্তির সুখরস বর্দ্ধিত হয়। সেই স্থানের মধ্যদেশে বাসুদেবের শোভমান রম্য অন্তঃপুর বিদ্যমান; ঐ অন্তঃপুর চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কুঙ্কুমোদক-যুক্ত; নানাবিধ কুসুম ও বিমানাদি দ্বারা সর্ব্বত্র সমলঙ্কৃত। তন্মধ্যে এক কল্পপাদপ বিদ্যমান, ঐ পাদপের ছায়াতলে বিচিত্র মনোজ্ঞ অনুত্তম কমলপর্য্যঙ্ক আস্তৃত রহিয়াছে, ঐ পর্য্যঙ্ক দিব্যগন্ধশোভাঢ্য ও নানা পুষ্প-পরিচ্ছদে পরিশোভিত। ঐ মনোরম দিব্য কমলাসনে ঈশ্বরী কমলার সহিত সনাতন দেবেশ বাসুদেব সমাসীন। তিনি কোটি-সুধাংশুসঙ্কাশ ও দিব্যাভরণভূষিত; তাঁহার শুভ্র বদন সুবর্ণনির্ম্মল মনোজ্ঞ নাসাবিবর-দ্বয়ে শোভিত এবং স্নিগ্ধ, আয়ত ও উত্তম লাবণ্যযুক্ত কপোলদ্বয় দ্বারা উদ্দীপিত। তদীয় মস্তক নীল ও কুঞ্চিত কেশে শোভিত, লোচনযুগল রক্তোৎপলতুল্য উজ্জ্বল। মন্দার, কেতকী, জাতী ও কুমুদ কুসুমসমূহে তাঁহার কেশকলাপ কবরীকৃত; তদীয় ওষ্ঠ বিম্বফলাভ এবং মুখকমল ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তাঁহার দন্তপংক্তি অমূল্য মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল, দেহ হরিচন্দনলিপ্ত ও কস্তূরীতিলকাঙ্কিত, স্কন্ধদ্বয় উন্নত এবং তিনি ভুজচতুষ্টয়ে উপ-শোভিত। তাঁহার করপল্লব জবাকুসুমপ্রভ। ৬৮—১০১। তদীয় বিশাল বক্ষ শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ এবং উত্তম শোভাঢ্য দিব্য মুক্তাময় মাল্যদ্বারা শোভিত। তিনি প্রভাতের তপন-জ্যোৎস্নার ন্যায় পীতবসন পরিধান করিয়া-

মাণিক্যনূপুরোপেত-পাদপদ্মবিরাজিতঃ।
অকলঙ্কিতচন্দ্রাভ-নখপঙ্‌ক্তিবিরাজিতঃ॥ ১০৪
রক্তোৎপলনিভশ্লক্ষ্ণ-শুভাঙ্‌ঘ্রিকরপঙ্কজঃ।
পাঞ্চজন্যরথাঙ্গাভ্যাং বাহুযুগ্মবিরাজিতঃ॥ ১০৫
ইতরাভ্যাং শ্রিয়ো গাত্রমাশ্লিষ্যন্ নিজবক্ষসি।
শ্লিষ্যদ্বিদ্যুল্লতোদ্গীথ-শিতাভ্র ইব রাজতে॥১০৬
তপ্তজাম্বুনদশ্লক্ষ্ণ-শুভাঙ্‌ঘ্রি যুগপঙ্কজঃ।
অত্র ক্রীড়তি দেবেশো বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকচরাজিবিরাজিতা॥ ১০৮
মন্দারপারিজাতাদি-দিব্যপুষ্পবিরাজিতা।
কর্ণাবতংসশোভাঢ্যা চিকুরান্তালিসন্নিভা॥ ১০৯
পীনোন্নতস্তনাভ্যাঞ্চ পীড়ন্তি হরিবক্ষসি।
কেয়ূরাঙ্গদহারাদ্যৈর্ভূষণৈরুপশোভিতাঃ॥ ১১০
আরূঢ়যৌবনা নিত্যং সর্ব্বলোকেশসুন্দরী।
তত্র ক্রীড়তি লোকেশঃ পত্ন্যা সহ নিরন্তরম্॥
স এব বাসুদেবোঽত্র সর্ব্বভূতমনোহরঃ।
ক্রীড়তে সর্ব্বলোকেঽস্মিন্ সর্ব্বকামপ্রদো নৃণাম্
অত্রাষ্টশক্তয়ো লক্ষ্ম্যাস্তনবঃ পরিতঃ স্থিতাঃ।
রমা চ রুক্মিণী সীতা পদ্মা পদ্মালয়া শিবা॥১১৩
সুলক্ষণা সুশীলা চ রতিকামপ্রদাশ্চ তাঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গাদ্যৈর্হেতিভিস্তথা॥ ১১৪
পরিতঃ পুষ্করাকারৈস্তং লোকং পরিরক্ষতে।
এবং দ্বিতীয়ং রূপঞ্চ সম্যক্তে শুভদর্শনে॥ ১১৫
সঙ্ক্ষেপতো ময়া প্রোক্তং ন শক্যং বিস্তরেণ হি
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রং বৈ যে জপন্তি সুধাহ্বয়ম্॥ ১১৬
তে প্রাপ্নুবন্তি সততং শাশ্বতং শুভমক্ষয়ম্॥১১৭
ন বেদাধ্যয়নৈর্যজ্ঞৈর্ন ব্রতৈর্নোপবাসতঃ।
ন প্রাপ্যং বৈষ্ণবং লোকং বিনা দাস্যেন কুত্রচিৎ
তস্মাদাস্যং হরের্ভক্তো ভজেতানন্যমানসঃ॥
প্রাপ্নোতি পরমাং সিদ্ধিং কর্ম্মবন্ধবিমোচনীম্।

ছেন, তদীয় পাদপদ্মদ্বয় মাণিক্যনূপুরোপেত। তাঁহার নখপংক্তি নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কের শোভা ধারণ করিয়া বিরাজিত হইয়াছে, তদীয় অঙ্‌ঘ্রি ও করযুগল মনোজ্ঞ রক্তপদ্ম-প্রভ, তিনি একদিগের করযুগল দ্বারা পাঞ্চজন্য ও রথাঙ্গ ধারণ এবং অপর কর-দ্বয়ে কমলাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজবক্ষে রক্ষিত করিয়াছেন। তখন তাঁহার অঙ্গ বিদ্যুল্লতালিঙ্গিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার অঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজ তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় মনোজ্ঞকান্তি, এবংবিধ শোভান্বিত সনাতন বাসুদেব সেই বৈকুণ্ঠ ভবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ দেবেশ তাঁহার যে পত্নীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন, তিনি তপ্তকাঞ্চনকান্তি ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা; তাঁহার কেশকলাপ সুস্নিগ্ধ, নীল ও কুটিল; মন্দার ও পারিজাতাদি দিব্য কুসুমভূষণে ভূষিত ও ভ্রমরকৃষ্ণ এবং কর্ণ-ভূষণ দ্বারা ঐ কেশের শোভা সমধিক বর্দ্ধিত। তাঁহার পীন ও উন্নত স্তনদ্বয়ে বিভুবক্ষ পীড়িত করে; তিনি কেয়ূর অঙ্গদ ও হারাদি বিভূষণে উপশোভিত, তিনি নিত্য অভিনব-যৌবনারূঢ়া ও সর্ব্বলোকেশসুন্দরী। মানবগণের সর্ব্বকামদ সর্ব্বভূত-মনোহর সেই বাসুদেব বৈকুণ্ঠের সর্ব্বত্র ক্রীড়া করেন। রমা, রুক্মিণী, সীতা, পদ্মা, পদ্মালয়া, শিবা, সুলক্ষণা ও সুশীলা; কামপ্রদা শোভমানা লক্ষ্মীর এই মূর্ত্ত্যন্তর অষ্টশক্তি তাঁহার দেহের চারিদিক্ পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইঁহারা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শার্ঙ্গাদি আয়ুধ ধারণ করিয়া পদ্মপংক্তিবৎ বিরাজিত এবং ইঁহারাই এই লোকের সকল দিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন। হে শুভাননে! এই আমি তোমার নিকট দ্বিতীয় লোকের স্বরূপ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম; ইহার বিস্তার বলিতে আমি সমর্থ নহি। যাঁহারা সুধা-ভিধান দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা সতত এই শাশ্বত শুভ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হন।১০২—১১৭। দাস্য ব্যতীত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস দ্বারা বৈষ্ণবলোক লাভ হয় না; অতএব অনন্যমনা হইয়া হরির দাস্য করিলে কর্ম্মবন্ধন-বিমোচনী পরমা সিদ্ধি লাভ

এবং সম্প্রোচ্যতে দেবি দ্বিতীয়ং ব্যূহমব্যয়ম্॥
তৃতীয়ন্তু পরং ব্যূহং শৃণু বক্ষ্যামি পার্ব্বতি।
তোয়াব্ধেরুত্তরে কূলে শ্বেতদ্বীপে মহামতে॥
সন্দর্শনায় যোগানাং সনকাদিমহাত্মনাম্।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ॥ ১২১
সনৎকুমারজাতাশ্চ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সপ্তৈতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা যোগিনঃ সুমহৌজসঃ॥
বিরক্তাঃ সর্ব্বভোগেষু শুদ্ধাঃ সত্ত্বগুণাঃ সদা।
ভগবদ্দর্শনোদ্ভূতসুখৈকরসসেবিনঃ॥ ১২৩
নরনারায়ণাদ্যাশ্চ শ্বেতদ্বীপে বসন্তি যে।
তেষাং সন্দর্শনার্থায় তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥১২৪
শুভ্রাংশুকোটিসঙ্কাশে নানারত্নময়োজ্জ্বলে।
শ্বেতদ্বীপে মহাযোগিসেবিতে ভয়বর্জ্জিতে॥
তত্রোদ্যানানি রম্যাণি পারিজাতসমানি বৈ।
সন্তানকলতাকীর্ণং চন্দনদ্রুমমণ্ডিতম্॥ ১২৬
ফুল্লপদ্মোৎপলোপেতং নানাতে য়ালয়ৈর্যুতম্।
তন্মধ্যে নগরী রম্যা নাম্না চৈরাবতী শুভা॥১২৭

নানারত্নময়ৈর্দিব্যৈর্ব্বিমানৈরুপশোভিতা।
দিব্যস্ত্রীপুম্ভিরাক্রান্তা বহুপ্রাসাদসঙ্কুলা॥ ১২৮
তন্মধ্যেঽন্তঃপুরং রম্যং রত্নদ্রুমসমাকুলম্।
বালসূর্য্যনিভৈস্তুঙ্গৈঃ প্রাসাদৈর্বহুভির্বৃতম্॥১২৯
তন্মধ্যে মণ্ডপং দিব্যং মণিকাঞ্চনশোভিতম্।
চন্দনাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমামোদবাসিতম্॥ ১৩০
নানাকুসুমশোভাঢ্যৈর্ব্বিতানৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
দিব্যাপ্সরঃসমাকীর্ণং সামগানোপশোভিতম্।
মধ্যে সিংহাসনং তত্র সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভম্।
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং চন্দ্রবিম্বামিবাপরম্॥ ১৩২
তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্তু সমাসীনো জনার্দ্দনঃ।
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যো মুক্তাহারবিভূষিতঃ॥ ১৩৩
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-যুক্তহস্তচতুষ্টয়ঃ।
হারকেয়ূরকটকৈরঙ্গুলীয়ৈশ্চ শোভিতঃ॥১৩৪
সুবর্ণপঙ্কজপ্রখ্যঃ পদযুগ্মবিরাজিতঃ।
সন্তানকনিভৈঃ শুভ্রৈর্নখপঙ্‌ক্তিবিরাজিতঃ॥১৩৫
ষোড়শাব্দবয়োরূপযৌবনেন বিরাজিতঃ।

হয়। হে দেবি! অব্যয় দ্বিতীয় ব্যূহ এইরূপ কথিত হয়। হে পার্ব্বতি! পরম তৃতীয় ব্যূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে প্রাজ্ঞে! তোয়াব্ধির উত্তর কূল শ্বেতদ্বীপ, উহা সনকাদি মহাত্মা যোগিগণের দর্শনযোগ্য। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, কপিল, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই সাতজন ব্রহ্মার পুত্র, ইঁহারা মহৌজা যোগী, সর্ব্বভোগবিরত, সর্ব্বদা শুদ্ধসত্ত্বগুণময় এবং ইঁহারা একমাত্র ভগবদ্দর্শনসম্ভূত রসের উপভোগ করেন। অপর নর-নারায়ণাদি যে সকল লোক শ্বেতদ্বীপে বাস করেন, তাঁহাদের দর্শনার্থ হরি শ্বেতদ্বীপে সতত সন্নিহিত হইয়া রহিয়াছেন। কোটিসূর্য্যপ্রভ, নানারত্নে উজ্জ্বল, মহাযোগিগণসেবিত ও ভয়বর্জ্জিত শ্বেতদ্বীপে পারিজাততুল্য নানা রম্য পাদপময় উদ্যান বিদ্যমান; ঐ সকল উদ্যান সন্তানকলতাকীর্ণ, চন্দনতরুমণ্ডিত, বিকসিত পদ্ম ও উৎপলোপেত এবং বহু সরোবরশোভিত। দ্বীপমধ্যে ঐরাবতীনাম্নী এক রম্য পুরী বিরাজিতা, ঐ শুভা পুরী নানারত্নময় দিব্য বিমানে উপশোভিতা, দিব্য নরনারীগণসমাক্রান্তা এবং বহু প্রাসাদসঙ্কুলা। তন্মধ্যে রত্নতরু-সমাকুল একটি রম্য অন্তঃপুর বিদ্যমান, ঐ পুর বালসূর্য্যনিভ বহু উচ্চ প্রাসাদে পরিবৃত। তাহার মধ্যে মণিকাঞ্চনশোভিত এক দিব্য মণ্ডপ আছে ঐ মণ্ডপ চন্দন অগুরু কর্পূর ও কুঙ্কুমগন্ধে আমোদিত, নানা কুসুম-শোভায় সমৃদ্ধ, বহু বিমান দ্বারা সমলঙ্কৃত, দিব্য অপ্সরোগণে সমাকীর্ণ এবং সামগানে মুখরিত। তন্মধ্যে সূর্য্য ও পাবকপ্রভ এক সিংহাসন বিদ্যমান। তাহার মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রবিম্বের ন্যায় একটী অষ্টদল পদ্ম আছে। ১১৮-১৩২। ঐ পদ্মমধ্যে কর্ণিকাপ্রদেশে জনার্দ্দন সমাসীন। তিনি শুদ্ধ স্বর্ণপ্রভ, মুক্তাহার-বিভূষিত ও চতুর্ব্বাহু; তাঁহার হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিরাজিত; তিনি হার কেয়ূর কটক ও অঙ্গুরীয়কাদি বিভূষণে ভূষিত; তাঁহার পাদদ্বয় স্বর্ণদ্যুতি নখপংক্তি সন্তাপনাশি, বয়স ষোড়শ এবং তিনি যৌবন

বিশালভালদেশে তু কুঙ্কুমেন সুগন্ধিনা॥ ১৩৬
রচিতেনোর্দ্ধপুণ্ড্রেণ সীমন্তেনোপশোভিতঃ।
মথিতা মৃতফেনাভশুভ্রবস্ত্রসুবেষ্টিতঃ॥ ১৩৭
মুক্তাময়াভ্যাং শুভ্রাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ
পদ্মাসনসমাসীনো জগন্মোহনবিগ্রহঃ॥ ১৩৮
বামাঙ্কে সংস্থিতা দেবী তস্য দিব্যস্বরূপিণী।
তস্যৈব সদৃশী লক্ষ্মীঃ শীলসুষ্ঠুগুণাদিভিঃ॥ ১৩৯
পদ্মকিঞ্জল্কসঙ্কাশা যৌবনারম্ভশোভিতা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না তপ্তকাঞ্চনভূষণা॥ ১৪০
দিব্যস্রগ্বসনোপেতা নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা।
চতুর্ভুজৈর্ব্বিরাজন্তী কেয়ূরাঙ্গদভূষিতা॥ ১৪১
মুক্তাহারৈর্ব্বিরাজন্তী মন্দারাঞ্চিতশীর্ষজা।
শ্লক্ষ্ণনাসাপুটযুতা লসদ্দন্তবিরাজিতা॥ ১৪২
কস্তূরীতিলকোপেতা নাসাগ্রাঞ্চিতমৌক্তিকা।
স্বর্ণকুম্ভসমপ্রখ্যপীনোন্নতপয়োধরা॥ ১৪৩
দিব্যকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গী পদ্মমালোপশোভিতা।
বসুপাত্রং মাতুলিঙ্গং দর্পণং হেমপঙ্কজম্॥ ১৪৪
করপদ্মধৃতা দেবী চেতসাভীষ্টদায়িনী।
তস্যাস্তাঃ সদৃশাস্তত্র শক্তয়ঃ পরিতো হরেঃ॥
ঈশাবাস্যা মহাদেবী জাহ্নবী কমলালয়া।
সাবিত্রী সর্ব্বগা পদ্মা শক্তয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৪৬
শ্রদ্ধা মেধা ধৃতিঃ প্রজ্ঞা ধারণা শান্তিরেব চ।
শ্রুতিঃস্মৃতির্ধৃতির্মেধা বুদ্ধির্বুদ্ধির্মনীষিণী॥ ১৪৭
দাস্যস্ত্বেতাঃ শ্রিয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বকার্য্যস্য কারিকাঃ।
অনন্তবৈনতেয়াদি-দেবতা নিত্যকিঙ্করাঃ॥ ১৪৮
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব সেবন্তে নিত্যদেবতাঃ।
প্রাসাদেষু বিমানেষু বনেষু নগরেষু চ॥ ১৪৯
তৎপ্রসাদোপলব্ধেষু ভোগেষত্রানুরঞ্জিতাঃ।
ক্রীড়ন্তী সততং নিত্যা হেয়নিষ্ফলবর্জ্জিতাঃ॥
যে বিষ্ণুমন্ত্রজপ্তারঃ সততং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
যে দ্বাদশীব্রতে যুক্তাস্তৎপদং যান্তি তেঽব্যয়ম্
ন বেদৈর্ন চ দানৈশ্চ ন যজ্ঞৈর্ন ব্রতৈরপি।
প্রাপ্তুঞ্চ শক্যং গিরিজে বিষ্ণুলোকং সনাতনম্
ভক্ত্যা চানন্যয়া প্রাপ্তুং শক্যং বিষ্ণুপদং নৃণাম্

সম্পন্ন। তাঁহার বিশাল ললাটে সুগন্ধি কুঙ্কুমের উর্দ্ধপুণ্ড্র বিরাজিত হওয়ায় সীমন্তের অত্যন্ত শোভা হইয়াছে! তিনি মথিত অমৃতফেননিভ শুভ্রবসনে বেষ্টিত, মুক্তাময় শুভ্র কুণ্ডলদ্বয়মণ্ডিত, পদ্মাসনে সমাসীন এবং জগন্মোহনবিগ্রহ। তাঁহার বাম ক্রোড়ে তদ-নুরূপা রমা দেবী বিদ্যমানা; দেবী তাঁহারই ন্যায় লীলাদি সুষ্ঠগুণ ভূয়িষ্ঠা পদ্মকিঞ্জকপ্রভা নবযৌবনমনোহরা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, তপ্ত-কাঞ্চনপ্রভা দিব্য বসন ও মাল্যধারিণী, নীলা-কুঞ্চিতকেশা, চতুর্ভুজা, কেয়ূরাঙ্গদভূষিতা এবং মুক্তাহাররাজিতা। তাঁহার কেশ মন্দার-কুসুমাঞ্চিত, নাসাপুট মনোজ্ঞ; এবং দশনরাজি অতীব মনোরম। তাঁহার ললাটে কস্তূরীতিলক বিন্যস্ত, নাসাগ্রে মৌক্তিক সংসক্ত, অঙ্গে দিব্য কুঙ্কুম অনুলিপ্ত; তাঁহার পীন ও উন্নত পয়োধর স্বর্ণকুম্ভাকার এবং তিনি কমল-মালায় উপশোভিত। সেই হৃদয়াভীষ্টদা দেবী করচতুষ্টয়ে ধনপাত্র মাতুলুঙ্গ, দর্পণ ও স্বর্ণকমল ধারণ করিয়াছেন। ঈশা, মহা-দেবী, জাহ্নবী, কমলালয়া, সাবিত্রী, সর্ব্বগা ও পদ্মা—তাঁহার সদৃশী এই সকল শক্তি তাঁহার সর্ব্বদিকে বিদ্যমানা; শ্রদ্ধা, মেধা, ধৃতি, প্রজ্ঞা, ধারণা, শান্তি, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও মনীষিণী—ইহারা লক্ষ্মীর সর্ব্বার্থসাধিকা দাসী। অনন্ত ও বৈনতেয়াদি দেবতারা তাঁহার নিত্য কিঙ্কর; সাধ্য ও মরুদ্গণ প্রভৃতি দেববৃন্দ নিত্য তাঁহার সেবা করেন। হেয়তা ও নিষ্ফ-লতাবর্জ্জিত দেবতারা তাঁহার প্রসাদলব্ধ ভোগনিবহে অনুরাগান্বিত হইয়া প্রাসাদ, বিমান, বন ও নগরসমূহে সতত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।১৩৬—১৫০। যাহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সতত বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে এবং যাহারা দ্বাদশী-ব্রতপরায়ণ, তাহারা সেই অব্যয় পদে গমন করিয়া থাকে। হে গিরিজে! বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ ও ব্রতদ্বারা সনাতন বিষ্ণুলোক লাভ হয়

তস্মাৎ সম্পূজয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা দেবং জনার্দ্দনম্।
কীর্ত্তনং নামমাত্রঞ্চ ধ্যায়ন্মন্ত্রং জপেৎ সদা।
জুহুয়াত্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা সর্ব্বগং সর্ব্বকামদম্॥ ১৫৪
এবমুক্তং তৃতীয়ন্তু ব্যূহন্তু পরমাত্মনঃ।
স্বরূপং তব সুশ্রোণি যথা প্রোক্তং পুরাতনৈঃ॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থং ব্যূহমুত্তমম্।
দিবৌকসাং রক্ষণার্থং দুগ্ধাব্ধৌ পরমেশ্বরঃ॥
সুধাংশুকোটিসঙ্কাশঃ সহস্রাক্ষেণ শোভিতে।
পুরন্দরসমূথৈস্ত ছাদিতে দুগ্ধবারিধৌ॥ ১৫৭
তস্মিন্ননন্তপর্য্যঙ্কে শেতেহসৌ বিস্তৃতে শুভে।
দিব্যাসনসমাসীনঃ পদ্মনাভোঽচ্যুতো হরিঃ॥
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
বিবস্বৎকোটিসঙ্কাশকিরীটেন বিরাজিতঃ॥
নানারত্নোজ্জ্বলদ্দিব্যকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ।
বালার্কসদৃশজ্যোৎস্না-পীতবস্ত্রেণ বেষ্টিতঃ॥১৬০
স্ফুরদ্রক্তারবিন্দাভহস্তাঙ্ঘ্রিতলশোভিতঃ।
হারকেয়ূরকটকৈরঙ্গুলীয়ৈর্ব্বিরাজিতঃ॥ ১৬১
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাহস্তৈর্ব্বিভূষিতঃ।
সুপুষ্পফলশাখাঢ্যকল্পবৃক্ষৈর্ব্বিরাজিতঃ॥ ১৬২
বিশ্বস্য জন্মমরণ-নাভিপঙ্কজশোভিতঃ।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥ ১৬৩
মন্দারপারিজাতাদি-দিব্যপুষ্পৈর্মনোরমৈঃ।
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকবরীকৃতকেশবান্॥ ১৬৪
শ্লক্ষ্ণোন্নতসুনাসাংসজানুজুগ্মবিরাজিতঃ।
মণিবিদ্রুমশাখাঢ্য-নূপুরাঙ্ঘ্রিবিরাজিতঃ॥১৬৫
অকলঙ্কিতচন্দ্রাভনখপঙ্ক্তিবিরাজিতঃ।
অশোকপুষ্পসঙ্কাশ-রক্তোষ্ঠমুখপঙ্কজঃ॥১৬৬
অনর্ঘ্যমৌক্তিকাভাসদন্তপংক্তি বিরাজিতঃ।
সম্পূর্ণচন্দ্রপ্রতিমস্মিতবক্ত্রসুশোভিতঃ॥ ১৬৭
আরূঢ়যৌবনঃ শ্রীমান্ কোমলাবয়বোজ্জ্বলঃ।
শরণ্যঃ সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকফলপ্রদঃ॥১৬৮

না; একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই মানবগণের বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বগ সর্ব্বকামদ দেব জনার্দ্দনকে নিত্য পূজা করিবে এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা মন্ত্র জপ, হোম ও তর্পণ করিবে। হে সুশ্রোণি! তোমার নিকট পরমাত্মার এই তৃতীয় ব্যূহের স্বরূপ কীর্ত্তিত হইল, ইহা পুরাতনগণ কহিয়া গিয়াছেন। অতঃপর উত্তম চতুর্থ ব্যূহ বর্ণন করিতেছি। কোটি সুধাংশুসঙ্কাশ পরমেশ্বর সুরগণের রক্ষার্থ ক্ষীরাব্ধি মধ্যে বিদ্যমান। সহস্রলোচন শোভিত পুরন্দরাদি দেবদল দ্বারা সেই দুগ্ধসমুদ্র আচ্ছাদিত। সেই অব্ধিমধ্যে বিস্তৃত শুভ্র অনন্তপর্য্যঙ্কে হরি শয়ান রহিয়াছেন। পদ্মনাভ অচ্যুত হরি দিব্যাসনে সমাসীন, তাঁহার নেত্র পদ্মপত্রতুল্য আয়ত ও বর্ণ নীলমেঘতুল্য; তিনি কোটি দিবাকরপ্রভ কিরীট দ্বারা শোভিত, নানা রত্ন দ্বারা উজ্জ্বল দিব্য কুণ্ডলদ্বয়ে মণ্ডিত, এবং বালসূর্য্যতুল্য কান্তিবিশিষ্ট পীতবসনে বেষ্টিত। তাঁহার হস্ত ও অঙ্ঘ্রিতল প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মপ্রভায় শোভিত এবং তিনি হার, কেয়ূর, কটক, ও অঙ্গুরীয়ক দ্বারা অলঙ্কৃত, তিনি করচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ খড়্গ ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছেন। এবং মনোজ্ঞ কুসুমসমন্বিত ও বহু শাখা-সমৃদ্ধ কল্পতরুরাজি দ্বারা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নাভিদেশে এক পদ্ম শোভা পাইতেছে, ঐ পদ্মে বিশ্বের জন্ম-মরণ সূচিত হইতেছে। তাঁহার অঙ্গ হরিচন্দনলিপ্ত ও সর্ব্বাভরণভূষিত; তদীয় সুস্নিগ্ধ নীল কুটিল কেশকলাপ মন্দার ও পারিজাতাদি মনোহর দিব্য কুসুমসমূহে কবরীকৃত হইয়াছে। ১৫১—১৬৪। তাঁহার নাসিকা, স্কন্ধ ও জানুযুগ্ম মনোজ্ঞ ও উন্নত; অঙ্ঘ্রি-যুগলে মণি ও বিদ্রুম শোভিত নূপুর বিরাজিত; নখপঙ্ক্তি অকলঙ্কিত চন্দ্রকান্তি দ্বারা উপশোভিত। তাঁহার বদন পদ্মতুল্য ওষ্ঠ অশোককুসুমসঙ্কাশ রক্তিম, দশনপঙ্ক্তি অমূল্য মুক্তাপ্রভ; বক্ত্র পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তিনি যৌবনারূঢ়, শ্রীমান্, কোমল-দেহ, উজ্জ্বল, সর্ব্বলোকশরণ্য ও সর্ব্বলোক

সদৃশী তস্য দেবী তু রূপশীলগুণাদিভিঃ।
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা তপ্তকাঞ্চনভূষণা॥ ১৬৯
তরুণী রূপলাবণ্যকান্তিশীলগুণান্বিতা।
দুগ্ধাব্ধিফেনসঙ্কাশ-শুভ্রবস্ত্রেণ বেষ্টিতা॥ ১৭০
মন্দারকেতকীজাতীপুষ্পার্চ্চিতশিরোরুহা।
কস্তুরীতিলকোপেতা রত্নসীমন্তশোভিতা॥১৭১
নানাবর্ণসুশোভাঢ্য-কর্ণভূষণভূষিতা।
প্রবালসদৃশজ্যোৎস্না-রক্তাধরসুবিস্মিতা॥
মত্তভৃঙ্গোপমৈঃ স্নিগ্ধৈরলকৈঃ সুবিরাজিতা।
তনুমধ্যা বিশালাক্ষী পীনোন্নতপয়োধরা॥১৭৩
চতুর্হস্তৈর্ব্বিরাজন্তী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
উদ্ধাহুভ্যাং ধৃতা দেবী হেমপদ্মযুগং শুভম্॥১৭৪
ইতরাভ্যাং সমাশ্লিষ্য ভর্ত্তারং নিবিড়ং স্থিতা।
আলোকয়ন্তী সততং ত্রিদশাংশ্চ কটাক্ষকৈঃ॥
নিরীক্ষিতাস্তয়াদেব্যা ধন্যাস্তে সততং শিবে।
তত্র দেবা বিমানস্থাঃ সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ॥ ১৭৬

ফলপ্রদ! তাঁহার দেবী তদীয় রূপ, শীল ও গুণাদির অনুরূপা; তিনি তপ্তকাঞ্চনপ্রভা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, তরুণী, রূপলাবণ্যসমন্বিতা, কান্তি শীল ও গুণান্বিতা। তিনি দুগ্ধফেন-নিভ শুভ্রবসন পরিধান করিয়াছেন; মন্দার কেতকী ও জাতী কুসুমে তাঁহার কেশ অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার ললাটে কস্তূরীতিলক বিন্যস্ত এবং সীমন্ত রত্নশোভিত। তিনি নানাবর্ণে সুশোভিত কর্ণভূষণে ভূষিতা এবং তাঁহার হাস্যযুক্ত অধরযুগল প্রবাল-প্রভার ন্যায় রক্তিম। তিনি মত্ত মধুকরোপম স্নিগ্ধ অলকাবলী দ্বারা সুশোভিতা, তনুমধ্যা, বিশাললোচনা, পীনোন্নতপয়োধরা, চতুর্ভুজা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা। তিনি ঊর্দ্ধগত বাহুদ্বয় দ্বারা দুইটী উত্তম স্বর্ণপদ্ম ধারণ করিয়াছেন এবং নিম্ন বাহুদ্বয়ে পতিকে গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া কটাক্ষবিক্ষেপে সুর-গণকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে শিবে! যাঁহারা দেবী কর্ত্তৃক সতত দৃষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা ধন্য। সে স্থানে বিমা-নস্থ দেব, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণ সর্ব্বদা

গায়ন্তি সততং দেবীমানন্দাশ্রুপরিপ্লুতাঃ।
দৈতেয়ৈর্ব্বাধ্যমানৈস্তু ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ সুরৈঃ॥
সংস্তূয়মানস্তত্রেশো দেবানামভয়ং দদৌ।
দেবানামভয়ং দত্বা সর্ব্বদেবেশ্বরো হরিঃ॥১৬৮
রাক্ষসান্ হন্তুমারেভে জগৎসংরক্ষণায় বৈ।
এবং চতুর্থং ব্যূহস্ত হরেঃ প্রোক্তং তবানঘে॥
কিমন্যচ্ছ্রোতুকামাসি তদ্ব্রবীমি বরাননে।
ধন্যাসি কৃতকৃত্যাসি ভক্তাসি পুরুষোত্তমে॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুব্যূহভেদবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশদধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২২৯

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ যত্র দেবেশো রাক্ষসান্মধুসূদনঃ।
জঘান কেন রূপেণ যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥১
বৈভবঞ্চ স্ববীর্য্যস্য মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপকম্।

দেবীর গুণগান করিতেছে ও তাহাদের নয়ন আনন্দাশ্রু দ্বারা পরিপ্লাবিত হইতেছে। ঈশ্বর দানবদল দ্বারা পীড্যমান ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে অভয় দান করিতেছেন; এইরূপে সর্ব্বদেবেশ হরি দেবগণকে অভয় দান করিয়া জগতের রক্ষার্থ রাক্ষসগণের নিধনসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে অনঘে! তোমার নিকট হরির এই চতুর্থ ব্যূহ বর্ণিত হইল; হে বরাননে! তুমি ধন্যা, কৃতকৃত্যা ও পুরুষোত্তমে ভক্তিমতী; এখন বল—আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১৬৫—১৭০।

ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২২৯।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দেবদেবেশ ভগ-বন্! মধুসূদন কোন্ স্থানে কিরূপে রাক্ষস-

বিস্তরেণ সমাখ্যাহি মম প্রীত্যা মহেশ্বর ॥ ২

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বৈভবং স্বস্থমানসা।
মৎস্যকূর্ম্মাদি যদ্রূপমবতারাত্মকং হরেঃ ॥ ৩
দীপাদুৎপাদ্যতে দীপো যথাবত্তদ্বিষ্যতি।
পরাবস্থা পরেশস্য সব্যূহা বিভবাদয়ঃ ॥ ৪
উক্তা দেবাবতারাস্ত বিবিধাকারকাঃ শুভাঃ।
অর্চ্চাবতারা দেবস্য বৈভবাঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৫
প্রাজাপত্যেন বৈ ব্রহ্মা স সম্রাট্ পরমোৎসবঃ।
ভৃগুং মরীচিমত্রিঞ্চ দক্ষং কর্দ্দমমেব চ ॥ ৬
পুলস্ত্যং পুলহঞ্চৈব গিরিশঞ্চ তথা ক্রতুম্।
নব প্রজানাং পতয় ইমে প্রোক্তা যথাক্রমম্ ॥ ৭
মরীচির্ভগবাংস্তত্র জনয়ামাস কশ্যপম্।
কশ্যপস্যাভবন্ জায়াশ্চতস্রঃ শুভদর্শনে ॥ ৮
অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব কদ্রুশ্চ বিনতা তথা।
অদিতির্জ্জনয়ামাস দেবাংস্ত শুভদর্শনান্ ॥ ৯
দিতিশ্চ রাক্ষসান্ পুত্রাংস্তামসান্ সুমহাসুরান্
মকরস্ত * হয়গ্রীবো হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ ॥ ১০
হিরণ্যকশিপুর্জ্জম্ভো ময়াদ্যাঃ সুমহাতপাঃ।
মকরস্ত মহাবীর্য্যো ব্রহ্মলোকমুপাগতঃ ॥ ১১
ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাসৌ বেদান্ জগ্রাহ বীর্য্যবান্
গ্রসিত্বা চ শ্রুতীঃ সোঽথ প্রবিবেশ মহার্ণবম্ ॥
ততঃ সর্ব্বং জগচ্ছূন্যমভবদ্ধর্ম্মসঙ্করঃ।
নাধীতং ন বষট্কারং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩
ততঃ প্রজাপতির্দেবঃ সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ।
গত্বা দুগ্ধাম্বুধিং দেবং তুষ্টাব শরণং গতঃ ॥১৪

ব্রহ্মোবাচ।

প্রসীদ দেব মে নাথ নাগপর্য্যঙ্কসংস্থিত।
সর্ব্বেশ সর্ব্বদেবাত্মন্ সর্ব্ববেদময়াচ্যুত ॥ ১৫
আদ্যং জগদ্ভুবো বীজং মধ্যে ত্বং
সর্ব্বতোঽধিকঃ।

গণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণনা করুন। হে মহেশ্বর! আমার প্রতি প্রীত হইয়া সেই স্থিতিশীল মধুসূদনের মৎস্য কূর্ম্মাদি ঐশ্বর্য্য আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! মধুসূদনের মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারাত্মক রূপ ও ঐশ্বর্য্য বলিতেছি, সুস্থমনা হইয়া শ্রবণ কর। একটী দীপ হইতে যেরূপে অপর দীপ উৎপাদিত হয়, বিষ্ণুর অবতারও তদ্রূপ হইয়া থাকে। আর পরেশের যাহা পরাকাষ্ঠা তাহাই ব্যূহ ও বিভবাদি করিত হয়। শুভ দেবাবতার বিবিধাকার কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অর্চ্চাবতারই পরমাত্মার বৈভব। প্রজাসৃষ্টি কামনায় মহোৎসাহী সম্রাট্ ব্রহ্মা ভৃগু, মরীচি, অত্রি, দক্ষ, কর্দ্দম, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা ও ক্রতু যথাক্রমে এই নয় জন তনয় সৃষ্টি করেন; ইঁহারা সকলেই প্রজাপতি কথিত হন। তন্মধ্যে ভগবান্ মরীচি কশ্যপকে সৃষ্টি করেন; হে শুভদর্শনে! কশ্যপের চারিজন পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের নাম অদিতি, দিতি, কদ্রু ও বিনতা। তন্মধ্যে অদিতি শুভদর্শন দেবগণ এবং দিতি তামস মহাসুর ও রাক্ষসগণকে সৃষ্টি করেন। মকর, হয়গ্রীব, মহাবল হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, জম্ভ, ময় ও অন্যান্য অনেক মহাতপা দানব দিতি হইতে উৎপন্ন হয়। একদা মহাবীর্য্য মকর ব্রহ্মলোকে মগনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে মোহিত করিয়া বেদ গ্রহণ করে এবং ঐ বীর্য্যবান্ দানব বেদ গ্রাস করিয়া মহার্ণবে প্রবিষ্ট হয়। তাহার ফলে তখন সমগ্র জগৎ শূন্য ও ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইল; বেদাধ্যয়ন ও বষট্কার রহিত হইল,—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অভাব ঘটিল। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণ সহ দুগ্ধসমুদ্র-তীরে গমন পূর্ব্বক দেবেশের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।১-১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শেষশায়িন্? হে দেব! হে নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে সর্ব্বেশ! আপনি সর্ব্বদেবের আত্মা,

* শম্বুক ইতি পাঠান্তরম্।

অন্তে চ পশুনাথস্ত্বং স্বেচ্ছয়াতস্ত্বমেব চ ॥ ১৬
ত্বমেব ধ্বংসে চিদ্রূপং জগৎ সর্ব্বং সনাতনম্ ।
ত্বমব্যক্তো হি ভূতাদিঃ প্রধানপুরুষোঽব্যয়ঃ ॥
ত্বমাদিমধ্যান্তবপুর্জ্জগতঃ পরমেশ্বরঃ ।
ত্বমেব সর্ব্বলোকানামশ্রয়ঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
ভূতাদিস্ত্বং মহদ্ভূতং ভূতসঙ্ঘস্য কারণম্ ।
ত্বমহঙ্কারমাশ্রিত্য গুণত্রেধাময়াত্মবান্ *
ত্বমাদিভূতশ্চান্তস্ত্বং ত্বং বায়ুঃ সর্ব্বগো মহান্ ।
ত্বমাদিস্ত্বমনাদিশ্চ ত্বমগ্নিস্তেজসাং নিধিঃ ॥ ২০
ত্বমাপঃ সর্ব্বজগতাং জীবনঃ পরমেশ্বরঃ ।
ত্বং ভূমির্জ্জগদাধারো ভূধরস্ত্বং মহামতে ॥ ২১
সরিতঃ সাগরস্ত্বং বৈ সর্ব্বস্যাদিস্ত্বমেব চ ।
দেবর্ষিঃ সর্ব্বভূতানি ত্বমেব পুরুষোত্তম ॥ ২২
ত্বয়ৈব প্রেরিতা লোকাশ্চেষ্টন্তে সাধ্বসাধুষু ।
দৈত্যেনোপক্রুতা বেদাঃ প্রবিষ্টা মহদর্ণবম্ ॥২৩
বেদাধারমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
বেদাশ্চৈব হি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং পরিতঃ স্থিতাঃ
বেদেষু সর্ব্বদেবানাং নিত্যা তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ।
তস্মাদ্বেদান্ সমানেতুং ত্বমেবার্হসি কেশব ॥২৫

মহাদেব উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ ।
মৎস্যরূপং সমাস্থায় প্রবিবেশ মহোদধিম্ ॥ ২৬
তং দৈত্যং সুমহাঘোরং মাকরং রূপমাস্থিতঃ ।
তুণ্ডাগ্রেণ বিদার্য্যাথ জগন্নাথোঽমরপূজিতঃ ॥ ২৭
তং হত্বা সর্ব্ববেদাংশ্চ সাঙ্গোপাঙ্গসমন্বিতান্ ।
গৃহীত্বা প্রদদৌ তস্মৈ ব্রহ্মণে স মহাদ্যুতিঃ ॥২৮
অন্যোন্যমিশ্রিতা বেদা অসিতাঙ্গেন রক্ষসা ।
ব্যক্তা ভগবতা তেন ব্যাসরূপেণ ধীমতা ॥ ২৯
পৃথগ্‌ভূতা সমং বেদা ব্যাসেনৈব মহাত্মনা ।
এবং মৎস্যাবতারেণ রক্ষিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥৩০

সর্ব্ববেদময়, অচ্যুত, আদ্য ; এবং সমগ্র-জগতের উৎপত্তিবীজ। আপনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা, স্থিতিবিষয়ে সর্ব্বাধিক বিষ্ণু এবং সংহারসময়ে পশুপতি হইয়া থাকেন। আপনি চিদ্রূপ সনাতন, সর্ব্ব জগৎ ধারণ করেন এবং আপনিই অব্যক্ত ভূতাদি ও প্রধান অব্যয় পুরুষ। আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও জগতের পরমেশ্বর এবং আপনিই সর্ব্বলোকাশ্রয় পুরুষোত্তম। আপনি ভূত-নিবহের আদি মহাভূত, ভূতসঙ্ঘের কারণ এবং আপনিই অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া ত্রিগুণ-ময় হইয়া থাকেন। আপনি ভূতগণের আদি ও অন্ত, সর্ব্বগ, মহান্ বায়ু, আদি, অনাদি, তেজোনিধি অগ্নি, সর্ব্বজগতের জীবনস্বরূপ জল ও পরমেশ্বর। হে মহামতে! আপনি জগদাধার ধরণী, ভূধর, সরিৎ, সাগর ও সকলের আদি এবং আপনি দেবর্ষি ও সর্ব্বভূত। হে পুরুষোত্তম! আপনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোক সকল সাধু ও অসাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সম্প্রতি বেদগণ দানব দ্বারা উপক্রুত হইয়া মহা সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বেদ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগতের আধার, সর্ব্বধর্ম্মের শাসক এবং বেদেই দেবগণের নিত্য তৃপ্তি সম্পাদিত হয়। অতএব হে কেশব! আপনি সাগরগর্ভ হইতে সেই বেদ আনয়ন করুন।১৫—২৫। মহাদেব বলিলেন,—অমর পূজিত পরমেশ হৃষীকেশ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া মকরাকার মৎস্যরূপ ধারণপূর্ব্বক মহোদধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তুণ্ডাগ্র দ্বারা সেই মহাঘোর মহাসুরকে বিদারণ করিয়া বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদ্যুতি মহাপুরুষ মকরের বিনাশ সাধন করিয়া অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত সর্ব্ববেদ গ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অর্পণ করিলেন। রাক্ষসগ্রস্ত সেই সকল বেদ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, বিজ্ঞ ব্যাসরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা তাহা ব্যক্ত করিলেন,—মহাত্মা ব্যাস কর্ত্তৃক বেদ সকল পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিভক্ত হইল। হে দেবি! এইরূপে হরি মৎস্যাবতারে বেদ সকল রক্ষা করিয়াছিলেন। অহো!

---

*ত্বমেব কারণমাশ্রিত্য রমতে ধাম আত্মবান্॥ ইতি চ পাঠঃ।

শ্রুতিপ্রদানেন জগত্ত্রয়ং তদা
কৃত্বা নিরাতঙ্কমহো রমাধবঃ।
সংস্তূয়মানঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈ-
রন্তর্দধে যোগিভিরর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৩১
বাসুদেবো হি ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ॥৩২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মৎস্যাবতারবর্ণনং নাম ত্রিংশদধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২৩০॥

যোগিগণ যাঁহার আঙ্ঘ্রিযুগলের অর্চ্চনা করেন, সেই ভগবান্ সর্ব্বদেবময় বাসুদেব রমাপতি হরি এইরূপে দেবগণকে বেদদানে ত্রিজগৎ নিরাতঙ্ক করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, তখন সুরগণ ও সিদ্ধসঙ্ঘ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ২৬—৩২।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩০॥

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
যৎ কৌর্ম্ম্যবৈভবং বিষ্ণোঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্
তদ্বক্ষ্যামি প্রিয়ে সম্যক্ শৃণুষ্বৈকাগ্রচেতসা॥ ১
অত্রিপুত্রো মহাতেজা দুর্ব্বাসা ইতি বিশ্রুতঃ।
প্রচণ্ডঃ সর্ব্বলোকানাং ক্ষোভকারী মহাতপাঃ॥২
স যযৌ হিমবৎপৃষ্ঠং ব্রহ্মর্ষিস্তপসো নিধিঃ।
মমাংশভূতো ব্রহ্মর্ষিঃ সর্ব্বেষাং ভয়দঃ সদা॥ ৩
উষিতস্তত্র বর্ষঞ্চ কিন্নরীভিঃ স পূজিতঃ।
মহেন্দ্রং দ্রষ্টুকামোঽসৌ স্বর্লোকং প্রযযৌ মুনিঃ
তস্মিন্ কালে মহাতেজা গজারূঢ়ং মহেশ্বরম্।
দদর্শ সর্ব্বদেবৈস্তং পূজ্যমানং শচীপতিম্॥ ৫
তঞ্চ দৃষ্ট্বা স হৃষ্টাত্মা দুর্ব্বাসা সুমহাতপাঃ।
পারিজাতস্রজং তস্মৈ প্রদদৌ বিনয়ান্বিতঃ॥ ৬
আদায় দেবতাধীশস্তাং স্রজং গজমূর্দ্ধনি।
বিন্যস্য তত্র দেবেশঃ প্রযযৌ নন্দনং প্রতি॥৭
করেণাদায় তাং মালাং মদোদ্রিক্তস্ততো গজঃ।
পীড়য়িত্বাথ চিক্ষেপ সংস্থিতাং ধরণীতলে॥ ৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা দুর্ব্বাসা রক্তলোচনঃ।
প্রশশাপাথ মহেন্দ্রং তং সন্তপ্তঃ ক্রোধবহ্নিনা॥ ৯
দুর্ব্বাসা উবাচ।
ত্রৈলোক্যৈকশ্রিয়া যুক্তো যস্মান্মামবমন্যসে।
তস্মাত্ত্রৈলোক্যশ্রীর্নষ্টা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥১০
মহাদেব উবাচ।
ইতি শপ্তস্ততঃ শক্রো জগাম স্বপুরং পুনঃ।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বিষ্ণুর কূর্ম্মবিষয়ক বৈভব বিশেষ করিয়া বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। অত্রির পুত্রের নাম দুর্ব্বাসা; ঐ বিখ্যাত মহাতেজা দুর্ব্বাসা আমার অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রচণ্ড, সর্ব্বলোকক্ষোভকারী সর্ব্বলোকভয়দ, ও মহাতপা। ব্রহ্মর্ষি তপোধন দুর্ব্বাসা একদা হিমালয়পৃষ্ঠে গমনপূর্ব্বক কিন্নরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর মুনি মহেন্দ্রকে অবলোকন করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন এবং দেখিলেন,—তৎকালে মহাতেজা দেবেশ্বর ইন্দ্র গজা-রোহণ করিয়াছেন, দেবগণ তাঁহার পূজা করিতেছেন। সুমহাতপা দুর্ব্বাসা তদ্দর্শনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বিনয়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে পারিজাতমাল্য অর্পণ করিলেন। দেবাধীশ ইন্দ্র সেই মালা গ্রহণপূর্ব্বক গজ-মস্তকে ন্যস্ত করিয়া নন্দন বনে প্রস্থান করি-লেন। অনন্তর মদোন্মত্ত গজ শুণ্ড দ্বারা সেই মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিল, মালা ভূতলে পড়িয়া রহিল। তদ্দর্শনে মহাতেজা দুর্ব্বাসা ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠি-লেন, তাঁহার লোচন অনলবর্ণ ধারণ করিল, তিনি রোষবশে ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—তুমি ত্রৈলো-ক্যের লক্ষ্মী লাভ করিয়া মত্ত, তাই আমাকে অপমানিত করিয়াছ, এজন্য নিঃসংশয় তোমার

ততঃ শ্রীর্জগতাং ধাত্রী ক্ষণাদন্তর্দধে স্বয়ম্ ॥ ১১
অন্তর্দ্ধানং গতা লক্ষ্মীস্তদা নষ্টং জগত্রয়ম্।
যদপাঙ্গাশ্রিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১২
তস্যামন্তর্দ্ধানবত্যাং সর্ব্বং নষ্টতরং ভবৎ।
ব্রহ্মাদিত্রিদশাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরাঃ ॥ ১৩
দৈত্যাশ্চ দানবা নাগা মনুষ্যা রাক্ষসাস্তথা।
পশবঃ পক্ষিণঃ কীটাঃ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ১৪
তয়া লক্ষ্ম্যা জগন্মাত্রা তে সর্ব্বে নাবলোকিতাঃ
দারিদ্র্যেণৈব বিহস্তাস্তে সর্ব্বে দুঃখভাগিনঃ ॥
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা দেবাশ্চক্রুশুর্গতচেতসঃ।
ন ববর্ষ জলধরঃ সর্ব্বে শুষ্কা জলাশয়াঃ ॥ ১৬
সর্ব্বে তে পাদপাঃ শুষ্কাঃ ফলপুষ্পবিবর্জ্জিতাঃ।
তদা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥ ১৭
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা জগ্মুর্ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
উচুস্তং দেবদেবেশমজযোনিং পিতামহম্ ॥ ১৮

দেবা উচুঃ।

ভগবন্ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং পীড়িতং হি জগত্রয়ম্
ন হুতং ন বষট্কারঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৯
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে দেবদানবমানবাঃ।
ত্রাতারং সর্ব্বলোকেশং ভবন্তং শরণং গতাঃ।
ত্রাতুমর্হসি দেবেশ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতান্ জনান্ ॥

মহাদেব উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তান্ সর্ব্বান্ প্রতি মানদঃ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বে দৈত্যগন্ধর্ব্বমানবাঃ ॥ ২২
মহেন্দ্রস্যাপচারেণ সর্ব্বমেতদুপস্থিতম্।
সমুদ্ভূতমিদং ঘোরং জগৎসংবর্ত্তকং মহৎ ॥ ২৩
দুর্ব্বাসাঃ সুমহাত্মা তু যতঃ ক্রোধমবাপ্তবান্।
তস্মাৎ ক্রোধেন তেনেদং নষ্টংলোকত্রয়ং সুরাঃ
অসৌ রোষপরীতাত্মা ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
জগত্রয়স্ক শ্রীনষ্টং ভবত্বিত্যাহ দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৫
তচ্ছাপাজ্জগতাং ধাত্রী লক্ষ্মীর্নারায়ণপ্রিয়া।

ত্রিলোকের লক্ষ্মী নষ্ট হইবে। মহাদেব বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্র এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া পুনরায় স্বপুরে প্রস্থিত হইলেন, এদিকে জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মীও ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলে তখন জগত্রয় বিনষ্ট হইল। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ যাঁহার অপাঙ্গআশ্রয়ে অবস্থিত, সেই লক্ষ্মী অন্তর্ধান করিলে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। জগন্মাতা লক্ষ্মী ব্রহ্মাদি দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, দৈত্য, দানব, নাগ, মনুষ্য, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, স্থাবর ও জঙ্গম এ সকলে দৃষ্টি প্রদান করিলেন না। সকলেই দারিদ্র দশায় উপনীত হইয়া দুঃখভাগী হইল। দেবগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত ও হতচেতন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মেঘ বর্ষণ করিল না, জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া গেল এবং পাদপ-সমূহ শুষ্ক ও ফলপুষ্পহীন হইল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া অমিততেজা পদ্মযোনি-সমীপে গমনপূর্ব্বক সেই দেবদেব অজযোনি পিতামহকে কহিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! ত্রিজগৎ ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত এবং হোম ও বষট্কার বিলুপ্ত হইয়াছে, সকল ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে, আপনি ত্রাণকর্ত্তা ও সর্ব্বলোকপ্রভু, দেব দানব ও মানবগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় আর্ত্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব হে দেবেশ! ক্ষুধা-তৃষ্ণাপীড়িত জনগণকে রক্ষা করুন। মহাদেব বলিলেন,—সর্ব্বলোকপিতামহ তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ১—২১। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবদানব, হে গন্ধর্ব্ব মানব! তোমরা সকলে শ্রবণ কর, ইন্দ্রের অপচারে চরাচর জগতে প্রলয়াত্মক এই মহাঘোর অনিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। হে সুরগণ! সুমহাত্মা দুর্ব্বাসা রোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ক্রোধে ত্রিজগৎ বিনষ্ট হইয়াছে। সেই দুর্ম্মতি দুর্ব্বাসা রোষবশে কলুষীকৃত হইয়া বলিয়াছে—জগত্রয়শ্রীনষ্ট হউক। তাহার শাপে ধাত্রী জগন্মাতা মহেশ্বরী নারায়ণ-

অন্তর্দ্ধানং গতা দেবী জগন্মাতা মহেশ্বরী ॥ ২৬
যদপাঙ্গেক্ষিতা লোকা ভবন্তি সুখিতাস্তথা।
নালোকিতা জগন্মাত্রা দুঃখভাগিন এব হি ॥২৭
তস্মাৎ সর্ব্বে বয়ং গত্বা দুগ্ধাব্ধৌ স্থিতমুত্তমম্।
তত্র নারায়ণং দেবমর্চ্চয়ামঃ সনাতনম্ ॥ ২৮
তস্মিন্ প্রসন্নে দেবেশে শিবমেতদ্ভবেজ্জগৎ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা ব্রহ্মা দেবগণৈর্যুতঃ ॥ ২৯
ভৃগ্বাদিমুনিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ ক্ষীরসাগরম্।
ক্ষীরাব্ধাবুত্তরতটে ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবতাঃ ॥ ৩০
বিষ্ণুং সমর্চ্চয়ামাসুঃ পৌরুষেণ বিধানতঃ।
জপন্নষ্টাক্ষরং মন্ত্রং পৌরুষং সূক্তমেব চ ॥ ৩১
ধ্যায়ন্তোহনন্যমনসো জুহুবুঃ পরমেশ্বরম্।
তুষ্টুবুঃ স্তবনৈর্দ্দিব্যৈর্নমশ্চক্রুর্ব্বিচিত্রধা ॥ ৩২
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্
তেষাং সন্দর্শনে তস্থৌ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥৩৩
বৈনতেয়ং সমারুহ্য সর্ব্বদেবময়ং বিভুম্।
তং দৃষ্ট্বা জগতামীশং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৩৪
পীতবস্ত্রং চতুর্ব্বাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্ ॥৩৫
কিরীটহারকেয়ূরনূপুরৈরুপশোভিতম্।
তুষ্টুবুর্জ্জয়শব্দেন নমশ্চক্রুর্নিরন্তরম্ ॥ ৩৬
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ কৃপয়া সর্ব্বদেবতাঃ।
বরদোঽস্মি বরং দেবা বৃণুধ্বমিতি চাব্রবীৎ ॥৩৭
ইতি শ্রুত্বা তদা সর্ব্বে দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবমিদং বচনমীশ্বরম্ ॥ ৩৮

দেবা ঊচুঃ।

ভগবন্ মুনিশাপেন সম্প্রতীদং জগত্ত্রয়ম্।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥৩৯
তস্মাত্ত্বমস্তং শরণং যাতাঃ স্ম পুরুষোত্তম।
ত্রাহি সর্ব্বমিমং লোকং নান্যঃ শক্তো ভবেৎ ক্বচিৎ ॥ ৪০

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তো দেবতৈঃ সর্ব্বৈরচ্যুতঃ পরমেশ্বরঃ।

প্রিয়া দেবী অন্তর্ধান করিয়াছেন; যাঁহার পাদপদ্মদর্শনে অখিল লোক সুখী হয়, সেই জগজ্জননী দৃষ্টি প্রদান করিতেছেন না, তাই সকলে দুঃখভাগী হইয়াছে। অতএব চল আমরা সকলে দুগ্ধসমুদ্রে গমন করিয়া সেস্থানে অবস্থিত দেবসত্তম সনাতন নারায়ণের অর্চ্চনা করি। সেই দেবেশ প্রসন্ন হইলে জগতের শুভ হইবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভৃগু প্রভৃতি মুনি ও দেবগণ সহ ব্রহ্মা ক্ষীরসাগরতীরে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণ ক্ষীরসাগরের উত্তরতটস্থিত বিষ্ণুকে যথাবিধি পুরুষসূক্ত দ্বারা পূজা করিলেন। তাঁহারা অষ্টাক্ষর মন্ত্র ও পুরুষসূক্ত জপপূর্ব্বক অনন্যমনে পরম পুরুষকে ধ্যান করিয়া হোম ও দিব্যস্তোত্র দ্বারা স্তব এবং নানাবিধ নমস্কার করিলেন। অনন্তর ভগবান্ মহর্ষিগণ দ্বারা স্তুত হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে দেবগণের দর্শনপথে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—সর্ব্বদেবময় জগৎপতি বিষ্ণু গরুড়ারোহণে অবস্থিত, তাঁহার করে শঙ্খ-চক্র গদা ও পদ্ম বিদ্যমান; তিনি পীতবসন, চতুর্বাহু, পুণ্ডরীকনয়ন; তাঁহার বিশাল বক্ষ কৌস্তুভশোভিত ও বনমালাবিভূষিত এবং তিনি কিরীট হার কেয়ূর ও নূপুর দ্বারা উপশোভিত। দেবগণ তাঁহাকে জয় শব্দ দ্বারা স্তব ও নিরন্তর নমস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ কৃপান্বিত হইয়া দেবগণকে কহিলেন—হে দেবগণ! আমি তোমাদের বরদ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন পিতামহপ্রমুখ দেবগণ ভগবানের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।২২—৩৮। দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! সম্প্রতি মুনিশাপে সুরনরসহ এ জগৎ ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াছে; হে পুরুষোত্তম! এই জন্যই সকলে আপনার শরণাপন্ন; আপনি অখিল লোক রক্ষা করুন, এবিষয়ে অন্য কেহই শক্ত নহে। মহাদেব বলিলেন,— অচ্যুত পরমেশ্বর দেবগণ দ্বারা এইরূপে

বিচার্য্যৈতদ্বচৈতান্ দেবান্ ব্রহ্মপুরোগমান্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অত্রিস্থনোর্মুনেঃ শাপাদন্তর্ধানং গতা রমা।
কটাক্ষদর্শনাত্তস্যা জগদৈশ্বর্য্যসংযুতম্ ॥ ৪২
তস্মাদ্যূয়ং সুরাঃ সর্ব্বে শিবব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
উৎপাট্য মন্দরং শৈলং নিধায় ক্ষীরসাগরম্ ॥৪৩
মন্দরং ঘর্ঘরং কৃত্বা সর্পরাজেন বেষ্টিতম্ ।
কুরুধ্বং মথনং দেবা দৈত্যগন্ধর্ব্বদানবৈঃ ॥ ৪৪
উৎপদ্যতে চ সা লক্ষ্মীর্জ্জগৎসংরক্ষণায় বৈ ।
তয়া দৃষ্টা মহাভাগা ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
ধারয়াম্যহমেবাদ্রিং কূর্ম্মরূপেণ সংবৃতঃ ।
মম শক্ত্যা সুরান্ সর্ব্বান্ প্রবিশ্য চ বলীয়সঃ ॥

মহাদেব উবাচ ।

ইত্যুক্তা দেবতাঃ সর্ব্বা হরিণা কমলেক্ষণে ।
সাধু সাধ্বিতি দেবেশমূচুর্ব্রহ্মপুরোগমাঃ ॥ ৪৭
সংস্তূয়মানো ভগবানচ্যুতঃ সুরসত্তমৈঃ ।
অন্তর্দ্দধে ততঃ শ্রীমান্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বদেবঃ সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে মহেন্দ্রং প্রতি দুর্ব্বাসসঃ শাপকথনং নামৈকত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে দানবাদ্যা মহাবলাঃ ।
উৎপাট্য মন্দরং শৈলং চিক্ষিপুঃ পয়সাং নিধৌঃ
ততো নারায়ণঃ শ্রীমান্ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
কূর্ম্মরূপেণ তং শৈলং দধারামিতবিক্রমঃ ॥ ২
অনাদিমধ্যান্তবপুর্ব্বিশ্বরূপঃ সনাতনঃ ।
অধারয়দ্গিরিবরং সম্পূজ্যো জগদীশ্বরঃ॥ ৩
তথৈকেন ভুজেনৈব ঈশ্বরঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ।
ততো দেবাসুরাঃ সর্ব্বে মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্ ॥৪
সর্পরাজেন সংবেষ্ট্য ঘর্ঘরং মন্দরাচলম্ ।

স্তুত হইয়া মনে মনে বিচারপূর্ব্বক পিতামহ-প্রমুখ সুরগণকে বলিতে লাগিলেন । শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাঁহার কটাক্ষবিক্ষেপে জগৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়, সেই দেবী লক্ষ্মী অত্রি-পুত্র দুর্ব্বাসার শাপে অন্তর্হিত হইয়াছেন ; অতএব হে সুরগণ ! আপনারা শিব ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করুন। আপনারা মন্দর পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া ক্ষীরসাগরে নিক্ষেপ করুন ; মন্দর মন্থনদণ্ড ও বাসুকি বেষ্টন-রজ্জু হউক এবং দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মন্থন করুক। এইরূপ করিলে জগৎ-রক্ষার জন্য সেই লক্ষ্মী দেবী উদ্ভূত হই-বেন এবং হে মহাভাগগণ ! তিনি আপনা-দিগের প্রতি নিঃসংশয় দৃষ্টি প্রদান করিবেন। আমি কূর্ম্মরূপে মন্দর ভূধর ধারণ করিব, আমার শক্তি দ্বারা সুরগণও বলীয়ান্ হই-বেন। মহাদেব বলিলেন—হে কমলনয়নে ! পিতামহপ্রমুখ দেবগণ হরি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাধু সাধু এইরূপ শব্দ উচ্চা-রণ করিলেন। অনন্তর সুরসত্তমগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন, সর্ব্বদেবদেব, সর্ব্বাধার, লোকনমস্কৃত, শ্রীমান্, ভগবান্, অচ্যুত পরমেশ্বর তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।৩৯—৪৮।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১

দ্বাত্রিংশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

শঙ্কর কহিলেন,—অনন্তর সুর ও দান-বাদি মহাবলগণ মন্দর পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া ক্ষীরাব্ধি মধ্যে নিক্ষেপ করিল, অমিত-বিক্রম ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীমান্ নারায়ণ কূর্ম্মকলেবরে সেই ভূধর ধারণ করিলেন। সেই আদি-মধ্যান্তহীন জগৎপতি সনাতন বিশ্বরূপ অখিল জীবপূজ্য অব্যয় ঈশ্বর একটী মাত্র বাহু দ্বারা গিরিবর ধারণ করিলে দেবাসুরগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগি-লেন। অনন্তর লক্ষ্মী-লাভার্থী মহাবল দেব-

মথ্যমানেহথ দুগ্ধাব্ধৌ দৈবতৈঃ সুমহাবলৈঃ ॥৫
উৎপাদনার্থং লক্ষ্ম্যাশ্চ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ ।
উপোষ্য নিয়মং কৃত্বা জেপুঃ শ্রীসূক্তমেব চ ॥৬
সহস্রনামপঠনং চক্রুর্দিব্যা দ্বিজোত্তমাঃ ।
একাদশ্যান্তু শুদ্ধায়াং মথ্যমানে মহাম্বুধৌ ॥ ৭
উপোষ্য ঋষয়ঃ সর্ব্বে জপ্তং শ্রীমন্ত্রমুত্তমম্ ।
কাঙ্ক্ষমাণাশ্চ যে জপ্তুঃ লক্ষ্মীনারায়ণং হরিম্ ॥৮
ধ্যাত্বা সমর্চ্চয়ামাসুর্দ্বিজাগ্র্যা মুনিসত্তমাঃ ।
ততস্তস্মিন্ মুহূর্ত্তে তু মথ্যমানে মহাম্বুধৌ ॥ ৯
সমভূত্তত্র প্রথমং কালকূটং মহাবিষম্ ।
মহাপীড়ং মহাঘোরং সংবর্ত্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা প্রদুদ্রুবুঃ সর্ব্বে ভয়ার্ত্তা দেবদানবাঃ ।
ততস্তান্ বিদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা ভয়ার্ত্তান্ সুরসত্তমান্ ॥
ততস্তানব্রুবং বাক্যমহং তত্র শুভেক্ষণে ।
ভো ভো দেবগণাঃ সর্ব্বৈর্ন ভেতব্যং বিষং প্রতি
অহমাহারয়িষ্যামি কালকূটং মহাবিষম্ ।
ইত্যুক্তাস্তে ময়া সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥
সাধুসাধ্বিতি বাক্যৈর্মাং তুষ্টবুঃ প্রণতা ভৃশম্ ।
তদ্দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশং প্রাদুর্ভূতং মহাবিষম্ ॥ ১৪
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং হৃদয়ে গরুড়ধ্বজম্ ।
উদয়াদিত্যসঙ্কাশং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৫
শ্রীভূমিসহিতং দেবং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্ ।
একাগ্রমনসা ধ্যাত্বা সর্ব্বদুঃখহরং প্রভুম্ ॥ ১৬
নামরূপং মহামন্ত্রং জপ্ত্বা লক্ষ্যা সমন্বিতম্ ।
তদ্বিষন্তু মহাঘোরমাদ্যং সর্ব্বভয়ঙ্করম্ ॥ ১৭
নামত্রয়প্রভাবাচ্চ বিষ্ণোঃ সর্ব্বগতস্য বৈ ।
বিষং তদভবজ্জীর্ণং লোকসংহারকারকম্ ॥১৮
অচ্যুতানন্তগোবিন্দ ইতি নামত্রয়ং হরেঃ ।
যো জপেৎ প্রযতো ভক্ত্যা প্রণবাদ্যং নমোহন্তকম্ ॥ ১৯
তস্য মৃত্যুভয়ং নাস্তি বিষরোগাগ্নিজং মহৎ ।
নামত্রয়ং মহামন্ত্রং জপেদ্যঃ প্রয়তাত্মবান্ ॥ ২০

গণ বাসুকিকে বেষ্টনরজ্জু ও মন্দরকে মন্থনদণ্ড করিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মহর্ষিগণ ও অন্যান্য দিব্য দ্বিজোত্তম সকল উপবাসী হইয়া নিয়মপূর্ব্বক শ্রীসূক্ত জপ ও তাঁহার সহস্র নাম পাঠ করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ একাদশীদিনে সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইয়াছিল, ঋষি সকল উপবাসী থাকিয়া লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন দ্বিজাগ্রগণ্য অন্যান্য মুনিসত্তমগণ লক্ষ্মী-নারায়ণমন্ত্র জপে অভিলাষী হইয়া ধ্যানপূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর মহোদধি মথ্যমান হইলে সেই মুহূর্ত্তেই প্রথমে জগতের মহাপীড়াকর, মহাঘোর প্রলয়ানল তুল্য কালকূট মহাবিষ সমুদ্ভূত হইল। হে শুভেক্ষণে! সেই বিষদর্শনে দেব দানবগণ ভয়ার্দ্দিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, সুরসত্তমগণকে ভীত ও পলায়মান' দেখিয়া আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—ভো ভো দেবগণ! তোমরা সকলে বিষের জন্য ভীত হইও না, আমিই এই কালকূট মহাবিষ গ্রহণ করিব। আমি এইরূপ কহিলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আমি তখন সেই মেঘসঙ্কাশ মহাবিষ দর্শন করিয়া হৃদয়মধ্যে দিবাকরপ্রভ শঙ্খচক্রগদাধর তপ্তকাঞ্চন-কুণ্ডলমণ্ডিত গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দনকে ধ্যান করিলাম; আমি একাগ্রমনে লক্ষ্মী ও ভূমি দেবী সহ সর্ব্বদুঃখহর হরিকে ধ্যান করিয়া তাঁহার নামরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র জপ করিলাম; তারপর সেই সর্ব্বভয়ঙ্কর মহা ঘোর বিষ পান করিলাম। সর্ব্বগত্র বিষ্ণুর নামত্রয়রূপ মহামন্ত্রপ্রভাবে লোকসংহারকারক সেই কালকূট জীর্ণ হইয়া গেল ।১—১৮। যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া হরির 'অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ' এই নামত্রয়ের আদিতে প্রণব ও অন্তে নম যোগ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক জপ করে, তাহার বিষ, রোগ ও অগ্নি হইতে মৃত্যুভয় থাকে না। যে মানব প্রীত হইয়া নামত্রয় রূপ মহামন্ত্র জপ করে, তাহার কোন কিছু হইতেই এমন কি

কালমৃত্যুভয়ঞ্চাপি তস্য নাস্তি কিমন্যতঃ ।
ইতি নামত্রয়েণৈব পীতং দেবি ময়া বিষম্ ॥ ১
ততঃ প্রহৃষ্টা ত্রিদশাস্তষ্টুবুর্মাং সুবিস্মিতাঃ ।
মাং প্রণম্য পুনর্দ্দেবা মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্ ॥ ২২
তস্মিন্ প্রমথ্যমানে তু ময়া দেবৈশ্চ ভামিনি ।
জ্যেষ্ঠা দেবী সমুৎপন্না রক্তস্রগ্বাসসাবৃতা ॥ ২৩
উৎপন্না সাব্রবীদ্দেবান্ কিং কর্ত্তব্যং ময়েতি বৈ
তামব্রুবংস্তে দেবীং সর্ব্বদেবগণা ভৃশম্ ॥২৪

দেবা ঊচুঃ ।

যেষাং গৃহান্তরে রম্যে কলহঃ সম্প্রবর্ত্ততে ।
তত্তে স্থানং প্রযচ্ছামো বস তত্রাশুভান্বিতা ।
পরুষং ভাষণং নিত্য বদন্ত্যনৃতবাদিনঃ ॥ ২৫
সন্ধ্যাকালে তু যে পাপাঃ স্বপন্তি মলচেতসঃ ।
তেষাং বেশ্মনি সন্তিষ্ঠ দুঃখদারিদ্র্যদায়িনি ॥ ২৬
কপালকেশভস্মাস্থিতুষাঙ্গারাণি যত্র তু ।
তত্র তে সততং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৭
যস্য বেশ্ম কপালাস্থিভস্মকেশাদিচিহ্নিতম্ ।
তত্র বসাশুভে নিত্যং কলিনা সহ নিত্যশঃ ॥২৮
অকৃত্বা পদয়োঃ শৌচং যস্ত্বাচামতি দুর্ম্মতিঃ ।
তং ভজস্ব মহাদেবি কল্মষেণ ভৃশং বৃতম্ ॥ ২৯
তুষাঙ্গারকপালাশ্মবালুকাবস্ত্রচর্ম্মভিঃ ।
দন্তধাবনকর্ত্তারো ভবিষ্যন্তি নরাধমাঃ ॥ ৩০
রমস্ব কলিনা দেবি তেষাং বেশ্মসু নিত্যশঃ ।
তিলপিষ্টং কলঞ্জঞ্চ কলিঙ্গং শিগ্রু গৃঞ্জনম্ ॥৩১
ছত্রাকং বিড্বরাহঞ্চ বিল্বং কোশাতকীফলম্ ।
অলাবুঞ্চ পলাণ্ডুঞ্চ যে খাদন্তি নরাধমাঃ ।
তেষাং গেহে স্থবস্থানং দেবি দারিদ্র্যদে সদা

মহাদেব উবাচ ।

ইত্যাদিশ্য সুরাঃ সর্ব্বে জ্যেষ্ঠাঞ্চ কলিবল্লভাম্ ।
পুনশ্চ মন্থনং চক্রুঃ ক্ষীরাব্ধিং সুসমাহিতাঃ ॥৩৩
ততশ্চ বারুণী দেবী সমুৎপন্না শুভাননে ।
অনন্তো নাগরাজোঽথ তাং জগ্রাহ সুলোচনাম্

কাল হইতেও মৃত্যুভয় থাকে না। হে দেবি! এই নামত্রয়রূপ মন্ত্রে আমি বিষ পান করিলে দেবগণ সাতিশয় বিস্মিত ও হৃষ্ট হইয়া আমার স্তব করিলেন এবং আমাকে প্রণাম করিয়া পুনরায় ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। হে ভামিনি! তারপর আমি ও দেবগণ সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলে রক্তমাল্য ও বসনাবৃতা অলক্ষ্মী উত্থিতা হইলেন; তিনি উত্থিত হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—আমি কি করিব? অলক্ষ্মী এইরূপ কহিলে দেবগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—যাহাদের রম্য গৃহ মধ্যে কলহ হয়, আপনাকে আমরা সেই স্থান প্রদান করিলাম, সেখানে অশুভান্বিতা হইয়া আপনি বাস করুন। যে সকল মলিনমনা মানব নিত্য পরুষ ভাষণ করে ও মিথ্যা কথা বলে এবং যাহারা পাপাচার ও সন্ধ্যাসময়ে নিদ্রা যায়, আপনি তাহাদের গৃহে দারিদ্র্য-দুঃখদায়িনী হইয়া বাস করুন। যেস্থানে কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, তুষ ও অঙ্গার বিদ্যমান, সেইস্থানে আপনার সতত বাস হইবে, সংশয় নাই। হে অশুভে! যাহার গৃহ কপাল, অস্থি, ভস্ম ও কেশাদি-চিহ্নিত, কলহের সহিত মিলিত হইয়া সতত সেইস্থানে বাস করুন। যে দুর্ম্মতি পাদশৌচ না করিয়া আচমন করে, হে দেবি! সেই-ব্যক্তি সাতিশয় কল্মষসমাকুল, আপনি তাহাকে ভজনা করুন। তুষ, অঙ্গার, কপাল, প্রস্তর, বালুকা, বস্ত্র ও চর্ম্ম দ্বারা যাহারা দন্ত ধাবন করে, তাহারা নরাধম; হে দেবি! নিত্য কলহযুক্ত হইয়া তাহাদের গৃহে অনুরাগ সহকারে বাস করুন। যাহারা তিলপিষ্ট, কলঞ্জ, কালিঙ্গ, শিগ্রু, গৃঞ্জন, ছত্রাক, বিড়্বরাহ, বিল্ব, কোশাতকীফল, অলাবু এবং পলাণ্ডু ভক্ষণ করে, তাহারা নরাধম; হে দেবি! দারিদ্র্যদায়িনী হইয়া তাহাদের গৃহে নিত্য বাস করুন।১৯—৩২। মহাদেব বলিলেন,—সুরগণ কলিবল্লভা অলক্ষ্মীকে এইরূপ কহিয়া সুসমাহিতমনে পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে লাগিলেন। হে শুভাননে! তারপর বারুণী দেবী প্রাদুর্ভূত হইলেন,

ততঃ সুরা সমুৎপন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা।
বৈনতেয়স্য ভার্য্যাভূৎ সর্ব্বলক্ষণশোভিতা ॥ ৩৫
ততোঽপ্সরোগণা দিব্যা গন্ধর্ব্বাশ্চ মহৌজসঃ।
জজ্ঞিরে রূপসম্পন্না মধুগায়নতৎপরাঃ ॥ ৩৬
ঐরাবতস্ততো জজ্ঞে তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ।
ধন্বন্তরিঃ পারিজাতঃ সুরভিঃ সর্ব্বকামধুক্ ॥ ৩৭
এতান্ সর্ব্বান্ সহস্রাক্ষো জগ্রাহ প্রীতমানসঃ।
ততঃ প্রভাতসময়ে দ্বাদশ্যামুদিতে রবৌ ॥ ৩৮
মথ্যমানে পুনস্তস্মিন্ দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈঃ।
ততঃ প্রহৃষ্টবদনৈস্তূয়মানা মহর্ষিভিঃ ॥ ৩৯
উৎপন্না শ্রীর্মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বলোকেশ্বরী শুভা।
বালার্ককোটিসঙ্কাশা কনকাঙ্গদভূষিতা ॥৪০
হেমাম্বুজসমাসীনা সর্ব্বলক্ষণশোভিতা।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা ॥ ৪১
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী দিব্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
নানারত্নময়ৈর্দিব্যৈঃ সর্ব্বৈরাভরণৈর্যুতা ॥ ৪২
তনুমধ্যা জগদ্ধাত্রী পীনোন্নতপয়োধরা।
চতুর্হস্তা বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা ॥ ৪৩
বসুপাত্রং মাতুলুঙ্গং স্বর্ণপদ্মযুগং শুভম্।
বিভ্রাণা হস্তকমলৈঃ সর্ব্বাভরণভূষিতৈঃ ॥ ৪৪
অম্লানপঙ্কজাং মালাং ধারয়ন্তী হৃদঃস্থলে।
দদৃশুস্তাং মহাদেবীং সর্ব্বলোকহিতৈষিণীম্ ॥৪৫
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং মাতরং পদ্মমালিনীম্।
নারায়ণীং জগদ্ধাত্রীং নারায়ণহৃদালয়াম্ ॥ ৪৬
তাং বিলোক্য মহালক্ষ্মীং প্রহৃষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ
অবাদয়ন্ত পটহান্ দিবি দেবগণা ভৃশম্ ॥ ৪৭
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বনদেব্যো নিরন্তরম্।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৪৮
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ ॥৪৯
অনন্তরং শীতরশ্মিরুদভূৎ ক্ষীরসাগরে।
সুধাময়ূখবান্ সোমো মাতুর্ভ্রাতা সুধাবহঃ ॥৫০
নক্ষত্রাধিপতিশ্চাভূচ্চন্দ্রো বৈ লোকমাতুলঃ।
ততো জায়া হরেঃ পুণ্যা তুলসী লোকপাবনী।

নাগরাজ অনন্ত সেই সুলোচনকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সর্ব্বলক্ষণশোভিতা সর্ব্বভরণভূষিতা সুরা সমুৎপন্না হইয়া বৈনতেয়ের বনিতা হইলেন। অনন্তর দিব্য-রূপসম্পন্ন অপ্সরা ও মহাতেজা গন্ধর্ব্বগণ সমুদ্ভূত হইয়া সুমধুর গানে তৎপর হইল। তারপর ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধন্বন্তরি, পারিজাত এবং সর্ব্বকামধুক্ সুরভি সমুদ্ভূত হইল, শচীপতি প্রীতিভরে এই সকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্বাদশীর প্রভাতে দিবাকর উদিত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক পুনরায় মথ্যমান সমুদ্র হইতে সর্ব্ব-লোকেশ্বরী শুভা মহালক্ষ্মী প্রহৃষ্টবদন মহর্ষি-গণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া সম্ভূত হইলেন। ঐ লক্ষ্মী পদ্মাসনসমাসীনা, কোটি বালার্ক-কিরণা, কনকাঙ্গদভূষিতা ও সর্ব্বলক্ষণ-শোভিতা; তাঁহার লোচন কমল পত্রের ন্যায় বিশাল, কেশ-কলাপ নীল ও আকুঞ্চিত, দেহ দিব্য চন্দনলিপ্ত, দিব্যপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নানারত্নময় আভরণে ভূষিত। ঐ জগদ্ধাত্রীর কটীদেশ ক্ষীণ ও স্তনদ্বয় পীন ও উন্নত; তিনি চতুর্ভুজা বিশাললোচনা ও সরোজবদনা। তিনি সর্ব্বাভরণভূষিত পদ্মহস্তদ্বয় দ্বারা ধান্য পাত্র ও মাতুলুঙ্গ, অপর করদ্বয়ে মনোজ্ঞ হেমকমলদ্বয় এবং বক্ষস্থলে অমল কমলমালা ধারণ করিয়াছেন। সেই সর্ব্বলোকহিতৈষিণী, সর্ব্ব-জীবজননী, কমলমালিনী, নারায়ণহৃদয়-বাসিনী নারায়ণী মহাদেবী জগদ্ধাত্রীকে দেবগণ দর্শন করিলেন। সেই মহালক্ষ্মীর দর্শনে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া স্বর্গে প্রবল পটহ-নিনাদ করিলেন, বনদেবীরা নিরন্তর পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং গন্ধর্ব্বপতিগণ গান ও অপসরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৩৩—৪৮। পূত পবন প্রবাহিত হইল, দিবাকর সুপ্রভ হইলেন, হুতাশন শান্তভাবে জলিয়া উঠিলেন এবং দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। অন-ন্তর সাগর হইতে শীতলকিরণ সুধাময়ূখমালী সোম সমুদ্ভূত হইলেন; ঐ সুধাবহ সোম নক্ষত্রগণের অধিপতি এবং মাতা লক্ষ্মীর

সমুৎপন্না জগদ্ধাত্রী পূজার্থং শার্ঙ্গিণো হরেঃ।
ততঃ প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে দেবা দিবৌকসঃ॥ ৫২
তং শৈলং পূর্ব্ববৎস্থাপ্য পরিপূর্ণমনোরথাঃ।
সমেত্য মাতরং সর্ব্বে শিবব্রহ্মপুরোগমাঃ॥ ৫৩
স্তুত্বা নামসহস্রেণ জেপুঃ শ্রীসূক্তসংহিতাঃ।
ততঃ প্রসন্না সা দেবি সর্ব্বান্ দেবানুবাচ হ॥৫৪
শ্রীরুবাচ।
বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো বরদাহং সুরোত্তমাঃ॥৫৫
মহাদেব উবাচ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবাঃ শ্রিয়ং নম্রাস্ত্রমূর্ত্তয়ঃ॥৫৬
দেবা ঊচুঃ।
প্রসীদ কমলে দেবি সর্ব্বলোকেশ্বরপ্রিয়ে।
বিষ্ণোর্বক্ষস্থলে দেবি ভব নিত্যানপায়িনী॥৫৭
ত্রৈলোক্যপালনী দেবী নিত্যা ত্বং পরমেশ্বরী।
যদপাঙ্গাশ্রিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৫৮
ত্বয়া বিলোকিতাঃ সর্ব্বে প্রভবন্তি দিবৌকসঃ।
মাতা রুদ্রাদিদেবানামৈশ্বর্য্যং ত্বৎকটাক্ষতঃ।
এতদিচ্ছামহে দেবি জগন্মাতর্নমোঽস্তু তে॥৫৯
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্লোকমাতা মহেশ্বরী।
এবমস্ত্বিতি তাং দেবান্ প্রাহ নারায়ণপ্রিয়া॥৬০
ততো নারায়ণঃ শ্রীশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
তথৈবাবিরভূদ্ব্রহ্মা পূর্ব্ববৎ ক্ষীরসাগরে॥ ৬১
ততঃ প্রতুষ্টুবুর্দেবা নমস্কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে প্রহৃষ্টবদনাঃ শুভাঃ॥ ৬২
দেবা ঊচুঃ।
গৃহাণ দেবীং সর্ব্বেশ মহিষীং তব বল্লভাম্।
জগৎসংরক্ষণার্থায় লক্ষ্মীমনপগামিনীম্॥ ৬৩
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা মুনিভিঃ সর্ব্বে দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
নানারত্নময়ে দিব্যে পীঠে বালার্কসন্নিভে।
নিবেশ্য দেবীং দেবাশ্চ আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতাঃ॥৬৪

ভ্রাতা বলিয়া তিনি অখিল লোকের মাতুল। অনন্তর শার্ঙ্গধর হরির পূজার জন্য লোক-পাবনী জগজ্জননী তুলসী উদ্ভূত হইলেন, তিনি হরির পুণ্য পত্নী। পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল সমুৎপন্ন হইলে দেবতারা প্রীতমনা হইয়া মন্দরকে যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং শিবব্রহ্মাদি দেবগণকে অগ্রে করিয়া মাতার নিকট আগমন ও সহস্র নাম দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া শ্রীসূক্ত সংহিতা জপ করিলেন। তারপর দেবী তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন,—হে সুরসত্তমগণ! আমি আপনাদিগকে বরদান করিব। আপনাদের মঙ্গল হউক, আপনারা বর প্রার্থনা করুন। মহাদেব বলিলেন,—অতঃপর নম্রমূর্ত্তি অমরগণ অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে কমলে! তুমি সর্ব্বলোকে-শ্বর বিষ্ণুর বল্লভা, হে দেবি! প্রসন্ন হও। হে লক্ষ্মি! তুমি বিষ্ণুবক্ষে নিত্য ক্ষয়হীনা হও। হে দেবি! তুমি নিত্যা ও পরমেশ্বরী, তুমি ত্রিলোক পালন কর। স্থাবর-জঙ্গমা-ত্মক জগৎ তোমার অপাঙ্গাশ্রিত, ত্রিদশ-বাসী দেবগণ তোমার দৃষ্টিতে চেষ্টাযুক্ত, তুমি রুদ্রাদি দেবগণের জননী, তোমার কটাক্ষে তাহাদের যে ঐশ্বর্য্য প্রকটিত, আমরা সেই ঐশ্বর্য্যের অভিলাষী; হে জগজ্জননি! তোমাকে নমস্কার। মহাদেব বলিলেন,—দেবগণ এইরূপ বলিলে অখিল লোকমাতা নারায়ণপ্রিয়া মহেশ্বরী সেই সুরগণকে কহিলেন,—তাহাই হউক। অনন্তর শঙ্খচক্র-গদাধর শ্রীপতি নারায়ণ ক্ষীরসাগরে আবির্ভূত হইলেন, তখন ব্রহ্মাও পূর্ব্ববৎ প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর শুভবদন দেবগণ জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া স্তব করিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রাঞ্জলি হইয়া প্রহৃষ্ট-বদনে বলিতে লাগিলেন। ৪৯--৬২। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! জগতের রক্ষার জন্য আপনি আপনার অনপগামিনী প্রিয়া মহিষী লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করুন। মহাদেব বলিলেন,—পিতামহপ্রমুখ অমরগণ ও মুনি-বৃন্দ এইরূপ কহিয়া বালদিবাকরদ্যুতি নানা-রত্নময় দিব্য পীঠে দেবেশ ও দেবীকে নিবে-

দিব্যাম্বরৈর্দিব্যমাল্যৈর্নানারত্নবিভূষিতৈঃ।
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসানমর্চ্চয়ামাসুরচ্যুতম্ ॥ ৬৫
গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ সুধাময়ৈঃ।
অপ্রাকৃতৈঃ ফলৈর্দিব্যৈরর্চ্চয়ামাসুরীশ্বরীম্ ॥৬৬
অমৃতাদুত্থিতা দেবী তুলসী কোমলা শুভা।
তয়া শ্রীপাদযুগলমর্চ্চয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ৬৭
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কৃত্বা মুহুর্মুহুঃ।
তুষ্টুবুস্তুতিভির্দেবা হর্ষপূর্ণাশ্রুবিক্লবাঃ ॥ ৬৮
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ সর্ব্বদেবেশ্বরো হরিঃ।
অভীষ্টান্ প্রদদৌ তেভ্যো বরান্ দেব্যা
সহ প্রভুঃ ॥৬৯

ততঃ সুহৃষ্টাঃ সুরমানুষাদ্যা
লক্ষ্মীকটাক্ষার্পিতদৃষ্টিপূতাঃ।
প্রভূতধান্যার্থযুতা নিরন্তরং
সুখং পরং প্রাপুরনাময়া ভৃশম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে লক্ষ্ম্যুৎপত্তির্নাম দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩২ ॥

শিত করিলেন, আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহারা পরিপ্লাবিত হইলেন এবং দিব্য বসন, দিব্য মাল্য ও বিবিধ রত্নভূষণ দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন অচ্যুতের অর্চ্চনা করিলেন। গন্ধ, ধূপ দীপ, সুধাময় নৈবেদ্য এবং অপ্রাকৃত দিব্য দিব্য ফল দ্বারা তাঁহারা সুরেশ্বরী লক্ষ্মীর পৃথক্ পূজা করিলেন। তারপর অমৃত হইতে যে শুভা কোমলা তুলসীদেবী উত্থিতা হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সত্বর পদ্মার পাদযুগলের পূজা করিলেন। অতঃপর বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও মুহুর্মুহু নমস্কার করিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিলেন, আনন্দাশ্রু দ্বারা দেবগণের বক্ষ ভাসিয়া গেল। অনন্তর সর্ব্বদেবেশ্বর বিভু ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইলেন, তিনি দেবীর সহিত মিলিত হইয়া দেবগণের অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। অতঃপর সুর-মানুষাদি সর্ব্বলোক লক্ষ্মীর কটাক্ষনিক্ষেপে হৃষ্ট, পূত, প্রভূত ধনধান্যসমন্বিত এবং নিরতিশয় নিরাময় হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করিল। ৬৩-৭০।

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ সুরাংশ্চৈব মহামুনীন্।
দেব্যা সহ প্রহৃষ্টাত্মা সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে দেবতাশ্চ মহাবলাঃ।
একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ২
লক্ষ্মীসন্দর্শনার্থায় ভবদ্ভিঃ সমুপোষিতা।
তস্মাত্তু সর্ব্বদা পুণ্যা দ্বাদশী মম বল্লভা ॥৩
অদ্যপ্রভৃতি যে লোকা উষিতাঃ পূর্ব্ববাসরে।
দ্বাদশ্যামুদিতে ভানৌ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥ ৪
যে পূজয়ন্তি মাং ভক্ত্যা তুলস্যা চ শ্রিয়া সহ।
সর্ব্বে তে বন্ধনির্ম্মুক্তাঃ প্রাপ্নুবন্তি পদং মম ॥ ৫
নার্চ্চয়ন্তি চ যে বৈ মাং দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ দেবীর সহিত প্রহৃষ্ট হইয়া সর্ব্বলোকহিতের জন্য সুর ও মুনিগণকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মুনিগণ! হে মহাবল দেবতাসকল! শ্রবণ করুন। মহাপুণ্যা একাদশী সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী, আপনারা লক্ষ্মীসন্দর্শনার্থ সেই একাদশীতে সম্যক্ উপবাস করিয়াছেন। সর্ব্বসময়ে আমার প্রিয় দ্বাদশী ঐ একাদশী হইতেও অধিক পুণ্যা। আজ হইতে যে সকল লোক পূর্ব্বদিবস একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিবস দিবাকর উদিত হইলে পরম শ্রদ্ধাসহকারে তুলসী দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষ্মীর সহিত আমার পূজা করিবে, তাহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া আমার পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। ১-৫। যে পুরুষোত্তম, যাহারা [illegible]

তে নরাঃ পাপকর্ম্মাণো মম মায়াবিমোহিতাঃ ॥৬
যে নার্চ্চয়ন্তি পাপিষ্ঠা নরা নরকগামিনঃ।
তান্ পাপান্ বিষয়ৈর্বদ্ধান্মম পূজাপরাঙ্মুখান্।
ক্ষিপত্যজস্রং সংসারে মায়া মম দুরত্যয়া॥ ৭

মহাদেব উবাচ।

এবমুক্তা তু ভগবান্ পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ৮
সংস্তূয়মানো মুনিভিঃ প্রযযৌ কমলালয়ম্।
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে বিমানে সূর্য্যসন্নিভে॥৯
দেব্যা সহ বিশালাক্ষ্যা রময়া পরমেশ্বরঃ।
দর্শনার্থং সুরাণাঞ্চ তত্র সন্নিহিতো ভবেৎ॥১০
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে কূর্ম্মরূপং সনাতনম্।
ভক্ত্যা সম্পূজয়িত্বাথ তুষ্টুবুর্হৃষ্টমানসাঃ।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ॥১১

ভগবানুবাচ।

বরং বৃণীধ্বং দেবেশা যদ্বো মনসি বর্ত্ততে॥ ১২

মহাদেব উবাচ।

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে কূর্ম্মরূপং জনার্দ্দনম্।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ॥ ১৩

দেবা উচুঃ।

শেষস্য দিগ্‌গজানাঞ্চ সহায়ার্থং মহাবল।
ধর্ত্তুমর্হসি দেবেশ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্॥ ১৪

মহাদেব উবাচ।

এবমস্ত্বিতি হৃষ্টাত্মা ভগবাল্লোকভাবনঃ।
ধারয়ামাস ধরণীং সপ্তদ্বীপসমাবৃতাম্।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা দৈত্যদানবমানুষাঃ॥ ১৫
মহর্ষিভিরনুজ্ঞাতাঃ স্বলোকান্ প্রতিপেদিরে।
তদাপ্রভৃতি তে সর্ব্বে দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ॥ ১৬
সিদ্ধা যে মানুষাশ্চৈব যোগিনো মুনিসত্তমাঃ।
বিষ্ণোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ॥
একাদশ্যামুপোষ্যাথ ভক্ত্যা চৈব জনার্দ্দনম্।
দ্বাদশ্যামর্চ্চনং চক্রুর্বিধিনা বরবর্ণিনি॥ ১৮
এতত্তু সর্ব্বমাখ্যাতং দেব্যা জন্ম বরাননে।
কৌর্ম্ম্যঞ্চ বৈভবং বিষ্ণোঃ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে একাদশ্যুপবাসমহিম কথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৩॥

করিবে না, সেই সকল পাপকারী মানব আমার মায়ায় মোহিত হইবে। সেই সকল পাপিষ্ঠ নরকগামী মানব আমার পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়া বিষয়ে বদ্ধ হইবে, আমার দুরতিক্রমণীয়া মায়া তাদৃশ জনগণকে অজস্র সংসারে পাতিত করিবে। মহাদেব বলিলেন,—তখন মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান পরমাত্মা সনাতন ভগবান্ এইরূপ কহিয়া কমলার আলয়ে চলিয়া গেলেন। পরমেশ্বর বিশালাক্ষী লক্ষ্মী দেবীর সহিত সূর্য্যসন্নিভ বিমানে আরূঢ় হইয়া ক্ষীরসাগরের শেষশয্যার আশ্রয় লইলেন এবং সুরগণকে দর্শনদানার্থ তথায় সন্নিহিত হইলেন। অনন্তর সুরগণ সনাতন কূর্ম্মরূপী হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তুষ্টমনে তাঁহার স্তব করিলেন। অতঃপর কূর্ম্মরূপী ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে দেবেশ্বর! আপনাদের মনোগত বর প্রার্থনা করুন। মহাদেব বলিলেন,—অনন্তর হর্ষনির্ভরমনা অমরগণ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনকে কহিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে মহাবল দেবেশ! শেষনাগ ও দিগ্‌গজগণের সাহায্যার্থ আপনি সপ্তদ্বীপবতী বসুমতী ধারণ করুন। মহাদেব বলিলেন,—প্রহৃষ্টাত্মা লোকভাবন ভগবান্ 'তাহাই হউক' বলিয়া সপ্তদ্বীপসমাবৃতা বসুন্ধরা ধারণ করিলেন। অনন্তর সগন্ধর্ব্ব দেবগণ এবং দৈত্য দানব ও মানুষ সকল মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নিজ নিজ লোকে গমন করিলেন। হে বরবর্ণিনি! তদবধি বিধিপ্রমুখ দেবৃন্দ এবং সিদ্ধ, মনুজ, যোগী ও মুনিসত্তমগণ বিষ্ণুর আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পরম ভক্তিভরে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীদিবসে যথাবিধি জনার্দ্দনের পূজা করিলেন; হে বরাননে! দেবীর জন্ম ও কূর্ম্মরূপী হরির অখিল বিভব এই তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল, তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৬—১৯।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥২৩৩॥

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বাদশ্যাশ্চ বিধানকম্।
বিষ্ণোঃ পূজাবিধানঞ্চ কর্ত্তব্যং তত্র বৈ প্রভো
একাদশ্যাঃ প্রভাবঞ্চ সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্।
আচক্ষ বিস্তরেণৈব ময়ি প্রীত্যা মহেশ্বর॥ ২
মহাদেব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দ্বাদশ্যাশ্চ বিধানকম্।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সন্তুষ্টঃ স্যাজ্জনার্দ্দনঃ॥ ৩
একাদশ্যাস্তু প্রাপ্তায়াং সমুপোষ্যেহ মানবাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরম্পদম্॥৪
সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্
ক্ষণাদেব লয়ং যাতি দ্বাদশ্যাং হরিপূজনাৎ॥ ৫
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৬
ধর্ম্মদা হ্যর্থদা চৈব কামদা মোক্ষদা কিল।
সর্ব্বকামদুঘা নৃণাং দ্বাদশী বরবর্ণিনী॥ ৭
একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাপত্রাণং ন বিদ্যতে।
একাদশীসমং কিঞ্চিদ্ব্রতং নাস্তি শুভেক্ষণে॥৮
একাদশীং পরিত্যজ্য যো হ্যন্যদ্ব্রতমাচরেৎ।
স করস্থং মহারাজ্যং ত্যক্ত্বা ভৈক্ষ্যন্তু যাচতে॥৯
একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎকৃতং ভবতি প্রিয়ে।
একাদশ্যুপবাসেন তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ॥১০
রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে
অভক্ষ্যং সর্ব্বদা প্রোক্তং কিং পুনঃশুক্লকৃষ্ণয়োঃ
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং বরবর্ণিনি॥ ১২
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ।
একাদশ্যাঞ্চ প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্ম্মৃতেঽহনি॥
দ্বাদশ্যান্তু প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ।
গর্হিতান্নং নবাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥ ১৪
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং সুরাং বা ন পিবেৎ
ক্বচিৎ।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে ভগবন্! দ্বাদশীর বিধান, দ্বাদশীতে কিরূপ বিধানে বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য এবং মানবগণের নিখিলপাপহর একাদশীপ্রভাব, এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো মহেশ্বর! আমার প্রতি প্রীত হইয়া ইহা সবিস্তরে বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! দ্বাদশীর বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহার স্মরণমাত্রে জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; মানব একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরিপূজা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে গমন করে; তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ লয়প্রাপ্ত হয়। সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ একাদশী-উপবাসের ষোড়শাংশের একাংশসম নহে। হে বরবর্ণিনি! দ্বাদশী ধর্ম্মদা, অর্থদা, কামদা, মোক্ষদা এমন কি দ্বাদশী মানবগণের সর্ব্বকামদুঘা। একাদশীর সমান পাপপরিত্রাণকারিণী আর কিছুই নাই এবং একাদশীর তুল্য উত্তমব্রতও আর কিছু নাই; যে মানব একাদশী পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রতাচরণ করে, হে শুভেক্ষণে! তাহার করস্থ মহারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাযাচ্ঞা করা হয়। হে প্রিয়ে! একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পাপ করা হয়, একাদশীর উপবাসে সে সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বরাননে! ইহ সংসারে পুরাণনিচয় পুনঃপুনঃ রটনা করে যে,—"একাদশী সমুপস্থিত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না।" শুক্লা বা কৃষ্ণা একাদশীর বিশেষ কি বলিব, একাদশী মাত্রেই ভোজন বর্জ্জনীয়। সর্ব্ব বর্ণ ও সকল আশ্রম—সকলেরই একাদশী শ্রেষ্ঠ উপাস্য। ১—১২। একাদশীতে উপবাস অবশ্যকর্ত্তব্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। একাদশী পিতা-মাতার মৃততিথি হইলে দ্বাদশীতে তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিবে, কদাচ উপবাসদিনে করিবে না; কেননা, দেব-

ব্রাহ্মণং নৈব হন্যাত্তু সমমেতত্রয়ং মতম্ ॥ ১৫
তস্মাদেকাদশীং শুদ্ধামুপবাসং সমাচরেৎ।
অবস্থাত্রিতয়ে যত্ন যত্নো বাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১৬
দশমীমিশ্রিতাং তান্তু প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।
অরুণোদয়বেলায়াং দশমীমিশ্রিতা ভবেৎ ॥ ১৭
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষ্যেহবিচারয়ন্
কলায়াং বিদ্যমানায়াং সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি ॥১৮
ত্রয়োদশ্যাং তথা দেবি দ্বাদশী পরিবিদ্যতে।
তথাচ দ্বাদশী শুদ্ধা হ্যুপবাসে বিধীয়তে ॥ ১৯
অরুণোদয়বেলায়াং কৃত্যং সর্ব্বং সমাচরেৎ।
কলায়ামপি দ্বাদশ্যাং পারণং তত্র চোদিতম্ ॥২০
শুদ্ধামেকাদশীং চাপি ত্যজেদত্র ন সংশয়ঃ।
কলাপ্যেকাদশী যত্র দ্বাদশ্যামুদিতে রবৌ ॥ ২১
সর্ব্বামেকাদশীং ত্যক্ত্বা তত্রৈবোপবসেদ্দ্বিজঃ।
এবং বিধিং বিনিশ্চিত্য সমুপোষ্যং হরের্দ্দিনম্

সায়মাদ্যং তয়োরহ্নোঃ সায়ম্প্রাতস্তু মধ্যমে।
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত ত্যক্ত্বা ভুক্তিচতুষ্টয়ম্ ॥
দশম্যামেকভক্তস্তু নারীসঙ্গমবর্জ্জিতঃ।
অবনীতল্পশায়ী চ পরেহহনি বসেচ্ছুচিঃ ॥ ২৪
ধাত্রীফলানুলিপ্তাঙ্গঃ স্নানং সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
উপবাসপরো ভূত্বা রাত্রৌ সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥২৫
পাষণ্ডিনং বিকর্ম্মস্থং পতিতং শ্বপচং তথা।
নাবলোকেন্ন সম্ভাষেন্ন স্পৃশেত্তত্র বৈষ্ণবঃ ॥২৬
অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ স পাষণ্ডঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শিখোপবীতত্যাগী চ বিকর্ম্মস্থ ইতীরিতঃ ॥২৭
মহাপাপোপপাপাভ্যাং যুক্তঃ পতিত উচ্যতে।
অন্ত্যজঃ শ্বপচঃ প্রোক্তো বেদৈস্তত্র সুনির্ণয়ঃ।
রাত্রৌ সম্পূজ্য দেবেশং জাগরঞ্চ সমাচরেৎ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা দীপৈর্বস্ত্রৈরাভরণৈঃ শুভৈঃ।
জপৈস্তোত্রৈর্নমস্কারৈঃ পূজয়েন্নিশি ভক্তিতঃ।

পিতৃগণ নিন্দিতান্ন ভোজন করেন না। একাদশীতে ভোজন কর্ত্তব্য নহে; কেননা একাদশীতে ভোজন সুরাপান ও ব্রহ্মহত্যা এই তিনটি তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছে; অতএব মানব শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে। বাক্য, কায় ও কর্ম্ম এই তিন অবস্থায়ই একাদশী-উপবাসে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দশমীমিশ্রিত একাদশী যত্ন সহকারে বর্জ্জনীয়। একাদশী যদি অরুণোদয়বেলায় দশমীর সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, এ বিষয়ে অন্য কোন বিচার করিবে না। হে দেবি! ত্রয়োদশীর সূর্য্যোদয়কালে যদি কলামাত্রও দ্বাদশী বিদ্যমান থাকে, তথাচ সেই শুদ্ধ দ্বাদশীই উপবাসে বিহিত জানিবে। অরুণোদয় বেলায়ই সর্ব্বকৃত্য সমাধা করা কর্ত্তব্য; আর কলামাত্র দ্বাদশীতেই পারণ বিহিত। অরুণোদয় বেলায় যে একাদশী দশমীবিদ্ধা হয়, সেই সমগ্র একাদশীই বর্জ্জনীয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দ্বাদশীর উদয়কালে যদি কলামাত্রও একাদশী বিদ্যমান থাকে, তথাপি দশমীবিদ্ধা সমগ্র

একাদশী বর্জ্জন করিয়া দ্বিজ সেই দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। এইরূপ বিধি বিনিশ্চয় করিয়া হরিবাসরে উপবাস করিতে হইবে। আদি ও অন্ত দিবসের সায়ংভোজন এবং উপবাস-দিবসের দিবা ও সায়ংভোজন এই ভোজনচতুষ্টয় বর্জ্জন করিয়া বিহিত দিবসে উপবাস করিবে। দশমীদিবসে একাহার করিয়া নারীসঙ্গ ত্যাগ করিবে, ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিবে এবং পরদিনে পবিত্র হইয়া ধাত্রীফল দ্বারা অঙ্গলেপনপূর্ব্বক সায়ংসময়ে স্নান ও উপবাসপরায়ণ হইয়া রজনীযোগে হরির পূজা করিবে। উপবাসদিবসে বৈষ্ণব ব্যক্তি পাষণ্ডী, বিকর্ম্মস্থ, পতিত, শ্বপচ ইহাদিগকে অবলোকন বা স্পর্শ করিবে না এবং ইহাদিগের সহিত আলাপও করিবে না। অবৈষ্ণব বিপ্র পাষণ্ড বলিয়া কথিত হয় আর শিখা ও উপবীতপরিত্যাগী ব্যক্তি বিকর্ম্মস্থ, মহাপাপ ও উপপাপযুক্ত ব্যক্তি পতিত এবং অন্ত্যজ জন শ্বপচ নামে পরিচিত,—ইহা বেদনিবহ দ্বারা সুনিশ্চিত।১৩—২৮। গন্ধ, পুষ্প, দীপ, নোজ্জ বসন ভূষণ, জপ, স্তোত্র ও নমস্কার দ্বারা রাত্রিতে হরিপূজা করিয়া জাগরণ

ততঃ প্রভাতসময়ে তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥ ৩০
স্নাত্বা সম্যগ্‌বিধানেন সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
পূজয়েজ্জগতামীশং লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনম্ ॥ ৩১
কোমলৈস্তুলসীপত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
দীপান্নীরাজয়েত্তত্র বারমষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৩২
শতপত্রকৃতাং মালাং তাভ্যাং সম্যঙ্‌নিবেদয়েৎ
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ৩৩
শর্করাসহিতং দিব্যং পায়সান্নং সমর্পয়েৎ।
কর্পূরেণ চ সংযুক্তং তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ৩৪
প্রদক্ষিণং নমস্কারং কৃত্বা ভক্ত্যা সমন্বিতঃ।
আজ্যেন জুহুয়াদ্বহ্নৌ শতমষ্টোত্তরং তথা ॥ ৩৫
প্রত্যচং পুরুষসূক্তেন লক্ষ্মীসূক্তেন পাবসম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ
পুরাণাদিপ্রপাঠেন ক্ষপয়েত্তদ্দিনং মহৎ।
ক্ষিতিশায়ী ব্রহ্মচারী তস্যামেব নিশি স্বপেৎ ॥
এবং সম্পূজ্যমানঃ স দ্বাদশ্যাং কমলাপতিঃ।
ক্ষণাৎ প্রসন্নো ভগবান্ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদো ধ্রুবম্
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্।
কিমন্যচ্ছ্রোতুকামাসি তদ্বক্তব্যং ব্রবীম্যহম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে দ্বাদশীমাহাত্ম্যং নাম চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

পাষণ্ডানাঞ্চ সংবাদং বর্জ্জয়েদিতি যত্ত্বয়া।
উক্তং মমেহ ভগবন্ শ্বপচাদপি গর্হিতম্ ॥ ১
তে যাদৃশাঃ সমাখ্যাতাঃ কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নিতা ভুবি

মহাদেব উবাচ।

যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩
কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ।

করিবে। এইরূপে নিশাযোগে দেবেশের সভক্তি পূজা করিয়া পর দিবস প্রভাতে তুলসীমিশ্রিত জলে স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃদেবগণের তর্পণ করিবে; তারপর কোমল তুলসীপত্র ও সুগন্ধি কুসুম দ্বারা রমার সহিত জগৎপতি জনার্দ্দনের পূজা করিয়া অষ্টোত্তর শতবার দীপ দ্বারা নীরাজন করিবে। অনন্তর শতপত্রনির্ম্মিত মাল্য নিবেদন করিয়া দিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং তাম্বূল সমর্পণ করিবে। তারপর শর্করা সহিত দিব্য পায়স অর্পণ করিয়া কর্পূরসংযুক্ত তাম্বূল নিবেদন করিবে। অনন্তর ভক্তিভরে দেবতার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া হুতাশনে অষ্টোত্তর শত ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে, প্রত্যেক আহুতিদানে দেবেশের পুরুষসূক্ত ও দেবীর শ্রীসূক্ত উচ্চারণ করিতে হইবে। অতঃপর দ্বিজগণকে ভক্তিসহকারে পায়স ভোজন করাইয়া নিজে বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। অনন্তর পুরাণাদিপাঠে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিয়া ভূতলশায়ী ও ব্রহ্মচারী হইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে। দ্বাদশীদিবসে দেবেশ কমলাপতি এইরূপে পূজিত হইয়া নিশ্চিতই সদ্যঃপ্রসন্ন হন এবং সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। হে দেবি! এই তোমার নিকট উত্তম দ্বাদশীব্রতকথা কথিত হইল, আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর বল, তাহাও আমি বর্ণন করিব। ২৯—৩৯।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৪।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি এই প্রসঙ্গে আমার নিকট কহিলেন, পাষণ্ড ও শ্বপচদিগের সহিত আলাপ গর্হিত, অতএব তাহা বর্জ্জনীয়। ভূতলে এই সকল পাষণ্ড শ্বপচাদি কিরূপ চিহ্নে চিহ্নিত? এবং তাহারা কিরূপে সমাখ্যাত? মহাদেব বলিলেন,—যাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া অন্য দেবতাকে জগৎপতি জনার্দ্দন হইতে শ্রেষ্ঠ বলে, তাহারা পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত।১—৩। যাহারা অস্থি, কপাল ও ভস্ম প্রভৃতি বেদবাহ্য চিহ্ন ধারণ

ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটাবল্কলধারিণঃ।
অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ ৪
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥৬
বিনা বৈ ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ।
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং বৈ ব্রহ্মদৈবতম্ ॥ ৭
উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮
স্বাতন্ত্র্যাৎ কুরুতে যস্তু কর্ম্ম বেদোদিতং মহৎ।
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ॥ ৯
সমমন্যৈর্নিরীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা।
অবস্থাত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১০
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্দ্বিজঃ।
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যেঽপ্যবৈষ্ণবাঃ।
ন স্পৃষ্টব্যা ন বক্তব্যা ন দ্রষ্টব্যাঃ কদাচন ॥ ১১

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ পরমং গুহ্যং পৃচ্ছামি সুরসত্তম ॥ ১২
ময়ি প্রীত্যা সমাচক্ষ্ব সংশয়ো বর্ত্ততে ভৃশম্।
কপালভস্মচর্ম্মাস্থিধারণং শ্রুতিগর্হিতম্ ॥ ১৩
তত্ত্বয়া ধার্য্যতে দেব গর্হিতং কেন হেতুনা।
স্ত্রীচাপল্যেন দেবেশ পৃচ্ছামি ত্বাং মহামতে ॥
মহাপ্রভাবাৎ কথিতং ন কর্ত্তব্যং কচিৎস্তবেৎ
ত্বয়েতি ন পুরা প্রোক্তং বিস্তরেণ মহাপ্রভো।
অকর্ত্তব্যমিতি প্রশ্নং ক্ষন্তুমর্হসি মে প্রভো ॥ ১৫

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি দেব্যা হরঃ পৃষ্টো রহস্যে জনবর্জ্জিতে।
উবাচ পরমং গুহ্যং যদ্যদাচরিতং স্বকম্ ॥ ১৬

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যদ্গুহ্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥১৭
ন বক্তব্যং ত্বয়া দেবি জনেষু কথিতং ময়া।
অপৃথক্ত্বাচ্ছরীরস্য বক্ষ্যামি তব সুব্রতে ॥ ১৮

করে এবং বানপ্রস্থাশ্রম ব্যতীত জটা বল্কল ধারণ করিয়া বেদবহির্ভূত ক্রিয়ায় রত হয়, তাহারাই পাষণ্ড। হে দেবি! যে সকল দ্বিজ শঙ্খ চক্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি হরির প্রিয়তম চিহ্নে রহিত, তাহারা পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত। যে দ্বিজ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত আচার অবলম্বন করে না, তাহাকে সর্ব্বলোকগর্হিত পাষণ্ড বলা হয়। যে সকল ভগবৎপ্রীতিহীন ব্যক্তি সমস্ত যজ্ঞভোক্তা ব্রহ্মদৈবত বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবোদ্দেশে হোম ও দান করে, তাহারাও পাষণ্ড। যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মে স্বতন্ত্র, যে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানে সমস্ত বেদোদিত ক্রিয়া করে এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি অন্যান্য দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বিষ্ণুর সমতা নিরীক্ষণ করে, তাহাকেও পাষণ্ড বলা হয়। যে দ্বিজ বাক্য কায় ও কর্ম্ম এই তিন অবস্থায়ই বাসুদেবকে বিদিত হয় না, সেও পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত। এ বিষয়ে অধিক কি কহিব? যে সকল বিপ্র বৈষ্ণব নহে, তাহারাও পাষণ্ড, কদাচ তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ এবং তাহাদিগকে স্পর্শ বা দর্শন করিবে না। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে সুরসত্তম ভগবন্! আপনার নিকট এক পরম গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই গুহ্য জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আমার মহাসন্দেহ উপস্থিত, আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া তাহা কীর্ত্তন করুন। হে দেব! কপাল, ভস্ম, চর্ম্ম ও অস্থি ধারণ যদি শ্রুতিগর্হিত হয়, তবে আপনি কি জন্য সেই নিন্দিত বস্তু ধারণ করেন? হে দেবেশ! স্ত্রীচাপল্যবশতই আমি আপনাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলাম, হে মহামতে! আপনি মহাপ্রভাবসম্পন্ন; হে মহাপ্রভো! পূর্ব্বে আপনিই ইহা বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, কদাচ এ সকল কর্ত্তব্য নহে, তাই এ প্রশ্ন আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে না, আমাকে ক্ষমা করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—জনবর্জ্জিত রহস্যে হর দেবী কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজাচরিত পরম গুহ্যকথা কহিতে লাগিলেন ।৪-১৬। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা গুহ্য ও

নমুচ্যাদ্যা মহাদৈত্যাঃ পুরা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাবীরা মহৌজসঃ॥ ১৯
সর্ব্বে বিষ্ণুরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ।
ত্রয়ীধর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে ভগ্না ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগম্য ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ॥২০
দেবা উচুঃ।
অজেয়ান্ সর্ব্বদেবানাং তপোনির্দ্ধূতকল্মষান্।
ত্বমেবৈতান্মহাদৈত্যান্ জেতুমর্হসি কেশব॥২১
মহাদেব উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য হরির্বাক্যং দেবানাঞ্চ ভয়ানকম্।
তান্ সমাশ্বাস্য দিক্পালান্মামাহ পুরুষোত্তমঃ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ত্বং হি রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থে সুরদ্বিষাম্।
পাষণ্ডাচরণং ধর্ম্মং কুরুষ্ব সুরসত্তম॥ ২৩
তামসানি পুরাণানি কথয়স্ব চ তান্ প্রতি॥২৪
মোহনানি চ শাস্ত্রাণি কুরুষ্ব চ মহামতে।
ময়ি মুক্তাশ্চ বিপ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি মহর্ষয়ঃ॥ ২৫
মচ্ছক্ত্যা তান্ সমাবেশ্য কথয়স্ব চ তামসান্।
কাণাদং গৌতমং শক্তিমুপমন্যুঞ্চ
জৈমিনিম্॥২৬
কপিলঞ্চৈব দুর্ব্বাসং মৃকণ্ডুঞ্চ বৃহস্পতিম্।
ভার্গবং জামদগ্ন্যঞ্চ দশৈতাংস্তামসানৃষীন্॥২৭
ভাবশক্ত্যা সমাবিশ্য কুর্ব্বতা জগতঃ শিবম্।
ত্বচ্ছক্ত্যা চ নিবিষ্টাস্তে তমসোদ্রিক্তয়া ভৃশম্।
তামসাস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ।
কথয়িষ্যন্তি তে বিপ্রাস্তামসানি জগত্ত্রয়ে॥ ২৯
পুরাণানি চ শাস্ত্রাণি ত্বয়া সত্ত্বেন বৃংহিতাঃ।
কপালচর্ম্মভস্মাস্থিচিহ্নান্যমরসর্ব্বশঃ।
ত্বমেব ধৃতবান্ লোকান্ মোহয়স্ব জগত্ত্রয়ে॥ ৩০
তথা পাশুপতং শাস্ত্রং ত্বমেব কুরু সংস্কৃতঃ॥৩১
কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিভেদতঃ।

পরমাদ্ভুত। হে দেবি! আমি যাহা বলিতেছি, ইহা জনসমাজে তুমি ব্যক্ত করিও না! হে সুব্রতে! তুমি আমার দেহ হইতে পৃথক্ নহ, তাই তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মহাবল মহাবীর্য্য মহৌজা বিষ্ণুরত শুদ্ধ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত বেদধর্ম্মরত নমুচ্যাদি মহাদৈত্যগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ঐ সকল দানক কর্ত্তৃক ভগ্নমনোরথ হইয়া ভয়কাতরহৃদয়ে বিষ্ণুসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। তখন দেবগণ বলিলেন,—হে কেশব! এই সকল অসুর তপস্যা দ্বারা পাপ বিনাশ করিয়া সুরগণের অজেয় হইয়াছে, এক্ষণে আপনারই ইহাদিগকে জয় করা কর্ত্তব্য। মহাদেব বলিলেন,—পুরুষোত্তম হরি দেবগণের এবংবিধ ভয়ানক বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল দিক্পাল দেবগণকে আশ্বস্ত করত আমাকে বলিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে সুরসত্তম! হে মহাবাহু রুদ্র! তুমি দানবগণের মোহনার্থ পাষণ্ডাচরিত ধর্ম্ম অবলম্বন কর। হে মহামতে! তাহাদের নিকট তামস পুরাণসমূহ ও অন্যান্য মোহন শাস্ত্র সকল কীর্ত্তন কর। এইরূপ করিলে বিপ্র ও মহর্ষিগণ আমা হইতে বিমুক্ত হইবেন; তুমিও আমার শক্তির সহায়তায় তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাদের নিকট তামস ধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিতে পারিবে। কাণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব জামদগ্ন্য এইদশ জন তামস ঋষি; তুমি ভাবশক্তি দ্বারা ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক জগতের মঙ্গল বিধান কর। তোমার শক্তিতে এই সকল বিপ্র বিনষ্ট হইয়া অত্যন্ত তামসোদ্রিক্ত হইবেন এবং জগতে তামস পুরাণ ও অন্যান্য তামসশাস্ত্রের প্রচার করিবেন, সংশয় নাই। হে সুরসর্ব্বস্ব! তুমি কপাল, চর্ম্ম, ভস্ম ও অস্থি চিহ্ন ধারণ করিয়া ত্রিজগতের অখিল লোককে মোহিত কর। ১—৩০। তুমি পাশুপাত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হও;

অলক্ষ্যঞ্চ মতং সম্যগ্বেদবাহ্যং নরাধমাঃ॥ ৩২
ভস্মাস্থিধারিণঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি হৃচেতসঃ।
ত্বাং পরত্বেন বক্ষ্যন্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তামসাঃ॥৩৩
তেষাং মতমধিষ্ঠায় সর্ব্বে দৈত্যাঃ সনাতনাঃ।
ভবেয়ুস্তে মদ্বিমুখাঃ ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ॥৩৪
অহমপ্যবতারেষু ত্বাঞ্চ রুদ্র মহাবল।
তামসানাং মোহনার্থং পূজয়ামি যুগেযুগে।
মতমেতদবষ্টভ্য পতন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥৩৫

মহাদেব উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বাহং যথোক্তন্ত বাসুদেবেন ভামিনি॥৩৬
সুমহদ্বদনো দীনো বভূবাত্র বরাননে।
নমস্কৃত্বাথ তং দেবমক্রবং পরমেশ্বরম্॥ ৩৭
ত্বয়োদিতমিদং দেব করোমি যদি ভূতলে।
তস্মান্নাশায় মে নাথ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥৩৮
তত্র শক্যং ময়া কর্ত্তুমেতৎ কৃতাং হরেঽধুনা।
ত্বদাজ্ঞাপি চ নোল্লঙ্ঘ্যা এতদ্দুঃখতরং মহৎ॥৩৯

এবমুক্তে ততো দেবি সমাশ্বাস্য চ মাং পুনঃ।
আত্মনাশায় তে নাত্র ভবত্বিত্যাহ মাং হরিঃ॥৪০
দেবতানাং হিতার্থায় কুরুষ বচনং মম
তথাপি জীবনোপায়ং কথয়ামি সুরোত্তম॥ ৪১
দত্তবান্ কৃপয়া মহ্যমাত্মনামসহস্রকম্।
হৃদয়ে মাং সমাধায় জপ মন্ত্রং মমাব্যয়ম্॥ ৪২
ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে।
যে জপন্তি হি মাং ভক্ত্যা তেষাং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥ ৪৩
ইন্দীবরদলশ্যামং পদ্মপত্রবিলোচনম্
শঙ্খাঙ্গশার্ঙ্গেষুধরং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥ ৪৪
পীতবস্ত্রং চতুর্ব্বাহুং জানকীপ্রিয়বল্লভম্।
শ্রীরামায় নম ইত্যেবমুচ্চার্য্যং মন্ত্রমুত্তমম্॥ ৪৫
সর্ব্বদুঃখহরঞ্চৈতৎ পাপিনামপি মুক্তিদম্।
ইমং মন্ত্রং জপন্নিত্যমমলত্বং ভবিষ্যসি॥ ৪৬

কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড ও মহাশৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেদবাহ্য মত অলক্ষ্যে প্রবর্ত্তিত কর। এইরূপ করিলে লোক সকল ভস্মাস্থিধারণ করিয়া অধম হইবে ও জ্ঞানহীন হইয়া যাইবে এবং তাহারা তামস হইয়া তোমাকেই নিখিল শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। তখন সনাতন দানবগণ তাহাদের মত গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে নিঃসংশয় বিষ্ণুবিমুখ হইয়া যাইবে। হে মহাবল রুদ্র! আমিও যুগে যুগে অবতার পরিগ্রহ করিয়া তামসগণের মোহনার্থ তোমার পূজা করিব। দানবেরাও সেই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া নিঃসংশয় পতিত হইবে। হে ভামিনি! আমি বাসুদেবভাষিত এই সকল কথা শুনিলাম, হে বরাননে! তখনই আমার মহাবদন দীন ভাব ধারণ করিল। অনন্তর আমি সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া পুনরায় বলিলাম —দেব! যদি আমি ভূতলে আপনার আদেশ পালন করি, তবে আমি নিঃসংশয় বিনষ্ট হইব। হে নাথ! আপনার আদেশ আমার অলঙ্ঘ্য। হে হরে! সম্প্রতি আমি কেমন করিয়া ইহা করিতে সমর্থ হইব ভাবিয়া আমার মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। হে দেবি! অনন্তর হরি আমার এই বাক্য শুনিয়া আমাকে আশ্বস্ত করত পুনরায় বলিলেন,—ইহা করিলে তোমার আত্মবিনাশ হইবে না, দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ তুমি আমার বাক্য পালন কর, হে সুরসত্তম! আমি তোমার আত্মরক্ষার উপায় বলিতেছি। আমি কৃপাপরবশ হইয়া তোমাকে আমার সহস্র নাম প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা পাঠ এবং আমাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমার অব্যয় মন্ত্র জপ কর। আমার ষড়ক্ষর মন্ত্র তারকব্রহ্ম কথিত হয়, যাহারা ভক্তিভরে ঐ মন্ত্র জপ করে, তাহাদের নিঃসংশয় মুক্তি হইয়া থাকে।৩১—৪৩। ইন্দীবরদলশ্যাম, পদ্মপত্রলোচন, শঙ্খ শার্ঙ্গ গদা ও বাণধর, সর্ব্বাভরণভূষিত, পীতবসন, চতুর্ব্বাহু ও জানকীপ্রিয়বল্লভ—আমাকে এইরূপ চিন্তা করিয়া তুমি "শ্রীরামায় নমঃ" এই সর্ব্বদুঃখহর পাপিগণের মুক্তিদ উত্তম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তুমি নিত্য এই মন্ত্র জপ করিয়া মলহীন

ভস্মাস্থিধারণাদ্যত্তু সম্ভূতং কিল্বিষং ত্বয়ি ।
মঙ্গলং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং মন্মন্ত্রোচ্চারণাচ্ছুভাৎ ॥
তর্পিতো নাশয়িষ্যামি পাপং সর্ব্বং সুরোত্তম ।
মদন্যদেবতাভক্তির্জায়তে ন তু সুব্রত ॥ ৪৮
মনসৈবার্চ্চয় হৃদি মাং নাথং পুরুষোত্তমম্ ।
মদাজ্ঞাং কুরু মৎপ্রীত্যা সর্ব্বমেতচ্ছুভং তব ॥৪৯
ইতি সন্দিশ্য মাং দেবি বিসসর্জ্জ মরুদ্গণান্ ।
বিসৃষ্টাস্তে ততো দেবা নিবৃত্তাঃ স্বাশ্রমং যযুঃ ।
ততো মাং প্রার্থয়ামাসুর্দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥

ইন্দ্রাদয় উচুঃ ।

শীঘ্রং কুরু হিতং দেব যথোক্তং হরিণাধুনা ॥৫১

মহাদেব উবাচ ।

দেবতানাং হিতার্থায় বৃত্তিং পাষণ্ডিনাং শুভে ।
কপালচর্ম্মভস্মাস্থিধারণং তৎকৃতং ময়া ॥ ৫২
তামসানি পুরাণানি যথোক্তং বিষ্ণুনা শুভে ।
পাষণ্ডশৈবশাস্ত্রাণি যথোক্তং কৃতবানহম্ ॥৫৩
মচ্ছক্ত্যাপি সমাবিশ্য গৌতমাদিদ্বিজানপি ।
বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্যগুক্তং মযানঘে ॥৫৪
ইমং মতমবষ্টভ্য দুষ্টাঃ সর্ব্বে চ রাক্ষসাঃ ।
ভগবদ্বিমুখাঃ সর্ব্বে বভূবুস্তমসাবৃতাঃ ॥ ৫৫
ভস্মাদিধারণং কৃত্বা মহোগ্রতপসাবৃতাঃ ।
মামেব পূজয়াঞ্চক্রুর্মাংসাসৃক্‌চন্দনাদিভিঃ ॥ ৫৬
মত্তো বরপ্রদানানি লব্ধা মদবলোদ্ধতাঃ ।
অত্যন্তবিষয়াসক্তাঃ কামক্রোধসমন্বিতাঃ ॥ ৫৭
সত্বহীনাশ্চ নির্বীর্য্যা জিতা দেবগণৈস্তদা ।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ কালে যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ৫৮
যে যে মতমবষ্টভ্য চরন্তি পৃথিবীতলে ।
সর্ব্বধর্ম্মৈশ্চ রহিতাঃ পশ্যন্তি নিরয়ং সদা ॥ ৫৯
এবং দেবহিতার্থায় বৃত্তির্মে দেবি গর্হিতা ।
বিষ্ণোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য কৃতং ভস্মাস্থিধারণম্॥৬০
বাহ্যচিহ্নমিদং দেবি মোহনার্থায় বিদ্বিষাম্ ।

হইবে ; ভস্মাস্থিধারণে তোমার যে পাপ সমুদ্ভূত হইবে, এই শুভ মন্ত্রোচ্চারণে তাহা বিনাশ হইয়া এই অশুভ বেশ শুভময় হইয়া যাইবে। হে সুরোত্তম। আমি তৃপ্ত হইয়া তোমার সর্ব্বপাপ নাশ করিব, হে সুব্রত! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অন্য কোন দেবতায় ভক্তি জন্মিবে না। পুরুষোত্তম ও নাথ জ্ঞানে হৃদয়মধ্যে মনে মনেই আমার পূজা কর, আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার আদেশ পালন কর, তোমার সর্ব্ব বিষয়ে শুভ হইবে। হে দেবি! আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া হরি মরুদ্গণকে বিদায় দিলেন, বিদায় প্রাপ্ত দেবগণ নিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র প্রমুখ সেই সকল অমরগণ আমাকে প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিলেন, —"হে দেব! হরি যাহা আদেশ করিয়াছেন অধুনা আপনি সত্বর সেই হিত সাধন করুন"। মহাদেব বলিলেন,—হে শুভে! সুরগণের শুভ কামনায় আমি পাষণ্ডবৃত্তি কপাল, চর্ম্ম, অস্থি ও ভস্ম ধারণ করিলাম এবং বিষ্ণু যে তামস পুরাণ ও পাষণ্ড শৈবশাস্ত্র প্রচারের কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও করিলাম, হে অনঘে! আমি শক্তি সমাবিষ্ট হইয়া গৌতমাদি দ্বিজগণসন্নিধানে বেদবাহ্য শাস্ত্রসমূহ কীর্ত্তন করিলাম। আমার এই মত অবলম্বন করিয়া দানব ও দুষ্ট রাক্ষসগণ সকলেই তামসাবৃত ও বিষ্ণুবিমুখ হইলে এবং তাহারা ভস্মাস্থি ধারণপূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া মাংস শোণিত ও চন্দনাদি দ্বারা আমার পূজা করিল। তারপর আমার নিকট বহু বর লাভ করিয়া ; মদবলে উদ্ধত হইয়া উঠিল, কাম-ক্রোধে অন্বিত হইয়া অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িল এবং বলবীর্য্যহীন হইল, তখন দেবগণ তাহাদিগকে জয় করিলেন। অনন্তর সেই দানবেরা সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া কালে অধম গতি প্রাপ্ত হইল। ৪৪—৫৮। যাহারা আমার এই মত অবলম্বন করিয়া ভূতলে বিচরণ করে ; তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম রহিত হইয়া নিরন্তর নরকদর্শন করিয়া থাকে। হে দেবি! দেবহিতার্থই আমার এইরূপ কুবৃত্তি গ্রহণ। আমি বিষ্ণুর আদেশ স্বীকার করিয়া এই যে ভস্মাস্থি ধারণ করিয়াছি,

অথান্তর্হৃদয়ে নিত্যং ধ্যাত্বা দেবং জনার্দ্দনম্॥
জপন্নেব চ তন্মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকম্।
সহস্রনামসদৃশং বিষ্ণোর্নারায়ণস্য তু॥ ৬২
ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং রঘূণাং কুলবর্দ্ধনম্।
জপন্ বৈ সততং দেবি সদানন্দসুধাপ্লুতম্।
সুখমাত্যন্তিকং ব্রহ্ম হ্যশ্নাম সততং শুভে॥ ৬৩
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং ত্বয়া পৃষ্টং শুভাননে।
কিমন্যচ্ছ্রোতুকামাসি প্রীত্যা তৎপরিপৃচ্ছ মাম্॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পাষণ্ডোৎপত্তি-
বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

তামসানি চ শাস্ত্রাণি সমাচক্ষ্ব মমানঘ।
সম্প্রোক্তানি চ তৈর্বিপ্রৈর্ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ।
তেষাং নামানি ক্রমশঃ সমাচক্ষ্ব সুরেশ্বর॥ ১

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্॥ ২
তেষাং স্মরণমাত্রেণ মোহঃ স্যাজ্‌জ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥৩
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃ শৃণু
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ।
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতি গর্হিতম্॥৫
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্॥ ৬
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥ ৭
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতম্।
স্বকর্ম্মরূপং ত্যাজ্যত্বমত্রৈব প্রতিপাদ্যতে॥ ৮
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্টৈর্বৈধর্ম্মত্বং তদুচ্যতে।

ইহা আমার বাহু চিহ্ন; হে দেবি! দানব-গণের মোহনার্থই আমার এই চিহ্ন ধারণ! হে শুভে! অনন্তর আমি হৃদয়ের অন্তস্তলে দেব জনার্দ্দনকে নিত্য ধ্যান করিয়া তারক ব্রহ্মের বাচক সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। এই মন্ত্র নারায়ণ বিষ্ণুর সহস্র নামসদৃশ। এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্র রঘুবংশের কুলবর্দ্ধন। হে দেবি! সদা এই মন্ত্র জপ করিয়া আমি আনন্দামৃতে আপ্লুত হইয়া আত্যন্তিক শাশ্বত ব্রহ্মসুখ ভোগ করিলাম। হে শুভাননে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়? প্রীতিভরে আমাকে জিজ্ঞাসা কর।৫৭—৬৪।

পঞ্চত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৫।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন—হে অনঘ! ভগবদ্‌ভক্তি বিবর্জ্জিত সেই দ্বিজগণ যে সকল তামস শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বলুন; হে সুরেশ্বর! সেই সকল শাস্ত্রের নামও ক্রমশঃ কীর্ত্তন করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তামস শাস্ত্রসমূহের নাম যথাক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ কর; এই সকল শাস্ত্রের স্মরণমাত্রেই জ্ঞানিগণেরও মোহ হয়। প্রথমে আমি পাশুপতাদি শৈব শাস্ত্র কীর্ত্তন করি, তার পর সেই সকল বিপ্র আমার শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া যে সকল শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলে, তাহা শ্রবণ কর। কণাদ বৈশেষিক নামক মহাশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন; এইরূপ গৌতম ন্যায়,কপিল সাংখ্য এবং বৃহস্পতি অতি গর্হিত চার্ব্বাক শাস্ত্র প্রচার করেন।১—৫। বুদ্ধরূপী বিষ্ণু দানবগণের বিনাশার্থ নগ্ন নীল-পটাদি অসদাচার প্রতিপাদক অসৎ বুদ্ধ শাস্ত্র প্রচার করিলেন। মায়াবাদ ও অসৎ শাস্ত্র; উহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলিয়াই কথিত হয়। হে দেবি! আমিই কলিতে ব্রাহ্মণবেশে শ্রুতিবাক্যসমূহের কদর্থ কীর্ত্তন করিয়া লোক সকলকে গর্হিত পথ প্রদর্শন করিয়াছি; তৎসমস্ত শ্রুতিবাক্যে তাহাদিগের স্বরূপ ও স্বকর্ম্ম-ত্যাগের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত করিয়াছি।

পরেশজীবপারৈক্যং ময়া তু প্রতিপাদ্যতে ॥ ৯
ব্রহ্মণোঽস্য স্বয়ং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকম্।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ ॥১১
মদাজ্ঞয়া জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদমপার্থকম্।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥ ১২
শাস্ত্রাণি চৈব গিরিজে তামসানি নিবোধ মে।
পুরাণানি চ বক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমাৎ ॥১৩
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথৈব নারদীয়ন্তু মার্কণ্ডেয়ন্তু সপ্তমম্॥ ১৪
আগ্নেয়মষ্টমং প্রোক্তং ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্॥ ১৫
দ্বাদশঞ্চ বারাহঞ্চ বামনঞ্চ ত্রয়োদশম্।
কৌর্ম্মং চতুর্দ্দশং প্রোক্তং মাৎস্যং পঞ্চদশং
স্মৃতম্॥ ১৬

ষোড়শং গারুড়ং প্রোক্তং স্কান্দং সপ্তদশং স্মৃতম্
অষ্টাদশন্তু ব্রহ্মাণ্ডং পুরাণানি যথাক্রমম্॥ ১৭
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং-
তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধ মে॥ ১৮
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে॥ ১৯
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ॥ ২০
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধ মে।
সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ সর্ব্বদা
শুভাঃ॥ ২১
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ॥ ২২
তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসাঃ শুভদর্শনে।
বাসিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা॥২৩
ভরদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যং তথাত্রেয়ং তৈত্তিরং দাক্ষমেব চ॥২৪
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।

কর্ম্মসমূহের যে পরিত্যাগ, তাহাই বৈধর্ম্ম্য কথিত হইয়াছে। আমি শ্রুতিবাক্যে জীব ও আত্মার ঐক্য প্রতিপাদন এবং ব্রহ্মের নির্গুণত্বকীর্ত্তন করিয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছি। আমি কলিযুগে সমগ্র জগতের মোহনার্থ যে অবৈদিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, আমার মায়ায় মানবগণ তাহা বেদার্থবৎ মহাশাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। হে দেবি! জগতের নাশের জন্যই আমি এই সকল কল্পনা করিয়াছি। জৈমিনি আমারই আজ্ঞায় পূর্ব্বে বেদের কদর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি নিরীশ্বরবাদপূর্ণ মহত্তর শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। হে গিরিজে! এই সকল শাস্ত্র তামস বলিয়া জানিবে। এক্ষণে যথাক্রমে তামস পুরাণসমূহের বিষয় বর্ণন করিতেছি। প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় পাদ্ম, তৃতীয় বৈষ্ণব, চতুর্থ শৈব, পঞ্চম ভাগবত, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম মার্কণ্ডেয়, অষ্টম আগ্নেয়, নবম ভবিষ্য, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত,একাদশ লৈঙ্গ, দ্বাদশ বারাহ, ত্রয়োদশ বামন, চতুর্দ্দশ কৌর্ম্ম, পঞ্চদশ মাৎস্য,

ষোড়শ গারুড়, সপ্তদশ স্কান্দ এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড যথাক্রমে এই অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি এই ছয়খানি পুরাণ তামস বলিয়া বিদিত। হে শুভাননে! বিষ্ণু, নারদীয়, শুভ ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ—এই শুভ সপ্ত পুরাণ সাত্ত্বিক বলিয়া জ্ঞাত হও। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই সকল পুরাণ রাজস বলিয়া জানিবে। হে দেবি! সাত্ত্বিক পুরাণ সকল মোক্ষদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রাজস সর্ব্বদা অশুভ এবং তামস পুরাণ নিরয়প্রাপ্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট! ঋষিপ্রোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিগুণান্বিত স্মৃতিসমূহও তদ্রূপ জানিবে। হে শুভদর্শনে! বাশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর, ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ এই সকল শুভ স্মৃতি সাত্ত্বিক ও এ সকল মোক্ষপ্রদ। যাজ্ঞবল্ক্য, আত্রেয়, তৈত্তির,

গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সাংবর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতম্ ॥২৫
সাংখ্যঞ্চৌশনসঞ্চেতি তামসা নিরয়প্রদাঃ।
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিম্বপি ॥ ২৬
তামসা নরকায়ৈব বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং প্রসঙ্গাচ্ছুভদর্শনম্ ।
শেষাঞ্চ প্রভবাবস্থাং হরের্ব্বক্ষ্যামি তে শৃণু ॥২৭

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে তামসশাস্ত্রকথনং নাম ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।
হিরণ্যকহিরণ্যাক্ষৌ কাশ্যপেয়ৌ মহাবলৌ ।
দিতিপুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ সর্ব্বদৈত্যপতী উভৌ ॥ ১
নাম্না তৌ জয়বিজয়ৌ শ্বেতদ্বীপে হরিং গতৌ
তস্মিন্ প্রবিষ্টান্ যোগীন্দ্রান্ সনকাদীন্মহাবলৌ
বারয়ামাসতুর্দ্দেবি হরিসন্দর্শনোৎসুকান্ ।
তৈঃপ্রশপ্তৌ মহাবীর্য্যৌ দ্বারপালৌ সুরোত্তমৌ
সনকাদয় উচুঃ ।
উৎসৃজ্য তৎপৃথিব্যাঞ্চ যাতৌ দেবস্য কিঙ্করৌ
মহাদেব উবাচ ।
ইতি শাপং তয়োর্দ্দত্ত্বা তত্র তস্থুর্মুনীশ্বরাঃ ।
দেবস্তমর্থং জ্ঞাত্বা চ তানাহুয় চ তাবপি ।
তৌ চোত্থায়াব্রবীত্তত্র ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥৫
ভগবানুবাচ ।
কৃতবন্তৌ মহাবীর্য্যাবপরাধং মহাত্মনাম্ ।
নাতিক্রমণীয়মিদং ভবদ্ভ্যাং দ্বারপালকৌ ॥৬
দাসত্বং সপ্তজন্মানি যুবাং ভক্তৌ মমানঘৌ ।
অমিত্রতস্তথা ত্রীণি জন্মানি ভজতোঽপি বা ॥ ৭
মহাদেব উবাচ ।
ইত্যুক্তৌ তৌ মহাবীর্য্যাবক্রতাং পরমেশ্বরম্

দাক্ষ, কাত্যায়ন ও বৈষ্ণব এই সমস্ত রাজস স্মৃতি শুভ স্বর্গদ। গৌতম, বার্হস্পত্য, সাংবর্ত্ত যম, সাংখ্য ও ঔশনস স্মৃতি তামস; এই সকল তামস স্মৃতি নরকগতিপ্রদ। এ বিষয়ে বহু বলিয়া কি হইবে ? বিচক্ষণ ব্যক্তি নরকপ্রদ তামস স্মৃতি ও পুরাণ পরিত্যাগ করিবেন। এই তোমার নিকট প্রসঙ্গক্রমে শুভদর্শন; সকল কথাই কথিত হইল, এক্ষণে হরির অবশিষ্ট প্রভবাবস্থা বর্ণিত হইতেছে, শ্রবণ কর। ৬—২৭।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৩৬

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহাদেব বলিলেন,—দিতির উদরে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে কশ্যপের দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এই দানবদ্বয় মহাবল মহাবীর্য্য ও সর্ব্বদৈত্যের অধিপতি ছিল। পূর্ব্বজন্মে ইহাদের নাম ছিল জয় ও বিজয়; এই জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিল। একদা সনকাদি যোগীন্দ্রগণ গোবিন্দ দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠে প্রবেশোদ্যত হইলে এই মহাবল জয়বিজয় সেই গোবিন্দ-দর্শনোৎসুক সনকাদি যোগিবৃন্দকে বারণ করিয়াছিল। তখন তাঁহারা ঐ সুরসত্তম দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। সনকাদি বলিলেন,—হে দেব-কিঙ্করদ্বয়! বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা ভূতলে জন্মগ্রহণ কর। মুনীশ্বরগণ তাহাদিগকে এইরূপে শাপ প্রদান করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত হইলেন। এদিকে ভূতভাবন বিষ্ণুও এই বিবরণ বিদিত হইয়া মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং দ্বারপালদ্বয়কে উত্থাপিত করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ভগবান বলিলেন,—হে মহাবীর্য্য দ্বারপালদ্বয়! তোমরা মহাত্মগণসমীপে অপরাধ করিয়াছ, আমার দ্বারপাল হইলেও এ অপরাধ তোমাদের অতিক্রমণীয় নহে। তোমরা নিষ্পাপ ও আমার ভক্ত, অতএব মদীয় দাসত্ব করিয়া সপ্তজন্মে আর আমার বৈর করিয়া ত্রিজন্মে শাপমুক্ত হইতে পারিবে। ১—৭।
মহাদেব বলিলেন,—মহাবীর্য্য জয় বিজয় এই-

জয়বিজয়াবূচতুঃ।
চিরকালং মহীং গন্তুং ন সমর্থৌ স্ব মানদ।
তস্মাদ্বৈরায় জন্মানি বিদ্ধি বাঞ্ছ ব্রজাবহে ॥৯
দেব ত্বয়ৈব নিহতৌ প্রাপ্স্যাবো ভবদন্তিকম্॥
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা দ্বারপালৌ তৌ পূর্ব্বং জাতৌ মহাবলৌ
কশ্যপস্য মহাবীর্য্যৌ দিতিগর্ভে মহাসুরৌ।
হিরণ্যকশিপুর্জ্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষঃ কনিষ্ঠকঃ॥১১
উভৌ তৌ লোকবিখ্যাতৌ মহাবীর্য্যবলোদ্ধতৌ
অপ্রমাণশরীরঃ স হিরণ্যাক্ষো মহোদ্ধতঃ॥ ১২
উৎপাঠ্য বাহুসাহস্রৈঃ পৃথিবীং সমহীধরাম্।
সসাগরাং দ্বীপযুতাং সর্ব্বপ্রাণিসমন্বিতাম্॥ ১৩
উৎপাট্য শিরসা কৃত্বা প্রবিবেশ রসাতলম্।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে চুক্রুশুর্ভয়পীড়িতাঃ॥ ১৪
শরণং প্রযযুর্দেবং নারায়ণমনাময়ম্।
ততস্তদদ্ভুতং জ্ঞাত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ১৫
বারাহরূপমাস্থায় বিশ্বরূপং জনার্দ্দনঃ।
অনাদিমধ্যান্তবপুঃ সর্ব্বদেবময়ো বিভুঃ॥ ১৭
বিশ্বতঃপাণিপচ্চক্ষুর্মহাদংষ্ট্রো মহাভুজঃ।
দংষ্ট্রৈকয়া তঞ্চ দৈত্যং জঘান পরমেশ্বরঃ॥ ১৭
দঞ্চূর্ণিতমহাগাত্রো মমার দিতিজাধমঃ।
পতিতাং ধরণীং দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য পূর্ব্ববৎ॥ ১৮
সংস্থাপ্য ধারয়ামাস শেষে কূর্ম্মবপুস্তদা।
তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ক্রোড়রূপং মহাহরিম্।
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈব ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ॥ ১৯
দেবা ঊচুঃ।
নমো যজ্ঞবরাহায় নমস্তে শতবাহবে।
নমস্তে দেবদেবায় নমস্তে বিশ্বরূপিণে॥ ২০
নমঃ স্থিতিস্বরূপায় সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপিণে।
কলাকাষ্ঠানিমেষায় নমস্তে কালরূপিণে॥ ২১
ভূতাত্মনে নমস্তভ্যমৃগ্বেদবপুষে তথা।
সুরাত্মনে নমস্তভ্যং সামবেদায় তে নমঃ॥২২

রূপ কথিত হইয়া পরমেশকে বলিতে লাগিল। জয় বিজয় বলিল,—হে মানদ! আমরা বহুকাল মহীতলে থাকিতে সমর্থ নহি, অতএব জানিবেন—আমরা আপনার শত্রু হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার জন্য পৃথিবীতে প্রস্থান করিলাম। হে দেব! আমরা আপনা কর্তৃক নিহত হইয়া পুনরায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইব। পুরাকালে মহাবল মহাবীর্য্য দ্বারপালদ্বয় এইরূপ বলিয়া কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে মহাসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ ও হিরণ্যাক্ষ কনিষ্ঠ; উভয়েই ভূবিখ্যাত মহাবীর্য্য ও বলোদ্ধত। অপ্রমাণশরীর মদোদ্ধত হিরণ্যাক্ষ স্বীয় সহস্র বাহুতুল্য ভুজ এবং মস্তক দ্বারা সাগর, দ্বীপ ও মহীধরসমন্বিত সর্ব্বজীবযুক্ত পৃথিবীকে উৎপাটিত করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন দেবগণ ভয়পীড়িত হইয়া রোদন করিতে করিতে অনাময় নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধর জনার্দ্দন এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া বরাহরূপ পরিগ্রহ করিলেন। আদি মধ্য ও অন্তহীন সর্ব্বদেবময় সেই বিশ্বরূপের সকল দিকে হস্ত, সর্ব্বদিকে পাদ ও সর্ব্বদিকে চক্ষু বিরাজিত। মহাদংষ্ট্রাবিশিষ্ট মহাভুজশালী বিভু পরমেশ্বর একমাত্র দংষ্ট্রাদ্বারা সেই দানবকে নিহত করিলেন, দানবাধমের মহাদেহ চূর্ণিত হইল, সে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিল। তখন ভগবান্ ধরণীকে পতিত দেখিয়া পূর্ব্ববৎ দংষ্ট্রাদ্বারা তাহার উদ্ধার সাধন এবং স্বয়ং কূর্ম্মবপু হইয়া পৃথিবীকে শেষমস্তকে স্থাপিত করত ধারণ করিলেন। অনন্তর সুর ও মুনিগণ বরাহরূপী মহাহরিকে অবলোকন করিয়া ভক্তিনম্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্তব করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—যজ্ঞবরাহকে নমস্কার। হে শতবাহো! আপনাকে নমস্কার। হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার, হে বিশ্বরূপিন্! আপনাকে নমস্কার। স্থিতিস্বরূপ সর্ব্বযজ্ঞরূপকে নমস্কার। আপনি কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ ও কালরূপধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভূতাত্মা, ঋগ্বেদবপু, সুরাত্মা, সামবেদস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি

ওঙ্কারায় নমস্তভ্যং যজুর্ব্বেদস্বরূপিণে।
ঋচঃস্বরূপিণে চৈব চতুর্ব্বেদময়ায় চ॥ ২৩
নমস্তে বেদবেদাঙ্গসাঙ্গোপাঙ্গায় তে নমঃ।
গোবিন্দায় নমস্তভ্যমনাদিনিধনায় চ॥ ২৪
নমস্তে বেদবিদুষে বিশিষ্টৈকস্বরূপিণে।
শ্রীভূনীলাধিপতয়ে জগৎপিত্রে নমো নমঃ॥ ২৫
মহাদেব উবাচ।
ইত্যাদিস্তুতিভিঃ স্তুত্বা দেবং বার হরূপিণম্।
অর্চ্চয়ামাসুরাশ্লেশং গন্ধপুষ্পাদিভির্হরিম্॥ ২৬
সমর্চ্চ্যমানস্তৈর্দেবৈস্তেষামিষ্টং বরং দদৌ।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গায়মানো মুদা হরিঃ॥ ২৭
মহর্ষিভিঃ স্তূয়মানস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
এভিঃ স্তুত্বা নরো ভক্ত্যা প্রাতরুত্থায় ভক্তিমান্
ঈপ্সিতাং লভতে ভূমিং চিরং শস্যফলান্বিতাম্
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বারাহবৈভবং হরেঃ।
নারসিংহং তথা বক্ষ্যে শৃণু দেবি বরাননে॥২৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বরাহাবতারকথনং নাম সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমো-হধ্যায়ঃ॥ ২৩৭॥

ওঙ্কার ও যজুর্ব্বেদস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ঋক্‌স্বরূপ, চতুর্ব্বেদময় ও সাঙ্গোপাঙ্গ বেদবেদাঙ্গ, আপনাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! আপনি অনাদিনিধন, বেদবিদ্বান্ বৈশিষ্ট্যময়, একরূপ এবং আপনি শ্রী ভূ ও নীলার অধিপতি ও জগতের পিতা; আপনাকে নমস্কার নমস্কার। মহাদেব কহিলেন,—এই সকল ও অন্যান্য স্তুতিবাক্যে দেবগণ বরাহদেবের স্তুতি করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সেই আশ্লেশ হরির পূজা করিলেন। হরি সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সম্যক্ পূজিত হইয়া তাহাদিগের অভীষ্ট বর দান করিলেন। অনন্তর অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগান এবং মুদিত মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিলে তিনি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ভক্তিমান্ মানবগণ এই সকল স্তুতিবাক্যে প্রভাতে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়া অভীষ্ট ভূমি লাভ করে। সেই ভূমি চিরফলশস্য-শালিনী হয়। হে বরাননে দেবি! হরির বরাহবিভূতি এই তোমার নিকট সমস্তই কথিত হইল। অতঃপর নারসিংহ-ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিব, শ্রবণ কর। ২০—২৯।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৭।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
ভ্রাতরং নিহতং জ্ঞাত্বা হিরণ্যকশিপুস্ততঃ।
তপস্তেপে মহাদৈত্যো মেরোঃ পার্শ্বে চ মাং প্রতি॥১
দিব্যবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো মহাবলঃ।
জপন্ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং পূজয়ামাস মাং শুভে॥ ২
ততঃ প্রহৃষ্টমনসা তমবোচং মহাসুরম্।
বরং বৃণীষ দৈতেয় যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
ততঃ প্রোবাচ দৈতেয়ো মাং প্রসন্নং শুভাননে
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
পশুপক্ষিমৃগাণাঞ্চ সিদ্ধানাং বৈ মহাত্মনাম্॥ ৪
যক্ষবিদ্যাধরাণাঞ্চ কিন্নরাণাং তথৈব চ।
সর্ব্বেষামেব রোগাণামায়ুধানাং তথৈব চ।

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—অতঃপর অনুজের মরণ জানিয়া মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপু মেরু-পার্শ্বে আমার তপস্যা করিল। হে শুভে! ঐ মহাবল দিব্য সহস্র বৎসর পবনাশনে" পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া আমাকে পূজা করিল, তারপর আমি প্রসন্নমনে সেই মহাসুরকে কহিলাম,—হে দৈতেয়! তুমি মনোগত বর প্রার্থনা কর। হে শুভাননে! অনন্তর দানব আমাকে প্রসন্ন জানিয়া প্রার্থনা করিল। ১—৩। হিরণ্যকশিপু কহিল,—দেব, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, মহাত্মা সিদ্ধ, যক্ষ, বিদ্যাধর, কিন্নর, সর্ব্বরোগ, সকল শস্ত্র এবং নিখিল

সর্ব্বেষামৃষিমুখ্যানামবধ্যত্বং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫

মহাদেব উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তদ্রক্ষস্তক্রবং প্রিয়দর্শনে।
মত্তো মহদ্বরং প্রাপ্য স দৈতেয়ো মহাবলঃ ॥ ৬
জিত্বা মহেন্দ্রং দেবাংশ্চ স ত্রৈলোক্যেশ্বরো-
হভবৎ।
সর্ব্বাংশ্চ যজ্ঞভাগাংশ্চ স্বয়মেবাগ্রহীদ্বলাৎ ॥ ৭
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি দেবতাস্তেন নির্জ্জিতাঃ।
তস্যৈব কিঙ্করাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বা দেবদানবাঃ ॥ ৮
যক্ষাশ্চ নাগাঃ সিদ্ধাশ্চ সাধ্যাশ্চ বশবর্ত্তিনঃ।
উত্তানপাদস্য সুতাং কল্যাণীং নাম কন্যকাম্ ॥৯
উপযেমে বিধানেন দৈত্যরাজো মহাবলঃ।
তস্যাং জাতো মহাতেজাঃ প্রহ্লাদো দৈত্যরাট্
শুভে ॥ ১০
অনুরক্তো হৃষীকেশে গর্ভবাসেহপি যো হরৌ
সর্ব্বাবস্থাসু কৃত্যেষু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ১১
নান্যং জানাতি দেবেশাৎ প্রসন্নাত্মা সনাতনাৎ
স কালেহপি বিনীতঃ সন্ গুরুগেহেহবসৎসুধীঃ
অধীত্য সর্ব্ববেদাংশ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য গুরুণা সহ দৈত্যজঃ ॥১৩
পিতুঃ সমীপমাগত্য ববন্দে বিনয়ান্বিতঃ।
তং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং তনয়ং শুভলক্ষণম্।
অঙ্কে নিধায় দৈত্যেন্দ্রঃ প্রোবাচেদং
শুচিস্মিতম্ ॥ ১৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রহ্লাদ চিরকালং ত্বং গুরুগেহে নিবেশিতঃ।
যদুক্তা গুরুণা বিদ্যা তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত ॥ ১৫

মহাদেব উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ স্বপিত্রা বৈ প্রহ্লাদো জন্মবৈষ্ণবঃ।
প্রাহ দৈত্যেশ্বরং প্রীত্যা বচনং কলুষাপহম্ ॥১৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

যো বৈ সর্ব্বোপনিষদামর্থঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ।
তং বৈ সর্ব্বগতং বিষ্ণুং নমস্কৃত্বা ব্রবীমি তে ॥

মহাদেব উবাচ।

ইতি বিষ্ণুস্তুতিং শ্রুত্বা দৈত্যরাড্ বিস্ময়ান্বিতঃ ॥

ঋষিমুখ্য হইতে আমার মৃত্যু হইবে না, এইরূপ বর প্রদান করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে প্রিয়দর্শনে! আমি সেই রাক্ষসকে কহিলাম,—তাহাই হউক। অনন্তর আমার নিকট তাদৃশ মহাবর লাভে মহাবল দানব মহেন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিয়া ত্রিলোকের ঈশ্বর হইল। বলপূর্ব্বক সর্ব্বযজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিল, দেবগণ তৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলেন, তাঁহাদের ত্রাণকারী কেহ রহিলেন না। গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, যক্ষ, নাগ, সিদ্ধ ও সাধ্যগণ তাহার বশবর্ত্তী হইয়া সেবা করিতে লাগিল। মহাবল দানববর উত্তানপাদনন্দিনী কল্যাণীনাম্নী কন্যাকে বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিল। হে শুভে! সেই কল্যাণীর গর্ভে মহাতেজা দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রহ্লাদ গর্ভবাসকালেই হৃষীকেশ হরিতে অনুরক্ত হইলেন। প্রসন্নাত্মা প্রহ্লাদ সর্ব্বাবস্থায় ও অখিল কৃত্যে মন বাক্য কায় ও কর্ম্মদ্বারাও দেবেশ সনাতন ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানিতেন না। সুধী বিনীত প্রহ্লাদ যথাকালে গুরুগৃহে বাস করিয়া চতুর্ব্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে দৈত্যতনয় প্রহ্লাদ গুরুর সহিত পিতার সমীপে আগমন করিয়া সবিনয়ে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু শুভলক্ষণ তনয়কে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক সহাস্যমুখে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। হিরণ্যকশিপু বলিল,—হে সুব্রত প্রহ্লাদ! তোমাকে অনেক কাল গুরুগৃহে নিযুক্ত রাখিয়াছি, গুরু তোমাকে কি বিদ্যা বলিয়াছেন, তাহা আমাকে বল। মহাদেব বলিলেন,—আজন্ম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রাদিষ্ট হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক সেই দৈত্যপতিকে বক্ষ্যমাণ কলুষনাশন বাক্য বলিলেন ।৪—১৬। প্রহ্লাদ বলিলেন,—যিনি সর্ব্বোপনিষদের অর্থ পুরুষ ঈশ্বর, আমি সেই সর্ব্বগত বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া আপনাকে বলিতেছি। মহাদেব বলি-

উবাচ তং গুরুং রোষাৎ কিং ত্বয়োক্তং মমাত্মজে ॥ ১৮
মমাত্মজস্য দুর্বুদ্ধে হরিসংস্তবমীদৃশম্‌ ।
কিমর্থমুক্তবান্ জাড্যমকার্য্যং ব্রাহ্মণোচিতম্‌ ॥
অশ্রাব্যং মদমিত্রস্য স্তবমেতং মমাগ্রতঃ ।
বালেনাপি কৃতং তেতত্বৎপ্রাসাদাদ্দ্বিজাধম ॥ ২০
ইত্যুক্তা পরিতো বীক্ষ্য দৈত্যরাট্ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
উবাচ দৈত্যমেকন্তু বধ্বৈনং দ্বিজাধমম্‌ ॥ ২১
ইতি রাজবচঃ শ্রুত্বা স ববন্ধ ভৃগোঃ সুতম্‌ ।
বধ্যমানং গুরুং দৃষ্ট্বা প্রহ্লাদো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ।
উবাচ পিতরং তাত ইদং মে নোক্তবান্ গুরুঃ ॥
কৃপয়া দেবদেবস্য শিক্ষিতোঽস্মি হরেঃ প্রভো
নান্যো গুরুর্মে ভবতি স এব প্রেরকো হরিঃ ॥
শ্রোতা মন্তা তথা বক্তা দ্রষ্টা সর্ব্বগ ঈশ্বরঃ ।
হরিরেবাক্ষয়ঃ কর্ত্তা নিয়ন্তা সর্ব্বদেহিনাম্‌ ।
তস্মাদনাগসো বিপ্রো মোক্তব্যোঽয়ং গুরুঃ প্রভো ॥ ২৪

মহাদেব উবাচ ।

ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুস্ততঃ ।
তং ব্রাহ্মণং মোচয়িত্বা স্বসুতং প্রাহ বিস্ময়াৎ
কিং বৎস ত্বং ভ্রমস্ত্বেবং মিথ্যাবাক্যৈর্দ্বিজন্মনঃ
কো বিষ্ণুঃ কিন্নু তদ্রূপং কুত্রাসৌ সংস্থিতো হরিঃ ॥ ২৬
অহমেবেশ্বরো লোকে ত্রৈলোক্যাধিপতির্যতঃ ।
মামেবার্চ্চয় গোবিন্দং ত্যজ শত্রুং দুরাসদম্‌ ॥
অথবা শঙ্করং দেবং রুদ্রং লোকগুরুং প্রভুম্‌ ।
অর্চ্চয়স্ব সুরাধ্যক্ষং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং শিবম্‌ ॥ ২৮
ত্রিপুণ্ড্রধারণং কৃত্বা ভস্মনা দৈত্যপূজিতম্‌ ।
পূজয়িত্বা মহাদেবং পাশুপত্যোক্তমার্গতঃ ॥২৯

মহাদেব উবাচ ।

ইতি দৈত্যপতের্বাক্যং শ্রুত্বা দৈত্যপুরোহিতাঃ
পুরোহিতা উচুঃ ।
এবমেব মহাভাগ কুরুষ বচনং পিতুঃ ।

লেন,—দৈত্যরাজ পুত্রমুখে এবংবিধ বিষ্ণু-স্তুতি শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং কোপভরে গুরুকে বলিল,—দুর্বুদ্ধে! তুমি আমার পুত্র প্রহ্লাদকে এ কি বলিয়াছ? আমার তনয়ের নিকট ঈদৃশ অকার্য্য জাড্য বিষ্ণুস্তব কি জন্য কীর্ত্তন করিয়াছ? হে বিপ্র! ইহা কি উচিত হইয়াছে? হে দ্বিজাধম! প্রহ্লাদ বালক হইয়াও যে আমার সম্মুখে অশ্রাব্য মদীয় শত্রুর স্তব করিয়াছে, ইহা তোমারই জন্য ঘটিয়াছে। দৈত্যপতি এইরূপ কহিয়া সর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইল, এবং জনৈক দৈত্যকে বলিল,—এই দ্বিজাধমকে বন্ধন কর। দৈত্যরাজের তাদৃশ আদেশ শুনিয়া সেই অসুর ভৃগুনন্দনকে বন্ধন করিল। ব্রাহ্মণপ্রিয় প্রহ্লাদ গুরুপুত্রকে বধ্যমান অবলোকন করিয়া পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে তাত! গুরু আমাকে এরূপ বলেন নাই, দেবদেব প্রভু হরির কৃপায় আমি এইরূপ শিক্ষা করিয়াছি। সেই প্রেরক হরিই আমার গুরু, তিনি ভিন্ন আমার অন্য গুরু নাই। সেই হরিই শ্রোতা, মন্তা, বক্তা, দ্রষ্টা, সর্ব্বগ, ঈশ্বর, অক্ষয়, কর্ত্তা ও সর্ব্বদেহীর নিয়ন্তা। এই বিপ্রের দোষ নাই। অতএব হে প্রভো! ইঁহাকে মুক্ত করুন! অনন্তর হিরণ্যকশিপু পুত্রের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিল কিন্তু বিস্ময়বশে স্বীয় সুতকে কহিল,—হে বৎস! তুমি কেন এই ভ্রান্ত দ্বিজের মিথ্যা বাক্যজালে বিজড়িত হইয়াছ? বিষ্ণু কে? তাহার আকার কিরূপ? সেই হরি কোন্ স্থানে অবস্থিত? আমি ত্রিলোকের অধিপতি, অতএব সর্ব্বলোকের ঈশ্বর! দুরাসদ শত্রু গোবিন্দকে ত্যাগ করিয়া আমারই পূজা কর। অথবা অসুরাধ্যক্ষ লোকগুরু রুদ্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ শিব প্রভু শঙ্কর দেবকে পূজা কর। তুমি পাশুপত্য পথে ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া দৈত্যপূজিত মহাদেবের অর্চ্চনা কর। ১৭-২৯। মহাদেব কহিলেন,—দৈত্যপুরোহিতগণ দানবরাজের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে প্রহ্লাদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—

ত্যজ শক্রং কৈটভারিংপূজয়স্ব ত্রিলোচনম্ ॥৩১
রুদ্রাৎ পরতরো দেবো নাস্তি সর্ব্বপ্রদো নৃণাম্
পিতা তবাপি তস্যৈব প্রসাদাদীশ্বরোঽভবৎ ॥
মহাদেব উবাচ।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রহ্লাদো জন্মবৈষ্ণবঃ
প্রহ্লাদ উবাচ।
অহো ভগবতঃ শ্রেষ্ঠা যন্মায়ামোহিতং জগৎ।
অহো বেদান্তবিদ্বুষঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতাঃ ॥৩৪
ব্রাহ্মণা অপি চাপল্যাদ্বদন্ত্যেবং মদান্বিতাঃ।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্ ॥ ২৫
নারায়ণঃ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরম্।
গতির্ব্বিশ্বস্য জগতঃ শাশ্বতং শিবমচ্যুতঃ ॥ ৩৬
ধাতা বিধাতা জগতো বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ৩৭
হিরণ্ময়বপুর্নিত্যঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
শ্রীভূনীলাপতিঃ সৌম্যো নির্ম্মলঃ শুভবিগ্রহঃ ॥
তেনৈব সৃষ্টৌ ব্রহ্মেশৌ সর্গে দেবোত্তমে বিভু

তস্যৈবাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বর্ত্তেতে ব্রহ্মশঙ্করৌ ॥৩৯
ভীষাস্মাদ্বাতি পবনো ভীষোদেতি দিবাকরঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রোঽথ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৪০
আসীদেকো হরির্দিব্যো দেবো নারায়ণঃ পরঃ
ব্রহ্মা নেন্দ্রো ন চেশানো ন চ চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
ন বা দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ নক্ষত্রাণি দিবৌকসঃ।
তস্য বিষ্ণোঃ পরং ধাম সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৪২
এবং সর্ব্বোপনিষদামর্থং হিত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
রাগাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি কিং ব্রবীথ মমাগ্রতঃ ॥ ৪৩
তং সর্ব্বরক্ষকং দেবং ত্যক্ত্বা সর্ব্বেশ্বরং হরিম্।
কথং পাষণ্ডমাশ্রিত্য পূজয়ামি চ শঙ্করম্ ॥ ৪৪
লক্ষ্মীপতিং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
ইন্দীবরদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৫৪
শ্রীবৎসলাঞ্ছিতোরস্কং সর্ব্বাভরণ ভূষিতম্।
সদা কুমারং সর্ব্বেশং নিত্যানন্দসুখপ্রদম্ ॥ ৪৬

তুমি পিতার এই বাক্যই পালন কর। তুমি কৈটভরিপু শত্রুকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোচনের অর্চ্চনা কর। মানবগণের পক্ষে রুদ্র হইতে সর্ব্বপ্রদ অন্য কোন পরতর দেবতা নাই। তোমার পিতা তাঁহারই প্রসাদে ঈশ্বর হইয়াছেন। মহাদেব বলিলেন,—আজন্ম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সেই পুরোহিতগণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—অহো! যে মায়ায় জগৎ মোহিত হয়, ভগবানের সেই মায়াই শ্রেষ্ঠা! অহো! সর্ব্বলোকপূজ্য বেদান্তবিদ্ দ্বিজগণও মদান্বিত হইয়া চাপল্যবশে এইরূপ বলিতেছেন! নারায়ণ পরমব্রহ্ম, নারায়ণ পরমতত্ত্ব, নারায়ণ পরম ধ্যাতা নারায়ণই পরম ধ্যান। তিনি বিশ্বের গতি, শাশ্বত অচ্যুত শিব সনাতন বাসুদেব, ও জগতের ধাতা ও বিধাতা। এই বিশ্বই সেই পুরুষের বপু; সেই পুরুষাশ্রয়েই এই বিশ্ব জীবিত। তিনি হিরন্ময়বপু, নিত্য, পুণ্ডরীকনিভনয়ন, সৌম্য, নির্ম্মল ও শুভবিগ্রহ এবং তিনিই শ্রী, ভূ ও নীলার অধিপতি। তিনিই স্বর্গে দেবোত্তম বিভু ব্রহ্মা ও শঙ্করকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ পুরস্কৃত করিয়াই ব্রহ্মা ও শঙ্কর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহারই ভয়ে প্রভঞ্জন প্রবাহিত হন, তাঁহার ভয়ে প্রভাকর উদিত হন, তাঁহারই ভয়ে বিভাবসু ও চন্দ্র দীপ্তি পান এবং যম ধাবিত হন। পূর্ব্বে একমাত্র পরম দেব দিব্য নারায়ণ হরিই বিদ্যমান ছিলেন; ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঈশান, চন্দ্র, দিবাকর, অন্তরীক্ষ, ক্ষিতি, নক্ষত্র ও দেবগণ কেহই ছিলেন না। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সেই বিষ্ণুর পরম ধাম দর্শন করেন। দ্বিজোত্তমগণ এবংবিধ সেই সর্ব্বোপনিষদের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া রাগ, ক্ষোভ অথবা ভয়ে আমার সম্মুখে এ কি বলিতেছেন? আমি সেই সর্ব্বপালক সর্ব্বেশ্বর দেব হরিকে পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডপথের আশ্রয়ে শঙ্করের পূজা করিব?৩০-৪৪। মহাত্মা সনকাদি যোগিগণ যে রমাপতি দেবদেব অনন্ত পুরুষোত্তম ইন্দীবরদলশ্যাম পদ্মপত্রায়তলোচন শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষা সর্ব্বাভরণভূষিত সদাকুমার সর্ব্বেশ নিত্যানন্দ-সুখপ্রদ কৃষ্ণকে

কৃষ্ণং দধ্যুর্মহাত্মানো যোগিনঃ সনকাদয়ঃ ।
যমর্চ্চযন্তি ব্রহ্মেশশক্রাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৪৭
যস্য পত্ন্যাঃ কটাক্ষার্দ্ধদৃষ্ট্যা হৃষ্টা দিবৌকসঃ ।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রবরুণযমসোমধনাধিপাঃ ॥ ৪৮
যন্নামস্মরণাদেব পাপিনামপি সত্বরম্ ।
মুক্তির্ভবতি জন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভা ॥ ৪৯
স এবং রক্ষকঃ শ্রীশো দেবানামপি সর্ব্বদা ।
তমেব পূজয়িষ্যামি লক্ষ্ম্যা সংযুতমচ্যুতম্ ॥ ৫০
প্রাপ্স্যামি সুসুখেনৈব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্

মহাদেব উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা হিরণ্যকশিপুস্ততঃ ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জজ্বালাগ্নিরিবাপরঃ ।
পরিতো বীক্ষ্য দৈতেয়ানিত্যাহ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ভীষণৈঃ শস্ত্রসঙ্ঘাতৈঃ প্রহ্লাদং পাপকারিণম্ ।
মমাজ্ঞয়া ঘাতয়ধ্বংশক্রপূজনতৎপরম্ ॥ ৫৩
রক্ষিতা হরিরেবেতি রক্ষ্যতে তেন বাৎসলাৎ
অদ্যৈব সফলং তস্য পশ্যেয়ং হরিরক্ষণম্ ॥ ৫৪

মহাদেব উবাচ ।

তদোদ্যতাস্ত্রা দৈতেয়া হন্তুং দৈত্যেশ্বরাত্মজম্
পরিবার্য্য মহাত্মানং তস্থুর্দৈত্যেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ৫৫
প্রহ্লাদোঽপি তথা বিষ্ণুং ধ্যাত্বা হৃদয়পঙ্কজে
জপন্নষ্টাক্ষরং মন্ত্রং তস্থৌ গিরিরিবাপরঃ ॥ ৫৬
তং জঘ্নুঃ পরিতো বীরাঃ শূলতোমরশক্তিভিঃ
প্রহ্লাদস্য বপুস্তত্র হরিসংস্মরণাচ্ছুভে ॥ ৫৭
বিষ্ণোঃ প্রভাবাদুর্দ্ধর্ষাদ্বজ্রভূতমভূৎ শুভে ।
ততঃ সম্প্রাপ্য তদ্গাত্রং মহাস্ত্রাণি সুরদ্বিষাম্ ।
নীলোৎপলদলানীব পেতুশ্ছিন্নাঃ ক্ষিতৌ শুভে
অল্পমপ্যস্য তদ্গাত্রং ভেত্তুং দৈত্যা ন চ ক্ষমাঃ
বিস্মিতাবাঙ্মুখাস্তস্থুর্দৈত্যরাজান্তিকে ভটাঃ ।
তাদৃগ্বিধং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা পুত্রং মহাবলম্ ॥ ৬০
বিস্ময়ং পরমং গত্বা দৈত্যরাট্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
আদিদেশ ততঃ সর্ব্বান্ দন্দশূকান্মহাবিষান্ ॥ ৬১

চিন্তা করেন ; ব্রহ্মা ঈশ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে পূজা করেন ; ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, যম, সোম ও ধনাধিপ—এই সকল দেবতারাও যাহার পত্নীর কটাক্ষদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া হর্ষ প্রাপ্ত হন, যাঁহার নামস্মরণে পাপী জীবগণেরও ব্রহ্মাদি দেবগণদুর্লভ মুক্তি সত্বর লাভ হইয়া থাকে এবং যে রমাপতি দেবগণেরও সর্ব্বদা রক্ষক, আমি লক্ষ্মীর সহিত সেই অচ্যুতের অর্চ্চনা করিয়া অনায়াসে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইব। মহাদেব বলিলেন,—অনন্তর হিরণ্যকশিপু পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে মহারোষে আবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় জলিয়া উঠিল। সে সকলদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া দৈত্যগণকে আদেশ করিল। হিরণ্যকশিপু কহিল,—আমার আদেশে শক্রর পূজক পাপকারী প্রহ্লাদকে ভীষণ শস্ত্রসমূহ দ্বারা আঘাত কর। হরিই রক্ষিতা, তিনি বাৎসল্যবশে রক্ষা করেন! অদ্য এই কথার সাফল্য অবলোকন করিব, দেখিব—হরির রক্ষা কিরূপ! অনন্তর দৈত্যরাজাজ্ঞায় উদ্যতাস্ত্র দৈত্য সকল সেই অসুররাজকুমার মহাত্মা প্রহ্লাদের বধার্থ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাড়াইল ; এদিকে প্রহ্লাদও হৃদয়পদ্মে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করত দ্বিতীয় অচলের ন্যায় অচল রহিলেন! বীরগণ তাঁহার সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহাকে শূল, তোমর ও শক্তি দ্বারা আঘাত করিল। হে শুভে! তখন বিষ্ণুস্মরণে ও তদীয় অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রহ্লাদের দেহ দারুণ বজ্রের ন্যায় হইল। অসুরগণের শস্ত্র সকল প্রহ্লাদের গাত্রলগ্ন হইয়া নীলোৎপলপত্রের ন্যায় ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল।৪৫-৫৮। হে শুভে! অসুরগণ প্রহ্লাদের গাত্র অত্যল্পমাত্রও ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া বিস্মিত হইল এবং দৈত্যরাজসকাশে উপনীত হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিল। অনন্তর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাদৃশ মহাত্মা মহাবল তনয়কে অবলোকন করিয়া পরম বিস্মিত ও ক্রোধমূর্চ্ছিত হইল, সে রোষবশে বাসুকি প্রভৃতি মহাবিষ ভীষণ

বাসুকিপ্রভৃতীন্ ভীমান্ খাদয়ধ্বমিতি ক্রুধা।
আদিষ্টাস্তেন রাজ্ঞাথ তে নাগাঃ সুমহাবলাঃ॥
জ্বলিতাস্যা মহাভীমাস্তঞ্চথাহুর্ম্মহাবলম্।
গরুড়ধ্বজভক্তং তং বিদশ্য গরলায়ুধাঃ॥ ৬৩
নির্ব্বিষাশ্ছিন্নদশনা বভূবুরনিলাশনাঃ।
বৈনতেয়সহস্রেণ ছিন্নগাত্রাঃ সুবিহ্বলাঃ॥ ৬৪
প্রদুদ্রুবুর্দ্দিশঃ সর্ব্বা বমন্তো রুধিরং ভৃশম্।
তাদৃগ্বিধান্মহাসর্পান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যপতিস্তদা॥ ৬৫
আদিদেশ ততঃ ক্রুদ্ধো দিগ্‌গজান্ সুমদান্বিতান্।
নির্দ্দিষ্টাস্তেন রাজ্ঞাথ দিগ্‌গজাশ্চ মদোদ্ধতাঃ॥
পরিবার্য্যাথ তং জঘ্নুর্দন্তৈঃ পৃথুতরৈর্ভৃশম্।
অথ দিগ্‌গজদন্তাশ্চ ছিন্নমূলাঃ পতন্ ভুবি॥৬৭
দন্তৈর্বিনাকৃতা নাগা ভয়ার্ত্তা বৈ প্রদুদ্রুবুঃ।
তান্ দৃষ্ট্বাথ মহাভাগান্ দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতো বলী॥ ৬৮

ভুজঙ্গগণকে আদেশ করিল—ইহাকে ভক্ষণ কর। দৈত্যরাজাদিষ্ট জ্বলিত-বদন সুমহাবল ভীম নাগগণ মহাবল প্রহ্লাদকে দংশন করিল। পবনাশন গরলায়ুধ নাগগণ গরুড়ধ্বজভক্ত প্রহ্লাদকে দংশন করিয়া নির্ব্বিষ হইয়া গেল। তাহাদের দশন-সমূহ ভগ্ন হইল। সহস্র সহস্র গরুড় কর্ত্তৃক সেই নাগগণ ছিন্নগাত্র হইয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইল এবং শোণিত বমন করিতে করিতে তাহারা দশদিকে পলায়ন করিল। তখন দৈত্যরাজ মহানাগগণের তাদৃশ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইল; তার পর সুমদান্বিত দিগ্‌গজগণকে পুত্রের বধব্যাপারে আদেশ করিল। অনন্তর দৈত্য-রাজাদিষ্ট মদোদ্ধত দিগ্‌গজেরা প্রহ্লাদকে পরিবেষ্টন করিয়া পৃথুতর দশন দ্বারা তাঁহাকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর দন্তিগণের দশন বিচ্ছিন্নমূল হইয়া ভূতলে পতিত হইলে দন্তহীন দিগ্‌গজ সকল ভয়ে পলায়ন করিল। অনন্তর বলবান্ দৈত্যেন্দ্র মহানাগগণকে, তথাবিধ অবলোকন করিয়া

প্রজ্বাল্য চ মহাবহ্নিং চিক্ষেপ সুতমাত্মনঃ।
জলশায়িপ্রিয়ং দৃষ্ট্বা প্রহ্লাদং হব্যবাহনঃ॥ ৬৯
ন দদাহ চ তং ধীরং সুশীতঃ সমভূচ্ছিখী।
অদহ্যমানং তং বালং দৃষ্ট্বা রাজা সুবিস্মিতঃ॥
প্রাদাত্তস্মৈ বিষং ঘোরং সর্ব্বভূতাহিতং তদা
তস্য বিষ্ণোঃ প্রভাবাচ্চ বিষমস্যামৃতং ভবেৎ
অর্পণাত্তস্য দেবস্য বিষঞ্চামৃতমশ্নুতে।
এবমাদ্যৈর্বধোপায়ৈর্ঘোররূপৈঃ সুদারুণৈঃ॥৭২
মোহয়িত্বাত্মজং রাজা তস্যাবধ্যত্বমীক্ষ্য চ।
ততঃ সাম্না সুতং প্রাহ দৈত্যরাট্ বিস্ময়াকুলঃ
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
ত্বয়া বিষ্ণোঃ পরত্বঞ্চ সম্যগুক্তং মমাগ্রতঃ।
ব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে॥
যোহসৌ সর্ব্বগতো দেবঃ স এব পরমেশ্বরঃ।
তস্য সর্ব্বগতত্বং বৈ প্রত্যক্ষং দর্শয়স্ব মে॥ ৭৫

কুপিত হইল এবং মহানল প্রজ্বালন করিয়া পুত্র প্রহ্লাদকে তাহাতে নিক্ষেপ করিল। হুতাশন ক্ষীরাব্ধিশায়ীর ভক্ত বীর প্রহ্লাদকে অবলোকন করিয়া দাহ করিল না পরন্তু শিখী স্বয়ং সুশীতল হইয়া গেল। বালক অনলে দগ্ধ হইল না দেখিয়া দৈত্যরাজ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তখন সে তনয়কে সর্ব্বভূতের অহিত ঘোর বিষ প্রদান করিল। কিন্তু বিষ্ণুর প্রসাদে প্রহ্লাদের বিষও অমৃত হইল; তিনি বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া সেই বিষ অমৃতবৎ ভোজন করিলেন। এইরূপ ও অন্যান্য অনেক সুঘোর দারুণ বধোপায় করিয়াও রাজা আত্মজকে মোহিত করিতে পারিল না পরন্তু তাহার অবধ্যত্ব অবলোকন করিল। অনন্তর দৈত্য-রাজ বিস্ময়াকুল হইয়া সুতকে সামবাক্যে বলিতে লাগিল।৬৯—৭৩। হিরণ্যকশিপু কহিল,—তুমি আমার সম্মুখে বিষ্ণুর পরত্ব সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াছ; আর কহিয়াছ,—সেই দেব সর্ব্বভূতব্যাপী, তাই তিনি বিষ্ণু আখ্যায় অভিহিত। যে দেব সর্ব্বগত, তিনি পরমেশ্বর; এক্ষণে আমাকে তাঁহার সর্ব্ব-

ঐশ্বর্য্যশক্তিতেজাংসি জ্ঞানবীর্য্যবলানি চ।
পরস্য তস্য পরমং রূপং গুণবিভূতয়ঃ॥ ৭৬
সম্যগ্‌দৃষ্টা প্রযত্নেন বিষ্ণুং মন্যে দিবৌকসাম্।
মম প্রতিবলো লোকে নাস্তি দেবেষু কশ্চন॥
ঈশানবরদানেন সর্ব্বভূতেষবধ্যতাম্।
প্রাপ্তবান্ সর্ব্বভূতানাং দুর্জ্জয়ত্বঞ্চ মানদ।
ঈশ্বরত্বং লভেদ্বিষ্ণুর্মাং জিত্বা বলবীর্য্যতঃ॥ ৭৮
মহাদেব উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহ্লাদঃ প্রাহ বিস্মিতঃ।
হরেঃ প্রভাবং দৈত্যস্য কথয়ামাস সুব্রতঃ॥ ৭৯
প্রহ্লাদ উবাচ।
যোঽসৌ নারায়ণঃ শ্রীমান্ পরমাত্মা সনাতনঃ।
বসনাৎ সর্ব্বভূতেষু বাসুদেবঃ স উচ্যতে॥ ৮০
সর্ব্বস্যাপি জগদ্ধাতা বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে।
ন কিঞ্চিদস্মাদন্যত্ত জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৮১
সর্ব্বত্র চিদচিদ্বস্তু রূপং তস্যৈব নান্যথা।
ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ব্যোম্নি পাদব্যাপ্তিকলাদ্ভুতা
যোঽসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ
দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাদ্বা জনার্দ্দনঃ।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যেষু স্থাবরেষ্বপি জন্তুষু।
ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্ব্বেষু ক্ষুদ্রেষ্বপি মহৎসু চ॥ ৮৪
মহাদেব উবাচ।
ইতি প্রহ্লাদবচনং শ্রুত্বা দৈত্যবরস্তদা।
উবাচ রোষতাম্রাক্ষো ভর্ৎসয়ংশ্চ সুতং মুহুঃ॥৮৫
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
অসৌ সর্ব্বগতো বিষ্ণুরপি চেৎ পরমঃ পুমান্।
প্রত্যয়ং দর্শয়স্বাদ্য বহুভিঃ কিঞ্চ লাপিতৈঃ॥ ৮৬
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সহসা দৈত্যঃ প্রাসাদস্তম্ভমাত্মনঃ।
তাড়য়ামাস হস্তেন প্রহ্লাদমিদমব্রবীৎ॥ ৮৭
হিরণ্যকশিপুরুবাচ।
অস্মিন্ দর্শয় তং বিষ্ণুং যদি সর্ব্বগতো ভবেৎ
অন্যথা ত্বাং বধিষ্যমি মিথ্যাবাক্যপ্রলাপিনম্॥

গতত্ব প্রত্যক্ষ করাও'। সেই পরম পুরুষের ঐশ্বর্য্য শক্তি, তেজ, জ্ঞান, বীর্য্য, বল, পরম গুণ, রূপ ও বিভূতি এই সকল অবলোকন করিয়া দেবগণমধ্যে আমি সযত্নে তাঁহার বিষ্ণুত্ব মানিয়া লইব। দেবলোকে আমার তুল্য-বলী কেহ নাই। আমি মহাদেবের বরে সর্ব্বভূতের অবধ্যত্ব লাভ করিয়াছি। হে মানদ! তাই আমি সর্ব্বজীবের দুর্জ্জয় হইয়াছি। এক্ষণে বিষ্ণু আমাকে বলবীর্য্যে জয় করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করুক। সুব্রত প্রহ্লাদ পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া দৈত্যরাজের নিকটে হরির প্রভাব বর্ণন করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন, —যিনি পরমাত্মা সনাতন শ্রীমান্ নারায়ণ, সর্ব্বভূতে বাস করেন বলিয়া তিনি বাসুদেব নামে কথিত হন। আর তিনি সর্ব্ব জগতের ধাতা, তাই তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়। তাঁহা হইতে অন্য কোন পৃথক্ পদার্থ নাই। স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সর্ব্বত্র যে সকল চিৎ ও অচিৎ বস্তু বিদ্যমান, ইহা তাঁহারই রূপ, অন্যথা নহে। পরম ব্যোমে তাঁহার যে পাদত্রয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে পাদব্যাপ্তি-কলা অদ্ভুত। যে চক্রগদাপাণি, পীতবাসা জনার্দ্দনকে যোগিগণ ভক্তি দ্বারা দর্শন করেন, ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে কুত্রাপি কেহ দর্শন করিতে পারে না। দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, স্থাবর জীব, ক্ষুদ্র বৃহৎ—সর্ব্বত্রই তিনি পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। কিন্তু রোষ বা মৎসরে সেই জনার্দ্দনকে কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যবর হিরণ্যকশিপু রোষারুণনেত্রে পুত্রকে মুহুর্ম্মুহু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল;—সেই বিষ্ণু যদি পরম পুরুষ হয় আর যদি সে সর্ব্বত্রই অবস্থিত থাকে, তবে আজ আমাকে প্রত্যক্ষ দেখাও, এবিষয়ে বহু আলাপে কি প্রয়োজন?৭৪—৮৬। মহাদেব বলিলেন,—দৈত্যরাজ এইরূপ কহিয়া সহসা স্বীয় প্রাসাদস্তম্ভ হস্তদ্বারা তাড়িত করত প্রহ্লাদকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল হিরণ্য কশিপু কহিল,—বিষ্ণু যদি সর্ব্বগতই হয়, তবে

মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সহসা খড়্গমাকৃষ্য দিতিজেশ্বরঃ।
প্রহ্লাদোরসি চিক্ষেপ হস্তং খড়্গেন তং রুষা।
তস্মিন্ ক্ষণে মহাশব্দঃ স্তম্ভে সংশ্রূয়তে ভৃশম্।
সংবর্ত্তাশনিসংরাবৈঃ খমিব স্ফুটিতান্তরম্ ॥ ৯০
তেন শব্দেন মহতা দৈত্যশ্রোত্রবিঘাতিনা।
সর্ব্বে নিপাতিতা ভূমৌ ছিন্নমূলা ইব দ্রুমাঃ ॥৯১
বিভ্রান্তঃ সম্প্লুতং দৈত্যা মেনিরে বৈ জগত্রয়ম্
ততঃ স্তম্ভে মহাতেজা নিষ্ক্রান্তো বৈ মহাহরিঃ ॥
চকার স মহাঘোরং জগৎক্ষোভনং স্বনম্।
তেন নাদেন মহতা তারকাঃ পতিতা ভুবি ॥৯৩
নৃসিংহবপুরাস্থায় তত্রৈবাবিরভূদ্ধরিঃ।
অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতেজসা স সমাবৃতঃ ॥ ৯৪
মুখে পঞ্চাননপ্রখ্যঃ শরীরে মানুষাকৃতিঃ।
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ স্ফুরজ্জিহ্বাম্বরোদ্ধতঃ ॥ ৯৫
জ্বালাবলিতকেশান্তস্তপ্তালাতেক্ষণো বিভুঃ।
সহস্রবাহুভির্দীর্ঘৈঃ সর্ব্বায়ুধসমন্বিতৈঃ ॥ ৯৬
বৃতো মেরুরিবাভাতি বহুশাখানগান্বিতঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৯৭
তস্থৌ নৃকেসরিরূপঃ সংহর্ত্তুং সর্ব্বদানবান্।
তং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কাশং নরসিংহং মহাবলম্ ॥৯৮
দগ্ধাক্ষিপক্ষ্মো দৈত্যেন্দ্রো বিহ্বলাঙ্গঃ পপাত হ
প্রহ্লাদোঽথ তদা দৃষ্ট্বা নারসিংহোপমং হরিম্
জয়শব্দেন দেবেশং নমশ্চক্রে জনার্দ্দনম্ ॥ ৯৯
দদর্শ তস্য গাত্রেষু নৃসিংহস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০০
লোকান্ সমুদ্রান্ সদ্বীপান্ সুরগন্ধর্ব্বমানুষান্।
অজাণ্ডানাং সহস্রস্তু সটাগ্রে তস্য দৃশ্যতে ॥ ১০১
দৃশ্যন্তে তস্য নেত্রেষু সোমসূর্য্যাদয়স্তথা।
কর্ণয়োরশ্বিনৌ দেবৌ দিশশ্চ বিদিশস্তথা ॥ ১০
ললাটে ব্রহ্মরুদ্রৌ চ নভো বায়ুশ্চ নাসিকে।
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বক্ত্রান্তে জিহ্বায়াস্তু সরস্বতী ॥
দংষ্ট্রাসু সিংহশার্দ্দূলাঃ শরভাশ্চ মহোরগাঃ।
কণ্ঠে চ দৃশ্যতে মেরুঃ স্কন্ধেষপি মহাদ্রয়ঃ ॥১০৪
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাশ্চ বাহুষপি মহাত্মনঃ।

এই স্তম্ভে তাহাকে প্রদর্শন করাও, অন্যথা তুমি মিথ্যাপ্রলাপী, তোমাকে বধ করিব। দৈত্যরাজ এইরূপ বলিয়া সহসা রোষবশে অসি আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রহ্লাদের বধার্থ তাঁহার বক্ষে নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সেই স্তম্ভমধ্যে এক দারুণ মহাশব্দ শ্রুত হইল, তখন মনে হইতে লাগিল যেন প্রলয়-পবন বা অশনি শব্দে আকাশ স্ফোটিত হইল। সেই মহারবে দৈত্যবরের শ্রবণ বধির হইয়া গেল, ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় দৈত্যগণ ভীত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তাহারা মনে করিল যেন ত্রিজগৎ সেই শব্দে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অনন্তর সেই স্তম্ভ হইতে মহাতেজা মহাহরি বাহির হইলেন, তিনি ক্ষিতিক্ষোভকর এক মহা ঘোর রব করিলেন। তাঁহার মুখ সিংহমুখসদৃশ, শরীর মানুষাকার; তদীয় বদন দংষ্ট্রাকরাল, জিহ্বা লোল ও আকাশে প্রস্ফুরিত এবং তিনি অত্যন্ত উদ্ধত। তাঁহার নয়ন তপ্ত তাম্রতুল্য এবং কেশসমূহ জ্বালাময় ও বিলম্বিত। বিবিধ আয়ুধসমন্বিত দীর্ঘ বাহু-সহস্র দ্বারা সেই বিভু বহু প্রত্যন্ত-ভূধর পরিবৃত মেরুমহীধরের ন্যায় প্রতিভাত। দিব্যাভরণভূষিত দিব্য মাল্য ও বসনধারী নৃহরি সর্ব্ব দানবের সংহারার্থ অবস্থিত। সেই ঘোরতেজা মহাবল নরসিংহকে সন্দর্শন করিয়া দৈত্যরাজের অক্ষিপক্ষ্ম দগ্ধপ্রায় হইল, সে বিকলদেহ হইয়া ভূতল আশ্রয় করিল। অনন্তর প্রহ্লাদ তখন নরসিংহসদৃশ হরিকে অবলোকন করিয়া জয়শব্দে সেই দেবেশ জনার্দ্দনকে নমস্কার করিলেন ।৮৭--৯৯। তিনি সেই মহাত্মা নৃসিংহের শরীরে সর্ব্বলোক,সদ্বীপ সমুদ্র, সুর, গন্ধর্ব্ব ও মানুষ সকল সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার জটাগ্রে সহস্র সহস্র অণ্ডজ, নেত্রে সোমসূর্য্যাদি গ্রহগণ, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনী-কুমার ও দিক্ বিদিক্ দৃষ্ট হইল। তাঁহার ললাটে ব্রহ্মা ও রুদ্র, নাসিকায় আকাশ ও সমীরণ, বক্ত্রমধ্যে ইন্দ্র ও অগ্নি, জিহ্বায় সরস্বতী, দশনসমূহে সিংহ শার্দ্দূল শরভ ও মহোরগগণ, কণ্ঠে মেরু, স্কন্ধে মহাদ্রি এবং সেই মহাত্মার বাহুনিবহে দেব তির্য্যক্ ও

নাভৌ চান্তান্তরিক্ষঞ্চ পাদয়োঃ পৃথিবী তথা॥
রোমস্বোষধয়ঃ সর্ব্বাঃ পাদপা নখপঙ্ক্তিষু।
নিশ্বাসেষু চ বেদাশ্চ সাঙ্গোপাঙ্গসমন্বিতাঃ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বে দেবা মরুদ্গণাঃ।
সর্ব্বাঙ্গেষু প্রদৃশ্যন্তে গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ যে॥ ১০৭
ইত্থং বিভূতয়স্তস্য দৃশ্যন্তে পরমাত্মনঃ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্॥
শঙ্খচক্রগদাখড়্গশার্ঙ্গাদ্যৈর্হেতিভির্যুতম্।
সর্ব্বোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা দৈত্যেশ্বরাত্মজঃ॥১০৯
হর্ষাশ্রুজলসিক্তাঙ্গঃ প্রণনাম মুহুর্মুহুঃ।
দৈত্যেন্দ্রস্তু হরিং দৃষ্ট্বা ক্রোধান্মৃত্যুবশে স্থিতঃ॥
যোদ্ধুং খড়্গং সমুদ্যম্য নৃসিংহং তমভিদ্রবৎ।
অথ দৈত্যগণাঃ সর্ব্বে লব্ধসংজ্ঞা মহাবলাঃ॥১১১
স্বান্যায়ুধানি চাদায় হরিং জঘ্নুস্ত্বরান্বিতাঃ।
পলালকাণ্ডানি যথা বহ্নৌ ক্ষিপ্তান্যনেকশঃ॥
তথৈব ভস্মতাং যান্তি মহাস্ত্রাণি হরেস্তনৌ।
তান্যনীকানি দৈত্যানাং দৃষ্ট্বা নরহরিস্তদা॥১১

সটৈর্দদাহ চ জ্বালামালাবিরচিতস্ফুটৈঃ।
নৃকেশরিসটোদ্ভূতবহ্নিনা দানবা ভৃশম্॥ ১১৪
নির্ভস্মিতা গণাঃ সর্ব্বে নিঃশেষন্তদভূদ্বলম্।
প্রহ্লাদং সানুগং হিত্বা ভস্মিতে বীক্ষ্য তদ্বলে
ক্রোধাদ্দৈত্যপতিঃ খড়্গমাকৃষ্যাভিপ্রপদ্যত।
খড়্গহস্তস্তু দৈত্যেন্দ্রং জগ্রাহৈকেন বাহুনা।
পাতয়ামাস দেবেশো যথা শাখাং মহানিলঃ॥
গৃহীত্বা পতিতং ভূমৌ মহাকায়ং নৃকেশরী॥১১৭
স্বোৎসঙ্গে স্থাপয়ামাস দদর্শাসৌ মুখং হরেঃ।
বিষ্ণুনিন্দাকৃতং পাপং তথা বৈষ্ণবদোষজম্॥
নৃসিংহস্পর্শনাদেব নির্ভস্মিতমভূত্তদা।
অথ দৈত্যেশ্বরস্যাথ মহদ্গাত্রং নৃকেশরী॥১১৯
নখৈর্ব্বিদারয়ামাস তীক্ষ্ণৈর্বজ্রনিভৈর্ঘনৈঃ।
স নির্ম্মলাত্মা দৈত্যেন্দ্রঃ পশ্যন্ সাক্ষান্মুখং হরেঃ

মনুষ্যগণ দৃষ্ট হইল। তাঁহার নাভিতে অন্তরীক্ষ, পাদদ্বয়ে পৃথিবী, রোমসমূহে সর্ব্ববিধ ওষধি, নখপংক্তিতে পাদপ, নিশ্বাসে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ এবং সর্ব্বাঙ্গে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই পরমাত্মার এবম্ভূত বিভূতিসমূহ পরিদৃষ্ট হইল। দৈত্যরাজাত্মজ প্রহ্লাদ শ্রীবৎস-কৌস্তুভবক্ষা বনমালাবিভূষিত শঙ্খ চক্র-গদা-খড়্গ ও শার্ঙ্গাদি-আয়ুধসমন্বিত এবং সর্ব্বোপনিষদের অভিধেয় নরসিংহকে অবলোকন করিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিলেন, হর্ষাশ্রু দ্বারা তদীয় দেহ অভিষিক্ত হইল। কিন্তু দৈত্যপতি তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইল। সে সমরবাসনায় অসি উদ্যত করিয়া নৃসিংহের দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর অন্যান্য মহাবল দৈত্যগণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক ত্বরাসহকারে হরিকে প্রহার করিল। কিন্তু বহ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত মাংসখণ্ডের ন্যায় তাহাদের নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র অস্ত্র হরিদেহে পতিত হইয়া নিঃশেষরূপে ভস্মীভূত হইল। নরহরি সেই দৈত্যসেনাগণকে অবলোকন করিয়া জ্বালামালাবিরচিত জটা দ্বারা তাহাদিগকে দাহ করিলেন। নরসিংহের স্ফোটিত জটা হইতে উত্থিত অনলে দানবগণ নিরতিশয় দগ্ধ হইল, দৈত্যরাজের সকল বল নিঃশেষিত হইল। প্রহ্লাদ ও তদীয় অনুচর ব্যতীত অখিল বল ভস্মীভূত হইল, তদ্দর্শনে দৈত্যপতি ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক আগমন করিল। তাহাকে খড়্গহস্ত অবলোকন করিয়া মহানিল যেমন শাখা পাতিত করে, তদ্রূপ দেবেশ হরি একমাত্র বাহুদ্বারা ধারণ করিয়া পাতিত করিলেন।১১০—১১৬। নৃসিংহ ভূপতিত মহাকায় হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করিয়া নিজক্রোড়ে স্থাপন করিলেন, সে হরির মুখ অবলোকন করিতে লাগিল। নৃসিংহস্পর্শে তখন তাহার বিষ্ণুনিন্দাকৃত ও বৈষ্ণবদোষকীর্ত্তনজ পাপ ভস্মীভূত হইয়া গেল। অনন্তর নৃকেশরী দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর মহাদেহ অশনিনিভ তীক্ষ্ণ ঘন নখদ্বারা বিদারণ করিলেন। দৈত্যরাজ সাক্ষাৎ হরিমুখ নিরীক্ষণ

নখনির্ভিন্নহৃদয়ঃ কৃতার্থো বিজহাবসূন্।
তদ্গাত্রং শতধা ভিত্ত্বা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাহরিঃ ॥
আকৃষ্যান্ত্রাণি দীর্ঘাণি কণ্ঠে সংসক্তবান্ প্রিয়ান্।
অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১২২
ব্রহ্মরুদ্রৌ পুরস্কৃত্য শনৈঃ স্তোতুং সমাযযুঃ।
তে প্রসাদয়িতুং ভীতা জ্বলন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥
মাতরং জগতাং ধাত্রীং চিন্তয়ামাসুরীশ্বরীম্।
হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সর্ব্বোপদ্রবনাশিনীম্ ॥১২৪
বিষ্ণোর্নিত্যানবদ্যাঙ্গীং ধ্যাত্বা নারায়ণীং শুভাম্
দেবীসূক্তজপৈর্ভক্ত্যা নমশ্চক্রুঃ সনাতনীম্ ॥
তৈশ্চিন্ত্যমানা সা দেবী তত্রৈবাবিরভূত্তদা।
চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ১২৬
দুকূলবস্ত্রসহিতাং দিব্যমালানুলেপনাম্।
তাং দৃষ্ট্বা দেবদেবস্য প্রিয়াং সর্ব্বে দিবৌকসঃ
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবীং প্রসন্নং কুরু তে প্রিয়ম্
ত্রৈলোক্যস্যাভয়ং স্বামী যথা দদ্যাত্তথা কুরু ॥

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা সহসা দেবী প্রিয়ং প্রাপ্য জনার্দ্দনম্।
প্রণিপত্য নমস্কৃত্য প্রসীদেতি উবাচ তম্ ॥১২৯
তাং দৃষ্ট্বা মহিষীং স্বস্য প্রিয়াং সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ
রক্ষঃশরীরজং ক্রোধং তত্যাজ প্রীতবৎ ক্ষণাৎ
অঙ্কমাদায় তাং দেবীং সমাশ্লিষ্য দয়ানিধিঃ।
কৃপাসুধার্দ্রদৃষ্ট্যা বৈ নিরৈক্ষত সুরান্ হরিঃ ॥
ততো জয়জয়েত্যুচ্চৈঃ স্তুবতাং নমতাং তদা।
তদ্দয়াদৃষ্টিদৃষ্টানাং সানন্দঃ সম্ভ্রমোঽভবৎ ॥১২২
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবং নমস্কৃত্য জগৎপতিম্ ॥

দেবগণা ঊচুঃ।

দ্রষ্টুমত্যদ্ভুতং তেজো ন শক্যাস্তে জগৎপতে।
অত্যদ্ভুতমিদং রূপং বহুবাহুপদাঙ্কিতম্ ॥ ১৩৪

করিয়া নির্ম্মলাত্মা হইল, তদীয় হৃদয় হরির নখে নির্ভিন্ন হইলে সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কৃতার্থ হইল। অনন্তর মহাহরি তীক্ষ্ণ নখরনিকর দ্বারা তাহার দেহ শতধা ভেদ করিলেন, দীর্ঘ অন্ত্রসমূহ আকর্ষণ করিয়া প্রিয়বোধে কণ্ঠে ধারণ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও রুদ্র তাঁহাকে স্তব করিবার জন্য অখিল দেব ও তপোধন মুনিগণকে অগ্রে করিয়া সসম্ভ্রমে আগমন করিলেন। তাঁহারা ভীত হইয়াছিলেন, তাই জ্বলিতবদন বিশ্বতোমুখ নৃসিংহকে প্রসন্ন করিবার জন্য জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী সুরেশ্বরী রমাকে চিন্তা করিলেন। দেবগণ দেবীসূক্ত জপ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক হিরণ্যবর্ণা হরিণী সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী নিত্য অনবদ্যাঙ্গী সনাতনী শুভদায়িনী বিষ্ণুর নারায়ণী শক্তিকে নমস্কার করিলেন। তখন দেবগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমানা চতুর্ভুজা সর্ব্বাভরণভূষিতা বিশালাক্ষী লক্ষ্মী তথায় আবির্ভূতা হইলেন। দিব্যদুকূলাবৃতা দিব্যমাল্যানুলেপনা দেবেশ-বিষ্ণুবনিতাকে অবলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি দেবগণ সেই দেবীকে বলিলেন,—আপনার পতিকে প্রসন্ন করুন, আপনার পতি যাহাতে ত্রিলোককে অভয় দান করেন, তাহার উপায় করুন। মহাদেব বলিলেন,—দেবগণ কর্ত্তৃক দেবী এইরূপে অভিহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রিয়পতি জনার্দ্দনসমীপে আগমন ও তাঁহাকে ভূপতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—প্রসন্ন হউন। সর্ব্বেশ্বর হরি প্রিয় মহিষীকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দৈত্যেন্দ্রের প্রতি জাত রোষ পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নের ন্যায় হইলেন। দয়ানিধি হরি দেবীকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং করুণামৃতময় আর্দ্র দৃষ্টি দ্বারা দেবগণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরগণ উচ্চ জয় শব্দে হরিকে স্তব ও প্রণাম করিলেন এবং তদীয় দয়াদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া আনন্দ ও সম্ভ্রমযুক্ত হইলেন। তদনন্তর হর্ষনির্ভরমনা অমরগণ অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক জগৎপতিকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন।১১৭-১২৩। দেবগণ বলিলেন।—হে জগৎপতে! আপনার অত্যদ্ভুত তেজ দর্শন করা যায় না। আপনার এই

জগত্ত্রয়সমাক্রান্তং তেজস্তীক্ষ্ণতরং তব।
দ্রষ্টুং স্থাতুং ন শক্তাঃ স্মঃ সর্ব্ব এব দিবৌকসঃ॥
মহাদেব উবাচ।
ইত্যর্থিতস্ত বিবুধৈস্তেজস্তদতিভীষণম্।
উপসংহৃত্য দেবেশো বভূব সুখদর্শনঃ॥ ১৩৬
শরৎকোটীন্দুসঙ্কাশঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
সুধাময়সটাপুঞ্জবিদ্যুৎকোটিনিভঃ শুভঃ॥ ১৩৭
নানারত্নময়ৈর্দিব্যৈঃ কেয়ূরৈঃ কটকান্বিতৈঃ।
বাহুভিঃ কল্পবৃক্ষস্য শাখৌঘৈরিব সৎফলৈঃ॥
চতুর্ভিঃ কোমলৈর্দিব্যৈরন্বিতঃ পরমেশ্বরঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশৈঃ শোভিতঃ করপঙ্কজৈঃ॥১৩৯
শঙ্খচক্রগৃহীতাভ্যামুদ্বাহুভ্যাং বিরাজিতঃ।
বরদাভয়হস্তাভ্যামিতরাভ্যাং নৃকেশরী॥ ১৪০
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কো বনমালাবিভূষিতঃ।
উদ্যদ্দিনকরাভ্যাঞ্চ কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ॥
হারকেয়ূরকটকৈর্ভূষণৈঃ সমলঙ্কৃতঃ।
সখ্যাঙ্গস্থশ্রিয়া যুক্তো রাজতে নরকেসরী॥১৪২
লক্ষ্মীনৃসিংহং তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সমহর্ষয়ঃ।
অনন্দাশ্রুজলৈঃ সিক্তা হর্ষনির্ভরচেতসঃ॥১৪৩
আনন্দসিন্ধুমগ্নাস্তে নমশ্চক্রুর্নিরন্তরম্।
অর্চ্চয়ামাসুরাত্মেশং দিব্যপুষ্পসমর্পণৈঃ॥ ১৪৪
রত্নকুম্ভৈঃ সুধাপূর্ণৈরভিষিচ্য সনাতনম্।
বস্ত্রৈরাভরণৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্মনোরমৈঃ॥১৪৫
দিব্যৈর্নিবেদিতৈর্দীপৈরভ্যর্চ্য নৃকেশরিম্।
তুষ্টুবুঃ স্তবনৈর্দিব্যৈর্নমশ্চক্রুর্মুহুর্মুহুঃ॥ ১৪৬
ততঃ প্রসন্নো লক্ষ্মীশস্তেষামিষ্টান্ বরান্ দদৌ।
ততো দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বেশো ভক্তবৎসলঃ
প্রহ্লাদং সর্ব্বদৈত্যানাং চক্রে রাজানমব্যয়ম্।
আশ্বাস্য ভক্তং প্রহ্লাদমভিষিচ্য সুরোত্তমৈঃ॥
দদৌ তস্মৈ বরানিষ্টান্ ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্।
ততো দেবগণৈঃ সর্ব্বৈঃ স্তূয়মানো নৃকেশরী॥

অদ্ভুতরূপ বহু বাহু ও বহু পদাঙ্কিত এবং ইহা ত্রিজগৎ সম্যক্ আক্রমণ করিয়াছে। দেবগণ আপনার তীক্ষ্ণ তেজ দর্শন বা ইহার সমীপে অবস্থান করিতে অসমর্থ। মহাদেব বলিলেন—দেবেশ নরসিংহ দেবগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া সেই অতি ভীষণ তেজ উপসংহারপূর্ব্বক সুখদর্শন হইলেন। তিনি কোটি শরৎশশধরের শোভা ধারণ করিলেন, তাঁহার নয়ন পুণ্ডরীকপ্রভ ও সুধাময় শটাপুঞ্জ কোটি বিদ্যুদাভায় শুভান্বিত হইল। নানারত্নময় দিব্য কেয়ূর-কটকান্বিত তদীয় বাহুনিবহ শুভফলসমন্বিত কল্পপাদপের শাখার ন্যায় শোভা পাইল,পরন্তু তখন সেই পরমেশ্বরকোমল দিব্য বাহুচতুষ্টয়ে অন্বিত হইলেন। তিনি জবাকুসুমসঙ্কাশ কমলতুল্য করচতুষ্টয়ে শোভিত হইলেন, পুরুষসিংহ একদিকের বাহুদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অপর বাহুদ্বয়ে বর ও অভয় শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ তাঁহার বক্ষে শোভা সম্পাদন করিল, নৃকেশরী বনমালা, উদিত দিনকরদ্যুতি কুণ্ডলদ্বয়, হার, কেয়ূর ও কটকালঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইলেন এবং রমাকে বাম দিকে লইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। সলক্ষ্মীক নরসিংহ দর্শনে দেব ও মহর্ষিগণের হৃদয় তখন আনন্দে পূর্ণ হইল, তাঁহারা হর্ষাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহারা হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর নমস্কার ও দিব্যকুসুমার্পণে সেই আত্মেশের পূজা করিলেন। তাঁহারা সনাতন নরসিংহকে সুধাপূর্ণ রত্নকুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া মনোরম বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ ও দিব্য নৈবেদ্য দ্বারা পূজা, দিব্য স্তবে স্তুতি এবং মুহুর্মুহু নমস্কার করিলেন। অনন্তর সর্ব্বেশ ভক্তবৎসল রমাপতি প্রসন্ন হইলেন এবং দেবগণকে অভীষ্ট বর দান করিয়া দেব-গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে ভক্ত প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ্যের অক্ষীয় রাজপদ প্রদানে আশ্বস্ত করিলেন। সুরগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। হরি প্রহ্লাদকে অভীষ্টবর ও অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করিলেন।১২৪—১৪৯। অনন্তর সুরগণ নরসিংহের স্তব করিয়া তদীয়

বিকীর্ণপুষ্পবপুভিস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে স্বং স্বং স্থানং প্রপেদিরে
পুনশ্চ যজ্ঞভাগান্ স্বান্ বুভুজুঃ প্রীতমানসাঃ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা নিরাতঙ্কাভবংস্তদা ॥১৫১
তস্মিন্ হতে মহাদৈত্যে সর্ব্ব এব প্রহর্ষিতাঃ।
প্রহ্লাদস্তু তদা চক্রে রাজ্যং ধর্ম্মেণ বৈষ্ণবঃ॥
হরেঃ প্রসাদাল্লব্ধন্তু রাজ্যং বৈষ্ণবসত্তমঃ।
বহুভির্যজ্ঞদানাদ্যৈরবর্চ্চয়িত্বা নৃকেশরিম্ ॥ ১৫৩
কালে হরিপদং প্রাপ যোগিগম্যং সনাতনম্।
এতৎপ্রহ্লাদচরিতং যে তু শৃণ্বন্তি নিত্যশঃ॥
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
এতত্তে কথিতং দেবি নৃসিংহবৈভবং হরেঃ।
শেষাঞ্চ বৈভবাবস্থাং শৃণু দেবি যথাক্রমম্॥১৫৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে নৃসিংহপ্রাদুর্ভাব-
বর্ণনং নামাষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমো
২ধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮ ॥

দেহে পুষ্প বর্ষণ করিলে তিনি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সুরগণ স্ব স্ব সম্পদ্ লাভ করিলেন এবং পুনরায় নিজ নিজ যজ্ঞভাগ ভোগ করিয়া প্রীতমনা হইলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু গতাসু হইলে সকলেই প্রহর্ষিত হইল, দেব ও গন্ধর্ব্বগণ নিরাতঙ্ক হইলেন। তখন বৈষ্ণব প্রহ্লাদ ধর্ম্ম দ্বারা রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবসত্তম প্রহ্লাদ হরির কৃপায় রাজ্য লাভ করিয়া বহু যজ্ঞ ও দান দ্বারা নৃসিংহের পূজা করিলেন এবং কালে যোগিগম্য সনাতন গোবিন্দপদ প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা নিত্য এই প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহারা পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন। হে দেবি! এই তোমার নিকট নরসিংহ হরির ঐশ্বর্য্য কথিত হইল, অতঃপর যথা যে শেষবৈভবাবস্থা শ্রবণ কর। ১৫০—১৫৫।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৮।

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

প্রহ্লাদস্য সুতো জজ্ঞে বিরোচন ইতীরিতঃ।
তস্য পুত্রো মহাবাহুর্বলির্বৈরোচনঃ প্রভুঃ॥ ১
স তু ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরেঃ প্রিয়তমো ভক্তো নিত্যং ধর্ম্মরতঃ শুচিঃ
স জিত্বা সকলান্ দেবান্ সেন্দ্রাংশ্চ সমরুদ্গণান্
ত্রৈলোক্যান্ স্ববশে স্থাপ্য রাজ্যং চক্রে মহাবলঃ
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী বহুশস্যফলপ্রদা।
গাবঃ পূর্ণদুঘাঃ সর্ব্বাঃ পাদপাঃ ফলপুষ্পিতাঃ॥৪
স্বধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে নরাঃ পাপবিবর্জ্জিতাঃ।
অর্চ্চয়ন্তি হৃষীকেশং সততং বিগতজ্বরাঃ॥ ৫
এবং চকার ধর্ম্মেণ রাজ্যং দৈত্যপতির্বলী।
ইন্দ্রাদিত্রিদশাস্তস্য কিঙ্করাঃ সমুপস্থিতাঃ॥ ৬
ঐশ্বর্য্যং ত্রিষু লোকেষু বুভুজে বলদর্পিতঃ।
ভ্রষ্টরাজ্যং সুতং দৃষ্ট্বা তস্যাপি হিতকাম্যয়া॥ ৭

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন নামে বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র মহাবাহু বলি। বৈরোচন বলি ধর্ম্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, হরির প্রিয়তম ভক্ত, নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানরত ও শুচিদেহ। মহাবল বলি ইন্দ্র ও মরুদ্গণ সহ সর্ব্বদেব জয় করিয়া এই ত্রৈলোক্য স্বীয় বশে স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য করিতে থাকেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী বহু শস্য ফল প্রদান করিতে লাগিল, গো সকল দুগ্ধপূর্ণ, পাদপ সকল বহু পুষ্পফলান্বিত এবং নরগণ স্বধর্ম্মনিরত ও পাপবর্জ্জিত হইল। নরগণ বিগতজ্বর হইয়া তৎকালে নিরন্তর হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিতে লাগিল।১—৫। দৈত্যপতি বলি এইরূপে ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণ তাঁহার কিঙ্কররূপে উপস্থিত হইলেন। বলি বলদর্পিত হইয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। কশ্যপ স্বীয় পুত্র ইন্দ্রকে ভ্রষ্টরাজ্য দেখিয়া

কশ্যপো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তপস্তেপে হরিং প্রতি
অদিত্যা সহ ধর্ম্মাত্মা পয়োব্রতসমন্বিতঃ ॥ ৮
অর্চ্চয়ামাস দেবেশং পদ্মনাভং জনার্দ্দনম্ ।
ততো বর্ষসহস্রাণি তেন সম্পূজিতো হরিঃ ॥ ৯
তত্রৈবাবিরভূত্তস্য দেব্যা সহ সনাতনঃ ।
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১০
ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ।
স্ফুরৎকিরীটকেয়ূরহারকুণ্ডলশোভিতম্ ॥ ১১
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং পীতবস্ত্রেণ বেষ্টিতম্ ।
শ্রিয়া সহ সমাসীনং গরুড়েন্দ্রে মহাত্মনি ॥ ১২
তং দৃষ্ট্বা জগতামীশং হর্ষনির্ভরচেতসা ।
পত্ন্যা সহ নমস্কৃত্বা তুষ্টাব দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১৩

কশ্যপ উবাচ ।

নমো নমস্তে লক্ষ্মীশ সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর ।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বদেবেশ সৃষ্টিসংহারকারক ॥ ১৪
অনাদিনিধনানন্তবপুষে বিশ্বধারিণে ।
নমস্তে বেদবেদাঙ্গবপুষে সর্ব্বচক্ষুষে ॥ ১৫
সর্ব্বাত্মনে নমস্তভ্যং নমঃ সূক্ষ্মতরায় চ ।
কল্যাণগুণপূর্ণায় যোগিধ্যেয়াত্মনে নমঃ ॥ ১৬
নমো যুবকুমারায় শ্রীভূনীলাধিপায় চ ।
নিত্যমুক্তৈকভোগায় পরধাম্নি স্থিতায় চ ॥ ১৭
চতুরাত্মন্নমস্তভ্যং চতুর্ব্যূহ নমোঽস্তু তে ।
পঞ্চাবস্থায় তে তুভ্যং নমস্তে পঞ্চমাত্মক ॥ ১৮
পঞ্চমাত্মকনিষ্ঠৈস্ত্বং যোগিভিঃ পূজ্যসে সদা ।
পঞ্চার্থতত্ত্ববিদুষাং পঞ্চসংস্কারসংস্থিতঃ ॥ ১৯
পঞ্চাপরং স্বরূপন্তে বিজ্ঞেয়ং সততং হরে ।
চতুর্দ্ধা পরিপূর্ণাত্মন্ নিয়তং কবয়ো বিদুঃ ॥ ২০
ত্বৎপ্রসূতিং জগৎ সর্ব্বং পুনন্তি তব কিঙ্করাঃ
ত্রয়ীময়াঃ কর্ম্মনিষ্ঠা যে দ্বিজা ভক্তবৎসলাঃ ॥ ২১
তেষাং দয়েক্ষণাদেব ভববন্ধবিমুক্তয়ে ।
নমোঽস্তু ত্রিজগদ্ধাত্রে স্বয়ং ধাত্রেঽখিলাত্মনে
ধাত্রে বিধাত্রে বিশ্বায় বিশ্বরূপায় তে নমঃ ।
নারায়ণায় কৃষ্ণায় বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে ।
বিষ্ণবে জিষ্ণবে তুভ্যং শুদ্ধসত্ত্বায় তে নমঃ ॥ ২৩

তদীয় হিতকামনায় ভার্য্যা অদিতির সহিত হরিতোষণার্থ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কশ্যপ পয়োব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দেবেশ পদ্মনাভ জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কশ্যপ কর্ত্তৃক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পূজিত হইয়া সনাতন হরি লক্ষ্মী সহ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, ইন্দ্রনীল মণিবৎ, শ্যামবর্ণ সর্ব্বাভরণভূষিত, উজ্জ্বল কিরীট-কেয়ূর-হার-কুণ্ডল-মণ্ডিত, কৌস্তুভোদ্ভাসিতবক্ষ, পীতবসনবেষ্টিত এবং মহাত্মা গরুড়োপরি লক্ষ্মী সহ সমাসীন। সেই জগৎপতিকে দেখিয়া দ্বিজসত্তম কশ্যপ পত্নী সহ হর্ষনির্ভরমনে নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। কশ্যপ কহিলেন,— হে লক্ষ্মীশ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে জগদীশ্বর! হে সর্ব্বাত্মন্! হে সর্ব্বদেবেশ! হে সৃষ্টিসংহারকারক! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার! অনাদিনিধন! তুমি অনন্তমূর্ত্তি, বিশ্বধারী, বেদ-বেদাঙ্গ-কলেবর, সর্ব্বচক্ষু তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বাত্মা, সূক্ষ্মতর, কল্যাণগুণপূর্ণ, যোগিধ্যেয়াত্মা, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি যুবক এবং কুমার, তুমি শ্রী-ভূ-নীলার অধিপ, নিত্যমুক্তৈকভোগ, পরমতেজে অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার। হে চতুরাত্মন্! হে চতুর্ব্যূহ! তোমায় নমস্কার নমস্কার! তুমি পঞ্চাবস্থ এবং পঞ্চাত্মক, তোমায় আমি নমস্কার করি। পঞ্চাত্মকনিষ্ঠ যোগিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা তুমি পূজিত হইয়া থাক, পঞ্চার্থতত্ত্ববিদ্গণের পঞ্চসংস্কারে তুমি অবস্থিত। হে হরে! তোমার পঞ্চাপরস্বরূপই সতত বিজ্ঞেয়। কোবিদগণের মতে তুমিই নিয়ত পরিপূর্ণাত্মা। ৮—২০। যে সকল ভক্তবৎসল দ্বিজ ত্রয়ীময় কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তোমারই কিঙ্কররূপে বিরাজ করেন, তাঁহারা তোমা হইতে উৎপন্ন এই সর্ব্ব জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সদয় অবলোকনেই ভববন্ধন মোচন হয়। তুমি ত্রিজগদ্‌বিধাতা, স্বয়ং ধাতা, অখিলাত্মা, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ধাতা, বিধাতা, বিশ্ব, বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

মহাদেব উবাচ।

ইত্যাদিস্তুতিভিঃ সম্যক্ স্তূয়মানো মহর্ষিণা।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ॥ ২৪

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্তুষ্টোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বয়া ভক্ত্যা সমর্চ্চিতঃ।
বরং বৃণীষ ভদ্রন্তে করোমি তব বাঞ্ছিতম্॥ ২৫

মহাদেব উবাচ।

ততঃ প্রাহ হৃষীকেশং ভার্য্যয়া সহ কশ্যপঃ॥২৬

কশ্যপ উবাচ।

পুত্রত্বং মম দেবেশ সম্প্রাপ্য ত্রিদশাং হিতম্।
কুরুষ বলিনা দেব ত্রৈলোক্যং নির্জ্জিতং বলাৎ
ইন্দ্রস্যাবরজো ভূত্বা উপেন্দ্র ইতি বিশ্রুতঃ।
যেন কেন চ মার্গেণ বলিং নির্জ্জিত্য মায়য়া।
ত্রৈলোক্যং মম পুত্রায় দেহি শক্রায় শাশ্বতম্॥

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তথেত্যাহ জনার্দ্দনঃ।
সংস্তূয়মানস্ত্রিদশৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২৯

এতস্মিন্নেব কালে তু কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
অদিত্যা গর্ভমাগচ্ছদ্ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ৩০
তস্মিন্ কালে বলির্যাগং দীর্ঘসত্রং মহাতপাঃ।
অষ্টমহর্ষিভিঃ সার্দ্ধমারেভে তদ্বিধানতঃ॥৩১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বামনপ্রাদুর্ভাবো নামৈকোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩৯॥

তুমি নারায়ণ, কৃষ্ণ, বাসুদেব, শার্ঙ্গধারী, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শুদ্ধসত্ব, তোমাকে নমস্কার করি। মহাদেব কহিলেন,—মহর্ষি কশ্যপ ইত্যাদি বিবিধ স্তবে সম্যক্‌রূপে ভগবানের স্তব করিলে, ভগবান্ জনার্দ্দন পরিতুষ্ট হইয়া গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার ভক্তি দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ কর। আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ করিব। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর সস্ত্রীক কশ্যপ হৃষীকেশকে কহিলেন,—হে দেবেশ! বলবান্ বলি সবলে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য জয় করিয়াছে। আপনি আমার পুত্র হইয়া ত্রিদশগণের হিতাচরণ করুন। ইন্দ্রের অনুজ উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত হইয়া আপনি যে কোন মায়ায় বলিকে নির্জ্জিত করুন এবং মৎপুত্র ইন্দ্রকে এই ত্রিলোক প্রদান করুন। মহাদেব কহিলেন,—কশ্যপ এই কথা কহিলে, জনার্দ্দন বলিলেন—'তথাস্তু'। অনন্তর ভগবান্ ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। পরে কালক্রমে ভগবান্ ভূতভাবন মহাত্মা কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন। মহাতপা বলি তৎকালে অষ্ট মহর্ষির সহিত যথাবিধি দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ২১—৩১।

ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৩৯

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অথ বর্ষসহস্রান্তে সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
অদিতির্জ্জনয়ামাস বামনং বিষ্ণুমচ্যুতম্॥ ১
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং পূর্ণেন্দুসদৃশদ্যুতিম্।
সুন্দরং পুণ্ডরীকাক্ষমতিখর্ব্বতনুং হরিম্॥ ২
বটুবেশধরং দেবং সর্ব্ববেদান্তগোচরম্।
মেখলাজিনদণ্ডাদিচিহ্নৈরঙ্কিতমীশ্বরম্॥ ৩
তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্ব্বে শতক্রতুপুরোগমাঃ।

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর অদিতি সহস্রবর্ষ পরে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর বিষ্ণু বামন অচ্যুতকে প্রসব করিলেন। প্রসূত হরির বক্ষস্থল শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ দ্বারা অলঙ্কৃত, প্রভা পূর্ণেন্দুসদৃশ, দেহ অতি খর্ব্ব; তিনি সুন্দর পুণ্ডরীকাক্ষ, বটুবেশধর, সর্ব্ব-বেদান্তগোচর, মেখলা, অজিন ও দণ্ডাদি চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত, ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেব তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষিগণ সহ স্তব করিলেন এবং মহাত্মাকে

স্তুত্বা মহর্ষিভিঃ সার্দ্ধং নমশ্চক্রুর্মহৌজসম্।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ প্রোবাচ সুরসত্তমান্॥৪
মহাদেব উবাচ।
কিংকর্ত্তব্যং ময়া চাদ্য তদ্ব্রবীথ সুরোত্তমাঃ॥৫
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাস্তমূচুঃ পরমেশ্বরম্॥৬
দেবা উচুঃ।
অস্মিন্ কালে বলের্যজ্ঞো বর্ত্ততে মধুসূদন।
অপ্রত্যাখ্যানকালোহয়ং তস্য দৈত্যপতেঃ প্রভো।
যাচিত্বা ত্রিদিবং লোকং তন্নস্ত্বং দাতুমর্হসি॥৭
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তস্ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈরাজগাম বলিং হরিঃ।
যাগদেশে সমাসীনমৃষিভিঃ সার্দ্ধমষ্টভিঃ॥৮
অভ্যাগতস্তু তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দৈত্যরাট্।
অভ্যাগতঃ স্বয়ং বিষ্ণুরিতি হাসসমন্বিতঃ॥৯
পূজয়ামাস বিধিনা নিবেশ্য কুসুমাসনে।
প্রণিপত্য নমস্কৃত্য প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥১০

বলিরুবাচ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি সফলং মম জীবিতম্
ত্বামর্চ্চয়িত্বা বিপ্রেন্দ্র কিং করোমি তব প্রিয়ম্॥
আগতোঽসি যদর্থং ত্বং মামুদ্দিশ্য দ্বিজোত্তম।
তৎ প্রযচ্ছামি তে শীঘ্রং ব্রূহি বেদবিদাংবর॥
মহাদেব উবাচ।
ততঃ প্রহৃষ্টমনসা তমুবাচ মহীপতিম্॥১৩
বামন উবাচ।
শৃণু রাজেন্দ্র বক্ষ্যামি মমাগমনকারণম্।
অগ্নিকুণ্ডস্য পৃথিবীং দেহি দৈত্যপতে মম।
মম ত্রিবিক্রমপদমন্যদিচ্ছামি মানদ॥১৪
সর্ব্বেষামেব দানানাং ভূমিদানমনুত্তমম্।
যো দদাতি মহীং রাজা বিপ্রায়াকিঞ্চনায় বৈ
অঙ্গুষ্ঠমাত্রামপি বা স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ।
ন ভূমিদানসদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে॥১৬
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি ভূমিং যশ্চ প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিধনে স্বর্গগামিনৌ॥

নমস্কার করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া সুরসত্তমদিগকে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? তাহা বলুন। মহাদেব কহিলেন,—তখন ত্রিদশগণ প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে মধুসূদন! এই সময় বলির যজ্ঞারম্ভ হইয়াছে, এ সময়ে দৈত্যপতি কাহাকেই প্রত্যাখ্যান করিতেছে না। অতএব এ যজ্ঞে তাঁহার নিকট হইতে আপনি স্বর্গ ভূমি যাচিয়া লইয়া আমাদিগকে প্রদান করুন। শঙ্কর কহিলেন,—ত্রিদশগণ এই কথা কহিলে হরি বলির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আট জন ঋষির সহিত বলির যজ্ঞস্থলে গিয়া উপবেশন করিলেন। দৈত্যপতি বামনকে অভ্যাগত দেখিয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং স্বয়ং বিষ্ণু অভ্যাগত হইয়াছেন বুঝিয়া সহর্ষে কুসুমাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন—এবং প্রণিপাত ও নমস্কারপূর্ব্বক হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিলেন,—

আমি ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম, আমার জীবন সফল হইল। হে বিপ্রেন্দ্র! তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া তোমার কোন্ প্রিয়াচরণ করিব? হে দ্বিজবর! যেজন্য তুমি আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা আমি তোমায় প্রদান করিব। হে বেদবিদাংবর! তুমি সত্বর তোমার প্রার্থনীয় বিষয় ব্যক্ত কর। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর বামনদেব প্রহৃষ্টমনে মহীপতিকে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমার আগমন কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দৈত্যপতে! আমার একটী অগ্নিকুণ্ডের জন্য ত্রিপদপরিমিত ভূমি আমায় প্রদান কর। আমি ইহা ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। হে মানদ! সমস্ত দান মধ্যে ভূমিদানই প্রশস্ত। যে ব্যক্তি অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে মহীদান করেন, তাঁহার সেই দান অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইলেও তিনি পৃথিবীর অধিপতি হইয়া থাকেন। ভূমিদানের তুল্য পবিত্র দান জগতে কিছুই নাই।১—১৬। যে ব্যক্তি ভূমি প্রতিগ্রহ করে বা যে ভূমি দান করে, তাহারা

তস্মাদ্ভূমিং মহারাজ প্রযচ্ছ ত্রিপদীং মম।
এতদল্পাং মহীং দাতুং মা বিশঙ্ক মহীপতে।
জগত্রয়প্রদানং তন্নাম ভূপ ভবিষ্যতি॥ ১৮
মহাদেব উবাচ।
ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তথেত্যাহ মহীপতিঃ।
তস্মৈ মহীপ্রদানন্তু কর্তুং মেনে বিধানতঃ॥১৯
তং দৃষ্ট্বা দৈত্যরাজানং তদা তস্য পুরোহিতঃ
উশনা হ্যব্রবীদ্বাক্যং মা রাজন্ দীয়তাং মহীম্
এষ বিষ্ণুঃ পরেশোঽথ দেবৈঃ সম্প্রার্থিতো নৃপ
বঞ্চয়িত্বা মহীং সর্ব্বাং ত্বত্তঃ প্রাপ্তুমিহাগতঃ॥২১
তস্মান্মহী ন দাতব্যা তস্মৈ রাজন্ মহাত্মনে॥
অন্যমর্থং প্রযচ্ছস্ব বচনান্মম ভূপতে॥ ২২
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
ততঃ প্রহস্য রাজাসৌ তং গুরুং প্রাহ ধৈর্য্যতঃ
বলিরুবাচ।
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য সর্ব্বং পুণ্যং কৃতং ময়া।
অদ্য ধন্যোঽস্ম্যহং বিষ্ণুঃ স্বয়মেবাগতো যদি।
তস্য প্রদেয়মেবাদ্য জীবিতঞ্চ মহৎসুখম্॥২৪
তস্মাদস্মৈ প্রযচ্ছামি ত্রিলোকীমপি মা চিরম্
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভূপতিস্তস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ
বাঞ্ছিতাং প্রদদৌ ভূমিং বারিপূর্ব্বং বিধানতঃ
পরিণীয় নমস্কৃত্য দত্ত্বা বৈ দক্ষিণাং বসু।
প্রোবাচ তং পুনর্ব্বিপ্রং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥২৭
বলিরুবাচ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি তব দত্ত্বা মহীং দ্বিজ
যথেষ্টা তব বিপ্রেন্দ্র তদ্গৃহাণ মহীমিমাম্॥২৮
মহাদেব উবাচ।
তমুবাচ নৃপং বিষ্ণু রাজংস্তব সমীপতঃ।
মাপয়ামি পদেনাদ্য পৃথিবীং তব পশ্যতঃ।
ইত্যুক্ত্বা খর্ব্বরূপং তদ্বিহায় পরমেশ্বরঃ॥ ২৯
ত্রিবিক্রমবপুর্ভূত্বা জগ্রাহ পৃথিবীমিমাম্।

উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা; উভয়েই মরণান্তে স্বর্গে গমন করে। অতএব হে মহারাজ! আপনি ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করুন। হে মহীপতে! এই অল্পমাত্র ভূমি দান করিতে আপনি শঙ্কিত হইবেন না। হে ভূপ! এই দানে আপনার ত্রিজগৎ প্রদান করা হইবে। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর মহীপতি প্রফুল্ল-মুখে 'তথাস্তু' বলিলেন এবং তাঁহাকে যথা-বিধি মহীদান করিতে মনন করিলেন। তখন দৈত্যরাজের পুরোহিত উশনা তাঁহাকে দানোদ্যত দেখিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি ইহাকে মহীদান করিবেন না। হে নৃপ! ইনি পরমেশ বিষ্ণু; দেবগণ ইঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ইনি বঞ্চনা করিয়া আপনার নিকট হইতে মহী লইবার জন্য এস্থানে আসিয়াছেন। অতএব হে রাজন্! এই মহাত্মাকে আপনি মহীদান করিবেন না। হে ভূপতে! আমার কথানু-সারে আপনি ইহাকে অন্য অর্থ প্রদান করুন। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর রাজা হাস্য করিয়া ধৈর্য্যসহকারে গুরুকে বলিলেন,—আমি বাসুদেবের প্রীতির জন্যই সমস্ত পুণ্য করিয়াছি। যদি বিষ্ণুই স্বয়ং সমাগত হইয়া থাকেন, তবে তো আমি অদ্য ধন্য হইয়াছি। আমার জীবন এবং জীবনের মহাসুখও তাঁহাকে অদ্য আমার প্রদেয়। অতএব আজ আমি অবিলম্বে ইহাঁকে এই ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত প্রদান করিব। শঙ্কর কহিলেন,—ভূপতি এই কথা কহিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং যথাবিধি জলক্ষেপণপূর্ব্বক বাঞ্ছিত ভূমি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভূমিদানান্তে নমস্কার এবং বহুধন দক্ষিণা দিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে বিপ্রকে পুনরায় বলিলেন,—হে দ্বিজ! আপনাকে মহী দান করিয়া আমি ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইলাম। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি এই মহী যথেষ্ট গ্রহণ করুন। ১৭—২৮। মহাদেব কহিলেন,—বিষ্ণু তখন রাজাকে বলি-লেন,—হে রাজন্! তোমার সমীপে আমি এক্ষণে পদ দ্বারা ভূমির পরিমাণ করিয়া লইব। পরমেশ্বর এই কথা কহিয়া সেই খর্ব্বরূপ পরিহারপূর্ব্বক ত্রিবিক্রম দেহ ধারণ

পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণাং সসমুদ্রমহীধরাম্‌ ॥৩০
সসাগরাঞ্চ সদ্বীপাং সদেবাসুরমানুষাম্‌।
পাদেনৈকেন বপুষো ব্যক্রান্ত মধুসূদনঃ॥ ৩১
উবাচ দৈত্যরাজেন্দ্র কিং করোমীতি শাশ্বতঃ।
তদ্বৈ ত্রিবিক্রমং রূপমীশ্বরস্য মহৌজসম্‌॥ ৩২
হিতার্থমপি দেবানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্‌।
ন দৃষ্টমপি শক্যং স্যাদ্‌ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥ ৩৩
তৎপদং পৃথিবীং সর্ব্বামাক্রম্য গিরিজে শুভে
অতিরিক্তং সমভবচ্ছতযোজনমায়তম্‌॥ ৩৪
দিব্যচক্ষুর্দ্দদৌ তস্মৈ দৈত্যরাজে সনাতনঃ।
তস্মৈ সন্দর্শয়ামাস স্বকং রূপং জনার্দ্দনঃ॥ ৩৫
তদ্বিশ্বরূপং দেবস্য দৃষ্ট্বা দৈত্যেশ্বরো বলিঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সানন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা দেবং নমস্কৃত্য স্তুত্বা স্তুতিভিরেব চ।
প্রাহ গদ্গদয়া বাচা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৩৭

বলিরুবাচ।

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি ত্বাং দৃষ্ট্বা পরমেশ্বরম্‌
লোকত্রয়ং ত্বমেবৈতদ্‌গৃহাণ পরমেশ্বর॥ ৩৮

মহাদেব উবাচ।

অথ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুর্দ্বিতীয়ং পদমব্যয়ম্‌।
ঊর্দ্ধং প্রসারয়ামাস ব্রহ্মলোকান্তমচ্যুতঃ॥ ৩৯
স নক্ষত্রগ্রহোপেতং সর্ব্বদেবসমাবৃতম্‌।
পদেন পরিপূর্ণোঽভূদচ্যুতস্য শুভাননে॥ ৪০
ততঃ পিতামহো ব্রহ্মা চক্রপদ্মাদিচিহ্নিতম্‌।
পাদং তদ্দেবদেবস্য হর্ষসঙ্কুলচেতসা॥ ৪১
ধন্যোঽস্মীতি বদন্‌ ব্রহ্মা গৃহীত্বা স্বকমণ্ডলুম্‌।
ভক্ত্যা প্রক্ষালয়ামাস তত্র সংস্থিতবারিণা॥৪২
অক্ষয্যমভবত্তোয়ং তস্য বিষ্ণোঃ প্রভাবতঃ।
তত্তীর্থং মেরুশিখরে পপাত বিমলং জলম্‌॥৪৩
জগতঃ পাবনার্থং বৈ চতুর্দ্দিক্ষু প্রবাহিতম্‌।
সিতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা যথাক্রমম্‌॥ ৪৪
ততশ্চালকনন্দা চ মেরোর্দক্ষিণতঃ স্মৃতা।
ত্রিধা নাম্না ত্রিপথগা ত্রিস্রোতা লোকপাবনী॥৪৫
স্বর্গে মন্দাকিনী প্রোক্তা হ্যধো ভোগবতী তথা

করিয়া এই পৃথিবী গ্রহণ করিলেন। মধুসূদন একটী মাত্র পদক্ষেপে এই পঞ্চাশৎকোটি-যোজনবিস্তীর্ণা, সসাগরা মহীধরা, সদেবাসুর-মানুষা সদ্বীপা মহী আক্রমণ করিলেন এবং বলিলেন,—হে দৈত্যরাজবর! সম্প্রতি আমি আর কি করিব? তখন দেব ও মহাত্মা ঋষি-গণের হিতার্থ ঈশ্বরের অবলম্বিত সেই মহা-তেজস্বী ত্রিবিক্রমরূপ ব্রহ্মা এবং শঙ্করও অব-লোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। হে শুভে গিরিজে! তাঁহার পদ সর্ব্ব পৃথিবী আক্রমণ করিয়া শতযোজন অতিরিক্ত হইল। তখন সনাতন দেব সেই রাজাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। জনার্দ্দন তাঁহাকে স্বীয়রূপ প্রদর্শন করাইলেন। দৈত্যেশ্বর বলি, জনার্দ্দন দেবের সেই বিশ্বরূপ অবলোকন করিয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতনেত্রে অতুল হর্ষলাভ করিলেন, তিনি সেই দেবদর্শনান্তে নমস্কার ও নানা স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া হৃষ্টচিত্তে গদ্‌-গদবাক্যে বলিলেন,—হে পরমেশ্বর! আপ-নাকে দেখিয়া আমি ধন্য এবং কৃতকৃত্য হই-লাম। আপনি এই লোকত্রয় গ্রহণ করুন। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর সর্ব্বেশ্বর অচ্যুত বিষ্ণু ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অব্যয় পদ প্রসারিত করিলেন। হে শুভা-ননে! নক্ষত্র গ্রহ ও সর্ব্বদেবপরিবৃত সকল স্থানই অচ্যুতের সেই পদদ্বয়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা দেবদেবের সেই চক্রপদ্মাদিচিহ্নিত পদ হর্ষাকুলচিত্তে গ্রহণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম ধন্য হইলাম বলিতে বলিতে ভক্তি-পূর্ব্বক স্বীয় কমণ্ডলুজলে প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। তখন বিষ্ণুর প্রসাদে সেই কম-ণ্ডলুজল অক্ষয্য হইল। অনন্তর উল্লিখিত নির্ম্মল তীর্থজল মেরুশিখরে পতিত এবং জগতের পাবনার্থ তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল। উক্ত প্রবাহচতুষ্টয় যথা-ক্রমে সিতা অলকনন্দা চক্ষু এবং ভদ্রা নামে বিখ্যাত। ২৯—৪৪। অলকনন্দা মেরুর দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত। লোকপাবনী ত্রিপথগা ত্রিবিধ নামে ত্রিস্রোতারূপে ঊর্দ্ধ মধ্য এবং অধো-

মধ্যে বেগবতী গঙ্গা পাবনার্থং নৃণাং শিবা ॥৪৬
তাং দৃষ্ট্বা মেরুমধ্যে তু প্রস্রবন্তীং শুভাননে।
আত্মনঃ পাবনার্থায় শিরসাহমধারয়ম্ ॥ ৪৭
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু ধৃত্বা গঙ্গাজলং শুভম্।
শিবত্বমগমং দেবি সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ৪৮
যো বহেচ্ছিরসা গঙ্গাতোয়ং বিষ্ণুপদোদ্ভবম্।
প্রাশয়েদ্বা জগৎপূজ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্‌যোজনানাং শতৈরপি
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
ততো ভগীরথো রাজা গৌতমশ্চ মহাতপাঃ।
তপসা পূজয়িত্বা মাং গঙ্গার্থং সমযাচত ॥ ৫১
সর্ব্বলোকহিতার্থায় তাং গঙ্গাং বৈষ্ণবীং শিবাম্
তয়োরহন্তামদদাং প্রীত্যা দেবি সরিদ্বরাম্ ॥৫২
গৌতমেন সমানীতা গৌতমী তেন কীর্ত্তিতা।
ভাগীরথীতি বিখ্যাতা তেন রাজ্ঞা বৃতা যতঃ ॥

ভাগে প্রবাহিতা হইয়াছিলেন! মঙ্গল-দায়িনী গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী, মধ্যে বেগবতী এবং অধোভাগে ভোগবতী নামে বিখ্যাত। হে শুভাননে! আমি সেই গঙ্গাকে মেরু-মধ্যে প্রবাহিত দেখিয়া নিজের পাবনার্থ মস্তক দ্বারা ধারণ করিয়াছিলাম। হে দেবি! আমি শুভ গঙ্গাজল দিব্য সহস্র বর্ষ মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বলোকপূজিত শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি মস্তকে বিষ্ণুপাদোদ্ভব গঙ্গাজল বহন করে বা পান করে, সে জগৎপূজ্য হয়; সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শত শত যোজন দূর হইতেও গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। রাজা ভগীরথ এবং মহাতপা গৌতম তপস্যা দ্বারা আমায় পূজা করিয়া গঙ্গাপ্রাপ্তিনিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করেন। হে দেবি! আমি তাঁহাদের প্রতি প্রীতি হইয়া সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত সেই সরিদ্বরা বৈষ্ণবী শিবা গঙ্গাকে প্রীতি-ভরে প্রদান করিলাম। গৌতম আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া গঙ্গা গৌতমী নামে

প্রসঙ্গাত্তে সমাখ্যাতং গঙ্গাজন্মাত্যমুত্তমম্।
ততো নারায়ণঃ শ্রীমান্ বলিং দৈত্যপতিং প্রভুঃ ॥ ৫৪
রসাতলং শুভং লোকং প্রদদৌ ভক্তবৎসলঃ।
সর্ব্বেষাং দানবানান্ত নাগানাং যাদসামপি ॥৫৫
রাজানন্ত বলিঞ্চক্রে যাবদাভূতসম্প্লবম্।
প্রতিগৃহ্য বলের্লোকান্ বটুবেশেন দৈত্যহা ॥৫৬
মহেন্দ্রায় দদৌ প্রীত্যা কাশ্যপো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ মহৌজসঃ ॥৫৭
তুষ্টুবুঃ স্তুতিভির্দ্দিব্যৈঃ পূজয়ামাসুরচ্যুতম্।
সংক্ষিপ্য তন্মহদ্রূপং তেষাং সন্দর্শনায় বৈ ॥৫৮
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈরন্তর্ধানং যযৌ হরিঃ।
ইত্থং সুরক্ষিতঃ শক্রো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥
ত্রৈলোক্যং মহদৈশ্বর্য্যমবাপ ত্রিদিবেশ্বরঃ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বামনং বৈভবং শুভম্।
শেষং যদ্বৈভবং দেবি তদ্বক্ষ্যামি যথাক্রমাৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বামনপ্রাদুর্ভাবো নাম চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমো-হধ্যায়ঃ ॥ ২৪০ ॥

অভিহিতা; আর রাজা ভগীরথ তাঁহাকে বরণ করিয়া লয়েন বলিয়া তিনি ভাগীরথী নামে পরিচিতা। আমি প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকট এই অনুত্তম গঙ্গাজন্ম কীর্ত্তন করি-লাম। অনন্তর ভক্তবৎসল শ্রীমান্ প্রভু নারায়ণ দৈত্যপতি বলিকে শুভ রসাতল লোক প্রদান করিলেন এবং আপ্রলয় সমস্ত দানব, সমস্ত নাগ এবং সমস্ত জল-জন্তুর বলিকে রাজা করিয়া দিলেন। কশ্যপ-নন্দন, দৈত্যঘাতী অব্যয় বিষ্ণু বটুবেশে বলির সর্ব্বলোক প্রতিগ্রহ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক মহেন্দ্রকে প্রদান করিলেন। তখন মহাতেজা দেব গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ দিব্য স্তবে অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন, হরি তাঁহাদের দর্শ-নার্থ স্বীয় মহৎরূপ সংক্ষেপ করিয়া লইলেন এবং ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে সুরক্ষিত হইয়া ত্রিদশপতি ইন্দ্র ত্রিলোক-

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

ভৃগুপুত্রো মহানাসীজ্জমদগ্নির্দ্বিজোত্তমঃ ।
সমস্তবেদবেদাঙ্গপারগশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১
তপস্তেপে সুধর্ম্মাত্মা মহেন্দ্রং প্রতি ভামিনি ॥
সহস্রবর্ষপর্য্যন্তং গঙ্গায়াঃ পুলিনে শুভে ।
ততঃ প্রসন্নঃ প্রাহেদং ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥২

ইন্দ্র উবাচ ।

বরং বৃণীষ বিপ্রেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩

মহাদেব উবাচ ।

ততঃ প্রোবাচ বিপ্রর্ষিঃ পরিতুষ্টং শতক্রতুম্ ॥৪

জমদগ্নিরুবাচ ।

সুরভিং দেহি মে দেব সর্ব্বকামদুঘাং সদা ॥৫

মহাদেব উবাচ ।

ততঃ প্রসন্নো দেবেশস্তস্মৈ বিপ্রায় গোত্রভিৎ
প্রদদৌ সুরভিং দেবীং সর্ব্বকামদুঘাং তদা ॥৬
স লব্ধা সুরভিং দেবীং জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।
উবাস মহদৈশ্বর্য্যঃ শতক্রতুরিবাপরঃ ॥ ৭
রেণুকস্য সুতাং রম্যাং রেণুকাং নাম নামতঃ ।
উপযেমে বিধানেন জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥ ৮
তয়া সহ স ধর্ম্মাত্মা রেমে বর্ষাণ্যনেকশঃ ।
পৌলোম্যা শুভয়া দেব্যা যথা সংক্রন্দনো বিভুঃ ॥ ৯
ততঃ স পুত্রকামস্তাদিষ্টিঞ্চক্রে সুধার্ম্মিকঃ ।
ইষ্ট্যা সন্তোষয়ামাস পাকশাসনমীশ্বরম্ ॥ ১০
পরিতুষ্টঃ শচীভর্ত্তা তস্মৈ পুত্রং মহাবলম্ ।
মহৌজসং মহাবাহুং সর্ব্বশত্রুপ্রতাপনম্ ॥ ১১
অথ কালেন বিপ্রেন্দ্রো রেণুকায়াং শুচিস্মিতে
পুত্রমুৎপাদয়ামাস মহাবীর্য্যং বলান্বিতম্ ।
বিষ্ণোরংশাংশভাগেন সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥১২
তস্মিন্ সুতে মহাবীর্য্যে ভৃগুস্তস্য পিতামহঃ ।
নাম চাস্মৈ দদৌ হর্ষাদ্বিষ্ণোরংশোপলক্ষিতম্ ॥

মহৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন। এই আমি তোমার নিকট বামনদেবের শুভ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, হে দেবি! তাঁহার অবশিষ্ট মাহাত্ম্যও তোমার নিকট যথাক্রমে কীর্ত্তন করিব। ৪৫—৬০।

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৪০।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন,—হে ভামিনি! মহাত্মা ভৃগুপুত্র দ্বিজোত্তম জমদগ্নি সমস্ত বেদবেদাঙ্গ-পারগ ও মহাতপা ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা মহেন্দ্রের আরাধনার্থ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত শুভ গঙ্গাপুলিনে কঠোর তপস্যা করেন। অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন প্রসন্ন হইয়া জমদগ্নিকে বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। মহাদেব কহিলেন,—তখন বিপ্রর্ষি জমদগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া শতক্রতুকে বলিলেন,—হে দেব! আপনি আমায় একটী সর্ব্বকামদুঘা সুরভি দান করুন। মহাদেব কহিলেন,—দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে সর্ব্বকামদুঘা সুরভি দেবীকে প্রদান করিলেন। মহাতপা জমদগ্নি তখন সুরভি দেবীকে লাভ করিয়া মহৈশ্বর্য্যশালী দ্বিতীয় শতক্রতুর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রেণুকানাম্নী রম্যা রেণুক-নন্দিনীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিলেন। বিভু ইন্দ্র যেমন শুভাঙ্গী শচী দেবীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ সেই ধর্ম্মাত্মা মহাতপা বহু বর্ষ রেণুকার সহিত রমণ করিলেন। অনন্তর ধার্ম্মিকবর জমদগ্নি পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন, যজ্ঞে প্রভু পাকশাসনের পরিতোষ জন্মাইলেন। শচীপতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহাবল, মহাতেজা মহাবাহু সর্ব্বশত্রুতাপন পুত্র প্রদান করিলেন। হে শুচিস্মিতে! কালক্রমে বিপ্রেন্দ্র জমদগ্নি স্বীয় রেণুকা পত্নীর গর্ভে মহাবীর্য্য বলান্বিত পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র বিষ্ণুর অংশাংশভাগে উৎপন্ন এবং সর্ব্বসুলক্ষণে লক্ষিত। তাদৃশ মহাবীর্য্যশালী পুত্র উৎপন্ন হইলে তদীয় পিতামহ ভৃগু তাঁহার বিষ্ণুর

চক্রেহথ নামধেয়ন্তু রাম ইত্যস্য শোভনম্।
জমদগ্নেঃ সমুৎপন্নো জামদগ্ন্য ইতীরিতঃ।
তস্মাৰ্গবাশ্বয়ঃ সোঽপি ববৃধে দ্বিজপুঙ্গবঃ॥ ১৪
উপনীতস্ততস্তেন সৰ্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
তপস্তপ্তুং জগামাথ শালগ্রামাচলং প্রতি॥ ১৫
দদর্শ কশ্যপং তত্র ব্রহ্মর্ষিমমিতৌজসম্।
হর্ষেণ পুরিতস্তস্মিন্মরীচিতনয়ো দ্বিজঃ॥ ১৬
বিধিনা প্রদদৌ তস্মৈ মন্ত্রং বৈষ্ণবমব্যয়ম্।
লব্ধমন্ত্রস্তদা রামঃ কশ্যপাত্তু মহাত্মনঃ॥ ১৭
পূজয়ামাস বিধিনা স তদা কমলাপতিম্।
ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং জপন্নেব দিবানিশম্॥ ১৮
ধ্যায়ন্ কমলপত্রাক্ষং বিষ্ণুং সৰ্ব্বগতং হরিম্।
তপস্তেপে স ধৰ্ম্মাত্মা বহুবর্ষাণি ভার্গবঃ॥ ১৯
জিতেন্দ্রিয়স্তু যতবাক্ তদা তস্থৌ মহাতপাঃ।
জমদগ্নিস্তু বিপ্রর্ষিঃ স্থিতো গঙ্গাতটে শুভে॥২০
চকার বিধিবদ্ধৰ্ম্মং যজ্ঞদানাদিকং মহৎ।

অংশাংশোপলক্ষিত নামকরণ করিলেন। তিনি প্রহর্ষভরে পৌত্রের 'রাম' এই শোভন নাম রাখিলেন। রাম জমদগ্নি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জামদগ্ন্য নামেও অভিহিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভৃগুবংশধর দ্বিজ-পুঙ্গব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে পিতা কর্তৃক উপনীত ও সৰ্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। তিনি তপস্যা করিবার জন্য শালগ্রামাচলে গমন করিলেন, সেখানে গিয়া অমিততেজা ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের দর্শন পাইলেন। মরীচি-নন্দন কশ্যপ হর্ষপূরিত হইয়া তাঁহাকে যথা-বিধি অব্যয় বৈষ্ণব মন্ত্র প্রদান করিলেন। রাম মহাত্মা কশ্যপ হইতে লব্ধমন্ত্র হইয়া তৎকালে যথাবিধি কমলাপতির পূজা করিতে লাগিলেন। ধৰ্ম্মাত্মা ভার্গব ষড়ক্ষর মহামন্ত্র জপ এবং রাত্রিদিন কমলাক্ষ সৰ্ব্বগত বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তিনি তৎকালে জিতেন্দ্রিয় ও যতবাক্ হইয়া মহাতপস্যায় নিবিষ্ট রহিলেন। এদিকে বিপ্রর্ষি জমদগ্নি শুভ গঙ্গাতীরে অবস্থানপূৰ্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞদানাদি ধৰ্ম্মাচরণ

ধেন্বাঃ প্রসাদাদিন্দ্রস্য সম্পূর্ণাস্তস্য সম্পদঃ॥২১
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য হৈহয়াধিপতিঃ প্রভুঃ।
বিজিত্বা সৰ্ব্বরাষ্ট্রাণি সৰ্ব্বসৈন্যসমাবৃতঃ॥ ২২
ভার্গবস্যাশ্রমং প্রাপ্য জমদগ্নের্মহীপতিঃ।
সমীক্ষ্য তং মহাভাগং ববন্দে মুনিসত্তমম্॥২৩
পৃষ্ট্বা তু কুশলং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
প্রদদৌ নৃপতিস্তস্মৈ বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥ ২৪
স চ সম্পূজয়ামাস রাজানং গৃহমাগতম্।
মধুপর্কেণ বিধিনা পূজয়িত্বা নৃপোত্তমম্॥ ২৫
সসৈন্যায় নৃপেন্দ্রায় ভোজনং প্রদদৌ মুনিঃ।
প্রার্থিতা সুরভিস্তেন ভার্গবেণ সুধীমতা॥ ২৬
সম্পূর্ণমন্নপানাদি সসর্জ্জ শবলা তদা।
অক্ষয্যমন্নপানাদি তয়া সৃষ্টং মহাতপাঃ॥ ২৭
সসৈন্যায় নৃপেন্দ্রায় প্রদদৌ মুনিসত্তমঃ।
তাং দৃষ্ট্বা শবলাং রাজা কুতুহলসমন্বিতঃ॥ ২৮
স্পৃহাঞ্চকারয়ামাস তস্যাং গবি সুদুর্ম্মতিঃ।
অযাচৎ সুরভিং তত্র জমদগ্নিং নৃপোত্তমঃ॥ ২৯

করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদত্ত কামধেনুর প্রসাদে তাঁহার সৰ্ব্ব সম্পদ্ পূর্ণ হইল। একদা হৈহয়াধিপতি সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া সৰ্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে ভার্গবাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং আশ্রমস্থ মহাভাগ মুনিবরকে দেখিয়া তাঁহার বন্দনা করিলেন। অনন্তর রাজা ভাবিতাত্মা মহর্ষির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন। মহর্ষি জমদগ্নিও গৃহাগত রাজার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তিনি মধুপর্ক দ্বারা যথাবিধি নৃপবরের অর্চ্চনা করিয়া সৈন্যগণ সহ তাঁহার ভোজন করাইলেন। ধীমান্ ভার্গব তাঁহার শবলা সুরভির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১—২৬। তাঁহার প্রার্থনানুসারে শবলা তখন সম্পূর্ণ অন্নপানাদি সৃষ্টি করেন। মহাতপা মুনিসত্তম সেই শবলাসৃষ্ট অক্ষয্য অন্নপানাদি সসৈন্য নৃপেন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রাজা সেই শবলাকে দেখিয়া পরম কৌতূহলান্বিত হইলেন এবং দুৰ্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই গোধনগ্রহণে স্পৃহা করিলেন। অনন্তর নৃপোত্তম জম-

কার্ত্তবীর্য্য উবাচ।
শবলাং দেহি মে বিপ্র কপিলাং সর্ব্বকামদাম্‌।
অন্যধেনুসহস্রাণি দাস্যামি তব সুব্রত॥ ৩০
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তস্তেন রাজ্ঞাহ জমদগ্নির্মহাতপাঃ॥ ৩১
জমদগ্নিরুবাচ।
ন দেয়া শবলা রাজন্‌ ময়া তব মহীপতে।
ইয়ঞ্চ দেবদেবেন শক্রেণ পরিপালিতা।
দেবতানাং ধনং রাজন্‌ দাতব্যং স্যাৎ কথং ময়া
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স তদা রাজা ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
বলাজ্জগ্রাহ শবলাং সর্ব্বসৈন্যসমাবৃতঃ॥ ৩৩
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাভাগা শবলা বরবর্ণিনি।
জঘান তস্য সৈন্যানি শৃঙ্গৈঃ খুরতলৈরপি॥ ৩৪
ঘাতয়িত্বা মুহূর্ত্তেন তৎসৈন্যং শবলা বলাৎ।
অন্তর্দ্ধানং গতা দেবী যযৌ শক্রান্তিকং ক্ষণাৎ
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা সোহর্জ্জুনঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
মুষ্টিনা তাড়য়ামাস ভার্গবং দ্বিজসত্তমম্‌॥ ৩৬
তাড়িতস্তেন বহুশো বিকলাঙ্গঃ প্রকম্পিতঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ মমার দ্বিজসত্তমঃ॥ ৩৭
হত্বা মুনিবরং তত্র পাপাত্মা হৈহয়াধিপঃ।
মহাভয়পরীবারো বিবেশ নগরং স্বকম্‌॥ ৩৮
রামস্তু দেবদেবেশং পূজয়ামাস ভার্গবঃ।
তেন সম্পূজিতো দেবঃ প্রসন্নঃ প্রাহ কেশবঃ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
প্রীতোঽস্মি তপসা বৎস ভবতো নিয়তাত্মনঃ।
সম্প্রদাস্যামি তে বিপ্র মচ্ছক্তিং পরমাং শুভাম্‌
আবেশিতোঽথ মচ্ছক্ত্যা জহি দুষ্টান্নৃপোত্তমান্‌
ভূভারকবিনাশায় দেবতানাং হিতায় বৈ॥ ৪১
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দেবঃ পরশুং শত্রুধর্ষণম্‌।
বৈষ্ণবঞ্চ মহচ্চাপং দিব্যান্যস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
দত্ত্বা প্রোবাচ ভগবান্‌ জমদগ্নিং জনার্দ্দনঃ॥৪২

দগ্নির নিকট প্রকাশ্যে সুরভি প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন; কার্ত্তবীর্য্য কহিলেন,—হে বিপ্র! আমায় সর্ব্বকামপ্রদ শবলা কপিলা দান করুন। হে সুব্রত। আমি কপিলার পরিবর্ত্তে আপনাকে অন্য সহস্র ধেনু প্রদান করিতেছি। মহাদেব কহিলেন,—রাজা এই কথা কহিলে, মহাতপা জমদগ্নি কহিলেন,—হে রাজন্‌! আমি আপনাকে এই কপিলা দান করিব না। দেবদেব শক্র ইহঁাকে পালন করিয়াছেন। ইহা দেবতার ধন কিরূপে আপনাকে প্রদান করিব? মহাদেব কহিলেন,—মুনিবর এই কথা কহিলে, ক্রোধ-কলুষীকৃত রাজা সসৈন্যে সবলে সেই শবলা কপিলাকে গ্রহণ করিলেন। হে বরবর্ণিনি! তখন মহাভাগা শবলা ক্রুদ্ধ হইয়া শৃঙ্গ ও খুরতলাঘাতে রাজার সৈন্যসমূহ বিনাশ করিলেন। শবলা সবলে মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্ত্ত-বীর্য্যের সৈন্য সকল বিনাশ করিয়া অন্তর্হিতা ও তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রসমীপে উপনীতা হইলেন। কার্ত্তবীর্য্য স্বীয় সৈন্য নিহত দেখিয়া ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইলেন এবং মুষ্ট্যাঘাতে দ্বিজসত্তম ভার্গবকে তাড়ন করিলেন। জমদগ্নি তৎ-কর্ত্তৃক বহুবার তাড়িত হইয়া বিকলাঙ্গ হইলেন এবং সহসা ভূতলে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিলেন। পাপাত্মা হৈহয়রাজ মুনিবরকে নিহত করিয়া মহাভারাক্রান্তচিত্তে স্বীয় নগরে প্রয়াণ করিলেন। ভার্গব রাম দেবদেব কেশবকে পূজা করিতেছিলেন। তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কেশব প্রসন্নমনে বলিলেন,—বৎস! তুমি এতকাল নিয়তাত্মা হইয়া আমার উদ্দেশে যে তপস্যা করিয়াছ, তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি। অতএব হে বিপ্র! তোমাকে আমার পরম শুভা শক্তি প্রদান করিতেছি। তুমি আমার শক্তি ধারণ করিয়া ভূভারহরণ ও দেব-গণের হিতের নিমিত্ত দুষ্ট রাজন্যবর্গকে বিনাশ কর।২৭—৪১। মহাদেব কহিলেন,—ভগবান্‌ জনার্দ্দন এই কথা কহিয়া পরে তাঁহাকে শত্রুসংহারক পরশু, বিপুল বৈষ্ণব চাপ এবং বহুবিধ দিব্য অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক

শ্রীভগবানুবাচ।
মদোৎকটান্নৃপান্‌ হত্বা বহুশঃ পরবীরহা।
গৃহাণ পৃথিবীং সর্ব্বাং সাগরান্তাং দ্বিজোত্তম ॥৪৩
পালয়স্ব চ ধর্ম্মেণ বীর্য্যেণ মহতাবৃতঃ।
কালেন মৎপদঞ্চাপি মৎপ্রসাদাদ্গমিষ্যসি॥ ৪৪
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তান্তর্হিতো দেবো বরং দত্ত্বা দ্বিজন্মনে।
রামোঽপি চাথ সহসা প্রযযৌ পিতুরাশ্রমম্‌ ॥৪৫
পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা ভার্গবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
নিঃক্ষত্রাং কর্ত্তুমবিচ্ছন্মহীং নৃপসমাকুলাম্‌॥ ৪৬
জগাম হৈহয়পতের্নগরং নৃপসংবৃতম্‌।
ক্রোধাবেশজ্বলদ্গাত্রো দ্বার্য্যতিষ্ঠদুদায়ুধঃ॥ ৪৭
তং দৃষ্ট্বা তৎপুরজনা জামদগ্ন্যং মহৌজসম্‌।
জাজ্বল্যমানং বপুষা কালাগ্নিমিব মেনিরে ॥৪৮
ভয়ার্ত্তা বিদ্রুতাঃ সর্ব্বে রাজানং হৈহয়াধিপম্‌।
শশংসুস্তং মহাসত্ত্বং সর্ব্বায়ুধসমন্বিতম্‌।
শ্রুত্বা স রাজা তদ্বাক্যং প্রাহ বিস্মিতচেতসা।
হৈহয়াধিপ উবাচ।
কোঽসৌ মম পুরদ্বারি সায়ুধঃ সংস্থিতো বলাৎ
মহেন্দ্রো বা যমো বাপি রুদ্রো বা ধনদোঽপি বা
সায়ুধো মৎপুরদ্বারি স্থাতুং শক্তো ন কর্হিচিৎ।
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা পার্থিবেন্দ্রোঽসৌ কিঙ্করান্‌ সুমহাবলান্‌
প্রেরয়ামাস তং দ্রষ্টুং গৃহ্নীতেত্যাহ দুর্ম্মতিঃ ॥৫২
তে গত্বা দদৃশুর্বীরং পুরদ্বারি মহাবলম্‌।
জ্বলন্তমিব কালাগ্নিং দুর্নিরীক্ষ্যং স্বতেজসা ॥৫৩
তস্য সন্দর্শনেঽপ্যত্র ন শক্তাস্তে মহাবলাঃ।
গ্রহীতুকামাস্তং বীরং সমন্তাৎ প্রযযুর্ভৃশম্‌ ॥৫৪
তান্‌ দৃষ্ট্বা সায়ুধান্‌ সর্ব্বান্‌ পার্থিবেন্দ্রস্য কিঙ্করান্‌
প্রহসন্‌ প্রাহ বিপ্রেন্দ্রো জামদগ্নির্মহাবলঃ ॥৫৫
পরশুরাম উবাচ।
ভার্গবস্য সুতো রামঃ সম্প্রাপ্তোঽহং নরাধমাঃ

বলিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! তুমি মদগর্ব্বিত রাজন্যবর্গকে বহুবার বিনাশ করিয়া এই সাগরান্তা সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ কর এবং মহাবীর্য্যে অন্বিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ইহা পালন কর। অনন্তর যথাকালে মৎপ্রসাদে আমারই স্থানে গমন করিবে। মহাদেব কহিলেন,—জনার্দ্দন দেব দ্বিজবরকে বরদানান্তে এই কথা কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন। লব্ধবর ভৃগুরাম তখন বরাবর পিতার আশ্রমে আগমন করিয়া পিতাকে নিহত দর্শনে ক্রোধমূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি এই নৃপসমাকুলা মহী নিঃক্ষত্রিয়া করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমেই নরপতিজনপরিবৃত হৈহয়পতির নগরে গমন করিলেন। ক্রোধাবেশে তদীয় গাত্র প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি উদ্যত আয়ুধ-করে হৈহয়পতির পুরদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুরবাসীরা সেই মহাতেজা জামদগ্ন্যকে দৈহিক তেজে জাজ্বল্যমান দেখিয়া সাক্ষাৎ কালাগ্নির ন্যায় কল্পনা করিল। অনন্তর তাহারা ভয়ার্ত্ত হইয়া দ্রুতপদে গমনপূর্ব্বক সেই সর্ব্বায়ুধসমন্বিত মহাসত্ত্ব ভার্গবের কথা হৈহয়রাজের নিকট নিবেদন করিল। রাজা তাহাদের বাক্য শুনিয়া বিস্মিত মনে বলিলেন,—কে আমার পুরদ্বারে আয়ুধহস্তে সবলে অবস্থান করিতেছে? মহেন্দ্র, যম, রুদ্র বা ধনাধিপ আমার দ্বারে কখন সশস্ত্র হইয়া অবস্থান করিতে পারেন না। মহাদেব কহিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্য এই কথা কহিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য মহাবল কিঙ্করদিগকে প্রেরণ করিল এবং দুর্ব্বুদ্ধিবশে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে বলিল। কিঙ্করগণ গিয়া দেখিল,—পুরদ্বারে এক মহাবল বীরপুরুষ দণ্ডায়মান। তিনি স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত কালাগ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। মহাবল কিঙ্করেরা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও অসমর্থ; তথাপি তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে ধাবিত হইল।৪২—৫৪। মহাবল বিপ্রেন্দ্র জামদগ্ন্য সেই সকল রাজকিঙ্করকে ধাবিত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—রে নরাধমগণ! আমি ভার্গবনন্দন রাম উপস্থিত হইয়াছি; স্বীয় পিতৃবধের প্রতি-

স্বপিতুর্নিধনাৎ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি নৃপোত্তমান্ ॥
কার্ত্তবীর্য্যস্য রুধিরং মৎপিত্রে তিলসংযুতম্।
দাস্যামি পিণ্ডদানঞ্চ তচ্ছিরঃকমলেন বৈ ॥৫৭

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তান্তে মহাবীর্য্যাঃ কিঙ্করাস্তস্য ভূপতেঃ।
শরৈঃ স্ম তাড়য়ামাসুঃ পলালৈরিব পাবকম্ ॥৫৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবীর্য্যো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বৈষ্ণবং চাপমাকৃষ্য জ্যানিনাদমথাকরোৎ ॥৫৯
তেন নাদেন মহতা পূরিতং ভুবনত্রয়ম্।
দেবানামপি সন্ত্রাসো বভূব মহদদ্ভুতম্ ॥ ৬০
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈরাশুগৈঃ সুমহাবলঃ।
তাড়য়ামাস তান্ বীরান্ কিঙ্করান্ বৈ মহাবলান্
হত্বা তু কিঙ্করাংস্তস্য পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
কালাগ্নিরিব সন্তস্থৌ সর্ব্বভূতভয়ঙ্করঃ॥ ৬২
শ্রুত্বা তু কিঙ্করান্ স্বস্য হতান্ রামেণ ধীমতা।
হৈহয়াধিপতির্বীরঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥ ৬৩
নির্যযৌ সহ সৈন্যেন যত্রাস্তে ভার্গবোঽব্যয়ঃ।
তং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কাশং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা ॥৬৪
ত্রস্তাঃ সর্ব্বেজনাস্তত্র শঙ্কমানা জনক্ষয়ম্।
ততো যুদ্ধং মহাঘোরং রামস্য নৃপতেস্তদা ॥ ৬৫
শস্ত্রাস্ত্রপাতনৈর্ভীমৈর্মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ।
ততোরামো মহাতেজাস্তৎসৈন্যং নৃপতেস্তদা ॥
নির্দ্দদাহ ক্ষণাৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবাস্ত্রেণ লীলয়া।
ততঃ পরশুনা রামস্তীক্ষ্ণেনামিতবিক্রমঃ॥ ৬৭
চিচ্ছেদ বাহুসাহস্রং কার্ত্তবীর্য্যস্য দুর্ম্মতেঃ।
ন শশাক মহাবীর্য্যো যোদ্ধুং রামেণ ভূপতিঃ॥
নষ্টবীর্য্যো বভূবাত্র পাপেন স্বেন দুর্ম্মতিঃ।
চিচ্ছেদ তচ্ছিরঃ ক্রুদ্ধো রেণুকাতনয়ো বলী॥
মহাদ্রিশৃঙ্গং বজ্রেণ যথা দেবপতির্ব্বলী।
হত্বা সহস্রবাহুং তং জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥৭০
জঘান পার্থিবান্ সর্ব্বান্ ক্রুদ্ধঃ পরশুনা মৃধে।
রামং দৃষ্ট্বা মহারৌদ্রং পার্থিবাঃ পৃথিবীতলে।
ভয়ার্ত্তা বিদ্রুতাঃ সর্ব্বে মাতঙ্গা ইব কেশরিম্।

ক্রোধস্বরূপ আমি সর্ব্ব রাজন্যবর্গকে নিহত করিব। মদীয় পিতার তৃপ্তির জন্য কার্ত্তবীর্য্যের রুধির তিলসহ তর্পণ করিব এবং তাহার মস্তককমল দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিব। মহাদেব কহিলেন,—ভৃগুরাম এই কথা কহিলে, ভূপতির মহাবল কিঙ্করগণ শরবর্ষণে তাঁহাকে তাড়িত করিল। মনে হইল যেন পাবকোপরি পলালবর্ষণ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর্য্য সত্যপরাক্রম রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব চাপ আকর্ষণপূর্ব্বক জ্যানিনাদ করিলেন। সেই মহানাদে ভুবনত্রয় পরিপূরিত হইল। দেবগণ অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইলেন। অনন্তর মহাবল পরশুরাম পাবকপ্রতিম শরসমূহ দ্বারা সেই সকল মহাবল কিঙ্করকে তাড়িত করিলেন এবং মহাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের সমুদায় কিঙ্করকে নিহত করিয়া সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর কালাগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে হৈহয়রাজ ধীমান্ রাম কর্ত্তৃক স্বীয় কিঙ্করগণ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ক্রোধরক্তনেত্রে সসৈন্যে ভার্গবসন্নিধানে যাত্রা করিলেন। জনগণ নিজ তেজে জ্বলিত, ঘোরাকার রাজাকে দর্শন করিয়া লোকক্ষয়শঙ্কায় সন্তপ্ত হইল। অনন্তর কার্ত্তবীর্য্য ও পরশুরামের ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভীষণ শস্ত্রাস্ত্রপাত হইতে লাগিল, যেন বর্ষণশীল মেঘদ্বয় বারিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাতেজা রাম বৈষ্ণবাস্ত্র দ্বারা অবলীলাক্রমে নরপতির সর্ব্বসৈন্য ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করিলেন। অনন্তর অমিতবিক্রম রাম তীক্ষ্ণধার পরশু দ্বারা দুর্ম্মতি কার্ত্তবীর্য্যের বাহু সহস্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর্য্য ভূপতি তখন রামের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। দুর্ম্মতি রাজা নিজকৃত পাপফলেই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। বলবান্ রেণুকানন্দন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় মস্তক ছেদন করিলেন। ৫৫—৬৯। মনে হইল, দেবরাজ যেন বজ্রপ্রহারে মহাদ্রিশৃঙ্গ নিপাতিত করিলেন। প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য সহস্রবাহু অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া সক্রোধে অন্যান্য রাজন্যগণকেও পরশুপ্রহারে বিনাশ করিলেন। মাতঙ্গগণ যেমন কেশরিদর্শনে

বিক্রন্তানপি ভূপালান্ পিতুর্নিধনমন্যুনা ॥ ৭২
জঘান ভার্গবঃ ক্রুদ্ধো নাগানিব খগেশ্বরঃ।
নিঃক্ষত্রং কৃতবান্ সর্ব্বং জামদগ্নিঃ প্রতাপবান্
ররক্ষ ভগবানেকমিক্ষ্বাকোঃ সুমহৎকুলম্।
মাতামহস্থাবয়ত্বাদ্রেণুকাবচনাদথ ॥ ৭৪
তান্ ভ্রষ্টরাজ্যান্ কৃত্বা বৈ মাতামহকুলোদ্ভবান্
ন হত্বা মনুবংশ্যাংস্তান্ রামো নৃপকুলান্তকঃ ॥৭৫
সর্ব্বস্ত ভূভৃতাং বংশং নাশয়ামাস বীর্য্যবান্।
কৃত্বা চোর্ব্বীত্ত নিঃক্ষত্রাং জমদগ্নিসুতো বলী॥
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং চকার বিধিবদ্দ্বিজঃ।
প্রদদৌ বিপ্রমুখ্যেভ্যঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ॥
দত্ত্বা মহীং স বিপ্রেভ্যো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্
তপস্তপ্তুং যযৌ সোঽথ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৭৮
এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্ন্যের্মহাত্মনঃ।
শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ॥
নোপাস্যং হি ভবেত্তস্য শক্ত্যাবেশান্মহাত্মনঃ।

পলায়ন করে, পৃথিবীস্থ পার্থিবগণ সেইরূপ মহারুদ্র রামকে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিলেন। গরুড় যেমন নাগগণকে বিনাশ করে, ক্রুদ্ধ ভার্গব সেইরূপ পিতৃবধজনিত ক্রোধবশতঃ পলায়মান ভূপালদিগকেও বিনাশ করিলেন। প্রতাপবান্ ভগবান্ জামদগ্ন্য তখন একমাত্র ইক্ষ্বাকু মহাকুল রক্ষা করিলেন, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত ক্ষত্রিয়েরই বিনাশ সাধন করিলেন। নৃপকুলান্তক রাম নিজের মাতামহবংশ বলিয়া রেণুকার অনুরোধে মনুবংশীয়দিগকে নিহত না করিয়া তৎকুলোৎপন্ন রাজন্যগণকে ভ্রষ্টরাজ্য করিয়া দিলেন। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত ভূপতিবংশই তিনি বিনাশ করিলেন। জমদগ্নিনন্দন এইরূপে সমস্ত উর্ব্বী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর তিনি বিপ্রমুখ্যদিগকে সপ্তদ্বীপবতী মহীদান করিলেন। মহীদানান্তে প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য তপস্যার্থ নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট শক্ত্যাবেশাবতার প্রভু শার্ঙ্গপাণি মহাত্মা

উপাস্যৌ ভগবদ্ভক্তৈর্ব্বিপ্রমুখ্যৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৮০
রামকৃষ্ণাবতারৌ তু পরিপূর্ণৌ হি সদ্গুণৈঃ।
উপাস্যমানাবৃষিভিরপবর্গপ্রদৌ নৃণাম্ ॥ ৮১
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পরশুরামচরিতং নামৈকচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং দ্বাদশার্ণং মহামনুম্।
জজাপ গোমতীতীরে নৈমিষে বিমলে শুভে ॥১
তেন বর্ষসহস্রেণ পূজিতঃ কমলাপতিঃ।
মত্তো বরং বৃণীষ্বেতি তং প্রাহ ভগবান্ হরিঃ।
ততঃ প্রোবাচ হর্ষেণ মনুঃ স্বায়ম্ভুবো হরিম্ ॥২
মনুরুবাচ।
পুত্রত্বং ভজ দেবেশ ত্রীণি জন্মানি চাচ্যুত।
ত্বাং পুত্রলালসত্বেন ভজামি পুরুষোত্তমম্ ॥৩

জামদগ্ন্যের চরিত কীর্ত্তন করিলাম। শক্ত্যাবেশবশতঃ উক্ত মহাত্মার চরিত উপাস্য নহে। পরন্তু সদ্গুণ পরিপূর্ণ রামকৃষ্ণাবতারই ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের উপাস্য। নরগণের অপবর্গপ্রদ রামকৃষ্ণই ঋষিমণ্ডলীর উপাস্যমান। ৭০—৮১।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনু গোমতীতীরস্থ শুভ বিমল নৈমিষারণ্যে থাকিয়া দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র জপ এবং সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কমলাপতির পূজা করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ভগবান্ হরি তাঁহাকে বলেন,—তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর। স্বায়ম্ভুব প্রহর্ষভরে হরিকে বলিলেন,—হে দেবেশ অচ্যুত! তুমি তিন জন্ম যাবৎ আমার পুত্র হও। পুরুষোত্তম তুমি, পুত্র-

মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তস্তেন লক্ষ্মীশঃ প্রোবাচ সুমহাগিরা॥ ৪
বিষ্ণুরুবাচ।
ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ যত্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্‌।
মমৈব চ মহৎপ্রীতিস্তব পুত্রত্বহেতবে॥ ৫
স্থিতিপ্রয়োজনে কালে তত্র তত্র নৃপোত্তম।
ত্বয়ি জাতে ত্বহমপি জাতোঽস্মি তব সুব্রত॥ ৬
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি তবানঘ॥ ৭
মহাদেব উবাচ।
এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তদধে হরিঃ।
অস্যাভূৎ প্রথমং জন্ম মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য চ॥ ৮
রঘূণামন্বয়ে পূর্ব্বং রাজা দশরথো হ্যভূৎ।
দ্বিতীয়ো বসুদেবোঽভূদ্‌বৃষ্ণীনামন্বয়ে বিভুঃ॥৯
কলের্দ্দিব্যসহস্রাব্দপ্রমাণস্যান্তপাদয়োঃ।
শম্ভলগ্রামকং প্রাপ্য ব্রাহ্মণঃ সম্ভবিষ্যতি॥ ১০
কৌশল্যা সমভূৎ পত্নী রাজ্ঞো দশরথস্য হি।
যদোর্ব্বংশস্য সেবার্থং দেবকী নাম বিশ্রুতা॥১১
হরিব্রতস্য বিপ্রস্য ভার্য্যা দেবপ্রভা পুনঃ।
এবং মাতৃত্বমাপন্না ত্রীণি জন্মানি শার্ঙ্গিণঃ॥ ১২
পূর্ব্বং রামস্য চরিতং বক্ষ্যামি তব সুব্রতে।
যস্য স্মরণমাত্রেণ বিমুক্তিঃ পাপিনামপি॥ ১৩
হিরণ্যকহিরণ্যাক্ষৌ দ্বিতীয়ং জন্ম সংশ্রিতৌ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবাবজায়েতাং মহাবলৌ॥ ১৪
পুলস্ত্যস্য সুতো বিপ্রো বিশ্রবা নাম ধার্ম্মিকঃ।
তস্য পত্নী বিশালাক্ষী রাক্ষসেন্দ্রসুতানঘে॥ ১৫
সুকেশিতনয়া সা স্যাৎ সুমালীদানবস্য চ।
কৈকসী নাম কন্যাসীত্তস্য ভার্য্যা দৃঢ়ব্রতা॥ ১৬
কামোদ্রিক্তা তু সা দেবী সন্ধ্যাকালে মহামুনিম্‌।
রময়ামাস তবঙ্গী যথেষ্টং শুভদর্শনা॥ ১৭
কামাৎ সন্ধ্যাভবাত্তস্মাত্তস্যাং জাতৌ মহাবলৌ
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ রাক্ষসৌ লোকবিশ্রুতৌ॥১৮
কন্যা শূর্পণখা নাম জাতাতিবিকৃতাননা।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তস্যাং জাতো বিভীষণঃ॥

লালসায় তোমাকে আমি ভজনা করিতেছি। মহাদেব কহিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনু এই কথা কহিলে, লক্ষ্মীপতি গুরুগম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তোমার পুত্ররূপে জন্ম লইবার জন্য আমারও একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। হে সুব্রত! যে যে কালে জগৎপালনের প্রয়োজন হইবে, তোমার উৎপত্তির পর আমিও সেই সেই সময়ে জন্ম গ্রহণ করিব। হে অনঘ! সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধু দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ, ধর্ম্মের সংস্থাপন নিমিত্ত আমি তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইব। মহাদেব কহিলেন,—হরি স্বায়ম্ভুব মনুকে এইরূপে বর প্রদান করিয়া তৎকালে অন্তর্ধান করিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর প্রথম জন্ম রঘুবংশে রাজা দশরথ রূপে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে তিনি বৃষ্ণিবংশে বিভু বসুদেবরূপে উৎপন্ন হন। মনু তৃতীয় বারে দিব্য সহস্রবর্ষ পরিমিত কলিযুগের অন্ত্যপাদে শম্ভলগ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা দশরথের পত্নী কৌশল্যা যদুবংশীয় বসুদেবের পত্নী সুপ্রসিদ্ধা দেবকী এবং বিপ্র হরিব্রতের ভার্য্যা দেবপ্রভা এই তিন নারীই তিন জন্মে যথাক্রমে শার্ঙ্গপাণির মাতা হইয়াছিলেন। হে সুপ্রভে! প্রথমে তোমার নিকট রামচরিত কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা স্মরণমাত্র পাপীরাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে অনঘে! হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ দ্বিতীয় জন্মে মহাবল রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাক্ষসেন্দ্রনন্দিনী বিশালাক্ষী কৈকসী তাঁহার পত্নী। সুকেশী কৈকসী সুমালী দানবের কন্যা এবং বিপ্র বিশ্রবার দৃঢ়ব্রতা ভার্য্যা। ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী কৈকসী কামোদ্রেকবশতঃ একদা সন্ধ্যাকালেই মহামুনি বিশ্রবার সহিত যথেষ্ট রমণ করিল। ১—১৭। সন্ধ্যাকালে কামক্রীড়াহেতু তামস ভাবাপন্না কৈকসীর গর্ভে তমঃপূর্ণ মহাবল রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে লোকবিখ্যাত রাক্ষসদ্বয় এবং শূর্পনখা নামে এক বিকৃতবদনা রাক্ষসী উৎপন্ন হইয়াছিল। কিয়ৎকাল

সুশীলো ভগবদ্ভক্তঃ সত্যবাগ্‌ধর্ম্মবান্ শুচিঃ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ হিমবৎপর্ব্বতোত্তমে ॥ ২০
মহোগ্রতপসা মাং বৈ পূজয়ামাসতুর্ভৃশম্।
রাবণস্তথ দুষ্টাত্মা স্বশিরঃকমলৈঃ শুভৈঃ ॥ ২১
পূজয়ামাস মাং দেবি দারুণেনৈব কর্ম্মণা।
ততস্তমব্রুবং সুভ্রুঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ২২
বরং বৃণীষ্ব মে বৎস যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
ততঃ প্রোবাচ দুষ্টাত্মা দেবদানবরক্ষসাম্ ॥২৩
অবধ্যত্বং প্রদেহীতি সর্ব্বলোকজিগীষয়া।
ততোঽহং দত্তবাংস্তস্মৈ রাক্ষসায় দুরাত্মনে ॥২৪
দেবদানবযক্ষাণামবধ্যত্বং বরাননে।
রাক্ষসোঽসৌ মহাবীর্য্যো বরদানাত্তু গর্ব্বিতঃ ॥
ত্রীন্ লোকান্ পীড়য়ামাস দেবদানবমানুষান্।
তেন সম্বাধ্যমানাশ্চ দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ॥২৬
ভয়ার্ত্তাঃ শরণং জগ্মুরীশ্বরং কমলাপতিম্।
জ্ঞাত্বাথ বেদনাং তেষামভয়ায় সনাতনঃ।
উবাচ ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমান্ ॥২৭
শ্রীভগবানুবাচ।
রাজ্ঞো দশরথস্যাহমুৎপৎ স্যামি রঘোঃ কুলে।
বধিষ্যামি দুরাত্মানং রাবণং সহবান্ধবম্।
মানুষং বপুরাস্থায় হন্মি দৈবতকণ্টকম্ ॥ ২৯
নন্দিশাপাত্তবন্তোঽপি বানরত্বমুপাগতাঃ।
কুরুধ্বং মম সাহায্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসোত্তমাঃ ॥৩০
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা দেবতাঃ সর্ব্বা দেবদেবেন বিষ্ণুনা।
বানরত্বমুপাগম্য জজ্ঞিরে পৃথিবীতলে ॥ ৩১
ভার্গবেণ প্রদত্তা তু মহী সাগরমেখলা।
দত্তা মহর্ষিভিঃ পূর্ব্বং রঘূণাং সুমহাত্মনাম্ ॥৩২
বৈবস্বতমনোঃ পুত্রো রাজ্ঞাং শ্রেষ্ঠো মহাবলঃ।
ঈক্ষাকুরিতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবরঃ ॥ ৩৩
তদন্বয়ে মহাতেজা রাজা দশরথো বলী।
অজস্য নৃপতেঃ পুত্রঃ সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ ॥

পরে কৈকেসীর গর্ভে বিভীষণ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বিভীষণ সুশীল ভগবদ্‌ভক্ত, সত্যবাক্, ধার্ম্মিক এবং শুচি-স্বভাব। রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতবর হিমালয়ে গিয়া কঠোর তপস্যায় আমার অত্যন্ত আরাধনা করিতে থাকে। হে দেবি! দুষ্টাত্মা রাবণ ক্রমে দারুণ কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় মস্তককমল দ্বারা আমার পূজা করিতে লাগিল। সুন্দরি! বলিতে কি, রাবণের সেই কর্ম্মে আমার অন্তরাত্মা হৃষ্ট হইল। আমি তাহাকে বলিলাম,—বৎস! তুমি আমার নিকট মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তখন দুষ্টাত্মা রাবণ সর্ব্বলোক জয় করিবার বাসনায় বলিল,—আমাকে আপনি দেব দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্যত্ব হইবার বর প্রদান করুন। হে বরাননে! অনন্তর আমি সেই দুষ্টাত্মা রাক্ষসকে দেব দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্যত্ব বর প্রদান করিলাম। মহাবীর্য্য রাক্ষস বরদানে গর্ব্বিত হইয়া দেব দানব মানব এই লোকত্রয়ই পীড়িত করিতে লাগিল। তৎকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভয়ার্ত্তচিত্তে ভগবান কমলাপতির শরণাপন্ন হইলেন। সনাতন হরি দেবগণের বেদনা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের অভয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মরুদ্রাদি সর্ব্বদেবকে বলিলেন,—আমি রঘুকুলে রাজা দশরথের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব এবং দুরাত্মা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিব। দেবকণ্টক রাবণকে আমার মানুষদেহেই বিনাশ করিতে হইবে। নন্দীর শাপে আপনারা দেব গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সকলেই বানরত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার সাহায্য করুন।১৮—৩০। মহাদেব কহিলেন,—দেবদেব বিষ্ণুকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া সর্ব্বদেবই ভূতলে বানরাকারে জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি ভার্গব এই সাগরমেখলা মহী মহর্ষিগণকে দান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ মহাত্মা রঘুবংশীয়গণের হস্তে মহী পালনের ভার অর্পণ করেন। বৈবস্বত মনুর পুত্র রাজশ্রেষ্ঠ মহাবল বিখ্যাত ইক্ষাকু সর্ব্বধর্ম্মবিদ্‌গণের অগ্রণী ছিলেন। সেই ইক্ষাকুবংশে অজনন্দন মহাতেজা রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ করেন; দশরথ সত্যবান্,

স রাজা পৃথিবীং সর্ব্বাং পালয়ামাস বীর্য্যতঃ।
রাজ্যেষু স্থাপয়ামাস সর্ব্বান্ পার্থিবসত্তমান্ ॥৩৫
কোশলস্থ নৃপস্থাথ পুত্রী সর্ব্বাঙ্গশোভনা।
কৌশল্যাং নাম তাং কন্যামুপযেমে স পার্থিবঃ
মাগধস্থ নৃপস্থাথ তনয়া চ, শুচিস্মিতা।
সুমিত্রা নাম নাম্না চ দ্বিতীয়া তস্থ ভামিনী ॥৩৭
তৃতীয়া কেকয়স্থাথ নৃপতের্দুহিতা তথা।
ভার্য্যাভূৎ পদ্মপত্রাক্ষী কেকয়ী নাম নামতঃ ॥৩৮
তাভিঃ স রাজা ভার্য্যাভিস্তিস্থভির্ধর্ম্ম সংযুতঃ।
রময়ামাস কাকুৎস্থঃ পৃথিবীঞ্চানুপালয়ন্ ॥ ৩৯
অযোধ্যা নাম নগরী সরযুতীরসংস্থিতা।
সর্ব্বরত্নসুসম্পূর্ণা ধনধান্যসমাকুলা ॥ ৪০
প্রাকারগোপুরৈর্জুষ্টা হেমপ্রাকারসঙ্কুলা।
উত্তমৈর্নাগতুরগৈর্ম্মহেন্দ্রস্থ যথা পুরী ॥৪১
তস্যাং রাজা স ধর্ম্মাত্মা উবাস মুনিসত্তমৈঃ।
পুরোহিতেন বিপ্রেণ বসিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৪২
রাজ্যঞ্চ কারয়ামাস সর্ব্বং নিহতকণ্টকম্।
যস্মাদুৎপৎস্যতে তস্যাং ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ
তস্মাত্তু নগরী পুণ্যা সাপ্যযোধ্যেতি কীর্ত্তিতা
নগরস্থ পরং ধাম নাম তস্যাপ্যভূচ্ছুভে ॥৪৪
যত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুস্তদেব পরমম্পদম্।
তত্র সদ্যো ভবেন্মোক্ষঃ সর্ব্বকর্ম্মনিকৃন্তনঃ ॥৪৫
জাতে তত্র মহাবিষ্ণৌ নরাঃ সর্ব্বে মুদং যযুঃ।
স রাজা পৃথিবীং সর্ব্বাং পালয়িত্বা শুভাননে॥
অযজদ্বৈষ্ণবেষ্ট্যা চ পুত্রার্থী হরিমচ্যুতম্।
তেন সম্পূজিতঃ শ্রীশো রাজ্ঞা সর্ব্বগতো হরিঃ ॥ ৪৭
বৈষ্ণবেন তু যজ্ঞেন বরদঃ প্রাহ কেশবঃ।
তস্মিন্নাবিরভূদগ্নৌ যজ্ঞরূপো হরিস্তদা ॥ ৪৮
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শুক্লাম্বরধরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ ॥ ৪৯
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কো বনমালাবিভূষিতঃ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষশ্চতুর্বাহুরুদারধীঃ ॥ ৫০

শীলবান্ ও শুচিস্বভাব ছিলেন। তিনি স্বীয় বীর্য্যবলে সমগ্র মহী পালন করেন এবং রাজশ্রেষ্ঠগণকে স্ব স্ব রাজ্যে স্থাপন করেন। রাজা দশরথ কোশল নৃপতির কন্যা শোভনাঙ্গী কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মাগধ নৃপতির কন্যা শুচিস্মিতা সুমিত্রা তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী এবং কেকয়রাজের দুহিতা কমলাক্ষী কৈকেয়ী তাঁহার তৃতীয়া পত্নী ছিলেন। কাকুৎস্থ-বংশধর রাজা দশরথ ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীপালনপূর্ব্বক সেই ভার্য্যাত্রয়সহ রমণ করিতে লাগিলেন। সরযূতীরস্থিতা অযোধ্যা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। ঐ নগরী সর্ব্বরত্নপূর্ণা, ধনধান্যাকুলা, প্রাকার গোপুর ও হেমপ্রাকারযুতা এবং উত্তম উত্তম গজ ও তুরঙ্গসমূহে সমলঙ্কৃতা,—যেন মহেন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভনা। ধর্ম্মাত্মা রাজা ঐ নগরীতে মুনিসত্তমগণ এবং কুল-পুরোহিত মহাত্মা বশিষ্ঠদেবসহ বাস করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম দেব তথায় আবির্ভূত হইবেন বলিয়াই ঐ অযোধ্যা পুণ্যা নগরী নামে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। হে শুভে! ঐ অযোধ্যা নগরী তখন হইতে পরম ধাম নামেও অভিহিত হইতেছিল। যথায় ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজ করেন, তাহাই পরম ধাম বা পরম পদ আখ্যায় অভিহিত। তথায় সদ্যঃ সদ্যই সর্ব্বকর্ম্মচ্ছেদী মোক্ষ লাভ হয়। ঐ নগরে মহাবিষ্ণু জন্মিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বমানবই প্রীত হইয়াছিল। হে শুভাননে! সেই রাজা সমস্ত পৃথিবী পালন করিতেছিলেন। একদা তিনি পুত্রার্থী হইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞানুষ্ঠানে অচ্যুতদেবের অর্চ্চনা করিলেন। সর্ব্বগত শ্রীপতি হরি রাজা কর্তৃক বৈষ্ণব যাগে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহার প্রতি বর দান করিতে উদ্যত হইলেন। যজ্ঞরূপী হরির সেই যজ্ঞানলে আবির্ভাব হইল।৩১—৩৮। তিনি শুদ্ধজাম্বুনদপ্রভ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, শুক্লাম্বর-পরিহিত, শ্রীমান্ সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, শ্রীবৎস-কৌস্তভযুত-বক্ষস্থল, বনমালামণ্ডিত, পদ্মপত্রনিভ দীর্ঘ-নেত্র, চতু-

সব্যাঙ্কস্থশ্রিয়া সার্দ্ধমাবিরাসীদ্রমেশ্বরঃ।
বরদোঽস্মীতি তং প্রাহ রাজানং ভক্তবৎসলঃ
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকেশং রাজা হর্ষসমাকুলঃ।
ববন্দে ভার্য্যয়া সার্দ্ধং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৫২
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
পুত্রত্বং মে ভজেত্যাহ দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ প্রাহ রাজানমচ্যুতঃ ॥৫৩

বিষ্ণুরুবাচ।

উৎপৎস্যেঽহং নৃপশ্রেষ্ঠ দেবলোকহিতায় বৈ॥৫৪
পরিত্রাণায় সাধূনাং রাক্ষসানাং বধায় চ।
মুক্তিং প্রদাতুং লোকানাং ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ॥

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পায়সং দিব্যং হেমপাত্রস্থিতং শৃতম্।
লক্ষ্ম্যাঽহস্তস্থিতং শুভ্রং পার্থিবায় দদৌ হরিঃ ॥৫৬

বিষ্ণুরুবাচ।

ইদং বৈ পায়সং রাজন্ পত্নীভ্যস্তব সুব্রত।
দেহি তে তনয়াস্তাসু উৎপৎস্যন্তে মদঙ্গজাঃ॥

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঃ স্তূয়মানো জনার্দ্দনঃ।
স্বাত্মানং দর্শয়িত্বাথ তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৫৮
স রাজা তত্র দৃষ্ট্বা চ পত্নীং জ্যেষ্ঠাং কণীয়সীম্।
বিভজ্য পায়সং দিব্যং প্রদদৌ সুসমাহিতঃ॥৫৯
এতস্মিন্নন্তরে পত্নী সুমিত্রা তস্য মধ্যমা।
তৎসমীপং প্রয়াতা সা পুত্রকামা সুলোচনা॥৬০
তাং দৃষ্ট্বা তত্র কৌশল্যা কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা
অর্দ্ধমর্দ্ধং প্রদদতুস্তে তস্যৈ পায়সং স্বকম্॥ ৬১
তৎ প্রাশ্য পায়সং দিব্যং রাজপত্ন্যঃ সুমধ্যমাঃ
সম্পন্নগর্ভাঃ সর্ব্বাস্তা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ॥ ৬২
তাসাং স্বপ্নেষু দেবেশঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিরাবির্ভূতস্তদা হরিঃ॥ ৬৩
অস্মিন্ কালে মনোরম্যে মধুমাসি শুচিস্মিতে।
শুক্লে নবম্যাং বিমলে ঋক্ষেঽদিতিদৈবতে॥
মধ্যাহ্নসময়ে লগ্নে সর্ব্বগ্রহ শুভান্বিতে।
কৌশল্যা জনয়ামাস পুত্রং লোকেশ্বরং হরিম্॥৬০

ভুজ ও উদারবুদ্ধি। এহেন মূর্ত্তি-শালী ভক্তবৎসল রমাপতি বামাঙ্কস্থিতা শ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবির্ভূত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—আমি তোমাকে বরদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। রাজা সেই সর্ব্বলোক-পতিকে দর্শন করিয়া হর্ষাকুলচিত্তে তদীয় পাদ বন্দনা করিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রণতভাবে হর্ষগদ্গদ বাক্যে দেবদেব জনার্দ্দনকে বলিলেন,—আপনি আমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হউন। ভগবান্ অচ্যুত প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি দেবলোকের হিত, সাধুগণের পরিত্রাণ, রাক্ষসকুলের সংহার, লোকসমূহকে মুক্তি দান এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন, এই সকল কারণে জন্মগ্রহণ করিব। মহাদেব কহিলেন,—হরি এই কথা কহিয়া লক্ষ্মী দেবীর হস্তস্থিত হেমপাত্রগত দিব্য শুভ্র পায়স রাজাকে অর্পণ করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে সুব্রত রাজন্! এই পায়স তোমার পত্নীদিগকে ভাগ করিয়া ভোজন করিতে দাও, তাহা হইলেই তাঁহাদের গর্ভে মদীয় অংশজাত পুত্রগণ উৎপন্ন হইবে। মহাদেব কহিলেন,—মুনিগণ-স্তুত জনার্দ্দন এই কথা কহিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শনান্তে তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। রাজা দশরথ তথায় জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা পত্নীকে দেখিয়া সবিধানে সেই দিব্য পায়স তাঁহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে রাজার মধ্যমা পত্নী সুমিত্রা শুভার্থিনী হইয়া তাঁহার নিকট উপ-স্থিত হইলে কৌশল্যা এবং কৈকয়ী. তাঁহাকে দেখিয়া স্ব স্ব পায়স অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ করিয়া দিলেন। সুন্দরী রাজপত্নীত্রয় সেই দিব্য পায়স প্রাশন করিয়া যথাকালে গর্ভধারণপূর্ব্বক উজ্জ্বল তেজে বিরাজ করিতে লাগিলেন।৩৯—৬২। তখন শঙ্খচক্রগদাপাণি পীতবসনধারী হরি স্বপ্নে তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর বসন্তকাল,চৈত্র মাস,শুক্লা নবমী তিথি, বিমল পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, মধ্যাহ্ণে শুভ গ্রহা-ন্বিত কর্কটলগ্নে কৌশল্যা লোকেশ্বর হরিকে

ইন্দীবরদলশ্যামং কোটিকন্দর্পসন্নিভম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সর্ব্বাভরণশোভিতম্॥ ৬৬
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
উদ্যদ্দিনকরপ্রখ্যকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্॥৬৭
অনেকসূর্য্যসঙ্কাশং তেজসা মহতাবৃতম্।
পরেশস্য তনো রম্যং দীপাদুৎপন্নদীপবৎ॥ ৬৮
ঈশানং সর্ব্বলোকানাং যোগিধ্যেয়ং সনাতনম্
সর্ব্বোপনিষদামর্থমনন্তং পরমেশ্বরম্॥ ৬৯
জগৎসর্গস্থিতিলয়ে হেতুভূতমনাময়ম্।
শরণ্যং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতময়ং বিভুম্॥ ৭০
সমুৎপন্নে জগন্নাথে দেবদুন্দুভয়ো দিবি।
বিনেদুঃ পুষ্পবর্ষাণি ববর্ষুঃ সুরসত্তমাঃ॥ ৭১
প্রজাপতিমুখা দেবা বিমানস্থা নভস্তলে।
তুষ্টুবুর্মুনিভিঃ সার্দ্ধং হর্ষপূর্ণাঙ্গবিহ্বলাঃ॥ ৭২
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যশিবা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা বিমলাশ্চ দিশো দশ।
ততঃ স রাজা হর্ষেণ পুত্রং দৃষ্ট্বা সনাতনম্॥৭৪
পুরোধসা বসিষ্ঠেন জাতকর্ম্ম তদাকরোৎ।
নাম চাস্মৈ দদৌ রম্যং বসিষ্ঠো ভগবাংস্তদা॥
শ্রিয়ঃ কমলবাসিন্যা রমণোঽয়ং মহান্ প্রভুঃ।
তস্মাচ্ছ্রীরাম ইত্যস্য নাম সিদ্ধং পুরাতনম্॥৭৬
সহস্রনাম্নাং শ্রীশস্য তুল্যং মুক্তিপ্রদং নৃণাম্।
বিষ্ণুমাসি সমুৎপন্নো বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে॥ ৭৭
এবং নামাস্য দত্বাথ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
পরিণীয় নমস্কৃত্য স্তত্বা স্তুতিভিরেব চ॥৭৮
সঙ্কীর্ত্ত্য নামসাহস্রং মঙ্গলার্থং মহাত্মনঃ।
বিনির্যযৌ মহাতেজস্তস্মাৎ পুণ্যতমাদ্ গৃহাৎ॥
রাজাথ বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদৌ বহুধনং মুদা।
গবাময়ুতদানঞ্চ কারয়ামাস ধর্ম্মতঃ॥ ৮০
গ্রামাণাং শতসাহস্রং দদৌ রঘুকুলোত্তমঃ।
বস্ত্রৈরাভরণৈর্দিব্যৈরসঙ্খ্যৈর্ধনৈরপি॥ ৮১
বিষ্ণোঃ সন্তুষ্টয়ে তত্র তর্পয়ামাস ভূসুরান্।

পুত্ররূপে প্রসব করিলেন। পুত্র ইন্দীবর-দলবৎ শ্যামবর্ণ, কোটিকন্দর্পনিভ, পদ্মপত্রবৎ বিশালনেত্র, সর্ব্বাভরণভূষিত, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ দ্বারা শোভিতবক্ষ, নবোদিত দিন-করনিভ কুণ্ডলযুগল দ্বারা অলঙ্কৃত, অনেক সূর্য্যসদৃশ মহাতেজোযুক্ত, দীপোৎপন্ন দীপ-বৎ পরমেশ হইতে অভিন্ন, সর্ব্বলোকাধিপ যোগিজনধ্যেয় সনাতন পুরুষ। পুত্ররূপে উৎপন্ন এই সনাতন দেবই সর্ব্বোপনিষদের প্রতিপাদ্য, অনন্ত পরমেশ্বর, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতুভূত, অনাময়, সর্ব্বপ্রাণীর শরণ্য এবং সর্ব্বভূতময় বিভু। জগন্নাথ সমুৎপন্ন হইলে স্বর্গে দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইল, সুরসত্তমগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিপ্রমুখ দেবগণ নভ-স্তলে বিমানস্থ হইয়া হর্ষাবেশ-বিহ্বলাঙ্গে মুনিগণ সহ স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব-পতিগণ গানারম্ভ করিলেন। অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল। পুণ্য মঙ্গল বায়ু বহিল। দিবাকর সুপ্রভ হইলেন। অগ্নি সকল প্রজ্ব-লিত হইল। দিক্ সকল প্রসন্ন শ্রী ধারণ করিল। তখন রাজা দশরথ সহর্ষে সনাতন পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পুরোহিত বশিষ্ঠ দ্বারা পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ দশরথনন্দনের 'শ্রীরাম' এই রম্য নাম রাখিলেন। এই মহাপ্রভু কমলালয়া লক্ষ্মীর রমণ বলিয়া 'শ্রীরাম' এই চিরসিদ্ধ পুরাতন নাম ইঁহার নির্দ্দিষ্ট হইল। এই নাম শ্রীপতির সহস্র নামের ন্যায় নরগণের মুক্তিপ্রদ। শ্রীরাম বিষ্ণু নামে সমুৎপন্ন বলিয়া বিষ্ণুনামেও অভিহিত হইবেন।৬৫-৭৭। ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি এইরূপে তাঁহার নামকরণ করিয়া কোলে লইলেন, নমস্কার করিলেন, নানা স্তবে স্তব করিলেন এবং সেই মহাত্মা পুত্রের মঙ্গলার্থ সহস্র নাম পাঠ করিয়া সেই পবিত্র সূতিকাগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। রঘুকুল-তিলক রাজা দশরথ হর্ষাবেশে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণকে অযুতসংখ্যক গাভী, শত সহস্র গ্রাম এবং অন্যান্য বহু ধন প্রদান করিলেন। দিব্য দিব্য বস্ত্রাভরণ এবং অগণিত ধন বিত-রণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করি-

কৌশল্যা চ সুতং দৃষ্ট্বা রামং রাজীবলোচনম্॥
ফুল্লহস্তারবিন্দাভং পদ্মহস্তাম্বুজাম্বিতম্।
তস্য শ্রীপাদকমলে পদ্মাক্তে চ বরাননে॥ ৮৩
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধ্বজবজ্রাদিচিহ্নিতে।
দৃষ্ট্বা বক্ষসি শ্রীবৎসং কৌস্তুভং বনমালয়া॥৮৪
তস্যাঙ্গে সা জগৎসর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
স্মিতবক্ত্রে বিশালাক্ষী ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ৮৫
নিশ্বাসে তস্য বেদাংশ্চ সেতিহাসান্মহাত্মনঃ।
দ্বীপানব্ধীন্ গিরীংস্তস্য জঘনে বরবর্ণিনী॥৮৬
নাভ্যাং ব্রহ্মশিবৌ তস্য কর্ণয়োশ্চ দিশঃ শুভাঃ।
নেত্রয়োর্ব্বহ্নিসূর্য্যৌ চ ঘ্রাণে বায়ুং মহাজবম্॥৮৭
সর্ব্বোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা তস্য বিভূতয়ঃ।
কৃৎস্না ভীতা বরারোহা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৮৮

কৌশল্যোবাচ।

ধন্যাস্মি দেবদেবেশ লব্ধা ত্বাং তনয়ং প্রভো।
প্রসীদ মে জগন্নাথ পুত্রস্নেহং প্রদর্শয়॥ ৮৯

মহাদেব উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো মাত্রা সর্ব্বগতো হরিঃ।
মায়ামানুষত্বং প্রাপ্য শিশুভাবাদ্রুরোদসঃ॥৯০
অথ প্রমুদিতা দেবী কৌশল্যা শুভলক্ষণা।
পুত্রমালিঙ্গ্য হর্ষেণ স্তন্যং প্রাদাৎ সুমধ্যমা॥৯১
তস্যাঃ স্তন্যং পপৌ দেবো বালভাবাৎ সনাতন॥
উবাস মাতুরুৎসঙ্গে জগদ্ভর্ত্তা মহাবিভুঃ॥ ৯২
দেশে তস্মিন্ শুভে রম্যে সর্ব্বকামপ্রদে নৃণাম্
উৎসবং চক্রিরে পৌরা হৃষ্টা জনপদা নরাঃ॥৯৩
কৈকেয্যাং ভরতো জজ্ঞে পাঞ্চজন্যাংশচোদিতঃ
সুমিত্রা জনয়ামাস লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্॥ ৯৪
শত্রুঘ্নঞ্চ মহাভাগা দেবশত্রুপ্রতাপনম্।
অনন্তাংশেন সম্ভূতো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা॥ ৯৫
সুদর্শনাংশাচ্ছত্রুঘ্নঃ সঞ্জজ্ঞেঽমিতবিক্রমঃ।
তে সর্ব্বে ববৃধুস্তত্র বৈবস্বতমনোঃ কুলে॥ ৯৬
সংস্কৃতাস্তে সুতাঃ সম্যগ্‌বসিষ্ঠেন মহৌজসা।
অধীতবেদাস্তে সর্ব্বে শ্রুতবন্তস্তথা নৃপাঃ॥৯৭

লেন। কৌশল্যা দেখিলেন,—রাজীবলোচন রামচন্দ্রের ফুল্লারবিন্দনিভ করযুগলে এবং শ্রীপাদপদ্মদ্বয়ে দুই দুইটী পদ্মচিহ্ন বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত তদীয় পদযুগ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধ্বজ বজ্রাদি দ্বারা চিহ্নিত। আর দেখিলেন,—রামচন্দ্রের বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তুভ ও বনমালা বিরাজিত, অঙ্গে সদেবাসুর মানব সর্ব্ব জগৎ, সহাস্য বদনে চতুর্দ্দশ ভুবন, নিশ্বাসে সেতিহাস বেদ সকল, জঘনে দ্বীপ সাগর ও পর্ব্বতসমূহ, নাভিতে ব্রহ্মা ও শিব, কর্ণযুগলে শুভ দিক্ সকল, নেত্রযুগলে অগ্নি ও সূর্য্য এবং ঘ্রাণে মহাবেগ বায়ু বিরাজিত। বরারোহা কৌশল্যা এইরূপে সেই নিখিল উপনিষদের প্রতিপাদ্য জনার্দ্দনকে এবং তাঁহার নিখিল বিভূতি পরিদর্শন করিয়া ভীত হইলেন এবং পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়নে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রভো, দেবদেশে! তোমাকে পুত্র পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। হে জগন্নাথ! মৎপ্রতি প্রসন্ন হও এবং পুত্রস্নেহ প্রদর্শন কর। মহাদেব কহিলেন,—মাতা এই কথা কহিলে, সর্ব্বগত হৃষীকেশ হরি মায়া-মানুষত্ব অবলম্বন করিয়া শিশুভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভদর্শন কৌশল্যা দেবী প্রমুদিত হইয়া পুত্রালিঙ্গনপূর্ব্বক মহর্ষে তাঁহাকে স্তন্য দান করিলেন। সনাতন দেব বালভাবে কৌশল্যার স্তন্য পান করিলেন এবং নিজে মহাপ্রভু জগদ্ভর্ত্তা হইয়াও মাতার ক্রোড়ে বাস করিতে লাগিলেন। ৭৮—৯২। তখন নরগণের সেই সর্ব্বকামপ্রদ রম্য দেশে তিনি বিরাজ করিতে থাকিলেন। পৌর জানপদগণ হৃষ্ট হইয়া উৎসব করিতে লাগিল। অতঃপর পাঞ্চজন্যাংশ ভরত কৈকেয়ীর গর্ভে উৎপন্ন হইলেন। মহাভাগা সুমিত্রা সুশুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এবং দেবশত্রুতাপন শত্রুঘ্নকে প্রসব করিলেন। পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ অনন্তাংশ এবং অমিতবিক্রম শত্রুঘ্ন সুদর্শন হইতে উৎপন্ন হইলেন। শ্রীরামপ্রমুখ দশরথসুতগণ বৈবস্বত মনুর কুলে বৃদ্ধি

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা ধনুর্ব্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ।
বভূবুঃ পরমোদারা লোকানাং হর্ষবর্দ্ধনাঃ॥ ৯৮
যুগ্মং বভূবতুস্তত্র রাজানৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ তয়োর্যুগ্মং বভূব হ॥ ৯৯
অথ লোকেশ্বরী লক্ষ্মীর্জনকস্য নিবেশনে।
শুভক্ষেত্রে হলোৎখাতে সুনাসীরে শুভে ক্ষণে॥
বালার্ককোটিসঙ্কাশা রক্তোৎপলকরাম্বুজা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা॥ ১০১
ধৃত্বা বক্ষসি চার্ব্বঙ্গী মালামম্লানপঙ্কজাম্।
সীতামুখে সমুৎপন্না বালভাবেন সুন্দরী॥১০২
তাং দৃষ্ট্বা জনকো রাজা কন্যাং বেদময়ীং শুভাম্।
উদ্ধৃত্যাপত্যভাবেন পুপোষ মিথিলাপতিঃ॥১০৩
জনকস্য গৃহে রম্যে সর্ব্বলোকেশ্বরপ্রিয়া।
ববৃধে সর্ব্বলোকস্য রক্ষণার্থং সুরেশ্বরী॥ ১০৪
এতস্মিন্নন্তরে দেবি কৌশিকো লোকবিশ্রুতঃ।
সিদ্ধাশ্রমে মহাপুণ্যে ভাগীরথ্যাস্তটে শুভে॥
ক্রতুপ্রবরমারেভে যষ্টুং তত্র মহামুনিঃ।
বর্ত্তমানস্য তস্যাস্য যজ্ঞস্যাথ দ্বিজন্মনঃ॥ ১০৬
ক্রতুবিধ্বংসিনোঽভূবন্ রাবণস্য নিশাচরাঃ।
কৌশিকশ্চিন্তয়িত্বাথ রঘুবংশোদ্ভবং হরিম্॥১০৭
আনেতুমৈচ্ছদ্ধর্ম্মাত্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া
স গত্বা নগরীং রম্যামযোধ্যাং রঘুপালিতাম্॥
নৃপশ্রেষ্ঠং দশরথং দদর্শ মুনিসত্তমঃ॥ ১০৮
রাজাপি কৌশিকং দৃষ্ট্বা প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ॥
পুত্রৈঃ সহ মহাতেজা ববন্দে মুনিসত্তমম্।
ধন্যোঽহমস্মীতি বদন্ হর্ষেণ রঘুনন্দনঃ॥১১০
অর্চ্চয়ামাস বিধিনা নিবেশ্য পরমাসনে।
পরিণীয় নমস্কৃত্য কিং করোমীত্যুবাচ তম্।
ততঃ প্রোবাচ হৃষ্টাত্মা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

দেহি মে রাঘবং রাজন্ রক্ষণার্থং ক্রতোর্মম।

পাইতে লাগিলেন। মহাতেজা বশিষ্ঠ তাঁহাদের সম্যক্ সংস্কার কার্য্য করিলেন। তাঁহারা বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া ধনুর্ব্বিদ্যার পারদর্শী হইলেন এবং একান্ত উদারচরিত্র হইয়া জনগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। উক্ত রাজকুমারচতুষ্টয়ের মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন যুগ্মভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোকেশ্বরী লক্ষ্মী শুভ ঐন্দ্র মুহূর্ত্তে হলোৎখাত শুভক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া জনকালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সীতামুখে উৎপন্না বলিয়া উহাঁর নাম হইল—সীতা। সীতা বালার্ক-কোটিসন্নিভা রক্তপদ্মবৎ করাম্বুজা সর্ব্বলক্ষণযুতা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা। চারুগাত্রী সুন্দরী সীতা বক্ষে অম্লানপঙ্কজা মালা ধারণ করিয়া বালভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। মিথিলাপতি রাজা জনক সেই বেদময়ী শুভা কন্যা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক অপত্যরূপে পোষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোকেশ্বরের প্রিয়া সুরেশ্বরী সর্ব্বলোকরক্ষার্থ রম্য জনকালয়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। হে দেবি! ইত্যবসরে লোকবিখ্যাত মহামুনি বিশ্বামিত্র ভাগীরথীর শুভ তটে মহাপুণ্য সিদ্ধাশ্রমে এক উত্তম যজ্ঞারম্ভ করেন। তিনি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে রাবণানুচর নিশাচরগণ তাঁহার যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকে। বিশ্বামিত্র চিন্তা করিলেন, হরি রঘুবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা চিন্তা করিয়া ধর্ম্মাত্মা মুনি লোকহিতার্থ তাঁহাকে আনিবার অভিপ্রায়ে রঘুপালিতা রম্যা অযোধ্যানগরীতে গমনপূর্ব্বক নৃপবর দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ৯৩—১০৮। রাজা বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিয়া প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক যুক্তকরে পুত্রগণ সহ তাঁহার বন্দনা করিলেন এবং হর্ষভরে রঘুনন্দন সেই মুনিসত্তমকে বলিলেন, আমি অদ্য ধন্য হইয়াছি। এই বলিয়া মুনিকে পরমাসনে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন এবং সবিনয়ে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, —আমি আপনার কোন্ আদেশ প্রতিপালন করিব? তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—হে রাজন্! আমার যজ্ঞরক্ষার্থ

সাকল্যমস্তু মে যজ্ঞে রাঘবস্য সমীপতঃ।
তস্মাদ্রামং রক্ষণার্থং দাতুমর্হসি ভূপতে॥ ১১৩
মহাদেব উবাচ।
তচ্ছ্রুত্বা মুনিবর্য্যস্য বাক্যং সর্ব্ববিদাংবরঃ।
প্রদদৌ মুনিবর্য্যায় রাঘবং সহলক্ষণম্॥ ১১৪
আদায় রাঘবং তত্র বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
স্বমাশ্রমমভি প্রীতঃ প্রযযৌ দ্বিজসত্তমঃ॥ ১১৫
ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাঃ প্রয়াতে রঘুসত্তমে।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি তুষ্টুবুশ্চ মহৌজসঃ॥ ১১৬
অথাজগাম হৃষ্টাত্মা বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
অদৃশ্যভূতো ভূতানাং সম্প্রাপ্য রঘুসত্তমম্॥
তাভ্যাং দিব্যে চ ধনুষী তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ।
দিব্যাস্ত্রস্ত্রাণি শস্ত্রাণি দত্ত্বা চ প্রযযৌ দ্বিজঃ॥
তৌ রামলক্ষ্মণৌ বীরৌ কৌশিকেন মহাত্মনা।
গচ্ছন্তৌ স্থাপিতারণ্যে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা॥
নাম্না তু তাড়কা দেবি ভার্য্যা সুন্দস্য রক্ষসঃ।
জঘ্নতুস্তাং মহাবীরৌ বাণৈর্দিব্যধনুশ্চ্যুতৈঃ॥
নিহতা রাঘবেণাথ রাক্ষসী ঘোরদর্শনা।
ত্যক্ত্বা তনুং ঘোররূপাং দিব্যরূপা বভূব সা॥
জাজ্বল্যমানা বপুষা সর্ব্বাভরণভূষিতা।
প্রযযৌ বৈষ্ণবং লোকং প্রণম্য চ রঘূত্তমৌ॥
তাং হত্বা রাঘবঃ শ্রীমান্ কৌশিকস্যাশ্রমং শুভম্
প্রবিবেশ মহাতেজা লক্ষ্মণেন মহাত্মনা॥১২৩
ততঃ প্রহৃষ্টা মুনয়ঃ প্রত্যুদ্গম্য রঘূত্তমম্।
নিবেশ্য পূজয়ামাসুরর্ঘ্যাদ্যৈঃ পরমাসনে॥ ১২৪
কৌশিকঃ কৃতদীক্ষস্তু যষ্টুং যজ্ঞমনুত্তমম্।
আরেভে মুনিভিঃ সার্দ্ধং বিধিনা মুনিসত্তমঃ॥
বর্ত্তমানে মহাযজ্ঞে মারীচো নাম রাক্ষসঃ।
ভ্রাত্রা সুবাহুনা তত্র বিঘ্নং কর্ত্তুমবস্থিতঃ॥ ১২৬
দৃষ্ট্বা তৌ রাক্ষসৌ ঘোরৌ রাঘবঃ পরবীরহা।
জঘানৈকেন বাণেন সুবাহুং রাক্ষসেশ্বরম্॥ ১২৭
পবনাস্ত্রেণ মহতা মারীচং স নিশাচরম্।

রাঘবকে প্রদান করুন। রাঘবের সান্নিধ্যে আমার যজ্ঞ সফল হউক। এই কারণেই বলিতেছি,—হে ভূপতে! যজ্ঞরক্ষণার্থ রামকে আপনি অর্পণ করুন। মহাদেব কহিলেন,—সর্ব্বজ্ঞবর রাজা মুনিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্রকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। মহাতপা বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া প্রীতচিত্তে স্বীয় আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রঘুবর প্রস্থান করিলে, ত্রিদশগণ হৃষ্ট হইয়া পুষ্পবর্ষণ ও স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল বৈনতেয় হৃষ্টান্তঃকরণে সর্ব্বভূতের অদৃশ্যভাবে রঘুবরের নিকট উপস্থিত হইল এবং দিব্য ধনু, তূণ, অক্ষয় সায়ক ও দিব্য দিব্য অস্ত্রশস্ত্র রঘুবরদ্বয়কে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। বীর রাম লক্ষ্মণ মহাত্মা কৌশিক সহ যাইতে লাগিলেন। পথি মধ্যে এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসীর অবস্থানের কথা মুনি রাম-লক্ষ্মণকে জানাইলেন। হে দেবি! এই রাক্ষসীর নাম তাড়কা, তাড়কা সুন্দ রাক্ষসের ভার্য্যা, মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ, দিব্য ধনুশ্চ্যুত বাণবর্ষণে সেই রাক্ষসীকে বিনাশ করিলেন। ঘোরদর্শনা রাক্ষসী রাঘব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বীয় ঘোররূপী তনু পরিহারপূর্ব্বক দিব্যরূপ ধারণ করিল এবং সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া জাজ্বল্যমান-কলেবরে রঘুত্তমদ্বয়কে প্রণামপূর্ব্বক বৈষ্ণবলোকে উপনীত হইল। মহাতেজা শ্রীমান্ রাঘব সেই রাক্ষসীকে নিহত করিয়া মহাত্মা লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের শুভ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রহৃষ্টচিত্ত মুনিগণ রঘুত্তমকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া পরমাসনে উপবেশন করাইলেন এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। ১০৯—১২৪। মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র তৎকালে যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া মুনিগণ সহ যথাবিধি উত্তম যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইলে, মারীচ নামক রাক্ষস ভ্রাতা সুবাহুর সহিত যজ্ঞবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইল। পরবীরঘাতী রাঘব তখন সেই দুই রাক্ষসকে দেখিয়া এক বাণে রাক্ষসবর সুবাহুকে বিনাশ করিলেন, এবং প্রবল পবনাস্ত্র দ্বারা নিশাচর মারীচকে

সাগরে পাতয়ামাস শুষ্কপর্ণমিবানিলঃ ॥ ১২৮
স রামস্য মহাবীর্য্যং দৃষ্ট্বা রাক্ষসসত্তমঃ।
ন্যস্তশস্ত্রস্তপস্তপ্তুং প্রযযৌ মহদাশ্রমম্ ॥ ১২৯
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ সমাপ্তে মহতি ক্রতৌ
প্রহৃষ্টমনসা তত্র পূজয়ামাস রাঘবম্ ॥ ১৩০
সমাশ্লিষ্য মহাত্মানং কাকপক্ষধরং হরিম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥১৩১
উপাঘ্রায় তদা মূর্দ্ধি তুষ্টাব মুনিসত্তমঃ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজা মিথিলায়া অধীশ্বরঃ ॥১৩২
বাজপেয়ং ক্রতুং যষ্টুমারেভে মুনিসত্তমৈঃ।
তং দ্রষ্টুং প্রযযুঃ সর্ব্বে বিশ্বামিত্রপুরোগমাঃ ॥
মুনয়ো রঘুশার্দ্দূল-সহিতাঃ পুণ্যচেতসঃ।
গচ্ছতস্তস্য রামস্য পদাব্জেন মহাত্মনঃ ॥ ১৩৪
অভূৎ সা পাবনী ভূমিঃ সমাক্রান্তা মহাশিলা।
সাপি শপ্তা পুরা ভর্ত্রা গৌতমেন দ্বিজন্মনা ॥১৩৫
অহল্যা রঘুনাথস্য পাদস্পর্শাচ্ছুভাভবৎ।
অথ সম্প্রাপ্য নগরীং মিথিলাং মুনিসত্তমাঃ ॥
রাঘবাভ্যান্তু সহিতা বভূবুঃ প্রীতমানসাঃ।
সমাগতান্ মহাভাগান্ দৃষ্ট্বা রাজা মহাবলঃ ॥
প্রত্যুদ্গম্য প্রণম্যাথ পূজয়ামাস মৈথিলঃ।
রামং পদ্মবিশালাক্ষমিন্দীবরদলপ্রভম্ ॥ ১৩৮
পীতাম্বরধরং শ্লক্ষ্ণং কোমলাবয়বোজ্জ্বলম্।
অবধীরিতকন্দর্প-কোটিলাবণ্যমুত্তমম্ ॥ ১৩৯
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
স্বস্য হৃৎপদ্মমধ্যে যঃ পরেশস্য তনুর্হরিঃ ॥ ১৪০
উৎপন্নো দীপবদ্দীপাৎ সৌশীল্যাদিগুণৈঃ পরৈ
তং দৃষ্ট্বা রঘুনাথং স জনকো হৃষ্টমানসঃ।
পরেশমেব তং মেনে রামং দশরথাত্মজম্ ॥১৪২
পূজয়ামাস কাকুৎস্থং ধন্যোঽস্মীতি ব্রুবন্নৃপঃ ॥
প্রসাদং বাসুদেবস্য বিষ্ণোর্মেনে নরেশ্বরঃ।
প্রদাতুং দুহিতাং তস্মৈ মনসা চিন্তয়ন্ প্রভুঃ ॥
আত্মজৌ রঘুবংশস্য জ্ঞাত্বা তত্র নৃপোত্তমঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মেণ বস্ত্রৈরাভরণৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৪৪

সাগরে পাতিত করিলেন। মনে হইল—পবন যেন শুষ্ক পর্ণ পাতিত করিলেন। রাক্ষসবর মারীচ রামচন্দ্রের মহাবীর্য্য অবলোকন করিয়া শস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ মহদাশ্রমে গমন করিল। এদিকে মহাতেজা বিশ্বামিত্র মহা-যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে প্রহৃষ্টমনে রাঘবকে পূজা করিলেন এবং সেই কাকপক্ষধর নীলোৎপল-দলশ্যাম, পদ্মপত্রায়তনেত্র হরিকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মিথিলাধিপতি রাজা জনক মুনিসত্তমগণ সহ বাজপেয় যজ্ঞানু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রপ্রমুখ পুণ্যচেতা মুনিগণ রঘুবরদ্বয় সহ সেই যজ্ঞ-দর্শনে গমন করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র প্রয়াণ করিলে, তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে সেই ভূমি পবিত্র হইল। পূর্ব্বে গৌতমশাপে তৎ-পত্নী অহল্যা মহাশিলাকারে অবস্থান করিতে-ছিলেন, রঘুনাথের পাদস্পর্শে তিনি পবিত্র ও শাপমুক্ত হইলেন। অনন্তর মুনিসত্তমগণ রাঘবদ্বয় সহ মিথিলানগরে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন। মহাবল মিথিলেশ্বর সেই সকল মহাভাগ ব্যক্তিকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন ও প্রণাম-পূর্ব্বক পূজা করিলেন। জনক দেখি-লেন,—তিনি স্বীয় হৃৎপদ্মমধ্যে যে পরমেশ-মূর্ত্তি ধ্যান করেন, সেই হরি দেবই দীপ হইতে উৎপন্ন দীপান্তরবৎ রামরূপে উপ-স্থিত। রাম পদ্মপত্রায়তনেত্র, ইন্দীবরদল-শ্যাম, পীতাম্বরধর, কোমল, কোমলাবয়বোজ্জ্বল, কোটিকন্দর্পলাবণ্যতিরস্কারী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত এবং সৌশীল্যাদি শ্রেষ্ঠ গুণ-গণে অন্বিত। জনক এবম্ভূত রঘুনাথকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সেই দশরথনন্দন রামচন্দ্রকেই পরমেশ্বর বলিয়া মনে করিলেন। ১২৫—১৪১। অনন্তর রাজা জনক আমি ধন্য হইলাম, বলিয়া কাকুৎস্থকে পূজা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরামের উপস্থিতিকে তিনি বাসুদেব বিষ্ণুর অসাধারণ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিলেন। তখন নৃপোত্তম জনক রামের করে দুহিতাদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কুমারযুগলকে রঘুবংশোদ্ভব জানিতে

ঋষীন্‌ সমর্চ্চয়ামাস মধুপর্কাদিপূজনৈঃ।
ততোঽবসানে যজ্ঞস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
ভঙ্‌ক্ত্বা শৈবং ধনুর্দিব্যং জিতবান্‌ জনকাত্মজাম্‌
অথাসৌ বীর্য্যশুল্কেন মহতা পরিতোষিতঃ॥
মুদা ধরণিজাং তস্মৈ প্রদদৌ মিথিলাধিপঃ।
কেশবায় শ্রিয়মিব যথাপূর্ব্বং মহার্ণবঃ॥ ১৪৭
স দূতং প্রেষয়ামাস রাঘবং মিথিলাধিপঃ।
পুত্রাভ্যাং সহ ধর্ম্মাত্মা মিথিলায়াং বিবেশ হ॥
বসিষ্ঠবামদেবাদ্যৈঃ প্রীতৈঃ সহ মহীপতিঃ।
উবাস নগরে রম্যে জনকস্য রঘূত্তমঃ॥ ১৪৯
তস্মিন্নেব শুভে কালে রামস্য ধরণীসুতাম্‌।
বিবাহমকরোদ্রাজা মৈথিলেন সমর্চ্চিতঃ॥ ১৫০
লক্ষ্মণস্যোর্ম্মিলাং নাম কন্যাং জনকসম্ভবাম্‌।
জনকস্যানুজস্যাথ তনয়ে শুভবর্চ্চসী॥ ১৫১
মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তিশ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতে।
ভরতস্য চ সৌমিত্রের্ব্বিবাহমকরোন্নৃপঃ॥ ১৫২
নির্ব্বর্ত্ত্যৌদ্বাহিকং তত্র রাজা দশরথো বলী।
অযোধ্যাং প্রস্থিতঃ শ্রীমান্‌ পৌরৈর্জনপদৈর্বৃতঃ
পারিবর্হং সমাদায় মৈথিলেন চ পূজিতঃ।
সপুত্রঃ সস্নুষঃ সাশ্বঃ সগজঃ সবলানুগঃ॥ ১৫৪
তদাধ্বনি মহাবীর্য্যো জামদগ্নিঃ প্রতাপবান্‌।
গৃহীত্বা পরশুং চাপং সংক্রুদ্ধ ইব কেশরী॥১৫৫
অভ্যাধাবচ্চ কাকুৎস্থং যোদ্ধুকামো নৃপান্তকঃ।
সম্প্রাপ্য রাঘবং দৃষ্ট্বা বচনং প্রাহ ভার্গবঃ॥১৫৬

পরশুরাম উবাচ।

রাম রাম মহাবাহো শৃণুষ বচনং মম।
বহুশঃ পার্থিবান্‌ হত্বা সংযুগে ভূরিবিক্রমান্‌॥
ব্রাহ্মণেভ্যো মহীং দত্বা তপস্তপ্তুমহং গতঃ।
তব বীর্য্যবলং শ্রুত্বা ত্বয়া যোদ্ধুমিহাগতঃ॥১৫৮
ঈক্ষ্বাকবো ন বধ্যা মে মাতামহকুলোদ্ভবাঃ।
বীর্য্যং ক্ষাত্রবলং শ্রুত্বা ন শক্যং সহিতুং মম॥
রৌদ্রং চাপং দুরাধর্ষং ভজ্যমানং ত্বয়া নৃপ।

পারিয়া ধর্ম্মানুসারে বস্ত্রাভরণ দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। যে সকল ঋষি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তিনি মধুপর্কাদি পূজা-প্রদানে আপ্যায়িত করিলেন; অনন্তর যজ্ঞাবসানে রাজীবলোচন রাম দিব্য শৈব ধনু ভঙ্গ করিয়া জনকনন্দিনীকে জয় করিলেন, মিথিলাপতি রামচন্দ্রের অসামান্য বীর্য্য-শুল্কে পরিতুষ্ট হইয়া ধরণীজাত সীতাকে সহর্ষে রামের করে সম্প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে মহার্ণব যেমন কেশবকে শ্রী অর্পণ করিয়াছিলেন, জনকও রামকরে তদ্রূপ সীতার্পণ করিলেন। অনন্তর মিথিলেশ্বর অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা দশরথ অন্য দুই পুত্রসহ মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘূত্তম দশরথ বশিষ্ঠ-বামদেবাদি প্রীতচিত্ত মহর্ষিগণ সহ রম্য-জনক নগরে বাস করিতে লাগিলেন। সেই শুভকালে রাজা মিথিলাপতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া ধরণীসুতা সীতার সহিত রামচন্দ্রের, জনকনন্দিনী উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের এবং জনকানুজকন্যা সুন্দরী মাণ্ডবী ও শ্রুত-কীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন। ঔদ্বাহিক কর্ম্ম সমাধা করিয়া শ্রীমান্‌ রাজা দশরথ পৌরজানপদগণ সহ অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মিথিলা-পতি কর্ত্তৃক পূজিত দশরথ উপঢৌকন লইয়া পুত্র, পুত্রবধূ, অশ্ব, গজ ও সেনাগণসহ প্রয়াণ করিলে, পথিমধ্যে নৃপকুলান্তক মহাবীর্য্য প্রতাপবান্‌ জামদগ্ন্য পরশু এবং চাপ গ্রহণ করিয়া সংক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় কাকুৎস্থসহ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন।১৪২—১৫৫। অনন্তর ভৃগুনন্দন রামচন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে রাম রাম মহাভুজ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি বহুবার প্রভূত পরাক্রমশালী পার্থিবগণকে সমরে নিহত করিয়াছি। পরে ব্রাহ্মণগণকে মহী দান করিয়া তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার বীর্য্যবল শ্রবণে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি। মদীয় মাতামহকুলোৎপন্ন ইক্ষাকু-গণ আমার অবধ্য; তথাচ মদীয় বীর্য্য ক্ষাত্রবলের কথা শুনিলে সহ্য করিতে পারে

তস্মাদ্বদান্য যুদ্ধং মে দীয়তাং রঘুসত্তম ॥ ১৬০
ইদন্তু বৈষ্ণবং চাপং তেন তুল্যমরিন্দম ।
আরোপয় স্ববীর্য্যেণ নির্জ্জিতোঽস্মি ত্বয়ৈব হি
অথবা ত্যজ শস্ত্রাণি পুরস্তাদ্বলিনো মম ।
শরণং ভজ কাকুৎস্থ কাতরোঽস্যথ চেতসি ॥

মহাদেব উবাচ ।

এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থো ভার্গবেণ প্রতাপবান্
তচ্চাপং তস্য জগ্রাহ তচ্ছক্তিং বৈষ্ণবীমপি ॥
শক্ত্যা বিযুক্তঃ স তদা জামদগ্নিঃ প্রতাপবান্ ।
নির্বীর্য্যো নষ্টতেজাভূৎ কর্ম্মহীনো যথা দ্বিজঃ ॥
বিনষ্টতেজসং দৃষ্ট্বা ভার্গবং নৃপসত্তমাঃ ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুর্মুহুর্ম্মুহুঃ ॥
কাকুৎস্থস্তন্মহচ্চাপং গৃহীত্বারোপ্য লীলয়া ।
সন্ধায় বাণং তচ্চাপে ভার্গবং প্রাহ বিস্মিতম্ ॥

রাম উবাচ ।

অনেন শরমুখ্যেণ কিং কর্ত্তব্যং তব দ্বিজ ।
ছেদ্মি লোকমিমঞ্চাধঃ স্বর্গং বা হন্মি তে তপঃ

মহাদেব উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কাশং বাণং রামস্য ভার্গবঃ ।
জ্ঞাত্বা তং পরমাত্মানং প্রহৃষ্টো রামমব্রবীৎ ॥

পরশুরাম উবাচ ।

রাম রাম মহাবাহো ন বেদ্মি ত্বাং সনাতনম্ ।
জানাম্যদ্যৈব কাকুৎস্থ তব বীর্য্যগুণাদিভিঃ ॥
ত্বমাদিপুরুষঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরোঽব্যয়ঃ ।
ত্বমনন্তো মহাবিষ্ণুর্ব্বাসুদেবঃ পরাৎপরঃ ॥
নারায়ণস্ত্বং শ্রীশস্ত্বমীশ্বরস্ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ।
ত্বং কালস্ত্বং জগৎসর্ব্বমকারাখ্যস্ত্বমেব চ ॥ ১৭১
স্রষ্টা ধাতা চ সংহর্ত্তা ত্বমেব পরমেশ্বরঃ ।
ত্বমচিন্ত্যো মহদ্ভূতরূপস্ত্বঞ্চ মনুর্মহান্ ॥ ১৭২
চতুঃষট্‌পঞ্চগুণবাংস্ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্রয়ীময়ঃ ॥ ১৭৩
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপস্ত্বং গুণভৃন্নির্গুণঃ পরঃ ।
স্তোতুং ত্বাহমশক্তশ্চ বেদানামপ্যগোচরম্ ॥

না। হে নৃপ! তুমি দুরাধর্ষ রৌদ্রচাপ ভঞ্জন করিয়াছ, অতএব হে বদান্য, রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর। হে অরিন্দম! এই বৈষ্ণবচাপ সেই রৌদ্রচাপের তুল্য; স্বীয় বীর্য্যবলে ইহাতে তুমি জ্যারোপণ কর। ইহাতেই আমি তোমা কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইব। অথবা যদি কাতর হইয়া থাক, তবে আমার সমক্ষে শস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ কর এবং আমার শরণাপন্ন হও। মহাদেব কহিলেন,—ভার্গব এই কথা কহিলে, প্রতাপবান্ কাকুৎস্থ তাঁহার সেই চাপ এবং বৈষ্ণবী শক্তি গ্রহণ করিলেন। প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য শক্তিদ্বারা বিযুক্ত হইয়া কর্ম্মহীন দ্বিজের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য এবং নষ্টতেজা হইলেন। তখন নৃপশ্রেষ্ঠগণ ভার্গবকে নির্ব্বীর্য্য দেখিয়া সাধু সাধু বাক্যে মুহুর্ম্মুহুঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কাকুৎস্থ অবলীলাক্রমে সেই মহা চাপ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপণ ও বাণ সন্ধান করিয়া বিস্ময়াপন্ন ভার্গবকে বলিলেন,—হে দ্বিজ! এই শরপ্রবর দ্বারা কি করিব? তোমার এই লোক অধোলোক বা স্বর্গলোক রোধ করিব কিম্বা তোমার তপস্যাই বিনাশ করিব? ১৫৬—১৬৮। মহাদেব কহিলেন,—ভার্গব রামের সেই ঘোরাকার বাণ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া বুঝিলেন এবং প্রহৃষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রামরাম, হে মহাভুজ! তুমি সনাতন পুরুষ, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আজ তোমার বীর্য্যগুণাদি দ্বারা তোমায় চিনিতে পারিয়াছি। হে কাকুৎস্থ! তুমিই আদি পুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, পরম অব্যয় পুরুষ; অনন্ত মহাবিষ্ণু, বাসুদেব, পরাৎপর, নারায়ণ শ্রীশ, ঈশ্বর, ত্রয়ীময়, কাল, সর্ব্ববিশ্ব, অকারাখ্য, স্রষ্টা, ধাতা, সংহর্ত্তা, পরমেশ ইত্যাদি সকলই তোমার নাম, তুমিই উক্ত সকল স্বরূপে বিরাজমান। তুমি অচিন্ত্য, মহৎস্বরূপ এবং তুমিই মহান্ মনু। তুমিই চতুঃষট্ ও পঞ্চগুণশালী পুরুষোত্তম। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি ত্রয়ীময়, তুমি ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ তুমি গুণভৃৎ এবং তুমিই পরম নির্গুণ, বেদসমূহেরও

যচ্চাপলত্বং কৃতবাংস্ত্বাং যুযুৎসুতয়া প্রভো।
তৎক্ষন্তব্যংত্বয়া নাথ কৃপয়া কেবলেন তু ॥১৭৫
তব শক্ত্যা নৃপান্ সর্ব্বান্ জিত্বা দত্বা মহীং দ্বিজান্।
ত্বৎপ্রসাদবশাদেব শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্
মহাদেব উবাচ।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং জামদগ্নির্মহাতপাঃ।
পরিণীয় নমস্কৃত্য রাঘবং লোকরক্ষকম্ ॥ ১৭৭
শতক্রতুকৃতং স্বর্গং তদস্ত্রায় ন্যবেদয়ৎ।
রাঘবোঽথমহাতেজা ববন্দে তং মহামুনিম্ ॥
বিধিবৎ পূজয়ামাস পাদ্যার্ঘ্য চমনাদিভিঃ।
তেন সম্পূজিতস্তত্র জামদগ্নির্মহাতপাঃ ॥ ১৭৯
তপস্তপ্তুং যযৌ রম্যং নরনারায়ণাশ্রমম্।
রাজা দশরথঃ সোঽথ পুত্রৈর্দারসমন্বিতৈঃ ॥১৮০
স্বাং পুরীং সুমুহূর্ত্তেন প্রবিবেশ মহাবলঃ।
রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নো ভরতস্তথা ॥ ১৮১
স্বান্ স্বান্ দারানুপাগম্য রেমিরে হৃষ্টমানসাঃ।
তত্র দ্বাদশবর্ষাণি সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥ ১৮২
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নারায়ণ ইব শ্রিয়া।
তস্মিন্নেব তু রাজাথ কালে দশরথঃ সুতম্ ॥
জ্যেষ্ঠং রাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ।
তস্য ভার্য্যাথ কৈকেয়ী পুরা দত্তবরা প্রিয়া ॥
অযাচত নৃপশ্রেষ্ঠং ভরতস্যাভিষেচনম্।
বিবাসনঞ্চ রামস্য বৎসরাণি চতুর্দ্দশ ॥ ১৫৮
স রাজা সত্যবচনাদ্রামং রাজ্যাদথোঃ সুতম্।
বিবাসয়ামাস তদা দুঃখেন হতচেতনঃ ॥ ১৮৬
শক্তোঽপি রাঘবস্তস্মিন্ রাজ্যং সন্ত্যজ্য ধর্ম্মতঃ
দশাগ্রীববধার্থায় পিতুর্ব্বচনহেতুনা ॥ ১৮৭
বনং জগাম কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
রাজা পুত্রবিয়োগার্ত্তঃ শোকেন চ মমার সঃ ॥
নিযুজ্যমানো ভরতস্তস্মিন্ রাজ্যে সমন্ত্রিভিঃ।
নৈচ্ছদ্রাজ্যং স ধর্ম্মাত্মা সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্ ॥
বনমাগম্য কাকুৎস্থমযাচদ্ভ্রাতরং ততঃ।

অগোচর তুমি, আমি তোমার স্তবকরণে অক্ষম। হে প্রভো। তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া আমি যে চাপল্য প্রকাশ করিয়াছি, হে নাথ! কেবল কৃপাগুণেই তাহা তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমারই শক্তিবৈভবে রাজন্যগণকে জয় করিয়া দ্বিজগণকে মহীদান করিয়াছি। এক্ষণে তোমারই প্রসাদে আমি নৈষ্ঠিকী শান্তি প্রাপ্ত হইব। মহাদেব কহিলেন,—মহাতপা জামদগ্ন্য লোকপালক কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া সবিনয়ে নমস্কারপূর্ব্বক ইন্দ্রদত্ত স্বীয় স্বর্গলোক রামশরের লক্ষ্যরূপে নিবেদন করিয়াছিলেন। তখন মহাতেজা রাম সেই মহামুনিকে বন্দনা করিয়া পাদ্যার্ঘ্য আচমনাদি দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন। মহাতপা জামদগ্ন্য রাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তপস্যার্থ রম্য নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ শুভ মুহূর্ত্তে পুত্রদারাদি সহ স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন স্ব স্ব পত্নীতে উপগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রীর সহিত নারায়ণের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা সহ তথায় দ্বাদশ বর্ষ রমণ করিলেন। অনন্তর মহীপতি দশরথ প্রীতিভরে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। প্রেয়সী পত্নী কৈকয়ীকে তিনি পূর্ব্বে বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাই কৈকয়ী এক্ষণে স্বীয় পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক ও শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বাসনরূপ নৃপতির নিকট বর প্রার্থনা করিল। রাজা সত্যপালনার্থ রামকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দুঃখাহতচিত্তে নির্ব্বাসিত করিলেন। ১৬৯—১৮৬। রামচন্দ্র রাজ্যগ্রহণে সমর্থ হইয়াও পিতার বাক্য রক্ষা ও দশগ্রীবের বধার্থ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বনগমন করিলেন। রাজা দশরথ পুত্রবিরহে ব্যথিত হইয়া শোকভরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। মন্ত্রিগণ ভরতকে অযোধ্যা রাজ্যের আধিপত্যে নিয়োগ করিলে, ধর্ম্মাত্মা ভরত সৌভ্রাত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণে ইচ্ছা করিলেন

রামস্তু পিতুরাদেশান্নৈচ্ছদ্রাজ্যমরিন্দমঃ ॥ ১৯০
স্বপাদুকে দদৌ তস্মৈ ভক্ত্যা সোঽপ্যগ্রহীত্তথা
রামস্য পাদুকে রাজ্যমবাপ্য ভরতঃ শুভে ॥
প্রত্যহং গন্ধপুষ্পৈশ্চ পূজয়ন্ কৈকয়ীসুতঃ ।
তপশ্চরণযুক্তেন তস্মিংস্তস্থৌ নৃপোত্তমঃ ॥
যাবদাগমনং তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
তাবদ্ব্রতপরাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পুরবাসিনঃ ॥১৯৩
রাঘবশ্চিত্রকূটাদ্রৌ ভরদ্বাজাশ্রমে শুভে ।
রময়ামাস বৈদেহ্যা মন্দাকিন্যা জলে শুভে ॥১৯৪
কদাচিদঙ্কে বৈদেহ্যাঃ শেতে রামো মহামনাঃ ।
ঐন্দ্রিঃ কাকঃ সমাগম্য তস্মিন্নেব চচার হঃ ॥
স দৃষ্ট্বা জানকীং তত্র কন্দর্পশরপীড়িতঃ ।
বিদদার নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পীনোন্নতপয়োধরম্ ॥১৯৬
তং দৃষ্ট্বা বায়সং রামঃ কুশং জগ্রাহ পাণিনা ।
ব্রহ্মণাস্ত্রেণ সংযোজ্য চিক্ষেপ ধরণীধরঃ ॥ ১৯৭

না। তিনি বনে আসিয়া ভ্রাতা রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিলেন। অরিন্দম রাম পিতার আদেশপালনার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তিনি ভরতকে স্বীয় পাদুকাযুগল দান করিলেন। ভরত ভক্তিপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন এবং রাজ্যগ্রহণ করিয়া রামের সেই শুভ পাদুকাযুগল প্রত্যহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। নৃপবর ভরত তপস্যাচরণ করত অযোধ্যায় অবস্থান করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্রের পু রাগমন পর্য্যন্ত সমস্ত পুরবাসীই ব্রতনিষ্ঠ হইয়া রহিল। রামচন্দ্র শুভ ভরদ্বাজাশ্রমে, চিত্রকূট পর্ব্বতে এবং মন্দাকিনীর শুভ সলিলে বৈদেহীসহ বিহার করিতে লাগিলেন। একদা সেই দেশে রাম বৈদেহীর অঙ্কে শুইয়া আছেন, এই সময় এক ঐন্দ্রী কাক সেই খানে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। কাক জানকীকে দেখিয়া কামশরে পীড়িত হইল এবং তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা পীনোন্নত স্তন বিদারণ করিল। রাম সেই বায়সকে দেখিয়া করে একগাছি কুশ লইলেন এবং উহা

তং তৃণং ঘোরসঙ্কাশং জ্বালারচিতবিগ্রহম্ ।
দৃষ্ট্বা কাকঃ প্রদুদ্রাব বিমুঞ্চন্ কাতরং স্বরম্ ॥
তং কাকং প্রত্যনুযযৌ রামস্যাস্ত্রং সুদারুণম্
বায়সস্ত্রিষু লোকেষু বভ্রাম ভয়পীড়িতঃ ॥ ১৯৯
যত্র যত্র যযৌ কাকঃ শরণার্থী স বায়সঃ ।
তত্র তত্র তদস্ত্রস্তু প্রবিবেশ ভয়াবহম্ ॥ ২০০
ব্রহ্মাণমিন্দ্রং রুদ্রঞ্চ যমং বরুণমেব চ ।
শরণার্থী জগামাশু বায়সঃ শস্ত্রপীড়িতঃ ॥ ২০১
তং দৃষ্ট্বা বায়সং সর্ব্বে রুদ্রাদ্যা দেবদানবাঃ ॥
ন শক্তাঃ স্ম বয়ং ত্রাতুমিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
অথ প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥২০২
ব্রহ্মোবাচ ।
ভো ভো বলিভুজাং শ্রেষ্ঠ তমেব শরণং ব্রজ
স এব রক্ষকঃ শ্রীমান্ সর্ব্বেষাং করুণানিধিঃ ॥
রক্ষত্যেব ক্ষমাসারো বৎসলঃ শরণাগতান্ ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং সৌশীল্যাদিগুণান্বিতঃ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রে যোজিত করিয়া কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই জ্বালারচিতদেহ ঘোরাকার তৃণ দর্শনে কাক কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইল। রামের সুদারুণ অস্ত্র কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। বায়স ভয়ার্ত্ত হইয়া সমগ্র ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিল। ১৮৭—১৯৯। সে শরণার্থী হইয়া যে যেখানে যাইতে লাগিল, ঐ ভয়াবহ অস্ত্র সেই সেই স্থানেই প্রবেশ করিল। শস্ত্রপীড়াশঙ্কী বায়স শরণার্থী হইয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, যম, বরুণ—সকলেরই নিকট সত্বর উপস্থিত হইল; কিন্তু রুদ্রাদি দেব ও মনীষী দানববৃন্দ সকলেই সেই বায়সকে দেখিয়া বলিলেন,—আমরা তোমাকে পরিত্রাণ করিতে পারিব না। তখন ত্রিভুবনপতি ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—ভো ভো বলিভুকশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই রামচন্দ্রেরই শরণাপন্ন হও! তিনিই রক্ষক, তিনিই শ্রীমান্, তিনিই সকলের করুণানিধান। সেই ক্ষমাসার রঘুবরই শরণাগতগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সৌশী-

রক্ষিতা জীবলোকস্থ্যং পিতা মাতা সখা সুহৃৎ
শরণং ব্রজ দেবেশং নান্যত্র শরণং দ্বিজ ॥২০৫
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তস্তেন বলিভুগ্‌ব্রহ্মণা রঘুনন্দনম্।
উপেত্য সহসা ভূমৌ নিপপাত ভয়াতুরঃ ॥২০৬
প্রাণসংশয়মাপন্নং দৃষ্ট্বা সীতাথ বায়সম্।
ত্রাহি ত্রাহীতি ভর্ত্তারমুবাচ বিনয়াদ্বিভুম্ ॥২০৭
পুরতঃ পতিতং দেবী ধরণ্যাং বায়সং তদা।
তচ্ছিরঃ পাদয়োস্তস্য যোজয়ামাস জানকী ॥২০৮
সমুত্থাপ্য করেণাথ কৃপাপীযূষসাগরঃ।
ররক্ষ রামো গুণবান্ বায়সং দয়য়ার্দ্দিতঃ ॥২০৯
তমাহ বায়সং রামো মা ভৈরিতি দয়ানিধিঃ।
অভয়ন্তে প্রদাস্যামি গচ্ছ গচ্ছ যথাসুখম্ ॥২১০
প্রণম্য রাঘবায়াথ সীতায়ৈ চ মুহুর্মুহুঃ।
স্বর্লোকং প্রযযাবাশু রাঘবেণ চ রক্ষিতঃ ॥২১১
ততো রামস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ধীমতা।
উবাস চিত্রকূটাদ্রৌ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥ ২১২
তস্মিন্ সম্পূজ্যমানস্তু ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
জগামাত্রেঃ সুবিপুলমাশ্রমং রঘুসত্তমঃ ॥ ২১৩
সমাগতং রঘুবরং দৃষ্ট্বা মুনিবরোত্তমঃ।
ভার্য্যয়া সহ ধর্ম্মাত্মা প্রত্যুদ্গম্য মুদা যুতঃ ॥২১৪
আসনে সুশুভে মুখ্যে নিবেশ্য সহ সীতয়া।
অর্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়ঞ্চ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ২১৫
মধুপর্কং দদৌ প্রীত্যা ভূষণঞ্চানুলেপনম্।
তস্য পত্ন্যনসূয়া তু দিব্যাম্বরমনুত্তমম্ ॥ ২১৬
সীতায়ৈ প্রদদৌ প্রীত্যা ভূষণানি দ্যুমন্তি চ।
দিব্যান্নপানভক্ষ্যাদ্যৈর্ভোজয়ামাস রাঘবম্ ॥
তেন সম্পূজিতস্তত্র ভক্ত্যা পরময়া নৃপঃ।
উবাস দিবসং তত্র প্রীত্যা রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥২১৮
প্রভাতে বিমলে রামঃ সমুত্থায় মহামুনিম্।
পরিণীয় প্রণম্যাথ গমনায়োপচক্রমে ॥ ২১৯
অনুজ্ঞাতস্ততস্তেন রামো রাজীবলোচনঃ।

ন্যাদি গুণসম্পন্ন রামচন্দ্রেই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, তিনিই জীবলোকের রক্ষক, এবং তিনিই জগতের পিতা মাতা সখা সুহৃৎ। হে কাক! সেই দেববরেই শরণাপন্ন হও, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই তোমার আশ্রয়দাতা নাই। মহাদেব কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, সেই ভয়াতুর বায়স তখন রঘুনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া সহসা ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সীতা বায়সকে সংশয়াপন্নপ্রাণ দেখিয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ভর্ত্তাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন। বায়স রাম সম্মুখে ধরণীপৃষ্ঠে পতিত ছিল। জানকী তাহার মস্তক রামচন্দ্রের পদতলে রাখিয়া দিলেন। কৃপামৃতবারিধি গুণবান্ রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া হস্ত দ্বারা উত্থাপনপূর্ব্বক বায়সকে রক্ষা করিলেন এবং মাভৈঃ রবে আশ্বাস প্রদান করিয়া বায়সকে বলিলেন—রে বায়স! তোমায় অভয় দান করিতেছি, তুমি যথাসুখে গমন কর। তখন রাঘবরক্ষিত বায়স রাম সীতাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া সত্বর স্বর্লোকে প্রস্থান করিল। অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ধীমান্ লক্ষ্মণ ও বৈদেহীসহ চিত্রকূটাবনে বাস করিতে লাগিলেন। চিত্রকূটে ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রামচন্দ্র অত্রিমুনির প্রধান আশ্রমে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মুনিবর অত্রি রামচন্দ্রকে ভার্য্যাসহ আসিতে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং সীতাসহ শুভাসনে উপবেশন করাইয়া অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, বিবিধ বস্ত্র, মধুপর্ক, ভূষণ ও অনুলেপন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। মুনিপত্নী অনসূয়া প্রীতিপূর্ব্বক অত্যুত্তম দিব্য অম্বর এবং দ্যুতিযুক্ত নানাভূষণ সীতাকে অর্পণ করিয়া দিব্য দিব্য অন্নপান ভক্ষ্যাদি দ্বারা রামচন্দ্রকে ভোজন করাইলেন। ২০০—২১৭। সলক্ষ্মণ রাঘব মুনি কর্ত্তৃক পরম ভক্তিভাবে সমাদৃত হইয়া সে দিবস সেখানে বাস করিলেন। পরদিন বিমল প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিয়া মহামুনি অত্রিকে অনুনয় ও প্রণামপূর্ব্বক অন্যত্র গমনে উদ্যত হইলেন। রাজীবলোচন রাম গমনে মুনির অনুজ্ঞা

প্রযযৌ দণ্ডকারণ্যং মহর্ষিকুলসঙ্কুলম্॥ ২২০
তত্রাতিভীষণং ঘোরং বিরাধং নাম রাক্ষসম্।
হত্বাথ শরভঙ্গস্য প্রবিবেশাশ্রমং শুভম্॥২২১
স তু দৃষ্ট্বাথ কাকুৎস্থং সদ্যঃ সঙ্ক্ষীণকল্মষঃ।
প্রযযৌ ব্রহ্মলোকন্তু গন্ধর্ব্বাপ্সরসান্বিতম্॥২২২
সুতীক্ষ্ণস্যাপ্যগস্ত্যস্য হ্যগস্ত্যভ্রাতুরেব চ।
ক্রমেণ প্রযযৌ রামস্তৈশ্চ সম্পূজিতস্তথা॥২২৩
পঞ্চবট্যাং ততো রামো গোদাবর্য্যাস্তটে শুভে
উবাস সুচিরং কালং সুখেন পরমেণ চ॥২২৪
তত্র গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠাস্তাপসা ধর্ম্মচারিণঃ।
পূজয়ামাসুরাত্মেশং রামং রাজীবলোচনম্॥২২৫
ভয়ং বিজ্ঞাপয়ামাসুস্তস্ক রক্ষোগণেরিতম্।
তানাশ্বাস্য তু কাকুৎস্থো দদৌ চাভয়দক্ষিণাম্॥
তে তু সম্পূজিতাস্তেন স্বাশ্রমান্ সম্প্রপেদিরে
তস্মিংস্ত্রয়োদশাব্দানি রামস্য পরিনির্যযুঃ॥ ২২৭
গোদাবর্য্যাস্তটে রম্যে পঞ্চবট্যাং মনোরমে।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাক্ষসী ঘোররূপিণী॥ ২২৮

লইয়া মহর্ষিগণসঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। সেখানে বিরাধ নামক ভীষণ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া রামচন্দ্র শুভ শরভঙ্গাশ্রমে যাত্রা করিলেন। শরভঙ্গ কাকুৎস্থকে দর্শন করিয়া ক্ষীণপাপ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বাপ্সরোগণান্বিত ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিলেন। রামচন্দ্র ক্রমে সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্য এবং অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই সেই আশ্রমে তত্রত্য মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। অনন্তর রাম গোদাবরীর পুণ্য তীরস্থ পঞ্চবটীতে গমন করিয়া দীর্ঘকাল পরম সুখে বাস করিলেন। ধর্ম্মচারী তাপস মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই স্থানে গিয়া আত্মেশ্বর রাজীবনয়ন রামচন্দ্রের পূজা করিয়া তাঁহার নিকট রাক্ষসভয় জ্ঞাপন করিলেন। কাকুৎস্থ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া অভয় দক্ষিণা দান করিলেন। মুনিগণ রামের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মনোরম গোদাবরীতটে পঞ্চবটীতে রামচন্দ্রের ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল। একদা

রাবণস্য স্বসা তত্র প্রবিবেশ দুরাসদা।
সা তু দৃষ্ট্বা রঘুবরং কোটিকন্দর্পসন্নিভম্॥ ২২৯
ইন্দীবরদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
প্রোন্নতাংসং মহাবাহুং কম্বুগ্রীবং মহাহনুম্॥
সম্পূর্ণচন্দ্রসদৃশং সস্মিতাননপঙ্কজম্।
ভৃঙ্গাবলিনিভৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কুটিলৈঃ শীর্ষজৈর্বৃতম্॥
রক্তারবিন্দসদৃশং পদ্মহস্ততলাঙ্কিতম্।
নিষ্কলঙ্কেন্দুসদৃশনখপঙ্ক্তিবিরাজিতম্॥ ২৩২
স্নিগ্ধকোমলদূর্ব্বাভং সৌকুমার্য্যনিধিং শুভম্।
পীতকৌশেয়বসনং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥ ২৩৩
যুবাকুমারবয়সং জগন্মোহনবিগ্রহম্।
দৃষ্ট্বা তং রাক্ষসী রামং কন্দর্পশরপীড়িতা।
অব্রবীৎ সমুপেত্যাথ রামং কমললোচনম্॥২৩৪

রাক্ষস্যুবাচ।

কস্ত্বং তাপসবেশেন বর্ত্তসে দণ্ডকে বনে॥২৩৫
আগতোঽসি কিমর্থঞ্চ রাক্ষসানাং দুরাসদে।
শীঘ্রমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন নানৃতং বক্তুমর্হসি॥২৩৬

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তদা রামঃ সম্প্রহস্যাব্রবীদ্বচঃ॥২৩৬

রাবণভগিনী ঘোররূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া কোটিকন্দর্পনিভ রামচন্দ্রকে অবলোকন করিল। দেখিল,—রাম ইন্দীবরদলবৎ আয়তনেত্র, উন্নতনাস, কম্বুগ্রীব, মহাহনু, পূর্ণচন্দ্রনিভ, সস্মিতমুখপদ্ম, ভৃঙ্গাবলি-নিভ স্নিগ্ধ কুটিলকেশ পাশে আবৃত। তাঁহার করতল রক্তারবিন্দ সদৃশ; নিষ্কলঙ্ক নিশাকরনিভ নখপঙ্ক্তি দ্বারা বিরাজিত। তাঁহার পরিধানে কৌশেয় বসন, তিনি সর্ব্বাভরণে ভূষিত, যুবা, কুমারবয়স্ক এবং বিশ্ববিমোহনদেহ। রাক্ষসী তথাবিধ রামকে দেখিবামাত্র কামশরে পীড়িত হইল এবং সমীপে আসিয়া কমলাক্ষ রামচন্দ্রকে কহিল,—কে তুমি তাপস বেশে দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতেছ? এই রাক্ষস-দুরাসদ কাননে কি জন্য তুমি আসিয়াছ? সত্বর যথার্থতঃ বল, মিথ্যা বলিও না। ২১৮—২৩৬। মহাদেব কহিলেন,—রাক্ষসী এই

রাম উবাচ।
রাজ্ঞো দশরথস্যাহং পুত্রো রাম ইতীরিতঃ।
অসৌ মমানুজো ধন্বী লক্ষ্মণো নাম চানঘঃ॥
পত্নী চেয়ঞ্চ মে সীতা জনকস্যাত্মজা প্রিয়া।
পিতুর্বচননির্দ্দেশাদহং বনমিহাগতঃ॥ ২৩৮
বিচরামো মহারণ্যমৃষীণাং হিতকাম্যয়া।
আগতাসি কিমর্থং ত্বমাশ্রমং মম সুন্দরি।
কা ত্বং কস্য কুলে জাতা সর্ব্বং সত্যং বদস্ব মে
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা সা তু রামেণ প্রাহ বাক্যমশঙ্কিতা॥
রাক্ষস্যুবাচ।
অহং বিশ্রবসঃ পুত্রী রাবণস্য স্বসা নৃপ।
নাম্না শূর্পণখা নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা॥২৪১
ইদঞ্চ দণ্ডকারণ্যং ভ্রাত্রা দত্তং মম প্রভো।
ভক্ষয়ন্মুনিসঙ্ঘান্ বৈ বিচরামি মহাবনে॥ ২৪২
ত্বাস্তু দৃষ্ট্বা মুনিবরং কন্দর্পশরপীড়িতা।
রন্তুকামা ত্বয়া সার্দ্ধমাগতাস্মি সুনির্ভয়া॥ ২৪৩
মম ত্বং নৃপশার্দ্দূল ভর্ত্তা ভবিতুমর্হসি।
ইমাং তব সতীং সীতাং গ্রসিতুং ভূপ কাময়ে॥
বনেষু গিরিমুখ্যেষু রময়ামি ত্বয়া সহ॥ ২৪৫
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা রাক্ষসীং সীতাং গ্রসিতুং বীক্ষ্য চোদ্যতাম্।
শ্রীরামঃ খড়্গমুদ্যম্য নাসাকর্ণৌ প্রচিচ্ছিদে॥
রুদন্তী সভয়ং শীঘ্রং রাক্ষসী বিকৃতাননা।
খরালয়ং প্রবিশ্যাহ তস্য রামস্য চেষ্টিতম্॥ ২৪৭
স তু রাক্ষসসাহস্রৈর্দূষণত্রিশিরোবৃতঃ।
আজগাম ভৃশং যোদ্ধুং রাঘবং শত্রুসূদনঃ॥২৪৮
তান্ রামঃ কাননে ঘোরে বাণৈঃ কালান্তকোপমৈঃ।
নিজঘান মহাকায়ান্ রাক্ষসাংস্তত্র লীলয়া॥ ২৪৯
খরং ত্রিশিরসঞ্চৈব দূষণন্তু মহাবলম্।
রণে নিপাতয়ামাস বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ॥২৫০

কথা কহিলে, রাম হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, আমি রাজা দশরথের পুত্র; রাম নামে অভিহিত। এই নিষ্পাপ ধানুক ব্যক্তি আমার অনুজ; ইঁহার নাম লক্ষ্মণ। এই জনকরাজ-নন্দিনী আমার প্রিয়া পত্নী, ইঁহার নাম সীতা। পিতার বাক্য রক্ষার্থ আমি বনে আগমন করিয়াছি। ঋষিগণের হিতকামনায় মহারণ্যে আমরা বিচরণ করি, হে সুন্দরি! তুমি কিজন্য আমার আশ্রমে আসিয়াছ? কে তুমি? কাহার কুলে জন্মিয়াছ? তাহা আমার নিকট সত্য করিয়া বল। মহাদেব কহিলেন,—রাম এই কথা কহিলে, রাক্ষসী অশঙ্কিত ভাবে বলিল,—হে নৃপ! আমি বিশ্রবার পুত্রী,রাবণের ভগিনী। আমার নাম শূর্পণখা; আমি ত্রিলোকবিশ্রুতা। হে প্রভো! এই দণ্ডকারণ্য আমার ভ্রাতা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। আমি ঋষিগণকে ভোজন করিয়া এই মহারণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। তোমাকে মুনিবেশে অবলোকন করিয়া আমি কামশরে পীড়িতা হইয়াছি; তাই তোমার সহিত রমণকামনায় নির্ভয়ে এখানে আগমন করিয়াছি। হে নৃপবর! তুমিই আমার ভর্ত্তা হইবার যোগ্য; তাই তোমার এই সতী পত্নী সীতাকে আমি ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ভূপ! বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে তোমারই সহিত আমি নিয়ত রমণ করিব।২৩৭-২৪৫। মহাদেব কহিলেন,—রাক্ষসী এই কথা কহিয়া সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রাম তদ্দর্শনে খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন। রাক্ষসীর বদন বিকৃত হইল। সে রোদন করিতে করিতে সভয়ে সত্বর খরালয়ে প্রবেশ করিয়া তৎপ্রতি রামের কৃতকার্য্য জ্ঞাপন করিল। শত্রুসূদন খর, দূষণ ও ত্রিশিরার সহিত সহস্র রাক্ষস সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ রামসমীপে আগমন করিল। রাম সেই ভীষণ অরণ্য মধ্যে কালান্তকোপম বাণসমূহ বর্ষণে অবলীলাক্রমে সেই সকল মহাকায় রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। মহাবল ত্রিশিরা ও

নিহত্য রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
পূজিতঃ সুরসঙ্ঘৈশ্চ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥ ২৫১
উবাস দণ্ডকারণ্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
রাক্ষসানাং বধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥
আজগাম জনস্থানং মারীচেন দুরাত্মনা ।
সম্প্রাপ্য পঞ্চবট্যান্তু দশগ্রীবঃ স রাক্ষসঃ ॥ ২৫৩
মায়াবিনা মারীচেন মৃগরূপেণ রাক্ষসঃ ।
অপহৃত্যাশ্রমাদ্দূরে তৌ তু দশরথাত্মজৌ ॥ ২৫৪
জহার সীতাং রামস্য ভার্য্যাং স্ববধকাঙ্ক্ষয়া ।
হ্রিয়মাণান্তু তাং দৃষ্ট্বা জটায়ুর্গৃধ্ররাড়্বলী ॥২৫৫
রামস্য সৌহৃদাত্তত্র যুযুধে তেন রক্ষসা ।
তং হত্বা বাহুবীর্য্যেণ রাবণঃ শত্রুবারণঃ ॥ ২৫৬
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসৈর্ব্বহুভির্বৃতাম্ ।
অশোকবনিকামধ্যে নিক্ষিপ্য জনকাত্মজাম্ ॥
নিধনং রামবাণেন কাঙ্ক্ষয়ন্ স্বগৃহং বিশৎ ।
রামস্তু রাক্ষসং হত্বা মারীচং মৃগরূপিণম্ ॥২৫৮
পুনরাবিশ্য তত্রাথ ভ্রাত্রা সৌমিত্রিণা ততঃ ।
রাক্ষসাপহৃতাং ভার্য্যাং জ্ঞাত্বা দশরথাত্মজঃ ॥
প্রভূতশোকসন্তপ্তো বিললাপ মহামতিঃ ।
মার্গমাণো বনে সীতাং পথি গৃধ্রং মহাবলম্ ॥
বিচ্ছিন্নপাদপক্ষঞ্চ পতিতং ধরণীতলে ।
রুধিরাপূর্ণসর্ব্বাঙ্গং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ২৬১
পপ্রচ্ছ রাঘবঃ শ্রীমান্ কেন কিং ত্বং জিঘাংসিতঃ
গৃধ্রস্তু রাঘবং দৃষ্ট্বা মন্দমন্দমুবাচ হ ॥ ২৬২

গৃধ্র উবাচ ।

রাবণেন হৃতা রাম তব ভার্য্যা বলীয়সা ।
তেন রাক্ষসমুখ্যেন সংগ্রামে নিহতোঽস্ম্যহম্ ।

মহাদেব উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা রাঘবস্যাগ্রে সহসা ত্যক্তজীবিতঃ ।
সংস্কারমকরোদ্রামস্তস্য ব্রহ্মবিধানতঃ ॥ ২৬৪
স্বপদঞ্চ দদৌ তস্মৈ যোগিগম্যং সনাতনম্ ।
রাঘবস্য প্রসাদেন স গৃধ্রঃ পরমং পদম্ ॥ ২৬৫

দূষণকে তিনি আশীবিষোপম বাণগণ দ্বারা রণে নিপাতিত করিলেন। দণ্ডকারণ্যবাসী সমস্ত রাক্ষস রামহস্তে নিহত হইলে, দেব ও মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের পূজা ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ দণ্ডকারণ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের বধবার্ত্তা শুনিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত রাবণ দুরাত্মা মারীচসহ জনস্থানে আগমন করিল। রাক্ষস দশগ্রীব পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া মৃগরূপী মায়াবী মারীচের সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে বহু দূরে লইয়া গিয়া যেন নিজের নিধনাভিলাষেই রামভার্য্যা সীতাকে হরণ করিল। গৃধ্ররাজ বলবান্ জটায়ু সীতাকে অপহৃত হইতে দেখিয়া রামের প্রতি সৌহার্দ্দ বশতঃ রাবণ সহ যুদ্ধ করিলেন। শত্রুদমন রাবণ বাহুবলে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বহু রাক্ষসাবৃতা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। সেখানে অশোকবনিকা মধ্যে জনকাত্মজাকে রক্ষা করিয়া যেন রামবাণে নিজ নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়াই স্বীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে রাম মৃগরূপী নিশাচর মারীচকে নিহত করিয়া ভ্রাতা সৌমিত্রির সহিত আশ্রমে আসিয়া বুঝিলেন, সীতা রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন। ইহা জানিয়া মহামতি রাম অত্যন্ত শোকসন্তপ্তচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বনে বনে সীতান্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে পথি মধ্যে মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ুকে ছিন্নপাদপক্ষ অবস্থায় ধরাপৃষ্ঠে রুধিরাক্ত গাত্রে পতিত দেখিলেন। তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—পক্ষিবর! কাহা কর্ত্তৃক তুমি এরূপ জিঘাংসিত হইয়াছ? গৃধ্ররাজ রাঘবকে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাম! বলবান্ রাবণ তোমার পত্নীকে হরণ করিয়াছে। সেই রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক সমরে আমি নিহত হইয়াছি।২৪৮-২৬৩। মহাদেব কহিলেন,—গৃধ্ররাজ এই কথা কহিয়া সহসা রামসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। রাম ব্রাহ্ম বিধানে তাহার সংস্কার কার্য্য করিলেন এবং যোগিজনগম্য স্বীয় সনাতন পদ তাহাকে প্রদান করিলেন। পক্ষিবর রামের প্রসাদে হরি-

হরেঃ সামান্যরূপেণ মুক্তিং প্রাপ খগোত্তমঃ।
মাল্যবন্তং ততো গত্বা মতঙ্গস্যাশ্রমে শুভে॥
অভিগম্য মহাভাগাং শবরীং ধর্ম্মচারিণীম্।
সা তু ভাগবতশ্রেষ্ঠা দৃষ্ট্বা তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
প্রত্যুদ্গম্য নমস্কৃত্য নিবেশ্য কুশবিষ্টরে।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা বন্যৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥
অর্চ্চয়ামাস ভক্ত্যা বৈ হর্ষনির্ভরমানসা।
ফলানি চ সুগন্ধীনি মূলানি মধুরাণি চ॥ ২৬৯
নিবেদয়ামাস তদা রাঘবাভ্যাং দৃঢ়ব্রতা।
ফলান্যাস্বাদ্য কাকুৎস্থস্তস্যৈ মুক্তিং দদৌ পরাম্
ততঃ পম্পাসরো গত্বা রাঘবঃ শত্রুসূদনঃ।
জঘান রাক্ষসং তত্র কবন্ধং ঘোররূপিণম্॥ ২৭১
তং নিহত্য মহাবীর্য্যো দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।
ততো গোদাবরীং গত্বা রামো রাজীবলোচনঃ
পপ্রচ্ছ সীতাং গঙ্গে ত্বং কিং তাং জানাসি মে প্রিয়াম্।
ন শশংস তদা তস্মৈ সা গঙ্গা তমসাবৃতা॥২৭২
শশাপ রাঘবঃ ক্রোধাদ্রক্ততোয়া ভবেতি তাম্
ততো ভয়াৎ সমুদ্বিগ্না পুরস্কৃত্য মহামুনীন্॥২৭৩
কৃতাঞ্জলিপুটা দীনা রাঘবং শরণং গতা।
ততো মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে রামং প্রাহুঃ সনাতনম্।

ঋষয়ঃ উচুঃ।

ত্বৎপাদকমলোদ্ভূতা গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী
ত্বমেব হি জগন্নাথ তাং শাপান্মোক্তুমর্হসি॥২৭৫

মহাদেব উবাচ।

ততঃ প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা রামঃ শরণবৎসলঃ॥২৭৬

রাম উবাচ।

শবর্য্যাঃ স্নানমাত্রেণ সঙ্গতা শুভবারিণা।
মুক্তা ভবতু মচ্ছাপাদ্গঙ্গেয়ং পাপনাশিনী॥
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থঃ শবরীতীর্থমুত্তমম্।
গঙ্গাগয়াসমঞ্চক্রে শার্ঙ্গকোট্যা মহাবলঃ॥ ২৭৮
মহাভাগবতানাঞ্চ তীর্থং যস্তোদকে ভবেৎ।
তচ্ছরীরং জগদ্বন্দ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥২৭৯
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থ ঋষ্যমূকং গিরিং যযৌ।
ততঃ পম্পাসরস্তীরে বানরেণ হনূমতা॥২৮০

সামান্যরূপে পরম পদ-মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রাম-লক্ষ্মণ মাল্যবান্ পর্ব্বতে গিয়া শুভ মতঙ্গাশ্রমে ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা শবরীর সমক্ষে গমন করিলেন। ভাগবতশ্রেষ্ঠা শবরী রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদন পূর্ব্বক কুশাসনে উপবেশন করাইলেন এবং হর্ষনির্ভর মনে তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া সুগন্ধ বন-কুসুমরাজি দ্বারা ভক্তিভরে পূজা ও সুবাস মধুর ফলমূল সকল তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন। কাকুৎস্থ রাম ফলাস্বাদন করিয়া শবরীকে পরম মুক্তি প্রদান করিলেন। অনন্তর অরিন্দম রাঘব পম্পাসরোবরে গমন করিয়া ঘোরাকার কবন্ধ রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন, তাহার মৃতদেহ দাহ করিলেন। রাক্ষস স্বর্গে গমন করিল। অতঃপর রাজীবলোচন রাম গোদাবরীতীরে গমন করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিলেন; জিজ্ঞাসিলেন,—হে গঙ্গে! তুমি কি আমার প্রিয়া সীতার বার্ত্তা অবগত আছ? তমসাবৃতা গঙ্গা তাঁহার প্রশ্নের কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাম সক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন—তুমি রক্ততোয়া হও। অনন্তর ভয়োদ্বিগ্না গোদাবরী মুনিগণকে অগ্রে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে রাঘবের শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষিগণ সনাতন রামচন্দ্রকে বলিলেন,—এই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা আপনারই পাদকমলোদ্ভবা; অতএব হে জগন্নাথ! আপনি ইহাঁকে শাপমুক্ত করুন। ২৬৪—২৭৫। মহাদেব কহিলেন,—শরণাগতবৎসল রাম মহর্ষিগণকে বলিলেন,—এই পাপনাশিনী গঙ্গা শবরীর স্নানমাত্র তদঙ্গে শুভবারি সঙ্গে মদীয় শাপ হইতে মুক্ত হইবেন। কাকুৎস্থ এই কথা কহিয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা গয়াগঙ্গাসম উত্তম শবরীতীর্থ নির্ম্মাণ করিলেন। এই তীর্থজল মহাভাগবতগণেরও তীর্থস্বরূপ; এই তীর্থস্নাত ব্যক্তিগণের দেহ বিশ্ববন্দিত হইবে, সন্দেহ নাই। রাম এই কথা কহিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

সঙ্গতস্তস্য বচনাৎ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
সুগ্রীববচনাদ্ধত্বা বালিনং বানরেশ্বরম্॥ ২৮১
সুগ্রীবমেব তদ্রাজ্যে রামোঽসাবভ্যষেচয়ৎ।
স তু সম্প্রেষয়ামাস দিদৃক্ষুর্জ্জনকাত্মজাম্॥২৮২
হনুমৎপ্রমুখান্ বীরান্ বানরান্ বানরাধিপঃ।
স লঙ্ঘয়িত্বা জলধিং হনূমান্মারুতাত্মজঃ॥ ২৮২
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং দৃষ্ট্বা সীতাং দৃঢ়ব্রতাম্।
উপবাসকৃশাং দীনাং ভৃশং শোকপরায়ণাম্॥
মলপঙ্কেন দিগ্ধাঙ্গীং মলিনাম্বরধারিণীম্।
নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিঞ্চ নিবেদ্য তাম্॥
সপ্তমন্ত্রিসুতাংস্তত্র রাবণস্য সুতং তথা।
তোরণস্তম্ভমুৎপাট্য নিজঘান স্বয়ং কপিঃ॥২৮৬
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং বভঞ্জোপবনং তদা।
বনপালান্ কিঙ্করাংশ্চ পঞ্চসেনাগ্রনায়কান্॥২৮৭
রাবণস্য সুতেনাথ নিগৃহীতো যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্ট্বা চ রাক্ষসেন্দ্রস্তু সম্ভাষিত্বা তথৈব চ॥২৯৮
দদাহ নগরীং লঙ্কাং স্বলাঙ্গুলাগ্নিনা কপিঃ।
তয়া দত্তমভিজ্ঞানং গৃহীত্বা পুনরাগমৎ॥ ২৮৯
সোঽভিগম্য মহাতেজা রামং কমললোচনম্।
ন্যবেদয়দ্বানরেন্দ্রো দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ॥২৯০
সুগ্রীবসহিতো রামো বানরৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ।
মহোদধেস্তটং গত্বা তত্রানীকং ন্যবেশয়ৎ॥২৯১
রাবণস্যানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতীরিতঃ।
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ মহাভাগবতোত্তমঃ॥২৯২
জ্ঞাত্বা সমাগতং রামং পরিত্যজ্য স্বপূর্ব্বজম্।
রাজ্যং সুতাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং যযৌ॥
পরিগৃহ্য চ তং রামো মারুতের্ব্বচনাৎ প্রভুঃ।
তস্মৈ দত্বাভয়ং সৌম্যং রক্ষোরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ
ততঃ সমুদ্রং কাকুৎস্থস্তর্ত্তুকামঃ প্রপদ্য বৈ।
সুপ্রসন্নজলং তত্তু দৃষ্ট্বা রামো মহাবলঃ॥২৯৫
শার্ঙ্গমাদায় বাণৌঘৈঃ শোষয়ামাস বারিধিম্।

অনন্তর পম্পাসরোবরতীরে বানরবর হনূমান্ সহ রামের সম্মিলন হইল। রাম হনূমানের কথায় সুগ্রীব সহ সম্মিলিত হইলেন এবং সুগ্রীবের কথানুসারে বানরেশ্বর বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বানরপতি সুগ্রীব জানকী কোথায় আছেন, তাহা দেখিবার জন্য হনুমৎপ্রমুখ বানরবীরগণকে নানাদিকে প্রেরণ করিলেন। পবননন্দন হনূমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা নগরীতে প্রবেশপূর্ব্বক দৃঢ়ব্রতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,—উপবাসকৃশা দীনা মলিনাম্বরধারিণী সীতা মলপঙ্কলিপ্তগাত্রে একান্ত শোকপরায়ণা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। কপিবর হনূমান্ সীতাকে রামের অভিজ্ঞান সহ সংবাদ নিবেদন করিয়া লঙ্কার তোরণস্তম্ভ উৎপাটনপূর্ব্বক রাবণের এক পুত্র এবং সপ্ত মন্ত্রিপুত্র বিনাশ করিলেন। অনন্তর বৈদেহীকে আশ্বস্ত করিয়া রাবণের উপবন ভাঙ্গিলেন এবং বনপালদিগকে কিঙ্করগণকে এবং রাবণের পাঁচজন প্রধান সেনাপতিকে বিনাশ করিলেন। অতঃপর রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বন্ধন করিল। হনূমান্ তদবস্থায় রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া,—সম্ভাষণ করিলেন। স্বীয় লাঙ্গুলাগ্নি দ্বারা লঙ্কানগরী দগ্ধ করিলেন। পরে সীতাদত্ত অভিজ্ঞান লইয়া পুনরায় রামসমীপে আগমন করিলেন। মহাতেজা হনূমান্ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—প্রভো! আমি সত্য সত্যই সীতা দর্শন করিয়াছি। ২৭৬—২৯০। অনন্তর রাম সুগ্রীব ও অন্যান্য বহু বানর সহ মহোদধিতটে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাবণানুজ বিভীষণ ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধ এবং মহাভাগবতোত্তম। তিনি রাম আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রামেরই শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু রামচন্দ্র মারুতির অনুরোধে বিভীষণকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহাকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর মহাবল রাম সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাকে সুপ্রসন্নজল অবলোকন

তত্রস্থ সরিতামীশঃ কাকুৎস্থং করুণানিধিম্॥
প্রপদ্য শরণং দেবমর্চ্চয়ামাস বারিধিঃ।
পুনরাপূর্য্য জলধিং বরুণাস্ত্রেণ রাঘবঃ॥ ২৯৭
উদধের্বচনাৎ সেতুং সাগরে মকরালয়ে।
গিরিভির্ব্বানরানীতৈর্নলঃ সেতুমকারয়ৎ॥ ২৯৮
ততো গত্বা পুরীং লঙ্কাং সন্নিবেশ্য মহাবলম্।
সম্যগায়োধনঞ্চক্রে বানরাণাঞ্চ রক্ষসাম্॥ ২৯৯
ততো দশাস্যতনয়ঃ শক্রজিদ্রাক্ষসো বলী।
ববন্ধ নাগপাশৈশ্চ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৩০০
বৈনতেয়ঃ সমাগত্য তান্যস্ত্রাণি প্রমোচয়ৎ।
রক্ষসা নিহতাঃ সর্ব্বে বানরৈশ্চ মহাবলৈঃ॥ ৩০১
রাবণস্যানুজং বীরং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
নিজঘান রণে রামো বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥
ব্রহ্মাস্ত্রেণেন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধঃ পাতয়ামাস বানরান্।
হনুমতা সমানীতো মহৌষধিমহীধরঃ॥ ৩০৩
তস্যানীতস্য চ স্পর্শাৎ সর্ব্ব এব সমুত্থিতাঃ।
ততো রামানুজো বীরঃ শক্রজেতারমাহবে॥
নিপাতয়ামাস শরৈর্বৃত্রং বজ্রধরো যথা।
নির্যযাবথ পৌলস্ত্যো যোদ্ধুং রামেণ সংযুগে॥
চতুরঙ্গবলৈঃ সার্দ্ধং মন্ত্রিভিশ্চ মহাবলঃ।
সমস্ততোঽভবদ্যুদ্ধং বানরাণাঞ্চ রক্ষসাম্॥ ৩০৬
রামরাবণয়োশ্চৈব তথা সৌমিত্রিণা সহ।
শক্ত্যা নিপাতয়ামাস লক্ষ্মণং রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ৩০৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা রাঘবো রাক্ষসান্তকঃ।
জঘান রাক্ষসান্ বীরাঞ্ছরৈঃ কালান্তকোপমৈঃ॥
প্রদীপ্তৈর্বাণসাহস্রৈঃ কালদণ্ডোপমৈর্ভৃশম্।
ছাদয়ামাস কাকুৎস্থো দশগ্রীবঞ্চ রাক্ষসম্॥ ৩০৯
স তু নির্ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গো রাঘবাস্ত্রৈর্নিশাচরঃ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রাব রণাল্লঙ্কাং প্রতি নিশাচরঃ॥
জগদ্রামময়ং পশ্যন্নির্ব্বেদাদ্গৃহমাবিশৎ।
ততো হনুমতানীতো মহৌষধিমহাগিরিঃ॥ ৩১১
তেন রামানুজস্তূর্ণং লব্ধসংজ্ঞোঽভবত্তদা।
দশগ্রীবস্ততো হোমমারেভে জয়কাঙ্ক্ষয়া॥ ৩১২

করিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক শরপীড়নে শোষণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সরিৎপতি করুণানিধি কাকুৎস্থের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। রাঘব বারুণাস্ত্রে পুনরায় তাঁহাকে পূরণ করিলেন। সেনাপতি নল সমুদ্রের পরামর্শে বানরানীত শৈলসমূহ দ্বারা মকরালয় সাগরে সেতু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর রাম লঙ্কাপুরে গিয়া মহতী সেনা সন্নিবেশ করিলেন। তখন রাক্ষস ও বানরগণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণনন্দন বলবান্ ইন্দ্রজিৎ সমরে নাগপাশাস্ত্রে রাম-লক্ষ্মণকে বন্ধন করিল। গরুড় আসিয়া সেই সকল শস্ত্রবন্ধন মোচন করিয়া দিল। মহাবল বানরগণ কর্ত্তৃক রাক্ষসনিচয় নিহত হইল। রাম অগ্নিশিখোপম শরপীড়নে রাবণানুজ মহাবল কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে বানরগণকে পাতিত করিল। হনুমান্ মহৌষধি পর্ব্বত আনয়ন করিলেন। ঔষধস্পর্শে সর্ব্ব বানর সমুত্থিত হইল। অনন্তর বীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রকৃত বৃত্রবধের ন্যায় সমরে শরপ্রহারে ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিলেন। মহাবল রাবণ স্বীয় মন্ত্রিগণ ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া রাম সহ যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। তখন রাক্ষস ও বানরগণের এবং রাম ও রাবণের ঘোর যুদ্ধ বাধিল। পরে সৌমিত্রির সহিত যুদ্ধারম্ভ হইলে, রাক্ষসেশ্বর রাবণ শক্তি-প্রহারে লক্ষ্মণকে আহত ও ভূপাতিত করিল। ২৯১-৩০৭। অনন্তর রাক্ষসান্তক মহাতেজা রাঘব ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তকোপম শরনিকর-বর্ষণে রাক্ষস বীরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কাকুৎস্থ কালদণ্ডোপম সহস্র সহস্র প্রদীপ্ত বাণে রাক্ষস রাবণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। রামশরে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হওয়ায় রাবণ সভয়ে লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ এই জগৎই রামময় দেখিতে লাগিল; সে নির্ব্বেদ-বশতঃ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর হনুমান্ আবার মহৌষধ পর্ব্বত আনয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ মহৌষধিগুণে সত্বর সংজ্ঞা লাভ করিলেন। অতঃপর দশগ্রীব রণজয়কামনায় হোমারম্ভ করিল।

ধ্বংসিতং বানরেন্দ্রৈস্তদভিচারাত্মকং রিপোঃ।
পুনর্যুদ্ধায় পৌলস্ত্যো রামেণ সহ নির্যযৌ ॥৩১৩
দিব্যস্যন্দনমারূঢ় রাক্ষসৈর্বহুভির্যুতঃ।
ততঃ শক্রমখো দিব্যং রথং হর্য্যশ্বসংযুতম্ ॥
রাঘবায় সহৃতং হি প্রেষয়ামাস বুদ্ধিমান্।
রথং মাতলিনানীতং সমারুহ্য রঘূত্তমঃ ॥ ৩১৫
স্তূয়মানঃ সুরগণৈর্যুধে তেন রক্ষসা।
ততো যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং রামরাবণয়োর্মহৎ ॥ ৩১৬
সপ্তাহিকমহোরাত্রং শস্ত্রাস্ত্রৈরতিভীষণম্।
বিমানস্থাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দদৃশুস্তত্র সংযুগম্ ॥৩১৭
দশগ্রীবস্য চিচ্ছেদ শিরাংসি রঘুসত্তমঃ।
সমুত্থিতানি বহুশো বরদানাৎ কপর্দ্দিনঃ ॥ ৩১৮
ব্রাহ্মমস্ত্রং মহারৌদ্রং বধায়াস্য দুরাত্মনঃ।
সসর্জ্জ রাঘবস্তূর্ণং কালাগ্নিসদৃশপ্রভম্ ॥ ৩১৯
তদস্ত্রং রাঘবোৎসৃষ্টং রাবণস্য স্তনান্তরম্।
বিদার্য্য ধরণীং ভিত্ত্বা রসাতলতলে গতম্ ॥ ৩২০
সম্পূজ্যমানং ভুজগৈ রাঘবস্য করং যযৌ।
স গতাসুর্মহাদৈত্যঃ পপাত চ মমার চ ॥৩২১
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি মহাত্মনি জগদ্‌গুরৌ ॥ ৩২২
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥
তুষ্টুবুর্মুনয়ঃ সিদ্ধা দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
লঙ্কায়াং রাক্ষসশ্রেষ্ঠমভিষিচ্য বিভীষণম্ ॥ ৩২৪
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে রঘুকুলোত্তমঃ।
রামস্তত্রাব্রবীদ্বাক্যমভিষিচ্য বিভীষণম্ ॥ ৩২৫

রাম উবাচ।

যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
যাবন্মম কথা লোকে তাবদ্রাজ্যং বিভীষণে ॥
গত্বা মম পদং দিব্যং যোগিগম্যং সনাতনম্।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ সম্প্রাপ্সুহি মহাবল ॥ ৩২৭

মহাদেব উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ রাক্ষসায় মহাবলঃ।
সম্প্রাপ্য মৈথিলীং তত্র পরুষং জনসংসদি ॥

শত্রুর সেই অভিচারাত্মক কর্ম্ম বানরেন্দ্রগণ ধ্বংস করিয়া ফেলিল। রাবণ পুনরায় দিব্য-রথে আরোহণপূর্ব্বক বহু রাক্ষস-পরিবৃত হইয়া রাম সহ যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। অনন্তর বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র মাতলি সহ কপিলাশ্বযুত দিব্য রথ রামের জন্য প্রেরণ করিলেন। রঘুবর মাতলির আনীত রথে আরোহণ করিলেন, সুরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাম রাক্ষস সহ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। সপ্ত দিবস অহোরাত্র অতি ভীষণ যুদ্ধ চলিল। দেবগণ বিমানস্থ হইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। রঘুসত্তম দশগ্রীবের মস্তক সকল ছেদন করিলেন। কিন্তু শিবের বরপ্রভাবে ঐ সকল মস্তক পুনরায় উত্থিত হইল। তখন রাঘব দুরাত্মা রাবণের বধের জন্য কালাগ্নি সদৃশ মহারৌদ্র ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাঘবনিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র রাবণের স্তনান্তর বিদারণ করিয়া ধরণীতল ভেদপূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিল। সেখানে ভুজগগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া পুনরায় রাঘবের করগত হইল। মহাদৈত্য রাবণ গতাসু হইয়া পতিত এবং মৃত্যুগ্রস্ত হইলে দেবগণ হর্ষনির্ভর-মনে মহাত্মা রাঘবোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিল; পুণ্য বায়ু বহিল, দিবাকর সুপ্রভ হইলেন এবং মুনি, সিদ্ধ, দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ স্তব করিতে লাগি-লেন। রঘুকুলোত্তম লঙ্কায় রাক্ষসবর বিভীষণকে অভিষিক্ত করিয়া আত্মাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। রাম বিভীষণকে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন,—যতদিন চন্দ্র সূর্য্য ও মেদিনী আছে, যতদিন লোকে আমার কথা থাকিবে, বিভীষণের রাজ্যকাল ততদিন হইবে। পরে পুত্র পৌত্র ও অন্যান্য স্বগণ সমভিব্যাহারে যোগিজনগম্য মদীয় দিব্য সনাতন পদ লাভ করিবে।৩০৮-৩২৭। মহাদেব কহিলেন,—মহাবল রামচন্দ্র রাক্ষসকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া মৈথিলীকে লাভ করিলেন

উবাচ রাঘবঃ সীতাং গর্হিতং বচনং বহু।
সা তেন গর্হিতা সাধ্বী বিবেশ চানলং মহৎ॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে শিবব্রহ্মপুরোগমাঃ।
দৃষ্ট্বা তু মাতরং বহ্নৌ প্রবিশন্তীং ভয়াতুরাঃ।
সমাগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্॥

দেবা উচুঃ।

রাম রাম মহাবাহো শৃণু ত্বং খ্যাতিবিক্রম।
সীতাতিবিমলা সাধ্বী তব নিত্যানপায়িনী॥
অনন্যা হি ত্বয়া সা তু ভাস্করেণ প্রভা যথা।
সেয়ং লোকহিতার্থায় সমুৎপন্না মহীতলে॥
মাতা সর্ব্বস্য জগতঃ সমস্তজগদাশ্রয়া।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ ভৃত্যৌ পূর্ব্বপরায়ণৌ॥৩৩৩
শাপাত্তৌ সনকাদীনাং সমুৎপন্নৌ মহীতলে।
তয়োর্বিমুক্ত্যৈ বৈদেহী গৃহীতা দণ্ডকে বনে॥
তাবুভৌ বৈ বধং প্রাপ্তৌ ত্বয়া রাক্ষসপুঙ্গবৌ।
তৌ বিমুক্তৌ দিবং যাতৌ পুত্রপৌত্রসহানুগৌ
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং পরং ব্রহ্ম যোগিধ্যেয়ঃ সনাতনঃ।
ত্বমেব সর্ব্বদেবানামনাদিনিধনোঽব্যয়ঃ॥৩৩৬
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ সীতা লক্ষ্মীঃ সনাতনী
মাতা সা সর্ব্বলোকানাং পিতা ত্বং পরমেশ্বর॥
নিত্যৈবৈষা জগন্মাতা তব নিত্যানপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতস্ত্বং হি তথা চেয়ং রঘূত্তম॥৩৩৮
তস্মাচ্ছুদ্ধসমাচারাং সীতাং সাধ্বীং দৃঢ়ব্রতাম্
গৃহাণ সৌম্য কাকুৎস্থ ক্ষীরাব্ধেরিব মা চিরম্॥

মহাদেব উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র লোকসাক্ষী স পাবকঃ।
আদায় সীতাং রামায় প্রদদৌ সুরসন্নিধৌ।
অব্রবীত্তত্র কাকুৎস্থং বহ্নিঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥৩৪০

বহ্নিরুবাচ।

ইয়ং শুদ্ধসমাচারা সীতা নিষ্কল্মষা বিভো।
গৃহাণ মা চিরং রাম সত্যং সত্যং তবাব্রুবম্॥

মহাদেব উবাচ।

ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং পরিগৃহ্য রঘূদ্বহঃ।
বভূব রামঃ সংহৃষ্টঃ পূজ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ॥

এবং জনসমাজ মধ্যে তাঁহাকে পরুষ স্বরে বহু গর্হিত বাক্য বলিলেন। সাধ্বী সীতা রাম কর্তৃক গর্হিত হইয়া মহানলে প্রবেশ করিলেন। তখন শিব ব্রহ্মাদি সমস্ত দেব মাতা জানকীকে অনলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভয়াতুর হইলেন এবং রঘুবর সমীপে আগমন করিয়া সকলেই যুক্তকরে কহিলেন,—হে লোকাতীতবিক্রম, মহাভুজ, রাম রাম! শ্রবণ করুন। আপনার সীতা সাধ্বী নিষ্কলঙ্কা, নীতি-পথ হইতে অবিচলিতা, ভাস্করের প্রভার ন্যায় ইনি আপনা হইতে অভিন্না। ইনি লোকহিতার্থ মহীতলে উৎপন্না, সর্ব্বজগতের মাতা এবং সমস্ত জগতের আশ্রয়ভূতা। রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ আপনার পুরাতন ভৃত্য। উহারা সনকাদির অভিশাপে ধরাতলে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মুক্তির জন্য বিদেহ-নন্দিনী দণ্ডকারণ্যে অপহৃতা হন। পরে সেই প্রধান রাক্ষসযুগল আপনার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া পুত্র পৌত্র ও অনুচরগণ সহ মুক্তিলাভান্তে স্বর্গে গমন করিয়াছে। আপনি বিষ্ণু, আপনি যোগি-ধ্যেয় সনাতন পরম ব্রহ্ম; আপনি দেবগণের আদি, আপনার আদি নাই, নিধন নাই, আপনি অব্যয় পুরুষ। আপনি শ্রীমান্ নারায়ণ আর সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। হে পরমেশ্বর! সীতা সর্ব্বলোকের মাতা এবং আপনি সর্ব্বলোকের পিতা। এই নিত্যা জগন্মাতা আপনার নিত্যানপায়িনী সঙ্গিনী। হে রঘূত্তম! আপনি যেমন সর্ব্বগত ইনিও তেমনি সর্ব্বগতা; অতএব হে সৌম্য কাকুৎস্থ! এই শুদ্ধসমাচারা সাধ্বী দৃঢ়ব্রতা সীতাকে আপনি ক্ষীরাব্ধি হইতে শ্রীর ন্যায় সত্বর গ্রহণ করুন। ৩২৮—৩৩৯। মহাদেব কহিলেন,—ইত্যবসরে লোকসাক্ষী পাবক তথায় সীতাকে আনিয়া সর্ব্বদেবসমক্ষে রামচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন। পরে সর্ব্বশরীরগত বহ্নি কাকুৎস্থকে কহিলেন,—হে বিভো! এই সীতা শুদ্ধসমাচারা নিষ্কলঙ্কা; আপনাকে ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। অতএব অবিলম্বে ইহাঁকে গ্রহণ করুন। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর রঘূদ্বহ অগ্নির অনুরোধে সীতাকে গ্রহণ করিলেন এবং সুরোত্তমগণ

রাক্ষসৈর্নিহতা যে তু সংগ্রামে বানরোত্তমাঃ।
পিতামহবরাত্তূর্ণং জীবমানাঃ সমুত্থিতাঃ॥ ৩৪৩
ততস্তু পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
ভ্রাত্রা গৃহীতং সংগ্রামে কৌবেরং রাক্ষসেশ্বরঃ॥
তদ্রাঘবায় প্রদদৌ বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
তেন সম্পূজিতঃ শ্রীমান্ রামচন্দ্রঃ প্রতাপবান্
আরুরোহ বিমানাগ্র্যং বৈদেহ্যা ভার্য্যয়া সহ।
লক্ষ্মণেন চ শূরেণ ভ্রাত্রা দশরথাত্মজঃ॥ ৩৪৬
ঋক্ষবানরসঙ্ঘাতৈঃ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
বিভীষণেন শূরেণ রাক্ষসৈশ্চ মহাবলৈঃ॥ ৩৪৭
যথা বিমানে বৈকুণ্ঠে নিত্যমুক্তৈর্মহাত্মভিঃ।
তথা সর্ব্বে সমারুহ্য ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ॥ ৩৪৮
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ স্তূয়মানঃ সুরোত্তমৈঃ
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ৩৪৯
ভরতস্যান্তিকে তত্র হনুমন্তং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
স নিষাদালয়ং গত্বা গুহং দৃষ্ট্বাথ বৈষ্ণবম্॥৩৫০
রাঘবাগমনং তস্মৈ প্রাহ বানরপুঙ্গবঃ।
নন্দিগ্রামং ততো গত্বা দৃষ্ট্বা তং রাঘবানুজম্॥
ন্যবেদয়ত্তথা তস্মৈ রামস্যাগমনোৎসবম্।
ভরতশ্চাগতং শ্রুত্বা বানরেণ রঘূত্তমম্॥ ৩৫২
প্রহর্ষমতুলং লেভে সানুজঃ সসুহৃজ্জনঃ।
পুনরাগত্য কাকুৎস্থং হনূমান্মারুতাত্মজঃ॥ ৩৫৩
সর্ব্বং শশংস রামায় ভরতস্য চ বর্ত্তিতম্।
রাঘবস্তু বিমানাগ্র্যাদবরুহ্য সহানুজঃ।
ববন্দে ভার্য্যয়া সার্দ্ধং ভরদ্বাজং তপোনিধিম্॥
স তু সম্পূজয়ামাস কাকুৎস্থং সানুজং মুনিঃ॥
পক্বান্নৈঃ ফলমূলাদ্যৈর্বস্ত্রৈরাভরণৈরপি।
তেন সম্পূজিতস্তত্র প্রণম্য মুনিসত্তমম্॥ ৩৫৬
অনুজ্ঞাতঃ সমারুহ্য পুষ্পকং সানুগস্তদা।
নন্দিগ্রামং যযৌ রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্বৃতঃ॥
মন্ত্রিভিঃ পৌরমুখ্যৈশ্চ সানুজঃ কেকয়ীসুতঃ।
প্রত্যুদ্‌যযৌ নৃপবরৈঃ সবলৈঃ পূর্ব্বজং মুদা॥

কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন। যে সকল বানরবর সংগ্রামে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহারা পিতামহবরে সত্বর জীবিত হইয়া উঠিল। ভ্রাতা রাবণ যে পুষ্পক নামক সূর্য্যসন্নিভ কৌবের বিমান ব্যবহার করিত, রাক্ষসপতি বিভীষণ রামচন্দ্রকে সেই বিমান এবং বহু বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন। প্রতাপবান্ শ্রীমান্ রামচন্দ্র বিভীষণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভার্য্যা বৈদেহীর সহিত সেই শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিলেন। বীর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ঋক্ষ ও বানর সকল, মহাত্মা সুগ্রীব, শূর বিভীষণ এবং অন্য মহাবল রাক্ষস সকল সেই বিমানে প্রস্থান করিলেন। যেমন নিত্য মুক্ত মহাত্মগণ বৈকুণ্ঠ-ধামে প্রয়াণ করেন, তেমনি সমস্ত ঋক্ষ-বানর-রাক্ষস বিমানে আরোহণ করিয়া চলিলেন। রাম এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সত্য-পরাক্রম রাম ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিয়া ভরতান্তিকে হনুমানকে প্রেরণ করিলেন। বানরপুঙ্গব অগ্রে নিষাদালয়ে গিয়া বিষ্ণুভক্ত গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার নিকট রাঘবাগমন সংবাদ জানাইলেন। অনন্তর হনূমান্ নন্দিগ্রামে গিয়া রামানুজ ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে রামাগমনোৎসব জানাইলেন। ভরত বানরমুখে রঘুবরের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া অনুজ ও সুহৃজ্জন সহ পরম প্রহৃষ্ট হইলেন। মারুতাত্মজ হনূমান্ পুনরায় আগমন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট ভরতের সমস্ত চেষ্টা নিবেদন করিলেন। রাঘব বিমানবর হইতে অবতরণ করিয়া অনুজ ও ভার্য্যা সহ তপোনিধি ভরদ্বাজকে বন্দনা করিলেন। ভরদ্বাজ মুনি পক্বান্ন, ফলমূল ও বস্ত্রাভরণ দ্বারা কাকুৎস্থকে পূজা করিলেন। ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক পূজিত রামচন্দ্র মুনিসত্তমকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া অনুজ ও অনুগতগণ সহ পুষ্পকারোহণে নন্দিগ্রামে আগমন করিলেন। কেকয়ীসুত সানুজ ভরত মন্ত্রিগণশ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ এবং সসৈন্য সমস্ত রাজগণ সহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের যথারীতি প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তিনি

সম্প্রাপ্য রঘুশার্দ্দূলং ববন্দে সানুগৈর্বৃতঃ।
পুষ্পকাদবরুহ্যাথ রাঘবঃ শত্রুতাপনঃ॥ ৩৫৯
ভরতঞ্চৈব শত্রুঘ্নমুপসম্পরিষস্বজে।
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ মাতৃবৃদ্ধাংশ্চ বান্ধবান্॥
প্রণনাম মহাতেজাঃ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
বিভীষণঞ্চ সুগ্রীবং জাম্ববন্তং তথাঙ্গদম্॥৩৬১
হনুমন্তং সুষেণঞ্চ ভরতঃ পরিষস্বজে।
ভ্রাতৃভিঃ সানুগৈস্তত্র মঙ্গলস্নানপূর্ব্বকম্॥ ৩৬২
দিব্যমালাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ।
আরুরোহ রথং দিব্যং সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং শুভম্॥
সংস্তূয়মানস্ত্রিদশৈর্বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ।
ভরতশ্চৈব সুগ্রীবঃ শত্রুঘ্নশ্চ বিভীষণঃ॥ ৩৬৪
অঙ্গদশ্চ সুষেণশ্চ জাম্ববান্মারুতাত্মজঃ।
নীলো নলশ্চ সুভগঃ শরভো গন্ধমাদনঃ॥ ৩৬৫
অন্যে চ কপয়ঃ শূরা নিষাদাধিপতির্গুহঃ।
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যাঃ পার্থিবেন্দ্রা মহাবলাঃ॥
গজানশ্বানথো সম্যগারুহ্য বহুশঃ শুভান্।
নানামঙ্গলবাদিত্রৈঃ স্তুতিভিঃ পুষ্কলৈস্তথা॥৩৬৭
ঋক্ষবানররক্ষোভির্নিষাদবরসৈনিকৈঃ।
প্রবিবেশ মহাতেজাঃ সাকেতং পুরমব্যয়ম্॥
আলোক্য রাজনগরীং পথি রাজপুত্রো
রাজানমেব পিতরং পরিচিন্তয়ানঃ।
সুগ্রীব-মারুতি-বিভীষণ-পুণ্যপাদ-
সঞ্চার-পূতভবনং প্রবিবেশ রামঃ॥ ৩৬৯

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে রামস্যাযোধ্যা-প্রবেশো নাম দ্বিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪২॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অথ তস্মিন্ দিনে পুণ্যে শুভলগ্নে শুভান্বিতে।
মঙ্গলাভিষেকার্থং মঙ্গলঞ্চক্রিরে জনাঃ॥ ১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ মৌদ্গল্যঃ পর্ব্বতো নারদস্তথা॥২
এতে মহর্ষয়স্তত্র জপহোমপুরঃসরম্।

রঘুশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হইয়া অনুগত ব্যক্তিগণ সহ তাঁহার বন্দনা করিলেন। অনন্তর শত্রুতাপন রাঘব পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ, মাতৃগণ ও বৃদ্ধ বান্ধবগণকে সীতা ও লক্ষ্মণসহ একযোগে প্রণাম করিলেন। বিভীষণ সুগ্রীব, জাম্ববান্, অঙ্গদ, হনুমান্ ও সুষেণকে ভরত আলিঙ্গন করিলেন। তখন রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ ও অনুগত ব্যক্তিগণসহ মঙ্গলস্নানপূর্ব্বক দিব্য মাল্যাম্বরধর ও দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ ও বৈদেহীসহ সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত শুভ রথে আরোহণ করিলেন। দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভরত, সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, সুষেণ, জাম্ববান্, হনুমান, নীল, নল, সুভগ, শরভ, গন্ধমাদন, অন্যান্য শূর কপিগণ, নিষাদাধিপতি গুহ, মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ এবং মহাবল রাজশ্রেষ্ঠগণ, কেহ গজে কেহ অশ্বে সম্যক্ আরোহণ করিলেন। নানা মঙ্গলবাদিত্র ও বহুল স্তুতিগীতি হইতে লাগিল। মহাতেজা রাম ঋক্ষ বানর রাক্ষস নিষাদ ও সৈনিকগণসহ সাকেতপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্র রাম পথ হইতে রাজপুরী অবলোকন করিয়া স্বীয় পিতা রাজা দশরথকে চিন্তা করিতে করিতে সুগ্রীব মারুতি বিভীষণ প্রমুখ পুণ্যপাদগণের সঞ্চারপূত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।৩৪০—৩৬৯।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪২

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর সেই পুণ্য দিবসেই শুভযোগে শুভলগ্নে মঙ্গলময়ের অভিষেকার্থ জনগণ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, পর্ব্বত এবং নারদ এই সকল সংশিতব্রত মহর্ষি জপ-হোমানুষ্ঠান-

অভিষেকং শুভং চক্রুর্মুনয়ো রাজসত্তমম্ । ৩
নানারত্নময়ে দিব্যে হেমপীঠে শুভান্বিতে ।
নিবেশ্য সীতয়া সার্দ্ধং শ্রিয়া ইব জনার্দ্দনম্ ॥ ৪
সৌবর্ণকলসৈর্দিব্যৈর্নানারত্নময়ৈঃ শুভৈঃ ।
সর্ব্বতীর্থোদকৈঃ পুণ্যৈর্মাঙ্গল্যদ্রব্যসংযুতৈঃ ॥ ৫
দূর্ব্বাগ্র-তুলসীপত্র-পুষ্পগন্ধসমন্বিতৈঃ ।
মন্ত্রপূতজলৈঃ শুদ্ধৈর্মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৬
অজপন্ বৈষ্ণবান্ সূক্তান্ চতুর্ব্বেদময়ান্ শুভান্
অভিষেকং শুভং চক্রুঃ কাকুৎস্থং জগতঃ পতিম্ ।
তস্মিন্ শুভতমে লগ্নে দেবদুন্দুভয়ো দিবি ।
বিনেদুঃ পুষ্পবর্ষাণি বর্বৃষুশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৮
দিব্যাম্বরৈর্ভূষণৈশ্চ দিব্যগন্ধানুলেপনৈঃ ।
পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈর্দেব্যা সহ রঘূদ্বহঃ ॥ ৯
অলঙ্কৃতশ্চ শুশুভে মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।
ছত্রঞ্চ চামরং দিব্যং ধৃতবান্ লক্ষ্মণস্তদা । ১০
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তৌ বিরেজতুঃ ।
দর্পণং প্রদদৌ শ্রীমান্ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ
দধার পূর্ণকলসং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।

পুরঃসর রাজসত্তম রামচন্দ্রের শুভ-অভিষেক ক্রিয়া করিলেন। তাঁহারা লক্ষ্মীসহ জনার্দ্দন-বৎ সীতাসহ রামচন্দ্রকে নানারত্নময় দিব্য হৈম পীঠে উপবেশন করাইয়া নানারত্নময় দিব্য সৌবর্ণকলসস্থ পুণ্য মাঙ্গল্যদ্রব্যযুত সর্ব্বতীর্থোদক এবং দূর্ব্বাগ্র ও তুলসীপত্র, পুষ্প ও গন্ধযুত মন্ত্রপূত শুদ্ধ বারি দ্বারা অভিষেক করিলেন, চতুর্ব্বেদময় শুভ বৈষ্ণব সূক্ত সকল জপ করিলেন। এইরূপে মুনিগণ জগৎপতি কাকুৎস্থের শুভাভিষেক কার্য্য সমাধা করিলেন। সেই শুভতম লগ্নে দেব-দুন্দুভিসকল বাদিত এবং চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রঘুবর সীতাদেবীসহ দিব্য অম্বর, দিব্য ভূষণ, দিব্য গন্ধানুলেপন ও নানাবিধ দিব্য পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বেদপারগ মুনিগণের নিকট বিরাজ করিতে লাগি-লেন। লক্ষ্মণ দিব্য ছত্র-চামর ধারণ করি-লেন, পার্শ্বে ভরত ও শত্রুঘ্ন তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র শ্রীমান্

জাম্ববাংশ্চ মহাতেজাঃ পুষ্পমালাং মনোহরাম্
বালিপুত্রস্তু তাম্বূলং সকর্পূরং দদৌ হরেঃ ।
হনুমান্ দীপকান্ দিব্যান্ সুষেণশ্চ ধ্বজং শুভম্
পরিবার্য্য মহাত্মানং মন্ত্রিণঃ সমুপাসিরে ।
সৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সৌরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪
অকোপো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রো মন্ত্রিণঃ স্মৃতাঃ ।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা নানাজনপদেশ্বরাঃ ।
পৌরাশ্চ নৈগমা বৃদ্ধা রাজানং পর্য্যুপাসত ॥১৫
ঋক্ষৈশ্চ বানরেন্দ্রৈশ্চ মন্ত্রিভিঃ পৃথিবীশ্বরৈঃ॥১৬
রাক্ষসৈর্দ্বিজমুখ্যৈশ্চ কিঙ্করৈশ্চ সমাবৃতঃ ।
পরে ব্যোম্নি যথা লীনো দৈবতৈঃ কমলাপতিঃ
তথা নৃপবরঃ শ্রীমান্ সাকেতে শুশুভে তদা ।
ইন্দীবরদলশ্যামং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ১৮
আজানুবাহুং কাকুৎস্থং পীতবস্ত্রধরং হরিম্ ।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং বিচিত্রাভরণৈর্যুতম্ ॥১৯
দেব্যা সহ সমাসীনমভিষিক্তং রঘূত্তমম্ ।

বিভীষণ দর্পণ অর্পণ করিলেন, বানরপতি সুগ্রীব পূর্ণ কলস ধারণ করিলেন, মহাতেজা জাম্ববান্ মনোহর পুষ্পমালা দিলেন। বালি-পুত্র অঙ্গদ সকর্পূর তাম্বূল দান করিলেন, হনুমান দিব্য দীপক এবং সুষেণ শুভধ্বজ প্রদান করিলেন। সৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সৌরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল এবং সুমন্ত্র এই অষ্ট মন্ত্রী মহাত্মা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। নানা জনপদাধিপ নরশ্রেষ্ঠ রাজগণ ও নিগম-দর্শী পৌর বৃদ্ধগণ নবাভিষিক্ত রামচন্দ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন।১—১৫। কমলা-পতি যেমন দৈবতসহ পরমাকাশে লীন হইয়া বিরাজ করেন, শ্রীমান্ নৃপবর রামচন্দ্রও তেমনি ঋক্ষ, বানরেন্দ্র, মন্ত্রিবর্গ, রাজন্যবর্গ, রাক্ষসগণ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ও কিঙ্করগণে পরিবৃত হইয়া শুভ সাকেতপুরে শোভিত হইলেন। ইন্দীবরদলশ্যাম, পদ্মপত্রনিভানন, আজানু-লম্বিত বাহু, কম্বুগ্রীব, মহোরস্ক, বিচিত্রাভরণ-যুত, পীতপটধারী রঘূত্তম হরি অভিষিক্ত হইয়া দেবী জানকীসহ সমাসীন হইলে,

বিমানস্থাঃ সুরগণা হর্ষনির্ভরমানসাঃ ॥ ২০
তুষ্টুবুর্জয়শব্দেন গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ।
অভিষিক্তস্ততো রামো বসিষ্ঠাদ্যৈর্ম্মহর্ষিভিঃ ॥
শুশুভে সীতয়া দেব্যা নারায়ণ ইব শ্রিয়া ।
অতিমর্ত্ত্যতয়া ভীত উপাসিতুং পদাম্বুজম্ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা তুষ্টাব হৃষ্টাত্মা শঙ্করো হৃষ্টমাগতঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সানন্দো গদ্গদাকুলঃ ।
হর্ষয়ন্ সকলান্ দেবান্ মুনীনপি চ বানরান্ ॥

মহাদেব উবাচ ।

নমো মূলপ্রকৃতয়ে নিত্যায় পরমাত্মনে ।
সচ্চিদানন্দরূপায় বিশ্বরূপায় বেধসে ॥ ২৪
নমো নিরন্তরানন্দকন্দমূলায় বিষ্ণবে ।
জগত্রয়-কৃতানন্দ-মূর্ত্তয়ে দিব্যমূর্ত্তয়ে ॥ ২৫
নমো ব্রহ্মেন্দ্রপূজ্যায় শঙ্করাভয়দায় চ ।
নমো বিষ্ণুস্বরূপায় সর্ব্বরূপ নমো নমঃ ॥ ২৬
উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণে ত্রিগুণাত্মনে ।
নমোঽস্তু নির্গতোপাধি-স্বরূপায় মহাত্মনে ॥ ২৭
অনয়া বিদ্যয়া দেব্যা সীতয়োপাধিকারিণে ।
নমঃ পুংপ্রকৃতিভ্যাঞ্চ যুবাভ্যাং জগতাং কৃতে ।
জগন্মাতাপিতৃভ্যাঞ্চ জনক্যৈ রাঘবায় চ ।
নমঃ প্রপঞ্চরূপিণ্যৈ নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপিণে ॥ ২৯
নমো ধ্যানস্বরূপিণ্যৈ যোগিধ্যেয়াত্মমূর্ত্তয়ে ।
পরিণামপরীণামপরিত্যক্তাভ্যাঞ্চ নমো নমঃ ॥ ৩০
কূটস্থবীজরূপিণ্যৈ সীতায়ৈ রাঘবায় চ ।
সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুঃ সীতা গৌরী ভবান্ শিবঃ ॥৩১
সীতা স্বয়ং হি সাবিত্রী ভবান্ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ ।
সীতা শচী ভবান্ শক্রঃ সীতা স্বাহানলো ভবান্
সীতা সংহারিণী দেবী যমরূপধরো ভবান্ ।
সীতা হি সর্ব্বসম্পত্তিঃ কুবেরস্ত্বং রঘূত্তম ॥ ৩৩
সীতা দেবী চ রুদ্রাণী ভবান্ রুদ্রো মহাবলঃ ।
সীতা তু রোহিণী দেবী চন্দ্রস্ত্বং লোকসৌখ্যদঃ
সীতা সংজ্ঞা ভবান্ সূর্য্যঃ সীতা রাত্রির্দিবা ভবান্ ।
সীতা দেবী মহাকালী মহাকালো ভবান্ সদা

বিমানস্থ সুরগণ ও গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ হর্ষনির্ভরচিত্তে জয় জয় রবে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া শ্রী সহ নারয়ণবৎ সীতা সহ বিরাজ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের অতিমানুষতাহেতু তদীয় পদাম্বুজোপাসনায় ভীত হইয়া শঙ্কর দেব তাহা পুনঃপুন দর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলি করে আনন্দ গদ্গদ্ভাবে সমস্ত দেব মুনি ও বানরবৃন্দকে হর্ষিত করত বলিতে লাগিলেন—যিনি মূল প্রকৃতি নিত্য পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিশ্বরূপী বিধাতা, সেই রামচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি। তুমি নিরন্তরানন্দ-কন্দ-মূল, জগত্রয়কৃতানন্দমূর্ত্তি, দিব্যদেহ বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বরূপ! তুমি ব্রহ্মেন্দ্রপূজ্য শঙ্করাভয়দ বিষ্ণুস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারী ত্রিগুণাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি নির্গতোপাধিস্বরূপ মহাত্মা হইয়াও এই বিদ্যারূপিণী সীতা দেবী, দ্বারা উপাধিযুক্ত তোমাকে নমস্কার। তোমরা রাম সীতা জগতের প্রকৃতি পুরুষ স্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার।২৩—২৯। জগতের মাতা পিতা জানকী ও রাঘবকে নমস্কার করি। জানকী প্রপঞ্চরূপিণী, আপনি প্রপঞ্চরূপী, আপনাদিগকে নমস্কার। জানকী ধ্যানস্বরূপিণী, আপনি যোগিধ্যেয়মূর্ত্তি, আপনাদিগকে নমস্কার করি। আপনারা পরিণাম ও অপরিণামশূন্য, আপনাদিগকে নমস্কার। কূটস্থ জীবরূপিণী সীতাকে এবং আপনি রাঘব, আপনাকে নমস্কার করি। সীতা লক্ষ্মী, আপনি বিষ্ণু; সীতা গৌরী, আপনি শিব; সীতা স্বয়ং সাবিত্রী, আপনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; সীতা শচী, আপনি ইন্দ্র, সীতা স্বাহা, আপনি অগ্নি, সীতা সংহারিণী দেবী, আপনি যমস্বরূপ; সীতা সর্ব্ব সম্পত্তি, আপনি কুবের; হে রঘূত্তম! সীতা রুদ্রাণী দেবী, আপনি মহাবল রুদ্র; সীতা রোহিণী দেবী, আপনি লোকসৌখ্যদাতা সুধাকর; সীতা সংজ্ঞা, আপনি সূর্য্য;

স্ত্রীলিঙ্গেষু ত্রিলোকেষু যত্তৎসর্ব্বং হি জানকী ॥
পুন্নামলাঞ্ছিতং যত্তু তৎসর্ব্বং হি ভবান্ প্রভো
সর্ব্বত্র সর্ব্বদেবেশ সীতা সর্ব্বত্র ধারিণী ।
তদা ত্বমপি চ ত্রাতুং তচ্ছক্তির্বিশ্বধারিণী ॥ ৩৭
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং যুবাভ্যাং পরিচিহ্নিতম্
চিহ্নিতং শিবভক্তিভ্যাং চরিতং তব শান্তিদম্
আবাং রাম জগৎপূজ্যৌ মমপূজ্যৌ সদা যুবাম্
ত্বন্নামজাপিনী গৌরী ত্বন্মন্ত্রং জপবানহম্ ॥ ৩৯
মুমূর্ষোর্মণিকর্ণ্যান্ত অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ ।
অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মদায়কম্ ॥৪০
অতস্ত্বং জানকীনাথ পরব্রহ্মাসি নিশ্চিতম্ ।
ত্বন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ন ত্বাং জানন্তি তত্ত্বতঃ

মহাদেব উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শম্ভুনা রামঃ প্রসাদপ্রবণোহভবৎ ।
দিব্যরূপধরঃ শ্রীমানদ্ভুতাদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ৪২
তথা তং রূপমালোক্য নরবানরদেবতাঃ ।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে তেজসং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৩
ভয়াদ্বৈ ত্রিদশশ্রেষ্ঠাঃ প্রণেমুশ্চাতিভক্তিতঃ ।
ভীতা বিজ্ঞায় রামোঽপি নরবানরদেবতাঃ ।
মায়ামানুষতাং প্রাপ্য সদেবানব্রবীৎ পুনঃ ॥

রামচন্দ্র উবাচ ।

শৃণুধ্বং দেবতা যো মাং প্রত্যহং সংস্তবিষ্যতি
স্তবেন শম্ভুনোক্তেন দেবতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥৪৫
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মৎস্বরূপং সমশ্নুতে ।
রণে জয়মবাপ্নোতি ন কচিৎ প্রতিহন্যতে ॥৪৬
ভূতবেতালকৃত্যাভিগ্র্হৈশ্চাপি ন বাধ্যতে ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং পতিং বিন্দতি কন্যকা ॥
দরিদ্রঃ শ্রিয়মাপ্নোতি সত্ত্ববান্ শীলবান্ ভবেৎ
আত্মতুল্যবলঃ শ্রীমান্ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৮
নির্ব্বিঘ্নং সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বারম্ভেষু বৈ নৃণাম্ ।
যং যং কাময়তে মর্ত্ত্যঃ সুদুর্লভমনোরথম্ ॥ ৪৯

সীতা রাত্রি, আপনি দিবস ; সীতা দেবী মহাকলা আপনি নিত্য মহাকাল ; এইরূপে জগতে যে কিছু স্ত্রীলিঙ্গ সকলই জানকী, এবং যে কিছু পুংলিঙ্গ সকলই প্রভো !—আপনি। হে দেবেশ ! আপনি সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপ, সীতা সর্ব্বাধারস্বরূপা ; আপনি সর্ব্বত্রাণকর্ত্তা, আপনার শক্তি সীতা বিশ্বধারিণী ; শিবশক্তি-চিহ্নিত চরিত অপেক্ষা আপনাদের উভয় কর্ত্তৃক চিহ্নিত চরিত কোটিগুণ অধিক পুণ্যাবহ ও শান্তিপ্রদ ; হে রাম ! আমরা জগৎপূজ্য, আপনারা আমার নিত্য পূজ্য। গৌরী আপনার নামজপনিরতা, আর আমি আপনার মন্ত্রজপরত। মণিকর্ণিকার তীর-নীরস্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে আমি তোমার তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকি। অতএব হে জানকীনাথ ! তুমিই নিশ্চয় পরমব্রহ্ম ; তোমার মায়ামোহিত হইয়া জন্তুগণ তোমায় অবগত হইতে পারে না। মহাদেব কহিলেন,—শম্ভু কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শ্রীরাম প্রসাদ-প্রবণ হইলেন। তিনি শ্রীমান্ দিব্যরূপধর, অদ্ভুতাদ্ভুতদর্শন। নর-বানর-দেব সকলও তাঁহার রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সেই মহাদ্ভুত তেজ তাঁহারা অধিকক্ষণ অবলোকন করিতে পারিলেন না। ত্রিদশশ্রেষ্ঠগণ ভয়ে অত্যন্ত ভক্তিভাবে তাহাঁকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র নর-বানর ও দেবতাদিগকে ভীত জানিয়া মায়া-মানুষাকার ধারণ-পূর্ব্বক দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ ! শ্রবণ করুন, যে ব্যক্তি শম্ভুপ্রোক্ত এই স্তব দ্বারা আমার স্তব করিবে, সে দেবতুল্য হইবে সন্দেহ নাই। উক্ত স্তোত্রপাঠক ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার বাজপেয়-ফল লাভ হয়, সে কোথাও প্রতিহত হয় না। ভূত, বেতাল, কৃত্যা বা গ্রহগণ দ্বারা সে কদাচ পীড়িত হয় না। এই স্তব পাঠে অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র লাভ করে এবং কন্যা পতিলাভ করিয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তি লক্ষ্মী লাভ করে এবং সত্ত্ববান্ ও শীলবান্ হইয়া থাকে। অপিচ আমার তুল্য বলসম্পন্ন ও শ্রীমান্ হয় সংশয় নাই ।৩০—৪৮। এই স্তবপাঠকারী নরগণের সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বারম্ভে নির্ব্বিঘ্নতা হইয়া থাকে।

ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ।
যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্।
তৎফলং কোটিগুণিতং স্তবেনানেন লভ্যতে॥

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রামচন্দ্রোঽসৌ বিসসর্জ্জ মহেশ্বরম্।
ব্রহ্মাদিত্রিদশান্ সর্ব্বান্ বিসসর্জ্জ সমাগতান্॥
অর্চ্চিতা মানবাঃ সর্ব্বে নরবানর-দেবতাঃ।
বিসৃষ্টা রামচন্দ্রেণ প্রীত্যা পরময়া যুতাঃ॥ ৫২

ইত্থং বিসৃষ্টাঃ খলু তে চ সর্ব্বে
সুখং তদা জগ্মুরতীব হৃষ্টাঃ।
পরং পঠন্তঃ স্তবমীশ্বরোক্তং
রামং স্মরন্তো বরবিশ্বরূপম্॥ ৫৩

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিশ্বরূপদর্শনং নাম ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অথ রামস্তু বৈদেহ্যা রাজ্যভোগান্মনোরমান্।
বুভুজে বর্ষসাহস্রং পালয়ন্ সর্ব্বতো দিশঃ॥ ১
অন্তঃপুরজনাঃ সর্ব্বে রাক্ষসস্য গৃহে স্থিতাম্।
গর্হয়ন্তি স্ম বৈদেহীং তথা জানপদা জনাঃ॥ ২
লোকাপবাদভীত্যা চ রামঃ শত্রুনিবারকঃ।
দর্শয়ন্মানুষং ধর্ম্মমন্তর্বত্নীং নৃপাত্মজাম্॥ ৩
বাল্মীকেরাশ্রমে পুণ্যে গঙ্গাতীরে মহাবনে।
বিসসর্জ্জ মহাতেজা গর্ভিণীং মুনিসংসদি॥৪
সা ভর্ত্তুঃ পরতন্ত্রা হি উবাস মুনিবেশ্মনি।
অর্চ্চিতা মুনিপত্নীভির্বাল্মীকিমুনিরক্ষিতা॥ ৫
তত্রৈবাসূত যমলৌ নাম্না কুশলবৌ সুতৌ।
তৌ চ তত্রৈব মুনিনা সংস্কৃতৌ চ ববর্দ্ধতুঃ॥ ৬
রামোঽপি ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং পালয়ামাস মেদিনীম্
যমাদিগুণসম্পন্নঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ॥ ৭

মর্ত্ত্য ব্যক্তি যে যে দুর্লভ কামনাই করুক, এই স্তবপ্রসাদে ষণ্মাসেই তাহার সেই কামনা সিদ্ধি হয়। সর্ব্বতীর্থে সর্ব্বযজ্ঞে যে ফল হইয়া থাকে, এই স্তব দ্বারা তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইবে। মহাদেব কহিলেন, রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া মহেশ্বরকে এবং সমাগত ব্রহ্মাদি সর্ব্বদেবকে বিদায় দিলেন। নর-বানর দেবগণ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও বিসৃষ্ট হইয়া পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা বিদায় প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরোক্ত পরম স্তব পাঠ ও বিশ্বরূপী রামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতে অতীব হৃষ্টচিত্তে সুখে গমন করিলেন। ৪১—৫৩।

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৩

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর রামচন্দ্র সহস্র বর্ষযাবৎ সর্ব্বদিক্ পালন করত বৈদেহী সহ মনোরম ভোগ সকল উপভোগ করিলেন। এই সময় অন্তঃপুরবাসী এবং জনপদবাসী জনগণ রাক্ষসগৃহস্থিতা জানকীর অপবাদ প্রচার করিল। অরিন্দম রাম স্বীয় মানুষভাব দেখাইবার নিমিত্ত লোকাপবাদ-ভয়ে অন্তর্ব্বত্নী জনকরাজনন্দিনীকে গঙ্গা-তীরস্থ মহাবনে বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে মুনিজন-স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন। ভর্ত্তৃপরতন্ত্রা সীতা মুনিজনাশ্রমে মুনিপত্নীগণ কর্ত্তৃক আদৃত ও বাল্মীকিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানেই তিনি কুশ ও লব নামে দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। কুশ ও লব মুনি কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।১—৬। রাম সংযমাদি গুণসম্পন্ন ও সর্ব্বভোগবর্জ্জিত হইয়া ভ্রাতৃ-গণসহ মেদিনী পালন করিতে লাগিলেন।

অর্চ্চয়ন্ সততং বিষ্ণুমনাদিনিধনং হরিম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যপরো নিত্যং শশাস পৃথিবীং নৃপঃ ॥ ৮
শত্রুঘ্নো লবণং হত্বা মথুরাং দেবনির্ম্মিতাম্ ।
পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুত্রাভ্যাং সহ রাঘবঃ ॥ ৯
গন্ধর্ব্বান্ ভরতো হত্বা সিন্ধোরুভয়পার্শ্বতঃ ।
স্বাত্মজৌ স্থাপয়ামাস তস্মিন্ দেশে মহাবলৌ ॥
পশ্চিমে মদ্রদেশে তু মদ্রান্ হত্বা চ লক্ষ্মণঃ ।
স্বসুতৌ চ মহাবীর্য্যাবভিষিচ্য মহাবলঃ ॥ ১১
গত্বা পুনরযোধ্যান্তু রামপাদাবুপস্পৃশৎ ।
ব্রাহ্মণস্য মৃতং বালং কালধর্ম্মমুপাগতম্ ॥ ১২
জীবয়ামাস কাকুৎস্থঃ শূদ্রং হত্বা চ তাপসম্ ।
ততস্তু গৌতমীতীরে নৈমিষে জনসংসদি ॥১৩
ইয়াজ বাজিমেধঞ্চ রাঘবঃ পরবীরহা ।
কাঞ্চনীং জানকীং কৃত্বা তয়া সার্দ্ধং মহাবলঃ ॥
চকার যজ্ঞান্ বহুশো রাঘবঃ পরমার্থবিৎ ।
আযুতান্যশ্বমেধানি বাজপেয়ানি চ প্রভুঃ ॥ ১৫
অগ্নিষ্টোমং বিশ্বজিতং গোমেধঞ্চ শতক্রতুম্ ॥
চকার বিবিধান্ যজ্ঞান্ পরিপূর্ণসদক্ষিণান্ ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাল্মীকিঃ সুমহাতপাঃ ।
সীতামানীয় কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭

বাল্মীকিরুবাচ ।

অপাপাং মৈথিলীং রাম ত্যক্তুং নার্হসি সুব্রত ।
ইয়ন্তু বিরজা সাধ্বী ভাস্করস্য প্রভা যথা ।
অনন্যা তব কাকুৎস্থ কস্মাত্ত্যক্তা স্বয়ানঘ ॥১৮

রাম উবাচ ।

অপাপাং মৈথিলীং ব্রহ্মন্ জানামি বচনাত্তব ।
রাবণেন হৃতা সাধ্বী দণ্ডকে বিজনে পুরা ॥১৯
তং হত্বা সমরে সীতাং শুদ্ধামগ্নিমুখাগতাম্ ।
পুনর্বাতোঽহমযোধ্যায়াং সীতামাদায় ধর্ম্মতঃ ॥
লোকাপবাদঃ সুমহানভূৎ পৌরজনেষু চ ।
ত্যক্তা ময়া শুভাচারা ভবতস্তব সন্নিধৌ ॥ ২১
তস্মাল্লোকস্য সন্তুষ্ট্যৈ সীতা মম পরায়ণা ।
পার্থিবানাং মহর্ষীণাং প্রত্যয়ং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ২২

তিনি অনাদিনিধন বিষ্ণুকে সতত অর্চ্চনা করত নিত্য ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বিনাশ করিয়া পুত্রদ্বয় সহ দেব-নির্ম্মিতা মথুরাপুরী পালন করিতে লাগিলেন। ভরত সিন্ধু নদীর উভয়তীরস্থ গন্ধর্ব্বগণকে নিহত করিয়া ঐ প্রদেশে স্বীয় পুত্রদ্বয়কে স্থাপন করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ পশ্চিমে মদ্রগণকে বিনাশপূর্ব্বক স্বীয় মহাবীর্য্য পুত্রদ্বয়কে মদ্রদেশে অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় আসিয়া রামপদ সেবা করিতে লাগিলেন। কাকুৎস্থ রাম শূদ্র তাপসকে বিনাশ করিয়া অকালমৃত ব্রাহ্মণ বালককে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। অনন্তর পরবীরঘাতী রাঘব নৈমিষারণ্যে গোতমী-তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পরমার্থজ্ঞ রাঘব জানকীর স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত বহুবার বহু যজ্ঞ করিলেন। প্রভু রাম অযুত অশ্বমেধ, বহু রাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, বিশ্বজিৎ, গোমেধ ইত্যাদি শত শত যজ্ঞ সম্পূর্ণ দক্ষিণা-সহ সম্পন্ন করিলেন। ইত্যবসরে সুমহাতপা বাল্মীকি সীতাকে সেইস্থানে আনয়ন করিয়া কাকুৎস্থকে বলিলেন,—হে সুব্রত! এই নিষ্কলঙ্কা মৈথিলীকে তোমার পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। এই সাধ্বী সীতা ভাস্করের প্রভার ন্যায় নির্ম্মলা এবং একমাত্র পতিগতপ্রাণা; সুতরাং হে কাকুৎস্থ! ইহাকে কেন তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ? ১৭—১৮। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার বচনে মৈথিলীকে আমি অপাপা বলিয়া অবধারণ করিলাম। পূর্ব্বে রাবণ এই সাধ্বীকে বিজন দণ্ডকারণ্য হইতে অপহরণ করে। আমি সমরে রাবণকে বিনাশ করিয়া অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আসিলাম। কিয়দ্দিন পরে পৌরজনসমাজে প্রবল লোকাপবাদ উত্থিত হয়। কাজেই অপবাদভয়ে আমি আপনার আশ্রমে সীতাকে নির্ব্বাসিত করি। অতএব এই মৎপরায়ণা সীতা লোকতুষ্টির জন্য এক্ষণে পার্থিবগণ ও মহর্ষিগণের প্রত্যয়

মহাদেব উবাচ।

এবমুক্তা তদা সীতা মুনিপার্থিবসংসদি।
চকার প্রত্যয়ং দেবী লোকাশ্চর্য্যকরং সতী ॥২৩
দর্শয়ংস্তস্য লোকস্য রামস্থানন্যতাং সতী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলিঃ সীতা সর্ব্বেষাং জনসংসদি ॥

সীতোবাচ।

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ২৫
যদ্যেব সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা স্বপুত্র্যাং বৈদেহীং ধরণী সহসা হরাৎ ॥২৬

মহাদেব উবাচ।

ততো রত্নময়ং পীঠং পৃষ্ঠে ধৃত্বা খগেশ্বরঃ।
রসাতলাত্তদা বীরো বিজ্ঞায় জননীং তদা ॥২৭
ততস্তু ধরণী দেবী হস্তাভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ ॥২৮
সীতাং সমাগতাং দৃষ্ট্বা দিবি দেবগণা ভৃশম্।
পুষ্পবৃষ্টিমবিচ্ছিন্নাং দিব্যাং সীতামবাকিরন্ ॥২৯
সাপি দিব্যাপ্সরোভিশ্চ পূজ্যমানা সনাতনী।
বৈনতেয়ং সমারুহ্য তস্মান্মার্গাদ্দিবং যযৌ ॥ ৩০
দাসীগণৈঃ পূর্ব্বভাগে সংবৃতা জগদীশ্বরী।
সম্প্রাপ্য পরমং ধাম যোগিগম্যং সনাতনম্ ॥৩১
রসাতলপ্রবিষ্টাস্তু তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বমানুষাঃ।
সাধু সাধ্বিতি সীতেত্যুচ্চৈঃ সর্ব্বে প্রচুক্রুশুঃ ॥
রামঃ শোকসমাবিষ্টঃ সংগৃহ্য তনয়াবুভৌ।
মুনিভিঃ পার্থিবেন্দ্রৈশ্চ সাকেতং প্রবিবেশ হ ॥
অথ কালেন মহতা মাতরঃ সংশিতব্রতাঃ।
কালধর্ম্মং সমাপন্না ভর্ত্তুঃ স্বর্গং প্রপেদিরে ॥ ৩৪
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ রাঘবঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৩৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাঘবস্য নিবেশনম্।
কালস্তাপসরূপেণ সম্প্রাপ্তো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৬

কাল উবাচ।

রাম রাম মহাবাহো ধাত্রা সম্প্রেষিতোঽস্ম্যহম্
যদ্ব্রবীমি রঘুশ্রেষ্ঠ তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে ॥ ৩৭
দ্বন্দ্বমেবহি কার্য্যং স্যাদাবয়োঃ পরিভাষিতম্।

উৎপাদন করুন। মহাদেব কহিলেন,—মুনি ও রাজন্যসমাজে এইরূপ উক্ত হইয়া সতী সীতা দেবী লোকাশ্চর্য্যকর প্রত্যয় উৎপাদন করিলেন। তিনি বালকদিগকে স্বীয় একান্ত-রামগতপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে যুক্তকরে কহিলেন,—আমি যদি মন দ্বারাও রাঘব ব্যতীত অন্য কাহাকেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে ধরণী দেবী আমায় বিবর প্রদান করুন। আমার বাক্য যদি সত্য হয়, আমি যদি রাম ভিন্ন অন্য না জানিয়া থাকি, তাহা হইলে ধরণী নিজ পুত্রীকে এখনই গ্রহণ করুন। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর বীর খগেশ্বর জননীর অবস্থা অবগত হইয়া পৃষ্ঠে রত্নময় পীঠ লইয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইল ধরণী দেবী করযুগল দ্বারা মৈথিলীকে ধরিয়া স্বাগতাভিনন্দনপূর্ব্বক সেই পীঠাসনে উপবেশন করাইলেন। দিবিস্থ দেবগণ সীতাকে সমাগত দেখিয়া তদুপরি অবিরল পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সনাতনী সীতা দেবপত্নী ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গরুড়ারোহণে সেই পথে স্বর্গে গমন করিলেন। জগদীশ্বরী সীতা যোগিজনগম্য সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া দাসীগণে পরিবৃত হইয়া রহিলেন। সমস্ত লোক সীতাকে রসাতলগত অবলোকন করিয়া সীতার প্রতি উচ্চৈঃস্বরে সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। রাম শোকাবিষ্ট হইয়া স্বীয় তনয়যুগল গ্রহণপূর্ব্বক মুনি ও মহীপতিগণ সহ সাকেতপুরে প্রবেশ করিলেন।১৯—৩৩। অনন্তর কালক্রমে সংশিতব্রত রাম-মাতৃগণ কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ভর্ত্তার পার্শ্বে স্বর্গে গমন করিলেন। সংশিতব্রত রাম ধর্ম্মানুসারে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস কালপুরুষ তাপসবেশে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রাম, রাম! হে মহাবাহে! বিধাতা আমায় প্রেরণ করিয়াছেন; হে মহামতে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন। আমাদের পরস্পর

তদন্তরে প্রবিষ্টো যঃ স বর্জ্জ্যো হি ভবিষ্যতি
মহাদেব উবাচ।
তথেতি চ প্রতিশ্রুত্য রামো রাজীবলোচনঃ
দ্বাঃস্থং কৃত্বা তু সৌমিত্রিং কালো বাক্যমভাষত
বৈবস্বতোঽব্রবীদ্বাক্যং রামং দশরথাত্মজম্॥ ৩৯
কাল উবাচ।
শৃণু রাম যথাবৃত্তং মমাগমনকারণাৎ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥ ৪০
বসামি মানুষে লোকে হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবৌ।
এবমুক্তা সুরগণানবতীর্ণোঽসি ভূতলে॥ ৪১
তদয়ং সময়ঃ প্রাপ্তঃ স্বর্লোকং গমিতুং ত্বয়া।
সনাথা হি সুরাঃ সর্ব্বে ভবন্তদ্য ত্বয়ানঘ॥ ৪২
মহাদেব উবাচ।
এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থো রামঃ প্রাহ মহামুনিম্।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দুর্ব্বাসাস্তু মহাতপাঃ।
রাজদ্বারমুপাগম্য লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৩
দুর্ব্বাসা উবাচ।
মাং নিবেদয় কাকুৎস্থং শীঘ্রং গত্বা নৃপাত্মজ॥৪৪

তমব্রবীল্লক্ষ্মণস্তু অসান্নিধ্যমিতি দ্বিজ।
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ প্রাহ তং মুনিসত্তমঃ॥৪৫
দুর্ব্বাসা উবাচ।
শাপং দাস্যামি কাকুৎস্থং রামং ন যদি দর্শয়েঃ
মহাদেব উবাচ।
তস্মাচ্ছাপভয়াদ্বিপ্রং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।
তত্রৈবান্তর্দধে কালঃ সর্ব্বভূতভয়াবহঃ॥ ৪৭
পূজয়ামাস তং প্রাপ্তমৃষিং দুর্ব্বাসসং নৃপঃ।
অগ্রজস্য প্রতিজ্ঞাং তং বিজ্ঞায় রঘুসত্তমঃ॥
তত্যাজ মানুষং রূপং লক্ষ্মণঃ সরযূজলে॥ ৪৮
বিসৃজ্য মানুষং রূপং প্রবিবেশ স্বকাং তনুম্॥৪৮
ফণাসহস্রসংযুক্তঃ কোটীন্দুসমবর্চ্চসঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ॥ ৪৯
নাগকন্যাসহস্রৈস্তু সংবৃতঃ সমলঙ্কৃতঃ।
বিমানং দিব্যমারুহ্য প্রযযৌ বৈষ্ণবং পদম্॥ ৫০
লক্ষ্মণস্য গতিং সর্ব্বাং বিদিত্বা রঘুসত্তমঃ।
স্বয়মপাথ কাকুৎস্থঃ স্বর্গং গন্তুমভীপ্সিতঃ॥ ৫১

সম্ভাষণ মাত্র উভয়ের মধ্যেই হইবে। এই সম্ভাষণকালমধ্যে যদি অন্য কেহ এস্থানে উপস্থিত হয়, তবে আপনার বর্জ্জনীয় হইবে। রাজীবলোচন রাম তাহাই প্রতিশ্রুত হইয়া সৌমিত্রিকে দ্বাররক্ষকপদে নিয়োগ করিলেন। বৈবস্বত কাল দশরথনন্দন রামের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কাল কহিলেন, —হে রাম! আমার আগমনকারণ শ্রবণ করুন, "আমি রাক্ষসপুঙ্গবদ্বয়কে নিহত করিয়া একাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মানুষলোকে বাস করিব' দেবগণকে আপনি এই কথা কহিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব এই আপনার স্বর্গলোকে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে অনঘ! আপনা দ্বারা সমস্ত দেব অদ্য নাথযুক্ত হউন। মহাদেব কহিলেন,—কাকুৎস্থ রাম মহামুনি কালকে বলিলেন,—'এবমস্তু' ইত্যবসরে মহাতপা দুর্ব্বাসা মুনি রাজদ্বারে পস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে নৃপনন্দন! তুমি শীঘ্র গিয়া কাকুৎস্থের নিকট আমার সংবাদ জ্ঞাপন কর। লক্ষ্মণ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিলেন,—হে দ্বিজ! এ সময় তাঁহার সমীপে যাইবার উপায় নাই। তখন মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—যদি কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের সহিত এখনই সাক্ষাৎ না করাও, তবে আমি অভিশাপ প্রদান করিব।৩৪—৪৫। মহাদেব কহিলেন,—দুর্ব্বাসার শাপভয়ে লক্ষ্মণ গিয়া রাঘবকে সংবাদ জানাইলেন। সর্ব্বভূতভয়াবহ কাল তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। নরপতি রাম সমাগত দুর্ব্বাসা মুনিকে পূজা করিলেন। রঘুবর লক্ষ্মণ অগ্রজের প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া সরযূজলে মানুষরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় দেহ ধারণ করিলেন। তিনি সহস্র ফণাযুক্ত কোটীন্দুসংতেজা দিব্য মাল্যাম্বরধর দিব্য গন্ধানুলিপ্ত এবং সহস্র সহস্র নাগকন্যা-পরিবৃত ও সমলঙ্কৃত হইয়া দিব্য বিমানারোহণে বৈষ্ণব পদে প্রয়াণ করিলেন। রঘুসত্তম রাম, লক্ষ্মণের সর্ব্ব চেষ্টা

অভিষিচ্যাথ কাকুৎস্থঃ স্বাত্মজৌ চ কুশীলবৌ।
বিভজ্য রথনাগাশ্বং সধনং প্রদদৌ তয়োঃ ॥৫২
কুশবত্যাং কুশং তত্র শরবত্যাং লবং তথা।
স্থাপয়ামাস ধর্ম্মেণ রাজ্যে স্বে রঘুসত্তমঃ ॥ ৫৩
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
আজগ্মুর্ব্বানরাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাঃ সুমহাবলাঃ ॥ ৫৪
বিভীষণোঽথ সুগ্রীবো জাম্ববান্ মারুতাত্মজঃ
নীলো নলঃ সুষেণশ্চ নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥৫৫
অভিষিচ্য সুতৌ বীরৌ শত্রুঘ্নশ্চ মহামনাঃ।
সর্ব্ব এতে সমাজগ্মুরযোধ্যাং রামপালিতাম্।
তে প্রণম্য মহাত্মানমূচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তথা ॥ ৫৬
বানরপ্রভৃতয় ঊচুঃ।
স্বর্লোকং গন্তুমুদ্যুক্তং জ্ঞাত্বা ত্বাং রঘুসত্তম।
আগতাঃ স্ম বয়ং সর্ব্বে তবানুগমনং প্রতি ॥৫৭
ন শক্তাঃ স্ম ক্ষণং রাম জীবিতুং ত্বাং বিনা প্রভো।
তস্মাত্ত্বয়া বিশালাক্ষ গচ্ছামস্ত্রিদশালয়ম্॥ ৫৮

মহাদেব উবাচ।
তৈরেবমুক্তঃ কাকুৎস্থো বাঢ়মিত্যব্রবীত্তদা।
অথোবাচ মহাতেজা রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ॥৫৯
রাম উবাচ।
রাজ্যং প্রশাস ধর্ম্মেণ মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবদ্রমস্ব সুপ্রীতঃ কালে মম পদং ব্রজ।
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বাথ স কাকুৎস্থঃ স্বাঙ্গং বিষ্ণুং সনাতনম্
শ্রীরঙ্গশায়িনং সৌম্যমিক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্ ॥ ৬১
সম্প্রীত্যা প্রদদৌ তস্মৈ রামো রাজীবলোচনঃ
হনূমন্তমথোবাচ রাঘবঃ শত্রুসূদনঃ ॥ ৬২
রাম উবাচ।
মৎকথাঃ প্রচরিষ্যন্তি যাবল্লোকে হরীশ্বর।
তাবদ্রমস্ব মেদিন্যাং কালে মাং ব্রজ সুব্রত।
মহাদেব উবাচ।
তমেবমুক্ত্বা কাকুৎস্থো জাম্ববন্তমথাব্রবীৎ ॥৬৪
রাম উবাচ।
দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে যদূনামন্বয়ে পুনঃ।

অবগত হইয়া নিজেও স্বর্গগমনে অভিলাষী হইলেন। তিনি আত্মজ কুশ-লবকে অভিষেক করিয়া রথ গজ অশ্ব ও ধনাদি বিভাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। রঘুসত্তম রাম কুশবতীতে কুশকে এবং শরবতীতে লবকে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য করিবার জন্য স্থাপন করিলেন। বিদিতাত্মা রাঘবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুমহাবল বানর ও রাক্ষসগণ সমাগত হইল। বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ হনুমান্, নীল, নল, সুষেণ, নিষাদপতি গুহ এবং কৃতসুতাভিষেক মহামনা শত্রুঘ্ন ইঁহারা সকলেই রামপালিতা অযোধ্যায় আগমন করিলেন। তাঁহারা মহাত্মা রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন;—হে রঘুবর! আপনাকে আমরা স্বর্লোকগমনে সমুদ্যত জানিয়া ভবদীয় অনুগমনার্থ আগমন করিয়াছি। হে প্রভো রাম! আপনি বিনা আমরা ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণে অক্ষম; অতএব হে বিশালাক্ষ! আপনার সহিত আমরাও ত্রিদশালয়ে গমন করিব। মহাদেব কহিলেন,—তাঁহারা এই কথা কহিলে, রামচন্দ্র বলিলেন,—উত্তম প্রস্তাব। অনন্তর মহাতেজা রাম রাক্ষসরাজ বিভীষণকে বলিলেন,—তুমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে থাক, প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিও না। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য এবং মেদিনীমণ্ডল আছে, তাবৎ প্রীতচিত্তে তুমি বিহার কর, পরে মদীয় পদাম্বুজে তোমার স্থান হইবে। মহাদেব কহিলেন;—কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া স্বীয় অঙ্গস্বরূপ শ্রীরঙ্গশায়ী সুন্দর ইক্ষ্বাকুকুলদেবতা সনাতন বিষ্ণুচক্র শিলা প্রীতিভরে বিভীষণকে প্রদান করিলেন। পরে রঘুবর শত্রুসূদন হনুমান্কে বলিলেন,—হে সুব্রত হরীশ্বর! জগতে যতদিন মৎকথা প্রচারিত থাকিবে, তাবৎ তুমি মেদিনীতলে বাস কর। অনন্তর কালক্রমে আমায় প্রাপ্ত হইবে। ৫৬—৬৩। মহাদেব কহিলেন,—

ভূভারস্য বিনাশায় সমুৎপৎস্যাম্যহং ভুবি।
করিষ্যে তত্র সংগ্রামং স্বয়ং ভল্লূকসত্তম ॥ ৬৫

মহাদেব উবাচ।

তমেবমুক্তা কাকুৎস্থঃ সর্ব্বাংস্তানৃক্ষবানরান্।
উবাচ বাচা গচ্ছধ্বমিতি রামো মহাবলঃ ॥ ৬৬
মন্ত্রিণো নৈগমাশ্চৈব ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।
রাঘবস্যানুগমনে নিশ্চিতাস্তে সমাযযুঃ ॥ ৬৭
ততঃ শুক্লাম্বরধরো ব্রহ্মচারী যযৌ পরম্।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সংসক্তঃ প্রযযৌ পরম্
রামস্য দক্ষিণে পার্শ্বে পদ্মহস্তা রমাগতা।
তথৈব ধরণী দেবী দক্ষিণেতরগা তথা ॥ ৬৯
বেদাঃ সাঙ্গাঃ পুরাণানি সেতিহাসানি সর্ব্বতঃ।
ওঙ্কারোহথব ষট্‌কারঃ সাবিত্রী লোকপাবনী।
অস্ত্রশস্ত্রাণি চ তদা ধনুরাদ্যানি পার্ব্বতি।
অনুজগ্মুস্তথা রামং সর্ব্বে পুরুষবিগ্রহাঃ ॥ ৭১
ভরতশ্চৈব শত্রুঘ্নঃ সর্ব্বে পুরনিবাসিনঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমনুজগ্মুঃ সহানুগাঃ ॥ ৭২
মন্ত্রিণো ভৃত্যবর্গাশ্চ কিঙ্করা নৈগমাস্তথা।
বানরাশ্চৈব ঋক্ষাশ্চ সুগ্রীবসহিতাস্তদা ॥ ৭৩
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমবগচ্ছন্ মহামতিম্।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব সর্ব্বে স্থাবর-জঙ্গমাঃ ॥ ৭৪
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং সমীপস্থা নরোত্তমাঃ।
যে চ পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্বপথান্তর্গতং প্রভুম্ ॥৭৫
তে তথানুগতা রামং নিবর্ত্তন্তে ন কেচন।
অথ ত্রিযোজনং গত্বা নদীং পশ্চান্মুখীং স্থিতাম্
সরযূং পুণ্যসলিলাং প্রবিবেশ সহানুগঃ।
ততঃ পিতামহো ব্রহ্মা সর্ব্বদেবগণাবৃতঃ।
তুষ্টাব রঘুশার্দ্দূলমৃষিভিঃ সার্দ্ধমক্ষরৈঃ ॥ ৭৭
অব্রবীত্তত্র কাকুৎস্থং প্রবিষ্টং সরযূজলে ॥ ৭৮

ব্রহ্মোবাচ।

আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রন্তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোহসি মানদ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব নিজাং তনুম্
বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজাং দেবাকারাং সনাতনীম্ ॥ ৭৯
ত্বং হি লোকগতির্দেব ন ত্বাং কেচিত্তু জানতে

কাকুৎস্থ রাম তাঁহাকে এই কথা কহিয়া,—অনন্তর জাম্ববানকে বলিলেন,—আমি দ্বাপর যুগে ভূভারহরণের নিমিত্ত যদুবংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব। হে ভল্লূকসত্তম! তৎকালে তোমার সহিত আমার সংগ্রাম হইবে। মহাদেব কহিলেন,—তাঁহাকে এই কথা কহিয়া কাকুৎস্থ অন্যান্য ঋক্ষ বানরদিগকে বলিলেন, তোমরা সকলে আগমন কর। তখন মন্ত্রিগণ, বৃদ্ধগণ এবং কেকয়ীনন্দন ভরত রামানুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর শুক্লাম্বরধারী ব্রহ্মচারী রাম পাণিযুগল দ্বারা কুশসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রয়াণ করিলেন। রামের দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা রমা এবং বামে ধরণী দেবী আসিলেন। সাঙ্গ, বেদগণ, সেতিহাস পুরাণগণ, ওঙ্কার, বষট্‌কার, লোকপাবনী সাবিত্রী এবং ধনুরাদি সমগ্র অস্ত্রশস্ত্র, সকলেই পুরুষবেশ ধারণ করিয়া রামের অনুগমন করিলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন ও সমস্ত পুরবাসী, স্ত্রী পুত্র ও অনুচরগণসহ রামের অনুগামী হইলেন। মন্ত্রিগণ, ভৃত্যবর্গ, কিঙ্করগণ এবং সুগ্রীবসহ ঋক্ষ-বানরগণ সকলেই স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রসহ রামচন্দ্রের অনুগমন করিল। পশু পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত চরাচর সকলেই রামের অনুসরণ করিতে লাগিল। সমীপস্থ নরশ্রেষ্ঠগণ যাহারাই যেইমাত্র মহাত্মা রামচন্দ্রকে স্ব স্ব পথিমধ্যে অবলোকন করিতে লাগিল, অমনি তাঁহার অনুগত হইল, কেহই আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। অনন্তর রাম যোজনত্রয় গমন করিয়া অনুযাত্রিগণসহ পশ্চিমাভিমুখে স্থিতা পুণ্যসলিলা সরযুতে গমন করিলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্ব দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিগণসহ রঘুবরের স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৪-৭৭। ব্রহ্মা সরযু-জলপ্রবিষ্ট কাকুৎস্থকে কহিলেন—হে বিষ্ণো! আগমন করুন, হে মানদ! ভাগ্যক্রমে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দেবপ্রতিম ভ্রাতৃগণসহ নিজ মহাতেজঃসম্পন্ন দেবাকার সনাতন বৈষ্ণব দেহে প্রবেশ করুন।

স্বামচিন্ত্যং মহাত্মানমক্ষরং সর্ব্বসংগ্রহম্ ॥ ৮০
যদিচ্ছসি মহাতেজস্ত্বাং তনুং প্রবিশস্ব ভোঃ ॥
মহাদেব উবাচ।
তস্মিন্ সূর্য্যকরাকীর্ণে পুষ্পবৃষ্টিনিপাতিতে।
উৎসৃজ্য মানুষং রূপং স্বাং তনুং প্রবিবেশ হ ॥
অংশাভ্যাং শঙ্খচক্রাভ্যাং শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ
তদা তেন মহাত্মানৌ দিব্যতেজঃসমন্বিতৌ ॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ-পদ্মহস্তশ্চতুর্ভুজঃ।
দিব্যাভরণসম্পন্নো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ॥ ৮৪
দিব্যপীতাম্বরধরঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
যুবা কুমারঃ সৌম্যাঙ্গঃ কোমলাবয়বোজ্জ্বলঃ ॥৮৫
সুস্নিগ্ধনীলকুটিল-কুন্তলঃ শুভলক্ষণঃ।
নবদূর্ব্বাঙ্কুরশ্যামঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ॥ ৮৬
দেবীভ্যাং সহিতঃ শ্রীমান্ বিমানমধিরুহ্য চ।
তস্মিন্ সহাসনে দিব্যে মূলে কল্পতরোঃ প্রভুঃ
নিষসাদ মহাতেজাঃ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।

রাঘবানুগতা যে চ ঋক্ষবানরমানুষাঃ ॥ ৮৮
স্পৃষ্ট্বৈব সরযূতোয়ং সুখেন ত্যক্তজীবিতাঃ।
রামপ্রসাদাত্তে সর্ব্বে দিব্যরূপধরাঃ শুভাঃ ॥ ৮৯
দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যমঙ্গলবর্চ্চসঃ।
আরুরোহ বিমানং তদসংখ্যাস্তত্র দেহিনঃ ॥ ৯০
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ।
পূজিতঃ সুরসিদ্ধৈশ্চ মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
আযযৌ শাশ্বতং দিব্যমক্ষরং স্বপদং বিভুঃ ॥ ৯১
যঃ পঠেদ্রামচরিতং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা ॥৯২
শৃণুয়াদ্বা তথা ভক্ত্যা স্মরেদ্বা শুভদর্শনে।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাজ জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতাৎ ॥ ৯৩
বিমুক্তো বৈষ্ণবং লোকং পুত্রদারসবান্ধবৈঃ।
সমাপ্নুয়াদ্‌যোগগম্যমনায়াসেন বৈ নরঃ ॥ ৯৪
এতত্তে কথিতং দেবি রামস্য চরিতং মহৎ।

হে দেব! তুমি লোকের গতিস্বরূপ; তোমার তত্ত্ব কেহই জানে না। তুমি অচিন্ত্য, মহাত্মা, সর্ব্বসংগ্রহ, অক্ষর-পুরুষ। হে মহাপ্রভ! তুমি ইচ্ছানুসারে স্বীয় মহাতেজোময় দেহে প্রবেশ কর। মহাদেব কহিলেন,—রামচন্দ্র তখন সেই সৌরকরাকীর্ণ পুষ্পবর্ষণাচ্ছাদিত সরযূজলে মনুষ্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অংশ-জাত মহাত্মা ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহার সহিত দিব্য তেজে অন্বিত হইলেন। তিনি বিষ্ণুরূপে চতুর্ভুজ ধারণ করিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মকরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ দিব্যাভরণে ভূষিত ও দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত হইল। তিনি পীতাম্বরধর, পদ্মপত্রনিভ-নেত্র, যুবা, কুমার, সৌম্যদেহ, কোমলাবয়-বোজ্জ্বল, সুস্নিগ্ধ-নীল-কুটিলকুন্তল, শুভলক্ষণ, নবদূর্ব্বাঙ্কুরশ্যাম, পূর্ণচন্দ্রনিভানন ও শ্রীসম্পন্ন দেহে দেবীদ্বয় সহ বিমানে আরোহণ করিয়া তন্মধ্যস্থ কল্পতরুতলে দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। যে সকল ঋক্ষ বানর নরগণ রাঘবানুগমন করিয়াছিল, তাহারা সরযূজল স্পর্শ করিয়াই সুখে জীবন পরিত্যাগ করিল। শ্রীরামের প্রসাদে তাহারা সকলেই দিব্য রূপধর, দিব্য মালা-মণ্ডিত ও দিব্য মঙ্গলতেজঃসম্পন্ন হইল। রামানুগামী অগণিত দেহী সেই রামবিমানে আরোহণ করিল। রাজীবলোচন শ্রীমান্ রাম সমস্ত অনুযাত্রিবর্গে পরিবৃত এবং সুর সিদ্ধ ও মহাত্মা মুনিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া দিব্য শাশ্বত স্বীয় পদে আগমন করিলেন।৭৮-৯১। যেব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক রামচরিত—শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধও পাঠ বা শ্রবণ করে কিম্বা স্মরণ করে, সে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্র বান্ধবগণ সহ বৈষ্ণব লোকে উপনীত হইয়া থাকে। নর রামচরিত্রপাঠে অনায়াসেই যোগিগম্য পদ প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট রামের মহাচরিত কীর্ত্তন করিলাম। দেবি! তোমার প্রেরণায় রাম-

ধন্যোঽস্ম্যহং ত্বয়া দেবি রামচন্দ্রস্য কীর্ত্তনাৎ ॥
কিমন্যচ্ছ্রোতুকামাসি তদ্ব্রবীমি বরাননে ॥ ৯৫

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীরামচরিতকথনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

রঘুনাথস্য চরিতং সাধূক্তং হি ত্বয়া বিভো ।
শ্রুত্বা ধন্যাস্মি দেবেশ ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ১
বসুদেবসুতস্যাস্য কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ চরিতং কল্মষাপহম্‌ ॥ ২

মহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্যাস্য মহাত্মনঃ ।
চরিতং বাসুদেবস্য সর্ব্বেষাং ফলদং নৃণাম্‌ ॥৩
যদুনামন্বয়ে দেবি বসুদেব ইতীরিতঃ ।
দেবমীঢ়স্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ ॥ ৪
দেবকস্যৈব দুহিতাং দেবকীং দেববর্ণিনীম্‌ ।
উপযেমে বিধানেন মথুরায়াং নৃপাত্মজঃ ॥ ৫
উগ্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ কংসঃ শূরো মহাবলঃ ।
তয়ো রথবরং তত্র চোদয়ামাস সারথিঃ ॥ ৬
সমাগতেষু তেষ্বেবং পথি রম্যে শুভাবহে ।
অন্তরিক্ষেঽশরীরা বাক্ প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা
আকাশবাগুবাচ ।
অস্যাস্তবাষ্টমো গর্ভঃ কংস প্রাণান্ হনিষ্যতি ॥৮

মহাদেব উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা হন্তুমারেভে কংসোঽপি ভগিনীং তদা
তমব্রবীৎ সুসংরব্ধং বসুদেবঃ স্ববুদ্ধিনা ॥ ৯

বসুদেব উবাচ ।

ন হন্তব্যা মহাভাগ ভগিনী ধর্ম্মতস্ত্বয়া ।
গর্ভানেব সমুৎপন্নান্ জহি রাজন্মহাবল ॥ ১০

মহাদেব উবাচ ।

তথেত্যাহ তদা কংসো বসুদেবঞ্চ দেবকীম্‌ ।
নিবধ্য স্বগৃহে রম্যে সর্ব্বভোগে স্ববেশ্মৎ ।
এতস্মিন্নন্তরে দেবি পাপিভারপ্রপীড়িতা ।
জগাম ধরণী দেবী সহসা ব্রহ্মণোঽন্তিকম্‌ ॥ ১২

চরিতকীর্ত্তনে আমিও ধন্য হইলাম। হে বরাননে! তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ ? তাহাও আমি বলিতেছি ।৯২--৯৫।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৪৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে বিভো! আপনি সাধু রঘুনাথচরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে মহেশ্বর! ভবৎপ্রসাদে তাহা শুনিয়া আমি ধন্যা হইয়াছি। এক্ষণে বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণের কল্মষাপহ মহৎ চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! মহাত্মা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বলোকফলপ্রদ চরিত আমি কীর্ত্তন করিতেছি। দেবি! যদুবংশে বসুদেব নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি দেবমীঢ়ের পুত্র এবং সমস্ত ধর্ম্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ। নৃপাত্মজ বসুদেব মথুরায় দেবকের দুহিতা বরবর্ণিনী দেবকীকে যথাবিধি বিবাহ করেন। উগ্রসেনের পুত্র মহাবলপরাক্রম বীর কংস স্বয়ং সারথি হইয়া তাঁহাদের রথ চালনা করিতেছিল। তাঁহারা সকলেই সুরম্য শুভ পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছিলেন। এই সময় অন্তরীক্ষপথে এক অশরীরিণী বাণী উত্থিত হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিল,—হে কংস! এই দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোমার প্রাণ সংহার করিবে ।১—৮। মহাদেব কহিলেন,—তৎশ্রবণে কংস তখন ভগিনীকে হনন করিতে উদ্যত হইল। বসুদেব ক্রুদ্ধ কংসকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—হে মহাভাগ! ধর্ম্মানুসারে ভগিনী তোমার বধ্য নহে। সুতরাং হে মহাবল রাজন্! ইহার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিবে, তাহাদিগকে তুমি বিনাশ করিও। মহাদেব কহিলেন,—কংস তখন বসুদেব দেবকীকে 'তথাস্তু' বলিয়া সর্ব্বভোগান্বিত স্বীয় রম্য গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। হে দেবি! ইত্যবসরে ধরণী দেবী

সমেত্য জগতামীশং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা ধরণী লোকধারিণী ॥ ১৩
ধরণ্যুবাচ।
প্রজাপতে ন শক্তাস্মি ধর্ত্তুং লোকানিমান্ প্রভো।
রাক্ষসাঃ পাপকর্ম্মাণঃ সংস্থিতা ময়ি সুব্রত ॥ ১৪
জগতঃ সকলান ধর্ম্মান্ বিধ্বংসন্তো মহাবলাঃ।
অধর্ম্মবর্চ্চসঃ সর্ব্বে নরাঃ পাপবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
স্বল্পমল্পতরং ধর্ম্মং লোকেঽস্মিন্ন চ দৃশ্যতে।
ধর্ম্মেণৈব ধৃতা দেব সত্যশৌচদমেন চ।
তস্মাদধর্ম্মসম্ভূতং ন লোকং ধর্ত্তুমুৎসহে ॥ ১৬
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্তা ধরণী দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭
ক্ষীরাব্ধেরুত্তরং কূলমধিগম্য জগৎপতিম্।
তুষ্টুবুঃ স্তুতিভির্দিব্যৈর্মুনয়শ্চ মহাতপাঃ।
ততঃ প্রসন্নঃ প্রাহেশঃ সর্ব্বাংস্তান্মুনিসত্তমান্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
ভো ভো দেবগণাঃ সর্ব্বে কিন্নিমিত্তমিহাগতাঃ ॥
মহাদেব উবাচ।
ততঃ পিতামহঃ প্রাহ দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ব্রহ্মোবাচ।
দেবদেব জগন্নাথ পৃথিবীভারপীড়িতা।
রাক্ষসা বহবো লোকে সমুৎপন্না দুরাসদাঃ ॥ ২১
জরাসন্ধশ্চ কংসশ্চ প্রলম্বো ধেনুকাদয়ঃ।
দুরাত্মানঃ প্রবাধন্তে সর্ব্বলোকান্ সনাতনান্।
ভারাবতরণং কর্ত্তুং পৃথিব্যাস্ত্বমিহার্হসি ॥ ২২
মহাদেব উবাচ।
এবমুক্তো হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা জগতীপতিরব্যয়ঃ ॥ ২৩
শ্রীভগবানুবাচ।
অবতীর্য্যাথ লোকেঽস্মিন্ যদুনামন্বয়ে সুরাঃ।
অবনীভারমব্যগ্রমপাস্যামি মহাবলাঃ ॥ ২৪
মহাদেব উবাচ।
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে নমস্কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
স্বান্ স্বান্ লোকান্ সমাসাদ্য পরেশং তে-হৃবচিন্তয়ন্।
ততো নারায়ণীং মায়াং পরমেশঃ সমব্রবীৎ ॥ ২৫

পাপিগণের পাপভারে আক্রান্ত হইয়া সহসা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। লোকধারিণী ধরণী জগদীশ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া গম্ভীরবাক্যে বলিলেন,—হে প্রভো প্রজাপতে! আমি এই লোক সকল ধারণ করিতে পারিতেছি না। হে সুব্রত! জগতের সর্ব্বধর্ম্মধ্বংসী পাপকর্ম্মা রাক্ষসগণ এবং পাপমোহিত অধার্ম্মিক মহাবল নরগণ আমার উপর অবস্থান করিতেছে। এ জগতে অল্প বা অল্পতর ধর্ম্মও দেখা যাইতেছে না। হে দেব! সত্য-শৌচ-দমাদি ধর্ম্ম দ্বারাই আমি ধৃত হইয়া থাকি। সুতরাং অধর্ম্মোৎপন্ন লোক আমি ধারণ করিতে পারিতেছি না। মহাদেব কহিলেন,—ধরণী দেবী এই বলিয়া সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মরুদ্রপ্রমুখ সুরগণ এবং মহাতপা মুনিগণ ক্ষীরাব্ধির উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া দিব্য স্তবে জগৎপতির স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান দেবেশ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের সকলকে বলিলেন,—ভো ভো দেবগণ! আপনারা সকলে কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? মহাদেব কহিলেন,—তখন পিতামহ দেবদেব জনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে জগন্নাথ দেবদেব! পৃথিবী ভারপীড়িতা; বহু দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস জগতে সমুৎপন্ন; জরাসন্ধ কংস প্রলম্ব ধেনুকাদি দুরাত্মারা সমস্ত সনাতন লোক উৎপীড়িত করিতেছে; অতএব আপনি পৃথীবীর ভারাপনোদন করুন।৯—২১। মহাদেব কহিলেন,—পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই কথা কহিলে,—জগৎপতি অব্যয় হৃষীকেশ কহিলেন,—হে সুরগণ! আমি ভূলোকে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া অবনীর ভারাপনোদন করিব। মহাদেব কহিলেন,—জনার্দ্দন, এই কথা কহিলে,—দেবগণ সকলেই তাঁহাকে নমস্কারপুরঃসর স্ব স্ব লোকে উপস্থিত হইয়া সেই পরমদেবের

শ্রীভগবানুবাচ।
হিরণ্যাক্ষস্য ষট্‌পুত্রান্ সমানীয়াবনীতলে।
বসুদেবস্য পত্ন্যান্তু দেবক্যাং সন্নিবেশয়॥ ২৬
অনন্তাংশঃ সপ্তমোঽত্র সম্প্রবিষ্টস্তু মা চিরম্।
তস্যাঃ সপত্ন্যাং রোহিণ্যাং দদস্ব শুভদর্শনে॥২৭
ততো ষ্টমে মমাংশস্তু দেবক্যাং সম্ভবিষ্যতি।
নন্দগোপস্য পত্ন্যান্তু যশোদায়াং সনাতনী॥২৮
তবাংশভূতা মহানিদ্রা বিন্ধ্যং গত্বা মহাচলম্।
তত্র সম্পূজ্যমানা হি দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈঃ।
হন্তাদ্দৈত্যান্ মহাবীর্য্যান্ শুম্ভাসুরপুরোগমান্
মহাদেব উবাচ।
তথেত্যুক্ত্বা মহামায়া হিরণ্যাক্ষসুতাংস্তদা।
পর্য্যায়েণ চ দেবক্যাং ষড়্‌গর্ভান্ সন্ন্যবেশয়ৎ।
তান্ জঘান তদা কংসো জাতমাত্রান্ মহাবলঃ॥
ততস্তু সপ্তমো গর্ভো হ্যনন্তাংশেন চোদিতঃ।
বর্দ্ধমানস্তু গর্ভং তং রোহিণ্যাং সমুপানয়ৎ॥ ৩১
গর্ভসঙ্কর্ষণাত্তস্যাং জাতঃ সঙ্কর্ষণোঽব্যয়ঃ।
কৃষ্ণাষ্টম্যান্তু রোহিণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং শুভোদয়ে
রোহিণী জনয়ামাস পুত্রং সঙ্কর্ষণং প্রভুম্॥ ৩২
ততস্তু দেবকীগর্ভমাপেদে ভগবান্ হরিঃ।
আপন্নগর্ভাং তাং দৃষ্ট্বা কংসো ভয়নিপীড়িতঃ॥
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
তুষ্টুবুর্দেবকীং তত্র বিমানস্থ নভস্তলে॥ ৩৪
ততস্তু দশমে মাসি কৃষ্ণে নভসি পার্ব্বতি।
অষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে চ তস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ॥৩৫
ইন্দীবরদলশ্যামঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
চতুর্ভুজঃ সুন্দরাঙ্গো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ ৩৬
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কো বনমালাবিভূষিতঃ।
বসুদেবস্য জাতোঽসৌ বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥
তং দৃষ্ট্বা জগতাং নাথং কৃষ্ণমানকদুন্দুভিঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নমস্কৃত্য জগন্ময়ম্॥ ৩৮
বসুদেব উবাচ।
জাতোঽসি মে জগন্নাথ ভক্তকল্পতরো প্রভো।

চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন পরমেশ নারায়ণী মায়াকে বলিলেন,—তুমি হিরণ্যাক্ষের ছয় পুত্রকে অবনীতলে আনয়ন করিয়া বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে স্থাপন কর। হে শুভদর্শনে! দেবকীর সপ্তম পুত্র অনন্তের অংশ; সেই অনন্ত অচিরেই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিবেন। তাঁহাকে তুমি রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করিবে। অনন্তর অষ্টম গর্ভে আমার অংশ দেবকী হইতে উৎপন্ন হইবে। নন্দগোপপত্নী যশোদার গর্ভে তোমার অংশভূতা মহানিদ্রা আবির্ভূতা হইবেন। তিনি বিন্ধ্য মহাচলে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শুম্ভাসুরাদি মহাবীর্য্য দৈত্যগণের সংহার সাধন করিবেন। মহাদেব কহিলেন,—মহামায়া 'তথাস্তু' বলিয়া হিরণ্যাক্ষের ছয় পুত্রকে পর্য্যাক্রমে দেবকীর ছয় গর্ভে স্থাপন করিলেন। মহাবল কংস সেই সকল পুত্র জন্মিবামাত্র বিনাশ করিল। অনন্তর সপ্তম গর্ভ অনন্তাংশে অনুপ্রাণিত হইয়া বর্দ্ধিত হইলে তাহা রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত হইল। অব্যয় পুরুষ অনন্ত রোহিণীর গর্ভে সঙ্কর্ষণ হেতু সঙ্কর্ষণ নামে জন্ম গ্রহণ করিলেন। রোহিণী-নক্ষত্রে কৃষ্ণাষ্টমীদিনে শুভলগ্নে রোহিণী সঙ্কর্ষণ দেবকে প্রসব করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। কংস আপন্নগর্ভা দেবকীকে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইল। হর্ষনির্ভরচেতা সুরগণ তখন আকাশে বিমানস্থ হইয়া দেবকীর স্তব করিলেন।২৩—৩৪। অনন্তর দশম মাসে শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে দেবকীর গর্ভে জনার্দ্দন জন্মগ্রহণ করিলেন। বসুদেব হইতে সনাতন বাসুদেব উৎপন্ন হইলেন। তিনি ইন্দীবরদলবৎ শ্যামবর্ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ, চতুর্ভুজ, সুন্দরাঙ্গ, দিব্যাভরণভূষিত, শ্রীবৎস কৌস্তভ-ভাসিতবক্ষস্থল, এবং বনমালায় বিজড়িত। বসুদেব সেই জগৎপতি জগন্ময় কৃষ্ণকে দেখিয়া নমস্কারপূর্ব্বক যুক্ত করে কহিলেন,—হে প্রভো, ভক্তকল্পতরো! হে জগন্নাথ।

ত্বমেব সর্ব্বদেবানামনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৯
ত্বমচিন্ত্যমহত্ত্বতো যোগিধ্যেয়ঃ সনাতনঃ।
মম পুত্রত্বমাপন্নো ধরণ্যাং ধরণীধর ॥ ৪০
দৃষ্ট্বৈতদদ্ভুতং রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।
দানবাঃ পাপকর্ম্মাণো ন সহন্তে মহৌজসঃ ॥ ৪১
মহাদেব উবাচ।
ইত্যর্থিতঃ স্তুতস্তেন পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।
উপসংহৃতবান্ রূপং চতুর্ভুজসমন্বিতম্ ॥ ৪২
মানুষেণৈব ভাবেন দ্বিভুজেন ব্যরোচত।
যে চান্তরক্ষকাঃ সর্ব্বে দানবাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৩
তে চাপি মায়য়া তস্য মোহিতাস্তমসাবৃতাঃ।
এতস্মিন্নন্তরে দেবমাদায়ানকদুন্দুভিঃ ॥ ৪৪
প্রযযৌ নগরাত্তূর্ণং সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
পয়োধরে বর্ষমাণে নাগরাজো মহাবলঃ ॥ ৪৫
ফণাসহস্রেণাচ্ছাদ্য ভক্ত্যা দেবং সমন্বগাৎ।
তৌ গোপুরকপাটৌ তু তৎপাদস্পর্শনাত্তদা ॥
ভিদ্যমানৌ সুবিবৃতৌ তত্রস্থাশ্চ বিমোহিতাঃ।
স্রোতস্বিনী সুপূর্ণা যা যমুনাপি মহাত্মনঃ ॥ ৪৭
প্রবেশাজ্জানুমাত্রন্তু জলং সা চাপ্যুপাবহৎ।
উত্তীর্য্য যমুনাং সোঽথ ব্রজস্তত্তীরসংস্থিতম্ ॥
সংস্তূয়মানস্ত্রিদশৈঃ প্রবিবেশ যদূত্তমঃ।
তত্র নন্দস্য পত্নী সা প্রসূতা গোব্রজে শুভে ॥
বিমোহিতা মায়য়ৈব সুষুপ্তা তমসাবৃতা।
তস্যাস্তু শয়নে দেবং বিনিক্ষিপ্য স যাদবঃ ॥৫০
তাং কন্যাং সমুপাদায় প্রযযৌ মথুরাং পুনঃ।
পত্ন্যৈ দত্ত্বাথ তাং বালামুবাস সুসমাহিতঃ ॥ ৫১
রুরোদ বালভাবাৎ সা দেবকীশয়নং গতা।
অথ বালাধ্বনিং শ্রুত্বা তদ্‌গৃহস্থাঙ্গরক্ষকাঃ ॥
কংসায়াবেদয়ামাসুর্দেবকীপ্রসবং শুভম্।
কংসস্তূর্ণমুপেত্যৈনাং জগ্রাহ বালিকাং তদা ॥ ৫৩
চিক্ষেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সাপি তূর্ণং বিয়ৎস্থিতা।

তুমি আজ আমার গৃহে জন্ম লইয়াছ। তুমি সর্ব্বদেবের আদি, স্বয়ং অনাদি, এবং তুমিই পুরুষোত্তম! তুমি অচিন্তনীয় মহত্ত্ব এবং যোগিজনধ্যেয় সনাতনপুরুষ হইয়াও—হে ধরণীধর! ধরাতলে আমার পুত্র হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তোমার এই ঐশ্বরিক অদ্ভুতরূপ দেখিয়া পাপকর্ম্মা মহাতেজা দানবগণ সহ্য করিতে পারিবে না। মহাদেব কহিলেন,—সনাতন পদ্মনাভ এইরূপে অভ্যর্থিত ও স্তুত হইয়া স্বীয় চতুর্ভুজান্বিত রূপ উপসংহৃত করিয়া লইলেন এবং মানুষভাবে দ্বিভুজরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেইস্থানে যে সকল অঙ্গরক্ষক দানব ছিল, তাহারা তদীয় মায়ায় মোহিত হইয়া নিদ্রান্ধ হইল। ইত্যবসরে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সত্বর নগর হইতে নির্গত হইলেন। দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবল নাগরাজ সহস্র ফণায় শ্রীকৃষ্ণদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। গোপুরের কপাটদ্বয় বসুদেবের অঙ্গস্পর্শে তৎকালে খুলিয়া গেল, দৌবারিকগণ বিমোহিত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইল, স্রোতস্বিনী সুসম্পূর্ণা যমুনা তখন মহাত্মার প্রবেশমাত্র জানুমাত্র জল বহন করিতে লাগিল। বসুদেব যমুনা পার হইয়া তীরস্থ ব্রজে গমন করিলেন এবং দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নন্দপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। শুভ-গোকুলে নন্দপত্নী যশোদা সেইরাত্রে এক কন্যা প্রসব করিয়া মায়া-মোহে অজ্ঞানাবৃত হইয়া সুষুপ্ত ছিলেন। যাদব বসুদেব তাঁহার শয্যায় শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া তদীয় কন্যা লইয়া পুনরায় মথুরায় আসিলেন, তিনি স্বীয় আবাসে আগমনপূর্ব্বক পত্নীকে সেই কন্যা দান করিয়া সমাহিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৫—৫১। তখন দেবকীর শয্যাগত সেই কন্যা বালকত্ব প্রযুক্ত রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর বালকধ্বনি শ্রবণ করিয়া তত্রত্য রক্ষিগণ কংসকে গিয়া দেবকীর শুভপ্রসববার্ত্তা নিবেদন করিল। কংস তৎশ্রবণে সত্বর আসিয়া সেই বালিকাকে গ্রহণ করিয়া

তস্যোত্তমাঙ্গে স্বপদং দত্ত্বা পূর্ণমুখা স্থিতা।
উবাচাষ্টভুজা দেবী তদা রাক্ষসপুঙ্গবম্॥ ৫৪
দেব্যুবাচ।
কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া মন্দ জাতো যস্ত্বাং বধিষ্যতি।
সর্ব্বস্য জগতঃ স্রষ্টা ধর্ত্তা হর্ত্তা চ যঃ প্রভুঃ।
অস্মিন্ লোকে সমুৎপন্নঃ স তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ ৫৬
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তেজসা দেবী সহসাপূরয়ন্নভঃ।
জগাম দেবগন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানা হিমাচলম্॥ ৫৭
কংসস্তদোদ্বিগ্নমনাঃ সমাহূয় স্বদানবান্।
প্রলম্বচাণূরমুখানুবাচ ভয়পীড়িতঃ॥ ৫৮
কংস উবাচ।
অস্মদ্ভয়াৎ সুরগণা উপেত্য ক্ষীরসাগরম্।
আচচক্ষুর্হরেঃ সর্ব্বং রক্ষোবিধ্বংসনং প্রতি॥ ৫৯
তেষান্তু বচনং শ্রুত্বা ধরণ্যাং ধরণীধরঃ।
মানুষেণৈব ভাবেন সমুৎপন্নো হি সোঽব্যয়ঃ॥
তদদ্য সর্ব্বে যূয়ং বৈ রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
সমুদ্রিক্তবলান্ বালান্মারয়ধ্বমশঙ্কিতাঃ॥ ৬১
মহাদেব উবাচ।
ইত্যাদিশ্য ততঃ কংসো বসুদেবঞ্চ দেবকীম্
আশ্বাস্য মোচয়িত্বাথ স্ববেশ্মান্তর্বিবেশ হ।
বসুদেবস্ততো গত্বা নন্দব্রজমনুত্তমম্॥ ৬২
তেন সম্পূজিতস্তত্র নিক্ষিপ্য তনয়ং মুদা।
উবাচ নন্দপত্নীং তাং যশোদাং যদুনন্দনঃ॥৬৩
বসুদেব উবাচ।
সুভগে মৎসুতমিমং রোহিণীজঠরোদ্ভবম্।
স্বপুত্রমিব রক্ষস্ব ভিয়া কংসাদিহাগতম্॥ ৬৪
মহাদেব উবাচ।
তথেত্যাহ তদা তন্বী নন্দপত্নী দৃঢ়ব্রতা।
লব্ধ্বৈব যুগলং পুত্রমুৎপুপোষ মুদান্বিতা॥ ৬৫
নিক্ষিপ্য তনয়ৌ গেহং নন্দগোপস্য যাদবঃ।
বিশ্রব্ধঃ প্রযযৌ তূর্ণং মথুরাং কংসপালিতাম্॥৬৬
ততো গর্গঃ শুভদিনে বসুদেবেন নোদিতঃ।
নন্দগোপব্রজং গত্বা তত্রস্থৈঃ পূজিতো দ্বিজঃ।

সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। বালিকা তৎক্ষণাৎ শূন্যে উত্থিত হইয়া কংসের উত্তমাঙ্গে স্বীয় পদ প্রদানপূর্ব্বক অষ্টভুজাকারে তৎকালে সেই রাক্ষসবর কংসকে কহিলেন,—রে মন্দ! তুই আমাকে নিক্ষেপ করিয়া কি করিবি? যিনি তোকে সংহার করিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজগতের স্রষ্টা, ধর্ত্তা, হর্ত্তা, প্রভু। এই লোকে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই তোর প্রাণ সংহার করিবেন। মহাদেব কহিলেন,—দেবী এই কথা কহিয়া সহসা স্বীয় তেজে নভোমণ্ডল পরিপূরিত করত দেব-গন্ধর্ব্ববৃন্দে স্তূয়মান হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন। তখন কংস উদ্বিগ্নচিত্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া প্রলম্ব চাণূরপ্রমুখ স্বীয় দানবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিল,—সুরগণ আমাদের ভয়ে ক্ষীরসাগরে উপনীত হইয়া হরির নিকট রাক্ষসধ্বংসের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া ধরণীধর হরি মানুষভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব কামরূপী রাক্ষস তোমরা অদ্য হইতে উদ্রিক্তবল বালকদিগকে অসঙ্কোচে বিনাশ করিতে থাক। মহাদেব কহিলেন,—কংস এইরূপ আদেশ দিয়া বসুদেব এবং দেবকীকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আশ্বাসদানান্তে স্বীয় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অনন্তর বসুদেব উত্তম নন্দব্রজে গমন করিয়া নন্দ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্রটীকে তথায় রাখিয়া নন্দপত্নী যশোদাকে বলিলেন,—হে সুভগে! এই রোহিণীগর্ভজাত পুত্রটীও আমারই পুত্র; কংসের ভয়ে এস্থানে আনয়ন করা হইয়াছে; অতএব স্বীয় পুত্রের ন্যায় ইহাকেও পালন কর। ৫২—৬৪। মহাদেব কহিলেন,—তন্বী নন্দপত্নী 'তথাস্তু' বলিয়া পুত্রযুগল লাভ করত সহর্ষে তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। যদুনন্দন বসুদেব নন্দগোপের গৃহে স্বীয় তনয়যুগলকে রাখিয়া বিশ্বস্তভাবে পুনরায় কংসপালিত মথুরায় আগমন করিলেন। অনন্তর বসুদেব প্রেরিত গর্গ মুনি শুভদিনে নন্দ-

বিধিনা জাতকং কর্ম্ম কৃত্বা দেবস্য গোকুলে ।
নাম চাত্রাকরোদ্দিব্যং পুত্রয়োর্বাসুদেবয়োঃ ॥৬৮
সঙ্কর্ষণো রৌহিণেয়ো বলভদ্রো মহাবলঃ ।
রাম ইত্যাদিনামানি পূর্ব্বজস্যাকরোদ্দ্বিজঃ ॥ ৬৯
শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণোঽনন্তো জগৎপতিঃ
বাসুদেবো হৃষীকেশ ইত্যাদ্যবরজস্য চ ॥ ৭০
রামকৃষ্ণাবিতি খ্যাতিমস্মিল্লোঁকে গমিষ্যতঃ ।
এবমুক্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সম্পূজ্য পিতৃদেবতাঃ ॥৭১
সম্পূজ্যমানো গোপালৈরাযযৌ মথুরাং পুনঃ ।
কংসেন প্রেষিতা রাত্রৌ পূতনা বালঘাতিনী ॥
বিষলিপ্তস্তনং দত্ত্বা কৃষ্ণায়ামিততেজসে ।
কৃষ্ণস্তু রাক্ষসীং জ্ঞাত্বা পপৌ গাঢ়স্তনং ভৃশম্
প্রাণৈঃ সহ মহাতেজা রাক্ষস্যা যদুপুঙ্গবঃ ।
সা বিহ্বলাঙ্গী সহসা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা ॥ ৭৪
পপাত বেপমানা সা মমার চ মহাস্বনা ।
তস্যাঃ শব্দেন মহতা পূরিতঞ্চ নভস্তলম্ ॥ ৭৫

ত্রস্তাঃ সর্ব্বে ততো গোপা দৃষ্ট্বা তাং পতিতাং ভুবি ।
কৃষ্ণঞ্চ ক্রীড়মানস্তং রাক্ষস্যা মহতোরসি ॥৭৬
সমুদ্বিগ্নাস্ততঃ কৃষ্ণমাদায় তনয়ং তদা ।
রক্ষোভিয়া তদা তস্মিন্ গোপুরীষেণ মূর্দ্ধনি ॥
সম্মার্জ্জয়ামাস তদা গোবালেন তদাননম্ ।
নন্দগোপঃ সমভ্যেত্য সুতমাদায় ভামিনি ॥৭৮
ভগবন্নামভিস্তস্য সর্ব্বাঙ্গেষু প্রমার্জ্জনম্ ।
কৃত্বা তাং তামসীং ভীমাং বহির্বিন্যস্য গোব্রজাৎ
দদাহ গোপবৃন্দৈশ্চ ত্রাসিতৈস্তত্র গোব্রজে ॥
কদাচিচ্ছকটস্যাধঃশয়ানো ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০
প্রসার্য্য চরণৌ তত্র রুরোদ মধুসূদনঃ ।
তস্য পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্ত্তিতম্ ॥ ৮১
বিধ্বস্তকুম্ভভাণ্ডং তদ্বিপরীতং পপাত বৈ ।
ততো গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ দৃষ্ট্বা তচ্ছকটং মহৎ
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কিমেতদিতিশঙ্কিতাঃ ।

গোব্রজে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন এবং যথাবিধি বসুদেব-পুত্রদ্বয়ের জাত-কর্ম্মাদি করিয়া তাহাদের দিব্য দিব্য নামকরণ করিলেন। দ্বিজ গর্গ বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্কর্ষণ, রৌহিণেয়, বলভদ্র, মহাবল, রাম, ইত্যাদি নাম এবং কনিষ্ঠ পুত্রের শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রীমান্ কৃষ্ণ, অনন্ত, জগৎপতি, বাসুদেব এবং হৃষীকেশ এই সকল নাম রাখিলেন। পরে তিনি বলিলেন,—তোমরা এ জগতে রামকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইবে। দ্বিজবর গর্গ এই কথা কহিয়া পিতৃদেবতাদিগের অর্চ্চনান্তে গোপালগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় মথুরাপুরে প্রস্থান করিলেন। কংস রাত্রিকালে বালঘাতিনী পূতনাকে প্রেরণ করিল। পূতনা অমিততেজা কৃষ্ণকে বিষলিপ্ত স্তন দান করিলে মহাতেজা কৃষ্ণ রাক্ষসীকে জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণের সহিত অত্যাকর্ষণে স্তন্য পান করিলেন। তখন পূতনা বিহ্বলদেহে কাঁপিতে লাগিল। তাহার স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। সে ঘোর রবে পতিত এবং মৃত্যুগ্রস্ত হইল। তাহার মহাশব্দে নভস্তল পরিপূরিত হইল। গোপবৃন্দ ভূপতিতা পূতনাকে দেখিয়া সকলেই ত্রাসান্বিত হইলেন এবং রাক্ষসীর বিপুল বক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নপূর্ব্বক সমুদ্বিগ্নমনে রহিলেন। তখন নন্দগোপ আসিয়া পুত্রকে লইয়া রক্ষোভয়নিবারণের জন্য গোময় ও গোপুচ্ছলোমে পুত্রের মুখ সম্মার্জ্জন করিয়া দিলেন। পরে ভগবানের নামনিচয় উচ্চারণ করিয়া বালকের সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিলেন। তৎকালে ত্রাসিত গোপগণ সেই তামসী ভীমা রাক্ষসীকে গোব্রজের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া দাহ করিল।৬৫-৭৯। একদা ভগবান্ হরি শকটের অধোভাগে শয়নপূর্ব্বক চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার পাদপ্রহারে শকট পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তদুপরিস্থ কুম্ভভাণ্ড বিধ্বস্ত হইয়া যায়। শকট বিপরীতভাবে ভূপতিত হয়। তখন গোপগোপীগণ বিশাল শকট দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন এবং 'ইহা কি হইল বলিয়া সকলেই

যশোদা চ তদা তূর্ণং বালং জগ্রাহ বিস্মিতা॥
অল্পেনৈব হি কালেন বালকৌ তৌ যদূত্তমৌ।
বর্দ্ধমানৌ যশোদায়াঃ স্তনপানেন পোষিতৌ॥
জানুভ্যামথ হস্তাভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিরেজতুঃ।
মায়াবী রাক্ষসস্তত্র কৃতশ্চ বটুবেশধৃক্॥ ৮৫
কৃষ্ণং হন্তুং সমারব্ধো বিচচার মহীতলে।
জ্ঞাত্বা কৃষ্ণস্তু তং রক্ষো নিজঘান তলেন বৈ॥
রাক্ষসেনৈব রূপেণ নিপপাত মমার চ।
বিচচার ততঃ সর্ব্বং গোত্রজং মধুসূদনঃ॥ ৮৭
নবনীতং জহারাশু গোপীনাঞ্চ গৃহে গৃহে।
তদা যশোদা কুপিতা দাম্না মধ্যে উলূখলে॥ ৮৮
নিবধ্য কৃষ্ণং প্রযযৌ বিক্রেতুং গোরসাদিকম্।
কর্ষমাণস্ততঃ কৃষ্ণো দাম্না বদ্ধ উলূখলে॥ ৮৯
যমলার্জ্জুনয়োর্ম্মধ্যে জগাম ধরণীধরঃ।
উলূখলেন গোবিন্দঃ পাতয়ামাস তৌ দ্রুমৌ॥
ভগ্নস্কন্ধৌ নিপতিতৌ স্বরেণ ধরণীতলে।
তেন শব্দেন মহতাজগ্মুস্তত্র মহৌজসঃ॥ ৯১
গোপবৃন্দাস্ততো দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ
যশোদাপি সমুদ্বিগ্না বিমুচ্য ধরণীধরম্॥ ৯২
তং বিস্মিতং সমাদায় স্তনং প্রাদান্মহাত্মনে।
যস্মিন্নিবধ্যমানস্ত দাম্না মাত্রা জগৎপতিঃ।
তস্মিন্মহর্ষিভিঃ সর্ব্বৈর্দামোদর ইতীরিতঃ॥ ৯৩
তৌ তু কিন্নরতাং প্রাপ্তৌ বিমুক্তৌ
যমলার্জ্জুনৌ॥ ৯৪
গোপবৃন্দাস্ততঃ সর্ব্বে নন্দগোপপুরোগমাঃ।
মহোৎপাতমিমং জ্ঞাত্বা স্থানান্তরমুপাযযুঃ॥ ৯৫
বৃন্দাবনে মনোরম্যে যমুনায়াস্তটে শুভে।
নিবাসং চক্রিরে রম্যং গবাং গোপীজনস্য চ॥
তত্র তৌ রামকৃষ্ণৌ তু বর্দ্ধমানৌ মহাবলৌ।
বৎসপালযুতৌ বৎসান্ পালয়ামাসতুস্তদা॥ ৯৭
গোবৎসমধ্যগং কৃষ্ণং বকো নাম মহাসুরঃ।
বকরূপেণ তং হন্তুমুদ্যুক্তোঽত্র যদূত্তমম্॥ ৯৮
তং দৃষ্ট্বা বাসুদেবোঽপি লোষ্টমুদ্যম্য লীলয়া।

শঙ্কিত হইল। তখন যশোদা সবিস্ময়ে বালককে কোলে তুলিয়া লইলেন। এইরূপে যদুবংশাবতংস বালকযুগল অল্পকাল মধ্যেই যশোদার স্তনপানে পোষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা জানু এবং হস্ত-সাহায্যে চলিতে চলিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন এক বটুবেশধারী মায়াবী রাক্ষস কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত মহীতলে বিচরণ করিতেছিল। কৃষ্ণ সেই রাক্ষসকে জানিতে পারিয়া তলপ্রহারে বধ করিলেন। সে রাক্ষসরূপেই পতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইল। অনন্তর মধুসূদন সমস্ত গোত্রজে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোপীগণের গৃহে গৃহে নবনীত চুরি করিতে লাগিলেন। তখন যশোদা কুপিত হইয়া উদূখল মধ্যে রশ্মি দ্বারা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিয়া গব্যাদি বিক্রয়ের জন্য গমন করিলেন। এদিকে রশ্মিবদ্ধ কৃষ্ণ সেই উলূখল আকর্ষণ করিয়া যমলার্জ্জুন নামক দুইটা বৃক্ষের অন্তরালে গমন করিলেন এবং উলূখলাঘাতে বৃক্ষদ্বয়কে পাতিত করিলেন। বৃক্ষদ্বয় ভগ্নস্কন্ধ হইয়া সশব্দে ধরণীতলে পতিত হইল। সেই মহাশব্দে মহাতেজা গোপবৃন্দগণ সেই স্থানে আসিয়া তদ্দর্শনে পরম বিস্ময়াপন্ন হইল। উদ্বিগ্নমনা যশোদা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে উদূখল হইতে মোচন করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন এবং সেই মহাত্মাকে স্তন দান করিতে লাগিলেম। মাতা দাম দ্বারা জগৎপতিকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাই মহর্ষিগণ তাঁহাকে তখন হইতে দামোদর নামে অভিহিত করিলেন।৮০—৯৩। যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় মুক্ত হইয়া কিন্নরত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দগণ এই সকল মহোৎপাত দেখিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। তাঁহারা শুভ যমুনাতটে রম্য বৃন্দাবনে গিয়া গো এবং গোপীজনের নিবাস স্থাপন করিলেন। বৃন্দাবনে মহাবল রামকৃষ্ণ বর্দ্ধিত হইয়া বৎসপাল সহ গোবৎস পালন করিতে লাগিলেন। একদা গোবৎসমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণকে বকনামক মহাসুর বকরূপে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বাসুদেব তাহা দেখিয়া অবলীলাক্রমে এক লোষ্ট উত্তোলন-

তাড়য়ামাস পক্ষান্তে পপাতোর্ব্ব্যাং মহাসুরঃ ॥
ততঃ কতিপয়াহস্ত গোবৎসান্ পালয়ন্ বনে।
ছায়ায়াং জম্বুবৃক্ষস্য প্রসুপ্তৌ পল্লবে মৃদৌ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবো ব্রহ্মা দেবগণৈর্বৃতঃ।
দ্রষ্টুং কৃষ্ণং সমাগম্য সুপ্তৌ দৃষ্ট্বা যদূত্তমৌ ॥১০১
বৎসান্ গোপশিশূন্ হৃত্বা জগাম ত্রিদিবং পুনঃ
প্রবুদ্ধৌ তৌ সমালোক্য বিনষ্টান শিশুবৎসকান্
গোবৎসা গোপবালাশ্চ ক্ব গতা ইতি বিস্মিতৌ
জ্ঞাত্বা কৃষ্ণস্ত তৎকর্ম্ম প্রজাপতিকৃতং তদা ॥
তথৈব সসৃজে বালান্ গোবৎসাংশ্চ সনাতনঃ।
যথা তূর্ণং যথারূপং তথৈব মধুসূদনঃ ॥ ১০৪
সসর্জ্জ বৎসান্ গোপালানবিত্রা জগতাং প্রভুঃ।
দৃষ্ট্বা সায়াহ্নসময়ে গাবস্তেষাঞ্চ মাতরঃ ॥১০৫
স্বান্ স্বান্ বৎসানুপাগম্য যথাপূর্ব্বং প্রবর্ত্তিতাঃ
এবং সংবৎসরে কালে গতে তত্র মহাত্মনঃ ॥
প্রজাপতিঃ পুনস্তেভ্যো দদৌ বৎসান্ সবালকান্
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পরিণীয় প্রণম্য চ।
ভল্লাহবাচ গোবিন্দং ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১০৭

ব্রহ্মোবাচ।

নমো নমস্তে সর্ব্বাত্মংস্তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপিণে।
নিত্যানন্দস্বরূপায় প্রযতাত্মন্ মহাত্মনে ॥ ১০৮
অণুর্বৃহৎস্থূলতররূপঃ সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
অনাদিমধ্যান্তরূপস্বরূপাত্মন্নমোঽস্তু তে ॥ ১০৯
নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যং তেজোময়স্য চ।
মহাশক্তে নমস্তভ্যং পূর্ণষাড়্গুণ্যমূর্ত্তয়ে ॥১১০
ত্বং বেদপুরুষো ব্রহ্মন্ মহাপুরুষ এব চ।
শরীরপুরুষস্ত্বঞ্চ ছন্দঃপুরুষ এব চ ॥ ১১১
চত্বারঃ পুরুষাস্ত্বঞ্চ পুরাণঃ পুরুষোত্তম।
বিভূতয়স্তব ব্রহ্মন্ পৃথিব্যগ্ন্যনিলাদয়ঃ ॥ ১১২
তব বাচা সমুদ্ভূতো স্বাবহ্নী জগদীশ্বর।
অন্তরিক্ষঞ্চ বায়ুশ্চ সৃষ্টৌ প্রাণেন তে বিভো ॥
চক্ষুষা তব সংসৃষ্টৌ দ্যৌশ্চাদিত্যস্তথাব্যয়।

পূর্ব্বক তাহার পক্ষান্তে নিক্ষেপ করিলেন। মহাসুর বক তাহাতেই তাড়িত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। অনন্তর কিয়দ্দিন তাঁহারা বনে বনে গোবৎস পালন করত জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় মৃদুপল্লবে শয়ন করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে একদা দেবগণপরিবৃত ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া তাঁহাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে নিদ্রিত দর্শনে বৎস ও গোপশিশুদিগকে হরিয়া লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর রামকৃষ্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া দেখিলেন, শিশু ও বৎসগণ অদৃশ্য হইয়াছে। ইহা দেখিয়া গোবৎস ও গোপবালকগণ কোথায় গেল বলিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন, তখন সনাতন কৃষ্ণ উহা প্রজাপতিরই কৃত কর্ম্ম জানিয়া পূর্ব্ববৎ গোবৎস ও গোপবালকদিগকে সৃষ্টি করিলেন। যেমন আকৃতি, যেমন রূপ ছিল, জগৎপ্রভু মধুসূদন বৎস ও গোপ বালকদিগকে অবিকল সেইরূপ আকারেই নির্ম্মাণ করিলেন। সায়ংকালে মাতৃগণ স্ব স্ব বৎসদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকট গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে প্রস্থান করিল। এই ভাবে সংবৎসর অতিবাহিত হইল। তখন প্রজাপতি অপহৃত বৎস ও বালকদিগকে পুনরায় প্রদান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন। ৯৪—১০৭।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সর্ব্বাত্মন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে আত্মন্! তুমি নিত্যানন্দস্বরূপ মহাত্মা, তুমি অণু, মহান্, স্থূলতররূপ, সর্ব্বগত ও অব্যয় পুরুষ, হে অনাদিমধ্যান্তরূপ-স্বরূপাত্মন্! তোমাকে নমস্কার করি। হে মহাশক্তিশালিন্! তুমি নিত্য জ্ঞান বল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ও তেজোময় এবং তুমিই পূর্ণষাড়্গুণ্যমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার করি। হে ব্রহ্মন্! তুমি বেদপুরুষ, মহাপুরুষ, শরীরপুরুষ ও ছন্দঃপুরুষ। হে পুরুষোত্তম! তুমিই সকলের পুরাণ পুরুষ। হে ব্রহ্মন্! পৃথ্বী অগ্নি ও অনিলাদি তোমারই বিভূতি। হে জগদীশ্বর! তোমার বাক্যেই পৃথ্বী ও বহ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। হে বিভো! তোমারই প্রাণ দ্বারা অন্তরীক্ষ ও বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে। হে অব্যয়! তোমার নেত্র

দিশশ্চ চন্দ্রমাঃ সৃষ্টাঃ শ্রোত্রেণ তব চানঘ ॥১১৪
অপাং স্রাবশ্চ বরুণো মনসা তে মহেশ্বর।
উক্তে মহতি মীমাংসে যত্তদ্‌ব্রহ্ম প্রকাশতে॥
তথৈব চাধ্বরেষেতদেতদেব মহাব্রতে।
ছন্দোগেয়ে নভস্যেতদ্দিব্যে তন্বায়ুরেব তৎ॥
আকাশ এতদেবেদমোষধীষেবমেব চ।
নক্ষত্রেষু চ সর্ব্বেষু গ্রহেষেতদ্দিবাকরে ॥১১৭
এবম্ভূতেষেবমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে শ্রুতিঃ।
তদেব পরমং ব্রহ্ম প্রজ্ঞাতং পরিতোঽমৃতম্॥
হিরণ্ময়োঽব্যয়ো যজ্ঞঃ শুচিঃ শুচিষদিত্যপি।
বৈদিকান্যভিধেয়ানি তথৈতান্যস্য ন ক্বচিৎ॥
চক্ষুর্ময়ং শ্রোত্রময়ং ছন্দোময়মনোময়ম্।
বাঙ্ময়ং পরমাত্মানং পরেশং শংসতি শ্রুতিঃ॥
ইতি সর্ব্বোপনিষদামর্থস্থং কমলেক্ষণ।
স্তোতুং ন শক্তোঽহং ত্বাস্ত সর্ব্ববেদান্তপারগম্
মহাপরাধমেতত্তে বৎসাপহরণং ময়া।
কৃতং তৎ ক্ষম্যতাং নাথ শরণাগতবৎসল॥ ১২২

মহাদেব উবাচ।

এবংস্তুত্বা হরিং বেধাঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
বৎসান্ দত্বা পুনস্তস্মৈ প্রযযৌ স্বমালয়ম্॥১২৩
হৃদি কৃত্বা সদা দেবি বালরূপং হরিং বিধিঃ।
উবাস ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং হৃষ্টপুষ্টো মহাতপাঃ॥১২৪
কৃষ্ণেন সৃষ্টা বৎসা বৈ পূর্ব্ববৎসাস্তথার্ভকাঃ।
অবাপুরৈক্যতাং তত্র পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্॥
কৃষ্ণস্ত বৎসপালৈর্বৈ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্।
ততঃ কতিপয়াহঃসু গোপালৈর্যদুপুঙ্গবঃ॥১২৬
হ্রদং গত্বাথ কালিন্দ্যাস্তত্রস্থং সুমহাবিষম্।
সহস্রশীর্ষং বলিনং নাগরাজানমচ্যুতঃ॥ ১২৭
নিষ্পিষ্য ফণসাহস্রং পাদেনৈকেন লীলয়া।
প্রাণসংশয়মাপন্নং চকার মধুসূদনঃ॥ ১২৮
স কালিয়ো লব্ধসংজ্ঞস্তমেব শরণং যযৌ।
ররক্ষ ভগবান্ কৃষ্ণো নাগং ত্যক্তবিষং তদা॥

দ্বারাই স্বর্গ এবং আদিত্য সৃষ্ট হইয়াছেন। হে অনঘ! তোমার শ্রোত্র দ্বারা দিক্ সমূহ ও চন্দ্রমা সৃষ্ট হইয়াছে। হে মহেশ্বর! জল ও জলাধিপতি বরুণ, ক্ষরণশীল জলধর্ম্মী যাবতীয় পদার্থই আপনার মনের পরিণামে উদ্ভূত! বস্তুতঃ যাহা ব্রহ্মতত্ব, তাহা উক্ত প্রকার পরিণামতত্বের নিগূঢ় মীমাংসা করিলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যজ্ঞ,ব্রত, ছন্দোগান. অন্তরীক্ষ, বায়ু, আকাশ, ওষধি, নক্ষত্র, গ্রহ, দিবাকর প্রভৃতি সর্ব্বভূতেই সেই ব্রহ্ম এইরূপ গূঢ়ভাবে বিরাজমান। বেদে এই কথাই উক্ত হইয়াছে। সেই পরমব্রহ্ম এইরূপে জ্ঞাত হইলেই শেষে অমৃতবৎ সর্ব্বদুঃখনিবারক হইয়া থাকেন। যাহা সর্ব্বত্র অমৃতস্বরূপে বিরাজিত, তাহাই প্রজ্ঞাত পরমব্রহ্ম। হিরণ্ময়, অব্যয়, যজ্ঞ, শুচি, শুচিষদ্ ইত্যাদি বৈদিক নাম অন্য কাহারও কখন নাই। বেদ বলেন,—পরেশ পরমাত্মা চতুর্ম্মুখ, শ্রোত্রময়, ছন্দোময়, মনোময় এবং বাঙ্ময়রূপে সর্ব্ব উপনিষদের প্রতিপাদ্যই তুমি। তুমি সর্ব্ববেদান্তপারগ; তোমাকে স্তব করিবার আমার শক্তি নাই। হে শরণাগতবৎসল! তোমার বৎসাপহরণ করিয়া আমি মহাপরাধ করিয়াছি। হে নাথ! আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। মহাদেব কহিলেন, —বিধাতা হরিকে এইরূপ স্তব ও পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহার বৎসসমূহ তাঁহাকেই প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে দেবি! বিধাতা বালরূপী হরিকে হৃদয়ে সদা চিন্তা করিয়া ত্রিদশগণ সহ হৃষ্টপুষ্ট রূপে বাসকরিতে লাগিলেন। ১০৮—১২৪। ব্রহ্মা বৎসাপহরণ করিলে, কৃষ্ণ যে সকল বৎস সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সকল বৎস ব্রহ্মার্পিত বৎসগণের সহিত দেবগণের সমক্ষেই এক হইয়া গেল। কৃষ্ণ বৎসপালগণের সহিত নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গোপালগণ সহ কালিন্দীর হ্রদে গমন করিয়া তত্রস্থিত সুমহাবিষধারী সহস্র শীর্ষ বলবান নাগরাজ কালিয়কে দমন করিলেন। মধুসূদন অচ্যুত লীলাক্রমে কালিয়ের সহস্র ফণা এক পদ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া তাহাকে প্রাণসংশয়াপন্ন

বৈনতেয়ভয়াদ্ভীতং স্বপদেনাঙ্ক্য মূর্দ্ধসু।
হ্রদাদ্বিবাসয়ামাস কালিন্দ্যা যদুপুঙ্গবঃ॥ ১৩০
ত্যক্ত্বা স তং হ্রদং তূর্ণং পুত্রদারসমন্বিতঃ।
নমস্কৃত্বাথ গোবিন্দং প্রযযৌ কালিয়স্তদা॥১৩১
বিষদগ্ধাস্তু যে পূর্ব্বং তত্তীরস্থাশ্চ শাখিনঃ।
কৃষ্ণেন বীক্ষিতাস্তূর্ণং ফলিনঃ পুষ্পিণোঽভবন্॥
অথ কালেন কৌমারমবাপ্য মধুসূদনঃ।
গোবৃন্দং পালয়ামাস সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ॥ ১৩৩
স্বসমানবয়োভিস্তু গোপালৈস্তু যদূত্তমঃ।
বৃন্দাবনে মনোরম্যে সরামো বিচচার হ॥ ১৩৪
তত্র হত্বা মহাঘোরং সর্পরূপং মহাসুরম্।
অপহত্য মহাকায়ং মেরুমন্দারগৌরবম্॥ ৩৫
ধেনুকস্য বনং প্রাপ্য তালহিন্তালগহ্বরম্।
প্রবিশ্য তদ্বনং রম্যং ফলিতং তালগহ্বরম্।
ধেনুকং পর্ব্বতাকারং খররূপধরং সদা॥ ১৩৬
পাদৌ গৃহ্য সমুৎক্ষিপ্য তালেন বিজঘান হ।
তৎক্ষণাদেব তৎপালাস্তদন্তে রেমিরে তদা॥
নিষ্ক্রম্য তদ্বনাত্তূর্ণং ভাণ্ডীরং বনমাগতাঃ।
তত্র তে রামকৃষ্ণাভ্যাং চিক্রীড়ুর্বাললীলয়া॥১৩৮
গোপবেশেন তত্রাগাৎ প্রলম্বো নাম রাক্ষসঃ।
রামং স্বপৃষ্ঠমারোপ্য যযৌ তূর্ণং নভস্তলম্॥১৩৯
মত্বা তং রাক্ষসং রামো মুষ্টিনা তস্য মূর্দ্ধনি।
তাড়য়ামাস রোষেণ বিহ্বলাঙ্গস্ততোঽপতৎ॥
রাক্ষসেনৈব রূপেণ বিনদন্ ভৈরবং স্বনম্।
ভিন্নশীর্ষতনুস্তত্র মমার রুধিরোক্ষিতঃ॥ ১৪১
ততঃ প্রদোষসময়ে গোব্রজে নন্দনন্দনঃ।
উবাস গোপকন্যাভিঃ ক্রীড়ন্ কৌমোদবর্চ্চসে
অরিষ্টনামা দৈত্যেশো গত্বা তত্র বৃষাকৃতিঃ।
কৃষ্ণং হন্তুং সমাগত্য জগর্জ্জ চ মহাস্বনম্॥১৪৩
তং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতাঃ সর্ব্বে গোপালা ভয়পীড়িতাঃ

করিয়া তুলিলেন। তখন কালিয় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ ত্যক্তবিষ কালিয়কে রক্ষা করিলেন। তখন কালিয় গরুড়ভয়ে ভীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পদ দ্বারা তদীয় মস্তক চিহ্নিত করিয়া কালিন্দীর হ্রদ হইতে তাহাকে বিবাসিত করিলেন। কালিয় হ্রদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর স্বীয় স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। পূর্ব্বে কালিন্দীতীরস্থ যে সকল বৃক্ষ কালিয়বিষে দগ্ধ হইয়াছিল, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ ফলপুষ্পযুক্ত হইল। অনন্তর কালক্রমে সর্ব্ব-দেবময় প্রভু মধুসূদন কৌমার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গোসমূহকে পালন করিতে লাগিলেন। যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সমানবয়স্ক গোপাল ও বলরাম সহ মনোরম বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে করিতে একদা মেরুমন্দারবৎ বিপুলদেহ সর্পরূপী মহাঘোর মহাসুরকে নিহত করিয়া ধেনুকাসুরের তালহিন্তালগহ্বর ভীষণ বনে উপনীত হইলেন। সেই রম্য ফলিত তালবনে প্রবেশপূর্ব্বক খররূপধর পর্ব্বতাকার ধেনুকাসুরকে পদযুগলে ধরিয়া উৎক্ষেপণান্তে বিনাশ করিলেন। বৎসপালগণ সেই ঘটনার পর পুলকিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহারা সত্বর ভাণ্ডীর বনে আগমন করিল। এই বনে রামকৃষ্ণ বাল্যলীলায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।১২৫—১৩৮। একদা প্রলম্বনামক রাক্ষস গোপবেশে সেই বনে প্রবেশ করিয়া বলরামকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোপণপূর্ব্বক সত্বর আকাশপথে প্রয়াণ করিল। বলরাম তাহাকে রাক্ষস জানিয়া মুষ্টি দ্বারা সরোষে তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। রাক্ষস মুষ্ট্যাঘাতে বিহ্বলাঙ্গ হইয়া পতিত হইল—এবং ঘোর রাক্ষসরূপে ভৈরব রব করিতে লাগিল। তাহার গাত্র ও মস্তক ভিন্ন হইয়া গেল। রাক্ষস রুধিরোক্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইল। অনন্তর নন্দনন্দন জ্যোৎস্না-ধবলিত প্রদোষ কালে গোব্রজে গোপকন্যাগণ সহ ক্রীড়া করত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় অরিষ্ট নামক বৃষাকৃতি দৈত্য কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য সেই স্থানে আসিয়া মহাশব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। গোপাল-

কৃষ্ণোঽপি দৃষ্ট্বা তং রৌদ্রমাগতং দনুজাধিপম্॥
তালবৃক্ষং সমুৎপাট্য শৃঙ্গমধ্যে ব্যপীড়য়ৎ।
স তু ভগ্নশিরঃশৃঙ্গো বমন্ বৈ রুধিরং বহু॥১৪৫
পপাত ভীমবেগেন নিনদংস্ত্যক্তজীবিতঃ।
ইত্থং হত্বা মহাকায়মরিষ্টং দনুজাধিপম্॥ ১৪৬
আহূয় গোপবালাংশ্চ তত্রৈবোবাস গোব্রজে।
ততঃ কতিপয়াহঃসু কেশী নাম মহাসুরঃ॥ ১৪৭
হয়কায়েন গোবিন্দং হন্তুং ব্রজমুপাযযৌ।
স গত্বা গোব্রজং রম্যমুচ্চৈর্হেষামথাকরোৎ॥
তেন শব্দেন মহতা পূরিতং ভুবনত্রয়ম্।
ভীতাঃ সর্ব্বে সুরগণাঃ শঙ্কমানা যুগক্ষয়ম্॥১৪৯
তত্রস্থা মোহিতাঃ সর্ব্বে গোপা গোপ্যশ্চ বিহ্বলাঃ।
লব্ধসংজ্ঞাস্ত তে সর্ব্বে বিদ্রুতাশ্চ সমন্ততঃ॥
গোপ্যস্ত শরণং জগ্মুঃ কৃষ্ণং ত্রাহীতি চাব্রুবন।
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যমিত্যাহ ভক্তবৎসলঃ॥
সমাশ্বাস্য ততস্তূর্ণং মুষ্টিনা বাসবানুজঃ।
তাড়য়ামাস শিরসি তস্য দৈত্যস্য লীলয়া॥১৫২
বিভিন্নদন্তনেত্রোঽসৌ বিননাদ মহাস্বনন্।
মহাশিলাং সমুৎক্ষিপ্য তস্যাঙ্গে বৈ ন্যপাতয়ৎ।
স তু চূর্ণিতসর্ব্বাঙ্গো নিনদন্ ভৈরবস্বনম্।
পপাত সহসা ভূমৌ মমার চ মহাসুরঃ॥ ১৫৪
কেশিনং নিহতং দৃষ্ট্বা দিবি দেবগণা ভৃশম্।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্॥ ১৫৫
ইত্থং শিশুত্বে বৈ দৈত্যান্ হরির্হত্বা বলোৎকটান্
স মুমোদ সুখেনৈব বলরামসমন্বিতঃ॥ ১৫৬
ইন্দীবরদলশ্যামঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী বনমালাবিভূষিতঃ॥ ১৫৭
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
বিচিত্রাভরণৈর্যুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ॥
আসক্ততুলসীমালঃ কস্তূরীতিলকাঙ্কিতঃ।
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকবরীকৃতকেশবান্॥ ১৫৯

গণ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কৃষ্ণ সেই ভীষণ দানবেন্দ্রকে [illegible] তালতরু উৎপাটনপূর্ব্বক তাহার শৃঙ্গ মধ্যে আঘাত করিলেন। তাহাতে তাহার মস্তক ও শৃঙ্গ ভগ্ন হইল। সে রুধির ধারা বমন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া ভীমবেগে ধরাতলে পতিত ও ত্যক্তজীবিত হইল। মহাদেহ দনুজাধিপ অরিষ্টকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদিগকে পুনরায় আহ্বানপূর্ব্বক গোব্রজে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন পরে কেশী নামে মহাসুর গোবিন্দকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বদেহ ধারণপূর্ব্বক ব্রজধামে উপস্থিত হইল। কেশী রম্য ব্রজে গমন করিয়া উচ্চ হ্রেষারব করিতে লাগিল। সেই মহাশব্দে ভুবনত্রয় পরিপূরিত হইল। সুরগণ ভীত হইয়া সকলেই যুগক্ষয়ের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তত্রত্য গোপ-গোপীগণ প্রথমে সেই রবে মোহিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িল; অনন্তর তাহারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। গোপীগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের [illegible] হইল [illegible] ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ 'মাভৈঃ মাভৈঃ' বলিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন। অনন্তর গোপীগণকে আশ্বস্ত করিয়া বাসবানুজ গোবিন্দ লীলাবশে সেই দৈত্যের মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তাহাতে কেশীর দন্ত-নেত্র বিভিন্ন হইল। সে মহাশব্দে নিনাদ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন এক মহাশিলা তাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণিত হইল। মহাসুর ভৈরব রব করিতে করিতে সহসা ভূপতিত হইয়া জীবন হারাইল।১৩৯—১৫৫। কেশীকে নিহত দেখিয়া স্বর্গবাসী দেবগণ সাধু সাধু রবে অতিমাত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হরি এইরূপে শৈশব অবস্থাতেই বলোৎকট দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়া বলরাম সহ সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দীবরদলশ্যাম, পদ্মপত্রনিভনেত্র, পীতাম্বরধর, বনমালামণ্ডিত, কৌস্তুভোদ্ভাসিতবক্ষ, বিচিত্র মাল্য ও অনুলেপনযুক্ত, বিচিত্র আভরণান্বিত, কুণ্ডলযুগলোদ্ভাসিত, তুলসীমালা ও কস্তূরীতিলক দ্বারা অলঙ্কৃত; তাঁহার

বর্হৈর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্বর্হিবর্হাবতংসকঃ।
রক্তারবিন্দসদৃশহস্তপাদতলাধরঃ॥ ১৬০
পক্ষমধ্যগশীতাংশুকলঙ্কজলতাননঃ।
হারনূপুরকেয়ূরৈঃ কটকাভ্যাং বিরাজিতঃ॥১৬১
বৃন্দাবনে মহারম্যে ফলপুষ্পবিরাজিতে।
রম্যং নিনাদয়ন্ বেণুং তত্রাস্তে যদুনন্দনঃ॥১৬২
অবধীরিতকন্দর্পকোটিলাবণ্যমচ্যুতম্।
সর্ব্বা গোপস্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা মন্মথাস্ত্রেণ পীড়িতাঃ॥
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছৎ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাস্তু গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ
ক্রোধেনৈব যথা দৈত্যাঃ সমেত্য মধুসূদনম্।
নিধনং প্রাপ্য সংগ্রামে হতা মুক্তিমবাপ্নুয়ুঃ॥১৬৬
কামক্রোধৌ নৃণাং লোকে নিরয়স্যৈব কারণম্

মস্তকের কেশপাশ সুস্নিগ্ধ নীল কুটিল, তাহাতে নানাবিধ পুষ্প নিবদ্ধ। তিনি ময়ূরপুচ্ছধর; কর, চরণতল ও অধর তাঁহার কোকনদনিভ, পক্ষমধ্যগত চন্দ্রমার কলঙ্ক-রেখার ন্যায় তদীয় বদনে জলতা বিরাজমান। হার, নূপুর, কেয়ূর ও কটকযুগল দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত। এহেন রূপে, এহেন বেশে যদু-নন্দন সেই ফলকুসুমশোভিত পরম মনোরম বৃন্দাবনে মধুর বেণুরব করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপের নিকট কোটি কোটি কন্দর্পের লাবণ্য অবজ্ঞাত হইতেছিল, তাদৃশ অচ্যুতকে অবলোকন করিয়া সমস্ত গোপনারী মন্মথাস্ত্রে পীড়িত হইতে লাগিল। পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সুন্দর দেহ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাই গোকুলে তাঁহারা সকলে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং যেমন দৈত্যগণ ক্রোধে মধুসূদনের নিকট আসিয়া সংগ্রামে নিহত ও মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহারা হরিকে কামভাবে ভজনা করিয়া ভবার্ণব হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। সংসারে কাম এবং

হরিং সমেত্য ভাবেন মুক্তা গোপ্যঃ সুরদ্বিষঃ
কামাত্তয়াদ্বা দ্বেষাদ্বা যে ভজন্তি জনার্দ্দনম্।
তে প্রাপ্নুবন্তি বৈকুণ্ঠং কিং পুনর্ভক্তিযোগতঃ॥
তস্য বেণুধ্বনিং শ্রুত্বা রজন্যাং বরবাসনাঃ।
শয়নাদুত্থিতাঃ সর্ব্বা বিকীর্ণাম্বরমূর্দ্ধজাঃ॥ ১৬৯
ত্যক্ত্বা পতীন্ সুতান্ বন্ধূংস্ত্যক্ত্বা লজ্জাং কুলং স্বকম্।
জগৎপতিং সমাজগ্মুঃ কন্দর্পশরপীড়িতাঃ॥ ১৭০
সমেত্য গোপ্যঃ সর্ব্বাস্তু ভুজৈরালিঙ্গ্য কেশবম্
বুভুজুশ্চাধরং দেব্যঃ সুধামৃতমিবামরাঃ॥ ১৭১
তাভিঃ সর্ব্বাভিরাশ্লেষঃ ক্রীড়য়ামাস গোব্রজে
তেনার্পিতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা রেমিরে নির্ভয়া ব্রজে॥
ইত্যেবং রময়ামাসুরহন্যহনি কেশবম্।
বৃন্দাবনে মনোরম্যে কালিন্দীপুলিনে তথা॥
পার্ব্বত্যুবাচ।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় জগত্যামবতীর্য্য সঃ।

ক্রোধ নরগণের নিরয়প্রাপ্তির কারণ, কিন্তু গোপীগণ এবং অসুরগণ যথাক্রমে সেই কাম এবং ক্রোধভাবে হরির ভজনা করিয়া মুক্তি-লাভ করিয়াছিল। কাম, ভয় বা দ্বেষ যেভাবেই যাহারা জনার্দ্দনের ভজনা করুক, তাহারাই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা ভক্তিভাবে ভজনা করে, তাহাদের কথা আর কি কহিব? ১৫৫--১৬৮। রাত্রিকালে গোপাঙ্গনাগণ তাঁহার বেণুরব শুনিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইত; তাহাদের বসন ও কেশপাশ বিস্রস্ত হইয়া যাইত। তাহারা কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া পতি, পুত্র, বন্ধু, লজ্জা, কুল সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া জগৎপতির নিকট উপস্থিত হইত। অমরগণ যেমন অমৃত পান করেন তেমনি গোপীগণ সকলে আসিয়া কেশবকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার অধরসুধা পান করিত। আশ্লেষ কেশব এইভাবে গোব্রজে গোপী-গণসহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোপ-নারীগণও নির্ভয়ে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। মনোরম বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে এইরূপে গোপাঙ্গনারা নিত্য নিত্য

পরদারাভিগমনং কথং কুর্য্যাজ্জনার্দ্দনঃ॥ ১৭৪
মহাদেব উবাচ।
স্বশরীরে পরেষঙ্গভেদো নাস্তি শুভাননে।
সর্ব্বং জগচ্চ তস্যাঙ্গং পৃথগত্র ন বিদ্যতে॥১৭৫
স্ত্রীপুম্ভেদো ন বৈ তস্য পুরুষস্য মহাত্মনঃ।
নৈসর্গিকস্য ভর্ত্তৃত্বাদাত্মেশত্বাজ্জগৎপতেঃ॥
তথাপহৃতপাপ্মত্ব সামর্থ্যাদ্ব্যাপিনঃ প্রভোঃ।
দোষোঽত্র নাস্তি সুভগে দেবস্য পরমাত্মনঃ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
এবমুক্ত্বা তু গিরিজাং রুদ্রঃ শ্রীত্রিপুরান্তকঃ।
কৃষ্ণস্য শেষং চরিতমাখ্যাতুং সম্প্রচক্রমে॥১৭৮
মহাদেব উবাচ।
শরৎকালে তু সম্প্রাপ্তে নন্দগোপপুরোগমাঃ।
গোপা মহোৎসবং কর্ত্তুমারব্ধাস্ত্রিদশাম্পতেঃ॥
তদুৎসবন্তু গোবিন্দো নিবার্য্যাথ শতক্রতোঃ।
গোবর্দ্ধনাদ্রিরাজস্য কারয়ামাস বীর্য্যবান্॥ ১৮০

ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষো নন্দগোপস্য গোব্রজে
ববর্ষ চ মহাবৃষ্টিং সপ্তরাত্রং নিরন্তরম্॥ ১৮১
গোবর্দ্ধনং সমুৎপাট্য মহাশৈলং জনার্দ্দনঃ।
গবাং সংরক্ষণার্থায় ধারয়ামাস লীলয়া॥ ১৮২
তস্য চ্ছায়াং গিরেঃ প্রাপ্য গোপা গোপ্যশ্চ সুব্রতে।
অবসংশ্চ সুখেনৈব হর্ম্ম্যান্তরগতা ইব॥১৯৩
ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো ভীতঃ সম্ভ্রান্তচেতসা।
বারয়ামাস তদ্বর্ষং যযৌ নন্দস্য তদ্ব্রজম্॥১৮৪
কৃষ্ণোঽপি তং মহাশৈলং যথাপূর্ব্বং ন্যবেশয়ৎ।
গোপবৃদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে নন্দগোপপুরোগমাঃ॥
পরিপূজ্য চ গোবিন্দং পরং বিস্ময়মাযযুঃ।
ততঃ শতক্রতুর্দ্দেবঃ সমেত্য মধুসূদনম্।
তুষ্টাব প্রাঞ্জলির্ভূত্বা হর্ষগদ্গদয়া গিরা॥ ১৮৬
ইন্দ্র উবাচ।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বজ্ঞাতিত্রিবিক্রম।
ত্রিগুণাতীত সর্ব্বেশ বিশ্বস্যাত্মন্নমোঽস্তু তে॥
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ ক্রতুর্হবিঃ।

রমণ করিতে লাগিল। পার্ব্বতী কহিলেন,—জনার্দ্দন ধর্ম্মরক্ষার্থ জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে পরদারগমন করিলেন? মহাদেব কহিলেন,—বরাননে! তাঁহার স্বদেহে এবং পরদেহে ভেদ নাই। এই নিখিল জগৎই তাঁহার অঙ্গ, পৃথক্ কিছুই নাই। সেই মহাত্মা মহাপুরুষের স্ত্রীপুংভেদ পরিলক্ষিত হয় না। হে সুভগে! সেই নৈসর্গিক জগৎপতি জগদ্ব্যাপী প্রভু পরমাত্মদেবের ভর্ত্তৃত্ব, আত্মেশত্ব তথা পাপহরণের সামর্থ্যবশতঃ এ ব্যাপারে দোষ কিছুই নাই। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ত্রিপুরারি মহাদেব গিরিজাকে এই কথা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের শেষ চরিত কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেব কহিলেন,—শরৎকাল উপস্থিত হইলে নন্দগোপপ্রমুখ গোপগণ ইন্দ্রোৎসব করিতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দ সেই উৎসব নিবারণ করিয়া অদ্রিরাজ গোবর্দ্ধনের উৎসব করাইলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ গোকুলে নন্দগোপের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সপ্তরাত্র নিরন্তর মহা বৃষ্টি করিলেন। জনার্দ্দন মহাগিরি গোবর্দ্ধন উৎপাটন করিয়া গোগণের রক্ষণার্থ অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন। হে সুব্রতে! সেই গিরির ছায়া পাইয়া গোপগোপীগণ হর্ম্ম্যমধ্যগতের ন্যায় বিনা ক্লেশে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর সহস্রাক্ষ ভীত হইয়া সম্ভ্রান্তচিত্তে সেই বর্ষণ বারণ করিয়া নন্দগোকুলে আগমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাগিরিকে পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে রাখিয়াছিলেন। নন্দগোপপ্রমুখ গোপবৃদ্ধগণ গোবিন্দকে পূজা দিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তখন দেব শতক্রতু মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক হর্ষগদ্গদ্ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৬৯—১৮৬। ইন্দ্র কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বজ্ঞ ত্রিবিক্রম! তোমাকে নমস্কার করি। হে ত্রিগুণাতীত সর্ব্বেশ বিশ্বাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে কেশব! তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি ক্রতু, তুমি হবি, এবং তুমিই পিতা মাতা। তুমি সর্ব্বাগ্রে

ত্বমেব সর্ব্বদেবানাং পিতা মাতা চ কেশব ॥
অগ্রে হিরণ্যগর্ভস্ত্বং ভূতস্থ সমবর্ত্তত।
ত্বমেবৈকঃ পতিরসি পুরুষস্ত্বং হিরণ্ময়ঃ ॥ ১৮৯
পৃথিবীং দ্যামিমাং দেব ত্বমেব ধৃতবানসি।
আত্মদঃ ফলদো যশ্চ স্যাদেবং জগদীশ্বর ॥১৯০
অবাপ্তং তচ্চ ত্রিদশৈঃ প্রকাশং জগতাং পতেঃ
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ ছায়া তব সনাতন ॥ ১৯১
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্‌।
হেমবন্ত ইমে যস্য সম্ভূতা হিরণ্ময়াঃ ॥ ১৯২
সমুদ্রা রসনা যস্য বাহস্তস্যৈব কেশব।
ইমা দিশঃ প্রতিদিশো বায়ুৰ্য্যস্য তবাব্যয় ॥১৯৩
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্‌।
যেন ত্বয়া সমারূঢ়া পৃথিবী বৰ্দ্ধিতা পুনঃ ॥ ১৯৪
স্বর্লোকঃ স্তম্ভিতো যেন ত্বয়া ব্রহ্মমহেশ্বর।
ত্বমন্তরীক্ষে রজসো বসানঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥১৯৫
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্‌।

হিরণ্যগর্ভ, তুমিই একমাত্র পতি, তুমিই হিরণ্ময় পুরুষ। এই পৃথ্বী ও স্বর্গ তুমিই ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে জগদীশ্বর! আপনার আবির্ভাব আত্মপ্রদ এবং জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরও ফলপ্রদ; আপনি জগৎপতি, আপনার সেই আবির্ভাবও দেবগণের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। হে সনাতন! অমৃত ও মৃত্যু আপনার ছায়া, আপনি সেই অনির্ব্বচনীয় দেব, আমারা হবিঃপ্রদান সহকারে আপনার সন্তোষ বিধান করিতেছি। অশেষ সুবর্ণ পরিপূর্ণ হিরণ্ময়াদি পর্ব্বতসমূহ যাঁহার কটাক্ষে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সমুদ্রনিচয় যাঁহার রসনা, আর হে কেশব! দিক্‌ বিদিক্‌ ও বায়ু ইহারা যাঁহার বাহন, হে অব্যয়! আপনি সেই অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ; আমরা হবিঃপ্রদানে আপনার সন্তোষ সাধন করিতেছি। হে ব্রহ্মন্‌! আপনি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া অগ্রে যখন আকারবৃদ্ধি দ্বারা পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে আবৃত করিয়াছিলেন, তখন স্বর্লোকও স্তম্ভিত হইয়াছিল; আপনি সর্ব্বগ ও অব্যয়; পরন্তু অন্তরীক্ষে থাকিয়া রজোগুণ

যং ক্রন্দসি রাজমানে তদ্ভাসে গুণান্বিতে ॥
অভ্যৈক্ষে তাঞ্চ মনসা অবক্তুং শ্রীশ্চ সর্ব্বদা।
যত্রাস্তি সূর উদিতো বিভাতি পরমে পদে ॥
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্‌।
যদাপো বৃহতীর্বিশ্বব্রহ্মমায়াং জনার্দ্দনাঃ ॥ ১৯৮
গর্ভং দধানাঃ স্বর্গেঽত্র জনয়ন্তীরঘোঘরুৎ।
সমবর্ত্তত দেবানামসুরেকোঽব্যয়ো বিভুঃ ॥১৯৯
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্‌।
যা আপো মহিনা দক্ষং পর্য্যপশ্যৎ প্রজাপতিম্‌
যজ্ঞং দধানাস্তত্রাদৌ জনয়ন্তীর্হবিঃ পুমান্‌।
যো দেবেষ্বেক এবাসীদধিদেবঃ পরাৎপরঃ ॥
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্‌।

বহুল বসন ধারণ করিয়া থাকেন; আপনি সেই অনির্ব্বচনীয় দেব, আমরা হবিঃপ্রদানে আপনার সন্তোষ বিধান করিতেছি। আপনি বাক্য-মনের অগোচর হইয়াও যখন গুণের অভিব্যক্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল জ্যোতীরূপে শোভা বিকাশ করেন, এবং ক্রমে বহুধা বিভক্ত জীবাকারে সংসারে বিবিধ দুঃখানুভবে রোদন করেন, তখন জীবনিবহ আপনাতে অধিষ্ঠিতা লক্ষ্মীকে মানস নেত্রে অবলোকন করিতে সমর্থ হয়; সূর্য্যও আপনার পরম পদবাচ্য মহাকাশে উদিত হইয়া শোভা বিস্তার করেন; আপনি সেই অনির্ব্বচনীয় দেব; আমরা হবিঃপ্রদানে আপনার সন্তোষ বিধান করিতেছি। আপনার মায়াশক্তি জলরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবসমূহের ক্লেশের কারণস্বরূপ হয়; যাহার অভ্যন্তরে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা বিরাজ করেন, এতাদৃশ বিশ্বরূপ গর্ভ ধারণ করিয়া এই সৃষ্টির প্রবর্ত্তিকরূপে অবস্থান করেন, পরন্তু আপনি একমাত্র অব্যয় বিভুরূপেই অবস্থানপূর্ব্বক দেবগণেও প্রাণ শক্তির স্ফুরণ করিয়া দেন; আপনি সেই অনির্ব্বচনীয় দেব, আমরা হবিঃপ্রদানে আপনার সন্তোষ বিধান করিতেছি। ১৮৭—১৯৯। আপনি দেবগণ মধ্যে একমাত্র পরাৎপর অধিদেব পুরুষ; আপনার মহিমায় সেই জলরাশি

মা নো হিংসীর্জ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা অব্যয়ঃ পুমান্
যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজানাব্যয় ঈশ্বরঃ।
যশ্চন্দ্রো বৃহতীরাপো জজান সকলং জগৎ ॥২০৩
তস্মৈ দেবায় ভবতে বিধেম হবিষা বয়ম্।
এতানি বিশ্বজাতানি বভূব পরিতাঃ প্রভো ॥
ত্বদুৎপন্নং প্রজাধ্যক্ষ ভবিষ্যদ্ভূতমচ্যুত।
যজামস্ত্বাঞ্চ যৎকামাস্তন্নো অস্তু সমাসতঃ ॥২০৫
ত্রয়াণাং পতয়ঃ স্যাম তব কারুণ্যবীক্ষণাৎ।
হিরণ্ময়াখ্যঃ পুরুষো হিরণ্যশ্মশ্রুকেশবান্ ॥২০৬
আপ্রণখাৎ সর্ব্বঃ হিরণ্যঃ সবিতা তু হিরণ্যভাক্
অসৌ সর্ব্বগতো ব্রহ্ম যস্তাদিত্যো ব্যবস্থিতঃ ॥
তদ্বৈ দেবস্য সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ উত্তমম্।

দক্ষ প্রজাপতিকে সৃষ্ট হইতে দেখিয়া যজ্ঞ সাধনার্থ প্রথমেই হবিরুৎপাদন করিয়াছিল, আপনি সেই অনির্ব্বচনীয় দেব, আমরা হবিঃ-প্রদানে আপনার সন্তোষ সাধন করিতেছি। যে অব্যয় পুরুষ এই পৃথিবীর উৎপাদক, যে সত্যধর্ম্মস্বরূপ অব্যয় ঈশ্বর এই অন্তরীক্ষ লোকের উদ্ভব বিধান করিয়াছেন, যিনি চন্দ্ররূপে নিখিল জগদুৎপত্তির মূলীভূত অসীম জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি সেই অনির্ব্বচনীয় দেব, আমরা হবিঃপ্রদানে আপনার সন্তোষ বিধান করিতেছি। আপনি আমাদিগের হিংসা করিবেন না। হে প্রভো! সেই জলরাশির নানা অংশে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; হে অচ্যুত, প্রজাধ্যক্ষ! যাহারা ভাবিকালে জন্মিবে, আর যাহারা অতীত কালে উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন; হে ভগবন্! অমারা যাহা কামনা করিয়া আপনার উপাসনা করিতেছি, আমাদের সেই অভিলাষ সংক্ষেপেই সম্পন্ন হউক। আপনার করুণাপূর্ণ অবলোকনে আমরা যেন ত্রিলোকের পতি হইতে পারি। আপনি হিরণ্ময়াখ্য পুরুষ, হিরণ্যকেশশ্মশ্রুশালী, হিরণ্যের আস্পদ ও সবিতা; আপনার আনখাগ্র সমস্তই হিরণ্ময়; আপনিই সেই আদিত্য-

সদা ধীমহি তে রূপং ধিয়ো যো নঃ প্রভাতি হি
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীশ সর্ব্বেশ কেশব।
বেদান্তবেদ্য যজ্ঞেশ যজ্ঞরূপ নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে বাসুদেবায় গোপবেশায় তে নমঃ।
তৎ সর্ব্বধ্বংসনাদেব অপরাধং ময়া কৃতম্ ॥
তৎক্ষম্যতাং জগন্নাথ ঘৃণাব্ধে পুরুষোত্তম।
অল্পেনৈব হি কালেন জহি কংসং দুরাসদম্।
দেবানাং হি হিতং কৃত্বা সুখেঽবস্থায় মেদিনীম্

মহাদেব উবাচ।

ইতি সংস্তুত্য গোবিন্দং সর্ব্বদেবেশ্বরো হরিঃ।
সুধামৃতেনাভ্যষিঞ্চদ্দিব্যাম্বরবিভূষণৈঃ ॥২১২
অর্চ্চয়িত্বা তু দেবেশং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ।
গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ দৃষ্ট্বা তত্র শতক্রতুম্ ॥২১৩
তেন তে পূজিতাশ্চৈব প্রহর্ষমতুলং যযুঃ।

মধ্যগত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, এবং আপনিই স্বপ্রকাশ স্বরূপ ও অখিল জগতের স্রষ্টা; আপনার সেই অত্যুত্তম তেজঃসম্পন্ন মহনীয় রূপ যাহা আমাদিগের বুদ্ধির বিকাশক; সেই তেজঃপুঞ্জই আমরা সর্ব্বদা চিন্তা করি। হে শ্রীশ সর্ব্বেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমায় নমস্কার। হে বেদান্তবেদ্য, যজ্ঞেশ, যজ্ঞরূপ। তোমাকে নমস্কার। তুমি গোপ বেশধারী বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। আমি বর্ষণাদি দ্বারা তোমার গোকুল ধ্বংস করিয়া অপরাধ করিয়াছি। হে জগন্নাথ, কৃপানিধে, পুরুষোত্তম! তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর। অল্পকাল মধ্যেই দুরাসদ কংসকে বিনাশ করিয়া দেবগণের হিতসাধনান্তে মেদিনীকে তুমি সুখাবস্থায় উপনীত কর। ২০০—২১১। মহাদেব কহিলেন,—সর্ব্বদেবপতি ইন্দ্র গোবিন্দকে এইরূপ স্তব করিয়া সুধাধারায় অভিষিক্ত করিলেন এবং দিব্য অম্বর ও দিব্য বিভূষণ দ্বারা দেবেশকে অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করিলেন। গোপবৃদ্ধগণ ও গোপীগণ তথায় শতক্রতুকে দেখিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অনুপম

রামকৃষ্ণৌ মহাবীর্য্যৌ দিব্যাভরণভূষিতৌ॥
নন্দস্য গোব্রজে রম্যে সুসুখেনৈব তস্থতুঃ।
এতস্মিন্নন্তরে দেবি নারদো মুনিসত্তমঃ॥ ২১৫
সহসা মথুরাং গত্বা কংসস্যান্তিকমাবিশৎ।
রাজ্ঞা সম্পূজিতস্তত্র সমাসীনঃ শুভাসনে॥২১৬
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়ামাস চেষ্টিতং শার্ঙ্গিণস্তদা।
দেবতানাং সমুদ্যোগং জন্ম বৈ কেশবস্য চ॥
তথা চ বসুদেবেন পুত্রনিক্ষেপণং ব্রজে।
নিধনং রাক্ষসানাঞ্চ সর্পরাজবিবাসনম্॥ ২১৮
ধারণং গিরিবর্য্যস্য শতক্রতুসমাগমম্।
নিবেদয়িত্বা কংসস্য সর্ব্বং নিরবশেষতঃ॥ ২১৯
প্রযযৌ ব্রহ্মভবনং পূজিতস্তেন রক্ষসা।
কংসঃ সমুদ্বিগ্নমনা মন্ত্রিভিঃ পরিবেষ্টিতঃ॥ ২২০
মন্ত্রয়ামাস তৈঃ সাকমাত্মনো নিধনং প্রতি।
তত্র বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠমক্রূরং ধর্ম্মবৎসলম্।
উবাচাত্মহিতং কার্য্যং দানবেন্দ্রো মহাবলঃ॥

কংস উবাচ।

মত্তয়াত্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে শতক্রতুপুরোগমাঃ।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগত্য ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ॥
স তেষামভয়ং দত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
উৎপন্নো দেবকীগর্ভে মাং হন্তুং মধুসূদনঃ॥
বসুদেবোঽপি দুষ্টাত্মা বঞ্চয়িত্বা তু মাং নিশি।
পুত্রং নিক্ষিপ্তবান্ গেহে নন্দস্য সুদুরাত্মনঃ॥
বালেনৈব দুরাধর্ষো নিহতান্ মহাসুরান্।
মাং হন্তুমপি সন্নদ্ধো ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥২২৫
স তু হন্তুং ন বৈ শক্যঃ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ
উপায়েনৈব হন্তব্যঃ সমানীয় ময়া তদা॥ ২২৬
মদোৎকটৈস্তু মাতঙ্গৈর্মল্লৈশ্চ বরবাজিভিঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন হন্তুং শক্যমিহৈব তু॥ ২২৭
তস্মাত্ত্ব গোব্রজং গত্বা কৃষ্ণং রামঞ্চ যাদব।
সর্ব্বান্ গোপালবৃদ্ধাংশ্চ নন্দগোপপুরোগমান্।
উপভোক্তুং ধনুর্যাগমিহানয় যদূত্তম॥ ২২৮

মহাদেব উবাচ।

তথেত্যুক্তা যদুশ্রেষ্ঠো রথমারুহ্য বীর্য্যবান্।
প্রযযৌ গোকুলং রম্যং কৃষ্ণসন্দর্শনোৎসুকঃ॥

হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর্য্য রাম-কৃষ্ণ দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া নন্দের রম্য গোকুলে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে দেবি! ইত্যবসরে মুনিবর নারদ সহসা মথুরায় আসিয়া কংসের নিকট গমন করিলেন। রাজা কংস তাঁহার পূজা করিলে তিনি তথায় শুভাসনে সমাসীন হইয়া শার্ঙ্গপাণির সর্ব্বচেষ্টা তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। দেবগণের উদ্যোগ, কেশবের জন্ম, বসুদেব কর্ত্তৃক ব্রজে পুত্ররক্ষা, রাক্ষসগণের নিধন, সর্পরাজ-কালিয়ের নির্ব্বাসন, গোবর্দ্ধন গিরিধারণ এবং ইন্দ্রের সমাগম ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই কংসকে নিঃশেষরূপে জ্ঞাপনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নারদ ব্রহ্মভবনে গমন করিলেন। কংস উদ্বিগ্নচিত্তে মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত হইয়া নিজ নিধন সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবল দানবেন্দ্র কংস বুদ্ধিমৎপ্রবর ধর্ম্মবৎসল অক্রূরকে আত্ম-হিতার্থ বলিল—হে অক্রূর! আমার ভয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর নিকট যাইয়া সভয়ে শরণ লইয়াছিল। ভগবান্ ভূতভাবন তাহাদিগকে অভয় দিয়া আমাকে বিনাশ করিবার জন্য দেবকীগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। দুষ্টাত্মা বসুদেব আমাকে বঞ্চনা করিয়া রাত্রিকালে দুরাত্মা নন্দের গৃহে তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। ঐ বসুদেবপুত্র বাল্যকাল হইতে দুর্দ্ধর্ষ; সে মহাসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমাকে বিনাশ করিবার জন্যও সুসজ্জিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে বধ করিতে ইন্দ্রাদি দেবগণও সমর্থ নহেন। অতএব একটা উপায় করিয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে। আমি তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়া মদগর্ব্বিত মাতঙ্গ, মল্ল, তেজস্বী অশ্ব বা অন্য কোন উপায় দ্বারা বধ করিতে পারিব। অতএব হে যাদব! তুমি গোব্রজে গিয়া রাম, কৃষ্ণ এবং নন্দগোপপ্রমুখ অন্যান্য গোপালবৃন্দকে ধনুর্যজ্ঞ দর্শনার্থ এই স্থানে আনয়ন কর।২১২-২২৮। মহাদেব কহিলেন,—যদুবর অক্রূর 'তথাস্তু' বলিয়া

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো গবাং মধ্যে ব্যবস্থিতম্।
দদর্শ কৃষ্ণমক্লিষ্টমক্রূরো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২৩০
নীলনীরদসঙ্কাশং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
পদ্মপত্রং বিশালাক্ষং দীর্ঘবাহুমনাময়ম্ ॥ ২৩১
পীতবস্ত্রেণ সংবীতং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্।
কৌস্তভোদ্ভাসিতোরস্কং রত্নকুণ্ডলশোভিতম্ ॥
তুলসীবনমালাঢ্যাং বন্যপুষ্পাবতংসকম্।
গোপকন্যাপরিবৃতং দৃষ্ট্বা তত্র জনার্দ্দনম্ ॥ ২৩৩
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো হর্ষাশ্রুপ্লুতলোচনঃ।
অবরুহ্য রথাত্তস্মাৎ প্রণনাম যদূদ্বহঃ ॥ ২৩৪
হর্ষাৎ সমেত্য গোপালং পরিণীয় প্রণম্য চ।
রক্তারবিন্দসদৃশৌ বজ্রচক্রাঙ্কচিহ্নিতৌ ॥ ২৩৫
স্বমূর্দ্ধ্নি ধৃত্বা পাদাব্জৌ প্রণনাম পুনঃপুনঃ।
কৈলাসশিখরাভাসং নীলাম্বরধরং প্রভুম্ ॥২৩৬
শরৎপূর্ণেন্দুসদৃশং মুক্তাদামবিভূষিতম্।
বলরামং ততো দৃষ্ট্বা প্রণনাম স যাদবঃ ॥ ২৩৭
হর্ষেণোত্থাপ্য তৌ বীরৌ পরিগৃহ্য যদূত্তমৌ।
গৃহমাজগ্মতুর্ব্বীরৌ তেনাক্রূরেণ বৃষ্ণিণা ॥ ২৩৮
নন্দগোপস্তু তং দৃষ্ট্বা যদুশ্রেষ্ঠং সমাগতম্।
অভিগম্য মহাতেজা নিবেশ্য পরমাসনে ॥২৩৯
অর্চ্চয়ামাস বিবিধৈরর্ঘ্যপাদ্যাদিভির্মুদা।
বস্ত্রৈঃ সমস্তৈর্দিব্যৈরর্চ্চয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ২৪০
অক্রূরো রামকৃষ্ণাভ্যাং বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
প্রদদৌ নন্দগোপায় যশোদায়ৈ চ যাদবঃ ॥২৪১
পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রমাসীনস্তু কুশাসনে।
রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি সম্পৃষ্টোবাচ বুদ্ধিমান্ ॥

অক্রূর উবাচ।

এষ কৃষ্ণো মহাতেজাঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
দেবতানাং হিতার্থায় সাধূনাং রক্ষণায় চ ॥২৪৩
ভূভারকবিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
কংসাদীনান্তু দৈত্যানাং সর্ব্বেষাং নিধনায় চ ॥
সম্প্রার্থিতঃ সুরগণৈর্মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
দেবকীজঠরে জাতঃ প্রাবৃট্কালে মহানিশি।
ভয়াৎ কংসস্য দেবেশমানীয়ানকদুন্দুভিঃ।

কৃষ্ণদর্শনে সমুৎসুকচিত্তে রম্য গোকুলে গমন করিলেন। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বিনীত অক্রূর গোসমূহের মধ্যস্থিত অক্লিষ্ট কৃষ্ণকে তথায় দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—তিনি নীলনীরদনিভ, নিখিলাভরণভূষিত, পদ্মপত্রবৎ বিশালনেত্র, দীর্ঘবাহু, অনাময়, পীতপট-পরিহিত, সর্ব্বাবয়ব-সুন্দর, কৌস্তভোদ্ভাসিত-বক্ষ, রত্নকুণ্ডলমণ্ডিত, তুলসীবনমালাযুত, বন্যপুষ্পাবতংসক এবং গোপকন্যাগণে পরিবৃত। এহেন জনার্দ্দনকে দর্শন করিয়া অক্রূরের সর্ব্বগাত্র পুলকাঙ্কিত হইল এবং নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। যদুবর অক্রূর রথ হইতে অবতরণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রহর্ষভরে নিকটে গিয়া তাঁহার রক্তপদ্মনিভ বজ্রচক্রাঙ্কিত পাদপদ্মযুগল স্বীয় মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর যদুবর অক্রূর—কৈলাস-শিখরাভ নীলাম্বরধারী শারদ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, মুক্তাদামমণ্ডিত বলরামকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। তখন বীরযুগল—কৃষ্ণ বলরাম সহর্ষে অক্রূরকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত স্বগৃহে উপনীত হইলেন। মহাতেজা নন্দগোপ সেই যদুবরকে স্বীয় গৃহে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বরাসনে উপবেশন করাইয়া অর্ঘ্য-পাদ্যাদি দিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। নন্দগোপ দিব্য বস্ত্র এবং নানা পূজোপকরণ দ্বারা ভক্তিভরে অক্রূরের অর্চ্চনা করিলে, অক্রূর, রাম-কৃষ্ণ ও নন্দ-যশোদাকে বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন। তিনি কুশাসনে সমাসীন হইয়া নিরাকুলভাবে কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পরে বুদ্ধিমান্ অক্রূর রাজকার্য্যবিষয়ক সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন। ২২৯—২৪২। অক্রূর কহিলেন,—এই মহাতেজা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ অব্যয় নারায়ণ; ইনি দেবগণের হিত, সাধুগণের রক্ষণ, ভূভার অপনোদন, ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং কংসাদি সর্ব্বদৈত্যের নিধনের জন্য সুরগণ ও মহাত্মা মুনিগণের প্রার্থনায় প্রাবৃট্ কালের মহানিশায় দেবকী-জঠরে জন্ম লইয়াছেন। বসুদেব কংসের

তব গেহে তদা রাত্রৌ পুত্রং নিঃক্ষিপ্তবান্ হরিম্।
তস্মিন্নেব তু কালেঽপি যশোদা তু যশস্বিনী।
কন্যাং মায়াংশসম্ভূতাং প্রসূতা তু শুভাননাম্॥
তয়া সম্মোহিতং সর্ব্বমিদং ব্রজকুলং শুভম্।
মূর্চ্ছিতায়া যশোদায়াঃ শয়নে যদুপুঙ্গবম্॥ ২৪৮
কৃষ্ণং নিক্ষিপ্য তাং কন্যামাদায় স্বগৃহং যযৌ।
তান্তু নিক্ষিপ্য দেবক্যাঃ শয়নে বহিরাগমৎ॥
সা রুরোদ ততঃ ক্ষিপ্রং দেবকীশয়নে স্থিতা।
তচ্ছ্রুত্বা সহসা কংসঃ কন্যামাদায় সুব্রত॥ ২৫০
ভ্রাময়িত্বা শিলাপৃষ্ঠে চিক্ষেপোৎপত্য বীর্য্যবান্
সমুত্থায় চ সা কন্যা সায়ুধাষ্টভুজান্বিতা।
গগনস্থা রুষা কংসং প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা॥২৫১

কন্যোবাচ।

যোঽনন্তঃ সর্ব্বদেবানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ।
যাতস্তব বধার্থায় গোব্রজে দানবাধম॥২৫২

অক্রূর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া হিমবন্তং সমাযযৌ।
তদা প্রভৃতি দুষ্টাত্মা ভয়াদুদ্বিগ্নমানসঃ॥ ২৫৩
দানবান্ প্রেষয়ামাস নিধনায় মহাত্মনঃ।
বালেনৈব হতাঃ সর্ব্বে লীলয়ানেন ধীমতা॥
অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি কৃতবান্ পরমেশ্বরঃ।
গোবর্দ্ধনাদিধরণং নাগরাজবিবাসনম্॥ ২৫৫
সমাগমং মহেন্দ্রস্য নিধনং সর্ব্বরক্ষসাম্।
শ্রুত্বা দেবর্ষিণাখ্যাতমতীব ভয়পীড়িতঃ॥ ২৫৬
ইতো নীত্বা মহাবাহূ রামকৃষ্ণৌ দুরাসদৌ।
মদোৎকটৈর্ম্মহানাগৈর্ম্মল্লৈর্বা হন্তুমুদ্যতঃ॥ ২৫৭
কৃষ্ণস্যানয়নার্থায় প্রেরয়ামাস মামিহ।
বসুদেবস্য দুষ্টাত্মা নিগ্রহং কৃতবানসৌ॥ ২৫৮
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং চেষ্টিতং দুষ্টাত্মনঃ।
উপভোক্তুং ধনুর্যাগং যূয়ং সর্ব্বে ব্রজৌকসঃ॥
দধ্যাজ্যাদি গৃহীত্বা বৈ শ্বো ভূতে গন্তুমর্হথ।
সহিতা রামকৃষ্ণাভ্যাং গোপাঃ সর্ব্বে তদন্তিকম্

ভয়ে রাত্রিকালে আনিয়া তোমার গৃহে এই দেবপ্রবর পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় যশস্বিনী যশোদা এক মায়াংশসম্ভূতা শুভাননা কন্যা প্রসব করেন। সেই কন্যার মায়াতেই এই নিখিল ব্রজকুল মোহিত হইয়াছিল। বসুদেব মূর্চ্ছিতা যশোদার শয্যায় কৃষ্ণকে স্থাপনপূর্ব্বক সেই কন্যা লইয়া স্বীয় গৃহে আগমন করিলেন। বসুদেব কন্যাটী দেবকীর শয্যায় রাখিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। দেবকীর শয্যায় শায়িত হইয়া কন্যা রোদন করিতে লাগিল। হে সুব্রত! সেই রোদনধ্বনি শুনিয়া বীর্য্যবান্ কংস কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক শূন্যপথে ঘুরাইয়া শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। শিলাহতা কন্যা উত্থিত হইয়া শূন্যে সায়ুধ অষ্টভুজাকারে অবস্থানপূর্ব্বক সক্রোধে গম্ভীর বাক্যে কংসকে কহিল,—রে দানবাধম! যে পুরুষোত্তম অনন্ত সর্ব্বদেবের অধীশ্বর, তিনি তোর বধের জন্য গোকুলে গিয়াছেন। অক্রূর কহিলেন,—সেই কন্যারূপিণী মহামায়া এই কথা কহিয়া হিমালয়ে গেলেন। তখন হইতে সেই দুরাত্মা কংস ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত দানবদিগকে প্রেরণ করিতেছে। এই ধীমান্ কৃষ্ণ বালক হইয়াও সেই সকল দানবকে লীলাক্রমে নিহত করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনাদি ধারণ, নাগরাজের নির্ব্বাসন, মহেন্দ্রসমাগম ও সমস্ত রাক্ষসের নিধন ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম পরমেশ কৃষ্ণ করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদের মুখে এই সকলে শ্রবণ করিয়া কংস অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইয়াছে। তাই এস্থান হইতে মহাবাহু রামকৃষ্ণকে লইয়া গিয়া মদমত্ত মহামাতঙ্গ ও মল্লগণ দ্বারা তাঁহাদের নিধন সাধনে সচেষ্ট হইয়াছে। দুষ্টাত্মা কংস বসুদেবনিগ্রহ যথেষ্টই করিয়াছে; এক্ষণে কৃষ্ণকে লইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছে।২৪৩—২৫৮। সেই দুষ্টাত্মা কংসের আচরণের বিষয় এই আমি সকলই তোমার নিকট বলিলাম, অতএব তোমরা সমস্ত ব্রজবাসী ধনুর্যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য দধি ঘৃতাদি গ্রহণপূর্ব্বক রামকৃষ্ণসহ কল্যই মথুরায় গমন করিবে। এই যাত্রায়

কৃষ্ণেন নিহতঃ কংসো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পরিত্যজ্য ভয়ং তস্মাদ্‌গমিষ্যধ্বং নৃপাজ্ঞয়া ॥২৬১
মহাদেব উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা স তদাক্রূরস্তূষ্ণীমাসীৎ সুবুদ্ধিমান্।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দারুণং রোমহর্ষণম্ ॥ ২৬২
নন্দগোপমুখাঃ সর্ব্বে গোপবৃদ্ধা ভয়াতুরাঃ।
বভাসিরে মহাদুঃখসাগরে শোকমোহিতাঃ ॥
তানাশ্বাস্য হরিস্তত্র দৃষ্ট্বা কমললোচনঃ।
ন ভীঃ কার্য্যেতি সম্প্রাহ রাক্ষসং প্রতি বীর্য্যবান্ ॥ ২৬৪
বিনাশায় প্রযাস্যামি কংসস্যাস্য দুরাত্মনঃ।
মথুরাং সহ রামেণ ভবদ্ভিঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ২৬৫
তত্র হত্বা দুরাত্মানং কংসং দানবপুঙ্গবম্।
সর্ব্বাংশ্চ রাক্ষসান্ হত্বা পালয়িষ্যামি মেদিনীম্
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য গচ্ছধ্বং মথুরাং পুরীম্
এবমুক্তাস্তু হরিণা গোপা নন্দপুরোগমাঃ ॥ ২৬৭
মুহুর্ম্মুহুঃ পরিষ্বজ্য মূর্দ্ধঘ্রাণং প্রচক্রিরে।
অপ্রমেয়াণি কর্ম্মাণি বিচার্য্য সুমহাত্মনঃ ॥ ২৬৮
অক্রূরবচনাচ্চৈব গোপাঃ সর্ব্বে গতব্যথাঃ।
দুগ্ধদধ্যাজ্যযুক্তানি শুচীনি বিবিধানি চ ॥২৬৯
পক্বান্নানি সুহৃদ্যানি স্বাদূনি মধুরাণি চ।
অক্রূরায় দদৌ সৌম্যং যশোদা ভোজনং বহু।
সহিতো রামকৃষ্ণাভ্যাং নন্দাদ্যৈর্গোপসত্তমৈঃ।
সুহৃদ্ভির্বালবৃদ্ধৈশ্চ ভবনে সমলঙ্কৃতে ॥ ২৭১
দত্তং যশোদয়া সৌম্যং ভোজনং কলুষাপহম্।
বুভুজে যাদবশ্রেষ্ঠো হ্যন্নং রোগাপহং শুভম্ ॥
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং দত্ত্বাচমনমম্ভসা।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং দদৌ তস্মৈ দৃঢ়ব্রতা ॥ ২৭৩
অস্তং যাতে দিনকরে সন্ধ্যামন্বাস্য যাদবঃ।
সহিতো রামকৃষ্ণাভ্যাং ভুক্ত্বা ক্ষীরান্নমুত্তমম্ ॥
তাভ্যামেব তদাক্রূরঃ শয়নং সমুপাবিশৎ।
তস্মিংস্তু ভবনে শ্রেষ্ঠে রম্যে দীপবিরাজিতে ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক কংস নিশ্চয়ই নিহত হইবে, অতএব তোমরা ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাদেশে সমস্ত গোপই তাহার অন্তিকে গমন করিবে। মহাদেব কহিলেন,—বুদ্ধিমান্ অক্রূর তখন এই সকল কথা কহিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সেই দারুণ রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দগোপপ্রমুখ গোপবৃদ্ধগণ সকলেই ভয়াতুর হইলেন এবং শোকমোহিত হইয়া দুঃখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। কমললোচন হরি তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া আশ্বাস দানান্তে কহিলেন,—আপনারা সেই রাক্ষসের জন্য ভয় করিবেন না। আমি দুরাত্মা কংসের বিনাশের জন্য বলরাম এবং আপনাদের সহিত মথুরাপুরে গমন করিব। তথায় গিয়া দুরাত্মা দানবপুঙ্গব কংসকে এবং অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া এই মেদিনী আমি পালন করিব। অতএব সকলে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মথুরাপুরে গমন করুন। নন্দপ্রমুখ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে বারম্বার আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তাঁহারা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রমেয় কার্য্যাবলীর বিচার এবং অক্রূরের বাক্যে নির্ভর করিয়া ব্যথাবিহীন হইলেন। যশোদা দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং নানা স্বাদু হৃদ্য মধুর পক্বান্ন অক্রূরকে ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। উত্তম অলঙ্কৃত ভবনে রাম, কৃষ্ণ, নন্দাদি গোপশ্রেষ্ঠ এবং বালক বৃদ্ধ সুহৃদ্‌গণ সহ অক্রূর ভোজনে বসিলেন। যশোদা তাঁহাকে শুভ পাপঘ্ন অন্ন প্রদান করিলেন। যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূর রোগাপহ শুভ অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। ২৬৯—২৭২। দৃঢ়ব্রতা যশোদা অক্রূরকে যথারীতি ভোজন করাইয়া পরে তাঁহাকে আচমন-জল এবং আচমনান্তে সকর্পূর তাম্বূল প্রদান করিলেন। অনন্তর দিবাকর অস্তগত হইলে অক্রূর সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রামকৃষ্ণ সহ উত্তম ক্ষীরান্ন ভোজনপূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের সহিতই শয্যায় শয়ন করিলেন। নারায়ণ হরি যেমন শেষপর্য্যঙ্কে শয়ন করেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দীপালোকিত রমণীয় উত্তম

শ্বঙ্কে বিচিত্রপর্য্যঙ্কে নানাপুষ্পবিরাজিতে।
তস্মিন্ শেতে হরিঃ কৃষ্ণঃ শেষে নারায়ণো যথা
তং দৃষ্ট্বা সহসাক্রূরো হর্ষাশ্রুপুলকাঙ্কিতঃ।
বিহায় তামসীং নিদ্রাং সুশ্রেয়ঃ সমুদীক্ষ্য বৈ॥
পাদসংবাহনং বিষ্ণোশ্চক্রে ভাগবতোত্তমঃ।
এতাবতা মে সাফল্যং জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্॥
ইদং ত্রৈলোক্যমৈশ্বর্য্যমিদং বৈ সুখমুত্তমম্।
ইদং রাজ্যমিদং ধর্ম্ম্যমিদং মোক্ষসুখং পরম্॥
ন শক্যং মনসা স্মর্ত্তুং শিবব্রহ্মাদিদৈবতৈঃ।
সনকাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ বসিষ্ঠাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ॥ ২৮০
তচ্ছ্রীশস্য পদদ্বন্দ্বং শরদম্বুরুহোজ্জ্বলম্।
সংস্পৃষ্টমিন্দিরালক্ষ্ম্যা করাভ্যাং সুসুখং পরম্
দিষ্ট্যা লব্ধং ময়া বিষ্ণোঃ শ্রীপাদাব্জযুগং শুভম্
ব্যতীতা সা ক্ষপাক্রূরস্যতদ্ব্রহ্মানন্দগৌরবাৎ॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে দিবি দেবগণোত্তমৈঃ।
সংস্তূয়মানো বুবুধে তস্মাত্তু শয়নাদ্ধরিঃ॥ ২৮৩
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং সহ রামেণ ধীমতা।
পপাত পাদয়োর্মাতুঃ প্রয়াণঞ্চাভ্যরোচয়ৎ॥
সমুত্থাপ্য যশোদা তু দুঃখহর্ষসমন্বিতা।
অশ্রুপূর্ণমুখী পুত্রৌ প্রেম্ণা সম্পরিষস্বজে॥ ২৮৫
আশিষং প্রদদৌ দেবী তনয়াভ্যাং দৃঢ়ব্রতা।
বিসসর্জ্জ মহাবীরৌ সমালিঙ্গ্য মুহুর্মুহুঃ॥ ২৮৬
অক্রূরোঽপি যশোদায়ৈ প্রণম্য প্রাহ সাঞ্জলিঃ

অক্রূর উবাচ।

প্রয়াস্যামি মহাভাগে প্রসাদং কুরু মেঽনঘে।
এষ কৃষ্ণো মহাবাহুঃ কংসং হত্বা মহাবলম্॥২৮৮
সর্ব্বস্য জগতো রাজা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য সুখী ভব বরাননে॥

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তয়াক্রূরো বিসৃষ্টো যদুসত্তমঃ।
সহিতো রামকৃষ্ণাভ্যামারুরোহ রথোত্তমম্॥
প্রয়যৌ মথুরাং শীঘ্রং স্তূয়মানোঽপ্সরোগণৈঃ।
নন্দগোপমুখাঃ সর্ব্বে গোপবৃদ্ধাস্তমন্বযুঃ॥ ২৯১

ভবনে নানা পুষ্পবিরাজিত কোমল বিচিত্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সহসা হর্ষাশ্রুপুলকাঙ্কিত ভাগবতবর অক্রূর তামসী-নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক পরম শ্রেয়োজ্ঞানে বিষ্ণুর পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, ইহাতেই আমার সাফল্য, আমার জীবন আজ ধন্য; ইহাই ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য, ইহাই উত্তম সুখ, ইহাই রাজ্য, ইহাই ধর্ম্ম এবং ইহাই পরম মোক্ষসুখ। শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি মুনীন্দ্রগণ বা বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ যাহা অন্তরে চিন্তা করিতেও অক্ষম, আমি সৌভাগ্যক্রমে শ্রীপতির সেই শারদাম্বুজবৎ সমুজ্জ্বল, শ্রীমতী ইন্দিরার করস্পৃষ্ট পরম সুখকর পদযুগল লাভ করিয়াছি। এইরূপে অক্রূরের সেই রাত্রি ব্রহ্মানন্দগৌরবেই অতিবাহিত হইল। অনন্তর বিমল প্রভাত কালে স্বর্গস্থ শ্রেষ্ঠ দেবগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া হরি সেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথারীতি প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে ধীমান্ রামের সহিত মাতার পদযুগলে পতিত হইয়া মথুরাপ্রয়াণে তদীয় অভিমত চাহিলেন। দুঃখহর্ষান্বিতা যশোদা পুত্রদ্বয়কে উত্থাপিত করিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। দৃঢ়ব্রতা দেবী যশোদা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। তখন অক্রূর যশোদাকে প্রণাম করিয়া যুক্ত করে কহিলেন,—হে মহাভাগে! এক্ষণে মথুরায় যাইব, আপনি মৎপ্রতি প্রসন্নভাব প্রকাশ করুন। এই মহাবাহু কৃষ্ণ মহাবল কংসকে বিনাশ করিয়া সর্ব্ব জগতের রাজা হইবেন, সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, হে বরাননে! আপনি শোক পরিহার করিয়া প্রসন্ন হউন। ২৭৩—২৮৯। মহাদেব কহিলেন, যদুবর অক্রূর এই কথা কহিলে, যশোদা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অক্রূর রামকৃষ্ণসহ উত্তম রথে আরোহণ করিয়া সত্বর মথুরায় যাত্রা করিলেন। অপ্সরোগণ তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিল। নন্দগোপপ্রমুখ গোপবৃদ্ধগণ দধি, ঘৃত ও

পুনর্গৃহীত্বা দধ্যাজ্যং ফলানি বিবিধানি চ।
তং প্রয়ান্তং হরিং দৃষ্ট্বা গোকুলাদ্গোপ-
যোষিতঃ॥ ২৯২
অনুজগ্মুর্বিনিষ্ক্রান্তং রথস্থং মধুসূদনম্।
নিবর্ত্তয়ামাস হরিস্তাঃ সর্ব্বা গোপযোষিতঃ॥২৯৩
শোকসন্তপ্তহৃদয়া বিলেপুঃ কমলেক্ষণম্।
হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি গোবিন্দেত্যরুদন্ মুহুঃ॥
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দীনা রুদন্ত্যস্তত্র সংস্থিতাঃ।
অথাক্রূরো রথং দিব্যং চোদয়ামাস গোব্রজাৎ॥
সহিতো রামকৃষ্ণাভ্যাং মথুরাং প্রতি যাদবঃ।
উত্তীর্য্য যমুনাং শীঘ্রং কূলে স্থাপ্য রথোত্তমম্।
অবরুহ্য রথাত্তস্মাৎ স্নাতুং তত্রোপচক্রমে।
তথা চাবশ্যকং কর্ত্তুং নিমজ্জ্যাথ জলে শুভে।
তত্রাঘমর্ষণং সম্যগ্‌জপন্ ভাগবতোত্তমঃ।
দদর্শ তৌ জলে তত্র রামকৃষ্ণৌ শুভাবিতৌ॥
শরৎকোটীন্দুসঙ্কাশং নীলাম্বরধরং প্রভুম্।
দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গং মৌক্তিকাভরণচ্ছবিম্॥২৯৯
রক্তারবিন্দনয়নং পুণ্ডরীকাবতংসকম্।
রামং দদর্শ কৃষ্ণঞ্চ নীলনীরদসন্নিভম্॥ ৩০০
দিব্যপীতাম্বরধরং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং নানারত্নবিভূষিতম্॥ ৩০১
দৃষ্ট্বা তত্র যদুশ্রেষ্ঠো বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
উত্থায় স্যন্দনে তত্র তৌ দদর্শ মহাবলৌ॥ ৩০২
পুনরপ্যত্র নির্ম্মজ্জ্য জপন্ মন্ত্রদ্বয়ং হরিম্।
সুধাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে রময়া সহিতং হরিম্॥ ৩০৩
সনকাদ্যৈস্তূয়মানং সর্ব্বৈর্দেবৈরুপাসিতম্।
দৃষ্ট্বা তস্মিন্ জলে দেবং বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
তুষ্টাবাথ যদুশ্রেষ্ঠো হরিং সর্ব্বগমীশ্বরম্॥ ৩০৪

অক্রূর উবাচ।

কালাত্মনে নমস্তভ্যমনাদিনিধনায় চ।
অব্যক্তায় নমস্তভ্যমবিকারায় তে নমঃ॥ ৩০৫
ভূতভর্ত্রে নমস্তভ্যং ভূতব্যাঘ্র নমো নমঃ।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং নিয়ন্ত্রে পরমাত্মনে॥ ৩০৬

নানাবিধ ফল লইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। হরিকে গোকুল হইতে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া গোপরমণীগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। রথস্থ হরি তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিলে, তাঁহারা শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে কমলাক্ষ কৃষ্ণের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হা গোবিন্দ, এই বলিয়া গোপকামিনীগণ মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতে লাগিল। তাহারা অশ্রুপূর্ণমুখে দীনভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই স্থানে অবস্থান করিল। তখন অক্রূর গোকুল হইতে তাঁহার দিব্য রথ পরিচালন করিলেন। তিনি রামকৃষ্ণসহ মথুরাভিমুখে গমন করিয়া সত্বর যমুনা পার হইলেন এবং কূলে উত্তম রথ স্থাপনপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণান্তে স্নান ও নিত্য ক্রিয়া করিবার জন্য যমুনার শুভজলে অবগাহন করিলেন। ভাগবত-প্রধান অক্রূর সম্যক্ অঘমর্ষণ জপ করিতে করিতে যমুনাজলে শুভমূর্ত্তি রাম-কৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, বলরাম কোটি কোটি শারদ সুধাকরনিভ, নীলাম্বরধর, দিব্য চন্দন-লিপ্তাঙ্গ, মৌক্তিকাভরণে ভূষিত, রক্তারবিন্দনেত্র এবং পুণ্ডরীকাবতংসক; আর দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নীলনীরদনিভ, দিব্য পীতাম্বরধর, পদ্মায়তনেত্র, হরিচন্দন-লিপ্ত-গাত্র এবং নানা রত্নবিভূষিত। যদুশ্রেষ্ঠ তথায় সেই যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং রথে উঠিয়াও সেই মহাবল রামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি আবার জলে নিমগ্ন হইলেন, আবার হরিনাম মন্ত্র জপ করিলেন,—দেখিলেন,ক্ষীরসাগরে রমাসহ শেষ-পর্য্যঙ্কশায়ী হরি সনকাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছেন, দেবগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। অক্রূর যমুনাজলে এবম্ভূত হরিদেবকে দেখিয়া পরমবিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর যদুবর সেই সর্ব্বব্যাপী হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন।২৯০—৩০৪।

অক্রূর কহিলেন,—তুমি কালাত্মা,তুমি অনাদিনিধন, তোমাকে নমস্কার। তুমি অব্যক্ত, অবিকার, ভূতভর্ত্তা, তোমায় আমার নমস্কার, নমস্কার। হে ভূতব্যাঘ্র! তোমাকে নমস্কার

বিকারায়াবিকারায় প্রত্যক্ষপুরুষায় চ।
গুণভর্ত্রে নমস্তুভ্যং নিয়মায় নমো নমঃ॥ ৩০৭
দেশকালাদিনির্ভেদরহিতায় পরাত্মনে।
অনন্তায় নমস্তভ্যমচ্যুতায় নমো নমঃ॥ ৯০৮
গোবিন্দায় নমস্তভ্যং ত্রয়ীনাথায় শার্ঙ্গিণে।
নারায়ণায় বিশ্বায় বাসুদেবায় তে নমঃ॥ ৩০৯
বিষ্ণবে পুরুরূপায় শাশ্বতায় নমো নমঃ।
পদ্মনেত্রায় নিত্যায় শঙ্খচক্রধরায় চ॥ ৩১০
উদাৎকোটিরবিপ্রখ্যভূষণাঞ্চিতবর্চ্চসে।
হরয়ে সর্ব্বলোকানামীশ্বরায় নমো নমঃ॥ ৩১১
সবিত্রে সর্ব্বজগতাং বীজায় পরমাত্মনে।
সঙ্কর্ষণায় কৃষ্ণায় প্রদ্যুম্নায় নমো নমঃ॥ ৩১২
অনিরুদ্ধায় ধাত্রে চ বিধাত্রে বিশ্বযোনয়ে।
সহস্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যং বহুমূর্দ্ধাঙ্ঘ্রিবাহবে॥ ৩১৩
সহস্রনাম্নে নিত্যায় পুরুষায় নমো নমঃ।
নমস্তে নাগপর্য্যঙ্কশায়িনে সৌম্যরূপিণে॥ ৩১৩
কেশবায় নমস্তুভ্যং পীতবস্ত্রধরায় চ।
লক্ষ্মীঘনকুচাশ্লেষবিমর্দ্দোজ্জলবর্চ্চসে।
শ্রীধরায় নমস্তভ্যং শ্রীশায়ানন্তরূপিণে॥ ৩১৫

মহাদেব উবাচ।

স্নানকালে পঠেদ্যস্তু দেবং ধ্যায়ন্ সনাতনম্।
ইমং স্তবং নরো ভক্ত্যা মহদ্ভির্মুচ্যতে হ্যঘৈঃ॥
সর্ব্বতীর্থফলং প্রাপ্য বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
এবমন্তর্জলে দেবং স্তুত্বা ভাগবতোত্তমঃ॥৩১৬
অর্চ্চয়ামাস সজলৈঃ কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
কৃতকৃত্যস্তদাক্রূরো নির্গত্য যমুনাজলাৎ॥ ৩১৮
সমেত্য রামকৃষ্ণৌ তু প্রণনাম শুভাঙ্কিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ গোবিন্দো বিনীতং বিস্মিতং হরিঃ॥ ৩১৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কিমাশ্চর্য্যং জলে তস্মিন্ দৃষ্টবানসি যাদব॥৩২০

মহাদেব উবাচ।

অক্রূরস্তু যদুশ্রেষ্ঠং প্রাহ কৃষ্ণং সুতেজসম্॥

অক্রূর উবাচ।

তব সর্ব্বগতস্যেশ মহিম্নো জগতঃ প্রভো।

করি। তুমি সর্ব্বভূতনিয়ন্তা পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিকার, অবিকার, প্রত্যক্ষ পুরুষ, গুণভর্ত্তা, নিয়ম, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। তুমি দেশ-কালাদি-ভেদবিরহিত পরমাত্মা, তুমি অনন্ত, অচ্যুত, গোবিন্দ, ত্রয়ীনাথ, শার্ঙ্গধর, নারায়ণ, বিশ্ব, বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি বিষ্ণু, পুরুরূপ, শাশ্বত, তোমাকে নমস্কার। তুমি পদ্মনেত্র, নিত্য শঙ্খচক্রধর, উদীয়মান কোটি সূর্য্য-সদৃশ, ভূষণরাজি দ্বারা অর্চ্চিতপ্রভ; তুমি হরি, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, তোমাকে, নমস্কার, নমস্কার। তুমি সর্ব্ব জগতের বীজ ও প্রসূতি, তুমিই পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন, তোমাকে নমস্কার। তুমি অনিরুদ্ধ, ধাতা, বিধাতা, বিশ্বযোনি, সহস্রমূর্ত্তি, বহুমস্তক, বহুপাদ, বহুশির, সহস্রনাম, নিত্য পুরুষ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি শেষপর্য্যঙ্কশায়ী, সৌম্যরূপী, পীতবস্ত্র-পরিধায়ী, কেশব, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি লক্ষ্মীর ঘন স্তনালিঙ্গনমর্দ্দনে উজ্জ্বল-বর্চ্চা, তোমাকে নমস্কার, তুমি শ্রীধর, শ্রীশ, অনন্তরূপী, তোমাকে নমস্কার করি। মহাদেব কহিলেন,—যে ব্যক্তি স্নানকালে সনাতন দেবকে ধ্যান করিয়া ভক্তিভরে এই স্তব পাঠ করে, সে মহাপাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। এইস্তবপাঠকর্ত্তা সর্ব্বতীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ভাগবতশ্রেষ্ঠ অক্রূর এইরূপে জলমধ্যে দেবেশকে স্তব করিয়া সুগন্ধি কুসুম ও জল দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর কৃতকৃত্য হইয়া তিনি যমুনার জলাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং কৃষ্ণবলরামের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, তখন গোবিন্দ সেই বিনীত বিস্মিত অক্রূরকে বলিলেন,—হে যাদব! আপনি জলাভ্যন্তরে কি আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছেন?৩০৫-৩২০। মহাদেব কহিলেন,—অক্রূর মহাতেজা যদুবর শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—হে জগৎপ্রভো! আপনি সর্ব্বগত; আপনার

কিমাশ্চর্য্যং হৃষীকেশ জগৎ সর্ব্বং ত্বমেব হি ॥
ত্বমাপস্ত্বং নভো বহ্নিস্ত্বং ভূমিরনিলস্তথা।
চতুর্ব্বিধমিমং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩২৩
ত্বত্তো নান্যদ্বাসুদেব জীমূতাদমৃতং যথা।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারো হবিস্তথা ॥
ত্বমেব সর্ব্বদেবানামীশ্বরঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
নাকারণাৎ কারণাদ্বা করণাকারণাৎপরঃ ॥ ৩২৫
ধর্ম্মত্রাণায় দেবেশ শরীরগ্রহণং তব।
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদিবৈভবত্বমুপাগতঃ।
পাসি সর্ব্বমিম লোকং ত্বমেব ত্বন্ময়ং বিভো ॥
মহাদেব উবাচ।
ইতি সংস্তুত্য গোবিন্দং প্রণম্য জগতাং পতিম্
আরুরোহ রথং দিব্যং তাভ্যাং সহ যদূত্তমঃ ॥
ততস্তূর্ণং সমাসাদ্য মথুরাং দেবনির্ম্মিতাম্।
রামকৃষ্ণৌ পুরদ্বারি নিবেশ্যান্তঃপুরং যযৌ ॥
তয়োরাগমনং তস্য নিবেদ্য নৃপতেস্তদা।
রাজ্ঞা সম্পূজিতস্তেন ততঃ স্বগৃহমাবিশৎ ॥
অথ সায়াহ্নসময়ে রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
পরস্পরং করৌ গৃহ্য মথুরায়াং সমাগতৌ ॥ ৩৩০
গচ্ছন্তৌ চ মহাবীর্য্যৌ রাজমার্গে যদূত্তমৌ।
দদৃশতুর্মহাত্মানৌ রজকং বস্ত্ররঞ্জকম্ ॥ ৩৩১
দিব্যবস্ত্রবৃতং রাজগেহমায়ান্তমচ্যুতঃ।
যযাচে তানি বস্ত্রাণি সহ রামেণ বীর্য্যবান্ ॥৩৩২
ন দত্তবাংস্তদা তস্মৈ রুষা বৈ বস্ত্ররঞ্জকঃ।
বহূনি কটুবাক্যানি প্রাহ তত্রাধ্বনি স্থিতঃ ॥৩৩৩
তাড়য়ামাস তং কৃষ্ণস্তলেনৈব মহাবলঃ।
তত্রৈব নিহতো মার্গে বমন্ বৈ রুধিরং বহু ॥
তানি বস্ত্রাণি রম্যাণি গোপালৈঃ সহ বান্ধবৈঃ।
ধারয়ামাসতুর্বীরৌ যথার্হং রামকেশবৌ ॥ ৩৩৫
মালাকারগৃহং প্রাপ্য তেন দৃষ্টৌ নমস্কৃতৌ।
সুগন্ধিভির্দিব্যপুষ্পৈঃ পূজ্যমানৌ মুদান্বিতৌ ॥
দদতুস্তৌ বরং তস্মৈ বাঞ্ছিতং যদুপুঙ্গবৌ।

ঐশ্বরিক মহিমার আশ্চর্য্য কি? হে হৃষীকেশ! এই সর্ব্ব জগৎই তো তোমার মূর্ত্তি। তুমি জল, তুমি আকাশ, তুমি অগ্নি, তুমি ভূমি, তুমি অনিল; এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চতুর্ব্বিধ জগৎই তুমি! হে বাসুদেব! জীমূত হইতে অমৃতের ন্যায় তোমা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি হবি। তুমিই সর্ব্ব দেবের ঈশ্বর, শাশ্বত অব্যয় পুরুষ; তুমি করণ বা কারণ হইতে অনুৎপন্ন অথচ তুমি করণ-কারণের পরবর্ত্তী। হে দেবেশ! ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই তোমার শরীরপরিগ্রহ। তুমি মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভব প্রাপ্ত হইয়া এই সর্ব্ব লোক পালন করিয়া থাক। হে বিভো! তুমিই তোমার স্বরূপ। মহাদেব কহিলেন,—জগৎপতি গোবিন্দকে এইরূপ স্তব করিয়া অক্রূর রামকৃষ্ণ সহ দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সত্বর দেবনির্ম্মিতা মথুরায় উপনীত হইয়া যদূত্তম অক্রূর রাম-কৃষ্ণকে পুরদ্বারে রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজা কংসের নিকট রাম-কৃষ্ণের আগমন সংবাদ নিবেদনপূর্ব্বক তৎ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বীয় গৃহে গমন করি-লেন। অনন্তর সায়ংকালে মহাবল যদুশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের কর গ্রহণপূর্ব্বক মথুরার রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে এক বস্ত্ররঞ্জক রজককে দিব্য বস্ত্র লইয়া রাজ-গৃহে যাইতে দেখিলেন। রামসহ বীর্য্যবান্ অচ্যুত রজকের নিকট বস্ত্র চাহিলেন; কিন্তু রজক তাঁহাদিগকে বস্ত্র অর্পণ করিল না, অধিকন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে সে বহু কটু বাক্য প্রয়োগ করিল। মহাবল কৃষ্ণ তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই সে বহু রুধির বমন করিতে করিতে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। রজ-কের রম্য বস্ত্রগুলি বান্ধব গোপবালকদিগকে ধারণ করাইয়া অবশিষ্ট বস্ত্র বীরবর রামকৃষ্ণ যথাযোগ্য ধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা এক মালাকারগৃহে উপস্থিত হইলে মালাকার তাঁহাদিগকে দেখিয়া নমস্কার করিল এবং দিব্য দিব্য সুগন্ধি কুসুমে প্রীতিভরে তাঁহা-দের পূজা করিল। অনন্তর, যদুপুঙ্গবদ্বয়

সমাগতৌ পুনর্বীথ্যামায়ান্তীঞ্চ শুভাননাম্॥
কুব্জাং স্ত্রিয়ং মহাভাগৌ ধৃতচন্দনভাজনাম্।
বক্রাঙ্গপৃষ্ঠাং বনিতাং দৃষ্ট্বা গন্ধমযাচতাম্॥ ৩৩৮
প্রহসন্তী তদা তাভ্যাং দদৌ চন্দনমুত্তমম্।
আদায় চন্দনং দিব্যমুপলিপ্য যথেচ্ছয়া॥ ৩৩৯
তস্যৈ কান্ততরং রূপং দত্ত্বাধ্বনি সমাগতৌ।
নিরীক্ষ্যমাণৌ যোষিদ্ভিঃ সুকুমারৌ শুভাননৌ
বিবেশতুর্মহাত্মানৌ যজ্ঞশালাং সহানুগৈঃ।
দৃষ্ট্বা সমর্চ্চিতং দিব্যং কার্মুকং তত্র কেশবঃ॥
লীলয়ৈব গৃহীত্বাথ বভঞ্জ মধুসূদনঃ।
বিভজ্যমানং তচ্চাপং শ্রুত্বা কংসঃ সুবিহ্বলঃ
আহূয় মল্লান্ সুতাংস্ত প্রমুখান্ দৈত্যপুঙ্গবান্।
বিমৃশ্য মন্ত্রিভিঃ প্রাহ চাণূরং দৈত্যপুঙ্গবঃ॥ ৩৪৩

কংস উবাচ।

রামকৃষ্ণৌ সমায়াতৌ সর্ব্বদৈত্যবিনাশকৌ।
প্রভাতে মল্লযুদ্ধেন হন্যতামবিশঙ্কয়া॥ ৩৪৪
যেন কেনাপ্যুপায়েন হন্তব্যৌ বলদর্পিতৌ।
মদোৎকটৈর্গজৈর্বাপি মল্লমুখ্যৈশ্চ যত্নতঃ॥ ৩৪৫

মহাদেব উবাচ।

ইত্যাদিশ্য ততো রাজা সানুজঃ সচিবৈঃ সহ।
আরুরোহ ভয়াত্তুঙ্গং দিব্যপ্রাসাদমূর্দ্ধনি॥ ৩৪৬
দ্বারেষু সর্ব্বমার্গেষু গজান্মত্তানযোজয়ৎ।
মল্লান্ মদোৎকটান্নাগান্ স্থাপয়ামাস সর্ব্বতঃ॥
জ্ঞাত্বা কৃষ্ণোঽপি তৎসর্ব্বং সহ রামেণ ধীমতা।
উবাস রজনীং তত্র যজ্ঞগেহে সহানুগৈঃ॥
ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রভাতে বিমলে সতি
শয়নাদুত্থিতৌ বীরৌ রামকৃষ্ণৌ কৃতোদকৌ॥
স্বলঙ্কৃতৌ চ তৌ ভুক্ত্বা সংগ্রামাভিমুখোৎসুকৌ
বিনির্গতৌ গৃহাত্তস্মাৎ সিংহাবিব মহাগুহাৎ॥
রাজদ্বারি স্থিতং নাগং হিমাদ্রিশিখরোপমম্।
নাম্না কুবলয়াপীড়ং কংসস্য জয়বর্দ্ধনম্॥ ৩৫১
দেবকুঞ্জরদর্পঘ্নং মহাকায়ং মদোৎকটম্।

মালাকারকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া পুনরায় রাজপথে আসিলেন; দেখিলেন, এক শুভাননা সুন্দরী কুব্জা কামিনী চন্দনপাত্র ধারণ করিয়া আগমন করিতেছে। মহাভাগ রামকৃষ্ণ সেই বক্রাঙ্গপৃষ্ঠা কামিনীকে দেখিয়া গন্ধ প্রার্থনা করিলেন: কুব্জা হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে উত্তম গন্ধ প্রদান করিল। তখন তাঁহারা সেই দিব্য চন্দন লইয়া যথেচ্ছ উপলেপনান্তে কুব্জাকে কমনীয় রূপ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় রাজপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। সুকুমার শুভানন রামকৃষ্ণকে যোষিদ্‌গণ অবলোকন করিতে লাগিল। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ক্রমে অনুচরগণসহ কংসের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন কেশব তথায় অর্চ্চিত দিব্য ধনু দর্শন করিয়া যেন লীলাক্রমেই গ্রহণপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দৈত্যপুঙ্গব কংস সেই চাপভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া বিহ্বল হইল এবং মল্লগণকে আহ্বানপূর্ব্বক মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণান্তে চাণূর নামক মল্লকে বলিল, সর্ব্বদৈত্যবিনাশী রামকৃষ্ণ আগমন করিয়াছে, প্রভাতে মল্লযুদ্ধে তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। মদগর্ব্বিত গজ বা প্রধান প্রধান মল্ল দ্বারা অথবা যে কোন উপায়েই হউক অতি যত্নে সেই বলদর্পিত রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিতেই হইবে। মহাদেব কহিলেন,—রাজা কংস এইরূপ আদেশ করিয়া অনুজ ও সচিবগণ সহ ভয়ে দিব্য প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিল। কংসের আদেশে মত্ত মাতঙ্গ সকল সমস্ত পুরদ্বারে সমস্ত পথে নিযোজিত এবং মদগর্ব্বিত মল্লগণ ও অন্যান্য নাগগণ সর্ব্বস্থানে স্থাপিত হইল। কৃষ্ণ সেই সমস্ত সংবাদই অবগত হইলেন এবং ধীমান্ বলরাম ও অন্যান্য অনুচর সহ সেই যজ্ঞশালায় রাত্রি যাপন করিলেন, অনন্তর রাত্রি অবসানে বিমল প্রভাতকালে বীর রামকৃষ্ণ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাধান ও ভোজনান্তে অলঙ্কৃত হইলেন এবং সংগ্রামাভিমুখে সমুৎসুক হইয়া মহাগুহা হইতে সিংহযুগলের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ৩২১—৩৫০। রাজদ্বারে কুবলয়াপীড় নামে হিমাদ্রিশিখরোপম এক হস্তী ছিল। ঐ

দৃষ্ট্বা তঞ্চ মহানাগং পঞ্চাস্য ইব কেশবঃ ॥৩৫২
করেণৈব করং গৃহ্য সম্যগুৎপ্লুত্য লীলয়া।
ভ্রাময়িত্বাথ চিক্ষেপ ধরণ্যাং ধরণীধরঃ ॥ ৩৫৩
স তু চূর্ণিতসর্ব্বাঙ্গো নিনদন্ ভৈরবং স্বনম্।
পপাত সহসা ভূমৌ মমার চ মহাগজঃ ॥ ৩৫৪
হত্বা দন্তৌ সমুৎপাট্য গৃহীত্বা রামকেশবৌ।
মল্লৈরাযোধনং কর্ত্তুং রঙ্গং বিবিশতুস্তদা ॥ ৩৫৫
তত্রস্থা দানবা দৃষ্ট্বা গোবিন্দস্য পরাক্রমম্।
ভীতাঃ প্রবিদ্রুতাঃ সর্ব্বে রাজ্ঞোঽন্তঃপুরমাযযুঃ
কপাটৌ সুদৃঢ়ৌ বদ্ধা তত্র তস্থুঃ সহস্রশঃ।
দৃঢ়বদ্ধকপাটাংস্তু দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্তু লীলয়া ॥ ৩৫৭
তাড়য়িত্বা পদেনৈব পাতয়ামাস বীর্য্যবান্।
তৌ ভগ্নৌ পাতিতৌ তত্র সেনানীকে-
হ্যবস্থিতে ॥ ৩৫৮
তত্রস্থা নিহতাঃ সর্ব্বে চূর্ণিতাঙ্গশিরোধরাঃ।
ততঃ প্রবিশ্য ভবনং কংসস্যাস্য মহাবলৌ ॥
ভ্রাময়ন্তৌ মহাভাগ শৃঙ্গৌ পীনৌ রণোৎসুকৌ
দদৃশাতে মহাত্মানৌ মল্লৌ চাণূরমুষ্টিকৌ ॥৩৬০
কংসোঽপি দৃষ্ট্বা গোবিন্দং রামঞ্চ সুমহাবলম্
ভয়মাবিশ্য চাণূরং প্রাহ মল্লবরং তদা ॥ ৩৬১

কংস উবাচ।

অস্মিন্নবসরে মল্ল জহি গোপালবালকৌ।
বিভজ্য তব রাজ্যার্দ্ধমহং দাস্যাম্যযন্ত্রতঃ ॥ ৩৬২

মহাদেব উবাচ।

তস্মিন্নবসরে কৃষ্ণো মল্লাভ্যাং দৃশ্যতে মহান্।
মধ্যে বনে চ সংগ্রামে মহামেরুরিবাপরঃ ॥৩৬৩
কংসস্য দৃষ্টিবিষয়ে সংবর্ত্তাগ্নিরিবাচ্যুতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ সাক্ষান্মদনঃ পিত্রোঃ শিশুরিবাপরঃ ॥
ত্রিদশানাং হরিরিব গোপালানাং সখা যথা।
বহুরূপেণ দদৃশুস্তত্র সর্ব্বগতং হরিম্ ॥ ৩৬৫
বসুদেবস্তথাক্রূরো নন্দগোপো মহামতিঃ।
অন্যং প্রাসাদমারুহ্য দদৃশুঃ কদনং মহৎ ॥ ৩৬৬

হস্তী কংসের জয়বর্দ্ধন, দেবকুঞ্জরের দর্পহারী, মহাকায় এবং মহোৎকট; সেই মহাগজ দেখিয়া কেশরীতুল্য কেশব কর দ্বারা তদীয় কর গ্রহণপূর্ব্বক লীলাক্রমে উর্দ্ধে তুলিয়া ভ্রমণ করাইতে করাইতে ধরণী-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আঘাতে মহাগজ কুবলয়াপীড় চূর্ণিতগাত্র হইয়া ভৈরব রব করিতে করিতে সহসা ভূতলে পতিত ও মৃত হইল। রামকৃষ্ণ গজঘাতনান্তে তদীয় দন্তদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক তাহা লইয়া মল্লগণ সহ যুদ্ধার্থ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। রঙ্গস্থান-স্থিত সহস্র সহস্র দানব গোবিন্দের পরাক্রম-দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক রাজান্তঃ-পুরে প্রবেশ করিল এবং তত্রত্য সুদৃঢ় কপাটদ্বয় অর্গলবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ দৃঢ়বদ্ধ কপাট দর্শনে লীলাক্রমে একটী মাত্র পদাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কপাটদ্বয় ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে, তত্রত্য সেনাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে নিহত করি-লেন। অনেকের গাত্র এবং মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর মহাবল রামকৃষ্ণ কংসভবনে প্রবেশ করিয়া রণোৎসুকচিত্তে পীন শৃঙ্গদ্বয় ঘুরাইতে লাগিলেন; দেখিলেন, চাণূর ও মুষ্টিক নামক দুই মহাপ্রাণ মল্ল তথায় অবস্থান করিতেছে। কংস মহাবল রাম-কৃষ্ণকে দেখিয়া ভয়াবেশে মল্লবর চাণূরকে বলিল,—হে মল্ল! এই অবসরে গোপবালক-দ্বয়কে বিনাশ কর। এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ আমার রাজ্যার্দ্ধ বিভাগ করিয়া তোমাকে আমি প্রদান করিব।৩৫১—৩৬২। মহাদেব কহিলেন,—তৎকালে মল্লদ্বয় মহাত্মা কৃষ্ণকে সেই সংগ্রাম ভূমিতে দ্বিতীয় মহামেরুর ন্যায় অবলোকন করিল, অচ্যুত তখন কংসের দৃষ্টিতে সম্বর্ত্তাগ্নির ন্যায় প্রীতিভাত হইলেন। স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ মন্মথ, পিতামাতার শিশু পুত্র, ত্রিদশগণের হরি এবং গোপালগণের সখা ইত্যাদি বহুরূপে বহুব্যক্তি সেই সর্ব্বগত হরিকে তথায় অবলোকন করিতে লাগিল। বসুদেব অক্রূর এবং মহামতি নন্দগোপ ইঁহারা অন্য এক প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া সেই মহা সংঘর্ষ দেখিতে লাগিলেন।

স্ত্রীভিরন্তঃপুরস্থাভির্দেবকী তত্র সংস্থিতা।
মুখং পুত্রস্য দদৃশে সাশ্রুপূর্ণেক্ষণা শুভা॥ ৩৬৭
তাভিরাশ্বাসিতা দেবী ভবনান্তরমাবিশৎ।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে বিমানস্থা নভস্তলে॥
তুষ্টুবুর্জয়শব্দেন পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্।
জহি কংসমিতি প্রাহুরুচ্চৈর্দেবা মরুদ্গণাঃ॥৩৬৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র তূর্য্যঘোষনিনাদিতে।
আসেদতুর্মহামল্লৌ যদুসিংহৌ মহাবলৌ॥৩৭০
চাণূরেণ তু গোবিন্দো মুষ্টিকেন হলায়ুধঃ।
যুযুধাতে মহাত্মানৌ নীলশ্বেতাদ্রিসন্নিভৌ॥
মল্লযুদ্ধবিধানেন মুষ্টিভিঃ পাদতাড়নৈঃ।
বভূব কদনং ঘোরং দেবানাঞ্চ ভয়াবহম্॥৩৭২
চাণূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বাথ জনার্দ্দনঃ।
নিষ্পিষ্য গাত্রং মল্লস্য পাতয়ামাস লীলয়া॥৩৭৩
স পপাত মহীপৃষ্ঠে সংবমন্ রুধিরং বহু।
মমার চ মহামল্লো দেবদানবদুঃখদঃ॥ ৩৭৪

মুষ্টিকেন তথা রামশ্চিরকালমযুধ্যত।
মুষ্টিভিস্তাড়য়ামাস তস্য বক্ষসি বীর্য্যবান্॥৩৭৫
ভিন্নাস্থিস্নায়ুবন্ধোহসৌ পপাত ধরণীতলে।
ততস্তু দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে মল্লা দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্॥ ৩৭৬
কংসো মহদ্ভয়ং তীব্রমাবিশদ্বেদনাতুরঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বীরৌ রামকৃষ্ণৌ দুরাসদৌ॥
আরোহতুর্মহাত্মানৌ চৈত্যপ্রাসাদমূর্জ্জিতম্।
তাড়য়িত্বা তলেনৈব কংসং মূর্দ্ধ্নি জনার্দ্দনঃ॥৩৭৮
অপাতয়দ্ধরাপৃষ্ঠে প্রাসাদশিখরাদ্ধরিঃ।
স তু নির্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গো ধরণ্যাং ত্যক্তজীবিতঃ॥
কৃষ্ণেন নিহতে কংসে রামোহপি সুমহাবলঃ।
তস্যানুজং সুনামানং মুষ্টিনৈব জঘান হ।
ধরণ্যাং পাতয়ামাসানুজঞ্চ ধরণীধরঃ॥ ৩৮০
হত্বা কংসং দুরাত্মানং সানুজং রামকেশবৌ॥
পিত্রোঃ সমীপমাগম্য ভক্ত্যা চৈব প্রণেমতুঃ।
দেবকী বসুদেবশ্চ পরিষ্বজ্য মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৮২

তথাস্থিতা দেবকী অশ্রুপূর্ণনয়নে পুত্রমুখ অবলোকন করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলে তিনি ভবনান্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দেবগণ নভস্তলে বিমানস্থ হইয়া জয় জয় শব্দে পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। দেব ও মরুদ্গণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, কংসকে বিনাশ করুন। ইত্যবসরে রঙ্গস্থল তূর্য্যঘোষে নিনাদিত হইলে মহাবল মহামল্লযুগল যদুসিংহযুগলের সম্মুখীন হইল। নীলাদ্রি ও শ্বেতাদ্রি সদৃশ মহাত্মা কৃষ্ণবলরাম যথাক্রমে চাণূর ও মুষ্টিকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। মল্লযুদ্ধের বিধান অনুসারে মুষ্ট্যাঘাত ও পাদপ্রহারাদি চলিতে লাগিল। তাহাতে দেবগণেরও ভয়াবহ বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। জনার্দ্দন চাণূর সহ বহুকাল মল্লক্রীড়া করিয়া তাহার গাত্র নিষ্পেষণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাকে পাতিত করিলেন। দেবদানবগণের দুঃখপ্রদ মহামল্ল চাণূর বহু রুধির বমন করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হইল।

বীর্য্যবান্ বলরাম মুষ্টিকের সহিত অনেক কাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহার বক্ষঃস্থলে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তাহাতে মুষ্টিকের অস্থি ও স্নায়ুবন্ধন ভিন্ন হওয়ায় মুষ্টিক ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তখন অন্যান্য মল্লগণ রামকৃষ্ণের পরাক্রম দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কংস বেদনার্ত্ত ও অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে মহাপ্রাণ দুর্দ্ধর্ষ বীর রামকৃষ্ণ উর্জ্জিত চৈত্যপ্রাসাদে আরোহণ করিলেন। জনার্দ্দন কংসের মস্তকে তল-তাড়না করিয়া তাহাকে প্রাসাদশিখর হইতে ধরাপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিলেন। কংস সেই পতনাঘাতে নির্ভিন্নগাত্র হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিল। কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিলে সুমহাবল বলরামও কংসানুজ সুনামাকে মুষ্ট্যাঘাতে নিহত ও ধরা-পৃষ্ঠে পাতিত করিলেন। ৩৬৩—৩৮০। কৃষ্ণ-বলরাম দুরাত্মা কংসকে অনুজ সহ বিনাশ করিয়া পিতামাতার নিকট আগমনপূর্ব্বক ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল দেবকী এবং বসুদেব স্নেহভরে পুত্রযুগল আলিঙ্গনপূর্ব্বক

স্নেহেন মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রাণঞ্চক্রতুঃ পুত্রলালসৌ।
তয়োরুপরি দেবক্যাঃ স্তনৌ·ক্ষীরং ববর্ষতুঃ॥
তত আশ্বাস্য পিতরৌ রামকৃষ্ণৌ বহির্গতৌ।
এতস্মিন্নন্তরে দেবি দেবদুন্দুভয়ো দিবি॥ ৩৮৪
বিনেদুঃ পুষ্পবর্ষাণি ববৃষুস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
স্তুত্বা মরুদ্গণৈর্দিব্যৈর্নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্॥৩৮৫
পরং হর্ষমনুপ্রাপ্য লোকান্ সর্ব্বান্ প্রপেদিরে
নন্দগোপং নমস্কৃত্য গোপবৃদ্ধাংশ্চ কেশবঃ॥
রামেণ সহ ধর্ম্মাত্মা মুদা সম্পরিষস্বজে।
বহুরত্নধনং তস্মৈ দদৌ প্রীত্যা জনার্দ্দনঃ॥ ৩৮৭
সর্ব্বাংস্তান্ গোপবৃদ্ধাংশ্চ বস্ত্রৈরাভরণাদিভিঃ।
বহুভির্ধনধান্যৈশ্চ পূজয়ামাস কেশবঃ॥ ৩৩৮
বিসৃষ্টাস্তেন কৃষ্ণেন নন্দগোপপুরোগমাঃ।
প্রযযুর্গোব্রজং দিব্যং হর্ষশোকসমন্বিতাঃ॥ ৩৮৯
মাতামহং সমাসাদ্য রামকৃষ্ণৌ ত্বরাসদৌ।
বন্ধাদ্বিমোচয়িত্বাথ সমাশ্বাস্য মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ১৩০
চক্রে তস্যাভিষেকন্তু তদ্রাজ্যে মধুসূদনঃ।

মুহুর্ম্মুহু মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পুত্রদ্বয়ের উপর দেবকীর স্তনদ্বয় ক্ষীর বর্ষণ করিল। অনন্তর রামকৃষ্ণ পিতামাতাকে আশ্বাসিত করিয়া বহির্গত হইলেন। ইত্যবসরে স্বর্গে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল। ত্রিদশপতিগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মরুদ্গণ জনার্দ্দনকে স্তব ও নমস্কার করিয়া পরম হর্ষলাভান্তে স্ব স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণবলরাম নন্দগোপ ও অন্যান্য গোপবৃদ্ধগণকে নমস্কার করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। জনার্দ্দন প্রীতির সহিত নন্দকে বহুধনরত্ন অর্পণ করিলেন এবং অন্যান্য গোপবৃদ্ধদিগকে বস্ত্র আভরণ ও বহু ধনধান্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ নন্দপ্রমুখ গোপগণকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা হর্ষবিষাদান্বিত হইয়া গোকুলে গমন করিলেন। অতঃপর দুর্জ্জেয় রামকৃষ্ণ মাতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বন্ধন মোচন করিলেন এবং তাঁহাকে মুহুর্ম্মুহু আশ্বাস প্রদান করিয়া মথুরারাজ্যে

অকারয়দ্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈঃ স কংসস্যৌর্দ্ধদৈহিকম্॥
অক্রূরপ্রমুখান্ রাজ্যে সংস্থাপ্য যদুপুঙ্গবান্।
রাজানমুগ্রসেনন্তু কৃত্বা ধর্ম্মেণ মেদিনীম্।
পালয়ামাস ধর্ম্মাত্মা বসুদেবসুতো হরিঃ॥ ৩৯২

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে কংসবধো নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৫॥

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
অথোপনয়নং নাম চকারানকদুন্দুভিঃ।
পুত্রয়োর্বেদবিধিনা তস্মিন্ বৈ রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ১
আচার্য্যেণ হি গর্গেণ সংস্কৃতৌ রামকেশবৌ।
পণ্ডিতৈর্বৈষ্ণবৈর্দিব্যৈঃ স্নাপনৈর্বিমলৈঃ শুভৈঃ
কৃতসংস্কারকর্ম্মাণৌ রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
সান্দীপনের্গৃহং গত্বা নমস্কৃত্য মহাত্মনঃ॥ ৩
অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি তস্মাত্তৌ দ্বিজপুঙ্গবাৎ।

অভিষিক্ত করিলেন। মধুসূদন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা কংসের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করাইলেন। এইরূপে বসুদেবনন্দন ধর্ম্মাত্মা হরি উগ্রসেনকে রাজা করিয়া অক্রূরপ্রমুখ যদুশ্রেষ্ঠগণকে রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে মেদিনী পালন করিতে লাগিলেন। ৩৮১—৩৯২।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর বসুদেব বেদবিধি অনুসারে তৎকালে পুত্র কৃষ্ণ-বলরামের উপনয়নকার্য্য সমাধা করিলেন। রাম-কৃষ্ণের সংস্কারব্যাপারে গর্গ আচার্য্যকার্য্যে ব্রতী হইলেন। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ কর্তৃক দিব্য বিমল স্নপন দ্বারা কৃতসংস্কার কৃষ্ণ-বলরাম মহাত্মা সান্দীপনির আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং সেই দ্বিজ-

মৃতং পুত্রং সমানীয় দদতুস্তস্য দক্ষিণাম্॥ ৪
আশিষো বাচনং লব্ধ্বা গুরোস্তস্মান্মহাত্মনঃ।
তস্মৈ প্রণম্য মথুরাং জগ্মতুর্যদুপুঙ্গবৌ॥৫
অথ কৃষ্ণেন নিহতং শ্রুত্বা কংসং দুরাসদম্।
শ্বশুরস্তস্য নৃপতির্জরাসন্ধো মহাবলঃ॥ ৬
অক্ষৌহিণীসহস্রৈস্তু সেনানীকৈর্মহাবলৈঃ।
কৃষ্ণং হন্তুং সমাগত্য রুরোধ মথুরাং পুরীম্॥৭
রামকৃষ্ণৌ মহাবীর্য্যৌ বিনির্গত্য পুরোত্তমাৎ।
গজবাজিসমাকীর্ণং তদ্বলৌঘমপশ্যতাম্॥ ৮
সস্মার বাসুদেবস্তু পূর্ব্বং রূপং সনাতনম্।
তস্য স্মরণমাত্রেণ দারুকো বিষ্ণুসারথিঃ॥ ৯
সুগ্রীবপুষ্পকং নাম সমানীয় মহারথম্।
বাজিভির্দিব্যপুষ্পাদ্যৈরুহ্যমানং সনাতনম্॥
দিব্যায়ুধৈরুপেতং তং শঙ্খচক্রগদাদিভিঃ।
বৈনতেয়পতাকেন শোভিতং দেবদুর্জ্জয়ম্॥ ১১
অবনীং প্রাপ্য গোবিন্দং প্রণম্য হরিসারথিঃ।
প্রদদৌ স্যন্দনং শুভ্রং সায়ুধাশ্বসমন্বিতম্॥ ১২
দৃষ্ট্বা হর্ষেণ কৃষ্ণোঽপি পরিগৃহ্য মহারথম্।
আরুরোহাগ্রজেনৈব স্তূয়মানো মরুদ্গণৈঃ॥ ১৩
চতুর্ভুজং বপুর্ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ।
কিরীটী কুণ্ডলী স্রগ্বী সংগ্রামাভিমুখং যযৌ॥ ১৪
বলদেবোঽপি মুষলং লাঙ্গলং গৃহ্য বীর্য্যবান্।
তৎসৈন্যং হন্তুমারেভে মহেশ্বর ইবাপরঃ॥ ১৫
দারুকশ্চ রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস তদ্রণে।
তৃণগুল্মলতাক্রান্তে কাননেঽগ্নিমিবানিলঃ॥ ১৬
ততো গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্তিভির্মুদ্গরৈস্তথা।
তদ্রথং ছাদয়ামাসুর্জরাসন্ধস্য সৈনিকাঃ॥ ১৭
চক্রেণৈব হরিস্তূর্ণং তানি চিচ্ছেদ লীলয়া।
বহূনি তৃণকাষ্ঠানি মহাবহ্নিরিবার্চ্চিষা॥ ১৮
ততঃ শার্ঙ্গং সমাদায় সায়কৈরক্ষয়ৈঃ শিতৈঃ।
চিচ্ছেদ তানি সৈন্যানি ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥
চক্রচ্ছিন্নাস্যকমলাঃ কেচিত্তত্র মহাবলাঃ।
গদয়া চূর্ণিতাঃ কেচিৎ কেচিদন্যৈর্মহারণে॥ ২০

পুঙ্গব হইতে বেদশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তদীয় মৃতপুত্র আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে গুরু-দক্ষিণা দিলেন। পরে তাঁহারা মহাত্মা গুরুর আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক মথুরায় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কংসের শ্বশুর মহাবল রাজা জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুরাসদ কংস নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে কৃষ্ণবধার্থ আগমন-পূর্ব্বক মথুরাপুরী অবরোধ করিল। মহাবীর্য্য রামকৃষ্ণপুরোত্তম হইতে নির্গত হইয়া গজবাজি সমাকীর্ণ বিপক্ষ-বল অবলোকন করিলেন। পরে বাসুদেব আপনার পূর্ব্বতন সনাতন রূপ স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র বিষ্ণুসারথি দারুক দিব্য বাজিগণবাহিত, শঙ্খচক্রাদি-দেবায়ুধযুক্ত বৈনতেয়পতাকাশোভিত সুদুর্জ্জয় সুগ্রীবপুষ্পক নামক মহারথ আনয়নপূর্ব্বক অবনীতল স্পর্শ করত গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া সেই আয়ুধাশ্বযুত শুভ্র রথ প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই মহারথ দেখিয়া সহর্ষে পরিগ্রহপূর্ব্বক অগ্রজ সহ তাহাতে আরোহণ করিলেন। তখন মরুদ্গণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি শঙ্খ-চক্রগদাসিধর, কিরীটকুণ্ডলমাল্য-মণ্ডিত, চতু-র্ভুজদেহে সংগ্রামাভিমুখে ধাবিত হই-লেন। বীর্য্যবান্ বলদেব মুষল-লাঙ্গল গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় মহেশ্বরবৎ শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তৃণগুল্মলতাক্রান্ত কাননে অনিল যেমন অগ্নি সঞ্চালন করে, দারুক তেমনি রণমধ্যে সত্বর সেই মহারথ পরিচালন করিলেন। অনন্তর জরাসন্ধের সৈনিকসমূহ গদা, পরিঘ, শক্তি ও মুদ্গর নিক্ষেপে সেই রথ আচ্ছাদিত করিল। হরি চক্র দ্বারা সেই সকল অস্ত্র অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন, মনে হইল মহাবহ্নি যেন রাশি রাশি তৃণকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।১—১৮। অনন্তর তিনি স্বীয় শার্ঙ্গ ধনু গ্রহণ করিয়া তীক্ষ্ণ অক্ষয় সায়কসমূহ দ্বারা সেই সকল সৈন্য ছেদন করিলেন। তাঁহার কোন প্রচেষ্টাই কেহ জানিতে পারিল না। শত্রুপক্ষের কতকগুলি মহাবল সৈন্য চক্রা-ঘাতে ছিন্নাস্য, কেহ কেহ গদাঘাতে চূর্ণিত-

কেচিচ্ছেবাসিনা ছিন্নাস্তথান্যে শরতাড়িতাঃ।
লাঙ্গলাগ্রহতগ্রীবা মুষলাহতমস্তকাঃ॥ ২১
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং নিহত্য মধুসূদনঃ।
শঙ্খং দধ্মৌ যদুশ্রেষ্ঠো লয়াশনিনিভস্বনম্॥ ২২
শঙ্খরাববিনির্ভিন্নহৃদয়াস্তে মহাবলাঃ।
যোধাঃ সাশ্বাঃ সনাগাশ্চ পতিতাস্ত্যক্তজীবিতাঃ
অক্ষৌহিণীসহস্রন্তু সাশ্বং সরথকুঞ্জরম্।
কৃষ্ণেনৈকেন নিহতং নিঃশেষং তদভূদ্বলম্॥২৪
নিহতং বাসুদেবেন প্রহরার্দ্ধেন শার্ঙ্গিণা।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরচেতসঃ॥ ২৫
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্।
সর্ব্বমপ্যবনীভারং বিমুচ্য ধরণীধরঃ॥২৬
সংস্তূয়মানস্ত্রিদশৈর্বভৌ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
নিহতং স্ববলং দৃষ্ট্বা জরাসন্ধোঽতিবীর্য্যবান্॥
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ তূর্ণং বলদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনোঃ॥ ২৮

রামো লাঙ্গলমাদায় রথং তস্য সসারথিম্।
বিনিপাত্য রণে শূরো গৃহীত্বা তং মহাবলম্॥২৯
উদ্যম্য মুষলং তূর্ণং তং হন্তুমুপচক্রমে।
প্রাণসংশয়মাপন্নং জরাসন্ধং নৃপোত্তমম্॥ ৩০
কৃতং রামেণ বলিনা সিংহেনেব মহাগজম্।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণোঽগ্রজং প্রাহ ন হন্তব্য ইতি প্রভুঃ॥
মোচয়ামাস ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধং মহামতিঃ।
বিমুচ্য কৃষ্ণবাক্যেন শত্রুং সঙ্কর্ষণোঽব্যয়ঃ।
সানুজো রথমারুহ্য মথুরাং প্রবিবেশ হ॥ ৩২
স কালযবনং প্রাপ্য মহাবীর্য্যং বলান্বিতম্॥ ৩৩
পুত্রয়োর্বসুদেবস্য সমাচষ্ট পরাক্রমম্।
দানবানাং বধঞ্চৈব কংসস্য নিধনং তথা॥ ৩৪
অক্ষৌহিণীনাঞ্চ বধং তথা স্বস্য পরাজয়ম্।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ॥ ৩৫
তচ্ছ্রুত্বা যবনঃ ক্রুদ্ধো মহাবলপরাক্রমৈঃ।
ম্লেচ্ছকোটিসহস্রৈস্তু সংবৃতো মদসংযুতৈঃ॥৩৬

গাত্র, কেহ কেহ অস্ত্রান্তরপাতে নিহত, কেহ কেহ অসিপ্রহারে ছিন্নদেহ, অন্য অনেকে শরপাতনে তাড়িতাঙ্গ হইল। বলদেব লাঙ্গল-মুষল পরিচালন করিলেন। তাহাতে বহু সৈন্যের গ্রীবা লাঙ্গলাগ্রহত ও অনেকের মস্তক মুষলাহত হইল। এইরূপে যদুবর মধুসূদন ক্ষণমধ্যেই সমস্ত শত্রুবল নিহত করিয়া প্রলয়াশনি-সম-শব্দে শঙ্খধ্বনি করিলেন। অশ্বারোহী গজারোহী প্রভৃতি মহাবল] যোধগণ সেই শঙ্খশব্দে নির্ভিন্ন-হৃদয় হইয়া ভূপতিত ও ত্যক্তজীবিত হইল। শত্রুপক্ষীয় গজবাজিরথ-সঙ্কুল সহস্র অক্ষৌহিণী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রহরার্দ্ধ মধ্যেই নিঃশেষরূপে নিহত হইল। তখন দেবগণ হর্ষনির্ভরচিত্তে সাধু সাধু রবে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। এইরূপে ধরণীধর সমস্ত ভূভার অপনয়নপূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া সংগ্রামশিখরে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। মহাবীর্য্যশালী জরাসন্ধ স্বীয় বল নিহত হইল দেখিয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সত্বর বলদেবসহ যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। সমরে অপরাঙ্মুখ সেই দুই বীরের তখন ঘোর যুদ্ধ বাধিল। বলরাম লাঙ্গল দ্বারা জরাসন্ধের সারথিসহ রথ ভূপাতিত করিয়া জরাসন্ধকে গ্রহণপূর্ব্বক মুষল উত্তোলনান্তে সহসা বধ করিতে উদ্যত হইলেন। নৃপোত্তম জরাসন্ধ বলরাম কর্ত্তৃক তৎকালে সিংহাক্রান্ত মহাগজের ন্যায় প্রাণসংশয়-দশায় উপনীত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজকে জরাসন্ধবধে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, আপনি ইহাকে বধ করিবেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা বলরাম জরাসন্ধকে ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণানুরোধে জরাসন্ধকে মোচন করিয়া অনুজসহ মথুরাপুরে প্রবেশ করিলেন।১৮—৩২। জরাসন্ধ মহাবীর্য্য বলান্বিত কালযবনের নিকট উপস্থিত হইয়া বসুদেবনন্দন-যুগলের পরাক্রম ব্যক্ত করিল। দানবগণের বধ, কংসের নিধন, বহু অক্ষৌহিণী সৈন্যের সংহার এবং নিজের পরাজয়, ইত্যাদি সমস্ত কৃষ্ণচরিত জরাসন্ধ নিবেদন করিলে, কালযবন তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইল এবং কোটিসহস্র গর্ব্বিত ম্লেচ্ছ সৈন্য

মগধাধিপতেস্তস্য সহায়ার্থং মহাবলঃ।
তেনৈব সহিতস্তূর্ণং জগাম মথুরাং পুরীম্॥ ৩৭
বলৈরাচ্ছাদ্য পৃথিবীং নানাজনপদান্বিতাম্।
সন্নিবেশ্য মহাসৈন্যং রুরোধ মথুরাং পুরীম্॥৩৮
কৃষ্ণোঽপি চিন্তয়িত্বাথ পৌরাণাং কুশলং তদা।
যযাচে সাগরং ভূমিং নিবাসার্থং জনস্য চ॥ ৩৯
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাং দদৌ কৃষ্ণস্য সাগরঃ।
অসৃজৎ পয়সাং মধ্যে তত্র দ্বারবতীং পুরীম্॥
বহুপ্রাসাদসংযুক্তাং হেমপ্রাকারতোরণাম্।
নানামণিময়ৈর্দিব্যৈর্গৃহপঙ্‌ক্তিভিরাবৃতাম্॥ ৪১
উদ্যানৈশ্চ তথা রম্যৈস্তড়াগৈর্বহুভির্যুতাম্।
অসৃজৎ পুণ্ডরীকাক্ষো যথেন্দ্রস্যামরাবতীম্॥৪২
সুষুপ্তান্ মথুরায়াস্তু পৌরাংস্তত্র জনার্দ্দনঃ।
উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারবত্যাং ন্যবেশয়ৎ॥
প্রবুদ্ধাস্তে জনাঃ সর্ব্বে পুত্রদারসমন্বিতাঃ।
হেমহর্ম্ম্যতলে বিষ্টা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ৪৪
বহুভির্ধনধান্যৈশ্চ দিব্যবস্ত্রবিভূষণৈঃ।
পরিপূর্ণৈরিবাভোগৈর্গৃহমুখ্যৈঃ সমাবৃতাঃ॥ ৪৫
তস্মিন্ প্রহৃষ্টাঃ সন্তস্থুর্দিবি দেবগণা ইব।
যবনেন তদা যোদ্ধুং রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ॥ ৪৬
বিনির্যযতুরাশ্লেষৌ মথুরায়া বহিস্তদা।
রামো লাঙ্গলমাদায় মুষলঞ্চ মহারথঃ॥ ৪৭
জঘান সমরে ক্রুদ্ধো যবনানাং মহদ্বলম্।
কৃষ্ণস্তু শার্ঙ্গমাসজ্য বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ॥ ৪৮
নির্দদাহ বলং সর্ব্বং ম্লেচ্ছানাং দেবকীসুতঃ।
নিহতং স্ববলং দৃষ্ট্বা স কালযবনো বলী॥ ৪৯
যুযুধে বাসুদেবেন গদয়া যবনেশ্বরঃ॥ ৫০
কৃষ্ণোঽপি কদনং তেন কৃত্বা চিরমনাময়ঃ।
বিমুখঃ প্রাদ্রবত্তস্মাৎ সংগ্রামাৎ কমলেক্ষণঃ।
সোঽনুযাতোঽতিবেগেন তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ ব্রুবন্
বেগাৎ কৃষ্ণো গিরিগুহাং প্রবিবেশ মহামতিঃ
তত্র প্রসুপ্তো রাজাসৌ মুচুকুন্দো মহামুনিঃ॥৫২

লইয়া সেই মগধাধিপতির সাহায্যার্থ তৎসহ মথুরাপুরীর দিকে ধাবিত হইল। অগণিত কালযবনসৈন্য নানা জনপদময়ী পৃথিবী আচ্ছাদিত করিয়া চলিল। কালযবন মহাসৈন্য সন্নিবেশ করিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসিগণের কুশল চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে নিরাপদে বাস করাইবার জন্য সাগরের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিলেন। সাগর শ্রীকৃষ্ণকে ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তীর্ণ ভূমি প্রদান করিল। কৃষ্ণ সাগরজলমধ্যে দ্বারবতী পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী বহু প্রাসাদে পরিবৃত, হেমপ্রাকারতোরণযুত, নানা মণিময় দিব্য দিব্য গৃহশ্রেণী দ্বারা অলঙ্কৃত এবং বহুবিধ রম্য রম্য উদ্যান ও তড়াগ দ্বারা পরিশোভিত হইল। ইন্দ্রের যেমন অমরাবতী, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি দ্বারবতী পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। মথুরায় রাত্রিকালে পৌরগণ প্রসুপ্ত ছিল, জনার্দ্দন তাহাদিগকে লইয়া গিয়া সহসা দ্বারবতী পুরীতে স্থাপন করিলেন। হেমহর্ম্ম্যতলে নিবিষ্ট পুত্রদারান্বিত পৌরজনগণ জাগরিত হইয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইল; দেখিল,—প্রভূত ধনধান্য ও দিব্য দিব্য বসনভূষণপূর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহসমূহে তাহারা বাস করিতেছে। তদ্দর্শনে প্রহৃষ্ট হইয়া স্বর্গে দেবগণের ন্যায় সেই স্থানেই তাহারা অবস্থান করিতে লাগিল। তখন আশ্লেষর মহাবল কৃষ্ণ-বলরাম যবনসহ যুদ্ধার্থ মথুরাপুরী হইতে বহির্গত হইলেন, মহারথ বলরাম লাঙ্গল ও মুষল লইয়া সক্রোধে যবনগণের প্রবল বল বিনাশ করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া অগ্নিশিখোপম বাণসমূহ দ্বারা সমস্ত ম্লেচ্ছবল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যবনেশ্বর মহাবল কালযবন স্বীয় বল নিহত দেখিয়া বাসুদেবসহ গদাযুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৩—৫০। কমলাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত বহুকাল ঘোর সংঘর্ষ করিয়া পরে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। কালযবন 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিল। মহামতি কৃষ্ণ বেগে গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। মহামুনি মুচুকুন্দ-

অদৃশ্যস্তস্য নৃপতেঃ সংস্থিতো ভগবান্ হরিঃ।
যবনোহপি মহাবীরো গদামুদ্যম্য পাণিনা ॥৫৩
কৃষ্ণং হন্তুং সমারব্ধো গুহাং তাং প্রবিবেশ হ।
দৃষ্ট্বা শয়ানং রাজানং মত্বা কৃষ্ণং জনার্দ্দনম্ ॥৫৪
পাদেন তাড়য়ামাস মুচুকুন্দং মহামুনিম্ ।
ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ মুচুকুন্দো মহামুনিঃ ॥৫৫
ক্রোধাৎ সংরক্তনয়নো হুঙ্কারং কৃতবানসৌ।
তস্য হুঙ্কারশব্দেন তথা ক্রোধনিরীক্ষণাৎ ॥ ৫৬
নির্দগ্ধো ভস্মতাং প্রাপ যবনস্ত্যক্তজীবিতঃ।
ততস্তু কৃষ্ণো দদৃশে রাজর্ষেঃ পুরতঃ প্রভুঃ ॥৫৭
নীলোৎপলদলশ্যামঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৮
দৃষ্ট্বা তং সহসোত্থায় রাজর্ষিরমিতৌজসম্ ।
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমিত্যুবাচ মহামুনিঃ ॥ ৫৯
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ সানন্দাশ্রুজলাকুলঃ।
স্তবন্ বৈ জয়শব্দেন প্রণনাম মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৬০

মুচুকুন্দ উবাচ।

ধন্যোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি দর্শনাৎ পরমেশ্বর।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতং সফলং মম ॥৬১
নমস্তে বাসুদেবায় জগন্নাথায় শার্ঙ্গিণে।
দামোদরায় দেবায় তেজসাং নিধয়ে নমঃ ॥ ৬২
অধোক্ষজায় হরয়ে নৃসিংহবপুষে নমঃ।
রাঘবায় নমস্তুভ্যং পুণ্ডরীকেক্ষণায় চ ॥ ৬৩
অচ্যুতায়াবিকারায় তথানন্তায় তে নমঃ।
গোবিন্দায় নমস্তুভ্যং বিষ্ণবে জিষ্ণবে নমঃ ॥৬৪
নারায়ণায় শ্রীশায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
মুকুন্দায় নমস্তুভ্যং চতুর্ব্যূহায় তে নমঃ ॥ ৬৫
নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে পরমাত্মনে।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৬৬

মহাদেব উবাচ।

এবং স্তুত্বা তু গোবিন্দং প্রণনাম পুনঃপুনঃ।
সন্তুষ্টো ভবগান্ প্রাহ মুচুকুন্দং মহামুনিম্ ॥৬৭

শ্রীভগবানুবাচ।

বরং বৃণীষ্ব রাজর্ষে যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৬৮

মহাদেব উবাচ।

সোহপি মুক্তিং যযাচাথ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতাম্ ।
তস্মৈ দদৌ তদা কৃষ্ণো দিব্যং লোকং সনাতনম্ ॥ ৬৯

রাজ সেই স্থানে প্রসুপ্ত ছিলেন। ভগবান্ হরি তাঁহার অদৃশ্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর কালযবন কৃষ্ণবধে সমুদ্যত হইয়া গদাহস্তে সেই গিরি-গুহায় প্রবেশ করিল এবং গুহাশায়ী রাজাকে জনার্দ্দন কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়া তাহাকেই পাদ দ্বারা প্রহার করিল। অনন্তর মহামুনি ভগবান্ মুচুকুন্দ প্রবুদ্ধ হইয়া ক্রোধ-রক্তনেত্রে ঘোর হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হুঙ্কারশব্দে এবং ক্রোধদৃষ্টিপাতে কালযবন নির্দ্দগ্ধ ও বিগতজীবন হইয়া ভস্মীভূত হইল। অতঃপর নীলোৎপল-দলশ্যাম, পুণ্ডরীকাক্ষ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণি, পীতবাসা, জনার্দ্দন রাজর্ষির পুরোভাগে পরিদৃশ্যমান হইলেন। রাজর্ষি মুচুকুন্দ সহসা অমিত-তেজা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনপূর্ব্বক 'অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য' বলিয়া পুলকাঙ্কিতগাত্রে আনন্দাশ্রু-জলাকুল ভাবে জয় শব্দোচ্চারণ-পূর্ব্বক স্তব করত মুহুর্ম্মুহুঃ প্রণাম করিলেন। মুচুকুন্দ কহিলেন,—হে পরমেশ্বর! আমি ভবৎদর্শনে ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইলাম। অদ্য আমার জন্ম সফল, জীবন সফল। হে প্রভো! আপনি বাসুদেব, জগন্নাথ, শার্ঙ্গ-পাণি, আপনাকে নমস্কার। তুমি দেব দামোদর, তেজোনিধি, অধোক্ষজ,হরি, নৃসিংহদেব, রাঘব, পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, অবিকার, অনন্ত, গোবিন্দ, জিষ্ণু, বিষ্ণু, নারায়ণ, শ্রীশ, শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, মুকুন্দ, চতুর্ব্যূহ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার; হে কল্যাণ! তুমিই পরমাত্মা, শান্ত, বাসুদেব, যদুপতি, তোমাকে নমস্কার করি। ৫১-৬৬। মহাদেব কহিলেন,—মুচুকুন্দ গোবিন্দকে এইরূপ স্তব করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া মহামুনি মুচুকুন্দকে বলিলেন,—হে রাজর্ষে! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। মহাদেব কহিলেন,—মুচুকুন্দ তখন পুনরাবৃত্তিরহিতা মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্য

রাজা তু মানুষং রূপং বিহায়াথ মহামতিঃ।
সমানং রূপমাস্থায় দেবস্য পরমাত্মনঃ।
বৈনতেয়ং সমারুহ্য শাশ্বতং পদমাবিশৎ॥ ৭০

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে মুচুকুন্দমোক্ষো নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

হত্বাথ যবনং তত্র মুচুকুন্দেন ধীমতা।
দত্ত্বা তস্মৈ বরং মুক্তিং নিষ্ক্রান্তো যদুনন্দনঃ॥১
হতঞ্চ যবনং শ্রুত্বা জরাসন্ধঃ সুদুর্ম্মতিঃ।
যুযুধে রামকৃষ্ণাভ্যাং স্ববলেন সমাবৃতঃ॥ ২
কৃষ্ণেন নিহতং সৈন্যং সর্ব্বং তস্য দুরাত্মনঃ।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিতো মগধাধিপঃ॥ ৩
চিরেণ লব্ধসংজ্ঞস্তু বিহ্বলাঙ্গো ভয়াতুরঃ।
ন শশাক রণে যোদ্ধুং রামেণ মগধেশ্বরঃ॥ ৪
বিমুখঃ প্রাদ্রবত্তূর্ণং হতশেষবলানুগঃ।
অজেয়াবিতি তৌ মত্বা রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ॥৫
তয়োর্বিরোধং ত্যক্ত্বাথ নগরীং স্বাং বিবেশ হ।
অথ তৌ বসুদেবস্য তনয়ৌ সহ সেনয়া॥ ৬
মথুরাং ত্যজ্য নগরীং প্রবিষ্টৌ দ্বারকাং পুরীম্
ইন্দ্রেণ প্রেষিতো বায়ুঃ সভাং তত্র দিবৌকসাম্
কৃষ্ণায় প্রদদৌ প্রীত্যা নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
বজ্রবৈদূর্য্যরচিতাং বহ্বাসনবিচিত্রিতাম্॥ ৮
নানারত্নময়ৈর্দিব্যৈঃ স্বর্ণচ্ছত্রৈর্বিরাজিতাম্।
তাং প্রাপ্য রম্যাস্তু সভামুগ্রসেনাদয়ো নৃপাঃ॥
মোদন্তে নৈগমৈঃ সার্দ্ধং দিবি দেবগণা ইব।
ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূতো রেবতো নাম পার্থিবঃ॥ ১০
কন্যাং দুহিতরং স্বস্য সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্।
রামায় প্রদদৌ প্রীত্যা রেবতী নাম নামতঃ॥১১
উপযেমে বিধানেন স রামস্তাঞ্চ রেবতীম্।
রময়ামাস চ তয়া শচ্যা ইব সুরেশ্বরঃ॥ ১২

সনাতন লোক প্রদান করিলেন। অনন্তর মহামতি মুচুকুন্দরাজ মানুষরূপ পরিহারপূর্ব্বক পরমাত্মদেবের তুল্যরূপ অবলম্বন করিয়া গরুড়ারোহণে শাশ্বত পদে আরোহণ করিলেন। ৬৭—৭০।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৬

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ধীমান্ মুচুকুন্দ-রাজ দ্বারা কালযবনকে বিনাশ করিয়া মুচুকুন্দকে বরদানপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুর্ম্মতি জরাসন্ধ যবনরাজের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া স্বীয় সমস্ত বল প্রয়োগ করত কৃষ্ণ-বলরাম সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুরাত্মা মগধরাজের সর্ব্বসৈন্য নিহত হইল। মগধাধিপ মূর্চ্ছিত হইয়া মহীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইল। মগধেশ্বর ভয়বিহ্বলদেহে রাম সহ সমরে যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইলেন। রাম-কৃষ্ণ সমরে অজেয় বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। জরাসন্ধ তাঁহাদের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ সত্বর পলায়নপূর্ব্বক স্বীয়পুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণবলরাম সসৈন্যে মথুরাপুরী পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্রপ্রেরিত বায়ু তথায় বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিতা দেবসভা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। ঐ সভা হীরক ও বৈদূর্য্যমণিরচিতা, বহু আসনচিত্রিতা এবং নানা রত্নময় দিব্য স্বর্ণচ্ছত্ররাজিদ্বারা বিরাজিতা। উগ্রসেনাদি নরপতিগণ সেই রম্যসভা প্রাপ্ত হইয়া দিবিস্থ দেবগণবৎ প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশজাত রেবত নরপতি রেবতীনাম্নী সর্ব্বলক্ষণযুতা স্বীয় কন্যাকে প্রীতিসহকারে বলরাম-করে সম্প্রদান করিলেন।১—১১। বলরাম যথাবিধি রেবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া শচীসহ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সহিত রমণ করিতে

বিদর্ভরাজো ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মকো নাম ধার্ম্মিকঃ ।
বভূবুস্তস্য পুত্রাস্ত রুক্মিপ্রভৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ১৩
তেষামবরজা কন্যা রুক্মিণী বরবর্ণিনী ।
কমলাংশেন সম্ভূতা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৪
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি ।
অন্যেষ্বেবাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥১৫
হিরণ্যকহিরণ্যাক্ষৌ সম্ভূতৌ দ্বাপরে পুনঃ ।
শিশুপালো দন্তবক্র ইতি নামসমন্বিতৌ ॥১৬
চৈদ্যান্বয়ে সমুদ্ভূতৌ মহাবলপরাক্রমৌ ।
রুক্মিণীং শিশুপালায় দাতুমৈচ্ছত্তদাত্মজঃ ॥ ১৭
তং নেচ্ছতি পতিং সা তু শিশুপালং শুভাননা ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি বৈ বিষ্ণুমনুরক্তা দৃঢ়ব্রতা ॥১৮
উদ্দিশ্য কৃষ্ণং ভর্ত্তারং সুরাণামর্চ্চনং সদা ।
চকার রুক্মিণী কন্যা দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৯
ব্রতচর্য্যাপরা ভূত্বা ধ্যায়ন্তী পুরুষোত্তমম্ ।
আত্মেশং স্বস্য ভর্ত্তারমুবাস পিতৃমন্দিরে ॥ ২০
কর্ত্তুং তাং শিশুপালায় বিবাহং পার্থিবোত্তমঃ ।
চকার যত্নং পুত্রেণ রুক্মিণা স বিধীমতা ॥ ২১
পুরোহিতসুতং বিপ্রং প্রেষয়ামাস রুক্মিণী ।
উদ্দিশ্য কৃষ্ণং ভর্ত্তারং স তূর্ণং দ্বারকাং যযৌ ॥
সমেত্য কৃষ্ণং রামঞ্চ তাভ্যাং বিধিবদর্চ্চিতঃ ।
একান্তে সর্ব্বমাচষ্ট রুক্মিণীভাষিতং তয়োঃ ॥২৩
তচ্ছ্রুত্বা রামকৃষ্ণৌ তু তেন বিপ্রেণ ধীমতা ।
সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসম্পূর্ণং রথমাকাশগং প্রভুঃ ॥ ২৪
আরুহ্য সূতমুখ্যেন দারুকেণ মহাত্মনা ।
বিদর্ভনগরীং তূর্ণং জগ্মতুঃ পুরুষোত্তমৌ ॥ ২৫
রাজানঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যো বিবাহং দ্রষ্টুমাগতাঃ ।
জরাসন্ধমুখাঃ সর্ব্বে শিশুপালস্য ধীমতঃ ॥ ২৬
তস্মিন্ দ্বাহসময়ে রুক্মিণী রুক্মভূষণা ।
দুর্গাং নিঃসৃত্যার্চ্চয়িতুং সখীভির্নগরাদ্বহিঃ ॥২৭
এতস্মিন্নেব কালে তু সম্প্রাপ্তো দেবকীসুতঃ ।
রথস্থাং তাঞ্চ জগ্রাহ বলবান্ মধুসূদনঃ ॥ ২৮

লাগিলেন। বিদর্ভদেশে ভীষ্মক নামে এক ধর্ম্মাত্মা নরপতি ছিলেন। তাঁহার রুক্মী প্রভৃতি কতিপয় পুত্র ও রুক্মিণী নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। বরবর্ণিনী রুক্মিণী ভীষ্মকের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা—কমলার অংশে উৎপন্না এবং সর্ব্বসুলক্ষণে অন্বিতা। ইনি রাঘবজন্মে সীতা হইয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণজন্মে রুক্মিণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারেও ইনিই তাঁহার সহায়িনী হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে যে দুই দৈত্য উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বাপরে তাঁহারাই চৈদ্যবংশে মহাবল পরাক্রম শিশুপাল এবং দন্তবক্র নামে জন্ম গ্রহণ করে। ভীষ্মকাত্মজ রুক্মী রুক্মিণীকে শিশুপালের হস্তে সম্প্রদান করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু শুভাননা রুক্মিণী শিশুপালকে পতিলাভে অনভিলাষিণী। তিনি বাল্য হইতেই বিষ্ণুর অনুরক্তা, দৃঢ়ব্রতা, কৃষ্ণকেই ভর্ত্তৃরূপে পাইবার উদ্দেশে সর্ব্বদা সুরগণের অর্চ্চনা করেন, বিবিধ দ্রব্য দান করেন, ব্রতনিষ্ঠা হইয়া আত্মেশ্বর পুরুষোত্তমের ধ্যান করেন। এইভাবে কৃষ্ণকে ভর্ত্তৃকামনায় পিতৃমন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে পার্থিববর ভীষ্মক, পুত্র রুক্মীর মতানুসারে রুক্মিণীকে শিশুপালের সহিত বিবাহ দিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী আপনাদের পুরোহিত-পুত্রকে নিজ মনোনীত ভর্ত্তা কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি সত্বর দ্বারকায় উপনীত হইয়া রাম-কৃষ্ণ সহ সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথায় যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়া রুক্মিণীকথিত সমস্ত বৃত্তান্ত একান্তে তাঁহাদের নিকট কহিলেন। পুরুষোত্তম রাম-কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া সেই ধীমান্ বিপ্রসহ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রপূর্ণ আকাশগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক সূতবর মহাত্মা দারুকের পরিচালনায় সত্বর বিদর্ভনগরে গমন করিলেন। ১২—২৬। এদিকে জরাসন্ধপ্রমুখ রাজগণ ধীমান্ শিশুপালের বিবাহ দেখিবার নিমিত্ত নানা রাজ্য হইতে আসিয়া বিদর্ভপুরে সমবেত হইলেন। রুক্মভূষণা রুক্মিণী বিবাহদিবসে দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা করিবার জন্য সখীগণ সহ নগরবহির্ভাগে গমন করিলেন। ইত্যবসরে

সহসা রথমারোপ্য যযৌ তূর্ণং স্বমালয়ম্।
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টা জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ॥ ২৯
রুক্মিণা রাজপুত্রেণ যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ।
অনুযাতা হরিং ক্রুদ্ধাশ্চতুরঙ্গবলান্বিতাঃ॥ ৩০
বলভদ্রো মহাবাহুর্বরূহ্য রথোত্তমাৎ।
লাঙ্গলং মুষলং গৃহ্য নিজঘান ক্ষণাদরীন্॥ ৩১
রথানশ্বান্ মহানাগাংস্তথা পাদচরানপি।
লাঙ্গলমুষলাভ্যাং বৈ নিজঘান বলাদ্রণে॥ ৩২
তস্য লাঙ্গলপাতেন চূর্ণিতা রথপঙ্ক্তয়ঃ।
নাগাশ্চ পতিতা ভূমৌ বজ্রেণেব মহীধরাঃ॥ ৩৩
নির্ভিন্নমস্তকাঃ সর্ব্বে বমন্তো রুধিরং বহু।
ক্ষণেনৈব হতং সৈন্যং বলরামেণ বৈ তদা॥৩৪
সাশ্বং সনাগং সরথং সপদাতিং মহারণে।
সমন্তাৎ সমরে তত্র সুস্রুবুঃ শোণিতাপগাঃ॥৩৫
প্রভগ্নাঃ পার্থিবাঃ সর্ব্বে দুদ্রুবুর্ভয়পীড়িতাঃ।
কৃষ্ণেন কদনঙ্কৃতে রুক্মী ক্রোধবশাদ্বলী॥ ৩৬
ধনুরুদ্যম্য বাণৌঘৈস্তাড়য়ামাস শার্ঙ্গিণম্।
ততঃ প্রহস্য গোবিন্দঃ শার্ঙ্গমাদায় লীলয়া॥৩৭
জঘানৈকেন বাণেন রথাশ্বাংস্তস্য সারথিম্।
রথং ধ্বজং পতাকাঞ্চ চিচ্ছেদ ধরণীধরঃ॥ ৩৮
বিরথঃ খড়্গমাদায় ধরণ্যাং স উপস্থিতঃ।
কৃষ্ণস্তু খড়্গং চিচ্ছেদ বাণেনৈকেন বীর্য্যবান॥
ততঃ স মুষ্টিমুদ্যম্য কৃষ্ণং বক্ষস্যতাড়য়ৎ।
তং জগ্রাহ রণে বীরঃ মিবধ্য নিবিড়ং হরিঃ॥৪০
তীক্ষ্ণং ক্ষুরপ্রমাদায় প্রহসন্মধুসূদনঃ।
শিরসো মুণ্ডনং কৃত্বা মুমোচ চ জনার্দ্দনঃ॥ ৪১
স তু শোকসমাবিষ্টো নিশ্বসন্নুরগো যথা।
আবিবেশ পুরং স্বীয়ং স তু তত্রৈব চাবসৎ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে-
রুক্মিণীহরণং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৪৭॥

দেবকীনন্দন মধুসূদন সহসা রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপণপূর্ব্বক সত্বর স্বীয় আলয়ে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর জরাসন্ধাদি রাজগণ রাজপুত্র রুক্মীর সহিত একযোগে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া চতুরঙ্গ বল সহ সক্রোধে হরির অনুগমন করিল। তখন মহাবাহু বলভদ্র রথবর হইতে অবতরণ করিয়া লাঙ্গল ও মুষল দ্বারা ক্ষণমধ্যে শত্রুসমূহকে বিনাশ করিলেন। শত্রুপক্ষের রথ, অশ্ব, মহাগজ ও পদাতি সৈন্যদিগকে লাঙ্গল-মুষল দ্বারা সবলে সমরে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার লাঙ্গলাঘাতে বজ্রাহত পর্ব্বতবৎ রথরাজি চূর্ণিত, ও নাগগণ পতিত হইল। শত্রুগণ নির্ভিন্নমস্তকে বহু রুধির বমন করিতে লাগিল। তখন বলরাম কর্ত্তৃক ক্ষণমধ্যেই অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতি সহ সর্ব্ব সৈন্য নিহত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বদিকে শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। ভয়ার্ত্ত পার্থিবগণ রণে ভঙ্গ দিয়া সকলেই পলায়ন করিলেন। বলবান্ রুক্মী ক্রোধবশতঃ কৃষ্ণ সহ ঘোর সংঘর্ষ বাধাইয়া দিল। সে ধনু উত্তোলন করিয়া বাণসমূহ দ্বারা শার্ঙ্গপাণিকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর গোবিন্দ হাস্যপূর্ব্বক লীলাক্রমে শার্ঙ্গ ধনু লইয়া একটী মাত্র বাণাঘাতে রুক্মীর রথ অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। রথহীন রুক্মী খড়্গহস্তে ভূতলে দণ্ডায়মান হইল, বীর্য্যবান কৃষ্ণ একটী বাণে তাহার খড়্গচ্ছেদন করিলেন। তখন রুক্মী মুষ্টি উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণের বক্ষে আঘাত করিল, কৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বন্ধনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। রুক্মী শোকাবিষ্ট হইয়া উরগবৎ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে স্বপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সেইখানেই বাস করিতে লাগিল। ২৬—৪২।

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।
অথ কৃষ্ণস্তু রামেণ রুক্মিণ্যা দারুকেণ চ ।
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য যযৌ তূর্ণং স্বমালয়ম্‌ ॥ ১
ততঃ প্রবিশ্য নগরীং দ্বারকাং দেবকীসুতঃ ।
শুভেঽহ্নি শুভলগ্নে বৈ বেদোক্তবিধিনা হরিঃ
উপযেমে নৃপসুতাং রুক্মিণীং রুক্মভূষিতাম্‌ ।
তস্মিন্নুদ্বাহসময়ে দেবদুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৩
বিনেদুঃ পুষ্পবর্ষাণি ববৃষুঃ সুরসত্তমাঃ ।
বসুদেবোগ্রসেনৌ চ তথাক্রূরো যদূত্তমঃ ॥ ৪
বলভদ্রো মহাতেজা যে চান্যে যদুপুঙ্গবাঃ ।
চক্রুঃ কৃষ্ণস্য রুক্মিণ্যা বিবাহং সুসুখং যথা ॥৫
নন্দগোপোঽথ গোপালৈর্গোপবৃন্দৈঃ সমাগতঃ
স্বলঙ্কৃতাভির্যোষাভির্যশোদা চ সমাগতা ॥ ৬
বসুদেবস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা দেবকীপ্রমুখাস্তথা ।
রেবতী রোহিণী দেবী যাশ্চান্যাঃ পুরযোষিতঃ ॥
সর্ব্বাণ্যুদ্বাহকর্ম্মাণি চক্রুর্হর্ষসমন্বিতাঃ ।
সুরাণামর্চ্চনং প্রীত্যা কর্ত্তব্যং তত্র দেবকী ॥৮
বৃদ্ধাভির্নৃপযোষিদ্ভিশ্চকার বিধিনা তদা ।
সর্ব্বমৌদ্বাহিকং কর্ম্ম উৎসবং হি দ্বিজোত্তমৈঃ ॥
ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়ামাস বস্ত্রৈরাভরণৈঃ শুভৈঃ ।
উগ্রসেনাদয়স্তত্র রাজানশ্চ সুপূজিতাঃ ॥ ১০
নন্দগোপাদয়ো গোপা যশোদাদ্যাশ্চ যোষিতঃ
বহুভিঃ স্বর্ণরত্নাদ্যৈর্বাসোভিঃ সবিভূষণৈঃ ॥ ১১
পূজিতাঃ সম্প্রহৃষ্টাস্তে তদ্বিবাহমহোৎসবে ।
তৌ দম্পতী সমাশ্লিষ্য প্রণতৌ জাতবেদসম্‌ ॥
বেদবিদ্ভির্বিপ্রমুখ্যৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতৌ ।
তস্যাং বিবাহবেদ্যান্তু শুশুভাতে বধূবরৌ ॥১৩
ব্রাহ্মণেভ্যোঽথ বৃদ্ধেভ্যো রাজন্যঃ সহ ভার্য্যয়া
ববন্দে দেবকীপুত্রো জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুরেব চ ॥ ১৪
এবমৌদ্বাহিকং সর্ব্বং নির্বর্ত্ত্য মধুসূদনঃ ।
ব্যসর্জ্জয়ন্নৃপান্‌ সর্ব্বান্‌ যে চ তত্র সমাগতাঃ ॥
প্রস্থিতা হরিণা তত্র পূজিতা নৃপপুঙ্গবাঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ সুমহাত্মানো নির্যযুঃ স্বকমালয়ম্‌ ॥১৬

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর রুক্মিণী, বলরাম ও দারুক সহ শ্রীকৃষ্ণ দিব্য স্যন্দনারোহণপূর্ব্বক সত্বর স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন। দেবকীনন্দন হরি দ্বারকা পুরীতে বেশ করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে বেদোক্ত বিধি অনুসারে রুক্মভূষিতা নৃপসুতা রুক্মিণীকে বিবাহ করিলেন। সেই বিবাহকালে আকাশে দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল, সুরশ্রেষ্ঠগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বসুদেব, উগ্রসেন, অক্রূর, মহাতেজা বলভদ্র এবং অন্যান্য যদুপুঙ্গবগণ সকলেই সানন্দে রুক্মিণীসহ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ দিলেন। গোপাল ও গোপবৃন্দসহ নন্দগোপ সমাগত হইলেন। অলঙ্কৃতা প্রমদাগণসহ যশোদা আগমন করিলেন। দেবকীপ্রমুখ বসুদেব-পত্নীগণ, রেবতী, রোহিণীদেবী এবং অন্যান্য পুরকামিনীরা সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া সমস্ত উদ্বাহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা রাজপত্নীগণ সহ দেবকী প্রীতিপূর্ব্বক কর্ত্তব্য দেবার্চ্চন কার্য্য যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। দ্বিজসত্তমগণ দ্বারা সমস্ত বৈবাহিক কর্ম্মোৎসব সমাহিত হইল। শুভ বস্ত্রাভরণ দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন। সেই বিবাহমহোৎসবে উগ্রসেনাদি রাজগণ সুপূজিত হইলেন। নন্দগোপাদি গোপ ও যশোদাদি যোষিদ্‌গণ বহুবিধ স্বর্ণ রত্ন, বস্ত্র ও বিভূষণ দ্বারা সম্মানিত হইয়া হৃষ্ট হইলেন। তখন নবদম্পতি সংশ্লিষ্টভাবে অগ্নিকে প্রণাম করিলেন। ১—১২। বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিলেন। এইরূপে বধূবর সেই বিবাহবেদীতে শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় দেবকীপুত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদবন্দনা করিলেন। এইরূপে মধুসূদন সমস্ত বৈবাহিক কর্ম্ম সমাধা করিয়া বিবাহোৎসবে সমাগত সমস্ত রাজন্যগণকে বিদায় দিলেন। সেই সকল নৃপবর পূজিত হইয়া প্রস্থান করিলে সুমহাত্মা ব্রাহ্মণ-

রুক্মিণ্যা সহ ধর্ম্মাত্মা দেবকীনন্দনোঽব্যয়ঃ।
উবাস সুসুখেনৈব দিব্যহর্ম্ম্যতলে শুভে ॥ ১৭
তয়া বৈ রময়ামাস নারায়ণ ইব শ্রিয়া।
সংস্তুয়মানো মুনিভির্দিবি দেবগণৈরপি ॥ ১৮
অহন্যহনি হৃষ্টাত্মা সুখেনৈব জনার্দ্দনঃ।
অথোবাস সুশোভায়াং দ্বারবত্যাং সনাতনঃ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে রুক্মিণীবিবাহকথনং নামাষ্টচত্বারিংশ-দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৮॥

একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
সত্রাজিতস্য তনয়া নাম্না সত্যা যশস্বিনী।
পৃথিব্যংশেন সম্ভূতা ভার্য্যা কৃষ্ণস্য বাপরা ॥১
বৈবস্বতী মহাভাগা কালিন্দী নাম নামতঃ।
তৃতীয়া তস্য ভার্য্যা সা নীলাংশা সমুপস্থিতা ॥
বিন্দানুবিন্দস্য সুতাং মিত্রবিন্দাং শুচিস্মিতাম্

গণও স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা দেবকীনন্দন রুক্মিণীসহ রম্য হর্ম্ম্যতলে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীসহ নারায়ণবৎ রুক্মিণীসহ শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিতে লাগিলেন। দিবিস্থ দেবগণ এবং মুনিগণ তাঁহার স্তব করিলেন। সনাতন দেব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অহরহ হৃষ্টচিত্তে সুশোভিতা দ্বারকায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ১৩—১৯।

অষ্টচত্বারিংশদাধকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৪৮

উনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সত্রাজিতের কন্যা যশস্বিনী সত্যা পৃথিবীর অংশে উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণের অন্যতম ভার্য্যা হইয়াছিলেন। নীলাংশোত্থিতা সূর্য্যনন্দিনী মহাভাগা কালিন্দী তাঁহার তৃতীয়া পত্নী। বিন্দানুবিন্দদুহিতা শুচিস্মিতা মিত্রবিন্দাকে

স্বয়ংবরস্থিতাং কন্যামুপযেমে জনার্দ্দনঃ ॥ ৩
পাশেনৈকেন বদ্ধা তান্ বৃষভান্ সপ্ত দুর্ম্মদান্।
তাং বীর্য্যশুল্কাং জগ্রাহ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ ॥ ৪
সত্রাজিতো মহারত্নং স্যমন্তাখ্যং মহীপতিঃ।
অনুজায় দদৌ সোঽয়ং প্রসেনায় মহাত্মনে ॥৫
যযাচে তং মণিবরং কদাচিন্মধুসূদনঃ।
উবাচ বাসুদেবং তং প্রসেনঃ প্রসভং তদা ॥৬

প্রসেন উবাচ।
ভারানষ্ট সুবর্ণানি নিত্যং প্রসবতে মণিঃ।
তস্মাৎ কস্য ন দাতব্যং স্যমন্তাখ্যমিদং ময়া ॥৭

মহাদেব উবাচ।
কৃষ্ণস্ত তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা তূষ্ণীমুবাস হ।
কদাচিন্ম গয়াং কর্ত্তুং কৃষ্ণঃ সর্ব্বৈর্যদূত্তমৈঃ ॥ ৮
প্রবিবেশ মহারণ্যং প্রসেনাদ্যৈর্মহাবলৈঃ।
প্রত্যেকং বৈ মৃগান্ হন্তুমনুযাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৯
এক এব মহারণ্যে প্রসেনো দূরমাগতঃ।

জনার্দ্দন স্বয়ম্বরে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ সপ্ত দুর্ম্মদ বৃষভকে এক পাশে বন্ধন করিয়া বীর্য্যশুল্কা মিত্রবিন্দার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা সত্রাজিৎ স্যমন্তক নামক এক মহারত্ন স্বীয় অনুজ প্রসেনকে প্রদান করিয়াছিলেন। একদা মধুসূদন সেই রত্নটী প্রসেনের নিকট প্রার্থনা করেন। প্রসেন তখন বাসুদেবকে বলিলেন,—এই মণি প্রত্যহ অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিয়া থাকে, সুতরাং এই স্যমন্তক মণি কাহাকেও প্রদান করা যায় না।১—৭। মহাদেব কহিলেন,—কৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মৌনী রহিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনাদি মহাবল যদুশ্রেষ্ঠগণ-সহ মৃগয়ার্থ মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন। মৃগয়ার্থ বনপ্রবিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহস্র সহস্র লোক গমন করিল। কিন্তু প্রসেন একাকীই দূর মহারণ্যে গমন করিলেন। এক সিংহ তাঁহাকে দর্শনমাত্র বধ করিয়া তাঁহার মণি হরণ করিল। মহাবল জাম্ববান্ সেই সিংহকে

তং সিংহো হৃষ্টমাসাদ্য হত্বা রত্নং জহার সঃ ॥১০
তং সিংহং জাম্ববান্ হত্বা মণিং গৃহ্য মহাবলঃ ।
প্রবিবেশ বিলং তূর্ণং দিব্যস্ত্রীভির্নিষেবিতম্ ॥১১
তস্মিন্নস্তং গতে সূর্য্যে বাসুদেবঃ সহানুগঃ ।
চতুর্থ্যামুদিতং চন্দ্রং দৃষ্ট্বা স্বং পুরমাবিশৎ ॥ ১২
ততঃ সর্ব্বে পুরজনাঃ কৃষ্ণং প্রোচুঃ পরস্পরম্ ।
হত্বা প্রসেনং গোবিন্দো মৃগব্যাজেন কাননে
স্যমন্তকং মণিবরমগ্রহীদবিশঙ্কয়া ।
তদাকর্ণ্য হরিস্তস্মিন্ দ্বারকাজনভাষিতম্ ॥ ১৪
অজ্ঞলোকভয়াৎ সর্ব্বৈর্যদুভির্গহনং যযৌ ।
দর্শয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ সিংহেন নিহতং বনে ॥
লব্ধাত্মশুদ্ধিস্তত্রৈব সংস্থাপ্য মহতীং চমূম্ ।
একঃ শার্ঙ্গগদাপাণির্জগাম গহনং বনম্ ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা মহাবিলং কৃষ্ণঃ প্রবিবেশাবিশঙ্কিতঃ ।
তত্র নানামণিবরদ্যোতিতে বিমলে গৃহে ॥ ১৭

সুতং জাম্ববতো ধাত্রী দোলামারোপ্য লীলয়া
দোলামুখে মণিং ধৃত্বা দোলয়ন্ গায়তী মুদা ॥
সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ১৯
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবোঽথ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্
তেন নাদেন মহতা নির্জগামাত্র জাম্ববান্ ॥ ২০
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দশরাত্রং নিরন্তরম্ ।
মুষ্টিভির্বজ্রকল্পৈশ্চ সর্বভূতভয়াবহম্ ॥ ২১
কৃষ্ণস্য বলবৃদ্ধিঞ্চ তথাত্মবলসঙ্ক্ষয়ম্ ।
অবেক্ষ্য পূর্ব্ববচনং বুবুধে পরমাত্মনঃ ॥২২
সোঽয়ং রামোঽবতীর্ণোঽত্র ধর্ম্মত্রাণায় বৈ পুনঃ
স আগতো মম স্বামী দাতুং মম মনোরথম্ ॥২৩
এবং জ্ঞাত্বাথ ঋক্ষেশো নিবর্ত্ত্য রণকর্ম্ম তৎ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ গোবিন্দং কো ভবানিতি
বিস্ময়াৎ ॥ ২৪
নিবর্ত্ত্য কদনং শৌরিঃ প্রোচে গম্ভীরয়া গিরা ॥

বিনাশ করিয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক সত্বর দিব্য নারীনিষেবিত বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দিবাবসানে সূর্য্য অস্তগত হইলে সানুচর বাসুদেব চতুর্থী তিথিতে উদিত চন্দ্র দর্শন করিয়া স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সমস্ত পৌরজন কৃষ্ণের উদ্দেশে পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল যে, গোবিন্দ মৃগয়াচ্ছলে প্রসেনকে বনে লইয়া গিয়া তাহাকে নিধনপূর্ব্বক তদীয় স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিয়াছেন! হরি দ্বারকাবাসী জনগণের মুখে এই কথা শুনিয়া অজ্ঞ লোকের দোষারোপভয়ে পুনরায় যদুগণসহ নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে দেখাইলেন যে, সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে। এইরূপে আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে মহতী চমূ স্থাপনপূর্ব্বক একাকী শার্ঙ্গ-গদাহস্তে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন এবং এক মহাবিল দর্শন করিয়া নির্ভয়ে তন্মধ্যে গমন করিলেন। সেস্থানে নানা মণিমণ্ডিত বিমল গৃহে ধাত্রী জাম্ববানের পুত্রকে লীলাবশে দোলায় আরোপণ

করিয়া দোলামুখে মণি স্থাপনপূর্ব্বক সানন্দে গান করত দোলা দোলাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন, ধাত্রী গাইতেছে,— সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, সিংহকে জাম্ববান্ বিনাশ করিয়াছেন। হে সুকুমার! তুমি রোদন করিও না, এই স্যমন্তক মণি তোমারই। ইহা শুনিয়া প্রতাপবান্ বাসুদেব শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই মহানাদ শ্রবণে জাম্ববান্ নির্গত হইল। তখন কৃষ্ণ এবং জাম্ববানের দশরাত্রব্যাপী নিরন্তর দারুণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বজ্রকল্প মুষ্ট্যাঘাতপাতে ঐ যুদ্ধ সর্ব্বভূতের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।৮—২১। জাম্ববান্ কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি এবং নিজের বলক্ষয় দেখিয়া পরমাত্মা হরির পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিল, ভাবিল,—ইনিই সেই রামচন্দ্র, ধর্ম্মরক্ষার জন্য পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই আমার প্রভু মদীয় মনোরথপূর্ত্তির জন্য আগমন করিয়াছেন। ঋক্ষপতি এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক রণকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে সবিস্ময়ে কহিল,—কে আপনি মহাশয়? হরি যুদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
পুত্রোঽহং বসুদেবস্য বাসুদেব ইতীরিতঃ ।
মম রত্নং স্যমন্তাখ্যং হৃতবাংস্ত্বং সুনির্ভয়ঃ ।
তদ্দীয়তাঞ্চ শীঘ্রং মে হ্যন্যথা বধমেষ্যসি ॥ ২৬
মহাদেব উবাচ ।
তচ্ছ্রুত্বা জাম্ববান্ হৃষ্টঃ প্রণনামাথ দণ্ডবৎ ।
পরিণীয় নমস্কৃত্য বিনয়াৎ প্রাহ কেশবম্ ॥ ২৭
জাম্ববানুবাচ ।
ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি তব সন্দর্শাৎ প্রভো
দাসোঽহং পূর্ব্বভাবেন তব দেবকিনন্দন ॥ ২৮
দত্তবানসি গোবিন্দ কদনং পূর্ব্বকাঙ্ক্ষিতম্ ।
ময়েদং কদনং মোহাদ্যৎকৃতং স্বামিনা ত্বয়া ।
তৎক্ষমতাং জগন্নাথ করুণাকর শাশ্বত ॥ ২৯
মহাদেব উবাচ ।
ইত্যুক্তা প্রণতো ভূত্বা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ।
নানারত্নময়ে পীঠে নিবেশ্য বিনয়াৎ প্রভুম্ ॥৩০
শারদাব্জনিভৌ পাদৌ প্রক্ষাল্য শুভবারিণা ।
মধুপর্কবিধানেন পূজয়িত্বা যদূদ্বহম্ ॥ ৩১
বস্ত্রৈরাভরণৈর্দ্দিব্যৈঃ পূজয়িত্বা বিধানতঃ ।
পুত্রীং জাম্ববতীং নাম কন্যাং লাবণ্যসংযুতাম্ ॥
কন্যারত্নং দদৌ তস্মৈ ভার্য্যার্থমমিতৌজসে ।
অন্যৈশ্চ মণিমুখ্যৈশ্চ স্যমন্তাখ্যং দদৌ মণিম্ ॥
তত্রৈবোদ্বাহ্য তাং কন্যাং প্রহৃষ্টঃ পরবীরহা ।
দদৌ তস্মৈ পরাং মুক্তিং প্রীত্যা জাম্ববতে হরিঃ
গৃহীত্বা তনয়াং তস্য কন্যাং জাম্ববতীং মুদা ।
বিনির্গত্য বিলাত্তস্মাৎ প্রযযৌ দ্বারকাং পুরীম্
সত্রাজিতে দদৌ রত্নং স্যমন্তাখ্যং যদূত্তমঃ ।
দুহিত্রে প্রদদৌ সোঽপি কন্যায়ৈ মণিমুত্তমম্ ॥৩৬
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে চতুর্থ্যাং চন্দ্রদর্শনম্ ।
মিথ্যাভিদূষণং প্রাহুস্তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
প্রাপ্যতে দর্শনং তত্র চতুর্থ্যাং শীতগোর্নরঃ ।
স্যমন্তস্য কথাং শ্রুত্বা মিথ্যাবাদাৎ প্রমুচ্যতে ॥
সুলক্ষণাং নাগ্নজিতীং সুশীলাঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
মদ্ররাজসুতাস্তিস্রঃ কন্যকাস্তাঃ শুভাননাঃ ॥ ৩৯

—আমি বসুদেব-পুত্র, বাসুদেব নামে অভিহিত। তুমি আমার স্যমন্তক মণি অকুতোভয়ে হরণ করিয়াছ, শীঘ্র তাহা প্রদান কর, নচেৎ আমি তোমায় বিনাশ করিব। মহাদেব কহিলেন,—জাম্ববান্ তৎশ্রবণে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং অনুনয়-বিনয়পূর্ব্বক কেশবকে কহিলেন,—হে প্রভো! তোমার দর্শনে অদ্য আমি ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইলাম, হে দেবকীনন্দন! আমি তোমার পূর্ব্বাবতারের দাস। হে গোবিন্দ! তুমি পূর্ব্বকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ আমায় প্রদান করিয়াছ। প্রভু তুমি, তোমার সহিত আমি এই এই যে ঘোর সংঘর্ষ করিয়াছি, হে জগন্নাথ! হে জগৎ-কারণ-কারণ! তাহা তুমি ক্ষমা কর। মহাদেব কহিলেন,—জাম্ববান্ এই বলিয়া প্রণতভাবে পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে নানারত্নময় পীঠে উপবেশন করাইয়া শুভ সলিল দ্বারা তদীয় শারদাম্বুজনিভ পাদযুগল প্রক্ষালন করিলেন এবং মধুপর্ক ও দিব্য বস্ত্রাভরণ দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া জাম্ববতী নাম্নী লাবণ্যবতী কন্যারত্ন তাঁহাকে ভার্য্যার্থ অর্পণ করিলেন, অপিচ অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মণিসহ স্যমন্তক মণিও প্রদান করিলেন। পরবীরঘাতী হরি সেই কন্যা বিবাহ করিয়া প্রীতিভরে জাম্ববান্‌কে পরম মুক্তি প্রদান করিলেন। তিনি জাম্ববতীর পাণিগ্রহণ করিয়া সহর্ষে বিল হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক দ্বারকাপুরে প্রয়াণ করিলেন। যদুবর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া সেই স্যমন্তক মণি সত্রাজিৎকে প্রদান করিলেন। সত্রাজিৎ উক্ত মণি স্বীয় কন্যাকে অর্পণ করিলেন ।২২—৩৬। বিজ্ঞগণ বলেন,—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থীর চন্দ্র দর্শনে মিথ্যাপবাদ রটে; অতএব ঐ দিন চন্দ্র দর্শন করিবে না। যদি দৈবাৎ ঐ দিন চন্দ্র দর্শন করা হয়, তাহা হইলে এই স্যমন্ত-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মিথ্যাপবাদ হইতে মুক্ত হইবে। সুলক্ষণা, নাগ্নজিতী, সুশীলা, এই তিন শুভাননা মদ্ররাজসুতা স্বয়ম্বরস্থা হইয়া কৃষ্ণকেই বরণ করিল। যদুকুলতিলক কৃষ্ণ

স্বয়ংবরস্থাস্তাঃ কৃষ্ণং বরয়ামাসুরুজ্জ্বলাঃ।
একস্মিন্ দিবসে তাস্ত উপযেমে যদূদ্বহঃ॥ ৪০
অষ্টৌ মহিষ্যস্তাঃ সর্ব্বা রুক্মিণ্যাদ্যা মহাত্মনঃ।
রুক্মিণী সত্যভামা চ কালিন্দী চ শুচিস্মিতা॥ ৪১
মিত্রবিন্দা জাম্ববতী নাগ্নজিত্যঃ সুলক্ষণা।
সুশীলা নাম তন্বঙ্গী মহিষী চাষ্টমী স্মৃতা॥ ৪২
ভূমিপুত্রো মহাবীর্য্যো নরকো নাম রাক্ষসঃ।
জিত্বা দেবপতিং শক্রং সর্ব্বাংশ্চৈব সুরান্ রণে
অদিত্যা দেবমাতুশ্চ কুণ্ডলে চ সুবর্চ্চসী।
বলাজ্জগ্রাহ দেবানাং রত্নানি বিবিধানি চ॥৪৪
ঐরাবতং মহেন্দ্রস্য তথৈবোচ্চৈঃশ্রবং হয়ম্।
মাণিক্যাদি ধনেশস্য শঙ্খপদ্মনিধিং তথা॥ ৪৫
স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসশ্চৈব হৃতবান্ ক্ষিতিনন্দনঃ।
বজ্রাদিহেতীস্তেষাঞ্চ বলাদ্ধৃত্বা দিবৌকসাম্॥ ৪৬
তৈরেব স সুরান্ হত্বা সভাং ময়বিনির্ম্মিতাম্।
উবাস ব্যোমগো দিব্যো নগর্য্যাং বিমলেঽম্বরে
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে পুরস্কৃত্য শচীপতিম্।
ভয়ার্ত্তাঃ শরণং জগ্মুঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥ ৪৮
কৃষ্ণোঽপি তদুপশ্রুত্য সর্ব্বং নরকচেষ্টিতম্।
দেবানামভয়ং দত্ত্বা বৈনতেয়ং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ৪৯
তস্মিন্ ক্ষণে হরেস্তস্য বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
প্রাঞ্জলিঃ পুরতস্তস্থৌ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৫০
তমারুহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সত্যয়া সহ কেশবঃ।
সংস্তূয়মানো মুনিভিঃ প্রযযৌ রাক্ষসালয়ম্॥৫১
প্রদীপ্যমানমাকাশে যথা সূর্য্যস্য মণ্ডলম্।
রাক্ষসৈর্বহুভির্যুক্তং দিব্যৈরাভরণৈর্যুতম্॥ ৫২
দদর্শ তৎপুরং কৃষ্ণো দুর্ভেদ্যং ত্রিদশৈরপি।
তদাবরণানি ভগবান্ বীক্ষ্য চক্রেণ বীর্য্যবান্
চিচ্ছেদ তেজসা দীপ্ত্যা তমাংসীব দিবাকরঃ।
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে শতশোঽথ সহস্রশঃ॥৫৪
উদ্যম্য শূলানি তদা যুদ্ধায়াভিমুখং যযুঃ।
ততস্ত তোমরৈর্দিব্যৈর্ভিন্দিপালৈঃ সুপট্টিশৈঃ
কেশবং তাড়য়ামাসুঃ পলালৈরিব পাবকম্॥৫৫
ততস্ত শার্ঙ্গমাদায় ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ॥৫৬
দিব্যশস্ত্রাণি চিচ্ছেদ বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
তেষাং শিরোধরান্নাগানশ্বাংশ্চৈব তরস্বিনঃ॥

একদিনেই সেই তিন রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী প্রভৃতি আটজন প্রধানা মহিষী। এই মহিষীগণের নাম যথাক্রমে রুক্মিণী, সত্যভামা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, সুলক্ষণা এবং সুশীলা। ভূমিপুত্র মহাবীর্য্য নরক নামক রাক্ষস, দেবপতি ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণকে জয় করিয়া দেবমাতা অদিতির সমুজ্জ্বল কুণ্ডলযুগল, দেবগণের বিবিধ রত্ন, মহেন্দ্রের ঐরাবত গজ ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধনেশ্বরের মাণিক্যাদি রত্ন, শঙ্খ ও পদ্মনিধি, স্বর্গের অপ্সরাবৃন্দ এবং দেবগণের বজ্রাদি অস্ত্র সবলে কাড়িয়া লইয়া বিমল অম্বরে নগরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক ময়নির্ম্মিত রাজসভায় বাস করিতেছিল। তখন সমস্ত দেব ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভয়ার্ত্তভাবে অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণ নরকাসুরের সমস্ত দুশ্চেষ্টার কথা শ্রবণ করিয়া দেবগণকে অভয় দানপূর্ব্বক গরুড়কে চিন্তা করিলেন। হরির চিন্তনমাত্র মহাবল বৈনতেয় যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণসমীপে আসিয়া উপস্থিত হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাসহ গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া রাক্ষসালয়ে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন,—দীপ্যমান সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বহু রাক্ষস-পরিবৃত দিব্য আভরণযুত দেবদুর্ভেদ্য নরকাসুরপুরী আকাশে প্রতিভাত হই-তেছে। বীর্য্যবান্ ভগবান্ সেই পুরীর আবরণ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন, মনে হইল, দিবাকর যেন প্রদীপ্ত প্রভায় তমোরাশি ভেদ করিয়া ফেলিলেন, তখন তত্রত্য শত সহস্র রাক্ষস শূলাস্ত্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল এবং পলালজাল দ্বারা পাবকবৎ তোমর, ভিন্দি-পাল ও পট্টিশ দ্বারা কেশবকে তাড়িত করিল। ৩৭—৫৫। অনন্তর ভগবান গরুড়ধ্বজ শার্ঙ্গ-পাণি হইয়া অগ্নিশিখোপম বাণ ক্ষেপণপূর্ব্বক বিপক্ষদলের দিব্যাস্ত্রসকল ছেদন করিলেন।

চক্রেণৈব প্রচিচ্ছেদ বীর্য্যবান্ পুরুষোত্তমঃ।
কেচিচ্চক্রেণ সঞ্ছিন্নাস্তথান্যে শরতাড়িতাঃ॥ ৫৮
গদয়া নিহতাঃ কেচিদ্রাক্ষসাস্তদ্রণাজিরে।
এবং তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে পাতিতা ধরণীতলে॥
শক্রোৎসৃষ্টেন বজ্রেণ নির্ভিন্না ইব ভূধরাঃ।
নিহত্য দানবান্ সর্ব্বান্ পুণ্ডরীকায়তেক্ষণঃ॥৬০
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং প্রদধ্মৌ পুরুষোত্তমঃ।
ততঃ স নরকো দৈত্যো ধনুরাদায় বীর্য্যবান্॥
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য যযৌ যুদ্ধায় কেশবম্।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ৬২
বহুভির্বাণসাহস্রৈর্মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ।
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রবাণেন বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥ ৬৩
তস্য রাক্ষসমুখ্যস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ বীর্য্যবান্।
সসর্জ্জাস্ত্রং মহাদিব্যং নরকস্য মহোরসি॥ ৬৪
স তেন ভিন্নহৃদয়ঃ পপাতোর্ব্ব্যাং মহাসুরঃ।
শক্রবজ্রেণ নির্ভিন্নো মহাচল ইবোন্নদন্॥ ৬৫
উপগম্য ততঃ কৃষ্ণঃ সমীপং তস্য রক্ষসঃ।
ভূম্যা সম্প্রার্থিতঃ প্রাহ বরং বৃণ্বিতি রাক্ষসম্।
স চাহ রাক্ষসঃ কৃষ্ণং গরুড়োপরিসংস্থিতম্॥ ৬৬
ন মে কৃত্যং বরেণাস্তি নরকোঽহং তথাপি চ।
অন্যলোকহিতার্থায় বৃণেঽহং বরমুত্তমম্॥ ৬৭
মৃতাহনি তু মে কৃষ্ণ সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বর।
যে নরা মঙ্গলস্নানং কুর্ব্বন্তি মধুসূদন।
ন তেষাং নিরয়প্রাপ্তির্ভবত্বেবং ভয়াপহ॥ ৬৮

মহাদেব উবাচ।

এবমস্ত্বিতি গোবিন্দো দদৌ তস্মৈ বরং প্রভুঃ।
ততঃ পশ্যন্ হরেঃ সাক্ষাচ্ছরদম্বুজসন্নিভৌ॥
চরণৌ বজ্রবৈদূর্য্যনূপুরাভ্যাং বিরাজিতৌ।
অর্চ্চিতৌ বিধিরুদ্রাদ্যৈস্ত্রিদশৈর্মুনিভিস্তথা॥ ৭০
ত্যক্তা প্রাণান্ মহীপুত্রঃ সারূপ্যমগমদ্ধরেঃ।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ॥ ৭১
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি তুষ্টুবুশ্চ মহর্ষয়ঃ।
প্রবিশ্য নগরং তস্য কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ৭২
বলাত্তেন গৃহীতানি রত্নানি ত্রিদিবৌকসাম্।

বীর্য্যবান্ পুরুষোত্তম রাক্ষসদিগের মস্তক, হস্তী, ও বেগবত্তর অশ্ব সকল চক্রাঘাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের কেহ কেহ চক্র দ্বারা ছিন্ন, কেহ কেহ শর-তাড়িত এবং কেহ কেহ বা রণাঙ্গনে গদাহত হইল। এইরূপে সমস্ত রাক্ষস ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বাসব-বজ্রনির্ভিন্ন ভূধরবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। পুণ্ডরীকাক্ষ হরি সর্ব্ব দানবকে নিহত করিয়া মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য বাজাইতে লাগিলেন। এই সময় বীর্য্যবান্ নরকাসুর ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক দিব্য স্যন্দনারোহণে কেশব সহ যুদ্ধার্থ আগমন করিল। তখন বর্ষণশীল মেঘযুগলের ন্যায় কৃষ্ণ ও নরকাসুরের বহু বাণবর্ষণে ঘোর লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর সনাতন বাসুদেব অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সেই রাক্ষসবরের ধনুশ্ছেদন করিলেন এবং নরকাসুরের বক্ষে মহা দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাসুর নরক সেই অস্ত্রাঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া ইন্দ্রবজ্রভিন্ন মহাচলবৎ ধরণীতলে পতিত হইল। তখন কৃষ্ণ ভূমি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই নরকাসুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—তুমি বরগ্রহণ কর। তৎ-শ্রবণে রাক্ষস গরুড়ারূঢ় কৃষ্ণকে কহিল,—আমি নরকাসুর,বরে আমার প্রয়োজন নাই; তথাপি অন্য লোকের হিতসাধনার্থ উত্তম বর প্রার্থনা করিতেছি। হে কৃষ্ণ! হে সর্ব্বভূতেশ্বর মধুসূদন! আমার প্রার্থনা এই যে, মদীয় মৃতাহে যে সকল নর মঙ্গলস্নান করিবে, হে ভয়াপহ! তাহাদের যেন নিরয়প্রাপ্তি হয় না।৫৬—৬৮। মহাদেব কহিলেন,—প্রভু গোবিন্দ তাহাকে 'এবমস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন। অনন্তর ভূমিনন্দন নরকাসুর শিব-বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত দেব মুনি-পূজিত বজ্র-বৈদূর্য্য-নূপুরবিরাজিত, শরদম্বুজনিভ হরিপদযুগল দেখিতে দেখিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া হরিসারূপ্য লাভ করিল। তখন দেবগণ হর্ষনির্ভরমনে পুষ্প-বর্ষণ করিলেন, মহর্ষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কমললোচন কৃষ্ণ নরক-পুরে প্রবেশ করিয়া নরকাসুর কর্তৃক সবলে

কুণ্ডলে দেবমাতুশ্চ তথৈবোচ্চৈঃশ্রবো হয়ম্ ॥
ঐরাবতং গজশ্রেষ্ঠং প্রদীপ্তং মণিপর্ব্বতম্ ।
সর্ব্বমেতদ্যদুশ্রেষ্ঠো দদৌ শক্রায় বজ্রিণে ॥ ৭৪
পার্থিবান্ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যো জিত্বাসৌ নরকো বলী
কন্যাষোড়শসাহস্রং হৃতবান্নরকস্তদা ॥ ৭৫
সন্নিরুদ্ধাস্তু তাঃ সর্ব্বা নরকান্তঃপুরে তদা ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং মহাবীর্য্যং কন্দর্পশতসন্নিভম্ ॥ ৭৬
ভর্ত্তারং বব্রিরে সর্ব্বাঃ পতিং বিশ্বস্য সর্ব্বগম্ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু গোবিন্দোহনন্তরূপবান্ ॥
তাসাং করগ্রহঞ্চক্রে বিধিনা পুরুষোত্তমঃ ।
নরকস্য সুতাঃ সর্ব্বে পুরস্কৃত্য মহীং তদা ॥ ৭৮
গোবিন্দং শরণং জগ্মুস্তানরক্ষদ্দয়ানিধিঃ ।
তদ্রাজ্যে স্থাপ্য তান্ সর্ব্বান্ পৃথিব্যা বাক্যগৌরবাৎ ॥ ৭৯
ঐন্দ্রং বিমানমারোপ্য তাশ্চ সর্ব্বা বরস্ত্রিয়ঃ ।
দেবদূতৈর্মহাভাগৈর্দ্বারবত্যাং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৮০
বৈনতেয়ং সমারুহ্য সত্যয়া সহ কেশবঃ ।
স্বর্লোকং প্রযযৌ তূর্ণং দ্রষ্টুং তাং দেবমাতরম্ ॥
প্রবিশ্য নগরীং তত্র দেবরাজ্ঞো জনার্দ্দনঃ ।
অবরুহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠাৎ পত্ন্যা সহ মহাবলঃ ॥ ৮২
ববন্দে মাতরং তত্র বন্দ্যাং তাং ত্রিদিবৌকসাম্
সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামদিতিঃ পুত্রবৎসলা ॥ ৮৩
নিবেশ্যাসনমুখ্যে তু পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ ।
তত্র সম্পূজয়ামাসুর্যথার্হং পরমেশ্বরম্ ॥ ৮৪
শচীগৃহং সমাগম্য সত্যভামা যশস্বিনী ॥ ৮৫
তয়া সমর্চ্চিতা দেব্যা সমাসীনা সুখাসনে ।
তস্মিন্ কালে সুপুষ্পাণি পারিজাতস্য কিঙ্করাঃ
শচ্যৈ দেব্যৈ দদুঃ প্রীত্যা সহস্রাক্ষেণ চোদিতাঃ
প্রগৃহ্য তানি পুষ্পাণি শচী দেবী সুমধ্যমা ॥ ৮৭
নীলনির্ম্মলকেশে চ ববন্ধ স্বস্য মূর্দ্ধনি ।
অবমন্য শচী তত্র সত্যভামাং যশস্বিনীম্ ॥ ৮৮
অনর্হা মানুষী চেয়ং দেবার্হং কুসুমং শুভম্ ।
ইতি কৃত্বা মতিং তস্যৈ ন দদৌ কুসুমানি সা ॥

গৃহীত দেবগণের রত্ননিচয়, অদিতির কুণ্ডল-যুগল, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, গজবর ঐরাবত ও প্রদীপ্ত মণিপর্ব্বত ইত্যাদি সমস্ত বস্তুই ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বলবান্ নরকাসুর পার্থিবগণকে জয় করিয়া বিভিন্ন রাজ্য হইতে ষোড়শ সহস্র কন্যারত্ন হরণ করিয়া বন্দী অবস্থায় নিজ অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল। তাহারা বিশ্বপতি কৃষ্ণকে মহাবীর্য্য ও শত-কন্দর্পপ্রতিম অবলোকন করিয়া সকলেই পতিরূপে বরণ করিল। অনন্তরূপী পুরুষোত্তম গোবিন্দ, তখন তাহাদের যথাবিধি পাণি-গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে নরকের পুত্রগণ মহীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া গোবিন্দের শরণাপন্ন হইল। কৃপানিধি গোবিন্দ তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। তিনি পৃথিবীর অনুরোধে তাহাদিগকে সেই রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাভাগ দেবদূতগণ দ্বারা সমস্ত পর-নারীকে ঐন্দ্রবিমানে আরোপণপূর্ব্বক দ্বারকা-পুরে উপনীত করিলেন। কেশব, সত্যভামা-সহ গরুড়ারোহণে দেবমাতা অদিতিকে দেখিবার নিমিত্ত সত্বর স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিলেন। জনার্দ্দন দেবরাজের নগরীতে গমন করিয়া গরুড় হইতে পত্নীসহ অবতরণপূর্ব্বক ত্রিদশ-গণবন্দিতা দেবমাতাকে বন্দনা করিলেন। পুত্রবৎসলা অদিতি তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করত বরাসনে উপবেশন করাইয়া ভক্তিভরে পূজা করিলেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই পরমেশ্বরের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।৬৯—৮৪। যশস্বিনী সত্যভামা শচীর গৃহে আগমন করিলে, শচী দেবী তাঁহাকে সুখাসনে বসাইয়া অর্চ্চনা করিলেন। এই ইন্দ্র-প্রেরিত কিঙ্করগণ তখন কতকগুলি পারিজাত পুষ্প আনিয়া শচী দেবীকে প্রদান করিল। সুমধ্যমা শচী সেই সকল পুষ্প গ্রহণ করিয়া স্বীয় নীল নির্ম্মল কেশে বন্ধন করিলেন। যশস্বিনী সত্যভামা এই ব্যাপারে শচী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলেন। 'মানুষী দেবভোগ্য কুসুমের অযোগ্য' মনে করিয়া সত্যভামাকে সেই সকল পুষ্প শচী

বিনিষ্ক্রম্য পুরাত্তস্মাৎ সত্যা কোপসমন্বিতা।
সমেত্য কৃষ্ণং ভর্ত্তারমুবাচ কমলেক্ষণা॥ ৯০
সত্যোবাচ।
এষা শচী যদুশ্রেষ্ঠ পারিজাতেন গর্ব্বিতা।
অদত্ত্বা মম গোবিন্দ ববন্ধ স্বস্য মূর্দ্ধনি॥ ৯১
মহাদেব উবাচ।
সত্যয়া ভাষিতং শ্রুত্বা বাসুদেবো মহাবলঃ।
উৎপাট্য পারিজাতন্তু নিবেশ্য গরুড়োপরি॥৯২
আরুহ্য সত্যয়া তূর্ণং বৈনতেয়ং মহাবলম্।
প্রযযৌ দ্বারকাং রম্যাং নগরীং দেবকীসুতঃ॥
ততঃ কোপসমাবিষ্টো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈঃ সাধ্যৈশ্চ মরুতাং গণৈঃ॥
ঐরাবতং সমারুহ্য যযৌ যুদ্ধায় কেশবম্।
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে পরিবার্য্য জনার্দ্দনম্॥৯৫
ববৃষুঃ শস্ত্রবর্ষাণি মেঘা ইব মহাচলম্।
কৃষ্ণশ্চিচ্ছেদ চক্রেণ তান্যস্ত্রাণি দিবৌকসাম্॥৯৬
বৈনতেয়স্ত সংক্রুদ্ধঃ পক্ষপাতেন বীর্য্যবান্।
পাতয়ামাস তান্ দেবান্ পলালানীব মারুতঃ॥

প্রদান করিলেন না। তাহাতে সত্যভামা কোপভরে ইন্দ্রপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভর্ত্তা কৃষ্ণের নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে যদুশ্রেষ্ঠ! গর্ব্বিত শচী আমাকে পারিজাত না দিয়াই স্বীয় কেশপাশে বন্ধন করিয়াছে। মহাদেব কহিলেন,—সত্যভামার বাক্য শুনিয়া মহাবল বাসুদেব পারিজাত পাদপ উন্মূলনপূর্ব্বক গরুড়োপরি স্থাপনান্তে সত্যভামা সহ গরুড়ারোহণে সত্বর দ্বারবতী-পুরে আগমন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া রুদ্র, বসু, আদিত্য, সাধ্য ও মরুদ্গণ সহ ঐরাবতারোহণে কেশব-সমীপে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। মেঘগণ যেমন মহাবনে বর্ষণ করে, দেবগণ তেমনি জনার্দ্দনকে বেষ্টন করিয়া শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দেবগণের সেই সমস্ত অস্ত্র চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। মারুত যেমন পলালরাশি পাতিত করে, তখন বৈনতেয় তেমনি দেবগণকে পক্ষবাতে পাতিত

ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষো দেবানামীশ্বরঃ প্রভুঃ।
মুমোচ সহসা দীপ্তং বজ্রং কৃষ্ণজিঘাংসয়া॥ ৯৮
জগ্রাহ কৃষ্ণস্তং বজ্রং হস্তেনৈকেন লীলয়া।
ততো ভীতঃ সহস্রাক্ষো নাগেন্দ্রাদবরুহ্য সঃ॥
প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিত্বা নমস্কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
প্রাহ গদ্গদয়া বাচা স্তুত্বা স্তুতিভিরেব চ॥ ১০০
ইন্দ্র উবাচ।
দেবযোগ্যমিদং কৃষ্ণ পারিজাতং ত্বয়া পুরা।
দত্তো মম সুরাণাঞ্চ কথং স্থাস্যতি মানুষে॥১০১
মহাদেব উবাচ।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ সহস্রাক্ষমুপস্থিতম্।
শচ্যাবমানিতা সত্যা তব গেহে সুরেশ্বর॥১০২
অদত্ত্বা পারিজাতানি সত্যায়ৈ সা পুলোমজা।
স্বয়মেব স্বশিরসি ধারয়ামাস তে প্রিয়া॥ ১০৩
অস্যা নিমিত্তং দেবেন্দ্র পারিজাতো হৃতো ময়া
অস্যৈ প্রতিশ্রুতং দাতুং ময়া সুরগণেশ্বর॥১০৪

করিলেন। অনন্তর দেবাধিপ সহস্রাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবধৈষণায় স্বীয় দীপ্ত বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণ সেই বজ্র লীলাক্রমে হস্ত দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন। তখন দেবেন্দ্র ভীত হইয়া নাগেন্দ্র হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিকরে জনার্দ্দনাগ্রে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার ও বিবিধ স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া গদ্গদ বাক্যে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! এই দেবযোগ্য পারিজাত পূর্ব্বে আপনিই আমাকে এবং অন্যান্য দেব-গণকে প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং মানুষলোকে উহার স্থান হইবে কিরূপে? ৮৪-১০১। মহাদেব কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! তোমার গৃহে মৎপত্নী সত্যভামাকে শচী অবমানিত করিয়াছেন। তিনি সত্যভামাকে পারিজাত প্রসূন না দিয়া নিজেই নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। হে দেবেন্দ্র! এই কারণে আমি পারিজাত হরণ করিয়াছি। আমার প্রতিশ্রুতি আছে,—সত্যভামাকে আমি ইহা প্রদান করিব। হে সুরেশ্বর! তৎ-

তব গেহে পারিজাতং স্থাপয়ামীতি বাসব।
তস্মাদদ্য ন দাতব্যঃ পারিজাতঃ সুরেশ্বর ॥১০
দেবতানাং হিতার্থায় প্রাপয়িষ্যামি ভূতলে।
তাবত্তিষ্ঠতু দেবেন্দ্র পারিজাতো মমালয়ে।
ময়ি স্বর্গং গতে শক্র গৃহাণ ত্বং যথেচ্ছয়া ॥১০৬

মহাদেব উবাচ ।

এবমুক্তা যদুশ্রেষ্ঠস্তস্মৈ বজ্রং দদৌ স্বয়ম্ ॥ ১০৭
এবমস্থিতি গোবিন্দং নমস্কৃত্য স বজ্রভৃৎ।
প্রযযৌ স্বপুরং দিব্যং সহ দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ১০৮
কৃষ্ণোঽপি সত্যয়া দেব্যা গরুড়োপরি সংস্থিতঃ
সংস্তূয়মানো মুনিভির্দ্বারবত্যাং বিবেশ হ ॥ ১০৯
সত্যায়া নিকটে স্থাপ্য পারিজাতং সুরদ্রুমম্।
রময়ামাস ভার্য্যাভিঃ সর্বাভিঃ সর্বগো হরিঃ ॥
নিশাসু তাসাং সর্বাসাং গৃহেষু মধুসূদনঃ।
বিশ্বরূপধরঃ শ্রীমানুবাস স সুখপ্রদঃ ॥ ১২১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচরিতে নরক-সংহার-পারিজাতা-হরণংনামৈকোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৯ ॥

পরে পুনরায় তোমার গৃহেই আমি পারিজাত স্থাপন করিব। তাই বলিতেছি,—হে সুরবর! অদ্য আমি পারিজাত প্রদান করিব না। দেবগণের হিতার্থ ইহা ভূতলে আমি লইয়া যাইব। হে দেবেন্দ্র! আমি স্বর্গে আসিলে এই পারিজাত যথেচ্ছ গ্রহণ করিতে পারিবে, এতাবৎকাল ইহা মমালয়েই থাকুক। মহাদেব কহিলেন,—যদুপতি এই কথা কহিয়া ইন্দ্রকে বজ্রাস্ত্র ফিরাইয়া দিলেন, বজ্রধারী ইন্দ্র 'এবমস্তু' বলিয়া গোবিন্দকে প্রণামপূর্ব্বক দেবগণ সহ স্বীয় দিব্যপুরে প্রয়াণ করিলেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বগত হরি সুরতরু পারিজাত সত্যভামার বাসগৃহের নিকটে স্থাপন করিয়া সত্যভামা ও অন্যান্য ভার্য্যা সহ রমণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপধর শ্রীমান্ মধুসূদন নিশাকালে সেই

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

রুক্মিণ্যাং কৃষ্ণস্য প্রদ্যুম্নো মদনাংশেন জজ্ঞে ॥১
অসৌ মদনসম্ভূতো মহাবলঃ শবরং জঘ্নিবান্ ॥২
তস্য রুক্মিণঃ সুতায়ামনিরুদ্ধো জজ্ঞে ॥ ৩
সোঽপি বাণপুত্রীমুষাং নাম কন্যামুপযেমে ॥৪

সা তু স্বপ্নে নীলোৎপলদলশ্যামং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণং মহাবাহুং বিচিত্রাভরণোপেতং ষোড়শসমা বয়স্কং যথাবদুপভুজ্য প্রবুধ্য তং পুরতো ন দৃষ্ট্বা মদনেন পীড়িতা ভ্রান্তচিত্তা মাস্তু ত্যক্তা রক্তারবিন্দবক্ত্রং ক্বাসি ক্ব যাসীতি বহুধা বিললাপ ॥ ৫

ততস্তস্যাঃ সখী চিত্রলেখেতি নাম কন্যাং

সকল ভার্য্যার গৃহে সুখপ্রদ ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। ১০২—১২১।

উনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৪৯

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন নামে এক পুত্র হয়। মদনাংশজাত মহাবল প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরকে জয় করেন। রুক্মিনন্দিনীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অনিরুদ্ধ উষানাম্নী বাণদুহিতার পাণিপীড়ন করেন। বাণপুত্রী স্বপ্নে নীলোৎপলদল-শ্যাম পুণ্ডরীকনিভনেত্র বিচিত্রাভরণান্বিত ষোড়শবর্ষবয়স্ক জনৈক বিশালবাহু যুবা পুরুষকে উপভোগ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে তিনি মদনপীড়িতা ও ভ্রান্তচিত্তা হইয়া সেই রক্তারবিন্দনেত্র যুবা পুরুষের উদ্দেশে 'আহা! আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, কোথায় গেলে, এই বলিয়া বহুধা বিলাপ করিতে লাগিলেন।১-৫। অনন্তর উষার চিত্র-

তাদৃশীমবস্থাং গতাং বিলোক্য কিং নিমিত্তং বিভ্রান্তচিত্তাসীতি পপ্রচ্ছ ॥ ৬

সাপিস্বপ্নলব্ধং পতিং যথা বদাচষ্ট ॥ ৭

সাপি সকলদেবমানুষাদিশ্রেষ্ঠান্ পটে বিলিখ্য তস্মৈ দর্শয়ামাস ॥ ৮

যদুবংশসম্ভূতান্ কৃষ্ণসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাদীনপি সম্যগ্ভুবিবেদয়ামাস ॥ ৯

সা তেষাং কৃষ্ণমনুমান্ত প্রদ্যুম্নানন্তরমনিরুদ্ধং দৃষ্ট্বা স ইত্যেষ ইত্যালিলিঙ্গ ॥ ১০

অথ চিত্রলেখা বহ্বীভির্মায়াবতীভির্দৈত্যস্ত্রীভির্দ্বারবতীং গত্বা রাত্রাবন্তঃপুরে সুপ্তমনিরুদ্ধং দৃষ্ট্বা গৃহীত্বা মোহয়িত্বা মাহিষ্মত্যাং বাণস্যান্তঃপুরে চৈত্যপ্রাসাদাদিযুক্তে তস্যা বাণপুত্র্যাঃ শয্যায়াঞ্চিক্ষেপ ॥ ১১

সোঽপি প্রবুদ্ধোঽতিরম্যে শ্লক্ষ্ণপর্য্যঙ্কে সংস্থিতামুষাং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাং বিচিত্রাভরণবসনগন্ধমাল্যালঙ্কৃতাং কাঞ্চনবর্ণাং সুকেশীং সুজাতস্তনীং দৃষ্ট্বা গাঢ়মালিঙ্গ্য করিণ্যা গন্ধহস্তীব তয়াতিপ্রীতিসংযুক্তয়া যথাসুখং রময়ামাস ॥ ১২

এবং মাসমাত্রং নিরন্তরতয়ানিরুদ্ধং রমমাণং কদাচিদন্তঃপুরনিবাসিন্যো বৃদ্ধা দৈত্যস্ত্রিয়ো জ্ঞাত্বা রাজ্ঞে নিবেদয়ামাসুঃ ॥ ১৩

স রাজা ক্রোধতাম্রাক্ষঃ পরং বিস্ময়ং গত্বা তমিহানয়তেতি পুরঃ কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস ॥১৪

তেঽপি তূর্ণং নৃপপ্রাসাদমারুহ্য রাজপুত্র্যাঃ শয়নে সংস্থিতমনিরুদ্ধং গ্রহীতুমাজগ্মুঃ ॥ ১৫

স তান্ সমারব্ধান্ দৃষ্ট্বা প্রাসাদস্তম্ভমেকং হেলয়োৎপাট্য নিযুতসঙ্খ্যকান্ কিঙ্করান্ মুহূর্ত্তমাত্রেণৈব স্তম্ভেন চূর্ণিতগাত্রান্ চকার ॥ ১৬

অথ দৈত্যপতির্নিহতান্ কিঙ্করান্ দৃষ্ট্বা কৌতূহলং গত্বা অসৌ শ্রীকৃষ্ণপৌত্র ইতি

লেখানাম্নী সখী উষাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সখি! কি নিমিত্ত তুমি বিভ্রান্তচিত্তা হইয়াছ? উষা চিত্রলেখার নিকট স্বপ্নলব্ধ পতির বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তখন চিত্রলেখা স্বীয় চিত্রবিদ্যাবলে নিখিল দেবমানুষাদির শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে চিত্রিত করিয়া উষাকে প্রদর্শন করাইল। তাহার চিত্রে যদুবংশীয় কৃষ্ণ সর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ প্রভৃতিও সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছিলেন। উষা তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যায় প্রদ্যুম্নের পরবর্তী অনিরুদ্ধকে দেখিয়া ইনিই 'সেই পুরুষ এই' বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর চিত্রলেখা বহু মায়াবিনী দৈত্য কামিনীসহ দ্বারবতীপুরে গমন করিল এবং রাত্রিকালে তত্রত্য অন্তঃপুরসুপ্ত অনিরুদ্ধকে দর্শনমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক মোহিত করিয়া মাহিষ্মতীপুরীর চৈত্যপ্রাসাদাদিযুক্ত বাণান্তঃপুরে আনয়নান্তে বাণ-কন্যার শয্যায় রাখিয়া দিল। অনিরুদ্ধ প্রবুদ্ধ হইয়া অতিরমণীয় কোমল পর্য্যঙ্কে শয়ানা, সর্ব্বসুলক্ষণলক্ষিতা, বিচিত্রাভরণ-বসন-গন্ধমাল্যমণ্ডিতা কাঞ্চনবর্ণা, সুকেশা, সুজাতস্তনী উষাকে অবলোকন করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং করিণীসহ গন্ধহস্তীর ন্যায় সেই অতি প্রীতিযুতা বাণদুহিতার সহিত যথাসুখে রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস যাবৎ নিরন্তর রমণ করিতে থাকিলে, একদা অন্তঃপুরনিবাসিনী বৃদ্ধা দৈত্যনারীগণ জানিতে পারিয়া এই ঘটনা বাণরাজার কর্ণগোচর করিল। রাজা তৎশ্রবণে পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া ক্রোধ-তাম্রনেত্রে সম্মুখস্থ কিঙ্করগণকে আদেশ করিলেন,—'সেই ব্যক্তিকে এইখানে আনয়ন কর' কিঙ্করগণ সত্বর রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাজপুত্রীর শয্যাস্থিত অনিরুদ্ধকে গ্রহণ করিতে আসিল। অনিরুদ্ধ তাহাদিগকে গ্রহণোদ্যত দেখিয়া হেলাক্রমে এক স্তম্ভ উৎপাটনপূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে নিযুতসংখ্যক কিঙ্করকে চূর্ণিতগাত্র করিলেন। ৬—১৬। অনন্তর দৈত্যপতি স্বীয় কিঙ্করদিগকে নিহত দেখিয়া

দেবর্ষিণা প্রোক্তো ধনুরাদায় স্বয়মেবানিরুদ্ধং গ্রহীতুং তৎসমীপমাজগাম ॥ ১৭

অনিরুদ্ধোঽপি যোদ্ধুমায়ান্তং সহস্রবাহুং রাজানং দৃষ্ট্বা তৎপরিঘং ভ্রাময়িত্বা বাণস্যোপ.র চিক্ষেপ ॥ ১৮

স চাপনির্ম্মুক্তেন বাণেন তং পরিঘং চিচ্ছেদ ॥

অনন্তর মুরগাস্ত্রেণ অনিরুদ্ধং নিবিড়ং বধ্বা স্বান্তঃপুরে নিবেশয়ামাস ॥ ২০

অথ কৃষ্ণোঽপ্যেবংবিধমেব দেবর্ষিণা জ্ঞাত্বা বলদেবপ্রদ্যুম্নসহিতঃ স্বসেনয়া বিহঙ্গমেন্দ্রমারুহ্য তস্য বাণস্য ভুজবনং ছেত্তুমাজগাম ॥ ২১

বলিপুত্রেণ পুরা শঙ্করোঽর্চ্চিতঃ প্রসন্নো বরং বৃণীষ্বেত্যুবাচ ॥ ২২

তমীশ্বরং বাণো মম পুরদ্বারি রক্ষার্থং সর্ব্বদোপবিশ্য সমাগতং পরসৈন্যং জহীত্যেবং বরমযাচত ॥ ২৩

তং তথেত্যুক্ত্বা শঙ্করোঽপি তস্য পুরদ্বারি সায়ুধঃ সপুত্রঃ সগণঃ সমাসীনস্তস্মিন্নেব কালে রুষা স্বসেনয়া সমাগতং বাসুদেবং দৃষ্ট্বা বৃষমারুহ্য সর্ব্বায়ুধোপেতঃ স্বপুত্রগণসংবৃতো যোদ্ধুং নিশ্চক্রাম ॥ ২৪

কৃষ্ণোঽপি তং ভূতপতিং গজচর্ম্মকপালভস্মধরং জ্বলিতোরগাকল্পং পিঙ্গলং ত্রিলোচনং ত্রিশূলধরং সর্ব্বভূতগণসংহৃতিকর্ত্তারং সর্ব্বভূতভয়াবহং সংবর্ত্তাগ্নিপ্রভং পুত্রদ্বয়সমন্বিতং সমস্তগণাবৃতং ত্রিপুরান্তকং দৃষ্ট্বা সেনাং সুদূরে পৃষ্ঠতো নিবেশ্য বলভদ্রপ্রদ্যুম্নসহিতস্তেন রুদ্রেণ সহ প্রহসন্নিব যোদ্ধুমারেভে ॥ ২৫

প্রধনং তদভূদ্‌ঘোরং কৃষ্ণশঙ্করয়োস্তদা ।
পিনাকশার্ঙ্গনির্ম্মুক্তৈর্বাণৈঃ সংবর্ত্তকোপমৈঃ ॥২৬
রামোঽপি চক্রে বাণেন প্রদ্যুম্নঃ ষণ্মুখেন চ ।

কৌতূহলাক্রান্ত হইল। দেবর্ষি নারদ অনিরুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। দৈত্যপতি তাহা শুনিয়া নিজেই ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে বন্দী করিবার নিমিত্ত তাহার সমীপে গমন করিল। অনিরুদ্ধ রাজা সহস্রবাহুকে যুদ্ধার্থ আগত দেখিয়া সেই পরিঘ ভ্রমণ করাইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, বাণরাজ চাপমুক্ত বাণ দ্বারা অনিরুদ্ধের পরিঘ ছেদন করিলেন এবং উরগাস্ত্র দ্বারা অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নারদের মুখে এবংবিধ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলদেব প্রদ্যুম্ন এবং স্বীয় সেনাগণ সহ গরুড়ারোহণে বাণরাজের ভুজবল ছেদনার্থ আগমন করিলেন। বলিপুত্র বাণ শঙ্করের আরাধনা করায় তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। বাণ সেই ঈশ্বরসমীপে এইরূপ বর প্রার্থনা করিল যে, আপনি আমার পুরদ্বারে রক্ষার্থ সর্ব্বদা উপবেশন করিয়া থাকুন; আর সমাগত বিপক্ষ সৈন্যদিগকে বিনাশ করুন। শঙ্কর 'তথাস্তু' বলিয়া সেই হইতে তাহার পুরদ্বারে সায়ুধ, সপুত্র ও প্রমথগণ-পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। বাসুদেব যখন সরোষে সেনাসমভিব্যাহারে বাণপুরে আগমন করেন, তখন শঙ্কর তদ্দর্শনে বৃষারোহণপূর্ব্বক সর্ব্বায়ুধহস্তে স্বীয় পুত্র ও প্রমথবৃন্দ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন,—ভূতভাবন ত্রিপুরারি, ভূতনাথ গজ-চর্ম্ম, কপাল ও ভস্মধারণ করিতেছেন, জ্বলিত ভুজঙ্গভূষণে তিনি ভূষিত হইতেছেন; তাঁহার ত্রিলোচন পিঙ্গলবর্ণ, তিনি ত্রিশূলধর, সর্ব্বভূতসংহারকর, সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর, সম্বর্ত্তাগ্নিসমপ্রভ, স্বীয় পুত্রদ্বয়যুত, সমস্ত প্রথমপরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইয়াছেন। বলভদ্র-প্রদ্যুম্ন সমভিব্যাহারী কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া দূরে পশ্চাতে সেনা সন্নিবেশপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে রুদ্রসহ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তখন পিনাক ও শার্ঙ্গ হইতে নির্ম্মুক্ত সম্বর্ত্তকসদৃশ বাণসমূহ দ্বারা কৃষ্ণ ও শঙ্করের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।১৭—২৬। বলরাম বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন

যুযুধাতে মহাবীর্য্যৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ॥
বিনায়কঃ স্বদন্তেন জঘানোরসি যাদবম্।
রামো মুষলমাদায় তস্য দন্তমতাড়য়ৎ॥২৮
নির্ভিন্নদন্তঃ সহসা প্রদুদ্রাবাখুবাহনঃ।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ হতদন্তো গণেশ্বরঃ
দেবদানবগন্ধর্বৈরেকদন্ত ইতীরিতঃ।
প্রদ্যুম্নেন সমং যুদ্ধং চকার শিখিবাহনঃ॥ ৩০
গণান্ বিদ্রাবয়ামাস মুষলেন হলায়ুধঃ।
কৃষ্ণেন সুচিরং কালং যুদ্ধ্বাসৌ নীললোহিতঃ॥
তাপজ্বরং মহাদীপ্তমস্মিন্ সংযোজ্য সায়কে।
কোপান্মুমোচ তদসৌ ভৃশং সংরক্তলোচনঃ॥৩২
তদস্ত্রং বারয়ামাস কৃষ্ণঃ শীতজ্বরেণ তু।
তাভ্যাং হরিহরাভ্যাস্তু বিসৃষ্টৌ তাবিমৌ জ্বরৌ
বিশতুর্মানুষে লোকে তয়োরেবাজ্ঞয়া ভৃশম্।
হরিশঙ্করয়োর্যুদ্ধং যে তু শৃণ্বন্তি মানবাঃ॥৩৪
তে সর্ব্বে জ্বরনির্ম্মুক্তাঃ প্রাপ্নুবন্তি নিরাময়ম্।
ততঃ স তু হৃষীকেশো মোহনাস্ত্রং দুরাসদম্॥৩৫
নিযুজ্য বাণং ভূতেশে মুমোচ মধুসূদনঃ।
মুহুর্মুহুর্ব্যজৃম্ভদ্বৈ তেনাস্ত্রেণ বিমোহিতঃ॥৩৬
পপাত মূর্চ্ছিতো ভূমৌ শঙ্করস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
পিতরং মোহিতং দৃষ্ট্বা শক্তিমুদ্যম্য বীর্য্যবান্॥
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ কৃষ্ণং ষণ্মুখঃ শিখিবাহনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং কৃষ্ণশ্চকারাত্র পরাঙ্মুখম্॥ ৩৮
এবং জিত্বা যদুশ্রেষ্ঠঃ শূলপাণিং ত্রিলোচনম্।
মহাস্বনং পাঞ্চজন্যং শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥
কৃষ্ণেন নির্জ্জিতং শ্রুত্বা সাত্মজং শঙ্করং তদা।
বাণঃ স্যন্দনমাস্থায় যযৌ যুদ্ধায় কেশবম্॥ ৪০
স দৃষ্ট্বা সহসা কৃষ্ণং গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
ছাদয়ামাস গোবিন্দং বহুশস্ত্রাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ॥ ৪১
গদাভিঃ পরিঘৈঃ শূলৈঃ শক্তিভিস্তোমরৈরপি।
ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গৈশ্চ চক্রৈর্বর্ণৈর্নিরন্তরম্॥৪২
তানি সর্ব্বাণি চিচ্ছেদ চক্রেণৈব জনার্দ্দনঃ।
সসর্জ্জ তস্য বাহূনাং ছেদনার্থং সুদর্শনম্॥৪৩
মুক্তং দনুজরাজস্য সহস্রারং সুদর্শনম্।

ষড়ানন সহ যুদ্ধ বাধাইলেন। বলগর্ব্বিত মহাবীর্য্য সিংহযুগলের ন্যায় তাঁহারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিনায়ক স্বীয় দন্ত দ্বারা যদুনন্দনের বক্ষে আঘাত করিলেন। রাম মুষল লইয়া তাঁহার দন্তে তাড়ন করিলেন। বিনায়ক নির্ভিন্নদশন হইয়া মূষিকবাহনে সহসা পলায়ন করিলেন। তখন হইতে গণেশ্বর জগতে হতদন্ত নামে অভিহিত হইলেন। দেব দানব গন্ধর্ব্ব সকলেই তাঁহাকে একদন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় প্রদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করিলেন। হলায়ুধ মুষল দ্বারা প্রথমবৃন্দ বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। নীললোহিত কৃষ্ণ সহ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত কোপরক্ত নেত্রে মহাদীপ্ত তাপজ্বর সায়কে সংযোজনপূর্ব্বক মোচন করিলেন। কৃষ্ণ শীতজ্বর দ্বারা উক্ত অস্ত্র নিবারণ করিলেন। হরিহর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত উক্ত জ্বরদ্বয় তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে মানুষলোক প্রবেশ করিল। হরিহরের যুদ্ধবৃত্তান্ত যে সকল মানব শ্রবণ করে, তাহারা জ্বরমুক্ত হইয়া নিরাময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর হৃষীকেশ মধুসূদন দুর্দ্ধর্ষ মোহনাস্ত্র ভূতেশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রে মোহিত হইয়া ত্রিদশেশ্বর শঙ্কর মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভণ করিতে করিতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শিখিবাহন ষড়ানন পিতাকে মোহিত দেখিয়া শক্তি উত্তোলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। কৃষ্ণ হুঙ্কার মাত্রেই তাঁহাকে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন। প্রতাপবান্ যদুবর শূলপাণি ত্রিলোচনকে এইরূপে জয় করিয়া মহাশব্দে পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করিলেন। তখন সপুত্র শঙ্কর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া বাণ রথারোহণে কেশব সহ যুদ্ধার্থ আগমন করিল।২৭--৪০। বাণ বৈনতেয়স্থ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সহসা প্রভূত শস্ত্রাস্ত্রবর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। অবিরল ধারে গদা পরিঘ শূল, শক্তি তোমর ভিন্দিপাল, খড়্গ চক্র এবং বাণ বৃষ্টি হইতে লাগিল। জনার্দ্দন একমাত্র সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই

তস্বাহুকাননং তূর্ণং ছিন্নং চক্রে সহস্রধা ॥ ৪৪
এতস্মিন্নন্তরে দেবি পার্ব্বতী সংশিতব্রতা ।
হরেঃ সমীপমাগত্য কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ৪৫
পার্ব্বত্যুবাচ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ নারায়ণ দয়ানিধে ।
দাস্যস্মি তব দেবেশ পূর্ব্বভাবে যদূত্তম ॥ ৪৬
ত্বয়া দত্তং বরং মহ্যং তদা কৈলাসপর্ব্বতে । *
সৌভাগ্যং শাশ্বতং সৌম্য প্রসন্নেন মহাত্মনা ॥
তব মুখ্যং সহস্রস্য নাম্নামন্যতমং বিভো ।
গৌরী সৌভাগ্যদাতেতি মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্
তৎসত্যং কুরু গোবিন্দ গরুড়ারূঢ় শাশ্বত ।
তস্মান্মম পতিং দেব ত্বং জীবয়িতুমর্হসি ॥ ৪৭
মহাদেব উবাচ ।
এবমুক্তস্ততো দেব্যা কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।
অস্ত্রং সংহারয়ামাস যেনাসৌ মোহিতঃ পতিঃ ॥

সকল অস্ত্র ছেদন করিলেন। পরে বাণের বাহুসহস্র ছেদনের জন্য সুদর্শন নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শন দনুজরাজের প্রতি প্রেরিত হইয়া সত্বর তাহার সহস্রবাহুরূপ কানন ছেদন করিয়া ফেলিল। হে দেবি! ইত্যবসরে সংশিতব্রতা শঙ্করী হরিসমীপে আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলি-করে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ, দয়ানিধে! হে দেবেশ! আমি পূর্ব্বজন্মে তোমারই দাসী ছিলাম। তৎকালে কৈলাসপর্ব্বতে আপনি আমায় বর প্রদান করেন। হে সৌম্য! আপনি মহাত্মা, প্রসন্ন হইয়া আমাকে শাশ্বত সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন। হে বিভো! এই কারণেই গৌরী-সৌভাগ্যদাতা এই নাম আপনার সহস্র-নামের অন্যতম মুখ্য নাম বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে গরুড়ারূঢ় গোবিন্দ! আপনার সেই নাম আপনি সার্থক করুন। হে দেব! আমার পতিকে আপনি জীবন দান করুন। মহাদেব কহিলেন,—দেবী এই কথা কহিলে, কমল-

* 'কৌশলপর্ব্বতে' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কৃষ্ণাস্ত্রেণ বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূতপতিঃ শিবঃ ।
উত্থায় প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতাং পতিম্ ॥ ৫১
মহাদেব উবাচ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ ভগবান্ পুরুষোত্তম ।
পরেশ পরমেশান অনাদিনিধনাব্যয় ॥ ৫২
তীব্রবীর্য্যং মনুষ্যেষু শরীরগ্রহণাত্মিকা ।
সর্ব্বস্য তব চেষ্টেয়ং মানলক্ষণমেব তৎ ॥ ৫৩
প্রসীদ মে নমস্তভ্যং প্রসীদ মম শাশ্বত ।
প্রসীদ মে জগৎস্বামিন্ প্রসীদাচ্যুত কেশব ॥
ত্বমেব জগতাং স্রষ্টা ধাতা হর্ত্তা জগদ্‌গুরুঃ ।
ত্বমেব চিদচিদ্বস্তুরূপং ব্রহ্ম সুরেশ্বর ॥ ৫৫
ত্বমাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বমীশ্বরঃ শেষ এব চ ।
ত্বং মহত্ত্বং পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা ত্বমেব হি ॥ ৫৬
সমস্তামরবর্য্যস্ত্বমমর্ত্ত্যস্ত্বং সুরেশ্বর ।
ত্বং মর্ত্ত্যেশঃ সযোনিস্ত্বং সৌশীল্যেন তব প্রভো
তব শ্বাসসমুৎপন্নৌ পরজীবৌ সনাতনৌ ।

লোচন কৃষ্ণ শিবসম্মোহনকর অস্ত্র সম্বরণ করিয়া লইলেন। সর্ব্বভূতপতি মহাদেব কৃষ্ণাস্ত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিকরে জগৎপতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে ভগবন্ পুরুষোত্তম! হে পরেশ, পরমেশান! হে অব্যয় অনাদিনিধন! আপনি সর্ব্বস্বরূপ, মনুষ্য লোকে তীব্র-বীর্য্য লইয়া আপনার এই যে শরীরগ্রহণাত্মিকা চেষ্টা, ইহাই আপনার বিশিষ্ট লক্ষণ। হে শাশ্বত! মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন, আপনাকে নমস্কার। হে জগৎস্বামিন্! হে অচ্যুত, কেশব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন। আপনিই জগতের স্রষ্টা, ধাতা, হর্ত্তা এবং জগদ্‌গুরু। হে সুরেশ্বর! আপনিই চিদচিদ্বস্তু, ব্রহ্মরূপ, আপনিই আদি, অনাদি, ঈশ্বর এবং শেষ। আপনি মহৎ, পরব্রহ্ম এবং প্রত্যগাত্মা ।৪১—৫৬। হে সুরেশ্বর! আপনি সমস্ত দেবের শ্রেষ্ঠ, অমর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যেশ, হে প্রভো! আপনার সুশীলতাগুণে মর্ত্ত্য-লোকে আপনিই সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বলিয়া

ততশ্চ পাল্যতে চৈব তব বাৎসল্যগৌরবাৎ ॥
ক্ষরাক্ষরে পরে ধাম্নি রুচৌ নিত্যং সুরাশ্রয়ে।
অধিবিশ্বে নিধেষি ত্বং দাস্যকর্ম্মণি নান্যথা ॥ ৫৯
যস্যাং ন বেদ লোকেঽস্মিন্ স মূঢ়ঃ সর্ব্বভাবতঃ।
পরাবরেশ্বরং ধাম বিদুর্দ্দাস্যে মনীষিণঃ ॥ ৬০
তে বৈ সমাসতে যুক্তাস্তৎপদং ত্রিদশৈঃ সমম্।
সামান্যো ভজতে দূরে নস্তং নিত্যং পদং তব
তস্য তূর্য্যা চারুকেশী চাবস্থা ঘটতে তব।
মিথুনানি তবাধ্যক্ষ ব্রুবতে যত্ শাশ্বত ॥ ৬২
তব নামানি কর্ম্মাণি গুণানি শাশ্বতানি চ।
ঐশ্বর্য্যাণি গুণাতীত ব্রুবতে চোত্তমে ইমে ॥ ৬৩

পরিগণিত হইয়া থাকেন; পরন্ত আপনার সমান—আপনি ব্যতীত আর কেহই নহে। সনাতন পরমাত্মা ও জীবাত্মা আপনারই নিশ্বাসে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি বাৎসল্যগুণে উহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। সেই ক্ষর ও অক্ষর জীবাত্মা ও পরমাত্মা—সুরগণের একান্ত অবলম্বনীয় সাত্ত্বিক তেজে উপবৃংহিত হইয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকেন; আপনিই তাহাদিগকে স্বীয় দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। একথা মিথ্যা নহে। ইহলোকে আপনাকে প্রকৃতরূপে যে জানিতে পারে নাই, সে সকল প্রকারেই নিতান্ত মূঢ়। মনীষিগণ ঈশ্বরের পর ও অপর তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে সেই পরম পুরুষের দাস্যে নিযুক্ত বলিয়াই জানেন। তাঁহারা অপরাপর দেবগণের সহিত যোগযুক্ত হইয়া সেই পরম পদের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিয়ত আপনার সেই পরম পদে নমস্কার করণার্থ দূরে থাকিয়াই সাধারণের ন্যায় উদ্যম করিয়া থাকেন। হে শাশ্বত অধ্যক্ষ! আবার যখন আপনার চারু কেশশালিনী তুরীয়াবস্থা সংঘটিত হয়, তখন সাধুগণ আপনার মিথুনাকারের স্ফুরণের কথা বলিয়া থাকেন। হে গুণাতীত! আপনার নাম, গুণ, কর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য—এ সমস্তই চিরস্থায়ী। জ্ঞানিগণ এই

কর্ম্মজ্ঞানময়ে রূপে ইমে পূর্ব্বোত্তরে শ্রুতে।
সমুতৌ যুবতীশস্য স্তোতারৌ তব কেশব ॥৬৪
ত্বং প্রজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম ত্বয়া প্রাজ্ঞেন শাশ্বত।
জীবয়ে তেন প্রজ্ঞেন পরেণৈবাত্মনা ত্বয়া ॥ ৬৫
তস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রম্য কৃপয়া তব কেবলম্।
আমুষ্মিকে পরে স্বর্গে ত্বয়া দত্তাত্মবোধবান্ ॥৬৬
প্রজ্ঞানঞ্চৈব বিজ্ঞানং মেধাং দৃষ্টিং তথা ধৃতিম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি অমৃতং স ভবেত্তদা ॥
এতৎসংজ্ঞানমাত্মানং যদেতদ্ধৃদি যন্মনঃ।
মনীষা চৈব যুক্তিশ্চ স্মৃতিঃ সঙ্কল্প এব চ ॥ ৬৮
তপশ্চ ক্রতবঃ কামো দশ ইত্যাদি তে প্রভো।
ভবন্তি নামধেয়ানি প্রজ্ঞানস্য ঘৃণানিধেঃ ॥ ৬৯
এষ ত্বং পরমং ব্রহ্ম এষ ত্বং বৈ প্রজাপতিঃ।

কথা বলিয়া থাকেন। আপনার কর্ম্মময় ও জ্ঞানময় রূপদ্বয়ই জগতের আদি ও অন্তস্বরূপ; এইরূপই শুনা যায়। হে কেশব! আপনিই ঈশ, আপনার বিদ্যা অবিদ্যা নাম্নী রমণীদ্বয়—শমাদি ও কামাদি পুত্রগণের সহিত নিয়ত আপনার স্তব করিতেছেন; হে শাশ্বত! আপনি কিন্তু প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র। আপনি এই জীবাত্মা ও পরমাত্মা এতদুভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র আপনার কৃপায়ই জীব এই শরীর পরিহার করিয়া সুখবহুল স্বর্গে গমন করে; তখন আপনিই তাহাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করেন; তাহার ফলে সে, প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি প্রভৃতি নিখিল কামপ্রাপ্ত হইয়া পরে মুক্তিলাভ করে। আত্মাকে এইরূপ নিজ বোধস্বরূপই জানিবে। সর্ব্বভূতের হৃদয়ে যাহা নিয়ত প্রতিষ্ঠিত; যাহা সর্ব্বভূতের 'মন' নামে পরিচিত; হে প্রভো! আপনি কৃপানিধি প্রজ্ঞান পুরুষ; মনীষা, যুক্তি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, তপস্যা, যজ্ঞ ও কাম, ইত্যাদি দশবিধ নাম আপনারই। ৫৭—৬৯। এই আপনি পরম ব্রহ্ম, এই আপনি প্রজাপতি. এই আপনিই রুদ্র এবং

এষ ত্বমিন্দ্রো রুদ্রশ্চ এষ ত্বং সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৭০
এতানি সর্ব্বভূতানি ত্বমেব পরমেশ্বর।
সুতমিত্রাণি জীবায়ুস্তথান্যানি সনাতন ॥ ৭১
জরায়ুজাণ্ডজাতানি স্বেদজোদ্ভিদ্যজানি চ।
অশ্বা গাবশ্চ পুরুষা হস্তিনশ্চেতরাণি চ ॥ ৭১
যৎকিঞ্চিৎ প্রাণিজাতঞ্চ জঙ্গমাশ্চৈব জন্তবঃ।
স্থাবরা যে চ বৈ নাথ সর্ব্বে ত্বত্তো ভবন্তি চ ॥
ত্বাং হি সর্ব্বগতং চেত্থং বদন্তি শ্রুতয়ো হরিম্।
ত্বয়ৈব প্রেরিতা লোকাশ্চেষ্টন্তে সাধ্বসাধুষু ॥
তস্মান্ময়া কৃতং যচ্চ অপরাধমিদং প্রভো।
ক্ষমস্ব করুণাসিন্ধো গুণৈঃ শুভতমৈস্তব ॥ ৭৫
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
বাসুদেব জগদ্বন্দ্য নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৭৬
নমস্যামি জগৎস্বামিন্নৃসিংহ করুণাকর।
শ্রীশ সর্ব্বগত শ্রীমন্ পরমাত্মন্নমোঽস্তু তে ॥ ৭৭
নিজাবসথবৈকুণ্ঠ নিত্যমুক্তার্চ্চিত প্রভো।
ত্রয়ীনাথ নমস্তভ্যং রাম রাজীবলোচন ॥ ৭৯
ভূভারকবিনাশায় কৃষ্ণানন্দস্বরূপিণে।
বিষ্ণবে জিষ্ণবে তুভ্যং নমস্তে যদুনন্দন ॥ ৭৯
এবং স্তুত্বাথ গোবিন্দং প্রণিপত্য উমাপতিঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ভূতেশো বাক্যং গম্ভীরয়া গিরা

মহাদেব উবাচ।

ময়া দত্তবরো হ্যেষ বাণো বলিসুতঃ প্রভো।
অহঞ্চ দত্তবাংস্তস্মৈ পুরানেনার্থিতো বরম্ ॥ ৮১
অমরত্বং যদুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং কর্তুং ত্বমর্হসি।
তস্মাদেনং বলিসুতং ত্রাতুমর্হসি মে প্রিয়ম্ ॥ ৮২
তথেত্যুক্তা চ ভগবান্ বাণং বলিসুতং তদা।
প্রাণসংশয়মাপন্নং ছিন্নবাহুমসৃক্চিতম্ ॥ ৮৩
সংহৃত্য চক্রং গোবিন্দো মুমোচ করুণানিধিঃ।
মোচয়িত্বা বলিসুতং শঙ্করঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৮৪
বৃষভেন্দ্রং সমারুহ্য পার্ব্বত্যা সহিতঃ প্রভুঃ।
যযৌ চ বসতিস্থানং কৈলাসং ধরণীধরম্ ॥ ৮৫
স তু বাণো নমস্কৃত্য রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
তাভ্যাং বৈ নগরীং গত্বা মুমোচ মদনাত্মজম্ ॥

এই আপনিই সর্ব্বদেবতা। হে পরমেশ্বর! আপনিই এই সর্ব্বভূত। হে সনাতন! সুত, মিত্র, জীব, আয়ু অন্যান্য জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অন্য যে কিছু প্রাণী এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবই আপনা হইতে উদ্ভূত। শ্রুতিগণ এইরূপে আপনাকেই সর্ব্বগত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই লোক সকল সাধু ও অসাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি,—হে প্রভো! হে করুণা-সিন্ধো! আমি যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি আপনার শুভতম গুণে তাহা ক্ষমা করুন। হে গোবিন্দাচ্যুত-মাধব-পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনাকে নমস্কার। হে জগদ্বন্দ্য নারায়ণ হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার করি। হে জগৎপ্রভো, করুণাকর, নৃসিংহ! হে সর্ব্বগত শ্রীশ শ্রীমন্ পরমাত্মন! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি নিজ বসতি বৈকুণ্ঠে নিত্যমুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। হে ত্রয়ীনাথ! হে রাজীবলোচন রাম! তোমাকে নমস্কার করি! হে যদু-নন্দন! আপনি ভূভারনাশক, কৃষ্ণা-নন্দস্বরূপী জিষ্ণু, বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার। উমাপতি গোবিন্দকে এইরূপ স্তব করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক যুক্তকরে গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে প্রভো! এই বলিনন্দন বাণ আমার নিকট লব্ধবর। পূর্ব্বে বর প্রার্থনা করায় আমি ইহাকে অমরত্ব বর প্রদান করিয়াছিলাম,—হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি সমস্তই করিতে পারেন, অতএব এই মৎপ্রিয় বলিপুত্রকে আপনি পরিত্রাণ করুন। ভগবান্ করুণানিধি গোবিন্দ 'তথাস্তু' বলিয়া সুদর্শন চক্র উপসংহারপূর্ব্বক প্রাণসংশয়াপন্ন ছিন্নবাহু শোণিতপ্লুত বাণরাজকে পরিত্যাগ করিলেন। সংশিতব্রত শঙ্কর বাণরাজকে মোচন করাইয়া পার্ব্বতী সহ বৃষভেন্দ্রারোহণে স্বীয় আবাসস্থান—ধরণীধর কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। বাণরাজ মহাবল রাম-কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয়নগরে প্রবেশপূর্ব্বক মদনাত্মজ

বস্ত্রাভরণৈর্দিব্যৈঃ পূজয়িত্বা যথার্হতঃ।
উষাং সম্প্রদদৌ তস্মৈ কৃষ্ণপৌত্রায় শৌরয়ে॥
উদ্বাহ্য রামকৃষ্ণৌ তমনিরুদ্ধং যথাবিধি।
বাণেন পূজিতৌ তত্র প্রদ্যুম্নসহিতৌ তদা॥ ৮৮
উষয়া সহিতং তত্রানিরুদ্ধং বৈ জনার্দ্দনঃ।
আরোপ্য স্যন্দনে দিব্যে যযৌ দ্বারবতীং তদা
রামপ্রদ্যুম্নসহিতঃ সেনয়া সহিতো হরিঃ।
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং ত্রিদশৈর্ম্মঘবানিব॥ ৯০
অনিরুদ্ধো বাণপুত্র্যা নানারত্নময়ে গৃহে।
অনিশং রময়ামাস নানাভোগৈর্মুদান্বিতঃ॥ ৯১

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বাণাসুরসংগ্রাম-কথনং নাম পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমো-হধ্যায়ঃ॥ ২৫০॥

অনিরুদ্ধকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং দিব্য বস্ত্রাভরণ দ্বারা যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধকে উষা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রামকৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধের যথাবিধি উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধানান্তে বাণরাজ-কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। অনন্তর জনার্দ্দন উষাসহ অনিরুদ্ধকে দিব্য রথে আরোপণ করাইয়া দ্বারবতী অভিমুখে গমন করিলেন। হরি, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও সেনা সমভিব্যাহারে ত্রিদশগণসহ মঘবার ন্যায় রম্য পুরে প্রবেশ করিলেন। অনিরুদ্ধ বাণরাজ-নন্দিনী উষার সহিত নানারত্নময় গৃহে নানা ভোগে মুদান্বিত হইয়া নিরন্তর রমণ করিতে লাগিলেন।৭০-৯১।

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫০।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অথ পৌণ্ড্রক-বাসুদেবঃ কাশিরাজো বারাণস্যাং বিবিক্তে দ্বাদশবর্ষং মহেশমর্চ্চয়ন্নিরাহারঃ পঞ্চাক্ষরং জজাপ॥ ১

পৌরশ্চরণকালে শঙ্করং স্বনেত্রকমলেন পূজয়ামাস॥ ২

ততঃ শূলপাণিরুমাপতিঃ প্রসন্নো বরং বৃণীম্বেতি তমাহ॥ ৩

অসৌ পঞ্চবক্ত্রং সর্ব্বভূতপতিং শিবং প্রসন্নং বরদ মম বাসুদেবসমানরূপং প্রযচ্ছেত্যুবাচ॥ ৪

শিবস্তস্মৈ শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুতচতুর্ভুজং পুণ্ডরীকদলনিভলোচনং বাসুদেবসমানকিরীট-ললিতকুন্তলং পীতবস্ত্রকৌস্তভাভরণাদিচিহ্না-ন্যপি মহ্যং দেহীতি যাচিতঃ শিবঃ সর্ব্বমপি তস্মৈ প্রদদৌ॥ ৫

স তু বাসুদেবোঽহমিতি সর্ব্বলোকান্ মোহয়ামাস॥ ৬

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—একদা কাশিরাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব বারাণসী ধামে নির্জ্জনে দ্বাদশ বর্ষ অনাহারে থাকিয়া মহেশের অর্চ্চনাপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করেন। জপের পুরশ্চরণকালে তিনি নিজ নেত্রকমল দ্বারা শঙ্করের অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বর গ্রহণ কর। তখন কাশিরাজ সেই প্রসন্ন বরদ ভূতপতি পঞ্চবক্ত্র শিবকে কহিলেন,—আমাকে বাসুদেবতুল্য আকৃতি প্রদান করুন। শিব প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মযুত চতুর্ভুজ, পুণ্ডরীকদলনিভ-নয়ন, বাসুদেবসম কিরীটললিতকুণ্ডল, পীত-বস্ত্র এবং কৌস্তভাভরণাদি চিহ্ন সকল প্রদান করিলেন।১—৫। সেই কাশিরাজ তখন আমি 'বাসুদেব' এই বলিয়া সর্ব্বলোক

কদাচিৎ স্বর্গতো মদবলোৎকটং তং কাশিপতিং নারদোঽভেত্য বসুদেবসুতমজিত্বা বাসুদেবত্বং ন বিদ্যতে ইত্যুবাচ॥ ৭

স তু তস্মিন্নেব ক্ষণে গরুড়পতাকাযুতরূপং রথমারোপ্য চতুরঙ্গাক্ষৌহিণীবলেন দ্বারকামবাপ॥ ৮

তত্র পুরদ্বারি স্বর্ণযানে সংস্থিতো বাসুদেবোঽহং যুদ্ধার্থং সম্প্রাপ্তোঽস্মি। মামজিত্বা তব বাসুদেবত্বং নাস্তীতি দূতং প্রেষয়ামাস॥৯

বিষ্ণুরপি তচ্ছ্রুত্বা বৈনতেয়মারুহ্য পৌণ্ড্রকেণ যোদ্ধুং পুরদ্বারি বিনিষ্ক্রম্যাক্ষৌহিণীবলেন স্যন্দনে সমাসীনং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং পৌণ্ড্রকং দদর্শ॥ ১০

কৃষ্ণোঽথ শার্ঙ্গমাদায় সংবর্ত্তাগ্নিপ্রভৈর্বাণৈস্তস্যাশ্বগজপদাতিযুক্তং মহদক্ষৌহিণীবলং মুহূর্ত্তমাত্রেণ নিঃশেষং দদাহ॥ ১১

শরেণৈকেন তস্য হস্তাবসক্তশঙ্খচক্রগদাদিহেতীরপি লীলয়ৈব চিচ্ছেদ॥ ১২

পবিত্রেণ সুদর্শনেন কিরীটকুণ্ডলযুতং তস্য শিরঃকমলং ছিত্বা বারাণস্যামন্তঃপুরে নিপাতয়ামাস॥ ১৩

তদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বে কাশিনিবাসিনঃ কিমেতদিত্যাশঙ্ক্য বিস্মিতা বভূবুঃ॥ ১৪

তস্য পৌণ্ড্রকস্য সুতো দণ্ডপাণিরিতি বাসুদেবেন ভগবতা নিহতং স্বপিতরং শ্রুত্বা মাত্রা মৃত্যুনা সমাদিষ্টঃ স্বপুরোহিতেনাভিযুক্তো মাহেশ্বরেণ ক্রতুনা শঙ্করমিয়াজ॥১৫

স তু প্রসন্নঃ কৃষ্ণজিঘাংসয়া সমর্থাং মাহেশ্বরীং কৃত্যাং তস্মৈ সম্প্রীত্যা চ দত্তবান্॥ ১৬

স কাশিরাজস্তাং মাহেশ্বরীং জ্বালাকুলোপচিতবিগ্রহাং সন্দীপ্তসটাকলাপাং পিঙ্গলনেত্রাং জ্বলৎকরালবদনাং ত্রিশূলহস্তাং ভস্মাঙ্গরাগলিপ্তাং নরমুণ্ডমালাবিভূষিতাং সর্ব্বদেবভয়ঙ্করীং রুদ্রদত্তাং সমীক্ষ্য সপুত্রদার-

---

মোহিত করিতে লাগিল। একদা স্বর্গ হইতে নারদ আসিয়া সেই মদবলগর্ব্বিত কাশিরাজের নিকট বলিলেন,—বসুদেবসুত বাসুদেবকে জয় না করিয়া তোমার বাসুদেবত্ব শোভা পায় না। কাশিরাজ তৎক্ষণাৎ গরুড়-পতাকাঙ্কিত রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ অক্ষৌহিণী বলসহ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব দ্বারকাপুরদ্বারে স্বর্ণযানে অবস্থানপূর্ব্বক "আমি বাসুদেব,যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছি; আমাকে জয় না করিয়া তোমার বাসুদেবত্ব হইতে পারে না" এই সংবাদ দিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। বিষ্ণু তৎশ্রবণে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক পৌণ্ড্রক সহ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুরদ্বারে নির্গত হইয়া দেখিলেন—শঙ্খ চক্র-গদাহস্ত পৌণ্ড্রক অক্ষৌহিণী বলসহ স্যন্দনে সমাসীন রহিয়াছে। অনন্তর কৃষ্ণ শার্ঙ্গ ধারণ করিয়া সম্বর্ত্তাগ্নিপ্রভ বাণসমূহ নিক্ষেপপূর্ব্বক পৌণ্ড্রকের অশ্ব গজ ও পদাতিযুক্ত বিপুল অক্ষৌহিণী বল মুহূর্ত্তমাত্রে নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিলেন। একশরে তাহার হস্তস্থিত শঙ্খ চক্র গদাদি শস্ত্র অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পবিত্র সুদর্শন চক্রদ্বারা তদীয় কিরীটকুণ্ডলযুত মস্তককমল ছেদন করিয়া বারাণসীধামে অন্তঃপুরে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত কাশীবাসী 'ইহা কি হইল' ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। পৌণ্ড্রকের পুত্র দণ্ডপাণি, ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক স্বীয় পিতা নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মাতা ও মৃত্যুর প্রেরণায় নিজ পুরোহিতের সাহায্যে মহেশ্বর-যজ্ঞানুষ্ঠানে শঙ্করের আরাধনা করিলেন। শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণনিধনসমর্থা মাহেশ্বরী কৃত্যা তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করিলেন ৬—১৬। কাশিরাজপুত্র দণ্ডপাণি সেই জ্বালাকুলোপচিতবিগ্রহা দীপ্তসটাকলাপা পিঙ্গলনেত্রা—জ্বলৎকরালবদনা—ত্রিশূলহস্তা—ভস্মাঙ্গরাগলিপ্তা—নরমুণ্ডমালাবিভূষিতা—সর্ব্বদেবভয়ঙ্করী রুদ্রদত্তা মাহেশ্বরী কৃত্যা অবলোকন

বান্ধবসহিতং কৃষ্ণং জহীতি প্রেরয়ামাস ॥ ১৭

সা তু সর্ব্বলোকভয়াবহা সর্ব্বাং পৃথ্বীং স্বতেজসা নির্দহন্তী প্রলয়াশনিনির্ভরস্বনং নদন্তী দ্বারকামবাপ ॥ ১৮

তত্রত্যাঃ সর্ব্বে জনাস্তাং দৃষ্ট্বা মহাপ্রলয়মিতি মত্বা হাহাকারং কুর্ব্বন্তঃ কৃষ্ণং নিবেদয়ামাসুঃ ॥ ১৯

কৃষ্ণোঽপি তান্ সর্ব্বান্ ভেতব্যমিত্যুক্ত্বা প্রাকারতোরণে স্থিতাং মহারৌদ্রাং কৃত্যাং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা সকলশস্ত্রাস্ত্রনিবারণসমর্থং সহস্রারং সুদর্শনং তস্যাং কৃত্যায়াং সহসা মুমোচ ॥ ২০

সা তু কল্পান্তার্ককোটিসমবর্চ্চসা শতযোজনোন্নতং সকলদীপ্তাস্ত্রযুতং হিরণ্ময়ং প্রভাপূর্ণং সকলজগৎপ্রলয়স্থিতিসমর্থং সহস্রারং সর্ব্বদেবনমস্কৃতং জগচ্ছরণভূতং মহাসুদর্শনং বিলোক্য বিনষ্টতেজা ভয়ার্ত্তা ক্রোশন্তী বারাণসীং প্রতি দুদ্রাব ॥ ২১

সুদর্শনমপি তাং কৃত্যাং ভৃশমন্বগাৎ ॥ ২২

সাপি ভয়ার্ত্তা ক্রোশন্তী কাশিপতেস্তস্যান্তঃপুরং প্রবিবেশ ॥ ২৩

সুদর্শনেঽপি তাং বারাণসীং পুরীং প্রাপ্য সভৃত্যবলবাহনং পৌণ্ড্রকসুতং দণ্ডপাণিং নাম কাশিরাজং বহুপ্রাসাদহর্ম্ম্যমালিনীং পুরীং মাহেশ্বরীমপি ভস্মাবশেষাং কৃত্বা সকলদেবমহর্ষিভিঃ পূজ্যমানঃ পুনরেব দ্বারবত্যাং কৃষ্ণহস্তং সুসৌম্যং কল্যমিব আবিবেশ ॥ ২৪

অত্র চ শ্লোকা গীয়ন্তে।

শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষমজরং দগ্ধ্বা তদ্বলমোজসা।
কৃত্যাং ভস্মাবশেষাং তাং ততো বারাণসীং পুরীম্ ॥ ২৫

প্রভূতরথমাতঙ্গাং সাশ্বাং পুংস্ত্রীসমন্বিতাম্।
সাশেষকোষকোষ্ঠান্তাং দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি
দ্বারোপলক্ষিতাশেষগৃহপ্রাকারচত্বরাম্।
প্রদদাহ হরেশ্চক্রং সকলামেব তাং পুরীম্ ॥২৭
অক্ষীণগতিসামর্থ্যমসাধ্যকৃতসাধনম্।

করিয়া 'পুত্র দার বান্ধব সহিত কৃষ্ণকে বধ কর' বলিয়া প্রেরণ করিলেন। সেই সর্ব্বলোকভয়াবহা কৃত্যা পৃথিবীকে যেন স্বীয় তেজে দগ্ধ করিয়া প্রলয়াশনিনির্ভরনাদে গর্জ্জন করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইল। তত্রত্য জনগণ তদ্দর্শনে মহাপ্রলয় উপস্থিত মনে করিয়া হাহাকার করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট গিয়া নিবেদন করিল। কৃষ্ণ তাহাদের সকলকে অভয় দিয়া প্রাকারতোরণস্থিতা তথাবিধা মহাভীষণা কৃত্যা অবলোকন করিয়া সকল শস্ত্রাস্ত্রনিবারণক্ষম সুদর্শনকে সেই কৃত্যার উপর সহসা নিক্ষেপ করিলেন। কৃত্যা দেখিল,— কল্পান্তকোটিসূর্য্যসমতেজে সকল দীপ্তাস্ত্রযুত,—হিরণ্ময়প্রভাপূর্ণ,—নিখিল জগৎ-প্রলয়-স্থিতি-সমর্থ—সর্ব্বদেবনমস্কৃত, জগৎশরণ-ভূত—সহস্রার মহাসুদর্শন শত যোজন ব্যাপিয়া সমাগত হইয়াছে। তদ্দর্শনে কৃত্যা হীনতেজা হইল, সে ভয়ার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে বারাণসীর দিকে পলায়ন করিল। সুদর্শন সেই কৃত্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, কৃত্যা ভয়ার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কাশিপতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সুদর্শন বারাণসীপুরে উপস্থিত হইয়া সভৃত্যবল বাহন পৌণ্ড্রকনন্দন কাশিরাজ দণ্ডপাণিকে এবং বহু প্রাসাদহর্ম্ম্যমালিনী মাহেশ্বরী পুরীকেও ভস্মাবশেষ করত সকল দেবমহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া সুশোভন মঙ্গলনিদান কৃষ্ণকরে আগমন করিল।১৭ ২৪। এ বিষয়ে এই রূপ গাথা-গীত প্রচলিত আছে।—উক্ত চক্র স্বীয় তেজে শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষণকর তদীয় বল দগ্ধ করিয়া কৃত্যাকে ভস্মাবশেষে পরিণামিত করিল, পরে প্রভূত রথ, মাতঙ্গ, অশ্ব, ও স্ত্রী-পুরুষ-সমন্বিতা সুরগণেরও নিরীক্ষ্যা—দ্বারপালোপলক্ষিতা অশেষ গৃহ-প্রাকার-চত্বরযুতা সুরগণেরও দুর্নিরীক্ষ্যা নিখিল বারাণসী পুরী দগ্ধ করিল। সেই অব্যাহতগতিশক্তি,

তচ্চক্রং প্রজ্বলদ্ভাসং বিষ্ণোরভ্যাযযৌ করম্

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে পৌণ্ড্রক-তৎপুত্র-কৃত্যাবিধ্বংসনং নামৈকপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫১॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।

অথ মগধাধিপঃ কংসবধানন্তরং দ্বিষন্নেব যাদবান্ সদা পীড়য়ামাস, তে দুঃখিতাঃ কৃষ্ণমূচুঃ॥ ১

স চ ভীমার্জ্জুনাবাহূয় সমন্ত্রয়ামাস কৃষ্ণঃ—অনেন রুদ্রঃ পূজিতস্তৎপ্রসাদাচ্ছস্ত্রৈরবধ্যঃ পরং কেনাপি প্রকারেণ হন্তব্য ইতি॥ ২

অথ বিচার্য্য ভীমমাহ—এনং প্রতি মল্লযুদ্ধং কুরু, তত্তেন প্রতিজ্ঞাতম্॥ ৩

অথ সকলচরাচরজগদ্বন্দ্যো বাসুদেবো ভীমার্জ্জুনসহিতো জরাসন্ধস্য পুরীং গত্বা বিপ্রবেশেন তস্যান্তঃপুরমবাপ॥ ৪

সোঽপি মহাবীর্য্যান্ ক্ষত্রিয়ান্ যুদ্ধে নির্জ্জিত্য বলাদ্‌গৃহীত্বা স্ববেশ্মনি নিরুধ্য মাসি মাসি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামেকৈকং হত্বা তদ্রক্তেনৈব বলিং ভৈরবায়াকরোৎ॥ ৫

এবংবিধং সকলজনপার্থিববধং কুর্ব্বতো জরাসন্ধস্য সমুদ্যমানো ভীমার্জ্জুনসহিতস্তস্য গৃহে বিপ্রবেষেণৈব প্রবিবেশ॥ ৬

স তু তান্ দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎপ্রণতো ভূত্বা যথোচিতাসনেষু নিবেশ্য মধুপর্কবিধানেন সম্পূজ্য ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি কিমর্থং ভবন্তো মে সমীপ আগতাস্তদ্বক্তব্যমহং তৎ সর্ব্বং ভবদ্ভ্যো দাস্যামীত্যুবাচ॥ ৭

তেষাং বাসুদেবঃ প্রহসন্ পার্থিবং তমুবাচ—কৃষ্ণভীমার্জ্জুনা যুদ্ধার্থমাগতাঃ স্ম অস্মাকমন্যতমং দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থং বৃণীষ্বেত্যবদৎ॥ ৮

সোঽপি তথেত্যবদত্ততো দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থং মারুতিং বরয়ামাস॥ ৯

অসাধ্যসাধক জ্বলিতপ্রভ চক্র পুনরায় বিষ্ণুকরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৫—৮।

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৫১।

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—কংসবধানন্তর মগধাধিপতি শত্রুতাবশতঃ সর্ব্বদাই যাদবগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। যাদবগণ দুঃখিত হইয়া কৃষ্ণকে সেই কথা জানাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনকে ডাকিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন যে, এই জরাসন্ধ রুদ্রের অর্চ্চনা করে, তাঁহার প্রসাদে কোন অস্ত্রেই ইহাকে বধ করা যাইবে না; অতএব অন্য কোন প্রকারে ইহাকে বধ করিতে হইবে। অনন্তর কৃষ্ণ বিচারালোচনা করিয়া ভীমকে বলিলেন,—ইহার সহিত মল্লযুদ্ধ কর। ভীম তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। একদা নিখিল চরাচরগুরু বাসুদেব ভীমার্জ্জুন সহ জরাসন্ধপুরে গমন করিয়া বিপ্রবেশে তদীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে জয় করিয়া সবলে গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, প্রতিমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর দিন তাহাদের এক একজনকে হত্যা করিয়া তাহার শোণিত দ্বারা ভৈরবের বলি প্রদান করিত। এইরূপে সকল জনপদবাসী পার্থিবগণের বধবিধানকারী জরাসন্ধের গৃহে ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ বিপ্রবেশে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপুরঃসর যথোচিত আসনে উপবেশন করাইয়া মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা প্রদানান্তে কহিল,—আমি ধন্য হইয়াছি, কৃতকৃত্য হইয়াছি, আপনারা কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন, বলুন; আমি সমস্তই আপনাদিগকে অর্পণ করিব। ১—৭। এই কথার পর কৃষ্ণ হাস্য করিয়া সেই রাজাকে কহিলেন,—কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন আমরা যুদ্ধার্থ আসিয়াছি, আমাদের মধ্যে যে কোন জনকে তুমি দ্বন্দ্ব-

ততো ভীমজরাসন্ধয়োরভিতো ভয়ঙ্করং মল্লযুদ্ধং নিরন্তরং পঞ্চবিংশতিবাসরমভূৎ ॥১০

ততঃ কৃষ্ণেনৈব সঙ্কেতিদিতো বায়ুপুত্র-স্তস্য শরীরং দ্বিধাকৃত্য ভূমৌ নিপাতয়ামাস।

এবং জরাসন্ধং পাণ্ডুপুত্রেণ হত্বা তান্ জরাসন্ধনিরোধিতান্ বাসুদেবোঽপি পার্থিবান্ মোচমামাস ॥ ১১

অত্র চ শ্লোকৌ।

নিহত্য বায়ুপুত্রেণ জরাসন্ধং যদূদ্বহঃ।
তদ্গৃহে সন্নিরুদ্ধাংস্ত মোচয়ামাস পার্থিবান্ ॥১২
তে চ তত্র নমস্কৃত্য স্তুত্বা চ মধুসূদনম্।
স্বান্ স্বান্ জনপদান্ সর্ব্বে জগ্মুঃ কৃষ্ণেন রক্ষিতাঃ

অথ তাভ্যামিন্দ্রপ্রস্থং গত্বা বাসুদেব-স্তত্র মহাক্রতুং রাজসূয়ং যুধিষ্ঠিরং কারয়ামাস ॥

তত্র সমাপ্তে ক্রতৌ অগ্রপূজাং ভীষ্মানুমতেন কৃষ্ণায় দত্তবান্ ॥ ১৫

তত্র শিশুপালঃ কৃষ্ণং বহুন্যাক্ষেপবাক্যান্যুক্তবান্ ॥ ১৬

কৃষ্ণোঽপি সুদর্শনেন তস্য শিরশ্চিচ্ছেদ ॥ ১৭

অসৌ জন্মত্রয়াবসানে হরেঃ সারূপ্যমগমৎ ॥ ১৮

অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেন যোদ্ধুং মথুরামাজগাম ॥ ১৯

কৃষ্ণস্ত তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য তেন যোদ্ধুং মথুরামাযযৌ ॥ ২০

দন্তবক্রবাসুদেবয়োরহোরাত্রং মথুরাপুর-দ্বারি যমুনাতীরে সংগ্রামঃ সমবর্ত্তত, কৃষ্ণস্ত গদয়া তং জঘান ॥ ২১

স তু চূর্ণিতসর্ব্বাঙ্গো বজ্রনির্ভিন্নমহীধর ইব গতাসুরবনিতলে পপাত ॥২২

সোঽপি হরেঃ সাযুজ্যং যোগিগম্যং নিত্যা-নন্দসুখং শাশ্বতং পরমং পদমবাপ ॥ ২৩

ইত্থং জয়বিজয়ৌ সনকাদিশাপব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাববতীর্য্য জন্মত্রয়েঽপি তেনৈব নিহতৌ জন্মত্রয়াবসানে মুক্তিমবাপ্তৌ ॥ ২৪

কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং

যুদ্ধে বরণ কর। জরাসন্ধ বলিল,—'তথাস্ত' এই বলিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ ভীমকে বরণ করিল। অনন্তর ভীম ও জরাসন্ধের পঞ্চবিংশতি-দিবস যাবৎ পরস্পর অনবরত ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ হইল। অতঃপর কৃষ্ণোপদিষ্ট ভীমসেন কৌশলাবলম্বনে জরাসন্ধের দেহ দ্বিধা করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পাণ্ডুপুত্র জরা-সন্ধকে নিহত করিলে, বাসুদেব জরাসন্ধ-নিরোধিত পার্থিবগণকে মোচন করিয়া দিলেন। এ বিষয়ে এইরূপ গাথা-গীত হইয়া থাকে।—যদুবর শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করাইয়া তদ্-গৃহরুদ্ধ পার্থিবগণকে মোচন করিলেন। পার্থিবগণ তখন মধুসূদনকে নমস্কার ও স্তব করিয়া কৃষ্ণের রক্ষকতায় স্ব স্ব জনপদে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর বাসুদেব ভীমার্জ্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া তথায় যুধিষ্ঠির দ্বারা রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞ করাইলেন। সেখানে যজ্ঞ সমাপন হইলে ভীষ্মের অনুমতি অনু-সারে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অগ্রে পূজা প্রদান করিলেন। তখন শিশুপাল কৃষ্ণকে অনেক কটূক্তি করিল। কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন, শিশুপাল ত্রিজন্ম অব-সানে হরির সারূপ্য লাভ করিল। শিশু-পালের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণসহ যুদ্ধার্থ মথুরায় আসিল। কৃষ্ণ তৎশ্রবণে রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মথুরায় আসিলেন। মথুরার পুরদ্বারে যমুনাতীরে দন্তবক্র ও বাসুদেবের অহো-রাত্র কাল দারুণ যুদ্ধ হইল। কৃষ্ণ গদাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিলেন। চূর্ণিতগাত্র দন্তবক্র বজ্রনির্ভিন্ন মহীধরের ন্যায় গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং যোগিজনগম্য নিত্যানন্দ সুখময় শাশ্বত পরম হরিসাযুজ্য পদ লাভ করিল।৮-২৩। এইরূপে জয়বিজয় সনকাদি মুনির শাপচ্ছলে কেবল ভগবানের লীলাবিলাসার্থ সংসারে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক তিন জন্মেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া জন্মত্রয়াবসানে মুক্তি প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণ দন্তবক্রের নিধনসাধনান্তে যমুনা পার

গত্বা প্রাক্তনৌ পিতরাবভিবাদ্য আশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য রত্নাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সন্তর্পয়ামাস ॥ ২৫

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাবৃতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ ॥ ২৬
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরো হরিঃ।
বদ্ধপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ ॥ ২৭

অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ ॥ ২৮

কৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং পরমং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং শ্রীমতীং বিবেশ ॥ ২৯

তত্র বসুদেবোগ্রসেনসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাক্রূরাদিভিঃ সভ্যৈঃ সম্পূজিতঃ ষোড়শসহস্র-ভার্য্যাভিরষ্টাভির্দিব্যমহিষীভিশ্চ বিশ্বরূপধরো দিব্যরত্নময়ানাং গৃহান্তরেষু সুকুসুমাঙ্কিতশ্লক্ষ্ণতর পর্য্যঙ্কেষু রময়ামাস ॥ ৩০

অথ রামকৃষ্ণসতীর্থো বিপ্রো বাল্যসখা সদাত্যন্তদারিদ্র্যপীড়িতো মুষ্টিমাত্রান্ যাচনাপ্ত-পৃথুকান্ জীর্ণবাসসি নিবধ্য বাসুদেবং দ্রষ্টুং শ্রীমতীং দ্বারকানগরীমাজগাম ॥ ৩১

স তু রুক্মিণ্যন্তঃপুরদ্বারি ক্ষণং তুষ্ণীং তস্থৌ, কৃষ্ণোঽপি সমাগতং ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা প্রত্যুদ্গম্য নমস্কৃত্য করং গৃহীত্বা গৃহান্তরে আসনে নিবেশ্য ভয়াদ্বেপমানং তং রুক্মিণী-হস্তগতসুবর্ণকলসজলেন পাদৌ প্রক্ষাল্য মধুপর্কেণ পূজয়ামাস ॥ ৩৩

সুধামৃতোপমৈরন্নপানাদ্যৈস্তর্পয়িত্বা তস্য জীর্ণবস্ত্রান্তরে যাচনাপ্তপৃথুকান্ স্বয়মেব হস্তেন গৃহীত্বা প্রহসন্ জগ্রাস ॥ ৩৪

হইয়া নন্দব্রজে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া স্বীয় প্রাক্তন পিতামাতাকে প্রণামান্তে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পিতামাতা কর্ত্তৃক সাশ্রু-কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইলেন। পরে নগণ্য গোপবৃদ্ধগণকেও প্রণাম করিয়া আশ্বাস-দানান্তে নানা রত্নাভরণাদি দ্বারা গোকুল-বাসীদিগকে তর্পিত করিলেন। অনন্তর কালিন্দীর পুণ্য তরুপরিবৃত রম্য পুলিনে গোপনারী সহ কেশব নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোপবেশধারী হরি বদ্ধ প্রেমরসে মনোরম কেলিসুখে তথায় মাসদ্বয় বাস করিলেন। অতঃপর তথাকার নন্দগোপাদি সর্ব্বজন ও পশুপক্ষিমৃগাদি সকলেই স্ব স্ব স্ত্রী পুত্র সহ বাসুদেবের প্রসাদে দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিয়া পরম বৈকুণ্ঠলোকে উপ-নীত হইল। কৃষ্ণ নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজ-বাসীদিগকে পরম নিরাময় নিজপদ প্রদান-পূর্ব্বক দিবিস্থ দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শ্রীসম্পন্ন দ্বারবতী পুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বিশ্বরূপধর বাসুদেব প্রতিদিন উগ্রসেন, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও অক্রূ-রাদি এবং সম্পূজিত ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা ও অষ্ট দিব্য মহিষী সহ দিব্য রত্নময় নানা গৃহান্তরে সুকোমল কুসুমাঙ্কিত শ্লক্ষ্ণতর পর্য্যঙ্কসমূহে রমণ করিতে লাগিলেন।২৪-৩০। অনন্তর রামকৃষ্ণের জনৈক সতীর্থ বাল্যসখা বিপ্র নিত্য অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত হইতে-ছিলেন। তিনি একদা ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমাত্র চিপিটক স্বীয় জীর্ণবস্ত্রে বাঁধিয়া লইয়া বাসু-দেবকে দেখিবার জন্য শ্রীমতী দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। দরিদ্র বিপ্র দ্বারকায় আসিয়া রুক্মিণীর অন্তঃপুরদ্বারে ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আগমনবার্ত্তা জানিয়া প্রত্যুদ্গমন ও নমস্কার-পুরঃসর করগ্রহণান্তে তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া গিয়া স্বীয় আসনে উপবেশন করাই-লেন। বিপ্র ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীহস্তস্থিত সুবর্ণকলসজলে বিপ্রের পাদ প্রক্ষালন করিয়া মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং সুধামৃতোপম অন্ন-

কৃষ্ণেন পৃথুকে ভক্ষিতে তস্মিন্নেব ক্ষণে বহুধনধান্যবস্ত্রাভরণসম্ভৃতং মহদৈশ্বর্য্যমভূৎ ॥৩৫

স তু কৃষ্ণেন বিসৃষ্টো মম কিঞ্চিদ্বস্ত্রং বা ধনং বা কৃষ্ণেন ন দত্তমিতি মন্যমানঃ স্বপুরং বিবেশ ॥ ৩৬

অথ বহুধনধান্যযুতং স্বগৃহং দৃষ্ট্বা তৎপ্রসাদাদিদং লব্ধমিতি বদন্ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা দিব্যবস্ত্রাভরণাদিনা ভার্য্যয়া সহ সর্ব্বান্ কামান্ ভুক্ত্বা হরিসন্তুষ্টৈ বহুযজ্ঞানিষ্ট্বা তৎপ্রসাদেন পরমং নিত্যং স্বর্গসুখমবাপ ॥ ৩৭

অথ ধৃতরাষ্ট্রতনয়ো দুর্যোধনঃ পাণ্ডুতনয়ান্ কপটদ্যূতব্যাজেন রাজ্যমপহৃত্য স্বরাষ্ট্রান্নিবাসয়ামাস ॥ ৩৮

তে তু যুধিষ্ঠিরভীমার্জ্জুননকুলসহদেবাঃ সুপত্ন্যা দ্রৌপদ্যা সহ মহারণ্যং গত্বা তত্র দ্বাদশাব্দান্ স্থিত্বা সংবৎসরপর্য্যন্তমজ্ঞাতাঃ সর্ব্বে মৎস্যদেশাধিপতের্বিরাটস্য নিবেশনে স্থিত্বা বাসুদেবেন সহায়েন ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ যোদ্ধুমাজগ্মুঃ ॥ ৩৯

তেষাং ধার্ত্তরাষ্ট্রপাণ্ডুপুত্রাণাং নানাদেশাধিপনৃপৈঃ কুরুক্ষেত্রমহাপুণ্যে দেবানামপি ভয়ঙ্করো মহাসংগ্রামোঽভবৎ ॥৪০

অথ শ্রীকৃষ্ণোঽপ্যর্জ্জুনসারথ্যং কুর্ব্বন্নর্জ্জুনে স্বশক্তিমাবেশ্য তেন দুর্যোধনভীষ্মদ্রোণপ্রমুখান্ সর্ব্বান্ পার্থিবানেকাদশাক্ষৌহিণীবলসহিতান্ কুরুক্ষেত্রে হত্বা পাণ্ডবান্ রাজ্যে স্থাপয়িত্বা নিঃশেষেণ সর্ব্বভূভারমপাস্য স্বাং পুরীং প্রবিবেশ ॥ ৪১

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কতিপয়াহনি বৈদিকো ব্রাহ্মণো মৃতং পঞ্চবার্ষিকং বালমাদায় রাজদ্বারি নিধায় বহুশো বিলপন্ বহূন্যাক্রোশবাক্যানি কৃষ্ণং জগাদ ॥ ৪২

কৃষ্ণস্তমাক্রোশং শ্রুত্বা তূষ্ণীমুবাস ॥ ৪৩

স তু মম পঞ্চ পুত্রাঃ পূর্ব্বং হতাঃ, অয়ন্তু

পানাদি দ্বারা তাঁহাকে তর্পিত করিয়া তদীয় জীর্ণ বস্ত্রবদ্ধ ভিক্ষালব্ধ চিপিটক স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে খাইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ তাহা ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের বহু ধনধান্য-বস্ত্রাভরণপূর্ণ মহৈশ্বর্য্য হইল। কৃষ্ণ তাঁহাকে বিদায় দিলে, বিপ্র মনে মনে ভাবিলেন,—কৃষ্ণ আমাকে বস্ত্র বা ধন কিছুই প্রদান করিলেন না, ইহা মনে করিয়া বিপ্র স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বহু ধনধান্যপূর্ণ স্বীয় গৃহ অবলোকন করিয়া 'কৃষ্ণপ্রসাদেই আমি ইহা লাভ করিয়াছি,' ইহা বলিতে বলিতে প্রহৃষ্টচিত্তে দিব্য বস্ত্রাভরণাদি স্বীয় ভার্য্যা সহ সর্ব্ব কাম উপভোগপূর্ব্বক হরিতোষণার্থ বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তৎপ্রসাদে পরম নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইলেন। একদা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন কপট দ্যূত-ব্যাজে রাজ্য হরণ করিয়া পাণ্ডুনন্দনদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব সুপত্নী দ্রৌপদীর সহিত মহারণ্যে গিয়া তথায় দ্বাদশবর্ষ অবস্থানপূর্ব্বক এক বৎসর মৎস্যাধিপতি বিরাটের নগরে অজ্ঞাত ভাবে বাস করিলেন, পরে বাসুদেবের সাহায্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সহ যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। মহাপুণ্য কুরুক্ষেত্রে নানাদেশীয় নৃপগণের সহায়তায় কুরুপাণ্ডবগণের মহাসংগ্রাম হইল। ঐ সংগ্রাম দেবগণেরও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ঐ সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়া তাঁহাতে স্বীয় শক্তি আবেশিত করত তাঁহা দ্বারা একাদশ অক্ষৌহিণী সহ দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণপ্রমুখ সমস্ত বীর ও সর্ব্ব রাজাকে কুরুক্ষেত্রে নিধনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে স্বরাজ্যে স্থাপনান্তে নিঃশেষরূপে সর্ব্ব ভূভার অপনোদন করিয়া স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলেন।৩১-৪১। এক সময় কোন এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একটী পঞ্চবর্ষবয়স্ক মৃত বালক আনিয়া রাজদ্বারে স্থাপনপূর্ব্বক বহু বিলাপ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি বহু আক্রোশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কৃষ্ণ সেই আক্রোশোক্তি শ্রবণ করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

ষষ্ঠঃ, এনং কৃষ্ণো ন জীবয়িষ্যতি তর্হি রাজ-দ্বারি মরিষ্যামীত্যুবাচ॥ ৪৪

তস্মিন্ কালে অর্জ্জুনঃ কৃষ্ণং দ্রষ্টুমাগত-স্তথাবিধস্তু পুত্রশোকেন বিলপন্তং দদর্শ॥ ৪৫

অর্জ্জুনোঽপি কালধর্ম্মমুপাগতং পঞ্চ-বার্ষিকং বালকং দৃষ্ট্বা কৃপয়াবিষ্টস্তব পুত্রমহং জীবয়িষ্যামীতি ব্রাহ্মণায়াভয়ং দত্ত্বা প্রতি-শ্রুতবান্॥ ৪৬

ব্রাহ্মণস্তু তেনাশ্বাসিতো হৃষ্টবান্॥ ৪৭

অথৈতং ব্রাহ্মণশিশুং বহুভিঃ সঞ্জীব-নাস্ত্রৈরভিমন্ত্র্য অলব্ধজীবিতং দৃষ্ট্বা বৃথা প্রতিজ্ঞামবাপ্য বহুশোকসমন্বিতস্তেনৈব প্রাণাংস্ত্যক্তুমৈচ্ছৎ॥ ৪৮

কৃষ্ণস্তু তৎসর্ব্বং জ্ঞাত্বান্তঃপুরাদ্বিনিষ্ক্রম্য তং বৈদিকং প্রাহ—তব পুত্রান্ সর্ব্বানহং দাস্যামীত্যুক্ত্বাশ্বাস্য বৈনতেয়মারুহ্যার্জ্জুন-সহিতো বৈষ্ণবং লোকমাজগাম॥ ৪৯

তত্র দিব্যমণিমণ্ডপোদ্দেশে দেব্যা সহ সমাসীনং নারায়ণং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণার্জ্জুনৌ নম-শ্চক্রতুঃ॥ ৫০

স তৌ বাহুভ্যাং পরিষজ্য কিমর্থমাগতা-বিত্যুবাচ॥ ৫১

কৃষ্ণশ্চ ভগবন্ বৈদিকস্য তনয়ান্ মম দেহীত্যুবাচ॥ ৫২

স তু নারায়ণস্তাদৃগ্বয়সি সংস্থিতান্ ব্রাহ্মণ-পুত্রান্ কৃষ্ণায় সন্দদৌ॥ ৫৩

শ্রীকৃষ্ণোঽপি তান্ বৈনতেয়স্কন্ধে সমারোপ্য হর্ষসমন্বিতোঽর্জ্জুনসহিতঃ স্বয়মপ্যারুহ্য দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীমাবিবেশ॥৫৪

তস্মৈ ব্রাহ্মণায় পঞ্চবর্ষবয়ঃস্থান্ ষট্পুত্রান্ দদৌ, সোঽপ্যত্যন্তহর্ষসমন্বিতঃ কৃষ্ণং বর্দ্ধয়-স্বেত্যাশিষং প্রাযচ্ছৎ॥ ৫৫

অর্জ্জুনস্তু সফলাং প্রতিজ্ঞামবাপ্য কৃষ্ণং নমস্কৃত্য যুধিষ্ঠিরপালিতাং স্বাং পুরীমা-জগাম॥ ৫৬

পূর্ব্বে আমার পঞ্চ পুত্র নিহত হইয়াছে। এই আমার ষষ্ঠ পুত্র। এই পুত্রকে যদি কৃষ্ণ জীবিত না করেন, তাহা হইলে রাজদ্বারে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ঐ সময় অর্জ্জুন কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় আসিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে পুত্রশোকে ঐরূপ বিলাপ করিতে দেখিলেন। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের সেই পঞ্চ বর্ষ-বয়স্ক মৃত বালক দেখিয়া কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়া এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন যে, আমি আপনার পুত্র জীবিত করিব। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বহু সঞ্জীবনাস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণবালককে অভি-মন্ত্রিত করিয়া তাহাকে অলব্ধজীবনদর্শনে ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞ হওয়ায় বহু শোকাক্রান্ত-চিত্তে নিজেই সেই মৃত বালকের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—আমি আপনার সমস্ত পুত্রই আনিয়া দিব। এই কথায় আশ্বাস দিয়া গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুন সহ বিষ্ণুলোকে গমন করি-লেন। তথায় দিব্য মণিমণ্ডপমধ্যে দেবী সহ সমাসীন নারায়ণকে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন প্রণাম করিলেন। নারায়ণ তাঁহা-দিগকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কি জন্য আগমন করি-য়াছ? কৃষ্ণ কহিলেন,—ভগবন্! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে আমায় প্রদান করুন। নারায়ণ তৎকালোচিত বয়স্ক ব্রাহ্মণ পুত্রগণকে কৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণ নিজেও সেই পুত্রগণকে বৈনতেয়-স্কন্ধে আরোপণ করিয়া অর্জ্জুন সহ সহর্ষে তদুপরি আরোহণ-পূর্ব্বক দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দ্বারবতী-পুরে আগমন করিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণকে তাহার ছয় পুত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—'বৃদ্ধিলাভ কর।' ৪২—৫৫। অর্জ্জুন সফলপ্রতিজ্ঞ হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক যুধি-

কৃষ্ণস্য ষোড়শসহস্রভার্য্যাস্বযুতসাহস্র-পুত্রা জজ্ঞিরে, তেষাং পুত্রপৌত্রসংখ্যাং বক্তুং ন শক্যতে॥ ৫৭

অত্রাপি শ্লোকঃ।

অষ্টৌ শতানি পুত্ত্রাণাং সহস্রাণ্যযুতং তথা।
প্রদ্যুম্নঃ প্রথমস্তেষাং সর্ব্বেষাং রুক্মিণীসুতঃ॥৫৮
অসংখ্যৈস্তৈর্যাদবৈরিয়ং পৃথিবী সংবৃতাভবৎ॥৫৯

পুনরপ্যবনীভারশঙ্কয়া কৃষ্ণস্তু তানৃষিশাপ-ব্যাজেন সংহর্ত্তুমৈচ্ছৎ॥ ৬০

কদাচিৎ সর্ব্বে কুমারা নর্ম্মদায়াং বিহর্ত্তুমাজগ্মুঃ॥

তত্র তপন্তং কণ্বং মহর্ষিং দৃষ্ট্বা জাম্ববত্যাঃ পুত্রং যোষিদ্বেশং কৃত্বা তস্যোদরে কার্ষ্ণ্যসং মুষলং বদ্ধ্বা ঋষেঃ সমীপমাগত্য সর্ব্বে নমস্কৃত্বা পত্নীরূপং সাম্বং কুমারং তস্য পুরতো নিধায় অস্যা গর্ভে স্ত্রী বা পুরুষো বা ভবিষ্যতীতি ক্রীড়ন্ত্যূচুঃ॥ ৬২

স তু মনসা তদ্বিজ্ঞায় তানমর্ষমাণঃ সর্ব্বা-নেনেন মুষলেন যূয়ং সর্ব্বে নিহতা ভবতেত্যুবাচ॥

সর্ব্বে সমুদ্বিগ্নমনসঃ কৃষ্ণং সমেত্য মহর্ষি-প্রোক্তং তৎকর্ম্ম নিবেদয়ামাসুঃ॥ ৬৪

কৃষ্ণোঽপি তদায়সং মুষলং চূর্ণীভূতং হ্রদে নিপাতয়ামাস॥ ৬৫

তদয়শ্চূর্ণীভূতবীজসমুদ্ভূতা বজ্রসন্নিভা মহা-কাশাঃ সম্বভূবুঃ॥ ৬৬

তত্র তং মুষলাবশিষ্টং কনিষ্ঠাঙ্গুলিমাত্রং মৎস্যো জগ্রাস, তং মৎস্যং নিষাদো গৃহীত্বা তদুদরস্থং মুষলখণ্ডমাদায় বাণাগ্রে ফলকমকরোৎ

কদাচিৎ সর্ব্বে যাদবা রামকৃষ্ণপ্রদ্যুম্ন-দয়োম ঘবতা প্রেষিতাং বারুণীং পীত্বা মত্তা বভূবুঃ।

পরস্পরং বীরণং নীত্বা বহুন্যাক্রোশবা-ক্যানি বদন্তো যুদ্ধঞ্চ চক্রুঃ, ক্ষয়ঞ্চ গতাঃ॥ ৬৯

কৃষ্ণস্তু যুদ্ধশ্রান্তঃ কল্পতরুচ্ছায়ায়াং শয়-নঞ্চকার স নিষাদো ধনুর্ব্বাণং গৃহীত্বা খেটকবৃত্তিং জগাম॥ ৭০

ষ্ঠির পালিত স্বীয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র পত্নীর গর্ভে অযুত সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্র-দিগের সংখ্যা নির্ণয় করিবার শক্তি আমার নাই। এ বিষয়েও এইরূপ গাথা গীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অযুত সহস্র আট শত পুত্র। তন্মধ্যে রুক্মিণীগর্ভজাত প্রদ্যুম্নই জ্যেষ্ঠ। এইরূপে অসংখ্য যাদবে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। পূর্ণরূপী কৃষ্ণ ভূভারশঙ্কায় ঋষিশাপ-চ্ছলে তাহাদিগকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। একদা যাদব কুমারগণ বিহারার্থ নর্ম্মদায় আগমন করিল। তথায় তপোমগ্ন মহর্ষি কণ্বকে দেখিয়া যাদবকুমারেরা জাম্ব-বতীর পুত্রকে যোষিদ্বেশ ধারণ করাইয়া তাহার উদরে এক কার্ষ্ণায়স মুষল বন্ধন-পূর্ব্বক ঋষিসমীপে গিয়া তাঁহাকে নমস্কারান্তে স্ত্রীরূপী কুমার সাম্বকে তাঁহার সম্মুখে স্থাপন, করিয়া কহিল,—ঋষে! এই নারীর গর্ভে স্ত্রী বা পুরুষ কি সন্তান উৎপন্ন হইবে? বলুন! সেই ঋষি সর্ব্ব বিবরণ অবগত হইয়া অমর্ষ-বশে বলিলেন, এই মুষল দ্বারা তোরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবি।' তখন যাদবগণ সকলেই ভয়োদ্বিগ্ন মনে কৃষ্ণ-সমীপে আগমন করিয়া মহর্ষির উক্তি নিবেদন করিল। কৃষ্ণ তৎকালে সেই আয়স মুষল চূর্ণীকৃত করিয়া হ্রদে নিপাতিত করিলেন। সেই লৌহ-চূর্ণীকৃত বীজ হইতে বজ্রসন্নিভ মহা-কাশ সকল উৎপন্ন হইল। অবশিষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলি মাত্র মুষলখণ্ড এক মৎস্য গ্রাস করিল। এক নিষাদ সেই মৎস্য ধরিয়া তাহার উদরস্থ মুষলখণ্ড দ্বারা বাণাগ্রে ফলক নির্ম্মাণ করিল।৫৬—৬৮। একদা রাম-কৃষ্ণ-প্রদ্যুম্নপ্রমুখ যাদবগণ ইন্দ্র-প্রেরিত বারুণী পান করিয়া মত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বীরণ গ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রোশ-বাক্য বলিতে বলিতে যুদ্ধ করিলেন, এবং সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধশ্রান্ত হইয়া কল্পতরুর ছায়ায় শয়ন করিলেন। সেই নিষাদ ঐ সময় ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগয়াবৃত্তি

এবং নিশেষং ত্যক্তজীবিতা বভূবুস্তে সর্ব্বে স্বান্ স্বাংস্ত্রিদশান্ প্রপেদিরে ॥৭১

এবং মুষলেন সংহৃত্য সর্ব্বং স্বয়মেকো দেবো বহুগুল্মসমাকীর্ণমহাদ্রুমচ্ছায়ায়াং সুপ্তশ্চতুর্ব্বিধব্যূহগতং বাসুদেবাত্মকমাত্মানং চিন্তয়ন্ জানূপরি পদং নিধায়াত্মনো মানুষং বপুস্ত্যক্তুমনুনিষসাদ ॥৭২

এতস্মিন্নন্তরে মৃগয়াজীবিকো হরেঃ স তদা কালপ্রভাবেন চক্রবজ্রধ্বজাঙ্কুশাদিচিহ্নিতমতিরক্ততমং হরেঃ পাদকমলং দৃষ্ট্বা বিব্যাধ॥৭৩

তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণং জ্ঞাত্বা সুমহাভয়ার্ত্তঃ প্রবেপমানঃ কৃতাঞ্জলিপুটো মদপরাধঃ সকলোঽপহ্নিয়তামিতি তং প্রণনাম ॥ ৭৪

শ্রীকৃষ্ণস্তথাভূতং দৃষ্ট্বা সুধাময়করাভ্যাং তমুত্থাপ্য ভবতা নাপরাধং কৃতমিতি বদন্মহাভয়পীড়িতমাশ্বাসয়ন্নুবাচ ॥ ৭৫

ততো যোগিগম্যমপুনরাবৃত্তি শাশ্বতং সর্ব্বোপনিষন্ময়ং বৈষ্ণবং লোকং প্রদদৌ ॥ ৭৬

অসৌ তস্মিন্নেব মুহূর্ত্তে মানুষং রূপং বিহায় পঞ্চোপনিষন্ময়ং সকলপুত্রদারসহিতো দীপ্তিময়ং বৈষ্ণবং লোকং দিব্যং বিমানমাস্থায় সহস্রার্কদ্যুতিসদৃশং দিব্যাপ্সরোগণাকীর্ণং হিরণ্ময়ং বাসুদেবেত্যেকং জগাম ॥৭৭

তস্মিন্ কালে দারুকো রথমারুহ্য বিষ্ণোঃ সমীপং বিবেশ ॥ ৭৮

কৃষ্ণোঽপি মৎস্বরূপমর্জ্জুনং পূর্ব্বমানয়স্বেতি প্রেষয়ামাস ॥ ৭৯

স তু মনোজবস্যন্দনমারুহ্যার্জ্জুনসমীপং জগাম

এতস্মিন্নন্তরেঽর্জ্জুনস্তদারুহ্য পরিণীয় সমস্কৃত্বা কিং করোমীতি পুটাঞ্জলিরুবাচ ॥ ৮১

কৃষ্ণস্তু তমাহ—পার্থাহং স্বলোকং যাস্যামি, ত্বন্তু দ্বারবতীং গত্বা তত্রস্থা রুক্মিণ্যাদ্যষ্টভার্য্যা আনীয় মম শরীরে প্রেষয় ॥ ৮২

স দারুকেণ সহিতো নগরীমাজগাম ॥ ৮৩

এতস্মিন্নন্তরে দেবা বিমানস্থা নভসি সংস্থিতাঃ স্বলোকং যিযাসন্তং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা ঋষিভিঃ সার্দ্ধং স্তুত্বা পুষ্পবর্ষাণি ববৃষুঃ ॥ ৮৪

আচরণ করিল। যাদবগণ নিঃশেষরূপে ত্যক্তজীবিত হইয়া স্ব স্ব ত্রিদশ-দেহ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে মুষল দ্বারা সমস্ত সংহার করিয়া স্বয়ং বাসুদেব একাকী গুল্মসমাকীর্ণ মহাদ্রুমচ্ছায়ায় শয়নপূর্ব্বক চতুর্ব্যূহগত বাসুদেবাত্মক আত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে জানুর উপরি পদ নিধানান্তে মানুষদেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে সেই মৃগয়াজীবী ব্যাধ কালপ্রভাবে হরির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নিত অতীব রক্তবর্ণ পাদকমল দেখিয়া বাণবিদ্ধ করিল। তদনন্তর ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ার্ত্তচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—প্রভো! আমার সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করুন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে তাদৃশ ব্যাকুল দর্শনে সুধাময় করযুগল দ্বারা উত্থাপিত করিলেন এবং বলিলেন,—তুমি কোনই অপরাধ কর নাই, এই বলিয়া সেই মহাভয়পীড়িত ব্যাধকে আশ্বাসদানান্তে যোগিজনগম্য,—অপুনরাবৃত্তি শাশ্বত সর্ব্বোপনিষদময় বৈষ্ণব লোক প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই সেই ব্যাধ মানুষদেহ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চোপনিষন্ময় বাসুদেবদেহ ধারণপূর্ব্বক সমস্ত পুত্রদার সহিত সহস্রার্কদ্যুতিসদৃশ দিব্য অপ্সরোগণসমাকীর্ণ হিরণ্ময় দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া দীপ্তিময় বৈষ্ণব লোকে প্রয়াণ করিলেন।৬৮—৭৭। তৎকালে দারুক রথারোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে 'মৎস্বরূপ অর্জ্জুনকে আনয়ন কর' এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন। মনোবেগী রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুন-দারুক সমীপে গমন করিলেন। অর্জ্জুন সেই রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণনিকটে আগমন ও নমস্কারপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—আমি কি করিব? আদেশ করুন। তখন কৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন,—আমি স্বর্লোকে যাইব, তুমি দ্বার-

কৃষ্ণোঽপি মানুষদেহং সন্ন্যস্য সকলজগৎস্থিতিসংহারহেতুভূতং সকলক্ষেত্রজ্ঞান্তর্যামিযোগিধ্যেয়মনাময়ং বাসুদেবাত্মকং দেহং ধৃত্বা বৈনতেয়মারুহ্য মহর্ষিভিস্তূয়মানো জগাম ॥ ৮৫

অর্জ্জুনো বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং রুক্মিণ্যাদিমহিষীভ্যস্তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস ॥ ৮৬

তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বে পৌরজনাঃ স্ত্রিয়শ্চ দ্বারবতীমুৎসৃজ্যান্তঃপুরাদ্বহির্নিষ্ক্রম্য সর্ব্বাস্তাঃ কৃষ্ণপত্ন্যো বসুদেবোগ্রসেনসহিতাঃ শীঘ্রমেব হরেঃ সমীপং জগ্মুঃ ॥ ৮৭

তে সর্ব্বে বসুদেবোগ্রসেনাক্রূরাঃ সর্ব্বে যদুবৃদ্ধা বপুস্ত্যক্ত্বা সনাতনবাসুদেবং সমাজগ্মুঃ, রেবতী চ বলভদ্রশরীরং পরিষ্বজ্যাগ্নিং প্রবিশ্য তস্মিন্ দেহং প্রাপ্য দিব্যবিমানারূঢ়া ভর্ত্তুঃ স্থানং সঙ্কর্ষণলোকং দিব্যমবাপ ॥ ৮৯

তথৈব প্রদ্যুম্নেন সহ রুক্মপুত্রী তথানিরুদ্ধেনোষাপি সর্ব্বাশ্চ যাদবস্ত্রিয়ঃ স্বস্বভর্ত্তুঃ শরীরাণি সম্পূজ্যাগ্নিপ্রবেশকক্রুঃ ॥ ৯০

তেষাং সর্ব্বেষামর্জ্জুন ঔর্দ্ধদেহিকং কৃতবান্ ॥ ৯১

তস্মিন্ কালে দিব্যবাজিসমাযুক্তং সুগ্রীবাখ্যকং সর্ব্বরত্নোপেতং দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য দারুকোঽপি জগাম ॥ ৯২

পারিজাততরুর্দেবসভা সুধর্ম্মা ত্রিদশেন্দ্রলোকমযায়তাম্ ॥ ৯৩

তস্মিন্ সময়ে দ্বারবতী পুরী মহোদধৌ নিমগ্নাভূৎ ॥ ৯৪

ততঃ সর্ব্বাঃ ষোড়শসহস্রভার্য্যা অর্জ্জুনেন সহেন্দ্রপ্রস্থং গচ্ছন্তীর্দস্যবো জগৃহুঃ ॥ ৯৫

পূর্ব্বং দেবগন্ধর্ব্বযোষিতো হৃষ্টাবক্রং মহামুনিং দৃষ্ট্বা জহসুস্ততস্তেন শপ্তা—বেশ্যা ভবিষ্যথ, ততস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ পূজিতশ্চ তৎপ্রসা

বতীতে গমন করিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি মদীয় অষ্ট প্রধান মহিষীকে আনয়নপূর্ব্বক আমার দেহে প্রবেশ করাইয়া দাও। অর্জ্জুন দারুক সহ দ্বারবতীতে গমন করিলেন। এই সময় বিমানস্থ দেবগণ আকাশে থাকিয়া স্বর্লোক-গমনোদ্যত কৃষ্ণকে দেখিয়া ঋষিগণ সহ স্তব করিতে করিতে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মানুষদেহ পরিহারপূর্ব্বক নিখিল বিশ্বস্থিতি-সংহারহেতুভূত সকল ক্ষেত্রজ্ঞ,—অন্তর্যামী যোগিধ্যেয় অনাময় বাসুদেবাত্মক দেহ ধারণ করিয়া বৈনতেয়ারোহণে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গমন করিলেন। অর্জ্জুন যাইয়া বসুদেব, উগ্রসেন ও রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া সমস্ত পুরবাসী নরনারী দ্বারাবতী পরিত্যাগ করিয়া এবং কৃষ্ণপ্রিয়াগণ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনসহ সত্বর হরিসমীপে আগমন করিল। বসুদেব, উগ্রসেন ও অক্রূর প্রভৃতি যাবতীয় যাদববৃদ্ধগণ স্ব স্ব কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সনাতন বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইলেন। রেবতী বলভদ্রদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় দেহলাভান্তে দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ভর্ত্তৃস্থান দিব্য সঙ্কর্ষণ-লোক প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্নের সহিত রুক্মপুত্রী ও অনিরুদ্ধের সহিত উষা অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। এইরূপে সমস্ত যাদবরমণীই স্ব স্ব ভর্ত্তৃদেহ পূজা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন তাঁহাদের সকলেরই ঔর্দ্ধদেহিক সমাধা করিলেন। তৎকালে দিব্যাশ্বযুক্ত সুগ্রীব নামক সর্ব্বরত্নান্বিত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া দারুকও সেই বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইলেন। পারিজাত পাদপ দেবেন্দ্র লোকে, দেবসভা সুধর্ম্মায় গমন করিল। তৎকালে দ্বারাবতী পুরী মহোদধিজলে নিমগ্ন হইল। ৭৮—৯৪। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অন্য ষোড়শসহস্র ভার্য্যা অর্জ্জুনসহ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে, পথে দস্যুগণ তাহাদিগকে হরণ করিল। পূর্ব্বে দেব ও গন্ধর্ব্ব রমণীগণ অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া হাস্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, 'তোরা বেশ্যা হইবি।'

দাং সর্ব্বলোকৈশ্চ নমস্কৃতং বাসুদেবং ভর্ত্তারমবাপ্যাপি তেনৈব দস্যুহস্তং গতা অভবন্‌ ॥৯৬

অর্জ্জুনোঽপি দস্যুভির্নির্জ্জিতঃ শোকসমাবিষ্টো মম ভুজবলং সবীর্য্যং কৃষ্ণেনৈব সহ সর্ব্বমৈশ্বর্য্যং নির্যাতমিতি মত্বা অদ্য মম ভাগ্যক্ষয় ইতি বদন্‌ সায়ংসন্ধ্যারবিরিব নিঃশেষবিনষ্টতেজাঃ স্বাং পুরীং সমাজগাম ॥ ৯৭

এবং হিতার্থায় সর্ব্বদেবানাং সমস্তভূভারবিনাশায় যদুবংশেঽবতীর্য্য সকলরাক্ষসবিনাশং কৃত্বা মহান্তমপি চোর্ব্বীভারং নাশয়িত্বা নন্দব্রজদ্বারকামথুরানিবাসিনঃ সর্ব্বান্‌ স্থাবরজঙ্গমান্‌ কালভববন্ধের্ম্মোচয়িত্বা পরমৈশ্বর্য্যে শাশ্বতে যোগিগম্যে হিরণ্ময়ে রম্যে সাত্বিকে সংস্থাপ্য নিত্যং দিব্যমহিষ্যাদিসংসেব্যমানো বাসুদেব উবাস ॥ ৯৮ অত্র শ্লোকাঃ।

অন্যে সর্ব্বেঽবতারাঃ স্যুঃ কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ
ভূভারকবিনাশায় প্রাদুর্ভূতো রমাপতিঃ ॥ ৯৯
এতৎ কৃষ্ণস্য চরিতং দুষ্টানাং নাশহেতবে।
শ্রীকৃষ্ণঃ করুণাসিন্ধুর্বৈকুণ্ঠে মোদতে সদা ॥১০০
অত্যদ্ভুতমিদং দেবি কৃষ্ণস্য চরিতং শুভম্‌।
সংগ্রহেণ ময়ৈবোক্তং তব সর্ব্বফলপ্রদম্‌ ॥ ১০১
বাসুদেবস্য চরিতং যঃ পঠেদ্ধরিসন্নিধৌ।
স্মরেদ্বা শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা স যাতি পরমং পদম্‌ ॥
মহাপাতকযুক্তো বা তথোপপাতকসংযুতঃ।
বালকৃষ্ণস্য চরিতং শ্রুত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০৩
দ্বারবত্যাং সমাসীনং রুক্মিণীসহিতং হরিম্‌।
স্মরন্‌ বৈ মহদৈশ্বর্য্যমনেনাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥১০৪
সংগ্রামে সঙ্কটে দুর্গে শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতে।
নেতারং সর্ব্বদেবানাং ধ্যাত্বা স্ববিজয়ী ভবেৎ ॥
যঃ স্মরেদ্‌গোপকন্যাভিঃ ক্রীড়ন্তংগোব্রজে শুভে
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি সৌভাগ্যঞ্চৈব বিন্দতি ॥
মহোপসর্গরোগাদ্যৈর্যুক্তো যস্তু সনাতনম্‌।

অনন্তর তাহারা মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পূজা করিলে মুনির প্রসাদে তাঁহারা সর্ব্বলোকনমস্কৃত বাসুদেবকে ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াও শাপপ্রভাবে এই সময় দস্যুহস্তগতা হইলেন। অর্জ্জুন দস্যুদল কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া শোকাবিষ্টচিত্তে মনে করিলেন, 'আমার ভুজবল, বীর্য্য, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, সমস্তই কৃষ্ণের সহিত গিয়াছে; অদ্য আমার ভাগ্য ক্ষয় হইল;' ইহা বলিতে বলিতে সন্ধ্যাকালীন রবির ন্যায় সম্পূর্ণ নিস্তেজ হইয়া স্বীয় পুরে আগমন করিলেন। এইরূপে সর্ব্বদেবের হিত সাধন ও সমস্ত ভূভারনাশনার্থ বাসুদেব যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত রাক্ষসকুল সংহার, বিপুল উর্ব্বীভার নাশ এবং নন্দব্রজ-দ্বারকা ও মথুরাবাসী যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম জীবগণকে কালবন্ধন হইতে মোচন করিয়া পরমৈশ্বর্য্যময় যোগিগণ; রম্য, হিরণ্ময়, সাত্বিক সনাতন পদে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বর্গীয় মহিষীগণ কর্ত্তৃক সংসেব্যমান হইয়া নিত্য বাস করিতে লাগিলেন। এ বিষয়েও এইরূপ গাথা প্রচলিত আছে। হরির অন্য অনেক অবতার; তন্মধ্যে এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের চরিতই মহৎ। এই অবতারে রমাপতি ভূভারহরণের জন্য প্রাদুর্ভূত হন। দুষ্টগণের নাশের জন্যই এই শ্রীকৃষ্ণচরিত প্রকটিত। করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের এই শুভ চরিত অতি অদ্ভুত। এই সর্ব্বকামফলপ্রদ চরিত তোমার নিকট আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।৯৫—১০১। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে হরিসন্নিধানে এই বাসুদেবচরিত পাঠ স্মরণ বা শ্রবণ করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব মহাপাতকযুক্ত বা অতিপাতকযুক্তই হউক, বালকৃষ্ণের চরিত শ্রবণে সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হয়। রুক্মিণী সহ দ্বারকায় সমাসীন হরিকে স্মরণপূর্ব্বক নর মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংগ্রামে সঙ্কটে বা শত্রুপরিবেষ্টিত দুর্গে সর্ব্বদেবনায়ক হরিকে ধ্যান করিলে, মানব আশু সম্যক বিজয় লাভ করে। যে ব্যক্তি গোপকন্যাগণ সহ শুভ গোব্রজে ক্রীড়ানিরত গোবিন্দকে স্মরণ করে, সে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়,—সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে।

জেতারঞ্চ মহারৌদ্রীং কৃত্যাং কাশিপুরে স্থিতাম্।
কিমত্র বহুনোক্তেন সর্ব্বকালেষু চাপ্যুমে।
কৃষ্ণায় নম ইত্যেবং মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্‌বুধঃ॥ ১০৮
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥১০৯
ইমং মন্ত্রং জপন্ দেবি ভক্ত্যা প্রতিদিনং নরঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥
সর্ব্বেষামেব দেবানামীশ্বরোঽসৌ জনার্দ্দনঃ।
রক্ষণায় চ লোকানামবস্থান্তরমেতি বৈ॥ ১১১
ত্রিপুরং হন্তুকামেন ময়া সম্পূজিতো হরিঃ।
বুদ্ধরূপধরঃ শ্রীমান্ মোহয়ামাস তত্রিপুন্॥১১২
মোহিতাস্তেন শাস্ত্রেণ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
নারায়ণাস্ত্রেণ ময়া নিহতা দেবশত্রবঃ॥ ১১৩
অবতীর্য্য কলাবন্তে ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।
হনিষ্যতি তথা রৌদ্রান্ ম্লেচ্ছান্ সর্ব্বান্ জনার্দ্দনঃ
ইত্যেতৈর্ভাবৈর্ব্বয়াবস্থাঃ সর্ব্বাঃ প্রোক্তা জগৎপতেঃ
কিমন্যচ্ছ্রোতুকামাসি তদ্ব্রবীমি শুভাননে॥১১৫
ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণস্বধামগমন-নিরূপণং নাম দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বমাখ্যাতং বৈভবাবস্থিতং হরেঃ।
এতস্মিন্ রামকৃষ্ণাভ্যাং চরিত্রমতিবিস্মিতম্॥১
অহো রামস্য চরিতং কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
শৃণ্বত্যা মম দেবেশ কল্পান্তরশতৈরপি॥ ২
তৃপ্তিং নৈবেতি ভূতেশ চেতো হরিকথামৃতম্।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি বিষ্ণোর্ম্মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
তৎপূজনবিধিং দেব শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তথা॥৩

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি হরেশ্চ সুমহাত্মনঃ।
স্থাপনঞ্চ স্বয়ং ব্যক্তং দ্বিবিধং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥

মহোপসর্গ বা মহারোগাদিযুক্ত হইয়াও যে ব্যক্তি কাশীপুরীস্থিতা মহারৌদ্রী কৃত্যা-বিজয়ী সনাতন দেবকে স্মরণ করে, সে সর্ব্বপাপ-মুক্ত হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বলিয়া কি হইবে? অয়ি উমে! বুধ ব্যক্তি 'কৃষ্ণায় নম' এই মন্ত্র সর্ব্বদা উচ্চারণ করিবেন। হে দেবি! যে নর ভক্তিপূর্ব্বক 'কৃষ্ণ বাসুদেব, হরি' পর-মাত্মা, প্রণতক্লেশনাশক, গোবিন্দকে নম-স্কার নমস্কার', এই মন্ত্র জপ করে, সে সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকে। দেব জনার্দ্দন সর্ব্বদেবের ঈশ্বর; লোকরক্ষার জন্যই তিনি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি ত্রিপুরদাহে অভিলাষী হইয়া হরিকে পূজা করিয়াছিলাম। শ্রীমান্ হরি বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া সেই রিপুকুলকে মোহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধশাস্ত্রে মোহিত সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত দেবশত্রুগণকে আমি নারায়ণাস্ত্রে নিহত করিয়াছিলাম। কলির অবসানে জনার্দ্দন ব্রাহ্মণগৃহে অব-তীর্ণ হইয়া ভীষণ ম্লেচ্ছকুল বিনাশ করি-বেন। আমি সেই সেই ভাবে জগৎপতির সর্ব্বাবস্থা কীর্ত্তন করিলাম। হে শুভাননে! তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? বল, আমি তাহাও কীর্ত্তন করিব।১০২—১১৫।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি হরির মাহাত্ম্যাবস্থা সকলই কীর্ত্তন করিলেন। রামকৃষ্ণের চরিত্র একান্তই বিস্ময়াবহ। আহা, মহাত্মা রামকৃষ্ণের চরিত্র শত কল্পান্ত ধরিয়া শ্রবণ করিলেও—হে দেবেশ, ভূতেশ আমার চিত্ত পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। সুতরাং আমি পুনরপি অনুত্তম বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।, হে দেব! আমি তাঁহার পূজাবিধি শ্রবণে অভিলাষিণী হইয়াছি।১—৩।

মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! শ্রবণ কর,

শিলামৃদ্দারুলৌহাদ্যৈঃ কৃত্বা প্রতিকৃতিং হরেঃ
শ্রৌতস্মার্ত্তাগমপ্রোক্তক্রিয়াসংস্থাপনং হি যৎ॥
তৎস্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ং ব্যক্তং হি মে শৃণু
যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি॥৬
পাষাণদার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎস্মৃতম্
স্বয়ং ব্যক্তং স্থাপিতং বা পূজয়েন্মধুসূদনম্॥ ৭
দেবতানাং মহর্ষীণামর্চ্চনার্থে সনাতনঃ।
স্বয়মেব জগন্নাথঃ সান্নিধ্যং যাতি কেশবঃ॥ ৮
যস্য যদ্বিগ্রহে ভোগ্যং তদেবাবিরভূদ্ভুবি।
তদেব পূজয়েন্নিত্যং তস্মিন্নেব রমেৎ সদা॥ ৯
শ্রীরঙ্গশায়ী দেবেশো বিধিনার্চ্চ্যঃ সুরোত্তমঃ।
স এবেক্ষ্বাকুনাথানাং তপসাবিরভূদ্ভুবি॥ ১০
মমাপি কাশ্যাং সম্পূজ্যো মাধবঃ কলুষাপহঃ।
যত্র যত্র গৃহে রম্যে স্বয়ংব্যক্তঃ সনাতনঃ॥ ১১
তত্র তত্র সমাগম্য রমেঽহং সংব্যবস্থিতঃ।
নাষ্টাঙ্গযোগে যজ্ঞেশস্ত্বর্চ্চায়াং বিন্দতে নৃণাম্॥
চক্ষুর্ব্বোর্বিষয়ং প্রাপ্য দদাতি বরমীপ্সিতম্।
সর্ব্বাবস্থাসু সৌলভ্যমর্চ্চায়াং লভ্যতে জনৈঃ॥
অজ্ঞানামপি সান্নিধ্যং সর্ব্বদা পৃথিবীতলে।
জম্বুদ্বীপে মহাপুণ্যে বর্ষে বৈ ভারতে শুভে॥
অর্চ্চায়াং সন্নিধির্বিষ্ণোর্নেতরেষু কদাচন।
তত্তস্মাদ্ভারতে বর্ষে মুনিভিস্ত্রিদশৈরপি॥ ১৫
সেবিতঃ সততং দেবি তপোযজ্ঞক্রিয়াদিভিঃ।
ভারতেঽস্মিন্মহাবর্ষে নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥
ঐন্দ্রদ্যুম্নে তথা কৌর্ম্মে সিংহাদ্রৌ করবীরকে।
কাশ্যাং প্রয়াগে সৌম্যে চ শালগ্রামাচলে তথা
দ্বারবত্যাং নৈমিষে চ তথা বদরিকাশ্রমে।
কৃতশৌচে হরেৎ পাপং পৌণ্ডরীকে চ দণ্ডকে
মাথুরে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্বেতাদ্রৌ গরুড়াচলে।
কাঞ্চ্যামনন্তশয়নে শ্রীরঙ্গে বাসবাচলে॥ ১৯
নারায়ণাচলে সৌম্যে বারাহে বামনাশ্রমে।

আমি তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতেছি। সুমহাত্মা হরির স্থাপিত এবং স্বয়ং ব্যক্ত, এই দ্বিবিধ রূপ কীর্ত্তিত। শিলা, মৃত্তিকা, দারু ও লোহাদি দ্বারা হরির প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও আগমোক্ত বিধানে যে স্থাপন করা হয়, তাহাই স্থাপন বলিয়া উল্লিখিত, এক্ষণে স্বয়ংব্যক্ত রূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেস্থানে পাষাণে বা দারুতে আত্মেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ংই নরগণের সন্নিহিত হন, সেখানেই তিনি স্বয়ং ব্যক্ত। স্থাপিত বা স্বয়ং ব্যক্ত এই দ্বিবিধ রূপেই মধুসূদনের পূজা করিতে হয়, জগৎপতি সনাতন কেশব দেব ও মহর্ষিগণের অর্চ্চনার্থ আপনা হইতেই সন্নিহিত হইয়া থাকেন, যাহার যে বিগ্রহে ভোগমোক্ষাদি অনুভববেদ্য সুখলাভের সম্ভাবনা, তাহার নিমিত্ত ভূতলে সেই বিগ্রহই আবির্ভূত হইয়াছে। নিত্য তাহাতেই পূজা করিবে এবং সতত তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। শ্রীরঙ্গশায়ী সুরোত্তম দেবেশ বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনীয়। তিনি ইক্ষ্বাকু-নরপতিগণের তপস্যায় ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাশীস্থ কলুষাপহ মাধব আমারও পূজনীয়। যে যে রমণীয় গৃহে সনাতন স্বয়ং ব্যক্ত হন, সেই সেই স্থানে আসিয়াই আমি সন্নিহিত হই এবং আনন্দানুভব করি। যজ্ঞেশ্বর অষ্টাঙ্গযোগে লভ্য না হইলেও প্রতিমায় তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া তিনি অভীপ্সিত বর প্রদান করেন। জনগণ সর্ব্বাবস্থায় প্রতিমাতেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। পৃথ্বীতলে প্রতিমায় তিনি অজ্ঞজনেরও নিত্য সন্নিহিত হইয়া রাকেন। মহাপুণ্য জম্বুদ্বীপে শুভ ভারতবর্ষে প্রতিমাতেই বিষ্ণুর সন্নিধান, অন্যত্র কোথাও নাই। হে দেবি! এই কারণেই এই ভারতবর্ষে মুনি ও দেবগণকর্ত্তৃক তপস্যা ও যজ্ঞ ক্রিয়াদি দ্বারা হরি সেবিত হইয়া থাকেন। এই ভারতবর্ষেই নিত্য তিনি সন্নিহিত।৪—১৬। ঐন্দ্রদ্যুম্ন, কৌর্ম্ম, সিংহাচল, করবীরক, কাশী, প্রয়াগ, শালগ্রামাচল, দ্বারবতী, নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, পাপহর কৃতশৌচ, পুণ্ডরীক, দণ্ডকারণ্য, মথুরা, বেঙ্কটাদ্রি, শ্বেতাচল, গরুড়াচল, কাঞ্চী, অনন্তশয়ন শ্রীরঙ্গ, বাসবাচল, নারায়ণাচল,

এবমাদ্যাঃ স্বয়ং ব্যক্তাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ২০
স্বয়মেব হি সান্নিধ্যং যস্মিন্ যাতি জনার্দ্দনঃ ।
তস্মিন্নেব স্বয়ং ব্যক্তং বদন্তি মুনয়ঃ শুভাঃ ॥২১
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো বিধিনা স্থাপ্য কেশবম্ ।
মন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সান্নিধ্যং স্থাপনং তদ্বিশিষ্যতে ॥
তস্মিন্ সম্পূজয়েদ্দেবং গ্রামেষু চ গৃহেষু চ ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু গৃহার্চ্চা সদ্ভিরিষ্যতে ॥ ২৩
অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগযোগো মহাত্মনঃ ।
নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা ॥ ২৪
তদীয়ারাধনঞ্চ স্যান্নবধা ভিদ্যতে শুভে ।
তত্তৎকর্ম্মবিধানঞ্চ বিপ্রস্য সততং স্মৃতম্ ॥ ২৫
মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্ ।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥
তাপাদিপঞ্চসংস্কারি-নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭
তত্তৎকর্ম্মবিধানেজ্যা ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে ।
তচ্চিহ্নৈরঙ্কনে সেবা তদীয়ানাঞ্চ পূজনম্ ॥ ২৮

মন্ত্রবর্ণস্য জপনং নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ।
বন্দনঞ্চ বিশাং প্রোক্তং ষট্‌কর্ম্মেজ্যাবিধানতঃ
নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা পূজনং বন্দনং তথা ।
অর্চ্চনঞ্চ তদীয়ানাং পঞ্চেজ্যাঃ শূদ্রজন্মনঃ ॥৩০
সাধারণেন সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়ে ।
স্বাধিকারানুরূপঞ্চ কার্য্যা চেজ্যা জগৎপতেঃ ॥
অনন্যদেবতাভক্তৈরনন্যফলসাধকৈঃ ।
বেদবিদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞৈর্বীতরাগৈর্ম্মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩২
গুরুভক্তিসমাযুক্তৈঃ সুপ্রসন্নৈঃ সুসাধুভিঃ ।
ব্রাহ্মণৈরিতরৈশ্চাপি পূজনীয়ো হরিঃ সদা ॥৩৩
যথোচিতা চ বর্ণস্য কার্য্যা ইজ্যা হরের্নৃণাম্ ।
বর্ণাশ্রমানুরূপঞ্চ কর্ত্তব্যং বৈষ্ণবৈঃ শুভৈঃ ।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতং সম্যঙ্‌নিত্যমত্র সমাচরেৎ ।
শ্রুতিস্মৃত্যুক্তকর্ম্মাণি নাতিক্রামেত বুদ্ধিমান্ ॥৩৫
শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং যো ন সেবেত বৈষ্ণবঃ ।
স চ পাষণ্ডমাপন্নো রৌরবে নরকে বসেৎ ॥৩৬

বরাহাচল, এবং বামনাশ্রম, এই সকল স্থানেই হরি স্বয়ংব্যক্ত হইয়া সর্ব্বকামফলপ্রদরূপে বিরাজমান। জনার্দ্দন সেখানে স্বয়ং সন্নিহিত হইয়া থাকেন, সেই স্থানেই মুনিগণ তাঁহাকে স্বয়ং ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ মানব যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কেশবকে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার যে সান্নিধ্য বিধান করে, তাহাই বিশিষ্ট স্থাপন হয়। সেইরূপ স্থাপন করিয়াই গ্রামে কিম্বা গৃহে দেবেশকে পূজা করিবে। সাধুগণ শালগ্রামশিলাতেই গৃহার্চ্চা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাত্মা হরির অর্চ্চনায় মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, নামসঙ্কীর্ত্তন, সেবা, তচ্চিহ্নধারণ ইত্যাদিরূপে তদীয় আরাধনা নবধা ভিন্ন। উক্ত নববিধ আরাধনা কর্ম্মই সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু। হরির ন্যায় সর্ব্বজনেরই তিনি পূজ্য, তাপাদি পঞ্চসংস্কারযুত, নব ইজ্যা কর্ম্মকারক, অর্থপঞ্চকাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই মহাভাগবত নামে নিরূপিত। তত্তৎ কর্ম্ম বিধানপূর্ব্বক অর্চ্চনাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয়। তদীয় চিহ্নধারণ, সেবা, বৈষ্ণব-পূজা, মন্ত্রবর্ণজপ, হরিনামকীর্ত্তন এবং বন্দন এই ষড়্‌বিধ বৈধ কর্ম্মই বৈশ্যের পক্ষে বিহিত। নামকীর্ত্তন, সেবা, পূজা, বন্দনা এবং বৈষ্ণবজনের অর্চ্চনা—এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম শূদ্রজাতির নির্দ্দিষ্ট। হে প্রিয়ে! মানস পূজায় সর্ব্বসাধারণেরই অধিকার আছে। স্ব স্ব অধিকার অনুসারে সকলেই জগৎপতির পূজা করিবে। অনন্য দেবতাভক্ত, অনন্যসাধক, বেদবিৎ, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, বীতরাগ, মুমুক্ষু, গুরুভক্তিযুক্ত, সুপ্রসন্ন, সাধু ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণেরও সর্ব্বদা হরি পূজনীয়। নরগণ যে যে বর্ণান্তর্গত, তাহার পক্ষে সেই সেই বর্ণোচিত হরিপূজাই কর্ত্তব্য। শুভ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমানুরূপ পূজানুষ্ঠান করিবেন। নিত্য শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অনুষ্ঠানই সম্যক্ কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্ম অতিক্রম করিবেন না। যে বৈষ্ণব শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত আচার অনুষ্ঠান না করে, সেই পাষণ্ড

তস্মাদ্বর্ণানুরূপাং বৈ কুর্য্যাদিজ্যাং জগৎপতেঃ।
তস্মাৎ স্মৃত্যুক্তমাচারং কুর্য্যাদ্বৈ মানবঃ সদা ॥
সাধারণা হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা শুভে নৃণান্।
স্বাধিকারং নিরীক্ষ্যৈব কর্ম্ম কুর্যাদতন্দ্রিতঃ ॥৩৮
শমো দমস্তপঃ শৌচং সত্যামামিষবর্জনম্।
অস্তেয়মেবাহিংসা চ সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥৩৯
তস্মাদ্বর্ণানুরূপেণ পূজয়েন্মধুসূদনম্।
রাত্রাবন্তে সমুত্থায় উপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥ ৪০
নমস্কৃত্য গুরূন্ স্বস্য সংস্মরেদচ্যুতং হৃদি।
সহস্রনামভির্ভক্ত্যা কীর্ত্তয়েদ্বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥ ৪১
বহির্গ্রামাৎ সমুৎসৃজ্য মলমূত্রং যথাবিধি।
শৌচং কৃত্বা যথান্যায়মাচম্য প্রয়তঃ শুচিঃ ॥৪২
দন্তধাবনপূর্ব্বন্তু স্নানং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি।
আদায় তুলসীমূল-মৃদং তৎপত্রসংযুতাম্ ॥ ৪৩
মূলমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য গায়ত্র্যা চ শুভাননে।
মন্ত্রেণৈবানুলিপ্তাঙ্গঃ স্নায়াৎ কৃত্বাঘমর্ষণম্ ॥ ৪৪
হরিপাদোদ্ভবাং গঙ্গাং তত্রাবাহ্য সুনির্ম্মলে।
নিমজ্জ্যাশু জপেৎ সূক্তমঘমর্ষণমুত্তমম্ ॥ ৪৫
আচম্য মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ পৌরুষোক্তক্রমাদথ।
পশ্চাদাশু নিমজ্জ্যাথ মূলমন্ত্রং জপেদ্বুধঃ ॥ ৪৬
অষ্টাবিংশতিবারং বা শতমষ্টোত্তরঞ্চ বা।
প্রার্থয়েদভিমন্ত্র্যাথ জলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ ॥ ৪৭
আচম্য তর্পয়েদ্দেবানৃষীংশ্চৈব পিতৄংস্তথা।
নিপীড্য বস্ত্রমাচম্য ধৌতবস্ত্রেণ বেষ্টিতঃ ॥ ৪৮
বিমলাং মৃত্তিকাং রম্যামাদায় দ্বিজসত্তমঃ।
মন্ত্রেণৈবাভিমন্ত্র্যাথ ললাটাদিষু বৈষ্ণবঃ ॥৪৯
ধারয়েদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি যথাসংখ্যমতন্দ্রিতঃ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং সাবিত্রীঞ্চ জপেদ্বুধঃ
সংযতাত্মা গৃহং গত্বা পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্‌যতঃ
আচম্যৈকাগ্রমনসা পূজামণ্ডপমাবিশেৎ ॥ ৫১
রম্যে শুভতরে পীঠে পুষ্পোপচয়শোভিতে।
তস্মিন্নিবেশ্য দেবং তং লক্ষ্মীনারায়ণং প্রভুম্ ॥
পূজয়েদ্বিধিনা সম্যগ্‌গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।

রৌরব নরকে বাস করিয়া থাকে। অতএব স্বস্ববর্ণোচিত বিধি অনুসারেই জগৎপতির পূজা করিবে। মানব সর্ব্বদা স্মৃত্যুক্ত আচার পালন করিবে। মানসপূজা সর্ব্বসাধারণ জনেরই কর্ত্তব্য। মানব অতন্দ্রিতভাবে স্ব স্ব অধিকার দেখিয়াই কর্ম্ম করিবে। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সত্য, নিরামিষাহার, অস্তেয় এবং অহিংসা, এই সকল অনুষ্ঠান সর্ব্বসাধারণেরই ধর্ম্মসাধন। অতএব মধুসূদনকে স্ব স্ব বর্ণানুরূপ বিধানে পূজা করিবে। রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান ও যথাবিধি উপস্পর্শনপূর্ব্বক স্বীয় গুরুসম্প্রদায়কে নমস্কার করিয়া হৃদয়ে অচ্যুত দেবকে স্মরণ করিবে এবং শুচি ও বাগ্‌যত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের সহস্র নাম কীর্ত্তন করিবে। গ্রাম-বহির্ভাগে যথাবিধি মলমূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শৌচ সমাধানান্তে শুচি ও প্রযতভাবে আচমন ও দন্তধাবন করিয়া স্নানাচরণ করিবে। তুলসীপত্রযুত তুলসীমূলের মৃত্তিকা লইয়া মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী পাঠে অভিমন্ত্রিত করত যথোক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বগাত্র অনুলিপ্ত করিয়া অঘমর্ষণান্তে স্নান করিবে। হরিপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে নির্ম্মল জলে আবাহন করিয়া তাহাতে নিমজ্জনান্তে উত্তম অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিবে। পরে আচমন করিয়া পৌরুষসূক্তক্রমে মার্জ্জন এবং পুনরায় নিমজ্জনান্তে মূলমন্ত্র জপ করিবে। এই জপ অষ্টাবিংশতিবার কিম্বা অষ্টোত্তর শতবার করিতে হইবে। অনন্তর বৈষ্ণব জল জলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রার্থনা করিবে এবং আচমন করিয়া দেব ঋষি ও পিতৃগণকে তর্পণ করিবে। বস্ত্রনিষ্পীড়নান্তে আচমন করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং রম্য বিমল মৃত্তিকা লইয়া মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক ললাটাদি স্থলে যথাসংখ্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। পরে যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনান্তে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাবিত্রী জপ করিবেন। পরে সংযতচিত্তে গৃহে গিয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া একাগ্রমনে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিবেন ।৩৭—৫১। তদনন্তর পুষ্পোপচয়শোভিত শুভতর রম্য পীঠে ভগবান্ লক্ষ্মীনারায়ণ

স্থাপনে বা স্বয়ং ব্যক্তে গৃহার্চ্চায়াং বিধানতঃ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তাগমোক্তানামর্চ্চনং বিধিনা দ্বিজঃ।
কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা যথার্হঞ্চ বিষ্ণোঃ প্রযতমানসঃ॥৫৪
যথোপদিষ্টং গুরুণা তথা কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ।
শ্রৌতং বৈখানসং প্রোক্তং বাসিষ্ঠং স্মার্ত্তমুচ্যতে
পঞ্চরাত্রবিধানঞ্চ দিব্যাগমমিতীরিতম্।
ক্রিয়ালোপং ন কর্ত্তব্যং বিষ্ণোরারাধনং পরম্
আবাহনাসনার্ঘ্যাদ্যৈর্গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তাম্বুলাদ্যৈর্নমস্কৃতৈঃ॥
কুর্য্যাদারাধনং বিষ্ণোর্যথাশক্ত্যা মুদান্বিতঃ।
প্রত্যচং পুরুষসূক্তেন মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ॥ ৫৮
মন্ত্রদ্বয়েন কুর্ব্বীত ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
ভূয়ঃ প্রত্যুপচারেষু দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ॥
আবাহয়েজ্জগন্নাথং মুদ্রয়া চৈব বৈষ্ণবঃ।
আসনন্তু যথা দদ্যাৎ পুষ্পকে। চ মুদ্রয়া॥ ৬০
দীপার্ঘ্যাচমনং স্নানং পাত্রস্থৈর্বিমলৈর্জলৈঃ।
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তৈস্তুলসীদলমিশ্রিতৈঃ॥ ৬১
দদ্যাৎ প্রত্যুপচারন্তু মূলমন্ত্রদ্বয়েন চ।
সুবাসিতেন তৈলেন কুর্য্যাদভ্যঞ্জনং ততঃ॥৬২
কস্তূর্য্যা চন্দনেনাপি কুর্য্যাদুদ্বর্ত্তনাদিকম্।
সুগন্ধবাসিতৈস্তোয়ৈঃ স্নাপ্য মন্ত্রযুতৈঃ শুভৈঃ॥
বস্ত্রৈরাভরণৈর্দিব্যৈরলঙ্কৃত্য যথাবিধি।
মধুপর্কং ততো দদ্যাদ্গন্ধং দদ্যাৎ সুবাসিতম্
সুরভীণি সুপুষ্পাণি ভক্ত্যা সম্যক্ নিবেদয়েৎ
ধূপং দশাঙ্গমষ্টাঙ্গং দীপঞ্চ সুমনোহরম্॥ ৬৫
নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ পায়সাপূপমিশ্রিতম্।
কর্পূরন্তু সতাম্বুলং ভক্ত্যা চৈব নিবেদয়েৎ॥৬৬
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা পুষ্পমালাং সমর্পয়েৎ।
পরিণীয় প্রণম্যাথ স্তত্বা স্তোত্রৈরনুত্তমৈঃ॥৬৭
গরুড়াঙ্কে শায়য়িত্বা মঙ্গলার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
সঙ্কীর্ত্ত্য নামভিঃ পুণ্যৈঃ পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ
হরের্নৈবেদ্যশেষেণ জুহুয়াদ্বহ্নিমণ্ডলে।

দেবকে স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে। প্রযতাত্মা দ্বিজ স্থাপিত, স্বয়ংব্যক্ত বা গৃহপ্রতিমায় সর্ব্বত্রই শ্রৌতস্মার্ত্তাগমোক্ত বিধানে ভক্তিপূর্ব্বক যথাযোগ্য বিষ্ণুপূজা করিবেন। গুরু যেমন আদেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণব জন সেইরূপ আচরণই করিবেন। বৈখানসোক্ত শ্রৌত, বশিষ্ঠোক্ত স্মার্ত্ত আর দিব্য পঞ্চরাত্র বিধান আগম বলিয়া অভিহিত। এই বিধিত্রয় উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রিয়ালোপ কর্ত্তব্য নহে। বিষ্ণুর আরাধনাই পরম কার্য্য। আবাহন, আসন, অর্ঘ্যদান, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল ও নমস্কারাদি দ্বারা বৈষ্ণব জন প্রীতিযুক্ত হইয়া পুরুষসূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র কিম্বা কেবল মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। ষোড়শ উপচারে উভয় মন্ত্র পাঠ করিয়াই পূজা করিতে হয়। ষোড়শ উপচারের প্রত্যেক উপচার দানের পর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে। বৈষ্ণব ব্যক্তি মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া জগন্নাথের আবাহন করিবেন। পুষ্পকমুদ্রায় আসন অর্পণ করিতে হয়। দীপ, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান—প্রতি উপচারই মূলমন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিয়া প্রদান করিবে। মঙ্গলদ্রব্যযুত তুলসীদলমিশ্রিত পাত্রস্থ বিমল জলদ্বারা আচমন ও স্নানীয় দান করিবে। সুবাসিত তৈলে অভ্যঞ্জন, কস্তুরী ও চন্দন দ্বারা উদ্বর্ত্তনাদি এবং সুগন্ধবাসিত মন্ত্রপূত পবিত্র জলে স্নানকার্য্য সমাধা করাইয়া দিব্য বস্ত্রাভরণ দ্বারা যথাবিধি অলঙ্কৃত করিবে। অনন্তর মধুপর্ক, সুবাসিত গন্ধ এবং সুরভি পুষ্পরাশি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে। দশাঙ্গ বা অষ্টাঙ্গ ধূপ, মনোরম প্রদীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, কর্পূরমিশ্রিত পায়স এবং সকর্পূর তাম্বুল ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। দীপ দ্বারা নীরাজনা করিয়া পুষ্পমালা অর্পণ করিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে প্রণাম ও অনুত্তম স্তোত্রপাঠে স্তব করিবে এবং ভগবান্‌কে গরুড়াঙ্কে শয়ন করাইয়া মঙ্গলার্ঘ্য নিবেদন করিবে। পরে ভগবানের পদে পবিত্র নামনিচয় কীর্ত্তন করিয়া হোমানুষ্ঠান করিবে।৫২—৬৮। হরির নৈবেদ্যশেষ দ্বারা বহ্নিমণ্ডলে হোম

প্রত্যৃচং পৌরুষং সূক্তং শ্রীসূক্তং মঙ্গলাহ্বয়ম্
হোতব্যমাজ্যসম্মিশ্রং হবিষা বৈদিকানলে ।
প্রোক্তেন মন্ত্ররত্নেন জুহুয়াদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৭০
অষ্টোত্তরশতং বারমষ্টাবিংশতিমেব চ ।
যজ্ঞরূপং মহাবিষ্ণুং ধ্যায়ন্ বৈ জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥ ৭১
শুদ্ধজাম্বুনদনিভং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
সমস্তবেদবেদান্ত-সাঙ্গোপাঙ্গযুতং প্রভুম্ ॥ ৭২
দেব্যা শ্রিয়া সমাসীনং ধ্যাত্বা হোমং সমাচরেৎ
একৈকামাহুতিং পশ্চান্নামভির্জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥৭৩
নিত্যান্ ভক্তান্ সমুদ্দিশ্য মহাভাগবতোত্তমঃ ।
ভূনীলাবিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ প্রথমং ক্রমাৎ ॥
অনন্তবিহগেন্দ্রাদি-দেবতাস্তদনন্তরম্ ।
বাসুদেবাদয়ঃ পশ্চাত্তথা শক্ত্যাদি-দেবতাঃ ॥৭৫
মূর্ত্তয়ঃ কেশবাদ্যাশ্চ তথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ।
মৎস্যকূর্ম্মাদয়শ্চৈব তথা চক্রাদি হেতয়ঃ ॥ ৭৬
কুমুদাদয়শ্চ ত্রিদশাস্তথা চন্দ্রাদিদেবতাঃ ।
ইন্দ্রাদিলোকপালাশ্চ তথা ধর্ম্মাদিদেবতাঃ ॥৭৭
হোতব্যাঃ ক্রমশস্তস্মিন্ সম্পূজ্যাশ্চ বিশেষতঃ

এতদ্বৈকুণ্ঠহোমন্তু মহাভাগবতোত্তমঃ ॥ ৭৮
নিত্যার্চ্চনবিধৌ নিত্যং কুর্ব্বীত সুসমাহিতঃ ।
গৃহার্চ্চনে গৃহদ্বারি পঞ্চযজ্ঞবিধানতঃ ॥ ৭৯
দত্ত্বা বলিং বিধানেন পশ্চাদাচমনং চরেৎ ।
উপবিশ্যাসনে শুভ্রে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে ॥ ৮০
মন্ত্রযোগে প্রকুর্ব্বীত ভোগার্থং সুখমাত্মনঃ ।
সম্যক্ পদ্মাসনাসীনো ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥৮১
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মন্ত্রেণ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
উদঙ্মুখং ততঃ কৃত্বা হৃৎপঙ্কজমনুত্তমম্ ॥ ৮২
বিকাসং তস্য কুর্ব্বীত বিজ্ঞানরবিণা হৃদি ।
তৎকর্ণিকায়াং বহ্ন্যর্কশশিবিম্বান্যনুক্রমাৎ ॥৮৩
ত্রয়ং ত্রয়ীময়ে তস্মিংশ্চিন্তয়েদ্বৈষ্ণবোত্তমঃ ।
নানারত্নময়ং পীঠং তেষামুপরি চিন্তয়েৎ ॥ ৮৪
তস্মিন্ হৃৎপদ্মমূলান্তে বালার্কসদৃশদ্যুতিম্ ।
অষ্টৈশ্বর্য্যদলং পদ্মং মন্ত্রাক্ষরময়ং চরেৎ ॥ ৮৫
তস্মিন্ দেব্যা সমাসীনং কোটিশীতাংশুসন্নিভম্
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮৬

করিতে হইবে। প্রতিমন্ত্রে ভগবানের শুভ নাম, পুরুষসূক্ত ও শ্রীসূক্ত পাঠ করিয়া ঘৃত দ্বারা বৈদিকানলে হোম করিবে। ভগবানের উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অষ্টোত্তর-শত বার বা অষ্টাবিংশতিবার ভক্তিপূর্ব্বক হোম করিতে হয়। শুদ্ধ জাম্বুনদনিভ, শঙ্খচক্র-গদাধর, সমস্ত বেদ-বেদান্ত ও সাঙ্গোপাঙ্গযুত, শ্রীদেবী সহ সমাসীন, ভগবান যজ্ঞরূপী মহাবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া হোমকার্য্য করিবে। পরে মহাভাগবতোত্তম মানব ভগবানের নিত্য-ভক্তগণের উদ্দেশে প্রত্যেক নামে এক এক ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। প্রথমে ভূ নীলা ও বিমলাদি শক্তিগণকে পরে অনন্ত ও বিহগেন্দ্রাদি দেবতাকে, তৎপরে বাসুদেবাদি ও শক্ত্যাদি দেবতা, কেশবাদি মূর্ত্তি, সঙ্কর্ষণাদি, মৎস্যকূর্ম্মাদি, চক্রাদি অস্ত্রসমূহ, কুমুদাদি দেব, চন্দ্রাদি দেবতা, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও ধর্ম্মাদি দেববৃন্দকে ক্রমশঃ পূজা করিয়া হোম করিবে।

ইহার নাম বৈকুণ্ঠ হোম। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ মানব সমাহিত হইয়া নিত্য পূজানুষ্ঠানে এই হোম কার্য্য করিবেন। গৃহার্চ্চনে গৃহদ্বারে পঞ্চযজ্ঞ-বিধানক্রমে যথাবিধি বলি প্রদানপূর্ব্বক আচমন করিয়া কৃষ্ণাজিন-কুশোত্তর শুভ্রাসনে উপবেশন করিবে। স্বীয় সুখোপবেশনার্থ মন্ত্রযোগে উক্ত আসন প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে পদ্মাসনে সম্যক্ সমাসীন হইয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মন্ত্রযোগে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া স্বীয় অনুত্তম হৃৎপঙ্কজ উদঙ্মুখভাবে স্থাপন করত বিজ্ঞান-রবিকর দ্বারা হৃদয়ে তাহার বিকাশ বিধান করিবে। পরে বৈষ্ণববর মানব উহার ত্রয়ীময় কর্ণিকায় যথাক্রমে বহ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রবিম্ব চিন্তা করিয়া তদুপরি নানারত্নময় পীঠ চিন্তা করিবেন। অনন্তর উল্লিখিত হৃৎপদ্মমূলে বালার্কসদৃশপ্রভ অষ্টৈশ্বর্য্যদলযুত মন্ত্রাক্ষরময় পদ্ম রচনা করিবে ।৬৯—৮৫। তৎপরে উহাতে দেবীর সহিত সমাসীন, কোটি চন্দ্রপ্রতিম, চতুর্ভুজ,

পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্‌।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং পীতবস্ত্রধরং প্রভুম্‌ ॥৮৭
বিচিত্রাভরণৈর্যুক্তং দিব্যমণ্ডনমণ্ডিতম্‌।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যপুষ্পোপশোভিতম্‌ ॥৮৮
তুলসীকোমলদল-বনমালাবিভূষিতম্‌।
বালার্ককোটিসদৃশং কান্ত্যা দেব্যা শ্রিয়া সহ ॥৮৯
সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যা সমাশ্লিষ্টতনুং শিবম্‌।
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সমাহিতমনাঃ শুচিঃ ॥৯০
সহস্রং শতবারং বা যথাশক্ত্যাথবাপি চ।
মনসৈবার্চ্চনং কৃত্বা বিরমেত্তত্র ভক্তিতঃ ॥ ৯১
তদীয়ানর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা তস্মিন্‌ কালে সমাগতান্‌।
তর্পয়িত্বান্নপানাদৈরনুব্রজ্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৯৩
অর্চ্চয়িত্বা পিতৃন্‌ দেবাংস্তর্পয়েচ্চ বিধানতঃ।
সম্পূজ্যাতিথিভৃত্যাংশ্চ ভুঞ্জীয়াতাঞ্চ দম্পতী ॥
যক্ষরাক্ষসভূতানামর্চ্চনং বর্জ্জয়েৎ সদা।
যো মোহাৎ কুরুতে বিপ্রঃ স চাণ্ডালো ভবেদ্‌-
ধ্রুবম্‌ ॥ ৯৪

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসান্তু ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্‌ ॥ ৯৫
ব্রহ্মরাক্ষস-বেতাল-যক্ষভূতার্চ্চনং নৃণাম্‌।
কুম্ভীপাকমহাঘোরনরকপ্রাপ্তিসাধনম্‌ ॥ ৯৬
কোটিজন্মকৃতং পুণ্যং যজ্ঞদানক্রিয়াদিকম্‌।
সদ্যঃ সর্ব্বং লয়ং যাতি যক্ষভূতাদিপূজনাৎ ॥৯৭
স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি যক্ষভূতাদিকার্চ্চনাৎ।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ॥৯৮
ক্রিমির্ভূত্বাথ বিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি।
যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং তামসানাং দিবৌকসাম্‌ ॥
নিবেদিতান্নং যোঽশ্নাতি পূয়শোণিতভুগ্‌ ভবেৎ
যক্ষান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যান্‌ ক্রূরান্‌ বৈ ব্রহ্মরাক্ষসান্‌
উদ্দিশ্য ভুঙ্‌ক্তে যো বিপ্রঃ সদ্যশ্চাণ্ডাল এব সঃ
যা নারী পূজয়েদ্‌যক্ষান্‌ পিশাচোরগরাক্ষসান্‌॥
সা যাতি নরকং ঘোরং কালসূত্রমধোমুখী।
পিতৃভিঃ সহ কল্পান্তমুষিত্বা তত্র দারুণে ॥ ১০২
লিহন্মূত্রপুরীষং বৈ কৃচ্ছ্রাৎ সূচীমুখৈস্তথা।

সুন্দরাঙ্গ, শঙ্খচক্রগদাধর, পদ্মপত্রবৎ বিশালনেত্র, সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত, শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্ক, পীতবস্ত্রধর, বিচিত্রাভরণা-ন্বিত, দিব্য মণ্ডনমণ্ডিত, দিব্যচন্দন-লিপ্তাঙ্গ, দিব্যপুষ্পোপশোভিত, তুলসী-কোমলদল-বনমালা-বিভূষিত, বালার্ক-কোটি সদৃশ এবং সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিতা শ্রীসমন্বিতা কান্তিদেবী কর্ত্তৃক আশ্লিষ্টদেহ শিবময় ভগ-বান্‌কে ধ্যান করিয়া শুদ্ধ ও সমাহিতমনে মন্ত্র জপ করিবে। এ জপ যথাশক্তি সহস্র-বার কিম্বা শতবার করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক মন দ্বারাই অর্চ্চনা করিয়া পরে উক্ত জপ কার্য্য হইতে বিরত হইবে। অনন্তর তৎ-কালাগত বৈষ্ণবগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া অন্নপানাদিদানে তাঁহাদিগকে তর্পিত করত অনুগমনান্তে বিদায় দিবে। পরে দেব ও পিতৃগণের যথাবিধি অর্চ্চন ও তর্পণপূর্ব্বক অতিথি-ভৃত্য-বর্গকে পূজা করিয়া যজমান-দম্পতি ভোজন করিবেন। যক্ষ, রক্ষ ও ভূতবর্গের কদাচ পূজা করিবে না; যে বিপ্র মোহক্রমে উহাদের পূজা করে, নিশ্চয় সে চণ্ডাল হইয়া থাকে। যক্ষ, পিশাচ এবং মদ্য-মাংসভোজী দেবগণের অর্চ্চনা সুরা-পান তুল্য। ব্রহ্ম, রাক্ষস, বেতাল, যক্ষ ও ভূতবর্গের অর্চ্চনে কুম্ভীপাকাদি মহাঘোর নরকপ্রাপ্তির কারণ। যক্ষভূতাদির অর্চ্চ-নায় কোটিজন্মকৃত পুণ্য ও যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া সমস্তই সদ্য লয়প্রাপ্ত হয়। যক্ষ ভূতাদির অর্চ্চনায় স্ত্রীপুরুষ সকলেই কল্পকোটিসহস্র ও কল্পকোটিশত বর্ষ কাল বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ মগ্ন হইয়া থাকে। যক্ষ পিশাচ ও তামস দেবতাগণকে নিবেদিত অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে পূয়শোণিতভোজী হইয়া থাকে। যক্ষ ভূত এবং অন্যান্য ক্রূর ব্রহ্ম-রাক্ষসদিগের উদ্দেশে অন্ন নিবেদন করিয়া যে বিপ্র ভোজন করে, সে সদ্যই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় ।৮৬—১০০। যে নারী যক্ষ, পিশাচ,উরগ ও রাক্ষসদিগকে পূজা করে, সে অধোমুখে ঘোর কালসূত্র নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। সেই দারুণ নরকে পিতৃগণসহ কল্পান্তকাল বাস করিয়া

ক্রিমিভির্ভক্ষ্যমাণাঙ্গো যাবদাভূতসম্প্লবম্॥১০৩
পশ্চাদ্ভূমৌ দশাহেষু জায়তে শতসংখ্যয়া।
তস্মাদ্যক্ষাদিকানাঞ্চ দেবানামর্চ্চনং ত্যজেৎ॥
স্বতন্ত্রং পূজনঞ্চাত্র বৈদিকানামপি ত্যজেৎ॥
অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্॥
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চ্চয়েৎ।
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিস্তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ
হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ।
হরের্নিবেদিতং সম্যগ্‌দেবেভ্যো জুহুয়াদ্ধবিঃ॥
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দদ্যাৎ সর্ব্বমানন্ত্যমাপ্নুয়াৎ।
প্রাণিনাং পীড়নং যত্তদ্বিদুষাং নিরয়ায় বৈ॥১০৮
অদত্তঞ্চৈব যৎকিঞ্চিৎ পরস্বং গৃহ্যতে নরৈঃ।
স্তেয়ং তদ্বিদ্ধি গিরিজে নরকস্যৈব কারণম্॥২০৯
লশুনং মদ্যপানাদি মূলকং গৃঞ্জনং তথা।
তিলপিষ্টং শিগ্রু বিল্বং তথা কোশাতকীং তথা
অলাবুঞ্চৈব বার্ত্তাকুং বীজালীং কবকানি চ।

অতি কষ্টে মূত্র পুরীষ লেহন করত সূচীমুখ ক্রিমিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিতাঙ্গ হইয়া আপ্রলয় তথায় অবস্থান করে, পরে ভূতলে প্রতি দশদিনান্তরে জন্মগ্রহণ করে; এইরূপ শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অতএব যক্ষাদির অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিবে; আর বৈষ্ণব মানব অপরাপর বৈদিক দেবতাগণেরও অর্চ্চনা পরিহার করিবে। জগদ্বন্দ্য নারায়ণদেব হরিকে অর্চ্চনা করিয়া পরে চতুর্দ্দিকে হরিদেবের আবরণ দেবগণের পূজা করিবে। হরির ভুক্তাবশেষ দ্বারা তাহাদিগকে বলিপ্রদান করিবে,—ভুক্তাবশিষ্ট হবি দ্বারা তাহাদের হোম করিবে। হরিকে সম্যক্‌রূপে নিবেদন করিয়া পরে দেবগণকে হবি হোম করিবে। পিতৃগণকেও তাহাই প্রদান করিবে। এইরূপে কৃতকার্য্য সমস্তই অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্রাণিগণের পীড়ন বিজ্ঞগণের নিরয়ের নিমিত্ত হয়। পর কর্ত্তৃক যাহা নিজেকে প্রদত্ত হয় নাই, নরগণ এমন যে কিছু পরস্ব গ্রহণ করে, হে গিরিজে! তাহাই নরকের কারণ স্তেয় বলিয়া জানিবে। লশুন, মদ্যপানাদি, মূলক, গৃঞ্জন, তলপিষ্ট, শিগ্রু, বিল্ব, কোশাতকী, অলাবু,

এবমন্যান্যভক্ষ্যাণি শাস্ত্রদৃষ্টানি বৈ নরঃ॥১১১
খাদন্নরকমাপ্নোতি বিচিত্রমশিবং তথা।
অবৈষ্ণবানাং যচ্চান্নং পতিতানাং তথৈব চ॥
অনর্পিতং তথা বিষ্ণোঃ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ।
যক্ষরাক্ষসভূতান্নং সুরা মদ্যঞ্চ গৃঞ্জনম্॥১১৩
যোঽশ্নাতি নিরয়ং যাতি পূয়শোণিতভোজনম্।
এতৈঃ সংস্থাপনস্পর্শসহবাসাদিভির্নরঃ॥ ১১৪
তেঽপি যান্ত্যেব নিরয়ং বিণ্মূত্রক্রিমিভোজনম্।
পতিতানাঞ্চ সংসর্গাৎ পাষণ্ডানাং তথৈব চ॥
সর্ব্বযজ্ঞস্য ভোক্তারং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
জ্ঞাত্বা সর্ব্বং প্রকুর্ব্বীত নিত্যনৈমিত্তিকাঃ ক্রিয়াঃ
যক্ষরাক্ষসভূতাশ্চ কুষ্মাণ্ডগণভৈরবাঃ।
নার্চ্চনীয়াঃ সদা দেবি স্বর্গলোকমভীপ্সুভিঃ॥
যক্ষরাক্ষসভূতানামর্চ্চনং বর্জ্জয়েদ্দ্বিজঃ।
পৈশাচত্বমবাপ্নোতি কল্পকোটিশতত্রয়ম্॥ ১১৮
তস্মাদ্রাক্ষসভূতানামর্চ্চনং প্রতিষিধ্যতে।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ॥ ১৯

বার্ত্তাকু, বীজালী ও কবক,—এইরূপ এবং অন্যান্য শাস্ত্রোল্লিখিত অভক্ষ্য বস্তু বা অদ্ভুতাকার ও অমঙ্গল্য বস্তু ভক্ষণ করিলে নর নিরয় প্রাপ্ত হয়। অবৈষ্ণবের অন্ন, পতিতের অন্ন এবং বিষ্ণুকে অনর্পিত অন্ন কুক্কুরমাংসতুল্য হয়। যক্ষ রাক্ষস বা ভূতগণের অন্ন,সুরা,মদ্য ও গৃঞ্জন যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, সে পূয়শোণিতাহার নরকে গমন করিয়া থাকে। ইহাদের সংস্থাপন, সংস্পর্শ এবং সহবাসাদি দ্বারাও নর বিণ্মূত্রক্রিমিভোজন নামক নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। পতিত ও পাষণ্ডজনের সংসর্গ করিয়া মানব সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা পুরাণ পুরুষোত্তমকে স্মরণপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সমাধা করিবে। হে দেবি! স্বর্গলোকলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ কখনও যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, কুষ্মাণ্ড ও ভৈরবগণের অর্চ্চনা করিবে না।১০১—১১৭। দ্বিজজন যক্ষ-রাক্ষস-ভূতগণের পূজা বর্জ্জন করিবেন; না করিলে তিনি কল্পকোটিশতত্রয়কাল পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এই কারণেই

রৌরবং নরকং যাতি যক্ষভূতগণার্চ্চনাৎ।
শঙ্খচক্রাদিভিশ্চিহ্নৈরন্যৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ ॥১২০
রহিতঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ।
অগম্যাগমনাদ্ধিংসাপরদ্রব্যাপহারণাৎ ॥ ১২১
অভক্ষ্যভক্ষণাৎ সদ্যো নরকং সমবাপ্নুয়াৎ।
যস্তু পাণিগৃহীতীঞ্চ হিত্বান্যাং বা স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ
অগম্যাগমনং তদ্ধি সদ্যো নরককারকম্।
পতিতানাঞ্চ সংসর্গাৎ পাষণ্ডানাং তথৈব চ ॥
বিকর্ম্মস্থানাঞ্চ তথা যাত্যেব নিরয়ং নরঃ।
সংসর্গিণাঞ্চ সংসর্গং তৎসংসর্গমপি ত্যজেৎ ॥
বৈষ্ণবঃ কুলমেকন্তু বর্জ্জয়েৎ পাপসংযুতম্।
একান্তী সন্ত্যজেদ্‌গ্রামং মহাপাতকমিশ্রিতম্ ॥
তথৈব পরমেকান্তী তদ্দেশমপি বর্জ্জয়েৎ।
স্বকর্ম্ম জ্ঞানভক্ত্যাদিসাধনং বৈষ্ণবং স্মৃতম্ ॥১২৬
হরেরাজ্ঞানুরূপেণ কর্ম্মজ্ঞানাদি যশ্চরেৎ।

রাক্ষস ও ভূতগণের অর্চ্চনা নিষিদ্ধ। যক্ষ ও ভূতগণের অর্চ্চনায় মানব কল্পকোটি-সহস্র কল্পকোটি-শত কাল রৌরব নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি হরির প্রিয়তম শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করে না, সে সর্ব্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। অগম্যা-গমনে, পরহিংসায়, পরদ্রব্যাপহরণে বা অভ্যক্ষ ভক্ষণে নর সদ্যই নরকপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পাণিগৃহীতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নারীতে গমন করে, তাহার সেই কর্ম্মই অগম্যাগম; উহা সদ্যঃ নরকজনক হইয়া থাকে। পতিত, পাষণ্ড ও অবৈধ কর্ম্মকারী-দিগের সংসর্গে নর নিরয় প্রাপ্ত হয়। অতএব উহাদের সংসর্গীদিগের এবং উক্ত সংসর্গীর সঙ্গকারীদিগেরও সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। বৈষ্ণব ব্যক্তি পাপযুক্ত কুল পরিত্যাগ করি-বেন। একান্তী বৈষ্ণব জনের পক্ষে মহাপাতকযুত গ্রামও পরিত্যাজ্য। যিনি পরম একান্তী, তিনি সেই দেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। স্বসম্প্রদায়োক্ত বৈধকর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্ত্যাদিই বৈষ্ণব সাধন। যে ব্যক্তি হরির আজ্ঞানুসারে

স একান্তী ভবেদ্বিপ্রো বাসুদেবপরায়ণঃ ॥
অকৃত্যং বৈষ্ণবঃ পাপবুদ্ধ্যা সম্যক্ পরিত্যজেৎ
একান্তী সন্ত্যজেচ্ছাস্ত্রং দূষণং মনসাপি চ ॥১২৮
তথৈব পরমৈকান্তী হেয়বুদ্ধ্যা পরিত্যজেৎ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কৃত্যন্তু ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১২৯
জ্ঞানং তথৈব লোকেঽস্মিন্মুনিভিঃ সম্প্রকীর্ত্তিতম্
কৃত্যাকৃত্যবিবেকঞ্চ পরলোকস্য চিন্তনম্ ॥১৩০
তৎপ্রাপ্তিসাধনং বিষ্ণোঃ স্বরূপজ্ঞানমেব চ।
ভক্তিযুক্তোঽভবেদ্ভক্তো নবধা সা প্রকীর্ত্তিতা
সুদর্শনোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিতচ্চিহ্নৈরঙ্কনং শুভম্।
সদ্‌গুরোর্মন্ত্রপঠনমর্চ্চনং বিধিনা হরেঃ ॥ ১৩২
স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সেবা চ পরমাত্মনঃ।
প্রণামস্তস্য পুরতস্তদীয়ানাঞ্চ পূজনম্ ॥ ১৩৩
প্রসাদতীর্থসেবা চ ভক্তির্নববিধা স্মৃতা।
যস্মাৎ প্রপদ্যতে দেবং শরণং বৈষ্ণবো হরিম্

কর্ম্মজ্ঞানাদি আচরণ করে, সেই বাসুদেব-পরায়ণ বিপ্রই একান্তী বৈষ্ণব। বৈষ্ণব জন পাপবোধে সমস্ত অকার্য্যই সম্যক্ পরি-ত্যাগ করিবেন। একান্তী বৈষ্ণব; স্বধর্ম্ম-দূষক শাস্ত্রকে মনেও স্থান দিবেন না। যিনি পরম একান্তী, তিনি হেয় জ্ঞানেই উহা পরি-ত্যাগ করিবেন। কর্ম্ম ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমি-ত্তিক ও কাম্য। মুনিগণ জ্ঞানের কথাও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এ জ্ঞান—কার্য্যাকার্য্য-বিবেক, পরলোকচিন্তা, বিষ্ণুপ্রাপ্তির উপায় এবং বিষ্ণুস্বরূপজ্ঞান, এই চারি প্রকারে বিভক্ত। শাস্ত্রে নবধা ভক্তি কীর্ত্তিত হই-য়াছে। ভক্ত উক্ত নববিধ ভক্তি দ্বারা অন্বিত হইবে। ১১৮—১৩১। চক্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি চিহ্নে শুভ চিহ্ন অঙ্কন, সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট মন্ত্রপঠন, বিধিপূর্ব্বক হরিপূজন, বিষ্ণুস্মরণ, বিষ্ণুনাম-কীর্ত্তন, পরমাত্মা বিষ্ণুর সেবন, তাঁহার অগ্রে প্রণাম, বৈষ্ণবগণের পূজন, এবং চিত্ত-প্রসাদার্থ তীর্থসেবা, এই নববিধা ভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নবধা ভক্তিবলেই বৈষ্ণব ব্যক্তি হরিদেবের শরণাপন্ন হইয়া থাকে।

প্রপত্তিঃ সা তু বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সম্প্রকীর্ত্তিতা।
তামসী রাজসী চৈব সাত্ত্বিকী ত্রিবিধা স্মৃতা॥
সাপি ত্রিধাকৃতা সিদ্ধিঃ সামান্যা সর্ব্বদেহিনাম্।
এতচ্চতুষ্টয়ং দেবি হেয়ং সন্ত্যজ্য বৈষ্ণবঃ॥ ১৩৬
উপায়ভূতং ব্রহ্মৈবমবলম্বেত বৈষ্ণবম্।
উপায়ভাবাৎ সন্ত্যজ্য কর্ম্মজ্ঞানাদিকং নরঃ॥
কুর্ব্বীত ভগবৎপ্রীত্যৈ মহাভাগবতোত্তমঃ।
ত্রিকালমর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ভক্ত্যা বৈ পুরুষোত্তমম্॥
নৈমিত্তিকে বিশেষেণ পূজয়েদ্বিধিনা শুভে।
প্রত্যহং কার্ত্তিকে মাসি জাতীপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৩৭
দদ্যাদখণ্ডং দীপঞ্চ নিয়তাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বান্তে হরিসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥
ধনুষ্যুষসি দেবেশং মাসমেকং নিরন্তরম্।
অর্চ্চয়েদুৎপলৈর্দেবি করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্যথাশক্ত্যা নিবেদয়েৎ।
সমাপ্তৌ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ মহাভাগবতোত্তমান
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তপোমাস্যুদিতে ভানৌ স্নাত্বা নদ্যাং বিশেষতঃ॥ ১৪৩
অর্চ্চয়েন্মাধবং পুষ্পৈরুৎপলৈশ্চ শুভাননে।
পায়সং সঘৃতং দিব্যং ভক্ত্যা তত্র নিবেদয়েৎ॥
স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুং মাসমেকং নিরন্তরম্।
শর্করাঘৃযুতং নিত্যং মুখ্যান্নং বিনিবেদয়েৎ॥১৪৫
বৈষ্ণবান্ পূজয়েদ্ভক্ত্যা মাসান্তে শুভদর্শনে।
মধুমাসি তথা নিত্যং বকুলৈশ্চম্পকৈরপি॥১৪৬
পূজয়েজ্জগতামীশং গুড়ান্নঞ্চ নিবেদয়েৎ।
মাসান্তে বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ সুসমাহিতঃ॥ ১৪৭
সহস্রবার্ষিকীং পূজাং প্রতিনিত্যমবাপ্নুয়াৎ॥১৪৮
মাধবে পূজয়েদ্দেবং শতপত্রৈর্মহোৎপলৈঃ॥
পূজয়িত্বা বিধানেন দধ্যন্নং ফলসংযুতম্।
গুড়োদকঞ্চ ভক্ত্যা বৈ তস্মিন্ দেবি নিবেদয়েৎ

এই শরণাপন্নতা তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভেদে ত্রিবিধরূপে উল্লিখিত। এই কারণে সর্ব্বদেহীর সিদ্ধিলাভও সাধারণতঃ ত্রিবিধ। হে দেবি! বৈষ্ণবজন এতচ্চতুষ্টয়ও হেয়-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া উপায়ভূত অমল বৈষ্ণবপদ ব্রহ্মকেই অবলম্বন করিবেন। উপায়ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া মহাভাগবতোত্তম নর ভগবৎ-প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিবে। পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে। হে শুভে! নৈমিত্তিক কার্য্যে বিধিপূর্ব্বক বিশেষ পূজা কর্ত্তব্য। নিয়তাত্মা দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে জাতীপুষ্প দ্বারা প্রত্যহ ভগবানের পূজা ও অখণ্ড দীপ দান করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপ করিলে নর হরিসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৌষে প্রত্যহ উষাকালে সিতাসিত উৎপল ও করবীর পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা দেবেশকে পূজা করিবে। এইরূপে মাসাবধি পূজা করিয়া সমাপ্তিদিনে মহাভাগবতোত্তম বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপ পূজার ফলে নর নিশ্চয়ই সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাঘমাসে সূর্য্যোদয়ে স্নান বিশেষতঃ নদী-জলে স্নান করিয়া উৎপল পুষ্পসমূহ দ্বারা মাধবের অর্চ্চনা করিবে। হে শুভাননে! এই ব্যাপারে সঘৃত দিব্য পায়স নিবেদন করিয়া দিবে। একমাস যাবৎ প্রত্যহ স্নান করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিবে। নিত্য শর্করাঘৃযুত নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। মাসান্তে ভক্তি-সহকারে বৈষ্ণববৃন্দের পূজা করিবে। মধু-মাসে নিত্য বকুল ও চম্পক পুষ্পদ্বারা জগৎ-পতির পূজা করিবে। এই পূজায় গুড়ান্ন নিবেদন করিয়া দিবে। অনন্তর মাসাবসানে সুসমাহিতভাবে বৈষ্ণব বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপ পূজায় প্রতিদিন সহস্র-বার্ষিকী পূজার ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৩২—১৪৮। বৈশাখ মাসে শতপত্র ও মহোৎপল দ্বারা দেবদেবের যথাবিধি পূজা করিবে। এই পূজায় দধ্যন্ন, ফল ও গুড়োদক ভক্তির

লক্ষ্যা যুক্তো জগন্নাথঃ প্রীতো ভবতি পার্ব্বতি
শুক্রে তু শুক্লকমলৈঃ পাটলৈঃ কুমুদোৎপলৈঃ॥
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশমন্নং চূতফলৈর্যুতম্।
নিবেদয়িত্বা ভক্ত্যা বৈ গবাংকোটিপ্রদো ভবেৎ
বৈষ্ণবান্ ভোজয়িত্বাথ সর্ব্বমানন্ত্যমাপ্নুয়াৎ।
আষাঢ়ে দেবদেবেশং লক্ষ্মীভর্ত্তারমচ্যুতম্॥
শ্রীপুষ্পৈরর্চ্চয়েন্নিত্যং পায়সান্নং নিবেদয়েৎ।
মাসান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ মহাভাগবতোত্তমান্
ষষ্টিবর্ষসহস্রস্য পূজাং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
নভোমাস্যর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং পুন্নাগৈঃ কেতকীদলৈঃ
অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং ভক্ত্যা ন ভূয়ো জন্মভাগ্ভবেৎ
দদ্যাদপূপান্ ভক্ত্যাথ শর্করাঘৃতমিশ্রিতান্॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তদ্বৎ সর্ব্বমানন্ত্যমাপ্নুয়াৎ।
নভস্যেঽপ্যর্চ্চয়েদীশং কুন্দৈঃ কুরুবকৈরপি॥১৫৬

সহিত নিবেদন করিয়া দিবে। হে পার্ব্বতি! এইরূপ অর্চ্চনায় সলক্ষ্মীক জগন্নাথ প্রীত হইয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠমাসে শুভ্র কমল ও পাটল কুমুদোৎপল দ্বারা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত চূতফলযুত অন্ন নিবেদন করিয়া দিবে। এইরূপ পূজা করিলে, পূজাকর্ত্তা কোটি গোদানফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উক্ত পূজার অবসানে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করাইবে। ইহাতে সর্ব্ব কর্ম্মই অনন্তফলজনক হয়। আষাঢ়ে লক্ষ্মীপতি দেবেশ অচ্যুতকে নিত্য শ্রীপুষ্পে অর্চ্চনা করিবে, নিত্য পায়সান্ন নিবেদন করিয়া দিবে। পরে মাসান্তে মহাভাগবতোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। মানব এইরূপ পূজায় ষষ্টিসহস্রবর্ষীয় পূজাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাবণে পুন্নাগ ও কেতকীদল দ্বারা ভক্তিভরে অচ্যুতের অর্চ্চনা করিয়া নর পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না। এই সময়ের পূজায় শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত অপূপ সকল ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিবে এবং মাসান্তে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। ইহাতে সর্ব্বকর্ম্মই অনন্তফলজনক হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসে কুন্দ-কুরুবক-কুসুমে কেশবের

ক্ষীরান্নং গুড়সম্মিশ্রং ভক্ত্যা তত্র নিবেদয়েৎ।
গবাং কোটিপ্রদানস্য প্রত্যহং ফলমাপ্নুয়াৎ॥
নীলোৎপলৈরিষে মাসি পূজয়েন্মধুসূদনম্।
ভক্ত্যা নিবেদয়েত্তস্মিন্ ক্ষীরমাপূপমিশ্রিতম্।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ॥১৫৯
বৈষ্ণবং লোকমাপ্নোতি মুদিতঃ স্বজনৈর্বৃতঃ।
ঊর্জ্জে মাসি তথা দেবি কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ॥
পূজয়িত্বাচ্যুতং ভক্ত্যা তৎসাযুজ্যমবাপ্নুয়াৎ।
ক্ষীরাজ্যশর্করোপেতমন্নং বৈ পায়সং তথা॥
অপূপঞ্চ ক্রমেণৈব ভক্ত্যা সম্যঙ্নিবেদয়েৎ।
অমায়াং মন্দবারে চ বৈষ্ণবর্ক্ষে তথৈব চ॥
রবিসংক্রমে ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
বিশেষেণার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং যথাশক্ত্যা বরাননে॥
গুরোরুৎক্রান্তিদিবসে জন্মর্ক্ষেষু তথা হরেঃ।
ইষ্টিঞ্চ বৈষ্ণবীং কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা বৈ দ্বিজসত্তমঃ॥
দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং তত্র প্রত্যৃচং বেদসম্মিতম্

অর্চ্চনা করিবে। এই পূজায় গুড়মিশ্র ক্ষীরান্ন ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। এরূপ অর্চ্চনায় নর প্রত্যহ কোটি গোদানফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আশ্বিনে নীলোৎপল দ্বারা মধুসূদনের অর্চ্চনা করিবে, এই মাসে ভক্তিপূর্ব্বক অপূপযুক্ত ক্ষীর অর্পণ করিবে। এইরূপ পূজাকর্ত্তা মানব কল্পকোটিসহস্র কল্পকোটিশত কাল স্বজনগণ সহ প্রমুদিতমনে বৈষ্ণব লোকে বাস করে। হে দেবি! কার্ত্তিক মাসে কোমল তুলসীদল দ্বারা ভক্তিভরে অচ্যুতের অর্চ্চনা করিয়া মানব তদীয় সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মাসে ক্ষীর, ঘৃত ও শর্করাযুক্ত অন্ন, পায়স ও অপূপ ক্রমে ক্রমে যথাবিধি অর্পণ করিবে। হে বরাননে! অমাবস্যায়, শনিবারে, বৈষ্ণব নক্ষত্রে, রবিসংক্রমণে, ব্যতীপাতে, এবং চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে যথাশক্তি বিশেষরূপে বিষ্ণুপূজা করিবে। ১৫৭—১৬২। গুরুর মৃতাহে এবং জন্মনক্ষত্রে দ্বিজবর যথাশক্তি বৈষ্ণবী ইষ্টি করিবেন এবং প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। পরে

পারণঞ্চাপি কুর্ব্বীত চরুণা পায়সেন বা।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েদ্বিপ্রাংস্তক্ত্যা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্॥ ১৬৫
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্ববেদৈরশক্তশ্চেদ্যষ্টুং ভাগবতোত্তমঃ॥১৬৬
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈর্বা সপ্তরাত্রং নিরন্তরম্।
পুষ্পাঞ্জলিসহস্রন্তু হোমঞ্চ প্রত্যহং চরেৎ॥ ৬৭
প্রীতয়ে বা ভগবতঃ প্রতিশ্লোকং যজেদ্বুধঃ।
অথবা মন্ত্ররত্নং হি সপ্তরাত্রং নিরন্তরম্॥ ১৬৮
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জুহুয়াদ্ধবিষা যজেৎ।
বিশেষেণার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ মহাভাগবতোত্তমান্॥
অন্তে চাবভৃথং কুর্য্যাদ্যথাবিভবসারতঃ।
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ কুর্য্যাদবভৃথং দ্বিজঃ॥ ১৭০
অত্র স্নাত্বা বিধানেন যথাশক্ত্যা দ্বিজোত্তমঃ।
শুভে পাত্রান্তরে রম্যেপাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ
অর্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বস্ত্রৈরাভরণাদিভিঃ।
তাম্বুলেন ফলৈর্বাপি যথাশক্ত্যা সমর্চ্চয়েৎ॥
ভোজয়িত্বান্নপানাদ্যৈঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
আসীমান্তমনুব্রজ্য নমস্কৃত্য বিসর্জ্জিতম্॥ ১৭৩
পুনঃ প্রণম্য ভক্ত্যাথ শনৈস্তত্র নিবর্ত্তিতঃ।
গৃহং প্রবিশ্য দেবেশং পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্॥
এবমভ্যর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ।
তদীয়াংশ্চ বিশেষেণ পূজয়েৎ সর্ব্বদা শুভে॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।
অর্চ্চয়িত্বাপি গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ পুনঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
পুমাংস্তস্মাৎ প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥১৭৮
এবমুক্তং ময়া দেবি বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং চৈব তদীয়ানাঞ্চ পূজনম্॥

চরু বা পায়স দ্বারা পারণ কার্য্য করিবে, বৈষ্ণব বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিবে, এইরূপ অনুষ্ঠানে নর কোটিকুল উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাগবতোত্তম বিপ্র যদি সমুদায় বেদ-মন্ত্রে অর্চ্চনা করিতে অশক্ত হন, তবে বৈষ্ণব অনুবাক দ্বারা সপ্ত রাত্র নিরন্তর সহস্র পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন এবং প্রতিদিন হোমানুষ্ঠান করিবেন, অথবা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিশ্লোকেই অর্চ্চনা করিবেন, কিংবা সপ্ত রাত্র নিরন্তর মন্ত্ররত্নপাঠে হবির্দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্রবার হোম করিবেন, এবং পূজা করিবেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি মহাভাগবতোত্তমগণকে বিশেষভাবে অর্চ্চনা করিবেন। তদনন্তর বিভব অনুসারে যজ্ঞান্তস্নান করিবেন। বৈষ্ণব দ্বিজ বৈষ্ণব অনুবাক দ্বারা উক্ত কার্য্য সমাধা করিবেন। দ্বিজোত্তম যথাবিধি যথাশক্তি স্নান করিয়া ভক্তিভাবে শুভ রম্য পাত্রান্তরে ভাগবতোত্তমগণের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিয়া গন্ধ, পুষ্প ও বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা পূজা করিবেন। এই পূজায় যথাশক্তি তাম্বুল ও বিবিধ ফল প্রদান করিবেন। পরে অন্ন পানাদি দ্বারা ভোজন করাইয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম ও সীমান্ত পর্য্যন্ত অনুগমনপূর্ব্বক নমস্কারান্তে তাঁহাদিগকে বিদায় দিবেন। অনন্তর পুনরপি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রযতচিত্তে দেবশকে অর্চ্চনা করিবেন। এইরূপ অতন্দ্রিতভাবে যাবজ্জীবন বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণুভক্তগণকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবে। হে দেবি! নিখিল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর আরাধনা হইতেও বৈষ্ণবগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চনা করে না, সেই অবৈষ্ণব জনকে কেবল দাম্ভিক বলিয়াই জানিবে। অতএব মানব সর্ব্বযত্নে সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের অর্চ্চনা করিবে। মহাভাগবত জনের অর্চ্চনায় মানব সর্ব্ব দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ১৬৩—১৭৮। হে দেবি

পৌরুষং তস্য যাথাত্ম্যং ফলসাধনমেব চ।
তস্যাবসথদেহঞ্চ কর্ম্মাদ্যপি চতুষ্টয়ম্।
তব প্রোক্তং ময়া দেবি কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুপূজাবিধান-বৈষ্ণবাচারকথনং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

বসিষ্ঠ উবাচ।

এবমুক্তা তু সা দেবী পতিনা শূলপাণিনা।
প্রণিপত্য মহাত্মানমুবাচ প্রাঞ্জলিস্তদা॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ।

সাধূক্তং হি ত্বয়া নাথ বৈষ্ণবং ধর্ম্মমুত্তমম্।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং বিষ্ণোঃ স্বরূপং পরমাত্মনঃ॥ ২
ধন্যাস্মি কৃতকৃত্যাস্মি সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
তব প্রসাদাদ্দেবেশমর্চ্চয়ামি সনাতনম্॥ ৩

বসিষ্ঠ উবাচ।

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স ভবস্ত্রিপুরান্তকঃ।
সমাশ্লিষ্যাবদদ্দেবীং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৪

মহাদেব উবাচ।

সাধু সাধু মহাদেবি সাধু সাধু বরাননে।
অর্চ্চয়স্ব হৃষীকেশং লক্ষ্মীভর্ত্তারমচ্যুতম্॥ ৫
কৃতকৃত্যোঽস্ম্যহং ভদ্রে বৈষ্ণব্যা ভার্য্যয়া ত্বয়া
গুরুণা তব চার্ব্বঙ্গি বামদেবেন ধীমতা॥ ৬
অনুজ্ঞাতার্চ্চয়স্বেশং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
গুরূপদেশমার্গেণ পূজয়িত্বৈব কেশবম্।
প্রাপ্নোতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বং নান্যথা ভূধরাত্মজে

বসিষ্ঠ উবাচ।

এবমুক্তা তদা দেবী বামদেবান্তিকং নৃপ।
জগাম সহসা হৃষ্টা বিষ্ণুপূজনলালসা॥ ৮
সমেত্য তং গুরুং দেবী পূজয়িত্বা প্রণম্য চ।
বিনীতা প্রাঞ্জলির্ভূত্বা উবাচ মুনিসত্তমম্॥ ৯

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন সম্যগারাধনং হরেঃ।

এই আমি তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-আরাধনার বিষয় বলিলাম। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, বৈষ্ণবগণের পূজা, তাঁহার পৌরুষ, স্বরূপ, ফল, সাধনপ্রণালী, বাসস্থান, রূপ ও চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম সকলই তোমার নিকট কহিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১৭৯। ১৮০

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভর্ত্তা শূলপাণি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবী পার্ব্বতী প্রণিপাত-পূর্ব্বক মহাত্মা মহাদেবকে কৃতাঞ্জলিকরে কহিলেন,—হে নাথ! আপনি উত্তম বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর একান্ত গুহ্য স্বরূপ সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত! ভবৎপ্রসাদে আমি ধন্য হইয়াছি, কৃতকৃত্য হইয়াছি। এক্ষণে সনাতন দেবেশকে আমি অর্চ্চনা করিব। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর ত্রিপুরান্তক ভবদেব সেই কথা শুনিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে দেবী পার্ব্বতীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন,—মহাদেবি বরাননে! সাধু সাধু, লক্ষ্মীপতি অচ্যুত বিষ্ণুকে তুমি অর্চ্চনা কর। হে ভদ্রে! তোমা হেন বৈষ্ণবী ভার্য্যা দ্বারা আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। হে চার্ব্বঙ্গি! বুদ্ধিমান্ গুরুদেব বামদেবের অনুজ্ঞা লইয়া পুরাণ পুরুষোত্তম দেবেশকে অর্চ্চনা কর। হে ভূধরনন্দিনি! গুরুপদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কেশবকে অর্চ্চনা করিয়া সকলেই বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার কখনও অন্যথা হয় না। ১—৭। বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহাদেব দেবী পার্ব্বতীকে এই কথা কহিলে তিনি বিষ্ণু-পূজনকামনায় হৃষ্ট হইয়া সহসা বামদেবান্তিকে গমন করিলেন। দেবী গুরু নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণামান্তে যুক্তকরে সবিনয়ে বলিলেন,—হে ভগবন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ!

করিষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১০

বসিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তস্ত তয়া দেব্যা বামদেবো মহামুনিঃ।
তস্মৈ মন্ত্রবরং শ্রেষ্ঠং দদৌ স বিধিনা গুরুঃ ॥১১
নাম্নাং সহস্রং বিষ্ণোশ্চ প্রোক্তবান্মুনিসত্তমঃ।
নিবেদয়িত্বা পূজায়া বিধানমপি দেশিকঃ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা পার্ব্বতীং সংশিতব্রতাম্ ॥ ১২

বামদেব উবাচ।

অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং প্রাতর্নিত্যং বরাননে।
সহস্রনামপঠনং কুরুষ তদনন্তরম্ ॥ ১৩

বসিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তা তেন গুরুণা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পূজয়িত্বা নমস্কৃত্য পুনরায়াৎ স্বমালয়ম্ ॥ ১৪
শিক্ষিতা গুরুণা তেন বামদেবেন পার্ব্বতী।
ততঃ কতিপয়াহঃসু দ্বাদশ্যাং বৃষভধ্বজঃ ॥ ১৫
কৈলাসশিখরে রম্যে বিষ্ণুমারাধ্য শঙ্করঃ।
উপবিষ্টস্ততো ভোক্তুং পার্ব্বতীং শঙ্করোঽব্রবীৎ

মহাদেব উবাচ।

পার্ব্বত্যেহি ময়া সার্দ্ধং ভোক্তুং ভুবনবন্দিতে।

বসিষ্ঠ উবাচ।

তমাহ পার্ব্বতী দেবী জপ্ত্বা নামসহস্রকম্।
ততো ভোক্ষ্যাম্যহং দেবভুজ্যতাং ভবতা প্রভো।
ততস্তাং পার্ব্বতীং প্রাহ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ ॥১৮

মহাদেব উবাচ।

ধন্যাসি কৃতকৃত্যাসি বিষ্ণুভক্তাসি পার্ব্বতি।
দুর্লভা বৈষ্ণবী ভক্তির্ভাগধেয়ং বিনেশ্বরি ॥ ১৯
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ২০
রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো মম পার্ব্বতি।
মনঃ প্রসন্নতাং যাতি রামনামাভিশঙ্কয়া ॥ ২১
রামেত্যুক্ত্বা মহাদেবি ভুঙ্ক্ষ্ব সার্দ্ধং ময়াধুনা ॥২২

বসিষ্ঠ উবাচ।

ততো রামেতি নামোক্ত্বা সহ ভুক্ত্বাথ পার্ব্বতী
রামেত্যুক্ত্বা মহাদেবী শম্ভুনা সহ সংস্থিতা।
পপ্রচ্ছ শঙ্করং দেবং প্রীতিপ্রবণ মানসা ॥ ২৩

আপনার প্রসাদে আমি হরির সম্যক্ আরাধনা করিব। অতএব আমাকে আপনি অনুজ্ঞা দান করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহামুনি বামদেব দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলেন। গুরু বামদেব পূজাবিধি নিবেদন করিয়া পরম প্রীতিভরে সংশিতব্রতা পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে বরাননে! নিত্য প্রাতঃকালে হৃষীকেশকে অর্চ্চনা করিয়া তৎপরে তাঁহার সহস্র নাম পাঠ কর। বশিষ্ঠ কহিলেন,—গুরু এই কথা কহিলে, পার্ব্বতী প্রহৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুকে পূজা ও নমস্কার করিয়া পুনরায় স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন। গুরু বামদেব কর্ত্তৃক পার্ব্বতী বিষ্ণুপূজায় শিক্ষিতা হইলেন। অনন্তর বৃষধ্বজ কয়েক দিন পরে দ্বাদশীতে রম্য কৈলাসশিখরে বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া ভোজনার্থ উপবেশনপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে পার্ব্বতি! হে ভুবনবন্দিতে! তুমি আমার সহিত ভোজন করিতে আইস। বশিষ্ঠ বলিলেন,—তখন পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রত্যুত্তর কহিলেন,—প্রভো! আপনি ভোজন করুন। আমি নামসহস্র জপ করিয়া পরে ভোজন করিব। তখন পরমেশ্বর হাস্যপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে বলিলেন,—পার্ব্বতি! তুমি ধন্যা, কৃতকৃত্যা ও বিষ্ণুভক্তা হইয়াছ। হে ঈশ্বরি! ভাগ্য ব্যতীত বৈষ্ণবী ভক্তি দুর্লভা। হে মনোরমে, রমে! রাম রাম রাম এই নামই সার। হে বরাননে! এক মাত্র রামনামই সহস্র-নাম-তুল্য। হে পার্ব্বতি! রকারাদি নামনিচয় শ্রবণমাত্রই রাম নামশঙ্কায় আমার মন প্রসন্ন হইয়া থাকে। অতএব হে মহাদেবি! তুমি রামনাম উচ্চারণ করিয়া আমার সহিত অধুনা ভক্ষণ কর। ৮—২২। বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর মহাদেবী পার্ব্বতী রাম এই নাম উচ্চারণ করিয়া তৎসহ ভোজন-

পার্ব্বত্যুবাচ।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম ত্বয়োদিতম্।
তস্যাপরাণি নামানি সন্তি চেদ্রাবণদ্বিষঃ।
কথ্যতাং মম দেবেশ তত্র মে ভক্তিরুত্থিতা॥২৪
মহাদেব উবাচ।
শৃণু নামানি বক্ষ্যামি রামচন্দ্রস্য পার্ব্বতি।
লৌকিকা বৈদিকাঃ শব্দা যে কেচিৎ সন্তি পার্ব্বতি॥ ২৫
নামানি রামচন্দ্রস্য সহস্রং তেষু চাধিকম্।
তেষু চাত্যন্তমুখ্যং হি নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্॥
বিষ্ণোরেকৈকনাম্নৈব সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃগ্ নামসহস্রাণি রামনামসমানি চ॥ ২৭
যৎফলং সর্ব্ববেদানাং মন্ত্রাণাং জপতঃ প্রিয়ে।
তৎফলং কোটিগুণিতং রামনাম্নৈব লভ্যতে॥
নামানি শৃণু রামস্য মুখ্যানি শুভদর্শনে।
ঋষিভিঃ পরিগীতানি তানি বক্ষ্যামি তে প্রিয়ে
শ্রীরামো রামচন্দ্রশ্চ রামভদ্রশ্চ শাশ্বতঃ।
রাজীবলোচনঃ শ্রীমান্ রাজেন্দ্রো রঘুপুঙ্গবঃ॥
জানকীবল্লভো জৈত্রো জিতামিত্রো জনার্দ্দনঃ
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দান্তঃ শরণ্যত্রাণতৎপরঃ॥ ৩১
বালিপ্রমথনো বাগ্মী সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ।
সত্যব্রতো ব্রতফলঃ সদা হনুমদাশ্রয়ঃ॥ ৩২
কৌশলেয়ঃ খরধ্বংসী বিরাধবধপণ্ডিতঃ।
বিভীষণপরিত্রাতা দশগ্রীবশিরোহরঃ॥ ৩৩
সপ্ততালপ্রভেত্তা চ হরকোদণ্ডখণ্ডনঃ।
জামদগ্নিমহাদর্পদলনস্তাড়কান্তকৃৎ॥ ৩৪
বেদান্তপারো বেদাত্মা ভববন্ধৈকভেষজম্।
দূষণত্রিশিরোরিশ্চ ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগুণস্ত্রয়ী॥ ৩৫
ত্রিবিক্রমস্ত্রিলোকাত্মা পুণ্যচারিত্রকীর্ত্তনঃ।
ত্রিলোকরক্ষকো ধন্বী দণ্ডকারণ্যবাসকৃৎ॥ ৩৫
অহল্যাপাবনশ্চৈব পিতৃভক্তো বরপ্রদঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতলোভো জগদ্গুরুঃ॥ ৩৭
ঋক্ষবানরসঙ্ঘাতী চিত্রকূটসমাশ্রয়ঃ।
জয়ন্তত্রাণবরদঃ সুমিত্রাপুত্রসেবিতঃ॥ ৩৮
সর্ব্বদেবাধিদেবশ্চ মৃতবানরজীবনঃ।

পূর্ব্বক রামনামজপান্তে শম্ভুসহ অবস্থান করিলেন এবং প্রীতিপ্রবণচিত্তে শঙ্কর দেবকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে দেবেশ! আপনি বলিলেন, রামনাম সহস্রনামতুল্য; অতএব সেই রাবণারির যদি অন্যান্য নাম থাকে, তবে তাহাও আমার নিকট বলুন। আমার সেই সমুদায় নামে ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়াছে। মহাদেব কহিলেন,—পার্ব্বতি! রামচন্দ্রের নামনিচয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! যে কিছু লৌকিক বৈদিক শব্দ আছে, তাহাতে রামচন্দ্রের সহস্রাধিক নাম নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। সেই সকল নামের মধ্যে অষ্টাধিক শত নামই একান্ত মুখ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিষ্ণুর এক একটী নামই সর্ব্ববেদ অপেক্ষা অধিক। তাদৃশ সহস্র নাম এক একটী রামনামের সমান। হে প্রিয়ে! সমুদায় বেদমন্ত্রজপে যে ফল হয়, একমাত্র রামনাম দ্বারাই তাহার কোটিগুণ ফল লভ্য হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে শুভদর্শনে! ঋষিগণ-পরিগীত রামচন্দ্রের মুখ্য নামনিচয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।২৩—২৯। যথা—শ্রীরাম, রামচন্দ্র, রামভদ্র, শাশ্বত, রাজীবলোচন, শ্রীমান্, রাজেন্দ্র, রঘুপুঙ্গব, জানকীবল্লভ, জৈত্র, জিতামিত্র, জনার্দ্দন, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দান্ত, শরণ্যত্রাণতৎপর, বালিপ্রমথন, বাগ্মী, সত্যবাক্, সত্যবিক্রম, সত্যব্রত, ব্রতফল, সদা হনুমদাশ্রয়, কৌশলেয়, খরধ্বংসী, বিরাধবধপণ্ডিত, বিভীষণপরিত্রাতা, দশগ্রীবশিরোহর, সপ্ততালপ্রভেত্তা, হরকোদণ্ডখণ্ডন, জামদগ্ন্যমহাদর্পদলন, তাড়কান্তকৃৎ বেদান্তপার, বেদাত্মা, ভববন্ধৈকভেষজ, দূষণত্রিশিরারি, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিগুণ, ত্রয়ী, ত্রিবিক্রম, ত্রিলোকাত্মা, পুণ্যচারিত্রকীর্ত্তন, ত্রিলোকরক্ষক, ধন্বী, দণ্ডকারণ্যবাসকৃৎ, অহল্যাপাবন, পিতৃভক্ত, বরপ্রদ, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, জিতলোভ. জগদ্গুরু, ঋক্ষবানরসংঘাতী, চিত্রকূটসমাশ্রয়, জয়ন্তত্রাণবরদ, সুমিত্রাপুত্রসেবিত, সর্ব্বদেবাধিদেব,

মায়ামারীচহন্তা চ মহাভাগো মহাভুজঃ ॥ ৩৯
সর্ব্বদেবস্তুতঃ সৌম্যো ব্রহ্মণ্যো মুনিসত্তমঃ ।
মহাযোগী মহোদারঃ সুগ্রীবস্থিররাজ্যদঃ ॥ ৪০
সর্ব্বপুণ্যাধিকফলঃ স্মৃতসর্ব্বাঘনাশনঃ ।
আদিপুরুষো মহাপুরুষঃ পরমঃ পুরুষস্তথা ॥৪১
পুণ্যোদয়ো মহাসারঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ।
স্মিতবক্ত্রো মিতভাষী পূর্ব্বভাষী চ রাঘবঃ ॥৪২
অনন্তগুণগম্ভীরো ধীরোদাত্তগুণোত্তরঃ ।
মায়ামানুষচারিত্রো মহাদেবাধিপূজিতঃ ॥ ৪৩
সেতুকৃজ্জিতবারীশঃ সর্ব্বতীর্থময়ো হরিঃ ।
শ্যামাঙ্গঃ সুন্দরঃ শূরঃ পীতবাসা ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বযজ্ঞাধিপো যজ্ঞো জরামরণবর্জ্জিতঃ ।
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতা সর্ব্বাদ্যে-গুণবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৫
পরমাত্মা পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
পরজ্যোতিঃ পরধামা পরাকাশঃ পরাৎপরঃ ॥৪৬
পরেশঃ পারগঃ পারঃ সর্ব্বভূতাত্মকঃ শিবঃ ।
ইতি শ্রীরামচন্দ্রস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৪৭
গুহ্যাদ্গুহ্যতরং দেবি তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতম্
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৮
সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে পাপৈঃ কল্পকোটিশতোদ্ভবৈঃ
জলানি স্থলতাং যান্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাম্
রাজানো দাসতাং যান্তি বহ্নয়ো যান্তি সৌম্যতাম্ ।
আনুকূল্যঞ্চ ভূতানি স্থৈর্য্যং যান্তি চলাঃ শ্রিয়ঃ
অনুগ্রহং গ্রহা যান্তি শান্তিমায়ান্ত্যপদ্রবাঃ ।
পঠতো ভক্তিভাবেন নরস্য গিরিসম্ভবে ॥ ৫১
পঠেৎ পরময়া ভক্ত্যা তস্য বশ্যং জগত্রয়ম্ ।
যং যং কামং প্রকুরুতে তং তমাপ্নোতি কীর্ত্তনাৎ ॥ ৫২
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।
বৈকুণ্ঠে মোদতে নিত্যং দশপূর্ব্বৈর্দ্দশাপরৈঃ ॥
রামং দূর্ব্বাদলশ্যামং পদ্মাক্ষং পীতবাসসম্ ।
স্তুবন্তি নামভির্দিব্যৈর্ন তে সংসারিণো জনাঃ ॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে ।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ ৫৫

মৃতবানরজীবন, মায়ামারীচহন্তা, মহাভাগ, মহাভুজ, সর্ব্বদেবস্তুত, সৌম্য, ব্রহ্মণ্য, মুনিসত্তম, মহাযোগী, মহোদার, সুগ্রীবস্থিররাজ্যপ্রদ, সর্ব্বপুণ্যাধিকফল, সর্ব্বাঘনাশন, আদিপুরুষ, মহাপুরুষ, পরমপুরুষ, পুণ্যোদয়, মহাসার, পুরাণ, পুরুষোত্তম, স্মিতবক্ত্র, মিতভাষী, পূর্ব্বভাষী, রাঘব, অনন্তগুণগম্ভীর, ধীরোদাত্ত, গুণোত্তর, মায়ামানুষচারিত্র, মহাদেবাধিপূজিত, সেতুকৃৎ, জিতবারীশ, সর্ব্বতীর্থময়, হরি, শ্যামাঙ্গ, সুন্দর, শূর, পীতবাসা, ধনুর্দ্ধর, সর্ব্বযজ্ঞাধিপ, যজ্ঞ, জরামরণ-বর্জ্জিত, শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতা, সর্ব্বাদ্য, গুণ-বর্জ্জিত, পরমাত্মা, পর-ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পরজ্যোতি, পরমধাম, পরাকাশ, পরাৎপর, পরেশ, পারগ, পার, সর্ব্বভূতাত্মক ও শিব,—রামচন্দ্রের এই অষ্টোত্তর শত নাম গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। হে দেবি! এই সকল নাম তোমার প্রতি স্নেহবশতই প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি এই সকল নাম ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রবণ করে বা পাঠ করে, সে কোটিশতকল্পীয় পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে। হে গিরিজে! নর ভক্তিভাবে এই নামনিচয় পাঠ করিলে, তাহার পক্ষে জলও স্থল হয়, শত্রুগণও মিত্র হইয়া থাকে। রাজগণ বশ্য হয়, বহ্নি শীতল হইয়া থাকে, ভূতবৃন্দ অনুকূল হয়, চঞ্চল শ্রীও স্থির হইয়া থাকেন, গ্রহগণ প্রসন্ন হয়, এবং উপদ্রব সকল শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, যে ব্যক্তি পরম ভক্তিভরে ইহা পাঠ করে, এই ত্রিভুবনই তাহার বশ্য হইয়া থাকে। লোক যে যে কামনাই করুক, এই নামনিচয় কীর্ত্তনে সেই সেই কামনাই সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উর্দ্ধ ও অধস্তন দশ দশ পুরুষ সহ উক্ত নামপাঠক ব্যক্তি কল্পকোটিসহস্র,—কল্পকোটিশত কাল বৈকুণ্ঠে নিত্য বিহার করে। দূর্ব্বাদল শ্যাম, কমলাক্ষ রামচন্দ্রকে যাহারা উল্লিখিত দিব্য নামনিচয়-পাঠে স্তব করে, তাহারা কদাচ সংসারমগ্ন হয় না। ৩০—৫৪। রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র,

ইমং মন্ত্রং মহাদেবি জপন্নেব দিবানিশম্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৬
ইতি তে রামচন্দ্রস্য মাহাত্ম্যং বেদসম্মিতম্ ।
কথিতং বৈ ময়া সুভ্রু তব প্রীত্যা শুভাহ্বয়ম্ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ ।
তচ্ছ্রুত্বা শঙ্করেণোক্তং মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে আনন্দাশ্রুজলাপ্লুতা ।
প্রণম্য প্রাহ দেবেশং ভর্ত্তারং বৃষভধ্বজম্ ॥৫৮
পার্ব্বত্যুবাচ ।
অহো মাহাত্ম্যমতুলং রামস্য পরমাত্মনঃ ।
শ্রোত্রতৃপ্তির্হি মে ন স্যাৎ কল্পাযুতশতৈরপি ॥
ধন্যাহং কৃতকৃত্যাস্মি সর্ব্বমুক্তং ত্বয়ানঘ ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ধরের্ভক্তির্জন্মজন্মনি চাস্ত মে ॥৬০
বসিষ্ঠ উবাচ ।
এবমুক্তা স্বভর্ত্তারং গৌরী ভাগবতোত্তমা ।
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে ।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ ৬১

ইমমেব জপন্মন্ত্রং সর্ব্বাবস্থাসু পার্ব্বতী ।
উবাস চ সুখেনৈব কৈলাসে পতিনা সহ ॥ ৬২
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতমং নৃপ ।
রুদ্রপ্রোক্তানি শাস্ত্রাণি তামসান্যেব পার্থিব ॥
সম্মোহনার্থং লোকানাং প্রোক্তবান্ বৃষভধ্বজঃ
রহসি প্রোক্তবান্ দেব্যা ইদমেকং হরঃ প্রভুঃ ॥
যথার্থমর্থগুহ্যঞ্চ সারং মন্ত্রস্য ভূপতে ।
দেব্যা প্রীত্যৈ মহাদেবঃ কথয়ামাস তৎপরঃ ॥৬৫
উমামহেশ্বরং রাজন্ সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৬৬
স সর্ব্ববন্দ্যঃ সর্ব্বজ্ঞো মহাভাগবতো ভবেৎ ।
সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥
ধন্যঃ খলু ভবাঁল্লোকে পার্থিবেন্দ্র মহাবল ।
ত্বদন্বয়ে হরিঃ শ্রীমান্ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৬৮
উৎপৎস্যতে দাশরথিঃ সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ।
তস্মাদিক্ষ্বাকবঃ পূজ্যাঃ সুরাণামপি পার্থিব ॥৬৯
যেষাং জাতো হি ভগবান্ রামোরাজীবলোচনঃ

ইতি শ্রীপাদ্মে উত্তরখণ্ডে রামচন্দ্রাষ্টোত্তর-শতনামকথনং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৪ ॥

বেধা, রঘুনাথ, সীতাপতিকে আমি নমস্কার করি। হে মহাদেবি ! এই মন্ত্র রাত্রিদিন জপ করিলে,মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে সুভ্রু ! এই আমি রামচন্দ্রের বেদসম্মিত শুভ মাহাত্ম্য তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রকাশ করিলাম। বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেবি পার্ব্বতী শঙ্করোক্ত পরমাত্মার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু-জলাপ্লুতদেহে অতুল হর্ষ লাভ করিলেন, এবং ভর্ত্তা বৃষধ্বজকে প্রণামপূর্ব্বক বলি-লেন,—অহো ! পরমাত্মা রামচন্দ্রের অতুল-নীয় মাহাত্ম্য ! ইহা কল্পাযুতশত কাল শ্রবণ করিলেও আমার শ্রোত্রতৃপ্তি হয় না। আমি ধন্যা এবং কৃতকৃত্যা হইয়াছি। হে অনঘ ! আপনি সমস্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভবৎপ্রাসাদে জন্মে জন্মে আমার হরিভক্তি হউক। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভাগবতোত্তমা গৌরী স্বীয় ভর্ত্তাকে এই কথা কহিয়া 'রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, বেধা, রঘুনাথ, নাথ, সীতাপতিকে নমস্কার।' এই মন্ত্রই জপ

করিতে করিতে সর্ব্বাবস্থার সুখে কৈলাস-পতি সহ বাস করিতে লাগিলেন। হে নৃপ ! এই আমি আপনার নিকট অতি-গোপনীয় সমস্ত বিষয় বলিলাম। হে পার্থিব ! রুদ্রপ্রোক্ত সমস্ত শাস্ত্রই তামস শাস্ত্র। বৃষধ্বজ লোকের সম্মোহনার্থ ঐ সকল শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরন্তু ভগবান্ হর দেবীর নিকট এই একমাত্র যথার্থার্থ গোপ্য মন্ত্রসার গোপনে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাদেব তৎপর হইয়া দেবীর প্রীতির নিমিত্ত ইহা কীর্ত্তন করেন। হে রাজন্ ! এই অদ্ভুত উমামহেশ্বরসংবাদ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববন্দ্য ও মহাভাগবত হয়, এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহাবল পার্থিবেন্দ্র ! জগতে আপনিই ধন্য। আপনার বংশে পুরুষোত্তম পুরাণ-

পঞ্চাপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

দিলীপ উবাচ ।

কথিতং ভবতা ব্রহ্মন্ সর্ব্বধর্ম্মমশেষতঃ ।
সামান্যঞ্চ বিশিষ্টঞ্চ স্বরূপং পরজীবয়োঃ ॥ ১
স্বর্গাপবর্গৌ কথিতৌ সাধনঞ্চ তয়োরপি ।
ধন্যোঽস্ম্যহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বৎপ্রসাদাৎ সদা গুরো ॥ ২
একমন্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পৃচ্ছামি ত্বাং কুতূহলাৎ ।
কথয়স্ব যথাতথ্যমপি বাৎসল্যগৌরবাৎ ॥ ৪
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো রুদ্রস্ত্রিপুরহন্তৃকঃ ।
কস্মাদ্বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ সহ ভার্য্যয়া ॥৪
যোনিলিঙ্গস্বরূপঞ্চ কথং স্যাৎ সুমহাত্মনঃ ।
পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ব্বাহুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৫
কথং বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ দ্বিজপুঙ্গব ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ মিত্রাবরুণনন্দন ॥ ৬

বসিষ্ঠ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছসি গৌরবাৎ
বিশুদ্ধহৃদয়ে পুংসাং বুদ্ধিঃ শ্রেয়সি জায়তে ॥ ৭
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মন্দরে পর্ব্বতোত্তমে ।
জগাম মুনিভিঃ সার্দ্ধং দীর্ঘসত্রমনুত্তমম্ ॥ ৮
তস্মিন্ সমাগতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ।
নানাশাস্ত্রবিদঃ শ্রেষ্ঠা বালসূর্য্যানলপ্রভাঃ ॥ ৯
সর্ব্ববেদবিদো বিপ্রাঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ১০
বর্ত্তমানে মহাসত্রে মুনয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
অন্বেষ্টুং দেবতাতত্ত্বং মিথঃ প্রোচুস্তপোধনাঃ ।
বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং কঃপূজ্যো দেবতাবরঃ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং কঃ স্বতো মুক্তিদো নৃণাম্ ।
কস্য পাদোদকং সেব্যং ভুক্তোচ্ছিষ্টঞ্চ পাবনম্
কোঽব্যয়ঃ পরমং ধাম পরমাত্মা সনাতনঃ ।

পুরুষ শ্রীমান্ হরি সর্ব্বলোকহিতার্থ দাশরথি হইয়া আবির্ভূত হইবেন। হে পার্থিব! ভগবান্ রাজীবলোচন রাম ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম লইবেন, এই কারণে ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ সুরগণেরও পূজ্য হইবেন। ৫৫—৭০।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।২৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দিলীপ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন। পরাত্মা ও জীবাত্মার সামান্য বিশেষ স্বরূপ স্বর্গ অপবর্গ এবং তদুভয়ের সাধন সমস্তই আপনা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। গুরো! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রসাদে আমি ধন্য হইয়াছি। পরন্তু অন্য আর একটী বিষয় আপনার নিকট কুতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি। বাৎসল্যগৌরবে তাহা আপনি যথাযথ কীর্ত্তন করুন। ত্রিপুরঘাতী রুদ্র মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ। তিনি ভার্য্যা সহ কিরূপে গর্হিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন? সেই সুমহাত্মা রুদ্রের যোনি-লিঙ্গস্বরূপ কিরূপে হইল? হে দ্বিজ-পুঙ্গব! সেই প্রভু পঞ্চবক্ত্র, চতুর্ব্বাহু, শূল-পাণি ও ত্রিলোচন; তিনি কিরূপে গর্হিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন? হে মিত্রাবরুণনন্দন! এই সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজন্! শ্রবণ করুন, গৌরবক্রমে আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করি-লেন, তাহা বলিতেছি। মানবগণের বিশুদ্ধ হৃদয়েই শ্রেয়োবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনু পর্ব্বতবর মন্দরে উত্তম দীর্ঘসত্র অনুষ্ঠানার্থ মুনিগণ সহ গমন করিয়াছিলেন। তথায় সমস্ত সংশিতব্রত মুনি এবং নানা শাস্ত্রজ্ঞ বালোদিত সূর্য্য ও অনলপ্রভ, সর্ব্ববেদজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মরত, শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ আগমন করেন। উক্ত মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে ক্ষীণপাপ, তপোধন, মুনিগণ, দেবতা-তত্ত্বনির্ণয়ার্থ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগি-লেন।১—১১। তাঁহারা কহিলেন, কোন্ দেব শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ বিপ্রগণের পূজনীয়? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ দেব-স্বত হইয়া নরগণকে মুক্তি প্রদান করেন? কাঁহার পাদোদক সেব্য এবং কাঁহারই বা ভুক্তোচ্ছিষ্ট পবিত্র? কে অব্যয় পরম

কস্য প্রসাদং তীর্থঞ্চ পিতৃণাং তৃপ্তিদং ভবেৎ
তেষাং সমুপবিষ্টানামিতি বাদো মহানভূৎ।
রুদ্রমেকমিতি প্রোচুঃ কেচিদত্র মহর্ষয়ঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মৈব পূজ্য ইত্যন্যে বদন্তি মুনিসত্তমাঃ।
সূর্য্য এবাত্মনাং পূজ্য ইত্যন্যে প্রাহুরুত্তমাঃ ॥
যোঽসৌ সর্ব্বগতঃ শ্রীমান্‌ শ্রীপতিঃপুরুষোত্তমঃ
অব্যয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বাসুদেবঃ পরাৎপরঃ ॥
অনাদিনিধনো বিষ্ণুঃ স এব পরমেশ্বরঃ।
সম্পূজ্যো দেবতাশ্রেষ্ঠ ইত্যন্যে চোচিরে দ্বিজাঃ
তেষাং বিবদতাং তত্র মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ো যোঽসৌ কল্যাণগুণবান্‌ প্রভুঃ।
পুণ্ডরীকেক্ষণঃ শ্রীমান্‌ শ্রীপতিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
বিপ্রাণাং বেদবিদুষামেক এবার্চ্চিতঃ প্রভুঃ।
বিপ্রাণাং নেতরে পূজ্যা রজস্তমোবিমিশ্রিতাঃ
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
ভৃগুং তপোনিধিং বিপ্রং প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তথা ॥

ঋষয়ঃ উচুঃ।
অস্মাকং সংশয়ং ছেত্তুং ত্বং সমর্থোঽসি সুব্রত
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানামন্তিকং ব্রজ সুব্রত ॥ ২১
গত্বা তেষাং সমীপন্তু তথা দৃষ্ট্বা তু বিগ্রহান্‌।
শুদ্ধসত্ত্বগুণং তেষাং যস্মিন্‌ সংবিদ্যতে মুনে ॥ ২২
স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরস্তু কদাচন।
শুদ্ধসত্ত্বময়ঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণ্যঃ স ভবিষ্যতি ॥ ২৩
তীর্থপ্রসাদবাঁল্লোকে বিপ্রাণাং স ভবিষ্যতি।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ তস্যোচ্ছিষ্টং সুপাবনম্‌ ॥
তস্মাদ্‌যাহি মুনিশ্রেষ্ঠ বিবুধানাং নিবাসনম্‌।
ক্ষিপ্রং কুরু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকহিতং প্রভো ॥
এবমুক্তস্ততস্তূর্ণং কৈলাসং মুনিসত্তমঃ।
জগাম বামদেবেন যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ ॥ ২৬
গৃহদ্বারমুপাগম্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
শূলহস্তং মহারৌদ্রং নন্দিং দৃষ্ট্বাব্রবীদ্দ্বিজঃ ॥ ২৭
সম্প্রাপ্তোঽহং ভৃগুর্বিপ্রো হরং দ্রষ্টুং সুরোত্তমম্‌

ধাম, পরমাত্মা সনাতন দেব? কাঁহার প্রসাদ এবং তীর্থ পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ? সেই সমাসীন মুনিগণের মধ্যে এইরূপ মহা-বিতর্ক উপস্থিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন মহর্ষি কহিলেন,—একমাত্র রুদ্র দেবই পূজনীয়, অপর কোন কোন মুনিশ্রেষ্ঠ কহিলেন,—ব্রহ্মাই পূজনীয়, অন্য কোন কোন শ্রেষ্ঠ মুনি বলিলেন,—সূর্য্য দেবই পূজনীয়, সেখানে অন্য যে সকল দ্বিজ ছিলেন, তাঁহারা কহিলেন,—যিনি সর্ব্বগত, শ্রীমান্‌, শ্রীপতি, পুরুষোত্তম, অব্যয়, পুণ্ডরীকাক্ষ, পরাৎপর বাসুদেব, অনাদিনিধন বিষ্ণু, তিনিই পরমেশ্বর। সেই দেবশ্রেষ্ঠই সম্যক্‌ প্রকারে পূজনীয়। এইরূপে সমস্ত দ্বিজ সেই-স্থানে বিবাদ আরম্ভ করিলে, স্বায়ম্ভুব মনু বলিলেন,—যিনি শুদ্ধসত্ত্বময়, কল্যাণগুণবান্‌, পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রভু, শ্রীমান্‌, শ্রীপতি, পুরুষোত্তম, তিনিই বেদবিদ্‌ বিপ্রগণের একমাত্র পূজনীয়, ইহা ভিন্ন রজস্তমোমিশ্রিত দেবগণ বিপ্রগণের পূজনীয় নহেন। স্বায়ম্ভুব মনুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহর্ষি তপোনিধি ভৃগুমুনিকে যুক্তকরে কহিলেন,—হে সুব্রত! আমাদের সংশয় নিরাস করিতে আপনিই একমাত্র সমর্থ; সুতরাং আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করুন এবং সেই সেই দেবসমীপে গিয়া তাঁহাদিগের বিগ্রহ দর্শন করুন। ঐ দেবত্রয়ের মধ্যে যাঁহাতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ আছে, হে মুনে! সেই দেবই বিপ্রগণের পূজ্য, তদ্‌ভিন্ন অন্য দেব কদাচ পূজ্য নহেন। যিনি শুদ্ধসত্ত্বময়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য বলিয়া অবধারিত হইবেন, তিনিই জগতে বিপ্রগণের প্রতি করুণাবিতরণে তীর্থবৎ অভ্যুন্নয় অনেক হইবেন। দেব ও পিতৃগণের পক্ষে তাঁহার উচ্ছিষ্টই পরম পাবন। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি উল্লিখিত বিবুধগণের প্রত্যেকের আবাসে গমন করুন; হে প্রভো! সত্বর সর্ব্বলোকের হিত সাধন করুন। ৫২—২৫। মুনিগণ এই কথা কহিলে, মুনিসত্তম ভৃগু বামদেব সহ সত্বর বৃষধ্বজনিবাস কৈলাসে গমন করিলেন এবং মহাত্মা শঙ্করের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া শূলহস্ত মহারৌদ্র নন্দীকে দর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—আমি বিপ্র ভৃগু

নিবেদয়স্ব মাং শীঘ্রং শঙ্করায় মহাত্মনে ॥ ২৮
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নন্দী সর্ব্বগণেশ্বরঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং মহর্ষিমমিতৌজসম্ ॥২৯
অসান্নিধ্যং প্রভোস্তস্য দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ
নিবর্ত্তস্ব মুনিশ্রেষ্ঠ যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ৩০
এবং নিরাকৃতস্তেন তত্রাতিষ্ঠন্মহাতপাঃ।
বহূনি দিবসান্তস্মিন্ গৃহদ্বারি মহেশিতুঃ ॥ ৩১
নারীসঙ্গমমত্তোঽসৌ যস্মান্মামবমন্যতে।
যোনিলিঙ্গস্বরূপং বৈ তস্মাত্তস্য ভবিষ্যতি ॥৩২
ব্রাহ্মণং মাবজানাতি তমসা সমুপাগতঃ।
অব্রহ্মণ্যত্বমাপন্নো হ্যপূজ্যোঽসৌ দ্বিজন্মনাম্ ॥
তস্মাদন্নং জলং পুষ্পং তস্মৈ দত্তং হবিস্তথা।,
নির্ম্মাল্যমস্য তৎসর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
এবং শপ্ত্বা মহাতেজাঃ শঙ্করং লোকপূজিতম্।
উবাচ গণমত্যুগ্রং নন্দিং শূলধরং নৃপ ॥ ৩৫
রুদ্রভক্তাশ্চ যে লোকে ভস্মলিঙ্গাস্থিধারিণঃ।
তে পাষণ্ডত্বমাপন্না বেদবাহ্যা ভবন্তু বৈ ॥ ৩৬
এবং শপ্ত্বা মুনিস্তত্র রুদ্রং ত্রিপুরঘাতকম্।
জগাম ব্রহ্মলোকং বৈ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ৩৭
তত্র দেবৈঃ সহাসীনং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
দৃষ্ট্বা প্রাঞ্জলিনা দেবং প্রণনাম মহামতিঃ ॥ ৩৮
প্রণম্য পুরতস্তস্য তূষ্ণীমাস মহাতপাঃ।
তং দৃষ্ট্বা মুনিশার্দ্দূলং রজোগুণসমাবৃতঃ ॥ ৩৯
নার্চ্চয়ামাস ধাতাসৌ মহর্ষিং সমুপাগতম্।
প্রত্যুত্থানং প্রিয়ং বাক্যং ন কৃতং তস্য বেধসা
ঐশ্বর্য্যেণৈব মহতা তস্থৌ তত্রাম্বুজাসনঃ।
তং দৃষ্ট্বা রজসোদ্রিক্তং মহর্ষিঃ পঙ্কজাসনম্ ॥৪১
ব্যাজহার মহাতেজা বাক্যং লোকপিতামহম্।
রজসা মহতোদ্রিক্তো যস্মান্মামবমন্যসে ॥ ৪২
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বলোকানামপূজ্যত্বং সমাপ্নুহি।
এবং শপ্ত্বা মহাত্মানং ব্রহ্মাণং লোকপূজিতম্ ॥
জগাম সহসা বিপ্রো ভগবন্মন্দিরং ভৃগুঃ।

সুরোত্তম হরকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। মহাত্মা শঙ্করের নিকট সত্বর আমার আগমনসংবাদ নিবেদন কর। সর্ব্বগণাধিপ নন্দী ভৃগুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরুষাক্ষরে কহিল,—প্রভুর এক্ষণে সান্নিধ্য নাই। তিনি দেবীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি বাঁচিতে চাও, তবে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। মহাতপা ভৃগু এইরূপে নিরাকৃত হইয়াও বহু দিবস মহেশের গৃহদ্বারে অবস্থান করিলেন। অনন্তর ভৃগু এইরূপ অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু নারীসঙ্গমে মত্ত হইয়া ইনি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন, এই কারণে ইঁহার আকার যোনি লিঙ্গস্বরূপ হইবে। আমি ব্রাহ্মণ, তমোভাবাক্রান্ত হইয়া মহাদেব আমায় অবজ্ঞাত করিলেন, অতএব ইনি অব্রহ্মণ্য হইয়া দ্বিজগণের অপূজ্য হইবেন। অতএব ইঁহাকে প্রদত্ত অন্ন, জল, পুষ্প, হবি, সকলই ইঁহার নির্ম্মাল্যস্বরূপ হইবে, সন্দেহ নাই। মহাতেজা ভৃগুমুনি লোকপূজিত শঙ্করকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া শূলধারী ভীষণাকার নন্দীকে কহিলেন,—জগতে যাহারা রুদ্রভক্ত,ভস্মলিপ্ত ও অস্থিধারী, তাহারা পাষণ্ড ও বেদবহির্ভূত হউক। ত্রিপুরান্তক রুদ্রকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া ভৃগুমুনি সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেখানে দেবগণ সহ সমাসীন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে দেখিয়া যুক্তকরে, মহামতি ভৃগু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রণামান্তে তাঁহার অগ্রে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন। সেই মুনিবরকে অবলোকন করিয়া রাজোগুণান্বিত বিধাতা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন না। মহর্ষি অভ্যাগত; প্রত্যুত্থান, বা প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ কিছুই বিধাতা তাঁহাকে করিলেন না, পদ্মাসন ব্রহ্মা স্বীয় মহৈশ্বর্য্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাতেজা মহর্ষি রজোগুণোদ্রিক্ত পদ্মাসনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন,—প্রবল রজোগুণে গর্ব্বিত হইয়া যেহেতু আপনি আমায় অবজ্ঞা করিলেন, অতএব সর্ব্বলোকের অপূজ্য হউন।২৬—৪২। লোকপূজিত মহাত্মা ব্রহ্মাকে এইরূপে অভিশাপ দিয়া ভৃগুমুনি সহসা ভগবন্মন্দিরে

৫ বিশ্য বৈষ্ণবং লোকং ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তটে
তত্র স্থিতৈর্মহাভাগৈঃ পূজ্যমানো যথার্হতঃ ।
তত্রানিবার্য্যমাণস্তু প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং দ্বিজঃ ॥৪৫
প্রবিশ্য তস্মিন্ বিমলে বিমানে রবিসন্নিভে ।
শয়ানং নাগপর্য্যঙ্কে দদর্শ কমলাপতিম্ ॥ ৪৬
লক্ষ্মীকরসরোজাভ্যাং মৃজ্যমানপদদ্বয়ম্ ।
তং দৃষ্ট্বা মুনিশার্দ্দূলো ভৃগুঃ কোপসমন্বিতঃ ॥৪৭
সব্যং পাদং প্রচিক্ষেপ বিষ্ণোর্বক্ষসি শোভনে
তূর্ণমুত্থায় ভগবান্ ধন্যোঽস্মীতি বদন্মুদা ॥ ৪৮
হস্তাভ্যাং চরণং তস্য পীড়য়ামাস হর্ষিতঃ ।
শনৈর্মৃদিত্বা তৎপাদং মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥৪৯
ধন্যোঽস্ম্যদ্যৈব বিপ্রর্ষে কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বদা
ত্বৎপাদস্পর্শনাদ্দেহে মঙ্গলং মে ভবিষ্যতি ॥৫০
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তিহেতবঃ
সমুত্থতাপৎকুলধূমকেতবঃ ।
অপারসংসারসমুদ্রসেতবঃ
পুনন্তু মাং ব্রাহ্মণপাদপাংশবঃ ॥ ৫১

বিপ্রপাদরজো যস্য দেহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ।
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি তস্য তিষ্ঠন্ত্যসংশয়ম্ ॥৫২
ইত্যুক্তা সহসোত্থায় দেব্যা সার্দ্ধং জনার্দ্দনঃ ।
ভক্ত্যা সমর্চ্চয়ামাস দিব্যস্রক্‌চন্দনাদিভিঃ ॥৫৩
তং দৃষ্ট্বা মুনিশার্দ্দূলো হর্ষপূর্ণোঽশ্রুলোচনঃ ।
উত্থায়াসনমুখ্যাত্তং প্রণনাম দয়ানিধিম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা হর্ষাৎ প্রাহ মহাতপাঃ ॥৫৪
ভৃগুরুবাচ ।
অহো রূপমহো শান্তিরহো জ্ঞানমহো দয়া ।
অহো সুনির্ম্মলা ক্ষান্তিরহো সত্ত্বগুণং হরেঃ ॥৫৫
নৈসর্গিকং শুভং সত্ত্বং তবৈব গুণবারিধেঃ ।
নান্যেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৫৬
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ ।
ব্রাহ্মণানাং ত্বমেবেশো নান্যঃ পূজ্যঃ সুরঃ ক্বচিৎ
যেঽর্চ্চয়ন্তি সুরানন্যাংস্ত্বাং বিনা পুরুষোত্তম ।
তে পাষণ্ডত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাঃ ॥ ৫৮
বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং ত্বমেবেজ্যো জনার্দ্দন ।

গমন করিলেন। ক্ষীরাব্ধির উত্তরতটস্থ বৈষ্ণব লোকে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ মহাভাগগণ কর্ত্তৃক যথাযোগ্য অর্চ্চিত হইলেন। তিনি তথায় অনিবারিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন—রবিসন্নিভ বিমল বিমানে নাগপর্য্যঙ্কে কমলাপতি শয়ান রহিয়াছেন, লক্ষ্মীর করপদ্মযুগলে তাঁহার পাদদ্বন্দ্ব মার্জ্জিত হইতেছে। মুনিবর ভৃগু তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কোপান্বিত হইলেন এবং বিষ্ণুর সুন্দর বক্ষে সব্য পাদ নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভগবান্ উত্থিত হইয়া সহর্ষে বলিলেন,—আমি ধন্য হইয়াছি। এই বলিয়া সহর্ষে করযুগ দ্বারা তদীয় চরণ মার্জ্জন করিলেন। ধীরে ধীরে মুনির পাদমর্দ্দন করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! অদ্য আমি ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম, এহেন দেহে ভবদীয় পাদস্পর্শনে আমার মঙ্গল হইবে। নিখিল সম্পৎপ্রাপ্তির হেতু—সমাগত আপৎকুলের ধূমকেতু—অপারসংসারসাগরের সেতু—দ্বিজপাদপাংশু আমার পবিত্রতা বিধান করুক। যাঁহার দেহে সর্ব্বদা বিপ্রপদধূলি অবস্থিত, গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থই তাঁহাতে বিরাজিত। জনার্দ্দন এই কথা কহিয়া লক্ষ্মী দেবীসহ সহসা উত্থানপূর্ব্বক ভক্তিভাবে স্রক্ চন্দনাদি দ্বারা ভৃগুর অর্চ্চনা করিলেন। মুনিবর ভৃগু তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রেষ্ঠাসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া দয়ানিধি বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাতপা ভৃগু কৃতাঞ্জলিপুটে সহর্ষে কহিলেন,—অহো কি রূপ! কি শান্তি! কি জ্ঞান! কি দয়া! কি নির্ম্মল ক্ষমা! কি অপূর্ব্ব সত্ত্বগুণ! গুণসাগর হরির এই শুভ সত্ত্বগুণ নৈসর্গিক! অন্য কোন দেবতারই এ গুণ নাই। তুমিই ব্রহ্মণ্য, তুমিই শরণ্য, তুমিই পুরুষোত্তম, তুমিই ব্রাহ্মণগণের অধীশ্বর। তাঁহাদের পূজ্যদেব অন্য কেহই কুত্রাপি নাই।৪৩-৫৭। হে পুরুষোত্তম! যাহারা তোমা ব্যতীত দেবতান্তরের অর্চ্চনা করে, তাহারা পাষণ্ড, সর্ব্বলোকগর্হিত। হে জনার্দ্দন! বেদ-

নান্যঃ কশ্চিৎ সুরাণাঞ্চ পূজনীয়ঃ কদাচন ॥৫৯
অনর্চ্চ্যা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা রজস্তমোবিমিশ্রিতাঃ।
ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্ পূজনীয়োঽগ্রজন্মনাম্ ॥ ৬০
ত্বৎপাদসলিলং সেব্যং পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্।
সর্ব্বেষাং ভূসুরাণাঞ্চ মুক্তিদং কল্মষাপহম্ ॥৬১
ত্বদ্ভুক্তোঽচ্ছিষ্টশেষং বৈ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্।
ভূসুরাণাঞ্চ সেব্যং স্যাদ্মান্যেষান্তু কদাচন ॥৬২
ইতরেষান্তু দেবানামন্নং পুষ্পং জলং তথা।
অস্পৃশ্যন্তু ভবেৎ সর্ব্বং নির্মাল্যং সুরয়া সমম্ ॥
তস্মাদ্বৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা সনাতনম্।
তত্তীর্থভূতমন্নঞ্চ ভজেতৈবানিশং বুধঃ ॥ ৬৪
ননান্যং দেবন্তু বীক্ষেত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ।
ন্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যদায়তনং বিশেৎ ॥৬৫
ন দত্তাতীহ মে বিপ্রঃ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
ত্বদ্ভুক্তমন্নং তীর্থঞ্চ তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
পতন্তি পিতরস্তস্য নরকে পূয়শোণিতে ॥ ৬৭
নিবেদিতং তব বিভো যো জুহোতি দদাতি বা
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ তৃপ্তিরানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ৬৮
তস্মাত্ত্বমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোঽস্তি কশ্চন
মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যান্ স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি ॥
ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥৭০
ত্বমেব সেব্যো বিপ্রাণাং ব্রহ্মণ্যঃ শুদ্ধসত্ত্ববান্।
পূজ্যত্বাদ্‌ব্রাহ্মণানাং বৈ শুদ্ধসত্ত্বগুণাদপি ॥ ৭১
সর্ব্বেষামেব দেবানাং ব্রাহ্মণত্বমবাপ্নুহি।
ত্বামেব হি সদা বিপ্রা ভজন্তি পুরুষোত্তমম্ ॥৭২
ব্রাহ্মণাস্তে বভূবুস্তু নান্যস্তত্র ন সংশয়ঃ।
ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ ॥৭৩
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ।
ব্রহ্মণ্যো ভগবান্ কৃষ্ণো বাসুদেবোঽচ্যুতো হরিঃ ॥ ৭৪

বেদী বিপ্রগণের তুমিই একমাত্র পূজ্য। সুরগণ মধ্যে আর কেহই কখন পূজনীয় নহে। রজ ও তমোগুণমিশ্রিত ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ অর্চ্চনীয় নহেন। তুমি শুদ্ধ সত্ত্বগুণবান্, তুমিই অগ্রজন্মাদিগের অর্চ্চনীয়। তোমার পাদোদকই পিতৃগণ, দেবগণ ও সমস্ত ব্রাহ্মণের সেব্য, মুক্তিপ্রদ এবং পাপাপহ। তোমার ভুক্তোচ্ছিষ্ট শেষই পিতৃগণ, দেবগণ ও সমস্ত ব্রাহ্মণের সেব্য, অন্যের উচ্ছিষ্ট কদাচ সেব্য নহে। ইতর দেবগণের নির্ম্মাল্য অন্ন, পুষ্প এবং জল,সকলই সুরাসম অস্পৃশ্য। তুমি সনাতন দেব, তোমার পূজা করিয়া তোমার ভুক্ত অন্ন ও তীর্থভূত জল—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ নিয়ত ভজনা করিবেন। ব্রাহ্মণ অন্য দেবতার দর্শন এবং পূজা করিবেন না, অন্য দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ করিবেন না বা অন্য দেবায়তনে প্রবেশ করিবেন না। যে বিপ্র শ্রাদ্ধকর্ম্মে তোমার ভুক্তান্ন বা তীর্থভূত জল প্রদান না করে, তাহার কৃত সেই সর্ব্ব কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া থাকে। কল্পকোটিসহস্র—কল্পকোটিশত কাল তাহার পিতৃগণ পূয-শোণিত নরকে নিমগ্ন হয়। হে বিভো! অগ্রে তোমাকে নিবেদন করিয়া পরে যে ব্যক্তি তাহা হোম বা দান করে, দেব ও পিতৃগণের তাহাতে অনন্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে। অতএব তুমিই বিপ্রগণের পূজ্য, অন্য কেহই তাঁহাদের পূজ্য নাই। যে ব্যক্তি মোহক্রমে অন্যের পূজা করে, সে পাষণ্ডী হইয়া থাকে। তুমি শ্রীমান্ নারায়ণ সনাতন বাসুদেব বিষ্ণু সর্ব্বগত নিত্য পরমাত্মা মহেশ্বর। তুমিই বিপ্রগণের সেব্য, ব্রহ্মণ্য শুদ্ধ সত্ত্ববান্। তুমি ব্রাহ্মণগণের পূজ্য এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, এই কারণে সর্ব্বদেব মধ্যে তুমিই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হও। তুমি পুরুষোত্তম,তোমাকেই বিপ্রগণ সর্ব্বদা ভজনা করেন।৫৮—৭২। তোমাকে পূজা করিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র, ব্রহ্মণ্য মধুসূদন, ব্রহ্মণ্য পুণ্ডরীকাক্ষ, ব্রহ্মণ্য বিষ্ণু অচ্যুত; ব্রহ্মণ্য ভগবান্, কৃষ্ণ বাসু-

ব্রহ্মণ্যো নারসিংহঃ স্যাত্তথা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীধরঃ শ্রীশো গোবিন্দো বামনস্তথা॥
ব্রহ্মণ্যো যজ্ঞবারাহঃ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্রহ্মণ্যো রাঘবঃ শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ
ব্রহ্মণ্যঃ পদ্মনাভঃ স্যাত্তথা দামোদরঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মণ্যো মাধবো যজ্ঞস্তথা ত্রিবিক্রমঃ প্রভুঃ॥৭৭
ব্রহ্মণ্যশ্চ হৃষীকেশঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে॥ ৭৮
নারায়ণায় শ্রীশায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় চ।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় বাসুদেবায় বিষ্ণবে॥৭৯
কল্যাণগুণপূর্ণায় নমস্তে পরমাত্মনে।
নমো ব্রহ্মণদেবায় সর্ব্বদেবস্বরূপিণে॥ ৮০
বারাহবপুষে নিত্যং ত্রয়ীনাথায় তে নমঃ।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় নাগপর্য্যঙ্কশায়িনে॥ ৮১
রাজীবদলনেত্রায় রাঘবায় নমো নমঃ।
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়স্তব॥৮২
ন জানন্তি মহাত্মানং সর্ব্বলোকেশ্বরং প্রভো।
ত্বাং ন জানন্তি ভগবন্ সর্ব্ববেদবিদোঽপি হি॥
নানারূপগুণৈঃ শ্রীশ চারিত্রৈরপি সুকৃতৈঃ।
পরত্বসূচকং সত্ত্বং তব বেদিতুমীশ্বর॥ ৮৪
মহর্ষিভিঃ প্রেষিতোঽহমাগতোঽস্মি তবান্তিকম্
তব শীলগুণান্ জ্ঞাতুং চরণং মম কেশব॥ ৮৫
দত্তং বক্ষসি গোবিন্দ তৎক্ষন্তব্যং কৃপানিধে।
এবমুক্ত্বা ভৃগুর্দ্দেবং প্রণম্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৮৬
দিব্যৈর্মহর্ষিভিস্তত্র পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ।
পুনর্জ্জগাম হৃষ্টাত্মা যজ্ঞভূমিং শুভাহ্বয়াম্॥ ৮৭
সমাগতং মহাত্মানং তত্র দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।
প্রত্যুত্থায় নমস্কৃত্য পূজাঞ্চক্রুর্বিধানতঃ॥ ৮৮
এষাং বিজ্ঞাপয়ামাস তৎসর্ব্বং মুনিপুঙ্গবঃ।
রজস্তমোগুণোদ্রিক্তৌ বিধীশানৌ সুরোত্তমৌ
শপ্তৌ ময়া ন পূজ্যৌ তৌ বিপ্রাণামৃষিসত্তমাঃ
অব্রহ্মণ্যত্বমাপন্নো গর্হিতং রূপমাস্থিতঃ॥ ৯০
শপ্তঃ কৈলাসশিখরে শঙ্করস্তমসাবৃতঃ।
শুদ্ধসত্ত্বময়ো বিষ্ণুঃ কল্যাণগুণসাগরঃ॥ ৯১

দেব অচ্যুত হরি; ব্রহ্মণ্য নারসিংহ নারায়ণ অব্যয়। ব্রহ্মণ্য শ্রীধর শ্রীশ গোবিন্দ বামন; ব্রহ্মণ্য যজ্ঞবরাহ কেশব পুরুষোত্তম; ব্রহ্মণ্য রাঘব শ্রীমান্ রাম রাজীবলোচন; ব্রহ্মণ্য পদ্মনাভ দামোদর প্রভু; ব্রহ্মণ্য মাধব যজ্ঞ ত্রিবিক্রম; ব্রহ্মণ্য হৃষীকেশ পীতবাসা জনার্দ্দন; ব্রহ্মণ্যদেব বাসুদেব শার্ঙ্গপাণি নারায়ণ শ্রীশ পুণ্ডরীকাক্ষদেবকে নমস্কার করি। ব্রহ্মণ্যদেব বাসুদেব বিষ্ণু কল্যাণগুণপূর্ণ পরমাত্মাকে নমস্কার। সর্ব্বদেবস্বরূপী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার করি। তুমি বরাহমূর্ত্তি ত্রয়ীনাথ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নাগপর্য্যঙ্কশায়ী ব্রহ্মণ্যদেব, তোমাকে নমস্কার। তুমি রাজীবদলনেত্র রঘুনন্দন, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে প্রভো! তুমি সর্ব্বলোকেশ্বর মহাত্মা; সমস্ত দেবঋষি তোমারই মায়ায় মোহিত হইয়া তোমাকে জানিতে পারেন না। হে ভগবন! নিখিল বেদবাদী ব্যক্তিরাও তোমার তত্ত্ব অবগত নহেন। হে শ্রীশ! নাম, রূপ ও গুণ দ্বারা তোমার পরত্বসূচক সত্ত্ব আমি সুকৃত চরিত্র দ্বারাও অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে মহর্ষিগণের প্রেরণায় ভবদীয় গুণশীল অবগত হইবার জন্য আমি আপনার নিকট আগমন করিয়া আপনার বক্ষে চরণ অর্পণ করিয়াছি। হে কৃপানিধে গোবিন্দ! হে কেশব! আমার সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। ভৃগু এই কথা কহিয়া মুহুর্মুহু মধুসূদন দেবকে প্রণামপূর্ব্বক মহাত্মা দিব্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া হৃষ্টচিত্তে শুভ যজ্ঞভূমিতে পুনরায় আগমন করিলেন।৭৩—৮৭। মহর্ষিগণ সমাগত মহাত্মাকে দর্শন করিয়া প্রত্যুত্থান ও নমস্কারপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন। মুনিপুঙ্গব ভৃগু তাঁহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—দেবোত্তম বিধি এবং হর, রজ ও তমোগুণোদ্রিক্ত; তাই তাঁহারা বিপ্রগণের অপূজ্য হইবেন বলিয়া আমি অভিশাপ দিয়াছি। কৈলাসশিখরবাসী তমসাবৃত শঙ্কর অব্রহ্মণ্য এবং গর্হিতরূপধারী হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রতি আমার অভি-

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং হরিঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীপতির্বিষ্ণুর্বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৯২
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো গোবিন্দো হরিরচ্যুতঃ।
স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥
মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি।
স্মরণাদেব কৃষ্ণস্য বিমুক্তিঃ পাপিনামপি ॥ ৯৪
তস্য পাদোদকং সেব্যং ভুক্তোচ্ছিষ্টঞ্চ পাবনম্
স্বর্গাপবর্গদং নৃণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৯৫
বিষ্ণোর্নিবেদিতং নিত্যংদেবেভ্যো জুহুয়াদ্ধবিঃ
পিতৃভ্যশ্চৈব তদ্দদ্যাৎসর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ৯৬
যো ন দদ্যাদ্ধরের্ভুক্তং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিণ্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥৯৭
তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রসাদো বৈ সেবিতব্যো দ্বিজন্মনাম্।
ইতরেষান্তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ
সকৃদেব হি যোঽশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালো ভবেদ্ধ্রুবম্
কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা।
নির্ম্মাল্যং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠা রুদ্রাদীনাং দিবৌকসাম্ ॥ ১০০
রক্ষোযক্ষপিশাচান্নং মদ্যমাংসসমং স্মৃতম্।
তদ্‌ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুক্তিতং হবিঃ ॥ ১০১
তস্মাদন্যং পরিত্যজ্য বিষ্ণুমেব সনাতনম্।
পূজয়ধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যাবজ্জীবমতন্দ্রিতাঃ ॥১০২
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম মত্বান্তো গতসংশয়াঃ।
তাপাদিপঞ্চসংস্কারৈরন্বিষ্টাঃ শুভচেতসঃ ॥১০৩
অপ্রাকৃতং হরিং সম্যগর্চ্চয়ধ্বং দ্বিজর্ষভাঃ।
চক্রাঙ্কিতভুজা বিপ্রা ভবন্ত্যপ্রাকৃতাঃ শুভাঃ ॥
চক্রলাঞ্ছনহীনাস্তু প্রাকৃতাস্তামসাঃ স্মৃতাঃ।
তস্মাৎ প্রাকৃতসংসর্গপাপৌঘদহনং হরেঃ ॥১০৫
প্রতপ্তং বিভৃয়াচ্চক্রং শঙ্খঞ্চ ভুজমূলয়োঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু ধৃত্বা শাস্ত্রোক্তমার্গতঃ ॥১৬

শাপ হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বময় কল্যাণগুণসাগর বিষ্ণু নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, তিনিই বিপ্রগণের পরম দৈবত। ব্রহ্মণ্য শ্রীপতি বিষ্ণু বাসুদেব জনার্দ্দন; ব্রহ্মণ্য পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ হরি অচ্যুত; তিনিই বিপ্রগণের পূজ্য, হে পুরুষর্ষভগণ! অপর কোন দেবই তাঁহাদের পূজ্য নহেন। যে ব্যক্তি মোহক্রমে অন্যের অর্চ্চনা করে, সে পাষণ্ডী হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মাত্র পাপিগণেরও মুক্তি হয়। তাঁহারই পাদোদক সেব্য এবং তাঁহারই ভুক্তোচ্ছিষ্ট পবিত্র। উহা নরগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের স্বর্গাপবর্গ-প্রদ। বিষ্ণুকে অগ্রে হবি নিবেদন করিয়া পরে তাহাই নিত্য দেবগণকে হোম করিবে। পিতৃগণকেও উহা দান করিবে। এইরূপ করিলে উক্ত সর্ব্বকর্ম্ম অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি পিতৃগণের শ্রাদ্ধকর্ম্মে হরির ভুক্ত বস্তু দান না করে, তাহার পিতৃগণ সতত বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব বিষ্ণুর প্রসাদই দ্বিজাতিগণের সেবিতব্য। অন্য দেবগণের নির্ম্মাল্য গর্হিত। যে জ্ঞান-দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ একবারও শঙ্কর প্রভৃতির নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করেন, তিনি নিশ্চয় চণ্ডাল হইয়া থাকেন এবং কল্পকোটিসহস্র পর্য্যন্ত নরকানলে পচিতে থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! রুদ্রাদি দেবগণের নির্ম্মাল্য এবং যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচের অন্ন মদ্য-মাংস-তুল্য। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের তাহা ভোক্তব্য নহে। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া সনাতন বিষ্ণুকেই আজীবন অতন্দ্রিতভাবে পূজা কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ছিন্নসংশয় হইয়া বিষ্ণুর সেই পরম তেজ চিন্তা করিতে করিতে তাপাদি পঞ্চ সংস্কারযোগে শুভচিত্তে অপ্রাকৃত হরিকেই সম্যক্ অর্চ্চনা কর। চক্রাঙ্কিতবাহু বিপ্রগণও অপ্রাকৃতও পুণ্যদেহ।৮৮-১০৪। ৪।যাহারা চক্র-চিহ্নহীন, তাহারাই প্রাকৃত ও তামস বিপ্র। অতএব প্রাকৃত সংসর্গজন্য পাপরাশির দহন-স্বরূপ চক্র ও শঙ্খচিহ্ন প্রতপ্ত করিয়া উভয় ভুজমূলে ধারণ করিবে। শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সকল অঙ্গে ধারণ করিয়া

অর্চ্চয়েন্মন্ত্ররত্নেন বিধিনা পুরুষোত্তমম্‌।
তস্য প্রসাদসেবাঞ্চ কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥১০৭
তস্যাবরণপূজায়াং ত্রিদশানর্চ্চয়েৎ সদা।
তমেব সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তারং পরমেশ্বরম্‌॥
জ্ঞাত্বা বৈ জুহুয়াদ্দদ্যাজ্জপেচ্চ সততং দ্বিজাঃ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
এবমুক্তাস্ত তে সর্ব্বে ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
নমস্কৃত্য ভৃগুং সম্যগূচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ১১০
ঋষয় ঊচুঃ।
ভগবন্‌ সংশয়চ্ছেত্তা ত্বমেব দ্বিজসত্তম।
ত্বং বৈ লোকগতির্ব্রহ্মংস্ত্বমেব পরমা গতিঃ॥১১১
ত্বমেব পরমো ধর্ম্মস্ত্বমেব পরমং তপঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ং বিপ্র ভবিষ্যামো হি নান্যথা॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
এবং স্তুত্বা ভৃগুং বিপ্রং সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
তস্মাৎ সম্প্রাপ্তমন্ত্রা বৈ পূজয়ামাসুরচ্যুতম্‌॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং প্রসঙ্গাৎ পার্থিবোত্তম।
রামস্য হস্তকমলস্পর্শনাদ্বৈ নৃপোত্তম॥ ১১৪

ভবিষ্যত্যমলং তচ্চ রূপং লোকবিগর্হিতম্‌।
রাঘবঃ সর্ব্বদেবানাং পাবনঃ পুরুষোত্তমঃ॥১১৫
স্পৃষ্টা দৃষ্টাশ্চ তেনৈব বিমলাঃ শঙ্করাদয়ঃ।
সর্ব্বেষামপি দেবানাং পিতা মাতা জনার্দ্দনঃ॥
ত্রাতা চ সর্ব্বলোকানাং বাৎসল্যগুণসাগরঃ।
তমেব শরণং গচ্ছ যদীচ্ছেঃ পরমং পদম্‌॥১১৭
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্‌।
ব্রহ্মণা কথিতং রাজন্‌ মনুস্বায়ম্ভুবেঽন্তরে॥ ১১৮
বিষ্ণুভক্তিবিনীতস্য শুদ্ধসত্বস্য নান্যথা।
তস্য সংশ্রাবয়েন্নিত্যং বিমুক্তা সা হরেঃ কথা॥
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-বিহিতো বাচকঃ পুমান্‌।
তন্মুখাৎ শ্রূয়তাং নিত্যং পুত্রী ভবসি নান্যথা॥
যস্ত্বিদং শ্রাবয়েন্নিত্যং পঠেদ্বা সুসমাহিতঃ।
অনন্যভক্তিঃ শ্রীশস্য জায়তে তস্য সর্ব্বদা॥১২১
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং কামার্থী লভতে সুখম্‌

মন্ত্ররত্ন দ্বারা যথাবিধি পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করিবে এবং নিত্য অতন্দ্রিত হইয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিবে। তদীয় আবরণপূজায় দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। হে দ্বিজগণ! সেই বিষ্ণুকেই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার উদ্দেশে হোম করিবে, দান করিবে এবং তাঁহারই মন্ত্র সতত জপ করিবে। বশিষ্ঠ কহিলেন,—ক্ষীণপাপ ঋষিগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া ভৃগুকে নমস্কারপূর্ব্বক যুক্ত করে কহিলেন,—হে ভগবন্‌, দ্বিজসত্তম! আপনিই আমাদের সর্ব্ব সংশয় ছেদন করিলেন। হে ব্রহ্মন্‌! আপনিই লোকগতি, আপনিই পরমা গতি। আপনিই পরম ধর্ম্ম এবং আপনিই পরম তপ। হে বিপ্র! আপনার প্রসাদে আমরা আর অন্য মতাবলম্বী হইব না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহর্ষিগণ এইরূপে ভৃগুকে স্তব করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক অচ্যুতদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। হে পার্থিববর! প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকট এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। হে নৃপোত্তম! রামচন্দ্রের করকমলস্পর্শে শঙ্করের সেই লোকবিগর্হিতরূপ নির্ম্মল হইবে। রাঘবই সর্ব্বদেবের পাবন পুরুষোত্তম, তাঁহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট হইয়া শঙ্কর প্রভৃতি নির্ম্মল হইয়া থাকেন। জনার্দ্দনই সর্ব্বদেবের পিতা মাতা; তিনিই সর্ব্বলোকের ত্রাতা এবং বাৎসল্য গুণের সাগর। যদি পরমপদ লাভের-ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। ১০৭-১২১। হে রাজন্‌! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট সেই যাহা বেদসম্মিত পুরাণ সমস্তই বলিলাম। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিবিনীত শুদ্ধসত্ব তাহাকেই নিত্য এই মুক্তিদায়িনী হরিকথা শ্রবণ করাইবে। যে বাচক পুরুষ শঙ্খ চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি দ্বারা চিহ্নিত, তাঁহার মুখে নিত্য হরিকথা শ্রবণ কর; তাহা হইলেই নিঃসন্দেহে তুমি পুত্রবান্‌ হইবে। যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া নিত্য ইহা শ্রবণ ও পাঠ করে, শ্রীপতির প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। হরিকথা শ্রবণে বিদ্যার্থী বিদ্যা,

দ্বাদশ্যাং শ্রবণার্কে চ সংক্রান্তৌ গ্রহণে তথা।
অমাবস্যাং পৌর্ণমাস্যাং পঠেদ্ভক্তিসমন্বিতঃ ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা পঠেদ্‌যস্তু সমাহিতঃ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং গুহ্যং পুরাণং সংহিতাত্মকম্
অর্চ্চয়স্ব হৃষীকেশং যদীচ্ছসি পরং পদম্ ॥১২৫
সূত উবাচ।
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন গুরুণা নৃপসত্তমঃ।
প্রণম্য চ গুরুং রাজা পূজয়িত্বা যথার্হতঃ ॥১২৬
তস্মাৎ সম্প্রাপ্তমন্ত্রোঽসৌ বিধিনা দ্বিজসত্তমাৎ
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ।
কালে হরিপদং প্রাপ যোগিগম্যং সনাতনম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুত্তরখণ্ডে ভৃগুকৃত শ্রেষ্ঠদেবত্রয়পরীক্ষাকথনং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম, মোক্ষার্থী মোক্ষ এবং কামার্থী সুখ লাভ করে। দ্বাদশী, শ্রবণা নক্ষত্র, রবিবার, সংক্রান্তি, গ্রহণ,অমাবস্যা বা পূর্ণিমাদিনে যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত ও সমাহিত হইয়া ইহার শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদও পাঠ করে, সে নিশ্চয় সহস্র অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সংহিতাত্মক গুহ্য পুরাণ কীর্ত্তন করিলাম, যদি পরম পদ লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে হৃষীকেশের অর্চ্চনা কর। সূত কহিলেন,—গুরু বশিষ্ঠদেব এই কথা কহিলে, নৃপশ্রেষ্ঠ দিলীপ তাঁহাকে প্রণাম ও যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন এবং সেই দ্বিজসত্তম হইতে যথাবিধি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আজীবন অতন্দ্রিতভাবে হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিতে করিতে যথাকালে যোগিগম্য সনাতন পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১১৮—১২৭।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত।২৫৫

সমাপ্তমিদং পদ্মপুরাণম্।